ভাবপ্রকাশঃ।

শ্রীমদ্ভাবমিশ্রেণ বিরচিতঃ।

তেনৈব কৃতয়া টীকয়া সমলঙ্কৃতশ্চ।

চরকসংহিতা-সুশ্রুতসংহিতা-পরিভাষাপ্রদীপ-শার্ঙ্গধর-রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ-
সম্পাদকানুবাদকায়ুর্ব্বেদসংগ্রহ-পাচনসংগ্রহ-দ্রব্যগুণ-নাড়ী-
বিজ্ঞানায়ুর্ব্বেদ-প্রদীপপ্রভৃতিগ্রন্থকারেণ

কবিরাজশ্রীদেবেন্দ্রনাথসেনগুপ্তেন
তথা
কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথসেনগুপ্তেন

অনূদিতঃ সংশোধিতঃ প্রকাশিতশ্চ।

কলিকাতারাজধান্যাং

কলুটোলাষ্ট্রীট-ঊনত্রিংশৎসংখ্যকভবনস্থ-ধন্বন্তরি-ষ্টীম্‌মেশিনযন্ত্রে
শ্রীহরিদাসবন্দ্যোপাধ্যায়েন মুদ্রিতঃ।

মূল্যং পঞ্চমুদ্রামাত্রম্।

ভূমিকা।

মূল, টীকা, মূলের বঙ্গানুবাদ ও টীকার বঙ্গানুবাদ সহ ভাবপ্রকাশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ভাবপ্রকাশের বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, কারণ কি বঙ্গদেশে, কি হিন্দুস্থানে সর্ব্বত্র সকলেই ভাবপ্রকাশ গ্রন্থের বিবরণ সম্যক্ অবগত আছেন। পরন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভাবপ্রকাশের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ, উৎকৃষ্ট, একাধারে সমস্ত বিষয় সম্বলিত প্রামাণ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আর এক খানিও নাই। এই এক খানি মাত্র পুস্তক পাঠ করিলে চিকিৎসাশিক্ষোপযোগী সকল বিষয়ই বিশদরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহা পাঠ করিয়া গ্রন্থান্তরের সাহায্য লইতে না হয়, কিন্তু ভাবপ্রকাশ পাঠার্থীকে সেরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ইহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সারভূত। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের মাহাত্ম্য ও গভীরতা সম্যক্‌রূপে জানিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাবপ্রকাশের ন্যায় উপযুক্ত গ্রন্থ আর নাই। ইহা কি চিকিৎসক কি গৃহস্থ সাধারণ সকলেরই একান্ত উপযোগী। সামান্য চেষ্টাতেই সাধারণে এই রত্নাকর হইতে মনোমত রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তি, সৃষ্টিপ্রকরণ, শারীরপ্রকরণ, দ্রব্যগুণ, পঞ্চকর্ম্ম, পরিভাষা, ধাত্বাদির শোধন মারণাদি, নিদান, রোগের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ, রোগভেদে বিস্তৃত-চিকিৎসা, সর্ব্বপ্রকার ঔষধ-তৈল-ঘৃতাদি প্রস্তুতবিধি, পথ্যাপথ্য প্রভৃতি বহুবিষয় বর্ণিত আছে।

মহামতি ভাবমিশ্র আবশ্যক বোধে কতিপয় নূতন রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যুগধর্ম্ম-প্রভাবে বিরুদ্ধ-জনসংযোগ হেতু নূতন নূতন রোগ সমূহ উৎপন্ন হইয়া জনসমাজে সংক্রামিত হয়, তখন সেই সমস্ত রোগের প্রতিকারার্থ তদুপযোগী ভেষজ সমূহও আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই কারণেই ভারতবর্ষে ফিরঙ্গাদি রোগের উৎপত্তি ও চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে। ভাবমিশ্র এই সকল রোগের চিকিৎসার জন্য আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া ভাবপ্রকাশে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে কোন নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে বিদ্বেষবশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা বিবেচনাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদোপযোগী করিয়া আয়ুর্ব্বেদে সন্নিবিষ্ট করা উচিত ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ভাবমিশ্র নূতন রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি লিখিয়া আমাদিগকে এইরূপ উপদেশই দিয়া গিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বে বিশুদ্ধ ভাবপ্রকাশ পাওয়া যাইত না। সেইজন্য কতিপয় মহাত্মা আমাদিগকে এই পুস্তক খানি অগ্রে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তৎকালে অপর কয়েক খানি পুস্তকের সংশোধন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং নিজ কার্য্যবাহুল্যে অবসর না পাওয়ায় ভাবপ্রকাশে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। পরে মুদ্রণাভিপ্রায়ে বোম্বাই ও এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে কয়েক খানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেখি সেগুলিও তেমন বিশুদ্ধ নহে। শেষে আমাদের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি ও অপর গ্রন্থের সাহায্যে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম।

আমাদের অন্যান্য গ্রন্থগুলি যেমন চিকিৎসক ও পাঠার্থিদিগের বিশেষ উপযোগী, তাবৎগ্রন্থ খানিও তদনুরূপ করিতে যথে পরিশ্রম করিয়াছি। এখন ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, সকলেই ইহা দ্বারা আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারিবেন। সুবিধার জন্য ইহাতে পাঠান্তর প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এবং দ্রব্যগুণ প্রকরণে প্রত্যেক দ্রব্যের সম্যক্ জ্ঞানার্থ হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, তামিলী, তৈলঙ্গী, গুজরাটী, কর্ণাটী, উড়িয়া, আরবী, ফারসী, ল্যাটিন, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় সেই সকল দ্রব্যের নাম দেওয়া হইয়াছে। এতদ্দ্বারা পাঠকগণের দ্রব্যপরিচয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে। গ্রন্থ খানি আকারে বৃহৎ হইলেও এবং আমাদের শ্রমাধিক্য থাকিলেও মূল্য সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব কম করা হইয়াছে।

অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে এস্থলে অতি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক জ্যেষ্ঠকল্প পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই মহাগ্রন্থে যেরূপ অসাধারণ শ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা অচ্ছেদ্য ঋণপাশে চিরকালের জন্য আবদ্ধ রহিলাম। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহের পুনরুদ্ধারের জন্য ভক্তিভাজন বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীরই ধন্যবাদার্হ।

এই বিদ্যালয়ের অন্যতর অধ্যাপক অভিন্ন হৃদয়বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কবিরত্ন কাব্যচুঞ্চু মহাশয়ের নিকটও যে অসীম উপকার পাইয়াছি, তাহা আজীবন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিব।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, প্রথিতনামা চিকিৎসক অস্মৎ সহোদর শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পরিশেষে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সোপাধিক কৃতবিদ্য ছাত্র শ্রীমান্ শ্যামনীরদ সেনগুপ্ত বৈদ্যরত্ন এবং বর্ত্তমান ছাত্র শ্রীমান্ ঘনশ্যামদীক্ষিত প্রভৃতি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

১লা শ্রাবণ ১৩১১ সাল
আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
ও
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

সূচীপত্রম্।

ভাবপ্রকাশস্য পূর্ব্বখণ্ডে

প্রথমো ভাগঃ।

মধ্যখণ্ড—তৃতীয়োভাগঃ।

সূচীপত্রম্।

ভাবপ্রকাশস্য মধ্যখণ্ডে

চতুর্থোভাগঃ।

সূচীপত্রম্।

ভাবপ্রকাশস্য উত্তরখণ্ডে

প্রথমোভাগঃ।

ভাবপ্রকাশস্য সূচীপত্রম্ সমাপ্তম্॥

ভাবপ্রকাশস্য

পূর্ব্বখণ্ডে

প্রথমো ভাগঃ।

মঙ্গলম্।

গজমুখমমরপ্রবরং সিদ্ধিকরং বিঘ্নহর্ত্তারম্।
গুরুমবগমনয়ন প্রদমিষ্টকরী মিষ্টদেবতাং বন্দে ॥ ১

কব্যুক্তিঃ——আয়ুর্ব্বেদাগমনং ক্রমেণ যেনাভবদ্ভুমৌ।
প্রথমং লিখামি তমহং নানাতন্ত্রাণি সংদৃশ্য ॥ ২ ॥

আয়ুর্ব্বেদস্য লক্ষণম্—আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধির্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে ॥ ৩ ॥

আয়ুর্ব্বেদস্য নিরুক্তিঃ—অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্ব্বিন্দতি বেত্তি চ।
তস্মাৎ মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ * ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মণঃ প্রাদুর্ভাবঃ—বিধাতাঽথর্ব্বসর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্। স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীমৃজুম্ * ॥ ততঃ প্রজাপতিং দক্ষং দক্ষং সকল-কর্ম্মসু। বিধির্ধীনীরধিঃ সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমুপাদিশৎ ॥ ৫।৬ ॥

দক্ষপ্রাদুর্ভাবঃ—অথ দক্ষঃ ক্রিয়াদক্ষঃ স্বর্ব্বৈদ্যৌ বেদমায়ুষঃ। বেদয়ামাস বিদ্বাংসৌ সূর্য্যাংশৌ সুরসত্তমৌ ॥ ৭ ॥

অশ্বিনীসুতপ্রাদুর্ভাবঃ—দক্ষাদধীত্য দস্রৌ বিতন্তুতঃ সংহিতাং স্বীয়াম্। সকল-চিকিৎসকলোকপ্রতিপত্তিবিবৃদ্ধয়ে ধন্যাম্ ॥ স্বয়ম্ভুবঃ শিরশ্ছিন্নং ভৈরবেণ রুষাহথ তৎ।

---

* শরীরজীবয়োর্যোগো জীবনং তেনাবচ্ছিন্নঃ কাল আয়ুঃ। আয়ুর্ব্বেদবাব্যয়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি চ দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি জ্ঞাত্বা তেষাং সেবনত্যাগাভ্যামারোগ্যেণায়ুর্ব্বিন্দতি। তেনৈব হেতুনা পরম্ভাপ্যায়ু-র্ব্বেত্তি চ ॥ ৪ ॥ ক্রমমাহ তত্রাদৌ ব্রহ্মণঃ প্রাদুর্ভাবঃ ॥ ৫ ॥

অশ্বিভ্যাং সংহিতং তস্মাত্তৌ যাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ ॥ দেবাসুররণে দেবা দৈত্যৈর্যে সক্ষতাঃ কৃতাঃ। অক্ষতাস্তে কৃতাঃ সদ্যো দস্রাভ্যামদ্ভুতং মহৎ ॥ বজ্রিণোঽভূদ্ ভুজস্তম্ভঃ স দস্রাভ্যাং চিকিৎসিতঃ। সোমান্নিপতিতশ্চন্দ্রস্তাভ্যামেব সুখীকৃতঃ ॥ বিশীর্ণা দশনাঃ পুষ্ণো নেত্রে নষ্টে ভগস্য চ। শশিনো রাজযক্ষ্মাঽভূদশ্বিভ্যান্তে চিকিৎসিতাঃ ॥ ভার্গবশ্চ্যবনঃ কামী বৃদ্ধঃ সন্ বিকৃতিং গতঃ। বীর্য্যবর্ণস্বরোপেতঃ কৃতোঽশ্বিভ্যাং পুনর্যুবা॥ এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভি র্ভিষজাং বরৌ। বভূবতুর্ভৃশং পূজ্যাবিন্দ্রাদীনাং দিবৌকসাম্ ॥ ৮—১৪ ॥

ইন্দ্রপ্রাদুর্ভাবঃ—সংদৃশ্য দস্রয়োরিন্দ্রঃ কর্ম্মাণ্যেতানি যত্নবান্। আয়ুর্ব্বেদং নিরুদ্বেগং তৌ যযাচে শচীপতিঃ॥ নাসত্যৌ সত্যসন্ধেন শক্রেণ কিল যাচিতৌ। আয়ুর্ব্বেদং যথাধীতং দদতুঃ শতমন্যবে॥ নাসত্যাভ্যামধীত্যৈষ আয়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ। অধ্যাপয়ামাস বহূনাত্রেয়প্রমুখান্ মুনীন্ ॥ ১৫ —১৭ ॥

আত্রেয়প্রাদুর্ভাবঃ—একদা জগদালোক্য গদাকুলমিতস্ততঃ। চিন্তয়ামাস ভগবানাত্রেয়ো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৮॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং লোকা নিরাময়াঃ। ভবন্তি সাময়ানেতান্ন শক্নোমি নিরীক্ষিতুম্॥ ১৯ ॥ দয়ালুরহমত্যর্থং স্বভাবো দুরতিক্রমঃ॥ এতেষাং দুঃখতো দুঃখং মমাপি হৃদয়েঽধিকম্॥ ২০॥ আয়ুর্ব্বেদং পঠিষ্যামি নৈরুজ্যায় শরীরিণাম্। ইতি নিশ্চিত্য গতবান্ আত্রেয়স্ত্রিদশালয়ম্॥ ২১॥ তত্র মন্দিরমিন্দ্রস্য গত্বা শক্রং দদর্শ সঃ॥ সিংহাসনসমাসীনং স্তূয়মানং সুরর্ষিভিঃ॥ ২২॥ ভাসয়ন্তং দিশো ভাসা ভাস্করপ্রতিমং ত্বিষা। আয়ুর্ব্বেদমহাচার্য্যং শিরোধার্য্যং দিবৌকসাম্॥ ২৩॥ শক্রস্তু তং নিরীক্ষ্যৈব ত্যক্তসিংহাসনো যযৌ॥ তদগ্রে পূজয়ামাস ভৃশং ভূরিতপঃকৃশম্॥ ২৪ ॥ কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্। স মুনির্ব্বক্তু মারেভে নিজাগমনকারণম্॥ ২৫॥ দেবরাজ ন রাজাসি দিব এব যতো ভবান্। বিধাত্রা বিহিতো যত্নাৎ ত্রিলোকীলোকপালকঃ॥ ২৬॥ ব্যাধিভির্ব্ব্যথিতা লোকাঃ শোকাকুলিতচেতসঃ। ভূতলে সন্তি সন্তাপং তেষাং হন্তুং কৃপাং কুরু॥ ২৭॥ আয়ুর্ব্বেদোপদেশং মে কুরু কারুণ্যতো নৃণাম্। তথেত্যুক্ত্বা সহস্রাক্ষোঽধ্যাপয়ামাস তং মুনিম্॥ ২৮॥ মুনীন্দ্র ইন্দ্রতঃ সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমধীত্য সঃ। অভিনন্দ্য তমাশীর্ভিরাজগাম পুনর্ম্মহীম্॥ ২৯॥ অথাত্রেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠো ভগবান্ করুণাকরঃ। স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে নরচক্রানুকম্পয়া॥ ৩০॥ ততোঽগ্নিবেশং ভেড়ং চ জাতূকর্ণং পরাশরম্। ক্ষারপাণিং চ হারীতমায়ুর্ব্বেদমপাঠয়ৎ॥ ৩১॥ তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমমগ্নিবেশোঽভবৎ পুরা। ততো ভেড়াদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং কৃতানি চ॥ ৩২॥ শ্রাবয়ামাসুরাত্রেয়ং মুনিবৃন্দেন বন্দিতম্। শ্রুত্বা চ তানি তন্ত্রাণি হৃষ্টোঽভূদত্রিনন্দনঃ॥ ৩৩॥ যথাবৎ সূত্রিতস্তস্মাৎ প্রহৃষ্টা মুনয়োঽভবন্। দিবি দেবর্ষয়ো দেবাঃ শ্রুত্বা সাধ্বিতি তেঽব্রুবন্॥ ৩৪॥

ভারদ্বাজপ্রাদুর্ভাবঃ—একদা হিমবৎপার্শ্বে দৈবাদাগত্য সংগতাঃ। মুনয়ো বহবস্তেষাং নামভিঃ কথয়াম্যহম্॥ ৩৫॥ ভারদ্বাজো মুনিবরঃ প্রথমং সমুপাগতঃ। ততোঽঙ্গিরা-

স্ততো গর্গো মরীচির্ভৃগুভার্গবৌ ॥৩৬॥ পুলস্ত্যোঽগস্তিরসিতো বশিষ্ঠঃ সপরাশরঃ। হারীতো গৌতমঃ সাংখ্যো মৈত্রেয়শ্চ্যবনোঽপি চ ॥৩৭॥ জমদগ্নিশ্চ গার্গ্যশ্চ কাশ্যপঃ কশ্যপোঽপি চ। নারদো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়ঃ কপিঞ্জলঃ ॥৩৮॥ শাণ্ডিল্যঃ সহকৌণ্ডিন্য শাকুনেয়শ্চ শৌনকঃ। আশ্বলায়নসাংকৃত্যৌ বিশ্বামিত্রঃ পরীক্ষকঃ ॥ ৩৯ ॥ দেবলো গালবো ধৌম্যঃ কাপ্য কাত্যায়নাবুভৌ। কাঙ্কায়নো বৈজপায়ঃ কুশিকো বাদরায়ণঃ ॥৪০॥ হিরণ্যাক্ষশ্চ লোকাক্ষঃ শরলোমা চ গোভিলঃ। বৈখানসা বালখিল্যাস্তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ ॥৪১॥ ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো যমস্য নিয়মস্য চ। তপসস্তেজসা দীপ্তা হূয়মানা ইবাগ্নয়ঃ ॥ ৪২ ॥ সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র সর্ব্বে চক্রুঃ কথামিমাম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলমুক্তং কলেবরম্ ॥৪৩॥ তপঃস্বাধ্যায়ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম্। হর্ত্তারঃ প্রসৃতা রোগা যত্র তত্র চ সর্ব্বতঃ ॥৪৪ ॥ রোগাঃ কার্শ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্য চেষ্টাহরা দৃষ্ট্যাদীন্দ্রিয়শক্তিসংক্ষয়করাঃ সর্ব্বাঙ্গপীড়াকরাঃ। ধর্ম্মার্থাখিলকামমুক্তিষু মহাবিঘ্নস্বরূপা বলাৎ, প্রাণানাশু হরন্তি সন্তি যদি তে ক্ষেমং কুতঃ প্রাণিনাম্ ॥৪৫॥ তত্তেষাং প্রশমায় কশ্চন বিধিশ্চিন্ত্যো ভবদ্ভির্ব্বুধৈ-র্যোগ্যৈরিত্যভিধায় সংসদি ভরদ্বাজং মুনিং তেঽব্রুবন্। ত্বং যোগ্যো ভগবন্ সহস্রনয়নং যাচস্ব লব্ধং ক্রমাদায়ুর্ব্বেদমধীত্য যং গদভয়ান্মুক্তা ভবামো বয়ম্ ॥ ৪৬॥ ইত্থং স মুনিভির্য্যোগ্যৈঃ প্রার্থিতো বিনয়ান্বিতৈঃ। ভারদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৪৭ ॥ তথেন্দ্রভবনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগম্। দৃষ্টবান্ বৃত্রহন্তারং দীপ্যমানমিবানলম্ ॥ ৪৮ ॥ দৃষ্টৈ্ববং স মুনিং প্রাহ ভগবান্ মঘবা মুদা। ধর্ম্মজ্ঞ স্বাগতং তেঽথ মুনিং তং সমপূজয়ৎ ॥ ৪৯ ॥ সোঽভিগম্য জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য সুরেশ্বরম্। ঋষীণাং বচনং সম্যক্ শ্রাবয়ন্ মুনিসত্তমঃ ॥৫০॥ ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ। তেষাং প্রশমনোপায়ং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৫১ ॥ তমুবাচ মুনিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ। জীবেদ্বর্ষসহস্রাণি দেহী নীরুঙ্ নিশম্য যম্ ॥ ৫২ ॥ সোঽনন্তপারং ত্রিস্কন্ধমায়ুর্ব্বেদং মহামুনিঃ। যথাবদচিরাৎ সর্ব্বং বুবুধে তন্মনা মুনিঃ ॥ ৫৩॥ তেনায়ুঃ সুচিরং লেভে ভরদ্বাজো নিরাময়ম্। অন্যানপি মুনীংশ্চক্রে নীরুজঃ সুচিরায়ুষঃ ॥ ৫৪ ॥ তত্তন্ত্রজনিতজ্ঞানচক্ষুষা ঋষয়োঽখিলাঃ। গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম্মাণি দৃষ্ট্বা তদ্বিধিমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ আরোগ্যং লেভিরে দীর্ঘমায়ুশ্চ সুখসংযুতম্। আয়ুর্ব্বেদোক্তবিধিনাঽন্যেঽপি স্যুর্ম্মুনয়ো যথা ॥ ৫৬ ॥

চরকপ্রাদুর্ভাবঃ—যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ। তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্ ॥ ৫৭ ॥ অথর্ব্বান্তর্গতং সম্যগায়ুর্ব্বেদং চ লব্ধবান্। একদা স মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ ॥ ৫৮ ॥ তত্র লোকান্ গদৈর্গ্রস্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্। স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্ ॥ ৫৯ ॥ তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ ॥ অনন্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্ ॥ ৬০ ॥ সঞ্চিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূবহ। প্রসিদ্ধস্য বিশুদ্ধস্য বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ ॥ ৬১ ॥ যতশ্চর ইবায়াতো ন জ্ঞাতঃ কেনচিদ্যতঃ। তস্মাচ্চরকনাম্নাঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে। ৬২ ॥ স ভাতি চরকাচার্য্যো বেদাচার্য্যো যথা দিবি। সহস্রবদনস্যাংশো যেন ধ্বংসো রুজাং কৃতঃ ॥৬৩ ॥ আত্রেয়স্য মুনেঃ

শিষ্যা অগ্নিবেশাদয়োঽভবন্। মুনয়ো বহবস্তৈশ্চ কৃতং তন্ত্রং স্বকং স্বকম্॥ ৬৪ ॥ তেষাং তন্ত্রাণি সংস্কৃত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতা। চরকেণাত্মনো নাম্না গ্রন্থোঽয়ং চরকঃ কৃতঃ॥ ৬৫ ॥

ধন্বন্তরিপ্রাদুর্ভাবঃ—একদা দেবরাজস্য দৃষ্টির্নিপতিতা ভুবি। তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভির্ভৃশপীড়িতাঃ॥ ৬৬ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্য দয়য়া পরিপীড়িতম্। দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ শক্রো ধন্বন্তরিমুবাচ হ॥ ৬৭ ॥ ধন্বন্তরে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ কিঞ্চিদুচ্যতে। যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরো ভব॥ ৬৮ ॥ উপকারায় লোকানাং কেন কিন্ন কৃতং পুরা। ত্রৈলোক্যাধিপতির্বিষ্ণুরভূন্মৎস্যাদিরূপবান্॥ ৬৯ ॥ তস্মাত্ত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপো ভব। প্রতীকারায় রোগাণামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়॥ ৭০ ॥ ইত্যুক্ত্বা সুরশার্দূলঃ সর্ব্বভূতহিতেপ্সয়া। সমস্তমায়ুষো বেদং ধন্বন্তরিমুপাদিশৎ॥ ৭১ ॥ অধীত্য চায়ুষো বেদমিন্দ্রাদ্ ধন্বন্তরিঃ পুরা। আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনি॥ ৭২ ॥ নাম্না তু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ। বাল এব বিরক্তোঽভূচ্চচার সুমহত্তপঃ॥ ৭৩ ॥ যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপং। ততো ধন্বন্তরির্লোকৈঃ কাশীরাজোঽভিধীয়তে॥ ৭৪। হিতায় দেহিনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতামুনা। অয়ং বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতাং তামপাঠয়ৎ॥ ৭৫ ॥

সুশ্রুতপ্রাদুর্ভাবঃ—অথ জ্ঞানদৃশা বিশ্বামিত্রপ্রভৃতয়োঽবিদন্। অয়ং ধন্বন্তরিঃ কাশ্যাং কাশিরাজোঽয়মুচ্যতে॥ ৭৬ ॥ বিশ্বামিত্রো মুনিস্তেষু পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্। বৎস বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্॥ ৭৭॥ তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশিরাজোঽস্তি বাহুজঃ। স হি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাংবরঃ॥ ৭৮ ॥ আয়ুর্ব্বেদং ততোঽধীত্য লোকোপকৃতিহেতবে। সর্ব্বপ্রাণিদয়াতীর্থমুপকারো মহামখঃ॥ ৭৯। পিতুর্ব্বচনমাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ। তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিসূনুশতং যযৌ॥ ৮০ ॥ অথ ধন্বন্তরিং সর্ব্বে বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতম্। ভগবন্তং সুরশ্রেষ্ঠং মুনিভির্ব্বহুভিঃ স্তুতম্॥ ৮১ ॥ কাশিরাজং দিবোদাসং তে পশ্যন্বিনয়ান্বিতাঃ। স্বাগতং চ ইতি স্মাহ দিবোদাসো যশোধনঃ॥ ৮২ ॥ কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্। ততস্তে সুশ্রুতদ্বারা কথয়ামাসুরুত্তরম্॥ ৮৩ ॥ ভগবন্মানবান্দৃষ্ট্বা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতান্। ক্রন্দতো ম্রিয়মাণাংশ্চ জাতাঽস্মাকং হৃদি ব্যথা॥ ৮৪ ॥ আময়ানাং শমোপায়ং বিজ্ঞাতুং বয়মাগতাঃ। আয়ুর্ব্বেদং ভবানস্মানধ্যাপয়তু যত্নতঃ॥ ৮৫ অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতিস্তানুপাদিশৎ। ব্যাখ্যাতন্তেন তে যত্নাজ্জগৃহুর্মুনয়ো মুদা॥ ৮৬ ॥ কাশিরাজং জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য মুদান্বিতাঃ। সুশ্রুতাদ্যাঃ সুসিদ্ধার্থা জগ্মুর্গেহং স্বকং স্বকম্॥ ৮৭ ॥ প্রথমং সুশ্রুতস্তেষু স্বতন্ত্রং কৃতবান্ স্ফুটম্। সুশ্রুতস্য সখায়োঽপি পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে॥ ৮৮ ॥ সুশ্রুতেন কৃতং তন্ত্রং সুশ্রুতং বহুভির্যতঃ। তস্মাত্তৎ সুশ্রুতং নাম্না বিখ্যাতং ক্ষিতিমণ্ডলে॥ ৮৯ ॥

ইত্যায়ুর্ব্বেদপ্রবক্তৄণাং প্রাদুর্ভাবঃ।

অথ গ্রন্থারম্ভঃ।



আয়ুর্ব্বেদাব্ধিমধ্যাদতিমতিমুনয়ো যোগরত্নানি যত্নাল্লব্ধা স্বে স্বে নিবন্ধে দধুরখিলজন-ব্যাধিবিধ্বংসনায়। তত্তদ্‌গ্রন্থাদ্‌গৃহীতৈঃ সুবচনমণিভির্ভাবমিশ্রশ্চিকিৎসা-শাস্ত্রে জাড্যান্ধকারং প্রশময়িতুমিমং সংবিধত্তে প্রকাশম্‌॥ ১॥ শ্রীপতিপদপ্রসাদাদাশীর্ভির্ভূমিদেবানাম্‌। ভাব-প্রকাশনাম্না গ্রন্থোঽয়ং পঠ্যতাং সর্ব্বৈঃ॥ ২॥

অথ সৃষ্টিক্রমঃ।—আত্মা জ্যোতিশ্চিদানন্দরূপো নিত্যশ্চ নিস্পৃহঃ। নির্গুণঃস্ব প্রকৃতের্যোগাৎ সগুণঃ কুরুতে জগৎ *॥ ৩॥ সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাস্তে প্রকৃতেঃ সমাঃ। সা জড়াপি জগৎকর্ত্রী পরমাত্মচিদব্যয়াৎ *॥ ৪॥

প্রকৃতেঃ স্বরূপবিশেষণম্‌।—সর্ব্বভূতানাং কারণমকারণং সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণ-মষ্টরূপমখিলস্য জগতঃ সম্ভবহেতুরব্যক্তং নামেতি *॥ ৫॥

প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সাধর্ম্ম্যম্‌।—উভাবপ্যনাদী উভাবপ্যনন্তৌ উভাবপ্যলিঙ্গা-বুভাবপি নিত্যাবুভাবপ্যপরাবুভাবপি সর্ব্বগতৌ ইতি *॥ ৬॥

প্রকৃতিপুরুষয়োর্ব্বৈধর্ম্ম্যম্‌।—একাতু প্রকৃতিরচেতনা ত্রিগুণা বীজধর্ম্মিণী প্রসবধর্ম্মিণ্যমধ্যস্থধর্ম্মিণী চেতি। পুরুষস্তু চেতনাবান্‌ নির্গুণোঽপ্রসবধর্ম্মা বীজধর্ম্মা মধ্যস্থধর্ম্মা চেতি *॥ ৭॥

---

* এতস্য নিবন্ধস্য ফলং চিকিৎসা, চিকিৎসা চ পুরুষস্য। পুরুষস্তু চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-জীবাত্মসমবায়ঃ, তস্মাৎ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং জীবাত্মনশ্চ স্বরূপনিরূপণায় সৃষ্টিক্রমমাহ আত্মেতি। সগুণ ইত্যাদিযুক্তঃ॥ ৩॥ সতঃ সাধোর্ভাবঃ সত্ত্বং প্রকাশকং জ্ঞানং সুখহেতুঃ রজো রাগাত্মকং দুঃখহেতুঃ তাম্যতি গ্লানিং প্রাপ্নোতি অনেনেতি তমঃ আবরকং মোহহেতুঃ তে গুণাঃ সমাঃ প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তথা সতি ন্যূনাধিকগুণাঃ বিকৃতিঃ॥ ৪॥ অথ সুশ্রুতমুপদিশন্‌ ধন্বন্তরিঃ প্রকৃতেঃ স্বরূপবিশেষণমাহ সর্ব্বভূতানামিতি। অয়মর্থঃ। অব্যক্তং ন ব্যজ্যতে অস্মিন্নিতি অব্যক্তং মূলপ্রকৃত্যপরপর্য্যায়ং ততঃ সর্ব্বভূতানাং কারণং সমবায়িকারণং। অকারণং ন বিদ্যতে কারণং যস্য তৎ। সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণং সমসত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপং। অষ্টরূপং। অব্যক্তং মহান্‌ অহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যেত্যষ্টৌ রূপাণি যস্য তৎ। যত ইন্দ্রিয়াণাং মহভূতানাঞ্চ কারণতয়া মহাদাদয়োঽপি সপ্ত প্রকৃতয়ঃ, এবমখিলস্য জগতঃ সম্ভব-হেতুরব্যক্তমিত্যুপসংহারঃ॥ ৫॥ উভাবপি নিত্যৌ লয়ং কচিদপি ন যাতঃ। উভাবপ্যপরৌ ন বিদ্যতে পরোঽপরো যাভ্যাং তাবপরৌ॥ ৬॥ অচেতনা জড়া ত্রিগুণা তুল্যগুণত্রয়াত্মিকা বীজধর্ম্মিণী সর্ব্বেষাং মহদাদীনাং বিকারাণাং বীজত্বেনাবস্থিতা, প্রসবধর্ম্মিণী পুরুষেণাক্রান্তাক্ষোভং প্রাপ্য সম্যগতিক্রম্য মহদহংকারাদিক্রমেণ জগতঃ প্রসবিত্রী, অমধ্যস্থধর্ম্মিণী সুখদুঃখভোগভোগিনী। নতু সুখদুঃখভোগাদুদাসীনা। নির্গুণঃ অবিদ্যমানসত্ত্বাদিগুণঃ। অবীজধর্ম্মা মহাপ্রলয়ে মহ-দাদীনাং বিকারাণাং প্রকৃতাবিব তস্মিন্নলবস্থানাৎ। মধ্যস্থধর্ম্মা সুখদুঃখভোগাদ্যোগিত্বা উদাসীনঃ॥ ৭॥

প্রকৃতের্নামানি।—প্রধানং প্রকৃতিঃ শক্তির্নিত্যা চাবিকৃতিস্তথা। এতানি তস্যা নামানি পুরুষং যা সমাশ্রিতা ॥ ৮ ॥

গুণাঃ।—সত্ত্বং রজস্তমস্ত্রীণি বিজ্ঞেয়াঃ প্রকৃতেগু র্ণাঃ। তৈশ্চ যুক্তস্য চিত্তস্য কথয়াম্যখিলান্ গুণান্ ॥ ৯ ॥

সত্ত্বাদিযুক্তস্য মনসো গুণাঃ।—আস্তিক্যং প্রবিভজ্য ভোজনমনুতাপশ্চ তথ্যং বচো, মেধাবুদ্ধিধৃতিক্ষমাশ্চ করুণা জ্ঞানং চ নির্দ্দম্ভতা। কর্ম্মানিন্দিতমস্পৃহশ্চ বিনয়ো ধর্ম্মঃ সদৈবাদরাদেতে সত্ত্বগুণান্বিতস্য মনসো গীতা গুণা জ্ঞানিভিঃ* ॥ ১০ ॥

রজোগুণযুক্তমনসো লক্ষণম্।—ক্রোধস্তাড়নশীলতা চ বহুলং দুঃখং সুখেচ্ছাধিকা, দম্ভঃ কামুকতাঽপ্যলীকবচনং চাধারতাঽহঙ্কৃতিঃ। ঐশ্বর্য্যাদভিমানিতাতিশয়িতানন্দোঽধিকশ্চাটনং, প্রখ্যাতা হি রজোগুণেন সহিতস্যৈতে গুণাশ্চেতসঃ* ॥ ১১ ॥

তমোযুক্তমনসো লক্ষণম্।—নাস্তিক্যং সুবিষণ্ণতাতিশয়িতালস্যং চ দুষ্টা মতিঃ প্রীতির্নিন্দিতকর্ম্মশর্ম্মণি সদা নিদ্রালুতাঽহর্নিশম্। অজ্ঞানং কিল সর্ব্বতোঽপি সততং ক্রোধান্ধতা মূঢ়তা, প্রখ্যাতা হি তমোগুণেন সহিতস্যৈতে গুণাশ্চেতসঃ ॥ ১২ ॥ তত্র প্রভূতসত্ত্বস্তু সাত্ত্বিকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ। রাজসস্তামসশ্চৈব ত্রিবিধস্তেন মানবঃ ॥ ১৩ ॥

মহত্তত্ত্বোৎপত্তিঃ।—ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বং বুদ্ধিতত্ত্বাপরাভিধম্। ত্রিগুণং সত্ত্ববহুলং নির্ম্মলং স্ফটিকোপমম্। চিচ্ছায়া প্রাপ্তচৈতন্যং তদিচ্ছাময়মারিতম্* ॥ ১৪ ॥

অহঙ্কারোৎপত্তিস্তত্ত্রৈবিধত্বঞ্চ।—মহতস্ত্রিগুণাজ্জাতোঽহংকারস্ত্রিগুণান্বিতঃ। সাত্ত্বিকো রাজসশ্চাপি তামসশ্চেতি স ত্রিধা* ॥ ১৫ ॥

ত্রিবিধাহঙ্কারস্য কার্য্যম্—জাতানি সাত্ত্বিকাত্তস্মাদিন্দ্রিয়াণি সরাজসাৎ। তানি শ্রোত্রং ত্বচো নেত্রং রসনা নাসিকা তথা ॥ ১৬ ॥ বাগ্‌হস্তচরণোপস্থং গুদান্যেকাদশো মনঃ। পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ প্রাক্তনানীতরাণি চ। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব কথয়ন্তি বিপশ্চিতঃ* ॥ ১৭ ॥ মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ং বিজ্ঞেঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়মপি স্মৃতম্। মনোঽধিষ্ঠিতমেবেদমিন্দ্রিয়ং যৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥

---

* অস্তি ধর্ম্মমোক্ষপরলোকাদিকমিতি বুদ্ধা চরত্যাস্তিকস্তস্য ভাব আস্তিক্যং, অনুতাপঃ অক্রোধঃ, ধৃতিঃ ভূতপ্রেতস্মরক্রোধলোভাদ্যাবেশরাহিত্যং, জ্ঞানমাত্মজ্ঞানম্। নির্দ্দম্ভতা কপট্যাভাবঃ কর্ম্ম অনিন্দিতং অস্পৃহঃ নিষ্কামঃ চ ॥ ১০ ॥ অলীকবচনং মিথ্যাকথনং। অটনং পৃথ্বীপরিভ্রমণম্ ॥ ১১ ॥ ততঃ প্রকৃতেস্ত্রিগুণং ত্রয়ো গুণা যত্র তৎ তচ্চ সত্ত্ববহুলং। অত্রায়মভিপ্রায়ঃ, যথা নিশ্চলে হ্রদাদৌ বহুদ্রব্যপাতাত্তদীয়ং জলং বর্দ্ধতে তথা চিদ্রূপপুরুষেণাক্রমণাৎ তুল্যগুণত্রয়াত্মিকায়াঃ প্রকৃতের্জ্ঞানহেতুঃ প্রকাশকঃ সত্ত্বগুণোবৃদ্ধঃ প্রবুদ্ধঃ সত্ত্বতঃ প্রকৃতেঃ সত্ত্ববহুলং বুদ্ধিতত্ত্বমভবৎ ॥ ১৪ ॥ অহংকারস্য রজোগুণান্বিতস্য মনোধর্ম্মত্বাৎ। অহঙ্কারোঽভিমানব্যাপারস্তল্লক্ষণমাহ। মহতঃ বুদ্ধিতত্ত্বাৎ ত্রিগুণাৎ ত্রয়োগুণাঃ যত্র ততঃ। নম্নু মহত্তত্ত্বং ত্রিগুণযুক্তমেব। কিমর্থং মহতস্ত্রিগুণাদিতি বিশেষণং ? সত্যম্। ত্রিগুণাদিতি পুনর্বিশেষণাদুক্তং সত্ত্ববহুলমিতি। বিশেষণমত্র নানুবর্ত্ততে, তেনাহংকারোৎপাদকং মহত্তত্ত্বং ত্রিগুণমপি রজোবহুলং বোদ্ধব্যম্। অহঙ্কার-

তত্রেন্দ্রিয়াণাং বিষয়াং—শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধো হ্যনুক্রমাৎ। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ সমাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ ॥ ১৯ ॥ বাচ্যং গ্রাহ্যঞ্চ গন্তব্যমানন্দং ত্যাজ্যমেব চ। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বিষয়া জ্ঞাতব্যা বিষয়ো হৃদঃ * ॥ ২০ ॥ তামসাদপ্যহংকারাত্তন্মাত্রাণি সরাজসাৎ। পঞ্চাল্পসত্ত্বসম্বন্ধাৎ তল্লিঙ্গানি ভবন্তি হি * ॥ ২১ ॥ শব্দতন্মাত্রকং স্পর্শতন্মাত্রং রূপমাত্রকম্। রসতন্মাত্রকং গন্ধতন্মাত্রমিতি তানি তু * ॥ ২২ ॥ তন্মাত্রেভ্যো বিয়দ্বায়ুর্ব্বহ্নির্ব্বারি বসুন্ধরা ॥ এতানি পঞ্চ জায়ন্তে মহাভূতানি তৎক্রমাৎ * ॥ ২৩ ॥

মহাভূতানাং গুণাঃ—শব্দঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং বাপি ছিদ্রাণি চ বিবিক্ততা। বিয়তঃ কথিতা এতে গুণা গুণবিচারিভিঃ * ॥ ২৪ ॥ স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিয়ঞ্চাপি লঘুতা স্পন্দনন্তনোঃ। চেষ্টাঃ সর্ব্বশরীরস্থ বায়োরেতে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥২৫॥ রূপং নেত্রেন্দ্রিয়ং পাকঃ সন্তাপস্তীক্ষ্ণতা তথা। বর্ণো ভ্রাজিষ্ণুতাঽমর্ষঃ শৌর্য্যং বহ্নের্গুণা অমী * ॥ ২৬ ॥ রসো রসেন্দ্রিয়ং শৈত্যং স্নেহশ্চ গুরুতা তথা। সর্ব্বদ্রবসমূহশ্চ শুক্রং বারিগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭ ॥ গন্ধো ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং চাপি কাঠিন্যং গৌরবং তথা। বসুন্ধরাগুণা এতে গদিতাগুণবেদিভিঃ ॥ ২৮ ॥ শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তৎক্রমাৎ। তন্মাত্রাণাং বিশেষাঃ স্যুঃ স্থূলভাবমুপাগতাঃ * ॥ ২৯ ॥

অষ্টপ্রকৃতয়ঃ—প্রকৃতেঃ কারণাযোগান্মতা প্রকৃতিরেব সা। মহত্তত্ত্বাদয়ঃ সপ্ত শক্তের্ব্বিকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ * ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং চ ভূতানাং কারণত্বান্মহর্ষিভিঃ। মহত্তত্ত্বাদয়ঃ সপ্ত প্রোক্তাঃ প্রকৃতয়োঽপিচ * ॥ ৩১ ॥ দশেন্দ্রিয়াণি চিত্তঞ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ। এতানি সৃষ্টিং জানদ্ভির্ব্বিকারাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥ ৩২ ॥

স্ত্রিবিধস্তানাহ সাত্ত্বিক ইত্যাদিঃ ॥ ১৫ ॥ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ বুদ্ধেরাশ্রয়ত্বাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মাশ্রয়ত্বাৎ সাত্ত্বিকাহংকারাজ্জাতত্বাদিন্দ্রিয়াণি প্রকাশলক্ষণানি সত্ত্বস্থ প্রকাশকত্বাৎ ॥ ১৭ ॥ হৃদঃ মনসঃ ॥ ২০ ॥ তল্লিঙ্গানি মোহাদিলিঙ্গানি তান্যদ্ভুতস্বভাবানি বাহ্যেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যাণি ॥২১ শব্দাদীন্যেবতন্মাত্রাণিতানি চ যোগিভিরেব গ্রাহ্যাণি, সা সা মাত্রা যস্মিন্ তত্তন্মাত্রম্ ॥ ২২ ॥ একোত্তরপরিবৃদ্ধ্যা বিয়দাদয়ো জায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তদ্‌যথা শব্দতন্মাত্রাচ্ছব্দগুণং বিয়জ্জায়তে। শব্দতন্মাত্রসহিতাৎ স্পর্শতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শগুণো বায়ুর্জ্জায়তে। শব্দতন্মাত্রস্পর্শতন্মাত্রসহিতাৎ রূপতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শরূপগুণো বহ্নির্জ্জায়তে। শব্দতন্মাত্রস্পর্শতন্মাত্ররূপতন্মাত্রসহিতাদ্রসতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শরূপরসগুণং বারি জায়তে। শব্দতন্মাত্রস্পর্শতন্মাত্ররূপতন্মাত্ররসতন্মাত্রসহিতাদ্গন্ধতন্মাত্রাচ্ছব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণা বসুন্ধরা জায়তে ॥ ২৩ ॥ বিবিক্ততা শারীরাণাং ভাবানাং শিরাস্নায়্বস্থিপেশীপ্রভৃতীনাং জাতিব্যক্তিভ্যাং মিথঃ পৃথক্ত্বং ॥ ২৪ ॥ রূপং লাবণ্যম্। পাকঃ উদরাগ্নিনাহারপাকঃ। সন্তাপঃ ঔষ্ণ্যম্। তীক্ষ্ণতা আশুকারিতা। বর্ণো গৌরাদিঃ। ভ্রাজিষ্ণুতা দীপ্তিঃ। অমর্ষঃ ক্রোধঃ ॥ ২৬ ॥ তৎক্রমাৎ শব্দতন্মাত্রাদিক্রমাৎ। বিশেষাঃ অনুভবযোগ্যেঃ সুখদুঃখমোহরূপৈর্ধর্ম্মৈর্ব্বিশেষ্যন্ত ইতি বিশেষাঃ অত্র কর্ম্মণি ঘঞ্ প্রত্যয়ঃ। তন্মাত্রাণি ত্ববিশেষাণি যতস্তান্যনুভবযোগ্যৈঃ সুখাদিভির্ব্বিশেষ্টুং ন শক্যন্তে সূক্ষ্মত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ প্রকৃতিরেব কারণমেব ন তু কস্যচিৎ কার্য্যমিত্যর্থঃ। কার্য্যাণি ইন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বভূতানাং কারণত্বান্মহর্ষিভির্মহত্তত্ত্বাদয়ঃ সপ্ত মহানহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণীতি। শক্তেঃ প্রকৃতের্ব্বিকৃতয়ঃ কার্য্যাণি ॥ ৩০ ॥ তথা সতি প্রকৃতির্মহানহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি চেত্যষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ॥ ৩১ ॥ বিকারাঃ কার্য্যাণি ॥ ৩২ ॥ অত্র শব্দাদীনাং বিয়দাদিমহাভূত-

সপ্তপ্রকৃতয়ঃ—এবং চতুর্ব্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ সিদ্ধে বপুর্গৃহে। জীবাত্মনিয়তৈর্নিঘ্নো বসতি স্বান্তদূতবান্ * ॥ ৩৩ ॥ স দেহী কথ্যতে পাপপুণ্যদুঃখসুখাদিভিঃ। ব্যাপ্তো বদ্ধশ্চ মনসা কৃত্রিমৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ *॥৩৪॥ ইচ্ছাদ্বেষসুখানি দুঃখবিষয়জ্ঞানে প্রযত্নো মনঃসংকল্পশ্চ বিচারণা স্মৃতিরথো বুদ্ধিঃ কলাবিজ্ঞতা। প্রাণস্যোপরিযাপনং গুদবসাদ্বায়োরধঃপ্রেরণম্, নেত্রোন্মেষনিমেষকৃত্যকরণোৎসাহাশ্চ জীবে গুণাঃ * ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়-শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে
স্বষ্টিপ্রকরণং প্রথমম্ ॥

অথ গর্ভপ্রকরণম্।

তত্র রজস্বলাস্বরূপম্—দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধমাপঞ্চাশৎসমাঃ স্ত্রিয়ঃ। মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ * ॥ ১ ॥ আর্ত্তবস্রাবদিবসাদৃতুঃ ষোড়শ রাত্রয়ঃ। গর্ভ গ্রহণযোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ * ॥ ২ ॥

অথ রজস্বলায়া নিয়মানাহ—আর্ত্তবস্রাবদিবসাদহিংসা ব্রহ্মচারিণী। শয়ীত দর্ভশয্যায়াং পশ্যেদপি পতিং ন চ ॥ করে শরাবে পর্ণে বা হবিষ্যং ত্র্যহমাহরেৎ। অশ্রুপাতং নখচ্ছেদমভ্যঙ্গমনুলেপনম্ ॥ নেত্রয়োরঞ্জনং স্নানং দিবাস্বাপং প্রধাবনম্। অত্যুচ্চশব্দ শ্রবণং হসনং বহু ভাষণম্। আয়াসং ভূমিখননং প্রবাতং চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩—৫॥

এতস্যা নিয়মাকরণে দোষানাহ—অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা লোভাদ্বা দৈবতশ্চ বা। সা চেৎ কুর্য্যান্নিষিদ্ধানি গর্ভো দোষাংস্তদাপ্নুয়াৎ ॥ ৬ ॥ এতস্যা রোদনাদ্গর্ভো

গুণানাং ধর্ম্মিভ্যো ভিন্নতয়া পৃথক্কৃত্বং নিরস্যন্নুক্তানাম্ তত্ত্বানামুপসংহারমাহ। চতুর্ব্বিংশতিভিরিতি। তানি চ প্রকৃতয়োঽষ্টৌ বিকারাঃ ষোড়শেতি। মহত্তত্ত্বানি প্রকৃত্যাদীনাং ভাবাঃ নিয়তৈঃ শুভাশুভকর্ম্মণঃ নিঘ্নঃ আয়ত্তঃ স্বান্তদূতবান্ মনোদূতযুক্তঃ ॥ ৩৩ ॥ স জীবাত্মা, তস্য দেহিনঃ শরীরজীবাত্মনোঃ সংযোগকারকেণ মনসা ॥ ৩৪ ॥ সংযোগে যে যে গুণা উৎপদ্যন্তে তানাহ। ইচ্ছা সুখহেতুরভিলাষঃ। দ্বেষো দুঃখহেতুর্মনঃপ্রবৃত্তিঃ। সুখং প্রীতিঃ। দুঃখমপ্রীতিঃ, বিষয়জ্ঞানং শব্দাদিজ্ঞানম্। প্রযত্নঃ কার্য্যে তাৎপর্য্যং, মনঃ সংশয়াত্মকং তস্য কর্ম্ম সংকল্পঃ। বিচারণা উহাপোহাভ্যাং বস্তুবিমর্শঃ। স্মৃতিঃ পূর্ব্বানুভূতস্যার্থস্য স্মরণম্। বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা। কলাবিজ্ঞতা শিল্পশাস্ত্রাদিবোধঃ। প্রাণস্য হৃদয়স্থিতস্য বায়োঃ উপরিযাপনম্ মুখাদিপ্রতিনয়নম্। গুদবসাদ্বায়োরধঃপ্রেরণমপানস্যাধঃপ্রেরণং। নেত্রোন্মেষনিমেষৌ নেত্রয়োরুন্মীলননিমীলনে কৃত্যকরণোৎসাহঃ কার্য্যারম্ভে সামর্থ্যেনোৎসাহঃ। জীবে মনোযুক্তস্য জীবাত্মনোঽমী ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ ॥ ৩৫ ॥

* চিকিৎসায়াং শরীরী হ্যধিকৃতঃ, স শরীরী যথোৎপদ্যতে তদ্বোধয়িতুং গর্ভোৎপত্তিক্রমমাহ। গর্ভোৎপত্তিভূমিস্তু রজস্বলা স্ত্রী ততোরজস্বলাস্বরূপমাহ। দ্বাদশাদিতি ॥ ১ ॥ সর্ব্বাসামেব চতুর্ব্বর্ণস্ত্রীণাং সর্ব্ববাদিসম্মতোঽয়মেব সময়ঃ, গ্রন্থান্তরেতু বিশেষঃ। তদ্‌যথা। স্নানদিবসাদূর্দ্ধং দ্বাদশরাত্রাবধি ব্রাহ্মণ্যাঃ দশরাত্রাবধি ক্ষত্রিয়ায়াঃ। অষ্টরাত্রাবধি বৈশ্যায়াঃ ষড়্রাত্রাবধি শূদ্রায়াঃ গর্ভধারণেশক্তিঃ ॥ ২ ॥

ভবেদ্বিকৃতলোচনঃ। নখচ্ছেদেন কুনখী কুষ্ঠী ত্বভ্যঙ্গতো ভবেৎ ॥ ৭ ॥ অনুলেপাত্তথা স্নানাদ্দুঃখশীলোঽঞ্জনাদদৃক্। স্বাপশীলো দিবাস্বাপাচ্চঞ্চলঃ স্যাৎ প্রধাবনাৎ ॥ ৮ ॥ অত্যুচ্চ-শব্দশ্রবণাদ্বধিরঃ খলু জায়তে। তালুদন্তৌষ্ঠজিহ্বাসু শ্যাবো হসনতো ভবেৎ ॥ ৯ ॥ প্রলাপী ভূরিকথনাদুন্মত্তস্তু পরিশ্রমাৎ। স্খলতে ভূমিখননাদুন্মত্তো বাতসেবনাৎ ॥ ১০ ॥

অথ রজস্বলাকৃত্যম্—পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা। তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ততঃ পশ্যেৎ পতিং প্রিয়ম্ * ॥ ১১ ॥

অথ ভর্ত্তৃকৃত্যম্—তত্র গর্ভাধানে নিষিদ্ধং বিহিতং চ কালং, তয়োঃ ফলঞ্চাহ—আয়ুঃক্ষয়ভয়াদ্ভর্ত্তা প্রথমে দিবসে স্ত্রিয়ম্। দ্বিতীয়েঽপি দিনে রত্যৈ ত্যজেদৃতুমতীং তথা ॥ ১২ ॥ তত্র যশ্চাহিতো গর্ভো জায়মানো ন জীবতি। আহিতো যস্তৃতীয়েঽহ্নি স্বল্পায়ুর্ব্বিকলাঙ্গকঃ ॥ ১৩ ॥ অতশ্চতুর্থী ষষ্ঠী স্যাদষ্টমী দশমী তথা। দ্বাদশী বাপি যা রাত্রি-স্তস্যাং তাং বিধিনা ভজেৎ * ॥ ১৪ ॥ অত্রোত্তরোত্তরং বিন্দ্যাদায়ুরারোগ্যমেব চ ॥ তন্ত্রান্তরে ॥ প্রজাসৌভাগ্যমৈশ্বর্য্য-বলং চাভিগমাৎ ফলম্ ॥ ১৫ ॥ মনোভবাগারমুখেঽবলানাং তিস্রো ভবন্তি প্রমদাজনানাম্। সমীরণা চান্দ্রমসী চ গৌরী বিশেষমাসামুপবর্ণয়ামি ॥ ১৬ ॥ প্রধানভূতা মদনাতপত্রে সমীরণা নাম বিশেষনাড়ী। তস্যা মুখে যৎ পতিতং তু বীর্য্যং তন্নিষ্ফলং স্যাদিতি চন্দ্রমৌলিঃ ॥ ১৭ ॥ যা চাপরা চান্দ্রমসী চ নাড়ী কন্দর্পগেহে ভবতি প্রধানা। সা সুন্দরী যোষিতমেব সূতে সাধ্যা ভবেদল্পরতোৎসবেষু ॥ ১৮ ॥ গৌরীতি নাড়ী যদুপস্থগর্ভে প্রধানভূতা ভবতি স্বভাবাৎ। পুত্রং প্রসূতে বহুধাঙ্গনা সা কষ্টোপভোগ্যা সুরতোপবিষ্টা ॥ ১৯ ॥

যুগ্মাযুগ্মরাত্রীণাং ফলং—যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু ॥ ২০ ॥

তত্র দম্পত্যোঃ সম্ভোগে যাদৃক্ পুমানুক্তস্তাদৃগুচ্যতে—স্নাতশ্চ-ন্দনলিপ্তাঙ্গঃ সুগন্ধসুমনোর্চ্চিতঃ। ভুক্তবৃষ্যঃ সুবসনঃ সুবেশঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ২১ ॥ তাম্বূ-বদনস্তস্যামনুরক্তোঽধিকস্মরঃ। পুত্রার্থী পুরুষো নারীমুপেয়াচ্ছয়নে শুভে ॥ ২২ ॥

তত্রাযোগ্যং পুরুষমাহ—অত্যাশিতোঽধৃতিঃ ক্ষুদ্বান্ সব্যথাঙ্গঃ পিপাসিতঃ। বালো বৃদ্ধোঽন্যবেগার্ত্তস্ত্যজেদ্রোগী চ মৈথুনম্ ॥ ২৩ ॥

তত্র স্ত্রী যাদৃশী যোগ্যা তাদৃশ্যুচ্যতে—পুরুষস্য গুণৈর্যুক্তা বিহিতা ন্যূনভোজনা। নারী ঋতুমতী পুংসা সংগচ্ছেত্তু সুতার্থিনী ॥ ২৪ ॥

তত্রাঽযোগ্যাং স্ত্রিয়মাহ—রজস্বলা ব্যাধিমতী বিশেষাদ্যোনিরোগিণী। বয়োধিকা চ নিষ্কামা মলিনা গর্ভিণী তথা। এতাসাং সঙ্গমাৎ পুংসাং বৈগুণ্যানি ভবন্তি হি * ॥২৫॥

---

* প্রিয়মিতি ভর্ত্তর্য্যনাসন্নে পুত্রাদিকমপি পশ্যেৎ ॥ ১১ ॥ চতুর্থদিবসেঽপি রজোনিবৃত্তৌ স্ত্রী গত্যা সংগচ্ছেৎ নতু রজোঽনুবৃত্তাবত আহ। "প্রবহৎসলিলে ক্ষিপ্তং প্রত্যেং গচ্ছত্যধো যথা। তথা বহতি রক্তে তু ক্ষিপ্তং বীর্য্যমধো ব্রজেৎ"। বিধিনা গর্ভাধানোক্তবিধিনা ॥ ১৪ ॥ তত্র রজস্বলা দিনত্রয়ং যাবদৃতৌ নিষিদ্ধা যত উক্তম্। "প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী। তৃতীয়ে রজকী

গর্ভাবতরণক্রমমাহ—কামান্মিথুনসংযোগে শুদ্ধশোণিতশুক্রজঃ। গর্ভঃ সংজায়তে নার্য্যাঃ স জাতো বাল উচ্যতে * ॥ ২৬ ॥ ঋতৌ স্ত্রীপুংসয়োর্যোগে মকরধ্বজবেগতঃ। মেঢ্রযোন্যভিসংঘর্ষাচ্ছরীরোষ্মানিলাহতঃ ॥ ২৭ ॥ পুংসঃ সর্ব্বশরীরস্থং রেতো দ্রাবয়তেঽথ তৎ। বায়ুর্ম্মেহনমার্গেণ পাতয়ত্যঙ্গনাভগে ॥ ২৮ ॥ তৎসংশ্রুত্য ব্যাত্তমুখং যাতি গর্ভাশয়ং প্রতি। তত্র শুক্রবদায়াতেনার্ত্তবেন যুতং ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

গর্ভাশয়স্য স্বরূপমাহ—শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা চ কীর্ত্তিতা। তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩০ ॥ যথা রোহিতমৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ ॥ তৎসংস্থানাং তথারূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ * ॥ ৩১ ॥ শুক্রার্ত্তবসমাশ্লেষো যদৈব খলু জায়তে। জীবস্তদৈব বিশতি যুক্তশুক্রার্ত্তবান্তরঃ ॥ ৩২ ॥ সূর্য্যাংশোঃ সূর্য্যমণিত উভয়স্মাদ্যুতাদ্যথা। বহ্নিঃ সংজায়তে জীবস্তথা শুক্রার্ত্তবাদ্যুতাৎ ॥ ৩৩ ॥ আত্মাঽনাদিরনন্তশ্চাঽব্যক্তো বক্তুং ন শক্যতে। চিদানন্দৈকরূপোঽয়ং মনসাপি ন গম্যতে ॥ ৩৪ ॥ এবংভূতোঽপি জগতো ভাবিনীবলবত্তয়া। অবিদ্যাস্বীকৃতে কর্ম্মবশো গর্ভে বিশত্যসৌ * ॥ ৩৫ ॥ স এব বেত্তা রসনো দ্রষ্টা ঘ্রাতা স্পৃশত্যসৌ ॥ শ্রোতা বক্তা চ কর্ত্তা চ গন্তা রন্তোৎস্বজত্যপি ॥ ৩৬ ॥ দিনে ব্যতীতে নিয়তং সঙ্কুচত্যম্বুজং যথা। ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা * ॥ ৩৭ ॥ বীজেঽন্তর্বায়ুনা ভিন্নে দ্বৌ জীবৌ কুক্ষিমাগতৌ। যমাবিত্যভিধীয়েতে ধর্ম্মেতরপুরঃসরৌ * ॥ ৩৮ ॥ আধিক্যে রেতসঃ পুত্রঃ কন্যা স্যাদার্ত্তবেঽধিকে। নপুংসকং তয়োঃ সাম্যে যথেচ্ছা পারমেশ্বরী * ॥ ৩৯ ॥ এবং তামভিসংগম্য পুনর্ম্মাসাত্তজেদসৌ * ॥ ৪০ ॥

পুংসাং যথা বর্জ্যা তথাঙ্গনা। ব্যাধিমতী চ বর্জ্যা তত্র স্ত্রীণাং ব্যাধয়ঃ প্রদরাদয়স্তদ্যুক্তা নিষিদ্ধা তত্রাপি বিশেষাদ্‌যোনিরোগিণী ॥ ২৫ ॥ গর্ভঃ শুদ্ধঃ অশুদ্ধস্তু গর্ভো হশুদ্ধশুক্রশোণিতয়োরপি দম্পত্যোর্ভবতি, যত আহ। "দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যাদ্দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ। যদপত্যং তয়োর্জ্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতমিতি"। কুষ্ঠং সংজাতং যস্য তৎ কুষ্ঠিতম্ অত্র তারকাদিত্বাদিতচ্‌প্রত্যয়ঃ। যত্তু বাতাদিদুষ্টরেতসঃ প্রজোৎপাদনে ন সমর্থাঃ ইতি সুশ্রুতঃ তত্র শুদ্ধপ্রজোৎপাদনে ন সমর্থা ইতি বোদ্ধব্যম্ রোগাদিনাঽশুদ্ধাস্তু প্রজা বাতাদিদুষ্টশুক্রা অপি জনয়ন্তি জন্মান্ধবধিরপঙ্গ্বাদিসংভবাৎ ॥ ২৬ ॥ অয়মর্থঃ। গর্ভশয্যায়া মুখং রোহিতমৎস্যস্যেব ভবতি যথা চ রোহিতমৎস্যস্য স্থিতির্জ্জলে ভবতি তথা পিত্তাশয়পক্বাশয়মধ্যে গর্ভশয্যায়াঃ স্থিতির্ভবতি রূপমপি তস্যেব ভবতি তথা রোহিতস্য মুখং স্বল্পমাশয়স্তু মহানিত্যর্থঃ ॥৩১॥ গর্ভে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বময়ে ॥৩৫॥ ঋতৌ রজোদর্শনাৎ ষোড়শনিশাত্মকে কালে, যোনিরত্র ভগদ্বারম্ ॥৩৭॥ ধর্ম্মস্তদিতরোঽধর্ম্মস্তৌ পুরঃসরৌ যয়োঃ তেন যমৌ ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ নন্বেবং সতি কথং পুত্রোৎপত্তিঃ সদৈবার্ত্তবস্যৈব বাহুল্যাৎ যত উক্তম্। আর্ত্তবং চতুরঞ্জলিপ্রমাণং শুক্রং প্রসৃতিমাত্রমিতি। বাগ্‌ভটেঽপ্যুক্তমাত্রেয়াদিভিঃ। "মজ্জামেদোবসামূত্রপিত্তশ্লেষ্মশকৃন্ত্যসৃক্। রসো জলঞ্চ দেহেঽস্মিন্নেকৈকাঞ্জলিবর্দ্ধিতম্। পৃথক্ স্বপ্রসৃতং প্রোক্তমোজোমস্তিষ্করেতসাম্। দ্বাবঞ্জলী তু স্তন্যস্য চত্বারো রজসঃ স্ত্রিয়ঃ। সমধাতোরিদং মানং বিদ্যাৎ বৃদ্ধিক্ষয়াদৃতে" ইতি নৈবং যতো গর্ভাশয়স্থমেব শুক্রমার্ত্তবং চ গর্ভোৎপত্তহেতুঃ শুক্রং কদাচিদিত্যন্তহর্ষবশাদ্দুগ্ধাদিশুক্রলদ্রব্যাসেবনাৎ শুক্রবাহুল্যাৎ গর্ভাশয়ে বহু স্রবতি কদাচিদ্বমনস্যাদিনা শুক্রাল্পত্বাত্ত্বল্পমিতি এবমার্ত্তবমপীতি নদোষঃ। সুশ্রুতঃ পুনরাহ "বৈলক্ষণ্যাচ্ছরীরাণামস্থায়িত্বাত্তথৈব চ। দোষধাতুমলানাং তু পরিমাণং ন বিদ্যতে ॥ ৩৭ ॥ বৈলক্ষণ্যাৎ দীর্ঘহ্রস্বকৃশাদিভেদেন সাদৃশ্যাভাবাৎ অস্থায়িত্বাৎ বয়োঽহর্নিশভুক্তেষ্বেক

তত্র পরিহার্য্যপরিহারার্থং সদ্যোগৃহীতগর্ভায়া লক্ষণমাহ—শুক্রশোণিতয়োর্যোনেরস্রাবোঽথ শ্রমোদ্ভবঃ। সক্থিসাদঃ পিপাসা চ গ্লানিঃ স্ফূর্ত্তির্ভগে ভবেৎ॥৪১॥

অথ তস্যা এবোত্তরকালীনং লক্ষণমাহ—স্তনয়োর্ম্মুখকার্ষ্ণ্যং স্যাদ্রোমরাজ্যুদ্গমস্তথা॥ অক্ষিপক্ষ্মাণি চাপ্যস্যাঃ সংমীল্যন্তে বিশেষতঃ॥ ৪২॥ ছর্দয়েৎ পথ্যভুক্ চাপি গন্ধাদুদ্বিজতে শুভাৎ॥ প্রসেকঃ সদনং চৈব গর্ভিণ্যা লিঙ্গমুচ্যতে॥ ৪৩॥

তত্র পুত্রগর্ভবত্যা লক্ষণমাহ—পুত্রগর্ভযুতায়াস্তু নার্য্যা মাসি দ্বিতীয়কে। গর্ভো গর্ভাশয়ে লক্ষ্যঃ পিণ্ডাকারোঽপরং শৃণু *॥ ৪৪॥ দক্ষিণাক্ষিমহত্ত্বং স্যাৎ প্রাক্ ক্ষীরং দক্ষিণে স্তনে॥ দক্ষিণোরুঃ সুপুষ্টঃ স্যাৎ প্রসন্নমুখবর্ণতা॥ ৪৫॥ পুন্নামধেয়দ্রব্যেষু স্বপ্নেষ্বপি মনোরথঃ। আম্রাদিফলমাপ্নোতি স্বপ্নেষু কমলাদি চ॥ ৪৬॥

কন্যাগর্ভবতীলক্ষণম্—কন্যাগর্ভবতীগর্ভে পেশী মাসি দ্বিতীয়কে॥ পুত্রগর্ভস্য লিঙ্গানি বিপরীতানি চেক্ষতে *॥ ৪৭॥

নপুংসকগর্ভবতীলক্ষণম্—নপুংসকং যদা গর্ভে ভবেদ্গর্ভোঽর্ব্বুদাকৃতিঃ॥ উন্নতে ভবতঃ পার্শ্বে পুরস্তাদুদরং মহৎ *॥ ৪৮॥

নপুংসকবিশেষানাহ—আসেক্যশ্চ সুগন্ধী চ কুম্ভীকশ্চের্ষ্যকস্তথা॥ অমী সশুক্রা বোদ্ধব্যা অশুক্রঃ ষণ্ডসংজ্ঞকঃ॥ ৪৯॥

এতেষাং লক্ষণমাহ—পিত্রোস্তু স্বল্পবীর্য্যত্বাদাসেক্যঃ পুরুষো ভবেৎ। স শুক্রং প্রাশ্য লভতে ধ্বজোন্নতিমসংশয়ং *॥ ৫০॥ যঃ পূতিযোনৌ জায়েত সহি সৌগন্ধিকো ভবেৎ॥ স যোনিশেফসোর্গন্ধমাঘ্রায় লভতে বলম্ *॥ ৫১॥ স্বে গুদেঽব্রহ্মচর্য্যাদ্যঃ স্ত্রীষু পুংবৎ প্রবর্ত্ততে। স কুম্ভীক ইতি জ্ঞেয়ো গুদযোনিস্তু স স্মৃতঃ *॥ ৫২॥ দৃষ্ট্বা ব্যবায়মন্যেষাং ব্যবায়ে যঃ প্রবর্ত্ততে। ঈর্ষ্যকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো দৃষ্টিযোনিস্তু স স্মৃতঃ॥ ৫৩॥ যো ভার্য্যায়ামৃতৌ মোহাদঙ্গনেব প্রবর্ত্ততে। তত্র স্ত্রীচেষ্টিতাকারো জায়তে ষণ্ডসংজ্ঞকঃ *॥ ৫৪॥ *ঋতৌ ঋতৌ পুরুষবৎ প্রবর্ত্তেতাঙ্গনা যদি। তত্র কন্যা যদি ভবেৎ সা ভবেন্নরচেষ্টিতা॥ ৫৫॥

অপরা অপি গর্ভপ্রকৃতীরাহ—যদা নার্য্যাবুপেয়াতাং বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন। মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্রমন্যোন্যমনস্থিস্তত্র জায়তে*॥ ৫৬॥ ঋতুস্নাতা তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুন-

মাত্রানবস্থানাৎ॥ ৯৩॥ মাসাদূর্দ্ধমিতি শেষঃ, অর্ব্বাগ্‌গমনেন গর্ভদ্বারবিঘট্টনাত্তু গর্ভচ্যুতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ কেচিত্তু পুনঃ পুষ্পদর্শনেন গর্ভালাভনিশ্চয়ে মাসাদূর্দ্ধং গচ্ছেৎ লব্ধগর্ভাং নৈব গচ্ছেদিতি বদন্তি॥ ৪০॥ পিণ্ডাকারো বর্ত্তুলাকৃতিঃ মাসি দ্বিতীয়ক ইত্যস্য গর্ভঃ পিণ্ডাকারো লক্ষ্য ইত্যনেনৈবান্বয়ো ন ত্বগ্রিমশ্লোকেঽপি॥ ৪৪॥ পেশী দীর্ঘাকৃতিঃ॥ ৪৭॥ অর্ব্বুদং বর্ত্তুলং কলার্দ্ধতুল্যং॥ ৪৮॥ পিত্রোর্মাতাপিত্রোঃ স্বল্পবীর্য্যত্বাৎ স্বল্পশুক্রার্ত্তবত্বাৎ। আসেক্যনামা মুখযোনীতি নামান্তরঃ স শুক্রং প্রাশ্যেতি স পুরুষোঽন্যপুরুষেণ স্বমুখে মৈথুনং কারয়িত্বা তস্য শুক্রং প্রাশ্য মেহনোত্থানং লভতে ইত্যর্থঃ॥ ৫০॥ সৌগন্ধিকঃ সৌগন্ধিকনামা নাসাযোনীতি নামান্তরঃ বলং মৈথুনে শক্তিং॥ ৫১॥ অব্রহ্মচর্য্যাৎ ব্রহ্মচর্য্যমমৈথুনং অব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনং (কিন্তু স্ত্রীবদধোভূতঃ স্বে গুদে পুরুষান্তরেণ

মাচরেৎ। আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি ॥ ৫৭ ॥ মাসি মাসি প্রবর্দ্ধেত স গর্ভো গর্ভলক্ষণঃ। কললং জায়তে তস্যা বর্জ্জিতং পৈতৃকৈর্গুণৈঃ* ॥ ৫৮ ॥ সর্পবৃশ্চিককুষ্মাণ্ডাকৃতয়ো বিকৃতাশ্চ যে। গর্ভাস্তে যোষিতস্তাশ্চ জ্ঞেয়াঃ পাপকৃতো ভৃশম্ ॥ ৫৯ ॥ গর্ভো বাতপ্রকোপেণ দোহদে চাবমানিতে। ভবেৎ কুব্জঃ কুণিঃ পঙ্গুর্মূকো মিন্মিন এব চ ॥ ৬০ ॥

পুত্রাণামাহারাচারচেষ্টাভেদহেতুমাহ — আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ। স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ* ॥ ৬১ ॥

গর্ভলক্ষণমাহ—গর্ভাশয়গতং শুক্রমার্ত্তবং জীবসংজ্ঞকঃ। প্রকৃতিঃ সবিকারা চ তৎসর্ব্বং গর্ভসংজ্ঞকম্ ॥ ৬২ ॥ কালেন বর্দ্ধিতো গর্ভো যদ্যঙ্গোপাঙ্গসংযুতঃ। ভবেত্তদা স মুনিভিঃ শরীরীতি নিগদ্যতে* ॥ ৬৩ ॥ তস্য ত্বঙ্গান্যুপাঙ্গানি জ্ঞাত্বা সুশ্রুতশাস্ত্রতঃ। মস্তকাদভিধীয়ন্তে শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ ॥ ৬৪ ॥ আদ্যমঙ্গং শিরঃ প্রোক্তং তদুপাঙ্গানি কুন্তলাঃ। তস্যান্তর্মস্তলুঙ্গং চ ললাটং ভ্রূযুগং তথা ॥ ৬৫ ॥ নেত্রদ্বয়ং তয়োরন্তর্ব্বর্ত্তেতে দ্বে কনীনিকে। দৃষ্টিদ্বয়ং কৃষ্ণগোলৌ শ্বেতভাগৌ চ বর্ত্মনী ॥ ৬৬ ॥ পক্ষ্মাণ্যপাঙ্গৌ শঙ্খৌ চ কর্ণৌ তচ্ছষ্কুলিদ্বয়ম্। পালিদ্বয়ং কপোলৌ চ নাসিকা চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬৭ ॥ ওষ্ঠাধরৌ চ সৃক্কিণ্যৌ মুখং তালু হনুদ্বয়ম্। দন্তাশ্চ দন্তবেষ্টশ্চ রসনা চিবুকং গলঃ ॥ ৬৮ ॥ দ্বিতীয়মঙ্গং গ্রীবা তু যয়া মূর্দ্ধা বিধার্য্যতে। তৃতীয়ং বাহুযুগলং তদুপাঙ্গান্যথ ব্রুবে ॥ ৬৯ ॥ তত্রোপরি মতৌ স্কন্ধৌ প্রগণ্ডৌ ভবতস্ত্বধঃ। কফোণিযুতং তদধঃ প্রকোষ্ঠযুগলং তথা ॥ ৭০ ॥ মণিবন্ধৌ তলে হস্তৌ তয়োশ্চাঙ্গুলয়ো দশ। নখাশ্চ দশ তে স্থাপ্যা দশ চ্ছেদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৭১॥ চতুর্থমঙ্গং বক্ষস্তু তদুপাঙ্গান্যথ ব্রুবে। স্তনৌ পুংসস্তথা নার্য্যা বিশেষ উভয়োরয়ম্ ॥ ৭২ ॥ যৌবনাগমনে নার্য্যাঃ পীবরৌ ভবতঃ স্তনৌ। গর্ভবত্যাঃ প্রসূতায়াস্তাবেব ক্ষীরপূরিতৌ ॥ ৭৩ ॥ হৃদয়ং পুণ্ডরীকেণ সদৃশং স্যাদধোমুখম্। জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতস্তু নিমীলতি ॥ ৭৪ ॥ আশয়স্তত্তু জীবস্য চেতনাস্থানমুত্তমম্। অতস্তস্মিংস্তমোব্যাপ্তে প্রাণিনঃ প্রস্বপন্তি হি* ॥ ৭৫ ॥ কক্ষয়োর্ব্বক্ষসঃ সন্ধী জত্রুণী সমুদাহৃতে। কক্ষে উভে সমাখ্যাতে তয়োঃ স্যাতাং চ বঙ্ক্ষণৌ ॥ ৭৬ ॥ উদরং পঞ্চমং চাঙ্গং ষষ্ঠং পার্শ্বদ্বয়ং মতম্। সপৃষ্ঠবংশং পৃষ্ঠং তু সমস্তং সপ্তমং স্মৃতম্ ॥ ৭৭ ॥ উপাঙ্গানি চ কথ্যন্তে তানি জানীহি যত্নতঃ। শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ ॥ ৭৮ ॥ রক্তবাহিশিরাণাং স মূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ ॥

মৈথুনং) তস্মাৎ ॥ ৫২ ॥ স্ত্রীচেষ্টিতাকারঃ স্ত্রীচেষ্টিতঃ সমেহনোঽপি পুরুষশক্তিরহিতঃ স্ত্র্যাকারঃ শ্মশ্রুরহিতঃ ॥ ৫৪ ॥ পুরুষবৎ স্ত্রিয়মারুহ্য সা তস্যা যোনৌ স্বযোনিঘর্ষণং করোতি অনস্থিঃ অত্রেষদর্থে নঞ্, তেনাল্পকোমলাস্থিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ গর্ভলক্ষণঃ প্রকৃতগর্ভলক্ষণঃ। পৈতৃকৈর্গুণৈঃ কেশশ্মশ্রুলোমনখদন্তশিরাস্নায়ুধমনীরেতঃপ্রভৃতিভিঃ ; ৫৮ ॥ সমুপেয়াতাং সংযোগং গচ্ছেতাম্ ॥ ৬০ ॥ অঙ্গোপাঙ্গসংযুতঃ ব্যক্তাঙ্গোপাঙ্গঃ ॥ ৬৩ ॥ চেতনাস্থানমুত্তমমিতি অয়মভিপ্রায়ঃ "চেতনানামধিষ্ঠানং মনোদেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ। কেশলোমনখাগ্রং চ মলং দ্রব্যগুণৈর্ব্বিনা"। ইত্যুক্তবতা চরকেণ সকলং শরীরং চেতনাস্থানমুক্তং তদপেক্ষয়া হৃদয়ং বিশেষতশ্চেতনাস্থানমিতি ॥ ৭৫ ॥ ক্লোম

হৃদয়াদ্বামতোঽধশ্চ ফুপ্‌ফুসো রক্তফেনজঃ ॥৭৯॥ অধো দক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াদ্‌যকৃতঃ স্থিতিঃ। তত্তু রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং শোণিতজং মতম্॥ ৮০ ॥ অধস্তু দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লোম তিষ্ঠতি। জলবাহিশিরামূলং তৃষ্ণাচ্ছাদনকৃন্মতম্* ॥ ৮১ ॥ মেদঃশোণিতয়োঃ সারাদ্বৃক্কয়োর্যুগলং ভবেৎ। তৌ তু পুষ্টিকরৌ প্রোক্তৌ জটরস্থস্য মেদসঃ ॥ ৮২ ॥ উক্তাঃ সার্দ্ধাস্ত্রয়ো ব্যামাঃ পুংসামন্ত্রাণি সূরিভিঃ। অর্দ্ধব্যামেন হীনানি যোষিতোঽন্ত্রাণি নির্দ্দিশেৎ ॥ ৮৩ ॥ উণ্ডুকশ্চ কটী চাপি ত্রিকং বস্তিশ্চ বংক্ষণৌ। কণ্ডরাণাং প্ররোহঃ স্যাৎ মেঢ্রোঽধ্বা বীর্য্যমূত্রয়োঃ ॥৮৪॥ স এব গর্ভস্যাধানং কুর্য্যাদ্গর্ভাশয়ে স্ত্রিয়াঃ। শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা চ কীর্ত্তিতা ॥ ৮৫ ॥ তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা। বৃষণৌ ভবতঃ সারাৎ কফাসৃঙ্‌মাংসমেদসাম্॥ ৮৬ ॥ বীর্য্যবাহিশিরাধারৌ তৌ মতৌ পৌরুষাবহৌ। গুদস্য মানং সর্ব্বস্য সার্দ্ধং স্যাচ্চতুরঙ্গুলম্॥ ৮৭ ॥ তত্র স্যুর্ব্বলয়স্তিস্রঃ শঙ্খাবর্ত্তনিভাস্তু তাঃ॥ প্রবাহিণী ভবেৎ পূর্ব্বা সার্দ্ধাঙ্গুলমিতা মতা ॥ ৮৮ ॥ উৎসর্জ্জনী তু তদধঃ সা সার্দ্ধাঙ্গুলসম্মিতা। তস্যাধঃ সংবরণী স্যাদেকাঙ্গুলসমা মতা ॥ ৮৯ ॥ অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণং তু বুধৈর্গুদমুখং মতম্। মলোৎসর্গস্য মার্গোঽয়ং পায়ুর্দ্দেহে বিনির্ম্মিতঃ ॥ ৯০ ॥ পুংসঃ প্রোথৌ স্মৃতৌ যৌ তু তৌ নিতম্বৌ চ যোষিতঃ। তয়োঃ কুকুন্দরে স্যাতাং সক্থিনী ত্বঙ্গমষ্টমম্॥ ৯১ ॥ তদুপাঙ্গানি চ ক্রমো জানুনী পিণ্ডিকাদ্বয়ম্। জঙ্ঘে দ্বে ঘুটিকে পার্ষ্ণী তলে চ প্রপদে তথা। পাদাবঙ্গুলয়স্তত্র দশ তাসাং নখা দশ ॥ ৯২ ॥

অথেদং শরীরমপরেণাপি যেন যেন সমবায়িকারণেনোৎপদ্যতে তানি সর্ব্বাণ্যাহ—অথ দোষাঃ প্রবক্ষ্যন্তে ধাতবস্তদনন্তরম্। আহারাদের্গতিস্তস্য পরিণামশ্চ বক্ষ্যতে ॥ ৯৩ ॥ আর্ত্তবং চাথ ধাতূনাং মলাস্তদুপধাতবঃ। আশয়াশ্চ কলাশ্চাপি মর্ম্মাণ্যথ চ সন্ধয়ঃ ॥ ৯৪ ॥ শিরাশ্চ স্নায়বশ্চাপি ধমন্যঃ কণ্ডরাস্তথা। রন্ধ্রাণি ভূরিস্রোতাংসি জালৈঃ কূর্চ্চাশ্চ রজ্জবঃ ॥ ৯৫ ॥ সেবন্যশ্চাথ সংঘাতাঃ সীমন্তাশ্চ তথা ত্বচঃ। লোমানি লোমকূপাশ্চ দেহ এতন্ময়ো মতঃ ॥ ৯৬ ॥

তত্র দোষস্বরূপমাহ বাগ্‌ভটঃ—বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ সমাসতঃ। বিকৃতাঽবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি তে বর্দ্ধয়ন্তি চ ॥ ৯৭ ॥ তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়াঃ। বয়োঽহোরাত্রিভুক্তানামন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমাৎ ॥ ৯৮ ॥

দোষশব্দস্য নিরুক্তিমাহ—ধাতবশ্চ মলাশ্চাপি দূষ্যন্ত্যেভির্যতস্ততঃ। বাতপিত্তকফা এতে ত্রয়ো দোষা ইতি স্মৃতাঃ * ॥ ৯৯ ॥ তে ধাতবোঽপি বিদ্বদ্ভির্গদিতা দেহধারণাৎ। মলাশ্চতে রসাদীনাং মলিনীকরণান্মতাঃ * ॥ ১০০ ॥

তিলকম্ এতত্তু বাতরক্তজম্। অত্র বৃদ্ধবাগ্‌ভটঃ "রক্তাদনিলসংযুক্তাৎ কালীয়কসমুদ্ভবঃ" ইতি ॥ ৮১ ॥ দোষাইত্যত্র দুষ বৈকৃত্যে ইতি দুষধাতোঃ দূষ্যন্ত্যেভিরিতি বাক্যেন অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়ামিত্যনেন সূত্রেণ করণেঽর্থে ঘঞ্‌প্রত্যয়ঃ সূচিতঃ ॥ ৯৯ ॥ যত আহ সুশ্রুতঃ—"বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা। ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথেতি"। অত্র যথাসংখ্যেনান্বয়ো বোদ্ধব্যঃ

তত্র বায়োঃ স্বরূপমাহ—দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ। রজোগুণ-ময়ঃ সূক্ষ্মো রুক্ষঃ শীতো লঘুশ্চলঃ * ॥ ১০১ ॥ অন্যচ্চ। উৎসাহোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাস-চেষ্টাবেগ-প্রবর্ত্তনৈঃ। সম্যগ্‌গত্যা চ ধাতূনামিন্দ্রিয়াণাং চ পাটবৈঃ ॥ ১০২ ॥ অনুগৃহ্ণাত্যবিকৃতো হৃদয়েন্দ্রিয়চিত্তধৃক্। রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রুক্ষো লঘুশ্চলঃ ॥ ১০৩ ॥ খরো মৃদুর্যোগ-বাহী সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ। দাহকৃৎ তেজসা যুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ। বিভাগকরণাদ্বায়ুঃ প্রধানং দোষসংগ্রহে ॥ ১০৪ ॥ পক্বাশয়কটীসক্থিশ্রোত্রাস্থিস্পর্শনেন্দ্রিয়ম্। স্থানং বাতস্য তত্রাপি পক্বাধানং বিশেষতঃ ॥ ১০৫ ॥

বায়ুনামানি—উদানস্তদনু প্রাণঃ সমানোঽপান এব চ। ব্যানশ্চৈতানি নামানি বায়োঃ স্থানপ্রভেদতঃ * ॥ ১০৬ ॥

উদানাদীনাং স্থানান্যাহ—কণ্ঠে হৃদি তথাধস্তাৎ কোষ্ঠবহ্নের্মলাশয়ে। সকলেঽপি শরীরেঽসৌ ক্রমেণ পবনো বসেৎ ॥ ১০৭ ॥

তেষাং কর্ম্মাণ্যাহ—উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ। তেন ভাষিতগীতাদি-প্রবৃত্তিঃ কুপিতস্তু সঃ ॥ ১০৮ ॥ ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ বিদধাতি বিশেষতঃ। যো বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্ ॥ ১০৯ ॥ সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে। প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্ ॥ ১১০ ॥ আমপক্বাশয়চরঃ সমানো বহ্নি-সংগতঃ। সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তিহি * ॥ ১১১ ॥ স দুষ্টো বহ্নি-মান্দ্যাতিসারগুল্মান্ করোতি হি। পক্বাশয়ালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্ ॥ ১১২ ॥ সমীরণঃ শকৃন্মূত্রশুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ। ক্রুদ্ধস্তু কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্ ॥ ১১৩ শুক্রদোষপ্রমেহাংশ্চ ব্যানাপানপ্রকোপজান্। কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ ॥ ১১৪ স্বেদাসৃক্‌স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি। গত্যপক্ষেপণোৎক্ষেপনিমেষোন্মেষণাদিকাঃ। প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্ ॥ ১১৫ ॥ প্রস্যন্দনং চোদ্বহনং পূরণং চ বিরেচনম্। ধারণং চেতি পঞ্চৈতাশ্চেষ্টাঃ প্রোক্তা নভস্বতঃ ॥ ১১৬ ॥ ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্ ॥ যুগপৎ কুপিতা এতে দেহং ভিন্দ্যুরসংশয়ম্ * ॥ ১১৭ ॥

পিত্তস্য স্বরূপম্—পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরম্। সরং কটু লঘু স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণমম্লং তু পাকতঃ * ॥ ১১৮ ॥

পিত্তনামানি—পাচকং রঞ্জকং চাপি সাধকালোচকে তথা। ভ্রাজকং চেতি পিত্তস্য নামানি স্থানভেদতঃ * ॥ ১১৯ ॥

বিসর্গাদানং বাতস্যৈব। বিক্ষেপঃ শীতোষ্ণাদীনাং বিবিধপ্রকারেণ প্রেরণম্ ॥ ১০০ ॥ নেতা স্থানান্তরং প্রাপয়িতা। শীঘ্রঃ আশুকারী ॥১০১॥ একো বায়ুঃ পিত্তবন্নামস্থানকর্ম্মভেদৈঃ পঞ্চবিধঃ। তেষাং বায়ূনাং নামান্যাহ উদান ইতি ॥ ১০৬ ॥ তজ্জানিত্যাদি। অন্নগতান্ রসমলমূত্রাদীন্ পৃথক্করোতীত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥ দেহং ভিন্নং কুর্য্যুর্মারয়েয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥ পীতং নিরামম্। নীলং সামম্ ॥ ১১৮ ॥ একং পিত্তং বাতবন্নামস্থানকর্ম্মভেদৈঃ পঞ্চবিধম্, তেষাং পিত্তানাং নামান্যাহ পাচকমিতি ॥ ১১৯ ॥ পাচকং

পাচকাদীনাং স্থানানি—অগ্ন্যাশয়ে যকৃৎপ্লীহ্নোর্হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে। ত্বচি সর্ব্বশরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ ॥ ১২০ ॥

তেষাং কর্ম্মাণি—পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনম্। রসমূত্রপুরীষাণি বিরেচয়তি নিত্যশঃ* ॥ ১২১ ॥ রঞ্জকং নাম যৎপিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ ॥ যত্তু সাধকসংজ্ঞং তৎ কুর্য্যাদ্ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিম্ * ॥ ১২২ ॥ যদালোচকসংজ্ঞং তদ্রূপগ্রহণকারণম্ ॥ ভ্রাজকং কান্তিকারি স্যাল্লেপাভ্যঙ্গাদিপাচকম্ ॥ ১২৩ ॥

শ্লেষ্মস্বরূপম্—শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা। তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লক্ষণো ভবেৎ ॥ ১২৪ ॥

পিত্তমামপক্বাশয়মধ্যস্থং ষড়্বিধ মাহারং ভোজ্যং ভক্ষ্যং চর্ব্ব্যং লেহ্যং চূষ্যং পেয়ং পচতি। দোষরসমূত্রপুরীষাণি পৃথক্করোতি চ। তদগ্ন্যাশয়স্থমেব স্বশক্ত্যা রসরঞ্জনহৃদয়স্থকফতমোপনোদনরূপগ্রহণপ্রভাপ্রকাশনাভ্যঙ্গলেপাদিপাচনাত্মগ্নিকর্ম্মণা শেষাণাং পিত্তস্থানানামনুগ্রহং করোতি। শেষাণাপি পিত্তস্থানানি যকৃৎপ্লীহাদীনি ভাগেন গত্বা তত্র তত্র রসরঞ্জনাদিকর্ম্মভিরুপকরোতীত্যর্থঃ। কথংভূতং পাচকং পিত্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনম্। শেষা অগ্নয়ঃ পৃথিব্যাদিমহাভূতগুণাঃ। যত উক্তং চরকেণ। "ভৌম্যাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসা ইতি"। উষ্মাণঃ অগ্নয়ঃ। যতউক্তং বাগ্ভটে। "দোষধাতুমলাদীনামুষ্মেত্যাত্রেয়শাসনমিতি"। দোষধাতুমলাদীনামুষ্মৈবাগ্নিরিত্যর্থঃ। রসাদিধাতুগতাঃ সপ্ত তেষাং বলবর্দ্ধনম্। যথা গৃহে স্থাপিতানি রত্নানি খদ্যোতবৎ দূরভাস্বরাণি তান্যপি দীপজ্যোতিষা দূরপ্রকাশকানি ভবন্তি তথা অগ্ন্যাশয়স্থপাচকাগ্নিতেজসা সর্ব্বে অগ্নয়ো বলবন্তো ভবন্তি। তথাচ বাগ্ভটঃ। "অন্নস্য পক্তা সর্ব্বেষাং পক্তৄণামধিকো মতঃ। তন্মূলাস্তে হি তদ্বৃদ্ধিক্ষয়বৃদ্ধিক্ষয়াত্মকা ইতি"। নমু পিত্তাদন্যোঽগ্নিরাহোস্বিৎ পিত্তমেবাগ্নিরিতি সন্দেহঃ। উচ্যতে। পিত্তস্যোষ্ণাদিগুণদ্বারাহারপাচনরঞ্জনদর্শনাদিকর্ম্মণশ্চ ন খলু পিত্তব্যতিরেকেণান্যোঽগ্নিঃ। তস্মাদগ্নিরূপস্যৈব পিত্তস্য স্থানভেদাৎপাচকরঞ্জকসাধকালোচকভ্রাজকসংজ্ঞাঃ। তথাচ বাগ্ভটঃ। "পাচকং তিলমানং স্যাৎ কাঠিন্যান্নাস্য দোষতা। অনুগৃহ্নাত্যবিকৃতং পিত্তং পাকোষ্মদর্শনৈঃ। ক্ষুত্তৃড়্রুচিপ্রভামেধাধীশৌর্য্যতনুমাৰ্দবৈঃ। পিত্তং পঞ্চাত্মকং তচ্চ পক্বামাশয়মধ্যগম্। পঞ্চভূতাত্মকত্বেঽপি যত্তৈজসগুণোদয়াৎ। ত্যক্তদ্রবত্বং পাকাদিকর্ম্মণানলশব্দিতম্ ॥ পচত্যন্নং বিভজতে সারকিট্টৌ পৃথক্ তথা। তত্রস্থমেব পিত্তানাং শেষাণামপ্যনুগ্রহম্। করোতি বলদানেন পাচকং নাম তৎস্মৃতম্"। নমু যদি পিত্তাগ্ন্যোরভেদস্তদা কথং ঘৃতং পিত্তস্য শমকমগ্নের্দীপকমিতি। তথা মৎস্যাঃ পিত্তং কুর্ব্বন্তি ন চ তেঽগ্নিদীপ্তিকরা ইতি। তথা পিত্তাধিক্যাত্তীক্ষ্ণোঽগ্নিরিত্যপি কথং স্যাৎ। তথা সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চেত্যপি বক্তুং ন যুজ্যতে। তথা 'দ্রবং স্নিগ্ধমধোগং চ পিত্তং বহ্নিরতোঽন্যথেতি। অত্রোচ্যতে। পিত্তমগ্নেঃ সন্ততাধিষ্ঠানম্। তথাচোক্তং তন্ত্রান্তরে "অগ্নির্ভিন্নগুণৈর্যুক্তঃ পিত্তং ভিন্নগুণৈস্তথা। দ্রবং স্নিগ্ধমধোগং চ পিত্তং বহ্নিরতোঽন্যথা। তস্মাত্তেজোময়ং পিত্তং পিত্তোষ্মা যঃ স শক্তিমান্। স সঞ্চরতি কুক্ষিস্থঃ সর্ব্বতো ধমনীমুখৈঃ। স কায়াগ্নিঃ স কায়াত্মা স পক্তা স চ জীবনম্। অনন্তগতিরিত্যেবং দেহে কায়াগ্নিরুচ্যতে"। অন্যচ্চ "বামপার্শ্বাশ্রিতং নাভেঃ কিঞ্চিৎ সোমস্য মণ্ডলম্। তন্মধ্যে মণ্ডলং সৌর্য্যং তন্মধ্যেঽগ্নির্ব্যবস্থিতঃ। জরায়ুমাত্রপ্রচ্ছন্নঃ কাচকোশস্থদীপবৎ। তথাচ মধুকোষে—দ্রবতেজঃসমুদায়াত্মকস্যাপি পিত্তস্য তেজোভাগোঽগ্নিরিতি"। তেন পিত্তমপ্যগ্নিবন্মন্যতে। অতিতাপিতায়োগোলকবৎ। পরমার্থতস্তু অগ্নিঃ পিত্তাভিন্ন এবেতি সিদ্ধান্তঃ। অতএবাহ রসপ্রদীপে। "জাঠরো ভগবানগ্নিরীশ্বরোঽন্নস্য পাচকঃ। সৌক্ষ্ম্যাদ্রসানাদদানো বিবক্তুং নৈব শক্যতে। "নাভিমধ্যে শরীরস্য বিশেষাৎ সোমমণ্ডলং ॥ সোমমণ্ডলমধ্যস্থং বিদ্যাৎসূর্য্যস্য মণ্ডলং। প্রদীপবত্তত্র নৃণাং স্থিতো মধ্যে হুতাশনঃ। সূর্য্যো দিবি যথা তিষ্ঠংস্তেজোযুক্তৈর্গভস্তিভিঃ। বিশোষয়তি সর্ব্বাণি পল্বলানি সরাংসি চ। তদ্বচ্ছরীরিণাং ভুক্তং জ্বলনো নাভিমাশ্রিতঃ। ময়ূখৈঃ পচতে ক্ষিপ্রং নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতং। স্থূলকায়েষু সত্ত্বেষু যবমাত্রঃ প্রমাণতঃ। হ্রস্বকায়েষু সত্ত্বেষু তিলমাত্রঃ প্রমাণতঃ। কৃমিকীটপতঙ্গেষু বালমাত্রোঽবতিষ্ঠতে" ইত্যলমপ্রকৃতচিন্তনেন ॥ ১২১ ॥

শ্লেষ্মণাং নামানি—কফস্ত্বেতানি নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ। রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষ্মণঃ স্থানভেদতঃ * ॥ ১২৫ ॥

ক্লেদনাদীনাং স্থানানি—আমাশয়েঽথ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু। স্থানেষ্বেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ * ॥ ১২৬ ॥

তত্তৎস্থানগতস্য শ্লেষ্মণঃ কর্ম্মাণি—ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমাত্মশক্ত্যাঽপরাণ্যপি অনুগৃহ্লাতি চ শ্লেষ্মস্থানান্যুদককর্ম্মণা * ॥ ১২৭॥ রসযুক্তাত্মবীর্য্যেণ হৃদয়স্যাবলম্বনম্। ত্রিকসন্ধারণং চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ * ॥ ১২৮ ॥ উভাবপি ততঃ সৌম্যৌ তিষ্ঠতশ্চান্তিকে যতঃ যতো রসাম্বিজানীতো রসনারসনৌ সমৌ *॥ ১২৯ ॥ স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণঃ। শ্লেষ্মণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং সংশ্লেষং বিদধাত্যসৌ ॥ ১৩০ ॥

ধাতুশব্দস্য নিরুক্তিঃ—এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যন্নৃনাম্। রসাসৃঙ্-মাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ *॥ ১৩১ ॥

ধাতূনাং কর্ম্মাণি—প্রীণনং জীবনং লেপঃ স্নেহো ধারণপূরণে। গর্ভোৎপাদশ্চ কর্ম্মাণি ধাতূনাং কথিতানি হি ॥ ১৩২ ॥

অত্র রসশব্দস্য নিরুক্তিঃ—গত্যার্থো রসধাতুর্যস্ততোঽভবদয়ং রসঃ। সদ্রবং সকলং দেহং রসতীতি রসঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩৩ ॥

অথ রসস্য স্বরূপমাহ—সম্যক্ পক্বস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ। স তু দ্রবঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধশ্চলো ভবেৎ * ॥ ১৩৪ ॥

অথ রসস্য স্থানমাহ—সর্ব্বদেহচরস্যাপি রসস্য হৃদয়ং স্থলম্। সমানমরুতা পূর্ব্বং যদয়ং হৃদয়ে ধৃতঃ ॥ ১৩৫ ॥

অথ রসস্য কর্ম্মাণ্যাহ—আরুহ্য ধমনীর্গত্বা ধাতূন্ সর্ব্বানয়ং রসঃ। পুষ্ণাতি তদনু স্বীয়ৈর্ব্যাপ্নোতি চ তনুং গুণৈঃ * ॥ মন্দবহ্নিবিদগ্ধস্তু কটুর্বাম্লো ভবেদ্রসঃ। স কুর্য্যাদ্বহুলান্ রোগান্ বিষকৃত্যং করোত্যপি ॥ ১৩৬।১৩৭ ॥

অথ রক্তস্য স্বরূপমাহ—যদা রসো যকৃদ্ যাতি তত্র রঞ্জকপিত্ততঃ। রাগং

ধৃতিং মেধাং ॥১২২ ॥ একঃ শ্লেষ্মা বাতপিত্তবন্নামস্থানকর্ম্মভেদৈঃ পঞ্চবিধঃ তন্নামান্যাহ কফেতি ॥ ১২৫॥ দোষাণাং সকলশরীরব্যাপিনামপি পঞ্চ পঞ্চ স্থানানীতি বাহুল্যাভিপ্রায়েণোক্তানি তথাচ বাগ্‌ভটঃ। "ইতি প্রায়েণ দোষাণাং স্থানান্যবিকৃতাত্মনাং। ব্যাপিনামপি জানীয়াৎ কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্ ইতি। চরকশ্চ। তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়া ইতি" ॥ ১২৬ ॥ অয়মর্থঃ ক্লেদনোঽন্নং ক্লেদয়তি তেন সংহতমন্নং ভেদং প্রাপ্নোতি। অপরাণ্যপি শ্লেষ্মস্থানানি হৃদয়াদীনি ভাগেন গত্বা তত্র হৃদয়াবলম্বনত্রিকসংধারণরসগ্রহণসমস্তেন্দ্রিয়তর্পণসন্ধিসংশ্লেষণাদ্যদককর্ম্মভিরনুগৃহ্নাতি উপকরোতি তদেবোত্তরত্রোচ্যতে ॥ ১২৭ ॥ ত্রিকং শিরোবাহুদ্বয়সন্ধিঃ ॥ ১২৮ ॥ রসনা রসনেন্দ্রিয়ং রসনঃ কণ্ঠস্থকফঃ। ১২৯ ॥ ধাতব ইতি ধাধাতোস্তৃপ্রত্যয়ঃ ॥ ১৩১ ॥ সারোযথা গুড়মধূকপুষ্পবব্বূলত্বগ্বদরীমূলাদিভিঃ সারো মদিরা ॥ ১৩৪ ॥ গুণৈঃ শীতস্নিগ্ধপোষকত্বগুণৈঃ ॥ ১৩৬ ॥ জীবস্যাধারমুত্তমমিতি। যত আহ

পাকঞ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্রক্তসংজ্ঞকঃ ॥ রক্তং সর্ব্বশরীরস্থং জীবস্যাধারমুত্তমম্। স্নিগ্ধং গুরু চলং স্বাদু বিদগ্ধং পিত্তবদ্ভবেৎ * ॥ ১৩৮। ১৩৯ ॥

অথ রক্তস্য স্থানমাহ—যকৃৎ প্লীহা চ রক্তস্য মুখ্যস্থানং তয়োঃ স্থিতম্। অন্যত্র সংস্থিতবতাং রক্তানাং পোষকং ভবেৎ ॥ ১৪০ ॥

অথ মাংসস্য স্বরূপমাহ—শোণিতং স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনাচ ঘনীকৃতম্। তদেব মাংসং জানীয়াৎ তস্য ভেদানপি ব্রুবে * ॥ ১৪১ ॥

মাংসস্য পেশী—যথার্থমূষ্মণা যুক্তো বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ। অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্ব্বিভজতে তথা * ॥ ১৪২ ॥

মাংসপেশীনাং সংখ্যামাহ—মাংসপেশ্যঃ সমাখ্যাতা নৃণাং পঞ্চ শতানি হি। তাসাং শতানি চত্বারি শাখাসু কথিতান্যথ ॥ (তাঃ শাখাগতাঃ প্রাহ একৈকস্যান্তু পাদাঙ্গুল্যাং তিস্রস্তিস্রস্তাঃ পঞ্চদশ, পাদাগ্রে দশ, পাদোপরি কূর্চসন্নিবিষ্টা দশ, গুল্ফতলয়োর্দশ, গুল্ফজানুনোরন্তরে বিংশতিঃ, জানুনি পঞ্চ, উরৌ বিংশতিঃ, বংক্ষণে দশ, এবমেকস্মিন্ সক্থিনি শতং ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ ॥) ১৪৩ ॥ কোষ্ঠে ষড়ুত্তরা ষষ্টিঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ। গ্রীবায়া উর্দ্ধগাস্তাস্তু চতুস্ত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ (অথ কোষ্ঠগতাঃ প্রাহ—গুদে তিস্রঃ, শেফস্যেকা, সেবন্যামেকা, বৃষণয়োর্দ্বে, স্ফিচোঃ পঞ্চ পঞ্চ, বস্তিমূর্দ্ধনি দ্বে, উদরে পঞ্চ, নাভ্যামেকা, পৃষ্ঠোর্দ্ধসন্নিবিষ্টা উভয়তঃ পঞ্চ পঞ্চ দীর্ঘাঃ, পার্শ্বয়োঃ ষট্, বক্ষসি দশ, অক্ষকাংসৌ প্রতি সমন্তাৎ সপ্ত, অক্ষকো অষুআ ইতি লোকে. অংসৌ স্কন্ধৌ, হৃদি দ্বে, যকৃতি দ্বে, প্লীহ্নি দ্বে, উণ্ডুকে দ্বে। অথ গ্রীবোর্দ্ধগাঃ প্রাহ—গ্রীবায়াঞ্চতস্রঃ, হন্বোরষ্টৌ, একা কাকলকে 'কণ্ঠমণৌ ঘুণ্টিকায়ামিতি যাবৎ, গলে একা, তালুনি দ্বে, জিহ্বায়ামেকা, ওষ্ঠয়োর্দ্বে, নাসায়াং দ্বে, নেত্রয়োর্দ্বে, গণ্ডয়োশ্চতস্রঃ, কর্ণয়োর্দ্বে, ললাটে চতস্রঃ, শিরস্যেকা, এবং মাংসপেশ্যঃ পঞ্চশতানি ভবন্তি) ॥ ১৪৪ ॥ স্ত্রীণামপি ভবন্ত্যেতাঃ কিন্তু বিংশতিরুত্তরাঃ। গর্ভাশয়ে গর্ভমার্গে যোনৌ চ স্তনয়োরপি ॥ (এতাঃ পঞ্চশতানি মাংসপেশ্যঃ। অধিকা বিংশতির্যথা—গর্ভাশয়ে তিস্রঃ, গর্ভচ্ছিদ্রসংস্থিতাঃ শুক্রার্ত্তবপ্রবেশিন্যস্তিস্রঃ, যোনাবভ্যন্তরতো মুখাশ্রিতে প্রসৃতে দ্বে, যোনাবেব বহির্নির্গতে স্রোতিঃপার্শ্বদ্বয়স্থিতে বর্ত্তুলে 'যোনিকর্ণিকেতি যাবৎ' দ্বে, স্তনয়োঃ পঞ্চ পঞ্চ, যৌবনে তাসাং বৃদ্ধির্ভবতি ॥ ১৪৫॥ পুংসাং পেশ্যঃ পুরস্তাদ্ যাঃ প্রোক্তা মেহনমুষ্কজাঃ। স্ত্রীণামাবৃত্য তিষ্ঠন্তি ফলমন্তর্গতং হি তাঃ॥ (অস্যায়মর্থঃ। পুংসাং মেহনেমুষ্কয়োশ্চ যাস্তিস্রো মাংসপেশ্যঃ পূর্ব্বমুক্তাস্তাঃ স্ত্রীণাং মেহনমুষ্কাভাবাৎ 'ফলং' গর্ভাশয়মাবৃত্য তিষ্ঠন্তি। গয়দাসস্ত্বাহ। স্ত্রীণাং

জীবো বসতি সর্ব্বস্মিন্ দেহে তত্র বিশেষতঃ। বীর্য্যে রক্তে মলে যস্মিন্ ক্ষীণে যাতি ক্ষয়ং ক্ষণাদিতি ॥ বীর্য্যে রক্তে মলে চ শরীরান্তকে বাগ্ভটোক্তপরিমাণমিতে শুক্রে জীবো বসতি। মধু [illegible] এবমুক্ত রক্ত স্রাবণোপদেশস্ত বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। পিত্তবদ্ভবেৎ, অত্র তৎকারিতার্থঃ ॥ ১৩৯ ॥ শোণিতমিতি শোণিতস্থানগতত্বাত্তদ এব শোণিতসংজ্ঞাং লভতে। এতয়োঃ রসস্যৈব মাংসাদিব্যপদেশঃ ॥ ১৪১ ॥

মাংসপেশ্যস্ত্রিভির্হীনানি পঞ্চশতানি। তথাচ ভোজঃ। পঞ্চপেশীশতান্যেব স্ত্রীবর্জ্জং বিদ্ধি ভূমিপ। অতশ্চ তিস্রো হীয়ন্তে স্ত্রীণাং শেফসি মুষ্কয়োঃ) ॥ ১৪৬ ॥

অথ মাংসংপেশীনাং কর্ম্মাণ্যাহ—শিরাস্নায়্বস্থিপর্ব্বাণি সন্ধয়শ্চ শরীরিণাম্। পেশীভিঃ সংবৃতান্যেব বলবন্তি ভবন্তি হি ॥ ১৪৭ ॥

অথ মেদসঃ স্বরূপমাহ—যন্মাংসং স্বাগ্নিনা পক্বং তন্মেদ ইতি কথ্যতে। তদতীব গুরু স্নিগ্ধং বলকার্য্যতিবৃংহণম্॥ ১৪৮ ॥

অথ মেদসঃ স্থানমাহ—মেদোহি সর্ব্বভূতানামুদরেষস্থিষু স্থিতম্। অতএবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রায়ো মেদস্বিনো ভবেৎ ॥ ১৪৯ ॥

অথাস্থ্নঃ স্বরূপমাহ—মেদো যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনা চাতিশোষিতম্। তদস্থিসংজ্ঞাং লভতে স সারঃ সর্ব্ববিগ্রহে ॥ অভ্যন্তরগতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ। অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনো ধ্রুবম্॥ তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাম্। অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারা এতানি সর্ব্বথা ॥ ১৫০—১৫২ ॥

অথাস্থ্নাং সংখ্যামাহ—শল্যতন্ত্রেঽস্থিখণ্ডানাং শতত্রয়মুদাহৃতম। তান্যেবাত্র নিগদ্যন্তে তেষাং স্থানানি যানি চ ॥ সবিংশতিশতং ত্বস্থ্নাং শাখাসু কথিতং বুধৈঃ। পার্শ্বয়োঃ শ্রোণিফলকে বক্ষঃপৃষ্ঠোদরেষু চ ॥ জানীয়াত্ত্বিষগেতেষু শতং সপ্তদশোত্তরম্। গ্রীবায়ামূর্দ্ধগাং বিদ্যাদস্থ্নাং ষষ্টিংত্রিসংযুতাম্ ॥ ১৫৩ – ১৫৫ ॥

(তানি শাখাগতান্যাহ—একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি তানি পঞ্চদশ, পাদতলে পঞ্চাস্থিশলাকাস্তদাধারভূতমেকমস্থি এবং ষট্, কূর্চ্চে দ্বে, গুল্‌ফে দ্বে, পার্ষ্ণাবেকম্, জঙ্ঘায়াং দ্বে, জানুন্যেকম, উরাবেকম্ এবং ত্রিংশদেকস্মিন্ সক্থিনি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। অথ পার্শ্বাদিগতান্যাহ—পার্শ্বয়োঃ ষট্‌ত্রিংশদেবমেকস্মিন্ দ্বিতীয়েঽপ্যেবং, শিশ্নে ভগে বা একম, গুদে একং, নিতম্বয়োরেকৈকম্, ত্রিকে একম্, বক্ষস্যষ্টৌ, পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ, অক্ষকসংজ্ঞে দ্বে। অথ গ্রীবোর্দ্ধগতান্যাহ—গ্রীবায়াং নব, কণ্ঠনাড্যাং চত্বারি, হন্বোরেকৈকম্, দন্তাঃ দ্বাত্রিংশৎ, নাসায়াং ত্রীণি, তালুন্যেকং, গণ্ডয়োরেকৈকং, কর্ণয়োরেকৈকং, ভ্রুবোরেকৈকং, শিরসি ষট্।)

তরুণানি কপালানি রুচকানি ভবন্তি হি। বলয়ানীতি তানি স্যুর্নলকানি চ কানিচিৎ * ॥ ১৫৬ ॥ অক্ষিকোষশ্রুতিঘ্রাণ-গ্রীবাসু তরুণানি চ। শিরঃশঙ্খকপোলেষু তাল্বংসপ্রোথজানুষু * ॥ ১৫৭ ॥ কপালানি ভবন্ত্যেষু দন্তেষু রুচকানি চ। পাণ্যোঃ পার্শ্বযুগে পৃষ্ঠে বক্ষোজঠরপায়ুষু ॥ পাদয়োর্ব্বলয়ানি স্তুর্নলকানি ক্রবেঽধুনা ॥ হস্তপাদাঙ্গুলিতলে কূর্চ্চে চ মণিবন্ধকে। বাহুজঙ্ঘাদ্বয়ে চাপি জানীয়ান্নলকানি তু ॥ ১৫৮। ১৫৯ ॥

যথার্থং যথাপ্রয়োজনম্ ॥ ১৫২ ॥ এতান্যস্থীনি পঞ্চবিধানি ভবন্তি ॥ তানি যথা—তরুণানীতি ॥ ১৫৬ ॥ জানুনিতম্বাংসগণ্ডতালুশঙ্খশিরঃসু কপালানি। দশনাস্ত রুচকাঃ ॥ ১৫৭ ॥ সুশ্রুতেনাদেন বচনেন ...

অথাস্থ্নাং প্রয়োজনমাহ—মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা। অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন দীর্য্যন্তে পতন্তি চ ॥ ১৬০ ॥

মজ্জস্বরূপম্—অস্থি যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং তস্য সারো ভবেদ্ঘনঃ। যঃ স্বেদবৎ পৃথগ্ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে ॥ ১৬১ ॥

মজ্জস্থানম্—স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরে স্থিতঃ ॥ ১৬২ ॥

শুক্রস্যোৎপত্তিঃ—রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে। মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ * ॥ ১৬৩ ॥ যাত্যামাশয়মাহারঃ পূর্ব্বং প্রাণানিলেরিতঃ। মাধুর্য্যং ফেনভাবঞ্চ ষড়্রসোঽপি লভেত সঃ * ॥ ১৬৪ ॥

গ্রহণীলক্ষণম্—ষষ্ঠীপিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা। আমপক্বাশয়ান্তঃস্থা গ্রহণী সাঽভিধীয়তে ॥ গ্রহণ্যাং পচ্যতে কোষ্ঠবহ্নিনা জায়তে কটুঃ * ॥ ১৬৫ ॥ এতদাহার-পাকে বিশেষমাহ। শারীরং পাঞ্চভৌতিকং তত্র পঞ্চসু ভূতেষু পঞ্চাগ্নয়স্তিষ্ঠন্তি উক্তঞ্চ চরকেণ—ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ। পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্ত্যনু * ॥ ১৬৬ ॥ তথাচ সুশ্রুতে—পঞ্চভূতাত্মকে দেহে আহারঃ পাঞ্চ-

---

মজ্জসম্ভবমুক্তম্ ॥ ১৬৩ ॥ ননু মাসেন রসঃ শুক্রোভবতি স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবং ভবতীতি সুশ্রুতস্যৈব বচনেন রসাদেব শুক্রস্যোৎপত্তিরুচ্যতে। তদেতৎ কথং সংগচ্ছতে ? ইদমেব সন্দেহং দূরীকর্ত্তুমাহারাদের্গতিং পরিণামঞ্চাহ যাত্যামাশয়মিতি। আহার ইত্যত্র আহ্রিয়তে ইত্যাহারঃ। অকর্ত্তরিচ কারকে সংজ্ঞায়ামিতি সূত্রেণ কর্ম্মণি ঘঞ্ ॥ স চ ষড়্বিধঃ। তথা চ—আহার্য্যং ষড়্বিধং ভোজ্যং ভক্ষ্যং চর্ব্ব্যন্তথৈব চ। লেহ্যং চোষ্যং তথা পেয়ং তদুদাহরণানি তু। ভোজ্যমোদনসূপাদি ভক্ষ্যং মোদকমণ্ডকম্। চর্ব্ব্যং চিপিটধান্যাদি রসালাদি তু লেহ্যতে। চোষ্যমাম্রফলেক্ষ্বাদি পীয়তে পানকং পয়ঃ ॥ আমাশয়মাহ চরকঃ। নাভিস্তনান্তরং জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধাঃ ইতি ॥ অত্র বিশেষমাহ। নাভের্বিতস্তিমাত্রঞ্চ কণ্ঠদেশাৎ ষড়ঙ্গুলম্। উরস্তু তদ্বিজানীয়াৎ শেষং তু হৃদয়ং মতম্ ॥ উরোরক্তাশয়স্তস্মাদধঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ স্মৃতঃ। আমাশয়স্তু তদধস্তদধো দহনাশয় ইতি ॥ প্রাণানিলেরিত ইতি—হৃদয়াধিষ্ঠানেন প্রাণনাম্না বায়ুনা মুখং গতেনান্তঃ প্রবেশিতঃ ॥ তথা চ সুশ্রুতঃ—যো বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্। সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে ॥ ক্লেদননামা কফঃ তমাহারং ক্লেদয়তি, ক্লেদনাৎ সংহতং ভিনত্তি চ ॥ উক্তঞ্চ সুশ্রুতে—ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নং সংহতঞ্চ ভিনত্ত্যত ইতি। স আহারঃ ষড়্রসোঽপ্যামাশয়ে মাধুর্য্যং লভতে আমাশয়স্থস্য মধুরস্য কফস্য যোগাৎ। উক্তঞ্চ শ্লেষ্মস্বরূপম্—শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা। তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণো ভবেদিতি। ফেনভাবঞ্চ লভতে জঠরানলতেজসা ॥ যত আহ বাগ্ভটঃ—সন্ধুক্ষিতঃ সমানেন পচত্যামাশয়স্থিতম্। ঔদর্য্যোঽগ্নির্যথা বাহ্যঃ স্থালীস্থং তোয়তণ্ডুলমিতি ॥ অথ স এবাহারঃ প্রাণবায়ুনা প্রেরিতস্ততঃ কিঞ্চিৎ স্খলিতঃ পাচকাখ্যপিত্তোষ্মণা ঈষৎ পক্বোঽম্লরসো ভবতি ॥ উক্তঞ্চ—অথ পাচকপিত্তেন বিদগ্ধশ্চাম্লতাং ব্রজেৎ। পাচকপিত্তেন পাচকপিত্তস্যোষ্মণা। ততঃ স এবাহারো নাভিমণ্ডলাধিষ্ঠানেন সমাননাম্না বায়ুনা প্রেরিতো গ্রহণীমভিনীয়তে ॥ ১৬৪ ॥ পিত্তধরা পাচকাখ্যং পিত্তং যদধ্যধিষ্ঠানং তদাশ্রয়তি ॥ তত্র গ্রহণ্যামামাশয়পক্বাশয়মধ্যবর্ত্তিপাচকাখ্যপিত্তাধিষ্ঠানেনাগ্নিনাহারঃ পচ্যতে, স কটুশ্চ ভবতি ইত্যাহ ॥ গ্রহণ্যামিতি। অয়মর্থঃ—আহারো গ্রহণ্যাং কোষ্ঠবহ্নিনা গ্রহণীস্থিতপাচকপিত্তেন বহ্নিনা পচ্যতে। পচ্যমানঃ স গ্রহণীস্থিতস্য কটুরসস্য পিত্তস্য সংযোগাৎ কটুর্ভবতি ॥ ১৬৫ ॥ অত্রোক্তমনেনাভিধীয়তে। আহারোঽপি পাঞ্চভৌতিকঃ। তস্য পাচকপিত্তস্থেনাগ্নিনোদ্রিক্তেন শরীরবর্ত্তিনা ভূম্যগ্নিনাহারবর্ত্তিভূভাগঃ পচ্যতে। পক্বো ভূভাগঃ স্বকীয়ান্ গুণানভিবর্দ্ধয়তি। এবং জলাদিভাগা অপি পচ্যন্তে ॥ ১৬৬ ॥

ভৌতিকঃ। বিপকঃ পঞ্চধা সম্যগ্ গুণান্ স্বানভিবর্দ্ধয়েৎ *॥১৬৭॥ মিষ্টঃ পটুশ্চ মধুরমম্লোঽম্লং পচ্যতে রসঃ। কটুতিক্তকষায়াণাং বিপাকো জায়তে কটুঃ * ॥ ১৬৮ ॥ আহারস্য রসঃ সারঃ সারহীনো মলদ্রবঃ। শিরাভিস্তজ্জলং নীতং বস্তিং মূত্রত্বমাপ্নুয়াৎ * ॥ ১৬৯ ॥ শেষং কিট্টঞ্চ যত্তস্য তৎপুরীষং নিগদ্যতে। সমানবায়ুনা নীতং তত্তিষ্ঠতি মলাশয়ে॥১৭০॥ মূত্রঞ্চোপস্থমার্গেণ পুরীষং গুদমার্গতঃ। অপানবায়ুনা ক্ষিপ্তং বহির্যাতি শরীরতঃ * ॥ ১৭১ ॥ রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমানমরুতেরিতঃ। স তু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিবর্দ্ধয়েৎ * ॥ ১৭২ ॥ কেদারেষু যথা কুল্যাঃ পুষ্ণন্তি বিবিধৌষধীঃ। তথা কলেবরে ধাতূন্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়তে রসঃ ॥ ১৭৩ ॥

রসত্রৈবিধ্যং চরকে—স্থূলঃ সূক্ষ্মস্তন্মলশ্চ তত্র তত্র ত্রিধা রসঃ। স্বং স্থূলোঽংশঃ পরং সূক্ষ্মস্তন্মলো যাতি তন্মলম্॥ * ভোজঃ—ধাতৌ রসাদৌ মজ্জান্তে প্রত্যেকং ক্রমতো রসঃ অহোরাত্রাৎ স্বয়ং পঞ্চ সার্দ্ধং দণ্ডঞ্চ তিষ্ঠতি * ॥ ১৭৪। ১৭৫ ॥ স্বাগ্নিভিঃ পচ্যমানেষু

গুণশব্দেনাত্র গুণিনঃ পৃথিব্যাদয় উচ্যন্তে। তেন গুণান্ শরীরবর্ত্তিনঃ পার্থিবাদীন্ ভাগানভিবর্দ্ধয়েদিত্যর্থঃ॥ ১৬৭ ॥ এবমহোরাত্রেণ পক্ব আহারো মিষ্টঃ পটুশ্চ মধুরো ভবতি। (অম্লস্ত্বম্লোভবতি কটুঃ তিক্তঃ কষায়শ্চ কটুর্ভবতি) ॥ ১৬৮ ॥ এবং বিপক্বস্যাহারস্য সারো নিগদিতো রসঃ। শেষো গ্রহণীস্থো মলদ্রবঃ। মলদ্রবস্য জলভাগঃ শিরাভির্বস্তিং নীতো মূত্রং ভবতি ইত্যাহ আহারস্যেতি ॥ ১৬৯ ॥ তত্র মলাশয়স্থেনাপানবায়ুনা প্রেরিতং মূত্রং মেঢ্রভগমার্গেণ, পুরীষং গুদমার্গেণ শরীরাদ্বহির্যাতীত্যাহ মূত্রমিতি উপস্থঃ শিশ্নো ভগঞ্চ ॥ ১৭১ ॥ রসস্তু সমানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকস্য রসস্য স্থানং হৃদয়ং গত্বা (তেন সহ) মিশ্রিতো ভবতীত্যাহ রসস্ত্বিতি ॥ ১৭২ ॥ রসস্তু তত্র তত্র ত্রিধা বিভজ্যত ইত্যাহ স্থূল ইতি। অয়মর্থঃ—স্থূলোঽংশঃ স্বং যাতি, যথাস্থিতস্তিষ্ঠতি। সূক্ষ্মস্ত্বংশঃ পরং দ্বিতীয়ং ধাতুং যাতি। তন্মলঃ রসাদিমলঃ, তন্মলং শরীরারম্ভকং তত্তদ্ধাতুমলং যাতীত্যর্থঃ। যথা লৌকিকাগ্নিনেক্ষুরসঃ পচ্যতে, তথা শরীরারম্ভকস্য রসস্যাগ্নিনাহাররসঃ পচ্যতে। পচ্যমানঃ স পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডমেকঞ্চ যাবৎ প্রাক্তনরসধাতাবেব তিষ্ঠতি। উক্তঞ্চ সুশ্রুতে—স খলু রসস্ত্রীণি ত্রীণি কলাসহস্রাণি পঞ্চদশ চ কলা একৈকস্মিন্ধাতাবুপতিষ্ঠতে। অত্র কলানাং বিংশতিঃ মুহূর্ত্তঃ, স চ দণ্ডদ্বয়াত্মকঃ ইত্যভিপ্রেত্য আহ ধাতাবিতি। প্রত্যেকমেকৈকস্মিন্নিত্যর্থঃ। ততো যথা পচ্যমানাদিক্ষুরসান্মলো নির্গচ্ছতি, তথা পচ্যমানাদাহাররসান্মলো নির্গচ্ছতি, স কফঃ। উক্তঞ্চ সুশ্রুতে—কফঃ পিত্তং মলঃ খেষু প্রস্বেদো নখ রোম চ। নেত্রাবিট্ ত্বক্ষু চ স্নেহো ধাতূনাং ক্রমশোমলাঃ॥ খেষু মলঃ কর্ণাদিস্রোতো মলঃ। স চ কফঃ প্রাণানিল-প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকং ক্লেদনাখ্যং কফং গত্বা পুষ্ণাতি। ততঃ সারভূতস্য আহাররসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ, স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। তত্র স্থূলো ভাগঃ শরীরারম্ভকং রসং পোষয়তি, সকলশরীরাধিষ্ঠানেন ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সঞ্চরন্ পোষণস্নেহনজঠরানলোষ্মকৃতসন্তাপনিবারণাদিভিগুর্ণৈঃ সকলশরীরং পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগঃ প্রাণবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকস্য রক্তস্য স্থানং যকৃৎপ্লীহরূপং গত্বা তেন সহ মিলিতো ভবতি। ততঃ প্রাক্তনস্য রক্তস্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাং সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবৎ প্রাক্তনরক্তধাতাবেব তিষ্ঠতি। ততো যথাগ্নিনা পুনঃ পুনঃ পচ্যমানাদিক্ষুবিকারাদ্বারং বারং মলং নির্গচ্ছতি, তথা পুনঃ পুনঃ পচ্যমানাদাহাররসাৎ প্রতিবারং মলং নির্গচ্ছতি। তত্র রক্তাগ্নিনা পচ্যমানান্মলং পিত্তং নির্গচ্ছতি। তচ্চ পিত্তং সমানবায়ুনা প্রেরিতং ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকং পাচকাখ্যং পিত্তং গত্বা পুষ্ণাতি। ততঃ সারভূতস্যাহাররসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ, স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ ; স্থূলো ভাগো রঞ্জকাখ্যেন পিত্তেন রক্তীকৃতঃ শরীরারম্ভকং রক্তং পোষয়ন্ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সঞ্চরন্ সকলশরীরগতানি রুধিরাণি পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শরীরারম্ভকানি মাংসানি যাতি। ততো মাংসাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাং সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মাংসস্যেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাত্তস্মান্মলং নির্গচ্ছতি। তদ্ব্যানবায়ুনা ক্ষিপ্তং কর্ণাবাগত্য কর্ণবিড্ ভবতি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য

মলঃ ষটষু রসাদিষু। ষট্‌সু ধাতুষু জায়ন্তে মলানি মুনয়ো জগুঃ॥ যথা সহস্রধাধ্মাতে ন মলং কিল কাঞ্চনে। তথা রসে মুহুঃ পক্কে ন মলং শুক্রতাঙ্গতে॥ ১৭৬। ৭৭॥

ওজোলক্ষণমাহ—ওজঃ সর্ব্বশরীরস্থং স্নিগ্ধং শীতং স্থিরং সিতম্। সোমাত্মকং শরীরস্য বলপুষ্টিকরং মতম্ *॥ ১৭৮॥ অন্যচ্চ—গুরু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং সান্দ্রং স্বাদু স্থিরং তথা। প্রসন্নং পিচ্ছিলং সূক্ষ্মমোজো দশগুণং স্মৃতম্॥ ১৭৯॥ চরকেতু—অষ্টবিন্দুপ্রমাণং তদীষদ্রক্তং সপীতকম্। অগ্নিসোমাত্মকত্বেন দ্বিরূপং বর্ণিতন্তু তৎ॥ ১৮০॥ বাগ্‌ভটস্তু—ওজশ্চ তেজো ধাতূনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্। হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্॥ যস্য প্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টি-পুষ্টি-বলোদয়াঃ। যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিংস্তিষ্ঠতি জীবনম্॥ নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ। উৎসাহপ্রতিভাধৈর্য্যলাবণ্য-সুকুমারতাঃ॥ ১৮১—১৮৩॥

স্ত্রীশুক্রে সুশ্রুতমতম্—যোষিতোঽপি স্রবত্যেবং শুক্রং পুংসঃ সমাগমে। তত্র গর্ভস্য কিঞ্চিত্তু করোতীতি ন চিন্ত্যতে *॥ ১৮৪॥ এবঞ্চ—স্ত্রীণাং গর্ভোপযোগি স্যাদার্ত্তবং

দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। ততঃ স্থূলো ভাগো মাংসানি পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শরীরারম্ভকস্য মেদসঃ স্থানমুদরং যাতি। ততো মেদসোঽগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাং সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মেদস্ত্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাত্তস্মান্মলো নিগচ্ছতি প্রস্বেদ রূপঃ। স চাশীতঃ স্রোতস্ত্বেব তিষ্ঠতি, শরীরোষ্মণা তপ্তশ্চেত্তদা ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরামার্গৈর্লোম-কূপেভ্যো বহির্যাতি। জিহ্বাদন্তকক্ষামেঢ্রাদিমলঞ্চ মেদোমলমিত্যেকে। ততঃ সারভূতরসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। তত্র স্থূলো ভাগো মেদঃ পুষ্ণাতি, উদরে তিষ্ঠন্ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো স্রোতো-মার্গৈঃ সূক্ষ্মাস্থিস্থিতান্যপি মেদাংসি পুষ্ণাতি। সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শরীরারম্ভকাণ্যস্থীনি যাতি। ততোঽস্থ্যগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাং সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবদস্থিস্ত্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাত্তস্মান্মলো নির্গচ্ছতি। স চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরমার্গৈরাগত্যাঙ্গুলিষু নখা-স্তনৌ লোমানি ভবন্তি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। তত্র স্থূলো ভাগো অস্থীনি পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ স্রোতোমার্গৈর্মজ্জস্থানানি স্থূলাস্থ্যভ্যন্তরাণি যাতি। ততো মজ্জাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাং সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মজ্জস্ত্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্য-মানাত্তস্মান্মলং নির্গচ্ছতি। তচ্চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতং শিরামার্গৈর্নয়নয়োরাগত্য নেত্রবিট্ চক্ষুঃস্নেহশ্চ ভবতি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। স্থূলোভাগো মজ্জানং পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শুক্রস্য স্থানং সকলং শরীরং গত্বা শরীরা-রম্ভকেণ শুক্রেণ সহ মিশ্রিতো ভবতি। ততঃ শুক্রাগ্নিনা পুনঃ পচ্যতে। পচ্যমানে তস্মিন্মলং নাস্তি। স হি সহস্রধাধ্মাত সুবর্ণবৎ। ইতি উত্তরত্র উপদিশ্যতে স্বাগ্নিভিরিতি॥ ১৭৪।১৭৫॥ ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। তত্র স্থূলো ভাগঃ শরীরারম্ভকং শুক্রং যাতি। সূক্ষ্মঃ স্নেহভাগঃ ওজঃ, তস্য লক্ষণমাহ ওজ ইতি। বলং চেষ্টাপাটবম্। তথাচ—চেষ্টাসু পাটবং যত্তু বলম্ তদভিধীয়তে॥ যত্তু সুশ্রুতে রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতূনাং যৎপরং তেজস্তৎখলু ওজস্তদেব বলমিতি। তেজস্তেজো দ্রবঃ। অত্রায়মভিপ্রায়ঃ। যস্মাদ্রসাদোজো ভবতি, স রসঃ সর্ব্বধাতুস্থানগতত্বাত্তদ্ধাতুবন্মন্তব্য ইতি সর্ব্ব-ধাতূনাং স্নেহমোজঃ ক্ষীরে ঘৃতমিব তদেব বলমিতি। তৎকার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ। অভেদ-কথনঞ্চ চিকিৎসৈক্যার্থম্॥ ১৭৮॥ ততঃ স্থূলো ভাগো রসো মাসেন পুংসাং শুক্রং স্ত্রীণাং আর্ত্তবং শুক্রং চ ভবতি। উক্তং চ সুশ্রুতে—“এবং মাসেন রসঃ শুক্রো ভবতি স্ত্রীণামার্ত্তবং চেতি” চকারাৎ স্ত্রীণামপি শুক্রং ভবতি। অতএবোক্তং সুশ্রুতে যোষিত ইতি। গর্ভস্য শুক্রত্ব। বিকৃতত্ব তু গর্ভস্য [illegible] তদপি ভবতি। যত উক্তং—যদা নার্য্যাবুপেয়াতাং বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন। মুঞ্চতঃ শুক্রমন্যোন্যমনস্থিস্তত্র জায়ত ইতি। এতেন স্ত্রীণাং সপ্তমো ধাতুরার্ত্তবং, শুক্রমষ্টমমিতি বোধিতম্, আপাততাধিক্যাৎ॥ ১৮৪॥

সর্ব্বসম্মতম্। তাসামপি বলং বর্ণং শুক্রং পুষ্টিং করোতি হি ॥১৮৫॥ এবঞ্চ, রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে। মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ *॥ ১৮৬ ॥ রসঃ শরীরে শব্দার্চ্চির্জ্জলসন্তানবৎ ত্রিধা। সঞ্চরত্যনুরূপোঽয়ং নিত্যমেবহি দেহিনাম্ * ॥ ১৮৭ ॥ বাজীকরিণ্য ঔষধ্যঃ স্বপ্রভাবগুণোচ্ছ্রয়াৎ। বিরেচয়ন্তি তাঃ শুক্রং বিরেকিদ্রব্য-বন্নৃণাম্ * ॥ ১৮৮ ॥ দুগ্ধং মাষাশ্চ ভল্লাতফলমজ্জামলানি চ। জনকানি নিগদ্যন্তে রেচনানি চ রেতসঃ ॥ ১৮৯॥ বালানাং শুক্রমস্ত্যেব কিন্তু সৌক্ষ্ম্যান্ন দৃশ্যতে ॥ পুষ্পানাং মুকুলে গন্ধো যথা সন্নপি নাপ্যতে * ॥ ১৯০ ॥ তেষাং তদেব তারুণ্যে পুষ্টত্বাদ্ব্যক্তিমেতি হি। কুসুমানাং প্রফুল্লানাং গন্ধঃ প্রাদুর্ভবেদ্ যথা ॥ ১৯১ ॥ রোমরাজ্যাদয়ঃ পুংসাং নারীণানপি যৌবনে ॥ জায়ন্তেঽত্র চ যো ভেদো জ্ঞেয়ো ব্যাখ্যানতঃ স চ * ॥ ১৯২ ॥ বার্দ্ধকে বর্দ্ধমানেন বায়ুনা রসশোষণাৎ। ন তথা ধাতুবৃদ্ধিঃ স্যাত্ততস্তত্রানিলং জয়েৎ * ॥ ১৯৩ ॥

অথ শুক্রস্য স্বরূপমাহ—শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্। গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ ॥ ১৯৪ ॥ জীবো বসতি সর্ব্বস্মিন্দেহে তত্র বিশেষতঃ। বার্য্যে রক্তে মলে যস্মিন্ ক্ষীণে যাতি ক্ষয়ং ক্ষণাৎ * ॥ ১৯৫ ॥

অথ গর্ভসঞ্জননশুক্রস্য লক্ষণমাহ—স্ফটিকাভং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুরং মধুগন্ধি চ। শুক্রমিচ্ছন্তি কেচিত্তু তৈলক্ষৌদ্রনিভঞ্চ তৎ ॥ ১৯৬ ॥

অথ শুক্রস্য স্থানমাহ—যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা। এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্ * ॥ ১৯৭ ॥

এবং রসএব কেদারকুল্যান্যায়েন সর্ব্বান্ ধাতূন্ পূরয়ন মাসেন নবদণ্ডোত্তরেণ শুক্রমার্ত্তবঞ্চ ভবতীতি সিদ্ধান্তঃ। এবং সতি রসাদ্রক্তমিত্যাদি সঙ্গতমেব। ততো মাংসং ততো রক্তোৎপত্তেরনন্তরং মাংসং জায়তে রসাদেবেত্যর্থঃ। মাংসান্মেদঃ প্রজায়ত ইতি মাংসাদনন্তরং মেদঃ প্রজায়তে, রসাদেবেত্যর্থঃ। মেদসোঽস্থি জায়তে, রসাদেবেত্যর্থঃ। এবং ততো মজ্জা জায়তে, রসাদেবেত্যর্থঃ। ততঃ শুক্রং রসাদেব সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥১৮৬॥ রসঃ শরীরে ত্রিধা সঞ্চরতীত্যাহ রস ইতি ॥ অস্যায়মভিপ্রায়ঃ—পুরুষাস্তীক্ষ্ণাগ্নয়ো মধ্যমাগ্নয়ো মন্দাগ্নয়শ্চ ভবন্তি। তত্র তীক্ষ্ণাগ্নীনাং স রসঃ শব্দসন্তানবৎ শীঘ্রং সঞ্চরতি। মধ্যমাগ্নীনামর্চ্চিঃ-সন্তানবন্মধ্যবেগেন চরতি। মন্দাগ্নীনাং জলসন্তানবন্মন্দং চরতি। তেন মাসেন রসাৎ শুক্রং ভবতীতি যদুক্তম্—তন্মধ্যমাগ্নীনধিকৃত্যোক্তম্ ॥ দীপ্তাগ্নীনান্তু রসঃ কিঞ্চিন্ন্যূনেন মাসেন শুক্রং ভবতি। মন্দাগ্নেঃ কিঞ্চিদধিকেন মাসেনেতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ১৮৭ ॥ তর্হি বাজীকরিণীনামৌষধীনাং কিং প্রয়োজনমিত্যাহ বাজীকরিণ্য ইতি—বাজীকরিণ্যঃ যাভিরোষধিভিঃ পুরুষঃ শুক্রাধিক্যাৎ স্ত্রীষু বাজীবৎ সামর্থ্যং প্রাপ্নোতি, তাঃ বাজীকরিণ্যঃ। স্বপ্রভাবগুণোচ্ছ্রয়াৎ। অত্র কাশ্চিদোষধ্যঃ স্বপ্রভাবাধিক্যাৎ, কাশ্চিৎ স্বগুণাধিক্যাৎ কাশ্চিচ্চ স্বপ্রভাবগুণাধিক্যাৎ ॥ তত্র সঙ্কল্পপাদলেপবিশিষ্টকান্তাস্পর্শাদয়ঃ স্বপ্রভাবাধিক্যাৎ শুক্রং বিরেচয়ন্তি। ঘৃতক্ষীরাদয়ঃ স্বগুণাধিক্যাৎ, স্নিগ্ধত্বাধিক্যাৎ। মাষাদয়ঃ স্বপ্রভাবস্নিগ্ধত্বাদি-গুণাধিক্যাৎ। বাজীকরিণ্য ইতি বহুবচনমাস্থর্থানুবর্ত্তনম্। বল্যবৃংহণজীবনীয়গণাদয়স্তদ্বদোষধ্যঃ। বিরেচয়ন্তি স্বপ্রভাবগুণাধিক্যাৎ শীঘ্রমেব রসাদ্যুৎপাদনপূর্ব্বকং শুক্রং জনয়িত্বা প্রবর্ত্তয়ন্তি। যত্র আহোত্তরত্র দুগ্ধমিতি ॥ ১৮৮ ॥ ননু বালানাং কথং শুক্রং ন দৃশ্যত ইতি আহ বালানামিতি ॥ ১৯০ ॥ ব্যাখ্যানম্—যথা পুংসাং রোমরাজীশ্মশ্রুপ্রভৃতয়ঃ। নারীণান্তু রোমরাজীস্তনস্তন্যার্ত্তবপ্রভৃতয়ঃ ॥ ১৯২ ॥ ননু অন্নরসো বৃদ্ধস্য ধাতুবৃদ্ধিং কথং ন করোতীত্যাহ বার্দ্ধকে ইতি ॥ ১৯৩ ॥ জীবস্যাশ্রয় উত্তম ইত্যত্র জীব ইতি ॥ ১৯৫ ॥ অত্র সর্পির্দৃষ্টান্তো বহুশুক্রেঽল্পমথনেন সর্পিঃশুক্রয়োর্লাভাৎ। ইক্ষুরসদৃষ্টান্তস্তু [illegible]

অথ শুক্রস্য ক্ষরণমার্গমাহ—দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ। মূত্রস্রোতঃপথাচ্ছুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্ততে * ॥ ১৯৮ ॥

অথ শুক্রক্ষরণকারণমাহ—কৃৎস্নদেহস্থিতং শুক্রং প্রসন্নমনসস্তথা। স্ত্রীষু ব্যায়চ্ছতশ্চাপি হর্ষাত্তৎ সম্প্রবর্ত্ততে * ॥ ১৯৯ ॥ অন্যচ্চ—শুক্রং কামেন কামিন্যা দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি। শব্দসংশ্রবণাদ্ধ্যানাৎ সংযোগাচ্চ প্রবর্ত্ততে ॥ ২০০ ॥

অথার্ত্তবস্য স্বরূপমাহ—রসাদেব রজঃ স্ত্রীণাং মাসি মাসি ত্র্যহং স্রবেৎ। তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্ * ॥ ২০১ ॥ মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাস্তদার্ত্তবম্। ঈষদ্বিবর্ণং কৃষ্ণঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ ॥ ২০২ ॥

গর্ভগ্রহণযোগ্যস্যার্ত্তবস্য লক্ষণমাহ—শশাসৃক্প্রতিমং যচ্চ যদ্বা লাক্ষারসোপমম্। তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ * ॥ ২০৩ ॥

অথ ধাতুম্বতিরিক্তান্ গুণানাহ—অতিরিক্তা গুণা রক্তে বহ্নের্ম্মাংসে তু পার্থিবাঃ। মেদস্যপাং ভুবশ্চাস্থ্নি পৃথিব্যনিলতেজসাম্ ॥ মজ্জ্ঞি শুক্রে চ সোমস্য মূত্রে চ শিখিনো গুণাঃ। ভুবস্তথার্ত্তবে ত্বগ্নে রসে ক্ষীরে তথাম্ভসঃ ॥ ২০৪ । ২০৫ ॥

অথ ধাতূনাং মলাঃ—কফঃ পিত্তং মলঃ খেষু প্রস্বেদো নখ লোম চ। নেত্রবিট্ চক্ষুষঃ স্নেহো ধাতূনাং ক্রমশো মলাঃ * ॥ ২০৬ ॥

অথোপধাতবঃ—বনিতানাং প্রসূতানাং ধমনীভ্যাং স্তনৌ গতাৎ। রসাদেব হি জায়েত স্তন্যং স্তনযুগাশয়ম্ ॥ শুদ্ধমাংসস্য যঃ স্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্তিতা। মেদসঃ স্তাপ্যমানস্য (ক) স্নেহো বা কথিতা বসা ॥ ২০৭ । ২০৮ ॥ শার্ঙ্গধরেতু। স্তন্যং রজো বসা স্বেদো দন্তাঃ কেশাস্তথৈবচ। ওজশ্চ সপ্তধাতূনাং ক্রমাৎ সপ্তোপধাতব ॥ ২০৯ ॥

অথাশয়াঃ—উরো রক্তাশয়স্তস্মাদধঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ স্মৃতঃ। আমাশয়স্তু তদধস্তল্লিঙ্গং চরকোঽবদৎ * ॥ ২১০ ॥ আমাশয়াদধঃ পক্বাশয়াদূর্দ্ধন্তু যা কলা। গ্রহণীনামকা সৈব কথিতঃ

শুক্রে পুংসি অতিপীড়নেনেক্ষুরসশুক্রয়োর্লাভাৎ ॥ ১৯৭ ॥ বৃদ্ধবাগ্ভটোপ্যাহ—সপ্তমী শুক্রধরা দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধো মূত্রমার্গমাশ্রিতা সকলশরীরব্যাপিনী শুক্রং প্রবর্ত্তয়তীতি সপ্তমী কলা ॥ ১৯৮ ॥ স্ত্রীষু ব্যায়চ্ছতঃ স্ত্রীসুরতরূপং ব্যায়ামং কুর্ব্বতঃ ॥ ১৯৯ ॥ স্ত্রীণাং রস এব মাসেনার্ত্তবং ভবতীত্যুক্ত্বা পুনরাহ সুশ্রুত এব ॥ ২০১ ॥ আর্ত্তবস্য বর্ণদ্বয়াভিধানম্ বাতাদিপ্রকৃতিভেদেন বর্ণভেদাৎ। "যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ" যদ্বাসো লগ্নং প্রক্ষালিতং তদ্বাসস্ত্যজতি, নতু বিকৃতরক্তং কুর্য্যাৎ। ঋতুঃ স্ত্রীণাং রজোদর্শনাৎ ষোড়শনিশাস্তত্র ভবমার্ত্তবং ॥ গৃহীতগর্ভাণাম্ স্ত্রীণামার্ত্তববহানাং স্রোতসাং গর্ভেণাবরোধাদার্ত্তবং ন স্রবতি। কিন্তু তদেবাধঃপ্রতিহতমূর্দ্ধমাগতমুপচীয়মানমপরা ভবতি। অপরাতু আবরণা (জরায়ু) ইতি লোকে। শেষং চোর্দ্ধতরমাগতং পয়োধরৌ যাতি। তস্মাদ্গর্ভিণ্যঃ পীবরপয়োধরা ভবন্তি ॥২০৩॥ নেত্রজিহ্বাকপোলানাং জলং চ রসজং মলমিত্যেকে। খেষু মলঃ কর্ণাদিস্রোতঃসু মলঃ। বালাদন্তকক্ষামেঢ্রাদিমলমপি মেদোমলমিত্যেকে। নেত্রবিট্চক্ষুষঃ স্নেহশ্চ মজ্জমলঃ। শুক্রস্য মলমেব নাস্তি, সহস্রধাধ্মাতসুবর্ণস্যেব ॥ ২০৬ ॥ তদ্যথা—নাভিস্তনান্তরং জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধা ইতি ॥ ২১০ ॥

(ক) স্রবমাণস্য ইতি পাঠান্তরম্।

পাচকাশয়ঃ ॥ ২১১ ॥ ঊর্দ্ধমগ্ন্যাশয়ো নাভের্ম্মধ্যভাগে ব্যবস্থিতঃ। তস্যোপরি তিলং জ্ঞেয়ং তদধঃ পনাশয়ঃ ॥ ২১২ ॥ পক্বাশয়স্তু তদধঃ স এবতু মলাশয়ঃ। তদধঃ কথিতো বস্তিঃ স হি মূত্রাশয়ো মতঃ ॥ আশয়ানুক্রমস্তু বাগ্‌ভটেনোক্তঃ ॥ স যথা—কফামপিত্তবাতানামাশয়া মলমূত্রয়োঃ ॥ ২১৩ ॥ পুরুষেভ্যোঽধিকাশ্চান্যে নারীণামাশয়াস্ত্রয়ঃ ॥ ২১৪ ॥ ধরা গর্ভাশয়ঃ প্রোক্তঃ পিত্তপক্বাশয়ান্তরে। স্তনৌ প্রসিদ্ধৌ তাবেব বুধৈঃ স্তন্যাশয়ৌ মতৌ ॥ ২১৫ ॥

অথ কলাস্বরূপমাহ—স্নায়ুভিশ্চ প্রতিচ্ছন্নান্ সন্ততাংশ্চ জরায়ুনা। শ্লেষ্মণা বেষ্টিতাংশ্চাপি কলাভাগাংস্তু তান্ বিদুঃ ॥ ধাত্বাশয়ান্তরে ধাতোর্যঃ ক্লেদস্ত্বধিতিষ্ঠতি। দেহোষ্মণাভিপক্বশ্চ সা কলেত্যভিধীয়তে ॥ তাঃ সপ্ত—আদ্যা মাংসধরা প্রোক্তা দ্বিতীয়া রক্তধারিণী। মেদোধরা তৃতীয়া তু চতুর্থী শ্লেষ্মধারিণী ॥ পঞ্চমী তু মলং ধত্তে ষষ্ঠী পিত্তধরা মতা।* রেতোধরা সপ্তমী স্যাদিতি সপ্তকলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১৬—২১৯ ॥

অথ মর্ম্মাণি—সন্নিপাতঃ শিরাস্নায়ু-সন্ধিমাংসাস্থিসম্ভবঃ। মর্ম্মাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ ॥ ২২০ ॥

তেষাং সংখ্যামাহ—সপ্তোত্তরশতং সন্তি দেহে মর্ম্মাণি দেহিনাম্। তান্যেকাদশ মাংসে স্যুরষ্টাবস্থিষু সন্তি হি ॥ সন্ধীনাং বিংশতিস্তানি স্নায়ূনাং সপ্ত বিংশতিঃ। চত্বারিংশত্তথৈকঞ্চ শিরামর্ম্মাণি তত্র তু ॥ দ্বাবিংশতিঃ সক্থিযুগে তাবন্ত্যেব ভুজদ্বয়ে। দ্বাদশোরসি কুক্ষৌ চ পৃষ্ঠদেশে চতুর্দ্দশ ॥ গ্রীবায়ামূর্দ্ধভাগে তু সপ্তত্রিংশন্মতানি হি ॥ ২২১—২২৩ ॥ মর্ম্মাণি তানি সন্তি পঞ্চধা ভবন্তি ॥ তান্যাহ—সদ্যঃপ্রাণহরাণি স্যুর্ম্মর্ম্মাণ্যেকোনবিংশতিঃ। মর্ম্মদেশাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্যুঃ কালান্তরমারকাঃ ॥ চত্বারিংশচ্চ চত্বারি বৈকল্যং জনয়ন্তি হি। মর্ম্মাষ্টকং রুজাকারি বিশল্যঘ্নং ত্রিকং মতম্ ॥ ২২৪—২২৫ ॥

সদ্যোমারকাণি মর্ম্মাণি—শৃঙ্গাটকান্যধিপতিঃ শঙ্খৌ কণ্ঠশিরাগুদম্। হৃদয়ং বস্তিনাভীচ সদে। ঘ্নন্তি হতানি চেৎ ॥ ২২৬ ॥

(শৃঙ্গাটকানি—ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষিজিহ্বাসন্তর্পকাণাং শিরামুখানাং শিরসো মধ্যে সংযোগস্থানন্তানি চত্বারি শিরামর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলপ্রমাণানি, হতানি সন্তি সদ্যো মারকাণি ভবন্তি ॥ অধিপতিঃ মস্তকস্যাভ্যন্তরোপরিষ্টাৎ শিরাসন্ধিসন্নিপাতো রোমাবর্ত্তঃ স একঃ সন্ধিমর্ম্মেদমর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণম্ সদ্যো মারকম্ ॥ শঙ্খৌ—ভ্রুবোরন্তোপরি কর্ণললাটয়োর্ম্মধ্যে তৌ দ্বৌ অস্থিমর্ম্মণী সার্দ্ধাঙ্গুলে সদ্যোমারকে ॥ কণ্ঠশিরাঃ শিরামাতৃকাঃ—গ্রীবায়া উভয় পার্শ্বয়োশ্চতস্রশ্চতস্রঃ শিরা স্তা অষ্টৌ শিরামর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলানি সদ্যোমারকাণি ॥ গুদমর্ম্ম—গুদং প্রসিদ্ধং। একং মাংসমর্ম্ম চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্। হৃদয়ম্—স্তনয়োর্ম্মধ্যমধিষ্ঠয়োরস্যামাশয়দ্বারং সত্ত্বরজস্তমসামধিষ্ঠানং হৃদয়ং নামৈকং শিরামর্ম্মেদঞ্চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্ ॥ বস্তিমর্ম্ম—বস্তির্নাভিপৃষ্ঠকটীগুদবংক্ষণশেফসাম্। মধ্যে বস্তিস্তনুত্বক্ চ একদ্বারো হ্যধোমুখঃ ॥ স্নায়ুমর্ম্মেদঞ্চতুরঙ্গুলং সদ্যো মারকম্ ॥ নাভিমর্ম্ম—নাভিঃ প্রসিদ্ধা, শিরামর্ম্মেদঞ্চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্ ॥)

কালান্তরহরাণি মর্ম্মাণি—বক্ষোমর্ম্মাণি সীমন্ততলক্ষিপ্রেন্দ্রবস্তয়ঃ। বৃহত্যৌ পার্শ্বয়োঃ সন্ধী কটীকতরুণে চ যে। নিতম্বাবিতি চৈতানি কালান্তরহরাণি তু॥ ২২৭॥

(বক্ষোমর্ম্মাণি—স্তনমূলে স্তনরোহিতাপলাপাপস্তম্বাঃ। তত্র স্তনমূলে স্তনয়োরধস্তাদ্ব্যঙ্গুলং যাবৎ স্তনমূলে নাম দ্বে শিরামর্ম্মণী তত্র কফপূর্ণকোষ্ঠতয়া কালান্তরমারকে। স্তনরোহিতে—স্তনয়োরুপরি দ্ব্যঙ্গুলং যাবৎ দ্বে মাংসমর্ম্মণী রক্তপূরিতকোষ্ঠতয়া কালান্তরমারকে। অপলাপৌ—অংসকূটয়োরধস্তাৎ পার্শ্বয়োরুপরি দ্বে শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে রক্তেন পূয়তাং গতেন কালান্তরমারকে। অপস্তম্ভৌ—উরস উভয়তো নাড্যৌ বাতবহে শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বাতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাঞ্চ কালান্তরমারকে। সীমন্তাঃ—শিরসি পঞ্চ সন্ধয়ঃ সন্ধিমর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলানি উন্মাদভয়চিত্তবিনাশৈঃ কালান্তরমারকাণি। তলানি—মধ্যাঙ্গুলিমনুক্রম্য হস্তস্য মধ্যং তলমেবমপরস্য হস্তস্য পাদয়োশ্চৈবং চত্বারি তলানি মাংসমর্ম্মাণি দ্ব্যঙ্গুলানি, রুজাভিঃ কালান্তরমারকাণি। ক্ষিপ্রাণি—অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্ম্মধ্যং ক্ষিপ্রম্। তচ্চ হস্তয়োর্দ্বে, পাদয়োর্দ্বে চ, এবং চত্বারি স্নায়ুমর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলান্যাক্ষেপকেণ কালান্তরমারকাণি। ইন্দ্রবস্তয়ঃ—প্রকোষ্ঠয়োর্ম্মধ্যে দ্বৌ, জঙ্ঘয়োর্ম্মধ্যে দ্বৌ, এবং চত্বারি মাংসমর্ম্মাণি দ্ব্যঙ্গুলানি; শোণিতক্ষয়েণ কালান্তরমারকাণি। বৃহত্যৌ—স্তনমূলাদুভয়তঃ পৃষ্ঠবংশং যাবৎ শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে, শোণিতাতিপ্রবৃত্তিনিমিত্তৈরুপদ্রবৈঃ কালান্তরমারকে। পার্শ্বসন্ধী—জঘনপার্শ্বয়োঃ সন্ধী শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে. শোণিতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কালান্তরমারকে। কটীকতরুণে—ত্রিকসন্নিধানে উভয়তঃ শ্রোণিকাণ্ডং লক্ষীকৃত্যাস্থিনী স্থিতে অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে, শোণিতক্ষয়াৎ পাণ্ডুবিবর্ণরূপং কৃত্বা কালান্তরমারকে। নিতম্বৌ—প্রসিদ্ধৌ দ্বে অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলাবধঃকায়শোষেণ দৌর্ব্বল্যেন চ কালান্তরমারকে॥ ২২৮॥

বৈকল্যকরাণি—লৌহিতাক্ষাণিজানূর্ব্বীকূর্চ্চাবিটপকূর্পরাঃ। কুকুন্দরে কক্ষধরে বিধুরে সকৃকাটিকে॥ অংসাংসফলকাপাঙ্গা নীলে মন্যে ফণে তথা। বৈকল্যকরণান্যাহুরাবর্ত্তৌ দ্বৌ তথৈবচ॥ ২২৯॥

(লোহিতাক্ষাণি—ঊর্ব্ব্যা ঊর্দ্ধমধো বংক্ষণসন্ধের্লোহিতাক্ষং। তে চ দ্বে বাহ্বোঃ, দ্বে, ঊর্ব্বোরেবং,তানি চত্বারি শিরামর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলানি বৈকল্যকরাণি। তত্র শোণিতক্ষয়েন পক্ষাঘাতঃ সক্থিসাদো বা। আণয়ঃ—জানুন ঊর্দ্ধং উভয়োঃ পার্শ্বয়োস্ত্র্যঙ্গুলা একস্মিন্ জানুনি দ্বে, অপরস্মিন্ দ্বে, এবঞ্চতস্রঃ স্নায়ুমর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলানি বৈকল্যকরাণি, তত্র শোথাভিবৃদ্ধিঃ সক্থিস্তম্ভশ্চ। জানুনী জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সন্ধী সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলে বৈকল্যকরে, তত্র খঞ্জতা। ঊর্ব্ব্যঃ—দ্বে ঊর্ব্বোর্ম্মধ্যে, দ্বে প্রগণ্ডয়োর্ম্মধ্যে, এবং চতস্রঃ শিরামর্ম্মাণি একাঙ্গুল্যো বৈকল্যকারিণ্যস্তত্র শোণিতক্ষয়াৎ সক্থিবাহ্বোঃ শোষঃ। কূর্চ্চাঃ—পাদয়োরঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্ম্মধ্যে তয়োরূর্দ্ধমধশ্চ, এবং চত্বারঃ স্নায়ুমর্ম্মাণি বৈকল্যকরাণি তত্র পাদয়োর্ভ্রমণবেপনে ভবতঃ। বিটপে—দ্বে, বংক্ষণবৃষণয়োর্ম্মধ্যে স্নায়ুমর্ম্মণী একাঙ্গুলে বৈকল্যকরে, তত্র ষাণ্ড্যমল্পশুক্রতা বা। কূর্পরৌ—কফোণিজৌ—দ্বৌ সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলৌ বৈকল্যকরৌ, তত্র

বাহুমধ্যে সঙ্কোচঃ। কুকুন্দরে—নিতম্বকূপকৌ দ্বে সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্র স্পর্শাজ্ঞানমধঃকায়স্য চেষ্টোপঘাতশ্চ। কক্ষধরে—বক্ষঃকক্ষয়োর্ম্মধ্যে দ্বে স্নায়ুমর্ম্মণী একাঙ্গুলে বৈকল্যকরে তত্র পক্ষাঘাতঃ। বিধুরে—কর্ণপৃষ্ঠতোঽধঃসংশ্রিতে কিঞ্চিন্নিম্নাকারে দ্বে স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে, তত্র বাধির্য্যম্। কৃকাটিকে—শিরোগ্রীবয়োরুভয়তঃ সন্ধী দ্বে সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে, তত্র শিরঃকম্পঃ। অংসৌ—স্কন্ধৌ স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে তত্র বাহুস্তম্ভঃ অংসফলকে—পৃষ্ঠোপরি পৃষ্ঠবংশমুভয়তস্ত্রিক-(গ্রীবায়াং অংসদ্বয়স্য চ সংযোগো যত্র তত্ত্রিকং)-সম্বন্ধে অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে, তত্র বাহ্বোঃ শূন্যতা শোষশ্চ। অপাঙ্গৌ—নেত্রয়োরন্তৌ শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলৌ বৈকল্য-করৌ, তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতো বা। নীলে মন্যে চ—কণ্ঠনাড়ীমুভয়তশ্চতস্রো ধমন্যঃ, দ্বে নীলে দ্বে মন্যে—তত্র একা মন্যা, একা নীলা একস্মিন্ পার্শ্বে এবং মন্যা নীলা চ অপরস্মিন্ পার্শ্বে দ্বে দ্বে শিরামর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলে দ্ব্যঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র মূকতা বিকৃতিস্বরতা অরসগ্রাহিতা চ। ফণে—ঘ্রাণমার্গমুভয়তঃ (স্রোতোমার্গপ্রতিবন্ধে অভ্যন্তরতঃ শিরামর্ম্মণী) মাংসমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে, তত্র গন্ধাজ্ঞানম্। আবর্ত্তৌ—ভ্রুবোরুপরি নিম্নয়োঃ সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতো বা॥ ২২৮। ২২৯॥)

রুজাকরাণি—গুল্‌ফৌ দ্বৌ মণিবন্ধৌ দ্বৌ তথা কূর্চ্চশিরাংসি চ। রুজাকরাণি জনীয়াদ্দৃষ্ট্বা চৈতানি বুদ্ধিমান্॥ ২৩০॥)

(গুলফৌ ঘুণ্টিকে সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলৌ রুজাকরৌ তত্র রুজা পাদস্তম্ভঃ খঞ্জতা চ। মণিবন্ধৌ—দ্বৌ হস্তপ্রকোষ্ঠসন্ধী সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলৌ রুজাকরৌ। তত্র হস্তয়োঃ ক্রিয়া-রাহিত্যম্। কূর্চ্চশিরাংসি—পাদসন্ধেরধঃ (গুল্‌ফসন্ধেরধঃ) উভয়তঃ একস্মিন্ পাদে দ্বে, দ্বে চ দ্বিতীয়ে, এবঞ্চত্বারি স্নায়ুমর্ম্মাণ্যেকাঙ্গুলানি রুজাকরাণি। তত্র রুজা শোফশ্চ॥ ২৩০॥

বিশল্যঘ্নানি—উৎক্ষেপৌ স্থপনীচৈব বিশল্যঘ্নং ত্রিকম্মতম্॥ ২৩১॥)

(উৎক্ষেপৌ—শঙ্খয়োরুপরি কেশান্ যাবৎ, স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে। তয়োর্বিদ্ধয়োঃ সশল্যো জীবেৎ পাকাৎ পতিতশল্যো বা। উদ্ধৃতশল্যস্তু ম্রিয়েত। অতএব বিশল্য-মুদ্ধৃতশল্যং হন্তীতি বিশল্যঘ্নং মর্ম্ম। স্থপনী একা ভ্রুবোর্ম্মধ্যে, শিরামর্ম্মৈদমর্দ্ধাঙ্গুলং বিশল্যঘ্নম্॥ ২৩১॥)

সপ্তরাত্রান্তরে হন্যুঃ সদ্যঃপ্রাণহরাণি হি। কালান্তরপ্রাণহরং পক্ষে মাসে চ মার-কম্॥ ২৩২॥ সদ্যঃ প্রাণহরঞ্চান্তে বিদ্ধং কালেন মারয়েৎ। কালান্তরপ্রাণহরমন্তে বিদ্ধন্তু দুঃখদম্ *॥ ২৩৩॥ মর্ম্মাণ্যধিষ্ঠায় হি যে বিকারা মূর্চ্ছন্তি কায়ে বিবিধা নরাণাম্। প্রায়েণ তে কৃচ্ছতমা ভবন্তি বৈদ্যেন যত্নৈরপি সাধ্যমানাঃ॥ ২৩৪॥

অথ সন্ধয়ঃ—তে দ্বিবিধাশ্চেষ্টাবন্তঃ স্থিরাশ্চ। শাখাসু হন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তো ভবন্তি হি। শেষাস্তু সন্ধয়ঃ সর্ব্বে স্থিরাস্তজ্‌জ্ঞৈরুদাহৃতাঃ॥ ২৩৫॥

* অন্তে মর্ম্মসমীপে॥ ২৩৩॥

সন্ধিসংখ্যা—কথিতা দেহিনাং দেহে সন্ধয়ো দ্বে শতে দশ। শাখাসু তেঽষ্টষষ্টিশ্চ কোষ্ঠে স্বেকোনষষ্টিকাঃ ॥ • গ্রীবায়া উর্দ্ধদেশে তু ত্র্যশীতিস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ (প্রথমং পরিগণ্যন্তে তেষু শাখাগতা ইহ। একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ত্রয়স্ত্রয়ো দ্বাবঙ্গুষ্ঠে, তে চতুর্দ্দশ। গুল্‌ফজানুবঙ্ক্ষণেষুএকৈকমেবং সপ্তদশ একাস্মিন্ সক্থিনি ভবন্তি ॥ এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। এবমষ্টষষ্টিঃ শাখাসু। অথ কোষ্ঠগতানাহ—ত্রয়ঃ কটীকপালেষু, চতুর্ব্বিংশতিঃ পৃষ্ঠবংশে, তাবন্ত্য এব পার্শ্বয়োরষ্টাবুরসি, এবমেকোনষষ্টিঃ কোষ্ঠে। অথ গ্রীবোর্দ্ধগতানাহ—অষ্টৌ গ্রীবায়াং, ত্রয়ঃ কণ্ঠে, নাড়ীষু হৃদয়ক্লোমফুফ্‌ফুসনিবদ্ধাস্বষ্টাদশ, দ্বাত্রিংশদ্দন্তমূলেষু, একঃ কণ্ঠমণৌ, নাসায়াঞ্চ একঃ, দ্বৌ দ্বৌ বর্ত্মমণ্ডলজৌ নেত্রাশ্রয়ৌ, গণ্ডকর্ণশঙ্খেষ্বেকৈকঃ, দ্বৌ হনুসন্ধৌ, দ্বাবুপরিষ্টাদ্ ভ্রুবোঃ, শঙ্খয়োশ্চোপরিষ্টাৎ, পঞ্চ শীর্ষকপালেষ্বেকো ন্ধীতি (কণ্ঠমণৌ ঘুণ্টিকেতি প্রসিদ্ধে) ॥ ২৩৬ ॥ কোরোদূখলসামুদ্গাঃ প্রতরস্তূণসেবনী। কাকতুণ্ডং মণ্ডলঞ্চ শঙ্খাবর্ত্তোঽষ্টসন্ধয়ঃ * ॥ ২৩৭ ॥ অস্থ্নাং তু সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ সমুদাহৃতাঃ। পেশীস্নায়ু শিরাণাস্তু সন্ধিসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ২৩৮ ॥

অথ শিরামাহ—সন্ধিবন্ধনকারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ শিরাঃ। নাভ্যাং সর্ব্বা নিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ ॥ ২৩৯ ॥ শরীরং সকলঞ্চৈতচ্ছিরাভিঃ পোষ্যতে সদা। প্রণালাভিরিবারামাঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রধান্যবৎ * ॥ ২৪০ ॥ প্রসারণাকুঞ্চনাদিক্রিয়াভিঃ সততং তনৌ। শিরা এবোপকুর্ব্বন্তি তাঃ স্যুঃ সপ্তশতানি তু ॥ ২৪১ ॥ যথা দ্রুমদলে সাক্ষাদ্ দৃশ্যন্তে প্রতন্বাঃ শিরাঃ। তথৈব দেহিনো দেহে বর্ত্তন্তে সকলে শিরাঃ ॥ ২৪২ ॥ নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ, প্রাণান্নাভিরুপাশ্রিতা। শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ ॥ ২৪৩ ॥

তা যথা, তাসাং খলু মূলশিরাশ্চত্বারিংশৎ—তাসাং দশ বাতবহাঃ, দশ পিত্তবহাঃ, দশ (শ্লে)ষ্মবহাঃ, দশ রক্তবহাঃ। তাসাং খলু বাতবহানাং বাতস্থানগতানাং সপঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি। তাবন্ত্য এব পিত্তবহাঃ পিত্তস্থানগতাঃ। শ্লেষ্মবহাস্তাবন্ত্যঃ শ্লেষ্মস্থানগতাঃ, রক্তবহা যকৃৎপ্লীহগতাঃ এবং শিরাঃ সপ্তশতানি ভবন্তি। তত্র বাতবহা একস্মিন্ সক্থিনি পঞ্চবিংশতিঃ; এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ; বিশেষতঃ কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশৎ; তাসাং শ্রোণ্যাং গুদমেঢ্রাদিসংশ্রিতা অষ্টৌ, দ্বে দ্বে পার্শ্বয়োঃ, ষট্ পৃষ্ঠে, তাবন্ত্য এবোদরে, দশ বক্ষসি; একচত্বারিংশদ্ জত্রুণঃ ঊর্দ্ধম্; তাসাং চতুর্দ্দশ গ্রীবায়াং, চতস্রঃ কর্ণয়োঃ, নব

---

* এতে সন্ধয়োঽষ্টবিধা ভবন্তীত্যাহোত্তরত্র কোরোদূখলেতি—কোরঃ গর্ত্তঃ, কলিকেত্যন্যে। উদূখলঃ প্রসিদ্ধঃ। সমুদ্গঃ সংপুটঃ, সমুদ্গ এব সামুদ্গঃ অত্র স্বার্থে অণ্। প্রতরত্যনেনেতি প্রতরো বেলকঃ। তূণস্য তূণীরস্যেব সেবনী তূণসেবনী। কাকতুণ্ডং কাকমুখম্। মণ্ডলং প্রসিদ্ধং। শঙ্খস্যাবর্ত্তঃ শঙ্খাবর্ত্তঃ। এতে যথানামপ্রকৃতয়ঃ সন্ধয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ। এষামঙ্গুলিমণিবন্ধগুল্‌ফজানুকূর্পরেষু কোরাঃ সন্ধয়ঃ। কক্ষাবঙ্ক্ষণদন্তেষূদূখলাঃ। অংসপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ। গ্রীবাপৃষ্ঠবংশয়োস্ত প্রতরাঃ। শিরঃকটীকপালেষু তূণসেবন্যঃ। হন্বোরুভয়তঃ কাকতুণ্ডাখ্যাঃ। কণ্ঠহৃদয়ক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলাখ্যাঃ শ্রোত্রশৃঙ্গাটকেষু শঙ্খাবর্ত্তাঃ ॥ ২৩৭ ॥ অত্র প্রণালীভিঃ কুল্যাভিরিতি দৃষ্টান্তদ্বয়ং স্থূলসূক্ষ্মশিরাভেদাৎ ॥ ২৪০ ॥ ক্রিয়াণাং প্রসারণাকুঞ্চনাদীনাম্। অমোহং বুদ্ধিকর্ম্মণাম্ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং মনসো বুদ্ধেশ্চ স্বে স্বে বিষয়ে

জিহ্বায়াং, ষট্ নাসিকায়াং, অষ্টৌ নেত্রয়োঃ, এবং বাতবহানাং সপঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি। এবং বিভাগঃ পিত্তবহানামপি, বিশেষস্তু পিত্তবহা নেত্রয়োর্দশ, কর্ণয়োর্দ্বে এবং রক্তবহাঃ শ্লেষ্মবহাস্তু ষোড়শ গ্রীবায়াং, কর্ণয়োর্দ্বে। এবং শিরাণাং সপ্তশতানি ব্যাখ্যাতানি।)

ক্রিয়াণামপ্রতীঘাতমমোহং বুদ্ধিকর্ম্মণাম্। করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি স্বাঃ শিরাঃ পবনশ্চরন্॥ ২৪৪ ॥ যদা তু কুপিতো বায়ুঃ স্বাঃ শিরাঃ প্রতিপদ্যতে। তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে বাতসম্ভবাঃ * ॥ ২৪৫ ॥ ভ্রাজিষ্ণুতামন্নরুচিমগ্নিদীপ্তিমরোগতাম্। করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি পিত্তমাত্মশিরাশ্চরন্ ॥ ২৪৬ ॥ যদা তু কুপিতং পিত্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ। তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে পিত্তসম্ভবাঃ *॥ ২৪৭ ॥ স্নেহমঙ্গেষু সন্ধীনাং স্থৈর্য্যং বলমরোগতাম্। করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি বলাসঃ স্বাঃ শিরাশ্চরন্ * ॥ ২৪৮ ॥ যদা তু কুপিতঃ শ্লেষ্মা স্বাঃ শিরাঃ প্রতিপদ্যতে। তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে শ্লেষ্মসম্ভবাঃ * ॥ ২৪৯ ॥ ধাতূনাং পূরণং বর্ণং স্পর্শজ্ঞানমসংশয়ম্। স্বশিরাসু চরদ্রক্তং কুর্য্যাচ্চান্যান্ গুণানপি * ॥ ২৫০ ॥ যদা তু কুপিতং রক্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ। তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে রক্তসম্ভবাঃ ॥ ২৫১ ॥ তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বায়ুনা শিরাঃ ॥ পিত্তাদুষ্ণাশ্চ নীলাশ্চ শীতা গৌর্য্যঃ স্থিরাঃ কফাৎ। অসৃগ্‌ধরাস্তু তা রক্তাঃ স্যুশ্চ নাত্যুষ্ণশীতলাঃ ॥ ২৫২ ॥

তত্র স্নায়োঃ স্বরূপমাহ—মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরা স্নায়ুত্বমাপ্নুয়াৎ। শিরাণাং হি মৃদুঃ পাকঃ স্নায়ূনাস্তু ততঃ খরঃ ॥ ২৫৩ ॥ স্নায়বো বন্ধনানি স্যুর্দেহমাংসাস্থিমেদসাম্। সন্ধীনামপি যত্তাস্তু শিরাভ্যঃ সুদৃঢ়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৫৪ ॥ নৌর্যথা ফলকাহস্তীর্ণা বন্ধনৈর্বহুভির্যুতা। নিযুক্তাহগাধসলিলে ভবেদ্ভারসহা ভৃশম্ ॥ ২৫৫ ॥ এবমেব শরীরেহস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ। স্নায়ুভির্বহুভির্বদ্ধাস্তেন ভারসহা নরাঃ * ॥ ২৫৬ ॥

স্নায়ুসংখ্যামাহ—শতানি নব জায়ন্তে শরীরে স্নায়বো নৃণাম্। তাসাং বিবরণং ক্রমঃ শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ ॥ ২৫৭ ॥ শাখাসু ষট্‌শতানি স্যুঃ কোষ্ঠে ত্রিংশচ্ছতদ্বয়ম্। গ্রীবায়ামূর্দ্ধদেশে তু স্নায়ূনাং সপ্ততিঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৫৮ ॥ (তত্র শাখাগতাঃ প্রাহ—একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ষট্ ষট্ তাস্ত্রিংশৎ, তাবন্ত্য এব তলকূর্চগুল্‌ফেষু, তাবন্ত্য এব জঙ্ঘায়াং, দশ জানুনি, চত্বারিংশদূরৌ, দশ বঙ্ক্ষণে, এবং সার্দ্ধশতমেকস্মিন্ সকথিনি ভবন্তি। এতেনেতরসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। অথ কোষ্ঠগতাঃ প্রাহ—ষষ্টিঃ কট্যাং, তাবন্ত্য এব পার্শ্বয়োঃ, অশীতিঃ পৃষ্ঠে, ত্রিংশদুরসি। অথ গ্রীবোর্দ্ধগতাঃ প্রাহ—ষট্ত্রিংশদ্ গ্রীবায়াম, চতুস্ত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি, এবং স্নায়ূনাং নবশতানি ভবন্তি ॥ ২৫৮ ॥)

অথ ধমন্যঃ— ধমন্যো নাভিতো জাতাশ্চতুর্বিংশতিসংখ্যয়া। দশোর্দ্ধগা দশাহধোগাঃ শেষাস্তির্য্যগ্‌গতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৫৯ ॥ (তত্রোর্দ্ধগাঃ—শব্দস্পার্শরূপরসগন্ধপ্রশ্বাসোচ্ছ্বাস-

---

জ্ঞানং ন করোতীত্যর্থঃ। অন্যান্ গুণান্ রসাদিব্যাপনদ্বারা শরীরপোষণাদীন্ ॥ ২৪৫ ॥ অরোগিতাং পৈত্তিকরোগানুৎপত্তিং করোতি। অন্যান্ গুণান্ মেধাবুদ্ধিদর্শনশক্ত্যাদীন্ ॥ ২৪৭ ॥ অরোগতাং শ্লৈষ্মিক-রোগানুৎপত্তিং অন্যান গুণান্ বলপুষ্ট্যাদীন্ ॥ ২৪৮ ॥ অন্যান্ গুণান্ বলপুষ্ট্যাদীন ॥ ২৫০ ॥ ফলকৈঃ

জৃম্ভিতক্ষুতহসিতকথিতরুদিতগীতাদিবিশেষানভিবহন্ত্যঃ শরীরং ধারয়ন্তি। (প্রশ্বাসঃ অন্তঃ প্রবিশদ্বায়ুঃ।"উচ্ছ্বাসঃ"ঊর্দ্ধং গচ্ছদ্বায়ুঃ।) তাস্তু হৃদয়ং গতাস্ত্রিধা জায়ন্তে। তাস্ত্রিংশৎ—তাসাং মধ্যে দ্বে দ্বে বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ বহতঃ, তা দশ। অষ্টাভিঃ শব্দরসরূপগন্ধান্ গৃহ্লাতি পুরুষঃ। দ্বাভ্যাং ভাষতে, দ্বাভ্যাং ঘোষতে, দ্বাভ্যাং স্বপিতি, দ্বাভ্যাঞ্জাগর্ত্তি, দ্বে অশ্রু-বাহিন্যৌ, দ্বে স্তন্যং স্ত্রিয়া বহতঃ স্তনসংশ্রিতে, তে এব শুক্রং নরস্য, স্তনাভ্যামভিবহতঃ। এতাস্ত্রিংশৎ—সবিভাগাব্যাখ্যাতা এতাভিরূর্দ্ধং নাভেরুদরপার্শ্বপৃষ্ঠোরঃস্কন্ধগ্রীবাবাহবো ধার্য্যন্তে চাল্যন্তে চ॥ অধোগতাঃ প্রাহ—অধোগতাস্তু বাতমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তবাদীনধো বহন্তি। তাস্তু পিত্তাশয়ং গতাস্ত্রিধা জায়ন্তে। তাস্ত্রিংশৎ—তাসাং মধ্যে দ্বে দ্বে বাতপিত্ত কফশোণিতরসান্ বহতঃ, তা দশ দ্বে অন্নবহে অন্ত্রাশ্রিতে, দ্বে তোয়বহে, দ্বে বস্তিগতে মূত্রবহে, দ্বে শুক্রস্য প্রাদুর্ভাবায়, দ্বে তদ্বিসর্গায়, ত এব নারীণামার্ত্তবং প্রাদুর্ভাবয়তো বিসৃজতশ্চ। দ্বে স্থূলান্ত্রপ্রতিবন্ধে পুরীষং বিসৃজতঃ। অষ্টাবন্যাস্তির্য্যগ্গতাঃ স্বেদমর্পয়ন্তি। এতাস্ত্রিংশৎ—এতাভিরধো নাভেঃ পক্বাশয়কটীমূত্রপুরীষবস্তিগুদমেঢ্রসক্থীনি ধার্য্যন্তে চাল্যন্তে চ। তির্য্যগ্গতাঃ প্রাহ—তির্য্যগ্গতানাস্তু চতসৃণামেকৈকং শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজ্যন্তে। তাস্বসঙ্খ্যোয়াস্তাভিরিদং শরীরং গবাক্ষিতম্ নিবদ্ধমায়তঞ্চ *। তাসাং মুখানি রোমলগ্নানি। যৈঃ মুখৈঃ স্বেদঃ স্রবতি রসশ্চাভিসন্তপয়ন্ত্যন্তর্বহিশ্চ। তৈরে বাভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহনালেপনবীর্য্যাণি ত্বচি পক্বান্যন্ত প্রবেশয়ন্তি। তৈরেব স্পর্শং শুভং অশুভং বা গৃহ্নন্তি॥ ২৫৯॥

অথ ধমন্যঃ—যথাস্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষু চ। ধমনীনান্তথা খানি রসো যৈরভিতশ্চরেৎ॥ ২৬০॥ পঞ্চাভিভূতাস্ত্বথ পঞ্চকৃত্বঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়ন্তি। পঞ্চে ন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়িত্বা পঞ্চত্বমায়ান্তি বিনাশকালে *॥ ২৬১॥

অথ কণ্ডরাঃ—মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরাস্তাস্তু ষোড়শ। প্রসারণাকুঞ্চনয়ো-র্দৃষ্টং তাসাং প্রয়োজনম্॥ ২৬২॥ চতস্রো হস্তয়োস্তাসাং তাবন্ত্যঃ পাদয়োঃ স্মৃতাঃ। গ্রীবায়ামপি তাবন্ত্যস্তাবন্ত্যঃ পৃষ্ঠসঙ্গতাঃ॥ ২৬৩॥ (তত্র পাদহস্তগতানাং কণ্ডরাণাং নখাঃ প্ররোহাঃ। গ্রীবানিবন্ধনানামধোভাগগতানাং প্ররোহো মেঢ্রঃ। পৃষ্ঠনিবন্ধনানাং প্ররোহা নিতম্ব মূর্দ্ধোরুবক্ষোঽক্ষিস্তনপিণ্ডাঃ॥)

কাষ্ঠপট্টৈঃ আস্তীর্ণাঃ ব্যাপ্তাঃ॥ ২৫৬॥ গবাক্ষবৎ নিবদ্ধমায়তং গবাক্ষো বাতায়নং। যথা গবাক্ষে বহুনি ছিদ্রাণি ভবন্তি, তথা অস্মিন্ দেহে জালবৎ শিরাঃ ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ। নিবদ্ধমায়তঞ্চবাক্ষিতম্ গবাক্ষাকারবন্ধনিকরযুক্তং কৃতমিত্যর্থঃ॥ ২৫৯॥ অস্যায়মর্থঃ—ধমন্যঃ কথম্ভূতাঃ পঞ্চাভিভূতাঃ। পঞ্চভ্যঃ আকাশাদিমহাভূতেভ্যঃ অভি সমন্তাৎ ভূতাঃ; পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি উভয়াত্মকং মনশ্চ যস্য তং পঞ্চেন্দ্রিয়ং, জীবাত্মানং পঞ্চসু ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানেষু শ্রোত্রাদিষু পঞ্চকৃত্বঃ পঞ্চবারান্ পর্য্যায়েণ নত্বেকদৈব ভাবয়ন্তি প্রাপয়ন্তি। পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাং সমাহারঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ং, শ্রোত্রাদি, তদুপলক্ষিতং কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ং মনশ্চ। পঞ্চসু পৃথিব্যাদিষু বুদ্ধীন্দ্রিয়বিষয়েষু, তদুপলক্ষিতেষু হস্তাদিষু কর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়েষু। মন্তব্যো মনোবিষয়েচ ভাবয়িত্বা প্রাপ্য সংযোজ্যেতি যাবৎ। বিনাশকালে পঞ্চত্বং আকাশাদিভাবং আয়ান্তি প্রাপ্নু-

অথ রন্ধ্রাণি—নেত্রশ্রবণনাসানাং দ্বে দ্বে রন্ধ্রে প্রকীর্ত্তিতে। মুখমেহনপায়ূনা-মেকৈকং রন্ধ্রমুচ্যতে॥ দশমং মস্তকে প্রোক্তং রন্ধ্রাণীতি নৃণাং বিদুঃ। স্ত্রীণামন্যানি চ ত্রীণি স্তনয়োর্গর্ভবর্ত্মনি॥ ২৬৪। ২৬৫॥

অথ স্রোতাংসি—মনঃপ্রাণান্নপানীয়দোষধাতূপধাতবঃ। ধাতূনাঞ্চ মলা মূত্রং মলমিত্যাদয়স্তনৌ॥ সঞ্চরন্তি হি যৈর্ম্মার্গৈস্তানি স্রোতাংসি সপ্তগুঃ। বহূনি তানি সঙ্খ্যায় শক্যন্তে নৈব ভাষিতুম্॥ ২৬৬। ২৬৭॥

অথ জালানি—জালানি তু শিরাস্নায়ুমাংসাস্থ্নামুত্তবন্তি হি। তানি চত্বারি চত্বারি সর্ব্বাণ্যেব চ ষোড়শ॥ ২৬৮॥ (নিরন্তররন্ধ্রনিকরকলিতানি সমূহিতানি চ জালানী বজালানি। তানি মণিবন্ধগুল্ফসংস্থতানি পরস্পরনিবন্ধানি পরস্পরসংশ্লিষ্টানি পরস্পরগবাক্ষিতানি চেতি। যৈর্গবাক্ষিতমিদং শরীরম্। অয়মর্থঃ। একস্মিন্মণিবন্ধে একং জালং শিরায়াঃ। অপরং স্নায়োস্তৃতীয়ং মাংসস্য, চতুর্থমস্থ্নঃ, এবঞ্চত্বারি জালানি। এতেনেতরমণিবন্ধো গুল্ফৌ চ ব্যাখ্যাতৌ। গবাক্ষিতং বিরচিতনিরন্তরজালাকাররন্ধ্রনিকরপরিকলিতমিত্যর্থঃ)॥

অথ কূর্চ্চাঃ—কূর্চ্চাঃ স্যুর্হস্তয়োর্দ্বৌ তু তাবন্তৌ পাদয়োরপি। গ্রীবায়ামেক একস্তু মেঢ্রে সর্ব্বেঽপি ষট্ স্মৃতাঃ॥ কূর্চ্চা অপি শিরাস্নায়ুমাংসাস্থিপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ॥ ২৬৯॥

অথ রজ্জবঃ—পৃষ্ঠবংশস্যোভয়ত্র মহত্যো মাংসরজ্জবঃ। চতস্রো মাংসপেশীনাং বন্ধনস্তৎ প্রয়োজনম্॥ ২৭০॥

অথ সেবন্যঃ—সেবন্যঃ সপ্ত তাসাস্তু ভবেয়ুঃ পঞ্চ মস্তকে। একা শেফসি জিহ্বায়ামেকা বিধ্যেন্ন তাঃ ক্বচিৎ॥ ২৭১॥

অথ সঙ্ঘাতাঃ—চতুর্দ্দশাস্থ্নাং সঙ্ঘাতাস্তেষাস্ত্রয়ো গুল্ফজানুবঙ্ক্ষণেষু। এতেনে-তরসক্থিবাহূচ ব্যাখ্যাতৌ। ত্রিকশিরসোরেকৈকঃ *॥ ২৭২॥

অথ সীমন্তাঃ—চতুর্দশৈব সীমন্তাঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ। সঙ্ঘাতাঃ সীবিতা যৈস্তু সীমন্তাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ *॥ ২৭৩॥

অথ ত্বচঃ—ক্ষীরস্য পচ্যমানস্য যথা সন্তানিকা ভবেৎ। পচ্যমানস্য শুক্রস্য রজসশ্চ তথা ত্বচঃ॥ ২৭৪॥ পূর্ব্বাবভাসিনী তাসাং সিধ্মস্থানঞ্চ সা স্মৃতা। দ্বিতীয়া লোহিতা জ্ঞেয়া তিলকালকজন্মভূঃ॥২৭৫॥ (অথাবভাসিনী—ভ্রাজকেন পিত্তেনাবভাসনাৎ। পরিণাহেন বিস্তা-রিতস্য ব্রীহের্ব্বিংশতিভাগেঽষ্টাদশো ভাগঃ প্রমাণং যস্যাঃ। ব্রীহিরত্র যবঃ। সা সিধ্মপদ্ম-কণ্টকয়োরধিষ্ঠানং। দ্বিতীয়া যবষোড়শভাগপ্রমাণা, তিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গানামধিষ্ঠানম্)॥ তৃতীয়া তু ভবেচ্ছ্বেতা স্থানঞ্চর্ম্মদলস্য সা: তাম্রা চতুর্থী বিজ্ঞেয়া কিলাসশ্বিত্রভূমিকা॥ ২৭৬॥ (সা যবদ্বাদশভাগপ্রমাণা চর্ম্মদলাজগল্লিকামশকানামধিষ্ঠানম্। চতুর্থী যবাষ্টভাগপ্রমাণা)॥ পঞ্চমী বেদিনী নাম্না সর্ব্বকুষ্ঠোদ্ভবা তু সা। বিখ্যাতা রোহিণী ষষ্ঠী গ্রন্থিগণ্ডাপচীস্থিতিঃ॥

বস্তীত্যর্থঃ॥ ২৬১॥ অত্র তু ত্রিকপদেন বাহুগ্রীবাস্থিসঙ্ঘাত উচ্যতে॥ ২৭২॥ *যৈরস্থিভিঃ॥ ২৭৩॥

বিখ্যাতা রোহিণী ষষ্ঠী গ্রন্থিগণ্ডা পঠীস্থিতিঃ। স্থূলাত্বক্ সপ্তমী খ্যাতা বিদ্রধ্যাদেঃ স্থিতিশ্চ সা ॥ ২৭৭।২৭৮ ॥ (সা রোহিণী ব্রীহিপ্রমাণা গ্রন্থ্যপচীগলগণ্ড- গণ্ডমালার্বুদশ্লীপদানামধিষ্ঠানম্। সা সপ্তমী ব্রীহিদ্বয়প্রমাণা। **অতএবোক্তং** শার্ঙ্গধরেণ। "স্থূলা ব্রীহিদ্বিমাত্রয়েতি" সপ্তাপি-ত্বচঃ সমুদিতা বিংশতিতমভাগোনষট্ যবপ্রমাণাঃ। ষট্ যবপ্রমাণন্তু অঙ্গুষ্ঠোদরতুল্যম্। এতৎ প্রমাণং মাংসলেষু স্থলেষু বোদ্ধব্যম্। ন তু ললাটসূক্ষ্মাঙ্গুল্যাদিষু। যত উক্তম্ উদরেষঙ্গুষ্ঠপ্রমাণমেবগাঢ়ং বিধ্যেদিতি)

অথ লোমানি রোমকূপাশ্চ—অস্থ্নো মলানি লোমানি অসঙ্খ্যানি ভবন্তি হি। সন্তি যাবন্তি লোমানি তাবন্তো লোমকূপকাঃ ॥ ২৭৯ ॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গনির্বৃত্তিঃ স্বভাবাদেব জায়তে। সন্নিবেশশ্চ গাত্রাণাং নাত্রাস্তে কারণান্তরম্ * ॥ ২৮০ ॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গনির্বৃত্তৌ যে ভবন্ত্যগুণা গুণাঃ। তে তে গর্ভস্য বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তজাঃ ॥ দন্তানাং পতনং জন্ম পুনঃ পাতে ত্বসম্ভবঃ। তলেষনুদ্ভবো লোম্নামেতৎ সর্ব্বং স্বভাবতঃ ॥ ২৮১। ২৮২ ॥

গর্ভে মাসি মাসি যদ্ভবতি তদাহ—গর্ভাশয়ে নিপতিতং যাদৃক্ শুক্রং তথার্ত্তবম্। তাদৃগেব দ্রবীভূতং প্রথমে মাসি তিষ্ঠতি ॥ ২৮৩ ॥ মরুৎপিত্তকফৈস্তৎস্থৈঃ পচ্যমানো দ্বিতীয়কে। কললস্থমহাভূতসমুদায়ো ঘনো ভবেৎ * ॥ ২৮৪ ॥ তৃতীয়ে মাসি শিরসো হস্তয়োঃ পাদয়োস্তথা। পিণ্ডকাঃ পঞ্চ সিদ্ধ্যন্তি সূক্ষ্মাঙ্গাবয়বাস্তনোঃ ॥ সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি চতুর্থে স্যুঃ স্ফুটানি হি। হৃদয়ব্যক্তভাবেন ব্যজ্যতে চেতনাপি চ ॥ তস্মাচ্চতুর্থে গর্ভস্তু নানাবস্তূনি বাঞ্ছতি। ততো দ্বিহৃদয়া যৎ স্যান্নারী দৌহৃদিনী মতা ॥ দৌহৃদাবজ্ঞয়া কুব্জং কুণিং খঞ্জঞ্চ বামনম্ ॥ বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা পুত্রং নারী প্রসূয়তে ॥ যতঃ স্ত্রী দৌহৃদং প্রাপ্য বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষম্। পুত্রং প্রসূয়তে তস্মাত্তস্যৈ বাঞ্ছিতমর্পয়েৎ ॥ ইন্দ্রিয়ার্থাংস্তু যান্ যান্ সা ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী। গর্ভবাধাভয়াত্তাংস্তান্ ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ*॥২৮৫—২৯০॥ সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং জনয়েত্তু গুণান্বিতম্। অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ম্ ॥ ২৯১ ॥ যেষু যেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে সাবমানিতে। প্রসূয়তে সুতং সার্ত্তিং তস্মিংস্তস্মিংস্তদিন্দ্রিয়ে * ॥ ২৯২ ॥

দৌহৃদবিশেষফলমাহ—রাজসন্দর্শনে যস্যা দৌহৃদং জায়তে স্ত্রিয়াঃ। অর্থবন্তং মহাভাগং কুমারং সা প্রসূয়তে ॥ দুকূলপট্টকৌশেয়ভূষণাদিষু দৌহৃদাৎ। অলঙ্কারৈষিণং পুত্রং ললিতং সা প্রসূয়তে ॥ আশ্রমে সংযতাত্মানং ধর্ম্মশীলং প্রসূয়তে। দেবতাপ্রতিমায়ান্তু প্রসূতে পার্ষদোপমম্* ॥ ২৯৩—২৯৫ ॥ দর্শনে ব্যালজাতীনাং হিংসাশীলং প্রসূয়তে। রক্তাক্ষং লোমশং শূরং মহিষামিষদৌহৃদাৎ ॥ বারাহমাংসে স্বপ্নালুং শূরং সংজনয়েৎ সুতম্।

নির্বৃত্তিঃ সিদ্ধিঃ। স্বভাবাৎ ঈশ্বরাৎ। সন্নিবেশো রচনাবিশেষঃ ॥ ২৮০ ॥ অত্র মরুৎকফয়োরপি পাকহেতুত্বমেব, তয়োরপ্যূষ্মণোঽধিকরণত্বাৎ, যত উক্তং চরকে। ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসা ইতি ॥ ২৮৪ ॥ ভোক্তুমুপভোক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২৯০ ॥ সার্ত্তিং সব্যথম্ ॥ ২৯২ ॥ আশ্রমে তপস্বিনামাশ্রমে দৌহৃদাৎ। পার্ষদোপমম্ প্রমথোপমম্ ॥ ২৯৫ ॥ নৈর্ঋত্যায় ভাগশ্চ বালেষু ক্রমেণ দত্তঃ, যত

মৃগমাংসে তু জঙ্ঘালং বিক্রান্তং বনচারিণম্॥ অতোঽনুক্তেষু যা নারী দোহৃদং বিদধাতি হি। শরীরাচারশীলৈঃ সা সমানং জনয়িষ্যতি ॥২৯৬—২৯৮॥ পঞ্চমে মানসং ষষ্ঠে বুদ্ধিশ্চাতি প্রবুধ্যতে। সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি ভৃশং ব্যক্তানি সপ্তমে ॥ ওজোঽষ্টমে সঞ্চরতি মাতাপুত্রৌ মুহুঃ ক্রমাৎ। তেন তৌ ম্লানমুদিতৌ স্যাতাং জাতো ন জীবতি ॥ ২৯৯।৩০০ ॥ ন জীবত্যষ্টমে জাতস্তত্রৌজো ন স্থিরং যতঃ। তথা নৈঋতভাগত্বাদ্দাপয়েত্তদ্বলিং ততঃ * ॥ ৩০১ ॥ নবমে দশমে মাসি নারী বালং প্রসূয়তে। একাদশে দ্বাদশে বা ততোঽন্যত্র বিকারতঃ ॥৩০২॥

গর্ভো যদঙ্গং প্রথমং ভবতি তদাহ—শিরো ভবতি চাঙ্গস্য পূর্ব্বমিত্যাহ শৌনকঃ। শিরস্যেবোপজায়ন্তে প্রধানানীন্দ্রিয়াণি যৎ ॥ হৃদয়ং জায়তে পূর্ব্বং কৃতবীর্য্যোঽবদন্মুনিঃ। বুদ্ধেশ্চ মনসশ্চাপি যতস্তৎ স্থানমীরিতম্ ॥ পারাশর্য্য ইতি প্রাহ পূর্ব্বং নাভিসমুদ্ভবঃ। প্রাণো যত্র স্থিতো দেহং বর্দ্ধয়ত্যাগ্নসংযুতঃ ॥ পাণিপাদং ভবেৎ পূর্ব্বং মার্কণ্ডেয়মুনের্ম্মতম্। দেহিনঃ সকলাশ্চেষ্টাঃ পাণিপাদাশ্রয়া যতঃ ॥ প্রথমং জায়তে কোষ্ঠং ততঃ সর্ব্বাঙ্গসম্ভবঃ। এতত্তু কথয়ামাস গৌতমো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি যুগপৎ সম্ভবন্তি হি। সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে মতং ধন্বন্তরেরিদম্ ॥ আম্রস্যানুফলে ভবন্তি যুগপৎ মাংসাস্থিমজ্জাদয়ো লক্ষ্যন্তে ন পৃথক্ পৃথক্ তনুতয়া পুষ্টাস্তএব স্ফুটাঃ। এবং গর্ভসমুদ্ভবে ত্ববয়বাঃ সর্ব্বে ভবন্ত্যেকদা লক্ষ্যাঃ সূক্ষ্মতয়া ন তে প্রকটতামায়ান্তি বৃদ্ধিং গতাঃ * ॥ ৩০৩—৩০৯ ॥

অথ শরীরে পিতৃজমাতৃজরসজাত্মজা ভাগা উচ্যন্তে—কেশাঃ শ্মশ্রু চ লোমানি নখা দন্তাঃ শিরাস্তথা। ধমন্যঃ স্নায়বঃ শুক্রমেতানি পিতৃজানি হি ॥ মাংসাসৃঙ্মজ্জমেদাংসি যকৃৎপ্লীহান্ত্রনাভয়ঃ। হৃদয়ঞ্চ গুদঞ্চাপি ভবন্ত্যেতানি মাতৃতঃ ॥ শরীরোপচয়ো বর্ণো বলং দেহস্থিতিস্তথা। রসাদেতানি জায়ন্তে ভিষজো মুনয়ো জগুঃ ॥ জ্ঞানং বিজ্ঞানমায়ুশ্চ সুখদুঃখাদিকং তথা। ইন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি ভবন্ত্যেতানি চাত্মনঃ * ॥ ৩১০—৩১৩ ॥

গর্ভস্য কিং কিং বিশিষ্টোপকারকম্—অগ্নীষোমৌ মহী বায়ুর্নভঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ। পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ভূতাত্মা গর্ভং সঞ্জীবয়ন্তি হি * ॥ ৩১৪ ॥

উক্তং কুমারতন্ত্রে। অষ্টমে মাসি নৈঋত্যায় মাংসৌদনং বলিং দাপয়েদিতি ॥ ৩০১ ॥ মজ্জাদয় ইত্যাদিশব্দেন ত্বক্কেশরমজ্জত্বগঙ্কুরবন্ত্যানি গৃহ্যন্তে ॥ ৩০৯ ॥ দুঃখাদিকমিত্যাদিশব্দেন নানাযোনিজন্মাদিকমুচ্যতে। আত্মনঃ আত্মসন্নিকর্ষাৎ নত্বাত্মনো জায়ন্তে। আত্মনো নির্ব্বিকারাৎ প্রকৃতিভাবানুপপত্তেঃ ॥ ৩১৩ ॥ অগ্নিরত্র পাচকালোচকরঞ্জকভ্রাজকসাধকানাম্, তথা পাঞ্চভৌতিকানাং, তথা সপ্তধাতুগতানামগ্নীনাম্ শক্তিরূপতয়াঽবস্থিতো বাচোঽধিদেবত্বং প্রাপ্তো বোদ্ধব্যঃ, স চ পাচকাদিকর্ম্মণা জীবয়তি। সোমশ্চ পঞ্চাত্মকশ্লেষ্মরসশুক্রাদীনাং তোয়াত্মকানাং ভাবানাং রসনেন্দ্রিয়স্য চ শক্তিরূপতয়াবস্থিতো মনসশ্চাধিদেবত্বং প্রাপ্তো বোদ্ধব্যঃ। স চ সৌম্যধাতোরোজঃপ্রভৃতেঃ পোষণেন পবনপাবকসংশুষ্কভাগস্যার্দ্রতাবিধানেন জীবয়তীতি শেষঃ। মহী চ জলেন ক্লিন্নস্যাপি কঠিনবিধানেন। বায়ুর্দোষধাতুমলাঙ্গোপাঙ্গাদীনাং সঞ্চারণেনোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাভ্যাঞ্চ। নভোঽনিলানলবিদারিতস্রোতসামূর্দ্ধাধস্তির্য্যগবকাশদানেন। সত্ত্বং রজস্তম ইতি মনোরূপতয়া পরিণতং জীবাত্মনঃ শরীরান্তরগ্রহণমোক্ষণে হেতুরিতি, তদপি জীবয়তি। পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বঙ্নেত্রজিহ্বাঘ্রাণানি, শব্দাদিগ্রহণকর্ম্মণা। ভূতাত্মা কর্ম্মপুরুষঃ। স চাশেষস্যৈব রাশেশ্চৈতন্যহেতুর্জীবয়তীতি ॥ ৩১৪ ॥

অপরং গর্ভস্য জীবনোপায়মাহ—গর্ভস্য নাভিনাড্যা তু নাড়ী রসবহা স্ত্রিয়াঃ। সংলগ্না তেন গর্ভস্য বৃদ্ধির্ভবতি নিত্যশঃ ॥ ৩১৫ ॥ নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসসংক্ষোভ-স্বপ্নাংশান্ সোঽধিগচ্ছতি। মাতুর্নিশ্বসিতোচ্ছ্বাস-সংক্ষোভস্বপ্নসম্ভবান্ * ॥ ৩১৬ ॥

অথ গর্ভবৃদ্ধেহেতুমুপায়মাহ—গর্ভস্য নাভিমধ্যে তু জ্যোতিঃস্থানং ধ্রুবং স্মৃতম্। তদা ধমতি বাতশ্চ দেহস্তেনাস্য বর্দ্ধতে ॥ উষ্মণা সহিতশ্চাপি দারয়ত্যস্য মারুতঃ। ঊর্দ্ধন্তির্য্যগধস্তাচ্চ স্রোতাংসি তু যথা তথা * ॥ ৩১৭। ৩১৮ ॥

দৃষ্টিরোমকূপানামবৃদ্ধিমাহ—দৃষ্টিশ্চ রোমকূপাশ্চ ন বর্দ্ধন্তে কদাচন। ধ্রুবাণ্যেতানি মর্ত্ত্যানামিতি ধন্বন্তরের্ম্মতম্ ॥ ৩১৯ ॥ **নখকেশানাম্ সদাবৃদ্ধিমাহ**— শরীরে ক্ষীয়মাণেঽপি বর্দ্ধেতে দ্বাবিমৌ সদা। স্বভাবং প্রকৃতিং কৃত্বা নখকেশাবিতি স্থিতিঃ * ॥ ৩২০ ॥

অচেতনান্যঙ্গান্যাহ—চেতনানামধিষ্ঠানং মনো দেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ। কেশলোম-নখাগ্রঞ্চ মলং দ্রব্যগুণৈর্ব্বিনা ॥ ৩২১ ॥

গর্ভস্য বাতবিণ মূত্রোৎসর্গাকরণে কারণমাহ—(ক) বাতাল্পত্বাদযোগাচ্চ বায়োঃ পক্বাশয়স্য চ। বাতমূত্রপুরীষাণি গর্ভস্থো ন বিমুঞ্চতি * ॥ ৩২২ ॥

গর্ভারোদনে কারণমাহ—জরায়ুণা মুখে চ্ছন্নে কণ্ঠে চ কফবেষ্টিতে। বায়োর্ম্মার্গনিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি ॥ ৩২৩ ॥

অথ গর্ভবতীকৃত্যাকৃত্যানি—গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ। ভবেচ্ছুক্লাম্বরধরা গুরুবিপ্রার্চ্চনে রতা ॥ ভোজ্যন্তু মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রবং লঘু। সংস্কৃতং দীপনীয়ন্তু নিত্যমেবোপযোজয়েৎ ॥ গুর্ব্বিণী নতু কুর্ব্বীত ব্যায়ামমপতর্পণম্। ব্যবায়ঞ্চ ন সেবেত ন কুর্য্যাদতিতর্পণম্ ॥ রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্যারোহণং তথা। রক্তমোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যাদুৎকটাসনম্ ॥ দোষাভিঘাতৈর্গর্ভিণ্যা যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে। স স ভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে ॥ মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্পৃশেৎ স্ত্রিয়ম্। ন জিঘ্রেদপি দুর্গন্ধং ন পশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ম্ ॥ বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণি চ। নান্নং পর্য্যুষিতং শুষ্কং ভুঞ্জীত ক্বথিতং ন চ ॥ চৈত্যশ্মশান-বৃক্ষাংশ্চ ভাবাংশ্চাপ্যযশস্করান্। বহির্নিষ্ক্রমণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ নোচ্চৈর্ব্রূয়ান্ন তৎকুর্য্যাদ্ যেন গর্ভো বিনশ্যতি। তৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনঞ্চ নাত্যর্থং কারয়েদপি ॥ নামৃদ্বাস্তরণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চং শয়নাসনম্। এতাংস্তু নিয়মান্ সর্ব্বান্ যত্নাৎ কুর্ব্বীত গুর্ব্বিণী ॥ ৩২৪—৩৩৩॥

সংক্ষোভঃ সঞ্চলনং, মাতা নিঃশ্বাসাদিকাম্ যাশ্চেষ্টাঃ করোতি, তাস্তা গর্ভোঽপি করোতীত্যর্থঃ ॥ ৩১৬ ॥ যথা দারয়তি বিস্তারয়তি, তথা দেহী বর্দ্ধতে। ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৩১৮ ॥ প্রকৃতিং কৃত্বা কারণং কৃত্বা। স্থিতির্ম্মর্য্যাদা ॥ ৩২০ ॥ অযোগাৎ ঈষদ্‌যোগাৎ ॥ ৩২২ ॥

(ক) মলাল্পত্বাদিতি বা পাঠঃ।

প্রসবমাসানাহ—নবমে দশমে মাসি নারী গর্ভং প্রসূয়তে। একাদশে দ্বাদশে বা ততোঽন্যত্র বিকারতঃ ॥ ৩৫৪ ॥

অথ সূতিকাগৃহাকৃতিঃ—অষ্টহস্তায়তঞ্চারু চতুর্হস্তবিশালকম্। প্রাচীদ্বার মুদগ্‌দ্বারং বিদধ্যাৎ সূতিকাগৃহম্ ॥ ৩৩৫ ॥

আসন্নপ্রসবায়া লক্ষণমাহ জাতে হি শিথিলে কুক্ষৌ মুক্তে হৃদয়বন্ধনে। সশূলে জঘনে নারী বিজ্ঞেয়া প্রসবোৎসুকা ॥ আসন্নপ্রসবায়াস্তু কটীপৃষ্ঠন্তু সব্যথম্। ভবেন্মুহুঃ প্রবৃত্তিশ্চ মূত্রস্য চ মলস্য চ ॥ ৩৩৬। ৩৩৭ ॥

অথাসন্নপ্রসবায়া উপচারঃ—তৈলেনাভ্যক্তগাত্রাং তাং সংস্নাতামুষ্ণবারিণা। যবাগূম্পায়য়েৎ কোষ্ণাং মাত্রয়া ঘৃতসংযুতাম্ ॥ ৩৩৮ ॥ কৃতোপধানে মৃদুনি বিস্তীর্ণে শয়নে শনৈঃ। আভুগ্নসক্থী চোত্তানা নারী তিষ্ঠেদ্যথান্বিতা * ॥ ৩৩৯ ॥

অথ জনয়িত্রা—চতস্রোঽশঙ্কনীয়াশ্চ স্রাবণে কুশলা হিতাঃ। বৃদ্ধাঃ পরিচরেয়ুস্তাঃ সম্যক্ ছিন্ননখাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৪০ ॥

অথ জনয়িত্রী কৃত্যম্—অপত্যমার্গং তৈলেন সমভ্যজ্য সমন্ততঃ। একা তু তাসু সুভগে প্রবাহস্বেতি তাং বদেৎ ॥ অব্যথা মা প্রবাহিষ্ঠাঃ প্রবাহেথা ব্যথা যদি। প্রবাহেথাঃ শনৈঃ পূর্ব্বং প্রগাঢ়ঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ততো গাঢ়তরং গর্ভে যোনিদ্বারমুপাগতে। অপরাসহিতো গর্ভো যাবৎ পততি ভূতলে ॥ ৩৪১—৩৪৩ ॥

ব্যথারহিতায়াঃ প্রবাহণাদ্দৈগুণ্যমাহ—মূকং বা বধিরং কুব্জং শ্বাসকাস-ক্ষয়ান্বিতম্। সূতে স্রস্তনুং বালমকালে তু প্রবাহণাৎ ॥ ৩৪৪ ॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে গর্ভপ্রকরণং দ্বিতীয়ম্ ॥

অথ বালপ্রকরণম্।

অথ বালস্য জন্মোত্তরবিধিঃ—অথ বালে সমুৎপন্নে বিদধীত বিধিং তথা। যথৈব কুলবৃদ্ধস্ত্রীব্যবহারপরম্পরা ॥ ১ ॥

অথ প্রসূতায়া নিয়মানাহ—প্রসূতা হিতমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ। ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ মিথ্যাচারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে। স কৃচ্ছ্রসাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেত্তৎপথ্যমাচরেৎ ॥ ২। ৩ ॥

প্রসূতায়া নিয়মসময়াঽবধিমাহ—সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা স্যাৎ স্নিগ্ধপথ্যা

---

* আভুগ্নসক্থী অসঙ্কোচিতোরুঃ ॥ ৩৩৯ ॥

ভোজনা। স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেন্মাসমতন্দ্রিতা * ॥ ৪ ॥ প্রসূতা সার্দ্ধমাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে। সূতিকানামহীনা স্যাদিতি ধন্বন্তরের্ম্মতম্॥ ব্যুপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ বিজ্ঞায় বরবর্ণিনীম্। ঊর্দ্ধং চতুর্ভো মাসেভ্যো নিয়মং পরিহারয়েৎ ॥ ৫। ৬ ॥

অথ স্তন্যস্বরূপমাহ—রসপ্রসাদো মধুরঃ পক্বাহারনিমিত্তজঃ। কৃৎস্নাদ্দেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্যমিত্যভিধীয়তে * ॥ ৭ ॥

স্তন্যস্য প্রবৃত্ত্যবধিঃ—স্তন্যম্ ত্রিরাত্রাৎ স্ত্রীণাং বা চতুরাত্রাদনন্তরম্। প্রবর্ত্তয়ন্তি বিবৃতা ধমন্যো হৃদয়ে স্থিতাঃ ॥ ৮ ॥

অথ স্তন্যপ্রবৃত্তিমাহ—পয়ঃ পুত্রস্য সংস্পর্শাদ্দর্শনাৎ স্মরণাদপি। গ্রহণাদপ্যুরো জস্য শুক্রবৎ সংপ্রবর্ত্ততে। স্নেহো নিরন্তরস্তস্য প্রবাহে হেতুরুচ্যতে ॥ ৯ ॥

অথ স্তন্যস্যাল্পতাহেতুমাহ—অবাৎসল্যাদ্ভয়াচ্ছোকাৎ ক্রোধাদত্যপতর্পণাৎ। স্ত্রীণাং স্তন্যং ভবেৎ স্বল্পং গর্ভান্তরবিধারণাৎ ॥ ১০ ॥

অথ স্তন্যস্য বৃদ্ধিহেতুমাহ—শালিষষ্টিকগোধূমান্ মাংসক্ষুদ্রঝষানপি। কালশাকমলাবুঞ্চ নারিকেরং কশেরুকম্॥ শৃঙ্গাটকং বরীঞ্চাপি বিদারীকন্দমেবচ। লসুনং দুগ্ধবৃদ্ধ্যৈ স্ত্রী সেবেত সুমনা ভবেৎ॥ কলমস্য তণ্ডুলানাং কল্কং যা ক্ষীরপেষিতম্ পিবতি। সা ভবতি প্রচুরতরক্ষীরভরেণৈব তুঙ্গকুচযুগলা ॥ ১১—১৩ ॥

কলমস্য লক্ষণমাহ—কলমঃ কলিবিখ্যাতো জায়তে স বৃহদ্ধ্রদে। কাশ্মীরদেশ এবোক্তো মহাতণ্ডুলসংজ্ঞকঃ॥ বিদারিকন্দস্য রসং পিবেৎ স্তন্যস্য বৃদ্ধয়ে। তচ্চূর্ণং তস্য বৃদ্ধ্যর্থং পিবেদ্বা ক্ষীরসংযুতম্ ॥ ১৪। ১৫ ॥

অথ স্তন্যস্য দুষ্টতাহেতুমাহ—ধাত্র্যা গুরুভিরাহারৈর্বিষমৈর্দোষলৈস্তথা। দেহে দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি ততঃ স্তন্যং প্রদুষ্যতি॥ মিথ্যাহারবিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়ঃ স্ত্রিয়াঃ। দূষয়ন্তি পয়স্তেন শরীরে ব্যাধয়ঃ শিশোঃ ॥ ১৬। ১৭ ॥

অথ দুষ্টস্তন্যস্য লক্ষণমাহ—কষায়ং সলিলপ্লাবি স্তন্যং মারুতদূষিতম্। পিত্তাদম্লঞ্চ কটুকং রাজ্যোঽম্ভসি তু পীতিকাঃ॥ কফদুষ্টন্তু যত্তোয়ে নিমজ্জতি চ পিচ্ছিলম্। দ্বন্দ্বজন্তু দ্বিলিঙ্গং স্যাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্॥ ১৮। ১৯ ॥

অথ দুষ্টস্তন্যস্য শোধনবিধিমাহ—ধাত্রী ক্ষীরবিশুদ্ধ্যর্থং মুদ্গযূষরসাশিনী। ভার্গীদারুবচাঃ পিষ্ট্বা পিবেৎ সাতিবিষাস্তথা ॥২০॥ পাঠামূর্ব্বাব্দভূনিম্বৈর্দারুশুণ্ঠীকলিঙ্গকৈঃ। শারিবামৎস্যপিত্তাখ্যৈঃ ক্বাথঃ স্তন্যবিশোধনঃ * ॥ ২১ ॥ পটোলনিম্বাসনদারুপাঠা মূর্ব্বাং গুড়ূচীং কটুরোহিণীঞ্চ। সনাগরঞ্চ ক্বথিতঞ্চ তোয়ে ধাত্রী পিবেৎ স্তন্যবিশুদ্ধিহেতোঃ ॥২২ ॥

অথ শুদ্ধস্য লক্ষণমাহ—নীরে স্তন্যং যদেকি স্বাদবিবর্ণমতন্তমৎ। পাণ্ডুরং তন্তুশীতঞ্চ তদ্দুগ্ধং শুদ্ধমাদিশেৎ ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা তু অনবস্থইহৃষ্টরুধিরা। অতন্দ্রিতা সাবধানা ॥৪॥ রসপ্রসাদঃ রসস্য সারঃ ॥৭॥ বাৎসল্যা

ধাত্রীলক্ষণমাহ—পীতায় (ক) যদি বালস্য বিদধ্যাদুপমাতরম্। সুবিচার্য্য গুণান্ দোষান্ কুর্য্যাদ্ধাত্রীং তদেদৃশীম্ ॥ সবর্ণাং মধ্যবয়সাং সচ্ছীলাং মুদিতাং সদা। শুদ্ধদুগ্ধাং বহুক্ষীরাং সবৎসামতিবৎসলাম্ ॥ স্বাধীনামল্পসন্তুষ্টাং কুলীনাং সজ্জনাত্মজাম্। কৈতবেন পরিত্যক্তাং নিজপুত্রদৃশং শিশৌ ॥ ২৪—২৬ ॥

অথ নিষিদ্ধাং ধাত্রীমাহ—শোকাকুলা ক্ষুধার্ত্তা চ শ্রান্তা ব্যাধিমতী সদা। অত্যুচ্চা নিতরাং নীচা স্থূলাতীব ভৃশং কৃশা ॥ গর্ভিণী জ্বরিণী চাপি লম্বোন্নতপয়োধরা। অজীর্ণভোজিনী চাপি তথা পথ্যবিবর্জ্জিতা ॥ আসক্তা ক্ষুদ্রকার্য্যে তু দুঃখার্ত্তা চঞ্চলাপি চ। এতাসাং স্তন্যপানেন শিশুর্ভবতি সাময়ঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

অথ বালস্য স্তন্যপানবিধিঃ— তত্র মাতা প্রশস্তাঙ্গী চারুবস্ত্রা পুরোমুখী। উপবিশ্যাসনে সম্যগ্ দক্ষিণং স্তনমম্বুনা ॥৩০॥ প্রক্ষাল্যেষৎ পরিস্রাব্য মন্ত্রাভ্যামভিমন্ত্রিতম্। উদঙ্মুখং শিশুং ক্রোড়ে শনৈঃ সন্ধার্য্য পায়য়েৎ * ॥ ৩১ ॥

অন্যথা বৈগুণ্যমাহ সুশ্রুতঃ—অস্রাবিতং স্তনং বালঃ পিবন্ স্তন্যেন ভূয়সা। পূর্ণস্রোতা বমীকাসশ্বাসৈর্ভবতি পীড়িতঃ ॥ (অভিমন্ত্রণমাহ) ক্ষীরনীরনিধিস্তেঽস্তু স্তনয়োঃ ক্ষীরপূরকঃ। সদৈব শুভগো বালো ভবত্যেব মহাবলঃ ॥ পয়োঽমৃতসমং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে। দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাপ্যামৃতং যথা * ॥ ৩২ ॥

অথ জনন্যাঃ ক্ষীরাভাবে ধাত্র্যাশ্চালাভে প্রকারমাহ—ক্ষীরসাত্ম্যতয়া ক্ষীরমাজং গব্যমথাপিবা। দদ্যাদাস্তন্যপর্য্যাপ্তের্বালেভ্যো বীক্ষ্য মাত্রয়া * ॥ ৩৩ ॥

অথ বালস্যান্নপ্রাশনসময়ঃ—যথোক্তবিধিনা বালং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপি চ। অন্নং সম্প্রাশয়েৎ কিঞ্চিত্ততস্তদ্বর্দ্ধয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩৪ ॥

অথ বালস্য পরিচর্য্যাবিধিঃ—বালমঙ্কে সুখং দদ্যান্নচৈনং তর্জ্জয়েৎ ক্বচিৎ। সহসা বোধয়েন্নৈব নাযোগ্যমুপবেশয়েৎ * ॥ ৩৫ ॥ নাকৃষ্য স্থাপয়েৎ ক্রোড়ে ন ক্ষিপ্রং শয়নে ক্ষিপেৎ। রোদয়েন্ন ক্বচিৎ কার্য্যে বিধিমাবশ্যকং বিনা * ॥ ৩৬ ॥ তচ্চিত্তমনুবর্ত্তেত তং সদৈবানুমোদয়েৎ। বাতাতপতড়িদ্বৃষ্টিধূমানলজলাদিতঃ। নিম্নোচ্চস্থানতশ্চাপি রক্ষেদ্বালং প্রযত্নতঃ ॥ ৩৭ ॥

বালস্য স্বভাবাদ্ধিতান্যাহ—অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনং স্নানং নেত্রয়োরঞ্জনন্তথা। বসনং মৃদু যৎ তচ্চ তথা মৃদ্বনুলেপনম্। জন্মপ্রভৃতি পথ্যানি বালস্যৈতানি সর্ব্বথা ॥ ৩৮ ॥

কটুকী ॥ ২১ ॥ মাতেত্যুপলক্ষণম্, ধাত্রীচ ঈষৎপরিস্রাব্য ॥ ৩১ ॥ মন্ত্রৌচ পিত্রান্যেন ব্রাহ্মণেন পঠনীয়ৌ। যাবন্মন্ত্রপাঠস্তাবন্মাত্রা ধাত্র্যা বা দক্ষিণহস্তেন দক্ষিণস্তনস্পর্শঃকার্য্যঃ ॥ ৩২ ॥ ক্ষীরসাত্ম্যতয়েতি। যতঃ শিশোঃ ক্ষীরমেব সাত্ম্যম্ভবতি নত্বন্নাদিকম্। আস্তন্যপর্য্যাপ্তেরিতি যাবৎ স্ত্রিয়াঃ স্তন্যস্য সম্যক্তোভাবেন প্রাদুর্ভবতি। অথবা যাবৎ স্তন্যপানস্য যোগ্যতা ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ অযোগ্যং উপবেশনাসমর্থং ॥ ৩৫ ॥ আবশ্যকো বিধিঃ ভেষজদানতৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিঃ ॥ ৩৬ ॥

(ক) পিতাথেতি বা পাঠঃ।

বাল্যে কবলাদেঃ সময়মাহ—কবলঃ পঞ্চমাদ্বর্ষাদষ্টমান্নস্যকর্ম্ম চ। বিরেকঃ ষোড়শাদ্বর্ষাদ্বিংশতেশ্চৈব মৈথুনম্ ॥ ৩৯ ॥

বাল্যাদেরবধিমাহ সুশ্রুতঃ—বয়স্তু ত্রিবিধম্বাল্যং মধ্যমং বার্দ্ধকন্তথা। ঊনষোড়শবর্ষস্তু নরো বালো নিগদ্যতে। ত্রিবিধঃ সোঽপি দুগ্ধাশী দুগ্ধান্নাশী তথান্নভুক্ ॥ দুগ্ধাশী বর্ষপর্য্যন্তং দুগ্ধান্নাশী শরদ্দ্বয়ম্ ॥ তদুত্তরং স্যাদন্নাশী এবং বালস্ত্রিধা মতঃ। মধ্যে ষোড়শসপ্তত্যোর্ম্মধ্যমঃ কথিতো বুধৈঃ ॥ চতুর্দ্ধা মধ্যমং বৃদ্ধিযুবাপূর্ণক্ষয়ান্বিতং। ভবেদাবিংশতের্বৃদ্ধির্যুবা ত্বাত্রিংশতো মতঃ ॥ ৪০। ৪২ ॥ চত্বারিংশৎসমা যাবন্তিষ্ঠেদ্বীর্য্যাদিপূরিতঃ ॥ ততঃ ক্রমেণ ক্ষীণঃ স্যাদ্ যাবদ্ভবতি সপ্ততিঃ * ॥ ৪৩ ॥ ততস্তু সপ্ততেরূর্দ্ধং ক্ষীণধাতুরসাদিকঃ। ক্ষীয়মাণেন্দ্রিয়বলং ক্ষীণরেতা দিনে দিনে ॥ বলীপলিতখালিত্যযুক্তঃ কর্ম্মসু চাক্ষমঃ। কাসশ্বাসাদিভিঃ ক্লিষ্টো বৃদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ৪৪। ৪৫ ॥ বাল্যে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা পিত্তং স্যান্মধ্যমেঽধিকম্ ॥ বার্দ্ধকে বর্দ্ধতে বায়ুর্বিচার্য্যৈতদুপক্রমেৎ * ॥ ৪৬ ॥ বাল্যং বৃদ্ধিশ্ছবির্ম্মেধা ত্বগ্ দৃষ্টিঃ শুক্রবিক্রমৌ। বুদ্ধিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চেতো জীবিতং দশতো হ্রসেৎ ॥ ৪৭।

অথ প্রকৃতিলক্ষণানি—সপ্ত প্রকৃতয়ো নৃণাং বাতাৎ পিত্তাৎ কফাত্তথা। সংসর্গাৎ সন্নিপাতাচ্চ ভবন্তি ভিষজাং মতে ॥ শুক্রশোণিতসংযোগে যো দোষস্তূৎকটো ভবেৎ। প্রকৃতির্জায়তে তেন তস্যা লক্ষণমুচ্যতে ॥ ৪৮। ৪৯ ॥

বাগ্ভটে ত্বাত্রেয়াদয়ঃ — শুক্রাসৃগ্ গর্ভিণীভোজ্যচেষ্টাগর্ভাশয়র্ত্তিষু। যঃ স্যাদ্দোষোঽধিকস্তেন প্রকৃতিঃ সপ্তধোদিতা * ॥ ৫০ ॥

• **বাতপ্রকৃতিলক্ষণম্**—জাগরূকোঽল্পকেশশ্চ স্ফুটিতাঙ্ঘ্রিকরঃ কৃশঃ। শীঘ্রগো বহুবাগ্রূক্ষঃ স্বপ্নে বিয়তি গচ্ছতি। এবং বিধঃ স বিজ্ঞেয়ো বাতপ্রকৃতিকো নরঃ ॥ ৫১ ॥

পিত্তপ্রকৃতিলক্ষণম্—পিত্তপ্রকৃতিকো লোকো যাদৃশোঽথ নিগদ্যতে। অকালপলিতো গৌরঃ ক্রোধী স্বেদী চ বুদ্ধিমান্ ॥ বহুভুক্ তাম্রনেত্রশ্চ স্বপ্নে জ্যোতীংষি পশ্যতি। এবং বিধো ভবেদ্যস্তু পিত্তপ্রকৃতিকো নরঃ ॥ ৫২। ৫৩ ॥

শ্লেষ্মপ্রকৃতিলক্ষণম্—শ্যামকেশঃ ক্ষমী স্থূলো বহুবীর্য্যো মহাবলঃ। স্বপ্নে জলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ ॥ দৃশ্যতে প্রকৃতৌ যত্র রূপং দোষদ্বয়স্য তু। দ্বিসংসর্গেণ জানীয়াৎ সর্ব্বলিঙ্গৈস্ত্রিদোষজাম্ ॥ বাগ্ভটে তু—বিভুত্বাদাশুকারিত্বাদ্বলিত্বাদন্যকোপনাৎ। স্বাতন্ত্র্যাদ্বহুরোগত্বাদ্দোষাণাং প্রবলোঽনিলঃ ॥ প্রায়স্ত এব পবনাধ্যুষিতা মনুষ্যাঃ, দোষাত্মকাঃ স্ফুটিতধূসরকেশগাত্রাঃ। শীতদ্বিষশ্চলধৃতিস্মৃতিবুদ্ধিচেষ্টাঃ, সৌহার্দ্যদৃষ্টিগতয়োঽতিবহুপ্রলাপাঃ ॥ অল্পপিত্তবলবাককফেতিজীবিতনিদ্রাসন্নশক্ত বহুর্জ্জরবাচঃ।

বীর্য্যাদীত্যাদিশব্দেন রসাদিসর্ব্বধাত্বিন্দ্রিয়বলোৎসাহা উচ্যন্তে। ক্ষীণঃ সর্ব্বধাত্বিন্দ্রিয়বলোৎসাহৈর্হীনঃ ॥ ৪৩ ॥ উপক্রমেৎ চিকিৎসেৎ ॥ ৪৬ ॥ সোঽপি দোষঃ স্বভাবাবস্থিতো ন তু দুষ্টঃ দুষ্টেন তু শুক্রশোণিতয়োর্দুষ্টৌ শুদ্ধগর্ভাসম্ভবাৎ ॥ ৫০ ॥ নন্থ প্রকৃতিহেতুনাং মধ্যে যোঽধিকঃ স স্বব্যাধীন

নাস্তিকা বহুভুজঃ সবিলাসা গীতহাস্যমৃগয়াকেলিলোলাঃ ॥ মধুরাম্লাকটূষ্ণসাত্ম্যকাঙ্ক্ষাঃ কৃশদীর্ঘাকৃতয়ঃ সশব্দযানাঃ। ন দৃঢ়া ন জিতেন্দ্রিয়া ন চর্য্যা ন চ কান্তাদয়িতা বহুপ্রজা বা ॥ নেত্রাণি চৈষাং খর ধূসরাণি বৃত্তান্যচারূণি মৃতোপমানি। উন্মীলিতানীব ভবন্তি সুপ্তে শৈলদ্রুমাস্তে গগনং প্রয়াতি ॥ অধন্যা মৎসরাধ্মাতাস্তেনাঃ প্রোদ্বদ্ধপিণ্ডিকাঃ। স্বশৃগালোষ্ট্রগৃধ্রাখুকাকোলূকাশ্চ বাতিকাঃ ॥ পিত্তং বহ্নির্বহ্নিজং বা তদস্মাৎ পিত্তোদ্রিক্তস্তীব্রতৃষ্ণো বুভুক্ষুঃ। গৌরোষ্ণাঙ্গস্তাম্রহস্তাঙ্ঘ্রিযুগ্মঃ শূরো মানী পিঙ্গকেশোহল্পরোমা। দয়িতমাল্যবিলেপনমণ্ডনঃ, সুরচিতঃ শুচিরাশ্রিতবৎসলঃ। বিভবসাহসবুদ্ধিবলান্বিতো ভবতিভীষু গতির্দ্বিষতামপি ॥ মেধাবী প্রশিথিলসন্ধিবন্ধমাংসো নারীণামনভিমতোহল্পশুক্রকামঃ। আবাসঃ পলিতব্যঙ্গনীলিকানাং ভুঙ্‌ক্তেহন্নং মধুরকষায়তিক্তশীতম্ ॥ ধর্ম্মদ্বেষী স্বেদনঃ পূতিগন্ধিভূর্য্যুচ্চারক্রোধপানাশনের্ষ্যঃ। সুপ্তঃ পশ্যেৎ কর্ণিকারান্ পলাশান্ দিগ্‌দাহোল্কাবিদ্যুদর্কানলাংশ্চ ॥ তনূনি পিঙ্গানি চলানি চৈষাং তন্বল্পপক্ষ্মাণি হিমপ্রিয়াণি ॥ ক্রোধেন মদ্যেন রবেশ্চ ভাসা রাগং ব্রজন্ত্যাশু বিলোচনানি। মধ্যায়ুষো মধ্যবলাঃ পণ্ডিতাঃ ক্লেশভীরবঃ ॥ ব্যাঘ্রর্ক্ষকপিমার্জ্জারবৃকানূকাশ্চ পৈত্তিকাঃ। শ্লেষ্মা সোমঃ শ্লেষ্মলস্তেন সৌম্যো গূঢ়স্নিগ্ধশ্লিষ্টসন্ধ্যস্থিমাংসঃ। ক্ষুৎতৃট্‌দুঃখক্লেশঘর্ম্মৈরতপ্তো বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সাত্ত্বিকঃ সত্যসন্ধঃ। প্রিয়ঙ্গুদূর্ব্বাশরকাণ্ডদর্ভগোরোচনাপদ্মসুবর্ণবর্ণঃ ॥ প্রলম্ববাহুঃ পৃথুপীনবক্ষাঃ মহাললাটো ঘননীলকেশঃ ॥ মৃদ্বঙ্গঃ সমসুবিভক্তচারুদেহো বহ্বোজোরতিরসশুক্রপুত্রভৃত্যঃ। ধর্ম্মাত্মা বদতিন নিষ্ঠুরঞ্চ যাতু প্রচ্ছন্নং বহতি দৃঢ়ং চিরঞ্চ বৈরম্ ॥ সমদদ্বিরদেন্দ্রতুল্যযানো জলদাবিম্ভোধিমৃদঙ্গশঙ্খঘোষঃ। স্মৃতিমানভিযোগবান্ বিনীতো ন চ বাল্যেহপ্যতিরোদনো ন লোলঃ ॥ তিক্তং কষায়ং কটুকোষ্ণরূক্ষমল্পং স ভুঙ্‌ক্তে বলবাংস্তথাপি। রক্তান্তসুস্নিগ্ধবিশালদীর্ঘসুব্যক্তশুক্লাসিতপক্ষ্মলাক্ষঃ ॥ অল্পাহারক্রোধপানাশনের্ষ্যঃ প্রজ্ঞাচিত্তো দীর্ঘসূত্রী বদান্যঃ। হৃদ্গম্ভীরঃ স্থূলবক্ষাঃ ক্ষমাবান্নিদ্রালুশ্চালুব্ধবৃত্তঃ কৃতজ্ঞঃ ॥ ঋজুর্ব্বিপশ্চিৎসুভগঃ সলজ্জো ভক্তো গুরূণাং স্থিরসৌহৃদশ্চ। স্বপ্নে সপদ্মান্ সবিহঙ্গমালাংস্তোয়াশয়ান্ পশ্যতি তোয়দাংশ্চ ॥ বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবরুণতার্ক্ষ্যহংসগজাধিপৈঃ। শ্লেষ্মপ্রকৃতয়স্তুল্যাস্তথা সিংহাশ্বগোবৃষৈঃ ॥ ৫৪—৭৪ ॥ বিষজাতো যথাকীটো ন বিষেণ প্রবাধ্যতে। তদ্বৎ প্রকৃতয়ো মর্ত্ত্যং শক্নুবন্তি ন বাধিতুম্ * ॥ ৭৫ ॥ প্রকোপো বান্যভাবো বা ক্ষয়ো বা নোপজায়তে। প্রকৃতীনাং স্বভাবেন জায়তে তু গতায়ুষঃ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকন-তনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে বালপ্রকরণং তৃতীয়ম্ ॥

কথং ন করোতীত্যাশঙ্ক্যায়ামাহ। এতৌ দ্বৌ নঞাবপীষদর্থে, তেন বিষেণ বিষজদাহাদিনা ঈষৎ প্রবাধ্যতে, নতু ভৃশং। তথা চ প্রকৃতয়ঃ প্রকৃতিহেতবো দোষা বাধিতুং ন শক্নুবন্তি। করচরণস্ফুটিতত্বস্বেদনিদ্রাধিক্যাদিনা ঈষদ্বাধিতুং শক্নুবন্ত্যেব, নতু জ্বরাদিভিঃ ॥ ৭৫ ॥

অথ চতুর্থপ্রকরণম্ ।

অথ দেশাঃ—ভূমিদেশস্ত্রিধানূপো জাঙ্গলো মিশ্রলক্ষণঃ ॥ ১ ॥

তত্রানূপলক্ষণম্—নদীপল্বলশৈলাঢ্যঃ ফুল্লোৎপলকুলৈর্যুতঃ। হংসসারসকারণ্ড-চক্রবাকাদিসেবিতঃ ॥ শশবরাহমহিষরুরুরোহিকুলাকুলঃ। প্রভূতদ্রুমপুষ্পাঢ্যো নীলশস্য ফলান্বিতঃ ॥ অনেকশালিকেদার-কদলীক্ষুবিভূষিতঃ। অনূপদেশো জ্ঞাতব্যো বাতশ্লেষ্মাময়ার্ত্তিমান্ ॥ ২—৪ ॥

অথ জাঙ্গললক্ষণম্—আকাশঃশুভ্র উচ্চশ্চ স্বল্পপানীয়পাদপঃ। শমীকরীর-বিল্বার্কপীলুকর্কন্ধুসঙ্কুলঃ ॥ হরিণৈণর্ক্ষপৃষতগোকর্ণখরসঙ্কুলঃ। সুস্বাদুফলবান্ দেশো বাতলো জাঙ্গলঃ স্মৃতঃ ॥ তন্ত্রান্তরেতু—বহূদকনগোঽনূপঃ কফমারুতরোগবান্। জাঙ্গলোঽল্পাম্বুশাখী চ পিত্তাসৃগ্মারুতোত্তরঃ ॥ ৫—৭ ॥

সাধারণলক্ষণম্—সংসৃষ্টলক্ষণো যস্তু দেশঃ সাধারণো মতঃ। সমাঃ সাধারণে যস্মাচ্ছীতবর্ষোষ্ণমারুতাঃ ॥ সমতা তেন দোষাণাং তস্মাৎ সাধারণো বরঃ। সুশ্রুতাৎ—উচিতে বর্ত্তমানস্য নাস্তি দুর্দ্দেশজং ভয়ম্। আহারস্বপ্নচেষ্টাদৌ তদ্দেশস্য কৃতে সতি ॥ বৃদ্ধ বাগ্ভটাৎ—যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জংতস্যৌষধং হিতম্। দেশাদন্যত্র বসতস্তত্তুল্য-গুণমৌষধম্। স্বে দেশে নিচিতা দোষা অন্যস্মিন্ কোপমাগতাঃ। বলবন্তস্তথা ন স্যুর্জলজাঃ স্থলজা স্তথা ॥ ৮—১১ ॥

অথ দিনাদিচর্য্যা—মানবো যেন বিধিনা স্বস্থস্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা। তমেব কারয়েদ্বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতম্ ॥ দিনচর্য্যাং নিশাচর্য্যাং ঋতুচর্য্যাং যথোদিতাম্। আচরন্ পুরুষঃ স্বস্থঃ সদা তিষ্ঠতি নান্যথা ॥ ১২। ১৩ ॥

তত্র স্বস্থস্য লক্ষণমাহ সুশ্রুতঃ—সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ। প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে * ॥ ১৪ ॥

তত্র দিনচর্য্যামাহ—ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ। তত্র সর্ব্বাঘ-শান্ত্যর্থং স্মরেদ্ধি মধুসূদনম্ ॥ দধ্যাজ্যাদর্শসিদ্ধার্থ-বিল্বগোরোচনাস্রজাম্। দর্শনং স্পর্শনং কার্য্যং প্রবুদ্ধেন শুভাবহম্ ॥ ১৫। ১৬ ॥ স্বমাননং ঘৃতে পশ্যেদ্ যদীচ্ছেৎ চিরজীবিতম্। আয়ুষ্যমুষসি প্রোক্তং মলাদীনাং বিসর্জ্জনম্। তদন্ত্রকূজনাধ্মানোদরগৌরববারণম্ * ॥ ১৭ ॥

* আটোপশূলৌ পরিকর্ত্তিকা চ সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধবাতঃ। পুরীষমাস্যাদথবা নিরেতি

* ক্রিয়াঽত্র কর্ম্ম তেন সমক্রিয়ঃ শরীরানুরূপকর্ম্মা ॥ ॥ আদিশব্দেন বাতমূত্রাদীনাং গ্রহণম্ ॥ ১৭ ॥

পূরীষবেগেঽভিহতে নরস্য * ॥ ১৮ ॥ বাতমূত্রপূরীষাণাং সঙ্গো ধ্মানং ক্লমো রুজা। জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্বাতনিগ্রহাৎ ॥ ১৯ ॥ বস্তিমেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা। বিনামো বঙ্ক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে * ॥ ২০ ॥ ন বেগিতোঽন্যকার্য্যঃ স্যান্ন বেগানীরয়েদ্ বলাৎ। কামশোকভয়ক্রোধান্ মনোবেগান বিধারয়েৎ ॥ গুদাদিমলমার্গাণাং শৌচং কান্তিবলপ্রদম্। পবিত্রকরমাখ্যাতমলক্ষ্মীকলিপাপহৃৎ ॥ প্রক্ষালনং মতং পাণ্যোঃ পাদয়োঃ শুদ্ধিকারণম্। মলশ্রমহরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং রাক্ষসাপহম্ ॥ ২১—২৩ ॥

দন্তকাষ্ঠবিধিঃ—ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তম্। কনিষ্ঠিকাগ্রবৎ স্থূলমৃজুগ্রন্থি তথাঽব্রণম্ ॥ একৈকং ঘর্ষয়েদ্দন্তং মৃদুনা কূর্চ্চকেণ তু। দন্তশোধনচূর্ণেন দন্তমাংসান্যবাধয়ন্ ॥ ২৪—২৫ ॥ ক্ষৌদ্রত্রিকটুকাক্তেন তৈলসিন্ধুভবেন বা। চূর্ণেন তেজোবত্যাশ্চ দন্তান্নিত্যং বিশোধয়েৎ *॥ ২৬ ॥ মধূকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা। নিম্বঃ স্যাত্তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদিরস্তথা ॥ সময়ন্তু সমালোক্য দোষঞ্চ প্রকৃতিং তথা। যথোচিতৈ রসৈর্বীর্য্যৈর্যুক্তং দ্রব্যং প্রয়োজয়েৎ ॥ তেনাস্যমুখবৈরস্যদন্তজিহ্বাস্যজা গদাঃ। রুচিবৈশদ্যলঘুতা ন ভবন্তি ভবন্তি চ ॥ অর্কে বীর্য্যং বটে দীপ্তিঃ করঞ্জে বিজয়ো ভবেৎ। প্লক্ষে চৈবার্থসম্পত্তির্বদর্য্যাং মধুরো ধ্বনিঃ ॥ খদিরে মুখসৌগন্ধ্যং বিল্বে তু বিপুলং ধনম্। উদুম্বরে তু বাক্সিদ্ধিরাম্রে ত্বারোগ্যমেব চ ॥ কদম্বে তু ধৃতির্মেধা চম্পকে চ দৃঢ়া মতিঃ। শিরীষে কীর্ত্তিসৌভাগ্যমায়ুরারোগ্যমেব চ ॥ অপামার্গে ধৃতির্মেধা প্রজ্ঞাশক্তিস্তথাধ্বনিঃ (তথাসনে ইতি বা) দাড়িম্ব্যাং সুন্দরাকারঃ ককুভে কুটজে তথা ॥ জাতীতগরমন্দারৈর্দুঃস্বপ্নঞ্চ বিনশ্যতি ॥ গুবাকস্তালহিন্তালৌ কেতকশ্চ বৃহত্তৃণঃ। খর্জ্জুরং নারিকেরঞ্চ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ ॥ তৃণরাজসমুৎপন্নং যঃ কুর্য্যাদ্ দন্তধাবনম্। নরশ্চাণ্ডালযোনিঃ স্যাদ্ যাবদ্গঙ্গাং ন পশ্যতি ॥ ন খাদেদ্ গলতাল্বোষ্ঠজিহ্বাদন্তগদেষু তৎ। মুখস্য পাকে শোথে চ শ্বাসকাসবমিষু চ ॥ ২৭—৩৬ ॥ দুর্ব্বলোঽজীর্ণভুক্তশ্চ হিক্কামূর্চ্ছামদান্বিতঃ। শিরোরুজার্ত্তস্তৃষিতঃ শ্রান্তঃ পানক্লমান্বিতঃ * ॥ ৩৭ ॥ অর্দ্দিতঃ কর্ণশূলী চ নেত্ররোগী নবজ্বরী। বর্জ্জয়েদ্ দন্তকাষ্ঠন্তু হৃদাময়যুতোঽপি চ ॥ ৩৮ ॥

জিহ্বানির্লেখনমাহ—জিহ্বানির্লেখনং হৈমং রাজতং তাম্রজং তথা। পাটিতং মৃদু তৎ কাষ্ঠং মৃদুপত্রময়ং তথা * ॥ ৩৯ ॥ দশাঙ্গুলং মৃদু স্নিগ্ধং তেন জিহ্বাং লিখেৎ সুখম্। তজ্জিহ্বামলবৈরস্যদুর্গন্ধিজড়তাহরম্ ॥ ৪০ ॥

মুখগণ্ডূষমাহ—গণ্ডূষমপি কুর্ব্বীত শীতেন পয়সা মুহুঃ। কফতৃষ্ণামলহরং মুখান্তঃশুদ্ধিকারকম্ ॥ ৪১ ॥ সুখোষ্ণোদকগণ্ডূষঃ কফারুচিমলাপহঃ। দন্তজাড্যহরশ্চাপি মুখলাঘবকারকঃ ॥ ৪২ ॥ বিষমূর্চ্ছামদার্ত্তানাং শোষিণাং রক্তপিত্তিনাম্। কুপিতাক্ষিমলক্ষীণ-

পরিকর্ত্তিকা গুদে পরিকর্ত্তনবৎপীড়া। পুরীষস্য সঙ্গঃ পুরীষনিরোধঃ। ঊর্দ্ধবাতঃ উদ্গারবাহুল্যম্ ॥ ১৮ ॥ বিনামঃ শরীরস্য নম্রতা। বঙ্ক্ষণানাহঃ বঙ্ক্ষণস্যাকর্ষণবৎপীড়া ॥ ২০ ॥ তেজোবতী তেজবল ইতি লোকে প্রসিদ্ধা ॥ ২৬ ॥ অজীর্ণভুক্তঃ ন জীর্ণং ভুক্তং যস্য সঃ ॥ ৩৭ ॥ তৎকাষ্ঠং দন্তশোধনযোগ্যং

রুক্ষাণাং স ন শস্যতে * ॥ ৪৩ ॥ মুখপ্রক্ষালনং শীতপয়সা রক্তপিত্তজিৎ। মুখস্য পীড়কা-শোষনীলিকাব্যঙ্গনাশনম্ ॥ ৪৪ ॥ কুর্য্যাদ্বাপি কদুষ্ণেন পয়সাস্যবিশোধনম্। কফবাতহরং স্নিগ্ধং মুখশোষবিনাশনম্ ॥ ৪৫ ॥

নস্যপ্রয়োজনমাহ—কটুতৈলাদি নস্যার্থে নিত্যাভ্যাসেন যোজয়েৎ। প্রাতঃ শ্লেষ্মণি মধ্যাহ্নে পিত্তে সায়ং সমীরণে ॥ সুগন্ধবদনাঃ স্নিগ্ধনিঃস্বনা বিমলেন্দ্রিয়াঃ। নির্ব্বলী-পলিতব্যঙ্গা ভবেয়ুর্নস্যশীলিনঃ ॥ ৪৬। ৪৭ ॥

অঞ্জনপ্রয়োগমাহ—সৌবীরমঞ্জনং নিত্যং হিতমক্ষোস্ততো ভজেৎ। লোচনে ভবতস্তেন মনোজ্ঞে সূক্ষ্মদর্শনে * ॥ ৪৮ ॥ স্রোতোঽঞ্জনং মতং শ্রেষ্ঠং বিশুদ্ধং সিন্ধুসম্ভবম্। দৃষ্টেঃ কণ্ডুমলহরং দাহক্লেদরুজাপহম্ * ॥ ৪৯ ॥ অক্ষোরূপাবহঞ্চৈব সহতে মারুতাতপৌ। নেত্রে রোগা ন জায়ন্তে তস্মাদঞ্জনমাচরেৎ ॥ রাত্রৌ জাগরিতঃ শ্রান্তঃ ছর্দ্দিতো ভুক্তবাং—স্তথা। জ্বরাতুরঃ শিরঃস্নাতো নাক্ষোরঞ্জনমাচরেৎ ॥ ৫০। ৫১ ॥

নখাদিকর্ত্তনবিধিমাহ—পঞ্চরাত্রান্নখশ্মশ্রুকেশরোমাণি কর্ত্তয়েৎ। কেশশ্মশ্রু-নখাদীনাং কর্ত্তনং সম্প্রসাধনম্॥ পৌষ্টিকং ধন্যমায়ুষ্যং শৌচকান্তিকরং পরম্ * ॥ ৫২ ॥ উৎপাটয়েত্তু লোমানি নাসায়া ন কদাচন। তদুৎপাটনতো দৃষ্টের্দৌর্ব্বল্যং ত্বরয়া ভবেৎ ॥ কেশপাশে প্রকুর্ব্বীত প্রসাধন্যা প্রসাধনম্। কেশপ্রসাধনং কেশ্যং রজোজন্তুমলাপহম্॥ আদর্শালোকনং প্রোক্তং মাঙ্গল্যং কান্তিকারকম্। পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং পাপালক্ষ্মী-বিনাশনম্ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ব্যায়ামস্য প্রয়োজনমাহ—লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং বিভক্তঘনগাত্রতা ॥ দোষ-ক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে ॥ ব্যায়ামদৃঢ়গাত্রস্য ব্যাধির্নাস্তি কদাচন। বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে ॥ ভবন্তি শীঘ্রং নৈতস্য দেহে শিথিলতাদয়ঃ। নচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিরোহতি ॥ ন চাস্তি সদৃশং তেন কিঞ্চিৎ স্থৌল্যাপকর্ষকম্। স সদা গুণমাধত্তে বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাম্ ॥ বসন্তে শীতসময়ে সুতরাং স হিতো মতঃ। অন্যদাপি চ কর্ত্তব্যো বলার্দ্ধেন যথা বলম্ ॥ হৃদয়স্থো যদা বায়ুর্ব্বক্ত্রং শীঘ্রং প্রপদ্যতে। মুখঞ্চ শোষং লভতে তদ্ বলার্দ্ধস্য লক্ষণম্ ॥ কিংবা ললাটে নাসায়াং গাত্রসন্ধিষু কক্ষয়োঃ। যদা সঞ্জায়তে স্বেদো বলার্দ্ধন্তু তদাদিশেৎ ॥ ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কাসী শ্বাসী কৃশঃ ক্ষয়ী। রক্তপিত্তী ক্ষতী শোষী ন তং কুর্য্যাৎ কদাচন ॥ অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরঃ ছর্দ্দিঃ শ্রমঃ ক্লমঃ। তৃষ্ণা ক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তঞ্চ জায়তে ॥ ৫৬—৬৪ ॥

অভ্যঙ্গঃ—অভ্যঙ্গং কারয়েন্নিত্যং সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু পুষ্টিদম্। শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ সার্ষপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্। অন্যদ্রব্যযুক্তং তৈলং

কাষ্ঠম্ ॥ ৩৯ ॥ স সুখোষ্ণোদকগণ্ডূষঃ ॥ ৪৩ ॥ সৌবীরং শ্বেতসুরমা ইতি লোকে প্রসিদ্ধম্। স্রোতো-ঽঞ্জনং কৃষ্ণসুরমা ইতি লোকে প্রসিদ্ধং ॥ ৪৮ ॥ বিশুদ্ধং শোধনং বিনাপি। সিন্ধুসম্ভবম্ সিন্ধুনাম পর্ব্বতস্তত্র সম্ভবম্ ॥ ৪৯ ॥ সম্প্রসাধনম্ শোভাজনকম্ ॥ ৫২ ॥ গন্ধতৈলম্ গন্ধদ্রব্যাণাম-

ন তুষ্যতি কদাচন * ॥ ৬৬ ॥ অভ্যঙ্গো বাতকফহৃচ্ছ্রমশান্তিবলং সুখম্। নিদ্রাবর্ণমৃদুত্বায়ুষ্কুরুতে দেহপুষ্টিকৃৎ ॥ অভ্যঙ্গঃ শীলিতো মূর্দ্ধ্নি সকলেন্দ্রিয়তর্পকঃ। দৃষ্টিপুষ্টিকরো হন্তি শিরোভূমিগতান্ গদান্ ॥ কেশানাং বহুতাং দার্ঢ্যং মৃদুতাং দীর্ঘতাং তথা। কৃষ্ণতাং কুরুতে কুর্য্যাচ্ছিরসঃ পূর্ণতামপি ॥ ন কর্ণরোগা ন মলং ন চ মন্যাহনুগ্রহঃ। নোচ্চৈঃশ্রুতির্ন বাধির্য্যং স্যান্নিত্যং কর্ণপূরণাৎ ॥ রসাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভোজনাৎ প্রাক্ প্রশস্যতে। তৈলাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভাস্করেঽস্তমুপাগতে ॥ পাদাভ্যঙ্গশ্চ তৎ স্থৈর্য্য-নিদ্রাদৃষ্টিপ্রসাদকৃৎ। পাদসুপ্তিশ্রমস্তম্ভসঙ্কোচস্ফুটনপ্রণুৎ ॥ ব্যায়ামক্ষুণ্ণবপুষং পদ্ভ্যাং সম্মর্দ্দিতং তথা। ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি বৈনতেয়মিবোরগাঃ ॥ লোমকূপংশিরাজালধমনীভিঃ কলেবরে। তর্পয়েদ্বলমাধত্তে স্নেহো যুক্তোঽবগাহনে ॥ অদ্ভিঃ সংসিক্তমূলানাং তরূণাং পল্লবাদয়ঃ। বর্দ্ধন্তে হি তথা নণাং স্নেহসংসিক্তধাতবঃ ॥ ৬৭—৭৫ ॥ নবজ্বরী অজীর্ণী চ নাভ্যক্তব্যঃ কথঞ্চন। তথা বিরিক্তো বান্তশ্চ নিরূঢ়ো যশ্চ মানবঃ * ॥ ৭৬ ॥ পূর্ব্বয়োঃ কৃচ্ছ্রতা ব্যাধেরসাধ্যত্বমথাপি বা। শেষাণাং চ ত্বিহ প্রোক্তা বহ্নিসাদাদয়ো গদাঃ * ॥ ৭৭ ॥

অথোদ্বর্ত্তনম্—উদ্বর্ত্তনং কফহরং মেদোঘ্নং শুক্রদং পরম্। বল্যং শোণিতকৃচ্চাপি ত্বক্প্রসাদমৃদুত্বকৃৎ ॥ মুখলেপাদ্ দৃঢ়ং চক্ষুঃ পীনো গণ্ডস্তথাননম্। কান্তমব্যঙ্গপিড়কং ভবেৎ কমলসন্নিভম্ ॥ ৭৮। ৭৯ ॥

স্নানম্—দীপনং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্নানমোজোবলপ্রদম্। কণ্ডুমলশ্রমস্বেদ-তন্দ্রাতৃড়্দাহপাপ্মনুৎ ॥ ৮০ ॥ বাহ্যেশ্চ সেকৈঃ শীতাদ্যৈরুষ্মান্তর্যাতি পীড়িতঃ। নরস্য স্নাতমাত্রস্য দীপ্যতে তেন পাবকঃ ॥ ৮১ ॥ শীতেন পয়সা স্নানং রক্তপিত্তপ্রশান্তিকৃৎ। তদেবোষ্ণেন তোয়েন বল্যং বাতকফাপহম্ ॥ ৮২ ॥ শিরঃস্নানমচক্ষুষ্যমত্যুষ্ণেনাম্বুনা সদা। বাতশ্লেষ্মপ্রকোপে তু হিতস্তচ্চ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৩ ॥ অশীতেনাম্ভসা স্নানং পয়ঃপানং নবাঃ স্ত্রিয়ঃ। এতদ্বো মানবাঃ পথ্যং স্নিগ্ধমল্লঞ্চ ভোজনম্ ॥ হরিশ্চন্দ্রস্যৈতৎ ॥ ৮৪ ॥ যঃ সদামলকৈঃ স্নানং করোতি স বিনিশ্চিতম্। বলীপলিতনির্ম্মুক্তো জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ ॥ ৮৫ ॥ স্নানং জ্বরেঽতিসারে চ নেত্রকর্ণানিলার্ত্তিষু। আধ্মানপীনসাজীর্ণভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্ ॥ ৮৬ ॥ স্নানস্যানন্তরং সম্যগ্বস্ত্রেণাঙ্গস্য মার্জ্জনম্। কান্তিপ্রদং শরীরস্য কণ্ডুত্বগ্দোষনাশনম্ ॥ ৮৭ ॥

বস্ত্রধারণম্—কৌশেয়ৌর্ণিকবস্ত্রঞ্চ রক্তবস্ত্রন্তথৈব চ। বাতশ্লেষ্মহরন্তত্তু শীতকালে বিধারয়েৎ * ॥ ৮৮ ॥ মেধ্যং সুশীতং পিত্তঘ্নং কষায়ং বস্ত্রমুচ্যতে। তদ্ধারয়েদুষ্ণকালে তত্রাপি লঘু শস্যতে * ॥ ৮৯ ॥ শুক্লন্তু শুভদং বস্ত্রং শীতাতপনিবারণম্। নচোষ্ণং ন চ বা শীতন্তত্তু বর্ষাসু ধারয়েৎ ॥ ৯০ ॥ যশস্যঙ্কাম্যমায়ুষ্যং শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনম্। ত্বচ্যং বশীকরং রুচ্যং নবনির্ম্মলমম্বরম্ * ॥ ৯১ ॥ কদাপি ন জনৈঃ সদ্ভির্ধার্য্যং মলিনমম্বরম্। তত্তু কণ্ডুক্রিমিকরং গ্লান্যলক্ষ্মীকরম্পরম্ * ॥ ৯২ ॥

শুর্ব্বাদীনামভিযোগেন নিষ্কাশিতঃ স্নেহঃ ॥ ৬৬ ॥ নিরূঢ়ঃ দত্তো নিরূহবস্তিঃ যস্মৈ সঃ। পূর্ব্বয়োঃ তরুণজ্বরিণোঽজীর্ণিনশ্চ ॥ ৭৭ ॥ কৌশেয়ং পট্টাম্বরং ত্রসরবস্ত্রঞ্চ ॥ ৮৮ ॥ কষায়ং কোকম্ ইতি লোকে কষায়রাগরক্তং বা ॥ ৮৯ ॥ কাম্যং কামোদ্দীপকম্ ॥ ৯১ ॥ অলক্ষ্মী অশোভা দারিদ্র্যঞ্চ ॥ ৯২ ॥ [illegible]

সুগন্ধানুলেপনম্—কুঙ্কুমঞ্চন্দনঞ্চাপি কৃষ্ণাগুরু চ মিশ্রিতম্। উষ্ণং বাতকফধ্বংসি শীতকালে ভবিষ্যতে ॥ ৯৩ ॥ চন্দনং ঘনসারেণ বালকেন চ মিশ্রিতম্। সুগন্ধি পরমং শীতমুষ্ণকালে প্রশস্যতে * ॥ ৯৪ ॥ চন্দনঞ্চ ঘুসৃণোপেতং মৃগনাভিসমাযুতম্। নচোষ্ণং নচ বা শীতং বর্ষাকালে ভবিষ্যতে * ॥ ৯৫ ॥ অনুলেপস্তৃষামূর্চ্ছা-দুর্গন্ধস্বেদদাহজিৎ। সৌভাগ্যতেজস্ত্বগ্বর্ণ-প্রীত্যোজোবলবর্দ্ধনঃ ॥ ৯৬ ॥ স স্নানানর্হলোকানামনুলেপোঽপি নো হিতঃ ॥ ৯৭ ॥ সুগন্ধিপুষ্পপত্রাণাং ধারণং কান্তিকারকম্। পাপরক্ষোগ্রহহরং কামদং শ্রীবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৯৮ ॥

ভূষণধারণম্—ভূষণৈর্ভূষয়েদঙ্গং যথাযোগ্যং বিধানতঃ। শুচিসৌভাগ্যসন্তোষদায়কং কাঞ্চনং স্মৃতম্ ॥ গ্রহদৃষ্টিহরং পুষ্টিকরং দুঃস্বপ্ননাশনম্। পাপদৌর্ভাগ্যশমনং রত্নাভরণধারণম্ ॥ মাণিক্যস্তরণেঃ সুজাতমমলং মুক্তাফলম্ শীতগোর্ম্মাহেয়স্য চ বিদ্রুমো নিগদিতঃ সৌম্যস্য গারুত্মতম্। দেবেজ্যস্যচ পুষ্পরাগমসুরাচার্য্যস্য বজ্রং শনের্নীলন্নির্ম্মলমন্যয়োশ্চ গদিতে গোমেদবৈদূর্য্যকে ॥ বাসঃশৃঙ্গাররত্নানাং ধারণং প্রীতিবর্দ্ধনম্। রক্ষোঘ্নমর্থ্যমোজস্যং সৌভাগ্যকরমুত্তমম্ ॥ সততং সিদ্ধমন্ত্রস্য মহৌষধ্যাস্তথৈব। রোচনাসর্ষপাদীনাং মাঙ্গল্যানাঞ্চ ধারণম্ ॥ আয়ুর্লক্ষ্মীকরং রক্ষোহরং মঙ্গলদং শুভম্। হিংস্রাদিভয়বিধ্বংসি বশীকরণকারণম্ ॥ ততো ভোজনবেলায়াং কুর্য্যাৎ মাঙ্গল্যদর্শনম্। তস্য প্রদর্শনন্নিত্যমায়ুর্দ্ধর্ম্মবিবর্দ্ধনম্ ॥ লোকেঽস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ। পুষ্পস্রকসর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ ॥ পাদুকারোহণং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বং ভোজনতঃ পরম্। পাদরোগহরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যঞ্চায়ুষো হিতম্ ॥ শরীরে জায়তে নিত্যং বাঞ্ছা নৃণাঞ্চতুর্ব্বিধা। বুভুক্ষাচ পিপাসা চ সুষুপ্সাচ রতিস্পৃহা ॥ ভোজনেচ্ছাবিঘাতাৎ স্যাদঙ্গমর্দ্দোঽরুচিঃ শ্রমঃ। তন্দ্রালোচনদৌর্ব্বল্যং ধাতুদাহবলক্ষয়াঃ ॥ বিঘাতেন পিপাসায়াঃ শোষঃ কণ্ঠাস্যয়োর্ভবেৎ। শ্রবণস্যাবরোধশ্চ রক্তশোষো হৃদি ব্যথা ॥ নিদ্রাবিঘাততো জৃম্ভা শিরোলোচনগৌরবম্। অঙ্গমর্দ্দস্তথা তন্দ্রা স্যাদন্নাপাক এবচ ॥ বুভুক্ষিতো ন যোঽশ্নাতি তস্যাহারেন্ধনক্ষয়াৎ। মন্দীভবতি কায়াগ্নির্যথা চাগ্নির্নিরিন্ধনঃ ॥ আহারং পচতি শিখী দোষানাহারবর্জ্জিতঃ। পচতি দোষক্ষয়ে ধাতূন্ প্রাণান্ ধাতুক্ষয়েঽপচ ॥ আহারঃ প্রীণনঃ সদ্যো বলকৃদ্দেহধারণঃ। স্মৃত্যায়ুঃশক্তিবর্ণৌজঃ-সত্ত্বশোভাবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৯৯—১১৩ ॥ যথোক্তগুণসম্পন্নং নরঃ সেবেত ভোজনম্। বিচার্য্য দোষকালাদীন্ কালয়োরুভয়োরপি * ॥ ১১৪ ॥ তথা চ। সায়ং প্রাতর্মনুষ্যাণামশনং শ্রুতিবোধিতম্। নান্তরা ভোজনঙ্কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমো বিধিঃ * ॥ ১১৫ ॥ তথা চ। যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ। যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্ বলক্ষয়ঃ ॥ অন্যচ্চ। ক্ষুৎ সম্ভবতি পক্কেষু রসদোষমলেষু চ। কালে বা যদি বাকালে সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ ॥ ১১৬ । ১১৭ ॥

---

* কর্পূরঃ, বালকং হ্রীবেরম্ ॥ ৯৪ ॥ ঘুসৃণং কুঙ্কুমম্। মৃগনাভিঃ কস্তূরী ॥ ৯৫ ॥ উভয়োঃ কালয়োঃ প্রাতঃ সায়ঞ্চ ॥ ১১৪ ॥ প্রাতঃ প্রথমযামাদূর্দ্ধমপি দ্বিতীয়যামাদর্ব্বাক্। অন্তরবোঽত্র স্মাহ যামেতি ॥ ১১৫ ॥

রসাদীনাং পাকজ্ঞানমাহ—উদ্গারশুদ্ধিরুৎসাহো বেগোৎসর্গো যথোচিতঃ। লঘুতা ক্ষুৎপিপাসা চ জীর্ণাহারস্য লক্ষণম্॥ ১১৮॥

আহারস্থানমাহ—আহারং বিজনে কুর্য্যান্নির্হারমপি সর্ব্বদা। উভাভ্যাং লক্ষ্ম্যু-পেতঃ স্যাৎ প্রকাশে হীয়তে শ্রিয়া *॥ অন্যচ্চ। আহারনির্হারবিহারযোগাঃ সদৈব সদ্ভি-র্ব্বিজনে বিধেয়া॥ ১১৯॥

ভোজনকালে শুভাশুভদৃষ্টিমাহ—পিতৃমাতৃসুহৃদ্বৈদ্য-পাককৃদ্ধংসবর্হিণাম্। সারসস্য চকোরস্য ভোজনে দৃষ্টিরুত্তমা॥ ১২০॥ দীনহীনক্ষুধার্ত্তানাং পাপপাষণ্ডরোগিণাম্। কুক্কুটাদিশুনোদৃষ্টির্ভোজনে নৈব শোভনা॥ ১২১॥

ভোজনপাত্রম্—দোষহৃদদৃষ্টিদং পথ্যং হৈমং ভোজনভাজনম্। রৌপ্যং ভবতি চক্ষুষ্যং পিত্তহৃৎ কফবাতকৃৎ॥ কাংস্যং বুদ্ধিপ্রদং রুচ্যং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্। পৈত্তলং বাতকৃদ্রূক্ষমুষ্ণং ক্রিমিকফপ্রণুৎ॥ আয়সে কাচপাত্রে চ ভোজনং সিদ্ধিকারকম্। শোথ-পাণ্ডুহরং বল্যং কামলাপহমুত্তমম্॥ শৈলেয়ে মৃন্ময়ে পাত্রে ভোজনং শ্রীনিবারণম্। দারুভবে " বিশেষেণ রুচিদং শ্লেষ্মকারিতু। পাত্রং পত্রময়ং রুচ্যং দীপনং বিষপাপমুৎ॥ ১২২—১২৫॥

জলপাত্রম্—জলপাত্রন্তু তাম্রস্য তদভাবে মৃদো হিতম্। পবিত্রং শীতলং পাত্রং গঠিতং স্ফটিকেন যৎ॥ কাচেন রচিতন্তদ্বত্তথা বৈদূর্য্যসম্ভবম্॥ ১২৬॥ ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্। অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্ *॥ ১২৭॥

ভোজনাদৌ দৃষ্টিদোষবিনাশায় ব্রহ্মাদি স্মরণম্—তদ্‌যথা—অন্নং ব্রহ্মা রসো বিষ্ণুর্ভোক্তা দেবো মহেশ্বরঃ। ইতি সঞ্চিন্ত্য ভুঞ্জানং দৃষ্টিদোষো ন বাধতে॥ ১২৮॥ অঞ্জনাগর্ভসম্ভূতং কুমারং ব্রহ্মচারিণম্। দৃষ্টিদোষবিনাশায় হনুমন্তং স্মরাম্যহম্।১২৯॥ অশ্নী-য়াত্তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বং তু মধুরং রসম্। মধ্যেঽম্ললবণৌ পশ্চাৎ কটুতিক্তকষায়কান্॥ ১৩০॥ ফলান্যাদৌ সমশ্নীয়াদ্দাড়িমাদীনি বুদ্ধিমান্। বিনা মোচফলন্তদ্বদ্বর্জ্জনীয়া চ কর্কটী॥ ১৩১॥ মৃণালবিসশালুক-কন্দেক্ষুপ্রভৃতীনপি। পূর্ব্বমেবহি ভোজ্যানি নতু ভুক্ত্বা কদাচন *॥ ১৩২॥ গুরুপিষ্টময়ং দ্রব্যং তণ্ডুলান্ পৃথুকানপি। ন জাতু ভুক্তবান্ খাদেন্মাত্রাং খাদেদ্-বুভুক্ষিতঃ॥ ১৩৩॥ ঘৃতপূর্ব্বং সমশ্নীয়াৎ কঠিনং প্রাক্ ততো মৃদু। অন্তে পুনর্দ্রবাশী তু বলারোগ্যং ন মুঞ্চতি *॥ ১৩৪॥

নির্হারঃ মলমূত্রোৎসর্গঃ॥ ১১৯॥ নন্ু লবণস্য পিত্তজনকত্বাদার্দ্রকস্য কটুকত্বেন পিত্তলত্বাদ্বুভুক্ষিতস্য বৃদ্ধপিত্তস্য কথম্প্রথমং লবণার্দ্রকভক্ষণমুচিতম্? উচ্যতে। "লবণং সৈন্ধবং জ্ঞেয়ং চন্দনং রক্তচন্দনম্" ইতি বচনাল্লবণমত্র সৈন্ধবং, তৎ ত্রিদোষঘ্নং। যত আহ গুণগ্রন্থে। "সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনম্পাচনং লঘু। স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্র্যং ত্রিদোষহৃৎ।" আর্দ্রকন্তু কটুকমপি ন পিত্তবিরোধি, মধুরপাকিত্বাৎ। যত আহ তত্রৈব। আর্দ্রিকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণা দীপনী চ সা। কটুকা মধুরা পাকে রূক্ষা বাতকফাপহা॥" অথ চান্যদপি লবণমার্দ্রকঞ্চ নাত্র পিত্তবিরোধি সংযোগস্বভাবাৎ। সংযোগস্বরূপঞ্চৈতাদৃশম্ ভোজনস্য পূর্ব্বং লবণার্দ্রকভক্ষণবোধকবচনমেব প্রমাণয়তি॥ ১২৭॥ মৃণালং পদ্মনালং। বিশং ভিসণ্ডকং। শালূককন্দঃ প্রসিদ্ধম্॥ ১৩২॥ অয়মর্থঃ। প্রাগস্য তৎপূর্ব্বং কঠিনং সমশ্নীয়াৎ। যথা কাশ্যাদিবাসিনঃ প্রথমং সব্যঞ্জনাং ঘৃতপূর্ব্বাং রোটিকাং ভুঞ্জতে।

স্বাদ্বন্নস্য লক্ষণমাহ—যদ্ যৎ স্বাদুতরস্তদ্ধি বিদধ্যাদুত্তরোত্তরম্। ভুক্ত্বা যৎ প্রার্থ্যতে ভূয়স্তদুক্তং স্বাদু ভোজনম্ ॥ ১৩৫ ॥

স্বাদ্বন্নস্য গুণমাহ সৌমনস্যং বলং পুষ্টিমুৎসাহং বৃদ্ধিমায়ুষঃ। স্বাদু সঞ্জনয়ত্যন্নমস্বাদু চ বিপর্য্যয়ম্ ॥ অত্যুষ্ণান্নং বলং হন্তি শীতং শুষ্কঞ্চ দুর্জ্জরম্। অতিক্লিন্নং গ্লানিকরং যুক্তিযুক্তং হি ভোজনম্ ॥ অতিদ্রুতাশিতাহারে গুণান্ দোষান্ন বিন্দতি। ভোজ্যং শীতমহৃদ্যঞ্চ স্যাদ্বিলম্বিতমশ্নতঃ ॥ ১৩৬—১৩৮ ॥

গুরু ত্রিবিধন্তন্নিবারয়ন্নাহ— মন্দানলো নরো দ্রব্যং মাত্রাগুরু বিবর্জ্জয়েৎ। স্বভাবতশ্চ গুরু যৎ তথা সংস্কারতো গুরু ॥ মাত্রাগুরুস্তু মুদ্গাদির্মাষাদিঃ প্রকৃতের্গুরুঃ ॥ সংস্কারগুরু পিষ্টান্নং প্রোক্তমিত্যুপলক্ষণম্ ॥ আহারং ষড়্বিধঞ্চূষ্যং পেয়ং লেহ্যন্তথৈবচ। ভোজ্যন্তক্ষ্যন্তথা চর্ব্যং গুরু বিদ্যাদ্ যথোত্তরম্ * ॥ ১৩৯—১৪১ ॥ গুরূণামর্দ্ধসৌহিত্যং লঘূনাং তৃপ্তিরিষ্যতে। দ্রবো দ্রবোত্তরশ্চাপি ন মাত্রাগুরুরিষ্যতে * ॥ ১৪২ ॥ দ্রবাঢ্যমপি শুষ্কন্তু সম্যগেবোপপদ্যতে। বিশুষ্কমন্নমভ্যস্তং ন পাকং সাধু গচ্ছতি * ॥ ১৪৩ ॥ পিণ্ডীকৃতমসংক্লিন্নং বিদাহমুপগচ্ছতি। শুষ্কং বিরুদ্ধং বিষ্টম্ভি বহ্নিব্যাপদকৃদ্ভবেৎ * ॥ ১৪৪ ॥ ন ভুক্ত্বা ন রদৈশ্ছিত্ত্বা ন নিশায়াং ন বা বহূন্। ন জলান্তরিতানদ্ভিঃ সক্তূনদ্যান্ন কেবলান্ ॥ ১৪৫ ॥ পুনর্দ্দানং পৃথক্পানং সামিষম্পয়সা নিশি। দন্তচ্ছেদনমুষ্ণঞ্চ সপ্ত সক্তুষু বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪৬ ॥ সুশ্রুতঃ। সক্তূনামাশু জীর্য্যেত মৃদুত্বাদবলেহিকা।

বিষমাশনস্য লক্ষণমাহ যথাকালেঽতিমাত্রং যত্তত্তবেদ্ বিষমাশনম্। বহুস্তোকমকালে বা জ্ঞেয়ং তদ্বিষমাশনম্ ॥ ৪৭ ॥

বহুনোঽল্পস্য চ ভক্ষিতস্য দোষমাহ—আলস্যগৌরবাটোপসাদাংশ্চ কুরুতেঽধিকম্। হীনমাত্রং তনোঃ কার্শ্যং করোতি চ বলক্ষয়ম্ * ॥ ১৪৮ ॥

অকালভুক্তস্য দোষমাহ—অপ্রাপ্তকালে ভুঞ্জানো হ্যসমর্থতনুর্নরঃ। তাংস্তান্ ব্যাধীনবাপ্নোতি মরণঞ্চাধিগচ্ছতি *॥ ১৪৯ ॥ কালেঽতীতেঽশ্নতো জন্তোর্বায়ুনোপহতেঽনলে।

ততো মৃদু সস্থূপাদি ওদনং ভুঞ্জন্তে। অন্তে পুনর্দ্রবাশিনঃ ভোজনান্তে দধিতক্রদুগ্ধাদি ভুঞ্জন্তে ॥ ১৩৪ ॥ চূষ্যং ইক্ষু দাড়িমাদি। পেয়ং পানকশর্করোদকাদি। লেহ্যং রসালা কথিকাদি, কথিতা কটী ইতি লোকে। "ভোজ্যং ভক্তসূপাদি। ভক্ষ্যং লড্ডুকমোদকাদি। চর্ব্যং চিপিটচণকাদি ॥ ১৪১ ॥ স্বভাবগুরুসংস্কারগুরুণোঃ স্বভাবলঘুনশ্চ ভক্ষ্যস্য ভোজনপরিমাণমাহ গুরূণামিতি অয়মর্থঃ। মাষপিষ্টান্নাদিভিরর্দ্ধসৌহিত্যং কর্ত্তব্যং। মুদ্গাদিভিঃ স্বভাবাদেব লঘুভির্মাত্রয়া তৃপ্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। দ্রবঃ পেয়াদিঃ দ্রবোত্তরঃ তক্রাদ্যধিক ওদনাদিঃ। মাত্রাতোঽধিকোঽপি মাত্রাগুরুর্ন মন্তব্যঃ। পেয়স্য সর্ব্বতো লঘুত্বাৎ। উক্তঞ্চ সুশ্রুতেন—পেয়লেহ্যাদিভক্ষ্যাণাং গুরু বিদ্যাদ্ যথোত্তরমিতি। পেয়ং পেয়াদি। লেহ্যং রসালাদি। আদিশব্দাদ্ ভোজ্যমোদনসূপাদি। ভক্ষ্যং মোদকাদিঃ ॥ ১৪২ ॥ অয়মর্থঃ। শুষ্কমপি স্রোতোরোধকমপি দ্রবাঢ্যং সম্যক্পাকং যাতি। কেবলস্য শুষ্কান্নস্য দোষমাহ। বিশুষ্কমন্নমিত্যাদি ॥ ১৪৩ ॥ অপক্বস্তং কিন্তুবতীত্যপেক্ষায়ামাহ পিণ্ডীকৃতমিতি। পিণ্ডীকৃতম্ অষ্ঠীলাবদ্ভূতম্। অসংক্লিন্নং ন সম্যগার্দ্রং। বিদাহমুপগচ্ছতি বিদগ্ধং ভবতীত্যর্থঃ। শুষ্কাদীনাং বৈগুণ্যমাহ। শুষ্কমিতি শুষ্কং চিপিটকাদি। বিরুদ্ধং ক্ষীরমৎস্যাদি। বিষ্টম্ভি চণকমসূর্য্যাদি। বহ্নিব্যাপদকৃৎ বহ্নিমান্দ্যং কুর্য্যাৎ ॥ ১৪৪ ॥ অধিকং অন্নম্ ॥ ১৪৮ ॥ অপ্রাপ্তকালে কালাদর্ত্তি প্রাক্ ভুঞ্জানঃ অসমর্থশরীরোভবতি।

কৃচ্ছ্রাদ্ বিপচ্যতে ভুক্তং ন স্যাদ্‌ভোক্তুং পুনঃ স্পৃহা ॥ ১৫০ ॥ কুক্ষের্ভাগদ্বয়ং ভোজ্যৈস্তৃতীয়ে বারি পূরয়েৎ। বায়োঃ সঞ্চারণার্থায় চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥ ১৫১ ॥ রসেনান্নস্য রসনা প্রথমে-নোপতর্পিতা। ন তথা স্বাদুমাপ্নোতি ততঃ শোধ্যাম্বুনান্তরা ॥১৫২॥ অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতে-হন্নমনম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ। তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি ॥ ১৫৩ ॥ ভুক্তস্যাদৌ জলং পীতং কার্শ্যং মন্দাগ্নিদোষকৃৎ। মধ্যেঽগ্নিদীপনং শ্রেষ্ঠমন্তে স্থৌল্যকফ-প্রদম্ *॥ ১৫৪ ॥ অন্যচ্চ—সমস্থূলকৃশা ভুক্তমধ্যান্তঃপ্রথমাম্বুপাঃ। ইতি বাগ্‌ভটে। তৃষিতস্তু নচাশ্নীয়াৎ ক্ষুধিতো ন পিবেজ্জলম্। তৃষিতস্তু ভবেদ্‌গুল্মী ক্ষুধিতস্তু জলোদরী ।১৫৫।১৫৬॥

অথাচমনম্—এবং ভুক্ত্বা সমাচামে (রুক্ষ) গ্রহণপূর্ব্বকম্। ভোজনে দন্তলগ্নানি নির্হৃত্যাচমনং চরেৎ ॥ দন্তান্তরগতং চান্নং শোধনেনাহরেৎ শনৈঃ। কুর্য্যাদনির্হৃতং তদ্ধি মুখস্যানিষ্টগন্ধতাম্ ॥ দন্তলগ্নমনির্হার্য্যং লেপং মন্যেত দন্তবৎ। ন তত্র বহুশঃ কুর্য্যাদ্ যত্নং নির্হরণং প্রতি ॥ আচম্য জলযুক্তাভ্যাং পাণিভ্যাং চক্ষুষী স্পৃশেৎ। ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষোর্যদি দীয়তে। অচিরেণৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি ॥ ১৫৭—১৬০ ॥

ভোজনান্তরক্রিয়ামাহ—ভুক্ত্বা চ সংস্মরেন্নিত্যমগস্ত্যাদীন্ সুখাবহান্। বিষ্ণুরাত্মা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা ॥ সত্যেন তেন মদ্ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদন্তথা ॥ ১৬১ ॥ অগস্তি-রগ্নির্বড়বানলশ্চ ভুক্তং মমান্নং জরয়ন্ত্বশেষম্। সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহম্ ॥ ১৬২ ॥ অঙ্গারকমগস্তিঞ্চ পাবকং সূর্য্যমশ্বিনৌ। পঞ্চৈতান্ সংস্মরেন্নিত্যং

তথা সতি তাং স্তান্ ব্যাধীন্ শিরোব্যথাবিসূচিকালসকবিলম্বিকাদীন প্রাপ্নোতি; তেষামাধিক্যে মরণ-মপি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥ ভুক্তং ভোজনম্। ননু শিষ্টা ভোজনান্তে দুগ্ধং পিবন্তি তৎকথমুচিতম্? যত স্ত্রিধা বিভক্তস্য ভোজনকালস্য প্রথমো ভাগো বাতস্য, দ্বিতীয়ঃ পিত্তস্য, তৃতীয়ঃ কফস্য। অতএবাহ অশ্নীয়াত্তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসম্। মধ্যেঽম্ললবণৌ পশ্চাৎ কটুতিক্তকষায়কান্ ॥ অস্যায়মভি-প্রায়ঃ—ভোজনে পূর্ব্বং ভুক্তো মধুরো রসো বুভুক্ষিতস্য বাতপিত্তয়োঃ শমকো ভবতি। ভোজনমধ্যে ভুক্তাবম্ললবণৌ পিত্তাশয়ে চ বহ্নিবৃদ্ধিং কুরুতঃ। ভোজনান্তসময়ে ভুক্তাঃ কটুতিক্তকষায়রসাঃ কফং শময়ন্তীতি। অতো ভোজনাবসানসময়স্য কফকালত্বাৎ তত্র কথং শ্লেষ্মজনকং দুগ্ধম্পাতুমুচিতন্ভবতি। যত উক্তম্—দুগ্ধং স্বাদুরসং স্নিগ্ধমোজস্যং ধাতুবর্দ্ধনম্। বাতপিত্তহরং বৃষ্যং শ্লেষ্মলং গুরুশীতলম্ ॥” ইতি, উচ্যতে—বিদাহীন্যন্নপানানি যানি ভুঙ্‌ক্তে হি মানবঃ। তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং ভোজনান্তে পয়ঃ পিবেৎ ॥ তথাচ ব্রহ্মপুরাণে। কুর্য্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং ন দধ্যন্তং কদাচনেতি। লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীন্যন্তি যানি তু। তদ্দোষং হর্ত্তুমাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ ॥ ভোজনাবসানসময়ে দুগ্ধাদিমধুরভোজনেনৈব বর্দ্ধিতঃ কফো লবণাম্লকটুভোজনজনিতপিত্তস্য বৃদ্ধিং বিনাশয়তি। পিত্তবৃদ্ধিবিনাশনেন কফস্যাপি বৃদ্ধিস্তু ক্ষীণা ভবতি। ক্ষীণা কফবৃদ্ধিরগ্নিমান্দ্যাদীন্ ব্যাধীনুৎপাদয়িতুং ন শক্নোতি। ননু শত্রো-র্নাশনেন শত্রুহন্তুর্বৃদ্ধির্দৃশ্যতে নতু ক্ষীণতা, তৎ কথং কফঃ ক্ষীয়ত ইতি?। উচ্যতে। বলবচ্ছত্রুবিনা-শনেন শত্রুহন্তুঃ ক্ষীণতাচ দৃশ্যতে। তথা—নাশনাৎ প্রত্যনীকস্য স্বয়ঞ্চ ক্ষীয়তে তথা। বহ্নিসন্তপ্তলোহস্য তপ্ততানাশনাজ্জলম্ ॥ ননু ভোজনাবসানসময়ে ভুক্তাঃ কটুতিক্তকষায়রসাঃ কফং শময়িষ্যন্তি বাতস্য বৃদ্ধিং বিধাস্যন্তি ইতি চেৎ তন্ন কট্বাদীনাং ক্ষীণশক্তিকত্বাৎ। তথাচ—যদেকং নাশয়েদ্দোষং তন্নান্যং বর্দ্ধয়েৎ কুতঃ। নাশনে হ্যেকদোষস্য যতস্তৎ ক্ষীণশক্তিকমিতি ॥ বস্তুতো য এব রসঃ প্রাচুর্য্যেণ ভুক্তস্তস্যৈব সর্ব্বে রসা বশা ভবন্তি। যত আহঃ সুশ্রুতঃ। জগ্ধাঃ সর্ব্বেঽপি গচ্ছন্তি বলিনো বশ্যতাং রসাঃ। যথা প্রকুপিতা দোষা বশং যান্তি বলীয়সঃ ॥ বলিনঃ রসস্য, বলীয়সো দোষস্য ॥১৫৪॥ অতস্তিস্রঃ

ভুক্তং তস্যাশু জীর্য্যতি ॥ ১৬৩ ॥ ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমার্জ্য তথোদরম্। অনায়াস-প্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ * ॥ ১৬৪ ॥ জীর্ণেঽন্নে বর্দ্ধতে বায়ুর্বিদগ্ধে পিত্তমেধতে। ভুক্তমাত্রে কফশ্চাপি ক্রমোঽয়ং ভোজনোপরি * ॥ ১৬৫ ॥

ভুক্তমাত্রে সঞ্জাতস্য কফস্য প্রতীকারমাহ—ধূমেনাপোহ্য হৃদ্যৈর্বা কষায়-কটুতিক্তকৈঃ। পূগকর্পূরকস্তূরী-লবঙ্গসুমনঃফলৈঃ * ॥ ১৬৬ ॥ ফলৈঃ কটুকষায়ৈর্বা মুখ-বৈশদ্যকারিভিঃ। তাম্বুলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা বিচক্ষণঃ * ॥ ১৬৭ ॥ রতৌ সুপ্তোত্থিতে স্নাতে ভুক্তে বান্তে চ সঙ্গরে। সভায়াং বিদুষাং রাজ্ঞাং কুর্য্যাত্তাম্বুলচর্ব্বণম্ ॥ ১৬৮ ॥

তাম্বুলগুণাঃ—তাম্বূলমুক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং তুবরং সরম্। তিক্তং ক্ষারোষণং কাম-রক্তপিত্তকরং লঘু ॥ বশ্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্যমলবাতশ্রমাপহম্। মুখবৈশদ্যসৌগন্ধ্য-কান্তিসৌষ্ঠবকারকম্ ॥ হনুদন্তমলধ্বংসি জিহ্বেন্দ্রিয়বিশোধনম্। মুখপ্রসেকশমনং গলাময়-বিনাশনম্ ॥ নবং তদেব মধুরং কষায়ানুরসং গুরু। বলাসজননং প্রায়ঃ পত্রশাকগুণং স্মৃতম্ ॥ বঙ্গদেশোদ্ভবং পর্ণং পরং কটুরসং সরম্। পাচনং পিত্তজনকমুষ্ণং কফহরং স্মৃতম্ ॥ পর্ণং পুরাণমকটু খুল্লকন্তনু পাণ্ডুরম্। বিশেষাদ্ গুণবদ্বেদ্যমন্যদ্ধীনগুণং স্মৃতম্ ॥ ১৬৯—১৭৪ ॥ পূগ্‌গুণাঃ—পূগং গুরু হিমং রুক্ষং কষায়ং কফপিত্তনুৎ। মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্য-নাশনম্ ॥ পূগং স্যাদদৃঢ়মধ্যং যৎ স্বিন্নং বাপি ত্রিদোষনুৎ। সরসং গুর্ব্বভিষ্যন্দি তদ্‌ভৃশং বহ্নিনাশনম্ ॥ খদিরঃ কফপিত্তঘ্নশ্চূর্ণং বাতাবলসনুৎ। সংযোগতস্ত্রিদোষঘ্নং সৌমনস্যং করোতি চ ॥ মুখবৈশদ্যসৌগন্ধ্যকান্তিসৌষ্ঠবকারকম্। প্রভাতে পূগমধিকং মধ্যাহ্নে খদিরং তথা ॥ নিশাসু চূর্ণমধিকং তাম্বুলং ভক্ষয়েৎ সদা ॥ আয়ুরগ্রে যশো মূলে লক্ষ্মীর্মধ্যে ব্যবস্থিতা। তস্মাদগ্রং তথা মূলং মধ্যং পর্ণস্য বর্জয়েৎ ॥ পর্ণমূলে ভবেদ্ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ ॥ মধ্যং (চূর্ণমিতি বা) পর্ণং হরত্যায়ুঃ শিরা বুদ্ধিবিনাশিনী ॥ আদ্যং বিষোপমং পীতং (পক্কমিতি বা) দ্বিতীয়ং ভেদি দুর্জরম্। তৃতীয়াদিতু পাতব্যং সুধাতুল্যং রসায়নম্ ॥ তাম্বুলং নাতিসেবেত ন বিরিক্তো বুভুক্ষিতঃ ॥ দেহদৃক্‌কেশদন্তাগ্নি-শ্রোত্রবর্ণবলক্ষয়ঃ। শোষঃ পিত্তানিলাস্রং স্যাদতিতাম্বুলচর্ব্বণাৎ ॥ তাম্বুলং ন হিতং দন্তদুর্ব্ব-লেক্ষণরোগিণাম্। বিষমূর্চ্ছামদার্ত্তানাং ক্ষয়িণারক্তপিত্তিনাম্ ॥ ভুক্ত্বা শতপদং গচ্ছেচ্ছনৈ-স্তেন তু জায়তে। অঙ্গসঙ্ঘাতশৈথিল্যং গ্রীবাজানুকটীসুখম্ ॥ ১৭৫—১৮৪ ॥ ভুক্ত্বোপবিশত-স্তুন্দং শয়ানস্য তু পুষ্টতা। আয়ুশ্চংক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ * ॥ ১৮৫ ॥ শ্বাসানষ্টৌ-সমুত্তানস্তান্ দ্বিঃ পার্শ্বে তু দক্ষিণে। ততস্তদ্দ্বিগুণান্ বামে পশ্চাৎ স্বপ্যাদ্ যথাসুখম্ ॥

নিরন্তরং জাগ্রৎ তিষ্ঠেন্নতু স্বপ্যাৎ। ভুক্তমাত্রস্য তু স্বপ্নাদ্ধন্ত্যগ্নিং কুপিতঃ কফঃ, ইতি বচনাৎ ॥ ১৬৪ ॥ বিদগ্ধে কিঞ্চিৎ পক্কে কিঞ্চিদপক্কে ॥ ১৬৫ ॥ ধূমেন অগুর্ব্বাদিধূমেন। অপোহ্য কফং দূরীকৃত্য। কষায়-কটুতিক্তকৈঃ ফলৈঃ কর্পূরকস্তূরীলবঙ্গাদিভিঃ। পূগৈঃ ক্রমুকৈঃ। সুমনঃফলৈঃ জাতীফলৈঃ ॥ ১৬৬ ॥ কটুকষায়ৈঃ হরীতক্যাদিফলৈঃ ॥ ১৬৭ ॥ চংক্রমমাণস্য পদশতং শনৈর্গচ্ছতঃ ॥ ১৮৫ ॥ স্বাদুঃ ভক্ষ্যদ্রব্যেষু

বামদিশায়ামনলো নাভেরূর্দ্ধেঽস্তি জন্তুনাম্। তস্মাত্তু বামপার্শ্বে শয়ীত ভুক্ত-প্রপাকার্থম্॥ ১৮৬। ১৮৭॥

শয়নচর্য্যামাহ—ত্রিদোষশমনী খট্বা তুলী বাতকফাপহা। ভূশয্যা বৃংহণী বৃষ্যা কাষ্ঠপট্টাতু বাতলা॥ ১৮৮॥ অন্যঃ পুনরাহ। ভূশয্যা বাতলাতীব রুক্ষা পিত্তাস্রনাশিনী। সুশয্যা শয়নং হৃদ্যং পুষ্টিনিদ্রাধৃতিপ্রদম্॥ শ্রমানিলহরং বৃষ্যং বিপরীতমতোঽন্যথা॥ ১৮৯॥ সম্বাহনং মাংসরক্তত্বক্প্রসাদকরং পরম্। প্রীতিনিদ্রাকরং বৃষ্যং কফবাতশ্রমাপহম্॥ ১৯০॥ প্রবাতং রৌক্ষ্যবৈবর্ণ্য-স্তম্ভকৃদ্দাহপিত্তনুৎ। স্বেদমূর্চ্ছাপিপাসাঘ্নমপ্রবাতমতোঽন্যথা॥ সুখং প্রবাতং সেবেত গ্রীষ্মে শরদি চান্তরা। নির্ব্বাতমায়ুষে সেব্যমারোগ্যায় চ সর্ব্বদা॥ পূর্ব্বোঽ-নিলো গুরুঃ সোষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ পিত্তাস্রদূষকঃ। বিদাহী বাতলঃ শ্রান্তিকফশোষবতাং হিতঃ॥ স্বাদুঃ পটুরভিষ্যন্দী ত্বগ্‌দোষার্শোবিষক্রিমীন্। সন্নিপাতং জ্বরং শ্বাসমামবাতঞ্চ কোপ-য়েৎ *॥ ১৯১—১৯৪॥ দক্ষিণঃ পবনঃ স্বাদুঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ। বীর্য্যেণ শীতলো বলাশ্চক্ষুষ্যো নতু বাতলঃ॥ ১৯৫॥ পশ্চিমঃ পবনস্তীক্ষ্ণঃ শোষণো বলহৃল্লঘুঃ। মেদঃ-পিত্তকফধ্বংসী প্রভঞ্জনবিবর্দ্ধনঃ॥ ১৯৬॥ উত্তরো মারুতঃ শীতঃ স্নিগ্ধো দোষপ্রকোপকৃৎ। ক্লেদনঃ প্রকৃতিস্থানাং বলদো মধুরো মৃদুঃ *॥ ১৯৭॥ আগ্নেয়ো দাহকৃদ্রুক্ষো নৈঋর্তো ন বিদাহকৃৎ। বায়ব্যস্তু ভবেত্তিক্ত ঐশানঃ কটুকঃ স্মৃতঃ॥ বিশ্বগ্বায়ুরনায়ুষ্যঃ প্রাণিনাং বহুরোগকৃৎ। অতস্তং নৈব সেবেত সেবিতঃ স্যান্ন শর্ম্মণে॥১৯৮—১৯৯॥ ব্যজনস্যানিলো দাহস্বেদমূর্চ্ছাশ্রমা-পহঃ। তালবৃন্তভবো বাতস্ত্রিদোষশমকো মতঃ॥২০০॥ বংশব্যজনজস্তূষ্ণো রক্তপিত্তপ্রকোপণঃ। চামরো বস্ত্রসম্ভূতো মায়ূরো বেত্রজস্তথা॥ এতে দোষজিতো বাতাঃ স্নিগ্ধা হৃদ্যাঃ সুপূজিতাঃ॥ ২০১॥ দিবাস্বাপং ন কুর্ব্বীত যতোঽসৌস্যাৎ কফাবহঃ। গ্রীষ্মবর্জ্জ্যেষু কালেষু দিবাস্বপ্নো নিষি-ধ্যতে॥২০২॥ উচিতো হি দিবাস্বপ্নো নিত্যং যেষাং শরীরিণাম্। বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষাম-স্বপতাং দিবা॥২০৩॥ ব্যায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতান্ ক্লান্তানতীসারিণঃ,শূলশ্বাসবতস্তৃষাপরিগতান্ হিক্কামরুৎপীড়িতান্। ক্ষীণান্ ক্ষীণকফান্ শিশূন্ মদহতান্ বৃদ্ধানথাজীর্ণিনো, রাত্রৌ জাগরি-তান্ নরান্নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ॥ ২০৪॥ দিবা বা যদি বা রাত্রৌ নিদ্রা সাত্ম্যীকৃতা তু যৈঃ। ন তেষাং স্বপতাং দোষো জাগ্রতাং চোপজায়তে *॥ ২০৫॥ ভোজনানন্তরং নিদ্রা বাতং হরতি পিত্তহৃৎ কফং করোতি বপুষঃ পুষ্টিং সৌখ্যন্তনোতি হি॥ ২০৬॥ শয়নং পিত্তনাশায় বাতনাশায় মর্দ্দনম্। বমনং কফনাশায় জ্বরনাশায় লঙ্ঘনম্। আসনং ঘূর্ণিনং যত্ত্ব নাভিষ্যন্দি ন রুক্ষণম্॥ ২০৭॥

অপরানপ্যুদরেঽন্নস্য সংস্থাপনহেতূনাহ—শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ রূপাণি রসান্ গন্ধান্ মনঃপ্রিয়ান্। ভুক্তবানপি সেবেত তেনান্নং সাধু তিষ্ঠতি *॥ ২০৮॥

অন্নস্যোদরেঽস্থিতিহেতবঃ—শব্দঃস্পর্শস্তথা রূপং রসো গন্ধো জুগুপ্সিতঃ। ভুক্তমপ্রয়তঞ্চান্নমতিহাস্যঞ্চ বাময়েৎ *॥ ২০৯॥

বাহুল্যেন মধুররসজনকঃ॥ ১৯৪॥ দোষপ্রকোপকৃদ্ আতুরাণাম্॥ ১৯৭॥ স্বপতাং দিবা। জাগ্রতাং রাত্রৌ॥ ২০৫॥ উদরে ইতি শেষঃ॥ ২০৮॥ অপ্রয়তম্ আপবিত্রম্॥ ২০৯॥ প্লবনং বাহুভ্যাং

বর্জ্জনীয়ম্—শয়নং চাসনঞ্চাতি ন ভজেন্ন দ্রবাধিকম্। নাগ্ন্যাতপৌ ন প্লবনং ন যানং নাপি বাহনম্ *॥ ২১০ ॥ ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ধাবনং যানমেব চ। যুদ্ধং গীতঞ্চ পাঠঞ্চ মুহূর্ত্তং ভুক্তবাংস্ত্যজেৎ ॥ ২১১ ॥

পরিবর্জনার্থমজীর্ণস্য হেতুনাহ—অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাচ্চ সন্ধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ। কালেঽপি সাত্ম্যং লঘু চাপি ভুক্তমন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য *॥ ২১২ ॥ ঈর্ষাভয়ক্রোধসমন্বিতেন লুব্ধেন রুগ্‌দৈন্যনিপীড়িতেন। বিদ্বেষযুক্তেন চ সেব্যমানমন্নং ন সম্যক্ পরিপাকমেতি ॥ ২১৩ ॥

অধ্যশনলক্ষণমাহ—অজীর্ণে ভুজ্যতে যত্তু তদধ্যশনমুচ্যতে ॥২১৪॥ তন্নিবারয়ন্নাহ। প্রাগ্‌ভুক্তে চানলে মন্দে দ্বিরন্নো ন সমাহরেৎ। প্রাতরাশে ত্বজীর্ণে তু সায়মাশো ন দুষ্যতি ॥ পূর্ব্বভুক্তে বিদগ্ধেঽন্নে ভুঞ্জানো হন্তি পাবকম্ * ॥ ২১৫ ॥

সায়মাশাজীর্ণে ভোজনোপায়মাহ—ভবেদ্‌যদি প্রাতরজীর্ণশঙ্কা তদাভয়াং নাগরসৈন্ধবাভ্যাম্। বিচূর্ণিতাং শীতজলেন ভুক্ত্বা ভুঞ্জীত চান্নং মিতমন্নকালে ॥ আয়ুঃক্ষয়ভয়াদ্ বিদ্বান্নাহ্নি সেবেত কামিনীম্। অবশো যদি সেবেত তদা গ্রীষ্মবসন্তয়োঃ *॥ ২১৬—২১৭ ॥

অবস্থানগুণম্—আস্যা বর্ণকফস্থৌল্যসৌকুমার্য্যসুখপ্রদা। অধ্বা বর্ণকফস্থৌল্যসৌকুমার্য্যবিনাশনঃ ॥ ২১৮ ॥ যত্তু চঙ্‌ক্রমণং নাতিদেহপীড়াকরং ভবেৎ। তদায়ুর্ব্বলমেধাগ্নিপ্রদমিন্দ্রিয়বোধনম্ ॥ ২১৯ ॥

উষ্ণীষধারণম্—উষ্ণীষং কান্তিকৃৎ কেশ্যং রজোবাতকফাপহম্। লঘু তচ্ছস্যতে যস্মাদ্ গুরু পিত্তাক্ষিরোগকৃৎ ॥ ২২০ ॥

উপানদ্ধারণম্—উপানদ্ধারণং নেত্র্যমায়ুষ্যং পাদরোগহৃৎ। সুখপ্রচারমোজস্যং বৃষ্যঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ পাদাভ্যামনুপানদ্ভ্যাং সদা চঙ্‌ক্রমণং নৃণাম্। অনারোগ্যমনায়ুষ্যমিন্দ্রিয়ঘ্নমদৃষ্টিদম্ ॥ ২২১—২২২ ॥

ছত্রধারণম্—ছত্রস্য ধারণং বর্ষাতপবাতরজোঽপহম্। হিমঘ্নং হিতমক্ষোশ্চ মাঙ্গল্যমপি কীর্ত্তিতম্ ॥ ২২৩ ॥

দণ্ডধারণম্—সত্ত্বোৎসাহবলস্থৈর্য্য-ধৈর্য্যতেজোবিবর্দ্ধনম্। অবষ্টম্ভকরঞ্চাপি ভয়ঘ্নং দণ্ডধারণম্ ॥ ২২৪ ॥

যানারোহণম্—উর্দ্ধাচ্ছাদনসংযুক্তা শিবিকা সর্ব্ববল্লভা। তস্যামারোহণং নৃণাং ত্রিদোষশমকং মতং ॥ বাতশ্লেষ্মগদার্ত্তানামহিতা ভ্রমকৃত্তরিঃ। পিত্তানিলকরো হস্তী লক্ষ্ম্যায়ুঃপুষ্টিবর্দ্ধনঃ ॥ ঘোটকারোহণং বাতপিত্তাগ্নিশ্রমকৃন্মতম্। মেদোবর্ণকফঘ্নঞ্চ হিতং তব্বলিনাং পরম্ ॥২২৫-২৭॥

জলপ্রতরণং, যানং মার্গে চলনম্। বাহনমশ্বাদি ॥ ২১০ ॥ সন্ধারণাৎ অধোবাতমলমূত্রাদীনাম্ ॥ ২১২ ॥ অস্যায়মর্থঃ। প্রাতর্ভুক্তেঽজীর্ণে সতি অহন্যেব পুনর্ন ভুঞ্জীত ইত্যর্থঃ। রাত্রৌ পুনস্তথাপি সতি ভুঞ্জীতৈব, যত আহ সুশ্রুত এব "প্রাতরাশে ত্বজীর্ণেতু সায়মাশো ন দুষ্যতীতি" পূর্ব্বভুক্তে ইত্যস্যায়মর্থঃ। পূর্ব্বং ভুক্তে রাত্রিভুক্তে অন্নে বিদগ্ধে কিঞ্চিৎ পক্বে কিঞ্চিদপক্বে প্রাতর্ভুঞ্জানঃ পাবকং হন্তীত্যর্থঃ। যত আহ—সায়মাশে ত্বজীর্ণে তু প্রাতর্ভুক্তং বিষোপমমিতি ॥ ২১৫ ॥ অবশোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১৬ ॥

আতপশ্ছায়াচ—আতপঃ স্বেদমূর্চ্ছাস্র-পিত্ততৃষ্ণাক্লমশ্রমান্। দাহং বিবর্ণতাং কুর্য্যাদেতান্ ছায়া ব্যপোহতি ॥ ২২৮ ॥

বৃষ্টিঃ কুহতিশ্চ—বৃষ্টির্ব্বৃষ্যা হিমা বল্যা নিদ্রালস্যবিধায়িনী। ভয়াবহা মোহকরী কুহতিঃ * কফবাতলা ॥ ২২৯ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নির্বাতকফস্তম্ভ-শীতবেপথুনাশনঃ। আমাভিষ্যন্দশমনো রক্তপিত্ত-প্রকোপণঃ ॥ ২৩০ ॥

ধূমঃ—সদ্যঃশ্লেষ্মকরো ধূমো নেত্রয়োরহিতো ভৃশম্। শিরোগৌরবকৃচ্চাপি বাতপিত্তঞ্চ কোপয়েৎ ॥ ২৩১ ॥

অথাচারঃ—মৈত্রীং সদ্ভিরসদ্ভিশ্চ কুর্য্যাৎ সৎসু তু সর্ব্বথা। সংসর্গং সাধুভিঃ কুর্য্যাদসৎসঙ্গং পরিত্যজেৎ * ॥২৩২॥ সেবেত দেবভূদেববৃদ্ধ-বৈদ্যনৃপাতিথীন্। বিমুখান্নার্থিনঃ কুর্য্যান্নাবমন্যেত কানপি ॥ ২৩৩ ॥ গুরূণাং সন্নিধৌ তিষ্ঠেৎ সদৈব বিনয়ান্বিতঃ। পাদপ্রসারণাদীনি তত্র নৈব সমাচরেৎ ॥ ২৩৪ ॥ অপকারপরেঽপি স্যাদুপকারপরঃ পুমান্। আত্মবৎ সকলান্ পশ্যেদ্বৈরিণো দূরতো বসেৎ ॥ ২৩৫ ॥ ন কশ্চিদাত্মনঃ শত্রুং নাত্মানং কস্যচিদ্রিপুম্। প্রকাশয়েন্নাপমানং ন চ নিস্নেহতাং প্রভোঃ ॥২৩৬॥ নাত্মানমুদকে পশ্যেন্ন নগ্নঃ প্রবিশেজ্জলম্। তথা নাজ্ঞাতগাম্ভীর্য্যং ন হিংস্রপ্রাণিসেবিতম্ ॥ ২৩৭ ॥ কালে হিতং মিতং সত্যং সম্বাদি মধুরং বদেৎ। ভুঞ্জীত মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং কালে হিতং মিতম্ ॥ ২৩৮ ॥ ন রাত্রৌ দধি ভুঞ্জীত ন চ নির্লবণং তথা। নামুদ্গসূপং নাক্ষৌদ্রং ন চাপ্যঘৃতশর্করম্ ॥ ২৩৯ ॥ জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি। তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ ॥২৪০॥ নৈকঃ সুখী ন সর্ব্বত্র বিশ্বস্তো ন চ শঙ্কিতঃ। নোদ্যমে বিরমেৎ ক্বাপি হেতাবীর্ষ্যেৎ ফলে নতু* ॥ ২৪১ ॥ বেগান্ ন ধারয়েজ্জাতু মনোবেগান্ বিধারয়েৎ। ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি ন চৈতান্যতিলালয়েৎ ॥ ২৪২ ॥ বর্ষাতপাদিষু চ্ছত্রী দণ্ডী রাত্রৌ ভয়েষু চ। সোপানৎকস্তনুং রক্ষেদ্ বিচরেদ্ যুগমাত্রদৃক্ * ॥ ২৪৩ ॥ নদীং তরেন্ন বাহুভ্যাং নাগ্নিস্কন্ধমভিব্রজেৎ। সন্দিগ্ধনাবং বৃক্ষঞ্চ নারোহেদ্ দুষ্টযানবৎ * ॥ ২৪৪ ॥ নাসংবৃতমুখং কুর্য্যাৎ সভায়াঞ্চ বিচক্ষণঃ। কাসং হাসং তথোদ্গারং জৃম্ভণং ক্ষবথুং তথা ॥২৪৫॥ নাসিকাং ন বিকুষ্ণীয়ান্নাসীতোৎকটকঃ ক্বচিৎ। নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেন্ন নখেন লিখেদ্ভুবম্ ॥ ২৪৬ ॥ সম্মার্জ্জনীরজো নৈব দেহে দদ্যাৎ কদাচন। ন নখেন তৃণং ছিন্দ্যাৎ নোচ্ছিষ্টো ব্রাহ্মণং স্পৃশেৎ ॥ নোপরক্তং নচোদ্যন্তং নাস্তং যাতং দিবাকরম্। সর্ব্বথা ন সমীক্ষেত ন জলে প্রতিবিম্বিতম্ ॥ নেক্ষেত সততং সূক্ষ্মং দীপ্তামেধ্যাপ্রিয়াণি চ। পৌরন্দরং ধনুর্নৈব দর্শয়েৎ কমপি ক্বচিৎ ॥ নেচ্ছেদ্ বলবতা যুদ্ধং ন ভারং শিরসা বহেৎ। গাত্রং ন বাদয়েৎ কেশান্ হস্তেন ধুনুয়ান্ন চ ॥ ন গচ্ছেৎ পূজ্যয়োর্ম্মধ্যে

কুহতিঃ কুহেশ ইতি লোকে ॥ ২২৯ ॥ সৎসু তু সর্ব্বথা সজ্জনেষু মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ ॥ ২৩২ ॥ হেতৌ ঈর্ষ্য-হেতৌ উদ্যমে, ফলে ধনাদৌ ॥২৪১॥ যুগমাত্রদৃক্ অগ্রতো হস্তচতুষ্টয়মিতাং ভূমিং পশ্যন্ ॥২৪৩॥ দুষ্টযানবৎ

দম্পত্যোরন্তরেণ চ। রিপোরন্নং ন ভুঞ্জীত গণিকান্নমপি ক্বচিৎ ॥ ২৪৭—২৫১ ॥ প্রতিভূর্ন ভবেৎ ক্বাপি ন চ সাক্ষী বৃথা ভবেৎ। স্বাগীং (ক) ধারয়েজ্জাতু দ্যূতং দূরাৎ পরিত্যজেৎ * ॥ ২৫২ ॥ বিশ্বাসং নাচরেৎ স্ত্রীণান্তাঃ স্বতন্ত্রাশ্চ নাচরেৎ। রক্ষণীয়াঃ সদা যত্নাদ্ যৌবনে তু বিশেষতঃ ॥ ন ভিন্নে শয়নে সুপ্যাৎ নানেকবিবরেঽপিচ। নৈকো দেবালয়ে নৈব রাত্রৌ তরুতলেঽপি চ ॥ এবং দিনানি গময়েৎ সদাচারপরঃ সদা। ততো রাত্রিপ্রযুক্তানি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি মানবঃ ॥ ইত্যাচারং সমাসেন ভাষিতং যঃ সমাচরেৎ। স বিন্দত্যায়ুরারোগ্যং প্রীতিং ধর্ম্মং ধনং যশঃ ॥ ২৫৩—২৫৬ ॥

অথ সন্ধ্যায়াং নিষিদ্ধানি কর্ম্মাণ্যাহ—এতানি পঞ্চকর্ম্মাণি সন্ধ্যায়াং বর্জ্জয়েদ্ বুধঃ। আহারং মৈথুনং নিদ্রাং সম্পাঠং গতিমধ্বনি ॥ ভোজনাজ্জায়তে ব্যাধি-র্মৈথুনাদ্গর্ভবৈকৃতিঃ। নিদ্রায়া নিঃস্বতা পাঠাদায়ুর্হানির্গতের্ভয়ম্ ॥ ২৫৭। ২৫৮ ॥

অথ রাত্রিচর্য্যা—জ্যোৎস্না শীতা স্মরানন্দপ্রদা তৃট্পিত্তদাহহৃৎ। ততো হীন-গুণঃ কুর্য্যাদবশ্যায়োঽনিলং কফম্ ॥ তমো ভয়াবহং মোহদিঙ্মোহজনকং ভবেৎ। পিত্ত-হৃৎ কফহৃৎ কামবর্দ্ধনং ক্লমকৃচ্চ তৎ ॥ রাত্রৌ চ ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রথমপ্রহরান্তরে। কিঞ্চি-দূনং সমশ্নীয়াদ্ দুর্জ্জরং তত্র বর্জ্জয়েৎ ॥ শরীরে জায়তে নিত্যং দেহিনাং সুরতস্পৃহা। অব্যবায়াৎ মেহমেদোবৃদ্ধিঃ শিথিলতা তনোঃ ॥ বালেতি গীয়তে নারী যাবদ্বর্ষাণি ষোড়শ। ততস্তু তরুণী জ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্বৎসরাবধি ॥ তদূর্দ্ধমধিরূঢ়া স্যাৎ পঞ্চাশদ্বৎসরাবধি। বৃদ্ধা তৎপরতো জ্ঞেয়া সুরতোৎসববর্জ্জিতা * ॥ ২৫৯—২৬৪ ॥ নিদাঘশরদোর্বালা হিতা বিষয়িণী মতা। তরুণী শীতসময়ে প্রৌঢ়া বর্ষাবসন্তয়োঃ ॥ নিত্যং বালা সেব্যমানা নিত্যং বর্দ্ধয়তে বলম্। তরুণী হ্রাসয়েৎ শক্তিং প্রৌঢ়োস্তাবয়তে জরাম্ ॥ সদ্যোমাংসং নবঞ্চান্নং বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্। ঘৃতমুষ্ণোদকে স্নানং সদ্যঃপ্রাণকরাণি ষট্ ॥ পূতিমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি। প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃপ্রাণহরাণি ষট্ * ॥ ২৬৫—২৬৮ ॥ বৃদ্ধোঽপি তরুণীং গত্বা তরুণত্বমবাপ্নুয়াৎ। বয়োঽধিকাং স্ত্রিয়ং গত্বা তরুণঃ স্থবিরায়তে ॥ আয়ুষ্মন্তো মন্দজরা বপুর্ব্বর্ণবলান্বিতাঃ। স্থিরোপচিতমাংসাশ্চ ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতাঃ ॥ সেবেত কামতঃ কামং বলাদ্বাজীকৃতো হিমে। প্রকামন্তু নিষেবেত মৈথুনং শিশি-রাগমে ॥ ত্র্যহাদ্বসন্তশরদোঃ পক্ষাদ্ বৃষ্টিনিদাঘয়োঃ ॥ সুশ্রুতস্তু—ত্রিভিস্ত্রিভিরহোভির্হি সমেয়াৎ প্রমদাং নরঃ। সর্ব্বেষ্বৃতুষু ঘর্ম্মে তু পক্ষাৎ পক্ষাদ্ব্রজেদ্বুধঃ * ॥২৬৯—২৭২॥ শীতে রাত্রৌ দিবা গ্রীষ্মে বসন্তে তু দিবানিশি। বর্ষাসু বারিদধ্বানে শরৎসু সরসঃ স্মরঃ ॥ উপেয়াৎ পুরুষো নারীং সন্ধ্যয়োর্নচ পর্ব্বসু। গোসর্গে চার্দ্ধরাত্রে চ তথা মধ্যন্দিনেঽপি চ ॥ বিহারং

গজঘোটকাদি ॥২৩৪॥ প্রতিভূঃ জামিনঃ স্বাগং কপটরূপং ॥ ২৫২ ॥ অধিরূঢ়া প্রৌঢ়া ॥২৬৩॥ প্রাণশব্দো-ঽত্র বলবাচকঃ। বালার্কঃ কন্যার্কঃ ॥ ২৬৮ ॥ সমেয়াৎ সঙ্গচ্ছেৎ। ঘর্ম্মে গ্রীষ্মে ॥ ২৭২ ॥ যোষী মৈথুন-

---

(ক) স্বগবিতি পাঠান্তরং (স্বগং কপটরূপং)।

ভার্য্যয়া কুর্য্যাদ্দেশেঽতিশয়সংবৃতে। রম্যে শ্রব্যাঙ্গনাগানে সুগন্ধে সুখমারুতে ॥ দেশে গুরুজনাসন্নে বিবৃতেঽতিত্রপাকরে। শ্রূয়মাণে ব্যথাহেতুবচনে ন রমেত না ॥ স্নাতশ্চন্দনলিপ্তাঙ্গঃ সুগন্ধঃ সুমনোঽন্বিতঃ। ভুক্তবৃষ্যঃ সুবসনঃ সুবেশঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ তাম্বূলবদনঃ পত্ন্যামনুরক্তোঽধিকস্মরঃ। পুত্রার্থী পুরুষো নারীমুপেয়াৎ শয়নে শুভে ॥ অত্যাশিতোঽধৃতিঃ ক্ষুদ্বান্ সব্যথাঙ্গঃ পিপাসিতঃ। বালো বৃদ্ধোঽন্যবেগার্ত্তস্ত্যজেদ্রোগী চ মৈথুনম্ * ॥ ২৭৩—২৭৯ ॥ ভার্য্যাং রূপগুণোপেতাং তুল্যশীলাং কুলোদ্ভবাম্। অতিকামোঽভিকামাস্তু হৃষ্টো হৃষ্টামলঙ্কৃতাম্ ॥ সেবেত প্রমদাং যুক্ত্যা বাজীকরণবৃংহিতঃ। রজস্বলামকামাং চ মলিনামপ্রিয়াস্তথা ॥ বর্ণবৃদ্ধাং বয়োবৃদ্ধাং তথা ব্যাধিপ্রপীড়িতাম্। হীনাঙ্গীং গর্ভিণীং দ্বেষ্যাং যোনিরোগ সমন্বিতাম্ ॥ সগোত্রাং গুরুপত্নীঞ্চ তথা প্রব্রজিতামপি। নাভিগচ্ছেৎ পুমান্ নারীং ভূরিবৈগুণ্যশঙ্কয়া ॥ রজস্বলাং গতবতো নরস্যাসংযতাত্মনঃ। দৃষ্ট্যায়ুস্তেজসাং হানিরধর্ম্মশ্চ ততো ভবেৎ ॥ লিঙ্গিনীং গুরুপত্নীঞ্চ সগোত্রামথ পর্ব্বসু। বৃদ্ধাঞ্চ সন্ধ্যয়োশ্চাপি গচ্ছতো জীবনক্ষয়ঃ * ॥ ২৮০—২৮৪ ॥ গর্ভিণ্যাং গর্ভপীড়া স্যাদ্ ব্যাধিতায়াং বলক্ষয়ঃ। হীনাঙ্গীং মলিনাং দ্বেষ্যাং ক্ষামাং বন্ধ্যামসংবৃতে ॥ দেশেঽভিগচ্ছতো রেতঃ ক্ষীণং ম্লানং মনো ভবেৎ * ॥ ২৮৫ ॥ ক্ষুধিতঃ ক্ষুব্ধচিত্তশ্চ মধ্যাহ্নে তৃষিতোঽবলঃ। স্থিতস্য হানিং শুক্রস্য বায়োঃ কোপঞ্চ বিন্দতি ॥ ব্যাধিতস্য রুজা প্লীহা মূর্চ্ছা মৃত্যুশ্চ জায়তে। প্রত্যূষে চার্দ্ধরাত্রে চ বাতপিত্তে প্রকুপ্যতঃ ॥ তির্য্যগ্‌যোনাবযোনৌ বা দুষ্টযোনৌ তথৈব চ। উপদংশস্তথা বায়োঃ কোপঃ শুক্রসুখক্ষয়ঃ ॥ উচ্চারিতে মূত্রিতে চ রেতসশ্চ বিধারণে। উত্তানে চ ভবেচ্ছীঘ্রং শুক্রাশ্মর্য্যাস্তু সম্ভবঃ ॥ সর্ব্বমেতৎ ত্যজেৎ তস্মাদ্ যতো লোকদ্বয়াঽহিতম্। শুক্রং তূপস্থিতং মোহান্ন সন্ধার্য্যং কদাচন ॥ স্নানং সশর্করং ক্ষীরং ভক্ষ্যমৈক্ষবসংস্কৃতম্। বাতো মাংসরসঃ স্বপ্নো সুরতান্তে হিতা অমী ॥ শূলকাসজ্বরশ্বাস-কার্শ্যপাণ্ড্বাময়ক্ষয়াঃ। অতিব্যবায়াজ্জায়ন্তে রোগাশ্চাক্ষেপকাদয়ঃ ॥ রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষং কফদোষবিষাপহৃৎ। নিদ্রা তু সেবিতা কালে ধাতুসাম্যমতন্দ্রিতাম্ ॥ পুষ্টিং বর্ণং বলোৎসাহং বহ্নিদীপ্তিং করোতি হি ॥ যো লেঢ়ি শয়নসময়ে মধুমিশ্রং বীজপূরদলচূর্ণম্। স তু লজ্জাকরবাতপ্রসরনিরোধাৎ সুখং স্বপিতি ॥ সবিতুঃ সমুদয়কালে প্রসৃতীঃ সলিলস্য পিবেদষ্টৌ। রোগজরাপরিমুক্তো জীবেদ্বৎসরশতং সাগ্রম্ * ॥ ২৮৬—২৯৫ ॥ অর্শঃশোথগ্রহণ্যো জ্বরজঠরজরাকুষ্ঠমেদোবিকারাঃ, মূত্রাঘাতাস্রপিত্তশ্রবণগলশিরঃশ্রোণিশূলাক্ষিরোগাঃ। যে চান্যে বাতপিত্তক্ষতজকফকৃতা ব্যাধয়ঃ সন্তি জন্তো—স্তাংস্তানভ্যাসযোগাদপহরতি পয়ঃ

সম্বর্জ্জনীয়রোগযুক্তঃ ॥ ২৭৯ ॥ লিঙ্গিনীং প্রব্রজিতাম্ ॥ ২৮৪ ॥ গর্ভিণীং গর্ভবাসদিবসাদ্ দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভস্থিতেরনিশ্চয়ে যথোক্তনক্ষত্রাদিলাভাভাবে বা তৃতীয়ে মাসি পুংসবনে কৃতে নাভিগচ্ছেৎ। যতঃ পুংসবনানন্তরমাহ ব্যাসঃ। ততস্ত্যজেন্নদীতীরং দেবখাতোদকং তথা। ভর্ত্তুঃ শয্যাং মৃতাপত্যাং তথৈবামিষভোজনম্ ॥ অন্যচ্চ। আমিষস্যাশনং যত্নাৎ প্রমদা পরিবর্জ্জয়েৎ। দেবারামনদীযানং প্রয়োগং পুরুষস্য চেতি ॥২৮৫॥ অস্য জলপানস্যোপক্রমকালো রাত্রেশ্চতুর্থপ্রহরে প্রবেশঃ ॥ তথাচ ভোজঃ "পিবিতি পর্যুষিতং জলমন্বহং তিমিরিণীচরমে প্রহরে যদি ইতি। এতজ্জলপানকালমর্য্যাদা সূর্য্যোদয়াতিসন্নিহিতপ্রাক্কালঃ।

পীতমন্তে নিশায়াঃ ॥ বিগতঘননিশীথে প্রাতরুত্থায় নিত্যম্, পিবতি খলু নরো যো ঘ্রাণরন্ধ্রেণ বারি। স ভবতি মতিপূর্ণশ্চক্ষুষা তার্ক্ষ্যতুল্যো,বলিপলিতবিহীনঃ সর্ব্বরোগৈর্বিমুক্তঃ * ॥ ২৯৬ । ২৯৭ ॥ পাতব্যং নাসয়া নীরং প্রসৃতিত্রয়মাত্রয়া। ব্যঙ্গং বলীপলিতঘ্নং পীনসবৈস্বর্য্য-কাসশোথহরম্ ॥ রজনীক্ষয়েঽম্বু নস্তং রসায়নং দৃষ্টিসঞ্জননম্ ॥ স্নেহে পীতে ক্ষতে শুদ্ধাবাধ্মানে স্তিমিতোদরে। হিক্কায়াং কফবাতোত্থে ব্যাধৌ তদ্বারি বারয়েৎ * ॥২৯৮ । ২৯৯ ॥

অথ ঋতুচর্য্যা—চয়কোপসমা যস্মিন্ দোষাণাং সম্ভবন্তি হি। ঋতুষট্কং তদাখ্যাতং রবে রাশিষু সংক্রমাৎ ॥ গ্রীষ্মো মেষবৃষৌ প্রোক্তঃ প্রাবৃণ্মিথুনকর্কটৌ। সিংহকন্যে স্মৃতা বর্ষা তুলাবৃশ্চিকয়োঃ শরৎ। ধনুর্গ্রাহৌ চ হেমন্তো বসন্তঃ কুম্ভমীনয়োঃ * ॥ ৩০০ । ৩০১ ॥ অন্যেতু—শিশিরঃ পুষ্পসময়ো গ্রীষ্মো বর্ষাশরদ্ধিমাঃ। মাঘাদিমাসযুগ্মৈঃ স্যুঃর্ঋতবঃ ষট্-ক্রমাদমী ॥ গঙ্গায়া দক্ষিণে দেশে বৃষ্টের্বহুলভাবতঃ। উভৌ মুনিভিরাখ্যাতৌ প্রাবৃট্-বর্ষাভিধাবৃতূ ॥ তস্যাএবোত্তরে দেশে হিমপ্রচুরভাবতঃ। এতাবৃতৌ সমাখ্যাতৌ হেমন্ত-শিশিরাবৃতূ ॥ উত্তরায়ণমাদ্যৈস্তৈঃ পরৈঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্। আদ্যমুষ্ণং বলহরং ততোঽন্যদ্ বলদং হিমম্ ॥ হেমন্তঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুর্জঠরবহ্নিকৃৎ। শিশিরঃ শীতলোঽতীব রুক্ষো বাতাগ্নিবর্দ্ধনঃ * ॥ ৩০২ । ৩০৬ ॥ বসন্তো মধুরঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মবৃদ্ধিকরশ্চ সঃ। গ্রীষ্মো রুক্ষোঽতিকটুকঃ পিত্তকৃৎ কফনাশনঃ ॥ বর্ষাঃ শীতা বিদাহিন্যো বহ্নিমান্দ্যানিলপ্রদাঃ। শরত্তূষ্ণা পিত্তকর্ত্রী নৃণাং মধ্যবলাবহা ॥ চয়প্রকোপোপশমা বায়োর্গ্রীষ্মাদিষু ত্রিষু। বর্ষাদিষু চ পিত্তস্য শ্লেষ্মণঃ শিশিরাদিষু ॥ চীয়তে লঘুরুক্ষাভিরোষধীভিঃ সমীরণঃ। তদ্বিধস্তদ্বিধে দেহে কালস্যৌষ্ণ্যান্ন কুপ্যতি * ॥ ৩০৭ । ৩১০ ॥ অম্ভিরম্লবিপাকাভিরৌষধীভিশ্চ তাদৃশম্। পিত্তং যাতি চয়ং কোপং নতু কালস্য শৈত্যতঃ * ॥ ৩১১ ॥ চীয়তে স্নিগ্ধশীতাভিরুদকৌষধিভিঃ কফঃ। তুল্যে চ কালে দেহে চ স্কন্নত্বান্ন প্রকুপ্যতি * ॥ ৩১২ ॥ হিমে যাতি শমং পিত্তং বায়ুঃ শ্লেষ্মা চ চীয়তে। স বায়ুঃ শিশিরে কোপং যাত্যেবোপহতঃ কফঃ ॥ হেমন্তে সঞ্চিতঃ শ্লেষ্মা শিশিরে ত্বতিচীয়তে। শীতস্নিগ্ধগুরুদ্রব্যৈঃ শৈত্যাৎ স্কন্নো ন কুপ্যতি * ॥ ৩১৩ । ৩১৪ ॥ ইতি কালস্বভাবোঽয়মাহারাদিবশাৎ পুনঃ। চয়াদীন্ যান্তি সদ্যোঽপি দোষাঃ কালে বিশেষতঃ * ॥ চয়কোপশমান্ দোষা বিহারাহারসেবনৈঃ। সমানৈর্যান্ত্য-কালেঽপি বিপরীতৈর্বিপর্য্যয়ম্ * ॥ ৩১৫ । ৩১৬ ॥

তথাচ তন্ত্রান্তরে—অম্ভসঃ প্রসৃতীরষ্টৌ রবাবনুদিতে পিবেৎ। বাতপিত্তকফান্ জিত্বা জীবেদ্বর্ষশতং সুধীতি সলিলস্যাত্র পর্য্যুষিতস্য গ্রহণং ভোজবচনানুরোধাৎ ॥ ২৯৫ ॥ নিশীথেঽত্র নিশান্ধকারে ॥ ২৯৭ ॥ তদ্বারি নাসাপেয়ম্ ॥২৯৯॥ মেষবৃষৌ রবিণা সংক্রান্তৌ। এবং মিথুনকর্কটাবিত্যাদি ॥৩০১॥ হেমন্তঃস্বাদুঃ প্রায়েণ দ্রব্যেষু স্বাদুরসজনকঃ। এবমন্যত্রাপি বোধ্যম্ ॥৩০৬॥ তদ্বিধঃ রুক্ষো লঘুশ্চ তদ্বিধে রুক্ষে লঘৌ চ ॥ ৩১০ ॥ তাদৃশম্ অম্লবিপাকম্ ॥ ৩১১॥ তুল্যেঽপি কালে স্নিগ্ধে শীতলে চ। স্কন্নত্বাৎ দেহে গুরুত্বাৎ ॥ ৩১২ ॥ স্কন্নঃ কঠিনীভূতঃ ॥৩১৪॥ চয়াদীন্ চয়কোপশমান্। পূর্ব্বাহ্ণে বসন্তস্য লিঙ্গং, মধ্যাহ্ণে গ্রীষ্মস্য,অপ-রাহ্ণে প্রাবৃষঃ, প্রদোষে বার্ষিকম্, শারদমর্দ্ধরাত্রে, প্রত্যূষসি হৈমন্তমুপলক্ষয়েৎ। এবমহোরাত্রমপি বর্ষমিব শীতোষ্ণবর্ষাদিলক্ষণং দোষোপচয়প্রকোপোপশমৈর্জানীয়াদিতি সুশ্রুতঃ ॥ ৩১৫ ॥ সমানৈঃ তুল্যৈঃ চয়াদিযোগ্যৈরিতি যাবৎ। বিপর্য্যয়ং কালেঽপি বৈপরীত্যং বোধ্যম্ ॥ ৩১৬॥ মিষ্টাদয়স্তঃ মধুরাম্ল-

চয়লক্ষণমাহ সুশ্রুতঃ—স্বস্থানস্থস্য দোষস্য বৃদ্ধিঃ স্যাৎ স্তব্ধকোষ্ঠতা। পীতাবভাসতা বহ্নিমন্দতা চাঙ্গগৌরবম্॥ আলস্যং চয়হেতৌ তু দ্বেষশ্চ চয়লক্ষণম্। সঞ্চয়োপহৃতা দোষা লভন্তে নোত্তরাং গতিম্। তে তূত্তরাসু গতিষু ভবন্তি বলবত্তরাঃ॥ বর্ষাসু প্রবলো বায়ুস্তস্মাদম্লমিষ্টাদয়স্ত্রয়ঃ। রসাঃ সেব্যা বিশেষেণ পবনস্যোপশান্তয়ে *॥ ৩১৭। ৩১৯॥ ভবেদ্বর্ষাসু বপুষঃ ক্লিন্নত্বং যদ্বিশেষতঃ। তৎক্লেদশান্তয়ে সেব্যা অপি কট্বাদয়স্ত্রয়ঃ * ॥ ৩২০॥ স্বেদনং মর্দ্দনং সেব্যং দধ্যুষ্ণং জাঙ্গলামিষম্। গোধূমাঃ শালয়ো মাষা জলং কৌপং জলং চ্যুতম্॥ ন ভজেৎ পূর্ব্বপবনং বৃষ্টিং ঘর্ম্মং হিমং শ্রমম্। নদীতীরং দিবাস্বপ্নং রুক্ষং নিত্যঞ্চ মৈথুনম্ ॥ ৩২১। ৩২২॥ সর্পিঃ স্বাদুকষায়তিক্তকরসা যচ্ছীতলং যল্লঘু, ক্ষীরং স্বচ্ছসিতৈক্ষবঃ পটুরসঃ স্বল্পং পলং জাঙ্গলম্। গোধূমা যবমুদ্গশালিসহিতা নাদেয়মংশূদকম্, চন্দ্রশ্চন্দনমিন্দুরাদিরজনী মাল্যং পটো নির্ম্মলঃ * ॥ ৩২৩॥ বিশ্রামঃ সুহৃদাং গণেষু মধুরা বাচঃ সরঃক্রীড়নম্, পিত্তানাঞ্চ বিরেচনং বলবতো যুক্তং শিরামোক্ষণম্। এতান্যত্র ঘনাবসানসময়ে পথ্যানি মুঞ্চেদ্দধি—ব্যায়ামাম্লকটূষ্ণতীক্ষ্ণদিবসস্বপ্নং হিমঞ্চাতপম্॥ ৩২৪॥ ইক্ষবঃ শালয়ো মুদ্গাঃ সরোহংস্তঃ ক্বথিতং পয়ঃ। শরদ্যেতানি পথ্যানি প্রদোষে চেন্দ্ররশ্ময়ঃ ॥ ৩২৫॥ প্রাতর্ভোজনমম্লমিষ্টলবণানভ্যঙ্গঘর্ম্মশ্রমান্ গোধূমৈক্ষবশালিমাষপিশিতং পিষ্টং নবান্নং তিলান্। কস্তূরীং বরকুঙ্কুমাগুরুযুতামুষ্ণাম্বু শৌচে তথা, (ক) স্নিগ্ধং স্ত্রীষু সুখং গুরূষ্ণ বসনং সেবেত হেমন্তকে॥ ৩২৬॥ শিশিরে শীতমধিকং রৌক্ষ্যঞ্চাদানকালজম্। বিশেষত স্তুতস্তত্র হেমন্তস্য মতো বিধিঃ॥ ৩২৭॥ বাস্তিং নস্যমথাভয়াঞ্চ মধুনা ব্যায়ামমুদ্বর্ত্তনম, সংসেবেত মধৌ কফঘ্নকবলং শূল্যং পলং জাঙ্গলম্। গোধূমান্ বহুশালিভেদসহিতামুদ্গান্ যবান্ ষষ্টিকান্ * লেপশ্চন্দনকুঙ্কুমাগুরুকৃতং রুক্ষং কটূষ্ণং লঘু॥ মিষ্টমম্লং দধি স্নিগ্ধং দিবাস্বপ্নঞ্চ দুর্জ্জরম্। অবশ্যায়মপি প্রাজ্ঞো বসন্তে পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩২৮। ৩২৯॥ স্বাদুস্নিগ্ধহিমং লঘু দ্রবময়ং দ্রব্যং রসালাং সিতাম্, শক্তুক্ষীরমজাঙ্গলানি সিতয়া শালিং রসং মাংসজম্। শীতাংশুং শয়নং দিবা মলয়জং শীতম্পয়ঃ পানকম্, সেবেতোষ্ণদিনে ত্যজেত্তু, কটুকক্ষারাম্লঘর্ম্মশ্রমান্॥ ৩৩০॥ ঋতুষ্বেষু য এতৈস্তু বিধিভির্বর্ত্ততে নরঃ। দোষানৃতুকৃতান্নৈব লভতে স কদাচন॥ ৩৩১॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে
দিনচর্য্যার্তুচর্য্যাপ্রকরণং চতুর্থম্।

লবণাঃ॥ ৩১৯॥ কট্বাদয়স্ত্রয়ঃ কটুতিক্তকষায়াঃ॥ ৩২২॥ চন্দ্রঃ কর্পূরঃ। অংশূদকলক্ষণমাহ। দিবসেঽর্ককরৈর্জুষ্টং নিশি শীতকরাংশুভিঃ। জ্ঞেয়মংশূদকং নাম স্নিগ্ধং দোষত্রয়াপহম্॥ অত্র সমগ্রদিবসপ্রাপ্ত্যর্থং দিবাপদমেবং নিশাপদঞ্চ॥ ৩২৩॥

(ক) শৌচেঽনলমিতি বা পাঠঃ।

অথ মিশ্রবর্গঃ।

অথ ব্যাধের্লক্ষণম্, বাগ্ভটঃ—রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা। রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে ॥ ১ ॥ তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ। মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেঽপি কায়িকাঃ * ॥ ২ ॥ কর্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তি চাপরে। কর্ম্মদোষোদ্ভবশ্চান্যে ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ * ॥ ৩ ॥ কর্ম্মক্ষয়াৎ কর্ম্মকৃতা দোষজাঃ স্বস্বভেষজৈঃ। কর্ম্মদোষোদ্ভবা যান্তি কর্ম্মদোষক্ষয়াৎ ক্ষয়ম্ * ॥ ৪ ॥ সাধ্যা যাপ্যা অসাধ্যাশ্চ ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ। সুখসাধ্যঃ কষ্টসাধ্যো দ্বিবিধঃ সাধ্য উচ্যতে ॥ ৫ ॥

যাপ্যলক্ষণম্—যাপনীয়স্তু তং বিদ্যাৎ ক্রিয়া ধারয়তে হি যম্। ক্রিয়ায়াস্তু নিবৃত্তায়াং সদ্যো যশ্চ বিনশ্যতি ॥ প্রাপ্তা ক্রিয়া ধারয়তি সুখিনং যাপ্যমাতুরম্। প্রপতিষ্যদিবাগারং স্তম্ভো যত্নেন যোজিতঃ ॥ সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যশ্চাসাধ্যতাস্তথা। ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতাম্ * ॥ ৬—৮ ॥

উপদ্রবস্য লক্ষণম্—রোগারম্ভকদোষস্য প্রকোপাদুপজায়তে। যোঽন্যো বিকারঃ স বুধৈরুপদ্রব ইহোদিতঃ ॥ ৯ ॥

অরিষ্টস্য লক্ষণম্—রোগিণো মরণং যস্মাদবশ্যম্ভাবি লক্ষ্যতে। তল্লক্ষণমরিষ্টং স্যাদ্রিষ্টঞ্চাপি তদুচ্যতে ॥ ১০ ॥

তত্র স্বাভাবিকাঃ শরীরস্বভাবাদেব জাতাঃ; ক্ষুৎপিপাসাসুষুপ্সাজরামৃত্যুপ্রভৃতয়ঃ। অথবা স্বস্য ভাবাদুৎপত্তের্জাতাঃ স্বাভাবিকাঃ, সহজা ইতি যাবৎ; তেচ জন্মান্ধত্বাদয়ঃ। আগন্তবোঽভিঘাতাদিজনিতাঃ *(অথবা জন্মোত্তরভাবিনঃ ইত্যধিকপাঠঃ।) মানসাঃ কামক্রোধলোভমোহভয়াভিমানদৈন্যপৈশুন্যশোকবিষাদের্ষাসূয়ামাৎসর্য্যপ্রভৃতয়ঃ। অথবা উন্মাদাপস্মারমূর্চ্ছাভ্রমমোহতমঃসংন্যাসপ্রভৃতয়ঃ। কায়িকাঃ পাণ্ডুরোগপ্রভৃতয়ঃ ॥২॥ অত্র কর্ম্মজাঃ ব্যাধয়ঃ। যৎপ্রাক্তনং দুষ্কর্ম্ম প্রবলং কেবলং ভোগনাশ্যম্ প্রায়শ্চিত্তনাশ্যং বা ততো জাতাঃ, নতু দুষ্টবাতাদিদোষেণ জনিতাঃ। তথা। যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতো যথা ব্যাধিশ্চিকিৎসিতঃ। ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ঃ কর্ম্মজো বুধৈঃ॥ দোষজাঃ মিথ্যাহারবিহারপ্রকুপিতবাতপিত্তকফজাঃ। নন্ মিথ্যাহারবিহারিণামপি প্রাক্তনসুকৃতেন নৈরুজ্যং দৃশ্যত এব। ততো দোষজেষ্বপি প্রাক্তনং দুষ্কর্ম্মৈব কারণম্, তৎ কথং দোষজা ইতি? উচ্যতে, দোষজেষ্বপি বস্তুতঃ আদিকারণং দুষ্কর্ম্ম বর্ত্তত এব। কিন্তু তত্র মিথ্যাহারবিহারদূষিতা দোষা হেতবো দৃশ্যন্ত ইতি দোষজা ইত্যুচ্যন্ত ইতি সমাধিঃ ॥ কর্ম্মদোষোদ্ভবাঃ স্বল্পদোষা গরীয়াংসস্তে জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মদোষজাঃ। অত্র কারণং দুষ্কর্ম্ম প্রবলং। যতো দোষাল্পত্বেঽপি ব্যাধের্গরীয়স্ত্বং তৎ কর্ম্মক্ষয়াদেব ক্ষীণং ভবতি। দোষাঃ স্বল্পা অপি নিদানত্বেনোক্তা দৃশ্যন্ত এবেতি দোষাণাং কারণতা মন্যত ইতি কর্ম্মদোষজাঃ ॥ ৩ ॥ দোষজাঃ স্বস্বভেষজৈরিতি। দোষজেষ্বাদিকারণং দুষ্কর্ম্ম, তদ্ভেষজার্থং দ্রব্যক্ষয়াদিজনিত দুঃখভোগেন কটুতিক্তকষায়াত্যন্তভক্ষণাদিজনিতদুঃখভোগেন চ ক্ষয়ং যাতি। শেষা দুষ্টা হেতবো দোষাস্তে স্বস্বভেষজৈঃ ক্ষয়ং যান্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ অক্রিয়াবতাং চিকিৎসারহিতানাম্ ॥ ৮ ॥ ক্রিয়াত্র কর্ম্ম। ব্যাধির্হন্তব্যোঽনয়েতি

অথ চিকিৎসায়া লক্ষণমাহ—যা ক্রিয়া ব্যাধিহরণী সা চিকিৎসা নিগদ্যতে। দোষধাতুমলানাং যা সাম্যকৃৎ সৈব রোগহৃৎ * ॥ ১১ ॥ তথা চ। যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ। সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং মতম্ ॥ ১২ ॥ যাহ্যুদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ। সা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ * ॥ ১৩ ॥

চিকিৎসাবিধ্যুপদেশঃ—জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যঃ স্যান্নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ। বহ্নি-শত্রুবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ ॥ ১৪ ॥ রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তর-মৌষধম্। ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ * ॥ ১৫ ॥

রোগাজ্ঞানেন চিকিৎসাকরণে দোষঃ—যস্তু রোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্। অপ্যৌষধবিধানজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া * ॥ ১৬ ॥ অন্যচ্চ। ভেষজং কেবলং কর্ত্তুং যো জানাতি ন চাময়ম্। বৈদ্যকর্ম্ম স চেৎ কুর্য্যাদ্ বধমর্হতি রাজতঃ ॥ ১৭ ॥

রোগজ্ঞানে ভেষজাজ্ঞানে দোষঃ—যস্তু কেবলরোগজ্ঞো ভেষজেষ্ববিচক্ষণঃ। তং বৈদ্যং প্রাপ্য রোগী স্যাদ্যথা নৌর্নাবিকং বিনা * ॥ ১৮ ॥ অন্যচ্চ। যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ ক্রিয়াস্বকুশলো ভিষক্। স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য যথা ভীরুরিবাহবম্ (ক) * ॥ ১৯ ॥

রোগৌষধয়োর্জ্ঞানে গুণঃ—যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বভৈষজ্যকোবিদঃ। দেশ-কালবিভাগজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ আদাবন্তে রুজাং জ্ঞানে প্রযতেত চিকিৎসকঃ। ভেষজানাং বিধানেন ততঃ কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্ * ॥ ২১ ॥ বিকারনামাকুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন। ন হি সর্ব্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ * ॥ ২২ ॥ নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাত্তস্মাচ্চিকিৎসকঃ। অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ ॥ ২৩ ॥ যে ন কুর্ব্বন্ত্যসাধ্যানাং চিকিৎসাং তে ভিষগ্বরাঃ। অতো বৈদ্যৈঃ শ্রমঃ কার্য্যঃ সাধ্যাসাধ্য-পরীক্ষণে ॥ ২৪ ॥

রোগজ্ঞানোপায়া অগ্রে বক্ষ্যন্তে—শীতে শীতপ্রতীকারমুষ্ণে তুষ্ণনিবারণম্। কৃত্বা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং ক্রিয়াকালং ন হাপয়েৎ ॥২৫॥ অপ্রাপ্তে বা ক্রিয়া কালে প্রাপ্তে বা ন ক্রিয়া কৃতা। ক্রিয়াহীনাঽতিরিক্তা চ সাধ্যেষ্বপি ন সিধ্যতি * ॥ ২৬ ॥ বিকারেঽন্যে

ব্যাধিহরণী। করণাধিকরণয়োশ্চেতি সূত্রেণ করণার্থে ল্যুট ॥ ১১ ॥ ক্রিয়াত্র চিকিৎসা তথা চামরসিংহঃ। আরম্ভো নিষ্কৃতিঃ শিক্ষা পূজনং সম্প্রধারণম্। উপায়ঃ কর্ম্ম চেষ্টা চ চিকিৎসা চ নব ক্রিয়া" ইতি ॥১৩॥ অয়মর্থঃ। ভিষক্ আদৌ রোগং পরীক্ষেত বিচারয়েৎ। ততঃ পশ্চাদ্রোগৌষধবিচারানন্তরং জ্ঞানপূর্ব্বং সাবধানো ন ত্ববজ্ঞায় কর্ম্ম চিকিৎসামৌষধদানাদিরূপাং সমাচরেদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ স্বৈরিতয়া সিদ্ধির্ভবতি নাপি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ নাবিকং কর্ণধারং বিনা যথা নৌঃ সঙ্কটে পততি তথা রোগীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ চিকিৎসিতমিত্যত্র ভাবে ক্তঃ ॥২১॥ ন জিহ্রীয়াৎ ন লজ্জেৎ। ধ্রুবা নিয়তা ॥২২॥ অয়মর্থঃ। কালে চিকিৎ-সাঽবসরে অপ্রাপ্তে অনাগতে যা ক্রিয়া চিকিৎসা—যথা জ্বরে জীর্ণতামপ্রাপ্তে তরুণএব কষায়দানক্রিয়া ন সিধ্যতি। যা চ ক্রিয়া চিকিৎসাবসরে প্রাপ্তে ন কৃতা অর্থাৎ পশ্চাৎ কৃতা। যথাদাহে কথঞ্চিৎ শান্তে পশ্চাচ্ছীতলানুলেপনাদি ক্রিয়া। তথা হীনাতিরিক্তা চ ক্রিয়া সাধ্যেষ্বপি ন সিধ্যতি ॥ ২৬॥ অতিরিক্তা

(ক) বীরং ভীরুরিবাহবে ইতি পাঠান্তরম্।

মহৎকর্ম্ম ক্রিয়া লঘ্বী গরীয়সি। দ্বয়মেতদকৌশল্যং কৌশল্যং যুক্তকর্ম্মতা *॥২৭॥ ক্রিয়ায়াস্তু গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং প্রযোজয়েৎ। পূর্ব্বস্যাং শান্তবেগায়াং ন ক্রিয়াসঙ্করো হিতঃ ॥ ২৮ ॥ যত আহ—ক্রিয়াভিস্তুল্যরূপাভির্ন ক্রিয়াসঙ্করো হিতঃ। তাভিস্তু ভিন্নরূপাভিঃ সাঙ্কর্য্যং নৈব দুষ্যতি * ॥ ২৯ ॥ নচৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টে শাস্ত্রে নিবিশতে বুধঃ। স্বয়মপ্যত্র ভিষজা তর্কনীয়ং চিকিৎসতা ॥ ৩০ ॥ যত আহ—উৎপদ্যতে চ সাবস্থা দোষকালবলং প্রতি। যস্যাং কার্য্যমকার্য্যং স্যাৎ কর্ম্ম কার্য্যং বিবর্জ্জিতম্ * ॥ ৩১ ॥

চিকিৎসায়াং ফলম্—ক্বচিদর্থঃ ক্বচিন্মৈত্রী ক্বচিদ্ধর্ম্মঃ ক্বচিদ্‌যশঃ। কর্ম্মাভ্যাসঃ ক্বচিচ্চেতি চিকিৎসা নাস্তি নিস্ফলা ॥ ৩২ ॥ আয়ুর্ব্বেদোদিতাং যুক্তিং কুর্ব্বাণাশ্চ হিতাশ্চ যে। পুণ্যায়ুর্ব্বৃদ্ধিসংযুক্তা নীরোগাশ্চ ভবন্তি তে॥ ৩৩ ॥ নৈব কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসা-পুণ্যবিক্রয়ম্। ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থন্তু বৃত্তয়ে ॥ ৩৪ ॥ চিকিৎসিতং শরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ। স যৎকরোতি সুকৃতং সর্ব্বং তদ্ভিষগশ্নুতে ॥ ৩৫ ॥ ন দেশো মনুজৈ-র্হীনো ন মনুষ্যা নিরাময়াঃ। ততঃ সর্ব্বত্র বৈদ্যানাং সুসিদ্ধা এব বৃত্তয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

চিকিৎসায়া অঙ্গানি—রোগী দূতো ভিষগ্‌দীর্ঘমায়ুর্দ্রব্যং সুসেবকঃ। সদোষধং চিকিৎসায়া ইত্যঙ্গানি বুধা জগুঃ ॥ ৩৭ ॥

তত্র রোগিণো লক্ষণম্—রোগো যস্যাস্তি রোগী স স চিকিৎস্যস্তু যাদৃশঃ। যাদৃশশ্চাচিকিৎস্যোঽপি বক্ষ্যমাণো নিশম্যতাম্ ॥ ৩৮ ॥

চিকিৎস্যঃ—নিজপ্রকৃতিবর্ণাভ্যাং যুক্তঃ সত্ত্বেন চক্ষুষা। চিকিৎস্যো ভিষজাং রোগী বৈদ্যভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ * ॥ ৩৯ ॥ অন্যচ্চ—আয়ুষ্মান্ সত্ত্ববান্ সাধ্যো দ্রব্যবান্ মিত্রবানপি। চিকিৎস্যো ভিষজাং রোগী বৈদ্যবাক্যকৃদাস্তিকঃ * ॥ ৪০ ॥

অচিকিৎস্যঃ—চণ্ডঃ সাহসিকো ভীরুঃ কৃতঘ্নো ব্যগ্র এব চ। শোকাকুলো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ * ॥ ৪১ ॥ বৈরী বৈদ্যবিদগ্ধশ্চ শ্রদ্ধাহীনশ্চ শঙ্কিতঃ। ভিষজামবিধেয়াঃ স্যুর্নোপক্রম্যা ভিষগ্বিধাঃ ॥ এতানুপাচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ * ॥ ৪২ ॥

অথ দূতস্য লক্ষণম্—যশ্চিকিৎসকমানেতুং যাতি দূতঃ স কথ্যতে। স চ যাদৃক্

হীনাঞ্চ ক্রিয়াং বর্জ্জয়ন্নাহ বিকারে ইতি ॥ ২৬।২৭ ॥ ভিন্নরূপাভিস্তু ক্রিয়াভিঃ সাঙ্কর্য্যমপি ন দোষায়েত্যাহ ক্রিয়াভিরিতি অতএবোক্তম্—লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা। অবলেহোঽঞ্জনঞ্চাপি প্রাক্ প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে ॥ জ্বরইতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥ বিবর্জ্জিতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ সত্ত্বং বাসনাভ্যুদয়ক্রিয়াদিষ্ববিহ্বলতাকরং; তেন যুক্তঃ। চক্ষুষা চক্ষুরুপলক্ষিতেনান্যেনাপীন্দ্রিয়েণ। চিকিৎস্যঃ রোগান্ মোচয়িতব্যঃ ॥ ৩৯ ॥ আয়ুর্ব্বেদোঽস্তীতি মতির্যস্য স আস্তিকঃ ॥ ৪০ ॥ চণ্ডঃ অত্যন্তক্রোধ-শীলঃ। সাহসিকঃ অবিচার্য্যকারী। ভীরুর্ভয়শীলঃ। কৃতঘ্নো বৈদ্যকৃতোপকারলোপকঃ। ব্যগ্রঃ ব্যাকুলঃ। বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ নিজেন্দ্রিয়শক্তিরহিতঃ ॥ ৪১ ॥ বৈরী ন চিকিৎস্যঃ কদাচিদ্রোগোদ্রেকে অপবাদভয়াৎ। বৈদ্যবিদগ্ধঃ বৈদ্যধূর্ত্তঃ। তথা চ সুশ্রুতঃ—স ন সিধ্যতি বৈদ্যস্য গৃহে যস্য ন পূজ্যতে। শঙ্কিতঃ বৈদ্যবিশ্বাসরহিতঃ। ভিষজামবিধেয়াঃ বৈদ্যবচনাবিধায়িনঃ। ভিষগ্বিধাঃ বৈদ্যতুল্যাঃ, এতে নোপক্রম্যাঃ ন চিকিৎস্যাঃ ॥ ৪২ ॥ সজাতয়ঃ রোগিসমানজাতয়ঃ। যস্যাং প্রাণমরুৎ বাতি সা

সমুচিতস্তাদৃগত্র নিগদ্যতে ॥ ৪৩ ॥ দূতাঃ সুজাতয়োঽব্যঙ্গাঃ পটবো নির্ম্মলাম্বরাঃ। সুখিনোঽশ্ববৃষারূঢ়াঃ শুভ্রপুষ্পফলৈর্যুতাঃ ॥৪৪ ॥ সজাতয়ঃ সুচেষ্টাশ্চ সজীবদিশি (ক) সঙ্গতাঃ। ভিষজং সময়ে প্রাপ্তা রোগিণঃ সুখহেতবে * ॥ ৪৫ ॥

অথ দূতযাত্রায়াং শকুনবিচারঃ—বৈদ্যাহ্বানায় দূতস্য গচ্ছতো রোগিণঃ কৃতে। ন শুভং সৌম্যশকুনং প্রদীপ্তন্তু সুখাবহম্ * ॥ ৪৬ ॥ রিক্তহস্তো ন পশ্যেত্তু রাজানং ভিষজং গুরুম্। দৈবজ্ঞং দেবতাং মিত্রং ফলেন ফলমাদিশেৎ * ॥ ৪৭ ॥

অথ বৈদ্যস্য লক্ষণম্—চিকিৎসাং কুরুতে যস্তু স চিকিৎসক উচ্যতে। সচ যাদৃক্ সমীচীনস্তাদৃশোঽপি নিগদ্যতে ॥ ৪৮ ॥ তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ংকৃতী। লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্জোপস্করভেষজঃ * ॥ ৪৯ ॥ প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী প্রিয়ংবদঃ। সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে ॥ ৫০ ॥

নিষিদ্ধো বৈদ্যঃ—কুচেলঃ কর্কশঃ স্তব্ধো গ্রামীণঃ স্বয়মাগতঃ। পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা যদি * ॥ ৫১ ॥

বৈদ্যস্য কর্ম্ম—ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ। এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ * ॥ ৫২ ॥

নাড়ী জীবসংজ্ঞিতা ॥ ৪৫ ॥ প্রদীপ্তম্ অগ্নিঃ ॥ ৪৬ ॥ দূতো রোগীচ রিক্তহস্তো বৈদ্যং ন পশ্যেদিত্যাহ রিক্তেতি ॥ ৪৭ ॥ দৃষ্টকর্ম্মা দৃষ্টা পরেণ কৃতা চিকিৎসা যেন সঃ। স্বয়ঙ্কৃতী স্বয়ং চিকিৎসাকুশলঃ। লঘুহস্তঃ সিদ্ধিমদ্ধস্তঃ ॥ ৪৯ ॥ কর্কশঃ অপ্রিয়বাদী, স্তব্ধঃ সাভিমানঃ। গ্রামীণঃ ব্যবহারাচতুরঃ ॥ ৫১ ॥ অস্যায়মর্থঃ। ব্যাধেঃ সম্যক্পরিচয়ো বেদনায়াঃ শান্তিকরণং চ বৈদ্যস্য কর্ম্ম। নতু বৈদ্য আয়ুষঃ প্রভুরিত্যর্থঃ। অপরে ত্বেবং ব্যাচক্ষতে—ব্যাধেস্তত্ত্বতঃ পরিচয়ো বেদনায়াঃ শান্তিকরণঞ্চ, এতদেব বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন, কিন্তু বৈদ্য আয়ুষঃ প্রভুঃ আগন্তুমৃত্যুশতহরণাৎ। তথাচ সুশ্রুতে ধন্বন্তরিঃ—একোত্তরং মৃত্যুশতমথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে। তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ ॥ অয়মর্থঃ, অথর্ব্বাণঃ অথর্ব্বতত্ত্বজ্ঞত্বেনাথর্ব্বতুল্যাঃ, মৃত্যুমেকোত্তরং শতং প্রচক্ষতে। তত্রৈকো মৃত্যুঃ কালসংযুক্তঃ। কাল আয়ুষোঽন্তে শরীরিণামবশ্যং সংহর্ত্তা। সর্ব্বৈরুপায়ৈর্নিবারয়িতুমশক্যঃ। স ব্রহ্মাদীনায়ুষোঽন্তে সংহরতি। যত আহ লিঙ্গপুরাণে কর্ত্তিকেয়ং প্রতি মহাদেবঃ। মমায়ুর্গ্রসতে কালঃ কুতঃ পুত্র রসায়নমিতি। তেন কালেন সংযুক্তঃ সংহারায় নিযুক্তঃ সোঽবশ্যম্ভাবী। শেষাঃ শতং মৃত্যবঃ আগন্তবঃ আগন্তুরূপহেতুজন্মানঃ কার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ। আগন্তবো হেতবো যথা। বিষভক্ষণমজীর্ণমত্যন্তভোজনঞ্চ (খ) দুর্দ্দেশজলপানম্, তথাঽতিবলবৈরিব্যাঘ্রবনমহিষমত্তমাতঙ্গাদিভির্যুদ্ধম্, দন্দশূকেন ক্রীড়নমত্যুচ্চবৃক্ষাগ্রারোহণম্, বাহুভ্যাম্ মহাতরঙ্গিণীতরণমেকাকিনো রাত্রৌ দুর্গে মার্গে গমনমিত্যাদি। আগন্তুহেতুজা মৃত্যবো দুর্নিমিত্তভাবিভাবনাবলবত্ত্বাদায়ুষি সত্যপি মারয়ন্তি। যথামল্লিকাতৈলবর্ত্তিবহ্নিষু বিদ্যমানেষু বাত্যা দীপং নাশয়তি। তথাচ। যথা সত্যপি তৈলাদৌ দীপং নির্ব্বাপয়েন্মরুৎ। এবমায়ুষ্যহীনেঽপি হিংসন্ত্যাগন্তুমৃত্যবঃ ॥ কিন্তু আগন্তুনিমিত্তানি নিবারয়িতুং চ শক্যন্তে। যত আহ সুশ্রুতে ধন্বন্তরিঃ। দোষাগন্তুনিমিত্তেভ্যো রসমন্ত্রবিশারদৌ। রক্ষেতাং নৃপতিং নিত্যং যত্নাদ্বৈদ্যপুরোহিতৌ ॥ বৈদ্যমন্ত্রিণৌ নৃপতিং নিত্যং যত্নাদ্রক্ষেতাম্, কুতঃ দোষাগন্তুনিমিত্তেভ্যঃ। দোষাঃ নিষিদ্ধাহারবিহারদূষিতা বাতপিত্তকফা রোগোৎপাদকাঃ। আগন্তবঃ নিষিদ্ধা বিহারা অতিবলবৈরিবিগ্রহাদয়ঃ, তে নিমিত্তানি যেষাং তেভ্যঃ শতমৃত্যুভ্যঃ। নমু বৈদ্যপুরোহিতৌ

(ক) দেশেতি পাঠান্তরং। (খ) অজীর্ণেঽত্যন্তমধিকভোজনঞ্চেতি পাঠান্তরম্।

অথায়ুর্ব্বিচারঃ—ভিষগাদৌ পরীক্ষেত রুগ্নস্যায়ুঃ প্রযত্নতঃ। তত আয়ুষি বিস্তীর্ণে চিকিৎসা সফলা ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥

তত্র দীর্ঘায়ুষো লক্ষণানি—সৌম্যা দৃষ্টির্ভবেদ্ যস্য শ্রোত্রং বক্ত্রং তথৈবচ। স্বাদুং গন্ধং বিজানাতি স সাধ্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ পাণিপাদৌ চ যস্যোষ্ণৌ দাহঃ স্বল্পতরো ভবেৎ। জিহ্বা তু কোমলা যস্য স রোগী ন বিনশ্যতি ॥৫৫॥ স্বেদহীনো জ্বরো যস্য শ্বাসো নাসিকয়া চরেৎ। কণ্ঠশ্চ কফহীনঃ স্যাৎ স রোগী জীবতি ধ্রুবম্ ॥ ৫৬ ॥ যস্য নিদ্রা সুখেন স্যাৎ শরীরং (ক) দ্যুতিমদ্ভবেৎ। ইন্দ্রিয়াণি প্রসন্নানি স রোগী নৈব নশ্যতি ॥ ৫৭ ॥

স্বল্পায়ুষো লক্ষণানি—শরীরশীলয়োর্যস্য প্রকৃতের্ব্বিকৃতির্ভবেৎ। তদরিষ্টং সমাসেন ব্যাসতশ্চ নিবোধ মে ॥৫৮॥ শৃণোতি বিবিধান্ শব্দান্ বিপরীতান্ শৃণোতি চ। যো ন শৃণোতি চাকস্মাত্তং বদন্তি গতায়ুষম্ ॥ ৫৯ ॥ যস্তূষ্ণমিব গৃহ্নাতি শীতমুষ্ণঞ্চ শীতবৎ। উষ্ণগাত্রোঽহতিমাত্রং যো ভৃশং শীতেন কম্পতে* ॥৬০॥ প্রহারং নৈব জানাতি যো গচ্ছেদন্যথাপি বা (খ)। পাংশুনেবাবকীর্ণানি যশ্চ গাত্রাণি মন্যতে ॥ ৬১ ॥ বর্ণান্যতা বা রাজ্যো বা যস্য গাত্রে ভবন্তি হি। স্নানানুলিপ্তং যঞ্চাপি ভজন্তে নীলমক্ষিকাঃ ॥ ৬২ ॥ বিপরীতেন গৃহ্নাতি রসান্ যশ্চোপযোজিতান্। যো বা রসান্ ন সংবেত্তি তং গতাসুং প্রচক্ষতে ॥ ৬৩ ॥ সুগন্ধং বেত্তি দুর্গন্ধং দুর্গন্ধঞ্চ সুগন্ধবৎ। গৃহ্নাতি যোঽন্যথা গন্ধং শান্তে দীপে নিরাময়ঃ ॥ ৬৪ ॥ রাত্রৌ সূর্য্যং জ্বলন্তং বা দিবা বা চন্দ্রবর্চ্চসম্। দিবা জ্যোতীংষি যশ্চাপি জ্বলিতানীব পশ্যতি * ॥ ৬৫ ॥ বিদ্যুদ্বতোঽসিতান্মেঘান্ গগনে নির্ঘনে ঘনান্। বিমানযানপ্রাসাদৈর্যশ্চ সঙ্কুলমম্বরম্ ॥ ৬৬ ॥ যশ্চানিলং মূর্ত্তিমন্তমন্তরিক্ষেঽবলোকতে। ধূমনীহারবাসোভিরাবৃতামিব মেদিনীম্ ॥৬৭॥ প্রদীপ্তমিব যো লোকং যো বা প্লুতমিবাম্ভসা। ভূমিমষ্টাপদাকারাং লেখাভির্যশ্চ পশ্যতি ॥ ৬৮ ॥ যো ন পশ্যতি ঋক্ষাণি যশ্চ দেবীমরুন্ধতীম্। ধ্রুবমাকাশগঙ্গাঞ্চ তং বদন্তি গতায়ুষম্ ॥৬৯॥ আদর্শেঽম্বুনি ঘর্ম্মে বা ছায়াং যশ্চ ন পশ্যতি। পশ্যত্যেকাঙ্গহীনাং বা বিকৃতাং বান্যসত্বজাম্ ॥ ৭০ ॥ শ্বকাককঙ্কগৃধ্রাণাং প্রেতানাং যক্ষরক্ষসাম্। আতুরো লভতে মৃত্যুং স্বস্থো ব্যাধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১ ॥ হ্রীশ্রিয়ৌ নশ্যতো যস্য তেজ ওজঃ স্মৃতিঃ প্রভাঃ। অকস্মাচ্চ ভজন্তে যং স গতাসুরসংশয়ম্ * ॥ ৭২ ॥ যস্যাধরৌষ্ঠঃ পতিতঃ ক্ষিপ্তশ্চোর্দ্ধং তথোত্তরঃ। উভৌ বা জাম্ববাভাসৌ দুর্লভং তস্য জীবিতম্ ॥৭৩॥ আরক্তা দশনা যস্য শ্যাবা

কথং শতং মৃত্যুং নিবারয়িতুং শক্তৌ ? তত্রাহ—যতস্তৌ রসমন্ত্রবিশারদৌ, প্রথমং বৈদ্যো দিনচর্য্যারাত্রিচর্য্যর্তুচর্য্যোক্তাহারবিহারাভ্যাং বাতপিত্তকফধাতুমলান্ সমানেব রক্ষতি। ততো রসজ্ঞত্বাদ্রসৈর্মৃত্যুঞ্জয়াদিভির্নিষিদ্ধাহারবিহারদূষিতদোষজনিতান বিকারান্ মৃত্যুহেতূনপহরতি। মন্ত্রী চ সদ্বুদ্ধিদানেন মৃত্যুহেতুভ্যো নিষিদ্ধবিহারেভ্যো নৃপতিং নিবারয়তি। তত আগন্তুমৃত্যবো নিবারয়িতুং শক্যাঃ, নত্ববশ্যম্ভাবিনঃ ॥ ২॥ তমপি গতায়ুষং বদন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৬০ ॥ দিবা বা চন্দ্রবর্চ্চসম্ সূর্য্যমিত্যন্বয়ঃ। জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি ॥ ৬৫ ॥ প্রভাত্র প্রতিভা ॥ ৭২ ॥ স্ফূর্জ্জতি শ্বাসবেগেনোচ্চৈঃ শব্দং করো-

---

(ক) সোষ্মমং ভবেদিতি বা পাঠঃ।　　　(খ) যোঽঙ্গচ্ছেদমথাপি বেত্তি পাঠান্তরম্।

বা স্যুঃ পতন্তি বা। খঞ্জনপ্রতিভা বাপি তং গতায়ুষমাদিশেৎ ॥ ৭৪ ॥ কৃষ্ণা তথাম্বুলিপ্তা চ জিহ্বা শূনা চ যস্য বৈ। কর্কশা বা ভবেদ্ যস্য সোঽচিরাদ্দ্বিজহাত্যসূন্ ॥ ৭৫ ॥ কুটিলা স্ফুটিতা বাপি শুষ্কা বা যস্য নাসিকা। অবস্ফূর্জ্জতি ভগ্না বা স ন জীবতি মানবঃ * ॥ ৭৬ ॥ সঙ্কিপ্তে বিষমে স্তব্ধে রুক্ষে সাস্রে চ লোচনে। স্যাতাং পরিস্রুতে যস্য স গতায়ুর্নরো ধ্রুবম্ ॥ ৭৭ ॥ কেশাঃ সীমন্তিনো যস্য সঙ্কিপ্তে বিনতে ভ্রুবৌ। লুঠন্তি চাক্ষিপক্ষ্মাণি সোঽচিরাদ্ যাতি মৃত্যবে * ॥ ৭৮ ॥ নাহরত্যন্নমাস্যস্থং ন ধারয়তি যঃ শিরঃ। একাগ্র-দৃষ্টির্মূঢাত্মা সদ্যঃ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি ॥ ৭৯ ॥ উত্থাপ্যমানো বহুশঃ সংমোহং যোঽধিগচ্ছতি। বলবান্ দুর্ব্বলো বাপি তং পক্কং ভিষগাদিশেৎ ॥ ৮০ ॥ নিদ্রা নিরন্তরং যস্য যো জাগর্ত্তি চ সর্ব্বদা। মুহ্যেদ্বা বক্তুকামশ্চ প্রত্যাখ্যেয়ঃ স জানতা ॥ ৮১ ॥ উত্তরোষ্ঠঞ্চ যো লিহ্যাদুৎ-কারাংশ্চ করোতি যঃ। প্রেতৈর্ব্বা ভাষতে সার্দ্ধং প্রেতরূপং তমাদিশেৎ * ॥ ৮২ ॥ স্বেভ্যশ্চ রোমকূপেভ্যো যস্য রক্তং প্রবর্ত্ততে। পুরুষস্যাবিষার্ত্তস্য স সদ্যো জীবিতং ত্যজেৎ ॥ ৮৩ ॥ সম্যক্ চিকিৎস্যমানস্য বিকারো যোঽভিবর্দ্ধতে। প্রক্ষীণবলমাংসস্য লক্ষণং তদ্ গতায়ুষঃ ॥৮৪॥ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রক্ষাংসি বিবিধানি চ। মরণাভিমুখং জন্তুমুপসর্পন্ত্য চ নিত্যশঃ ॥৮৫॥ তানি ভেষজবীর্য্যাণি প্রতিঘ্নন্তি জিঘাংসয়া। তস্মাদ্ মোঘাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ভবন্ত্যেব গতায়ুষঃ * ॥ ৮৬ ॥

অথ দ্রব্যম্—সর্ব্বে দ্রব্যমপেক্ষন্তে রোগিপ্রভৃতয়ো যতঃ। বিনা বিত্তং ন ভৈষজ্যং চিকিৎসাঙ্গং ততো ধনম্ ॥ ৮৭ ॥

অথ পরিচারকস্য লক্ষণম্—স্নিগ্ধোঽজুগুপ্সুর্বলবান্ যুক্তো ব্যাধিতরক্ষণে। বৈদ্যবাক্যকৃদশ্রান্তো যুজ্যতে পরিচারকঃ * ॥ ৮৮ ॥

ভেষজস্য লক্ষণম্—বৈদ্যো ব্যাধিং হরেদ্ যেন তদ্দ্রব্যং প্রোক্তমৌষধম্। তদ্যাদৃশমবশ্যং স্যাদ্রোগঘ্নং তাদৃশং ব্রুবে ॥ ৮৯ ॥

তত্রৌষধগ্রহণপরিভাষা—প্রশস্তদেশে সঞ্জাতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্।

তীত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥ লুঠন্তি পতন্তি ॥৭৮॥ উৎকারান্ হস্তপদাদিবিক্ষেপান্ ॥৮২॥ নন্বায়ুষি সতি চিকিৎসায়াঃ সাফল্যমুক্তম্, আয়ুশ্চেদস্তি তদা তদেব জীবনহেতুঃ, কিং চিকিৎসাবিধানেন? তত্রোচ্যতে, আয়ুষি সতি চিকিৎসায়াঃ ফলং বেদনানিগ্রহঃ। উক্তঞ্চ—আয়ুষ্মান্ পুরুষো জীবেৎ সব্যথো ভেষজং বিনা। ভেষজেন পুনর্জ্জীবেৎ স এবহি নিরাময়ঃ। কিঞ্চ, আয়ুষি সত্যপি রোগী চিকিৎসাং বিনা উত্থাতুং ন শক্নোতি, যত আহ চরকঃ—সতি চায়ুষি নোপায়ং বিনোত্থাতুং ক্ষমো রুজী। দর্শিতশ্চাত্র দৃষ্টান্তঃ পঙ্কমগ্নো যথা গজঃ ॥ কিঞ্চ। চিকিৎসাং বিনায়ুষ্মানপ্যবসীদতি। যত আহ স এব—সতি চায়ুষি নষ্টঃ স্যাদামযৈশ্চা-চিকিৎসিতঃ। যথা সত্যপি তৈলাদৌ দীপো নির্ব্বাতি বাত্যয়া ॥ অতএবোক্তম—সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যা গচ্ছন্ত্যসাধ্যতাম্। ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতামিতি ॥ চিকিৎসা তু অনিশ্চিতায়ু-ষোঽপি কর্ত্তব্যা। যত আহ—তাবৎ প্রতিক্রিয়া কার্য্যা যাবচ্ছ্বসিতি মানবঃ ॥ কদাচিদ্ দৈবযোগেন দৃষ্টারিষ্টোঽপি জীবতি ॥ ইতি তু যস্যাসাধ্যত্বং সন্দিগ্ধং তৎ প্রত্যুক্তম্। যেষু ত্বসাধ্যতা শাস্ত্রেণানুভবেন চ বিনিশ্চিতা তে পুনর্ন চ চিকিৎস্যাঃ। যত উক্তং—সদবৈদ্যাস্তে ন যেঽসাধ্যানারভন্তে চিকিৎসিতুমিতি ॥৮৬॥ স্নিগ্ধঃ প্রীতঃ, অজুগুপ্সুঃ অনিন্দকঃ ॥ ৮৮ ॥ আগ্নেয়াঃ অধিকাগ্ন্যংশাঃ। সৌম্যঃ অধিকসোমাংশাঃ।

অল্পমাত্রং বহুগুণং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্ ॥৯০॥ দোষঘ্নমগ্লানিকরমধিকং ন বিকারি যৎ। সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ ভেষজং স্যাদ্‌গুণাবহম্ ॥ ৯১ ॥ আগ্নেয়া বিন্ধ্যশৈলাদ্যাঃ সৌম্যো হিমগিরিঃ স্মৃতঃ। অতস্তদৌষধানি স্যুরনুরূপাণি হেতুভিঃ * ॥ ৯২ ॥ অন্যেষ্বপি প্ররোহন্তি বনেষূপবনেষু চ। গৃহ্লীয়াত্তানি সুমনাঃ শুচিঃ প্রাতঃ সুবাসরে ॥ ৯৩ ॥ আদিত্যসম্মুখো মৌনী নমস্কৃত্য শিবং হৃদি। সাধারণধরাদ্রব্যং গৃহ্লীয়াদুত্তরাশ্রিতম্ * ॥ ৯৪ ॥ বল্মীক-কুৎসিতানূপ-শ্মশানোষরমার্গজাঃ। জন্তুবহ্নিহিমব্যাপ্তা নৌষধ্যঃ কার্য্যসাধিকাঃ ॥ ৯৫ ॥ শরদ্যখিলকার্য্যার্থং গ্রাহ্যং সরসমৌষধম্। বিরেকবমনার্থন্তু বসন্তান্তে সমাহরেৎ * ॥ ৯৬ ॥ অতিস্থূলজটা যাঃ স্যুস্তাসাং গ্রাহ্যা স্ত্বচো ধ্রুবম্। গৃহ্লীয়াৎ সূক্ষ্মমূলানি সকলান্যপি বুদ্ধিমান্ ॥ ৯৭ ॥ অন্যচ্চ। মহান্তি যেষাং মূলানি কাষ্ঠগর্ভাণি সর্ব্বতঃ (ক)। তেষান্তু বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি সর্ব্বশঃ ॥ ৯৮ ॥ ন্যগ্রোধাদেস্ত্বচো গ্রাহ্যাঃ সারঃ স্যাদ্‌বীজকাদিতঃ ॥ ৯৯ ॥ তালীশাদেব পত্রাণি ফলং স্যাৎ ত্রিফলাদিতঃ। ক্বচিন্মূলং ক্বচিৎ কন্দঃ ক্বচিৎ পত্রং ক্বচিৎ ফলম্। ক্বচিৎ পুষ্পং ক্বচিৎ সর্ব্বং ক্বচিৎ সারঃ ক্বচিৎ ত্বচঃ ॥ ১০০ ॥ চিত্রকং শূরণং নিম্বো বাসা চ ত্রিফলা ক্রমাৎ। ধাতকী কণ্টকারী চ খদিরঃ ক্ষীরপাদপঃ ॥ ১০১ ॥ ক্বচিন্নিম্বস্য গৃহ্লীয়াৎ পত্রাভাবে ত্বচামপি। বালং ফলন্তু বিল্বস্য পক্বমারগ্বধস্য চ ॥ ১০২ ॥ অঙ্গেঽনুক্তে জটা গ্রাহ্যা ভাগেঽনুক্তেঽখিলং সমম্। পাত্রেঽনুক্তে মৃদঃ পাত্রং কালেঽনুক্তে ত্বহর্ম্মুখম্ ॥ ১০৩ ॥ নবান্যেব হি যোজ্যানি দ্রব্যাণ্যখিলকর্ম্মসু। বিনা বিড়ঙ্গকৃষ্ণাভ্যাং গুড়ধান্যাজ্যমাক্ষিকৈঃ * ॥ ১০৪ ॥ পুরাণন্তু প্রশস্তং স্যাত্তাম্বূলং কাঞ্জিকং তথা। শুষ্কং নবীনদ্রব্যং তু যোজ্যং সকলকর্ম্মসু ॥ ১০৫ ॥ আর্দ্রন্তু দ্বিগুণং যুঞ্জ্যাদেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ। গুড়ূচী কুটজো বাসা কুষ্মাণ্ডশ্চ শতাবরী ॥ ১০৬ ॥ অশ্বগন্ধা সহচরঃ শতপুষ্পা প্রসারিণী। প্রযোক্তব্যাঃ সদৈবার্দ্রা দ্বিগুণং নৈব কারয়েৎ * ॥ ১০৭ ॥ অন্যচ্চ। বাসানিম্বপটোলকেতকবলাকুষ্মাণ্ডকেন্দীবরী-বর্ষাভূ-কুটজাশ্চ কন্দসহিতাঃ সাপূতিগন্ধামৃতাঃ। ঐন্দ্রীনাগবলাকুরণ্টকপুরৌক্ষত্রামৃতাঃ সর্ব্বদা, সার্দ্রা এব তু ন ক্বচিদ্‌দ্বিগুণিতাঃ কার্য্যেষু যোজ্যা বুধৈঃ * (খ) ॥১০৮॥ ঘৃতং তৈলঞ্চ পানীয়ং কষায়ং ব্যঞ্জনাদিকম্ ॥ পক্বা শীতীকৃতং চোষ্ণং তৎসর্ব্বং স্যাদ্বিষোপমম্ ॥ ১০৯ ॥

দ্রব্যাণাং পরীক্ষা—সূক্ষ্মাস্থিমাংসলা পথ্যা সর্ব্বকর্ম্মণি পূজিতা। ক্ষিপ্তাম্ভসি নিমজ্জেদ্ যা ভল্লাতক্যস্তথোত্তমাঃ বরাহমূর্দ্ধবৎ কন্দো বারাহীকন্দসংজ্ঞকঃ। সৌব-

ওষধয় এবৌষধানি। অত্র স্বার্থে অণ্। অনুরূপাণি সদৃশানি ॥ ৯২ ॥ সাধারণধরাদ্রব্যং সর্ব্বভূমিভবং দ্রব্যম্। উত্তরাশ্রিতং স্বস্মাৎ উত্তরদিগ্‌ভবম্ ॥ ৯৪ ॥ বসন্তান্তে বসন্তমধ্যে। সমাহরেৎ সংগৃহ্লীয়াৎ ॥ ৯৬ ॥ ধান্যং অন্নম্ ॥ ১০৪ ॥ সহচরঃ কুরণ্টকঃ, কটসরৈআ ইতি লোকে ॥ ১০৭ ॥ ঐন্দ্রী ইন্দ্রবারুণী। বরী শতাবরী। পূতিগন্ধা গন্ধপ্রসারণী। নাগবলা গুলশকরী। কুরণ্টকঃ পীতপুষ্পঃ কটসরৈআ। পুরঃ গুগ্‌গুলুঃ ॥ ১০৮ ॥ গোস্তনসন্নিভাঃ মুনক্কা ইতি লোকে। করমর্দ্দফলাকারা করৌন্দীদাখ ইতি

(ক) যানি চেতি পাঠান্তরম্।

(খ) মাংসীনাগবলাকুরণ্টকপুরৌ হিঙ্গার্দ্রকঞ্চৈবং গৃহ্লীয়াৎ সরসান্যমূনি ন পুনঃ কুর্য্যাদ্‌দ্বিভাগানি চেতি পাঠান্তরম্।

র্চ্চলস্তু কাচাভং সৈন্ধবং স্ফটিকপ্রভম্॥ সুবর্ণচ্ছবিকং জ্ঞেয়ং স্বর্ণমাক্ষিকমুত্তমম্। ওড্রপুষ্প-প্রতীকাশা মনোহ্বা চোত্তমা মতা॥ শ্রেষ্ঠং শিলাজতু জ্ঞেয়ং প্রক্ষিপ্তং ন বিশীর্য্যতে। তোয়-পূর্ণে কাংস্যপাত্রে প্রতানেন বিবর্দ্ধতে॥ কর্পূরস্তুবরঃ স্নিগ্ধঃ এলা সূক্ষ্মফলা বরা। শ্বেত-চন্দনমত্যন্তং সুগন্ধি গুরু পূজিতম্॥ রক্তচন্দনমত্যন্তং লোহিতং প্রবরং মতম্। কাকতুণ্ড-নিভঃ স্নিগ্ধো গুরুঃ শ্রেষ্ঠোঽগুরুর্ম্মতঃ॥ সুগন্ধি লঘু রুক্ষঞ্চ সুরদারু বরং মতম্। সরলং স্নিগ্ধমত্যর্থং সুগন্ধি চ গুণাবহম্। অতিপীতা প্রশস্তা তু জ্ঞেয়া দারুনিশা বুধৈঃ॥ জাতী-ফলং গুরু স্নিগ্ধং সমং শুভ্রান্তরং বরম্॥ মৃদ্বীকা সোত্তমা জ্ঞেয়া যা স্যাদ্গোস্তনসন্নিভা। করমর্দ্দফলাকারা মধ্যমা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥। খণ্ডন্তু বিমলং শ্রেষ্ঠং চন্দ্রকান্তসমপ্রভম্। গব্যাজ্যসদৃশং রুচ্যগন্ধং মধুবরং মতম্॥ ১১০—১১৯॥

স্বভাবতো হিতানি—শালীনাং লোহিতঃ শালিঃ ষষ্টিকেষু চ ষষ্টিকঃ। শূকধান্যেষ্বপি যবো গোধূমঃ প্রবরো মতঃ॥ শিম্বিধান্যে বরো মুদ্গো মসূরশ্চাঢ়কী তথা। রসেষু মধুরঃ শ্রেষ্ঠো লবণেষু চ সৈন্ধবঃ॥ দাড়িমামলকং দ্রাক্ষা খর্জ্জুরঞ্চ পরূষকম্। রাজা-দনং মাতুলুঙ্গং ফলবর্গেষু শস্যতে ॥ ১২০—১২২॥ পত্রশাকেষু বাস্তূকং জীবন্তী পোতিকা বরা। পটোলং ফলশাকেষু কন্দশাকেষু শূরণম্॥ এণঃ কুরঙ্গো হরিণো জাঙ্গলেষু প্রশস্যতে। পক্ষিণাং তিত্তিরির্লাবো বরো মৎস্যেষু রোহিতঃ॥ হরিণস্তাম্রবর্ণঃ স্যাৎ এণঃ কৃষ্ণতয়া মতঃ। কুরঙ্গস্তাম্র উদ্দিষ্টো হরিণাকৃতিকো মহান্॥ জলেষু দিব্যং দুগ্ধেষু গব্যমাজ্যেষু গোভবম্॥ তৈলেষু তিলজং তৈলমৈক্ষবেষু সিতা হিতা॥ ১২৩—১২৬॥

স্বভাবাদহিতানি—শিম্বীষু মাষান্ গ্রীষ্মর্ত্তৌ লবণেষ্বৌষরং ত্যজেৎ। ফলেষু লকুচং শাকে সার্ষপং ন হিতং মতম্॥ গোমাংসং গ্রাম্যমাংসেষু ন হিতং মহিষীবসা। মেষীপয়ঃ কুসুম্ভস্য তৈলং ত্যাজ্যঞ্চ ফাণিতম্ ॥ ১২৭। ১২৮॥

সংযোগাবিরুদ্ধানি—মৎস্যমানূপমাংসঞ্চ দুগ্ধযুক্তং বিবর্জ্জয়েৎ। কপোতং সর্ষপস্নেহভর্জ্জিতং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ মৎস্যানিক্ষোর্ব্বিকারেণ তথা ক্ষৌদ্রেণ বর্জ্জয়েৎ। শক্তূন্ মাংসপয়োযুক্তানুষ্ণৈর্দ্দধি বিবর্জ্জয়েৎ॥ উষ্ণৈর্নভোঽম্বুনা ক্ষৌদ্রং পায়সং কৃশরান্বিতম্। রম্ভাফলং ত্যজেৎ তক্র-(ক)-দধিবিল্বফলান্বিতম্॥ দশাহমুষিতং সর্পিঃ কাংস্যে মধুঘৃতং সমম্। কৃতান্নঞ্চ কষায়ঞ্চ পুনরুষ্ণীকৃতং ত্যজেৎ॥ একত্র বহুমাংসানি বিরুধ্যন্তে পরস্পরম্। মধুসর্পির্ব্বসা তৈলং পানীয়ং বা পয়স্তথা॥ ১২৯—১৩৩॥

ভেষজগ্রহণসঙ্কেতঃ—লবণং সৈন্ধবং প্রোক্তং চন্দনং রক্তচন্দনম্। চূর্ণলেহাসব-

---

লোকে॥ ১১৮॥ পরূষকং ফারসা ইতি লোকে। রাজাদনঃ খিরিণী ইতি লোকে। মাতুলুঙ্গং বিজউরা ইতি লোকে॥ ১২২॥ ইক্ষুরসঃ পরিপক্বো যোঽর্দ্ধঘনঃ ফাণিতম্ তদ্বিছোয়ারাব ইতি লোকে॥ ১২৮॥

(ক) তক্রে ইতি পাঠান্তরম্।

স্নেহাঃ সাধ্যা ধবলচন্দনৈঃ ॥ কষায়লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনম্। অন্তঃসম্মার্জ্জনে জ্ঞেয়া হ্যজমোদা যমানিকা ॥ বহিঃসম্মার্জ্জনে সৈব বিজ্ঞাতব্যাজমোদিকা ॥ পয়ঃ সর্পিঃ প্রয়োগেষু গব্যমেব হি গৃহ্যতে। শকৃদ্রসো গোময়াম্বু মূত্রং গোমূত্রমুচ্যতে ॥ ১৩৪—১৩৬ ॥

প্রতিনিধিঃ—চিত্রকাভাবতো দন্তী ক্ষারঃ শিখরিজোঽথবা। অভাবে ধন্বযাসস্য প্রক্ষেপ্যা তু দুরালভা * ॥ ১৩৭ ॥ তগরস্যাপ্যভাবে তু কুষ্ঠং দদ্যাদ্বিষগ্বরঃ। মূর্ব্বাভাবে ত্বচা গ্রাহ্যা জিঙ্গিনীপ্রভবা বুধৈঃ ॥ ১৩৮ ॥ অহিংস্রায়া অভাবে তু মানকন্দঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। লক্ষ্মণায়া অভাবে তু নীলকণ্ঠশিখা মতা * ॥ ১৩৯ ॥ বকুলাভাবতো দেয়ং কহ্লারোৎপল-পঙ্কজম্। নীলোৎপলস্যাভাবে তু কুমুদং দেয়মিষ্যতে ॥ ১৪০ ॥ জাতীপুষ্পং ন যত্রাস্তি লবঙ্গং তত্র দীয়তে। অর্কপর্ণাদিপয়সো হ্যভাবে তদ্রসো মতঃ ॥ ১৪১ ॥ পৌষ্করাভাবতঃ কুষ্ঠং তথা লাঙ্গল্যভাবতঃ। স্থৌণেয়কস্যাভাবে তু ভিষগ্‌ভির্দীয়তে গদঃ ॥ ১৪২ ॥ চবিকা-গজপিপ্‌পল্যো পিপ্‌লামূলবৎ স্মৃতা। অভাবে সোমরাজ্যাস্তু প্রপুন্নাড়ফলং মতম্ * ॥১৪৩॥ যদি ন স্যাদ্দারুনিশা তদা দেয়া নিশা বুধৈঃ। রসাঞ্জনস্যাভাবে তু সম্যগ্‌দার্ব্বী (ক) প্রযুজ্যতে * ॥ ১৪৪ ॥ সৌরাষ্ট্র্যভাবতো দেয়া স্ফটিকা তদ্গুণা জনৈঃ। তালীশপত্রকা-ভাবে স্বর্ণতালী প্রশস্যতে * ॥ ১৪৫ ॥ ভার্গ্যভাবে তু তালীশং কণ্টকারীজটাথবা। রুচকাভাবতো দদ্যাল্লবণং পাংশুপূর্ব্বকম্ * ॥ ১৪৬ ॥ অভাবে মধুযষ্ট্যাস্তু ধাতকীঞ্চ প্রযোজয়েৎ। অম্লবেতসকাভাবে চুক্রং দাতব্যমিষ্যতে ॥ ১৪৭ ॥ দ্রাক্ষা যদি ন লভ্যেত প্রদেয়ং কাশ্মরীফলম্। তয়োরভাবে কুসুমং মধূকস্য মতং বুধৈঃ ॥ ১৪৮ ॥ লবঙ্গকুসুমং দেয়ং নখস্যাভাবতঃ পুনঃ। কস্তূর্য্যভাবে কক্কোলং ক্ষেপণীয়ং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৪৯ ॥ কক্কোলস্যাপ্যভাবে তু জাতীপুষ্পং প্রদীয়তে। সুগন্ধিমুস্তকং দেয়ং কর্পূরাভাবতো বুধৈঃ ॥ ১৫০ ॥ কর্পূরাভাবতো দেয়ং গ্রন্থিপর্ণং বিশেষতঃ। কুঙ্কুমাভাবতো দদ্যাৎ কুসুম্ভ-কুসুমং নবম্ ॥ ১৫১ ॥ শ্রীখণ্ডচন্দনাভাবে কর্পূরং দেয়মিষ্যতে। অভাবে শ্বেতয়োর্বৈদ্যঃ প্রক্ষিপেদ্ রক্তচন্দনম্ ॥ ১৫২ ॥ রক্তচন্দনকাভাবে নবোশীরং বিদুর্বুধাঃ। মুস্তা চাতিবিষা-ভাবে শিবাভাবে শিবা মতা ॥ ১৫৩ ॥ অভাবে নাগপুষ্পস্য পদ্মকেশরমিষ্যতে। মেদাজীবক-কাকোলা-ঋদ্ধিদ্বন্দ্বেঽপি বাহসতি। বরীবিদার্য্যশ্বগন্ধাবারাহীশ্চ ক্রমাৎ ক্ষিপেৎ * ॥ ১৫৪ ॥ বারাহ্যাশ্চ তথাভাবে চর্ম্মকারালুকো মতঃ। বারাহীকন্দসংজ্ঞস্তু পশ্চিমে গৃষ্টিসংজ্ঞকঃ ॥১৫৫॥ বারাহীকন্দএবান্যৈশ্চর্ম্মকারালুকো মতঃ। অনূপসম্ভবে দেশে বরাহ ইব লোমবান্ ॥ ১৫৬ ॥

শিখরী অপামার্গঃ ॥ ১৩৭ ॥ নীলকণ্ঠশিখা ময়ূরশিখা ॥ ১৩৯ ॥ সোমরাজী বাকুচী। প্রপুন্নাটফলং চক্রমর্দ্দফলম্ ॥ ১৪৩ ॥ দারুনিশা দারুহরিদ্রা, নিশা হরিদ্রা। সৌরাষ্ট্রী সোরটীমাটি ইতি লোকে। স্ফটিকা ফটিকারী ইতি লোকে। রুচকং চৌহার ইতি লোকে ॥ ১৪৪ ॥ সৌরাষ্ট্র সোরটীমাটী ইতি লোকে। স্ফটিকা ফটিকারী ইতি লোকে ॥ ১৪৫ ॥ রুচকং চৌহার ইতি লোকে। পাংশুলবণং খারী অথবা রেহ ইতি লোকে ॥ ১৪৬ ॥ বরী শতাবরী ॥ ১৫৪ ॥

(ক) দার্ব্বীকাথ ইতি পাঠান্তরম্।

ভল্লাতকাসহত্বে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে ভল্লাতাভাবতশ্চিত্রং নলশ্চেক্ষোরভাবতঃ ॥ ১৫৭ ॥ সুবর্ণাভাবতঃ স্বর্ণমাক্ষিকং প্রক্ষিপেদ্ বুধঃ। শ্বেতন্তু মাক্ষিকং জ্ঞেয়ং বুধৈরজতবদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৫৮ ॥ মাক্ষিকস্যাপ্যভাবে তু প্রদদ্যাৎ স্বর্ণগৈরিকম্। সুবর্ণমথবা রৌপ্যং মৃতং যত্র ন লভ্যতে ॥ ১৫৯ ॥ তত্র কান্তেন কর্ম্মাণি ভিষক্কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। কান্তাভাবে তীক্ষ্ণলোহং যোজয়েদ্বৈদ্যসত্তমঃ ॥ ১৬০ ॥ অভাবে মৌক্তিকস্যাপি মুক্তাশুক্তিং প্রযোজয়েৎ। মধু যত্র ন লভ্যেত তত্র জীর্ণগুড়ো মতঃ ॥ ১৬১ ॥ মৎস্যণ্ড্যভাবতো দদ্যুর্ভিষজঃ সিতশর্করাম্। অসম্ভবে সিতায়াস্তু বুধৈঃ খণ্ডং প্রযুজ্যতে ॥ ১৬২ ॥ ক্ষীরাভাবে রসো মৌদ্গো মাসূরো বা প্রদীয়তে। অত্র প্রোক্তানি বস্তূনি যানি তেষু চ তেষু চ। যোজ্যমেকতরাভাবেঽপরং বৈদ্যেন জানতা ॥ ১৬৩ ॥ রসবীর্য্যবিপাকাদ্যৈঃ সমং দ্রব্যং বিচিন্ত্য চ। যুঞ্জ্যাত্তদ্বিধমন্যচ্চ দ্রব্যাণাস্তু রসাদিবিৎ ॥ ১৬৪ ॥ যোগে যদপ্রধানং স্যাত্তস্য প্রতিনিধির্ম্মতঃ। যত্তু প্রধানং তস্যাপি সদৃশং নৈব গৃহ্যতে ॥ ১৬৫ ॥ ব্যাধেরযুক্তং যদ্ দ্রব্যং গণোক্তমপি তৎ ত্যজেৎ। অনুক্তমপি যুক্তং যদ্ যোজয়েৎ তদ্রসাদিবিৎ ॥ ১৬৬ ॥

অথ দ্রব্যগতপঞ্চপদার্থকর্ম্মাণ্যাহ—দ্রব্যে রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ। পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চ ॥ ১৬৭ ॥

তত্র রসঃ—বাগভটঃ রসাঃ স্বাদ্বম্ললবণতিক্তোষণকষায়কাঃ। ষড়্দ্রব্যমাশ্রিতাস্তে চ যথাপূর্ব্বং বলাবহাঃ * ॥ ১৬৮ ॥ তত্রাদ্যা মারুতং ঘ্নন্তি ত্রয়স্তিক্তাদয়ঃ কফম্। কষায়তিক্তমধুরাঃ পিত্তমন্যে তু কুর্ব্বতে ॥ যে রসা বাতশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ। রৌক্ষ্যলাঘবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ সমীরণম্ ॥ যে রসাঃ পিত্তশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ। তীক্ষ্ণোষ্ণলঘুতা চৈব ন তে তৎকর্ম্মকারিণঃ ॥ যে রসাঃ শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ। স্নেহগৌরবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ কফং তদা ॥ ১৬৯—১৭২ ॥

তত্র মধুররসস্য গুণাঃ—মধুরো হি রসঃ শীতো ধাতুস্তন্যবলপ্রদঃ। চক্ষুষ্যো বাতপিত্তঘ্নঃ কুর্য্যাৎ স্থৌল্যমলক্রিমীন্ ॥ বিষঘ্নঃ পিচ্ছিলশ্চাপি স্নিগ্ধঃ প্রীত্যায়ুষোর্হিতঃ। বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণ-বর্ণকেশেন্দ্রিয়ৌজসাম্। প্রশস্তো বৃংহণঃ কণ্ঠ্যো গুরুঃ সন্ধানকৃন্মতঃ ॥ ১৭৩ ১৭৫ ॥

অতিযুক্তস্য মধুররসস্য গুণাঃ—সোঽতিযুক্তো জ্বরশ্বাস-গলগণ্ডার্বুদক্রমীন্। স্থৌল্যাগ্নিমান্দ্যমেহাংশ্চ কুর্য্যান্ মেদঃকফাময়ান্ ॥ ১৭৬ ॥

অথাম্লস্য গুণাঃ—রসোঽম্লঃ পাচনো রুচ্যঃ পিত্তশ্লেষ্মাস্রদো লঘুঃ। লেখিতোষ্ণো বহিঃশীতঃ ক্লেদনঃ পবনাপহঃ * ॥ ১৭৭ ॥ স্নিগ্ধস্তীক্ষ্ণঃ সরঃ শুক্রবিবন্ধানাহদৃষ্টিহা। হর্ষণো রোমদন্তানামক্ষিভ্রূবিনিকোচনঃ * ॥ ১৭৮ ॥

উষণঃ কটুঃ ॥১৬৮॥ লেখিতঃ লেখনঃ, বহিঃ শীতঃ স্পর্শে শীতঃ ॥১৭৭॥ বিনিকোচনঃ সঙ্কোচনঃ ॥ ১৭৮

অতিযুক্তস্যাম্লস্য গুণাঃ—সোঽতিযুক্তো ভ্রমং কুর্য্যাত্তৃড্‌দাহতিমিরজ্বরান্। কণ্ডূপাণ্ডুত্ববীসর্পশোথবিস্ফোটকুষ্ঠকৃৎ ॥ ১৭৯ ॥

অথ লবণস্য গুণাঃ—লবণঃ শোধনো রুচ্যঃ পাচনঃ কফপিত্তদঃ। পুংস্ত্ববাতহরঃ কায়শৈথিল্যমৃদুতাকরঃ। বলঘ্ন আস্যজলদঃ (ক) কপোলগলদাহকৃৎ ॥ ১৮০ ॥

অতিযুক্তস্য লবণস্য গুণাঃ—সোঽতিযুক্তোঽক্ষিপাকাস্র-পিত্তকোঠক্ষতাদিকৃৎ। বলীপলিতখালিত্য-কুষ্ঠবীসর্পতৃটপ্রদঃ ॥ ১৮১ ॥

অথ কটুরসস্য গুণাঃ—কটুরুক্ষশ্চ তীক্ষ্ণশ্চ বিশদো বাতপিত্তকৃৎ। শ্লেষ্মহৃল্লঘুরাগ্নেয়ঃ ক্রিমিকণ্ডুবিষাপহঃ * ॥ ১৮২ ॥ রুক্ষঃ স্তন্যহরশ্চাপি মেদঃস্থৌল্যাপকর্ষণঃ। অশ্রুদো নাসিকাস্যাক্ষি-জিহ্বাগ্রোদ্বেজকো মতঃ ॥ ১৮৩ ॥ দীপনঃ পাচনো রুচ্যো নাসিকাশোষণো ভৃশম্। ক্লেদমেদোবসামজ্জশকৃন্মূত্রোপশোষণঃ। স্রোতঃপ্রকাশকো রুক্ষো মেধ্যো বর্চ্চোবিবন্ধকৃৎ * ॥ ১৮৪ ॥

অতিযুক্তস্য কটুরসস্য গুণাঃ—সোঽতিযুক্তো ভ্রান্তিদাহ-মুখতাল্বোষ্ঠশোষকৃৎ। কণ্ঠাদিপীড়ামূর্চ্ছান্তর্দাহদো বলকান্তিহৃৎ ॥ ১৮৫ ॥

অথ তিক্তরসস্য গুণাঃ—তিক্তঃ শীতস্তৃষামূর্চ্ছা-জ্বরপিত্তকফান্ জয়েৎ। কৃমিকুষ্ঠবিষোৎক্লেশ-দাহরক্তগদাপহঃ ॥ রুচ্যঃ স্বয়মরোচিষ্ণুঃ কণ্ঠস্তন্যবিশোধনঃ। বাতলোঽগ্নিকরো নাসাশোষণো রুক্ষণো লঘুঃ * ॥ ১৮৬ । ১৮৭ ॥

অতিযুক্তস্য তিক্তস্য গুণাঃ—সোঽতিযুক্তঃ শিরঃশূল-মন্যাস্তম্ভশ্রমার্ত্তিকৃৎ। কম্পমূর্চ্ছাতৃষাকারী বলশুক্রক্ষয়প্রদঃ ॥ ১৮৮ ॥

অথ কষায়স্য গুণাঃ—কষায়ো রোপণো গ্রাহী স্তম্ভনঃ শোধনস্তথা। লেখনঃ পীড়নঃ সৌম্যঃ শোষণো বাতকোপনঃ * ॥ ১৮৯ ॥ কফশোণিতপিত্তঘ্নো রুক্ষঃ শীতো লঘুর্ম্মতঃ। ত্বক্‌প্রসাধন আমস্য স্তম্ভনো বিশদো মতঃ। জিহ্বায়া জাড্যকৃৎ কণ্ঠস্রোতসাঞ্চ বিবন্ধকৃৎ ॥ ১৯০ ॥

অতিযুক্তস্য কষায়স্য গুণাঃ—সোঽতিযুক্তো গ্রহাধ্মানহৃৎপীড়াক্ষেপণাদিকৃৎ ॥১৯১

মধুরাদীনামপরে বিশেষাঃ—মধুরং শ্লেষ্মলং প্রায়ো জীর্ণশালিযবাদৃতে। মুদ্গাদ্ গোধূমতঃ ক্ষৌদ্রাৎ সিতায়া জাঙ্গলামিষাৎ ॥ অম্লং পিত্তকরং প্রায়ো বিনা ধাত্রীঞ্চ

কোঠো বরটীকৃতদংশশোথবৎ, পলিতং কেশশুক্লতা। খালিত্যং শিরসি কেশনাশঃ ॥ ১৮১ ॥ আগ্নেয়ঃ অধিকাগ্ন্যংশঃ ॥ ১৮২ ॥ মেধ্যঃ মেধায়ৈ হিতঃ। বর্চ্চোবিবন্ধকৃৎ মলবন্ধং করোতি ॥ ১৮৪ ॥ রুচ্যঃ অন্যেষু বস্তুষু রুচিমুৎপাদয়তি। স্বয়মরোচিষ্ণুঃ যথা নিম্বং স্বয়ন্ন রোচতে, অন্যেষু বস্তুষু রুচিং করোতি ॥ ১৮৭ ॥ রোপণো ব্রণস্য। স্তম্ভনো গাত্রাণাং। শোধনো ব্রণস্য। লেখনো ব্রণাদ্ব্যৎমাংসস্য। শোষণো ব্রণমজ্জাদীনাম্। পীডনো হৃদয়স্য বাতকারিত্বাৎ। সৌম্যঃ সোমাদুৎপন্নঃ ॥১৮৯॥ লঘু লঘুদ্রব্যম্। এবং গুর্ব্বাদি।

(ক) চক্ষুর্নাসাস্যজলদ ইতি বা পাঠঃ।

দাড়িমম্। লবণং প্রায়শো দ্বেষি নেত্রয়োঃ সৈন্ধবং বিনা ॥ প্রায়ঃ কটু তথা তিক্তমবৃষ্যং বাতকোপনম্। শুণ্ঠীকৃষ্ণারসোনানি পটোলমমৃতাং বিনা ॥১৯২-১৯৪॥ উক্তঞ্চ চরকেঽপি। পিপ্পলী নাগরং বৃষ্যং কটু চাবৃষ্যমুচ্যতে। প্রায়শঃ স্তম্ভনং প্রোক্তং কষায়মভয়াং বিনা ॥ সামান্যেনাত্র নির্দ্দিষ্টা গুণাঃ ষড়্‌সসম্ভবাঃ। রসানাং যোগতস্তু স্যাদন্যএব গুণোদয়ঃ ॥ সংযোগাদ্ বিষতাং যাতি সমমাজ্যেন মাক্ষিকম। অমৃতত্বং বিষং যাতি সর্পদষ্টস্য বৈ যথা ॥ ১৯৫—১৯৭ ॥

অথ গুণাঃ—লঘুর্গুরুস্তথা স্নিগ্ধো রূক্ষস্তীক্ষ্ণ ইতি ক্রমাৎ। নভোভূবারিবাতানাং বহ্নেরেতে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯৮ ॥

অথ লঘ্বাদিগুণবতাং গুণাঃ—লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফঘ্নং শীঘ্রপাকি চ। গুরু বাতহরং পুষ্টিশ্লেষ্মকৃচ্চিরপাকি চ * ॥ ১৯৯ ॥ স্নিগ্ধং বাতহরং শ্লেষ্মকারি বৃষ্যং বলাবহম্। রুক্ষং সমীরণকরং পরং কফহরং মতম্ ॥ ২০০ ॥ তীক্ষ্ণং পিত্তকরং প্রায়োলেখনং কফবাতহৃৎ। সুশ্রুতে তু গুণা এতে বিংশতিস্তান্ ব্রুবে শৃণু ॥ ২০১ ॥ গুরুর্লঘুঃ স্নিগ্ধরুক্ষৌ তীক্ষ্ণঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্থিরঃ সরঃ। পিচ্ছিলো বিশদঃ শীত উষ্ণশ্চ মৃদুকর্কশৌ ॥ ২০২ ॥ স্থূলঃ সূক্ষ্মো দ্রবঃ শুস্কঃ আশুর্ম্মন্দঃ স্মৃতা গুণাঃ। শ্লক্ষ্ণঃ স্নেহং বিনাপি স্যাৎ কঠিনোঽপি হি চিক্কণঃ * ॥ ২০৩ ॥ স্থিরো বাতমলস্তম্ভী সরস্তেষাং প্রবর্ত্তকঃ। পিচ্ছিলস্তন্তুলো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ * ॥ ২০৪ ॥ ক্লেদচ্ছেদকরঃ খ্যাতো বিশদো ব্রণরোপণঃ। শীতস্তু হ্লাদনঃ স্তম্ভী মূর্চ্ছা তৃট্‌স্বেদদাহনুৎ * ॥২০৫ ॥ উষ্ণো ভবতি শীতস্য বিপরীতশ্চ পাচনঃ। স্থূলঃ স্থৌল্যকরো দেহে স্রোতসামবরোধকৃৎ * ॥ ২০৬ ॥ দেহস্য সূক্ষ্মচ্ছিদ্রেষু বিশেদ্ যৎ সূক্ষ্মমুচ্যতে ॥ দ্রবঃ ক্লেদকরো ব্যাপী শুষ্কস্তদ্বিপরীতকঃ ॥ ২০৭ ॥ আশুরাশুকরো দেহে ধাবত্যম্ভসি তৈলবৎ। মন্দঃ সকলকার্য্যেষু শিথিলোঽল্পোঽপি কথ্যতে ॥ ২০৮ ॥

অথ গুণপ্রস্তাবাদ্দীপনাদয়ো গুণাঃ সলক্ষণা লিখ্যন্তে—পচেন্নামং বহ্নিকৃদ্ যদ্দীপনং তদ্ যথা মিসিঃ। পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাদ্‌যত্তদ্ধি পাচনম্ ॥ নাগকেশরবদ্বিদ্যাচ্চিত্রো দীপনপাচনঃ * ॥ ২০৯ ॥ ন শোধয়তি যদ্ দোষান্ সমান্নোদীরয়ত্যপি। সমীকরোতি বিষমান্ শমনন্তদ্ যথামৃতা * ॥২১০॥ কৃত্বা পাকং মলানাং যদ্ভিত্ত্বা বন্ধমধো নয়েৎ।

তথাচোক্তং গুর্ব্বাদয়ো গুণা দ্রব্যে পৃথিব্যাদৌ রসাশ্রয়ে। রসেষু ব্যপদিশ্যন্তে সাহচর্য্যোপচারতঃ ॥১৯৯॥ তত্র গুরুলঘুস্নিগ্ধরুক্ষতীক্ষ্ণা গুণা উক্তা এব অন্যেষাং ত্বাহ শ্লক্ষ ইতি ॥ ২০৩ ॥ সন্ধানোভগ্নস্য ॥২০৪॥ হ্লাদনঃ সুখজনকঃ। স্তম্ভী রক্তাতিপ্রবৃত্ত্যাদীনাম্ ॥ ২০৫ ॥ উষ্ণঃ শীতস্য বিপরীতস্তেন অসুখজনকঃ, রক্তাতিপ্রবৃত্ত্যাদীনামস্তম্ভনঃ। মূর্চ্ছাতৃট্‌স্বেদদাহকৃৎ। পাচনো ব্রণাদীনাম্ মৃদুকর্কশৌ প্রসিদ্ধৌ ॥২০৬॥ বহ্নিকৃৎ বহ্নিদীপ্তিকৃৎ। ননু যদ্বহ্নিং প্রদীপয়তি তদামং কথং নপচেদিত্যাশঙ্কায়ামুচ্যতে দীপনদ্রব্যং তাবন্তং বহ্নিং প্রদীপয়তি। যৎ অন্নে ভোক্তুমিচ্ছামুৎপাদয়তি নত্বামং পক্তুং ক্ষমং। যথা সূক্ষ্মদীপাগ্নিরুদ্যোতং করোতি নতু বৃহৎস্থালীস্থান্ তণ্ডুলানোদনং কর্ত্তুং ক্ষমঃ। ননু যদ্বহ্নিং ন দীপয়তি তদামং কথং পচতীত্যাশঙ্কায়ামাহ। পাচনং বহ্নিদীপ্তিমকুর্বাণমপ্যামম্পচতি। যথাগ্ন্যাধানীস্থোঽঙ্গারসমূহোঽন্নং পচতি, নতু দীপনং সর্ব্বতঃ প্রদীপয়তি ॥ ২০৯ ॥ যদ্ দ্রব্যং দোষত্রয়ং ন শোধয়তি নোর্দ্ধাধোমার্গাভ্যামানয়তি, সমানৃচদোষান্‌নোদীরয়তি ন বর্দ্ধয়তি শমনং তৎ ॥ ২১০ ॥ মলানাম্ অপক্কানাং বা-

তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী * ॥ ২১১ ॥ পক্তব্যং যদপক্ত্বৈব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্। নয়ত্যধঃ স্রংসনন্তদ্ যথা স্যাৎ কৃতমালকম্ * ॥ ২১২ ॥ মলাদিকমবদ্ধং যদ্বদ্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ। ভিত্ত্বাধঃ পাতয়তি যদ্ভেদনং কটুকী যথা * ॥ ২১৩ ॥ বিপক্বং যদপক্বং বা মলাদি দ্রবতাং নয়েৎ। রেচয়ত্যপি তজ্‌জ্ঞেয়ং রেচনং ত্রিবৃতা যথা * ॥ ২১৪ ॥ অপক্বং পিত্তশ্লেষ্মাণং বলাদূর্দ্ধং নয়েত্তু যৎ। বমনং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং মদনস্য ফলং যথা * ॥ ২১৫ ॥ স্থানাদ্বহির্নয়েদূর্দ্ধমধো বা মলসঞ্চয়ম্। দেহসংশোধনন্তৎ স্যাদ্দেবদালীফলং যথা * ॥ ২১৬ ॥ দীপনং পাচনং যৎ স্যাদুষ্ণত্বাদ্দ্রবশোষকম্। গ্রাহি তচ্চ যথা শুণ্ঠী জীরকং গজপিপ্পলী ॥ ২১৭ ॥ রৌক্ষ্যাচ্ছৈত্যাৎ কষায়ত্বাল্লঘুপাকাচ্চ যদ্ভবেৎ। বাতকৃৎ স্তম্ভনন্তৎ স্যাদ্ যথা বৎসকটুণ্টুকৌ* ॥ ২১৮ ॥ শ্লিষ্টান্ কফাদিকান্ দোষানুন্মূলয়তি যদ্বলাৎ। ছেদনং তদ্‌যথা ক্ষারা মরিচানি শিলাজতু* ॥২১৯॥ ধাতূন্ মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ। লেখনং তদ্‌যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচাযবাঃ * ॥ ২২০ ॥ যস্মাদ্‌দ্রব্যাদ্ভবেৎ স্ত্রীষু হর্ষো বাজীকরং হি তৎ। যথাশ্বগন্ধা মুশলী শর্করা চ শতাবরী * ॥ ২২১ ॥ যস্মাচ্ছুক্রস্য বৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছুক্রলং হি তদুচ্যতে। যথা নাগবলাদ্যাঃ স্যুর্বীজঞ্চ কপিকচ্ছুজম্ * ॥ ২২২ ॥ দুগ্ধং মাষাশ্চ ভল্লাত-ফলমজ্জামলানিচ। এতানি জনকানি স্যু-রেচকানি চ রেতসঃ * ॥ ২২৩ ॥ প্রবর্ত্তনী স্ত্রী শুক্রস্য রেচনং বৃহতীফলম্। জাতীফলং স্তম্ভকং স্যাৎ কালিঙ্গং ক্ষয়কারি চ * ॥ ২২৪ ॥ রসায়নন্তু তজ্‌জ্ঞেয়ং যজ্জরাব্যাধিনাশনম্। যথা হরীতকী দন্তী (ক) গুগ্‌গুলুশ্চ শিলাজতু ॥ ২২৫ ॥ পূর্ব্বং ব্যাপ্যাখিলং কায়ং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি। ব্যবায়ি তদ্ যথা ভঙ্গা ফেনঞ্চাহিসমুদ্ভবম্ * ॥ ২২৬ ॥ সন্ধিবন্ধাংস্তু শিথিলান্ যৎ করোতি বিকাশি তৎ। বিশোষ্যৌজশ্চ ধাতুভ্যো যথা ক্রমুককোদ্রবৌ * ॥ ২২৭ ॥ বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্ দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে। তমোগুণপ্রধানঞ্চ যথা মদ্যং সুরাদিকম্ * ॥ ২২৮ ॥ ব্যবায়ি চ বিকাশি স্যাৎ শ্লেষ্মচ্ছেদি মদাবহম্। আগ্নেয়ং জীবিতহরং যোগবাহি স্মৃতং বিষম্ * ॥ ২২৯ ॥ নিজবীর্য্যেণ যদ্দ্রব্যং

পিত্তশ্লেষ্মণাং বন্ধং বায়ুবন্ধং। ভিত্ত্বা অধোনয়েৎ মলানধঃপাতয়তি ॥ ২১১ ॥ মলাদিকম্ আদিশব্দাৎকফপিত্তে। কৃতমালঃ ধনবহেরা ইতিলোকে ॥ ২১২ ॥ অবদ্ধং শিথিলং। বদ্ধং গাঢ়ং। মলৈঃ দোষৈঃ তত্রাপি বাতৈঃ। বহুত্বমাধিক্যবোধনার্থং তৈঃ পিণ্ডিতম্ গুটিকীকৃতম্ ॥ ২১৩ ॥ রেচয়ত্যপি অধঃপাতয়তি চ। ত্রিবৃতা পানিলরা ॥ ২১৪ ॥ উর্দ্ধং নয়েৎ মুখমার্গেণ বহিষ্কুর্য্যাৎ। মদনস্য ফলং ময়না ফলমিতি লোকে ॥ ২১৫ ॥ দেবদালী সোনেআ ইতি লোকে ॥ ২১৬ ॥ বাতকৃৎ প্রতিলোমবাতকৃৎ। স্তম্ভনং অধোগামিমলাদীনাম্। বৎসক কুরৈ আ। টুণ্টুকঃ সোনাপাঠা ॥ ২১৮ ॥ ক্ষারা যবক্ষারাদয়ঃ ॥ ২১৯ ॥ উল্লেখয়েৎ কৃশীকুর্য্যাৎ। লেখনং কৃশীকারকং। ক্ষৌদ্রং মধু। যবাঃ ইন্দ্রযবাঃ ॥ ২২০ ॥ হর্ষো রক্তঃ সমুৎসাহঃ ॥ ২২১ ॥ নাগবলা গুলসকরী ॥ ২২২ ॥ জনকানি প্রভাবাচ্ছীঘ্রমেব রসাদ্যুৎপাদনপূর্ব্বকং শুক্রং জনয়ন্তি। রেচকাণি আধিক্যাৎ প্রবর্ত্তয়ন্তি চ ॥ ২২৩ ॥ স্ত্রী স্মরণ-কীর্ত্তন-দর্শন-সম্ভাষণ-স্পর্শন-চুম্বনা-লিঙ্গন-নিধুবনৈঃ সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ শুক্রস্য প্রবর্ত্তিনী প্রবৃত্তিকারিণী। রেচনং বৃহতীফলম্। বৃহৎ কণ্টকারীফলমপি শুক্রস্য রেচকম্ প্রবর্ত্তকম্। কালিঙ্গং কালিন্দফলম্ ॥ ২২৪ ॥ অন্নদ্রব্যং পকত্তদ্গুণং করোতি। ব্যবায়ি তু অপকমেব স্বগুণৈঃ সকলশরীরং ব্যাপ্য পাকং যাতি। অহিসমুদ্ভবং ফেনম্ অফীম্ ॥ ২২৬ ॥ ধাতুভ্যঃ সকলশরীরস্থেভ্যো বীর্য্যেভ্যঃ। ওজঃ উপধাতুবিশেষম্ বিশোষ্য। ক্রমুকম্ পূগফলম্ ॥ ২২৭ ॥ মদকারি মাদকম্ ॥ ২২৮ ॥ ব্যবায়ি সকলকায়গুণব্যাপন-

স্রোতোভ্যো দোষসঞ্চয়ম্। নিরস্যতি প্রমাথি স্যাৎ তদ্‌যথা মরিচং বচা *॥ ২৩০ ॥ পৈচ্ছিল্যাদ্ গৌরবাদ্ দ্রব্যং রুদ্ধ্বা রসবহাঃ শিরাঃ। ধত্তে যদ্ গৌরবং তৎস্যাদভিষ্যন্দি যথা দধি * ॥ ২৩১ ॥ বিদাহি দ্রব্যমুদ্গারমম্লং কুর্য্যাৎ তথা তৃষাম্। হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ ॥ ২৩২ ॥ গৃহ্লাতি যোগবাহি দ্রব্যং সংসর্গিবস্তুগুণান্। পচ্যমানং যথৈতম্মধুজলতৈলাজ্যসূতলোহাদি ॥ ২৩৩ ॥

অথ বীর্য্যম্—উষ্ণশীতগুণোৎকর্ষাৎ বুধৈর্বীর্য্যং দ্বিধা স্মৃতম্। যৎ সর্ব্বমগ্নিসোমীয়ং দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২৩৪ ॥

তদ্‌গুণাঃ—উষ্ণং বাতকফৌ হন্যাৎ পিত্তন্তু তনুতে জরাম্। শীতং বাতকফাতঙ্কান্ কুরুতে পিত্তহৃৎ পরম্॥ অন্যচ্চ—তত্রোষ্ণং ভ্রমতৃট্‌গ্লানি-স্বেদদাহাশুপাকতাম্। শমঞ্চ বাতকফয়োঃ করোতি শিশিরং পুনঃ। হ্লাদনং জীবনং স্তম্ভং প্রসাদং রক্তপিত্তয়োঃ ॥ ২৩৫। ২৩৬ ॥

অথ বিপাকঃ—জাঠরেণাগ্নিনা যোগাদ্ যদুদেতি রসান্তরম্। রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৩৭ ॥ মিষ্টঃ পটুশ্চ মধুরমম্লোঽম্লং পচ্যতে রসঃ। কটুতিক্তকষায়াণাং পাকঃ স্যাৎ প্রায়শঃ কটুঃ * ॥ ২৩৮ ॥

অথ বিপাকানাং গুণাঃ—শ্লেষ্মকৃন্মধুরঃ পাকো বাতপিত্তহরো মতঃ। অম্লস্তু কুরুতে পিত্তং বাতশ্লেষ্মগদাপহঃ॥ কটুঃ করোতি পবনং কফং পিত্তঞ্চ নাশয়েৎ। বিশেষ এব রসতো বিপাকানাং নিদর্শিতঃ ॥ ২৩৯। ২৪০ ॥

অথ প্রভাবঃ—রসাদিসাম্যে যৎকর্ম্ম বিশিষ্টং তৎপ্রভাবজম্। দন্তী রসাদ্যৈস্তুল্যাপি চিত্রকস্য বিরেচনী॥ মধূকস্য চ মৃদ্বীকা ঘৃতং ক্ষীরস্য দীপনম্॥ প্রভাবস্তু যথা ধাত্রী লঘুকুচস্য রসাদিভিঃ॥ সমাপি কুরুতে দোষত্রিত যস্য বিনাশনম্। ক্বচিত্তু কেবলং দ্রব্যং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রভাবতঃ॥ জ্বরং হন্তি শিরোবদ্ধা সহদেবীজটা যথা * ॥ ২৪১—২৪৩ ॥ বিরুদ্ধগুণসংযোগে ভূয়সাল্পং হি জীয়তে। রসং বিপাকস্তৌ বীর্য্যং প্রভাবস্তান্ ব্যপোহতি ॥ ২৪৪ ॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে মিশ্রপ্রকরণং পঞ্চমম্।

পূর্ব্বকপাকগমনশীলম্। বিকাশি ওজঃশোষণপূর্ব্বকসন্ধিবন্ধশিথিলীকরণশীলম্। মদাবহম্ তমোগুণাধিক্যেন বুদ্ধিবিধ্বংসকম্। আগ্নেয়ং অধিকাগ্নিগুণম্। যোগবাহি সংসর্গিগুণগ্রাহকম্। বিষং লক্ষ্যং দৃষ্টান্তো বৎসনাভশক্তুকাদিভিঃ ॥ ২২৯ ॥ দোষাঃ বাতাদয়ঃ ॥ ২৩০ ॥ গৌরবং শরীরস্য ॥ ২৩১ ॥ তথাচ বাগ্‌ভটঃ—ত্রিধা রসানাং পাকঃ স্যাৎ স্বাদ্বম্লকটুকাত্মকঃ। প্রায়ঃ পদেন ব্রীহিঃ স্যাৎ স্বাদুরম্লো বিপাকতঃ ॥ শিবা কষায়া মধুরা পাকে। শুণ্ঠী কটুকা মধুরপাকেত্যাদি ॥ ২৩৮। তথা নানৌষধিযোগেষু ফলং প্রতি স্বভাব এবাশ্রয়ণীয়ো ন তু তত্র রসাদিরূপহেতুবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ। যত আহ সুশ্রুতঃ—অমীমাংস্যান্যচিন্ত্যানি প্রসিদ্ধানি স্বভাবতঃ। আগমেনোপযোজ্যানি ভেষজানি বিচক্ষণৈঃ ॥ প্রত্যক্ষলক্ষণফলাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ স্বভাবতঃ। নৌষধীর্হেতুভির্বিদ্বান্ পরীক্ষেত কদাচন ইতি ॥ ২৪৩ ॥

অথ হরীতক্যাদিবর্গঃ।

তত্র হরীতক্যা উৎপত্ত্যাদীনাহ—দক্ষং প্রজাপতিং স্বস্থমশ্বিনৌ বাক্যমূচতুঃ। কুতো হরীতকী জাতা তস্যাস্তু কতি জাতয়ঃ* ॥ ১ ॥ রসাঃ কতি সমাখ্যাতাঃ কতি চোপরসাঃ স্মৃতাঃ। নামানি কতি চোক্তানি কিংবা তাসাঞ্চ লক্ষণম্॥ কে চ বর্ণা গুণাঃ কে চ কা চ কুত্র প্রযুজ্যতে। কেন দ্রব্যেণ সংযুক্তা কাংশ্চ রোগান্ ব্যপোহতি॥ প্রশ্নমেতদ্ যথাপৃষ্টং ভগবন্! বক্তুমর্হসি। অশ্বিনোর্ব্বচনং শ্রুত্বা দক্ষো বচনমব্রবীৎ॥ পপাত বিন্দুর্ম্মেদিন্যাং শক্রস্য পিবতোঽমৃতম্। ততো দিব্যা সমুৎপন্না সপ্তজাতির্হরীতকী॥ হরীতক্যভয়া পথ্যা কায়স্থা পূতনামৃতা। হৈমবত্যব্যথা চাপি চেতকী শ্রেয়সী শিবা। বয়স্থা বিজয়া চাপি জীবন্তী রোহিণীতি চ॥ বিজয়া রোহিণীচৈব পূতনা চামৃতাভয়া। জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্তজাতয়ঃ॥ অলাবুবৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা। পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃতা॥ পঞ্চরেখাভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী। ত্রিরেখা চেতকী জ্ঞেয়া সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ॥ বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণরোহিণী। প্রলেপে পূতনা যোজ্যা শোধনার্থেঽমৃতা হিতা॥ অক্ষিরোগেঽভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ। চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রযোজয়েৎ॥ চেতকী দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্বেতা কৃষ্ণা চ বর্ণতঃ। ষড়ঙ্গুলায়তা শুক্লা কৃষ্ণা ত্বেকাঙ্গুলা স্মৃতা॥ কাচিদাস্বাদমাত্রেণ কাচিদ্গন্ধেন ভেদয়েৎ। কাচিৎস্পর্শেন দৃষ্ট্যান্যা চতুর্দ্ধা ভেদয়েচ্ছিবা॥ চেতকীপাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ। ভিদ্যন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥ চেতকী তু ধৃতা হস্তে যাবত্তিষ্ঠতি দেহিনঃ। তাবদ্ভিদ্যেত বেগৈস্তু প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ॥ তৃষ্ণার্ত্তসুকুমারাণাং কৃশানাং ভেষজদ্বিষাম্। চেতকী পরমা শস্তা হিতা সুখবিরেচনী॥ সপ্তানামপি জাতীনাং প্রধানা বিজয়া স্মৃতা। সুখপ্রয়োগা সুলভা সর্ব্বরোগেষু শস্যতে॥ হরীতকী পঞ্চরসা ঽলবণা তুবরা পরম্। রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী॥ চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমিনী। শ্বাসকাসপ্রমেহার্শঃ-কুষ্ঠশোথোদরকৃমীন্॥ বৈস্বর্য্যগ্রহণীরোগবিবন্ধবিষমজ্বরান্। গুল্মাধ্মানতৃষাচ্ছর্দ্দি-হিক্কাকণ্ডুহৃদাময়ান্॥ কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃত্তথা। অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ॥ স্বাদুতিক্তকষায়ত্বাৎ পিত্তহৃৎ কফহৃৎ তু সা। কটুতিক্তকষায়ত্বাদম্লত্বাদ্বাতহৃচ্ছিবা॥ পিত্তকৃৎ কটুকাম্লত্বাদ্বাতকৃন্ন কথং শিবা। প্রভাবাদ্দোষহন্তৃত্বং সিদ্ধং যত্তৎ প্রকাশ্যতে॥ হেতুভিঃ শিষ্যবোধার্থং নাপূর্ব্বং ক্রিয়তেঽধুনা। কর্ম্মান্যত্বং গুণৈঃ সাম্যং দৃষ্টমাশ্রয়ভেদতঃ॥ যতস্ততো নেতি চিন্ত্যং ধাত্রী

---

* রসগুণবীর্য্যবিপাকপ্রভাবাণাং স্বরূপাণ্যভিধায় কুত্র দ্রব্যে কে রসগুণবীর্য্যবিপাকপ্রভাবাঃ সন্তীতি বোধয়িতুং দ্রব্যগতান্ রসগুণবীর্য্যবিপাকপ্রভাবানাহ। তত্র প্রথমং হরীতক্যা উৎপত্তিনামলক্ষণগুণানাহ। দক্ষমিতি॥ ১॥

লকুচয়োর্যথা ॥ পথ্যায়া মজ্জনি স্বাদুঃ স্নায়াবম্লো ব্যবস্থিতঃ। বৃন্তে তিক্তস্ত্বচি কটুরস্থিস্থস্তুবরো রসঃ ॥ নবা স্নিগ্ধা ঘনাবৃত্তা গুর্ব্বী ক্ষিপ্তা চ যাম্ভসি। নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা কথিতাতিগুণপ্রদা ॥ নবাদিগুণযুক্তত্বং তথৈকত্র দ্বিকর্ষতা। হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তচ্ছ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥ চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী। স্বিন্না সংগ্রাহিণী পথ্যা ভৃষ্টা প্রোক্তা ত্রিদোষনুৎ ॥ উন্মীলিনী বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়াণাং নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাম্। বিস্রংসিনী মূত্রশকৃন্মলানাং হরীতকী স্যাৎ সহভোজনেন ॥ অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্তকফোদ্ভবান্। হরীতকী হরত্যাশু ভুক্তস্যোপরি যোজিতা ॥ লবণেন কফং হন্তি পিত্তং হন্তি সশর্করা। ঘৃতেন বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বরোগান্ গুড়ান্বিতা ॥ সিন্ধূত্থশর্করাশুণ্ঠীকণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ ॥ বর্ষাদিম্বভয়া প্রাশ্যা রসায়নগুণৈষিণা ॥ অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ রুক্ষঃ কৃশো লঙ্ঘনকর্ষিতশ্চ। পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী বিমুক্ত রক্ত স্ত্বভয়াং ন খাদেৎ ॥ ২—৩৩ ॥

বিভীতকস্য নামানি গুণাশ্চ—বিভীতকস্ত্রিলিঙ্গঃ স্যাদক্ষঃ কর্ষফলস্তু সঃ কলিদ্রুমো ভূতবাসস্তথা কলিযুগালয়ঃ ॥ বিভীতকং স্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ ॥ উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাসনাশনম্ ॥ রুক্ষং নেত্রহিতং কেশ্যং কৃমিবৈস্বর্য্যনাশনম্। বিভীতমজ্জা তৃট্‌ছর্দ্দিকফবাতহরো লঘুঃ। কষায়ো মদকৃচ্চাথ ধাত্রীমজ্জাপি তদ্‌গুণঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

আমলক্যা নামানি গুণাশ্চ—ত্রিষ্বামলকমাখ্যাতং ধাত্রীতিষ্যফলামৃতা ॥ হরীতকীসমংধাত্রীফলং কিন্তু বিশেষতঃ। রক্তপিত্তপ্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়নম্ ॥ হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ। কফং রুক্ষকষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ। যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশম্। তস্য তস্যৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ ॥ ৩৭—৪০ ॥

ত্রিফলায়া লক্ষণনামগণাঃ—পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং ফলৈঃ স্যাৎ ত্রিফলা সমৈঃ। ফলত্রিকঞ্চ ত্রিফলা সা বরা চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহকুষ্ঠহরা সরা। চক্ষুষ্যা দীপনী রুচ্যা বিষমজ্বরনাশিনী ॥ ৪১। ৪২ ॥

শুণ্ঠ্যা নামানি গুণাশ্চ—শুণ্ঠী বিশ্বা চ বিশ্বঞ্চ নাগরং বিশ্বভেষজম্। ঊষণং কটুভদ্রঞ্চ শৃঙ্গবেরং মহৌষধম্। শুণ্ঠী রুচ্যামবাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ। স্নিগ্ধোষ্ণা মধুরা পাকে কফবাতবিবন্ধনুৎ ॥ বৃষ্যা স্বর্য্যা (ক) বমিশ্বাস-শূলকাসহৃদাময়ান্। হন্তি শ্লীপদশোথার্শ আনাহোদরমারুতান্ ॥ আগ্নেয়গুণভূয়িষ্ঠাৎ তোয়াংশং পরিশোষ্য যৎ। সংগৃহ্নাতি মলং তত্তু গ্রাহি শুণ্ঠ্যাদয়ো যথা ॥ বিবন্ধভেদিনী যাতু সা কথং গ্রাহিণী ভবেৎ। শক্তির্বিবন্ধভেদে স্যাদ্ যতো ন মলপাতনে ॥ ৪৩—৪৭ ॥

আর্দ্রকস্য নামানি গুণাশ্চ—আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা। আর্দ্রিকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণা দীপনী মতা ॥ কটুকা মধুরা পাকে রুক্ষা বাতকফাপহা।

(ক) স্বর্য্যেতি বা পাঠঃ।

যে গুণাঃ কথিতাঃ শুণ্ঠ্যাস্তেঽপি সন্ত্যার্দ্রকেঽখিলাঃ। ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রক ভক্ষণম্। অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্॥ কুষ্ঠপাণ্ড্বাময়ে কৃচ্ছ্রে রক্তপিত্তে ব্রণে জ্বরে। দাহে নিদাঘশরদোর্নৈব পূজিতমার্দ্রকম্॥ ৪৮—৫১॥

পিপ্পল্যা নামানি গুণাশ্চ—পিপ্পলী মাগধী কৃষ্ণা বৈদেহী চপলা কণা। উপকুল্যোষণা শৌণ্ডী কোলা স্যাৎ তীক্ষ্ণতণ্ডুলা॥ পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী। অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ॥ পিপ্পলী রেচনী হন্তি শ্বাসকাসো-দরজ্বরান্। কুষ্ঠপ্রমেহগুল্মার্শঃপ্লীহশূলামমারুতান্॥ আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ। পিত্তপ্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্তপ্রকোপিণী॥ পিপ্‌পলী মধুসংযুক্তা মেদঃকফবিনা-শিনী। শ্বাসকাসজ্বরহরা বৃষ্যা মেধাগ্নিবর্দ্ধিনী॥ জীর্ণজ্বরেঽগ্নিমান্দ্যে চ শস্যতে গুড়পিপ্‌-পলী। কাসাজীর্ণারুচিশ্বাসহৃৎপাণ্ডুকৃমিরোগনুৎ। দ্বিগুণঃ পিপ্পলীচূর্ণাদ্ গুড়োঽত্র ভিষজাং মতঃ॥ ৫২—৫৭॥

মরিচস্য নামানি গুণাশ্চ—মরিচং বেল্লজং কৃষ্ণমূষণং ধর্ম্মপত্তনম্। মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ। উষ্ণং পিত্তকরং রুক্ষং শ্বাসশূলকৃমীন্ হরেৎ। তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণকটুকং গুরু। কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণং শ্লেষ্মপ্রসেকি স্যাদপিত্তলম্॥ ৫৮—৫৯॥

ত্রিকটুকনামলক্ষণগুণাঃ—বিশ্বোপকুল্যা মরিচং ত্রয়ং ত্রিকটু কথ্যতে। কটু-ত্রিকস্তু ত্রিকটু ত্র্যূষণং ব্যোষ উচ্যতে। ত্র্যূষণং দীপনং হন্তি শ্বাসকাসত্বগাময়ান্ গুল্মমেহকফস্থৌল্য মেদঃশ্লীপদপীনসান্॥ ৬০। ৬১॥

পিপ্পলীমূলস্য নামানি গুণাশ্চ—গ্রন্থিকং পিপ্পলীমূলমূষণং চটকাশিরঃ দীপনং পিপ্পলীমূলং কটূষ্ণং পাচনং লঘু॥ রুক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্। আনাহপ্লীহগুল্মঘ্নং কৃমিশ্বাসক্ষয়াপহম্॥ ৬২। ৬৩॥

চতুরূষণস্য লক্ষণনামগুণাঃ—ত্র্যূষণং সকণামূলং কথিতং চতুরূষণম্। ব্যোষস্যেব গুণাঃ প্রোক্তা অধিকাশ্চতুরূষণে॥ ৬৪॥

চব্যস্য নামগুণাঃ—ভবেচ্চব্যস্তু চবিকা কথিতা সা তথোষণা। কণামূলগুণং চব্যং বিশেষাদ্গুদজাপহম্॥ ৬৫॥

গজপিপ্পল্যা নামানি গুণাশ্চ—চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী। কপিবল্লী কোলবল্লী শ্রেয়সী বশিরশ্চ সা॥ গজকৃষ্ণা কটুর্বাতশ্লেষ্মনুদ্বহ্নিবর্দ্ধিনী। উষ্ণা নিহন্ত্যতীসারশ্বাস-কণ্ঠাময়কৃমীন্॥ ৬৬—৬৭॥

চিত্রকস্য নামানি গুণাশ্চ—চিত্রকোঽনলনামা চ পীঠো ব্যালস্তথোষণঃ। চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ॥ রুক্ষোষ্ণো গ্রহণীকুষ্ঠশোথার্শঃকৃমিকাসনুৎ। বাতশ্লেষ্মহরো গ্রাহী বাতঘ্নঃ শ্লেষ্মপিত্তহৃৎ॥ ৬৮—৬৯॥

পঞ্চকোলস্য লক্ষণগুণাঃ—পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ। পঞ্চভিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তদুচ্যতে॥ পঞ্চকোলং রসে পাকে কটুকং রুচিকৃন্মতম্। তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুৎ॥ গুল্মপ্লীহোদরানাহশূলঘ্নং পিত্তকোপনম্॥ ৭০। ৭১॥

ষড়ূষণস্য লক্ষণগুণাঃ—পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতম্। পঞ্চকোলগুণং তত্তু রুক্ষমুষ্ণং বিষাপহম্॥ ৭২॥

যবান্যা নামানি গুণাশ্চ—যবানিকোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাঽজমোদিকা। সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা স্যাৎ যবসাহ্বয়া॥ যবানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ। দীপনী চ তথা তিক্তা পিত্তলা শুক্রশূলহৃৎ (ক)॥ বাতশ্লেষ্মোদরানাহ-গুল্মপ্লীহকৃমিপ্রণুৎ॥ ৭৩। ৭৪॥

অজমোদায়া নামানি গুণাশ্চ—অজমোদা খরাশ্বা (খ) চ মায়ূরী দীপ্যকস্তথা। তথা ব্রহ্মকুশা প্রোক্তা কারবী লোচমস্তকা॥ অজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ। উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বলকরী লঘুঃ॥ নেত্রাময়কৃমিচ্ছর্দ্দিহিক্কাবস্তিরুজো হরেৎ॥ ৭৫। ৭৬॥

খুরাসানীযবানীগুণাঃ—পারসীকযবানী তু যবানীসদৃশী গুণৈঃ। বিশেষাৎ পাচনী রুচ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ॥ ৭৭॥

শুক্লজীরা কৃষ্ণজীরা কলৌঞ্জী, এষাং নামানি গুণাশ্চ—জীরকো জরণোঽজাজী কণা স্যাদ্দীর্ঘজীরকঃ। কৃষ্ণজীরঃ সুগন্ধশ্চ তথৈবোদ্গারশোধনঃ॥ কালাজাজী (গ) তু সুষবী কালিকা চোপকালিকা। পৃথ্বীকা কারবী পৃথ্বী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা॥ উপকুঞ্চী চ কুঞ্চী চ বৃহজ্জীরক ইত্যপি। জীরকত্রিতয়ং রুক্ষং কটূষ্ণং দীপনং লঘু॥ সংগ্রাহি পিত্তলং মেধ্যং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ॥ জ্বরঘ্নং পাচনং বল্যং বৃষ্যং রুচ্যং কফাপহম্। চক্ষুষ্যং পবনাধ্মানগুল্মছর্দ্দ্যতিসারহৃৎ॥ ৭৮—৮১॥

ধান্যকস্য নামানি গুণাশ্চ—ধান্যকং ধানকং ধান্যং ধানা ধানেয়কং তথা। কুনটী ধেনুকা চ্ছত্রা কুস্তুম্বুরু বিতুন্নকম্॥ ধান্যকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু। তিক্তং কটূষ্ণবীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্॥ জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহি স্বাদুপাকি ত্রিদোষনুৎ। তৃষ্ণাদাহবমিশ্বাস-কাসকার্শ্যকৃমিপ্রণুৎ। আর্দ্রন্তু তদ্গুণং স্বাদু বিশেষাৎ পিত্তনাশনম্॥ ৮২—৮৪॥

শতপুষ্পা মিশ্রেয়া চ, তয়োর্নামানি গুণাশ্চ—(সোফিসোথা) শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ। অতিলম্বী সিতচ্ছত্রা সংহিতাচ্ছত্রিকাপি চ॥ ছত্রা

(ক) বাত্তি শূনহৃদিতি পাঠান্তরম্। (খ) খরাহ্বেতি বা পাঠঃ।

(গ) কণাজাজী ইতি বা পাঠঃ।

শালেয়শালীনৌ মিশ্রেয়া মধুরা মিসিঃ। শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃদ্ দীপনী কটুঃ॥ উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্ম-ব্রণশূলাক্ষিরোগহৃৎ। মিশ্রেয়া তদ্গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনি-শূলনুৎ॥ অগ্নিমান্দ্যহরী হৃদ্যা বদ্ধবিট্ কৃমিশুক্রহৃৎ। রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাসবমিশ্লেষ্মা-নিলান্ হরেৎ॥ ৮৫—৮৮॥

মেথীবনমেথী-নাম-গুণাঃ—মেথিকা মেথিনী মেথী দীপনী বহুপত্রিকা। বোধিনী বহুবীজা (ক) চ জ্যোতির্গন্ধফলা তথা॥ বল্লরী চন্দ্রিকা (খ) মন্থা মিশ্রপুষ্পা চ কৈরবী। কুঞ্চিকা বহুপর্ণী চ পীতবীজা মুনিচ্ছদা॥ মেথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মঘ্নী জ্বরনাশিনী। ততঃ স্বল্পগুণা বন্যা বাজিনাং সা তু পূজিতা॥ ৮৯—৯১॥

চন্দ্রশূরগুণাঃ—চন্দ্রিকা চর্ম্মহন্ত্রী চ পশুমেহনকারিকা। নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাসপুষ্পা সুবাসরা॥ চন্দ্রশূরং হিতং হিক্কাবাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্। অসৃগ্‌বাতগদদ্বেষি বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥ ৯২। ৯৩॥

চতুর্ব্বীজম্—(চারদানা) মেথিকা চন্দ্রশূরশ্চ কালাজাজী যবানিকা। এতচ্চতুষ্টয়ং যুক্তং চতুর্বীজমিতি স্মৃতম॥ তচ্চূর্ণং ভক্ষিতং নিত্যং নিহন্তি পবনাময়ান্। অজীর্ণং শূলমাধ্মানং পার্শ্বশূলং কটিব্যথাম্॥ ৯৪। ৯৫॥

হিঙ্গু—সহস্রবেধি জতুকং বাহ্লীকং হিঙ্গু রামঠম্। হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাসনুৎ॥ শূলগুল্মোদরানাহ-কৃমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্॥ ৯৬॥

বচায়া নামানি গুণাশ্চ—বচোগ্রগন্ধা ষড়্‌গ্রন্থা গোলোমা শতপর্ব্বিকা। ক্ষুদ্র পত্রী চ মঙ্গল্যা জটিলোগ্রা চ লোমশা॥ বচোগ্রগন্ধা কটুকা তিক্তোষ্ণা বান্তিবহ্নিকৃৎ। বিব-ন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী॥ অপস্মারকফোন্মাদ-ভূতজন্তু নিলান্ হরেৎ॥ ৯৭। ৯৮॥

খুরাসানী বচা—পারসীকবচা শুক্লা প্রোক্তা হৈমবতীতি সা। হৈমবত্যুদিতা তদ্বাতং হন্তি বিশেষতঃ॥ ৯৯॥

মহাভরী বচা—যস্যা লোকে কুলিঞ্জন ইতি নামান্তরম্। সুগন্ধাপ্যুগ্রগন্ধা চ বিশেষাৎ কফকাসনুৎ। সুস্বরত্বকরী রুচ্যা হৃৎকণ্ঠমুখশোধিনী॥ অপরা সুগন্ধা স্থূলগ্রন্থিঃ, যস্যা লোকে মহাভরী ইতি নাম॥ স্থূলগ্রন্থিঃ সুগন্ধা স্যাৎ ততো হীনগুণা স্মৃতা॥ ১০০। ১০১॥

চোপচিনীতি লোকে প্রসিদ্ধা তস্যা গুণা—দ্বীপান্তরবচা কিঞ্চিৎ-তিক্তোষ্ণা বহ্নিদীপ্তিকৃৎ। বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী॥ বাতব্যাধীনপস্মারমুন্মাদং তনুবেদনাম্। ব্যপোহতি বিশেষেণ ফিরঙ্গাময়নাশিনী॥ ১০২। ১০৩॥

হৌহবেরদ্বয়ম্—তন্মধ্যে প্রথমং ফলং মৎস্যসদৃশং বিস্রগন্ধং, দ্বিতীয়মশ্বত্থফল-সদৃশং মৎস্যগন্ধং, তয়োর্নামানি গুণাশ্চ। হবুষা বপুষা বিস্রা পরাশ্বত্থফলা মতা। মৎস্যগন্ধা

(ক) বেধনী গন্ধবীজা চেতি বা পাঠঃ।　　(খ) চন্দ্রিকেতি পাঠান্তরম্।

প্লীহহন্ত্রী বিষঘ্নী ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী॥ হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদূষ্ণা তুবরা গুরুঃ। পিত্তোদরসমা রাশোগ্রহণীগুল্মশূলহৃৎ। পরাপ্যেতদ্‌গুণা প্রোক্তা রূপভেদো দ্বয়োরপি॥ ১০৪। ১০৫॥

বিড়ঙ্গঃ। বায়ুভৃঙ্গ ইতি লোকে—পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ কৃমিঘ্নো জন্তুনাশনঃ। তণ্ডুলাশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা॥ বিড়ঙ্গং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং বহ্নিকরং লঘু। শূলাধ্মানোদরশ্লেষ্ম-কৃমিবাতবিবন্ধনুৎ॥ ১০৬। ১০৭॥

তুম্বুরুফলম্—তুম্বুরুঃ সৌরভঃ সৌরো বনজঃ সানুজোঽন্ধকঃ। তুম্বুরু প্রথিতং তিক্তং কটু পাকেঽপি তৎ কটু॥ রুক্ষোষ্ণং দীপনং তীক্ষ্ণং রুচ্যং লঘু বিদাহি চ। বাতশ্লেষ্মাক্ষিকর্ণৌষ্ঠশিরোরুগ্‌গুরুতাকৃমীন্। কুষ্ঠশূলারুচিশ্বাসপ্লীহকৃচ্ছ্রাণি নাশয়েৎ॥ ১০৮। ১০৯॥

বংশলোচন-নামগুণাঃ—স্যাদ্বংশরোচনা বাংশী তুগাক্ষীরী তুগা শুভা। ত্বক্‌ক্ষীরী বংশজা শুভ্রা বংশক্ষীরী চ বৈণবী॥ বংশজা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা। তৃষ্ণাকাস জ্বরশ্বাস-ক্ষয়পিত্তাস্রকামলাঃ॥ হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডুং কষায়বাতকৃচ্ছ্রজিৎ॥ ১০১। ১১১॥

সমুদ্রফেনঃ—সমুদ্রফেনঃ ফেনশ্চ ডিণ্ডীরোঽব্ধিকফস্তথা। সমুদ্রফেনশ্চক্ষুষ্যো লেখনঃ শীতলশ্চ সঃ॥ কষায়ো বিষপিত্তঘ্নঃ কর্ণরুক্কফহৃৎ সরঃ॥ ১১২॥

অষ্টবর্গস্য লক্ষণগুণাঃ—জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে। অষ্টবর্গোঽষ্টভির্দ্রব্যৈঃ কথিতশ্চরকাদিভিঃ॥ অষ্টবর্গো হিমঃ স্বাদুর্বৃংহণঃ শুক্রলো গুরুঃ। ভগ্নসন্ধানকৃৎ কামবলাসবলবর্দ্ধনঃ॥ বাতপিত্তাস্রতৃট্‌দাহজ্বরমেহক্ষয়প্রণুৎ॥ ১১৩। ১১৪॥

জীবকর্ষভকয়োরুৎপত্তিলক্ষণনামগুণাঃ—জীবকর্ষভকৌ জ্ঞেয়ৌ হিমাদ্রিশিখরোদ্ভবৌ। রসোনকন্দবৎ কন্দৌ নিঃসারৌ সূক্ষ্মপত্রকৌ॥ জীবকঃ কূর্চ্চকাকার ঋষভো বৃষশৃঙ্গবৎ। জীবকো মধুরঃ শৃঙ্গো হ্রস্বাঙ্গঃ কূর্চ্চশীর্ষকঃ॥ ঋষভো বৃষভো ধীরো বিষাণীন্দ্রাক্ষ ইত্যপি। জীবকর্ষভকৌ বল্যৌ শীতৌ শুক্রকফপ্রদৌ॥ মধুরৌ পিত্তদাহাস্রকার্শ্যবাতক্ষয়াপহৌ॥ ১১৫—১১৭॥

মেদামহামেদয়োরুৎপত্তিলক্ষণনামগুণাঃ—মহামেদাভিধঃ কন্দো মোরঙ্গাদৌ প্রজায়তে। মহামেদাবর্ণোমেদা স্যাদিত্যুক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥ শুক্লার্দ্রকনিভঃ কন্দো লতাজাতঃ সুপাণ্ডুরঃ। মহামেদাভিধো জ্ঞেয়ো মেদালক্ষণমুচ্যতে॥ শুক্লকন্দো নখচ্ছেদ্যো মেদোধাতুমিব স্রবেৎ। যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ো জিজ্ঞাসাতৎপরৈর্জ্জনৈঃ॥ শল্যপর্ণী (ক) মণিচ্ছিদ্রা মেদা মেদোভবাধ্বরা। মহামেদা বসুচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তী দেবতামণিঃ॥ মেদাযুগং গুরু স্বাদু বৃষ্যং স্তন্যকফাবহম্। বৃংহণং শীতলং পিত্তরক্তবাতজ্বরপ্রণুৎ॥ ১১৮—১২২॥

কাকোলীক্ষীরকাকোল্যোরুৎপত্তিলক্ষণনামগুণাঃ—জায়তে ক্ষীরকাকোলী মহামেদোদ্ভবস্থলে। যত্র স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোলী তত্র জায়তে॥ পীবরীসদৃশঃ কন্দঃ সক্ষীরঃ প্রিয়গন্ধবান্। স প্রোক্তঃ ক্ষীরকাকোলী কাকোলীলিঙ্গমুচ্যতে॥

(ক) স্বল্পপর্ণীতি বা পাঠঃ।

যথা স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যপি তথা ভবেৎ। এষা কিঞ্চিদ্ভবেৎ কৃষ্ণা ভেদোঽয়মুভয়োরপি ॥ কাকোলী বায়সোলী চ বীরা কায়স্থিকা তথা। সা শুক্লা ক্ষীরকাকোলী বয়স্থা ক্ষীরবল্লিকা ॥ কথিতা ক্ষীরিণী ধীরা ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী ॥ কাকোলীযুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু। বৃংহণং বাতদাহাস্রপিত্তশোষজ্বরাপহম্ ॥ ১২৩—১২৭ ॥

ঋদ্ধিবৃদ্ধ্যোরুৎপত্তিলক্ষণনামগুণাঃ—ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ কন্দৌ দ্বৌ ভবতঃ কোশযামলে। শ্বেতলোমান্বিতঃ কন্দো লতাজাতঃ সরন্ধ্রকঃ ॥ স এব ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ ভেদমপ্যেতয়োর্ব্রুবে। তূলগ্রন্থিসমা ঋদ্ধির্বামাবর্ত্তফলা চ সা ॥ বৃদ্ধিস্তু দক্ষিণাবর্ত্তফলা প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ। ঋদ্ধির্যোগ্যাং সিদ্ধিলক্ষ্ম্যৌ বৃদ্ধেরপ্যাহ্বয়া ইমে ॥ ঋদ্ধির্বল্যা ত্রিদোষঘ্নী শুক্রলা মধুরা গুরুঃ। প্রাণৈশ্বর্য্যকরী মূর্চ্ছারক্তপিত্তবিনাশিনী ॥ বৃদ্ধির্গর্ভপ্রদা শীতা বৃংহণী মধুরা স্মৃতা। বৃষ্যা পিত্তাস্রশমনী ক্ষতকাসক্ষয়াপহা ॥ রাজ্ঞামপ্যষ্টবর্গস্তু যতোঽয়মতিদুর্ল্লভঃ। তস্মাদস্য প্রতিনিধিং গৃহ্ণীয়াত্তদ্গুণং ভিষক্ * ॥ ১২৮—১৩৩ ॥

অষ্টবর্গস্য প্রতিনিধিঃ—মেদাজীবককাকোলীঋদ্ধিদ্বন্দ্বেঽপি চাসতি। বরীবিদার্য্যশ্বগন্ধাবারাহীশ্চ ক্রমাৎ ক্ষিপেৎ * ॥ ১৩৪ ॥

যষ্টিমধু—যষ্টীমধু তথা যষ্টিমধুকং ক্লীতকং তথা। অন্যৎ ক্লীতনকং তত্তু ভবেত্তোয়ে মধূলিকা ॥ যষ্টী হিমা গুরুঃ স্বাদ্বী চক্ষুষ্যা বলবর্ণকৃৎ। সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যা পিত্তানিলাস্রজিৎ ॥ ব্রণশোথবিষ-চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাগ্লানিক্ষয়াপহা ॥ ১৩৫। ১৩৬ ॥

কম্বীলা—কাম্পিল্যঃ কর্কশশ্চন্দ্রো রক্তাঙ্গো রোচনোঽপি চ। কম্পিল্লঃ কফপিত্তাস্র-কৃমিগুল্মোদরব্রণান্ ॥ হন্তি রেচী কটূষ্ণশ্চ মেহানাহবিষাশ্মনুৎ ॥ ১৩৭ ॥

আরগ্বধঃ ধনবহেরা—আরগ্বধো রাজবৃক্ষঃ শম্পাকশ্চতুরঙ্গুলঃ। আরেবতো ব্যাধিঘাতঃ কৃতমালঃ সুবর্ণকঃ ॥ কর্ণিকারো দীর্ঘফলঃ স্বর্ণাঙ্গঃ স্বর্ণভূষণঃ। আরগ্বধো গুরুঃ স্বাদুঃ শীতলঃ স্রংসনোত্তমঃ ॥ জ্বরহৃদ্রোগপিত্তাস্র-বাতোদাবর্ত্তশূলনুৎ। তৎ ফলং স্রংসনং রুচ্যং কুষ্ঠপিত্তকফাপহম্। জ্বরে তু সততং পথ্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্ ॥ ১৩৮—১৪০ ॥

কটুকী—কটুী তু কটুকা তিক্তা কৃষ্ণভেদা কটম্ভরা। অশোকা মৎস্যশকলা চক্রাঙ্গী শকুলাদনী ॥ মৎস্যপিত্তা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী। কটুী তু কটুকা পাকে তিক্তা রুক্ষা হিমা লঘুঃ ॥ ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরাপহা। প্রমেহশ্বাসকাসাস্র-দাহকুষ্ঠ-কৃমিপ্রণুৎ ॥ ১৪১—১৪৩ ॥

চিরতা—কিরাততিক্তঃ কৈরাতঃ কটুতিক্তঃ কিরাতকঃ। কাণ্ডতিক্তোঽনার্য্যতিক্তো ভূনিম্বো রামসেনকঃ ॥ কিরাতকোঽন্যো নৈপালঃ সোঽর্দ্ধতিক্তো জ্বরান্তকঃ। কিরাতঃ সারকো রুক্ষঃ শীতলস্তিক্তকো লঘুঃ ॥ সন্নিপাতজ্বরশ্বাস-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ। কাসশোথতৃষাকুষ্ঠজ্বরব্রণক্রিমিপ্রণুৎ ॥ ১৪৪—১৪৬ ॥

---

* তদ্গুণং সদৃশঃ প্রতিনিধিঃ ॥ ১৩৩ ॥ মেদামহামেদাস্থানে শতাবরীমূলম্, জীবকর্ষভকস্থানে বিদারীমূলম্, কাকোলীক্ষীরকাকোলীস্থানে অশ্বাগন্ধামূলম্, ঋদ্ধিবৃদ্ধিস্থানে বারাহীকন্দং গুণৈস্তত্তুল্যং ক্ষিপেৎ ॥ ১৩৪ ॥

ইন্দ্রযবঃ—উক্তং কুটজবীজন্তু।যবমিন্দ্রযবং তথা।কলিঙ্গঞ্চাপি কালিঙ্গং তথা ভদ্রযবা অপি॥ ইতিক্লীবেঽমরঃ প্রাহ। ক্বচিদিন্দ্রস্তু নামৈব ভবেত্তদভিধায়কম্। ফলানীন্দ্রযবাস্তস্তু তথা ভদ্রযবা অপি॥ ইতি ধন্বন্তরিঃ প্রাহ। ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহি কটু শীতলম্॥ জ্বরাতিসাররক্তার্শঃবমিবীসর্পকুষ্ঠনুৎ। দীপনং গুদকীলাস্র-বাতাস্রশ্লেষ্মশূলজিৎ ॥১৪৭—১৪৯॥

মদনফলম্—মদনশ্ছর্দনঃ পিণ্ডো নটঃ পিণ্ডীতকস্তথা। করহাটো মরুবকঃ শল্যকো বিষপুষ্পকঃ॥ মদনো মধুরস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণো লেখনো লঘুঃ। বান্তিকৃদ্ বিদ্রধিহরঃ প্রতিশ্যায়ব্রণান্তকঃ॥ রুক্ষঃ কুষ্ঠকফানাহ-শোথগুল্মব্রণাপহঃ॥ ১৫০। ১৫১॥

রাস্না—রাস্না যুক্তরসা রস্যা সুবহা রসনা রসা। এলাপর্ণী চ সুরসা সুগন্ধা শ্রেয়সী তথা॥ রাস্নামপাচিনী তিক্তা গুরূষ্ণা কফবাতজিৎ। শোথশ্বাসসমীরাস্র (ক) বাতশূলোদরাপহা॥ কাসজ্বরবিষাশীতি-বাতিকাময়হিধ্ম (খ) হৃৎ॥ ১৫২। ১৫৩॥

রাস্নাভেদঃ, নাই ইতি লোকে—নাকুলী সুরসা নাগসুগন্ধা গন্ধনাকুলী। নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী সর্পাক্ষী বিষনাশিনী॥ নাকুলী তুবরা তিক্তা কটুঃ কোষ্ণা বিনাশয়েৎ। ভোগীলূতাবৃশ্চিকাখু-বিষজ্বরকৃমিব্রণান্॥ ১৫৪। ১৫৫॥

মাচিকা—পশ্চিমদেশে মোহয়া ইতি লোকে প্রসিদ্ধো বৃক্ষবিশেষঃ। মাচিকা প্রস্থিকাম্বষ্ঠা তথা চাম্বালিকাম্বিকা॥ ময়ূরবিদলা কেশী সহস্রা বালমূলিকা। মাচিকাম্লা রসে পাকে কষায়া শীতলা লঘুঃ। পক্বাতীসারপিত্তাস্র-কফকণ্ঠাময়াপহা॥ ১৫৬। ১৫৭॥

তেজবতী তেজবল্কল ইতি চ—তেজস্বিনী তেজবতী তেজোহ্বা তেজনী তথা। তেজস্বিনী কফশ্বাস-কাসাস্যাময়বাতহৃৎ॥ পাচন্যুষ্ণা কটুস্তিক্তা রুচিবহ্নিপ্রদীপনী॥ ১৫৮॥

জ্যোতিষ্মতী—জ্যোতিষ্মতী স্যাৎ কটভী জ্যোতিষ্কা কঙ্গুনীতি চ। পারাবতপদী পণ্যলতা প্রোক্তা ককুন্দনী॥ জ্যোতিষ্মতী কটুস্তিক্তা সরা কফসমীরজিৎ। অত্যুষ্ণা বামনী তীক্ষ্ণা বহ্নিবুদ্ধিস্মৃতিপ্রদা॥ ১৫৯। ১৬০॥

কূটঃ—কুষ্ঠং রোগাহ্বয়ং বাপ্যং (গ) পারিভব্যন্তথোৎপলম্। কুষ্ঠমুষ্ণং কটুস্বাদু শুক্রলং তিক্তকং লঘু॥ হন্তি বাতাস্রবীসর্প-কাসকুষ্ঠমরুৎকফান্॥ ১৬১॥

কুষ্ঠভেদপুষ্করমূলম্—উক্তং পুষ্করমূলন্তু পৌষ্করং পুষ্করঞ্চ তৎ। পদ্মপত্রঞ্চ কাশ্মীরং কুষ্ঠভেদমিমং জগুঃ। পৌষ্করং কটুকস্তিক্তমুষ্ণং বাতকফজ্বরান্। হন্তি শোথারুচিশ্বাসান্ বিশেষাৎ পার্শ্বশূলনুৎ॥ ১৬২। ১৬৩॥

চোকং—কটুপর্ণী হৈমবতী। হেমক্ষীরী হিমাবতী হেমাহ্বা পীতদুগ্ধা চ তন্মূলং চোকমুচ্যতে॥ হেমাহ্বা রেচনী তিক্তা ভেদিন্যুৎক্লেশকারিণী। কৃমিকণ্ডুবিষানাহকফপিত্তাস্র কুষ্ঠনুৎ॥ ১৬৪। ১৬৫॥

(ক) সমীরার্ণ ইতি পাঠান্তরম্। (খ) সিধ্মেতি বা পাঠঃ
(গ) ব্যাপ্যং, আপ্যঞ্চ বা কচিৎ পাঠঃ।

কর্কটশৃঙ্গী—(কাকড়াশৃঙ্গী)। শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ স্যাৎ কুলীরবিষাণিকা। অজশৃঙ্গী তু চক্রা চ কর্কটাখ্যা চ কীর্ত্তিতা ॥ শৃঙ্গী কষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয়জ্বরান্। শ্বাসোর্দ্ধবাততৃট্‌কাস হিক্কারুচিবমীন্ হরেৎ ॥ ১৬৬। ১৬৭ ॥

কায়ফলস্য নামগুণাঃ—কট্‌ফলঃ সোমবল্কশ্চ কৈটর্য্যঃ কুম্ভিকাঽপি চ। শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ ॥ কট্‌ফলস্তুবরস্তিক্তঃ কটুর্বাতকফজ্বরান্। হন্তি শ্বাসপ্রমেহার্শঃকাসকণ্ঠাময়ারুচীঃ ॥ ১৬৮। ১৬৯ ॥

ভার্গী—বভনেটী ইতি চ। ভার্গী ভৃগুভবা পদ্মা ফঞ্জী ব্রাহ্মণযষ্টিকা। ব্রাহ্মণ্যঙ্গারবল্লী চ খরশাকশ্চ হঞ্জিকা ॥ ভার্গী রুক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষ্ণা পাচনী লঘুঃ। দীপনী তুবরা গুল্মরক্তনুন্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ শোথকাসকফশ্বাস-পীনসজ্বরমারুতান্ ॥ ১৭০। ১৭১ ॥

পাষাণভেদঃ—পাষাণভেদকোঽশ্মঘ্নো গিরিভিস্তিন্নযোজনী। অশ্মভেদো হিমস্তিক্তঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ ॥ ভেদনো হন্তি দোষার্শোগুল্মকৃচ্ছ্রাশ্মহৃদ্রুজঃ ॥ যোনিরোগান্ প্রমেহাংশ্চ প্লীহশূলব্রণানি চ ॥ ১৭২। ১৭৩ ॥

ধাবই—ধাতকী ধাতুপুষ্পা চ তাম্রপুষ্পী চ কুঞ্জরা। সুভিক্ষা বহুপুষ্পী চ বহ্নিজ্বালা চ সা স্মৃতা ॥ ধাতকী কটুকা শীতা মৃদুকৃৎ (ক) তুবরা লঘুঃ। তৃষ্ণাতীসারপিত্তাস্র-বিষকৃমিবিসর্পজিৎ ॥ ১৭৪। ১৭৫ ॥

মঞ্জিষ্ঠা—মঞ্জিষ্ঠা বিকসা জিঙ্গী সমঙ্গা কালমেষিকা। মণ্ডূকপর্ণী ভণ্ডীরীভণ্ডী যোজনবল্ল্যপি ॥ রসায়ন্যরুণা কালা রক্তাঙ্গী রক্তযষ্টিকা। ভণ্ডীতকী চ গণ্ডীরী মঞ্জূষা বস্ত্ররঞ্জিনী ॥ মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তকষায়া স্বরবর্ণকৃৎ। গুরুরুষ্ণা বিষশ্লেষ্মশোথযোন্যক্ষিকর্ণরুক্ ॥ রক্তাতীসারকুষ্ঠাস্র-বীসর্পব্রণমেহনুৎ ॥ ১৭৬—১৭৮ ॥

কুসুম্ভম্—স্যাৎ কুসুম্ভং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জকমিত্যপি। কুসুম্ভং বাতলং কৃচ্ছ্ররক্তপিত্তকফাপহম্ ॥ ১৭৯ ॥

লাক্ষা,—(লাহী)। লাক্ষা পলংকষাঽলক্তো যাবো বৃক্ষাময়ো জতুঃ। লাক্ষা বর্ণ্যা হিমা বল্যা স্নিগ্ধা চ তুবরা লঘুঃ ॥ অনুষ্ণা কফপিত্তাস্রহিক্কাকাসজ্বরপ্রণুৎ। ব্রণোরঃক্ষতবীসর্পকৃমিকুষ্ঠগদাপহা ॥ অলক্তকো গুণৈস্তদ্বদ্বিশেষাদ্ ব্যঙ্গনাশনঃ ॥ ১৮০—১৮২ ॥

হরিদ্রা—হরিদ্রা কাঞ্চনী পীতা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী। কৃমিঘ্না হলদী যোষিৎপ্রিয়া হরবিলাসিনী ॥ হরিদ্রা কটুকা তিক্তা রুক্ষোষ্ণা কফপিত্তনুৎ। বর্ণ্যা ত্বগ্‌দোষমেহাস্রশোথপাণ্ডুব্রণাপহা ॥ ১৮৩। ১৮৪ ॥

কর্পূরহরিদ্রাবনহরিদ্রা—দার্ব্বীভেদাম্রগন্ধা চ সুরভী দারুদারু চ। কর্পূরা পদ্মপত্রা স্যাৎ সুরীমৎ সুরতারিকা (খ) ॥ অরণ্যহলদীকন্দঃ কুষ্ঠবাতাস্রনাশনঃ ॥ আম্রগন্ধিহরিদ্রা যা সা শীতা বাতলা মতা। পিত্তহৃৎ মধুরা তিক্তা সর্ব্বকণ্ডুবিনাশিনী ॥ ১৮৫। ১৮৬ ॥

(ক) মৃদুকৃদিত্যত্র মলকৃদিতি বা পাঠঃ। (খ) সুরতী জুগনায়িকা ইতি বা পাঠঃ।

দারুহরিদ্রা—দার্ব্বী দারুহরিদ্রা চ পর্জ্জন্যা পর্জ্জনীতি চ। কটঙ্কটেরী পীতা চ ভবেৎ সৈব পচম্পচা॥ সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালেয়কোঽপি চ॥ পীতদ্রুশ্চ হরিদ্রুশ্চ পীতদারু চ পীতকম্। দার্ব্বী নিশাগুণা কিন্তু নেত্রকর্ণাস্যরোগনুৎ॥ ১৮৭। ১৮৮॥

রসাঞ্জনম্—দার্ব্বীকাথসমং ক্ষীরং পাদং পক্ত্বা যদা ঘনম্। তদা রসাঞ্জনাখ্যন্তৎ নেত্রয়োঃ পরমং হিতম্॥ রসাঞ্জনং তার্ক্ষ্যশৈলং রসগর্ভঞ্চ তার্ক্ষ্যজম্। রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্মবিষনেত্রবিকারনুৎ। উষ্ণং রসায়নন্তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষহৃৎ॥ ১৮৯। ১৯০॥

বাকুচী—অবল্গুজো বাকুচী স্যাৎ সোমরাজী সুপর্ণিকা। শশিলেখা কৃষ্ণফলা সোমা পূতিফলীতি চ॥ সোমবল্লী কালমেষী কুষ্ঠঘ্নী চ প্রকীর্ত্তিতা। বাকুচী মধুরা তিক্তা কটু-পাকা রসায়নী॥ বিষ্টম্ভহৃদ্‌হিমা রুচ্যা সরা শ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ। রুক্ষা হৃদ্যা শ্বাসকুষ্ঠমেহজ্বর-কৃমিপ্রণুৎ॥ তৎফলং পিত্তলং কুষ্ঠকফানিলহরং কটু। কেশ্যন্ত্বচ্যং বমিশ্বাস-কাসশোথাম-পাণ্ডুনুৎ॥ ১৯১—১৯৪॥

চক্রমর্দ্দঃ—চক্রমর্দ্দঃ প্রপুন্নাটো দদ্রুঘ্নো মেষলোচনঃ। পদ্মাটঃ স্যাদেড়গজশ্চক্রী পুন্নাট ইত্যপি॥ চক্রমর্দ্দো লঘুঃ স্বাদূ রুক্ষঃ পিত্তানিলাপহঃ। হৃদ্যো হিমঃ কফশ্বাস-কুষ্ঠদদ্রুকৃমীন হরেৎ॥ হন্ত্যুষ্ণং তৎ ফলং কুষ্ঠ-কণ্ডূদদ্রুবিষানিলান্। গুল্মকাসকৃমিশ্বাস-নাশনং কটুকং স্মৃতম্॥ ১৯৫—১৯৭॥

অতীসঃ—বিষা ত্বতিবিষা বিশ্বা শৃঙ্গী প্রতিবিষারুণা। শুক্লকন্দা চোপবিষা ভঙ্গুরা ঘুণবল্লভা॥ বিষা সোষ্ণা কটুস্তিক্তা পাচনী দীপনী হরেৎ। কফপিত্তাতিসারামবিষকাস-বমিকৃমীন্॥ ১৯৮। ১৯৯॥

সাবরলোধ্রঃ—পটিআলোধ ইতি লোকে। লোধ্রস্তিল্বস্তিরীটশ্চ শাবরো গালব-স্তথা। দ্বিতীয়ঃ পট্টিকালোধ্রঃ ক্রমুকঃ স্থূলবল্কলঃ॥ জীর্ণপত্রো বৃহৎপত্রঃ পট্টী লাক্ষাপ্রসাদনঃ॥ লোধ্রো গ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ॥ কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ্‌জ্বরাতীসারশোথ-হৃৎ॥ ২০০। ২০১॥

লশুনঃ—লশুনস্তু রসোনঃ স্যাদুগ্রগন্ধো মহৌষধম্। অরিষ্টো ম্লেচ্ছকন্দশ্চ যবনেষ্টো রসোনকঃ॥ যদামৃতং বৈনতেয়ো জহার সুরসত্তমাৎ। তদা ততোঽপতদ্বিন্দুঃ স রসোনোঽভবদ্ ভুবি॥ পঞ্চভিশ্চ রসৈর্যুক্তো রসেনাম্লেন বর্জ্জিতঃ। তস্মাদ্রসোন ইত্যুক্তো দ্রব্যাণাং গুণবেদিভিঃ॥ কটুকশ্চাপি মূলেষু তিক্তঃ পত্রেষু সংস্থিতঃ। নালে কষায় উদ্দিষ্টো নালাগ্রে লবণঃ স্মৃতঃ। বীজে তু মধুরঃ প্রোক্তো রসস্তদ্‌গুণবেদিভিঃ॥ রসোনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ পাচনঃ সরঃ। রসে পাকে চ কটুকস্তীক্ষ্ণো মধুরকো মতঃ॥ ভগ্নসন্ধানকৃৎ কণ্ঠ্যো গুরুঃ পিত্তাস্রবৃদ্ধিদঃ। বলবর্ণকরো মেধাহিতো নেত্র্যো রসায়নঃ॥ হৃদ্রোগজীর্ণজ্বরকুক্ষিশূল-বিবন্ধগুল্মারুচিকাসশোফান্। দুর্নামকুষ্ঠানলসাদজন্তু-সমীরণশ্বাস-কফাংশ্চ হন্তি॥ মদ্যং মাংসং তথাম্লঞ্চ হিতং লশুনসেবিনাম্। ব্যায়ামমাতপং রোষমতিনীরং পয়ো গুড়ম্॥ রসোনমশ্নন্ পুরুষস্ত্যজেদেতান্নিরন্তরম্॥ ২০২—২০৯॥

পলাণ্ডুঃ—(পিআজু) পলাণ্ডুর্যবনেষ্টশ্চ দুর্গন্ধো মুখদূষকঃ। পলাণ্ডুস্তু গুণৈর্জ্ঞেয়ো রসোনসদৃশো গুণৈঃ॥ স্বাদুঃ পাকে রসেঽনুষ্ণঃ কফকৃন্নাতিপিত্তলঃ। হরতে কেবলং বাতং বলবীর্য্যকরো গুরুঃ॥ ২১০। ২১১॥

ভল্লাতকম্—(ভেলা) ভল্লাতকং ত্রিষু প্রোক্তমরুষ্কোঽরুষ্করোঽগ্নিকঃ। তথৈবাগ্নিমুখী ভল্লী বীরবৃক্ষশ্চ শোফকৃৎ॥ ভল্লাতকফলং পক্বং স্বাদুপাকরসং লঘু। কষায়ং পাচনং স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণোষ্ণং ছেদি ভেদনম্॥ মেধ্যং বহ্নিকরং হন্তি কফবাতব্রণোদরম্। কুষ্ঠার্শোগ্রহণীগুল্মশোফানাহজ্বরক্রিমীন্॥ তন্মজ্জা মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো বাতপিত্তহা॥ বৃন্তমারুষ্করং স্বাদু পিত্তঘ্নং কেশ্যমগ্নিকৃৎ॥ ভল্লাতকঃ কষায়োষ্ণঃ শুক্রলো মধুরো লঘুঃ। বাতশ্লেষ্মোদরানাহকুষ্ঠার্শোগ্রহণীগদান্॥ হন্তি গুল্মজ্বরশ্বিত্র-বহ্নিমান্দ্যাক্রিমিব্রণান্॥ ২১২—২১৬॥

ভঙ্গা—ভঙ্গা গঞ্জা মাতুলানী মাদিনী বিজয়া জয়া। ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ॥ তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহমন্দবাগ্বহ্নিবর্দ্ধিনী (ক)॥ ২১৭॥

পোস্তা—তিলভেদঃ খসতিলঃ খাখসশ্চাপি স স্মৃতঃ। স্যাৎ খাখসফলোদ্ভুতং বল্কলং শীতলং লঘু॥ গ্রাহি তিক্তং কষায়ঞ্চ বাতকৃৎ কফকাসহৃৎ। ধাতূনাং শোষকং রুক্ষং মদকৃদ্ বাগ্বিবর্দ্ধনম্॥ মুহুর্মোহকরং রুচ্যং সেবনাৎ পুংস্ত্বনাশনম্॥ ২১৮। ২১৯॥

অহিফেনম্—(অফিম্) উক্তং খসফলক্ষারমাফুকমহিফেনকম্। আফুকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্॥ তথা খসফলোদ্ভুতবল্কলপ্রায়মত্যপি॥ ২২০॥

খাখসদানা—উচ্যন্তে খসবীজানি তে খাখসতিলা অপি। খসবীজানি বল্যানি বৃষ্যাণি স্যুর্গুরূণি চ॥ জনয়ন্তি কফং তানি শময়ন্তি সমীরণম্॥ ২২১॥

সৈন্ধবঃ—সৈন্ধবোঽস্ত্রী শীতশিবং মাণিমন্থঞ্চ সিন্ধুজম্। সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু। স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্র্যং ত্রিদোষহৃৎ॥ ২২২। ২২৩॥

শাকম্ভরি—শাকম্ভরীয়ং কথিতং গড়াখ্যং রৌমকন্তথা। গড়াখ্যং লঘু বাতঘ্নমত্যুষ্ণং ভেদি পিত্তলম্। তীক্ষ্ণোষ্ণং চাপি সূক্ষ্মঞ্চাভিষ্যন্দি কটুপাকি চ॥ ২২৪॥

পাঙ্গা—সামুদ্রং যত্তু লবণমক্ষীবং বশিরঞ্চ তৎ। সমুদ্রজং সাগরজং লবণোদধিসম্ভবম্। সামুদ্রং মধুরং পাকে সতিক্তং মধুরং গুরু। নাত্যুষ্ণং দীপনং ভেদি সক্ষারমবিদাহি চ॥ শ্লেষ্মলং বাতনুৎ তীক্ষ্ণমরুক্ষং নাতিশীতলম্॥ ২২৫। ২২৬॥

বিড়ম্—(বিরি আসোচর ইতি) বিড়ং পাকঞ্চ কৃতকং তথা দ্রাবিড়মাসুরম্। বিড়ং ক্ষারমূর্দ্ধাধঃকফবাতানুলোমনম্ *॥ ২২৭॥ দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রুচ্যং ব্যবায়ি চ॥ বিবন্ধানাহবিষ্টম্ভ-হৃদ্রুগ্‌গৌরবশূলনুৎ॥ ২২৮॥

সৌবর্চ্চলম্—(চৌহারকোড়া ইতি) সৌবর্চ্চলং স্যাদ্রুচকমক্ষং পাকঞ্চ তন্মতম্।

* উর্দ্ধং কফমধোবাতং সঞ্চারয়েদিত্যর্থঃ॥ ২২৭॥

(ক) মোহমদবাগ্‌বহ্নিবর্দ্ধনমিতি পাঠান্তরম্।

উদ্গারশুদ্ধিরুচকং রোচনং ভেদি দীপনং পাচনং পরম্॥ সুস্নেহং বাতনুন্নাতিপিত্তলং বিশদং লঘু। ক্লিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানহশূলজিৎ ॥ ২২৯। ২৩০ ॥

রেহগহ্গবা প্রভৃতি—ঔদ্ভিদং পাংশুলবণং যজ্জাতং ভূমিতঃ স্বয়ম্। ক্ষারং গুরু কটু স্নিগ্ধং শীতলং বাতনাশনম্॥ ২৩১ ॥

চণকলোনী—চণকাম্লকমত্যুষ্ণং দীপনং দন্তহর্ষণম্। লবণানুরসং রুচ্যং শূলাজীর্ণ-বিবন্ধনুৎ ॥ ২৩২ ॥

যবক্ষারঃ সাজীসোরা—পাক্যঃ ক্ষারো যবক্ষারো যাবশূকো যবাগ্রজঃ। স্বর্জ্জি-কাপি স্মৃতঃ ক্ষারঃ কাপোতঃ সুখবর্চ্চকঃ॥ কথিতঃ স্বর্জ্জিকাভেদো বিশেষজ্ঞৈঃ সুবর্চ্চিকঃ। যবক্ষারো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ সুসূক্ষ্মো বহ্নিদীপনঃ॥ নিহন্তি শূলবাতামশ্লেষ্মশ্বাসগলাময়ান্। পাণ্ড্বর্শোগ্রহণীগুল্মানাহপ্লীহহৃদাময়ান্ ॥ স্বর্জ্জিকাল্পগুণা তস্মাদ্বিজ্ঞেয়া গুল্মশূলহৃৎ। সুব-র্চ্চিকা স্বর্জ্জিকাবদ্ বোদ্ধব্যা গুণতো জনৈঃ ॥ ২৩৩—২৩৬ ॥

সোহাগা—সৌভাগ্যং টঙ্কণং ক্ষারো ধাতুদ্রাবকমুচ্যতে। টঙ্কণং বহ্নিকৃদ্ রুক্ষং কফহৃদ্ বাতপিত্তকৃৎ ॥ ২৩৭ ॥

ক্ষারদ্বয়ং ক্ষারত্রয়ঞ্চ—স্বর্জ্জিকা যাবশূকশ্চ ক্ষারদ্বয়মুদাহৃতম্। টঙ্কণেন যুতং তত্তু ক্ষারত্রয়মুদীরিতম্॥ মিলিতং তূক্তগুণকৃদ্বিশেষাদ্গুল্মহৃৎ পরম্ ॥ ২৩৮ ॥

ক্ষারাষ্টকম্—পলাশবজ্রিশিখরিচিঞ্চার্কতিলনালজাঃ। যবজঃ স্বর্জ্জিকা চেতি ক্ষারাষ্টকমুদাহৃতম্॥ ক্ষারা এতেঽগ্নিনা তুল্যা গুল্মশূলহরা ভৃশম্ ॥ ২৩৯ ॥

চুক্রম্—চুক্রং সহস্রবেধি স্যাদ্রসাম্লং শুক্তমিত্যপি ॥ চুক্রমত্যম্লমুষ্ণঞ্চ দীপনং পাচনং পরম্। শূলগুল্মবিবন্ধামবাতশ্লেষ্মহরং সরম্॥ বমিতৃষ্ণাস্যবৈরস্য-হৃৎপীড়াবহ্নি-মান্দ্যহৃৎ ॥ ২৪০। ২৪১ ॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকন-তনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে হরীতক্যাদিবর্গঃ।

অথ কর্পূরাদিবর্গঃ।

তত্রাদৌ কর্পূরস্য নামানি গুণাশ্চ—পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ। ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞো হিমনামাপি স স্মৃতঃ॥ কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো (ক) লঘুঃ। সুরভির্মধুরস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ ॥ দাহতৃষ্ণাস্যবৈরস্যমেদো-দৌর্গন্ধ্যনাশনঃ॥ কর্পূরো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ পক্বাপক্বপ্রভেদতঃ। পক্বাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্বং গুণবত্তরম্॥ ১—৩ ॥

(ক) লেখন ইতি পাঠান্তরম্।

চিনীয়া কর্পূরঃ—চীনাকসংজ্ঞঃ কর্পূরঃ কফক্ষয়করঃ স্মৃতঃ। কুষ্ঠকণ্ডুবমিহরস্তথা তিক্তরসশ্চ সঃ ॥ ৪ ॥

কস্তূরী—মৃগনাভির্মৃগমদঃ কথিতস্তু সহস্রভিৎ। কস্তূরিকা চ কস্তূরী বেদমুখ্যা চ সা স্মৃতা ॥ কামরূপোদ্ভবা কৃষ্ণা নৈপালী নীলবর্ণযুক্। কাশ্মীরী কপিলচ্ছায়া কস্তূরী ত্রিবিধা স্মৃতা ॥ কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ। কাশ্মীরদেশসম্ভূতা কস্তূরী হ্যধমা মতা ॥ কস্তূরিকা কটুস্তিক্তা ক্ষারোষ্ণা শুক্রলা গুরুঃ। কফবাতবিষচ্ছর্দ্দি-শীতদৌর্গন্ধ্যশোষহৃৎ ॥ ৫—৮ ॥

লতাকস্তূরী—(মুস্কদানা)। লতাকস্তূরিকা তিক্তা স্বাদ্বী বৃষ্যা হিমা লঘুঃ। চক্ষুষ্যা চ্ছেদিনী শ্লেষ্মতৃষ্ণাবস্ত্যাস্যরোগহৃৎ ॥ ৯ ॥

গন্ধমার্জ্জারবীজঃ—(গৌরাসাখভেদ আণ্ডী ইতি লোকে)। গন্ধমার্জ্জারবীজস্তু বীর্য্যকৃৎ কফবাতহৃৎ ॥ কণ্ডুকুষ্ঠহরং নেত্র্যং সুগন্ধং স্বেদগন্ধনুৎ ॥ ১০ ॥

চন্দনম্—শ্রীখণ্ডং চন্দনং ন স্ত্রী ভদ্রশ্রীস্তিলপর্ণিকঃ। গন্ধসারো মলয়জস্তথা চন্দ্রদ্যুতিশ্চ সঃ ॥ স্বাদে তিক্তং কষে পীতং চ্ছেদে রক্তং তনৌ সিতম্। গ্রন্থিকোটরসংযুক্তং চন্দনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥ চন্দনং শীতলং রূক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু। শ্রমশোষবিষশ্লেষ্ম-তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহনুৎ ॥ ১১—১৩ ॥

পীতচন্দনম্—(কলম্বক ইতি লোকে)। কালীয়কস্তু কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনম্। হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্য্যকম্ ॥ কালীয়কং রক্তগুণং বিশেষাদ্ব্যঙ্গনাশনম্ ॥১৪ ॥

রক্তচন্দনম্—রক্তচন্দনমাখ্যাতং রক্তাঙ্গং ক্ষুদ্রচন্দনম্। তিলপর্ণং রক্তসারং তৎ প্রবালফলং স্মৃতম্ ॥ রক্তং শীতং গুরু স্বাদু চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাস্রপিত্তহৃৎ। তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জ্বরব্রণবিষাপহম্ ॥ ১৫।১৬ ॥

পত্তঙ্গম্—(বকম্)। পত্তঙ্গং রক্তসারঞ্চ সুরঙ্গং রঞ্জনং তথা। পট্টরঞ্জকমাখ্যাতং পত্রূরঞ্চ কুচন্দনম্ ॥ পত্তঙ্গং মধুরং শীতং পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রনুৎ। হরিচন্দনবদ্বেত্ত্যং বিশেষাদ্দাহনাশনম্ ॥ চন্দনানি তু সর্ব্বাণি সদৃশানি রসাদিভিঃ। গন্ধেন তু বিশেষোঽস্তি পূর্ব্বঃ শ্রেষ্ঠতমো গুণৈঃ ॥ ১৭—১৯ ॥

অগুরু, কৃষ্ণাগুরু চ—(অগর)। অগুরু প্রবরং লোহং রাজার্হং যোগজং তথা। বংশিকং কৃমিজং বাপি কৃমিজগ্ধমনার্য্যকম্ ॥ অগুরূষ্ণং কটু ত্বচ্যং তিক্তং তীক্ষ্ণঞ্চ পিত্তলম্। লঘুকর্ণাক্ষিরোগঘ্নং শীতবাতকফপ্রণুৎ ॥ কৃষ্ণং গুণাধিকং তত্তু লৌহবদ্বারি মজ্জতি ॥ অগুরুপ্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরুসমঃ স্মৃতঃ ॥ ২০—২২ ॥

দেবদারু—দেবদারু স্মৃতং দারুভদ্রং দার্ব্বিন্দ্রদারু চ। মস্তদারু দ্রুকিলিমং কিলিমং সুরভূরুহঃ ॥ দেবদারু লঘু স্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং কটুপাকি চ। বিবন্ধাধ্মানশোথামতন্দ্রাহিক্কাজ্বরাস্রজিৎ ॥ প্রমেহপীনসশ্লেষ্ম-কাসকণ্ডুসমীরনুৎ ॥ ২৩। ২৪ ॥

সরলঃ—(ধূপ)। সরলঃ পীতবৃক্ষঃ স্যাত্তথা সুরভিদারুকঃ। সরলো মধুরস্তিক্তঃ কটুপাকরসো লঘুঃ॥ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কর্ণকণ্ঠাক্ষিরোগরক্ষোহরঃ স্মৃতঃ। কফানিলস্বেদদাহ-কাস-মূর্চ্ছাব্রণাপহঃ॥ ২৫। ২৬॥

তগরম্—কালানুসার্য্যং তগরং কুটিলং নহুষং মতম্। অপরং পিণ্ডতগরং দণ্ডহস্তী চ বর্হিণম্॥ তগরদ্বয়মুষ্ণং স্যাৎ স্বাদু স্নিগ্ধং লঘু স্মৃতম্। বিষাপস্মারশূলাক্ষি-রোগ-দোষত্রয়াপহম্॥ ২৭। ২৮॥

পদ্মকম্—পদ্মকং পদ্মগন্ধি স্যাত্তথা পদ্মাহ্বয়ং স্মৃতম্। পদ্মকং তুবরং তিক্তং শীতলং বাতলং লঘু॥ বীসর্পদাহবিস্ফোটি-কুষ্ঠশ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ। গর্ভসংস্থাপনং রুচ্যং বমিব্রণতৃষা-প্রণুৎ॥ ২৯। ৩০॥

গুগ্‌গুলুঃ—গুগ্‌গুলুর্দেবধূপশ্চ জটায়ুঃ কৌশিকঃ পুরঃ। কুম্ভোলূখলকং ক্লীবে মহিষাক্ষঃ পলঙ্কষঃ॥ মহিষাক্ষো মহানীলঃ কুমুদঃ পদ্ম ইত্যপি। হিরণ্যঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ো গুগ্‌গুলোঃ পঞ্চজাতয়ঃ॥ ভৃঙ্গাঞ্জনসবর্ণস্তু মহিষাক্ষ ইতি স্মৃতঃ। মহানীলস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বনামসমলক্ষণঃ॥ কুমুদঃ কুমুদাভঃ স্যাৎ পদ্মো মাণিক্যসন্নিভঃ। হিরণ্যাখ্যস্তু হেমাভঃ পঞ্চানাং লিঙ্গমীরিতম্॥ ৩১—৩৪॥ মহিষাক্ষো মহানীলো গজেন্দ্রাণাং হিতাবুভৌ। হয়ানাং কুমুদঃ পদ্মঃ স্বস্ত্যারোগ্যকরৌ পরৌ॥ বিশেষেণ মনুষ্যাণাং কনকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। কদাচিন্মহিষাক্ষশ্চ মতঃ কৈশ্চিন্নৃণামপি॥ ৩৫। ৩৬ গুগ্‌গুলুর্বিশদস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণঃ পিত্তলঃ সরঃ। কষায়ঃ কটুকঃ পাকে কটু রূক্ষো লঘুঃ পরঃ॥ ভগ্নসন্ধানকৃদ্‌বৃষ্যঃ সূক্ষ্মঃ স্বর্য্যো রসায়নঃ। দীপনঃ পিচ্ছিলো বল্যঃ কফবাতব্রণাপচীঃ॥ মেদোমেহাশ্মবাতাংশ্চ ক্লেদকুষ্ঠামমারুতান্। পিড়কাগ্রন্থিশোথার্শোগণ্ডমালাকৃমীন্ জয়েৎ॥ মাধুর্য্যাচ্ছময়েদ্বাতং কষায়ত্বাচ্চ পিত্তহা। তিক্তত্বাৎ কফজিত্তেন গুগ্‌গুলুঃ সর্ব্বদোষহা॥ স নবো বৃংহণো বৃষ্যঃ পুরাণস্তুতিলেখনঃ॥ স্নিগ্ধঃ কাঞ্চনসঙ্কাশঃ পক্কজম্বুফলোপমঃ। নূতনো গুগ্‌গুলুঃ প্রোক্তঃ সুগন্ধির্যস্তু পিচ্ছিলঃ। শুষ্কো দুর্গন্ধকশ্চৈব ত্যক্তপ্রকৃতিবর্ণকঃ॥ পুরাণঃ স তু বিজ্ঞেয়ো গুগ্‌গুলুর্বীর্য্যবর্জ্জিতঃ॥ অম্লং তীক্ষ্ণমজীর্ণঞ্চ ব্যবায়ং শ্রমমাতপম্। মদ্যং রোষং ত্যজেৎ সম্যগ্‌গুণার্থী পুরসেবকঃ॥ ৩৭—৪৩॥

সরলনির্য্যাসঃ—শ্রীবাসঃ সরলস্রাবঃ শ্রীবেষ্টো বৃক্ষধূপকঃ। শ্রীবাসো মধুরস্তিক্তঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ॥ পিত্তলো বাতমূর্দ্ধাক্ষিস্বর-রোগকফাপহঃ॥ রক্ষোঘ্নঃ স্বেদদৌর্গন্ধ্যযূকা-কণ্ডূব্রণপ্রণুৎ॥ ৪৪। ৪৫॥

রালঃ—রালস্তু শালনির্য্যাসস্তথা সর্জ্জরসঃ স্মৃতঃ। দেবধূপো যক্ষধূপস্তথা সর্ব্বরসশ্চ সঃ॥ রালো হিমো গুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ। দোষাস্রস্বেদবীসর্প-জ্বরব্রণবিপাদিকাঃ॥ গ্রহভগ্নাগ্নিদগ্ধাংশ্চশূলাতীসারনাশনঃ॥ ৪৬। ৪৭॥

কুন্দুরুঃ সুগন্ধদ্রব্যং শল্লকীনির্য্যাসঃ—কুন্দুরুস্তু মুকুন্দঃ স্যাৎ সুগন্ধঃ কুন্দ-ইত্যপি। কুন্দুরুর্মধুরস্তিক্তস্তীক্ষ্ণস্ত্বচ্যঃ কটুর্হরেৎ। জ্বরস্বেদগ্রহালক্ষ্মী-মুখরোগকফানিলান্॥ ৪৮॥

শিলারসঃ—সিহ্লকস্তু তুরুষ্কঃ স্যাদ্‌যাতো যবনদেশজঃ। কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতস্তথা চ কপিনামকঃ॥ সিহ্লকঃ কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ শুক্রকান্তিকৃৎ। বৃষ্যঃ কণ্ঠ্যঃ স্বেদকুষ্ঠ-জ্বরদাহগ্রহাপহঃ॥ ৪৯। ৫০॥

জাতীফলম্—(জায়ফল) জাতীফলং জাতিকোশং মালতীফলমিত্যপি। জাতীফলং রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু॥ কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্॥ নিহন্তি মুখবৈরস্যং মলদৌর্গন্ধ্যকৃষ্ণতাঃ। কৃমিকাসবমিশ্বাস-শোষপীনসহৃদ্রুজঃ॥ ৫১। ৫২॥

জাতীপত্রী—জাতীফলস্য ত্বক্ প্রোক্তা জাতীপত্রী ভিষগ্বরৈঃ। জাতীপত্রী লঘুঃ স্বাদুঃ কটূষ্ণা রুচিবর্ণকৃৎ॥ কফকাসবমিশ্বাস-তৃষ্ণাকৃমিবিষাপহা॥ ৫৩॥

লবঙ্গম্—লবঙ্গং দেবকুসুমং শ্রীসংজ্ঞং শ্রীপ্রসূনকম্। লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিমম্॥ দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্রনাশকৃৎ। তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ॥ কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষয়পতি ধ্রুবম্॥ ৫৪। ৫৫॥

এলাইচী পূরবী—এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ। ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিকুটিঃ॥ স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘুঃ। রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তাস্র-কণ্ডূশ্বাসতৃষাপহা। হৃল্লাসবিষবস্ত্যাস্য-শিরোরুগ্‌বমিকাসনুৎ॥ ৫৬। ৫৭॥

এলা গুজরাতী—সূক্ষ্মোপকুঞ্চিকা তুত্থা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী ত্রুটিঃ। এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাস-কাসার্শোমূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ॥ রসে তু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহরী মতা॥ ৫৮॥

ত্বচং—(তজ)। ত্বক্‌পত্রঞ্চ বরাঙ্গং স্যাদ্‌ভৃঙ্গং চোচন্তথোৎকটম্। ত্বচং লঘূষ্ণং কটুকং স্বাদু তিক্তঞ্চ রুক্ষকম্॥ পিত্তলং কফবাতঘ্নং কণ্ড্বামারুচিনাশনম্। হৃদ্বস্তিরোগবাতার্শঃকৃমি-পীনসশুক্রহৃৎ॥ ৫৯। ৬০॥

দারুচিনী—ত্বক্ স্বাদ্বী তু তনুত্বক্ স্যাত্তথা দারুসিতা মতা। উক্তা দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিলপিত্তহৃৎ॥ সুরভিঃ শুক্রলা বল্যা মুখশোষতৃষাপহা॥ ৬১॥

পত্রকম্—পত্রং তমালপত্রঞ্চ তথা স্যাৎ পত্রনামকম্। পত্রকং মধুরং কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণোষ্ণং পিচ্ছিলং লঘু॥ নিহন্তি কফবাতার্শোহৃল্লাসারুচিপীনসান্॥ ৬২॥

নাগকেশরঃ—নাগপুষ্পঃ স্মৃতো নাগঃ কেশরো নাগকেশরঃ। চাম্পেয়ো নাগকিঞ্জল্কঃ কথিতঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ॥ অয়ং পুষ্পে তু ক্লীবে। নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রুক্ষং লঘ্বামপাচনম্। জ্বরকণ্ডূতৃষাস্বেদ-চ্ছর্দ্দিহৃল্লাসনাশনম্॥ দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবীসর্প-কফপিত্তবিষাপহম্॥ ৬৩। ৬৪॥

ত্রিজাত-চাতুর্জাতকে—ত্বগেলাপত্রকৈস্তুল্যৈস্ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকম্। নাগকেশর-সংযুক্তং চাতুর্জাতকমুচ্যতে॥ তদ্দ্বয়ং রেচনং রুক্ষং তীক্ষ্ণোষ্ণং মুখগন্ধহৃৎ। লঘু পিত্তাগ্নি-কৃদ্বর্ণ্যং কফবাতবিষাপহম্॥ ৬৫। ৬৬॥

কুঙ্কুমম্—কুঙ্কুমং ঘুসৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরম্। সঙ্কোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্॥ কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধি তৎ। সূক্ষ্মকেশর-

মারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্॥ বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং স্মৃতম্। কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্॥ কুঙ্কুমং পারসীকে যৎ মধুগন্ধি তদীরিতম্। ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্॥ কুঙ্কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগ্‌ব্রণজন্তুজিৎ। তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্॥ ৬৭—৭১॥

গোরোচনা—গোরোচনা তু মঙ্গল্যা বন্দ্যা গৌরী চ রোচনা। গোরোচনা হিমা তিক্তা বশ্যা মঙ্গলকান্তিদা॥ বিষালক্ষ্মীগ্রহোন্মাদ-গর্ভস্রাবক্ষতাস্রহৃৎ॥ ৭২॥

নখং নখী গন্ধদ্রব্যম্—নখং ব্যাঘ্রনখং ব্যাঘ্রায়ুধন্তচ্চক্রকারকম্। নখং স্বল্পং নখী প্রোক্তা হনুর্হট্টবিলাসিনী॥ নখদ্বয়ং গ্রহশ্লেষ্ম-বাতাস্রজ্বরকুষ্ঠহৃৎ। লঘূষ্ণং শুক্রলং বর্ণ্যং স্বাদু ব্রণবিষাপহম্॥ অলক্ষ্মীমুখদৌর্গন্ধ্যহৃৎ পাকরসয়োঃ কটুঃ॥ ৭৩। ৭৪॥

সুগন্ধবালা—বালং হ্রীবেরবর্হিষ্ঠোদীচ্যং কেশাম্বুনাম চ॥ বালকং শীতলং রুক্ষং লঘু দীপনপাচনম্। হৃল্লাসারুচিবীসর্প-হৃদ্রোগামাতিসারজিৎ॥ ৭৫॥

বীরণম্—স্যাদ্ বীরণং বীরতরুর্বীরঞ্চ বহুমূলকম্। বীরণং পাচনং শীতং বান্তিহৃল্লঘু (ক) তিক্তকম্॥ স্তম্ভনং জ্বরনুদ্ ভ্রান্তিমদজিৎ কফপিত্তহৃৎ। তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্প-কৃচ্ছ্রদাহ-ব্রণাপহম্॥ ৭৬। ৭৭॥

উশীরম্—বীরণস্য তু মূলং স্যাদুশীরং নলদঞ্চ (খ) তৎ। অমৃণালঞ্চ সেব্যঞ্চ সমগন্ধিকমিত্যপি॥ উশীরং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্। মধুরং জ্বরহৃদ্বান্তিমদনুৎ কফপিত্তহৃৎ॥ তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্প-দাহকৃচ্ছ্রব্রণাপহম্॥ ৭৮। ৭৯॥

জটামাংসী জটামাংসী ভূতজটা জটিলা চ তপস্বিনী। মাংসী তিক্তা কষায়া চ মেধ্যা কান্তিবলপ্রদা॥ স্বাদ্বী হিমা ত্রিদোষাস্র-দাহবীসর্পকুষ্ঠনুৎ॥ ৮০॥

শৈলেয়ম্—(ভূরছরীল ইতি লোকে)। শৈলেয়ন্তু শিলাপুষ্পং বৃদ্ধং কালানুসার্য্যকম্। শৈলেয়ং শীতলং হৃদ্যং কফপিত্তহরং লঘু॥ কণ্ডূকুষ্ঠাশ্মরীদাহ-বিষহৃদ্ গুদরক্তহৃৎ॥ ৮১॥

মুস্তকং নাগর মুস্তকঞ্চ—(মোথা নাগরমোথা)। মুস্তকং ন স্ত্রিয়াং মুস্তং ত্রিষু বারিদনামকম্। কুরুবিন্দশ্চ সংখ্যাতোঽপরঃ ক্রোড়ঃ কসেরুকঃ॥ ভদ্রমুস্তঞ্চ গুন্দ্রা চ তথা নাগরমুস্তকঃ। মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপনপাচনম্॥ কষায়ং কফপিত্তাস্র-তৃড়্‌জ্বরা-রুচিজন্তুহৃৎ। অনূপদেশে যজ্জাতং মুস্তকং তৎ প্রশস্যতে॥ তত্রাপি মুনিভিঃ প্রোক্তং বরং নাগরমুস্তকম্॥ ৮২—৮৪॥

কর্পূরঃ—কর্পূরো বেধমুখ্যশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শটী। কর্পূরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এব চ॥ সুগন্ধিঃ কটুপাকঃ স্যাৎ কুষ্ঠার্শোব্রণকাসনুৎ। উষ্ণো লঘুর্হরেচ্ছ্বাসং গুল্মবাতকফকৃমীন্॥ ৮৫। ৮৬॥

একাঙ্গী—মুরা গন্ধকুটী দৈত্যা সুরভিস্তালপর্ণিকা। মুরা তিক্তা হিমা স্বাদ্বী লঘ্বী পিত্তানিলাপহা॥ জ্বরাসৃগ্‌ভূতরক্ষোঘ্নী কুষ্ঠকাসবিনাশিনী। ৮৭॥

(ক) মধুরং লঘ্বিতি বা পাঠঃ। (খ) অভয়মিতি বা পাঠান্তরম্।

গন্ধপলাশী—সুগন্ধদ্রব্যং কাশ্মীরে প্রসিদ্ধং। শঠী পলাশী ষড়্গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা। গন্ধারিকা গন্ধবধূর্বধূঃ পৃথুপলাশিকা॥ ভবেদ্গন্ধপলাশী তু কষায়া গ্রাহিণী লঘুঃ। তিক্তা তীক্ষ্ণা চ কটুকানুষ্ণাস্যমলনাশিনী॥ শোথকাসব্রণশ্বাসশূলহিধ্ম (ক) গ্রহাপহা॥ ৮৮। ৮৯॥

প্রিয়ঙ্গুঃ গন্ধপ্রিয়ঙ্গুঃ—প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী কান্তা লতা চ মহিলাহ্বয়া। গুন্দ্রা গন্ধফলা শ্যামা বিষ্বক্সেনাঙ্গনা প্রিয়া॥ প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তা তুবরানিলপিত্তহৃৎ। রক্তাতিযোগদৌর্গন্ধ্য-স্বেদদাহজ্বরাপহা॥ গুল্মতৃট্‌বিষমোহঘ্নী তদ্বদ্গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা। তৎফলং মধুরং রুক্ষং কষায়ং শীতলং গুরু। বিবন্ধাধ্মানবলকৃৎ সংগ্রাহি কফপিত্তজিৎ॥ ৯০—৯২॥

রেণুকা—রেণুকা রাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিলা দ্বিজা। ভস্মগন্ধা পাণ্ডুপুত্রী স্মৃতা কৌন্তী হরেণুকা॥ রেণুকা কটুকা পাকে তিক্তানুষ্ণা কটুর্লঘুঃ। পিত্তলা দীপনী মেধ্যা পাচনী গর্ভপাতিনী॥ বলাসবাতকৃচ্চৈব তৃট্‌কণ্ডুবিষদাহনুৎ॥ ৯৩। ৯৪॥

গ্রন্থিপর্ণম্—(ঠিবন) গ্রন্থিপর্ণং গ্রন্থিকঞ্চ কাকপুচ্ছন্তু গুচ্ছকম্। নীলপুষ্পং সুগন্ধঞ্চ কথিতং তৈলপর্ণকম্॥ গ্রন্থিপর্ণন্তিক্ততীক্ষ্ণং কটূষ্ণং দীপনং লঘু॥ কফবাতবিষশ্বাসকণ্ডূদৌর্গন্ধ্যনাশনম্॥ ৯৫। ৯৬॥

গ্রন্থিপর্ণস্যৈব ভেদ ঈষৎসুগন্ধং স্থৌণেয়ম্—অনের ইতি লোকে প্রসিদ্ধম্। স্থৌণেয়কং বর্হিবর্হং শুকবর্হঞ্চ কুক্কুরম্। শীর্ণরোম শুকঞ্চাপি শুকপুষ্পং শুকচ্ছদম্॥ স্থৌণেয়কং কটু স্বাদু তিক্তং স্নিগ্ধং ত্রিদোষনুৎ। মেধাশুক্রকরং রুচ্যং রক্ষোঘ্নং জ্বরজন্তুজিৎ॥ হন্তি কুষ্ঠাস্রতৃড্‌দাহদৌর্গন্ধ্যতিলকালকান্॥ ৯৭। ৯৮॥

গ্রন্থিপর্ণস্যৈবভেদঃ ভটেউর ইতি নেপালদেশে ভবতি—নিশাচরো ধনহরঃ কিতবো গণহাসকঃ। রোচকো মধুরস্তিক্তঃ কটুঃ পাকে কটুর্লঘুঃ॥ তীক্ষ্ণো হৃদ্যো হিমো হন্তি কুষ্ঠকণ্ডুকফানিলান্। রক্ষোঽশ্রীস্বেদমেদোঽস্র-জ্বরগন্ধবিষব্রণান্॥ ৯৯। ১০০॥

ভূম্যামলকীবদ্গুচ্ছস্তালীসঃ—তালীসমুক্তং পত্রাঢ্যং ধাত্রীপত্রঞ্চ তৎ স্মৃতম্। তালীসং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাসকাসকফানিলান্॥ নিহন্ত্যরুচিগুল্মাম-বহ্নিমান্দ্যক্ষয়াময়ান্॥ ১০১॥

কক্কোলং সুগন্ধদ্রব্যম্—সীতলচীনীতি লোকে। কক্কোলং কোলকং প্রোক্তং তথা কোষফলং স্মৃতম্। কক্কোলং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং তিক্তং হৃদ্যং রুচিপ্রদম্॥ আস্যদৌর্গন্ধ্য-হৃদ্রোগ-কফবাতাময়ান্ধ্যহৃৎ॥ ১০২॥

গন্ধকোকিলা গন্ধমালতী চ—স্নিগ্ধোষ্ণা কফহৃত্তিক্তা সুগন্ধা গন্ধকোকিলা। গন্ধকোকিলয়া তুল্যা বিজ্ঞেয়া গন্ধমালতী॥ ১০৩॥

লামজ্জকমুশীরবৎ পীতস্চ্ছবিতৃণবিশেষঃ—লামজ্জকং সুনালং স্যাদমৃণালং লবং লঘুঃ। ইষ্টকাপথকং সেব্যং নলদঞ্চাবদাহকম্॥ লামজ্জকং হিমং তিক্তং লঘু দোষত্রয়াস্রজিৎ। ত্বগাময়স্বেদকৃচ্ছ্র-দাহপিত্তাস্ররোগনুৎ॥ ১০৪। ১০৫॥

(ক) সিধ্মেতি বা পাঠঃ।

এলবালুকং কক্কোলসদৃশং কুষ্ঠগন্ধি—এলবালুকমৈলেয়ং সুগন্ধি হরিবালুকম্। ঐলবালুকমেলালু কপিথত্বগপীরিতম্॥ এল্বালু কটুকং পাকে কষায়ং শীতলং লঘু। হন্তি কণ্ডূব্রণচ্ছর্দ্দিতৃট্‌কাসারুচিহৃদ্রুজঃ॥ বলাসবিষপিত্তাস্র-কুষ্ঠমূত্রগদক্রমীন্॥ ১০৬। ১০৭॥

কৈবর্ত্তীমুস্তকম্—(কোসচী মোথা)। গুড়তজী ইতি চ। ইয়ন্তু বিতুন্নকনাম্নো বৃক্ষস্য ত্বক্ মুস্তাকৃতিঃ। কুটন্নটং দাসপুরং বালেয়ং পরিপেলবম্। প্লবগোপুরগোনর্দ্দকৈবর্ত্তীমুস্তকানি চ॥ মুস্তাবৎ পেলবপুটং শুক্লাভং স্যাদ্বিতুন্নকম্। বিতুন্নকং হিমং তিক্তং কষায়ং কটু কান্তিদন্। কফপিত্তাস্রবীসর্প-কুষ্ঠকণ্ডূবিষপ্রণুৎ। ১০৮। ১০৯॥

স্পৃক্কা সুগন্ধিদ্রব্যং শাকবিশেষঃ। লঙ্কোইকপুরীতি লোকে চ—স্পৃক্কাস্বক্ ব্রাহ্মণী দেবী মরুন্মালা লতা লঘুঃ। সমুদ্রান্তা বধূঃ কোটিবর্ষা লঙ্কোপিকেত্যপি॥ (ক) স্পৃক্কা স্বাদ্বী হিমা বৃষ্যা তিক্তা নিখিলদোষনুৎ। কুষ্ঠকণ্ডূবিষস্বেদ-দাহাশ্রীজ্বররক্ত হৃৎ॥ ১১০। ১১১॥

পর্পটী ইতি প্রসিদ্ধং, পদ্মাবতী ইতি চ উত্তরদেশে সুগন্ধি দ্রব্যম্—পর্পটী রঞ্জনা কৃষ্ণা জতুকা জননী জনী। জতুকৃষ্ণাগ্নিসংস্পর্শা জতুকৃচ্চক্রবর্ত্তিনী। পর্পটী তুবরা তিক্তা শিশিরা বর্ণকৃল্লঘু। বিষব্রণহরী কণ্ডূকফপিত্তাস্রকুষ্ঠনুৎ॥ ১১২।১১৩॥

নলিকা উত্তরাপথে প্রসিদ্ধা সুগন্ধা প্রবালাকৃতের্যবারী ইতি চ ক্বচিৎ প্রসিদ্ধা—নলিকা বিদ্রুমলতা কপোতচরণা নটী। ধমন্যঞ্জনকেশী চ নির্ম্মধ্যা সুষিরা নলা॥ নলিকা শীতলা লঘ্বী চক্ষুষ্যা কফপিত্তহৃৎ। কৃচ্ছ্রাশ্মবাততৃষ্ণাস্র-কুষ্ঠকণ্ডূজ্বরাপহা॥ ১১৪। ১১৫॥

প্রপৌণ্ডরীকং সুগন্ধদ্রব্যং পুণ্ডেরী ইতিলোকে প্রসিদ্ধম্—প্রপৌণ্ডরীকং পৌণ্ডর্য্যং চক্ষুষ্যং পৌণ্ডরীয়কম্। পৌণ্ডর্য্যং মধুরং তিক্তং কষায়ং শুক্রলং হিমম্॥ চক্ষুষ্যং মধুরং পাকে বর্ণ্যং পিত্তকফপ্রণুৎ॥ ১১৬॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে কর্পূরাদিবর্গঃ।

(ক) লঙ্কাপিকা ইতি লঙ্কাতিকেতি চ বা পাঠঃ।

অথ গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ

তত্রাদৌ গুড়ূচ্যা উৎপত্তির্নামানি গুণাশ্চ—অথ লঙ্কেশরো মানী রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। রামপত্নীং বলাৎ সীতাং জহার মদনাতুরঃ॥ ততস্তং বলবান্ রামো রিপুং জায়াপহারিণম্। বৃতো বানরসৈন্যেন জঘান রণমূর্দ্ধনি॥ হতে তস্মিন্ সুরারাতৌ রাবণে বলগর্ব্বিতে। দেবরাজঃ সহস্রাক্ষঃ পরিতুষ্টোঽতিরাঘবে॥ তত্র যে বানরাঃ কেচিদ্রাক্ষসৈর্নিহতা রণে। তানিন্দ্রো জীবয়ামাস সংসিচ্যামৃতবৃষ্টিভিঃ॥ ততো যেষু প্রদেশেষু কপিগাত্রাৎ পরিচ্যুতাঃ॥ পীযূষবিন্দবঃ পেতুস্তেভ্যো জাতা গুড়ূচিকা॥ গুড়ূচী মধুপর্ণী স্যাদমৃতাঽমৃতবল্লরী। ছিন্না ছিন্নরুহা ছিন্নোদ্ভবা বৎসাদনীতি চ॥ জীবন্তী তন্ত্রিকা সোমা সোমবল্লী চ কুণ্ডলী। চক্রলক্ষণিকা ধীরা বিশল্যা চ রসায়নী॥ চন্দ্রহাসা বয়স্থা চ মণ্ডলী দেবনির্ম্মিতা। গুড়ূচী কটুকা তিক্তা স্বাদুপাকা রসায়নী॥ সংগ্রাহিণী কষায়োষ্ণা লঘ্বী বল্যাগ্নিদীপনী। দোষত্রয়ামতৃড্দাহমেহকাসাংশ্চ পাণ্ডুতাম্॥ কামলাকুষ্ঠবাতাস্র-জ্বরকৃমিবমীন্ হরেৎ। (প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃ-কৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতনুৎ)॥ ১—১০॥

তাম্বূলম্—তাম্বূলবল্লী তাম্বূলী নাগিনী নাগবল্লরী। তাম্বূলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরং সরম্॥ বশ্যং তিক্তং কটু ক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘু। বল্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্য-মলবাতশ্রমাপহম্॥ ১১। ১২॥

বিল্বঃ—(বেল)। বিল্বঃ শাণ্ডিল্যশৈলূষৌ মালূরশ্রীফলাবপি। শ্রীফলস্তুবরস্তিক্তো গ্রাহী রূক্ষোঽগ্নিপিত্তকৃৎ॥ বাতশ্লেষ্মহরো বল্যো লঘুরুষ্ণশ্চ পাচনঃ॥ ১৩॥

গাম্ভারী—গাম্ভারী ভদ্রপর্ণী চ শ্রীপর্ণী মধুপর্ণিকা। কাশ্মীরী কাশ্মরী হীরা কাশ্মর্য্যঃ পীতরোহিণী॥ কৃষ্ণবৃন্তা মধুরসা মহাকুসুমিকাপি চ। কাশ্মরী তুবরা তিক্তা বীর্য্যোষ্ণা মধুরা গুরুঃ॥ দীপনী পাচনী মেধ্যা ভেদিনী ভ্রমশোষজিৎ। দোষতৃষ্ণামশূলার্শোবিষদাহজ্বরাপহা॥ তৎফলং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু কেশ্যং রসায়নম্। বাতপিত্ততৃষারক্ত-ক্ষয়মূত্রবিবন্ধনুৎ॥ স্বাদু পাকে হিমং স্নিগ্ধং তুবরাম্লং বিশুদ্ধিকৃৎ। হন্যাদ্দাহতৃষাবাত-রক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্॥১৪—১৮॥

পাটলিঃ কাষ্ঠপাটলিঃ—(পাণ্ডরি কণ্ঠপাণ্ডরি)। পাটলিঃ পাটলা মোঘা মধুদূতী ফলেরুহা। কৃষ্ণবৃন্তা কুবেরাক্ষী কালস্থাল্যলিবল্লভা*॥ ১৯॥ তাম্রপুষ্পা চ কথিতাপরা স্যাৎ পাটলা সিতা। মুষ্ককো মোক্ষকো ঘণ্টাপাটলিঃ কাষ্ঠপাটলা॥ ২০॥ পাটলা তুবরা তিক্তানুষ্ণা দোষত্রয়াপহা। অরুচিশ্বাসশোথাস্রচ্ছর্দ্দিহিক্কাতৃষাহরী ॥ ২১॥ পুষ্পং কষায়ং মধুরং হিমং হৃদ্যং কফাস্রনুৎ॥ পিত্তাতিসারহৃৎ কণ্ঠ্যং (ক) ফলং হিক্কাস্রপিত্তহৃৎ॥ ২২॥

---

* কালস্থালীত্যত্র কাচস্থালীত্যেকে॥ ১৯॥

(ক) দাহঘ্নমিতি পাঠান্তরম্।

অগ্নিমন্থঃ—(অগেথ গনিয়ারি ইতি চ)। অগ্নিমন্থো জয়ঃ স স্যাচ্ছ্রীপর্ণী গণিকারিকা। জয়া জয়ন্তী তর্কারী নাদেয়ী বৈজয়ন্তিকা॥ অগ্নিমন্থঃ শ্বয়থুনুদ্বীর্য্যোষ্ণঃ কফবাতহৃৎ॥ পাণ্ডুনুৎ কটুকস্তিক্তস্তুবরো মধুরোঽগ্নিদঃ॥ ২৩। ২৪॥

শ্যোনাকঃ—(সোনাপাঠা)। শ্যোনাকঃ শোষণশ্চ স্যান্নটকটুঙ্গটুণ্টুকাঃ। মণ্ডুকপর্ণ-পত্রোর্ণ-শুকনাসঃ কুটন্নটাঃ॥ দীর্ঘবৃন্তোঽরলুশ্চাপি পৃথুশিম্বঃ কটম্ভরঃ। শ্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুকস্তুবরো হিমঃ॥ গ্রাহী তিক্তোঽনিলশ্লেষ্ম-পিত্তকাসপ্রণাশনঃ। টুণ্টুকস্য ফলং বালং রুক্ষং বাতকফাপহম্॥ হৃদ্যং কষায়মধুরং রোচনং লঘু দীপনম্। গুল্মার্শঃ কৃমিহৃৎ প্রৌঢ়ং গুরু বাতপ্রকোপণম্॥ ২৫—২৮॥

বৃহৎপঞ্চমূলস্য লক্ষণী গুণাশ্চ—শ্রীফলঃ সর্ব্বতোভদ্রা পাটলা গণিকারিকা। শ্যোনাকঃ পঞ্চভিশ্চৈতৈঃ পঞ্চমূলং মহন্মতম্॥ পঞ্চমূলং মহৎ তিক্তং কষায়ং কফবাতনুৎ মধুরং শ্বসকাসঘ্নমুষ্ণং লঘ্বগ্নিদীপনম্॥ ২৯। ৩০॥

শালপর্ণী—(সরিবন)। শালিপর্ণী স্থিরা সৌম্যা ত্রিপর্ণী পীবরী গুহা। বিদারিগন্ধা দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘপত্রাংশুমত্যপি॥ শালিপর্ণী গুরুশ্ছর্দ্দি-জ্বরশ্বাসাতিসারজিৎ। শোষদোষত্রয়হরী বৃংহণ্যুক্তা রসায়নী॥ তিক্তা বিষহরী স্বাদুঃ ক্ষতকাসকৃমিপ্রণুৎ॥ ৩১। ৩২॥

পৃশ্নিপর্ণী—(পিঠবন)। পৃশ্নিপর্ণী পৃথক্-পর্ণী চিত্রপর্ণ্যংঘ্রিপর্ণ্যপি। ক্রোষ্টুবিন্না সিংহপুচ্ছী কলসী ধাবনির্গুহা॥ পৃশ্নিপর্ণী ত্রিদোষঘ্নী বৃষ্যোষ্ণা মধুরা সরা। হন্তি দাহজ্বর-শ্বাস-রক্তাতীসারতৃড্বমীঃ॥ ৩৩। ৩৪॥

বার্ত্তাকী—(বরহণ্টা বার্ত্তাকী)। ক্ষুদ্রভণ্টাকী মহতী বৃহতী কুলী। হিঙ্গুলী রাষ্ট্রিকা সিংহী মহোষ্ট্রী (ক) দুষ্প্রধর্ষিণী॥ বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা পাচনী কফবাতকৃৎ। কটুতিক্তাস্য-বৈরস্যমলারোচকনাশিনী। উষ্ণা কুষ্ঠজ্বরশ্বাস-শূলকাসাগ্নিমান্দ্যজিৎ॥ ৩৫। ৩৬॥

কণ্টকারী—(ভটকটৈআ রোগিণী ইতি চ)। কণ্টকারী তু দুঃস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা। কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা॥ উভে চ বৃহত্যৌ। যত আহ সুশ্রুতঃ। ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগদ্যতে। শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষ্মণা ক্ষেত্রদূতিকা॥ গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী। কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ। রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস-শ্বাসজ্বরকফানিলান্। নিহন্তি পীনসং পার্শ্বপীড়াক্রিমি-হৃদাময়ান॥ তয়োঃ ফলং কটু রসে পাকে চ কটুকং ভবেৎ। শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নিকৃল্লঘু॥ হন্যাৎ কফমরুৎকণ্ডু-কাসমেদঃকৃমিজ্বরান্। তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাদ্ গর্ভকারিণী॥ ৩৭—৪২॥

গোক্ষুরঃ—(গোক্ষুরশূল)। গোক্ষুরঃ ক্ষুরকোঽপি স্যাৎ ত্রিকণ্টঃ স্বাদুকণ্টকঃ। গোকণ্টকো গোক্ষুরকো (খ) বনশৃঙ্গাট ইত্যপি॥ পলঙ্কষা শ্বদংষ্ট্রা চ তথা স্যাদিক্ষুগন্ধিকা।

(ক) মহোটীতি বা পাঠঃ। (খ) ভক্ষ্যটক ইতি পাঠান্তরম্।

গোক্ষুরঃ শীতলঃ স্বাদুর্বলকৃদ্ বস্তিশোধনঃ ॥ মধুরো দীপনো বৃষ্যঃ পুষ্টিদশ্চাশ্মরীহরঃ। প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃকৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতনুৎ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

লঘুপঞ্চমূলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—শালিপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বার্ত্তাকী কণ্টকারিকা। গোক্ষুরঃ পঞ্চভিশ্চৈতৈঃ কনিষ্ঠং পঞ্চমূলকম্ ॥ পঞ্চমূলং লঘু স্বাদু বল্যং পিত্তানিলাপহম্। নাত্যুষ্ণং বৃংহণং গ্রাহি জ্বরশ্বাসাশ্মরীপ্রণুৎ ॥ ৪৬। ৪৭ ॥

দশমূলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—উভাভ্যাং পঞ্চমূলাভ্যাং দশমূলমুদাহৃতম্। দশমূলং ত্রিদোষঘ্নং শ্বাসকাসশিরোরুজঃ ॥ তন্দ্রাশোথজ্বরানাহ-পার্শ্বপীড়ারুচীর্হরেৎ ॥ ৪৮ ॥

জীব ইতি শাকবিশেষঃ—(শর্করাবৎ মধুরপুষ্পা ভবতি)। জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা। মঙ্গল্যানামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী ॥ জীবন্তী শীতলা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা দোষত্রয়াপহা। রসায়নী বলকরী চক্ষুষ্যা গ্রাহিণী লঘুঃ ॥ ৪৯। ৫০ ॥

মুদ্গপর্ণী—মুদ্গপর্ণী কাকপর্ণী সূর্য্যপর্ণ্যল্পিকা সহা ॥ কাকমুদ্গা চ সা প্রোক্তা তথা •মার্জ্জারগন্ধিকা ॥ মুদ্গপর্ণী হিমা রূক্ষা তিক্তা স্বাদুশ্চ শুক্রলা ॥ চক্ষুষ্যা ক্ষতশোথঘ্নী গ্রাহিণী জ্বরদাহনুৎ। দোষত্রয়হরী লঘ্বী গ্রহণ্যর্শোঽতিসারজিৎ ॥ ৫১। ৫২ ॥

মাষপর্ণী—মাষপর্ণী সূর্য্যপর্ণী কাম্বোজী হয়পুচ্ছিকা। পাণ্ডুর্লোমশপর্ণী চ কৃষ্ণবৃন্তা মহাসহা ॥ মাষপর্ণী হিমা তিক্তা রূক্ষা শুক্রবলাস্রকৃৎ। মধুরা গ্রাহিণী শোথবাতপিত্ত-জ্বরাস্রজিৎ ॥ ৫৩। ৫৪ ॥

জীবনীয়গণস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—অষ্টবর্গঃ সষষ্টীকো জীবন্তী মুদ্গপর্ণিকা। মাষপর্ণী গণোঽয়ন্তু জীবনীয়গণঃ স্মৃতঃ ॥ জীবনো মধুরশ্চাপি নাম্না স পরিকীর্ত্তিতঃ। জীবনীয়গণঃ প্রোক্তঃ শুক্রকৃদ্ বৃংহণো হিমঃ ॥ গুরুর্গর্ভপ্রদঃ স্তন্য-কফকৃৎ পিত্তরক্তহৃৎ। তৃষ্ণাং শোষং জ্বরং দাহং রক্তপিত্তং ব্যপোহতি ॥ ৫৫—৫৭ ॥

শুক্লরক্তৈরণ্ডৌ—শুক্ল এরণ্ড আমণ্ডশ্চিত্রো গন্ধর্ব্বহস্তকঃ। পঞ্চাঙ্গুলো বর্দ্ধমানো দীর্ঘদণ্ডো ব্যড়ম্বকঃ ॥ বাতারিস্তরুণশ্চাপি রুবূকশ্চ নিগদ্যতে। রক্তোঽপরো রুবূকঃ স্যাদু-রুবুকো রুবুস্তথা ॥ ব্যাঘ্রপুচ্ছশ্চ বাতারিশ্চঞ্চুরুত্তানপত্রকঃ। এরণ্ডযুগ্মং মধুরমুষ্ণং গুরু বিনাশয়েৎ ॥ শূলশোথকটীবস্তি-শিরঃপীড়োদরজ্বরান্। ব্রধ্নশ্বাসকফানাহ-কাসকুষ্ঠামমারুতান্ ॥ এরণ্ডপত্রং বাতঘ্নং কফকৃমিবিনাশনম্। মূত্রকৃচ্ছ্রহরঞ্চাপি পিত্তরক্তপ্রকোপণম্ ॥ বাতার্য্যগ্র-দলং গুল্মং বস্তিশূলহরং পরম্। কফবাতকৃমীন্ হন্তি বৃদ্ধিং সপ্তবিধামপি ॥ এরণ্ডফল-মত্যুষ্ণং গুল্মশূলানিলাপহম্ ॥ যকৃৎ প্লীহোদরার্শোঘ্নং কটুকং দীপনং পরম্ ॥ তদ্বন্মজ্জা চ বিড়্ভেদী বাতশ্লেষ্মোদরাপহঃ ॥ ৫৮—৬৪ ॥

শুক্লরক্তার্ক ইতি লোকে—শ্বেতার্কো গণরূপঃ স্যান্মন্দারো বসুকোঽপি চ। শ্বেতপুষ্পঃ সদাপুষ্পঃ সচালর্কঃ প্রতাপসঃ ॥ রক্তোঽপরোঽর্কনামা স্যাদর্কপর্ণো বিকীরণঃ। রক্তপুষ্পঃ শুক্লফলস্তথাস্ফোতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ অর্কদ্বয়ং সরং বাতকুষ্ঠকণ্ডূবিষব্রণান্। নিহন্তি প্লীহগুল্মার্শঃ-শ্লেষ্মোদরশকৃৎকৃমীন্ ॥ অলর্ককুসুমং বৃষ্যং লঘু দীপনপাচনম্। অরোচক-

প্রসেকার্শঃকাসশ্বাসনিবারণম্॥ রক্তার্কপুষ্পং মধুরং সতিক্তং কুষ্ঠক্রিমিঘ্নং কফনাশনঞ্চ। অর্শো বিষং হন্তি চ রক্তপিত্তং সংগ্রাহি গুল্মে শ্বয়থৌ হিতং তৎ॥ ক্ষীরমর্কস্য তিক্তোষ্ণং স্নিগ্ধং সলবণং লঘু। কুষ্ঠগুল্মোদরহরং শ্রেষ্ঠমেতদ্ বিরেচনম্॥ ৬৫—৭০॥

সেহুণ্ডঃ—সেহুণ্ডঃ সিংহতুণ্ডঃ স্যাদ্বজ্রী বজ্রদ্রুমোঽপি চ। সুধা সমন্তদুগ্ধা চ স্নুক্ স্ত্রিয়াং স্যাৎ স্নুহী গুড়া॥ সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষ্ণো দীপনঃ কটুকো গুরুঃ। শূলামাষ্ঠীলিকা-ধ্মানকফগুল্মোদরানিলান্॥ উন্মাদমোহকুষ্ঠার্শঃশোথমেদোঽশ্মপাণ্ডুতাঃ। ব্রণশোথজ্বর-প্লীহ-বিষদূষীবিষং হরেৎ॥ উষ্ণবীর্য্যং স্নুহীক্ষীরং স্নিগ্ধঞ্চ কটুকং লঘু। গুল্মিনাং কুষ্ঠিনা-ঞ্চাপি তথৈবোদররোগিণাম্॥ হিতমেতদ্বিরেকার্থে যে চান্যে দীর্ঘরোগিণঃ॥ ৭১—৭৪॥

সেহুণ্ডভেদঃ শাতলা অনেনৈব নাম্না প্রসিদ্ধা—শাতলা সপ্তলা সারা বিমলা বিদুলা চ সা॥ তথা নিগদিতা ভূরিফেনা চর্ম্মকষেত্যপি। শাতলা কটুকা পাকে বাতলা শীতলা লঘুঃ। তিক্তা শোথকফানাহ-পিত্তোদাবর্ত্তরক্তজিৎ॥ ৭৫। ৭৬॥

করিহারী—কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্প্যপি। বিশল্যাগ্নিশিখানন্তা বহ্নি-বক্ত্রা (ক) চ গর্ভনুৎ॥ কলিহারী সরা কুষ্ঠশোফার্শোব্রণশূলজিৎ। সক্ষারা শ্লেষ্মজিত্তিক্তা কটুকা তুবরাপি চ। তীক্ষ্ণোষ্ণা কৃমিহৃল্লঘ্বী পিত্তলা গর্ভপাতিনী॥ ৭৭। ৭৮॥

শ্বেত-রক্তকরবীরঃ—করবীরঃ শ্বেতপুষ্পঃ শতকুম্ভোঽশ্বমারকঃ। দ্বিতীয়ো রক্ত-পুষ্পশ্চ চণ্ডাতো লগুড়স্তথা॥ করবীরদ্বয়ং তিক্তং কষায়ং কটুকঞ্চ তৎ। ব্রণলাঘবকৃন্নেত্র-কোপকুষ্ঠব্রণাপহম্॥ বীর্য্যোষ্ণং কৃমিকণ্ডুঘ্নং ভক্ষিতং বিষবন্মতম্॥ ৭৯। ৮০॥

ধুস্তূরঃ—ধত্তূরো ধূর্ত্তধুস্তূরাবুন্মত্তঃ কনকাহ্বয়ঃ। দেবতা (খ) কিতবস্তূরী মহামোহী শিবপ্রিয়ঃ॥ মাতুলো মদনশ্চাস্য ফলে মাতুলপুত্রকঃ॥ ধুস্তূরো মদবর্ণাগ্নি-বাত-কৃজ্জ্বরকুষ্ঠনুৎ। কষায়ো মধুরস্তিক্তো যূকালিক্ষাবিনাশকঃ। উষ্ণো গুরুর্ব্রণশ্লেষ্মকণ্ডু-কৃমিবিষাপহঃ॥ ৮১—৮৩॥

বাসকঃ—(অরূসা)। বাসকো বাসিকা বাসা ভিষঙ্মাতা চ সিংহিকা। সিংহাস্যো বাজিদন্তা স্যাদাটরূষোঽটরূষকঃ॥ আটরূষো বৃষো নাম্না সিংহপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ। বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ॥ তিক্তস্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়র্ত্তিহৃৎ। শ্বাসকাস-জ্বরচ্ছর্দ্দিমেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ॥ ৮৪—৮৬॥

ক্ষেত্রপর্পটঃ—(দবন পাপরা)। পর্পটো বরতিক্তশ্চ স্মৃতঃ পর্পটকশ্চ সঃ। কথিতঃ পাংশুপর্য্যায়স্তথা কবচনামকঃ॥ পর্পটো হন্তি পিত্তাস্র-ভ্রমতৃষ্ণাকফজ্বরান্। সংগ্রাহী শীতল-স্তিক্তো দাহনুদ্ বাতলো লঘুঃ॥ ৮৭। ৮৮॥

নিম্বঃ—নিম্বঃ স্যাৎ পিচুমর্দ্দশ্চ পিচুমন্দশ্চ তিক্তকঃ। অরিষ্টঃ পারিভদ্রশ্চ হিঙ্গু-নির্য্যাস ইত্যপি॥ নিম্বঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী কটুপাকোঽগ্নিবাতনুৎ। অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট্-

(ক) বহ্নিচক্রেতি বা পাঠঃ। (খ) দেবিকেতি পাঠান্তরম্।

কাস-জ্বরারুচিকৃমিপ্রণুৎ ॥ ব্রণপিত্তকফছর্দ্দি-কুষ্ঠহৃল্লাসমেহনুৎ। নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং কৃমিপিত্তবিষপ্রণুৎ। বাতলং কটুপাকঞ্চ সর্ব্বারোচককুষ্ঠনুৎ ॥ নিম্বফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটু ভেদনম্। স্নিগ্ধং লঘূষ্ণং কুষ্ঠঘ্নং গুল্মার্শঃকৃমিমেহনুৎ ॥ ৮৯—৯২ ॥

মহানিম্বঃ—(বকাইন)। মহানিম্বঃ স্মৃতোদ্রেকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ। কেশমুষ্টি-র্নিম্বকশ্চ কার্ম্মুকো জীব ইত্যপি ॥ মহানিম্বো হিমো রূক্ষস্তিক্তো গ্রাহী কষায়কঃ। কফপিত্ত-ভ্রমচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠহৃল্লাসরক্তজিৎ ॥ প্রমেহশ্বাসগুল্মার্শোমূষিকাবিষনাশনঃ ॥ ৯৩। ৯৪ ॥

পারিভদ্রঃ—(ফরহদ)। পারিভদ্রো নিম্বতরুর্ম্মন্দারঃ পারিজাতকঃ। পারিভদ্রোঽ-নিলশ্লেষ্মশোথমেদঃকৃমিপ্রণুৎ ॥ পত্রন্তু পিত্তরোগঘ্নং কর্ণব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ৯৫ ॥

কাঞ্চনারঃ—কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ ॥ ৯৬ ॥

কাঞ্চনারভেদঃ—(কচনার)। কোবিদারশ্চমরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রকঃ। কুণ্ডলী তাম্রপুষ্পশ্চ অন্তকঃ স্বল্পকেশরী ॥ কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ। কৃমিকুষ্ঠগুদভ্রংশ-গণ্ডমালাব্রণাপহঃ ॥ কোবিদারোঽপি তদ্বৎ স্যাত্তয়োঃ পুষ্পং লঘু স্মৃতম্। রূক্ষং সংগ্রাহি পিত্তাস্র-প্রদরক্ষয়কাসনুৎ ॥ ৯৭—৯৯ ॥

শোভাঞ্জনঃ—(শোহিঞ্জন)। শ্যামঃ শ্বেতোরক্তশ্চ। শোভাঞ্জনঃ শিগ্রুতীক্ষ্ণ-গন্ধকাক্ষীবমোচকাঃ। তদ্বীজং শ্বেতমরিচং মধুশিগ্রুঃ সলোহিতঃ ॥ শিগ্রুঃ কটুঃ কটুঃ পাকে তীক্ষ্ণোষ্ণো মধুরো লঘুঃ। দীপনো রোচনো রূক্ষঃ ক্ষারস্তিক্তো বিদাহকৃৎ ॥ সংগ্রাহী শুক্রলো হৃদ্যঃ পিত্তরক্তপ্রকোপণঃ। চক্ষুষ্যঃ কফবাতঘ্নো বিদ্রধিশ্বয়থুকৃমীন্ ॥ মেদোপচী-বিষপ্লীহ-গুল্মগণ্ডব্রণান্ হরেৎ। শ্বেতঃ প্রোক্তগুণো জ্ঞেয়ো বিশেষাদ্দাহকৃদ্ভবেৎ ॥ প্লীহানং বিদ্রধিং হন্তি ব্রণঘ্নঃ পিত্তরক্তহৃৎ। মধুশিগ্রুঃ প্রোক্তগুণো বিশেষাদ্দীপনঃ সরঃ ॥ শিগ্রুবল্কলপত্রাণাং স্বরসঃ পরমার্ত্তিহৃৎ। চক্ষুষ্যং শিগ্রুজং বীজং তীক্ষ্ণোষ্ণং বিষনাশনম্ ॥ অবৃষ্যং কফবাতঘ্নং তন্নস্যেন শিরোর্ত্তিনুৎ ॥ ১০০—১০৫ ॥

শ্বেতপুষ্পা নীলপুষ্পা অপরাজিতা—আস্ফোতা গিরিকর্ণী স্যাদ্বিষ্ণুক্রান্তা-পরাজিতা ॥ অপরাজিতে কটু মেধ্যে শীতে কণ্ঠ্যে সুদৃষ্টিদে। কুষ্ঠমূত্র-(ক)-ত্রিদোষাম-শোথ-ব্রণবিষাপহে ॥ কষায়ে কটুকে পাকে তিক্তে চ স্মৃতিবুদ্ধিদে ॥ ১০৬। ১০৭ ॥

সিন্দুবারঃ—(মেউড়ী সম্ভালু সেন্দুবার ইতি চ)। সিন্দুবারঃ শ্বেতপুষ্পঃ সিন্দুকঃ সিন্দুবারকঃ। নীলপুষ্পী তু নির্গুণ্ডী শেফালী সুবহা চ সা ॥ সিন্দুকঃ স্মৃতিদস্তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো লঘুঃ। কেশ্যো নেত্রহিতো হন্তি শূলশোথামমারুতান্ ॥ কৃমিকুষ্ঠারুচিশ্লেষ্ম-জ্বরান্ নীলাপি তদ্বিধা। সিন্দুবারদলং জন্তু-বাতশ্লেষ্মহরং লঘু ॥ ১০৮—১১০ ॥

কুটজঃ—(কোরেআ)। কুটজঃ কূটজঃ কৌটো বৎসকো গিরিমল্লিকা। কালিঙ্গঃ শক্র-শাখী চ মল্লিকাপুষ্প ইত্যপি ॥ ইন্দ্রো যবফলঃ প্রোক্তো বৃক্ষকঃ পাণ্ডুরদ্রুমঃ ॥ কুটজঃ কটুকো রূক্ষো দীপনস্তুবরো হিমঃ। অর্শোঽতীসারপিত্তাস্র-কফতৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ ॥ ১১১। ১১২ ॥

(ক) শূলেতি পাঠান্তরম্।

কণ্টককরঞ্জ-ঘৃতকরঞ্জৌ—(কণ্টকরেঞ্জা করঞ্জঘোরা করঞ্জ)। করঞ্জো নক্তমালশ্চ করজশ্চিরবিল্বকঃ। ঘৃতপূর্ণকরঞ্জোঽন্যঃ প্রকীর্য্যঃ পূতিকোঽপি চ। স চোক্তঃ পূতিকরঞ্জঃ সোমবল্কশ্চ স স্মৃতঃ॥ করঞ্জঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো বীর্য্যোষ্ণো যোনিদোষহৃৎ। কুষ্ঠোদাবর্ত্তগুল্মার্শোব্রণকৃমিকফাপহঃ॥ তৎপত্রং কফবাতার্শঃকৃমিশোথহরং পরম্। ভেদনং কটুকং পাকে বীর্য্যোষ্ণং পিত্তলং লঘু॥ তৎফলং কফবাতঘ্নং মেহার্শঃকৃমিকুষ্ঠজিৎ। ঘৃতপূর্ণরকঞ্জোঽপি করঞ্জসদৃশো গুণৈঃ॥ ১১৩—১১৬॥

করঞ্জী—(অরারি)। উদকীর্য্যস্তৃতীয়োঽন্যঃ ষড়্গ্রন্থা হস্তিবারুণী। মর্কটী বায়সী চাপি করঞ্জী করভঞ্জিকা॥ করঞ্জী স্তম্ভনী তিক্তা তুবরা কটুপাকিনী। বীর্য্যোষ্ণা বমিপিত্তার্শঃকৃমিকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ॥ ১১৭। ১১৮॥

শ্বেতরক্তগুঞ্জা—শ্বেতা গুঞ্জোচ্চটা প্রোক্তা কৃষ্ণলা চাপি সা স্মৃতা। রক্তা সা কাকচিঞ্চী স্যাৎ কাকণন্তী চ রক্তিকা॥ কাকাদনী কাকপীলুঃ সা স্মৃতা কাকবল্লরী॥ গুঞ্জাদ্বয়ন্তু কেশ্যং স্যাৎ বাতপিত্তজ্বরাপহম্॥ মুখশোষভ্রমশ্বাস-তৃষ্ণামদবিনাশনম্। নেত্রাময়হরং বৃষ্যং বল্যং কণ্ডূব্রণং হরেৎ॥ কৃমীন্দ্রলুপ্তকুষ্ঠানি রক্তা চ ধবলাপি চ॥ ১১৯—১২১॥

কপিকচ্ছুঃ—কপিকচ্ছুরাত্মগুপ্তা বৃষ্যা প্রোক্তা (ক) চ মর্কটী। অজড়া (খ) কণ্ডুরাব্যঙ্গা (গ) দুঃস্পর্শা প্রাবৃষায়ণী॥ লাঙ্গলী শূকশিম্বী চ সৈব প্রোক্তা মহার্ষভিঃ। কপিকচ্ছুর্ভৃশং বৃষ্যা মধুরা বৃংহণী গুরুঃ॥ তিক্তা বাতহরী বল্যা কফপিত্তাস্রনাশিনী। তদ্বীজং বাতশমনং স্মৃতং বাজীকরং পরম্॥ ১২২—১২৪॥

মাংসরোহিণী—মাংসরোহিণ্যতিরুহা (ঘ) বৃতা চর্ম্মকষা কশা (ঙ)। প্রহারবল্লী বিকশা বীরবত্যপি কথ্যতে॥ স্যান্মাংসরোহিণী বৃষ্যা সরা দোষত্রয়াপহা॥ ১২৫॥

চিহ্লল—(চিল্‌হ)। চিহ্ললকো বাতনির্হাবঃ শ্লেষ্মঘ্নো ধাতুপুষ্টিকৃৎ। আগ্নেয়ো বিবন্ধদ্যস্ত ফলং মৎস্যনিসূদনম্॥ ১২৬॥

টঙ্কারী—টঙ্কারা বাতজিত্তিক্তা শ্লেষ্মঘ্না দীপনী লঘুঃ॥ শোথোদরব্যথাহন্ত্রী হিতা পীঠবিসর্পিণাম্॥ ১২৭॥

বেতসঃ—বেতসো নম্রকঃ প্রোক্তো বানীরো বঞ্জুলস্তথা। অভ্রপুষ্পশ্চ বিদুলো রথঃ শীতশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥ বেতসঃ শীতলো দাহশোথার্শোযোনিরুক্‌প্রণুৎ। হন্তি বিসর্পকৃচ্ছ্রাস্রপিত্তাশ্মরিকফানিলান্॥ ১২৮—১২৯॥

জলবেতসঃ—নিকুঞ্চকঃ পরিব্যাধো নাদেয়ো জলবেতসঃ। জলজো বেতসঃ শীতঃ কুষ্ঠহৃদ্বাতকোপনঃ॥ ১৩০॥

ইজ্জলঃ—(সমুদ্রফল ইতি লোকে)। ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা। জলবেতসবদ্বেত্তো হিজ্জলোঽয়ং বিষাপহঃ॥ ১৩১॥

(ক) ঋষ্যপ্রোক্তেতি বা পাঠঃ। (খ) অজহেতি পাঠান্তরম্। (গ) অধ্যণ্ডেতি পাঠান্তরম্। (ঘ) অধিরুহেতি পাঠান্তরম্। (ঙ) বসেতি বা পাঠঃ।

অঙ্কোঠঃ—(ঢেরা)। অঙ্কোটো দীর্ঘকীলঃ স্যাদঙ্কোলশ্চ নিকোচকঃ। অঙ্কোটকঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরো লঘুঃ॥ রেচনঃ কৃমিশূলাম-শোফগ্রহবিষাপহঃ। বিসর্পকফ-পিত্তাস্র-মূষকাহিবিষাপহঃ॥ তৎফলং শীতলং স্বাদু শ্লেষ্মঘ্নং বৃংহণং গুরু। বল্যং বিরেচনং বাতপিত্তদাহক্ষয়াস্রজিৎ॥ ১৩২—১৩৪॥

বলা—(বরিআর সহদেবা কফহিআ ওলসকরী ইতি বলাচতুষ্টয়ম্)। বলা বাট্যা-লিকা বাট্যা সৈব বাট্যালকাঽপি চ। মহাবলা পীতপুষ্পা সহদেবী চ সা স্মৃতা॥ ততোঽন্যাতি-বলা ঋষ্যপ্রোক্তা কঙ্কতিকা চ সা। গাঙ্গেরুকী নাগবলা ঝষা হ্রস্বগবেধুকা। বলাচতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বলকান্তিকৃৎ। স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্রপিত্তাস্রক্ষতনাশনম্॥ বলামূলত্বচশ্চূর্ণং পীতং সক্ষীরশর্করম্। মূত্রাতীসারং হরতি দৃষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ॥ হরেন্মহাবলা কৃচ্ছ্রং ভবেদ্বাতানুলোমনী। হন্যাদতিবলা মেহং পয়সা সিতয়া সমম্॥ ১৩৫—১৩৯॥

লক্ষ্মণা—পুত্রকাকাররক্তাল্প-বিন্দুভির্লাঞ্ছিতা সদা। লক্ষ্মণা পুত্রজননী বস্তগন্ধাকৃতি-র্ভবেৎ॥ কথিতা পুত্রদাঽবশ্যং লক্ষ্মণা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ ১৪০॥

স্বর্ণবল্লী—স্বর্ণবল্লী রক্তফলা কাকায়ুঃ কাকবল্লরী। স্বর্ণবল্লী শিরঃপীড়াং ত্রিদোষান্ হন্তি দুগ্ধদা॥ ১৪১॥

কার্পাসঃ—কার্পাসী তুণ্ডকেরী চ (ক) সমুদ্রান্তা চ কথ্যতে। কার্পাসকী লঘুঃ কোষ্ণা মধুরা বাতনাশনী॥ তৎপলাশং সমীরঘ্নং রক্তকৃন্মূত্রবর্দ্ধনম্। তৎকর্ণপিড়কানাদ-পূয়স্রাববিনাশনম্॥ তদ্বীজং স্তন্যদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু॥ ১৪২। ১৪৩॥

বংশঃ—বংশস্ত্বক্সারকর্ম্মারত্বচিসারতৃণধ্বজঃ। শতপর্ব্বা যবফলো বেণুমস্করতেজনাঃ॥ বংশঃ সরো হিমঃ স্বাদুঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ। ছেদনঃ (খ) কফপিত্তঘ্নঃ কুষ্ঠাস্রব্রণশোথ-জিৎ॥ তৎকরীরঃ কটুঃ পাকে রসে রুক্ষো গুরুঃ সরঃ। কষায়ঃ কফকৃৎ স্বাদুর্বিদাহী বাত-পিত্তলঃ॥ তদ্যবাস্তু সরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ। বাতপিত্তকরা উষ্ণা বদ্ধমূত্রাঃ কফাপহাঃ॥ ১৪৪—১৪৭॥

নলঃ—নলঃ পোটগলঃ শূন্যমধ্যশ্চ ধমনস্তথা। নলস্তু মধুরস্তিক্তঃ কষায়ঃ কফরক্ত-জিৎউষ্ণো হৃদ্বস্তিযোন্যর্ত্তি-দাহপিত্তবিসর্পহৃৎ॥ ১৪৮॥

রামশরঃ—(শরপত ইতি বা)। ভদ্রমুঞ্জঃ শরো বাণস্তেজনশ্চেক্ষুবেষ্টনঃ॥ ১৪৯॥

মুঞ্জঃ—মুঞ্জো মুঞ্জাতকো বাণঃ স্থূলদর্ভঃ সুমেখলঃ। মুঞ্জদ্বয়স্তু মধুরং তুবরং শিশিরং তথা॥ দাহতৃষ্ণাবিসর্পাস্র-মূত্রকৃচ্ছ্রাক্ষিরোগজিৎ। দোষত্রয়হরং বৃষ্যং মেখলাসূপ-যুজ্যতে॥ ১৫০। ১৫১॥

কাশঃ—কাশঃ কাশেক্ষু-(গ)-রুদ্দিষ্টঃ স স্যাদিক্ষুরসস্তথা। ইক্ষ্বালিকেক্ষুগন্ধা চ

(ক) তুণ্ডিকেরীতি বা পাঠঃ। (খ) ভেদন ইতি বা পাঠঃ।
(গ) কাকেক্ষুরিতি পাঠান্তরম্।

তথা পোটগলঃ স্মৃতঃ ॥ কাশঃ স্যান্মধুরস্তিক্তঃ স্বাদুপাকো হিমঃ সরঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মদাহাস্র-ক্ষয়পিত্তজরোগজিৎ ॥ ১৫২ । ১৫৩ ॥

গুন্দ্রঃ—(গঁদপটের ইতি চ)। গুন্দ্রঃ পটেরকোরচ্ছঃ শৃঙ্গবেরাভমূলকঃ। গুন্দ্রঃ কষায়ো মধুরঃ শিশিরঃ পিত্তরক্তজিৎ ॥ স্তন্যশুক্ররজোমূত্র-শোধনো মূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ ॥ ১৫৪ ॥

মোথীতৃণবিশেষঃ—এরকা গুন্দ্রমূলা চ শিবিগুন্দ্রা শরীতি চ। এরকা শিশিরা বৃষ্যা চক্ষুষ্যা বাতকোপিনা ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীদাহ-পিত্তশোণিতনাশিনী ॥ ১৫৫ ॥

কুশঃ—কুশো দর্ভস্তথা হিবঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ ॥ ১৫৬ ॥

দর্ভঃ—(ডাভ)। ততোহন্যো দীর্ঘপত্রঃ স্যাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈব চ। দর্ভদ্বয়ং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং তুবরং হিমম্ ॥ মূত্রকৃচ্ছাশ্মরীতৃষ্ণা-বস্তিরুক্‌প্রদরাস্রজিৎ ॥ ১৫৭ ॥

কতৃণম্—রোহিস্ সোধিআ ইতি চ)। কতৃণং রৌহিষং দেবজগ্ধং সৌগন্ধিকং তথা। ভূতিকং ধ্যামপৌরঞ্চ শ্যামকং ধূমগন্ধিকম্ ॥ রৌহীষং তুবরং তিক্তং কটুপাকং ব্যপোহতি। হৃৎকণ্ঠব্যাধিপিত্তাস্র-শূলকাসকফজ্বরান্ ॥ ১৫৮ । ১৫৯ ॥

ভূস্তৃণম্—গুহ্যবীজস্তু ভূতীকং সুগন্ধং জম্বুকপ্রিয়ম্ (ক)। ভূতৃণং তু ভবেচ্ছত্রা মালা-তৃণকমিত্যপি ॥ ভূতৃণং কটুকং তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রেচনং লঘু। বিদাহি দীপনং রুক্ষমনেত্র্যং মুখশোধনম্ ॥ অবৃষ্যং বহুবিট্‌কঞ্চ পিত্তরক্তপ্রদূষণম্ ॥ ১৬০ । ১৬১ ॥

নীলদূর্ব্বা—নীলদূর্ব্বা রুহানন্তা ভার্গবী শতপর্ব্বিকা। শষ্পং সহস্রবীর্য্যা চ শতবল্লী চ কীর্ত্তিতা ॥ নীলদূর্ব্বা হিমা তিক্তা মধুরা তুবরা হরেৎ। কফপিত্তাস্রবীসর্প-তৃষ্ণাদাহত্বগাময়ান্ ॥ ১৬২ । ১৬৩ ॥

শ্বেতদূর্ব্বা—দূর্ব্বা শুক্লা তু গোলোমী শতবীর্য্যা চ কথ্যতে। শ্বেতা দূর্ব্বা কষায়া স্যাৎ স্বাদ্বী ব্রণ্যা চ জীবনী ॥ তিক্তা হিমা বিসর্পাস্র-তৃট্‌পিত্তকফদাহহৃৎ ॥ ১৬৪ ॥

গণ্ডদূর্ব্বা—(গাণ্ডরি দুবিপাচ ইতি চ)। গণ্ডদূর্ব্বা তু গণ্ডালী মৎস্যাক্ষী শকুলাক্ষকঃ। গণ্ডদূর্ব্বা হিমা লোহদ্রাবিণী গ্রাহিণী লঘুঃ ॥ তিক্তা কষায়া মধুরা বাতকৃৎ কটুপাকিনী। দাহতৃষ্ণাবলাসাস্র-কুষ্ঠপিত্তজ্বরাপহা ॥ ১৬৫ । ১৬৬ ॥

বারাহীকন্দঃ—(ক্ষারাবদারী গেঠি ইতি লোকে)। বারাহীকন্দসংজ্ঞস্তু পশ্চিমে গৃষ্টিসংজ্ঞকঃ। বারাহীকন্দ এবান্যৈশ্চর্ম্মকারালুকো মতঃ। অনূপসম্ভবে দেশে বরাহ ইব লোমবান্ ॥ বিদারী স্বাদুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্টী সিতা স্মৃতা। ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীর-শুক্লা পয়স্বিনী ॥ বারাহবদনা গৃষ্টির্ব্বদরেত্যপি কথ্যতে। বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা ॥ শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা। গুরুঃ পিত্তাস্রপবন-দাহান্ হন্তি রসায়নী ॥ ১৬৭—১৭০ ॥

মুষলীকন্দঃ—তালমূলী তু বিদ্বদ্ভির্মুষলী পরিকীর্ত্তিতা। মূষলী মুশরা বৃষ্যা বীর্য্যোষ্ণা বৃংহণী গুরুঃ ॥ তিক্তা রসায়নী হন্তি গুদজান্যনিলন্তথা ॥ ১৭১ ॥

(ক) গোময়প্রিয়মিতি বা পাঠঃ।

শতাবরী মহাশতাবরী চ—শতাবরী বহুসুতা ভীরুরিন্দীবরী বরা। নারায়ণী শতপদী শতবীর্য্যা চ পীবরী॥ মহাশতাবরী চান্যা শতমূল্যৰ্দ্ধকণ্টিকা। সহস্রবীর্য্যা হেতুশ্চ ঋষ্যপ্রোক্তা মহোদরী॥ শতাবরী গুরুঃ শীতা তিক্তা স্বাদ্বী রসায়নী। মেধাগ্নিপুষ্টিদা স্নিগ্ধা নেত্র্যা গুল্মাতিসারজিৎ॥ শুক্রস্তন্যকরী বল্যা বাতপিত্তাস্রশোথজিৎ। মহাশতাবরী মেধ্যা হৃদ্যা বৃষ্যা রসায়নী॥ শীতবীর্য্যা নিহন্ত্যর্শোগ্রহণীনয়নাময়ান্॥ ১৭২—১৭৫॥

অশ্বগন্ধা—গন্ধান্তা বাজিনামাদিরশ্বগন্ধা হয়াহ্বয়া। বরাহকর্ণী বরদা বলদা কুষ্ঠগন্ধিনী॥ অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্ম-শ্বিত্রশোথক্ষয়াপহা। বল্যা রসায়নী তিক্তা কষায়োষ্ণাতি-শুক্রলা॥ ১৭৬। ১৭৭॥

পাঠা—পাঠাম্বষ্ঠাম্বষ্ঠকী চ প্রাচীনা পাপচেলিকা। একাষ্ঠীলা রসা প্রোক্তা পাঠিকা বরতিক্তিকা॥ পাঠোষ্ণা কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ। হন্তি শূলজ্বরচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠাতীসার-হৃদ্রুজঃ॥ দাহকণ্ডূবিষশ্বাস-কৃমিগুল্মগরব্রণান॥ ১৭৮। ১৭৯॥

শ্বেতত্রিবৃৎ—(শ্বেতপনিলর)। শ্বেতা ত্রিবৃৎ ত্রিভণ্ডী স্যাৎ ত্রিবৃতা ত্রিপুটাপি চ। সর্ব্বানুভূতিঃ সরলা নিশোত্রা রেচনীতি চ॥ শ্বেতা ত্রিবৃদ্রেচনী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণা সমীরজিৎ। রুক্ষা পিত্তজ্বরশ্লেষ্মপিত্তশোথোদরাপহা॥ ১৮০। ১৮১॥

শ্যামাত্রিবৃৎ—(শ্যাম পনিলর)। ত্রিবৃৎ শ্যামার্দ্ধচন্দ্রা চ পালিন্দী চ সুষেণিকা। মসূরবিদলা কালী কৈষিকা কালমেষিকা॥ শ্যামাত্রিবৃৎ ততো হীনগুণা তীব্রবিরেচনী। মূর্চ্ছাদাহমদভ্রান্তি কণ্ঠোৎকর্ষণকারিণী॥ ১৮২। ১৮৩॥

লঘুদন্তী—লঘুদন্তী বিশল্যা চ স্যাদুদুম্বরপর্ণ্যপি। তথৈরণ্ডফলা শীঘ্রা শ্যেনঘণ্টা ঘূণপ্রিয়া। বারাহাঙ্গী চ কথিতা নিকুম্ভশ্চ মকূলকঃ॥ ১৮৪॥

বৃহৎ দন্তী—(এরণ্ডবৎ পত্রবিটপা)। বদ্রন্তী সম্বরী চিত্রা প্রত্যক্পর্ণ্যাখুপর্ণ্যপি। উপচিত্রা শ্রুতশ্রেণী ন্যগ্রোধী চ তথা বৃষা॥ দন্তীদ্বয়ং সরং পাকে রসে চ কটু দীপনম্। গুদা-ঙ্কুরাশ্মশূলাস্র-কণ্ডুকুষ্ঠবিদাহনুৎ। তীক্ষ্ণোষ্ণং হন্তি পিত্তাস্র-কফশোথোদরকৃমীন্॥১৮৫। ১৮৬॥

লঘুদন্তীফলম্—ক্ষুদ্রদন্তীফলন্তু স্যান্ মধুরং রসপাকয়োঃ। শীতলং সৃষ্টবিণ্মূত্রং গরশোথকফাপহম্ (ক)॥ ১৮৭॥

জয়পালঃ—জয়পালো দন্তিবীজং বিখ্যাতং তিন্তিড়ীফলম্॥ জয়পালো গুরুঃ স্নিগ্ধো রেচী পিত্তকফাপহঃ॥ ১৮৮॥

ইন্দ্রবারুণী—(ইন্দ্রারুণ বড়ী ইন্দ্রকলা)। ঐন্দ্রীন্দ্রবারুণী চিত্রা গবাক্ষী চ গবাদনী। বারুণী চ পরাপ্যুক্তা সা বিশালা মহাফলা॥ শ্বেতপুষ্পা মৃগাক্ষী চ মৃগৈর্বারু মৃগাদনী। গবাদনীদ্বয়ং তিক্তং পাকে কটু সরং লঘু॥ বীর্য্যোষ্ণং কামলাপিত্ত-কফপ্লীহোদরাপহম্। শ্বাসকাসাপহং কুষ্ঠ-গুল্মগ্রন্থিব্রণপ্রণুৎ॥ প্রমেহমূঢ়গর্ভাম-গণ্ডাময়বিষাপহম্॥ ১৮৯—১৯১॥

(ক) গলশোথবিষাপহমিতি বা পাঠঃ।

নীলী—নীলী তু নীলিনী তূণী কালা দোলা চ নীলিকা। রঞ্জনী শ্রীফলী তুচ্ছা গ্রামীণা মধুপর্ণিকা॥ ক্লীতকা কালকেশী চ নীলাপুষ্পা চ সা স্মৃতা। নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা॥ উষ্ণা হন্ত্যুদরপ্লীহ-বাতরক্তকফানিলান্। আমবাতমুদাবর্ত্তং মদঞ্চ বিষমুদ্ধতম্॥ ১৯২—১৯৪॥

শরপুঙ্খঃ—(সরফোকা)। শরপুঙ্খঃ প্লীহশত্রুর্নীলীবৃক্ষাকৃতিশ্চ সঃ। শরপুঙ্খো যকৃৎপ্লীহ-গুল্মব্রণবিষাপহঃ॥ তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্রশ্বাসজ্বরহরো লঘুঃ॥ ১৯৫॥

যবাসো দুরালভা চ—(জবাসা দুরালা) যাসো যবাসো দুঃস্পর্শো ধন্বযাসঃ কুনাশকঃ। দুরালভা দুরালম্ভা সমুদ্রান্তা চ রোদিনী॥ গান্ধারী কচ্ছুরানন্তা কষায়া হরবিগ্রহা। যাসঃ স্বাদুঃ সরস্তিক্তস্তুবরঃ শীতলো লঘুঃ॥ কফমেদোমদভ্রান্তি-পিত্তাসৃক্-কুষ্ঠকাসজিৎ। তৃষ্ণাবিসর্পবাতাস্রবমিজ্বরহরঃ স্মৃতঃ॥ যবাসস্য গুণৈস্তুল্যা বুধৈরুক্তা দুরালভা॥ ১৯৬—১৯৮॥

মুণ্ডী মহামুণ্ডী চ—মুণ্ডী ভিক্ষুরপি প্রোক্তা শ্রাবণী চ তপোধনা। শ্রবণাহ্বা মুণ্ডতিকা তথা শ্রবণশীর্ষকা॥ মহাশ্রাবণিকান্যা তু সা স্মৃতা ভূকদম্বিকা। কদম্বপুষ্পিকা চ স্যাদব্যথাভিতপস্বিনী॥ মুণ্ডিতিকা কটুঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণা মধুরা লঘুঃ। মেধ্যা গণ্ডাপচী-কৃচ্ছ্রকৃমিযোন্যর্ত্তিপাণ্ডুনুৎ॥ শ্লীপদারুচ্যপস্মার-প্লীহমেদোগুদার্ত্তিহৃৎ। মহামুণ্ডী চ তত্তুল্য-গুণৈরুক্তা মহার্ষভিঃ॥ ১৯৯—২০২॥

অপামার্গঃ—(চিরচিরি) অপামার্গস্তু শিখরী হ্যধঃশল্যো ময়ূরকঃ। মর্ক্কটী দুর্গ্রহা চাপি কিণিহী খরমঞ্জরী॥ অপামার্গঃ সরস্তীক্ষ্ণো দীপনস্তিক্তকঃ কটুঃ। পাচনো রোচন-শ্ছর্দ্দি-কফমেদোঽনিলাপহঃ॥ নিহন্তি হৃদ্রুজাধ্মার্শঃকণ্ডূশূলোদরাপচীঃ॥ ২০৩। ২০৪॥

রক্তাপামার্গঃ—রক্তোঽন্যো বশিরো বৃত্তফলো ধামার্গবোঽপি চ। প্রত্যক্পর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কপিপিপ্পলী॥ অপামার্গোঽরুণো বাতবিষ্টম্ভী কফকৃদ্ধিমঃ। রুক্ষঃ পূর্ব্ব-গুণৈর্ন্যূনঃ কথিতো গুণবেদিভিঃ॥ অপামার্গফলং স্বাদু রসে পাকে চ দুর্জ্জরম্। বিষ্টম্ভি বাতলং রুক্ষং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥ ২০৫—২০৭॥

কোকিলাক্ষঃ—(তালমখানা)। কোকিলাক্ষস্তু কাকেক্ষুরিক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ ক্ষুরঃ। ভিক্ষুঃ কাণ্ডেক্ষুরপ্যুক্ত ইক্ষুগন্ধেক্ষুবালিকা॥ ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্যঃ স্বাদ্বম্লপিত্তলস্তথা (ক)। তিক্তো বাতামশোথাশ্ম-তৃষ্ণাদৃষ্ট্যনিলাস্রজিৎ॥ ২০৮। ২০৯॥

অস্থিসংহারঃ—গ্রন্থিমানস্থিসংহারী বজ্রাঙ্গী বাস্থিশৃঙ্খলা। অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরোঽস্থিযুক॥ উষ্ণঃ সরঃ কৃমিঘ্নশ্চ দুর্নামঘ্নোঽক্ষিরোগজিৎ। রুক্ষঃ স্বাদুর্লঘুর্ব্বৃষ্যঃ পাচনঃ পিত্তলঃ স্মৃতঃ॥ কাণ্ডং ত্বথিরহিতমস্থিশৃঙ্খলায়া মাষাদ্রং (খ) দ্বিদলমকঞ্চুকং তদর্দ্ধম্। সম্পিষ্টং তদনু (গ) ততস্তিলস্য তৈলে, সম্পক্বং বটকমতীব রাতহারি॥ ২১০—২১২॥

(ক) পিচ্ছিলস্তথেতি বা পাঠঃ। (খ) মাষার্দ্ধমিতি বা পাঠঃ। (গ) সুতনু ইতি পাঠান্তরম্।

ঘৃতকুমারী—(ঘিউকুয়ারী)। কুমারী গৃহকন্যা চ কন্যা ঘৃতকুমারিকা। কুমারী ভেদিনী শীতা তিক্তা নেত্র্যা রসায়নী ॥ মধুরা বৃংহণী বল্যা বৃষ্যা বাতবিষপ্রণুৎ। গুল্ম-প্লীহযকৃদ্‌বৃদ্ধি-কফজ্বরহরী হরেৎ ॥ গ্রন্থ্যগ্নিদগ্ধবিস্ফোট-পিত্তরক্তত্বগাময়ান্‌ ॥ ২১৩। ২১৪ ॥

শ্বেতপুনর্নবা—পুনর্নবা শ্বেতমূলা শোথঘ্নী দীর্ঘপত্রিকা। কটুঃ কষায়ানুরসা পাণ্ডুঘ্নী দাপনী পরা ॥ শোফানিলগরশ্লেষ্ম-হরী ব্রণোদরপ্রণুৎ ॥ ২১৫ ॥

রক্তপুষ্পা পুনর্নবা—পুনর্নবাপরা রক্তা রক্তপুষ্পা শিলাটিকা। শোথঘ্নী ক্ষুদ্র-বর্ষাভূর্বর্ষকেতুঃ কঠিল্লকঃ ॥ পুনর্নবারুণা তিক্তা কটুপাকা হিমা লঘুঃ। বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষ্ম-পিত্তরক্তবিনাশিনী ॥ ২১৬। ২১৭ ॥

গন্ধপ্রসারণী—প্রসারণী রাজবলা ভদ্রপর্ণী প্রতানিনী। সরণী সারণী ভদ্রা বলা চাপি কটম্ভরা ॥ প্রসারণী গুরুর্বৃষ্যা বলসন্ধানকৃৎ সরা। বীর্য্যোষ্ণা বাতকৃৎ তিক্তা বাতরক্তকফা-পহা ॥ ২১৮। ২১৯ ॥

কৃষ্ণশারিবা—(করি আবাংসা)। ইয়ং জম্বুকবৎপত্রা সুগন্ধা কলঘণ্টিকেতি প্রসিদ্ধা। কৃষ্ণা তু শারিবা শ্যামা গোপী গোপবধূশ্চ সা ॥ ২২০ ॥

শ্বেতশারিবা—(ইয়মপি জম্বুবৎপত্রা দুগ্ধগর্ভা ব্রততির্ভবতি)। ধবলা শারিবা গোপা গোপকন্যা কৃশোদরী। স্ফোতা শ্যামা গোপবল্লী লতাস্ফোতা চ চন্দনা * ॥ শারিবা-যুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু ॥ অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাস-কাসামবিষনাশনম্‌। দোষত্রয়াস্র-প্রদর-জ্বরাতীসারনাশনম্‌ ॥ ২২১। ২২২ ॥

ভৃঙ্গরাজঃ—(ভঙ্গরা)। ভৃঙ্গরাজো ভৃঙ্গরজো মার্কবো ভৃঙ্গ এব চ। অঙ্গারকঃ কেশরাজো ভৃঙ্গারঃ কেশরঞ্জনঃ ॥ ভৃঙ্গারঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতনুৎ। কেশ্যস্ত্বচ্যঃ কৃমিশ্বাস-কাসশোথামপাণ্ডুনুৎ ॥ দন্ত্যো রসায়নো বল্যঃ কুষ্ঠনেত্রশিরোর্ত্তিনুৎ ॥২২৩। ২২৪॥

শণপুষ্পী—(ইতি চন্তলী, শণ ইব পুষ্পা)। শণপুষ্পী স্মৃতা ঘণ্টা শণপুষ্পসমা-কৃতিঃ। শণপুষ্পী কটুস্তিক্তা বামিনী কফপিত্তজিৎ ॥ ২২৫ ॥

ত্রায়মাণা—বলভদ্রা ত্রায়মাণা ত্রায়ন্তী গিরিজানুজা। ত্রায়ন্তা তুবরা তিক্তা সরা পিত্তকফাপহা ॥ জ্বরহৃদ্রোগগুল্মার্শোভ্রমশূলবিষপ্রণুৎ ॥ ২২৬ ॥

মূর্ব্বা—(চূর্ণহার)। মূর্ব্বা মধুরসা দেবী মোরটা তেজনী স্রুবা। মধূলিকা মধুশ্রেণী গোকর্ণী পীলুপর্ণ্যপি ॥ মূর্ব্বা সরা গুরুঃ স্বাদুস্তিক্তা পিত্তাস্রমেহনুৎ। ত্রিদোষ-তৃষ্ণাহৃদ্রোগ-কণ্ডুকুষ্ঠজ্বরাপহা ॥ ২২৭। ২২৮ ॥

কাকমাচী—(কবৈআ)। কাকমাচী ধ্বাঙ্ক্ষমাচী কাকাহ্বা চৈব বায়সী। কাকমাচী ত্রিদোষঘ্নী স্নিগ্ধোষ্ণা স্বরশুক্রদা ॥ তিক্তা রসায়নী শোথ-কুষ্ঠার্শোজ্বরমেহজিৎ কটুর্নেত্রহিতা হিক্কাচ্ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশিনী ॥ ২২৯। ২৩০ ॥

* গোপী গোপস্য স্ত্রী, পুংযোগাদীপ্‌। গোপা গাং পাতীতি গোপা গোপকন্যা। শ্যামাপদেন কৃষ্ণা শ্বেতাপি শারিবা কথ্যতে। শাশ্বতেন শারিবাপদস্য প্রযুক্তত্বাৎ। তদ্‌যথা। শারিবায়াং নিশি শ্যামা শ্যামৌ চ হরিতাসিতাবিতি ॥ ২২১ ॥

কাকনাসা—(কোআঠোটী)। কাকনাসা তু কাকাঙ্গী কাকতুণ্ডফলা চ সা। কাকনাসা কষায়োষ্ণা কটুকা রসপাকয়োঃ ॥ কফঘ্নী বামনী তিক্তা শোথার্শঃশ্বিত্রকুষ্ঠহৃৎ ॥ ২৩১ ॥

কাকজঙ্ঘা—(মসীতি লোকে)। কাকজঙ্ঘা নদীকান্তা কাকতিক্তা সুলোমশা। পারাবতপদী দাসী কাকা চাপি প্রকীর্ত্তিতা ॥ কাকজঙ্ঘা হিমা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ। নিহন্তি জ্বরপিত্তাস্র-ব্রণকণ্ডূবিষক্রমীন্ ॥ ২৩২। ২৩৩ ॥

নাগপুষ্পী—নাগপুষ্পী শ্বেতপুষ্পা নাগিনী রামদূতিকা। নাগিনী রোচনী তিক্তা তীক্ষ্ণোষ্ণা কফপিত্তনুৎ ॥ বিনিহন্তি বিষং শূলং যোনিদোষবমিক্রমীন্ ॥ ২৩৪ ॥

মেষশৃঙ্গী—(মেঢ়াশিঙ্গী)। মেষশৃঙ্গী বিষাণী স্যান্মেষবল্ল্যজশৃঙ্গিকা। মেষশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা শ্বাসকাসহৃৎ ॥ রুক্ষা পাকে কটুঃ পিত্তব্রণশ্লেষ্মাক্ষিশূলনুৎ। মেষশৃঙ্গীফলং তিক্তং কুষ্ঠমেহকফপ্রণুৎ ॥ দীপনং স্রংসনং কাস-ক্রিমিব্রণবিষাপহম্ ॥ ২৩৫। ২৩৬ ॥

হংসপদী—হংসপাদী হংসপদী কীটমাতা ত্রিপাদিকা। হংসপাদী গুরুঃ শীতা হন্তি রক্তবিষব্রণান্ ॥ বিসর্পদাহাতীসার-লূতাভূতাগ্নিরোহিণীঃ ॥ ২৩৭ ॥

সোমলতা—সোমবল্লী সোমলতা সোমক্ষীরী দ্বিজপ্রিয়া। সোমবল্লী ত্রিদোষঘ্নী কটুস্তিক্তা রসায়নী ॥ ২৩৮ ॥

আকাশবল্লী (অমরবেলি ইতি চ)। আকাশবল্লী তু বুধৈঃ কথিতামরবল্লরী। খবল্লী গ্রাহিণী তিক্তা পিচ্ছিলাক্ষ্যামযাপহা। তুবরাগ্নিকরী হৃদ্যা পিত্তশ্লেষ্মামনাশিনী ॥২৩৯॥

পাতালগরুড়ী—ছিলিহিণ্টো মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ। ছিলিহিণ্টঃ পরং বৃষ্যঃ কফঘ্নঃ পবনাপহঃ ॥ ২৪০ ॥

বন্দা—বন্দা বৃক্ষাদনী বৃক্ষভক্ষ্যা বৃক্ষরুহাপি চ। বন্দাকঃ স্যাদ্ধিমস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো রসে ॥ মাঙ্গল্যঃ কফবাতাস্ররক্ষোব্রণবিষাপহঃ ॥ ২৪১ ॥

বটপত্রী—বটপত্রী তু কথিতা মোহন্যৈরাবতী বুধৈঃ। বটপত্রী কষায়োষ্ণা যোনিমূত্রগদাপহা ॥ ২৪২ ॥

হিঙ্গুপত্রী—হিঙ্গুপত্রী তু কবরী পৃথ্বীকা পৃথুকা পৃথুঃ। হিঙ্গুপত্রী ভবেদ্রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা পাচনী কটুঃ ॥ হৃদ্বস্তিরুগ্বিবন্ধার্শঃ-শ্লেষ্মগুল্মানিলাপহা ॥ ২৪৩ ॥

বংশপত্রী—বংশপত্রী বেণুপত্রী পিণ্ডা হিঙ্গুশিবাটিকা। হিঙ্গুপত্রীগুণা বিজ্ঞৈর্বংশপত্রী চ কীর্ত্তিতা ॥ ২৪৪ ॥

মৎস্যাক্ষী—(মছেছী ইতি লোকে। ছচ মছবিআ ইতি চ)। মৎস্যাক্ষী বাহ্লিকা মৎস্যগন্ধা মৎস্যাদনীতি চ। মৎস্যাক্ষী গ্রাহিণী শীতা কুষ্ঠপিত্তকফাস্রজিৎ। লঘুস্তিক্তা কষায়া চ স্বাদ্বী কটুবিপাকিনী ॥ ২৪৫ ॥

সর্পাক্ষী—(সরহটী গণ্ডিনীতি চ)। সর্পাক্ষী স্যাত্তু গণ্ডালী তথা নাড়ীকলাপকঃ। সর্পাক্ষী কটুকা তিক্তা সোষ্ণা কৃমিনিকৃন্তনী ॥ বৃশ্চিকোন্দুরসর্পাণাং বিষঘ্নী ব্রণরোপিণী ॥২৪৬॥

শঙ্খপুষ্পী—শঙ্খপুষ্পা তু শঙ্খাহ্বা মাঙ্গল্যকুসুমাপিচ। শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যা বৃষ্যা মানসরোগহৃৎ॥ রসায়নী কষায়োষ্ণা স্মৃতিকান্তিবলাগ্নিদা। দোষাপস্মারভূতা-শ্রীকুষ্ঠকৃমিবিষপ্রণুৎ॥ ২৪৭। ২৪৮॥

অর্কপুষ্পী—অর্কপুষ্পী ক্রূরকর্ম্মা পয়স্যা জলকামুকা। অর্কপুষ্পী কৃমিশ্লেষ্ম-মেহপিত্তবিকারজিৎ॥ ২৪৯॥

লজ্জালুঃ—লজ্জালুঃ স্যাৎ শমীপত্রা সমঙ্গাঞ্জলিকারিকা। রক্তপাদা নমস্কারী নাম্না খদিরকেত্যপি॥ লজ্জালুঃ শীতলা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ। রক্তপিত্তমতী-সারং যোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ॥ ২৫০। ২৫১॥

অলম্বুষা—(লজ্জালুভেদঃ)। অলম্বুষা খরত্বক্ চ তথা মেদোগলা স্মৃতা। অলম্বুষা লঘুঃ স্বাদুঃ কৃমিপিত্তকফাপহা॥ ২৫২॥

দুগ্ধিকা—(দুধী)। দুগ্ধিকা স্বাদুপর্ণী স্যাৎ ক্ষারা বিক্ষীরিণী তথা। দুগ্ধিকোষ্ণা গুরুরুক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী॥ স্বাদুক্ষারা কটুস্তিক্তা সৃষ্টমূত্রমলাপহা। স্বাদুর্বিষ্টম্ভিনী বৃষ্যা কফকুষ্ঠকৃমিপ্রণুৎ॥ ২৫৩। ২৫৪॥

ভূম্যামলকী—(ভদ্র আম্বরা)। ভূম্যামলকিকা প্রোক্তা শিবা তামলকীতি চ। বহুপত্রা বহুফলা বহুবীর্য্যাঽজটাপি চ॥ ভূধাত্রী বাতকৃৎ তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা। পিপাসাকাসপিত্তাস্র-কফকণ্ডুক্ষতাপহা॥ ২৫৫। ২৫৬॥

ব্রাহ্মী—(বরংভী)। ব্রাহ্মী কপোতবঙ্কা চ সোমবল্লী সরস্বতী॥ ২৫৭॥

• **ব্রহ্মমাণ্ডুকী**—মণ্ডুকপর্ণী মাণ্ডুকী ত্বাষ্ট্রী দিব্যা মহৌষধী। ব্রাহ্মী হিমা সরা তিক্তা লঘুর্ম্মেধ্যা চ শীতলা॥ কষায়া মধুরা স্বাদু-পাকায়ুষ্যা রসায়নী। স্বর্য্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠপাণ্ডু-মেহাস্রকাসজিৎ॥ বিষশোথজ্বরহরা তদ্বন্মণ্ডুকপর্ণিনী॥ ২৫৮। ২৫৯॥

দ্রোণা—(গূমা)। দ্রোণা চ দ্রোণপুষ্পী চ ফলেপুষ্পা চ কীর্ত্তিতা। দ্রোণপুষ্পী গুরুঃ স্বাদূ রুক্ষোষ্ণা বাতপিত্তকৃৎ॥ সতীক্ষ্ণলবণা (ক) স্বাদুপাকা কট্বী চ ভেদিনী। কফামকামলাশোথ-তমকশ্বাসজন্তুজিৎ॥ ২৬০। ২৬১॥

সুবর্চ্চলা—(হুরহুর দ্বিতীয় হুর হুর)। সুবর্চ্চলা সূর্য্যভক্তা বরদা বদরাপি চ। সূর্য্যা-বর্ত্তা রবিপ্রীতাঽপরা ব্রহ্মসুবর্চ্চলা॥ সুবর্চ্চলা হিমা রুক্ষা স্বাদুপাকা সরা গুরুঃ। অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্টম্ভকফবাতজিৎ॥ অন্যা তিক্তা কষায়োষ্ণা সরা রুক্ষা লঘুঃ কটুঃ। নিহন্তি কফ-পিত্তাস্র-শ্বাসকাসারুচিজ্বরান্॥ বিস্ফোটকুষ্ঠমেহাস্রযোনিরুক্ ক্রিমিপাণ্ডুতাঃ॥২৬২—২৬৪॥

বন্ধ্যাকর্কোটকী—(বাভূখসা)। বন্ধ্যাকর্কোটকী দেবী কন্যা যোগীশ্বরীতি চ। নাগারির্নক্রদমনী বিষকণ্টকিনী তথা॥ বন্ধ্যাকর্কোটকী লঘ্বী কফঘ্নুৎ ব্রণশোধিনী। সর্পদর্পহরী তীক্ষ্ণা বিসর্পবিষহারিণী॥ ২৬৫। ২৬৬॥

(ক) সক্ষারলবণেতি পাঠান্তরম্।

মার্কণ্ডিকা—(ভুইখখসা বল্লা ভূমিপ্রসরণশীলা)। মার্কণ্ডিকা ভূমিবল্লী মার্কণ্ডী মৃদুরেচনী॥ মার্কণ্ডিকা কুষ্ঠহরা উর্দ্ধাধঃকায়শোধিনী। বিষদুর্গন্ধকাসঘ্নী গুল্মোদরবিনাশিনী ॥২৬৭

দেববালী—(সোনৈআ)। খখসাবৎ ফলব্রততিঃ। দেবদালী তু বেণীস্যাৎ কর্কটী চ গরাগরা। দেবতাড়ো বৃত্তকোশ (ক) স্তথাজীমূত ইত্যপি॥ পীতাপরা খরস্পর্শা বিষঘ্নী গরনাশিনী। দেবদালী রসে তিক্তা কফার্শঃশোফপাণ্ডুতাঃ। নাশয়েৎ বামনী তীক্ষ্ণা ক্ষয়হিক্কাকৃমিজ্বরান্॥ দেবদালী ফলং তিক্তং কৃমিশ্লেষ্মবিনাশনম্। স্রংসনং গুল্মশূলঘ্নমর্শোঘ্নং বাতজিৎপরম্॥ ২৬৮—২৭০॥

জলপিপ্পলী—(পনিসগা ইতি লোকে)। জলপিপ্পল্যভিহিতা শারদী শকুলাদনী; মৎস্যাদনী মৎস্যগন্ধা লাঙ্গলীত্যপি কীর্ত্তিতা॥ জলপিপ্পলিকা হৃদ্যা চক্ষুষ্যা শুক্রলা লঘুঃ। সংগ্রাহিণী হিমা রুক্ষা রক্তদাহব্রণাপহা। কটুপাকরসা রুচ্যা কষায়া বহ্নিবর্দ্ধিনী ॥২৭১।২৭২॥

গোজিহ্বা—(গোভী)। গোজিহ্বা গোজিকা গোভী দার্বিকা খরপর্ণিনী। গোজিহ্বা বাতলা শীতা গ্রাহিণী কফপিত্তনুৎ॥ হৃদ্যা প্রমেহকাসাস্র-ব্রণজ্বরহরী লঘুঃ। কোমলা তুবরা তিক্তা স্বাদুপাকরসা স্মৃতা॥ ২৭৩। ২৭৪॥

নাগদমনী—বিজ্ঞেয়া নাগদমনী বলামোটা বিষাপহা। নাগপুষ্পা নাগপত্রা মহাযোগেশ্বরীতি চ॥ বলামোটা কটুস্তিক্তা লঘুঃ পিত্তকফাপহা। মূত্রকৃচ্ছ্রব্রণান্ রক্ষো নাশয়েজ্জালগর্দ্দভম্॥ সর্ব্বগ্রহপ্রশমনী নিঃশেষবিষনাশিনী। জয়ং সর্ব্বত্র কুরুতে ধনদা সুমতিপ্রদা॥৭৫-৭৭॥

বীরতরুঃ—(বরবেল)। বেল্লন্তরো জগতি বীরতরুঃ প্রসিদ্ধঃ, শ্বেতাসিতারুণবিলোহিতনীলপুষ্পঃ। স্যাজ্জাতিতুল্যকুসুমঃ শমিসূক্ষ্মপত্রঃ, স্যাৎ কণ্টকী বিজলদেশজ এষ বৃক্ষঃ॥ বেল্লন্তরো রসে পাকে তিক্তস্তুষ্ণঃকফাপহঃ। মূত্রাঘাতাশ্মজিদ্ গ্রাহী যোনিমূত্রানিলার্ত্তিজিৎ॥ ২৭৮। ২৭৯॥

ছিক্কনী—ছিক্কনী ক্ষবকৃৎ তীক্ষ্ণা ছিক্কিকা ঘ্রাণদুঃখদা॥ ছিক্কনী কটুকা রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা বহ্নিপিত্তকৃৎ। বাতরক্তহরী কুষ্ঠকৃমিবাতকফাপহা॥ ২৮০॥

কুকুন্দরঃ—কুকুন্দরস্তাম্রচূড়ঃ সূক্ষ্মপত্রো মৃদুচ্ছদঃ। কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ॥ তন্মূলমার্দ্রং নিঃক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ॥ ২৮১॥

সুদর্শনা—সুদর্শনা সোমবল্লী চক্রাহ্বা মধুপর্ণিকা। সুদর্শনা স্বাদুরুষ্ণা কফশোফাস্রবাতজিৎ॥ ২৮২॥

মূষাকর্ণী—আখুপর্ণী ত্বাখুকর্ণী পর্ণিকা ভূদরীভবা। আখুকর্ণী কটুস্তিক্তা কষায়া শীতলা লঘুঃ। বিপাকে কটুকা মূত্রকফাময়কৃমিপ্রণুৎ॥ ২৮৩॥

ময়ূরশিখা—ময়ূরাহ্বশিখা প্রোক্তা সহস্রাহির্ম্মধুচ্ছদা। নীলকণ্ঠশিখা লঘ্বী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ॥ ২৮৪॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকন-তনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

(ক) বৃত্তকোশ ইতি বা পাঠঃ।

অথ পুষ্পবর্গঃ।



তত্রাদৌ কমলস্য নামানি গুণাশ্চ—বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্। সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্॥ পঙ্কেরুহং তামরসং সারসং সরসীরুহম্। বিসপ্রসূনরাজীব-পুষ্করাম্ভোরুহাণি চ॥ কমলং শীতলং বর্ণ্যং মধুরং কফপিত্তজিৎ। তৃষ্ণাদাহাস্রবিস্ফোট-বিষবীসর্পনাশনম্॥ বিশেষতঃ সিতং পদ্মং পুণ্ডরীকমিতি স্মৃতম্। রক্তং কোকনদং জ্ঞেয়ং নীলমিন্দীবরং স্মৃতম্॥ ধবলং কমলং শীতং মধুরং কফপিত্তজিৎ। তস্মাদল্পগুণং কিঞ্চিদন্যদ্ রক্তোৎপলাদিকম্॥ ১—৫॥

পদ্মিনী—মূলনালদলোৎফুল্ল-ফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ। পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈ-বিসিন্যাপি চ সা স্মৃতা *॥ পদ্মিনী শীতলা গুর্ব্বী মধুরা লবণা চ সা॥ পিত্তাসৃক্কফনুদ্রুক্ষা বাতাবিষ্টম্ভকারিণী॥ ৬। ৭॥

নবপত্রাদি—সম্বর্ত্তিকা নবদলং বীজকোশস্তু কর্ণিকা। কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ প্রোক্তো মকরন্দো রসঃ স্মৃতঃ॥ পদ্মনালং মৃণালং স্যাত্তথা বিসমিতি স্মৃতম্। সম্বর্ত্তিকা হিমা তিক্তা কষায়া দাহতৃট্প্রণুৎ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রগুদব্যাধি-রক্তপিত্তবিনাশিনী॥ পদ্মস্য কর্ণিকা তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা॥ মুখবৈশদ্যকৃল্লঘ্বী তৃষ্ণাস্রকফপিত্তনুৎ। কিঞ্জল্কঃ শীতলো বৃষ্যঃ কষায়ো গ্রাহকোঽপি সঃ॥ কফপিত্ততৃষাদাহ-রক্তার্শোবিষশোথজিৎ। মৃণালং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাস্রজিদ্গুরু॥ দুর্জ্জরং স্বাদুপাকঞ্চ স্তন্যানিলকফপ্রদম্। সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং শালূকমপি তদ্গুণম্॥ ৮—১৩॥

স্থলকমলম্—পদ্মচারিণ্যতিচরাঽব্যথা পদ্মা চ শারদা। পদ্মানুষ্ণা কটুস্তিক্তা কষায়া কফবাতজিৎ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মশূলঘ্নী শ্বাসকাসবিষাপহা॥ ১৪॥

কুমুদ—(কোঙ্গ ইতি লোকে) শ্বেতং কুবলয়ং প্রোক্তং কুমুদং কৈরবং তথা। কুমুদং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং মধুরং হ্লাদি শীতলম্॥ ১৫॥

কুমুদিনী—কুমুদ্বতী কৈরবিকা তথা কুমুদিনীতি চ। সা তু মূলাদিসর্ব্বাঙ্গৈরুক্তা সমুদিতা বুধৈঃ॥ পদ্মিন্যা যে গুণাঃ প্রোক্তা কুমুদিন্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ॥ ১৬॥

কহ্লারম্—সৌগন্ধিকন্তু কহ্লারং হল্লকং রক্তসন্ধ্যকম্। কহ্লারং শীতলং গ্রাহি বিষ্টম্ভি গুরু রুক্ষণম্॥ ১৭॥

জলকুম্ভী—(সেবার)। বারিপর্ণী কুম্ভিকা স্যাৎ শৈবালং শৈবলঞ্চ তৎ। বারিপর্ণী

* আদিশব্দান্নলিনী কমলিনীত্যাদি॥ ৬॥

হিমা তিক্তা লঘ্বী স্বাদ্বী সরা কটুঃ॥ দোষত্রয়হরী রুক্ষা শোণিতজ্বরশোষকৃৎ। শৈবালং তুবরং তিক্তং মধুরং শীতলং লঘু॥ স্নিগ্ধং দাহতৃষাপিত্ত-রক্তজ্বরহরং পরম্॥ ১৮। ১৯॥

শতপত্রী—(সেবতী গুলাব ইতি চ)। শতপত্রী তরুণ্যুক্তা কর্ণিকা চারুকেশরা। মহাকুমারী গন্ধাঢ্যা লাক্ষা পুষ্পাতিমঞ্জুলা॥ শতপত্রী হিমা হৃদ্যা গ্রাহিণী শুক্রলা লঘুঃ। দোষত্রয়াস্রজিদ্বর্ণ্যা তিক্তা কটুর্বী চ পাচনী॥ ২০। ২১॥

বাসন্তী—(বসন্তী নেবারী ইতি লোকে)। নেপালী কথিতা তজ্জ্ঞৈঃ সপ্তলা নবমালিকা। বাসন্তী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াস্রজিৎ॥ ২২॥

বার্ষিকী—(বেল ইতি লোকে)। শ্রীপদা ষট্পদানন্দা বার্ষিকী মুক্তবন্ধনা। বার্ষিকী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াপহা। কর্ণাক্ষিমুখরোগঘ্নী তত্তৈলং তদ্গুণং স্মৃতম্॥ ২৩॥

স্বর্ণজাতী—(চম্বেলী)। জাতির্জ্জাতা চ সুমনা মালতী রাজপুত্রিকা। চেতিকা হৃদ্যগন্ধা চ সা পীতা স্বর্ণজাতিকা॥ জাতীযুগং তিক্তমুষ্ণং তুবরং লঘু দোষজিৎ। শিরোঽক্ষিমুখদন্তার্ত্তি-বিষকুষ্ঠানিলাস্রজিৎ॥ ২৪। ২৫॥

যূথিকা—(জুহী সুবর্ণজুহী)। যূথিকা গণিকাম্বষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা। যূথীযুগং হিমং তিক্তং কটুপাকরসং লঘু॥ মধুরং তুবরং হৃদ্যং পিত্তঘ্নং কফবাতলম্। ব্রণাস্রমুখদন্তাক্ষিশিরোরোগবিষাপহম্॥ ২৬। ২৭॥

চম্পকঃ—(চম্পা) চাম্পেয়শ্চম্পকঃ প্রোক্তো হেমপুষ্পশ্চ স স্মৃতঃ। এতস্য কলিকা গন্ধফলীতি কথিতা বুধৈঃ॥ চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো হিমঃ। বিষক্রিমিহরঃ কৃচ্ছ্রকফবাতাস্রপিত্তজিৎ॥ ২৮। ২৯॥

বকুলঃ—(মৌলসরা ইতি লোকে)। বকুলো মধুগন্ধশ্চ সিংহকেসরকস্তথা। বকুলস্তুবরোঽনুষ্ণঃ কটুপাকরসো গুরুঃ॥ কফপিত্তবিষশ্বিত্র-ক্রিমিদন্তগদাপহঃ॥ ৩০॥

বকঃ—(বৃহদ্বোলসরীতি চ)। শিবমল্লী পাশুপত একাষ্ঠীলা বকো বসুঃ। বকোঽনুষ্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ॥ যোনিশূলতৃষাদাহ-কুষ্ঠশোথাস্রনাশনঃ॥ ৩১॥

কদম্বঃ—কদম্বঃ প্রিয়কো নীপো বৃত্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ। কদম্বো মধুরঃ শীতঃ কষায়ো লবণো গুরুঃ। সরো বিষ্টম্ভকৃদ্রুক্ষঃ কফস্তন্যানিলপ্রদঃ॥ ৩২॥

কুব্জকঃ—কুব্জকো ভদ্রতরণির্বৃহৎপুষ্পোঽতিকেসরঃ। মহাসহা কণ্টকাঢ্যা নীলাঽলিকুলসঙ্কুলা॥ কুব্জকঃ সুরভিঃ স্বাদুঃ কষায়ানুরসঃ সরঃ। ত্রিদোষশমনো বৃষ্যঃ শীতহর্ত্তা চ স স্মৃতঃ॥ ৩৩।৩৪॥

মল্লিকা—মল্লিকা মদয়ন্তী চ শীতভীরুশ্চ ভূপদী। মল্লিকোষ্ণা লঘুর্বৃষ্যা তিক্তা চ কটুকা হরেৎ॥ বাতপিত্তাস্যদৃগ্ব্যাধি-কুষ্ঠারুচিবিষব্রণান্॥ ৩৫॥

মাধবী—মাধবী স্যাত্তু বাসন্তী পুণ্ড্রকো মণ্ডকোঽপি চ। অতিমুক্তো বিমুক্তশ্চ কামুকো ভ্রমরোৎসবঃ॥ মাধবী মধুরা শীতা লঘ্বী দোষত্রয়াপহা॥ ৩৬॥

কেতকঃ—(কেবরা সুবর্ণকেতকী)। কেতকঃ সূচিকাপুষ্পো জম্বুকঃ ক্রকচচ্ছদঃ সুবর্ণকেতকী ত্বন্যা লঘুপুষ্পা সুগন্ধিনী ॥ কেতকঃ কটুকঃ স্বাদুর্লঘুস্তিক্তঃ কফাপহঃ। উষ্ণা তিক্তরসা জ্ঞেয়া চক্ষুষ্যা হেমকেতকী ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

কিঙ্কিরাতঃ—কিঙ্কিরাতো হেমগৌরঃ পীতকঃ পীতভদ্রকঃ। কিঙ্কিরাতো হিমস্তিক্তঃ কষায়শ্চ হরেদসৌ ॥ কফপিত্তপিপাসাস্র-দাহশোষবমিক্রমীন্ ॥ ৩৯ ॥

কর্ণিকারঃ—কর্ণিকারঃ পরিব্যাধঃ পাদপোৎপল ইত্যপি। কর্ণিকারঃ কটুস্তিক্ত-স্তুবরঃ শোধনো লঘুঃ ॥ রঞ্জনঃ সুখদঃ শোথশ্লেষ্মাস্রব্রণকণ্ঠজিৎ ॥ ৪০ ॥

অশোকঃ—(অসোগি)। অশোকো হেমপুষ্পশ্চ বঞ্জুলস্তাম্রপল্লবঃ। কঙ্কেলিঃ পিণ্ডীপুষ্পশ্চ গন্ধপুষ্পো নটস্তথা ॥ অশোকঃ শীতলস্তিক্তো গ্রাহী বর্ণ্যঃ কষায়কঃ। দোষাপচীতৃষাদাহ-কৃমিশোষবিষাস্রজিৎ ॥ ৪১ । ৪২ ॥

অম্লাটনঃ—(বাণপুষ্প ইতি গৌরাদৌ প্রসিদ্ধঃ)। অম্লাতোহম্লাটনঃ প্রোক্তস্তথাম্লাতক ইত্যপি ॥ কুরণ্টকো বর্ণপুষ্পঃ স এবোক্তো মহাসহঃ। অম্লাটনঃ কষায়োষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুশ্চ তিক্তকঃ ॥ ৪৩ ॥

সৈরেয়ঃ—(কটশরৈআ)। সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ সৈরেয়ঃ কটসারিকা। সহাচরঃ সহচরঃ স চ ভিন্দ্যপি কথ্যতে ॥ কুরণ্টকোঽত্র পীতে স্যাদ্রক্তে কুরুবকঃ স্মৃতঃ। নীলে বাণাদ্বয়ো-(ক)-রুক্তো দাসী আর্ত্তগলশ্চ সঃ ॥ সৈরেয়ঃ কুষ্ঠবাতাস্র-কফকণ্ডুবিষাপহঃ। তিক্তোষ্ণো মধুরোঽনম্লঃ সুস্নিগ্ধঃ কেশরঞ্জনঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

কুন্দম্—কুন্দস্তু কথিতং মাঘ্যং সদাপুষ্পঞ্চ তৎ স্মৃতম্। কুন্দং শীতং লঘু শ্লেষ্ম-শিরোরুগ্বিষপিত্তহৃৎ ॥ ৪৭ ॥

মুচুকুন্দনাম্নৈব প্রসিদ্ধঃ—মুচুকুন্দঃ ক্ষত্রবৃক্ষশ্চিত্রকঃ প্রতিবিষ্ণুকঃ। মুচুকুন্দঃ শিরঃপীড়াপিত্তাস্রবিষনাশনঃ ॥ ৪৮ ॥

তিলাভপুষ্পস্তিলকনাম্নৈব প্রসিদ্ধঃ—তিলকঃ ক্ষুরকঃ শ্রীমান্ পুরুষ-শ্ছিন্নপুষ্পকঃ। তিলকঃ কটুকঃ পাকে রসে চোষ্ণো রসায়নঃ ॥ কফকুষ্ঠক্রমীন্ বস্তিমুখদন্ত-গদান্ হরেৎ ॥ ৪৯ ॥

বন্ধুকঃ—(গেজুনিআ)। বন্ধুকো বন্ধুজীবশ্চ রক্তো মাধ্যাহ্নিকোঽপি চ। বন্ধুকঃ কফকৃদ্গ্রাহী বাতপিত্তহরো লঘুঃ ॥ ৫০ ॥

ওড্রপুষ্পম্—(বোডহুল তথা সাংকী)। ওড্রপুষ্পং জপা চাথ ত্রিসন্ধ্যা সারুণা সিতা। জপা সংগ্রাহিণী কেশ্যা ত্রিসন্ধ্যা কফবাতজিৎ ॥ ৫১ ॥

সিন্দূরী—(সেন্দরিআ)। সিন্দূরী রক্তবীজা চ রক্তপুষ্পা সুকোমলা। সিন্দূরী বিষপিত্তাস্র-তৃষ্ণাবান্তিহরী হিমা ॥ ৫২ ॥

(ক) বাণাহ্বয়োরিতি পাঠান্তরম্।

অগস্তিঃ—অথাগস্ত্যো বঙ্গসেনো মুনিপুষ্পো মুনিদ্রুমঃ। অগস্তিঃ পিত্তকফজিৎ চাতুর্থকহরো হিমঃ॥ রুক্ষো বাতকরস্তিক্তঃ প্রতিশ্যায়নিবারণঃ॥ ৫৩॥

তুলসী শুক্লা কৃষ্ণা চ—তুলসী সুরসা গ্রাম্যা সুলভা বহুমঞ্জরী। অপেতরাক্ষসী গৌরী ভূতঘ্নী দেবদুন্দুভিঃ॥ তুলসী কটুকা তিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ। দীপনী কুষ্ঠ-কৃচ্ছ্রাস্রপার্শ্বরুক্কফবাতজিৎ॥ শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৫৪। ৫৫॥

মরুবকঃ—(মরুআ)। মারুত্রতো মরুবকো মরুন্মরুরপি স্মৃতঃ। ফণী ফণিজ্ঝক-শ্চাপি প্রস্থপুষ্পঃ সমীরণঃ॥ মরুদগ্নিপ্রদো হৃদ্যস্তীক্ষ্ণোষ্ণঃ পিত্তলো লঘুঃ। বৃশ্চিকাদি-বিষশ্লেষ্মবাতকুষ্ঠকৃমিপ্রণুৎ॥ কটুপাকরসো রুচ্যস্তিক্তো রুক্ষঃ সুগন্ধিকঃ॥ ৫৬। ৫৭॥

দমনকঃ—(দবনা)। উক্তো দমনকো দান্তো মুনিপুত্রস্তপোধনঃ। গন্ধোৎকটো ব্রহ্মজটো বিনীতঃ কুলপত্রকঃ॥ দমনস্তুবরস্তিক্তো হৃদ্যো বৃষ্যঃ সুগন্ধিকঃ। গ্রহনুদ্বিষ-কুষ্ঠাস্রক্লেদকণ্ডূত্রিদোষজিৎ॥ ৫৮।৫৯॥

বর্ব্বরী—বর্ব্বরী তুবরী তুঙ্গী খরপুষ্পাজগন্ধিকা। পর্ণাশস্তত্র কৃষ্ণে তু কঠিল্লক-কুঠেরকৌ॥ তত্র শুক্লেঽর্জ্জকঃ প্রোক্তো বটপত্রস্ততোঽপরঃ। বর্ব্বরীত্রিতয়ং রুক্ষং শীতং কটু বিদাহি চ॥ তীক্ষ্ণং রুচিকরং হৃদ্যং দীপনং লঘুপাকি চ। পিত্তলং কফবাতাস্র-কণ্ডূকৃমিবিষাপহম্॥ ৬০—৬২॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে পুষ্পাদিবর্গঃ।

অথ বটাদিবর্গঃ।

তত্রাদৌ বটস্য নামানি গুণাশ্চ—বটো রক্তফলঃ শৃঙ্গী ন্যগ্রোধঃ স্কন্ধজো ধ্রুবঃ। ক্ষীরী বৈশ্রবণো বাসো বহুপাদো বনস্পতিঃ॥ বটঃ শীতো গুরুর্গ্রাহী কফপিত্ত-ব্রণাপহঃ। বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ॥ ১। ২॥

পিপ্পলঃ—(পীপর)। বোধিদ্রুঃ পিপ্পলোঽশ্বত্থশ্চলপত্রো গজাশনঃ। পিপ্পলো দুর্জ্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রজিৎ। গুরুস্তুবরকো রুক্ষো বর্ণ্যো যোনিবিশোধনঃ॥ ৩॥

পিপ্পলভেদঃ—(গজদণ্ডসহোরা ইতিলোকে) পারীষোঽন্যঃ পলাশশ্চ কপিচূতঃ কমণ্ডলঃ। গর্দ্দভাণ্ডঃ কন্দরালঃ কপীতনঃ সুপার্শ্বকঃ॥ পারীষো দুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধঃ কৃমিশুক্র-কফপ্রদঃ। ফলেঽম্লো মধুরো মূলে কষায়স্বাদুমজ্জকঃ॥ ৪। ৫॥

নন্দীবৃক্ষঃ—(বেলিয়া পীপরা)। নন্দীবৃক্ষোঽশ্বত্থভেদঃ প্ররোহী গজপাদপঃ

স্থালীবৃক্ষঃ ক্ষয়তরুঃ ক্ষীরী চ স্যাদ্ বনস্পতিঃ ॥ নন্দীবৃক্ষো লঘুঃ স্বাদুস্তিক্তস্তুবর-উষ্ণকঃ। কটুপাকরসো গ্রাহী বিষপিত্তকফাস্রজিৎ ॥ ৬। ৭ ॥

উদুম্বরঃ—উদুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধকঃ। উদুম্বরো হিমো রুক্ষো গুরুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ ॥ মধুরস্তুবরো বর্ণ্যো ব্রণশোধনরোপণঃ ॥ ৮ ॥

কাকোদুম্বরিকা—(কটুম্বরী)। কাকোদুম্বরিকা ফল্গুর্ম্মলয়ূর্জ্জঘনেফলা। মলয়ুঃ স্তম্ভকৃত্তিক্তা শীতলা তুবরা জয়েৎ। কফপিত্তব্রণশ্বিত্র-কুষ্ঠপাণ্ড্বর্শকামলাঃ ॥ ৯ ॥

প্লক্ষঃ—(পাকরি)। প্লক্ষো জটী পর্করী চ পর্কটী চ স্ত্রিয়ামপি। প্লক্ষঃ কষায়ঃ শিশিরো ব্রণযোনিগদাপহঃ ॥ দাহপিত্তকফাস্রঘ্নঃ শোথহা রক্তপিত্তহৃৎ ॥ ১০ ॥

শিরীষঃ—শিরীষো ভণ্ডিলো ভণ্ডী ভণ্ডীরশ্চ কপীতনঃ। শুকপুষ্পঃ শুকতরুর্মৃদুপুষ্পঃ শুকপ্রিয়ঃ ॥ শিরীষো মধুরোঽনুষ্ণস্তিক্তশ্চ তুবরো লঘুঃ। দোষশোথবিসর্পঘ্নঃ কাসব্রণবিষাপহঃ ॥ ১১। ১২ ॥

ক্ষীরিবৃক্ষপঞ্চবল্কলয়োর্লক্ষণং গুণাশ্চ—ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থ-পারীষপ্লক্ষপাদপাঃ। পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাস্তেষাং ত্বক্ পঞ্চবল্কলম্ * ॥ ক্ষীরবৃক্ষা হিমা বর্ণ্যা যোনিরোগব্রণাপহাঃ। রুক্ষাঃ কষায়া মেদোঘ্না বিসর্পাময়নাশনাঃ ॥ শোথপিত্তকফাস্রঘ্নাঃ স্তন্যা ভগ্নাস্থিযোজকাঃ। ত্বক্পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ ॥ তেষাং পত্রং হিমং গ্রাহি কফবাতাস্রমুল্লঘু। বিষ্টম্ভাধ্মানজিৎ তিক্তং কষায়ং লঘু লেখনম্ ॥ ১৩—১৬ ॥

শালঃ—শালস্তু সর্জ্জকার্শ্যাশ্ব-কর্ণিকা শস্যশম্বরঃ। অশ্বকর্ণঃ কষায়ঃ স্যাদ্‌ব্রণস্বেদকফক্রিমীন্ ॥ ব্রধ্নবিদ্রধিবাধির্য্য-যোনিকর্ণগদান্ হরেৎ ॥ ১৭ ॥

শালভেদঃ—সর্জ্জকোঽন্যোঽজকর্ণঃ স্যাচ্ছালো মরিচপত্রকঃ। অজকর্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কষায়োষ্ণো ব্যপোহতি ॥ কফপাণ্ডুশ্রুতিগদান্ মেহকুষ্ঠবিষব্রণান্ ॥ ১৮ ॥

শল্লকী—(শালই)। শল্লকী গজভক্ষ্যা চ সুবহা সুরভীরসা। মহেরুণা কুন্দুরুকী বল্লকী চ বহুস্রবা ॥ শল্লকী তুবরা শীতা পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ। রক্তপিত্তব্রণহরী পুষ্টিকৃৎ সমুদীরিতা ॥ ১৯। ২০ ॥

শিংশপা—(শীসব, কপিলবর্ণা শীসব)। শিংশপা পিচ্ছিলা শ্যামা কৃষ্ণসারা চ সাগুরুঃ। কপিলা সৈব মুনিভির্ভস্মগর্ভেতি কীর্ত্তিতা ॥ শিংশপা কটুকা তিক্তা কষায়া শোষহারিণী। উষ্ণবীর্য্যা হরেন্মেদঃকুষ্ঠশ্বিত্রবমিক্রিমীন্ ॥ বস্তিরুগ্‌ব্রণদাহাস্র-বলাসান্ গর্ভপাতিনী ॥ ২১। ২২ ॥

ককুভঃ—(কোহা)। ককুভোঽর্জ্জুননামাখ্যো নদীসর্জ্জশ্চ কীর্ত্তিতঃ। ইন্দ্রদ্রুর্বীরবৃক্ষশ্চ বীরশ্চ ধবলঃ স্মৃতঃ ॥ ককুভঃ শীতলো হৃদ্যঃ ক্ষতক্ষয়বিষাস্রজিৎ। মেদোমেহব্রণান্ হন্তি তুবরঃ কফপিত্তহৃৎ ॥ ২৩। ২৪ ॥

* কেচিত্তু পারীষস্থানে শিরীষং বেতসং পরে বদন্তীতি বিশেষঃ ॥ ১৩ ॥

অসনঃ -(বিজয়সার ইতি চ)। বীজকঃ পীতসারশ্চ পীতশালক ইত্যপি। বন্ধূকপুষ্পঃ প্রিয়কঃ সর্জ্জকশ্চাসনঃ স্মৃতঃ ॥ বীজকঃ কুষ্ঠবীসর্প-শ্বিত্রমেহগুদকৃমীন্। হন্তি শ্লেষ্মাস্রপিত্তঞ্চ ত্বচ্যঃ কেশ্যো রসায়নঃ ॥ ২৫। ২৬ ॥

খদিরঃ—খদিরো রক্তসারশ্চ গায়ত্রী দন্তধাবনঃ। কণ্টকী বালপত্রশ্চ বহুশল্যশ্চ যজ্ঞিয়ঃ ॥ খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কণ্ডূকাসারুচিপ্রণুৎ। তিক্তঃ কষায়ো মেদোঘ্নঃ কৃমি-মেহজ্বরব্রণান্ ॥ শ্বিত্রশোথামপিত্তাস্র-পাণ্ডুকুষ্ঠকফান্ হরেৎ ॥ ২৭। ২৮ ॥

শ্বেতখদিরঃ—(পপরীখয়ের ইতি চ)। খদিরঃ শ্বেতসারোঽন্যঃ কদরঃ সোমবল্কলঃ। কদরো বিশদো বর্ণ্যো মুখরোগকফাস্রজিৎ ॥ ২৯ ॥

ইরিমেদঃ—(দুর্গন্ধি-খদির ইতি চ)। ইরিমেদো বিট্‌খদিরঃ কালস্কন্ধোঽরিমেদকঃ। ইরিমেদঃ কষায়োষ্ণো মুখদন্তগদাস্রজিৎ ॥ হন্তি কণ্ডূবিষশ্লেষ্ম-কৃমিকুষ্ঠবিষব্রণান্ ॥ ৩০ ॥

রোহিতকঃ -রোহীতকো রোহিতকো রোহী দাড়িমপুষ্পকঃ। রোহীতকঃ প্লীহ-ঘাতী রুচ্যো রক্তপ্রসাদনঃ ॥ ৩১ ॥

ববূলঃ—ববব্‌লঃ কিঙ্কিরালঃ স্যাৎ কিঙ্কিরাটঃ সপীতকঃ। স এব কথিতস্তজ্‌জ্ঞৈ-রাভাষট্‌পদমোদিনী। ববব্‌লঃ কফনুদ্ গ্রাহী কুষ্ঠকৃমিবিষাপহঃ ॥ ৩২ ॥

অরিষ্টকঃ—(রীঠা)। অরিষ্টকস্তু মাঙ্গল্যঃ কৃষ্ণবর্ণোঽর্থসাধনঃ। রক্তবীজঃ পীতফেনঃ ফেনিলো গর্ভপাতনঃ ॥ অরিষ্টকস্ত্রিদোষঘ্নো গ্রহজিদ্‌গর্ভপাতনঃ ॥ ৩৩ ॥

পুত্রঞ্জীবঃ—(পিতৌজিআ)। পুত্রঞ্জীবো গর্ভকরো যষ্টীপুষ্পোঽর্থসাধকঃ। পুত্রজীবো গুরুর্ব্বৃষ্যো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহৃৎ ॥ সৃষ্টমূত্রমলো রুক্ষো হিমঃ স্বাদুঃ পটুঃ কটুঃ ॥ ৩৪ ॥

ইঙ্গুদী—ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ। ইঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদি-গ্রহব্রণবিষ-কৃমীন্ ॥ হন্ত্যুষ্ণঃ শ্বিত্রশূলঘ্নস্তিক্তকঃ কটুপাকবান্ ॥ ৩৫ ॥

জিঙ্গিণী—জিঙ্গিনী ঝিঙ্গিনী ঝিঙ্গী সুনির্যাসা প্রমোদিনী। জিঙ্গিনী মধুরা সোষ্ণা কষায়া যোনিশোধিনী ॥ কটুকা ব্রণহৃদ্রোগ-বাতাতীসারহৃৎ পটুঃ। তমালশালবদ্বেত্তো দাহ-বিস্ফোটহৃৎ পুনঃ ॥ ৩৬। ৩৭ ॥

তূণী—তূণী তুন্নক আপীনস্তুণিকঃ কচ্ছকস্তথা। কুঠেরকঃ কান্তলকো নন্দিবৃক্ষশ্চ নন্দকঃ। তূণী রক্তঃ কটুঃ পাকে কষায়ো মধুরো লঘুঃ। তিক্তো গ্রাহী হিমো বৃষ্যো ব্রণ-কুষ্ঠাস্রপিত্তজিৎ ॥ ৩৮। ৩৯ ॥

ভূর্জ্জপত্রঃ—ভূর্জ্জপত্রঃ স্মৃতো ভূর্জ্জশ্চর্ম্মী বহুলবল্কলঃ। ভূর্জ্জো ভূতগ্রহশ্লেষ্ম-কর্ণরুক্-পিত্তরক্তজিৎ। কষায়ো রাক্ষসঘ্নশ্চ মেদোবিষহরঃ পরঃ ॥ ৪০ ॥

পলাশঃ—পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণো যজ্ঞিয়ো রক্তপুষ্পকঃ। ক্ষারশ্রেষ্ঠো বাতপোথো ব্রহ্মবৃক্ষঃ সমিদ্বরঃ ॥ পলাশো দীপনো বৃষ্যঃ সরোষ্ণো ব্রণগুল্মজিৎ। কষায়ঃ কটুকস্তিক্তঃ স্নিগ্ধো গুদজরোগজিৎ ॥ ভগ্নসন্ধানকৃদ্দোষ-গ্রহণ্যর্শঃকৃমীন হরেৎ। তৎপুষ্পং স্বাদু পাকে

কটু তিক্তং কষায়কম্॥ বাতলং কফপিত্তাস্রকৃচ্ছ্রজিদ্গ্রাহি শীতলম্। তৃড্দাহশমকং বাতরক্তকুষ্ঠহরং পরম্॥ পলং লঘূষ্ণং মেহার্শঃ কৃমিবাতকফাপহম্। বিপাকে কটুকং রুক্ষং কুষ্ঠগুল্মোদরপ্রণুৎ॥ ৪১—৪৫॥

শাল্মলিঃ—শাল্মলিস্তু ভবেন্মোচা পিচ্ছিলা পূরণীতি চ। রক্তপুষ্পা স্থিরায়ুশ্চ কণ্টকাঢ্যা চ তূলিনা॥ শাল্মলী শীতলা স্বাদ্বী রসে পাকে রসায়নী। শ্লেষ্মলা পিত্তবাতাস্রহারিণী রক্তপিত্তজিৎ॥ ৪৬। ৪৭॥

মোচরসঃ—নির্য্যাসঃ শাল্মলেঃ পিচ্ছা শাল্মলীবেষ্টকোঽপি চ। মোচাস্রাবো মোচরসো মোচনির্য্যাস ইত্যপি॥ মোচাস্রাবো হিমো গ্রাহী স্নিগ্ধো বৃষ্যঃ কষায়কঃ। প্রবাহিকাতিসারাম-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ॥ ৪৮। ৪৯॥

কূটশাল্মলিঃ—কুৎসিতঃ শাল্মলিঃ প্রোক্তো রোচনঃ কূটশাল্মলিঃ॥ কূটশাল্মলিকস্তিক্তঃ কটুকঃ কফবাতনুৎ॥ ভেদ্যোষ্ণঃ প্লীহজঠরযকৃদ্গুল্মবিষাপহঃ। ভূতানাহবিবন্ধাস্রমেদঃশূলকফাপহঃ॥ ৫০।৫১॥

ধবঃ—ধবো ঘটো নন্দিতরুঃ স্থিরো গৌরো ধুরন্ধরঃ। ধবঃ শীতঃ প্রমেহার্শঃপাণ্ডুপিত্তকফাপহঃ॥ মধুরস্তুবরস্তস্য ফলঞ্চ মধুরং মনাক্॥ ৫২॥

ধন্বঙ্গঃ—(ধামিন)। ধন্বঙ্গস্তু ধনুর্বৃক্ষো গোত্রবৃক্ষঃ সুতেজনঃ। ধন্বঙ্গঃ কফপিত্তাস্রকাসঘ্নং তুবরো লঘুঃ॥ বৃংহণো বলকৃদ্রুক্ষঃ সন্ধিকৃদ্ ব্রণরোপণঃ॥ ৫৩॥

করারঃ—করারঃ ক্রকরীপত্রো গ্রন্থিলো মরুভূরুহঃ। করারঃ কটুকস্তিক্তঃ স্বেদ্যোষ্ণো ভেদনঃ স্মৃতঃ॥ দুর্নামকফবাতাম-গরশোথব্রণপ্রণুৎ॥ ৫৪॥

শাখোটঃ—(সহোরা) শাখোটঃ পীতফলকো ভূতাবাসঃ খরচ্ছদঃ। শাখোটো রক্তপিত্তার্শোবাতশ্লেষ্মাতিসারজিৎ॥ ৫৫॥

বরুণঃ—বরুণো বরণঃ সেতুস্তিক্তশাকঃ কুমারকঃ। বরুণঃ পিত্তলো ভেদী শ্লেষ্মকৃচ্ছ্রাশ্মমারুতান্॥ নিহন্তি গুল্মবাতাস্রক্রিমাংশ্চোষ্ণোঽগ্নিদীপনঃ। কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুকো রুক্ষকো লঘুঃ॥ ৫৬। ৫৭॥

কটভী—কটভী স্বাদুপুষ্পশ্চ মধুরেণুঃ কটম্ভরঃ। কটভী তু প্রমেহার্শোনাড়ীব্রণবিষক্রিমীন্॥ হন্ত্যুষ্ণা কফকুষ্ঠঘ্নী কটূ রুক্ষা চ কীর্ত্তিতা। তৎফলং তুবরং জ্ঞেয়ং বিশেষাৎ কফশুক্রহৃৎ॥ ৫৮।৫৯॥

মোক্ষঃ—(পলাশবৎ পর্ব্বতবৃক্ষঃ)। মোক্ষস্তু মোক্ষকোঽপি স্যাদ্গোলীঢো গোলিহস্তথা। ক্ষারশ্রেষ্ঠঃ ক্ষারবৃক্ষো দ্বিবিধঃ শ্বেতকৃষ্ণকঃ॥ মোক্ষকঃ কটুকস্তিক্তো গ্রাহ্যুষ্ণঃ কফবাতহৃৎ। বিষমেদোগুল্মকণ্ডুবস্তিরুক্কৃমিশুক্রনুৎ॥ ৬০। ৬১॥

জলশিরীষিকা—(জলসিরষি টিটিণি ইতি চ)। শিরিষিকা টিণ্টিণিকা দুর্ব্বলাম্বুশিরীষিকা। ত্রিদোষবিষকুষ্ঠার্শোহরা বারিশিরীষিকা॥ ৬২॥

শমী—শমী শক্তুফলা তুঙ্গা কেশহন্ত্রী ফলাশিবা। মঙ্গল্যা চ তথা লক্ষ্মীঃ শমীরঃ

সাম্লিকা স্মৃতা ॥ শমী তিক্তা কটুঃ শীতা কষায়া রেচনী লঘুঃ। কফকাসভ্রমশ্বাস-কুষ্ঠার্শঃ-কৃমিজিৎ স্মৃতা ॥ ৬৩। ৬৪ ॥

সপ্তপর্ণঃ—(ছতিবন)। সপ্তপর্ণো বিশালত্বক্ শারদো বিষমচ্ছদঃ। সপ্তপর্ণো ব্রণশ্লেষ্ম-বাতকুষ্ঠাস্রজন্তুজিৎ ॥ দীপনঃ শ্বাসগুল্মঘ্নঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ ॥ ৬৫ ॥

তিনিশঃ—(তিরিচ্ছ ইতি চ)। তিনিশঃ স্পন্দনো নেমী রথদ্রুর্ব্বঞ্জুলস্তথা। তিনিশঃ শ্লেষ্মপিত্তাস্র-মেদঃকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ ॥ তুবরঃ শ্বিত্রদাহঘ্নো ব্রণপাণ্ডুকৃমিপ্রণুৎ ॥ ৬৬ ॥

ভূমীসহঃ—(ভুইসহা)। ভূমীসহো দ্বারদারুর্ব্বরদারুঃ (ক) খরচ্ছদঃ। ভূমীসহস্তু শিশিরো রক্তপিত্তপ্রসাদনঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে বটাদিবর্গঃ।

অথাম্রাদিফলবর্গঃ।

তত্রাদাবাম্রস্য নামানি গুণাশ্চ—আম্রশ্চূতো রসালশ্চ সহকারোঽতি-সৌরভঃ। কামাঙ্গো মধুদূতশ্চ মাকন্দঃ পিকবল্লভঃ ॥ আম্রপুষ্পমতীসার-কফপিত্তপ্রমেহনুৎ। অসৃগ্‌দুষ্টিহরং শীতং রুচিকৃদ্ গ্রাহি বাতলম্ ॥ আম্রং বালং কষায়াম্লং রুচ্যং মারুতপিত্তকৃৎ। তরুণন্তু তদত্যম্লং রুক্ষং দোষত্রয়াস্রকৃৎ ॥ আম্রমামং ত্বচাহীনমাতপেঽতিবিশোষিতম্। অম্লং স্বাদু কষায়ং স্যাদ্ভেদনং কফবাতজিৎ ॥ পক্বস্তু মধুরং বৃষ্যং স্নিগ্ধং বলসুখপ্রদম্। গুরু বাত-হরং হৃদ্যং বর্ণ্যং শীতমপিত্তলম্ ॥ কষায়ানুরসং বহ্নিশ্লেষ্মশুক্রবিবর্দ্ধনম্। তদেব বৃক্ষসম্পক্বং গুরু বাতহরং পরম্ ॥ মধুরাম্লরসং কিঞ্চিদ্ভবেৎ পিত্তপ্রকোপনম্। আম্রং কৃত্রিমপক্বং যৎ তদ্ভবেৎ পিত্তনাশনম্ ॥ রসস্যাম্লস্য হানস্তু মাধুর্য্যাচ্চ বিশেষতঃ। উষিতং তৎপরং রুচ্যং বল্যং বীর্য্যকরং লঘু ॥ শীতলং শীঘ্রপাকি স্যাদ্বাতপিত্তহরং সরম্। তদ্রসো গালিতো বল্যো গুরুর্বাতহরঃ সরঃ ॥ অহৃদ্যস্তর্পণোঽতীব বৃংহণঃ কফবর্দ্ধনঃ। তস্য খণ্ডং গুরু পরং রোচনং চিরপাকি চ ॥ মধুরং বৃংহণং বল্যং শীতলং বাতনাশনম্। বাতপিত্তহরং রুচ্যং বৃংহণং বল-বর্দ্ধনম্। বৃষ্যং বর্ণকরং স্বাদু দুগ্ধাম্রং গুরু শীতলম্ ॥ মন্দানলত্বং বিষমজ্বরঞ্চ রক্তাময়ং বদ্ধ-গুদোদরঞ্চ। আম্রাতিযোগো নয়নাময়ং বা করোতি তস্মাদতি তানি নাদ্যাৎ ॥ এতদম্লাম্র-বিষয়ং মধুরাম্লপরং ন তু। মধুরস্য পরং নেত্রহিতত্বাদ্যা গুণা যতঃ ॥ শুণ্ঠ্যম্ভসোঽনুপানং স্যাদাম্রাণামতিভক্ষণে। জীরকং বা প্রযোক্তব্যং সহ সৌবর্চ্চলেন চ ॥ ১—১৪ ॥

(ক) দ্বারদারুরিতি বা পাঠঃ।

আম্রাবর্ত্তস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—পক্বস্য সহকারস্য পটে বিস্তারিতো রসঃ। ঘর্ম্মশুষ্কো মুহুর্দ্দত্ত অম্রাবর্ত্ত ইতি স্মৃতঃ * ॥ ১৫ ॥ আমাবর্ত্তস্তৃষাচ্ছর্দ্দি-বাতপিত্তহরঃ সরঃ। রুচ্যঃ সূর্য্যাংশুভিঃ পাকাল্লঘুশ্চ স হি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১৬ ॥

আম্রবীজম্—(কোইলীয়া)। আমবীজং কষায়ং স্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনম্। ঈষদম্লং চ মধুরং তথা হৃদয়দাহনুৎ ॥ ১৭ ॥

নবপল্লবঃ—আম্রস্য পল্লবং রুচ্যং কফপিত্তবিনাশনম্॥ ১৮ ॥

আম্রাতকঃ—(অম্বরা)। আম্রাতকঃ পীতনশ্চ মর্কটাম্রঃ কপীতনঃ। আম্রাতমম্লং বাতঘ্নং গুরূষ্ণং রুচিকৃৎ সরম্॥ পক্বন্তু তুবরং স্বাদু রসে পাকে হিমং স্মৃতম্। তর্পণং শ্লেষ্মলং স্নিগ্ধং বৃষ্যং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্। গুরু বল্যং মরুৎপিত্ত-ক্ষতদাহক্ষয়াস্রজিৎ ॥১৯। ২০॥

রাজাম্রঃ—রাজাম্রষ্টঙ্ক আম্রাতঃ কামাহ্বো রাজপুত্রকঃ। রাজাম্রং তুবরং স্বাদু বিশদং শীতলং গুরু ॥ গ্রাহি রুক্ষং বিবন্ধাধ্ম-বাতকৃৎ কফপিত্তনুৎ ॥ ২১ ॥

কোশাম্রঃ—(কোশম্ব ইতি চ)। কোশাম্র উক্তঃ ক্ষুদ্রাম্রঃ কৃমিবৃক্ষঃ সুকোশকঃ। কোশাম্রঃ কুষ্ঠশোথাস্র-পিত্তব্রণকফাপহঃ॥ তৎফলং গ্রাহি বাতঘ্নমম্লোষ্ণং গুরু পিত্তলম্। পক্বন্তু দীপনং রুচ্যং লঘূষ্ণং কফবাতনুৎ ॥ ২২। ২৩ ॥

পনসঃ—(কটহর)। পনশঃ কণ্টকিফলঃ পনসোঽতিবৃহৎফলঃ। পনশং শীতলং পক্বং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্॥ তর্পণং বৃংহণং স্বাদু মাংসলং শ্লেষ্মলং ভৃশম্। বল্যং শুক্রপ্রদং হন্তি রক্তপিত্তক্ষতব্রণান্॥ আমং তদেব বিষ্টম্ভি বাতলং তুবরং গুরু। দাহকৃৎ মধুরং বল্যং কফমেদোবিবর্দ্ধনম্॥ পনসোদ্ভূতবীজানি বৃষ্যাণি মধুরাণি চ। গুরূণি বদ্ধবিট্‌কানি সৃষ্টমূত্রাণি সংবদেৎ ॥ ২৪—২৭ ॥ অন্যচ্চ। মজ্জা পনসজো বৃষ্যো বাতপিত্তকফাপহঃ। বিশেষাৎ পনসো বর্জ্জ্যো গুল্মিভির্মন্দবহ্নিভিঃ ॥ ২৮ ॥

লকুচঃ—(বড়হর)। লকুচঃ ক্ষুদ্রপনসো লিকচো ডহু ইত্যপি। আমং লকুচমুষ্ণঞ্চ গুরু বিষ্টম্ভকৃত্তথা॥ মধুরঞ্চ তথাম্লঞ্চ দোষত্রিতয়রক্তকৃৎ। শুক্রাগ্নিনাশনং বাপি নেত্রয়োরহিতং স্মৃতম্॥ সুপক্বং তত্তু মধুরমম্লঞ্চানিলপিত্তহৃৎ। কফবহ্নিকরং রুচ্যং বৃষ্যং বিষ্টম্ভকঞ্চ তৎ ॥ ২৯—৩১ ॥

কদলী—কদলী বারণা মোচাম্বুসারাংশুমতীফলা (ক)। মোচাফলং স্বাদু শীতং বিষ্টম্ভি কফকৃদ্‌গুরু ॥ স্নিগ্ধং পিত্তাস্রতৃট্‌দাহ-ক্ষতক্ষয়সমীরজিৎ। পক্বং স্বাদু হিমং পাকে স্বাদু বৃষ্যঞ্চ বৃংহণম্॥ ক্ষুৎতৃষ্ণানেত্রগদহৃন্মেহঘ্নং রুচিমাংসকৃৎ॥ মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি। উক্তা গুণাস্তেষধিকা ভবন্তি নির্দ্দোষতা স্যাল্লঘুতা চ তেষাম্ ॥ ৩২—৩৪ ॥

---

* অম্ববট ইতি লোকে ॥ ১৫ ॥

(ক) কদলা বারণবুষা রম্ভা মোচাংশুমৎফলেতি পাঠান্তরম্।

চিৰ্ভিটম্—(গুরুভাহং ভুকুর ইতি চ)। চির্ভিটং ধেনুদুগ্ধঞ্চ তথা গোরক্ষকর্কটী। চির্ভিটং মধুরং রুক্ষং গুরু পিত্তকফাপহম্॥ অনুষ্ণং গ্রাহি বিষ্টম্ভি পক্বং তূষ্ণঞ্চ পিত্তলম্॥ ৩৫॥

নারিকেলঃ—নারিকেরো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চশীর্ষকঃ। তুঙ্গঃ স্কন্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ॥ নারিকেলফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনম্। বিষ্টম্ভি বৃংহণং বল্যং বাতপিত্তাস্রদাহনুৎ॥ বিশেষতঃ কোমলনারিকেলং নিহন্তি পিত্তজ্বরপিত্তদোষান্। তদেব জীর্ণং গুরু পিত্তকারি বিদাহি বিষ্টম্ভি মতং ভিষগ্‌ভিঃ॥ তস্যাম্ভঃ শীতলং হৃদ্যং দীপনং শুক্রলং লঘু। পিপাসাপিত্তজিৎ স্বাদু বস্তিশুদ্ধিকরং পরম্॥ নারিকেলস্য তালস্য খর্জ্জুরস্য শিরাংসি তু। কষায়স্নিগ্ধমধুর-বৃংহণানি গুরূণি চ॥ ৩৬—৪০॥

কালিন্দম্—(তরবুজ ইতিলোকে)। কালিন্দং কৃষ্ণবীজং স্যাৎ কালিঙ্গঞ্চ সুবর্ত্তুলম্। কালিন্দং গ্রাহি দৃক্‌পিত্ত-শুক্রঘ্নং শীতলং গুরু। পকন্তু সোষ্ণং সক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ॥ ৪১॥

খর্ব্বূজম্—দশাঙ্গুলস্তু খর্ব্বূজং কথ্যতে তদ্গুণা অথ। খর্ব্বূজং মূত্রলং বল্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং গুরু॥ স্নিগ্ধং স্বাদুতরং শীতং বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্। তেষু যচ্চাম্লমধুরং সক্ষারঞ্চ রসাত্তবেৎ॥ রক্তপিত্তকরন্তত্তু মূত্রকৃচ্ছ্রকরং পরম্॥ ৪২। ৪৩॥

ত্রপুসম্—(লঘুখারা বালমখারা)। ত্রপুসং কণ্টকিফলং সুধাবাসঃ সুশীতলম্। ত্রপুসং লঘু নীলঞ্চ নবং তৃট্‌ক্লমদাহজিৎ॥ স্বাদু পিত্তাপহং শীতং রক্তপিত্তহরং পরম্। তৎ পক্বমম্লমুষ্ণং স্যাৎ পিত্তলং কফবাতনুৎ॥ তদ্বীজং মূত্রলং শীতং রূক্ষং পিত্তাস্রকৃচ্ছ্রজিৎ॥ ৪৪—৪৬॥

গুবাকঃ—(সুপারী ছোটা)। ঘোরণ্টঃ (ক) পূগী পূগশ্চ গুবাকঃ ক্রমুকোঽস্য তু। ফলং পূগীফলং প্রোক্তমুদ্বেগঞ্চ তদীরিতম্॥ পূগং গুরু হিমং রূক্ষং কষায়ং কফপিত্তজিৎ। মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্॥ আর্দ্রং তদ্‌গুর্ব্বভিষ্যন্দি বহ্নিদৃষ্টিহরং স্মৃতম্। স্বিন্নং দোষত্রয়চ্ছেদি দৃঢ়মধ্যন্তদুত্তমম্॥ ৪৭—৪৯॥

তালঃ—তালস্তু লেখ্যপত্রঃ স্যাৎ তৃণরাজো মহোন্নতঃ। পক্বং তালফলং পিত্তরক্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্॥ দুর্জ্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যন্দশুক্রদম্॥ তালমজ্জা * তু তরুণঃ কিঞ্চিন্মদকরো লঘুঃ॥ শ্লেষ্মলো বাতপিত্তঘ্নঃ সস্নেহো মধুরঃ সরঃ॥ ৫০। ৫১॥

তাড়ং—তালজং তরুণং তোয়মতীবমদকৃন্মতম্। অম্লীভূতং তদা তু স্যাৎ পিত্তকৃদ্বাতদোষহৃৎ॥ ৫২॥

বিল্বঃ—বিল্বঃ শাণ্ডিলাশৈলূষৌ মালূরশ্রীফলাবপি। বালং বিল্বফলং বিল্বকর্কটী বিল্বপেশিকা॥ গ্রাহিণী কফবাতামশূলঘ্নী বিল্বপেশিকা। অন্যচ্চ—বালং বিল্বফলং গ্রাহি

* তালমজ্জা—তালফল বীজমজ্জা॥ ৫১॥

শাণ্ডিলী ইতি বা পাঠঃ।

দীপনং পাচনং কটু ॥ কষায়োষ্ণং লঘু স্নিগ্ধং তিক্তং বাতকফাপহম্। পক্কং গুরু ত্রিদোষং স্যাদ্ দুর্জ্জরং পূতিমারুতম্॥ বিদাহি বিষ্টম্ভকরং মধুরং বহ্নিমান্দ্যকৃৎ। ফলেষু পরিপক্কং যদ্গুণবত্তদুদাহৃতম্॥ বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণাধিকম্। দ্রাক্ষাবিল্বশিবাদীনাং ফলং শুষ্কং গুণাধিকম্॥ ৫৪—৫৭॥

কপিত্থঃ—(কৈথী)। কপিত্থস্তু দধিত্থঃ স্যাৎ তথা পুষ্পফলঃ স্মৃতঃ। কপিপ্রিয়ো দধিফলস্তথা দন্তশঠোঽপি চ॥ কপিত্থমামং সংগ্রাহি কষায়ং লঘু লেখনম্। পক্কং গুরু তৃষাহিক্কাশমনং বাতপিত্তজিৎ॥ স্বাদম্লং তুবরং কণ্ঠশোধনং গ্রাহি দুর্জরম্॥ ৫৮। ৫৯॥

নারঙ্গী—নারঙ্গো নাগরঙ্গঃ স্যাত্ত্বক্সুগন্ধো মুখপ্রিয়ঃ। নারঙ্গো মধুরাম্লঃ স্যাদ্দীপনং বাতনাশনম্॥ অপরং ত্বম্লমত্যুষ্ণং দুর্জ্জরং বাতহৃৎ সরম্॥ ৬০॥

তিন্দুকঃ- (তেন্দ)। তিন্দুকঃ স্ফূর্জ্জকঃ কালস্কন্ধশ্চাসিতকারকঃ। স্যাদামং তিন্দুকং গ্রাহি বাতলং শীতলং লঘু॥ পক্কং পিত্তপ্রমেহাস্রশ্লেষ্মঘ্নং মধুরং গুরু॥ ৬১॥

কুপীলুঃ—(যস্য ফলং কুচিলা ইতিলোকে মধুরতেন্দুআ ইতি চ)। তিন্দুকো যস্তু কথিতো জলদো দীর্ঘপত্রকঃ। কুপীলুঃ কুলকঃ কাকতিন্দুকঃ কাকপীলুকঃ (ক)॥ কাকেন্দু-র্বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কটতিন্দুকঃ। কুপীলু শীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃল্লঘু। পরং ব্যথাহরং গ্রাহি কফপিত্তাস্রনাশনম্॥ ২—৬৩॥

ফলেন্দ্রা—ফলেন্দ্রা কথিতা নন্দো রাজজম্বুর্মহাফলা। তথা সুরভিপত্রা চ মহা-জম্বুরপি স্মৃতা। রাজজম্বুফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরু রোচনম্॥ ৬৪॥

ক্ষুদ্রজম্বুঃ—(জামুনী নদী জামুনী)। ক্ষুদ্রজম্বুঃ সূক্ষ্মপত্রা নাদেয়ী জলজম্বুকা জম্বুঃ সংগ্রাহিণী রূক্ষা কফপিত্তাস্রদাহজিৎ॥ ৬৫॥

বদরী—পুংসি স্ত্রিয়াঞ্চ কর্কন্ধূর্বদরী কোলমিত্যপি। ফেনিলং কুবলং ঘোণ্টা সৌবীরং বদরং মহৎ (খ)॥ অজপ্রিয়া কুহা কোলী বিষমোভয়কণ্টকা॥ ৬৬॥

তত্র বদরবিশেষাণাং লক্ষণানি গুণাশ্চ—পচ্যমানং সুমধুরং সৌবীরং বদরং মহৎ। সৌবীরং বদরং শীতং ভেদনং গুরু শুক্রলম্॥ বৃংহণং পিত্তদাহাস্র-ক্ষয়তৃষ্ণা-নিবারণম্। সৌবীরাল্লঘু সম্পক্কং মধুরং কোলমুচ্যতে॥ কোলন্তু বদরং গ্রাহি রুচ্যমুষ্ণঞ্চ বাতহৃৎ। কফপিত্তকরঞ্চাপি গুরু সারকমীরিতম্॥ কর্কন্ধুঃ ক্ষুদ্রবদরং কথিতং পূর্ব্বসূরিভিঃ। অম্লং স্যাৎ ক্ষুদ্রবদরং কষায়ং মধুরং মনাক্॥ স্নিগ্ধং গুরু চ তিক্তঞ্চ বাতপিত্তাপহং স্মৃতম্। শুষ্কং ভেদ্যগ্নিকৃৎ সর্ব্বং লঘু তৃষ্ণাক্লমাস্রজিৎ॥ ৬৭—৭১॥

পানীয়ামলকম্—(মনিঅম্বরা)। প্রাচীনামলকং লোকে পানীয়ামলকং স্মৃতম্। প্রাচীনামলকং দোষত্রয়জিদ্ জ্বরঘাতি চ॥ ৭২॥

(ক) কালতিন্দুকঃ কালপীলুক ইতি বা পাঠঃ।
(খ) চ তদিতি|বা পাঠঃ।

লবলী—(হরফারী ইতি চ)। সুগন্ধমূলা লবলী পাণ্ডুঃ কোমলবল্কলা। লবলীফলমস্রার্শঃকফপিত্তহরং গুরু ॥ বিশদং রোচনং রুক্ষং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে ॥ ৭৩ ॥

করমর্দ্দী—(করোদা করৌন্দী)। করমর্দ্দঃ সুষেণঃ স্যাৎ কৃষ্ণপাকফলস্তথা। তস্মাল্লঘুফলা যা তু সা জ্ঞেয়া করমর্দ্দিকা॥ করমর্দ্দদ্বয়ং স্বামমম্লং গুরু তৃষাহরম্। উষ্ণং রুচিকরং প্রোক্তং রক্তপিত্তকফপ্রদম্ ॥ তৎপক্বং মধুরং রুচ্যং লঘু পিত্তসমীরজিৎ ॥ ৭৪। ৭৫ ॥

পিয়ালঃ—(চিরৌঞ্জী)। প্রিয়ালস্তু (ক) খরস্কন্ধশ্চারো বহুলবল্কলঃ। রাজাদনস্তাপসেষ্টঃ সন্নকদ্রুর্দ্ধনুষ্পটঃ॥ চারঃ পিত্তকফাস্রঘ্নস্তৎ ফলং মধুরং গুরু। স্নিগ্ধং সরং মরুৎপিত্ত-দাহজ্বরতৃষাপহম্॥ প্রিয়ালমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ। হৃদ্যোঽতিদুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভী চামবর্দ্ধনঃ ॥ ৭৬—৭৮ ॥

ক্ষীরিকা—(ক্ষীরণী)। রাজাদনঃ ফলাধ্যক্ষো রাজন্যা ক্ষীরিকাপি চ। ক্ষীরিকায়াঃ ফলং বৃষ্যং বল্যং স্নিগ্ধং হিমং গুরু॥ তৃষ্ণামূর্চ্ছামদভ্রান্তিং ক্ষয়দোষত্রয়াস্রজিৎ ॥ ৭৯ ॥

বিকঙ্কতঃ—(কণ্টাই)। বিকঙ্কতঃ স্রুবাবৃক্ষো গ্রন্থিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ। স এব যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি ॥ বিকঙ্কতফলং পক্বং মধুরং সর্ব্বদোষজিৎ ॥ ৮০ ॥

কমলবীজম্—(কমলগট্টা)। পদ্মবীজন্তু পদ্মাক্ষং গালোড্যং পদ্মকর্কটী। পদ্মবীজং হিমং স্বাদু কষায়ং তিক্তকং গুরু॥ বিষ্টম্ভি বৃষ্যং রূক্ষঞ্চ গর্ভসংস্থাপকং পরম্। কফবাতকরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাস্রদাহনুৎ ॥ ৮১। ৮২ ॥

মখান্নম্—(মখানা)। মাখান্নং পদ্মবীজাভং পানীয়ফলমিত্যপি। মাখান্নং পদ্মবীজস্য গুণৈস্তুল্যং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৮৩ ॥

শৃঙ্গাটকম্—(সিংঘাড়া)। শৃঙ্গাটকং জলফলং ত্রিকোণফলমিত্যপি। শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরু বৃষ্যং কষায়কম্। গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মপ্রদং পিত্তাস্রদাহনুৎ ॥ ৮৪ ॥

কুমুদবীজম্—(ভেট)। উক্তং কুমুদবীজন্তু বুধৈঃ কৈরবিণীফলম্। ভবেৎ কুমুদ্বতীবীজং স্বাদু রূক্ষং হিমং গুরু ॥ ৮৫ ॥

মধূকঃ—(মহুয়া বনমহুয়া)। মধূকো গুড়পুষ্পঃ স্যান্ মধুপুষ্পো মধুস্রবঃ। বানপ্রস্থো মধুষ্ঠীলো জলজেঽত্র মধূলকঃ॥ মধূকপুষ্পং মধুরং শীতলং গুরু বৃংহণম্। বলশুক্রকরং প্রোক্তং বাতপিত্তবিনাশনম্॥ ফলং শীতং গুরু স্বাদু শুক্রলং বাতপিত্তনুৎ। অহৃদ্যং হন্তি তৃষ্ণাস্র-দাহশ্বাসক্ষতক্ষয়ান্ ॥ ৮৬—৮৮ ॥

পরূষকম্—(ফরূসা)। পরূষমন্তু পরূষমল্পাস্থি চ পরাপরম্। পরূষকং কষায়াম্লমামং পিত্তকরং লঘু॥ তৎ পক্বং মধুরং পাকে শীতং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্। হৃদ্যন্তু পিত্তদাহাস্রজ্বরক্ষয়সমীরহৃৎ ॥ ৮৯। ৯০ ॥

তূতঃ—তূতঃ (ক) তূলশ্চ পূগশ্চ ক্রমুকো ব্রহ্মদারু চ। তূতং পক্বং গুরু স্বাদু হিমং পিত্তানিলাপহম্। তদেবামং গুরু সরমম্লোষ্ণং রক্তপিত্তকৃৎ ॥ ৯১ ॥

(ক) পিয়াল ইতি বা পাঠঃ। (খ) তুদ ইতি বা পাঠঃ।

দাড়িমঃ—(অনার)*। দাড়িমঃ করকো দন্তবীজো লোহিতপুষ্পকঃ। তৎফলং ত্রিবিধং স্বাদু স্বাদ্বম্লং কেবলাম্লকম্॥ তত্তু স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং তৃড্দাহজ্বরনাশনম্। হৃৎকণ্ঠ-মুখরোগঘ্নং তর্পণং শুক্রলং লঘু॥ কষায়ানুরসং গ্রাহি স্নিগ্ধং মেধাবলাবহম্। স্বাদ্বম্লং দীপনং রুচ্যং কিঞ্চিৎপিত্তকরং লঘু। অম্লন্তু পিত্তজনকমম্লং বাতকফাপহম্॥ ৯২—৯৪॥

বহুবারঃ—(বহুআর)। বহুবারস্তু শীতঃ স্যাদুদ্দালো বহুবারকঃ। শেলুঃ শ্লেষ্মাতকশ্চাপি পিচ্ছিলো ভূতবৃক্ষকঃ॥ বহুবারো বিষস্ফোট-ব্রণবীসর্পকুষ্ঠনুৎ। মধুরস্তুবরস্তিক্তঃ কেশ্যশ্চ কফপিত্তহৃৎ॥ ফলমামন্তু বিষ্টম্ভি রূক্ষং পিত্তকফাস্রজিৎ। তৎ পক্কং মধুরং স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং শীতলং গুরু॥ ৯৫—৯৭॥

কতকম্—পয়ঃপ্রসাদি কতকং কতং কান্তফলঞ্চ তৎ। কতকস্য ফলং নেত্র্যং জলনির্ম্মলতাকরম্॥ বাতশ্লেষ্মহরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু॥ ৯৮॥

দ্রাক্ষা—দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ। মৃদ্বীকা হারহূরা চ গোস্তনী চাপি কীর্ত্তিতা॥ দ্রাক্ষা পক্বা সরা শীতা চক্ষুষ্যা বৃংহণী গুরুঃ। স্বাদুপাকরসা স্বর্য্যা তুবরা সৃষ্টমূত্রবিট্॥ কোষ্ঠমারুতকৃদ্ বৃষ্যা কফপুষ্টিরুচিপ্রদা। হন্তি তৃষ্ণাজ্বরশ্বাস-বাতবাতাস্র-কামলাঃ॥ কৃচ্ছ্রাস্রপিত্তসংমোহ-দাহশোষমদাত্যয়ান্। আমা স্বল্পগুণা গুর্ব্বী সৈবাম্লা রক্তপিত্তকৃৎ॥ বৃষ্যা স্যাদ্গোস্তনী দ্রাক্ষা গুর্ব্বী চ কফপিত্তনুৎ*। অবীজান্যা স্বল্পতরা গোস্তনীসদৃশী গুণৈঃ॥ দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা লঘ্বী সাম্লা শ্লেষ্মাম্লপিত্তকৃৎ। দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা যাদৃক্ তাদৃশী করমর্দ্দিকা*॥ ৯৯—১০৪॥

ক্ষুদ্রখর্জ্জূরী—(পিণ্ডখর্জ্জূরী ছোহারা)। ভূমিখর্জ্জূরিকা স্বাদ্বী দুরারোহা মৃদুচ্ছদা। তথা স্কন্ধফলা কাককর্কটী স্বাদুমস্তকা॥ পিণ্ডখর্জ্জুরিকা ত্বন্যা সা দেশে পশ্চিমে ভবেৎ। খর্জ্জুরী গোস্তনাকারা পরদ্বীপাদিহাগতা॥ জায়তে পশ্চিমে দেশে সা চ্ছোহারেতি কীর্ত্ত্যতে। খর্জ্জূরীত্রিতয়ং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ॥ স্নিগ্ধং রুচিকরং হৃদ্যং ক্ষতক্ষয়হরং গুরু। তর্পণং রক্তপিত্তঘ্নং পুষ্টিবিষ্টম্ভশুক্রদম্॥ কোষ্ঠমারুতহৃদ্বল্যং বান্তিবাতকফাপহম্। জ্বরাতি-সারক্ষুত্তৃষ্ণা-কাসশ্বাসনিবারকম্॥ মদমূর্চ্ছামরুৎপিত্ত-মদ্যোদ্ভূতগদান্তকৃৎ। মহতীভ্যাং গুণৈরল্পা স্বল্পখর্জ্জূরিকা স্মৃতা॥ খর্জ্জুরীতরুতোয়ন্তু মদপিত্তকরং ভবেৎ। বাতশ্লেষ্মহরং রুচ্যং দীপনং বলশুক্রকৃৎ॥ ১০৫—১১১॥

পিণ্ডখর্জ্জূরীভেদঃ—(সুলেমানী)। সুলেমানী (ক) তু মৃদুলা দলহীনফলা চ সা॥ সুলেমানী শ্রমভ্রান্তি-দাহমূর্চ্ছাস্রপিত্তহৃৎ॥ ১১২॥

বাতাদঃ—(বাদাম)। বাতাদো বাতবৈরী স্যান্নেত্রোপমফলস্তথা। বাতাদ উষ্ণঃ

---

* গোস্তনী মুনক্কা ইতিলোকে॥ ১০৩॥ অবীজা ঈষদ্বীজা। কিসমিস ইতিলোকে। পর্ব্বতজা যহারী ইতি লোকে। করমর্দ্দিকা করৌন্দী ইতিলোকে॥ ১০৪॥

(ক) সুলেমানীতি বা পাঠঃ॥

সুস্নিগ্ধো বাতঘ্নঃ শুক্রকৃদ্‌ গুরুঃ ॥ বাতাদমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ। স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃচ্ছ্লেষ্মো রক্তপিত্তবিকারিণাম্‌ ॥ ১১৩ । ১১৪ ॥

সেবম্—মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সিবিতিকাঞ্চলম্‌। সেবং সমীরপিত্তঘ্নং বৃংহণং কফকৃদ্‌গুরু ॥ রসে পাকে চ মধুরং শিশিরং রুচিশুক্রকৃৎ ॥ ১১৫ ॥

অমৃতফলম্—(যদ্‌ বদক্সানকাবিলপ্রভৃতিষু দেশেষু নাসপাতি ইতিপ্রসিদ্ধম্‌)। অমৃতফলং লঘু বৃষ্যং সুস্বাদু ত্রীন্‌ হরেদ্‌ দোষান্‌। দেশেষু মুদ্গলানাং বহুলং তল্লভ্যতে লোকৈঃ ॥ ১১৬ ॥

পীলুঃ—পীলুর্গুড়ফলঃ (ক) স্রংসী তথা শীতফলোঽপি চ। পীলু শ্লেষ্মসমীরঘ্নং পিত্তলং ভেদি গুল্মনুৎ। স্বাদু তিক্তঞ্চ যৎ পীলু তন্নাত্যুষ্ণং ত্রিদোষহৃৎ ॥ ১১৭ ॥

আক্ষোটঃ—(আখরোট পীলুঃ)। পীলুঃ শৈলভবোঽক্ষোটঃ কর্পরালশ্চ কীর্ত্তিতঃ। অক্ষোটকোঽপি বাতাদসদৃশঃ কফপিত্তকৃৎ ॥ ১১৮ ॥

বীজপূরঃ—(বিজৌরা)। বীজপূরো মাতুলুঙ্গো রুচকঃ ফলপূরকঃ। বীজপূরফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু ॥ রক্তপিত্তহরং কণ্ঠজিহ্বাহৃদয়শোধনম্‌। শ্বাসকাসারুচিহরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্‌ ॥ ১১৯ । ১২০ ॥

মধুকর্কটী—(বিজৌরভেদ মধুকাকড়ি)। বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী। মধুকর্কটিকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ॥ রক্তপিত্তক্ষয়শ্বাস-কাসহিক্কাভ্রমাপহা ॥১২১॥

জম্বীরীদ্বয়ম্—স্যাজ্জম্বীরো দন্তশঠো জম্ভজম্ভীরজম্ভলাঃ। জম্বীরমুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুৎ ॥ শূলকাসকফোৎক্লেশ-চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণামদোষজিৎ। আস্যবৈরস্যহৃৎপীড়াবহ্নিমান্দ্যকৃমীন্‌ হরেৎ ॥ স্বল্পজম্বীরিকা তদ্বৎ তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিনিবারণী ॥ ১২২ । ১২৩ ॥

নিম্বূঃ—নিম্বূস্ত্রী নিম্বুকং ক্লীবে নিম্বুকমপি কীর্ত্তিতম্‌। নিম্বূকমম্লং বাতঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু ॥ অন্যচ্চ। নিম্বুকং কৃমিসমূহনাশনং তীক্ষ্ণমুষ্ণমুদরগ্রহাপহম্‌। বাতপিত্তকফশূলিনে হিতং কষ্টনষ্টরুচিরোচনং পরম্‌ ॥ ত্রিদোষবহ্নিক্ষয়বাতরোগ-নিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাম্‌। মন্দানলে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি ॥ ১২৪—১২৬ ॥

মিষ্টনিম্বুঃ—মিষ্টনিম্বুফলং স্বাদু গুরু মারুতপিত্তনুৎ। গররোগবিষধ্বংসি কফোৎক্লেশি চ রক্তহৃৎ ॥ শোষারুচিতৃষাচ্ছর্দ্দিহরং বল্যঞ্চ বৃংহণম্‌ ॥ ১২৭ ॥

কর্ম্মরঙ্গম্—কর্ম্মরঙ্গং শিরালঞ্চ বৃহদম্লোরুজাকরঃ। কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতহৃৎ ॥ ১২৮ ॥

অম্লিকা—(অম্লিলী)। অম্লিকা চুক্রিকাম্লী চ চুক্রা দন্তশঠাপি চ। অম্লা চ চিঞ্চিকা চিঞ্চা তিন্তিড়ীকা চ তিন্তিড়ী ॥ অম্লিকাম্লা গুরুর্বাতহরী পিত্তকফাস্রকৃৎ। পক্কা তু দীপনী রূক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ ॥ ১২৯ । ১৩০ ॥

(ক) গুড়ফল ইতি বা পাঠঃ।

অম্লবেতসঃ—স্যাদম্লবেতসশ্চক্রং শতবেধি সহস্রনুৎ (ক)। অম্লবেতসমত্যম্লং ভেদনং লঘু দীপনম্॥ হৃদ্রোগশূলগুল্মঘ্নং পিত্তলং লোমহর্ষণম্। রূক্ষং বিণ্‌মূত্রদোষঘ্নং প্লীহোদাবর্ত্তনাশনম্॥ হিক্কানাহারুচিশ্বাস-কাসাজীর্ণবমিপ্রণুৎ। কফাবাতাময়ধ্বংসি ছাগমাংসদ্রবত্বকৃৎ॥ চণকাম্লগুণং জ্ঞেয়ং লৌহসূচীদ্রবত্বকৃৎ॥ ১৩১—১৩৩॥

বৃক্ষাম্লকম্—(বিষাম্বিল)। বৃক্ষাম্লং তিন্তিড়ীকঞ্চ চুক্রং স্যাদম্লবৃক্ষকম্। বৃক্ষাম্লমামমম্লোষ্ণং বাতঘ্নং কফপিত্তলম্॥ পক্বস্তু গুরু সংগ্রাহি কটুকং তুবরং লঘু। অম্লোষ্ণং রোচনং রূক্ষং দীপনম্ কফবাতকৃৎ॥ তৃষ্ণার্শোগ্রহণীগুল্ম-শূলহৃদ্রোগজন্তুজিৎ॥ ১৩৪। ১৩৫॥

চতুরম্লপঞ্চাম্লয়োর্লক্ষণম্—অম্লবেতসবৃক্ষাম্ল-বৃহজ্জম্বীরনিম্বুকৈঃ। চতুরম্লং হি পঞ্চাম্লং বীজপূরযুতৈর্ভবেৎ॥ ১৩৬॥

পরিভাষা—ফলেষু পরিপক্বং যদ্‌গুণবত্তদুদাহৃতম্। বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণাধিকম্॥ ফলেষু সরসং যৎস্যাদ্‌গুণবত্তদুদাহৃতম্। দ্রাক্ষাবিল্বশিবাদীনাং ফলং শুষ্কং গুণাধিকম্॥ ফলতুল্যগুণং সর্ব্বং মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ। ফলং হিমাগ্নিদুর্ব্বাত-ব্যালকীটাদি দূষিতম্॥ অকালজং কুভূমিজং পাকাতীতং ন ভক্ষয়েৎ *॥ ১৩৭—১৩৯॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে আম্রাদিফলবর্গঃ।

অথ ধাতূপধাতু-রসোপরস-রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষ-বর্গঃ।

তত্র ধাতূনাং লক্ষণানি গুণাশ্চ—স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ বঙ্গং যসদমেব চ। সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥ বলীপলিতখালিত্য-কার্শ্যাবল্যজরাময়ান্। নিবার্য্য দেহং দধতি নৃণাং তদ্ধাতবো মতাঃ॥ ১। ২॥

তত্রাদৌ স্বুবর্ণস্যোৎপত্তির্নামলক্ষণং-গুণাশ্চ-পুরা নিজাশ্রমস্থানাং সপ্তর্ষীণাং জিতাত্মনাম্ ‡। পত্নীর্বিলোক্য লাবণ্যলক্ষ্মীসম্পন্নযৌবনাঃ॥ কন্দর্পদর্পবিধ্বস্ত-চেতসো জাতবেদসঃ। পতিতং যদ্ ধরাপৃষ্ঠে রেতস্তদ্ধেমতামগাৎ। কৃত্রিমঞ্চাপি ভবতি তদ্রসেন্দ্রস্য বেধতঃ। স্বর্ণং সুবর্ণং কনকং হিরণ্যং হেমহাটকম্॥ তপনীয়ঞ্চ গাঙ্গেয়ং কলধৌতঞ্চ

---

* পাকাতীতং পাকমতিক্রম্য স্থিতম্॥ ১৩৭—১৩৯॥

‡ মরীচিরঙ্গিরা অত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। বশিষ্ঠশ্চেতি সপ্তৈতে কীর্ত্তিতাঃ পরমর্ষয়ঃ॥ ৩॥

(ক) সহস্রভিদিতি বা পাঠঃ।

কাঞ্চনম্। চামীকরং শাতকুম্ভং তথা কার্ত্তস্বরঞ্চ তৎ॥ জাম্বূনদং জাতরূপং মহারজতমিত্যপি। দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিষেকে কুঙ্কুমপ্রভম্॥ তারং শুল্বোজ্‌ঝিতং স্নিগ্ধং কোমলং গুরু হেম সৎ *। তচ্ছ্বেতং কঠিনং রূক্ষং বিবর্ণং সমলং দলম্॥ দাহে চ্ছেদে সিতং শ্বেতং কষে ত্যাজ্যং লঘু স্ফুটম্ (ক)। স্বুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নম॥ স্বাদু তিক্তঞ্চ তুবরং পাকে চ স্বাদু পিচ্ছিলম্। পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতিমতিপ্রদম্॥ হৃদ্যমায়ুষ্করং কান্তিবাক্‌বিশুদ্ধিস্থিরত্বকৃৎ। বিষদ্বয়ক্ষয়োন্মাদ-ত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ॥ বলং সবীর্য্যং হরতে নরাণাং রোগব্রজান্ পোষয়তীহ কায়ে। অসৌখ্যকর্ত্তা চ সদা স্বুবর্ণমশুদ্ধমেতন্মরণঞ্চ কুর্য্যাৎ॥ অসম্যক্ মারিতং স্বর্ণং বলং বীর্য্যঞ্চ নাশয়েৎ। করোতি রোগান্ মৃত্যুঞ্চ তদ্ধন্যাদ্ যত্নতস্ততঃ॥ ৩—১৩॥

রূপ্যস্যোৎপত্তিনামলক্ষণগুণাঃ—ত্রিপুরস্য বধার্থায় নির্নিমেষৈর্বিলোচনৈঃ। নিরীক্ষয়ামাস শিবঃ ক্রোধেন পরিপূরিতঃ॥ অগ্নিস্তৎকালমপতৎ তস্যৈকস্মাদ্ বিলোচনাৎ। ততো রুদ্রঃ সমভবদ্ বৈশ্বানর ইব জ্বলন্॥ দ্বিতীয়াদপতন্নেত্রাদশ্রুবিন্দুস্তু বামকাৎ। তস্মাদ্রজতমুৎপন্নমুক্তকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥ কৃত্রিমঞ্চ ভবেত্তদ্ধি বঙ্গাদিরসযোগতঃ। রূপ্যন্তু রজতং তারং চন্দ্রকান্তি সিতপ্রভম্॥ গুরু স্নিগ্ধং মৃদু শ্বেতং দাহে ছেদে ঘনক্ষমম্। বর্ণাঢ্যং চন্দ্রবৎ স্বচ্ছং রূপ্যং নবগুণং শুভম্॥ কঠিনং কৃত্রিমং রুক্ষং রক্তং পীতদলং লঘু। দাহচ্ছেদঘনৈর্নষ্টং রূপ্যং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম॥ রূপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং সরম্॥ বয়সঃস্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ॥ প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ্ ধ্রুবম্॥ তারং শরীরস্য করোতি তাপং বিধ্বংসনং যচ্ছতি শুক্রনাশম্। বীর্য্যং বলং হন্তি তনোশ্চ পুষ্টিং মহাগদান্ শোষয়তি হ্যশুদ্ধম্॥ ১৪—২১॥

তাম্রস্য উৎপত্তির্নামলক্ষণগুণাশ্চ—শুক্রং যৎ কার্ত্তিকেয়স্য পতিতং ধরণীতলে। তস্মাত্তাম্রং সমুৎপন্নমিদমাহুঃ পুরাবিদঃ॥ তাম্রমৌদুম্বরং শুল্বমুদুম্বরমপি স্মৃতম্। রবিপ্রিয়ং ম্লেচ্ছমুখং সূর্য্যপর্য্যায়নামকম্॥ জবাকুসুমসঙ্কাশং স্নিগ্ধং মৃদু ঘনক্ষমম্। লোহনাগোজ্‌ঝিতং তাম্রং মারণায় প্রশস্যতে॥ কৃষ্ণং রুক্ষমতিস্তব্ধং শ্বেতঞ্চাপি ঘনাসহম্। লোহনাগযুতঞ্চেতি শুল্বং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্॥ তাম্রং কষায়ং মধুরঞ্চ তিক্তমম্লঞ্চ পাকে কটু সারকঞ্চ। পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং তদ্রোপণং স্যাল্লঘু লেখনঞ্চ॥ পাণ্ডুদরার্শোজ্বরকুষ্ঠকাস-শ্বাসক্ষয়ান্ পীনসমম্লপিত্তম্। শোথং কৃমিং শূলমপাকরোতি প্রাহুঃ পরে বৃংহণমল্পমেতৎ॥ একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বসম্যগ্ মারিতেঽষ্ট তে। দাহঃ স্বেদোঽরুচির্মূর্চ্ছা ক্লেদো রেকো বমির্ভ্রমঃ *॥ ২২—২৮॥

বঙ্গস্য নামলক্ষণগুণাঃ—রঙ্গং বঙ্গং ত্রপুঃ প্রোক্তং তথা পিচ্চটমিত্যপি। ক্ষুরকং মিশ্রকঞ্চাপি দ্বিবিধং বঙ্গমুচ্যতে॥ উত্তমং ক্ষুরকং তত্র মিশ্রকং ত্ববরং মতম্। রঙ্গং লঘু

---

* সং উত্তমম্॥ ৫॥ দলশ্চোর ইতিলোকে। স্ফুটং যদ্‌ঘনাহতঃ স্ফুটতি॥ ৬॥ রেকঃ বিরেকঃ॥ ২৮॥

সরং রূক্ষমুষ্ণং মেহকফকৃমীন্ ॥ নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসং চক্ষুষ্যং পিত্তলং মনাক্ ॥ সিংহো যথা হস্তিগণং নিহন্তি তথৈব বঙ্গোঽখিলমেহবর্গম্। দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্ ॥ ২৯—৩১ ॥

যসদম্—যসদং রঙ্গসদৃশং রীতিহেতুশ্চ তন্মতম্। যসদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফ-পিত্তহৃৎ। চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৩২ ॥

সীসস্যোৎপত্তিনামগুণাশ্চ—দৃষ্ট্বা ভোগিসুতাং রম্যাং বাসুকিস্তু মুমোচ যৎ। বীর্য্যং জাতস্ততো নাগঃ সর্ব্বরোগাপহো নৃণাম্ ॥ সীসং ব্রধ্রঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্। সীসং রঙ্গগুণং জ্ঞেয়ং বিশেষান্ মেহনাশনম্ * ॥ নাগস্তু নাগশততুল্যবলং দদাতি ব্যাধিং বিনাশয়তি জীবনমাতনোতি। বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সন্ততসেবিতঃ সঃ ॥ পাকেন হীনৌ কিল বঙ্গনাগৌ কুষ্ঠানি গুল্মাংশ্চ তথাতিকষ্টান্। কণ্ডুং প্রমেহানিলসাদশোথ-ভগন্দরাদীন্ কুরুতঃ প্রভুক্তৌ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

লৌহস্যোৎপত্তিনামলক্ষণগুণাঃ—পুরা লোমিলদৈত্যানাং নিহতানাং সুরৈ-র্যুধি। উৎপন্নানি শরীরেভ্যো লোহানি বিবিধানি চ ॥ লোহোঽস্ত্রী শস্ত্রকং তীক্ষ্ণং পিণ্ডং কালায়সায়সী। গুরুতা দৃঢ়তোৎক্লেদঃ কশ্মলং দাহকারিতা ॥ অশ্মদোষঃ সুদুর্গন্ধো দোষাঃ সপ্তায়সস্য তু। লৌহং তিক্তং সরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু ॥ রুক্ষং বয়স্যং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ। কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃপ্লীহপাণ্ডুতাঃ ॥ মেদোমেহকৃমীন্ কুষ্ঠং তৎ কিট্টং তদ্বদেব হি ॥ ষণ্ডত্বকুষ্ঠাময়মৃত্যুদং ভবেৎ হৃদ্রোগশূলৌ কুরুতেঽশ্মরীঞ্চ। নানারুজানাঞ্চ তথা প্রকোপং করোতি হৃল্লাসমশুদ্ধলৌহম্ ॥ জীবহারি মদকারি চায়সং চেদশুদ্ধিমদসংস্কৃতং ধ্রুবম্। পাটবং ন তনুতে শরীরকে দারুণাং হৃদি রুজাঞ্চ যচ্ছতি ॥ কুষ্মাণ্ডং তিলতৈলঞ্চ মাষান্নং রাজিকাং তথা। মদ্যমম্লরসঞ্চাপি ত্যজেল্লৌহস্য সেবকঃ ॥ ৩৭—৪৪ ॥

তত্র সারলৌহস্য লক্ষণংগুণাশ্চ—ক্ষমাভৃচ্ছিখরাকারাণ্যঙ্গান্যম্লেন লেপয়েৎ। লৌহেঽস্যর্যত্র সূক্ষ্মাণি তৎসারমভিধীয়তে ॥ লোহং সারাহ্বয়ং হন্যাদ্ গ্রহণীমতিসারকম্। অর্দ্ধসর্ব্বাঙ্গজং বাতং শূলঞ্চ পরিণামজম্। ছর্দ্দিঞ্চ পীনসং পিত্তং শ্বাসং কাসং ব্যপোহতি ॥ ৪৫ ॥

কান্তলৌহস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—যৎ পাত্রে ন প্রসরতি জলে তৈলবিন্দুঃ প্রতপ্তে, হিঙ্গুর্গন্ধং ত্যজতি চ নিজং তিক্ততাং নিম্ববল্কঃ। তপ্তং দুগ্ধং ভবতি শিখরাকারকং নৈতি ভূমিং, কৃষ্ণাঙ্গঃ স্যাৎ সজলচণকঃ কান্তলৌহং তদুক্তম্ ॥ গুল্মোদরার্শঃশূলামমামবাতং ভগন্দরম্। কামলাশোথকুষ্ঠানি ক্ষয়ং কান্তময়ো হরেৎ ॥ প্লীহানমম্লপিত্তঞ্চ যকৃচ্চাপি শিরোরুজম্। সর্ব্বান্ রোগান্ বিজয়তে কান্তলৌহং ন সংশয়ঃ ॥ বলং বীর্য্যং বপুঃপুষ্টিং কুরুতেঽগ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ৪৬—৪৯ ॥

---

* নাগনামকম্ নাগঃ ভুজঙ্গ ইত্যাদি ॥ ৩৪ ॥

কিট্টী—ধ্মায়মানস্য লোহস্য মলং মণ্ডূরমুচ্যতে। লৌহসিংহানিকা কিট্টী সিংহানঞ্চ নিগদ্যতে॥ যল্লৌহং যদ্গুণং প্রোক্তং তৎকিট্টমপি তদ্গুণম্॥ ৫০॥

অথোপধাতবঃ। তত্রোপধাতূনাং লক্ষণং গুণাশ্চ—সপ্তোপধাতবঃ স্বর্ণমাক্ষিকং তারমাক্ষিকং। তুত্থং কাংস্যঞ্চ রীতিশ্চ সিন্দূরশ্চ শিলাজতু *॥ উপধাতুষু সর্ব্বেষু তত্তদ্ধাতুগুণা অপি। সন্তি কিং ত্বেষু তেঽত্রোনস্তত্তদংশাল্পভাবতঃ॥ ৫১।৫২॥

তত্র স্বর্ণমাক্ষিকস্য নামানি গুণাশ্চ—স্বর্ণমাক্ষিকমাখ্যাতং তাপীজং মধুমাক্ষিকম্। তাপ্যং মাক্ষিকধাতুশ্চ মধুধাতুশ্চ স স্মৃতঃ॥ কিঞ্চিৎ সুবর্ণসাহিত্যাৎ স্বর্ণমাক্ষিকমীরিতম্। উপধাতুঃ সুবর্ণস্য কিঞ্চিৎ স্বর্ণগুণান্বিতম্॥ তথা চ কাঞ্চনাভাবে দীয়তে স্বর্ণমাক্ষিকম্। কিন্তু তস্মানুকল্পত্বাৎ কিঞ্চিদূনগুণাস্ততঃ॥ ন কেবলং স্বর্ণগুণাঃ বর্ত্তন্তে স্বর্ণমাক্ষিকে। দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণাঃ যতঃ॥ সুবর্ণমাক্ষিকং স্বাদু তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্। চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্কুষ্ঠপাণ্ডুমেহবিষোদরান্॥ অর্শঃ শোথং বিষ কণ্ডূং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ॥ মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং বিষ্টম্ভিতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্। তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ করোতি তাপীজমশুদ্ধমেতৎ॥ ৫৩—৫৮॥

তারমাক্ষিকস্য নামগুণাঃ—তারমাক্ষিকমন্যত্তু তদ্ভবেদ্রজতোপমম্। কিঞ্চিদ্রজতসাহিত্যাৎ তারমাক্ষিকমীরিতম্॥ অনুকল্পতয়া তস্য ততো হীনগুণাঃ স্মৃতাঃ। ন কেবলং রূপ্যগুণং যতঃ স্যাত্তারমাক্ষিকম্ (ক)॥ স্বাদু পাকে রসে কিঞ্চিৎ তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্। চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্ কুষ্ঠপাণ্ডুমেহবিষোদরান্॥ অর্শঃ শোথং ক্ষয়ং কণ্ডূং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ॥ মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং বিষ্টম্ভিতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্। তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ কারোতি তাপীজমিদঞ্চ তদ্বৎ॥ ৫৯—৬২॥

তুত্থম্—(তূতীআ)। তুত্থং বিতুন্নকঞ্চাপি শিখিগ্রীবং ময়ূরকম্। তুত্থং তাম্রোপধাতুর্হি কিঞ্চিত্তাম্রেণ তদ্ভবেৎ॥ কিঞ্চিত্তাম্রগুণং তস্মাদ্বক্ষ্যমাণগুণঞ্চ তৎ। তুত্থকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু॥ লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ। বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডূঘ্নং খর্পরঞ্চাপি তদ্গুণম্॥ ৬৩—৬৫॥

কাংস্যম্—তাম্রত্রপুজমাখ্যাতং কাংস্যং ঘোষঞ্চ কংসকম্। উপধাতুর্ভবেৎ কাংস্যং দ্বয়োস্তরণিরঙ্গয়োঃ॥ কাংস্যস্য তু গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিসদৃশা জনৈঃ। সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যান্যেঽপি গুণাঃ স্মৃতাঃ॥ কাংস্যং কষায়ং তিক্তোষ্ণং লেখনং বিশদং সরম্। গুরু নেত্রহিতং রুক্ষং কফপিত্তহরং পরম্॥ ৬৬—৬৮॥

পিত্তলম্—(পীতরি কাংসী পীতরি)। পিত্তলং ত্বারকূটং স্যাদ্ আরো রীতিশ্চ কথ্যতে। রাজরীতির্ব্রহ্মরীতিঃ কপিলা পিঙ্গলাপি চ॥ রীতিরপ্যুপধাতুঃ স্যাত্তাম্রস্য যসদস্য

---

* উপধাতবঃ গৌণা ধাতবঃ॥ ৫১॥

(ক) ন কেবলং রূপ্যগুণা বর্ত্তন্তে তারমাক্ষিকে। দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণা যতঃ॥ ইতি বা পাঠঃ।

চ। পিত্তলস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিসদৃশা জনৈঃ ॥ সংযোগজপ্রভাবেন তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ। রীতিকাযুগলং রূক্ষং তিক্তঞ্চ লবণং রসে। শোধনং পাণ্ডুরোগঘ্নং কৃমিঘ্নং নাতিলেখনম্ ॥ ৬৯—৭১ ॥

সিন্দূরম্—সিন্দূরং রক্তরেণুশ্চ নাগগর্ভঞ্চ সীসজং। সীসোপধাতুঃ সিন্দূরো গুণৈস্তৎ সীসবন্মতম্ ॥ সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ। সিন্দূরমুষ্ণং বীসর্পকুষ্ঠকণ্ডু-বিষাপহম্ ॥ ভগ্নসন্ধানজননং ব্রণশোধনরোপণম্ ॥ ৭২। ৭৩ ॥

শিলাজতু—(তদুৎপত্তির্নামলক্ষণগুণাশ্চ)। নিদাঘে ঘর্ম্মসন্তপ্তা ধাতুসারং ধরাধরাঃ। নির্য্যাসবৎ প্রমুঞ্চন্তি তচ্ছিলাজতু কীর্ত্তিতম্ ॥ সৌবর্ণং রাজতং তাম্রমায়সং তচ্চতুর্ব্বিধম্। শিলাজত্বদ্রিজতু চ শৈলনির্য্যাস ইত্যপি ॥ গৈরেয়মশ্মজঞ্চাপি গিরিজং শৈলধাতুজম্। শিলাজং কটুতিক্তোষ্ণং কটুপাকং রসায়নম্ ॥ ছেদি যোগবহং হন্তি কফমেদাশ্মশর্করাঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতার্শাংসি চ পাণ্ডুতাম্ ॥ অপস্মারং তথোন্মাদং শোথকুষ্ঠোদরকৃমীন্। সৌবর্ণন্তু জবাপুষ্পবর্ণং ভবতি তদ্রসাৎ ॥ মধুরং কটুতিক্তঞ্চ শীতলং কটুপাকি চ। রাজতং পাণ্ডুরং শীতং কটুকং স্বাদুপাকি চ ॥ তাম্রং ময়ূরকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ জায়তে। লৌহং জটায়ু-পক্ষাভং তত্তিক্তং লবণং ভবেৎ ॥ বিপাকে কটুকং শীতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠমুদাহৃতম্ ॥ ৭৪—৮১ ॥

রসঃ—(তত্র রসস্য নিরুক্তিঃ)। রসায়নার্থিভির্লোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ। ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্মৃতঃ ॥ ৮১ ॥

পারদস্যোৎপত্তিলক্ষণনামগুণাশ্চ—শিবাঙ্গাৎ প্রচ্যুতং রেতঃ পতিতং ধরণী-তলে। তদ্দেহসারজাতত্বাচ্ছুক্লমচ্ছমভূচ্চতৎ ॥ ক্ষেত্রভেদেন বিজ্ঞেয়ং শিববীর্য্যং চতুর্বিধম্। শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং তত্তু ভবেৎ ক্রমাৎ ॥ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ খলু জাতিতঃ। শ্বেতং শস্তং রুজাং নাশে রক্তং কিল রসায়নে॥ ধাতুবাদে তু তৎ পীতং খে গতৌ কৃষ্ণমেব চ। পারদো রসধাতুশ্চ রসেন্দ্রশ্চ মহারসঃ ॥ চপলঃ শিববীর্য্যঞ্চ রসঃ সূতঃ শিবাহ্বয়ঃ। পারদঃ ষড়্রসঃ স্নিগ্ধঃ ত্রিদোষঘ্নো রসায়নঃ ॥ যোগবাহী মহাবৃষ্যঃ সদা দৃষ্টিবলপ্রদঃ। সর্ব্বাময়হরঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ ॥ স্বস্থো রসো ভবেদ্ ব্রহ্মা বদ্ধো জ্ঞেয়ো জনার্দ্দনঃ। রঞ্জিতঃ কামিতশ্চাপি সাক্ষাদ্দেবো মহেশ্বরঃ ॥ মূর্চ্ছিতো হরতি রুজং বন্ধনমনুভূয়ঃ খে গতিং কুরুতে। অজরীকরোতি হি মৃতঃ কোঽন্যঃ করুণাকরঃ সূতাৎ ॥ অসাধ্যো যো ভবেদ্রোগো যস্য নাস্তি চিকিৎসিতম্ (ক)। রসেন্দ্রো হন্তি তং রোগং নরকুঞ্জরবাজিনাম্ ॥ মলং বিষং বহ্নিগিরিত্ব-চাপলং নৈসর্গিকং দোষমুশন্তি পারদে। উপাধিজৌ দ্বৌ ত্রপুনাগযোগজৌ দোষৌ রসেন্দ্রে কথিতৌ মুনীশ্বরৈঃ ॥ মলেন মূর্চ্ছা মরণং বিষেণ দাহোঽগ্নিনা কষ্টতরঃ শরীরে। দেহস্য জাড্যং গিরিণা সদা স্যাৎ চাঞ্চল্যাতো বীর্য্যহৃতিশ্চ পুংসাম্ ॥ বঙ্গেন কুষ্ঠং ভুজগেন ষণ্ডো ভবেদতো-ঽসৌ পরিশোধনীয়ঃ ॥ বহ্নির্বিষং মলঞ্চেতি মুখ্যা দোষাস্ত্রয়ো রসে। এতে কুর্ব্বন্তি সন্তাপং

(ক) যস্য রোগস্য যো যোগস্তেনৈব সহ যোজিতঃ। ইতি বা পাঠঃ।

মৃতিং মূর্চ্ছাং নৃণাং ক্রমাৎ ॥ অন্যেঽপি কথিতা দোষা ভিষগ্‌ভিঃ পারদে যদি। তথাপ্যেতে ত্রয়ো দোষা হরণীয়া বিশেষতঃ॥ সংস্কারহীনং খলু সূতরাজং যঃ সেবতে তস্য করোতি বাধাম্। দেহস্য নাশং বিদধাতি নূনং কষ্টাংশ্চ রোগান্ জনয়েন্নরাণাম্॥ ৮৩—৯৬ ॥

অথোপরসানাং লক্ষণম্—গন্ধো হিঙ্গুলমভ্রতালকশিলাঃ স্রোতোঽঞ্জনং টঙ্কণম্, রাজাবর্ত্তকচুম্বকৌ স্ফটিকয়া শঙ্খঃ খটী গৈরিকম্। কাসীসং রসকং কপর্দ্দসিকতাবোলাশ্চ কঙ্কুষ্ঠকম্, সৌরাষ্ট্রী চ মতা অমী উপরসাঃ সূতস্য কিঞ্চিদ্‌গুণৈঃ * ॥ ৯৭ ॥

হিঙ্গুলস্য নামানি লক্ষণং গুণাশ্চ—হিঙ্গুলং দরদং ম্লেচ্ছং হিঙ্গুলিশ্চূর্ণ-পারদম্ (ক)। দরদস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তশ্চর্ম্মারঃ শুকতুণ্ডকঃ॥ হংসপাদস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্‌গুণবানু-ত্তরোত্তরম্। চর্ম্মারঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ স পীতঃ শুকতুণ্ডকঃ॥ জবাকুসুমসঙ্কাশো হংসপাদো মহোত্তমঃ॥ তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যান্নেত্রামযঘ্নং কফপিত্তহারি। হৃল্লাসকুষ্ঠজ্বরকাম-লাশ্চ প্লীহামবাতৌ চ গরং নিহন্তি॥ ঊর্দ্ধপাতনযুক্ত্যা তু ডমরুযন্ত্রপাচিতম্। হিঙ্গুলস্তস্য সূতস্তু শুদ্ধমেবং ন শোধয়েৎ॥ ৯৮—১০১ ॥

গন্ধকস্যোৎপত্তির্নাম লক্ষণং গুণাশ্চ—শ্বেতদ্বীপে পুরা দেব্যাঃ ক্রীড়ন্ত্যা রজসাপ্লুতম্। দুকূলন্তেন বস্ত্রেণ স্নাতায়াঃ ক্ষীরনীরধৌ॥ প্রসৃতং যদ্রজস্তস্মাদ্ গন্ধকঃ সমভূৎ ততঃ। গন্ধকো গন্ধিকশ্চাপি গন্ধপাষাণ ইত্যপি॥ সৌগন্ধিকশ্চ কথিতো বলির্বল-রসাপি চ। চতুর্দ্ধা গন্ধকঃ প্রোক্তো রক্তঃ পীতঃ সিতোঽসিতঃ॥ রক্তো হেমক্রিয়াসুক্তঃ পীতশ্চৈব রসায়নে। ব্রণবিলেপনে শ্বেতঃ কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠঃ সুদুর্লভঃ *॥ গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ। পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডূবীসর্পজন্তুজিৎ॥ হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লীহ-কফবাতান্ রসায়নঃ॥ অশোধিতো গন্ধক এষ কুষ্ঠং করোতি তাপং বিষমং শরীরে। সৌখ্যঞ্চ রূপঞ্চ বলং তথৌজঃ শুক্রং নিহন্ত্যেব করোতি চাস্রম্॥ ১০২—১০৭ ॥

অভ্রকস্যোৎপত্তির্নাম লক্ষণংগুণাশ্চ—পুরা বধায় বৃত্রস্য বজ্রিণা বজ্র-মুদ্ধৃতম্। বিস্ফুলিঙ্গাস্ততস্তস্য গগনে পরিসর্পিতাঃ॥ তে নিপেতুর্ঘনধ্বানাচ্ছিখরেষু মহীভৃতাং। তেভ্য এব সমুৎপন্নং তত্তদ্‌গিরিষু চাভ্রকম্॥ তদ্বজ্রং বজ্রজাতত্বাদভ্রমভ্ররবোত্তবাৎ। গগনাৎ স্খলিতং যস্মাদ্ গগনঞ্চ ততো মতম্॥ বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্র-ভেদাত্তৎ স্যাচ্চতুর্বিধম্। ক্রমেণৈব সিতং রক্তং পীতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণতঃ॥ প্রশস্যতে সিতং তারং (খ) রক্তং তত্তু রসায়নে। পীতং হেমনি কৃষ্ণন্তু গদেষু দ্রুতয়েঽপি চ॥ পিনাকং দর্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্বিধম্। মুঞ্চত্যগ্নৌ বিনিক্ষিপ্তং পিনাকং দলসঞ্চয়ম্॥ অজ্ঞানাদ্ভক্ষণং তস্য মহাকুষ্ঠপ্রদায়কম্। দর্দুরং ত্বগ্নিনিঃ-ক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দুরধ্বনিম্॥ গোলকান্ বহুশঃ কৃত্বা স স্যান্ মৃত্যুপ্রদায়কঃ। নাগন্তু নাগবদ্ বহ্নৌ ফুৎকারং পরিমুঞ্চতি॥ তদ্ভক্ষিতমবশ্যন্তু বিদধাতি ভগন্দরম্। বজ্রং তু বজ্রবত্তিষ্ঠেৎ

---

* উপরসা গৌণা রসাঃ॥ ৯৭॥ শ্রেষ্ঠঃ হেমক্রিয়াদিষু সর্ব্বত্র প্রশস্ততরঃ॥ ১০৪॥

(ক) হিঙ্গুলং চূর্ণপারদমিতি বা পাঠঃ। (খ) তার ইতি বা পাঠঃ।

তস্মাগ্নৌ বিকৃতিং ব্রজেৎ ॥ সর্বাভ্রেষু বরং বজ্রং ব্যাধিবার্দ্ধক্যমৃত্যুহৃৎ। অভ্রমুত্তরশৈলোত্থং বহুসত্ত্বং গুণাধিকম্॥ দক্ষিণাদ্রিভবং স্বল্পসত্ত্বমল্পগুণপ্রদম্॥ অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীতমায়ুষ্করং ধাতুবিবর্দ্ধনঞ্চ। হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণমেহকুষ্ঠ-প্লীহোদরগ্রন্থিবিষকৃমীংশ্চ॥ রোগান্ হন্তি দ্রঢ়য়তি বপুর্বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে, তারুণ্যাঢ্যং রময়তি শতং যোষিতাং নিত্যমেব। দীর্ঘায়ুষ্কান্ জনয়তি সুতান্ বিক্রমৈঃ সিংহতুল্যান্, মৃত্যোর্ভীতিং হরতি সততং সেব্যমানং মৃতাভ্রম্॥ পীড়াং বিধত্তে বিবিধাং নরাণাং কুষ্ঠং ক্ষয়ং পাণ্ডুগদঞ্চ শোথম্। হৃৎপার্শ্বপীড়াঞ্চ করোত্যশুদ্ধমভ্রন্ত্বসিদ্ধং গুরু তাপদং স্যাৎ॥ ১০৮—১২০॥

হরিতালস্য নামানি লক্ষণং গুণাশ্চ—হরিতালং তু তালং স্যাদালং তালকমিত্যপি। হরিতালং দ্বিধা প্রোক্তং পত্রাখ্যং পিণ্ডসংজ্ঞকম্॥ তয়োরাদ্যং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং ততো হীনগুণং পরম্। স্বর্ণবর্ণং গুরু স্নিগ্ধং সপত্রং চাভ্রপত্রবৎ॥ পত্রাখ্যং তালকং বিদ্যাদ্গুণাঢ্যং তদ্রসায়নম্। নিষ্পত্রং পিণ্ডসদৃশং স্বল্পসত্ত্বং তথাগুরু। স্ত্রীপুষ্পহারকং স্বল্পগুণং তৎ পিণ্ডতালকম্। হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং হরেদ্বিষম্। কণ্ডূকুষ্ঠাস্যরোগাস্র-কফপিত্তকচব্রণান্॥ হরতি চ হরিতালং চারুতাং দেহজাতাম্, সৃজতি চ বহুতাপমঙ্গসঙ্কোচপীড়াম্। বিতরতি কফবাতৌ কুষ্ঠরোগং বিদধ্যাদিদমশিতমশুদ্ধং মারিতঞ্চাপ্যসম্যক্॥ ১২১—১২৫॥

মনঃশিলায়া নামানি গুণাশ্চ—মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহ্বা নাগজিহ্বিকা। নৈপালী কুনটী গোলা শিলা দিব্যৌষধিঃ স্মৃতা॥ মনঃশিলা গুরুর্বর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ। তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাস-কাসভূতকফাস্রনুৎ॥ মনঃশিলা মন্দবলং করোতি জন্তুং ধ্রুবং শোধনমন্তরেণ। মলানুবন্ধং কিল মূত্ররোধং সশর্করং কৃচ্ছ্রগদঞ্চ কুর্য্যাৎ॥ ১২৬—১২৮॥

সৌবীরঃ—(সুরমা)। অঞ্জনং যামুনঞ্চাপি কাপোতাঞ্জনমিত্যপি। তত্তু স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণং সৌবীরং শ্বেতমীরিতম্॥ বল্মীকশিখরাকারং ভিন্নমঞ্জনসন্নিভম্। ঘৃষ্টন্তু গৈরিকাকারমেতৎ স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম্॥ স্রোতোঽঞ্জনসমং জ্ঞেয়ং সৌবীরন্তত্তু পাণ্ডুরম্। স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতং স্বাদু চক্ষুষ্যং কফপিত্তনুৎ॥ কষায়ং লেখনং স্নিগ্ধং গ্রাহি ছর্দ্দিবিষাপহম্। সিধ্মক্ষয়াস্রহৃচ্ছীতং সেবনীয়ং সদা বুধৈঃ॥ স্রোতোঽঞ্জনগুণাঃ সর্ব্বে সৌবীরেঽপি মতা বুধৈঃ। কিন্তু দ্বয়োরঞ্জনয়োঃ শ্রেষ্ঠং স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম্॥ ১২৯—১৩৩॥

টঙ্কণঃ—(সোহাগা)। টঙ্কণোঽগ্নিকরো রূক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ *॥ ১৩৪॥

স্ফটী—(ফিটিকরী)। স্ফটী চ স্ফটিকা প্রোক্তা শ্বেতা শুভ্রা চ রঙ্গদা। দৃঢরঙ্গা রঙ্গদৃঢ়া রঙ্গাঙ্গাপি চ কথ্যতে॥ স্ফটিকা তু কষায়োষ্ণা বাতপিত্তকফব্রণান্। নিহন্তি শ্বিত্রবীসর্পান্ যোনিসঙ্কোচকারিণী॥ ১৩৫। ১৩৬॥

রাজাবর্ত্তঃ—(রেবটী)। রাজাবর্ত্তঃ কটুস্তিক্তঃ শিশিরঃ পিত্তনাশনঃ। রাজাবর্ত্তঃ প্রমেহঘ্নশ্ছর্দ্দিহিক্কানিবারণঃ॥ ১৩৭॥

---

* অয়মুপরসত্বাৎ পুনরুক্তঃ॥ ১৩৩॥

চুম্বকঃ—চুম্বকঃ কান্তপাষাণো যঃ কান্তো লোহকর্ষকঃ। চুম্বকো লেখনঃ শীতো মেদোবিষগরাপহঃ ॥ ১৩৮ ॥

গৈরিকম্—(গেরু স্বর্ণগেরু)। গৈরিকং রক্তধাতুশ্চ গৈরেয়ং গিরিজং তথা। স্বর্ণ-গৈরিকমন্যৎ ততো রক্ততরং হি তৎ ॥ গৈরিকদ্বিতয়ং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং হিমম্। চক্ষুষ্যং দাহপিত্তাস্র-কফহিক্কাবিষাপহম্ ॥ ১৩৯। ১৪০ ॥

খটী-গৌরখটী চ—(খরী গৌরখরী)। খটিকা কঠিনী চাপি লেখনী চ নিগদ্যতে খটী দাহাস্রজিচ্ছীতা মধুরা বিষশোথজিৎ ॥ লেপাদেতদ্গুণা প্রোক্তা ভক্ষিতা মৃত্তিকাসমা। খটী গৌরখটী দ্বে চ গুণৈস্তুল্যে প্রকীর্ত্তিতে ॥ ১৪১। ১৪২ ॥

বালুকা—(বালূ)। বালুকা সিকতা প্রোক্তা শর্করা রেতজাপি চ। বালুকা লেখনী শীতা ব্রণোরঃক্ষতনাশিনী ॥ ১৪২ ॥

রসকম্—(খপরী আতুত্থভেদঃ)। খর্পরীতুত্থকং তুত্থাদন্যত্তদ্ রসকং স্মৃতম্। যে গুণাঃ তুত্থকে প্রোক্তাস্তে গুণা রসকে স্মৃতাঃ ॥ ১৪৪ ॥

কাশীশম্—(কাসীস মাঙ্গফুল)। কাশীশং ধাতুকা শীশং পাংশুকাশীশমিত্যপি। তদেব কিঞ্চিৎ পীতং তু পুষ্পকাশীশমুচ্যতে ॥ কাশীশমম্লমুষ্ণঞ্চ তিক্তঞ্চ তুবরং তথা। বাতশ্লেষ্মহরং কেশ্যং নেত্রকণ্ডুবিষপ্রণুৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীশ্বিত্র-নাশনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৫। ১৪৬ ॥

সৌরাষ্ট্রী—(মাটী)। সৌরাষ্ট্রী তুবরী কাঙ্ক্ষী মৃত্তালকসুরাষ্ট্রজে (ক)। আঢ়কী চাপি সা খ্যাতা মৃৎস্না চ সুরমৃত্তিকা। স্ফটিকায়া গুণাঃ সর্ব্বে সৌরাষ্ট্র্যা অপি কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণমৃত্তিকা—(করিআমাটী)। কৃষ্ণমৃৎ ক্ষতদাহাস্র-প্রদরশ্লেষ্মপিত্তনুৎ ॥ ১৪৮ ॥

কর্দ্দমঃ—কর্দ্দমো দাহপিত্তার্ত্তি-শোথঘ্নঃ শীতলঃ সরঃ ॥ ১৪৯ ॥

বোলম্—বোলগন্ধরসপ্রাণ-পিণ্ডগোপরসাঃ সমাঃ। বোলং রক্তহরং শীতং মেধ্যং দীপনপাচনম্ ॥ মধুরং কটুতিক্তঞ্চ দাহস্বেদত্রিদোষজিৎ। জ্বরাপস্মারকুষ্ঠঘ্নং গর্ভাশয়-বিশুদ্ধিকৃৎ ॥ ১৫০। ১৫১ ॥

কঙ্কুষ্ঠোৎপত্তিলক্ষণনামগুণাঃ — হিমবৎপাদশিখরে কঙ্কুষ্ঠমুপজায়তে। তত্রৈকং রক্তকালং স্যাৎ তদন্যদণ্ডকং স্মৃতম্ (খ) ॥ পীতপ্রভং গুরু স্নিগ্ধং শ্রেষ্ঠং কঙ্কুষ্ঠ-মাদিশেৎ। শ্যামং পীতং লঘু ত্যক্তসত্ত্বং নেষ্টম্ তথাণ্ডকম্ (গ) ॥ কঙ্কুষ্ঠং কাককুষ্ঠঞ্চ বরাঙ্গং কোলকাকুলম্ (ঘ)। কঙ্কুষ্ঠং রেচনং তিক্তং কটূষ্ণং বর্ণকারকম্। কৃমিশোথো-দরাধ্মান-গুল্মানাহকফাপহম্ (ঙ) ॥ ১৫২—১৫৪ ॥

(ক) মৃত্তালকসুরাষ্ট্রজে ইতি পাঠান্তরম্।
(খ) তত্রৈকং নলিকাখ্যং স্যাত্তদন্যদ্রেণুকং স্মৃতমিতি পাঠান্তরম্।
(গ) হি রেণুকমিতি বা পাঠঃ। (ঘ) রঙ্গদায়কমিতি পাঠান্তরম্
(ঙ) হিমবৎ পাদশিখরে হিমবতঃ প্রান্তপর্ব্বতানাং শিখরে।

রত্নস্য নিরুক্তিঃ—ধনার্থিনো জনাঃ সর্ব্বে রমন্তেঽস্মিন্নতীব যৎ। ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ১৫৫ ॥

রত্নস্য নামানি স্বরূপনিরূপণঞ্চ—রত্নং ক্লীবে মণিঃ পুংসি স্ত্রিয়ামপি নি - গদ্যতে। তত্তু পাষাণভেদোঽস্তি মুক্তাদি চ তদুচ্যতে * ॥ ১৫৬ ॥

রত্নানাং নিরূপণম্—রত্নং গারুত্মতং পুষ্পরাগো মাণিক্যমেব চ। ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্য্যমিত্যপি। মৌক্তিকং বিদ্রুমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব * ॥ ১৫৭ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেঽপি নবরত্ননিরূপণম্—মুক্তাফলং হীরকঞ্চ বৈদূর্য্যং পদ্মরাগকম্। পুষ্পরাগঞ্চ গোমেদং নীলং গরুত্মতং তথা। প্রবালযুক্তান্যেতানি মহারত্নানি বৈ নব ॥ ১৫৮ ॥

তত্র হীরকঃ তস্য নামলক্ষণগুণাশ্চ—(হীরা ইতিলোকে)। হীরকঃ পুংসি বজ্রোঽস্ত্রী চন্দ্রো মণিবরশ্চ সঃ। স তু শ্বেতঃ স্মৃতো বিপ্রো লোহিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ ॥ পীতো বৈশ্যোঽসিতঃ শূদ্রশ্চতুর্ব্বর্ণাত্মকশ্চ সঃ। রসায়নে মতো বিপ্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ক্ষত্রিয়ো ব্যাধিবিধ্বংসী জরামৃত্যুহরঃ স্মৃতঃ। বৈশ্যো ধনপ্রদঃ প্রোক্তস্তথা দেহস্য দার্ঢ্যকৃৎ ॥ শূদ্রো নাশয়তি ব্যাধীন্ বয়স্তম্ভং করোতি চ। পুংস্ত্রীনপুংসকানীহ লক্ষণীয়ানি লক্ষণৈঃ ॥ সুবৃত্তাঃ ফলসম্পূর্ণা স্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ। পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দুবিবর্জ্জিতাঃ ॥ রেখাবিন্দুসমাযুক্তাঃ ষড়স্রাস্তে স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ*। ত্রিকোণাশ্চ সুদীর্ঘাস্তে বিজ্ঞেয়াশ্চ নপুংসকাঃ ॥ তেষু স্যুঃ পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা রসবন্ধনকারিণঃ। স্ত্রিয়ঃ কুর্ব্বন্তি কায়স্য কান্তিং স্ত্রীণাং সুখপ্রদাঃ ॥ নপুংসকাস্ত্ববীর্য্যাঃ স্যুরকামাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ। স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীভ্যঃ প্রদাতব্যাঃ ক্লীবং ক্লীবে প্রযোজয়েৎ ॥ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বদা দেয়াঃ পুরুষা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ ॥ অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাং তথা। পাণ্ডুতাং পঙ্গুরত্বঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ ॥ ১৫৯—১৬৭ ॥

মারিতস্য বজ্রস্য গুণাঃ—আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণ্যং সৌখ্যং করোতি চ। সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং নসংশয়ঃ ॥ ১৬৮ ॥

হরিন্মণিঃ—(পন্না ইতি লোকে। তস্য নামানি)। গারুত্মতং মরকতমশ্মগর্ভো হরিন্মণিঃ ॥ ১৬৯ ॥

মাণিক্যনামানি—মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্যাচ্ছোণরত্নঞ্চ লোহিতম্ ॥ ১৭০ ॥

পুষ্পরাগস্য নামানি—পুষ্পরাগো মঞ্জুমণিঃ স্যাদ্বাচস্পতিবল্লভঃ ॥ ১৭১ ॥

ইন্দ্রনীলগোমেদয়োর্নামানি—নীলং তথেন্দ্রনীলঞ্চ গোমেদঃ পীতরত্নকম্ ॥ ১৭২

বৈদূর্য্যম্—বৈদূর্য্যং দূরজং রত্নং স্যাৎ কেতুগ্রহবল্লভম্ ॥ ১৭৩ ॥

মৌক্তিকস্য নামানি—মৌক্তিকং শৌক্তিকং মুক্তা তথা মুক্তাফলঞ্চ তৎ।

---

* তথাচামরসিংহঃ—রত্নং মণির্দ্বয়োরশ্মজাতৌ মুক্তাদিকেঽপি চ ॥ ১৫৬ ॥ * রত্নং হীরা। গারুত্মতং পান্না। মাণিক্যং পদ্মরাগঃ। ইন্দ্রনীলঃ নীলমণিঃ (নীলা) ॥ ১৫৭ ॥ * ষড়স্রাঃ ষট্‌কোণাঃ।

শুক্তিঃ শঙ্খো গজক্রোড়ঃ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দুরঃ॥ বেণুরেতে সমাখ্যাতা স্তজ্‌জ্ঞৈর্মৌক্তিক-যোনয়ঃ। মৌক্তিকং শীতলং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বলপুষ্টিদম্॥ ১৭৪। ১৭৫॥

প্রবালস্য নামানি—পুংসি ক্লীবে প্রবালঃ স্যাৎ পুমানেব তু বিদ্রুমঃ॥ ১৭৬॥

রত্নানাং গুণাঃ—রত্নানি ভক্ষিতানি স্যুর্মধুরাণি সরাণি চ। চক্ষুষ্যাণি চ শীতানি বিষঘ্নানি ধৃতানি চ। মঙ্গল্যাণি মনোজ্ঞানি গ্রহদোষহরাণি চ॥ মাণিক্যং তরণেঃ সুজাতমমলং মুক্তাফলং শীতগোমার্হেয়স্য তু বিদ্রুমো নিগদিতঃ সৌম্যস্য গারুত্মতম্। দেবেজ্যস্য চ পুষ্প-রাগমসুরাচার্য্যস্য বজ্রং শনের্নীলং নির্ম্মলমন্যয়োর্নিগদিতে গোমেদবৈদূর্য্যকে *॥১৭৭—১৭৮॥

উপরত্নানাং নিরূপণম্—উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরাশ্মা তথৈব চ। মুক্তাশুক্তি-স্তথাশঙ্খ ইত্যাদীনি বহূন্যপি *॥ গুণা যথৈব রত্নানামুপরত্নেষু তে তথা। কিন্তু কিঞ্চিত্ততো হীনা বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥ ১৭৯। ১৮০॥

বিষস্য নামলক্ষণগুণাঃ—বিষং তু গরলঃ ক্ষ্বেড়স্তস্য ভেদানুদাহরে। বৎস-নাভঃ সহারিদ্রঃ সক্তুকশ্চ প্রদীপনঃ॥ সৌরাষ্ট্রিকঃ শৃঙ্গিকশ্চ কালকূটস্তথৈব চ। হালা-হলো ব্রহ্মপুত্রো বিষভেদা অমী নব॥ ১৮১। ১৮২॥

তত্র বৎসনাভস্য স্বরূপনিরূপণম্—সিন্দুবারসদৃক্ পত্রো বৎসনাভ্যাকৃতি-স্তথা। যৎপার্শ্বে ন তরোর্বৃদ্ধির্বৎসনাভঃ স ভাষিতঃ॥ ১৮৩॥

হারিদ্রস্য স্বরূপনিরূপণম্—হরিদ্রাতুল্যমূলো যো হারিদ্রঃ স উদাহৃতঃ॥১৮৪॥

শক্তুকস্য স্বরূপম্—যদ্‌গ্রন্থিঃ সক্তুকেনৈব পূর্ণমধ্যঃ স সক্তুকঃ॥ ১৮৫॥

প্রদীপনস্য স্বরূপম্—বর্ণতো লোহিতো যঃ স্যাদ্‌দীপ্তিমান্ দহনপ্রভঃ। মহা-দাহকরঃ পূর্ব্বৈঃ কথিতঃ স প্রদীপনঃ॥ ১৮৬॥

সৌরাষ্ট্রিকস্য স্বরূপম্—সুরাষ্ট্রবিষয়ে যঃ স্যাৎ স সৌরাষ্ট্রিক উচ্যতে॥ ১৮৭॥

শৃঙ্গিকস্য স্বরূপম্—যস্মিন্ গোশৃঙ্গকে বদ্ধে দুগ্ধং ভবতি লোহিতম্॥ স শৃঙ্গিক ইতি প্রোক্তা দ্রব্যতত্ত্ববিশারদৈঃ॥ ১৮৮॥

কালকূটস্য স্বরূপম্—দেবাসুররণে দেবৈর্হতস্য পৃথুমালিনঃ। দৈতস্য রুধি-রাজ্জাতস্তরুরশ্বত্থসন্নিভঃ॥ নির্যাসঃ কালকূটোঽস্য মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। সো হি ক্ষেত্রে শৃঙ্গবেরে কোঙ্কণে মলয়ে ভবেৎ॥ ১৮৯। ১৯০॥

হালাহলস্য স্বরূপম্—গোস্তনাভফলো গুচ্ছস্তালপত্রচ্ছদস্তথা। তেজসা যস্য দহন্তে সমীপস্থা দ্রুমাদয়ঃ॥ অসৌ হালাহলো জ্ঞেয়ঃ কিষ্কিন্ধায়াং হিমালয়ে। দক্ষিণাব্ধি-তটে দেশে কোঙ্কণেঽপি চ জায়তে॥ ১৯১। ১৯২॥

---

* কিং রত্নং কস্য গ্রহস্য প্রীতিকারিত্বেন দোষহরং ভবতীতি প্রশ্নে তদুত্তরমাহ রত্নমালায়াং মাণিক্যমিতি॥ ১৭৮॥ * উপরত্নানি গৌণরত্নানি। কর্পূরাশ্মা কপনীয়া কপূর্ণীআ মুক্তাশুক্তিঃ সীপ॥ ১৭৯॥

ব্রহ্মপুত্রস্য স্বরূপম্—বর্ণতঃ কপিলো যঃ স্যাত্তথা ভবতি সারতঃ। ব্রহ্মপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো জায়তে মলয়াচলে॥ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডুরস্তেষু ক্ষত্রিয়ো লোহিতপ্রভঃ। বৈশ্যঃ পীতঃ সিতঃ শূদ্রো বিষ উক্তশ্চতুর্বিধঃ॥ রসায়নে বিষং বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং দেহপুষ্টয়ে। বৈশ্যং কুষ্ঠ-বিনাশায় শূদ্রং দদ্যাদ্ বধায় হি॥ বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়ি চ বিকাশি চ। আগ্নেয়ং বাতকফহৃদ্ যোগবাহি মদাবহম্ *॥ তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্। যোগবাহি ত্রিদোষঘ্নং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥ যে দুর্গুণা বিষেঽশুদ্ধে তে স্যু র্হীনা বিশোধনাৎ। তস্মাদ্বিষং প্রয়োগেষু শোধয়িত্বা প্রযোজয়েৎ॥ ১৯৩—১৯৮॥

উপবিষাণাং নিরূপণম্—অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং লাঙ্গলী করবীরকঃ। গুঞ্জাহি-ফেনৌ ধুস্তূরঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ *॥ ১৯৯॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে
ধাতূপধাতু-রসোপরস-রত্নোপরত্নবর্গঃ।

অথ ধান্যবর্গঃ।

তত্র ধান্যানাং ভেদাঃ—শালিধান্যং ব্রীহিধান্যং শূকধান্যং তৃতীয়কম্। শিম্বীধান্যং ক্ষুদ্রধান্যমিত্যুক্তং ধান্যপঞ্চকম্॥ শালয়ো রক্তশাল্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ ষষ্টিকাদয়ঃ। যবাদিকং শূকধান্যং মুদ্গাদ্যং শিম্বিধান্যকম্। কঙ্গ্বাদিকং ক্ষুদ্রধান্যং তৃণধান্যঞ্চ তৎ স্মৃতম্॥ ১। ২॥

তত্র শালিধান্যস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৩॥

শালীনাং নামানি—রক্তশালিঃ সকলমঃ পাণ্ডুকঃ শকুনাহৃতঃ। সুগন্ধকঃ কর্দ্দমকো মহাশালিশ্চ দূষকঃ॥ পুষ্পাণ্ডকঃ পুণ্ডরীকস্তথা মহিষমস্তকঃ। দীর্ঘশূকঃ কাঞ্চনকো হায়নো লোধ্রপুষ্পকঃ॥ ইত্যাদ্যাঃ শালয়ঃ সন্তি বহবো বহুদেশজাঃ। গ্রন্থবিস্তরভীতেস্তে সমস্তা নাত্র ভাষিতাঃ॥ ৪—৬॥

তেষাং গুণাঃ—শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ। কষায়া লঘবো রুচ্যাঃ স্বর্য্যা বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ॥ অল্পানিলকফাঃ শীতাঃ পিত্তঘ্না মূত্রলাস্তথা। শালয়ো দগ্ধমৃজ্জাতাঃ কষায়া লঘুপাকিনঃ॥ সৃষ্টমূত্রপুরীষাশ্চ রুক্ষাঃ শ্লেষ্মাপকর্ষণাঃ। কৈদারা বাতপিত্তঘ্নাঃ গুরবঃ

---

* ব্যবায়ি সকলকায়গুণব্যাপনপূর্ব্বকং পাকগমনশীলম্॥ বিকাশি ওজঃশোষণপূর্ব্বকসন্ধিবন্ধ-শিথিলীকরণশীলম্। আগ্নেয়ম্ অধিকাগ্ন্যংশং। যোগবাহি সঙ্গিগুণগ্রাহকং। মদাবহম্ তমোগুণাধিক্যেন বুদ্ধিবিধ্বংসকম্॥ ১৯৬॥ * উপবিষাঃ গৌণবিষাঃ। এষাং গুণাস্তত্র তত্র দ্রষ্টব্যাঃ॥ ১৯৯॥

কফশুক্রলাঃ ॥ কষায়া অল্পবর্চ্চস্কা মেধ্যাশ্চৈব বলাবহাঃ *। স্থলজাঃ স্বাদবঃ পিত্তকফঘ্না বাতবহ্নিদাঃ ॥ কিঞ্চিত্তিক্তাঃ কষায়াশ্চ বিপাকে কটুকা অপি *। বাপিতা মধুরা বৃষ্যা বল্যাঃ পিত্তপ্রণাশনাঃ ॥ শ্লেষ্মলাশ্চাল্পবর্চ্চস্কাঃ কষায়া গুরবো হিমাঃ *। বাপিতেভ্যো গুণৈঃ কিঞ্চিৎ হীনাঃ প্রোক্তা অবাপিতাঃ * ॥ রোপিতাস্তু নবা বৃষ্যাঃ পুরাণা লঘবঃ স্মৃতাঃ। রোপিতা রোপিতা ভূয়ঃ শীঘ্রপাকা গুণাধিকাঃ। ছিন্নরূঢ়াঃ হিমা রূক্ষা বল্যাঃ পিত্তকফাপহাঃ। বদ্ধবিট্‌কাঃ কষায়াশ্চ লঘবশ্চাল্পতিক্তকাঃ ॥ ৭—১৪ ॥

রক্তশালেগু´ণাঃ—রক্তশালির্বরস্তেষু বল্যো বর্ণ্যস্ত্রিদোষজিৎ। চক্ষুষ্যো মূত্রলঃ স্বর্য্যঃ শুক্রলস্তৃট্‌জ্বরাপহঃ * ॥ বিষব্রণশ্বাসকাস-দাহনুদ্বহ্নিপুষ্টিদঃ। তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ শালয়ো মহদাদয়ঃ ॥ ১৫। ১৬ ॥

ব্রীহিধান্যস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—বার্ষিকাঃ কণ্ডিতাঃ শুক্লা ব্রীহয়শ্চিরপাকিনঃ। কৃষ্ণব্রীহিঃ পাটলশ্চ কুক্কুটাণ্ডক ইত্যপি ॥ শালামুখো জতুমুখ ইত্যাদ্যাঃ ব্রীহয় স্মৃতাঃ। কৃষ্ণব্রীহিঃ স বিজ্ঞেয়ো যৎকৃষ্ণতুষতণ্ডুলঃ ॥ পাটলঃ পাটলাপুষ্পবর্ণকো ব্রীহিরুচ্যতে। কুক্কুটাণ্ডাকৃতিব্রীহিঃ কুক্কুটাণ্ডক উচ্যতে ॥ শালামুখঃ কৃষ্ণশূকঃ কৃষ্ণতণ্ডুল উচ্যতে। লাক্ষাবর্ণং মুখং যস্য জ্ঞেয়ো জতুমুখস্তু সঃ। ব্রীহয়ঃ কথিতাঃ পাকে মধুরা বীর্য্যতো হিমাঃ। অল্পাভিষ্যন্দিনো বদ্ধবর্চ্চস্কাঃ ষষ্টিকৈঃ সমাঃ। কৃষ্ণব্রীহির্বরস্তেষাং তস্মাদল্পগুণাঃ পরে ॥ ১৭—২১ ॥

ষষ্টিকানাং লক্ষণং গুণাশ্চ—গর্ভস্থা এব যে পাকং যান্তি তে ষষ্টিকা মতাঃ ॥ ২২ ॥

ষষ্টিকানাং নামানি—ষষ্টিকঃ শতপুষ্পশ্চ প্রমোদকমুকুন্দকৌ। মহাষষ্টিক ইত্যাদ্যাঃ ষষ্টিকাঃ সমুদাহৃতাঃ ॥ এতেঽপি ব্রীহয়ঃ প্রোক্তা ব্রীহিলক্ষণদর্শনাৎ ষষ্টিকা মধুরাঃ শীতা লঘবো বদ্ধবর্চ্চসঃ ॥ বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শালিভিঃ সদৃশা গুণৈঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

তত্র ষষ্টিকায়া গুণাঃ—ষষ্টিকা প্রবরা তেষাং লঘ্বী স্নিগ্ধা ত্রিদোষজিৎ। স্বাদ্বী মৃদ্বী গ্রাহিণী চ বলদা জ্বরহারিণী। রক্তশালিগুণৈস্তুল্যা ততঃ স্বল্পগুণা পরে * ॥ ২৬ ॥

শূকধান্যানি তেষাং নামানি গুণাশ্চ—যবস্তু সিতশূকঃ স্যান্নিঃশূকোঽতিযবঃ স্মৃতঃ। তোক্যস্তদ্বৎ সহরিতস্ততঃ স্বল্পশ্চ কীর্ত্তিতঃ * ॥ যবঃ কষায়ো মধুরঃ শীতলো লেখনো মৃদুঃ। ব্রণেষু তিলবৎ পথ্যো রুক্ষো মেধাগ্নিবর্দ্ধনঃ ॥ কটুপাকোঽনভিষ্যন্দী স্বর্য্যো বলকরো গুরুঃ ॥ বহুবাতমলো বর্ণস্থৈর্য্যকারী চ পিচ্ছিলঃ ॥ কণ্ঠত্বগাময়শ্লেষ্মপিত্তমেদঃপ্রণাশনঃ ॥ পীনসশ্বাসকাসোরুস্তম্ভলোহিততৃট্ প্রণুৎ। অস্মাদতিযবো ন্যূনস্তোক্যো ন্যূনতরস্ততঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

---

* কৈদারাঃ কৃষ্টক্ষেত্রজাঃ উপ্তাঃ ॥ ৯ ॥ * স্থলজাঃ অকৃষ্টভূমিজাতাঃ ॥ স্বয়ং জাতাঃ ॥ ১০ ॥ * বাপিতাঃ কৃষ্টক্ষেত্রে অকৃষ্টক্ষেত্রে চ ॥ ১১ ॥ * কৃষ্টক্ষেত্রে অকৃষ্টক্ষেত্রে বা ॥ ১২ ॥ * রক্তশালিঃ দাউদখানী ইতি লোকে। মগধদেশে প্রসিদ্ধঃ ॥ ১৫ ॥ * ষষ্টিকা ষাটী ইতিলোকে ॥২৬॥ * শূকধান্যানি। তেষু যবঃ প্রসিদ্ধঃ, অতিযবো অতিশূকঃ কৃষ্ণারুণবর্ণো যবঃ। তোক্যো হরিতো নিঃশূকঃ স্বল্পো যবঃ যবেতি প্রসিদ্ধঃ ॥ ২৭ ॥

গোধূমস্য নামানি লক্ষণং গুণাশ্চ—গোধূমঃ সুমনোঽপি স্যাৎ ত্রিবিধঃ স চ কীর্ত্তিতঃ। মহাগোধূম ইত্যাখ্যঃ পশ্চাদ্দেশাৎ সমাগতঃ *॥ মধূলী তু ততঃ কিঞ্চিদল্পা সা মধ্যদেশজা। নিঃশূকো দীর্ঘগোধূমঃ ক্বচিৎ নন্দীমুখাভিধঃ॥ গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্তহরো গুরুঃ। কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্ধানকৃৎ সরঃ॥ জীবনো বৃংহণো বর্ণ্যো ব্রণ্যো রুচ্যঃ স্থিরত্বকৃৎ *॥ মধূলী শীতলা স্নিগ্ধা পিত্তঘ্নী মধুরা লঘুঃ। শুক্রলা বৃংহণী পথ্যা তদ্বন্ নন্দীমুখঃ স্মৃতঃ॥ ৩১—৩৪॥

শিম্বীধান্যম্—(তৎপর্য্যায়গুণাঃ)। শমীজাঃ শিম্বিজাঃ শিম্বীভবাঃ সূপ্যাশ্চ বৈদলাঃ। বৈদলা মধুরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ॥ বাতলাঃ কফপিত্তঘ্না বদ্ধমূত্রমলা হিমাঃ। ঋতে মুদ্গমসূরাভ্যামন্যে ত্বাধ্মানকারিণঃ *॥ ৩৫। ৩৬॥

তত্র মুদ্গস্য গুণাঃ—মুদ্গো রুক্ষো লঘুর্গ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ। স্বাদুরল্পানিলো নেত্র্যো জ্বরঘ্নো বনজস্তথা॥ মুদ্গো বহুবিধঃ শ্যামো হরিতঃ পীতকস্তথা। শ্বেতো রক্তশ্চ তেষাস্তু পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো লঘুঃ স্মৃতঃ॥ সুশ্রুতেন পুনঃ প্রোক্তো হরিতঃ প্রবরো গুণৈঃ। চরকাদিভিরপ্যুক্ত এষ এব গুণাধিকঃ॥ ৩৭—৩৯॥

মাষঃ—(উরদ)। মাষো গুরুঃ স্বাদুপাকঃ স্নিগ্ধো রুচ্যোঽনিলাপহঃ। স্রংসনস্তর্পণো বল্যঃ শুক্রলো বৃংহণঃ পরঃ॥ ভিন্নমূত্রমলঃ স্তন্যো মেদঃপিত্তকফপ্রদঃ। গুদকীলার্দ্দিতশ্বাস-পংক্তিশূলানি নাশয়েৎ॥ কফপিত্তকরা মাষাঃ কফপিত্তকরং দধি। কফপিত্তকরা মৎস্যা বৃন্তাকং কফপিত্তকৃৎ॥ ৪০—৪২॥

রাজমাষঃ—(বোড়া যস্য চ বেরাতরা লোবিআ ইত্যাদয়ো ভেদাঃ)। রাজমাষো মহামাষশ্চপল শ্চবলঃ স্মৃতঃ। রাজমাষো গুরুঃ স্বাদুস্তুবরস্তর্পণং সরঃ॥ রুক্ষো বাতকরো রুচ্যঃ স্তন্যভূরিবলপ্রদঃ। শ্বেতো রক্তস্তথাকৃষ্ণস্ত্রিবিধঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ। যো মহাংস্তেষু ভবতি স এবোক্তো গুণাধিকঃ॥ ৪৩। ৪৪॥

নিষ্পাবঃ—(সতু রাজসিম্বীবীজং ভেটবাসু ইতি লোকে)। নিষ্পাবো রাজশিম্বিঃ স্যাদ্ বল্লকঃ শ্বেতশিম্বিকঃ। নিষ্পাবো মধুরো রুক্ষো বিপাকেঽম্লো গুরুঃ সরঃ॥ কষায়ঃ স্তন্যপিত্তাস্র-মূত্রবাতবিবন্ধকৃৎ। বিদাহ্যুষ্ণো বিষশ্লেষ্ম-শোথহৃচ্ছুক্রনাশনঃ॥ ৪৫। ৪৬॥

মকুষ্টঃ—(মোঠ)। মকুষ্টো বনমুদ্গঃ স্যান্মকুষ্টকমুকুষ্টকৌ। মকুষ্টো বাতলো গ্রাহী কফপিত্তহরো লঘুঃ। বহ্নিজিন্ মধুরঃ পাকে কৃমিকৃৎ জ্বরনাশনঃ॥ ৪৭॥

মসূরঃ—(মসূরী)। মঙ্গল্যকো মসূরঃ স্যান্ মঙ্গল্যা চ মসূরিকা। মসূরো মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ॥ কফপিত্তাস্রজিদ্ রুক্ষো বাতলো জ্বরনাশনঃ॥ ৪৮॥

---

* মহাগোধূমঃ বড়গোধূমা ইতি লোকে॥ ৩১॥ * কফপ্রদো নবীনো নতু পুরাণঃ। 'পুরাণযবগোধূমক্ষৌদ্রজাঙ্গলশূল্যভূগিতি' বাগ্‌ভটেন বসন্তে গৃহীতত্বাৎ॥ ৩৩॥ * মুদ্গমসূরয়োরাধ্মানাকারিত্বমন্যবদলাপেক্ষয়া নতু সর্ব্বথা, এতয়োরপি কিঞ্চিদাধ্মানকারিত্বদর্শনাৎ॥ ৩৬॥

আঢ়কী—(রহরী)। আঢ়কী তুবরী চাপি সা প্রোক্তা শণপুষ্পিকা। আঢ়কী তুবরা রুক্ষা মধুরা শীতলা লঘুঃ। গ্রাহিণী বাতজননী বর্ণ্যা পিত্তকফাস্রজিৎ ॥ ৪৯ ॥

চণকঃ—(ছোলা)। চণকো হরিমন্থঃ স্যাৎ সকলপ্রিয় ইত্যপি। চণকঃ শীতলো রুক্ষঃ পিত্তরক্তকফাপহঃ ॥ লঘুঃ কষায়ো বিষ্টম্ভী বাতলো জ্বরনাশনঃ। স চাঙ্গারেণ সম্ভৃষ্টস্তৈলভৃষ্টশ্চ তদ্গুণঃ ॥ আর্দ্রভৃষ্টো বলকরো রোচনশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ। শুষ্কভৃষ্টোঽতিরুক্ষশ্চ বাতকুষ্ঠপ্রকোপণঃ ॥ স্বিন্নঃ পিত্তকফং হন্যাৎ সূপঃ ক্ষোভকরো মতঃ। আর্দ্রোঽতিকোমলো রুচ্যঃ পিত্তশুক্রহরো হিমঃ। কষায়ো বাতলো গ্রাহী কফপিত্তহরো লঘুঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

কলায়ঃ—(কেরাব) কলায়ো বর্ত্তুলঃ প্রোক্তঃ সতিলশ্চ (ক) হরেণুকঃ। কলায়ো মধুরঃ স্বাদুঃ পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ ॥ ৫৪ ॥

ত্রিপুটঃ—(খেসারী)। ত্রিপুটঃ খণ্ডিকোঽপি স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ। ত্রিপুটো মধুরস্তিক্তস্তুবরো রুক্ষণো ভৃশম্ ॥ কফপিত্তহরো রুচ্যো গ্রাহকঃ শীতলস্তথা। কিন্তু খঞ্জত্বপঙ্গুত্বকারী বাতাতিকোপনঃ ॥ ৫৫ । ৫৬ ॥

কুলত্থঃ—(কুলথা)। কুলত্থিকা কুলত্থশ্চ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ। কুলত্থঃ কটুকঃ পাকে কষায়ঃ পিত্তরক্তকৃৎ ॥ লঘুর্বিদাহী বীর্য্যোষ্ণঃ শ্বাসকাসকফানিলান্। হন্তি হিক্কাশ্মরীশুক্রদাহানাহান্ সপীনসান্। স্বেদসংগ্রাহকো মেদোজ্বরকৃমিহরঃ পরঃ ॥ ৫৭ । ৫৮ ॥

তিলঃ—তিলঃ কৃষ্ণঃ সিতো রক্তঃ স বন্যোঽল্পতিলঃ স্মৃতঃ। তিলো রসে কটুস্তিক্তো মধুরস্তুবরো গুরুঃ ॥ বিপাকে কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তনুৎ। বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্ত্বচ্যঃ স্তন্যো ব্রণে হিতঃ ॥ দন্ত্যোঽল্পমূত্রকৃদ্ গ্রাহী বাতঘ্নোঽগ্নিমতিপ্রদঃ। কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেষু শুক্রলো মধ্যমঃ সিতঃ। অন্যে হীনতরাঃ প্রোক্তাস্তজ্জ্ঞৈ রক্তাদয়স্তিলাঃ ॥৫৯—৬১॥

অতসী—(তিসি) অতসী নীলপুষ্পী চ পার্ব্বতী স্যাদুমা ক্ষুমা। অতসী মধুরা তিক্তা স্নিগ্ধা পাকে কটুর্গুরুঃ। উষ্ণা দৃক্‌শুক্রবাতঘ্নী কফপিত্তবিনাশিনী ॥ ৬২ ॥

তুবরী—(তোরী তোড়িসেতি লোকে)। তুবরী গ্রাহিণী প্রোক্তা লঘ্বী কফবিষাস্রজিৎ। তীক্ষ্ণোষ্ণা বহ্নিদা কণ্ডূকুষ্ঠকোষ্ঠকৃমিপ্রণুৎ ॥ ৬৩

সর্ষপঃ—(রক্তসরীষো পিঅরীসরিসো)। সর্ষপঃ কটুকস্নেহস্তুন্তুভশ্চ কদম্বকঃ গৌরস্তু সর্ষপঃ প্রাজ্ঞৈঃ সিদ্ধার্থ ইতি কথ্যতে ॥ সর্ষপস্তু রসে পাকে কটুঃ স্নিগ্ধঃ সতিক্তকঃ। তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কফবাতঘ্নো রক্তপিত্তাগ্নিবর্দ্ধনঃ ॥ রক্ষোহরো জয়েৎ কণ্ডূ-কুষ্ঠকোষ্ঠকৃমিগ্রহান্। যথা রক্তস্তথা গৌরঃ কিন্তু গৌরো বরো মতঃ ॥ ৬৪—৬৬ ॥

রাজিকা—(রাই কৃষ্ণরাই)। রাজী তু রাজিকা তীক্ষ্ণগন্ধা ক্ষুজ্জনিকা ক্ষুরী। ক্ষবক্ষতাভিজনকঃ কৃমিকৃৎ কৃষ্ণসর্ষপঃ ॥ রাজিকা কফপিত্তঘ্নী তীক্ষ্ণোষ্ণা রক্তপিত্তকৃৎ। কিঞ্চিৎ রুক্ষাগ্নিদা কণ্ডূকুষ্ঠকোষ্ঠকৃমীন্ হরেৎ। অতিতীক্ষ্ণা বিশেষেণ তদ্বৎ কৃষ্ণাপি রাজিকা ॥৬৭।৬৮॥

(ক) সতিলশ্চেতি বা পাঠঃ।

ক্ষুদ্রধান্যম্—ক্ষুদ্রধান্যং কুধান্যঞ্চ তৃণধান্যমিতি স্মৃতম্। ক্ষুদ্রধান্যমনুষ্ণং স্যাৎ কষায়ং লঘু লেখনম্॥ মধুরং কটুকং পাকে রুক্ষঞ্চ ক্লেদশোষকম্। বাতকৃৎ বদ্ধবিট্ কঞ্চ পিত্তরক্তকফাপহম্॥ ৬৯—৭১॥

তত্র কঙ্গুঃ—স্ত্রিয়াং কঙ্গুপ্রিয়ঙ্গু দ্বে কৃষ্ণা রক্তা সিতা তথা। পীতা চতুর্বিধা কঙ্গুস্তাসাং পীতা বরা স্মৃতা॥ কঙ্গুস্তু ভগ্নসন্ধানবাতকৃদ্ বৃংহণী গুরুঃ। রুক্ষা শ্লেষ্মহরাঽতীব বাজিনাং গুণকৃদ্ ভৃশম্॥ ৭২।৭৩॥

চীনাকঃ—(চীনা)। চীনাকঃ কঙ্গুভেদোঽস্তি স জ্ঞেয়ঃ কঙ্গুবদ্গুণৈঃ॥ ৭৪॥

শ্যামা—শ্যামাকঃ শোষণো রুক্ষো বাতলঃ কফপিত্তহৃৎ॥ ৭৫॥

কোদ্রবঃ—কোদ্রবঃ কোরদূষঃ স্যাদুদ্দালো বনকোদ্রবঃ। কোদ্রবো বাতলো গ্রাহী হিমঃ পিত্তকফাপহঃ। উদ্দালস্তু ভবেদুষ্ণো গ্রাহী বাতকরো ভৃশম্॥ ৭৬॥

চারুকঃ—(সরবীজঃ)। চারুকঃ সরবীজঃ স্যাৎ কথ্যন্তে তৎগুণা অথ। চারুকো মধুরো রুক্ষো রক্তপিত্তকফাপহঃ॥ শীতলো লঘুর্বৃষ্যশ্চ কষায়ো বাতকোপনঃ॥ ৭৭॥

বংশবীজঃ—যবা বংশভবা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ। বদ্ধমূত্রাঃ কফঘ্নাশ্চ বাতপিত্তকরাঃ সরাঃ॥ ৭৮॥

কুসুম্ভবীজম্—(বরে সুম্ভবীজ)। কুসুম্ভবীজং বরটা সৈব প্রোক্তা বরট্টিকা। বরটা মধুরা স্নিগ্ধা রক্তপিত্তকফাপহা। কষায়া শীতলা গুর্বী স্যাদবৃষ্যানিলাপহা॥ ৭৯॥

গবেধুকা—(গরহেডুআ)। গবেধুকা তু বিদ্বদ্ভির্গবেধুঃ কথিতা স্ত্রিয়াম্। গবেধুঃ কটুকা স্বাদ্বী কার্শ্যকৃৎ কফনাশিনী॥ ৮০॥

নীবারঃ—(তীনী)। প্রসাধিকা তু নীবারস্তৃণান্নমিতি চ স্মৃতম্। নীবারঃ শীতলো গ্রাহী পিত্তঘ্নঃ কফবাতকৃৎ॥ ৮১॥

পবনালঃ—(পুনেরা)। পবনালো হিমঃ স্বাদুর্লোহিতঃ শ্লেষ্মপিত্তজিৎ। অবৃষ্যস্তুবরো রুক্ষঃ ক্লেদকৃৎ কথিতো লঘুঃ॥ ৮২॥

ধান্যং সর্ব্বং নবং স্বাদু গুরু শ্লেষ্মকরং স্মৃতম্। তত্তু বর্ষোষিতং পথ্যং যতো লঘুতরং হিতম্॥ বর্ষোষিতং সর্ব্বধান্যং গৌরবং পরিমুঞ্চতি। ন তু ত্যজতি বীর্য্যং স্বং ক্রমান্মুঞ্চত্যতঃপরম্‌এতেষু যবগোধূম-তিলমাষানবা হিতাঃ। পুরাণা বিরসা রুক্ষা ন তথা গুণকারিণঃ *॥ ৮৩—৮৫॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে ধান্যবর্গঃ।

---

* পুরাণাঃ বর্ষদ্বয়াদূপরিস্থিতাঃ। যবাদয়ো নবাঃ স্বাস্থ্যান্ প্রতি হিতাঃ। পথ্যাশিনাস্তু পুরাণা হিতাঃ। পুরাণযবগোধূমক্ষৌদ্রজাঙ্গলশূল্যভুগিতি বসন্তে বাগ্ভটেনোক্তত্বাৎ॥ ৮৫॥

অথ শাকবর্গঃ।

তত্র শাকানরূপণম্—পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা। শাকং ষড়্বিধমুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাদ্ যথোত্তরম্॥ ১॥

শাকানাং গুণাঃ—প্রায়ঃ শাকানি সর্ব্বাণি বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ। রুক্ষাণি বহুবর্চ্চাংসি সৃষ্টবিণ্মারুতানি চ॥ শাকং ভিনত্তি বপুরস্থি নিহন্তি নেত্রম্, বর্ণং বিনাশয়তি রক্তমথাপি শুক্রম্। প্রজ্ঞাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে পলিতঞ্চ নূনম্, হন্তি স্মৃতিং গতিমিতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগাস্তে হেতবো দেহবিনাশনায়। তস্মাদ্বুধঃ শাকবিবর্জ্জনন্তু কুর্য্যাৎ তথাম্লেষু স এব দোষঃ * ॥ ২—৪॥

শাকেষু বিশিষ্টানি বচনানি—তত্র পত্রশাকানি। তত্রাপি বাস্তুকদ্বয়স্য নামানি গুণাশ্চ। বাস্তূকং বাস্তুকঞ্চ স্যাৎ ক্ষারপত্রঞ্চ শাকরাট্। তদেব তু বৃহৎপত্রং রক্তং স্যাদেগৌড়বাস্তুকম্॥ প্রায়শো যবমধ্যে স্যাদ্ যবশাকমতঃ স্মৃতম্। বাস্তূকদ্বিতয়ং স্বাদু ক্ষারং পাকে কটূদিতম্॥ দীপনং পাচনং রুচ্যং লঘু শুক্রবলপ্রদম্। সরং প্লীহাস্রপিত্তার্শঃ-কৃমিদোষত্রয়াপহম্॥ ৫—৭॥

পোতকী—পোতক্যুপোদিকা সা তু মালবামৃতবল্লরী। পোতকী শীতলা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তনুৎ॥ অকণ্ঠ্যা পিচ্ছিলা নিদ্রাশুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ। বলদা রুচিকৃৎ পথ্যা বৃংহণী তৃপ্তিকারিণী॥ ৮। ৯॥

মারিষঃ—(শ্বেতমরুসা লোহিতমরুসা নবড়া ইতি চ)। মারিষো বাষ্পকো মার্ষঃ শ্বেতো রক্তশ্চ স স্মৃতঃ। মারিষো মধুরঃ শীতো বিষ্টম্ভী পিত্তনুদ্ গুরুঃ॥ বাতশ্লেষ্মকরো রক্তপিত্তনুদ্ বিষমাগ্নিজিৎ। রক্তমার্ষো গুরুর্নাতি সক্ষারো মধুরঃ সরঃ। শ্লেষ্মলঃ কটুকঃ পাকে স্বল্পদোষ উদীরিতঃ॥ ১০। ১১॥

তণ্ডুলীয়ঃ—(চবরাই অল্পমরুসা ইতি চ)। তণ্ডুলীয়ো মেঘনাদঃ কাণ্ডেরস্তণ্ডুলেরকঃ। ভণ্ডীরস্তণ্ডুলীবীজো বিষঘ্নশ্চাল্পমারিষঃ॥ তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রূক্ষঃ পিত্তকফাস্রজিৎ। সৃষ্টমূত্রমলো রুচ্যো দীপনো বিষহারকঃ॥ ১২। ১৩॥

পানীয়তণ্ডুলীয়ম্—(চবরাই ভেদ জলতণ্ডুলীয়ং শাস্ত্রে কঞ্চটমিতি প্রসিদ্ধম্)। পানীয়ং তণ্ডুলীয়ন্তু কঞ্চটং সমুদাহৃতম্। কঞ্চটং তিক্তকং রক্তপিত্তানিলহরং লঘু॥ ১৪॥

পলক্যা—(পলকী)। পলক্যা বাস্তুকাকারা চ্ছুরিকা চীরিতচ্ছদা। পলক্যা বাতলা শীতা শ্লেষ্মলা ভেদিনী গুরুঃ। বিষ্টম্ভিনী মদশ্বাসপিত্তরক্তকফাপহা॥ ১৫॥

---

* এতানি শাকনিন্দকানি বচনানি সামান্যানি, অথ বিশিষ্টানি বচনানি॥ ৪॥

নাড়িকম্—(নড়িচা কালশাকমিতি চ)। নাড়িকং কালশাকঞ্চ শ্রাদ্ধশাকঞ্চ কালকম্ কালশাকং সরং রুচ্যং বাতকৃৎ কফশোথহৃৎ। বল্যং রুচিকরং মেধ্যং রক্তপিত্তহরং হিমম্॥১৬॥

পট্টশাকঃ—(পটুআ)। পট্টশাকস্তু নাড়ীকো নাড়ীশাকশ্চ স স্মৃতঃ। নাড়ীকো রক্তপিত্তঘ্নো বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ ॥ ১৭ ॥

কলম্বী—কলম্বী শতপর্ব্বা চ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ। কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী ॥ ১৮ ॥

লোণী বৃহল্লোণী চ—লোণা লোণী চ কথিতা বৃহল্লোণী তু ঘোটিকা। লোণী রুক্ষা স্মৃতা গুর্ব্বী বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ॥ অর্শোঘ্নী দীপনী চাম্লা মন্দাগ্নিবিষনাশিনী। ঘোটিকাম্লা সরা চোষ্ণা বাতকৃৎ কফপিত্তহৃৎ॥ বাগ্দোষব্রণগুল্মঘ্নী শ্বাসকাসপ্রমেহনুৎ। শোথে লোচনরোগে চ হিতা তজ্জ্ঞৈরুদাহৃতা ॥ ১৯—২১ ॥

চাঙ্গেরী—(অম্বিলো নারতি চ)। চাঙ্গেরী চুক্রিকা দন্তশঠাম্বষ্ঠাম্ললোণিকা। অশ্মন্তকস্তু শফরী কুশলী চাম্লপত্রকঃ॥ চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা রুক্ষোষ্ণা কফবাতনুৎ। পিত্তাগম্ল গ্রহণ্যর্শঃকুষ্ঠাতীসারনাশিনী ॥ ২২। ২৩ ॥

চুক্রা—(চুক)। চুক্রিকা স্যাৎ তু পত্রাম্লা রোচনী শতবেধিনী। চুক্রা স্বল্পতরা স্বাদ্বী বাতঘ্নী কফপিত্তকৃৎ। রুচ্যা লঘুতরা পাকে বৃন্তাকেনাতিরোচনী ॥ ২৪ ॥

চিঞ্চা—(চেবুনা নাড়ীচবৎ)। চিঞ্চা চঞ্চুশ্চঞ্চুকী চ দীর্ঘপত্রা সতিক্তকা। চঞ্চুঃ শীতা সরা রুচ্যা স্বাদ্বী দোষত্রয়াপহা॥ ধাতুপুষ্টিকরী বল্যা মেধ্যা পিচ্ছিলকা স্মৃতা ॥ ২৫ ॥

হিলমোচিকা—(হুর হুর ইতি লোকে)। ব্রাহ্মী শঙ্খধরা চারী মৎস্যাক্ষী হিলমোচিকা। শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা ॥ ২৬ ॥

শিতিবারঃ—(শিরীআরী)। শিতিবারঃ শিতিবরঃ স্বস্তিকঃ সুনিষণ্ণকঃ। শ্রীবারকঃ সূচিপত্রঃ পর্ণকঃ কুক্কুটঃ শিখী॥ চাঙ্গেরীসদৃশঃ পত্রৈশ্চতুর্দ্দল ইতীরিতঃ। শাকো জলান্বিতে দেশে চতুঃপত্রীতি চোচ্যতে॥ সুনিষণ্ণো হিমো গ্রাহী মেদোদোষত্রয়াপহঃ। অবিদাহী লঘুঃ স্বাদুঃ কষায়ো রুক্ষদীপনঃ। বৃষ্যো রুচ্যো জ্বরশ্বাস-মেহকুষ্ঠভ্রমপ্রণুৎ ॥ ২৭—২৯ ॥

মূলকপত্রম্—(মুরই পত্রম্)। পাচনং লঘু রুচ্যোষ্ণং পত্রং মূলকজং নবম্। স্নেহসিদ্ধং ত্রিদোষঘ্নমসিদ্ধং কফপিত্তকৃৎ ॥ ৩০ ॥

দ্রোণপুষ্পী—(গুল্মা)। দ্রোণপুষ্পীদলং স্বাদু রুক্ষং গুরু চ পিত্তকৃৎ। ভেদনং কামলাশোথমেহজ্বরহরং কটু ॥ ৩১ ॥

যবানী—(জবাইন)। যবানীশাকমাগ্নেয়ং রুচ্যং বাতকফপ্রণুৎ। উষ্ণং কটু চ তিক্তং চ পিত্তলং লঘু শূলকৃৎ ॥ ৩২ ॥

চক্রমর্দ্দঃ—(চকবড়)। দদ্রুঘ্নপত্রং দোষঘ্নমম্লং বাতকফাপহম্। কণ্ডূকাসকৃমিশ্বাস দদ্রুকুষ্ঠপ্রণুৎ লঘু ॥ ৩৩ ॥

সেহুণ্ডঃ—সেহুণ্ডস্য দলং তীক্ষ্ণং দীপনং রোচনং হরেৎ। আধ্মানাষ্ঠীলিকাগুল্ম-শূলশোথোদরাণি চ ॥ ৩৪ ॥

পর্পটঃ—(দবনপাপরা)। পর্পটো হন্তি পিত্তাস্র-জ্বরতৃষ্ণাকফভ্রমান্। সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুদ্বাতলো লঘুঃ ॥ ৩৫ ॥

গোজিহ্বা—(গোমী)। গোজিহ্বা কুষ্ঠমেহাস্র-কৃচ্ছ্রজ্বরহরী লঘুঃ ॥ ৩৬ ॥

পটোলপত্রম্—পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু। স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বরকাসকৃমিপ্রণুৎ ॥ ৩৭ ॥

গুড়ূচী—গুড়ূচীপত্রমাগ্নেয়ং সর্ব্বজ্বরহরং লঘু। কষায়ং কটুতিক্তঞ্চ স্বাদুপাকং রসায়নম্॥ বল্যমুষ্ণঞ্চ সংগ্রাহি হন্যাদ্ দোষত্রয়ং তৃষাম্। দাহপ্রমেহবাতাসৃক্কামলা-কুষ্ঠপাণ্ডুতাম্ ॥ ৩৮। ৩৯ ॥

কাসমর্দ্দঃ—(কসোঁদা)। কাসমর্দ্দোঽরিমর্দ্দশ্চ কাসারিঃ কর্কশস্তথা। কাসমর্দ্দদলং রুচ্যং বৃষ্যং কাসবিষাস্রনুৎ॥ মধুরং কফবাতঘ্নং পাচনং কণ্ঠশোধনম্। বিশেষতঃ কাসহরং পিত্তঘ্নং গ্রাহকং লঘু ॥ ৪০। ৪১ ॥

চণকশাকম্—রুচ্যং চণকশাকং স্যাদ্ দুর্জ্জরং কফবাতকৃৎ। অম্লং বিষ্টম্ভজনকং পিত্তনুৎ দন্তশোথহৃৎ ॥ ৪২ ॥

কলায়শাকম্—(কেরাবা)। কলায়শাকং ভেদি স্যাল্লঘু তিক্তং ত্রিদোষজিৎ ॥৪৩॥

সার্ষপশাকম্—কটুকং সার্ষপং শাকং বহুমূত্রমলং গুরু। অম্লপাকং বিদাহি স্যাদুষ্ণং রুক্ষং ত্রিদোষজিৎ। সক্ষারং লবণং তীক্ষ্ণং স্বাদু শাকেষু নিন্দিতম্ ॥ ৪৪ ॥

পুষ্পশাকানি—(তত্রাগস্তিপুষ্পস্য গুণাঃ)। অগস্তিকুসুমং শীতং চাতুর্থকনিবারণম্। নক্তান্ধ্যনাশনং তিক্তং কষায়ং কটুপাকি চ ॥ পীনসশ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বাতঘ্নং মুনিভির্ম্মতম্ ॥ ৪৫ ॥

কদলীপুষ্পম্—কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু। বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয়প্রণুৎ ॥ ৪৬ ॥

শোভাঞ্জনপুষ্পম্—শিগ্রোঃ পুষ্পন্তু কটুকং তীক্ষ্ণোষ্ণং স্নায়ুশোথকৃৎ। কৃমিহৃৎ কফবাতঘ্নং বিদ্রধিপ্লীহগুল্মজিৎ ॥ মধুশিগ্রোস্ত্বক্ষিহিতং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৪৭ ॥

শাল্মলীপুষ্পম্—শাল্মলীপুষ্পশাকন্তু ঘৃতসৈন্ধবসাধিতম্। প্রদরং নাশয়ত্যেব দুঃসাধ্যঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ রসে পাকে চ মধুরং কষায়ং শীতলং গুরু। কফপিত্তাস্রজিদ্গ্রাহি বাতলঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৮। ৪৯ ॥

ফলশাকানি তত্র কুষ্মাণ্ডস্য নামানি গুণাশ্চ—কুষ্মাণ্ডং স্যাৎ পুষ্পফলং পীতপুষ্পং বৃহৎফলম্। কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ ॥ বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্। বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু। বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ ॥ ৫০। ৫১ ॥

কুষ্মাণ্ডী—(কোহড়ী)। কুষ্মাণ্ডী তু ভৃশং লঘ্বী কর্কারুরপি কীর্ত্তিতম্। কর্কারুর্গ্রাহিণী শীতা রক্তপিত্তহরা গুরুঃ। পক্বা তিক্তাগ্নিজননা সক্ষারা কফবাতনুৎ ॥ ৫২ ॥

অলাবুঃ—(লবলৌআ গৃহলৌআ)। অলাবুঃ কথিতা তুম্বী দ্বিধা দীর্ঘা চ বর্ত্তুলা। মিষ্ট-তুম্বীফলং হৃদ্যং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু। বৃষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥ ৫৩ ॥

কটুতুম্বী—(তীতলৌকী)। ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বী স্যাৎ সা তুম্বা চ মহাফলা। কটুতুম্বী হিমা হৃদ্যা পিত্তকাসবিষাপহা। তিক্তা কটুর্বিপাকে চ বাতপিত্তজ্বরান্তকৃৎ ॥ ৫৪ ॥

কর্কটী—(ককডী)। এর্বারুঃ কর্কটী প্রোক্তা কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ। কর্কটী শীতলা রুক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরুঃ। রুচ্যা পিত্তহরা সামা পক্বা তৃষ্ণাগ্নিপিত্তকৃৎ ॥ ৫৫ ॥

চিচিণ্ডঃ—(চিচিংড়া)। চিচিণ্ডঃ শ্বেতরাজিঃ স্যাৎ সুদীর্ঘো গৃহকূলকঃ। চিচিণ্ডো বাতপিত্তঘ্নো বল্যঃ পথ্যো রুচিপ্রদঃ। শোষিণোঽতিহিতঃ কিঞ্চিদ্গুণৈর্ন্যূনঃ পটোলতঃ ॥ ৫৬ ॥

কারবেল্লম্—(করেলা করেলা)। কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ। কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্॥ জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহকৃমীন্ হরেৎ। তদ্গুণা কারবল্লী স্যাদ্ বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ ॥ ৫৭। ৫৮ ॥

মহাকোশাতকী—(নেনুআ)। মহাকোশাতকী প্রোক্তা হস্তিঘোষা মহাফলা। ধামার্গবো ঘোষকশ্চ হস্তিপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ। মহাকোশাতকী স্নিগ্ধা রক্তপিত্তানিলাপহা ॥ ৫৯ ॥

ধামার্গবঃ—(তোরই)। ধামার্গবঃ পীতপুষ্পো জালিনী কৃতবেধনা। রাজকোশাতকী চেতি তথোক্তা রাজিমৎফলা॥ রাজকোশাতকী শীতা মধুরা কফবাতলা। পিত্তঘ্নী দীপনী শ্বাসজ্বরকাসকৃমিপ্রণুৎ ॥ ৬০। ৬১ ॥

পটোলঃ—(পরপর)। পটোলঃ কুলকস্তিক্তঃ পাণ্ডুকঃ কর্কশচ্ছদঃ। রাজীফলঃ পাণ্ডুফলো রাজেয়শ্চামৃতাফলঃ॥ বীজগর্ভঃ প্রতীকশ্চ কুষ্ঠহা কাসভঞ্জনঃ। পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্॥ স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি কাসাস্র-জ্বরদোষত্রয়কৃমীন্। পটোলস্য ভবে-ন্মূলং বিরেচনকরং সুখাৎ॥ নালং শ্লেষ্মহরং পত্রং পিত্তহারি ফলং পুনঃ। দোষত্রয়হরং প্রোক্তং তদ্বত্তিক্তা পটোলিকা॥ ৬২—৬৫ ॥

বিম্বী—(কুন্দুরী)। বিম্বী রক্তফলা তুণ্ডী তুণ্ডিকেরী চ বিম্বিকা। ওষ্ঠোপমফলা প্রোক্তা পীলুপর্ণী চ কথ্যতে॥ বিম্বীফলং স্বাদু শীতং গুরু পিত্তাস্রবাতজিৎ। স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাধ্মানকারকম্॥ ৬৬। ৬৭ ॥

শিম্বিঃ—(শোম্বিশেবা)। শিম্বিঃ শিম্বীঃ পুস্তশিম্বীস্তথা পুস্তকশিম্বিকা। শিম্বীদ্বয়ঞ্চ মধুরং রসে পাকে হিমং গুরু। বল্যং দাহকরং প্রোক্তং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তজিৎ॥ ৬৮ ॥

কোলশিম্বিঃ—(সুবরাশেম্বি)। কোলশিম্বিঃ কৃষ্ণফলা তথা পর্য্যঙ্কপট্টিকা। কোল-শিম্বিঃ সমীরঘ্নী গুর্ব্ব্যুষ্ণা কফপিত্তকৃৎ। শুক্রাগ্নিসাদকৃদ্ বৃষ্যা রুচিকৃদ্ বদ্ধবিড্ গুরুঃ ॥৬৯ ॥

শোভাঞ্জনফলম্—(সোহিঞ্জন ফল)। সোভাঞ্জনফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ। শূলকুষ্ঠক্ষয়শ্বাস-গুল্মহৃদ্দীপনং পরম্ ॥ ৭০ ॥

বৃন্তাকম্—(ভংটা)। বৃন্তাকং স্ত্রী তু বার্ত্তাকুর্ভণ্টাকী ভাণ্টিকাপি চ। বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্ ॥ জ্বরবাতবলাসঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু। তদ্বালং কফপিত্তঘ্নং বৃদ্ধং পিত্তকরং লঘু ॥ বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিদঙ্গারপরিপাচিতম্। কফমেদোঽনিলামঘ্নমত্যর্থং লঘু দীপনম্ ॥ তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবণান্বিতম্। অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ডসমং ভবেৎ। তদর্শঃসু বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ ॥ ৭১—৭৪ ॥

ডিণ্ডিশঃ—ডিণ্ডিশো রোমশফলো মুনিনির্ম্মিত ইত্যপি। ডিণ্ডিশো রুচিকৃদ্ ভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ। সুশীতো বাতলো রুক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরীহরঃ ॥ ৭৫ ॥

পিণ্ডারম্—পিণ্ডারং শীতলং বল্যং পিত্তঘ্নং রুচিকারকম্। পাকে লঘু বিশেষেণ বিষশান্তিকরং স্মৃতম্ ॥ ৭৬ ॥

কর্কোটকী—(খেখসা)। কর্কোটকী পীতপুষ্পা মহাজালীতি চোচ্যতে। কর্কোটী মলহৃৎ কুষ্ঠ-হৃল্লাসারুচিনাশিনী। শ্বাসকাসজ্বরান্ হন্তি কটুপাকা চ দীপনী ॥ ৭৭ ॥

ডোডিকা—(করেরুআ)। ডোডিকা বিষমুষ্টিশ্চ ডোডীত্যপি সুমুষ্টিকা। ডোডিকা পুষ্টিদা বৃষ্যা রুচ্যা বহ্নিপ্রদা লঘুঃ। হন্তি পিত্তকফার্শাংসি কৃমিগুল্মবিষাময়ান্ ॥ ৭৮ ॥

কণ্টকারীফলম্—কণ্টকারীফলং তিক্তং কটুকং দীপনং লঘু। রুক্ষোষ্ণং শ্বাসকাসঘ্নং জ্বরানিলকফাপহম্ ॥ ৭৯ ॥

নালশাকানি। তত্র সর্ষপনালম্—তীক্ষ্ণোষ্ণং সার্ষপং নালং বাতশ্লেষ্মব্রণাপহম্। কণ্ডূকৃমিহরং দদ্রুকুষ্ঠঘ্নং রুচিকারকম্ ॥ ৮০ ॥

কন্দশাকানি। তত্র শূরণস্য নামানি গুণাশ্চ—শূরণঃ কন্দ ওলশ্চ কন্দলোঽর্শোঘ্ন ইত্যপি। শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ ॥ বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ। বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহাগুল্মবিনাশনঃ ॥ সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। দদ্রুণাং কুষ্ঠিনাং রক্তপিত্তিনাং ন হিতো হি সঃ। সন্ধানযোগসম্প্রাপ্তঃ শূরণো গুণবত্তরঃ ॥ ৮১—৮৩ ॥

আলুকঃ—(আরু আরুকমপ্যালুক্তং তৎ কথিতম্ বীরসেনশ্চ)। কাষ্ঠালুক শঙ্খালুকহস্ত্যালুকানি কথ্যন্তে। পিণ্ডালুকমধ্বালুকরক্তালুকানি চোক্তানি * ॥ আলুকং শীতলং সর্ব্বং বিষ্টম্ভি মধুরং গুরু। সৃষ্টমূত্রমলং রুক্ষং দুর্জ্জরং রক্তপিত্তনুৎ। কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং স্তন্যবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৮৪ । ৮৫ ॥

---

* কাষ্ঠালুকং কাঠিন্যযুক্তং কটারু ; শঙ্খালুকং শ্বেততাযুক্তং। "শখারু"। হস্ত্যালুকং দীর্ঘতাযুক্তং মহাশরীরম্। পিণ্ডালুকং বর্ত্তুলং স্থূথনী। মধ্বালুকং মধুরতাযুক্তং রোমান্বিতং দীর্ঘস্থূথনী। রক্তালুকং রক্তারু রতড়া ইতি চ ॥ ৪৮ ॥

আলুকী—(অরই)। রক্তালুভেদে পাটিয়া তম্বী চ প্রথিতালুকী। আলুকী বলকৃৎ স্নিগ্ধা গুর্ব্বী হৃৎকফনাশিনী। বিষ্টম্ভকারিণী তৈলে ললিতাতিরুচিপ্রদা ॥ ৮৬ ॥

মূলকম্—(বোচী মুরইনেবার মুরই)। মূলকং দ্বিবিধং প্রোক্তং তত্রৈকং লঘুমূলকম্। শালামর্কটকঃ বিস্রং শালেয়ং মরুসম্ভবম্॥ চাণক্যমূলকং তীক্ষ্ণং তথা মূল কপোতিকা। নেপালমূলকং চান্যৎ তদ্ভবেদ্ গজদন্তবৎ ॥ লঘুমূলং কটূষ্ণং স্যাদ্ রুচ্যং লঘু চ পাচনম্। দোষত্রয়হরং স্বর্য্যং জ্বরশ্বাসবিনাশনম্॥ নাসিকাকণ্ঠরোগঘ্নং নয়নাময়নাশনম্। মহৎ তদেব রুক্ষোষ্ণং গুরু দোষত্রয়প্রদম্। স্নেহসিদ্ধং তদেব স্যাৎ দোষত্রয়বিনাশনম্ ॥ ৮৭।৯০ ॥

গাজরম্—গাজরং গৃঞ্জনং প্রোক্তং তথা নারঙ্গবর্ণকম্ (ক)। গাজরং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু। সংগ্রাহি রক্তপিত্তার্শো-গ্রহণীকফবাতজিৎ ॥ ৯১ ॥

কদলীকন্দঃ—(কেরাকন্দ)। শীতলঃ কদলীকন্দো বল্যঃ কেশ্যোঽম্লপিত্তজিৎ। বহ্নিকৃদ্ দাহহারী চ মধুরো রুচিকারকঃ ॥ ৯২ ॥

মানকন্দঃ—মানকঃ স্যান্ মহাপত্রঃ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ। মানকঃ শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ ॥ ৯৩ ॥

বারাহীকন্দঃ—(গেঠি ইতি লোকে)। বারাহী পিত্তলা বল্যা কট্বী তিক্তা রসায়নী। আয়ুঃশুক্রাগ্নিকৃন্মেহ-কফকুষ্ঠানিলাপহা ॥ ৯৪ ॥

হস্তিকর্ণী—গজকর্ণী তু তিক্তোষ্ণা তথা বাতকফান্ জয়েৎ। শীতজ্বরহরী স্বাদুঃ পাকে তস্যাস্তু কন্দকঃ॥ পাণ্ডুশোথকৃমিপ্লীহ-গুল্মানাহোদরাপহঃ। গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নো বনশূরণকন্দবৎ ॥ ৯৫ । ৯৬ ॥

কেমুকম্—(কেমুআ ইতিলোকে)। কেমুকং কটুকং পাকে তিক্তং গ্রাহি হিমং লঘু। দীপনং পাচনং হৃদ্যং কফপিত্তজ্বরাপহম্। কুষ্ঠকাসপ্রমেহাস্র-নাশনং বাতলং কটু ॥৯৭॥

কসেরু—(চিচোড়)। কসেরু দ্বিবিধং তত্তু মহদ্রাজকসেরুকম্। মুস্তাকৃতির্লঘু স্যাদ্যৎ তচ্চিচোড়মিতি স্মৃতম্॥ কসেরুকদ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু। পিত্তশোণিতদাহঘ্নং নয়নাময়নাশনম্। গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মারুচিস্তন্যকরং স্মৃতম্ ॥ ৯৮—৯৯ ॥

শালূকম্—(কসেরু ভিসীডা)। পদ্মাদিকন্দঃ শালূকং করহাটশ্চ কথ্যতে। মৃণালমূলং ভিস্সাণ্ডং জলালূকঞ্চ কথ্যতে॥ শালূকং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাস্রনুদ্ গুরু। দুর্জ্জরং স্বাদুপাকঞ্চ স্তন্যানিলকফপ্রদম্। সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং ভিস্সাণ্ডমপি তদ্গুণম্ ॥ ১০০।১০১॥

বালং হ্যনার্ত্তবং জীর্ণং ব্যাধিতং ক্রিমিভক্ষিতম্। কন্দং বিবর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যদ্বাহগ্ন্যাদিবিদূষিতম্॥ অতিজীর্ণমকালোত্থং রুক্ষং সিদ্ধমদেশজম্ *। কর্কশং কোমলং চাতি শীতব্যালাদি দূষিতম্। সংশুষ্কং সকলং শাকং নাশ্নীয়ান্মূলকং বিনা॥ ১০২। ১০৩ ॥

* অস্নৈলাদি সিদ্ধং রুক্ষং অদেশজমশুভাস্থানজম্ ॥ ১০২ ॥

(ক) নাগরবর্ণকমিতি পাঠান্তরম্।

সংস্বেদজশাকানি—(তেষাং নামানি গুণাশ্চ)। উক্তং সংস্বেদজং শাকং ভূমিচ্ছন্নং শিলীন্ধ্রকম্। ক্ষিতিগোময়কাষ্ঠেষু বৃক্ষাদিষু তদ্ভবেৎ ॥ সর্ব্বে সংস্বেদজাঃ শীতা-দোষলাঃ পিচ্ছিলাশ্চ তে। গুরবশ্ছর্দ্দ্যতীসার-জ্বরশ্লেষ্মাময়প্রদাঃ * ॥ শ্বেতাঃ শুচিস্থলীকাষ্ঠ-বংশগোময়সম্ভবাঃ (ক)। নাতিদোষকরাস্তে স্যুঃ শেষাস্তেভ্যো বিগর্হিতাঃ ॥ ১০৪।১০৬ ॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে শাকবর্গঃ।

অথ মাংসবর্গঃ।

মাংসস্য নামানি গুণাশ্চ—মাংসং তু পিশিতং ক্রব্যমামিষং পললং পলম্। মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ। প্রাণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ ॥ ১ ॥

তদ্ভেদাঃ—মাংসবর্গো দ্বিধা জ্ঞেয়ো জাঙ্গলাঽনূপভেদতঃ ॥ ২ ॥

তত্র জাঙ্গলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—মাংসবর্গোঽত্র জঙ্ঘালা বিলস্থাশ্চ গুহাশয়াঃ। তথা পর্ণমৃগা জ্ঞেয়া বিষ্কিরাঃ প্রতুদা অপি ॥ প্রসহা অথ চ গ্রাম্যা অষ্টৌ জাঙ্গলজাতয়ঃ ॥৩॥

জাঙ্গলা মধুরা রুক্ষাস্তুবরাঃ লঘবস্তথা। বল্যাস্তে বৃংহণা বৃষ্যা দীপনা দোষহারিণঃ ॥ মূকতাং মিম্মিনত্বং চ গদ্গদত্বার্দ্দিতে তথা। বাধির্য্যমরুচিচ্ছর্দ্দিপ্রমেহমুখজান্ গদান্ ॥ শ্লীপদং গলগণ্ডঞ্চ নাশয়ত্যনিলামযান্ ॥ ৪—৫ ॥

আনূপস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—কূলেচরাঃ প্লবাশ্চাপি কোশস্থাঃ পাদিনস্তথা। মৎস্যা এতে সমাখ্যাতাঃ পঞ্চধাঽনূপজাতয়ঃ ॥ আনূপা মধুরাঃ স্নিগ্ধা গুরবো বহ্নিসাদনাঃ। শ্লেষ্মলাঃ পিচ্ছিলাশ্চাপি মাংসপুষ্টিপ্রদা ভৃশম্। তথাভিষ্যন্দিনস্তে হি প্রায়ঃ পথ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬। ৭ ॥

জঙ্ঘালানাং গণনা বিশিষ্টগুণাশ্চ— হরিণৈণ-কুরঙ্গর্ষ্যপৃষতন্যঙ্কুশম্বরাঃ। রাজীবোঽপি চ মুণ্ডী চেত্যাদ্যা জঙ্ঘালসংজ্ঞকাঃ ॥ হরিণস্তাম্রবর্ণঃ স্যাদেণঃ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। কুরঙ্গ ঈষত্তাম্রঃ স্যাদেণতুল্যাকৃতির্ম্মহান্ ॥ ঋষ্যো নীলাঙ্গকো (খ) লোকে সরোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ। পৃষতশ্চন্দ্রবিন্দুঃ স্যাদ্ হরিণাৎ কিঞ্চিদল্পকঃ ॥ ন্যঙ্কুর্বহুবিষাণোঽথ সম্বরো গবয়ো মহান্। রাজীবস্তু মৃগো জ্ঞেয়ো রাজিভিঃ পরিতো বৃতঃ ॥ যো মৃগঃ শৃঙ্গহীনঃ

---

* সংস্বেদজাঃ ছাতা ইতি লোকে ॥ ১০৫ ॥

(ক) গোরক্ষসম্ভবাঃ ইতি বা পাঠঃ। (খ) নীলাণ্ডক ইতি বা পাঠঃ।

স্যাৎ স মুণ্ডীতি নিগদ্যতে ॥ জাঙ্গালাঃ প্রায়শঃ সর্ব্বে পিত্তশ্লেষ্মহরাঃ স্মৃতাঃ। কিঞ্চিদ্বাতকরাশ্চাপি লঘবো বলবর্দ্ধনাঃ ॥ ৮—১২ ॥

বিলেশয়ানাং গণনা গুণাশ্চ—গোধাশশভুজঙ্গাখু-শল্লক্যাদ্যা বিলেশয়াঃ। বিলেশয়া বাতহরা মধুরা রসপাকয়োঃ। বৃংহণা বদ্ধবিণ্মূত্রা বীর্য্যোষ্ণাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১৩॥

গুহাশয়ানাং গণনা গুণাশ্চ—সিংহব্যাঘ্রবৃকা ঋক্ষ-তরক্ষুদ্বীপিনস্তথা। বভ্রূ-জম্বুকমার্জ্জারা ইত্যাদ্যাঃ স্যুর্গুহাশয়াঃ * ॥ গুহাশয়া বাতহরা গুরূষ্ণা মধুরাশ্চ তে। স্নিগ্ধা বল্যা হিতা নিত্যং নেত্রগুহ্যবিকারিণাম্ ॥ ১৪। ১৫ ॥

পর্ণমৃগাণাং গণনা গুণাশ্চ—বনৌকা বৃক্ষমার্জ্জারো বৃক্ষমর্কটিকাদয়ঃ। এতে পর্ণমৃগাঃ প্রোক্তাঃ সুশ্রুতাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ * ॥ স্মৃতাঃ পর্ণমৃগা বৃষ্যাশ্চক্ষুষ্যাঃ শোষিণো হিতাঃ। শ্বাসার্শঃকাসশমনাঃ সৃষ্টমূত্রপুরীষিকাঃ ॥ ১৬। ১৭ ॥

বিষ্কিরাণাং গণনা গুণাশ্চ—বর্ত্তকালাববর্ত্তীর-কপিঞ্জলকতিত্তিরাঃ। কুলিঙ্গ-কুক্কুটাদ্যাশ্চ বিষ্কিরাঃ সমুদাহৃতাঃ * ॥ বিকীর্য্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে যস্মাত্তস্মাদ্ধি বিষ্কিরাঃ। কপিঞ্জল ইতি প্রাজ্ঞৈঃ কথিতো গৌরতিত্তিরিঃ ॥ বিষ্কিরা মধুরাঃ শীতাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ। বল্যা বৃষ্যাস্ত্রিদোষঘ্নাঃ পথ্যাস্তে লঘবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৮—২০ ॥

প্রতুদানাং গণনা গুণাশ্চ—পারাবতঃখঞ্জরীটঃপিকাদ্যাঃ প্রতুদাঃ স্মৃতাঃ (ক)। প্রতুদ্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে তুণ্ডেন প্রতুদাস্ততঃ * ॥ প্রতুদা মধুরাঃ পিত্তকফঘ্নাস্তুবরা হিমাঃ। লঘবো বদ্ধবর্চ্চস্কাঃ কিঞ্চিদ্বাতকরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১। ২২ ॥

প্রসহানাং গণনা গুণাশ্চ—কাকো গৃধ্র উলূকশ্চ চিল্লশ্চ শশঘাতকঃ। চাষো ভাসশ্চ কুরর ইত্যাদ্যাঃ প্রসহাঃ স্মৃতাঃ ॥ প্রসহাঃ কীর্ত্তিতাঃ এতে প্রসহ্যাচ্ছিদ্য ভক্ষণাৎ ॥ * প্রসহাঃ খলু বীর্য্যোষ্ণাঃ তন্মাংসং ভক্ষয়ন্তি যে। তে শোষভস্মকোন্মাদ-শুক্রক্ষীণা ভবন্তি হি ॥ ২৩। ২৪ ॥

গ্রাম্যাণাং গণনা গুণাশ্চ—ছাগমেষবৃষাশ্চাশ্বাঃ গ্রাম্যাঃ প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ ॥ গ্রাম্যা বাতহরাঃ সর্ব্বে দীপনাঃ কফপিত্তলাঃ। মধুরা রসপাকাভ্যাং বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ *॥২৫॥

কূলেচরাণাং গণনা গুণাশ্চ—লুলাপগণ্ডবারাহ-চমরীবারণাদয়ঃ। এতে কূলচরাঃ প্রোক্তা যতঃ কূলে চরন্ত্যপাম্ * ॥ কূলেচরা মরুৎপিত্তহরা বৃষ্যা বলাবহাঃ। মধুরাঃ শীতলাঃ স্নিগ্ধা মূত্রলাঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনাঃ ॥ ২৬। ২৭ ॥

---

* তরক্ষুঃ হউহা ইতি লোকে। দ্বীপী চিত্রব্যাঘ্র ইতি লোকে ॥ স্থূলপুচ্ছো রক্তনেত্রো বভ্রূঃ দেহঃ সনাকুলঃ ॥ ১৪ ॥ বনৌকা বানরঃ, বৃক্ষমার্জ্জারঃ বৃক্ষবিড়ালঃ ॥ বৃক্ষমর্কটিকা রূষী ইতি লোকে ॥ ১৬ ॥ কুলিঙ্গঃ গবরৈআ ইতি লোকে ॥ ১৮ ॥ হারীতঃ হারিল ইতি লোকে। কপোতো ধবলঃ পাণ্ডুঃ শতপত্রো বৃহচ্ছুকঃ। দার্ব্বাঘাট ইত্যপরঃ। কাঠফোরবা ইতি লোকে ॥ ২১ ॥ শশঘাতকঃ বাজ ইতি লোকে। চাষঃ নীলকম্ ইতি লোকে। ভাসো গৃধ্রবিশেষঃ স্যাৎ। কুররঃ করাকুরঃ ইতি লোকে ॥২৩॥ লুলাপো মহিষঃ। গণ্ডঃ খড়্গাঃ। চমরী চমরপুচ্ছিগৌ ॥ ২৬ ॥

(ক) পারাবতহারীতকপোত শতপত্রকাঃ। হারীতো ধবলঃ পাণ্ডুশ্চিত্রপক্ষো বৃহচ্ছুকঃ। ইতি বা পাঠঃ।

প্লবানাং গণনা গুণাশ্চ—হংসসারসকারণ্ড-(ক)-বকক্রৌঞ্চশরারিকাঃ। নন্দীমুখী সকাদম্বা বলাকাদ্যাঃ প্লবাঃ স্মৃতাঃ। প্লবন্তি সলিলে যস্মাদেতে তস্মাৎ প্লবাঃ স্মৃতাঃ * ॥ প্লবাঃ পিত্তহরাঃ স্নিগ্ধা মধুরা গুরবো হিমাঃ। বাতশ্লেষ্মপ্রদাশ্চাপি বলশুক্রকরাঃ সরাঃ ॥ ২৮। ২৯ ॥

কোশস্থানাং গণনা গুণাশ্চ—শঙ্খঃ শঙ্খনখশ্চাপি শুক্তিশম্বুকর্কটাঃ। জীবা-এবম্বিধাশ্চান্যে কোশস্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ * ॥ কোশস্থা মধুরাঃ স্নিগ্ধাঃ বাতপিত্তহরা হিমাঃ। বৃংহণা বহুবর্চ্চস্কা বৃষ্যাশ্চ বলবর্দ্ধনাঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

পাদিনাং গণনা গুণাশ্চ—কুম্ভীরকূর্ম্মনক্রাশ্চ গোধামকরশঙ্কবঃ। ঘণ্টিকঃ শিশুমারশ্চেত্যাদয়ঃ পাদিনঃ স্মৃতাঃ ॥ পাদিনোঽপি চ যে তে তু কোশস্থানাং গুণৈঃ সমাঃ * ॥ ৩২ ॥

মৎস্যনামানি গুণাশ্চ—মৎস্যো মীনো বিসারশ্চ ঝষো বৈসারিণোঽণ্ডজঃ। শকলী পৃথুরোমা চ স সুদর্শন ইত্যপি। রোহিতাদ্যাস্তু যে জীবাস্তে মৎস্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ মৎস্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরা গুরবঃ কফপিত্তলাঃ ॥ বাতঘ্না বৃংহণা বৃষ্যা রোচকা বলবর্দ্ধনাঃ। মদ্য-ব্যবায়সক্তানাং দীপ্তাগ্নীনাঞ্চ পূজিতাঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

জঙ্গালাদীনাং কতিপয়ানাং নামানি গুণাশ্চ— তত্র জঙ্গালেষু হরিণস্য গুণাঃ। হরিণঃ শীতলো বদ্ধবিণ্মূত্রো দীপনো লঘুঃ। রসে পাকে চ মধুরঃ সুগন্ধিঃ সন্নিপাতহা ॥ ৩৬ ॥

এণঃ—(করীসাইলহরিণঃ)। এণঃ কষায়ো মধুরঃ পিত্তাস্রক্কফবাতহৃৎ। সংগ্রাহী রোচনো বল্যো জ্বরপ্রশমনঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

কুরঙ্গঃ—কুরঙ্গো বৃংহণো বল্যঃ শীতলঃ পিত্তহৃদ্ গুরুঃ। মধুরো বাতহৃদ্ গ্রাহী কিঞ্চিৎকফকরঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

ঋষ্যঃ—(রোঝ)। ঋষ্যো নীলাণ্ডকশ্চাপি (খ) গবয়ো রোঝ ইত্যপি। গবয়ো মধুরো বল্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তলঃ ॥ ৩৯ ॥

পৃষতঃ—(চিত্তরি)। পৃষতস্তু ভবেৎ স্বাদুর্গ্রাহকঃ শীতলো লঘুঃ। দীপনো রোচনঃ শ্বাস-জ্বরদোষত্রয়াস্রজিৎ ॥ ৪০ ॥

কারণ্ডঃ কপর্দ্দিকাখ্যো বৃহদ্বকঃ। ক্রৌঞ্চঃ শরদ্বিহঙ্গঃ সাং, টেঙ্ক ইতি লোকে। শরারিকা সিদ্ধু ইতি লোকে ॥ ২৮ ॥ স্থূলা কঠোরা বৃত্তা চ যস্যাশ্চঞ্চুঃ পরিস্থিতা। গুটিকাতিজম্বুসদৃশী প্রোক্তা নন্দীখীতিসা। কাদম্বঃ কন্বা ইতি লোকে। বলাকা বগুলী ইতি লোকে ॥ ২৮ ॥ শঙ্খনখঃ ক্ষুদ্রশঙ্খঃ ॥ ৩০ ॥ * কুম্ভীরো মারলো জলজন্তুঃ। কূর্ম্মঃ বচ্ছপঃ। নক্রঃ নাক ইতি লোকে। গোধা গোহি জলজন্তুঃ। মকরঃ মঙ্গর ইতি লোকে। শঙ্কুঃ সাকুচ ইতি লোকে। ঘণ্টিকঃ ঘরীআল ইতি লোকে। শিশুমারঃ সুস ইতি লোকে ॥ ৩২ ॥

টিঃ (ক) কাচাক্ষ ইতি বা পাঠঃ। (খ) নীলাণ্ডকশ্চাপীতি বা পাঠঃ।

ন্যঙ্কুঃ—(বারাহসিঙ্গা)। ন্যঙ্কুঃ স্বাদুর্লঘুর্ব্বল্যো বৃষ্যো দোষত্রয়াপহঃ ॥ ৪১ ॥

সাবরম্—সাবরং পললং স্নিগ্ধং শীতলং গুরু চ স্মৃতম্। রসে পাকে চ মধুরং কফদং রক্তপিত্তহৃৎ। রাজীবস্তু গুণৈর্জ্ঞেয়ঃ পৃষতেন সমো জনৈঃ ॥ ৪২ ॥

মুণ্ডী—(পীঠী)। মুণ্ডী তু জ্বরকাসাস্র-ক্ষয়শ্বাসাপহো হিমঃ ॥ ৪৩ ॥

বিলেশয়েষু শশস্য নামগুণাঃ—লম্বকর্ণঃ শশঃ শূলী লোমকর্ণো বিলেশয়ঃ। শশঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী রুক্ষঃ স্বাদুঃ সদা হিতঃ ॥ বহ্নিকৃৎ কফবাতঘ্নো বাতসাধারণঃ স্মৃতঃ। জ্বরাতীসারশোষাস্র-শ্বাসাময়হরশ্চ সঃ ॥ ৪৪। ৪৫ ॥

শল্যকঃ—(সাহী)। সেধাতুঃ (ক) শল্যকঃ শ্বাবিৎ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ। শল্যকঃ শ্বাসকাসাস্র-শোষদোষত্রয়াপহঃ ॥ ৪৬ ॥

পক্ষিণাং নামানি গুণাশ্চ—পক্ষী খগো বিহঙ্গশ্চ বিহগশ্চ বিহঙ্গমঃ। শকুনির্বিঃ পতত্রী চ বিষ্কিরো বিকিরোঽণ্ডজঃ ॥ ধান্যা কুরচরা যেঽত্র তেষাং মাংসং লঘূত্তমম্। আনূপং বলকৃন্মাংসং স্নিগ্ধং গুরুতরং স্মৃতম্ ॥ ৪৭। ৪৮ ॥

বিষ্কিরেষু বর্ত্তকঃ—(বটের বটই)। বর্ত্তীকো বর্ত্তকশ্চিত্রস্ততোঽন্যা বর্ত্তকাঃ স্মৃতাঃ। বর্ত্তীকোঽগ্নিকরঃ শীতো জ্বরদোষত্রয়াপহঃ। সুরুচ্যঃ শুক্রদো বল্যো বর্ত্তকাল্প-গুণাস্ততঃ ॥ ৪৯ ॥

লাবাঃ—লাবা বিষ্কিরবর্গেষু তে চতুর্ধা মতা বুধৈঃ। পাংশুলো গৌরকোঽন্যস্তু পৌণ্ড্রকো দর্ভরস্তথা ॥ লাবা বহ্নিকরাঃ স্নিগ্ধা গরঘ্না গ্রাহিকা হিতাঃ। পাংশুলঃ শ্লেষ্মলস্তেষু বীর্য্যোষ্ণোঽনিলনাশনঃ ॥ গৌরো লঘুতরো রুক্ষো বহ্নিকারী ত্রিদোষজিৎ। পৌণ্ড্রকঃ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিৎ লঘুর্বাতকফাপহঃ ॥ দর্ভরো রক্তপিত্তঘ্নো হৃদাময়হরো হিমঃ ॥ ৫০—৫২ ॥

বার্ত্তীকঃ—(বগেরা)। বার্ত্তীকো বর্ত্তিচটকো (খ) বার্ত্তীকশ্চৈব স স্মৃতঃ। বার্ত্তীকো মধুরঃ শীতো রুক্ষশ্চ কফপিত্তনুৎ ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণতিত্তিরিগৌরতিত্তিরী—তিত্তিরিঃ কৃষ্ণবর্ণঃ স্যাৎ স তু গৌরঃ কপিঞ্জলঃ। তিত্তিরির্বলদো গ্রাহী হিক্কাদোষত্রয়াপহঃ। শ্বাসকাসজ্বরহরস্তস্মাদ্গৌরোঽধিকো গুণৈঃ ॥৫৪॥

চটকঃ—(গবরৈআ)। চটকঃ কলবিঙ্কঃ স্যাৎ কুলিঙ্গঃ কালকণ্ঠকঃ। কুলিঙ্গঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুঃ শুক্রকফপ্রদঃ। সন্নিপাতহরো বেশ্মচটকশ্চাতিশুক্রলঃ ॥ ৫৫ ॥

কুক্কুটঃ—(কুক্কুটা বনকুক্কুটাশ্চ)। কুক্কুটঃ কৃকবাকুঃ স্যাৎ কালজ্ঞশ্চরণায়ুধঃ। তাম্রচূড়স্তথা দক্ষো যামনাদী শিখণ্ডিকঃ ॥ কুক্কুটো বৃংহণঃ স্নিগ্ধো বীর্য্যোষ্ণোঽনিলহৃদ্ গুরুঃ। চক্ষুষ্যঃ শুক্রকফকৃৎ বল্যো বৃষ্যঃ কষায়কঃ ॥ আরণ্যকুক্কুটঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ। বাতপিত্তক্ষয়বমি-বিষমজ্বরনাশনঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥

(ক) মেধা তু ইতি বা পাঠঃ।   (খ) বর্ত্তীরো বাতবটক ইতি বা পাঠঃ।

প্রতুদেষু হারীতস্য—হারীতো রক্তপীতঃ স্যাদ্ হারিতোঽপি স কথ্যতে॥ হারীতো রুক্ষ উষ্ণশ্চ রক্তপিত্তকফাপহঃ। স্বেদস্বরকরঃ প্রোক্তঃ ঈষদ্বাতকরশ্চ সঃ * ॥ ৫৯ ॥

পাণ্ডুধবলপাণ্ডুশ্চ—পাণ্ডুস্তু দ্বিবিধো জ্ঞেয়শ্চিত্রপক্ষঃ কলধ্বনিঃ। দ্বিতীয়ো ধবলঃ প্রোক্তঃ স কপোতঃ স্ফুটস্বনঃ॥ চিত্রপক্ষঃ কফহরো বাতঘ্নো গ্রহণীপ্রণুৎ। ধবলঃ পাণ্ডুরুদ্দিষ্টো রক্তপিত্তহরো হিমঃ। রসে পাকে চ মধুরঃ সংগ্রাহী বাতশান্তিকৃৎ * ॥ ৬০। ৬১ ॥

ময়ূরঃ—ময়ূরশ্চন্দ্রকী কেকী মেঘরাবো ভুজঙ্গভুক্। শিখী শিখাবলো বর্হী শিখণ্ডী নীলকণ্ঠকঃ॥ শুক্লাপাঙ্গঃ কলাপী চ মেঘনাদঃ কলাপ্যপি। রসে পাকে চ মধুরঃ সংগ্রাহী বাতশান্তিকৃৎ॥ ৬২। ৬৩ ॥

পারাবতঃ—(কবুতরপরেবা)। পারাবতঃ কলরবঃ কপোতো রক্তলোচনঃ। পারাবতো গুরুঃ স্নিগ্ধো রক্তপিত্তানিলাপহঃ। সংগ্রাহী শীতলস্তজ্জ্ঞৈঃ কথিতো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ ॥৬৪॥

পক্ষ্যণ্ডস্য গুণাঃ—নাতিস্নিগ্ধানি বৃষ্যাণি স্বাদুপাকরসানি চ। বাতঘ্নান্যতিশুক্রাণি গুরূণ্যণ্ডানি পক্ষিণাম্॥ ৬৫ ॥

গ্রাম্যেষু ছাগস্য—ছাগলো বর্করশ্ছাগো বস্তোঽজঃ ক্ষেলকঃ (ক) স্তুভঃ। অজা ছাগী স্তুভা চাপি ছেলিকা চ গলস্তনী॥ ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ। নাতিশীতমদাহি স্যাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্॥ পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্। অজায়া অপ্রসূতায়া মাংসং পীনসনাশনম্॥ শুষ্ককাসেঽরুচৌ শোষে হিতমগ্নেশ্চ দীপনম্। অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্॥ হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুখদং বলদং ভৃশম্। মাংসং নিষ্কাসিতাণ্ডস্য ছাগস্য কফকৃদ্গুরু॥ স্রোতঃশুদ্ধিকরং বল্যং মাংসদং বাতপিত্তনুৎ। বৃদ্ধস্য বাতলং রুক্ষং তথা ব্যাধিমৃতস্য চ॥ ঊর্দ্ধজত্রুবিকারঘ্নং ছাগমুণ্ডং রুচিপ্রদম্॥ ৬৬—৭১ ॥

মেষঃ—(মেঢ়া) মেঢ়্রো মেঢ়ো (খ) হুড়ো মেষ (গ) উরণোঽপ্যেড়কোঽপি চ। অবির্বৃষ্ণিস্তথোর্ণায়ুঃ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ॥ মেষস্য মাংসং পুষ্টৌ স্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মকরং গুরু। তস্যৈবাণ্ডবিহীনস্য মাংসং কিঞ্চিল্লঘু স্মৃতম্॥ ৭২। ৭৩ ॥

দুম্বকঃ—(এড়িকা দুম্বিকা ইতি লোকে)। এড়কঃ পৃথুশৃঙ্গঃ স্যান্মেদঃপুচ্ছস্তু দুম্বকঃ। এড়কস্য পলং জ্ঞেয়ং মেষামিষসমং গুণৈঃ॥ মেদঃপুচ্ছোদ্ভবং মাংসং হৃদ্যং বৃষ্যং শ্রমাপহম্। পিত্তশ্লেষ্মকরং কিঞ্চিদ্ বাতব্যাধিবিনাশনম্॥ ৭৪। ৭৫ ॥

বলীবর্দ্দঃ—(বর্দ্দগাব)। বলীবর্দ্দস্তু বৃষভ ঋষভশ্চ তথা বৃষঃ। অনড্বান্ সৌরভেয়োঽপি গৌরুক্ষাভদ্র ইত্যপি॥ সুরভিঃ সৌরভেয়ী চ মাহেয়ী গৌরুদাহৃতা। গোমাংসং সুগুরু স্নিগ্ধং পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্। বৃংহণং বাতহৃদ্ বল্যমপথ্যং পীনসপ্রণুৎ॥ ৭৬। ৭৭ ॥

---

* হারীতো হারীল ইতি লোকে। ৫৯। * চিত্রপক্ষঃ পিত্তরোষা ইতি লোকে। ৬০।

(ক) ছেলক ইতি বা পাঠঃ। (খ) ভেড় ইতি বা পাঠঃ। (গ) উরভ্র ইতি বা পাঠান্তরম্।

ঘোটকঃ—(ঘোড়া)। ঘোটকেঽপ্যশ্বতুরগা তুরঙ্গাশ্চ তুরঙ্গমাঃ। বাজিবাহার্ব্বগন্ধর্ব্ব-হয়সৈন্ধবসপ্তয়ঃ ॥ অশ্বমাংসন্তু তুবরং বহ্নিকৃৎ কফপিত্তলম্। বাতহৃদ্ বৃংহণং বল্যং চক্ষুষ্যং মধুরং লঘু ॥ ৭৮। ৭৯ ॥

কূলেচরেষু মহিষস্য—মহিষো ঘোটকারিঃ স্যাৎ কাসরশ্চ রজস্বলঃ। পীনস্কন্ধঃ কৃষ্ণকায়ো লুলাপো যমবাহনঃ॥ মহিষস্যামিষং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণং বাতনাশনম্। নিদ্রাশুক্রপ্রদং বল্যং তন্দুদার্ঢ্যকরং গুরু ॥ বৃষ্যঞ্চ স্পষ্টবিণ্মূত্রং বাতপিত্তাস্রনাশনম্ ॥ ৮০। ৮১ ॥

মণ্ডুকঃ—মণ্ডুকঃ প্লবগো ভেকো বর্ষাভূর্দ্দর্দ্দুরো হরিঃ। মণ্ডুকঃ শ্লেষ্মলো নাতি-পিত্তলো বলকারকঃ ॥ ৮২ ॥

কচ্ছপঃ—(পাদিযু কচ্ছুআ)। কচ্ছপো গূঢ়পাৎ কূর্ম্মঃ কমঠো দৃঢ়পৃষ্ঠকঃ। কচ্ছপো বলদো বাতপিত্তনুৎ পুংস্ত্বকারকঃ ॥ ৮৩ ॥

অথ বিশেষাঃ। তত্র সদ্যোহতস্য মাংসস্য গুণাঃ—সদ্যোহতস্য মাংসং স্যাদ্ ব্যাধিঘাতি যথাঽমৃতম্। বয়স্থং বৃংহণং সাত্ম্যমন্যথা তদ্ বিবর্জয়েৎ ॥ ৮৪ ॥

স্বয়ংমৃতস্য মাংসম্—স্বয়ং মৃতস্য চাবল্যমতীসারকরং গুরু ॥ ৮৫ ॥

বৃদ্ধবালমাংসম্—বৃদ্ধানাং দোষলং মাংসং বালানাং বলদং লঘু ॥ ৮৬ ॥

সর্পদষ্টস্য মাংসং শুষ্কমাংসঞ্চ—ত্রিদোষকৃৎ ব্যালদষ্টং শুষ্কং শূলকরং গুরু ॥৮৭॥

বিষাদিমৃতস্য মাংসম্—বিষাম্বুরুঙ্মৃতস্যৈতন্ মৃত্যুদোষরুজাকরম্। ক্লিন্নমুৎ ক্লেশজনকং কৃশং বাতপ্রকোপণম্। তোয়পূর্ণং শিরাজালং মৃতমপ্সু ত্রিদোষকৃৎ ॥ ৮৮ ॥

পক্ষিমাংসস্য গুণাঃ—বিহঙ্গেষু পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী চতুষ্পাদজাতিষু। পরার্দ্ধো লঘু পুংসাং স্যাৎ স্ত্রীণাং পূর্ব্বার্দ্ধমাদিশেৎ ॥ দেহমধ্যং গুরুপ্রায়ং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং স্মৃতম্। পক্ষক্ষেপাদ্বিহঙ্গানাং তদেব লঘু কথ্যতে ॥ গুরূণ্যণ্ডানি সর্ব্বেষাং গুর্ব্বী গ্রাবা চ পক্ষিণাম্ ॥ উরঃস্কন্ধোদরং কুক্ষী পাদৌ পাণী কটী তথা ॥ পৃষ্ঠত্বগ্যকৃদন্ত্রাণি গুরূণীহ যথোত্তরম্। লঘু বাতহরং মাংসং খগানাং ধান্যচারিণাম্ ॥ মৎস্যাশিনাং পিত্তকরং বাতঘ্নং গুরু কীর্ত্তিতম্। পলাশিনাং (ক) শ্লেষ্মকরং লঘু রুক্ষমুদীরিতম্ ॥ বৃংহণং গুরু বাতঘ্নং তেষামেব পলাশিনাম্। তুল্যজাতিষ্বল্পদেহা মহাদেহেষু পূজিতাঃ। অল্পদেহেষু শস্যন্তে তথৈব স্থূলদেহিনঃ ॥ ৮৯-৯৪ ॥

মৎস্যেষু রোহিতস্য—রক্তোদরো রক্তমুখো রক্তাক্ষো রক্তপক্ষতিঃ। কৃষ্ণপুচ্ছো ঝষশ্রেষ্ঠো রোহিতঃ কথিতো বুধৈঃ ॥ রোহিতঃ সর্ব্বমৎস্যানাং বরো বৃষ্যোঽর্দ্দিতার্ত্তিজিৎ। কষায়ানুরসঃ স্বাদুর্বাতঘ্নো নাতিপিত্তকৃৎ। ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ হন্যাদ্ রোহিত-মুণ্ডকম্ ॥ ৯৫। ৯৬ ॥

সিলন্ধঃ—(সিলংধা)। সিলন্ধঃ শ্লেষ্মলো বল্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ। বাত-পিত্তহরো হৃদ্য আমবাতকরশ্চ সঃ ॥ ৯৭ ॥

(ক) ফলাশিনামিতি পাঠান্তরম্।

ভক্কুরঃ—(ভাকুর)। ভক্কুরো মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ। বিষ্টম্ভজনকশ্চাপি রক্তপিত্তহরঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৮ ॥

মোচিকা—(মোমাচিকা)। মোচিকা বাতহৃদ্বল্যা বৃংহণী মধুরা গুরুঃ। পিত্তহৃৎ কফকৃদ্ রুচ্যা বৃষ্যা দীপ্তাগ্নয়ে হিতা ॥ ৯৯ ॥

পাঠীনঃ—(মঠনাচুআরী ইতি চ পোঠিয়া বোরী ইতি চ)। পাঠিনঃ শ্লেষ্মলো বল্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ। দূষয়েদ্রুধিরং পিত্তং কুষ্ঠরোগং করোতি চ ॥ ১০০ ॥

শৃঙ্গী—(সাঙ্গী)। শৃঙ্গী তু বাতশমনী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মপ্রকোপণী। রসে তিক্তা কষায়া চ লঘ্বী রুচ্যা স্মৃতা বুধৈঃ ॥ ১০১ ॥

ইল্লিশঃ—(হীলসা)। ইল্লিশো মধুরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বহ্নিবর্দ্ধনঃ। পিত্তহৃৎকফকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুর্ব্যোঽনিলাপহঃ ॥ ১০২ ॥

শঙ্কুলীঃ—(সৌরী)। শঙ্কুলী গ্রাহিণী হৃদ্যা মধুরা তুবরা স্মৃতা ॥ ১০৩ ॥

গর্গরঃ—গর্গরঃ পিত্তলঃ কিঞ্চিদ্বাতজিৎ কফকোপনঃ ॥ ১০৪ ॥

কবিকা—(কবই)। কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী। কিঞ্চিৎ পিত্তকরী বাতনাশিনী বহ্নিবর্দ্ধিনী ॥ ১০৫ ॥

বর্ম্মি—(বাংবী)। বর্ম্মিমৎস্যো হরেদ্বাতং পিত্তং রুচিকরো লঘুঃ ॥ ১০৬ ॥

দণ্ডমৎস্যঃ—(দণ্ডালী)। দণ্ডমৎস্যো রসে তিক্তঃ পিত্তরক্তং কফং হরেৎ। বাত-সাধারণঃ প্রোক্তঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ ॥ ১০৭ ॥

এরঙ্গঃ—(অরঙ্গা)। এরঙ্গো মধুরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভী শীতলো লঘুঃ ॥ ১০৮ ॥

মহাশফরঃ—(পপতা)। মহাসফরসংজ্ঞস্তু তিক্তঃ পিত্তকফাপহঃ। শিশিরো মধুরো রুচ্যো বাত-সাধারণঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৯ ॥

গরঘ্নী—(গরঈ)। গরঘ্নী মধুরা তিক্তা তুবরা বাতপিত্তহৃৎ। কফঘ্নী রুচিকৃল্লঘ্বী দীপনী বলবীর্য্যকৃৎ ॥ ১১০ ॥

মদ্গুরঃ—(মঙ্গুরী)। মদ্গুরো বাতহৃদ্বল্যো বৃষ্যঃ কফকরো লঘুঃ ॥ ১১১ ॥

গোগরা—সপাদমৎস্যো মেধাকৃন্ মেদঃক্ষয়করশ্চ সঃ। বাতপিত্তকরশ্চাপি রুচিকৃৎপরমো মতঃ ॥ ১১২ ॥

প্রোষ্ঠী—(সফরী পোঠী ইতি চ)। প্রোষ্ঠী তিক্তা কটুঃ স্বাদুঃ শুক্রদা কফবাত-জিৎ। স্নিগ্ধাস্যকণ্ঠরোগঘ্নী রোচনী চ লঘুঃ স্মৃতা ॥ ১১৩ ॥

ক্ষুদ্রমৎস্যাঃ—ক্ষুদ্রমৎস্যাঃ স্বাদুরসাঃ দোষত্রয়বিনাশনাঃ। লঘুপাকা রুচিকরা বলদা-স্তে হিতা মতাঃ ॥ ১১৪ ॥

অতিক্ষুদ্রমৎস্যাঃ—অতিসূক্ষ্মাঃ পুংস্ত্বহরা রুচ্যাঃ কাসানিলাপহাঃ ॥ ১১৫ ॥

মৎস্যাণ্ডানি—মৎস্যগর্ভো ভৃশং বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ পুষ্টিকরো লঘুঃ। কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকৃন্মেহনাশনঃ॥ ১১৬॥

শুষ্কমৎস্যঃ—(সুঁঠী)। শুষ্কমৎস্যা নবা বল্যা দুর্জরা বিড়্বিবন্ধিনঃ॥ ১১৭॥

দগ্ধমৎস্যাঃ—দগ্ধমৎস্যো গুণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনঃ॥ ১১৮॥

কূপজাদিমৎস্যগুণাঃ—কৌপমৎস্যাঃ শুক্রমূত্র-কুষ্ঠশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনাঃ। সরোজা মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বাতবিনাশনাঃ॥ নাদেয়া বৃংহণা মৎস্যা গুরবোঽনিলনাশনাঃ। রক্ত-পিত্তকরা বৃষ্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণাঃ স্বল্পবর্চ্চসঃ॥ চোণ্ট্যাঃ পিত্তকরাঃ স্নিগ্ধা মধুরা লঘবো হিমাঃ। তাড়াগা গুড়বো বৃষ্যাঃ শীতলা বলমূত্রদাঃ। তাড়াগবন্নির্ঝরজা বলায়ুর্ম্মতিদৃক্করাঃ॥১১৯। ১২১॥

ঋতুবিশেষে মৎস্যবিশেষঃ—হেমন্তে কূপজা মৎস্যাঃ শিশিরে সারসা হিতাঃ। বসন্তে তে তু নাদেয়া গ্রীষ্মে চুণ্টসমুদ্ভবাঃ॥ তড়াগজাতা বর্ষাসু তাস্বপথ্যা নদীভবাঃ। নৈর্ঝরাঃ শরদি শ্রেষ্ঠা বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥ ১২২। ১২৩॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে মাংসবর্গঃ

অথ কৃতান্নবর্গঃ।

তত্রান্নানাং সাধনপ্রকারঃ, সিদ্ধানাং গুণাশ্চ। তত্র পরিভাষা—সম-বায়িনি হেতৌ যে মুনিভির্গণিতা গুণাঃ। কার্য্যেঽপি তেঽখিলা জ্ঞেয়াঃ পরিভাষেতি ভাষিতা॥ ক্বচিৎ সংস্কারভেদেন গুণভেদো ভবেৎ যতঃ। ভক্তং লঘু পুরাণস্য শালেস্তচ্চিপিটো গুরুঃ॥ ক্বচিদ্ যোগপ্রভাবেন গুণান্তরমপেক্ষ্যতে। কদন্নং গুরু সর্পিশ্চা তদ্যুক্তং সুপচং ভবেৎ॥ ১—৩॥

ভক্তস্য নামানি সাধনং গুণাশ্চ—ভক্তমন্নং তথান্ধশ্চ ক্বচিৎ কূরঞ্চ কীর্ত্তিতম্। ওদনোঽস্ত্রী স্ত্রিয়াং ভিস্সা দীদিবিঃ পুংসি ভাষিতঃ॥ সুধৌতাংস্তণ্ডুলান্ স্ফীতান্ তোয়ে পঞ্চ গুণে পচেৎ। তদ্ভক্তং প্রস্রুতং (ক) চোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতম॥ ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু। অধৌতমস্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যং কফপ্রদম্॥ ৪—৬॥

(ক) প্রস্রুতমিতি বা পাঠঃ।

দালা—(পহিতী)। দলিতস্তু শমীধান্যং দালির্দালী স্ত্রিয়ামুভে। দালী তু সলিলে সিদ্ধা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ॥ সংযুক্তা সূপনাম্নী স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ। সূপো বিষ্টম্ভকো রুক্ষঃ শীতস্তু স বিশেষতঃ। নিস্তুষো ভৃষ্টসংসিদ্ধো লাঘবং সুতরাং ব্রজেৎ ॥ ৭। ৮ ॥

কৃশরা—(খিচরী)। তণ্ডুলা দালিসংমিশ্রা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ। সংযুক্তাঃ সলিলে সিদ্ধাঃ কৃশরা কথিতা বুধৈঃ॥ কৃশরা শুক্রলা বল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদা। দুর্জ্জরা বুদ্ধিবিষ্টম্ভ-মলমূত্রকরী স্মৃতা ॥ ৯। ১০ ॥

তাপহারী—(তাতাহরীতিলোকে)—ঘৃতে হরিদ্রাসংযুক্তে মাষজাং ভর্জ্জয়েদ্বটীম্। তণ্ডুলাংশ্চাপি নির্ধৌতান্ সহৈব পরিভর্জ্জয়েৎ॥ সিদ্ধযোগ্যং জলং তত্র প্রক্ষিপ্য কুশলঃ পচেৎ। লবণার্দ্রকহিঙ্গূনি মাত্রয়া তত্র নিঃক্ষিপেৎ॥ এষা সিদ্ধিং সমাযাতা প্রোক্তা তাপ-হরী বুধৈঃ। ভবেত্তাপহরী বল্যা বৃষ্যা শ্লেষ্মাণমাচরেৎ। বৃংহণী তর্পণী রুচ্যা গুর্ব্বী পিত্তহরা স্মৃতা ॥ ১১—১৩ ॥

ক্ষীরিকা—(খীরি)। পায়সং পরমান্নং স্যাৎ ক্ষীরিকাপি তদুচ্যতে। শুদ্ধেঽর্দ্ধপক্বে দুগ্ধে তু ঘৃতাক্তাংস্তণ্ডুলান্ পচেৎ॥ তে সিদ্ধা ক্ষীরিকা খ্যাতা সসিতাজ্যযুতোত্তমা। ক্ষীরিকা দুর্জ্জরা প্রোক্তা বৃংহণী বলবর্দ্ধিনী ॥ ১৪। ১৫ ॥

নারিকেরক্ষীরী—নালিকেরস্তনূৎকৃত্য ছিন্নং পয়সি গোঃ ক্ষিপেৎ। সিতা-গব্যাজ্যসংযুক্তে তৎপচেন্মৃদুনাঽগ্নিনা॥ নারীকেরোদ্ভবা ক্ষীরী স্নিগ্ধা শীতাতিপুষ্টিদা। গুর্ব্বী সুমধুরা বৃষ্যা রক্তপিত্তানিলাপহা ॥ ১৬। ১৭ ॥

সেবিকা—(সেবই)। সমিতা বর্ত্তিকাঃ কৃত্বা সুসূক্ষ্মাঃ যবসন্নিভাঃ। শুষ্কাঃ ক্ষীরেণ সংসাধ্যা ভোজ্যা ঘৃতসিতান্বিতাঃ॥ সেবিকা তর্পণী বল্যা গুর্ব্বী পিত্তানিলাপহা। গ্রাহিণী সন্ধিকৃদ্রুচ্যা তাং খাদেন্নাতিমাত্রয়া ॥ ১৮। ১৯ ॥

মণ্ডা—গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ। প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টা-শ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্মৃতাঃ॥ বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং সাধু মর্দ্দয়েৎ। হস্তচালনয়া তস্যা লোপত্রীং সম্যক্ প্রসারয়েৎ *॥ অধোমুখঘটস্যৈতৎ বিস্তৃতং প্রক্ষিপেদ্বহিঃ। মৃদুনা বহ্নিনা সাধ্যাঃ সিদ্ধা মণ্ডক উচ্যতে॥ দুগ্ধেন সাজ্যখণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েন্নরঃ। অথবা সিদ্ধমাংসেন সতক্রবটকেন বা॥ মণ্ডকো বৃংহণো বৃষ্যো বল্যো রুচিকরো ভৃশম্॥ পাকেঽপি মধুরো গ্রাহী লঘুর্দোষত্রয়াপহঃ ॥ ২০—২৪ ॥

পোলিকা—(পোরী কুত্রাপি দুনৌরী ইতি চ)। কুর্য্যাৎ সমিতয়াতীব তন্বী পর্পটিকা ততঃ। স্বেদয়েত্তপুকে তাস্তু পোলিকাং জগদুর্ব্বুধাঃ। তাং খাদেল্লপ্সিকাযুক্তাং তস্যা মণ্ডকবদ্‌গুণাঃ * ॥ ২৫ ॥

* লোপত্রী লোহী ইতি লোকে ॥ ২২ ॥ পুরণকং তবা ইতি লোকে ॥ ২৫ ॥

প্রসঙ্গাল্লপ্সী—সমিতাং সর্পিষা ভৃষ্টাং শর্করাং পয়সি ক্ষিপেৎ। তস্মিন্ ঘনীকৃতে ন্যস্যেল্লবঙ্গং মরিচাদিকম্॥ সিদ্ধৈষা লপ্সিকা খ্যাতা গুণানস্যা বদাম্যহম্। লপ্সিকা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা পিত্তানিলাপহা। স্নিগ্ধা শ্লেষ্মকরী গুর্ব্বী রোচনী তর্পণী পরম্॥ ২৬। ২৭॥

রোটিকা—(রোটি)। শুষ্কগোধূমচূর্ণেন কিঞ্চিৎপুষ্টাঞ্চ পোলিকাম্। তপ্তকে স্বেদয়েৎ কৃত্বা ভূর্য্যঙ্গারেঽপি তাং পচেৎ॥ সিদ্ধৈষা রোটিকা প্রোক্তা গুণানস্যাঃ প্রচক্ষমহে। রোটিকা বলকৃদ্রুচ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধনী। বাতঘ্নী কফকৃদ্গুর্ব্বী দীপ্তাগ্নীনাং প্রপূজিতা॥ ২৮। ২৯॥

অঙ্গারকর্কটী—(লীট্টী)। শুষ্কগোধূমচূর্ণস্তু সাম্বু গাঢ়ং বিমর্দ্দয়েৎ। বিধায় বটকাকারং নির্ধূমেঽগ্নৌ শনৈঃ পচেৎ॥ অঙ্গারকর্কটী হ্যেষা বৃংহণী শুক্রলা লঘুঃ। দীপনী কফকৃদ্ বল্যা পীনসশ্বাসকাসজিৎ॥ ৩০। ৩১॥

যবরোটী—যবজা রোটিকা রুচ্যা মধুরা বিশদা লঘুঃ। মলশুক্রানিলকরী বল্যা হন্তি কফাময়ান্॥ ৩২॥

মাষরোটিকা—চূর্ণং যচ্ছক্ষমাষাণাং চমসী সাভিধীয়তে। চমসীরচিতারোটী কথ্যতে বলভদ্রিকা॥ রুক্ষোষ্ণা বাতলা বল্যা দীপ্তাগ্নীনাং সুপূজিতা। মাষাণাং দালয়স্তোয়ে স্থাপিতাস্ত্যক্তকঞ্চুকাঃ॥ আতপে শোষিতা যন্ত্রে পিষ্টাস্তা ধূমসী স্মৃতা। ধূমসী রচিতা চৈব প্রোক্তা ঝর্ঝরিকা বুধৈঃ। ঝর্ঝরী কফপিত্তঘ্নী কিঞ্চিদ্বাতকরী স্মৃতা॥ ৩৩-৩৫॥

চণকরোটিকা—চণক্যা রোটিকা রুক্ষা শ্লেষ্মপিত্তাস্রনুদ্ গুরুঃ। বিষ্টম্ভিনী ন চক্ষুষ্যা তদ্গুণা তিলশঙ্কুলী॥ ৩৬॥

পিষ্টিকা—দালিঃ সংস্থাপিতা তোয়ে ততোঽপহৃতকঞ্চুকা। শিলায়াং সাধুসম্পিষ্টা পিষ্টিকা কথিতা বুধৈঃ॥ ৩৭॥

বেষ্টনিকা—(বেঠই)। মাষপিষ্টিকয়া পূর্ণ-গর্ভা গোধূমচূর্ণতঃ। রচিতা রোটিক সৈব প্রোক্তা বেঢ়মিকা (ক) বুধৈঃ॥ ভবেদ্বেঢ়মিকা বল্যা বৃষ্যা রুচ্যাঽনিলাপহা। উষ্ণা সন্তর্পণী গুর্ব্বী বৃংহণী শুক্রলা পরম্॥ ভিন্নমূত্রমলা স্তন্যমেদঃপিত্তকফপ্রদা। গুদকীল র্দ্দিতশ্বাস-পঙ্‌ক্তিশূলানি নাশয়েৎ॥ ৩৮—৪০॥

পর্প টঃ—(পাপর)। ধূমসীরচিতা হিঙ্গু-হরিদ্রালবণৈর্যুতাঃ। জীরকস্বর্জ্জিকাভ্যাঞ্চ তনূকৃত্য চ বেল্লিতাঃ॥ পর্পটাস্তে সদাঙ্গারভৃষ্টাঃ পরমরোচকাঃ। দীপনাঃ পাচনা রুক্ষা গুরুবঃ কিঞ্চিদীরিতাঃ॥ মৌদগাশ্চ তদ্গুণাঃ প্রোক্তা বিশেষাল্লঘবো হিতাঃ। চণকস্য গুণৈর্যুক্তাঃ পর্পটাশ্চণকোদ্ভবাঃ। স্নেহভৃষ্টাস্তু তে সর্ব্বে ভবেয়ুর্মধ্যমা গুণৈঃ॥ ৪১—৪৩॥

পূরীকা—(পূরী)। মাষাণাং পিষ্টিকাং যুঞ্জ্যাল্লবণাদ্রকহিঙ্গুভিঃ। তয়া পিষ্টিকয়া পূর্ণা সমিতা কৃতপোলিকা॥ ততস্তৈলেন পক্বা সা পূরীকা কথিতা বুধৈঃ। রুচ্যা স্বাদ্বী গুরুঃ

(ক) বেষ্টনিকেতি বা পাঠঃ।

স্নিগ্ধা বল্যা পিত্তাস্রদূষিকা॥ চক্ষুস্তেজোহরী চোষ্ণা পাকে বাতবিনাশিনী। তথৈব ঘৃতপক্বাপি চক্ষুষ্যা রক্তপিত্তহৃৎ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

বটকঃ—(বরা)। মাষাণাং পিষ্টিকা যুক্তা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ। কৃত্বা বিদধ্যাদ্ বটকাংস্তাংস্তৈলেষু পচেচ্ছনৈঃ॥ বিশুষ্কা বটকা বল্যা বৃংহণা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ। বাতাময়হরা রুচ্যা বিশেষাদর্দ্দিতাপহাঃ॥ বিবন্ধভেদিনঃ শ্লেষ্মকারিণোঽত্যগ্নিপূজিতাঃ। সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেত্তক্রে ভৃষ্টং জীরকহিঙ্গু চ॥ লবণং তত্র বটকান্ সকলানপি মজ্জয়েৎ। শুক্রলস্তত্র বটকো বলকৃদ্রোচনো গুরুঃ॥ বিবন্ধহৃদ্বিদাহী চ শ্লেষ্মলঃ পবনাপহঃ। রাজ্যক্তপাতিনো বান্যান্ পাচনাংস্তাংস্তু ভক্ষয়েৎ * ॥ ৪৭—৫১ ॥

কাঞ্জিকবটকঃ—(কাঞ্জীবরা)। মন্থনী নূতনা ধার্য্যা কটুতৈলেন লেপিতা। নির্ম্মলেনাম্বুনাপূর্য্যা তস্যাং চূর্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ॥ রাজিকাং জীরলবণ-হিঙ্গুশুণ্ঠীনিশাকৃতম্। নিক্ষিপেদ্ বটকাংস্তত্র ভাণ্ডস্যাস্যঞ্চ মুদ্রয়েৎ॥ ততো দিনত্রয়াদূর্দ্ধমম্লাঃ স্যুর্বটকা ধ্রুবম্। কাঞ্জিকা বটকো রুচ্যো বাতঘ্নঃ শ্লেষ্মকারকঃ। শূলঘ্নোঽজীর্ণদাহস্নুদ্ নেত্ররোগে তু নো হিতঃ॥ ৫২—৫৪ ॥

অম্লিকবটকঃ—(ঝরীবড়ার)। অম্লিকাং স্বেদয়িত্বা তু জলেন সহ মর্দ্দয়েৎ। তন্নীরে কৃতসংস্কারে বটকান্মজ্জয়েজ্জনঃ॥ অম্লিকাবটকাস্তে তু রুচ্যা বহ্নিপ্রদীপনাঃ। বটকস্য গুণৈঃ পূর্ব্বৈরেষোঽপি চ সমন্বিতঃ॥ ৫৫। ৫৬ ॥

মুদ্গবটকঃ—(মুগবরা)। মুদ্গানাং বটকাস্তক্রে ভর্জ্জিতা লঘবো হিমাঃ। সংস্কারজপ্রভাবেন ত্রিদোষশমনা হিতাঃ॥ ৫৭ ॥

মাষবটী—মাষাণাং পিষ্টিকা হিঙ্গুলবণার্দ্রকসংস্কৃতাঃ। তয়া বিরচিতা বস্ত্রে বটিকাঃ সাধুশোষিতাঃ॥ ভর্জ্জিতাস্তপ্ততৈলেস্তা অথবাম্বুপ্রয়োগতঃ। বটকস্য গুণৈর্যুক্তা জ্ঞাতব্যা রুচিদা ভৃশম্॥ ৫৮।৫৯ ॥

কুষ্মাণ্ডবটী—(কোহড়ৌরী)। কুষ্মাণ্ডকবটী জ্ঞেয়া পূর্ব্বোক্তবটিকাগুণা। বিশেষাৎ পিত্তরক্তঘ্নী লঘ্বী চ কথিতা বুধৈঃ॥ ৬০ ॥

মুদ্গবটী—মুদ্গানাং বটিকা তদ্বৎ রচিতা সাধিতা হিতা। পথ্যা রুচ্যা তথা লঘ্বী মুদ্গসূপগুণা স্মৃতা॥ ৬১ ॥

অলীকমৎস্যঃ—(ক্ষরিকবচ্ছ)। মাষপিষ্টিকয়া লিপ্তং নাগবল্লীদলং মহৎ। তত্তু সংস্বেদয়েদ্ যুক্ত্যা স্থাল্যামাস্তারকোপরি॥ ততো নিষ্কাশ্য তং খণ্ড্যং ততস্তৈলেন ভর্জ্জয়েৎ। অলীকমৎস্য উক্তোঽয়ং প্রকারঃ পাকপণ্ডিতৈঃ। তং বৃন্তাকভটিত্রেণ বাস্তূকেন চ ভক্ষয়েৎ * ॥ ৬২। ৬৩ ॥

---

* রাজ্যক্তা রাইতা ইতি লোকে ॥ ৫১ ॥ খণ্ড্যং খণ্ডেন যোগ্যমিতি যাবৎ ॥ ৬৩ ॥

ক্বথিতা—(কটী)। স্থাল্যাং ঘৃতে বা তৈলে বা হরিদ্রাহিঙ্গু ভর্জ্জয়েৎ। অবলেহন-সংযুক্তং তক্রং তত্রৈব নিঃক্ষিপেৎ। এষা সিদ্ধা সমরিচা ক্বথিতা কথিতা বুধৈঃ *॥ ক্বথিতা পাচনী রুচ্যা লঘ্বী বহ্নিপ্রদীপনী। কফানিলবিবন্ধঘ্নী কিঞ্চিৎ পিত্তপ্রকোপিণী॥ অলীক-মৎস্যাঃ শুষ্কা বা কিংবা ক্বথিতয়া পুনঃ। বৃংহণা রোচনা বৃষ্যা বল্যা বাতগদাপহাঃ॥ কোষ্ঠ-শুদ্ধিকরাঃ শুষ্কাঃ কিঞ্চিৎপিত্তপ্রকোপনাঃ। অর্দ্দিতে সহনুস্তম্ভে বিশেষেণ হিতাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৪—৬৭॥

গোলকঃ—(অদবরা) মুদ্গপিষ্টীবিরচিতান্ বটকাংস্তৈলপাচিতান্। হস্তেন চূর্ণ-য়েৎ সম্যক্ তস্মিংশ্চূর্ণে বিনিঃক্ষিপেৎ॥ ভৃষ্টং হিঙ্গ্বাদ্রকং সূক্ষ্মং মরিচং জীরকং তথা। নিম্বু-রসং যবানাঞ্চ যুক্ত্যা সর্ব্বং বিমিশ্রয়েৎ॥ মুদ্গপিষ্টিং পচেৎ সম্যক্ স্থাল্যামাস্তারকোপরি। তস্যাস্তু গোলকং কুর্য্যাৎ তন্মধ্যে পূরণং ক্ষিপেৎ॥ তৈলে তান্ গোলকান্ পক্ত্বা ক্বথিতায়াং নিমজ্জয়েৎ। গোলকাঃ পাচকৈঃ প্রোক্তাস্তে হ্যাদ্রকবটা অপি॥ মুদ্গাদ্রকবটা রুচ্যা লঘবো বলকারকাঃ। দীপনাস্তর্পণাঃ পথ্যাস্ত্রিষু দোষেষু পূজিতাঃ॥ ৬৮—৭২॥

বেশনম্—(পকোরা)। দালয়শ্চণকানান্তু নিস্তুষা যন্ত্রপেষিতাঃ। তচ্চূর্ণং বেশনং প্রোক্তং পাকশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥ বটিকা বেশনস্যাপি ক্বথিতায়াং নিভর্জ্জিতাঃ। রুচ্যা বিষ্টম্ভজননী বল্যা পুষ্টিকরা স্মৃতা *॥ ৭৩। ৭৪॥

মাংসস্য প্রকারাঃ। তত্র শুদ্ধমাংসম্—(সুধবাসু ইতি লোকে)। পাকপাত্রে ঘৃতং দদ্যাৎ তৈলঞ্চ তদভাবতঃ। তত্র হিঙ্গু হরিদ্রাং চ ভর্জ্জয়েৎ তদনন্তরম্॥ ছাগাদেরস্থিরহিতং মাংসং তৎখণ্ডিতং ক্ষিপেৎ। ধৌতং নির্গালিতং তস্মিন্ ঘৃতে তদ্ভর্জ্জয়েচ্ছনৈঃ॥ সিদ্ধযোগ্যং জলং দত্ত্বা লবণন্তু পচেত্ততঃ। সিদ্ধে জলেন সম্পেষ্য বেশবারং বিনিক্ষিপেৎ *॥ দ্রব্যাণি বেশবারস্য নাগবল্লীদলানি চ। তণ্ডুলাংশ্চ লবঙ্গানি মরিচানি সমাসতঃ॥ অনেন বিধিনা সিদ্ধং শুদ্ধমাংসমিতি স্মৃতম্। শুদ্ধমাংসং পরং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যঞ্চ বৃংহণম্। ত্রিদোষশমকং শ্রেষ্ঠং দীপনং ধাতুবর্দ্ধনম্॥ ৭৫—৭৯॥

সহদ্রকম্—(নেহড়ক সহবাংসু ইতি লোকে)। ছাগাদের্মাংসমস্থিবর্জ্জিতং কুট্টিতং খণ্ডিতং পুনঃ। শুদ্ধমাংসবিধানেন পচেদেতৎ সহদ্রকম্। সহদ্রকং গুণৈর্গ্রন্থে শুদ্ধমাংসগুণং স্মৃতম্॥ ৮০॥

তক্রমাংসম্—(অখনা)। পাকপাত্রে ঘৃতং দত্ত্বা হরিদ্রাহিঙ্গু ভর্জ্জয়েৎ। ছাগাদেঃ সকলস্যাপি খণ্ডান্যপি চ ভর্জ্জয়েৎ॥ সিদ্ধযোগ্যং জলং দত্ত্বা পচেন্মৃদুতরং যথা। জীরকাদি-যুতে (ক) তক্রে মাংসখণ্ডানি তারয়েৎ (খ)॥ তক্রমাংসন্তু বাতঘ্নং লঘু রুচ্যং বলপ্রদম্। কফঘ্নং পিত্তলং কিঞ্চিৎসর্ব্বাহারস্য পাচনম্ *॥ ৮১—৮৩॥

* অবলেহনম্ অরিহন ইতি লোকে॥ ৬৪॥ এবমন্যেঽপি বেশনভবাঃ প্রকারাঃ খণ্ডনখণ্ডপ্রভৃতয়ো বোদ্ধব্যাঃ॥ ৭৪॥ বেশবারঃ বেগর ইতি লোকে॥ ৭৭॥ তক্রমাংসম্ অখনী ইতি লোকে॥ ৮৩॥

(ক) বাষ্পিকাদিযুতে ইতি বা পাঠঃ। (খ) ধারয়েদিতি বা পাঠঃ।

হরীসা-(আস)। পাকপাত্রে তু বৃহতি মাংসখণ্ডানি নিঃক্ষিপেৎ। পানীয়ং প্রচুরং সর্পিঃ প্রভূতং হিঙ্গুজীরকম্॥ হরিদ্রামার্দ্রকং শুণ্ঠীং লবণং মরিচানি চ। তণ্ডুলাংশ্চাপি গোধূমান্ জম্বীরাণাং রসান্ বহূন্॥ যথা সর্ব্বাণি বস্তূনি সুপক্কানি ভবন্তি হি। তথা পচেৎ তু নিপুণো বহুমণ্ডস্থিতির্যথা॥ এষা হরীসা বলকৃৎ বার্তপিত্তাপহা গুরুঃ। শীতোষ্ণা শুক্রদা স্নিগ্ধা সরা সন্ধানকারিণী॥ ৮৪—৮৭॥

তলিতমাংসম্--শুদ্ধমাংসবিধানেন মাংসং সম্যক্প্রসাধিতম্। পুনস্তদাজ্যে সম্ভৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ তলিতং বলমেধাগ্নি-মাংসৌজঃশুক্রবৃদ্ধিকৃৎ। তর্পণং লঘু সুস্নিগ্ধং রোচনং দৃঢ়তাকরম্॥ ৮৮। ৮৯॥

শূল্যমাংসম্—(সীষ)। কালখণ্ডাদিমাংসানি গ্রথিতানি শলাকয়া। ঘৃতং সলবণং দত্ত্বা নির্ধূমে দহনে পচেৎ॥ তত্তু শূল্যমিদং প্রোক্তং পাককর্ম্মবিচক্ষণৈঃ। শূল্যং পলং সুধাতুল্যং রুচ্যং বহ্নিকরং লঘু। কফবাতহরং বল্যং কিঞ্চিৎপিত্তকরং হি তৎ॥ ৯০।৯১॥

মাংসশৃঙ্গাটকম্—শুদ্ধমাংসং তনূকৃত্য কর্ত্তিতং স্বেদিতং জলে। লবঙ্গহিঙ্গুলবণ-মরিচার্দ্রকসংযুতম্॥ এলাজীরকধান্যাক-নিম্বূরসসমন্বিতম্। ঘৃতে সুগন্ধে তদ্ভৃষ্টং পূরণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ শৃঙ্গাটকং সমিতয়া কৃতং পূরণপূরিতম্। পুনঃ সর্পিষি সম্ভৃষ্টং মাংসশৃঙ্গাটকং বদেৎ॥ মাংসশৃঙ্গাটকং রুচ্যং বৃংহণং বলকৃদ্গুরু। বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কফঘ্নং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥ ৯২—৯৫॥

মাংসরসঃ—সিদ্ধমাংসরসো রুচ্যঃ শ্রমশ্বাসক্ষয়াপহঃ। প্রীণনো বাতপিত্তঘ্নঃ ক্ষীণানামল্পরেতসাম্॥ বিশ্লিষ্টভগ্নসন্ধীনাং শুদ্ধানাং শুদ্ধিকাঙ্ক্ষিণাম্। স্মৃত্যোজোবলহীনানাং জ্বরক্ষীণক্ষতোরসাম্॥ শস্যতে স্বরহীনানাং দৃষ্ট্যায়ুঃশ্রবণার্থিনাম্॥ প্রকারাঃ কথিতাঃ সন্তি বহবো মাংসসম্ভবাঃ॥ গ্রন্থবিস্তারভীতেস্তে ময়া নাত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৯৬—৯৮॥

শাকপাকবিধিঃ—হিঙ্গুজীরযুতে তৈলে ক্ষিপেচ্ছাকং সুখণ্ডিতম্। লবণং চাত্র চূর্ণাদিসিদ্ধে হিঙ্গূদকং ক্ষিপেৎ। ইত্যেবং সর্ব্বশাকানাং সাধনোঽভিহিতো বিধিঃ॥ ৯৯॥

পচ্যান্নসাধনবিধিঃ। তত্র মণ্ডকঃ-(মাড ইতি লোকে)। সমিতা মর্দ্দয়েদাজ্যৈর্জলেনাপি চ সন্নয়েৎ। তস্যাস্তু বটিকাং কৃত্বা পচেৎ সর্পিষি নীরসম্ *॥ এলালবঙ্গকর্পূর-মরীচাদ্যৈরলঙ্কৃতে। মজ্জয়িত্বা সিতাপাকে ততস্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ॥ অয়ং প্রকারঃ সংসিদ্ধো মণ্ড ইত্যভিধীয়তে॥ মণ্ডস্তু বৃংহণো বৃষ্যো বল্যঃ সুমধুরো গুরুঃ॥ পিত্তানিলহরো রুচ্যো দীপ্তাগ্নীনাং সুপূজিতঃ। সমিতাশর্করাসর্পির্নির্ম্মিতা অপরেঽপি যে। প্রকারামুনা তুল্যাস্তেঽপি চেত্তদ্গুণাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০০—১০৩॥

সম্পাবঃ—(পেরাক) পর্পটাঃ সাজ্যসমিতানির্ম্মিতা ঘৃতভর্জ্জিতাঃ। কুট্টিতাশ্চালিতাঃ শুদ্ধশর্করাভির্বিমর্দ্দিতাঃ॥ তত্র চূর্ণং ক্ষিপেদেলালবঙ্গমরিচানি চ। নারিকেলং সকর্পূরং চারবীজান্যনেকধা॥ ঘৃতাক্তসমিতা পুষ্টরোটিকা রচিতা ততঃ। তস্যাং তৎ পূরণং ন্যস্য কুর্য্যান-

* সন্নয়েৎ মর্দ্দয়েৎ॥ ১০০॥

মুদ্রাং দৃঢ়াং সুধীঃ ॥ সর্পিষি প্রচুরে তান্তু সুপচেন্নিপুণো জনঃ। প্রকারজ্ঞৈঃ প্রকারোঽয়ং সম্পাব ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৪—১০৭ ॥

কর্পূরনালিঃ—ঘৃতাঢ্যয়া সমিতয়া লম্বং কৃত্বা পুটং ততঃ। লবঙ্গোল্বণকর্পূরযুতয়া সিতয়ান্বিতম্ ॥ পচেদাজ্যেন সিদ্ধৈষা জ্ঞেয়া কর্পূরনালিকা। সম্পাবসদৃশী জ্ঞেয়া গুণৈঃ কর্পূরনালিকা ॥ ১০৮—১০৯ ॥

ফেনিকা—(ফেণী)। সমিতায়া ঘৃতাঢ্যায়া বর্ত্তিং দীর্ঘাং সমাচরেৎ। তান্তু সন্নিহিতা দীর্ঘাঃ পীঠস্যোপরি ধারয়েৎ ॥ বেল্লয়েদ্বেল্লনেনৈতা যথৈকা পর্পটী ভবেৎ। ততশ্ছুরিকয়া তান্তু সলগ্নামেব কর্ত্তয়েৎ * ॥ ততস্তু বেল্লয়েদ্ভূয়ঃ সটুকেন চ লেপয়েৎ। শালিচূর্ণং ঘৃতং তোয়ং মিশ্রিতং শটুকং বদেৎ ॥ ততঃ সংবৃত্য তল্লোপ্‌ত্রাং বিদধীত পৃথক্ পৃথক্। পুনস্তাং বেল্লয়েল্লোপ্‌ত্রাং যথা স্যান্মণ্ডলাকৃতিঃ * ॥ ততস্তাং সুপচেদাজ্যে ভবেয়ুশ্চ পুটাঃ পুটাঃ। সুগন্ধয়া শর্করয়া তদুদ্ধূলনমাচরেৎ ॥ সিদ্ধৈষা ফেনিকা নাম্না মণ্ডকেন সমা গুণৈঃ। ততঃ কিঞ্চিল্লঘুরিয়ং বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ ॥ ১১০—১১৫ ॥

শষ্কুলী—(সোহালী ইতি লোকে)। সমিতায়া ঘৃতাক্তা। লোপ্‌ত্রাং কৃত্বা চ বেল্লয়েৎ। আজ্যে তাং ভর্জ্জয়েৎ সিদ্ধাং শষ্কুলী ফেনিকাগুণা ॥ ১১৬ ॥

সেবিকামোদকঃ—(সেবকা লাড়ু)। ঘৃতাঢ্যয়া সমিতয়া কৃত্বা সূত্রাণি তানি তু। নিপুণো ভর্জ্জয়েদাজ্যে খণ্ডপাকেন যোজয়েৎ। যুক্তেন মোদকান্ কুর্য্যাৎ তে গুণৈর্মণ্ডকা যথা ॥ ১১৭ ॥

মুদ্গমোদকঃ—(মোতি লাড়ু)। মুদ্গানাং ধূমসাং সম্যক্ ঘোলয়েন্নির্ম্মলাম্বুনা। কটাহস্থ ঘৃতস্যোর্দ্ধং ঝর্ঝরং স্থাপয়েত্ততঃ ॥ ধূমসান্তু দ্রবীভূতাং প্রক্ষিপেৎ ঝর্ঝরোপরি *। পতন্তি বিন্দবস্তস্মাৎ তান্ সুপক্বান্ সমুদ্ধরেৎ। সিতাপাকেন সংযোজ্য কুর্য্যাদ্ধস্তেন মোদকান্ ॥ লঘুর্গ্রাহী ত্রিদোষঘ্নঃ স্বাদুঃ শীতো রুচিপ্রদঃ। চক্ষুষ্যো জ্বরহৃদ্বল্যস্তর্পণো মুদ্গমোদকঃ ॥ ১১৮—১২০ ॥

বেসনমোদকঃ—(সেবকালড়ুয়া)। এবমেব প্রকারেণ কার্য্যাঃ বেশনমোদকাঃ। তে বল্যা লঘবঃ শীতাঃ কিঞ্চিদ্বাতকরাস্তথা। বিষ্টম্ভিনো জ্বরঘ্নাশ্চ পিত্তরক্তকফাপহাঃ ॥ ১২১ ॥

দুগ্ধকূপিকা—তণ্ডুলচূর্ণবিমিশ্রিত-নষ্টক্ষীরেণ সান্দ্রপিষ্টেন। দৃঢ়কূপিকাং বিদধ্যাত্তাঞ্চ পচেৎ সর্পিষা সম্যক্ ॥ অথ তাং কোরিতমধ্যাং ঘনপয়সা পূর্ণগর্ভাঞ্চ। শটুকমুদ্রিতবদনাং সর্পিষি সুপক্ববদনাঞ্চ ॥ অথ পাণ্ডুখণ্ডপাকে স্নাপয়েৎ কর্পূরবাসিতে কুশলঃ। অথ দুগ্ধকূপিকা সা বল্যা পিত্তানিলাপহা ॥ বৃষ্যা শীতা গুর্বী শুক্রকরী তর্পণী রুচ্যা। বিদধাতি কায়পুষ্টিং দৃষ্টিং দূরপ্রসারিণীম্ ॥ ১২২—১২৫ ॥

বেল্লয়েৎ প্রসারয়েৎ। বেল্লনঃ বেলন ইতি লোকে। পর্পটী রোটী। ১১১ ॥ লোপ্‌ত্রীং লোই ইতি লোকে। ১১৩ ॥ ঝর্ঝরং ঝর্ঝরা ইতি লোকে। ১১৯ ॥

কুণ্ডলিনী—(জিলেবী ইতি লোকে)। নূতনং ঘটমানীয় তস্যান্তঃ কুশলো জনঃ। প্রস্থার্দ্ধপরিমাণেন দধ্যম্লেন প্রলেপয়েৎ ॥ দ্বিপ্রস্থাং সমিতাং তত্র দধ্যম্লং প্রস্থসম্মিতম্। ঘৃত-মর্দ্ধশরাবঞ্চ ঘোলয়িত্বা ঘটে ক্ষিপেৎ ॥ আতপে স্থাপয়েত্তাবদ্‌যাবদ্ যাতি তদম্লতাম্। ততস্তৎ-প্রাক্ষিপেৎ পাত্রে সচ্ছিদ্রে ভাজনে তু তৎ ॥ পরিভ্রাম্য পরিভ্রাম্য তৎসন্তপ্তে ঘৃতে ক্ষিপেৎ। পুনঃ পুনস্তদাবৃত্ত্যা বিদধ্যান্মণ্ডলাকৃতিম্॥ তাং সুপক্কাং ঘৃতান্নীত্বা সিতাপাকে তনুদ্রবে। কর্পূরাদিসুগন্ধে চ স্নাপয়িত্বোদ্ধরেত্ততঃ ॥ এষা কুণ্ডলিনা নাম্না পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা। ধাতুবৃদ্ধি-করা বৃষ্যা রুচ্যা চেন্দ্রিয়তর্পণী ॥ ১২৬—১৩১ ॥

পশ্চাৎপরিবেশ্যানি। তত্র রসালা—(সিখরিণী)। আদৌ মাহিষমম্লমম্বু-রহিতং দধ্যাঢ়কং শর্করাম্, শুভ্রাং প্রস্থযুগোন্মিতাং শুচিপটে কিঞ্চচ্চ কিঞ্চিৎ ক্ষিপেৎ। দুগ্ধেনার্দ্ধঘটেন মৃন্ময়নবস্থাল্যাং দৃঢ়ং স্রাবয়েৎ, এলাবীজলবঙ্গচন্দ্রমরিচৈর্যোগ্যৈশ্চ তদ্ যোজয়েৎ ॥ ভীমেন প্রিয়ভোজনেন রচিতা নাম্না রসালা স্বয়ম্, শ্রীকৃষ্ণেন পুরা পুনঃ পুনরিয়ং প্রীত্যা সমাস্বাদিতা। এষা যেন বসন্তবর্জ্জিতদিনে সংসেব্যতে নিত্যশঃ, তস্য স্যাদতিবীর্য্য-বৃদ্ধিরনিশং সর্বেন্দ্রিয়াণাং বলম্ ॥ গ্রীষ্মে তথা শরদি যে রবিশোষিতাঙ্গাঃ, যে চ প্রমত্তবনিতা-সুরতাতিখিন্নাঃ। যে চাপি মার্গপরিসর্পণশীর্ণগাত্রাঃ, স্তেষামিয়ং বপুষি পোষণমাশু কুর্য্যাৎ ॥ রসালা শুক্রলা বল্যা রোচনা বাতপিত্তজিৎ। দীপনী বৃংহণী স্নিগ্ধা মধুরা শিশিরা সরা। রক্তপিত্তং তৃষাং দাহং প্রতিশ্যায়ং বিনাশয়েৎ ॥ ১৩২—১৩৫ ॥

শর্করোদকম্—(সরবত)। জলেন শীতলেনৈব ঘোলিতা শুভ্রশর্করা। এলালবঙ্গ-কর্পূরমরিচৈশ্চ সমন্বিতা ॥ শর্করোদকনাম্নৈতৎ প্রসিদ্ধং বিদুষাং মুখে। শর্করোদকমাখ্যাতং শুক্রলং শিশিরং সরম্ ॥ বল্যং রুচ্যং লঘু স্বাদু বাতপিত্তপ্রণাশনম্। মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিতৃষাদাহ-জ্বরশান্তিকরং পরম্ ॥ ১৩৬—১৩৮ ॥

অথ প্রপানকম্—(পন্না)। তত্র আম্রফলপ্রপানকম্। আম্রমামং জলে স্বিন্নং মর্দ্দিতং দৃঢ়পাণিনা। সিতাশীতাম্বুসংযুক্তং কর্পূরমরিচান্বিতম্ ॥ প্রপাণকমিদং শ্রেষ্ঠং ভীম-সেনেন নির্ম্মিতম্। সদ্যো রুচিকরং বল্যং শীঘ্রমিন্দ্রিয়তর্পণম্ ॥ ১৩৯। ১৪০ ॥

অম্লিকাফলপানকম্—অম্লিকায়াঃ ফলং পক্কং মর্দ্দিতং বারিণা দৃঢ়ম্। শর্করা-মরিচৈর্মিশ্রং লবঙ্গেন্দুসুবাসিতম্ ॥ অম্লিকাফলসম্ভূতং পানকং বাতনাশনম্। পিত্তশ্লেষ্মকরং কিঞ্চিৎ সুরুচ্যং বহ্নিবোধনম্ ॥ ১৪১। ১৪২ ॥

নিম্বুকফলপানকম্—ভাগৈকং নিম্বুজং তোয়ং ষড়্ভাগং শর্করোদকম্। লবঙ্গ-মরিচৈর্মিশ্রং পানং পানকমুত্তমম্ ॥ নিম্বুফলভবং পানমত্যম্লং বাতনাশনম্। বহ্নিদীপ্তিকরং রুচ্যং সমস্তাহারপাচকম্ ॥ ১৪৩।১৪৪ ॥

ধান্যাকপানকম্—শিলায়াং সাধুসম্পিষ্টং ধান্যাকং বস্ত্রগালিতম্। শর্করোদক-সংযুক্তং কর্পূরাদিসুসংস্কৃতম্। নূতনে মৃন্ময়ে পাত্রে স্থিতং পিত্তহরং পরম্ ॥ ১৪৫ ॥

কাঞ্জী—কাঞ্জীকং রোচনং রুচ্যং পাচনং বহ্নিদীপনম্। শূলাজীর্ণবিবন্ধঘ্নং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্। ন ভবেৎ কাঞ্জিকং যত্র তত্র কালিঃ প্রদীয়তে * ॥ ১৪৬ ॥

জারী—আমমাত্রফলং পিষ্টং রাজিকালবণান্বিতম্। ভৃষ্টহিঙ্গুযুতং পূতং ঘোলিতং জালিরুচ্যতে ॥ জালির্হরতি জিহ্বায়াঃ কুণ্ঠত্বং কণ্ঠশোধিনী। মন্দং মন্দন্তু পীতা সা রোচনী বহ্নিবোধিনী ॥ ১৪৭। ১৪৮ ॥

তক্রম্—তুর্য্যাংশেন জলেন সংযুতমতিস্থূলং সদম্লং দধি, প্রায়ো মাহিষমম্বুকেন বিমলে মৃদ্ভাজনে চালয়েৎ। ভৃষ্টং হিঙ্গু চ জীরকঞ্চ লবণং রাজাঞ্চ কিঞ্চিন্মিতাম, পিষ্ট্বা তত্র বিমিশ্রয়েদ্ভবতি তৎ তক্রং ন কস্য প্রিয়ম্॥ তক্রং রুচিকরং বহ্নিদীপনং পাচনং পরম্। উদরে যে গদাস্তেষাং নাশনং তৃপ্তিকারকম্ ॥ ১৪৯। ১৫০ ॥

দুগ্ধম্—বিদাহীন্যন্নপানানি যানি ভুঙ্‌ক্তে হি মানবঃ। তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং ভোজনান্তে পয়ঃ পিবেৎ * ॥ ১৫১ ॥

শক্তবঃ—ধান্যানি ভ্রাষ্ট্রভৃষ্টানি যন্ত্রপিষ্টানি শক্তবঃ ॥ ১৫২ ॥

তত্র যবশক্তবঃ—যবজাঃ শক্তবঃ শীতা দীপনা লঘবঃ সরাঃ। কফপিত্তহরা রুক্ষা লেখনাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ তে পীতা বলদা বৃষ্যা বৃংহণা ভেদনাস্তথা। তর্পণা মধুরা রুচ্যাঃ পরিণামে বলাবহাঃ॥ কফপিত্তশ্রমক্ষুৎতৃট্‌বৃদ্ধি-(ক)-নেত্রামযাপহাঃ। প্রশস্তা ঘর্ম্মদাহাধ্ব-ব্যায়ামার্ত্তশরীরিণাম্॥ ১৫৩—১৫৫ ॥

চণকযবশক্তবঃ—নিস্তুষৈশ্চণকৈর্ভৃষ্টৈস্তুর্য্যাংশৈশ্চ যবৈঃ কৃতাঃ। শক্তবঃ শর্করাসর্পির্যুক্তা গ্রাষ্মেঽতিপূজিতা ॥ ১৫৬ ॥

শালিশক্তবঃ—শক্তবঃ শালিসম্ভুতা বহ্নিদা লঘবো হিমাঃ। মধুরা গ্রাহিণো রুচ্যা পথ্যাশ্চ বলশুক্রদাঃ॥ ন ভুক্ত্বা ন রদৈশ্ছিত্বা ন নিশায়াং ন বা বহূন্। ন জলান্তরিতানদ্যিঃ শক্তূনাদ্যান্ন কেবলান্॥ পৃথক্ পানং পুনর্দ্দানং সামিষং পয়সা নিশি। দন্তচ্ছেদনমুষ্ণঞ্চ সপ্ত শক্তুষু বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫৭—১৫৯ ॥

ধানা—(বহুরী)। যবাস্তু নিস্তুষা ভৃষ্টাঃ স্মৃতা ধানা ইতি স্ত্রিয়াম্। ধানাঃ স্যুর্দুর্জ্জরা রুক্ষাস্তৃট্‌প্রদা গুরুবশ্চ তাঃ। তথা মেহকফচ্ছর্দ্দি-নাশিন্যঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৬০ ॥

লাজাঃ—যেষাং স্যুস্তণ্ডুলাস্তানি ধান্যানি সতুষাণি চ। ভৃষ্টানি স্ফুটিতান্যাহুর্লাজানীতি মনীষিণঃ॥ লাজাঃ স্যুর্মধুরাঃ শীতা লঘবো দীপনাশ্চ তে। স্বল্পমূত্রমলা রুক্ষা বল্যাঃ পিত্তকফচ্ছিদঃ। ছর্দ্দ্যতীসারদাহাস্রমেহমেদস্তৃষাপহাঃ ॥ ১৬১। ১৬২ ॥

চিপিটাঃ—(চিউরা)। শালয়ঃ সতুষা আর্দ্রা ভৃষ্টা অস্ফুটিতাস্ততঃ। কুট্টিতাশ্চিপিটাঃ

* কাঞ্জীবিধির্বটকাবসরে লিখিতঃ॥ ১৪৬॥ দুগ্ধস্যাপরে গুণা উক্তা এব দুগ্ধবর্গে ॥ ১৫১ ॥

(ক) ভ্রমেতি পাঠান্তরম্।

প্রোক্তাস্তে স্মৃতা পৃথুকা অপি ॥ পৃথুকা গুরবো বাতনাশনাঃ শ্লেষ্মলা অপি। সক্ষীরা বৃংহণা বৃষ্যা বল্যা ভিন্নমলাশ্চ তে ॥ ১৬৩। ১৬৪ ॥

হোলকঃ—(হোরহা)। অর্দ্ধপক্কৈঃ শমীধান্যৈস্তৃণভৃষ্টৈশ্চ হোলকঃ। হোলকোঽল্পানিলো মেদঃ কফদোষত্রয়াপহঃ। ভবেদ্যো হোলকো যস্য স চ তত্তদ্গুণো ভবেৎ ॥১৬৫॥

উম্বী—(উচী)। মঞ্জরী ত্বর্দ্ধপক্কা যা যবগোধূময়োর্ভবেৎ। তৃণানলেন সংভৃষ্টা বুধৈরুম্বীতি সা স্মৃতা। উম্বী কফপ্রদা বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা * ॥ ১৬৬ ॥

কুল্মাষাঃ—(ঘুঘুনী)। অর্দ্ধস্বিন্নাস্তু গোধূমা অন্যেঽপি চণকাদয়ঃ। কুল্মাষা ইতি কথ্যন্তে শব্দশাস্ত্রেষু পণ্ডিতৈঃ। কুল্মাষা গুরবো রুক্ষা বাতলা ভিন্নবর্চ্চসঃ ॥ ১৬৭ ॥

পললম্—(তিলকুট)। পললস্তু সমাখ্যাতং সৈক্ষবং তিলপিষ্টকম্। পললং মলকৃদ্ বৃষ্যং বাতঘ্নং কফপিত্তকৃৎ। বৃংহণঞ্চ গুরু স্নিগ্ধং মূত্রাধিক্যনিবর্ত্তকম্ ॥ ১৬৮ ॥

পিণ্যাকঃ—(পীনা)। তিলকিট্টন্তু পিণ্যাকং তথা তিলখলিঃ স্মৃতা। পিণ্যাকো লেখনো রুক্ষো বিষ্টম্ভী দৃষ্টিদূষণঃ ॥ ১৬৯ ॥

তণ্ডুলঃ—(চাউর)। তণ্ডুলো মেহজন্তুঘ্নঃ স নবস্তৃপ্তিদুর্জ্জরঃ ॥ ১৭০ ॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে কৃতান্নবর্গঃ।

অথ বারিবর্গঃ।

তত্র পানীয়নামানি গুণাশ্চ—পানীয়ং সলিলং নীরং কীলালং জলমম্বু চ। আপো বার্ব্বারিকং তোয়ং পয়ঃ পাথস্তথোদকম্ ॥ জীবনং বনমম্ভোঽর্ণোঽমৃতং ঘনরসোঽপি চ ॥ পানীয়ং শ্রমনাশনং ক্লমহরং মূর্চ্ছাপিপাসাপহম্, তন্দ্রাচ্ছর্দ্দিবিবন্ধহৃদ্বলকরং নিদ্রাহরং তর্পণম্, হৃদ্যং গুপ্তরসং হ্যজীর্ণশমকং নিত্যং হিতং শীতলম্, লঘ্বচ্ছং রসকারণং নিগদিতং পীযূষবজ্জীবনম্ ॥ ১। ২ ॥

তস্য ভেদাঃ—পানীয়ং মুনিভিঃ প্রোক্তং দিব্যং ভৌমমিতি দ্বিধা। দিব্যং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং ধারাজং করকাভবম্। তৌষারঞ্চ তথা হৈমং তেষু ধারং গুণাধিকম্ ॥ ৩ ॥

তত্র ধারস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—ধারাভিঃ পতিতং তোয়ং গৃহীতং স্ফীতবাসসা। শিলায়াং বা সুধায়াং বা ধৌতায়াং পতিতঞ্চ যৎ ॥ সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে স্ফাটিকে কাচনির্ম্মিতে। ভাজনে মৃন্ময়ে বাপি স্থাপিতং ধারমুচ্যতে ॥ ধারং নীরং ত্রিদোষঘ্নমনির্দ্দেশ্যরসং

---

* উম্বী উম্বিয়া ইতি লোকে ॥ ১৬৫

লঘু। সৌম্যং রসায়নং বল্যং তর্পণং হ্লাদি জীবনম্॥ পাচনং মতিকৃন্মূর্চ্ছাতন্দ্রাদাহ-শ্রমক্লমান্। তৃষ্ণাং হরতি তৎপথ্যং বিশেষাৎ প্রাবৃষি স্মৃতম্॥ ৪—৭॥

ধারাজলস্য ভেদঃ—ধারাজলঞ্চ দ্বিবিধং গাঙ্গসামুদ্রভেদতঃ॥ ৮॥

তত্র গাঙ্গসামুদ্রয়োর্লক্ষণং গুণাশ্চ—আকাশগঙ্গাসম্বন্ধিজলমাদায় দিগ্-গজাঃ। মেঘৈরন্তরিতা বৃষ্টিং কুর্ব্বন্তীতি বচঃ সতাম্॥ গাঙ্গমাশ্বযুজে মাসি প্রায়ো বর্ষতি বারিদঃ। সর্ব্বথা তজ্জলং দেয়ং তথৈব চরকে বচঃ॥ স্থাপিতং হৈমজে পাত্রে রাজতে মৃণ্ময়েঽপি বা। শাল্যন্নং যেন সংসিক্তং ভবেদক্লেদি বর্ণবৎ॥ তদ্গাঙ্গং সর্ব্বদোষঘ্নং জ্ঞেয়ং সামুদ্রমন্যথা। তত্তু সক্ষারলবণং শুক্রদৃষ্টিবলাপহম্॥ বিস্রঞ্চ দোষলং তীক্ষ্ণং সর্ব্বকর্ম্মসু নো হিতম্। সামুদ্রন্ত্বাশ্বিনে মাসি গুণৈর্গাঙ্গবদাদিশেৎ॥ যতোঽগস্ত্যস্য দিব্যার্ষৈরুদয়াৎ সকলং জলম্। নির্ম্মলং নির্বিষং স্বাদু শুক্রলং স্যাদদোষলম্॥ অতএব আহ—ফুৎকারবিষ-বাতেন নাগানাং ব্যোমচারিণাম্। বর্ষাসু সবিষং তোয়ং দিব্যমপ্যাশ্বিনং বিনা॥ ৯—১৫॥

অনার্ত্তবানাং গুণাঃ—অনার্ত্তবং প্রমুঞ্চন্তি বারি বারিধরাস্তু তৎ। তৎ ত্রিদোষায় সর্ব্বেষাং দেহিনাং পরিকীর্ত্তিতম্ *॥ ১৬॥

করকাজলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—দিব্যবায়্বগ্নিসংযোগাৎ সংহতাঃ খাৎ পতন্তি যাঃ। পাষাণখণ্ডবচ্চাপস্তাঃ কারক্যোঽমৃতোপমাঃ॥ করকাজং জলং রুক্ষং বিশদং গুরু চ স্থিরম্। দারুণং শীতলং সান্দ্রং পিত্তহৃৎ কফবাতকৃৎ॥ ১৭। ১৮॥

তৌষারলক্ষণং গুণাশ্চ—অপি নদ্যাঃ সমুদ্রান্তে বহ্নিরাপস্তদুদ্ভবাঃ। ধূমাবয়বনির্মুক্তাস্তুষারাখ্যাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ *॥ অপথ্যাঃ প্রাণিনাং প্রায়ো ভূরুহাণান্তু তা হিতাঃ। তুষারাম্বু হিমং রুক্ষং স্যাদ্বাতলমপিত্তলম্। কফোরুস্তম্ভকণ্ঠাগ্নিমেহগণ্ডাদি-রোগনুৎ॥ ১৯। ২০॥

হৈমজলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—হিমবচ্ছিখরাদিভ্যো দ্রবীভূয়াভিবর্ষতি। যত্তদেব হিমং হৈমং জলমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ হিমাম্বু শীতং পিত্তঘ্নং গুরু বাতবিবর্দ্ধনম্ *। হিমন্তু শীতলং রুক্ষং দারুণং সূক্ষ্মমিত্যপি। ন তদ্দূষয়তে বাতং ন চ পিত্তং নবা কফম্॥ ২১। ২২॥

ভৌমং জলং তদ্ভেদাশ্চ—ভৌমমম্ভো নিগদিতং প্রথমং ত্রিবিধং বুধৈঃ। জাঙ্গলং পরমানূপং ততঃ সাধারণং ক্রমাৎ॥ ২৩॥

তেষাং লক্ষণানি গুণাশ্চ—অল্পোদকোঽল্পবৃক্ষশ্চ পিত্তরক্তাময়ান্বিতঃ। জ্ঞাতব্যো জাঙ্গলো দেশস্তত্রত্যং জাঙ্গলং জলম্॥ বহ্বম্বুর্বহুবৃক্ষশ্চ বাতশ্লেষ্মাময়ান্বিতঃ। দেশোঽনূপ ইতি খ্যাত আনূপং তদ্ভবং জলম্॥ মিশ্রচিহ্নস্তু যো দেশঃ স হি সাধারণঃ

---

* অনার্ত্তবং পৌষাদি মাসচতুষ্টয়বিষয়ম্॥ ১৬॥ অপি নদ্যাঃ সমুদ্রান্তে বহ্নি নদীমারভ্য সমুদ্রপর্য্যন্তে বহ্নিরাস্তে। তদুদ্ভবাঃ বহ্নিভবা ধূমাবয়বনির্মুক্তাঃ ধূমাংশরহিতাঃ। আপস্তুষারাখ্যাঃ। তুষ ইতি লোকে। তুষার ইতি চ॥ ১৯॥ হৈমং জলম্ কুহেস জলম্। অন্যে তু ঔর্বানলধূমেরিতমম্বু সমুদ্রস্য যদ্ ঘনীভূতম্, পবনানীতমুদীচ্যাস্তদ্ধিমমিতি কথ্যতে সদ্ভিঃ॥ হিমং কুহেস ইতি লোকে॥ ২১॥

স্মৃতঃ। তস্মিন্ দেশে যতুদকং তত্তু সাধারণং স্মৃতম্॥ জাঙ্গলং সলিলং রুক্ষং লবণং লঘু পিত্তনুৎ। বহ্নিকৃৎ কফহৃৎ পথ্যং বিকারান্ কুরুতে বহূন্॥ আনূপং বার্য্যভিষ্যন্দি স্বাদু স্নিগ্ধং ঘনং গুরু। বহ্নিহৃৎ কফকৃৎ হৃদ্যং বিকারান্ কুরুতে বহূন্॥ সাধারণন্তু মধুরং দীপনং শীতলং লঘু। তর্পণং রোচনং তৃষ্ণ-দাহদোষত্রয়প্রণুৎ॥ ২৪—২৯॥

ভৌমানামেব নাদেয়াদীনাং লক্ষণানি গুণাশ্চ। তত্র নাদেয়স্য লক্ষণং গুণাশ্চ—নদ্যা নদস্য বা নীরং নাদেয়মিতি কীর্ত্তিতম্। নাদেয়মুদকং রুক্ষং বাতলং লঘু দীপনম্। অনভিষ্যন্দি বিশদং কটুকং কফপিত্তনুৎ। নদ্যঃ শীঘ্রবহাঃ লঘ্যঃ সর্ব্বা যাশ্চামলোদকাঃ। গুর্ব্ব্যঃ শৈবলসংচ্ছন্না মন্দগাঃ কলুষাশ্চ যাঃ॥ হিমবৎপ্রভবাঃ পথ্যা নদ্যোঽশ্মাহতপাথসঃ। গঙ্গাশতদ্রুসরযূ-যমুনাদ্যা গুণোত্তমাঃ॥ সহ্যশৈলভবা নদ্যো বেণা-গোদাবরীমুখাঃ। কুর্বন্তি প্রায়শঃ কুষ্ঠমীষদ্বাতকফাবহাঃ॥ নদীসরস্তড়াগস্থে কূপপ্রস্রবণাদিজে। উদকে দেশভেদেন গুণান্ দোষাংশ্চ লক্ষয়েৎ॥ ৩০—৩৪॥

ঔদ্ভিদস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—বিদার্য্য ভূমিং নিম্নাং য মহত্যা ধারয়া স্রবেৎ। তত্তোয়মৌদ্ভিদং নাম বদন্তীতি মহর্ষয়ঃ॥ ঔদ্ভিদং বারি পিত্তঘ্নমবিদাহ্যতিশীতলম্। প্রীণনং মধুরং বল্যমীষদ্বাতকরং লঘু॥ ৩৫—৩৬॥

নৈর্ঝরস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—শৈলসানুস্রবদ্বারি প্রবাহো নির্ঝরো ঝরঃ। স তু প্রস্রবণশ্চাপি তত্রত্যং নৈর্ঝরং জলম্॥ নৈর্ঝরং রুচিকৃন্নীরং কফঘ্নং দীপনং লঘু। মধুরং কটুপাকঞ্চ বাতলং স্যাদপিত্তলম্॥ ৩৭—৩৮॥

সারসস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—নদ্যাঃ শৈলাদিরুদ্ধায়া যত্র সংশ্রিত্য তিষ্ঠতি। তৎসরো জলসঞ্ছন্নং তদন্তঃ সারসং স্মৃতম্॥ সারসং সলিলং বল্যং তৃষ্ণাঘ্নং মধুরং লঘু। রোচনং তুবরং রুক্ষং বদ্ধমূত্রমলং স্মৃতম্॥ ৩৯। ৪০॥

তাড়াগস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহুসংবৎসরোত্থিতঃ। জলাশয়স্তড়াগঃ স্যাত্তাড়াগং তজ্জলং স্মৃতম্॥ তাড়াগমুদকং স্বাদু কষায়ং কটুপাকি চ। বাতলং বদ্ধবিণ্মূত্রমসৃক্পিত্তকফাপহম্॥ ৪১। ৪২॥

বাপ্যলক্ষণং গুণাশ্চ—পাষাণৈরিষ্টকাভির্বা বদ্ধঃ কূপো বৃহত্তরঃ। সসোপানা ভবেদ্বাপী তজ্জলং বাপ্যমুচ্যতে॥ বাপ্যং বারি যদি ক্ষারং পিত্তকৃৎ কফবাতহৃৎ। তদেব মিষ্টং কফকৃৎ বাতপিত্তহরং ভবেৎ॥ ৪৩। ৪৪॥

কৌপস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—ভূমৌ খাতোঽল্পবিস্তারো গম্ভীরো মণ্ডলাকৃতিঃ বদ্ধোঽবদ্ধঃ স কূপঃ স্যাত্তদন্তঃ কৌপমুচ্যতে॥ কৌপং পয়ো যদি স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং হিতং লঘু তৎক্ষারং কফবাতঘ্নং দীপনং পিত্তকৃৎ পরম্॥ ৪৫। ৪৬॥

চৌণ্ড্যস্য (ক) লক্ষণং গুণাশ্চ—শিলাকীর্ণং স্বয়ং শ্বভ্রং নীলাঞ্জনসমোদকম্।

(ক) চৌন্ট্যস্যেতি পাঠান্তরম্।

লতাবিতানসংছন্নং চৌঞ্জ্যমিত্যভিধীয়তে॥ অশ্মাদিভিরবদ্ধং যত্তচ্চৌঞ্জ্যমিতি বা পরে। তত্রত্যমুদকং চৌঞ্জ্যং মুনিভিস্তদুদাহৃতম্॥ চৌঞ্জ্যং বহ্নিকরং নীরং রুক্ষং কফহরং লঘু। মধুরং পিত্তনুদ্রুচ্যং পাচনং বিশদং স্মৃতম্॥ ৪৭--৪৯॥

পাল্বলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—অল্পং সরঃ পল্বলং স্যাদ্যত্র চন্দ্রর্ক্ষগে রবৌ। ন তিষ্ঠতি জলং কিঞ্চিত্তত্রত্যং বারি পাল্বলম্। পাল্বলং বার্য্যভিষ্যন্দি গুরু স্বাদু ত্রিদোষকৃৎ *॥ ৫০॥

বিকিরস্য (ক) জলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—নদ্যাদিনিকটে ভূমির্যা ভবেদ্বালুকাময়ী। উদ্ধাব্যতে ততো যত্তু তজ্জলং বিকিরং বিদুঃ॥ বিকিরং শীতলং স্বচ্ছং নির্দ্দোষং লঘু চ স্মৃতম্। তুবরং স্বাদু পিত্তঘ্নং ক্ষারং তৎপিত্তলং মনাক্॥ ৫১। ৫২॥

কৈদারস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—কেদারং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং কৈদারং তজ্জলং স্মৃতম্। কৈদারং বার্য্যভিষ্যন্দি মধুরং গুরু দোষকৃৎ॥ ৫৩॥

• **বৃষ্টিজলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ**—বার্ষিকং তদহর্বৃষ্টং ভূমিস্থমহিতং জলম্। ত্রিরাত্রমুষিতং তত্তু প্রসন্নমমৃতোপমম্॥ ৫৪॥

হেমন্তাদিকালবিশেষে বিহিতো জলবিশেষঃ—হেমন্তে সারসং তোয়ং তাড়াগং বা হিতং স্মৃতম্। হেমন্তে বিহিতং তোয়ং শিশিরেঽপি প্রশস্যতে॥ বসন্তগ্রীষ্ময়োঃ কৌপং বাপ্যং বা নৈর্ঝরং জলম্। নাদেয়ং বারি নাদেয়ং বসন্তগ্রীষ্ময়োর্বুধৈঃ॥ বিষবদ্বনবৃক্ষাণাং পত্রাদ্যৈর্দূষিতং যতঃ। ঔদ্ভিদং বান্তরিক্ষং বা কৌপং বা প্রাবৃষি স্মৃতম্॥ শস্তং শরদি নাদেয়ং নীরমংশূদকং পরম্॥ দিবা রবিকরৈর্জুষ্টং নিশি শীতকরাংশুভিঃ। জ্ঞেয়মংশূদকং নাম স্নিগ্ধং দোষত্রয়াপহম্ *॥ অনভিষ্যন্দি নির্দ্দোষমান্তরীক্ষজলোপমম্। বল্যং রসায়নং মেধ্যং শীতং লঘু সুধাসমম্॥ অন্যচ্চ। শরদি স্বচ্ছমুদয়াদগস্ত্যস্যাখিলং হিতম্॥ ৫৫—৬০॥

বৃদ্ধসুশ্রুতস্তু—পৌষে বারি সরোজাতং মাঘে তত্তু তড়াগজম্। ফাল্গুনে কূপসম্ভূতং চৈত্রে চৌঞ্জ্যং হিতং মতম্॥ বৈশাখে নৈর্ঝরং নীরং জ্যৈষ্ঠে শস্তং তথৌদ্ভিদম্। আষাঢ়ে শস্যতে কৌপং শ্রাবণে দিব্যমেব চ॥ ভাদ্রে কৌপ্যং পয়ঃ শস্তমাশ্বিনে চৌঞ্জ্যমেব চ। কার্ত্তিকে মার্গশীর্ষে চ জলমাত্রং প্রশস্যতে॥ ৬১—৬৩॥

জলগ্রহণকালঃ—ভৌমানামম্ভসাংপ্রায়ো গ্রহণং প্রাতরিষ্যতে। শীতত্বং নির্ম্মলত্বঞ্চ যতস্তেষাং মতো গুণঃ॥ ৬৪॥

জলস্য পানবিধিঃ—অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেঽন্নং নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ। তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি॥ ৬৫॥

---

* রবৌ সূর্য্যে চন্দ্রর্ক্ষগে কর্কটরাশিস্থে শ্রাবণে মাসি ইতি যাবৎ॥ অত্র চন্দ্রর্ক্ষং মৃগশিরস্তদ্গতে ইতি মুখ্যোঽর্থঃ॥ ৫০॥ রবিকরৈর্জুষ্টমিত্যুক্তে দিবাপদং সমস্তদিবসপ্রাপ্ত্যর্থং, শীতকরাংশুভির্জুষ্টমিত্যুক্তে নিশীতিপদং সমস্তরাত্রিপ্রাপ্ত্যর্থম্॥ ৫৯॥

(ক) চিকিরস্যেতি পাঠান্তরম্।

শীতলজলপানস্য বিষয়াঃ—মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে। শ্রমে ভ্রমে বিদগ্ধেঽন্নে তমকে বমথৌ তথা। ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতমম্ভঃ প্রশস্যতে॥ ৬৬

তন্নিষেধঃ—পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে। আধ্মানে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃশুদ্ধৌ নবজ্বরে॥ অরুচিগ্রহণীগুল্ম-শ্বাসকাসেষু বিদ্রধৌ। হিক্কায়াং স্নেহপানে চ শীতাম্বু পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬৭। ৬৮॥

অল্পজলপানস্য বিষয়াঃ—অরোচকে প্রতিশ্যায়ে মন্দেঽগ্নৌ শ্বয়থৌ ক্ষয়ে মুখপ্রসেকে জঠরে কুষ্ঠে নেত্রাময়ে জ্বরে। ব্রণে চ মধুমেহে চ পিবেৎ পানীয়মল্পকম্॥ ৬৯॥

জলপানস্যাবশ্যকতা—জীবনং জীবিনাং জীবো জগৎসর্ব্বন্তু তন্ময়ম্। নাতোঽত্যন্ত নিষেধেন (ক) ন কদাচিদ্বারি বার্য্যতে॥ হারীতশ্চ। তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী। তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥ তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি। অতঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্বারি বারয়েৎ॥ ৭০—৭২॥

প্রশস্তং জলম্—অগন্ধমব্যক্তরসং সুশীতং তর্ষনাশনম্। অচ্ছং লঘু চ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে॥ ৭৩॥

নিন্দিতজলম্—পিচ্ছিলং কৃমিলং ক্লিন্নং পর্ণশৈবালকর্দ্দমৈঃ। বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গন্ধং ন হিতং জলম্॥ কলুষং ছন্নমম্ভোজপর্ণনালাতৃণাদিভিঃ। দুস্পর্শন (খ) মসংস্পৃষ্টং সৌরচান্দ্রমরীচিভিঃ॥ অনার্ত্তবং বার্ষিকন্তু প্রথমং তচ্চ ভূমিগম্। ব্যাপন্নং পরিহর্ত্তব্যং সর্ব্বদোষপ্রকোপণম্॥ তৎকুর্য্যাৎ স্নানপানাভ্যাং তৃষ্ণাধ্মানচিরজ্বরান্ (গ)। কাসাগ্নিমান্দ্যাভিষ্যন্দকণ্ডুগণ্ডাদিকং তথা॥ ৭৪—৭৭॥

দুষ্টজলস্য নির্দ্দোষীকরণোপায়াঃ—নিন্দিতঞ্চাপি পানীয়ং ক্বথিতং সূর্য্যতাপিতম্। সুবর্ণং রজতং লোহং পাষাণং সিকতামপি॥ ভৃশং সন্তাপ্য নির্বাপ্য সপ্তধা সাধিতং তথা। কর্পূরজাতিপুন্নাগ-পাটলাদিসুবাসিতম্॥ শুচি সান্দ্রপটস্রাবি ক্ষুদ্রজন্তুবিবর্জ্জিতম্। স্বচ্ছং কনকমুক্তাদ্যৈঃ শুদ্ধং স্যাদ্দোষবর্জ্জিতম্॥ পর্ণমূলবিষগ্রন্থিমুক্তাকনকশৈবলৈঃ। গোমেদেন চ বস্ত্রেণ কুর্য্যাদম্বুপ্রসাদনম্॥ ৭৮—৮১॥

পীতস্য জলস্য পাকবিধিঃ—পীতং জলং জীর্য্যতি যামযুগ্মাদ্(ঘ) যামৈকমাত্রাৎ শৃতশীতলঞ্চ। তদর্দ্ধমাত্রেণ (ঙ) শৃতং কদুষ্ণং পয়ঃপ্রপাকে ত্রয় এব কালাঃ॥ ৮২॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে বারিবর্গঃ।

(ক) অতোঽত্যন্ততয়া সুজ্ঞ ইতি পাঠান্তরম্। (খ) দুর্দ্দেশজমিতি পাঠান্তরম্। (গ) তৃষ্ণাধ্মানোদরজ্বরান্ ইতি পাঠান্তরম্। (ঘ) যামমাত্রমিতি বা পাঠঃ। (ঙ) তদর্দ্ধমাত্রমিতি বা পাঠঃ।

অথ দুগ্ধবর্গঃ।

দুগ্ধস্য নামগুণাঃ—দুগ্ধং ক্ষীরং পয়ঃ স্তন্যং বালজীবনমিত্যপি। দুগ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং বাতপিত্তহরং সরম্॥ সদ্যঃ শুক্রকরং শীতং সাত্ম্যং সর্ব্বশরীরিণাম্। জীবনং বৃংহণং বল্যং মেধ্যং বাজীকরং পরম্॥ বয়ঃস্থাপনমায়ুষ্যং সন্ধিকারি রসায়নম্। বিরেকবান্তিবস্তীনাং তুল্যমোজোবিবর্দ্ধনম্॥ জীর্ণজ্বরে মনোরোগে শোষমূর্চ্ছাভ্রমেষু চ। গ্রহণ্যাং পাণ্ডুরোগে চ দাহে তৃষি হৃদাময়ে॥ শূলোদাবর্ত্তগুল্মেষু বস্তিরোগে গুদাঙ্কুরে। রক্তপিত্তেঽতিসারে চ যোনিরোগে শ্রমে ক্লমে॥ গর্ভস্রাবে চ সততং হিতং মুনিবরৈঃ স্মৃতম্। বালবৃদ্ধক্ষতক্ষীণাঃ ক্ষুদ্ব্যবায়কৃশাশ্চ যে। তেভ্যঃ সদাতিশয়িতং হিতমেতদুদাহৃতম্॥ ১—৬॥

গোদুগ্ধস্য গুণাঃ—গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ। শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্॥ দোষধাতুমলস্রোতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেদকরং গুরু। জরাসমস্তরোগাণাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা॥ ৭।৮॥

বর্ণবিশেষে গুণবিশেষঃ—কৃষ্ণায়া গোর্ভবেদ্দুগ্ধং বাতহারি গুণাধিকম্। পীতায়া হরতে পিত্তং তথা বাতহরং ভবেৎ॥ শ্লেষ্মলং গুরু শুক্লায়া রক্তাচিত্রা চ বাতহৃৎ॥ ৯॥

ধেনোর্বালবৎসায়া বিবৎসায়াশ্চ গুণাঃ—বালবৎস-বিবৎসানাং গবাং দুগ্ধং ত্রিদোষকৃৎ॥ ১০॥

বস্কয়ন্ত্যা গুণাঃ—(বকেনীগোগুণাঃ)। বস্কয়ন্যাস্ত্রিদোষঘ্নং তর্পণং বলকৃৎ পয়ঃ॥ ১১॥

দেশবিশেষেণ গুণবিশেষঃ—জাঙ্গলানূপশৈলেষু চরন্তীনাং যথোত্তরম্। পয়ো গুরুতরং স্নেহো যথাহারং প্রবর্ত্ততে॥ ১২॥

আহারবিশেষে গুণবিশেষঃ—স্বল্পান্নভক্ষণাজ্জাতং ক্ষীরং গুরু কফপ্রদম্। তত্তু বল্যং পরং বৃষ্যং স্বস্থানাং গুণদায়কম্॥ পলালতৃণকার্পাসবীজজং রোগিণে হিতম্॥ ১৩॥

মহিষীদুগ্ধস্য গুণাঃ—মাহিষং মধুরম্ গব্যাৎ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু। নিদ্রাকরমভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যকরং হিমম্॥ ১৪॥

ছাগীদুগ্ধস্য গুণাঃ—ছাগং কষায়ং মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু। রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাসজ্বরাপহম্। অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তনিষেবণাৎ। স্তোকাম্বুপানাদ্ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগাপহং পয়ঃ॥ ১৫।১৬॥

মৃগ্যাদিদুগ্ধস্য গুণাঃ—মৃগীনাং জাঙ্গলোত্থানামজাক্ষীরগুণং পয়ঃ॥ ১৭॥

ভেড়ীদুগ্ধগুণাঃ—আবিকং লবণং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণঞ্চাশ্মরীপ্রণুৎ। অহৃদ্যং তর্পণং কেশ্যং শুক্রপিত্তকফপ্রদম্। গুরু কাসেঽনিলোদ্ভূতে কেবলে চানিলে বরম্॥ ১৮॥

ঘোটকীদুগ্ধম্—(ঘোড়ীদুগ্ধ)। রুক্ষোষ্ণং বড়বাক্ষীরং বল্যং শোষানিলাপহম্। অম্লং পটু লঘু স্বাদু সর্ব্বমৈকশফং তথা॥ ১৯॥

উষ্ট্রীদুগ্ধং—ঔষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা। কৃমিকুষ্ঠকফানাহ-শোথো-দরহরং সরম্॥ ২০॥

হস্তিনীদুগ্ধং—বৃংহণং হস্তিনীদুগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু। বৃষ্যং বল্যং হিমং স্নিগ্ধং চক্ষুষ্যং স্থিরতাকরম্॥ ২১॥

নারীদুগ্ধং—নার্য্যা লঘু পয়ঃ শাতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ। চক্ষুঃশূলাভিঘাতঘ্নং নস্যাশ্চ্যোতনয়োর্বরম্॥ ২২॥

ধারোষ্ণাদিগুণাঃ—ধারোষ্ণং গোপয়ো বল্যং লঘু শীতং সুধাসমম্। দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারাশিশিরং ত্যজেৎ॥ ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশাতন্তু মাহিষম্। শৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজাপয়ঃ॥ আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরুশ্লেষ্মামবর্দ্ধনম্। জ্ঞেয়ং সর্ব্বমপথ্যন্তু গব্যমাহিষবর্জিতম্॥ নারীক্ষীরন্ত্বামমেব হিতং ন তু শৃতং হিতম্। শৃতোষ্ণং কফবাতঘ্নং শৃতশাতন্তু পিত্তনুৎ॥ অর্দ্ধোদকং ক্ষীরশিষ্টমামাল্লঘুতরং পয়ঃ। জলেন রহিতং দুগ্ধমতিপক্বং যথা যথা। তথা তথা গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যং বলবিবর্দ্ধনম্॥ ২৩—২৭॥

পীযূষকিলাটক্ষীরশাকতক্রপিণ্ডমোরটানাং লক্ষণানি গুণাশ্চ—ক্ষারং তৎকালসূতায়া ঘনং পীযূষমুচ্যতে। নষ্টদুগ্ধস্য পক্বস্য পিণ্ডঃ প্রোক্তঃ কিলাটকঃ*॥ অপক্বমেব যন্নষ্টং ক্ষীরশাকং হি তৎপয়ঃ। দধ্না তক্রেণ বা নষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা*॥ দ্রবভাগেন হীনং তৎ তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে। নষ্টদুগ্ধভবং নীরং মোরটং জেজ্জড়োঽব্রবীৎ॥ পীযূষঞ্চ কিলাটশ্চ ক্ষীরশাকং তথৈব চ। তক্রপিণ্ড ইমে বৃষ্যা বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ॥ গুরবঃ শ্লেষ্মলা হৃদ্যা বাতপিত্তবিনাশনাঃ। দীপ্তাগ্নীনাং বিনিদ্রাণাং বিদ্রধৌ চাভিপূজিতাঃ॥ মুখ-শোষতৃষাদাহ-রক্তপিত্তজ্বরপ্রণুৎ। লঘুর্বলকরো রুচ্যো মোরটঃ স্যাৎ সিতাযুতঃ॥ ২৮—৩৩॥

সন্তানিকাগুণাঃ—(সন্তানিকা সাটী) সন্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্র-বাতনুৎ। তর্পণী বৃংহণী স্নিগ্ধা বলাসবলশুক্রলা॥ ৩৪॥

খণ্ডাদিযুক্তদুগ্ধগুণাঃ—খণ্ডেন সহিতং দুগ্ধং কফকৃৎ পবনাপহম্। সিতাসিতো-পলাযুক্তং শুক্রলং ত্রিমলাপহম্॥ সগুড়ং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মকরং পরম্॥ ৩৫॥

প্রভাতাদিভবদুগ্ধগুণাঃ—রাত্রৌ চন্দ্রগুণাধিক্যাদ্ ব্যায়ামাকরণাত্তথা। প্রাভা-তিকং তদা প্রায়ঃ প্রাদোষাদ্গুরু শীতলম্॥ দিবাকরকরাঘাতাৎ ব্যায়ামানলসেবনাৎ। প্রাভা-তিকাত্তু প্রাদোষং লঘু বাতকফাপহম্॥ ৩৬। ৩৭॥

---

* পীযূষং পেবস ইতিলোকে কিলাটকঃ গিজিরী ইতি লোকে॥ ২৮॥ ক্ষীরশাকঃ তুষিতরা বা খিরিসা ইতি লোকে॥ ২৯॥

দুগ্ধসেবনস্য সময়বিশেষে গুণমাহ—বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিদীপনকরং পূর্ব্বাহ্নকালে পয়ো, মধ্যাহ্নে তু বলাবহং কফহরং পিত্তাপহং দীপনম্। বালে বৃদ্ধিকরং ক্ষয়েঽক্ষয়করং বৃদ্ধেষু রেতোবহম্ রাত্রৌ পথ্যমনেকদোষশমনং ক্ষীরং সদা সেব্যতে (ক)॥ বদন্তি পেয়ং নিশি কেবলং পয়ো, ভোজ্যং ন তেনেহ সহৌদনাদিকম্। ভবত্যজীর্ণং ন শয়ীত শর্ব্বরীং ক্ষীরস্য পীতস্য ন শেষমুৎসৃজেৎ॥ বিদাহীন্যন্নপানানি দিবা ভুঙ্ক্তে হি যন্নরঃ। তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং রাত্রৌ ক্ষীরং সদা পিবেৎ॥ দীপ্তানলে কৃশে পুংসি বালে বৃদ্ধে পয়ঃপ্রিয়ে। মতং হিততমং দুগ্ধং সদ্যঃশুক্রকরং যতঃ॥ ৩৯। ৪২॥

মথিতস্য দুগ্ধস্য গুণাঃ—ক্ষীরং গব্যং মথাজং বা কোষ্ণং দণ্ডাহতং পিবেৎ। লঘু বৃষ্যং জ্বরহরং বাতপিত্তকফাপহম্॥ ৪৩॥

গব্যাজদুগ্ধফেনগুণাঃ—গোদুগ্ধপ্রভবং কিংবা ছাগীদুগ্ধসমুদ্ভবম্। ভবেৎ ফেনং ত্রিদোষঘ্নং রোচনং বলবর্দ্ধনম্॥ বহ্নিবৃদ্ধিকরং বৃষ্যং সদ্যস্তৃপ্তিকরং লঘু। অতীসারেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরেঽজীর্ণে প্রশস্যতে॥ ৪৪। ৪৫॥

নিন্দিতং দুগ্ধং—বিবর্ণং বিরসং চাম্লং দুর্গন্ধং গ্রথিতং পয়ঃ। বর্জ্জয়েদম্ললবণযুক্তং কুষ্ঠাদিকৃদ্‌যতঃ॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে দুগ্ধবর্গঃ।

অথ দধিবর্গঃ।

তত্র দধ্নোগুণাঃ—দধ্যুষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসং গুরু। পাকেঽম্লং শ্বাসপিত্তাস্র-শোথমেদঃকফপ্রদম্॥ মূত্রকৃচ্ছ্রে, প্রতিশ্যায়ে শীতগে বিষমজ্বরে। অতীসারেঽরুচৌ কার্শ্যে শস্যতে বলশুক্রকৃৎ॥ ১। ২॥

দধিভেদঃ—আদৌ মন্দং ততঃ স্বাদু স্বাদ্বম্লঞ্চ ততঃ পরম্। অম্লং চতুর্থমত্যম্লং পঞ্চমং দধি পঞ্চধা॥ ৩॥

মন্দাদীনাং লক্ষণানি গুণাশ্চ—মন্দং দুগ্ধবদব্যক্তরসং কিঞ্চিদ্‌ঘনং ভবেৎ। মন্দং স্যাৎ সৃষ্টবিণ্‌মূত্রং দোষত্রয়বিদাহকৃৎ॥ যৎ সম্যগ্‌ ঘনতাং যাতং ব্যক্তস্বাদুরসং ভবেৎ। অব্যক্তাম্লরসং তত্তু স্বাদু বিজ্ঞৈরুদাহৃতম্॥ স্বাদু স্যাদত্যভিষ্যন্দি বৃষ্যং মেদঃকফাবহম্। বাতঘ্নং মধুরং পাকে রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥ স্বাদ্বম্লং সান্দ্রং মধুরং কষায়ানুরসং ভবেৎ। স্বাদ্বম্লস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ সামান্যদধিবর্জ্জনৈঃ॥ যত্তিরোহিতমাধুর্য্যং ব্যক্তাম্লং তদম্লকম্। অম্লন্তু দীপনং

(ক) চক্ষুর্হিতং সংস্মৃতমিতি পাঠান্তরম্।

পিত্তরক্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্ ॥ তদত্যম্লং দন্তরোমহর্ষকণ্ঠাদিদাহকৃৎ। অত্যম্লং দীপনং রক্তবাতপিত্তকরং পরম্ ॥ ৪—৯ ॥

গোদধিগুণাঃ—গব্যং দধি বিশেষেণ স্বাদ্বম্লঞ্চ রুচিপ্রদম্। পবিত্রং দীপনং হৃদ্যং পুষ্টিকৃৎ পবনাপহম্ ॥ উক্তং দধ্নামশেষাণাং মধ্যে গব্যং গুণাধিকম্ ॥ ১০ ॥

মাহিষদধিগুণাঃ—মাহিষং দধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ। স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বৃষ্যং গুর্ব্বস্রদূষকম্ ॥ ১১ ॥

ছাগীদধিগুণাঃ—আজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্। শস্যতে শ্বাসকাসার্শঃক্ষয়কার্শ্যেষু দীপনম্ ॥ ১২ ॥

পক্কদুগ্ধ-দধিগুণাঃ—পক্কদুগ্ধভবং রুচ্যং দধি স্নিগ্ধং গুণোত্তমং। পিত্তানিলাপহং সর্ব্ব-ধাত্বগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥ ১৩ ॥

নিঃসারদুগ্ধদধিগুণাঃ—অসারং দধি সংগ্রাহি শীতলং বাতলং লঘু। বিষ্টম্ভি দীপনং রুচ্যং গ্রহণীরোগনাশনম্ ॥ ১৪ ॥ (ক)

শর্করাদিসহিতদধিগুণাঃ—সশর্করং দধি শ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহজিৎ। সগুড়ং বাতনুদ্‌বৃষ্যং বৃংহণং তর্পণং গুরু ॥ ১৫ ॥

রাত্রৌ দধিভোজননিষেধঃ—ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত নচাপ্যঘৃতশর্করম্। নামুদ্গসূপং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণং নামলকৈর্বিনা ॥ * ॥ ১৬ ॥

ঋতুবিশেষেণ বিধিনিষেধৌ—হেমন্তে শিশিরে চাপি বর্ষাসু দধি শস্যতে। শরদ্‌গ্রীষ্মবসন্তেষু প্রায়শস্তদ্বিগর্হিতম্ ॥ ১৭ ॥

অবিধিনা দধিসেবনে দোষমাহ—জ্বরাসৃক্‌পিত্তবীসর্প-কুষ্ঠপাণ্ড্বাময়ভ্রমান্। প্রাপ্নুয়াৎ কামলাঞ্চোগ্রাং বিধিং হিত্বা দধিপ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

সরস্য মস্তুনশ্চ লক্ষণং গুণাশ্চ—দধ্নস্তূপরি যো ভাগো ঘনঃ স্নেহসমন্বিতঃ। স লোকে সর ইত্যুক্তো দধ্নো মণ্ডস্তু মস্তিতি ॥ সরঃ স্বাদুর্গুরুর্বৃষ্যো বাতবহ্নিপ্রণাশনঃ। সোঽম্লো বস্তিপ্রধমনঃ পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ ॥ মস্তু ক্লমহরং বল্যং লঘু। ভক্তাভিলাষকৃৎ স্রোতোবিশোধনং হ্লাদি কফতৃষ্ণানিলাপহম্। অবৃষ্যং প্রীণনং শীঘ্রং ভিনত্তি মলসঞ্চয়ম্ ॥ ১৯—২২ ॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে দধিবর্গঃ।

---

* অয়মর্থঃ। রাত্রৌ দধি ন ভুঞ্জীত। ভুঞ্জীত চেত্তদা অঘৃতশর্করমুদ্গসূপসক্ষৌদ্রমুষ্ণং বিনামলকৈশ্চ দধি ন ভুঞ্জীত। তেন ঘৃতশর্করাদিযুক্তং দধি রাত্রাবপি ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ। তথা চ। "শস্যতে দধি নো রাত্রৌ শস্তং চাপ্যঘৃতং ঘৃতম্। রক্তপিত্তকফোত্থেষু বিকারেষু তু নৈব তৎ ॥ তৎ অঘৃতাম্বিতমপি ॥ ১৭ ॥

(ক) গালিতদধিগুণাঃ—গালিতং দধি সুস্নিগ্ধং বাতলং কফকৃদ্‌গুরু। বলপুষ্টিকরং রুচ্যং মধুরং নাতিপিত্তকৃৎ ইত্যধিকঃ পাঠঃ ॥

অথ তক্রবর্গঃ।



তত্র তক্রস্য ভিন্নানি নামানি লক্ষণানি গুণাশ্চ—ঘোলস্তু মথিতং তক্র-মুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপি চ। সসরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতন্ত্বসরোদকম্ *॥ তক্রং পাদজলং প্রোক্ত-মুদশ্বিত্বর্দ্ধবারিকম্। ছচ্ছিকা সারহীনা স্যাৎ স্বচ্ছা প্রচুরবারিকা *॥ ঘোলং তু শর্করাযুক্তং গুণৈর্জ্ঞেয়ং রসালবৎ। বাতপিত্তহরং হ্লাদি মথিতং কফপিত্তনুৎ॥ তক্রং গ্রাহি কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং লঘু। বীর্য্যোষ্ণং দীপনং বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্॥ গ্রহণ্যাদিমতাং পথ্যং ভবেৎ সংগ্রাহি লাঘবাৎ। কিঞ্চ স্বাদুবিপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপণম্॥ কষায়োষ্ণাবিকাশি-ত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চাপি কফাপহম্॥ ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিৎ ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ। যথা সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ॥ উদশ্বিৎ কফকৃদ্বল্যং মামঘ্নং পরমং মতম্। ছচ্ছিকা শীতলা লঘ্বী পিত্তশ্রমতৃষাহরী। বাতনুৎ কফকৃৎ সা তু দীপনী লবণান্বিতা॥১—৮॥

অথোদ্ধৃতঘৃতস্তোকোদ্ধৃতানুদ্ধৃতঘৃতানাং তক্রাণাং গুণাঃ—সমুদ্ধৃত ঘৃতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ। স্তোকোদ্ধৃতঘৃতং তস্মাদ্গুরু বৃষ্যং কফাবহম্॥ অনুদ্ধৃত-ঘৃতং সান্দ্রং গুরু পুষ্টিকফপ্রদম্॥ ৯॥

দোষবিশেষে ব্যাধিবিশেষে তক্রবিশেষাঃ—বাতেঽম্লং শস্যতে তক্রং শুণ্ঠীসৈন্ধবসংযুতম্। পিত্তে স্বাদুসিতাযুক্তং সব্যোষমধিকে কফে॥ হিঙ্গুজীরযুতং ঘোলং সৈন্ধবেন চ সংযুতম্। ভবেদতীববাতঘ্নমর্শোঽতীসারহৃৎ পরম্॥ রুচিদং পুষ্টিদং বল্যং বস্তি-শূলবিনাশনম্। মূত্রকৃচ্ছ্রে তু সগুড়ং পাণ্ডুরোগে সচিত্রকম্॥ ১০—১২॥

আমপক্কতক্রগুণাঃ—তক্রমামং কফং কোষ্ঠে হন্তি কণ্ঠে করোতি চ। পীনস-শ্বাসকাসাদৌ পক্কমেব প্রযুজ্যতে॥ ১৩॥

তক্রসেবননিমিত্তানি—শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ তথা বাতাময়েষু চ। অরুচৌ স্রোতসাং রোধে তক্রং স্যাদমৃতোপমম্॥ তত্তু হন্তি গরচ্ছর্দ্দিপ্রসেকবিষমজ্বরান্। পাণ্ডু-মেদোগ্রহণ্যর্শোমূত্রগ্রহভগন্দরান্॥ মেহং গুল্মমতীসারং শূলপ্লীহোদরারুচীঃ। শ্বিত্রকোষ্ঠ-গতব্যাধীন্ কুষ্ঠশোথতৃষাকৃমীন্॥ ১৪—১৬॥

তক্রস্যাবিষয়াঃ—নৈব তক্রং ক্ষতে দদ্যাৎ নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে। ন মূর্চ্ছাভ্রম-দাহেষু ন রোগে রক্তপিত্তজে॥ ১৭॥

গব্যাদীনাং তক্রাণাং বিশিষ্টা গুণাঃ—যান্যুক্তানি দধীন্যষ্টৌ তদ্গুণং তক্রমাদিশেৎ॥ ১৮॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে তক্রবর্গঃ।

---

* মথিতং মহয়া ইতি লোকে। ॥ ১ ॥ ছচ্ছিকা ছাছ ইতি লোকে ॥ ২ ॥

অথ নবনীতবর্গঃ।

তত্র নবনীতস্য নামানি গুণাশ্চ—ম্রক্ষণং সরজং হৈয়ঙ্গবীনং নবনীতকম্। নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ॥ সংগ্রাহি বাতপিত্তাসৃক্ক্ষয়ার্শোঽর্দ্দিতকাসহৃৎ। তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতং শিশোঃ॥ ১। ২॥

মাহিষস্য গুণাঃ—নবনীতং মহিষ্যাস্তু বাতশ্লেষ্মকরং গুরু। দাহপিত্তশ্রমহরং মেদঃশুক্রবিবর্দ্ধনম্॥ ৩॥

পয়সো নবনীতস্য গুণাঃ—দুগ্ধোত্থং নবনীতং তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তনুৎ। বৃষ্যং বল্যমতিস্নিগ্ধং মধুরং গ্রাহি শীতলম্॥ ৪॥

সদ্যঃ সমুদ্ধৃতনবনীতগুণাঃ—নবনীতন্তু সদ্যস্কং স্বাদু গ্রাহি হিমং লঘু। মেধ্যং কিঞ্চিৎ কষায়াম্লমীষত্তক্রাংশসংক্রমাৎ॥ ৫॥

চিরন্তননবনীতগুণাঃ—সক্ষারকটুকাম্লত্বাচ্ছর্দ্দ্যর্শঃকুষ্ঠকারকম্। শ্লেষ্মলং গুরু মেদস্যং নবনীতং চিরন্তনম্॥ ৬॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে নবনীতবর্গঃ

অথ ঘৃতবর্গঃ।

তত্র ঘৃতস্য নামানি গুণাশ্চ—ঘৃতমাজ্যং হবিঃ সর্পিঃ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ। ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নিদীপনম্॥ শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মী-পাপপিত্তানিলাপহম্। অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবৃদ্ধিকৃৎ॥ স্বরস্মৃতিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং বলকৃদ্গুরু। উদাবর্ত্তজ্বরোন্মাদ-শূলানাহব্রণান্ হরেৎ। স্নিগ্ধং কফকরং রক্ষঃক্ষয়বীসর্পরক্তনুৎ॥ ১—৩॥

গব্যঘৃতস্য গুণাঃ—গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ। স্বাদুপাকরসং শীতং বাতপিত্তকফাপহম্॥ মেধালাবণ্যকান্ত্যোজস্তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্। অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু॥ বল্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্। সুগন্ধং রোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্॥ ৪—৬॥

মাহিষস্য গুণাঃ—মাহিষস্তু ঘৃতং স্বাদু পিত্তরক্তানিলাপহম্। শীতলং শ্লেষ্মলং বৃষ্যং গুরু স্বাদু বিপচ্যতে॥ ৭॥

ছাগস্য গুণাঃ—আজমাজ্যং করোত্যগ্নিং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্। কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে চাপি হিতং পাকে ভবেৎ কটু ॥ ৮ ॥

উষ্ট্রীঘৃতম্—ঔষ্ট্রং কটু ঘৃতং পাকে শোষক্রিমিবিষাপহম্। দীপনং কফবাতঘ্নং কুষ্ঠ-গুল্মোদরাপহম্ ॥ ৯ ॥

আবিকং ঘৃতম্—পাকে লঘ্বাবিকং সর্পিঃ সর্ব্বরোগবিনাশনম্। বৃদ্ধিং করোতি চাস্থীনামশ্মরীশর্করাপহম্। চক্ষুষ্যমগ্নিধুক্ষণং বাতদোষনিবারণম্ ॥ ১০ ॥

নারীঘৃতম্—কফেঽনিলে যোনিদোষে পিত্তে রক্তে চ তদ্ধিতম্। চক্ষুষ্যমাজ্যং স্ত্রীণাং বা সর্পিঃ স্যাদমৃতোপমম্ ॥ ১১ ॥

অশ্বীঘৃতম্—বৃদ্ধিং করোতি দেহাগ্নের্লঘুপাকে বিষাপহম্। তর্পণং নেত্ররোগঘ্নং দাহনুদ্ বড়বাঘৃতম্ ॥ ১২ ॥

দুগ্ধঘৃতস্য গুণাঃ—ঘৃতং দুগ্ধভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগহৃৎ। নিহন্তি পিত্ত-দাহাস্রমদমূর্চ্ছাভ্রমানিলান্ ॥ ১৩ ॥

হৈয়ঙ্গবীনঘৃতগুণাঃ—হবিস্তনদুগ্ধোত্থং তৎ স্যাদ্ধৈয়ঙ্গবীনকম্। হৈয়ঙ্গবীনং চক্ষুষ্যং দীপনং রুচিকৃৎ পরম্। বলকৃদ্ বৃংহণং বৃষ্যং বিশেষাজ্জ্বরনাশনম্ ॥ ১৪ ॥

পুরাণঘৃতস্য গুণাঃ—বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তৎ ত্রিদোষনুৎ। মূর্চ্ছাকুষ্ঠ-বিষোন্মাদাপস্মারতিমিরাপহম্ ॥ যথা যথাঽখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ। তথা তথা গুণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরধিকং তদুদাহৃতম ॥ ১৫ । ১৬ ॥

নূতনস্য ঘৃতস্য বিষয়াঃ—যোজয়েন্নবমেবাজ্যং ভোজনে তর্পণে শ্রমে। বলক্ষয়ে পাণ্ডুরোগে কামলানেত্ররোগয়োঃ ॥ ১৭ ॥

ঘৃতপ্রয়োগস্যাবিষয়াঃ—রাজযক্ষ্মণি বালে চ বৃদ্ধে শ্লেষ্মকৃতে গদে। রোগে সামে বিসূচ্যাঞ্চ বিবন্ধে চ মদাত্যয়ে। জ্বরে চ দহনে মন্দে ন সর্পির্বহু মন্যতে ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে ঘৃতবর্গঃ।

অথ মূত্রবর্গঃ।

তত্র গোমূত্রগুণাঃ—গোমূত্রং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণং ক্ষারং তিক্তং কষায়কম্। লঘ্বগ্নি-দীপনং মেধ্যং পিত্তকৃৎ কফবাতহৃৎ ॥ শূলগুল্মোদরানাহ-কণ্ডুক্ষিমুখরোগজিৎ। কিলাস-গদবাতাম-বস্তিরুক্কুষ্ঠনাশনম ॥ কাসশ্বাসাপহং শোথ-কামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ। কণ্ডুকিলাস-

গদশূলমুখাক্ষিরোগান্ গুল্মাতিসারমরুদাময়মূত্ররোধান্। কাসং সকুষ্ঠজঠরক্রিমিপাণ্ডুরোগান্ গোমূত্রমেকমপি পীতমপাকরোতি॥ সর্ব্বেষ্বপি চ মূত্রেষু গোমূত্রং গুণতোঽধিকম্। অতোঽবিশেষাৎ কথনে মূত্রং গোমূত্রমুচ্যতে॥ প্লীহোদরশ্বাসকাসশোথবর্চ্চোগ্রহাপহম্। শূলগুল্মরুজানাহ-কামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ। কষায়ং তিক্ততীক্ষ্ণঞ্চ পূরণাৎ কর্ণশূলনুৎ॥ ১—৫॥

মনুষ্যমূত্রগুণাঃ—নরমূত্রং গরং হন্তি সেবিতং তদ্রসায়নম্। রক্তপামাহরং তীক্ষ্ণং সক্ষারলবণং স্মৃতম্॥ গোজাবিমহিষীণাং তু স্ত্রীণাং মূত্রং প্রশস্যতে। খরোষ্ট্রেভনরাশ্বানাং পুংসাং মূত্রং হিতং স্মৃতম্॥ ৬। ৭॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে মূত্রবর্গঃ।

অথ তৈলবর্গঃ।

তত্র তৈলস্য স্বরূপনিরূপণম্—তিলাদিস্নিগ্ধবস্তূনাং স্নেহস্তৈলমুদাহৃতম্। তত্তু বাতহরং সর্ব্বং বিশেষাত্তিলসম্ভবম্॥ ১॥

তিলতৈলগুণাঃ—তিলতৈলং গুরু স্থৈর্য্যবলবর্ণকরং সরম্। বৃষ্যং বিকাশি বিশদং মধুরং রসপাকয়োঃ॥ সূক্ষ্মং কষায়ানুরসং তিক্তং বাতকফাপহম্। বীর্য্যেণোষ্ণং হিমং স্পর্শে বৃংহণং রক্তপিত্তকৃৎ॥ লেখনং বদ্ধবিণ্মূত্রং গর্ভাশয়বিশোধনম্। দীপনং বুদ্ধিদং মেধ্যং ব্যবায়ি ব্রণমেহনুৎ॥ শ্রোত্রযোনিশিরঃশূল-নাশনং লঘুতাকরম্। ত্বচ্যং কেশ্যঞ্চ চক্ষুষ্যমভ্যঙ্গে ভোজনেঽন্যথা॥ ছিন্নভিন্নচ্যুতোৎপিষ্ট-মথিতক্ষতপিচ্চিতে। ভগ্নস্ফুটিতবিদ্ধাগ্নি-দগ্ধবিশ্লিষ্টদারিতে॥ তথাভিহতনির্ভুগ্ন-মৃগব্যাঘ্রাদিবিক্ষতে। বস্তৌ পানেঽন্নসংস্কারে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে॥ সেকাভ্যঙ্গাবগাহেষু তিলতৈলং প্রশস্যতে। রুক্ষাদিদুষ্টঃ পবনঃ স্রোতঃ সঙ্কোচয়েদ্যদা। রসোঽসম্যগ্বহন্ কার্শ্যং কুর্য্যাদ্রক্তাদ্যবর্দ্ধয়ন্॥* তেষু প্রবেষ্টুং সরত্বসৌক্ষ্ম্যস্নিগ্ধত্বমাদ্দবৈঃ। তৈলং ক্ষমং রসং নেতুং কৃশানাং তেন বৃংহণম্॥ ব্যবায়িসূক্ষ্মতীক্ষ্ণোষ্ণ-সরত্বৈর্মেদসঃ ক্ষয়ম্। শনৈঃ প্রকুরুতে তৈলং তেন লেখনমীরিতম্॥ দ্রুতং পুরীষং বধ্নাতি স্খলিতং তৎ প্রবর্ত্তয়েৎ। গ্রাহকং সারকঞ্চাপি তেন তৈলমুদীরিতম্॥ ঘৃতমব্দাৎ পরং পক্বং হীনবীর্য্যং প্রজায়তে। তৈলং পক্বমপক্বং বা চিরস্থায়ি গুণাধিকম্॥ ২—১২॥

সার্ষপতৈলগুণাঃ—দীপনং সার্ষপং তৈলং কটুপাকরসং লঘু। লেখনং

---

* নম্বু বৃংহণলেখনয়োঃ কথং সামানাধিকরণ্যমিত্যাহ রুক্ষেতি॥ ৮॥

স্পর্শবীর্য্যোষ্ণং তীক্ষ্ণং পিত্তাস্রদূষকম্॥ কফমেদোঽনিলার্শোঘ্নং শিরঃকর্ণাময়াপহম্। কণ্ডূকুষ্ঠ-কৃমিশ্বিত্রকোঠদুষ্টব্রণপ্রণুৎ॥ তদ্বদ্রাজিকয়োস্তৈলং বিশেষান্ মূত্রকৃচ্ছ্রকৃৎ *॥ ১৩। ১৪॥

তুবরীতৈলগুণাঃ—তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরীতৈলং লঘু গ্রাহি কফাস্রজিৎ। বহ্নিকৃদ্ বিষহৃৎ কণ্ডূকুষ্ঠকোঠকৃমিপ্রণুৎ॥ মেদোদোষাপহঞ্চাপি ব্রণশোথহরং পরম্॥ ১৫॥

অতসীতৈলগুণাঃ—অতসীতৈলমাগ্নেয়ং স্নিগ্ধোষ্ণং কফপিত্তকৃৎ। কটুপাক-মচক্ষুষ্যং বল্যং বাতহরং গুরু॥ মলকৃদ্রসতঃ স্বাদু গ্রাহি ত্বগ্‌দোষহৃদ্ ঘনম্। বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণস্য পূরণে। অনুপানবিধৌ চাপি প্রযোজ্যং বাতশান্তয়ে॥ ১৬। ১৭॥

কুসুম্ভতৈলগুণাঃ—(বররে)। কুসুম্ভতৈলমম্লং স্যাদুষ্ণং গুরু বিদাহি চ। চক্ষুর্ভ্যামহিতং বল্যং রক্তপিত্তকফপ্রদম্॥ ১৮॥

খাখসবীজতৈলস্য গুণাঃ—তৈলং তু খসবীজানাং বল্যং বৃষ্যং গুরু স্মৃতম্। বাতহৃৎ কফকৃচ্ছীতং স্বাদুপাকরসং চ তৎ॥ ১৯॥

এরণ্ডতৈলগুণাঃ—এরণ্ডতৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং দীপনং পিচ্ছিলং গুরু। বৃষ্যং ত্বচ্যং বয়ঃ-স্থাপি মেধাকান্তিবলপ্রদম্॥ কষায়ানুরসং সূক্ষ্মং যোনিশুক্রবিশোধনম্। বিস্রং স্বাদু রসে পাকে সতিক্তং কটুকং সরম্॥ বিষমজ্বরহৃদ্রোগ-পৃষ্ঠগুহ্যাদিশূলনুৎ। হন্তি বাতোদরানাহ-গুল্মাষ্ঠীলাকটিগ্রহান্॥ বাতশোণিতবিড্‌বন্ধ-ব্রধ্নশোথামবিদ্রধীন্। আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীর-বনচারিণঃ। এক এব নিহন্তায়মেরণ্ডস্নেহকেশরী॥ ২০—২৩॥

সর্জ্জরসতৈলগুণাঃ—তৈলং সর্জ্জরসোদ্ভূতং বিস্ফোটব্রণনাশনম্। কুষ্ঠপামা-ক্রিমিহরং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্॥ ২৪॥

সর্ব্বতৈলগুণাঃ—তৈলং স্বযোনিগুণকৃদ্ বাগ্‌ভটেনাখিলং মতম্। অতঃ শেষস্য তৈলস্য গুণা জ্ঞেয়া স্বযোনিবৎ॥ ২৫॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে তৈলবর্গঃ।

অথ সন্ধানবর্গঃ।

তত্র কাঞ্জিকস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—সন্ধিতং ধান্যমণ্ডাদি কাঞ্জিকং কথ্যতে জনৈঃ। কাঞ্জিকং ভেদি তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং পাচনং লঘু॥ দাহজ্বরহরং স্পর্শাৎ পানাদ্বাত-কফাপহম্। মাষাদিবটকৈর্যত্তু ক্রিয়তে তদ্‌গুণাধিকম্॥ লঘু বাতহরং তত্তু রোচনং

* রাজিকয়োঃ কৃষ্ণরাই আর রক্তরাই বয়োঃ॥ ১৪॥

পাচনং পরম্। শূলজীর্ণবিবন্ধামনাশনং বস্তিশোধনম্॥ শোষমূর্চ্ছাভ্রমার্ত্তানাং মদকণ্ডু-বিশোষিণাম্। কুষ্ঠিনাং রক্তপিত্তিনাং কাঞ্জিকং ন প্রশস্যতে॥ পাণ্ডুরোগে যক্ষ্মণি চ তথা শোষাতুরেষু চ। ক্ষতক্ষীণে তথা শ্রান্তে মন্দজ্বরনিপীড়িতে। এতেষান্তু হিতং প্রোক্তং কাঞ্জিকং দোষকারকম্॥ ১—৫॥

তুষোদকস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—তুষোদকং যবৈরামৈঃ সতুষৈঃ শকলীকৃতৈঃ। তুষাম্বু দীপনং হৃদ্যং পাণ্ডুক্রিমিগদাপহম্। তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং পিত্তরক্তকৃদ্ বস্তিশূলনুৎ *॥৬॥

সৌবীরস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—সৌবীরন্তু যবৈরামৈঃ পক্বৈর্ব্বা নিস্তুষৈঃ কৃতম্। গোধূমৈরপি সৌবীরমাচার্য্যাঃ কেচিদূচিরে॥ সৌবীরন্তু গ্রহণ্যর্শঃকফঘ্নং ভেদি দীপনম্। উদাবর্ত্তাঙ্গমর্দাস্থি-শূলানাহেষু শস্যতে॥ ৭। ৮॥

আরনালস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—আরনালন্তু গোধূমৈরামৈঃ স্যান্নিস্তুষীকৃতৈঃ। পক্বৈর্ব্বা সন্ধিতৈস্তত্তু সৌবীরসদৃশং গুণৈঃ॥ ৯॥

ধান্যাম্লস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—ধান্যাম্লং শালিচূর্ণঞ্চ কোদ্রবাদিকৃতং ভবেৎ। ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাৎ প্রীণনং লঘু দীপনম্। অরুচৌ বাতরোগেষু সর্ব্বেষ্বাস্থাপনে হিতম্॥ ১০॥

শিণ্ডাক্যা লক্ষণং গুণাশ্চ—শিণ্ডাকী রাজিকাযুক্তৈঃ স্যানমূলকদলদ্রবৈঃ। সর্ষপস্বরসৈর্ব্বাপি শালিপিষ্টকসংযুতৈঃ॥ শিণ্ডাকী রোচনী গুর্ব্বী পিত্তশ্লেষ্মকরী স্মৃতা *॥ ১১॥

শুক্তস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ। যত্র দ্রবেঽভিষূয়ন্তে তচ্ছুক্তমভিধীয়তে। শুক্তং কফঘ্নং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং পাচনং লঘু। পাণ্ডুক্রিমিহরং রুক্ষং ভেদনং রক্তপিত্তকৃৎ॥ ১২। ১৩॥

সন্ধানস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—কন্দমূলফলাঢ্যং যৎ তত্তু বিজ্ঞেয়মাসুতম্। তদ্রুচ্যং পাচনং বাতহরং লঘু বিশেষতঃ॥ ১৪॥

মদ্যস্য নামানি লক্ষণং গুণাশ্চ—মদ্যন্তু সীধুমৈরেয়মিরা চ মদিরা সুরা। কাদম্বরী বারুণী চ হালাপি বলবল্লভা॥ পেয়ং যন্মাদকং লোকৈস্তন্মদ্যমভিধীয়তে। যথাঽরিষ্টং সুরাসীধুরাসবাদ্যমনেকধা॥ মদ্যং সর্ব্বং ভবেদুষ্ণং পিত্তকৃদ্বাতনাশনম্। ভেদনং শীঘ্রপাকঞ্চ রুক্ষং কফহরং পরম। অম্লঞ্চ দীপনং রুচ্যং পাচনং চাশুকারি চ। তীক্ষ্ণসূক্ষ্মঞ্চ বিশদং ব্যবায়ি চ বিকাশি চ॥ ১৫—১৮॥

অরিষ্টস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—পক্বৌষধাম্বুসিদ্ধং যন্মদ্যং তৎ স্যাদরিষ্টকম্। অরিষ্টং লঘু পাকেন সর্ব্বতশ্চ গুণাধিকম্। অরিষ্টস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজদ্রব্যগুণৈঃ সমাঃ *॥ ১৯॥

---

* যবৈঃ উদকে সংহিতৈঃ, সন্ধানবর্গোক্তত্বাৎ॥ ৬॥ সন্ধিতৈরিতি শেষঃ॥ ১১॥ অরিষ্টং মদ্যমিতি লোকে। যথা দ্রাক্ষারিষ্টং। দশমূলারিষ্টম্। বব্বূলারিষ্টমিতি।

সুরালক্ষণং গুণাশ্চ—শালিষষ্টিকপিষ্টাদিকৃতং মদ্যং সুরা স্মৃতা। সুরা গুর্বী বলস্তন্য-পুষ্টিমেদঃকফপ্রদা। গ্রাহিণী শোথগুল্মার্শোগ্রহণীমূত্রকৃচ্ছনুৎ। ২০॥

• **সুরাভেদো বারুণী, তস্যা লক্ষণং গুণাশ্চ**—পুনর্নবাশিলাপিষ্টৈর্বারুণী বিহিতা স্মৃতা। সংহিতৈস্তালখর্জ্জুর-রসৈর্যা সাপি বারুণী। সুরাবদ্ বারুণী লঘ্বী পীনসাধ্মান-শূলনুৎ * ॥ ২১॥

সীধুদ্বয়স্য লক্ষণং গুণাশ্চ—ইক্ষোঃ পক্কৈরসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পক্করসশ্চ সঃ। আমৈস্তৈরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ॥ সীধুঃ পক্করসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ। বাতপিত্তকরঃ সদ্যঃ স্নেহনো রোচনো হরেৎ॥ বিবন্ধমেদঃশোফার্শঃশোফোদরকফাময়ান্। তস্মাদল্পগুণঃ শীতরসঃ সংলেখনঃ স্মৃতঃ॥ ২২---২৪॥

আসবস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—যদপক্কৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ। আসবস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজদ্রব্যগুণৈঃ সমাঃ * ॥ ২৫॥

• **নবপুরাণমদ্যগুণাঃ**—মদ্যং নবমভিষ্যন্দি ত্রিদোষজনকং সরম্। অহৃদ্যং বৃংহণং দাহি দুর্গন্ধং বিশদং গুরু॥ জীর্ণং তদেব রোচিষ্ণু ক্রিমিশ্লেষ্মানিলাপহম্। হৃদ্যং সুগন্ধি গুণবল্লঘু স্রোতোবিশোধনম্॥ ২৬। ২৭॥

সাত্ত্বিকানাং মদ্যং পিবতাং চেষ্টাবিশেষাঃ—সাত্ত্বিকে গীতহাস্যাদি রাজসে সাহসাদিকম্। তামসে নিন্দ্যকর্ম্মাণি নিদ্রাঞ্চ মদিরাচরেৎ * ॥ ২৮॥

বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথাবলম্। প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতং যথা॥ কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতম্। অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথাঽমৃতম্॥ ২৯। ৩০॥

মদ্যানাং গন্ধনাশনোপায়ঃ—মুস্তৈলবালুগদজীরকধান্যকৈলা যশ্চর্ব্বয়ন্ সদসি বাচমভিব্যনক্তি। স্বাভাবিকং মুখজমুজ্ঝতি পূতিগন্ধং গন্ধঞ্চ মদ্যলশুনাদিভবঞ্চ নূনম্॥৩১॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে সন্ধানবর্গঃ।

অথ মধুবর্গঃ।

তত্র মধুনো নামানি গুণাশ্চ—মধুমাক্ষীকমাধ্বীকক্ষৌদ্রসারঘ্য-(ক) মীরিতম্। মক্ষিকাবরটীভৃঙ্গ-বান্তপুষ্পরসোদ্ভবম্॥ মধু শীতং লঘু স্বাদু রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্। চক্ষুষ্যং

---

* সুরাতো ভেদার্থং লঘ্বীতি ॥ ২১॥ * যথা লোহাসবাদিঃ ॥ ২৫॥ আচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ২৮॥

(ক) সারঘ মিতি বা পাঠঃ।

দীপনং স্বর্য্যং ব্রণশোধনরোপণম্॥ সৌকুমার্য্যকরং সূক্ষ্মং পরং স্রোতোবিশোধনম্। কষায়ানুরসং হ্লাদি প্রসাদজনকং পরম্॥ বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং হরেৎ। কুষ্ঠার্শঃকাসপিত্তাস্র-কফমেহক্লমক্রমীন্॥ মেদস্তৃষ্ণাবমিশ্বাস-হিক্কাতিসারবিড়্গ্রহান্। দাহক্ষতক্ষয়াংস্তত্তু যোগবাহ্যল্পবাতলম্॥ ১—৫॥

মধুভেদাঃ—মাক্ষিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং পৌত্তিকং ছাত্রমিত্যপি। আর্ঘ্যমৌদ্দালকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ॥ ৬॥

তেষাং লক্ষণং গুণাশ্চতত্র মাক্ষিকস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—মাক্ষিকাঃ পিঙ্গবর্ণাস্তু মহত্যো মধুমক্ষিকাঃ। তাভিঃ কৃতং তৈলবর্ণং মাক্ষিকং পরিকীর্ত্তিতম্। মাক্ষিকং মধুষু শ্রেষ্ঠং নেত্রাময়হরং লঘু। কামলার্শঃক্ষতশ্বাস-কাসক্ষয়বিনাশনম্॥ ৭। ৮॥

ভ্রামরস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—কিঞ্চিৎসূক্ষ্মৈঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ ষট্পদেভ্যোঽলিভিশ্চিতম্। নির্ম্মলং স্ফটিকাভং যৎ তন্মধু ভ্রামরং স্মৃতম্॥ ভ্রামরং রক্তপিত্তঘ্নং মূত্রজাড্যকরং গুরু। স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বিশেষাৎ পিচ্ছিলং হিমম্॥ ৯। ১০॥

ক্ষৌদ্রস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—মক্ষিকাঃ কপিলাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্ষুদ্রাখ্যাস্তৎকৃতং মধু। মুনিভিঃ ক্ষৌদ্রমিত্যুক্তং তদ্বর্ণাৎ কপিলং ভবেৎ॥ গুণৈর্মাক্ষিকবৎ ক্ষৌদ্রং বিশেষান্মেহনাশনম্॥ ১১॥

পৌত্তিকস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—কৃষ্ণা যা মশকোপমা লঘুতরাঃ প্রায়ো মহাপীড়িকা বৃক্ষানাং তরুকোটরান্তরগতাঃ পুষ্পাসবং কুর্ব্বতে। তাস্তজ্জৈরিহ পুত্তিকা নিগদিতাস্তাভিঃ কৃতং সর্পিষা তুল্যং যৎ মধু তদ্বনেচরজনৈঃ সংকীর্ত্তিতং পৌত্তিকম্॥ পৌত্তিকং মধু রুক্ষোষ্ণং পিত্তদাহাস্রবাতকৃৎ। বিদাহি মেহকৃচ্ছ্রঘ্নং গ্রন্থ্যাদিক্ষতশোষি চ॥ ১২। ১৩॥

ছাত্রস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—বরটাঃ কপিলাঃ পীতাঃ প্রায়ো হিমবতো বনে। কুর্ব্বন্তি ছত্রকাকারং তজ্জং ছাত্রং মধু স্মৃতম্॥ ছাত্রং কপিলপীতং স্যাৎ পিচ্ছিলং শীতলং গুরু। স্বাদুপাকং কৃমিশ্বিত্র-রক্তপিত্তপ্রমেহজিৎ। ভ্রমতৃণ্মোহবিষঘ্নং তর্পণঞ্চ গুণাধিকম্॥ ॥ ১৪।১৫॥

আর্ঘ্যস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—মধূকবৃক্ষনির্য্যাসং জরৎকার্বাশ্রমোদ্ভবম্। স্রবত্যার্ঘ্যং তদাখ্যাতং শ্বেতকং মালবে পুনঃ॥ তীক্ষ্ণতুণ্ডাস্তু যাঃ পীতা মক্ষিকাঃ ষট্পদোপমাঃ। আর্ঘ্যাস্তাস্তৎকৃতং যত্তদার্ঘ্যমিত্যপরে জগুঃ॥ আর্ঘ্যং মধ্বতিচক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং পরম্। কষায়ং কটুকং পাকে তিক্তঞ্চ বলপুষ্টিকৃৎ॥ ১৬-১৮॥

ঔদ্দালকস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—প্রায়ো বল্মীকমধ্যস্থাঃ কপিলাঃ স্বল্পকীটকাঃ। কুর্ব্বন্তি কপিলং স্বল্পং তৎ স্যাদৌদ্দালকং মধু॥ ঔদ্দালকং রুচিকরং স্বর্য্যং কুষ্ঠবিষাপহম্। কষায়মুষ্ণমম্লঞ্চ কটুপাকঞ্চ পিত্তকৃৎ॥ ১৯। ২০॥

দালস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—সংস্রুত্য পতিতং পুষ্পাদ্ যত্তু পত্রোপরি স্থিতম্।

মধুরাম্লকষায়ঞ্চ তদ্দালং মধু কীর্ত্তিতম্॥ দালং মধু লঘু প্রোক্তং দীপনীয়ং কফাপহম্। কষায়ানু-রসং রুক্ষং রুচ্যং ছর্দ্দিপ্রমেহজিৎ। অধিকং মধুরং স্নিগ্ধং বৃংহণং গুরু ভারিকম্ * ॥২১।২২॥

নবপুরাণমধুগুণাঃ—নবং মধু ভবেৎ পুষ্ট্যৈ নাতিশ্লেষ্মহরং সরম্। পুরাণং গ্রাহকং রুক্ষং মেদোঘ্নমতিলেখনম্॥ মধুনঃ শর্করায়াশ্চ গুড়স্যাপি বিশেষতঃ। একসম্বৎসরে বৃত্তে পুরাণত্বং স্মৃতং বুধৈঃ॥ ২৩। ২৪॥

মধুনঃ শীতলস্য গুণাধিক্যমুষ্ণতায়া নিষেধঃ—বিষপুষ্পাদপি রসং সবিষা ভ্রমরাদয়ঃ। গৃহীত্বা মধু কুর্বন্তি তচ্ছীতং গুণবন্মধু॥ বিষান্বয়াৎ তদুষ্ণস্তু দ্রব্যোণোষ্ণেন ব সহ। উষ্ণার্ত্তস্যোষ্ণকালে চ স্মৃতং বিষসমং মধু॥ ২৫। ২৬॥

ময়নম্—ময়নস্তু মধূচ্ছিষ্টং মধুশেষঞ্চ সিক্থকম্। মধ্বাধারো মদনকং মধূত্থিতমপি স্মৃতম্॥ মদনং মৃদু সুস্নিগ্ধং ভূতঘ্নং ব্রণরোপণম্। ভগ্নসন্ধানকৃদ্বাত-কুষ্ঠবীসর্পরক্তজিৎ।২৭।২৮॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে মধুবর্গঃ।

অথ ইক্ষুবর্গঃ

তত্রাদৌ ইক্ষোর্নামানি গুণাশ্চ—ইক্ষুর্দীর্ঘচ্ছদঃ প্রোক্তস্তথা ভূমিরসোঽপি চ। গুড়মূলোঽসিপত্রশ্চ তথা মধুতৃণঃ স্মৃতঃ॥ ইক্ষবো রক্তপিত্তঘ্না বল্যা বৃষ্যা কফপ্রদাঃ। স্বাদুপাকরসাঃ স্নিগ্ধা গুরবো মূত্রলা হিমাঃ॥ ১। ২॥

ইক্ষুভেদাঃ—পৌণ্ড্রকো ভীরুকশ্চাপি বংশকঃ শতপোরকঃ। কান্তারস্তাপসেক্ষুশ্চ কাণ্ডেক্ষুঃ সূচিপত্রকঃ॥ নৈপালো দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপোরোঽথ কোশকঃ। ইত্যেতা জাতয়-স্তেষাং কথয়ামি গুণানপি॥ ৩।৪॥

শ্বেতপৌণ্ড্রভোররীগুণাঃ—বাতপিত্তপ্রশমনো মধুরো রসপাকয়োঃ। সুশীতো বৃংহণো বল্যঃ পৌণ্ড্রকো ভীরুকস্তথা॥ ৫॥

কোশকারগুণাঃ—(করিয়া কুশিআর)। কোশকারো গুরুঃ শীতো রক্তপিত্ত-ক্ষয়াপহঃ॥ ৬॥

কান্তারেক্ষুগুণাঃ—কান্তারেক্ষুর্গুরুর্বৃষ্যঃ শ্লেষ্মলো বৃংহণঃ সরঃ॥ ৭॥

বংশকগুণাঃ—(বড়োযা) দীর্ঘপোরঃ সুকঠিনঃ সক্ষারো বংশকঃ স্মৃতঃ॥ ৮॥

---

* লঘু পাকে গুরু ভারিকং তুলিতম্॥ ২২॥

শতপোরকগুণাঃ—শতপর্ব্বা ভবেৎ কিঞ্চিৎ কোশকারগুণান্বিতঃ। বিশেষাৎ-কিঞ্চিদুষ্ণশ্চ সক্ষারঃ পবনাপহঃ ॥ ৯ ॥

তাপসেক্ষুগুণাঃ—তাপসেক্ষুর্ভবেন্মৃদ্বী মধুরা শ্লেষ্মকোপনী। তর্পণী রুচি কৃচ্ছাপি বৃষ্যা চলকারিণী ॥ ১০ ॥

কাণ্ডেক্ষুগুণাঃ—এবং গুণৈস্তু কাণ্ডেক্ষুঃ স তু বাতপ্রকোপণঃ। ১১ ॥

সূচীপত্রনৈপালীদীর্ঘপত্রনীলপোরাণাং গুণাঃ—সূচীপত্রো নীলপোরো নৈপালী দীর্ঘপত্রকঃ। বাতলাঃ কফপিত্তঘ্নাঃ সকষায়া বিদাহিনঃ ॥ ১২ ॥

মনোগুপ্তাগুণাঃ—মনোগুপ্তা বাতহরী তৃষ্ণাময়বিনাশিনী। সুশীতা মধুরা-হতীব রক্তপিত্তপ্রণাশিনী ॥ ১৩ ॥

বালযুববৃদ্ধেক্ষুগুণাঃ—বাল ইক্ষুঃ কফং কুর্য্যান্মেদোমেহকরশ্চ সঃ। যুবা তু বাতহৃৎ স্বাদুরীষত্তীক্ষ্ণশ্চ পিত্তনুৎ। রক্তপিত্তহরো বৃদ্ধঃ ক্ষতহৃদ্বলবীর্য্যকৃৎ ॥ ১৪ ॥

অঙ্গভেদেন ভেদঃ—মূলে তু মধুরোহত্যর্থং মধ্যেঽপি মধুরঃ স্মৃতঃ। অগ্রে গ্রন্থিষু বিজ্ঞেয় ইক্ষুঃ পটুরসো জনৈঃ ॥ ১৫ ॥

দন্তপীড়িতেক্ষুরসস্য গুণাঃ—দন্তনিষ্পীড়িতস্যেক্ষো রসঃ পিত্তাস্রনাশনঃ। শর্করাসমবীর্য্যঃ স্যাদবিদাহী কফপ্রদঃ ॥ ১৬ ॥

যন্ত্রপীড়িতেক্ষুরসস্য গুণাঃ—মূলাগ্রজন্তুজগ্ধাদি-(ক)-পীড়নান্মলসঙ্করাৎ। কিঞ্চিৎ-কালং বিধৃত্যা চ বিকৃতিং যাতি যান্ত্রিকঃ। তস্মাদ্বিদাহী বিষ্টম্ভী গুরুঃ স্যাদ্‌যান্ত্রিকো রসঃ ॥ ১৭ ॥

পর্য্যুষিতেক্ষুরসস্য গুণাঃ—রসঃ পর্য্যুষিতো নেষ্টো হ্যম্লো বাতাপহো গুরুঃ। কফপিত্তকরঃ শোষী ভেদনশ্চাতিমূত্রলঃ ॥ ১৮ ॥

পক্কস্যেক্ষুরসস্য গুণাঃ—পক্কো রসো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ সুতীক্ষ্ণঃ কফবাতনুৎ। গুল্মানাহপ্রশমনঃ কিঞ্চিৎপিত্তকরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুরসস্য বিকারাণাং গুণাঃ—ইক্ষোর্বিকারাস্তৃড্‌দাহ-মূর্চ্ছাপিত্তাস্রনাশনাঃ। গুরবো মধুরা বল্যাঃ স্নিগ্ধা বাতহরাঃ সরাঃ। বৃষ্যা মোহহরাঃ শীতা বৃংহণা বিষহারিণঃ ॥ ২০ ॥

ফাণিতম্। তস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—(ঢরকারাবচ্ছোবা ইতি লোকে)। ইক্ষো-রসস্তু যঃ পক্কঃ কিঞ্চিদ্গাঢ়ো বহুদ্রবঃ। স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়া ॥ ফাণিতং গুর্ব্বভিষ্যন্দি বৃংহণং কফশুক্রকৃৎ। বাতপিত্তশ্রমান্ হন্তি মূত্রবস্তিবিশোধনম্ ॥ ২১। ২২ ॥

মৎস্যণ্ডী। তস্যা লক্ষণং গুণাশ্চ—(রাবকাকব খণ্ডরাব ইতি লোকে)। ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবান্বিতঃ। মন্দং যৎ স্যন্দতে তস্মাৎ তন্মৎস্যণ্ডী নিগদ্যতে ॥ মৎস্যণ্ডী ভেদিনী বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা। মধুরা বৃংহণী বৃষ্যা রক্তদোষাপহা স্মৃতা ॥ ২৩। ২৪ ॥

(ক) গ্রন্থ্যাদিতি বা পাঠঃ।

গুড়স্য লক্ষণং গুণাশ্চ—ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্বো জায়তে লোষ্ট্রবদ্দৃঢ়ঃ। স গুড়ো গৌড়দেশে তু মৎস্যণ্ডেযব গুড়ো মতঃ॥ গুড়ো বৃষ্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতঘ্নো মূত্রশোধনঃ। নাতিপিত্তহরো মেদঃকফকৃমিবলপ্রদঃ॥ ২৫। ২৬॥

পুরাণগুড়স্য গুণাঃ—গুড়ো জীর্ণো লঘুঃ পথ্যোঽনভিষ্যন্দ্যগ্নিপুষ্টিকৃৎ। পিত্তঘ্নো মধুরো বৃষ্যো বাতঘ্নোঽসৃক্প্রসাদনঃ॥ ২৭॥

নবীনগুড়স্য গুণাঃ—গুড়ো নবঃ কফশ্বাস-কাসকৃমিকরোঽগ্নিকৃৎ। শ্লেষ্মাণমাশু বিনিহন্তি সদার্দ্রকেণ পিত্তং নিহন্তি চ তদেব হরীতকীভিঃ। শুণ্ঠ্যা সমং হরতি বাতমশেষমিত্থং দোষত্রয়ক্ষয়করায় নমো গুড়ায়॥ ২৮॥

খণ্ডগুণাঃ—খণ্ডন্তু মধুরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বৃংহণং হিমম্। বাতপিত্তহরং স্নিগ্ধং বল্যং বান্তিহরং পরম্ *॥ ২৯॥

সিতা। তস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—(চীনী ইতি লোকে প্রসিদ্ধা)। খণ্ডন্তু সিকতারূপং সুশ্বেতং শর্করা সিতা। সিতা সুমধুরা রুচ্যা বাতপিত্তাস্রদাহহৃৎ। মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী॥ ৩০॥

গুড়শর্করামিশ্রী দ্বয়োগুণাঃ—ভবেৎ পুষ্পসিতা শীতা রক্তপিত্তহরী লঘুঃ। সিতোপলা সরা লঘ্বী বাতপিত্তহরী হিমা॥ ৩১॥

মধুখণ্ডগুণাঃ—মধুজা শর্করা রুক্ষা কফপিত্তহরা গুরুঃ। ছর্দ্দ্যতীসারতৃড্দাহরক্তঘ্নং তুবরা হিমা॥ যথা যথৈষাং নৈর্ম্মল্যং মধুরত্বং যথা যথা॥ স্নেহলাঘবশৈত্যাদি সরত্বং চ তথা তথা॥ ৩২॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে ইক্ষুবর্গঃ।

অথানেকার্থনামবর্গঃ।



তত্র দ্ব্যর্থানি নামানি—যথা—অশ্মন্তকঃ-অম্ললোণিকা কোবিদারশ্চ। কঠিল্লকঃ-কারবেল্লো রক্তপুনর্নবা চ। কুলকঃ-পটোলঃ কুপালুশ্চ। 'কুপীলুঃ' কুচিলা ইতি লোকে প্রসিদ্ধঃ। কোশাতকী-মহাকোশাতকী রাজকোশাতকী চ। দীপ্যকঃ-যবান্যজমোদা চ। মরুবকঃ-ফণিজ্ঝকঃ পিণ্ডীতকশ্চ, 'ফণিজ্ঝকঃ' মরুষা ইতি লোকে। 'পিণ্ডীতকঃ' ময়নফর ইতিলোকে। মধূলিকা-মূর্ব্বা জলযষ্টী চ। রুচকম্-সৌবর্চ্চলং বীজপূরকঞ্চ। লোণিকা-লোণীশাকং চঙ্গেরীশাকঞ্চ। বস্থকঃ-রক্তার্কঃ ক্ষারলবণঞ্চ। বাহ্লীকম্-কুঙ্কুমং হিঙ্গু চ।

* খণ্ডমিতি প্রসিদ্ধম (খাঁড় গুড়)॥ ২৯॥

বিতুন্নকম্-ধান্যকং তুত্থঞ্চ। স্বাদুকণ্টকঃ-গোক্ষুরো বিকঙ্কতশ্চ। অগ্নিমুখী-ভল্লাতকী লাঙ্গলী চ। অগ্নিশিখম্-কুঙ্কুমং কুসুম্ভঞ্চ। অজশৃঙ্গী—মেষশৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ। প্রিয়ঙ্গুঃ-ফলিনী কঙ্গুশ্চ। ভৃঙ্গঃ-ভৃঙ্গরাজস্ত্বক্ চ। সমঙ্গা-মঞ্জিষ্ঠা লজ্জালুশ্চ। অমোঘা—বিড়ঙ্গং পাটলা চ। মোচা-কদলী শাল্মলিশ্চ। কুটন্নটঃ-শ্যোনাকঃ কৈবর্ত্তীমুস্তঞ্চ। কুনটী-ধনিকা মনঃশিলা চ। ঘোণ্টা—পূগো বদরী চ। ত্রিপুটা-ত্রিবৃৎ সূক্ষ্মৈলা চ। শটী—কর্চূরো গন্ধপলাশী চ। দন্তশঠঃ-জম্বীরঃ কপিত্থশ্চ। দন্তশঠা-অম্লিকা চাঙ্গেরী চ। অরুণং -মঞ্জিষ্ঠা অতিবিষা চ। কণা-পিপ্পলী জীরকঞ্চ। তালপর্ণী-মুশলীমুরা চ। পীলুপর্ণী—মূর্ব্বা বিম্বী চ। ব্রাহ্মণী-ভার্গী স্পৃক্কা চ। অপরাজিতা-বিষ্ণুক্রান্তা শালিপর্ণী চ। আস্ফোতা—অপরাজিতা সারিবা চ। পারাবতপদী-জ্যোতিষ্মতী কাকজঙ্ঘা চ। শারদী—সারিবা জলপিপ্পলী চ। উগ্রগন্ধা—বচা যবানী চ। পরিব্যাধঃ-কর্ণিকারো জলবেতসশ্চ। অঞ্জনম্-স্রোতোঽঞ্জনং সৌবীরঞ্চ। অগ্নিঃ-চিত্রকো ভল্লাতশ্চ। ক্রিমিঘ্নঃ-বিড়ঙ্গো হরিদ্রা চ। তেজনঃ-শরো বেণুশ্চ। তেজনী -তেজবতী মূর্ব্বা চ। রোচনঃ-কম্পিল্লঃ রোচনা চ। রোচনা-গোরোচনা রক্তকহ্লারঞ্চ। রাজাদনম্-ক্ষীরিকা প্রিয়ালশ্চ। শকুলাদনী-কটুকা জলপিপ্পলী চ। গোলোমী-শ্বেতদূর্ব্বা বচা চ। পদ্মা-পদ্মচারিণী ভার্গী চ। শ্যামা-সারিবা প্রিয়ঙ্গুশ্চ। ধান্যম্-ধান্যাকং শাল্যাদি চ। সহবীর্য্যা—নীলদূর্ব্বা মহাশতাবরী চ। সেব্যম্-উশীরং লামজ্জকঞ্চ। উদুম্বরঃ-জন্তুফলং তাম্রঞ্চ। ঐন্দ্রী-ইন্দ্রবারুণী ইন্দ্রাণী চ। কটম্ভরা-কটুকা শ্যোনাকঞ্চ। ক্ষারঃ-যবক্ষারঃ স্বর্জ্জিকা চ। গণ্ডীরঃ গণ্ডারী মঞ্জিষ্ঠা চ। গণ্ডারী শাকবিশেষো গণ্ডৌনীতিলোকে। গন্ধারী-দুরালভা গন্ধপলাশী চ। চিত্রা-ইন্দ্রবারুণী বৃহদ্দন্তী চ। তুণ্ডিকেরী-কার্পাসী বিম্বী চ। ধারা-গুডূচী ক্ষীরকাকোলী চ। বালপত্রঃ-খদিরো যবাসশ্চ। বারি-বালকমুদকঞ্চ॥ অঙ্গারবল্লী-ভার্গী গুঞ্জা চ। অমৃণালম্-লামজ্জকম্ উশীরঞ্চ। কুণ্ডলী-গুড়ূচী কোবিদারশ্চ। গন্ধফলী-প্রিয়ঙ্গুশ্চম্পককলিকা চ। দীর্ঘমূলঃ-যবাসঃ শালিপর্ণী চ। পিচ্ছিলা-শাল্মলী শিংশপা চ॥ পুষ্পফলঃ—কপিত্থঃ কুষ্মাণ্ডশ্চ। পোটগলঃ-নলঃ কাশশ্চ। যবফলঃ-কুটজো বংশশ্চ। দেবী-মূর্ব্বা স্পৃক্কা চ। বিশ্বা-শুণ্ঠ্যতিবিষা চ। শীতশিবম্-সৈন্ধবং মিশ্রেয়া চ। কর্কশঃ-কাম্পিল্যঃ কাসমর্দ্দশ্চ। চর্ম্মকষা-শাতলা মাংসরোহিণী চ। নন্দিবৃক্ষঃ-অশ্বত্থভেদো গোমুখপত্রশাখঃ বেলিয়াপীপর ইতি লোকে, তুণিশ্চ। পয়ঃ ক্ষীরমুদকঞ্চ। রুহা-দূর্ব্বা মাংসরোহিণী চ। সিংহী-বৃহতী বাসা চ॥ ১॥

ত্র্যর্থানি নামানি—ক্রমুকঃ—পূগস্তূদঃ পট্টিকালোধ্রশ্চ। ক্ষুরকঃ-কোকিলাক্ষো গোক্ষুরস্তিলকনামপুষ্পবিশেষশ্চ। প্রিয়কঃ-প্রিয়ঙ্গুঃ কদম্বোঽসনশ্চ। পৃথ্বীকা-কালাজাজী বৃহদেলা হিঙ্গুপত্রী চ। ভূতীকং-ভূনিম্বং কতৃণং ভূস্তৃণং চ। সোমবল্কঃ-কট্ফলঃ শ্বেত-খদিরো ঘৃতপূর্ণকরঞ্জশ্চ। সৌগন্ধিকং-কহ্লারং কতৃণং গন্ধকঞ্চ। ভৃঙ্গঃ-ভৃঙ্গরাজস্ত্বগ্-ভ্রমরশ্চ। অরিষ্টঃ-নিম্বো রসোনং মস্তকঞ্চ। মর্কটী-কপিকচ্ছুরপামার্গঃ করঞ্জী চ। অম্বষ্ঠা-পাঠা চাঙ্গেরী মাচিকা চ। কৃষ্ণা-পিপ্পলী কালাজাজী নীলী চ। ক্ষীরিণী-

দুগ্ধিকা ক্ষীরকাকোলী শ্বেতসারিবা চ। মধুপর্ণী-গুড়ূচী গম্ভারী নীলা চ। মণ্ডূকপর্ণঃ-শ্যোনাকঃ স স্ত্রিয়াং তু মঞ্জিষ্ঠা ব্রহ্মমাণ্ডূকী চ। শ্রীপর্ণী-গম্ভারী গণিকারিকা কট্‌ফলঞ্চ। অমৃতা-গুড়ূচী হরীতকী ধাত্রী চ। অনন্তা-দুরালভা নীলদূর্ব্বা লাঙ্গলী চ। ঋষ্যপ্রোক্তা-অতিবলা মহাশতাবরী কপিকচ্ছুশ্চ। কৃষ্ণবৃন্তা-পাটলা গম্ভারী মাষপর্ণী চ। জীবন্তী-গুড়ূচী শাকবিশেষো বন্দা চ। লতা-সারিবা প্রিয়ঙ্গুর্জ্জ্যোতিষ্মতী চ। সমুদ্রান্তা-দুরালভা কার্পাসী স্পৃক্কা চ। হৈমবতী-হরীতকী শ্বেতবচা পীতদুগ্ধঃ সেহুণ্ডশ্চঃ। যস্য মূলং চোক ইতি প্রসিদ্ধম্। অব্যথা-হরীতকী মহাশ্রাবণী পদ্মচারিণী চ। ষড়্‌গ্রন্থা-বচা গন্ধপলাশী করঞ্জী চ। বরদা-সুবর্চ্চলা হুরহুর ইতি লোকে, অশ্বগন্ধা বারাহী গেবীতি লোকে চ। ইক্ষুগন্ধা-কাসঃ কোকিলাক্ষো ক্ষীরবিদারী চ। কালস্কন্ধঃ-তমালস্তিন্দুকং কালখদিরশ্চ। মহৌষধম্-শুণ্ঠী রসোনো বিষঞ্চ। মধু-ক্ষৌদ্রং পুষ্পরসো মদ্যঞ্চ। কপীতনঃ-আম্রাতকঃ শিরীষো গর্দ্দভাণ্ডশ্চ। মদনঃ-পিণ্ডীতকো ধত্তূরঃ সিক্‌থকঞ্চ। শতপর্ব্বা-বংশো দূর্ব্বা বচা চ। সহস্রবেধী-অম্লবেতসো মৃগমদো হিঙ্গু চ। তাম্রপুষ্পা-ধাতকী পাটলা শ্যামা-ত্রিবৃচ্চ। সদাপুষ্পা-শ্বেতার্কো রক্তার্কঃ কুন্দশ্চ। সুরভী-সল্লকী মুরৈলবালুকঞ্চ। লক্ষ্মীঃ-ঋদ্ধির্বৃদ্ধিঃ শমী চ। কালানুসার্য্যং-কালীয়কং তগরং শৈলেয়ঞ্চ। চাম্পেয়ঃ-চম্পকো নাগকেশরঃ পদ্মকেশরশ্চ। নাদেয়া—গণকারিকা জলজম্বুজলবেতসা চ। পাক্যম্-বিড়ং সৌবর্চ্চলং যবক্ষারশ্চ। বিশল্যা—লাঙ্গলী গুড়ূচী লঘুদন্তী চ। ইন্দ্রদ্রুঃ-ককুভো দেবদারুঃ কুটজশ্চ। কাশ্মীরং—কুঙ্কুমং পুষ্করমূলং গম্ভারী চ। কাশ্মারী - গুন্দ্রঃ পটেরকঃ শরশ্চ। গুন্দ্রা—প্রিয়ঙ্গুর্ভদ্রং মুস্তকশ্চ। চুক্রম্ -চুক্রমম্লবেতসং বৃক্ষাম্লঞ্চ। পারিভদ্রঃ—নিম্বঃ পারিজাতো দেবদারু চ। পীতদারু—হরিদ্রা দেবদারু সরলশ্চ। বীরঃ—ককুভো বীরণং কাকোলী চ। বীরতরুঃ—ককুভো বীরণং শরশ্চ। ময়ূরঃ—অপামার্গোঽজমোদা তুত্থঞ্চ। রক্তসারঃ-রক্তচন্দনং পত্তঙ্গং খদিরশ্চ। বদরা-সুবর্চ্চলা অশ্বগন্ধা বারাহী চ। বশিরঃ-রক্তাপামার্গো গজপিপ্‌পলী সমুদ্রলবণঞ্চ। সৌবীরং-অঞ্জনভেদো বদরং সন্ধান-ভেদশ্চ। বঞ্জুলঃ-অশোকো বেতসস্তিনিশশ্চ। শিলা-মনঃশিলা শিলাজতু গৈরিকঞ্চ। সোমবল্লী-বাকুচী গুড়ূচী ব্রাহ্মী চ। অক্ষীবঃ-শোভাঞ্জনো মহানিম্বঃ সমুদ্রলবণঞ্চ। কারবী-কালাজাজী শতাহ্বাজমোদা চ। ধামার্গবঃ-রক্তাপামার্গো রাজকোশাতকী মহাকোশাতকী চ। দুঃস্পর্শঃ-যবাসঃ কপিকচ্ছুঃ কণ্টকারী চ। পলাশঃ—কিংশুকো গন্ধপলাশী পত্রঞ্চ। কালমেষী-মঞ্জিষ্ঠা বাকুচী শ্যামাত্রিবৃচ্চ। পলঙ্কষা-গুগ্‌গুলুর্গোক্ষুরো লাক্ষা চ। মধুরসা-দ্রাক্ষা মূর্ব্বা গম্ভারী চ। রসা-রাস্না শল্লকী পাঠা চ। শ্রেয়সী—হরীতকী রাস্না গজপিপ্‌পলী চ। লৌহম্—অয়ঃ কাংস্যমগুরু চ। সহা-মুদ্গপর্ণী বলাভেদঃ ককহী ইতি লোকে, শতপত্রী-সেবতী গুলাব ইতি লোকে। রাস্না—নাকুলী নীলপুষ্পঃ সিন্দুবারশ্চ॥ ২॥

বহ্বর্থানি নামানি—অক্ষশব্দঃ স্মৃতোঽষ্টাসু সৌবর্চ্চলবিভীতকে। কর্ষপদ্মাক্ষরুদ্রাক্ষশকটেন্দ্রিয়পাশকে॥ ৩॥ কাকাখ্যাঃ কাকমাচী চ কাকোলী কাকণন্তিকা। কাক-

জঙ্ঘা কাকনাসা কাকোদুম্বরিকাপি চ ॥ সপ্তস্বর্থেষু কথিতঃ কাকশব্দো বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪ ॥
সর্পদ্বিরদমেঘেষু সীসকে নাগকেশরে। নাগবল্ল্যাং নাগদন্ত্যাং নাগশব্দঃ প্রযুজ্যতে ॥ ৫ ॥
মাংসে দ্রবে চক্ষুরসে পারদে মধুরাদিষু। বালরোগে বিষে নীরে রসো নবসু বর্ত্ততে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে
দ্রব্যগুণপ্রকরণম্ পঞ্চমম্।

ইতি ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ডে প্রথমোভাগঃ।

ভাবপ্রকাশস্য

মধ্যখণ্ডে

দ্বিতীয়ো ভাগঃ।

অথ মানপরিভাষা—ন মানেন বিনা যুক্তির্দ্রব্যাণাং জায়তে ক্বচিৎ। অতঃ প্রয়োগ-কার্য্যার্থং মানমত্রোচ্যতে ময়া॥ চরকস্য মতং বৈদ্যৈরাদৌর্যস্মান্মতং ততঃ। বিহায় সর্ব্ব-মানানি মাগধং মানমুচ্যতে॥ ত্রসরেণুর্ব্বুধৈঃ প্রোক্তস্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ। ত্রসরেণুস্তু পর্য্যায়-নাম্না বংশী নিগদ্যতে॥ জালান্তরগতৈঃ সূর্য্যকরৈর্ব্বংশী বিলোক্যতে। ষড়্বংশীভির্ম্মরীচিঃ স্যাত্তাভিঃ ষড়্ভিশ্চ রাজিকা॥ তিস্যভী রাজিকাভিশ্চ সর্ষপঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। যবোঽষ্ট-সর্ষপৈঃ প্রোক্তো গুঞ্জা স্যাত্তচ্চতুষ্টয়ম্॥ ষড়্ভিস্তু রক্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধানকৌ। মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাদ্ধরণঃ স নিগদ্যতে॥ টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে। ক্ষুদ্রকো বটকশ্চৈব দ্রঙ্ক্ষণঃ স নিগদ্যতে॥ কোলদ্বয়ন্তু কর্ষঃ স্যাৎ স প্রোক্তঃ পাণিমানিকা। অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎপাণিশ্চ তিন্দুকম্॥ বিড়ালপদকং চৈব তথা ষোড়শিকা মতা॥ করমধ্যো হংসপদং সুবর্ণং কবড়গ্রহঃ॥ উদুম্বরঞ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষমেব নিগদ্যতে। স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা॥ শুক্তিভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং মুষ্টিরংশ্রং চতুর্থিকা। প্রকুঞ্চঃ ষোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে॥ পলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে। প্রসৃতিভ্যামঞ্জলিঃ স্যাৎ কুড়বোঽর্দ্ধশরাবকঃ॥ অষ্টমানঞ্চ স জ্ঞেয়ঃ কুড়-বাভ্যাঞ্চ মানিকা। শরাবোঽষ্টপলং তদ্বজ্জ্ঞেয়মত্র বিচক্ষণৈঃ॥ শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থঃ চতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢ়কঃ। ভাজনং কাংস্যপাত্রং চ চতুঃষষ্টিপলশ্চ সঃ॥ চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কলসো নল্বণোঽর্ম্মণঃ। উন্মানং চ ঘটো রাশির্দ্রোণপর্য্যায়সংজ্ঞিতঃ॥ দ্রোণাভ্যাং সূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ। সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণী বাহো গোণী চ সা স্মৃতা॥ দ্রোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ। চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা॥ পলানাং দ্বিসহস্রঞ্চ ভার একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তুলা পলশতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈবৈষ নিশ্চয়ঃ॥ মাষটঙ্কাক্ষবিল্বানি কুড়বঃপ্রস্থমাঢ়কম্। রাশির্গোণী খারিকেতি যথোত্তরচতুর্গুণম্ *॥ ১—১৯॥

---

* মাগধপরিভাষায়াং ষড়্রক্তিকো মাষশ্চতুর্বিংশতিরক্তিকষ্টঙ্কঃ ষণ্ণবতিরক্তিকঃ কর্ষঃ। অয়ঞ্চরক-সম্মতঃ। সুশ্রুতমতে পঞ্চরক্তিকোমাষো বিংশতিরক্তিকষ্টঙ্কোঽশীতিরক্তিকঃ কর্ষঃ। অয়মেব কালিঙ্গপরি-ভাষায়ামপি যত্ত্বষ্টরক্তিকো মাষো দ্বাত্রিংশদ্রক্তিকষ্টঙ্কঃ সার্দ্ধ[illegible]মিতঃ কর্ষঃ॥ ১১॥

গুঞ্জাদিমানমারভ্য যাবৎ স্যাৎ কুড়বস্থিতিঃ। দ্রবার্দ্রশুষ্কদ্রব্যাণাং তাবন্মানং সমং মতম্॥ প্রস্থাদিমানমারভ্য দ্বিগুণং তদ্দ্রবার্দ্রয়োঃ। মানস্তথা তুলায়াস্তু দ্বিগুণং ন ক্কচিৎ স্মৃতম্॥ মৃদ্বৃক্ষবেণুলোহাদের্ভাণ্ডং যচ্চতুরঙ্গুলম্। বিস্তীর্ণঞ্চ তথোচ্চঞ্চ তন্মানং কুড়বং বদেৎ॥ ২০—২২॥ ইতি মাগধমানম্।

কালিঙ্গমানম্—যতো মন্দাগ্নয়ো হ্রস্বা হীনসত্ত্বা নরাঃ কলৌ। অতস্তু মাত্রা তদ্যোগ্যা প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতা॥ যবো দ্বাদশভির্গৌরসর্ষপৈঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। যবদ্বয়েন গুঞ্জা স্যাৎ ত্রিগুঞ্জো বল্ল উচ্যতে॥ মাষো গুঞ্জাভিরষ্টাভিঃ সপ্তভির্বা ভবেৎ ক্বচিৎ চতুর্ভির্মাষকৈঃ শাণঃ স নিষ্কষ্টঙ্ক এব চ॥ গদ্যাণো মাষকৈঃ ষড়্ভিঃ কর্ষঃ স্যাদ্দশমাষিকঃ চতুঃকর্ষৈঃ পলং প্রোক্তং দশশাণমিতং বুধৈঃ॥ চতুঃপলৈশ্চ কুড়বঃ প্রস্থাদ্যাঃ পূর্ব্ববন্মতাঃ॥ স্থিতির্নাস্ত্যেব মাত্রায়াঃ কালমগ্নিং বয়ো বলম্। প্রকৃতিং দোষদেশৌ চ দৃষ্ট্বা মাত্রাং প্রকল্পয়েৎ॥ নাল্পং হন্ত্যৌষধং ব্যাধিং যথাপোঽল্পং মহানলম্। অতিমাত্রং চ দোষায় যথা শস্যে বহূদকম্॥ ২৩—২৮॥ ইতি মানপরিভাষা।

অথ ভেষজানাং বিধানানি—স্বরসশ্চ তথা কল্কঃ ক্বাথশ্চ হিমফাণ্টকৌ জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্॥ ১॥

তত্রাদৌ স্বরসবিধিঃ—অহতাৎ তৎক্ষণাকৃষ্টাদ্দ্রব্যাৎ ক্ষুণ্ণাৎ সমুদ্ভবেৎ। বস্ত্র-নিষ্পীড়িতো যশ্চ স্বরসো রস উচ্যতে*॥ কুড়বং চূর্ণিতং দ্রব্যং ক্ষিপ্তঞ্চ দ্বিগুণে জলে। অহোরাত্রং স্থিতং তস্মাদ্ভবেদ্বা রস উত্তমঃ*॥ আদায় শুষ্কদ্রব্যং বা স্বরসানামসম্ভবে জলেঽষ্টগুণিতে সাধ্যং পাদশিষ্টং চ গৃহ্যতে॥ স্বরসস্য গুরুত্বাচ্চ পলমর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ নিশোষিতঞ্চাগ্নিসিদ্ধং পলমাত্রং রসং পিবেৎ*॥ সিতামধুগুড়ক্ষারান্ জীরকং লবণং তথা। ঘৃতং তৈলঞ্চ চূর্ণাদীন্ কোলমাত্রান্ রসে ক্ষিপেৎ*॥ ২—৬॥

তণ্ডুলজলবিধিঃ—কণ্ডিতং তণ্ডুলপলং জলেঽষ্টগুণিতে ক্ষিপেৎ। ভাবয়িত্বা জলং গ্রাহ্যং দেয়ং সর্ব্বত্র কর্ম্মসু*॥ ৭॥

হিমবিধিঃ—ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সম্যক্ ষড়্ভির্নীরপলৈঃ প্লুতম্। নিশোষিতং হিমঃ স স্যাৎ তথা শীতকষায়কঃ। তস্য মানং মতং পানে পলদ্বয়মিতং বুধৈঃ*॥ ৮॥

মন্থবিধিঃ—জলে চতুঃপলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং ক্ষিপেৎ। মৃৎপাত্রে মন্থয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ*॥ ৯॥

* অহতাৎ শীতাগ্নিকীটাদিভিরনুপহতাৎ॥ ক্ষুণ্ণাৎ সংপিষ্টাৎ॥ ২॥ চূর্ণিতং চূর্ণীকৃতম্॥ ৩॥ নিশোষিতং নিশায়ামুষিতম্। ৫॥ কোলং টঙ্কদ্বয়ম্॥ ৬॥ ভাবয়িত্বা কোমলীকৃত্য॥ ৭॥ ক্ষুণ্ণং চূর্ণীকৃতম্॥ ৮॥ ক্ষুণ্ণং চূর্ণীকৃতম্ মন্থয়েৎ মথ্নীয়াৎ। ৯॥

ফাণ্টবিধিঃ—ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে সম্যক্ জলমুষ্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ। মৃৎপাত্রে কুড়বোন্মানং ততস্তু স্রাবয়েৎ পটাৎ *॥ স স্যাচ্চূর্ণদ্রবঃ ফাণ্টস্তন্মানং দ্বিপলোন্মিতম্। ক্ষৌদ্রং সিতাগুড়াদীংস্তু কর্ষমাত্রান্ বিনিঃক্ষিপেৎ *॥ ১০। ১১॥

কল্কবিধিঃ—দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা সজলং ভবেৎ। তদেব কল্কো বিজ্ঞেয়স্তন্মানং কর্ষসম্মিতম্॥ কল্কে মধু ঘৃতং তৈলং দেয়ং দ্বিগুণমাত্রয়া। সিতা গুড়সমং দদ্যাদ্ দ্রবো দেয়শ্চতুর্গুণঃ॥ ১২। ১৩॥

চূর্ণবিধিঃ—অত্যন্তশুষ্কং যদ্দ্রব্যং সুপিষ্টং বস্ত্রগালিতম্। তৎস্যাচ্চূর্ণং রজঃ ক্ষোদস্তন্মাত্রা কর্ষসম্মিতা॥ চূর্ণে গুড়ঃ সমো দেয়ঃ শর্করা দ্বিগুণা মতা। চূর্ণেষু ভর্জ্জিতং হিঙ্গু দেয়ং নোৎক্লেদকৃদ্ভবেৎ॥ লিহেচ্চূর্ণং দ্রবৈঃ সর্ব্বৈর্ঘৃতাদ্যৈর্দ্বিগুণোন্মিতৈঃ। পিবেচ্চতুর্গুণৈরেবং চূর্ণমালোড়িতং দ্রবৈঃ॥ ১৪—১৬॥

অনুপানম্—পিত্তবাতকফাতঙ্কে ত্রিদ্ব্যেকপলমাহরেৎ॥ যথা তৈলং জলে ক্ষিপ্তং ক্ষণেনৈব বিসর্পতি। অনুপানবলাদঙ্গে তথা সর্পতি ভেষজম্॥ ১৭। ১৮॥

ভাবনাবিধিঃ—দ্রবেণ যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ। ভাবনায়াঃ প্রমাণং তু চূর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্বরৈঃ॥ ১৯॥

পুটপাকবিধিঃ—পুটপাকস্য কল্কস্য স্বরসো গৃহ্যতে যতঃ। অতস্তু পুটপাকানাং যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া॥ পুটপাকস্য পাকোঽয়ং লেপস্যাঙ্গারবর্ণতা। লেপঞ্চ দ্ব্যঙ্গুলং স্থূলং কুর্য্যাদ্ দ্ব্যঙ্গুলমাত্রকম্॥ কাশ্মরীবটজম্ব্বাদিপত্রৈর্বেষ্টনমুত্তমম্। পলমাত্রো রসো গ্রাহ্যঃ কর্ষমাত্রং মধু ক্ষিপেৎ। কল্কচূর্ণদ্রবাদ্যাস্তু দেয়াঃ কোলমিতা বুধৈঃ॥ ২০—২২॥

উষ্ণোদকবিধিঃ—অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেনার্দ্ধকেন বা। অথবা কথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং ভবেৎ *॥ শ্লেষ্মামবাতমেদোঘ্নং বস্তিশোধনদীপনম্। কাসশ্বাসজ্বরান্ হন্তি পীতমুষ্ণোদকং নিশি॥ ২৩। ২৪॥

ক্ষীরপাকবিধিঃ—ক্ষীরমষ্টগুণং দ্রব্যাৎ ক্ষীরান্নীরং চতুর্গুণম্। ক্ষীরাবশেষং তৎপীতং শূলমামোদ্ভবং জয়েৎ॥ ২৫॥

ক্বাথবিধিঃ—পানীয়ং ষোড়শগুণং ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে ক্ষিপেৎ। মৃৎপাত্রে ক্বাথয়েদ্ গ্রাহ্যমষ্টমাংশাবশেষিতম্॥ কর্ষাদৌ তু পলং যাবদ্দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলম্ *। ততস্তু কুড়বং যাবত্তোয়মষ্টগুণং ভবেৎ॥ চতুর্গুণমতশ্চোর্দ্ধং যাবৎ প্রস্থাদিকং জলম্॥ তজ্জলং পায়য়েদ্ধীমান্ কোষ্ণং মৃদ্বগ্নিসাধিতম্। শৃতঃ ক্বাথঃ কষায়শ্চ নির্যূহঃ স নিগদ্যতে॥ ২৬—২৮॥

ক্বাথপানমাত্রামাহ—মাত্রোত্তমা পলেন স্যাৎ ত্রিভিরক্ষৈস্তু মধ্যমা। জঘন্যা চ পলার্দ্ধেন স্নেহক্বাথৌষধেষু চ॥ তন্ত্রান্তরে—ক্বাথ্যদ্রব্যপলে বারি দ্বিরষ্টগুণমিষ্যতে। চতুর্ভাগাবশিষ্টস্তু পেয়ং পলচতুষ্টয়ম্॥ দীপ্তানলং মহাকায়ং পায়য়েদঞ্জলিং জলম্। অন্যে ত্বর্দ্ধং

---

* ক্ষুণ্ণে চূর্ণীকৃতে॥ ১০॥ স চূর্ণদ্রবঃ ফাণ্টঃ ভাদিত্যন্বয়ঃ॥ ১১॥ উষ্ণোদকং কুসবটা ইতি লোকে॥ ২৩॥ ষোড়শিকং ষোড়শগুণম্॥ ২৭॥

পরিত্যজ্য প্রস্থতিং তু চিকিৎসকাঃ ॥ ক্বাথত্যাগমনিচ্ছন্তস্ত্বষ্টভাগাবশেষিতম্। পারম্পর্য্যোপদেশেন বৃদ্ধবৈদ্যাঃ পলদ্বয়ম্ * ॥ ২৯—৩২ ॥

ক্বাথে ক্ষিপেৎ সিতামংশৈশ্চতুর্থাষ্টমষোড়শৈঃ। বাতপিত্তকফাতঙ্কে বিপরীতং মধু স্মৃতম্॥ জীরকং গুগ্‌গুলুং ক্ষারং লবণং চ শিলাজতু। হিঙ্গু ত্রিকটুকং চৈব ক্বাথে শাণোন্মিতং ক্ষিপেৎ॥ ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ং তৈলং মূত্রং চান্যদ্ দ্রবং তথা। কল্কং চূর্ণাদিকং ক্বাথে নিক্ষিপেৎ কর্ষসংমিতম্ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

তত্রোপবিশ্য বিশ্রান্তঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ। ঔষধং হেমরজতমৃদ্ভাজনপরিস্থিতম্॥ পিবেৎ প্রসন্নহৃদয়ঃ পীত্বা পাত্রমধোমুখম্। বিধায়াচম্য সলিলং তাম্বূলাদ্যুপযোজয়েৎ ॥ ৩৬। ৩৭ ॥

অবলেহবিধিঃ—ক্বাথাদের্যৎ পুনঃ পাকাদ্‌ঘনত্বং সা রসক্রিয়া। সোঽবলেহশ্চ লেহশ্চ তন্মাত্রা স্যাৎ পলোন্মিতা॥ সিতা চতুর্গুণা কার্য্যা চূর্ণাচ্চ দ্বিগুণো গুড়ঃ। দ্রবং চতুর্গুণং দদ্যাদিতি সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ॥ সুপক্বে তন্তুমত্ত্বং স্যাদবলেহেঽপ্সু মজ্জনম্। স্থিরত্বং পীড়িতে মুদ্রা গন্ধবর্ণরসোদ্ভবঃ॥ দুগ্ধমিক্ষুরসং যূষং পঞ্চমূলকষায়জম্। বাসাক্বাথং যথাযোগ্যমনুপানং প্রশস্যতে ॥ ৩৮—৪১ ॥

বটকবিধিঃ—বটক অথ কথ্যন্তে তন্নাম গুটিকা বটী। মোদকো বটিকা পিণ্ডী গুড়ো বর্ত্তিস্তথোচ্যতে॥ লেহবৎ সাধ্যতে বহ্নৌ গুড়ো বা শর্করাঽথবা। গুগ্‌গুলুর্বা ক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং তন্নির্ম্মিতা বটী *। কুর্য্যাদবহ্নিসিদ্ধেন ক্বচিদ্‌গুগ্‌গুলুনা বটীম্। দ্রবেণ মধুনা বাপি গুটিকাং কারয়েদ্ বুধঃ॥ সিতা চতুর্গুণা দেয়া বটীষু দ্বিগুণো গুড়ঃ। চূর্ণে চূর্ণসমঃ কার্য্যো গুগ্‌গুলুর্ম্মধু তৎসমম্ *॥ দ্রবং তু দ্বিগুণং দেয়ং মোদকেষু ভিষগ্বরৈঃ। কর্ষপ্রমাণং তন্মাত্রা বলং দৃষ্ট্বা প্রযুজ্যতে *॥ ৪২—৪৬ ॥

ঘৃততৈলয়োর্বিধিঃ—কল্কাচ্চতুর্গুণীকৃত্য ঘৃতং বা তৈলমেব চ। চতুর্গুণদ্রবে সাধ্যং তস্য মাত্রা পলোন্মিতা *॥ নিক্ষিপ্য ক্বাথয়েত্তোয়ং ক্বাথ্যদ্রব্যাচ্চতুর্গুণম্। পাদশিষ্টং গৃহীত্বা তু স্নেহং তেনৈব সাধয়েৎ॥ চতুর্গুণং মৃদুদ্রব্যে কঠিনেঽষ্টগুণং জলম্। মৃদ্বাদিক্বাথ্যসঙ্ঘাতে দদ্যাদষ্টগুণং পয়ঃ *॥ অত্যন্তকঠিনে দ্রব্যে নীরং ষোড়শিকং মতম্ *॥ কর্ষাদিতঃ পলং যাবৎ ক্ষিপেৎ ষোড়শিকং জলম্। তদূর্দ্ধং কুড়বং যাবৎ ভবেদষ্টগুণং পয়ঃ। প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং খারী যাবচ্চতুর্গুণম্॥ অম্বুক্বাথরসৈর্যত্র পৃথক্‌স্নেহস্য সাধনম্। কল্কস্যাংশং তত্র দদ্যাচ্চতুর্থং ষষ্ঠমষ্টমম্ * ॥ ৪৭—৫২ ॥

---

* অষ্টভাগাবশেষিতস্য চতুর্ভাগাবশিষ্টাপেক্ষয়া গুরুত্বাদ্ দীপ্তানলং মহাকায়ং পলদ্বয়ং পায়য়েন্মধ্যমাগ্নিমল্পকায়ং পলমাত্রং পায়য়েৎ মাত্রোত্তমা পলেন স্যাদিত্যাদিবচনাৎ॥ ৩২ ॥ তত্র বহ্নিসিদ্ধে গুড়াদৌ ॥ ৪৩ ॥ তৎসমম্ চূর্ণসমম্ ॥ ৪৫ ॥ দ্রবং দ্রবরূপং দ্রব্যং বলমিতি কালাদেরপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৪৬॥ মাত্রা পলোন্মিতা ভক্ষণায় ॥ ৪৭ ॥ মৃদুদ্রব্যে আর্দ্রদ্রব্যে গুড়ূচ্যাদৌ। কঠিনে শুষ্কদ্রব্যে শুণ্ঠ্যাদৌ ॥ ৪৯ ॥ অত্যন্তকঠিনে চিরশুষ্কে দেবদার্ব্বাদৌ ॥ ৫০ ॥ পূর্ব্বং চতুর্গুণং মৃদুদ্রব্য ইত্যাদিনা ক্বাথ্যদ্রব্যতন্মৃদুত্বাদিগুণভেদেন জলগতপরিমাণমুক্তম্। ইদানীং কেচিদাচার্য্যাঃ কর্ষাদিতঃ পলং যাবদিত্যাদিবচনেন ক্বাথ্যদ্রব্যগতপরিমাণভেদেন জলগতপরিমাণং মন্যন্তে॥ ৫১ ॥

পুনর্বিশেষমাহ—দুগ্ধে দধ্নি রসে তক্রে কল্কো দেয়োঽষ্টমাংশিকঃ। কল্কাচ্চ সম্যক্ পাকার্থং তোয়মত্র চতুর্গুণম্ * ॥ দ্রবাণি যত্র স্নেহেষু পঞ্চাদীনি ভবন্তি হি। তত্র স্নেহসমান্যাহুর্যথাপূর্ব্বঞ্চতুর্গুণম্ * ॥ দ্রব্যেণ কেবলেনৈব স্নেহপাকো ভবেদ্ যদি। তত্রাম্বুপিষ্টঃ কল্কঃ স্যাজ্জলঞ্চাত্র চতুর্গুণম্ * ॥ ক্বাথেন কেবলেনৈব পাকো যত্রোদিতঃ ক্বচিৎ। ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কল্কোঽপি তত্র স্নেহে প্রযুজ্যতে ॥ কল্কহীনস্তু যঃ স্নেহঃ স সাধ্যঃ কেবলে দ্রবে। পুষ্পকল্কস্তু যঃ স্নেহস্তত্র তোয়ং চতুর্গুণম্ * ॥ স্নেহাৎ স্নেহাষ্টমাংশশ্চ পুষ্পকল্কঃ প্রযুজ্যতে। বর্ত্তিবৎ স্নেহকল্কঃ স্যাদ্ যদাঙ্গুল্যা বিবর্ত্তিতঃ ॥ শব্দহীনোঽগ্নিনিক্ষিপ্তঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেত্তদা। যদা ফেনোদ্গমস্তৈলে ফেনশান্তিশ্চ সর্পিষি ॥ বর্ণগন্ধরসোৎপত্তিঃ স্নেহ সিদ্ধো ভবেত্তদা। স্নেহপাকস্ত্রিধা প্রোক্তো মৃদুর্মধ্যঃ খরস্তথা। ঈষৎ সরসকল্কস্তু স্নেহপাকো মৃদুর্ভবেৎ। মধ্যপাকস্য সিদ্ধিশ্চ কল্কে নীরসকোমলে ॥ ঈষৎ কঠিনকল্কশ্চ স্নেহপাকো ভবেৎ খরঃ। তদূর্দ্ধং দগ্ধপাকঃ স্যাদ্দাহকৃন্নিষ্প্রয়োজনঃ। আমপাকশ্চ নির্বীর্য্যো বহ্নিমান্দ্যকরো গুরুঃ। নস্যার্থং স্যান্ মৃদুঃ পাকো মধ্যমঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। অভ্যঙ্গার্থঃ খরঃ প্রোক্তো যুঞ্জ্যাদেবং যথোচিতম্। ঘৃততৈলগুড়াদীংশ্চ সাধয়েন্নৈকবাসরে। প্রকুর্বন্ত্যুষিতাস্ত্বেতে বিশেষাদ্গুণসঞ্চয়ম্ ॥ ৫৩—৬৪ ॥

সন্ধানবিধিঃ—দ্রবেষু চিরকালস্থং দ্রব্যং যৎ সন্ধিতং ভবেৎ। আসবারিষ্টভেদৈস্তু প্রোচ্যতে ভেষজোচিতম্ * ॥ ৬৫ ॥

তত্র আসবারিষ্টয়োর্লক্ষণমাহ—যদপক্বৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ। অরিষ্টঃ ক্বাথসাধ্যঃ স্যাৎ তয়োর্মানং পলোন্মিতম্ ॥ ৬৬ ॥

সামান্যতোঽরিষ্টবিধিঃ—অনুক্তমানারিষ্টেষু দ্রবাদ্ দ্রোণং গুড়াত্তুলম্। ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেদ্গুড়াদর্দ্ধং প্রক্ষেপং দশমাংশিকম্ * ॥ ৬৭ ॥

দ্বিবিধং সীধুমাহ—জ্ঞেয়ঃ শীতরসঃ সীধুরপক্বমধুরদ্রবৈঃ ॥ সিদ্ধঃ পক্বরসঃ সীধুঃ সম্পক্বমধুরদ্রবৈঃ ॥ * পরিপক্বান্নসন্ধানাৎ সমুৎপন্নাং সুরাং জগুঃ। সুরামণ্ডঃ প্রসন্না স্যাত্ততঃ কাদম্বরী ঘনা ॥ তদধো জগলো জ্ঞেয়ো মেদকো জগলাদ্ঘনঃ। বক্কসো হৃতসারঃ স্যাৎ সুরাবীজং কিরাবকম্ * ॥ যত্তালখর্জ্জুররসৈঃ সন্ধিতা সা হি বারুণী। কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ ॥ যত্র দ্রব্যেঽভিষূয়ন্তে তচ্চুক্তমভিধীয়তে ॥ বিনষ্টমভিষূয়ন্তে তচ্চুক্রমভিধীয়তে * ॥ বিনষ্টমম্লতাং যাতং মদ্যং বা মধুরদ্রবঃ। বিনষ্টঃ সন্ধিতো যস্তু তচ্চুক্ত-

---

* অস্যায়মর্থঃ। অম্বুনা স্নেহসাধনে কল্কং স্নেহস্য চতুর্থমংশং দদ্যাৎ। ক্বাথেন স্নেহসাধনে স্নেহস্য ষষ্ঠভাগং কল্কং দদ্যাৎ। স্বরসৈঃ স্নেহসাধনে স্নেহস্যাষ্টমভাগং কল্কং দদ্যাৎ ॥ ৫২ ॥ কল্কাৎ কল্কদ্রব্যাৎ। চতুর্গুণং তোয়ং পেষণার্থম্ ॥ ৫৩ ॥ অস্যায়মর্থঃ। যত্র স্নেহেষু আদীনি পঞ্চ দ্রবাণি দুগ্ধদধিস্বরসতক্রকল্কোপযুক্তজলানি প্রত্যেকং স্নেহসমানি বোদ্ধব্যানি। যথাপূর্ব্বম্ দুগ্ধদধিস্বরসতক্রং সমুদিতং স্নেহাচ্চতুর্গুণং ভবতি ॥ ৫৪ ॥ অত্র কল্কদ্রব্যে ॥ ৫৫ ॥ কেবলে দ্রবে ক্বাথেতরস্মিন্ স্বরসাদিরূপে ॥ ৫৭ ॥ ভেষজেষু যদুচিতং তদ্ভেষজোচিতম্ ॥ ৬৫ ॥ দশমাংশিকম্ গুড়স্যৈব দশমাংশম্। ৬৭ ॥ মধুরদ্রবৈঃ ইক্ষুরসাদিভিঃ ॥ ৬৮ ॥ সুরাবীজম্ যবগোধূমতণ্ডুলাদি ॥ ৭০ ॥ অভিষূয়ন্তে দ্রবেণাপ্লাব্য সন্ধীয়ন্তে ॥ ৭১ ॥

মভিধীয়তে ॥ গুড়াম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা। সন্ধিতঞ্চাম্লতাং যাতং গুড়-চুক্রং প্রচক্ষতে ॥ এবমেব হি শুক্তং স্যান্ মৃদ্বীকাসম্ভবং তথা। তুষাম্বুসন্ধিতং জ্ঞেয়মামৈ-র্বিদলিতৈর্যবৈঃ ॥ যবৈস্তু নিস্তুষৈঃ পক্কৈঃ সৌবীরং সাধিতং ভবেৎ। আরনালন্তু গোধূমৈ-রামৈঃ স্যান্নিস্তুষীকৃতৈঃ ॥ পক্কৈর্বা সংহিতৈস্তত্তু, সৌবীরসদৃশং গুণৈঃ ॥ কুল্মাষধান্যমণ্ডাদি সংহিতং কাঞ্জিকং বিদুঃ। শিণ্ডাকী সংহিতা জ্ঞেয়া মূলকৈঃ সর্ষপাদিভিঃ ॥ ৬৮—৭৭ ॥

অথ ধাতূনাং শোধনমারণবিধিঃ

তত্র মারণায় যোগ্যং সুবর্ণমাহ—দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিকষে কুঙ্কুম-প্রভম্। তারশুল্বোজ্‌ঝিতং স্নিগ্ধং কোমলং গুরু হেম সৎ * ॥ তচ্ছেদে কঠিনং রুক্ষং বিবর্ণং সমলং দলম্। দাহে চ্ছেদে সিতং শ্বেতং কষে স্ফুটং লঘু ত্যজেৎ ॥ ১। ২ ॥

শোধনবিধিঃ—পত্তলীকৃতপত্রাণি হেম্নো বহ্নৌ প্রতাপয়েৎ। নিষিঞ্চেৎ তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে ॥ গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে তু ত্রিধা ত্রিধা। এবং হেম্নঃ পরেষাঞ্চ ধাতূনাং শোধনং ভবেৎ ॥ ৩। ৪ ॥

অশুদ্ধস্য সুবর্ণস্য দোষমাহ—বলং সবীর্য্যং হরতে নরাণাং রোগব্রজং পোষয়-তীহ কায়ে। অসৌখ্যকার্য্যেব সদা সুবর্ণমশুদ্ধমেতন্মরণঞ্চ কুর্য্যাৎ ॥ ৫ ॥

স্বর্ণস্য মারণবিধিঃ—স্বর্ণস্য দ্বিগুণং সূতমম্লেন সহ মর্দ্দয়েৎ। তদ্গোলকসমং গন্ধং নিদধ্যাদধরোত্তরম্ * ॥ গোলকঞ্চ ততো রুদ্ধা শরাবদৃঢ়সংপুটে। ত্রিংশদ্‌বনোপলৈর্দ্দদ্যাৎ পুটান্যেবং চতুর্দ্দশ। নিরুত্থং জায়তে ভস্ম গন্ধো দেয়ঃ পুনঃ পুনঃ * ॥ ৬। ৭ ॥

অন্যপ্রকারঃ—কাঞ্চনে গলিতে নাগং ষোড়শাংশেন নিক্ষিপেৎ। চূর্ণয়িত্বা তথা-ম্লেন ঘৃষ্ট্বা কৃত্বা তু গোলকম্ ॥ গোলকেন সমং গন্ধং দত্ত্বা চৈবাধরোত্তরম্। শরাবসম্পুটে ধৃত্বা পুটেদ্বিংশদ্‌বনোপলৈঃ। এবং সপ্তপুটৈর্হেম নিরুত্থং ভস্ম জায়তে * ॥ ৮। ৯ ॥

অন্যচ্চ—কাঞ্চনাররসৈর্ঘৃষ্ট্বা সমসূতকগন্ধয়োঃ। কজ্জলীং হেমপত্রাণি লেপয়েৎ সময়া তয়া * ॥ কাঞ্চনারত্বচঃ কল্কৈর্মূষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ। ধৃত্বা তৎ সম্পুটে গোলং মৃন্মূষা-সম্পুটে চ তৎ ॥ নিধায় সন্ধিরোধঞ্চ কৃত্বা সংশোষ্য গোলকম্। বহ্নিং খরতরং কুর্য্যাদেবং দত্ত্বা পুটত্রয়ম্ ॥ নিরুত্থং জায়তে ভস্ম সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ। কাঞ্চনারপ্রকারেণ লাঙ্গলী হন্তি কাঞ্চনম্ * ॥ জ্বালামুখী তথা হন্যাৎ তথা হন্তি মনঃশিলা। শিলাসিন্দূরয়োশ্চূর্ণং সময়োরর্কদুগ্ধকৈঃ ॥ সপ্তধা ভাবনাং দত্ত্বাৎ শোষয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ। ততস্তু গলিতে হেম্নি

---

* সৎ উত্তমম্। ১। স্বর্ণস্য অতিতনূকৃতপত্রস্য। গন্ধম্ গন্ধকচূর্ণম্ ॥ ৬ ॥ রুদ্ধা, সবস্ত্রকুট্টিত-চিক্কণমৃত্তিকয়া। বনোপলঃ গোইঠা ইতি লোকে। নিরুত্থং যৎ পুনর্ন জীবতি। ৭ ॥ অত্রাপি পূর্ব্ববৎ গন্ধঃ প্রদাতব্যঃ ॥ ৯ ॥ তয়া সময়া হেমপত্রসময়া ॥ ১০ ॥ লাঙ্গলী করিহারী ॥ ১৩ ॥

কল্কোঽয়ং দীয়তে সমঃ ॥ পুনর্দ্ধমেদতিতরাং যথা কল্কো বিলীয়তে। এবং বেলাত্রয়ং দত্ত্বাৎ কল্কং হেমমৃতির্ভবেৎ ॥ ১০—১৬ ॥

এবং মারিতস্য স্বর্ণস্য গুণাঃ—সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নম্। স্বাদু তিক্তং চ তুবরং পাকে চ স্বাদু পিচ্ছিলম্ * ॥ পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতিমতিপ্রদম্। হৃদ্যমায়ুষ্করং কান্তিবাগ্বিশুদ্ধিস্থিরত্বকৃৎ ॥ বিষদ্বয়ক্ষয়োন্মাদ-ত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ। অসম্যঙ্মারিতং স্বর্ণং বলং বীর্য্যঞ্চ নাশয়েৎ। করোতি রোগান্ মৃত্যুঞ্চ তদ্ হন্যাদ্ যত্নতঃ-স্তুতঃ ॥ ১৭—১৯ ॥

ধাত্বাদিমারণোপযুক্তান্ পুটপ্রাকারানাহ রসপ্রদীপে—লৌহাদেরপুনর্ভাবস্তদ্গুণত্বং গুণাঢ্যতা। সলিলে তরণঞ্চাপি তৎসিদ্ধিঃ পুটনাদ্ ভবেৎ ॥ গম্ভীরে বিস্তৃতে কুণ্ডে দ্বিহস্তে চতুরস্রকে। বনোপলসহস্রেণ পূরিতং পুনরৌষধম্॥ কোষ্ঠে রুদ্ধে প্রযত্নেন গোবিষ্ঠোপরি-ধারয়েৎ। বনোৎপলসহস্রার্দ্ধং কোষ্ঠিকোপরি নিক্ষিপেৎ। বহ্নিং বিনিক্ষিপেৎ তত্র মহাপুটমিতি স্মৃতম্ *॥ ইতি মহাপুটম্ ॥ গজপুটম্—সপাদহস্তমানেন কুণ্ডে নিম্নে তথায়তে। বনোৎপলসহস্রেণ পূর্ণে মধ্যে বিধারয়েৎ * ॥ পুটনদ্রব্যসংযুক্তাং কোষ্ঠিকাং মুদ্রিতাং মুখে। অথার্দ্ধানি করণ্ডানি অর্দ্ধান্যুপরি নিক্ষিপেৎ ॥ এতদ্গজপুটং প্রোক্তং খ্যাতং সর্ব্বপুটোত্তমম্॥ ইতি গজপুটম্। অরত্নিমাত্রকে কুণ্ডে পুটং বারাহমুচ্যতে। বিতস্তিমাত্রকে খাতে কথিতং কৌক্কুটং পুটম্ * ॥ ষোড়শাঙ্গুলকে খাতে কস্যচিৎ কৌক্কুটং পুটম্॥ যৎপুটং দীয়তে খাতে অষ্টসংখ্যৈর্বনোপলৈঃ। কপোতপুটমেতত্তু কথিতং পুটপণ্ডিতৈঃ॥ গোষ্ঠান্তর্গোখুরক্ষুণ্ণং শুষ্কং চূর্ণিতগোময়ম্। গোবরং তৎসমাখ্যাতং বরিষ্ঠং রসসাধনে॥ বৃহদ্ভাণ্ডস্থিতৈর্যত্র গোবরৈর্দীয়তে পুটম্। তদ্গোবরপুটং প্রোক্তং ভিষগ্‌ভিঃ সূতভস্মনি॥ বৃহদ্ভাণ্ডে তুষৈঃ পূর্ণে মধ্যে মুষাং বিধারয়েৎ। ক্ষিপ্ত্বাগ্নিং মুদ্রয়েৎ ভাণ্ডং তদ্ভাণ্ডপুটমুচ্যতে॥ ২০—২৯ ॥

যন্ত্রপ্রকারানাহ। তত্র বালুকাযন্ত্রম্—ভাণ্ডে বিতস্তিগম্ভীরে মধ্যে নিহিতকূপিকে। কূপিকাকণ্ঠপর্য্যন্তং বালুকাভিশ্চ পূরিতে॥ ভেষজং কূপিকাসংস্থং বহ্নিনা যত্র পচ্যতে। বালুকাযন্ত্রমেতদ্ধি যন্ত্রং তত্র বুধৈঃ স্মৃতম্॥ ৩০। ৩১ ॥

দোলাযন্ত্রম্—নিবদ্ধমৌষধং সূতং ভূর্জে তৎ ত্রিগুণং বরে। রসপোট্টলিকাং কাষ্ঠে দৃঢ়ং বদ্ধা গুণেন হি ॥ সন্ধানপূর্ণকুম্ভান্তঃ স্বাবলম্বনসংস্থিতম্। অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং তত্তদুক্তক্রমেণ হি। দোলাযন্ত্রমিদং প্রোক্তং স্বেদনাখ্যং তদেব হি * ॥ ৩২। ৩৩ ॥

---

* বৃষ্যম্ বৃষায় কামুকায় হিতম্॥ ১৭ ॥ কোষ্ঠং মৃন্মুষা, গোবিষ্ঠা গোইঠা॥ ২২ ॥ হস্তশ্চতুর্বিংশত্যঙ্গুলপ্রমাণঃ সপাদঃ তেন ত্রিংশদঙ্গুলপ্রমাণেনেত্যর্থঃ। অতএবোক্তম্—সাধারণনরাঙ্গুল্যা ত্রিংশদঙ্গুলকো গজঃ॥ ২৩॥ অরত্নিস্তু নিষ্কনিষ্ঠেন মুষ্টিং ত্যমরঃ। নিঃসৃতকনিষ্ঠয়া মুষ্ট্যোপলক্ষিতো হস্তোঽরত্নিরিত্যর্থঃ॥ ২৫॥ * সন্ধানং কাঞ্জিকাদি। ৩৩ ॥

স্বেদনযন্ত্রম্—সাম্বুস্থালীমুখে বদ্ধে বস্ত্রে স্বেদ্যং নিধায় চ। পিধায় পচ্যতে যত্র তদ্‌যন্ত্রং স্বেদনং স্মৃতম্॥ ৩৪॥

বিদ্যাধরযন্ত্রম্—অথ স্থাল্যাং রসং ক্ষিপ্ত্বা নিদধ্যাৎ তন্মুখোপরি। স্থালীমূর্দ্ধমুখীং সম্যঙ্‌ নিরুধ্য মৃদুমৃৎস্নয়া॥ ঊর্দ্ধস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা চুল্ল্যামারোপ্য যত্নতঃ। অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ প্রহরপঞ্চকম্॥ স্বাঙ্গশীতং ততো যন্ত্রাদ্ গৃহ্নীয়াদ্রসমুত্তমম্। বিদ্যাধরাভিধং যন্ত্রমেতত্তজ্‌জ্ঞৈরুদাহৃতম্॥ ৩৫—৩৭॥

ভূধরযন্ত্রম্—বালুকাভিঃ সমস্তাঙ্গং গর্ত্তে মূষাং রসান্বিতাম্। দীপ্তোপলৈঃ সংবৃণুয়াদ্‌যন্ত্রং ভূধরনামকম॥ ৩৮॥

ডমরুযন্ত্রম্—যন্ত্রং ডমরুসংজ্ঞং স্যাত্তৎস্থাল্যোর্মুদ্রিতে মুখে॥ ৩৯॥

মারণায় যোগ্যং রূপ্যমাহ—গুরু স্নিগ্ধং মৃদু শ্বেতং দাহে ছেদে ঘনক্ষমম্। বর্ণাঢ্যং চন্দ্রবৎ স্বচ্ছং তারং নবগুণং শুভম্॥ ৪০॥

অযোগ্যম্—কঠিনং কৃত্রিমং রুক্ষং রক্তং পীতদলং লঘু। দাহচ্ছেদঘনৈর্নষ্টং রূপ্যং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৪১॥

শোধনবিধিঃ—পত্তলীকৃতপত্রাণি তারস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ। নিষিঞ্চেৎ তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে॥ গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা। এবং রজতপত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সম্প্রজায়তে॥ ৪২। ৪৩॥

অশুদ্ধস্য রূপস্য দোষমাহ—রূপ্যং ত্বশুদ্ধং প্রকরোতি তাপং বিবন্ধকং বীর্য্যবলক্ষয়ঞ্চ। দেহস্য পুষ্টিং হরতে তনোতি রোগাংস্ততঃ শোধনমস্য কুর্য্যাৎ॥ ৪৪॥

রূপ্যমারণবিধিঃ—ভাগৈকং তালকং মর্দ্দ্যং যামমম্লেন কেনচিৎ। তেন ভাগত্রয়ং তারপত্রাণি পরিলেপয়েৎ॥ ধৃত্বা মূষাপুটে রুদ্ধা পুটেৎ ত্রিংশদ্বনোপলৈঃ। সমুদ্ধৃত্য পুনস্তালং দত্ত্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ॥ এবং চতুর্দ্দশপুটৈস্তারং ভস্ম প্রজায়তে॥ ৪৫। ৪৬॥

অন্যঃপ্রকারঃ—স্নুহীক্ষীরেণ সম্পিষ্টং মাক্ষিকং তেন লেপয়েৎ। তাম্রকস্য প্রকারেণ তারপত্রস্য বুদ্ধিমান্। পুটেচ্চতুর্দ্দশপুটৈস্তারং ভস্ম প্রজায়তে॥ ৪৭॥

মারিতস্য রূপ্যস্য গুণাঃ—রৌপ্যং শীতং কষায়ঞ্চ স্বাদুপাকরসং সরম্। বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ। প্রমেহাদিকরোগাং নাশয়ত্যচিরাদ্ধ্রুবম্॥ ৪৮॥

মারণযোগ্যং তাম্রম্—জবাকুসুমসঙ্কাশং স্নিগ্ধং মৃদু ঘনক্ষমম্। লোহনাগোজ্‌ঝিতং তাম্রং মারণায় প্রশস্যতে॥ ৪৯॥

অযোগ্যং তাম্রম্—কৃষ্ণং রুক্ষমতিস্বচ্ছং শ্বেতং চাপি ঘনাসহম্। লোহনাগযুতং চেতি শুল্বং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৫০॥

শোধনবিধিঃ—পত্তলীকৃতপত্রাণি তাম্রস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ। নিষিঞ্চেৎ তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে॥ গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা। এবং তাম্রস্য

পত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সম্প্রজায়তে ॥ একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বশুদ্ধেঽষ্টৌ ভ্রমো বমিঃ। বিরেকঃ স্বেদ উৎক্লেদো মূর্চ্ছা দাহোঽরুচিস্তথা ॥ ন বিষং বিষমিত্যাহুস্তাম্রং তু বিষমুচ্যতে। একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বষ্টৌ দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫১—৫৪ ॥

তাম্রস্য মারণবিধিঃ—সূক্ষ্মাণি তাম্রপত্রাণি কৃত্বা সংস্বেদয়েদ্ বুধঃ। বাসরত্রয়মম্লেন ততঃ খল্বে বিনিক্ষিপেৎ ॥ পাদাংশং সূতকং দত্ত্বা যামমম্লেন মর্দ্দয়েৎ। তত উদ্ধৃত্য পত্রাণি লেপয়েদ্ দ্বিগুণেন চ ॥ গন্ধকেনাম্লঘৃষ্টেন তস্য কুর্য্যাচ্চ গোলকম্। ততঃ পিষ্ট্বা চ মীনাক্ষীং চাঙ্গেরীং বা পুনর্নবাম্ * ॥ তৎকল্কেন বহির্গোলং লেপয়েদ্দ্ব্যঙ্গুলোন্মিতম্। ধৃত্বা তদ্গোলকং ভাণ্ডে শরাবেণ চ রোধয়েৎ ॥ বালুকাভিঃ প্রপূর্য্যাথ বিভূতিলবণাম্বুভিঃ। দত্ত্বা ভাণ্ডমুখে মুদ্রাং ততশ্চুল্ল্যাং বিপাচয়েৎ ॥ ক্রমবৃদ্ধ্যাগ্নিনা সম্যগ্ যাবদ্যামচতুষ্টয়ম্। স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েচ্ছূরণদ্রবৈঃ ॥ যামৈকং গোলকং তচ্চ নিক্ষিপেচ্ছূরণোদরে। মৃদা লেপস্তু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বতোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ ॥ পাচ্যং গজপুটে ক্ষিপ্তং মৃতং ভবতি নিশ্চিতম্। বমনং চ বিরেকং চ ভ্রমং ক্লমমথারুচিম্। বিদাহং স্বেদমুৎক্লেদং ন করোতি কদাচন ॥ ৫৫—৬২ ॥

এবং মারিতস্য তাম্রস্য গুণাঃ—তাম্রং কষায়ং মধুরং সতিক্তমম্লঞ্চ পাকে কটু সারকঞ্চ। পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং তদ্রোপণং স্যাল্লঘু লেখনঞ্চ ॥ পাণ্ডূদরার্শোজ্বরকুষ্ঠকাসশ্বাসক্ষয়ান্ পীনসমম্লপিত্তম্। শোথং কৃমিং শূলমপাকরোতি প্রাহুর্বুধা বৃংহণমল্পমেতৎ ॥ একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বসম্যঙ্মারিতে পুনঃ। দাহঃ স্বেদোঽরুচির্মূর্চ্ছা ক্লেদো রেকো বমির্ভ্রমঃ * ॥ ৬৩—৬৫ ॥

বঙ্গস্য স্বরূপনিরূপণম্—বঙ্গং চ গিরিজং তচ্চ খুরকং মিশ্রকং দ্বিধা। তয়োস্তু খুরকং শ্রেষ্ঠং মিশ্রকং স্বহিতং মতম্ ॥ ৬৬ ॥

তস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ—বঙ্গং বিধত্তে খলু শুদ্ধিহীনমাক্ষেপকম্পৌ চ কিলাসগুল্মৌ। কুষ্ঠানি শূলং কিল বাতশোথং পাণ্ডুং প্রমেহঞ্চ ভগন্দরঞ্চ ॥ বিষোপমং রক্তবিকারবৃন্দং ক্ষয়ঞ্চ কৃচ্ছ্রাণি কফজ্বরঞ্চ। মেহাশ্মরীবিদ্রধিমুষ্করোগান্ নাগোঽপি কুর্য্যাৎ কথিতান্বিকারান্ ॥ ৬৭। ৬৮ ॥

তস্য শোধনম—বঙ্গনাগৌ প্রতপ্তৌ চ গলিতৌ তৌ নিষেচয়েৎ। ত্রিধা ত্রিধা বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ রবিদুগ্ধেঽপি চ ত্রিধা * ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গস্য মারণবিধিঃ—মৃৎপাত্রে দ্রাবিতে বঙ্গে চিঞ্চাশ্বত্থত্বচোরজঃ। ক্ষিপ্ত্বা বঙ্গচতুর্থাংশময়োদর্ব্যা প্রচালয়েৎ * ॥ ততো দ্বিযামমাত্রেণ বঙ্গং ভস্ম প্রজায়তে। অথ ভস্মসমং

---

* চাঙ্গেরী চতুষ্পত্রাম্ললোনিকাভেদঃ। ৫ ॥ রেকঃ বিরেকঃ ॥ ৬৫ ॥ নিষেচয়েৎ তৈলতক্রকাঞ্জিকগোমূত্রকুলত্থকাথেষু প্রত্যেকং ত্রিধা ত্রিধা ততোঽর্কদুগ্ধেঽপি ত্রিধা। ৬৯ ॥ চিঞ্চা অম্লিলী। রজঃ চূর্ণম্। অয়োদর্ব্বী করচ্ছুলী ॥ ৭০ ॥

তালং ক্ষিপ্ত্বাম্লেন বিমর্দ্দয়েৎ ॥ ততো গজপুটে পক্ত্বা পুনরম্লেন মর্দ্দয়েৎ। তালেন দশমাংশেন যামমেকং ততঃ পুটেৎ। এবং দশপুটৈঃ পক্বং বঙ্গং ভবতি মারিতম্ ॥ ৭০—৭২ ॥

এবং মারিতস্য বঙ্গস্য গুণাঃ—বঙ্গং লঘু সরং রুক্ষং কুষ্ঠং মেহকফক্রিমীন্। নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসং নেত্র্যমৌষৎ তু পিত্তলং ॥ সিংহো গজৌঘং তু যথা নিহন্তি তথৈব বঙ্গোঽখিলমেহবর্গম্। দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্ ॥ ৭৩। ৭৪ ॥

যশদস্য স্বরূপম্—যশদং গিরিজং তস্য দোষাঃ শোধনমারণে। বঙ্গস্যেব হি বোদ্ধব্যা গুণাংস্তু গণয়াম্যথ ॥ যশদং চ সরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ। চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৭৫। ৭৬ ॥

সীসকস্য শোধনম্—তস্য সাহজিকা দোষা রঙ্গস্যেব নিদর্শিতাঃ। শোধনঞ্চাপি তস্যেব ভিষগ্ভর্গাদিতং পুরা ॥ ৭৭ ॥

সীসস্য মারণবিধিঃ—তাম্বূলরসসংপিষ্টশিলালেপাৎ পুনঃ পুনঃ। দ্বাত্রিংশদ্ভিঃ পুটৈর্নাগো নিরুত্থং ভস্ম জায়তে * ॥ অন্যচ্চ—অশ্বত্থচিঞ্চাত্বক্চূর্ণং চতুর্থাংশেন নিক্ষিপেৎ। মৃৎপাত্রে বিদ্রুতো নাগো লোহদর্ব্যা প্রচালিতঃ ॥ যামৈকেন ভবেদ্ভস্ম তত্তুল্যা স্যান্মনঃশিলা। কাঞ্জিকেন দ্বয়ং পিষ্ট্বা পচেদ্গজপুটেন চ ॥ স্বাঙ্গশীতং পুনঃ পিষ্ট্বা শিলয়া কাঞ্জিকেন চ ॥ পুনঃ পচেৎ শরাবাভ্যামেবং ষষ্টিপুটৈর্মৃতিঃ ॥ ৭৮—৮১ ॥

এবং মারিতস্য সীসস্য গুণাঃ—সীসং রঙ্গগুণং জ্ঞেয়ং বিশেষান্মেহনাশনম্। নাগস্তু নাগশততুল্যবলং দদাতি ব্যাধিঞ্চ নাশয়তি জীবনমাতনোতি। বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সন্ততসেবিতঃ সঃ ॥ ৮২ ॥

লোহস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ—খরত্বকুষ্ঠাময়মৃত্যুকারী হৃদ্রোগশূলৌ কুরুতেঽশ্মরীঞ্চ। নানারুজানাং চ তথা প্রকোপং কুর্য্যাচ্চ হৃল্লাসমশুদ্ধলোহম্ ॥ ৮৩ ॥

দোষশান্তয়ে শোধনম্—পত্তলীকৃতপত্রাণি লোহস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ। নিষিঞ্চেৎ তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে ॥ গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা। এবং লোহস্য পত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সম্প্রজায়তে ॥ ৮৪। ৮৫ ॥

লৌহস্য মারণবিধিঃ—শুদ্ধং লৌহভবং চূর্ণং পাতালগরুড়ীরসৈঃ। মর্দ্দয়িত্বা পুটেদ্বহ্নৌ দদ্যাদেবং পুটত্রয়ম্ ॥ পুটত্রয়ং কুমার্য্যাশ্চ কুঠারচ্ছিন্নিকারসৈঃ। পুটষট্কং ততো দদ্যাদেবং তীক্ষ্ণমৃতির্ভবেৎ ॥ অন্যচ্চ—ক্ষিপেচ্চদ্বাদশাংশেন দরদং তীক্ষ্ণচূর্ণতঃ। মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রাবৈর্য্যামযুগ্মং ততঃ পুটেৎ ॥ এবং সপ্তপুটৈর্মৃত্যুং লোহচূর্ণমবাপ্নুয়াৎ। সত্যোঽমুভূতো যোগেন্দ্রৈঃ ক্রমোঽয়ং লোহমারণে ॥ কথ্যতে রামরাজেন কৌতূহলধিয়াঽধুনা। সূতকাদ্ দ্বিগুণং গন্ধং দত্ত্বা কুর্য্যাচ্চ কজ্জলীম্ ॥ দ্বয়োঃ সমং লোহচূর্ণং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ যামযুগ্মং ততঃ পিণ্ডং কৃত্বা তাম্রস্য পাত্রকে ॥ ঘর্ম্মে ধৃত্বা রুবুকস্য পত্রৈরাচ্ছাদয়েদ্ বুধঃ

* শিলা মনঃশিলা।

যামদ্বয়ান্তবেদুষ্ণং ধান্যরাশৌ ন্যসেত্ততঃ ॥ দত্ত্বোপরি শরাবং তু ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধরেৎ। পিষ্ট্বা চ গালয়েদ্বস্ত্রাদেবং বারিতরং ভবেৎ ॥ দাড়িমস্য দলং পিষ্ট্বা তচ্চতুর্গুণবারিণা। তত্রসেনায়সং চূর্ণং সমনীয় প্লাবয়েদিতি ॥ আতপে শোষয়েত্তচ্চ পুটেদেবং পুনঃ পুনঃ। একবিংশতিবারৈস্তন্ ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ। এবং সর্ব্বাণি লোহানি স্বর্ণাদীন্যপি মারয়েৎ ॥ ৮৬—৯৫ ॥

এবং মারিতস্য লৌহস্য গুণাঃ—লোহং তিক্তং সরং শীতং কষায়ং মধুরং গুরু। রুক্ষং বয়স্যং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ ॥ কফং পিত্তং গরং শূলং শোফার্শঃপ্লীহপাণ্ডুতাঃ। মেদোমেহক্রিমীন্ কুষ্ঠং তৎকিট্টং তদ্বদেব হি ॥ গুঞ্জামেকাং সমারভ্য যাবৎস্যুর্ন্নব রক্তিকাঃ। তাবল্লোহং সমশ্নীয়াদ্ যথাদোষানলং নরঃ ॥ কুষ্মাণ্ডং তিলতৈলং চ মাষান্নং রাজিকাং তথা। মদ্যমম্লরসঞ্চৈব বর্জ্জয়েল্লোহসেবকঃ ॥ শিলাগন্ধার্কদুগ্ধাক্তাঃ স্বর্ণাদ্যাঃ সর্ব্বধাতবঃ। ম্রিয়ন্তে দ্বাদশপুটৈঃ সত্যং গুরুবচো যথা ॥ ৯৬—১০০ ॥

অথোপধাতূনাং মারণপ্রকারমাহ। তত্র স্বর্ণমাক্ষিকস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ—মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং বিষ্টম্ভিতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্। মালাং তথৈব ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ কুর্য্যাদশুদ্ধং খলু মাক্ষিকঞ্চ ॥ ১০১ ॥

তস্য দোষশান্তয়ে শোধনম—মাক্ষিকস্য ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং সৈন্ধবস্য চ। মাতুলুঙ্গদ্রবৈর্ব্বাথ জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পচেৎ ॥ চালয়েল্লোহজে পাত্রে যাবৎ পাত্রং সুলোহিতম্। ভবেত্ততস্তু সংশুদ্ধিঃ স্বর্ণমাক্ষিকমৃচ্ছতি ॥ ১০২। ১০৩ ॥

মারণবিধিঃ—কুলত্থস্য কষায়েণ ঘৃষ্ট্বা তৈলেন বা পুটেৎ। অক্রেণ বাজমূত্রেণ ম্রিয়তে স্বর্ণমাক্ষিকম্ ॥ ১০৪ ॥

তারমাক্ষিকস্য শোধনম্—স্বর্ণমাক্ষিকবদ্দোষা বিজ্ঞেয়াস্তারমাক্ষিকে। অতস্তদ্দোষশান্ত্যর্থং শোধনং তস্য কথ্যতে ॥ কর্কোটীমেষশৃঙ্গ্যুত্থৈর্দ্রবৈর্জম্বীরজৈর্দ্দিনম্ ॥ ভাবয়েদাতপে তীব্রে বিমলা শুধ্যতি ধ্রুবম্ * ॥ ১০৫। ১০৬ ॥

মারণম্—কুলত্থস্য কষায়েণ ঘৃষ্ট্বা তৈলেন বা পুটেৎ। মরণং বাজমূত্রেণ তারমাক্ষিকমৃচ্ছতি ॥ ১০৭ ॥

তয়োর্বিশিষ্টা গুণাঃ—ন কেবলং স্বর্ণরূপ্যগুণাস্তাপীজয়োর্মতাঃ। দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণাস্তয়োঃ ॥ মাক্ষিকং মধুরং তিক্তং স্বর্য্যং বৃষ্যং রসায়নম্। চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্‌কুষ্ঠং পাণ্ডুমেহবিষোদরম্। অর্শঃ শোফং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষঞ্চ নিযচ্ছতি ॥১০৮।১০৯॥

তুত্থস্য শোধনমাহ—বিষ্ঠয়া মর্দ্দয়েৎ তুত্থং মার্জ্জারককপোতয়োঃ। দশাংশং টঙ্কণং দত্ত্বা পচেল্লঘুপুটে ততঃ। পুটং দধ্না পুটং ক্ষৌদ্রৈর্দ্দেয়ং তুত্থবিশুদ্ধয়ে ॥ ১১০ ॥

শুদ্ধস্য তুত্থস্য গুণাঃ—তুত্থকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু। লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ ॥ বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডূঘ্নং তদ্‌গুণং খর্পরং মতম্। ১১১। ১১২ ॥

---

* কর্কোটী খেখসা। মেষশৃঙ্গী মেড়াশৃঙ্গী বিমলা তারমাক্ষিকম্ ॥ ১০৬ ॥

কাংস্যস্য রীতেশ্চ শোধনমাহ—পত্তলীকৃতপত্রাণি কাংস্যস্যাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ। নিষিঞ্চেৎ তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে॥ গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা। এবং কাংস্যস্য রীতেশ্চ বিশুদ্ধিঃ সম্প্রজায়তে॥ ১১৩। ১১৪॥

মারণবিধিঃ—অর্কক্ষীরেণ সংপিষ্টো গন্ধকস্তেন লেপয়েৎ। সমেন কাংস্যপত্রাণি শুদ্ধান্যম্লদ্রবৈর্মুহুঃ॥ ততো মূষাপুটে ধৃত্বা পচেদ্গজপুটেন চ। এবং পুটদ্বয়াৎ কাংস্যং রীতিশ্চ ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥ ১১৫। ১১৬॥

মারিতস্য কাংস্যস্য রীতেশ্চগুণাঃ—কাংস্যং কষায়ং তীক্ষ্ণোষ্ণং লেখনং বিশদং সরম্। গুরু নেত্রহিতং রুক্ষং কফপিত্তহরং পরম্॥ রীতিকা তু ভবেদ্রুক্ষা সতিক্তা লবণা রসে। শোধনী পাণ্ডুরোগঘ্নী কৃমিঘ্নন্নাতিলেখনী॥ ১১৭। ১১৮॥

সিন্দূরস্য শোধনম্ গুণাশ্চ—দুগ্ধাম্লযোগতস্তস্য বিশুদ্ধির্গদিতা বুধৈঃ। সিন্দূর উষ্ণো বীসর্পকুষ্ঠকণ্ডুবিষাপহঃ। ভগ্নসন্ধানজননো ব্রণশোধনরোপণঃ॥ ১১৯॥

শিলাজতুনঃ শোধনমাহ। তত্র শোধনাযোগ্যং শিলাজত্বাহ—গোমূত্রগন্ধবৎ কৃষ্ণং স্নিগ্ধং মৃদু তথা গুরু। তিক্তং কষায়ং শীতঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং উদায়সম্ *॥ বিন্ধ্যাদৌ বহুলং তত্তু, তত্র লোহং যতোঽধিকম্। তচ্ছোধনমৃতে ব্যর্থমনেকমলমেলনাৎ॥ শিলাজতু সমানীয় সূক্ষ্মং খণ্ডং বিধায় চ। নিক্ষিপ্যাত্যুষ্ণপানীয়ে যামৈকং স্থাপয়েৎ সুধীঃ॥ মর্দ্দয়িত্বা ততো নীরং গৃহ্ণীয়াদ্ বস্ত্র গালিতম্। স্থাপয়িত্বা চ মৃৎপাত্রে ধারয়েদাতপে বুধঃ॥ উপরিস্থং ঘনং যৎ স্যাৎ তৎক্ষিপেদন্যপাত্রকে। এবং পুনঃ পুনর্নীতং দ্বিমাসাভ্যাং শিলাজতু॥ ভবেৎ কার্য্যক্ষমং বহ্নৌ ক্ষিপ্তং লিঙ্গোপমং ভবেৎ। নির্ধূমঞ্চ ততঃ শুদ্ধং সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥ অন্য প্রকারঃ, তদাহ বাগ্‌ভটঃ—ব্যাধিব্যাধিতসাত্ম্যং সমনুসরন্ ভাবয়েদয়ঃ পাত্রে। প্রাক্কেবলজলধৌতং শুষ্কং ক্বাথৈস্ততো ভাব্যম্ *॥ তুল্যং গিরিজেন জলে বসুগুণিতে ভাবনৌষধং ক্বাথ্যম্॥ তৎক্বাথে পাদাংশে পূতোষ্ণে প্রক্ষিপেদ্গিরিজম্॥ তৎসমরসতাং যাতং সংশুষ্কং প্রক্ষিপেদ্রসে ভূয়ঃ। স্বৈঃ স্বৈরেবং ক্বাথৈর্ভাব্যং বারান্ ভবেৎ সপ্ত॥ অথ স্নিগ্ধস্য শুদ্ধস্য ঘৃতং তিক্তকসাধিতম্। ত্র্যহং যুঞ্জীত গিরিজমেকৈকেন তথা ত্র্যহম্॥ ফলত্রয়স্য যূষেণ পটোল্যা মধুকস্য চ। শিলাজমেবং দেহস্য ভবত্যত্যুপকারকম্॥ ১২০—১৩০॥

ক্বাথদ্রব্যাণি ভাবনাফলঞ্চাহ হারীতঃ—লোহস্থিতং নিম্বগুড়ূচিসর্পির্যবৈর্যথাবৎপরিভাবয়েত্তৎ। সন্তানিকাকীটপতঙ্গদংশ-দুষ্টৌষধীদোষনিবারণায় *॥ তৎপ্রকারমাহ অগ্নিবেশঃ—উষ্ণে চ কালে রবিতাপযুক্তে ব্যভ্রে নিবাতে সমভূমিভাগে। চত্বারি পাত্রাণ্যসিতায়সানি ন্যস্যাতপে তত্র কৃতাবধানঃ *। শিলাজতু শ্রেষ্ঠমবাপ্য পাত্রে প্রক্ষিপ্য তস্মাদ্-

---

* আয়সম্ অয়স উপধাতুঃ॥ ১২০॥ তত্র প্রথমতস্তস্য বহির্মলমপাকর্ত্তুং কেবলজলেন প্রক্ষালনং কর্ত্তব্যং। ততস্তদন্তর্গতমৃত্তিকাসিকতাদিদোষদূরীকরণায় বক্ষ্যমাণক্বাথেন তত্র ভাবনা দেয়েত্যত্র বাগ্‌ভটমতমাহ॥ ১২৬॥ সন্তানিকা তদ্বহিঃসংলগ্নমৃত্তিকাদিময়ী॥ ১৩১॥ এবং ভাবনাং দত্ত্বা সংশোষ্য কেবলেন জলেন শোধনং কর্ত্তব্যম্ তৎপ্রকারমাহ অগ্নিবেশ উষ্ণে ইত্যাদি॥ ১৩২॥

দ্বিগুণঞ্চ তোয়ম্। উষ্ণং তদর্দ্ধং কথিতঞ্চ দত্ত্বা বিশোধয়েত্তন্ মৃদিতং যথাবৎ ॥ ততস্তু যৎ কৃষ্ণমুপৈতি চোর্দ্ধং সন্তানিকাবদ্রবিরশ্মিতপ্তম্। পাত্রে তদন্যত্র ততো নিদধ্যাৎ তত্রাপরং কোষ্ণজলং ক্ষিপেচ্চ ॥ পুনশ্চ তস্মাদপরত্র পাত্রে পশ্চাচ্চ পাত্রাদপরত্র ভূয়ঃ। যদা বিশুদ্ধং জলমেবমূর্দ্ধং কৃষ্ণং সমস্তং মলমেত্যধস্তাৎ ॥ তদা ত্যজেত্তৎ সলিলং মলঞ্চ শিলাজতু স্যাজ্জলশুদ্ধমেবম্ ॥ ১৩১—১৩৬ ॥

শোধিতস্য শিলাজতুনো গুণানাহ—শিলাজতু স্মৃতং তিক্তং কটূষ্ণং কটুপাকি চ। রসায়নং যোগবাহি শ্লেষ্মমেহাশ্মশর্করাঃ ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং শোথমর্শাংসি পাণ্ডুতাম্। বাতরক্তং তথা কুষ্ঠমপস্মারোদরং হরেৎ ॥ ১৩৭। ১৩৮ ॥

অথ রসস্য শোধনবিধিঃ। তত্র স্বেদনম্—নানাধান্যৈর্যথাপ্রাপ্তৈস্তুষবর্জ্যৈর্জলান্বিতৈঃ। মৃদ্ভাণ্ডং পূরিতং রক্ষেদ্‌যাবদম্লত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ তন্মধ্যে ভৃঙ্গরাড়্ মুণ্ডীবিষ্ণুক্রান্তাপুনর্নবা। মীনাক্ষী চৈব সর্পাক্ষী সহদেবী শতাবরী ॥ ত্রিফলা গিরিকর্ণী চ হংসপাদী চ চিত্রকম্*। সুমূলং কুট্টয়িত্বা তু যথালাভং বিনিক্ষিপেৎ। পূর্ব্বাম্লভাণ্ডমধ্যে তু ধান্যাম্লকমিদং স্মৃতম্ ॥ স্বেদনাদিষু সর্ব্বত্র রসরাজস্য যোজয়েৎ। অত্যম্লমারনালং বা তদভাবে প্রযোজয়েৎ ॥ * ত্র্যূষণং লবণং রাজী রজনী ত্রিফলার্দ্রকম্। মহাবলা নাগবলা মেঘনাদঃ পুনর্নবা * ॥ মেষশৃঙ্গী চিত্রকঞ্চ নরসারং সমং সমম্। এতৎ সমস্তং ব্যস্তং বা পূর্ব্বাম্লেনৈব পেষয়েৎ *॥ প্রলিম্পেৎতেন কল্কেন বস্ত্রমঙ্গুলমাত্রকম্ ॥ তন্মধ্যে নিক্ষিপেৎ সূতং বদ্ধা তৎত্রিদিনং পচেৎ। দোলাযন্ত্রেঽম্লসংযুক্তে জায়তে স্বেদিতো রসঃ ॥ অন্যচ্চ—মূলকানলসিন্ধুত্থত্র্যূষণার্দ্রকরাজিকাঃ। রসস্য ষোড়শাংশেন দ্রব্যং যুঞ্জ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ * ॥ দ্রবেষ্বনুক্তমানেষু মতং মানমিতং বুধৈঃ। পট্টাবৃতেষু চৈতেষু সূতং প্রক্ষিপ্য কাঞ্জিকে ॥ স্বেদয়েদ্দিনমেকঞ্চ দোলাযন্ত্রেণ বুদ্ধিমান্। স্বেদাত্তীব্রো ভবেৎ সূতো মর্দ্দনাচ্চ সুনির্ম্মলঃ ॥ ১৩৯—১৪৮ ॥

মর্দ্দনম্—ইষ্টিকাচূর্ণচূর্ণাভ্যামাদৌ মর্দ্দ্যো রসস্ততঃ। দধ্না গুড়েন সিন্ধুত্থরাজিকাগৃহধূমকৈঃ ॥ অন্যচ্চ—কুমারিকাচিত্রকরক্তসর্ষপৈঃ কৃতৈঃ কষায়ৈর্বৃহতীবিমিশ্রিতৈঃ। ফলত্রিকেণাপি বিমর্দ্দিতো রসো দিনত্রয়ং সর্ব্বমলৈর্বিমুচ্যতে ॥ ১৪৯। ১৫০ ॥

মূর্চ্ছনম্—ত্র্যূষণং ত্রিফলাবন্ধ্যাকন্দৈঃ ক্ষুদ্রাদ্বয়ান্বিতৈঃ। চিত্রকোর্ণানিশাক্ষারকন্যার্ক-কনকদ্রবৈঃ * ॥ সূতং কৃতেন যূষেণ বারান্ সপ্তাভিমর্দ্দয়েৎ। ইত্থং সংমূর্চ্ছিতঃ সূতস্ত্যজেৎ সপ্তাপি কঞ্চুকান্ ॥ ১৫১। ১৫২ ॥

---

* বিষ্ণুক্রান্তা গিরিকর্ণী চ অপরাজিতৈব শ্বেতনীলপুষ্পভেদাৎ ॥ ১৪০ ॥ তদভাবে ধান্যাম্লাভাবে ॥ ১৪২ ॥ মেঘনাদঃ চবরাইশাকবিশেষঃ ॥ ১৪৩ ॥ মেষশৃঙ্গী মেঢ়াশৃঙ্গী ॥ তদলাভে কর্কটশৃঙ্গী গ্রাহ্যা। নরসারং নবসাদরং ॥১৪৪॥ মূলক মুরই, অনলঃ চিত্রকম্, ত্র্যূষণং ত্রিকটু, রাজিকা রাই ॥১৪৬॥ বন্ধ্যাকন্দঃ বান্দুথেথসাকন্দঃ। ক্ষুদ্রাদ্বয়ং ছোটীকটাই বড়ীকটাই। উর্ণা উর্ণমেষকা। নিশা হরিদ্রা। ক্ষারঃ যবক্ষারঃ। কন্যা কুমারিকা, অর্কঃ অর্কপত্ররসঃ। কনকদ্রবঃ ধস্তূরপত্ররসঃ ॥ ১৫১ ॥

ঊর্দ্ধ্বপাতনম্—ময়ূরগ্রীবতাপ্যাভ্যাং নষ্টপিষ্টীকৃতস্য চ। যন্ত্রে বিদ্যাধরে কুর্য্যাদ্রসেন্দ্রস্যোর্দ্ধপাতনম্ * ॥ ১৫৩॥

অধঃপাতনম্—ত্রিফলাশিগ্রুশিখিভির্লবণাসুরিসংযুতৈঃ। নষ্টপিষ্টং রসং কৃত্বা লেপয়েদূর্দ্ধভাজনম্ ॥ ততো দীপ্তৈরধঃপাতমুপলৈস্তস্য কারয়েৎ। যন্ত্রে ভূধরসংজ্ঞে তু ততঃ সূতো বিশুধ্যতি ॥ স্বেদনাদিক্রিয়াভিস্তু শোধিতোঽসৌ যদা ভবেৎ। তদা কার্য্যাণি কুরুতে প্রযোজ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ১৫৪—১৫৬ ॥

মুখ্যদোষহরঃ শোধনবিধিঃ—গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলাঽগ্নিং চিত্রকো বিষং হন্তি। তস্মাদেভির্মিশ্রৈর্বারান্ সংমূর্চ্ছয়েৎ সপ্ত ॥ ১৫৭ ॥

সর্ব্বদোষহরঃ সংক্ষিপ্তশোধনবিধিঃ—কুমারিকাচিত্রকরক্তসর্ষপৈঃ কৃতৈঃ কষায়ৈর্বৃহতীবিমিশ্রিতৈঃ। ফলত্রিকেণাপি বিমার্দ্দিতো রসো দিনত্রয়ং সর্ব্বমলৈর্বিমুচ্যতে ॥ কুমার্য্যা চ নিশাচূর্ণৈর্দ্দিনং সূতং বিমর্দ্দয়েৎ। এবং কদর্থিতঃ সূতো ষণ্ডো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ বহ্বৌষধীকষায়েণ স্বেদিতঃ স বলী ভবেৎ। সর্পাক্ষীচিঞ্চিকাবন্ধ্যা-ভৃঙ্গাব্দৈঃ স্বেদিতো বলী। ততঃ স পাবকদ্রাবৈঃ স্বিন্নঃ স্যাদতিদীপ্তিমান্ * ॥ ১৫৮—১৬০ ॥

রসস্য মারণবিধিঃ—ধূমসারং রসং তোরীং গন্ধকং নবসাদরম্। যামৈকং মর্দ্দয়েদম্লৈর্ভাগং কৃত্বা সমং সমম্ ॥ কাচকূপ্যাং বিনিক্ষিপ্য তাঞ্চ মৃদ্বস্ত্রমুদ্রয়া। বিলিপ্য পরিতো বক্ত্রে মুদ্রাং দত্ত্বা বিশোষয়েৎ ॥ অধঃসচ্ছিদ্রপিঠরীমধ্যে কূপীং নিবেশয়েৎ। পিঠরীং বালুকাপূরৈর্ভৃত্বা চাকূপিকাগলম্ ॥ নিবেশ্য চুল্ল্যাং তদধো বহ্নিং কুর্য্যাচ্ছনৈঃ শনৈঃ। তস্মাদপ্যধিকং কিঞ্চিৎ পাবকং জ্বালয়েৎ ক্রমাৎ ॥ এবং দ্বাদশভির্যামৈর্ম্রিয়তে রস উত্তমঃ। স্ফোটয়েৎ স্বাঙ্গশীতং তমূর্দ্ধগং গন্ধকং ত্যজেৎ ॥ অধঃস্থঞ্চ মৃতং সূতং গৃহ্নীয়াৎ তস্য মাত্রয়া। যথোচিতানুপানেন সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ ॥ অন্যঃ প্রকারঃ—অপামার্গস্য বীজানাং মূষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ। তৎ সংপুটে ক্ষিপেৎ সূতং মলয়ূদুগ্ধমিশ্রিতম্ * ॥ দ্রোণপুষ্পাপ্রসূনানি বিড়ঙ্গমরিমেদকঃ। এতচ্চূর্ণমধশ্চোর্দ্ধং দত্ত্বা মুদ্রাং প্রদীয়তে ॥ তদ্গোলং স্থাপয়েৎ সম্যঙ্ মৃন্মূষাসংপুটে পচেৎ। এবমেকপুটেনৈব সূতকং ভস্ম জায়তে। তৎপ্রযোজ্যং যথাস্থানে যথামাত্রং যথাবিধি ॥ অন্যঃপ্রকারঃ—কাকোদুম্বরিকাদুগ্ধে রসং কিঞ্চিদ্ বিমর্দ্দয়েৎ। তদ্দুগ্ধঘৃষ্টহিঙ্গোশ্চ মূষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ ॥ ক্ষিপ্ত্বা তৎসংপুটে সূতং তত্র মুদ্রাং প্রদাপয়েৎ। ধৃত্বা তদ্গোলকং প্রাজ্ঞো মৃন্মূষাসংপুটেঽধিকে ॥ পচেদ্গজপুটেনৈব সূতকং যাতি ভস্মতাম্ ॥ অন্যঃ প্রকারঃ—নাগবল্লীরসৈর্ঘৃষ্টঃ কর্কোটীকন্দগর্ভিতঃ। মৃন্মূষাসংপুটে পক্বঃ সূতো যাত্যেব ভস্মতাম্ ॥ ১৬১—১৭২ ॥

কর্পূররসস্য বিধিঃ—তত্র পারদস্য সংক্ষিপ্তং শোধনং কর্ত্তব্যম্। শুদ্ধসূতসমং

তাপ্যম্ স্বর্ণমাখী। নষ্টপিষ্টীকৃতস্য কুমারিকাদ্রবযোগেন তাবন্মর্দ্দনং কর্ত্তব্যং যাবৎপারদঃ পৃথক্ ন দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। বিদ্যাধর যন্ত্রে ডমরুযন্ত্রে ॥ ১৫১ ॥ সর্পাক্ষী নাগফণী। চিঞ্চিকা অম্বিলী। বন্ধ্যা বাঞ্ঝখেখসা। ভৃঙ্গঃ ভৃঙ্গরাজঃ। অব্দো মুস্তা। পাবকঃ চিত্রকম্ ॥ ১৬০ ॥ মলয়ূঃ কাকোদুম্বরিকা ॥ ১৬১ ॥

কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং গৈরিকং সুধীঃ। ইষ্টিকাং খটিকাং তদ্বৎ স্ফটিকাং সিন্ধুজন্ম চ *॥ বল্মীকং ক্ষারলবণং ভাণ্ডরঞ্জকমৃত্তিকাম্। সর্ব্বণ্যেতানি সঞ্চূর্ণ্য বাসসা চাপি শোধয়েৎ *॥ এভিশ্চূর্ণৈর্যুতং সূতং যাবদ্যামং বিমর্দ্দয়েৎ। তচ্চূর্ণসহিতং সূতং স্থালীমধ্যে পরিক্ষিপেৎ॥ তস্যা স্থাল্যা মুখে স্থালীমপরাং ধারয়েৎ সমাম্। সবস্ত্রকুট্টিতমৃদা মুদ্রয়েদনয়োর্মুখম্॥ সংশোষ্য মুদ্রয়েদ্ভুয়োভূয়ঃ সংশোষ্য মুদ্রয়েৎ। সম্যগ্ বিশোষ্য মুদ্রাং তাং স্থালীং চুল্ল্যাং বিধারয়েৎ॥ অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্ যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্। অঙ্গারোপরি তদ্‌যন্ত্রং রক্ষেদ্‌যত্নাদহর্নিশম্॥ শনৈরুদ্‌ঘাটয়েদ্‌যন্ত্রমূর্দ্ধস্থালীগতং রসম্। কর্পূরবৎ সুবিমলং গৃহ্নীয়াদ্ গুণবত্তরম্॥ তদ্ দেবকুসুমচন্দনকস্তূরীকুঙ্কুমৈর্যুক্তম্। খাদন্ হরতি ফিরঙ্গং ব্যাধিং সোপদ্রবং সপদি॥ বিন্দতি বহ্নের্দীপ্তিং পুষ্টিং বীর্য্যং বলং বিপুলম্। রময়তি রমণীশতকং রসকর্পূরস্য সেবকঃ সততম্॥ ১৭৩—১৮১॥ ইতি কর্পূররসঃ।

সিন্দূররসঃ—শুদ্ধসূতস্য গৃহ্নীয়াত্ত্রিযগ্ভাগচতুষ্টয়ম্। শুদ্ধগন্ধস্য ভাগৈকং তাবৎ-কৃত্রিমগন্ধকম্॥ অথবা পারদস্যার্দ্ধং শুদ্ধগন্ধকমেব হি। তয়োঃ কজ্জলিকাং কুর্য্যাদ্দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ॥ মৃত্তিকাং বাসসা সার্দ্ধং কুট্টয়েদতিযত্নতঃ। তয়া বারত্রয়ং সম্যক্‌কাচকূপীং প্রলেপয়েৎ॥ মৃত্তিকাং শোষয়িত্বা তু কূপ্যাং কজ্জলিকাং ক্ষিপেৎ। তাং কূপীং বালুকাযন্ত্রে স্থাপয়িত্বা রসং পচেৎ॥ অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্ যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্। গৃহ্নীয়া দূর্দ্ধসংলগ্নং সিন্দূরসদৃশং রসম্॥ ১৮২—১৮৬॥ ইতি সিন্দূররসঃ॥

মারিতস্য মূর্চ্ছিতস্য পারদস্য গুণাঃ—পারদঃ কৃমিকুষ্ঠঘ্নো জয়দো দৃষ্টিকৃৎ সরঃ। মৃত্যুহৃচ্চ মহাবীর্য্যো যোগবাহী জরাপহঃ॥ স্মৃত্যোজোরূপদো বৃষ্যো বৃদ্ধিকৃদ্ধাতুবর্দ্ধনঃ। ষণ্ডত্বনাশনঃ শূরঃ খেচরঃ সিদ্ধিদঃ পরঃ॥ পারদঃ সকলরোগহা স্মৃতঃ ষড়্‌রসো নিখিলযোগবাহকঃ। পঞ্চভূতময় এষ কীর্ত্তিতস্তেন তদ্‌গুণগণৈর্বিরাজতে॥ রসামৃতে—যস্য রোগস্য যো যোগস্তেনৈব সহ যোজিতঃ। রসেন্দ্রো হন্তি তং রোগং নরকুঞ্জরবাজিনাম্॥ ১৮৭—১৯০॥

উপরসানাং শোধনবিধিঃ। তত্র হিঙ্গুলস্য শোধনবিধিঃ—মেষীক্ষীরেণ দরদমম্লবর্গৈশ্চ ভাবিতম্। সপ্তবারান্ প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতম্॥ ১৯১॥

এবং শোধিতস্য হিঙ্গুলস্য গুণাঃ—তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যান্নেত্রামযঘ্নং কফপিত্তহারি। হৃল্লাসকণ্ডুজ্বরকামলাশ্চ প্লীহামবাতৌ চ গরং নিহন্তি॥ ১৯২॥

হিঙ্গুলাদ্রসাকর্ষণবিধিঃ—নিম্বূরসৈর্নিম্বপত্ররসৈর্বাযামমাত্রকম্। ঘৃষ্ট্বা দরদমূর্দ্ধস্থ পাতয়েৎ সূতযুক্তিবৎ॥ তত্রোর্দ্ধপিঠরীলগ্নং গৃহ্নীয়াদ্রসমুত্তমম্। শুদ্ধমেব হি তং সূতং সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥ ১৯৩। ১৯৪॥

---

* খটিকা খরী। স্ফটিকা ফটকরী সিন্ধুজন্ম সৈন্ধবম্॥ ১৭৩॥ বল্মীকম্ ববউর। ক্ষারলবণম্ খারিনোন। ভাণ্ডরঞ্জকমৃত্তিকা কাবিসা॥ ১৭৪॥

গন্ধকস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ—অশুদ্ধো গন্ধকঃ কুর্য্যাৎ কুষ্ঠং পিত্তরুজাং ভ্রমম্। হন্তি বীর্য্যং বলং রূপং তস্মাচ্ছুদ্ধঃ প্রযুজ্যতে ॥ ১৯৫ ॥

শোধনবিধিঃ—লৌহপাত্রে বিনিঃক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ। তপ্তে ঘৃতে তৎসমানং ক্ষিপেদ্‌গন্ধকজং রজঃ॥ বিদ্রুতং গন্ধকং দৃষ্ট্বা তনুবস্ত্রে বিনিক্ষিপেৎ। যথা বস্ত্রাদ্বিনিঃস্রুত্য দুগ্ধমধ্যেঽখিলং পতেৎ। এবং স গন্ধকঃ শুদ্ধো সর্ব্বকর্ম্মোচিতো ভবেৎ ॥ ১৯৬ । ১৯৭ ॥

শুদ্ধস্য গন্ধকস্য গুণাঃ—গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ। পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডুবীসর্পজন্তুজিৎ। হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লীহ-কফবাতান্ রসায়নঃ ॥ ১৯৮ ॥

অভ্রকস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ—পীড়াং বিধত্তে বিবিধাং নরাণাং কুষ্ঠং ক্ষয়ং পাণ্ডুগদঞ্চ কুর্য্যাৎ। হৃৎপার্শ্বপীড়াঞ্চ করোত্যসহ্যামশুদ্ধমভ্রং গুরু বহ্নিহৃৎ স্যাৎ ॥ ১৯৯ ॥

অভ্রকস্য শোধনবিধিঃ—কৃষ্ণাভ্রকং ধমেদ্বহ্নৌ ততঃ ক্ষীরে বিনিক্ষিপেৎ। ভিন্নপত্রং তু তৎকৃত্বা তণ্ডুলীয়াম্লয়োর্দ্রবৈঃ। ভাবয়েদষ্টযামং তদেবমভ্রং বিশুধ্যতি ॥ ২০০ ॥

তস্য মারণম্—কৃত্বা ধান্যাভ্রকং তচ্চ শোষয়িত্বাথ মর্দ্দয়েৎ। অর্কক্ষীরৈর্দ্দিনং খল্বে চক্রাকারং চ কারয়েৎ ॥ বেষ্টয়েদর্কপত্রৈশ্চ সম্যগ্ গজপুটে পচেৎ। পুনর্ম্মর্দ্দ্যং পুনঃ পাচ্যং সপ্তবারান্ পুনঃ পুনঃ ॥ ততো বটজটাক্বাথৈস্তদ্বদ্দেয়ং পুটত্রয়ম্। ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহঃ প্রযোজ্যং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ তুল্যং ঘৃতং মৃতাভ্রেণ লোহপাত্রে বিপাচয়েৎ। ঘৃতে জীর্ণে তদভ্রন্তু সর্ব্বযোগেষু যোজয়েৎ ॥ ২০১—২০৪ ॥

ধান্যাভ্রকস্য বিধিঃ—পাদাংশশালিসংযুক্তমভ্রং বদ্ধ্বাথ কম্বলে। ত্রিরাত্রং স্থাপয়েন্নীরে তৎক্লিন্নং মর্দ্দয়েৎ করৈঃ ॥ কম্বলাদ্‌গলিতং সূক্ষ্মং বালুকারহিতঞ্চ যৎ। তদ্ধান্যাভ্রমিতি প্রোক্তমভ্রমারণসিদ্ধয়ে ॥ ২০৫ । ২০৬ ॥

এবং মারিতস্যাভ্রকস্য গুণাঃ—অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীতমায়ুষ্করং ধাতুবিবর্দ্ধনঞ্চ। হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণমেহকুষ্ঠং প্লীহোদরং গ্রন্থিবিষকৃমীংশ্চ ॥ রোগান্ হন্তি দ্রঢ়য়তি বপুর্বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে, তারুণ্যাঢ্যং রময়তি শতং যোষিতাং নিত্যমেব। দীর্ঘায়ুষ্কান্ জনয়তি সুতান্ সিংহতুল্যপ্রভাবান্, মৃত্যোর্ভীতিং হরতি সুতরাং সেব্যমানং মৃতাভ্রম্ ॥ ২০৭।২০৮ ॥

তালকস্যাশুদ্ধস্য দোষমাহ—অশুদ্ধং তালমায়ুর্হৃৎকফমারুতমেহকৃৎ। তাপস্ফোটাঙ্গসঙ্কোচং কুরুতে তেন শোধয়েৎ ॥ ২০৯ ॥

তালকস্য শোধনমাহ—তালকং কণশঃ কৃত্বা তচ্চূর্ণং কাঞ্জিকে পচেৎ। দোলাযন্ত্রেণ যামৈকং ততঃ কুষ্মাণ্ডজদ্রবৈঃ ॥ তিলতৈলে পচেদ্‌যামং যামঞ্চ ত্রিফলাজলে। এবং যন্ত্রে চতুর্যামং পক্বং শুধ্যতি তালকম্ ॥ ২১০ । ২১১ ।

তালকস্য মারণবিধিঃ—সদলং তালকং শুদ্ধং পৌনর্নবরসেন। খল্বে বিমর্দ-

য়েদেকং দিনং পশ্চাদ্বিশোষয়েৎ ॥ ততঃ পুনর্ব্বাক্ষারৈঃ স্থাল্যামর্দ্ধং প্রপূরয়েৎ। তত্র তদ্গোলকং ধৃত্বা পুনস্তেনৈব পূরয়েৎ ॥ আকণ্ঠং পিঠরং তস্য পিধানং ধারয়েন্মুখে। স্থালীং চুল্ল্যাং সমারোপ্য ক্রমাদ্বহ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ দিনান্যন্তরশূন্যানি পঞ্চ বহ্নিং প্রদাপয়েৎ। এবং তন্ ম্রিয়তে তালং মাত্রা তস্যৈকরক্তিকা। অনুপানান্যনেকানি যথা যোগ্যং প্রযোজয়েৎ ॥ ২১২—২১৫ ॥

এবং শোধিতস্য মারিতস্য চ তালকস্য গুণাঃ—হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং হরেদ্বিষম্। কণ্ডূকুষ্ঠাস্যরোগাস্র-কফপিত্তকচব্রণান্ ॥ অন্যচ্চ—তালকং হরতে রোগান্ কুষ্ঠমৃত্যুজরাপহম্। শোধিতং কুরুতে কান্তিং বীর্য্যবৃদ্ধিং তথায়ুষম্ ॥ ২১৬। ২১৭ ॥

মনঃশিলায়া অশুদ্ধায়া দোষমাহ—তালকস্যৈব ভেদোঽস্তি মনোগুপ্তেত-দন্তরম্। তালকং ত্বতিপীতং স্যাত্তবেদ্রক্তা মনঃশিলা ॥ মনঃশিলা মন্দবলং করোতি জন্তুং ধ্রুবং শোধনমন্তরেণ। মলস্য বন্ধং কিল মূত্ররোধং সশর্করং কৃচ্ছ্রগদঞ্চ কুর্য্যাৎ ॥ ২১৮। ২১৯ ॥

তচ্ছোধনবিধিঃ—পচেৎ ত্র্যহমজামূত্রে দোলাযন্ত্রে মনঃশিলাম্। ভাবয়েৎ সপ্তধা পিত্তৈরজায়াঃ সা বিশুধ্যতি ॥ ২২০ ॥

এবং শোধিতায়া মনঃশিলায়া গুণানাহ—মনঃশিলা গুরুর্ব্বর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ। তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাস-কাসভূতকফাস্রনুৎ ॥ ২২১ ॥

খর্পরস্তুত্থভেদস্তস্য শোধনবিধিঃ—নরমূত্রে চ গোমূত্রে সপ্তাহং রসকং পচেৎ। দোলাযন্ত্রেণ শুদ্ধঃ স্যাত্ততঃ কার্য্যেষু যোজয়েৎ ॥ ২২২ ॥

তস্য গুণাঃ—খর্পরং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু। লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ। বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডূনাং নাশনং পরমং মতম্ ॥ ২২৩ ॥

সর্ব্বোপরসানাং সাধারণশোধনবিধিঃ—সূর্য্যাবর্ত্তো বজ্রকন্দঃ কদলী দেব-দালিকা। শিগ্রুঃ কোশাতকী বন্ধ্যা কাকমাচী চ বালকম্ ॥ এষামেকরসেনৈব ত্রিক্ষারৈর্লবণৈঃ সহ। ভাবয়েদম্লবর্গৈশ্চ দিনমেকং প্রযত্নতঃ ॥ ততঃ পচেচ্চ তদ্দ্রাবৈর্দোলাযন্ত্রে দিনং সুধীঃ। এবং শুধ্যন্তি তে সর্ব্বে প্রোক্তা উপরসা হি যে ॥ বিশেষশ্চ—কঙ্কুষ্ঠং গৈরিকং শঙ্খঃ কাসীসং টঙ্কণং তথা। নীলাঞ্জনং শুক্তিভেদাঃ ক্ষুল্লকাঃ সবরাটকাঃ। জম্বীরবারিণা স্বিন্নাঃ ক্ষালিতাঃ কোষ্ণবারিণা। শুদ্ধিমায়ান্ত্যমী যোজ্যা ভিষগ্‌ভির্যোগসিদ্ধয়ে * ॥ ২২৪—২২৮ ॥

রত্নানাং শোধনমারণবিধিঃ। তত্রাশুদ্ধস্যবজ্রস্য দোষমাহ—অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাং তথা। পাণ্ডুতাং পঙ্গুরত্বঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ ॥ ২২৯ ॥

বজ্রস্য শোধনবিধিঃ—কুলত্থকোদ্রবক্বাথে দোলাযন্ত্রে বিপাচয়েৎ। ব্যাঘ্রীকন্দ-গতং বজ্রং ত্রিদিনং তদ্বিশুধ্যতি * ॥ অন্যঃ শোধনমারণবিধিঃ। গৃহীত্বাহ্নি শুভে বজ্রং

* এবং শোধিতানামুপরসানাং পৃথগ্‌গুণাঃ গুণগ্রন্থে দ্রষ্টব্যাঃ ॥২২৮॥ ব্যাঘ্রী বণ্টকারিকা। ২৩০ ॥

ব্যাঘ্রীকন্দোদরে ক্ষিপেৎ। মাহিষীবিষ্ঠয়া লিপ্ত্বা কারীষাগ্নৌ বিপাচয়েৎ॥ ত্রিযামায়াং চতুর্যামং যামিন্যন্তেঽশ্বমূত্রকে॥ সেচয়েৎ পাচয়েদেবং সপ্তরাত্রেণ শুধ্যতি॥ ২৩১। ২৩২॥

বজ্রস্য মারণবিধিঃ—হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তে ক্ষিপেৎ ক্বাথে কুলথজে। তপ্তং তপ্তং পুনর্বজ্রং ভবেদ্ভস্ম ত্রিসপ্তধা॥ অন্যো মারণপ্রকারঃ। মেষশৃঙ্গভুজঙ্গাস্থি কূর্ম্মপৃষ্ঠাম্লবেতসম্। শশদন্তং সমং পিষ্ট্বা বজ্রীক্ষীরেণ গোলকম্। কৃত্বা তন্মধ্যগং বজ্রং ম্রিয়তে ধ্মাতমেব হি॥ ২৩৩। ২৩৪॥

মারিতস্য বজ্রস্য গুণাঃ—আয়ুঃপুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ। সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥ ২৩৫॥

শেষরত্নানাং শোধনমারণবিধিঃ—বজ্রবৎ সর্ব্বরত্নানি শোধয়েন্মারয়েত্তথা। শুদ্ধানাং মারিতানাঞ্চ তেষাং শৃণু গুণানপি *॥ মণয়ো বীর্য্যতঃ শীতা মধুরাস্তুবরা রসাৎ। চক্ষুষ্যা লেখনাশ্চাপি সারকা বিষহারকাঃ। ধারণাত্তে তু মঙ্গল্যা গ্রহদৃষ্টিহরা অপি॥ ২৩৬।২৩৭॥

বিষাণাং শোধনবিধিঃ। তত্র বৎসনাভস্বরূপনিরূপণম্—সিন্দুবারসদৃক্পত্রো বৎসনাভ্যাকৃতিস্তথা। যৎপার্শ্বে ন তরোর্ব্বৃদ্ধির্বৎসনাভঃ স ভাষিতঃ॥ ২৩৮॥

বিষস্য শোধনবিধিঃ—গোমূত্রে ত্রিদিনং স্থাপ্যং বিষং তেন বিশুধ্যতি। রক্তসর্ষপতৈলাক্তে তথা ধার্য্যঞ্চ বাসসি॥ যে গুণা গরলে প্রোক্তাস্তেস্যুর্হীনা বিশোধনাৎ। তস্মাদ্বিষং প্রয়োগে তু শোধয়িত্বা প্রযোজয়েৎ॥ ২৩৯।২৪০॥

বিষস্য গুণাঃ—বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়ি চ বিকাশি চ। আগ্নেয়ং বাতকফহৃৎ যোগবাহি মদাবহম্ *॥ তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্। যোগবাহি পরং বাতশ্লেষ্মজিৎ সন্নিপাতহৃৎ॥ ২৪১। ২৪২॥

উপবিষাণাং নিরূপণম্—অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং লাঙ্গলী করবীরকঃ। গুঞ্জাহিফেনো ধত্তূরঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ *॥ ২৪৩॥

দ্রব্যাণাং গুণবত্তামবধিঃ—গুণহীনং ভবেদ্বর্ষাদূর্দ্ধং তদ্রূপমৌষধম্॥ মাসদ্বয়াৎ তথা চূর্ণং লভতে হীনবীর্য্যতাম্॥ হীনত্বং গুড়িকালেহৌ লভেতে বৎসরং যদি *। হীনাঃ স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যাশ্চতুর্মাসাধিকাস্তথা *॥ ২৪৫॥

ঘৃততৈলয়োর্বিশেষমাহ—তত্রান্তরে ঘৃতমব্দাৎ পরং পক্বং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ। তৈলং পক্বমপক্বঞ্চ চিরস্থায়ি গুণাধিকম্ *॥ ঔষধ্যো লঘুপাকাঃ স্যুর্নির্বীর্য্যা বৎসরাৎ পরম্। পুরাণাঃ স্যুর্গুণৈর্যুক্তা আসবো ধাতবো রসাঃ *॥২৪৬।২৪৭॥ ইতি ধাত্বাদি শোধন নিরূপণম্।

উপরত্নানাং শোধনমারণবিধিশ্চিন্ত্যঃ॥ ২৩৬॥ ব্যবায়ি সকলকায়গুণব্যাপনপূর্ব্বকপাকগমনশীলং। বিকাশি ওজঃশোষণপূর্ব্বকসন্ধিবন্ধশিথিলীকরণশীলম্। আগ্নেয়ম্ অধিকাগ্ন্যংশং। যোগবাহি সঙ্গিগুণগ্রাহকম্। মদাবহং তমোগুণপ্রাধান্যেন বুদ্ধি বিধ্বংসকম্॥ ২৪১॥ এতেষাং শোধনং চিন্ত্যং গুণাস্তত্র তত্র দ্রষ্টব্যাঃ॥ ২৪৩॥ ঘৃততৈলাদ্যা ইতি যোগবিশেষণম্। চতুর্মাসাধিকাঃ বৎসরাদুপরিচত্বারো মাসা অধিকা যেষু তে॥ ২৪৫॥ তদপি ষোড়শমাসাভ্যন্তরিণং পক্বং তৈলং গুণাধিকং বোদ্ধব্যম্। ২৪৬॥ ঔষধ্যঃ ধান্যাদয়ঃ লঘুপাকাঃ শীঘ্রপাকাঃ নির্বীর্য্যাঃ স্যুঃ॥ ২৪৭॥

অথ স্নেহপানবিধিঃ—স্নেহশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তো ঘৃতং তৈলং বসা তথা। মজ্জা চ তং পিবেন্মর্ত্ত্যঃ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ॥ স্থাবরো জঙ্গমশ্চৈব দ্বিযোনিঃ স্নেহ উচ্যতে। তিল-তৈলং স্থাবরেষু জঙ্গমেষু ঘৃতং বরম্। দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভিস্তৈর্যমকস্ত্রিবৃতো মহান্ *॥ পিবেৎ ত্র্যহং চতুরহং পঞ্চাহং ষড়হানি বা। দোষকালবয়োবহ্নিবলান্যালোক্য যোজয়েৎ *॥ হীনাঞ্চ মধ্যমাং জ্যেষ্ঠাং মাত্রাং স্নেহস্য বুদ্ধিমান্॥ অমাত্রয়া তথাঽকালে মিথ্যাহারবিহারতঃ। স্নেহঃ করোতি শোথার্শস্তন্দ্রানিদ্রাবিসংজ্ঞিতাঃ॥ দেয়া দীপ্তাগ্নয়ে মাত্রা স্নেহস্যৈকপলোন্মিতা। মধ্যমায় ত্রিকর্ষা স্যাৎ জঘন্যায় দ্বিকার্ষিকী *॥ অথবা স্নেহমাত্রাঃ স্যুস্তিস্রোঽহস্যাঃ সর্ব্ব-সম্মতাঃ। অহোরাত্রেণ মহতী জীর্য্যত্যহ্নি তু মধ্যমা। জীর্য্যত্যল্পা দিনার্দ্ধেন সা বিজ্ঞেয়া সুখাবহা *॥ অল্পা স্যাদ্দীপনী বৃষ্যা স্বল্পদোষে প্রপূজিতা। মধ্যমা স্নেহনী জ্ঞেয়া বৃংহণী ভ্রম-হারিণী। জ্যেষ্ঠা কুষ্ঠবিষোন্মাদগ্রহাপস্মারনাশিনী॥ সুশ্রুতঃ পুনরেবমাহ—যা মাত্রা প্রথমে যামে গতে জীর্য্যতি বাসরে। সা মাত্রা দীপয়ত্যগ্নিমল্পদোষে চ পূজিতা॥ যা মাত্রা বাসর-স্যার্দ্ধে ব্যতীতে পরিজীর্য্যতি। সা বৃষ্যা বৃংহণী চ স্যান্মধ্যদোষে প্রপূজিতা॥ যা মাত্রা চরমে যামে স্থিতেঽহ্নঃ পরিজীর্য্যতি। সা মাত্রা স্নেহনী জ্ঞেয়া বহুদোষেষু পূজিতা॥ কেবলং পৈত্তিকে সর্পির্বাতিকে লবণান্বিতম্। দেয়ং বহুকফে বহ্নিব্যোষক্ষারসমন্বিতম্॥ রুক্ষক্ষতবিষার্ত্তানাং বাতপিত্তবিকারিণাম্। হীনমেধাস্মৃতীনাঞ্চ সর্পিঃ পানং প্রশস্যতে॥ কৃমিকোষ্ঠানিলাবিষ্টাঃ প্রবৃদ্ধকফমেদসঃ *। পিবেয়ুস্তৈলসাত্ম্যা যে তৈলং দার্ঢ্যার্থিনস্তু যে॥ ব্যায়ামকর্ষিতাঃ শুষ্করেতোরক্তা মহারুজাঃ॥ মহাগ্নিমারুতপ্রাণা বসায়োগ্যানরাঃ স্মৃতাঃ॥ ক্রূরাশয়াঃ ক্লেশ সহা বাতার্ত্তা দীপ্তবন্ হয়ঃ। মজ্জানং চ পিবেয়ুস্তে সার্ব্বতো হিতম্ *॥ শীতকালে দিবাস্নেহমুষ্ণকালে পিবেন্নিশি। বাতপিত্তাধিকে রাত্রৌ বাতশ্লেষ্মাধিকে দিবা॥ নস্যাভ্যঞ্জনগণ্ডূষমূর্দ্ধকর্ণাক্ষিতর্পণে। তৈলং ঘৃতং বা যুঞ্জীত দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্। ঘৃতে কোষ্ণং জলং পেয়ং তৈলে যূষঃ প্রশস্যতে। বসামজ্জঃ পিবেন্মণ্ডমনুপানং সুখাবহম॥ স্নেহদ্বিষঃ শিশূন্ বৃদ্ধান্ সুকুমারান্ কৃশানপি। তৃষ্ণাতুরানুষ্ণকালে সহ ভক্তেন পায়য়েৎ॥ সর্পিষ্মতী বহুতিলা যবাগূঃ স্বল্পতণ্ডুলা। সুখোষ্ণা সেব্যমানা তু সদ্যঃ স্নেহনকারিণী॥ শর্করাচূর্ণসংযুক্তে দোহনস্থে ঘৃতে তু গাম্। দুগ্ধা ক্ষীরং পিবেদ্রূক্ষঃ সদ্যঃ স্নেহনমুত্তমম্॥ মিথ্যাচারাদ্বহুত্বাচ্চ যস্য স্নেহো ন জীর্য্যতি। বিষ্টভ্য বাপি জীর্য্যেত বারিণোষ্ণেন বাময়েৎ॥ স্নেহস্যাজীর্ণশঙ্কায়াং

---

* অস্যায়মর্থঃ। দ্বাভ্যাং স্নেহাভ্যাং ঘৃততৈলাভ্যাং যমকাখ্যঃ স্নেহঃ স্যাৎ। ত্রিভিঃ স্নেহৈঃ ঘৃত-তৈলবসাভিঃপৈস্ত্রিবৃতাখ্যঃ স্যাৎ। চতুর্ভির্ঘৃততৈলবসামজ্জাভির্মহান্নহাস্নেহঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ২॥ মৃদুমধ্য-ক্রূরকোষ্ঠাপেক্ষয়া ত্র্যহং চতুরহং পঞ্চাহং ষড়হানি বেতি। যদুক্তম্ "মৃদুকোষ্ঠস্ত্রিরাত্রেণ স্নিগ্ধঃ স্নেহোপ-সেবয়া। মধ্যকোষ্ঠশ্চতুর্ভিশ্চ দিবসৈঃ স্নিহ্যতি ধ্রুবম্॥ পঞ্চভির্বাথ ষড়্‌ভির্বা দিনৈঃ ক্রূরো বিশুধ্যতি। সপ্তরাত্রাৎ পরং স্নেহঃ সাত্ম্যীভবতি সেবিতঃ॥" মৃদুমধ্যক্রূরকোষ্ঠানাং সর্ব্বেষাং সপ্তরাত্রাৎ পরং সাত্ম্যো ভবতি। বাতানুলোম্যবহ্নিদীপ্তিকোষ্ঠশুদ্ধিমৃদুস্নিগ্ধাঙ্গতাস্বরবচনাঙ্গলাঘবধাতুপুষ্টীন্দ্রিয়দার্ঢ্যনির্জ্জরতা-বলবর্ণকারী ভবতি। ন তু ভক্তদ্বেষগ্লান্যাদীন্ করোতি॥ ২॥ মধ্যমায় মধ্যমাগ্নয়ে। জঘন্যায় হীনাগ্নয়ে॥ ৫॥ অয়মর্থঃ। যাহোরাত্রেণ জীর্য্যতি সা মাত্রা মহতী। এবং মধ্যমা কনিষ্ঠা চ জ্ঞেয়া॥ ৬॥ ক্রূরাশয়াঃ ক্রূরকোষ্ঠাঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্মাৎ স্নেহাৎ॥ ১৫॥

পিবেদুষ্ণোদকং নরঃ। তেনোদ্গারো ভবেচ্ছুদ্ধো ভক্তং প্রতি রুচিস্তথা ॥ স্নেহেন পৈত্তিকস্যাগ্নির্যদা তীক্ষ্ণতরীকৃতঃ। তদাস্যোদীর্য্যতে তৃষ্ণাং বিষমাং তস্য পায়য়েৎ ॥ শীতলং পায়সং তেন তৃষ্ণা তস্য প্রশাম্যতি। অজীর্ণী বর্জ্জয়েৎ স্নেহমুদরী তরুণজ্বরী ॥ দুর্ব্বলোঽরোচকী স্থূলো মূর্চ্ছালো মেহপীড়িতঃ ॥ দত্তবস্তির্বিরিক্তশ্চ বান্তস্তৃষ্ণাশ্রমান্বিতঃ ॥ অকালপ্রসবা নারী দুর্দ্দিনে চ বিবর্জ্জয়েৎ। স্বেদ্যসংশোধ্যমদ্যস্ত্রী-ব্যায়ামাসক্তচিন্তকাঃ। বৃদ্ধবালকৃশা রুক্ষাঃ ক্ষীণাস্রাঃ ক্ষীণরেতসঃ। বাতার্ত্তাস্তিমিরার্ত্তা যে তেষাং স্নেহনমুত্তমম্ ॥ বাতানুলোম্যং দীপ্তোঽগ্নির্বর্চ্চঃ স্নিগ্ধমসংহতম্। মৃদুস্নিগ্ধাঙ্গতা গ্লানিঃ স্নেহদ্বেষোঽথ লাঘবম্ ॥ বিমলেন্দ্রিয়তা সম্যক্ স্নিগ্ধে রুক্ষে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ভক্তদ্বেষো মুখস্রাবো গুদে দাহঃ প্রবাহিকা। তন্দ্রাতীসারঃ পাণ্ডুত্বং (ক) ভৃশং স্নিগ্ধস্য লক্ষণম্ ॥ রুক্ষস্য স্নেহনং স্নেহৈরতিস্নিগ্ধস্য রুক্ষণম্। শ্যামাকচণকাদ্যৈশ্চ তক্রপিণ্যাকশক্তুভিঃ। দীপ্তাগ্নিঃ শুদ্ধকোষ্ঠশ্চ পুষ্টধাতুর্দৃঢ়েন্দ্রিয়ঃ। নির্জ্জরো বলবর্ণাঢ্যঃ স্নেহসেবী ভবেন্নরঃ ॥ স্নেহে ব্যায়ামসংশীতবেগাঘাতপ্রজাগরান্। দিবাস্বপ্নমভিষ্যন্দি-রুক্ষান্নঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ১—৩৩ ॥

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে স্নেহপানবিধিঃ।

অথ পঞ্চকর্ম্মবিধিঃ।

পঞ্চকর্ম্মাণি—প্রথমং বমনং পশ্চাদ্বিরেকশ্চানুবাসনম্। এতানি পঞ্চকর্ম্মাণি নিরূহো নাবনং তথা ॥ ১ ॥

বমনবিধিঃ—শরৎকালে বসন্তে চ প্রাবৃট্কালে চ দেহিনাম্। বমনং রেচনঞ্চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥ বলবন্তং কফব্যাপ্তং হৃল্লাসাদিনিপীড়িতম্। তথা বমনসাত্ম্যঞ্চ ধীরচিত্তঞ্চ বাময়েৎ ॥ বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেঽগ্নৌ শ্লীপদেঽর্ব্বুদে। হৃদ্রোগে কুষ্ঠবীসর্পে মেহাজীর্ণভ্রমেষু চ * ॥ বিদারিকাপচীকাস-শ্বাসপীনসবৃদ্ধিষু। অপস্মারে জ্বরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারিষু ॥ নাসাতাল্বোষ্ঠপাকেষু কর্ণস্রাবেঽধিজিহ্বকে। গলশুণ্ড্যামতীসারে পিত্তশ্লেষ্মগদে তথা। মেদোগদেঽরুচৌ চৈব বমনং কারয়েদ্ভিষক্ ॥ ন বামনীয়স্তিমিরী ন গুল্মী নোদরী কৃশঃ। নাতিবৃদ্ধো গর্ভিণী চ ন স্থূলো ন ক্ষতাতুরঃ ॥ মদার্ত্তো বালকো রুক্ষঃ ক্ষুধিতশ্চ নিরূহিতঃ। উদাবর্ত্ত্যূর্দ্ধরক্তী চ দুশ্ছর্দ্দ্যঃ কেবলানিলী * ॥ পাণ্ডুরোগী কৃমি-

---

স্তন্যরোগে দুষ্টস্তন্যজনিতে বালস্য রোগে। * ॥ ঊর্দ্ধরক্তী যস্য নাসাক্ষিকর্ণাস্যমার্গৈ রক্তং প্রবর্ত্ততে

(ক) বঙ্গত্বমিতি পাঠান্তরম্।

ব্যাপ্তঃ পঠনাৎ (খ) স্বরঘাতবান্। এতেঽপ্যজীর্ণব্যথিতা বাম্যা যে বিষপীড়িতাঃ॥ কফব্যাপ্তাশ্চ তে বাম্যা মধুকক্কাথপানতঃ *॥ সুকুমারং কৃশং বালং বৃদ্ধং ভীরুঞ্চ বাময়েৎ। পায়য়িত্বা যবাগূং বা ক্ষীরতক্রদধীনি চ॥ অসাত্ম্যৈঃ শ্লেষ্মলৈর্ভোজ্যৈর্দোষানুৎক্লেশ্য দেহিনাম্। স্নিগ্ধস্বিন্নায় বমনং দত্তং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে॥ বমনেষু চ সর্ব্বেষু সৈন্ধবং মধু বা হিতম্। বীভৎসং বমনং দদ্যাদ্বিপরীতং বিরেচনম্ *॥ ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কুড়বং শ্রপয়িত্বা জলাঢ়কে। অর্দ্ধভাগাবশিষ্টঞ্চ বমনেম্ববচারয়েৎ॥ ক্বাথপানে নবপ্রস্থা জ্যেষ্ঠা মাত্রা প্রকীর্ত্তিতা। মধ্যমা ষণ্মিতা প্রোক্তা ত্রিপ্রস্থা চ কনীয়সী॥ বমনে চ বিরেকে চ তথা শোণিতমোক্ষণে। অর্দ্ধত্রয়োদশপলং প্রস্থমাহুর্মনীষিণঃ *॥ কল্কচূর্ণাবলেহানাং ত্রিপলং মাত্রয়োত্তমম্। মধ্যমং দ্বিপলং বিদ্যাৎ কনীয়স্তু পলং ভবেৎ॥ বমনে চাষ্টবেগাঃ স্যুঃ পিত্তান্তা উত্তমাস্তু তে। ষড়্বেগা মধ্যমা বেগা চত্বারস্ত্বপরে মতাঃ॥ কফং কটুকতীক্ষ্ণোষ্ণৈঃ পিত্তং স্বাদুহিমৈর্জয়েৎ। সস্বাদুলবণাম্লোষ্ণৈঃ সংসৃষ্টং বায়ুনা কফম্॥ কৃষ্ণাং কট্‌ফলসিন্ধুং চ (ক) কফে কোষ্ণজলৈঃ পিবেৎ। পটোলবাসানিম্বাশ্চ পিত্তে শীতজলৈঃ পিবেৎ *॥ সশ্লেষ্মবাতপীড়ায়াং সক্ষীরং মদনং পিবেৎ। অজীর্ণে কোষ্ণপানীয়ং সিন্ধুং পীত্বা বমেৎ সুধীঃ *॥ বমনং পায়য়িত্বা তু জানুমাত্রাসনে স্থিতম্। কণ্ঠমেরণ্ডনালেন স্পৃশন্তং বাময়েদ্ভিষক্॥ প্রসেকো হৃদ্‌গ্রহঃ কোঠঃ কণ্ডূর্দ্দুশ্ছর্দ্দিতে ভবেৎ। অতিবান্তে ভবেৎ তৃষ্ণা হিক্কোদ্গারো বিসংজ্ঞতা॥ জিহ্বানিঃসরণং চাক্ষোর্ব্যাবৃত্তির্হনুসংহতিঃ। রক্তচ্ছর্দ্দিঃ ষ্ঠীবনঞ্চ কণ্ঠপীড়া চ জায়তে *॥ বমনস্যাতিযোগে তু মৃদু কুর্য্যাদ্বিরেচনম্। বমনেন প্রবিষ্টায়াং জিহ্বায়াং কবলগ্রহাঃ। স্নিগ্ধাম্ললবণৈর্হৃদ্যৈর্যূষমাংসরসৈর্হিতাঃ *॥ ফলান্যম্লানি খাদেয়ুস্তস্য চান্যেঽগ্রতো নরাঃ। নিঃসৃতাস্তু তিলদ্রাক্ষাকল্কলিপ্তাং প্রবেশয়েৎ *॥ ব্যাবৃত্তেঽক্ষ্ণি ঘৃতাভ্যক্তে পীড়নঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ। হনুমোক্ষে স্মৃতঃ স্বেদো নস্যঞ্চ শ্লেষ্মবাতহৃৎ॥ রক্তপিত্তবিধানেন রক্তষ্ঠীবমুপাচরেৎ। ধাত্রীরসাঞ্জনোশীর-লাজাচন্দনবারিভিঃ॥ মন্থং কৃত্বা পায়য়েচ্চ সঘৃতং ক্ষৌদ্রশর্করম্। শাম্যন্ত্যনেন তৃষ্ণাদ্যা রোগাশ্ছর্দ্দিসমুদ্ভবাঃ॥ হৃৎকণ্ঠশিরসাং শুদ্ধির্দীপ্তাগ্নিত্বঞ্চ লাঘবম্। কফপিত্তবিনাশশ্চ সম্যগ্বান্তস্য লক্ষণম্॥ ততোঽপরাহ্নে দীপ্তাগ্নিং মুদ্গষষ্টিকশালিভিঃ। হৃদ্যৈশ্চ জাঙ্গলরসৈঃ কৃত্বা যূষঞ্চ ভোজয়েৎ॥ তন্দ্রানিদ্রাস্যদৌর্গন্ধ্যং কণ্ডূশ্চ গ্রহণী বিষম্। সুবান্তস্য ন পীডায়ৈ ভবন্ত্যেতে কদাচন॥ অজীর্ণং শীতপানীয়ং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা। স্নেহাভ্যঙ্গঞ্চ রোষঞ্চ দিনমেকং সুধীস্ত্যজেৎ॥ ১—৩২॥

সঃ। ভুক্তরূক্ষকর্কশদ্রব্যোত্থশ্ছর্দ্দ্যঃ॥৮॥ মধুকস্থানে মধূকেতি দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ॥ ৯॥ বীভৎসং অরুচ্যং বিপরীতং রুচ্যং॥ ১২॥ অর্দ্ধত্রয়োদশ পলং সার্দ্ধষট্‌কম্। ১:॥ রাটফলং মদনফলম্। ২০॥ মদনং ময়নফলম্ ২১॥ হনুসংহতিঃ হন্বোরমিলনম্।২৩॥ রসৈঃ মাংসরসৈঃ।॥২৪॥ নিঃসৃতাং জিহ্বাং। ২৫

(খ) পবনাদিতি বা পাঠঃ।   ক) রাটকলং ইতি বা পাঠঃ।

(ক) কটকলং ইতি পাঠান্তরম্।

বিরেচনবিধিঃ—স্নিগ্ধস্বিন্নায় বান্তায় দত্থাৎ সম্যগ্বিরেচনম্। অবান্তস্য ত্বধঃস্রস্তো গ্রহণীং ছাদয়েৎ কফঃ ॥ মন্দাগ্নিং গৌরবং কুর্য্যাজ্জনয়েদ্বা প্রবাহিকাম্। অথবা পাচনৈরামং বলাসং পরিপাচয়েৎ ॥ ঋতৌ বসন্তে শরদি দেহশুদ্ধ্যৈ বিরেচয়েৎ। অন্যদাত্যয়িকে কার্য্যে শোধনং শীলয়েদ্বুধঃ * ॥ পিত্তে বিরেচনং যুঞ্জ্যাদামোদ্ভূতে গদে তথা। উদরে চ তথাধ্মানে কোষ্ঠাশুদ্ধৌ বিশেষতঃ ॥ দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘনপাচনৈঃ। শোধনৈঃ শোধিতা যে তু ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ ॥ বালো বৃদ্ধো ভৃশং স্নিগ্ধঃ ক্ষতক্ষীণো ভয়ান্বিতঃ। শ্রান্তস্তৃষার্ত্তঃ স্থূলশ্চ গর্ভিণী চ নবজ্বরী ॥ নবপ্রসূতা নারী চ মন্দাগ্নিশ্চ মদাত্যয়ী। শল্যার্দ্দিতশ্চ রূক্ষশ্চ ন বিরেচ্যা বিজানতা ॥ জীর্ণজ্বরী গরব্যাপ্তো বাতরোগী ভগন্দরী। অর্শঃপাণ্ডূদরগ্রন্থিহৃদ্রোগারুচিপীড়িতাঃ ॥ যোনিরোগপ্রমেহার্ত্তা গুল্মপ্লীহব্রণার্দ্দিতাঃ। বিদ্রধিচ্ছর্দ্দিবিস্ফোটবিসূচীকুষ্ঠসংযুতাঃ ॥ কর্ণনাসাশিরোবক্ত্রগুদমেঢ্রাময়ান্বিতাঃ ॥ প্লীহশোথাক্ষিরোগার্ত্তাঃ কৃমিক্ষারানিলার্দ্দিতাঃ। শূলিনো মূত্রঘাতার্ত্তা বিরেকার্হা নরা মতাঃ ॥ বহুপিত্তো মৃদুঃ কোষ্ঠো বহুশ্লেষ্মা চ মধ্যমঃ। বহুবাতঃ ক্রূরকোষ্ঠো দুর্বিরেচ্যঃ স কথ্যতে ॥ মৃদ্বী মাত্রা মৃদৌ কোষ্ঠে মধ্যকোষ্ঠে চ মধ্যমা। ক্রূরে তীক্ষ্ণা মতা দ্রব্যৈ র্মৃদুমধ্যমতীক্ষ্ণকৈঃ ॥ মৃদুর্দ্রাক্ষাপয়শ্চঞ্চুতৈলৈরপিবিরিচ্যতে * ॥ মধ্যমস্ত্রিবৃতাতিক্তারাজবৃক্ষৈর্বিরিচ্যতে। ক্রূরঃ স্নুক্পয়সা হেমক্ষীরীদন্তীফলাদিভিঃ * ॥ মাত্রোত্তমা বিরেকস্য ত্রিংশদ্বেগৈঃ কফান্তিকাঃ। বেগৈর্বিংশতিভির্মধ্যা হীনোক্তা দশবেগিকা ॥ দ্বিপলং শ্রেষ্ঠমাখ্যাতং মধ্যমং চ পলং ভবেৎ। পলার্দ্ধঞ্চ কষায়াণাং কনীয়স্তু বিরেচনম্ ॥ কল্কমোদকচূর্ণানাং কর্ষো মধ্বাজ্যলেহতঃ। কর্ষদ্বয়ং পলং বাপি বয়োরোগাদ্যপেক্ষয়া ॥ পিত্তোত্তরে ত্রিবৃচ্চূর্ণং দ্রাক্ষাক্বাথাদিভিঃ পিবেৎ। ত্রিফলাক্বাথগোমূত্রৈঃ পিবেদ্ব্যোষং কফার্দ্দিতঃ ॥ ত্রিবৃৎসৈন্ধবশুণ্ঠীনাং চূর্ণমম্লৈঃ পিবেন্নরঃ। বাতার্দ্দিতো বিরেকায় জাঙ্গলানাং রসেন বা ॥ এরণ্ডতৈলং ত্রিফলাক্বাথেন দ্বিগুণেন বা। যুক্তং পীতং পয়োভির্বা ন চিরেণ বিরিচ্যতে ॥ * ত্রিবৃতা কৌটজং বীজং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্। সমৃদ্বীকারসং ক্ষৌদ্রং বর্ষাকালে বিরেচনম্ ॥ (ক) ত্রিবৃদ্দুরালভামুস্ত-শর্করোদীচ্যচন্দনম্। দ্রাক্ষাম্বুনা সযষ্ট্যাহ্বং শীতলঞ্চ ঘনাত্যয়ে * ॥ পিপ্পলীনাগরং সিন্ধুং শ্যামাং ত্রিবৃতয়া সহ। লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ শিশিরে বসন্তে চ বিরেচনম্ * ॥ ত্রিবৃতা শর্করা তুল্যা গ্রীষ্মকালে বিরেচনম্। অভয়া মরিচং শুণ্ঠীবিড়ঙ্গামলকানি চ ॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ত্বক্পত্রং মুস্তমেব চ। এতানি সমভাগানি দন্তী তু ত্রিগুণা ভবেৎ ॥ ত্রিবৃতাষ্টগুণা জ্ঞেয়া ষড়্গুণা চাত্র শর্করা ॥ মধুনা মোদকান্ কৃত্বা কর্ষমাত্রান্ প্রমাণতঃ। একৈকং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ শীতঞ্চাম্বু পিবেজ্জলম্। তাবদ্বিরিচ্যতে জন্তুর্যাবদুষ্ণং ন সেবতে ॥ (খ) পানাহার-

আত্যয়িকে প্রাণসঙ্কটে। ৩৫ ॥ চঞ্চুতৈলম্ এরণ্ডতৈলম্ ॥ ৪৫ ॥ রাজবৃক্ষঃ ধনবহেড়া। হেমক্ষীরী চোক। দন্তীফলম্ বৃহদ্দন্তীফলম্ জয়পালেতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ৪৬ ॥ শীঘ্রমেব বিরিচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ উদীচ্যং বালা। ঘনাত্যয়ে শরদি ॥ ৫৪ ॥ শ্যামা কৃষ্ণসাও ॥ ৫৫ ॥

(ক) ত্রিবৃতাচিত্রকং পাঠামজাজীং সরলং বচাং। হেমক্ষীরীং হেমন্তে তু চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ ইতি অধিকঃ পাঠঃ। (খ) তুন্নামকুষ্ঠগুল্মার্শোগলগণ্ডোদরভ্রমান্ ইতি অধিকঃ পাঠঃ।

বিহারেষু ভবেন্নির্যন্ত্রণঃ সদা। বিষমজ্বরমন্দাগ্নি-পাণ্ডুকাসভগন্দরান্ ॥ পৃষ্ঠপার্শ্বোরুজঘনজঙ্ঘো-দররুজং জয়েৎ। স্নেহাভ্যঙ্গঞ্চ রোষঞ্চ দিনমেকং সুধীস্ত্যজেৎ ॥ সততং শীলনাদেব পলিতানি প্রণাশয়েৎ। অভয়ামোদকা হ্যেতে রসায়নবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ইত্যভয়াদিমোদকঃ ॥ পীত্বা বিরেচনং শীতজলৈঃ সংসিচ্য চক্ষুষী। সুগন্ধি কিঞ্চিদাঘ্রায় তাম্বুলং শীলয়েদ্বুধঃ ॥ নির্বাতস্থো ন বেগাংশ্চ ধারয়েন্ন শয়ীত চ। শীতাম্বু ন স্পৃশেৎ ক্বাপি কোষ্ণনীরং পিবেন্মুহুঃ ॥ বলাসৌষধপিত্তানি বায়ুর্বান্তে যথা ব্রজেৎ। রেকাত্তথা মলং পিত্তং ভেষজঞ্চ কফো ব্রজেৎ ॥ দুর্বিরিক্তস্য নাভেস্তু স্তব্ধতা কুক্ষিশূলরুক্। পুরীষবাতসঙ্গশ্চ কণ্ডূমণ্ডলগৌরবম্ ॥ বিদাহোঽরুচিরাধ্মানং ভ্রমশ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে। তং পুনঃ পাচনৈঃ স্নেহৈঃ পক্ত্বা স্নিগ্ধন্তু রেচয়েৎ ॥ তেনাস্যোপদ্রবা যান্তি দীপ্তোঽগ্নির্লঘুতা ভবেৎ। বিরেকস্যাতিযোগেন মূর্চ্ছা ভ্রংশো গুদস্য চ ॥ শূলং কফাতিযোগঃ স্যান্মাংসধাবনসন্নিভম্। মেদোনিভং জলাভাসং রক্তঞ্চাপি বিরিচ্যতে ॥ তস্য শীতাম্বুভিঃ সিক্ত্বা শরীরং তণ্ডুলাম্বুভিঃ। মধুমিশ্রৈস্তথা শীতৈঃ কারয়েদ্বমনং মৃদু ॥ সহকারত্বচঃ কল্কো দধ্না সৌবীরকেণ বা। পিষ্ট্বা নাভিপ্রলেপেন হন্ত্যতীসারমুল্বণম্ ॥ সৌবীরং তু যবৈরামৈঃ পক্কৈর্বা নিস্তুষৈঃ কৃতৈঃ। অজাক্ষীরং রসঞ্চাপি বৈষ্কিরং হারিণং তথা * ॥ শালিভিঃ ষষ্টিকৈস্তদ্বল্ল্যৈর্মসূরৈর্বাপি ভোজয়েৎ। শীতৈঃ সংগ্রাহিভির্দ্রব্যৈঃ কুর্য্যাৎ সংগ্রহণং ভিষক্ ॥ লাঘবে মনসস্তুষ্টাবনুলোমং গতেঽনিলে। সুবিরিক্তং নরং জ্ঞাত্বা পাচনং পায়য়েন্নিশি ॥ ইন্দ্রিয়াণাং বলং বুদ্ধেঃ প্রসাদো বহ্নিদীপ্ততা। ধাতুস্থৈর্য্যং বয়ঃস্থৈর্য্যং ভবেদ্রেচনসেবনাৎ ॥ প্রবাতসেবাং শীতাম্বু স্নেহাভ্যঙ্গমজীর্ণতাম্। ব্যায়ামং মৈথুনঞ্চৈব ন সেবেত বিরেচিতঃ ॥ শালিষষ্টিকমুদ্গাদ্যৈর্যবাগূং ভোজয়েৎ কৃতাম্। জঙ্গালবিষ্কিরাণাং বা রসৈঃ শাল্যোদনং হিতম্ * ॥ ৩৩—৭৭ ॥

স্নেহবস্তিবিধিঃ—বস্তির্দ্বেধানুবাসাখ্যো নিরূহশ্চ ততঃ পরম্। যঃ স্নেহো দীয়তে স স্যাদনুবাসননামকঃ ॥ কষায়ক্ষীরতৈলৈর্যো নিরূহঃ স নিগদ্যতে। বস্তিভির্দীয়তে যস্মাৎ তস্মাদ্বস্তিরিতি স্মৃতঃ * ॥ তত্রানুবাসনাখ্যো হি বস্তির্যঃ সোঽত্র কথ্যতে। অনুবাসনভেদশ্চ মাত্রাবস্তিরুদীরিতঃ ॥ পলদ্বয়ং তস্য মাত্রা তস্মাদর্দ্ধাপি বা ভবেৎ। অনুবাস্যস্তু রুক্ষঃ স্যাৎ তীক্ষ্ণাগ্নিঃ কেবলানিলী ॥ নানুবাস্যস্তু কুষ্ঠী স্যান্মেহী স্থূলস্তথোদরী। নাস্থাপ্যা নানুবাস্যাশ্চ জীর্ণোন্মাদতৃড়ার্দ্দিতাঃ ॥ শোথমূর্চ্ছারুচিভয়-শ্বাসকাসক্ষয়াতুরাঃ ॥ নেত্রং কার্য্যং সুবর্ণাদিধাতুভির্বৃক্ষবেণুভিঃ। নলৈর্দন্তৈর্বিষাণাগ্রৈর্মণিভির্বা বিধীয়তে * ॥ একবর্ষাত্তু ষড়্বর্ষাদ্যাবন্মানং ষড়ঙ্গুলম্। ততো দ্বাদশকং যাবন্মানং স্যাদষ্টসম্মিতম্ ॥ ততঃ পরং দ্বাদশভিরঙ্গুলৈর্নেত্রদৈর্ঘ্যতা। মুদ্গচ্ছিদ্রং কলায়াভং ছিদ্রং কোলাস্থিসন্নিভম্ ॥ যথাসঙ্খ্যং ভবেন্নেত্রং শ্লক্ষ্ণং গোপুচ্ছ-

সৌবীরং সন্ধানম্। "বর্ত্তকালাববিষ্কিরকপিঞ্জলকতিত্তিরাঃ। চকোরক্রকরাদ্যাশ্চ বিষ্কিরাঃ সমুদাহৃতাঃ। কপিঞ্জল ইতি খ্যাতো লোকে কপিশতিত্তিরঃ" ॥ ক্রকরঃ করাট ইতি লোকে। হরিণস্তাম্রবর্ণঃ স্যান্মৃগঃ ॥ ৭২ ॥ হরিণৈণকুরঙ্গর্ষ্যবাতায়ুমৃগমাত্রকাঃ। রাজীবঃ পৃষতশ্চৈব জঙ্গালাঃ শরভাদয়ঃ ॥ ৭৭ ॥ বস্তিভিঃ মৃগাদীনাং মূত্রাশয়ৈঃ ॥ ৭৯ ॥ নেত্রং নাড়ী তথাচোক্তং বিশ্বপ্রকাশে—নেত্রং মন্থগুণে বস্ত্রে তরুমূলে বিলোচনে। নেত্রবস্ত্রে চ নাড্যাঞ্চ নেত্রো নেতরি ভেষ্যবদিতি। ৮৩।

সন্নিভম্। গোপুচ্ছসন্নিভং মূলে স্থূলং তস্মাৎ ক্রমাৎ কৃশম্ * ॥ আতুরাঙ্গুষ্ঠমানেন মূলে স্থূলং বিধীয়তে। কনিষ্ঠিকাপরীণাহমগ্রে চ গুটিকামুখম্ * ॥ তন্মূলে কর্ণিকে দ্বে চ কার্য্যে ভাগাচ্চতুর্থকাৎ। যোজয়েত্তত্র বস্তিঞ্চ বন্ধদ্বয়বিধানতঃ * ॥ মৃগাজশূকরগবাং মহিষস্যাপি বা ভবেৎ। মূত্রকোষস্য বস্তিস্তু তদলাভে তু চর্ম্মণঃ * ॥ কষায়রক্তঃ স মৃদুর্বস্তিঃ স্নিগ্ধো দৃঢ়ো হিতঃ ॥ ব্রণবস্তেস্তু নেত্রং স্যাৎ শ্লক্ষ্ণমষ্টাঙ্গুলোন্মিতম্। মুদ্গচ্ছিদ্রং গৃধ্রপক্ষনলিকা পরিণাহি চ ॥ শরীরোপচয়ং বর্ণং বলমারোগ্যমায়ুষঃ। কুরুতে পরিবৃদ্ধিঞ্চ বস্তিঃ সম্যগুপাসিতঃ ॥ দিবা শীতে বসন্তে চ স্নেহবস্তিঃ প্রদীয়তে। গ্রীষ্মবর্ষাশরৎকালে রাত্রৌ স্যাদনুবাসনম্ ॥ ন চাতিস্নিগ্ধমশনং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ। মদং মূর্চ্ছাঞ্চ জনয়েদ্দ্বিধা স্নেহঃ প্রযোজিতঃ * ॥ রুক্ষং ভুক্তবতোঽত্যন্তং বলং বর্ণঞ্চ হাপয়েৎ। যুক্তস্নেহমতো জন্তুং ভোজয়িত্বানুবাসয়েৎ * ॥ হীনমাত্রাবুভৌ বস্তী নাতিকার্য্যকরৌ স্মৃতৌ। অতিমাত্রৌ তথানাহক্লমাতীসারকারকৌ * ॥ উত্তমা স্যাৎ পলৈঃ ষড়্ভির্মধ্যমা স্যাৎ পলৈস্ত্রিভিঃ। পলাধ্যর্দ্ধেন হীনা স্যাদুক্তমাত্রানুবাসনে ॥ শতাহ্বাসৈন্ধবাভ্যাঞ্চ দেয়ং স্নেহে চ চূর্ণকম্ ॥ তন্মাত্রোত্তমমধ্যান্ত্যা ষট্চতুর্দ্বয়মাষকৈঃ ॥ বিরেচনাৎ সপ্তরাত্রে গতে জাতবলায় চ। ভুক্তান্নায়ানুবাস্যায় বস্তির্দ্দেয়োঽনুবাসনঃ ॥ অথানুবাস্যং স্বভ্যক্তমুষ্ণাম্বুস্বেদিতং শনৈঃ। ভোজয়িত্বা যথাশাস্ত্রং কৃতং চংক্রমণং ততঃ ॥ উৎসৃষ্টানিলবিণ্মূত্রং যোজয়েৎ স্নেহবস্তিনা *। সুপ্তস্য বামপার্শ্বেন বামজঙ্ঘাপ্রসারিণঃ ॥ কুঞ্চিতাপরজঙ্ঘস্য নেত্রং স্নিগ্ধে গুদে ন্যসেৎ। বদ্ধং বস্তিমুখং সূত্রৈর্বামহস্তেন ধারয়েৎ ॥ পীড়য়েদ্দক্ষিণেনৈব মধ্যবেগেন ধীরধীঃ। জৃম্ভাকাসক্ষবাদীংশ্চ বস্তিকালে ন কারয়েৎ ॥ ত্রিংশন্মাত্রামিতঃ কালঃ প্রোক্তো বস্তেস্তু পীড়নে। ততঃ প্রণিহিতে স্নেহে উত্তানো বাক্‌শতং ভবেৎ ॥ স্বজানুনঃ করাবর্ত্তং কুর্য্যাচ্ছোটিকয়াপুনঃ। এষা মাত্রা ভবেদেকা সর্ব্বত্রৈবেষ নিশ্চয়ঃ ॥ নিমিষোন্মেষণং পুংসামঙ্গুল্যা চ্ছোটিকাথবা। গুর্ব্বক্ষরোচ্চারণং বা স্যান্মাত্রেয়ং স্মৃতা বুধৈঃ ॥ প্রসারিতৈঃ সর্ব্বগাত্রৈর্যথা বীর্য্যং প্রসর্পতি ॥ তাড়য়েত্তলয়োরেনস্ত্রীংস্ত্রীন্বারান্ শনৈঃ শনৈঃ * ॥ স্ফিজোশ্চৈব তথা শ্রোণীং শয্যাঞ্চৈবোৎক্ষিপেত্ততঃ। স্ফিজোশ্চৈনং স্বপাণিভ্যাং (ক) পূর্ব্ববত্তাড়য়েদ্বুধঃ ॥ শয্যাঞ্চ পাদতস্তস্য ত্রীন্ বারানুৎক্ষিপেত্ততঃ। জাতে বিধানে তু ততঃ কুর্য্যান্নিদ্রাং যথাসুখম্ ॥ সানিলঃ সপুরীষশ্চ স্নেহঃ প্রত্যেতি যস্য তু। উপদ্রবং বিনা শীঘ্রং স সম্যগনুবাসিতঃ * ॥ জীর্ণান্নমথ সায়াহ্নে স্নেহে প্রত্যাগতে পুনঃ। লঘ্বন্নং ভোজয়েৎ কামং দীপ্তাগ্নিস্তু নরো যদি। অনুবাসিতায় দাতব্যমিতরেঽহ্নি সুখোদকম্। ধান্যশুণ্ঠীকষায়ং বা স্নেহব্যাপত্তিনাশনম্ * ॥

মুদ্গচ্ছিদ্রাদি প্রমাণং নেত্রং ক্রমেণ ষড়্বর্ষায় দ্বাদশবর্ষায় তদূর্দ্ধবর্ষায় জ্ঞেয়ম্ ॥ ৮৬ ॥ পরিণাহোঽত্র স্থৌল্যম্ ॥ ৮৭ ॥ কর্ণিকা গবাদিকর্ণবৎ। ৮৮ ॥ বন্ধ রিতিশেষঃ। ৮৯ ॥ দ্বিধা ভোজনে বস্তৌ চ ॥ ৯৩ ॥ যুক্তস্নেহং যথোচিতস্নেহং ভোজ্যং ভোজয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥ উভৌবস্তী অনুবাসননিরূহাখ্যৌ ॥ ৯৫ ॥ উষ্ণাম্বুস্বেদিতম্ উষ্ণাম্বুনা স্নপিতম্ ॥ ৯৯ ॥ যথা বীর্য্যং স্নেহাদি ॥ ১০৫ ॥ উপদ্রবস্থানে তুষচোষাবিতি সুশ্রুতে পাঠঃ ॥ ১০৮ ॥ সুখোদকং উষ্ণোদকং ব্যাপত্তিঃ ব্যাধিঃ ॥ ১১০ ॥

(ক) স্বপার্ষ্ণিভ্যামিতি পাঠান্তরম্।

অনেন বিধিনা ষড়্বা সপ্ত চাষ্টৌ নবাপি বা। বিধেয়া বস্তয়স্তেষামন্তে চৈব নিরূহণম্॥ দত্তস্তু প্রথমো বস্তিঃ স্নেহয়েদ্বস্তিবঙ্ক্ষণৌ। সম্যগ্দত্তো দ্বিতীয়স্তু মূর্দ্ধস্থমনিলং জয়েৎ॥ বলং বর্ণঞ্চ জনয়েৎ তৃতীয়স্তু প্রযোজিতঃ। চতুর্থপঞ্চমৌ দত্তৌ স্নেহয়েতাং রসাসৃজৌ॥ ষষ্ঠো মাংসং স্নেহয়তি সপ্তমো মেদএব চ। অষ্টমো নবমশ্চাপি মজ্জানঞ্চ যথাক্রমম্। এবং শুক্রগতান্দোষান্ দ্বিগুণঃ সাধু সাধয়েৎ *॥ অষ্টাদশাষ্টাদশকাদ্দিনাদ্ যো না নিষেবতে। স কুঞ্জরবলোঽশ্বস্য জবতুল্যোঽমরপ্রভঃ॥ রূক্ষায় বহুবাতায় স্নেহবস্তিং দিনে দিনে। দদ্যাদ্বৈদ্যস্তথান্যেষামগ্ন্যাবাধভয়াৎ ত্র্যহাৎ॥ স্নেহোঽল্পমাত্রো রূক্ষাণাং দীর্ঘকালমনত্যয়ঃ। তথা নিরূহঃ স্নিগ্ধানামল্পমাত্রঃ প্রশস্যতে॥ অথবা যস্য তৎকালং স্নেহো নির্যাতি কেবলঃ। তস্যাপ্যল্পতরো দেয়ো ন হি স্নিগ্ধেঽবতিষ্ঠতে *॥ অশুদ্ধস্য মলোন্মিশ্রঃ স্নেহো নৈতি যদা পুনঃ। তদাঙ্গসদনাধ্মানে শূলং শ্বাসশ্চ জায়তে॥ পক্বাশয়ে গুরুত্বঞ্চ তত্র দদ্যান্নিরূহণম্। তীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণৌষধৈর্যুক্তং ফলবর্ত্তিরথাপি বা॥ যথানুলোমনো বায়ুর্মলঃ স্নেহশ্চ জায়তে। তথা বিরেচনং দদ্যাত্তীক্ষ্ণং নস্যঞ্চ শস্যতে॥ যস্য নোপদ্রবং কুর্য্যাৎ স্নেহবস্তিরনিঃসৃতঃ। সর্ব্বোঽল্পো ব্যাবৃতো রৌক্ষ্যাদুপেক্ষঃ স বিজানতা॥ অনায়াতং ত্বহোরাত্রে স্নেহং সংশোধনৈর্হরেৎ। স্নেহবস্তাবনায়াতে নান্যঃ স্নেহো বিধীয়তে॥ গুড়ূচ্যেরণ্ডপূতীক-ভার্গীবৃষকরোহিষম্। শতাবরীসহচরৌ কাকনাসাং পলোন্মিতাম্ *॥ যবমাষাতসীকোলকুলত্থান্ প্রসৃতোন্মিতান্। চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণশেষেণ তেন চ *॥ পচেত্তৈলাঢ়কং সর্ব্বৈ র্জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ। অনুবাসনমেতদ্ধি সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥ ষট্সপ্ততি(ক)ব্যাপদস্তু জায়তে বস্তিকর্ম্মণঃ দূষিতাৎ সমুদায়েন তাশ্চিকিৎস্যাত্তু সুশ্রুতাৎ *॥ পানাহারবিহারাশ্চ পরিহারাশ্চ কৃৎস্নশঃ। স্নেহপানসমাঃ কার্য্যা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৭৮---১২৮॥

নিরূহবস্তিবিধিঃ—নিরূহবস্তির্বহুধা ভিদ্যতে কারণান্তরৈঃ। তৈরেব তস্য নামানি কৃতানি মুনিপুঙ্গবৈঃ *॥ নিরূহস্যাপরং নাম প্রোক্তমাস্থাপনং বুধৈঃ। স্বস্থানে স্থাপনাদ্দোষধাতূনাং স্থাপনং মতম্॥ নিরূহস্য প্রমাণং তু প্রস্থপাদোত্তরং পরম্। মধ্যমং প্রস্থমুদ্দিষ্টং হীনঞ্চ কুড়বাস্ত্রয়ঃ *॥ অতিস্নিগ্ধোঽক্লিষ্টদোষঃ ক্ষতোরস্কঃ কৃশস্তথা। আধ্মানচ্ছর্দ্দিহিক্কার্শঃকাসশ্বাসপ্রপীড়িতঃ *॥ গুদশোফাতীসারার্ত্তো বিসূচীকুষ্ঠসংযুতঃ। গর্ভিণী মধুমেহী চ নাস্থাপ্যাশ্চ জলোদরী॥ বাতব্যাধাবুদাবর্ত্তে বাতাসৃগ্বিষমজ্বরে। মূর্চ্ছাতৃষ্ণোদরানাহ-মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীষু চ॥ বৃদ্ধ্যসৃগ্দরমন্দাগ্নিপ্রমেহেষু নিরূহণম্। শূলেঽম্লপিত্তে হৃদ্রোগে যোজয়েদ্বিধিবদ্ বুধঃ॥ উৎসৃষ্টানিলবিণ্মূত্রং স্নিগ্ধং স্বিন্নমভোজিতম্। মধ্যাহ্নে গৃহমধ্যে চ যথাযোগ্যং নিরূহয়েৎ॥*

* যথাক্রমমিতিবচনাদষ্টমোঽস্থি স্নেহয়েৎ। দ্বিগুণঃ অষ্টাদশদিবসাবধিকবস্তিঃ॥ ১১৪॥ অনত্যয়ঃ অবাধঃ॥ ১১৭॥ অবতিষ্ঠতে দত্তঃ স্নেহ ইতি শেষঃ॥ ১১৮॥ পূতীকঃ করঞ্জঃ রৌহিষং ঈষৎ সুগন্ধতৃণ বিশেষঃ। কাকনাসা কৌআঠোঠী। ১২৪। প্রসৃতম্ পলদ্বয়ম্॥ ১২৫॥ সমুদায়েন সমুচিতনেত্রাদিসামগ্র্যা॥ ১২৭॥ কারণান্তরৈঃ সমবায়িকারণভেদৈঃ॥১২৯। পরং শ্রেষ্ঠম্॥ ১৩১॥ অক্লিষ্টদোষঃ অদত্তোৎক্লেশন ইতি যাবৎ। ক্ষতোরস্কঃ উরঃক্ষতবান্॥ ১৩২॥স্নিগ্ধম্ স্বভ্যক্তম্। স্বিন্নম্ উষ্ণাম্বুস্নপিতম্॥ ১৩৬॥

(ক) ষোঢ়া সপ্তেতি বা পাঠঃ।

স্নেহবস্তিবিধানেন বুধঃ কুর্য্যান্নিরূহণম্। জাতে (ক) নিরূহে চ ততো ভবেদুৎকটকাসনঃ। তিষ্ঠেন্মুহূর্ত্তমাত্রন্তু নিরূহাগমনেচ্ছয়া॥ অনায়াতং মুহূর্ত্তাত্তু নিরূহং শোধনৈর্হরেৎ। নিরূহৈরেব মতিমান্ ক্ষারমূত্রাম্লসৈন্ধবৈঃ *॥ যস্য ক্রমেণ গচ্ছন্তি বিট্পিত্তকফবায়বঃ। লাঘবং চোপজায়েত সুনিরূহং তমাদিশেৎ॥ যস্য স্যাদ্ বস্তিরত্যল্পবেগো হীনমলানিলঃ। মূর্চ্ছার্ত্তিজাড্যারুচিমান্ দুর্নিরূহং তমাদিশেৎ॥ বিবিক্ততা মনস্তুষ্টিঃ স্নিগ্ধতা ব্যাধিনিগ্রহঃ। আস্থাপনস্নেহবস্ত্যোঃ সম্যগ্দানে তু লক্ষণম্ *॥ অনেন বিধিনা যুঞ্জ্যান্নিরূহং বস্তিদানবিৎ। দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং বা চতুর্থং বা যথোচিতম্॥ সস্নেহ একঃ পবনে পিত্তে দ্বৌ পয়সা সহ কষায়কটুমূত্রাঢ্যা কফে তূষ্ণাস্ত্রয়ো হিতাঃ॥ পিত্তশ্লেষ্মানিলাবিষ্টং ক্ষীরযূষরসৈঃ ক্রমাৎ। নিরূঢ়ং ভোজয়িত্বা চ ততস্তমনুবাসয়েৎ॥ সুকুমারস্য বৃদ্ধস্য বালস্য চ মৃদুর্হিতঃ। বস্তিস্তীক্ষ্ণঃ প্রযুক্তস্তু তেষাং হন্যাদ্বলায়ুষী॥ দদ্যাদুৎক্লেশনং পূর্ব্বং মধ্যং দোষহরং ততঃ। পশ্চাৎ সংশমনীয়ঞ্চ দদাদ্বস্তিং বিচক্ষণঃ॥ ১২৯–১৪৬॥

উৎক্লেশনবস্তিঃ—এরণ্ডবীজং মধুকং পিপ্পলী সৈন্ধবং বচা। হবুষাফলকল্কশ্চ বস্তিরুৎক্লেশনঃ স্মৃতঃ॥ ১৪৭॥

দোষহরবস্তিঃ—শতাহ্বা মধুকং বিল্বং কৌটজং ফলমেব চ। সকাঞ্জিকঃ সগোমূত্রো বস্তির্দোষহরঃ স্মৃতঃ॥ ১৪৮॥

শমনবস্তিঃ—প্রিয়ঙ্গুর্মধুকং মুস্তা তথৈব চ রসাঞ্জনম্। সক্ষীরঃ শস্যতে বস্তির্দোষাণাং শমনঃ স্মৃতঃ॥ ১৪৯॥

লেখনবস্তয়ঃ—ত্রিফলাক্বাথগোমূত্র-ক্ষৌদ্রক্ষারসমাযুতাঃ। উষকাদিপ্রতীবাপৈর্বস্তয়ো লেখনাঃ স্মৃতাঃ *॥ ১৫০॥

বৃংহণবস্তয়ঃ—বৃংহণদ্রব্যনিক্বাথৈঃ কল্কৈর্মধুরকৈর্যুতাঃ। সর্পির্মাংসরসোপেতা বস্তয়ো বৃংহণাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৫১॥

পিচ্ছিলবস্তয়ঃ—বদর্যৈরাবতীশেলু-শাল্মলীপুষ্পজাঙ্কুরাঃ। ক্ষীরসিদ্ধাঃ ক্ষৌদ্রযুক্তা নাম্না পিচ্ছিলসংজ্ঞিতাঃ *। অজোরভ্রৈণরুধিরৈর্যুক্তা দেয়া বিচক্ষণৈঃ। মাত্রা পিচ্ছিলবস্তীনাং পলৈর্দ্বাদশভির্মতা *॥ ১৫২। ১৫৩॥

নিরূহমাত্রা—দত্বাদৌ সৈন্ধবস্যাক্ষং মধুনঃ প্রসৃতিদ্বয়ম্। বিনির্ম্মথ্য ততো দদ্যাৎ স্নেহস্য প্রসৃতিত্রয়ম্॥ একীভূতে ততঃ স্নেহে কল্কস্য প্রসৃতিং ক্ষিপেৎ। সংমূর্চ্ছিতে কষায়ন্তু চতুঃপ্রসৃতিসম্মিতম্॥ গৃহ্নীয়াচ্চ তদা বায়মন্তে দ্বিপ্রসৃতোম্মিতম্। ক্ষিপ্ত্বা বিমথ্য দদ্যাচ্চ

অত্র মুহূর্ত্তমাত্রশব্দেনৈতদপি বোধিতম্ নিরূহপ্রত্যাগমনকালো মুহূর্ত্তমাত্রঃ॥ ১৩৮॥ বিবিক্ততা দন্তৌষধ নিঃসরণম॥ ১৪১॥ উষকাদিপ্রতীবাপাঃ উষকাদিগণবিশেষচূর্ণপ্রক্ষেপাঃ। ১৫০॥ ঐরাবতী নারঙ্গী শেলু বহুআর॥ ১৫২॥ অজঃ ছাগঃ উরভ্রঃ মেষঃ এণঃ কৃষ্ণমৃগঃ॥ ১৫৩॥

(ক) দত্তে ইতি বা পাঠঃ।

নিরূহং কুশলো ভিষক্॥ এবং প্রকল্পিতো বস্তির্দ্বাদশপ্রস্থস্তির্ভবেৎ॥ বাতে চতুষ্পলং ক্ষৌদ্রং দদ্যাৎ স্নেহস্য ষট্‌পলম্। পিত্তে চতুষ্পলং ক্ষৌদ্রং স্নেহং দদ্যাৎ পলত্রয়ম্। কফে তু ষট্‌পলং ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেৎ স্নেহং চতুষ্পলম্॥ ১৫৪—১৫৮॥

মধুতৈলকবস্তিঃ—এরণ্ডক্বাথতুল্যাংশং মধুতৈলং পলাষ্টকম্। শতপুষ্পা পলার্দ্ধেন সৈন্ধবার্দ্ধেন সংযুতম্॥ মধুতৈলকসংজ্ঞোঽয়ং বস্তির্দ্দারুবিলোড়িতঃ। মেদোগুল্মকৃমিপ্লীহ-মলোদাবর্ত্তনাশনঃ। বলবর্ণকরশ্চৈব বৃষ্যো দীপনবৃংহণঃ॥ ১৫৯। ১৬০॥

যাপনবস্তিঃ—ক্ষৌদ্রাজ্যক্ষীরতৈলানাং প্রসৃতং প্রসৃতং ভবেৎ। হবুষাসৈন্ধবা-ক্ষাংশো বস্তিঃ স্যাদ্ যাপনঃ পরঃ *॥ ১৬১॥ ইতি (যাপনঃ সারকঃ) যাপনবস্তিঃ॥

যুক্তরথো বস্তিঃ—এরণ্ডমূলনিক্বাথো মধু তৈলং সসৈন্ধবম্। এষ যুক্তরথো বস্তিঃ সবচাপিপ্পলীফলঃ॥ ১৬২॥

সিদ্ধবস্তিঃ—পঞ্চমূলস্য নির্ক্বাথৈ-স্তৈলং মাগধিকা মধু। সসৈন্ধবঃ সযষ্ট্যাহ্বঃ সিদ্ধবস্তিরিতি স্মৃতঃ॥ স্নানমুষ্ণোদকৈঃ কুর্য্যাদ্দিবাস্বপ্নমজীর্ণতাম্। বর্জ্জয়েদপরং সর্ব্ব-মাচরেৎ স্নেহবস্তিবৎ॥ ১৬৩। ১৬৪॥

অথোত্তরবস্তিবিধিঃ—অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বস্তিমুত্তরসংজ্ঞিতম্। নিরূহাদুত্তরো যস্মাৎ তস্মাদুত্তরসংজ্ঞকঃ॥ দ্বাদশাঙ্গুলকং নেত্রং মধ্যে চ কৃতকর্ণিকম্। মালতীপুষ্পবৃন্তাভং ছিদ্রং সর্ষপনির্গমম্॥ পঞ্চবিংশতিবর্ষাণামধো মাত্রা দ্বিকার্ষিকী। তদূর্দ্ধং পলমাত্রা চ স্নেহ-স্যোক্তা ভিষগ্বরৈঃ॥ অথাস্থাপনশুদ্ধস্য তৃপ্তস্য স্নানভোজনৈঃ। স্থিতস্য জানুমাত্রে চ পিষ্টে স্নিগ্ধে শলাকয়া॥ স্নিগ্ধয়া মেঢ্রমার্গে তু ততো নেত্রং নিযোজয়েৎ। শনৈঃ শনৈর্ঘৃতাভ্যক্তং মেঢ্ররন্ধ্রাঙ্গুলানি ষট্॥ ততোঽবপীড়য়েদ্বস্তিং শনৈর্নেত্রং বিনির্হরেৎ। ততঃ প্রত্যাগতে স্নেহে স্নেহবস্তিক্রমো হিতঃ॥ স্ত্রীণাং কনিষ্ঠিকাস্থূলং নেত্রং কুর্য্যাদ্দশাঙ্গুলম্। মুদ্গপ্রবেশযোগ্যঞ্চ যোন্যন্তশ্চতুরঙ্গুলম্॥ দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রমার্গে চ সূক্ষ্মং নেত্রং বিযোজয়েৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রবিকারেষু বালানাং ত্বেকমঙ্গুলম্॥ শনৈর্নিষ্কম্পমাধেয়ং সূক্ষ্মং নেত্রং বিচক্ষণৈঃ। মালতীপুষ্পবৃন্তাভং নেত্রমিত্যুদিতং পুনঃ *॥ যোনিমার্গেষু নারীণাং স্নেহমাত্রা দ্বিপালিকী। মূত্রমার্গে পলোন্মানং বালানাং চ দ্বিকার্ষিকী॥ উত্তানায়ৈ স্ত্রিয়ৈ দদ্যাদূর্দ্ধজান্বৈ বিচক্ষণঃ। অপ্রত্যাগচ্ছতি ভিষগ্-বস্তাবুত্তরসংজ্ঞিতে॥ ভূয়ো বস্তিং বিদধ্যাচ্চ সংযুক্তং শোধনৈর্গুণৈঃ। ফলবর্ত্তিং বিদধ্যাদ্ বা যোনিমার্গে দৃঢ়াং ভিষক্॥ সূত্রৈর্বিনির্ম্মিতাং স্নিগ্ধাং শোধনদ্রব্যসংযুতাম্। দহ্যমানে তথা বস্তৌ দদ্যাদ্বস্তিং বিশারদঃ *॥ ক্ষীরিবৃক্ষকষায়েণ পয়সা শীতলেন বা। বস্তিঃ শুক্ররুজঃ পুংসাং স্ত্রীণামার্ত্তবজা রুজঃ॥ হন্যাদুত্তরবস্তিস্তু নোচিতো মেহনাৎ ক্বচিৎ। সম্যগ্‌দত্তস্য লিঙ্গানি ব্যাপদঃ ক্রম এব চ। বস্তেরুত্তরসংজ্ঞস্য সমানাঃ স্নেহবস্তিনা॥ ১৬৫—১৭৯॥

---

* সূক্ষ্মশব্দাভিধানং বালানাং ততোঽপি নেত্রস্য সূক্ষ্মতাবোধনার্থং। ১৭৩॥ দহ্যমানে বস্তৌ যস্মিন্ স্থানে বস্তির্দত্তস্তস্মিন্ দহ্যমানে॥ ১৭৭॥

ফলবর্ত্তিবিধিঃ—ঘৃতাভ্যক্তে গুদে ক্ষিপ্তা শ্লক্ষ্ণা স্বাঙ্গুষ্ঠসন্নিভা। মলপ্রবর্ত্তিনী বর্ত্তিঃ ফলবর্ত্তিশ্চ সা স্মৃতা ॥ ১৮০ ॥

নস্যগ্রহণবিধিঃ—নস্যং তৎকথ্যতে ধীরৈর্নাসাগ্রাহ্যং যদৌষধম্। নাবনং নস্যকর্ম্মেতি তস্য নাম দ্বয়ং মতম্ * ॥ নস্যভেদো দ্বিধা প্রোক্তো রেচনং স্নেহনং তথা। রেচনং কর্ষণং প্রোক্তং স্নেহনং বৃংহণং মতম্॥ কফপিত্তানিলধ্বংসি পূর্ব্বমধ্যাপরাহ্ণকে। দিনস্য গৃহ্যতে নস্যং রাত্রাবপ্যুৎকটে গদে * ॥ নস্যং ত্যজেত্তোক্তনান্তে দুর্দ্দিনে চাপতর্পিতঃ। তথা নবপ্রতিশ্যায়ী গর্ভিণী গরদূষিতঃ॥ অজীর্ণী দত্তবস্তিশ্চ পীতস্নেহোদকাসবঃ। ক্রুদ্ধঃ শোকাভিভূতশ্চ তৃষার্ত্তো বৃদ্ধবালকৌ। বেগাবরোধী শ্রান্তশ্চ স্নাতুকামশ্চ বর্জ্জয়েৎ * ॥ অষ্টবর্ষস্য বালস্য নস্যকর্ম্ম সমাচরেৎ। অশীতিবর্ষাদূর্দ্ধঞ্চ নাবনং নৈব দীয়তে॥ অথ বৈরেচনং নস্যং গ্রাহ্যং তৈলে সুতীক্ষ্ণকৈঃ। তীক্ষ্ণভেষজসিদ্ধৈর্বা স্নেহৈঃ ক্বাথৈরসৈস্তথা॥ নাসিকারন্ধ্রয়োরষ্টৌ ষট্‌চত্বারশ্চ বিন্দবঃ। প্রত্যেকং রেচনং যোগ্যং মুখ্যমধ্যাল্পমাত্রয়া॥ নস্যকর্ম্মণি দাতব্যং শাণৈকং তীক্ষ্ণমৌষধম্। হিঙ্গু স্যাদ্ যবমাত্রন্তু মাষৈকং সৈন্ধবং মতম্॥ ক্ষীরঞ্চৈবাষ্টশাণং স্যাৎ পানীয়ঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্। কার্ষিকং মধুরদ্রব্যং নস্যকর্ম্মণি যোজয়েৎ॥ অবপীড়ঃ প্রধমনং দ্বৌ ভেদাবপরৌ স্মৃতৌ। শিরোবিরেচনস্যার্থে তৌ তু দেয়ৌ যথাযথম্॥ কল্কীকৃতাদৌষধাদ্যঃ পীড়িতো নিঃসৃতো রসঃ। সোঽবপীড়ঃ সমুদ্দিষ্টস্তীক্ষ্ণদ্রব্যসমুদ্ভবঃ॥ ষড়ঙ্গুলা দ্বিবক্ত্রা যা নাড়ী চূর্ণন্তয়া ধমেৎ। তীক্ষ্ণং কোলমিতং বক্ত্রবাতৈঃ প্রধমনং হিতম্॥ ঊর্দ্ধজত্রুগতে রোগে কফজে স্বরসংক্ষয়ে। অরোচকে প্রতিশ্যায়ে শিরঃশূলে চ পীনসে॥ শোফাপস্মারকুষ্ঠেষু নস্যং বৈরেচনং হিতম্। ভীরুস্ত্রীকৃশবালানাং নস্যং স্নেহেন শস্যতে॥ গলরোগে সন্নিপাতে নিদ্রায়াং বিষমজ্বরে। মনোবিকারে কৃমিষু পূজ্যতে চাবপীড়নম্॥ অত্যন্তোৎকটদোষেষু বিসংজ্ঞেষু চ দীয়তে। চূর্ণং প্রধমনং ধীরৈস্তদ্ধি তীক্ষ্ণতরং যতঃ॥ ১৮১—১৯৭ ॥

বৈরেচনং নস্যং যথা—নস্যং স্যাদ্‌গুড়শুণ্ঠীভ্যাং পিপ্পলীসৈন্ধবেন বা। জলপিষ্টেন কর্ণাক্ষিনাসামূর্দ্ধভবা গদাঃ॥ মন্যাহনুগলোদ্ভূতা নশ্যন্তি ভুজপৃষ্ঠজাঃ। মধূকসারকৃষ্ণাভ্যাং বচামরিচসৈন্ধবৈঃ॥ নস্যং কোষ্ণাম্ভসা পিষ্টং দদ্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্। অপস্মারে তথোন্মাদে সন্নিপাতেঽপতন্ত্রকে॥ সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেব চ। বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টং নস্যং তন্দ্রানিবারণম্ * ॥ রোহিতস্য চ পিত্তেন ভাবিতং মরিচং বচা। কট্‌ফলং চেতি তৎ চূর্ণং দেয়ং প্রধমনং বুধৈঃ॥ অথ বৃংহণনস্যস্য কল্পনা কথ্যতেঽধুনা। মর্শশ্চ প্রতিমর্শশ্চ দ্বৌ ভেদৌ স্নেহনে মতৌ॥ মর্শস্য তর্পণী মাত্রা মুখ্যা শাণৈঃ স্মৃতাঽষ্টভিঃ। মধ্যমা তু চতুঃশাণৈর্হীনা শাণমিতা মতা॥ একৈকস্মিংস্তু মাত্রেয়ং দেয়া নাসাপুটে বুধৈঃ। মর্শস্য দ্বিত্রিবেলং বা বীক্ষ্য দোষবলাবলম্॥ একান্তরং দ্ব্যন্তরং বা নস্যং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। ত্র্যহং পঞ্চাহমথবা

---

* নস্যকর্ম্ম নাসিকায়াং কর্ম্ম চিকিৎসা যেন তৎ নস্যকর্ম্ম॥ ১৮১॥ দিনস্য ত্রিধা বিভক্তস্য পূর্ব্বভাগাদৌ॥ ১৮৩॥ নস্যমিতিশেষঃ॥ ১৮৫॥ শ্বেতমরিচং সহিজনকাবীজম্॥ ২০১॥ একান্তরং একদিনমন্তরং নস্যশূন্যং য তদেকান্তরম্। অথবা ত্র্যহম্ ত্রীণ্যহানি যাবৎ প্রতিদিনং এবং পঞ্চাহং সপ্তাহঞ্চ। সুযন্ত্রিতঃ সাবধানঃ। যথা উদ্বিগ্নঃ ন ভবতি॥ ২০৭॥

সপ্তাহং বা সুযন্ত্রিতঃ * ॥ মর্শে শিরোবিরেকে চ ব্যাপদো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ। দোষোৎক্লেশাৎ ক্ষয়াচ্চৈব বিজ্ঞেয়াস্তা যথাক্রমম্ ॥ দোষোৎক্লেশনিমিত্তাসু যুঞ্জ্যাদ্বমনশোধনম্। অথ ক্ষয়-নিমিত্তাসু যথাস্বং বৃংহণং হিতম্ * ॥ শিরোনাসাক্ষিরোগেষু সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদকে। দন্তরোগে বলে হীনে মন্যাবাহ্বংসজে গদে ॥ মুখশোষে কর্ণনাদে বাতপিত্তগদে তথা। অকালপলিতে চৈব কেশশ্মশ্রুপ্রপাতনে। পূজ্যতে বৃংহণং নস্যং স্নেহৈর্বা মধুরদ্রবৈঃ ॥ ১৯৮—২১১ ॥

বৃংহণং নস্যং যথা—সশর্করং পয়ঃ পিষ্টং ভৃষ্টমাজ্যেন কুঙ্কুমম্। নস্যপ্রয়োগতো হন্যাদ্বাতরক্তভবা রুজঃ ॥ ভ্রূশঙ্খাক্ষিশিরঃকর্ণ-সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদকান্। নস্যং স্যাদণুতৈলেন তথা নারায়ণেন বা * ॥ মাষাদিনা বা সর্পির্ভিস্তত্তদ্ভেষজসাধিতৈঃ। তৈলং কক্ষ স্যাদ্বাতে চ কেবলে পবনে তথা ॥ দদ্যান্নস্যং সদা পিত্তে সর্পির্মজ্জানমেব চ ॥ মাষাত্মগুপ্তরাস্নাভি-র্বলারুবুকরোহিষৈঃ। কৃতোঽশ্বগন্ধয়া ক্বাথো হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতঃ ॥ কোষ্ণো নস্যপ্রয়োগেণ পক্ষাঘাতং সকম্পনম্। জয়েদর্দ্দিতবাতঞ্চ মন্যাস্তম্ভাববাহুকৌ ॥ প্রতিমর্শস্য মাত্রা তু দ্বিত্রি-বিন্দুমিতা মতা। প্রত্যেকশো নাসিকয়া স্নেহনেতি বিনিশ্চিতম্ ॥ স্নেহে প্রস্থিদ্বয়ং যাবন্নিমগ্না চোদ্ধৃতা ততঃ। তর্জ্জনী যং স্রবেদ্বিন্দুং সা মাত্রা বিন্দুসংজ্ঞিতা ॥ এবংবিধৈর্বিন্দু-সংজ্ঞৈরষ্টাভিঃ শাণ উচ্যতে। স দেয়ো মর্শনস্যেষু প্রতিমর্শো দ্বিবিন্দুকঃ ॥ সময়াঃ প্রতিমর্শস্য বুধৈঃ প্রোক্তাশ্চতুর্দ্দশ। প্রভাতে দন্তকাষ্ঠান্তে গৃহান্নির্গমনে তথা ॥ ব্যায়ামাধ্ব-ব্যবায়ান্তে বিণ্মূত্রান্তেঽঞ্জনে কৃতে। কবলান্তে ভোজনান্তে দিবাস্বপ্নোত্থিতে তথা ॥ বমনান্তে তথা সায়ং প্রতিমর্শঃ প্রযুজ্যতে। ঈষদুচ্ছিঙ্কনাৎ স্নেহো যথাবক্ত্রং প্রপদ্যতে। নস্যে নিষিক্তং তং বিদ্যাৎ প্রতিমর্শপ্রমাণতঃ * ॥ উচ্ছিষ্টং ন পিবেচ্চৈতন্নিষ্ঠীবেন্মুখমাগতম্। ক্ষীণে তৃষ্ণাস্যশোষার্ত্তে বালে বৃদ্ধে চ পূজ্যতে * ॥ প্রতিমর্শান্ন জায়ন্তে রোগাশ্চৈবোর্দ্ধজত্রুজাঃ। বলীপলিতনাশশ্চ বলমিন্দ্রিয়জং ভবেৎ ॥ বিভীতং নিম্বগম্ভারী শিবা শেলুশ্চ কাকিনী। একৈকতৈলনস্যেন পলিতং নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ অথ নস্যবিধিং বক্ষ্যে নস্যগ্রহণহেতবে। দেশে বাতরজোমুক্তে কৃতদন্তনিঘর্ষণম্। বিশুদ্ধং ধূমপানেন স্বিন্নভালগলং তথা। উত্তানশায়িনং কিঞ্চিৎ প্রলম্বশিরসং নরম্ ॥ আস্তীর্ণহস্তপাদঞ্চ বস্ত্রাচ্ছাদিতলোচনম্। সমুন্নামিতনাসাগ্রং বৈদ্যো নস্যেন যোজয়েৎ ॥ কোষ্ণেনাচ্ছিন্নধারেণ হেমতারাদিশুক্তিভিঃ শুক্ত্যা বা যন্ত্রযুক্ত্যা বা প্লোতৈর্বা নস্যমাচরেৎ * ॥ নস্যেঽবাসিচ্যমানেষু শিরো নৈব প্রকম্পয়েৎ। ন কুপ্যেন্ন প্রভাষেত নোচ্ছিঙ্কেন্ন হসেত্তথা ॥ এতৈর্হি বিহিতঃ স্নেহো নৈবান্তঃ সম্প্রপদ্যতে। ততঃ কাস প্রতিশ্যায়-শিরোঽক্ষিগদসম্ভবঃ ॥ শৃঙ্গাটকমভিব্যাপ্য স্থাপয়েন্ন গিলেদ্ দ্রবম্। পঞ্চসপ্তদশৈব স্যুর্মাত্রাঃ স্নেহস্য ধারণে ॥ উপবিশ্যাথ নিষ্ঠীবেন্নাসাবক্ত্রাগতং দ্রবম্। বামদক্ষিণপার্শ্বাভ্যাং

বমনরূপং শোধনম্ ॥ ২০৮ ॥ অণুতৈলমুক্তং সুশ্রুতেন তদ্যথা। তিলপরিপীড়নোপকরণকাষ্ঠান্যাহৃত্য যৈরনল্পকালং তিলাঃ পরিপীড়িতাস্তান্যণূনি খণ্ডশঃ কল্পয়িত্বা-উদূখলে সঙ্কুট্য কটাহে পানীয়েনাপ্লাব্য কাথয়েত্ততস্তৈলং নিঃসরতি তত্তৈলং হস্তেন জলান্নিঃসার্য্য বাতঘ্নৌষধকল্কেন পচেৎ। তদণুতৈলমিতি। তদ্বাতরোগহরম্ ॥ ২১৩ ॥ প্রমাণতঃ মাত্রাযুক্তম্ ॥ ২২৩ ॥ উচ্ছিষ্টম্ নস্যাবশিষ্টম্ ॥ ২২৪ ॥ প্লোতৈঃ বস্ত্রখণ্ডপলাশিকৈর্ম্মূলৈরপি ॥ ২৩০ ॥

নিষ্ঠীবেৎ সম্মুখং ন হি ॥ নীতে নস্যে মনস্তাপং রজঃ ক্রোধঞ্চ সন্ত্যজেৎ। শয়ীত নিদ্রাং ত্যক্ত্বা চ প্রোত্তানো বাক্‌শতং নরঃ ॥ তথা শিরোবিরেকান্তে ধূমো বা কবলো হিতঃ ॥ নস্যে ত্রীণ্যুপদিষ্টানি লক্ষণানি প্রয়োগতঃ। শুদ্ধিহানাতিযোগাহ বিজ্ঞেয়াঃ শাস্ত্রচিন্তকৈঃ ॥ লাঘবং মস্তকংশুদ্ধিঃ স্রোতসাং ব্যাধিসংক্ষয়ঃ। চিত্তেন্দ্রিয়প্রসাদশ্চ শিরসঃ শুদ্ধলক্ষণম্ ॥ কণ্ডূঃ প্রদেহো গুরুতা স্রোতসাং কফসংস্রবঃ। মূর্দ্ধি হানাবিশুদ্ধে তু লক্ষণং পারকার্ত্তিতম্ * ॥ মস্তলুঙ্গাগমো বাতবৃদ্ধিরিন্দ্রিয়বিভ্রমঃ। শূন্যতা শিরসশ্চাপি মূর্দ্ধি গাঢ়ং বিরেচিতে * ॥ হীনাতিশুদ্ধে শিরসি কফবাতঘ্নমাচরেৎ। তত্র হীনেন নস্যেন শুদ্ধে বাতঘ্নমাচরেৎ ॥ সম্যগ্‌-বিশুদ্ধে শিরসি সর্পির্নস্যেন দাপয়েত ॥ কফপ্রসেকঃ শিরসো গুরুতেন্দ্রিয়বিভ্রমঃ। লক্ষণং ত্বতিস্নিগ্ধে তত্র রুক্ষং প্রদাপয়েৎ ॥ ভোজয়েচ্চানভিষ্যন্দি নস্যে বাতিকমাদিশেৎ * ॥ ২১২—২৪২ ॥ ইতি পঞ্চকর্ম্মাণি।

অথ ধূমপানবিধিঃ—ধূমস্তু ষড়্‌বিধঃ প্রোক্তঃ শমনো বৃংহণস্তথা। রেচনঃ কাসহা চৈব বামনো ব্রণধূপনঃ ॥ শমনস্য তু পর্য্যায়ৌ মধ্যঃ প্রায়োগিকস্তথা। বৃংহণস্য চ পর্য্যায়ৌ স্নেহনো মৃদুরেব চ ॥ রেচনস্যাপি পর্য্যায়ৌ শোধনতীক্ষ্ণ এব চ ॥ অধূমার্হাশ্চ খল্বেতে শ্রান্তো ভীতশ্চ দুঃখিতঃ। দত্তবাস্তিবিরিক্তশ্চ রাত্রৌ জাগরিতস্তথা ॥ পিপাসিতশ্চ দাহার্ত্ত-স্তালুশোষী তথোদরী। শিরোঽভিতাপী তিমিরী চ্ছর্দ্যাধ্মানপ্রপীড়িতঃ ॥ ক্ষতোরস্কঃ প্রমেহার্ত্তঃ পাণ্ডুরোগী চ গর্ভিণী। রুক্ষঃ ক্ষীণোঽভ্যবহৃতক্ষারক্ষৌদ্রঘৃতাসবঃ ॥ ভুক্তান্নদধি-মৎস্যশ্চ বালো বৃদ্ধঃ কৃশস্তথা। অকালে চাতিপাতশ্চ ধূমঃ কুর্য্যাদুপদ্রবান্ ॥ তত্রেষ্টং সর্পিষঃ পানং নাবনাঞ্জনতর্পণম্। সর্পিরিক্ষুরসং দ্রাক্ষাং পয়ো বা শর্করাম্বু বা ॥ মধুরাম্লৌ রসৌ বাপি বমনায় প্রদাপয়েৎ ॥ ধূমস্তু দ্বাদশাদ্ বর্ষাদ্ গৃহ্যতেঽশীতকান্ ন চ ॥ কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়া মন্যাহনুশিরোরুজঃ। বাতশ্লেষ্মবিকারাংশ্চ হন্যাদ্ধূমঃ সুযোজিতঃ ॥ ধূমোপযোগাৎ পুরুষঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়বাঙ্মনঃ। দৃঢ়কেশদ্বিজশ্মশ্রুঃ সুগন্ধিবদনো ভবেৎ ॥ ধূমনাড়ী ভবেত্তত্র ত্রিখণ্ডা চ ত্রিপর্ব্বিকা। কনিষ্ঠিকা-পরীণাহা রাজমাষাগমান্তরা * ॥ ধূমনাড়ী ভবেদ্দীর্ঘা শমনে রোগিণোঽঙ্গুলৈঃ। চত্বারিংশন্মিতৈস্তদ্বদ্ দ্বাত্রিংশদ্ভির্মৃদৌ মতা * ॥ তীক্ষ্ণে চতুর্বিংশতিভিঃ কাসঘ্নে ষোড়শোন্মিতৈঃ *। দশাঙ্গুলৈর্বামনীয়ে তথা স্যাদ্ ব্রণনাড়িকা * ॥ কলায়মণ্ডলস্থূলা কুলত্থাগমরন্ধ্রিকা। অথেষিকাং প্রলিম্পেচ্চ সুশ্লক্ষ্ণাং দ্বাদশাঙ্গুলাম্ * ॥ ধূমদ্রব্যস্য কল্কেন লেপশ্চাষ্টাঙ্গুলঃ স্মৃতঃ। কল্কং কর্ষমিতং লিপ্ত্বা চ্ছায়াশুষ্কঞ্চ কারয়েৎ ॥ ইষিকামপনীয়াথ স্নেহাক্তাং বর্ত্তিমাদরাৎ। অঙ্গারৈর্দ্দীপিতাং কৃত্বা ধৃত্বা নেত্রস্য রন্ধ্রকে ॥ বদনেন পিবেদ্ধূমং

---

* হীনাবিশুদ্ধে হীননস্যেন অবিশুদ্ধে ॥ ২৩৮॥ মস্তলুঙ্গম্ মস্তকান্তঃস্নেহঃ ॥ ইন্দ্রিয়বিভ্রমঃ ইন্দ্রিয়াণা-মযথাবিষয়গ্রহঃ। ২৩৯ ॥ বাতিকম্ বাতঘ্নমুপদিশেৎ ॥ ১৪২ ॥

* রাজমাষাগমা সমস্তা নাড়ী ॥ ১১ ॥ মৃদৌ বৃংহণে ॥ ১২ ॥ তীক্ষ্ণে রেচনে। তথা দশাঙ্গুল-মিতা ॥ ১৩ ॥ ইষিকাম্ শরকাণ্ডম্ ॥ ১৪ ॥ অহিনির্ম্মোকঃ সর্পকঞ্চুকঃ ॥ ২২ ॥

বদনেনৈব সংত্যজেৎ। নাসিকাভ্যাং ততঃ পীত্বা মুখেনৈব বমেৎ সুধীঃ ॥ শরাবসংপুটে ক্ষিপ্ত্বা কল্কমঙ্গারদীপিতম্। ছিদ্রে নেত্রং নিবেশ্যাথ ব্রণং তেনৈব ধূপয়েৎ ॥ এলাদিকল্কং শমনে স্নিগ্ধং সর্জ্জরসং মৃদৌ। রেচনে তার্ক্ষ্যকল্কঞ্চ শ্বাসঘ্নে ক্ষুদ্রকোষণম্॥ বামনে স্নায়ুচর্ম্মাদ্যং দত্ত্বাদ্ধূমস্ত পানকম্। ব্রণে নিম্ববচাদ্যঞ্চ ধূপনং সম্প্রশস্যতে ॥ অন্যেঽপি ধূমা গেহেষু কর্ত্তব্যা রোগশান্তয়ে ॥ স যথা—ময়ূরপিচ্ছং নিম্বস্য পত্রাণি বৃহতীফলম্। মরিচং হিঙ্গু মাংসী চ বীজং কার্পাসসম্ভবম্॥ ছাগরোমাহিনির্ম্মোকো বিষ্ঠা বৈড়ালিকী তথা। গজদন্তশ্চ তচ্চূর্ণং কিঞ্চিদ্ ঘৃতবিমিশ্রিতম্* ॥ গেহেষু ধূপনং দত্তং সর্ব্বান্ বালগ্রহান্ হরেৎ। পিশাচান্ রাক্ষসান্ হত্বা সর্ব্বজ্বরহরং ভবেৎ ॥ ইত্যপরাজিতো ধূমঃ ॥ মনস্তাপং রজঃ ক্রোধো ধূমপানে নিবারয়েৎ। নেত্রাণি ধাতুজান্যাহুর্নলবংশাদিজান্যপি ॥ ১—২৪ ॥

অথ গণ্ডূষকবলপ্রতিসারণবিধিঃ। তত্র গণ্ডূষঃ—স্নেহক্ষীরকষায়াদিদ্রবৈঃ সম্পূর্ণমাননম্। আপূর্য্য স্থীয়তে তাবদ্বিধির্গণ্ডূষধারণে * ॥ কফপূর্ণাস্যতা যাবচ্ছেদো দোষস্য বা ভবেৎ। নেত্রঘ্রাণস্রুতির্যাবত্তাবদ্গণ্ডূষধারণম্ ॥ গণ্ডূষান্ সুস্থিতঃ কুর্য্যাৎ স্নিগ্ধভাল-গলাদিকঃ। মনুষ্যস্ত্রাংস্তথা পঞ্চ সপ্ত বা দোষনাশনাৎ * ॥ চতুর্ব্বিধঃ স্যাদ্গণ্ডূষঃ স্নেহনঃ শমনস্তথা। শোধনো রোপণশ্চৈব কবলশ্চাপি তাদৃশঃ ॥ স্নিগ্ধোষ্ণৈঃ স্নৈহিকো বাতে স্বাদুশীতৈঃ প্রসাদনঃ। পিত্তে কট্বম্ললবণৈরুষ্ণৈঃ সংশোধনঃ কফে ॥ কষায়তিক্তমধুরৈঃ কটূষ্ণো রোপণো ব্রণে। দত্ত্বাদ্ দ্রবেষু চূর্ণঞ্চ গণ্ডূষে কোলমাত্রকম্ ॥ কর্ষপ্রমাণঃ কল্কশ্চ কবলে দীয়তে বুধৈঃ। ধার্য্যন্তে পঞ্চমাদ্বর্ষাদ্গণ্ডূষাঃ কবলাদয়ঃ ॥ ব্যাধেরপচয়স্তুষ্টির্বৈশদ্যং বক্ত্রলাঘবম্। ইন্দ্রিয়াণাং প্রসাদশ্চ গণ্ডূষে বিধৃতে ভবেৎ ॥ হরেদাস্যস্য বৈরস্যং শোষং পাকং ব্রণং তৃষাম্। দন্তচালঞ্চ গণ্ডূষো বৈশদ্যং তু করোতি হি ॥ ২৫—৩৩ ॥

কবলঃ—বাতপিত্তকফঘ্নস্য দ্রব্যস্য কবলং মুখে। অর্দ্ধং নিঃক্ষিপ্য সংচর্ব্য নিষ্ঠীবেৎ কবলে বিধিঃ ॥ কবলঃ কুরুতে কাঙ্ক্ষাং ভক্ষ্যেষু হরতে কফম্। তৃষ্ণাং শোষঞ্চ বৈরস্যং দন্তচালঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৩৪। ৩৫ ॥

প্রতিসারণম্—দন্তজিহ্বামুখানাং যচ্চূর্ণকল্কাবলেহকৈঃ। শনৈর্ঘর্ষণমঙ্গুল্যা তদুক্তং প্রতিসারণম্ ॥ বৈরস্যং মুখদৌর্গন্ধ্যং মুখশোষং তথা তৃষাম্। অরুচিং দন্তপীড়াঞ্চ নিহন্তি প্রতিসারণম্ ॥ হীনে জাড্যকফোৎক্লেশাবরসজ্ঞানমেব চ। অতিযোগান্মুখে পাকঃ শোষ, তৃষ্ণা বমিঃ ক্লমঃ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

স্বেদবিধিঃ—স্বেদশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তস্তাপোষ্মস্বেদসংজ্ঞিতঃ। উপনাহো দ্রবঃ স্বেদঃ সর্ব্বে বাতার্ত্তিহারিণঃ * ॥ স্বেদৌ তাপোষ্মজৌ প্রায়ঃ শ্লেষ্মঘ্নৌ সমুদীরিতৌ। উপনাহস্তু বাতঘ্নঃ পিত্তসঙ্গে দ্রবো হিতঃ * ॥ মহাবলে মহাব্যাধৌ শীতে স্বেদো মহান্ স্মৃতঃ। দুর্ব্বলে

গণ্ডূষকবলপ্রতিসারণানাং ভেদকানি লক্ষণান্যাহ স্নেহেত্যাদি ॥ ২৫ ॥ গলাদিক ইত্যাদিশব্দেন গণ্ডকপোলৌ গৃহ্যেতে সুশ্রুতোক্তত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ তাপস্বেদ উষ্মস্বেদশ্চ তাভ্যাং সংজ্ঞিতঃ। উপনাহঃ স্বেদঃ ॥ ৩৯ ॥ দ্রবো হি দ্রবস্বেদঃ ॥ ৪০ ॥

দুর্বলঃ স্বেদো মধ্যমে মধ্যমো মতঃ ॥ বলাসে রুক্ষণঃ স্বেদো রুক্ষস্নিগ্ধঃ কফানিলে। কফমেদোবৃতে বাতে কোষ্ণং গেহং রবেঃ করান্ *॥ নিযুদ্ধং মার্গগমনং গুরুপ্রাবরণং ধ্রুবম্। চিন্তাব্যায়ামভারাংশ্চ সেবেতাময়মুক্তয়ে॥ যেষাং নস্যং প্রদাতব্যং বস্তিশ্চাপি হি দেহিনাম্। শোধনীয়াশ্চ যে কেচিৎ পূর্ব্বং স্বেদ্যাশ্চ তে মতাঃ ॥ স্বেদ্যা ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপীহ ভগন্দর্য্যর্শসস্তথা। অশ্মর্য্যা চাতুরো জন্তুঃ শময়েচ্ছস্ত্রকর্ম্মণঃ * ॥ পশ্চাৎ স্বেদ্যা হৃতে শল্যে মূঢ়গর্ভগদে তথা। কালে প্রজাতাঽকালে বা পশ্চাৎ স্বেদ্যা নিতম্বিনী ॥ সর্ব্বান্ স্বেদান্ নিবাতে চ জীর্ণেঽন্নে বা বিচারয়েৎ। স্বেদাদ্ধাতুস্থিতা দোষাঃ স্নেহক্লিন্নস্য দেহিনঃ ॥ দ্রবত্বং প্রাপ্য কোষ্ঠান্তর্গত্বা যান্তি বিরেকতাম্। স্নেহাভ্যক্তশরীরস্য শীতৈরাচ্ছাদ্য চক্ষুষী ॥ স্বেদ্যমানশরীরস্য হৃদয়ং শীতলৈঃ স্পৃশেৎ। অজীর্ণী দুর্ব্বলী মেহী ক্ষতক্ষীণঃ পিপাসিতঃ *॥ অতীসারী রক্তপিত্তী পাণ্ডুরোগী তথোদরী। মেদস্বী গর্ভিণী চৈব ন হি স্বেদ্যা বিজানতা ॥ স্বেদাদেষাং যাতি দেহো বিনাশং, নো সাধ্যত্বং যান্তি তেষাং বিকারাঃ। এতান্যপি মৃদুস্বেদৈঃ স্বেদসাধ্যানুপাচরেৎ। মৃদুস্বেদং প্রযুঞ্জীত তথা হৃন্মুষ্কদৃষ্টিষু ॥ অতিস্বেদাৎ সন্ধিপীড়াদাহস্তৃষ্ণাক্লমো ভ্রমঃ। পিত্তাসৃক্পিড়কা কোপস্তত্র শীতৈরুপাচরেৎ ॥ ৩৯—৫২ ॥

তাপস্বেদঃ—তেষু তাপাভিধঃ স্বেদো বালুকাবস্ত্রপাণিভিঃ। প্রতপ্তৈরম্লসিক্তৈশ্চ কায়েঽলক্তকবেষ্টিতে ॥ ৫৩ ॥

উষ্মস্বেদঃ—অথবা বাতনির্নাশিদ্রব্যক্কাথরসাদিভিঃ। উষ্ণৈর্ঘটং পূরয়িত্বা পার্শ্বে চ্ছিদ্রং বিধায় চ ॥ বিমুদ্র্যাস্যং ত্রিখণ্ডাঞ্চ ধাতুজাং কাষ্ঠজামুত। ষড়ঙ্গুলাস্যাং গোপুচ্ছাং নাড়ীং যুঞ্জ্যাদ্দ্বিহস্তকাম্ *। সুখোপবিষ্টং স্বভ্যক্তং গুরুপ্রাবরণাবৃতম্। হস্তিশুণ্ডিকয়া নাড্যা স্বেদয়েদ্বাতরোগিণম্ * ॥ পুরুষায়মমাত্রাং বা ভূমিং সংমার্জ্জ্য খাদিরৈঃ। কাষ্ঠৈর্দগ্ধ্বা তথাভ্যুক্ষ্য ক্ষীরধান্যাম্লবারিভিঃ ॥ বাতঘ্নপত্রৈরাচ্ছাদ্য শয়ানং স্বেদয়েন্নরম্ ॥ এবং মাষাদিভিঃ স্বিন্নৈঃ শয়ানং স্বেদমাচরেৎ ॥ ৫৪—৫৮ ॥

উপনাহস্বেদঃ—তথোপনাহস্বেদঞ্চ কুর্য্যাদ্বাতহরৌষধৈঃ। প্রদিহ্য দেহং বাতার্ত্তং ক্ষীরমাংসরসাদিভিঃ * ॥ অম্লপিষ্টৈঃ সলবণৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্নেহসংযুতৈঃ। উত গ্রাম্যানূপ-মাংসৈর্জীবনীয়গণেন চ * ॥ দধিসৌবীরকক্ষীরৈর্বীরতর্বাদিনা তথা। কুলত্থমাষগোধূমৈ-রতসীতিলসর্ষপৈঃ ॥ শতপুষ্পাদেবদারু-শেফালীস্থূলজীরকৈঃ। এরণ্ডমূলজীরৈশ্চ রাস্নামূলক-শিগ্রুভিঃ ॥ মিসিকৃষ্ণাকুঠেরৈশ্চ লবণৈরম্লসংযুতৈঃ। প্রসারণ্যশ্বগন্ধাভ্যাং বলাভির্দ্দশমূলকৈঃ ॥

---

* রুক্ষণঃ রুক্ষয়তীতি রুক্ষণঃ নন্দ্যাদিত্বাদ্ল্যুপ্রত্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥ শস্ত্রকর্ম্মণঃ ঊর্দ্ধং পশ্চাচ্চেতি সুশ্রুতে ॥ ৪৫ । শীতলৈঃ আর্দ্রবস্ত্রাদিভিঃ ॥ ৪৯ ॥ ত্রিখণ্ডামিতি স্বেদসৌকর্য্যার্থম্। ষড়ঙ্গুলাস্যামিতি মূলে ষড়ঙ্গুলবিশালমুখীং গোপুচ্ছামিব ক্রমকৃশাম্ তেনাগ্রে গোপুচ্ছাগ্রপরিমাণেন কৃশাং নাড়ীম্ অন্তঃসরন্ধ্রাং দ্বিহস্তিকাং হস্তদ্বয়পরিমাণাম্ ॥ ৫৫ ॥ হস্তিশুণ্ডিকয়েতি হস্তিশুণ্ডেব ক্রমকৃশত্বান্নাড্যা ইয়ং সংজ্ঞা। ৫৬ ॥ অস্যায়মর্থঃ। উপনাহস্বেদঞ্চ কুর্য্যাৎ কেন প্রকারেণেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎপ্রকারমাহ। বাতহরৌষধৈঃ কথম্ভূতৈঃ অম্লপিষ্টৈঃ, অম্লেন কাঞ্জিকতক্রাদিনা পিষ্টৈঃ। সলবণৈঃ স্নেহসংযুতৈঃ, ক্ষীরমাংসরসাদিভিঃ সুখোষ্ণৈঃ। বাতার্ত্তং দেহং প্রদিহ্য প্রলিপ্য স্বেদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ । ৬০ ॥

গুড়ূচ্যা বানরীবীজৈর্যথালাভসমাহৃতৈঃ। ক্ষুণ্ণৈঃ স্বিন্নৈশ্চ বস্ত্রেণ বদ্ধৈঃ সংস্বেদয়েন্নরম্॥ মহাশাল্বণসংজ্ঞোঽয়ং যোগঃ সর্ব্বানিলার্ত্তিহৃৎ॥ অথবাম্লেন সংপিষ্টৈঃ কোষ্ণৈঃ সূক্ষ্মপটস্থিতৈঃ। ভেষজৈঃ স্বেদয়েৎ কিংবা স্বিন্নৈঃ কোষ্ণৈঃ পটস্থিতৈঃ॥ ৫৯–৬৫॥

দ্রবস্বেদঃ দ্রবস্বেদস্তু বাতঘ্নদ্রব্যক্বাথেন পূরিতে। কটাহে কোষ্ঠকে বাপি সুপবিষ্টোঽবগাহয়েৎ *॥ সৌবর্ণং রাজতং বাপি তাম্রং লৌহঞ্চ দারুজম্। কোষ্ঠকং তত্র কুর্ব্বীতোচ্ছ্রায়ে ষড়্বিংশদঙ্গুলম্॥ আয়ামে বা তদেব স্যাৎ চতুষ্কোণন্তু চিক্কণম্॥ পক্ষান্তরমাহ। নাভেঃ ষড়ঙ্গুলং যাবন্মগ্নং ক্বাথস্য ধারয়া। কোষ্ণয়া স্কন্ধয়োঃ সিক্তস্তিষ্ঠেৎ স্নিগ্ধতনুর্নরঃ *॥ মুহূর্ত্তৈকং সমারভ্য যাবৎস্যাত্তচ্চতুষ্টয়ম্। তাবত্তদবগাহেত যাবদারোগ্যনিশ্চয়ঃ॥ এবং তৈলেন দুগ্ধেন সর্পিষা স্বেদয়েন্নরম্। একান্তরো দ্ব্যন্তরো বা যুক্তঃ স্নেহোঽবগাহনে *॥ শিরামুখৈর্লোমকূপৈর্ধমনীভিশ্চ তর্পয়েৎ শরীরে বলমাধত্তে যুক্তঃ স্নেহোঽবগাহনে॥ জলসিক্তস্য বর্দ্ধন্তে যথা মূলেঽঙ্কুরাদয়ঃ। তথৈব ধাতুবৃদ্ধির্হি স্নেহসিক্তস্য জায়তে॥ নাতঃ পরতরঃ কশ্চিদুপায়ো বাতনাশনঃ। শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে। দীপ্তেঽগ্নৌ মার্দ্দবে জাতে স্বেদনাদ্বিরতির্ম্মতা॥ ৬৬—৭৩॥

মূর্দ্ধতৈলবিধিঃ—অভ্যঙ্গঃ পরিষেকশ্চ পিচুর্ব্বস্তিরিতি ক্রমাৎ। মূর্দ্ধতৈলং চতুর্দ্ধা স্যাদ্বলবত্তদ্যথোত্তরম্ *॥ ত্রয়োঽভ্যঙ্গাদয়ঃ পূর্ব্বে প্রসিদ্ধাঃ সর্ব্বতঃ স্মৃতাঃ॥ শিরোবস্তিবিধিশ্চাত্র প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতঃ॥ শিরোবস্তিশ্চর্ম্মণঃ স্যাদ্দ্বিমুখো দ্বাদশাঙ্গুলঃ। শিরঃপ্রমাণস্তং বদ্ধা মস্তকে মাষপিষ্টকৈঃ॥ সন্ধিরোধং বিধায়াশু স্নেহৈঃ কোষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ। তাবদ্ধার্য্যস্তু যাবৎ স্যান্নাসাকর্ণমুখস্রুতিঃ॥ বেদনোপশমো বাপি মাত্রাণাং বা সহস্রকম্। স্বজানুনঃ করাবর্ত্তং কুর্য্যাচ্ছোটিকয়া যুতম্॥ এষা মাত্রা ভবেদেকা সর্ব্বত্রৈবৈষ নিশ্চয়ঃ। বিনাভোজনমেবাত্র শিরোবস্তিঃ প্রশস্যতে॥ প্রযোজ্যস্তু শিরোবস্তিঃ পঞ্চ সপ্ত দিনানি বা। বিমোচ্য শিরসো বস্তিং গৃহ্ণীয়াচ্চ সমন্ততঃ॥ ঊর্দ্ধকায়ং ততঃ কোষ্ণে নীরে স্নানং সমাচরেৎ॥ অনেন দুর্জ্জয়া রোগা বাতজা যান্তি সংক্ষয়ম্। শিরঃকম্পাদয়স্তেন সর্ব্বকালেষু যুজ্যতে *॥৭৪—৮১॥

কর্ণপূরণবিধিঃ—স্বেদয়েৎ কর্ণদেশন্তু কিঞ্চিত্তু পার্শ্বশায়িনঃ। মূত্রৈঃ স্নেহৈঃ রসৈরুষ্ণৈঃ শ্রোত্ররন্ধ্রং প্রপূরয়েৎ॥ কর্ণঞ্চ পূরিতং রক্ষেচ্ছতং পঞ্চশতানি বা। সহস্রং বাপি মাত্রাণাং শ্রোত্রকণ্ঠশিরোগদে॥ মূত্রাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভোজনাৎপ্রাক্ প্রশস্যতে। তৈলাদ্যৈঃ পূরণং কর্ণে ভাস্করেঽস্তমুপাগতে॥ তদ্যথা—কর্ণশূলাকুলে কোষ্ণং বস্তমূত্রং

---

* অয়মর্থঃ। প্রথমতো বাতঘ্নদ্রব্যক্বাথেন কণ্ঠপূরিতে কোষ্ঠকে কটাহে বা সুপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ। ৬৬॥ অথবা নাভেঃ ষড়ঙ্গুলমূর্দ্ধং যাবৎ ক্বাথে মগ্ন উপবিষ্টঃ। পশ্চাৎ ক্বাথস্য ধারয়া স্কন্ধয়োঃ সিচ্যমানস্তিষ্ঠেৎ যাবৎ কোষ্ঠকং পাত্রপূর্ণং ভবতীত্যর্থঃ। ক্বাথপক্ষে প্রথমতঃ স্নেহাভ্যক্ততনুরুপবিশেৎ ৬৮॥ এতাবতা ক্বাথো দুগ্ধঞ্চ নিত্যমেব যুজ্যতে। স্নেহস্তু দিনমেকং দ্বে বা দিনে গময়িত্বা যুক্তঃ অগ্নিমান্দ্যাশঙ্কয়েতি ভাবঃ॥ ৭০॥ অভ্যঙ্গঃ তৈলেন শিরসো মর্দ্দনম্। পরিষেকঃ শিরসি ধারাপাতনং। পিচুঃ তৈলাক্তং তূলকাহা ইতি লোকে। বস্তির্বক্ষ্যমাণঃ॥ ৭৪॥ পঞ্চ সপ্ত দিনানি বেত্যুক্ত্বা সর্ব্বকালেষ্বিতি শিরঃকম্পাদিরোগাত্ত্বৃত্তৌ জ্ঞেয়ম্। ৮১॥

সসৈন্ধবম্। নিক্ষিপেত্তেন শাম্যন্তি শূলপাকাদিকা রুজঃ॥ শৃঙ্গবেরঞ্চ মধুকং সৈন্ধবং তৈলমেব চ। কদুষ্ণং কর্ণয়োর্দ্দেয়মেতৎ স্যাদ্ বেদনাপহম্॥ পীতার্কপত্রমাজ্যেন লিপ্তং বহ্নৌ প্রতাপয়েৎ। তদ্রসঃ শ্রবণে ক্ষিপ্তঃ কর্ণশূলহরঃ পরঃ॥ ৮২—৮৭॥

লেপবিধিঃ—আলেপস্য তু নামানি লেপো লেপনলিপ্তকৌ। দোষঘ্নো বিষহা বর্ণ্যঃ স চ লেপস্ত্রিধা মতঃ॥ ত্রিপ্রমাণশ্চতুর্ভাগস্ত্রিভাগার্দ্ধাঙ্গুলোন্নতঃ। আর্দ্রো ব্যাধিহরঃ স স্যাচ্ছুষ্কো দূষয়তি চ্ছবিম্ *॥ দোষঘ্নো লেপো যথা। শোথঘ্নী দারুসিদ্ধার্থ-শুণ্ঠীশোভাঞ্জনত্বচাম্। আরনালেন পিষ্টানাং প্রলেপঃ সর্ব্বশোথহা *। শিরীষং মধুযষ্টী চ তগরং রক্তচন্দনম্। এলা মাংসী নিশাযুগ্মং কুষ্ঠং বালকমেব চ॥ ইতি সংচূর্ণ্য লেপোঽয়ং পঞ্চমাংশঘৃতপ্লুতঃ। জলেন ক্রিয়তে সুজ্ঞৈর্দশাঙ্গ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥ বীসর্পঞ্চ বিষস্ফোটান্ শোথদুষ্টব্রণান্ জয়েৎ॥ বিষহা লেপো যথা। অজাদুগ্ধতিলৈর্লেপো নবনীতেন সংযুতঃ। শোথমারুষ্করং হন্তি লেপো বা কৃষ্ণমার্ত্তিকঃ *॥ অপরা বিষহা লেপাঃ। লাঙ্গল্যতিবিষালাবূ-জালিনীবীজমূলকৈঃ। লেপো ধান্যাম্বুসংপিষ্টঃ কীটবিস্ফোটনাশনঃ॥ বর্ণ্যলেপো যথা। রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠা-লোধ্রকুষ্ঠপ্রিয়ঙ্গবঃ। বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদাঃ॥ অথ লেপবিধিশ্চৈব প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতঃ। আলেপশ্চ প্রদেহশ্চ দ্বৌ ভেদৌ তস্য ভাষিতৌ॥ চর্ম্মার্দ্রং মাহিষং যদ্বৎ প্রোচ্যতে সংমিতস্তয়োঃ। শীতস্তনুর্বিশোষী চ প্রলেপঃ পিত্তহৃন্মতঃ॥ আর্দ্রো ঘনস্তথোষ্ণঃ স্যাৎ প্রদেহঃ শ্লেষ্মবাতহা। ন রাত্রৌ লেপনং কুর্য্যাচ্ছুষ্যমাণং ন ধারয়েৎ॥ শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি। তমসা পিহিতো হ্যুষ্মা লোমকূপমুখে স্থিতঃ। বিনা লেপেন নির্য্যাতি রাত্রৌ নালেপয়েদতঃ *॥ রাত্রাবপি প্রলেপাদির্ব্রণে দেয়ো বিচক্ষণৈঃ। অপাকিন্যতিগম্ভীরে রক্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবে॥ প্রলেপো যথ। মধুকং চন্দনং মূর্ব্বা নলমূলঞ্চ পর্পটম্। উশীরং বালকং পদ্মং প্রলেপঃ পিত্তশোথহৃৎ॥ প্রদেহো যথা—বীজপূরজটা হিংস্রা দেবদারু মহৌষধম্। রাস্নাহরণিঃ প্রদেহোঽয়ং বাতশোথবিনাশনঃ *॥ কৃষ্ণা-পুরাণপিণ্যাক-শিগ্রুত্বক্ সিকতা শিবা। গোমূত্রপিষ্টঃ কোষ্ণোঽয়ং প্রদেহঃ শ্লেষ্মশোথহা॥ ৮৮—১০৩॥

শোণিতস্রাবণবিধিঃ—শোণিতং স্রাবয়েজ্জন্তোরাময়ং প্রসমীক্ষ্য চ। প্রস্থং প্রস্থার্দ্ধমথবা প্রস্থার্দ্ধার্দ্ধমথাপি বা॥ শরৎকালে স্বভাবেন শোণিতং স্রাবয়েন্নরঃ। ত্বগ্দোষ-গ্রন্থিশোথাদ্যা নশ্যন্তি রুধিরোদ্ভবাঃ॥ ব্যভ্রে বর্ষাসু বিধ্যেত শীতে গ্রীষ্মে শরদ্যপি। মধ্যাহ্নে শীতকালে চ রুধিরং স্রাবয়েদ্ বুধঃ॥ অনুষ্ণশীতং মধুরং স্নিগ্ধং রক্তঞ্চ বর্ণতঃ। শোণিতং গুরু বিস্রং স্যাৎ বিদাহশ্চাস্যপিত্তবৎ॥ বিস্রতা দ্রবতা রাগশ্চলনং বিলয়স্তথা। ভূম্যাদিপঞ্চভূতানামেতে রক্তে গুণাঃ স্মৃতাঃ॥ রক্তে দুষ্টে ভবেচ্ছোথো রক্তমণ্ডলমেব চ। ব্যথা দাহশ্চ পাকশ্চ কণ্ডুশ্চ পিড়কোদ্গমঃ॥ বৃদ্ধে রক্তাঙ্গনেত্রত্বং শিরাণাং পূর্ণতা তথা।

চতুর্ভাগস্ত্রিভাগার্দ্ধাঙ্গুলোন্নতঃ এবং ত্রিপ্রমাণঃ॥ ৮৯॥ শোথঘ্নী পুনর্নবা॥ ৯০॥ নবনীতেনাত্র মাহিষেণ॥ ৯৩॥ তমসা রাত্র্যন্ধকারেণ॥ ৯৯॥ অরণিঃ অগ্নিমন্থঃ॥ ১০২॥

গাত্রাণাং গৌরবং নিদ্রা মোহো দাহশ্চ জায়তে॥ ক্ষীণেঽস্রে মধুরাকাংক্ষা মূর্চ্ছা চ ত্বচি রুক্ষতা। শৌথিল্যং চ শিরাণাং স্যাদ্বাতাদুন্মার্গগামিতা *॥ অরুণং ফেনিলং রুক্ষং পরুষং তনু শীঘ্রগম্। আস্কন্দি সূচীনিস্তোদি রক্তং স্যাদ্বাতদূষিতম্॥ পিত্তেন পীতং হরিতং নীলং শ্যাবং চ বিস্রকম্। অস্বাদূষ্ণং মক্ষিকাণাং পিপীলানামনিষ্টকম্॥ শীতলং বহলং স্নিগ্ধং গৈরিকোদকসন্নিভম্। মাংসপেশীপ্রভং স্কন্দি মন্দগং কফদূষিতম্॥ দ্বিদোষদুষ্টং সংসৃষ্টং ত্রিদুষ্টং পূতিগন্ধকম্। সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং কাঞ্জিকাভং চ জায়তে॥ বিষদুষ্টং ভবেৎ শ্যাবং নাসিকোন্মার্গগং তথা। বিস্রং কাঞ্জিকসংকাশং সর্ব্বকুষ্ঠকরং তথা॥ ইন্দ্রগোপপ্রভং জ্ঞেয়ং প্রকৃতিস্থমসংহতম্। শোথে দাহেঽঙ্গপাকে চ রক্তবর্ণেঽস্রজঃ স্রুতৌ॥ বাতরক্তে তথা কুষ্ঠে সপীড়ে দুর্জ্জয়েঽনিলে। পাণ্ডুরোগে শ্লীপদে চ বিষদুষ্টে চ শোণিতে॥ গ্রন্থ্যর্ব্বুদাপচীক্ষুদ্র-রোগাধিমন্থকাভিধে। বিদারীস্তনরোগেষু গাত্রাণাং সাদগৌরবে॥ রক্তাভিষ্যন্দতন্দ্রায়াং পূতি-ঘ্রাণাস্যদাহকে। যকৃৎপ্লীহবিসর্পেষু বিদ্রধৌ পিড়কোদ্গমে॥ কর্ণৌষ্ঠঘ্রাণবক্ত্রাণাং পাকে দাহে শিরোরুজি। উপদংশে রক্তপিত্তে রক্তস্রাবঃ প্রশস্যতে॥ এষু রোগেষু শৃঙ্গৈর্বা জলৌকালাবুকৈরপি। অথবাপি শিরামোক্ষৈঃ কারয়েদ্রক্তপাতনম্॥ ন কুর্ব্বীত শিরামোক্ষং কৃশস্যাতিব্যবায়িনঃ। ক্লীবস্য ভীরোর্গর্ভিণ্যাঃ সূতায়াঃ পাণ্ডুরোগিণঃ॥ পঞ্চকর্ম্মবিশুদ্ধস্য পীতস্নেহস্য চার্শসাম্। সর্ব্বাঙ্গশোথযুক্তানামুদরিশ্বাসকাসিনাম্॥ ছর্দ্দ্যতীসারকুষ্ঠানামতিস্বিন্নতনোরপি। ঊনষোড়শ-বর্ষস্য গতসপ্ততিকস্য চ॥ আঘাতাৎ স্রুতরক্তস্য শিরামোক্ষো ন শস্যতে। এষাং চাত্যয়িকে রোগে জলৌকাভির্বিনির্হরেৎ *॥ তথাচ বিষজুষ্টানাং শিরামোক্ষো ন শস্যতে। গোশৃঙ্গেন জলৌকাভিরলাবুভিরপি ত্রিধা॥ বাতপিত্তকফৈর্দুষ্টং শোণিতং স্রাবয়েদ্বুধঃ। দ্বিদোষাভ্যান্তু দুষ্টং যৎ ত্রিদোষৈরপি দূষিতম্॥ শোণিতং স্রাবয়েদ্যুক্ত্যা শিরামোক্ষৈঃ পদৈস্তথা। গৃহ্ণাতি শোণিতং শৃঙ্গং দশাঙ্গুলমিতং বলাৎ॥ জলৌকা হস্তমাত্রং তু তুম্বী তু দ্বাদশাঙ্গুলম্। পদমঙ্গুলমাত্রস্য শিরা সর্ব্বাঙ্গশোধিনী॥ শীতে নিরন্নে মূর্চ্ছার্ত্তিনিদ্রা-ভীতিমদশ্রমৈঃ। যুক্তানাং ন স্রবেদ্রক্তং তথা বিণ্মূত্রসঙ্গিনাম্। শোণিতে চাপ্রবৃত্তে তু কুষ্ঠত্রিকটুসৈন্ধবৈঃ। মর্দ্দয়েৎ ব্রণবক্ত্রঞ্চ তেন রক্তং প্রবর্ত্ততে॥ তস্মান্ন শীতে নাত্যুষ্ণে নাস্বিন্নে (ক) নাতিতাপিতে। পীত্বা যবাগূং তৃপ্তস্য স্রাবয়েচ্ছোণিতং বুধঃ॥ অতিস্বিন্ন-স্যোষ্ণকালে তথৈবাতিশিরাব্যধাৎ। অতিপ্রবর্ত্ততে রক্তং তত্র কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াম্॥ অতিপ্রবৃত্তে রক্তে তু লোধ্রসর্জ্জরসাঞ্জনৈঃ। যবগোধূমচূর্ণৈশ্চ ধবধম্বনগৈরিকৈঃ॥ সর্পনির্ম্মোকচূর্ণৈর্ব্বা ভস্মনা ক্ষৌমবস্ত্রয়োঃ। মুখং ব্রণস্য বদ্ধা চ শীতৈশ্চোপচরেদ্ব্রণম্॥ বিধ্যেদূর্দ্ধশিরাং তাবদ্দহেৎ ক্ষারেণ বহ্নিনা॥ ব্রণং কষায়ঃ সন্ধত্তে রক্তং স্কন্দয়তে হিমম্॥ ব্রণাস্যং পাচয়েৎ ক্ষারো দাহঃ সংকোচয়েচ্ছিরাঃ। রক্তে দুষ্টেঽবশিষ্টেঽপি ব্যাধির্নৈব

* বাতাৎ রক্তক্ষৈণ্যজনিতাৎ॥ ১১১॥ আঘাতাৎ স্রুতরক্তস্য রক্তপিত্তাদিনা গতরক্তস্য॥ ১২৬॥

(ক) নাতিস্বিন্নাতিতর্পিতে ইতি পাঠান্তরম্।

প্রকুপ্যতি ॥ অতো রক্ষেৎ সাবশেষং রক্তে নাতিস্রুতির্হিতা। আন্ধ্যমাক্ষেপকং তৃষ্ণাং তিমিরং শিরসোরুজঃ ॥ পক্ষাঘাতং শ্বাসকাসৌ হিক্কাদাহৌ চ পাণ্ডুতাম্। কুরুতেঽতিস্রুতং রক্তং মরণং বা করোতি চ ॥ দেহস্যোৎপত্তিরসৃজা দেহস্তেনৈব ধার্য্যতে। রক্তং জীবস্য চাধারস্তস্মাদ্রক্ষেদসৃগ্ বুধঃ ॥ শীতোপচারৈঃ কুপিতে স্রুতরক্তস্য মারুতে। কোষ্ণেন সর্পিষা শোথং সব্যথং পরিষেচয়েৎ ॥ ক্ষীণস্যৈণশশোরভ্র-হরিণচ্ছাগমাংসজঃ। রসঃ সমুচিতঃ পানে ক্ষীরং ষষ্টিকয়া হিতম্ ॥ পীড়াশান্তির্লঘুত্বং চ ব্যাধ্যুপদ্রবসংক্ষয়ঃ। মনঃস্বাস্থ্যং ভবেচ্চিহ্নং সম্যক্ নিঃসারিতেঽসৃজি ॥ ব্যায়ামমৈথুনক্রোধ-শীতস্নানপ্রবাতকান্। একাশনং দিবানিদ্রা-ক্ষারাম্লকটুভোজনম্। শোকং বাদমজীর্ণঞ্চ ত্যজেদাবলদর্শনাৎ ॥ ১০৪—১৪৫ ॥

নেত্রপ্রসাদনকর্ম্মাণি—সেক আশ্চ্যোতনং পিণ্ডী বিড়ালস্তর্পণং তথা। পুট পাকোঽঞ্জনঞ্চৈভিঃ কল্পৈর্নেত্রমুপাচরেৎ * ॥ ১৪৬ ॥

তত্র সেকবিধিঃ—সেকস্তু সূক্ষ্মধারাভিঃ সর্ব্বস্মিন্নয়নে হিতঃ। মীলিতাক্ষস্য মর্ত্ত্যস্য প্রদেয়শ্চতুরঙ্গুলঃ ॥ স সস্নেহো ভবেদ্ বাতে পিত্তে রক্তে চ রোপণঃ। লেখনস্তু কফে কার্য্যস্তস্য মাত্রাভিধীয়তে ॥ ষড়্ভির্বাচাং শতৈঃ স্নেহে চতুর্ভিশ্চৈব রোপণে। তৈস্ত্রিভির্লেখনে কার্য্যঃ সেকো নেত্রপ্রসাদনে ॥ নিমেষোন্মেষণং পুংসামঙ্গুল্যা চ্ছোটিকাথ বা। গুর্ব্বক্ষরোচ্চারণং বা বাঙ্মাত্রেয়ং স্মৃতা বুধৈঃ ॥ সেকস্তু দিবসে কার্য্যো রাত্রৌ চাত্যন্তিকে গদে ॥ এরণ্ডস্য দলৈঃ পিষ্টৈঃ পক্কমাজং (ক) পয়ো হিতম্। সুখোষ্ণং নেত্রয়োঃ সিক্তং বাতাভিষ্যন্দনাশনম্ ॥ ১৪৭—১৫১ ॥

আশ্চ্যোতনবিধিঃ—ক্বাথক্ষৌদ্রাসবস্নেহবিন্দূনাং যত্তু পাতনম্। দ্ব্যঙ্গুলোন্মীলিতে নেত্রে প্রোক্তমাশ্চ্যোতনং হি তৎ ॥ বিন্দবোঽষ্টৌ লেখনেষু রোপণে দশবিন্দবঃ। স্নেহনে দ্বাদশ প্রোক্তাস্তে শীতে কোষ্ণরূপিণঃ ॥ উষ্ণে তু শীতরূপাঃ স্যুঃ সর্ব্বত্রৈবৈষ নিশ্চয়ঃ। বাতে তিক্তং তথা স্নিগ্ধং পিত্তে মধুরশীতলম্ ॥ কফে তিক্তোষ্ণরুক্ষঞ্চ ক্রমাদাশ্চ্যোতনং হিতম্। আশ্চ্যোতনানাং সর্ব্বেষাং মাত্রা স্যাদ্বাক্শতোন্মিতা ॥ ততঃ পরং লোচনাভ্যাং ভেষজানামযোগতঃ (খ)। আশ্চ্যোতনং ন কর্ত্তব্যং নিশায়াং কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ তদ্‌যথা—বিল্বাদিপঞ্চমূলেন বৃহত্যেরণ্ডশিগ্রুভিঃ। ক্বাথ আশ্চ্যোতনে কোষ্ণো বাতাভিষ্যন্দনাশনঃ ॥ ১৫২—১৫৭ ॥

পিণ্ডীবিধিঃ—যুক্তভেষজকল্কস্য পিণ্ডী কবলমাত্রয়া। বস্ত্রখণ্ডেন সংবদ্ধা নেত্রেঽভিষ্যন্দনাশিনী ॥ স্নিগ্ধোষ্ণা পিণ্ডিকা বাতে পিত্তে সা শীতলা মতা। রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মণি প্রোক্তা বিধিরুক্তো বুধৈরয়ম্ ॥ সা যথা—এরণ্ডপত্রমূলত্বক্‌নির্ম্মিতা বাতনাশিনী। ধাত্রীবিরচিতা পিত্তে শিগ্রুপত্রকৃতা কফে ॥ ১৫৮—১৫৯ ॥

---

* কল্পোবিধিঃ ॥ ১৪৬ ॥

(ক) এরণ্ডপত্রমূলত্বগ্‌সৃতমাজমিতি পাঠান্তরম্ ॥

(খ) ভেষজায় ন যোগত ইতি পাঠান্তরম্।

বিড়ালকবিধিঃ—বিড়ালকো বহির্লেপো নেত্রপক্ষ্মবিবর্জ্জিতঃ। তস্য মাত্রা পরিজ্ঞেয়া মুখালেপবিধানবৎ॥ যষ্টীগৈরিকসিন্ধুত্থ-দার্ব্বীতার্ক্ষ্যৈঃ সমাংশকৈঃ। জলপিষ্টৈর্বহির্লেপঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহঃ॥ ১৬০। ১৬১॥

তর্পণবিধিঃ—বাতাতপরজোহীনে বেশ্মন্যুত্তানশায়িনঃ। অভিতো মাষচূর্ণেন ক্লিন্নেন পরিপিণ্ডিতৌ॥ সমৌ দৃঢ়াবসম্বাধৌ কর্ত্তব্যৌ নেত্রকোষয়োঃ। পূরয়েৎ ঘৃতমণ্ডেন বিলীনেন সুখোদকৈঃ॥ সর্পিষা শতধৌতেন ক্ষীরজেন ঘৃতেন বা। নিমগ্নান্যক্ষিপক্ষ্মাণি যাবৎ স্যুস্তাবদেব হি॥ পূরয়েন্মীলিতে নেত্রে তত উন্মীলয়েচ্ছনৈঃ। ভিষগভিরেষ বিখ্যাতস্তর্পণস্যোদিতো বিধিঃ॥ যদ্রুক্ষং চ পরিষ্যন্দি নেত্রং কুটিলমাবিলম্। শীর্ণপক্ষ্মশিরোৎপাত-কৃচ্ছ্রোন্মীলনসংযুতম্। তিমিরার্জ্জুনশুক্রাদ্যৈরভিষ্যন্দাধিমন্থকৈঃ। শুষ্কাক্ষিপাকশোথাভ্যাং যুতং বাতবিপর্য্যয়ৈঃ॥ তন্নেত্রং তর্পয়েৎ সম্যঙ্‌নেত্ররোগবিশারদঃ। তর্পণং ধারয়েদ্বর্ত্মরোগে বাচাং শতং বুধৈঃ॥ স্বস্থে কফে সন্ধিরোগে বাচাং পঞ্চ শতানি চ। ষট্‌শতানি কফে কৃষ্ণরোগে সপ্ত শতানি হি॥ দৃষ্টিরোগে শতান্যষ্টাবধিমন্থে সহস্রকম্। সহস্রং বাতরোগেষু ধার্য্যমেব হি তর্পণম্॥ পূর্ণে চাপাঙ্গমার্গেণ স্রাবয়িত্বাক্ষি শোধয়েৎ। স্বিন্নেন যবপিষ্টেন স্নেহবীর্য্যেরিতং ততঃ॥ যথাস্বং ধূমপানেন কফমস্য বিরেচয়েৎ। একাহং বা ত্র্যহং বাপি পঞ্চাহং তর্পণং চরেৎ॥ তর্পণে তৃপ্তিলিঙ্গানি নেত্রস্যৈতানি লক্ষয়েৎ। সুখস্বপ্নাববোধত্বং বৈশদ্যং নেত্রপাটবম্। নির্বৃতির্ব্যাধিশান্তিশ্চ ক্রিয়ালাঘবমেব চ *॥ গুর্ব্বাবিলমতিস্নিগ্ধমশ্রুকণ্ডূপদেহবৎ। ঘর্ষতোদযুতং নেত্রমতিতর্পিতমাদিশেৎ॥ আস্রাবশোফরাগাঢ্যমুপদেহসমাকুলম্। রুক্ষমস্রাবমরুণং (ক) নেত্রং স্যাদ্ধীনতর্পিতম্॥ অনয়োর্দ্দোষবাহুল্যাৎ প্রযতেত চিকিৎসিতে। রুক্ষস্নিগ্ধোপচারাভ্যামেতয়োঃ স্যাৎপ্রতিক্রিয়া *॥ দুর্দ্দিনাত্যুষ্ণশীতেষু চিন্তায়াং সংভ্রমেষু চ। অশান্তোপদ্রবে চাক্ষি তর্পণং ন প্রশস্যতে॥ ১৬২—১৭৭॥

পুটপাকবিধিঃ—দ্বে বিল্বে স্নিগ্ধমাংসস্য পরদ্রব্যপলং মতম্। দ্রবস্য কুড়বো মানং সর্ব্বমেকত্র পেষয়েৎ॥ তদেকত্র সমালোড্য পত্রৈঃ সুপরিবেষ্টিতম্। পুটপাকবিধানেন তৎ পশ্চাত্তদ্রসং বুধৈঃ॥ তর্পণোক্তেন বিধিনা যথাবদবধারয়েৎ। দৃষ্টিমধ্যে নিষেচ্যঃ স্যান্নিত্যমুত্তানশায়িনঃ॥ স্নেহনো লেখনশ্চৈব রোপণশ্চেতি স ত্রিধা। হিতঃ স্নিগ্ধোঽতিরুক্ষস্য স্নিগ্ধস্য স তু লেখনঃ। দৃষ্টের্বলার্থমিতরঃ পিত্তাসৃগ্‌ব্রণবাতনুৎ *॥ স্নেহমাংসবসামজ্জ-মেদঃস্বাদ্বৌষধৈঃ কৃতঃ। স্নেহনঃ পুটপাকঃ স্যাদ্ধার্য্যো দ্বে বাক্‌শতে তু সঃ॥ জাঙ্গলানাং যকৃন্মাংসৈর্লেখনদ্রব্যসংযুতৈঃ। কৃষ্ণলৌহরজস্তাম্র-শঙ্খবিদ্রুমসিন্ধুজৈঃ॥ সমুদ্রফেনকাসীস-স্রোতোজদধিমস্তুভিঃ। লেখনো বাক্‌শতং তস্য পরং ধারণমিষ্যতে। স্তন্যজাঙ্গলমধ্বাজ্যতিক্তদ্রব্যবিপা-

* নির্বৃতিঃ সুখং, ক্রিয়ালাঘবম্ নেত্রস্য ক্রিয়ায়াং নিমেষোন্মেষাদৌ লঘুতা॥ ১৭৩॥ অনয়োঃ অতিতর্পিতহীনতর্পিতয়োঃ॥ ১৭৬॥

(ক) রুক্ষমস্রাবিতং রুগ্নমিতি পাঠান্তরম্।

চিতম্। লেখনাৎ ত্রিগুণো ধার্য্যঃ পুটপাকস্তু রোপণঃ॥ তিক্তকদ্রব্যাণ্যাহ—নিম্বামৃতাবৃষপটোলনিদিগ্ধিকাভিঃ স্যাৎ পঞ্চতিক্তক ইতি প্রথিতো গণোঽয়ম্। আচরেৎ তর্পণোক্তাং তু ক্রিয়াং ব্যাপত্তিদর্শনে *॥ তেজাংস্যনিলমাকাশমাদর্শং ভাস্বরাণি চ। নেক্ষেত তর্পিতে নেত্রে যশ্চ বা পুটপাকবান্॥ ১৭৮—১৮৭॥

অঞ্জনবিধিঃ—অথ সংপক্বদোষস্য প্রাপ্তমঞ্জনমাচরেৎ। অঞ্জনং ক্রিয়তে যেন তদ্‌দ্রব্যং চাঞ্জনং মতম্॥ তদ্‌যথা—রসো বটী তথা (ক) চূর্ণমিতি ত্রিবিধমঞ্জনম্। যথাপূর্ব্বং বলং তেষু স্নেহমাহুর্মনীষিণঃ॥ তৎ প্রত্যেকং ত্রিধা প্রোক্তং লেখনং রোপণং তথা। স্নেহনঞ্চেতি লিঙ্গানি তেষাং বিস্তরতঃ শৃণু॥ লেখনং ক্ষারতীক্ষ্ণাম্লরসৈরঞ্জনমুচ্যতে। নেত্রবর্ত্মশিরাজালশ্রোত্রশৃঙ্গাটকস্থিতম্॥ মুখনাসাক্ষিভির্দ্দোষমুৎক্লিশ্য স্রাবয়েচ্চ তৎ। কষায়ং তিক্তকং চাপি সস্নেহং রোপণং মতম্॥ স্নেহস্য শৈত্যাদ্ বর্ণ্যং স্যাদ্ দৃষ্টেশ্চ বলবর্দ্ধনম্। মধুরং স্নেহমণ্ডং তদঞ্জনং স্যাৎ প্রসাদনম্॥ দৃষ্টিদোষপ্রসাদার্থং স্নেহনার্থঞ্চ তদ্ধিতম্। হরেণুমাত্রা বর্ত্তিস্তু লেখনা স্যাৎ প্রমাণতঃ॥ সার্দ্ধৈকরেণুকমিতা রোপণী বর্ত্তিরিষ্যতে। ক্রিয়তে স্নেহনী বর্ত্তির্দ্বিহরেণুকমাত্রয়া॥ রসাঞ্জনস্য মাত্রা তু পিষ্টা বর্ত্তিমিতা মতা। চূর্ণং তু লেখনং বৈদ্যৈর্দ্বিশলাকং প্রদীয়তে। রোপণং ত্রিশলাকং স্যাচ্চতস্রঃ স্নেহনাঞ্জনে *॥ মুখয়োর্মুকুলাকারা কলায়পরিমণ্ডলা। অষ্টাঙ্গুলা শলাকা স্যাদশ্মজা ধাতুজাঽথবা *॥ তাম্রলোহাশ্মসংজাতা শলাকা লেখনে মতা। সুবর্ণরজতোদ্ভূতা স্নেহনে সমুদাহৃতা॥ অঙ্গুলী চ মৃদুত্বেন রোপণে সম্প্রযুজ্যতে। কৃষ্ণভাগাবধিং লিম্প্যাদপাঙ্গং (খ) যাবদঞ্জনম্॥ হেমন্তে শিশিরে চৈব মধ্যাহ্নেঽঞ্জনমিষ্যতে। পূর্ব্বাহ্নে বা পরাহ্নে বা গ্রীষ্মে শরদি চেষ্যতে॥ বর্ষাস্বনভ্রে নাত্যুষ্ণে বসন্তে তু সদৈব হি। অথবা সর্ব্বদা প্রাতঃ সায়ং বাঞ্জনমাচরেৎ॥ নাতিশীতোষ্ণবাতাভ্র-বেলায়াং তৎ প্রযুজ্যতে॥ শ্রান্তেঽথ রুদিতে ভীতে পীতমদ্যে নবজ্বরে। অজীর্ণে বেগঘাতে চ নাঞ্জনং সম্প্রযুজ্যতে॥ রাগোপদেহৌ তিমিরং শূলং সংরম্ভমেব চ। নিদ্রাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে নিষিদ্ধে যুক্তমঞ্জনম্॥ ১৮৮—২০৩॥

লেখনী বটী যথা—শঙ্খনাভির্বিভীতস্য মজ্জা পথ্যা মনঃশিলা। পিপ্পলী মরিচং কুষ্ঠং বচা চেতি সমাংশকম্॥ ছাগক্ষীরেণ সংপিষ্য বর্ত্তিং কুর্য্যাদ্ যবোন্মিতাম্। হরেণুমাত্রাং সংপিষ্য জলৈঃ কুর্য্যাদ্‌যথাঞ্জনম্॥ তিমিরং মাংসবৃদ্ধিঞ্চ কাচং পটলমর্ব্বুদম্। রাত্র্যন্ধং কাঞ্চিকং পুষ্পং বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া হরেৎ॥ ২০৪—২০৬॥ ইতি চন্দ্রোদয়া বর্ত্তির্লেখনী।

রোপণীবর্ত্তিঃ—অশীতিস্তিলপুষ্পাণি ষষ্টিঃ পিপ্পলিতণ্ডুলাঃ। জাতীপুষ্পাণি পঞ্চাশৎ মরিচানি তু ষোড়শ॥ সূক্ষ্মপিষ্ট্বাম্বুনা বর্ত্তিঃ কৃতা কুসুমিকাভিধা। তিমিরার্জ্জুন-

* ইতরো রোপণঃ॥ ১৮১॥ ব্যাপত্তিদর্শনে মিথ্যাকৃতপুটপাকজনিতব্যাধিদর্শনে॥ ১৮৬॥ চতস্রঃ শলাকাঃ। স্নেহনাঞ্জনে চূর্ণে॥ ১৯৬॥ কলায়পরিমণ্ডলা অগ্রে কলায়বদ্বর্ত্তুলা॥ ১৯৭॥

(ক) বটীরসস্তথেতি পঠান্তরম্। (খ) কৃষ্ণভাগাদধঃ কুর্য্যাদিতি বা পাঠঃ।

শুক্রাণাং নাশিনী মাংসবৃদ্ধিনুৎ। এতস্যা অঞ্জনে প্রোক্তা মাত্রা সার্দ্ধহরেণুকা ॥ ২০৭। ২০৮॥ ইতি কুসুমিকা রোপণী বর্ত্তিঃ ॥

স্নেহনীবর্ত্তিঃ—ধাত্র্যক্ষপথ্যাবীজানি একদ্বিত্রিগুণানি চ। পিষ্ট্বা বর্ত্তিং জলৈঃ কুর্য্যাদঞ্জনং দ্বিহরেণুকম্। নেত্রস্রাবং হরত্যাশু বাতরক্তরুজস্তথা ॥ ২০৯॥

লেখনা রসক্রিয়া—তুত্থমাক্ষিকসিন্ধূত্থাঃ সিতাশঙ্খমনঃশিলাঃ। গৈরিকং সিন্ধু-ফেনঞ্চ মরিচং চেতি চূর্ণয়েৎ॥ সংযোজ্য মধুনা কুর্য্যাদঞ্জনার্থং রসক্রিয়াম্। বর্ত্মরোগার্ম্মতিমির-কাচশুক্রহরাং পরাম্ ॥ ২১০। ২১১॥

রোপণী রসক্রিয়া—রসাঞ্জনং সর্জ্জরসো জাতীপুষ্পং মনঃশিলা। সমুদ্রফেনো লবণং গৈরিকং মরিচং তথা ॥ এতৎসমাংশং মধুনা পিষ্টং প্রক্লিন্নবর্ত্মনে। অঞ্জনং ক্লেদ-কণ্ডূঘ্নং পক্ষ্মণাঞ্চ প্ররোহণম্ ॥ ২১২। ২১৩॥

স্নেহনী রসক্রিয়া—কতকস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ। ঈষৎকর্পূরসহিতং শৃতং নেত্রপ্রসাদনম্॥ ২১৪॥

লেখনং চূর্ণং—দক্ষাণ্ডত্বচ্ছিলাকাচ-শঙ্খচন্দনসৈন্ধবৈঃ। অঞ্জনং হরতে নিত্যং সর্ব্বানক্ষিগদান্ বলাৎ * (ক) ॥ ২১৫॥

রোপণচূর্ণম্—শিলায়াং রসকং পিষ্ট্বা সম্যগাপ্লাব্য বারিণা। গৃহ্ণীয়াত্তজ্জলং সর্ব্বং ত্যজেচ্চূর্ণমধোগতম্ ॥ শুষ্কং তচ্চ জলং সর্ব্বং পর্পটীসন্নিভং ভবেৎ। বিচূর্ণ্য ভাবয়েৎ সম্যক্ ত্রিবেলং ত্রিফলারসৈঃ॥ কর্পূরস্য রজস্তত্র দশমাংশেন নিক্ষিপেৎ। অঞ্জয়েন্নয়নং তেন সর্ব্বদোষপ্রশান্তয়ে। সমস্তনেত্ররোগঘ্নং চূর্ণমেতন্ন সংশয়ঃ। ২১৬। ২১৮॥

স্নেহনং চূর্ণম্—অগ্নিতপ্তং হি সৌবীরং নিষিঞ্চেৎ ত্রিফলারসৈঃ। সপ্তবেলং তথা স্তন্যৈঃ স্ত্রীণাং সিক্তং বিচূর্ণিতম্ *॥ অঞ্জয়েত্তেন নয়নে প্রত্যহং চক্ষুষোর্হিতম্। সর্ব্বানক্ষি-বিকারাংস্তু হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ॥ ২১৯। ২২০॥

প্রত্যঞ্জনবিধিঃ—গতদোষমপেতাশ্রু প্রপশ্যৎ সম্যগন্তুপি। প্রক্ষাল্যাক্ষি যথাদোষং কার্য্যং প্রত্যঞ্জনং ততঃ॥ নবা নির্বাতদোষেঽক্ষি ধাবনং সম্প্রযোজয়েৎ। প্রত্যঞ্জনং তত্র দদ্যাচ্চূর্ণতীক্ষ্ণপ্রসাদনম্॥ তদ্‌যথা—শুদ্ধে নাগে দ্রুতে তুল্যং শুদ্ধং সূতং বিনিক্ষিপেৎ। কৃষ্ণাঞ্জনং তয়োস্তুল্যং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ *॥ দশমাংশেন কর্পূরং তস্মিংশ্চূর্ণে বিনি-ক্ষিপেৎ। এতৎপ্রত্যঞ্জনং নেত্রগদজিন্নয়নামৃতম্॥ ইতি নয়নামৃতং প্রত্যঞ্জনম্ ॥ ২২১—২২৪॥

দৃষ্টিপ্রসাদনী শলাকা—ত্রিফলাভৃঙ্গশুণ্ঠীনাং রসৈস্তদ্বচ্চ সর্পিষা। গোমূত্রমধ্বজা

দক্ষঃ কুক্কুটঃ তথাচ নির্ঘণ্টুঃ কৃকবাকুস্তথা দক্ষঃ কালজ্ঞোঽথ শিখণ্ডিকঃ। ইতি॥ ২১৫॥ সৌবীরং শ্বেতমঞ্জনম্। ২১৯। কৃষ্ণাঞ্জনং স্রোতোঽঞ্জনম্। তথাচ মদনপালঃ—স্রোতোঽঞ্জনন্তু তদ্বিদ্যাদঞ্জনাভং যদঞ্জনম্॥ ২২৩।

(ক) চূর্ণৈরেঞ্জনং প্রোক্তং পুষ্পার্ম্মাদিবিলেখনমিতি বা পাঠঃ॥

ক্ষীরৈঃ সিক্তো নাগঃ প্রতাপিতঃ। তচ্ছলাকা হরত্যেব সর্ব্বান্ নেত্রভবান্ গদান্ ॥ ২২৫ ॥ ইতি ভেষজানাং বিধানানি।

অথ ভেষজভক্ষণসময়ঃ—ভৈষজ্যমভ্যবহরেৎ প্রভাতে প্রায়শো বুধঃ। কষায়াংস্তু বিশেষেণ তত্র ভেদস্তু দর্শিতঃ ॥ জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্। কিঞ্চিৎ সূর্য্যোদয়ে জাতে তথা দিবসভোজনে। সায়ন্তনে ভোজনে চ মুহুশ্চাপি তথা নিশি ॥ ২২৬ । ২২৭ ॥

তত্র প্রথমকালঃ—প্রায়ঃ পিত্তকফোদ্রেকে বিরেকবমনার্থয়োঃ। লেখনার্থে চ ভৈষজ্যং প্রভাতেঽনন্নমাহরেৎ ॥ ২২৮ ॥

দ্বিতীয়কালঃ—ভৈষজ্যং বিগুণেঽপানে ভোজনাগ্রে প্রশস্যতে। অরুচৌ চিত্রভোজ্যৈশ্চ মিশ্রং রুচিরমাহরেৎ ॥ সমানবাতে বিগুণে মন্দেঽগ্নাবতিদীপনম্। দদ্যাদ্ভোজনমধ্যে চ ভৈষজ্যং কুশলো ভিষক্ ॥ ব্যানকোপে তু ভৈষজ্যং ভোজনান্তে সমাহরেৎ। হিক্কাক্ষেপককম্পেষু পূর্ব্বমন্তে চ ভোজনাৎ ॥ ২২৯—২৩১ ॥

তৃতীয়কালঃ—উদানে কুপিতে বাতে স্বরভঙ্গাদিকারিণি। গ্রাসগ্রাসান্তরে দেয়ং ভৈষজ্যং সান্ধ্যভোজনে ॥ প্রাণে প্রদুষ্টে সান্ধ্যস্য ভুক্তস্যান্তে প্রদীয়তে। ঔষধং প্রায়শো ধীরৈঃ কালোঽয়ং স্যাৎ তৃতীয়কঃ ॥ ২৩২ । ২৩৩ ॥

চতুর্থকালঃ—মুহুর্মুহুশ্চ তৃট্‌ছর্দ্দিহিক্কাশ্বাসগরেষু চ। সান্নঞ্চ ভেষজং দদ্যাদিতি কালশ্চতুর্থকঃ ॥ ২৩৪ ॥

পঞ্চমকালঃ—ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু লেখনে বৃংহণে তথা। পাচনে শমনে দেয়মনন্নং ভেষজং নিশি ॥ ইতি পঞ্চমকালঃ। ২৩৫ ॥

নিরন্নস্য ভেষজস্য গুণমাহ—বীর্য্যাধিকং ভবতি ভেষজমন্নহীনম্, হন্যাত্তদাময়মসংশয়মাশু চৈব। তদ্বালবৃদ্ধযুবতীমৃদুভিশ্চ পীতম্, গ্লানিং পরাং নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ ॥ ২৩৬ ॥

সান্নস্য ভেষজস্য গুণমাহ—শীঘ্রং বিপাকমুপযাতি বলং ন হিংস্যাদন্নাবৃতং ন চ মুহুর্বদনান্নিরেতি। এতদ্ধিতং স্থবিরবালকৃশাঙ্গনাভ্যঃ প্রাগ্‌ভোজনাদ্ যদশিতং কিল তচ্চ তদ্বৎ * ॥ ঔষধশেষে ভুক্তং ভোজনশেষে যদৌষধং পীতম্। ন করোতি গদোপশমং প্রকোপয়ত্যন্যরোগাংশ্চ * ॥ অনুলোমোঽনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুৎতৃষ্ণাসুমনস্কতাঃ। লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদ্গারশুদ্ধির্জীর্ণৌষধাকৃতিঃ ॥ ক্লমো দাহোঽঙ্গসদনং ভ্রমমূর্চ্ছাশিরোরুজঃ। অরতির্বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ ॥ ২৩৭—২৪০ ॥

ভেষজভক্ষণবিধিমাহ-চরকঃ—দেবান্ গুরূংস্তথা বিপ্রান্ পূজয়িত্বা প্রণম্য চ। আশিষশ্চ সমাদায় শ্রদ্ধয়া ভেষজং ভজেৎ ॥ রসায়নমিবর্ষীণাং দেবানামমৃতং যথা। সুধে-

* তদ্বৎ অন্নাবৃতবৎ ভেষজমিতি শেষঃ ॥ ২৩৭ ॥ পীতমিত্যুপলক্ষণং লীঢ়াদিকং চ ॥ ২৩৮ ॥

বোত্তমনাগানাং ভৈষজ্যমিদমস্তু তে ॥ ব্রহ্মদক্ষাশ্বিরুদ্রেন্দ্র-ভূচন্দ্রার্কানিলানলাঃ। দেবাশ্চ সৌষধিগ্রামা ভূমিদেবাশ্চ পান্তু বঃ ॥ ঔষধং হেমরজতমৃদ্ভাজনপরিস্থিতম্। পিবেদাপুজনস্যাগ্রে প্রসন্নবদনেক্ষণঃ ॥ প্রগান্তস্তূপবিশ্যাথ পীত্বা পাত্রমধোমুখম্। নিক্ষিপ্যাচম্য সলিলং তাম্বূলাদ্যুপযোজয়েৎ ॥ ২৪১—২৪৫ ॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমন্ মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে পঞ্চমং প্রকরণং চিকিৎসায়াং সপ্তাঙ্গানি সংপূর্ণানি।

অথ চিকিৎসার্থং রোগিণঃ পরীক্ষা, তত্র বাগ্‌ভটঃ—দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈস্তং পরীক্ষেত রোগিণম্। আয়ুরাদি দৃশা স্পর্শাচ্ছীতাদি প্রশ্নতঃ পরম * ॥ মিথ্যাদৃষ্টা বিকারা হি দুরাখ্যাতাস্তথৈব চ। তথা দুস্পরিপৃষ্টাশ্চ মোহয়েয়ুশ্চিকিৎসকান্ ॥ ১। ২ ॥

নেত্রপরীক্ষা—নেত্রং স্যাৎ পবনাদ্রুক্ষং ধূম্রবর্ণং তথারুণম্। কোটরান্তঃ প্রবিষ্টঞ্চ তথা স্তব্ধবিলোকনম্ * ॥ হরিদ্রাখণ্ডবর্ণং বা রক্তং বা হরিতং তথা। দীপদ্বেষি সদাহঞ্চ নেত্রং স্যাৎ পিত্তকোপতঃ ॥ চক্ষুর্বলাসবাহুল্যাৎ স্নিগ্ধং স্যাৎ সলিলপ্লুতম্। তথা ধবলবর্ণঞ্চ জ্যোতির্হীনং বলান্বিতম্ ॥ নেত্রং দ্বিদোষবাহুল্যাৎ স্যাদ্দোষদ্বয়লক্ষণম্। ত্রিদোষলিঙ্গসজ্ঞেন তন্মারয়তি রোগিণম্ ॥ ত্রিদোষদূষিতং নেত্রমন্তর্মগ্নং ভৃশং ভবেৎ। ত্রিলিঙ্গং সলিলস্রাবি প্রান্তেনোন্মীলয়ত্যপি ॥ ৩—৭ ॥

জিহ্বাপরীক্ষা—শাকপত্রপ্রভা রুক্ষা স্ফুটনা রসনাঽনিলাৎ। রক্তা শ্যাবা ভবেৎ পিত্তাল্লিপ্তার্দ্রা ধবলা কফাৎ ॥ পরিদগ্ধা খরস্পর্শা কৃষ্ণা দোষত্রয়েঽধিকে। সৈব দোষদ্বয়াধিক্যে দোষদ্বিতয়লক্ষণম্ ॥ ৮। ৯ ॥

মূত্রপরীক্ষা—বাতেন পাণ্ডুরং মূত্রং রক্তং নীলঞ্চ পিত্ততঃ। রক্তমেব ভবেদ্রক্তাৎ ধবলং ফেনিলং কফাৎ ॥ ১০ ॥

নাড়ীপরীক্ষা—পুংসো দক্ষিণহস্তস্য স্ত্রিয়ো বামকরস্য তু। অঙ্গুষ্ঠমূলগাং নাড়ীং পরীক্ষেত ভিষগ্বরঃ * ॥ অঙ্গুলীভিস্তু তিসৃভির্নাড়ীমবাহতঃ স্পৃশেৎ। তচ্চেষ্টয়া সুখং দুঃখং জানীয়াৎ কুশলোঽখিলম্ ॥ সদ্যঃস্নাতস্য সুপ্তস্য ক্ষুত্তৃষ্ণাতপশীলিনঃ। ব্যায়ামশ্রান্তদেহস্য সম্যগ্ নাড়ী ন বুধ্যতে ॥ বাতেঽধিকে ভবেন্নাড়ী প্রব্যক্তা তর্জ্জনীতলে।

আয়ুরাদি আদিশব্দাৎসাধ্যত্বাসাধ্যত্বাদি দৃশা দর্শনেন অত্র সম্পদাদিভাশ্চেতি ভাবে ক্বিপ। স্পর্শনেন শীতাদি শীতোষ্ণমৃদুকঠিনত্বাদি নাড়ীপরীক্ষণম্ বা। প্রশ্নতঃ উদরলাঘবগৌরবতৃষাঽতৃষাবুভুক্ষাঽবুভুক্ষাবলাঽবলাদি ॥ ১ ॥ তত্র দর্শনং নেত্রজিহ্বামূত্রাদীনাং কর্ত্তব্যম্। তত্র নেত্রপরীক্ষামাহ নেত্রমিতি ॥ ৩ ॥ অথ শরীরস্য শৈত্যোষ্ণত্বাদিজ্ঞানার্থং স্পর্শনং কার্য্যম্ তত্র নাড়ীপরীক্ষামাহ পুংস ইতি ॥ ১১ ॥

পিত্তে ব্যক্তা মধ্যমায়াং তৃতীয়াঙ্গুলিগা কফে ॥ তর্জ্জনীমধ্যমামধ্যে বাতপিত্তাধিকে স্ফুটা। অনামিকায়াং তর্জ্জন্যাং ব্যক্তা বাতকফে ভবেৎ ॥ মধ্যমানামিকামধ্যে স্ফুটা পিত্তকফেঽধিকে। অঙ্গুলিত্রিতয়েঽপি স্যাৎ প্রব্যক্তা সান্নিপাততঃ ॥ বাতাদ্বক্রগতিং ধত্তে পিত্তাদুৎপ্লুত্য গামিনী। কফাম্মন্দগতির্জ্জ্ঞেয়া সন্নিপাতাদতিদ্রুতা ॥ বক্রমুৎপ্লুত্য চলতি ধমনী বাতপিত্ততঃ। বহেদ্বক্রঞ্চ মন্দঞ্চ বাতশ্লেষ্মাধিকত্বতঃ ॥ উৎপ্লুত্য মন্দং চলতি নাড়ী পিত্তকফেঽধিকে। কামাৎ ক্রোধাদ্বেগবহা ক্ষীণা চিন্তাভয়প্লুতা ॥ স্থিত্বা স্থিত্বা চলেদ্‌যা সা হন্তি স্থানচ্যুতা তথা। অতিক্ষীণা চ শীতা চ প্রাণান্ হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ জ্বরকোপেন ধমনী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ। মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ সৈবং মন্দতরা মতা ॥ চপলা ক্ষুধিতস্য স্যাৎ তৃপ্তস্য ভবতি স্থিরা। সুখিনোঽপি স্থিরা জ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা ॥১১—২২॥

যেন যেন রোগাণাং জ্ঞানং স্যাত্তদাহ—হেতুস্তদস্য সম্প্রাপ্তিঃ পূর্ব্বরূপঞ্চ লক্ষণম্। তথৈবোপশয়ঃ পঞ্চ রোগবিজ্ঞানহেতবঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র হেতোর্লক্ষণমাহ—যত্তু ন স্যাদ্বিনা যেন তস্য তদ্ধেতুরুচ্যতে। শাস্ত্রে সংব্যবহারায় তৎ পর্য্যায়ান্ প্রচক্ষ্মহে *॥ নিদানং কারণং হেতুর্নিমিত্তং চ নিবন্ধনম্। মূলমায়তনং তত্র প্রত্যয়োঽপি নিগদ্যতে ॥ ২৪ । ২৫ ॥

সম্প্রাপ্তের্লক্ষণমাহ— যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা। উৎপত্তিরাময়স্যাসৌ সম্প্রাপ্তির্জাতিরাগতিঃ * ॥ ২৬ ॥

সম্প্রাপ্তেরৌপাধিকভেদানাহ—সংখ্যাবিকল্পপ্রাধান্যবলকালবিশেষতঃ। সা ভিদ্যতে যথাত্রৈব বক্ষ্যন্তেঽষ্টৌ জ্বরা ইতি * ॥ ২৭ ॥

বিকল্পং বিবৃণোতি—দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পোঽংশাংশকল্পনা ॥ ২৮ ॥

প্রাধান্যং বিবৃণোতি—স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাভ্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্যমাদিশেৎ *॥ ২৯ ।

বলং বিবৃণোতি—হেত্বাদি কার্ৎস্ন্যাবয়বৈর্ব্বলাবলবিশেষণম্ ॥ ৩০ ॥

---

* তত্র হেতুর্ব্যাধীনাং জ্ঞানায় হেতুর্যথা বর্ষারুক্ষশ্রমহিমানশনানি মৈথুনশোকচিন্তাভয়াদয়ো বাতপ্রকোপহেতবো বাতজান্ ব্যাধীন্ বোধয়ন্তি। শরৎকটূষ্ণতীক্ষ্ণক্রোধতৃষাক্ষুধাভিঘাতাতপাদয়ঃ পিত্তপ্রকোপহেতবঃ পিত্তজান্ ব্যাধীন্ বোধয়ন্তি। বসন্তমধুরস্নিগ্ধশীতাদয়ঃ কফপ্রকোপহেতবঃ কফজান্ ব্যাধীন্ বোধয়ন্তি ॥ ২৪ ॥ যথা দুষ্টেন দোষেণ যথাকারণভেদেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা অনেকধা দোষাণাং বিসর্পতামূর্দ্ধাধস্তির্য্যগাদিগতিভেদেন তথা চ বিসর্পতা আময়স্য যা উৎপত্তিঃ অসৌ সম্প্রাপ্তিঃ। শাস্ত্রে ব্যবহারায় সম্প্রাপ্তেঃ পর্য্যায়ানাহ জাতিরাগতিরিতি। সম্প্রাপ্তির্ব্যাধীনাং জ্ঞানায় হেতুর্যথা। মিথ্যাহারবিহারকুপিতাবাতাস্ত্বামাশয়গমনরসদূষণকোষ্ঠাগ্নিবহির্নিরসনরূপং জ্বরোৎপত্তিপ্রকারং বোধয়তি। তথা ব্যাধীনাং সংখ্যাদোষাংশকল্পনাপ্রাধান্যবলকালাংশ্চ বোধয়তি। তেষু জ্ঞাতেষু চিকিৎসাবিশেষশ্চ স্যাৎ ॥ ২৬ ॥ সংখ্যাদিরূপবিশেষাস্তেভ্যঃ সা সম্প্রাপ্তির্ভিদ্যতে ভেদবতী ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তত্র সংখ্যাং বিবৃণোতি। যথা জ্বরোঽষ্টধা অতীসারঃ ষড়্‌বিধ ইত্যাদি ॥ ২৭ ॥ সমবেতানাং সমুদিতানাং দোষাণাং অংশাংশকল্পনা হীনমধ্যাধিকভেদৈর্ভাগকল্পনা বিকল্পঃ ব্যাধেঃ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রাধান্যং পারতন্ত্র্যেণাপ্রাধান্যঞ্চ বদেদিত্যর্থঃ। যথা স্বতন্ত্রস্য জ্বরস্য প্রাধান্যং জ্বরাধীনানাং শ্বাসাদীনামপ্রাধান্যম্ ॥ ২৯ ॥

কালং বিবৃণোতি— নক্তং দিনর্ত্তুভুক্তাংশৈর্ব্যাধিকালো যথামলম্ * ॥ ৩১ ॥

ঋতুষু বাতাদিকোপো যথা—বর্ষাস্থ শিশিরে বায়ুঃ পিত্তং শরদি উষ্ণকে। বসন্তে তু কফঃ কুপ্যেদেষা প্রকৃতিরার্ত্তবী ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বরূপস্য লক্ষণমাহ—পূর্ব্বরূপন্তু তদ্ যেন বিদ্যাদ্ভাবিনমাময়ম্। সামান্যং চ বিশিষ্টঞ্চ দ্বিবিধন্তদুদাহৃতম্॥ সামান্যং তত্র দোষাণাং বিশেষৈরনধিষ্ঠিতম্। বিশিষ্টমীষদ্ব্যক্তং স্যাদ্বিশেষৈশ্চ সমন্বিতম্ * ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

লক্ষণস্য লক্ষণমাহ—পূর্ব্বরূপং বিশিষ্টং যদ্ব্যক্তং তৎ লক্ষণং স্মৃতম্। সংস্থানং লিঙ্গং চিহ্নং চ ব্যঞ্জনং রূপমাকৃতিঃ * ॥ ৩৫ ॥

অথোপশয়স্য লক্ষণমাহ—ঔষধান্নবিহারাণামুপযোগং সুখাবহম্। নৃণামুপশয়ং বিদ্যাৎ সহি সাত্ম্যমিতি স্মৃতঃ * ॥ ৩৬ ॥

তত্র বাতস্যোপশয়মাহ—মধুরলবণসাম্লস্নিগ্ধনস্যোষ্ণনিদ্রা গুরুরবিকরবস্তিস্বেদসংমর্দ্দনানি। দধিঘৃত তিলতৈলাভ্যঙ্গসন্তর্পণানি (ক) প্রকুপিতপবমানং শান্তমেতানি কুর্য্যুঃ ॥ ৩৭ ॥

পিত্তস্যোপশয়মাহ—তিক্তস্বাদুকষায়শীতপবনচ্ছায়ানিশাবীজনং, জ্যোৎস্নাভূগৃহযন্ত্রবারিজলজং স্ত্রীগাত্রসংস্পর্শনম্। সর্পিঃক্ষীরবিরেকসেকরুধিরস্রাবপ্রদেহাদিকম্, পানাহারবিহারভেষজমিদং পিত্তং প্রশান্তিং নয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

কফস্যোপশয়মাহ—রুক্ষক্ষারকষায়তিক্তকটুকব্যায়ামনিষ্ঠীবনম্, ধূমাত্যুষ্ণশিরোবিরেকবমনস্বেদোপবাসাদিকম্॥ স্ত্রীসেবাধ্বনিযুদ্ধজাগরজলক্রীড়াঙ্গনাসেবনম্। পানাহার-

---

* অত্রাপি ব্যাধেরিত্যনুবর্ত্ততে। হেত্বাদেঃ হেতুপূর্ব্বরূপরূপাণাম্ কাৎস্ন্যেন সাকল্যেন অবয়বৈঃ একদেশেন ব্যাধের্ব্বলাবলয়োর্বিশেষণম্ বিশেষবোধঃ। নক্তমত্রাব্যয়ং রাত্রিবাচকম্। এতৈর্নক্তদুক্তং যস্মিন্নক্তাদিরংশো যস্য দোষস্য প্রকোপ উক্তোঽস্তি সোঽংশস্তস্য দোষজস্য ব্যাধেঃ কাল ইত্যর্থঃ। নক্তাদেরংশেষু বাতাদিপ্রকোপ উক্তো বাগ্ভটেন। "তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়াঃ। বয়োহোরাত্রিভুক্তানামন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমাদিতি" তে বাতপিত্তকফাঃ ॥ ৩১ ॥ দোষাণাং বিশেষাঃ জৃম্ভাতিশয়নেত্রদাহাগ্নিমান্দ্যাদয়ঃ। তত্র পূর্ব্বরূপং ব্যাধীনাং জ্ঞানায় হেতুর্যথা। শ্রমাদয়ো ভাবিনং জ্বরং বোধয়ন্তি। অথচ তএব শ্রমাদয়োঽতিশয়িতজৃম্ভাযুক্তা ভাবিনং বাতজ্বরং নেত্রদাহযুক্তা ভাবিনং পিত্তজ্বরং বহ্নিমান্দ্যযুক্তা ভাবিনং কফজ্বরং বোধয়ন্তি ॥ ৩৪ ॥ বিশিষ্টং পূর্ব্বরূপম্ ঈষদ্ব্যক্তং রূপং। তদেব সম্যগ্ ব্যক্তং লক্ষণং স্মৃতং। তস্য শাস্ত্রে ব্যবহারায় পর্য্যায়ানাহ সংস্থানমিত্যাদি। লক্ষণং ব্যাধের্জ্ঞানায় হেতুর্যথা। 'স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণন্তথা। যুগপদ্যত্র রোগে তু স জ্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ'। যুগপদেতল্লক্ষণং জ্বরং বোধয়তি ॥ ৩৫ ॥ উপশয়ো ব্যাধের্জ্ঞানায় হেতুর্যত উক্তং চরকেণ। গূঢ়লিঙ্গং সংকীর্ণলক্ষণং চ ব্যাধিমুপশয়ানুপশয়াভ্যাং পরীক্ষেদিতি তথাচ সুশ্রুতে "অভ্যঙ্গস্বেদনস্নেহৈর্য্যো বিকারো বাতিকস্তু যঃ। ন শাম্যেত্তত্র বিজ্ঞেয়ং রক্তমত্রাস্তি দূষিতমিতি" ॥ ৩৬ ॥

(ক) দহনজলদশেষাভ্যঙ্গসন্তর্পণানীতি বা পাঠঃ।

বিহারভেষজমিদং শ্লেষ্মাণমুগ্রং হরেৎ * ॥ সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্ * ॥ ৩৯—৪০ ॥

বায়োঃ প্রকোপস্য নিদানানি—নীবারস্ত্রিপুটঃ সতীনচণকঃ শ্যামাকমুদ্গাঢ়কী-নিষ্পাবাশ্চ মকুষ্টকশ্চ বরটা মঙ্গল্যকঃ কোদ্রবঃ। যদ্দ্রব্যং কটুকং সতিক্ততুবরং শীতঞ্চ রুক্ষং লঘু, স্বল্পাশো বিষমাশনং নিরশনং ভুক্তে হ্যজীর্ণেঽশনম্ * ॥ ভুক্তং জীর্ণতরং পরিশ্রমভরো গর্ত্তাদিকোষ্ণং ঘনম্, বাহুভ্যাস্তরণং তরোঃ প্রপতনং মার্গেঽতিযানং পদা। দণ্ডাদিপ্রহৃতিস্তথোচ্চপতনং ধাতুক্ষয়ো জাগরঃ; মার্গস্থাবরণং ব্যবায়ভৃশতা বাতাদিবেগাহতিঃ * ॥ অত্যর্থং বমনং বিরেচনমতিস্রাবোঽধিকশ্চাসৃজো, রোগান্মাংসবিহীনতাতিমদনশ্চিন্তা চ শোকো ভয়ম্। বর্ষা বৈ শিশিরো দিনস্য রজনের্ভাগৌ তৃতীয়ৌ ঘনাঃ, প্রাগ্বাতস্তুহিনং শরীরমরুতো দুষ্টেরমী হেতবঃ * ॥ ৪১—৪৩ ॥

পিত্তস্য প্রকোপকারণানি যথা—কট্বম্লোষ্ণবিদাহিতীক্ষ্ণলবণক্রোধোপবাসাতপ-স্ত্রীসম্ভোগতৃষাক্ষুধাভিহননব্যায়ামমদ্যাদিভিঃ। ভুক্তে জীর্য্যতি ভোজনে চ শরদি গ্রীষ্মে তথা প্রাণিনাং, মধ্যাহ্নে চ তথার্দ্ধরাত্রসময়ে পিত্তপ্রকোপো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

বিদাহি লক্ষণম্—বিদাহিদ্রব্যমুদ্গারমম্লং কুর্য্যাত্তথা তৃষাম্। হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ ॥ অন্যচ্চ—মাষৈস্তিলৈঃ কুলত্থৈশ্চ মৎস্যৈর্মেষামিষেণ চ। গব্যেণ দধিতক্রেণ নৃণাং পিত্তং প্রকুপ্যতি ॥ ৪৫ । ৪৬ ॥

শ্লেষ্মপ্রকোপকারণানি যথা—গুরুপটুমধুরাম্লস্নিগ্ধমাষৈস্তিলৈশ্চ দ্রবদধিদিননিদ্রাশীতসর্পিঃপ্রপূরৈঃ (ক) ॥ প্রথমদিবসভাগে রাত্রিভাগেঽপি চান্তে ভবতি হি কফকোপো ভুক্তমাত্রে বসন্তে * ॥ ৪৭ ॥

---

* জলক্রীড়া কফং কথং হরতি তদাহ—জলক্রীড়াজনিতশৈত্যেনাবরুদ্ধোষ্মা পঙ্কলিপ্তাভিতঃ পাকাগ্নিরিবোগ্রো ভূত্বা কফং শোষয়তীতি সমাধিঃ ॥ ৯৩ ॥ সর্ব্বেষাং রোগাণাং নিদানং সন্নিকৃষ্টং কারণম্। কুপিতাঃ স্বহেতুদুষ্টা মলাঃ বাতপিত্তকফা এবেত্যন্বয়ঃ। তথাচ বাগ্‌ভটঃ। "দোষা এব হি সর্ব্বেষাং রোগাণামেককারণমিতি।" নন্বাগন্তুজব্যাধিষু ব্যভিচারঃ স্যাৎ। তন্ন, তত্রাপ্যুৎপত্ত্যনন্তরং দোষপ্রকোপস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। উৎপন্নদ্রব্যেষু গুণযোগস্যেব। উক্তঞ্চ চরকে। আগন্তুর্হি ব্যথাপূর্ব্বো জায়তে, পশ্চান্নিজৈর্দোষৈরনুবধ্যত ইতি। তৎপ্রকোপস্য তু দোষপ্রকোপস্য তু নিদানম্। বিবিধাহিতসেবনং বিবিধানি নানাবিধানি যান্যহিতান্যসাত্ম্যান্যাহারবিহারাদীনি। তেষাং সেবনং ॥ ৪০ ॥ নীবারঃ প্রসাধিকাঃ নীতী ইতি লোকে। ত্রিপুটঃ খেসারী ইতি লোকে। সতীনঃ বর্ত্তুলকলায়ঃ। নিষ্পাবঃ কোলশিম্বী সদৃশফলা রাজশিম্বিস্তস্যা বীজমন্নং ভবতি। বরটী বরাটিকা কুসুম্ভবীজং বররৈ ইতি লোকে। মঙ্গল্যকঃ মসূরঃ। বিষমাশনম্ বহুস্তোকমকালে বা ভুক্তং তদ্বিষমাশনম্ ॥ ৪১ ॥ অতিযানম্ পাদাভ্যামতিচলনম্। তরোঃ প্রপতনম্ তরোরিত্যুপলক্ষণম্। জাগরঃ রাত্রৌ। বাতাদিবেগাহতিঃ আদিশব্দেন বিণ্মূত্রাশ্রুহিক্কোদ্গারছর্দ্দিশুক্রক্ষুত্তৃষোচ্ছ্বাসনিদ্রাঃ সংগৃহ্যন্তে ॥ ৪২ ॥ দিনস্য ত্রিধা বিভক্তস্য এবং রজনেশ্চ। যস্য যস্য পুনরুক্তিস্তেন তেন বাতস্যাতিদুষ্টির্বোদ্ধব্যা ॥ ৪৩ ॥

* প্রথমদিবসভাগে ত্রিধা বিভক্তস্য দিবসস্য প্রথমভাগে। এবং রাত্রেশ্চান্তভাগে। নন্ব সর্ব্বেষাং

(ক) নিশ্চেষ্টতাভিরিতি বা পাঠঃ।

দোষধাতুমলানাং বৃদ্ধক্ষীণানাং চিকিৎসামাহ সুশ্রুতঃ—অত্যন্তকুৎসিতাবেতৌ সদা স্থূলকৃশৌ নরৌ। শ্রেষ্ঠো মধ্যশরীরস্তু স্থূলঃ ক্ষীণো ন পূজিতঃ॥ কর্ষয়েদ্ বৃংহয়েচ্চাপি সদা স্থূলকৃশৌ নরৌ। রক্ষণঞ্চাপি মধ্যস্য কুর্ব্বীত কুশলো ভিষক্॥ অন্যচ্চ—ক্ষপয়েদ্ বৃংহয়েচ্চাপি দোষধাতুমলান্ ভিষক্। নরো রোগান্বিতো যাবদ্রোগেণ রহিতো ভবেৎ *॥ অস্বস্থো যেন বিধিনা স্বস্থো ভবতি মানবঃ। তমেব কারয়েদ্বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতম্॥ ৪৮—৫১॥

স্বস্থস্য লক্ষণমাহ—সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ। প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে *॥ তন্ত্রান্তরেঽপি। বিণ্মূত্রাখিলদোষধাতুসমতা কাঙ্ক্ষান্নপানে রুচির্ভুক্তং জীর্য্যতি পুষ্টয়ে পরিণতিঃ স্বপ্নাববোধৈঃ সুখম্। গৃহ্ণাতে বিষয়ান্ যথাস্বমুচিতান্ বৃত্তিং মনোবৃত্তিতঃ স্বস্থস্যাভিহিতং চতুর্দ্দশবিধং জন্তোরিদং লক্ষণম্ *॥ ৫২। ৫৩॥

দোষধাতুমলানাং বৃদ্ধের্নিদানান্যাহ — তত্তদ্বৃদ্ধিকরাহারবিহারাতিনিষেবণাৎ। দোষধাতুমলানাং হি বৃদ্ধিরুক্তা ভিষগ্বরৈঃ॥ ৫৪॥

রোগাণাং নিদানং দুষ্টা দোষাএব কিমন্যদপ্যস্তীতি সংশয়ে চরক আহ। "নিদানার্থকরো রোগো রোগস্যাপ্যুপলক্ষ্যতে ইতি" রোগস্য নিদানার্থকরঃ রোগোঽপি উপলক্ষ্যতে দৃশ্যতে। অত্র দৃষ্টান্তমাহ "তদ্‌যথা জ্বরসন্তাপাদ্রক্তপিত্তমুদীর্য্যতে। রক্তপিত্তাজ্জ্বরস্তাভ্যাং শোষশ্চাপ্যুপজায়তে॥ প্লীহাভিবৃদ্ধ্যা জঠরং জঠরাচ্ছোফ এব চ অর্শোভ্যো জাঠরং দুঃখং গুল্মশ্চাপ্যুপজায়তে॥ প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ"॥ অন্যেত্বাহুর্ম্মধুকোষে। রোগস্য রোগশ্চেন্নিদানং তথা নিদানমিত্যেবোচ্যেতে তদ্বিহায় নিদানার্থকর ইতি বচনমেতদ্বোধয়তি রোগস্য রোগে। নিদানার্থকরঃ নিদানকার্য্যকরণে সহায়ঃ। নিদানন্তু রক্তপিত্তাদীন্ কতিচিদ্রোগান্ প্রতি জ্বরাদিরেব হেতুরিতি সিদ্ধান্তঃ। অতএবাগ্রে স্পষ্টমেব চরকঃ। কশ্চিদ্ধি রোগো রোগস্য হেতুর্ভূত্বেতি প্রথমস্য রোগস্য জ্বরাদের্যো দুষ্টো দোষো হেতুঃ স এব পশ্চাদ্ভাবিনো রক্তপিত্তাদেরপি রোগস্য হেতুঃ। "সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলা ইতি নিয়মাৎ তন্ন তদা রক্তপিত্তাদেরুপদ্রবলক্ষণ এব যোগেন রোগত্ববিঘাতঃ স্যাত্ততঃ সর্ব্বেষামিতি বচনং সামান্যম্। নিদানার্থকর ইতি বিশেষবচনাৎ। রোগস্য হেতো রোগস্য বৈচিত্র্যমাহ-কশ্চিদ্ধি রোগো রোগস্য হেতুর্ভূত্বা প্রশাম্যতি। যথা জ্বরো রক্তপিত্তমুৎপাদ্য স্বয়ং প্রশাম্যতি। নন্বু যেন দোষোদ্রেকেণ জ্বরো রক্তপিত্তমুৎপাদিতবাংস্তস্মিন্ সতি স তু জ্বরঃ কথং শাম্যতি। তত্র ব্যাধিস্বভাব এব কারণমিতি ন দোষঃ 'ন প্রশাম্যতি চাপ্যন্যো হেত্বর্থং কুরুতেঽপি চ'॥ অন্যো হেত্বর্থমপি কুরুতে স্বয়ঞ্চ ন প্রশাম্যতি। যথা প্রতিশ্যায়ঃ কাসং করোতি স্বয়ঞ্চ ন প্রশাম্যতি, তথার্শো জঠরগুল্মৌ করোতি স্বয়ঞ্চ ন নিবর্ত্তত ইতি॥ ৪৭॥ ক্ষপয়েদতিপ্রবৃদ্ধান্দোষধাতুমলাংস্তত্র ক্ষৈণ্যহেতুভিরৌষধান্নবিহারৈর্হ্রাসয়িত্বা সমীকুর্য্যাৎ। বৃংহয়েৎ ক্ষীণান্ দোষাদীংস্তত্তদ্বৃদ্ধিহেতুভিরৌষধান্নবিহারৈর্ব্বর্দ্ধয়িত্বা সমীকুর্য্যাৎ॥৫০॥ সমক্রিয়ঃ শরীরানুরূপকর্ম্মা, আত্মা শরীরং॥ ৫২॥ রুচিঃ শরীরকান্তিঃ। নন্বহর্নিশর্ত্তু ভুক্তবৎসু দোষাণাং বৃদ্ধেঃ কথং সমদোষতা। উচ্যতে অহোরাত্রপ্রথমভাগাদিষু তত্তদ্দোষবৃদ্ধেঃ স্বস্থবৃত্তোক্তবিধিভিরুপশমাৎসমদোষতেতি ন দোষঃ। কিঞ্চ "যৎসমত্বং হি দোষাণাং ভিষগ্‌ভিরবধার্য্যতে। ন তৎস্বাস্থ্যং বিনা বক্তুং শক্যমন্যেন হেতুনা॥ তেন সমদোষস্বস্থয়োর্লক্ষণমন্যোন্যাপেক্ষ্যং স্বস্থঃ সমদোষঃ সমদোষঃ স্বস্থঃ। স্বস্থেভ্যো হিতং চ তৎ দোষধাতুমলানাং স্বপ্রমাণস্থিতানাং সাম্যানুবৃত্তিহেতুর্যদব্যাপচ্চ (ক) স্বস্থানুবৃত্তিঙ্করোতি। ঋতুচর্য্যাধ্যায়ে সেব্যত্বেনোক্তম্ তথা মাত্রাশিতীয়েঽধ্যায়ে রক্তশালিষষ্টিকযবগোধূমজাঙ্গলমাংসজীবন্তীশাকাদি মোদকক্ষীরাদি। তথা যদোজস্করং রসায়নং বাজীকরণং সর্ব্বদা শীলনীয়ত্বেন নির্দ্দিষ্টম্॥ ৫৪॥

(ক) যদব্যাপাদ্যং যচ্চেতি পাঠান্তরং।

অতিবৃদ্ধানাং তেষাং লক্ষণান্যাহ—বাতে বৃদ্ধে ভবেৎ কার্শ্যং পারুষ্যং চোষ্ণকামিতা। গাঢ়ং মলং বলঞ্চাল্পং গাত্রস্ফূর্ত্তির্বিনিদ্রতা॥ বিণ্‌মূত্রনেত্রগাত্রাণাং পীতত্বং ক্ষীণমিন্দ্রিয়ম্। শীতেচ্ছাতাপমূর্চ্ছাঃ স্যুঃ পিত্তে বৃদ্ধেঽল্পমূত্রতা॥ বিড়াদিশৌক্ল্যং শীতত্বং গৌরবঞ্চাতিনিদ্রতা। সন্ধিশৈথিল্যমুৎক্লেদো মুখসেকঃ কফেঽধিকে॥ রসে বৃদ্ধেঽন্নবিদ্বেষো জায়তে গাত্রগৌরবম্। লালাপ্রসেকশ্ছর্দ্দিশ্চ মূর্চ্ছা সাদো ভ্রমঃ কফঃ॥ প্রবৃদ্ধং রুধিরং কুর্য্যাদ্‌গাত্রমারক্তবর্ণকম্। লোচনঞ্চ তথা রক্তং শিরাঃ পূরয়তেঽপি চ॥ অন্যচ্চ—রক্তন্তু কুরুতে বৃদ্ধং বিসর্পপ্লীহবিদ্রধীন্। কুষ্ঠং বাতাস্রকং গুল্মং শিরাপূর্ণত্বকামলে॥ গাত্রাণাং গৌরবং নিদ্রামদো দাহশ্চ জায়তে। ব্যঙ্গাগ্নিসাদসংমোহ-রক্তত্বঙ্‌নেত্রমূত্রতাঃ॥ গুদমেঢ্রাস্য-পাকার্শঃপিড়কামশকাস্তথা। ইন্দ্রলুপ্তাঙ্গমর্দ্দাস্থগ্‌দরাস্তাপং করাঙ্‌ঘ্রিষু॥ শময়েদ্রক্তবৃদ্ধ্যুত্থান্ রক্তস্রুতিবিরেচনৈঃ। মাংসং বৃদ্ধন্তু গণ্ডৌষ্ঠস্ফিগুপস্থোরুবাহুষু॥ জঙ্ঘয়োঃ কুরুতে বৃদ্ধিং তথা গাত্রস্য গৌরবম্॥ উদরে পার্শ্বয়োর্ব্বৃদ্ধিং কাসশ্বাসাদয়স্তথা। দৌর্গন্ধ্যং স্নিগ্ধতা গাত্রে মেদোবৃদ্ধৌ ভবেদিতি॥ অন্যচ্চ—প্রবৃদ্ধং কুরুতে মেদঃ শ্রমমল্পেঽপি চেষ্টিতে। তৃট্‌স্বেদ-গলগণ্ডৌষ্ঠরোগমেহাদিজন্ম চ॥ শ্বাসং স্ফিগ্‌জঠরগ্রীবাস্তনানাং লম্বনং তথা। বৃদ্ধান্যস্থীনি কুর্ব্বন্তি অস্থীন্যন্যানি চাস্থিষু॥ আচরন্তি তথা দন্তান্ বিকটান্মহতস্তথা। মজ্জা বৃদ্ধঃ সমস্তাঙ্গনেত্রগৌরবমাচরেৎ॥ শুক্রাশ্মরী শুক্রবৃদ্ধৌ শুক্রস্যাতিপ্রবর্ত্তনম্। মলপ্রবৃদ্ধা-বাটোপো জায়তে জঠরে ব্যথা॥ মূত্রে বৃদ্ধে মুহুর্মূত্রমাধ্মানং বস্তিবেদনা। স্বেদে বৃদ্ধে তু দৌর্গন্ধ্যং ত্বচি কণ্ডুশ্চ জায়তে॥ আর্ত্তবাতিপ্রবৃত্তিঃ স্যাদ্দৌর্গন্ধ্যঞ্চার্ত্তবে ভবেৎ। অঙ্গমর্দ্দশ্চ জায়েত লিঙ্গং স্যাদার্ত্তবেঽধিকে॥ স্তনয়োরতিপীনত্বং ক্ষীরস্রাবো মুহুর্মুহুঃ। তোদশ্চ তত্র ভবতি স্তন্যাধিক্যস্য লক্ষণম্॥ উদরাদিপ্রবৃদ্ধিস্তু বৃদ্ধে গর্ভেঽভিজায়তে। স্বেদশ্চ গর্ভবত্যাঃ স্যাৎ প্রসবে ব্যসনং মহৎ॥ ৫৫—৭২॥

অতিবৃদ্ধানাং দোষাণাং ধাতূনাঞ্চ মলানাং হ্রাসনমাহ—তত্তদ্ধ্রাসকরা-হারবিহারপরিষেবণাৎ। দোষধাতুমলানাং হি হ্রাসো নিগদিতো নৃণাম্॥ পূর্ব্বঃ পূর্ব্বোঽতি বৃদ্ধত্বাদ্বর্দ্ধয়েদ্ধি পরম্পরম্। তস্মাদতিপ্রবৃদ্ধানাং ধাতূনাং হ্রাসনং হিতম্॥ ৭৪। ৭৫॥

দোষধাতুমলানাং ক্ষয়স্য নিদানান্যাহ—অসাত্ম্যান্নসদাক্রোধ-শোকচিন্তা-ভয়শ্রমৈঃ। অতিব্যবায়ানশনাত্যর্থসংশোধনৈরপি॥ বেগানাং ধারণাচ্চাপি সাহসাদভি-ঘাততঃ। দোষাণামথ ধাতূনাং মলানাঞ্চ ভবেৎ ক্ষয়ঃ॥ ৭৫। ৭৬॥

তেষাং ক্ষীণানাং লক্ষণমাহ—বাতক্ষয়েঽল্পচেষ্টত্বং মন্দবাক্যং বিসংজ্ঞতা। পিত্তক্ষয়েঽধিকঃ শ্লেষ্মা বহ্নিমান্দ্যং প্রভাক্ষয়ঃ॥ সন্ধয়ঃ শিথিলা মূর্চ্ছা রৌক্ষ্যং দাহঃ কফক্ষয়ে। হৃৎপীড়াকণ্ঠশোষৌ ত্বক্ শূন্যা তৃট্ চ রসক্ষয়ে॥ শিরাঃ শ্লথা হিমাম্লেচ্ছা ত্বক্‌পারুষ্যং ক্ষয়েঽসৃজঃ। গণ্ডৌষ্ঠকন্ধরাস্কন্ধ-বক্ষোজঠরসন্ধিষু॥ উপস্থশোথপিণ্ডীষু শুষ্কতা গাত্ররুক্ষতা। তোদো ধমন্যঃ শিথিলা ভবেয়ুর্মাংসসংক্ষয়ে॥ প্লীহাভিবৃদ্ধিঃ সন্ধীনাং শূন্যতা তনুরুক্ষতা। প্রার্থনা

স্নিগ্ধমাংসস্য লিঙ্গং স্যান্মেদসঃ ক্ষয়ে ॥ অস্থিশূলং তনৌ রৌক্ষ্যং নখদন্তত্রুটিস্তথা। অস্থিক্ষয়ে লিঙ্গমেতদ্বৈদ্যৈঃ সর্ব্বৈরুদাহৃতম্ ॥ শুক্রাল্পত্বং পর্ব্বভেদস্তোদঃ শূন্যত্বমস্থিনি। লিঙ্গান্যেতানি জায়ন্তে নরাণাং মজ্জসংক্ষয়ে ॥ শুক্রক্ষয়ে রতেঽশক্তির্ব্যথা-শেফসি মুষ্কয়োঃ। চিরেণ শুক্র-সেকঃ স্যাৎ সেকে রক্তাল্পশুক্রতা ॥ ৭৭—৮৪ ॥

ওজঃক্ষয়স্য নিদানমাহ—ওজঃ সংক্ষীয়তে কোপাচ্চিন্তাশোকশ্রমাদিভিঃ। রুক্ষতীক্ষ্ণোষ্ণকটুকৈঃ কর্ষণৈরপরৈরপি ॥ ৮৫ ॥

ক্ষীণৌজসো লক্ষণমাহ—বিভেতি দুর্ব্বলোঽভীক্ষ্ণং চিন্তয়েদ্ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ। অভ্যু-থায়োন্মনা (ক) রুক্ষঃ ক্ষামঃ স্যাদোজসঃ ক্ষয়ে ॥ পুরীষস্য ক্ষয়ে পার্শ্বে হৃদয়ে চ ব্যথা ভবেৎ। সশব্দস্যানিলস্যোর্দ্ধগমনং কুক্ষিসংবৃতিঃ * ॥ মূত্রক্ষয়েঽল্পমূত্রত্বং বস্তৌ তোদশ্চ জায়তে। স্বেদনাশে ত্বচো রৌক্ষ্যং চক্ষুষোরপি রুক্ষতা ॥ স্তব্ধাশ্চ রোমকূপাঃ স্যুর্লিঙ্গং স্বেদক্ষয়ে ভবেৎ। আর্ত্তবস্য স্বকালে চাভাবস্তস্যাল্পতাথবা ॥ জায়তে বেদনা যোনৌ লিঙ্গং স্যাদার্ত্তবক্ষয়ে। অভাবঃ স্বল্পতা বা স্যাৎ স্তন্যস্য ভবতস্তথা ॥ ম্লানৌ পয়োধরাবেতল্লক্ষণং স্তন্যসংক্ষয়ে ॥ অনুন্নতো ভবেৎ কুক্ষির্গর্ভস্যাস্পন্দনন্তথা। ইতি গর্ভক্ষয়ে প্রাজ্ঞৈর্লক্ষণং সমুদাহৃতম্ ॥ ৮৬—৯১ ॥

ক্ষীণানাং ধাতুদোষমলানাং বর্দ্ধনমাহ—তত্তৎসম্বর্দ্ধনাহারবিহারাতিনিষে-বণাৎ। তত্তৎ প্রাপ্য নরঃ শীঘ্রং তত্তৎ ক্ষয়মপোহতি ॥ ওজস্তু বর্দ্ধতে নৃণাং সুস্নিগ্ধৈঃ স্বাদুভিস্তথা। বৃষ্যৈরন্যৈর্বিশেষাত্তু ক্ষীরমাংসরসাদিভিঃ ॥ অন্যচ্চ—দোষধাতুমলক্ষীণো বলক্ষীণোঽপি মানবঃ। তত্তৎ সংবর্দ্ধনং যত্তদন্নপানং প্রকাঙ্ক্ষতি ॥ যদ্‌যদাহারজাতন্তু ক্ষীণঃ প্রার্থয়তে নরঃ। তস্য তস্য স লাভেন তত্তৎ ক্ষয়মপোহতি ॥ ৯২—৯৫ ॥

তত্র কেন ক্ষীণঃ কিং কাঙ্ক্ষতীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—কষায়কটুতিক্তানি রুক্ষশীতলঘূনি চ। যবমুদ্গপ্রিয়ঙ্গূংশ্চ বাতক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি ॥ তিলমাষকুলথাদি পিষ্টান্ন-বিকৃতিং তথা। মস্তুশুক্তাম্লতক্রাণি কঞ্জিকঞ্চ তথা দধি ॥ কট্বম্ললবণোষ্ণানি তীক্ষ্ণং ক্রোধং বিদাহি চ। সময়ং দেশমুষ্ণঞ্চ পিত্তক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি ॥ মধুরস্নিগ্ধশীতানি লবণাম্লগুরূণি চ। দধি ক্ষীরং দিবাস্বপ্নং কফক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি ॥ রসক্ষীণো নরঃ কাঙ্ক্ষত্যম্ভোঽতিশিশিরং মুহুঃ। রাত্রিনিদ্রাং হিমং চন্দ্রং ভোক্তুঞ্চ মধুরং রসম্ ॥ ইক্ষুং মাংসরসং মস্তুং মধুসর্পির্গুড়োদকম্। দ্রাক্ষাদাড়িমশুক্তানি সস্নেহলবণানি চ ॥ রক্তসিদ্ধানি মাংসানি রক্তক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি। অন্নানি দধিসিদ্ধানি ষাড়বাংশ্চ বহূনপি * ॥ স্থূলক্রব্যাদমাংসানি মাংসক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি ॥ মেদঃসিদ্ধানি মাংসানি গ্রাম্যানূপৌদকানি চ। সক্ষারাণি বিশেষেণ মেদঃক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি ॥ অস্থিক্ষীণস্তথা মাংসং মজ্জাস্থিস্নেহসংযুতম্ ॥ স্বাদ্বম্লসংযুতং দ্রব্যং মজ্জাক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি।

কুক্ষিসংবৃতিঃ উদরসঙ্কোচঃ ॥ ৮৭ ॥ ষাড়বাঃ মধুরাম্লাদিরসসংযোগপাচিতাঃ গুড়াবপ্রভৃতয়ঃ ॥ ১০২ ॥

(ক) দুশ্ছায়োদুর্ম্মনা ইতি পাঠান্তরম্।

শিখিনঃ কুক্কুটস্যাণ্ডং হংসসারসয়োস্তথা ॥ গ্রাম্যানূপৌদকানাঞ্চ শুক্রক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি। যবান্নং যবকান্নঞ্চ শাকানি বিবিধানি চ ॥ মসূরমাষযূষঞ্চ মলক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি। পেয়মিক্ষু-রসং ক্ষীরং সগুড়ং বদরোদকম্ ॥ মূত্রক্ষীণোঽভিলষতি ত্রপুসৈর্বারুকাণি চ। অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনে মদ্যং নিবাতশয়নাসনে ॥ গুরুপ্রাবরণং চৈব স্বেদক্ষীণোঽভিকাঙ্ক্ষতি। কট্বম্ললবণোষ্ণানি বিদাহীনি গুরূণি চ। ফলশাকানি পানানি (ক) স্ত্রী কাঙ্ক্ষত্যার্ত্তবক্ষয়ে ॥ সুরাশাল্যন্নমাংসানি গোক্ষীরং শর্করাং তথা। আসবং দধি হৃদ্যানি স্তন্যক্ষীণাঽভিবাঞ্ছতি ॥ মৃগাজাবিবরাহাণাং গর্ভান্ বাঞ্ছতি সংস্কৃতান্। বসাশূল্যপ্রকারাদীন্ ভোক্তুং গর্ভপরিক্ষয়ে ॥ ৯৬—১১১ ॥

বললক্ষণমাহ সুশ্রুতমতে—রসাদিশুক্রপর্য্যন্ত-পুষ্টধাতুনিমিত্তকম্। চেষ্টাসু পাটবং যত্তু বলং তদভিধীয়তে ॥ ১১২ ॥

বলস্য ক্ষয়নিদানমাহ—অভিঘাতাদ্ভয়াৎ ক্রোধাচ্চিন্তয়া চ পরিশ্রমাৎ। ধাতূনাং সংক্ষয়াচ্ছোকাদ্ বলং সংক্ষীয়তে নৃণাম্ ॥ ১১৩ ॥

বলক্ষয়স্য লক্ষণম্—গৌরবং স্তব্ধতা গাত্রে মুখম্লানির্বিবর্ণতা। তন্দ্রা নিদ্রা বাতশোথো বলব্যাপত্তিলক্ষণম্ ॥ ১১৪ ॥

বলবৃদ্ধিনিদানমাহ—দোষসাম্যকরং যত্তু বহ্নিসাম্যকরঞ্চ যৎ। ধাতুপুষ্টিকরং দ্রব্যং বলং তদভিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ১১৫ ॥

বলাবললক্ষণমাহ—কৃশোঽপি বলবান্ কশ্চিৎ স্থূলোঽপ্যল্পবলো যতঃ। তস্মা-চ্চেষ্টাপটুত্বেন বলবন্তং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ১১৬ ॥

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে
ষষ্ঠপ্রকরণং সম্পূর্ণম্।

ইতি ভাবপ্রকাশস্য পূর্ব্বখণ্ডে দ্বিতীয়ভাগ

সমাপ্তঃ পূর্ব্বখণ্ডঃ।

(ক) ফলশাকান্নপানানীতি পাঠান্তরম্।

ভাবপ্রকাশস্য

মধ্যখণ্ডে

প্রথমো ভাগঃ।

অত্রাদৌ জ্বরাধিকারমাহ—যতঃ সমস্তরোগানাং জ্বরো রাজেতি বিশ্রুতঃ অতো জ্বরাধিকারোঽত্র প্রথমং লিখ্যতে ময়া ॥ ১ ॥

তত্র জ্বরস্য প্রথমমুৎপত্তিমাহ সুশ্রুতঃ—দক্ষাপমানসংক্রুদ্ধ-রুদ্রনিশ্বাস-সম্ভবঃ। জ্বরোঽষ্টধা পৃথগ্‌দ্বন্দ্বসঙ্ঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ * ॥ ২ ॥

---

* অস্যায়মর্থঃ। দক্ষকর্তৃকো যোঽপমানস্তেন সংক্রুদ্ধো যো রুদ্রস্তস্য যো নিঃশ্বাসস্তস্মাৎসম্ভব উৎপত্তির্যস্য স জ্বরঃ। ক্রুদ্ধরুদ্রনিশ্বাসসম্ভূতত্বেন জ্বরঃ স্বভাবাৎ পৈত্তিক ইতি বোধ্যতে। যত উক্তং চরকেণ ক্রোধাৎ পিত্তম্ ইত্যাদি, তেন সর্ব্বজ্বরেষু পিত্তোপশমকারিণী চিকিৎসা কর্ত্তব্যা। অতএব বাগ্‌ভটঃ "উষ্মা পিত্তাদৃতে নাস্তি জ্বরো নাস্ত্যুষ্মণা বিনা। তস্মাৎ পিত্তবিরুদ্ধানি ত্যজেৎ পিত্তাধিকেঽধিকম্॥" অধিকামিতি রুদ্রসম্ভূতত্বেন জ্বরস্য দেবতাত্মকত্বাৎ পূজার্হত্বং চোপদর্শিতম্। অতএব বৈদেহঃ 'জ্বরঃ সংপূজনৈর্বাপি সহসৈবোপশাম্যতীতি' মূর্ত্তিরপ্যস্যোক্তা সুশ্রুতেন "রুদ্রকোপাগ্নিসম্ভূতঃ সর্ব্বভূত-প্রতাপনঃ। ত্রিপাদ্ ভস্মপ্রহরণস্ত্রিশিরাঃ সুমহোদরঃ॥ বৈয়াঘ্রচর্ম্মবসনঃ কপিলো মাল্যবিগ্রহঃ। পিঙ্গেক্ষণো হ্রস্ব জঙ্ঘো বীভৎসো বলবান্ মহান্॥ পুরুষো লোকনাশার্থমসৌ জ্বর ইতি স্মৃতঃ। তৈস্তৈর্নামভিরন্যেষাং সত্ত্বানাং পরিকীর্ত্ত্যতে॥ জন্মাদৌ নিধনে চৈব প্রায়ো বিশতি দেহিনাম্। ঋতে দেব-মনুষ্যাভ্যাং নান্যো বিষহতে হি তম্"। তস্য জ্বরস্য সংখ্যারূপাং সম্প্রাপ্তিমাহ জ্বরোঽষ্টধেতি—অষ্টধাত্বং বিবৃণোতি পৃথগিতি বাতিকঃ পৈত্তিকঃ শ্লৈষ্মিকশ্চেতি ত্রয়ঃ। দ্বন্দ্বজাশ্চ ত্রয়ঃ। বাতপৈত্তিকঃ বাতশ্লৈষ্মিকঃ পিত্তশ্লৈষ্মিকশ্চেতি। সংঘাতজঃ সান্নিপাতিক একঃ। "হ্যুল্বণৈকোল্বণৈঃ ষট্‌স্যুর্হীনমধ্যাধিকৈশ্চ ষট্। সমশ্চৈকো বিকারাস্তে সন্নিপাতাস্ত্রয়োদশ" ইতি চরকে ত্রয়োদশ সন্নিপাতা উক্তাস্তে যথা—বাতোল্বণঃ পিত্তোল্বণঃ কফোল্বণঃ বাতপিত্তোল্বণঃ বাতশ্লেষ্মোল্বণঃ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণঃ এবং ষট্। অধিকবাতোমধ্যপিত্তো হীনকফঃ। অধিকবাতোমধ্যকফোহীনপিত্তঃ। অধিকপিত্তো মধ্যবাতঃ হীনকফঃ। অধিকপিত্তো মধ্যকফো হীনবাতঃ। অধিককফো মধ্যবাতঃ হীনপিত্তঃ অধিককফো মধ্যপিত্তো হীনবাতশ্চেতি ষট্। উল্বণ একঃ। এবং ত্রয়োদশ। অত্রতু ত্রিদোষজত্বেন সাম্যাৎ সান্নিপাতিক এক এব গণিতঃ। আগন্তুজঃ ইতি। অত্রাগন্তুশব্দেনাভিঘাতাদয়ো হেতব উচ্যন্তে। কুত্রচিদ্ব্যাধয়ঃ কার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ। আগন্তুজা অভিঘাতাদ্যনেককারণযোগাদনেকে ভবন্তি তথাপ্যাগন্তুজত্বেন সাম্যাদাগন্তুকোঽপ্যত্রৈক এব গণিতঃ। নন্বাগন্তুজেঽপি জ্বরে বাতাদিলক্ষণদর্শনাদাগন্তুজঃ কথং দোষজাদ্ভিন্নঃ। উচ্যতে উত্তরকালং দোষোৎপত্তেঃ। তথা চ চরকে" আগন্তুর্হি ব্যথাপূর্ব্বং জায়তে পশ্চান্নিজৈর্দোষৈরনুবধ্যত" ইতি ॥ ২ ॥

জ্বরস্য বিপ্রকৃষ্টকারণকথনপূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ—মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যুরসানুগাঃ * ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বরূপমাহ—শ্রমোঽরতির্বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ। ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপাদিষু * ॥ জৃম্ভাঽঙ্গমর্দ্দো গুরুতা রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ। অপ্রহর্ষশ্চ শীতংচ ভবত্যুৎপৎস্যতি জ্বরে * ॥ সামান্যতো বিশেষাত্তু জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ ॥ পিত্তান্নয়নয়োর্দ্দাহঃ কফান্নান্নাভিনন্দনম্ * ॥ ৪। ৬ ॥

দ্বন্দ্বপূর্ব্বরূপমাহ—রূপৈরন্যতরাভ্যাং তু সংসৃষ্টৈর্দ্বন্দ্বজং বিদুঃ * ॥ ৭ ॥

ত্রিদোষজপূর্ব্বমাহ—সর্ব্বলিঙ্গসমাবায়ঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপজে * ॥ ৮॥

জ্বরস্য সামান্য লক্ষণমাহ—স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্বাঙ্গগ্রহণং তথা। যুগপদ্‌যত্র রোগে তু স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে * ॥ ৯ ॥

প্রস্বেদানির্গমনপক্ষে কারণমাহ—রুণদ্ধি চাপ্যপাং ধাতূন্ যস্মাত্তস্মাজ্জ্বরাতুরঃ। ভবত্যত্যুষ্ণগাত্রশ্চ স্বিদ্যতে ন চ সর্ব্বশঃ * ॥ ১০ ॥

---

* মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং অনুচিতাহারচেষ্টাভ্যাং হেতুভূতাভ্যাং দোষাঃ বাতপিত্তকফাঃ আমাশয়াশ্রয়াঃ আমাশয়ং গতাঃ। রসানুগাঃ রসদূষকাঃ বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং কোষ্ঠগতাগ্নেরুষ্মাণং নতু সমস্তমগ্নিং তদা দোষপাকাসম্ভবঃ স্যাৎ। বহিঃপ্রক্ষিপ্য জ্বরদাঃ স্যুঃ জ্বরকারিণো ভবেয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ শ্রমঃ ব্যাপারং বিনৈব। অরতিঃ অস্বস্থচিত্তত্বম। বিবর্ণত্বং ম্লানগাত্রতা বৈরস্যং মুখস্যাহপ্রকৃতরসতা নয়নপ্লবঃ নয়নয়োরশ্রুপূর্ণত্বম্ শীতবাতাতপাদিষু মুহুরিচ্ছাদ্বেষৌ আদিশব্দাজ্জ্বলনে জলে চ। যত উক্তং চরকেণ জ্বলনাতপবাতেষু ভক্তিদ্বেষাবনিশ্চিতৌ ইতি শয়নাদিষ্বিত্যন্যে ॥ ৪ ॥ অঙ্গমর্দ্দোঽঙ্গমোটনম্। গুরুতা গাত্রস্য। রোমহর্ষঃ রোমাঞ্চতা। অরুচিঃ ভোজ্যে। তমঃ তমোমগ্নস্যেব জ্ঞানম্। অপ্রহর্ষঃ হর্ষাভাবঃ শীতং লগতি। চকারাদ্বলহানিঃ উপদেশদ্বেষাদয়োঽপি ভবন্তি। তৃতীয় শোকস্থং সামান্যত ইতি পূর্ব্বশ্লোকাভ্যাম সম্বন্ধনীয়ং। তেন সামান্যতো জ্বরে উৎপৎস্যতি ভবিষ্যতি শ্রমাদয়ঃ পূর্ব্বমেব ভবন্তীত্যর্থঃ উৎপৎস্যতীত্যাত্মনেপদিনোঽপি শতৃঙ্‌ভাব আর্ষত্বাৎ ॥ ৫ ॥ বিশেষাদুচ্যতে সমীরণাজ্জ্বরে উৎপৎস্যতি অতিশয়েন জৃম্ভা ভবতি পিত্তাজজ্বরে উৎপৎস্যতি অত্যর্থো নয়নয়োর্দাহো ভবতি কফজ্বরে উৎপৎস্যতি অত্যর্থেন নান্নাভিনন্দনম্ অন্নাকাঙ্ক্ষা ন ভবতি। জৃম্ভাদয়ো ভবন্তি যতঃ সামান্যধর্ম্মাক্রান্তো বিশিষ্টোধর্ম্মো ভবতি ॥ ৬ ॥ অন্যতরাভ্যাং জৃম্ভানেত্রদাহাভ্যাম্ জৃম্ভান্নারুচিভ্যাং নেত্রদাহান্নারুচিভ্যাং বা সংসৃষ্টৈ রূপৈঃ শ্রমাদিভিঃ দ্বন্দ্বজং দ্বিদোষজং পূর্ব্বরূপং বিদুঃ ॥ ৭। সর্ব্বদোষপ্রকোপজে সর্ব্বলিঙ্গসমাবায়ঃ। অতিশয়িতজৃম্ভানেত্রদাহান্নারুচিসহিতানাং শ্রমাদীনাং সমবায়ো ভবতি ॥ ৮ ॥ স্বেদাবরোধঃ প্রস্বেদানির্গমঃ। নতু পিত্তজ্বরে স্বেদনির্গমাদেতল্লক্ষণং ব্যভিচরতি। তত্র উৎসর্গাপবাদভাবাদিতি জৈজ্জটকার্ত্তিককুণ্ডাদয়ঃ, অন্যেতু স্বিদ্যতে উৎস্বিদ্যতে অনেনেতি স্বেদঃ অগ্নিস্তস্যাবরোধঃ দোষৈরাচ্ছন্নতা। সন্তাপঃ তাপ ইতি বক্তব্যে সন্তাপাভিধানং দেহেন্দ্রিয়মনসাং সন্তাপবোধনার্থং ॥ যত উক্তং চরকেণ জ্বরবিশেষণম্ দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপীতি। তত্র দেহসন্তাপঃ দেহেন্দ্রিয়োষ্ণতা। ইন্দ্রিয়সন্তাপঃ ইন্দ্রিয়তাপরূপবৈকৃত্যং যতউক্তং ইন্দ্রিয়াণাং তু বৈকৃত্যং যত্তৎ সন্তাপলক্ষণম্। বৈচিত্ত্যমরতিগ্লানির্ম্মনঃসন্তাপ লক্ষণম্ ইতি। সর্ব্বাঙ্গগ্রহণম্ সর্ব্বেষামঙ্গানাং বেদনয়াগ্রহণং সর্ব্বাণ্যঙ্গানি স্তম্ভেন গৃহীতানীব বা ভবন্তি। যুগপদিতি মিলিতমেতল্লক্ষণম্। প্রত্যেকস্য ব্যভিচারাৎ। যথা স্বেদাবরোধঃ কুষ্ঠপূর্ব্বরূপে। তথা সন্তাপো দাহব্যাধৌ। তথা সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং সর্ব্বাঙ্গরোগাখ্যবাতব্যাধৌ ॥ ৯ ॥ যস্মাজ্জ্বর অপাং ধাতূন্ রসধাতূন্ রুণদ্ধি তস্মাদ্ধেতো জ্বরাতুরোঽত্যুষ্ণগাত্রো ভবতি সর্ব্বশঃ স্বিদ্যতে ন চ ॥ ১০ ॥

সামান্যতো জ্বরস্য চিকিৎসামাহ—অংশাংশং যত্র দোষাণাং বিবেক্তুং নৈব শক্নুয়াৎ। সাধারণীং ক্রিয়াং তত্র বিদধাতু চিকিৎসকঃ॥ সামান্যতো জ্বরী পূর্ব্বং নির্বাতে নিলয়ে বসেৎ। নির্বাতমায়ুষো বৃদ্ধিমারোগ্যং কুরুতে যতঃ॥ ব্যজনস্যানিলস্তৃষ্ণাস্বেদ-মূর্চ্ছাশ্রমাপহঃ। তালবৃন্তভবো বাতস্ত্রিদোষশমনো মতঃ॥ বংশব্যজনজঃ সোষ্ণো রক্ত-পিত্তপ্রকোপনঃ। চামরো বস্ত্রসম্ভূতো মায়ূরো বেত্রজস্তথা॥ এতে দোষজিতা বাতাঃ স্নিগ্ধা হৃদ্যাঃ সুপূজিতাঃ॥ নবজ্বরী ভবেদ্ যত্নাদ্ গুরূষ্ণবসনাবৃতঃ॥ যথর্ত্তুপক্বপানীয়ং পিবেৎ কিঞ্চিন্নিবারয়ন্। বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে॥ নতু পথ্যবিহীনস্য ভেষজানাং শতৈরপি॥ ১১—১৬॥

জ্বরে বর্জ্জনীয়ান্যাহ সুশ্রুতঃ—পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ স্নেহান্ সংশোধনানি চ। দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং শিশিরং জলম্॥ ক্রোধপ্রবাতভোজ্যাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ তরুণজ্বরী *॥ ১৭॥

নিষিদ্ধাচরণাদ্দোষমাহ—শোষং ছর্দ্দিং মদং মূর্চ্ছাং ভ্রমং তৃষ্ণামরোচকম্। প্রাপ্নোত্যুপদ্রবানেতান্ পরীষেকাদিসেবনাৎ *॥ হারীতেন প্রত্যেকদূষণমুক্তঞ্চ। ব্যায়ামা-জ্জ্বরসংবৃদ্ধির্ব্যবায়াৎ স্তম্ভমূর্চ্ছনম্। মৃতিশ্চ স্নেহপানাদ্যৈর্মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দির্ম্মদোঽরুচিঃ *॥ গুর্ব্বন্ন-ভোজনাৎ স্বপ্নাদ্ বিষ্টম্ভো দোষকোপনম্। অগ্নিসাদঃ খরত্বঞ্চ স্রোতসাং চ প্রবর্ত্তনম্ *॥ অন্যচ্চ বর্জ্জয়েৎ। সজ্বরো জ্বরমুক্তো বা বিদাহীনি গুরূণি চ। অসাত্ম্যান্নানি পানানি বিরুদ্ধাধ্যশনানি চ॥ ব্যায়ামমতিচেষ্টাং বাহভ্যঙ্গং স্নানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। তেন জ্বরঃ শমং যাতি শান্তশ্চ ন পুনর্ভবেৎ॥ ১৮। ২২॥

জ্বরী লঙ্ঘনং কুর্য্যাদিত্যাহ চরকো বাগ্ভটশ্চ—আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধায় যৎ। বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ *॥ যথা—জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং প্রোক্তং জ্বরমধ্যে তু পাচনম্। জ্বরান্তে ভেষজং দদ্যাজ্ জ্বরমুক্তে বিরেচনম্॥ ত্রিবিধং ত্রিবিধে দোষে তৎ সমীক্ষ্য প্রযোজয়েৎ॥ দোষেঽল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘন-পাচনম্। প্রভূতে শোধনং তচ্চ মূলাদুন্মূলয়েন্মলান্॥ চক্রদত্তশ্চ—তরুণং তু জ্বরং পূর্ব্বং লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নয়েৎ। আমদোষমলিঙ্গাদ্বা লঙ্ঘয়েত্তং যথাবিধি॥ অন্যচ্চ—বাতঃ পচতি সপ্তাহাৎ পিত্তং তু দশভির্দ্দিনৈঃ। শ্লেষ্মা দ্বাদশভির্ঘস্রৈঃ পচ্যতে বদতাং বর॥ লঙ্ঘনং লঙ্ঘনীয়স্তু কুর্য্যাদ্ দোষানুরূপতঃ। ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা হহোরাত্রমথবা জ্বরে॥ নির্ব্বাত-সেবনাৎ স্বেদাল্লঙ্ঘনাদুষ্ণবারিণঃ। পানাদামজ্বরে ক্ষীণে পশ্চাদৌষধমাচরেৎ॥ আত্রেয়ে-ণোক্তম্—জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং প্রোক্তং জ্বরমধ্যে তু পাচনম্। জ্বরান্তে ভেষজং দদ্যাজ্জ্বরমুক্তে

পরিষেকঃ স্নানাদিঃ। প্রদেহোঽনুলেপনাভ্যঙ্গাদিঃ। স্নেহান্ পানে নিষিদ্ধান্॥ ১৭॥ আদিশব্দেন প্রদেহাদয়ো গৃহ্যন্তে॥ ১৮॥ মৃতিরিতি ব্যবায়াদিত্যত্র সম্বধ্যতে॥ ১৯॥ স্বপ্নাৎ দিবাস্বাপাৎ॥ ২০॥ অস্যায়মর্থঃ—যতো হেতোরামাশয়স্থদোষো বাতপিত্তকফরূপঃ স্বহেতুদুষ্টঃ অগ্নিং হত্বা আচ্ছাদ্য সামঃ অপকাহাররসসহিতঃ মার্গং রসমার্গং পিধাপয়ন্ অত্রর্ষিত্বাদহেতাবপি কর্ত্তরিশতৃ তেন পিদধতীত্যর্থঃ জ্বরং করোতি তস্মাদ্ধেতোঃ লঙ্ঘনং জ্বরী আচরেদিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

বিরেচনম্ * ॥ দোষশেষস্য পাকার্থমগ্নেঃ সন্ধুক্ষণায় চ। লঙ্ঘিতশ্চাপ্যদোষশ্চেদ্ যবাগূপানমাচরেৎ ॥ শালিষষ্টিকমুদ্গানাং যূষং বা শস্তমাচরেৎ ॥ পঞ্চকোলেন সংসিদ্ধাং যবাগূং মধ্যলঙ্ঘনে ॥ অত্যর্থং লঙ্ঘিতং দৃষ্ট্বা তস্য সন্তর্পণং হিতম্। দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জুরপিয়ালৈঃ সপরূষকৈঃ। তর্পণার্হস্য কর্ত্তব্যং তর্পণং জ্বরশান্তয়ে ॥ ২৩—৩৩ ॥

অনশনরূপস্য লঙ্ঘনস্য ফলমাহ—লঙ্ঘনেন ক্ষয়ং নীতে দোষে সন্ধুক্ষিতেঽনলে। বিজ্বরত্বং লঘুত্বং চ ক্ষুচ্চৈবাস্যোপজায়তে * ॥ অন্যচ্চাহ সুশ্রুতঃ—অনবস্থিতদোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষপাচনম্। জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষারুচিলাঘবকারকম্ * ॥ ৩৪। ৩৫ ॥

সম্যক্‌কৃতস্য লঙ্ঘনস্য লক্ষণমাহ—বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে। হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্যশুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে * ॥ স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে। কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি ॥ * ৩৬। ৩৭ ॥

অত্র লঙ্ঘনশব্দেনানশনমুচ্যতে। যত আহঃ সুশ্রুতঃ—আনদ্ধস্তিমিতৈর্দোষৈর্যাবন্তং কালমাতুরঃ। তাবন্ত্বনশনং কুর্য্যাৎ ততঃ সংসর্গমাচরেৎ। আনদ্ধস্তিমিতৈর্দোষৈঃ নিশ্চলৈর্দোষৈঃ সম্বন্ধঃ। সংসর্গং ঔষধান্নাদিপ্রসঙ্গম্ ॥ যত আহ চরকঃ "চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ পিপাসা মারুতাতপৌ। পাচনান্যুপবাসশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্" ॥ চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ বমনবিরেচননিরূহবস্তিশিরোবিরেচনানি। নত্বনুবাসনং তস্য বৃংহণত্বাৎ, অত্র লঙ্ঘনং কর্ষণমিত্যর্থঃ। তথাচ সুশ্রুতঃ। "শরীরলাঘবকরং যদদ্রব্যং কর্ম্ম বা পুনঃ। তৎ লঙ্ঘনমিতি জ্ঞেয়ং বৃংহণং তু পৃথগ্বিধম্ ॥ লঙ্ঘনাৎ কর্ষণাদন্যৎ শরীর পোষকমিত্যর্থঃ। নন্বানদ্ধস্তিমিতৈর্দোষৈরিত্যাদিপূর্ব্বোক্তসুশ্রুতবচনাৎ সামান্যতো জ্বরিণা যথাঽনশনরূপং লঙ্ঘনং ক্রিয়তে, তথা চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ ইত্যাদিচরকবচনাদ্বমনাদিরূপং লঙ্ঘনং সর্ব্বৈর্জ্বরিভিঃ কথং ন ক্রিয়তে। তত্রোচ্যতে, বমনাদিকমবস্থাবিশেষেষু ক্রিয়তে নতু সর্ব্বজ্বরেষু তথাচ সুশ্রুতঃ, সোৎক্লেশে বলিনে দেয়ং বমনং শ্লৈষ্মিকজ্বরে। পিত্তপ্রায়ে বিরেকস্তু কার্য্যঃ প্রশিথিলাশয়ে। (সোৎক্লেশে-বমনেচ্ছাবতি। প্রশিথিলাশয়ে প্রোপসর্গবৈপরীত্যেন গাঢ়াশয় ইত্যর্থঃ ॥) সরুজেঽনিলজে কার্য্যং সোদাবর্ত্তে নিরূহণম্। (সোদাবর্ত্তে উদরপূরণবতি।) কফাভিপন্নে শিরসি কার্য্যমূর্দ্ধবিরেচনম্ ॥ অপিচ সর্ব্বজ্বরিভিঃ পিপাসানিগ্রহশ্চ ন কার্য্যঃ ॥ যত আহ—হারীতঃ। তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃ প্রাণবিনাশিনী। তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্। অতোঽবস্থাবিশেষ এব পিপাসাসহনং জ্বরিভির্মারুতসেবনং চ কার্য্যং। সুশ্রুতেন প্রবাতসেবনস্য সর্ব্বথা নিষিদ্ধত্বাৎ। অতো মারুতসেবনমপ্যবস্থাবিশেষ এব উক্তম্। আতপসেবনঞ্চাবস্থাবিশেষ এব যুক্তম্। লঙ্ঘনাম্বুযবাগূভির্যদা দোষো ন পচ্যতে। তদা তু মুখবৈরস্যতৃষ্ণারোচকনাশনৈঃ। জ্বরঘ্নৈঃ পাচনৈর্হৃদ্যৈঃ কষায়ৈঃ সমুপাচরেৎ॥ ইত্যত্র লঙ্ঘনপাচনয়োঃ স্ফুট এব ভেদঃ। ব্যায়ামোঽপি ন কার্য্যস্তস্যাতিনিষিদ্ধত্বাৎ। অবস্থাবিশেষে পুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদিরূপঃ সোঽপি কর্ত্তব্যঃ তস্মাচ্চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিরিত্যাদিশ্লোকে লঙ্ঘনপদং কর্ষণপর্য্যায়মিতি নির্ণীতম্ ॥ ৩০ ॥ লঙ্ঘনেন অনশনেন দোষে প্রবৃদ্ধে ক্ষয়ং নীতে যত আহ—আহারং পচতি শিখী দোষানাহারবর্জ্জিতঃ। পচতীতি সন্ধুক্ষিতেঽনলে আচ্ছাদকদোষে ক্ষীণেঽগ্নৌ প্রদীপ্তে যথোক্তসম্প্রাপ্তিসামগ্রীবিঘটনাৎ বিজ্বরত্বং। শরীরস্য গৌরবাভাবেন লঘুত্বম্। ক্ষুত্ বুভুক্ষাচ জায়তে ইত্যর্থঃ। ৩৪ ॥ অনবস্থিতদোষাগ্নেঃ অনবস্থিতঃ স্বস্থানাদিতস্ততো গতোদোষোঽগ্নিশ্চ যস্য তস্য জ্বরিণঃ কাঙ্ক্ষা অন্নাভিলাষঃ রুচিঃ লঙ্ঘনেনামপাকান্মুখশোষাদিনাশে মুখস্য যৎপ্রকৃতত্বং সৈব রুচিঃ শোভা। রুচিঃ স্ত্রীদীপ্তিশোভায়ামভীষ্টার্থাভিলাষয়োরিতি মেদিনীকারঃ ॥ ৩৫ ॥ হৃদয়স্য শুদ্ধিঃ হৃদয়ানবরোধঃ। উদ্গারশুদ্ধিঃ সধূমাম্লোদ্গারাভাবঃ। কণ্ঠস্য শুদ্ধিঃ কফেনানবলিপ্তত্বম্। আস্যশুদ্ধিঃ মুখস্য প্রকৃতরসত্বম্। তন্দ্রাক্লমে তন্দ্রাচ ক্লমশ্চ তস্মিন্ তন্দ্রা নিদ্রাবৎক্লান্তিঃ ক্লমোঽত্র গ্লানিঃ॥ ৩৬ ॥ ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে ক্ষুৎপিপাসয়োঃ সহ যুগপদুদয়ে। অন্তরাত্মনি মনসি। এতানি লক্ষণানি মিলিতান্যেব সম্যককৃতং লঙ্ঘনং বোধয়ন্তি নতু প্রত্যেকম্ ॥ ৩৭ ॥

হীনস্য লঙ্ঘনস্য লক্ষণমাহ—কফোৎক্লেশঃ সহৃল্লাসঃ ষ্ঠীবনঞ্চ মুহুর্মুহুঃ। কণ্ঠস্য হৃদয়াশুদ্ধিস্তন্দ্রা স্যাদ্ধীনলঙ্ঘনে * ॥ ৩৮ ॥

অতিশয়িতস্য লঙ্ঘনস্য লক্ষণমাহ—পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ। ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ * ॥ মনসঃ সংভ্রমোঽভীক্ষ্ণ-মূর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি। দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ * ॥ ৩৯। ৪০ ॥

বলরক্ষণং লঙ্ঘনং কারয়েদিত্যাহ—বলাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপ্-পাদয়েৎ। বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ * ॥ ৪১ ॥

কেষাঞ্চিদনশনস্য নিষেধমাহ সুশ্রুতঃ—তদ্ধি মারুততৃষ্ণাক্ষুন্মুখশোষভ্রমান্বিতে। ন কার্য্যং গুর্ব্বিণীবাল-বৃদ্ধদুর্ব্বলভীরুভিঃ॥ ন ক্ষয়াধ্বশ্রমক্রোধ-কামশোষচিরজ্বরী*। অবশ্যমেব কুর্ব্বীত জ্বরী সামে সমীরণে। লঙ্ঘনং হ্যামপাকার্থং ন তদূর্দ্ধং যথাকফে*॥৪২।৪৩॥

আমস্য লক্ষণমাহ—আহারস্য রসঃ সারো যো ন পক্কোঽগ্নিলাঘবাৎ। আম-সংজ্ঞাঞ্চ লভতে বহুব্যাধিসমাশ্রয়ঃ॥ তন্ত্রান্তরেতু—আমমন্নরসং কেচিৎ কেচিত্তু মলসঞ্চয়ম্। প্রথমাং দোষদুষ্টিং বা কেচিদামং প্রচক্ষতে॥ অন্যচ্চ। অবিপক্কমসংসক্তং দুর্গন্ধং বহু-পিচ্ছিলং। সাদনং সর্ব্বগাত্রাণামাম ইত্যভিশব্দিতঃ॥ তেনামেন সমাযুক্তা দোষা দূষ্যাশ্চ তাদৃশাঃ। তদুদ্ভবা আময়াশ্চ সামা ইতি বুধৈঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৪—৪৭॥

তত্র সামস্য বাতস্য লক্ষণমাহ—বায়ুঃ সামো বিবন্ধাগ্নিসাদতন্দ্রান্ত্রকূজনৈঃ। বেদনাশোথনিস্তোদৈঃ ক্রমশোঽঙ্গানি পীড়য়েৎ॥ বিচরেদ্ যুগপচ্চাপি গৃহ্ণাতি কুপিতো ভৃশম্। স্নেহাদ্যৈর্বৃদ্ধিমায়াতি মেঘসূর্য্যোদয়ে নিশি * ॥ ৪৮। ৪৯॥

নিরামস্য বাতস্য লক্ষণমাহ—নিরামো বিশদো রুক্ষো নির্গন্ধোঽত্যল্পবেদনঃ। বিপরীতগুণৈঃ শান্তিং স্নিগ্ধৈর্যাতি বিশেষতঃ॥ ৫০॥

কফোৎক্লেশঃ কফস্য বমনায়োপস্থিতিঃ। হৃল্লাসঃ উপস্থিতবমনত্বমিব। ষ্ঠীবনং হৃদয়াৎ কফ-নির্গমঃ॥ ৩৮॥ শ্রোত্রনেত্রয়োঃ দৌর্ব্বল্যং কর্ণনেত্রয়োঃ স্ববিষয়গ্রহণাসামর্থ্যং॥ ৩৯॥ মনসঃ সংভ্রমঃ ভ্রান্তিঃ। ঊর্দ্ধবাতাঃ উদ্গারবাহুল্যম্। হৃদি তমো অন্ধকারপ্রবিষ্টস্যেব জ্ঞানম্॥ ৪০॥ অয়মর্থঃ, এনং রোগিণং বলাবিরোধিনা অনাতবলক্ষয়কারিণা লঙ্ঘনেন উপপাদয়েৎ উপচরেৎ। কুতইতি চেত্তত্রাহ। যদর্থমস্মৈ আরোগ্যায়। অয়ং ক্রিয়াক্রমঃ চিকিৎসোপক্রমঃ। তৎ আরোগ্যং বলাধিষ্ঠানং বলাশ্রয়মিত্যর্থঃ॥ ৪১॥ তৎ অনশনং। উল্বণমারুতযুক্তেন জ্বরিণা ন কার্য্যং মারুতোঽত্র নিরামো বোদ্ধব্যঃ সামে মারুতে লঙ্ঘনং কার্য্যমেব। যত আহ তন্ত্রান্তরে অবশ্যমিত্যুত্তরশ্লোকে। তদ্ব-ন্মারুততৃষ্ণায়াং লঙ্ঘনং কার্য্যমেব ন তথা মুখশোষভ্রমাবপি নিরামাবেব বিবক্ষিতৌ, সাময়োস্তু তয়োর্লঙ্ঘনং কার্য্যমেব। গুর্ব্বিণীবালবৃদ্ধাদিভিরপি নিরামৈরেব নৈব লঙ্ঘনং কার্য্যং, সামৈঃ পুনস্তৈরপি লঙ্ঘনং কার্য্যমেব। ক্ষয়ো ধাতুক্ষয়ো রাজযক্ষ্মা চ। বাতজে জ্বরে লঙ্ঘনং ন কার্য্যম্॥ ৪২॥ তদূর্দ্ধং আমপাকাদূর্দ্ধং অতএবোক্তম্ 'কফপিত্তে দ্রবে ধাতু সহেতে লঙ্ঘনং বহু। আমক্ষয়াদূর্দ্ধমপি বায়ুর্ন সহতে ক্ষণম্॥ ৪৩॥ বিচরেদ্ যুগপৎ বায়ুরামশ্চৈককালং বিচরেৎ কুপিতঃ সামো বায়ুঃ ভৃশং অতিশয়েন গৃহ্ণাত্যঙ্গানীত্যর্থঃ॥ ৪৯॥

(ক) অরতির্বলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতি কৃতে ভবেদিতি পাঠান্তরম্।

অথ প্রসঙ্গাৎ সামস্য পিত্তস্য লক্ষণমাহ—পিত্তং সামং ভবেদম্লং দুর্গন্ধং হরিতং গুরু। অম্লিকা কণ্ঠহৃদ্দাহকরং শ্যাবং তথা স্থিরম্ * ॥ ৫১ ॥

নিরামপিত্তস্য লক্ষণমাহ—নিরামং পিত্তমাতাম্রমত্যুষ্ণং কটুকং সরম্। দুর্গন্ধি রুচিকৃদ্বহ্নিবলবর্দ্ধনমীরিতম্ ॥ ৫২ ॥

সামকফস্য লক্ষণম্—আবিলস্তন্তুলঃ স্ত্যানঃ কণ্ঠদেশে চ তিষ্ঠতি। সামো বলাসো দুর্গন্ধস্তুট্ক্ষুধোরুপঘাতকৃৎ * ॥ ৫৩ ॥

নিরামকফস্য লক্ষণম্—শ্লেষ্মা নিরামো নির্গন্ধঃ ফেনবান্ ছেদবানপি। ভবেৎ স পিণ্ডিতঃ পাণ্ডুরাস্যবৈরস্যনাশকৃৎ ॥ ৫৪ ॥

অথ সামস্য ব্যাধের্লক্ষণমাহ—আলস্যতন্দ্রাহৃদয়াবিশুদ্ধিদোষাপ্রবৃত্ত্যাবিলমূত্রতাভিঃ। গুরূদরত্বারুচিসুপ্ততাভিরামান্বিতং ব্যাধিমুদাহরন্তি ॥ আমং জয়েল্লঙ্ঘনকোষ্ণপেয়ালঘ্বন্নসূপৌদনতিক্তযূষৈঃ। বিরূক্ষণস্বেদনপাচনৈশ্চ সংশোধনৈরূর্দ্ধমধস্তথৈব ॥ ৫৫। ৫৬ ॥

জ্বরী লঙ্ঘনেঽপি জলং পিবেদিত্যাহ সুশ্রুতঃ—তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি। অতঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্ বারি বর্জ্জয়েৎ ॥ হারীতেনোক্তম্—তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃ প্রাণবিনাশিনী। তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্ * ॥ ৫৭। ৫৮ ॥

শীতলজলপানস্য নিষেধমাহ—সুশ্রুতঃ—নবজ্বরে প্রতিশ্যায়ে পার্শ্বশূলে গলগ্রহে। সদ্যঃশুদ্ধৌ তথাধ্মানে ব্যাধৌ বাতকফোদ্ভবে ॥ অরুচিগ্রহণীগুল্ম-শ্বাসকাসেষু বিদ্রধৌ। হিক্কায়াং স্নেহপানে চ শীতং বারি বিবর্জ্জয়েৎ * ॥ অন্যচ্চ, সএব—সেব্যমানেন শীতেন জ্বরস্তোয়েন বর্দ্ধতে ॥ ৫৯। ৬০ ॥

অথোষ্ণোদকস্য লক্ষণং গুণাশ্চ—ক্বাথ্যমানন্তু নির্বেগং নিষ্ফেনং নির্ম্মলং তথা। অর্দ্ধাবশিষ্টং যত্তোয়ং তদুষ্ণোদকমুচ্যতে ॥ জ্বরকাসকফশ্বাস-পিত্তবাতামমেদসাম্। নাশনং পাচনঞ্চৈব পথ্যমুষ্ণোদকং সদা ॥ ৬১। ৬২ ॥

অম্লিকা অম্বিলতুচুকীতিলোকে ॥ ৫১ ॥ স্ত্যানঃ সংহতঃ ॥ ৫৩ ॥ অবশ্যং পেয়মপি জলং জ্বরী কিঞ্চিদ্বারয়ন্ পিবেৎ। যত আহ সুশ্রুত এব। জীবিনাং জীবনং জীবো জগৎসর্ব্বং তু তন্ময়ম্। ততোঽত্যন্তনিষেধেন ন ক্বচিদ্বারি বারয়েৎ ॥ জীবনং জলং, কিঞ্চিত্তু বারয়েদেব। তথাচ, "জ্বরে নেত্রাময়ে কুষ্ঠে মন্দেঽগ্নাবুদরে তথা। অরোচকে প্রতিশ্যায়ে প্রসেকে শ্বয়থৌ ক্ষয়ে। ব্রণেচ মধুমেহেচ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ ॥ প্রসেকে মুখপ্রসেকে। মন্দমাচরেৎ অল্পং পিবেৎ। যত আহ। "অতিযোগেন সলিলং তৃষ্যতোঽপি প্রযোজিতম্। প্রযাতি শ্লেষ্মপিত্তত্বং জ্বরিতস্য বিশেষতঃ" ॥ ৫৮ ॥ অত্র শীতং জলং অক্বথিতং নিষিদ্ধম্। তথা সতি ক্বথিতং গ্রাহ্যমায়াতম্। তত্র ক্বথিতস্য বিধির্গুণাশ্চ "ক্বাথ্যমানং তু নির্বেগং নিষ্ফেনং নির্ম্মলং চ যৎ। তত্তোয়ং ক্বথিতং জ্ঞেয়ং দোষঘ্নং পাচনং লঘু" ॥ নির্বেগং শনৈঃ। ক্বথিতস্য বিধানমাহ সুশ্রুতঃ। 'বাতশ্লেষ্মজ্বরার্ত্তায় হিতমুষ্ণাম্বু তৃষ্যতে। দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনম্। তদ্ধি মার্দ্দবকৃদ্দোষস্রোতসাং শীতমন্যথা। বাগ্ভটশ্চ "তৃষ্ণায়াং প্রাগুমুষ্ণাম্বু পিবেদ্বাতকফজ্বরে। তৎকফং বিলয়ং নীত্বা তৃষ্ণামাশু নিবর্ত্তয়েৎ। উদীর্য্য চাগ্নিং স্রোতাংসি মৃদূকৃত্য বিশোধয়েৎ। বাতপিত্তকফস্বেদশকৃন্মূত্রাণি সারয়েৎ" ॥ ৬০ ॥

ঋতুভেদেন জলস্য পাকভেদঃ—ত্রিপাদশেষং সলিলং গ্রীষ্মে শরদি শস্যতে। হিমেঽর্দ্ধশেষং শিশিরে তথা বর্ষাবসন্তয়োঃ॥ অন্যেতু—নিদাঘে ত্বর্দ্ধপাদোনং পাদহীনন্তু শারদম্। শিশিরে চ বসন্তে চ হিমে চার্দ্ধাবশেষিতম্॥ অষ্টমাংশাবশেষন্তু বারি বর্ষাসু শস্যতে। ইতি কেচিদ্‌বুধাঃ প্রাহুর্জ্জটাগমদর্শনাৎ॥ কেচিৎ—পক্ষয়ো স্ত্রিষু বেদেষু বাণেষ্বঙ্গেষু বস্তুষু। এষু ভাগাবশেষং স্যাদম্বু বর্ষাদিষু ক্রমাৎ (ক) *॥ তৎপাদহীনং পিত্তঘ্নমর্দ্ধহীনন্তু বাতনুৎ॥ ত্রিপাদহীনং শ্লেষ্মঘ্নং সংগ্রাহ্যগ্নিপ্রদং লঘু॥ ৬৩—৬৭॥

পাদহীনস্য তন্ত্রান্তরে আরোগ্যাম্বুসংজ্ঞা তস্য লক্ষণগুণাঃ—পাদশেষং তু যত্তোয়মারোগ্যাম্বু তদুচ্যতে। আরোগ্যাম্বু সদা পথ্যং কাসশ্বাসকফাপহম্॥ সদ্যোজ্বরহরং গ্রাহি দীপনং পাচনং লঘু। আনাহপাণ্ডুশূলার্শোগুল্মশোথোদরাপহম্॥ হেমন্তে শিশিরে চাম্বু সারসং বা তড়াগজম্। বসন্তগ্রীষ্ময়োঃ কৌপ্যং বাপ্যং বা নৈর্ঝরং হিতম্ *॥ নাদেয়ং বারি নাদেয়ং বসন্তগ্রীষ্ময়োর্বুধৈঃ। বিষবৎপত্রপুষ্পাদি দুষ্টনির্ঝর-যোগতঃ॥ ঔদ্ভিদং চান্তরিক্ষং বা কৌপ্যং বা প্রাবৃষি স্মৃতম্। শস্তং শরদি নাদেয়ং নীরমংশূদকং পরম্॥ দিবা রবিকরৈর্জুষ্টং নিশি শীতকরাংশুভিঃ। জ্ঞেয়মংশূদকং নাম স্নিগ্ধং দোষত্রয়াপহম্॥ অনভিষ্যন্দি নির্দ্দোষঞ্চান্তরিক্ষজলোপমম্। বল্যং রসায়নং মেধ্যং শীতং লঘু সুধাসমম্॥ অন্যচ্চ—শরদ্যগস্ত্যোরুদয়াদ্‌খিলং সলিলং হিতম্। বৃদ্ধ-সুশ্রুতঃ। কার্ত্তিকে মার্গশীর্ষে চ জলমাত্রং প্রশস্যতে॥ দাহাতিসারপিত্তাস্রমূর্চ্ছামদ্যবিষা-র্ত্তিষু। মূত্রকৃচ্ছ্রে পাণ্ডুরোগে তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিশ্রমেষুচ *॥ মদ্যপানসমুদ্ভূতে রোগে পিত্তোত্থিতে তথা। সন্নিপাতসমুত্থেষু শৃতশীতং প্রশস্যতে॥ ৬৮। ৭৭॥

ক্বথিতস্য জলস্য শীতলীকরণবিশেষে গুণবিশেষমাহ সুশ্রুতঃ—শৃতাম্বু তৎ ত্রিদোষঘ্নং যদন্তর্বাষ্পশীতলম্। অরুক্ষমনভিষ্যন্দি কৃমিতৃট্‌জ্বরহৃল্লঘু *॥ ধারা-পাতেন বিষ্টম্ভি দুর্জ্জরং পবনাহতম্॥ অন্যচ্চ-ভিনত্তি শ্লেষ্মসংঘাতং মারুতঞ্চাপকর্ষতি। অজীর্ণং জরয়ত্যাশু পীতমুষ্ণোদকং নিশি॥ অত্রাপরেঽপি বিশেষাঃ—দিবাশৃতং পয়ো রাত্রৌ গুরুতামধিগচ্ছতি। রাত্রৌ শৃতং দিবা পীতং গুরুত্বমধিগচ্ছতি॥ তত্তু পর্য্যুষিতং বহ্নি-গুণোৎসৃষ্টং ত্রিদোষকৃৎ। গুর্ব্বম্লপাকং বিষ্টম্ভি সর্ব্বরোগেষু নিন্দিতম্॥ শৃতশীতং পুনস্তপ্তং তোয়ং বিষসমং ভবেৎ। নির্যূহোঽপি তথা শীতঃ পুনস্তপ্তো বিষোপমঃ॥ ৭৮—৮২॥

রাত্রৌ তূষ্ণোদকস্য লক্ষণমন্যদাহ—অষ্টমোংশনশেষেণ চতুর্থেনার্দ্ধকেন বা। অথবা ক্বথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং বদেৎ॥ তস্য গুণাঃ।—শ্লেষ্মানিলামমেদোঘ্নং দীপনং বস্তিশোধনম্। শ্বাসকাসজ্বরহরং পীতমুষ্ণোদকং নিশি॥ ৮৩। ৮৪॥

অত্র দোষাণাং যথোল্বণতা হীনতা বা তথা ব্যবস্থা কল্পনীয়া॥ ৬৬॥ অয়ং ঋতুভেদেন জলস্য গ্রহণায় দেশভেদঃ বারিবর্গে বোদ্ধব্যঃ॥ ৭০॥ অথর্ত্তুপক্বমপি জলং বিষয়বিশেষে শীতলং পিবেদিত্যাহ সুশ্রুতঃ দাহেতি॥ ৭৬॥ অন্তর্বাষ্পশীতলম্ পিহিতমেব শীতলম্॥ ৭৮॥

(ক) বসুস্বঙ্গেষু বাণেষু বেদেষু ত্রিষু পক্ষয়োঃ। একভাগাবশেষং স্যাদিতি পাঠান্তরম্॥

রাত্রাবুষ্ণোদকঞ্চ তপ্তমেব পিবেদিত্যাহ—উষ্ণং তদগ্নিজননং লঘুচ্ছং বস্তিশোধনম্। পার্শ্বরুক্‌পীনসাধ্মানহিক্কানিলকফাপহম্। শস্তং তৃট্‌শ্বাসশূলেষু সত্যঃশুদ্ধৌ নবজ্বরে ॥ ৮৫ ॥

অপক্কশীতলজলপানস্য বিষয়বিশেষমাহ সুশ্রুতঃ—মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে। ভ্রমশ্রমপরীতেষু তমকে শ্বয়থৌ তথা॥ ধূমোদ্‌গারে বিদগ্ধেঽন্নে শোষে চ মুখকণ্ঠয়োঃ। উর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতলাম্বু প্রশস্যতে * ॥ ৮৬।৮৭ ॥

আমাদিজলানাং জঠরাগ্নিনা পাককালাবধিমাহ—আমং জলং পাকমুপৈতি যামং পক্বং পুনঃ শীতলমর্দ্ধযামম্। পক্বং কদুষ্ণঞ্চ ততোঽর্দ্ধকালাৎত্রয়ঃ সুপীতস্য জলস্য পাকে ॥ ৮৮ ॥

রোগবিশেষে জলসংস্কারমাহ—পিত্তমদ্যবিষার্ত্তেষু তিক্তকৈঃ শৃতশীতলম্ * ॥ সুশ্রুত আহ। মুস্তপর্পটকোদীচ্য-চ্ছত্রাখ্যোশীরচন্দনৈঃ ॥ শৃতং শীতং জলং দদ্যাৎ তৃড়্দাহজ্বরশান্তয়ে * ॥ দিবাস্বাপং ন কুর্ব্বীত যতোঽসৌ স্যাৎ কফাবহঃ। গ্রীষ্মবর্জ্জেষু কালেষু

---

* শীতলং জলম্ আমমেব নতু ক্কথিতং, ক্কথিতং তু শীতং দাহাদিষু যদুক্তং তৎ সজ্বরেষু। বিজ্বরেষু তু দাহাদিষ্বামং শীতং প্রশস্যত ইতি ভেদঃ ॥ ৮৭ ॥ জলং হিতমিতিশেষঃ ॥ ৮৯ ॥ তিক্তানি বহুলানি তেভ্যো নিশ্চিত্য যোগমাহ সুশ্রুত। মুস্তেতি। ছত্রাঽত্র ধান্যকঃ যত আহ নিঘণ্টৌ ধন্বন্তরিঃ ‘কুস্তুম্বুরুঃ স্বর্ণিকাচ ছত্রা ধান্যং বিতুন্নকম্ ইত্যাদি তদ্‌গুণাশ্চ ‘ধান্যকং দীপনং রুচ্যং পাচনং স্বাদুপাকি চ। দোষত্রয়তৃষাদাহ-শ্বাসকাসজ্বরপ্রণুদিত্যাদি। চক্রদত্তবঙ্গসেনবৃন্দাদয়শ্ছত্রাস্থানে নাগরং পঠন্তি। তদ্‌যথা “মুস্তপর্পটকোশীরচন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ”। নাগরম্ কটুকমপিনাত্র পিত্তজনকং মধুরপাকিত্বাদিতি তেষামভিপ্রায়ঃ। নাগরং মুস্তকমিতি কেচিৎ ক্কচিদেকদেশেন সমুদায়োঽবগম্যতে। যথা ভীমো ভীমসেন ইতি। চন্দনৈরিত্যত্র সহার্থে তৃতীয়া তেন মুস্তাদিভিঃ ষড়্‌ভিরামৈরেব ক্ষুণ্ণৈঃ সহিতং জলম্ শৃতং জলমেব কেবলং যথর্ত্তু পক্কং পশ্চাত্তচ্ছীতলীকৃতং দদ্যাৎ। তথাচ বঙ্গসেনঃ—যদপ্‌সুশৃতশীতাসু ষড়ঙ্গাদি প্রযুজ্যতে। কর্ষমাত্রং ততোদ্রব্যং গ্রাহয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি” ॥ অস্যায়মর্থঃ যদ্ধেতোরপ্‌সু জলে শৃতশীতাসু শৃতাসু কেবলাস্বেব যথর্ত্তু পক্কাসু শীতাসু তাসু শীতলীকৃতাসু ষড়ঙ্গাদি দ্রব্যং প্রযুজ্যতে আমমেব সংক্ষুণ্ণ জলে স্থাপ্যতে ততঃ প্রক্ষেপ্যত্বাৎ কর্ষমাত্রং দ্রব্যং সমুচিতং ষড়ঙ্গাদি প্রাস্থিকেঽম্ভসি প্রস্থমাত্রে ক্কথিতশীতলে জলে ক্ষেপ্তুং গ্রাহয়েৎ। অতএব ষড়ঙ্গমভিধায় ষড়ঙ্গপানীয়মিতি বঙ্গসেনাদিভিরুক্তম্, অস্মিন্ পক্ষে চন্দনং শ্বেতমেব গ্রাহ্যং নতু রক্তং তৎকষায়লেপয়োরেব প্রযোক্তুমুক্তম্। যত আহ—কষায়লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনম্ ইতি। ষড়ঙ্গপানীয়মিদং ষড়ঙ্গাদেঃ পানেঽনুবিধাতব্যে প্রক্রিয়া বিহিতা মহাবঙ্গসেনেন। “কর্ষমাত্রং যথাদ্রব্যং গ্রাহয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি। অর্দ্ধশৃতং প্রযোক্তব্যং পানে পেয়াদিসংবিধৌ” আদিশব্দেন যূষযবাগূবিলেপীভক্তানি গৃহ্যন্তে পানপ্রক্রিয়াং শার্ঙ্গধরোঽপ্যেতামেবাহ “ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সাধ্যং চতুঃষষ্টিপলে জলে। অর্দ্ধশিষ্টন্তু তদ্দেয়ং পানে পেয়াদিসংবিধৌ। পানপ্রয়োগঞ্চ ষড়ঙ্গমুক্তবান্। অস্মিন্‌পক্ষে চন্দনং রক্তং গ্রাহ্যম্। “কষায়লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনম্” ইতিবচনাৎ তথা রক্তচন্দনস্য গুণাঃ “রক্তং হিমং স্বাদুপাকং ছর্দ্দিতৃষ্ণাস্রপিত্তজিৎ। তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জ্বরব্রণবিষাপহম্ ॥ ষড়ঙ্গাদি প্রযুজ্যত ইত্যাদিশব্দেন বক্ষ্যমাণাদয়ো যোগা উচ্যন্তে যথা “শ্রীপর্ণীচন্দনোশীরসমধূকপরুষকং” শ্রীপর্ণাপরুষকয়োঃ ফলং গ্রাহ্যং মধুকস্যতু পুষ্পম্। পানং পিত্তজ্বরং হন্যাৎ শারিবাদ্যং সশর্করম্। অন্যচ্চ হন্যাৎ সযষ্টিমধুকং তথৈবোৎপলপূর্ব্বকম্। পানে শৃতং জলং কিংবা সোৎপলং শর্করাযুতম্”। হন্যাৎ-পিত্তজ্বরমিতি শেষঃ। উৎপলমত্র কমলমিত্যাদি ॥ ৯০ ॥

দিবাস্বাপো নিষিধ্যতে॥ উচিতো হি দিবাস্বাপো নিত্যং যেষাং শরীরিণাম্। বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষামস্বপতাং দিবা॥৮৯—৯২॥

দিবাস্বপ্নোচিতানাহ—ব্যায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতাক্লান্তনতীসারিণঃ, শূলশ্বাসবমীতৃষাপরিগতান্ হিক্কামরুৎপীড়িতান্। ক্ষীণান্ ক্ষীণকফান্ শিশূন্মদহতান্ বৃদ্ধান্ তথাজীর্ণিনো রাত্রৌ জাগরিতান্ নরান্নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ॥৯৩॥

বাতিকাদিজ্বরানাং পাকাবধিমাহ—বাতিকঃ সপ্তরাত্রেণ দশরাত্রেণ পৈত্তিকঃ। শ্লৈষ্মিকো দ্বাদশাহেন জ্বরঃ পাকমুপৈতি হি *॥৯৪॥

জ্বরস্য তারুণ্যমধ্যাবস্থাজীর্ণতাবধিঃ—আসপ্তরাত্রাত্তরুণং জ্বরমাহুর্মনীষিণঃ। দ্বাদশাহমভিব্যাপ্য মধ্যং জীর্ণং ততঃ পরম্ *॥৯৫॥

অথ জ্বরে ভেষজপ্রয়োগসময়ঃ—বাতিকে সপ্তরাত্রেণ দশরাত্রেণ পৈত্তিকে। শ্লৈষ্মিকে দ্বাদশাহেন জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজম্ *॥ জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে

রসস্থামস্যেঽবধিমতিক্রম্যাপি জ্বরস্তিষ্ঠতি। যত আহ সুশ্রুতঃ "বহুদোষস্য মন্দাগ্নেঃ সপ্তরাত্রাৎ পরং জ্বরে। লঙ্ঘনাম্বুযবাগূভির্যদা দোষো ন পচ্যতে। তদা তং মুখবৈরস্যতৃষ্ণাঽরোচকনাশনৈঃ। কষায়ৈঃ পাচনৈর্হৃদ্যৈর্জ্বরঘ্নৈঃ সমুপাচরেদিতি"॥৯৪॥ আসপ্তরাত্রাদিতি অত্র আঙ্মর্য্যাদায়াং রাত্রিশব্দো দিবসস্যোপলক্ষকঃ। তেন সপ্তমদিবসাদর্ব্বাগ্জ্বরস্তরুণ ইত্যর্থঃ। তথাচোক্তং তন্ত্রান্তরে "জ্বরে ব্যতীতে ষড়হে জীর্ণ ইত্যুচ্যতে বুধৈরিতি। দ্বাদশাহাৎপরং জীর্ণমাহুরন্যে মনীষিণঃ। অতএব জাতূকর্ণঃ। জীর্ণস্ত্রয়োদশে দিবস ইতি। অথ জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজম্॥৯৫॥ সপ্তরাত্রেণ ইত্যত্র রাত্রিশব্দো দিবসস্যোপলক্ষকঃ অতএবোক্তম্ পায়য়েদাতুরং সামমৌষধম্ সপ্তমে দিনে। শমনেনাথবা দৃষ্ট্বা নিরামং তমুপাচরেদিতি। শার্ঙ্গধরেণোক্তম্—গুড়ূচীপিপ্পলীমূলনাগরৈঃ পাচনং শৃতম্। বাতজ্বরে তথা পেয়ং কালিঙ্গং সপ্তমেঽহনীতি। হারীতেনোক্তম্। "এতাং ক্রিয়াং প্রযুঞ্জীত ষড়্রাত্রং সপ্তমেঽহনি॥ পিবেৎ কষায়সংযোগাৎ পেয়াং জ্বরবিনাশিনীম্॥ "এতাং ক্রিয়াং" লঙ্ঘনাদিরূপাং। কষায়সংযোগাৎ কষায়েণ সাধিতাং পেয়ামিত্যর্থঃ। খরনাদেনাপ্যুক্তম্। ইতি ষড়্রাত্রিকঃ প্রোক্তো নবজ্বরহরো বিধিঃ। ততঃ পরং পাচনীয়ং শমনীয়ং জ্বরে হিতম্॥ ততো জ্বরমধ্যে করণীয়মিত্যর্থঃ। বাগ্ভটশ্চ। "সপ্তাহাদৌষধং কেচিদাহুরন্যে দশাহতঃ। লঘ্বন্নে ভোজিতে কেচিদ্দেয়মামোল্বণে ন তু॥ "সপ্তাহাৎ" সপ্তাহমারভ্যেত্যর্থঃ। অত্র ল্যব্লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী অতএব সুশ্রুতঃ। "দশরাত্রাৎ পরং সর্ব্বৈর্দাতব্যমিতি নিশ্চিতমিতি। অতএব দশরাত্রেণ দ্বাদশাহেন বেতি লঙ্ঘনবতা ব্যতীতেনেত্যর্থঃ। অত্র চরকস্ত্বেবমাহ। "জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতম্। পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েত্তু তম্"॥ সপ্তমেঽহনি লঘ্বন্নং দত্ত্বা অষ্টমে দিনে কষায়ং পায়য়েদিত্যর্থঃ। তথাচ সুশ্রুতঃ "সপ্তরাত্রাৎ পরং কেচিন্মন্যন্তে দেয়মৌষধমিতি"। সপ্তরাত্রাৎ পরম্ অষ্টমেঽহনীত্যর্থঃ। কেচিচ্চরকাদয়ঃ, চক্রদত্তোঽপি "সপ্তরাত্রেণ পচ্যন্তে সপ্তধাতুগতা মলাঃ। নিরামস্তু ততঃ প্রোক্তো জ্বরপ্রায়োঽষ্টমে দিনে॥ এবং সতি কষায়দানে সপ্তমাষ্টময়োর্দ্দিবসয়ো র্বিকল্পঃ। তত্রাপি বয়োবলাগ্নিদোষদেশকালোচিতং কুর্য্যাৎ। ভেষজমন্নঞ্চ দোষপাকং দৃষ্ট্বা দদ্যাদিত্যাহ সুশ্রুতঃ "পৈত্তিকে চ জ্বরে দেয়মল্পকালসমুত্থিতে। অচিরজ্বরিতস্যাপি ভৈষজ্যং দোষপাকত ইতি॥ অস্যায়মর্থঃ অল্পকালসমুত্থিতে পৈত্তিকে জ্বরে দোষপাকং দৃষ্ট্বা ভৈষজ্যং দেয়ং, নতু তত্র দশরাত্রাপেক্ষা। তথা অচিরজ্বরিতস্যাপি পৈত্তিকেতরনবজ্বরযুক্তস্যাপি দোষপাকং দৃষ্ট্বা ভৈষজ্যং দেয়মিত্যর্থঃ॥ দোষপাকলক্ষণমাহ সুশ্রুতঃ মৃদৌ জ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ। পক্বং দোষং বিজানীয়াজ্জ্বরে দেয়ং তদৌষধমিতি॥ জ্বরে মৃদৌ স্বল্পীভূতে। মলেষু বাতপিত্তকফমূত্রপুরীষেষু। প্রচলেষু স্বমার্গসঞ্চারিষু। পক্বং নিরামম্॥ দোষপ্রকৃতিবৈকৃত্যাদেতেষাং পক্বলক্ষণম্। দোষাণাং দুষ্টবাতপিত্তকফানাং প্রকৃতিঃ জ্বরস্য তদুপদ্রবাণাঞ্চোৎপাদনম্ তস্যা বৈকৃত্যং বৈপরীত্যং তস্মাদ্দোষপাকজ্ঞানম্।

নৃণাম্। তত্রানুক্তে প্রভাতং স্যাৎ কষায়েষু বিশেষতঃ॥ মুখ্যভৈষজ্যসম্বন্ধো নিষিদ্ধস্তরুণ-জ্বরে। তোয়পেয়াদিসংস্কারে নির্দোষং তত্র ভেষজম্ * ॥ ৯৬। ৯৮ ॥

তরুণজ্বরে কষায়স্য দোষমাহ—দোষা বৃদ্ধাঃ কষায়েণ স্তম্ভিতাস্তরুণজ্বরে। স্তভ্যন্তে ন বিপচ্যন্তে কুর্ব্বন্তি বিষমজ্বরম্ * ॥ অন্যচ্চ—ন চ্যবন্তে ন পচ্যন্তে কষায়ৈঃ স্তম্ভিতা মলাঃ। তির্য্যগ্বিমার্গগা বা তে ঘোরং কুর্য্যুর্জ্বরম্॥ অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণজ্বরে। হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশম্ * ॥ ৯৯—১০১ ॥

অবস্থাবিশেষে বমনং কর্ত্তব্যমিত্যাহ—সদ্যো ভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে। বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাগ্‌ভটঃ * ॥ ১০২ ॥

পাচনশমনয়োঃ সম্প্রদানকালমাহ—পায়য়েদাতুরং সামং পাচনং সপ্তমে দিনে। শমনেনাথবা দৃষ্ট্বা নিরামং তমুপাচরেৎ * ॥ অন্যচ্চ—কৃশং চৈবাল্পদোষং চ শমনীয়ৈ-রুপাচরেৎ ॥ ১০৩ ॥

কেষাং মতে এবং ক্ষুত্‌ক্ষামত্বং লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবম্। দোষপ্রকৃতিরুৎসাহো (অষ্টাহ ইতি বা পাঠঃ) নিরামজ্বরলক্ষণম্। দোষপ্রকৃতিঃ দোষাণাং স্বমার্গসঞ্চারঃ॥ ৯৬॥ মুখ্যভেষজং ক্বাথঃ সম্বন্ধঃ পানম্। যতআহ। 'ন কষায়ং প্রশংসন্তি নরাণাং তরুণে জ্বরে। কষায়েণাকুলীভূতা দোষা জেতুং সুদুস্তরাঃ॥ আকুলীভূতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্বমার্গং পরিত্যজ্য ইতস্ততো গতাঃ। অত্র কষায়শব্দেন ক্বাথো গৃহ্যতে। উক্তাশ্চ ক্বাথস্য পর্য্যায়াঃ। 'শৃতং ক্বাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যত ইতি। তোয়পেয়াদি-সংস্কারৈর্নির্দোষং তত্র ভেষজমিতি। তত্র তরুণজ্বরে ভেষজম্ মুখ্যভেষজং ক্বাথরূপং নতু কল্পনমুদ্দিশ্য কষায়ঃ প্রতিষিধ্যত ইতি কল্পনং তোয়পেয়াযবাগ্বাদিকম্। নন্ন 'স্বরসশ্চ তথা কল্কঃ ক্বাথশ্চ হিমফাণ্টকৌ। জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্' ইতি বচনাৎ স্বরসাদয়োঽপি ন নিষিধ্যন্তে। তত্রাহ 'তত্র যস্ত কষায়ঃ স্যাৎ সবর্জ্জ্যস্তরুণজ্বরে' ইতি। চতুর্থভাগাবশেষকরণেনাষ্টমভাগশেষকরণেন চ। কষায়-বর্ণঃ কষায়রসশ্চ স্যাৎ স কষায়ঃ ক্বাথঃ স তরুণজ্বরে নিষিদ্ধঃ। ক্বাথস্য লক্ষণমাহঃ 'পাদশিষ্টঃ কষায়ঃ স্যাৎ। অতঃ ষড়ঙ্গাদিস্তরুণজ্বরে ন নিষিদ্ধঃ। অপাকাদর্দ্ধপাকাচ্চোক্তলক্ষণাভাবেন কষায়ত্বাভাবাৎ ॥ ৯৮ ॥ কষায়েণ স্তম্ভিতাঃ প্রবৃত্তয়ে নিবারিতাঃ। যত আহ কষায়রসগুণাঃ "কষায়ঃ স্তম্ভনঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্তকফাপহঃ, ইত্যাদি। স্তভ্যন্তে আধ্মানং কুর্ব্বন্তি ন বিপচ্যন্তে সুখেন ন বিপচ্যন্তে, দুঃখং দগ্ধা বিলম্বেন বিপচ্যন্তে ইতি যাবৎ॥ ৯৯॥ অয়মর্থঃ—কফাদিদোষোপস্থিতৌ স্বয়মেব চেদ্ভবতি বমনং ন তদ্দোষায়। অনবস্থিতদোষাণাং তরুণজ্বরে বমনং যত্নকৃতং হৃদ্রোগাদীন্ করোতীত্যর্থঃ। এতেন বচনেন তরুণজ্বরে যত্নাদ্‌বমনং নিষিদ্ধম্॥ ১০১॥ বমনং চেতি বিকল্পো লঙ্ঘনাপেক্ষয়া। বমনার্হস্যেত্যনেন গর্ভিণ্যতিকৃশাতিবৃদ্ধাদিনিষেধঃ। অত্র বৃদ্ধবাগ্‌ভটঃ 'বমিতং লঙ্ঘয়েৎ প্রাজ্ঞো লঙ্ঘিতং নতু বাময়েৎ। বমনং ক্লেশবাহুল্যাদ্ধন্যাল্লঙ্ঘনকর্ষিতম্॥ ন কার্য্যং গুর্ব্বিণী–বালবৃদ্ধদুর্ব্বলভীরুভিঃ'। অনশনমিতিশেষঃ। অনেনানশননিষেধেন গুর্ব্বিণ্যাদীনাং জ্বরে সামে পাচনং নিরামে শমনং, পথ্যান্নমণ্ডাদিকঞ্চ দদ্যাৎ পাচনলক্ষণং পশ্চাৎ গুণপ্রস্তাবে বোদ্ধব্যম্॥ ১০২॥ নন্ন 'লালাপ্রসেকো হৃল্লাসো হৃদয়া-শুদ্ধ্যরোচকৌ। তন্দ্রালস্যাবিপাকাস্যবৈরস্যং গুরুগাত্রতা॥ ক্ষুন্নাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান্ জ্বরঃ। আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্র ভেষজম্॥ ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জনয়তি জ্বরম্। ভূয়োবাহুল্যেন। যচ্চ 'পায়য়েদ্দোষহরণং মোহাদামজ্বরে তু যঃ। স সুপ্তং কৃষ্ণসর্পন্তু করাগ্রেণ পরামৃশেৎ॥" ইতি বচনাদামজ্বরে ভেষজনিষেধাৎ কথং সামে জ্বরে বা পাচনং দেয়ম্? উচ্যতে নিরুপদ্রবে সামজ্বরে পাচনং দেয়ম্। সোপদ্রবে তু সামে ভেষজং নিষিদ্ধম্। তথাচ বাগ্‌ভটঃ 'সপ্তাহাৎ পরতোঽস্তব্ধে সামে স্যাৎ পাচনং জ্বরে। নিরামে শমনং স্তব্ধে সামে নৌষধমাচরেৎ॥ অত্র নিরুপদ্রবে স্তব্ধে সোপদ্রবে॥ ১০৩॥

সামান্যজ্বরে পাচনকষায়মাহ সুশ্রুতঃ—নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধ্যামকং বৃহতীদ্বয়ম্। দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং জ্বরিতেভ্যো জ্বরাপহম্ *॥ ১০৪ ॥ নাগরাদি ক্বাথঃ।

সর্ব্বজ্বরেষু সামান্যতঃ সংশমনীয়ান্যাহ সুশ্রুতঃ—অথ সংশমনীয়ানি কষায়াণি নিবোধ মে। সর্ব্বজ্বরেষু দেয়ানি যানি বৈদ্যেন জানতা ॥ বৃশ্চীরো বিল্ববর্ষাভূঃ পয়ঃ সোদকমেব চ। পচেৎ ক্ষীরাবশেষং তৎ পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্ *॥ অন্যচ্চ—উদকাদ্দ্বিগুণং ক্ষীরং শিংশপোশীরমেব চ। তৎ ক্ষীরশেষং ক্বথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥ ১০৫—১০৭ ॥

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথঃ—গুড়ূচীধান্যকারিষ্টং পদ্মকং রক্তচন্দনম্। এষাং ক্বাথঃ সুপ্রসিদ্ধঃ সর্ব্বজ্বরহরঃ স্মৃতঃ॥ দীপনো দাহহৃল্লাস-তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দ্যরুচিং হরেৎ ॥ ১০৮ ॥

সংশোধননিষেধমাহ—ছর্দ্দির্মূর্চ্ছামদশ্বাস-ভ্রমতৃড়্বিষমজ্বরান্। সংশোধনস্য পানেন প্রাপ্নোতি তরুণজ্বরী ॥ ১০৯ ॥

নিষিদ্ধস্যাপি সংশোধনস্য বিষয়মবস্থাবিশেষমাহ—রোগে শোধনসাধ্যে তু যং বিদ্যাদ্দোষদুর্বলম্। তং সমীক্ষ্য ভিষক্কুর্য্যাদ্দোষপ্রচ্যাবনং মৃদু * ॥ ১১০ ॥

শোধনসাধ্যরোগানাহ—সদ্যোজ্বরে বিষেঽজীর্ণে মন্দেঽগ্ন্যাবুদরে তথা (ক)। স্তন্যরোগে চ হৃদ্রোগে কাসশ্বাসেষু বাময়েৎ ॥ জীর্ণজ্বরগরচ্ছর্দ্দি-গুল্মপ্লীহোদরেষু চ। শূলে শোথে মূত্রঘাতে কৃমিরোগে বিরেচয়েৎ ॥ চলে দোষে মৃদৌ কোষ্ঠে নেক্ষেৎ তত্র বলং নৃণাম্। অব্যাপদ্ দুর্ব্বলস্যাপি শোধনং হি তদা ভবেৎ *॥ পক্বোঽপ্যনির্হৃতো দোষো দেহে তিষ্ঠন্মহাত্যয়ম্। বিষমং বা জ্বরং কুর্য্যাদ্বলব্যাপদমেব বা *॥ ১১১—১১৪ ॥

সংশোধনমাহ—আরগ্বধগ্রন্থিকমুস্ততিক্তা-হরীতকীভিঃ ক্বথিতঃ কষায়ঃ। সামে সশূলে কফবাতযুক্তে জ্বরে হিতো দীপনপাচনশ্চ ॥ ইতি আরগ্বধাদিঃ ক্বাথঃ। অন্যচ্চ—পথ্যারগ্বধতিক্তাত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্। পাচনসারকমুক্তং মুনিভির্জীর্ণজ্বরে সামে ॥ ১১৫। ১১৬ ॥ ইতি আরোগ্যপঞ্চকদ্বয়ম্।

ধ্যামকং রোহিষং তদলাভাদুশীরং দদ্যাৎ। বৃহতীদ্বয়ং বৃহৎফলা সূক্ষ্মফলা। বৃহতী ক্ষুদ্রাবৃহতী চেতি কণ্টকারীদ্বয়ং বা দদ্যাৎ। কণ্টকারীদ্বয়ং শুণ্ঠী ধ্যামকং সুরদারু চেতি, শার্ঙ্গধরেণোক্তত্বাৎ ॥ ১০৪ ॥ বৃশ্চীরঃ শ্বেতপুনর্নবা বর্ষাভূঃ রক্তপুনর্নবা তথাচ মদনপালঃ পুনর্নবঃ শ্বেতমূলো বৃশ্চীরো দীর্ঘপত্রকঃ। পুনর্নবাঽপরা রক্তা বর্ষাভূরক্তপুষ্পকঃ॥ পাকপ্রকারমাহ। ক্ষীরমষ্টগুণং দ্রব্যাৎ ক্ষীরান্নীরং চতুর্গুণম্। ক্ষীরাবশেষং পক্তব্যং ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ॥ দ্রব্যাৎপলপরিমিতাৎ ॥ ১০৬ ॥ দোষদুর্ব্বলং দোষৈরুপচিতৈর্দুর্ব্বলং নতুপরাসাদিকৃশম্ অতএব সমীক্ষ্যেতি ॥ ১১৩ ॥ কুতো বলং নাপেক্ষণীয়মিত্যাশঙ্কায়ামাহ তদা তস্যামবস্থায়াং শোধনং দুর্ব্বলস্যাপি দোষদুর্ব্বলস্যাপি অব্যাপদ্ ভবেৎ ছর্দ্দ্যাদিব্যাধিক্লম ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥ বলবতঃ পুরুষস্য পক্বস্য দোষস্য স্বস্থানস্থিতস্য শোধনাবিধানে দোষমাহ সুশ্রুতঃ পক্বইতি। পক্বঃ লঙ্ঘনাম্বুপানপেয়াদিভিঃ। অনির্হৃতঃ অধোমার্গেণানুৎসৃষ্টঃ মহাত্যয়ং বিষমং জ্বরং চাতুর্থকং তস্যৈব মহাত্যয়ত্বাদিতি গদাধরঃ। গম্ভীরমিতি কার্ত্তিকঃ। মহাত্যয়ং মহাকষ্টং বা। বলব্যাপদং বলক্ষয়ম্ ॥ ১১৪ ॥

(ক) অরুচৌ তথেতি বা পাঠঃ।

সারিবাদিকল্কঃ—অনন্তা বালকং মুস্তং নাগরং কটুরোহিণী। পিষ্ট্বা সুখাম্বুনা কল্কং পায়য়েদক্ষসংমিতম্ * ॥ কল্কঃ স্বল্পেন কালেন হন্যাৎ সর্ব্বজ্বরাময়ান্। বিদধ্যাৎ কোষ্ঠসংশুদ্ধিং দীপয়েচ্চ হুতাশনম্ ॥ ১১৭। ১১৮ ॥ সারিবাদিকল্কঃ।

সংশোধনসংশমননিষেধযোগ্যানাহ—পীতাম্বুর্লঙ্ঘনক্ষীণোঽজীর্ণী ভুক্তঃ পিপাসিতঃ। ন পিবেদৌষধং জন্তুঃ সংশোধনমথেতরৎ * ॥ ১১৯ ॥

সুদর্শনচূর্ণম্—ত্রিফলা রজনীযুগ্মং কণ্টকারীযুগং শটী। ত্রিকটু গ্রন্থিকং মূর্ব্বা গুডূচী ধন্বযাসকঃ ॥ কটুকা পর্পটো মুস্তং ত্রায়মাণা চ বালকম্। নিম্বঃ পুষ্করমূলঞ্চ মধুযষ্টী চ বৎসকঃ * ॥ যমানীন্দ্রযবো ভার্গী শিগ্রুবীজং সুরাষ্ট্রজা। বচাত্বক্পদ্মকোশীর-চন্দনাতিবিষাবলাঃ * ॥ শালিপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বিড়ঙ্গং তগরং তথা। চিত্রকং দেবকাষ্ঠঞ্চ চব্যং পত্রং পটোলজং * ॥ জীবকর্ষভকৌ চৈব লবঙ্গং বংশলোচনম্। পুণ্ডরীকঞ্চ কাকোলী পত্রকং জাতিপত্রকম্ * ॥ তালীশপত্রমেতানি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ। অর্দ্ধাংশং সর্ব্বচূর্ণস্য কিরাতং প্রক্ষিপেৎ সুধীঃ * ॥ এতৎ সুদর্শনং নাম চূর্ণং দোষত্রয়াপহম্। জ্বরাংশ্চ নিখিলান্ হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ দোষজাগন্তুকাংশ্চাপি ধাতুস্থান্ বিষমজ্বরান্। সন্নিপাতোদ্ভবাংশ্চাপি মানসানপি নাশয়েৎ ॥ শীতাদীনপি দাহাদীন্মোহং তন্দ্রাং ভ্রমং তৃষাম্। কাসং শ্বাসঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ হৃদ্রোগং কামলামপি ॥ ত্রিকপৃষ্ঠকটীজানুপার্শ্বশূলং নিবারয়েৎ। শীতাম্বুনা পিবেদেতৎ সর্ব্বজ্বরনিবৃত্তয়ে ॥ সুদর্শনং যথা চক্রং দানবানাং বিনাশনম্। তথা জ্বরাণাং সর্ব্বেষাং চূর্ণমেতৎ প্রণাশনম্ ॥ ১২০—১৩০ ॥ ইতি সুদর্শনচূর্ণম্।

নিম্বাদি চূর্ণম্—নিম্বপত্রবরাব্যোষ-যবানীলবণত্রয়ম্। ক্ষারো দিগ্‌বহ্নিরামেষু ত্রিনেত্রক্রমশোঽংশকান্ ॥ সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং প্রত্যূষে ভক্ষয়েন্নরঃ। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ তথা ত্রিদিবসজ্বরম্ ॥ চাতুর্থিকং মহাঘোরং সততং সন্ততং দিবা। ধাতুস্থঞ্চ ত্রিদোষোত্থং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩১—১৩৩ ॥ ইতি নিম্বাদি চূর্ণম্।

শট্যাদিক্বাথঃ—শটী নিশাদ্বয়ং দারু শুণ্ঠী পুষ্করমূলকম্। এলা গুডূচী কটুকা পর্পটশ্চ যবাসকঃ ॥ শৃঙ্গী কিরাততিক্তঞ্চ দশমূলী তথৈব চ। ক্বাথমেষাং পিবেৎ কোষ্ণং সিন্ধুচূর্ণযুতং নরঃ ॥ জ্বরান্ সর্ব্বান্ দ্রুতং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৩৪। ১৩৫ ॥ ইতি শঠ্যাদি ক্বাথঃ। অনুভূতমিদম্।

হরীতক্যাদি গুটী—হরীতকীত্রিবৃদ্বৃদ্ধদারকাণাং পৃথগ্‌ভবেৎ। পলদ্বয়ং কণাশুণ্ঠী গুডূচী গোক্ষুরো বরী ॥ সহদেবী বিড়ঙ্গঞ্চ প্রত্যেকং পলসম্মিতম্। মধুনা বটিকাং কৃত্বা খাদেজ্জ্বরমপোহতি ॥ কাসং শ্বাসং মলস্তম্ভং বহ্নিমান্দ্যং নিযচ্ছতি ॥ ১৩৬। ১৩৭ ॥ অনুভূতম্।

অনন্তা শারিবা ॥ ১১৭ ॥ পীতাম্বুঃ পীততিক্তাম্বুঃ ভুক্তঃ ভুক্তবানিত্যর্থঃ, অত্রাধ্যবসিতাদিত্বাৎকর্ত্তরিক্ত প্রত্যয়ঃ ইতরৎ সংশমন ॥ ১১৯ ॥ পুষ্করমূলাভাবে তু কুষ্ঠমপি দদ্যাৎ ॥ ১২১ ॥ ভার্গ্যভাবে কণ্টকারীমূলম্। সৌরাষ্ট্র্যভাবে স্ফটিকাং দদ্যাৎ ॥ ১২২ ॥ তগরালাভে কুষ্ঠং দেয়ং ॥ ১২৩ ॥ জীবকর্ষভকয়োরলাভে বিদারীকন্দস্য ভাগদ্বয়ং দদ্যাৎ পুণ্ডরীকং শ্বেতকমলং কাকোল্যভাবে অশ্বগন্ধামূলং ॥ ১২৪ ॥ তালীশপত্রকাভাবে স্বর্ণতালী প্রদীয়ত ইতি অথবা কণ্টকারীজটা দেয়া ॥ ১২৫ ॥

লাক্ষাদিতৈলম্—লাক্ষা দশাঙ্কা ত্বরুণা ষড়ঙ্কা সচন্দনং লোহিতচন্দনঞ্চ। ত্বক্ পত্রকং বারি সুরা (ক) সমুস্তা প্রত্যেকমেতানি পলোম্মিতানি * ॥ কিরাততিক্তা ত্রিবৃতা সতিক্তাঽমৃতাকণাপর্পটকণ্টকার্য্যঃ। বিড়ঙ্গবিশ্বামলকানি বাসা-রসানিশাবীরণসিন্দুবারাঃ * ॥ এতানি দেয়ানি পৃথক্পলার্দ্ধমানানি সর্ব্বাণি চ ভেষজানি। কল্কানমীষাং বিদধীত গব্যদুগ্ধেন বৈ সার্দ্ধতুলামিতেন ॥ তৈলং তিলানাং তু তুলানুমানং তেনৈব কল্কেন শনৈঃ পচেচ্চ। হন্ত্যা-জ্বরাংস্তৈলমিদং সমস্তান্ কুর্য্যাদ্ বলং বীর্য্যমতীব পুষ্টিম্ ॥ বিমর্দ্দনাদাশু পরিশ্রমং ভ্রমং শমং নয়েৎ সংজনয়েদ্ দ্যুতিং তনোঃ ॥ তথা ব্যথামস্থি সমুদ্ভবামপি প্রহৃত্য নিদ্রাং সমুপার্জ্জয়েৎ সুখম্ ॥ ১৩৮—১৪২ ॥ ইতি লাক্ষাদি তৈলম্।

লাক্ষাদি তৈলম্—লাক্ষারসসমং তৈলং তৈলান্মস্তু চতুর্গুণম্। অশ্বগন্ধা নিশাদারু-কৌন্তীকুষ্ঠাব্দচন্দনৈঃ * ॥ সমূর্ব্বারোহিণীরাস্না-শতাহ্বামধুকৈঃ সমৈঃ। সিদ্ধং লাক্ষাদিকং নাম তৈলমভ্যঙ্গনাদিনা * ॥ সর্ব্বজ্বরক্ষয়োন্মাদ-শ্বাসাপস্মারবাতনুৎ। যক্ষরাক্ষসভূতঘ্নং গর্ভিণীনাং চ শস্যতে ॥ ১৪৩—১৪৫ ॥ ইতি লাক্ষাদি।

মহালাক্ষাদি তৈলম্—লাক্ষা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা ফেনিলং মধুকং বলা। লামজ্জকং চন্দনঞ্চ চম্পকং নীলমুৎপলম্ * ॥ প্রত্যেকমেষাং ষণ্মুষ্টীঃ পক্ত্বা তোয়ে চতুর্গুণে। চতুর্ভাগাবশেষে তু গর্ভে চৈতৎ সমাবপেৎ * ॥ রেণুকা পদ্মকঞ্চৈব বাজিগন্ধা তথৈব চ। বেতসঞ্চোরকং (খ) কুষ্ঠং দেবদারু নখং ত্বচম্ * ॥ শতপুষ্পা পুণ্ডরীকং মাংসী মধুকমেব চ। এভিরক্ষমিতৈঃ কল্কৈঃ কষায়েণৈব পেষিতৈঃ * ॥ মস্তুশুক্তারনালানামাঢ়কাংশং সমাবপেৎ ॥ ক্ষীরাঢ়কসমাযুক্তং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ * ॥ অভ্যঙ্গাত্তৈলমেতদ্ধি শীঘ্রং দাহমপাহতি। ব্যপোহতি তথা বাতপিত্তশ্লেষ্মভবজ্বরম্ ॥ সপ্রলাপং সতৃষ্ণঞ্চ তালুশোষ-ভ্রমান্বিতম্। গ্রহোপসৃষ্টা যে বালা রক্ষসা দূষিতাশ্চ যে। তেষাং কষ্টং প্রশময়েত্তৈলং লাক্ষাদিকং মহৎ ॥ ১৪৬—১৫২ ॥ ইতি মহালাক্ষাদিতৈলম্।

নবজ্বরে রসাঃ—সূতো গন্ধস্টঙ্কণঃ সোষণশ্চ, সর্ব্বৈস্তুল্যা শর্করা মৎস্যপিত্তৈঃ। ভূয়ো ভূয়ো মর্দ্দয়েত্তত্রিরাত্রং, বল্লো দেয়ঃ শৃঙ্গবেরদ্রবেণ * ॥ তাপে (গ) শীতং ব্যঞ্জনৈ-

---

* অরুণা মঞ্জিষ্ঠা বারি বালং ॥ ১৩৮ ॥ রসা রাস্না ॥ ১৩৯ ॥ মস্তু দধিজলং। কৌন্তী রেণুকা, চন্দনমত্র শ্বেতমেব নতু রক্তম্ ॥ ১৪৩ ॥ রোহিণী কটুকা ॥ ১৪৪ ॥ ফেনিলং বদরী। লামজ্জকং উশীরবৎ পীতচ্ছবিতৃণবিশেষঃ। লামজ্জকং যদা ন স্যাদুশীরন্দীয়তে তদা। চম্পকমিত্যস্য স্থানে কুত্রাপি গৈরিকমিতিপাঠঃ। নীলোৎপলস্যালাভে তু কুমুদং দেয়মিষ্যতে ॥ ১৪৬ ॥ সমাবপেৎ প্রক্ষিপেদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৭ ॥ চোরকং গ্রন্থিপর্ণস্য ভেদো ভটিউর ইতি নৈপালদেশে ভবতি তদলাভে গ্রন্থিপর্ণং দেয়ম্ ॥ ১৪৮ ॥ পুণ্ডরীকং শ্বেতকমলম্ ॥ ১৪৯ ॥ মস্তু দধিজলম্ শুক্তং সন্ধানভেদঃ। আরনালঃ সোঽপি সন্ধান-ভেদঃ ॥ ১৫০ ॥ অস্য প্রক্রিয়া পারা শুদ্ধভাগ ১, গন্ধকভাগ ১, সোহাগাভৃষ্টভাগ ১, মরিচভাগ ১, শর্করা ভাগ ৪, রোহিত মৎস্যপিত্তভাগ ৪, প্রতিদিনং সর্ব্বং দিনত্রয়ং মর্দ্দয়েৎ। রসমিমং

(ক) সুরেতি পাঠান্তরম্। (খ) জীরকমিতি বা পাঠঃ। (গ) তোয়মিতি পাঠান্তরম্।

স্তক্রভক্তং বৃন্তাকাঢ্যং পথ্যমেতৎ প্রদিষ্টম্। অস্থায়োগ্রং হন্তি সদ্যোজ্বরন্তু পিত্তাধিক্যে মূর্দ্ধ্নি তোয়ঞ্চ দদ্যাৎ * ॥ ১৫৩। ১৫৪ ॥ ইতি উদকমঞ্জরীরসো নবজ্বরেষু রসরত্নপ্রদীপে।

জ্বরধূমকেতুঃ—অদ্যাৎ সমং সূতসমুদ্রফেনহিঙ্গুলগন্ধং পরিমর্দ্দ্য যামম্॥ নবজ্বরে বল্লযুগং ত্রিঘস্রমার্দ্রাম্বুসাহ্বয়ং জ্বরধূমকেতুঃ * ॥ ১৫৫ ॥

মহাজ্বরাঙ্কুশঃ—শুদ্ধসূতো বিষং গন্ধঃ প্রত্যেকং শাণসংমিতঃ। ধূর্ত্তবীজং ত্রিশাণং স্যাৎ সর্ব্বেতো দ্বিগুণা ভবেৎ * ॥ হেমাহ্বা কারয়েদেষাং সূক্ষ্মং চূর্ণং প্রযত্নতঃ। জম্বীর-বীজকৈর্দ্দেয়ং চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতম্॥ আর্দ্রকস্য রসেনাপি জ্বরং হন্তি ত্রিদোষজম্। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্॥ বিষমঞ্চ জ্বরং হন্যান্নবং জীর্ণঞ্চ সর্ব্বথা। মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম্না রসোঽয়ং সর্ব্বসম্মতঃ ॥ ১৫৬—১৫৯॥ ইতি মহাজ্বরাঙ্কুশঃ, সর্ব্বজ্বরেষু শার্ঙ্গধরে।

জ্বরঘ্নী বটিকা—একো ভাগো রসাচ্ছুদ্ধাচ্ছৈলেয়ঃ পিপ্পলী শিবা। আকারকরভো গন্ধঃ কটুতৈলেন শোধিতঃ * ॥ ফলানি চেন্দ্রবারুণ্যাশ্চতুর্ভাগমিতা অমী। একত্র মর্দ্দয়েচ্চূর্ণমিন্দ্রবারুণিকারসৈঃ * ॥ মাষোন্মিতাং বটীং কৃত্বা দদ্যাৎ সদ্যোজ্বরে বুধঃ ॥ ছিন্নারসানুপানেন জ্বরঘ্নী বটিকা মতা ॥ ১৬০—১৬২ ॥ ইতি জ্বরঘ্নী বটিকা শার্ঙ্গধরে।

জ্বরঘ্নী বটিকা—রসং গন্ধঞ্চ দরদং জৈপালং ক্রমবর্দ্ধিতম্। দন্তীরসেন সংপিষ্য বটী গুঞ্জামিতা ভবেৎ ॥ প্রভাতে সিতয়া সার্দ্ধমশিতা শীতবারিণা। একেন দিবসেনৈষা নবজ্বরহরী ভবেৎ ॥ ১৬৩। ১৬৪ ॥ ইতি জ্বরঘ্নী বটিকা রসরত্নপ্রদীপে।

নবজ্বরহরী বটী—রসো গন্ধো বিষং শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানি চ। পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী দন্তীবীজং চ শোধিতম্॥ চূর্ণমেষাং সমাংশানাং দ্রোণপুষ্প্যারসৈঃ পুটেৎ। বটীং মাষনিভাং কুর্য্যাদ্ভক্ষয়েন্নূতনে জ্বরে ॥ ১৬৫। ১৬৬ ॥ ইতি নবজ্বরহরীবটী।

সর্ব্বজ্বরহরঃ—একভাগো রসো ভাগদ্বয়ং শুদ্ধঞ্চ গন্ধকম্। গরলস্য ত্রয়ো ভাগাশ্চতুর্ভাগা হিমাবতী ॥ জৈপালকঃ পঞ্চভাগো নিম্বুদ্রববিমর্দ্দিতঃ। কৃমিঘ্নপ্রমিতা বট্যঃ কার্য্যাঃ সর্ব্বজ্বরচ্ছিদঃ ॥ শৃঙ্গবেরেণ দাতব্যা বটিকৈকা দিনে দিনে। জীর্ণজ্বরে তথাঽজীর্ণে সামে বা বিষমে তথা। জ্বরং সর্ব্বং নিহন্ত্যসৌ দাবো বনমিবানলঃ ॥ ১৬৭—১৬৯ ॥ ইতি নবজ্বরে রসঃ।

অথ সামান্যজ্বরে রসাঃ, তত্র মহাজ্বরাঙ্কুশঃ—শুদ্ধং সূতং বিষং গন্ধং ধূর্ত্ত-

---

রক্তিকাত্রয়মিতমার্দ্রকরসেন দদ্যাৎ ॥ ১৫৩ ॥ ওদনং তক্রং বৃন্তাকফলং ভোক্তুং দদ্যাৎ। ব্যঞ্জনাদ্যৈঃ শীতলমুপচারং কুর্য্যাৎ ॥ ১৫৪ ॥ অস্য প্রক্রিয়া। পারাশুদ্ধ গন্ধকশুদ্ধ হিঙ্গুলশুদ্ধ সমুদ্রফেনং সমভাগং সর্ব্বং যামমেকমার্দ্রকরসেন সংমর্দ্দ্য রক্তিকাষট্কমিতমার্দ্রকরসেন দিনত্রয়ং নবজ্বরী ভক্ষয়েৎ দিনত্রয়ান্নবজ্বরো নশ্যেৎ॥ ১৫৫ ॥ প্রক্রিয়া শুদ্ধপারা শুদ্ধগন্ধক শুদ্ধবিষ প্রত্যেকং টঙ্ক ১, ধস্তুরবীজ টঙ্ক ৩, চোক টঙ্ক ১২, সর্ব্বেষাং চূর্ণমতিসূক্ষ্মং কর্ত্তব্যম্ ॥ ১৫৬ ॥ শৈলেয়ঃ ছড় ইতিলোকে। শিবা হরীতকী। আকারকরভঃ অকরকরা ইতি লোকে ॥ ১৬০ ॥ চতুর্ভাগমিতা অমী শৈলেয়াদয়ঃ ষট্ সমুদিতা ভাগচতুষ্টয়মিতাঃ ॥ ১৬১ ॥

বীজং ত্রিভিঃ সমম্। চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষং চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতম্* ॥ আর্দ্রকস্য রসৈঃ কিংবা জম্বীরস্য রসৈর্যুতম্। মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম্না সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্। বিষমং বা ত্রিদোষং বা জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭০—১৭২ ॥ ইতি মহাজ্বরাঙ্কুশঃ সর্ব্বজ্বরেষু।

শ্বাসকুঠারঃ—সূতং গন্ধং বিষঞ্চৈব টঙ্কণঞ্চ মনঃশিলা। এতানি টঙ্কমাত্রাণি মরিচং ত্বষ্টটঙ্ককম্॥ কটুত্রয়ং টঙ্কষট্কং খল্লে ক্ষিপ্ত্বা বিচূর্ণয়েৎ॥ রসঃ শ্বাসকুঠারোঽয়ং সর্ব্বজ্বরহরঃ পরঃ॥ ১৭৩। ১৭৪॥ ইতি শ্বাসকুঠারো রসঃ শ্বাসে সর্ব্বজ্বরে রসরত্নাকরে।

জ্বরাঙ্কুশঃ—দারুমুখাং শিখিগ্রীবাং রসকঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। টঙ্কত্রয়ানুমানেন গৃহীত্বা কনকদ্রবৈঃ * ॥ মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনং কার্য্যা বটী চণকমাত্রয়া। মরিচৈরেকবিংশত্যা সপ্তভি স্তুলসীদলৈঃ॥ খাদেদ্বটীদ্বয়ং পথ্যং দুগ্ধভক্তং সশর্করম্। তরুণং বিষমং জীর্ণং হন্যাৎ সর্ব্বজ্বরং ধ্রুবম্॥ ১৭৫—১৭৭॥ জ্বরাঙ্কুশঃ সর্ব্বজ্বরেষু।

• **হুতাশনঃ**—নাগরং কর্ষমাত্রঞ্চ টঙ্কণং কর্ষকদ্বয়ম্ (ক)। মরিচং সার্দ্ধকর্ষং স্যাৎ তাবদ্দগ্ধবরাটকম্॥ বিষং কর্ষচতুর্থাংশং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ। রসো হুতাশনো নাম্না খাদ্যো গুঞ্জামিতো জ্বরে॥ ১৭৮। ১৭৯॥ হুতাশনোরসঃ।

জ্বরঘ্নী বটী—শুদ্ধজৈপালটঙ্কং তু কট্বী টঙ্কদ্বয়োন্মিতা। গৈরিকং টঙ্কমেকঞ্চ কন্যানীরেণ মর্দ্দয়েৎ॥ কলায়সদৃশী কার্য্যা বটিকা তাঞ্চ ভক্ষয়েৎ। শীতলেন জলেনৈব বটী জীর্ণজ্বরাপহা॥ ১৮০। ১৮১॥ ইতি জ্বরঘ্নী বটিকা।

রবিসুন্দরঃ—দ্বিভাগতালেন হতঞ্চ তাম্রং রসঞ্চ গন্ধঞ্চ সমীনমায়ুঃ। বিষং সমঞ্চ দ্বিগুণঞ্চ তাম্রং ত্রিঃসপ্তবারেণ দিবাকরাংশৌ * ॥ বিমর্দ্দ্য চারিষ্টরসেন চূর্ণং গুঞ্জৈকদত্তং সিতয়া সমেতম্। জ্বরাঙ্কুশোঽয়ং রবিসুন্দরাখ্যো জ্বরান্নিহন্ত্যষ্টবিধান্ সমস্তান্॥ ১৮২। ১৮৩॥ সর্ব্বজ্বরে রবিসুন্দরো রসঃ।

কজ্জলী—শুদ্ধং সূতং তথা গন্ধং খল্বে তাবদ্বিমর্দ্দয়েৎ। সূতং ন দৃশ্যতে যাবৎ কিন্তু তৎ কজ্জলং ভবেৎ॥ এষা কজ্জলিকা খ্যাতা বৃংহণী বীর্য্যবর্দ্ধিনী। নানানুপানযোগেন সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী॥ ১৮৪। ১৮৫॥ কজ্জলিকাবিধানং, তদ্গুণাশ্চ রসরত্নপ্রদীপে।

রসপর্পটী—জপাপত্ররসেনাথ বর্দ্ধমানরসেন চ। ভৃঙ্গরাজরসেনাপি কাকমাচ্যা-রসেন চ॥ রসং সংশোধয়েত্তেন তৎসমং শোধয়েদ্বলিম্। ভৃঙ্গরাজরসৈঃ পিষ্ট্বা শোষয়েদর্ক-

---

প্রক্রিয়া। শুদ্ধপারদটঙ্ক ১, শুদ্ধবিষটঙ্ক ১, শুদ্ধগন্ধকটঙ্ক ১, ধুস্তূরবীজটঙ্ক ৩, ত্রিকটু প্রত্যেকটঙ্ক ৪, সর্ব্বেষাং চূর্ণমতিসূক্ষ্মং কর্ত্তব্যম্॥ ১৭০॥ দারুমুখা দারুমূষং শিখিগ্রীবা তুথং। রসকং খপরিআ। প্রত্যেকং স্যাৎ টঙ্ক ৩, ধুস্তূরপত্রস্য রসেন মর্দ্দয়েৎ॥ ১৭৫॥ অন্য প্রক্রিয়া পারা টঙ্ক ১, গন্ধকটঙ্ক ১, বিষটঙ্ক ১, দ্বিগুণতালকহততাম্রটঙ্ক ২, রোহিতমৎস্যপিত্তটঙ্ক ১, সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়িত্বা নিম্বপত্ররসৈর্ভাবয়িত্বা ২১, উষ্ণে সংশোষ্য রক্তিকামাত্রং ১, শ্বেতশর্করয়া ভক্ষণীয়ং॥ ১৮২॥

(ক) কর্ষমাত্রকমিতি পাঠান্তরম্।

রশ্মিভিঃ ॥ সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি পশ্চাচ্চূর্ণন্তু কারয়েৎ। চূর্ণয়িত্বা সমং তেন রসেন সহ মর্দ্দয়েৎ ॥ নষ্টসূতং যদা চূর্ণং ভবেৎ কজ্জলসন্নিভম্। নির্দ্ধূমবদরাঙ্গারে দ্রবীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ তত্র তং মহিষীবিষ্ঠাস্থাপিতে কদলীদলে। নিঃক্ষিপেত্তদুপর্য্যন্যৎপত্রং দত্ত্বা প্রপীড়য়েৎ ॥ শীতলঞ্চ ততঃ পত্রাৎ সমুদ্ধৃত্য বিচূর্ণয়েৎ। এবং সিদ্ধা ভবেদ্ব্যাধিঘাতিনী রসপর্পটী ॥ জ্বরাদিব্যাধিভির্ব্যাপ্তং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ। চকার কৃপয়া যুক্তঃ সুধাবদ্রসপর্পটীম্ ॥ রক্তিকাসংমিতাং তাবদ্ভৃষ্টজীরকসংযুতাম। গুঞ্জার্দ্ধভৃষ্টহিঙ্গ্বাঢ্যাং ভক্ষয়েদ্রসপর্পটীম্ ॥ রোগানুরূপভৈষজ্যৈরপি তাং ভক্ষয়েদ্বুধঃ। পিবেত্তদনু পানীয়ং শীতলং চুলুকত্রয়ম্ ॥ প্রত্যহং তস্য চৈকৈকাং রক্তিকাং বর্দ্ধয়েদ্ভিষক্। নাধিকাং দশগুঞ্জাতো ভক্ষয়েত্তাং কদাচন ॥ একাদশদিনারম্ভাত্তাং ততো বাপকর্ষয়েৎ। এবমেতাং সমশ্নায়ান্নরো বিংশতিবাসরান্ ॥ শিবং গুরূংস্তথা বিপ্রান্ পূজয়িত্বা প্রণম্য চ। শ্রদ্ধয়া ভক্ষয়েদেতাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ ॥ জ্বরঞ্চ গ্রহণীং বাপি তথাতীসারমেব চ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শূলপ্লীহজলোদরম্ ॥ এবমাদীন্ গদান্ হত্বা হৃষ্টঃ পুষ্টশ্চ বীর্য্যবান্। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং বলীপলিতবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮৬—১৯৯ ॥ ইতি রসপর্পটী।

জ্বরিণোঽন্নদানসময়স্তত্র চরকঃ—ক্ষুৎ সম্ভবতি পক্বেষু রসদোষমলেষু চ। কালে বা যদিবাঽকালে সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ * ॥ অন্যচ্চ—আমে পাকং নৃণাং যদা ভোজনলালসা। ভবেৎ কালে হ্যকালে বা সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ ॥ ২০০। ২০১ ॥

তত্র কালমাহ জ্বরস্য পাকাবস্থাঽন্নদানকালঃ। জ্বরস্য পাককালশ্চ "বাতিকঃ সপ্তরাত্রেষু দশরাত্রেণ পৈত্তিকঃ। শ্লৈষ্মিকো দ্বাদশাহেন জ্বরঃ পাকমুপৈতি হি।" জ্বরস্য পাক উপশমঃ জ্বরপাকেনৈব রসপাকো দোষপাকোঽপি কথিতঃ, যথা দোষপাকং বিনা জ্বরপাকো ন ভবতি, রসপাকং বিনা দোষপাকশ্চ ন ভবতি। নন্থ যথা পৈত্তিকজ্বরো দশাহোরাত্রেণ পাকং যাতি একাদশদিনেঽন্নং দীয়তে। তথা শ্লৈষ্মিকো জ্বরো দ্বাদশাহোরাত্রেণ পাকং যাতি ত্রয়োদশে দিবসেঽন্নং দীয়তে। তথা বাতিকো জ্বরঃ সপ্তাহোরাত্রেণ পাকং যাতি অষ্টমে দিবসেঽন্নং কথং ন দীয়তে। কথং সপ্তম এব দিবসেঽন্নং দীয়তে ? ইতি। উচ্যতে কফপিত্তে দ্রবে ধাতু সহেতে লঙ্ঘনং বহু। আমক্ষয়াদূর্দ্ধমপি বায়ুর্ন সহতে ক্ষণম্ ॥ ইতি বচনাদামরসপাকে জাতে আহারলাভং বিনা বায়ুঃ ক্ষণমাত্রমপি সোঢ়ুং ন শক্নোতি স আশুকারিত্বাৎ ক্ষণাদাক্ষেপকাদীন্ বিকারান্ সঞ্জনয়তি অতো বাতিকে জ্বরে পাকদিনানামন্তিমে সপ্তমএব দিনেঽন্নং দীয়তে। তথাচ ধন্বন্তরিঃ "জ্বরাভিভূতঃ ষড়হে ব্যতীতে বিপক্কদোষঃ কৃতলঙ্ঘনাদিঃ। যো ভেষজং খাদতি বৈদ্যবন্দ্যো নিঃসংশয়ং হন্ত্যচিরাৎ স রোগান্"। জ্বরাভিভূতঃ বাতজ্বরাভিভূতঃ বিপক্কদোষঃ পক্কবাতঃ। কৃতলঙ্ঘনাদিঃ। আদিশব্দাৎ কৃতপক্কজলপাননিবাতগৃহবাসগুরূষ্ণবসনধারণাদিঃ ভেষজমিত্যন্নস্যাপ্যুপলক্ষণম্। অতএবাহ চরকঃ জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতম্। পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েত্তু তম্ ইতি জ্বরিতং বাতজ্বরিণম্ ষড়হেঽতীত ইত্যুপলক্ষণম্। পিত্তজ্বরিণং দশাহেঽতীতে। শ্লেষ্মজ্বরিণং দ্বাদশাহেঽতীতে। লঘ্বন্নং ভোজিতং জ্বরিণং পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েৎ পুনঃ। সএব সর্ব্বজ্বরিণং দিনান্তে ভোজয়েল্লঘু দিনান্তে অন্তশব্দোঽত্র মধ্যবাচী তেন ত্রিধা বিভক্তস্য দিবসস্য মধ্যভাগে পিত্তস্য প্রাধান্যসময়ে। উক্তঞ্চ বাগ্‌ভটেন "তে ব্যাপিনোঽপি হৃন্নাভ্যোরধোমধ্যোর্দ্ধসংশ্রয়াঃ। বয়োঽহোরাত্রিভুক্তানামন্তেঽন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমাৎ" তে বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ। পিত্তকালোঽপি মধ্যাহ্নাদর্ব্বাক্ যত আহ "যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ। যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্বলক্ষয়ঃ" এতৎসংখ্যাপরমিতি চেৎ ? তন্ন যত আহ। "শ্লেষ্মক্ষয়ে প্রবৃদ্ধোষ্মা বলবাননলস্তদা। বেগাপায়েঽন্যথা তদ্ধি জ্বরবেগাভিবর্দ্ধনম্" ॥ তদা পিত্তপ্রাধান্যসময়ে অন্যথা উক্তসময়াদন্যথা বেগাপায়ে জ্বরাদিবেগনাশে তদ্ভোজনং জ্বরবেগাভিবর্দ্ধনং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০০ ॥

বিষমজ্বরিণোঽন্নদানকালবিশেষমাহ চরকঃ—সর্ব্বজ্বরেষু সপ্তাহং মাত্রাবল্লঘু ভোজয়েৎ। বেগাপায়েঽন্যথা তদ্ধি জ্বরবেগাভিবর্দ্ধনম্ * ॥ ২০২ ॥

অন্নগ্রহণায় স্থানম্—আহারনির্হারবিহারযোগাঃ সদৈব সদ্ভির্বিজনে বিধেয়াঃ ॥২০৩

জ্বরিতস্যোপবেশনপ্রকারঃ—জ্বরে প্রমোহো ভবতি স্বল্পৈরপি বিচেষ্টিতৈঃ। নিষণ্ণং ভোজয়েত্তস্মান্মূত্রোচ্চারৌ চ কারয়েৎ * ॥ ২০৪ ॥

অন্নগ্রহণসময়ে প্রথমং জ্বরিতেন কবলকরণং—যথাদোষোচিতৈর্দ্রব্যৈঃ কর্ত্তব্যঃ কবলগ্রহঃ। অরোচকাস্যবৈরস্যমলপূতিপ্রসেকহৃৎ॥ ভৃষ্টজীরকচূর্ণেন সিন্ধুজন্মযুতেন চ। জিহ্বাদন্তান্ মুখস্যান্তর্ঘৃষ্ট্বা কবলমাচরেৎ ॥ মুখে মলং বিগন্ধত্বং বিরসত্বঞ্চ নশ্যতি। মনঃ প্রসন্নং ভবতি ভোজনেঽভিরুচির্ভবেৎ ॥ জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াদ্‌যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ। অন্নকালেহ্যভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽপি চ * ॥ ২০৫—২০৮ ॥

জ্বরিতায় হিতান্যন্নাদীন্যাহ—রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ ষষ্টিকৈঃ সহ। যবাগ্বোদনলাজার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহাঃ॥ মুদ্গান্মসূরাংশ্চণকান্ কুলত্থান্ সমকুষ্টকান্। যূষার্থে যূষসাত্ম্যানাং জ্বরিতানাং প্রদাপয়েৎ ॥ পটোলপত্রং বার্ত্তাকুং কুলকং কারবেল্লকম্। কর্কোটকং পর্পটকং গোজিহ্বাং বালমূলকম্॥ পত্রং গুড়ূচ্যাঃ শাকার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহম্। লাবান্ কপিঞ্জলানেণান্ হরিণান্ পৃষতাংশ্চশান্॥ কুরঙ্গান্ কালপুচ্ছাংশ্চ তথৈব মৃগমাতৃকান্। মাংসার্থে মাংসসাত্ম্যানাং জ্বরিতানাং প্রদাপয়েৎ ॥ সারসক্রৌঞ্চশিখিনস্তথা তিত্তিরকুক্কুটান্। গুরূষ্ণত্বান্ন শংসন্তি কেচিদেবং ব্যবস্থিতাঃ * ॥ জ্বরিতানাং প্রকোপং তু যদা যাতি সমীরণঃ। তদৈতেঽপি হি শস্যন্তে মাত্রাকালোপপাদিতাঃ॥ নিম্বুকং দাড়িমং ধাত্রীফলমম্লং প্রকাঙ্ক্ষতে। প্রদদ্যাদম্লসাত্ম্যায় কাঞ্জিকং বা পুরাতনম্ * ॥ ২০৯—২১৬ ॥

অথান্নসাধনপ্রক্রিয়ামাহ—তত্র মণ্ডস্য লক্ষণং বিধিগু্ণাশ্চ—তণ্ডুলানাং সুসিদ্ধানাং চতুর্দ্দশগুণে জলে। রসঃ সিক্‌থৈর্বিরহিতো মণ্ড ইত্যভিধীয়তে ॥ শুণ্ঠীসৈন্ধবসংযুক্তো দীপনঃ পাচনশ্চ সঃ। অন্নস্য সম্যক্ সিদ্ধত্বং জ্ঞেয়া মণ্ডস্য সিদ্ধতা॥ পেয়া-

---

সর্ব্বজ্বরেষু সর্ব্ববিষমজ্বরেষু বেগাপায়ে জ্বরবেগাপায়ে ভোজয়েৎ অন্যথা জ্বরবেগাপায়ং বিনা তদ্‌ভোজনং জ্বরবেগাভিবর্দ্ধনং ভবতি ॥ ২০২ ॥ অত্যবলস্য জ্বরিতস্য ভোজনায়োপবেশনপ্রকরমাহ সুশ্রুতঃ নিষণ্ণং যথাস্থানস্থিতমেব নতু স্থানান্তরং নীতম্ ॥ ২০৪ ॥ অয়মর্থঃ যদ্যপি জ্বরিতস্য হিতে ভক্ষ্যেঽরুচির্ভবেৎ তথাপি জ্বরিতো হিতমেবাশ্নীয়াদিতি নিয়মঃ। যত আহ সুশ্রুতঃ "গুর্ব্বভিষ্যন্দ্যকালে চ জ্বরী নাদ্যাৎ কথঞ্চন। নতু তস্যাহিতং ভুক্তমায়ুষে বা সুখায় চ ॥ আনদ্ধঃস্তিমিতৈর্দ্দোষৈর্যাবত্তং কালমাতুরঃ। তাবৎকালং স লঘ্বন্নমশ্নীয়াৎ স বিরিক্তবৎ" আনদ্ধঃ স্তিমিতৈর্দ্দোষৈঃ অপক্কৈর্দ্দোষৈর্ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ। ননু হিতে বস্তুনি কথমরুচিঃ স্যাৎ ? অত আহ "সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাচ্চ পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতমিতি। সাতত্যাৎ একস্যৈব ভক্ষ্যস্য সর্ব্বদোপযোগাৎ স্বাদ্বভাবাৎ ভক্ষ্যান্তরাদপি বিস্বাদুতঃ। পথ্যমপ্রিয়ং স্যাত্তথাপি তদেব পথ্যম্। 'কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনরিতি'। অথ জ্বরিতোঽন্নকালেঽশ্নীয়াদেবেতি দ্বিতীয়ো নিয়মঃ কুত ইতিচেৎ ? হি যতো হেতোঃ অভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে। পক্কদোষধাতুর্ভবতি ততঃ ম্রিয়তেঽপিচ ॥ ২০৮ ॥ তিত্তির ইত্যত্র কৃষ্ণতিত্তিরঃ ॥ ২১৪ ॥ এতেষাং গুণনামানি পূর্ব্বোক্তানি ॥ ২১৬ ॥

যূষযবাগূনাং বিলেপীভক্তয়োরপি। মণ্ডো গ্রাহী লঘুঃ শীতো দীপনো ধাতুসাম্যকৃৎ ॥ জ্বরঘ্ন-স্তর্পণো বল্যঃ পিত্তশ্লেষ্মশ্রমাপহঃ ॥ ২১৭—২১৯ ॥

পেয়ায়া বিধির্গুণাশ্চ—চতুর্দ্দশগুণে নীরে রক্তশাল্যাদিভিঃ কৃতা। দ্রবাধিকা স্বল্পসিক্থা পেয়া প্রোক্তা ভিষগ্বরৈঃ ॥ সাতিলঘ্বী গ্রাহিণী চ ধাতুপুষ্টিবিধায়িনী। তৃড়্জ্বরা-নিলদৌর্ব্বল্য-কুক্ষিরোগবিনাশিনী ॥ স্বেদাগ্নিজননী জ্ঞেয়া বাতবর্চ্চোঽনুলোমনী। শুণ্ঠীসৈন্ধব-সংযুক্তা দীপনী পাচনী চ সা ॥ আমশূলহরী রুচ্যা স্যাদ্বিবন্ধবিনাশিনী ॥ ২২০—২২২ ॥

প্রমথ্যায়া বিধির্গুণাশ্চ—প্রমথ্যা প্রোচ্যতে দ্রব্যপলাৎ কল্কীকৃতাৎ শৃতাৎ। তোয়েঽষ্টগুণিতে তস্যাঃ পানমাহুঃ পলদ্বয়ম্। গুণৈঃ প্রমথ্যা পেয়াবত্ততো লঘ্বী বিশেষতঃ * ॥ ২২৩ ॥

যূষস্য বিধির্গুণাশ্চ—অষ্টাদশগুণে নীরে শিম্বীধান্যশৃতো রসঃ। বিরলাঽঘনো ঘনঃ কিঞ্চিৎ পেয়াতো যূষ উচ্যতে ॥ উক্তঃ শরাবনির্যূহো রুচিকৃচ্চ বিশেষতঃ ॥ ২২৪ ॥

যূষস্য প্রকারান্তরমাহ—কল্কদ্রব্যপলং শুণ্ঠী পিপ্পলী চার্দ্ধকার্ষিকী। বারিপ্রস্থেন বিপচেত্তদ্ভবো যূষ উচ্যতে। যূষো বল্যো লঘুঃ পাকে রুচ্যঃ কণ্ঠ্যঃ কফাপহঃ * ॥ ২২৫ ॥

মুদ্গযূষবিধিঃ। বৃন্দটীকায়াং তন্ত্রান্তরে—মুদ্গানাং দ্বিপলং তোয়ে শৃত-মর্দ্ধাঢ়কোন্মিতে ॥ পাদস্থং মর্দ্দিতং পূতং দাড়িমস্য পলেন তৎ ॥ যুক্তং সৈন্ধববিশ্বাহ্ব-ধান্যকৈঃ পাদকাঙ্ক্ষিকৈঃ ॥ কণাজীরকয়োশ্চূর্ণাচ্ছণৈকেনাবচূর্ণিতম্। সংস্কৃতো মুদ্গযূ-ষোঽয়ম্ পিত্তশ্লেষ্মহরো মতঃ ॥ ২২৬—২২৮ ॥

মুদ্গযূষগুণাঃ—মুদ্গানামুত্তমো যূষো দীপনঃ শীতলো লঘুঃ। ব্রণোর্দ্ধজত্রুরুগ্দাহ-কফপিত্তজ্বরাস্রজিৎ ॥ ২২৯ ॥

মুদ্গামলকযূষগুণাঃ—মুদ্গামলকযূষস্তু ভেদী পিত্তানিলাপহঃ। তৃড়্দাহশমনঃ শীতো মূর্চ্ছাশ্রমমদাপহঃ ॥ ২৩০ ॥

মসূরযূষগুণাঃ—মসূরযূষঃ সংগ্রাহী বৃংহী স্বাদুঃ প্রমেহনুৎ ॥ ২৩১ ॥

যবাগ্বা বিধির্গুণাশ্চ—যবাগূঃ ষড়্গুণে তোয়ে সংসিদ্ধা ঘনসিক্থকা। পৃথগ্দ্রবৈস্তু বিরলৈঃ সংযুক্তা জ্বরিণে হিতা ॥ যবাগূর্দীপনী লঘ্বী তৃষ্ণাঘ্নী বস্তিশোধিনী। শ্রমগ্লানিহরী পথ্যা জ্বরে চৈবাতিসারকে ॥ ২৩২। ২৩৩ ॥

বিলেপ্যা বিধির্গুণাশ্চ—চতুর্গুণাম্বুসংসিদ্ধা বিলেপী ঘনসিক্থকা। পৃথগ্-দ্রবেণ রহিতা খ্যাতা শিথিলভক্তিকা * ॥ বিলেপী দীপনী বল্যা হৃদ্যা সংগ্রাহিণী লঘুঃ। ব্রণাক্ষিরোগিণাং পথ্যা তর্পণী তৃড়্জ্বরাপহা ॥ ২৩৪। ২৩৫ ॥

দ্রব্যং পাচ্যদ্রব্যং। তস্যাঃ পলদ্বয়মেশেষাস্যাঃ ॥২২৩॥ অয়মর্থঃ। যূষধান্যং পলমিতং তৎকল্কীকৃতম্। শুণ্ঠী পিপ্পলীচ সমুদিতার্দ্ধকর্ষমিতা কল্কীকৃতা। উভয়মপি প্রস্থমিতেন বারিণা পচেৎ তদ্ভবো যূষঃ ॥ ২২৫ ॥ সংসিদ্ধা অতীবসিদ্ধা বিলেপী গিলহথী ইতি লোকে ॥ ২৩৪ ॥

ভক্তস্য বিধিগুণাশ্চ—জলে চতুর্দ্দশগুণে তণ্ডুলানাং চতুষ্পলম্। বিপচেৎ স্রাবয়েন্মণ্ডং তদ্ভক্তং মধুরং লঘু॥ চক্রদত্তস্তু—অন্নং পঞ্চগুণে তোয়ে যবাগূং ষড়্গুণে পচেৎ *॥ ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং মূত্রলং লঘু। সুধৌতং প্রস্রুতং চোষ্ণং বিশদং গুণবত্তরম্॥ অধৌতমস্রুতং শীতং বৃষ্যং গুরু কফপ্রদম্। অত্যুষ্ণং বলহৃদ্ভক্তং শীতং শুষ্কঞ্চ দুর্জ্জরম্॥ অতিক্লিন্নং গ্লানিকরং দুর্জ্জরং তণ্ডুলান্বিতম্। ভৃষ্টতণ্ডুলজং রুচ্যং সুগন্ধি কফহৃল্লঘু। বাতাস্থাপিতমন্দাগ্নিবিরিক্তানাং প্রশস্যতে *॥ ২৩৬—২৪০॥

রসৌদনবিধিঃ। বৃন্দটীকায়াং তন্ত্রান্তরে—মাংসলং সক্থিজং মাংসং তথাস্থি চ তৈত্তিরম্। চতুঃপলোন্মিতং সূক্ষ্মং কল্পিতং ক্ষালিতং জলে॥ পিপ্পলীপিপ্পলীমূলশুণ্ঠীজীরকধান্যকৈঃ। দ্বিশাণৈঃ সংযুতে তোয়ে ক্বাথ্যমর্দ্ধাঢ়কোন্মিতে॥ পাদস্থিতং জলং তত্র দাড়িম্বাৎ কুড়িতান্ধরেৎ। তং রসং মর্দ্দিতং হিঙ্গুভৃষ্টসৈন্ধবজীরকৈঃ॥ যুক্তং প্রধূপিতং পথ্যং শুদ্ধানাং শুদ্ধিকাঙ্ক্ষিণাম্॥ ২৪১—২৪৩॥

• **রসৌদনগুণাঃ**—রসৌদনো গুরুর্বৃষ্যো বল্যো বাতজ্বরাপহঃ। সাধ্যং চতুঃপলং দ্রব্যং চতুঃষষ্টিপলেঽম্বুনি॥ তৎক্বাথেনার্দ্ধশিষ্টেন মণ্ডপেয়াদি সাধয়েৎ *। বৃদ্ধবৈদ্যাঃ পলং দ্রব্যং গ্রাহয়ন্ত্যাঢ়কেঽম্ভসি॥ ভেষজস্যাতিবাহুল্যাৎ কদাচিদরুচির্ভবেৎ। যৈরন্নৈরৌষধৈর্যৈশ্চ কৃতা মণ্ডাদয়ো বুধৈঃ। বিচার্য্য তদ্গুণানেতাংস্তদ্গুণানেব নির্দ্দিশেৎ॥ ২৪৪—২৪৬॥

ঔষধসিদ্ধাপেয়াগুণাঃ—অন্নকালে হিতা পেয়া যথাস্বং পাচনৈঃ কৃতা। দীপনী পাচনী লঘ্বী জ্বরার্ত্তানাং জ্বরাপহা *॥ যথা—পঞ্চমূল্যাঃ কষায়স্তু পাচনং বাতিকজ্বরে। সক্ষৌদ্রং পৈত্তিকে মুস্তকটুকেন্দ্রযবৈঃ কৃতম্॥ পিপ্পল্যাদিকষায়স্তু পাচনং কফজে জ্বরে। লঘুনা পঞ্চমূলেন পিপ্পল্যা সহ ধান্যয়া *॥ মহত্যা পঞ্চমূল্যাথ ব্যাঘ্রীদুঃস্পর্শগোক্ষুরৈঃ। সিদ্ধানি ভিষগন্নানি প্রযুঞ্জীত যথাক্রমম্॥ বাতপিত্তে শ্লেষ্মপিত্তে কফবাতে ত্রিদোষজে *। পেয়াং বা রক্তশালীনাং বস্তিপার্শ্বশিরোরুজি॥ শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরীং পিবেৎ *॥ বিবদ্ধবর্চ্চাঃ সযবাং পিপ্পল্যামলকৈঃ শৃতাম্। সর্পিষ্মতীং পিবেৎ পেয়াং জ্বরী দোষানুলোমিনীম্॥ কাসী শ্বাসী চ হিক্কী চ পঞ্চমূলীশৃতাং পিবেৎ *॥ পেয়া ভেষজসংযোগাল্লঘুত্বাচ্চাগ্নিদীপনী। বাতমূত্রপুরীষাণাং দোষাণাং চানুলোমিকা॥ স্বেদনায় চ সোষ্ণত্বাদ্দ্রবত্বাৎ তৃট্ক্ষয়ায় চ॥ আহারভাবাৎ প্রাণায় সরত্বাল্লাঘবায় চ॥ জ্বরঘ্নী হেতুসাম্যত্বাৎ তস্মাৎ তাং পূর্ব্বমাচরেৎ *॥ ২৪৭—২৫৫॥

---

* তত্রান্নং ভক্তং। তথা চ ভিস্সাস্ত্রী ভক্তমন্ধোঽন্নমোদনোঽস্ত্রী সদীদিবিঃ ইত্যমরঃ॥ ২৩৭॥ অতিক্লিন্নং সজলং যৎ পর্য্যুষিতম্॥ ২৪০॥ কেবলজলসাধ্যান্মণ্ডাদীনভিধায়ৌষধসাধ্যানাং তেষাং প্রক্রিয়ামাহ। সাধ্যমিতি॥ ২৪৪॥ যথাস্বং পাচনৈঃ কৃতা যথাদোষং পাচনৈঃ কৃতা॥ ২৪৭॥ অয়মর্থঃ বাতপিত্তে লঘুনা পঞ্চমূলেন সিদ্ধান্যন্নানি ভিষক্ প্রযুঞ্জীত "শালিপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী কণ্টকারীদ্বয়ং তথা। গোক্ষুরঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চমূলমিদং লঘু" শ্লেষ্মপিত্তে পিপ্পল্যা সহ ধান্যয়া॥ ২৪৯॥ কফবাতে মহত্যা পঞ্চমূল্যা। "শ্রীফলঃ সর্ব্বতোভদ্রা পাটলাগণিকারিকা। শ্যোনাকঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চমূলমিদং মহৎ। ত্রিদোষজে ব্যাঘ্রী দুঃস্পর্শগোক্ষুরৈঃ ব্যাঘ্রী কণ্টকারিকা দুঃস্পর্শঃ যবাসঃ॥ ২৫১॥ যবোঽত্রান্নং অত্র পঞ্চমূলী বৃহতী লঘ্বী চ হিতা তয়া শৃতাং পেয়াং পিবেদিত্যর্থঃ॥ ২৫২॥ হেতুসাম্যত্বাদ্ধেতবঃ বাতপিত্তকফাস্তেষাং

পঞ্চমুষ্টিকযূষঃ—যবকোলকুলত্থানাং মুদ্গমূলকশুণ্ঠয়োঃ। একৈকমুষ্টিমাদায় পচেদষ্টগুণে জলে॥ পঞ্চমুষ্টিক ইত্যেষ বাতপিত্তকফাপহঃ। শূলে প্রশস্ততে গুল্মে কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে জ্বরে॥ রুদ্ধমূত্রপুরীষস্য গুদে বর্ত্তিং নিধাপয়েৎ। পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-যবানীচব্যসাধিতাম্॥ পায়য়েত্তু যবাগূং বা মারুতাস্থনুলোমিনীম্॥ ২৫৬—২৫৮॥

পেয়াযবাগ্বোশ্চ ক্বচিদপবাদমাহ—মদাত্যয়ে মদ্যনিত্যে গ্রীষ্মে পিত্তকফো-খিতে। ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ যবাগূর্ন হিতা জ্বরে॥ তথাচ—দাহচ্ছর্দ্দ্যর্দ্দিতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ান্বিতম্। ঘর্ম্মার্ত্তং মদ্যপং চাপি তোয়ালোড়িতশক্তুকম্॥ শর্করামধুসংযুক্তং পায়য়েল্লাজ-তর্পণম্॥ জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তমন্নং হিতং ক্বচিৎ *॥ ২৫৯—২৬১॥

সন্তর্পণস্বরূপং চাহ ধন্বন্তরিঃ—দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জূরমৃদিতাম্বু সশর্করম্। লাজ চূর্ণং সমধ্বাজ্যং সন্তর্পণমুদাহৃতম্ *॥ ২৬২॥

লাজশক্তুগুণাঃ, গুণাধিকারে—লাজানাং শক্তবঃ ক্ষৌদ্রসিতাযুক্তা বিশে-ষতঃ। ছর্দ্দ্যতীসারতৃড়্দাহবিষমূর্চ্ছাজ্বরাপহাঃ॥ চরকস্তু—তত্র তর্পণমেবাদৌ প্রদেয়ং লাজশক্তুভিঃ। জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তং সমধুশর্করম্॥ ২৬৩। ২৬৫॥

জ্বরঘ্নানি ফলান্যাহ চরক এব—দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জূরপিয়ালৈঃ সপরূষকৈঃ। তর্পণার্হস্য দাতব্যং তর্পণং জ্বরনাশনম্ *। শ্রমোপবাসানিলজে হিতং নিত্যং রসৌদনম্। মুদ্গযূষৌদনং চৈব হিতং কফসমুত্থিতে *॥ স এব সিতয়া যুক্তঃ শীতঃ পিত্তজ্বরে হিতঃ॥ কৃশোঽল্পদোষো যঃ ক্ষীণকফো জীর্ণজ্বরান্বিতঃ *॥ বিবদ্ধাস্পষ্টদোষশ্চ রূক্ষপিত্তানিলজ্বরী। পিপাসার্ত্তঃ সদাহশ্চ পয়সা স সুখী ভবেৎ॥ অন্যচ্চ—অজাদুগ্ধং গুড়োপেতং পাতব্যং জ্বরশান্তয়ে। তদেব তু পয়ঃ পীতং তরুণে হন্তি মানবম্ *॥ অন্যচ্চ—জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্। তদেব তরুণে পীতং বিষবৎ হন্তি মানবম্॥ ২৬৫—২৭০॥

জ্বরিণো নিয়মানাহ—ন দ্বিরদ্যান্ন পূর্ব্বাহ্নে নাভিষ্যন্দি কদাচন। ন তীক্ষ্ণং ন গুরুপ্রায়ং ভুঞ্জীত তরুণজ্বরী॥ ন জাতু তর্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সহসা জ্বরকর্ষিতম্। তেন সংশমিতোঽপ্যস্য পুনরেব ভবেৎ জ্বরঃ॥ ২৭১—২৭২॥

জ্বরবিমুক্তেঃ পূর্ব্বরূপমাহ—দাহঃ স্বেদো ভ্রমস্তৃষ্ণা কম্পো বিড়্ভিদ্‌সংজ্ঞতা।

সাম্যত্বাৎ॥ ২৫৫॥ লাজতর্পণং লাজশক্তুরূপং তপর্ণম্॥ ২৬০॥ লাজচূর্ণং দ্রাক্ষাদিজলশর্করামধ্বাজ্য-সহিতং তর্পণমুক্তমিত্যর্থঃ॥ ২৬২॥ পিয়ালমত্র পক্কফলং নতু তন্মজ্জা গুরুত্বাৎ॥ তর্পণার্হস্য দাহ-চ্ছর্দ্দিতৃষার্ত্তস্য লঙ্ঘিতস্য ক্ষীণস্যেত্যর্থঃ॥ ২৬৫॥ রসোঽত্র মাংসরসঃ তেন সিক্ত ওদনো রসৌদনঃ। অন্নেন ব্যঞ্জনমিত্যনেন সমাসঃ॥ ২৬৬॥ স এব মুদ্গযূষৌদন এব॥ ২৬৭॥ তরুণেজ্বরে॥ ২৬৯॥ বিড়ভিদ্‌মলপ্রবৃত্তিঃ, অত্র সম্পদাদিভ্যো ভাবে ক্বিপ্। কূজনং কুন্থনং। অতিবৈগন্ধ্যং গাত্রস্য। জ্বর-মুক্তৌ ভবিষ্যত্যামেতল্লক্ষণং ভবতি। নন্থ দোষক্ষয়ং বিনা ন ব্যাধিনিবৃত্তিঃ ক্ষীণাশ্চ দোষাঃ কথমেবং-বিধং রূপং করিষ্যন্তি? উচ্যতে, কশ্চিৎ ক্ষীণোঽপি বিনাশকালে স্বশক্তিং দর্শয়তি। যথা নির্ব্বাণাবস্থায়াং দীপো বিশেষাৎ প্রজ্বলতি। বাগ্ভটোঽপ্যাহ—ধাতূন্ প্রক্ষোভয়ন্ দোষো মোক্ষকালে বিলীয়তে।

কূজনশ্চাতিবৈগন্ধ্যমাকৃতির্জ্জ্বরমোক্ষণে * ॥ ত্রিদোষজে জ্বরে হ্যেতদন্তর্ব্বেগে চ ধাতুগে। লক্ষণং মোক্ষকালে স্যাদন্যস্মিন্ স্বেদদর্শনম্ * ॥ ২৭৩। ২৭৪ ॥

জ্বরমুক্তস্য লক্ষণমাহ—দেহো লঘুর্ব্ব্যপগতক্লমমোহতাপঃ পাকো মুখে করণসৌষ্ঠবমব্যথত্বম্। স্বেদঃ ক্ষবঃ প্রকৃতিযোগি মনোঽন্নলিপ্সা, কণ্ডূশ্চ মূর্দ্ধ্নি বিগতজ্বরলক্ষণানি ॥ সুশ্রুতোঽপ্যাহ—স্বেদো লঘুত্বং শিরসঃ কণ্ডূঃ পাকো মুখস্য চ। ক্ষবথুশ্চান্নকাঙ্ক্ষা চ জ্বরমুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ২৭৫। ২৭৬ ॥

জ্বরমুক্তস্য নিয়মাঃ—ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চংক্রমণানি চ। জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্নো বলবান্ ভবেৎ ॥ অন্যচ্চ—ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ প্রবাতং শিশিরং জলম্। জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ॥ জন্তোর্জ্জ্বরবিমুক্তস্য স্নানং কুর্য্যাৎ পুনর্জ্জ্বরম্। তস্মাজ্জ্বরবিমুক্তোঽপি স্নানং বিষমিব ত্যজেৎ ॥ বলবর্ণাগ্নিবপুষাং যাবন্ন প্রকৃতির্ভবেৎ ॥ তাবজ্জ্বরেণ মুক্তোঽপি বর্জ্জনীয়ানি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭৭—২৮০ ॥

অথ বাতজ্বরাধিকারঃ—বাতলাহারচেষ্টাভ্যাং বায়ুরামাশয়াশ্রয়ঃ। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরকৃৎ স্যাদ্রসানুগঃ * ॥ ॥ ১ ॥

বাতজ্বরস্য লক্ষণমাহ—বেপথুর্ব্বিষমো বেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠমুখশোষণম্। নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেব চ * ॥ শিরোহৃদ্গাত্ররুগ্ বক্ত্রবৈরস্যং বদ্ধবিট্‌কতা। শূলাধ্মানে জৃম্ভণঞ্চ ভবন্ত্যনিলজে জ্বরে * ॥ চরকে চ ভবন্তি বিবিধা বাতবেদনাঃ স্যাদসুপ্ততা। পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং কর্ণস্বনো বক্ত্রকষায়তা ॥ গাত্রসাদো হনুস্তম্ভো বিশ্লেষঃ সন্ধিজানুনোঃ। শুষ্ককাসো বমির্লোমদন্তহর্ষঃ শ্রমভ্রমৌ। অরুণং মূত্রনেত্রাদি তৃট্, প্রলাপোষ্ণগাত্রতা। ২—৫ ॥

বাতজ্বর-চিকিৎসা—জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতম্। পাচনং শমনীয়ঞ্চ কষায়ং পায়য়েদ্ভিষক্ * ॥ সুশ্রুতোঽপ্যাহ। বাতিকে সপ্তরাত্রেণ দশরাত্রেণ

ততো নরঃ শ্বসন্ কূজন্ বমন্ বিচ্ছিন্ন চেষ্টত ইতি। ন চেষ্টতে অচেষ্টঃ স্যাৎ ॥ ২৭৩ ॥ এতদ্দাহাদিকং লক্ষণং মোক্ষকালে এতেষ্বেব জ্বরেষু স্যাৎ। কেষু ত্রিদোষজেষু অন্তর্ব্বেগে ধাতুগে জ্বরে অন্যস্মিন্ স্বেদমাত্রদর্শনং ভবতি ॥ ২৭৪ ॥ বাতজ্বরস্য বিপ্রকৃষ্টসন্নিকৃষ্টকারণকথনপূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ। বাতেতি তস্য পূর্ব্বরূপমুক্তং জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাদিতি। সমীরণজ্বরে উৎপৎস্যতি অত্যর্থং জৃম্ভা স্যাৎ। জৃম্ভা চ শ্রমাদিপূর্ব্বিকা ভবতি ॥ ১ ॥ বিষমোবেগঃ। শরীরোষ্ণতাদিরূপো জ্বরবেগো বিষমো ভবতীত্যর্থঃ ক্ষবস্তম্ভঃ ছিক্কায়া অভাবঃ, তথাচ বাগ্‌ভটঃ "হর্ষো রোমাঙ্গদন্তেষু বেপথুঃ ক্ষবথুগ্রহঃ, ইতি। চরকোঽপি ক্ষবথূদ্গারবিনিগ্রহ ইতি ॥ ২ ॥ শিরোহৃদ্গাত্ররুক্ গাত্রপদে প্রযুক্তে শিরোহৃচ্ছব্দপ্রয়োগস্তত্র তত্র বিশেষেণ বেদনাবোধনার্থঃ ॥ এতানি লক্ষণানি প্রায়োভাবিত্বেন সুশ্রুতে নির্দ্দিষ্টানি, চকারাদন্যান্যপি চরকনিদানোক্তানি বোদ্ধব্যানি, তান্যেব শ্লোকেন প্রদর্শয়তি উত্তরত্র ॥ ৩ ॥ আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্। বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ ॥ ইতি বচনাৎ সামান্যতো জ্বরিতমাত্রস্য যাবদারোগ্যদর্শনং লঙ্ঘনাভিধানে বাতজ্বরিণো লঙ্ঘনবিধানে বিশেষমাহ চরকঃ জ্বরিতমিতি ॥ ৬ ॥

পৈত্তিকে। শ্লৈষ্মিকে দ্বাদশাহেন জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজম্॥ দোষাণামেব সা শক্তির্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা। ন হি দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনং মহৎ ॥ কফপিত্তে দ্রবে ধাতূ সহেতে লঙ্ঘনং বহু। আমক্ষয়াদূর্দ্ধমপি বায়ুর্ন সহতে ক্ষণম্॥ ৬—৯॥

তত্র ভেষজং দশমূলাদিক্কাথঃ—শ্রীফলঃ সর্ব্বতোভদ্রা কামদূতী চ শোণকঃ। তর্কারী গোক্ষুরঃ ক্ষুদ্রা বৃহতী কলশী স্থিরা ॥ রাস্না কণা কণামূলং কুষ্ঠং শুণ্ঠী কিরাতকঃ। মুস্তা বলামৃতা বালদ্রাক্ষাযাসশতাহ্বিকাঃ ॥ এষাং ক্কাথো নিহন্ত্যেব প্রভঞ্জনকৃতং জ্বরম্। সোপদ্রবঞ্চ যোগোঽয়ং সর্ব্বযোগবরঃ স্মৃতঃ॥ ১০—১২॥

বৃহৎপঞ্চমূলীক্কাথঃ—(ত্রিশতী)। শ্রীপর্ণীতর্কারীশ্রীফলটুণ্টুকপাটলামূলৈঃ। পাচনমুচিতং মারুতজনিতজ্বরহারি বারিণা ক্কথিতৈঃ ॥ ১৩॥

কিরাতাদিক্কাথঃ—কিরাতাব্দামৃতোদীচ্যবৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ। ত্রিপর্ণীকলশীবিল্বৈঃ (ক) ক্কাথো বাতজ্বরাপহঃ ॥ গুড়ূচীপিপ্পলীমূল-নাগরৈঃ পাচনং শৃতম্। বাতজ্বরে তথা পেয়ং কালিঙ্গং সপ্তমেঽহনি ॥ ১৪। ১৫॥

বিশ্বাদিক্কাথঃ (ত্রিশতী) বিশ্বামৃতাগ্রন্থিকসিদ্ধতোয়ং মরুজ্জ্বরঃ স্যাৎ পিবতঃ কুতোঽয়ম্। ক্কাথোঽথ কুস্তুম্বুরুদেবদারু-ক্ষুদ্রৌষধৈঃ পাচনমত্র চারু ॥ ১৬॥

বৃহৎপঞ্চমূল্যাদিক্কাথঃ—পঞ্চমূলীবলারাস্না-কুলত্থৈঃ সহপৌষ্করৈঃ। ক্কাথো হন্যাচ্ছিরঃকম্পং পর্ব্বভেদং মরুজ্জ্বরম্ ॥ ১৭॥

কণাদিক্কাথঃ—কণারসোনামৃতবল্লিবিশ্বা-নিদিগ্ধিকাসিন্ধুকভূমিনিম্বৈঃ। সমুস্তকৈরাচরিতঃ কষায়ো হিতাশিনাং হন্তি গদানিমাংস্তু॥ জ্বরং মরুদ্দুষ্টসমুদ্ভবং তথা বলাসজং চানলমন্দতাঞ্চ। কণ্ঠাবরোধং হৃদয়াবরোধং স্বেদঞ্চ রোমাঞ্চহিমত্বমোহান্॥ ১৮। ১৯॥

কল্পতরুরসঃ—শুদ্ধং শঙ্করশুক্রমক্ষতুলিতং মারারিনারীরজস্তদ্বত্তাবদুমাপতিস্ফটুগলালঙ্কারবস্তু স্মৃতম্। তাবত্যেব মনঃশিলা চ বিমলা তাবত্তথা টঙ্কণম, শুণ্ঠী দ্ব্যক্ষমিতা কণা চ মরিচং দিক্‌পালসংখ্যাক্ষকম্॥ বিষাদিবস্তূনি শিলোপরিষ্টাদ্বিচূর্ণয়েদ্বাসসি শোধয়েচ্চ। ততস্তু খল্বে রসগন্ধকৌ চ চূর্ণঞ্চ তদ্‌যামযুগং বিমর্দ্দ্য॥ কল্পতরুর্নামধেয়ো যথার্থনামা রসঃ শ্রেষ্ঠঃ। সমীরণশ্লেষ্মগদান্ হরতে মাত্রাস্য স্মৃতা গুঞ্জৈকা॥ আর্দ্রকেণ

নন্বন্নং বৈ প্রাণিনাং প্রাণা ইতি শ্রুতিঃ তদন্নং বিনা প্রাণিভিঃ কথং স্থাতব্যম্ ইত্যাহ দোষাণামিতি॥ ৮॥ শ্রীফলঃ বিল্বঃ। সর্ব্বতোভদ্রা গাম্ভারী। কামদূতী পাটলা। শোণকঃ শোনাপাঠাইতি লোকে। তর্কারী গণিকারী, কলশী পৃশ্নিপর্ণী, স্থিরা শালপর্ণী॥ ১০॥ বলা সুগন্ধা বলা যাসঃ যবাসঃ॥ ১১॥ সুশ্রুতঃ "পঞ্চমূলীকষায়স্তু পাচনং বাতিকে জ্বর ইতি অত্র পঞ্চমূলী বৃহৎ পঞ্চমূলী, অতএব ত্রিশতী শ্রীপর্ণী ইতি॥ ১৩॥ উদীচ্যং বালকং ত্রিপর্ণী শালপর্ণী, কলশী পৃশ্নিপর্ণী॥ ১৪॥ কালিঙ্গমিন্দ্রযবস্তস্য শৃতং॥ ১৫॥ ঔষধং শুণ্ঠীক্কাথো পাচনমিতিবেদাঃ প্রমাণমিতিবং॥ ১৬॥ পঞ্চমূলী বিশ্বাদিঃ॥ ১৭॥

(ক) বিশ্বৈরিতি পাঠান্তরম্

সমমেষ ভক্ষিতো হন্তি বাতকফসম্ভবং জ্বরম্। শ্বাসকাসমুখসেকশীততা-বাহ্নিমান্দ্যবিসূচীশ্চ নাশয়েৎ॥ নস্যেনাশ্বেব হরতি শিরোঽর্ত্তিং কফবাতজাম্। মোহং মহান্তমপিচ প্রলাপং ক্ষুবথুগ্রহম্॥ সামান্যজ্বরচিকিৎসোক্তো মহাজ্বরাঙ্কুশঃ প্রদেয়োঽত্র॥ ২০—২৪॥

ত্রিপুরভৈরবো রসঃ জ্বরে—বিষমঠৌষধ-মাগধিকোষণ-হ্যমণিরক্তকমার্দ্রক-মার্দ্দিতং। ক্রমাববর্দ্ধিতমুদ্দলিতজ্বরস্ত্রিপুরভৈরব এষ রসো বরঃ *॥ ২৫॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদং জঙ্ঘাপার্শ্বাস্থিশূলিনি॥ পীনসশ্বাসবাধির্য্যে কারয়েত্তদ্বিধানবিৎ। স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবকমাশয়ম্। হত্বা বাতকফস্তম্ভং স্বেদো জ্বরমপোহতি॥ ২৬। ২৭॥

বালুকাস্বেদঃ—খর্পরভৃষ্টপটস্থিতকাঞ্জিকসংসিক্তবালুকাস্বেদঃ। শময়তি বাতকফাময়শূলাঙ্গভঙ্গাদীন্॥ কম্পে শিরোহৃদয়গাত্রব্যথায়াম্ জৃম্ভায়াং পাদসুপ্ততায়াম্। পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনেঽঙ্গসাদে হনুস্তম্ভে চ লোমহর্ষে॥ ২৮। ২৯॥

কবলঃ—মাতুলুঙ্গফলকেশরোদ্ধৃতঃ সিন্ধুজন্মমরিচান্বিতো মুখে। হন্তি বাতকফরোগমাস্যগং শোষমাশু জড়তামরোচকম্॥ ইতি কবলঃ কণ্ঠৌষ্ঠমুখশোষে। অন্যচ্চ। শর্করাদাড়িমাভ্যাঞ্চ দ্রাক্ষাদাড়িময়োস্তথা। কল্কং বিধারয়েদাস্যে শোষবৈরস্যনাশনম্॥ দ্রাক্ষামলকয়োঃ কল্কং সঘৃতং বদনে ক্ষিপেৎ। তেন ঘৃষ্ট্বা মুখস্যান্তঃ কুর্ব্বীত প্রতিসারণম্॥ তেন তালুগলান্তস্থঃ সংশোষশ্চৈব শাম্যতি। সুরসং জায়তে বক্ত্রং রুচির্ভবতি ভোজনে॥ ৩০—৩৩॥

নিদ্রানাশস্য নিদানমাহ—নাবনং লঙ্ঘনং চিন্তা ব্যায়ামঃ শোকভীরুষঃ। এভিরেব ভবেন্নিদ্রানাশঃ শ্লেষ্মাতিসংক্ষয়াৎ॥ ৩৪॥

তস্য চিকিৎসা—ভৃষ্টন্তু বিজয়াচূর্ণং মধুনা নিশি ভক্ষয়েৎ। নিদ্রানাশেঽতিসারেচ গ্রহণ্যাং পাবকক্ষয়ে॥ গুড়ং পিপ্পলীমূলস্য চূর্ণেনালোড়িতং লিহেৎ। চিরাদপিচ সনষ্টাং নিদ্রাম্যপ্নোতি মানবঃ॥ বায়সজঙ্ঘামূলং বদ্ধং বা শিরসি কাকমাচ্যাশ্চ। বিধৃতং নিদ্রাজনকং ত্বঙ্মূলং বা শৃতং সগুড়ম্ *॥ মূলন্তু কাকমাচ্যাবদ্ধং সূত্রেণ মস্তকে নিয়তম্। বিদধাতি নষ্টনিদ্রো নিদ্রামাশ্বেব সিদ্ধমিদম্॥ শীলয়েন্মন্দনিদ্রস্তু ক্ষীরমদ্যরসান্ দধি। অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনস্নান-মূর্দ্ধকর্ণাক্ষিতর্পণম্ *॥ কান্তাবাহুলতাশ্লেষো নির্ব্বৃত্তিঃ কৃতকৃত্যতা॥ মনোঽনুকূলা বিষয়াঃ কামং নিদ্রাসুখপ্রদাঃ॥ রসে শাকেচ সূপেচ সর্পির্যূষপয়ঃসু চ। নিদ্রাং সঞ্জনয়ত্যাশু পলাণ্ডুরুপযোজিতঃ *॥ ঐক্ষবং পোতকী মাষঃ সুরা মাংসরসঃ পয়ঃ॥ গোধূমতিলমৎস্যাশ্চ নিদ্রাং কুর্ব্বন্তি দেহিনাম্॥ ৩৫—৪২॥

হ্যমণিঃ মারিতং তাম্রং, তস্য ভাগাঃ পঞ্চ। রক্তকং হিঙ্গুলং তস্য ভাগাঃ ষট্। মাত্রাস্য রক্তিকার্দ্ধং॥ ২৫॥ পীতমিতি শেষঃ॥ ৩৭॥ রসং মাংসরসম্॥ ৩৯॥ রসে মাংসরসে॥ ৪১

দারুষট্কালেপঃ—(শূলাধ্মানে) দারুহৈমবতীকুষ্ঠশতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ ॥ লিম্পেৎ কোষ্ণৈরম্লপিষ্টৈঃ শূলাধ্মানযুতোদরম্ * ॥ ৪৩ ॥

কটুতৈলং কণাহিঙ্গু-বচালশুনসাধিতম্। উষ্ণং বিনিহিতং হন্তি কর্ণয়োর্নিঃস্বনং ব্যথাম্ ॥ ইতি তৈলং কর্ণস্বনে ॥ কণা সুগন্ধিবচয়া যবান্যাচ সমন্বিতা ॥ তাম্বূলসহিতা হন্তি শুষ্ককাসং মুখে ধৃতা। ইতি শুষ্ককাসে ॥ ৪৪ । ৪৫ ॥

অথান্নমাহ—শ্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসৌদনঃ। দ্রাক্ষামলকযূষস্তু বদ্ধবিট্কায় দীয়তে * ॥ পেয়াং বা রক্তশালীনাং বস্তিপার্শ্বশিরোরুজি। শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারী-ভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরীং পিবেৎ। কাসী শ্বাসীচ হিক্কীচ পঞ্চমূলীশৃতাং পিবেৎ * ॥ ৪৬ । ৪৭ ॥

ইতি বাতজ্বরাধিকারঃ।

অথ পিত্তজ্বরাধিকারঃ—পিত্তলাহারচেষ্টাভ্যাং পিত্তমামাশয়াশ্রয়ম্। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরকৃৎ স্যাদ্রসানুগম্ * ॥ ৪৮ ॥

পিত্তজ্বরস্য লক্ষণমাহ—বেগস্তীক্ষ্ণোঽতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ। কণ্ঠৌষ্ঠ-মুখনাশানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে * ॥ প্রলাপো বক্ত্রকটুতা মূর্চ্ছাদাহৌ মদস্তৃষা। পীত-বিণ্মূত্রনেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রম এব চ * ॥ ৪৯।৫০ ॥

পিত্তজ্বরস্য চিকিৎসা—পৈত্তিকে দশরাত্রেণ জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজম্ * ॥ ৫১ ॥

তিক্তাদিক্কাথঃ—তিক্তামুস্তাযবৈঃ পাঠাকট্ফলাভ্যাং সহোদকম্ ॥ পক্কং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে * ॥ ৫২ ॥

পর্পটাদিক্কাথঃ—পর্পটো বাসকস্তিক্তাকৈরাতো ধন্বযাসকঃ। প্রিয়ঙ্গুশ্চ কৃতঃ ক্কাথ এষাং শর্করয়া যুতঃ ॥ পিপাসাদাহপিত্তাস্র-যুক্তং পিত্তজ্বরং হরেৎ ॥ ৫৩ । ৫৪ ॥

দ্রাক্ষাদিক্কাথঃ—দ্রাক্ষা হরীতকী মুস্তাকটুকাকৃতমালকঃ। পর্পটশ্চ কৃতঃ ক্কাথ এষাং পিত্তজ্বরাপহঃ ॥ মুখশোষপ্রলাপান্তর্দ্দাহমূর্চ্ছাভ্রমপ্রণুৎ। পিপাসারক্তপিত্তানাং শমনো ভেদনো মতঃ ॥ ৫৫ । ৫৬ ॥

হৈমবতী শ্বেতবচা ॥ ৪৩ ॥ রসঃ মাংসরসঃ ॥ ৪৬ ॥ পেয়ামিতি শেষঃ * ॥ ৪৭ ॥ তত্র পিত্তজ্বরস্য বিপ্রকৃষ্টসন্নিকৃষ্টকারণকথনপূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ পিত্তলেতি। পিত্তস্য পঙ্গুত্বাত্তেন কোষ্ঠাগ্নেরুষ্মা বহির্নেতুং ন শক্যতে। যত আহ—পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ। বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র গচ্ছন্তি মেঘবৎ ॥ ইতি ততোঽত্র পিত্তং বাতসহায়ে বোদ্ধব্যং, যত আহ-দ্রব্যমেকরসং নাস্তি ন রোগোঽপ্যেক-দোষজঃ। একস্তু কুপিতো দোষ ইতরানপি কোপয়েৎ ॥ তস্য পূর্ব্বরূপমুক্তং পিত্তান্নয়নয়োর্দ্দাহ ইতি। পিত্তজ্বরে উৎপৎস্যতি নেত্রদাহঃ স্যাৎ স চ শ্রমাদিপূর্ব্বকো ভবতি ॥ ৪৮ ॥ অতীসারঃ পিত্তস্য তস্য সরত্বাৎ সদ্রবমলপ্রবৃত্তির্নত্বতিসারবত্তস্য জ্বরোপদ্রবত্বাৎ। বমিঃ যদাপিত্তং কফস্য স্থানং যাতি তদা বোদ্ধব্যং ॥ ৪৯ ॥ প্রলাপঃ অনর্থকং বচঃ। মূর্চ্ছা রূপাদেরজ্ঞানম্। মদঃ পূগকোদ্রবধুস্তূরভক্ষণাদিব মত্ততা। ভ্রমঃ চক্রারূঢ়স্যেব জ্ঞানং। চকারাদ্ রক্তকোঠাদয়ো বোদ্ধব্যা ॥ ৫০ ॥ আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্। বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাৎ লঙ্ঘনমাচরেৎ ॥ ইতি বচনাৎ সামান্যতো জ্বরিতমাত্রস্য যাবদারোগ্যদর্শনং লঙ্ঘনাভিধানে পিত্তজ্বরিণো লঙ্ঘনবিধানে বিশেষমাহ পৈত্তিকে ইতি। দশরাত্রেণ লঙ্ঘনবতা ব্যতীতেনেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ কিংতাবদ্ ভেষজং তদাহ তিক্তেতি ॥ ৫২ ॥

পটোলাদিক্কাথঃ—পটোলযবধন্যাক-মধুকং মধুসংযুতম্। হন্তি পিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণাঞ্চাতিপ্রমথিনীম্ ॥ ৫৭ ॥

গুড়ূচ্যাদিক্কাথঃ—গুড়ূচ্যামলকৈর্যুক্তঃ কেবলো বাপি পর্পটঃ। পিত্তজ্বরং হরেত্তূর্ণং দাহশোষভ্রমান্বিতম্॥ একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ। কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোশীরবালকৈঃ ॥ ৫৮ । ৫৯ ॥

হ্রীবেরাদিক্কাথঃ—হ্রীবেরচন্দনোশীর-ঘনপর্পটসাধিতম্। দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃট্ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ ॥ ৬০ ॥

ভূনিম্বাদিক্কাথঃ—ভূনিম্বাতিবিষালোধ্র-মুস্তকেন্দ্রযবামৃতাঃ। বালকং ধান্যকং বিল্বং কষায়ো মাক্ষিকান্বিতঃ॥ বিড়্ভেদশ্বাসকাসাংশ্চ রক্তপিত্তজ্বরং হরেৎ॥ ৬১ ॥

মহাদ্রাক্ষাদিক্কাথঃ দ্রাক্ষা চন্দনপদ্মানি মুস্তা তিক্তামৃতাপি চ। ধাত্রী বাল-মুশীরঞ্চ লোধ্রেন্দ্রযবপর্পটাঃ॥ পরূষকং প্রিয়ঙ্গুশ্চ যবাসো বাসকস্তথা। মধুকং কুলকঞ্চাপি কিরাতো ধান্যকং তথা॥ এষাং ক্কাথো নিহন্ত্যেব জ্বরং পিত্তসমুত্থিতম্। তৃষ্ণাং দাহং প্রলাপঞ্চ রক্তপিত্তং ভ্রমং ক্লমম্॥ মূর্চ্ছাং ছর্দ্দিং তথা শূলং মুখশোষমরোচকম্॥ কাসং শ্বাসঞ্চ হৃল্লাসং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬২—৬৫ ॥

ধান্যাকক্কাথঃ—সসিতো নিশি পর্য্যুষিতঃ প্রাতর্ধান্যাকক্কাথঃ॥ পীতঃ শময়ত্য-চিরাদন্তর্দ্দাহং জ্বরং পৈত্তম॥ অমৃতায়া হিমঃ প্রাতঃ সসিতঃ পৈত্তিকং জ্বরম্। বাসায়াশ্চ তথা কাসরক্তপিত্তজ্বরান্ জয়েৎ॥ ৬৬। ৬৭ ॥

গুড়ূচ্যাদিক্কাথঃ—গুড়ূচী ভূমিনিম্বশ্চ বালং বীরণমূলকম্। লঘু মুস্তং ত্রিবৃদ্ধাত্রী দ্রাক্ষা বাসা চ পর্পটঃ॥ এষাং ক্কাথো হরত্যেব জ্বরং পিত্তকৃতং দ্রুতম্। সোপদ্রবমপি প্রাতর্নিপীতো মধুনা সহ॥ পলাশস্য বদর্য্যা বা নিম্বস্য মৃদুপল্লবৈঃ। অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোঽয়ং হন্যাদ্দাহযুতং জ্বরম্॥ উত্তানসুপ্তস্য গম্ভীরতাম্র-কাংস্যাদিপাত্রে নিহিতে চ নাভৌ। শীতাম্বুধারা বহুলা পতন্তী নিহন্তি দাহং ত্বরিতং জ্বরঞ্চ॥ পথ্যাং তৈলঘৃতক্ষৌদ্রৈর্লিহন্ দাহজ্বরা-পহাম্। কাসাসৃক্পিত্তবীসর্পশ্বাসান্ হন্তি বমিমপি *॥ কাঞ্জিকার্দ্রপটেনাবগুণ্ঠনং দাহনাশনম্। অথ গোতক্রসংস্বিন্নং শাতলীকৃতবাসসা॥ ৬৮—৭৩ ॥

কবলঃ—দ্রাক্ষামলককল্কেন কবলোঽত্র হিতো মতঃ। পক্কদাড়িমবীজৈর্ব্বা ধানাকল্কেন চ ক্বচিৎ * ॥ ৭৪ ॥

তর্পণম্—দাহকম্পার্দ্দিতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ান্বিতম্। শর্করামধুসংযুক্তং পায়-য়েল্লাজতর্পণম্ * ॥ মুদ্গযূষৌদনো দেয়ঃ সিতয়া পৈত্তিকে জ্বরে। হর্ম্ম্যে শুভ্রাভ্রসঙ্কাশে শশাঙ্ককরশীতলে। মলয়োদ্ভবসংসিক্তে স্বপ্যাৎ পিত্তজ্বরী নরঃ॥ হারাবলীচন্দনশীতলানাং

তৈলঘৃতক্ষৌদ্রৈরিত্যত্র ন সমুচ্চয়স্তেন কেবলেন ক্ষৌদ্রেণাপি লিহ্যাৎ॥ ৭২॥ ইতি ধানাত্র ধান্যকং॥ ৭৪॥ লাজতর্পণম্ লাজশক্তুরূপং তর্পণং সন্তর্পণস্বরূপমুক্তং সামান্যজ্বরচিকিৎসায়াং॥ ৭৫॥

সুগন্ধপুষ্পাম্বরভূষিতানাম্। নিতম্বিনীনাং স্তনপয়োধরাণামালিঙ্গনান্যাশু হরন্তি দাহম্॥ আহ্লাদঞ্চাস্য বিজ্ঞায় তাঃ স্ত্রীরপনয়েৎ পুনঃ। হিতঞ্চ ভোজয়েদন্নং ন প্রাপ্নোতি সুরতং (ক) মহৎ॥ বাপ্যঃ কমলহাসিন্যো জলযন্ত্রগৃহাঃ শুভাঃ। নার্য্যশ্চন্দনদিগ্ধাঙ্গ্যো দাহদৈন্যহরা মতাঃ॥ ৭৫—৭৯॥

ইতি পিত্তজ্বরাধিকারঃ।

অথ শ্লেষ্মজ্বরাধিকারঃ—শ্লেষ্মলাহারচেষ্টাভ্যাং কফো হ্যামাশয় শ্রয়ঃ। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরকৃৎ স্যাদ্ রসানুগাঃ *॥ ৮০॥

শ্লেষ্মজ্বরস্য লক্ষণমাহ—স্তৈমিত্যং স্তিমিতো বেগ আলস্যং মধুরাস্যতা। শুক্লমূত্রপুরীষত্বং স্তম্ভস্তৃপ্তিরাপি বা *॥ গৌরবং শীতমুৎক্লেদো রোমহর্ষোঽতিনিদ্রতা। প্রতিশ্যায়োঽরুচিঃ কাসঃ কফজেঽক্ষ্ণোশ্চ শুক্লতা *॥ ৮১। ৮২॥

শ্লেষ্মজ্বরস্য চিকিৎসা—শ্লৈষ্মিকে দ্বাদশাহেন জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজম্। পিপ্পল্যাদিকষায়স্তু কফজে পরিপাচনম্ *॥ ৮৩॥

পিপ্পল্যাদি ক্বাথঃ—পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং গজপিপ্পলী। নাগরং চিত্রকঞ্চব্যং রেণুকৈলাজমোদিকা॥ সর্ষপো হিঙ্গু ভার্গীচ পাঠেন্দ্রযবজীরকাঃ। মহানিম্ববচা মূর্ব্বা বিষা তিক্তা বিড়ঙ্গকম্॥ পিপ্পল্যাদিগণো হ্যেষ কফমারুতনাশনঃ। গুল্মশূলজ্বরহরো দীপনস্ত্বামপাচনঃ॥ ৮৪—৮৬॥

পিপ্পল্যবলেহঃ—ক্ষৌদ্রোপকুল্যাসংযোগঃ শ্বাসকাসজ্বরাপহঃ। প্লীহানং হন্তি হিক্কাঞ্চ বালানামপি শস্যতে॥ ৮৭॥

চতুর্ভদ্রিকাবলেহঃ—পিপ্পলী ত্রিফলা চাপি সমভাগান্ জ্বরী লিহন্। মধুনা সর্পিষা চাপি কাসী শ্বাসী সুখী ভবেৎ॥ ৮৮॥

অথ শ্লেষ্মজ্বরস্য বিপ্রকৃষ্ট-সন্নিকৃষ্টকারণকথনপূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ শ্লেষ্মলেতি। কফস্য কোষ্ঠাগ্নিতেজসো বহির্নয়নেন পঙ্গুত্বাদাশঙ্কায়াং জাতায়াং পিত্তস্যৈব সিদ্ধান্তো বোদ্ধব্যঃ। তস্য পূর্ব্বরূপমুক্তং কফান্নান্নাভিনন্দনমিতি। কফজ্বরে উৎপৎস্যতি অনন্নাভিলাষঃ স্যাৎ। সচ শ্রমাদিপূর্ব্বকো ভবতি॥ ৮০॥ স্তৈমিত্যম্ অঙ্গানাং আর্দ্রপটাবগুণ্ঠিতত্বমিব। স্তিমিতোবেগঃ জ্বরস্য মন্দোবেগঃ। আলস্যং সমর্থস্যাপি-কর্ম্মণ্যনুৎসাহঃ। স্তম্ভঃ অঙ্গানামনম্রতা, তৃপ্তিঃ অন্নানভিলাষঃ, সত্যপি ভোজনসামর্থ্যে॥ ৮১॥ গৌরবং গাত্রাণাম্। শীতং লগতি। উৎক্লেদঃ বমনোপস্থিতিরিব। অতিনিদ্রতা নিদ্রাধিক্যং প্রতিশ্যায়ঃ নাসারোগবিশেষঃ। অরুচিঃ ভোজনানিচ্ছা, চকারাৎ পিড়কাশীতামুখপ্রসেকশ্ছর্দ্দিস্তন্দ্রা হৃদয়োপলেপ উষ্ণাভিলাষো বহ্নিমান্দ্যমিতি। যত উক্তং-প্রসেকঃ পিড়কাশীতা ছর্দ্দিস্তন্দ্রাষ্ণকামিতা। কফেন লিপ্তং হৃদয়ং ভবেদগ্নেশ্চ মন্দতা॥ ৮২॥ আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্। বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥ ইতি বচনাৎ সামান্যতো জ্বরিমাত্রস্য যাবদারোগ্যাদর্শনং লঙ্ঘনাভিধানং। শ্লেষ্মজ্বরিণো লঙ্ঘনবিধানে বিশেষমাহ সুশ্রুতঃ। শ্লৈষ্মিকে ইতি দ্বাদশাহেন লঙ্ঘনবতা ব্যতীতেনেত্যর্থঃ॥ কিং তদ্ভেষজং? তদাহ॥ ৮৩॥

(ক) নাপ্নোতি সুরতমিতি বা পাঠঃ

চতুর্ভদ্রিকাবলেহঃ—কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ। শ্বাসকাস-জ্বরহরো লেহোঽয়ং কফনাশনঃ ॥ ৮৯ ॥

অষ্টাঙ্গাবলেহঃ—কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যবানী কারবী তথা। কটুত্রয়ঞ্চ সর্ব্বাণি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ ॥ আর্দ্রকস্বরসৈর্লিহ্যান্ মধুনা বা কফজ্বরী। কাসশ্বাসারুচিচ্ছর্দ্দিহিক্কা-শ্লেষ্মানিলাপহঃ ॥ ৯০। ৯১ ॥

নির্গুণ্ডীক্বাথঃ—সিন্দুবারদলক্বাথং কণাঢ্যং কফজে জ্বরে। জঙ্ঘয়োশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে চ পিহিতে পিবেৎ ॥ ৯২ ॥

যবান্যাদিক্বাথঃ—যবানী পিপ্পলী বাসা তথা খাখসবল্কলম্। এষাং ক্বাথং পিবেৎ কাসে শ্বাসে চ কফজে জ্বরে ॥ ৯৩ ॥

বাসাদিক্বাথঃ—বাসাক্ষুদ্রামৃতাক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহৃৎ ॥

মরিচাদি ক্বাথঃ—মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং কারবী কণা। চিত্রকং কট্‌ফলং কুষ্ঠং সমূগন্ধিবচা শিবা ॥ কণ্টকারীজটা শৃঙ্গী যমানী পিচুমর্দ্দকঃ। এষাং ক্বাথো হরত্যেব জ্বরং সোপদ্রবং কফাৎ ॥ কফবাতব্যাধিহরত্বাদ্‌বাতাধিকারোক্তঃ কল্পতরুরসো যোজ্যঃ ॥ ৯৪।৯৫ ॥

কবলঃ—সিন্ধুত্রিকটুরাজীভিরার্দ্রকেণ কফে হিতঃ * ॥

অন্নম্—মুদ্গযূষৌদনো দেয়ো জ্বরে কফসমুত্থিতে ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্লেষ্মজ্বরাধিকারঃ।

অথ বাতপিত্তজ্বরাধিকারঃ—বাতপিত্তকরৈর্ব্বাতপিত্তে আমাশয়াশ্রয়ে। বহি-র্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং রসগে জ্বরকারিণী * ॥ ৯৭ ॥

তস্য পূর্ব্বরূপম্—প্রাগ্‌রূপে বাতপিত্তস্য ভবতো বাতপৈত্তিকে * ॥ ৯৮ ॥

বাতপিত্তজ্বর-লক্ষণম্—তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমো দাহো নিদ্রানাশঃ শিরোরুজা। কণ্ঠাস্যশোষো বমথু রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ ॥ পর্ব্বভেদশ্চ জৃম্ভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ * ॥৯৯ ॥

বাতপিত্তজ্বরস্য চিকিৎসা—বাতপিত্তজ্বরে দেয়মৌষধং পঞ্চমেঽহনি ॥

কিরাতাদি ক্বাথঃ—কিরাততিক্তমমৃতা দ্রাক্ষামামলকং শঠী। নিঃক্বাথ্য সগুড়ং ক্বাথং বাতপিত্তজ্বরে পিবেৎ ॥ ১০০ ॥

পঞ্চভদ্রক্বাথঃ—গুড়ূচী পর্পটো মুস্তং কিরাতো বিশ্বভেষজম্। বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভম্ ॥ ১০১ ॥

---

* কবল ইতি শেষঃ ॥ ৯৬ ॥ বাতপিত্তজ্বরস্য বিপ্রকৃষ্ট-সন্নিকৃষ্টকারণকথনপূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ। বাতপিত্তেতি স্যাতামিতি শেষঃ ॥ ৯৭ ॥ জ্বর ইতি শেষঃ ॥ ৯৮ ॥ পর্ব্বভেদঃ পর্ব্বাণি ভিদ্যন্ত ইতি সন্ধিব্যথা ॥ ৯৯ ॥

ত্রিফলাদিক্কাথঃ—ত্রিফলাশাল্মলীরাস্নারাজবৃক্ষাটরূষকৈঃ। শৃতমম্বু হরত্যাশু বাতপিত্তভবং জরম্॥ ১০২॥

মধুকাদিহিমঃ—মধুকং সারিবা দ্রাক্ষা মধূকং চন্দনোৎপলম্। কাশ্মরীফলকং লোধ্রং ত্রিফলা পদ্মকেশরম্॥ পরূষকং মৃণালঞ্চ ক্ষিপেৎ সংচূর্ণ্য বারিণি। নিশোষিতং সিতাক্ষৌদ্রলাজযুক্তং তু তৎ পিবেৎ॥ বাতপিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণাং মূর্চ্ছারুচিভ্রমান্। শময়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ জীমূতমিব মারুতঃ *॥ ১০৩—১০৫॥

অন্নমাহ—মুদ্গামলকযূষস্তু বাতপিত্তজ্বরে হিতঃ। মহাদাহে প্রদাতব্যো যূষশ্চণকসম্ভবঃ॥ দাড়িমামলকমুদ্গসম্ভবো যূষ উক্ত ইতি বাতপৈত্তিকে। কফপিত্তহরা মুদ্গাঃ কারবেল্যাদয়স্তথা। প্রায়েণ নচ তে দেয়া বাতপিত্তোত্তরে জ্বরে। দন্তাস্তু জ্বরবিষ্টম্ভশূলোদাবর্ত্তকারিণঃ॥ ১০৬। ১০৭॥

ইতি বাতপিত্তজ্বরাধিকারঃ।

অথ বাতশ্লেষ্মজ্বরাধিকারঃ—বাতশ্লেষ্মকরৈর্ব্বাত-কফাবামাশয়াশ্রয়ৌ। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং রসগৌ জ্বরকারিণৌ *॥ ১০৮॥

পূর্ব্বরূপমাহ—প্রাগ্‌রূপে বাতকফয়োঃ স্যাতাং বাতকফজ্বরে॥ ১০৯॥

তস্য লক্ষণমাহ—স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাং ভেদো নিদ্রা গৌরবমেবচ। শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রবর্ত্তনম্॥ সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ *॥ ১১০॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরস্য চিকিৎসা—বাতশ্লেষ্মজ্বরে দেয়মৌষধং নবমেঽহনি॥ ১১১॥

পঞ্চকোলম্—পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ। দীপনীয়ঃ স্মৃতো বর্গো বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ॥ কোলমাত্রোপযোগিত্বাৎ পঞ্চকোলমিদং স্মৃতম্॥ তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফদাহনুৎ। গুল্মপ্লীহোদরানাহ-শূলঘ্নং পিত্তকোপনম্॥ ১১২। ১১৩॥

অত্র মধুকাদি মৃণালান্তং সমুদিতম্ পলদ্বয়পরিমিতং। সংচূর্ণ্য ক্ষিপেৎ বারিণি ষট্‌পলপরিমিতে॥ মধুকাদিহিমো দাহে॥ ১০৫॥ তস্য বিপ্রকৃষ্টসন্নিকৃষ্টকারণকথনপূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ বাতেতি ॥১০৮॥ স্বেদাপ্রবর্ত্তনং স্বেদস্য আসমন্তাদ্‌ভাবেন প্রবৃত্তিঃ। তথাচ হারীতঃ "শিরোগ্রহঃ স্বেদভবশ্চ কাসো জ্বরস্য লিঙ্গং কফবাতজস্য" ইতি। স্বেদভবঃ স্বেদোৎপত্তিঃ। ননু স্বেদঃ পিত্তস্য ধর্ম্মঃ, অতএব পিত্তজ্বরে "কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে" ইত্যুক্তম্। 'তস্মাৎ কথং বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদস্যাতিপ্রবৃত্তিঃ? উচ্যতে। বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধত্বান্নদোষ ইতি কার্ত্তিকঃ। প্রকৃতিসমসমবায়স্য বিকৃতিবিষমসমবায়স্য চায়মর্থঃ। প্রকৃত্যা হেতুভূতয়া সমঃ কারণানুরূপঃ সমবায়ঃ কার্য্যকারণভাবসম্বন্ধঃ, প্রকৃতিসমসমবায়ঃ। কারণানুরূপং কার্য্যমিতি যাবৎ। যথা প্রকৃতিস্থিতৈঃ শুক্লৈস্তন্তুভিঃ সমবায়কারণৈরারব্ধঃ পটঃ শুক্ল এব ভবতি। তথাচ প্রকৃতেন কেবলেন বাতেন পিত্তেন কফেন বা জনিতো জ্বরো বাতাদ্যুচিতৈর্দ্ধৈর্য্যের্ব্বেপথুবেগাধিক্যস্তৈমিত্যাদিভির্যুক্তো ভবতি। বিকৃতিবিষমসমবায়স্তু বিকৃত্যা হেতুভূতয়া বিষমঃ কারণানন্নুরূপঃ সমবায়ঃ কার্য্যস্য কারণে সম্বন্ধঃ কারণানন্নুরূপং কার্য্যমিতি যাবৎ। যথা—সংযোগাদ্বিকৃতাভ্যাং হরিদ্রাচূর্ণাভ্যাং হেতুভূতাভ্যাং বিষমঃ কারণানন্নুরূপো লোহিতো বর্ণঃ জায়তে। তথা যোগেন বিকৃতাভ্যাং বাতশ্লেষ্মভ্যাং হেতুভূতাভ্যাং বিষমা কারণানন্নুরূপা স্বেদস্যাতিপ্রবৃত্তিরিতি সিদ্ধান্তঃ॥ ১১০॥

দ্বিতীয়কিরাতাদিক্বাথঃ—কিরাত-বিশ্বামৃতবল্লিসিংহিকা-ব্যাঘ্রী-কণামূল-রসোন-সিন্দুকৈঃ। কৃতঃ কষায়ো বিনিহন্তি সত্বরং জ্বরং সমীরাৎ সকফাৎ সমুত্থিতম্॥ ১১৪॥

পিপ্পল্যাদিক্বাথঃ—পিপ্পল্যাদিগণক্বাথং পিবেদ্ বাতকফজ্বরী। নাতঃ পরং কিঞ্চিদস্তি জ্বরে ভেষজমুত্তমম্॥ ১১৫॥

বৃহৎপিপ্পল্যাদিক্বাথঃ—পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরম্। বচা সাতিবিষাজাজীপাঠাবৎসকরেণুকা॥ কিরাততিক্তকো মূর্ব্বা সর্ষপা মরিচানি চ। কট্ফলং পুষ্করং ভার্গী বিড়ঙ্গং কর্কটাহ্বয়ম্॥ অর্কমূলং বৃহৎসিংহী শ্রেয়সী সত্বরালভা। দীপ্যকশ্চাজমোদা চ শুকনাসা সহিঙ্গুকা *॥ এতানি সমভাগানি গণ একোঽষ্টবিংশতিঃ। এষাং ক্বাথো নিপীতঃ স্যাদ্বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ॥ হন্তি বাতং তথা শীতং প্রস্বেদমতিবেপথুম্ প্রলাপং চাতিনিদ্রাঞ্চ রোমহর্ষারুচী তথা॥ মহাবাতেঽপতন্ত্রে চ শূন্যত্বে সর্ব্বগাত্রজে। পিপ্পল্যাদিমহাক্বাথো জ্বরে সর্ব্বত্র পূজিতঃ॥ ১১৬—১২১॥

দশমূলীক্বাথঃ—দশমূলীরসঃ পীতঃ কণাঢ্যঃ কফবাতজে। জ্বরেঽবিপাকে নিদ্রায়াং পার্শ্বরুক্শ্বাসকাসকে॥ ১২২॥

পিপ্পলীক্বাথঃ—পিপ্পলীভিঃ শৃতং তোয়মনভিষ্যন্দি দীপনম্। বাতশ্লেষ্মজ্বরং হন্তি সেবিতং প্লীহনাশনম্॥ ১২৩॥

সূর্য্যশেখরো রসঃ—সূতকং টঙ্গণং ভৃষ্টং গন্ধং শুদ্ধং সমং সমম্। দ্বিগুণং সূতকাদ্দেয়ং জৈপালং তুষবর্জ্জিতম্॥ সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চাত্বক্ ক্ষারঃ শর্করাপি চ। প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাৎ জম্বীরৈর্ম্মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥ সূর্য্যশেখরনামায়ং রসো গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতঃ। ভক্ষিতস্তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ॥ সূর্য্যশেখররসো বাতজ্বরে শীতজ্বরে চ রসপ্রদীপে॥ ১২৪—১২৬॥

স্বেদোদ্গমে ভৃষ্টকুলত্থচূর্ণনিপাতনং শস্তমিতি ব্রুবন্তি। জীর্ণং শকৃদ্ গোর্লবণস্য ভাজনং সংচূর্ণিতং স্বেদহরং সুধূলনাৎ॥ ১২৭॥

মরিচাদ্যুদ্ধূলনম্—মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী পথ্যালোধ্রঞ্চ পৌষ্করম্। ভূনিম্বঃ কটুকা কুষ্ঠং কর্চূরো লিঙ্গিকা সটী *॥ এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ॥ এতদুদ্ধূলনং শ্রেষ্ঠং স্রোতোবৎ স্বেদনির্গমে॥ ১২৮। ১২৯॥

ভূনিম্বাদ্যুদ্ধূলনম্—ভূনিম্বকারবীতিক্তাবচাকট্ফলজং রজঃ। এষামুদ্ধূলনং শ্রেষ্ঠং সততং স্বেদসংশ্রয়ে॥ পূর্ব্বোক্তো বালুকাস্বেদোঽপ্যত্র সমুচিতঃ। যদুক্তম্—পীনসশ্বাসবাধির্য্য-জঙ্ঘাপার্শ্বস্থিশূলিনি। বাতশ্লেষ্মজ্বরে দেয়ম্ ঔষধং তদ্বিধানবিৎ॥ ১৩০। ১৩১॥

কবলঃ—মাতুলুঙ্গফলকেশরোধৃতঃ সিন্ধুজন্মমরিচান্বিতো মুখে। হন্তি বাতকফরোগমাস্যগং শোষমাশুজড়তামরোচকম্॥ ১৩২॥

অত্র শ্রেয়সী রাস্না। বাতশ্লেষ্মজ্বরহরত্বাৎ॥ ১১৮॥ লিঙ্গিকা পঞ্চগুরিআ ইতি লোকে। অত্র সটী গন্ধপলাশী॥ ১২৮॥

অন্নমাহ—মহত্যা পঞ্চমূল্যান্নং সম্যক্ সিদ্ধং চিকিৎসকঃ। সপ্তমে দিবসে দদ্যাজ্ জ্বরে বাতবলাসজে ॥ ১৩৩ ॥

ইতি বাতশ্লেষ্মজ্বরাধিকারঃ ॥

অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাধিকারঃ—পিত্তশ্লেষ্মকরৈঃ পিত্তকফাবামাশয়াশ্রয়ৌ। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং রসগৌ জ্বরকারিণৌ * ॥ ১৩৪ ॥

পূর্ব্বরূপমাহ—প্রাগ্‌রূপে পিত্তকফয়োঃ স্যাতাং পিত্তকফজ্বরে।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর লক্ষণম্—লিপ্ততিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহঃ কাসোঽরুচিস্তৃষা। মুহুর্দ্দাহো মুহুঃ শীতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ * ॥ ১৩৫ ॥

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরস্য চিকিৎসা—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে দেয়মৌষধং দশমেঽহনি ॥ ১৩৬ ॥

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথঃ—গুড়ূচী নিম্বধান্যাকং চন্দনং কটুরোহিণী। গুড়ূচ্যাদিরয়ং ক্বাথো পাচনো দীপনঃ স্মৃতঃ। তৃষ্ণাদাহারুচিচ্ছর্দ্দিপিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ ॥ ১৩৭ ॥

অমৃতাষ্টকং—অমৃতাকটুকারিষ্টপটোলঘনচন্দনম্। নাগরেন্দ্রযবং চৈতদমৃতাষ্টকমীরিতম্ ॥ ক্বথিতং সকণাচূর্ণং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্। হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাদাহনিবারণম্ ॥ ১৩৮। ১৩৯ ॥

কণ্টকার্য্যাদিক্বাথঃ—কণ্টকার্য্যমৃতাভার্গী-বিশ্বেন্দ্রযববাসকম্। ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী ॥ বিপাচ্য পায়য়েৎ ক্বাথং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্। দাহতৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দি-কাসশূলনিবারণম্ ॥ ১৪০। ১৪১ ॥

নাগরাদিক্বাথঃ—নাগরোশীরবিল্বাব্দ-ধান্যমোচরসাম্বুভিঃ। কৃতঃ ক্বাথো ভবেদ্‌গ্রাহী পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ ॥ ১৪২ ॥

কটুকীকল্কঃ—শর্করামক্ষমাত্রাঞ্চ কটুকীং চোষ্ণবারিণা। পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্ * ॥ ১৪৩ ॥

বাসারসঃ—সপত্রপুষ্পবাসায়া রসঃ ক্ষৌদ্রসিতাযুতঃ। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরং হন্তি সাস্রপিত্তং সকামলম্ * ॥ ১৪৪ ॥

অন্নমাহ—কষায়ঃ পরিপক্বস্তু শৃঙ্গবেরপটোলয়োঃ। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরবমীদাহকণ্ডূহরো ভবেৎ। অন্যচ্চ—পটোলধান্যয়োর্যূষঃ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ ॥ ১৪৫ ॥

ইতি পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাধিকারঃ।

---

* তস্য বিপ্রকৃষ্ট-সন্নিকৃষ্টকারণকথনপূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ পিত্তেতি ॥১৩৪ ॥ আস্যতিক্তত্বং পিত্তেন। লিপ্তত্বং কফেন। তন্দ্রা অর্দ্ধোন্মীলিতনেত্রত্বং। মোহো মূর্চ্ছা ॥ ১৩৫ ॥ অত্র কটুক্যা দ্বাদশমাষা শর্করায়া শচত্বারো মাষা এবং কর্ষ ইতি চরকঃ। বৈদ্যস্তু ব্যবহারে কটুকীশর্করয়োঃ সমভাগয়োরেব কর্ষঃ কটুকীকল্কঃ ॥ ১৪৩ ॥ অত্র বাসারসোঽর্দ্ধপলপরিমিতো দেয়ঃ। মধুসিতয়োঃ প্রত্যেকং টঙ্কঃ প্রক্ষেপ্যঃ ॥ ১৪৪ ॥

অথ সন্নিপাতজ্বরাধিকারঃ—ত্রিদোষজনকৈর্ব্বাত-পিত্তশ্লেষ্মামগেহগাঃ। বহি-
নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং রসগা জ্বরকারিণঃ * ॥ ১৪৬ ॥

পূর্ব্বরূপমাহ—প্রাগ্‌রূপাণি ত্রিদোষাণাং স্যুস্ত্রিদোষজ্বরে নৃণাম্।

সন্নিপাতজ্বরস্য সামান্যানি লক্ষণান্যাহ—ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধি-
শিরোরুজা। সাস্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নে চাপি লোচনে * ॥ সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ
কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ। তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোঽরুচির্ভ্রমঃ * ॥ পরিদগ্ধা
খরস্পর্শা জিহ্বা স্রস্তাঙ্গতা পরা। ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্য চ * ॥ শিরসো
লোঠনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদি ব্যথা। স্বেদমূত্রপুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ * ॥ কৃশত্বং নাতি
গাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনম্। কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্ * ॥ মূকত্বং স্রোতসাং
পাকো গুরুত্বমুদরস্য চ। চিরাৎপাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ * ॥ ১৪৭—১৫২ ॥

• **সামান্যসন্নিপাতজ্বরস্য ত্রয়োদশবিশেষানাহ**—একোল্বণাস্ত্রয়স্তেষু দ্ব্যুল্ব-
ণাশ্চ তথেতি ষট্। ত্র্যুল্বণশ্চ ভবেদেকো বিজ্ঞেয়ঃ স তু সপ্তমঃ ॥ প্রবৃদ্ধমধ্যহীনৈস্তু বাতপিত্ত-
কফৈশ্চ ষট্। সন্নিপাতজ্বরস্যৈবং স্যুর্ব্বিশেষাস্ত্রয়োদশ * ॥ ১৫৩। ১৫৪ ॥

তেষাং নামানি ক্রমাদাহ—বিস্ফারকশ্চাশুকারী কম্পনো বভ্রসংজ্ঞকঃ।
শীঘ্রকারী তথাভল্লুঃ সপ্তমঃ কূটপাকলঃ * ॥ সংমোহকঃ পাকলশ্চ যাম্যঃ ক্রকচ ইত্যপি।
ততঃ কর্কটকঃ প্রোক্তস্ততো বৈদারিকাভিধঃ * ॥ ১৫৫। ১৫৬ ॥

• তত্র সন্নিপাতজ্বরস্য বিপ্রকৃষ্ট-সন্নিকৃষ্টকারণকথনপূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ ত্রিদোষেতি ॥ ১৪৬ ॥
লোচনে সাস্রাবে সাশ্রুণী, কলুষেঽস্বচ্ছে, নির্ভুগ্নে নির্গতে কুটিলে চ ॥ ১৪৭ ॥ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ
ধান্যাগ্রৈরিবাবৃতঃ ॥ ১৪৮ ॥ জিহ্বা পরিদগ্ধা পরিদগ্ধেব জায়তে অথবা পরিদগ্ধাইব কৃষ্ণা দৃশ্যতে।
স্রস্তাঙ্গতা শিথিলাঙ্গতা। ষ্ঠীবনমিতি ॥ কফসংযুক্তস্য রক্তস্য ষ্ঠীবনম্ ॥ ১৪৯ ॥ শিরসো লোঠনম্
ইতস্ততঃ শিরশ্চালনম্ ॥ ১৫০ ॥ কৃশত্বমিতি গাত্রাণাম্ ইতি গাত্রাণাং অতিশয়িতং কার্শ্যং ন ব্যাধি-
প্রভাবাৎ। প্রততং নিরন্তরম্। প্রততং নিরন্তরং কোঠঃ 'বরটী দংষ্ট্রসংস্থানং কোঠ ইত্যভিধীয়তে'।
শ্যাবিং কপিশো বর্ণঃ ॥ ১৫১ ॥ মূকত্বং অবচনত্বমল্পবচনত্বং বা। স্রোতসাং কর্ণনাসাদীনাম্ ॥
নমু বাতাদয়ঃ পরস্পরবিরুদ্ধগুণাস্তেষাং সংভূয়ৈকত্র কার্য্যারম্ভকত্বং নোপপদ্যতে। পরস্পরোপ-
ঘাতাৎ দহনসলিলয়োরিব তৎকথং বাতপিত্তকফা মিলিত্বা বিকারোৎপাদকাঃ? অত্র সমাধানমুক্তং
দৃঢ়বলেন 'বিরুদ্ধৈরপি নত্বেতে গুণৈর্ঘ্নন্তি পরস্পরম্। দোষাঃ সহজসাম্যত্বাদ্বিষং ঘোরমহীনিব" ॥
গদাধরস্তু হেত্বন্তরমুক্তবান্। দৈবাদ্দোষস্বভাবাদ্বা দোষাণাং সান্নিপাতিকে। বিরুদ্ধৈশ্চ গুণৈস্তৈশ্চ
নোপঘাতঃ পরস্পরমিতি' ॥ নমু ভিন্নচয়প্রকোপকালানাং বাতপিত্তকফানাং যুগপদুৎপন্নাভাবাৎ কথং
সম্ভূয় সন্নিপাতজ্বরারম্ভকত্বমুৎপদ্যতে? উচ্যতে। ত্রিদোষজনকনিদানবলেন যুগপদেষাং প্রকোপা-
দিতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ১৫২ ॥ তত্র প্রবৃদ্ধবাতঃ মধ্যপিত্তো হীনকফঃ ১, মধ্যবাতঃ প্রবৃদ্ধপিত্তো হীনকফঃ ২,
হীনবাতঃ প্রবৃদ্ধপিত্তো মধ্যকফঃ ৩, প্রবৃদ্ধবাতঃ হীনপিত্তো মধ্যকফঃ ৪, মধ্যবাতঃ হীনপিত্তঃ প্রবৃদ্ধ-
কফঃ ৫, হীনবাতো মধ্যপিত্তঃ প্রবৃদ্ধকফঃ ৬, ইতি ষট্ ॥ ১৫৪ ॥ তন্ত্রান্তরে বিস্ফারক ইত্যত্র বিস্ফোরক
ইতি পাঠঃ। বভ্রস্থানে বভ্রুরিতিপাঠঃ, কুত্রাপি বভ্র ইতি পাঠঃ। ভল্লুরিত্যত্র ফল্গুরিতিপাঠঃ ॥ ১৫৫ ॥
যাম্য ইত্যত্র সংগ্রাম ইতি পাঠঃ। কর্কটক ইত্যত্র কর্কোটক ইতি পাঠঃ ॥ ১৫৬ ॥

তত্র বাতোল্বণস্য লক্ষণম্—শ্বাসঃ কাসো ভ্রমো মূর্চ্ছা প্রলাপো মোহবেপথুঃ। পার্শ্বস্য বেদনা জৃম্ভা কষায়ত্বং মুখস্য চ॥ বাতোল্বণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ। এষ বিস্ফারকো নাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥ ১৫৭। ১৫৮॥

পিত্তোল্বণস্য লক্ষণম্—অতিসারো ভ্রমো মূর্চ্ছা মুখপাকস্তথৈব চ। গাত্রে চ বিন্দবো রক্তা দাহোঽতীব প্রজায়তে॥ পিত্তোল্বণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ। ভিষগ্‌ভিঃ সন্নিপাতোঽয়মাশুকারী প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫৯। ১৬০॥

কফোল্বণস্য লক্ষণম্—জড়তা গদ্গদাবাণী রাত্রৌ নিদ্রা ভবত্যপি। প্রস্তব্ধে নয়নে চৈব মুখমাধুর্য্যমেবচ॥ কফোল্বণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ। মুনিভিঃ সন্নিপাতোঽয়মুক্তঃ কম্পনসংজ্ঞকঃ॥ ১৬১। ১৬২॥

বাতপিত্তোল্বণস্য লক্ষণম্—বাতপিত্তাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি। তস্য জ্বরো মদস্তৃষ্ণা মুখশোষঃ প্রমীলকঃ॥ আধ্মানারুচিতন্দ্রাশ্চ কাসশ্বাসভ্রমাশ্রমঃ। মুনিভির্ব্বভ্রনামায়ং সন্নিপাত উদাহৃতঃ॥ ১৬৩। ১৬৪॥

বাতশ্লেষ্মোল্বণস্য লক্ষণম্—বাতশ্লেষ্মাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি। তস্য শীতজ্বরো মূর্চ্ছা ক্ষুৎতৃষ্ণা পার্শ্বনিগ্রহঃ॥ শূলমস্থিষ্ঠমানস্য তন্দ্রা শ্বাসশ্চ জায়তে। অসাধ্যঃ সন্নিপাতোঽয়ং শীঘ্রকারীতি কথ্যতে॥ নহি জীবত্যহোরাত্রমনেনাবিষ্টবিগ্রহঃ॥ ১৬৫। ১৬৬॥

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণস্য লক্ষণম্—পিত্তশ্লেষ্মাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি। অন্তর্দ্দাহো বহিঃ শীতং তস্য তৃষ্ণা প্রবর্দ্ধতে॥ তুদ্যতে দক্ষিণে পার্শ্বে উরঃশীর্ষগলগ্রহঃ। ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মপিত্তঞ্চ কৃচ্ছ্রাৎ কোঠশ্চ জায়তে॥ বিড়্‌ভেদশ্বাসহিক্কাশ্চ বর্দ্ধন্তে সপ্রমীলকাঃ। ঋষিভির্ভল্লুনামায়ং সন্নিপাত উদাহৃতঃ॥ ১৬৭—১৬৯॥

বাতপিত্তশ্লেষ্মোল্বণস্য লক্ষণম্—সর্ব্বদোষোল্বণো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি। ত্রয়াণামপি দোষাণাং তস্য রূপাণি লক্ষয়েৎ॥ ব্যাধিভ্যো দারুণশ্চৈব বজ্রশস্ত্রাগ্নিসন্নিভঃ। কেবলোচ্ছ্বাসপরমস্তব্ধাঙ্গঃ স্তব্ধলোচনঃ॥ ত্রিরাত্রাৎ পরমেতস্য জন্তোর্হরতি জীবিতম্। তদবস্থস্তু তং দৃষ্ট্বা মূঢ়ো ব্যাহরতে জনঃ॥ ধর্ষিতো রাক্ষসৈ র্নূনমবেলায়াং চরন্তি যৈ। অন্বয়া ব্রুবতে কেচিদ্ যক্ষিণ্যা ব্রহ্মরাক্ষসৈঃ॥ পিশাচৈর্গুহ্যকৈশ্চৈব তথান্যৈর্ম্মন্তকে হতম্। কুলদেবার্চ্চনাহীনং ধর্ষিতং কুলদৈবতৈঃ॥ নক্ষত্রপীড়ামপরে গরকর্ম্মেতি চাপরে। সন্নিপাতমিমং প্রাহুর্ভিষজাঃ কূটপাকলম্॥ ১৭০—১৭৫॥

প্রবৃদ্ধমধ্যহীনবাতাদিজনিতসন্নিপাতজ্বরাণাং লক্ষণানি—প্রবৃদ্ধমধ্যহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ। তেন রোগাস্ত্রয় এবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ॥

রোগাস্ত্রএবোক্তাঃ উক্তা এব তে রোগাঃ। ব্যথাবেপথুনিদ্রানাশবিষ্টম্ভাদয়ো বাতজাঃ, দাহতৃষ্ণোষ্ণতাস্বেদাদয়ঃ পিত্তজাঃ, গৌরবাগ্নিমান্দ্যোৎকাসনাসিকামুখপ্রসেকাদয়ঃ কফজাঃ॥ ১৭৬॥

প্রলাপায়াসসংমোহকম্পমূর্চ্ছারতিভ্রমাঃ। একপক্ষাভিঘাতশ্চ তত্রাপ্যেতে বিশেষতঃ। এষ সংমোহকো নাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ * ॥ মধ্যপ্রবৃদ্ধহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ। তেন রোগাস্ত এবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ ॥ মোহপ্রলাপমূর্চ্ছাঃ স্যুর্ম্মন্যাস্তম্ভঃ শিরোগ্রহঃ। কাসঃ শ্বাসো ভ্রমস্তন্দ্রা সংজ্ঞানাশো হৃদি ব্যথা ॥ খেভ্যো রক্তং বিসৃজতি সরক্তস্তব্ধনেত্রতা তত্রাপ্যেতে বিশেষাঃ স্যুর্মৃত্যুরর্বাক্ত্রিবাসরাৎ ॥ ভিষগ্ভিঃ সন্নিপাতোঽয়ং কথিতঃ পাকলাভিধঃ ॥ হীনপ্রবৃদ্ধমধ্যৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ। তেন রোগাস্ত এবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ ॥ হৃদয়ং দহ্যতে চাস্য যকৃৎ প্লীহান্ত্রফুস্ফুসাঃ। পচ্যন্তেঽত্যর্থমূর্দ্ধাধঃ পূযশোণিতনির্গমঃ ॥ শীর্ণদন্তশ্চ মৃত্যুশ্চ তত্রাপ্যেতদ্বিশেষতঃ। ভিষগ্ভিঃ সন্নিপাতোঽয়ং যাম্যো নাম্না প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ প্রবৃদ্ধহীনমধ্যৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ। তেন রোগাস্ত এবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ ॥ প্রলাপায়াসসংমোহাঃ কম্পমূর্চ্ছারতিভ্রমাঃ। মন্যাস্তম্ভেন মৃত্যুঃ স্যাৎ তত্রাপ্যেতদ্ বিশেষতঃ ॥ ভিষগ্ভিঃ সন্নিপাতোঽয়ং ক্রকচঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ মধ্যহীনপ্রবৃদ্ধৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ। তেন রোগাস্তএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ ॥ অন্তর্দ্দাহো বিশেষোঽত্র ন চ বক্তুং স শক্যতে। রক্তমালক্তকৈনৈব লক্ষ্যতে মুখমণ্ডলম্ ॥ পিত্তেনাকর্ষিতঃ শ্লেষ্মা হৃদয়ান্ন প্রসিচ্যতে। ইষুণেবাহতং পার্শ্বং তুদ্যতে খন্যতে হৃদি ॥ প্রমীলকঃ শ্বাসহিক্কা বর্দ্ধতে তু দিনে দিনে। জিহ্বা দগ্ধা খরস্পর্শা গলঃ শূকৈরিবাবৃতঃ ॥ বিসর্গং নাভিজানাতি কূজেচ্চাপি কপোতবৎ। অতীবশ্লেষ্মণা পূর্ণঃ শুষ্কবক্ত্রৌষ্ঠতালুকঃ ॥ তন্দ্রা নিদ্রাতিযোগার্ত্তো হতবাঙ্ নিহতদ্যুতিঃ। ন রতিং লভতে নিত্যং বিপরীতানি চেচ্ছতি ॥ আযম্যতে চ বহুশো রক্তং ষ্ঠীবতি চাল্পশঃ। এষ কর্কটকো নাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ ॥ হীনমধ্যপ্রবৃদ্ধৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ। তেন রোগাস্তএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ ॥ অল্পশূলং কটীতোদো মধ্যো দাহো রুজা ভ্রমঃ। ভৃশং ক্লমঃ শিরোবস্তিমন্যাহৃদয়বাগ্রুজঃ ॥ প্রমীলকঃ শ্বাসকাসহিক্কাজাড্যং বিসংজ্ঞতা। প্রথমোৎপন্নমেনন্তু সাধয়ন্তি কদাচন ॥ এতস্মিন্ সন্নিবৃত্তে তু কর্ণমূলে সুদারুণঃ। পিড়কা জায়তে জন্তোর্যথাকৃচ্ছ্রেণ জীবতি ॥ সবৈদারিকসংজ্ঞোঽয়ং সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ। ত্রিরাত্রাৎ পরমেতস্য ব্যর্থমৌষধকল্পনম্ ॥ ১৭৬—১৯৭ ॥

সন্নিপাতজরবিশেষাণাং তন্ত্রান্তরস্থনামানি—শীতাঙ্গস্ত্রিমলোদ্ভবজ্বরগণে তন্দ্রী প্রলাপী ততো, রক্তষ্ঠীবয়িতা চ তত্র গণিতঃ সম্ভুগ্ননেত্রস্তথা। সাভিন্যাসকজিহ্বকশ্চ কথিতঃ প্রাক্সন্ধিগোঽথান্তকঃ, রুগ্দাহঃ সহচিত্তবিভ্রম ইহ দ্বৌ কর্ণকণ্ঠগ্রহৌ *॥ ১ ॥

তত্রাপি প্রলাপাদয়ঃ পক্ষাঘাতান্তা বিশেষাদ্ভবন্তি ॥ ননু বাতঃ প্রবৃদ্ধঃ স জ্বরং করিষ্যতি, পিত্তন্তু মধ্যং সমমিতি যাবৎ, তৎকথং জ্বরং করিষ্যতি? যত আহ—ধাতবস্তন্মলা দোষা স্যুর্নাশয়াসমাস্তনো। সমাঃ সুখায় বিজ্ঞেয়া বলায়োপচয়ায়চ ইতি? উচ্যতে। অত্র পিত্তং মধ্যমপি অপ্রকৃতমেব, যতোঽপ্রকৃতয়োর্বাতশ্লেষ্মণোরপেক্ষয়া মধ্যং তেন মধ্যকুপিতমিত্যর্থঃ। ননু কফঃ ক্ষীণঃ স কথং জ্বরং করিষ্যতি হীনশক্তিত্বাৎ? উচ্যতে দোষাঃ ক্ষীণা অপি ব্যাধীন্ কুর্ব্বন্ত্যেব। যত আহ—বাতক্ষয়েঽল্পচেষ্টত্বং মন্দবাক্ত্বং বিসংজ্ঞতা। পিত্তক্ষয়েঽধিকঃ শ্লেষ্মা বহ্নির্ম্মন্দঃ প্রভাক্ষয়ঃ ॥ শিথিলাঃ সন্ধয়ো মূর্চ্ছারৌক্ষ্যং দাহঃ কফক্ষয়ে। ইত্যাশঙ্কাসিদ্ধান্তশ্চাত্র পরত্রাপি ॥ ১৭৭ ॥

অথ তন্ত্রান্তরে বাতোল্বণাদীনাং সন্নিপাতজ্বরবিশেষাণাং ত্রয়োদশানাং শীতাঙ্গাদীনি ত্রয়োদশনামা-

তেষাং প্রত্যেকং লক্ষণানি—হিমশিশিরশরীরঃ সন্নিপাতজ্বরী যঃ, শ্বসনকসনহিক্কামোহকম্পপ্রলাপৈঃ। ক্লমবহুককবাতাদাহবম্যঙ্গপীড়া—স্বরবিকৃতিভিরার্ত্তঃ শীতগাত্রঃ স উক্তঃ॥ তন্দ্রাতীব ততস্তৃষাতিসরণং শ্বাসোঽধিকঃ কাসরুক্, সন্তপ্তাতিতনুর্গলে শ্বয়থুনা সার্দ্ধং চ কণ্ডূকফঃ। সুশ্যামা রসনা ক্লমঃ শ্রবণয়োর্মান্দ্যঞ্চ দাহস্তথা, যত্র স্যাৎ সহি তন্দ্রিকো নিগদিতো দোষত্রয়োত্থো জ্বরঃ॥ যত্র জ্বরে নিখিলদোষনিতান্তরোষ-জাতে প্রলাপবহুলাঃ সহসোত্থিতাশ্চ। কম্পব্যথাপতনদাহবিসংজ্ঞতাঃ স্যুর্নাম্না-প্রলাপক ইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্॥ নিষ্ঠীবো রুধিরস্য রক্তসদৃশং কৃষ্ণং তনো মণ্ডলম্, লৌহিত্যং নয়নে তৃষারুচিবমিশ্বাসাতিসারভ্রমাঃ। আধ্মানঞ্চ বিসংজ্ঞতা চ পতনং হিক্কাঙ্গপীড়াভৃশম, রক্তষ্ঠীবিনি সন্নিপাতজনিতে লিঙ্গং জ্বরে জায়তে॥ ভৃশং নয়নবক্রতা শ্বসনকাসতন্দ্রা ভৃশং, প্রলাপমদবেপথুঃ শ্রবণহানিমোহাস্তথা॥ পুরো নিখিলদোষজে ভবতি যত্র লিঙ্গং জ্বরে। পুরাতনচিকিৎসকৈঃ স ইহ ভুগ্ননেত্রো মতঃ॥ দোষাস্ত্রীব্রতরা ভবন্তি বলিনঃ সর্ব্বেঽপি যত্র জ্বরে, মোহোঽতীব বিচেষ্টতা বিকলতা শ্বাসো ভৃশং মূকতা। দাহশ্চিক্কণমাননঞ্চ দহনো মন্দো বলস্য ক্ষয়ঃ, সোঽভিন্যাস ইতি প্রকীর্ত্তিত ইহ প্রাজ্ঞৈর্ভিষগ্ভিঃ পুরা॥ ত্রিদোষজনিতে জ্বরে, ভবতি যত্র জিহ্বা ভৃশং, বৃতা কঠিনকণ্টকৈস্তদনুনির্ভরং (ক) মূকতা। শ্রুতিক্ষতিবলক্ষতিশ্বসনকাসসন্তপ্ততাঃ, পুরাতনভিষগ্বরাস্তমিহ জিহ্বকঞ্চক্ষতে॥ ব্যথাতিশয়িতা ভবেচ্ছ্বয়থুসংযুতা সন্ধিষু, প্রভূতকফতা মুখে বিগতনিদ্রতা কাসরুক্। সমস্তমিতি কীর্ত্তিতং ভবতি লক্ষ্ম যত্র জ্বরে ত্রিদোষজনিতে বুধৈঃ সহি নিগদ্যতে সন্ধিগঃ॥ যস্মিন্ লক্ষণমেতদস্তি সকলৈর্দ্দোষৈ রুদীতে জরেঽজস্রং মূর্দ্ধবিধূননং সকসনং সর্ব্বাঙ্গপীড়াধিকা। হিক্কাশ্বাসসদাহমোহসহিতা দেহেঽতিসন্তপ্ততা, বৈকল্যঞ্চ বৃথাবচাংসি মুনিভিঃ সংকীর্ত্তিতঃ সোঽন্তকঃ॥ দাহোঽধিকো ভবতি যত্র তৃষা চ তীব্রা, শ্বাসপ্রলাপবিরুচিভ্রমমোহপীড়া। মন্যাহনুব্যথনকণ্ঠরুজঃ শ্রমশ্চ রুগ্দাহসংজ্ঞ উদিতস্ত্রিভবো জ্বরোঽয়ম্॥ গায়তি নৃত্যতি হসতি প্রলপতি বিকৃতং নিরীক্ষ্যতে মুহ্যেৎ। দাহব্যথাভয়ার্ত্তো নরস্তু চিত্তভ্রমে জ্বরে ভবতি॥ দোষত্রয়েণ জনিতা কিল কর্ণমূলে তীব্রা জ্বরে ভবতি তু শ্বয়থুর্ব্যথা চ। কণ্ঠগ্রহো বধিরতা শ্বসনং প্রলাপঃ, প্রস্বেদমোহদহনানি চ কর্ণিকাখ্যে॥ কণ্ঠঃ শূকশতাবরুদ্ধবদতিশ্বাসঃ প্রলাপোঽরুচিঃ, দাহো দেহরুজা তৃষাপিচ হনুস্তম্ভঃ শিরোঽর্ত্তিস্তথা। মোহো বেপথুনা সহেতি সকলং লিঙ্গং ত্রিদোষজ্বরে। যত্র স্যাৎ সহি কণ্ঠকুব্জ উদিতঃ প্রাচ্যৈশ্চিকিৎসাবুধৈঃ॥ সন্ধিগস্তেষু সাধ্যঃ স্যাৎ তন্দ্রিকশ্চিত্তবিভ্রমঃ। কর্ণিকো জিহ্বকঃ

জ্বরাণি লক্ষণান্তরাণি চাহ শীতাঙ্গ ইতি॥ তন্দ্রী তন্দ্রিকঃ। প্রলাপী প্রলাপকঃ। রক্তষ্ঠীবিতা রক্তষ্ঠীবী। ভুগ্ননেত্রঃ সংভুগ্ননেত্রঃ। অভিন্যাসকঃ অভিন্যাসঃ। কর্ণকণ্ঠগ্রহো কর্ণগ্রহঃ কর্ণিকঃ কণ্ঠগ্রহঃ কণ্ঠকুব্জকঃ॥ ১॥

(ক) মূকতেতি বা পাঠঃ।

কণ্ঠকুব্জঃ পঞ্চাপি কণ্টকাঃ ॥ রুগ্‌দাহস্তিকণ্টেন সংসাধ্যস্তেষু ভাষিতঃ ॥ রক্তষ্ঠীবী ভুগ্ননেত্রঃ শীতগাত্রঃ প্রলাপকঃ। অভিন্যাসোঽন্তকশ্চৈতে ষড়সাধ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২—১৬ ॥

সন্নিপাতজ্বরবিশেষাণাং তন্ত্রান্তরস্থনামানি—কুম্ভীপাকঃ প্রোর্ণুনাবঃ প্রলাপী অন্তর্দাহো দণ্ডপাতোঽন্তকশ্চ। এণীদাহশ্চাথ হারিদ্রসংজ্ঞো ভেদা এতে সন্নিপাতজ্বরস্য * ॥ অজঘোষভূতহাসো যন্ত্রাপীড়শ্চ সন্ন্যাসঃ। সংশোষীচ বিশেষাস্ত্বেবোক্তাস্ত্রয়োদশাত্র ॥ ১৭। ১৮ ॥

অথৈষাং লক্ষণানি—ঘোণাবিবরঝরদ্ বহুশোণাসিতলোহিতং সান্দ্রম্। বিলুঠন্ মস্তকমভিতঃ কুম্ভীপাকেন পীড়িতং বিদ্যাৎ ॥ উৎক্ষিপ্য যঃ স্বমঙ্গং ক্ষিপত্যধস্তান্নিতান্তমুচ্ছ্বসিতি। তং প্রোর্ণুনাবজুষ্টং বিচিত্রকষ্টং বিজানীয়াৎ ॥ স্বেদভ্রমাঙ্গভেদাঃ কম্পো দবথুর্ব্বমির্ব্যথা কণ্ঠে। গাত্রঞ্চ গুরুবতীব প্রলাপিজুষ্টস্য জায়তে লিঙ্গম্ ॥ অন্তর্দ্দাহঃ শৈত্যং বহিঃশ্বয়থুররতিরপি তথা শ্বাসঃ। অঙ্গমপি দগ্ধকল্পং সোঽন্তর্দ্দাহার্দ্দিতঃ কথিতঃ ॥ নক্তং দিবা ন নিদ্রামুপৈতি গৃহ্ণাতি মূঢ়ধীর্নভসঃ। উত্থায় দণ্ডপাতী ভ্রমাতুরঃ সর্ব্বতো ভ্রমতি * ॥ সংপূর্য্যতে শরীরং গ্রন্থিভিরভিতস্তথোদরং মরুতা। শ্বাসাতুরস্য সততং বিচেতনস্যান্তকার্ত্তস্য ॥ পরিধাবতীব গাত্রে রুক্‌পাত্রে ভুজঙ্গপতঙ্গহরিণগণঃ। বেপথুমতঃ সদাহস্যৈণীদাহজ্বরার্ত্তস্য * ॥ যস্যাতিপীতমঙ্গং নয়নে সুতরাং মলস্ততোঽপ্যধিকম্। দাহোঽতিশীততা বহিরস্য স হারিদ্রকো জ্ঞেয়ঃ ॥ ছগলকসমানগন্ধঃ স্কন্ধরুজাবান্নিরুদ্ধগলরন্ধ্রঃ। অজঘোষসন্নিপাতাদাতাম্রাক্ষঃ পুমান্ ভবতি ॥ শব্দাদীনধিগচ্ছতি ন স্বান্ বিষয়ান্ যদিন্দ্রিয়গ্রামৈঃ। হসতি প্রলপতি পরুষং স জ্ঞেয়ো ভূতহাসার্ত্তঃ ॥ যেনমুহুর্জ্বরবেগাদ্‌যন্ত্রেণেবাবপীড্যতে গাত্রম্। রক্তং পীতঞ্চ বমেদ্‌যন্ত্রাপীড়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ অতিসরতি বমতি কূজতি গাত্রাণ্যভিতশ্চিরং নরঃ ক্ষিপতি। সংন্যাসসন্নিপাতে প্রলপত্যুগ্রাক্ষিমণ্ডলো ভবতি ॥ মেচকবপুরতিমেচকলোচনযুগলো মলোৎসর্গাৎ। সংশোষিণি সিতপিড়কামণ্ডলযুক্তো জ্বরে নরো ভবতি ॥ নারায়ণ এব ভিষক্ ভেষজমেতেষু জাহ্নবীনীরম্। নৈরুজ্যহেতুরেকো নিত্যং মৃত্যুঞ্জয়ো ধ্যেয়ঃ ॥ ১৯-৩২॥

অসাধ্যস্য সন্নিপাতজ্বরস্য লক্ষণমাহ—সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ। শোথঃ সঞ্জায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে * ॥ সান্নিপাতজ্বরান্ কষ্টানসাধ্যানপরে জগুঃ। দোষে প্রবৃদ্ধে নষ্টেঽগ্নৌ সর্ব্বসম্পূর্ণলক্ষণঃ। সন্নিপাতজ্বরোঽসাধ্যঃ কষ্টসাধ্যস্ততোঽন্যথা * ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

---

* অথ তন্ত্রান্তরে বাতোল্বণাদীনাং সন্নিপাতজ্বরবিশেষাণাং ত্রয়োদশানাং কুম্ভীপাকাদীনি ত্রয়োদশ নামান্তরাণি লক্ষণান্তরাণি চাহ। কুম্ভীপাক ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥ নভসো গৃহ্ণাতি আকাশাৎ কিঞ্চিদ্‌গৃহীতুং করৌ প্রসারয়তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ রুক্‌পাত্রে পীড়াভাজনে গাত্রস্য বিশেষণমেতৎ ॥ ২৫ ॥ সুদারুণঃ মারকত্বাৎ যতস্তেন শোথেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে কোঽপি জীবিতং ত্যজতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ সর্ব্বাণি দাহশীতাদীনি সম্পূর্ণানি আতুরগতানি প্রোক্তানি যাবল্লক্ষণানি যস্য সঃ। ততোঽন্যথা দোষে পক্কে অগ্নৌ দীপ্তে স্বল্পলক্ষণকঃ কষ্টসাধ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সামান্তসন্নিপাত জ্বরস্য চিকিৎসা—সন্নিপাতার্ণবে মগ্নং যোহভ্যুদ্ধরতি মানবম্। কস্তেন ন কৃতো ধর্ম্মঃ কাঞ্চ পূজাং ন সোহর্হতি ॥ মৃত্যুনা সহ যোদ্ধব্যং সন্নিপাতং চিকিৎসতা। যশ্চ তত্র ভবেজ্জেতা স জেতাময়সংকুলে ॥ শ্লেষ্মনিগ্রহমেবাদৌ কুর্য্যাদ্ ব্যাধৌ ত্রিদোষজে। সংসর্গে যো গরীয়ান্ স্যাদুপক্রম্যঃ স বৈ ভবেৎ * ॥ শেষদোষা-বিরোধেন সন্নিপাতে তথৈব চ ॥ অংশাংশং যত্র দোষাণাং বিবেক্তুং নৈব শক্যতে। ক্রিয়াং সাধারণীং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ ॥ লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা। অবলেহোহঞ্জনং চৈব প্রাক্ প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে * ॥ ক্রিয়াভিস্তুল্যরূপাভিঃ ক্রিয়াসাঙ্কর্য্য-মিষ্যতে। ভিন্নরূপতয়া তাস্তু নহি কুর্ব্বন্তি দূষণম্ * ॥ ৩৫—৪০ ॥

তত্র লঙ্ঘনস্যাবধিঃ—ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা। লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদারোগ্যদর্শনাৎ * ॥ অতএব সুশ্রুতঃ প্রাহ—সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেহপিবা। পুনর্ঘোরতরো ভূত্বা প্রশমং যাতি হন্তি বা * ॥ ৪১। ৪২ ॥

হননপ্রশময়োঃ কারণম্—পিত্তকফানিলবৃদ্ধ্যা দশদিবসদ্বাদশাহসপ্তাহাৎ। হন্তি বিমুঞ্চত্যথবা ত্রিদোষজো ধাতুমলপাকাৎ * ॥ ৪৩ ॥

তত্র ধাতুপাকস্য লক্ষণম্—নিদ্রানাশো হৃদি স্তম্ভো বিষ্টম্ভো গৌরবারুচী। অরতির্বলহানিশ্চ ধাতুনাং পাকলক্ষণম্ * ॥ অন্যচ্চ—সংবাধ্যমানো হৃদিনাভিদেশে গাত্রেষু বা পাকরুজান্বিতেষু। পীড়াং জ্বরার্ত্তোহঙ্গুলিভিশ্চ গচ্ছেৎ স ধাতুপাকঃ কথিতো ভিষগ্ভিঃ ॥ অপরঞ্চ—নাভেরূর্দ্ধং হৃদোহধস্তাৎ পীড়িতে চেদ্ব্যথা ভবেৎ। ধাতোঃ পাকং বিজানীয়াদন্যথা তু মলস্য চ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

নিরস্তে শ্লেষ্মণি হৃদ্য স্রোতঃস্বদবাটিতেষু চ ॥ লাঘবং জায়তে সদ্যস্তৃষ্ণা চৈবোপশাম্যতি। অন্যচ্চ। সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বং কুর্য্যাদামকফাপহম্ ॥ পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংক্ষীণে শময়েৎ পিত্তমারুতৌ। যৎপুন-স্তন্ত্রান্তরে। শময়েৎ পিত্তমেবাদৌ জ্বরেষু সমবায়িষু। দুর্নিবারতমং তদ্ধি জ্বরার্ত্তেষু বিশেষতঃ ॥ অন্যত্রাপি। সমবায়ে হি দোষাণাং পূর্ব্বং পিত্তমুপাচরেৎ। জ্বরেচৈবাতিসারেচ সর্ব্বত্রান্যত্র মারুতম্ ॥ এতেষামাম-কফনিগ্রহানন্তরং পিত্তং, পিত্তপ্রশমনাৎ পরং বাতপ্রত্যনীকং কার্য্যমেব সন্নিপাতজ্বরাতিসারয়ো র্বোদ্ধব্যং। অন্যস্মিন্নাময়ে বায়ুরেবাদৌ প্রতিকুর্য্যাৎ। যথা।—বাতমাদৌ জয়েৎ পিত্তং পিত্তমাদৌ জয়েৎ কফম্। ত্রয়াণাং বা জয়েৎ পূর্ব্বং যোভবেদ্ বলবত্তমঃ ॥ তথাহি তন্ত্রান্তরে। জ্বরে ত্রিদোষজে সামে শময়েৎ কফমাদিতঃ। পাকান্তমাগতে পিত্তং চিরজে বিষমেহনিলম্ ॥ সংসর্গে দোষদ্বয়সংসর্গে গরীয়ান্ বলবত্তরঃ ॥ ৩৭ ॥ জ্বর ইতি শেষঃ ॥ ৩৯ ॥ ননু, ক্রিয়ায়াস্ত গুণালাভে ক্রিয়ামন্যাং প্রযোজয়েৎ। পূর্ব্বস্যাং শান্তবেগায়াং ন ক্রিয়াসঙ্করো হিতঃ ॥ ইতি বচনেন ক্রিয়াসঙ্করস্য নিষিদ্ধত্বাৎ কথমত্র নস্য-নিষ্ঠীবনাবলেহাঞ্জনানি যুগপদ্বিধীয়ন্তে ? ইত্যাশঙ্কয়াহ ক্রিয়েতি ॥ ৪০ ॥ লঙ্ঘনে ত্রিরাত্রাদিবিকল্প উৎক-বাত্তাদ্যপেক্ষয়া, দোষাণাং শীঘ্রমধ্যমন্দশক্তিত্বাৎ। ব্যাধ্যভাবাদ্বা। আরোগ্যদর্শনাদিতি যাবদারোগ্য-দর্শনং স্যাৎ তাবদ্বা লঙ্ঘনং কুর্য্যাৎ এতেন ত্রিরাত্রাদ্যবধে ন নিয়তত্বং সূচিতম্ ॥ ৪১ ॥ ঘোরতরো ইতি স্বভাবাদেব, ততো ঘোরতরো ভূত্বেতি ॥ ৪২ ॥ ত্রিদোষজো জ্বর ইতি শেষঃ ॥ ধাতুমলপাকাৎ ধাতুপাকাদ্ধন্তি মলপাকাদ্বিমুঞ্চতীত্যর্থঃ। ধাতুমলপাকে প্রাক্তনকর্ম্মৈব হেতুঃ। তত্র যদি জীবনসাধক-কর্ম্মাস্তি তদা মলপাকোহন্যথা ধাতুপাকঃ স চ রসাদিশুক্রান্তধাতুনাং পাকো যোজ্যঃ ॥ ৪৩ ॥ বিষ্টম্ভঃ উদরস্য। গৌরবং গাত্রাণাম্ ॥ ৪৪

মলপাকলক্ষণম্—দোষপ্রকৃতিবৈকৃত্যং লঘুতা জ্বরদেহয়োঃ। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ বৈমল্যং মলানাং পাকলক্ষণম্ * ॥ ৪৭ ॥

অন্যচ্চ—শশ্বদিন্দ্রিয়পঙ্ক্তেস্ত পটুতা বহ্নেশ্চ যত্র ক্রমাৎ, তৃষ্ণাদিপ্রশমো জ্বরস্য মৃদুতা তং দোষপাকং বদেৎ। হৃল্লাস্যোরতিবেদনাতি-সরণং তীব্রো জ্বরস্তৃণ্মদঃ, শ্বাসাধিক্য-মরোচকোঽহরতি রিতি স্যাদ্ধাতু-পাকাকৃতিঃ ॥ ৪৮ ॥

জ্বরপ্রশময়োঃ পরমাবধিঃ—সপ্তমী দ্বিগুণা যাবন্নবম্যেকাদশী তথা। এষা ত্রিদোষমর্য্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ * ॥ ৪৯ ॥

লঙ্ঘনম্—সন্নিপাতজ্বরী পূর্ব্বং সম্যক্ লঙ্ঘনমাচরেৎ। শৃতং শীতং পিবেদম্ভঃ সময়ে ভেষজং ভজেৎ ॥ সন্নিপাতেন তৃষ্যন্তং পার্শ্বরুক্তালুশোষিণম্। যঃ পায়য়েজ্জলং শীতং সমৃত্যুর্ন রবিগ্রহঃ * ॥ ৫০। ৫১ ॥

স্বেদঃ—বাতশ্লেষ্মকৃতে স্বেদান্ কারয়েদ্রূক্ষনির্ম্মিতান্। স্নিগ্ধঃ স্বেদো নিষিদ্ধোঽত্র বিনা কেবলবাতজাৎ ॥ খর্পরভৃষ্টপটস্থিতকাঞ্জিকসংসিক্তবালুকাস্বেদঃ। শময়তি কফামত্র-মস্তকশূলাঙ্গভঙ্গাদীন্ ॥ স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবকমাশয়ম্। হৃত্বা বাতকফস্তম্ভং স্বেদো জ্বরমপোহতি ॥ ৫২—৫৪ ॥ ইতি বালুকাস্বেদঃ।

সৈন্ধবাদি নস্যম—সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেব চ। বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টং নস্যং তন্দ্রানিবারণম্ * ॥ ৫৫ ॥

মধূকসারাদিনস্যম্—মধূকসারসিন্ধূত্থবচোষণকণাঃ সমাঃ। শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং দদ্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্ ॥ ৫৬ ॥

মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং কোষ্ণং ত্রিলবণান্বিতম্। অন্যদ্বা সিদ্ধবিহিতং নস্যং তীক্ষ্ণং প্রযোজয়েৎ ॥ তেন প্রভিদ্যতে শ্লেষ্মা প্রভিন্নশ্চ প্রসিচ্যতে। শিরোহৃদয়কণ্ঠাস্যপার্শ্বরুক্ চোপশাম্যতি ॥ মোহাময়েন মুগ্ধং বোধয়িতুং যাদৃশঃ শক্তঃ। কল্পতরুর্নামধেয়ো রসো ন তাদৃকপরং কিঞ্চিৎ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ ইতি নস্যম্।

নিষ্ঠীবনম্—জিহ্বাতালুগলক্লোমমরুৎপিত্তেন দূষিতম্। তদা সঞ্চারয়েচ্ছোষং জিহ্বাবিরসতাং তথা ॥ স্ফুটনঞ্চ তদা জিহ্বাং লেপয়েন্মধুপিষ্টয়া। দ্রাক্ষা সাজ্যপাতেন জিহ্বা স্যাৎ সরসা মৃদুঃ ॥ আর্দ্রকস্বরসোপেতং সৈন্ধবং কটুকত্রয়ম্। আকণ্ঠং ধারয়েদাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ তেনাস্য তালুকোষ্ঠাংস (ক) মন্যা-পার্শ্বশিরোগলাৎ ॥ লীনোঽপ্যাকৃষ্যতে শ্লেষ্মা লাঘবং চাস্য জায়তে ॥ পর্ব্বভেদো জ্বরোমূর্চ্ছানিদ্রাশ্বাসগলাময়াঃ ॥ মুখাক্ষি-

দোষাঃ বাতাদয়ঃ, তেষাং প্রকৃতিঃ দাহতন্দ্রাগৌরবাদিকরণং, তস্য বৈকৃত্যং বৈপরীত্যং বৈমল্যং মলরাহিত্যম্। মলানাং দোষাণাং পাকলক্ষণম্ ॥৪৭॥ আমস্যাধিক্যেন সপ্তমদিবসাত্মবধ্যাতিক্রমে পরমাবধিমাহ হারীতঃ। সপ্তমীতি নবম্যেকাদশী চাগমনদিবসং বিহায় বোদ্ধব্যা, তেনাগমনদিবসং নীত্বা দশমী দ্বাদশী তথা। অত্র বাত্রিরিত্যধ্যাহ্রিয়তে ॥৪৯॥ শীতং অক্কথিতং। শৃতং তু শীতং বিহিতমেব ॥৫০॥ শ্বেতমরিচং শিগ্রুবীজম্ ॥ ৫৫

(ক) হৃদয়াৎ শ্লেষ্মেতি বা পাঠঃ।

গৌরবং জাড্যমুৎক্লেশশ্চোপশাম্যতি ॥ সকৃদ্ দ্বিত্রিচতুঃকুর্য্যাদ্দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্ ॥ এতদ্ধি পরমং প্রাহুর্ভেষজং সন্নিপাতিনাম্ ॥ ৬০—৬৫ ॥ ইতি কবলগ্রহঃ।

অথাবলেহঃ। অষ্টাঙ্গাবলেহঃ—কট্ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী। শ্লক্ষ্ণং চূর্ণীকৃতঞ্চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ * ॥ এষাবলেহিকা হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্। হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোগঞ্চ নাশয়েৎ ॥ এতদ্ যোজ্যং কফোদ্রেকে চূর্ণমার্দ্রকজৈরসৈঃ ॥ তন্ত্রান্তরে চোক্তম্। অষ্টাঙ্গং মধুনা লিহ্যাদার্দ্রকস্য রসেন বা। সংমোহং দারুণং হন্যাত্তন্দ্রা-কাস-সমন্বিতম্ ॥ সর্ব্বেষু সন্নিপাতেষু ন ক্ষৌদ্রমবচারয়েৎ। শীতোপচারি ক্ষৌদ্রং স্যাচ্ছীতং চাত্র বিরুধ্যতে * ॥ ৬৬—৭০ ॥

চতুরঙ্গাবলেহঃ।—স্বিন্নমামলকম্ পিষ্ট্বা দ্রাক্ষয়া সহ মেলয়েৎ। বিশ্বভেষজ-সংযুক্তং মধুনা সহ লেহয়েৎ। তেনাস্য শাম্যতি শ্বাসঃ কাসো মূর্চ্ছারুচিস্তথা ॥ ৭১ ॥

অথাঞ্জনম্। শিরীষবীজাদ্যঞ্জনম্।—শিরীষবীজগোমূত্রকৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ। অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ ॥ ৭২ ॥

লোহচূর্ণাদ্যঞ্জনম্।—অয়োরজঃ শ্বেতলোধ্রং মরিচং চাঞ্জনং তথা। গোমূত্রেণ সমাযুক্তং তন্দ্রানাশনমুত্তমম্ ॥ অঞ্জনং সম্যগারব্ধং মধুসিন্ধুশিলোষণৈঃ। প্রমোহদ্রোহি ভবতি ভাষিতং দণ্ডপাণিনা ॥ ৭৩। ৭৪ ॥ ইত্যঞ্জনম্।

লেপঃ।—সূতং বিষঞ্চ মরিচং তুত্থকং নবসাদরম্। চূর্ণিতং স্বরসৈর্ম্মর্দ্দ্যং ধূর্ত্তপত্র-রসোনয়োঃ ॥ সন্নিপাতকৃতে মোহে মূর্দ্ধ্নি লিম্পেৎ পদোপরি। অস্থিব্যথাস্বনেনৈব লেপং কুর্য্যাৎ পদোপরি * ॥ ৭৫। ৭৬ ॥

দশমূলক্বাথঃ—বিল্বঃ শ্যোনাকগাম্ভারীপাটলা গণিকারিকা। পিত্তঘ্নং বাতকফহৃৎ পঞ্চমূলমিদং মহৎ * ॥ শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারিকা। গোক্ষুরুর্ব্বাতপিত্তঘ্নং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্ ॥ উভয়ং দশমূলং তৎ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্। সন্নিপাতজ্বরং হন্তি হৃৎকণ্ঠ-গ্রহনাশনম্ ॥ তন্দ্রাবাতকফাতঙ্কশ্বাসপার্শ্বার্ত্তিকাসনুৎ ॥ মহান্তি যানি মূলানি কাষ্ঠগর্ভাণি যানি চ। তেষান্তু বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি কৃৎস্নশঃ ॥ ৭৭—৮০ ॥

দ্বাদশাঙ্গক্বাথঃ—দশমূলীকষায়স্তু পিপ্পলীপৌষ্করান্বিতঃ। সন্নিপাতজ্বরে দেয়ঃ শ্বাসকাসসমন্বিতে ॥ ৮১ ॥

"পৌষ্করং" পুষ্করমূলং, তদলাভে কুষ্ঠং দেয়ম্। "শৃঙ্গী" কর্কটশৃঙ্গী। ব্যোষং শুণ্ঠীপিপ্পলীমরিচানি। "যাসঃ" যবাসঃ। কেচিদ্যাসস্থানে যবানীং প্রক্ষিপন্তি। "কারবী" মঙ্গরেলা ইতি লোকে ॥ ৬৬ ॥ শীতেনোপচারোঽস্যাস্তীতি শীতোপচারি। শীতঞ্চাত্র সন্নিপাতেন বিরুধ্যতে সন্নিপাতজ্বরেষু স্বেদনি-গ্রহার্থং সর্ব্বদা স্বেদো হিতঃ। তত্রাগ্নিসম্বন্ধেন দেহস্যোষ্ণতা তিষ্ঠতি। উষ্ণেন মধুনা বিরোধঃ। উক্তঞ্চ সুশ্রুতেন। উষ্ণৈর্বিরুধ্যতে সর্ব্বং বিষান্বয়তয়া মধু। উষ্ণার্ত্তমুষ্ণৈরুষ্ণঞ্চ তন্নিহন্তি যথাবিষমিতি। অবলেহঃ প্রায়েণোর্দ্ধজত্রুজরোগহরত্বাৎ সায়মুপযুজ্যতে। যত উক্তং চরকেণ। ঊর্দ্ধজত্রুগদহরী যা সায়মবলেহিকা। অধোরোগহরী যা সা ভোজনাৎ প্রাক্ প্রযুজ্যতে ॥ ৭০ ॥ "পদং" পাও ইতি লোকে ॥ ৭৬ ॥ অত্র বিল্বাদীনাং পঞ্চানাং মূলস্য বল্কলম্ গ্রাহ্যম্ ॥ ৭৭ ॥

চতুর্দ্দশাঙ্গক্বাথঃ—চিরজ্বরে বাতককোল্বণে বা ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ। কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ, শুদ্ধ্যর্থিনে বা ত্রিবৃতা বিমিশ্রঃ ॥ ৮২ ॥

কিরাততিক্তাদিগণঃ—কিরাততিক্তকোমুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্। কিরাতাদিগণো হ্যেষ চাতুর্ভদ্রকমিত্যপি ॥ ৮৩ ॥

অষ্টাদশাঙ্গক্বাথঃ—দশমূলী শঠী শৃঙ্গী পৌষ্করং সদুরালভম্। ভার্গী কুটজবীজঞ্চ পটোলং কটুরোহিণী ॥ অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ। কাসহৃৎগ্রহপার্শ্বার্ত্তি-শ্বাসহিক্কাবমীহরঃ ॥ ৮৪। ৮৫ ॥

দ্বিতীয়োহষ্টাদশাঙ্গক্বাথঃ—ভূনিম্ব-দারু-দশমূলমহৌষধাব্দ-তিক্তেন্দ্রবীজ-ধনিকেভকণাকষায়ঃ। তন্দ্রাপ্রলাপকসনারুচিদাহ-মোহ-শ্বাসত্রিদোষজনিতজ্বরনাশনঃ স্যাৎ * ॥৮৬

অথ সন্নিপাতজ্বরে রসাঃ, তত্র মৃতসঞ্জীবনী।—বিষং ত্রিকটুকং গন্ধং টঙ্কণং মৃতশুল্বকম্। ধূস্তূরস্যচ বীজানি হিঙ্গুলং নবমং স্মৃতম্॥ এতানি সমভাগানি দিনৈকং বিজয়াদ্রবৈঃ। মর্দ্দয়েচ্চণকাকারা কর্ত্তব্যা বটিকাথ সা॥ ভক্ষণীয়ানুপাতব্যো রবিমূলকষায়কঃ। মৃতসংজীবনী নাম্না সন্নিপাতজ্বরান্তকৃৎ ॥ ৮৭—৮৯॥ ইতি সন্নিপাতজ্বরে রসপ্রদীপে

ত্রিনেত্ররসঃ। সন্নিপাতজ্বরে রসপ্রদীপে—শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং সূতাংশং মৃততাম্রকম্। ত্রিভিস্তুল্যৈর্গবাং ক্ষীরৈর্মর্দ্দয়েদাতপে খরে॥ মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু নির্গুণ্ডী-শিগ্রুজদ্রবৈঃ। বিধায় গোলন্তং গোলমন্ধমূষাগতং পচেৎ॥ ত্রিযামং বালুকাযন্ত্রে ততঃ খল্বে বিচূর্ণয়েৎ। অষ্টমাংশং বিষং তত্র ক্ষিপেৎ তেনাপি মর্দ্দয়েৎ॥ ত্রিনেত্রাখ্যো রসোহ্যেষ দেয়ো গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতঃ। পঞ্চকোলকষায়েণ ছাগীদুগ্ধেন বা সহ॥ রসেনানেন ভুক্তেন সন্নিপাতজ্বরো মহান্। সংক্ষয়ং ব্রজতি ক্ষিপ্রং কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯০—৯৪ ॥

ভস্মেশ্বরো রসঃ। সন্নিপাতজ্বরে রসেন্দ্রচিন্তামণৌ—ভস্ম ষোড়শনিষ্কং স্যাদারণ্যোপলসম্ভবম্। মরিচং নিষ্কমাত্রঞ্চ বিষং নিষ্কং বিচূর্ণয়েৎ॥ রসো ভস্মেশ্বরো নাম সন্নিপাতজ্বরান্তকৃৎ। একগুঞ্জামিতো ভক্ষ্য আর্দ্রকস্য দ্রবেণ হি ॥ ৯৫। ৯৬ ॥

অগ্নিকুমারো রসঃ। সন্নিপাতজ্বরাদিষু রসেন্দ্রচিন্তামণৌ—দ্বৌ কর্ষৌ সূতকাদ্ গ্রাহ্যৌ গন্ধকাদ্দ্বৌ তথৈব চ। যত্নতস্তদ্‌দ্বয়ং মর্দ্দ্যং দিনং হংসপদীদ্রবৈঃ॥ কল্কস্য বটিকাং কৃত্বা নিক্ষিপেৎ কাচভাজনে। কর্ষৈকমমৃতং তত্র ক্ষিপ্ত্বা বস্ত্রং নিরোধয়েৎ॥ কূপিকায়াঃ পরৌ ভাগৌ বালুকাভিশ্চ পূরয়েৎ। সার্দ্ধং যাবদহোরাত্রং তাবৎ তত্র পচেদ্ রসম্॥ যামমাত্রোঽনলোদেয়ঃ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। তোলার্দ্ধমমৃতং তত্র ক্ষিপেৎ তাবৎ তথৌষধম্॥ ভক্ষিতো রক্তিকামাত্রো রসস্ত্বগ্নিকুমারকঃ। সন্নিপাতজ্বরং হন্যাদ্বাতং মন্দাগ্নিতামপি॥ শূলঞ্চ গ্রহণীং গুল্মং ক্ষয়ং জত্রুগদস্তথা। শ্বাসকাসাদিকান্ সর্ব্বান্ গদানেব বিনাশয়েৎ ॥ ৯৭—১০২ ॥

---

* উক্তং চ বঙ্গসেনেন—অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ মৃত্যুকল্পং জ্বরং জয়েদিতি ॥ ৮৬ ॥

পঞ্চবক্ত্রোরসঃ, সন্নিপাতে রসেন্দ্রচিন্তামণৌ।—শুদ্ধসূতং টঙ্কমরিচং বিষং ধূস্তূরজৈর্দ্রবৈঃ। দিনং সংমর্দ্দিতং শুষ্কং পঞ্চবক্ত্রো রসো ভবেৎ॥ আর্দ্রকস্য দ্রবেণৈষ দাতব্যো রক্তিকামিতঃ। সন্নিপাতজ্বরে দেয়ো ঘোরে তদোষনাশনঃ॥ ১০৩। ১০৪॥

অমৃতাদিবটী।—অমৃতবরাটকমরিচৈর্দ্ধি পঞ্চ নবভাগযোজিতৈ রচিতা। বটিকা কফসমানাম্লকফত্রিদোষাগ্নিমান্দ্যহরী॥ ১০৫॥

অথ শীতজ্বরে রসাঃ। তত্র শীতজ্বরারি—সূতকং গন্ধকঞ্চৈব হরিতালং মনঃশিলা। একনিষ্কং দ্বিনিষ্কঞ্চ চতুর্নিষ্কং তথৈবচ॥ পঞ্চনিষ্কং রসৈঃ কারবেল্ল্যাঃ সম্যক্ প্রকল্পয়েৎ। তাম্রপত্রাপি তুল্যানি তেন কল্কেন লেপয়েৎ॥ শরাবসংপুটে তানি কৃত্বা তেষা-মুপর্য্যপি। দদ্যাৎ তাং পিষ্টিকাং পশ্চাৎ পুটপাকেন পাচয়েৎ॥ ততঃ সংচূর্ণয়েদেবং রসঃ ক্ষৌদ্রেণ ভক্ষিতঃ। যবৈকমাত্রয়া হন্তি ঘোরং শীতজ্বরং ধ্রুবম্ *॥ ১০৬—১০৯॥

শীতকেশরীরসো রসপ্রদীপে—পারদং গন্ধকঞ্চৈব তুত্থঞ্চ দরদং কিমু। বিষাদষ্টগুণং যোজ্যং মরিচং বিশ্বভেষজম্॥ অশ্বগন্ধাথ বিজয়াকাসমর্দ্দঃ কটিল্লকঃ। চতুর্ণামঃ রসৈরেতৈশ্চূর্ণান্যেতানি মর্দ্দয়েৎ॥ তুলস্যাস্তু দলৈঃ সার্দ্ধং ভক্ষিতো রক্তিকামিতঃ। হন্তি শীতজ্বরং ঘোরং নাম্নায়ং শীতকেশরী॥ ১১০—১১২॥

শীতভঞ্জীরসঃ।—তালকং শুক্তিকাচূর্ণং তুল্যং তত্রোভয়োরপি। দরদাংশেন তুত্থং স্যান্ মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ॥ তত্তু সংশুষ্কমুপলৈর্ব্বন্যৈর্গজপুটে পচেৎ। শীতং তচ্চূর্ণয়েদর্দ্ধ-গুঞ্জামাত্রং সিতাযুতম্॥ প্রভাতে ভক্ষয়েত্তেন যাতি শীতজ্বরঃ ক্ষয়ম্। বান্তির্ভবতি কস্যাপি কস্যচিন্ন ভবত্যপি॥ ১১৩। ১১৫॥

শীতভঞ্জীরসঃ। রসেন্দ্রচিন্তামণৌ—তালকং তুত্থকং তাম্রং সূতগন্ধক-টঙ্কণম্। সর্ব্বমেতৎ সমং চূর্ণং কারবেল্লীরসদ্রবৈঃ॥ দিনৈকং মর্দ্দয়েত্তেন রসকর্দ্দমকেন তু। তাম্রস্য ভাজনস্যান্তর্লিম্পেদর্দ্ধাঙ্গুলোন্মিতম্॥ তৎপচেদ্বালুকাযন্ত্রে যবা যাবৎ স্ফুটন্তি হি। শীতলং তদ্ধি গৃহ্নীয়াত্তাম্রপাত্রোদরাস্তিষক্॥ শীতভঞ্জীরসো মাষমাত্রো মরিচসংযুতঃ। ভক্ষিতঃ পর্ণখণ্ডেন নাশয়েদ্বিষমজ্বরান্॥ ১১৬—১১৯॥

শীতভঞ্জীরসঃ। শীতজ্বরাদিবিষমজ্বরেষু রসরত্নপ্রদীপে—তালকং দরদোঽমৃতং পারদো গন্ধকঃ শিলা। ক্রমাদ্ভাগাদ্ধরাহতং কারবেল্ল্যম্বুমর্দ্দিতম্॥ অনেনাত প্রমাণেন তাম্রপত্রং প্রলেপয়েৎ। অধোমুখং দৃঢ়ে ভাণ্ডে তস্মিন্নরুধ্যাথ পূরয়েৎ॥ চুল্ল্যাং বালুকয়া যামমেকং প্রজ্বালয়েদধঃ। শীতং সংচূর্ণ্য মাষোঽস্য নাগবল্লীদলৈঃ স্থিতঃ। ভক্ষিতো মরিচৈঃ সার্দ্ধং সমস্তবিষমজ্বরান্। শীতদাহাদিকান্ হন্তি পথ্যং শাল্যন্নক দধ্যপি॥ ১২০—১২৩॥

---

* পারদটঙ্ক ১, গন্ধকটঙ্ক ২, হরিতালটঙ্ক ৪, মনঃশিলাটঙ্ক ৪, তাম্রপত্রটঙ্ক ১২ শীতজ্বরারি রসপ্রদীপে॥ ১০৯॥

কট্‌ফলাদিপানং তৃষ্ণায়াং দাহে চ—কট্‌ফলং ত্রিফলা দারু চন্দনং সপরূষকম্। কটুকা পদ্মকোশীরং বিপচেৎ কর্ষকং জলে * ॥ ত্রিদোষদাহতৃষ্ণাঘ্নং পানমাত্রে প্রপূজিতম্। দীর্ঘকালজ্বরার্ত্তানামেতৎ স্যাদমৃতোপমম্ ॥ সন্নিপাতেতু দাহার্ত্তং যঃ সিঞ্চেচ্ছীতবারিণা। আতুরঃ স কথং জীবেদ্ভিষথা স কথং ভবেৎ * ॥ ১২৪—১২৬ ॥

অথান্নমাহ—দুঃস্পর্শগোক্ষুরক্ষুদ্রাসিদ্ধমাহারমর্পয়েৎ। দোষশান্তিবলাগ্ন্যর্থং ত্রিদোষজ্বরিণে ভিষক্ * ॥ লাজশক্তূন্ সমশ্নীয়াৎ সৈন্ধবেন সমন্বিতান্। তে চ জীর্যন্ত্যবিঘ্নেন জ্বরী জীবেত্তদা ধ্রুবম্ ॥ ইতি কেচিৎ। রক্তপিত্তহিতত্বেন তৃষাদাহজ্বরেষু চ। লাজানাং শক্তবঃ শীতা নৈব তেঽত্র হিতা মতাঃ ॥ পাচনো দীপনঃ স্বেদ্যো লাজমণ্ডো মতঃ স্মৃতঃ। দশমূলাদিসংসিদ্ধঃ সন্নিপাতজ্বরে হিতঃ ॥ সন্নিপাতজ্বরী যস্তু কম্পতে প্রলপত্যপি। কিঞ্চিদেব ন জানাতি চিকিৎসা তস্য কথ্যতে ॥ অভ্যঞ্জয়েৎ পুরাণেন সর্পিষা পূর্ব্বমেব তম্। বলারাস্নাগুড়ূচ্যাদ্যৈস্তৈলৈশ্চ পরিষেচয়েৎ ॥ বর্ত্তকো বর্ত্তিকা লাবো বার্ত্তিকস্তিত্তিরিঃ শশঃ। কুলিঙ্গশ্চ রসেনৈষাং তর্পয়েত যথানলম্ * ॥ সন্নিপাতে ক্ষুধার্ত্তং যো ভোজয়েৎপিশিতৌদনম্। স কথং ভিষগাখ্যাস্তু লভতে মনুজাধমঃ ॥ ১২৭—১৩৪ ॥

বাতোল্বণসন্নিপাতজ্বরস্য চিকিৎসা—পঞ্চমূলীকষায়স্তু দত্ত্বা বাতোল্বণে জ্বরে। ভৃশোষ্ণং বা সুখোষ্ণং বা দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্ * ॥ ১৩৫ ॥

পিত্তোল্বণসন্নিপাতজ্বরস্য চিকিৎসা—পরূষকঞ্চ ত্রিফলা দেবদারু চ কট্‌ফলম্। চন্দনং পদ্মকঞ্চৈব তথা কটুকরোহিণী ॥ পৃশ্নিপর্ণীশৃতং স্বেত্তিরূষিতং শীতলং জলম্। পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতচিকিৎসিতম্ ॥ ১৩৬। ১৩৭ ॥ ইতি পরূষাদি ক্বাথঃ।

কিরাতাদি সপ্তকম্—কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্। পাঠোদীচ্যং মৃণালঞ্চ শৃতং পিত্তাধিকে পিবেৎ ॥ ১৩৮ ॥ ইতি কিরাতাদিসপ্তকম্।

কফোল্বণসন্নিপাতজ্বরস্য চিকিৎসা—বৃহত্যৌ পৌষ্করং ভার্গী শটী শৃঙ্গী দুরালভা। বৎসকস্য তু বীজানি পটোলং কটুরোহিণী ॥ বৃহত্যাদিগণঃ শস্তঃ সন্নিপাতে কফোত্তরে। শ্বাসাদিষু চ সর্ব্বেষু হিতঃ সোপদ্রবেষ্বপি ॥ ১৩৯। ১৪০ ॥ ইতি বৃহত্যাদিঃ ॥

বাতপিত্তোল্বণসন্নিপাতজ্বরচিকিৎসা—বাতপিত্তহরং ব্রূয়াৎ কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্। তৎ ক্বাথো মধুনা হন্তি বাতপিত্তোল্বণং জ্বরম্ ॥ ১৪১ ॥

চাতুর্ভদ্রকঃ ক্বাথঃ—কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্। চাতুর্ভদ্রকমিত্যাহুর্ব্বাতপিত্তোল্বণে জ্বরে ॥ ১৪২ ॥

---

* কর্ষং কট্‌ফলাদ্যুশীরান্তানাং সমুদিতানাং জলে প্রস্থমিতে বিপচেদর্দ্ধশেষং পিবেৎ ॥ ১২৪ ॥ এষ সন্নিপাতিনো দাহে শীতাম্বুসেকনিষেধোঽরুপদাহাদন্যত্র তত্র বাপ্যবগাহনস্যোক্তত্বাৎ ॥ ১২৬। দুঃস্পর্শঃ যবাসঃ আহারমুচিতমন্নম্ ॥ ১২৭ ॥ বর্ত্তকঃ বটেরি ইতি লোকে, বর্ত্তিকা বটে ইতি লোকে। বার্ত্তিকো বাতকটকেতি নিঘণ্টুঃ, বগেরা ইতি লোকে। কুলিঙ্গঃ গবৈয়া ইতি লোকে ॥ ১৩৩ ॥ পঞ্চমূলী মহতী প্রথমোপস্থিতপরিত্যাগে বচনাভাবাৎ ॥ ১৩৫ ॥

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণসন্নিপাতজ্বরচিকিৎসা—পর্পটঃ কট্‌ফলং কুষ্ঠমুশীরং চন্দনং জলম্। নাগরং মুস্তকং শৃঙ্গী পিপ্পল্যেষাং শৃতং হিতম্। তৃষ্ণাদাহাগ্নিমান্দ্যেষু পিত্তশ্লেষ্মোল্বণে জ্বরে * ॥ ১৪৩ ॥ ইতি পর্পটাদিঃ ক্বাথঃ।

বাতপিত্তশ্লেষ্মোল্বণসন্নিপাতজ্বরচিকিৎসা—নাগরং ধান্যকং ভার্গী পদ্মকং রক্তচন্দনম্। পটোলঃ পিচুমন্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং বলা ॥ শর্করা কটুকা মুস্তং গজাহ্বা ব্যাধিঘাতকঃ। কিরাততিক্তমমৃতা দশমূলী নিদিগ্ধিকা * ॥ যোগরাজো নিহন্ত্যেষ সন্নিপাতং ত্রিকোল্বণম্। সন্নিপাতসমুত্থানং মৃত্যুমপ্যাগতং জয়েৎ ॥১৪৪-১৫০॥ ইতি যোগরাজঃ ক্বাথঃ।

প্রবৃদ্ধমধ্যহীনবাতাদিসন্নিপাতজ্বরাণাং চিকিৎসা—প্রবৃদ্ধং কর্শয়েদ্দোষং ক্ষীণং সংবর্দ্ধয়েদ্ভিষক্। চিকিৎসেয়ং বিধাতব্যা দোষয়োর্বৃদ্ধিহীনয়োঃ * ॥ প্রবৃদ্ধে শমিতে দোষে মধ্যমঃ স্বয়মেব হি। শান্তিং যাতি শমন্নীতেঽনুবন্ধ্যে ত্বনুবন্ধবৎ * ॥১৫১।১৫২

শীতাঙ্গাদিশত্রয়োদশসন্নিপাতেষু শীতাঙ্গস্য চিকিৎসা—ভাস্করমূলং জীরকব্যোষভার্গী-ব্যাঘ্রীশুণ্ঠীপুষ্করং গোজলেন। সিদ্ধং সদ্যঃ শীতগাত্রার্ত্তিমোহশ্বাসশ্লেষ্মোদ্রেককাসান্নিহন্তি * ॥ কর্কোটিকাকন্দরজঃ কুলত্থঃ কৃষ্ণা বচা কট্‌ফলকৃষ্ণজীরৈঃ। কিরাততিক্তানলকট্‌ফলাম্বু-পথ্যাভিরুদ্বর্ত্তনমত্র শস্তম্ * ॥ রসবিষমরিচমহেশপ্রিয়ফলভস্মৈকভূ-চতুর্ব্বসুভিঃ। ভার্গৈর্ম্মিতমুদ্ধূলনমিদমতিস্বেদশৈত্যহরম্ ॥ ১৫৩—১৫৫ ॥

তন্দ্রিকস্য চিকিৎসা—ক্ষুদ্রামৃতাপৌষ্করনাগরাণি শৃতানি পীতানি শিবাযুতানি। শুণ্ঠীকণাগস্তিরসোষণানি নস্যেন তন্দ্রাবিজয়োল্বণানি ॥ মরিচকচপচম্পচাবচারুকৃক্রিমিঘ্ন-নাগরশর্ব্বরীগবাক্ষ্যঃ। ছগলকজলকল্কিতা নিতান্তং নসি নিহিতা ননু তন্দ্রিকং জয়তি * ॥ তুরঙ্গলালালবণোত্তমেন্দু-মনঃশিলামাগধিকামধূনি। নিযোজিতান্যক্ষিণি নিশ্চিতঞ্চ তন্দ্রাঞ্চ নিদ্রাঞ্চ নিবারয়ন্তি * ॥ ১৫৬—১৫৮ ॥

প্রলাপকস্য চিকিৎসা—সতগরবরতিক্তা রেবতাম্ভোদতিক্তা নলদতুরগগন্ধাভারতী-হারহূরাঃ। মলয়জদশমূলীশঙ্খপুষ্পা সুপক্বাঃ প্রলপনমপহন্যুঃ পানতো নাতিদূরাৎ * ॥ সাম্বনৈরপ্রনৈস্তীক্ষ্ণৈর্নস্যৈস্তিমিরসেবনৈঃ। সর্ব্বতো বিকৃতং চিত্তমস্য প্রকৃতিমানয়েৎ ॥ ১৫৯।১৬০ ॥

---

* বাতশ্লেষ্মোল্বণজ্বরে চিকিৎসা নোক্তা, তস্য শীঘ্রকারিত্বেনাসাধ্যত্বাৎ ॥ ১৪৩ ॥ গজাহ্বা গজপিপ্পলী ব্যাধিঘাতকঃ রাজবৃক্ষঃ চিরচালা। কিরাততিক্তং দ্বৈগুণার্থং পৃথক্ পঠিতম্ ॥ ১৪৯ ॥ অস্যায়মর্থঃ প্রবৃদ্ধং দোষং কর্শয়েৎ তৎক্ষৈণ্যহেতুভিরৌষধান্নবিহারৈঃ কৃশীকৃত্য সমীকুর্য্যাৎ, ক্ষীণং দোষং সংবর্দ্ধয়েৎ তদ্বৃদ্ধিহেতুভিরৌষধান্নবিহারৈর্বর্দ্ধয়িত্বা সমীকুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫১ ॥ অস্যায়মর্থঃ বর্ষাসু বায়ুরনুবন্ধ্যঃ সেব্যঃ প্রধানমিতি যাবৎ। পিত্তশ্লেষ্মাণাবনুবন্ধৌ বায়োরনুচরৌ। শরদি পিত্তমনুবন্ধ্যং কফোঽনুবন্ধঃ বসন্তে কফোঽনুবন্ধ্যো বাতপিত্তেঽনুবন্ধে, তত্র যথানুবন্ধ্যে প্রশমং নীতেঽনুবন্ধঃ স্বয়মেব শান্তিং। যাতি তথা প্রবৃদ্ধে দোষে শমিতে হ্রাসমিত্বা সমীকৃতে মধ্যমোদোষো হি নিশ্চয়েন স্বয়মেব শান্তিং যাতি প্রকৃতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫২ ॥ ভাস্করমূলং অর্কমূলম্ ॥ ১৫৩ ॥ কর্কোটিকাকন্দরজঃ খেখসামূলরজঃ ॥ ১৫৪ ॥ কচঃ বালকঃ পচংপচা দারুহরিদ্রা রুক্ কুষ্ঠম্ কৃমিঘ্নঃ বিড়ঙ্গঃ শর্ব্বরী হরিদ্রা গবাক্ষী ইন্দ্রবারুণী, নসি নাসিকায়াম্ ॥ ১৫৭ ॥ লবণোত্তমং সৈন্ধবং ইন্দুঃ কর্পূরঃ নিদ্রাং অতিনিদ্রাং ॥ ১৫৮ ॥ বরতিক্তোঽত্র পর্পটো নতু মহানিম্বস্তন্ত্রান্তরানুরোধাৎ ॥ নলদং লামজ্জকং তুরগগন্ধা অশ্বগন্ধা ভারতী ব্রাহ্মী বরতিক্তলোকে হারহূরা দ্রাক্ষা ॥ ১৫৯ ॥

রক্তষ্ঠীবিনশ্চিকিৎসা—রোহিষধন্বযবাসকবাসা-পর্পটগন্ধলতাকটুকাভিঃ। শর্করয়া সমমেষ কষায়ঃ ক্ষতজষ্ঠীবিন উত্তমুপায়ঃ *॥ পদ্মকচন্দনপর্পটমুস্তং জাতীজীবকচন্দনবারি। ক্লীতকনিম্বযুতং পরিপক্কং বারি ভবেদিহ শোণিতহারি *॥ মধুকমধুকপরূষকপাথশ্চন্দনপল্লবদারুসনাথঃ। শ্রীপর্ণীফলশীতকষায়ঃ সসিত ইহ স্যাদস্রজয়ায় *॥১৬১—১৬৩॥

ভুগ্ননেত্রস্য চিকিৎসা—তুরঙ্গগন্ধালবণোগ্রগন্ধামধুকসারোষণমাগধীভিঃ। বস্তাম্বুশুণ্ঠীলসুনাম্বিতাভির্নস্তং কৃশং ভুগ্নদৃশং করোতি॥ ১৬৪॥

অথাভিন্যাসস্য চিকিৎসা—শৃঙ্গীভার্গ্যভয়াজাজী-কণাভূনিম্বপর্পটাঃ। দেবদারুবচাকুষ্ঠ-যাসকট্‌ফলনাগরৈঃ॥ মুস্তধান্যাকতিক্তেন্দ্র-যবপাঠাহরেণুভিঃ। হস্তিপিপ্পল্যপামার্গ-পিপ্পলীমূলচিত্রকৈঃ॥ বিশালারগ্বধারিষ্টশটী-বাকুচিকাফলৈঃ। বিড়ঙ্গরজনীদার্ব্বী-যবানীদ্বয়সংযুতৈঃ॥ সমাংশৈর্ব্বিহিতঃ ক্বাথো হিঙ্গ্বার্দ্রকরসান্বিতঃ। অভিন্যাসজ্বরং ঘোরং হন্তি তন্দ্রাঞ্চ তৎক্ষণাৎ॥ প্রমেহং কর্ণশূলঞ্চ সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ। হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ তথা সর্ব্বানুপদ্রবান্॥ ১৬৫—১৬৯॥ ইতি শৃঙ্গ্যাদিকাথঃ॥

জিহ্বকস্য চিকিৎসা। কিরাতাদি কবলঃ—কিরাততিক্তাকুলকৃৎ কুলিঙ্গং কর্পূরকৃষ্ণাকটুতৈলযুক্তঃ। অম্লদ্রবঃ সংশময়েদ্রসজ্ঞা-দোষাংস্ততো দাশরথির্যথাত্র *॥ ১৭০॥

শালূরপর্ণ্যাদ্যবলেহঃ—শালূরপর্ণী মালূরমূলাময়মধুপ্লুতা। শঙ্খকপুষ্পীসহিতা সেব্যা বাচাং বিশুদ্ধয়ে *॥ ক্ষুদ্রানাগরপুষ্করামৃতলতা ব্রাহ্মী বচা সুব্রতা ভার্গী বাসকবাসতোয়সুরসাক্বাথো জয়েজ্জিহ্বকম্। বিশ্বাবর্ম্মবিভাবরীযুগবরাবৎসাদনীবারিদব্যাঘ্রীনিম্বপটোলপুষ্করজটারুগ্‌দারুভির্ব্বা কৃতঃ *॥ ১৭১। ১৭২॥

সন্ধিকস্য চিকিৎসা—শটী সুরতরুক্তমাস্থবিরদারুরাস্নাঃ সমাঃ সনাগরসুধান্বিতাঃ পিব শতাবরীসংযুতাঃ। মৃদুজ্বলনপাচিতাঃ সহ পুরেণ সন্ধিগ্রহ-ব্যথাপহৃতয়ে বৃথা শিশিরসেবনং মাকৃথা *॥ বচাকবচকচ্ছুরা সহচরামৃতা ভঙ্গুরা সুরাহ্বঘন নাগরাহ্বতরুণদারুরাস্নাপুরাঃ। বৃষাতরুণভীরুভিঃ সহ ভবন্তি সন্ধিগ্রহ-ব্যথোরুজড়িম ক্লমভ্রমণপক্ষঘাতদ্রুহঃ *॥ সুবহা শুণ্ঠ্যমৃতাঃ শৃতা জলে সপুরাঃ। শময়ন্তি সেবিতাঃ সততং সন্ধিগতং

রোহিষং সুগন্ধতৃণবিশেষঃ রৌহিস ইতিলোকে। গন্ধলতা প্রিয়ঙ্গুঃ॥১৬১॥ ক্লীতকং যষ্টীমধুকম্। ইহ রক্তষ্ঠীবিনি॥ ১৬২॥ পল্লবঃ পত্রকং, পাথঃ বালঃ, সনাথঃ সপ্রধানঃ, শ্রীপর্ণীফলং গাম্ভারীফলম্॥ ১৬৩॥ আকুলকৃৎ অকলকরহা ইতি লোকে, অম্লদ্রবঃ বীজপূরাদিরসঃ ইতি কিরাতাদিকবলঃ॥ ১৭০॥ শালূরপর্ণী ব্রাহ্মী। মালূরমূলং বিল্বমূলং। আময়ঃ কুষ্ঠং। শালূরপর্ণ্যাদিঃ অবলেহঃ॥ ১৭১॥ পুষ্করং পুষ্করমূলং। তথা চামরসিংহঃ। মূলে পুষ্করকাশ্মীরপদ্মপত্রাণি পৌষ্করে। সুব্রতা গন্ধপলাশী কাশ্মীরে প্রসিদ্ধা। সুরসা তুলসী বিশ্বাদি যোগান্তরম্। বর্ম্মঃ পর্পটঃ। বিভাবরীযুগং হরিদ্রা দারুহরিদ্রাচ। বরা ত্রিফলা বৎসাদনী গুড়ূচী ব্যাঘ্রী কণ্টকারিকা॥ ১৭২॥ উত্তমা ত্রিফলা। স্থবিরদারু বিধারা ইতি লোকে। সুধা গুড়ূচী। পুরঃ গুগ্‌গুলুঃ॥ ১৭৩॥ কবচঃ পর্পটকঃ। কচ্ছুরা যবাসঃ ভঙ্গুরা অতিবিষা। সুরাহ্বঃ দেবদারু। অতরুণদারু বৃদ্ধদারু। পুরঃ গুগ্‌গুলুঃ। বৃষা বৃহদ্দন্তী। এরণ্ডবৎপত্র বিটপা। তদলাভে দন্তীচ গ্রাহ্যা সমানগুণত্বাৎ। তরুণঃ এরণ্ডঃ। ভীরুঃ শতাবরী॥ ১৭৪॥

সদাগতিম্ *॥ মুস্তৈরণ্ডপ্রাণদাবাণদারুছিন্নারাস্নাভীরুকর্চ্চূরতিক্তা। বাসাবিশ্বাপঞ্চমূলাশ্বগন্ধা হন্যান্মন্যাস্তম্ভসন্ধিগ্রহার্ত্তীঃ *॥ ১৭৩—১৭৬॥

অন্তকস্য চিকিৎসা—ইহাপহায় ব্রতমুষ্ণবারি জ্বরারিযূষাদি গদাপহারি। জ্বরচ্ছিদংজীবিতদঞ্চ নিত্যং মৃত্যুঞ্জয়ঞ্চেতসি চিন্তয়স্ব *॥ কর্পূরপ্রকরাবদাতবপুষং সংযোগমুদ্রাজুষম্, শশ্বদ্ভক্তজনেষু ভাবুকজুষং ভালস্ফুরচ্চক্ষুষম। সম্পূর্ণামৃতকুম্ভসম্ভৃতকরং রুদ্রাক্ষমালাধরম্, পিঙ্গোত্তুঙ্গজটাকলাপরুচিরং চন্দ্রার্দ্ধমৌলিং স্তুহি॥ ভিষগ্ভিরিতি নির্ণীতং সন্নিপাতেঽন্তকাভিধে॥ ভেষজং জাহ্নবীনীরং বৈদ্যো গোবিন্দএবহি॥ ১৭৭—১৭৯॥

রুগ্দাহস্য চিকিৎসা। ষড়ঙ্গপানীয়ম্—উশীরচন্দনোদীচ্য-দ্রাক্ষামলক পর্পটৈঃ। শৃতং শীতং জলং দদ্যাদ্দাহতৃড়্জ্বরশান্তয়ে॥ ১৮০॥

ধান্যাকক্বাথঃ—সসিতো নিশি পর্য্যুষিতঃ প্রাতর্ধান্যাকতণ্ডুলক্বাথঃ। পীতঃ শময়ত্যচিরাদন্তর্দ্দাহং জ্বরং পৈত্তম্ *॥ ১৮১॥

পথ্যাবলেহঃ—পথ্যাং তৈলঘৃতক্ষৌদ্রৈর্লিহ্যাদ্দাহবিনাশিনীম্ *॥ প্রশময়তি দাহমচিরাদ্দধিযুক্কর্কন্ধুপল্লবৈর্লেপঃ। লেপো হিমকরমলয়জনিম্বদলৈস্তক্রপিষ্টৈর্বা *॥ উত্তানসুপ্তস্য গভীরতাম্র-কাংস্যাদিপাত্রে নিহিতে চ নাভৌ। শীতাম্বুধারা বহুলা পতন্তী নিহন্তি দাহং ত্বরিতং জ্বরঞ্চ॥ শীতাম্ভসাতু শতশশ্চ বিলোড়িতেন গব্যেন চন্দনযুতেন ঘৃতেন দিগ্ধ্বা। দাহজ্বরী সকমলোৎপলমাল্যধারী ক্ষিপ্রং বিশেৎ সলিলকোষ্ঠমনল্পকালম্॥ কাঞ্জিকার্দ্রপটেনাবগুণ্ঠনং দাহনাশনম্। অথ গোতক্রসংস্বিন্নশীতলীকৃতবাসসা॥ ১৮২—১৮৬॥

অন্নমাহ দাহবম্যর্দ্দিতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ান্বিতম্। শর্করামধুসংযুক্তং পালয়েল্লাজতর্পণম্ *॥ বাপ্যঃ কমলহাসিন্যো জলযন্ত্রগৃহাঃ শুভাঃ। নার্য্যশ্চন্দনদিগ্ধাঙ্গ্যো দাহদৈন্যহরা মতাঃ॥ মুক্তাবলীচন্দনশীতলানাং সুগন্ধপুষ্পাম্বরভূষিতানাম্। নিতম্বিনীনাং সুপয়োধরাণামালিঙ্গনান্যাশু হরন্তি দাহম্॥ প্রহ্লাদঞ্চাস্য বিজ্ঞায় তাঃ স্ত্রীরপনয়েৎ পুনঃ। হিতঞ্চ ভোজয়েদন্নং যেনাপ্নোতি সুখং মহৎ *॥ ১৮৭—১৯০॥

চিত্তভ্রমস্য চিকিৎসা—কণোষণোগ্রালবণোত্তমানি করঞ্জবীজং প্রমদামলানি। পথ্যাক্ষসিদ্ধার্থকহিঙ্গুশুণ্ঠীযুতানি বস্তাম্বুবিমিশ্রিতানি *॥ পিষ্ট্বা গুটীয়ং নয়নে নিধেয়া প্রচেতনেঽতিপ্রথিতান্বিতার্থা। চিত্তভ্রমায় স্মৃতিভূতদোষ-শিরোঽক্ষিরোগভ্রমনাশহেতুঃ॥ কুম্ভোদ্ভবতরোরম্ভো গুড়বিশ্বকণান্বিতম্। নিহিতং নসি নূনং স্যাচ্চিত্তভ্রমবিনাশনম্ *॥

---

* সুবহা রাস্না॥ ১৭৫॥ প্রাণদা হরীতকী। বাণঃ নীলপুষ্পসহচরঃ। তিক্তা কটুকী॥ ১৭৬॥ ইহ অন্তকে ব্রতং লঙ্ঘনাদি নিয়মম॥ ১৭৭॥ ধান্যাকতণ্ডুলাঃ কণ্ডিতধান্যাকবীজানি॥ ১৮১॥ পথ্যাং তৈলঘৃতক্ষৌদ্রৈরিত্যত্র ন সমুচ্চয়ঃ তেন কেবলেন মধুনাপি লিহ্যাৎ॥ ১৮২॥ হিমকরঃ কর্পূরঃ, তথাচ ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞ ইত্যমরঃ॥ ১৮৩॥ লাজশক্তুরূপং তর্পণম্॥ ১৮৭॥ প্রহ্লাদং কামকৃতহর্ষম্॥ ১৯০॥ বস্তাম্বু ছাগমূত্রম্॥ ১৯১॥ কুম্ভোদ্ভবতরোরম্ভঃ অগস্তিবৃক্ষত্বক্কল্করসঃ॥ ১৯৩॥

মুরামূর্দ্ধজমেঘাহ্বমধূকমলয়োদ্ভবৈঃ। মরুত্তরুমধূম্মিশ্রৈঃ পুরপাণিজপাংশুভিঃ * ॥ লোহ-লামজ্জকৈলাভির্ধূপশ্চিত্তভ্রমাপহঃ। গ্রহদোষহরঃ শ্রীদঃ সৌভাগ্যকর উত্তমঃ * ॥ মৃদ্বীকামর-দারুমৎস্যশকলামুস্তামলক্যোঽমৃতা পথ্যারেবতরামসেনকরজোরাজীফলৈঃ সংযুতাঃ। হন্ত্যুশ্চিত্তরুজোঽথ দর্দ্দুরদলা পাঠাপটোলাপয়ঃ; পথ্যাপর্পটরাজবৃক্ষকটুকাশম্বূকপুষ্প্যঃ শৃতাঃ * ॥ ১৯১—১৯৬ ॥

কর্ণকস্য চিকিৎসা—প্রলেপস্তমস্তন্নয়ত্যল্পমেকঃ সমুদ্রিক্তশোথঞ্চ রক্তাবশেষঃ। পক্বে চ শস্ত্রক্রিয়া পূযজিৎ সা ব্রণত্বং গতে চোচিতা তচ্চিকিৎসা *॥ নিশাবিশালাময়মাণিমন্থ-দার্ব্বীঙ্গুদীমূলকৃতঃ প্রলেপঃ। প্রভাকরক্ষীরযুতঃ প্রভাবাদ্ব্যস্তঃ সমস্তোঽপ্যথ কর্ণিকাঘ্নঃ ॥ কুলত্থঃ কট্ফলং শুণ্ঠী কারবী চ সমাংশকৈঃ। সুখোষ্ণৈর্লেপনং কার্য্যং কর্ণমূলে মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ গৈরিকং খটিনী শুণ্ঠী কটুফলারগ্বধৈঃ সমৈঃ। উষ্ণৈঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টৈর্লেপঃ কর্ণকমূলনুৎ ॥ শিগ্রুরাজিকয়োঃ কল্কং কর্ণমূলে প্রলেপয়েৎ। কর্ণমূলভবঃ শোথস্তেন লেপেন শাম্যতি॥ অশিশিরজলপরিমৃদিতং মরিচকণাজীরসিন্ধুজং ত্বরিতম্। নস্যবিধিসেবিতং ননু কর্ণক-রুঙ্নাশকৃদ্গদিতম্॥ ভার্গীজয়াপৌষ্করকণ্টকারীকটুত্রিকোগ্রাঘনকুণ্ডলীভিঃ। কুলীরশৃঙ্গী-কটুকারসাভিঃ কৃতঃ কষায়ঃ কিল কর্ণকঘ্নঃ * ॥ দশমূলমৎস্যশকলাচপলাত্রিফলামহৌষধ-কিরাতযুতম্। মরিচং পরিকথিতমাশু বলাদপহন্তি কর্ণরুজঃ সকলাঃ *॥ ১৯৭ —২০৪ ॥

কণ্ঠকুব্জস্য চিকিৎসা—ফলত্রিকত্র্যূষণমুস্তকটফলকলিঙ্গসিংহাননশর্ব্বরীভিঃ। ক্বাথঃ কৃতঃ কৃন্ততি কণ্ঠকুব্জং কণ্ঠীরবঃ কুঞ্জরমাশু তদ্বৎ * ॥ কিরাতকটুকাকণাকুটজ কণ্টকারী শঠী-কলিদ্রুকিলিমাভয়াকটুককট্ফলাম্ভোধরৈঃ। বিষামলকপুষ্করানলকুলীরশৃঙ্গীবৃষৈঃ মহৌ-ষধসখৈরয়ং জয়তি কণ্ঠকুব্জং গণঃ * ॥ ২০৫ । ২০৬ ॥

ইতি সন্নিপাতজ্বরাধিকারঃ।

---

* মুরা একাঙ্গী, মূর্দ্ধজাঃ বালাঃ, মরুত্তরুঃ দেবদারু, পুরঃ গুগ্গুলুঃ, পাণিজঃ নখঃ, পাংশু পর্পটকম্ ॥ ১৯৪ ॥ লোহং অগুরু, লামজ্জকম্ উশীরবৎপীততৃণবিশেষঃ। তদলাভে উশীরং গ্রাহ্যম্॥ ১৯৫ ॥ মৃদ্বীকা দ্রাক্ষা, মৎস্যশকলা কটুকী, আরেবতঃ আরগ্বধঃ। রামসেনকঃ কিরাততিক্তকঃ। রজঃ পর্পটকঃ। রাজীফলঃ পটোলঃ। অথ যোগান্তরমাহ দর্দ্দুরদলা মণ্ডূকপর্ণা সা চ ব্রাহ্মী মঞ্জিষ্ঠা শোণকঞ্চ তথাপ্যত্র ব্রাহ্মী গ্রাহ্যা যত উক্তং দ্রব্যগুণগ্রন্থে। "ব্রাহ্মী মতিপ্রদা মেধ্যা জ্বরহন্ত্রী রসায়নী"। ব্রাহ্মী বরম্ভীতি লোকে। পয়ঃ বালকম্। রাজবৃক্ষঃ আরগ্বধঃ। শম্বূকপুষ্পী শঙ্খপুষ্পী ॥ ১৯৬ ॥ অয়মর্থঃ অত্যল্পং কর্ণিকং প্রলেপঃ অস্তন্নাশং নয়তি। তচ্চিকিৎসা ব্রণচিকিৎসা ॥১৯৭॥ ভার্গী বভনেটীতি লোকে। তদলাভে কণ্ট-কারীমূলং গ্রাহ্যম্। জয়া গনিআরীতি লোকে। পৌষ্করং পুষ্করমূলম্। উগ্রা বচা কুণ্ডলী গুড়ূচী কুলীরশৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী। রসা রাস্না ॥২০৩॥ চপলাপিপ্পলী ॥ ২০৪॥ সিংহাননঃ বাসকঃ। শর্ব্বরী হরিদ্রা ॥ ২০৫ ॥ শঠী কচ্চূরঃ, কলিদ্রুঃ বিভীতকঃ, কিলিমং দেবদারু। কটুকং মরিচং। বিষা অতিবিষা কিরাতাদিভিঃ কিংবিশিষ্টৈর্ম্মহৌষধসখৈঃ। মহৌষধস্য সখিভিঃ তেন এতৈঃ সহিতেন মহৌষধেনেত্যর্থঃ। অথোল্বণ-বাতাদিপ্রবৃদ্ধমধ্যক্ষীণবাতাদিহেতুকানাং কুম্ভাপাকাদীনাং সন্নিপাতজ্বরাণাং ত্রয়োদশানাং চিকিৎসা-ভিধীয়তে সা চ তুল্যহেতুকানাং বিস্ফারকাদীনাং ত্রয়োদশানামিবাভিধাতব্যা ॥ ২০৬ ॥

অথাগন্তুজ্বরাধিকারঃ।

আগন্তুকজ্বরস্য নিদানমাহ—অভিঘাতাভিষঙ্গাভ্যামভিচারাভিশাপতঃ। আগন্তুর্জ্জায়তে দোষৈর্যথাস্বংতং বিভাবয়েৎ * ॥ ১ ॥

অপরাণ্যপি নিদানান্যাহ—যে ভূতবিষবায়্বগ্নিক্ষতভঙ্গাদিসম্ভবাঃ। রাগদ্বেষভয়াদ্যৈশ্চ তে স্যুরাগন্তবো গদাঃ * ॥ ২ ॥

কস্যাগন্তোঃ কো নিজো দোষ ইত্যপেক্ষয়ামাহ—কামশোকভয়াদ্বায়ুঃ ক্রোধাৎ পিত্তং ত্রয়ো মলাঃ। ভূতাভিষঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্যলক্ষণাঃ * ॥ ৩ ॥

আগন্তুজ্বরাণাং হেতুভেদেন লক্ষণভেদানাহ—শ্যাবাস্যতা বিষকৃতে তথাতীসার এব চ। ভক্তারুচি পিপাসা চ তোদশ্চ সহ মূর্চ্ছয়া * ॥ ওষধীগন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুগ্বমথুস্তথা। কামজে চিত্তবিভ্রংশস্তন্দ্রালস্যমভোজনম্॥ হৃদয়ে বেদনা চাস্য গাত্রঞ্চ পরিশুষ্যতি * ॥ মূর্চ্ছাঙ্গমর্দ্দস্তৃষ্ণ নেত্রচাপল্যং কুচবক্ত্রয়োঃ। স্বেদঃ স্যাদ্ধৃদি দাহশ্চ স্ত্রীণাং কামজ্বরে ভবেৎ॥ বালকং শতপত্রাণি গন্ধসারমুশীরকম্। চোচধান্যেয়কং মাংসীক্বাথঃ কামজ্বরাপহঃ॥ সন্ধ্যায়াং সংস্তরঃ কার্য্যঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্ভৃশম্। ক্রীড়নীয়ং স্বকান্তেন সহ রাত্রৌ তথা স্ত্রিয়া * ॥ ভয়াৎ প্রলাপঃ শোকাচ্চ ভবেৎ কোপাচ্চ বেপথুঃ॥ ভূতাভিষঙ্গাদুদ্বেগো হাস্যরোদনকম্পনম্ * ॥ কেচিদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরম্॥ অভিচারাভিশাপাভ্যাং মোহস্তৃষ্ণা চ জায়তে ॥ ৪—১০ ॥

---

* অভিঘাতঃ শস্ত্রমুষ্টিলগুড়াদিভিঃ হননম্। অভিষঙ্গঃ কামশোকভয়ক্রোধভূতাদীনামাবেশঃ। অভিচারঃ কৃত্যাদ্যুৎপাদনম্ অভিশাপঃ ব্রাহ্মণগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাদিকৃতঃ শাপঃ। তং আগন্তুজ্বরম্ যথাস্বং যথাদোষলক্ষণম্ দোষৈর্বিভাবয়েৎ বিজানীয়াৎ ॥ ১ ॥ ভয়াদ্যৈরিত্যাদ্যশব্দেন ভূতবিষবায়্বগ্নিক্ষতভঙ্গাদয়ঃ সংগৃহ্যন্তে। তেন রাগাদয়ো ভঙ্গান্তস্তা যে হেতবোঽপ্যাগন্তুসংজ্ঞাপঃস্যুঃ কার্য্যঃ কারণয়োরভেদোপচারাৎ এতেনাগন্তুজঃ স্মৃত ইত্যত্রাপ্যাগন্তুশব্দো হেতুবাচ। আগন্তুর্জায়তে দোষৈরিত্যত্র ব্যাথবাচী অভিঘাতাভিষঙ্গাভ্যাম্ ইত্যাদি শ্লোকে দোষৈর্যথাস্বং তং বিভাবয়েৎ ইতি বচনেনৈবং প্রতীয়তে অভিঘাতাদীনাং বিপ্রকৃষ্টকারণত্বং মিথ্যাহারবিহারাণামিব। দোষাণাং সন্নিকৃষ্টকারণত্বং তথাসতি "দক্ষাপমানসংক্রুদ্ধরুদ্রেত্যাদিশ্লোকে" আগন্তুজ্বরস্য অষ্টমথবিঘাতো দোষজেষ্বেবপ্রবেশাৎ উচ্যতে আগন্তুজ্বরস্য দোষা আরম্ভকাঃ ন কিন্তু পশ্চাদনুবন্ধিনঃ। তথাচাগন্তুজ্বরস্য সংপ্রাপ্তিমাহ চরকঃ আগন্তুর্হি ব্যথা পূর্ব্বো জায়তে পশ্চান্নিজের্দ্দোষৈরনুবধ্যত ইতি ॥ ২ ॥ "কামশোকভয়াৎ" কামশোকভয়জাদাগন্তোঃ বায়ুঃ কুপ্যতি। "ক্রোধাৎ পিত্তম্" ক্রোধজাদাগন্তোঃ পিত্তং প্রকুপ্যতি "ভূতাভিষঙ্গাৎ" ভূতাবেশজাদাগন্তোস্ত্রয়োমল' দোষাঃ কুপ্যন্তীত্যর্থঃ "ভূতসামান্যলক্ষণাঃ" ভূতস্য ভূতলক্ষণস্য সামান্যং সমানতা যেষাং তানি ভূতসামান্যানি লক্ষণানি যেষাং তে ভূতসামান্যলক্ষণাঃ মলাঃ ॥ ৩ ॥ "বিষকৃতে" স্থাবরজঙ্গমবিষভক্ষণকৃতে জ্বরে। মুখঃ শ্যাবং শুক্লাদ্যনুবিদ্ধঃ কৃষ্ণোবর্ণঃ শাকবর্ণো বা। অতীসারঃ স্থাবরবিষেণৈব তস্যাধোগামিত্বাৎ "তোদঃ" সূচীব্যধনেনেব ব্যথা ॥ ৪ ॥ "কামজে" সমীহিতকান্তাপ্রাপ্তিনিমিত্তকে জ্বরে। চকারাদ্বাগ্‌ভটোক্তান্যপি লক্ষণানি বোদ্ধব্যানি। তানি যথা কামাদ্ ভ্রমোঽরুচির্দাহো হ্রীনিদ্রাধীধৃতিক্ষয় ইতি ॥ ৫ ॥ ইদমপি কুত্রাপি কথিতং অত্র পুনঃ ॥ ৮ ॥ "ভয়াৎ" ভয়জে জ্বরে প্রলাপঃ শোকাচ্চ চকারেণ প্রলাপ এবানুকৃষ্যতে। কোপাচ্চ ক্রোপাদপি বেপথুর্ভবতি নম্নু বেপথুঃ বাতস্য ধর্ম্মঃ তৎ কথং ক্রোধজে জ্বরে বেপথুঃ। যত উক্তম্। ক্রোধোত্থিতং পিত্তমিতি "একঃ প্রকুপিতো দোষ ইতরানপি কোপয়েৎ" ইতি বচনাৎ পিত্তকুপিতবাতজন্য এবাত্র বেপথুঃ। ক্রোধাদ্বায়ুরপি ভবতি। যত উক্তং বিদেহেন। ক্রোধশোকৌ স্মৃতৌ বাতপিত্তরক্তপ্রকোপণাবিতি ॥ ৬ ॥

তেষাং চিকিৎসা—আগন্তুজে জ্বরে নৈব নরঃ কুর্ব্বীত লঙ্ঘনম্ * ॥ অন্যচ্চ—লঙ্ঘনং ন হিতং কামশোকচিন্তাপ্রহারজে। ভয়ভূতশ্রমক্রোধ-লঙ্ঘনৈশ্চ কৃতে জ্বরে ॥ কিং ত্বগ্নৌ দীপিতে তত্র দদ্যান্মাংসরসৌদনম্। অভিঘাতজ্বরে যুঞ্জ্যাৎ ক্রিয়ামুষ্ণবিবর্জ্জিতাম্ ॥ কষায়ং মধুরং স্নিগ্ধং যথাদোষমথাপিচ। অভিঘাতজ্বরো নশ্যেৎ পানাভ্যঙ্গেন সর্পিষঃ ॥ রক্তাবসেকৈ-র্শ্মেধ্যৈশ্চ তথা মাংসরসৌদনৈঃ * ॥ ব্যধবন্ধশ্রমাত্যধ্বভঙ্গভ্রংশসমুদ্ভবান্ ॥ জ্বরানুপাচয়েৎ পূর্ব্বং ক্ষীরমাংসরসৌদনৈঃ ॥ অধ্বশ্রান্তেষু বাভ্যঙ্গং দিবানিদ্রাঞ্চ কারয়েৎ। ওষধীগন্ধ-বিষজৌ বিষপিত্তপ্রবাধনৈঃ ॥ জয়েৎ কষায়ৈর্শ্মতিমান্ সর্ব্বগন্ধকৃতৈর্ভিষক্ ॥ ১১—১৬ ॥

সর্ব্বগন্ধমাহ—চাতুর্জ্জাতককর্পূরং কঙ্কোলাগুরুকুঙ্কুমম্। লবঙ্গসহিতঞ্চৈব সর্ব্ব-গন্ধং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ক্রোধজে পিত্তজিৎ কার্য্যং ধার্য্যং সদ্বাক্যমেব চ ॥ আশ্বাসেনেষ্টলাভেন বায়োঃ প্রশমনেন চ ॥ হর্ষণৈশ্চ শমং যান্তি কামক্রোধভয়জ্বরাঃ ॥ কামৈরথ মনোজ্ঞৈশ্চ পিত্তঘ্নৈশ্চাপ্যুপক্রমৈঃ। সদ্বাক্যৈশ্চ শমং যাতি জ্বরঃ ক্রোধসমুত্থিতঃ * ॥ কামাৎ ক্রোধ-জ্বরো নশ্যেৎ ক্রোধাৎ কামজ্বরস্তথা ॥ ঘাতিতাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ কামক্রোধজ্বরক্ষয়ঃ * ॥ ভূতবিদ্যা-সমুদ্দিষ্টৈর্ব্বন্ধাবেশনতাড়নৈঃ। জয়েদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং মনঃশান্তৈশ্চ মানসম্ * ॥ সহদেবায়া মূলং বিধিনা কণ্ঠে নিবদ্ধমপহরতি। একদ্বিত্রিচতুর্ভির্দ্দিবসৈর্ভূতজ্বরং পুংসাম্ ॥ অভিচারাভি-শাপোত্থৌ জ্বরৌ হোমাদিভির্জ্জয়েৎ। দানস্বস্ত্যয়নাতিথ্যৈরুৎপাতগ্রহদুষ্টিজৌ *॥১৭-২৩॥

অথ বিষমজ্বরাধিকারমাহ—দোষোঽল্পোঽহিতসম্ভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ। ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্ * ॥ ২৪ ॥

রসাদিধাতুবিশেষেণ বিষমজ্বরবিশেষাঃ—সন্ততং রসরক্তস্থঃ সততঃ রক্তধাতুগঃ। দোষঃ ক্রুদ্ধো জ্বরং পুংসাং সোঽন্যেদ্যুঃ পিশিতাশ্রিতঃ ॥ মেদোগতস্তৃতীয়েঽহ্নি অস্থিমজ্জাগতঃ পুনঃ। কুর্য্যাচ্চাতুর্থিকং ঘোরমন্তকং রোগসঙ্করম্ * ॥ ২৫ । ২৬ ॥

---

* ভূতাভিষঙ্গোত্থো বিষমজ্বরো ভবতি। কদাচিদ্বেগবান্ কদাচিচ্ছান্তবেগ ইত্যর্থঃ। তৃষ্ণাচেতি চকারেণ হারীতানুবাদি বাগ্‌ভটোক্তঞ্চ বোদ্ধব্যম্। তদ্‌যথা তত্রাভিচারিকৈর্ম্মন্ত্রৈর্হূয়মানস্য তপ্যতে পূর্ব্বং মনস্ততোদেহস্ততোবিস্ফোটতৃট্‌ভ্রমৈঃ। সদাহমূর্চ্ছাগ্রস্তস্য প্রত্যহং বর্দ্ধতে জ্বর ইতি ॥ ১০ ॥ তথাচ বাগ্‌ভটঃ শুদ্ধবাতক্ষয়াগন্তুজীর্ণজ্বরিষু লঙ্ঘনং নেষ্যত ইতি শেষঃ ॥ ১১ ॥ "মেধ্যৈঃ" মেধায়ৈ হিতৈঃ ॥১৪॥ "ব্যধঃ" তাড়নং কর্ণাদিবেধো বা। "ভঙ্গঃ" ছেদভেদাদিকঃ। "ভ্রংশঃ" বৃক্ষাদিতঃ পতনম্ ॥ ১৫ ॥ "কামৈঃ" কামবিষয়ৈঃ, মনোজ্ঞৈঃ ধিক্কারাদিভির্ভয়জনকবচনৈর্ব্বা ॥১৯॥ ঘাতিতাভ্যামুভাভ্যাং মনসি নিগৃহীতাভ্যাং কামক্রোধাভ্যাম্ ॥ ২০ ॥ তাড়নৈরিত্যস্য স্থানে কেচিৎ পূজনৈরিতি পঠন্তি ॥২১॥ তত্র বিষমজ্বরস্য নিদান-কথনপূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ দোষ ইতি। অয়মর্থঃ জ্বরোৎসৃষ্টস্য জ্বরেণ ত্যক্তস্য সন্নিকৃষ্টহেতুমাহ দোষঃ অল্পঃ জ্বরমুক্তঃ স্বল্পোঽপি। বিপ্রকৃষ্টহেতুমাহ অহিতমাহারবিহারাদি তেন সম্ভূতঃ সম্পূর্ণোজাতঃ "অন্য-তমধাতুং" রসরক্তাদিকম্ প্রাপ্য দূষয়িত্বা পুনর্ব্বিষমজ্বরং করোতি। জ্বরোৎসৃষ্টস্য বেতি বা"শব্দেনেতি বোধ্যতে। প্রথমতো বিষমজ্বরো ভবতি যত উক্তম্ আরম্ভাদ্বিষমো যস্তিত্যাদি ॥ ২৪ ॥ অন্তকমিব [illegible]াৎ ॥ ২৬ ॥

বিষমজ্বরস্য সামান্যলক্ষণমাহ—যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাৎ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ। বেগতশ্চাপি বিষমো জ্বরঃ স বিষমঃ স্মৃতঃ * ॥ ২৭ ॥

বিষমজ্বরস্য ভেদানাহ—সন্ততঃ সততোঽন্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকৌ।

সন্ততস্য লক্ষণম্—সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথাপি বা। সন্তত্যা যোঽবিসর্গী স্যাৎ সন্ততঃ স নিগদ্যতে * ॥ ২৮ ॥

সততাদীনাং লক্ষণানি—অহোরাত্রে সততকো দ্বৌ কালাবনুবর্ত্ততে। অন্যেদ্যুষ্কস্ত্বহোরাত্রাদেককালং প্রবর্ত্ততে। তৃতীয়কস্তৃতীয়েঽহ্নি চতুর্থেঽহ্নি চতুর্থকঃ * ॥ অত্রাহ সুশ্রুতঃ। কফস্থানবিভাগেন যথাসঙ্খ্যং করোতি হি। সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়চতুর্থকপ্রলেপকান্ ॥ অহোরাত্রাদহোরাত্রাৎ স্থানাৎ স্থানং প্রপদ্যতে। দোষ আমাশয়ং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্ ॥ নিবৃত্তঃ পুনরায়াতি বিষমো নিয়তে দিনে। স্বভাবঃ কারণং তত্র মন্যন্তে মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ অধিশেতে যথাভূমিং বীজং কালে প্ররোহতি। অধিশেতে তথা ধাতূন্ দোষঃ কালে প্রকুপ্যতি ॥ ২৯—৩৩ ॥

---

* যস্ত্বনিয়তাৎ কালাৎ স্যাদিত্যস্যায়মর্থঃ যথা বাতিকো জ্বরঃ সপ্তদিনানি পৈত্তিকো দশদিনানি শ্লৈষ্মিকো দ্বাদশদিনানি। দোষাণাং প্রাবল্যের্ব্বাতিকশ্চতুর্দ্দশদিনানি পৈত্তিকো বিংশতিদিনানি শ্লৈষ্মিকশ্চতুর্ব্বিংশতিদিনানি স্যাৎ তথা বিষমজ্বরো নিয়তং কালং ব্যাপ্য নস্যাদিত্যর্থঃ। শীতোষ্ণাভ্যাং গুণাভ্যামপি তথা স্যাৎ বেগতশ্চাপি বিষমঃ কদাচিদতিবেগবান্ কদাচিচ্ছান্তবেগঃ ॥ ২৭ ॥ বিকল্পো বাতিকাদিভেদাৎ। সন্তত্যা নৈরন্তর্য্যেণ অবিসর্গী অপরিত্যাগী। নম্বু মুক্তানুবন্ধিত্বং বিষমত্বমিতি বিষমলক্ষণম্ তদত্র ন ঘটতইতি কথময়ং বিষমেষু পঠ্যতে। ঘটত এবেতি ন দোষঃ। যত উক্তং চরকেণ। বিসর্গং দ্বাদশে কৃত্বা দিবসে ব্যক্তলক্ষণঃ। দুর্লভোপশমঃ কালং দীর্ঘমেবানুবর্ত্তত ইতি। যত্তু খরনাদেনোক্তম্ জ্বরাঃ পঞ্চতু যে প্রোক্তাঃ পূর্ব্বে সন্ততকাদয়ঃ। চত্বারঃ সন্ততং হিত্বা জ্ঞেয়াস্তে বিষমজ্বরা ইতি। তচ্চিরেণ ত্যাগাভিপ্রায়েণ ॥ ২৮ ॥ দ্বৌ কালৌ অহন্যেককালং রাত্রাবেককালম্। যতো দোষাণামহোরাত্রে প্রত্যেকং দ্বৌ দ্বৌ প্রকোপকালৌ যত উক্তং বাগ্ভটেন। বয়োঽহোরাত্রিভুক্তানামন্তমধ্যাদিগাঃ ক্রমাদিতি। এককালং দোষাপেক্ষয়া এককালমপি দ্বিতীয়ম্। প্রথমকালে হ্যন্যেব দোষস্থিতেঃ। তৃতীয়েঽহ্নি ইত্যাগমনদিনং গৃহীত্বা। যত উক্তম্ দিনমেকমতিক্রম্য যো ভবেৎ স তৃতীয়কঃ। দিনদ্বয়ং ত্বতিক্রম্য যঃ স্যাৎ স হি চতুর্থক ইতি ॥২৯॥ অয়মর্থঃ আমাশয়োরঃকণ্ঠশিরঃসন্ধয়ঃ পঞ্চ কফস্থানানি এষু তিষ্ঠন্ দোষো যথাসঙ্খ্যং সততাদীন্ করোতি। তত্র আমাশয়ে স্থিতো দোষঃ সততং করোতি দ্বৌকালৌ, অহোরাত্রে কালদ্বয়ে দোষপ্রকোপাৎ। হৃদয়ে স্থিতো দোষ আমাশয়মাগত্য অন্যেদ্যুষ্কং করোতি এককালং নৈকদৈকস্মিন্নেবাহোরাত্রে দোষ আমাশয়মাগত্য অন্যেদ্যুষ্কং করোতি। তত্র দ্বৌ দোষপ্রকোপকালৌ একস্মিন্‌কালে হৃদয়ে তিষ্ঠত্যপরস্মিন্নামাশয় ইতি। কণ্ঠে স্থিতো দোষোঽহোরাত্রাদ্ হৃদয়মায়াতি তৃতীয়ে দিনে আমাশয়মাগত্য স্বপ্রকোপকালে তৃতীয়কং জ্বরং করোতি এককালং। নতু দ্বৌকালৌ স্বভাবাৎ। এবমেব শিরঃস্থিতো দোষঃ অহোরাত্রাৎ কণ্ঠমায়াতি। ততঃ পুনরহোরাত্রাদ্ হৃদয়মায়াতি চতুর্থে দিনে আমাশয়মাগত্য স্বপ্রকোপকালে চতুর্থকং জ্বরং করোতি এককালং নতু দ্বৌকালৌ স্বভাবাদেব। ননু দোষস্যাগমনং ক্রমেণ নিজস্থানগমনক্রমাৎ কথং তৃতীয়চতুর্থদিবসয়োর্জ্বরাগমনম্? উচ্যতে দোষোহি প্রকোপসময়ে বেগং পরিত্যজ্য লাঘবাৎ স্বস্থানস্ত বেগদিনএব যাতি। যতআহ "দোষঃ প্রকোপকালে হি বৈগবত্ত্বেন লাঘবাৎ। বেগবাসর এবায়ং স্বস্থানমধিগচ্ছতি"। সন্ধিষু স্থিতো দোষঃ প্রলেপকং করোতি। সন্ধয়শ্চামাশয়েঽপি সন্তি তেষু স্থিতঃ প্রলেপকং সর্ব্বদা করোতি ॥ ৩১ ॥ স্বভাবস্ত্ব কারণত্বে কফস্থানবিভাগনিরপেক্ষাশ্চতুর্থকাদিবিপর্য্যয়া অপি জ্বরাঃ স্বস্বকালে প্রভবন্তি ॥ ৩২ ॥

সুশ্রুতোঽপ্যাহ—স চাপি বিষমো দেহং ন কদাচিৎ প্রমুঞ্চতি। গ্লানিগৌরব-কার্শ্যেভ্যঃ স যস্মান্ন প্রমুচ্যতে ॥ বেগেতু সমতিক্রান্তে গতোঽয়মিতি লক্ষ্যতে। ধাত্বন্তরেষু লীনত্বাৎ সৌক্ষ্ম্যান্নৈবোপলভ্যতে ॥ ৩৪। ৩৫ ॥

দ্বিদোষোল্বণস্য তৃতীয়কস্য লক্ষণম্—কফপিত্তাৎ ত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠাদ্বাতকফাত্মকঃ। বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্যাৎ তৃতীয়কঃ ॥ ৩৬ ॥

কফোল্বণস্য বাতোল্বণস্য চাতুর্থকস্য লক্ষণম্—চাতুর্থকো দর্শয়তি স্বভাবং দ্বিবিধং জ্বরঃ। জঙ্ঘাভ্যাং শ্লৈষ্মিকঃ পূর্ব্বং শিরসোঽনিলসম্ভবঃ * ॥ মধ্যকায়ন্তু গৃহ্লাতি পূর্ব্বং যস্তু স পিত্তজঃ * ॥ বিষমজ্বর এবান্যশ্চাতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ ॥ অস্থিমজ্জগতো দোষশ্চতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ। জায়তে ভিষজা জ্ঞেয়ো বিষমজ্বর এব সঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

চতুর্থকবিপর্য্যয়স্য লক্ষণম্—স মধ্যে জ্বরয়ত্যহ্নী আদ্যন্তে চ বিমুঞ্চতি *॥৪০॥

সন্ততাদীনাং শীতপূর্ব্বত্বে দাহপূর্ব্বত্বে চ হেতুমাহ—ত্বকস্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরম্। তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্তমন্তর্দ্দাহং করোতি চ * ॥ করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বক্স্থং দাহমতীব চ। তস্মিন্ প্রশান্তে ত্বিতরৌ কুরুতঃ শীতমন্ততঃ * ॥৪১।৪২॥

শীতদাহাদিজ্বরয়োঃ ত্রিদোষ জত্বমাহ—দ্বাবেতৌ দাহশীতাদী জ্বরৌ সংসর্গজৌ স্মৃতৌ। দাহপূর্ব্বস্তয়োঃ কষ্টঃ সুখসাধ্যতমোঽপরঃ * ॥ ৪৩ ॥

বিষমজ্বরবিশেষমাহ—বিদগ্ধেঽন্নরসে দেহে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যবস্থিতে। তেনার্দ্ধং শীতলং দেহমর্দ্ধমুষ্ণং প্রজায়তে * ॥ কায়ে দুষ্টং যদা পিত্তং শ্লেষ্মা চান্তে ব্যবস্থিতঃ। তেনোষ্ণত্বং শরীরস্য শীতত্বং হস্তপাদয়োঃ * ॥ কায়ে শ্লেষ্মা যদা দুষ্টঃ পিত্তঞ্চান্তে ব্যবস্থিতম্। শীতত্বং তেন গাত্রে স্যাদুষ্ণত্বং হস্তপাদয়োঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

---

* "ত্রিকগ্রাহী" বেদনয়া ত্রিকং গৃহ্লাতীত্যর্থঃ। বাতকফাত্মকঃ পৃষ্ঠাৎ ব্যথয়া পৃষ্ঠং ব্যাপ্য ভবতীত্যর্থঃ। ল্যব্লোপে কর্ম্মণ্যধিকরণে চেতি সূত্রেণ পঞ্চমী ॥ ৩৬ ॥ "শ্লৈষ্মিকঃ" শ্লেষ্মোল্বণঃ। তথা অনিলসম্ভবো বাতোল্বণঃ সন্ততাদানাং ত্রিদোষজত্বম্। যত উক্তং চরকে-প্রায়শঃ সন্নিপাতেন পঞ্চস্যুর্ব্বিষমজ্বরা ইতি। প্রায়শো গ্রহণাদেকদোষজা দ্বিদোষজা অপি ভবন্তীতি জেজ্জড়ঃ। পূর্ব্বং প্রথমং জঙ্ঘাভ্যাম্। ব্যথয়া জঙ্ঘে ব্যাপ্য পশ্চাৎ সকলং শরীরং ব্যাপ্নোতি। এবমুল্বণবাতজাতঃ শিরসঃ পূর্ব্বং ব্যথয়া শিরোব্যাপ্য সকলং শরীরং ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ "অন্যঃ" সন্ততাদিপঞ্চকাদপরঃ ॥ ৩৮ ॥ চাতুর্থকবিপর্য্যয়াখ্যোজ্বরঃ সোঽপি বিষমজ্বর এব বৈদ্যেন জ্ঞাতব্যঃ। স কিং ধাতুস্থ ইত্যপেক্ষয়ামাহ অস্থীত্যাদি ॥৩৯॥ চতুর্থকবিপর্য্যয় ইত্যুপলক্ষণম্। সততাদিবিপর্য্যয়োঽপি বোদ্ধব্যঃ যথা অহোরাত্রে দ্বৌ কালৌ মুঞ্চতি শেষং সর্ব্বমহোরাত্রং তিষ্ঠতীতি সততবিপর্য্যয়ঃ। অহোরাত্রে এককালং মুঞ্চতি শেষং সর্ব্বমহোরাত্রং তিষ্ঠতীতি অন্যেদ্যুষ্ক-বিপর্য্যয়ঃ। মধ্যে একং দিনং জ্বরং জনয়তি আদাবন্ত্যে চ দিনে মুঞ্চতীতি তৃতীয়কবিপর্য্যয়ঃ। এতে বিষমজ্বরোপলক্ষকাঃ অন্যেরাত্রিজ্বরাদয়োঽপি বিষমজ্বরা বোদ্ধব্যাঃ। যথা-সমো বাতকফো যস্য ক্ষীণপিত্তস্য দেহিনঃ। রাত্রৌ প্রায়ো জ্বরস্তস্য দিবা হীনকফস্য তু। "প্রায়ঃ" বাহুল্যেন ॥ ৪০ ॥ শীতং শীতসহিতম্ "প্রশান্তয়োঃ" প্রশান্তবেগয়োঃ। "অন্তঃ" অভ্যন্তরে ॥ ৪১ ॥ "অন্ততঃ" হস্তপাদাদিতঃ ॥ ৪২ ॥ "সংসর্গজৌ" সান্নিপাতকৌ "কষ্টঃ" কষ্টসাধ্যঃ ॥ ৪৩ ॥ "অন্নরসে বিদগ্ধে" আহারজে রসে দুষ্টে। দেহে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যবস্থিতে দুষ্টে স্থিতে। তেন হেতুনা শীতলং কফেন উষ্ণং পিত্তেন অর্দ্ধত্বং চার্দ্ধনারীশ্বরাকারেণ নরসিংহাকারেণ বা ॥ ৪৪ ॥ "অন্তে" হস্তপাদাদৌ ॥ ৪৫ ॥

বিষমজ্বরবিশেষস্য প্রলেপকস্য লক্ষণম্—প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেণচ। মন্দজ্বরবিলেপীচ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ * ॥ ৪৭ ॥

বিষমজ্বরাণাং সামান্যচিকিৎসা—জ্বরাশ্চ বিষমাঃ সর্ব্বে সন্নিপাতসমুদ্ভবাঃ। যথোল্বণস্য দোষস্য তেষু কার্য্যং চিকিৎসিতম্॥ বিষমেষ্বপি কর্ত্তব্যমূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ শোধনম্। স্নিগ্ধোষ্ণৈরন্নপানৈশ্চ শময়েদ্বিষমজ্বরম্॥ কালিঙ্গকঃ পটোলস্য পত্রং কটুকরোহিণী। পটোলং সারিবা মুস্তং পাঠা কটু রোহিণী * ॥ নিম্বঃ পটোলং ত্রিফলা মৃদ্বীকা মুস্তবৎসকৌ। কিরাততিক্তমমৃতা চন্দনং বিশ্বভেষজম্ * ॥ গুড়ূচ্যামলকং মুস্তমর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ। কষায়াঃ শময়ন্ত্যাশু পঞ্চ পঞ্চবিধং জ্বরম্ * ॥ মহাবলামূলমহৌষধাভ্যাং ক্বাথো নিহন্যাদ্বিষমজ্বরং হি ॥ শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং বিনাশয়েদ্ দ্বিত্রিদিনপ্রয়োগাৎ ॥ মুস্তামলকগুড়ূচীবিশ্বৌষধকণ্টকারিকাক্বাথঃ। পীতঃ সকণাচূর্ণঃ সমধুর্ব্বিষমং জ্বরং হন্তি ॥ তিলতৈললবণযুক্তঃ কল্কো লশুনস্য সেবিতঃ প্রাতঃ। বিষমজ্বরমপহরতে বাতব্যাধীনশেষাংশ্চ ॥ কালাজাজীতু সগুড়া বিষমজ্বরনাশিনী। মধুনা চাভয়া লীঢ়া হন্ত্যাশু বিষমজ্বরান্ *॥ পীতো মরিচচূর্ণেন তুলসীপত্রজোরসঃ। দ্রোণপুষ্পারসো বাপি নিহন্তি বিষমজ্বরান্ * ॥ সমগুড়মশিতং জীরকমীষন্ মরিচেন ভক্ষিতং সদ্যঃ ॥ একাহিকং প্রশময়েৎ সমরেষ্বিব দানবানিন্দ্রঃ ॥ শুণ্ঠ্যজাজী গুড়ং পিষ্টং পীতমুষ্ণেন বারিণা। জীর্ণমদ্যেন তক্রেণ তীব্রং শীতজ্বরং জয়েৎ ॥ ৪৮—৫৯ ॥

সন্ততাদীনাং সামান্যা চিকিৎসা। গুড়ূচীমোদকঃ—অমৃতায়াঃ শতং চূর্ণং বাসসা পরিশোধিতম। পৃথক্ ষোড়শভাগাঃ স্যুর্গুড়মাক্ষিকসর্পিষাম্॥ যথাগ্নি ভক্ষয়েদেতন্নরো হিতমিতাশনঃ। নাস্য কশ্চিদ্ভবেদ্ব্যাধির্ন জরা পলিতং নচ ॥ ন জ্বরা বিষমা নৈব মোহা নানিলরক্তকম্। ন চ নেত্রগতাঃ রোগাঃ পরমেতদ্রসায়নম্॥ মেধাকরং ত্রিদোষঘ্নং প্রয়োগাদস্য বুদ্ধিমান্। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং যথৈবাদিতিজস্তথা ॥ ৬০—৬৩ ॥

অন্নমাহ—তক্রমাংসং পয়োমাংসং দধিমাংসমথাপিবা। মাষমাংসঞ্চ ভুঞ্জানো মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ ॥ ৬৪ ॥

অগ্নিবেশেনোক্তম্—সুরা সমণ্ডা পানার্থে ভোজনে চরণায়ুধাঃ। তিত্তিরাঃ বিষ্কিরাঃ পথ্যাঃ কুক্কুটা বিষমজ্বরে * ॥ ৬৫ ॥

সন্ততাদীনাং বিশিষ্টা চিকিৎসা—ত্রায়ন্তী কটুকানন্তা সারিবাভিঃ শৃতং জলম্। পটোলাব্দবৃষাতিক্তাসারিবাভিঃ শৃতং জলম্॥ সন্ততাখ্যে জ্বরে দেয়ং বাতাদীনাং

---

* গৌরবেণ উপলক্ষিতঃ "মন্দজ্বরবিলেপী" মন্দবেগস্য সদা সম্বন্ধোঽস্যাস্তীতি মন্দজ্বরবিলেপী। অয়ং বিষমজ্বরঃ। তথাচ সুশ্রুতঃ প্রলেপকাখ্যো বিষমঃ প্রায়শঃ ক্লেশশোষিণাম্॥ জ্বরাশ্চ বিষমাঃ সর্ব্বে প্রায়ঃ ক্লেশায় শোষিণামিতি "কালিঙ্গকঃ" ইন্দ্রযবঃ॥ ৫০ ॥ "বৎসকঃ" কুটজঃ, চন্দনমত্ররক্তচন্দনম্ ॥ ৫১ ॥ কষায়াঃ পঞ্চ পঞ্চবিধং সন্ততসততান্যেদ্যুষ্কতৃতীয়কচতুর্থকজ্বরম্ ॥ ৫২ ॥ কালাজাজীতু মঙ্গরৈলা ইতি চ সাচ কিঞ্চিদ্ভৃষ্টা গুড়তুল্যা কর্ষমিতা ভক্ষণীয়া ॥ ৫৬ ॥ চরণায়ুধাঃ গৃহকুক্কুটাঃ কক্কুটাঃ বনকুক্কুটাঃ "বিষ্কিরাঃ" বর্ত্তিকালাবা বিগিরচকোরাদ্যাঃ ॥ ৬৫ ॥ "বৃষা" বৃহদন্তী

নিবৃত্তয়ে ॥ পটোলেন্দ্রযবানন্তা-পথ্যারিষ্টামৃতাজলম্। ক্বথিতং তজ্জলং পীতং জ্বরং সততকং জয়েৎ ॥ দ্রাক্ষাপটোলনিম্বাব্দ-শক্রাহ্বত্রিফলাশৃতম্। জলং জন্তুঃ পিবেচ্ছীঘ্র-মন্যেদ্যুর্জ্বরশান্তয়ে * ॥ কর্ম্ম সাধারণং জহ্যাৎ তৃতীয়কচতুর্থকৌ। ভিষজা প্রতিকর্ত্তব্যৌ বিশেষোক্তচিকিৎসিতৈঃ * ॥ উশীরং চন্দনং মুস্তং গুড়ূচী ধান্যনাগরম্। অম্ভসা ক্বথিতং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্ ॥ জ্বরে তৃতীয়কে পুংসাং তৃষ্ণাদাহসমন্বিতে ॥ অপামার্গ-জটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ। বদ্ধা বারে রবেস্তূর্ণং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কম্ ॥ স্থিরা-তামলকীদারুশিবাবৃষমহৌষধৈঃ। সিতামধুযুতঃ ক্বাথশ্চতুর্থকহরঃ পরঃ * ॥ অগস্তিপত্রস্য রসেন নস্যং নিহন্তি চাতুর্থকমুগ্রবীর্য্যম্। শিরীষপুষ্পস্য নিশাদ্বয়স্য কল্কেন বা তদ্ ঘৃত-সংযুতেন * ॥ জ্বরস্য বেগং কালঞ্চ চিন্তয়ন্ জ্বীর্য্যতে তু যঃ। তস্যেষ্টৈরদ্ভুতৈর্বাপি বিষমৈ-র্নাশয়েৎ স্মৃতম্ ॥ সন্ততং বিষমঞ্চাপি সততং সুচিরোত্থিতম্। জ্বরং সুভোজনৈঃ পথ্যৈ-রিষ্টৈশ্চ সমুপাচরেৎ ॥ সন্ততাদিবিপর্য্যয়াণাং বিষমজ্বরাণাং চিকিৎসা সন্ততাদীনামিব কর্ত্তব্যা। শীতাভিভূতে পুরুষে কুর্য্যাচ্ছীতহরীং ক্রিয়াম্। দাহাভিভূতে তু বিধিং বিদধ্যা-দ্দাহনাশনম্ ॥ আচ্ছাদনৈর্ব্বহুতরৈর্গুরুভিঃ কম্বলাদিভিঃ। তূলবত্যা মহাশীতং শীতাদিজ্বরিণো হরেৎ * ॥ তং স্তনাভ্যাং সুপীনাভ্যাং পীবরোরুর্নিতম্বিনী। যুবতী গাঢ়মালিঙ্গেত্তেন শীতং প্রশাম্যতি ॥ কান্তাঙ্গসঙ্গসঞ্জাতে তদ্বৎ শীতে নিবারিতে। প্রহ্লাদং চাস্য বিজ্ঞায় পৃথক্তাং কারয়েৎ স্ত্রিয়ম্ ॥ ততো দাহে তু সঞ্জাতে পত্রৈরেরণ্ডসম্ভবৈঃ। শীতলৈর্দ্ধারিতৈরঙ্গে দাহং তস্যাপনোদয়েৎ ॥ ৬৬—৮০ ॥

ভূতভৈরবচূর্ণং শীতজ্বরে—তালকং শুক্তিকাচূর্ণং দত্তং তত্রোভয়োরপি। নব-মাংশঞ্চ তুত্থং স্যান্মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ ॥ তত্তু সংশুষ্কমুপলৈর্ব্বন্যৈর্গজপুটে পচেৎ। শীতং তচ্চূর্ণয়েচ্চূর্ণং গুঞ্জামাত্রং সিতাযুতম্ ॥ প্রভাতে ভক্ষয়েত্তেন যাতি শীতজ্বরঃ ক্ষয়ম্। বান্তি-র্ভবতি কস্যাপি কস্যচিন্ন ভবত্যপি ॥ একেন দিবসেনৈব শীতজ্বরহরং পরম্। মধ্যাহ্নসময়ে পথ্যং শিখরিণ্যোদনং তথা ॥ ৮১—৮৪ ॥

কায়স্থাদি ধূপনং লেপনং তৈলঞ্চ—কায়স্থানাকুলীতিক্তাবয়স্থাপুরচোরকৈঃ। সহদেবাবচাকুষ্ঠৈঃ শীতন্নৈর্ধূপলেপনৈঃ * ॥ এভিরেবৌষধৈঃ পিষ্টৈর্ল্লবণক্ষারসংযুতৈঃ। সাম্লৈর্ব্বিপাচিতং তৈলমভ্যঙ্গাচ্ছীতনাশনম্ * ॥ এরণ্ডস্য তু পত্রাণি লিপ্তভূমৌ নিধাপয়েৎ। দাহাদিজ্বরিণো দেহে তানি পত্রাণি ধারয়েৎ ॥ তেন নশ্যতি দাহোঽস্য

এরণ্ডবৎপত্রবিটপা তদলাভে দন্তী চ গ্রাহ্যা সমানগুণত্বাৎ ॥ ৬৬ ॥ “অনন্তা” সারিবা “অরিষ্টঃ” নিম্বঃ। “জলং” বালকম্ ॥ ৬৭ ॥ “শক্রাহ্বঃ” ইন্দ্রযবঃ ॥ ৬৮ ॥ দৈবব্যপাশ্রয়ং বলিমঙ্গলহোমাদি যুক্তিব্যপাশ্রয়ং কষায়াদি এতদুভয়মপি চিকিৎসিতং সাধারণশব্দেনোচ্যতে তেন সাধারণং কর্ম্ম চিকিৎসিতং কর্ত্তৃ তৃতীয়ক-চতুর্থকৌ কর্ম্মরূপৌ জহ্যাৎ ক্ষপয়েৎ নিরাকুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥ “স্থিরা” শালপর্ণী “তামলকী” ভূধাত্রী “শিবা” হরীতকী “বৃষঃ” বাসা ॥ ৭২ ॥ “তৎ” নস্যমিতি ॥ ৭৩ ॥ “তূলবতী” তুরজাপি ইতি লোকে ॥ ৭৭ ॥ কায়স্থা হরীতকী। নাকুলী রাস্নাভেদঃ নাই ইতি লোকে। বয়স্থা গুড়ূচী পুরঃ গুগ্গুলুঃ, চোরকঃ ভণ্ডীউর তদলাভে গঠিবন। সহদেবা বৃহদ্বলা ॥ ৮৫ ॥ ক্ষারঃ যবক্ষারঃ ॥ ৮৬ ॥ “চন্দ্রঃ” কর্পূরঃ ॥ ৮৯ ॥

জ্বরশ্চৈবোপশাম্যতি। দাহে শান্তে যদা শৈত্যং তচ্চ যুক্ত্যা নিবারয়েৎ ॥ জঘনচক্রচলন্মণি-মেখলাসরসচন্দনচন্দ্রবিলেপনা। বনলতেব তনুং পরিবেষ্টয়েৎ প্রবলদাহনিপীড়িতমঙ্গনা * ॥ তদঙ্গসঙ্গসঞ্জাতে শৈত্যে দাহে নিবারিতে। প্রহ্লাদঞ্চাস্য বিজ্ঞায় তাঃ স্ত্রীরপনয়েৎ পুনঃ ॥৮৫-৯০

ষট্‌তক্রতৈলম্—সুবর্চ্চিকানাগরকুষ্ঠমূর্ব্বা-লাক্ষানিশালোহিতযষ্টিকাভিঃ। সিদ্ধং হরেৎ ষড়্‌গুণতক্রপক্কং তৈলং জ্বরং দাহসমন্বিতঞ্চ ॥ ৯১ ॥

মহাষট্‌তক্রতৈলম্—রাস্না নাগর কুষ্ঠচন্দন নিশা যষ্ট্যাহ্ব কৃষ্ণা বলা, লাক্ষা সৈন্ধবসারিবা মধুরসা দেহাহ্বরোহীতকৈঃ। সোশীরাম্বুধিফেনরোহিষজলৈস্তৈলং পচেৎ ষড়্‌গুণে, তক্রে তচ্চ জয়েজ্‌জ্বরং দৃঢ়তরং দাহাদিশীতাদিকম্ * ॥ ৯২ ॥

পদ্মকাদিতৈলম্—পদ্মকোৎপলকহ্লারমৃণালবিষপৌষ্করৈঃ। কুমুদোশীরমঞ্জিষ্ঠা-পদ্মগৈরিককট্‌ফলৈঃ ॥ সারিবাদ্বয়লোধ্রাহ্ব ক্ষীরীখর্জ্জূরমস্তকৈঃ। ধাত্রীশতাবরীযুক্তৈঃ ক্বাথে কল্কে প্রয়োজিতৈঃ ॥ লাক্ষারসপয়ঃশুক্তমস্তুভিঃ সহ কাঞ্জিকৈঃ। পক্কং তৈলমিদং ত্বচ্যং দাহজ্বরহরং পরম্ ॥ প্রলেপকে প্রযুঞ্জীত শ্লেষ্মজ্বরহরীং ক্রিয়াম্ ॥ ৯৩—৯৫ ॥

মাহেশ্বরোধূপঃ—রুদ্রজটা গোশৃঙ্গং বিড়ালবিষ্ঠোরগস্য নির্ম্মোকঃ। মদনফল-ভূতকেশ্যৌ বংশত্বগ্রুদ্রনির্ম্মাল্যম্ * ॥ ঘৃতযবময়ূরপুচ্ছচ্ছগলকলোমানি সর্ষপাঃ সবচাঃ। হিঙ্গুগবাস্থিমরিচাঃ সমভাগাঃ ছাগমূত্রসংপিষ্টাঃ * ॥ ধূপনবিধিনা শময়ন্ত্যেতে সর্ব্বান্ জ্বরান্নিয়তম্। গ্রহডাকিনীপিশাচপ্রেতবিকারানয়ং ধূপঃ ॥ সোমং সানুচরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরম্। পূজয়ন্ প্রযতঃ শীঘ্রং মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ * ॥ বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুম্। স্তবন্নামসহস্রেণ জ্বরান্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি * ॥ তীর্থায়তন-দেবাগ্নিগুরুবৃদ্ধোপসর্পণৈঃ। শ্রদ্ধয়া পূজনৈশ্চাপি সহসা শাম্যতি জ্বরঃ * ॥ ৯৬—১০১ ॥

ইতি বিষমজ্বরাধিকারঃ।

অথ রসাদিধাতুগতজ্বরমাহ—গুরুতা হৃদয়োৎক্লেশঃ সদনং ছর্দ্দ্যরোচকৌ। রসস্থে তু জ্বরে লিঙ্গং দৈন্যঞ্চাস্যোপজায়তে ॥ তস্য চিকিৎসা। রসস্থে তু জ্বরে তস্মিন্ কুর্য্যাদ্বমনলঙ্ঘনে * ॥ ১ । ২ ॥

রক্তগতজ্বরমাহ—রক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মোহশ্ছর্দ্দনবিভ্রমৌ। প্রলাপ পিড়িকা তৃষ্ণা রক্তপ্রাপ্তে জ্বরে নৃণাম্ ॥ তস্য চিকিৎসা। সেকঃ সংশমনো লেপঃ রক্তমোক্ষমস্থগগতে *॥৩॥

---

* চন্দনমত্র শ্বেতম্, মধুরসা মূর্ব্বা, রোহিতকঃ রোহিণীতি লোকে। রোহিষেতি রোহিততৃণবিশেষঃ, জলং বালম্ ॥ ৯২ ॥ লাক্ষারসাদি পৃথক্ তৈলতুল্যম্ ॥ ৯৫ ॥ "রুদ্রজটা" জটাধারী "ভূতকেশী" জটা-মাংসী "রুদ্রনির্ম্মাল্যং" পুষ্পাদি ॥ ৯৬ ॥ "ময়ূরপুচ্ছং" চন্দ্রকম্ ॥ ৯৭ ॥ সোমং উময়া সহিতং, সানুচরং নন্দ্যাদিগণসহিতম্ প্রযতঃ পবিত্রঃ ॥ ৯৯ ॥ সহস্রমূর্দ্ধানমিতি সহস্রশীর্ষেত্যাদিবেদাভিহিতম্। নামসহস্রেণ ভারতোক্তেনেত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥ জ্বরস্যাপি দেবত্বাৎ পূজা কার্য্যা ॥ যত আহ বিদেহ—তীর্থং ঋষিজুষ্টং জলং আয়তনম্ দেবাধিষ্ঠিতং পুরুষোত্তমক্ষেত্রম্ শ্রীশৈলাদি ॥ ১০১ ॥ গুরুতা গাত্রাণাং, হৃদয়স্থ দোষস্যোপচিতত্বাদ্বমনমিব, দৈন্যং ক্লীবচিত্ততা, রসস্থে রসধাতুগতে জ্বরে ॥ যদ্যপি রসৈকধাতুং প্রাপ সন্ততশ্চায়ং তথাপ্যনুক্রমধাতুগতকথনার্থ এবাত্রনির্দ্দেশঃ ॥ ২ ॥ মোহঃ ব্যগ্রচিত্ততা ॥ ৩ ॥

মাংসগতমাহ—পিণ্ডকোদ্বেষ্টনং তৃষ্ণা সৃষ্টমূত্রপুরীষতা। উষ্ণান্তর্দ্দাহবিক্ষেপৌ গ্লানিঃ স্যান্মাংসগে জ্বরে॥ তস্য চিকিৎসা। তীক্ষ্ণং বিরেকঞ্চ তথা কুর্য্যান্মাংসগতে জ্বরে *॥৪॥

মেদোগতমাহ—ভৃশং স্বেদস্তৃষা মূর্চ্ছা প্রলাপশ্ছর্দ্দিরেবচ॥ দৌর্গন্ধ্যারোচকৌ গ্লানি-র্মেদস্থে চাসহিষ্ণুতা॥ তস্যচিকিৎসা। মেদঃস্থে মেদসো নাশং বিদধীত চিকিৎসকঃ *॥৫॥

অস্থিগতমাহ—ভেদোস্থ্নাং কূজনং শ্বাসো বিরেকশ্ছর্দ্দিরেবচ। বিক্ষেপণঞ্চ গাত্রাণাং বিদ্যাদস্থিগতে জ্বরে॥ তস্য চিকিৎসা। অস্থিস্থেতু জ্বরে কুর্য্যাদ্বাতনাশনকো বিধিঃ। বস্তিকর্ম্ম প্রয়োক্তব্যমভ্যঙ্গোন্মর্দ্দনং তথা॥ ৬। ৭॥

মজ্জগতমাহ—তমঃপ্রবেশনং হিক্কা কাসঃ শৈত্যং বমিস্তথা। অন্তর্দ্দাহো মহা শ্বাসো মর্ম্মচ্ছেদশ্চ মজ্জগে *॥৮॥

শুক্রগতমাহ—মরণং প্রাপ্নুয়াত্তত্র শুক্রস্থানগতে জ্বরে। শেফসঃ স্তব্ধতা মোক্ষঃ শুক্রস্যতু বিশেষতঃ *॥৯॥ ইতি বিষমজ্বরাধিকারঃ।

অথ জীর্ণজ্বরাধিকারঃ।

জীর্ণজ্বরস্য সামান্যং লক্ষণম্—যো দ্বাদশেভ্যো দিবসেভ্য ঊর্দ্ধং দোষত্রয়েভ্যো দ্বিগুণেভ্য ঊর্দ্ধম্। নৃণাং তনৌ তিষ্ঠতি মন্দবেগো ভিষগ্‌ভিরুক্তো জ্বর এষ জীর্ণঃ॥ ১০॥

জীর্ণজ্বরস্যৈব বিশেষং বাতবলাসকমাহ—নিত্যং মন্দজ্বরো রুক্ষঃ শূনঃ কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি (ক)॥ স্তব্ধাঙ্গঃ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো নরো বাতবলাসকী *॥১১॥

জীর্ণজ্বরস্য সামান্যচিকিৎসা—জীর্ণজ্বরী নরঃ কুর্য্যান্নোপবাসং কদাচন। লঙ্ঘনাৎ স ভবেৎ ক্ষীণো জ্বরস্তু স্যাদ্বলী যতঃ॥ পুরাণেঽপি জ্বরে দোষা যদ্যপথ্যৈঃ পুনস্তথা। লঙ্ঘয়েত্তত্র তৎপশ্চাৎ পূর্ব্বামেবাচরেৎ ক্রিয়াম্ *॥ ১২। ১৩॥

ত্রিকণ্টকক্কাথঃ—নিদিগ্ধিকানাগরকামৃতানাং ক্কাথং পিবেন্মিশ্রিতপিপ্পলীকম্। জীর্ণজ্বরারোচককাসশূল-শ্বাসাগ্নিমান্দ্যার্দ্দিতপীনসেষু॥ হন্ত্যূর্দ্ধজাময়ং প্রায়ঃ সায়ং তেনোপ-যুজ্যতে॥ পিপ্পলীমধুসংযুক্তঃ ক্কাথঃ ছিন্নোদ্ভবোদ্ভবঃ। জীর্ণজ্বরকফধ্বংসী পঞ্চমূলকৃতোঽথবা॥ অমৃতায়াঃ কষায়স্তু শীতলীকৃতমীরিতম্। মধুপাদযুতং পীতং জীর্ণজ্বরহরং পরম্॥ পিপ্পলী-মধুসংমিশ্রংগুড়ূচী স্বরসং পিবেৎ। জীর্ণজ্বরকফপ্লীহকাসারোচকনাশনম্॥ জীর্ণজ্বরে-ঽগ্নিমান্দ্যেচ শস্যতে গুড়পিপ্পলী। কাসাজীর্ণারুচিশ্বাসহৃৎপাণ্ডুক্রিমিরোগনুৎ॥ দ্বিগুণঃ পিপ্পলীচূর্ণাদ্গুড়োঽত্র ভিষজাং মতঃ। পিপ্পলী মধুসংযুক্তা মেদঃকফবিনাশিনী। শ্বাসকাস-জ্বরহরী পাণ্ডুপ্লীহোদরাপহা॥ ১৪—১৯॥

* উষ্ণান্তর্দ্দাহবিক্ষেপাবিতি পঠন্তি তত্র উষ্মা অন্তঃ। বিক্ষেপঃ হস্তপাদাদিচালনম্॥ ৪॥ ভৃশং স্বেদঃ মেদোমলত্বাৎ॥ ৫॥ অসাধ্যত্বান্নাত্র চিকিৎসা॥ ৮॥ নম্ন শুক্রস্থানগতে মরণমিত্যুক্তং তচ্চ শুক্রং সর্ব্বদেহগং নৈবম্ স্বাশ্রয়স্থশুক্রগে মরণম্॥ ৯॥ বাতবলাসকী নর ঈদৃগ্‌ভবেৎ। শূনঃ শোথী, শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠঃ বহুশ্লেষ্মকঃ॥ ১১॥ তথা পূর্ব্ববৎ॥ ১৩॥

(ক) শূনকন্তেন সীদতীতি বা পাঠঃ।

আমলক্যাদিচূর্ণম্—আমলং চিত্রকং পথ্যা পিপ্পলী সৈন্ধবং তথা। চূর্ণিতোঽয়ং গণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বজ্বরহরঃ পরঃ॥ ভেদী রুচিকরঃ শ্লেষ্মহন্তা দীপনপাচনঃ॥ ২০॥

দ্রাক্ষাদিরষ্টাদশাঙ্গক্বাথঃ—দ্রাক্ষা মৃতা সটী শৃঙ্গী মুস্তকং রক্তচন্দনম্ নাগরং কটুকা পাঠা ভূনিম্বঃ সদুরালভঃ॥ উশীরং ধান্যকং পদ্মং বালকং কণ্টকারিকা। পুষ্করং পিচুমন্দঞ্চ দশাষ্টাঙ্গমিদং স্মৃতম্॥ জীর্ণজ্বরারুচিশ্বাস-কাসশ্বয়থুনাশনম্॥ ২১—২২॥

বর্দ্ধমান পিপ্পলী—ত্রিবৃদ্ধ্যা পঞ্চবৃদ্ধ্যা বা সপ্তবৃদ্ধ্যাথবাপিবা। পয়ঃক্ষীরেণ সংপিষ্টা পিবেদ্দশ দিনানি হি *॥ তথৈবাপনয়েদেতা এবং বিংশতিবাসরান্। পিবতাং জ্বরশান্তিঃ স্যাৎ পাণ্ডুরোগশ্চ শাম্যতি॥ কাসঃ শ্বাসোঽগ্নিমান্দ্যঞ্চ কফাধিক্যঞ্চ নশ্যতি *॥ ইতি বর্দ্ধমানপিপ্পলী॥ বাতশ্লেষ্মজ্বরোক্তা স্যাৎ ক্রিয়া বাতবলাসকে॥ জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে দাহে তৃষ্ণাসমন্বিতে॥ পয়ঃ পীযূষসদৃশং তরুণে তু বিষোপমম্। চন্দনাদ্যং হিতং তৈলং শোষাধিকারকীর্ত্তিতম্॥ তথা নারায়ণং তৈলং জীর্ণজ্বরহরং পরম্॥ ২৩—২৬॥

ইতি জীর্ণজ্বরাধিকারঃ।

দুর্জ্জলজনিতস্য জ্বরস্য চিকিৎসা। হরীতক্যাদি চূর্ণম্—হরীতকী নিম্বপত্রং নাগরং সৈন্ধবোঽনলঃ। এষাং চূর্ণং সদা খাদেদ্ দুর্জ্জলজ্বরশান্তয়ে॥ ২৭॥

শুণ্ঠীক্বাথঃ—অরুচিমনলমান্দ্যং পীনসশ্বাসকাসামুদরমুদকদোষানাশু হন্যাদশেষান্। জনয়তি তনুকান্তিং চিত্তনেত্রপ্রসাদং পলপরিমিতশুণ্ঠী ক্ষৌদ্রসিদ্ধঃ কষায়ঃ। ২৮।

দুর্জ্জলজেতা রসঃ—বিষং ভাগদ্বয়ং দগ্ধং কপর্দ্দং পঞ্চভাগকম্। মরিচং নাগরঞ্চৈব চূর্ণং বস্ত্রেণ শোধয়েৎ॥ আর্দ্রকস্য রসেনাস্য কুর্য্যান্মুদ্গনিভাং বটীম্। বারিণা বটিকাযুগ্মং প্রাতঃ সায়ঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥ অয়ং রসো জ্বরে যোজ্যঃ সামে দুর্জ্জলজেঽপি চ। অজীর্ণাধ্মানবিষ্টম্ভশূলেষু শ্বাসকাসয়োঃ॥ ২৯—৩১॥

পটোলাদিক্বাথঃ—পটোলমুস্তামৃতবল্লিবাসকং সনাগরং ধান্যকিরাততিক্তকম্। কষায়মেষাং মধুনা পিবেন্নরো নিবারয়েদ্দুর্জ্জলদোষমুল্বণম্॥ ৩২॥

কিরাতাদিচূর্ণম্—কিরাততিক্তাত্রিবৃদম্বুপিপ্পলী-বিড়ঙ্গবিশ্বাকটুরোহিণীরজঃ। নিহন্তি লীঢ়ং মধুনাতি সত্বরং সুদুস্তরং দুর্জ্জলদোষজং জ্বরম্॥ ইতি কিরাতাদি চূর্ণম্। ভোজনাগ্রে নরৈঃ ভুক্তং শুণ্ঠ্যজাজ্যভয়োত্থিতম্। কল্কস্তু সেবিতং নিত্যং নানাদেশোদ্ভবং জলম্॥ মহার্দ্রকযবক্ষারৌ পীত্বা কোষ্ণেন বারিণা। নানাদেশসমুদ্ভুতং বারিদোষমপোহতি॥ ৩৩—৩৫॥

সাধ্যস্য জ্বরস্য লক্ষণম্—বলবৎস্বল্পদোষেষু জ্বরঃ সাধ্যোঽনুপদ্রবঃ॥ ৩৬॥

জ্বরস্যোপদ্রবাঃ—শ্বাসো মূর্চ্ছারুচিচ্ছর্দ্দিস্তৃষ্ণাতীসারবিড়্গ্রহাঃ হিক্কা কাসাঙ্গদাহশ্চ জ্বরস্যোপদ্রবা দশ॥ ৩৭॥

---

* ত্র্যাদিবৃদ্ধির্যথাকফবৃদ্ধিঃ দুগ্ধবৃদ্ধির্যথাগ্নিবৃদ্ধিঃ॥ ২৩॥

প্রসঙ্গাদুপদ্রবাণাং চিকিৎসা—সঞ্জাতোপদ্রবো ব্যাধিস্ত্যাজ্যো নস্যাচ্চিকিৎসকৈঃ। ব্যাধৌ শান্তে প্রণশ্যন্তি সদ্যঃ সর্ব্বেঽপ্যুপদ্রবাঃ॥ অতো ব্যাধিং জয়েদ্‌যত্নাৎ-পূর্ব্বং পশ্চাদুপদ্রবান্। ভিষগ্‌যঃ কুশলঃ সোঽত্র জয়েৎ পূর্ব্বমুপদ্রবম্॥ তেষ্বপি প্রচুরেষু প্রাঙ্‌নাশয়েদাশুকারিণম্। মূলব্যাধিং জয়েৎ পূর্ব্বং যত্র যো বা ভবেদ্বলী॥ অবিরোধেন কার্য্যা তদুভয়োরপি চ ক্রিয়াম্॥ ৩৮—৪০॥

তত্র জ্বরে শ্বাসস্য চিকিৎসা। দশাঙ্গঃ প্রয়োগঃ—সিংহী ব্যাঘ্রী তাম্রমূলী পটোলী শৃঙ্গী পদ্মা পুষ্করং রোহিণীচ। শাকং শট্যাঃ শৈলমল্ল্যাশ্চ বীজং শ্বাসং হন্যাৎ সন্নিপাতং দশাঙ্গঃ *॥ ৪১॥

দ্বাত্রিংশৎক্বাথঃ—ভার্গী নিম্বঘনাভয়ামৃতলতা ভূনিম্ববাসা বিষা, ত্রায়ন্তী কটুকা বচা ত্রিকটুকশ্যোনাকাশক্রদ্রুমৈঃ। রাস্নাযাসপটোলপাটলসটীদার্ব্বী বিশালা ত্রিবৃৎ, ব্রাহ্মী পুষ্করসিংহিকাদ্বয়নিশা ধাত্র্যক্ষদেবদ্রুমৈঃ *॥ ক্বাথোঽয়ং খলু সন্নিপাতনিবহান্ দ্বাত্রিংশতাং পানতো, দুর্দ্ধর্ষাগ্নিজতেজসা বিজয়তে সর্পান্ গরুত্মানিব। কিঞ্চ শ্বাসবলাসকাশগুদরুগ্‌হৃদ্রোগহিক্কামরুন্মন্যাস্তম্ভগলাময়ার্দ্দিতমলা বিষ্টম্ভবর্ধ্মানপি॥৪২।৪৩॥ ইতি দ্বাত্রিংশৎ ক্বাথঃ। মধুনা কৃষ্ণাকট্‌ফলকর্কটশৃঙ্গীভবং চূর্ণম্। শ্বাসাময়ে মহোগ্রে লীঢ়্বা লোকঃ সুখী ভবতি॥ বন্যোপলাগ্নিতাপিতদাত্রস্যাগ্রেণ পঞ্জরে দাহঃ। অপহরতি শ্বাসাময়মসংশয়ং ভাষিতং মুনিভিঃ॥ ৪৪—৪৫॥

জ্বরে মূর্চ্ছায়াশ্চিকিৎসা—আর্দ্রকস্য রসেন স্যং মূর্চ্ছায়ামাচরেন্নরঃ। অঞ্জনঞ্চ প্রযুঞ্জীত মধুসিন্ধুশিলোষণৈঃ॥ শীতাম্ভসাক্ষিসেকঃ সুরভির্ধূপঃ সুগন্ধিপুষ্পঞ্চ। মৃদুতালবৃন্তবাতঃ কোমলকদলীদলস্পর্শঃ॥ ৪৬। ৪৭॥

জ্বরেঽরুচেশ্চিকিৎসা—অরুচৌ তু শৃঙ্গবেরজরসকৈঃ সোষ্ণৈঃ সসিন্ধুজৈঃ কবলঃ। সিন্ধূত্থমাতুলুঙ্গীফলকেশরধারণং বক্ত্রে॥ ৪৮॥

জ্বরে ছর্দ্দেশ্চিকিৎসা—ক্বাথো গুড়ূচ্যাঃ সমধুঃ সুশীতঃ পীতঃ প্রশান্তিং বমনস্য কুর্য্যাৎ। বিড়্‌মাক্ষিকাণাং মধুনাঽবলীঢ়া সচন্দনা শর্করয়ান্বিতা বা॥ ৪৯॥

জ্বরে তৃষ্ণায়াশ্চিকিৎসা—দন্তশঠবীজপূরকদাড়িমবদরৈঃ সচুক্রকৈর্বদনে। লেপো জয়তি পিপাসামথ রজতগুটী মুখান্তঃস্থা॥ শীতং পয়ঃ ক্ষৌদ্রযুতং নিপীতমাকণ্ঠমাশ্বেব তদুদ্বমেচ্চ। তর্ষং মহান্তং শময়েদ্ধি বক্ত্রে ধৃত্বাথবা ক্ষৌদ্রবটাগ্রলাজান্॥ ৫০।৫১॥

জ্বরেঽতীসারস্য চিকিৎসা—লঙ্ঘনমেকং মুক্ত্বা নান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ। সমুদীর্ণদোষনিচয়ং শময়তি তৎপাচয়েদপিচ॥ বৎসাদনী বৎসকবারিবাহবিশ্বস্তরা নিম্ব-

* সিংহী বড়ীকটৈয়া, ব্যাঘ্রী লঘুকণ্টকারী, তাম্রমূলী দুরালভা, রোহিণী কটুকী, শৈলমল্লী কোরৈআ ৪১॥ বিষা অতিবিষা শক্রদ্রুমঃ বকুল ইতি লোকে দেবদ্রুমঃ দেবদারু॥ ৪২॥

বিষাঃ সবিশ্বাঃ। জ্বরেঽতীসারং ত্বরিতং জয়ন্তি বিশ্বামৃতাবৎসকবারিবাহাঃ *॥ পাঠামৃতা-পর্পটমুস্তবিশ্বা কিরাততিক্তেন্দ্রযবান্ বিপাচ্য। পিবন্ হরত্যেব হঠেন সর্ব্বান্ জ্বরাতীসারানপি দুর্নিবারান্ ॥ ৫২—৫৪ ॥

জ্বরে বিড্গ্রহস্য চিকিৎসা—বিড্গ্রহে বাতজিৎ কর্ম্ম কুর্য্যাদত্রানুলোমনম্। মলং প্রবর্ত্তয়েদাশু তীক্ষ্ণাভিঃ ফলবর্ত্তিভিঃ॥ পথ্যারগ্বধতিক্তাত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্। জীর্ণজ্বরে বিবন্ধে দত্যাদাশ্বেব বিড্গ্রহঃ শাম্যেৎ ॥ ৫৫। ৫৬ ॥

জ্বরে হিক্কায়াশ্চিকিৎসা—নীরেণ সিন্ধূত্থরজোঽতিসূক্ষ্মং নস্যেন নূনং বিনিহন্তি হিক্কাম্। শুণ্ঠী হঠাদ্ বা সিতয়া সমেতা ধূপোঽথবা হিঙ্গুসমুদ্ভবশ্চ ॥ ৫৭ ॥

জ্বরে কাসস্য চিকিৎসা—কাসেকণা কণামূলং কলিঙ্গদ্রুফলং রজঃ। সবিশ্ব-ভেষজং লিহ্যান্ মধুনা বা বৃষার্দ্রসম্ *॥ পুষ্করমূলকটুত্রিকশৃঙ্গীকট্ফলং যাসককার-বিকাভিঃ। মধুলুলিতাভিরয়ং খলু লেহঃ কাসরিপুঃ কফরোগহরশ্চ ॥ ৫৮। ৫৯ ॥

জ্বরে দাহস্য চিকিৎসা—দাহাধিকারে লিখিতং দাহে কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্। পরং জ্বরে বিরুদ্ধং যত্নোচিতং তচ্চিকিৎসিতম্ ॥ ৬০ ॥

সুখসাধ্যস্য জ্বরস্য লক্ষণম্—সন্তাপোঽভ্যধিকো বাহ্যে তৃষ্ণাদীনাঞ্চ মার্দ্দবম্। বহির্বেগস্য লিঙ্গানি সুখসাধ্যত্বমেবচ *॥ বর্ষাশরদ্বসন্তেষুবাতাদ্যৈঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাৎ। প্রাকৃতঃ সুখসাধ্যস্তু জ্বরঃ সুরভিসম্ভবঃ *॥ ৬১। ৬২ ॥

কষ্টসাধ্যস্য জ্বরস্য লক্ষণম্—বৈকৃতোঽন্যঃ স দুঃসাধ্যঃ প্রাকৃতশ্চানিলোদ্ভবঃ *॥ বর্ষাসু মারুতো দুষ্টঃ পিত্তশ্লেষ্মান্বিতো জ্বরম্। কুর্য্যাৎ পিত্তঞ্চ শরদি তস্য চানুবলঃ কফঃ *॥ তৎপ্রকৃত্যা বিসর্গাচ্চ তত্র নানশনাদ্ভয়ম্। কফো বসন্তে তমপি বাতপিত্তং ভবেদনু *॥ অন্তর্দ্দাহোঽধিকা তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ। সন্ধ্যস্থিশূলমস্বেদো দোষবর্চ্চোবিনিগ্রহঃ। অন্তর্বেগস্য লিঙ্গানি কষ্টসাধ্যত্বমেব চ ॥ *॥ ৬৩—৬৬॥

* বিশ্বস্তরা ভূনিম্বঃ ॥ ৫৩ ॥ রজঃ পর্পটকম্ ॥ ৫৮ ॥ তৃষ্ণাদীত্যাদিশব্দেনান্তর্দ্দাহসন্ধ্যস্থিব্যথাশ্বাসা গৃহ্যন্তে তেষাং মার্দ্দবমল্পতা। বহির্বেগস্য জ্বরস্য ॥ ৬১ ॥ সুরভির্বসন্তঃ ॥ ৬২ ॥ অন্যঃ প্রাকৃতাদন্যঃ বৈকৃতঃ ॥ ৬৩ ॥ বর্ষাদিষু জাতানাং চিকিৎসাবিশেষার্থং প্রাধান্যমাহ। বর্ষাস্বিতি তৎপ্রকৃত্যা তস্য পিত্তস্য প্রকৃত্যা স্বভাবেন। যত উক্তম্, কফপিত্তে দ্রবে ধাতূ সহেতে লঙ্ঘনং বহু, ইতি। বিসর্গাচ্চ শরদো বিসর্গ-কালত্বাচ্চ যত উক্তম্। বর্ষাশরদ্ধেমন্তা বিসর্গকালাস্তত্রোপচিতবলাঃ প্রাণিনো ভবন্তি সোমস্য বলবত্ত্বা-দিতি, তত্র শরদি পিত্তজ্বরে অনশনাদ্ভয়ং ন। বসন্তে কফজ্বরেঽপি কফপ্রকৃত্যা লঙ্ঘনাদ্ভয়ং ন ভবতি। কিন্তু বসন্তস্যাদানকালত্বান্নিঃশঙ্কং ন কর্ত্তব্যম্। যত উক্তম্ "শিশিরবসন্তগ্রীষ্মাস্ত্বাদানকালাস্তত্রাপচিতবলাঃ প্রাণিনো ভবন্তি সূর্য্যস্য বলত্বাদিতি। এতেনেদমুক্তম্ "বর্ষাসু বায়ুঃ প্রধানম্ পিত্তশ্লেষ্মণাবপ্রধানে।, শরদি পিত্তং প্রধানম্ কফোঽপ্রধানঃ। বসন্তে শ্লেষ্মা প্রধানং বাতপিত্তে অপ্রধানে ॥ তত্র প্রধানস্য প্রাধান্যেন চিকিৎসা কর্ত্তব্যা। সা চাপ্রধানে নিষিদ্ধা ন বিধেয়া। এবং বৈকৃতেষ্বপি প্রধানস্য প্রাধান্যেন চিকিৎসা কর্ত্তব্যা। তথা চোক্তম্ "সংসর্গে যো গরীয়ান্ স্যাদুপক্রম্যঃ স বৈ ভবেৎ। শেষদোষাবিরোধেন সন্নিপাতে তথৈবচ, ইতি। সংসর্গে দোষদ্বয়সংসর্গে; গরীয়ান্ প্রধানঃ ॥ ৬৪—৬৫ ॥

অসাধ্যস্য জ্বরস্য লক্ষণম্—জ্বরঃ ক্ষীণস্য শূনস্য গম্ভীরো দীর্ঘরাত্রিকঃ। অসাধ্যো বলবান্ যশ্চ কেশসীমন্তকৃজ্জ্বরঃ * ॥ ৬৭ ॥

গম্ভীর জ্বরস্য লক্ষণমাহ—গম্ভীরস্তু জ্বরো জ্ঞেয়ো হ্যন্তর্দ্দাহেন তৃষ্ণয়া। আনদ্ধত্বেন চাত্যর্থং কাসশ্বাসোদ্গমেন চ * ॥ ৬৮ ॥

জ্বরস্য পূর্ব্বরূপম্—জ্বরমধ্যতো বা জ্বরান্ততো বা শ্রুতিমূলশোথঃ। ক্রমাদসাধ্যঃ খলু কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ সুখেন সাধ্যো মুনিভিঃ প্রদিষ্টঃ * ॥ ৬৯ ॥

অরিষ্টম্—রোগিণো মরণং যস্মাদবশ্যম্ভাবি লক্ষ্যতে। তল্লক্ষণমরিষ্টং স্যাদ্রিষ্টমপ্যভিধীয়তে ॥ হেতুভির্ব্বহুভির্জাতো বলিভির্ব্বহুলক্ষণঃ। জ্বরঃ প্রাণান্তকৃদ্ যশ্চ শীঘ্রমিন্দ্রিয়নাশনঃ * ॥ অন্যচ্চ ॥ বিসংজ্ঞস্তাম্যতে যস্তু শেতে নিপতিতোঽপি বা। শীতার্দ্দিতোঽন্তরুষ্ণশ্চ জ্বরেণ ম্রিয়তে নরঃ * ॥ অন্যচ্চ—যো হৃষ্টরোমা রক্তাক্ষো হৃদি সঙ্ঘাতশূলবান্। বক্ত্রেণ চৈবোচ্ছ্বসিতি তং জ্বরো হন্তি মানবম্ * ॥ অন্যচ্চ—হিক্কাশ্বাসতৃষাযুক্তং মূঢ়ং বিভ্রান্তলোচনম্। সন্ততোচ্ছ্বাসিনং ক্ষীণং নরং ক্ষপয়তি জ্বরঃ * ॥ অন্যচ্চ—হতপ্রভেন্দ্রিয়ং ক্ষামমরোচকনিপীড়িতম্। গম্ভীরতীক্ষ্ণবেগার্ত্তং জ্বরিতং পরিবর্জ্জয়েৎ * ॥ অন্যচ্চ—মরণং প্রাপ্নুয়াত্তত্রঃ শুক্রস্থানগতে জ্বরে। শেফসঃ স্তব্ধতা মোক্ষঃ শুক্রস্যতু বিশেষতঃ ॥৭০—৭৬

বিষমজ্বরস্যারিষ্টম্—আরম্ভাদ্ বিষমো যস্তু যস্য বা দীর্ঘরাত্রিকঃ। ক্ষীণস্য চাতিরুক্ষস্য গম্ভীরো যস্য হন্তি তম্ * ॥ ৭৭ ॥

ইতি জ্বরাধিকারঃ।

* বর্চ্চোবিনিগ্রহঃ পুরীষাপ্রবৃত্তিঃ দীর্ঘরাত্রিকঃ বহুরাত্রানুবন্ধী। কেশসীমন্তকৃৎ প্রভাবাৎ কেশেষু সীমন্তং যঃ করোতি ॥ ৬৭ ॥ আনদ্ধত্বেন বিবদ্ধমলত্বেন ॥ ৬৮ ॥ সামান্যজ্বরে কর্ণমূলশোথস্য সুখসাধ্যত্বাদিকমাহ জ্বরস্যেতি ॥ ৬৯ ॥ শীঘ্রমিন্দ্রিয়নাশনঃ উৎপন্নমাত্র এব চিকিৎস্যমানোঽপি ইন্দ্রিয়ানাং চক্ষুরাদীনাং শক্তিং যো নাশয়তি ॥ ৭১ ॥ বিসংজ্ঞঃ বিগতজ্ঞানঃ। তাম্যতে নষ্টহর্ষঃ। শেতে নিপতিতো বা অত্রাপি বা শব্দএবার্থঃ। নিপতিত এব তিষ্ঠতি নচোত্থাতুং সমর্থঃ। তথা সন্ শেতে বা। শীতার্দ্দিতঃ বহিঃ। অন্তরুষ্ণঃ অন্তর্দ্দাহবান্ ॥ ৭২ ॥ হৃষ্টরোমা রোমাঞ্চবান্। হৃদি সঙ্ঘাতশূলবান্ সান্নিপাতিকশূলবান্। বক্ত্রেণ চৈবোচ্ছ্বসিতি ন তু নাসিকয়া ॥ ৭৩ ॥ ক্ষপয়তি সমাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ হতপ্রভেন্দ্রিয়ম্ হতা প্রভা দীপ্তির্যেষাং অথবা হতা প্রভা প্রতিভা বিষয়গ্রহণশক্তির্যেষাম্ তথা বিধানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য তং হতপ্রভেন্দ্রিয়ম্। ক্ষামং ক্ষীণম্। গম্ভীরতীক্ষ্ণবেগার্ত্তং গম্ভীরঃ উক্তলক্ষণকঃ তীক্ষ্ণবেগঃ অতিদুঃসহবেগঃ তাভ্যাং আর্ত্তং দুঃখিতম্ ॥ ৭৫ ॥ ব্যাখ্যাতোঽয়ং শ্লোকঃ ॥ ৭৬ ॥ যস্য আরম্ভাদ্বিষমঃ প্রথমমেব বিষমঃ নতু জ্বরোৎসৃষ্টস্য। যস্য দীর্ঘরাত্রিকঃ। যস্য ক্ষীণস্যাতিরূক্ষস্য চ গম্ভীরো ভবতি। তং বিষমো দীর্ঘরাত্রিকো গম্ভীরশ্চ হন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

অথাতীসারাধিকারঃ।

তত্রাতীসারস্য বিপ্রকৃষ্টানি নিদানান্যাহ—গুর্ব্বতিস্নিগ্ধরূক্ষোষ্ণদ্রবস্থূলাতিশীতলৈঃ। বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈর্বিষমৈশ্চাপি ভোজনৈঃ * ॥ স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈশ্চ মিথ্যাযুক্তৈর্বিষৈর্ভয়ৈঃ। শোকদুষ্টাম্বুমদ্যাতিপানৈঃ সাত্ম্যর্ত্তুপর্য্যয়ৈঃ *॥ জলাভিরমণৈর্বেগবিঘাতৈঃ ক্রিমিদোষতঃ। নৃণাং ভবত্যতীসারো লক্ষণং তস্য বক্ষ্যতে * ॥ ১—৩ ॥

অতীসারস্য পূর্ব্বরূপম্—হৃন্নাভিপার্শ্বোদরকুক্ষিতোদগাত্রাবসাদানিলসন্নিরোধঃ। বিট্‌সঙ্গ আধ্মানমথাবিপাকো ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি * ॥ ৪ ॥

অতীসারস্য সংপ্রাপ্তিঃ—সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধো বর্চ্চো মিশ্রো বায়ুনাধঃ প্রণুন্নঃ। সরত্যতীবাতিসারং তমাহুর্ব্যাধিং ঘোরং ষড়্‌বিধন্তং বদন্তি * ॥ ষড়্‌বিধত্বং বিবৃণোতি—একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চাপি দোষৈঃ শোকেনান্যঃ ষষ্ঠ আমেন চোক্তঃ ॥ ৫ ॥

সামান্যাতীসারস্য চিকিৎসা—আমপক্বং ক্রমং হিত্বা নাতীসারে ক্রিয়া যতঃ। অতোঽতীসারে সর্ব্বস্মিন্নামং পক্বঞ্চ লক্ষয়েৎ ॥ ৬ ॥

ক্রমচিকিৎসা। তত্রামপক্বয়োর্লক্ষণম্—সংসৃষ্টমামৈর্দ্দোষৈস্তু ন্যস্তমপ্সু নিমজ্জতি। পুরীষং ভৃশদুর্গন্ধি পিচ্ছিলং চামসংজ্ঞিতম্ ॥ এতান্যেব তু লিঙ্গানি বিপরীতানি যস্য বৈ। লাঘবঞ্চ বিশেষেণ তস্য পক্বং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ন চ সংগ্রাহকং দদ্যাৎ পূর্ব্ব-

---

* গুরু মাত্রয়া স্বভাবেন সংস্কারেণ চ। অতিশব্দঃ স্থূলান্তৈঃ সহ সম্বধ্যতে। স্থূলম্ অসম্যক্‌পিষ্টং গোধূমাদি। বিরুদ্ধং সংযুক্তং ক্ষীরমৎস্যাদি। অধ্যশনম্ অজীর্ণে ভুজ্যতে যৎ তু তদধ্যশনমুচ্যতে, অজীর্ণং আমং বিদগ্ধঞ্চ। বহুস্তোকমকালে চ ভুক্তং যদ্বিষমং হি তৎ। ভোজনৈরিতি গুর্ব্বাদিভির্বিষমান্তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহ সম্বধ্যতে ॥১॥ স্নেহাদ্যৈঃ স্নেহপানস্বেদনবমনবিরেচনানুবাসননিরুহান্তৈঃ অতিযুক্তৈঃ বারংবারং প্রযুক্তৈঃ মিথ্যাযুক্তৈঃ অবিধিপ্রযুক্তৈশ্চ তৈঃ। বিষৈঃ বিষাণ্যত্র স্থাবরাণি তেষামধোগত্বাৎ। শোকঃ বন্ধ্বাদিবিয়োগজনিতমনঃপীড়া। সাত্ম্যর্ত্তুপর্য্যয়ৈঃ সাত্ম্যবিপরীতৈরসাত্ম্যৈঃ। তথা যস্মিন্ ঋতৌ যদুচিতং তদ্বিপরীতৈঃ ॥ ২॥ জলাভিরমণৈঃ জলক্রীড়াদিভিঃ। বেগবিঘাতৈঃ মূত্রপুরীষাদিহঠধারণৈঃ। ক্রিমিভিঃ পক্বাশয়স্য দুষ্টৈঃ। এতানি যথাসম্ভবং বাতাদীনাং দুষ্টেঃ কারণানি বোদ্ধব্যানি। নন্বেবং সতি স্বহেতুদুষ্টৈর বাতাদিনাতিসারো ভবত্যেব তাবন্মাত্রং বাচ্যং কিমর্থং গুর্ব্বাদ্যভিধানং? উচ্যতে গুর্ব্বাদিহেতুদূষিতা এব বাতাদয়ো বাহুল্যেনাতিসারং জনয়ন্তি। নতু লঙ্ঘনভুক্তজীর্ণতাদিলঘুক্রোধতৃষাক্ষুধাভিহননদধ্যারনালব্যায়ামবর্ষাশরদ্বসন্তাদিভিঃ কুপিতাঃ। অতো গুর্ব্বাদীন্যুচ্যন্তে। এবমন্যত্রাপি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩॥ বিট্‌সঙ্গঃ পুরীষাপ্রবৃত্তিঃ। অবিপাকঃ ভুক্তস্য। পুরঃসরাণি এতানি লক্ষণানি পূর্ব্বভাবীনি ॥ ৪ ॥ অপাং ধাতুঃ অত্র সমাসাকরণাদ্বহুত্বেন চ রসজলমূত্রস্বেদমেদঃকফপিত্তরক্তাদয়োধাতবো গৃহ্যন্তে। প্রবৃদ্ধঃ অগ্নিং সংশম্য সময়িত্বা বর্চোমিশ্রঃ পুরীষযুক্তঃ বায়ুনা অধঃ প্রণুন্নঃ অধঃপ্রেরিতঃ। অথ সামান্যং রূপমাহ। অতিসরতি নদীবৎ অতীসারং তমাহুর্ব্যাধিং ঘোরমিতি। যো রসাদ দ্রবধাতুঃ। অতীব সরতীতি প্রকৃতিমতিক্রম্য গুদাধ্বনা সরতি তং ব্যাধিমতীসারমাহুঃ। কিং বিধং ঘোরং, ঘোরং ভীমং ভয়ানকং ইত্যমরঃ, অস্য সংখ্যামাহ ষড়্‌বিধ তং বদন্তীতি। ষড়্‌বিধত্বং বিবৃণোতি ॥ ৫ ॥

মামাতিসারিণে। অকালে সংগৃহীতস্তু বিকারান্ কুরুতে বহূন্॥ দণ্ডকালসকাধ্মানগ্রহণ্যর্শোভগন্দরান্। শোথপাণ্ড্বাময়প্লীহ-গুল্মমেহোদরজ্বরান্॥ ডিম্ভস্থঃ স্থবিরস্থশ্চ বাতপিত্তাত্মকশ্চ যঃ। ক্ষীণধাতুবলশ্চাপি বহুদোষোঽতিবিস্রুতঃ॥ আমোঽপি স্তম্ভনীয়ঃ স্যাৎ পাচনান্ মরণং ভবেৎ। লঙ্ঘনমেকং মুক্ত্বা নান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ॥ সমুদীর্ণদোষনিচয়ং তত্পাচয়েৎ তথা শময়েৎ। ধান্যাম্বুভ্যাং শৃতং তোয়ং তৃষ্ণাদাহাতিসারিণে। হ্রীবেরশৃঙ্গবেরাভ্যাং মুস্তপর্পটকেন বা *॥ মুস্তোদীচ্যশৃতং শীতং প্রদাতব্যং পিপাসবে॥ হিতং লঙ্ঘনমেবাদৌ পূর্ব্বরূপেঽতিসারিণে॥ কার্য্যং বানশনস্যান্তে প্রদ্রবং লঘুভোজনম্॥ ৭—১৪॥

পথ্যাদিক্বাথঃ—পথ্যাদারুবচামুস্তৈর্নাগরাতিবিষান্বিতৈঃ॥ আমাতীসারনাশায় ক্বাথমেভিঃ পিবেন্নরঃ॥ ১৫॥

পাঠাদিচূর্ণম্—পাঠাহিঙ্গ্বজমোদোগ্রা-পঞ্চকোলাহ্বজং রজঃ। উষ্ণাম্বুপীতং সকণ্ডুং জয়ত্যামং সসৈন্ধবম্॥ ১৬॥

হরীতক্যাদি কল্কঃ—হরীতকী সাতিবিষা হিঙ্গু সৌবর্চলং বচা। সৈন্ধবঞ্চাপি সংপিষ্য পায়য়েদুষ্ণবারিণা॥ আমাতিসারযোগোঽয়ং পাচয়িত্বা চিকিৎসতি। আমাতীসারোযোগেন যত্নেতেন ন শাম্যতি॥ ন তং যোগশতেনাপি চিকিৎসতি চিকিৎসকঃ॥ ১৭।১৮॥

বৎসকাদিক্বাথঃ—বৎসকাতিবিষা বিল্বং মুস্তকং বালকং শটী। অতীসারং জয়েৎ সামং চিরজং রক্তশূলজিৎ॥ ইতি বৎসকাদিঃ। এরণ্ডরসসংপিষ্টং পক্কমামঞ্চ নাগরম্। আমাতিসারশূলঘ্নং পাচনং দীপনং পরম্ *॥ ১৯। ২০॥

ধান্যাদিপঞ্চকম্—ধান্যবালকবিল্বাব্দনাগরৈঃ পাচিতং জলম্। আমশূলবিবন্ধঘ্নং পাচনং দীপনং পরম্॥ ২১॥

ধান্যাদিচতুষ্কম্—পিত্তে ধান্যচতুষ্কন্তু শুণ্ঠীত্যাগাদ্ বদন্তি হি। রক্তেঽপি পিত্তসাধর্ম্ম্যাদ্দেয়ং ধান্যচতুষ্টয়ম্॥ ২২॥ ইত্যামাতীসারচিকিৎসা॥

লোধ্রাদিচূর্ণম্—সলোধ্রং ধাতকীবিল্বং মুস্তাম্রাস্থি কলিঙ্গকম্। পিবেন্ মাহিষতক্রেণ পক্কাতীসারনাশনম্॥ ২৩॥

সমঙ্গাদীনি চূর্ণানি—সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রএবচ। শাল্মলীবেষ্টকো লোধ্রো দাড়িমদ্রুফলত্বচৌ *॥ আম্রাস্থিমধ্যং লোধ্রশ্চ বিল্বমধ্যং প্রিয়ঙ্গুচ। মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দীর্ঘবৃন্তত্বগেবচ *॥ চত্বার এতে যোগাঃ স্যুঃ পক্কাতীসারনাশনাঃ। যোগা উপযোজ্যাঃস্যুঃ সক্ষৌদ্রস্তণ্ডুলাম্বুনা॥ ২৪—২৬॥

---

* লঙ্ঘনএব দোষঘ্নঃসহপিপাসায়াং দোষপাকার্থং ষড়ঙ্গবিধিনার্দ্ধং শৃতম্ যোগচতুষ্টয়মাহ ধান্যেতি॥ ১৩॥ নাগরস্য পুটপাকঃ কল্কশ্চ॥ ২০॥ সমঙ্গা লজ্জালুঃ শাল্মলীবেষ্টকঃ মোচরসঃ, দাড়িমস্য দ্রুমফলয়োস্ত্বচৌ॥ ২৪॥ প্রিয়ঙ্গোর্নপুংসকত্বমত্র ফলে বর্ত্তমানত্বাৎ। শৃঙ্গবেরমত্র শুণ্ঠী দীর্ঘবৃন্তঃ শোণাক স্তস্য ত্বচঃ সমঙ্গাদীনি চত্বারি চূর্ণানি॥ ২৫॥

গঙ্গাধরক্বাথঃ—কঞ্চটদাড়িমজম্বুশৃঙ্গাটকপত্রবিল্ববর্হিষ্ঠম্। জলধরনাগরসহিতং গঙ্গামপি বেগবাহিনীং রুন্ধ্যাৎ * ॥ ২৭ ॥

গঙ্গাধরচূর্ণম্—মোচরসমুস্তানাগরপাঠারলুধাতকীকুসুমৈঃ। চূর্ণং মথিতসমেতং রুণদ্ধি গঙ্গাপ্রবাহমপি সদ্যঃ * ॥ ২৮ ॥

দ্বিতীয়গঙ্গাধরচূর্ণম্—মুস্তা বৎসকবীজং মোচরসো বিল্বধাতকী লোধ্রম্। গুড়মথিতসংপ্রযুক্তং গঙ্গামপি বেগবাহিনীং রুন্ধ্যাৎ ॥ ২৯ ॥

বৃদ্ধগঙ্গাধর চূর্ণম্—মুস্তারলুকশুণ্ঠীভির্ধাতকীলোধ্রবালকৈঃ। বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযববৎসকৈঃ॥ আম্রবীজসমঙ্গাতিবিষাযুক্তৈশ্চ চূর্ণিতৈঃ। মধুতণ্ডুলপানীয়ং পীতং হন্তি প্রবাহিকাম্॥ হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং হন্তি বেগতঃ। বৃদ্ধগঙ্গাধরং চূর্ণং রুন্ধ্যাৎ গীর্ব্বাণবাহিনীম্॥ ইতি বৃদ্ধগঙ্গাধরচূর্ণম্। অঙ্কোলমূলকল্কস্তণ্ডুলপয়সা সমাক্ষিকঃ পীতঃ। সেতুরিব বারিবেগং ঝটিতি নিরুন্ধ্যাদতীসারম্॥ ৩০—৩৩ ॥

কুটজাষ্টকাবলেহঃ—কুটজত্বক্ তুলামার্দ্রাং দ্রোণনীরে পচেদ্‌ভিষক্। পাদশেষং শৃতং নীত্বা বস্ত্রপূতং পুনঃ পচেৎ॥ লজ্জালুর্ধাতকী বিল্বং পাঠা মোচরসস্তথা। মুস্তা চাতিবিষা চৈব চূর্ণমেষাং পলং পলম্॥ নিক্ষিপ্য বিপচেত্তাবদ্যাবদ্দর্ব্বী প্রলিপ্যতে। জলেন ছাগদুগ্ধেন পীতো মণ্ডেন বা জয়েৎ॥ ঘোরান্ সর্ব্বানতীসারান্ নানাবর্ণান্ সবেদনান্। অসৃগ্‌দরং সমস্তঞ্চ তথার্শাংসি প্রবাহিকাম্॥ ইতি কুটজাবলেহঃ॥ কুত্বালবালং সুদৃঢ়ং পিষ্টৈরামলকৈর্ভিষক্। আর্দ্রকস্য রসেনাশু পূরয়েন্নাভিমণ্ডলম্॥ নদীবেগোপমং ঘোরং প্রবৃদ্ধং দুর্দ্ধরং নৃণাম্। সদ্যোঽতীসারমজয়ং নাশয়ত্যেষ যোগরাট্॥ পাঠা পিষ্টাচ গোদধ্না তথা মধ্যত্বগাম্রজা। অতীসারং ব্যথাদাহং হন্ত্যেবাশু ন সংশয়ঃ॥ ৩৪—৪০ ॥

বাতাতীসারস্য লক্ষণম্—অরুণং ফেনিলং রূক্ষমল্পমল্পং মুহুর্মুহুঃ। শকৃদামং সরুক্ শব্দং মারুতেনাতিসার্য্যতে *॥ ৪১ ॥

তস্য চিকিৎসা—বচা চাতিবিষা মুস্তং বীজানি কুটজস্য চ। শ্রেষ্ঠঃ কষায় এতেষাং বাতাতীসারশান্তয়ে॥ ৪২ ॥

পিত্তাতিসারলক্ষণম্—পিত্তাৎ পীতং শকৃদ্রক্তং দুর্গন্ধি হরিতং দ্রুতম্। গুদপাকতৃষামূর্চ্ছা-দাহযুক্তং প্রবর্ত্ততে॥ ৪৩ ॥

তস্য চিকিৎসা। বিল্বাদিক্বাথঃ—বিল্বশক্রযবাম্ভোদ-বালকাতিবিষাকৃতঃ। কষায়ো হন্ত্যতীসারং সামং পিত্তসমুদ্ভবম্। ৪৪ ॥

রসাঞ্জনাদি চূর্ণম্—রসাঞ্জনং সাতিবিষং কুটজস্য ফলত্বচম্। ধাতকীং শৃঙ্গবেরঞ্চ পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা॥ নিহন্তি মধুনা পীতং পিত্তাতীসারমুল্বণম্। অগ্নিসংদীপয়েদেতচ্ছূলমাশু নিবারয়েৎ॥ ৪৫। ৪৬ ॥

---

* কঞ্চটঃ গৌরাই শাকস্য ভেদঃ কঞ্চটাদিভিশ্চতুর্ভিঃপত্রশব্দ বর্হিষ্ঠং বালকম্॥ ২৭॥ অরলুঃ শোনাপাঠা মথিতং নির্জ্জলং দধি সম্বধ্যতে। বস্ত্রপূতম্॥ ২৮॥ অঙ্কোলঃ ঢেলা ইতি প্রসিদ্ধঃ॥ ৩৩॥ অরুণং ঈষদ্রক্তম শকৃৎ পুরীষম্ সরুক্শব্দম্ শব্দো গুদে তৎসাহচর্য্যাদ্রুগপি গুদএব বোদ্ধব্যা॥ ৪১॥

পিত্তাতীসারভেদস্য রক্তাতীসারস্য লক্ষণসংপ্রাপ্তিমাহ—পিত্তকৃদ্ভিং যদাত্যর্থং দ্রব্যাণ্যশ্নাতি পৈত্তিকে। তদাস্য জায়তেঽভীক্ষ্ণং রক্তাতীসার উল্বণঃ॥৪৭॥

তস্য চিকিৎসামাহ। কুটজদাড়িমক্বাথঃ—বৎসত্বগ্ দাড়িমতরুশলাটুফলসম্ভবা ত্বক্ চ। ত্বগ্যুগলং পলমানং বিপচেদষ্টাংশসম্মিতে তোয়ে॥ অষ্টমভাগং শেষং ক্বাথং মধুনা পিবেৎ পুরুষঃ। রক্তাতীসারমুল্বণমতিশয়িতং নাশয়েন্নিয়তম্॥ ৪৮। ৪৯॥

কুটজাদিক্বাথঃ—কুটজাতিবিষা মুস্তা বালকং লোধ্রচন্দনম্। ধাতকী দাড়িমং পাঠা ক্বাথমেষাং সমাক্ষিকম্॥ পিবেদ্রক্তাতিসারে তু দাহশূলপ্রশান্তয়ে। কুটজাদিকষায়োঽয়ং সর্ব্বাতীসারনাশনঃ॥ ইতি কুটজাদিক্বাথঃ। কল্কস্তিলানাং কৃষ্ণানাং শর্করাপঞ্চভাগিকঃ। আজেন পয়সা পীতঃ সদ্যোঽতীসারনাশনঃ॥ সবৎসকঃ সাতিবিষঃ সবিল্বঃ সোদীচ্যমুস্তশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ। সামে সশূলে সহশোণিতেচ চিরপ্রবৃত্তেঽপি হিতোঽতিসারে॥ কৃষ্ণমৃন্মধুকং লোধ্রং কৌটজং তণ্ডুলাম্বুনা। পীতমেকত্র সক্ষৌদ্রং রক্তসংগ্রাহণং পরম্॥৫০—৫৪॥

গুড়বিল্বম্—গুড়েন ভক্ষয়েদ্ বিল্বং রক্তাতীসারনাশনম্। আমশূলবিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগহরং পরম্॥ ৫৫॥

জম্ব্বাদিস্বরসঃ—জম্ব্বাম্রামলকীনাস্তু কুট্টয়েৎ পল্লবান্ নবান্। সংগৃহ্য স্বরসন্তেষামজাক্ষীরেণ যোজয়েৎ॥ তৎ পীতং মধুনাযুক্তং রক্তাতীসারনাশনম্॥ ৫৬॥

কুটজক্ষীরম্—নিক্বাথ্য মূলমমলং গিরিমল্লিকায়াঃ সম্যক্ পলদ্বিতয়মম্বু চতুঃশরাবে। তৎ পাদশেষসলিলং খলু শোষণীয়ম্, ক্ষীরে পলদ্বয়মিতি কুশলৈরজায়াঃ॥ প্রক্ষিপ্য মাষকানষ্টৌ মধুনস্তত্র শীতলে। রক্তাতিসারী তৎপীত্বা নৈরুজ্যং ক্ষিপ্রমাপ্নুয়াৎ॥ ৫৭।৫৮॥

শতাবরীকল্কঃ—পীত্বা শতাবরীকল্কং পয়সা ক্ষীরভুক্ জয়েৎ। রক্তাতীসারং পীত্বা বা তয়া সিদ্ধং ঘৃতং নরঃ॥ ৫৯॥

নবনীতাবলেহঃ—গোদুগ্ধং নবনীতঞ্চ মধুনা সিতয়া সহ। লীঢ়ং রক্তাতীসারে তু গ্রাহকং পরমং মতম্॥ ৬০॥

চন্দনকল্কঃ—পীতং মধুসিতাযুক্তং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা। রক্তাতীসারজিদ্রক্তপিত্ততৃড্দাহমোহনুৎ *॥ বিরেকৈর্ব্বহুভির্যস্য গুদং পিত্তেন দহ্যতে। পশ্চাত্তে বা তয়োঃ কার্য্যং সেকপ্রক্ষালনাদিকম্ *॥ পটোলযষ্টীমধুকক্বাথেন শিশিরেণ হি। গুদপ্রক্ষালনং কার্য্যং তেনৈব গুদসেচনম্॥ দাহে পাকে হিতং ছাগীদুগ্ধং সক্ষৌদ্রশর্করম্। গুদস্যক্ষালনে সেকে যুক্তং পানে চ ভোজনে *॥ অতিপ্রবৃত্ত্যা মহতী ভবেদযদি গুদব্যথা। স্নিগ্ধমূষকমাংসেন তদা সংস্বেদয়েদ্ গুদম্॥ অথ গোধূমচূর্ণস্য সংশৃতস্য তু বারিণা। সাজ্যস্য গোলকং কৃত্বা মৃদু সংস্বেদয়েদ্ গুদম্॥ গুদনিঃসরণে প্রোক্তং চাঙ্গেরীঘৃতমুত্তমম্। গুদভ্রংশে গুদং স্নেহৈরভ্যজ্যান্তঃ প্রবেশয়েৎ॥ প্রবিষ্টং স্বেদয়েন্ মন্দং মূষকস্যামিষেণ হি *॥ শম্বূকমাংসং সুস্বিন্নং সতৈল-

* চন্দনমত্র শ্বেতচন্দনম্॥ ৬১॥ আদিশব্দেন লেপাদিগ্রহঃ॥ ৬২॥ গুদস্য দাহপাকয়োঃ॥ ৬৪॥ মূষকস্যামিষেণ কাঞ্জিকেন স্বিন্নেন এরণ্ডপত্রাদিস্থাপিতেন স্বেদয়েৎ॥ ৬৭॥

লবণান্বিতম্। ঈষদ্ঘৃতেন চাভ্যজ্য স্বেদয়েত্তেন যত্নতঃ॥ গুদভ্রংশমশেষেণ নাশয়েৎ ক্ষিপ্রমেবচ। মূষকস্যাথ বসয়া পায়ুং সম্যক্ প্রলেপয়েৎ। গুদভ্রংশাভিধো ব্যাধিঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৬১—৬৯॥

চাঙ্গেরীঘৃতম্—চাঙ্গেরী কোলদধ্যম্লক্ষারনাগরসংযুতম্। ঘৃতং বিপক্বং পাতব্যং গুদভ্রংশগদাপহম্ *॥ কোমলং পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতম্। এতন্নিশ্চিত্য নির্দ্দিষ্টং ন তস্য গুদনির্গমঃ *॥ ৭০। ৭১॥

শ্লেষ্মাতীসারস্য লক্ষণম্—শ্বেতং স্নিগ্ধং ঘনং বদ্ধং শীতলং মন্দবেদনম্। গৌরবারুচিসংযুক্তং শ্লেষ্মণা সার্য্যতে শকৃৎ॥ ৭২॥

তস্য চিকিৎসা—শ্লেষ্মাতিসারে প্রথমং হিতং লঙ্ঘনপাচনম্। যোজ্যশ্চামাতিসারঘ্নো যথোক্তো দীপনো গণঃ॥ ৭৩॥

চব্যাদিক্কাথঃ—চব্যং সাতিবিষা মুস্তং বালবিল্বং সনাগরম্। বৎসকত্বক্ ফলং পথ্যা ছর্দ্দিশ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥ ৭৪॥

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্—হিঙ্গুং সৌবর্চ্চলং ব্যোষমভয়াতিবিষা বচা। পীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণমেষাং শ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥ ইতি হিঙ্গ্বাদিচূর্ণম্। ক্রিমিশত্রু বচাবিল্বপাঠাধান্যাককট্ফলম্। এষাং ক্কাথং ভিষগ্দদ্যাদতীসারে দ্বিদোষজে॥ তেষাং চিকিৎসা প্রোক্তৈব বিশিষ্টাচ নিগদ্যতে॥ ৭৫। ৭৬॥

বাতশ্লেষ্মাতিসারে—কট্ফলং মধুকং লোধ্রং ত্বগ্ দাড়িমফলস্য চ। সতণ্ডুলজলং চূর্ণং বাতশ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥ ৭৭॥

বাতপিত্তাতীসারে—চিত্রকাতিবিষা মুস্তং বালবিল্বং সনাগরম্॥ বৎসকত্বক্ফলং পথ্যা বাতপিত্তাতিসারনুৎ॥ ৭৮॥

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে—মুস্তা সাতিবিষা মূর্ব্বা বচা চ কুটজঃ সমাঃ। এষাং কষায়ঃ সক্ষৌদ্রঃ পিত্তশ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥ ৭৯॥

সন্নিপাতাতিসারস্য লক্ষণম্—তন্দ্রাযুক্তো মোহসাদাস্যশোষীবর্চ্চঃ কুর্য্যান্নৈকরূপং তৃষার্ত্তঃ। সর্ব্বোদ্ভূতে সর্ব্বলিঙ্গোপপত্তিঃ কৃচ্ছ্রঃ সাধ্যো বালবৃদ্ধাবলানাম্॥৮০॥

তস্য চিকিৎসা। পঞ্চমূল্যাদিক্কাথঃ—পঞ্চমূলীবলাবিল্বগুড়ূচীমুস্তনাগরৈঃ। পাঠাভূনিম্ববহ্লিষ্ঠ-কুটজত্বক্ফলৈঃ শৃতম্॥ সর্ব্বজং হন্ত্যতীসারং জ্বরঞ্চাপি তথা বমিম্। সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসঞ্চাপি সুদুস্তরম্॥ ৮১। ৮২॥

পঞ্চমূল্যাদিক্কাথঃ—পঞ্চমূলীচ সামান্যা পিত্তে যোজ্যা কনীয়সী। বাতে পুনর্ব্বলাসে চ সা যোজ্যা মহতী মতা॥ ৮৩॥

---

* চাঙ্গেরী চতুঃপত্রী অম্লোণিকা তস্যাঃ স্বরসঃ, কোলস্য ক্কাথঃ, দধ্যম্লং দধিরূপমম্লম্ এতৎ ত্রয়ং মিলিতং ঘৃতাচ্চতুর্গুণং ক্ষারনাগরয়োঃ কল্কং॥ ৭০॥ পদ্মিনীপত্রম্ সংশোষ্য সংচূর্ণ্য শর্করাযুক্তং খাদেৎ। অয়ং তু গুদভ্রংশোঽতীসারং বিনাপি ভবতি ততঃ ক্ষুদ্ররোগেষু লিখিতঃ। অত্র গুদস্য দাহপাকবাধাপ্রসঙ্গাদ্ভ্রংশোঽপি লিখিতঃ চিকিৎসা তু তত্রৈব জ্ঞেয়া॥ ৭১॥

চতুঃসমো মোদকঃ—অভয়া নাগরং মুস্তং গুড়েন সহ যোজিতম্। চতুঃসমেয়ং গুটিকা সর্ব্বাতীসারনাশনম্॥ আমাতীসারমানাহং সবিবন্ধং বিসূচিকাম্। কৃমীনরোচকং হন্যাদ্দীপয়ত্যাশু চানলম্॥ ৮৪। ৮৫॥

কুটজপুটপাকঃ—তৎ কালাকৃষ্টকুটজত্বচং তণ্ডুলবারিণা। পিষ্ট্বা চতুঃপলমিতাং জম্বূপত্রেণ বেষ্টিতাম্॥ সূত্রেণ বধ্বা গোধূমপিষ্টেন পরিবেষ্টিতাম্। লিপ্তাঞ্চ ঘনপঙ্কেন নির্দ্দহেদ্ গোময়াগ্নিনা॥ অঙ্গারবর্ণাঞ্চ মৃদং দৃষ্ট্বা বহ্নেঃ সমুদ্ধরেৎ। ততো রসং সমাদায় শীতং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ॥ উক্তঃ কৃষ্ণাত্রিপুত্রেণ পুটপাকস্তু কৌটজঃ। জয়েৎ সর্ব্বানতীসারান্ রক্তজান্ সুচিরোত্থিতান্॥ ৮৬—৮৯॥

কুটজাবলেহঃ—কুটজত্বক্ কৃতঃ ক্বাথো বস্ত্রপূতো হিমাকৃতঃ। স লাঢ়োঽতিবিষাযুক্তঃ স্যাৎ ত্রিদোষাতিসারনুৎ॥ ইচ্ছন্ত্যত্রাষ্টমাংশেন ক্বাথাদতিবিষারজঃ। প্রক্ষেপয়েৎ চতুর্থাংশমিতি কেচিদ্ বদন্তি হি॥ ৯০। ৯১॥

অঙ্কোটবটকঃ—পলমঙ্কোটমূলস্য পাঠাং দার্ব্বীঞ্চ তৎ সমাম্। পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন বটকানক্ষসংমিতান্॥ ছায়াশুষ্কাংশ্চ তান্ কুর্য্যাত্তেষ্বেকং তণ্ডুলাম্বুনা। পেষয়িত্বা প্রদদ্যাত্তং পানায় গদিনে ভিষক্॥ বাতপিত্তকফোদ্ভূতান্ দ্বন্দ্বজান্ সান্নিপাতিকান্। হন্যাৎ সর্ব্বানতীসারান্ বটকোঽয়ং প্রযোজিতঃ॥ ৯২—৯৪॥

আগন্তুজস্য শোকাতীসারস্য সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্—তৈস্তৈর্ভাবৈঃ শোচতোঽল্পাশনস্য বাষ্পোষ্মা বৈ বহ্নিমাবিশ্য জন্তোঃ। কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়েত্তস্য রক্তং তচ্চাধস্তাৎ কাকণন্তাপ্রকাশম্ *॥ নির্গচ্ছেদ্বৈ বিড়্বিমিশ্রং হ্যবিড়্বা নির্গন্ধং বা গন্ধবদ্বাতিসারঃ। শোকোৎপন্নো দুশ্চিকিৎস্যোঽতিমাত্রং রোগো বৈদ্যৈঃ কষ্ট এষ প্রদিষ্টঃ *॥ ৯৫। ৯৬॥

আগন্তুজস্য ভয়াতীসারস্য সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্—ভয়েন ক্ষোভিতা দোষা দূষয়ন্তি মলং যদা। তদাতিসার্য্যতে জন্তুঃ ক্ষিপ্রমুষ্ণং জলপ্লবম্ *॥

---

* অয়মর্থঃ—তৈস্তৈর্ভাবৈঃ বন্ধুবিত্তক্ষয়াদিভিঃ। শোচতঃ শোকং কুর্ব্বতঃ জন্তোঃ প্রাণিনঃ বাষ্পোষ্মা বাষ্পঃ শোকজদেহোষ্মণা জনিতং নেত্রনাসাগলাদিষু জলং তেন সহিতঃ উষ্মা শোকজং দেহতেজঃ স কোষ্ঠং গত্বা বহ্নিমাবিশ্য জঠরাগ্নিং মন্দীকৃত্য। বাষ্পসাহিত্যাদুষ্মণাপি বহ্নের্ম্মন্দীভাবঃ ইতি ন দোষঃ। বহ্নের্ম্মন্দীভাবাদেব অল্পাশনস্যেতি জন্তোর্বিশেষণম্। ততস্তস্য জন্তো রক্তং ক্ষোভয়েৎ স্বস্থানাচ্চালয়েদিতি সংপ্রাপ্তিঃ। অথ লক্ষণম্। তচ্চ রক্তং অধস্তাদ্ গুদাৎ কাকণন্তাপ্রকাশম্ গুঞ্জাফলসদৃশম্ ॥৯৫॥ বিড়্বিমিশ্রং গন্ধবচ্চ অবিট্ নির্গন্ধং বা নির্গচ্ছেৎ। শোকোৎপন্নোঽতীসারঃ অতিমাত্রং দুশ্চিকিৎস্যঃ। শোকাপনোদনং বিনা কেবলেন ভেষজেন প্রতিকর্ত্তুমশক্যত্বাৎ। এষোঽতীসারঃ কষ্টসাধ্যঃ কথিতঃ ॥৯৬॥ প্লবতি প্লবম্ জলে প্লবমানম্ ননু ভয়াতিসারস্য কথমাগন্তুজত্বময়মপি দোষজ এব। যত আহ ভয়েন ক্ষোভিতা দূষিতা দোষা মলং দূষয়ন্তি তন্মলমতিসরতি অত্র পূর্ব্বমেব দোষসম্বন্ধঃ। উচ্যতে রাগদ্বেষভয়াদ্যৈশ্চৈব তে স্যু রাগন্তবো গদাঃ, ইতি বচনাদ্ভয়াতীসার আগন্তুজ এব ভয়েনৈব হেতুভূতেন দোষা বাতপিত্তকফাঃ ক্ষোভিতা সঞ্চালিতা অতিসারং জনয়ন্তি ক্ষোভিতাঃ সঞ্চালিতাঃ নতু দূষিতা ভয়েন ত্রয়াণামপি দোষাণাং দূষণাসম্ভবাৎ অতিনর্ত্তং চলিতা বাতপিত্তকফা মলং দূষয়ন্তি তৎ সর্ব্বং

বাতপিত্তাতীসারস্য প্রায়ো লিঙ্গৈঃ সমন্বিতম্। অভয়োপশমাচ্ছর্ম্ম যস্মিন্ স্থাৎ সভয়াং স্মৃতঃ॥ ৯৭। ৯৮॥

তয়োশ্চিকিৎসা—ভয়শোকসমুদ্ভূতৌ জ্ঞেয়ৌ বাতাতিসারবৎ। তয়োর্ব্বাতহরী কার্য্যা হর্ষণশ্বাসনৈঃ ক্রিয়া *॥ ৯৯॥

আমাতীসারস্য সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্—অন্নাজীর্ণাৎ প্রদ্রুতাঃ ক্ষোভয়ন্তো দোষাঃ কোষ্ঠে ধাতুসজ্ঘান্ মলাংশ্চ। নানাবর্ণং নৈকশঃ সারয়ন্তি শূলোপেতং ষষ্ঠমেনং বদন্তি *॥ ১০০॥

তস্য চিকিৎসা—বৎসকাতিবিষা শুণ্ঠী বিল্বহিঙ্গুযবান্বদাঃ। চিত্রকেণ যুতঃ ক্বাথ আমাতীসারনাশনঃ॥ ১০১॥

শোথাতীসারস্য চিকিৎসা—শোথঘ্নীন্দ্রযবাঃ পাঠা শ্রীফলাতিবিষা ঘনাঃ। ক্বথিতাঃ সোষণাঃ পীতাঃ শোথাতীসারনাশনাঃ *॥ ১০২॥ ইতি শোথাতীসারঃ।

ছর্দ্দ্যতীসারে—আম্রাস্থিমধ্যমালূরফলক্বাথঃ সমাক্ষিকঃ। শর্করাসহিতো হন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারমুল্বণম্ *॥ কষায়ো ভৃষ্টমুদ্গস্য সলাজমধুশর্করঃ। নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং তৃষ্ণাং দাহং জ্বরং ভ্রমম্॥ ১০৩। ১০৪॥ ইতি ছর্দ্দ্যতীসারঃ।

নিঃসারকে—নিঃসারকে দধ্না সসারেণ সমাক্ষিকেণ ভুঞ্জীত নিঃসারকপীড়িতস্তু। ক্বথিতেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন *॥ ১০৫॥

পুরীষক্ষয়ে—দীপ্তাগ্নির্নিঃপুরীষো যঃ সার্য্যতে সুতপ্ত কুপ্য ফেনিলং শকৃৎ। স পিবেৎ ফাণিতং শুণ্ঠীং দধি তৈলং পয়োঘৃতম্। বলাবিশ্বাশৃতং ক্ষীরং গুড়তৈলানুযোজিতম্। দীপ্তাগ্নিং পায়য়েৎপ্রাতঃ সুখদং বর্চ্চসঃ ক্ষয়ে॥ ১০৬—১০৭॥

বিল্বতৈলম্—তুলাং সঙ্কুট্য বিল্বস্য পচেৎ পাদাবশেষিতম্। সক্ষীরং সাধয়েৎতৈলং শ্লক্ষ্ণপিষ্টৈরিমৈঃ সমৈঃ॥ বিল্বং সধাতকীকুষ্ঠং শুণ্ঠী রাস্না পুনর্নবাঃ। দেবদারু বচা মুস্তং লোধ্রমোচরসান্বিতম্॥ এভির্মৃদ্বগ্নিনা পক্কং গ্রহণ্যর্শোঽতিসারনুৎ। বিল্বতৈলমিতিখ্যাতমত্রিপুত্রেণ ভাষিতম্॥ গ্রহণ্যর্শোঽধিকারে যে স্নেহাঃ সমুপদর্শিতাঃ। প্রযোজ্যাস্তেঽতিসারেঽপি ত্রয়াণাং তুল্যহেতুনা॥ ১০৮—১১১॥ ইতি বিল্বতৈলম্॥

বাতপিত্তকফমলং ভয়েনৈবাতিসার্য্যতে পশ্চাদ্ বাতসম্বন্ধেন। ভয়াদ্ বায়ুঃ ইতিবচনাৎ অতএব ভয়াতিসারে বাতহর্য্যেব ক্রিয়া কথিতেতি সাধুঃ॥ ৯৭॥ বাতাতিসারবৎ বাতাতিসারলক্ষণয়োঃ তয়োশ্চিকিৎসা চ হর্ষণশ্বাসনপূর্ব্বিকা বাতহরী কর্ত্তব্যা॥ ৯৯॥ অন্নং ভুক্তং তদজীর্ণমেতি কর্ম্মধারয়ে অন্নাজীর্ণম্ তস্মাৎ প্রদ্রুতা বিমার্গগাঃ ক্ষোভয়ন্তঃ চালয়ন্তঃ। নৈকশ ইত্যত্র নাকাদিত্বাৎ নঞ্ বিপর্য্যয়ঃ নন্বামেন দোষা দূষ্যন্তে গুর্ব্বাদিভক্ষণাদিভিরিব তে চাতীসারমুৎপাদয়ন্তি। নন্বামেনাতীসারমুৎপাদয়ন্তি তেনামাতীসারোঽপি দোষজএব কিমর্থং পৃথগুক্তম্? উচ্যতে আমাতীসারস্য চিকিৎসার্থং। অতীসারেষু সর্ব্বেষ্বেব সংগ্রাহকমৌষধমুক্তমামাতীসারেতু গ্রাহকং নিষিদ্ধম্। যত উক্তম্—আমে সংগ্রাহকং দদ্যাদতীসারে কদাচন। সংগৃহীতো বলাদামো বিকারান্ কুরুতে বহূন্। বলাৎ স্তম্ভনাৎ বিকারান্ গ্রহণ্যাধ্মানশূলগুল্মশোথোজ্বদররাদীন্॥ ১০০॥ শোথঘ্নী পুনর্নবো, উষণং মরিচং॥ ১০২। মালূর ফলং বিল্বফলম্॥ ১০৩॥ নিঃসারকঃ প্রবাহিকা নিঠা ইতি লোকে। সুতপ্তকুপ্যকথিতেন সুতপ্তসুবর্ণরজতনির্ব্বাপণকথিতেন ভুঞ্জীত পথ্যামিতিশেষঃ॥ ১০৫॥

অতীসারভেদপ্রবাহিকয়াঃ সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্—বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো নিচিতং বলাসং নুদত্যধস্তাদহিতাশনস্য। প্রবাহতোঽল্পং বহুশো মলাক্তং প্রবহিকাং তাং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ * ॥ ১১২ ॥

তস্যা বাতজাদিভেদেন রূপমাহ—প্রবাহিকা বাতকৃতা সশূলা পিত্তাৎ সদাহা সকফা কফাচ্চ। সশোণিতা শোণিতসম্ভবা চ তাঃ স্নেহরুক্ষপ্রভবা মতাস্তু ॥ তাসামতীসার-বদাদিশেচ্চ লিঙ্গং ক্রমঞ্চামবিপক্কতাঞ্চ * ॥ ১১৩ ॥

প্রবাহিকা-চিকিৎসা। বিল্বাদ্যবলেহঃ—বিল্বপেশী গুড়ং লোধ্রং তৈলং মরিচসংযুতম্। লীঢ়্বা প্রবাহিকাক্রান্তঃ সত্বরং সুখমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৪ ॥

ধাতক্যাদিঃ—ধাতকী বদরীপত্রং কপিত্থং রসমাক্ষিকম্। সলোধ্রমেকতো দধ্না পিবেৎ নির্ব্বাহিকার্দ্দিতঃ * ॥ ১১৫ ॥

অসাধ্যাতীসারিণাং লক্ষণম্—পক্কজাম্ববসঙ্কাশং যকৃৎখণ্ডনিভং তনুম্। ঘৃততৈলবসামজ্জবেসবারপয়োদধি ॥ মাংসধাবনতোয়াভং কৃষ্ণং নীলারুণপ্রভম্। কর্ব্বুরং মেচকং স্নিগ্ধং চন্দ্রকোপগতং ঘনম্ ॥ কুণপং মস্তুলুঙ্গাভং সুগন্ধং কুথিতং বহু। তৃষ্ণাদাহা-রুচিশ্বাসহিক্কাপার্শ্বাস্থিশূলিনম্ ॥ সংমূর্চ্ছারতিসংমোহযুক্তং পক্কবলীগুদম্। প্রলাপযুক্তঞ্চ ভিষগ্ বর্জ্জয়েদতিসারিণম্ ॥ অসংবৃতগুদং ক্ষীণং শূলাধ্মানৈরুপদ্রুতম্। গুদে পক্কে গতোষ্মানমতীসারিণমুৎসৃজেৎ * ॥ শ্বাসশূলপিপাসার্ত্তং ক্ষীণং জ্বরনিপীড়িতম্। বিশেষেণ নরং বৃদ্ধমতীসারো বিনাশয়েৎ ॥ শোথং শূলং জ্বরং তৃষ্ণাং শ্বাসং কাসমরোচকম্। ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাঞ্চ হিক্কাঞ্চ দৃষ্ট্বাতীসারিণম্ ত্যজেৎ ॥ হস্তপাদাঙ্গুলীসন্ধি-প্রপাকো মূত্রনিগ্রহঃ। পুরীষস্যো-ষ্ণতাত্তীব মরণায়াতীসারিণঃ ॥ অতীসারী রাজরোগী গ্রহণীরোগবানপি। মাংসাগ্নিবলহীনো যো দুর্লভং তস্য জীবনম্ ॥ বালে বৃদ্ধে ত্বসাধ্যোঽয়ং লিঙ্গৈরেতৈরুপদ্রুতঃ। অপি যূনামসাধ্যং স্যাদতিদুষ্টেষু ধাতুষু ॥ ১২১—১২৫ ॥

অতীসারমুক্তস্য লক্ষণম্—যস্যোচ্চারং বিনা মূত্রং সম্যগ্বায়ুশ্চ গচ্ছতি। দীপ্তাগ্নের্লঘুকোষ্ঠস্য স্থিতস্তস্যোদরাময়ঃ ॥ ১২৬ ॥

অতীসারিণো বর্জ্জনীয়ান্যাহ—স্নানাবগাহমভ্যঙ্গং গুরুস্নিগ্ধাদিভোজনম্। ব্যায়ামমগ্নিসন্তাপমতীসারী বিবর্জ্জয়েৎ * ॥ ১২৭ ॥

শংখপোটলীরসঃ—প্রত্যেকং দশগদ্যাণাঃ শুদ্ধসূতকগন্ধয়োঃ। বিংশতিস্ত্রিদিনং খল্লে পিষ্ট্বা কুর্য্যাচ্চ কজ্জলীম্। পশ্চাদর্কস্য দুগ্ধেন পিষ্ট্বা তাং কজ্জলীং ত্র্যহম্ ॥ ততো

* অস্যায়মর্থঃ। অহিতাশনস্য—অতিশয়েন বাতলভক্ষ্যভোজিনঃ প্রবৃদ্ধো বায়ুঃ প্রবাহতঃ কণ্ঠে স্বদলেন সশব্দং বায়ুমপানমার্গেণ ত্যজতঃ নিচিতং সঞ্চিতং বলাসং কফং মলাক্তং পুরীষযুক্তং অল্পং বহুশঃ বারংবারমধস্তাদ্ গুদাৎ নুদতি, বৈদ্যাস্তাং প্রবাহিকাং প্রবদন্তি ॥ ১১২ ॥ তত্র রূক্ষপ্রভবা বাতজা স্নেহপ্রভবা কফজা। তু শব্দাত্তীক্ষ্ণোষ্ণপ্রভবা পিত্তজা রক্তজা চ ॥ ১১৩ ॥ একতঃ প্রত্যেকং দধ্না পিবেদিত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥ অসংবৃতগুদং গুদসংবরণাক্ষমম্। গুদে পক্কে গুদপাকারম্ভকে পিত্তে বিদ্যমানেঽপি শীতগাত্রং নষ্টাগ্নিং বা ॥ ১২০ ॥ স্নানমুদ্ধৃতজলেন অবগাহং নদ্যাদৌ ॥ ১২৭ ॥

বজ্রস্য দুগ্ধেন পিষ্ট্বা তাং কজ্জলীং ত্র্যহম্। আর্দ্রকং চিত্রকং শ্বেতং নিঃসহায়ঞ্চ মর্দ্দয়েৎ॥ পেষয়েত্তদ্রসৈরেবং কজ্জলীং তাং দিনত্রয়ম্। পীতানাঞ্চ কপর্দ্দীনাং চূর্ণং গদ্যাণবিংশতিঃ॥ বিংশতিঃ শঙ্খচূর্ণস্য চত্বারিংশচ্চ মিশ্রিতম্। ত্রিদিনং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পূর্ব্বোক্তেন ক্রমেণ চ॥ ত্র্যহমর্কস্য দুগ্ধেন বজ্রীদুগ্ধেন চ ত্র্যহম্। তন্মধ্যে কজ্জলীং ক্ষিপ্ত্বা চিত্রকার্দ্ররসেন তু॥ খল্লে পিষ্ট্বা দ্বয়োঃ কার্য্যা গুট্যো বদরসম্মিতাঃ। লিপ্ত্বা দগ্ধ্বাশু চূর্ণেন পক্ককুহ্লরিকান্তরম্॥ প্রক্ষিপ্য গুটিকাস্তত্র চূর্ণলিপ্তপিধানকম্। দত্ত্বা বস্ত্রং মৃদা লিপ্ত্বা গর্ত্তং হস্তপ্রমাণকম্॥ তদ্গর্ভে কুহ্লরীং মুক্ত্বা পুটো দেয়শ্চ শাণকৈঃ। পশ্চাচ্চিত্রকনীরেণ স্বাঙ্গশীতঞ্চ পেষয়েৎ॥ গুটিকা পূর্ব্বরীত্যৈব কৃত্বা দেয়ঃ পুনঃ পুটঃ। দগ্ধানাং গুটিকানাঞ্চ চূর্ণং কৃত্বাথ কূপকে॥ ক্ষেপ্যং চৈব হি নিষ্পন্নো রসোঽয়ং শঙ্খপোটলী। আমজ্বরাতিসারে চ শ্বাসে কাসে তথৈব চ॥ শ্লেষ্মপিত্তামবাতেষু মন্দাগ্নৌ গ্রহণীষু চ। অষ্টাদশপ্রমেহেষু জীর্ণে জীর্ণবলেষু চ॥ দ্বাত্রিংশন্মরিচৈঃ সাকং সঘৃতং বল্লপঞ্চকম্। সর্ব্বরোগেষু দাতব্যং মরিচাজ্যং বিনা জ্বরে॥ শালয়ো দধিদুগ্ধাদিভোজনং মধুরং হিতম্। কট্বম্লক্ষারতৈলাঢ্যা দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ বিধিনানেন কর্ত্তব্যো রসোঽসৌ শঙ্খপোটলী। ক্রমেণ বিনিবর্ত্তন্তে প্রোক্তরোগা ন সংশয়ঃ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়া জাতীফলে তুল্যকলিঙ্গকে॥ গৃহীত্বা দ্বিগুণং শ্রেষ্ঠো লোহঃ সর্ব্বাতিসারনুৎ॥ বিল্বমোচরসলোধ্রধাতকী-পুষ্পচূতফলবীজসংযুতা। ভক্ষয়েদতিবিষাবলেহিকা সিন্ধুবেগমপি দুর্দ্ধরং ধ্রুবম্॥ ১২৮—১৪৩॥ ইত্যতীসারাধিকারঃ।

অথ জ্বরাতীসারাধিকারঃ—জ্বরাতীসারয়োরুক্তং নিদানং তৎ পৃথক্ পৃথক্। তস্মাজ্জ্বরাতীসারস্য নিদানং নোদিতং পুনঃ॥ ১৪৪॥

জ্বরাতীসারস্য চিকিৎসা—জ্বরাতীসারয়োরুক্তং ভেষজং যৎ পৃথক্ পৃথক্। ন তন্মিলিতয়োঃ কার্য্যমন্যোন্যং বর্দ্ধয়েদ্ যতঃ॥ অতস্তৌ প্রতিকুর্ব্বীত বিশেষোক্তচিকিৎসিতৈঃ *॥ লঙ্ঘনমেকং মুক্ত্বা ন চান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ। সমুদীর্ণদোষনিচয়ং তৎ পাচয়েৎ তথা শময়েৎ॥ লঙ্ঘনমুভয়োরুক্তং মিলিতে কার্য্যং বিশেষতস্তদনু। উৎপলষষ্ঠকসিদ্ধং লাজমণ্ডাদিকং সকলম্॥ উৎপলষষ্ঠকং যথা—পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্বধনিকানাগরোৎপলৈঃ। জ্বরাতীসারয়োর্ব্বাপি পিবেৎ সাম্লং শতং নরঃ *॥ ১৪৫—১৪৮॥

কণাদিক্বাথঃ—কণাকরিকণাম্লাজক্বাথো মধুসিতাযুতঃ। পীতো জ্বরাতিসারস্য তৃষ্ণামাশু বিনাশয়েৎ॥ ১৪৯॥

নাগরাদিক্বাথঃ—নাগরাতিবিষামুস্তামৃতাভূনিম্ববৎসকৈঃ। ক্বাথঃ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি অতীসারং সুদারুণম্॥ ১৫০॥

---

* অয়মভিপ্রায়ঃ। জ্বরহরমনুলোমনং ভবতি। অতীসারহরং স্তম্ভনং ভবতি। অতঃ পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ পৃথগুক্তং ভেষজং মিলিতয়োর্ন কার্য্যম্। যত আহ। অনুলোমনং জ্বরঘ্নং গ্রাহকমতীসারহৃদ্ ভবতি। পৃথগুক্তমৌষধং তজ্জ্বরাতীসারে বিরুদ্ধমন্যোন্যম্॥ ১৪৫॥ অত্র লাজমণ্ডাদিত্যাদিশব্দঃ। অতীসারে পুরীষাতিপ্রবৃত্ত্যাম্লত্বঞ্চ দাড়িমরসাদিনা কর্ত্তব্যম্॥ ১৪৮॥

বৃহদ্‌গুড়ূচ্যাদিক্কাথঃ—গুড়ূচ্যাতিবিষাধান্যশুণ্ঠীবিল্বাব্দবালকৈঃ। পাঠাভূনিম্ব-কুটজচন্দনোশীরপর্পটৈঃ॥ পিবেৎ কষায়ং সক্ষৌদ্রং জ্বরাতীসারনাশনম্। হৃল্লাসারুচি-তৃড়্দাহবমীনাঞ্চ নিবৃত্তয়ে॥ ১৫১। ১৫২॥

উৎপলাদি চূর্ণম্—উৎপলং দাড়িমত্বক্ চ পদ্মকেশরমেব চ। পীতং তণ্ডুলতোয়েন জ্বরাতীসারনাশনম্॥ ১৫৩॥

বিল্বাদিক্কাথঃ—বিল্ববালকভূনিম্ব-গুড়ূচীমুস্তবৎসকৈঃ। কষায়ঃ পাচনঃ শোথ-জ্বরাতীসারনাশনম্॥ ১৫৪॥

নাগরাদিক্কাথঃ—নাগরাতিবিষাবিল্ব-গুড়ূচীমুস্তবৎসকৈঃ। কষায়ঃ পাচনঃ শোথ-জ্বরাতীসারনাশনঃ॥ ১৫৫॥

দশমূলীক্কাথঃ—দশমূলীকষায়েণ বিশ্বামক্ষসমাং পিবেৎ। জ্বরে চৈবাতিসারে চ সশোথে গ্রহণীগদে॥ ১৬৬॥ ইতি জ্বরাতীসারাধিকারঃ।

অথ গ্রহণীরোগাধিকারঃ

গ্রহণীরোগস্য সংপ্রাপ্তিমাহ—অতিসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নেরহিতাশিনঃ। ভূয়ঃ সন্দূষিতো বহ্নির্গ্রহণীমপিদূষয়েৎ *॥ ১॥

গ্রহণীস্বরূপমাহ চরকে—অগ্ন্যধিষ্ঠানমন্নস্য গ্রহণাদ্‌ গ্রহণী মতা। অপক্কং ধারয়-ত্যন্নং পক্কং ত্যজতি চাপ্যধঃ *॥ সুশ্রুতেঽপি—ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা। আমপকাশয়ান্তস্থা গ্রহণী সাভিধীয়তে॥ গ্রহণ্যা বলমগ্নির্হি স চাপি গ্রহণীবলঃ। তস্মাদগ্নৌ প্রদুষ্টে তু গ্রহণ্যপি বিদুষ্যতি॥ তস্মাৎ কার্য্যঃ পরীহারোঽত্যতীসারে বিরিক্তবৎ *॥ ৪॥

গ্রহণীরোগস্য সংখ্যাপূর্ব্বকং সামান্যলক্ষণম্—একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যন্তমূর্চ্ছিতৈঃ। সা দুষ্টা বহুশো ভুক্তমামমেব বিমুঞ্চতি॥ পক্কং বা সরুজং পূতি মুহুর্ব্বদ্ধং মুহুর্দ্রবম্। গ্রহণীরোগমাহুস্তমায়ুর্ব্বেদবিদো জনাঃ *॥ ৫। ৬॥

বাতগ্রহণ্যাঃ নিদানসংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং রূপম্—কটুতিক্তকষায়াতি-রূক্ষশীতলভোজনৈঃ। প্রমিতানশনাত্যধ্ববেগনিগ্রহমৈথুনৈঃ *॥ মারুতঃ কুপিতো বহ্নিং সঞ্ছাদ্য কুরুতে গদং। তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং শুক্তপাকং খরাঙ্গতা *॥ কণ্ঠাস্য-শোষঃ ক্ষুৎতৃষ্ণা তিমিরং কর্ণয়োঃ স্বনঃ। পার্শ্বোরুবংক্ষণগ্রীবা-রুগভীক্ষ্ণং বিসূচিকা॥ হৃৎপীড়া কার্শ্যদৌর্ব্বল্যং বৈরস্যং পরিকর্ত্তিকা। গৃদ্ধিঃ সর্ব্বরসানাঞ্চ মনসঃ সদনং তথা॥ জীর্ণে জীর্য্যতি চাধ্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ। স বাতগুল্মহৃদ্রোগপ্লীহাশঙ্কী চ মানবঃ॥

---

* অপিশব্দাদজাতাতীসারস্যাপি গ্রহণীরোগঃ স্যাৎ॥ ১॥ গ্রহণ্যগ্নিধরা কলা। যত আহ চরক অগ্নীতি॥ ২॥ বিরিক্তেনেব বিরিক্তবৎ॥ ৪॥ অতীসারে দ্রবধাতুপ্রবৃত্তির্গ্রহণ্যাস্ত বদ্ধস্যাপি মলস্য প্রবৃত্তিরিতি তয়োর্ভেদঃ॥ ৬॥ প্রমিতম্ অল্পপরিমিমিতং॥ ৭॥ গদং গ্রহণীগদম্। শুক্তপাকং অম্লপাকং॥ ৮॥

চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্বামং সব্দফেনবৎ। পুনঃ পুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চঃ কাসশ্বাসার্দ্দিতোঽনিলাৎ ॥ ৭—১২ ॥

পিত্তগ্রহণ্যাঃ নিদানসংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং রূপম্—কটুতিক্তবিদাহ্যম্লক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তমুল্বণম্। আপ্লাবয়দ্ধন্ত্যনলং জলং তপ্তমিবানলম্ * ॥ সোঽজীর্ণং পীতনীলাভং পীতাভঃ সার্য্যতে দ্রবম্। অত্যম্লোদ্গারহৃৎকণ্ঠদাহারুচিতৃষার্দ্দিতঃ * ॥ ১৩। ১৪ ॥

শ্লেষ্মগ্রহণ্যানিদানাদিপূর্ব্বকং রূপম্—গুর্ব্বতিস্নিগ্ধশীতাদিভোজনাদতিভোজনাৎ। ভুক্তমাত্রস্য চ স্বপাদ্ধন্ত্যগ্নিং কুপিতঃ কফঃ * ॥ তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং হৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ। আস্যোপদেহমাধুর্য্যং কাসষ্ঠীবনপীনসাঃ * ॥ হৃদয়ং মন্যতে স্তব্ধমুদরং স্তিমিতং গুরু। দুষ্টো মধুর উদ্গারঃ সদনং স্ত্রীষ্বহর্ষণম্ * ॥ ভিন্নামশ্লেষ্মসংশ্লিষ্ট-গুরুবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনম্। অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যমালস্যঞ্চ কফাত্মকে *॥১৫—১৮ ॥

ত্রিদোষগ্রহণীরোগস্য নিদানপূর্বিকাসংপ্রাপ্তিঃ—পৃথগ্ বাতাদিনির্দ্দিষ্টহেতুলিঙ্গসমাগমে। ত্রিদোষং নির্দ্দিশেদেবং তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজম্ ॥ ১৯ ॥

গ্রহণীরোগস্য ভেদং সংগ্রহগ্রহণীরোগমাহ—দ্রবং ঘনং সিতং স্নিগ্ধং সকটীবেদনং শকৃৎ। আমং বহু সুপৈচ্ছিল্যং সশব্দং মন্দবেদনম্ * ॥ পক্ষান্মাসাদ্ দশাহাদ্ বা নিত্যঞ্চাপি বিমুঞ্চতি। অন্ত্রকূজনমালস্যং দৌর্ব্বল্যং সদনং ভবেৎ ॥ দিবা প্রকোপো ভবতি রাত্রৌ শান্তিঞ্চ গচ্ছতি। দুর্বিজ্ঞেয়া দুর্নিবারা চিরকালানুবন্ধিনী ॥ সা ভবেদামবাতেন সংগ্রহগ্রহণীমতা * ॥ ২০—২২ ॥

ঘটীযন্ত্রাখ্যং গ্রহণীরোগভেদমাহ—প্রস্বপ্তিঃ (ক) পার্শ্বয়োঃ শূলং তথা জলঘটীধ্বনিঃ (খ)। তং বদন্তি ঘটীযন্ত্রমসাধ্যং গ্রহণীগদম্ * ॥ ২৩ ॥

সামান্যগ্রহণীরোগস্য চিকিৎসা—গ্রহণীমাশ্রিতং রোগমজীর্ণবদুপাচরেৎ। লঙ্ঘনৈর্দীপনীয়ৈশ্চ সদাতীসারভেষজৈঃ ॥ দোষং সামং নিরামঞ্চ বিদ্যাদত্রাতিসারবৎ। অতীসারোক্তবিধিনা তস্যামঞ্চ বিপাচয়েৎ ॥ পেয়াদিপটুলঘ্বন্নং পঞ্চকোলাদিভির্যুতম্।

---

* আপ্লাবয়ৎ মজ্জয়ৎ। নন্ু পিত্তমগ্নিগুণযুক্তং তৎ কথমগ্নিং হন্তীত্যাহ জলং তপ্তমিবানলমিতি, যথা অগ্নিগুণযুক্তমপি তপ্তং জলমনলং হন্তি তথা পিত্তমপহন্তি ॥ ১৩ ॥ সার্য্যতে অত্র পিত্তেনেতিকর্ত্তৃপদমধ্যাহরণীয়ম্ ॥ ১৪ ॥ ভুক্তমাত্রস্য চ স্বপাৎ ভুক্তেত্যত্রাধ্যবসিতাদিত্বাৎ কর্ত্রর্থে ক্তঃ। তেন ভুক্তবতঃ সত্তঃ শয়নাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ আস্যোপদেহঃ মুখস্য কফেন লিপ্তত্বম্ ॥ ১৬ ॥ স্তিমিতং বিবদ্ধং নিশ্চলমিতি যাবৎ। স্ত্রীষু অহর্ষণম্ রিরংসায়া অভাবঃ ॥ ১৭ ॥ ভিন্নং স্ফুটিতমামমপক্বং। শ্লেষ্মসংশ্লিষ্টম্ অত এব গুরু বর্চ্চঃ পুরীষং তস্য প্রবৃত্তিঃ ॥ ১৮ ॥ স্নিগ্ধং স্নেহসদৃশম্ ॥ ২০ ॥ দিবা প্রকোপো ভবতি রাত্রৌ শান্তিং চ গচ্ছতীতি ব্যাধেরেব প্রভাবঃ ॥ ২২ ॥ প্রস্বপ্তিঃ প্রকর্ষেণ শয়নম্। তথা জলঘটীধ্বনিঃ অধোমুখীকৃতায়া জলঘট্যা জলনিঃসরণে যথা ধ্বনিস্তথা মলনির্গমসময়ে ভবতি। যদা প্রদোষোঽয়ং দেহং ব্যাপ্নোতি তদা তস্য জীবিতং গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

(ক) স্বপত ইতি বা পাঠঃ। (খ) গলজ্জলঘটীধ্বনিরিতি বা পাঠঃ।

দীপনানিচ তক্রঞ্চ গ্রহণ্যাং যোজয়েদ্ভিষক্ ॥ কপিত্থবিল্বচাঙ্গেরীতক্রদাড়িমসাধিতা। যবাগূঃ পাচয়ত্যামং শকৃৎ সংবর্ত্তয়ত্যপি * ॥ ২৪—২৭ ॥

অথ তক্রম্। গোদধিগুণাঃ—গব্যং দধ্যুত্তমং বল্যং পাকে স্বাদু রুচিপ্রদম্। পবিত্রং দীপনং স্নিগ্ধং পুষ্টিকৃৎ পবনাপহম্ ॥ উক্তং দধ্নামশেষাণাং মধ্যে গব্যং গুণাধিকম্ ॥ ২৮ ॥

মহিষীদধিগুণাঃ—মাহিষং দধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ। স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বৃষ্যং গুর্ব্বস্রদূষণম্ ॥ ২৯ ॥

ছাগীদধিগুণাঃ—আজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্। শস্যতে শ্বাসকাসার্শঃক্ষয়কার্শ্যেষু দীপনম্ * ॥ ৩০ ॥

তক্রস্য ভেদাঃ—তক্রন্তু ঘোলং মথিতোদশ্বিৎতক্রপ্রভেদতঃ। সুশ্রুতাদ্যৈর্মুনিংশ্রেষ্ঠৈশ্চতুর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ সসরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতং ত্বসরোদকম্। তক্রং পাদজলং প্রোক্তমুদশ্বিচ্চার্দ্ধবারিকম্ ॥ বাতপিত্তহরং ঘোলং মথিতং কফপিত্তনুৎ। উদশ্বিৎ কফদং বল্যং শ্রমঘ্নং পরমং মতম্ ॥ ৩১—৩৩ ॥

তক্রস্য গুণাঃ—তক্রং গ্রাহি কষায়াম্লং মধুরং দীপনং লঘু। বার্য্যোষ্ণং বলদং বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্ ॥ যান্যুক্তানি দধীন্যষ্টৌ তদ্‌গুণং তক্রমাদিশেৎ। গ্রহণ্যাদিমতাং তক্রং পথ্যং সংগ্রাহি লাঘবাৎ ॥ বাতঘ্নমম্লসান্দ্রত্বাৎ সদ্যস্কন্ত্ববিদাহি চ। কিঞ্চ স্বাদুবিপাকঞ্চ অন্তে পিত্তপ্রকোপণম্ ॥ কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে হিতম্ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

উদ্ধৃতস্নেহাদিতক্রগুণাঃ—সমুদ্ধৃতঘৃতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ। স্তোকোদ্ধৃতঘৃতং তস্মাদ্‌গুরু বৃষ্যং কফাবহম্ ॥ অনুদ্ধৃতঘৃতং সান্দ্রং গুরু পুষ্টিবলপ্রদম্ * ॥ ৩৭ ॥

দোষবিশেষে তক্রবিশেষাঃ—বাতেঽম্লং সৈন্ধবোপেতং পিত্তে স্বাদ্বম্লশর্করম্। পিবেত্তক্রং কফে চাপি ক্ষারত্রিকটুসংযুতম্ ॥ হিঙ্গুজীরযুতং ঘোলং সৌন্ধবেনাবধূলিতম্। গ্রহণ্যর্শোঽতিসারঘ্নং ভবেদ্বাতহরং পরম্ ॥ রোচনং পুষ্টিদং বল্যং বস্তিশূলবিনাশনম্ ॥ ৩৮। ৩৯ ॥

আমপক্বতক্রগুণাঃ—তক্রমামং কফং কোষ্ঠে হন্তি কণ্ঠে করোতি চ। পীনসশ্বাসকাসাদৌ পক্কমেব বিশিষ্যতে ॥ ৪০ ॥

তক্রস্য নিষেধঃ—নৈব তক্রং ক্ষতে দদ্যান্নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে। ন মূর্চ্ছাভ্রমদাহেষু ন রোগে রক্তপৈত্তিকে ॥ ৪১ ॥

তক্রস্য গুণোৎকর্ষঃ—ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ। যথা সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ ॥ ৪২ ॥

---

* সম্বর্ত্তয়তি ঘনীকরোতি ॥ ২৭ ॥ উত্তমং গ্রাহি গ্রহণ্যামতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ উদ্ধৃতস্নেহস্যহ স্তোকোদ্ধৃতস্নেহস্যানুদ্ধৃতস্নেহস্য তক্রস্য গুণাঃ সমুদ্ধৃতেতি ॥ ৩৭ ॥

ষড়্যূষণঃ—মুদ্গযূষং রসং তক্রং ধান্যজীরকসংযুতম্। সৈন্ধবেনান্বিতং দদ্যাৎ ষড়্যূষণমিতীরিতম্ * ॥ ৪৩ ॥

লাইচূর্ণম্—কর্ষং গন্ধকমর্দ্ধপারদমুভে কুর্য্যাচ্ছুভাং কজ্জলীম্, দ্ব্যক্ষং ত্র্যূষণতশ্চ পঞ্চলবণং সার্দ্ধঞ্চ কর্ষং পৃথক্। ভৃষ্টং হিঙ্গু চ জীরকদ্বয়যুতং সর্ব্বার্দ্ধভঙ্গান্বিতম্, খাদেৎ টঙ্কমিতং প্রবৃত্তিগদবাংস্তক্রেণ বিল্বেন বা ॥ ৪৪ ॥

জাতীফলাদি চূর্ণম্—জাতীফললবঙ্গৈলাপত্রত্বঙ্নাগকেশরৈঃ। কর্পূরচন্দন তিলত্বক্ক্ষীরীতগরামলৈঃ ॥ তালীসপিপ্পলীপথ্যাস্থূলজীরকচিত্রকৈঃ। শুণ্ঠীবিড়ঙ্গমরিচৈঃ সমভাগং বিচূর্ণিতৈঃ ॥ যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি দদ্যাদ্ভঙ্গাঞ্চ তাবতীম্। সর্ব্বচূর্ণসমং কৃত্বা প্রদেয়া শুভ্রশর্করা ॥ কর্ষমাত্রমিদং খাদেন্ মধুনা প্লাবিতং জনঃ। নাশয়েদ্গ্রহণীং কাসং ক্ষয়কাসমরোচকম্ ॥ ৪৫—৪৮ ॥

চিত্রকাদিবটিকা—চিত্রকং পিপ্পলীমূলং ক্ষারো লবণপঞ্চকম্। ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদা চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ * ॥ বটিকা মাতুলুঙ্গস্য রসৈর্ব্বা দাড়িমস্য চ। কৃতা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্ ॥ ৪৯। ৫০ ॥

বিল্বকল্কঃ—শ্রীফলশলাটুমজ্জা নাগরচূর্ণেন মিশ্রিতঃ সগুড়ঃ। গ্রহণীগদমত্যুগ্রং তক্রভুজা শীলিতো জয়তি * ॥ ৫১ ॥

বার্ত্তাকুগুটিকা—চতুঃপলং সুধাকাণ্ডং ত্রিপলং লবণত্রয়ম্। বার্ত্তাকোঃ কুড়বঞ্চার্কমূলাদ্বিল্বং তথা দলাৎ ॥ দগ্ধ্বা দ্রবেন বার্ত্তাকোর্গুটিকা ভোজনান্তরে। ভুক্তাভুক্তং পচত্যাশু নাশয়েদ্ গ্রহণীগদম্ ॥ কাসং শ্বাসং তথার্শাংসি বিসূচীঞ্চ হৃদাময়ম্ ॥ ৫২। ৫৩ ॥

মুস্তকাদিচূর্ণম্—মুস্তকাতিবিষাবিল্বকৌটজং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্। মধুনা চ সমালীঢ়ং গ্রহণীং সর্ব্বজাং জয়েৎ * ॥ ৫৪ ॥

সর্জ্জরসচূর্ণম্—শ্বেতো বা যদি বা রক্তঃ সুপক্বো গ্রহণীগদঃ। গুড়েনাধিকসর্জ্জেন তক্রিতেনাশু নশ্যতি ॥ ইতি সর্জ্জরসচূর্ণম্ ॥ বিল্বাব্দশক্রযববালকমোচসিদ্ধমাজং পয়ঃ পিবতি যো দিবসত্রয়ং না। সোঽতিপ্রবৃদ্ধচিরজং গ্রহণীবিকারম্ সামং সশোণিতমসাধ্যমপি ক্ষিণোতি ॥ ৫৫। ৫৬ ॥

কল্যাণগুড়ঃ—প্রস্থত্রয়ং ত্বামলকীরসস্য শুদ্ধস্য দত্বার্দ্ধতুলাং গুড়স্য। চূর্ণীকৃতৈর্গ্রন্থিকজীরচব্যব্যোষৈঃ স কৃষ্ণাহপুষাজমোদৈঃ ॥ বিড়ঙ্গসিন্ধুত্রিফলাযবানী-পাঠাগ্নিধান্যৈশ্চ পলপ্রমাণৈঃ। দত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি চাষ্টাবষ্টৌ চ তৈলস্য পচেদ্ যথাবৎ ॥ তং ভক্ষয়েদক্ষফলপ্রমাণং যথেষ্টচেষ্টস্ত্রিসুগন্ধিযুক্তম্। অনেন সর্ব্বে গ্রহণীবিকারাঃ সশ্বাসকাসস্বরভেদশোথাঃ। শাম্যন্তি চায়ং চিরমন্তরগ্নেরহতস্য পুংস্ত্বস্য চ বৃদ্ধিহেতুঃ। স্ত্রীণাস্তু

---

* রসং লাবাদ্যামিষাংসরসম্। ইতি ষড়্যূষণঃ ॥ ৪৩ ॥ অজমোদা যবানিকা ॥ ৪৯ ॥ শ্রীফলশলাটুং বিল্বশাসং ফলম্ গুড়ভাগদ্বয়ম্ ॥ ৫১ ॥ কৌটজঃ ইন্দ্রযবঃ ॥ ৫৪ ॥

বন্ধ্যাময়নাশনঃ স্যাৎ কল্যাণকো নাম গুড়ঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ তৈলে মনাক্ ত্রিবৃদ্‌ভৃষ্টা ত্রিফলায়াঃ পলত্রয়ম্। সিদ্ধে নিধেয়মত্রৈব গুড়ে কল্যাণপূর্ব্বকে ॥ ৫৭—৬১ ॥

মহাকল্যাণকগুড়ঃ—পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী। ধান্যকঞ্চ বিড়ঙ্গানি যবানী মরিচানি চ ॥ ত্রিফলা চাজমোদা চ নীলিনী জীরকস্তথা। সৈন্ধবং রোমকঞ্চাপি সামুদ্রং রুচকং বিড়ম্॥ আরগ্বধশ্চ ত্বক্ পত্রং সূক্ষ্মৈলা চোপকুঞ্চিকা। শুণ্ঠী শক্রযবাশ্চৈব প্রত্যেকং কর্ষসংমিতাঃ॥ মৃদ্বীকায়াঃ পলান্যত্র চত্বারি কথিতানি হি। ত্রিবৃতায়াঃ পলান্যষ্টৌ গুড়স্যার্দ্ধতুলাং তথা ॥ তিলতৈলপলান্যষ্টাবামলক্যা রসস্য তু। প্রস্থ-ত্রয়মিদং সর্ব্বং শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥ ঔডুম্বরং চামলকং বদরঞ্চ যথানলম্। তাবন্মাত্রমিদং খাদেদ্ ভক্ষয়েদ্ বা যথানলম্॥ নিখিলান্ গ্রহণীরোগান্ প্রমেহাংশ্চৈব বিংশতিম্। উরোঘাতং প্রতিশ্যায়ং দৌর্ব্বল্যং বহ্নিসংক্ষয়ম্॥ জ্বরানপি হরেৎ সর্ব্বান্ কুর্য্যাৎ কান্তিং মতিং বলম্। পাণ্ডুরোগান্ জবাদ্ধন্তি রক্তপিত্তঞ্চ বিড়্‌গ্রহম্॥ ধাতুক্ষীণো বয়ঃক্ষীণঃ স্ত্রীষু ক্ষীণঃ ক্ষয়ী চ যঃ। তেভ্যো হিতশ্চ বন্ধ্যায়ৈ মহাকল্যাণকো গুড়ঃ ॥ ৬২—৭০ ॥

কুষ্মাণ্ডকল্যাণকগুড়ঃ—কুষ্মাণ্ডানাং সুপক্কানাং স্বিন্নানাং নিষ্কুলত্বচাম্। সর্পিঃ-প্রস্থে পলশতং তাম্রপাত্রে শনৈঃ পচেৎ ॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী। ধান্যকানি বিড়ঙ্গানি নাগরং (ক) মরিচানি চ ॥ ত্রিফলা চাজমোদাচ কলিঙ্গাজাজি-সৈন্ধবম্। একৈকস্য পলঞ্চৈকং ত্রিবৃতোঽষ্টৌ পলানি চ ॥ তৈলস্য চ পলান্যষ্টৌ গুড়াৎ পঞ্চাশদেব তু। আমলক্যা রসস্যাত্র প্রস্থত্রয়মুদীরিতম্॥ তাবৎপাকং প্রকুর্ব্বীত মৃদুনা বহ্নিনা ভিষক্। যাবদ্দর্ব্ব্যাঃ প্রলেপং স্যাত্তদেনমবতারয়েৎ ॥ ঔডুম্বরং চামলকং বাদরং বা যথাবলম্। তাবন্মাত্রমিদং খাদেদ্‌ভক্ষয়েদ্‌বা যথানলম্॥ অনেনৈব বিধানেন প্রযুক্তশ্চ দিনে দিনে। নিহন্তি গ্রহণীরোগান্ কুষ্ঠানর্শোভগন্দরান্ ॥ জ্বরমানাহহৃদ্রোগং গুল্মোদর-বিসূচিকাঃ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহাংশ্চৈব বিংশতিম্ ॥ বাতশোণিতবীসর্পদদ্রুযক্ষ্ম-হলীমকান্। বাতপিত্তকফান্ সর্ব্বান্ দুষ্টান্ শুদ্ধান্ সমাচরেৎ ॥ ব্যাধিক্ষীণা বয়ঃক্ষীণা স্ত্রীষু ক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ। তেভ্যো হিতো গুড়োঽয়ং স্যাদ্বন্ধ্যানামপি পুত্রদঃ। বৃষ্যো বল্যো বৃংহণশ্চ বয়সঃ স্থাপনং তথা ॥ ৭১—৮০ ॥ ইতি কুষ্মাণ্ডকগুড়ঃ। অতীসারাধিকার-লিখিতং বিল্বতৈলঞ্চাত্র হিতম্।

ইতি গ্রহণীরোগাধিকারঃ ॥

(ক) যমানীতি পাঠান্তরম্।

ভাবপ্রকাশস্য

মধ্যখণ্ডে

দ্বিতীয়ো ভাগঃ।

অথার্শোঽধিকারঃ।

তত্রার্শসঃ সন্নিকৃষ্টানি নিদানান্যাহ—পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ শোণিতাৎ সহজানি চ। অর্শাংসি ষট্‌প্রকারাণি বিদ্যাদ্‌ গুদবলিত্রয়ে *॥ ১॥

বাতার্শসো বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্—কষায়কটুতিক্তানি রূক্ষশীতলঘূনি চ। প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণং মদ্যং মৈথুনসেবনম্ *॥ লঙ্ঘনং দেশকালৌ চ শীতৌ ব্যায়ামকর্ম্ম চ। শোকো বাতাতপস্পর্শো হেতুর্ব্বাতার্শসাং মতঃ *॥ ২। ৩॥

পিত্তার্শসো বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্—কট্বম্ললবণোষ্ণানি ব্যায়ামাগ্ন্যাতপপ্রভাঃ। দেশকালাবশিশিরৌ ক্রোধো মদ্যমসূয়নম্ *॥ বিদাহি তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ সর্ব্বং পানান্নভোজনম্। পিত্তোল্বণানাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপে হেতুরর্শসাম্ *॥ ৪। ৫॥

কফার্শসো বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্—মধুরস্নিগ্ধশীতানি লবণাম্লগুরূণি চ।

---

* কেচিৎ রুধিরস্যাপি দোষত্বং মন্যন্তে তন্মতমাশ্রিত্যাহ শোণিতাদিতি। সহজানি শরীরেণ সহ জাতানি। সংখ্যাং চাহ ষট্‌প্রকারাণীতি। গুদবলিত্রয়ে সার্দ্ধং চতুরঙ্গুলং গুদস্য মানম্, তস্যাবয়বভূতাস্তিস্রো বলয়ঃ, শঙ্খাবর্ত্তনিভাঃ উপর্য্যুপরি সন্তি। তাসাং নাম প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী, সম্বরণী চেতি। তত্র গুদৌষ্ঠোঽর্দ্ধাঙ্গুলমানস্তদূর্দ্ধমঙ্গুলমানা প্রথমা বলিঃ। সার্দ্ধৈকাঙ্গুলমানা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চ তাবতী। উক্তঞ্চ অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণেন গুদৌষ্ঠং পরিচক্ষতে। গুদৌষ্ঠাদঙ্গুলঞ্চৈকাং প্রথমান্তু বলিং বিদুঃ। সার্দ্ধৈকাঙ্গুলমানেন পৃথগন্যে প্রকীর্ত্তিতে॥ ১॥ প্রমিতম্ পরিমিতং তীক্ষ্ণমিতি মদ্যবিশেষণম্, পিষ্টাদিমৃদুমদ্যস্য বাতশমকত্বাৎ॥ ২॥ আতপস্য স্ববীর্য্যোদ্ভূতরৌক্ষ্যাদ্বাতপ্রকোপে হেতুঃ। বাতার্শসাম্। নন্বর্শাংসি সর্ব্বাণি ত্রিদোষজানি যত আহ-পঞ্চাত্মা মারুতঃ পিত্তং কফো গুদবলিত্রয়ে। সর্ব্বএব প্রকুপ্যন্তি গুদজানাং সমুদ্ভবে॥ তথা কথং বাতার্শসামিতি উচ্যতে তদ্দোষাধিক্যাদ্ব্যপদেশভেদ ইতি ন দোষঃ। অতএবাগ্রে বক্ষ্যতে বাতোল্বণানামিতি। তথা চ চরকঃ-অর্শাংসি নাম জায়ন্তে নাঽসন্নিপতিতৈস্ত্রিভিঃ। দোষৈর্দ্দোষবিশেষাত্তু বিশেষঃ কথ্যতেঽর্শসামিতি॥ ৩॥ উষ্ণদ্রব্যস্য স্পর্শনাদি বোদ্ধব্যম্। উষ্ণপানভোজনস্যাগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ অগ্ন্যাতপপ্রভা অগ্ন্যাতপয়োঃ প্রভা তেজঃ, অথবা অগ্ন্যাতপেতরতেজস্বিদ্রব্যস্য দীপ্তিঃ প্রভা। অশিশিরোদেশো মরুরিতি। শরদ্ গ্রীষ্মশ্চ কালঃ। ক্রোধঃ কোপঃ। অসূয়নং পরসম্পত্তৌ দ্বেষঃ॥ ৪॥ প্রকোপে উৎপত্তৌ॥ ৫॥

অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখে রতিঃ॥ প্রাগ্বাতসেবা শীতৌ চ দেশকালাবচিন্তনম্। শ্লৈষ্মিকানাং সমুদ্দিষ্টমেতৎ কারণমর্শসাম্॥ ৬। ৭॥

দ্বিদোষত্রিদোষার্শোবিপ্রকৃষ্টং নিদানম্—হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্ বিদ্যাদ্-দ্বন্দ্বোল্বণানি চ। সর্ব্বো হেতুস্ত্রিদোষাণাং সহজৈর্লক্ষণং সমম্ *॥ ৮॥

অর্শসঃ পূর্ব্বরূপম্—বিষ্টম্ভোঽন্নস্য দৌর্ব্বল্যং কুক্ষেরাটোপ এব চ। কার্শ্যমুদ্গারবাহুল্যং সক্থিসাদোঽল্পবিট্‌কতা॥ গ্রহণীদোষপাণ্ড্বর্ত্তিপ্রশঙ্কা চোদরস্য চ। পূর্ব্বরূপং বিনির্দ্দিষ্টমর্শসামভিবৃদ্ধয়ে॥ ৯। ১০॥

অর্শসাং সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং সামান্যলক্ষণম্—দোষাস্ত্বঙ্মাংসমেদাংসি সংদূষ্য বিবিধাকৃতীন্। মাংসাঙ্কুরানপানাদৌ কুর্ব্বন্ত্যর্শাংসি তান্ জগুঃ *॥ ১১॥

বাতার্শোলক্ষণম্—গুদাঙ্কুরা বহ্বনিলাঃ শুষ্কাশ্চিমিচিমান্বিতাঃ। ম্লানাঃ শ্যাবারুণাঃ স্তব্ধা বিশদাঃ পরুষাঃ খরাঃ *॥ মিথোবিসদৃশা বক্রাস্তীক্ষ্ণা বিস্ফুটিতাননাঃ। বিম্বীকর্কন্ধুখর্জ্জূরকর্কোটীফলসন্নিভাঃ *॥ কেচিৎ কদম্বপুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ। শিরঃপার্শ্বাংসকট্যূরুবংক্ষণাভ্যধিকব্যথাঃ *॥ ক্ষবথূদ্গারবিষ্টম্ভহৃদ্রোগারোচকপ্রদাঃ। কাসশ্বাসাগ্নিবৈষম্যকর্ণনাদভ্রমাবহাঃ॥ তৈরার্ত্তো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকম্। রুক্‌ফেনপিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে *॥ কৃষ্ণত্বঙ্‌নখবিণ্মূত্রনেত্রবক্ত্রশ্চ জায়তে। গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠীলা-সম্ভবস্তত এব চ *॥ ১২—১৭॥

পিত্তার্শোলক্ষণম্—পিত্তোত্তরা নীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভাঃ। তন্বস্রস্রাবিণো বিস্রাস্তনবো মৃদবঃ শ্লথাঃ *॥ শুকজিহ্বাযকৃৎখণ্ডজলৌকোবক্ত্রসন্নিভাঃ। দাহপাকজ্বর-

* জনকত্বেন ত্রয়ো দোষা যেষাং তানি ত্রিদোষজানি। অর্শসাং সর্ব্বো হেতুঃ পৃথগ্বাতপিত্তকফার্শোহেতুঃ ত্রিদোষার্শোলক্ষণং শ্বাসরুজাবিবন্ধৈঃ সহজার্শোভিঃ সমম্। ননু ত্রিদোষাণামিতি বিশেষণং ব্যর্থম্ যতঃ সর্ব্ব এব ব্যাধয়স্ত্রিদোষজাঃ, উক্তঞ্চ "দ্রব্যমেকরসং নাস্তি ন রোগোঽপ্যেকদোষজঃ। একস্তু কুপিতো দোষ ইতরানপি কোপয়েৎ" ইতি। যুক্তিমপ্যাহ স্বকারণাদ্বৃদ্ধো বায়ুঃ শৈত্যাৎ কফং লাঘবাৎ তেজোরূপং পিত্তং বর্দ্ধয়তে তথা পিত্তং কটুত্বাৎ বাতং দ্রবত্বাৎ কফং বর্দ্ধয়তে কফশ্চ শৈত্যাৎ বায়ুং দ্রবত্বাৎ পিত্তং বর্দ্ধয়ত ইতি। উচ্যতে যত্র স্বস্বকারণাৎ ত্রয়ো দোষাঃ কুপ্যন্তি, তত্র ত্রিদোষজব্যপদেশ ইতি ন দোষঃ॥ ৮॥ ত্বঙ্মাংসসপদেন ত্বঙ্মাংসমাশ্রিতং রক্তমপি গৃহ্যতে। কিঞ্চিৎ সাধারণরক্তস্রাবণোপদেশাৎ। আদিশব্দেন নাসানেত্রনাভিমেঢ্রাদিষ্বপি কুর্ব্বন্তি॥ ১১॥ বহ্বনিলাঃ বাতোল্বণাঃ, গুদাঙ্কুরাঃ অর্শাংসি। চিমিচিমান্বিতাঃ চিমিচিমা ব্যথাবিশেষাঃ, চরচরা ইতি লোকে, তদন্বিতাঃ। শ্যাবারুণাঃ শ্যাবা ধূম্রবর্ণাঃ, অরুণবর্ণা বা। স্তব্ধাঃ কঠিনাঃ। বিশদাঃ অপিচ্ছিলাঃ। পরুষাঃ গোজিহ্বাবৎ খরস্পর্শাঃ, কর্কশাঃ খরাঃ, কর্কোটীফলবৎ সূক্ষ্মানেককণ্টকচিতাঃ॥ ১২॥ বিম্ব্যাদিফলসন্নিভাঃ। আবৃত্ত্যা অত্র বিকল্পবোধকং বক্ষ্যমাণং কেচিৎ কেচিদিতি পদং প্রতিসম্বন্ধনীয়ম্॥ ১৩॥ কদম্বপুষ্পাভাঃ স্থিরানেকসূক্ষ্মশিখরাঃ। সিদ্ধার্থকোপমাঃ পীতসূক্ষ্মপিড়কাচিতাঃ॥ ১৪॥ তৈরার্ত্ত ইত্যর্শোভিঃ পীড়িতঃ তৈরার্ত্তো বিবদ্ধমুপবেশ্যত ইত্যার্ত্তস্য প্রযোজ্যকর্ত্তৃঃ কর্ম্মতার্থত্বাৎ। গ্রথিতং মলগুটিকাগ্রথিতবিড়্বর্ত্তিরূপম্। পিচ্ছিলা পিচ্ছিলদ্রবভাগঃ বদ্ধং সংহতম্। বিট্‌শব্দো নপুংসকেঽপ্যস্তি উপবেশ্যতে ত্যাজ্যতে॥ ১৬॥ তত এব বাতার্শস এব গুল্মাদীনাং সম্ভবঃ। অষ্ঠীলা নাভেরধোভাগেপাষাণপিণ্ডিকাবদ্বাতব্যাধিবিশেষঃ॥ ১৭॥ তনু অঘনম্, শ্লথাঃ লম্বিনঃ॥ ১৮॥ সন্নিভাঃ আকৃত্যা। পাকো গুদস্য॥ ১৯॥

স্বেদতৃণ্মূর্চ্ছারতিমোহদাঃ * ॥ সোষ্মাণো দ্রবনীলোষ্ণপীতরক্তামবর্চ্চসঃ। যবমধ্যা হরিৎ পীতহারিদ্রত্বঙ্নখাদয়ঃ * ॥ ১৮—২০ ॥

পিত্তোত্তরভেদরক্তার্শোলক্ষণম্—রক্তোল্বণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতি-সমন্বিতাঃ। বটপ্ররোহসদৃশা গুঞ্জাবিদ্রুমসন্নিভাঃ * ॥ তেঽত্যর্থং দুষ্টমুষ্ণঞ্চ গাঢ়বিট্‌ক-প্রপীড়িতাঃ। স্রবন্তি সহসা রক্তং তস্য চাতিপ্রবৃত্তিতঃ ॥ ভেকাভঃ পীড্যতে দুঃখৈঃ শোণিতক্ষয়সম্ভবৈঃ। হীনবর্ণবলোৎসাহো হতৌজাঃ কলুষেন্দ্রিয়ঃ * ॥ বিট্ শ্যাবং কঠিনং রুক্ষমধোবায়ুর্ন বর্ত্ততে। তনু চারুণবর্ণঞ্চ ফেনিলং বাস্‌গর্শসাম্ * ॥ কট্যুরুগুদশূলঞ্চ দৌর্ব্বল্যং যদি বাধিকম্। তত্রানুবন্ধো বাতস্য হেতুর্যদি চ রুক্ষণম্ * ॥ শিথিলং শ্বেতপীতঞ্চ বিট্ স্নিগ্ধং গুরু শীতলম্। যদ্যর্শসাং ঘনং চাসৃক্ তন্তুমৎ পাণ্ডু পিচ্ছিলম্ ॥ গুদং সপিচ্ছং স্তিমিতং গুরু স্নিগ্ধঞ্চ কারণম্। শ্লেষ্মানুবন্ধো বিজ্ঞেয়স্তত্র রক্তার্শসাং বুধৈঃ ॥ ২১—২৭ ॥

কফোল্বণস্য লক্ষণম্—শ্লেষ্মোল্বণা মহামূলা ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ। উৎসন্নোপচিতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্তব্ধবৃত্তগুরুস্থিরাঃ *॥ পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কণ্ড্বাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়াঃ। করীরপনসাস্থ্যাভাস্তথা গোস্তনসন্নিভাঃ *॥ বঙ্ক্ষণানাহিনঃ পায়ুবস্তিনাভিবিকর্ষিণঃ। সকাসশ্বাসহৃল্লাসপ্রসেকারুচিপীনসাঃ * ॥ মেহকৃচ্ছ্রশিরোজাড্যশিশিরজ্বরকারিণঃ। ক্লৈব্যাগ্নিমার্দ্দবচ্ছর্দ্দিরামপ্রায়বিকারদাঃ * ॥ বসাভাঃ সকফপ্রাজ্যপুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ। ন স্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধত্বগাদয়ঃ ॥ ২৮—৩২ ॥

দ্বন্দ্বজার্শোলক্ষণম্—হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্বিদ্যাদ্দ্বন্দ্বোল্বণানি চ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিদোষজার্শঃসহজার্শোলক্ষণমাহ—সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাত্মকান্যাহুর্লক্ষণৈঃ সহজানি চ *। তন্ত্রান্তরে সহজার্শোলক্ষণং পৃথগাহুঃ। অর্শাংসি সহজাতানি দারুণানি ভবন্তি হি। দুর্দ্দর্শনানি পাণ্ডূনি পরুষাণ্যরুণানি চ ॥ অন্তর্ম্মুখানি তৈরার্ত্তঃ ক্ষীণঃ ক্ষীণস্বরো ভবেৎ। ক্ষীণানলঃ ক্ষীণরেতাঃ শিরাসন্ততবিড়্গ্রহঃ ॥ অল্পপ্রজঃ ক্রোধশীলো ভগ্নকাংস্যস্বনান্বিতঃ। শিরোদৃক্‌কর্ণনাসাসু রোগো হৃল্লেপসেকবান্ ॥ ৩৪—৩৭ ॥

---

* সোষ্মাণঃ উষ্ণস্পর্শাঃ। হরিৎ শাকবর্ণম্, পীতং হরিতালবর্ণম্ হারিদ্রং হরিদ্রাবর্ণম্। আদিশব্দান্মলমূত্রপুরীষাণাং গ্রহণম্ ॥ ২০ ॥ গুদে কীলা অর্শাংসি। পিত্তাকৃতিসমন্বিতাঃ পিত্তার্শোলক্ষণযুক্তাঃ। আকারেণ চ বটপ্ররোহসদৃশাঃ ॥ ২১ ॥ দুঃখৈঃ রোগৈঃ ত্বক্‌পারুষ্যাঙ্গশীতপ্রার্থনাদিভিঃ। কলুষেন্দ্রিয়ঃ ব্যাকুলসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥ রক্তস্যাপি বাতোল্বণস্য লক্ষণমাহ অসৃগর্শসাং রক্তার্শসাং ॥ ২৪ ॥ অনুবন্ধঃ উল্বণম্। রুক্ষং রুক্ষয়তীতি রুক্ষণম্ রুক্ষদ্রব্যম্। পিত্তোল্বণস্য তু লক্ষণম্ "রক্তোল্বণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমন্বিতাঃ" ইত্যাদিনৈবোক্তং রক্তপিত্তয়োঃ সমানলিঙ্গত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ উৎসন্নাঃ উন্নতাঃ উপচিতাঃ স্থূলাঃ স্নিগ্ধাঃ স্নেহাভ্যক্তাঃ স্থিরাঃ নিশ্চলাঃ ॥ ২৮ ॥ পিচ্ছিলাঃ কফোল্বণত্বাৎ। স্তিমিতাঃ আর্দ্রচর্ম্মাবগুণ্ঠিতা ইব। শ্লক্ষ্ণাঃ মণিবন্মসৃণাঃ করীরঃ বংশাঙ্কুরঃ পনসাস্থিগোস্তনাঃ তদাকৃতয়ঃ ॥ ২৯ ॥ বঙ্ক্ষণানাহিনঃ বঙ্ক্ষণয়োরানাহকারিণঃ পায়্বাদিষ্বাকর্ষণবৎ পীড়াকারিণঃ ॥৩০॥ কৃচ্ছ্রং মূত্রকৃচ্ছ্রম্ শিরোজাড্যং শিরোভাগে শীতাক্রান্তমিব ক্লৈব্যং স্ত্রীষ্বনিচ্ছা। অত্র ছর্দ্দিশব্দঃ সান্ত আর্ষত্বাৎ আমপ্রায়বিকারদাঃ আমবহুলা ব্যাধয়োঽতীসারগ্রহণ্যাদয়ঃ, তান্ দদতি ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বলক্ষণৈর্ব্বাতপিত্তকফার্শোলক্ষণৈঃ প্রাগুক্তৈঃ সর্ব্বাত্মকানি সন্তি তান্যর্শাংসি অতস্তথা তৈরেব লক্ষণৈঃ সহজান্যর্শাংস্যাহুঃ ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

সুখসাধ্যার্শোলক্ষণম্—বাহ্যায়াস্তু বলৌ জাতান্যেকদোষোল্বণানি চ। অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপতিতানি চ * ॥ ৩৮ ॥

কষ্টসাধ্যার্শোলক্ষণম্—দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাশ্রিতানি চ। কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসম্বৎসরাণি চ * ॥ ৩৯ ॥

অসাধ্যার্শোলক্ষণম্—সহজানি ত্রিদোষাণি যানি চাভ্যন্তরাং বলিম্। জায়ন্তেঽর্শাংসি সংশ্রিত্য তান্যসাধ্যানি নির্দ্দিশেৎ * ॥ শেষত্বাদায়ুষস্তানি চতুষ্পাদসমন্বয়ে। যাপ্যন্তে দীপ্তকায়াগ্নেঃ প্রত্যাখ্যেয়ান্যতোঽন্যথা * ॥ ৪০। ৪১ ॥

অর্শোঽরিষ্টমাহ—হস্তে পাদে মুখে নাভ্যাং গুদে বৃষণয়োস্তথা। শোথো হৃৎপার্শ্বশূলঞ্চ যস্যাসাধ্যোঽর্শসো হি সঃ * ॥ হৃৎপার্শ্বশূলং সংমোহশ্ছর্দ্দিরঙ্গস্য রুগ্ জ্বরঃ। তৃষ্ণা গুদাস্য পাকশ্চ নিহন্যুর্গুদজাতুরম্ * ॥ তৃষ্ণারোচকশূলার্ত্তমতিপ্রস্রুতশোণিতম্। শোথাতীসারসংযুক্তমর্শাংসি ক্ষপয়ন্তি হি ॥ ৪২—৪৪ ॥

মেঢ্রাদ্যর্শোলক্ষণম্—মেঢ্রাদিষ্বপি বক্ষ্যন্তে যথাস্বং নাভিজানি চ। গণ্ডুপদাস্যরূপাণি পিচ্ছিলানি মৃদূনি চ * ॥ ৪৫ ॥

চর্ম্মকীলস্য সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণং—ব্যানো গৃহীত্বা শ্লেষ্মাণং করোত্যর্শস্ত্বচো বহিঃ। কীলোপমং স্থিরখরং চর্ম্মকীলং তু তদ্বিদুঃ * ॥ ৪৬ ॥

তস্য চ বাতাদিভেদেন লক্ষণমাহ—বাতেন তোদপারুষ্যং পিত্তাদসিতবক্ত্রতা। শ্লেষ্মণা স্নিগ্ধতা তস্য গ্রথিতত্বং সবর্ণতা * ॥ ৪৭ ॥

অথ সামান্যতোঽর্শসশ্চিকিৎসা—যদ্বাতস্যানুলোম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে। অন্নপানৌষধং সর্ব্বং তৎসেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ * ॥ শালিষষ্টিকগোধূমযবান্নানি ঘৃতৈঃ সহ। অজাক্ষীরেণ বা নিম্বপটোলানাং রসেন বা ॥ কন্দৈর্ব্বার্ত্তাকুমূলাংশৈ রসৈর্ম্মাংসরসেন বা। জীবন্ত্যাপোদিকাশাকৈস্তণ্ডুলীয়কবাস্তুকৈঃ ॥ অন্যৈশ্চ সৃষ্টবিণ্মূত্রমরুদ্ভির্ব্বহ্নিদীপনৈঃ। অর্শাংসি ভিন্নবর্চ্চাংসি হন্যাদ্বাতাতিসারবৎ ॥ সতক্রং লবণং দদ্যাদ্বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্।

---

* বাহ্যায়াং বলৌ সম্বরণ্যাম্, ন চিরোৎপতিতানি অনতিক্রান্তসম্বৎসরাণি, এতানি লক্ষণানি মিলিতানি সুখসাধ্যত্ববোধকানি ॥৩৮॥ দ্বিতীয়ায়াং বলৌ বিসর্জ্জন্যাম্, পরিসম্বৎসরাণি পরিগতঃ সম্বৎসরো যেষাং তান্যতীতসম্বৎসরাণীতি যাবৎ, এতানি প্রত্যেকং কষ্টসাধ্যলক্ষণানি ॥ ৩৯ ॥ অভ্যন্তরাং বলিং প্রবাহণীম্ এতান্যপি প্রত্যেকমসাধ্যানি লক্ষণানি ॥ ৪০ ॥ যস্যায়ুঃশেষো বর্ত্ততে, চিকিৎসায়াশ্চত্বারঃ পাদাস্তে যথা বৈদ্যবচনকারী ধনবানুদারো জিতেন্দ্রিয়ো রোগী। শস্ত্রকর্ম্মণি কুশলো বৈদ্যঃ। অনলসঃ আপ্তঃ প্রিয়ঃ পরিচারকঃ। নবরসবীর্য্যাদিকমৌষধং। এষাং সমন্বয়ে সমাগমে। অতিদীপ্তকায়াগ্নেঃ পুরুষস্য তানি অর্শাংসি যাপ্যন্তে চিকিৎসায়াম্। অতোঽন্যথা প্রত্যাখ্যেয়ানি চিকিৎসাহীনানীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ অসাধ্যঃ সন্নিহিতমরণোবোধ্যঃ। অর্শসঃ অর্শোরোগযুক্তঃ। এতন্মিলিতমরিষ্টলক্ষণম্ ॥৪২॥ গুদস্য চাস্যমোষ্ঠদেশস্তস্য পাকঃ হৃৎপার্শ্বশূলাদিসমস্তং চারিষ্টলক্ষণম্ ॥ ৪৩ ॥ যথাস্বং যথাস্বীয়লক্ষণম্ নচাত্রোক্তনিদানপূর্ব্বং সম্প্রাপ্তিলক্ষণং যুক্তম্। তত্রার্শসঃ পদস্য মাংসাঙ্কুরসাম্যাৎ। গণ্ডুপদঃ কিঞ্চুলকঃ ॥ ৪৫ ॥ অথ মাংসাঙ্কুরসাম্যাদত্রাধিকারে চর্ম্মকীলস্য সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকম্ লক্ষণমাহ ব্যান ইতি ॥ খরং কর্কশম্ ॥ ৪৬ ॥ সবর্ণতা শরীরসমানবর্ণতা ॥ ৪৭ ॥ অর্শসৈঃ অর্শোরোগযুক্তৈঃ ॥ ৪৮ ॥

ন প্ররোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্রসমাহতাঃ ॥ তক্রাভ্যাসোঽর্শসৈঃ কার্য্যো বলবর্ণাগ্নিবৃদ্ধয়ে। স্রোতঃসু তক্রশুদ্ধেষু সম্যক্ চরতি তদ্রসঃ ॥ তেন পুষ্টিস্তথা তুষ্টির্ব্বলং বর্ণশ্চ জায়তে। বাতশ্লেষ্মবিকারাণাং শতঞ্চ বিনিবর্ত্ততে ॥ ৪৮—৫৪ ॥

করঞ্জাদিচূর্ণম্—চিরবিল্বাগ্নিসিন্ধুত্থ-নাগরেন্দ্রযবাররলু। তক্রেণ পিবতোঽর্শাংসি নিপতন্ত্যস্বজা সহ * ॥ ৫৫ ॥

লেপঃ—লেপং রজনিচূর্ণেন সুধাদুগ্ধযুতেন চ। অর্শোরোগনিবৃত্ত্যর্থং কারয়েত্তু চিকিৎসকঃ ॥ পিপ্পলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং শিরীষস্য ফলং তথা। সুধাদুগ্ধার্কদুগ্ধং বা লেপোঽয়ং গুদজান্ হরেৎ ॥ হরিদ্রাজালিনীচূর্ণং কটুতৈলসমন্বিতম্। এষ লেপো বরঃ প্রোক্তো হ্যর্শসামন্তকারকঃ * ॥ অসিতানাং তিলানান্তু পলং শীতজলেন চ। খাদতোঽর্শাংসি শাম্যন্তি দৃঢ়া দন্তা ভবন্তি চ। শস্ত্রৈর্ব্বাথ জলৌকোভিঃ প্রচ্ছন্নকঠিনার্শসঃ ॥ শোণিতং সঞ্চিতং দৃষ্ট্বা হরেৎ প্রাজ্ঞঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৬—৬০ ॥

বৃহৎকাসীসাদ্যতৈলং—কাসীসং সৈন্ধবং কৃষ্ণা শুণ্ঠী কুষ্ঠঞ্চ লাঙ্গলী। শিলাভিদশ্বমারশ্চ দন্তী জন্তুঘ্নচিত্রকম্ * ॥ তালকং কুনটী স্বর্ণক্ষীরী চৈতৈঃ পচেত্ভিষক্। তৈলং স্নুহ্যর্কপয়সা গবাং মূত্রচতুর্গুণম্ * ॥ এতদভ্যঙ্গতোঽর্শাংসি ক্ষারেণৈব পতন্তি হি। ক্ষারকর্ম্মকরং হ্যেতন্ন চ সন্দূষয়েদ্বলিম্ ॥ ৬১—৬৩ ॥

সমশর্করচূর্ণম্—শুণ্ঠীকণামরিচনাগদলত্বগেলং চূর্ণীকৃতং ক্রমবিবর্দ্ধিতমূর্দ্ধমন্ত্যাৎ। খাদেদিদং সমসিতং গুদজাগ্নিমান্দ্য-গুল্মারুচিশ্বসনকণ্ঠহৃদামযেষু * ॥ ৬৪ ॥

বিজয়চূর্ণম্—ত্রিকত্রয়ং বচা হিঙ্গু পাঠা ক্ষারৌ নিশাদ্বয়ম্। চব্যতিক্তা-কলিঙ্গানি শক্রাহ্বা লবণানি চ * ॥ গ্রন্থিবিল্বাজমোদা চ গণোঽষ্টাবিংশতির্ম্মতঃ। এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ * ॥ চূর্ণং বিড়ালপদকং পিবেদুষ্ণেণ বারিণা। এরণ্ডতৈলযুক্তং বা লিহ্যাচ্চূর্ণমিদং নরঃ * ॥ হন্যাদর্শাংসি সর্ব্বাণি শ্বাসশোষভগন্দরান্। হৃচ্ছূলপার্শ্বশূলঞ্চ বাতগুল্মং তথোদরম্ ॥ হিক্কাং কাসং প্রমেহাংশ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্। আমবাতমুদাবর্ত্তমন্ত্রবৃদ্ধিং গুদকৃমীন্ ॥ অন্যে চ গ্রহণীদোষা ভিষগ্ভির্যে প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিজয়ো নাম চূর্ণোঽয়ং তান্ সর্ব্বানাশু নাশয়েৎ ॥ মহাজ্বরোপসৃষ্টানাং ভূতোপহতচেতসাম্। অপ্রজানাঞ্চ নারীণাং হিতমেতদ্ধি ভেষজম্ ॥ ৬৫—৭১ ॥

---

* চিরবিল্বঃ করঞ্জঃ তস্য ফলস্যাত্র মজ্জা গ্রাহ্যা অরলুঃ শোণকঃ ইতি করঞ্জাদি চূর্ণম্ ॥ ৫৫ ॥ জালিনী কটুতোরই ইতি লোকে ॥ ৫৮ ॥ কাসীসং কৌসীস ইতি লোকে। লাঙ্গলী কারহারীতি লোকে। শিলাভিৎ পাষাণভেদঃ। অশ্বমারঃ কনৈলি ইতি লোকে ॥ ৬১ ॥ স্বর্ণক্ষীরী চোষ ইতি লোকে ॥ ৬২ ॥ তদ্যথা এলাবীজমত্র সূক্ষ্মং গ্রাহ্যম্, যত আহ মদনপালঃ-এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাস-কাশার্শোমূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ" ইত্যাদি তস্যা বীজং ভাগ ১। ত্বগ্ভাগ ২। দলং পত্রকম্ ৩। নাগং নাগকেশরম্, যত আহ নিঘণ্টৌ ধন্বন্তরিঃ "নাগপুষ্পং মতং নাগং কেসরং নাগকেসরম্" ইত্যাদি। তস্য ভাগঃ ৪, মরিচ ৫, পীপরি ৬, সোঠি ৭, চিনি সাখর ভাগ ২৮ ॥ সমশর্করচূর্ণম্ ॥ ৬৪ ॥ ত্রিকত্রয়ং ত্রিফলা-ত্রিকটুত্রিসুগন্ধীনি। ক্ষারৌ স্বর্জ্জিকা যবক্ষারশ্চ লবণানি পঞ্চ ॥ ৬৫ ॥ গ্রন্থি পিপ্পলীমূলম্ ॥ ৬৬ ॥ বিড়ালপদকং কর্ষঃ ॥ ৬৭ ॥

লঘুশূরণমোদকঃ—মরিচমহৌষধচিত্রকশূরণভাগা যথোত্তরং দ্বিগুণাঃ। সর্ব্বসমো গুড়ভাগঃ সেব্যোঽয়ং মোদকঃ প্রসিদ্ধফলঃ * ॥ জ্বলনং জ্বলয়তি জাঠরমুন্মূলয়তীহ শূলগুল্মগদান্। নিঃশেষয়তি শ্লীপদমর্শাংসি বিনাশয়ত্যাশু ॥ ৭২। ৭৩ ॥

বৃহচ্ছূরণমোদকঃ—ষোড়শ শূরণভাগা বহ্নেরষ্টৌ মহৌষধস্যাস্য। অর্দ্ধেন ভাগযুক্তির্ম্মরিচস্য ততোঽপি চার্দ্ধেন ॥ ত্রিফলাকণাসমূলা তালীশারুষ্করকৃমিঘ্নানাম্। ভাগা মহৌষধসমা দহনাংশা তালমূলী চ ॥ ভাগাঃ শূরণতুল্যা দাতব্যা বৃদ্ধদারকস্যাপি। ভৃঙ্গেলে মরিচাংশে সর্ব্বাণ্যেকত্র কারয়েচ্চূর্ণম্ * ॥ দ্বিগুণেন গুড়েন যুতঃ সেব্যোঽয়ং মোদকঃ প্রকামধনৈঃ। গুরুবৃষ্যভোজনরতৈরিতরেষূপদ্রবং কুর্য্যাৎ ॥ ভস্মকমনেন জনিতং পূর্ব্বমগস্ত্যস্য যোগরাজেন। ভীমস্য মারুতেরপি মহাশনৌ তেন তৌ যাতৌ ॥ অগ্নিবলবর্ণহেতুর্ন কেবলং শূরণো মহাবীর্য্যঃ। হন্তা শস্ত্রক্ষারানলৈর্ব্বিনাপ্যর্শসামেষঃ ॥ শ্বয়থুশ্লীপদগদহৃদ্গ্রহণীঞ্চ কফানিলোদ্ভূতাম্। নাশয়তি বলীপলিতং মেধাং কুরুতে জরাঞ্চ হরেৎ ॥ হিক্কাং কাসং শ্বাসঞ্চ রাজরোগং প্রমেহাংশ্চ। প্লীহানঞ্চ তথোগ্রং হন্ত্যাশু রসায়নং পুংসাম্ ॥ ৭৪—৮১ ॥

শ্রীবাহুশালো গুড়ঃ—ত্রিবৃত্তেজোবতী দন্তী শ্বদংষ্ট্রা চিত্রকং শঠী। গবাক্ষী মুস্তবিশ্বাহ্ববিড়ঙ্গানি হরীতকী ॥ পলোন্মিতানি চৈতানি পলান্যষ্টাবরুষ্করাৎ। বৃদ্ধদারাৎ পলান্যষ্টৌ শূরণস্য তু ষোড়শ ॥ জলদ্রোণদ্বয়ে ক্বাথ্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্। পূতস্তু তং রসং ভূয়ঃ ক্বাথ্যোত্ত্যস্ত্রিগুণং গুড়ম্ ॥ মেলয়িত্বা পচেত্তাবৎ যাবদ্দর্ব্বীপ্রলেপনম্। অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ ॥ ত্রিবৃত্তেজোবতীকন্দচিত্রকান্ দ্বিপলাংশিকান্। এলাত্বঙ্মরিচঞ্চাপি নাগাহ্বঞ্চাপি ষট্পলম্ * ॥ দ্বাত্রিংশচ্চ পলান্যত্র চূর্ণয়িত্বা নিধাপয়েৎ। ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জীর্ণে ক্ষীররসাশিনঃ ॥ হন্ত্যাদশাংসি সর্ব্বাণি তথা সর্ব্বোদরাণ্যপি। গুল্মানপি প্রমেহাংশ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্ ॥ দীপয়েদনলং মন্দং যক্ষ্মাণং চাপকর্ষতি। আঢ্যবাতে প্রতিশ্যায়ে পীনসে চ হিতো মতঃ ॥ ভবন্ত্যনেন পুরুষাঃ শতং বর্ষাণ্যনাময়াঃ। দীর্ঘায়ুষঃ প্রজননা বলীপলিতবর্জ্জিতাঃ ॥ গুড়ঃ শ্রীবাহুশালোঽয়ং রসায়নবরো মতঃ। দুর্নামান্তকরো হ্যেষ দৃষ্টো বারসহস্রশঃ ॥ যাবদ্দর্ব্বীপ্রলেপঃ স্যাদ্গুড়ো বা তন্তুমান্ ভবেৎ। তোয়পূর্ণে যদা পাত্রে ক্ষিপ্তো ন প্লবতে গুড়ঃ ॥ ক্ষিপ্তস্তু নিশ্চলস্তিষ্ঠেৎ পতিতস্তু ন শীর্য্যতি। এষ পাকঃ সমস্তানাং গুড়ানাং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ সার্দ্ধং পলং পলং চার্দ্ধং ভক্ষয়েদ্গুড়খণ্ডয়োঃ। শ্রেষ্ঠা তু মধ্যমা হীনা মাত্রোক্তা মুনিভিস্ত্রিধা ॥ ইতি শ্রীবাহুশালো গুড়ঃ। তিলভল্লাতকৈঃ পথ্যা গুড়শ্চেতি সমাংশকৈঃ। দুর্নামশ্বাসকাসঘ্নং প্লীহপাণ্ডুজ্বরাপহম্ ॥ পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনী কণ্ডুকুক্ষিরুজাপহা। গুদজান্নাশয়ত্যাশু ভক্ষিতা সগুড়াভয়া ॥ ৮২—৯৬ ॥

---

* তদ্যথা। মরিচভাগ ১, শুণ্ঠীভাগ ২, চিতাভাগ ৪, শূরণভাগ ৮, গুড়ভাগ ১৫ ॥ ৭২ ॥ এষাং ভাগা যথা। শূরণভাগ ১৬; চিতাভাগ ৮; শুণ্ঠীভাগ ৪; মরিচ ভাগ ২; হরৈর, বহেরা, অবরা, পীপরি, পিপরামূল, তালীশ, ভেলা, তদসহত্বে রক্তচন্দনম্, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকং ভাগ ৪; তালমূলীভাগ ৮। বিধারা ভাগ ১৬, তজভাগ ১, ইলাচী ছোটী বীজভাগ ১, গুড়ভাগ ১৭৬ ॥ ৭৬ ॥ কন্দঃ শূরণঃ ॥ ৮৩ ॥

শঙ্করলৌহং—প্রণম্য শঙ্করং রুদ্রং দণ্ডপাণিং মহেশ্বরম্। জীবিতারোগ্যমিচ্ছন্নারদোঽপৃচ্ছদীশ্বরম্॥ সুখোপায়েন হে নাথ শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনা। চিকিৎসামর্শসাং নৃণাং কারুণ্যাদ্বক্তুমর্হসি॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা নরাণাং হিতকাম্যয়া। অর্শসাং নাশনং শ্রেষ্ঠং ভৈষজ্যং শঙ্করোঽবদৎ॥ পাণ্ড্বভ্রাদিলোহানামাদায়ান্যতমং শুভম্। কৃত্বা নির্ম্মলমাদৌ তু কুনট্যা মাক্ষিকেণ চ *॥ পত্তূরমূলকল্কেন লিম্পেদ্রসযুতেন চ। বহ্নৌ নিক্ষিপ্য বিধিবৎ সারাঙ্গারেণ নির্দ্ধমেৎ *॥ জ্বালা চ তস্য রোদ্ধব্যা ত্রিফলায়া রসেন চ। ততো বিজ্ঞায় গলিতং শঙ্কুনোর্দ্ধং সমুচ্ছ্রয়েৎ॥ ত্রিফলায়া রসে পূতে তদাকৃষ্য তু নির্দ্ধমেৎ। ন সম্যক্ গালিতং যত্তু তেনৈব বিধিনা পুনঃ॥ ধ্মাতং নির্ব্বাপয়েত্তস্মিল্লোহং তত্ত্রিফলারসে। যল্লোহং ন মৃতং তত্র পাচ্যং ভূয়োঽপি পূর্ব্ববৎ॥ মারণান্ন মৃতং যচ্চ তৎ পক্তব্যমলোহবৎ। ততঃ সংশোষ্য বিধিবচ্চূর্ণয়েল্লোহভাজনে॥ লৌহেন চ তথা পিষ্যাদ্দৃষদা সূক্ষ্মচূর্ণিতম্॥ কৃত্বা লোহময়ে পাত্রে মার্দ্দে বা লিপ্তরন্ধ্রকে॥ রসৈঃ পঙ্কোপমং কৃত্বা তং পচেদ্ গোময়াগ্নিনা॥ পুটানি ক্রমশো দদ্যাৎ পৃথগেভির্বিধানতঃ॥ ত্রিফলার্দ্রকভৃঙ্গানাং কেশরাজস্য বুদ্ধিমান্॥ মানকন্দকভল্লাতবহ্নীনাং শূরণস্য চ *॥ হস্তিকর্ণপলাশস্য কুলিশস্য তথৈব চ॥ পুটে পুটে চূর্ণয়িত্বা লোহাৎ ষোড়শিকং পলম্। তন্মাত্রং ত্রিফলায়াশ্চ পলেনাধিকমাহরেৎ। অষ্টভাগাবশেষে তু রসে তস্যাঃ পচেদ্ বুধঃ॥ অষ্টৌ পলানি দত্ত্বা চ সর্পিষো লৌহভাজনে। তাম্রে বা লোহদর্ব্ব্যা তু চালয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্। ততঃ পাকবিধানজ্ঞঃ স্বচ্ছে চোর্দ্ধঞ্চ সর্পিষি। মৃদুমধ্যাদিভেদেন গৃহ্নীয়াৎ পাকমন্যতঃ॥ আরম্ভে তদ্বিধানজ্ঞঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ। ঘৃতভ্রামরসংযুক্তং বিলিহ্যাদ্রক্তিকাক্রমাৎ *॥ বর্দ্ধমানানুপানঞ্চ গব্যক্ষীরোত্তমং মতম্॥ গব্যাভাবে ত্বজায়াশ্চ স্নিগ্ধবৃষ্যাদিভোজনম্॥ সদ্যো বহ্নিকরঞ্চৈব ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি। হন্তি বাতং তথা পিত্তং কুষ্ঠানি বিষমজ্বরম্॥ গুল্মাক্ষিপাণ্ডুরোগাংশ্চ নিদ্রালস্যমরোচকম্। শূলঞ্চ পরিণামঞ্চ প্রমেহমববাহুকম্॥ শ্বয়থুং রুধিরস্রাবং দুর্নামানং বিশেষতঃ। বলকৃদ্বৃংহণঞ্চৈব কান্তিদং স্বরবোধনম্॥ শরীরলাঘবকরমারোগ্যপুষ্টিবর্দ্ধনম্। আয়ুষ্যং শ্রীকরঞ্চৈব বলতেজস্করং শুভম্॥ সস্ত্রীকং পুত্ত্রজননং বলীপলিতনাশনম্। দুর্নামারিরয়ং নাম্না দৃষ্টো বারসহস্রশঃ॥ অনেনার্শাংসি দহ্যন্তে যথা তূলঞ্চ বহ্নিনা। সৌকুমার্য্যাল্পকায়ত্বাদ্মদ্যসেবী যদা নরঃ॥ জীর্ণমদ্যাদিযুক্তাদিভোজনৈঃ সহ দাপয়েৎ। লাবতিত্তিরিবর্ত্তীরময়ূরশশকাদয়ঃ *॥ চটকঃ কলবিঙ্কশ্চ বর্ত্তকা হরিতালকঃ। শ্যেনকশ্চ বৃহল্লাবো বনবিষ্কিরকাদয়ঃ॥ পারাবতমৃগাদীনাং মাংসং জাঙ্গলকং শুভম্ *। মদ্গুরো রোহিতঃ শ্রেষ্ঠঃ শকুলশ্চ বিশেষতঃ॥ মৎস্যরাজা ইতি প্রোক্তা হিতমৎস্যায় দেহিনে॥ বৃন্তাকস্য ফলং শস্তং পটোলং

---

* কুনটী মনঃশিলাঃ মাক্ষিকং স্বর্ণমাক্ষিকম্॥ ১০০॥ পত্তূরঃ পটকার ইতি লোকে। রসঃ পারদঃ। সারঃ কাষ্ঠসারঃ॥ ১০১॥ ভৃঙ্গঃ ভেঙ্গরিয়া। কেশরাজঃ কেশরাগ ইতি॥ ১০৮॥ দ্বাদশ-রক্তিকাপর্য্যন্তং যথাগ্নিবলং খাদেৎ॥ ১১২॥ বর্ত্তীরঃ বগেরীতি লোকে বনচটকঃ॥ ১২০॥ কলবিঙ্কঃ গৃহ-চটকঃ। বর্ত্তকা বটেরি ইতি লোকে। হরিতালকঃ হরিল ইতি লোকে। বিষ্কিরাঃ বর্ত্তকাদয়ঃ॥ ১২১॥

বৃহতীফলম্। প্রলম্বা ভীরুবেত্রাগ্রতাড়কস্তণ্ডুলীয়কম্ * ॥ বাস্তূকং ধান্যশাকঞ্চ চিত্রকঞ্চক্রমর্দ্দকম্। নালিকেরঞ্চ খর্জ্জূরং দাড়িমং লবলীফলম্ * ॥ শৃঙ্গাটকঞ্চ পক্কাম্রং দ্রাক্ষাতালফলানি চ। হিতান্যেতানি বস্তূনি লোহমেতৎ সমশ্নতাম্॥ নাশ্নীয়াল্লকুচং কোলকর্কন্ধূবদরাণি চ। জম্বীরং বীজপূরঞ্চ তিন্তিড়ীকরমর্দ্দকম্ * ॥ আনূপানি চ মাংসানি ক্রকরং পুণ্ড্রকাণি চ। হংসসারসদাত্যূহচাষক্রৌঞ্চবলাকিকাঃ॥ মানকন্দং কসেরূণি কতকঞ্চ কালিঙ্গকম্ * ॥ কুষ্মাণ্ডকঞ্চ কর্কোটং ক্রমুকঞ্চ বিশেষতঃ। কটুকং কালশাকঞ্চ কুণ্টরুং কর্কটী তথা। ককারাদীনি সর্ব্বাণি দ্বিদলানি চ বর্জ্জয়েৎ॥ শঙ্করেণ সমাখ্যাতো যক্ষরাজানুকম্পয়া। জগতামুপকারায় দুর্ন্নামারিরয়ং ধ্রুবম্॥ স্থানাচ্চলতি মেরুশ্চ পৃথ্বী পর্য্যেতি বায়ুনা। পতন্তি চন্দ্রতারাশ্চ মিথ্যা চেদহমব্রুবম্॥ ব্রহ্মঘ্নাশ্চ কৃতঘ্নাশ্চ ক্রূরা যেঽসত্যবাদিনঃ। বর্জ্জনীয়াঃ সধর্ম্মেণ ভিষজা গুরুনিন্দকাঃ॥ মুনিরসপিষ্টবিড়ঙ্গং মুনিরসলীঢ়ং চিরস্থিতং ঘর্ম্মে। দ্রাবয়তি লোহদোষান্ বহ্নির্নবনীতপিণ্ডমিব * ॥ কালে মলপ্রবৃত্তির্লাঘবমুদরে বিশুদ্ধিরুদ্গারে। অঙ্গেষু নাবসাদো মনঃপ্রসাদোঽস্য পরিপাকে॥ ক্রিমিরিপুচূর্ণং লীঢ়ং সহিতং স্বরসেন বঙ্গসেনস্য। ক্ষপয়ত্যচিরান্নিয়তং লোহাজীর্ণোদ্ভবং শূলম্ * ॥ ভবেদ্যদ্যতিসারস্তু দুগ্ধং পীত্বা তু তং জয়েৎ। গুঞ্জাদ্বাদশকাদূর্দ্ধং বৃদ্ধিরস্য ভয়প্রদা॥ শঙ্করপ্রণীতং লোহম্। ইতি সামান্যাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৯৭—১৩৬॥

রক্তার্শসাং চিকিৎসা—রক্তার্শসামুপেক্ষেত রক্তমাদৌ স্রবেত্তিষক্। দুষ্টাস্রে নিঃসৃতে ন স্যুঃ শূলানাহাসৃগাময়াঃ॥ ১৩৭॥

চন্দনাদিক্কাথঃ—চন্দনকিরাততিক্তকধন্বযবাসাঃ সনাগরাঃ ক্বথিতাঃ। রক্তার্শসাং প্রশমনা দার্ব্বীত্বগুশীরনিম্বাশ্চ * ॥ ইতি চন্দনাদি ক্কাথঃ। নবনীততিলাভ্যাসাৎ কেশরনবনীত শর্করাভ্যাসাৎ। দধিসরমথিতাভ্যাসাদ্গুদজাঃ শাম্যন্তি রক্তবহাঃ * ॥ সপদ্মকেশরং ক্ষৌদ্রং নবনীতং নবং লিহন্। সিতা কেশরসংযুক্তং রক্তার্শসি সুখা ভবেৎ॥ পয়সা শৃতেন যূষৈঃ সতীনমুদ্গাঢ়কীমসূরানাম্। ওদনমদ্যাদম্লৈঃ শালিশ্যামাককোদ্রবজম্। শশহরিণলাবমাংসৈঃ কপিঞ্জলৈরেণমাংসৈশ্চ * ॥ ১৩৮—১৪১॥

সমঙ্গাদিদুগ্ধম্—সমঙ্গোৎপলমোচাকতিরীটোৎপললচন্দনৈঃ। সিদ্ধং ছাগীপয়ো দদ্যাদ্গুদজে শোণিতাত্মকে * ॥ ১৪২॥

---

* প্রলম্বা লম্বালাবুঃ। ভীরুঃ শতাবর্য্যাঃ পত্রং পত্রশাকম্। তাড়কং দেবদালী অকরকরেতিলোকে। তথা চ নিঘণ্টে ধন্বন্তরিঃ "জীমূতকো দেবতাড়ঃ কৃতকোশো গরাগরী। প্রোক্তাখুবিষহা বেণী দেবদালী চ তাড়কঃ॥ দেবদালীরসে তিক্তা কফার্শঃশোথপাণ্ডুতাঃ। নাশয়েদিত্যাদি॥ ১২৩॥ চক্রমর্দ্দকং চ কবড়শাকম্॥ ১২৪॥ কোলং ক্ষুদ্রবদরম্। কর্কন্ধু বৃহদ্বদরম্॥ ১২৬॥ ক্রকরং করকরং দাত্যূহঃ নীলকণ্ঠঃ চাষঃ ডাক্। কলিঙ্গকং তরবুজ॥১২৭॥ মুনিরত্রাগস্ত্যঃ॥১৩৩॥ বঙ্গসেনস্য অগস্তেঃ॥ ১৩৫॥ চন্দনমত্র রক্তম্। নাগরমত্র মুস্তকম্॥ ১৩৮॥ দধ্নস্তুপরি যো ভাগো ঘনস্নেহযুতঃ সরঃ। মথিতং সররহিতং নির্জ্জলং বস্ত্রপূতং দধি॥ ১৩৯॥ ওদনমদ্যাদম্লৈরীষৎস্নুগন্ধৈশ্চ॥ ১৪১॥ সমঙ্গা লজ্জালুঃ। মোচাকঃ মোচরসঃ। তিরীটঃ লোধ্রঃ চন্দনং রক্তম্॥ ১৪২॥

ক্ষারসূত্রম্—ভাবিতং রজনীচূর্ণং স্নুহীক্ষীরৈঃ পুনঃ পুনঃ। বন্ধনাৎ সুদৃঢ়ং সূত্রং ছিনত্ত্যর্শো ভগন্দরম্॥ নাড়ীনাভিসমুত্থেষু তথা মেঢ্রাদিজেষ্বপি। ত্রিষপ্যর্শঃসু কুর্ব্বীত তত্র তত্র যথোচিতম্॥ চর্ম্মকীলস্তু সংছিদ্য দহেৎ ক্ষারেণ চাগ্নিনা। বেগাবরোধং স্ত্রীপৃষ্ঠযানান্যুৎকটকাশনম্॥ যথাস্বং দোষলং চান্নমর্শসঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৪৩—১৪৫॥ ইত্যর্শোঽধিকারঃ।

অথ জঠরাগ্নিবিকারাধিকারঃ।

সন্নিকৃষ্টনিদানপূর্ব্বকোদরাগ্নিবিকারাঃ—মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ। কফপিত্তানিলাধিক্যাত্তৎসাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ॥ ১॥

মন্দস্যাগ্নেলক্ষণম্—স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্মাত্রা ভুক্তা বিপচ্যতে। ছর্দ্দিঃ সাদঃ প্রসেকঃ স্যাচ্ছিরোজঠরগৌরবম্॥ ২॥

তীক্ষ্ণস্য লক্ষণমাহ—মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা তীক্ষ্ণাগ্নেঃ পচ্যতে সুখম্। অতএব হি কেনাপি মতস্তীক্ষ্ণাগ্নিরুত্তমঃ॥ ৩॥

বিষমস্য লক্ষণমাহ—অশিতা খলু মাত্রাপি বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ। কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিন্ন বিপচ্যতে॥ তস্যাধ্মানমুদাবর্ত্তং শূলং জঠরগৌরবম্। প্রবাহণমতীসারস্তথা স্যাদন্ত্রকূজনম্॥ ৪—৫॥

সমস্য লক্ষণম্—সমা সমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যগ্ বিপচ্যতে। এষাং মধ্যে তু সর্ব্বেষাং সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥ তন্ত্রান্তরেতু—অতিমাত্রমজীর্ণোঽপি গুরু চান্ন সমশ্নতঃ॥ দিবাপি স্বপতো যেন পচ্যতে সোঽগ্নিরুত্তমঃ *॥ তীক্ষ্ণঃ পিত্তসমুত্থানান্ বিষমো বাতহেতুকান্। তথা করোতি মন্দাগ্নির্ব্বিকারান্ কফসম্ভবান্॥ ৬—৮॥

ভস্মকস্য নিদানসম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্—বহুবর্ত্তিরুক্ষান্নভুজাং নরাণাং ক্ষীণে কফে মারুতপিত্তবৃদ্ধৌ। অতিপ্রবৃদ্ধঃ পবনান্বিতোঽগ্নির্ভুক্তং ক্ষণাদ্ভস্ম করোতি যস্মাৎ॥ তস্মাদসৌ ভস্মকসংজ্ঞকোঽভূদুপেক্ষিতোঽয়ং পচতে চ ধাতূন্॥ ৯॥

ভস্মকস্য সোপদ্রবমরিষ্টম্—তৃট্স্বেদদাহমূর্চ্ছাদীন্ কৃত্বৈবোঽত্যগ্নিসম্ভবান্। পক্ত্বান্নমাশু ধাত্বাদীন্ স ক্ষিপ্রং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥ ১০॥

অজীর্ণস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্—অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাচ্চ সন্ধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ। কালেঽপি সাত্ম্যং লঘু চাপি ভুক্তমন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য *॥ অন্যচ্চ—

---

* এতেন তীক্ষ্ণ উত্তম উক্তঃ। স চ মধুরস্নিগ্ধাদিভোজ্যসম্পত্ত্যাবুত্তমঃ। তর্হি কথং তীক্ষ্ণস্য বিকারমধ্যে গণনা? উচ্যতে সমোঽগ্নিঃ ক্ষুধাবিঘাতাদাশ্বেব তথা বিকারং ন করোতি, তীক্ষ্ণস্তু স্বল্পকালমপি ক্ষুধাবিঘাতাদাশ্বেব পৈত্তিকান্ বিকারান কুরুতে॥ ইত্যাহোত্তরত্র তীক্ষ্ণ ইতি॥ ৬॥ সন্ধারণাৎ ক্ষুধামূত্রপুরীষাদীনাম্ স্বপ্নবিপর্য্যয়াৎ দিবাশয়নাদ্রাত্রৌ জাগরণাৎ, লঘু চাপীত্যপি শব্দাৎ স্নিগ্ধোষ্ণাদিগুণযুক্তমপি॥ ১১॥

তৃষ্ণাভয়ক্রোধপরিপ্লুতেন লুব্ধেন রুগ্দৈন্যনিপীড়িতেন। প্রদ্বেষযুক্তেন চ সেব্যমানমন্নং ন সম্যক্ পরিপাকমেতি *॥ অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ। রোগানীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি *॥ অন্যচ্চ—প্রায়েণাহারবৈষম্যাদজীর্ণং জায়তে নৃণাম্। তন্মূলো রোগসঙ্ঘাতস্তদ্বিনাশাদ্বিনশ্যতি *॥ ১১—১৪॥

অজীর্ণস্য সামান্যং লক্ষণম্—গ্লানিগৌরববিষ্টম্ভভ্রমমারুতমূঢ়তা। বিবন্ধো বা প্রবৃত্তির্বা সামান্যাজীর্ণলক্ষণম্ *॥ ১৫॥

সন্নিকৃষ্টকারণসহিতাঽজীর্ণস্য ভেদাঃ—আমং বিদগ্ধং বিষ্টব্ধং কফপিত্তানিলৈস্ত্রিভিঃ। অজীর্ণং কেচিদিচ্ছন্তি চতুর্থং রসশেষতঃ *॥ অজীর্ণং পঞ্চমং কেচিন্নির্দোষং দিনপাকি চ। বদন্তি ষষ্ঠং চাজীর্ণং প্রাকৃতং প্রতিবাসরম্ *॥ ১৬। ১৭॥

আমাজীর্ণস্য লক্ষণম্—তত্রামে গুরুতোৎক্লেশঃ শোথো গণ্ডাক্ষিকূটগঃ। উদ্গারশ্চ যথাভুক্তমবিদগ্ধং প্রবর্ত্ততে *॥ ১৮॥

বিদগ্ধাজীর্ণস্য লক্ষণম্—বিদগ্ধে ভ্রমতৃণ্মূর্চ্ছাঃ পিত্তাচ্চ বিবিধা রুজঃ। উদ্গারশ্চ সধূমাম্লঃ স্বেদো দাহশ্চ জায়তে *॥ ১৯॥

বিষ্টব্ধাজীর্ণস্য লক্ষণম্—বিষ্টব্ধে শূলমাধ্মানং বিবিধা বাতবেদনাঃ। মলবাতাঽপ্রবৃত্তিশ্চ স্তম্ভো মোহোঽঙ্গপীড়নম্॥ ২০॥

রসশেষাজীর্ণস্য লক্ষণম্—রসশেষেঽন্নবিদ্বেষো হৃদয়াশুদ্ধিগৌরবে॥ ২১॥

এতস্যোপদ্রবানাহ—মূর্চ্ছা প্রলাপো বমথুঃ প্রসেকঃ সদনং ভ্রমঃ। উপদ্রবা ভবন্ত্যেতে মরণঞ্চাপ্যজীর্ণতঃ॥ ২২॥

অতিশয়িতেভ্যোঽজীর্ণেভ্যো বিসূচ্যাদিরোগাঃ—আমং বিদগ্ধং বিষ্টব্ধমিত্যজীর্ণং যদীরিতম্। বিসূচ্যলসকৌ তস্মাত্তত্রচাপি বিলম্বিকা *॥ ২৩॥

* পরিপ্লুতেন ব্যাপ্তেন॥১২॥ উক্তকারণেভ্যোঽতিমাত্রান্নভোজনং বিশেষাদজীর্ণস্য কারণমজীর্ণঞ্চ বহুব্যাধীনাং কারণমিত্যাহ অনাত্মেতি অনাত্মবন্তঃ অবুদ্ধিমন্তঃ॥ রোগানীকস্য বিসূচ্যাদেঃ মূলং কারণম্॥১৩॥ রোগসঙ্ঘাতঃ রোগসমূহঃ অজীর্ণবিনাশাদ্ধি বিনশ্যতি॥ ১৪॥ মারুতমূঢ়তা বায়োরবরোধঃ, বিবন্ধঃ মলাপ্রবৃত্তিঃ॥ ১৫॥ ত্রিভিরিত্যেকশো নতু মিলিতৈঃ। কেচিত্তু সুশ্রুতাদয়ঃ। রসশেষতঃ ভুক্তস্য পক্বস্য সারভূতো যো দ্রবঃ স রসঃ, সোঽপি পচ্যতে। ভুক্তস্য সারভূতো যো দ্রবঃ স চাপক্বঃ সারঃ রসশেষঃ তস্মাচ্চতুর্থাজীর্ণম্। নন্বামাজীর্ণাদ্রসশেষস্য কো ভেদঃ? উচ্যতে—আমং মধুরতাং গতমপক্বমন্নমেব রসশেষস্তু ভুক্তস্য পক্বস্য সারভূতো যো দ্রবঃ স চাপক্বঃ ইতি ভেদঃ॥ ১৬॥ নির্দ্দোষং গৌরবভ্রমশূলাদিদোষাঽজনকম্। দিনপাকি চ অহোরাত্রেণ পাকং যাতীতি স্বভাবঃ। যত্তু মাত্রাকালসাম্যাদিদোষাদ্দিনান্তরে পাকং যাতি তদ্দিনপাকি। অতএব যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং ইতি বচনম্ তদেবাহ বদন্তীতি। প্রাকৃতং অবিকারকম্ প্রতিবাসরং প্রতিদিনভাবি। ভুক্তং যাবন্নজীর্ণং তাবজ্জীর্ণমিত্যুচ্যতে এতদভিধানস্য প্রয়োজনং পাকার্থং বামপার্শ্বে শয়নং প্রিয়শব্দাদিসেবনাদিকম্। ন চাত্রাহারস্য নিষেধঃ—প্রাতরাশে ত্বজীর্ণে তু সায়মশো ন দুষ্যতি ইতি বচনেন সায়মাশস্তাবন্তং কর্ত্তব্যত্বাৎ॥ ১৭॥ গুরুতা উদরাঙ্গয়োঃ। উৎক্লেশঃ উপস্থিতবমনমিব। অক্ষিকূটঃ অক্ষিপুটকঃ॥ ১৮॥ বিবিধা রুজঃ ওষচোষাদয়ো দাহাদয়শ্চ॥ ১৯॥ বাতবেদনাঃ তোদভেদাদয়ঃ স্তম্ভঃ অঙ্গানাম্ মোহঃ মূর্চ্ছা॥ ২০॥ নাত্র যথাসংখ্যম্। তদা বিষ্টব্ধাদ্বিলম্বিকা ভবিতুমর্হতি। সা চ কফবাতাভ্যাং ভবতীত্যেকৈকতোঽজীর্ণাদ্বিসূচ্যাদিত্রয়োৎপত্তিঃ॥ ২৩॥

বিসূচ্যা নিরুক্তিমাহ—সূচিভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ। যত্রাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচীতি নিগদ্যতে ॥ ২৪ ॥

বিচস্যা নিদানম্—ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ। মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ * ॥ ২৫ ॥

বিসূচ্যা লক্ষণম্—মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা শূলং ভ্রমোদ্বেষ্টনজৃম্ভদাহাঃ। বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ * ॥ ২৬ ॥

বিসূচ্যা উপদ্রবানাহ—নিদ্রানাশোঽরতিঃ কম্পো মূত্রাঘাতো বিসংজ্ঞতা। অমী উপদ্রবা ঘোরা বিসূচ্যাঃ পঞ্চদারুণাঃ * ॥ ২৭ ॥

অলসকলক্ষণমাহ—কুক্ষিরানহ্যতেঽত্যর্থং প্রতাম্যত্যথ কূজতি। নিরুদ্ধো মারুতশ্চৈব কুক্ষাবুপরি ধাবতি * ॥ বাতবর্চ্চোনিরোধশ্চ যস্যাত্যর্থং ভবেদপি। তস্যালসকমাচষ্টে তৃষ্ণোদ্গারৌ চ যস্য তু ॥ কাশ্যপস্ত্বাহ। নাধো যাতি নচাপ্যূর্দ্ধমাহারো যো ন পচ্যতে। কোষ্ঠে স্থিতোঽলসীভূতস্ততোঽসাবলসঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

বিসূচ্যলসকয়োররিষ্টম্—যঃ শ্যাবদন্তোষ্ঠনখোঽল্পসংজ্ঞো বম্যর্দ্দিতোঽভ্যন্তরযাতনেত্রঃ। ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ববিমুক্তসন্ধির্যায়ান্নরোঽসৌ পুনরাগমায় * ॥ ৩১ ॥

বিলম্বিকালক্ষণমাহ—দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং প্রবর্ত্ততে নোর্দ্ধমধশ্চ যত্র। বিলম্বিকাং তাং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যামাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ * ॥ ৩২ ॥

জীর্ণাহারস্য লক্ষণমাহ—উদ্গারশুদ্ধিরুৎসাহো বেগোৎসর্গো যথোচিতঃ। লঘুতা ক্ষুৎপিপাসা চ জীর্ণাহারস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৩ ॥

তস্য চিকিৎসা—হরীতকী তথা শুণ্ঠী ভক্ষ্যমাণা গুড়েন চ। সৈন্ধবেন যুতা বা স্যাৎ সাতত্যেনাগ্নিদীপনী ॥ গুড়েন শুণ্ঠীমথ চোপকুল্যাং পথ্যাং তৃতীয়ামথ দাড়িমং বা। আমেষ্ব জীর্ণেষু গুদাময়েষু বর্চ্চোবিবন্ধেষু চ নিত্যমদ্যাৎ ॥ ৩৪। ৩৫ ॥

গুড়াষ্টকম্—ব্যোষং দন্তী ত্রিবৃচ্চিত্রং কৃষ্ণামূলং বিচূর্ণিতম্। তচ্চূর্ণং গুড়সম্মিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ * ॥ এতদ্গুড়াষ্টকং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। শোথোদাবর্ত্তশূলঘ্নং প্লীহপাণ্ড্বাময়াপহম্॥ ৩৪—৩৭ ॥

দহনাজমোদসৈন্ধবনাগরমরিচানি চাম্লতক্রেণ। সপ্তাহাদগ্নিকরং পাণ্ডর্শোনাশনং পরম্॥ তত্রামে বমনং কার্য্যং বিদগ্ধে লঙ্ঘনং হিতম্। বিষ্টব্ধে স্বেদনং শস্তং রসশেষে শয়ীত চ॥ বচালবণতোয়েন বান্তিরামে প্রশস্যতে। কণাসিন্ধুবচাকল্কং পীত্বা চা শিশিরাম্ভসা * ॥৩৮—৪০॥

* বিদিতাগমাঃ জ্ঞাতায়ুর্ব্বেদাঃ ॥ ২৫ ॥ উদ্বেষ্টনং হস্তপাদয়োঃ, শিরসো ভেদঃ শিরঃশূলম্ ॥ ২৬ ॥ অমী নিদ্রানাশাদয়ঃ উপদ্রবাঃ। সর্ব্বেষামেব রোগাণাং ঘোরা ভয়ঙ্করাঃ। বিসূচ্যাস্ত পঞ্চাপি যদি স্যুস্তদা দারুণাঃ প্রাণভয়ঙ্করাঃ ॥ ২৭ ॥ আনহ্যতে আধ্মায়তে প্রতাম্যতি তাড়য়তি কূজতি আর্ত্তনাদং করোতি। কুক্ষৌ অজীর্ণেন নিরুদ্ধো মারুতঃ উপরি ধাবতি হৃদয়কণ্ঠাদিকং গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বা বিমুক্তাঃ শিথিলীভূতাঃ সন্ধয়ো যস্য সঃ ॥ ৩১ ॥ ভৃশদুশ্চিকিৎস্যাং প্রত্যাখ্যেয়ামনুপচরণীয়াম্ ইদমসাধ্যমেতি জেজ্জড়ঃ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বচূর্ণসমো গুড়ো দেয়ঃ ইতি ॥ ৩৬ ॥ জলমত্র শরাবমাত্রম্। বচা কর্ষার্দ্ধমিতা দ্বয়োশ্চর্ণমুষ্কেন জলেন পিবেৎ কণাদিকল্কং বা পীত্বা বান্তিরামে প্রশস্যতে ইত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ধান্যনাগরসিদ্ধং বা তোয়ং দত্বাদ্বিচক্ষণঃ। আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনম্॥ ভবেদ্ যদা প্রাতরজীর্ণশঙ্কা তদাভয়াং নাগরসৈন্ধবাভ্যাম্। বিচূর্ণিতাং শীতজলেন ভুক্ত্বা ভুঞ্জ্যাদশঙ্কং মিতমন্নকালে॥ বিদহ্যতে যস্য তু ভুক্তমাত্রং দংদহ্যতে হৃচ্চ গলশ্চ যস্য। দ্রাক্ষাং সিতামাক্ষিকসম্প্রযুক্তাং লীঢ্বাভয়াঞ্চাপি সুখং লভেত॥ ৪১—৪৩॥

হিঙ্গ্বষ্টকম্—ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে, সমধরণধৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ। প্রথমকবলভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেতজ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্তি *॥ ৪৪॥

বৃহদগ্নিমুখং চূর্ণম্—দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং পাঠা করঞ্জং লবণানি চ। সূক্ষ্মৈলা পত্রকং ভার্গী কৃমিঘ্নং হিঙ্গুপৌষ্করম্ *॥ সটী দার্ব্বী ত্রিবৃন্মুস্তং বচা চেন্দ্রযবাস্তথা। বৃক্ষাম্লং জীরকং ধাত্রী শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা *॥ অম্লবেতসমম্লীকা যবানী দেবদারু চ। অভয়াতিবিষা শ্যামা হবুষারগ্বধং সমম্ *॥ তিলমুষ্ককশিগ্রূণাং কোকিলাক্ষপলাশয়োঃ। ক্ষারাণি লৌহকিট্টঞ্চ তপ্তং গোমূত্রসেচিতম্ *॥ সূক্ষ্মচূর্ণানি কৃত্বা তু সমভাগানি কারয়েৎ। মাতুলুঙ্গরসেনৈব ভাবয়েদ্দিবসত্রয়ম্॥ দিনত্রয়ন্তু শুক্তেন তথার্দ্রকরসেন চ। অত্যগ্নিকারকং চূর্ণং প্রদীপ্তাগ্নিসমপ্রভম্॥ উপযুক্তং বিধানেন নাশয়ত্যচিরাদ্গদান্। অজীর্ণমথ গুল্মঞ্চ প্লীহানং গুদজানি চ॥ উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ অষ্ঠীলাং বাতশোণিতম্। প্রণুদত্যুল্বণান্দোষান্ নষ্টাগ্নিঞ্চ প্রদীপয়েৎ॥ ৪৫—৫২॥

বৈশ্বানরক্ষারঃ।—স্নুহ্যর্কচিত্রকৈরণ্ডবরুণং সপুনর্নবম্। তিলাপামার্গকদলীপলাশং তিন্তিড়ী তথা॥ গৃহীত্বা জ্বালয়েদেতৎ প্রস্থং ভস্মাখিলং যথা। জলাঢ়কে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্॥ সুপ্রসন্নং বিনিস্রাব্য লবণপ্রস্থসংযুতম্। পক্কং নির্ধূমকঠিনং সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতং পুনঃ॥ যবানীজীরকব্যোষ-স্থূলজীরকহিঙ্গুভিঃ। পৃথগর্দ্ধপলৈরেভিশ্চূর্ণিতৈস্তদ্বিমিশ্রয়েৎ॥ আর্দ্রকস্বরসেনাপি ভাবয়েচ্ছোষয়েৎ পুনঃ। শীতোদকেন তচ্চূর্ণং পিবেৎ প্রাতর্হি মাত্রয়া॥ তস্মিন্ জীর্ণেঽন্নমশ্নীয়াদ্যূষৈর্জ্জাঙ্গলজৈরসৈঃ। ঈষদম্লৈঃ সলবণৈঃ সুখোষ্ণৈর্ব্বহ্নিদীপনৈঃ॥ এতেনাগ্নির্ব্বিবর্দ্ধেত বলমারোগ্যমেব চ। তত্রানুপানং শস্তং হি তক্রং বা ভোজনে হিতম্॥ মন্দাগ্ন্যর্শোবিকারেষু বাতশ্লেষ্মাময়েষু চ॥ সর্ব্বাঙ্গশোথরোগেষু শূলগুল্মোদরেষু চ। অশ্মর্য্যাং শর্করায়াং চ বিণ্মূত্রানিলরোগিষু॥ ৫৩—৬০॥

ভাস্করলবণম্।—সামুদ্রলবণং কার্য্যমষ্টকর্ষমিতং বুধৈঃ। সৌবর্চ্চলং পঞ্চকর্ষং বিড়সৈন্ধবধান্যকম্॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং পত্রকং কৃষ্ণজীরকম্। তালীশং কেশরং

---

* অজমোদাত্র যমানী অগ্নেরত্যন্তদীপনত্বাৎ, জীরকে দ্বে শুক্লং কৃষ্ণং ধরণমত্র মানং তেন সমধরণধৃতানাং তুল্যমানগৃহীতানাং শুণ্ঠ্যাদীনাং ভাগাঃ সপ্ত, তত্রাষ্টমোভাগো হিঙ্গুতঃ॥ ৪৪॥ দ্বৌ ক্ষারৌ স্বর্জ্জিকা যবক্ষারশ্চ লবণানি পঞ্চ॥ ৪৫॥ বৃক্ষাম্লং বিষামিল ইতি লোকে। শ্রেয়সী হরীতকী উপকুঞ্চিকা মমরৈলা ইতি লোকে॥ ৪৬॥ অম্লবেতসকাভাবে চুক্রং দাতব্যম্। শ্যামা প্রিয়ঙ্গু॥ ৪৭॥ মুষ্ককঃ ঘণ্টাপাউরি ইতি লোকে, কোকিলাক্ষঃ কোইলষা ইতি লোকে॥ ৪৮॥

চব্যমম্লবেতসকং তথা ॥ দ্বিকর্ষমাত্রাণ্যেতানি প্রত্যেকং কারয়েদ্ বুধঃ। মরিচং জীরকং বিশ্বমেকৈকং কর্ষমাত্রকম্ ॥ দাড়িমং স্যাচ্চতুঃকর্ষং ত্বগেলা চার্দ্ধকর্ষিকা। এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং লবণং ভাস্করাভিধম্ * ॥ ভক্ষয়েচ্ছাণমানন্তু তক্রমস্তুককাঞ্জিকৈঃ। বাতশ্লেষ্মভবং গুল্মং প্লীহানমুদরং ক্ষয়ম্ ॥ অর্শাংসি গ্রহণীং কুষ্ঠং বিবন্ধঞ্চ ভগন্দরম্। শূলং শোথং শ্বাসকাসামদোষাংশ্চাপি হৃদ্রুজম্ ॥ অশ্মরীং শর্করাঞ্চাপি পাণ্ডুরোগং ক্রিমীনপি মন্দাগ্নিং নাশয়েদেতদ্দীপনং পাচনং পরম্ ॥ হিতায় সর্ব্বলোকানাং ভাস্করেণ বিনির্ম্মিতম্ হন্যাৎ সর্ব্বাণ্যজীর্ণানি ভুক্তমাত্রমসংশয়ম্ ॥ ৬১—৬৮ ॥

বড়বানলচূর্ণম্ ।—সৈন্ধবসমূলমগধাচব্যানলনাগরং পথ্যা। ক্রমবৃদ্ধমগ্নিবৃদ্ধ্যৈ বড়বানলনাম চূর্ণং স্যাৎ ॥ ৬৯ ॥

দ্বিতীয়বড়বানলচূর্ণম্ ।—পথ্যানাগরকৃষ্ণাকরঞ্জবিল্বাগ্নিভিঃ সিতাতুল্যৈঃ। বড়বানল ইব জরয়তি বহুগুর্ব্বতিভোজনং চূর্ণম্ ॥ ৭০ ॥

সমশর্করচূর্ণম ।—এলাত্বগ্ নাগপুষ্পাণাং মাত্রোত্তরবিবর্দ্ধিতা। মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী চতুষ্পঞ্চোত্তরোত্তরা ॥ দ্রব্যাণ্যেতানি যাবন্তি তাবতী সিতশর্করা। চূর্ণমেতৎ প্রযোক্তব্যমগ্নিসন্দীপনং পরম্ ॥ ৭১। ৭২ ॥

অথাজীর্ণে রসাঃ। তত্র ক্রব্যাদরসঃ ।—দ্বিপলং গন্ধকং শুদ্ধং পলমেকন্তু পারদম্। মৃতলোহং তথা তাম্রং কর্ষদ্বয়মিতং পৃথক্ ॥ সঞ্চূর্ণ্য সর্ব্বং সম্মিশ্রং দ্রাবয়িত্বাগ্নিযোগতঃ। সম্যগ্ দ্রুতং সমস্তং তৎপঞ্চাঙ্গুলদলে ক্ষিপেৎ ॥ পুনঃ সঞ্চূর্ণ্য তৎসর্ব্বং লোহপাত্রে নিধাপয়েৎ। জম্বীরস্য রসং তত্র পূতং পলশতং ক্ষিপেৎ ॥ চুল্যাং নিবেশ্য তদ্‌যত্নান্মৃদুনা বহ্নিনা পচেৎ। রসে তস্মিন্ ঘনীভূতে তৎসংশোষ্য বিচূর্ণয়েৎ ॥ পঞ্চকোলকষায়স্য চূর্ণেন সহিতস্য চ। ভাবনা তত্র দাতব্যা পশ্চাৎ সংশোষয়েচ্ছনৈঃ ॥ ভৃষ্টটঙ্কণচূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ। মরিচেনাপি তুল্যেন তদর্দ্ধেন বিড়েন চ ॥ ভাবয়েৎ সপ্তকৃত্বস্তু চণকাম্লজলেন চ। ততঃ সংশোষ্য সম্পিষ্য কূপমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ রসঃ ক্রব্যাদনামায়ং ভৈরবানন্দযোগিনা। উক্তঃ সিংহলরাজায় বহুমাংসাশিনে পুরা ॥ ভক্ষয়েদ্‌ভোজনস্যান্তে মাষদ্বয়মিতং রসম্। ভক্ষয়িত্বা রসং পশ্চাৎ পিবেত্তক্রং সসৈন্ধবম্ ॥ অত্যর্থং গুরু যদ্‌ভুক্তমতিমাত্রমথাপি চ। তৎসর্ব্বং জীর্য্যতি ক্ষিপ্রং রসস্যৈতস্য ভক্ষণাৎ ॥ শূলং গুল্মঞ্চ বিষ্টম্ভং প্লীহানমুদরং তথা। রসঃ ক্রব্যাদনামাঽয়ং বিনিহন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ইতি ক্রব্যাদরসোঽজীর্ণে রসেন্দ্রচিন্তামণৌ রসরত্নপ্রদীপে চ ॥ ৭৩—৮৩ ॥

জ্বালানলো রসঃ ।—ক্ষারত্রয়ং সূতগন্ধৌ পঞ্চকোলমিদং সমম্। সর্ব্বৈস্তুল্যা জয়া ভৃষ্টা তদর্দ্ধা শিগ্রুজা জটা * ॥ এতৎ সর্ব্বং জয়াশিগ্রুবহ্নীনাং কেবলৈর্দ্রবৈঃ। ভাবয়েৎ

---

* অত্র দাড়িমস্য বীজানাং কর্ষচতুষ্টয়মিতং দেয়ম্ ॥ ৬৪ ॥ পঞ্চকোলম্। পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরৈঃ ॥ ৮৪ ॥

ত্রিদিনং ঘর্ম্মে ততো লঘুপুটে পচেৎ * ॥ মার্কবস্য দ্রবৈর্ঘৃষ্টো রসো জ্বালানলো ভবেৎ। নিষ্কোঽস্য মধুনা লীঢ়োঽম্লুপানং গুড়নাগরম্ * ॥ হন্ত্যজীর্ণমতীসারং গ্রহণীমগ্নিমান্দ্যম্। শ্লেষ্মহৃল্লাসবমনমালস্যমরুচিং জয়েৎ ॥ ৮৪—৮৭ ॥ ইতি জ্বালানলো রসঃ অজীর্ণে রসরত্নপ্রদীপে।

অগ্নিকুমারঃ।—টঙ্কণং রসগন্ধৌ চ সমভাগং ত্রয়ং বিষাৎ। কপর্দ্দঃ স্বর্জ্জিকা ক্ষারো মাগধী বিশ্বভেষজম্ * ॥ পৃথক্ পৃথক্ কর্ষমাত্রং বসুভাগমিহোষণম্। জম্বীরাম্লৈর্দ্দিনং ঘৃষ্টং ভবেদগ্নিকুমারকঃ। বিসূচীশূলবাতাদিবহ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে ॥ ৮৮। ৮৯ ॥ অগ্নিকুমারো বিসূচ্যামজীর্ণে রসরত্নপ্রদীপে রসেন্দ্রচিন্তামণৌ চ।

রামবাণো রসঃ।—পারদামৃতলবঙ্গগন্ধকং ভাগযুগ্মমরিচেন মিশ্রিতম্। তত্র জাতিফলমর্দ্ধভাগিকং তিন্তিড়ীফলরসেন মর্দ্দিতম্ * ॥ (মাষমাত্রমনুপানসেবিতং রামবাণগুড়িকারসায়নম্। বিল্বপত্রমরিচেন ভক্ষিতং সদ্যএব জঠরাগ্নিবর্দ্ধিতম্॥ বাতো নাশমুপৈতি চার্দ্রকরসৈর্নির্গুণ্ডিকায়া দ্রবৈঃ, পিত্তং নাশমুপৈতি ধান্যকজলৈর্ব্বাসা ত্রিদোষং হরেৎ ॥ শ্লেষ্মা সিন্ধুহরীতকীভিরুদরং ক্বাথৈশ্চ পৌনর্নবৈঃ, শোথং পাণ্ডুগদং নিহন্তি গুড়িকা রোগার্ত্তিবিধ্বংসিনী ॥) বহ্নিমান্দ্যদশবক্ত্রনাশনো রামবাণ ইতি বিশ্রুতো রসঃ। সংগ্রহগ্রহণিকুম্ভকর্ণকমামবাতখরদূষণং জয়েৎ ॥ দীয়তে তু মরিচানুপানতঃ সদ্য এব জঠরাগ্নিদীপনঃ। রোচনঃ কফকুলান্তকারকঃ শ্বাসকাসবমিজন্তুনাশনঃ ॥ ৯০—৯২ ॥ ইতি রামবাণো রসঃ রসেন্দ্রচিন্তামণৌ ॥

শঙ্খবটী।—পলমিঞ্চাক্ষারং পলমিতমিদং পঞ্চলবণম, দ্বয়ং সম্যক্পিষ্টং ভবতি লঘুনিম্বূফলরসৈঃ। ততঃ পিষ্টে তস্মিন্ পলপরিমিতং শঙ্খশকলম, ক্ষিপেদ্বারান্ সপ্ত দ্রবমিহ চ তেনৈব বিধিনা ॥ পলপ্রমাণং কটুকত্রয়ঞ্চ পলার্দ্ধমানং বচহিঙ্গুভাগঃ। বিষং পলদ্বাদশভাগযুক্তম্, তাবদ্রসো গন্ধক এষ চোক্তঃ ॥ বদরাস্থিপ্রমাণেন বটীমেতস্য কারয়েৎ। ভক্ষয়েৎ সেবয়া সাম্যাৎ সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে ॥ সর্ব্বোদরেষু শূলেষু বিসূচ্যাং বিবিধেষু চ। অগ্নিমান্দ্যেষু গুল্মেষু সদা শঙ্খবটী হিতা ॥ ৯৩—৯৬ ॥ ইতি শঙ্খবটীরসঃ রসরত্নপ্রদীপে।

বৃহৎ শঙ্খবটী।—স্নুহ্যর্কচিঞ্চাপামার্গরম্ভাতিলপলাশজান্। লবণানাদদীতৈষাং প্রত্যেকং পলমাত্রয়া ॥ লবণানি পৃথক্ পঞ্চ গ্রাহ্যাণি পলমাত্রয়া। স্বর্জ্জিকা চ যবক্ষারটঙ্কণং ত্রিতয়ং পলম্ ॥ সর্ব্বং ত্রয়োদশপলং সূক্ষ্মং চূর্ণং বিধায় চ। নিম্বূফলরসে প্রস্থমিতে তৎ পরিক্ষিপেৎ ॥ তত্র শঙ্খস্য শকলং পলং বহ্নৌ প্রতাপ্য তু। বারান্নির্ব্বাপয়েৎ সপ্ত সর্ব্বং দ্রবতি তদ্যথা ॥ নাগরং ত্রিপলং গ্রাহ্যং মরিচস্ত পলদ্বয়ম্। পিপ্পলী পলমানা স্যাৎ পলার্দ্ধং ভৃষ্টহিঙ্গুতঃ ॥ গ্রন্থিকং চিত্রকঞ্চাপি যবানী জীরকং তথা। জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ পৃথক্ কর্ষদ্বয়োন্মিতম্ ॥ রসো গন্ধো বিষঞ্চাপি টঙ্কণঞ্চ মনঃশিলা।

* জয়াত্র বিজয়া ॥ ৮৫ ॥ মার্কবঃ ভৃঙ্গরাজঃ ॥ ৮৬ ॥ ক্ষারঃ যবক্ষারঃ ॥ ৮৮ ॥ পারা ভাগ ১, বিষ ভাগ ১, লবঙ্গ ভাগ ১, গন্ধক ভাগ ১, মরিচ ভাগ ২, জায়ফল ভাগ আধা ॥ ৯০ ॥

এতানি কর্ষমাত্রাণি সর্ব্বং সঞ্চূর্ণ্য মিশ্রয়েৎ ॥ শরাবার্দ্ধেন চুক্রেণ বটিকাং তস্য কারয়েৎ। মাষপ্রমাণা সদ্বৈদ্যৈর্বৃহচ্ছঙ্খবটী স্মৃতা ॥ সর্ব্বাজীর্ণপ্রশমনী সর্ব্বশূলনিবারিণী। বিসূচ্যল-সকাদীনাং সদ্যো ভবতি নাশনী ॥ ৯৭—১০৫ ॥

অজীর্ণকণ্টকো রসঃ।—টঙ্কণকণামৃতানাং সহিঙ্গুলানাং সমং ভাগম্। মরিচস্য ভাগযুগলং নিম্বূনীরৈর্বটী কার্য্যা ॥ বটিকাং কলায়সদৃশীমেকাং দ্বে বা সমশ্নীয়াৎ। সত্য-মজীর্ণশান্ত্যৈ বহ্নের্ব্বৃদ্ধ্যৈ কফধ্বস্ত্যৈ ॥ ১০৬। ১০৭ ॥ ইতি অজীর্ণকণ্টকোরসঃ।

জলপীতমপামার্গং শূলং হন্যাদ্ বিসূচিকাম্। সতৈলং কারবেল্ল্যম্বু নাশয়েদ্ধি বিসূচিকাম্ ॥ বালমূলস্য তু ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ। বিসূচীনাশনঃ শ্রেষ্ঠো জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনঃ ॥ বিল্বনাগর-নিকাথো হন্যাচ্ছর্দ্দিবিসূচিকাম্। বিল্বনাগরকৈটর্য্যক্বাথস্তদধিকো গুণৈঃ * ॥ ব্যোষং করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রে মূলং সমাবাপ্য চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ। ছায়াবিশুষ্কা বটিকা কৃতা সা হন্যাদ্ বিসূচীং নয়নাঞ্জনেন ॥ অনুভূতমিদম্। অপামার্গস্য পত্রাণি মরিচাণি সমানি চ। অশ্বস্য লালয়া পিষ্ট্বাঞ্জনাদ্ধন্তি বিসূচিকাম্ ॥ বিসূচ্যামতিবৃদ্ধায়াং তক্রং দধি সমং জলম্। নারিকেলাম্বুপেয়ং বা প্রাণত্রাণায় যোজয়েৎ ॥ ত্বক্পত্রকৈরগুরুকশিগ্রুকুষ্ঠৈরম্লপ্রপিষ্টৈঃ সবচাশতাহ্বৈঃ ॥ উদ্বর্ত্তনং খল্লিবিসূচিকাঘ্নং তৈলং বিপক্বঞ্চ তদর্থকারি ॥ কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কং চুক্রং তৈলে তু সাধিতম্। বিসূচ্যাং মর্দ্দনং তেন খল্লীশূলনিবারণম্ ॥ পিপাসায়াং তথোৎক্লেশে লবঙ্গস্যাম্বু শস্যতে। জাতীফলস্য বা পীতং শৃতং ভদ্রঘনস্য বা ॥ ১০৮—১১৬।

উৎক্লেশস্য লক্ষণম্।—উৎক্লিশ্যান্নং চ নির্গচ্ছেৎ প্রসেকষ্ঠীবনেরিতম্। হৃদয়ং পীড্যতে চাস্য তমুৎক্লেশং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১১৭ ॥

দারুষট্কম্।—সরুগ্বানদ্ধমুদরমম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ। দারুহৈমবতীকুষ্ঠ-শতা-হ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ * ॥ ১১৮ ॥ ইতি দারুষট্কম্ ॥

তক্রেণ যুক্তং যবচূর্ণমুষ্ণং সক্ষারমার্ত্তিং জঠরে নিহন্যাৎ। স্বেদো ঘটৈর্ব্বাপ্যথ বাষ্প-পূর্ণৈরুষ্ণৈস্তথান্যৈরপি পিণ্ডতাপৈঃ (ক) ॥ বিলম্বিকালসকয়োরয়মেব ক্রিয়াক্রমঃ। অতএব তয়োরুক্তং পৃথঙ্ নহি চিকিৎসিতম্ ॥ তং ভস্মকং গুরুস্নিগ্ধ-সান্দ্রমন্দহিমস্থিরৈঃ। অন্নপানৈর্নয়েচ্ছান্তিং পিত্তঘ্নৈশ্চ বিরেচনৈঃ ॥ অত্যুদ্ভূতাগ্নিশান্ত্যৈ মাহিষদধিদুগ্ধসর্পীংষি। সংসেবেত যবাগূং সমপিষ্টে পয়সি সর্পিষা সিদ্ধাম্ ॥ অসকৃৎ পিত্তহরণং পায়সং প্রতি-ভোজনম্। শ্যামাত্রিবৃদ্ বিপক্বঞ্চ পয়ো দদ্যাদ্ বিরেচনম্ ॥ যৎ কিঞ্চিন্মধুরং মেধ্যং শ্লেষ্মল-গুরুভোজনম্। সর্ব্বং তদত্যগ্নিহিতং ভুক্ত্বা প্রস্বপনং দিবা ॥ সিততণ্ডুলসিতকমলং ছাগক্ষীরে পায়সং সিদ্ধম্। ভুক্ত্বা চ তেন পুরুষো দশদিবসাতুচ্ছভোজনো ভবতি ॥ ১১৯—১২৫ ॥

বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণে বিশিষ্টং পাচনদ্রব্যমাহ।—অলং পনসপাকায় ফলং কদলসম্ভবম্। কদলস্য তু পাকায় বুধৈরপি ঘৃতং হিতম্ ॥ ঘৃতস্য পরিপাকায়

* কৈটর্য্যঃ কট্‌ফলঃ ॥ ১১০ ॥ হৈমবতী শ্বেতবচা ॥ ১১৮ ॥

(ক) পাণিতাপৈরিতি বা পাঠঃ।

জম্বীরস্য রসো হিতঃ। নারিকেরফলতালবীজয়োঃ পাচকং সপদি তণ্ডুলং বিদুঃ। ক্ষীরমেব সহকারপাচনং চারমজ্জনি হরীতকী হিতা॥ মধূকমালূরনৃপাদনানাং পরূষ-খর্জ্জূরকপিত্থকানাম্। পাকায় পেয়ং পিচুমন্দবীজং ঘৃতেঽপি তক্রেঽপি তদেব পথ্যম্॥ খর্জ্জূরশৃঙ্গাটকয়োঃ প্রশস্তং বিশ্বৌষধং কুত্র চ ভদ্রমুস্তম্। যজ্ঞাঙ্গবোধিদ্রুফলেষু শস্তং প্লক্ষে তথা পর্য্যুষিতং প্রণীতম্॥ তণ্ডুলেষু চ পয়ঃ পয়ঃস্বথো দীপকস্তু চিপিটে কণাযুতঃ। যষ্টিকা দধিজলেন জীর্য্যতে কর্কটী চ সুমনেষু জীর্য্যতি *॥ গোধূমমাষহরিমন্থসতীনমুদ্গ-পাকো ভবেজ্ঝটিতি মাতুলপুত্রকেণ। খর্জ্জুরিকাবিসকশেরুসিতাসু শস্তং শৃঙ্গাটকে মধুফলেষ্বপি ভদ্রমুস্তম্ *॥ কঙ্গুশ্যামাকনীবারাঃ কুলত্থাশ্চাবিলম্বিতম্। দস্নো জলেন জীর্য্যন্তি বৈদলঃ কাঞ্জিকেন তু॥ পিষ্টান্নং শীতলং বারি কৃশরা সৈন্ধবং পচেৎ। মাষেণ্ডরীং নিম্বফলং পায়সং মুদ্গযূষকঃ॥ বটোবেসবারাল্লবঙ্গেন ফেনীসমং পর্পটঃ শিগ্রুবীজেন যাতি। কণামূলতো লড্ডুকাপূপসট্টাদিপাকো ভবেচ্ছস্কুলীমণ্ডয়োশ্চ *॥ কিমত্র চিত্রং বহুমৎস্যমাংসভোজী সুখী কাঞ্জিকপানতঃ স্যাৎ। ইত্যদ্ভুতং কেবলবহ্নিপকো মাংসেন মৎস্যঃ পরিপাকমেতি॥ আমমাম্রফলং মৎস্যং তদ্বীজং পিশিতে হিতম্। কূর্ম্মমাংসং যবক্ষারঃ শাসং পাকমুপৈতি হি॥ কপোতপারাবতনীলকণ্ঠকপিঞ্জলানাং পিশিতানি ভুক্ত্বা। কাশস্য মূলং পরিপিষ্য পীতং সুখী ভবেন্না বহুশো হি দৃষ্টম্ *॥ মাংসানি সর্ব্বাণ্যপি যান্তি পাকং ক্ষারেণ সদ্যস্তিলনালজেন। চঞ্চুকসিদ্ধার্থকবাস্তুকানাং গায়ত্রিসারক্কথিতেন পাকঃ *॥ পালঙ্কিকা কেবুককারবেল্লীবার্ত্তাকবংশাঙ্কুরমূলকানাম্। উপোদিকালাবুপটোলকানাং সিদ্ধার্থকো মেঘরবশ্চ পক্তা * (ক)॥ বিপচ্যতে শূরণকঃ গুড়েন তথালুকং তণ্ডুলধাবনেন। পিণ্ডালুকং জীর্য্যতি কোরদূষাৎ কশেরুপাকঃ কিল নাগরেণ॥ লবণস্তণ্ডুলতোয়াৎ সর্পি-র্জম্বীরকাম্লাৎ। মরিচাদপি তচ্ছীঘ্রং পাকং যাত্যেব কাঞ্জিকাৎ তৈলম্॥ ক্ষীরং জীর্য্যতি তক্রেণ তদ্গব্যং কোষ্ণমণ্ডকাৎ। মাহিষং মাণিমন্থেন শঙ্খচূর্ণেন তদ্দধি *॥ রসালং জীর্য্যতি ব্যোষাৎ খণ্ডং নাগরভক্ষণাৎ। সিতা নাগরমুস্তেন তথেক্ষুশ্চাদ্রিকারসাৎ॥ জরামিরা গৈরিকচন্দনাভ্যামভ্যেতি শীঘ্রং মুনিভিঃ প্রদিষ্টং। উষ্ণেন শীতং শিশিরেণ চোষ্ণং জীর্ণো ভবেৎ ক্ষারগণস্তথান্নৈঃ *॥ তপ্তং তপ্তং হেম বা তারমগ্নৌ তোয়ে ক্ষিপ্তং সপ্তকৃত্বস্তদন্তঃ। পীত্বা জীর্ণস্তোয়জাতং নিহন্যাত্তত্র ক্ষৌদ্রং ভদ্রমুস্তং বিশেষাৎ *॥ ১২৬—১৪৫॥

ইতি জঠরাগ্নিবিকারাধিকারঃ।

---

* সুমনেষু গোধূমেষু জীর্য্যতি॥ ১৩০॥ মাতুলপুত্রকং ধস্তুরফলম্॥ ১৩১॥ বেসবারঃ বগম্ ইতি লোকে। তদ্যথা "স্নেহো নিশা হিঙ্গুলবঙ্গকৈলাধান্যাকজীরার্দ্রকনাগরাণি। অম্লোষণং সৈন্ধবচূর্ণময়ে স্বেখাটিতং সংস্কৃতয়ে প্রণীতম্" ইতি "সট্টা" সট্টকপানবিশেষঃ। "মণ্ডঃ" মাণ্ডেতি লোকে॥ ১৩৪॥ কপোতঃ ধবলঃ পাণ্ডুঃ॥ ১৩৭॥ চঞ্চুকঃ চেচু ইতি লোকে। গায়ত্রী খদিরঃ॥১৩৮॥ মেঘরবঃ চৌরা ইতি লোকে॥ ১৩৯॥ মণ্ডকঃ মাড় ইতি লোকে॥ ১৪২॥ ইরা মদিরা॥ ১৪৪॥ তত্র তোয়াজীর্ণে॥ ১৪৫॥

(ক) পটোল বংশাঙ্কুরকারবল্লী কালিন্দলাবূনি বহূনি জগ্ধ্বা। ক্ষারোদকং ব্রহ্মতরোর্নিপীয় ভোক্তুঃ পুনর্বাঞ্ছতি তাবদেব॥ গ্রন্থান্তরে, ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

অথ ক্রিমিরোগাধিকারঃ।

অথ ক্রিমীণাং ভেদঃ—ক্রিময়স্তু দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ। তেষাং নিদানান্যাহ। বহির্ম্মলকফাসৃগ্বিড়্‌জন্মভেদাচ্চতুর্ব্বিধাঃ। নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলোদ্ভবাঃ * ॥ ১

তেষাং রূপাণ্যাহ—তিলপ্রমাণসংস্থানবর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রয়াঃ। বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকালিখ্যাশ্চ নামতঃ * ॥ তৎকর্ত্তব্যবিকারমাহ।—দ্বিধা তে কোঠপিড়কা কণ্ডুগণ্ডান্ প্রকুর্ব্বতে ॥ ২ ॥

আভ্যন্তরক্রিমীণাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্—অজীর্ণভোজী মধুরাম্লসেবী দ্রবপ্রিয়ঃ পিষ্টগুড়োপভোক্তা। ব্যায়ামবর্জ্জী চ দিবাশয়ী চ বিরুদ্ধভোজী লভতে ক্রিমীংশ্চ ॥ ৩ ॥

উৎপন্নক্রিমিলক্ষণমাহ—জ্বরো বিবর্ণতা শূলং হৃদ্রোগঃ সদনং ভ্রমঃ। ভক্তদ্বেষোঽতিসারশ্চ সঞ্জাতক্রিমিলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

অথ কফজক্রিমীণাং বিপ্রকৃষ্টনিদানসম্প্রাপ্তিলক্ষণানি—মাংসমাষগুড়ক্ষীরদধিশুক্তৈঃ কফোদ্ভবাঃ। কফাদামাশয়ে জাতা বৃদ্ধাঃ সর্পন্তি সর্ব্বতঃ * ॥ পৃথুব্রধ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্গণ্ডূপদোপমাঃ ॥ রূঢ়ধান্যাঙ্কুরাকারাস্তনুদীর্ঘাস্তথাণবঃ। শ্বেতাস্তাম্রাবভাসাশ্চ নামতঃ সপ্তধা তু তে * ॥ অন্ত্রাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়াদা মহাগুদাঃ। চ্যুরবো দর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধাস্তে চ কুর্ব্বতে * ॥ হৃল্লাসমাস্যস্রবণমবিপাকমরোচকম্। মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরানাহকাসক্ষবথুপীনসান্ ॥ (শোণিতজক্রিমীণাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানমাহ। বিরুদ্ধাজীর্ণশাকাদ্যৈঃ শোণিতোত্থা ভবন্তি হি।)

রক্তজানাহ।—রক্তবাহিশিরাস্থানরক্তজা জন্তবোঽণবঃ। প্রপাদা (ক) বৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদদর্শনাঃ ॥ কেশাদা লোমবিধ্বংসা রোমদ্বীপা উড়ুম্বরাঃ। ষট্ তে কুষ্ঠৈককর্ম্মাণঃ সহসৌরসমাতরঃ * ॥ ৫—১০ ॥

পুরীষজানাহ—(পুরীষজক্রিমীণাং বিপ্রকৃষ্টনিদানমাহ। মাষপিষ্টাম্ললবণগুড়শাকৈঃ পুরীষজাঃ।) পক্বাশয়ে পুরীষোত্থা জায়ন্তেঽধোবিসর্পিণঃ। বৃদ্ধাস্তে স্যুর্ভবেয়ুশ্চ তে যদামা-

---

* তত্র তেষু বাহ্যাঃ ক্রিময়ো মলোদ্ভবাঃ, ত্বক্‌লগ্নবহির্ম্মলস্বেদসম্ভবাঃ ॥ ১ ॥ তিলানামিব পরিমাণানি বর্ণা যেষাং তে। দ্বিধা তত্র যূকা বহুপাদাঃ কৃষ্ণাঃ কেশাশ্রয়াঃ লিখ্যাঃ সূক্ষ্মাঃ শ্বেতা বস্ত্রাশ্রয়াঃ॥২॥ শুক্তং কালান্তরেণাম্লীভূত ইক্ষুরসবিকারঃ ॥ ৫ ॥ ব্রধ্নঃ চর্ম্মলতা রূঢ়ঃ অঙ্কুরিতঃ তনবঃ পরিণাহেন তথা দীর্ঘাস্তনুদীর্ঘাঃ ॥ ৬ ॥ চ্যুরবশ্চ্যুরবনামানঃ ॥ ৭ ॥ তৎকর্ত্তব্যবিকারা হৃল্লাসাদয়ঃ ॥ ৮ ॥ সৌরসমাতৃভ্যাং সহ বর্ত্তত ইতি সহসৌরসমাতরঃ ॥ ১০ ॥

(ক) অপাদা ইতি বা পাঠঃ।

শয়োন্মুখাঃ * ॥ তদাস্যোদ্গারনিঃশ্বাসা বিড়্গন্ধানুবিধায়িনঃ। পৃথুবৃত্ততনুস্থূলাঃ শ্যাবপীত-সিতাসিতাঃ ॥ তে পঞ্চ নাম্না ক্রিময়ঃ ককেরুকমকেরুকাঃ। সৌসুরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি চ ॥ বিড়্ভেদশূলবিষ্টম্ভ-কার্শ্যপারুষ্যপাণ্ডুতাঃ। রোমহর্ষাগ্নিসদনং গুদকণ্ডূর্ব্বিমার্গগাঃ * ॥ ১১—১৪ ॥

ক্রিমীণাং চিকিৎসা—বিড়ঙ্গব্যোষসংযুক্তমন্নমণ্ডং পিবেন্নরঃ। দীপনং ক্রিমিনাশায় জঠরাগ্নিবিবৃদ্ধয়ে ॥ প্রত্যহং কটুকং তিক্তং ভোজনং কফনাশনম্। ক্রিমীণাং নাশনং রুচ্যমগ্নিসন্দীপনং পরম্ ॥ বিড়ঙ্গশৃতপানীয়ং বিড়ঙ্গেনাবধূলিতম্। পীতং ক্রিমিহরং দৃষ্টং ক্রিমিজাংশ্চ গদাং জয়েৎ ॥ লিহ্যাদ্ বিড়ঙ্গচূর্ণং বা মধুনা ক্রিমিনাশনম্। পলাশ-বীজস্য রসং পিবেন্ মাক্ষিকসংযুতম্ ॥ পিবেত্তদ্বীজকল্কং বা মধুনা ক্রিমিনাশনম্ ॥ কম্পিল্লচূর্ণকর্ষার্দ্ধং গুড়েন সহ ভক্ষিতম্। পাতয়েত্তু ক্রিমীন্ সর্ব্বানুদরস্থান্ন সংশয়ঃ ॥ বিড়ঙ্গং কৌটজং বীজং তথা বীজং পলাশজম্। সঞ্চূর্ণ্য খাদেৎ খণ্ডেন ক্রিমীন্নাশয়িতুং নরঃ ॥ নিম্বপত্রসমুদ্ভূতং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ। ধত্তূরপত্রজং বাপি ক্রিমিনাশনমুত্তমম্ ॥ রসেন্দ্রেণ সমাযুক্তো রসো ধত্তূরপত্রজঃ। তাম্বূলপত্রজো বাপি লেপো যূকাবিনাশনঃ ॥ ধত্তূর-পত্রকল্কেন তদ্রসেনৈব পাচিতম্। তৈলমভ্যঙ্গমাত্রেণ যূকা নাশয়তি ক্ষণাৎ ॥ ক্রিমীণাং বিট্-কফোত্থানামেতদুক্তং চিকিৎসিতম্ ॥ রক্তজানাস্তু সংহারং কুর্য্যাৎ কুষ্ঠচিকিৎসয়া ॥ ক্ষীরাণি মাংসানি ঘৃতানি চাপি দধীনি শাকানি চ পর্ণবন্তি। অম্লঞ্চ মিষ্টঞ্চ রসং বিশেষাৎ ক্রিমীন্ জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জয়েদ্ধি ॥ ১৫—২৫ ॥ ইতি ক্রিমিরোগাধিকারঃ।

অথ পাণ্ডুরোগকামলাহলীমকাধিকারঃ।

পাণ্ডুরোগস্য সংখ্যাপূর্ব্বকং সন্নিকৃষ্টনিদানমাহ—পাণ্ডুরোগাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ বাতপিত্তকফৈস্ত্রয়ঃ। চতুর্থঃ সন্নিপাতেন পঞ্চমো ভক্ষণান্ মৃদঃ *॥ ১ ॥

বিপ্রকৃষ্টনিদানপূর্ব্বিকাঃ সম্প্রাপ্তিঃ—ব্যবায়মম্লং লবণানি মদ্যং মৃদং দিবাস্বপ্নমতীব তীক্ষ্ণম্। নিষেবমাণস্য বিদূষ্য রক্তং দোষাস্ত্বচং পাণ্ডুরতাং নয়ন্তি * ॥ ২ ॥

---

* বৃদ্ধাস্তেঽধোবিসার্পণঃ স্যুঃ, যদা তে আমাশয়োন্মুখা ভবেয়ু-রিত্যন্বয়ঃ ॥১১॥ তে বিমার্গগাঃ সন্তো বিড়্ভেদাদীন্ জনয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চমো ভক্ষণান্ মৃদ ইতি নন্থ মৃত্তিকাপি দূষিতদোষদ্বারেণৈব পাণ্ডুরোগং জনয়তীতি মৃদ্ভক্ষণজঃ পাণ্ডুরোগো দোষজাদভিন্নঃ এব, কথং পঞ্চম ইতি? উচ্যতে অপরকারণকুপিতা বাতাদয়োঽন্যানপি রোগান্ কুর্ব্বন্তি। মৃত্তিকাভক্ষণাৎ কুপিতাস্তু বাতাদয়ো বিশেষতঃ পাণ্ডুরোগমেব জনয়ন্ত্যেবেতি বিশেষাৎ চিকিৎসাবিশেষাচ্চ পঞ্চমশ্চরকেণোক্তঃ। তচ্চিকিৎসা পরকারণকুপিতদোষজনিতপাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা ভবতীতি সুশ্রুতেন মৃত্তিকাজঃ পৃথঙ্ন পঠিতঃ ॥ ১ ॥ তীক্ষ্ণং রাজিকাদি ॥ ২ ॥

পূর্ব্বরূপম্—ত্বক্‌স্ফোটনিষ্ঠীবনগাত্রসাদমৃদ্‌ভক্ষণপ্রেক্ষণকূটশোথাঃ। বিণ্মূত্রপীতত্বমথাবিপাকো ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি * ॥ ৩ ॥

বাতিকস্য পাণ্ডুরোগস্য লক্ষণম্—ত্বঙ্‌মূত্রনয়নাদীনাং রুক্ষকৃষ্ণারুণাভতা। বাতপাণ্ড্বাময়ে কম্পস্তোদানাহভ্রমাদয়ঃ * ॥ ৪ ॥

পৈত্তিকস্য লক্ষণম্—পীতত্বঙ্‌নখবিণ্মূত্রো দাহতৃষ্ণাজ্বরান্বিতঃ। ভিন্নবিট্‌কোঽতিপীতাভঃ পিত্তপাণ্ড্বাময়ী নরঃ * ॥ ৫ ॥

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণম্—কফপ্রসেকঃ শ্বয়থুস্তন্দ্রালস্যাতিগৌরবৈঃ। পাণ্ডুরোগী কফাচ্ছুক্লৈস্ত্বঙ্‌মূত্রনয়নাননৈঃ ॥ ৬ ॥

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণম্—সর্ব্বান্নসেবিনঃ সর্ব্বে দুষ্টা দোষাস্ত্রিদোষজম্। ত্রিদোষলিঙ্গং কুর্ব্বন্তি পাণ্ডুরোগং সুদুঃসহম্ ॥ ৭ ॥

মৃজ্জস্য সম্প্রাপ্তিঃ—মৃত্তিকাদনশীলস্য কুপ্যত্যন্যতমো মলঃ। কষায়া মারুতং পিত্তমূষরা মধুরা কফম্ ॥ কোপয়েন্মৃদ্রসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাদ্‌ভুক্তঞ্চ রুক্ষয়েৎ। পূরয়ত্যবিপক্কৈব স্রোতাংসি নিরুণদ্ধ্যপি * ॥ ইন্দ্রিয়াণাং বলং হত্বা তেজো বীর্য্যৌজসী তথা। পাণ্ডুরোগং করোত্যাশু বলবর্ণাগ্নিনাশনম্ * ॥ ৮—১০ ॥

মৃজ্জস্য লক্ষণম্—মৃদ্‌ভক্ষণাদ্ ভবেৎ পাণ্ডুস্তন্দ্রালস্যনিপীড়িতঃ। সকাসশ্বাসশূলার্ত্তঃ সদারুচিসমন্বিতঃ॥ শূনাক্ষিকূটগণ্ডভ্রূঃ শূনপান্নাভিমেহনঃ। ক্রিমিকোষ্ঠোঽতিসার্য্যেত মলং সাসৃক্‌কফান্বিতম্ * ॥ ১১। ১২ ॥

অসাধ্যস্য লক্ষণম্—জ্বরারোচকহৃল্লাসচ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাক্লমান্বিতঃ। পাণ্ডুরোগী ত্রিভির্দ্দোষৈস্ত্যাজ্যঃ ক্ষীণো হতেন্দ্রিয়ঃ॥ পাণ্ডুরোগশ্চিরোৎপন্নঃ খরীভূতো ন সিধ্যতি। কালপ্রকর্ষাচ্ছূনাঙ্গো যো বা পীতানি পশ্যতি * ॥ বদ্ধাল্পবিট্ সহরিতং সকফং যোঽতিসার্য্যতে। দীনঃ শ্বেদাতিদিগ্ধাঙ্গ-(ক)-শ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতৃষান্বিতঃ॥ পাণ্ডুদন্তনখো যস্তু পাণ্ডুনেত্রশ্চ যো ভবেৎ। পাণ্ডুসঙ্ঘাতদর্শী চ পাণ্ডুরোগী বিনশ্যতি * ॥ অন্তেষু শূনং পরিহীনমধ্যং ম্লানং তথান্তেষু চ মধ্যশূনম্। গুদে মুখে শেফসি মুষ্কয়োশ্চ শূনং প্রতাম্যন্তমসংজ্ঞকল্পম্॥ বিবর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুকিনং যশোঽর্থী তথাতিসারজ্বরপীড়িতঞ্চ * ॥ ১৩—১৭ ॥

---

* প্রেক্ষণকূটশোথ ইতি অক্ষিগোলকশোথঃ ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণারুণাভতা পাণ্ডুত্বং নাতিক্রামতি অতএব সুশ্রুতে সর্ব্বেষু চৈতেষু অপি পাণ্ডুভাবো যতোঽধিকোঽতঃ খলু পাণ্ডুরোগ ইতি। ভ্রমাদয় ইত্যাদিশব্দাদ্ ভেদশূলাদয়ঃ ॥ ৪ ॥ ভিন্নবিট্‌কঃ সদ্রবমলঃ ॥ ৫ ॥ অত্রোপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৬ ॥ স্রোতাংসি শরামুখানি ॥ ৯ ॥ তেজঃ দীপ্তিঃ ওজঃ সর্ব্বধাতুরসঃ ॥ ১০ ॥ ক্রিমিকোষ্ঠঃ উদরাভ্যন্তরস্থক্রিমির্ভবেদিত্যনেন সম্বধ্যতে। অতিসার্য্যেত মলমিতি কর্ম্মকর্ত্তৃ তৎ কর্ম্মবৎ মন্তব্যম্॥ তস্মিন্ কর্ম্মণ্যর্থেঽত্র যৎ লিঙ্‌প্রত্যয়. ॥ ১২ ॥ খরীভূতঃ অতিরুক্ষিতঃ সর্ব্বধাতুঃ ॥১৪॥ পাণ্ডুসঙ্ঘাতদর্শী পীতবর্ণস্য রাশিং পশ্যতি ॥১৬॥ অন্তেষু হস্তপাদাদিষু ম্লানং ক্ষীণম্ প্রতাম্যন্তম্ গ্লানিং গচ্ছন্তম্। অসংজ্ঞকল্পং মৃতসদৃশম্ ॥ ১৭ ॥

(ক) শ্বেতাতিদিগ্ধাঙ্গ ইতি পাঠান্তরম্, শ্বেতবর্ণলিপ্তাঙ্গ ইবেত্যর্থঃ।

পাণ্ডুরোগভেদস্য কামলায়া নিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ—পাণ্ডুরোগী তু যোঽত্যর্থং পিত্তলানি নিষেবতে। তস্য পিত্তমসৃঙ্‌মাংসং দগ্ধ্বা রোগায় কল্পতে * ॥ ১৮ ॥

কামলায়া লক্ষণম্—হারিদ্রনেত্রঃ স্বভৃশং হারিদ্রত্বঙ্‌নখাননঃ। পীতরক্ত-শকৃন্মূত্রো ভেকবর্ণো হতেন্দ্রিয়ঃ ॥ দাহাবিপাকদৌর্ব্বল্য-সদনারুচিকর্ষিতঃ * ॥ ১৯ ॥

তস্যা ভেদমাহ—কামলা বহুপিত্তৈষা কোষ্ঠশাখাশ্রয়া মতা। কালান্তরাৎ খরীভূতা কৃচ্ছ্রা স্যাৎ কুম্ভকামলা * ॥ ২০ ॥

কুম্ভকামলীনামরিষ্টলক্ষণম্—ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাস-জ্বরক্লমনিপীড়িতঃ। নশ্যতি শ্বাসকাসার্ত্তো বিড়্‌ভেদী কুম্ভকামলী ॥ ২১ ॥

উভয়োরপি কামলয়োররিষ্টলক্ষণম্—কৃষ্ণপীতশকৃন্মূত্রো ভৃশং শূনশ্চ মানবঃ। সরক্তাক্ষিমুখচ্ছর্দ্দিবিণ্‌মূত্রো যশ্চ তাম্যতি ॥ দাহারুচিতৃষানাহ-তন্দ্রামোহসমন্বিতঃ। নষ্টাগ্নিসংজ্ঞঃ ক্ষিপ্রং হি কামলাবান্ বিপদ্যতে ॥ ২২। ২৩ ॥

পাণ্ডুরোগস্যৈব ভেদং হলীমকমাহ—যদা তু পাণ্ডোর্ব্বর্ণঃ স্যাদ্ধরিতশ্যাব-পীতকঃ। বলোৎসাহক্ষয়স্তন্দ্রা মন্দাগ্নিত্বং মৃদুজ্বরঃ * ॥ স্ত্রীষ্বহর্ষোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ শ্বাসতৃষ্ণারুচি-ভ্রমাঃ। হলীমকং তদা তস্য বিদ্যাদনিলপিত্ততঃ ॥ ২৪। ২৫ ॥

অথ পাণ্ডুরোগচিকিৎসা—সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রৈর্ভাবিতঞ্চায়সো রজঃ। পাণ্ডু-রোগপ্রশান্ত্যর্থং পয়সা প্রপিবেন্নরঃ ॥ গোমূত্রসিদ্ধং মণ্ডুরচূর্ণং সগুড়মশ্নতঃ। পাণ্ডুরোগঃ ক্ষয়ং যাতি পংক্তিশূলঞ্চ দারুণম্ ॥ অয়োমলং সুসন্তপ্তং ভূয়ো গোমূত্রসাধিতম্ ॥ মধুসর্পি-র্যুতং লীঢ্বা পাণ্ডুরোগী সুখী ভবেৎ ॥ ২৬—২৮ ॥

পুনর্নবাদিমণ্ডুরঃ—পুনর্নবা ত্রিবৃদ্‌ব্যোষং বিড়ঙ্গং দারু চিত্রকম্। কুষ্ঠং হরিদ্রে ত্রিফলা দন্তী চব্যং কলিঙ্গকম্ ॥ কটুকা পিপ্পলীমূলং মুস্তং শৃঙ্গী চ কারবী। যবানী কট্‌ফল-ঞ্চেতি পৃথক্ পলমিতং সমম্ ॥ মণ্ডূরং দ্বিগুণং চূর্ণাদ্ গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ। গুড়েন বট-কান্ কৃত্বা তক্রেণালোড্য তান্ পিবেৎ * ॥ পুনর্নবাদিমণ্ডুর-বটকোঽশ্বিবিনির্ম্মিতঃ। পাণ্ডু-রোগং নিহন্ত্যাশু কামলাঞ্চ হলীমকম্ ॥ শ্বাসং কাসঞ্চ যক্ষ্মাণং জ্বরং শোথং তথোদরম্। শূলং প্লীহানমাধ্মানমর্শাংসি গ্রহণীক্রিমীন্। বাতরক্তং চ কুষ্ঠঞ্চ সেবনান্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২৯-৩৩ ॥

নবায়সচূর্ণম্—ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা। এতানি নবভাগানি

---

* পিত্তম্ কর্ত্তৃ। দগ্ধ্বা সন্দূষ্য। রোগায় কামলারূপায়। পাণ্ডুরোগিণ এবাতিশয়িতপিত্তলসেবয়া কামলা ভবতি নায়ং নিয়মঃ। কিন্তু কামলা স্বতন্ত্রাপি ভবতি। যথা রাজযক্ষ্মা কাসাদ্যুপেক্ষিতাদ্ভবতি নায়ং নিয়মঃ। কিন্তু রাজযক্ষ্মা স্বতন্ত্রোঽপি ভবতি তদ্বদেব ॥ ১৮ ॥ হারিদ্রং হরিদ্রাবর্ণম্। পীত-রক্তশকৃন্মূত্রঃ। পীতে রক্তে বা শকৃন্মূত্রে যস্যঃ সঃ। ভেকবর্ণঃ বৃহদ্ ভেকবর্ণঃ ॥ ১৯ ॥ তস্যাভেদমাহ কাম-লেতি একা কোষ্ঠাশ্রয়া। অপরা শাখাশ্রয়া। তত্র কোষ্ঠাশ্রয়াং কামলামাহ কালান্তরাদিতি ॥২০॥ পাণ্ডোঃ পাণ্ডুরোগিণঃ ॥ ২৪ ॥ অত্র পুনর্নবাদি ২৪ প্রত্যেক পল এক, লৌহকিট্টচূর্ণ পল ৪৮। গোমূত্রপল ৩৮৪ পুনর্নবাদিমণ্ডুরঃ ॥ ৩১ ॥

নবভাগা হতায়সঃ ॥ এতদেকীকৃতং চূর্ণং নরোঽষ্টাদশরক্তিকম্। প্রলিহ্যান্ মধুসর্পির্ভ্যাং পিবেত্তক্রেণ বা সহ * ॥ গোমূত্রেণ পিবেদ্বাপি পাণ্ডুরোগং বিনাশয়েৎ। শোথং হৃদ্রোগমুদর-ক্রিমিকুষ্ঠং ভগন্দরম্॥ নাশয়েদগ্নিমান্দ্যঞ্চ দুর্নামকমরোচকম্। আর্দ্রকস্য রসেনাপি লিহ্যাৎ কফসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৩৪—৩৭ ॥

অথ কামলাচিকিৎসা—ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা মরিচকস্য বা। ক্বাথো মাক্ষিক-সংযুক্তঃ শীতলঃ কামলাপহঃ ॥ অঞ্জনে কামলার্ত্তানাং দ্রোণপুষ্পীরসো হিতঃ। গুড়ূচীপত্র-কল্কং বা পিবেত্তক্রেণ কামলী ॥ ধাত্রীলৌহরজোব্যোষ-নিশাক্ষৌদ্রাজ্যশর্করাঃ। লীঢ়া নিবারয়ন্ত্যাশু কামলামুদ্ধতামপি ॥ কুম্ভাখ্যকামলায়ান্ত হিতঃ কামলিকো বিধিঃ। গোমূত্রেণ পিবেৎ কুম্ভকামলাবান্ শিলাজতুম্ ॥ দগ্ধ্বাক্ষকাষ্ঠৈর্ম্মলমায়সস্ত গোমূত্রনির্ব্বাপিতমষ্টবারান্। বিচূর্ণ্য লীঢ়ং মধুনা চিরেণ কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥ অপহরতি কামলার্ত্তিং নস্যেন কুমারিকাজলং সদ্যঃ ॥ ৩৮—৪২ ॥

অথ হলীমকচিকিৎসা—মারিতমায়সং চূর্ণং মুস্তাচূর্ণেন সংযুতম্। খদিরস্য কষায়েণ পিবেদ্ধন্তুং হলীমকম্ ॥ সিতাতিলবলাযষ্টী-ত্রিফলারজনীযুগৈঃ। লৌহং লিহ্যাৎ সমধ্বাজ্যং হলীমকনিবৃত্তয়ে ॥ ৪৩। ৪৪ ॥

অমৃতলতাদিঘৃতম্—অমৃতলতারসকল্কং প্রসাধিতং তুরগবিদ্বিষঃ সর্পিঃ। ক্ষীরং চতুর্গুণমেতদ্ বিতরেচ্চ হলীমকার্ত্তেভ্যঃ ॥ মধুরৈরন্নপানৈস্তং বাতপিত্তহরৈর্হরেৎ। কামলা-পাণ্ডুরোগোক্তাং ক্রিয়াঞ্চাত্রোপযোজয়েৎ ॥ ৪৫। ৪৬ ॥

পাণ্ডুরোগকামলাহলীমকানাং সামান্যচিকিৎসা—ফলত্রিকামৃতাবাসা-তিক্তাভূনিম্বনিম্বজঃ ক্বাথঃ ॥ ক্ষৌদ্রযুতোঽয়ং হন্যাদ্ধলীমকং পাণ্ডুকামলারোগম্ ॥ ৪৭ ॥

ত্র্যূষণাদিমণ্ডূরবটিকাঃ—ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকম্। দার্ব্বী-ত্বঙ্মাক্ষিকো ধাতুর্গ্রন্থিকো দেবদারু চ ॥ এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ কৃত্বা চূর্ণং পৃথক্ পৃথক্। মণ্ডূরচূর্ণং দ্বিগুণং শুদ্ধমঞ্জনসন্নিভম্ ॥ মূত্রে চাষ্টগুণে পক্ত্বা তস্মিন্ তৎপ্রক্ষিপেন্নরঃ। উদুম্বরসমাকারান্ বটকাংস্তান্ যথাগ্নি চ ॥ উপযুঞ্জীত তক্রেণ জীর্ণে সাত্ম্যঞ্চ ভোজনম্। মণ্ডূরবটিকা হ্যেতাঃ প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাম্॥ কুষ্ঠানি জঠরং শোথমূরুস্তম্ভং কফাময়ান্। অর্শাংসি কামলাং মেহং প্লীহানং শময়ন্তি চ ॥ ৪৮—৫২ ॥

অষ্টাদশাঙ্গলৌহম্—কিরাততিক্তা সুরদারু দার্ব্বী মুস্তা গুড়ূচী কটুকা পটোলম্। দুরালভা পর্পটকং সনিম্বং কটুত্রিকং বহ্নিফলত্রিকঞ্চ ॥ ফলং বিড়ঙ্গস্য সমাংশিকানি সর্ব্বৈঃ সমং চূর্ণমথায়সশ্চ। সর্পির্ম্মধুভ্যাং বটিকা বিধেয়া তক্রানুপানাদ্ ভিষজা প্রযোজ্যা ॥ নিহন্তি

---

* অত্র নবায়সলৌহং নবরক্তিকাপরিমিতং ভক্ষণীয়ম্ ॥ যত উক্তং রসপ্রদীপে 'গুঞ্জামেকাং সমারভ্য যাবৎ স্যুর্নবরক্তিকাঃ। তাবল্লোহ সমশ্নীয়াদ্ যথাদোষানলং নরঃ ॥ এবং সতি প্রথমদিনে ত্র্যূষণাদিসহিতং রক্তিকাদ্বয়মিতং প্রতিদিনং রক্তিকাদ্বয়ং দ্বয়ং বর্দ্ধয়েৎ। যাবৎ ত্র্যূষণাদিসহিতাষ্টাদশ রক্তিকাঃ স্যুঃ ততস্তাঃ প্রতিদিনং খাদেৎ ॥ ৩৫ ॥

পাণ্ডুঞ্চ হলীমকঞ্চ শোথং প্রমেহং গ্রহণীরুজঞ্চ। শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ সরক্তপিত্তমর্শাংস্তথো বাগ্-গ্রহমামবাতম্॥ ব্রণাংশ্চ গুল্মান্ কফবিদ্রধিঞ্চ শ্বিত্রঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ ততঃ প্রয়োগাৎ॥ ইত্যষ্টাদশাঙ্গলৌহম্॥ ৫৩—৫৫॥ যবগোধূমশাল্যন্নৈ রসৈর্জ্জাঙ্গলজৈর্হিতৈঃ। মুদ্গাঢ়কী-মসূরাদ্যৈরেষু ভোজনমিষ্যতে *॥ ৫৬॥ ইতি পাণ্ডুরোগকামলাহলীমকাধিকারঃ।

অথ রক্তপিত্তাধিকারঃ।

তত্র রক্তপিত্তস্য নিদানপূর্ব্বিকাং সংপ্রাপ্তিমাহ—ঘর্ম্মব্যায়ামশোকাধ্ব-ব্যবায়ৈরতিসেবিতৈঃ। তীক্ষ্ণোষ্ণক্ষারলবণৈরম্লৈঃ কটুভিরেব চ *॥ পিত্তং বিদগ্ধং স্বগুণৈর্ব্বিদহত্যাশু শোণিতম্। ততঃ প্রবর্ত্ততে রক্তমূর্দ্ধঞ্চাধো দ্বিধাপিবা *॥ ১—২॥

মার্গানাহ—ঊর্দ্ধং নাসাক্ষিকর্ণাস্যৈর্মেঢ্রযোনিগুদৈরধঃ। কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ত্ততে *॥ ৩॥

পূর্ব্বরূপমাহ—সদনং শীতকামিত্বং কণ্ঠধূমায়নং বমিঃ। লৌহগন্ধশ্চ নিশ্বাসো ভবত্য-স্মিন্ ভবিষ্যতি॥ ৪॥

বিশিষ্টরূপমাহ—তত্র শ্লৈষ্মিকং। সান্দ্রং সপাণ্ডু সস্নেহং পিচ্ছিলঞ্চ কফান্বিতম্।

বাতিকমাহ—শ্যাবারুণং সফেনঞ্চ তনুরুক্ষঞ্চ বাতিকম্॥ ৫॥

পৈত্তিকমাহ—রক্তপিত্তং কষায়াভং কৃষ্ণং গোমূত্রসন্নিভম্। মেচকাগারধূমাভ-মঞ্জনাভঞ্চ পৈত্তিকম্ *॥ ৬॥

সংসর্গবিশেষেণ মার্গভেদমাহ-সংসৃষ্টং লিঙ্গসংসর্গাৎ,ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্। ঊর্দ্ধগং কফসংসৃষ্টমধোগং মারুতানুগম্। দ্বিমার্গং কফবাতাভ্যামুভাভ্যাং তৎ প্রবর্ত্ততে॥ ৭॥

উপদ্রবানাহ—দৌর্ব্বল্যশ্বাসকাসজ্বরবমথুমদাঃ পাণ্ডুতাদাহমূর্চ্ছা, ভুক্তে ঘোরো বিদাহস্ত্বধৃতিরপি সদা হৃদ্যতুল্যা চ পীড়া। তৃষ্ণা কোষ্ঠস্য ভেদঃ শিরসি চ তপনং পূয়নিষ্ঠী-বনঞ্চ, দ্বেষো ভক্তেঽবিপাকো বিকৃতিরপি ভবেদ্রক্তপিত্তোপসর্গাঃ *॥ ৮॥

---

* এষু পাণ্ডুরোগকামলাহলীমকেষু॥ ৫৬॥ তীক্ষ্ণং মরিচাদি। উষ্ণং অগ্নিতাপাদি। ক্ষারো যবক্ষারাদিঃ॥১॥ বিদগ্ধং দূষিতম্ স্বগুণৈঃ স্বকারণৈগু ণৈস্তীক্ষ্ণাদিভিঃ। গুণৈরিতি বহুত্বেন তীক্ষ্ণাম্ললবণ-কটূষ্ণঘর্ম্মাদয়ো গৃহ্যন্তে। বিদহতি দূষয়তি॥ রক্তপিত্তস্য সামান্যং লক্ষণমাহ তত ইতি অত্র রক্তমিত্যুপ-লক্ষণম্ তেন সংসৃষ্টং পিত্তঞ্চ। অতএব রক্তঞ্চ পিত্তঞ্চ রক্তপিত্তমিতি দ্বন্দ্ব ইতি সুশ্রুতঃ। রক্তঞ্চ তৎপিত্তং চেতি রক্তপিত্তং রাগপ্রাপ্তং পিত্তং রক্তমিত্যুচ্যতে রক্তপিত্তং কর্ম্মধারয়শ্চেতি চরকঃ। রক্তপিত্তং মনীষিভিরিতি উভয়ত্রাপি ন দোষঃ কারণত্রয়াৎ রক্তস্যাপি সমাখ্যানম্। কারণত্রয়মাহ। 'সংযোগাৎ দূষণাৎ তত্তু সামান্যাদ্ গন্ধবর্ণয়োঃ। রক্তস্য পিত্তমাখ্যাতং রক্তপিত্তং মনীষিভিরিতি॥ ২॥ মার্গানাহ ঊর্দ্ধমিতি কুপিতং পিত্তম্॥৩॥ মেচকম্ চিক্কণং কৃষ্ণবর্ণম্। অঞ্জনং স্রোতোঽঞ্জনং তদাভং॥ ৬॥ বিকৃতিঃ মাংসপ্রক্ষালনাম্ভতাদিঃ॥ ৮॥

সাধ্যত্বাদিকমাহ—একদোষানুগং সাধ্যং দ্বিদোষং যাপ্যমুচ্যতে। যত্ত্রিদোষমসাধ্যং স্যান্মন্দাগ্নেরতিবেগবৎ॥ ঊর্দ্ধং সাধ্যমধো যাপ্যমসাধ্যং যুগপদ্গতম্। ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যানশ্নতস্তু যৎ॥ ৯—১০॥

সাধ্যমাহ—একমার্গং বলবতো নাতিবেগং নবোত্থিতম্। রক্তপিত্তং সুখে কালে সাধ্যং স্যান্নিরুপদ্রবম্ *॥ ১১॥

অসাধ্যমাহ—মাংসপ্রক্ষালনাভং ক্বথিতমিব চ যৎকর্দ্দমাম্ভোনিভং বা, মেদঃপূয়াস্রকল্পং যকৃদিব যদি বা পক্কজম্বূফলাভম্। যৎকৃষ্ণং যচ্চ নীলং ভৃশমপি কুণপং যত্র চোক্তা বিকারা—স্তদ্বর্জ্যং রক্তপিত্তং সুরপতিধনুষা যচ্চ তুল্যং বিভাতি *॥ যেন চোপহতো রক্তং রক্তপিত্তেন মানবঃ। পশ্যেদ্দৃশ্যং বিয়চ্চাপি তদসাধ্যমসংশয়ম্ *॥ ১২। ১৩॥

অরিষ্টমাহ—লোহিতং ছর্দ্দয়েদ্যস্তু বহুশো লোহিতেক্ষণঃ। লোহিতোদ্গারদর্শী চ ম্রিয়তে রক্তপৈত্তিকঃ *॥ ১৪॥

অথ রক্তপিত্তস্য চিকিৎসা—পিত্তাস্রং স্তম্ভয়েন্নাদৌ প্রবৃত্তং বলিনো যতঃ। হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগ-প্লীহগুল্মজ্বরাদিকৃৎ॥ শালিষষ্টিকনীবার-কোরদূষপ্রসাধিকাঃ। শ্যামাকাশ্চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ ভোজনং রক্তপিত্তিনাম্ *॥ মসূরমুদ্গচণকাঃ সমকুষ্ঠাঢ়কীফলাঃ। প্রশস্তাঃ সূপযূষার্থে কল্পিতা রক্তপিত্তিনাম্॥ দাড়িমামলকং বিদ্বানম্লার্থঞ্চাপি দাপয়েৎ। পটোলনিম্বন্যগ্রোধপ্লক্ষবেতসপল্লবাঃ॥ শাকার্থে শাকসাত্ম্যানাং তণ্ডুলীয়াদয়ো হিতাঃ॥ পারাবতান্ কপোতাংশ্চ লাবান্ রক্তাক্ষবর্ত্তকান্॥ শশান্ কপিঞ্জলানেণান্ হরিণান্ কালপুচ্ছকান্। রক্তপিত্তহরান্ বিদ্যাদ্রসাংস্তেষাং প্রযোজয়েৎ॥ ঈষদম্লাননম্লাংশ্চ ঘৃতভৃষ্টান্ সসৈন্ধবান্॥ কফানুগে যূষশাকান্ দদ্যাদ্বাতানুগে রসম্। পথ্যং সতীনযূষেণ সসিতৈর্লাজশক্তুভিঃ॥ ১৫—২১॥

ধান্যকাদির্হিমঃ—ধান্যাকধাত্রীবাসানাং দ্রাক্ষাপর্পটয়োর্হিমঃ। রক্তপিত্তং জ্বরং দাহং তৃষ্ণাং শোষঞ্চ নাশয়েৎ॥ হ্রীবেরমুৎপলং ধান্যং চন্দনং যষ্টিকাহমৃতা। উশীরঞ্চ ত্রিবৃচ্চৈষাং ক্বাথং সমধুশর্করম্॥ পায়য়েত্তেন সদ্যো হি রক্তপিত্তং প্রণশ্যতি॥ রক্তপিত্তং জয়ত্যুগ্রং তৃষ্ণাং দাহং জ্বরং তথা॥ পদ্মোৎপলানাং কিঞ্জল্কঃ পৃশ্নিপর্ণী প্রিয়ঙ্গুকা। জলে সাধ্যা রসে তস্মিন্ পেয়া স্যাদ্ রক্তপিত্তিনাম্॥ বাসাপত্রসমুদ্ভূতো রসঃ সমধুশর্করঃ। ক্বাথো বা হরতে পীতো রক্তপিত্তং সুদারুণম্॥ পিষ্টানাং বৃষপত্রাণাং পুটপাকরসো হিমঃ। সমধুর্হরতে রক্তপিত্তং কাসজ্বরক্ষয়ান্॥ উৎপলং কুমুদং পদ্মং কল্হারং লোহিতোৎপলম্। মধুকঞ্চেতি পিত্তাসৃক্তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিহরো গণঃ॥ বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্য চ। রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি॥ আটরূষকমৃদ্বীকাপথ্যাক্বাথঃ সশর্করঃ। ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ সকলশ্বাসরক্তপিত্তনিবর্হণঃ॥ ২২—৩০॥

---

* সুখে কালে হিমশিশিরয়োঃ॥ ১১॥ উক্তা বিকারাঃ দৌর্ব্বল্যাদয়ঃ। সুরপতিধনুষা তুল্যং নানাবর্ণম্॥ ১২॥ যেন রক্তপিত্তেনোপহতঃ মনুষ্যঃ দৃশ্যং ঘটপটাদিকং রক্তং পশ্যতি স নশ্যতি। বিয়চ্চাপি অদৃশ্যমপীত্যর্থঃ॥ ১৩॥ লোহিতোদ্গারদর্শী ব্যাধিমহিম্নোদ্গারমপি লোহিতং পশ্যতীত্যর্থঃ॥ ১৪॥ প্রিয়ঙ্গুঃ কঙ্গুঃ॥ ১৬॥

দূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।—দূর্ব্বা সোৎপলকিঞ্জল্কমঞ্জিষ্ঠাসৈলবালুকা। শীতা শীতমুশীরঞ্চ মুস্তং চন্দনপদ্মকম্॥ বিপচেৎ কার্ষিকৈরেতৈরাজং প্রস্থমিতং ঘৃতম্। তণ্ডুলানাং জলং ছাগীক্ষীরং দত্ত্বাচ্চতুর্গুণম্॥ তৎপানং বমতো রক্তং নাবনং নাসিকাগতে। কর্ণাভ্যাং যস্য গচ্ছেত্তু তস্য কর্ণৌ প্রপূরয়েৎ॥ চক্ষুঃ স্রবতি রক্তঞ্চেৎ পূরয়েত্তেন চক্ষুষী। মেঢ্রপায়ুপ্রবৃত্তে তু বস্তিকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥ রোমকূপপ্রবৃত্তে তু তদভ্যঙ্গং প্রয়োজয়েৎ। সর্ব্বেষু রক্তপিত্তেষু তস্মাৎ শ্রেষ্ঠমিদং ঘৃতম্॥ ৩১—৩৫॥ ইতি দূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।

মদ্বীকং চন্দনঃ লোধ্রং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ। চূর্ণমেতৎ পিবেৎ ক্ষৌদ্র-বাসারসসমন্বিতম্॥ নাসিকামুখপায়ুযোনিমেঢ্রাদিবেগিতম্। রক্তপিত্তং স্রবদ্ধন্তি সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্॥ যচ্চ শস্ত্রক্ষতে নৈব রক্তং তিষ্ঠতি বেগতঃ। তদপ্যেতেন চূর্ণেন তিষ্ঠত্যেবাবচূর্ণিতম্॥ ইক্ষূণাং মধ্যকাণ্ডানি সকন্দং নীলমুৎপলম্। কেশরং পুণ্ডরীকস্য মোচামধুকপদ্মকৈঃ॥ বটপ্ররোহশৃঙ্গাশ্চ দ্রাক্ষাখর্জ্জূরমেব চ। এতানি সমভাগানি কষায়ং সম্প্রকল্পয়েৎ॥ উষিতং মধুসংযুক্তং পায়য়েচ্ছর্করান্বিতম্। সপ্রমেহং রক্তপিত্তং ক্ষিপ্রমেতন্নিযচ্ছতি॥ দ্রাক্ষয়া ফলিনীভির্ব্বা প্রিয়ালমধুকেন বা। শ্বদংষ্ট্রয়া শতাবর্য্যা রক্তজিৎ সাধিতং পয়ঃ॥ পক্কোদুম্বরকাশ্মর্য্যাঃ পথ্যাঃ খর্জ্জূরগোস্তনাঃ। মধুনা ঘ্নন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্ *॥ অতিনিস্রুতরক্তো বা ক্ষৌদ্রযুক্তং পিবেদসৃক্। যকৃদ্বা ভক্ষয়েদাজং মাংসং বা পিত্তসংযুতম্॥ নাসাপ্রবৃত্তরুধিরং ঘৃতভৃষ্টং শ্লক্ষ্ণপিষ্টমামলকম্। সেতুরিব তোয়বেগং রুণদ্ধি মূর্দ্ধ্নি প্রলেপেন॥ ঘ্রাণপ্রবৃত্তে জলমাশু পেয়ং সশর্করং নাসিকয়া চ যো বা॥ দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্বা সশর্করঞ্চেক্ষুরসং হিতায়॥ নস্যে দাড়িমপুষ্পস্য রসো দূর্ব্বাভবোঽপি বা॥ আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্ব্বা নাসিকাস্রাবিরক্তজিৎ॥ ৩৬—৪৭॥

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহঃ।—পুরাণং পীনমানীয় কুষ্মাণ্ডস্য ফলং বৃহৎ। তদ্বীজাধারবীজত্বক্ শিরাশূন্যং সমাচরেৎ॥ ততস্তস্য তুলাং নীত্বা পচেজ্জলতুলাদ্বয়ে। তস্মিন্নারেঽর্দ্ধশিষ্টে তু যত্নতঃ শীতলীকৃতে॥ তানি কুষ্মাণ্ডখণ্ডানি পীড়য়েদ্ দৃঢ়বাসসা। যত্নতস্তজ্জলং নীত্বা পুনঃ পাকায় ধারয়েৎ॥ কুষ্মাণ্ডং শোষয়েদঘর্ম্মে তাম্রপাত্রে ততঃ ক্ষিপেৎ। ক্ষিপ্ত্বা তত্র ঘৃতং প্রস্থং কুষ্মাণ্ডং তেন ভর্জ্জয়েৎ॥ মধুবর্ণং তদালোক্য তজ্জলং তত্র নিঃক্ষিপেৎ। সিতায়াশ্চ তুলাং তত্র ক্ষিপ্ত্বা তল্লেহবৎ পচেৎ॥ সুপক্বে পিপ্পলীশুণ্ঠীজীরাণাং দ্বিপলে পৃথক্। পৃথক্ পলার্দ্ধং ধান্যাকং পত্রৈলামরিচত্বচম্॥ চূর্ণমেষাং ক্ষিপেত্তত্র ঘৃতার্দ্ধং ক্ষৌদ্রমাবপেৎ। এতৎপলমিতং খাদেদথবাগ্নিবলং যথা॥ খণ্ডকুষ্মাণ্ডলেহোঽয়ং রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ। পিত্তজ্বরং তৃষাং দাহং প্রদরং কৃশতাং বমিম্॥ কাসং শ্বাসঞ্চ হৃদ্রোগং স্বরভেদং ক্ষতং ক্ষয়ম্। নাশয়ত্যেব বৃদ্ধিঞ্চ বৃংহণো বলবর্দ্ধনঃ॥ ৪৮—৫৬॥

বৃহৎকুষ্মাণ্ডাবলেহঃ।—পুরাণং পীনমানীয় কুষ্মাণ্ডস্য ফলং দৃঢ়ম্। তদ্বীজাধারবীজত্বক্ শিরাশূন্যং সমাচরেৎ॥ ততোঽতিসূক্ষ্মখণ্ডানি কৃত্বা তস্য তুলাং পচেৎ। গোদুগ্ধস্য তুলামধ্যে মন্দেঽগ্নৌ বা পচেচ্ছনৈঃ॥ শর্করায়াস্তুলাং সার্দ্ধাং গোঘৃতং প্রস্থমাত্রকম্।

---

* অত্র কাশ্মর্য্যাঃ ফলমেব গ্রাহ্যং ফলসাহচর্য্যাৎ॥ ৪৩॥

প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকঞ্চাপি কুড়বং নারিকেরতঃ ॥ প্রিয়ালফলমজ্জানং দ্বিপলং তিথুরীপলম্। ক্ষিপেদেকত্র বিপচেল্লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ ॥ ভিষক্ সুপক্কমালোক্য জ্বলনাদবতারয়েৎ। কোষ্ণে তত্র ক্ষিপেদেষাং চূর্ণং তানি বদাম্যহম্ ॥ একোঽক্ষঃ শতপুষ্পায়া অথ ক্ষীরী যবানিকা। গোক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ পথ্যা কপিকচ্ছুফলানি চ ॥ সপ্তমী ত্বক্‌চ সর্ব্বেষামক্ষযুগ্মং পৃথক্ পৃথক্। ধান্যকং পিপ্পলী মুস্তমশ্বগন্ধা শতাবরী ॥ তালমূলী নাগবলা বালকং পত্রকং শটী। জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ সূক্ষ্মৈলা বৃহদেলিকা ॥ শৃঙ্গাটকং পর্পটকং সর্ব্বং পলমিতং পৃথক্। চন্দনং নাগরং ধাত্রীফলঞ্চাপি কশেরুকম্ ॥ প্রত্যেকং পঞ্চ কর্ষাণি চত্বার্য্যেতানি নিঃক্ষিপেৎ। পলদ্বয়মুশীরস্য মসনস্যোষণস্য চ ॥ কুষ্মাণ্ডস্যাবলেহোঽয়ং ভক্ষিতঃ পলমাত্রয়া। কিংবা যথা বহ্নিবলং ভুক্ত্বা রোগান্ বিনাশয়েৎ ॥ রক্তপিত্তং শীতপিত্তমম্লপিত্তমরোচকম্। বহ্নিমান্দ্যং সদাহঞ্চ তৃষ্ণাং প্রদরমেব চ ॥ রক্তার্শোঽপি তথা ছর্দ্দিং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্। উপদংশং বিসর্পঞ্চ জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্ ॥ লেহোঽয়ং পরমো বৃষ্যো বৃংহণো বলবর্দ্ধনঃ। স্থাপনীয়ঃ প্রযত্নেন ভাজনে মৃণ্ময়ে নবে ॥ ৫৭—৭০ ॥

খণ্ডকুষ্মাণ্ডকম্—কুষ্মাণ্ডকস্য স্বরসং পলানাং শতমাত্রয়া। রসতুল্যং গবাং ক্ষীরং ধাত্রীচূর্ণং পলাষ্টকম্ ॥ মৃদ্বগ্নিনা পচেৎতাবদ্‌যাবত্তবতি পিণ্ডবৎ। ধাত্রীতুল্যা সিতা যোজ্যা পলার্দ্ধং লেহয়েদনু ॥ খণ্ডকুষ্মাণ্ডকং হ্যেতদ্ ভুক্তমভ্যাসতো হরেৎ। রক্তপিত্তমম্লপিত্তং দাহং তৃষ্ণাঞ্চ কামলাম্ ॥ ৭১—৭৩ ॥

খণ্ডকাদ্যং লৌহম্—শতাবরী ছিন্নরুহা বৃষো মুণ্ডিতিকা বলা। তালমূলী চ গায়ত্রী ত্রিফলায়াস্ত্বচস্তথা ॥ ভার্গী- পুষ্করমূলঞ্চ পৃথক্ পঞ্চ পলানি চ। জলদ্রোণে বিপক্তব্যমষ্টভাগাবশেষিতম্ * ॥ দিব্যৌষধিহতস্যাপি মাক্ষিকেণ হতস্য বা। পলদ্বাদশকং দেয়ং রুক্মলৌহস্য চূর্ণিতম্ * ॥ খণ্ডতুল্যং ঘৃতং দেয়ং পলষোড়শকং বুধৈঃ। পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে গুড়পাকো মতো যথা ॥ প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দেয়ং শুভাশ্মজতুকস্য চ। শৃঙ্গী কৃষ্ণা বিড়ঙ্গঞ্চ শুণ্ঠ্যজাজী পলং পলম্ ॥ ত্রিফলা ধান্যকং পত্রং কণা মরিচকেশরম্। চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥ যথাকালং প্রযুঞ্জীত বিড়ালপদমাত্রকম্। গব্যক্ষীরানুপানঞ্চ সেব্যো মাংসরসঃ পয়ঃ ॥ গুরুবৃষ্যান্নপানানি স্নিগ্ধমাংসাদিবৃংহণম্। রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং পার্শ্বশূলং বিশেষতঃ ॥ বাতরক্তং প্রমেহঞ্চ শীতপিত্তং বমিং ক্লমম্। শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ কুষ্ঠং প্লীহোদরং তথা ॥ আনাহং মূত্রসংস্রাবমম্লপিত্তং নিহন্তি চ। চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং মঙ্গলং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ আরোগ্যপুত্রদং শ্রেষ্ঠং কামাগ্নিবলবর্দ্ধনম্। শ্রীকরং লাঘবঞ্চৈব খণ্ডকাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ছাগং পারাবতং মাংসং তিত্তিরিঃ ক্রকরঃ শশঃ। কুরঙ্গঃ কৃষ্ণসারশ্চ মাংসমেষাং প্রয়োজয়েৎ ॥ নারিকেরপয়ঃপানং সুনিষণ্ণকবাস্তুকম্। শুষ্কমূলকজীবাখ্যং পটোলং বৃহতীফলম্ * ॥ বার্ত্তাকং পক্কমাত্রঞ্চ খর্জ্জুরং স্বাদুদাড়িমম্।

---

* ভার্গী বভনেঠী ॥ ৭৫ ॥ দিব্যৌষধী মনঃশিলা। রুক্মলৌহং গজবেলী ইতি লোকে ॥ ৭৬ ॥ সুনিষণ্ণং চৌপত্রীশাকবিশেষঃ। জীবন্তী জীব ইতি শাকবিশেষঃ ॥ ৮৬ ॥

ককারপূর্ব্বকং যচ্চ মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্ *। বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ খণ্ডকাস্থং সমগ্রতা ॥ লোহান্তরবদত্রাপি পুটনাদি ক্রিয়েষ্যতে। ন পুনর্ম্মাক্ষিকেণৈব শিলয়ৈব হি মারণম্ ॥৭৪-৮৮॥

শতাবরীপাকঃ—শতাবরীমূলকল্কং কল্কাৎ ক্ষীরং চতুর্গুণম্। ক্ষীরতুল্যং ঘৃতং গব্যং সিতয়া কল্কতুল্যয়া॥ ঘৃতশেষং পচেত্তস্ত পলার্দ্ধং লেহয়েৎ সদা। রক্তপিত্তং হ্যম্লপিত্তং ক্ষয়ং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৮৯—৯০ ॥ ইতি রক্তপিত্তাধিকারঃ।

অথাম্লপিত্তাধিকারঃ।

তত্রাম্লাপত্তস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্—বিরুদ্ধদুষ্টাম্লবিদাহি পিত্তপ্রকোপি-পানান্নভুজো বিদগ্ধম্। পিত্তং স্বহেতূপচিতং পুরা যত্তদম্লপিত্তং প্রবদন্তি সন্তঃ * ॥ ১ ॥

অম্লপিত্তস্য লক্ষণমাহ—অবিপাকঃ ক্লমোৎক্লেশতিক্তাম্লোদ্গারগৌরবৈঃ। হৃৎকণ্ঠদাহাহরুচিভিরম্লপিত্তং বদেদ্ভিষক্ ॥ অম্লপিত্তং দ্বিধা প্রোক্তমধোগঞ্চ তথোর্দ্ধগম্ ॥২॥

ঊর্দ্ধগস্য লক্ষণম্—বান্তং হরিৎ পীতকনীলকৃষ্ণমারক্তরক্তাভমতীব চাচ্ছম্। মৎস্যোদকাভং ত্বতিপিচ্ছিলাভং শ্লেষ্মানুজাতং সহিতং (ক) রসেন * ॥ ৩ ॥

অধোগস্য লক্ষণমাহ—তৃড়্দাহমূর্চ্ছাভ্রমমোহকারি প্রযাত্যধো বা বিবিধ-প্রকারম্। হৃল্লাসকোঠানলসাদহর্ষস্বেদাঙ্গপীতত্বকরং কদাচিৎ * ॥ ৪ ॥

অম্লপিত্তস্যাবস্থাবিশেষমাহ—ভুক্তে বিদগ্ধেঽপ্যথবাপ্যভুক্তে করোতি তিক্তাম্লবমিং কদাচিৎ। *উদ্গারমেবম্বিধমেব কণ্ঠহৃৎকুক্ষিদাহং শিরসোরুজঞ্চ * ॥ কর-চরণদাহমৌষ্ণ্যং মহতীমরুচিং জ্বরং চ কফপিত্তম্। জনয়তি কণ্ডুমণ্ডলপিড়কাশতনিচিত-রোগচয়ম্ * ॥ ৫ । ৬ ॥

---

* ককারপূর্ব্বক কটুকঃ কালশাকং কুষ্মাণ্ডং কর্কটীকর্কোটককলিঙ্গকর্কন্ধুকরমর্দ্দককরীরকতক কশেরুকাঞ্জিক ইত্যাদি বর্জ্জনীয়ম্ ॥ ৮৭ ॥

দুষ্টং ব্যাপন্নমন্নম্। পিত্তপ্রকোপীত্যুক্তেঽপি অম্লবিদাহীতি বিশেষার্থম্। পিত্তপ্রকোপি পানং তক্রসুরাদি। অন্নং মাষাদি। "স্বহেতূপচিতং পুরা যদ্ বর্ষাস্বম্লবিপাকৈর্জ্জলৈরোষধীভিশ্চ তাদৃশী-ভিরুপচিতম্। সঞ্চিতং অম্লপিত্তং। তদম্লপিত্তং বদন্তি অম্লপিত্তাখ্যং রোগং বদন্তি ॥ ১ ॥ আরক্তম্ ঈষল্লোহিতম্. রক্তাভং বা। অতীব চাচ্ছং নির্ম্মলম্। রসেন লবণকটুতিক্তরূপেণ ॥ ৩ ॥ মূর্চ্ছা সর্ব্বদা জ্ঞানশূন্যতা। মোহঃ বিপরীতং জ্ঞানম্। অধোবেতি বা শব্দ ঊর্দ্ধগাপেক্ষয়া। বিবিধপ্রকারম্। হরিদ্রাবর্ণযোগাৎ। কদাচিৎ হৃল্লাসাদিকরং চ ভবতি ॥ ৪ ॥ ভুক্তে বিদগ্ধে তিক্তাম্লবমিং করোতি। তথা উদ্গারং এবম্বিধমেব তিক্তাম্লমেব করোতি। তথা কণ্ঠহৃৎকুক্ষিদাহং শিরোরুজঞ্চ করোতি ॥ ৫ ॥ তথা করচরণদাহাদিকং জনয়তি। তথা কণ্ডুমণ্ডলপিড়কাব্যাপ্তগাত্রে রোগচয়ম্ করোতি। অম্লাবিপাক-ক্রমাদিকং জনয়তি ॥ অথবা কদাচিৎ অভুক্তেঽপি তিক্তাম্লং বান্তিং করোতি ॥ ৬॥

(ক) বিবিধমিতি পাঠান্তরম্।

অম্লপিত্তদোষসংসর্গমাহ—সানিলং সানিলকফং সকফং তচ্চ লক্ষয়েৎ। দোষলিঙ্গেন মতিমান্ ভিষঙ্মোহকরং হি তৎ * ॥ ৭ ॥

দোষভেদেন লক্ষণভেদমাহ—কম্পপ্রলাপমূর্চ্ছাশ্চিমিচিমিগাত্রাবসাদশূলানি। তমসো দর্শনবিভ্রমপ্রমোহহর্ষাস্ত্বথানিলযুতেন ॥ কফনিষ্ঠীবনগৌরবজড়তারুচিশীতসাদবমিলেপাঃ। দহনবলহানিকণ্ডুনিদ্রাচিহ্নং কফানুগে ভবতি ॥ উভয়মিদমেব চিহ্নং মারুতকফসম্ভবেঽম্লপিত্তে স্যাৎ ॥ ৮—৯ ॥

অম্লপিত্তস্য সাধ্যত্বাদিকমাহ—রোগোঽয়মম্লপিত্তাখ্যো যত্নাৎ সংসাধ্যতে নবঃ। চিরোত্থিতো ভবেদ্‌যাপ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যঃ স কস্যচিৎ * ॥ ১০ ॥

অথ শ্লেষ্মপিত্তস্য লক্ষণমাহ—তিক্তাম্লকটুকোদ্গার-হৃৎকুক্ষিকণ্ঠদাহকৃৎ। তমো মূর্চ্ছারুচিশ্ছর্দ্দিরালস্যং চ শিরোরুজা। প্রসেকো মুখমাধুর্য্যং শ্লেষ্মপিত্তস্য লক্ষণম্ ॥১১॥

অম্লপিত্তশ্লেষ্মপিত্তয়োশ্চিকিৎসা—অম্লপিত্তে তু বমনং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ। কারয়েন্মদনৈঃ ক্ষৌদ্রৈঃ সৈন্ধবৈশ্চ তথা ভিষক্ ॥ বিরেচনং ত্রিবৃচ্চূর্ণমধুধাত্রীফলদ্রবৈঃ। উর্দ্ধগং বমনৈর্বিদ্বানধোগং রেচনৈর্হরেৎ * ॥ যবগোধূমবিকৃতীস্তীক্ষ্ণসংস্কারবর্জ্জিতাঃ। যথাস্বং লাজসক্তূন্ বা সিতামধুযুতান্ পিবেৎ ॥ নিস্তুষযববৃষধাত্রীক্বথিতং সলিলং ত্রিগন্ধমধুযুক্তম্। দ্রুততরমপহরতি বমিং সঞ্জনিতামম্লপিত্তেন ॥ ছিন্নোদ্ভবানিম্বপটোলপত্রং ক্ষৌদ্রান্বিতং পীতমনেকরূপম্। সুদারুণং হন্তি তদম্লপিত্তং যথাশনিস্তালতরুং প্রবৃদ্ধম্॥ বাসামৃতাপর্পটকনিম্বভূনিম্বমার্কবৈঃ। ত্রিফলাকুলকৈঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা ॥ পাঠাপটোলযবচন্দনধান্যধাত্রী-বাসাবরাঙ্গদলনাগকণাভয়াভিঃ। লেহঃ সিতাজ্যমধুভিঃ শিলপালপিণ্ডী হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিজ্বরদাহশোষান্ ॥ হন্ত্যম্লপিত্তবমনারুচিদাহমোহখালিত্যমেহশিশিরব্রণশুক্রদোষান্। ভুক্ত্বা নরঃ সততমামলকীরসেন বৃদ্ধোঽপ্যনেন হি ভবেৎ তরুণো রিরংসুঃ ॥ ১২—১৯ ॥

খণ্ডকুষ্মাণ্ডকোঽবলেহঃ—কুষ্মাণ্ডকরসো গ্রাহ্যঃ পলানাং শতমাত্রকম্। রসতুল্যং গবাং ক্ষীরং ধাত্রীচূর্ণং পলাষ্টকম্ ॥ ধাত্রাতুল্যা সিতা যোজ্যা গব্যমাজ্যং পলদ্বয়ম্ মন্দাগ্নিনা পচেৎ সর্ব্বং যাবদ্ভবতি পিণ্ডিতম্ ॥ পলার্দ্ধং পলমেকং বা প্রত্যহং ভক্ষয়েদিদম্। খণ্ডকুষ্মাণ্ডকং খ্যাতমম্লপিত্তাপহং পরম্ ॥ ২০—২২ ॥

নারিকেরখণ্ডঃ—কুড়বং নারিকেরস্য জলে মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। নারিকেরজলাভাবে গব্যে পয়সি তৎপচেৎ * ॥ ধান্যকং পিপ্পলীমুস্তং চাতুর্জ্জাতং বিচূর্ণিতম্॥ প্রত্যেকং টঙ্কমাত্রন্তু শীতে তস্মিন্ বিনিঃক্ষিপেৎ। পলমাত্রস্তদর্দ্ধোঽপি ভক্ষিতঃ প্রত্যহং

---

* উর্দ্ধাধঃ প্রবৃত্ত্যা ছর্দ্দ্যতীসারাভ্যাং তুল্যতয়া বৈদ্যভ্রান্তিকৃৎ ॥ ৭ ॥ চিমিচিমি ঝিনিঝিনীতি লোকে। হর্ষঃ রোমাঞ্চঃ ॥ ৮ ॥ কস্যচিৎ হিতাহারাচারশীলস্য ॥ ১০ ॥ অম্লপিত্তমিতিশেষঃ ॥ ১৩ ॥ পলমাত্রগব্যঘৃতেন নারিকেরস্য ভর্জ্জনং কর্ত্তব্যমিতি সম্প্রদায়ঃ ॥ ২৩ ॥

নরৈঃ। নারিকেরকখণ্ডোঽয়ং পুংস্ত্বনিদ্রাবলপ্রদঃ॥ অম্লপিত্তং রক্তপিত্তং শূলঞ্চ পরিণামজম্। ক্ষয়ং ক্ষয়পতি ক্ষিপ্রং শুষ্কং দার্ব্বানলো যথা॥ ১১৩—১১৬॥

বৃহন্নারিকেরখণ্ডঃ—প্রস্থন্ত নারিকেরস্য সূক্ষ্মং দৃষদি পেষিতম্। নিষ্কুলীকৃত-কুষ্মাণ্ডখণ্ডানামর্দ্ধমাঢ়কম্। তদ্দ্বয়ং ভর্জ্জয়েদ্গব্যে ঘৃতে তু কুড়বোন্মিতে॥ ততস্তত্র ক্ষিপেচ্ছুদ্ধং গোদুগ্ধঞ্চাঢ়কোন্মিতম্॥ তত্রৈব নিঃক্ষিপেদ্ভব্যাং সিতাং প্রস্থদ্বয়োন্মিতাম্। পচেৎ সর্ব্বাণি চৈকত্র মৃদুনা বহ্নিনা ভিষক্॥ সুপক্কে শীতলে তত্র চূর্ণীকৃত্য বিনিঃক্ষিপেৎ। সূক্ষ্মৈলা ধান্যকং ধাত্রী পর্পটং জলদং জলম্॥ উশীরং চন্দনং দ্রাক্ষাং শৃঙ্গাটঞ্চ কশেরুকম্। ত্বক্পত্রকং সকর্পূরং কর্ষযুগ্মং পৃথক্ পৃথক্॥ সর্ব্বং সংমিশ্রয়েদ্রক্ষেদ্ ভাজনে মৃন্ময়ে নবে। পলমাত্রমিদং প্রাতর্ভক্ষয়েদ্বা যথানলম্॥ এতন্নিষেবিতং হন্তি রোগানেতান্ন সংশয়ঃ। অম্লপিত্তং জ্বরং পিত্তং রক্তপিত্তমরোচকম্॥ বাতরক্তং তৃষাং দাহং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্। ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ক্ষিপ্রং শূলঞ্চ পরিণামজম্॥ নারিকেরস্য খণ্ডোঽয়মশ্বিভ্যাং ভাষিতঃ পুরা। বর্ণদো বৃংহণো বৃষ্যঃ পুংস্ত্বনিদ্রাবলপ্রদঃ॥ ১১৭—১২৫॥ ইতি বৃহন্নারিকেরখণ্ডঃ।

পিত্তশ্লেষ্ম-চিকিৎসা—অভয়া পিপ্পলী দ্রাক্ষা সিতাধান্যযবাসকম্। মধুনা কণ্ঠ-দাহঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মহরং পরম্॥ পটোলযবধান্যাক-পিপ্পল্যামলকানি চ। এষাং ক্ষৌদ্রযুতঃ ক্বাথঃ পিত্তশ্লেষ্মহরঃ পরঃ॥ পিত্তশ্লেষ্মবমীকণ্ডূকোঠবিস্ফোটদাহনুৎ। দীপনঃ পাচনঃ ক্বাথঃ শৃঙ্গবেরপটোলয়োঃ॥ পিপ্পলীখণ্ডপথ্যাভিস্তুল্যাভির্ম্মোদকঃ কৃতঃ। পিত্তশ্লেষ্মহরো ভুক্তো বহ্নিমান্দ্যঞ্চ নাশয়েৎ॥ ১২৬—১২৯॥ ইত্যম্লপিত্তাধিকারঃ।

অথ রাজযক্ষ্মাধিকারঃ।

তত্র রাজযক্ষ্মণো বিপ্রকৃষ্টং সন্নিকৃষ্টঞ্চ নিদানমাহ—বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ। ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ *॥ ১॥

যক্ষ্মাদীনাং নিরুক্তিঃ।—বৈদ্যো ব্যাধিমতাং যস্মাদ্ ব্যাধের্যত্নেন যক্ষ্যতে। স যক্ষ্মা প্রোচ্যতে লোকে শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ *॥ রাজ্ঞশ্চন্দ্রমসো যস্মাদভূদেষ কিলাময়ঃ। তস্মাত্তং রাজযক্ষ্মেতি প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ক্রিয়াক্ষয়করত্বাত্তু ক্ষয় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। সংশোষণাদ্রসাদীনাং শোষ ইত্যভিধীয়তে॥ ২—৪॥

---

* বেগধারণাৎ—বাতমূত্রপুরীষাণি নিগৃহ্লাতি যদা নরঃ। ইতি চরকবচনাৎ। ক্ষয়াৎ ক্ষীয়তেঽনেনেতি ক্ষয়ঃ। তেনাতিব্যবায়ানশনের্ষ্যাদয়ো ধাতুক্ষয়হেতবঃ ক্ষয়শব্দেনোচ্যন্তে। সাহসাৎ বলবতা সমম্ মল্লযুদ্ধাদিভিঃ। বিষমাশনাৎ 'বহুস্তোকমকালে বা ভুক্তং তদ্বিষমাশনম্'। তস্মাৎ ত্রিদোষঃ সান্নিপাতিকঃ। হেতুচতুষ্টয়াৎ অন্যেঽপি হেতবো হেতুচতুষ্টয় এবান্তর্ভবন্তি। যক্ষ্মণঃ পর্য্যায়া রাজযক্ষ্মক্ষয়শোষাঃ॥ ১॥ যক্ষ্যতে পূজ্যতে॥ ২॥

সম্প্রাপ্তিমাহ।—কফপ্রধানৈর্দ্দোষৈস্তু রুদ্ধেষু রসবর্ত্মসু। অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরাঃ॥ ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ * ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বরূপমাহ—শ্বাসাঙ্গসাদকফ-সংস্রবতালুশোষ-বম্যগ্নিসাদমদপীনসকাসনিদ্রাঃ। শোষে ভবিষ্যতি ভবন্তি স চাপি জন্তুঃ শুক্লেক্ষণো ভবতি মাংসপরো রিরংসুঃ॥ স্বপ্নেষু কাকশুকশল্লকিনীলকণ্ঠ-গৃধ্রাস্তথৈব কপয়ঃ কৃকলাসকাশ্চ। তং বাহয়ন্তি স নদীর্বিজলাশ্চ পশ্যেচ্ছুষ্কাংস্তরূন্ পবনধূমদবার্দ্দিতাংশ্চ ॥ ৬। ৭ ॥

যক্ষ্মিণো লক্ষণং—অংসপার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ। জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গিকশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মিণঃ * ॥ ৮ ॥

সুশ্রুতোক্তানি ষট্ লক্ষণানি—ভক্তদ্বেষো জ্বরঃ শ্বাসঃ কাসঃ শোণিতদর্শনম্। স্বরভেদশ্চ জায়ন্তে ষড়্রূপে রাজযক্ষ্মণি ॥ ৯ ॥

একাদশলক্ষণানি—স্বরভেদোঽনিলাচ্ছূলং সঙ্কোচশ্চাংসপার্শ্বয়োঃ। জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ পিত্তাদ্রক্তস্য চাগমঃ * ॥ শিরসঃ পরিপূর্ণত্বমভক্তচ্ছন্দ এব চ। কাসঃ কণ্ঠস্য চ ধ্বংসো বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ ॥ ১০। ১১ ॥

অসাধ্যং যক্ষ্মাণমাহ—একাদশভিরেভির্ব্বা ষড়্‌ভির্ব্বাপি সমন্বিতম্। ত্রিভির্ব্বা পীড়িতং লিঙ্গৈর্জ্বরকাসাসৃগামরৈঃ। জহ্যাচ্ছোষার্দ্দিতং জন্তুমিচ্ছন্ সুবিমলং যশঃ ॥ ১২ ॥

তত্র বিশেষমাহ—সর্ব্বৈরর্দ্ধৈস্ত্রিভির্ব্বাপি লিঙ্গৈর্ম্মাংসবলক্ষয়ে। যুক্তো বর্জ্জ্যশ্চিকিৎস্যস্তু সর্ব্বরূপোঽপ্যতোঽন্যথা * ॥ মহাশনং ক্ষীয়মাণমতীসারনিপীড়িতম্। শূনমুষ্কোদরঞ্চৈব যক্ষ্মিণং পরিবর্জ্জয়েৎ * ॥ ১৩। ১৪ ॥

---

* কফপ্রধানৈর্দ্দোষৈ রসবর্ত্মসু রুদ্ধেষু অনন্তরাঃ সর্ব্বে ধাতবঃ ক্ষীয়ন্তে। ততো মানবঃ শুষ্যতি। কারণভূতস্য রসস্য ক্ষয়ে কার্য্যাণাং রক্তাদীনামনুক্রমেণ ক্ষীয়মাণত্বাৎ। মার্গাবরোধং রসক্ষয়হেতুমাহ চরকঃ। "রসঃ স্রোতঃসু রুদ্ধেষু স্বস্থানস্থো বিদহ্যতে। স উর্দ্ধং কাসবেগেন বহুরূপঃ প্রবর্ত্ততে"॥ স্বস্থানস্থঃ হৃদয়স্থঃ। কাসং বিনাপি রসক্ষয়ো ভবতি। মার্গাবরোধকুপিতবাতেন রসস্য শোষণাৎ। উক্তঞ্চ 'বায়োর্দ্ধাতুক্ষয়াৎ কোপো মার্গস্যাবরণেন চ।" অনুলোমক্ষয়মুক্ত্বা প্রতিলোমক্ষয়মাহ। অতিব্যবায়িনো বা রেতসি ক্ষীণে প্রতিলোমক্রমেণানন্তরাঃ সর্ব্বে ধাতবো রসপর্য্যন্তাঃ ক্ষীয়ন্তে। তদ্যথা। শুক্রে ক্ষীণে মজ্জা ক্ষীয়তে। মজ্জনি ক্ষীণে অস্থি ক্ষীয়তে এবং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ক্ষীয়তে। ননু, কার্য্যস্য শুক্রস্য ক্ষয়ে কথং কারণভূতানাং মজ্জাদীনাং ক্ষয়ঃ? উচ্যতে, শুক্রক্ষয়াদ্বায়ুঃ কুপ্যতি। স বায়ুঃ সান্নিধ্যাৎ ক্রমেণ মজ্জাদীন্ সর্ব্বান্ ধাতূন্ শোষয়তি। ততস্তদনন্তরং মানবঃ শুষ্যতি ॥ ৫ ॥ অংসয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চাভিতাপঃ পীড়া। অত্র সকলধাতুক্ষয়পূর্ব্বকঃ সকলশরীরশোষো বোদ্ধব্যঃ। এতানি ত্রীণি লক্ষণানি প্রায়োভাবিত্বেন চরকেণোক্তানি ॥ ৮ ॥ উল্বণতয়া দোষাণাং ভেদাদ্‌যক্ষ্মণামেকাদশলক্ষণান্যাহ স্বরভেদ ইতি, অনিলাৎ উল্বণাৎ। এবং পিত্তাৎ কফাচ্চ। যত আহ সুশ্রুতঃ একএব মতঃ শোষঃ সন্নিপাতাত্মকো গদঃ। উদ্রেকাত্তত্র লিঙ্গানি দোষাণাং নিপতন্তি হি ॥ ১০ ॥ সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈরেকাদশভিঃ, অর্দ্ধৈঃ ষড়্‌ভিঃ, ত্রিভির্জ্বরকাসরুধিরবমনৈঃ। অতোঽন্যথা মাংসবলে সতি সর্ব্বরূপোঽপি ন প্রত্যাখ্যেয়ঃ, কিন্তু চিকিৎস্যঃ ॥ ১৩ ॥ মহাশনং ক্ষীয়মাণমিত্যেকমসাধ্যং লক্ষণম্। অতীসারনিপীড়িতমিতি দ্বিতীয়ম্। যত উক্তম্ "মলায়ত্তং বলং পুংসাং শুক্রায়ত্তঞ্চ জীবিতম্। তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষেদ্‌ যক্ষ্মিণাং মলরেতসী॥" শূনমুষ্কোদরমিতি তৃতীয়ম্ ॥ ১৪ ॥

অরিষ্টমাহ—শুক্লাক্ষমন্নদ্বেষ্টারমূর্দ্ধশ্বাসনিপীড়িতম্। কৃচ্ছ্রেণ বহুমেহন্তং যক্ষ্মা হন্তীহ মানবম্ * ॥ ১৫ ॥

অবধিমাহ—পরং দিনসহস্রন্তু যদি জীবতি মানবঃ। সুভিষগ্‌ভিরুপক্রান্তস্তরুণঃ শোষপীড়িতঃ * ॥ ১৬ ॥

অথ চিকিৎসা—জ্বরানুবন্ধরহিতং বলবন্তং ক্রিয়াসহম্। উপক্রমেদাত্মবন্তং দীপ্তাগ্নিমকৃশং নরম্ * ॥ ১৭ ॥

নিদানবিশেষৈর্ব্বিশেষশোষানাহ—ব্যবায়শোকবার্দ্ধক্য-ব্যায়ামাধ্বপ্রশোষিতান্। ব্রণোরঃক্ষতসংজ্ঞৌ চ শোষিণৌ লক্ষণৈঃ শৃণু * ॥ তত্র ব্যবায়শোষিণো লক্ষণমাহ—ব্যবায়শোষী শুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ। পাণ্ডুদেহো যথাপূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ ॥ * শোকশোষিণো লক্ষণমাহ—প্রধ্যানশীলঃ স্রস্তাঙ্গঃ শোকশোষ্যপি তাদৃশঃ। বিনা শুক্রক্ষয়-কৃতৈর্ব্বিকারৈরুপলক্ষিতঃ * ॥ জরাশোষিণো লক্ষণমাহ—জরাশোষী কৃশো মন্দবীর্য্য-বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়ঃ। কম্পনোঽরুচিমান্ ভিন্নকাংস্যপাত্রহতস্বরঃ * ॥ ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মণা হীনং গৌরবারতিপীড়িতঃ। সংপ্রস্রুতাস্যনাসাক্ষঃ শুষ্করুক্ষমলচ্ছবিঃ * ॥ অধ্বশোষিণো লক্ষণমাহ—অধ্বপ্রশোষী স্রস্তাঙ্গঃ সম্ভৃষ্টপরুষচ্ছবিঃ। প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ শুষ্কক্লোমগলাননঃ * ॥ ব্যায়ামশোষিণো লক্ষণমাহ—ব্যায়ামশোষী ভূয়িষ্ঠমেভিরেব সমন্বিতঃ। লিঙ্গৈরুরঃক্ষতকৃতৈঃ সংযুক্তশ্চ ক্ষতং বিনা * ॥ সনিদানং ব্রণশোষমাহ—রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভিস্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ। ব্রণিতস্য ভবেচ্ছোষঃ সচাসাধ্যতমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮—২৫ ॥

উরঃক্ষতনিদানমাহ—ধনুষায়াস্যতোঽত্যর্থং ভারমুদ্বহতো গুরুম্। যুদ্ধ্যমানস্য বলিভিঃ পততো বিষমোচ্চতঃ * ॥ বৃষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং চান্যং নিগৃহ্নতঃ। শিলাকাষ্ঠাশ্ম-নির্ঘাতান্ ক্ষিপতো নিঘ্নতঃ পরান্ * ॥ অধীয়ানস্য চাত্যুচ্চৈর্দূরং বা ব্রজতো দ্রুতম্। মহানদীং বা তরতো হয়ৈর্ব্বা সহ ধাবতঃ ॥ সহসোৎপততো দূরং তূর্ণঞ্চাপি প্রনৃত্যতঃ।

---

* "মেহন্তং" শুক্রং ক্ষরন্তম্। শুক্লাক্ষত্বাদ্যেকৈকশোঽরিষ্টলক্ষণমাহ ॥ ১৫ ॥ শোষপীড়িতো মানব-শ্চেত্তরুণো ভবতি। সুভিষগ্‌ভিরুপক্রান্তো ভবতি তদা পরং দিনসহস্রং দ্বিতীয়ং দিনসহস্রং যদি জীবতি তত্র জীবনবিকল্প ইত্যর্থঃ। এতেন শোষপীড়িতো মানবশ্চেত্তরুণো ভবতি সদ্বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতো ভবতি তদা প্রথমদিনসহস্রং জীবেদেবেত্যুক্তম্ ॥ ১৬ ॥ "আত্মবন্তং" যত্নবন্তং ধৃতিবন্তং বা ॥ ১৭ ॥ ব্রণশোষী উরঃক্ষতশোষী চ ॥ ১৮ ॥ শুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গৈঃ সুশ্রুতোক্তৈঃ। তানি যথা," শুক্রক্ষয়ে মেঢ্রবৃষণ-বেদনা ব্যবায়ে চাশক্তিঃ। চিরাদ্বা প্রসেকঃ প্রসেকেঽল্পশুক্রদর্শনমিতি। যথাপূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ প্রথমং শুক্রং ক্ষীয়তে পশ্চাচ্ছুক্রক্ষয়জনিতবায়ুনা মজ্জাদয়োঽপি ধাতবো যথাপূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে ॥ ১৯ ॥ প্রধ্যানশীলঃ যস্যাভাবেন শোকো জনিতস্তদ্ধ্যানপরঃ। স্রস্তাঙ্গঃ শিথিলাঙ্গঃ। তাদৃশঃ ব্যবায়শোষিসদৃশঃ। তেন শুক্রাদিসর্ব্বধাতুক্ষয়যুক্তো ভবতি। পরং শুক্রক্ষয়কৃতৈর্ব্বিকারৈর্মেঢ্রবৃষণবেদনাদিভির্ব্বর্জ্জিতো ভবতি ব্যাধিস্বভাবাৎ ॥ ২০ ॥ মন্দশব্দঃ স্বল্পার্থঃ ॥ ২১ ॥ শুষ্করুক্ষমলচ্ছবিঃ—শুষ্কে রুক্ষে মলচ্ছবী যস্য সঃ ॥ ২২ ॥ "সম্ভৃষ্টপরুষচ্ছবিঃ" সম্ভৃষ্টস্যেব পরুষা চ্ছবির্যস্য সঃ। প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ প্রসুপ্তঃ স্পর্শাজ্ঞঃ। ক্লোম পিপাসাস্থানম্ ॥২৩॥ "এভিরেব" স্রস্তাঙ্গত্বাদিভিরধ্বশোষিলক্ষণৈরেব। "ভূয়িষ্ঠম্" অত্যর্থম্ ॥ ২৪॥ আয়াস্যতঃ আয়াসং কুর্ব্বতঃ ॥ ২৬॥ হয়ং বৃষাদিকম্, অন্যং গজোষ্ট্রাদিকম্। শিলা দীর্ঘপাষাণঃ অশ্মা প্রস্তর খণ্ডঃ নির্ঘাতঃ অস্ত্রবিশেষঃ ॥ ২৭ ॥

তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্রূরৈভৃশমভ্যাহতস্য বা॥ স্ত্রীষু চাতিপ্রসক্তস্য রূক্ষাল্পপ্রমিতাশিনঃ। বিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধির্ব্বলবান্ সমুদীর্য্যতে * ॥ ২৬—৩০ ॥

উরঃক্ষতস্য লক্ষণমাহ—উরো বিরুজতেঽত্যর্থং ভিদ্যতেঽথ বিভজ্যতে (ক)। প্রপীড্যেতে তথা পার্শ্বে শুষ্যত্যঙ্গং প্রবেপতে* ॥ ক্রমাদ্বীর্য্যং বলং বর্ণো রুচিরগ্নিশ্চ হীয়তে। জ্বরো ব্যথা মনোদৈন্যং বিড়্ভেদোঽগ্নিবধস্তথা॥ দুষ্টশ্যাবঃ সুদুর্গন্ধঃ পীতো বিগ্রথিতো বহু। কাসমানস্য চাভীক্ষ্ণং কফঃ সাসৃক্ প্রবর্ত্ততে। স ক্ষতী ক্ষীয়তেঽত্যর্থং তথা শুক্রৌজসোঃ ক্ষয়াৎ * ॥ ৩১—৩৩॥

উরঃক্ষতস্য বিশিষ্টং লক্ষণম্—উরোরুক্ শোণিতচ্ছর্দ্দিঃ কাসো বৈশেষিকঃ ক্ষতে। ক্ষীণে সরক্তমূত্রত্বং পার্শ্বপৃষ্ঠকটীগ্রহঃ * ॥ ৩৪ ॥

নিদানবিশেষেণোরঃক্ষতলক্ষণমাহ—ব্রণরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব কোষ্ঠাৎ প্রতিমলাত্তথা। ক্ষতোরস্কস্যান্নপাকে নিঃশ্বাসো বাতি পূতিকঃ * ॥ ৩৫ ॥

উরঃক্ষতস্য সাধ্যযাপ্যাসাধ্যলক্ষণম্—অল্পলিঙ্গস্য দীপ্তাগ্নেঃ সাধ্যো বলবতো নবঃ। পরিসম্বৎসরো যাপ্যঃ সর্ব্বলিঙ্গং তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

অথ রাজযক্ষ্মচিকিৎসা—বলিনো বহুদোষস্য পঞ্চ কর্ম্মাণি কারয়েৎ। যক্ষ্মণঃ ক্ষীণদেহস্য তৎকৃতং স্যাদ্বিষোপমম্॥ মলায়ত্তং বলং পুংসাং শুক্রায়ত্তঞ্চ জীবিতম্। তস্মাদ যত্নেন সংরক্ষেদ্‌যক্ষিণো মলরেতসী॥ শালিষষ্টিকগোধূমযবমুদ্গাদয়ো হিতাঃ। মদ্যানি জাঙ্গলাঃ পক্ষিমৃগাঃ পথ্যা বিশুষ্যতাম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

ষড়ঙ্গযূষঃ—সপিপ্পলীকং সযবং সকুলত্থং সনাগরম্। দাড়িমামলকোপেতং স্নিগ্ধমাজং রসং পিবেৎ ॥ তেন ষড়্বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ পীনসাদয়ঃ। দ্রব্যতো দ্বিগুণং মাংসং সর্ব্বতোঽষ্টগুণং জলম্। পাদস্থং সংস্কৃতঞ্চাজ্যে ষড়ঙ্গো যূষ উচ্যতে * ॥ ইতি ষড়ঙ্গযূষঃ ॥

ককুভত্বগ্ নাগবলা বানরীবীজং বিচূর্ণিতম্ পয়সা। পীতং মধুঘৃতযুক্তং সসিতং যক্ষ্মাদিকাসহরম্॥ ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সনাগরম্। ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ ॥ মধুতাপ্যবিড়ঙ্গাশ্মজতুলোহঘৃতাভয়াঃ। ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনঃ * ॥ শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী। ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যে চাজ্যমাক্ষিকে ॥ ৪০—৪৫ ॥

* ব্যাধিঃ উরঃক্ষতাখ্যঃ ॥৩০॥ বিরুজ্যতে পীড্যতে ভিদ্যতে বিদার্য্যতে ইব। বিভজ্যতে দ্বিধা ক্রিয়তে ইব ॥ ৩১ ॥ সক্ষতী সপুরুষঃ ক্ষতী উরঃক্ষতবান্। অত্যর্থং ক্ষীয়তে ক্ষীণো ভবতি ॥ ৩৩ ॥ ক্ষতে উরঃক্ষতবতি উরোরুক্ শোণিতছর্দ্দিঃ, কাসো বৈশেষিকঃ বিশেষতঃ ভবত্যেবাস্মিন্ উরঃক্ষতবতি সাস্রকফশুক্রৌজসাং ক্ষয়াৎ ক্ষীণে সরক্তমূত্রত্বং পার্শ্বপৃষ্ঠকটিগ্রহশ্চ ভবতি ॥ ৩৪ ॥ ক্ষয়াৎ ধাতুক্ষয়হেতোরতিব্যবায়োদিতাৎ। কোষ্ঠাৎ প্রতিমলাৎ কোষ্ঠাৎ প্রতিলোমমলাৎ। পূতিকঃ পূতিগন্ধঃ ॥ ৩৫ ॥ তথা যব পল ১। কুলথ পল ১। ছাগমাংস পল ৪। জল পল ৪৮। শেষ পল ১২। ততঃ পলমিতে ঘৃতে সংস্করণীয়ম্। তত্র কর্ষমিতং সৈন্ধবং দেয়ম্। সৌরভার্থং হিঙ্গুদেয়ম্। পিপ্পলীনাগরঞ্চ পৃথঙ্মাষমিতং কল্কীকৃত্য দেয়ম্ ॥ ৪১ ॥ তাপ্যং স্বর্ণমাক্ষিকম্ ॥ ৪৪ ॥

(ক) শূলং ভবতি তৎপাদং শুষ্যত্যঙ্গং প্রবেপতে। ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

সিতোপলাদিচূর্ণম্—সিতোপলা তুগাক্ষীরী পিপ্পলী বহুলা ত্বচঃ। অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতাশ্চূর্ণিতা মধুসর্পিষা * ॥ লেহয়েদ্রাজরোগার্ত্তং কাসশ্বাসজ্বরাতুরম্। পার্শ্বশূলিনমল্পাগ্নিং সুপ্তজিহ্বং রুচিচ্যুতম্ ॥ হস্তপাদাঙ্গদাহে চ জ্বরে রক্তে তথোর্দ্ধগে ॥ ৪৬। ৪৭ ॥ ইতি সিতোপলাদিরবলেহশ্চ ॥

জাতীফলাদ্যং চূর্ণম্—জাতীফলং বিড়ঙ্গানি চিত্রকং তগরং তিলাঃ। তালীসং চন্দনং শুণ্ঠী লবঙ্গমুপকুঞ্চিকা ॥ কর্পূরশ্চাভয়া ধাত্রী মরিচং পিপ্পলী তুগা। এষাং ত্বক্ষসমা ভাগাশ্চাতুর্জাতকসংযুতাঃ ॥ পলানি সপ্ত ভঙ্গায়াঃ সিতা সর্ব্বসমা মতা। চূর্ণমেতৎ ক্ষয়ং কাসং শ্বাসঞ্চ গ্রহণীগদম্ ॥ অরোচকং প্রতিশ্যায়ং তথা চানলমন্দতাম্। এতান্ রোগানিহন্ত্যেব বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ইতি জাতীফলাদ্যং চূর্ণম্। বালরোগাধিকারোক্তং তৈলং লাক্ষাদি যোজয়েৎ। অভ্যঙ্গে যক্ষ্মিণো নিত্যং বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশতঃ ॥ ৪৮—৫২ ॥

বাসাবলেহঃ।—বাসকস্য রসপ্রস্থং মানিকা সিতশর্করা। পিপ্পল্যা দ্বিপলং তাবৎ সর্পিষশ্চ শনৈঃ পচেৎ ॥ তস্মিন্ লেহত্বমায়াতে শীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্। দত্ত্বাবতারয়েদ্ বৈদ্যো লীঢ়ো লেহোঽয়মুত্তমঃ ॥ হন্ত্যেব রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসং চ দারুণম্। পার্শ্বশূলং চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরং তথা ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ব্যবায়াদিহেতুকশোষচিকিৎসা।—ব্যবায়শোষিণং ক্ষীণং রসমাংসাজ্যভোজনৈঃ। সুকূলৈর্ম্মধুরৈরঙ্গৈর্জ্জীবনীয়ৈরুপাচরেৎ * ॥ **শোকশোষচিকিৎসা।**—হর্ষণৈঃ শ্বাসনৈঃ ক্ষীরৈঃ স্নিগ্ধৈর্ম্মধুরশীতলৈঃ। দীপনৈর্লঘুভিশ্চান্যৈঃ শোকরোগমুপাহরেৎ ॥ **ব্যায়ামশোষচিকিৎসা।**—ব্যায়ামশোষিণং স্নিগ্ধৈঃ ক্ষতক্ষয়হিতৈর্হিমৈঃ। উপাচরেজ্জীবনীয়ৈর্বিধিনা শ্লৈষ্মিকেন তু ॥ **অধ্বশোষচিকিৎসা।**—আস্যাসুখৈর্দিবাস্বপ্নৈঃ শীতৈর্ম্মধুরবৃংহণৈঃ। অন্নমাংসরসাহারৈরধ্বশোষমুপাচরেৎ ॥ **ব্রণশোষচিকিৎসা।**—ব্রণশোষং জয়েৎ স্নিগ্ধৈর্দীপনৈঃ স্বাদুশীতলৈঃ। ঈষদম্লৈরনম্লৈর্ব্বা যূষমাংসরসাদিভিঃ ॥ ৫৬—৬০ ॥

অথোরঃক্ষতচিকিৎসা—বলাশ্বগন্ধা শ্রীপর্ণী বহুপুত্রী পুনর্নবা। পয়সা নিত্যমভ্যস্তাঃ শময়ন্তি ক্ষতক্ষয়ম্ * ॥ ৬১ ॥ ইতি বলাদিচূর্ণম্।

এলাদিগুটিকা।—এলাপত্রত্বচোর্দ্ধাক্ষা পিপ্পল্যর্দ্ধপলং পৃথক্। সিতামধুকখর্জ্জুরমৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ ॥ সঞ্চূর্ণ্য মধুনা যুক্তা বটিকাঃ সম্প্রকল্পয়েৎ। অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েত্তু দিনে দিনে ॥ ক্ষতং ক্ষয়ং জ্বরং কাসং শ্বাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমম্। মূর্চ্ছাং মদং তৃষাং শোষং পার্শ্বশূলমরোচকম্ ॥ প্লীহানমাঢ্যবাতঞ্চ রক্তপিত্তং স্বরক্ষয়ম্। এলাদিগুটিকা হন্তি বৃষ্যা সন্তর্পণী পরা ॥ ৬২—৬৫ ॥

দ্রাক্ষাদি ঘৃতম্।—দ্রাক্ষায়াঃ প্রস্থমেকন্তু মধুকস্য পলাষ্টকম্। পচেত্তোয়াঢ়কে

---

* সিতোপলা মিশ্রী, বহুলা স্থূলৈলা ॥ ৪৬ ॥ রসঃ মাংসরসঃ, সুকূলৈঃ হিতৈঃ ॥ ৫৬ ॥ শ্রীপর্ণা গাম্ভারী, বহুপুত্রী শতাবরী ॥ ৬১ ॥

শুদ্ধে পাদশেষেণ তেন তু ॥ পলিকে মধুকদ্রাক্ষে পিষ্টে কৃষ্ণাপলদ্বয়ম্। প্রদায় সর্পিষঃ প্রস্থং পচেৎ ক্ষীরে চতুর্গুণে ॥ সিদ্ধে শীতে পলান্যষ্টৌ শর্করায়াঃ প্রদাপয়েৎ। এতদ্ দ্রাক্ষাঘৃতং সিদ্ধং ক্ষতক্ষীণসুখাবহম্ ॥ বাতং পিত্তং জ্বরং শ্বাসং বিস্ফোটকহলীমকান্। প্রদরং রক্তপিত্তঞ্চ হন্যাৎ মাংসবলপ্রদম্ ॥ ৬৬—৬৯ ॥

অমৃতপ্রাশাবলেহঃ।—ক্ষীরে ধাত্রী চ মঞ্জিষ্ঠা ক্ষীরিণাঞ্চ তথা রসৈঃ। পচেৎ সমৈর্ঘৃতপ্রস্থং মধুরৈঃ কর্ষসম্মিতৈঃ ॥ দ্রাক্ষাদ্বিচন্দনোশীরৈঃ শর্করোৎপলপদ্মকৈঃ। মধূক-কুসুমানন্তা-কাশ্মরীতৃণসঙ্গকৈঃ ॥ প্রস্থার্দ্ধং মধুনঃ শীতে শর্করার্দ্ধতুলাং তথা। পলার্দ্ধিকাংশ্চ সঞ্চূর্ণ্য ত্বগেলাপদ্মকেশরান্ ॥ বিনীয় তত্র সংলিহ্যান্ মাত্রাং নিত্যং সুযন্ত্রিতঃ। অমৃতপ্রাশ-মিত্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ক্ষীরমাংসাশিনাং হন্তি রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্। তৃষ্ণারুচি-শ্বাসকাসচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাপ্রমর্দ্দনম্ ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রজ্বরঘ্নং চ বল্যং স্ত্রীরতিবর্দ্ধনম্ ॥ ৭০—৭৪ ॥

যদ্যচ্চ তর্পণং শীতমবিদাহি হিতং লঘু। অন্নপানং নিষেব্যং স্যাৎ ক্ষতক্ষীণৈঃ সুখার্থিভিঃ ॥ শোকং স্ত্রিয়ঃ ক্রোধমসূয়তাঞ্চ ত্যজেদুদারান্ বিষয়ান্ ভজেচ্চ। তথা দ্বিজাতীং-স্ত্রিদশান্ গুরূংশ্চ বাচশ্চ পুণ্যাঃ শৃণুয়াদ্দ্বিজেভ্যঃ ॥ ৭৫। ৭৬ ॥

রাজযক্ষ্মণি রসাঃ। তত্রামৃতেশ্বরঃ—রসভস্মামৃতাসত্ত্বং লোহং মধুঘৃতান্বিতম্। অমৃতেশ্বরনামায়ং ষড্গুঞ্জো রাজযক্ষ্মণি * ॥ ৭৭ ॥ অমৃতেশ্বররসো রাজযক্ষ্মণি রসেন্দ্র-চিন্তামণৌ।

রাজমৃগাঙ্কঃ—ত্রয়োঽংশা মারিতাৎ সূতাদেকোঽংশো হেমভস্মতঃ। একোঽংশো মৃততাম্রস্য শিলাগন্ধশ্চ তালকম্ ॥ প্রত্যেকং ভাগযুগ্মং স্যাদেতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ। বরাটীঃ পূরয়েত্তেন ছাগীক্ষীরেণ টঙ্কণম্ ॥ পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্ভাণ্ডে তাংশ্চ ধারয়েৎ। শুষ্কং পচেদ্ গজপুটে স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ ॥ রসো রাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জঃ ক্ষয়াপহঃ। মরিচৈরূনবিংশত্যা কণাভির্দ্দশভিস্তথা ॥ মধুনা সর্পিষা চাপি দদ্যাদেতং রসং ভিষক্। অনেন নশ্যতি ক্ষিপ্রং বাতশ্লেষ্মভবঃ ক্ষয়ঃ ॥ ৭৮—৮২ ॥ ইতি রাজমৃগাঙ্কো রসো রাজযক্ষ্মণি রসেন্দ্রচিন্তামণৌ।

অগ্নিরসঃ—শুদ্ধং সূতং দ্বিধা গন্ধং কুর্য্যাৎ খল্বেন কজ্জলীম্। তয়োঃ সমং তীক্ষ্ণচূর্ণং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ ॥ দ্বিযামমাতপে গোলং তাম্রপাত্রে নিধাপয়েৎ। আচ্ছাদ্যৈরণ্ডপত্রেণ স্যাদুষ্ণং যামযুগ্মতঃ ॥ ধান্যরাশৌ ন্যসেৎ পশ্চাদষ্টরাত্রাৎ তদুদ্ধরেৎ। সঞ্চূর্ণ্য গালয়েদ্বস্ত্রৈঃ সত্যং বারিতরং ভবেৎ ॥ ত্রিকটুত্রিফলৈলাভির্জ্জাতীফললবঙ্গকৈঃ। নবভাগোন্মিতৈরেভিঃ সমৈরেষ রসো ভবেৎ ॥ নিষ্কদ্বয়মিতং নিত্যং মধুনা সহ লেহয়েৎ। অয়মগ্নিরসো নাম্না কাসক্ষয়হরঃ পরঃ ॥ ৮৩—৮৭ ॥ ইতি অগ্নিরসঃ শার্ঙ্গধরে ॥

ইতি রাজযক্ষ্মাধিকারঃ ॥

---

* রসভস্ম মারিতো রসঃ। অমৃতাসত্ত্বং গুড়ূচীসত্ত্বম্। লোহং মারিতম্ ॥ ৭৭ ॥

অথ কাসাধিকারঃ

তত্র কাসস্য নিদানসংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং সামান্যলক্ষণম্—ধূমোপঘাতাদ্‌রজসস্তথৈব ব্যায়ামরুক্ষান্ননিষেবণাচ্চ। বিমার্গগত্বাদপি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব॥ প্রাণো হ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ সংভিন্নকাংস্যস্বনতুল্যঘোষঃ। নিরেতি বক্ত্রাৎ সহসা সদোষো মনীষিভিঃ কাস ইতি প্রদিষ্টঃ *॥ ১। ২॥

সংখ্যামাহ—পঞ্চ কাসাঃ স্মৃতা বাতপিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ। ক্ষয়ায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চোত্তরোত্তরম্॥ *॥ ৩॥

পূর্ব্বরূপমাহ—পূর্ব্বরূপং ভবেত্তেষাং শূকপূর্ণগলাস্যতা। কণ্ঠে কণ্ডূশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে *॥ ৪॥

বাতিকস্য রূপমাহ—হৃচ্ছঙ্খপার্শ্বোদরমূর্দ্ধশূলী ক্ষামাননঃ ক্ষীণবলস্বরৌজাঃ। প্রসক্তবেগস্তু সমীরণেন ভিন্নস্বরঃ কাসতি শুষ্কমেব *॥ ৫॥

পৈত্তিকস্য রূপমাহ—উরোবিদাহজ্বরবক্ত্রশোষৈরভ্যর্দ্দিতস্তিক্তমুখস্তৃষার্ত্তঃ। পিত্তেন পীতানি বমেৎ কটূনি কাসেৎ সপাণ্ডুঃ পরিদহ্যমানঃ *॥ ৬॥

শ্লৈষ্মিকস্য রূপমাহ—প্রলিপ্যমানেন মুখেন সীদন্ শিরোরুজার্ত্তঃ কফপূর্ণদেহঃ। অভক্তরুগ্‌গৌরবকণ্ডুযুক্তঃ কাসেদ্ভৃশং সান্দ্রকফঃ কফেন *॥ ৭॥

ক্ষতকাসস্য নিদানসংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্—অতিব্যবায়ভারাধ্বযুদ্ধাশ্বগজনিগ্রহৈঃ। রুক্ষস্যোরঃক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাবহেৎ *॥ স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্। কণ্ঠেন কূজতাত্যর্থং বিভগ্নেনেব চোরসা *॥ সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা। দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা॥ পর্ব্বভেদজ্বরশ্বাসতৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ। পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ॥ ৮—১১॥

ক্ষয়কাসস্য নিদানসংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্—বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ। ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়ো মলাঃ। কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দ্দেহক্ষয়প্রদম্ *॥ সগাত্রশূলজ্বরমোহদাহ-প্রাণক্ষয়ঞ্চোপলভেত কাসী। শুষ্যন্ বিনিষ্ঠীবতি নির্ব্বলস্তু প্রক্ষীণমাংসো রুধিরং সপূযম্। তং সর্ব্বলিঙ্গং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যং চিকিৎসিতজ্ঞাঃ ক্ষয়জং বদন্তি॥ ১২। ১৩॥

---

* সদোষঃ তাদৃক্ প্রাণানিলরূপঃ॥ ২॥ ক্ষয়ায় রাজযক্ষ্মণে॥ ৩॥ ভোজ্যানামবরোধঃ কবলগিলনে কণ্ঠব্যথা॥ ৪॥ শঙ্খঃ ললাটৈকদেশঃ শুষ্কং শ্লেষ্মাদিরহিতম্॥ ৫॥ সপাণ্ডুঃ পাণ্ডুরোগযুক্তঃ॥ ৬॥ প্রলিপ্যমানেন মুখেন শ্লেষ্মলিপ্তেন মুখেনোপলক্ষিতঃ। অভক্তরুক্ ন ভক্তে রুক্ রুচির্যস্য সঃ। কণ্ডূঃ কণ্ঠ এব চ॥ ৭॥ অশ্বগজয়োর্নিগ্রহো দমনম্॥ ৮॥ কণ্ঠেনেত্যুপলক্ষণে তৃতীয়া এবমুরসেতি॥ ৯॥ ঘৃণিনাং বিচিকিৎসাযুক্তানাং॥ ১২॥

অসাধ্যসাধ্যযাপ্যত্বমাহ—ইত্যেষ ক্ষয়জঃ কাসঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ। সাধ্যো বলবতাং বা স্যাদ্ যাপ্যস্ত্বেবং ক্ষতোত্থিতঃ *॥ নবৌ কদাচিৎ সিধ্যেতামপি পাদগুণান্বিতৌ। স্থবিরাণাং জরাকাসঃ সর্ব্বো যাপ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ *॥ ত্রীন্ পূর্ব্বান্ সাধয়েৎ সাধ্যান্ পথ্যৈর্যাপ্যাংস্তু যাপয়েৎ। জ্বরারোচকহৃল্লাসস্বরভেদক্ষয়াদয়ঃ। ভবন্ত্যপেক্ষয়া যস্মাত্তস্মাত্তং ত্বরয়া জয়েৎ *॥ ১৪—১৬॥

অথ কাসস্য চিকিৎসা। তত্র বাতকাসস্য চিকিৎসা—বাস্তুকো বায়সী শাকং মূলকং সুনিষণ্ণকম্। স্নেহাস্তৈলাদয়ো ভক্ষ্যাস্ততথেক্ষুরসগৌড়িকাঃ *॥ দধ্যারনালাম্লফলং প্রসন্নাপানমেব চ। শস্যতে বাতকাসেষু স্বাদ্বম্ললবণানি চ॥ গ্রাম্যানূপৌদকৈঃ শালিযবগোধূমষষ্টিকান্। রসৈর্মাষাত্মগুপ্তানাং যূষৈর্ব্বা ভোজয়েৎ ভিষক্ *॥ দশমূলীকৃতা শ্বাস-কাসহিক্কারুজাপহা। যবাগূর্দীপনী বৃষ্যা বাতরোগবিনাশিনী॥ রসঃ কর্কটকানাং বা ঘৃতভৃষ্টঃ সনাগরঃ। বাতকাসপ্রশমনঃ শৃঙ্গীমৎস্যস্য বা পুনঃ॥ ১৭—২১॥

পিত্তকাসস্য চিকিৎসা—কণ্টকারীযুগং দ্রাক্ষা বাসাকর্চ্চূরবালকৈঃ। নাগরেণ চ পিপ্পল্যা ক্বথিতং সলিলং পিবেৎ। শর্করামধুসংযুক্তং পিত্তকাসহরং পরম্॥ ২২॥

কফকাসস্য চিকিৎসা। পিপ্পল্যাদিক্বাথঃ—পিপ্পলী কট্‌ফলং শুণ্ঠী শৃঙ্গী ভার্গী তথোষণম্। করবী কণ্টকারী চ সিন্দুবারো যবানিকা॥ চিত্রকো বাসকশ্চৈষাং কষায়ং বিধিবৎ কৃতম্। কফকাসবিনাশায় পিবেৎ কৃষ্ণারজোযুতম্॥ ২৩। ২৪॥

ক্ষতজকাসচিকিৎসা।—ইক্ষ্বিক্ষুবালিকাপদ্মমৃণালোৎপলচন্দনম্। মধুকং পিপ্পলী দ্রাক্ষা লাক্ষা শৃঙ্গী শতাবরী *॥ দ্বিগুণা চ তুগাক্ষীরী সিতা সর্ব্বচতুর্গুণা। লিহ্যাত্তন্মধুসর্পির্ভ্যাং ক্ষতকাসনিবৃত্তয়ে *॥ ২৫। ২৬॥

ক্ষয়কাসচিকিৎসা।—চূর্ণং কাকুভমিষ্টং বাসকরসভাবিতং বহুবারান্। মধুঘৃতসিতোপলাভির্লেহ্যং ক্ষয়কাসরক্তহরম্ *॥ ২৭॥

কাসস্য সামান্যচিকিৎসা।—তাপ্যমানস্য কাসেন নাসাস্রাবে স্বরে জড়ে। ক্ষবথৌ গন্ধনাশে চ ধূমপানং প্রযোজয়েৎ॥ মনঃশিলালমরিচমাংসীমুস্তেঙ্গুদৈঃ পিবেৎ। ধূমং ত্র্যহঞ্চ তস্যানুপয়শ্চ সগুড়ং পিবেৎ *॥ এষ কাসান্ পৃথক্‌দ্বন্দ্বসর্ব্বদোষসমুদ্ভবান্।

---

* এবং ক্ষতোত্থিতঃ ক্ষীণানামসাধ্যঃ। বলবতাং সাধ্যো যাপ্যো বা স্যাৎ॥ ১৪॥ সিধ্যেতাং ক্ষতজক্ষয়জৌ সদ্বৈদ্যসদ্ভেষজসৎপরিচারকযুক্তস্য সদাতুরস্য জাতৌ। স্থবিরাণাং জরাকাসঃ বৃদ্ধানাং যঃ কাসো ভবতি স জরাকাসসংজ্ঞঃ, স সর্ব্বএব বাতজাদিরপি যাপ্যঃ॥ ১৫॥ স্বল্পোঽপি কাস উপেক্ষণীয়ো ন ভবতি। কিন্তু শীঘ্রং প্রতিকরণীয় ইত্যাহ জ্বরেতি॥ ১৬॥ বায়সীশাকং মাচীকবৈয়া ইতি লোকে। সুনিষণ্ণকং সিরুআ ইতি লোকে শাকবিশেষঃ “চাঙ্গেরীসদৃশঃ পত্রৈঃ সুনিষণ্ণং চতুর্দ্দলম্। শাকো জলান্বিতে দেশে চতুষ্পত্রীতি চোচ্যতে” চৌপতীয়া ইতি লোকে॥১৭॥ গ্রাম্যানূপোদকৈঃ রসৈরিত্যন্বয়ঃ। আত্মগুপ্তা কবাচ ইতি লোকে॥ ১৯॥ ইক্ষুবালিকা ইক্ষুভেদঃ চন্দ্র ইতি লোকে। পদ্মং পদ্মকাষ্ঠং মৃণালং বিসম্ উৎপলং কমলং। চন্দনমত্র ধবলং চূর্ণত্বাৎ। শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী॥ ২৫॥ তুগাক্ষীরী বংশরোচনা সা চেক্ষোর্দ্বিগুণা॥ ২৬ কাকুভং চূর্ণং ককুভচূর্ণম্॥ ২৭॥ আলং হরিতালং॥ ২৯॥

শতৈরপি প্রয়োগাণামসাধ্যান্ সাধয়েদ্ধ্রুবম্॥ বদরীদলমালিপ্তং শিলয়াতপশোষিতম্। তদ্ধূমপানং সক্ষীরং মহাকাসনিবারণম্॥ কণ্টকারীকৃতঃ ক্বাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা। কণ্টকার্য্যাঃ কণায়াশ্চ চূর্ণং সমধু কাসহৃৎ॥ ২৮—৩২॥

সমশর্করচূর্ণং—লবঙ্গজাতীফলপিপ্পলীনাং ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষসমানমীষাম্। পলার্দ্ধমানং মরিচং প্রদেয়ং পলানি চত্বারি মহৌষধস্য॥ সিতা সমস্তেন সমাহৃথ চূর্ণং রোগানিমানাশু বলান্নিহন্তি। কাসজ্বরারোচকমেহগুল্ম-শ্বাসাগ্নিমান্দ্যগ্রহণীবিকারান্॥ সমশর্করং চূর্ণং বটিকা বা॥ ৩৩। ৩৪॥

কুনটী সৈন্ধবং ব্যোষং বিড়ঙ্গাময়হিঙ্গুভিঃ। লেহঃ সাজ্যমধুঃ কাসশ্বাসহিক্কানিবারণঃ॥ হরীতকী কণাশুণ্ঠী মরীচং গুড়সংযুতম্। কাসশ্লেষ্মাপহং প্রোক্তং পরং বহ্নেঃ প্রদীপনম্॥ ৩৫। ৩৬॥

মরিচাদ্যং চূর্ণং—কর্ষঃ কর্ষাংশপলং পলদ্বয়ং স্যাত্ততোঽর্দ্ধকর্ষঞ্চ। মরিচস্য পিপ্পলীনাং দাড়িমগুড়যাবশূকানাম্ *॥ সর্ব্বৌষধিভিরসাধ্যাঃ কাসা যে বৈদ্যনির্ম্মুক্তাঃ। অপি পূয়ঙ্ছর্দ্দয়তাং তেষামিদমৌষধং পরমম্॥ ৩৭। ৩৮॥

মরিচাদিগুটিকা—মরিচং কর্ষমাত্রং স্যাৎ পিপ্পলী কর্ষসম্মিতা। অর্দ্ধকর্ষো যবক্ষারঃ কর্ষযুগ্মঞ্চ দাড়িমম *॥ এতচ্চূর্ণীকৃতং যুঞ্জ্যাদষ্টকর্ষগুড়েন হি। শাণপ্রমাণাং গুটিকাং কৃত্বা বক্ত্রে বিধারয়েৎ। অস্যাঃ প্রভাবাৎ সর্ব্বেঽপি কাসা যান্তেব সংক্ষয়ম্॥ ৩৯। ৪০॥

ভৃগুহরীতকী—সমূলবল্কচ্ছদকণ্টকার্য্যাস্তুলাং ততো দ্রোণমিতং জলঞ্চ। হরীতকীনাং শতমেকপাত্রে বিপাচ্য কুর্য্যাচ্চরণাম্বুশেষম্॥ তস্মিন্ কষায়ে তনুবস্ত্রপূতে হরীতকীভিঃ সহিতং গুড়স্য। তুলাং বিনিঃক্ষিপ্য পচেৎ সুপক্কমেতৎ সমুত্তার্য্য সুশীতলঞ্চ॥ পলং পলঞ্চাপি কটুত্রয়ঞ্চ তথা চতুর্জ্জাতপলং বিচূর্ণ্য। পলানি ষট্ পুষ্পরসস্য চাপি বিনিঃক্ষিপেত্তত্র বিমিশ্রয়েচ্চ *॥ প্রযুজ্যমানো বিধিনৈষ লেহো যথাবলঞ্চাপি যথানলঞ্চ। বাতাত্মকং পিত্তকৃতং কফোত্থং ত্রিদোষজাতান্যপি চাত্রিদোষম্॥ ক্ষতোদ্ভবঞ্চ ক্ষয়জঞ্চ কাসং শ্বাসঞ্চ হন্যাৎ সহপীনসেন। যক্ষ্মাণমেকাদশরূপমুগ্রং হরীতকী যা ভৃগুণোপদিষ্টা॥ ৪১—৪৫॥

কণ্টকার্য্যবলেহঃ—কণ্টকারীতুলাং নীরদ্রোণে পক্ত্বা কষায়কম্। পাদশেষং গৃহীত্বা চ তত্র চূর্ণানি দাপয়েৎ॥ পৃথক্ পলাংশান্যেতানিগুড়ূচী চব্যচিত্রকৌ। মুস্তং কর্কটশৃঙ্গী চ ত্র্যূষণং ধন্বযাসকঃ॥ ভার্গী রাস্না সটী চৈব শর্করাপলবিংশতিঃ। প্রত্যেকং চ পলান্যষ্টৌ প্রদদ্যাৎ ঘৃততৈলয়োঃ॥ পক্ত্বা লেহত্বমানীয় শীতে মধু পলাষ্টকম্। চতুর্ভাগং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পলী চ চতুঃপলম্॥ ক্ষিপ্ত্বা নিদধ্যাৎ সুদৃঢ়ে মৃন্ময়ে ভাজনে শুভে। লেহোঽয়ং হন্তি হিক্কার্ত্তিকাসশ্বাসানশেষতঃ॥ ৪৬—৫০॥

ইতি কাসাধিকারঃ।

---

* কর্ষাংশোঽত্র কর্ষদ্বয়ং॥ ৩৭॥ দাড়িমফলত্বক্ গ্রাহ্যা॥ ৩৯॥ পুষ্পরসঃ মধু॥ ৪৩॥

অথ হিক্কাধিকারঃ।

তত্র হিক্কায়া বিপ্রকৃষ্টং নিদানমাহ—বিদাহিগুরুবিষ্টম্ভিরূক্ষাভিষ্যন্দিভোজনৈঃ। শীতপানাশনস্নান-(ক)-রজোধূমাত্তথানিলৈঃ॥ ব্যায়ামকর্ম্মভারাধ্ববেগাঘাতাপতর্পণৈঃ। হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ নৃণাং সমুপজায়তে * ॥ ৫১—৫২ ॥

সংপ্রাপ্তিমাহ—বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চ হিক্কাঃ করোতি হি। অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীস্তথা ॥ ৫৩ ॥

সামান্যলক্ষণমাহ—মুহুর্মুহুর্বায়ুরুদেতি সস্বনো যকৃৎপ্লিহান্ত্রাণি মুখাদিবাক্ষিপন্। সদোষবানাশু হিনস্ত্যসূন্ যতস্ততস্তু হিক্কেত্যভিধীয়তে বুধৈঃ * ॥ ৫৪ ॥

পূর্ব্বরূপমাহ—কণ্ঠোরসোর্গুরুত্বঞ্চ বদনস্য কষায়তা। হিক্কানাং পূর্ব্বরূপাণি কুক্ষেরাটোপ এব চ * ॥ ৫৫ ॥

অন্নজায়া লক্ষণমাহ—পানান্নৈরতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোঽনিলঃ। হিক্কয়ত্যূর্দ্ধগো ভূত্বা তাং বিদ্যাদন্নজাং ভিষক্ * ॥ ৫৬ ॥

যমলালিঙ্গমাহ—চিরেণ যমলৈর্বেগৈর্যা হিক্কা সম্প্রবর্ত্ততে। কম্পয়ন্তী শিরোগ্রীবং যমলাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৫৭ ॥

ক্ষুদ্রামাহ—বিকৃষ্টকালৈর্যা বেগৈর্মন্দৈঃ সমভিবর্ত্ততে। ক্ষুদ্রিকা নাম সা হিক্কা জত্রুমূলং প্রধাবিতা ॥ * ৫৮ ॥

গম্ভীরামাহ—নাভিপ্রবৃত্তা যা হিক্কা ঘোরা গম্ভীরনাদিনী। অনেকোপদ্রববতী গম্ভীরা নাম সা স্মৃতা * ॥ ৫৯ ॥

মহতীমাহ—মর্ম্মাণি পীড়য়ন্তীব সততং যা প্রবর্ত্ততে। মহাহিক্কেতি সা জ্ঞেয়া সর্ব্বগাত্রপ্রকম্পিনী * ॥ ৬০ ॥

---

* অপতর্পণম্ অনশনাদি ॥ ৫২ ॥ বায়ুরত্র সোদানপ্রাণো বোদ্ধব্যঃ। উদেতি উর্দ্ধং যাতি। সস্বনঃ হিগিতিশব্দবান্। উর্দ্ধগমনং বিশিনষ্টি যকৃদিত্যাদি প্লিহ ইতি শব্দোঽপ্যস্তি দীর্ঘত্ববিকল্পাৎ। মুখাদিতি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, তেন যকৃৎপ্লীহান্ত্রাণি মুখমানীয় আক্ষিপন্ নিঃসারয়ন্ ইবেত্যর্থঃ। বায়ুঃ দোষবান্ দোষোঽত্র কফঃ তদ্বান্। বায়ুঃ কফেনানুগত ইতি সম্প্রাপ্তিঃ হিনস্তীতি হিক্কা পৃষোদরাদিত্বাদ্রূপসিদ্ধিঃ। হিগিতি শব্দং করোতীতি ॥ ৫৪ ॥ বদনস্য কষায়তা বাতাৎ ॥ ৫৫ ॥ অনিলঃ প্রাণো বায়ুঃ ॥ ৫৬ ॥ বিকৃষ্টকালৈঃ চিরেণ। জত্রুঃ কণ্ঠোরসোঃ সন্ধিঃ ॥ ৫৮ ॥ অনেকোপদ্রববতী তৃষ্ণাজ্বরাদিযুক্তা ॥ ৫৯ ॥ মর্ম্মাণি বস্তিহৃদয়শিরঃপ্রভৃতীনি ॥ ৬০ ॥

(ক) স্থানেতি বা পাঠঃ

অসাধ্যত্বমাহ—আকম্পতে হিক্কতো যস্য দেহো দৃষ্টিশ্চোর্দ্ধং তাম্যতে নিত্যমেব। ক্ষীণোঽন্নদ্বিট্ ক্ষৌতি যশ্চাতিমাত্রং তৌ দ্বৌ চান্ত্যৌ বর্জ্জয়েদ্ধিক্কবন্তৌ * ॥ ৬১ ॥

অপরঞ্চ—অতিসঞ্চিতদোষস্য ভক্তদ্বেষকৃশস্য চ। ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যাতিব্যবায়িনঃ ॥ আয়াসাচ্চ সমুৎপন্না হিক্কা হন্ত্যাশু জীবিতম্। যমিকা চ প্রলাপার্ত্তিমোহতৃষ্ণাসমন্বিতা ॥ ৬২—৬৩ ॥

যমিকায়াঃ সাধ্যত্বমাহ—অক্ষীণস্যাপ্যদীনস্য স্থিরধাত্বিন্দ্রিয়স্য চ। তস্য সাধয়িতুং শক্যা যমিকা হন্ত্যতোঽন্যথা ॥ ৬৪ ॥

হিক্কায়াশ্চিকিৎসা—যৎ কিঞ্চিৎ কফবাতঘ্নমুষ্ণং বাতানুলোমনম্। ভেষজং পানমন্নং বা হিক্কাশ্বাসেষু তদ্ধিতম্॥ হিক্কাশ্বাসাতুরে পূর্ব্বং তৈলাক্তে স্বেদ ইষ্যতে। ঊর্দ্ধাধঃ শোধনং শস্তং দুর্ব্বলে শমনং মতম্॥ প্রাণাবরোধতর্জ্জনবিস্মাপনশীতবারিপরিষেকৈঃ। চিত্রৈঃ কথাপ্রয়োগৈঃ শময়েদ্ধিক্কাং মনোঽভিঘাতৈশ্চ ॥ হিক্কার্ত্তস্য পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্। মধুসৌবর্চ্চলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ॥ মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা। নাগরং গুড়সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবনং ত্রয়ম্॥ প্রবালশঙ্খত্রিফলাচূর্ণং মধুঘৃতপ্লুতম্। পিপ্পলী গৈরিকঞ্চেতি লেহো হিক্কানিবারণঃ॥ নৈপাল্যা গোবিষাণাদ্বা কুষ্ঠাৎ সর্জ্জরসস্য বা। ধূপং কুশস্য বা কার্য্যং পিবেদ্ধিক্কোপশান্তয়ে * ॥ নির্ধূমাঙ্গারনিঃক্ষিপ্ত-হিঙ্গুমাষ রজোভবঃ। হিক্কাঃ পঞ্চাপি হন্ত্যাশু ধূমঃ পীতো ন সংশয়ঃ॥ হরেণুককণানাঞ্চ ক্বাথো হিঙ্গুসমন্বিতঃ। হিক্কাপ্রশমনশ্রেষ্ঠো ধন্বন্তরিবচো যথা॥ চন্দ্রশূরস্য বীজানি ক্ষিপেদষ্টগুণে জলে। যদা মৃদূনি মৃদনীয়াত্ততো বাসসি গালয়েৎ। হিক্কাতিবেগবিকলস্তজ্জলং পলমাত্রয়া। পিবেৎ পিবেৎ পুনশ্চাপি হিক্কাবশ্যং প্রশাম্যতি। চন্দ্রসূররসঃ ॥ ৬৫—৭৫ ॥

ইতি হিক্কাধিকারঃ।

অথ শ্বাসাধিকারঃ।

—::—

তত্র শ্বাসনিদানমাহ—যৈরেব কারণৈর্হিক্কা দেহিনাং সম্প্রবর্ত্ততে। তৈরেব বহুভিঃ শ্বাসো ব্যাধির্ঘোরঃ প্রজায়তে ॥ ৭৬ ॥

শ্বাসস্য ভেদানাহ—মহোর্দ্ধচ্ছিন্নতমক-ক্ষুদ্রভেদৈস্তু পঞ্চধা। ভিদ্যতে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একো বিশেষতঃ ॥ ৭৭ ॥

* আকম্পতে বিস্ফূর্য্যত ইব। তৌ দ্বাবিতি আকম্পত ইত্যাদিনা নিত্যমেবেত্যনেনৈকে হিক্কমানঃ। ক্ষীণ ইত্যাদিনাতিমাত্রমিত্যন্তেনাপরঃ। তৌ দ্বৌ অন্ত্যৌ চ গম্ভীরয়া মহতীহিক্কয়া হিক্কমানৌ বর্জ্জয়েৎ॥ ৬১॥ নৈপালী মনঃশিলা ॥ ৭১ ॥

তস্য পূর্ব্বরূপমাহ—প্রাগ্ রূপং তস্য হৃৎপীড়া শূলমাধ্মান মেব চ। আনাহো বক্ত্র-বৈরস্যং শঙ্খনিস্তোদ এব চ ॥ ৭৮ ॥

সংপ্রাপ্তিমাহ—যদা স্রোতাংসি সংরুধ্য মারুতঃ কফপূর্ব্বকঃ। বিষ্বক্ ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসান্ করোতি সঃ * ॥ ৭৯ ॥

মহাশ্বাসস্য লক্ষণমাহ—উদ্ধূয়মানবাতো যঃ শব্দবদ্ দুঃখিতো নরঃ। উচ্চৈঃ শ্বসিতি সন্নদ্ধো (ক) মত্তর্ষভ ইবানিশম্ * ॥ প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানস্তথা বিভ্রান্তলোচনঃ। বিবৃতাক্ষ্যাননো বদ্ধমূত্রবর্চ্চা বিশীর্ণবাক্ * ॥ দীনস্য শ্বসিতঞ্চাস্য দূরাদ্বিজ্ঞায়তে ভৃশম্। মহাশ্বাসোপসৃষ্টস্তু ক্ষিপ্রমেব বিপদ্যতে * ॥ ৮০—৮২ ॥

ঊর্দ্ধশ্বাসমাহ—ঊর্দ্ধং শ্বসিতি যোঽত্যর্থং (ক) ন চ প্রত্যাহরত্যধঃ। শ্লেষ্মাবৃতমুখস্রোতাঃ ক্রুদ্ধগন্ধবহার্দ্দিতঃ * ॥ ঊর্দ্ধদৃষ্টির্বিপশ্যংস্তু বিভ্রান্তাক্ষ ইতস্ততঃ। প্রমুহ্যন্ বেদনার্ত্তশ্চ শুষ্কাস্যোঽরতিপীড়িতঃ * ॥ ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রকুপিতে হ্যধঃশ্বাসো নিরুধ্যতে। মুহ্যতস্তাম্যতশ্চোর্দ্ধং শ্বাসস্তস্য নিহন্ত্যসূন্ * ॥ ৮৩—৮৫ ॥

ছিন্নশ্বাসমাহ—যস্তু শ্বসিতি বিচ্ছিন্নং সর্ব্বপ্রাণেন পীড়িতঃ। ন বা শ্বসিতি দুঃখার্ত্তো মর্ম্মচ্ছেদরুজার্দ্দিতঃ * ॥ আনাহস্বেদমূর্চ্ছার্ত্তো দহ্যমানেন বস্তিনা। বিপ্লুতাক্ষঃ পরিক্ষীণঃ শ্বসন্ রক্তৈকলোচনঃ * ॥ বিচেতাঃ পরিশুষ্কাস্যো বিবর্ণঃ প্রলপন্নরঃ। ছিন্নশ্বাসেন বিচ্ছিন্নঃ স শীঘ্রং বিজহাত্যসূন্ * ॥ ৮৬—৮৮ ॥

তমকশ্বাসমাহ—প্রতিলোমো যদা বায়ুঃ স্রোতাংসি প্রতিপদ্যতে। গ্রীবাং শিরশ্চ সংগৃহ্য শ্লেষ্মাণং সমুদীর্য্য চ * ॥ করোতি পীনসং তেন কণ্ঠে ঘুর্ঘুরকং তথা। অতীব তীব্রবেগঞ্চ শ্বাসং প্রাণপ্রপীড়কম্ * ॥ প্রতাম্যতি স বেগেন তৃষ্যতে সন্নিরুধ্যতে। প্রমোহং

---

* বিষ্বক্ ব্রজতি সর্ব্বতো বিমার্গান্ যাতি। সংরুদ্ধঃ কফেন রুদ্ধমার্গঃ ॥ ৭৯ ॥ উদ্ধূয়মানবাতঃ উর্দ্ধং ধূয়মানো নীয়মানো বাতো যস্য সঃ। শব্দবৎ সশব্দং যথা স্যাৎ। কীদৃক্ সশব্দস্তদ্বোধয়িতুমাহ মত্তর্ষভ ইব উচ্চৈঃ শ্বসিতীত্যন্বয়ঃ। সন্নদ্ধঃ আনদ্ধঃ আনাহযুক্ত ইতি যাবৎ ॥ ৮০ ॥ জ্ঞানং শাস্ত্রম্ বিজ্ঞানং তদর্থবিনিশ্চয়ঃ বিশীর্ণবাক্ স্খলিতবচনঃ ॥ ৮১ ॥ দীনঃ ম্লানঃ মারকশ্চায়ং মহাশ্বাসঃ ॥ ৮২ ॥ সর্ব্বেষু শ্বাসেষু উর্দ্ধশ্বাসোঽত্র অত্যর্থমিতি বিশেষঃ। ন চ প্রত্যাহরত্যধঃ ন শ্বাসমধঃ করোতি শ্লেষ্মাবৃতেত্যাদি শ্লেষ্মণাবৃতং যন্মুখং স্রোতাংসি চ তৈঃ ক্রুদ্ধো যো গন্ধবহস্তেনার্দ্দিতঃ ॥ ৮৩ ॥ বিপশ্যন্ ইতস্ততো বিকৃতং যথাস্যাদেবং পশ্যন্ ॥ ৮৪ ॥ অধঃশ্বাসো নিরুধ্যতে শ্বাসো নাধঃ প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। মুহ্যতো মোহং প্রাপ্নুবতস্তাম্যতো গ্লানিং প্রাপ্নুবতশ্চ উর্দ্ধশ্বাসঃ অসূন্ প্রাণান্ হন্তি ॥ ৮৫ ॥ বিচ্ছিন্নং সবিচ্ছেদং সর্ব্বপ্রাণেন সর্ব্ববলেন। মর্ম্মচ্ছেদরুজার্দ্দিতঃ হৃদয়শিরশ্ছেদসবেদনয়ৈব পীড়িতঃ ॥ ৮৬ ॥ দহ্যমানেন বস্তিনা উপলক্ষিতঃ বিপ্লুতাক্ষঃ অশ্রুপূর্ণনেত্রঃ ॥ ৮৭ ॥ বিচেতা উদ্বিগ্নচিত্তঃ ছিন্নশ্বাসেন বিচ্ছিন্নঃ। যস্তু শ্বসিতি বিচ্ছিন্নমিত্যাদিলক্ষণযুক্তো যঃ স নরঃ ছিন্নশ্বাসেন বিচ্ছিন্নঃ পীড়িতো বোদ্ধব্যঃ। মারকশ্চায়ং ছিন্নশ্বাসঃ ॥ ৮৮ ॥ সংগৃহ্য ব্যথয়া সমুদীর্য্য বর্দ্ধয়িত্বা ॥ ৮৯ ॥ পীনসং নাসাস্রাবং তেন শ্লেষ্মণা। ঘুর্ঘুরং ঘুর্ঘুরশব্দং প্রাণপীড়কম্ প্রাণাধিষ্ঠানহৃদয়প্রপীড়কম্ ॥ ৯০ ॥

(ক) সংরুদ্ধ ইতি বা পাঠঃ। (খ) দীর্ঘমিতি পাঠান্তরম্।

কাসমানশ্চ স গচ্ছতি মুহুর্মুহুঃ *॥ শ্লেষ্মণ্যমুচ্যমানে তু ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ। তস্যৈব চ বিমোক্ষান্তে মুহূর্ত্তং লভতে সুখম্ *॥ তথাস্যোদ্ধংসতে কণ্ঠঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছক্নোতি ভাষিতুম্। ন চাপি লভতে নিদ্রাং শয়ানঃ শ্বাসপীড়িতঃ *॥ পার্শ্বে তস্যাবগৃহ্ণাতি শয়ানস্য সমীরণঃ। আসীনো লভতে সৌখ্যমুষ্ণঞ্চৈবাভিনন্দতি *॥ উচ্ছ্রিতাক্ষো ললাটেন স্বিদ্যতা ভৃশমর্ত্তিমান্। বিশুষ্কাস্যো মুহুঃ শ্বাসী মুহুশ্চৈবাবধম্যতে *॥ মেঘাম্বুশীতপ্রাগ্বাতৈঃ শ্লেষ্মলৈশ্চ বিবর্দ্ধতে। স যাপ্যস্তমকঃ শ্বাসঃ সাধ্যো বা স্যান্নবোত্থিতঃ *॥ ৮৯—৯৬॥

প্রতমকলক্ষণম্—জ্বরমূর্চ্ছাপরীতস্য বিদ্যাৎ প্রতমকং তু তম্। তস্যৈবাপরলক্ষণমাহ-উদাবর্ত্তরজোঽজীর্ণ-ক্লিন্নকায়নিরোধজঃ *। তমসা বর্দ্ধতেঽত্যর্থং শীতৈশ্চ প্রশাম্যতি। মজ্জতস্তমসীবাস্য বিদ্যাৎ সন্তমকস্তু তম্ *॥ ৯৭। ৯৮॥

ক্ষুদ্রশ্বাসমাহ—রুক্ষায়াসোদ্ভবঃ কোষ্ঠে ক্ষুদ্রো বাত উদীরয়ন্। ক্ষুদ্রশ্বাসো ন সোঽত্যর্থং দুঃখেনাঙ্গপ্রবাধকঃ *॥ হিনস্তি ন চ গাত্রাণি ন চ দুঃখং যথেতরে। ন চ ভোজনপানানাং নিরুণদ্ধ্যুচিতাং গতিম্ *॥ নেন্দ্রিয়াণাং ব্যথাঞ্চাপি কাঞ্চিদুৎপাদয়েদ্রুজম্॥ স সাধ্য উক্তো বলিনঃ সর্ব্বে চাব্যক্তলক্ষণাঃ *॥ ৯৯—১০১॥

শ্বাসানাং সাধ্যত্বাদিকমাহ।—ক্ষুদ্রঃ সাধ্যতমস্তেষাং তমকঃ কৃচ্ছ্র উচ্যতে। ত্রয়ঃ শ্বাসা ন সিধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ॥ কামং প্রাণহরা রোগা বহবো ন তু তে তথা। যথা শ্বাসশ্চ হিক্কা চ হরতঃ প্রাণমাশু বৈ *॥ ১০২। ১০৩॥

শ্বাসস্য চিকিৎসা।—শ্বাসহিক্কাতুরং প্রায়ঃ স্নিগ্ধৈঃ স্বেদৈরুপাচরেৎ। যুক্তৈর্লবণতৈলাভ্যাং তৈরস্য গ্রথিতঃ কফঃ॥ শ্বাসো বিলয়মায়াতি মারুতশ্চোপশাম্যতি। স্নিগ্ধং জ্ঞাত্বা ততশ্চৈনং ভোজয়েচ্চ রসৌদনম্॥ স্বরসং শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্ *। পায়য়েৎ শ্বাসকাসঘ্নং প্রতিশ্যায়কফাপহম্ *॥ প্রস্থং বিভীতকানামস্থি বিনা সাধয়েদজামূত্রে। অয়মবলেহো লীঢ়ো মধুসহিতঃ শ্বাসকাসঘ্নঃ॥ দেবদারুবলামাংসীঃ পিষ্ট্বা বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ। তাং ঘৃতাক্তাং পিবেদ্ধূমং শ্বাসং হন্তি সুদারুণম্॥ দশমূলীশটীরাস্নাপিপ্পলীবিশ্বপৌষ্করৈঃ। শৃঙ্গীতামলকীভার্গীগুড়ূচীনাগরাগ্নিভিঃ *॥ যবাগূং বিধিনা সিদ্ধাং কষায়ং বা পিবেন্নরঃ। শ্বাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তিহিক্কাকাসপ্রশান্তয়ে॥ দশমূলস্য বা ক্বাথঃ পৌষ্করেণাবচূর্ণিতঃ। শ্বাসকাস-

---

* প্রতাম্যতি তমসি প্রবিশতীব বেগেন শ্বাসবেগেন। সন্নিরুধ্যতে নিশ্চেষ্টো ভবতীতি চরকঃ; সন্নিরুধ্যতে শ্বাস ইতি জেজ্জড়ঃ॥ ৯১॥ শ্লেষ্মণামুচ্যমানেন সুখং সুখমিব। ৯২॥ উদ্ধংসতে ব্যথিতো ভবতি। শয়ানঃ শয়ননিহিতাঙ্গঃ॥ ৯৩॥ অবগৃহ্ণাতি পীড়য়তি উষ্ণঞ্চৈবাভিনন্দতি ইত্যনেন তমকো বাতকফারব্ধ ইতি বোদ্ধব্যঃ॥ ৯৪॥ উচ্ছ্রিতাক্ষোঽশূনাক্ষঃ। ললাটেন স্বিন্নতা উপলক্ষিতঃ। অবধম্যতে গজারূঢ়স্যেব সর্ব্বগাত্রঞ্চাল্যতে॥ ৯৫॥ তমকস্যৈব পিত্তানুবন্ধজনিতজ্বরাদিযোগেন প্রতমকসংজ্ঞামাহ জ্বরেতি উদাবর্ত্তঃ রোগবিশেষঃ। রজঃ ধূলিঃ অত্রাজীর্ণমামাদি ক্লিন্নং বিদগ্ধং। কায়নিরোধঃ অঙ্গে বেগানাং নিরোধঃ তস্মাদুৎপন্নঃ অথবা ক্লিন্নকায়ঃ বৃদ্ধনরঃ নিরোধঃ বেগানান্তু সপ্তদশবিধঃ॥ ৯৭॥ ক্ষুদ্রঃ অল্পনিদানলিঙ্গঃ। উদীরয়ন্ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্ দুঃখঃ দুঃখপ্রদঃ॥ ৯৯॥ ইতরে চত্বারঃ শ্বাসাঃ তথা নায়ম্॥ ১০০॥ সর্ব্বে মহাশ্বাসাদয়োঽপি অব্যক্তলক্ষণাঃ সন্তঃ সাধ্যাঃ॥ ১০১॥ বহবঃ জ্বরাদয়ঃ। তথা যথা শ্বাসহিক্কে হরতো জীবমাশু তে॥ ১০৩॥ শৃঙ্গবেরং আর্দ্রকং॥ ১০৬॥ তামলকী ভূম্যামলকী॥ ১০৯॥

প্রশমনঃ পার্শ্বশূলনিবারণঃ ॥ রম্ভাকুন্দশিরীষাণাং কুসুমং পিপ্পলীযুতম্। পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন পীত্বা শ্বাসমপোহতি ॥ শৃঙ্গীমহৌষধকণাঘনপৌষ্করাণাং চূর্ণং শটীমরিচয়োশ্চসিতাবিমিশ্রম্। ক্বাথেন পীতমমৃতাবৃষপঞ্চমূল্যা শ্বাসং ত্রহেণ বিনিহন্তি হি ঘোররূপম্ ॥ পঞ্চমূলী তু সামান্যা পিত্তে যোজ্যা কনীয়সী। মহতী মারুতে দেয়া সৈব দেয়া কফাধিকে ॥ কুষ্মাণ্ডকশিফাচূর্ণং পীতং কোষ্ণেন বারিণা। শীঘ্রং শময়তি শ্বাসং কাসঞ্চাপি সুদারুণম্ ॥ হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং কণাং রাস্নাং শটীং গুড়ম্। কটুতৈলং লিহন্ হন্যাৎ শ্বাসান্ প্রাণহরানপি ॥ ১০৪—১১৬ ॥

ভার্গীগুড়ঃ।—শতং সংগৃহ্য ভার্গ্যাস্তু দশমূল্যাস্তথা শতম্। শতং হরীতকীনাঞ্চ পচেত্তোয়ে চতুর্গুণে (ক) ॥ পাদাবশেষে তস্মিংস্তু রসে বস্ত্রনিপীড়িতে। আলোড্য চ তুলাং পূতাং গুড়স্য ত্বভয়াস্ততঃ ॥ পুনঃ পচেত্তু মৃদ্বগ্নৌ যাবল্লেহত্বমেতি তৎ। শীতে চ মধুনস্তত্র ষট্‌পলানি বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধঞ্চ পলমাত্রং পৃথক্ পৃথক্। যবক্ষারং কর্ষযুগ্মং সঞ্চূর্ণ্য প্রক্ষিপেত্ততঃ ॥ ভক্ষয়েদভয়ামেকাং লেহস্যার্দ্ধপলং তথা। শ্বাসং সুদারুণং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা ॥ অর্শাংস্যরোচকং গুল্মং শকৃদ্ভেদং ক্ষয়ং তথা। স্বরবর্ণপ্রদো হ্যেষ জঠরাগ্নেশ্চ দীপনঃ ॥ নাম্না ভার্গীগুড়ঃ খ্যাতো ভিষগ্‌ভিঃ সকলৈর্ম্মতঃ। ইতি ভার্গীগুড়ঃ ॥ ১১৭—১২২ ॥

অষ্টাঙ্গচূর্ণসংযুক্তং ছাগক্ষীরং প্রযোজয়েৎ। শ্বাসং কাসান্বিতং ঘোরং হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ ॥ মহাকট্‌ফলাদিঃ। দশমূলরসং দেয়ং শ্বাসনির্ম্মূলশান্তয়ে। অবশ্যং মরণীয়ো যো জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ ॥ ১২৩—১২৪ ॥

শ্বাসকুঠারঃ।—রসোগন্ধো বিষঞ্চাপি টঙ্কণঞ্চ মনঃশিলা। এতানি কর্ষমাত্রাণি মরিচং চাষ্টকর্ষকম্ ॥ কটুত্রয়ং কর্ষযুগ্মং পৃথগত্র বিনিঃক্ষিপেৎ। রসঃ শ্বাসকুঠারোঽয়ং সর্ব্বশ্বাসনিবারণঃ ॥ ১২৫। ১২৬ ॥ ইতি শ্বাসকুঠাররসঃ।

ইতি শ্বাসাধিকারঃ।

অথ স্বরভেদাধিকারঃ।

তত্র স্বরভেদস্য নিদানসংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্।—অত্যুচ্চভাষণবিষাধ্যয়নাভিঘাতসন্দূষণৈঃ প্রকুপিতাঃ পবনাদয়স্তু। স্রোতঃসু তে স্বরবহেষু গতাঃ প্রতিষ্ঠাং হন্যুঃ স্বরং ভবতি চাপি হি ষড়্‌বিধঃ সঃ * ॥ ১ ॥

---

* অধ্যয়নং উচ্চৈর্বেদাদিপাঠঃ। অভিঘাতঃ কণ্ঠাদিদেশে লগুড়াদিভিঃ। এতৈরত্যুচ্চভাষণাদিভিশ্চতুর্ভিঃ সংদূষণৈরন্যৈরপি নিজৈর্দুষ্টৈহেতুভিঃ স্রোতঃসু স্বরবহেষু চতুর্ষু প্রতিষ্ঠাং স্থিতিং গতাঃ স্বরং হন্যুরিতি লক্ষণং স স্বরভেদঃ ষড়্‌বিধঃ। বাতপিত্তকফসন্নিপাতক্ষয়মেদোভবভেদৈঃ ॥ ১ ॥

(ক) হরীতকীশতস্যাত্র প্রস্থাদাঢ়কং জলমিত্যধিকঃ পাঠঃ

তত্র বাতিকাদিস্বরভেদিনো লক্ষণম্—বাতেন কৃষ্ণনয়নাননমূত্রবর্চ্চাভিন্নং শনৈর্বদতি গর্দ্দভবৎ স্বরঞ্চ। পিত্তেনাহ—পিত্তেন পীতনয়নাননমূত্রবর্চ্চা ব্রূয়াদ্গলেন স চ দাহসমন্বিতেন * ॥ কফেনাহ—ব্রূয়াৎ কফেন সততং কফরুদ্ধকণ্ঠঃ স্বল্পং শনৈর্বদতি চাপি দিবা বিশেষাৎ। সন্নিপাতেনাহ—সর্ব্বাত্মকে ভবতি সর্ব্ববিকারসম্পত্তঞ্চাপ্যসাধ্যমৃষয়ঃ স্বরভেদমাহুঃ * ॥ ক্ষয়জমাহ—ধূম্যেত বাক্ক্ষয়কৃতে ক্ষয়মাপ্নুয়াচ্চ স্যাদেব চাপি হতবাক্ পরিবর্জ্জনীয়ঃ। মেদোভবমাহ—অন্তর্গলং স্বরমলক্ষ্যপদং চিরেণ মেদোঽন্বয়াদ্বদতি দিগ্ধগলস্তৃষার্ত্তঃ * ॥ ২—৪ ॥

অসাধ্যত্বমাহ—ক্ষীণস্য বৃদ্ধস্য কৃশস্য চাপি চিরোত্থিতো যশ্চ সহোপজাতঃ। মেদস্বিনঃ সর্ব্বসমুদ্ভবশ্চ স্বরাময়ো নৈব স সিদ্ধিমেতি * ॥ ৫ ॥

স্বরভেদচিকিৎসা—বাতাদিজনিতশ্বাসকাসঘ্না যে প্রকীর্ত্তিতাঃ। যোগাস্তানত্র যুঞ্জীত যথাদোষং চিকিৎসকঃ॥ বাতে সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্। কফে সক্ষারকটুকং ক্ষৌদ্রং কবল ইষ্যতে॥ গলে তালুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রিতঃ। তেন নিষ্কৃষ্যতে শ্লেষ্মা স্বরশ্চাশু প্রসীদতি॥ আদ্যে কোষ্ণং জলং পেয়ং ভুক্ত্বা ঘৃতরসৌদনম্। ক্ষীরাম্বুপানং পিত্তোত্থে পিবেৎ সর্পিরতন্দ্রিতঃ॥ পিপ্পলীপিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্। পিবেন্মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসংক্ষয়ে॥ ৬—১০ ॥

নিদিগ্ধিকাবলেহঃ—নিদিগ্ধিকাতুলা গ্রাহ্যা তদর্দ্ধং গ্রন্থিকস্য তু। তদর্দ্ধং চিত্রকস্যাপি দশমূলঞ্চ তৎসমম্॥ জলদ্রোণদ্বয়ে ক্বাথ্যং গৃহ্ণীয়াদাঢ়কং ততঃ। পূতে ক্ষিপেত্তদর্দ্ধন্তু পুরাণস্য গুড়স্য চ॥ সর্ব্বমেকত্র কৃত্বা তু লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ। অষ্টৌ পলানি পিপ্পল্যাস্ত্রিজাতকপলং তথা॥ মরিচস্য পলং চৈকং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণিতম্। মধুনঃ কুড়বং দত্ত্বা তদশ্নীয়াদ্যথানলম্॥ নিদিগ্ধিকাবলেহোঽয়ং ভিষগ্ভির্মুনিভির্ম্মতঃ। স্বরভেদহরো মুখ্যঃ প্রতিশ্যায়হরস্তথা॥ কাসশ্বাসাগ্নিমান্দ্যাদীন্ গুল্মমেহগলাময়ান্। আনাহমূত্রকৃচ্ছ্রাণি হন্যাৎ গ্রন্থ্যর্ব্বুদানি চ॥ নিদিগ্ধিকাবলেহঃ॥ ১১—১৬ ॥

মৃগনাভ্যাদিলেহঃ—মৃগনাভিঃ সসূক্ষ্মৈলা লবঙ্গকুসুমানি চ। ত্বক্ক্ষীরী চেতি লেহোঽয়ং মধুসর্পিঃসমাযুতঃ। বাকস্তম্ভমুগ্রং জয়তি স্বরভ্রংশসমন্বিতম্॥ ইতি মৃগনাভ্যাদিরবলেহঃ॥ ১৭ ॥

ব্রাহ্মীবচাভয়াবাসাপিপ্পলীমধুসংযুতা। অস্য প্রয়োগাৎ সপ্তাহাৎ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥ ১৮ ॥

ইতি স্বরভেদাধিকারঃ।

---

* গলদাহঃ বচনসময়এব বোদ্ধব্যঃ॥ ২ ॥ দিবাসূর্য্যরশ্মিভিঃ কফস্যাল্পীভাবাৎ॥ ৩ ॥ বাক্ধূম্যেত সধূমেব নিঃসরতি। ক্ষয়ং বাপ্নুয়াদ্বাগেব। অন্তর্গলং গলস্য মধ্যএব স্বরং বদতি। দিগ্ধগলঃ মেদসা শ্লেষ্মণা চ লিপ্তগলঃ। তৃষার্ত্তঃ মেদোরুদ্ধস্রোতস্ত্বাৎ॥ ৪ ॥ ক্ষীণস্য ক্ষয়রোগিণঃ। কৃশস্য অপুষ্টস্য॥ ৫ ॥

অথারোচকাধিকারঃ।

তত্র সনিদানমরোচকমাহ—বাতাদিভিঃ শোকভয়াতিলোভক্রোধৈর্ম্মনোঘ্নাশনরূপগন্ধৈঃ। অরোচকাঃ স্যুঃ পরিহৃষ্টদন্তঃ কষায়বক্ত্রশ্চ মতোঽনিলেন *॥ পৈত্তিকমাহ—কট্বম্লমুষ্ণং বিরসঞ্চ পূতি পিত্তেন বিদ্যাল্লবণঞ্চ বক্ত্রম্। শ্লৈষ্মিকমাহ—মাধুর্য্যপৈচ্ছিল্যগুরুত্বশৈত্যস্নিগ্ধত্বদৌর্গন্ধ্যযুতং কফেন *॥ আগন্তুজমাহ—অরোচকে শোকভয়াতিলোভক্রোধাদ্যহৃদ্যাশুচিগন্ধজে স্যাৎ। স্বাভাবিকঞ্চাস্যমথারুচিশ্চ ত্রিদোষজে নৈকরসং ভবেচ্চ *॥ হৃচ্ছূলপীড়নযুতং পবনেন পিত্তাৎ তৃড়্দাহচোষবহুলং সকফপ্রসেকম্। শ্লেষ্মাত্মকং বহুরুজং বহুভিশ্চ বিদ্যাদ্‌বৈগুণ্যমোহজড়তাভিরথাপরঞ্চ * ॥ প্রক্ষিপ্তন্তু মুখে চান্নং যত্র নাস্বাদতে নরঃ। অরোচকঃ স বিজ্ঞেয়ো ভক্তদ্বেষমতঃ শৃণু * ॥ চিন্তয়িত্বা তু মনসা দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা তু ভোজনম্। দ্বেষমায়াতি যো জন্তুর্ভক্তদ্বেষঃ স উচ্যতে॥ কুপিতস্য ভয়ার্ত্তস্য তথা ভক্তিনিরোধিনঃ। যত্র নান্নে ভবেচ্ছ্রদ্ধা সোঽভক্তচ্ছন্দ উচ্যতে॥ ১৯—২৫ ॥

অরোচকস্য চিকিৎসা—ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্। রোচনং দীপনং বহ্নেৰ্জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্॥ শৃঙ্গবেররসং বাপি মধুনা সহ যোজয়েৎ। অরুচিশ্বাসকাসঘ্নং প্রতিশ্যায়কফাপহম্॥ ২৬। ২৭॥

অম্লীকাপানম্—পক্বাম্লীকা সিতা শীতবারিণা বস্ত্রগালিতা। এলা লবঙ্গকর্পূরমরিচৈরবধূলিতা॥ পানকস্যাস্য গণ্ডূষং ধারয়িত্বা মুখে মুহুঃ। অরুচিং নাশয়ত্যেষ পিত্তং প্রশময়েত্তথা॥ ২৮। ২৯॥

রাজীকাজীরকৌ ভৃষ্টৌ ভৃষ্টং হিঙ্গুসনাগরম্। সৈন্ধবং দধি গোঃ সর্ব্বং বস্ত্রপূতং প্রকল্পয়েৎ॥ তাবন্মাত্রং ক্ষিপেত্তত্র যথাস্যাদ্রুচিরুত্তমা। তক্রমেতদ্ভবেৎ সদ্যো রোচনং বহ্নিবর্দ্ধনম্ *॥ ৩০। ৩১॥

---

* অরোচকাঃ ন ভোজনে রুচিমুৎপাদয়ন্তীতি অরোচকা ব্যাধয়ঃ পঞ্চ বাতাদিভেদৈঃ। বাতিকস্য লক্ষণমাহ পরিহৃষ্টদন্তঃ অম্লভক্ষণেনেব পরিহৃষ্টৌ দন্তৌ যস্য সঃ। তথা কষায়বক্ত্রঃ কষায়রসং বক্ত্রং যস্য সঃ॥ ১৯॥ কট্বম্লমিত্যাদিনা বিদ্যাদিত্যনেন পৈত্তিকস্য লক্ষণমাহুঃ। শ্লৈষ্মিকমাহ যতো বিদগ্ধশ্লেষ্মাস্য লবণভাবমুপৈতি লবণঞ্চ বক্ত্রম্। তথা পৈচ্ছিল্যং মুখস্যাভ্যন্তরে। স্নিগ্ধত্বং বহিঃ॥ ২০॥ আগন্তুজমাহ অরোচকেতি। ক্রোধাদিত্যাদিশব্দেনাহৃদ্যয়োরশনরূপয়োর্গ্রহণং। স্বাভাবিকঞ্চ অবিকৃতরসং। ত্রিদোষজমাহ নৈকরসম্ অনেকরসমাস্যং স্যাৎ॥ ২১॥ বাতজাদিভেদেন মুখে বিকৃতিমভিধায়ান্যথা বিকৃতিমাহ হৃচ্ছূলেতি হৃচ্ছূলপীড়নযুতং হৃদি শূলেন পীড়নং তেন যুতম্। চোষঃ পার্শ্বাস্থিতাগ্নিনেব সন্তাপঃ। বহুভিঃ ত্রিভির্দোষৈঃ বহুরুজম্ উক্তবাতাদিরোগযুক্তং। বৈগুণ্যং মনসো ব্যাকুলত্বং। জড়তা শূন্যতা, অপরম্ আগন্তুজং॥ ২২॥ ভক্তদ্বেষভক্তচ্ছন্দৌ চরকসুশ্রুতাভ্যামরোচকত্বেনৈব সংগৃহীতৌ। বৃন্দভোজস্তেষাং লক্ষণানি পৃথগাহ প্রক্ষিপ্তমিতি। নাস্বাদতে অন্নস্য মিষ্টতাং ন প্রাপ্নোতি। তদন্নং মিষ্টং ন লগতীতি যাবৎ॥ ২৩॥ তক্রন্তু গব্যম্॥ ৩১॥

শিখরিণী—সম্যগাবর্ত্তিতং দুগ্ধং নিবদ্ধং দধি মাহিষম্। একীকৃত্য পটে ঘৃষ্টং শুভ্রশর্করয়া সমম্॥ এলালবঙ্গকর্পূরমরিচৈশ্চ সমন্বিতম্। নাম্না শিখরিণী কুর্য্যাদ্রুচিং সকলবল্লভাম্। ৩২—৩৩॥

দাড়িমাদিচূর্ণম্—দ্বে পলে দাড়িমাম্লস্থ খণ্ডং দদ্যাৎ পলত্রয়ম্ (ক)। ত্রিসুগন্ধি পলং চৈকং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ॥ তচ্চূর্ণং মাত্রয়া ভুক্তমরোচকহরং পরম্। দীপনং পাচনঞ্চ স্যাৎ পীনসজ্বরকাসজিৎ॥ ৩৪। ৩৫॥

লবঙ্গাদিচূর্ণম্—লবঙ্গকঙ্কোলমুশীরচন্দনং নতং সনীলোৎপলকৃষ্ণজীরকম্। জলং সকৃষ্ণাগুরুভৃঙ্গকেসরং কণা চ বিশ্বা নলদং সহেলয়া *॥ তুষারজাতীফলবংশরোচনাঃ সিতার্দ্ধভাগাঃ সকলং বিচূর্ণিতম্। সুরোচনং তর্পণমগ্নিদীপনং বলপ্রদং বৃষ্যতমং ত্রিদোষজিৎ *॥ উরোবিবন্ধং তমকং গলগ্রহং সকাসহিক্কারুচিযক্ষ্মপীনসম্। গ্রহণ্যতীসারমুরঃক্ষতং নৃণাং তথা প্রমেহান্নিখিলান্নিহন্তি॥ ৩৬—৩৮॥

যবানীখাণ্ডবচূর্ণম্—যবানী দাড়িমং শুণ্ঠী তিন্তিরীকাম্লবেতসৈঃ। বদরাম্লং চ কুর্ব্বীত চতুঃশাণমিতানি চ॥ সার্দ্ধদ্বিশাণং মরিচং পিপ্পলী দশশাণিকা। ত্বক্‌সৌবর্চলধান্যাকজীরকং দ্বিদ্বিশাণিকম্॥ চতুঃষষ্টিমিতৈঃ শাণৈঃ শর্করামত্র যোজয়েৎ। চূর্ণিতং সর্ব্বমেকত্র যবানীখাণ্ডবাভিধম্॥ চূর্ণং জয়েৎ পাণ্ডুরোগং হৃদ্রোগং গ্রহণীজ্বরম্। ছর্দ্দিং শোষাতিসারাংশ্চ প্লীহানাহবিবন্ধতাম্॥ অরুচিং শূলমন্দাগ্নিমর্শোজিহ্বাগলাময়ান্॥ ৩৯—৪১॥ ইত্যরোচকাধিকারঃ।

অথ ছর্দ্দ্যধিকারঃ।

তত্র ছর্দ্দের্বিপ্রকৃষ্টসন্নিকৃষ্টনিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ—অতিদ্রবৈরতিস্নিগ্ধৈরহৃদ্যৈর্লবণৈরপি। অকালে চাতিমাত্রৈশ্চ তথাঽসাত্ম্যৈশ্চ ভোজনৈঃ॥ আমাদ্ভয়াত্তথোদ্বেগাদজীর্ণাৎ ক্রিমিদোষতঃ। নার্য্যাশ্চাপন্নসত্ত্বায়াস্তথাতিদ্রুতমশ্নতঃ *॥ বীভৎসৈর্হেতুভিশ্চান্যৈর্দ্রুতমুৎক্লিশ্যতে বলাৎ। দুষ্টৈর্দোষৈঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্বীভৎসালোকনাদিভিঃ। ছর্দ্দয়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়াস্তাসাং লক্ষণমুচ্যতে *॥ ৪২—৪৪॥

---

* কঙ্কোলং সুগন্ধবিশেষঃ, নতং তগরম্, জলং বালকং ভৃঙ্গং ত্বক্ নলদং উশীরং॥ ৩৬॥ তুষারঃ কর্পূরঃ॥ ৩৭॥ আমাৎ অসম্যক্ পক্বাদ্রসাৎ। অজীর্ণাৎ যথাস্থিতাভুক্তাৎ। আপন্নসত্ত্বায়াঃ প্রাপ্তগর্ভায়াঃ॥ ৪৩॥ অন্যৈর্বীভৎসৈর্বিকৃতৈর্হেতুভিঃ ঘৃণাকারিভিঃ। অনিষ্টশ্রবণস্পর্শনদর্শনভক্ষণপানৈঃ উৎক্লিশ্যতে॥ ৪৪॥

(ক) দ্বে পলে দাড়িমাদষ্টৌ খণ্ডাদ্যোষং পলত্রয়মিতি পাঠান্তরম্।

পূর্ব্বরূপমাহ—হৃল্লাসোদ্গারসংরোধী প্রসেকো লবণাস্যতা। দ্বেষোঽন্নপানে চ ভৃশং বমীনাং পূর্ব্বলক্ষণম্ ॥ ৪৫ ॥

ছর্দ্দেঃ সামান্যং লক্ষণমাহ—ছাদয়ন্নাননং বেগৈরর্দ্দয়ন্নঙ্গভঞ্জনৈঃ। নিরুচ্যতে ছর্দ্দিরিতি দোষো বক্ত্রং প্রধাবিতঃ * ॥ ৪৬ ॥

বাতজায়া লক্ষণম্—হৃৎপার্শ্বপীড়ামুখশোষশীর্ষ-নাভ্যর্ত্তিকাসস্বরভেদতোদৈঃ উদ্গারশব্দপ্রবলং সফেনং বিচ্ছিন্নকৃষ্ণং তনুকং কষায়ম্। কৃচ্ছ্রেণ চাল্পং মহতা চ বেগে-নার্ত্তোঽনিলাচ্ছর্দ্দয়তীব দুঃখম্ * ॥ ৪৭ ॥

পিত্তজায়া লক্ষণম্—মূর্চ্ছাপিপাসামুখশোষমূর্দ্ধতাল্বক্ষিসন্তাপতমোভ্রমার্ত্তঃ। পীতং ভৃশোষ্ণং হরিতঞ্চ তিক্তং ধূম্রঞ্চ পিত্তেন বমেৎ সদাহম্ ॥ ৪৮ ॥

কফজায়া লক্ষণম্—তন্দ্রাস্যমাধুর্য্যকফপ্রসেক-সন্তোষনিদ্রারুচিগৌরবার্ত্তঃ। স্নিগ্ধং ঘনং স্বাদু কফাদ্ধি শুক্লং সলোমহর্ষোঽল্পরুজং বমেত্তু * ॥ ৪৯ ॥

ত্রিদোষজায়া লক্ষণম্—শূলাবিপাকারুচিদাহতৃষ্ণা শ্বাসপ্রমোহপ্রবলাপ্রসক্তা। ছর্দ্দিস্ত্রিদোষাল্লবণাম্লনীলসান্দ্রোষ্ণরক্তং বমতাং নৃণাং স্যাৎ ॥ ৫০ ॥

আগন্তুজায়া লক্ষণম্—অসাত্ম্যজা চ কৃমিজামজা চ বীভৎসজা দৌর্হৃদজা চ যা হি। সা পঞ্চমী তাঞ্চ বিভাবয়েচ্চ দোষোচ্ছ্রয়েণৈব যথোক্তমাদৌ * ॥ ৫১ ॥

ক্রিমিজায়া লক্ষণম্—শূলহৃল্লাসবহুলা ক্রিমিজা চ বিশেষতঃ। ক্রিমিহৃদ্রোগ-তুল্যেন লক্ষণেন চ লক্ষিতা ॥ ৫২ ॥

ছর্দ্দেরুপদ্রবাঃ—কাসঃ শ্বাসো জ্বরস্তৃষ্ণা হিক্কা বৈচিত্ত্যমেব চ। হৃদ্রোগস্তমকশ্চৈব জ্ঞেয়া চ্ছর্দ্দেরুপদ্রবাঃ * ॥ ৫৩ ॥

অসাধ্যাং সাধ্যাঞ্চাহ—ক্ষীণস্য যা চ্ছর্দ্দিরতিপ্রসক্তা সোপদ্রবা শোণিতপূয়যুক্তা। সচন্দ্রিকাং তাং প্রবদন্ত্যসাধ্যাং সাধ্যাঞ্চিকিৎস্নেন্নিরুপদ্রবাঞ্চ * ॥ ৫৪ ॥

অথ ছর্দ্দেশ্চিকিৎসা—আমাশয়োৎক্লেশভবা হি সর্ব্বাশ্ছর্দ্দ্যো মতা লঙ্ঘনমেব তস্মাৎ। বিধীয়তে মারুতজাং বিনা তু সংশোধনং বা কফপিত্তহারি ॥ হন্যাৎ ক্ষীরোদকং পীতং ছর্দ্দিং পবনসম্ভবাম্। মুদ্গামলকযূষো বা সসর্পিষ্কঃ সসৈন্ধবঃ * ॥ গুড়ূচীত্রিফলানিম্ব-পটোলৈঃ কথিতং জলম্। পিবেন্মধুযুতং তেন ছর্দ্দির্নশ্যতি পিত্তজা ॥ হরীতকীনাং চূর্ণন্তু লিহান্মাক্ষিকসংযুতম্। অধোমার্গীকৃতে দোষে ছর্দ্দিঃ শীঘ্রং নিবর্ত্ততে ॥ বিড়ঙ্গত্রিফলা-বিশ্বাচূর্ণং মধুযুতং জয়েৎ। বিড়ঙ্গপ্লবশুণ্ঠীনাং চূর্ণং বা কফজাং বমিম্ * ॥ পিষ্ট্বা ধাত্রীফলং

* ছাদয়ন্ পূরয়ন্, অঙ্গভঞ্জনৈঃ অঙ্গভেদৈঃ অর্দ্দয়ন্ অঙ্গানি পীড়য়ন্ বক্ত্রং প্রধাবিতঃ দোষঃ ছর্দ্দিরিত্যুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥ কষায়ং কষায়রসম্ দুঃখমিব চ্ছর্দ্দয়তি ॥ ৪৭ ॥ সন্তোষঃ তৃপ্তিঃ ॥ ৪৯ ॥ এতাঃ পঞ্চাপ্যাগন্তুজত্বেন সাম্যাদেকৈব। অতএব সাগন্তুজা পঞ্চমী। বিভাবয়েৎ অনুবন্ধয়েৎ ॥ ৫১ ॥ বৈচিত্ত্যং বিকৃতচিত্তত্বং, তমকোঽত্র তমঃ। শ্বাসপদেনৈব তমকাখ্যস্যাপি শ্বাসস্যোক্তেঃ ॥ ৫৩ ॥ সচন্দ্রিকাং ময়ূর-পিচ্ছচন্দ্রিকাপ্রভাযুক্তাম্ ॥ ৫৪ ॥ ক্ষীরোদকং নাশিতস্য ক্ষীরস্যোদকম্ ॥ ৫৬ ॥ প্লবং কৈবর্ত্তমুস্তকং গুড়ৃতজ্ঞী ইতি লোকে ॥ ৫৯ ॥

লাজান্ শর্করাঞ্চ পলোন্মিতাম্। দত্ত্বা মধুপলঞ্চাপি কুড়বং সলিলস্য চ॥ বাসসা গালিতং পীতং হন্তি ছর্দ্দিং ত্রিদোষজাম্। গুড়ূচ্যা রচিতং হন্তি হিমং মধুসমন্বিতম্। দুর্নিবারামপি ছর্দ্দিং ত্রিদোষজনিতাং বলাৎ॥ ৫৫—৬১॥

এলাদিচূর্ণম্—এলালবঙ্গ-গজকেসরকোলমজ্জালাজা-প্রিয়ঙ্গু-ঘনচন্দন-পিপ্পলীনাম্। চূর্ণানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়্বা ছর্দ্দিং নিহন্তি কফমারুতপিত্তজাতাম্॥ অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধং নির্ব্বাপিতং জলে। তজ্জলং পানমাত্রেণ ছর্দ্দিং জয়তি দুর্জ্জয়াম্॥ পথ্যা-ত্রিকটুধান্যাক-জীরকাণাং রজোলিহন্। মধুনা নাশয়েচ্ছর্দ্দিমরুচিঞ্চ ত্রিদোষজাম্॥ বিল্বত্বচো গুড়ূচ্যা বা ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুতঃ। ছর্দ্দিং ত্রিদোষজাং হন্তি পর্পটঃ পিত্তজাং তথা॥ আম্রাস্থিবিল্বনির্যূহঃ পীতঃ সমধুশর্করঃ। নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানরইবাহুতিম্ *॥ জম্ব্বাম্রপল্লবশৃতং লাজরজঃসংযুতং শীতম্। শময়তি মধুনা যুক্তং বমিমতিসারং তৃষামুগ্রাম্॥ বীভৎসজাং হৃদ্যতমৈরিষ্টৈর্দ্দৌহৃর্দজাং ফলৈঃ। লঙ্ঘনৈরামজাং ছর্দ্দিং জয়েৎ সাত্ম্যৈরসাত্ম্যজাম্॥ কৃমিহৃদ্রোগবদ্ধন্যাচ্ছর্দ্দিং কৃমিসমুদ্ভবাম্। তত্র তত্র যথাদোষং ক্রিয়াং কুর্য্যাচ্চিকিৎসকঃ॥ সোদ্গারায়াং ভৃশং ছর্দ্দ্যাং মূর্ব্বায়া ধান্যমুস্তয়োঃ। সমধুকাঞ্চনং চূর্ণং লেহয়েন্মধুসংযুতম্॥ সৌবর্চ্চলমজাজী চ শর্করা মরিচানি চ। ক্ষৌদ্রেণ সহিতং লীঢ়ং সদ্যশ্ছর্দ্দিনিবারণম্॥ ৬২—৭১॥

ইতি ছর্দ্দ্যধিকারঃ।

অথ তৃষ্ণাধিকারঃ।

তত্র তৃষ্ণায়া নিদানপূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ—ভয়শ্রমাভ্যাং বলসংক্ষয়াদ্বাপ্যূর্দ্ধং চিতং পিত্তবিবর্দ্ধনৈশ্চ। পিত্তং সবাতং কুপিতং নরাণাং তালুপ্রপন্নং জনয়েৎ পিপাসাম্ *॥ ১॥ স্রোতঃস্বপাংবাহিষু দূষিতেষু দোষৈশ্চ তৃট্ সম্ভবতীহ জন্তোঃ। তিস্রঃ স্মৃতাস্তাঃ ক্ষতজা চতুর্থী ক্ষয়াত্তথান্যামসমুদ্ভবা চ। ভক্তোদ্ভবা সপ্তমিকেতি তাসাং নিবোধ লিঙ্গান্যনুপূর্ব্বশস্তু*॥ ২॥

তৃষ্ণায়াঃ সামান্যলক্ষণম্—তাল্বোষ্ঠকণ্ঠাস্যবিশোষদাহঃ সন্তাপমোহৌ ভ্রমবিপ্রলাপাঃ। সর্ব্বাণি রূপাণি ভবন্তি তস্যামুৎপত্তিকালে তু বিশেষতো হি॥ ৩॥

---

* নির্যূহঃ ক্বাথঃ॥ ৬৭॥ নরাণাং পিত্তং স্বস্থান এব সঞ্চিতং পিত্তং সবাতম্ পিত্তবিবর্দ্ধনৈঃ কট্বম্লোষ্ণাদিভিঃ কুপিতম্ পিত্তং ভয়শ্রমাভ্যাং বলসংক্ষয়াদুপবাসাদেশ্চ বাতঃ কুপিতঃ তদ্দ্বয়ং ঊর্দ্ধং প্রাপ্তং ঊর্দ্ধংপ্রসরৎ পিপাসাং জনয়েৎ॥ ১॥ ন কেবলং তালুন্যেব দূষিতে তৃষা ভবতি, কিন্তু জলবাহিস্রোতঃস্বপি। অত্র আহ স্রোতঃস্বিত্যাদি নম্বত্র বহুবচনং ন যুক্তং যতো জলবহে দ্বে স্রোতসী সুশ্রুতেনোক্তে। উচ্যতে-তয়োরেবানেকপ্রতানযোগাৎ নদোষঃ, অপাংবাহিষু স্রোতঃস্বিতি জিহ্বাদেরপ্যুপলক্ষণম্। যত আহ চরকঃ "রসবাহিনীশ্চ ধমনীর্জিহ্বামূলগলতালুক্লোমসংশোষান্। নৃণাং দেহেষু কুরুতস্তৃষ্ণামতিবলাং পিত্তানিলাবিতি" সংখ্যামাহ। তিস্র ইত্যাদি॥ ২॥

বাতজামাহ—ক্ষামাস্যতা মারুতসম্ভবায়াং তোদস্তথা শঙ্খশিরঃসু চাপি। স্রোতোনিরোধো বিরসঞ্চ বক্ত্রং শীতাভিরদ্ভিশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি * ॥ ৪ ॥

পিত্তজামাহ—মূর্চ্ছান্নবিদ্বেষবিলাপদাহা রক্তেক্ষণত্বং প্রততশ্চ শোষঃ। শীতাভিনন্দা মুখতিক্ততা চ পিত্তাত্মিকায়াং পরিধূপনঞ্চ * ॥ ৫ ॥

কফজামাহ—বাষ্পাবরোধাৎ কফসংবৃতেঽগ্নৌ তৃষ্ণা বলাসেন ভবেন্নরস্য। নিদ্রা গুরুত্বং মধুরাস্যতা চ তয়ার্দ্দিতঃ শুষ্যতি চাতিমাত্রম্ * ॥ ৬ ॥

ক্ষতজামাহ—ক্ষতস্য রুক্‌শোণিতনির্গমাভ্যাং তৃষ্ণা চতুর্থী ক্ষতজা মতা তু * ॥ ৭ ॥

ক্ষয়জামাহ—রসক্ষয়াদ্‌যা ক্ষয়সম্ভবা সা তয়াভিভূতস্তু নিশাদিনেষু। পেপীয়তেঽম্ভঃ স সুখং ন যাতি তাং সন্নিপাতাদিতি কেচিদাহুঃ। রসক্ষয়োক্তানি চ লক্ষণানি তস্যামশেষেণ ভিষগ্ব্যবস্যেৎ * ॥ ৮ ॥

আমজামাহ—ত্রিদোষলিঙ্গামসমুদ্ভবা চ হৃচ্ছূলনিষ্ঠীবনসাদকর্ত্রী।

ভক্তোদ্ভবামাহ—স্নিগ্ধং তথাম্লং লবণঞ্চ ভুক্তং গুর্ব্বন্নমেবাশু তৃষাং করোতি * ॥৯॥

উপসর্গজামাহ—দীনস্বরঃ প্রতাম্যন্ দীনাননহৃদয়শুষ্কগলতালুঃ। ভবতি খলু যোপসর্গাৎ তৃষ্ণা সা শোষিণী কষ্টা * ॥ ১০ ॥

উপদ্রবযুক্তায়া অরিষ্টত্বমাহ—জ্বরমোহক্ষয়কাসশ্বাসাদ্যুপসৃষ্টদেহানাম্। সর্ব্বাস্ত্বতিপ্রসক্তা রোগকৃশানাং বমিপ্রসক্তানাম্॥ ঘোরোপদ্রবযুক্তা তৃষ্ণা মরণায় বিজ্ঞেয়া * ॥ ১১ ॥

অথ তৃষ্ণায়াশ্চিকিৎসা—বাতঘ্নমন্নপানং মৃদু লঘু শীতঞ্চ বাততৃষ্ণায়াম্। তৃষ্ণায়াং পবনোত্থায়াং সগুড়ং দধি শস্যতে॥ স্বাদু তিক্তং দ্রবং শীতং পিত্ততৃষ্ণাপহং পরম্॥ ১২ ॥

ষড়ঙ্গপানম্—মুস্তপর্পটকোদীচ্যচ্ছত্রাখ্যোশীরচন্দনৈঃ। শৃতং শীতং জলং দদ্যাত্তৃড়্‌জ্বরশান্তয়ে * ॥ লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দ্দিতম্। কাশ্মরীশর্করাযুক্তং পিবেদ্ তৃষ্ণার্দ্দিতো নরঃ॥ আস্তরণমার্দ্রবাসঃ প্রাবরণং চার্দ্রবাসঃ স্যাৎ। তেন পিপাসা শাম্যতি দাহশ্চোগ্রোঽপি দেহিনাং নিয়তম্॥ গোস্তনীক্ষুরসক্ষীরযষ্টীমধুমধূৎপলৈঃ। নিয়তং নাসিকাপীতে তৃষ্ণা শাম্যতি দারুণা॥ বৈশদ্যং জনয়ত্যাস্যে সংদধাতি মুখে জলম্। তৃষ্ণাদাহপ্রশমনং

---

* শঙ্খশিরঃসু শঙ্খয়োঃ শিরসি চ তোদঃ। স্রোতোনিরোধঃ রসাম্বুবাহিনীধমনীনিরোধঃ ॥ ৪ ॥ বিলাপঃ প্রলাপঃ, প্রততশ্চ শোষঃ অবিরতঃ শোষঃ। শীতাভিনন্দা শীতেচ্ছা। "পরিধূপনং কণ্ঠাদ্ধূমনির্গম ইতি" ॥ ৫ ॥ অগ্নৌ জঠরাগ্নৌ কফসংবৃতে স্বকারণ কুপিতেন কফেনোপরিষ্টাচ্ছাদিতে। বাষ্পাবরোধাৎ অগ্নেরূষ্মাবরোধাৎ অবরুদ্ধানলোষ্মণাম্বুবহস্রোতঃশোষণাৎ বলাসেন কফেন নরস্য তৃড়্‌ভবেৎ। তয়া তৃষ্ণয়া অর্দ্দিতঃ পীড়িতঃ শুষ্যতি কৃশো ভবতি ॥ ৬ ॥ ক্ষতস্য শস্ত্রাদিক্ষতযুক্তস্য। রুক্ পীড়া ॥ ৭ ॥ রসক্ষয়লক্ষণানি সুশ্রুতেনোক্তানি "রসক্ষয়ে হৃৎপীড়া কম্পঃ শোষঃ শূন্যতা তৃষ্ণা চেতি"। ব্যবস্যেৎ জানীয়াৎ ॥ ৮ ॥ লবণঞ্চেতি চকারাৎ কটু চ ॥ ৯ ॥ শোষিণী ধাতুশোষিণী ॥ ১০ ॥ আদিশব্দাদতীসারাদীনাং গ্রহণম্। অতিপ্রসক্তাঃ নিতরাং ঘোরোপদ্রবযুক্তাঃ অতীব মুখশোষাদিযুক্তাঃ ॥ ১১ ॥ ছত্রা ধান্যকং। কশ্চিদ্ধাত্রীঞ্চ দদ্যাৎ। চন্দনমত্র ধবলং তস্যাতিতৃষ্ণাহরত্বাৎ শৃতমর্দ্ধপকমত্র কর্ত্তব্যম্ ॥ ১৩ ॥

মধুগণ্ডূষধারণম্॥ জিহ্বাতালুগলক্লোমশোষে মূর্দ্ধ্নি নিধাপয়েৎ। কেশরং মাতুলুঙ্গস্য ঘৃতসৈন্ধবসংযুতম্। দাড়িমং বদরং লোধ্রং কপিত্থং বীজপূরকম্। পিষ্ট্বা মূর্দ্ধনি লেপস্তু পিপাসাদাহনাশনঃ॥ বারি শীতং মধুযুতমাকণ্ঠাদ্বা পিপাসিতম্। পায়য়েদ্বাময়েচ্চাথ তেন তৃষ্ণা প্রশাম্যতি॥ প্রাতঃ শর্করয়োপেতঃ ক্বাথো ধান্যাকসম্ভবঃ। জয়েত্তৃষ্ণাং তথা দাহং ভবেৎ স্রোতোবিশোধনম্॥ আমলং কমলং কুষ্ঠং লাজাশ্চ বটরোহকম্। এতচ্চূর্ণস্য মধুনা গুটিকাং ধারয়েন্মুখে॥ তৃষ্ণাং প্রবৃদ্ধাং হন্ত্যেষা মুখশোষঞ্চ দারুণম্॥ ক্ষতোদ্ভবাং রুগ্বিনিবারণেন জয়েদ্রসানামসৃজশ্চ পানৈঃ। ক্ষয়োত্থিতাং ক্ষীরজলং নিহন্যান্মাংসোদকং বা মধুরোদকং বা॥ আমোদ্ভবাং বিল্ববচাযুতানাং জয়েৎ কষায়ৈরথ দীপনানাম্। গুর্ব্বন্নজামুল্লিখনৈর্জয়েচ্চ ক্ষয়ং বিনা সর্ব্বকৃতাঞ্চ তৃষ্ণাম্ *॥ স্নিগ্ধেঽন্নে ভুক্তে যা তৃষ্ণা স্যাত্তাং গুড়াম্বুনা শময়েৎ। অতিরোগদুর্ব্বলানাং তৃষ্ণাং শময়েন্ নৃণামিহাশু পয়ঃ *॥ মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিতৃষানাহ-স্ত্রীমদ্যভৃশকর্ষিতাঃ। পিবেয়ুঃ শীতলং তোয়ং রক্তপিত্তে মদাত্যয়ে॥ সাত্ম্যান্নপানভৈষজ্যৈস্তৃষ্ণাং তস্য জয়েৎ পুরঃ। তস্যাং জিতায়ামন্যোঽপি ব্যাধিঃ শক্যশ্চিকিৎসিতুম্॥ তৃষ্যন্ পূর্ব্বাময়ক্ষীণো ন লভেত জলং যদি। মরণং দীর্ঘরোগং বা প্রাপ্নুয়াত্ত্বরিতং নরঃ॥ তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি। তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্বারি বারয়েৎ॥ অন্নেনাপি বিনা জন্তুঃ প্রাণান্ ধারয়তে চিরম্। তোয়াভাবাৎ পিপাসার্ত্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥ ১৩—৩০॥

ইতি তৃষ্ণাধিকারঃ।

অথ মূর্চ্ছাধিকারঃ।

তত্র মূর্চ্ছায়া নিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ—ক্ষীণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনঃ। বেগাঘাতাদভীঘাতাদ্ধীনসত্ত্বস্য বা পুনঃ *॥ করণায়তনেষুগ্রা বাহ্যেষ্বাভ্যন্তরেষু চ। নিবিশন্তে যদা দোষাস্তদা মূর্চ্ছন্তি মানবাঃ॥ * ১—২॥

সামান্যলক্ষণমাহ—সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিলাদিভিঃ। তমোঽভ্যুপৈতি সহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ *॥ সুখদুঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পততি কাষ্ঠবৎ। মোহো মূর্চ্ছেতি তামাহুঃ ষড়্‌বিধা সা প্রকীর্ত্তিতা *॥ ৪॥

---

* উল্লিখনৈঃ লেখনদ্রব্যৈঃ॥ ২৪॥ পয়োঽত্র দুগ্ধম্॥ ২৫॥

* বহুদোষস্য অধিকদোষস্য ন ত্বনেকদোষস্য। তদা মূর্চ্ছা ত্রিদোষজৈব স্যাৎ, তথৈবাস্তু কো। দোষঃ তত্র পৃথক্ দোষজানাং মূর্চ্ছানাং বক্ষ্যমাণত্বাৎ। বেগাঘাতাৎ মলাদেঃ। অভিঘাতাৎ লগুড়াদিনা হীনসত্ত্বস্য স্বল্পসত্ত্বগুণস্য, অর্থাদধিকতমোগুণস্য। যত উক্তং, মূর্চ্ছাপিত্ততমঃপ্রায়েতি॥১॥ করণায়তনেষু করণং মনস্তস্যায়তনেষু স্বস্থানেষু বাহ্যেষু কর্ম্মেন্দ্রিয়েষু আভ্যন্তরেষু বুদ্ধীন্দ্রিয়েষু॥ ২॥ তমোগুণঃ অজ্ঞানহেতুঃ অভ্যুপৈতি আগচ্ছতি। সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ সুখদুঃখজ্ঞাননাশকরম্॥ ৩॥ নষ্টসুখদুঃখজ্ঞানে নরঃ কাষ্ঠবৎ পততি তাং মোহো মূর্চ্ছেতি প্রাহুরিত্যন্বয়ঃ মূর্চ্ছায়া মূর্চ্ছায়োঽপি পর্য্যায়ঃ। যত উক্তম্। সংজ্ঞোপঘাতো মূর্চ্ছায়ো মূর্চ্ছা স্যান্মূর্চ্ছনং তথা। কশ্মলং প্রলয়ো মোহঃ সংন্যাসস্তু মৃতোপমঃ ইতি॥ ৪॥

ষড়্‌বিধাং মূর্চ্ছাং বিবৃণোতি—বাতাদিভিঃ শোণিতেন মদ্যেন চ বিষেণ চ। ষট্‌স্বপ্যেতাসু পিত্তন্তু প্রভুত্বেনাবতিষ্ঠতে * ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ পূর্ব্বরূপমাহ—হৃৎপীড়া জৃম্ভণং গ্লানিঃ সংজ্ঞানাশো বলক্ষয়ঃ (ক)। সর্ব্বাসাং পূর্ব্বরূপাণি যথাস্বন্তাং বিভাবয়েৎ (ক) ॥ ৬ ॥

তত্র বাতিকমূর্চ্ছামাহ—নীলং বা যদি বা কৃষ্ণমাকাশমথবারুণম্। পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি শাঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যতে * ॥ বেপথুশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ প্রপীড়া হৃদয়স্য চ। কার্শ্যং শ্যাবারুণা চ্ছায়া মূর্চ্ছায়ে বাতসম্ভবে * ॥ ৭। ৮ ॥

পৈত্তিকমূর্চ্ছামাহ—রক্তং হরিতবর্ণং বা বিয়ৎ পীতমথাপি বা। পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি সস্বেদঃ প্রতিবুধ্যতে ॥ সপিপাসঃ সসন্তাপো রক্তপীতাকুলেক্ষণঃ। সম্ভিন্নবর্চাঃ পীতাভো মূর্চ্ছায়ে পিত্তসম্ভবে ॥ ৯। ১০ ॥

শ্লৈষ্মিকমূর্চ্ছামাহ—মেঘসঙ্কাশমাকাশং তমোভির্বা ঘনৈর্বৃতম্। পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি চিরাচ্চ প্রতিবুধ্যতে ॥ গুরুভিঃ প্রাবৃতৈরঙ্গৈর্যথৈবার্দ্রেণ চর্ম্মণা। সপ্রসেকঃ সহৃল্লাসো মূর্চ্ছায়ে কফসম্ভবে * ॥ সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাদপস্মার ইবাগতঃ। সজন্তুং পাতয়ত্যাশু বিনা বীভৎসাচেষ্টিতৈঃ * ॥ ১১—১৩ ॥

রক্তজায়া মূর্চ্ছায়া নিদানমাহ—পৃথিব্যম্বুস্তমোরূপং রক্তগন্ধস্তদন্বয়ঃ। তস্মাদ্রক্তস্য গন্ধেন মূর্চ্ছন্তি ভুবি মানবাঃ। দ্রব্যস্বভাবমিত্যেকে দৃষ্ট্বা যদভিমুহ্যতি * ॥ ১৪ ॥

রক্তেন মূর্চ্ছিতস্য লক্ষণমাহ—স্তব্ধাঙ্গদৃষ্টিস্ত্বসৃজা গূঢ়োচ্ছ্বাসশ্চ মূর্চ্ছিতঃ।

মদ্যজবিষজয়োর্মূর্চ্ছয়োর্নিদানমাহ—গুণাস্তীব্রতরত্বেন স্থিতাস্তু বিষমদ্যয়োঃ। তএব তস্মাত্তাভ্যাস্তু মোহৌ স্যাতাং যথেরিতৌ * ॥ ১৫ ॥

মদ্যজায়া মূর্চ্ছায়া লক্ষণমাহ—মদ্যেন প্রলপন্ শেতে নষ্টবিভ্রান্তমানসঃ। গাত্রাণি বিক্ষিপন্ ভূমৌ জরাং যাবন্ন যাতি তৎ * ॥ ১৬ ॥

---

* যত উক্তম্। মূর্চ্ছাপিত্ততমঃপ্রায়েতি ॥ ৫ ॥ নীলং নীলবর্ণং। কৃষ্ণং কজ্জলাভং। অরুণং অলক্তরাগং। তমঃ প্রবিশতি মূর্চ্ছতি ॥ ৭ ॥ শ্যাবারুণাচ্ছায়া গাত্রস্য ॥ ৮ ॥ মেঘসঙ্কাশং শুভ্রমেঘসঙ্কাশমিত্যর্থঃ। যত আহ সুশ্রুতঃ। কফেণ পশ্যেদ্রূপাণি শ্বেতাভ্রপ্রতিমানি তু। ঘনৈঃ নিবিড়ৈস্তমোভিঃ গুরুভিরঙ্গৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ১২ ॥ মূর্চ্ছায়ঃ ষড়্‌বিধ উক্তঃ সুশ্রুতেন। চরকস্তু সান্নিপাতিকমপি মূর্চ্ছায়মাহ সর্ব্বাকৃতিরিতি। অপস্মার ইবাগতস্তেন মহতাভিঘাতেন পততি চিরেণ প্রতি বুধ্যতে, তর্হি তয়োঃ কো ভেদ ইত্যত আহ সান্নিপাতিকো মূর্চ্ছায়ঃ বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ। কফেন বমনদন্তঘট্টনাক্ষিবিকৃত্যাদিভির্বিনা পাতয়তি ॥ ১৩ ॥ তমোরূপম্ তমোবহুলং। মানবাশ্চ যে তামসাঃ ন তু সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চ অত্রৈকে বদন্তি নৈব যুক্তিঃ সমীচীনা তর্হি চম্পকাদিগন্ধেনাপি মূর্চ্ছা প্রসজ্যেত, তত্রাপি গন্ধস্য পার্থিবত্বাৎ অত আহ। দ্রব্যস্বভাবমিতি অত্রাহ ভোজঃ-দর্শনাদসৃজস্তজ্জাদগন্ধাচ্চৈব প্রমুহ্যতি ॥ ১৪ ॥ যে গুণাঃ লঘুরুক্ষাশুবিশদব্যবায়িতীক্ষ্ণবিকাশিসূক্ষ্মোষ্ণানির্দ্দেশ্যরসত্বাদয়ঃ তৈলাদৌ দ্রব্যে ব্যস্তাস্তীব্রাশ্চ সন্তি, তএব গুণাঃ বিষমদ্যয়োস্তু তীব্রতরত্বেন স্থিতাঃ তত্রাপি ভেদঃ, তন্ত্রান্তরে যে বিষস্য গুণাঃ প্রোক্তাঃ সন্নিপাতপ্রকোপণাঃ। তএব মদ্যে দৃশ্যন্তে বিষে তু বলবত্তরা ইতি ॥ ১৫ ॥ নষ্টবিভ্রান্তমানসঃ নষ্টং সর্ব্বথা স্মৃতিহীনং বিভ্রান্তং রজ্জৌ সর্পজ্ঞানযুক্তং মানসং যস্য সঃ। জরাং জীর্ণতাং। তন্মদ্যম্ ॥ ১৬ ॥

(ক) সংজ্ঞা দৌর্ব্বল্যমেব চ ইতি পাঠান্তরম্।

বিষজায়া লক্ষণমাহ—বেপথুস্বপ্নতৃষ্ণাশ্চ স্যুস্তমশ্চ বিষমূর্চ্ছিতে। বেদিতব্যং তীব্রতরং যথাস্বং বিষলক্ষণৈঃ * ॥ ১৭ ॥

মূর্চ্ছাভ্রমতন্দ্রাদীনাং ভেদমাহ—মূর্চ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়া রজঃপিত্তানিলাদ্ভ্রমঃ ॥ তমোবাতকফাত্তন্দ্রা নিদ্রা শ্লেষ্মতমোভবা * ॥ ১৮ ॥

তন্দ্রায়া লক্ষণমাহ—ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসংবিত্তির্গৌরবং জৃম্ভণং ক্লমঃ। নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ * ॥ ১৯ ॥

ক্লমস্য লক্ষণম্—যোঽনায়াসঃ শ্রমো দেহে প্রবৃদ্ধঃ শ্বাসসংগতঃ। ক্লমঃ স ইতি বিজ্ঞেয় ইন্দ্রিয়ার্থপ্রবাধকঃ * ॥ ২০ ॥

নিদ্রালক্ষণমাহ—যদা তু মনসি ক্লান্তে কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ। বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপিতি মানবঃ * ॥ ২১ ॥

সংন্যাসস্য সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—বাগ্‌দেহমনসাং চেষ্টামাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ। সংন্যস্যন্ত্যবলং জন্তুং প্রাণায়তনমাশ্রিতাঃ * ॥ স না সংন্যাসসংন্যস্তঃ কাষ্ঠীভূতো মৃতোপমঃ। প্রাণৈর্বিমুচ্যতে শীঘ্রং মুক্ত্বা সদ্যঃফলাং ক্রিয়াম্ * ॥ ২২—২৩॥

সংন্যাসস্য মূর্চ্ছাদিভ্যো ভেদমাহ—দোষেষু মদমূর্চ্ছায়া গতবেগেষু দেহিনঃ। স্বয়মপ্যুপশাম্যন্তি সংন্যাসো নৌষধৈর্বিনা * ॥ ২৪ ॥

অথ মূর্চ্ছায়াশ্চিকিৎসা—সেকাবগাহা মণয়ঃ সহারাঃ, শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলাশ্চ। শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারিতানি * ॥ সিদ্ধানি বর্গে মধুরে পয়াংসি সদাড়িমা জাঙ্গলজা রসাশ্চ। তথা যবো লোহিতশালয়শ্চ মূর্চ্ছাসু পথ্যাঃ স সতীনমুদ্গাঃ* ॥ কোলমজ্জোষণোশীরকেসরং শীতবারিণা। পীতং মূর্চ্ছাং জয়েল্লীঢ়াং কৃষ্ণাং বা মধুসংযুতাম্ ॥ শীতেন তোয়েন বিষং মৃণালং কৃষ্ণাঞ্চ পথ্যাং মধুনাবলিহ্যাৎ। কুর্য্যাচ্চ নাসাবদনা-

---

* বিষস্য মূলকন্দফলপত্রক্ষীরাদিভেদভিন্নস্য যথাস্বং লক্ষণমুক্তং সুশ্রুতে কল্পস্থানে, তল্লক্ষণং মস্থাপেক্ষয়া তীব্রতরং বেদিতব্যং নতু সংজ্ঞানাশেন সাম্যধর্ম্মাৎ ॥ ১৭ ॥ রজঃপিত্তানিলাদ্ভ্রম ইতি নাত্র সমুচ্চয়ঃ, কেবলপিত্তজ্বরে ভ্রমস্যোক্তত্বাৎ, ভ্রমশ্চ চক্রারূঢ়স্যেব ভ্রমবদ্বস্তুজ্ঞানং, স্বদেহস্য ভ্রমত ইব জ্ঞানঞ্চ ॥ ১৮ ॥ ইন্দ্রিয়াণামর্থঃ প্রয়োজনং যেষু, অর্থাদ্বিষয়েষু অসংবিত্তিঃ অসম্যক্ জ্ঞানং ইতি ইন্দ্রিয়ার্থাসম্যক্ জ্ঞানাদি। নিদ্রায়াং প্রবুদ্ধস্য ক্লমাভাবস্তন্দ্রায়াস্তু প্রবোধিতস্যাপি ক্লম ইত্যনয়োর্ভেদঃ ॥ ১৯ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ অর্থঃ প্রয়োজনং বিষয়গ্রহণং তস্য প্রবাধকঃ প্রাবল্যেন ॥ ২০ ॥ ক্লান্তে গ্লানে শ্রান্তইতি যাবৎ কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ ক্লমান্বিতাঃ, ইন্দ্রিয়াণি শ্রান্তানি ॥২১॥ আক্ষিপ্য বিনাশ্য সংন্যস্যন্তি মূর্চ্ছয়ন্তি। প্রাণায়তনং হৃদয়ং ॥২২॥ সংন্যস্তঃ মূর্চ্ছিতঃ। কাষ্ঠীভূতঃ ক্রিয়ারহিতঃ, অতএব মৃতোপম ইতি সদ্যঃফলাং ক্রিয়াং সূচীব্যধনাঞ্জনাবপীড়কপিকচ্ছুঘর্ষণবৃশ্চিকাদিদংশনাদিরূপাং ॥ ২৩ ॥ মদমূর্চ্ছায়াঃ মদঃ অপ্রবৃদ্ধ ।উন্মাদঃ, মূর্চ্ছায়াঃ মূর্চ্ছাঃ ॥ ২৪ ॥ মণয়ঃ চন্দ্রকান্তাদয়ঃ হারাঃ মুক্তাদিহারাঃ শীতাঃ প্রদেহাঃ সকর্পূরচন্দনাদ্যনুলেপনানি। শীতানি পানানি সিতামলকাদিপানকানি, গন্ধবন্তি কর্পূরাদিসুগন্ধবন্তি। সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারিতানি। অস্যায়মভিপ্রায়ঃ সেকাদীন্যন্যাসু মূর্চ্ছাসু হিতান্যেব, কিন্তু বাতশ্লেষ্মজাস্বপি ন নিবারিতানি তত্রাপি পিত্তস্য প্রধানত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

বরোধং ক্ষীরং পিবেদ্বাপ্যথ মানুষীণাম্॥ দ্রাক্ষাসিতাদাড়িমলাজবন্তি কহ্লারনীলোৎ-পলপদ্মবন্তি। পিবেৎ কষায়াণি চ শীতলানি পিত্তজ্বরং যানি শমং নয়ন্তি॥ শিরীষবীজগো-মূত্রকৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ। অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ॥ অন্যচ্চ। অঞ্জনং সম্যগারব্ধং মধুসিন্ধুশিলোষণৈঃ। প্রমোহদ্রোহি ভবতি ভাবিতং ভিষজাং বরৈঃ *॥ মধূক-সারসিন্ধুত্থবচোষণকণাঃ সমাঃ। শ্লক্ষ্ণং পিষ্টাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্॥২৫—৩২॥

রক্তজাদীনাং মূর্চ্ছানাং চিকিৎসা—রক্তজায়াস্তু মূর্চ্ছায়াং হিতঃ শীতক্রিয়া-বিধিঃ। মদ্যজানাং পিবেন্মদ্যং নিদ্রাং সেবেত বা সুখম্। বিষজায়াং বিষঘ্নানি ভেষজানি প্রযোজয়েৎ॥ ৩৩॥

অথ সংন্যাসচিকিৎসা—প্রভূতদোষস্তমসোঽতিরেকাৎ সংমূর্চ্ছিতো নৈব বিবুধ্যতে যঃ। সংন্যস্তসংজ্ঞঃ সহি দুশ্চিকিৎস্যো নরো ভিষগ্‌ভিঃ পরিকীর্ত্তিতোঽসৌ॥ অঞ্জনান্যবপীড়াশ্চ ধূমাঃ প্রধমনানি চ। সূচীভিস্তোদনং শস্তং দাহঃ পীড়া নখান্তরে *॥ লুঞ্চনং কেশলোম্নাঞ্চ দন্তৈর্দ্দংশনমেব চ। আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তস্য প্রবোধনে *॥ ৩৪—৩৬॥

মূর্চ্ছায়াং রসৌ—কণামধুযুতং সূতং মূর্চ্ছায়াং প্রাশয়েদ্ভিষক্॥ শীতসেকাব-গাহাদীন্ সর্ব্বাঙ্গে পীড়নং হঠাৎ *॥ তাম্রচূর্ণসমোশীরং কেশরং শীতবারিণা। পীতং মূর্চ্ছাং দ্রুতং হন্যাদ্বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা *॥ ৩৭। ৩৮॥

ভ্রমস্য চিকিৎসা—পিবেদ্দুরালভাক্বাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে। পথ্যাক্বাথেন সংসিদ্ধং ঘৃতং ধাত্রীরসেন বা॥ ৩৯॥ শুণ্ঠীকৃষ্ণাশতাহ্বানাং সাভয়ানাং পলং পলম্। গুড়স্য ষট্‌পলান্যেষা গুটিকা ভ্রমনাশিনী॥ ৪০॥ তাম্রং দুরালভাক্বাথৈঃ পীতস্তু ঘৃতসংযুতম্। নিবারয়েৎ ভ্রমং শীঘ্রং তং যথা শম্ভুভাষিতম্॥ ৪১॥

তন্দ্রায়া অতিনিদ্রায়াশ্চ চিকিৎসা—তুরঙ্গলালালবণোত্তমেন্দু-মনঃশিলামাগ-ধিকামধূনি। নিযোজ্য তান্যক্ষি বিমিশ্রিতানি তন্দ্রাং সনিদ্রাং বিনিবারয়ন্তি *॥ ৪২॥ সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেব চ। বস্তমূত্রেণ সম্পিষ্টং নস্যং তন্দ্রানিবারণম্ *॥৪৩॥ শুণ্ঠীকণোগ্রালবণোত্তমানি (ক) নস্যেন তন্দ্রাবিজয়োল্বণানি। ক্ষুদ্রামৃতাপৌষ্করনাগরাণি ভার্গীশিবাভ্যাং কথিতানি পানাৎ *॥ ৪৪॥

ইতি মূর্চ্ছাভ্রমনিদ্রাতন্দ্রাসন্ন্যাসাধিকারঃ।

---

* সতীনঃ কলায়ঃ॥ ২৬॥ শিলা মনঃশিলা উষণং মরিচঃ॥ ৩১॥ অবপীড়ঃ কল্কীকৃতৌষধরসস্য নাসাপুটে দানম্। প্রধমনং ঔষধচূর্ণস্য দ্বিমুখ্যা নাড়িকয়া মুখবাতেন নাসাপুটে দানং॥ ৩৫॥ তস্য সংন্যস্তস্য॥ ৩৬॥ সূতং মারিতং॥ ৩৭॥ তাম্রচূর্ণং মারিততাম্রচূর্ণম্॥ ৩৮॥ ইন্দুঃ কর্পূরঃ॥ ৪২॥ শ্বেতমরিচং শিগ্রুবীজম্॥৪৩॥ শিবা হরীতকী॥ ৪৪॥

(ক) শুণ্ঠীকর্ণাগপিপ্পরসোষণানীতি পাঠান্তরম্।

অথ মদ্যাত্যয়াধিকারঃ।

মদ্যস্য স্বভাবমাহ—মদ্যং স্বভাবতঃ প্রাজ্ঞৈর্যথৈবান্নং তথা স্মৃতম্। অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥ ১॥

যুক্তিযুক্তের্মহিমানমাহ—প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা নিহন্ত্যসূন্। বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥ বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথাবলম্। প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতং যথা *॥ অভ্যঙ্গোৎসাদনস্নানবাসোধূপানুলেপনৈঃ। স্নিগ্ধোষ্ণৈস্তাদৃশৈরন্নৈর্বাতপ্রকৃতিকঃ পিবেৎ॥ শীতোপচারৈর্বিবিধৈর্মধুরস্নিগ্ধশীতলৈঃ। ফলৈরন্নৈঃ সহ নরঃ পিত্তপ্রকৃতিকঃ পিবেৎ॥ শ্লৈষ্মিকো জাঙ্গলৈর্মাংসৈর্মরিচৈর্মদিরাং পিবেৎ। প্রাক্ পিবেৎ শ্লৈষ্মিকো মদ্যং ভুক্তস্যোপরি পৈত্তিকঃ। বাতিকস্তু পিবেন্মধ্যে সমদোষো যথেচ্ছতে॥ বাতিকস্তু পিবেন্মদ্যং প্রায়ো গৌড়িকপৈষ্টিকম্। কফপিত্তাত্মকো যস্তু মাধ্বীকং মাধবং পিবেৎ॥ বিধির্বস্তুমতামেষ কথিতশ্চরকাদিভিঃ। যথোপপত্তিকং বাপি পিবেন্মদ্যং হি মাত্রয়া॥ ২—৮॥

মদ্যস্য গুণমাহ—রসবাতাদিমার্গাণাং সত্ত্ববুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মনাম্। প্রধানস্যৌজসশ্চৈব হৃদয়ং স্থানমুচ্যতে॥ মদং হৃদয়মাবিশ্য স্বগুণৈরোজসো গুণান্। দশভির্দশ সংক্ষোভ্য চেতো নয়তি বিক্রিয়াম্॥ লঘূষ্ণতীক্ষ্ণসূক্ষ্মাম্লব্যবায়াশুকরং তথা। রুক্ষং বিকাশি বিশদং মদ্যং দশগুণং স্মৃতম্॥ গুরু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং সান্দ্রং স্বাদু স্থিরং তথা। প্রসন্নং পিচ্ছিলং সূক্ষ্মমোজো দশগুণং স্মৃতম্॥ গৌরবং লাঘবাচ্ছৈত্যমৌষ্ণ্যাদম্লস্বভাবতঃ। মাধুর্য্যং 'মার্দ্দবং তৈক্ষ্ন্যাৎ প্রসাদঞ্চাশুভাবনাৎ॥ রৌক্ষ্যাৎ স্নেহং ব্যবায়িত্বাৎ স্থিরত্বং সূক্ষ্মতামপি। বিকাশিভাবাৎ পৈচ্ছিল্যং বৈশদ্যাৎ সান্দ্রতাং তথা॥

---

* তত্র বিধির্যথা—কৃতশারীরসংস্কারঃ শুচিরুত্তমগন্ধবান্। উদ্দামগন্ধিভিঃ স্ফীতৈর্মৃদুভির্বসনৈর্বৃতঃ, বিচিত্রবিবিধস্রগ্বী রত্নাভরণভূষিতঃ। সানন্দঃ সাবধানশ্চ পিবেন্মদ্যং শনৈঃ শনৈঃ॥" দেশো যথা-উপবনেষু সুরভিসুরঙ্গসুমনঃসমূহমনোহরেষু মঞ্জুগুঞ্জন্মধুকরনিকরেষু কূজৎকলকণ্ঠেষু সুরভিশিশিরমধুরসমীরেষু মন্দিরেষু সুধাশুভ্রেষু সুধূপধূপিতেষু সুপাধানেষু সংস্তীর্ণবিহিতশয়নাসনেষু "উপবিষ্টোঽথবা তির্য্যক্ ভৃশং হৃষ্টঃ সুরাং পিবেৎ!" সৌবর্ণে রাজতে পাত্রেঃ পিবেন্মণিময়ৈরপি॥ রূপযৌবনমত্তাভির্বল্লভাভির্বিশেষতঃ। বস্ত্রাভরণমাল্যৈশ্চ ভূষিতাভির্যথর্ত্তুকৈঃ। দীয়মানং মৃগাক্ষীভিঃ পিবেন্মদ্যং মুদান্বিতঃ॥" মাত্রয়েতি মাত্রা তন্ত্রান্তরে কথিতা। শুদ্ধকায়ঃ পিবেন্মদ্যং সোপদংশং পলদ্বয়ম্। মধ্যাহ্নে দ্বিগুণং তচ্চ সুস্নিগ্ধং ভক্ষয়েদনু॥ প্রদোষেঽষ্টপলং তদ্বন্মাত্রা মদ্যরসায়নে। অনেন বিধিনা সেব্যং মদ্যং নিত্যমতন্দ্রিতৈঃ॥ শুদ্ধকায়ঃ উৎসৃষ্টমলমূত্রঃ পলদ্বয়ং পারিশেষ্যাৎ পূর্ব্বাহ্ণে বোদ্ধব্যম্॥ অতন্দ্রিতৈঃ মাত্রয়া সাবধানৈঃ। অন্যে ত্বাহুঃ—বুদ্ধ্যাদয়ো গুণা যাবদুল্লসন্তি নিরত্যয়াঃ। মাত্রেয়ং বিহিতা মদ্যপানেঽন্যা রোগজন্মনে" কাল ইতি যস্মিন্ কালে যাদৃশং মদ্যমুচিতং তস্মিংস্তাদৃশং পেয়ম্। ঋতুসম্বন্ধো যথা।—গ্রীষ্মে মদ্যং হিমং স্বাদু মাধ্বীকাদি সুখপ্রদম্। প্রশস্তং তে হি শীতে উষ্ণতীক্ষ্ণং গৌড়িকপৈষ্টিকাদি। হিতৈরন্নৈরিতি মদ্যানুকূলৈর্বিবিধৈঃ ফলৈর্বর্ণমনোহরৈঃ। সুগন্ধৈর্লবণৈর্হৃদ্যৈর্ভৃষ্টৈর্মাংসৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। স্নিগ্ধৈরন্নৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চসহ মদ্যং পিবেন্নরঃ॥ অন্নৈঃ সিদ্ধৈরোদনপর্পটকাদিভিঃ ভক্ষ্যৈঃ লড্ডুকাফেণিকাদিভিঃ॥ ৩॥

সৌক্ষ্ম্যাম্মদ্যং নিহন্ত্যেবমোজসঃ স্বগুণৈর্গুণান্। সত্ত্বং তদাশ্রয়াঞ্চাশু সংক্ষোভ্য কুরুতে মদম্॥ হৃদি মদ্যগুণাবিষ্টে হর্ষস্তর্ষো রতিঃ সুখম্। বিকারাশ্চ যথাসত্ত্বং চিত্রা রাজসতামসাঃ॥ জায়ন্তে মোহনিদ্রান্তা ইত্যেতন্মদলক্ষণম্॥ হর্ষমোজো বলং পুষ্টিমারোগ্যং পৌরুষং তথা॥ যুক্ত্যা পাতং করোত্যাশু মদ্যং মদসুখপ্রদম্। রোচনং দীপনং হৃদ্যং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্॥ প্রাণনং বৃংহণং বল্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্। স্বাপনং নষ্টনিদ্রাণাং মূকানাং বাগ্বিশোধনম্॥ নাশনং চাতিনিদ্রানাং বিবদ্ধানাং বিবন্ধনুৎ। বধবন্ধপরিক্লেশদুঃখানাঞ্চাপ্যবোধকম্॥ অপি প্রবয়সাং মদ্যমুৎসর্গাম্মোদকারকম্॥ বহুদুঃখক্ষতস্যাস্য শোকৈরুপহতস্য চ। বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্॥ ৯—২২॥

তত্র সাত্ত্বিকস্য মদস্য লক্ষণম্—বুদ্ধিস্মৃতিপ্রীতিকরঃ সুখশ্চ পানান্ননিদ্রা-রতিবর্দ্ধনশ্চ। সম্পাঠগাতস্বরবর্দ্ধনশ্চ প্রোক্তোঽতিরম্যঃ প্রথমো মদো হি *॥ ২৩॥

রাজসস্য মদস্য লক্ষণম্—অব্যক্তবুদ্ধিস্মৃতিবাগ্বিচেষ্টঃ সোন্মত্তলীলাকৃতি-রপ্রশান্তঃ। আলস্যনিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ মধ্যেন মত্তঃ পুরুষো মদেন *॥ ২৪॥

তামসস্য মদস্য লক্ষণম্—গচ্ছেদগম্যাং ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্টসংজ্ঞঃ। ব্রূয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদি স্থিতানি মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ *॥ চতুর্থে তু মদে মূঢ়ো ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ। কার্য্যাকার্য্যবিভাগজ্ঞো মৃতাদপি পরোমৃতঃ *॥ কো মদন্তাদৃশং গচ্ছেদুন্মাদমিব চাপরম্। বহুদোষমিবামূঢ়ঃ কান্তারং স্ববশঃ কৃতী *॥ নাতিমাদ্যন্তি বলিনঃ কৃতাহারা মহাশনাঃ। স্নিগ্ধাঃ সত্ত্ববয়োযুক্তা মদ্যনিত্যাস্তদন্বয়াঃ॥ মেদঃকফাধিকা মন্দবাতপিত্তা দৃঢ়াগ্নয়ঃ। বিপর্য্যয়েঽতিমাদ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ কুপিতাশ্চ যে। মদ্যেন চাম্লরূক্ষেণ সাজীর্ণে বহুনাপি চ॥ ২৫—২৯॥

মদাত্যয়ানাং নিদানম্—বিষস্য যে গুণা দৃষ্টাঃ সন্নিপাতপ্রকোপণাঃ। তএব মদ্যে দৃশ্যন্তে বিষে তু বলবত্তরাঃ॥ তস্মাদবিধিপীতেন তথা মাত্রাধিকেন চ। যুক্তেন চাহিতৈরন্নৈরকালে সেবিতেন চ। মদ্যেন খলু জায়ন্তে মদাত্যয়মুখা গদাঃ॥ নির্ভুক্তমেকান্ততএব মদ্যং নিষেব্যমাণং মনুজেন নিত্যম্। উৎপাদয়েৎ কষ্টতমান্বিকারানুৎ-পাদয়েচ্চাপি শরীরভেদম্ *॥ ৩০—৩২॥

---

* মদস্ত্রিলক্ষণো ভবতি একো মদোঽধিকসত্ত্বগুণস্য পুংসো ভবতি দ্বিতীয়োঽধিকরজোগুণস্য, তৃতীয়োঽধিকতমোগুণস্য। অতএববোক্তঞ্চরকে প্রধানাধমমধ্যানাং রুক্মাণাং ব্যক্তিদায়কঃ। যথাগ্নিরেবং সত্ত্বানাং মদ্যং প্রকৃতিদর্শকমিতি॥ তত্র সাত্ত্বিকস্য মদস্য লক্ষণমাহ বুদ্ধীতি। প্রীতিঃ পরেণ মৈত্রী। সুখঃ সুখয়তীতি সুখকর ইত্যর্থ। পানাদিত্যাদি পানাদিষ্বনুষঙ্গবর্দ্ধনঃ, অতিরম্যঃ মনোবিকারিত্বেঽপি ন দুঃখকরঃ প্রথমগুণবিকারিত্বাৎ প্রথমঃ এবং দ্বিতীয়ং তৃতীয়ঞ্চ॥ ২৩॥ অব্যক্তেত্যত্র ঈষদর্থে নঞ্। বিচেষ্টৈঃ বিরুদ্ধচেষ্টৈঃ উন্মত্তস্য লীলাকৃতিভ্যাং সহিতঃ॥ ২৪॥ মন্যেদিতি পরস্মৈপদমার্ষত্বাৎ অস্বতন্ত্রঃ মদপরবশঃ॥ ২৫॥ যদ্যপি মদাস্ত্রয়এব তথাপি সুশ্রুতানুরোধাদতিতামসমদলক্ষণমাহ মূঢ়ঃ মোহযুক্তঃ॥ ২৬॥ অমূঢ়ঃ বিচারবহুলঃ॥ ২৭॥ অবিধিপ্রযুক্তং মদ্যং বিকারাস্তরানুৎপাদয়ন্তি ইত্যত আহ নির্ভুক্তেতি একান্ততঃ নৈরন্তর্য্যেণ বিকারান্ মদাত্যয়াদীন্। শরীরস্য ভেদং নাশম্॥ ৩২॥

মদাত্যয়াদীনাং হেত্বন্তরমাহ—ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন শোকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন। ব্যায়ামভারাধ্বপরিক্ষতেন বেগাবরোধাভিহতেন চাপি॥ অত্যম্লরুক্ষাবতত‍োদরেণ সাজীর্ণভুক্তেন তথাবলেন। উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্যমানং করোতি মদ্যং বিবিধান্ বিকারান্॥ ৩৩—৩৪॥

বিকারান্ বিবৃণোতি—পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণমথাপি চ। পানবিভ্রমমত্যুগ্রং তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥ ৩৫॥

তত্র মদাত্যয়স্য সামান্যং লক্ষণম্—শরীরদুঃখং বলবৎ প্রমোহো হৃদয়ব্যথা। অরুচিঃ প্রততং তৃষ্ণা জ্বরঃ শীতোষ্ণলক্ষণঃ॥ শিরঃপার্শ্বাস্থিসন্ধীনাং বেদনা বিক্ষতে যথা। জায়তেঽতিবলা জৃম্ভা স্ফুরণং বেপনং শ্রমঃ॥ উরোবিবন্ধঃ কাসশ্চ হিক্কা শ্বাসঃ প্রজাগরঃ। শরীরকম্পঃ কর্ণাক্ষিমুখরোগাস্ত্রিকগ্রহঃ॥ ছর্দ্দিবিড়্ভেদাবুৎক্লেশো বাতপিত্তকফাত্মকঃ। ভ্রমঃ প্রলাপো রূপাণামসতাঞ্চৈব দর্শনম্॥ তৃণভস্মলতাপর্ণপাংশুভিশ্চাবপূরণম্। প্রধর্ষণং বিহঙ্গৈশ্চ ভ্রান্তচেতাঃ স মন্যতে॥ ব্যাকুলানামশস্তানাং স্বপ্নানাং দর্শনানি চ। মদাত্যয়স্য রূপাণি সর্বাণ্যেতানি লক্ষয়েৎ॥ ৩৬—৪১॥

বাতিকস্য মদাত্যয়স্য নিদানম্—স্ত্রীশোকভয়ভারাধ্বকর্ম্মভির্যোঽতিকর্ষিতঃ। রূক্ষাল্পপ্রমিতাশী চ যঃ পিবত্যতিমাত্রয়া॥ রূক্ষং পরিণতং মদ্যং নিশি নিদ্রাং নিহত্য চ। করোতি তস্য তস্খীঘ্রং বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্ *॥ ৪২। ৪৩॥

তস্য লক্ষণমম্—হিক্কাশ্বাসশিরঃকম্প-পার্শ্বশূলপ্রজাগরৈঃ। বিদ্যাদ্বহুপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥ ৪৪॥

পৈত্তিকস্য নিদানমাহ—তীক্ষ্ণোষ্ণমদ্যমম্লঞ্চ যোঽতিমাত্রং নিষেবতে। অম্লোষ্ণতীক্ষ্ণভোজী চ ক্রোধনোঽগ্ন্যাতপরতো নরঃ। তস্যোপজায়তে তীব্রঃ পিত্তপ্রায়ো মদাত্যয়ঃ॥ ৪৫॥

তস্য লক্ষণমাহ—তৃষ্ণাদাহজ্বরস্বেদমোহাতীসারবিভ্রমৈঃ। বিদ্যাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥ ৪৬॥

শ্লৈষ্মিকস্য মদাত্যয়স্য নিদানম্—মধুরস্নিগ্ধগুর্ব্বাশী যঃ পিবত্যতিমাত্রয়া। অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখে রতঃ। মদাত্যয়ং কফপ্রায়ং স নরো লভতে ধ্রুবম্॥ ৪৭॥

তস্য লক্ষণম্—ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাসতন্দ্রাস্তৈমিত্যগৌরবৈঃ। বিদ্যাচ্ছীতপরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥ ৪৮॥

সান্নিপাতিকস্য মদাত্যয়স্য লক্ষণনিদানম্—ত্রিদোষো হেতুভিঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্মদাত্যয়ঃ॥ ৪৯॥

পরমদমাহ—শ্লেষ্মোচ্ছ্রয়োঽঙ্গগুরুতা বিরসাস্যতা চ বিণ্মূত্রসক্তিরথ তন্দ্রিররোচকশ্চ। লিঙ্গং পরস্য তু মদস্য বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ তৃষ্ণা রুজা শিরসি সন্ধিষু চাপি ভেদঃ *॥৫০॥

* তৎ মদ্যং॥৪৩॥ * তন্দ্রিঃ তন্দ্রা॥৪৯॥ উদ্গিরণং বান্তিরুদ্গারো বা। পীয়ত ইতি পানং মদ্যম্॥৫০॥

পানাজীর্ণমাহ—আধ্মানমুগ্রমথবোদ্গিরণং বিদাহঃ পানে ত্বজীর্ণমুপগচ্ছতি লক্ষণানি। জ্ঞেয়ানি তত্র ভিষজা সুবিনিশ্চিতানি পিত্তপ্রকোপজনিতানি চ কারণানি* ॥৫১॥

পানবিভ্রমমাহ—হৃদ্গাত্রতোদকফসংস্রবকণ্ঠধূমামূর্চ্ছাবমীমদশিরোরুজনপ্রদেহাঃ। দ্বেষঃ সুরান্নবিকৃতেষু চ তেষু তেষু তং পানবিভ্রমমুশন্ত্যখিলেষু ধীরাঃ ॥ ৫২ ॥

অসাধ্যানাং মদাত্যয়াদীনাং লক্ষণানি—হীনোত্তরোষ্ঠমতিশীতমমন্দদাহং তৈলপ্রভাস্যমপি পানহতন্ত্যজেচ্চ। জিহ্বৌষ্ঠদন্তমসিতং ত্বথবাপি নীলং পীতে চ যস্য নয়নে রুধিরপ্রভে চ। হিক্কা জ্বরো বমথুবেপথুপার্শ্বশূলাঃ কাসভ্রমাবপি চ পানহতং ত্যজেত্তম্ ॥ ৫৩ ॥

অথ মদাত্যয়াদীনাং চিকিৎসা—মদ্যোত্থানাঞ্চ রোগাণাং মদ্যমেব হি ভেষজম্। যথা দহনদগ্ধানাং দহনং স্বেদনং হিতম্॥ মিথ্যাতিহীনমদ্যেন যো ব্যাধিরুপজায়তে। সমেনৈব নিপীতেন মদ্যেন স হি শাম্যতি॥ বীজপূরকবৃক্ষাম্লকোলদাড়িমসংযুতম্। যবানীহবুষাজাজীশৃঙ্গবেরাবচূর্ণিতম্॥ সস্নেহৈঃ শক্তুভির্যুক্তমুপদংশৈশ্চিরোত্থিতম্। দদ্যাৎ সলবণং মদ্যং বাতপৈত্তিকশান্তয়ে॥ মদ্যং সৌবর্চ্চলব্যোষযুক্তং কিঞ্চিজ্জলান্বিতম্। জীর্ণ-মদ্যায় দাতব্যং বাতপানাত্যয়াপহম্॥ চব্যং সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু পূরকং বিশ্বদীপকম্। চূর্ণং মদ্যেন পাতব্যং পানাত্যয়রুজাপহম্॥ লাবতিত্তিরদক্ষাণাং রসৈশ্চ শিখিনামপি। পক্ষিণাং মৃগমৎস্যানামানূপানাং তথৌদনৈঃ॥ স্নিগ্ধোষ্ণলবণাম্লৈশ্চ বেশবারৈর্মুখপ্রিয়ৈঃ। স্নিগ্ধৈ-র্গোধূমকৈরন্নৈর্বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥ নারীণাং যৌবনোষ্মাণাং নির্দ্দয়ৈরুপগূহনৈঃ। শ্রোণ্যূরুকুচভারৈশ্চ সংরোধোষ্ণসুখপ্রদৈঃ॥ শয়নাচ্ছাদনৈরুষ্ণৈশ্চান্তর্গেহৈঃ সুখপ্রদৈঃ। মারুতৈঃ প্রবলৈঃ শীঘ্রং প্রশাম্যতি মদাত্যয়ঃ॥ পিত্তপানাত্যয়ে যোজ্যাঃ সর্ব্বতশ্চ ক্রিয়া হিমাঃ। সিতামাক্ষিকসংযুক্তং মদ্যমর্দ্ধোদকং পিবেৎ॥ মদ্যং খর্জ্জুরমৃদ্বীকাপরূষক-রসৈর্যুতম্। সদাড়িমরসং শীতং শক্তুভিশ্চাবচূর্ণিতম্॥ সশর্করং বা মাধ্বীকং সংযুক্ত-মথবাপরম্। দদ্যাদ্বহূদকং কালে পাতুং পিত্তমদাত্যয়ে॥ শশান্ কপিঞ্জলানেণান্ লাবানসিতপুচ্ছকান্। মধুরাম্লান্ প্রযুঞ্জীত ভোজনে শালিষষ্টিকান্॥ পটোলযূষমিশ্রং বা ছাগলং কল্পয়েদ্রসম্। সতীনমুদ্গমিশ্রং বা দাড়িমামলকান্বিতম্॥ দ্রাক্ষামলকখর্জ্জুর-পরূষকরসেন চ। কল্পয়েত্তর্পণান্ যূষান্ রসাংশ্চ বিবিধাত্মিকান্॥ শীতানি চান্নপানানি শীতশয্যাসনানি চ। শীতবাতজলস্পর্শাঃ শীতান্যুপবনানি চ॥ ক্ষৌমপদ্মোৎপলানাঞ্চ মণীনাং মৌক্তিকস্য চ। চন্দনোদকশীতানাং স্পর্শাশ্চন্দ্রাংশুশীতলাঃ॥ রুক্ষতর্পণসংযুক্তং যবানীব্যোষসংযুতম্। যবগোধূমকঞ্চান্নং রুক্ষযূষেণ ভোজয়েৎ॥ কুলত্থকানাং শুষ্কাণাং মূলকানাং রসেন বা। প্রভূতকটুসংযুক্তং যবান্নং বা প্রদাপয়েৎ॥ ছাগমাংসরসং রুক্ষমম্লং বা জাঙ্গলং রসম্। ব্যোষযূষমনাগম্লং পিবেৎ কফমদাত্যয়ে॥ স্থাল্যামথ কপালে

* কণ্ঠধূমঃ কণ্ঠাদ্ ধূমনির্গম ইব। প্রদেহঃ কফেন লিপ্তাস্যতা। দ্বেষঃ সুরান্নবিকৃতেষু চ তেষু তেষু সুরাবিকারেষন্নবিকারেষু চ দ্বেষঃ। অখিলেষু মদ্যবিকারেষু ॥ ৫২ ॥

বা ভৃষ্টং কৃত্বা তু নীরসম্। কট্ব্‌ম্ললবণং মাংসং খাদেৎ কফমদাত্যয়ে॥ বামকদ্রব্যযুক্তেন মদ্যেনোল্লেখনং মতম্। মদাত্যয়ে কফোদ্ভূতে লঙ্ঘনঞ্চ যথাবলম্॥ যদিদং কর্ম্ম নির্দ্দিষ্টং বাতপিত্তকফান্ প্রতি। সর্ব্বজে সর্ব্বমেবেদং প্রযোক্তব্যং চিকিৎসকৈঃ॥ ৫৩—৭৬॥

প্রসঙ্গাৎ কোদ্রবাদিমদচিকিৎসা—সগুড়ঃ কুষ্মাণ্ডরসঃ শময়তি মদমাশু কোদ্রবজম্। ধুস্তূরজঞ্চ দুগ্ধং সশর্করঞ্চাশু পানেন॥ সচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতীসারং মদং পূগফলোদ্ভবম্। সদ্যঃ প্রশময়েৎ পীতমাতৃপ্তের্ব্বারি শীতলম্॥ বন্যকরীষঘ্রাণাজ্জলপানাল্লবণভক্ষণাদপি চ। শাম্যতি পূগফলোদ্ভবমদঃ সশূলঃ সশর্করাকবলাৎ॥ তৎক্ষণান্মৃদিতং চূর্ণং সমাঘ্রাতং প্রণাশয়েৎ। তাম্বূলোত্থং মদং পুংসামেকমেব স্বভাবতঃ॥ জাতীফলমদং শীঘ্রং হন্তি পথ্যা নিষেবিতা। শীততোয়াবগাহশ্চ শর্করা দধিযোজিতা॥ বিভীতমদশান্ত্যর্থমেতদেব মতা পুনঃ। মদ্যং পাস্যা যদি না তৎক্ষণমবলেঢ়ি শর্করাং সঘৃতাম্। জাতু ন মদয়তি মদ্যং মনাগপি প্রথিতবীর্য্যমপি॥ ৭৭—৮২॥

ইতি পানাত্যয়পরমদপানাজীর্ণপানবিভ্রমাধিকারঃ।

অথ দাহাধিকারঃ।

পিত্তজদাহমাহ—পিত্তজ্বরসমঃ পিত্তদাহঃ স্যাত্তস্য সংক্রমঃ *॥ ১॥

রক্তজদাহমাহ—কৃৎস্নদেহানুগং রক্তমুদ্রিক্তং দহতি ধ্রুবম্। সন্ধূপ্যতে চোষ্যতে চ তাম্রাভস্তাম্রলোচনঃ *॥ লোহগন্ধাঙ্গবদনো বহ্নিনেবাবকীর্য্যতে॥ ২॥

রক্তপূর্ণকোষ্ঠজমাহ—অসৃজা পূর্ণকোষ্ঠস্য দাহোঽন্যঃ স্যাৎ সুদুস্তরঃ॥ * ৩॥

মদ্যজমাহ—ত্বচং প্রাপ্তঃ সপানোষ্মা পিত্তরক্তাভিমূর্চ্ছিতঃ। দাহং প্রকুরুতে ঘোরং পিত্তবত্তত্র ভেষজম্॥ * ৪॥

তৃষ্ণানিরোধজমাহ—তৃষ্ণানিরোধাদব্ধাতৌ ক্ষীণে তেজঃসমুদ্ধতম্। স বাহ্যাভ্যন্তরং দেহং প্রদহেন্ মন্দচেতসঃ। সংশুষ্কগলতাল্বোষ্ঠো জিহ্বাং নিষ্কাশ্য বেপতে *॥৫॥

ধাতুক্ষয়জমাহ—ধাতুক্ষয়োত্থো যো দাহস্তেন মূর্চ্ছাতৃষান্বিতঃ। ক্ষামস্বরঃ ক্রিয়াহীনঃ স সীদেৎ ভৃশপীড়িতঃ *॥ ৬॥

---

* তত্র দাহঃ সপ্তবিধস্তেষ্বাদৌ পিত্তজং দাহমাহ পিত্তজ্বরেতি। দাহঃ উষ্মাত্মকো ব্যাধিঃ পিত্তজ্বরসমানঃ পিত্তজ্বরলক্ষণযুক্তঃ, পিত্তজ্বরে ত্বামাশয়দুষ্টাদ্দাহোজ্বরাঽধিকইতি ভেদঃ। তস্য দাহস্য পিত্তজ্বরোক্তঃ ক্রমঃ চিকিৎসা॥ ৮০॥ উদ্রিক্তম্ অতিরিক্তং সৎ দহতি দাহাখ্যং ব্যাধিং করোতি। সংধূপ্যতে অগ্নিনা দহ্যত ইব উষ্যতে সমীপস্থেনেব বহ্নিনা তাপ্যতে, চূষ্যত ইতি পাঠান্তরে আচূষণেনেব পীড়ামনুভবতীত্যর্থঃ॥৮৪॥ বহ্নিনেবাবকীর্য্যতে শরীরোপরি বহ্নিঃপ্রক্ষিপ্যত ইব। অসৃজ শস্ত্রাদিক্ষতাস্নিঃস্রুতরক্তেন॥ ৮৫॥ সপানোষ্মা মদ্যপানজনিত উষ্মা। পিত্তরক্তাভিমূর্চ্ছিতঃ পিত্তরক্তাভ্যাং বর্দ্ধিতঃ॥ ৮৬॥ অব্ধাতৌ রসে ক্ষীণে ক্ষয়ং প্রাপ্তে। তেজঃ সমুদ্ধতং বৃদ্ধং মন্দচেতসঃ অল্পবুদ্ধেঃ। যতস্তেন তৃষানিরোধঃ কৃতঃ॥ ৫॥ সীদেৎ ম্রিয়েত॥ ৬॥

মর্ম্মাভিঘাতজমাহ—মর্ম্মাভিঘাতজোঽপ্যস্তি সোঽসাধ্যঃ সপ্তমো মতঃ।

অসাধ্যদাহমাহ—সর্ব্ব এব চ বর্জ্যাঃ স্যুঃ শীতাগাত্রস্য দেহিনঃ * ॥ ৭ ॥

অথ দাহচিকিৎসা—শতধৌতঘৃতাভ্যক্তং লেপং বা যবশক্তুভিঃ। কোলামলকযুক্তৈর্ব্বা ধান্যাম্লৈরপি বুদ্ধিমান্ * ॥ ছাদয়েত্তস্য সর্ব্বাঙ্গমারনালার্দ্রবাসসা। লামজ্জকেন যুক্তেন চন্দনেনানুলেপয়েৎ ॥ চন্দনাম্বুকণাস্যন্দিতালবৃন্তোপবীজনৈঃ। সুপ্যাদ্দাহার্দ্দিতোঽম্ভোজকদলীদলসংস্তরে ॥ পরিষেকাবগাহেষু ব্যজনানাঞ্চ সেবনে। শস্যতে শিশিরস্তোয়ং দাহতৃষ্ণোপশান্তয়ে ॥ ফলিনীলোধ্রসেব্যাম্বুহেমপত্রং কুটন্নটম্। কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্ ॥ হ্রীবেরপদ্মকোশীরচন্দনাম্বুজবারিণা। সম্পূর্ণামবগাহেত দ্রোণীং দাহার্দ্দিতো নরঃ ॥ বাপ্যঃ কমলহাসিন্যো জলযন্ত্রগৃহাঃ শুভাঃ। নার্য্যশ্চন্দনাদিগ্ধাঙ্গ্যো দাহদৈন্যহরা মতাঃ ॥ পায়য়েৎ কমলস্যাম্ভঃ শর্করাম্ভঃ পয়োঽপি চ। ক্ষীরমিক্ষুরসঞ্চাপি কারয়েৎ পিত্তজিদ্বিধিম্ ॥ ৮—১৫ ॥

চন্দনাদিক্বাথঃ—পটীরপর্পটোশীরনীরনীরদনীরজৈঃ। মৃণালমিসিধান্যাকপদ্মকামলকৈঃ কৃতঃ *। অর্দ্ধশিষ্টঃ সিতাশীতঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতঃ। ক্বাথো ব্যপোহয়েদ্দাহং নৃণাঞ্চ পরমোল্বণম্ * ॥ ১৬—১৭ ॥

কাঞ্জিকতৈলম্—তিলতৈলং ভবেৎ প্রস্থং তৎ ষোড়শগুণে শনৈঃ। কাঞ্জিকে বিপচেত্তৎ স্যাদ্দাহজ্বরহরং পরম্ ॥ ১৮ ॥ ইতি দাহাধিকারঃ।

অথোন্মাদাধিকারঃ।

তত্রোন্মাদস্য নিরুক্তিমাহ—মদয়ন্ত্যুদ্ধতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমাশ্রিতাঃ। মানসোঽয়মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ * ॥ ১ ॥

তস্যৈবাবস্থাভেদে নামান্তরম্—স চাপ্রবৃদ্ধস্তরুণো মদসংজ্ঞাং বিভর্ত্তি চ * ॥ ২ ॥

উন্মাদস্য বিপ্রকৃষ্টং লক্ষণম্—বিরুদ্ধদুষ্টাশুচিভোজনানি প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাম্। উন্মাদহেতুর্ভয়হর্ষপূর্ব্বো মনোঽভিঘাতো বিষমা চ চেষ্টা * ॥ ৩ ॥

সন্নিকৃষ্টং নিদানমাহ—একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈঃ। মানসেন চ দুঃখেন স পঞ্চবিধ উচ্যতে। বিষাদ্ভবতি ষষ্ঠশ্চ যথাস্বং তত্র ভেষজম্ ॥ ৪ ॥

---

* মর্ম্মাণি শিরোহৃদয়বস্ত্যাদীনি ॥ ৭ ॥ ধান্যাম্লং কাঞ্জিকভেদঃ ॥ ৮ ॥ ফলিনী প্রিয়ঙ্গুঃ সেব্যং উশীরং অম্বু বালকং হেমপত্রং নাগকেশরপত্রং কুটন্নটং বিতুন্নকং গুড়তজী ইতি লোকে। কচিৎ চম্পাবতী ইতি নাম। কালীয়কং কলম্বক ইতি লোকে ॥ ১২ ॥ পটীরং চন্দনম্ ॥ ১৬ ॥ অস্যার্থঃ—যস্মাদ্ধেতোরুদ্ধতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ দোষাঃ উন্মার্গমাশ্রিতাঃ মদয়ন্তি চিত্তং বিক্ষিপন্তি অস্মিন্ সোঽয়-মুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ। স উন্মাদঃ মানসো ব্যাধিঃ মনোবৈকৃত্যকারণাৎ ॥ ১ ॥ স উন্মাদঃ তরুণঃ নবীনঃ ॥ ২ ॥ দুষ্টং ধত্তুরবীজাদিসহিতং। অশুচি রজস্বলাস্পর্শাদি। প্রধর্ষণং অভিভবঃ, বিষমা চেষ্টা বলবদ্বিগ্রহাদিঃ ॥ ৩ ॥

তস্য সম্প্রাপ্তিমাহ—তৈরল্পসত্ত্বস্য মলাঃ প্রদুষ্টা বুদ্ধের্নিবাসং হৃদয়ং প্রদূষ্য। স্রোতাংস্যধিষ্ঠায় মনোবহানি প্রমোহয়ন্ত্যাশু নরস্য চেতঃ * ॥ ৫ ॥

উন্মাদস্য সামান্যরূপমাহ—ধীবিভ্রমঃ সত্ত্বপরিপ্লবশ্চ পর্য্যাকুলা দৃষ্টিরধীরতা চ। অবদ্ধবাক্যং হৃদয়ঞ্চ শূন্যং সামান্যমুন্মাদগদস্য লিঙ্গম্ * ॥ ৬ ॥

বাতিকোন্মাদস্য নিদান পূর্ব্বিকাঃ সম্প্রাপ্তিঃ—রুক্ষাল্পশীতান্নবিরেকধাতুক্ষয়োপবাসৈরনিলোঽতিবৃদ্ধঃ। চিন্তাদিদুষ্টং হৃদয়ং প্রদূষ্য বুদ্ধিং স্মৃতিং চাপ্যুপহন্তি শীঘ্রম্ * ॥ ৭ ॥

তস্যৈব রূপমাহ—অস্থানহাস্যস্মিতনৃত্যগীতবাগঙ্গবিক্ষেপণরোদনানি। পারুষ্যকার্শ্যারুণবর্ণতাশ্চ জীর্ণে বলঞ্চানিলজস্য রূপম্ * ॥ ৮ ॥

পৈত্তিকস্য নিদানপূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ—অজীর্ণকট্বম্লবিদাহশীতৈর্ভোজ্যৈশ্চিতং পিত্তমুদীর্ণবেগম্। উন্মাদমত্যুগ্রমনাত্মকস্য হৃদি স্থিতং পূর্ব্ববদাশু কুর্য্যাৎ * ॥ ৯ ॥

তস্য রূপমাহ—অমর্ষসংরম্ভবিনগ্নভাবাঃ সন্তর্জ্জনাভিদ্রবণৌষ্ণ্যরোষাঃ। প্রচ্ছায়শীতান্নজলাভিলাষাঃ পীতাস্যতা পিত্তকৃতস্য লিঙ্গম্ * ॥ ১০ ॥

শ্লৈষ্মিকস্য নিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ—সম্পূরণৈর্মন্দবিচেষ্টিতস্য সোষ্মা কফো মর্ম্মণি সম্প্রবৃদ্ধঃ। বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহন্তি চিত্তং প্রমোহয়ন্ সংজনয়েদ্বিকারম্ ॥ ১১ ॥

তস্য রূপমাহ—বাক্চেষ্টিতং মন্দমরোচকশ্চ নারীবিবিক্তপ্রিয়তা চ নিদ্রা। ছর্দ্দিশ্চ লালা চ বলঞ্চ ভুক্তে নখাদিশৌক্ল্যঞ্চ কফাত্মকে স্যাৎ * ॥ ১২ ॥

সান্নিপাতিকস্য নিদানপূর্ব্বকং লক্ষণম্—যঃ সন্নিপাতপ্রভবোঽতিঘোরঃ সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ স তু হেতুভিঃ স্যাৎ। সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি তাদৃক্ বিরুদ্ধভৈষজ্যবিধিবিবর্জ্জ্যঃ * ॥ ১৩ ॥

অল্পসত্ত্বস্য অল্পসত্ত্বগুণস্য মলাঃ বাতাদয়ঃ। বুদ্ধের্নিবাসং হৃদয়ং প্রদূষ্যেতি এতেনাশ্রয়স্য দুষ্ট্যা তদাশ্রিতায়াঃ বুদ্ধেরপি দুষ্টিরুক্তা। মনোবহানি, স্রোতাংসি হৃদয়াশ্রিতানি দশ এতানি বিশেষতো বোদ্ধব্যানি। চরকেণ সকলশরীরস্রোতাংস্যেব মনোঽধিষ্ঠানত্বেনোক্তানি, প্রমোহয়ন্তি বিকৃতিং কুর্ব্বন্তি ॥ ৫ ॥ ধীবিভ্রমঃ শুক্তিকায়াং রজতজ্ঞানম্। সত্ত্বপরিপ্লবঃ সত্ত্বং মনস্তস্য চাঞ্চল্যং, অবদ্ধবাক্যম্ অসংবদ্ধভাষিত্বং শূন্যং স্মৃতিশূন্যং ॥ ৬ ॥ প্রদূষ্য প্রকর্ষেণ দূষয়িত্বা ॥ ৭ ॥ অস্থানে অনবসরে। হাস্যাদীনি রোদনান্তানি। জীর্ণে আহারে বলং ব্যাধেঃ ॥ ৮ ॥ হৃদিস্থিতং পিত্তং, চিতং সঞ্চিতং পুনঃ অজীর্ণকট্বম্লবিদাহশীতৈর্ভোজ্যৈরুদীর্ণবেগং সং উন্মাদং কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববদ্ধৃদয়ং প্রদূষ্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ অমর্ষঃ অসহিষ্ণুতা সংরম্ভঃ আরভটী আড়ম্বর ইতি যাবৎ। সন্তর্জ্জনং পরত্রাসনং অভিদ্রবণং, পলায়নং, ঔষ্ণ্যং গাত্রে চোষ্ণো দাহবিশেষঃ। প্রচ্ছায় ইত্যাদিচ্ছায়ায়াং শীতয়োশ্চান্নজলয়োরভিলাষঃ ॥ ১০ ॥ সম্পূরণৈঃ ভোজনাদিভিঃ মন্দবিচেষ্টিতস্য ব্যায়ামরহিতস্য সোষ্মা কফঃ ইতি কফোঽপ্যুন্মাদং করিষ্যন্ পিত্তসহায়মপেক্ষতে ব্যাধিস্বভাবাৎ। মর্ম্মণি অত্র মর্ম্মশব্দেন হৃদয়মুচ্যতে বিকারমুন্মাদরূপম্ ॥ ১১ ॥ বাক্চেষ্টিতং মন্দং বচনমল্পং নারীবিবিক্তপ্রিয়তা নারীপ্রিয়তা বিজনপ্রিয়তা চ। ভুক্তে সতি বলং ব্যাধেঃ ॥ ১২ ॥ সঃ সান্নিপাতিক উন্মাদঃ, সন্নিপাতগ্রহণেনৈব সর্ব্বাত্মকত্বং লব্ধং পুনঃ সর্ব্বৈরিতি যৎকৃতং তদ্রজস্তমঃপ্রাপণার্থং তেন রজস্তমোমিলিত ইত্যর্থঃ তেন বাতাদয়ো রজস্তমোভির্মনোদোষৈর্ম্মিলিতাঃ সমস্তৈশ্চ নিদানৈঃ কুপিতা উন্মাদং জনয়ন্তি। সর্ব্বৈর্হেতুভিঃ সমস্তৈর্ম্মিলিতৈঃ স্যাৎ, যতোঽন্যো ব্যাধিঃ সর্ব্বৈর্হেতুভির্ম্মিলিতৈরেব ভবতীতি নিয়মো নাস্তি। অয়ং তু ব্যাধি-

মনোদুঃখজস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানমাহ—চৌরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈররিভিস্তথান্যৈর্বিত্রাসিতস্য ধনবান্ধবসংক্ষয়াদ্বা। গাঢ়ং ক্ষতে মনসি চ প্রিয়য়া রিরংসোর্জায়তে চোৎকটতরো মনসো বিকারঃ *॥ ১৪ ॥

তস্য রূপমাহ—চিত্রং ব্রবীতি চ মনোঽনুগতং বিসংজ্ঞো গায়ত্যথো হসতি রোদিতি চাতিমূঢ়ঃ *॥ ১৫ ॥

বিষজস্য রূপমাহ—রক্তেক্ষণো হতবলেন্দ্রিয়ভাঃ সুদীনঃ, শ্যাবাননো বিষকৃতে তু ভবেৎ পরাসুঃ *॥ ১৬ ॥

অরিষ্টমাহ—অবাঙ্মুখস্তূন্নমুখো বা ক্ষীণমাংসবলো নরঃ। জাগরূকো হ্যসন্দেহমুন্মাদেন বিনশ্যতি ॥ ১৭ ॥

অথ দেবাদিকৃতস্যোন্মাদস্য সামান্যং লক্ষণম্—অমর্ত্ত্যবাগ্বিক্রমবীর্য্যচেষ্টো জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদিযুক্তঃ। প্রকোপকালোঽনিয়তশ্চ যস্য দেবাদিজন্মা মনসো বিকারঃ *॥ ১৮ ॥

তত্র দেবাবিষ্টস্য লক্ষণম্—সন্তুষ্টঃ শুচিরতিদিব্যমাল্যগন্ধো নিস্তন্দ্রোঽপ্যবিতথসংস্কৃতপ্রভাষী।।তেজস্বী স্থিরনয়নো বরপ্রদাতা ব্রহ্মণ্যো ভবতি নরঃ স দেবজুষ্টঃ *॥১৯॥

দৈত্যাবিষ্টমাহ—সংস্বেদী দ্বিজগুরুদেবদোষবক্তা জিহ্মাক্ষো বিগতভয়ো বিমার্গদৃষ্টিঃ। সন্তুষ্টো ভবতি ন চান্নপানজাতৈর্দুষ্টাত্মা ভবতি স দেবশত্রুজুষ্টঃ * ॥ ২০ ॥

গন্ধর্ব্বাবিষ্টমাহ—হৃষ্টাত্মা পুলিনবনান্তরোপসেবী স্বাচারঃ প্রিয়পরিগীতগন্ধমাল্যঃ। নৃত্যন্ বৈ প্রহসতি চারু চাল্পশব্দং গন্ধর্ব্বগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ * ॥ ২১ ॥

যক্ষাবিষ্টমাহ—তাম্রাক্ষঃ প্রিয়তনুরক্তবস্ত্রধারী গম্ভীরো দ্রুতগতিরল্পবাক্সহিষ্ণুঃ। তেজস্বী বদতি চ কিং দদামি কস্মৈ যো যক্ষগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ ॥ ২২ ॥

পিত্রাবিষ্টমাহ—প্রেতানাং স দিশতি সংস্তরেষু পিণ্ডান্ শান্তাত্মা জলমপি চাপসব্যবস্ত্রঃ। মাংসেপ্সুস্তিলগুড়পায়সাভিলাষী তদ্ভক্তো ভবতি পিতৃগ্রহাভিজুষ্টঃ * ॥ ২৩॥

প্রভাবাৎ সর্ব্বৈর্হেতুভির্ম্মিলিতৈঃ স্যাৎ তাদৃগুন্মাদঃ বিরুদ্ধভৈষজ্যবিধিরিতি কোঽর্থঃ। ত্রিদোষজে প্রত্যেকং বাতাদেঃ প্রত্যনীকা চিকিৎসাকার্য্যা, সা চ পরস্পরবিরোধিনী, ত্রিদোষং হন্তি কিঞ্চিদেব দ্রব্যং আমলকাদি, নচাত্র যৌগিকং ব্যাধিপ্রভাবাদতএব বিবর্জ্জ্যঃ ন চিকিৎস্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ অন্যৈঃ হিংস্রাদিভিঃ গাঢ়মতিশয়েন ক্ষতেঽভিহতে প্রিয়য়া প্রাপ্তুমশক্যয়া রিরংসোঃ পুরুষস্য বিকারঃ উন্মাদরূপঃ ॥ ১৪ ॥ চিত্রং আশ্চর্য্যং মনোঽনুগতং গোপ্যমপি বিসংজ্ঞঃ বিরুদ্ধজ্ঞানঃ অতীবমূঢ়ঃ অতীবজ্ঞানশূন্যঃ। অত্র বিকল্পো বোদ্ধব্যঃ ॥ ১৫ ॥ পরাসুঃ মৃতঃ ॥১৬॥ অমর্ত্ত্যবাগ্বিক্রমবীর্য্যচেষ্টঃ ন মর্ত্ত্যস্যেব বাগাদয়ো যত্র সঃ। বিক্রমঃ পরাক্রমঃ বীর্য্যং শৌর্য্যং জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদিযুক্তঃ জ্ঞানং বুদ্ধিঃ আদিপদেন তদ্ভেদাঃ মেধাবিচারণাস্মৃত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে। বিজ্ঞানং শিল্পাদিবিষয়কং জ্ঞানং, বলং চেষ্টাপাটবম্, আদিপদেনাভিমানাদি গৃহ্যতে। নিয়তঃ বক্ষ্যমাণতিথ্যাদিভিঃ মনোবিকারঃ উন্মাদঃ ॥ ১৮ ॥ অতিদিব্যমাল্যগন্ধঃ অতিশয়েন দিব্যস্য মাল্যস্যেব গন্ধো যস্য সঃ। নিস্তন্দ্রঃ নিদ্রারহিতঃ অবিতথং সত্যং ব্রহ্মণ্যঃ ব্রাহ্মণভক্তঃ ॥১৯॥ বিমার্গদৃষ্টিঃ কুমার্গরতঃ দুষ্টাত্মা দুষ্টস্বভাবঃ ॥ ২০ ॥ হৃষ্টাত্মা হৃষ্টজীবাত্মা পুলিনং তোয়োত্থিতং তটং বনান্তরং বনমধ্যম্ তয়োঃ সেবী। চারু চারুশব্দমিতি হসনক্রিয়াবিশেষণম্ ॥ ২১ ॥ প্রেতানাং মৃতানাং পিতৃণাং দিশতি দদাতি। অপসব্যবস্ত্র দক্ষিণস্কন্ধকৃতোত্তরীয়ঃ ॥ ২৩ ॥

নাগাবিষ্টমাহ—যস্তুর্ব্যাং প্রসরতি সর্পবৎ কদাচিৎ সৃক্কিণ্যৌ মুহুরপি জিহ্বয়াবলেঢ়ি। ক্রোধালুর্ঘৃতমধুদুগ্ধপায়সেপ্সুর্বিজ্ঞেয়ঃ স খলু ভুজঙ্গমেন জুষ্টঃ * ॥ ২৪ ॥

রাক্ষসাবিষ্টমাহ—মাংসাসৃগ্বিবিধসুরাবিকারলিপ্সুর্নির্লজ্জো ভৃশমতিনিষ্ঠুরোঽতিশূরঃ। ক্রোধালুর্বিপুলবলো নিশাবিহারী শৌচদ্বিড্ ভবতি স রক্ষসৈর্গৃহীতঃ * ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মরাক্ষসাবিষ্টমাহ—দেববিপ্রগুরুদ্বেষী বেদবেদাঙ্গনিন্দকঃ। আত্মপীড়াকরোঽহিংস্রো ব্রহ্মরাক্ষসসেবিতঃ * ॥ ২৬ ॥

পিশাচাবিষ্টমাহ—উদ্বস্ত্রঃ কৃশপরুষো বিরুদ্ধভাষী দুর্গন্ধো ভৃশমশুচিস্তথাতিলোলঃ। বহ্বাশী বিজনবনান্তরোপসেবী ব্যাচেষ্টন্ ত্রসতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ * ॥ ২৭ ॥

তত্র হিংসার্থগৃহীতস্য লক্ষণমাহ—স্থূলাক্ষো দ্রুতমটনঃ সফেনবামী নিদ্রালুঃ পততি চ কম্পতে চ যোঽতি। যশ্চাদ্রিদ্বিরদনগাদিবিচ্যুতঃ স্যাৎ সোঽসাধ্যো ভবতি তথা ত্রয়োদশেঽব্দে * ॥ ২৮ ॥

দেবাদীনামাবেশসময়মাহ—দেবগ্রহাঃ পৌর্ণমাস্যামসুরাঃ সন্ধ্যয়োরপি। গন্ধর্ব্বাঃ প্রায়শোঽষ্টম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপদ্ যথা ॥ পিতরঃ কৃষ্ণপক্ষে চ পঞ্চম্যামপি চোরগাঃ। রক্ষঃপিশাচা রাত্রৌ চ চতুর্দ্দশ্যাং বিশন্তি হি * ॥ ২৯। ৩০ ॥

অথোন্মাদস্য চিকিৎসা—বাতিকে স্নেহপানং প্রাক্ বিরেকঃ পিত্তসম্ভবে। কফজে বমনং কার্য্যং পরো বস্ত্যাদিকঃ ক্রমঃ ॥ যচ্চোপদেক্ষ্যতে কিঞ্চিদপস্মারে চিকিৎসিতম্। উন্মাদে তচ্চ কর্ত্তব্যং সামান্যাদ্ দোষদূষ্যয়োঃ ॥ জলাগ্নিদ্রুমশৈলেভ্যো বিষমেভ্যশ্চ তং সদা। রক্ষেদুন্মাদিনং যত্নাৎ সদ্যঃপ্রাণহরং হি তৎ * ॥ ব্রাহ্মীকুষ্মাণ্ডীফলষড়্গ্রন্থাশঙ্খপুষ্পিকাস্বরসাঃ। দৃষ্টা উন্মাদহৃতঃ পৃথগেতে কুষ্ঠমধুমিশ্রাঃ * ॥ ৩১—৩৪ ॥

সিদ্ধার্থকাদি ঘৃতম্—সিদ্ধার্থকো হিঙ্গু বচা করঞ্জো দেবদারু চ। মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা কটভীত্বক্ কটুত্রয়ম্ ॥ সমাংশানি প্রিয়ঙ্গুশ্চ শিরীষো রজনীদ্বয়ম্। বস্তমূত্রেণ পিষ্টোঽয়মগদঃ পানমঞ্জনম্ ॥ নস্যমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনং তথা। অপস্মারবিষোন্মাদকৃত্যা-

---

* প্রসরতি স সর্পবৎ উরসা চলতি সৃক্কিণ্যৌ ওষ্ঠপ্রান্তৌ ॥ ২৪ ॥ অতিনিষ্ঠুরঃ নির্দ্দয়ঃ ॥ ২৫ ॥ অহিংস্রঃ অহিংসাশীলঃ ॥ ২৬ ॥ উদ্বস্ত্রঃ নগ্নঃ, দিগম্বর ইতি বিদেহবচনাৎ। কৃশঃ নির্ম্মাংসঃ পরুষঃ রূক্ষঃ, অতিলোলঃ সর্ব্বস্মিন্নন্নপানাদৌ লোলুপঃ, ব্যাচেষ্টন্ বিরুদ্ধমাচেষ্টন্ ॥ ২৭ ॥ গ্রহা হিংসাক্রীড়াপূজার্থং গৃহ্ণন্তি। অতএবোক্তং "অশুচিং ভিন্নমর্য্যাদং ক্ষতং বা যদি বাক্ষতম্। হিংস্যুর্হিংসাবিহারার্থং সৎকারার্থমথাপি বা ॥ তত্র হিংসার্থগৃহীতস্য লক্ষণমাহ স্থূলাক্ষ ইতি। যশ্চাদ্রি ইত্যাদি যঃ পর্ব্বতাদিপতিতঃ স ন গ্রহৈর্গৃহীত ইত্যর্থঃ। আদিশব্দেন ভিত্তিপ্রাসাদাদয়ো গৃহ্যন্তে তথা ত্রয়োদশেঽব্দে সর্ব্ব এব দেবাদিগৃহীতা অসাধ্যাঃ ॥ ২৮ ॥ কৃষ্ণপক্ষেঽমাবস্যায়াং প্রায়শঃ যদন্যত্রাপি। তিথ্যভিধানপ্রয়োজনং লক্ষণার্থং তত্র তিথৌ চ বলিদানার্থম্, ননু যদি দেবাদয়ো বিশন্তি তদাবিশন্তস্তে দৃশ্যন্তে কথং নেত্যত আহ "দর্পণাদীন্ যথা ছায়া শীতোষ্ণং প্রাণিনো যথা। স্বমণিং ভাস্করার্চ্চিশ্চ যথা দেহং চ দেহধৃক্। বিশন্তি চ ন দৃশ্যন্তে গ্রহাস্তদ্বচ্ছরীরিণাং", দর্পণাদীনিত্যাদিশব্দেনান্যদপি নির্ম্মলদ্রব্যং জলতৈলাদিদ্রবদ্রব্যঞ্চ গৃহ্যতে। ছায়া প্রতিবিম্বং স্বমণিঃ সূর্য্যমাণঃ দেহধৃক্ জীবাত্মা ॥ ৩০ ॥ তৎ জলাদিঃ ॥ ৩৪ ॥ অয়মর্থঃ। ব্রাহ্মী রসঃ তোলা ৪ কুষ্ঠচূর্ণং মাষা ২ মধু অষ্টৌ মাষাঃ ৮ পেয়াঃ। ইত্যেকো যোগঃ। কুষ্মাণ্ডবীজচূর্ণমাষা

হ্লক্ষ্মীজ্বরাপহম্ ॥ভূতেভ্যশ্চভয়ং হন্তি রাজদ্বারে চশস্যতে। সর্পিরেতেন সংসিদ্ধং সগোমূত্রং তদর্থকৃৎ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

ত্রয়াদিষ্টবিনাশঞ্চ দর্শয়েদদ্ভুতানি চ। বদ্ধং সর্ষপতৈলাক্তং রক্ষেদুত্তানমাতপে ॥ কপিকচ্ছ্বথবা তপ্তৈর্লৌহতৈলজলৈঃ স্পৃশেৎ। কশাভিস্তাড়য়েত্তং বা সুবদ্ধং বিজনে গৃহে ॥ সর্পেণোদ্ধৃতদন্তেন দংশেৎ সিংহৈর্গজৈশ্চ তম্। ত্রাসয়েৎ শস্ত্রহস্তৈশ্চ শত্রুভিস্তস্করৈস্তথা ॥ অথবা রাজপুরুষা বহির্নীত্বা সুসংযতম্। ত্রাসয়েয়ুর্বধৈরেনং তর্জ্জয়ন্তো নৃপাজ্ঞয়া ॥ দেহদুঃখভয়েভ্যো হি যতঃ প্রাণভয়ং ভবেৎ। ততস্তস্য শমং যাতি সর্ব্বতো বিপ্লুতং মনঃ ॥ ইষ্টদ্রব্যবিনাশেন মনো যস্যাভিহন্যতে। তস্য তৎসদৃশপ্রাপ্ত্যা জ্ঞাত্বাশ্বাসৈঃ শমন্নয়েৎ ॥ ৩৯—৪৫ ॥

ত্র্যাষণাদাঞ্জনম্—ত্র্যষণং হিঙ্গু লবণং বচা কটুকরোহিণী। শিরীষস্য করঞ্জস্য বীজং গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ ॥ গোমূত্রপিষ্টৈরেভিস্তু বর্ত্তির্নেত্রাঞ্জনে হিতা। হন্ত্যুন্মাদমপস্মারং তথা চাতুর্থকং জ্বরম্ ॥ ৪৬। ৪৭ ॥

সারস্বতং চূর্ণম্—কুষ্ঠাশ্বগন্ধে লবণাজমোদে দ্বে জীরকে ত্রীণি কটূনি পাঠা। মাঙ্গল্যপুষ্পী চ সমান্যমূনি সর্ব্বৈঃ সমানাঞ্চ বচাং বিচূর্ণ্য * ॥ ব্রহ্মীরসেনাখিলমেব ভাব্যং বারত্রয়ং শুষ্কমিদং হি চূর্ণম্। অক্ষপ্রমাণং মধুনা ঘৃতেন লিহ্যান্নরঃ সপ্তদিনানি চূর্ণম্ ॥ সারস্বতমিদং চূর্ণং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। হিতায় সর্ব্বলোকানাং দুর্ম্মেধানাং বিচেতসাম্ ॥ এতস্যাভ্যাসতঃ পুংসাং বুদ্ধির্মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ। সম্পত্তিঃ কবিতাশক্তিঃ প্রবর্দ্ধেচ্চোত্তরোত্তরম্ ॥ ৪৮—৫১ ॥

বিশ্বাদ্যং চূর্ণম্—বিশ্বাজমোদরজনীদ্বয়সৈন্ধবোগ্রা-যষ্ট্যাহ্বকুষ্ঠমগধোদ্ভবজারকাণাম্। চূর্ণং প্রভাতসময়ে লিহতঃ সসর্পির্বাগ্দেবতা নিবসতি স্বয়মেব বক্ত্রে ॥ ৫২ ॥

মহাচৈতনং ঘৃতম্—ক্বাথে বিচূর্ণিতে ক্ষিপ্ত্বা তৎ ষোড়শগুণং জলম্। পাদশেষং প্রকর্ত্তব্যমেষ ক্বাথবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ দশমূলী তথা রাস্না বাতারিস্ত্রিবৃতা বলা। মূর্ব্বা শতাবরী চেতি ক্বাথ্যৈস্তু কুড়বৈঃ পৃথক্ ॥ কৃতৈঃ ক্বাথৈর্ঘৃতপ্রস্থদ্বয়ং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। কল্কীকৃতৈর্বক্ষ্যমাণদ্রব্যৈঃ সম্যক্ পুনঃ পচেৎ ॥ বিশালা ত্রিফলা কৌন্তী দেবদার্ব্বেলবালুকম্। স্থিরানন্তা রজন্যৌ দ্বে প্রিয়ঙ্গুঃ সারিবাদ্বয়ম্ ॥ নীলোৎপলৈলা মঞ্জিষ্ঠা দন্তী দাড়িমকেসরম্। বিড়ঙ্গং হ্বগ্নিপত্রী চ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকে * ॥ তালীশপত্রং বৃহতী মালতীকুসুমং নবম্। অষ্টাবিংশতিভিঃ কল্কৈরেতৈঃ কর্ষমিতৈঃ পৃথক্ ॥ চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা পিষ্টৈস্তদ্বিপচেৎ ঘৃতম্। মহাচৈতসনামেদং সর্ব্বচেতোবিকারনুৎ ॥ অপস্মারে মহোন্মাদে মন্দেঽগ্নৌ জ্বরকাসয়োঃ। বাতরক্তে প্রতিশ্যায়ে শোষে কার্শ্যে তৃতীয়কে ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রে কটীশূলে বিসর্পাভিহতেষু চ।

৮ কুষ্ঠচূর্ণ মাষা ২, অয়ং দ্বিতীয়ো যোগঃ। বচ মাসা ৮ কুড়চূর্ণমাষা ২ অয়ং তৃতীয়ো যোগঃ। শঙ্খপুষ্পী স্বরসং পলৈকং ১-কুষ্ঠচূর্ণং মাষদ্বয়ং ২ মধুনঃ অষ্টৌ মাষাঃ পেয়াঃ। অয়ং চতুর্থযোগঃ ॥ ৫॥ মাঙ্গল্যপুষ্পী শঙ্খপুষ্পী শঙ্খাহুলীতিলোকে ॥ ৪৮ ॥ অগ্নিপত্রী অগ্নিনৌতীতি লোকে অগিয়া ইতি চ ॥ ৫৭ ॥

পাণ্ড্বাময়ে তথা কণ্ড্বাং বিষে মেহে গরেঽপি চ ॥ দেবাদিহতচিত্তানাং গদ্গদানামচেতসাম্। শস্তং স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যানাং ধন্যমায়ুর্ব্বলপ্রদম্ ॥ অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্। হন্তি ভ্রমং মদং মূর্চ্ছাং মেধাস্মৃতিমতিপ্রদম্ ॥ ৫৩—৬৩ ॥

অথ দেবাদ্যাবিষ্টানাং চিকিৎসা—পূজাবল্যুপহারেষ্টিহোমমন্ত্রাঞ্জনাদিভিঃ। জয়েদাগন্তুমুন্মাদং যথাবিধি শুচির্ভিষক্। ৬৪ ॥

কৃষ্ণাদ্যঞ্জনং—কৃষ্ণামরিচসিন্ধূত্থমধুগোরোচনাকৃতম্। অঞ্জনং সর্ব্বদেবাদিকৃতোন্মাদহরং পরম্ ॥ ৬৫ ॥

ঋক্ষলোমকো ধূপঃ—ঋক্ষজম্বুকলোমানি শল্লকী লশুনং তথা। হিঙ্গু মূত্রঞ্চ বস্তস্য ধূমমস্য প্রযোজয়েৎ ॥ এতেন শাম্যতি ক্ষিপ্রং বলবানপি যো গ্রহঃ ॥ ৬৬ ॥

কল্যাণকঞ্চ যুঞ্জীত মহদ্বা চৈতসং ঘৃতম্। তৈলং নারায়ণং বাথ মহানারায়ণং তথা ॥ ঋতে পিশাচাদন্যেষু প্রতিকূলং নবাচরেৎ। রোগিণাং ভিষজং যত্নে ক্রুদ্ধা হন্যুর্মহৌজসঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥ ইত্যুন্মাদাধিকারঃ।

অথাপস্মারাধিকারঃ।

তত্রাপস্মারস্য নিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ—চিন্তাশোকাদিভির্দ্দোষাঃ ক্রুদ্ধা হৃৎস্রোতসি স্থিতাঃ। কৃত্বা স্মৃতেরপধ্বংসমপস্মারং প্রকুর্ব্বতে ॥ ১ ॥

তস্য সংখ্যামাহ—বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ সর্ব্বৈর্দ্দোষৈঃ স স্যাচ্চতুর্ব্বিধঃ।

অপস্মারস্য সামান্যং লক্ষণম্—তমঃপ্রবেশঃ সংরম্ভো দোষোদ্রেকহতস্মৃতিঃ। অপস্মার ইতি জ্ঞেয়ো গদো ঘোরতরো হি সঃ * ॥ ২ ॥

পূর্ব্বরূপমাহ—হৃৎকম্পঃ শূন্যতা স্বেদো ধ্যানং মূর্চ্ছা প্রমূঢ়তা। নিদ্রানাশশ্চ তস্মিংশ্চ ভবিষ্যতি ভবত্যথ * ॥ ৩ ॥

তত্র বাতিকস্য লক্ষণমাহ—কম্পতে প্রদশেদ্দন্তান্ ফেনোদ্বামী শ্বসিত্যপি। অভিতোঽরুণবর্ণানি পশ্যেদ্রূপাণি চানিলাৎ ॥ ৪ ॥

পৈত্তিকস্য লক্ষণমাহ—পীতফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ পীতাসৃগ্রূপদর্শনঃ। সতৃষ্ণোষ্ণানলব্যাপ্তলোকদর্শী চ পৈত্তিকে * ॥ ৫ ॥

---

* সংরম্ভঃ নেত্রবিকৃতিহস্তপদাদিবিক্ষেপণাদিকঃ ॥ ২ ॥ শূন্যতা হৃদয়স্যৈব। ধ্যানং বিস্মাপনং মূর্চ্ছা মনোমোহঃ। প্রমূঢ়তা ইন্দ্রিয়মোহঃ। ভবিষ্যতি ভাবিনি তস্মিন্ অপস্মারে ॥ ৩ ॥ পীতস্যাঐপস্য বা বস্তুনো দর্শনং যস্য স পীতাসৃগ্রূপদর্শনঃ ॥ ৫ ॥

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণমাহ—শুক্লফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ শীতো হৃষ্টাঙ্গজো গুরুঃ। পশ্যেচ্ছুক্লানি রূপাণি শ্লৈষ্মিকো মুচ্যতে চিরাৎ * ॥ ৬ ॥

সান্নিপাতিকস্য লক্ষণমাহ—সমস্তৈর্লক্ষণৈরেতৈর্বিজ্ঞাতব্যস্ত্রিদোষজঃ। অপস্মারঃ স চাসাধ্যো যঃ ক্ষীণস্যানবশ্চ যঃ * ॥ ৭ ॥

অপস্মারস্যারিষ্টলক্ষণমাহ—প্রস্ফুরন্তঞ্চ বহুশঃ ক্ষীণং প্রচলিতভ্রুবম্। নেত্রাভ্যাঞ্চ বিকুর্ব্বাণমপস্মারো বিনাশয়েৎ * ॥ ৮ ॥

অপস্মারস্য প্রকোপকালমাহ—পক্ষাদ্বা দ্বাদশাহাদ্বা মাসাদ্বা কুপিতা মলাঃ *॥ অপস্মারং প্রকুর্ব্বন্তি বেগং কিঞ্চিদথান্তরম্ * ॥ ৯ ॥

অথাপস্মারস্য চিকিৎসা—তৈলেন লশুনঃ সেব্যঃ পয়সা চ শতাবরী। ব্রাহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্ব্বাপস্মারভেষজম্॥ চূর্ণৈঃ সিদ্ধার্থকাদীনাং ভক্ষিতৈরথবাঽপি তৈঃ। গোমূত্রপিষ্টৈঃ সর্ব্বাঙ্গলেপৈঃ শাম্যত্যপস্মৃতিঃ॥ সিদ্ধার্থশিগকটুঙ্গকিণিহাভিঃ প্রলেপনম্। চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলমভ্যঞ্জনে হিতম্ *॥ নির্গুণ্ডীভববন্দাকনাবনস্য প্রযোগতঃ। উপৈতি সহসা নাশমপস্মারো মহাগদঃ॥ মনোহ্বা তার্ক্ষ্যবিষ্ঠা চ শকৃৎপারাবতস্য চ। অঞ্জনাদ্ধন্ত্যপস্মারমুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ *॥ যঃ খাদেৎ ক্ষারভক্তাশী মাক্ষিকেণ বচারজঃ। অপস্মারং মহাঘোরং চিরোত্থং স জয়েদ্ধ্রুবম্ *। কুষ্মাণ্ডক-ফলোত্থেন রসেন পরিপেষিতম্। অপস্মারবিনাশায় যষ্ট্যাহ্বং স পিবেৎ ত্র্যহম্ * ॥ ১০—১৬ ॥

ব্রাহ্মীঘৃতং—ব্রাহ্মীরসবচাকুষ্ঠশঙ্খপুষ্পীশৃতং ঘৃতম্। পুরাণং স্যাদপস্মারোন্মাদহরং পরম্ * ॥ ১৭ ॥

কুষ্মাণ্ডকঘৃতং—কুষ্মাণ্ডকরসে সর্পিরষ্টাদশগুণে পচেৎ। যষ্ট্যাহ্বকল্কং তৎপানমপস্মারবিনাশনম্॥ হৃৎকম্পোঽক্ষিরুজা যস্য স্বেদো হস্তাদিশীততা। দশমূলীজলং তস্য কল্যাণাখ্যং প্রযোজয়েৎ॥ পঞ্চকোলং সমরিচং ত্রিফলা বিড়সৈন্ধবম্। কৃষ্ণাবিড়ঙ্গপূতীকযবানীধান্যজীরকম্॥ পীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্॥ অপস্মারে তথোন্মাদেঽপ্যর্শসাং গ্রহণীগদে। এতৎ কল্যাণকং চূর্ণং নষ্টস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্॥ (গ্রন্থবাহ্যং)। দ্বৌ কাটমেত্রৌ

---

* শীতঃ শীতাঙ্গঃ। হৃষ্টাঙ্গজঃ হৃষ্টরোমা। গুরুঃ গুরুগাত্রতা ॥ ৬ ॥ স চ ত্রিদোষজঃ অসাধ্যঃ। তথ ক্ষীণস্য অনবশ্চ এক দোষজোঽপ্যসাধ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ প্রস্ফুরন্তং গাত্রস্ফুরণযুক্তং। নেত্রাভ্যাঞ্চ বিকুর্ব্বাণং নেত্রে বিকৃতে কুর্ব্বন্তং ॥ ৮ ॥ পক্ষাৎ পিত্তং দ্বাদশাহাদ্বায়ুর্মাসাৎ কফঃ অপস্মারং করোতীত্যর্থঃ। বেগং কিঞ্চিদথান্তরং কিঞ্চিৎ স্বল্পং বেগং আন্তরন্ উক্তকালানামন্তরালেঽপি কুর্ব্বন্তি। ননু হেতুভূতেষু দোষেষু বিদ্যমানেষু সদৈব তদ্ব্যাধিপ্রকোপঃ কথং ন স্যাৎ অত আহ "দেবে বর্ষত্যপি যথা ভূমৌ বীজানি কানিচিৎ। শরদি প্রতিরোহন্তি তথা ব্যাধিসমুচ্ছ্রয়ঃ॥ অয়মর্থঃ। যথোৎপত্তিকারণসামগ্র্যাং সত্যামপি বাস্তকাদিবীজানি স্বভাবাচ্ছরদ্যেব প্ররোহন্তি। তথা হেতুভূতেষু দোষেষু বিদ্যমানেষ্বপি স্বভাবাদপস্মারো দ্বাদশাহাদিষ্বেব বেগং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ কটুঙ্গঃ শোনাপাঠা কিণিহী চিরচিরী ॥ ১২ ॥ মনোহ্বা মনঃশিলা। শকৃৎ বিষ্ঠা ॥১৪॥ বচা বোড়বচ ॥ ১৫ ॥ ত্র্যহমিতি একস্য পানাদ্দিবসত্রয়েণৈবাপস্মারোপশমো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৬॥ এতস্য প্রক্রিয়া। পুরাণং গোঘৃতং প্রস্থমিতং। বচাকুষ্ঠশঙ্খপুষ্পীনাং সমুদিতানাং কুড়বমিতানাং কল্কেন, প্রস্থমিতব্রাহ্মীরসপিষ্টেন পচেৎ ॥ ১৭ ॥

বিধিবদানীয় রবিবাসরে। কণ্ঠে ভুজে বা সন্ধার্য্য জয়েদ্‌গ্রামপস্মৃতিম্ *॥ শিগ্রু কুষ্ঠজলাজাজীলসুনব্যোষহিঙ্গুভিঃ। বস্তমূত্রে শৃতং তৈলং নাবনং স্যাদপস্মৃতৌ *॥ উন্মাদেষু যদুদ্দিষ্টং পথ্যং নস্যাঞ্জনৌষধম্॥ অপস্মারেঽপি তৎসর্ব্বং প্রযোক্তব্যং ভিষগ্বরৈঃ॥ ১৮—২৪॥

ভূতভৈরবরসঃ—মৃতসূতাভ্রলোহঞ্চ শিলাগন্ধঞ্চ তালকম্। রসাঞ্জনঞ্চ তুল্যাংশং নরমূত্রেণ মর্দ্দয়েৎ॥ তদ্গোলদ্বিগুণং গন্ধং লোহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ। পঞ্চগুঞ্জোন্মিতং ভক্ষ্যমপস্মারহরং পরম্॥ ব্যোষং সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু নরমূত্রেণ সর্পিষা। পিবেৎ কর্ষমিতং পশ্চাদ্রসোঽয়ং ভূতভৈরবঃ॥ ২৫—২৭॥　　ইত্যপস্মারাধিকারঃ।

অথ বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

তত্র বাতব্যাধীনাং সামান্যতো বিপ্রকৃষ্টনিদানান্যাহ—কষায়কটুতিক্তকপ্রমিতরুক্ষলঘ্বন্নতঃ পুরঃপবনজাগরপ্রতরণাভিঘাতশ্রমৈঃ। হিমাদনশনাত্তথা নিধুবনাচ্চ ধাতুক্ষয়াদামলাদিরবধারণাম্মদনশোকচিন্তাভয়ৈঃ॥ * অতিক্ষতজমোক্ষণাদ্গদকৃতাতিমাংসক্ষয়াদতীববমনান্নৃণামতিবিরেচনাদামতঃ। পয়োদসময়ে দিনক্ষণদয়োস্তৃতীয়াংশয়োর্জ্জরামতিগতেঽশিতে শিশিরসংজ্ঞকালেঽপি চ *। দেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বাঽনিলো বলী। করোতি বিবিধান্ রোগান্ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ান্ *॥ শিরোগ্রহোঽল্পকৃশতা জৃম্ভাত্যর্থং হনুগ্রহঃ। জিহ্বাস্তম্ভো গদ্গদত্বং মিন্মিনত্বঞ্চ মূকতা॥ বাচালতা প্রলাপশ্চ রসানামনভিজ্ঞতা। বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ স্পর্শাজ্ঞত্বং তথার্দ্দিতম্॥ মন্যাস্তম্ভোঽত্র গণিতো বাহুশোষোঽপবাহুকঃ। বর্ণিতা চৈব বিশ্বাচী ঊর্দ্ধবাত উদীরিতঃ॥ আধ্মানঞ্চ প্রত্যাধ্মানং বাতাষ্ঠীলা প্রতিষ্ঠীলা। তূনী চ প্রতিতূনী চ বহ্নিবৈষম্যমেব চ॥ আটোপঃ পার্শ্বশূলঞ্চ ত্রিকশূলং তথৈব চ। মুহুশ্চ

---

* অয়ন্তু কীটো নদীতীরে সিকতামধ্যে তিষ্ঠতি॥ ২২॥ জলং বালকং। অজাজী জীরকঃ। বস্তঃ ছাগঃ। নাবনং নস্যম্॥ ২১॥ প্রমিতমত্র বৈপরীত্যেনোপসর্গস্তেন অপরিমিত ইত্যর্থঃ। প্রকর্ষেণ মিতমত্যল্পং বা। লঘ্বন্নম্ অতিপুরাণং শাল্যাদি। কতিচিদন্নানি নবান্যপি বাতলানি। যত আহ গুণরত্নমালায়াম্ "নীবারস্ত্রিপুটঃ সতীনচণকশ্যামাকমুদ্গাঢ়কী-নিষ্পাবাশ্চ মকুষ্টকশ্চ বরটা মঙ্গল্যকঃ কোদ্রবঃ॥ এতে বাতকরা ইতি শেষঃ। নীবারঃ প্রসাধিকাতানীতিলোকে। ত্রিপুটঃ খেসারী। সতীনঃ কলায়ঃ। নিষ্পাবঃ রাজমাষঃ, বোড়া ইতি লোকে। মকুষ্টকঃ মোঠ ইতি লোকে। বরটা বরটীকা বরে ইতি লোকে। মঙ্গল্যঃ মসূরঃ। পুরঃপবনঃ প্রাগ্বাতঃ॥ ১॥ আমতঃ আমেন মার্গাবরণাৎ। যত উক্তম্ "বায়োর্ধাতুক্ষয়াৎ কোপো মার্গস্যাবরণেন চ" ইতি। পয়োদসময়ে বর্ষাসু। জরামতিগতেঽশিতে ভুক্তেঽতীব জীর্ণতাং গতে॥ ২॥ দেহে স্রোতাংসি ইত্যাদিনা সম্প্রাপ্তিরুক্তা। কষায়াদিভির্হেতুভিঃ, বর্ষাদৌ সময়ে হেতুভূতে বলী অনিলঃ প্রবৃদ্ধোবায়ুঃ বিবিধান্ রোগান্ করোতি। তে রোগাঃ কথ্যন্তে। উক্তমত্র শিরোগ্রহেতি॥ ৩॥

মূত্রণং মূত্রনিগ্রহো মলগাঢ়তা ॥ পুরীষস্যাপ্রবৃত্তিশ্চ গৃধ্রসী চ ততঃ পরা। কলায়খঞ্জতা চাপি খঞ্জতা পঙ্গুতা তথা ॥ ক্রোষ্টুশীর্ষকখল্লৌ চ বাতকণ্টক এব চ। পাদহর্ষঃ পাদদাহ আক্ষেপো দণ্ডকাভিধঃ ॥ বাতপিত্তকৃতাক্ষেপস্তথা দণ্ডাপতানকঃ। অভিঘাতকৃতাক্ষেপ আয়ামো দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ ॥ আন্তরশ্চ তথা বাহ্যো ধনুর্বাতশ্চ কুব্জকঃ। অপতন্ত্রোঽপতানশ্চ পক্ষাঘাতঃ খিলাঙ্গকঃ ॥ কম্পঃ স্তম্ভো ব্যথা তোদো ভেদশ্চ স্ফুরণং তথা। রৌক্ষ্যং কার্শ্যঞ্চ কার্ষ্ণ্যঞ্চ শৈত্যং লোমাঞ্চ হর্ষণম্ ॥ অঙ্গমর্দ্দোঽঙ্গবিভ্রংশঃ শিরাসঙ্কোচ এব চ। অঙ্গশোষশ্চ ভীরুত্বং মোহশ্চ চলচিত্ততা ॥ নিদ্রানাশঃ স্বেদনাশো বলহানিস্তথৈব চ। শুক্রক্ষয়ো রজোনাশো গর্ভনাশঃ পরিভ্রমঃ ॥ এতএবাশীতিসংখ্যা রোগা যোগেন রূঢ়িতঃ। বাতব্যাধীতিনামানো মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ * ১—১৬ ॥

বাতব্যাধীনাং সামান্যা চিকিৎসা—মধুরলবণসাম্লস্নিগ্ধনস্যোঞ্চনিদ্রাগুরুরবিকরবস্তিস্বেদসন্তর্পণানি। দহনজলদশোষাভ্যঙ্গসংমর্দ্দনানি প্রকুপিতপবমানং শান্তমেতানি কুর্য্যুঃ ॥ ১৭ ॥

বিশিষ্টানাং বাতব্যাধীনাং লক্ষণানি চিকিৎসা চ। তত্রাদৌ শিরোগ্রহস্য লক্ষণম্—রক্তমাশ্রিত্য পবনঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধধরাঃ শিরাঃ। রুক্ষাঃ সবেদনাঃ কৃষ্ণাঃ সোঽসাধ্যঃ স্যাচ্ছিরোগ্রহঃ * ॥ ১৮ ॥

তস্য চিকিৎসা—শিরোগ্রহে তু কর্ত্তব্যা শিরাগতমরুৎক্রিয়া। দশমূলীকষায়েণ মাতুলুঙ্গরসেন চ। শৃতেন তৈলেনাভ্যঙ্গঃ শিরোবস্তিশ্চ যুজ্যতে ॥ ১৯ ॥

জৃম্ভায়া লক্ষণম্—পীত্বৈকং শ্বাসমনিলঃ পুনস্ত্যজতি বেগবান্। আলস্যনিদ্রাযুক্তশ্চ স জৃম্ভা ইতি কথ্যতে * ॥ ২০ ॥

তস্য চিকিৎসা—শুণ্ঠী পিপ্পল্যূষণং দীপ্যকঞ্চ সিন্ধূদ্ভূতং চেতি সর্ব্বং পৃথগ্বা। তদ্রূপং বা সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতং বা জম্ভারম্ভস্তম্ভকৃৎ স্যাত্তদেব ॥ জৃম্ভাবেগে সমুৎপন্নে শোভনে শয়নে নরম্। স্বাপয়েত্তেন নিয়মাজ্জৃম্ভবেগঃ প্রশাম্যতি। জৃম্ভবেগঃ ক্ষয়ং যাতি কটুতৈলেন মর্দ্দনাৎ। ভোজনাৎ স্বাদুভোজ্যানাং তথা তাম্বূলভক্ষণাৎ ॥ ২১—২৩ ॥

হনুগ্রহস্য সনিদানং লক্ষণম্—জিহ্বানির্লেখনাচ্ছুষ্কভক্ষণাদভিঘাততঃ। কুপিতো হনুমূলস্থঃ স্রংসয়িত্বাঽনিলো হনুম্ * ॥ করোতি বিবৃতাস্যত্বমথবা সংবৃতাস্যতাম্। হনুগ্রহঃ স তেন স্যাৎ কৃচ্ছ্রাচ্চর্ব্বণভাষণম্ * ॥ ২৪—২৫ ॥

তস্য চিকিৎসা—সংবৃতং চিবুকং স্নিগ্ধং স্বিন্নমুন্নময়েত্ভিষক্। বিবৃতং নময়িত্বা তু কুর্য্যাৎ প্রাপ্তামিহ ক্রিয়াম্ ॥ পিপ্পলীমার্দ্রকঞ্চাপি সঞ্চর্ব্য চ মুহুর্মুহুঃ। নিষ্ঠীবেত্তপ্ততোয়েন

---

* এতএব শিরোগ্রহাদয় এব। যোগেন বাতেন বাতাদ্ব্যাধির্বাতব্যাধিরিতি নিরুক্ত্যা। তদা বাতজ্বরাদিষ্বপি প্রসঙ্গঃ স্যাদত আহ রূঢ়িতঃ প্রসিদ্ধিতঃ শিরোগ্রহাদয়োঽশীতিরেব বাতব্যাধিসংখ্যা প্রসিদ্ধা ন তু বাতজ্বরাদয়ঃ ॥ ১৬ ॥ মূর্দ্ধধরাঃ গ্রীবাগতাঃ। স পবনঃ শিরোগ্রহঃ স্যাদিত্যন্বয়ঃ স চাসাধ্যঃ ॥১৮॥ জৃম্ভশব্দস্ত্রিলিঙ্গঃ তথা চ 'জৃম্ভস্তু ত্রিষু জৃম্ভণমিত্যমরঃ' ॥ ২০ ॥ নির্লেখনং কর্ষণম্ শুষ্কং চণকাদি স্রংসয়িত্বা অধঃকৃত্বা ॥২৪॥ বিবৃতাস্যত্বং ব্যাত্তমুখত্বম্ সংবৃতাস্যত্বং দন্তলগ্নতাম্ ॥ ২৫ ॥

শোধয়েদ্বদনান্তরম্ ॥ নিষ্কুল্য লশুনং সম্যক্ সংক্ষুদ্য তিলতৈলবৎ। সৈন্ধবেনান্বিতং খাদেদ্ হনুস্তম্ভার্দ্দিতো নরঃ ॥ রসোনগুটিকামাষবিদলং পরিপেষ্য চ। যোজয়েৎ পিষ্টিকাস্তাঞ্চ সৈন্ধবার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ ॥ ততস্তু বটকান্ কৃত্বা তিলতৈলে পচেচ্ছনৈঃ। ভক্ষয়েৎ তান্ যথাবহ্নি হনুস্তম্ভাৎ সুখী ভবেৎ ॥ অভ্যজ্য পক্বতৈলেন স্বেদয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। বস্তিং বিধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি তৈলেন পরিপূরিতম্ ॥ ২৬—৩১ ॥

প্রসারণীতৈলম্—সমূলপত্রশাখায়াঃ প্রসারণ্যাঃ শতং পলম্। সম্যক্ সংক্ষুদ্য সলিলে দ্রোণমাত্রে পচেদ্ভিষক্ ॥ সলিলস্য চতুর্থাংশং ক্বাথং সমবশেষয়েৎ। ততঃ পলশতে তৈলে তং কষায়ং পুনঃ পচেৎ ॥ পচেৎ পলশতং মস্তু কাঞ্জিকং মস্তুনঃ সমম্। ততঃ শুদ্ধং পচেদ্দুগ্ধং গব্যং তৈলাচ্চতুর্গুণম্ ॥ চিত্রকং পিপ্পলীমূলং মধুকং সৈন্ধবং বচা। শতপুষ্পা দেবদারু রাস্না চ গজপিপ্পলী ॥ প্রসারণীভবং মূলং মাংসী রক্তঞ্চ চন্দনম্। তথা বাতারিমূলঞ্চ বলামূলঞ্চ নাগরম্ ॥ তৈলস্য চাষ্টমাংশেন সর্ব্বকল্কানি সাধয়েৎ। নাম্না প্রসারণীতৈলং বিখ্যাতং তৎপ্রযুজ্যতে ॥ পানে নস্যে শিরোবস্তৌ মর্দ্দনে স্বেদনে তথা। প্রযুক্তং বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বানপি বিনাশয়েৎ ॥ বিশেষতো হনুস্তম্ভং জিহ্বাস্তম্ভং তথার্দ্দিতম্। গদ্গদত্বঞ্চ বিশ্বাচীং মন্যাস্তম্ভাপবাহুকৌ ॥ ত্রিকশূলং গৃধ্রসীঞ্চ খঞ্জতাং পঙ্গুতাং তথা। কলায়খঞ্জতাং খঞ্জং স্তম্ভং সঙ্কোচমেব চ ॥ আন্তরং বাহ্যমায়ামং তথা দণ্ডাপতানকম্। ধনুর্ব্বাতঞ্চ কুব্জত্বং ব্যপোহতি ন সংশয়ঃ ॥ ক্ষীণানাং স্থবিরাণাঞ্চ বাতসঙ্কোচিতাত্মনাম্। প্রসারয়েদ্যতোঽঙ্গানি তদুক্তৈষা প্রসারণী ॥ ৩২—৪২ ॥

জিহ্বাস্তম্ভস্য লক্ষণম্—বাগ্বাহিনীশিরাসংস্থো জিহ্বাং স্তম্ভয়তেঽনিলঃ। জিহ্বাস্তম্ভঃ স তেনান্নপানবাকেষ্বনীশতা * ॥ ৪৩ ॥

তস্য চিকিৎসা—জিহ্বাস্তম্ভে যথাবস্থং বাতব্যাধিচিকিৎসিতম্। সামান্যোক্তা ক্রিয়া চাত্রার্দ্দিতস্যাপি হিতা মতা ॥ ৪৪ ॥

মূকগদ্গদমিন্মিনানাং লক্ষণম্—আবৃত্য বায়ুঃ সকফো ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ। নরান্ করোত্যবচনান্ মূকমিন্মিনগদ্গদান্ * ॥ ৪৫ ॥

তেষাং চিকিৎসা—সারস্বতং ঘৃতম্। প্রস্থং ঘৃতস্য পলিকৈঃ শিগ্রুবচালবণধাতকীলোধ্রৈঃ। আজে পয়সি সপাঠৈঃ সিদ্ধং সারস্বতং নাম্না ॥ বিধিবদুপযুজ্যমানং জড়গদ্গদমূকতাং ক্ষণাজ্জিত্বা। স্মৃতিমতিমেধাপ্রতিভাঃ কুর্য্যাৎ সুস্পষ্টবাগ্ ভবতি ॥ ৪৬। ৪৭ ॥

কল্যাণকাবলেহঃ—সহরিদ্রা বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্। অজাজী চাজমোদা চ যষ্টীমধুকসৈন্ধবম্ ॥ এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ। তচ্চূর্ণং সর্পিষা

* অনীশতা অসামর্থ্যং ॥ ৪৩ ॥ অবচনান্ অত্রাভাবে ঈষদর্থে নঞ্, তেন ঈষদ্বচনাৎ। সএব বায়ুঃ প্রবলশ্চেত্তদা মূকান্ অবচনান্ মিন্মিনান্ সানুনাসিকবচনান্ গদ্গদান্ লুপ্তপদব্যঞ্জনাভিধায়িনঃ করোতীত্যন্বয়ঃ। এষাং সমানাধিকরণত্বেঽপি দুষ্টৈরনুৎকর্ষাদিনা অদৃষ্টবশাদ্বা ভেদো বোদ্ধব্যঃ ॥ ৪৫ ॥

লেহ্যং প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥ একবিংশতিরাত্রেণ ভবেৎ শ্রুতিধরো নরঃ। মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষো মত্তকোকিলনিস্বনঃ ॥ ৪৮—৫০ ॥

প্রলাপস্য লক্ষণমাহ—স্বহেতুকুপিতাদ্বাতাদসংবদ্ধং নিরর্থকম্। বচনং যন্নরো ব্রূতে স প্রলাপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫১ ॥

তস্য চিকিৎসা—সতগরবরতিক্তারেবতাম্ভোদতিক্তা-নলদতুরগগন্ধাভারতীহারহূরাঃ। মলয়জদশমূলীশঙ্খপুষ্প্যঃ সুপক্বা প্রলপনমপহন্যুঃ পানতো নাতিদূরাৎ * ॥ ৫২ ॥

রসাজ্ঞানস্য লক্ষণমাহ—ভুঞ্জানস্য নরস্যান্নং মধুরপ্রভৃতীন্ রসান্। রসজ্ঞা যন্ন জানাতি রসাজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৫৩ ॥

রসাজ্ঞানস্য চিকিৎসা—ঘর্ষেজ্জিহ্বাং জড়াং সিন্ধুত্র্যূষণৈঃ সাম্লবেতসৈঃ। অম্ল-বেতসকাভাবে চুক্রং দাতব্যমীরিতম্॥ কিরাততিক্তকা কটৃ্বী কুটজস্য ফলং বচা। ব্রাহ্মীফলঞ্চ পালাশং সর্জ্জিকা কৃষ্ণজীরকম্॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রং নাগরমূষণম্। এষাং কল্কৈর্মুহু-র্ঘর্ষেজ্জিহ্বিকামাদ্রিকারসৈঃ॥ তেন সম্যগ্বিজানাতি রসনা সকলান্ রসান্। কল্কঃ কিরাত-তিক্তাদির্জ্জিহ্বায়াঃ শূন্যতাং হরেৎ ॥ ৫৪—৫৭ ॥ (বাধির্য্যকর্ণনাদয়োর্লক্ষণং চিকিৎসা চ তদধিকারে বক্ষ্যামঃ।)

ত্বক্‌শূন্যতায়া লক্ষণম্—স্পৃশ্যমানা ত্বচা যা তু শীতোষ্ণং মৃদুকর্কশম্। ন জানাতি বুধৈস্ত্বক্‌চশূন্যেতি পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৫৮ ॥

তস্য চিকিৎসা—সুপ্তবাতে ত্বসৃঙ্‌মোক্ষং কারয়েদ্বহুশো ভিষক্। দদ্যাচ্চ লবণা-গারধূমৈস্তৈলসমন্বিতৈঃ ॥ ৫৯ ॥

অর্দ্দিতস্য সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্—উচ্চৈর্ব্ব্যাহরতোঽত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি চ। হসতো জৃম্ভতো ভারাদ্বিষমাচ্ছয়নাসনাৎ *॥ শিরোনাসৌষ্ঠচিবুকললাটেক্ষণ-সন্ধিগঃ। অর্দ্দয়ত্যনিলো বক্ত্রমর্দ্দিতং জনয়েত্ততঃ *॥ বক্রীভবতি বক্ত্রার্দ্ধং গ্রীবা চাপ্য-পবর্ত্ততে। শিরশ্চলতি বাক্‌সঙ্গো নেত্রাদীনাঞ্চ বৈকৃতম্ *॥ গ্রীবাচিবুকদন্তানাং তস্মিন্ পার্শ্বে চ বেদনা। তমর্দ্দিতমিতি প্রাহুর্ব্যাধিং ব্যাধিবিশারদাঃ *॥ বাতাৎ পিত্তাৎ কফাচ্চ স্যাত্ত্রিবিধং তৎ সমাসতঃ। লালাস্রাবো ব্যথা কম্পঃ স্ফুরণং হনুবাগ্‌গ্রহঃ॥ ওষ্ঠয়োঃ শ্বয়থুঃ শূলঞ্চার্দ্দিতে বাতজে ভবেৎ। পীতমাস্যং জ্বরস্তৃষ্ণা পিত্তজে মোহধূপনে। গণ্ডে শিরসি মন্যায়াং শোথস্তম্ভঃ কফাত্মকে ॥ ৬০—৬৫ ॥

---

* বরতিক্তোঽত্র পর্পটঃ। নলদং উশীরং ভারতী ব্রাহ্মী হারহূরা দ্রাক্ষা॥ ৫২॥ ব্যাহরতঃ বদতঃ কঠিনানি পূগফলাদীনি। বিষমাৎ শয়নাসনাৎ গ্রীবাদিবৈপরীত্যেন শয়নাদাসনাচ্চ ॥ ৬০॥ অর্দ্দয়তি পীড়য়তি। ততস্তদনন্তরম্ অর্দ্দিতং জনয়েৎ॥ ৬১॥ অর্দ্দিতে জাতে কিং স্যাত্তদাহ বক্রী ভবতি ইত্যাদি অপবর্ত্ততে বক্রো ভবতি। চলতি কম্পতে বাক্সঙ্গঃ বাঙ্নিরোধঃ। নেত্রাদীনামিত্যাদি-শব্দেন ভ্রূগণ্ডনাসিকাদীনাং গ্রহণম্, বৈকৃত্যং বেদনাস্ফুরণবক্রত্বাদি ॥ ৬২॥ গ্রীবেত্যাদি যস্মিন্ পার্শ্বেঽর্দ্দিতং তস্মিন্ পার্শ্বে গ্রীবাদীনাং বেদনা॥ ৬৩॥

তস্যাসাধ্যস্য লক্ষণম্—ক্ষীণস্যানিমিষাক্ষস্য প্রসক্তাব্যক্তভাষিণঃ। ন সিধ্যত্যর্দ্দিতং গাঢ়ং ত্রিবর্ষং বেপনস্য চ * ॥ ৬৬ ॥

তস্য চিকিৎসা—স্নেহপানানি নস্যঞ্চ ভোজ্যান্যনিলবস্তি (ক) চ। উপনাহাশ্চ শস্যন্তে নাবনং বস্তয়োঽর্দ্দিতে * ॥ দশমূলকষায়েণ মাতুলুঙ্গরসেন বা। বলয়া পঞ্চমূল্যা বা ক্ষীরং বাতাত্মকে হিতম্॥ পিষ্টং মাংসঘৃতং জগ্ধ্বা নবনীতেন সোঽর্দ্দিতী ক্ষীরমাংসরসৈর্ভুক্ত্বা দশমূলীরসং পিবেৎ॥ অর্দ্দিতে পিত্তজে শীতান্ স্নেহাংশ্চৈব বিনির্দ্দিশেৎ। ঘৃতবস্তিপ্রসেকঞ্চ ক্ষীরমেকং তথৈব চ॥ জিহ্মীভূতাননো মূকো দাহবান্ যোঽর্দ্দিতা ভবেৎ। কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াং তস্য বাতপিত্তবিনাশিনীম্॥ শ্লেষ্মভাগে ক্ষয়ং নীতে বৃংহণৈঃ সমুপাচরেৎ। অর্দ্দিতে শোথসংযুক্তে বমনং চ প্রশস্যতে॥ রসোনকল্কং তিলতৈলমিশ্রং খাদেন্নরো যোঽর্দ্দিতরোগযুক্তঃ। তস্যার্দ্দিতং নাশমুপৈতি শীঘ্রং বৃন্দং ঘনানামিব বায়ুবেগাৎ॥ ৬৭—৭৩॥

মন্যাস্তম্ভস্য নিদানপূর্ব্বকং লক্ষণম্—দিবাস্বপ্নাসনস্থানবিকৃতোর্দ্ধনিরীক্ষণৈঃ (খ) মন্যাস্তম্ভং প্রকুরুতে স এব শ্লেষ্মণাবৃতঃ * ॥ ৭৪ ॥

তস্য চিকিৎসা—দশমূলীকৃতং ক্বাথং পঞ্চমূল্যাপি কল্পিতম্। রুক্ষং স্বেদং তথা নস্যং মন্যাস্তম্ভে প্রযোজয়েৎ॥ তৈলেনাজ্যেন বা গ্রাবামভ্যজ্যার্কদলৈরথ। এরণ্ডপত্রৈর্ব্বাচ্ছাদ্য স্বেদয়েদ্বহুশো ভিষক্॥ কুক্কুটাণ্ডদ্রবৈরুষ্ণৈঃ সৈন্ধবাজ্যসমন্বিতৈঃ। গ্রীবাং সম্মর্দ্দয়েৎ তেন মন্যাস্তম্ভঃ প্রশাম্যতি॥ ৭৭॥

বাহুশোষস্য লক্ষণম—অংসদেশে স্থিতো বায়ুঃ শোষয়েদংসবন্ধনম্। অংসবন্ধনশোষাৎ স্যাদ্বাহুশোষঃ সবেদনঃ॥ ৭৮॥

তস্য চিকিৎসা—বাহুশোষে পিবেৎ ভুক্ত্বা সর্পিঃ কল্যাণকং মহৎ। বলামূলশৃতং তোয়ং সৈন্ধবেন সমন্বিতম্। বাহুশোষকরে বাতে মন্যাস্তম্ভে চ শস্যতে॥ ৭৯॥

অববাহুকস্য লক্ষণম্—শিরাঃ সঙ্কোচ্য বাহুস্থঃ স কুর্য্যাদপবাহুকম্ * ॥ ৮০ ॥

তস্য চিকিৎসা—পরমৌষধমববাহুকমন্যাস্তম্ভোর্দ্ধজত্রুগতরোগে। শীতলজলেন নস্যং তদুপশমে জিঙ্গিনী চ পুরঃ॥ মূলং বলায়াস্ত্বথ পারিভদ্রজং তথাত্মগুপ্তাস্বরসং পিবেদ্বা। যুঞ্জীত যো মাষরসেন নস্যং ভবেদসৌ বজ্রসমানবাহুঃ * ॥ ৮১। ৮২ ॥

---

* অনিমিষাক্ষস্য নিমেষাসমর্থচক্ষুষঃ। প্রসক্তং প্রকর্ষেণ লগ্নম্ অব্যক্তঞ্চ ভাষিতুং শীলং যস্য তস্য অর্দ্দিতং ন সিধ্যতি। ত্রিবর্ষং অতীতবর্ষত্রয়ম্ অথবা ত্রয়াণাং চক্ষুর্নাসামুখানাং বর্ষঃ স্রাবো যত্র তৎ, বেপনস্য কম্পনশীলস্য, তস্য গাঢ়মতিশয়েন ন সিধ্যতীত্যন্বয়ঃ॥ ৬৬॥ বস্তিরত্র শিরোবস্তিরেব॥ ৬৭॥ আসনস্থানবিকৃতোর্দ্ধনিরীক্ষণৈঃ আসনেন স্থানেন বাতিশয়েন বিকৃতং গ্রীবাদিবিকৃতং যথা স্যাদেবমুপরিভাগে যন্নিরীক্ষণং তেন স এব কুপিত বাতঃ শ্লেষ্মণাবৃতঃ মন্যাস্তম্ভং করোতি। গ্রীবায়াঃ পশ্চাদ্ভাগে চতুর্দ্দশশিরা মন্যাসংজ্ঞাঃ তথা চামরসিংহ, পশ্চাৎ গ্রীবাশিরা মন্যা ইতি তাসাং স্তম্ভং করোতি চ॥ ৭৪॥ সঃ বায়ুঃ॥৮০॥ বলায়ামূলং কল্কীকৃতং পিবেত্তথা পারিভদ্রমূলঞ্চ। পারিভদ্রোঽত্র ফরহদ বাতহরত্বাৎ॥৮২॥

(ক) হন্তি ইতি বা পাঠঃ। (খ) দিবাস্বপ্নাসমস্থানবিকৃতোর্দ্ধনিরীক্ষণৈরিতি বা পাঠঃ।

মাষতৈলম্—মাষাতসীযবকুরণ্টক-কণ্টকারী-গোকণ্টটুণ্টুক-জটাকপি-কচ্ছুতোয়ৈঃ। কার্পাসকশ্বিশণবীজকুলত্থকোল-ক্বাথেন বস্তপিশিতস্য রসেন চাপি॥ শুণ্ঠ্যা সমাগধিকয়া শতপুষ্পয়া চ সৈরণ্ডমূলকপুনর্নবয়া সরণ্যা। রাস্নাবলামৃতলতাকটুকৈর্বিপক্বং মাষাখ্যমেতদববাহুহরং হি তৈলম্॥ ৮৩। ৮৪॥

বিশ্বচীলক্ষণমাহ—তলং প্রত্যঙ্গুলীনাং যাঃ কণ্ডরাঃ বাহুপৃষ্ঠতঃ। বাহ্বোঃ কর্ম্মক্ষয়করী বিশ্বচী সা নিগদ্যতে *॥ ৮৫॥

তস্যাশ্চিকিৎসা—দশমূলীবলামাষক্বাথতৈলাজ্যমিশ্রিতম্। সায়ং ভুক্ত্বা পিবেন্নস্যং বিশ্বচ্যামববাহুকে॥ ৮৬॥

মাষাদিতৈলম্—মাষসিন্ধুবলারাস্নাদশমূলকহিঙ্গুভিঃ। বচাশিবজটাখ্যাভিঃ সিদ্ধং তৈলং সনাগরম্॥ ঊর্দ্ধং ভক্তাশনান্নস্যাদ্ বাহুশোষাববাহুকৌ। বিশ্বচীমুদ্ধতাঞ্চাপি পক্ষাঘাতং তথার্দ্দিতম্॥ ৮৭। ৮৮॥

ঊর্দ্ধবাতস্য লক্ষণম্—অধঃপ্রতিহতো বায়ুঃ শ্লেষ্মণা মারুতেন চ। করোত্যুদ্গারবাহুল্যমূর্দ্ধবাতঃ স উচ্যতে *॥ ৮৯॥

তস্য চিকিৎসা—ভাগা দশ বিশ্বায়াস্তত্তুল্যো বৃদ্ধদারকস্যাপি। ত্রয় এব চ পথ্যায়াশ্চতুরংশং হিঙ্গুসংভৃষ্টম্ *॥ একঃ সৈন্ধবভাগস্তত্তুল্যং চিত্রকঞ্চাত্র। সংবৃদ্ধ-মূর্দ্ধবাতং হন্ত্যেতচ্চূর্ণিতং ভুক্তম্॥ ৯০। ৯১॥

আধ্মানস্য লক্ষণম্—সাটোপমত্যুগ্ররুজমাধ্মাতমুদরং ভৃশম্। আধ্মানমিতি জানীয়াৎ ঘোরং বাতনিরোধজম্ *॥ ৯২॥

তস্য চিকিৎসা—আধ্মানে লঙ্ঘনং পূর্ব্বং দীপনং পাচনং ততঃ। ফলবর্ত্তিক্রিয়াং কুর্য্যাদ্বস্তিকর্ম্ম চ শোধনম্॥ ৯৩॥

নারায়ণচূর্ণম্—কর্ষমাত্রা ভবেৎ কৃষ্ণা ত্রিবৃতা স্যাৎ পলোন্মিতা। খণ্ডাদপি পলং গ্রাহ্যং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ। মধুনাক্ষমিতং লিহ্যাচ্চূর্ণমাধ্মাননাশনম্॥ ৯৪॥

দারুষট্‌কলেপঃ—দারুহৈমবতীকুষ্ঠ-শতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ। লিম্পেদুষ্ণৈরম্লপিষ্টৈঃ শূলাধ্মানযুতোদরম্ *॥ ৯৫॥

মহানারাচো রসঃ—অভয়ারগ্বধো ধাত্রী দন্তী তিক্তা স্নুহী ত্রিবৃৎ। মুস্তা প্রত্যেক-

---

* কণ্ডরা মহাস্নায়ুঃ। তলং হস্তস্যোপরিভাগঃ, তলশব্দোঽত্র উপরিবাচকঃ যথা ভূমিতলমিতি। তেনায়মর্থঃ বাহুপৃষ্ঠতঃ বাহ্বোঃ পৃষ্ঠং বাহুপৃষ্ঠমারভ্য তলং প্রতি হস্ততলং যাবল্লক্ষীকৃত্য অঙ্গুলীনাং যা কণ্ডরাস্তা সন্দূষ্য বাহ্বোঃ প্রসারণাকুঞ্চনাদিকর্ম্মক্ষয়করী ভবতি, সা ইহ বাতব্যাধিষু বিশ্বচীত্যুচ্যতে। বাহ্বোরিতি দ্বিত্বং সমস্তবপরং একস্মিন্নপি বাহৌ বিশ্বচী ভবতি॥ ৮৫॥ বায়ুঃ সমানবায়ুঃ মারুতেন অপানবায়ুনা স্বহেতুদুষ্টেন। অধঃ প্রতিহতঃ অধোনিরুদ্ধঃ॥ ৮৯॥ অত্র বৃদ্ধদারকালাভে তদ্বনমূলং গ্রাহ্যম্॥ ৯০॥ আটোপঃ গুড়গুড়াশব্দঃ। ভৃশমাধ্মাতং বায়ুপূর্ণত্বাৎ বাতনিরোধজম্ অধোবাতনিরোধজম্॥ ৯২॥ হৈমবতী বচা॥ ৯৫॥

মেতানি গ্রাহ্যাণি পলমাত্রয়া ॥ তানি সঙ্কুট্য সর্ব্বাণি জলাঢ়কযুগে পচেৎ । তত্র তোয়েঽষ্টমং ভাগং কষায়মবশেষয়েৎ ॥ নিস্ত্বগ্-জৈপালবীজানি নবানি পলমাত্রয়া । তনুবস্ত্রধৃতান্যেব তস্মিন্ ক্বাথে শনৈঃ পচেৎ ॥ জ্বালয়েদনলং মন্দং যাবৎ ক্বাথো ঘনো ভবেৎ । ততঃ খল্বে ক্ষিপেদ্ভাগানষ্টৌ জৈপালবীজতঃ ॥ ভাগান্ ত্রীন্নাগরাৎ দ্বৌ চ মরিচাদ্দ্বৌ চ পারদাৎ । গন্ধকাদ্দ্বৌ চ তানীহ যাবদ্যামং বিমর্দ্দয়েৎ ॥ রসো নারাচনামায়ং ভক্ষিতো রক্তিকামিতঃ । জলেন শীতলেনৈব রোগানেতান্ বিনাশয়েৎ ॥ আধ্মানং শূলমানাহং প্রত্যাধ্মানং তথৈব চ । উদাবর্ত্তং তথা গুল্মমুদরাণি হরত্যসৌ ॥ বেগে শান্তে তু ভুঞ্জীত শর্করাসহিতং দধি । ততস্তৎ সৈন্ধবেনাপি ততো দধ্যোদনং মনাক্ ॥ ৯৬—১০৩ ॥

প্রত্যাধ্মানস্য লক্ষণমাহ—বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং তদেবামাশয়োত্থিতম্ । প্রত্যাধ্মানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলম্ * ॥ ১০৪ ॥

তস্য চিকিৎসা—প্রত্যাধ্মানে সমুৎপন্নে কুর্য্যাদ্বমনলঙ্ঘনে । দীপনাদীনি যুঞ্জীত পূর্ব্ববদ্বস্তিকর্ম্ম চ ॥ ১০৫ ॥

বাতাষ্ঠীলায়া লক্ষণমাহ—নাভেরধস্তাৎ সঞ্জাতঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ । অষ্ঠীলাবদ্ঘনো গ্রন্থিরূর্দ্ধমায়ত উন্নতঃ । বাতাষ্ঠীলাং বিজানীয়াদ্বহির্ম্মার্গনিরোধিনীম্ * ॥ ১০৬ ॥

প্রত্যষ্ঠীলায়া লক্ষণমাহ—এতামেব রুজাযুক্তাং বাতবিণ্মূত্ররোধিনীম্ । প্রত্যষ্ঠীলামিতি বদেজ্জঠরে তির্য্যগুত্থিতাম্ * ॥ ১০৭ ॥

তয়োশ্চিকিৎসা—অষ্ঠীলায়াঃ ক্রিয়া কার্য্যা গুল্মস্যান্তরবিদ্রধেঃ । চূর্ণং হিঙ্গ্বাদিকঞ্চাত্র পিবেদুষ্ণেন বারিণা * ॥ ১০৮ ॥

তূনীলক্ষণমাহ—অধো যা বেদনা যাতি বর্চ্চোমূত্রাশয়োত্থিতা । ভিন্দতীব গুদোপস্থং সা তূনী নামতো মতা * ॥ ১০৯ ॥

প্রতিতূনীলক্ষণমাহ—গুদোপস্থোত্থিতা সৈব প্রতিলোমং বিধাবিতা । বেগৈঃ পক্বাশয়ং যাতি প্রতিতূনীতি সোচ্যতে * ॥ ১১০ ॥

তয়োশ্চিকিৎসা—তূন্যাঞ্চ প্রতিতূন্যাঞ্চ প্রশস্তাঃ স্নেহবস্তয়ঃ । পিবেদ্বা স্নেহলবণং পিপ্পল্যাদিমথাম্বুনা । উষ্ণেন রামঠক্ষারপ্রগাঢ়মথবা ঘৃতম্ ॥ ১১১ ॥

* বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং পার্শ্বহৃদয়ে বিহায় জাতং তদেবাধ্মানং । কফব্যাকুলিতানিলং কফেনাবরুদ্ধবাতম্ ॥ ১০৪ ॥ অষ্ঠীলা বর্ত্তুলঃ পাষাণখণ্ডঃ । আয়তঃ দীর্ঘঃ । বাতাষ্ঠীলা বাতাষ্ঠীলেতি স্বরূপপরং ন তু বিশেষপরং ব্যাবর্ত্তকাভাবাৎ । বহির্ম্মার্গনিরোধিনীং তেন মূত্রমরুন্মলাবরোধঃ সূচিতঃ ॥ ১০৬ ॥ এতামেব অষ্ঠীলামেব জঠরে তির্য্যগুত্থিতামিতি ভেদঃ ॥ ১০৭ ॥ হিঙ্গ্বাদি চূর্ণং যথা—হিঙ্গুগ্রন্থিকধান্যজীরকবচাচব্যাগ্নিপাঠাশঠী-বৃক্ষাম্লং লবণত্রয়ং ত্রিকটুকং ক্ষারদ্বয়ং দাড়িমম্ । পথ্যা পৌষ্করবেতসাম্লহপুষা যোজ্যং তদেভিঃ কৃতম্, চূর্ণং ভাবিতমেতদার্দ্রকরসৈঃ স্যাদ্বীজপূরদ্রবৈরিতি ॥ ১০৮ ॥ উপস্থং শিশ্নং ভগঞ্চ ॥ ১০৯ ॥ অধস্তাদুত্থিতোর্দ্ধগামিনী বেগৈর্বেদনাবেগৈর্মুহুর্মুহুঃ । স্বভাবোপশমোপলক্ষিতৈঃ সেত্যনেন ভিন্দতীবেত্যাতিদিশ্যতে, সা নামতঃ প্রতিতূনী । সৈব বেদনা বেগৈঃ উৎপত্তিপ্রশমলক্ষিতৈঃ ॥ ১১০ ॥

ত্রিকশূলস্য লক্ষণমাহ—স্ফিগস্থ্নোঃ পৃষ্ঠবংশাস্থ্নোর্যঃ সন্ধিস্তত্ত্রিকং মতম্। তত্র বাতেন যা পীড়া ত্রিকশূলং তদুচ্যতে॥ ১১২॥

তস্য চিকিৎসা—কারয়েদ্বালুকাস্বেদং ত্রিকশূলে প্রযত্নতঃ। যদ্বাধস্তাৎ করীষাগ্নিং ধারয়েৎ সততং নরঃ॥ ১১৩॥

ত্রয়োদশাঙ্গো গুগ্গুলুঃ—আভাশ্বগন্ধাহপুষাগুড়ূচীশতাবরী গোক্ষুরকশ্চ রাস্না। শ্যামা শতাহ্বা চ শঠী যবানী সনাগরা চেতি সমং বিচূর্ণ্য *॥ সর্ব্বৈঃ সমং গুগ্গুলুমত্র দদ্যাৎ ক্ষিপেদিহাজ্যঞ্চ তদর্দ্ধভাগম্। তত্তুক্ষয়েদর্দ্ধপিচুপ্রমাণং প্রভাতকালে পয়সাথ যূষৈঃ॥ মদ্যেন বা কোষ্ণজলেন চাথ ক্ষীরেণ বা মাংসরসেন বাপি। ত্রিকগ্রহে জানুহনুগ্রহে চ বাতে ভুজস্থে চরণস্থিতে চ॥ সন্ধিস্থিতে চাস্থিগতে চ তস্মিন্ মজ্জাস্থিতে স্নায়ুগতে চ কোষ্ঠে। রোগান্ হরেদ্বাতকফানুবিদ্ধান্ বাতেরিতান্ হৃদ্গ্রহযোনিদোষান্॥ ভগ্নাস্থিবিদ্ধেষু চ খঞ্জতায়াং সগৃধ্রসীকে খলু পক্ষঘাতে। মহৌষধং গুগ্গুলুমেতমাহুস্ত্রয়োদশাঙ্গং ভিষজঃ পুরাণাঃ॥ ১১৪—১১৮॥

বস্তিবাতস্য লক্ষণমাহ—মারুতেঽবিগুণে বস্তৌ মূত্রং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে। বিকারা বিবিধাশ্চাপি তস্মিন্ দুষ্টে ভবন্তি হি *॥ ১১৯॥

তস্য চিকিৎসা—বলামূর্ব্বাত্বচং চূর্ণং সসিতং কর্ষসম্মিতম্। পিবেৎ কুড়বদুগ্ধেন মুহুর্মূত্রপ্রশান্তয়ে॥ পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং চূর্ণং চূর্ণং মৃতায়সঃ। মধুনা সহ সংলীঢ়ং মুহুর্মূত্রপ্রশান্তিকৃৎ॥ যবক্ষারস্য চূর্ণন্তু সংযোজ্য সিতয়া সহ। ভক্ষয়েন্নিয়তং তস্য প্রশমেন্মূত্রনিগ্রহঃ। কুষ্মাণ্ডস্য তু বীজানি বীজানি ত্রপুসস্য চ। বস্তৌ সন্ধারয়েৎ তেন প্রশাম্যেন্মূত্রনিগ্রহঃ॥ আমলক্যাশ্চ কল্কেন বস্তিভাগং প্রলেপয়েৎ। তেন প্রশাম্যতি ক্ষিপ্রং নিয়মান্মূত্রনিগ্রহঃ। মেহনস্যাথ যোনের্বা মুখস্যাভ্যন্তরে শনৈঃ। ঘনসারযুতাং বর্ত্তিং ধারয়েন্মূত্রনিগ্রহে॥১২০—১২৫॥

গৃধ্রসীলক্ষণমাহ—স্ফিক্পূর্ব্বোরুকটীপৃষ্ঠজানুজঙ্ঘাপদং ক্রমাৎ। গৃধ্রসী স্তম্ভরুক্তোদৈর্গৃহ্লাতি স্পন্দতে মুহুঃ *॥ বাতাদ্বাতকফাভ্যাং সা বিজ্ঞেয়া দ্বিবিধা পুনঃ। বাতজায়াং ভবেত্তোদো দেহস্যাতীবগ্রবক্রতা॥ জানুজঙ্ঘোরুসন্ধীনাং স্ফুরণং স্তম্ভতাভৃশম্। বাতশ্লেষ্মোদ্ভবায়ান্তু গৌরবং বহ্নিমার্দ্দবম্। তন্দ্রা মুখপ্রসেকশ্চ ভক্তদ্বেষস্তথৈব চ॥১২৬—১২৮॥

তস্য চিকিৎসা—গৃধ্রস্যার্ত্তং নরং সম্যক্ রেকেন বমনেন বা। জ্ঞাত্বা নিরামং দীপ্তাগ্নিং বস্তিভিঃ সমুপাচরেৎ॥ নাদৌ বস্তিবিধিং কুর্য্যাদ্যাবদূর্দ্ধং ন শুধ্যতি। স্নেহো নিরর্থকঃ স স্যাদ্ভস্মন্যেব হুতং যথা॥ তৈলমেরণ্ডজং প্রাতর্গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ। মাসমেকং

* আভাঃ বব্বূলঃ। তথাচ। আভাবব্বলপর্য্যায়ঃ কথিতঃ কোবিদৈরিহেতি॥ ১১৪॥ অবিগুণে অনুলোমে। প্রতিলোমে তু বিকারা বিবিধাঃ মুহুর্মুহুর্মূত্রনিগ্রহঃ॥ ১১৯॥ গৃধ্রসী বাতজা কেবলা স্ফিগাদিপর্য্যন্তম্ স্তম্ভরুক্তোদৈর্গৃহ্লাতি। ক্রমাৎ বৃদ্ধিক্রমাৎ তেন যথা যথা বৰ্দ্ধতে তথা তথা স্ফিগাদীন্যাক্রামতি। নাম্ন গ্রহণে নির্দ্দেশক্রমনিয়মঃ তথা মুহুঃ স্পন্দতে স্ফিগাদিষু শিরাকম্পং করোতীত্যর্থঃ॥ ১২৬॥

প্রয়োগোঽয়ং গৃধ্রসূরুগ্রহাপহঃ॥ তৈলং ঘৃতঞ্চার্দ্রকমাতুলুঙ্গরসং সচুক্রং সগুড়ং পিবেদ্বা কট্যূরুপৃষ্ঠত্রিকশূলগুল্মগৃধ্রস্যুদাবর্ত্তহরঃ প্রয়োগঃ॥ নিকুম্ভৈরণ্ডবীজানি পিষ্ট্বা ক্ষীরে বিপাচয়েৎ। তৎপানন্তু কটীশূলে গৃধ্রস্যাং পরমৌষধম্॥ এরণ্ডমূলং বিল্বঞ্চ বৃহতী কণ্টকারিকা। কষায়ো রুচকোপেতঃ পীতো বংক্ষণবস্তিজম্। গৃধ্রসীজং হরেৎ শূলং চিরকালানুবন্ধি চ *॥ গোমূত্রৈরণ্ডতৈলাভ্যাং কৃষ্ণাচূর্ণং পিবেন্নরঃ। দীর্ঘকালোত্থিতাং হন্তি গৃধ্রসীং কফবাতজাম্॥ সিংহাস্যদন্তীকৃতমালকানাং পিবেৎ কষায়ম্ রুবুতৈলমিশ্রম্। যো গৃধ্রসীনষ্টগতিঃ প্রসুপ্তঃ স শীঘ্রগঃ স্যাদ্ধি কিমত্র চিত্রম্॥ বৃহন্নিম্বতরোঃ সারো বারিণা পরিপেষিতঃ। স পীতো নাশয়েৎ ক্ষিপ্রমসাধ্যমপি গৃধ্রসীম্॥ শেফালিকাদলৈঃ ক্বাথো মৃদ্বগ্নিপরিপাচিতঃ। দুর্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রঃ প্রণাশয়েৎ *॥ ১২৯—১৩৮

রাস্নাগুগ্‌গুলুঃ—রাস্নায়াস্তু পলঞ্চৈকং পঞ্চকর্ষাণি গুগ্‌গুলুঃ। সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা ভক্ষয়েৎ গৃধ্রসীহরম্॥ ১৩৯॥

রাস্নাসপ্তকক্বাথঃ—রাস্নামৃতারগ্বধদেবদারু-ত্রিকণ্টকৈরণ্ডপুনর্নবানাম্। ক্বাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জঙ্ঘোরুপৃষ্ঠত্রিকপার্শ্বশূলী॥ ১৪০॥

পথ্যাদিগুগ্‌গুলুঃ—পথ্যাবিভীতামলকীফলানাং শতং ক্রমেণ দ্বিগুণাভিবৃদ্ধম্। প্রস্থেন যুক্তঞ্চ পলঙ্কষাণাং দ্রোণে জলে সংস্থিতমেকরাত্রম্॥ অর্দ্ধাবশিষ্টং কথিতং কষায়ং ভাণ্ডে পচেত্তৎ পুনরেব লৌহে। অমূনি বহ্নেরবতার্য্য দত্ত্বাদ্দ্রব্যাণি সঞ্চূর্ণ্য পলার্দ্ধকানি॥ বিড়ঙ্গদন্তীত্রিফলাগুড়ূচীকৃষ্ণাত্রিবৃন্নাগরকোষণানি। যথেষ্টচেষ্টস্য নরস্য শীঘ্রং হিমাম্বুপানানি চ ভোজনানি॥ নিষেব্যমাণো বিনিহন্তি রোগান্ সগৃধ্রসীং নূতনখঞ্জতাঞ্চ। প্লীহানমুগ্রং জঠরাগ্নিগুল্মং পাণ্ডুত্বকণ্ডূবমিবাতরক্তম্॥ পথ্যাদিকো গুগ্‌গুলুরেষ নাম্না খ্যাতঃ ক্ষিতাবপ্রমিতপ্রভাবঃ। বলেন নাগেন সমং মনুষ্যং জবেন কুর্য্যাৎ তুরগেণ তুল্যম্॥ আয়ুঃপ্রকর্ষং বিদধাতি চক্ষুর্বলং তথা পুষ্টিকরো বিষঘ্নঃ। ক্ষতস্য সন্ধানকরো বিশেষাদ্রোগেষু শস্তঃ সকলেষু তজ্‌জ্ঞৈঃ॥ ১৪১—১৪৬॥

খঞ্জস্য পঙ্গোশ্চ লক্ষণমাহ—বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্‌ যদা। খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নোর্দ্বয়োর্বধাৎ *॥ ১৪৭॥

তস্য চিকিৎসা—উপাচরেদভিনবং খঞ্জং পঙ্গুমথাপি চ। বিরেকাস্থাপনস্বেদগুগ্‌গুলুস্নেহবস্তিভিঃ॥ ১৪৮॥

কলায়খঞ্জস্য লক্ষণমাহ—কম্পতে গমনারম্ভে খঞ্জন্নিব চ লক্ষ্যতে। কলায়খঞ্জন্তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম *॥ ১৪৯॥

---

* রুচকং সৌবর্চ্চলং॥ ১৩৪॥ অত্র শেফালিকা নির্গুণ্ডী॥ ১৩৮॥ সক্থ্নঃ কট্যাদিগুল্ফন্তস্য কণ্ডরাং মহাস্নায়ুং আক্ষিপেৎ গমনাদৌ কম্পয়েৎ। বধাৎ গমনাদিক্রিয়াঘাতাৎ॥ ১৪৭॥ গমনারম্ভে কম্পতে এতস্য খঞ্জাদয়ং এব ভেদঃ। কলায়খঞ্জ ইতি শাস্ত্রে রূঢ়া সংজ্ঞা ন তু যৌগিকা॥ ১৪৯॥

তস্য চিকিৎসা—ক্রমঃ কলায়খঞ্জস্য খঞ্জপঙ্গোরিব স্মৃতঃ। বিশেষাৎ স্নেহনং কর্ম্ম কার্য্যমত্র বিচক্ষণৈঃ ॥ ১৫০ ॥

ক্রোষ্টুকশীর্ষস্য লক্ষণমাহ—বাতশোণিতজঃ শোথো জানুমধ্যে মহারুজঃ। জ্ঞেয়ঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষস্তু স্থূলঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষবৎ * ॥ ১৫১ ॥

তস্য চিকিৎসা—গুগ্গুলুং ক্রোষ্টুশীর্ষে তু গুড়ূচীত্রিফলাম্ভসা। ক্ষীরেণৈরণ্ডতৈলং বা পিবেদ্বা বৃদ্ধদারকম্ * ॥ ১৫২ ॥ রসৈস্তিত্তিরমাংসস্য পীতৈর্গুগ্গুলুসংযুতৈঃ। বাতরক্তক্রিয়াভিশ্চ জয়েজ্জম্বুকমস্তকম্ ॥ ১৫৩ ॥

খল্লীলক্ষণমাহ—খল্লী তু পাদজঙ্ঘোরুকরমূলাবমোটিনী * ॥

তস্যাশ্চিকিৎসা—কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কশ্চুক্রতৈলসমন্বিতঃ। সুখোষ্ণো মর্দ্দনে যোজ্যঃ খল্লীশূলনিবারণঃ ॥ ১৫৪ ॥

বাতকণ্টকস্য লক্ষণমাহ—রুক্পাদে বিষমে ন্যস্তে শ্রমাদ্বা জায়তে যদা। বাতেন গুল্ফমাশ্রিত্য তমাহুর্বাতকণ্টকম্ ॥ ১৫৫ ॥

তস্য চিকিৎসা—রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদভীক্ষ্ণং বাতকণ্টকে। পিবেদেরণ্ডতৈলং বা দহেৎ সূচীভিরেব চ * ॥ ১৫৬ ॥

পাদদাহস্য লক্ষণমাহ—পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাসৃক্সহিতোঽনিলঃ। বিশেষতশ্চঙ্ক্রমণে পাদদাহং তমাদিশেৎ ॥ ১৫৭ ॥

তস্য চিকিৎসা—বাতরক্তক্রমং কুর্য্যাৎ পাদদাহে বিশেষতঃ। মসূরবিদলৈঃ পিষ্টৈঃ শৃতশীতেন বারিণা ॥ চরণৌ লেপয়েৎ সম্যক্ পাদদাহপ্রশান্তয়ে ॥ নবনীতেন সংলিপ্তৌ বহ্নিনা পরিতাপিতৌ। মুচ্যতে চরণৌ ক্ষিপ্রং পরিতাপাৎ সুদারুণম্ ॥ ১৫৮।১৫৯ ॥

পাদহর্ষস্য লক্ষণমাহ—হৃষ্যেতে চরণৌ যস্য ভবতশ্চ প্রসুপ্তকৌ। পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কফবাতপ্রকোপজঃ * ॥ ১৬০ ॥

তস্য চিকিৎসা—পাদহর্ষে তু কর্ত্তব্যঃ কফবাতহরো বিধিঃ ॥ ১৬১ ॥

আক্ষেপকস্য সামান্যং লক্ষণমাহ—যদা তু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ কুপিতোঽভ্যেতি মারুতঃ। তদাক্ষিপত্যাশু মুহুর্মুহুর্দ্দেহং মুহুশ্চলঃ। মুহুরাক্ষেপণাদ্বায়ুরাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ * ॥ ১৬২ ॥

---

* ক্রোষ্টুঃ শৃগালঃ ॥ ১৫১ ॥ গুগ্গুলুং শুদ্ধং কর্ষমিতং গুড়ূচীত্রিফলাম্ভসা গুড়ূচীপথ্যাবিভীতামলকৈঃ সমুদিতৈশ্চতুঃকর্ষমিতৈঃ, প্রস্থমিতেন জলেন পক্ক। কথেনোষ্ণেন পলদ্বয়মিতেন গুগ্গুলুং পিবেৎ। এরণ্ডতৈলং কর্ষমিতং ক্ষীরেণ গব্যেন পলপরিমিতেন পিবেৎ। বৃদ্ধদারকচূর্ণং বা দুগ্ধেন গব্যেন পলচতুষ্টয়মিতেন পিবেৎ ॥ ১৫২ ॥ অবমোটিনী পরিবর্ত্তনশীলা ॥ ১৫৪ ॥ অভীক্ষ্ণং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫৬ ॥ হৃষ্যেতে রোমাঞ্চিতৌ ভবতঃ। প্রসুপ্তকৌ ঝিনিঝিনিযুক্তৌ ॥ ১৬০ ॥ মুহুর্মুহুর্দ্দেহমাক্ষিপতি গর্জ্জাক্রান্তেব পুরুষস্য গাত্রং দোলয়তি। কিং বিশিষ্টো মারুতঃ মুহুশ্চলঃ বারম্বারং চলনশীলঃ অয়ং বায়ুরাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ। দেহস্য যন্মুহুরাক্ষেপণঞ্চালনং ততঃ ॥ ১৬২ ॥

আক্ষেপকস্য চতুরো ভেদানাহ—পিত্তশ্লেষ্মান্বিতো বায়ুর্বায়ুরেব চ কেবলঃ কুর্য্যাদাক্ষেপকঞ্চান্যঞ্চতুর্থমভিঘাতজম্ * ॥ ১৬৩ ॥

কেবলবাতজস্যাক্ষেপকস্য লক্ষণম্—পাণিপাদশিরঃপৃষ্ঠশ্রোণীঃ স্তভ্নাতি মারুতঃ। দণ্ডবৎস্তব্ধগাত্রস্য দণ্ডকঃ সোঽনুপক্রমঃ * ॥ ১৬৪ ॥

শ্লেষ্মান্বিতস্য লক্ষণমাহ—কফাবৃতো যদা বায়ুর্ধমনীষ্বেব তিষ্ঠতি। স দণ্ডবৎ স্তম্ভয়তি কৃচ্ছ্রো দণ্ডাপতানকঃ * ॥ ১৬৫ ॥

তস্য চিকিৎসা। মহাবলা তৈলম্—বলামূলকষায়স্য দশমূলীশৃতস্য চ। যবকোলকুলত্থানাং ক্বাথস্য পয়সস্তথা॥ অষ্টাবষ্টৌ স্মৃতা ভাগাস্তৈলাদেকস্তদেকতঃ পচেদবাপ্য মধুরং গণং সৈন্ধবসংযুতম্ * ॥ তথাগুরুং সর্জ্জরসং সরলং দেবদারু চ। মঞ্জিষ্ঠাং পদ্মকং কুষ্ঠমেলাং কালানুসারকম্॥ মাংসীং শৈলেয়কং পত্রং তগরং সারিবাং বচাম্। শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্নবাম্॥ তৎ সাধুসিদ্ধং সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়েঽপি বা। প্রক্ষিপ্য কলসে সম্যক্ স্বনুগুপ্তং নিধাপয়েৎ॥ এতন্মহাবলাতৈলং প্রযুক্তমবিলম্বিতম্। সর্ব্বানাক্ষেপকাদীংস্তু বাতব্যাধীন্ ব্যপোহতি॥ হিক্কাং শ্বাসমধীমন্থং গুল্মং কাসং সুদুস্তরম্। ষণ্মাসাদুপযুক্তং তদন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ॥ যথাবলমতো মাত্রাং সূতিকায়ৈ চ দাপয়েৎ। যা চ গর্ভার্থিনী নারী ক্ষীণশুক্রশ্চ যঃ পুমান্॥ ক্ষীণবাতে মর্ম্মহতে হৃভিঘাতহতে তথা। ভগ্নে শ্রমাভিপন্নে চ সর্ব্বথৈতৎ প্রযুজ্যতে॥ এতদ্ধি রাজ্ঞা কর্ত্তব্যং কর্ত্তব্যং রাজপূজিতৈঃ। সুখিভিঃ সুকুমারৈশ্চ ধনিভির্ম্মানবৈঃ সদা॥ ১৬৬—১৭৫ ॥

অন্তরায়ামস্য লক্ষণমাহ—অঙ্গুলীগুল্ফজঠরহৃদ্বক্ষোগলসংশ্রিতঃ। স্নায়ুপ্রতানমনিলস্তদাক্ষিপতি বেগবান্॥ বিষ্টব্ধাক্ষঃ স্তব্ধহনুর্ভগ্নপার্শ্বঃ কফং বমন্। অভ্যন্তরে ধনুরিব যদা নমতি মানবঃ। তদা সোঽভ্যন্তরায়ামং কুরুতে মারুতো বলী * ॥ ১৭৬—১৭৭ ॥

বাহ্যায়ামস্য লক্ষণমাহ—মহাহেতুর্বলী বায়ুঃ সশিরাঃ স্নায়ুকণ্ডরাঃ। মন্যাপৃষ্ঠাশ্রিতা বাহ্যাঃ সংশোষ্যানাময়েদ্বহিঃ॥ যত্র তং বহিরায়ামং প্রবদন্তি ভিষগ্বরাঃ। তমসাধ্যং বুধাঃ প্রাহুর্বক্ষঃকট্যূরুভঞ্জনম্ * ॥ ১৭৮—১৭৯ ॥

তয়োশ্চিকিৎসা।—বাহ্যায়ামেঽন্তরায়ামে বিধেয়াদ্দিতবৎ ক্রিয়া॥ ১৮০ ॥

---

* পিত্তান্বিতঃ শ্লেষ্মান্বিতশ্চ কেবলশ্চ বায়ুঃ আক্ষেপকত্রিতয়ং কুর্য্যাৎ। অন্যং চতুর্থমভিঘাতজম্। অন্যো দণ্ডাদ্যভিঘাতজো বায়ুশ্চতুর্থমাক্ষেপকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৬৩॥ অয়ং বাতজাক্ষেপকো দণ্ডাখ্যঃ, সোঽনুপক্রমঃ। স্বস্বভাবাদেবসাধ্যঃ। অত্র চ মুহুর্মুহুরাক্ষেপণং বোদ্ধব্যম্॥ ১৬৪॥ দণ্ডাপতানকঃ স আক্ষেপকো দণ্ডাপতানকাখ্যঃ, কৃচ্ছ্রঃ কষ্টসাধ্যঃ অত্র চ মুহুর্মুহুরাক্ষেপণং বোদ্ধব্যং। আগন্তুজাক্ষেপকস্য লক্ষণং সামান্যমেব বোদ্ধব্যম্॥ ১৬৫॥ একতঃ একত্র অবাপ্য প্রক্ষিপ্য॥ ১৬৭॥ যদা স বলী মারুতোঽভ্যন্তরায়ামং কুরুতে, তদঙ্গুল্যাদিসংশ্রিতোঽনিলঃ স্নায়ুপ্রতানোপলক্ষণং শিরাকণ্ডরয়োরপি গ্রহণম্। আক্ষিপতি কম্পয়তি তদা স মানবঃ। বিষ্টব্ধাক্ষঃ স্তব্ধনেত্রঃ ভগ্নপার্শ্বঃ ভগ্নইব পার্শ্বে যস্য সঃ॥ ১৭৭॥ বক্ষঃকট্যূরুভঞ্জনম্ তত্রাপি যো বক্ষঃকট্যূরূন্ ভঞ্জতি সংমর্দ্দয়তি তমসাধ্যং প্রাহুঃ॥ ১৭৯॥

ধনুস্তম্ভস্য লক্ষণমাহ—ধনুস্তুল্যো নমেদ্‌যস্তু স ধনুস্তম্ভসংজ্ঞিতঃ। বিবর্ণো বদ্ধবদনঃ স্রস্তাঙ্গো নষ্টচেতনঃ। প্রস্বিন্নংশ্চ ধনুস্তম্ভী দশরাত্রং ন জীবতি * ॥ ১৮১ ॥

কুব্জস্য লক্ষণমাহ—হৃদয়ং যদি বা পৃষ্ঠমুন্নতং ক্রমশঃ সরুক্। ক্রুদ্ধো বায়ুর্যদা কুর্য্যাৎ তদা তং কুব্জমাদিশেৎ * ॥ ১৮২ ॥

তস্য চিকিৎসা—বাহ্যায়ামেঽন্তরায়ামে ধনুঃস্তম্ভে চ কুব্জকে। যোজ্যং প্রসারণী-তৈলং তেন তেষাং শমো ভবেৎ॥ বাতব্যাধিষু সামান্যা যাঃ ক্রিয়াঃ কথিতাঃ পুরা। কর্ত্তব্যা এব তাঃ সর্ব্বাস্তৈলমেতদ্বিশেষতঃ ॥ ১৮৩। ১৮৪ ॥

অপতন্ত্রকস্য লক্ষণমাহ—ক্রুদ্ধঃ স্বৈঃ কোপনৈর্বায়ুঃ স্থানাদূর্দ্ধং প্রপদ্যতে। পীড়য়ন্ হৃদয়ং গত্বা শিরঃশঙ্খৌ চ পীড়য়ন্ * ॥ ধনুর্ব্বন্নময়েদ্গাত্রাণ্যাক্ষিপেৎ মোহয়েৎ তথা। সকৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসেদুচ্চৈঃ স্তব্ধাক্ষোঽথ নিমীলকঃ। কপোত ইব কূজেচ্চ নিঃসংজ্ঞঃ সোঽপতন্ত্রকঃ * ॥ ১৮৫—১৮৬ ॥

তস্য চিকিৎসা—অথাপতন্ত্রকেণার্ত্তমাতুরং নাপতর্পয়েৎ। নিরূহবস্তিং বমনং সেবয়েন্ন কদাচন ॥ শ্বসনাঃ কফবাতাভ্যাং রুদ্ধাস্তস্য বিমোক্ষয়েৎ। তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনৈঃ সংজ্ঞাং তাসু মুক্তাসু বিন্দতি * ॥ ১৮৭—১৮৮ ॥

মরিচাদি নস্যম্—মরিচং শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গঞ্চ ফণিজ্ঝকম্। এতানি সূক্ষ্মচূর্ণানি দদ্যাৎ শীর্ষবিরেচনে * ॥ হরীতকীবচারাস্নাসৈন্ধবং সাম্লবেতসম্। ঘৃতমার্দ্রকসংযুক্তমপতন্ত্রকনাশনম্। অম্লবেতসকাভাবে চুক্রং দাতব্যমীরিতম্ ॥ ১৮৯। ১৯০ ॥

অপতানকস্য লক্ষণমাহ—দৃষ্টিং সংস্তভ্য সংজ্ঞাঞ্চ হত্বা কণ্ঠেন কূজতি। হৃদি মুক্তে নরঃ স্বাস্থ্যং যাতি মোহং বৃতে পুনঃ॥ বায়ুনা দারুণং প্রাহুরেকে তমপতানকম্ *॥ গর্ভপাতনিমিত্তশ্চ শোণিতাতিস্রবাচ্চ যঃ। অভিঘাতনিমিত্তশ্চ ন সিধ্যত্যপতানকঃ ॥১৯১।১৯২॥

তস্য চিকিৎসা—অথাপতানকেনার্ত্তমস্রস্তাক্ষমবেপনম্। অখট্বাপাতিনং চৈব ত্বরয়া সমুপাচরেৎ॥ অপতানকিনে শস্তং দশমূলীশৃতং জলম্। পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং জীর্ণে মাংসরসৌদনম্। তৈলেন মর্দ্দনং চৈব তথা তীক্ষ্ণং বিরেচনম্। স্রোতোবিশোধনং পশ্চাৎ সর্পিঃপানং হিতং স্মৃতম্ ॥ হন্ত্যভুক্তবতা পীতমম্লং দধ্যপতানকম্। মরিচেন সমাযুক্তং স্নেহবস্তিরথাপি বা ॥ ১৯৩—১৯৬ ॥

---

* অন্তরায়ামেঽঙ্গুল্যাদিষ্বাক্ষেপঃ স্তব্ধাক্ষত্বাদিকঞ্চ ভবতি। ধনুস্তম্ভে তু ধনুর্ব্বৎ নমনমাত্রমিত্যো-ভয়োর্ভেদঃ। বিবর্ণো বদ্ধবদনঃ বন্ধোঽত্র চিবুকস্য জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৮১ ॥ যদ্যেত্যুক্ত। যদি বেতি। বিকল্পার্থত্বেন ন পুনরুক্তিদোষঃ। নন্থ অন্তরায়ামঃ ক্রোড়নতো ভবতি। বহিরায়ামঃ পৃষ্ঠনতো ভবতি, তাভ্যামস্য কো ভেদঃ? উচ্যতে। অন্তরায়ামবহিরায়াময়োঃ প্রকৃতস্তেবান্তঃশরীরস্য বহিঃশরীরস্য চ নমনমত্র তু হৃদয়ং পৃষ্ঠং বা শরীরাদ্বহির্ভবতীতি ভেদঃ ॥ ১৮২ ॥ স্থানাৎ পক্বাশয়াৎ। ঊর্দ্ধং শির [illegible] ॥১৮৫॥ আক্ষিপেৎ চালয়েৎ অথ নিমীলকঃ নিমীলিতাক্ষঃ স্তব্ধাক্ষো বা। [illegible] সোঽপতন্ত্রকঃ ॥ ১৮৬ ॥ শ্বসনাঃ প্রশ্বাসোচ্ছ্বাসবহা ধমনীঃ ॥ ১৮৮ ॥ [illegible] দৃষ্টিং রূপগ্রহণশক্তিং সংস্তভ্য নাশয়িত্বা ॥ ১৯১ ॥

পক্ষাঘাতস্য লক্ষণমাহ—গৃহীত্বার্দ্ধং তনোর্বায়ুঃ শিরাঃ স্নায়ুর্বিশোষ্য চ। পক্ষমন্যতরং হন্তি সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্ *। কৃৎস্নোঽর্দ্ধকায়স্তস্য স্যাদকর্ম্মণ্যো বিচেতনঃ। একাঙ্গবাতন্তং কেচিদন্যে পক্ষবধং বিদুঃ * ॥ ১৯৭—১৯৮ ॥

সাধ্যাসাধ্যজ্ঞানার্থমাহ—দাহসন্তাপমূর্চ্ছাঃ স্যুর্বায়ৌ পিত্তসমন্বিতে। শৈত্যশোথ-গুরুত্বানি তস্মিন্নেব কফাবৃতে * ॥ ১৯৯ ॥

পক্ষাঘাতস্য সাধ্যত্বাদিকমাহ—শুদ্ধবাতহতং পক্ষং কৃচ্ছ্রসাধ্যতমং বিদুঃ। সাধ্যমন্যেন সংযুক্তমসাধ্যং ক্ষয়হেতুকম্ * ॥ ২০০ ॥

অপরমসাধ্যলক্ষণমাহ—গর্ভিণীসূতিকাবাল-বৃদ্ধক্ষীণেষ্বসৃক্‌ক্ষয়ে। পক্ষাঘাতং পরিহরেদ্বেদনারহিতো যদি * ॥ ২০১ ॥

তস্য চিকিৎসা—মাষাদিক্কাথঃ। মাষাত্মগুপ্তাবাতারিবাট্যালকজটাশৃতম্। হিঙ্গু-সৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাতং বিনাশয়েৎ ॥ মাষিকে হিঙ্গুসিন্ধূত্থে জরণাদ্যাস্তু শাণিকাঃ ॥ ২০২ ॥

গ্রন্থিকাদি তৈলং—গ্রন্থিকাগ্নিকণাশুণ্ঠীরাস্নাসৈন্ধবকল্কিতম্। মাষক্কাথশৃতং তৈলং পক্ষাঘাতং ব্যপোহতি ॥ ২০৩ ॥

মাষাদি তৈলম্—মাষাত্মগুপ্তাতিবিষোরুবূক-রাস্নাশতাহ্বালবণৈঃ সুপিষ্টৈঃ। চতু-র্গুণে মাষবলাকষায়ে তৈলং শৃতং হন্তি হি পক্ষঘাতম্ ॥ ২০৪ ॥

সর্ব্বাঙ্গবাতস্য লক্ষণমাহ—সর্বাঙ্গপবনে ক্রুদ্ধে গাত্রস্ফুরণভঞ্জনে। বেদনাভিঃ পরীতাশ্চ স্ফুটন্তীবাস্য সন্ধয়ঃ * ॥ ২০৫ ॥

তস্য চিকিৎসা—সর্বাঙ্গগতমেকাঙ্গগতঞ্চাপি সমীরণম্। তৈলাবগাহনং হন্তি তোয়বেগমিবাচলঃ ॥ ২০৬ ॥

স্থাননামলক্ষ্যলক্ষণান্ বাতব্যাধীনাহ—স্থাননামানুরূপৈশ্চ লিঙ্গৈঃ শেষান্ বিনির্দ্দিশেৎ। সর্বেবেতেষু সংসর্গং পিত্তাদ্যৈরুপলক্ষয়েৎ ॥ প্রথমং হ্রস্বকেশত্বং ততো বাচালতাপি চ। আটোপঃ পার্শ্বশূলঞ্চ পুরীষস্যাতিগাঢ়তা * ॥ তথা মলাপ্রবৃত্তিশ্চ কম্পঃ স্তম্ভশ্চ রূক্ষতা। কার্শ্যং কার্ষ্ণ্যঞ্চ শৈত্যঞ্চ লোমহর্ষো ব্যথা তথা ॥ তোদো ভেদঃ শিরা-স্ফূর্ত্তিরঙ্গমর্দ্দোঽঙ্গশুষ্কতা। সঙ্কোচশ্চাঙ্গবিভ্রংশো মোহশ্চঞ্চলচিত্ততা * ॥ নিদ্রানাশঃ স্বেদ-নাশো বলহানিশ্চ ভীরুতা। শুক্রক্ষয়ো রজোনাশো গর্ভনাশঃ পরিশ্রমঃ * ॥ ২০৭—২১১ ॥

* অর্দ্ধং অর্দ্ধনারীশ্বরবৎ পক্ষং বাহুপার্শ্বোরুজঙ্ঘাদিভাগং। অন্যতরং বামং দক্ষিণং বা বিমোক্ষয়ন্ শিথিলীকুর্ব্বন্ ॥১৯৭॥ অকর্ম্মণ্যঃ কর্ম্মাসমর্থঃ। বিচেতনঃ ঈষৎ স্পর্শাদিজ্ঞানযুক্তঃ ॥ ১৯৮ ॥ দাহঃ বাহ্যঃ। সন্তাঃ আভ্যন্তরঃ এতল্লক্ষণমন্যত্রাপি বাতব্যাধৌ বোদ্ধব্যং, সামান্যতো বায়াবিতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ ॥ ১৯৯ ॥ শুদ্ধঃ কেবলঃ। অন্যেন পিত্তেন কফেন বা। ক্ষয়হেতুকং ক্ষয়ো ধাতুক্ষয়স্তৎকুপিতবাতনিমিত্তকম্ ॥২০০॥ বেদনারহিতো যদীতি ভিন্নমসাধ্যলক্ষণম্ ॥ ২০১ ॥ সন্ধয়ো বেদনাভিঃ পরীতাযুতা স্ফুটন্তীব ॥ ২০৫ ॥ আটোপঃ গুড়্‌গুড়াশব্দঃ ॥ ২০৮ ॥ তোদঃ সূচীব্যধনেনেব পীড়া, ভেদঃ বিদারণেনেব ব্যথা। অঙ্গবিভ্রংশঃ অঙ্গস্য স্থানত্যাগেন স্খলনং ॥ ২১০ ॥ নিদ্রানাশঃ নিদ্রাল্পত্বমপি। গর্ভানাশঃ আমগর্ভপাতঃ গর্ভশয্যায়াং বাতাধিষ্ঠানাদ্গর্ভাগ্রহণামতি জেজ্জড়ঃ। পরিশ্রমঃ আয়াসং বিনা শ্রমঃ ॥ ২১১ ॥

তেষাং চিকিৎসা—সামান্যবাতরোগাণাং যা চিকিৎসা প্রবক্ষ্যতে। এষাং সাতু বিধাতব্যা তয়ৈতে যান্তি সংক্ষয়ম্॥ এবং বিধানি রূপাণি করোতি কুপিতোঽনিলঃ। হেতুস্থানবিশেষেণ ভবেদ্রোগবিশেষকৃৎ *॥ ২১২—২১৩॥

হেতুবিশেষেণ বাতব্যাধিবিশেষো—উদানে পিত্তসংযুক্তে দাহো মূর্চ্ছা ভ্রমঃ ক্লমঃ। অস্বেদহর্ষৌ মন্দাগ্নিঃ শীততা চ কফাবৃতে॥ প্রাণে পিত্তাবৃতে ছর্দ্দির্দাহশ্চৈবোপজায়তে। দৌর্ব্বল্যং সদনং তন্দ্রা বৈরস্যঞ্চ কফাবৃতে *॥ স্বেদো দাহস্তৃষা মূর্চ্ছা সমানে পিত্তসংযুতে। কফেন সক্তে বিণ্মূত্রে গাত্রহর্ষশ্চ জায়তে *॥ অপানে পিত্তসংযুক্তে দাহৌষ্ণ্যং রক্তমূত্রতা। অধঃকায়ে গুরুত্বঞ্চ শীততা চ কফাবৃতে *॥ ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহো গাত্রবিক্ষেপণং ক্লমঃ। স্তম্ভোঽথ দণ্ডকশ্চাপি শূলশোথৌ কফাবৃতে *॥ ২১৪—২১৮॥

তেষাং চিকিৎসা—বাতে সপিত্তে কুর্ব্বীত বাতপিত্তহরীঃ ক্রিয়াঃ। সকফে তত্র কুর্ব্বীত বাতশ্লেষ্মহরীং ক্রিয়াম্॥ ২১৯॥

রসাদিধাতুগতানাং বাতানাং লক্ষণানি—ত্বগ্রুক্ষা স্ফুটিতা সুপ্তা কৃশা কৃষ্ণা চ তুদ্যতে। আতন্যতে সরাগা চ সর্ব্বরুক্ত্বগ্গতেঽনিলে *॥ রুজাস্তীব্রাঃ সসন্তাপা বৈবর্ণ্যং কৃশতারুচিঃ। গাত্রে চারুংষি ভুক্তস্য স্তম্ভশ্চাসৃগ্গতেঽনিলে *॥ গুর্ব্বঙ্গস্তুদ্যতে স্তব্ধং দণ্ডমুষ্টিহতং যথা। সরুক্ স্তিমিতমত্যর্থং বাতে মাংসসমাশ্রিতে॥ তথা মেদঃশ্রিতঃ কুর্য্যাৎ গ্রন্থীন্ মন্দরুজো ব্রণান্ *॥ ভেদোঽস্থিপর্ব্বণাং সন্ধিশূলং মাংসবলক্ষয়ঃ। অস্বপ্নঃ সততা রুক্‌চ বাতে দুষ্টেঽস্থিসংস্থিতে॥ বাতে মজ্জগতে পীড়া ন কদাচিৎ প্রশাম্যতি *॥ ক্ষিপ্রং মুঞ্চতি বধ্নাতি শুক্রং গর্ভমথাপি বা। বিকৃতিং জনয়েচ্চাপি শুক্রস্থঃ কুপিতোঽনিলঃ *॥ ২২০—২২৪॥

তেষাং চিকিৎসা—বায়ৌ ত্বগাশ্রিতে স্নেহাভ্যঙ্গং স্বেদঞ্চ কারয়েৎ। রক্তস্থে শীতলান্ লেপান্ বিরেকং রক্তমোক্ষণম্॥ মাংসমেদোগতে বাতে সবিরেকং নিরূহণম্। অস্থিমজ্জগতে স্নেহং বহিরন্তশ্চ যোজয়েৎ॥ ২২৫—২২৬॥

---

* এবং বিধানি রূপাণি শিরোগ্রহাদীনি অশীতিঃ। হেত্বত্যাদি হেতুবিশেষঃ পিত্তশ্লেষ্মাদ্যাবৃতত্বাদিঃ, যথা শ্লেষ্মাবৃতো বায়ুঃ মন্যাস্তম্ভং করোতি। স্থানবিশেষঃ কোষ্ঠাদিঃ, যথা তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহো মূত্রবর্চ্চসোরিত্যাদি॥ ২১৩॥ প্রাণঃ হৃদয়াশ্রয়ো বায়ুঃ॥ ২১৫॥ কফেন সংযুক্তে সমানে বিণ্মূত্রে সক্তেঽবরুদ্ধে ভবতঃ। গাত্রহর্ষঃ রোমাঞ্চঃ॥২১৬॥ গুদাশ্রয়োঽপানঃ॥২১৭॥ দণ্ডকঃ আক্ষেপকভেদঃ॥ ২১৮॥ সর্ব্বরুক্ সপ্তত্বগ্ব্যাথা। ত্বগ্গতে ত্বক্শব্দেনাত্র রস উচ্যতে। ত্বগাধার্য্যত্বাৎ তেন রসগতেত্যর্থঃ॥ ২২০॥ অরুংষি ব্রণানি। ভুক্তস্য ভুক্তে ঽন্নাধ্যবসিতাদিত্বাং কর্ত্তরিক্তঃ, তেন ভুক্তবতঃ জন্তোঃ সন্তর্পণেন রক্তবৃদ্ধেঃ॥ ২২১॥ দণ্ডমুষ্টিতাড়িতমিব তুদ্যতে। স্তিমিতং নিশ্চলমিত্যর্থঃ। মাংসমেদোগত-বাতয়োরেকলিঙ্গত্বম্ অদূরান্তরেন প্রত্যাসত্তেরাশ্রয়প্রভাবাৎ তথা মেদঃশ্রিতঃ মাংসগতবৎ। দূরেণ প্রত্যাসত্তেরস্থিরূপায়া ভেদাচ্চ কুর্য্যাদ্গ্রন্থীনিত্যাদিবিশেষঃ॥ ২২২॥ মজ্জগতোঽস্থিগতবৎ যথা মেদোগতো মাংসগতবৎ স্যাৎ অয়ং বিশেষঃ পীড়েতি॥ ২২৩॥ শুক্রং বধ্নাতি [illegible] গর্ভং ক্ষিপ্রং মুঞ্চতি আমমেব পাতয়তি, বধ্নাতি মূঢ়ং করোতি। বাতদুষ্টং শুক্রারব্ধত্বাৎ। বিকৃতিং শুক্রস্য বর্ণাস্বরত্বাদিরূপাং গর্ভস্য বিকৃতাঙ্গত্বাদিরূপাং জনয়তি॥ ২২৪॥

কেতকাদি তৈলম্—কেতকনাগবলাতিবলানাং যদ্দ্রবলেন রসেন বিপক্বম্। তৈলমনল্পতুষোদকসিদ্ধং মারুতমস্থিগতং বিনিহন্তি ॥ ২২৭ ॥ হর্ষোঽন্নপানং শুক্রস্থে বল-শুক্রকরং হিতম্ ॥ ২২৮ ॥

অথ স্থানবিশেষেণ বাতব্যাধিবিশেষো—তত্র কোষ্ঠগতস্য বাতস্য লক্ষণমাহ—বাতে কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহো মূত্রবর্চ্চসোঃ। ব্রধ্নহৃদ্রোগগুল্মার্শঃ পার্শ্বশূলঞ্চ জায়তে * ॥ ২২৯ ॥

তস্য চিকিৎসা—পাচনীয়ৈ রসৈর্যুক্তৈঃ ক্ষারৈর্ব্বা পাচয়েন্মলান্। বিশেষতঃ পিবেৎ ক্ষীরং নরঃ কোষ্ঠগতেঽনিলে ॥ ২৩০ ॥

আমাশয়গতস্য বাতস্য লক্ষণমাহ—হৃৎপার্শ্বোদরনাভীরুক্-তৃষ্ণোদ্গার বিসূচিকাঃ। কাসঃ কণ্ঠাস্যশোষশ্চ শ্বাসশ্চামাশয়েঽনিলে * ॥ ২৩১ ॥

তস্য চিকিৎসা—আমাশয়স্থে ত্বনিলে প্রশস্তং প্রাগ্লঙ্ঘনং দীপনপাচনঞ্চ। প্রচ্ছর্দ্দনং তীক্ষ্ণবিরেচনং বা মুদ্গা যবাঃ শালিযুতাঃ পুরাণাঃ ॥ ভূতীকপথ্যাশঠিপুষ্করাণি বিল্বামৃতাদারুকনাগরাণি। উগ্রাবিষামাগধিকাবিড়ানি ক্বাথাস্ত্রয়ঃ সামসমীরণঘ্নাঃ * ॥ ২৩২।২৩৩ ॥

ষড়্ধরণোযোগঃ—চিত্রকেন্দ্রযবৌ পাঠাকটুকাতিবিষাভয়া। আমাশয়োত্থবাতঘ্নং চূর্ণং পেয়ং সুখাম্বুনা ॥ যোগেঽস্মিন্ ভিষজা গ্রাহ্যাঃ ষণ্ণাং ষড়্ধরণাঃ পৃথক্। দিনেষু ষট্সু দাতব্যাস্তেন ষড়্ধরণঃ স্মৃতঃ ॥ * অথবা।—আমাশয়গতে বাতে ছর্দ্দিতায় যথাক্রমম্। দেয়ঃ ষড়্ধরণো যোগঃ সপ্তরাত্রং সুখাম্বুনা * ॥ ২৩৬ ॥

পক্বাশয়গতস্য বাতস্য লক্ষণম্—পক্বাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলাটোপৌ করোতি চ। কৃচ্ছ্রমূত্রপুরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনাম্ * ॥ ২৩৭ ॥

তস্য চিকিৎসা—বহ্নেঃ সংবর্দ্ধনং কার্য্যং কর্ম্মোদাবর্ত্তকং তথা। দেয়ঃ স্নেহবিরেকশ্চ পক্বাশয়গতেঽনিলে ॥ বাতে জঠরগে দদ্যাৎ ক্ষারচূর্ণাদিদীপনম্। শুণ্ঠীকুটজবীজাগ্নিচূর্ণং কোষ্ণাম্বু কুক্ষিগে ॥ ২৩৮—২৩৯ ॥

গুদগতস্য বাতস্য লক্ষণম্—গ্রহো বিণ্মূত্রবাতানাং শূলাধ্মানাশ্মশর্করাঃ। জঙ্ঘোরুত্রিকপার্শ্বাংসপৃষ্ঠরোগো গুদেঽনিলে * ॥ ২৪০ ॥

---

* কোষ্ঠলক্ষণমাহ—স্থানান্যামাগ্নিপক্বানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ। হৃদুন্দুকঃ ফুস্ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে ॥ উন্দুকঃ পোঠ ইতি লোকে। এতেন কোষ্ঠশব্দেন সর্ব্ব এবাশয়াঃ কথ্যন্তে। তথাপি বিশেষার্থমামাশয়াদিগতবাতলক্ষণান্যপি পৃথক্ বক্ষ্যন্তে ॥ ২২৯ ॥ আমাশয়স্য লক্ষণমাহ। চরকঃ, নাভিস্তনান্তরং জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধাঃ। ইতি ॥ ২৩১ ॥ ভূতীকঃ রোষঃ সুগন্ধতৃণবিশেষস্তদলাভে উশীরং গ্রাহ্যম্। পুষ্করং পুষ্করমূলম্ দারুকং দেবদারু উগ্রা বচা। বিষা অতিবিষা ॥ ২৩৩ ॥ অত্র ষণ্ণাং সমুদিতানাং ষট্ধরণমিতানাং চূর্ণীকৃতানামেকস্মিন্নহনি একটঙ্কো দেয়ঃ ॥ ২৩৫ ॥ অয়মর্থঃ প্রথমদিবসে বমনং কারয়িতব্যং, ততো দ্বিতীয়দিনমারভ্য ষড়্দিনপর্য্যন্তং পাঠক্রমেণৈকৈকস্য চূর্ণং টঙ্কমিতং দেয়মিত্যর্থঃ। ইতি ষট্ধরণো যোগঃ ॥ ২৩৬ ॥ আটোপো বাতস্য ক্ষুব্ধত্বম্ গুড়্গুড়াশব্দস্তস্যান্ত্রকূজনোক্তত্বাৎ ॥ ২৩৭ ॥ রোগোঽত্র রুজা পীড়েতি যাবৎ ॥ ২৪০ ॥

তস্য চিকিৎসা—বাতে গুদগতে দুষ্টে কর্ম্মোদাবর্ত্তকং হিতম্।

হৃদয়বাতস্য চিকিৎসা—হৃদয়ানিলনাশায় গুড়ূচীং মরিচান্বিতাম্। পিবেৎ প্রাতঃ প্রযত্নেন সুখং তপ্তাম্ভসা সহ॥ পিবেদুষ্ণাম্ভসা পিষ্টমাশ্বগন্ধং বিভীতকম্। গুড়যুক্তং প্রযত্নেন হৃদয়ানিলনাশনম্॥ দেবদারুসমাযুক্তং নাগরং পরিপেষিতম্। হৃদ্বাতবেদনাযুক্তঃ পীত্বা সুখমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৪১—২৪৩॥

শ্রোত্রাদিগতস্য বাতস্য লক্ষণম্—শ্রোত্রাদিষ্বিন্দ্রিয়বধং কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধঃ সমীরণঃ॥ ২৪৪॥

তস্য চিকিৎসা—শ্রোত্রাদিষ্বনিলে দুষ্টে কার্য্যো বাতহরঃ ক্রমঃ। স্নেহাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ মর্দ্দনালেপনানি চ॥ ২৪৫॥

শিরাগতস্য বাতস্য লক্ষণম্—কুর্য্যাচ্ছিরাগতঃ শূলং শিরাকুঞ্চনপূরণম্। সবাহ্যাভ্যন্তরায়ামং খল্লীং কুব্জত্বমেব চ *॥ ২৪৬॥

তস্য চিকিৎসা—স্নেহাভ্যঙ্গোপনাহাশ্চ মর্দ্দনালেপনানি চ। বাতে শিরাগতে কুর্য্যাৎ তথা চাসৃগ্বিমোক্ষণম্॥ ২৪৭॥

স্নায়ুগতস্য লক্ষণম্—শূলমাক্ষেপকঃ কম্পঃ স্তম্ভঃ স্নায়ুনিলাদ্ভবেৎ॥ ২৪৮॥

তস্য চিকিৎসা—স্বেদোপনাহাগ্নিকর্ম্মবন্ধনোন্মর্দ্দনানি চ। ক্রুদ্ধে স্নায়ুগতে বাতে কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥ ২৪৯॥

সন্ধিগতস্য লক্ষণম্—হন্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্ শূলশোথৌ করোতি চ *॥ ২৫০॥

তস্য চিকিৎসা—কুর্য্যাৎ সন্ধিগতে বাতে দাহস্নেহোপনাহনম্॥ ইন্দ্রবারুণিকামূলং মাগধীগুড়সংযুতম্। ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রং তৎ সন্ধিবাতং ব্যপোহতি॥ ২৫১॥

উক্তরোগাণাং কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বমাহ—হনুস্তম্ভার্দ্দিতাক্ষেপপক্ষাঘাতাপতানকাঃ। কালেন মহতা যত্নাৎ (ক) সিধ্যন্তি ন চ বা ন বা *॥ নবান্ বলবতাস্ত্বেতান্ সাধয়েন্নিরুপদ্রবান্॥ ২৫২॥

তানেবোপদ্রবানাহ—বিসর্পদাহরুগ্ভঙ্গমূর্চ্ছারুচ্যগ্নিমার্দ্দবৈঃ। ক্ষীণমাংসবলং বাতা ঘ্নন্তি পক্ষবধাদয়ঃ *॥ শূনং সুপ্তত্বচং ম্লানং কম্পাধ্মাননিপীড়িতম্। রুজার্ত্তিমন্তঞ্চ নরং বাতব্যাধির্বিনাশয়েৎ॥ ২৫৩। ২৫৪॥

ইদানীং পঞ্চবিধস্য প্রকৃতস্য বায়োঃ কার্য্যং লিঙ্গঞ্চাহ—অব্যাহতগতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতৌ স্থিতঃ। বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্বীতরোগঃ সমাঃশতম্॥২৫৫॥

---

* শূলং শিরায়ামেব পূরণং স্থূলত্বম্ কুঞ্চঃ সঙ্কোচঃ বাহ্যায়ামং পৃষ্ঠেন নতম্। অভ্যন্তরায়ামং ক্রোড়েন নতং॥ ২৪৬॥ হন্তি বিশ্লেষয়তি॥ ২৫০॥ শতেষ্বেকঃ কশ্চিনমুচ্যত ইত্যর্থঃ পরং কঃ সিধ্যতি যত্নকৃণো ভবতি তথা বলবান্নুপদ্রবরহিতশ্চ॥২৫২॥ বাতাঃ বাতবিকারাঃ, কার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ বাতাদিতি পাঠে বাতাৎ পক্ষবধাদয় ইতি যোজ্যম্॥ ২৫৩॥

(ক) মহতাদ্যানাং যত্নাৎ সিধ্যন্তি বা নবেতি বা পাঠঃ।

বাতব্যাধীনাং সামান্যানি ভেষজানি। মহামাষাদি তৈলম্—

মাষস্যার্দ্ধাঢকং দেয়ং তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ। পলানি চ্ছাগ-মাংসস্য ত্রিংশদ্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥ চতুর্ভাগাবশেষং তং কষায়মবতারয়েৎ। প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পয়ো দদ্যাচ্চতুর্গুণম্॥ জীবনীয়ানি মঞ্জিষ্ঠা চব্যং চিত্রককট্ফলম্। সব্যোষং পিপ্পলীমূলং রাস্নামলকগোক্ষুরম্॥ আত্মগুপ্তা তথৈরণ্ডঃ শতাহ্বালবণত্রয়ম্। দেবদার্ব্বমৃতাকুষ্ঠমশ্বগন্ধা বচা শটী॥ এতৈরক্ষমিতৈঃ কল্কৈঃ পাচয়েন্ মৃদুনাগ্নিনা। পক্ষাঘাতার্দ্দিতে পুংসি হনুস্তম্ভার্দ্দিতে তথা॥ কর্ণশূলে শিরঃশূলে তিমিরে চ ত্রিদোষজে। পাণিপাদশিরোগ্রীবাভ্রমণে মন্দচংক্রমে॥ কলায়খঞ্জে পঙ্গৌ চ গৃধ্রস্যামপবাহুকে। পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণাদিপূরণে॥ তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি সর্ব্ববাতবিকারনুৎ। মহামাষাদি-নামেদং ভাষিতং মুনিভিঃ পুরা॥ ২৫৬—২৬৩॥ ইতি মহামাষাদি তৈলং চক্রদত্তাৎ।

মাষাদি তৈলং—মাষা যবাতসী ক্ষুদ্রা মর্কটী চ কুরণ্টকঃ। গোকণ্টঃ টুণ্টুকশ্চৈষাং প্রত্যেকং পলসপ্তকম্॥ চতুর্গুণাম্বুনা পক্বা পাদশেষং শৃতং নয়েৎ। কার্পাসকাস্থি বদরং শণবীজং কুলত্থকম্॥ পৃথক্ চতুর্দ্দশপলং চতুর্গুণজলে পচেৎ। কষায়ং তত্র গৃহ্লীয়াচ্চতুর্থাংশাবশেষিতম্॥ প্রস্থঞ্চ ছাগমাংসস্য চতুঃষষ্টিপলে জলে (ক)। প্রক্ষিপ্য পাচয়েদ্ধীমান্ পাদশেষং রসং নয়েৎ॥ তৈলপ্রস্থে ততঃ কাথান্ সর্ব্বাংস্তান্ ক্রমশঃ পচেৎ। কল্কদ্রব্যৈঃ পচেদেভিরমৃতাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ॥ রাস্নাপুনর্নবৈরণ্ডৈঃ পিপ্পল্যা শতপুষ্পয়া বলাপ্রসারিণীভ্যাঞ্চ মাংস্যা কটুকয়া তথা॥ পৃথক্কর্ষমিতৈ-রেতৈঃ সাধয়েন্ মৃদুনাগ্নিনা। হন্যাত্তৈলমিদং শীঘ্রং বাতব্যাধীনশেষতঃ॥ আক্ষেপকং পক্ষাঘাতমূরুস্তম্ভাপবাহুকৌ। হস্তকম্পং শিরঃকম্পং বিশ্বচীমর্দ্দিতং তথা॥ ২৬৪—২৭১॥ ইতি দ্বিতীয়মাষাদিতৈলং শার্ঙ্গধরাৎ।

মধ্যমনারায়ণ তৈলং—অশ্বগন্ধা বলাবিল্বং পাটলা বৃহতীদ্বয়ম্। শ্বদংষ্ট্রাতিবলা নিম্বশ্যোনাকঞ্চ পুনর্নবাম্॥ প্রসারিণীমগ্নিমন্থং কুর্য্যাৎ দশপলং পৃথক্। চতুর্দ্রোণে জলে পক্বা পাদশেষং শৃতং নয়েৎ॥ তৈলাঢ়কেন সংযোজ্য শতাবর্য্যা রসাঢ়কম্। প্রক্ষিপেত্তত্র গোক্ষীরং ততস্তৈলাচ্চতুর্গুণম্॥ পৃথক্ পলমিতৈঃ কল্কৈর্দ্রব্যৈরেভিঃ পচেদ্ভিষক্ (খ)॥ বচাচন্দনকুষ্ঠৈলামাংসীশৈলেয়সৈন্ধবৈঃ। অশ্বগন্ধাবলারাস্নাশতপুষ্পেন্দ্রদারুভিঃ। পর্ণীচতুষ্টয়েনৈব তগরেণ প্রসাধয়েৎ॥ তত্তৈলং ভোজনেঽভ্যঙ্গে পানে বস্তৌ চ যোজয়েৎ। পক্ষাঘাতং হনুস্তম্ভং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্॥ কুব্জত্বং বধিরত্বঞ্চ গতিভঙ্গং কটীগ্রহম্। গাত্রশোষেন্দ্রিয়ধ্বংসং শুক্রনাশং জ্বরক্ষয়ান্॥ অন্ত্রবৃদ্ধিং কুরণ্ডঞ্চ দন্তরোগং শিরোগ্রহম্। পার্শ্বশূলঞ্চ পঙ্গুত্বং বুদ্ধিনাশঞ্চ গৃধ্রসীম্॥ অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বাতান্ হরেৎ সর্ব্বাঙ্গসংশ্রয়ান্। অস্যাঃ প্রভাবাৎ বন্ধ্যাপি নারী পুত্রং প্রসূয়তে॥ যথা নারায়ণো দেবো দুষ্টদৈত্যবিনাশনঃ তথেদং বাতরোগাণাং নাশনং তৈলমুত্তমম্॥ ২৭২—২৮১॥

(ক) চতুর্গুণজলে পচেৎ ইতি বা পাঠঃ।
(খ) এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ ইতি বা পাঠঃ

মহানারায়ণতৈলম্—তিলতৈলং সমাদায় চতুরাঢ়কসম্মিতম্। পঞ্চপল্লবকল্কেন শোধয়েৎ দোষশান্তয়ে॥ তত্রাজং দুগ্ধমথবা গব্যং তৈলসমং পচেৎ। শতাবরীরসঞ্চাপি তৈলতুল্যং পচেদ্ভিষক্॥ দশমূলী বলা রাস্না শিগ্রূৎপলপুনর্নবাঃ। শেফালিকা নাগবলা বলা চৈব প্রসারিণী॥ অশ্বগন্ধা সহচরো দর্ভমূলং করঞ্জকঃ। খদিরং চন্দনং লোধ্রং বচাসনপলাশকম্॥ বকুলৈরণ্ডবরুণশালযুগ্মকটম্ভরাঃ॥ শিরীষঃ শিখরাবাসা হিংস্রাজম্বূবিভীতকম্॥ কাঞ্চনারঃ কপিত্থশ্চ পারিভদ্রঃ প্রিয়ালকম্। পাষাণভেদঃ শম্পাকো তুম্বিকাদাড়িমীফলম্॥ উদুম্বরঃ সপুলা চ কন্থকামালতীত্বচম্। মাগধী নলমূলঞ্চ যবকোলকুলত্থকম্॥ আত্মগুপ্তার্ককার্পাসবীজং বৎসাদনী স্নুহী। কেতকীমূলধত্তুরলাঙ্গলীগর্দ্দভাণ্ডকম্॥ চিত্রকঞ্চ মহানিম্বং পঞ্চবল্কলমেব চ। মুণ্ডী টঙ্কারিমুশলী হংসপাদী বিশল্যকম্॥ এষাং দশপলান্ ভাগান্ বারিণ্যষ্টগুণে পচেৎ॥ পাদশেষং পরিস্রাব্য তত্র তৈলং পুনঃ পচেৎ। ছাগো মেষশ্চ হরিণ এণশ্চ বহুশৃঙ্গকঃ। শশঃ শল্যঃ শিবা গোধা সিংহো ব্যাঘ্রশ্চ ভল্লুকঃ॥ বন্যোবরাহঃ খড়্গা চ মহিষো ঘোটকস্তথা। কপির্বভ্রু বিড়ালশ্চ মূষকশ্চোরুদর্দুরঃ॥ বর্ত্তিকস্তিত্তিরির্লাবঃ খঞ্জরীটশ্চকোরকঃ। উলূকো নীলকণ্ঠশ্চ বন্যকুক্কুট এব চ॥ গৃধ্রশ্চ গরুড়ো হংসশ্চক্রঃ কারণ্ডবোঽপি চ। কপোতঃ সারসঃ ক্রৌঞ্চো বন্যঃ পারাবতস্তথা॥ রোহিতো মদ্গুরশ্চাপি শিলীন্ধ্রঃ শৃঙ্গকস্তথা। ইল্লিসো গর্গরো বর্ম্মিরথ কাকঃ পিকাপি চ॥ মহামৎস্যঃ কচ্ছপশ্চ শিশুমারশ্চ সাঙ্কুচিঃ। মকরো ঘণ্টিকাকারস্তদলাভে তু গোধিকা॥ যথালাভমমীষাঞ্চ ক্বাথং তৈলসমং পচেৎ॥ রাস্নাশ্বগন্ধামিষিদারুকুষ্ঠপর্ণীচতুষ্কাগুরুকেশরাণি। সিন্ধুত্থমাংসীরজনীদ্বয়ঞ্চ শৈলেয়কং চন্দনপুষ্করঞ্চ *॥ এলাসযষ্টীতগারব্দপত্রং ভৃঙ্গোঽষ্টবর্গস্তু বচা পলাশী। স্থৌণেয়বৃশ্চীরকচোরকাখ্যং মূর্ব্বাত্বচং কট্‌ফলপদ্মকঞ্চ *॥ মৃণালজাতীফলকেতকাখ্যং সনাগপুষ্পং সরলং মুরা চ। জীবন্তিকোশীরবরাস্তথৈব দুরালভা বানরিকা নখশ্চ *॥ কৈবর্ত্তমুস্তার্জ্জুনতিক্তকঞ্চ বাতামখর্জ্জূরকতুম্বরাশ্চ। সধাতকীগ্রন্থিকপর্পটাশ্চ পটোলহেমাহ্বজয়ন্তিকাশ্চ *॥ ত্রায়ন্তিকালম্বুষশক্রবীজং রসাঞ্জনাভা ত্রিবৃতারুণা চ। দ্রাক্ষাকণাদ্রোণপুনর্নবাশ্চ কৌন্তীক্রিমিঘ্নোহয়মারকশ্চ *॥ নীলোৎপলং পদ্মককারবীভ্যাং রস্তানলো গোক্ষুরকঃ ক্ষুরশ্চ। কঙ্কোলকালেয়কুসুম্ভপুষ্পস্তুরুষ্ককাশ্মীরকসিক্থকঞ্চ॥ লবঙ্গকর্পূররসালকাগুরুকস্তুরিকা বাল-

---

* দারু দেবদারু পর্ণীচতুষ্কং শালিপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী। কেশরঃ পুন্নাগস্তস্য পুষ্পং গ্রাহ্যম্, তদলাভে নাগকেশরং গ্রাহ্যম্, শৈলেয়কং ছরীলা, চন্দনমত্রশ্বেতং। পুষ্করং পুষ্করমূলং॥ ২৯৮॥ তগরস্তাপ্যলাভে তু কুষ্ঠং দদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ। ভৃঙ্গঃ ত্বক্ অষ্টবর্গালাভে শতাবরী বিদার্য্যশ্বগন্ধা বারাহী দ্বিগুণা দদ্যাৎ। বারাহিগেটি ইতি লোকে। পলাশী কর্চূরভেদঃ গন্ধপলাশীতি কাশ্মীরে প্রসিদ্ধা, তদলাভে কর্চূর এব দেয়ঃ। স্থৌণেয়ঃ গঠিবনভেদঃ, ঈষৎ সুগন্ধি থুনের ইতি লোকে। বৃশ্চীরঃ শ্বেতমূলা পুনর্নবা, চোরকঃ গ্রন্থিপর্ণস্যৈব ভেদঃ, ভটিউরইতি নৈপালদেশে প্রসিদ্ধঃ॥ ২৯৯॥ কেতকস্য মূলং পুষ্পঞ্চ দদ্যাৎ॥ ৩০০॥ কৈবর্ত্তমুস্তা কেবটীমোথা গুড়ত্তজী ইতি চ নাম। তিক্তকঃ কিরাততিক্তকঃ বাতামং বাদাম হেমাহ্বং ধস্তূরস্তফলং মূলং পত্রঞ্চ। জয়ন্তিকা জৈন্তিত্বক্॥ ৩০১॥ ত্রায়ন্তিকা অত্র লভ্যত এব ন, অলম্বুষা লজ্জালুভেদঃ আভা বর্ব্বূলঃ, তস্য ত্বক্। অরুণা মঞ্জিষ্ঠা দ্রোণঃ দ্রোণমারকঃ [illegible] পুনর্নবা রক্তপুষ্পা হয়মারকঃ করবীরস্তস্য মূলম্॥ ৩০২॥

কমম্বরঞ্চ * ॥ বস্ত্রনমাসাং বিদধ্যাৎ সুবৈদ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ কর্ষযুগোন্মিতানাম্। শুভে চ নক্ষত্রমুহূর্ত্তলগ্নে সন্তোষ্য বিপ্রাংশ্চ ভিষগ্বরাংশ্চ ॥ সম্পূজ্য নারায়ণনামধেয়ং দেবং ত্রিনেত্রং জগতামধীশম্। পাত্রে তু হৈম্নঃ খলু রাজতে বা তাম্রেঽথবা লোহময়েঽপি রক্ষেৎ ॥ তদভ্যঙ্গেঽঙ্গনে নস্যে নিরূহে চাবগাহনে। পানে চৈতদ্‌যথাব্যাধি প্রযুঞ্জীত চিকিৎসকঃ ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন তৈলমেতৎ প্রযোজিতম্। অবশ্যং বাতজান্ ব্যাধীন্‌শীঘ্রমপি নাশয়েৎ ॥ এতস্যাভ্যাসতো জন্তোর্জ্জরা জাতু ন জায়তে। পতন্তি বলয়ো নৈব পলিতঞ্চ ন জায়তে ॥ নেত্রং তেজস্বি নিতরাং গরুড়স্যেব জায়তে। নোচ্চৈঃ-শ্রুতির্ন বাধির্য্যং কর্ণনাদো ন জায়তে ॥ পাণিকম্পঃ শিরঃকম্পঃ প্রলাপশ্চ ন জায়তে। বুদ্ধি-ভ্রংশো ন জায়েত তস্মাৎ কর্ম্মসু পাটবম্ ॥ যথা জলেন সিক্তস্য শাখিনঃ পল্লবাদয়ঃ। বর্দ্ধন্তে ধাতবস্তদ্বদ্ দেহিনোঽনেন নিত্যশঃ ॥ আমং গর্ভং ত্যজেৎ যাতু সূতিকা রুগ্‌যুতা চ যা। যা চ দুঃপ্রসবক্ষীণা তাভ্য এতদ্ধিতং পরম্ ॥ বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং গর্ভপাতো ন জায়তে। যোনিরোগাঃ প্রণশ্যন্তি প্রদরশ্চ প্রশাম্যতি ॥ অস্মাত্তৈলবরাদন্যৎ কুত্রচিন্নাস্তি ভেষজম্। বল্যং বৃষ্যং বৃংহণঞ্চ রসায়নমিদং মহৎ ॥ পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যৈরভিহতান্ সুরান্ ॥ ভিন্নান্ ভগ্নাস্থিকান্ বিদ্ধান্ পিচ্চিতান্ ব্যথয়ার্দ্দিতান্। দৃষ্ট্বা হিতায় দেবানাং নরাণাঞ্চাব্রবীদি-দম্। তৈলং নারায়ণো দেবো মহানারায়ণাভিধম্ ॥ ২৮২—৩১৬ ॥

মহাযোগরাজগুগ্‌গুলুঃ—নাগরং পিপ্পলীমূলঞ্চব্যমূষণচিত্রকম্। ভৃষ্টং হিঙ্গ্বজ-মোদা চ সর্ষপো জীরকদ্বয়ম্ ॥ রেণুকেন্দ্রযবৌ পাঠা বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী। কটুকাতিবিষা ভার্গী বচা মূর্ব্বা চ পত্রকম্ ॥ দেবদারু কণা কুষ্ঠং রাস্না মুস্তা চ সৈন্ধবম্। এলা ত্রিকণ্টকং পথ্যা ধান্যকঞ্চ বিভীতকম্ ॥ ধাত্রী চ ত্বগুশীরঞ্চ যবক্ষারোঽখিলান্যপি। এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ॥ যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবানেবাত্র গুগ্‌গুলুঃ। সংমর্দ্দ্য সর্পিষা পশ্চাৎ সর্ব্বং সংমিশ্রয়েচ্চ তৎ ॥ একং পিণ্ডঞ্চ তৎ কৃত্বা ধারয়েৎ ঘৃতভাজনে। গুটিকাষ্টঙ্কমাত্রাস্তু খাদেত্তাস্তু যথোচিতাঃ * ॥ আদৌ শাণোন্মিতং খাদেৎ সার্দ্ধশাণস্ততঃ পরম্। তদগ্রে কর্ষমর্দ্ধন্তু পূর্ণং কর্ষন্ততঃ পরম্ ॥ গুগ্‌গুলুর্যোগরাজোঽয়ং মহামুখ্যো রসায়নম্। মৈথুনাহারপানানাং নিয়মো নাত্র বিদ্যতে ॥ অর্শাংসি গ্রহণীরোগং প্লীহগুল্মোদরানপি। আনাহং মন্দমগ্নিঞ্চ শ্বাসং কাসমরোচকম্ ॥ প্রমেহং নাভিশূলঞ্চ ক্রিমিক্ষয়মুরোগ্রহম্। সর্ব্বান্ বাতাময়ান্ হন্যাদামবাতমপস্মৃতিম্ ॥ বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং তথা দুষ্টব্রণানপি। শুক্রদোষং রজোদোষ-মুদাবর্ত্তং ভগন্দরম্ ॥ রাস্নাদিক্কাথসংযুক্তঃ সর্ব্ববাতাময়ান্ হরেৎ। কাকোল্যাদিশৃতাৎ পিত্তং কফমারগ্বধাদিনা ॥ দার্ব্বীশৃতেন মেহাংশ্চ গোমূত্রেণ চ পাণ্ডুতাম্। মধুনা মেদসো বৃদ্ধিং কুষ্ঠং নিম্বশৃতেন চ ॥ ছিন্নাক্কাথেন বাতাস্রং শোথং মূলকজাৎ শৃতাৎ। পাটলাক্কাথসহিতো

---

* পদ্মকং নীলোৎপলাদন্যোৎপলম্, পদ্মকাষ্ঠমুক্তমেব, কারবী মগরৈলা। রম্ভায়াঃ কন্দম্ ক্ষুরস্য ফলানি রসালকাণ্ডম্। আণ্ডী সুগন্ধদ্রব্যম্ ॥ ৩০৩ ॥ দোষকালাদ্যপেক্ষয়া ॥ ৩২২ ॥

বিষং মূষকসম্ভবম্॥ ত্রিফলাক্কাথসংযুক্তো দারুণাং নেত্রবেদনাম্। পুনর্নবাদিক্কাথেন হন্তি সর্ব্বোদরাণ্যপি ॥ ৩১৭—৩৩১ ॥

রাস্নাদিক্কাথো যথা—রাস্না পুনর্নবা শুণ্ঠী গুড়ূচ্যেরণ্ডজং শৃতম্। সপ্তধাতুগতে বাতে সামে সর্ব্বাঙ্গগেঽপি চেৎ ॥ ৩৩২ ॥

রসোনকল্কঃ—যুক্তঃ কল্কো রসোনস্য তিলতৈলেন সিন্ধুনা। বাতরোগান্ হরেৎ সর্ব্বান্ জ্বরাংশ্চ বিষমানপি ॥ ক্ষীরেণ তৈলেন ঘৃতেন বাপি মাংসেন সার্দ্ধং লশুনানি খাদেৎ ॥ শাল্যোদনেনাপি চ ষষ্টিকেন পলার্দ্ধবৃদ্ধ্যা দিবসানি সপ্ত ॥ বাতোত্থরোগান্ বিষমজ্বরাংশ্চ শূলান্ সগুল্মান্ দহনস্য মান্দ্যম্ ॥ প্লীহানমুগ্রং ভুজপার্শ্বশূলং শিরোব্যথাং কৃন্ততি শুক্র-দোষান্ ॥ অন্নপ্রকারৈঃ পললপ্রকারৈর্গোধূমকৈর্বা যবশক্তুভির্বা। দুগ্ধেন তৈলেন ঘৃতেন বাপি যুক্তানি শীতে লশুনানি খাদেৎ। সম্বর্ত্তকৈর্লাব-কপিঞ্জলৈর্বা মৃগ্যাঃ পলৈর্ব্বাপ্যথ কৌক্কুটৈর্বা। বারাহবর্ত্তীরকহারিণৈর্বা সুসংস্কৃতৈরগ্নিবলং সমীক্ষ্য ॥ ৩৩৩—৩৩৭ ॥

রসোনাষ্টকং—রসোনপক্বকন্দস্য গুলিকা নিস্ত্বচীকৃতাঃ। পাটয়িত্বা চ মধ্যস্থং দূরীকুর্য্যাৎ তদঙ্কুরম্ ॥ নিশ্যুগ্রগন্ধনাশায় দধ্না সন্নীয় রক্ষয়েৎ। ততঃ প্রক্ষাল্য সংশোষ্য শিলায়াং পরিপেষয়েৎ ॥ কল্কস্য পঞ্চমং ভাগং চূর্ণমেষাং বিনিঃক্ষিপেৎ। সৌবর্চ্চলং যবানীং চ ভর্জ্জিতং হিঙ্গু সৈন্ধবম্ ॥ কটুত্রিকং জীরকঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ। তিলতৈলঞ্চ কল্কস্য তুর্য্যাংশং তত্র মিশ্রয়েৎ ॥ খাদেৎ কর্ষমিতং প্রাতঃ কিংবা দোষাদ্যপেক্ষয়া। অনুপানং প্রকুর্ব্বীত বাতারিশৃতমন্বহম্ ॥ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গজং বাতমর্দ্দিতঞ্চাপতন্ত্রকম্। অপস্মারং তথোন্মাদমূরুস্তম্ভঞ্চ গৃধ্রসীম্ ॥ উরঃপৃষ্ঠকটীপার্শ্বকুক্ষিপীড়াং কৃমীন্ হরেৎ। মদ্যং মাংসং তথাম্লঞ্চ রসং সেবেত নিত্যশঃ ॥ আয়াসমাতপং রোষমতিনীরং গুড়ং স্ত্রিয়ম্। রসোনমশ্নন্ পুরুষস্ত্যজেদেত-ন্নিরন্তরম্ ॥ বর্জ্জয়েৎ তদতীসারী প্রমেহী পাণ্ডুরোগবান্। অরোচকী গর্ভিণী চ মূর্চ্ছার্শো-রোগসংযুতঃ ॥ রক্তপিত্তী চ শোষী চ যক্ষ্মী ছর্দ্দ্যর্দ্দিতো নরঃ। পিত্তে তু পথ্যভুক্ কুর্য্যাৎ প্রয়োগান্তে বিরেচনম্ ॥ অন্যথা তস্য জায়ন্তে কুষ্ঠাপাণ্ড্বাময়াদয়ঃ। স্নাতস্তন্যং ত্বরিতং দদ্যাদ্বালানামপ্যনিচ্ছতাম্। তথা চ লভতে সিদ্ধিং মহাবীর্য্যাদ্ রসোনতঃ ॥ ৩৩৮—৩৪৮ ॥

বাতব্যাধিষু রসাঃ। বাতারিঃ—রসো গন্ধো বরা বহ্নিগুগ্গুলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ। তত্রৈকভাগঃ সূতঃ স্যাদ্গন্ধকো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ত্রিভাগা ত্রিফলা যোজ্যা চতুর্ভাগস্তু চিত্রকঃ। গুগ্গুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদ্রুবূতৈলেন মর্দ্দিতঃ ॥ ক্ষিপ্ত্বা তত্রোদিতং চূর্ণং তেন তৈলেন মর্দ্দয়েৎ। গুটিকাং কর্ষমাত্রাস্তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরেব হি ॥ নাগরৈরণ্ডমূলানাং কষায়ং প্রপিবেদনু। অভ্যজ্যৈরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্ ॥ বিরেকপরিণামে তু স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ। বাতারিসংজ্ঞকো হ্যেষ রসো নিয়তসেবিতঃ। মাসেন মরুতো রোগান্ হরেৎ সুরতবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৪৯—৩৫৩ ॥

ইতি বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

অথোরুস্তম্ভাধিকারঃ।

তত্রোরুস্তম্ভস্য বিপ্রকৃষ্টসন্নিকৃষ্টনিদানসম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণং—শীতোষ্ণদ্রবসংশুষ্ক-গুরুস্নিগ্ধৈর্নিষেবিতৈঃ। জীর্ণাজীর্ণে তথায়াসসঙ্ক্ষোভস্বপ্নজাগরৈঃ * ॥ সশ্লেষ্মমেদঃ পবনঃ সামমত্যর্থসঞ্চিতম্। অভিভূয়েতরং দোষমূরূ চেৎ প্রতিপদ্যতে * ॥ সক্‌থ্যস্থিনী প্রপূর্য্যান্তঃ শ্লেষ্মণা স্তিমিতেন সঃ। তদা স্তভ্নাতি তেনোরূ স্তব্ধৌ শীতাবচেতনৌ *॥ পরকীয়াবিব গুরূ স্যাতামতিভৃশব্যথৌ। ধ্যানাঙ্গমর্দ্দস্তৈমিত্য-তন্দ্রাচ্ছর্দ্দ্যরুচিজ্বরৈঃ * ॥ সংযুতৌ পাদসদনকৃচ্ছ্রোদ্ধরণসুপ্তিভিঃ। তমূরুস্তম্ভমিত্যাহুরাঢ্যবাতমথাপরে * ॥ ১—৫ ॥

প্রাগ্‌রূপমাহ—প্রাগ্‌রূপং তস্য নিদ্রাতিধ্যানং স্তিমিততা জ্বরঃ। রোমহর্ষোঽরুচিচ্ছর্দ্দির্জ্জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সদনং তথা ॥ ৬ ॥

তস্য রূপমাহ—বাতশঙ্কিভিরজ্ঞানাৎ তত্র স্যাৎ স্নেহনাৎ পুনঃ। পাদয়োঃ সদনং সুপ্তিঃ কৃচ্ছ্রাদুদ্ধরণং তথা * ॥ জঙ্ঘোরুগ্লানিরত্যর্থং শশ্বদ্বাদাহ-বেদনা। পাদঞ্চ ব্যথতে ন্যস্তং শীতস্পর্শং ন বেত্তি চ * ॥ সংস্থানে পীড়নে গত্যাং চালনে চাপ্যনীশ্বরঃ। অন্যনেয়ৌ হি সম্ভগ্নাবূরূ পাদৌ চ মন্যতে * ॥ ৭—৯ ॥

উরুস্তম্ভস্যারিষ্টলক্ষণমাহ—যদা দাহার্ত্তিতোদার্ত্তো বেপনঃ পুরুষো ভবেৎ। উরুস্তম্ভস্তদা হন্যাৎ সাধয়েদন্যথা নবম্ * ॥ ১০ ॥

তস্য চিকিৎসা—স্নেহাসৃক্‌স্রাববমনং বস্তিকর্ম্ম বিরেচনম্। বর্জ্জয়েদাঢ্যবাতে তু যতস্তৈস্তস্য কোপনম্ ॥ তস্মাদত্র সদা কার্য্যং স্বেদলঙ্ঘনরুক্ষণম্। আমমেদঃকফাধিক্যান্ মারুতং পরিরক্ষতা ॥ যৎ স্যাৎ কফপ্রশমনং ন তু মারুতকোপনম্। তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমূরুস্তম্ভস্য ভেষজম্ ॥ সর্ব্বো রুক্ষঃ ক্রমঃ কার্য্যস্তত্রাদৌ কফনাশনঃ। পশ্চাদ্বাতবিনাশায় বিধাতব্যাখিলা ক্রিয়া ॥ ভোজ্যাঃ পুরাণাঃ শ্যামাককোদ্রবোদ্দালশালয়ঃ। জাঙ্গলৈরঘৃতৈর্ম্মাংসৈঃ শাকৈশ্চালবণৈর্হিতৈঃ ॥ শাকৈরলবণৈর্দ্দধ্যাজ্জলতৈলাজ্যসাধিতৈঃ। সুনিষণ্ণ-

---

* জীর্ণাজীর্ণে কিঞ্চিজ্জীর্ণে কিঞ্চিদজীর্ণে শীতাদিভির্নিষেবিতৈঃ ভুক্তৈঃ, সংক্ষোভেণ সংচলনেন। দিবাস্বপ্নেন, রাত্রৌ জাগরণেন ॥ ১ ॥ অভিভূয় দূষয়িত্বা ইতরং দোষং পিত্তং ॥ ২ ॥ স্তিমিতেন আর্দ্রেণাবৃত্তেনেতি যাবৎ। নতু ঘনেন। স পবনঃ তদা উরূ স্তভ্নাতি তেন স্তম্ভেন অচেতনৌ শূন্যৌ ॥ ৩ ॥ পরকীয়াবিব, অক্রিয়াবিত্যর্থঃ ধ্যানম্ মূঢ়তা ॥ ৪ ॥ পাদসম্বন্ধিনীভিঃ সদনকৃচ্ছ্রোদ্ধরণসুপ্তিভিশ্চ সংযুক্তৌ। অয়ং সুশ্রুতেন মহাবাতব্যাধিষু পঠিতঃ ॥৫॥ অজ্ঞানাৎ অনিশ্চয়াৎ। স্তম্ভসুপ্তিকর্ম্মরহিতপাদদর্শনেন বাতশঙ্কিভিঃ বাতব্যাধিশঙ্কিভিঃ তত্র উরুস্তম্ভে স্নেহনাৎ স্নেহদানাৎ। স্নেহাদিনা স্নেহন্যা চিকিৎসয়া পাদসদনাদয়ঃ উরুভঙ্গোপমত্বাৎ তে বিকারাঃ স্যুঃ ॥ ৭ ॥ জঙ্ঘোর্ব্বোর্গ্লানিঃ অবশক্তিঃ অদাহবেদনা ঈষদ্দাহেন সহ বেদনা ॥ ৮ ॥ অন্যনেয়ৌ অন্যচাল্যৌ ভবতঃ ॥ ৯ ॥ 'অন্যথা' দাহাদ্যুপদ্রবরহিতং তমপি নবম্ উৎপন্নমাত্রং সাধয়েৎ। ১০

কনিম্বার্কবৃন্তারগ্বধপল্লবৈঃ। বায়সীবাস্তুকাভ্যৈশ্চ সাধিতৈঃ শাকমূলকৈঃ। শাকৈরলবণৈর্যুক্তং জীর্ণে শাল্যোদনং ভিষক্॥ রুক্ষণাদ্বাতকোপশ্চেন্নিদ্রানাশার্ত্তিপূর্ব্বকঃ। স্নেহস্বেদক্রমস্তত্র কার্য্যো বাতাময়াপহঃ॥ প্রতারয়েৎ প্রতিস্রোতো নদীং শীতজলাং শিবাম্। সরশ্চ বিমলং শীতং স্থিরতোয়ং পুনঃ পুনঃ॥ যথাবিশুষ্কেঽস্য কফে শান্তিমূরুগ্রহো ব্রজেৎ। শরীরবলমগ্নিঞ্চ কার্য্যৈষা রক্ষতা ক্রিয়া॥ সক্ষারমূত্রস্বেদাংশ্চ রুক্ষান্যুৎসাদনানি চ। কুর্য্যাদ্দাহে চ মূত্রাঢ্যৈঃ করঞ্জফলসর্ষপৈঃ॥ মূলৈর্ব্বাপ্যশ্বগন্ধায়া মূলৈরর্কস্য বা ভিষক্। পিচুমর্দ্দস্য বা মূলৈরথবা দেবদারুণঃ॥ ক্ষৌদ্রসর্ষপবল্মীকমৃত্তিকাসম্প্রযুতৈর্ভিষক্। গাঢ়মুৎসাদনং কুর্য্যাদূরুস্তম্ভে সবেদনে॥ দন্তীদ্রবন্তীসুরসাসর্ষপৈশ্চাপি বুদ্ধিমান্। তর্কারীসুরসাশিগ্রুবচাবৎসকনিম্বকৈঃ॥ পত্রমূলফলৈস্তোয়ং শৃতমুষ্ণঞ্চ সেবনম্ ভল্লাতকামৃতাশুণ্ঠীদারুপথ্যাপুনর্নবাঃ। পঞ্চমূলীদ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভনিবর্হণাঃ॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ভল্লাতকফলানি চ। কল্কং মধুযুতং পীত্বা উরুস্তম্ভাদবিমুচ্যতে॥ ১১—২৬॥

রাস্নাদিক্বাথঃ—রাস্নাশ্যামাকপথ্যামরিচমিসিশিবাবেল্লশট্যশ্বগন্ধাঃ, যাসশ্ছিন্নাজমোদাসুমুখমতিবিষা বৃদ্ধদারো বৃহত্যৌ। শুণ্ঠীতিক্তাযবানাসহচরচবিকৈরণ্ডদার্ব্যাজকর্ণাঃ, উরুস্তম্ভামবাতং কফপবনরুজং দণ্ডকাংশ্চাশু হন্যাৎ॥২৭॥ ইতি রাস্নাদিক্বাথঃ॥ গ্রন্থিকারুষ্করকৃষ্ণানাং ক্বাথং ক্ষৌদ্রান্বিতং পিবেৎ। লিহ্যাদ্বা ত্রিফলাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকাযুতম্॥ সুখাম্বুনা পিবেদ্বাপি চূর্ণং ষড্ধরণং নরঃ। পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা মাক্ষিকেণ গুড়েন বা॥ উরুস্তম্ভে প্রশংসন্তি গণ্ডীরারিষ্টমেব চ। শিলাজতু গুগ্গুলুং বা পিপ্পলীমথ নাগরম্॥ উরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈর্দ্দশমূলীরসেন বা। ত্রিফলা পিপ্পলী মুস্তং চব্যং কটুকরোহিণী। লিহ্যাদ্বা মধুনা চূর্ণমূরুস্তম্ভার্দ্দিতো নরঃ॥ ঘৃতং সৌরেশ্বরং দদ্যাদূরুস্তম্ভে কফোত্তরে॥ দদ্যাৎ শুণ্ঠীঘৃতং বাপি বৈশ্বানরমথাপি বা। সৈন্ধবাদ্যং হিতং তৈলমমৃতাখ্যোঽপি গুগ্গুলুঃ॥ ২৮—৩৪॥

কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্—কুষ্ঠশ্রীবেষ্টকোদীচ্যসরলং দারুকেশরম্। অজগন্ধাশ্বগন্ধে চ তৈলং তৈঃ সার্ষপং পচেৎ। সক্ষৌদ্রং মাত্রয়া তস্মাদূরুস্তম্ভার্দ্দিতঃ পিবেৎ॥ ৩৫॥

অষ্টকট্বরং তৈলম্—পলাভ্যাং পিপ্পলীমূলান্নাগরাদষ্টকট্বরম্। তৈলপ্রস্থং সমং দধ্না গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহম্॥ সস্নেহদধিসম্ভূতং তক্রং কট্বরমুচ্যতে। অষ্টকট্বরতৈলে চ তৈলং সার্ষপমিষ্যতে। পিপ্পলীমূলশুণ্ঠ্যাশ্চ প্রত্যেকং দ্বিপলং কৃতম্॥ ৩৬।৩৭॥

দ্বিপঞ্চমূল্যাদ্যং তৈলম্—দ্বিপঞ্চমূলী ত্রিফলা চিত্রকং দেবদারু চ। একাষ্ঠীলাত্বপামার্গং শ্রেয়সী বায়সী শুভা॥ বলাভার্গী পৃথক্পর্ণী সুবহা মদয়ন্তিকা। বিশালোশীরকাশ্মর্য্যন্তিস্রো দেয়াস্তথাগ্নিকঃ॥ চিরবিল্বো হ্যশোকশ্চ কলস্যংশুমতী তথা। পয়স্যা পীলুপর্ণ্যশ্চ গুড়ূচী চ শতাবরী॥ এষাং পঞ্চ পলান্ ভাগান্ জলদ্রোণেষু সপ্তসু। অষ্টভাগাবশেষেণ পচেত্তৈলাঢ়কং ভিষক্॥ কুষ্ঠঞ্চ শতপুষ্পা চ ত্র্যূষণং চিত্রকং বরা। দেবদার্ব্বগুরু শ্রেষ্ঠং বিড়ঙ্গং মুস্তমেব চ॥ অশ্বগন্ধা স্থিরা পাঠা মূলী শ্যামাকমেব চ। পিপ্পল্যঃ শৃঙ্গবেরঞ্চ দন্তী হিঙ্গ্বম্লবেতসম্॥ অনেন গর্ভেণ ভিষক্ কষায়েণ চ সাধয়েৎ। সিদ্ধশীতং

পূতঞ্চ ক্ষৌদ্রেণ সহ সংসৃজেৎ ॥ তদস্য নস্যপানার্থং তদেবাভ্যঞ্জনে ভবেৎ। উরুস্তম্ভ-শিরোদ্ভূতস্তৈলেনানেন শাম্যতি। আমবাতং শীতবাতং ক্ষুদ্রবাতঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৩৮—৪৫ ॥

মহাসৈন্ধবাদ্যং তৈলম্—সিন্ধূরুগ্নিশ্বপা-সোগ্রাভার্গীবষ্টীস্থিরাফলৈঃ। দারুবিশ্ব-সটীধান্যকৃষ্ণাকট্‌পলপৌষ্করৈঃ॥ দীপ্যকাতিবিষৈরগুনীলীনীলাম্বুজৈঃ পচেৎ। তৈলং সকাঞ্জিকং হন্তি পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ॥ আমবাতং কৃমীন্ গুল্মান্ প্লীহোদরশিরোরুজঃ। মন্দাগ্নিং পক্ষসন্ধ্যগুবাতস্তম্ভগদানপি ॥ ৪৬—৪৮ ॥

সৈন্ধবাদ্যং তৈলং—দ্বে পলে সৈন্ধবাৎ পঞ্চ শুণ্ঠ্যা গ্রন্থিকচিত্রকাৎ। দ্বে দ্বে ভল্লাতকাস্থীনি বিংশতির্দ্ধে তথাঢ়কে॥ আরনালাৎ পচেৎ প্রস্থং তৈলস্যৈরগুজস্য চ। গৃধ্রস্যূরুগ্রহাস্যার্ত্তি-সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥ ৪৯—৫০ ॥

ইতি উরুস্তম্ভাধিকারঃ।

অথামবাতাধিকারঃ।

তত্রামবাতস্য নিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিঃ—বিরুদ্ধাহারচেষ্টস্য মন্দাগ্নে-র্নিশ্চলস্য চ। স্নিগ্ধং ভুক্তবতো হ্যন্নং ব্যায়ামং কুর্ব্বতস্তথা * ॥ বায়ুনা প্রেরিতো হ্যামঃ শ্লেষ্মস্থানং প্রধাবতি। তেনাত্যর্থমপক্বোঽসৌ ধমনীভিঃ প্রপদ্যতে * ॥ বাতপিত্তকফৈর্ভূয়ো দূষিতঃ সোঽন্নজো রসঃ। স্রোতাংস্যভিষ্যন্দয়তি নানাবর্ণোঽতিপিচ্ছিলঃ * ॥ জনয়ত্যগ্নি-দৌর্ব্বল্যং হৃদয়স্য চ গৌরবম্। ব্যাধীনামাশ্রয়ো হ্যেষ আমসংজ্ঞোঽতিদারুণঃ ॥ ১—৪ ॥

আমস্য লক্ষণমাহ—অজীর্ণাদ্ যো রসো জাতঃ সঞ্চিতো হি ক্রমেণ বৈ। আমসংজ্ঞাং স লভতে শিরোগাত্ররুজাকরঃ * ॥ ৫ ॥

আমবাতস্য সামান্যলক্ষণমাহ—যুগপৎকুপিতাবেতৌ ত্রিকসন্ধিপ্রবেশকৌ। স্তব্ধঞ্চ কুরুতো গাত্রমামবাতঃ স উচ্যতে * ॥ ৬ ॥

তন্ত্রান্তরে তস্যৈব লক্ষণমাহ—অঙ্গমর্দ্দোঽরুচিস্তৃষ্ণা আলস্যং গৌরবং জ্বরঃ। অপাকং শূনতাঙ্গানামামবাতস্য লক্ষণম্ * ॥ ৭ ॥

অস্যৈবাতিবৃদ্ধস্য লক্ষণমাহ—স কষ্টঃ সর্ব্বরোগাণাং যদা প্রকুপিতো ভবেৎ

---

* বিরুদ্ধাহারচেষ্টস্য বিরুদ্ধাহারঃ ক্ষীরমৎস্যাদিঃ, বিরুদ্ধচেষ্টা ভুক্ত্বা ব্যায়ামাদিঃ, তাভ্যাং যুক্তস্য নিশ্চলস্য নির্ব্যায়ামপরস্য। স্নিগ্ধং ভুক্তবতো হ্যন্নং ব্যায়ামং কুর্ব্বত ইতি মিলিতো হেতুঃ ॥১॥ শ্লেষ্মস্থানম্ আমাশয়সন্ধ্যাদি তেন শ্লেষ্মস্থানগমনেন অত্যন্তং অপক্বঃ। পিত্তস্থানগমনেন পক্বো ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ অসৌ আমঃ ধমনীভিঃ প্রপদ্যতে ধমনীমার্গৈশ্চলতি॥ ২ ॥ ভূয়ো দূষিতঃ অতিশয়েন দূষিতঃ। সোঽন্নজো রসঃ আমঃ স্রোতাংসি অভিষ্যন্দয়তি সংশ্রিত্য রসবহশিরাবরোধং কৃত্বা স্রোতাংসি গুরূণি কুর্য্যাৎ। নানাবর্ণঃ বাতাদিজনিতবর্ণভেদান্নানাবর্ণঃ ॥ ৩ ॥ অজীর্ণাৎ ভুক্তাদজীর্ণাৎ ॥ ৫ ॥ এতৌ বাতকফৌ ত্রিকসন্ধিপ্রবেশকৌ বেদনয়েতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৬ ॥ বিশেষার্থমস্য সংগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

হস্তপাদশিরোগুল্ফত্রিকজানূরুসন্ধিষু * ॥ করোতি সরুজং শোথং যত্র দোষঃ প্রপদ্যতে। স দেশো রুজ্যতেঽত্যর্থং ব্যাবিদ্ধ ইব বৃশ্চিকৈঃ * ॥ জনয়েৎ সোঽগ্নিদৌর্ব্বল্যং প্রসেকারুচি-গৌরবম্। উৎসাহহানিং বৈরস্যং দাহঞ্চ বহুমূত্রতাম্॥ কুক্ষৌ কঠিনতাং শূলং তথা নিদ্রা-বিপর্য্যয়ম্। তৃট্ছর্দ্দিভ্রমমূর্চ্ছাশ্চ চ হৃদ্গ্রহং বিড্বিবদ্ধতাম্। জাড্যান্ত্রকূজমানাহং কষ্টাংশ্চা-ন্যানুপদ্রবান্ * ॥ ৮—১১ ॥

তস্যৈব বিশিষ্টানি লক্ষণানি—পিত্তাৎ সদাহরাগঞ্চ সশূলং পবনাত্মকম্। স্তিমিতং গুরুকণ্ডুকং কফজুষ্টং তমাদিশেৎ * ॥ ১২ ॥

তস্য সাধ্যত্বাদিকমাহ—একদোষানুগঃ সাধ্যো দ্বিদোষো যাপ্য উচ্যতে। সর্ব্বদেহচরৈঃ শোথৈঃ স কষ্টঃ সান্নিপাতিকঃ ॥ ১৩ ॥

অথামবাতস্য চিকিৎসা—লঙ্ঘনং স্বেদনং তিক্তং দীপনানি কটূনি চ। বিরেচনং স্নেহনঞ্চ বস্তয়শ্চামমারুতে॥ রুক্ষঃ স্বেদো বিধাতব্যো বালুকাপুটকৈস্তথা। উপ-নাহাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তেঽপি স্নেহবিবর্জ্জিতাঃ॥ আমবাতাভিভূতায় পাড়িতায় পিপাসয়া। পঞ্চকোলেন সংসিদ্ধং পানীয়ং হিতমুচ্যতে॥ শুষ্কমূলকযূষং বা যষং বা পাঞ্চমৌলিকম্। রসকং কাঞ্জিকং বাপি শুণ্ঠীচূর্ণাবচূর্ণিতম্॥ সৌবীরং স্বিন্নবার্ত্তাকং তথা তিক্তফলানি চ। বাস্তুকশাকং সারিস্টশাকং পৌনর্নবং হিতম্॥ পটোলং গোক্ষুরঞ্চৈব বরুণং কার-বেল্লকম্। যবান্নং কোরদূষান্নং পুরাণং শালিষষ্টিকম্॥ লাবকানাং তথা মাংসং হিতং তক্রেণ সংস্কৃতম্। হিতশ্চ যূষঃ কৌলত্থঃ কালায়শ্চণকস্য চ॥ রুচ্যং দদ্যাদ্যথাসাত্ম্য-মামবাতহিতঞ্চ যৎ। শতপুষ্পা বচা বিশ্বশ্বদংষ্ট্রা বরুণত্বচঃ॥ পুনর্নবা সদেবাহ্বসটী মুণ্ডি-তিকাঃ সমাঃ॥ প্রসারণী চ তর্কারী ফলঞ্চ মদনস্য চ॥ শুক্তকাঞ্জিকপিষ্টা চ কোষ্ণা চ লেপনে হিতা। অহিংস্রা কেবুকং মূলং শিগ্রুর্বল্মীকমৃত্তিকা॥ মূত্রপিষ্টৈশ্চ কর্ত্তব্যমুপনাহঃ প্রলেপনম্॥ চিত্রকং কটুকা পাঠা কলিঙ্গাতিবিষামৃতাঃ। দেবদারুবচা মুস্তনাগরাতিবিষাভয়াঃ॥ পিবেদুষ্টাম্বুনা নিত্যমামবাতস্য ভেষজম্॥ শটী শুণ্ঠ্যভয়া চোগ্রা দেবাহ্বাতিবিষামৃতাঃ। কষায়মামবাতস্য পাচনং রুক্ষভোজনম্॥ পুনর্নবা চ বৃহতী বর্দ্ধমান-ফণিজ্ঝকৈঃ। কল্পয়েৎ ক্বাথমামে তু মূর্ব্বাশিগ্রুদ্রুমৈর্ভিষক্॥ সেচনঞ্চামবাতস্য রুবূকপয়-সাপি বা। লিহ্যাৎ পথ্যাং সবিশ্বাং বা মূত্রৈর্ব্বা গুগ্গুলুং পিবেৎ॥ বিশ্বালম্বুষয়োঃ কল্কমদ্যাদ্বা তিলবিল্বয়োঃ। বিশ্বাপথ্যামৃতাক্বাথং কবোষ্টং কৌশিকান্বিতম্। কটীজঙ্ঘোরু-পৃষ্ঠানাং রুজং পীতং নিবর্ত্তয়েৎ॥ ১৪—২৯॥

হিঙ্গ্বাদ্যং চূর্ণম্—হিঙ্গুচব্যং বিড়ং শুণ্ঠী কৃষ্ণাজাজীসপুষ্করম্। ভাগোত্তরমিদং চূর্ণং পীতং বাতামজিদ্ভবেৎ॥ ৩০॥

* যদা প্রকুপিতো ভবেৎ প্রকর্ষেণ কুপিতঃ স্যাৎ, তদা বক্ষ্যমাণানুপদ্রবান্ করোতি। হস্তেত্যাদি ॥৮॥ যত্র দোষঃ দুষ্টঃ আমঃ প্রপদ্যতে গচ্ছতি॥ ৯॥ জাড্যম্ অকর্ম্মণ্যত্বং। অন্যানুপদ্রবান্ কম্পাদীন্ তাদৃশান্॥ ১১॥ গুরুকণ্ডুকম্ বহুকণ্ডুকম্॥ ১২॥

পিপ্পল্যাদ্যং চূর্ণম্—পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং সৈন্ধবং কৃষ্ণজীরকম্। চব্যচিত্রকতালীশ-পত্রকং নাগকেশরম্॥ এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চ সৌবর্চ্চলস্য চ। মরিচাজাজিশুণ্ঠী-নামেকৈকস্য পলং পলম্॥ দাড়িমাৎ কুড়বঞ্চৈব দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ। সর্ব্বমেকত্র সংক্ষুদ্য যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্॥ পিপ্পল্যাদ্যমিতি খ্যাতং নষ্টস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্। অর্শাংসি গ্রহণী-গুল্মমুদরং সভগন্দরম্॥ কৃমিকণ্ডূরুচীর্হন্যাৎ সুরয়োষ্ণোদকেন বা। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদামবাতস্য ভেষজম্॥ ৩১—৩৫॥

পথ্যাদ্যং চূর্ণম্—পথ্যাবিশ্বযবানীভিস্তুল্যাভিশ্চূর্ণিতং পিবেৎ। তক্রেণোষ্ণো-দকেনাপি কাঞ্জিকেনাথবা পুনঃ॥ আমবাতং নিহন্ত্যাশু শোথং মন্দাগ্নিতামপি। পীনসং কাসহৃদ্রোগং স্বরভেদমরোচকম্॥ ৩৬।৩৭॥

রসোনাদিকষায়ঃ—রসোনবিশ্বনির্গুণ্ডীক্কাথমামার্দ্দিতঃ পিবেৎ। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদামবাতস্য ভেষজম্॥ ৩৮॥

রাস্নাপঞ্চকঃ—রাস্নাং গুড়ূচীমেরণ্ডং দেবদারুমহৌষধম্। পিবেৎ সার্ব্বাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধ্যস্থিমজ্জগে॥ ৩৯॥

পঞ্চকোলক্কাথঃ—পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ। ক্বথিতং বারি তৎ পেয়মামবাতবিনাশনম্॥ ৪০॥

শঠ্যাদিঃ—শঠীবিশ্বৌষধীকল্কং বর্ষাভূক্কাথসংযুতম্। সপ্তরাত্রং পিবেজ্জন্তুরামবাত-বিনাশনম্॥ ৪১॥

রাস্নাসপ্তকঃ—রাস্নামৃতারগ্বধদেবদারুত্রিকণ্টকৈরণ্ডপুনর্নবানাম্। ক্বাথং পিবে-ন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জঙ্ঘোরুপার্শ্বত্রিকপৃষ্ঠশূলী॥ ইতি রাস্নাসপ্তকঃ। আমবাতে কণাযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ। খাদেদ্বাপ্যভয়াবিশ্বং গুড়ূচীং নাগরেণ বা॥ চিত্রকেন্দ্রযবাপাঠা কটুকাতিবিষাভয়াঃ। আমাশয়োত্থবাতঘ্নং চূর্ণং পেয়ং সুখাম্বুনা॥ ৪২-৪৪॥

পুনর্নবাদিচূর্ণম্—পুনর্নবামৃতা শুণ্ঠী শতাহ্বা বৃদ্ধদারকম্। শটী মুণ্ডিতিকা চূর্ণমার-নালেন পায়য়েৎ॥ আমাশয়োত্থবাতঘ্নং চূর্ণং পেয়ং সুখাম্বুনা। আমবাতং নিহন্ত্যাশু গৃধ্রসীমুদ্ধ-তামপি॥ ৪৫—৪৬॥ ইতি পুনর্নবাদিচূর্ণম্।

কর্ষং নাগরচূর্ণস্য কাঞ্জিকেন পিবেৎ সদা। আমবাতপ্রশমনং কফবাতহরং পরম্॥ পঞ্চকোলকচূর্ণন্তু পিবেদুষ্ণেন বারিণা। মন্দাগ্নিশূলগুল্মামকফারোচকনাশনম্॥ আমবাত-গজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ। এক এব নিহন্ত্যাশু এরণ্ডতৈলকেশরী॥ এরণ্ডতৈলযুক্তাং হরীতকীং ভক্ষয়েন্নরো বিধিবৎ। আমানিলার্ত্তিযুক্তো গৃধ্রসীবৃদ্ধ্যার্দ্দিতো নিয়তম্॥ আরগ্বধস্য পত্রাণি ভৃষ্টানি কটুতৈলতঃ। আমঘ্নানি নরঃ কুর্য্যাৎ সায়ং ভক্তাবৃতানি চ॥ বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ শুদ্ধঃ সামো বা জনয়েৎ রুজম্। কটীগ্রহঃ স এবোক্তঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নো-র্বধাৎ॥ শুণ্ঠীগোক্ষুরকক্কাথঃ প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ। সামে বাতে কটীশূলে পাচনঃ রুক্-

প্রণাশনম্॥ যবক্ষারসমাযুক্তং মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনম্। দশমূলীকষায়েণ পিবেদ্বা নাগরাম্ভসা॥ কটীশূলেষু পাতব্যং তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্। মহৌষধগুড়ূচ্যোশ্চ ক্কাথং পিপ্পলিসংযুতম্॥ পিবেদামে সরুক্কোষ্ঠে কটীশূলে বিশেষতঃ॥ বিশোধ্যৈরণ্ডবীজানি পিষ্ট্বা ক্ষীরে বিপাচয়েৎ। তৎপায়সং কটীশূলে গৃধস্যাং পরমৌষধম্॥ সর্পিস্তৈলং গুড়ং শুক্তং পঞ্চমং বিশ্বভেষজম্। পীতমেতদ্ভবেৎ সদ্যস্তর্পণং কটিশূলনুৎ॥ ন হি চৈতৎসমং কিঞ্চিন্নিরামে কটিমারুতে॥ শুকতরুবল্কলসহিতং গোমূত্রং স্থাপিতন্তু সপ্তাহম্। হিঙ্গুবচাশতপুষ্পাসৈন্ধবযুক্তেন তেনাথ॥ তৎ পুটপক্বং হন্যাৎ কটীরুজং দারুণং পুংসাম্। আমমেদোবৃদ্ধিভবান্ বিকারাংশ্চানিলোদ্ভবান্॥ ৪৭—৫৯॥

অমৃতাদ্যং চূর্ণম্—অমৃতানাগরগোক্ষুরমুণ্ডিতিকাবরুণকৈঃ কৃতং চূর্ণম্। মস্তারনাল-পীতং সামানিলনাশনং খ্যাতম্॥ ৬০॥

অলম্বুষাদিচূর্ণম্—অলম্বুষা গোক্ষুরকং ত্রিফলানাগরামৃতাঃ। যথোত্তরং ভাগ-বৃদ্ধ্যা শ্যামাচূর্ণঞ্চ তৎসমম্॥ পিবেন্মস্তসুরাতক্রকাঞ্জিকোষ্ণোদকেন বা। আমবাতং জয়-ত্যাশু সশোথং বাতশোণিতম্॥ ত্রিকজানূরুসন্ধিস্থং জ্বরারোচকনাশনম্। অলম্বুষাদিকং চূর্ণং রোগানীকবিনাশনম্॥ হরীতক্যক্ষধাত্রীভিঃ প্রসিদ্ধা ত্রিফলাঃ ক্রমাৎ। প্রত্যেকং তেন বা যুঞ্জ্যাদ্ভাগবৃদ্ধিং যথোত্তরম্॥ ৬১—৬৪॥

অলম্বুষাদ্যং—অলম্বুষা গোক্ষুরকং মূলং বরুণকস্য চ। গুড়ূচী নাগরঞ্চেতি সম ভাগানি কারয়েৎ॥ কাঞ্জিকেন তু তৎ পেয়ং বিড়ালপদমাত্রকম্। আমবাতে প্রবৃদ্ধে চ যোগোঽয়মমৃতোপমঃ॥ ৬৫। ৬৬॥

অলম্বুষাদ্যং চূর্ণম্—অলম্বুষা গোক্ষুরকং গুড়ূচী বৃদ্ধদারকম্। পিপ্পলী ত্রিবৃতা মুস্তা বরুণং সপুনর্নবম্॥ ত্রিফলা নাগরঞ্চেতি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ। মস্তারনালতক্রেণ পয়োমাংসরেন বা। আমবাতং নিহন্ত্যাশু শ্বয়থুং সন্ধিসংস্থিতম্॥ ৬৭। ৬৮॥

বৈশ্বানরচূর্ণম্—মাণিমন্থস্য ভাগৌ দ্বৌ যবান্যাস্তদ্বদেব তু। ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া নাগরাদ্ভাগপঞ্চকম্॥ দশ দ্বৌ চ হরীতক্যাঃ সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতং শুভম্। মস্তারনালতক্রেণ সর্পিষোষ্ণোদকেন বা॥ পীতং জয়ত্যামবাতং গুল্মং হৃদ্বস্তিজান্ গদান্। প্লীহানং গ্রন্থি-শূলাদীনানাহং গুদজানি চ॥ বিবন্ধং জাঠরান্ রোগান্ কটীবস্তিসমুত্থিতান্। বাতানুলোমন-মিদং চূর্ণং বৈশ্বানরং স্মৃতম্॥ ৬৯—৭২॥

অসীতকাদিচূর্ণম্—অসীতকং মাগধিকা গুড়ূচী শ্যামাবরাহীগজকর্ণশুণ্ঠীঃ। সমা ধৃতাঃ কৃৎস্নমিদন্তু চূর্ণং পিবেত্তদুষ্ণোদকমণ্ডযূষৈঃ॥ তক্রৈরসৈর্ম্মস্তসমস্তভির্বা যথেষ্ট-চেষ্টস্য চ ভোজনস্য। অবাহুকং গৃধ্রসিখঞ্জবাতং বিশ্বাচিতূনীপ্রতিতূনিরোগান্॥ জঙ্ঘা-নুবাতার্দ্দিতবাতরক্তং কটীগ্রহং গুল্মগুদাময়ঞ্চ। সক্রোষ্টুকং পাণ্ডুগরোগ্রশোকং হন্যা-দুরুস্তম্ভমুদীর্ণবেগম্॥ ৭৩—৭৫॥

শুণ্ঠীধান্যকঘৃতম্—শুণ্ঠীনাং ষট্‌পলং পিষ্টং ধান্যাকং দ্বিপলং তথা। চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ বাতশ্লেষ্মাময়ান্ হন্যাদগ্নিবৃদ্ধিকরং পরম্। দুর্নামশ্বাস-কাসঘ্নং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥ ৮৬। ৮৭॥

শুণ্ঠীঘৃতম্—পুষ্টার্থং পয়সা সাধ্যং দধ্না বিণ্‌মূত্রসংগ্রহে। দীপনার্থং মতিমতা মস্তুনা চ প্রকীর্ত্তিতম্॥ সর্পির্নাগরকল্কেন সৌবীরং তচ্চতুর্গুণম্। সিদ্ধমগ্নিকরং শ্রেষ্ঠমাম-বাতহরং পরম্॥ ৭৮। ৭৯॥

শুণ্ঠীঘৃতম্—নাগরক্কাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। চতুর্গুণেন তেনাথ কেবলেন জলেন বা॥ বাতশ্লেষ্মপ্রশমনমগ্নিসন্দীপনং পরম্। নাগরং ঘৃতমিত্যুক্তং কটীশূলামনাশনম্॥ ৮০। ৮১॥ ইতি শুণ্ঠীঘৃতম্।

কাঞ্জিকাদ্যং ঘৃতম্—হিঙ্গুত্রিকটুকং চব্যং মাণিমন্থং তথৈব চ। কল্কান্ কৃত্বা তু পলিকান্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ আরনালাঢ়কং দত্ত্বা তৎ সর্পির্জ্জঠরাপহম্। শূলং বিবন্ধমানাহমামবাতং কটীগ্রহম্॥ নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং মন্দাগ্নের্দীপনং পরম্॥ ৮২—৮৩॥

শৃঙ্গবেরাদ্যং ঘৃতম্—শৃঙ্গবেরযবক্ষারপিপ্পলীমূলপিপ্পলীঃ। পিষ্ট্বা বিপাচয়েৎ সর্পিরারনালং চতুর্গুণম্॥ শূলং বিবন্ধমানাহমামবাতং কটীগ্রহম্। নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষ-মগ্নিসন্দীপনং পরম্॥৮৪।৮৫॥ ইতি শৃঙ্গবেরাদ্যং ঘৃতম্। পিবেদ্বিন্দুঘৃতং বাপি ধান্বন্তরমথাপি বা। মহাশুণ্ঠীঘৃতং বাপি আমবাতে পুনঃ পুনঃ॥ যৎ কিঞ্চিল্লেখনং সর্পির্দীপনং পাচনঞ্চ যৎ। তৎ সর্ব্বমামবাতেষু যোজ্যং বা মস্তুষট্‌পলম্॥ ৮৬—৮৭॥

অজমোদাদিঃ—অজমোদমরিচপিপ্পলীবিড়ঙ্গসুরদারুচিত্রকশতাহ্বাঃ। সৈন্ধব-পিপ্পলীমূলং ভাগানবকস্য পলিকাঃ স্যুঃ॥ শুণ্ঠী দশপলিকা স্যাৎ পলানি তাবন্তি বৃদ্ধদারস্য। পথ্যাপলানি পঞ্চ চ সর্ব্বাণ্যেকত্র কারয়েচ্চূর্ণম্॥ সমগুড়বটকানদতশ্চূর্ণং বাপ্যুষ্ণবারিণা পিবতঃ। নশ্যন্ত্যামাশ্চানিলজাঃ সর্ব্বে রোগাঃ সুকষ্টাশ্চ॥ প্রতিতূনী বিশ্বাচীরোগাশ্চান্যেঽপি গৃধ্রসী চোগ্রা। কটীপৃষ্ঠগুদস্ফুটনঞ্চৈবাস্থিজঙ্ঘয়োস্তীব্রা॥ শ্বয়থুশ্চ সর্ব্বসন্ধিষু যে চান্যেঽপ্যামবাতসম্ভূতাঃ। সর্ব্বে প্রয়ান্তি নাশন্তম ইব সূর্য্যাংশুবিধ্বস্তম্॥ ক্ষুদ্বোধম-রোগিত্বং স্থিরযৌবনমথ বলীপলিতনাশম্। কুরুতে চ তথাভ্যাসাদ্ গুণানথান্যাংস্তথা সুবহূন্॥ ৮৮। ৯৩॥

যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ—চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যবানীং কারবীং তথা। বিড়ঙ্গ-মজমোদাং চ জীরকে সুরদারু চ॥ চব্যৈলা সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না গোক্ষুরধান্যকম্। ত্রিফলা মুস্তকং ব্যোষত্বগুশীরং যবাগ্রজম্॥ তালীশপত্রং পত্রঞ্চ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রন্তু গুগ্‌গুলুম্॥ সংমর্দ্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। অতো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহারবানপি॥ যোগরাজ ইতিখ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ। অগ্নিমান্দ্যা-মবাতাদীন্ ক্রিমিদুষ্টব্রণানপি॥ প্লীহগুল্মোদরানাহদুর্নামানি বিনাশয়েৎ। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা॥ বাতরোগান্ জয়ত্যেষ সন্ধিমজ্জগতানপি॥ ৯৪—৯৯॥

প্রসারণীলেহঃ।—প্রসারণ্যাঢ়কে ক্বাথে প্রস্থো গুড়রসো মতঃ। পক্বঃ পঞ্চোষণরজোযুক্তঃ স্যাদামবাতহা ॥ ১০০ ॥

খণ্ডশুণ্ঠী—নাগরস্য পলান্যষ্টৌ ঘৃতস্য পলবিংশতিম্। ক্ষারদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং খণ্ডস্যার্দ্ধশতং পচেৎ ॥ ব্যোষত্রিজাতকদ্রব্যাৎ প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্। নিদধ্যাচ্চূর্ণিতং তত্র খাদেদগ্নিবলং প্রতি॥ আমবাতপ্রশমনং বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্। বল্যমায়ুষ্যমোজস্যং বলীপলিত-নাশনম্॥ আমবাতপ্রশমনং সৌভাগ্যকরমুত্তমম্॥ ১০১—১০৩ ॥

রসোনপিণ্ডঃ—পলং শতং রসোনস্য তিলস্য কুড়বং তথা। হিঙ্গুত্রিকটুকং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ ॥ শতপুষ্পা নিশা কুষ্ঠং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ। অজমোদা যবানী চ ধান্যক-ঞ্চাপি বুদ্ধিমান্॥ প্রত্যেকঞ্চ পলঞ্চৈষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। ঘৃতভাণ্ডে দৃঢ়ে চৈতৎ স্থাপয়েদ্দিনষোড়শম্॥ প্রক্ষিপ্য তৈলমানীঞ্চ প্রস্থার্দ্ধং কাঞ্জিকস্য চ। খাদেৎ কর্ষপ্রমাণন্তু তোয়ং মদ্যং পিবেদনু॥ আমবাতে রক্তবাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রিতে। অপস্মারেঽনলে মন্দে কাসে শ্বাসে গরেষু চ ॥ সোন্মাদে বাতভগ্নে চ শূলে জন্তুষু শস্যতে॥ ১০৪—১০৮॥

প্রসারণীতৈলং—প্রসারণ্যা রসে সিদ্ধং তৈলমেরণ্ডজং পিবেৎ। সর্ব্বদোষহরঞ্চৈব কফরোগহরং পরম্॥ ১০৯ ॥

দ্বিপঞ্চমূলাদ্যং তৈলং—দ্বিপঞ্চমূলীনির্য্যাসফলদধ্যম্ল-কাঞ্জিকৈঃ। তৈলং কট্যূরু-পার্শ্বার্ত্তিকফবাতাময়ান্ গ্রহান্। হন্তি বস্তিপ্রদানেন করোত্যগ্নিবলং মহৎ॥ ১১০ ॥

বৃহৎসৈন্ধবাদ্যং তৈলং—সৈন্ধবং শ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা যবানিকা। স্বর্জ্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্॥ বচাজমোদাজরণাঃ পৌষ্করং মধুকং কণা। এতান্যর্দ্ধ-পলাংশানি সূক্ষ্মপিষ্টানি কারয়েৎ॥ প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য প্রস্থাম্বু শতপুষ্পজম্। কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্ত্বা মস্তু চ দ্বিগুণং তথা॥ এতৎসম্ভৃত্য সম্ভারং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। সিদ্ধমেতৎ প্রয়োক্তব্যমামবাতহরং পরম্॥ পানাভ্যঞ্জনবস্তৌ চ কুরুতেঽগ্নিবলং ভৃশম্। বাতার্ত্তিবঙ্ক্ষণে শস্তং কটীজানূরুসন্ধিজে॥ শূলে হৃৎপার্শ্বজে তদ্বদ্ বৃদ্ধে শ্লেষ্মণি পীড়িতে। বাহ্যায়ামার্দ্দিতা-নাহেরন্ত্রবৃদ্ধিনিপীড়িতে। অন্যাংশ্চানিলজান্ রোগান্ নাশয়ত্যাশু দেহিনাম্॥১১১—১১৬॥

স্বল্পপ্রসারণীতৈলং তৈলং বা সৈন্ধবাদিকম্। দশমূলাখ্যতৈলেন বস্তিদানং প্রশস্যতে॥১১৭

তৈলস্য দ্বিপলং দদ্যাৎ কাঞ্জিকস্য চতুঃপলম্। দশমূলরসং মূত্রং পৃথক্ পঞ্চপলানি তু॥ বচা মদনবাট্যা বা শতাহ্বা কুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ। পিপ্পল্যতিবিষামুস্তরাস্নাকট্ফলপৌষ্করৈঃ॥ অক্ষাংশিকৈশ্চ তৎ সর্ব্বং মন্থয়ীত বিচক্ষণঃ। প্রস্থার্দ্ধং প্রথমং দেয়ো বস্তির্নিরভিশঙ্কিতঃ॥ দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ বর্জ্জয়েৎ প্রস্থতদ্বয়ম্। সর্ব্ববাতবিকারেষু মেহেষু বৃষণাময়ে॥ কুক্ষৌ হৃৎপৃষ্ঠপার্শ্বেষু জানুজঙ্ঘাকটীগ্রহে। বিবন্ধানাহরোগেষু শর্করাশ্মরিপীড়িতে॥ ভগ্নবিশ্লিষ্ট-গাত্রেষু পিচ্ছিতেষু ক্ষতেষু চ। এতন্নিরূহবৎ প্রাজ্ঞো নিরায়াসো মহাগুণঃ॥ দধিমৎস্যগুড়-ক্ষীরং পোতকী মাষপিষ্টকম্। বর্জ্জয়েদামবাতার্ত্তো মাংসমানূপসম্ভবম্॥ অভিষ্যন্দকরা যে চ যে চান্যে গুরুপিচ্ছিলাঃ। বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নেন আমবাতার্দ্দিতৈর্নরৈঃ॥ ১১৮—১২৫॥

মধ্যমরাস্নাদিক্বাথঃ—রাস্নৈরণ্ডশতাবরীসহচরাদুস্পর্শবাসামৃতা-দেবাহ্বাতিবিষা-ভয়াঘনসটীশুণ্ঠীকষায়ঃ কৃতঃ। পীতঃ সোরুবুতৈল এষ বিহিতঃ সামে সশূলেঽনিলে কট্যূরু-ত্রিকপৃষ্ঠকোষ্ঠজঠরক্রোড়েষু চামার্ত্তিভিৎ ॥ ১২৬ ॥

মহারাস্নাদিক্বাথঃ—রাস্নাবাতারিমূলঞ্চ বাসকঞ্চ দুরালভম্। সটীদারুবলামুস্তনাগরাতিভিষাভয়াঃ ॥ শ্বদংষ্ট্রাব্যাধিঘাতশ্চ মিসিধান্যপুনর্ন্নবাঃ। অশ্বগন্ধামৃতাকৃষ্ণা বৃদ্ধদারশতাবরী ॥ বচা সহচরশ্চৈব চবিকাবৃতীদ্বয়ম্। সমভাগান্বিতৈরেতৈ রাস্নাদ্বিগুণভাগিকৈঃ ॥ কষায়ং পায়য়েৎ সিদ্ধমষ্টভাগাবশেষিতম্। শুণ্ঠীচূর্ণসমাযুক্তমাভাদ্যেন যুতং তথা ॥ অলম্বুষাদি-সংযুক্তমজমোদাদিসংযুতম্। যথাদোষং যথাব্যাধি প্রক্ষেপং কারয়েৎ ভিষক্ ॥ সর্ব্বেষু বাতরোগেষু সন্ধিমজ্জগতেষু চ। আনাহেষু চ সর্ব্বেষু সর্ব্বগাত্রানুকম্পনে ॥ কুব্জকে বামনে চৈব পক্ষাঘাতে তথার্দ্দিতে। জানুজঙ্ঘাস্থিপীড়াসু গৃধ্রস্যাং চ হনুগ্রহে ॥ প্রশস্তং বাতরক্তে স্যাদূরুস্তম্ভে তথার্শসি। বিশ্বচীগুল্মহৃদ্রোগবিসূচীক্রোষ্টুশীর্ষকে ॥ অন্ত্রবৃদ্ধৌ শ্লীপদে চ যোনিশুক্রাময়ে তথা। পুংসাং মেঢ্রগতে রোগে স্ত্রীণাং বন্ধ্যাময়ে তথা ॥ যোষিতাং গর্ভদং মুখ্যং নাস্তি কিঞ্চিদতঃ পরম্। সর্ব্বেষাং পাচনানান্তু শ্রেষ্ঠমতেদ্ধি পাচনম্। মহারাস্নাদিকং নাম প্রজাপতিবিনির্ম্মিতম্ ॥ ১২৭—১৩৬ ॥

রাস্নাদশমূলম্—রাস্নাবিশ্ববিড়ঙ্গানি রুবুকং ত্রিফলা তথা। দশমূলং পৃথক্ শ্যামা-ক্বাথো বাতাময়াপহঃ ॥ অর্দ্ধাবভেদকে ত্বাঢ্যে অর্দ্দিতে বাতখঞ্জকে। নেত্ররোগে শিরঃশূলে জ্বরাপস্মারয়োস্তথা। মনোভ্রংশে চ বিবিধে কথিতঞ্চ শুভপ্রদম্ ॥ ১৩৭। ১৩৮ ॥

ইত্যামবাতাধিকারঃ।

অথ পিত্তব্যাধ্যধিকারঃ।

তত্র পিত্তব্যাধীনাং বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্—কট্বম্লোষ্ণবিদাহিতীক্ষ্ণলবণ-ক্রোধোপবাসাতপ-স্ত্রীসম্ভোগতৃষাক্ষুধাভিহননব্যায়ামমদ্যাদিভিঃ। মধ্যে চাপি হি ভোজনস্য জরতা ভুক্তেন মধ্যক্ষণে মধ্যাহ্নে রজনী নিদাঘশরদোঃ পিত্তং করোত্যাময়ান্ * ॥ ১ ॥

পিত্তাময়ানাহ—অকালপলিতং নেত্ররক্ততা মূত্ররক্ততা। নেত্রাস্যপীততা তদ্বন্মূত্রস্যাপিচ পীততা ॥ মলস্য পীততা প্রোক্তা শাখানামপি পীততা। দন্তানাঞ্চাপি পীতত্বং পীতত্বং বপুষস্তথা ॥ তমসোদর্শনঞ্চাপি পরিতঃ পীতদর্শনম্। নিদ্রাল্পতাদি শোষশ্চ মুখে

* মদ্যাদিভিরিত্যাদিশব্দেন দধিমস্তুমাষতিলাতসীকাঞ্জিকাদীনি সংগৃহ্যন্তে। তীক্ষ্ণং রাজিকাদি। মধ্যে চাপি হি ভোজনস্য যাবৎ কালেন ভুঙ্ক্তে তস্য কালস্য মধ্যমভাগে। জরতা ভুক্তেন ভুক্তস্য জরণকালমধ্যে। মধ্যন্দিনে ত্রিধা বিভক্তস্য দিবসস্য মধ্যাংশে তথা রাত্রের্মধ্যমেঽংশে ॥ ১ ॥

গন্ধশ্চ লোহবৎ ॥ মুখস্য তিক্ততা চাপি তথাচ বদনাম্লতা। উচ্ছ্বাসস্যোষ্ণতা চাপি ধূমোদ্গারস্তথৈবচ ॥ ভ্রমঃ ক্লমস্তথাক্রোধো দাহো ভেদসমন্বিতঃ। তেজোদ্বেষশ্চ শীতেচ্ছাহ্যতৃপ্তিররতিস্তথা॥ ভক্ষিতস্য বিদাহশ্চ জঠরানলতীক্ষ্ণতা। রক্তপ্রবৃত্তির্বিড়্ভেদঃ পুরীষস্যোষ্ণতা তথা॥ মূত্রোষ্ণতা মূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রাম্লত্বং তনূষ্ণতা। স্বেদস্য চাপি দৌর্গন্ধ্যং দেহপ্রাবরণং তথা॥ শরীরস্যাবসাদস্য পাকশ্চ বপুষস্তথা। চত্বারিংশদমী পিত্তব্যাধয়ো মুনিভির্মতাঃ ॥ ২—৯ ॥ এষাং চিকিৎসা স্বপ্রকরণে বোদ্ধব্যা।

ইতি পিত্তব্যাধ্যধিকারঃ।

অথ শ্লেষ্মব্যাধ্যধিকারঃ।

তত্র শ্লেষ্মব্যাধীনাং সামান্যতো বিপ্রকৃষ্টনিদানানি—গুরুমধুররসাদি-স্নিগ্ধমন্দোদরাগ্নি-দ্রবদধিদিননিদ্রাশীতনিশ্চেষ্টিতানি। প্রথমদিবসভাগে ভুক্তমাত্রে বসন্তে ভবতি হি কফরোগো রাত্রিভাগেঽপি চাদ্যে * ॥ ১ ॥

শ্লেষ্মব্যাধীনাহ—প্রথমং মুখমাধুর্য্যং তথৈব মুখলিপ্ততা। মুখপ্রসেকশ্চ তথা নিদ্রাধিক্যং তথৈব চ ॥ কণ্ঠে ঘুর্ঘুরতা চাপি কটুকাঙ্ক্ষোষ্ণকামিতা। বুদ্ধিমান্দ্যমচৈতন্যমালস্যং তৃপ্তিরের চ ॥ অগ্নিমান্দ্যং মলাধিক্যং মলশৌক্ল্যং তথৈব চ। মূত্রাধিক্যং মূত্রশৌক্ল্যং শুক্রাধিক্যং তথৈব চ ॥ স্তৈমিত্যং গৌরবং শৈত্যমেতএব হি বিংশতিঃ। যোগতো রূচিতঃ প্রোক্তা মুনিভিঃ শ্লৈষ্মিকা গদাঃ ॥ ২—৫ ॥ এষাং চিকিৎসা তু স্বপ্রকরণে বোদ্ধব্যা।

ইতি শ্লেষ্মব্যাধ্যধিকারঃ।

অথ বাতরক্তাধিকারঃ।

তত্র বাতরক্তস্য বিপ্রকৃষ্টনিদানমাহ—লবণাম্লকটুক্ষারস্নিগ্ধোষ্ণাজীর্ণভোজনৈঃ। ক্লিন্নশুষ্কাম্বুজানূপমাংসপিণ্যাকমূলকৈঃ *॥ কুলত্থমাষনিষ্পাবশাকাদিপললেক্ষুভিঃ।

---

* মধুররসাদি ইত্যাদি শব্দেনাম্ললবণৌ গৃহ্যেতে। নিশ্চেষ্টিতানি কায়িকব্যাপারাকরণানি। প্রথমদিবসভাগে ত্রিধাবিভক্তস্য দিবসস্যাদ্যভাগে। ভুক্তমাত্রে ভুক্তস্য পাককালস্য ত্রিধাবিভক্তস্য প্রথমকালে কফরোগো ভবতি ॥ ১ ॥

ক্ষারঃ যবক্ষারাদিঃ। অজীর্ণভোজনৈঃঅজীর্ণেভোজনৈঃ অতিমাত্রভোজ- নৈরিত্যর্থঃ। ক্লিন্নানি মাংসবিশেষণানি। শুষ্কং আতপে শোষিতম্। অম্বুজং মৎস্যাদি মাংসং। আনূপং গোধাদি পূর্ব্বদেশজম্। পিণ্যাকং তিলখলিঃ। মূলকং প্রসিদ্ধমেব ॥ ১ ॥

দধ্যারণালসৌবীরশুক্তক্রসুরাসবৈঃ * ॥ বিরুদ্ধাধ্যশনক্রোধদিবাস্বপ্নাতিজাগরৈঃ। প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাম্ ॥ স্থূলানাং সুখিনাঞ্চাপি প্রকুপ্যেদ্বাতশোণিতম্ * ॥ হস্ত্যশ্বোষ্ট্রৈর্গচ্ছতশ্চাশ্নতশ্চ বিদাহ্যন্নং স বিদাহাশনস্য। কৃৎস্নং রক্তং বিদহত্যাশু তচ্চ দুষ্টং শীঘ্রং পাদয়োশ্চীয়তে তু। তৎ সম্পৃক্তং বায়ুনা দূষিতেন তৎপ্রাবল্যাদুচ্যতে বাতরক্তম্ * ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বরূপমাহ—স্বেদোঽত্যর্থং ন বা কার্ষ্ণ্যং স্পর্শাজ্ঞত্বং ক্ষতেঽতিরুক্। সন্ধিশৈথিল্যমালস্যং সদনং পিড়কোদগমঃ * ॥ জানুজঙ্ঘোরুকট্যংসহস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু। নিস্তোদঃ স্ফুরণং ভেদো গুরুত্বং সুপ্তিরেব চ * ॥ কণ্ডূঃ সন্ধিষু রুগ্‌দাহো ভূত্বা নশ্যতি চাসকৃৎ। বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তির্বাতাসৃক্‌পূর্ব্বলক্ষণম্ * ॥ ৫—৭ ॥

বাতরক্তস্য লক্ষণমাহ—বাতেঽধিকেঽধিকং তত্র শূলং স্ফুরণতোদনং। শোথস্য রৌক্ষ্যং কৃষ্ণত্বং শ্যাবতা বৃদ্ধিহানয়ঃ * ॥ ধমন্যঙ্গুলিসন্ধীনং সঙ্কোচোঽঙ্গগ্রহোঽতিরুক্। শীতদ্বেষানুপশয়ৌ স্তম্ভবেপথুসুপ্তয়ঃ * ॥ ৮। ৯ ॥

অধিকরক্তং বাতরক্তমাহ—রক্তে শোথোঽতিরুক্ তোদস্তাম্রশ্চিমিচিমায়তে। স্নিগ্ধরুক্ষৈঃ সমং নৈতি কণ্ডূক্লেদসমন্বিতঃ * ॥ ১০ ॥

---

* নিষ্পাবঃ বোড়া। শাকং পত্রশাকং। আদি শব্দেন বৃন্তাকাদীনাং ফলশাকাদীনাংফলং গৃহ্যতে। দোষরহিতমপি মাংসং বাতশোণিতং প্রকোপয়েৎ। শীতাদিতু মাংসবিশেষতো বাতশোণিতং প্রকোপয়েৎ। আরণালসৌবীরশুক্তানি সন্ধানভেদাঃ। তক্রং চতুর্থাংশজলযুক্তং বস্ত্রপূতং দধি। সুরা সন্ধানভেদঃ ॥ ২ ॥ বিরুদ্ধং ক্ষীরমৎস্যাদি। অধ্যশনম্ "অজীর্ণে ভুজ্যতে যত্তু তদধ্যশনমুচ্যতে"। অতিজাগরো নিশি। প্রায়ঃ বাহুল্যেন। সুকুমারাণাম্ অল্পতরকায়ব্যাপারাণাম। অথচ মিথ্যাহারবিহারিণাম্। অল্পাহারবিহারীণাং স্থূলানাম্ সুখিনাং রক্তবৃদ্ধ্যা ॥ ৩ ॥ হস্ত্যশ্বোষ্ট্রৈর্গচ্ছতঃ যতঃ বায়ুর্বর্দ্ধতে রুধিরঞ্চ অধোগচ্ছতি। হস্ত্যাদয় উপলক্ষণানি। পদ্ভ্যামপি চলতঃ। অশ্নতশ্চ বিদাহ্যন্নম্। বিদাহি নিষ্পাবকুলত্থসর্ষপশাকাদি। সবিদাহাশনস্য সবিদাহি অশনং যস্য। ভুক্তে বিদগ্ধে। তদুপরি ভুঞ্জানস্যেত্যর্থঃ অধ্যশনমুক্ত্বাপ্যেতদ্বচনং বিদগ্ধং জীর্ণম্ ভোজনস্য বিশেষতো হেতুত্বার্থম্। পশ্চাৎ বাতশোণিতঃ প্রকুপ্যতি ইত্যন্বয়ঃ। এতেষাং কারণানাং মধ্যে কেনচিদ্বায়ুঃ কেনচিদ্রক্তং কেনচিদুভয়মপি প্রকুপ্যেৎ। সম্প্রাপ্তিমাহ কৃৎস্নমিতি পূর্ব্বোক্তৈর্হেতুভিঃ। কৃৎস্নং সমস্তম্, অধোগতম্ পাদয়োঃ চীয়তে সঞ্চিতং ভবতি, তৎ রুধিরম্ দূষিতেন স্বহেতুভির্বায়ুনা সম্পৃক্তং মিলিতম্ বাতরক্তম্ উচ্যতে। নন্বু চৈতস্য সম্প্রাপ্তিরুক্তা সুশ্রুতেন "শীঘ্রং রক্তং দুষ্টমায়াতি তচ্চ বায়োর্মার্গং সংরুণদ্ধ্যাশু বাতং। ক্রুদ্ধোঽত্যর্থং মার্গরোধাৎ স বায়ুরত্যুদ্রিক্তং দূষয়েদ্রক্তমাশু।" অত্র প্রথমং রক্তস্য দুষ্টত্বাতো রক্তবাতমিতি ব্যপদেষ্টুমুচিতং ভবতি। তত্রাহ তৎ প্রাবল্যাদিতি। তস্য বাতস্য দোষত্বেন প্রাধান্যাদ্বাতরক্তমিতি ব্যপদিশ্যতে ॥ ৪ ॥ ঘর্ম্মাগমনমত্যর্থং ভবতি ন বা সর্ব্বথা ভবতি এতচ্চ ব্যাধিমহিম্না কুষ্ঠবদ্ বোদ্ধব্যম্। ক্ষতেঽতিরুক্ যদি ক্ষতং স্যাৎ তদা তত্রাতিরুক্। সদনং সুপ্তিঃ অঙ্গানাং পিড়িকাপ্রাদুর্ভাবঃ ॥ ৫ ॥ জান্বাদিষু নিস্তোদঃ পীড়াবিশেষঃ ॥ ৬। বৈবর্ণ্যং ত্বক্‌কান্তিক্ষয়ঃ ॥ ৭ ॥ তত্র পাদয়োঃ শূলাদিকম্ যত আহ সুশ্রুতঃ স্পর্শোদ্বিগ্নৌ তোদভেদপ্রশোফৌ স্বাপোপেতৌ বাতরক্তেন পাদাবিতি তথা শোথস্য রৌক্ষ্যাদিকং বৃদ্ধিহানয়শ্চ বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ৮ ॥ সুপ্তিঃ স্পর্শাজ্ঞতা ॥ ৯ ॥ রক্তেঽধিকে ইত্যনুবর্ত্তনীয়ম্। এবং বক্ষ্যমাণপিত্তাদিষ্বিতি এতচ্চারম্ভকরক্তাদ্রক্তান্তরং বোদ্ধব্যং। রক্তমপি রক্তান্তরদূষকং ভবতি। যদুক্তং দুষ্টরক্তলক্ষণং পিত্তবদ্রক্তেনাতিরুক্ষেতি। অতিরুক্ তোদঃ অতিরক্তাদৌ যত্র সঃ শোথঃ চিমচিমায়তে চিমিচিমেতি কণ্ডূভেদঃ স্পর্শপ্রিয়েতি যাবৎ। চুহচুহা ইতি লোকে তদ্‌যুক্তঃ। ক্লেদসমন্বিতঃ ক্লেদ আর্দ্রতা তদ্‌যুক্তঃ ॥ ১০

অধিকপিত্তং বাতরক্তমাহ—পিত্তে বিদাহঃ সংমোহঃ স্বেদো মূর্চ্ছা মদস্তৃষা। স্পর্শাসহত্বং রুগ্‌দাহঃ শোথপাকৌ ভৃশোষ্মতা * ॥ ১১ ॥

অধিককফমধিকদ্বিদোষমধিকত্রিদোষঞ্চ তদাহ—কফে স্তৈমিত্যগুরুতা সুপ্তিঃ স্নিগ্ধত্বশীততা। কণ্ডূর্ম্মন্দা চ রুগ্‌দ্বন্দ্বসর্ব্বলিঙ্গঞ্চ সঙ্করে * ॥ ১২ ॥

পদ্ভ্যামন্যদপ্যঙ্গমারভ্য স্থানমাহ—পাদয়োর্ম্মূলমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োরপি আখোর্বিষমিব ক্রুদ্ধং তদ্দেহমনুসর্পতি * ॥ ১৩ ॥

বাতরক্তস্যোপদ্রবানাহ—অস্বপ্নারোচকশ্বাসমাংসকোথশিরোগ্রহাঃ। মূর্চ্ছা-চামন্দরুক্ তৃষ্ণা জ্বরমোহপ্রবেপকাঃ * ॥ হিক্কাপাঙ্গুল্যবীসর্পপাকতোদভ্রমক্লমাঃ। অঙ্গুলী বক্রতা স্ফোটদাহমর্ম্মগ্রহার্ব্বুদাঃ ॥ ১৪ । ১৫ ॥

সাধ্যত্বাদিকমাহ—এতৈরুপদ্রবৈর্বর্জ্জ্যং মোহেনৈকেন চাপি তৎ। অকৃৎ-স্নোপদ্রবং যাপ্যং সাধ্যং স্যান্নিরুপদ্রবম্ * ॥ একদোষানুগং সাধ্যং নবং যাপ্যং দ্বিদোষজম্। ত্রিদোষজমসাধ্যং স্যাদ্‌যস্য চ স্যুরুপদ্রবাঃ * ॥ আজানুস্ফুটিতং যচ্চ প্রভিন্নং প্রস্রুতঞ্চ যৎ। উপদ্রবৈশ্চ যজ্জুষ্টং প্রাণমাংসক্ষয়াদিভিঃ * ॥ বাতরক্তমসাধ্যং স্যাৎ যাপ্যং সম্বৎসরোত্থিতম্ ॥ ১৬—১৯ ॥

অথ বাতরক্তচিকিৎসা—বাতশোণিতিনো রক্তং স্নিগ্ধস্য বহুশো হরেৎ। অল্পাল্পং রক্ষয়েদ্ বায়ুং যথাদোষং যথাবলম্ *॥ উষাঙ্গদাহতোদেষু-জলৌকোভির্বিনির্হরেৎ। শৃঙ্গেণ বৈ চিমি-চিমা-কণ্ডূরুগ্লেপনান্বিতম্ * ॥ প্রচ্ছন্নেন শিরাভির্বা দেশাদ্দেশান্তরং ব্রজৎ। অঙ্গে গ্লানে তু ন স্রাব্যং রক্তৈর্বাতোত্তরঞ্চ যৎ ॥ গম্ভীরং শ্বয়থুং স্তম্ভং কম্পবায়ুশিরাময়ান্। গ্লানিমন্যাংশ্চ বাতোত্থান্ কুর্য্যাদ্বায়ুরসৃক্‌ক্ষয়াৎ ॥ খঞ্জাদীন্ বাতরোগাংশ্চ মৃত্যুঞ্চাল্পবশেষিতম্। কুর্য্যাত্তস্মাৎ প্রমাণেন স্নিগ্ধাদ্রক্তং বিনির্হরেৎ ॥ বিরেচ্যঃ স্নেহয়িত্বাদৌ স্নেহযুক্তৈর্বিরেচনৈঃ। রুক্ষৈর্ব্বা মৃদুভিঃ শস্তমসকৃদ্বস্তিকর্ম্ম চ ॥ নহি বস্তিসমং কিঞ্চিদ্বাতরক্তচিকিৎসিতম্। বাহ্যমালেপনা-ভ্যঙ্গপরিষেকোপনাহনৈঃ ॥ বিরেকাস্থাপনস্নেহপানৈর্গম্ভীরমাচরেৎ। দিবাস্বপ্নং সসন্তাপং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা ॥ কটূষ্ণগুর্বভিষ্যন্দি লবণাম্লৌ চ বর্জ্জয়েৎ ॥ পুরাণা যবগোধুমা

---

* পিত্তে অধিকে বিদাহঃ বিশেষেণ দাহঃ। বিদাহাদয়শ্চ পাদয়োরেব বোদ্ধব্যাঃ। যত আহ সুশ্রুতঃ। পিত্তাসৃগ্‌ভ্যামুগ্রদাহৌ ভবেতামত্যর্থোষ্ণৌ রক্তশোথৌ মৃদূ চ ,পাদাবিতি শেষঃ। সংমোহ আতুরস্য,স্বেদঃ পাদয়োঃ। মূর্চ্ছা পাদয়োঃ সমুচ্ছ্রায়ঃ শোথ ইতি যাবৎ। নতু মূর্চ্ছামোহঃ সংমোহস্যোক্তত্বাৎ ॥ ১১ ॥ কফে অধিকে স্তৈমিত্যম্ শরীরস্যার্দ্রচর্ম্মাবগুণ্ঠিতত্বমিব। গুরুতাদয়ঃ পাদয়োরেব যত আহ সুশ্রুতঃ 'কণ্ডুমন্তৌ শ্বেতশীতৌ সশোথৌ পীনৌ স্তব্ধৌ শ্লেষ্মদুষ্টে তু রক্তে, পাদাবিতি শেষঃ। অধিকদ্বিদোষম্ অধিকত্রিদোষং চ তদাহ। দ্বন্দ্বসর্ব্বলিঙ্গঞ্চ সঙ্করে দ্বিত্রিদোষসংসর্গে ॥ ১২ ॥ আখোর্মূষিকস্য আখোর্বিষমিবেত্যনেন মন্দ-বিসর্পত্বং বোধিতম্। দেহমনুসর্পতি অপ্রতিক্রিয়মাণাম্ ॥১৩॥ মাংসকোথঃ মাংসগলনম্। মূর্চ্ছা তদঙ্গসমুচ্ছ্রায়ঃ। অমন্দরুক্ পীড়াবাহুল্যং প্রবেপকঃ কম্পঃ প্রবেপনং প্রবেপঃ ততঃ স্বার্থে কঃ ॥ ১৪ ॥ মোহেনৈকেনেতি বচনমস্বপ্নাদিভিঃ সমস্তৈরসাধ্যত্বং বোধয়তি ॥১৪॥ নবং সম্বৎসরাদর্বাচীনং তৎসাধ্যম্ ॥১৭॥ আজানু পদ্ভ্যাং জানুপর্য্যন্তং যদ্‌ভবতি তদসাধ্যং স্যাৎ স্ফুটিতং যচ্চ ত্বঙ্মাত্রে শীতেনৈব কিঞ্চিৎ বিদীর্ণম্ প্রভিন্নম্

নীবারাঃ শালিযষ্টিকাঃ। ভোজনার্থে রসার্থে তু বিষ্কিরাঃ প্রতুদা হিতাঃ॥ আঢ়ক্যশ্চণকা মুদ্গা মসূরাঃ সকুলত্থকাঃ। যূষার্থে বহুসর্পিষ্কাঃ প্রশস্তা বাতশোণিতে॥ সুনিষণ্ণকবেত্রাগ্র-কাকমাচী শতাবরী। বাস্তুকোপোদিকাশাকং শাকং সৌবর্চ্চলং তথা॥ ঘৃতমাংসরসৈর্ভৃষ্টং শাকসাত্ম্যায় দাপয়েৎ ॥ সর্পিস্তৈলবসাবজ্জাপানাভ্যঞ্জনবস্তিভিঃ। সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ বাতোত্তরমুপাচরেৎ॥ হিতো গোধূমচূর্ণশ্চ ছাগক্ষীরঘৃতাপ্লুতঃ। লেপস্তদ্বৎ তিলা ভৃষ্টাঃ পিষ্টাঃ পয়সি নির্বৃতাঃ॥ ক্ষীরপিষ্টাতসীলেপো বর্দ্ধমানফলেন বা॥ উভে শতাহ্বে মধুকং বলাঞ্চ পিয়ালকঞ্চাপি কসেরুকঞ্চ। ঘৃতং বিদারীঞ্চ সিতোপলাঞ্চ কুর্য্যাৎ প্রদেহং পবনে সরক্তে॥ রাস্না গুড়ূচী মধুকং বলে দ্বে সজীবকং সর্ষভকং পয়শ্চ। ঘৃতঞ্চ সিদ্ধং মধুশেষযুক্তং রক্তানিলার্ত্তিং প্রণুদেৎ প্রদেহঃ॥ বাসাগুড়ূচীচতুরঙ্গুলানামেরণ্ডতৈলেন পিবেৎ কষায়ম্। ক্রমেণ সর্ব্বাঙ্গজমপ্যশেষং জয়েদসৃগ্বাতভবং বিকারম্॥ দশমূলীশৃতং ক্ষীরং সদ্যঃ শূলনিবারণম্। পরিষেকোঽনিলপ্রায়ে তদ্বৎ কোষ্ণেন সর্পিষা॥ পটোলকটুকা-ভীরুত্রিফলামৃতসাধিতম্। ক্বাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্॥ ত্রিবৃদ্বিদারী-ক্ষুরকক্বাথো বাতাস্রনাশনঃ। অমৃতা কফবাতঘ্নী কফমেদোবিশোষিণী॥ বাতরক্তপ্রশমনী কণ্ডূবীসর্পনাশিনী॥ গুড়ূচ্যাঃ স্বরসং কল্কং চূর্ণং বা ক্বাথমেব চ। প্রভূতকালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ॥ অমৃতানাগরধান্যককর্ষত্রিতয়েন পাচনং সিদ্ধম্। জয়তি সরক্তং বাতং সামং কুষ্ঠান্যশেষাণি॥ বৎসাদন্যুদ্ভবঃ ক্বাথঃ পীতো গুগ্গুলুমিশ্রিতঃ। সমীরণসমাযুক্তং শোণিতং সম্প্রণাশয়েৎ॥ তিস্রোঽথবা পঞ্চ গুড়েন পথ্যা জগ্ধ্বা পিবেচ্ছিন্নরুহাকষায়ম্। তদ্বাতরক্তং শময়ত্যুদীর্ণমাজানুভিন্নং চ্যুতমপ্যবশ্যম্॥ ২০—৪২॥

গুগ্গুলুবটিকা—গুগ্গুলুমমৃতবল্লীভির্দ্রাক্ষাসুগরসেন বা। ত্রিফলায়া রসৈর্যুক্তা গুটিকাঃ কোলসম্মিতাঃ॥ ভক্ষয়েন্ মধুনালোড্য শৃণু কুর্ব্বন্তি যৎ ফলম্। পাদস্ফোটং মহাঘোরং স্ফুটৎসর্ব্বাঙ্গসঞ্চয়ম্॥ তৎ সর্ব্বং নাশয়ত্যাশু সাধ্যঞ্চৈব সশোণিতম্॥ ৪৩। ৪৪॥ ইতি গুগ্গুলুগুটিকা।

মাহিষং নবনীতন্তু বলিনা পরিমিশ্রিতম্। গোমূত্রমিশ্রিতং কৃত্বা ক্ষীরেণ লবণেন চ॥ তদে-কত্র সমালোড্য বহ্নিনা ভাবয়েচ্ছনৈঃ। গাত্রমুদ্বর্ত্তয়েত্তেন দেহস্ফুটনশান্তয়ে॥ ঘৃতেন বাতং সগুড়াবিবন্ধং পিত্তং সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ। বাতাসৃগুগ্রং রুবুতৈলমিশ্রা শুণ্ঠ্যামবাতং শময়েদ্গুড়ূচী॥ সিংহাস্যপঞ্চমূলীছিন্নরুহৈরণ্ডগোক্ষুরক্বাথঃ। এরণ্ডতৈলরামঠসৈন্ধবচূর্ণা-ন্বিতঃ পীতঃ॥ প্রশময়তি বাতরক্তং তথামবাতং কটীশূলম্। মূত্রপুরীষবিবন্ধং ব্রধ্নবিকারং সুদুর্ব্বারম্॥ গন্ধর্ব্বহস্তবৃষগোক্ষুরকামৃতানাং মূলং বলেক্ষুরকয়োশ্চ পচেত্তু ধীমান্॥

অধিকবিদীর্ণম্। প্রস্রুতম্ বহৎ॥ ১৮॥ রক্ষয়েদ্বায়ুং যথা বায়ুর্ন বর্দ্ধতে তথা রক্তং হরেদিত্যর্থঃ॥ ২০॥ বিনির্হরেৎ নিষ্কাশয়েৎ। চিমিচিমাচুহচুহাব ইতি লোকে॥ ২১॥ প্রচ্ছন্নং পচ্ছনা ইতি লোকে। ব্রজদিতি রক্তবিশেষণম্॥ ২২॥ সুনিষণ্ণঃ চাঙ্গেরীসদৃশঃ চতুঃপত্রশাকঃ সজলে স্থলে ভবতি সুসুন ইতি লোকে। ধবলী চিল্মী ইতি ক্বচিৎ॥ ৩০॥

বাতাসৃগাশু বিনিহন্তি চিরপ্ররূঢ়ম্ আজানুগং স্ফুটিতমূর্দ্ধগতন্তু ধীমান্॥ কফপিত্তপ্রশমনং কণ্ডূবীসর্পনাশনম্। বাতরক্তপ্রশমনং হৃদ্যং গুড়ঘৃতং স্মৃতম্॥ পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা সেব্যং পথ্যাগুড়েন বা॥ কোকিলাক্ষামৃতাক্বাথে পিবেৎ কৃষ্ণাং যথাবলম্॥ পথ্যভোজী ত্রিসপ্তাহান্ মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ। মধুকাদ্দিগুণং তৈলং তৈলাদাজং পয়ো ভবেৎ॥ তদযথাগ্নিবলং পেয়ং বাতরক্তরুজাপহম্॥ অগস্তিপুষ্পচূর্ণেন মাহিষং জনয়েদ্দধি। তদুত্থনবনীতেন দেহজং স্ফুটনং জয়েৎ॥ ত্রিফলানিম্বমঞ্জিষ্ঠা বচাকটুকরোহিণী। বৎসাদনীদারুনিশাকষায়ো নবকার্ষিকঃ॥ বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পামানং রক্তমণ্ডলম্। কণ্ডূকপালিকা কুষ্ঠং পানাদেবাপ-কর্ষতি॥ পঞ্চরক্তিকমাষেণ কষায়ো নবকার্ষিকঃ। কিঞ্চৈবং সাধিতে ক্বাথে যোগ্যা মাত্রা প্রদীয়তে॥ কর্ষাদৌ তু পলং যাবৎ দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলম্। ততস্তু কুড়বং যাবদষ্টাদশ-গুণং জলম্॥ চতুর্গুণমতশ্চোর্দ্ধং যাবৎ প্রস্থাদিকং ভবেৎ। বিরেচনৈর্ঘৃতক্ষীরপানৈঃ সেকৈঃ সবস্তিভিঃ॥ লেপনং শাল্মলীকল্কমবীক্ষীরেণ সংযুতম্। রক্তোত্তরং ক্ষীরঘৃতং মধুকোশীর-বারিভিঃ॥ সেচনং চাত্র কর্ত্তব্যমবিক্ষিরৈঃ ক্ষণং ক্ষণম্। সহস্রশতধৌতেন ঘৃতেন রুধিরোত্তরে॥ লেপনং সুষ্ঠুশীতেন ঘৃতসর্জ্জরসেন বা। শীতৈর্নির্ব্বাপণৈশ্চাপি রক্তপিত্তোত্তরং জয়েৎ॥ রক্তোত্তরং ক্ষীরঘৃতং মধুকোশীরবারিভিঃ। সরাগে সরুজে দাহে রক্তং বিস্রাব্য লেপয়েৎ॥ তিলাঃ পিয়ালং মধুকং বিসমূলঞ্চ বেতসম্। সঘৃতং পয়সা পিষ্টং প্রলেপো দাহরোগনুৎ॥ পিত্তোত্তরে তু কাশ্মর্য্যদ্রাক্ষারগ্বধচন্দনৈঃ। মধূকক্ষীরকাকোলীযুক্তৈঃ ক্বাথং সুশীতলম্॥ শর্করামধুসংযুক্তং বাতরক্তে পিবেন্নরঃ। ধারোষ্ণং মূত্রসংযুক্তং ক্ষীরং দোষানুলোমনম্॥ পিবেদ্বা সত্রিবৃচ্চূর্ণং পিত্তরক্তাবৃতানিলে॥ ক্ষীরেণৈরণ্ডতৈলং বা প্রয়োগেন পিবেন্নরঃ॥ বহুদোষো বিরেকার্থং জীর্ণে ক্ষীরোদনাশনঃ। পটোলং ত্রিফলা ভীরুগুড়ূচী কটুরোহিণী॥ ক্বাথঃ পিত্তাধিকে শস্তঃ শর্করামধুসংযুতঃ॥ তিক্তস্য সর্পিষঃ পানং বহুশশ্চ বিরেচনম্। বমনং মৃদুনাত্যর্থং স্নেহসেকো বিলঙ্ঘনম্॥ কোষ্ণাঃ সেকাশ্চ শস্যন্তে বাতরক্তে কফোত্তরে। তৈলমূত্রসুরাশুক্তৈঃ পরিষেকাঃ সদা হিতাঃ। গৌরসর্ষপকল্কেন প্রদেহো বা রুজাপহঃ॥ শিগ্রুঃ সবরুণঃ কল্কো ধান্যাম্লেনানিলার্ত্তিজিল্লেপাৎ। ভবতি ন চেতি বিকল্পো ন বিধেয়ঃ সিদ্ধযোগেঽস্মিন্॥ কল্কঃ শ্লেষ্মোত্তরে লেপো বাজিগন্ধাতিলোদ্ভবঃ। লেপঃ সর্ষপনিম্বার্কহিং-স্রাক্ষারতিলৈর্হিতঃ॥ শ্রেষ্ঠঃ শতুঘৃতক্ষারকপিত্থত্বগ্‌ভিরেব চ। মসূরশিগ্রোস্তদ্বীজং হিতং ধান্যাম্লসংযুতম্॥ মুহূর্ত্তাল্লিপ্তমম্লৈশ্চ সিঞ্চেদ্বাতকফোত্তরে॥ মুস্তামলকনিশাভিঃ ক্বথিতং তোয়ং সমাক্ষিকং পেয়ম্। জয়তি সদাগতিরক্তং সকফং বা সততযোগেন॥ হরিদ্রামৃতকক্বাথং মধুনা মধুরীকৃতম্। পিবেদ্বা ত্রিফলাক্বাথং বাতরক্তে কফাধিকে॥ হরীতকীং বা তক্রেণ পায়য়েদুদকেন বা॥ গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্॥ প্রলেপঃ শূলনুদ্বাতরক্তে বাতকফোত্তরে॥ অমৃত কটুকা যষ্টীশুণ্ঠীকল্কং সমাক্ষিকম্। গোমূত্রপীতং জয়তি সকফং বাতশোণিতম্। ধাত্রীহরিদ্রামুস্তানাং কষায়ং বা সমাক্ষিকম্॥ ৪৫—৭৭॥

লাঙ্গলীগুটিকা—লাঙ্গল্যাস্ত্বমৃতাতুল্যং কন্দমুদ্ধৃত্য যত্নতঃ। যোজয়েৎ ত্রিফলা

লৌহরজস্ত্রিকটুকৈঃ সমৈঃ ॥ গুগ্ গুল্মমৃতবল্লীভির্দ্রাক্ষাসুগরসেন বা। ত্রিফলায়া রসৈর্যুক্তা গুটিকাঃ কোলসম্মিতাঃ ॥ ভক্ষয়েন্মধুনালোড্য শৃণু কুর্ব্বন্তি যৎ ফলম্। পাদস্ফুটিতং দুর্ভগ্নং জানুপ্রাপ্তঞ্চ যদ্ভবেৎ ॥ যচ্চ দেহোদ্গতং রক্তং যচ্চাসাধ্যং প্রকীর্ত্তিতম্। হন্ত্যেতা ভক্ষ্যমাণস্থ প্রবলং বাতশোণিতম্ ॥ ৭৮—৮১ ॥ ইতি লাঙ্গলীগুটিকা। সংসর্গে সন্নিপাতেচ ক্রিয়াপথ্যমুক্তং মিশ্রং কুর্য্যাৎ।

বলাঘৃতম্—বলামতিবলাং মেদামাত্মগুপ্তাং শতাবরীম্। কাকোলীং ক্ষীর-কাকোলীং রাস্নাং মৃদ্বীঞ্চ পেষয়েৎ ॥ ঘৃতং চতুর্গুণক্ষীরং তৈঃ সিদ্ধং বাতরক্তনুৎ। হৃৎপাণ্ডুরোগবীসর্পকামলাদাহনাশনম্ ॥ ৮২। ৮৩ ॥

অপরপিণ্ডতৈলম্—বলাস্থিরানাগবলাগুড়ূচী-শতাবরীকল্ককষায়সিদ্ধম্। তৈলং বিদধ্যাদনুবাসনেষু তদ্বাতরক্তং শময়ত্যুদীর্ণম্ ॥ ৮৪ ॥

পারূষকং ঘৃতম্—ত্রায়ন্তিকা চামলকী দ্বিকাকোলী শতাবরী। কসেরুকা-কষায়েণ কল্কৈরেভিঃ পচেদ্ ঘৃতম্ ॥ উভে পরূষকে দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্যঃ সসুরদ্রুমান্। পৃথগ্-বিদার্য্যাঃ স্বরসং তথা ক্ষীরং চতুর্গুণম্ ॥ এতদাযোজিতং সর্পিঃ পারূষকমিতি স্মৃতম্। বাতরক্তে ক্ষতে ক্ষীণে বিসর্পে পৈত্তিকে জ্বরে ॥ ৮৫—৮৭ ॥

শতাবরীঘৃতম্—শতাবরীকল্কগর্ভং রসে তস্যাশ্চতুর্গুণে। ক্ষীরতুল্যং ঘৃতং সিদ্ধং বাতশোণিতনাশম্ ॥ ৮৮ ॥

ঋষভঘৃতং—ঋষভক্ষীরকাকোলীক্ষীরিকাজীবকৈঃ সমৈঃ। সিদ্ধং ঋষভকং সর্পিঃ সক্ষীরং বাতরক্তনুৎ * ॥ ৮৯ ॥

গুড়ূচীঘৃতম্—গুড়ূচীকাথকল্কাভ্যাং সপয়স্কং ঘৃতং শৃতম্। হন্তি বাতং তথা রক্তং কুষ্ঠং জয়তি দুস্তরম্ ॥ ক্ষীরং স্নেহসমং দদ্যাচ্চতুর্ভিশ্চ চতুর্গুণম্। একদ্বিত্রিদ্রবৈর্দ্রব্যৈঃ কুর্য্যাৎ স্নেহাচ্চতুর্গুণম্ ॥ ৯০—৯১ ॥

গুড়ূচীঘৃতম্—অমৃতায়াঃ কষায়েণ কল্কেন চ মহৌষধাৎ। মৃদ্বগ্নিনা ঘৃতং সিদ্ধং বাতরক্তহরং পরম্ ॥ আমবাতাঢ্যবাতাদীন্ ক্রিমিকুষ্ঠব্রণানপি। অর্শাংসি গুল্মাংশ্চ তথা নাশয়েদাশু যোজিতম্ ॥ ৯২—৯৩ ॥

গুড়ূচীঘৃতম্—অমৃতাস্বরসবিপক্বং সর্পিস্তৎকল্কসাধিতং পীতম্। অপহরতি বাতরক্তমুত্তানঞ্চাবগাঢ়ঞ্চ ॥ ৯৪ ॥

গুড়ূচীঘৃতম্—অমৃতায়াঃ পলশতং জলদ্রোণাবশেষিতম্। ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং কল্কাদষ্টৌ পলানি চ ॥ চতুর্গুণেন পয়সা বাতাসৃককুষ্ঠনাশনম্। কামলাপাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহম্ ॥ ৯৫। ৯৬ ॥

অমৃতাদ্যং ঘৃতম্—অমৃতা মধুকং দ্রাক্ষা ত্রিফলা নাগরং বলা। বাসারগ্বধবৃশ্চীর-

* অত্র ক্ষীরং চতুর্গুণং ॥ ৮৯ ॥

দেবদারু ত্রিকণ্টকম্॥ কটুকারোহিণী কৃষ্ণা কাশ্মর্য্যস্য ফলানি চ। রাস্নাক্ষুরকগন্ধর্ববৃদ্ধ-দারঘনোৎপলৈঃ॥ কল্কৈরেভিঃ সমৈঃ কৃত্বা সর্পিঃপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। ধাত্রীরসঃ সমো দেয়ো বারি ত্রিগুণসংযুতঃ॥ সম্যক্ সিদ্ধঞ্চ বিজ্ঞায় ভোজ্যে পানে চ শস্যতে। বহুদোষো-ত্থিতং বাতরক্তেন সহ মূর্চ্ছিতম্॥ উত্তানঞ্চাপি গম্ভীরং ত্রিকজঙ্ঘোরুজানুকম্। ক্রোষ্টু-শীর্ষমহামূলে আমবাতে সুদারুণে॥ দাহরোগোপস্পৃষ্টস্য বেদনাঞ্চাতিদুস্তরাম্। মূত্রকৃচ্ছ্র-মুদাবর্ত্তং প্রমেহং বিষমজ্বরান্॥ এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তকফোত্থিতান্। সর্ব্ব-কালোপযোগেন বর্ণায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্॥ অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং ঘৃতমেতদনুত্তমম্॥৯৭। ১০৩॥

গুড়ূচীঘৃতম্—গুড়ূচীস্বরসে সর্পির্জীবনীয়ৈশ্চ সাধিতম্। কল্কৈশ্চতুর্গুণৈঃ ক্ষীরৈঃ সিদ্ধং বাহ্যত্রবাতনুৎ॥ ১০৪॥

মহাগুড়ূচীঘৃতম্—অমৃতায়াঃ শতং প্রাপ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। চতুর্ভাগা-বশিষ্টেন্তু ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ ক্ষীরং চতুর্গুণং তত্র দাপয়েন্মতিমান্ ভিষক্। কল্কঞ্চাত্র প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবকর্ষভকৌ চ যৎ। শতাবরী পয়স্যাচ মধুকং নীলমুৎপলম্॥ অশ্বকন্দস্য মূলানি স্থিরাং বা কটুরোহিণীম্। ঋদ্ধিং বৃদ্ধিং তথা মেদে শ্বদংষ্ট্রাং বৃহতীদ্বয়ম্॥ গুড়ূচীং পিপ্পলীং রাস্নাং বাসকঞ্চাপি সংহরেৎ। তদেকস্থং সমৈর্ভাগৈঃ পাচয়েন্ মৃদুনাগ্নিনা॥ পানাভ্যঞ্জননস্যেষু পরিষেকে চ দাপয়েৎ। বাতরক্তং সশোষাঢ্যং সদাহং ক্রোষ্টুশীর্ষকম্॥ খঞ্জোরুস্তম্ভবাতঞ্চ বাতরক্তং সুদারুণম্। বহূদিতং বাতকৃচ্ছ্রং গৃধ্রসীং বাতকণ্টকম্। নাশয়েদ্ যোজিতং সর্পির্দ্ধন্বন্তরিবচো যথা॥১০৫—১১১॥

শতাহ্বাদিতৈলম্—ক্বাথেন শতপুষ্পায়াঃ কুষ্ঠস্য মধুকস্য চ। একৈকং সাধয়ে-ত্তৈলং বাতরক্তরুজাপহম্॥ ১১২॥

মহাপিণ্ডতৈলম্—সারিবারিষ্টকুষ্মাণ্ডপোতকীভস্মজাম্বুনা। গুড়ূচীগব্যদুগ্ধাভ্যাং কর্ম্মরঙ্গরসেন চ॥ বিপচেত্তিলজং তৈলং দত্বৈতানি ভিষগ্বরঃ। কাকোল্যৌ জীবকং মেদে শতাহ্বাক্ষীরিণীযুতৈঃ॥ জিঙ্গী সিক্থামৃতানন্তাসর্জ্জসৈন্ধবচন্দনৈঃ। হন্যাদ্বাতাস্রজং ঘোরং স্ফুটিতং গলিতং তথা॥ চর্ম্মদলাখ্যং পামাদীংস্ত্বগ্‌দোষঞ্চ বিপাদিকাম্। কুষ্ঠান্যর্শাংসি বীসর্পং ব্রণশোথং ভগন্দরম্॥ ন সোঽস্তি বাতরক্তস্য বিকারো যোঽভিবর্দ্ধিতঃ। যন্ন হন্যাৎ প্রসহ্যৈতৎ পিণ্ডতৈলং মহৎ স্মৃতম্॥ সারিবাসর্জ্জমঞ্জিষ্ঠাযষ্টীসিক্থৈঃ পয়োঽন্বিতৈঃ। তৈলং পক্বং প্রয়োক্তব্যং পিণ্ডাখ্যং বাতশোণিতে॥ ১১৩—১১৮॥

পিণ্ডতৈলম্—সারিবাসর্জ্জযষ্ট্যাহ্বমধুসিক্থৈঃ পয়োন্বিতৈঃ। সিদ্ধমেরণ্ডজং তৈলং বাতরক্তরুজাপহম্॥ অপূতমথিতস্যাস্য পিণ্ডতৈলস্য যোগতঃ॥ ১১৯॥

মহাপদ্মকং তৈলম্—পদ্মকেশরযষ্ট্যাহ্বফেনিলপদ্মকোৎপলৈঃ। পৃথক্ পঞ্চ পলৈ-র্দ্দত্তং বলাকিংশুকচন্দনৈঃ॥ জলে শৃতং পচেৎ তৈলং প্রস্থং সৌবীরসম্মিতম্। লোধ্রকাকোলি-কোশীরজীবকর্ষভকেশরৈঃ॥ মদয়ন্তিলতাপত্রপদ্মকেশরপদ্মকৈঃ। প্রপৌণ্ডরীককালীয়

মেদামাংসীপ্রিয়ঙ্গুভিঃ॥ কুঙ্কুমৈর্দ্দ্বিগুণৈঃ কর্ষৈর্মঞ্জিষ্ঠায়াঃ পলেন চ। মহাপদ্মমিদং তৈলং বাতাসৃগ্‌জ্বরনাশনম্॥ ১২০—১২৩॥

খুড্‌ডাকপদ্মকতৈলম্—পদ্মকোশীরযষ্ট্যাহ্বরজনীক্বাথসাধিতম্। স্যাৎ পিষ্টৈ সর্জ্জমঞ্জিষ্ঠাবীরাকাকোলিচন্দনৈঃ। খুড্ডাকপদ্মকমিদং তৈলং বাতাস্রপিত্তনুৎ॥ ১২৪॥

গুড়ূচীতৈলম্—তুলাং পচেজ্জলদ্রোণে গুড়ূচ্যাঃ পাদশেষিতম্। ক্ষীরদ্রোণস্তু তাভ্যাঞ্চ পচেৎ তৈলাঢ়কং শনৈঃ॥ কল্কৈর্মধুকমঞ্জিষ্ঠাজীবনীয়গণোপ্থিতৈঃ। কুষ্ঠৈলাগুরুমৃদ্বীকা মাংসী ব্যাঘ্রনখং নখী॥ হরেণুশ্রাবণীব্যোষশতাহ্বা শৃঙ্গিসারিবে। ত্বক্‌পত্রাগুরুবিক্রান্তা স্থিরা তামলকী তথা॥ নতকেশরহ্রীবেরং পদ্মকোৎপলচন্দনম্। সিদ্ধং কর্ষসমৈর্ভাগৈঃ পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ॥ সেব্যং বাতাস্রজান্ হন্তি স্রোতোধাত্বন্তরাশ্রিতান্। ধন্যং পুংসবনং স্ত্রীণাং গর্ভদং বাতপিত্তনুৎ॥ স্বেদকণ্ডূরুজায়ামশিরঃকম্পামযার্দ্দিতান্। হন্যাদ্ ব্রণকৃতান্ দোষান্ গুড়ূচীতৈলমুত্তমম্॥ ১২৫—১৩০॥

অমৃতাহ্বয়ং তৈলম্—গুড়ূচী মধুকং হ্রস্বপঞ্চমূলং পুনর্নবা। রাস্নামেরণ্ডমূলঞ্চ জীবনীয়ানি লাভতঃ॥ পলানাং শতিকৈর্ভাগৈর্বলা পঞ্চশতং ভবেৎ। কোলং বিল্বং যবান্ মাষান্ কুলত্থাংশ্চাঢ়কোন্মিতান্॥ কাশ্মর্য্যাণাঞ্চ শুষ্কাণাং দ্রোণং দ্রোণশতেঽম্ভসঃ। সাধয়েজ্জর্জ্জরং পূতং চতুর্দ্রোণঞ্চ শেষয়েৎ॥ তৈলদ্রোণং পচেত্তেন দত্ত্বা পঞ্চগুণং পয়ঃ। পিষ্ট্বা ত্রিপলিকঞ্চৈব চন্দনোশীরকেশরম্॥ পত্রৈলাগুরুকুষ্ঠানি তগরং মধুযষ্টিকা। মঞ্জিষ্ঠার্দ্ধপলঞ্চৈব তৎসিদ্ধং সর্ব্বযৌগিকম্॥ বাতরক্তে ক্ষতে ক্ষীণে ভারার্ত্তে ক্ষীণরেতসি॥ বেপনোৎক্ষিপ্তভগ্নানাং সর্ব্বৈকাঙ্গজরোগিণাম্॥ যোনিদোষমপস্মারমুন্মাদং বিষমজ্বরম্। হন্যাৎ পুংসবনঞ্চৈব তৈলাগ্র্যমমৃতাহ্বয়ম্॥ ১৩১—১৩৭॥

মৃণালাদ্যং তৈলম্—মৃণালোৎপলশালূকসারিবোদীচ্যকেশরৈঃ। চন্দনদ্বয়ভূনিম্বপদ্মবীজকসেরুকৈঃ॥ পটোলকটুকানন্তাগুন্দ্রাপর্পটবাসকৈঃ। পিষ্ট্বা তৈলং ঘৃতং পক্বং তৃণমূলরসেন বা॥ ক্ষীরদ্বিগুণসংযুক্তং বস্তিকর্ম্মসু যোজিতম্। নস্যাভ্যঞ্জনপানৈর্বা হন্যাৎ পিত্তগদানিদম্॥ ১৩৮—১৪০॥

ধত্তূরাদ্যং তৈলম্—কনকশিখরিমানক্ষারসংসিদ্ধতোয়ে কুসুমলবণযুক্তৈঃ সর্জ্জনির্য্যাসচূর্ণৈঃ। বিধিশৃততিলতৈলং কল্কযুক্তং নিহন্তি প্রচুরতরমিদানীমিন্দ্রলুপ্তাস্রবাতম্॥১৪১॥

নাগবলা-তৈলম্—শুদ্ধাং পচেন্নাগবলাতুলান্তু জলার্ম্মণে পাদকষায়সিদ্ধম্। বিস্রাব্য তৈলাঢ়কমত্র দেয়মজাপয়স্তৈলবিমিশ্রিতন্তু॥ নতং সযষ্টিং মধুকঞ্চ কল্কং দত্ত্বা পৃথক্ পঞ্চপলং বিপক্বম্। তদ্বাতরক্তং শময়ত্যুদীর্ণং বস্তিপ্রদানেন হি সপ্তরাত্রাৎ॥ দশাহযোগেন করোত্যরোগং পীতঞ্চ তৈলোত্তমমশ্বিনোক্তম্॥ ১৪২। ১৪৩॥

জীবকাদ্যো মিশ্রকঃ—জীবকর্ষভকৌ মেদে ঋষ্যপ্রোক্তা শতাবরী। মধুকং মধুপর্ণী চ কাকোলীদ্বয়মেব চ॥ মুদ্গমাষাখ্যপর্ণী চ দশমূলং পুনর্নবা। বলামৃতা বিদারী চ সাশ্বগন্ধা-

শ্মভেদকৌ ॥ কুর্য্যাৎ কল্কং কষায়ঞ্চ তাভ্যাং তৈলং ঘৃতং পচেৎ। লাভতশ্চ বসা মজ্জা মাংসং প্রতুদবিষ্কিরাৎ ॥ চতুর্গুণেন পয়সা তৎ সিদ্ধং বাতশোণিতম্। সর্ব্বদেহাশ্রিতান্ হন্তি ব্যাধীন্ ঘোরাংশ্চ বাতজান্ ॥ ১৪৪—১৪৭ ॥

বলাতৈলং শতপাকম্—বলাকষায়কল্কাভ্যাং তৈলং ক্ষীরচতুর্গুণম্। শতপাকং ভবেদেতদ্বাতাসৃগ্বাতপিত্তনুৎ ॥ ধন্যং পুংসবনঞ্চৈব নরাণাং শুক্রবর্দ্ধনম্। রেতোযোনিবিকারঘ্নমেতদ্বাতবিকারনুৎ ॥ ১৪৮। ১৪৯ ॥

মধুকাদ্যং তৈলম্—মধুযষ্ট্যাঃ পলশতং কষায়ে পাদশেষিতে। তৈলাঢ়কং সমক্ষীরং পচেৎ কল্কৈঃ পলোন্মিতৈঃ ॥ শতপুষ্পাবরীমূর্ব্বাপয়স্যাগুরুচন্দনৈঃ। স্থিরাহংসপদীমাংসী-দ্বিমেদামধুপর্ণিভিঃ ॥ কাকোলীক্ষীরকাকোলীতামলক্যৃদ্ধিপদ্মকৈঃ। জীবকর্ষভজীবন্তীত্বক্‌পত্রনখবালকৈঃ ॥ প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠাসারিবেন্দুবিতুন্নকৈঃ। বাতাসৃক্‌পিত্তদাহার্ত্তিজ্বরঘ্নং বলবর্ণকৃৎ ॥ ১৫০—১৫৩ ॥

মধুকতৈলং শতপাকম্—মধুযষ্ট্যাঃ পলং পিষ্ট্বা তৈলপ্রস্থং চতুর্গুণে। ক্ষীরে সাধ্যং শতং বারান্ তদেব মধুকান্বিতম্ ॥ সিদ্ধং দেয়ং ত্রিদোষে স্যাদ্ বাতাস্রশ্বাসকাসনুৎ। ধন্যং পুংসবনঞ্চৈব কামলাদাহনাশনম্ ॥ ১৫৪। ১৫৫ ॥

বলাতৈলং—বলাকষায়কল্কাভ্যাং তৈলং ক্ষীরসমং পচেৎ। সহস্রশতপাকং বা বাতাসৃগ্‌বাতরোগনুৎ * ॥ রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠমিন্দ্রিয়াণাং প্রসাদনম্। জীবনং বৃংহণং স্বর্য্যং শুক্রাসৃগ্‌দোষনাশনম্ ॥ ১৫৬। ১৫৭ ॥

পুনর্নবাগুগ্‌গুলুঃ—পুনর্নবামূলশতং বিশুষ্কং রুবুকমূলঞ্চ তথা প্রযোজ্য। দত্ত্বা পলং ষোড়শকঞ্চ শুণ্ঠ্যাঃ সঙ্কুট্য সম্যগ্বিপচেদ্ ঘটেঽপাম্ ॥ পলানি চাষ্টাবথ কৌশিকস্য তেনাষ্টশেষেণ পুনঃ পচেত্তু। এরণ্ডতৈলং কুড়বঞ্চ দত্ত্বাদ্দত্ত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি পঞ্চ ॥ নিকুম্ভচূর্ণস্য পলং গুড়ূচ্যাঃ পলদ্বয়ং চার্দ্ধপলং পলং বা। ফলত্রয়ত্র্যূষণচিত্রকাণি সিন্ধূত্থভল্লাতবিড়ঙ্গকানি ॥ কর্ষং তথা মাক্ষিকধাতুচূর্ণং পুনর্নবায়াঃ পলমেব চূর্ণম্। চূর্ণানি দত্ত্বা হ্যবতার্য্য শীতে খাদেন্নরঃ কর্ষসমপ্রমাণম্ ॥ বাতাসৃজং বৃদ্ধিগদঞ্চ সপ্ত জয়ত্যবশ্যং ত্বথ গৃধ্রসীঞ্চ। জঙ্ঘোরুপৃষ্ঠত্রিকবস্তিজঞ্চ তথামবাতং প্রবলঞ্চ হন্তি ॥ ১৫৮—১৬২ ॥

শর্করাসমগুগ্‌গুলুঃ—যাবশূকসুরদারুসৈন্ধবং মুস্তকত্রুটিবচাযমানিকাঃ। ব্যোষদীপ্যকনিশাফলত্রিকং জীরকদ্বয়বিড়ঙ্গচিত্রকম্ ॥ কার্ষিকং সুমসৃণং সুযোজিতং সংযুতং পুরপলৈশ্চ পঞ্চভিঃ। শর্করাং পুরসমাং সুপেষয়েত্তপ্তসর্পিষি বিনিক্ষিপেত্ততঃ ॥ বাতরক্তমুদরং ভগন্দরং প্লীহযক্ষ্মবিষমজ্বরং গরম্। শ্বিত্রকুষ্ঠমখিলব্রণানয়ং চিত্তবিভ্রমমদাংশ্চ দারুণান্ ॥ গৃধ্রসীঞ্চ গুদজাগ্নিমন্দতাং হন্তি কোষ্ঠজনিতং মহাগদম্ ॥ বজ্রমিন্দ্রস্য করাদিব চ্যুতং গুপ্তশৈলকুলমুত্তমং দ্রুতম্ ॥ অন্নপানপরিহারবর্জ্জিতং সর্ব্বকালসুখদম্নিরত্যয়ম্। সেব্যমানমিদমশ্বিনির্ম্মিতং গুগ্‌গুলোর্হি বটিকা রসায়নম্ ॥ চত্বারো মাষকা হীনে মধ্যমেঽষ্টৌ

---

* "সহস্রেণ তথা পাকঃ সহস্রপাকঃ। ১৫৬ ॥

চ মাষকাঃ। শ্রেষ্ঠা দ্বাদশকাঃ প্রোক্তাঃ কোষ্ঠং বিজ্ঞায় পায়য়েৎ। স্রংসনত্বাদ্ গুরুত্বাদ্বা গুগ্‌গুলোঃ করণক্রমঃ ॥ ১৬৩। ১৬৯ ॥

অমৃতাগুগ্‌গুলুঃ—প্রস্থমেকং গুড়ূচ্যাশ্চ অর্দ্ধপ্রস্থঞ্চ গুগ্‌গুলোঃ। প্রত্যেকং ত্রিফলায়াস্তু তৎপ্রমাণং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ সর্ব্বমেকত্র সঙ্কুট্য ক্বাথয়েল্লম্বণেঽম্ভসি। পাদশেষং পরিস্রাব্য কষায়ং গ্রাহয়েদ্ভিষক্ ॥ পুনঃ পচেৎ কষায়ন্তু যাবৎ সান্দ্রত্বমাগতম্। দন্তীব্যোষবিড়ঙ্গানি গুড়ূচী ত্রিফলা ত্বচঃ ॥ ততশ্চার্দ্ধপলং চূর্ণং গৃহ্নীয়াচ্চ প্রতি প্রতি। কর্ষন্তু ত্রিবৃতায়াশ্চ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ ॥ তস্মিন্ সুসিদ্ধং বিজ্ঞায় কবোষ্ণে প্রক্ষিপেদ্ বুধঃ। ততশ্চাগ্নিবলং মত্বা খাদেৎ কর্ষপ্রমাণতঃ ॥ বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং গুদজান্যগ্নিসাদনম্। দুষ্টব্রণপ্রমেহাংশ্চ আমবাতং ভগন্দরম্ ॥ নাড্যাঢ্যবাতং শ্বয়থুং সর্ব্বানেতান্ ব্যপোহতি ॥ ১৭০—১৭৫ ॥

অমৃতাগুগ্‌গুলুঃ—ত্রিপ্রস্থমমৃতায়াশ্চ প্রস্থমেকন্তু গুগ্‌গুলোঃ। প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থং বর্ষাভূপ্রস্থমেব চ ॥ সর্ব্বমেকত্র সঙ্কুট্য সাধয়েল্লম্বণেঽম্ভসি। পুনঃ পচেৎ পাদশেষং যাবৎ সান্দ্রত্বমাগতম্ ॥ দন্তীচিত্রকমূলানাং কণা বিশ্বফলত্রিকম্। গুড়ূচীত্বগ্‌বিড়ঙ্গানাং প্রত্যেকার্দ্ধপলং মতম্ ॥ ত্রিবৃতাকর্ষমেকন্তু সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ। সিদ্ধে উষ্ণে ক্ষিপেত্তত্র অমৃতাগুগ্‌গুলুং পরম্ ॥ অতো যথাবলং খাদেদম্লপিত্তী বিশেষতঃ। বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং গুদজান্যগ্নিসাদনম্ ॥ দুষ্টব্রণং প্রমেহাংশ্চ আমবাতং ভগন্দরম্। নাড্যাঢ্যবাতং শ্বয়থুং হন্যাৎ সর্ব্বময়াংস্তথা ॥ অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতশ্চায়মমৃতাখ্যো হি গুগ্‌গুলুঃ ॥ গুড়রামঠশুণ্ঠীনাং মাংসকুষ্মাণ্ডয়োরপি। গুড়ূচ্যা গুগ্‌গুলোশ্চৈব প্রস্থঃ ষোড়শভিঃ পলৈঃ ॥ ১৭৬—১৮২ ॥

গুগ্‌গুলোর্নবপুরাণলক্ষণম্—স্নিগ্ধঃ কাঞ্চনসঙ্কাশঃ পক্বজম্বুফলোপমঃ। নূতনো গুগ্‌গুলুঃ প্রোক্তঃ সুগন্ধির্যস্তু পিচ্ছিলঃ ॥ শুষ্কো দুর্গন্ধিকশ্চৈব বর্ণান্যত্বমুপাগতঃ। পুরাণঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ন স দেয়স্তু রোগিণে ॥ ১৮৩। ১৮৪ ॥

চন্দ্রপ্রভাগুটিকা—ক্রিমিরিপুদহনব্যোষত্রিফলামরদারুচব্যভূনিম্বাঃ। মাগধীমূলং মুস্তং শটী বচা ধাতুমাক্ষিকঞ্চৈব। লবণক্ষারনিশাযুক্কুস্তুম্বুরুগজকণাসহাতিবিষাঃ ॥ কর্ষাংশিকান্যেব সমানি কুর্য্যাৎ পলাষ্টকঞ্চাশ্মজতু প্রদদ্যাৎ। নিঃপত্রশুদ্ধস্য পুরস্য ধীমান্ পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব ॥ সিতাচতুষ্কং পলমত্র বাংশ্যা নিকুম্ভকুম্ভত্রিসুগন্ধিযুক্তম্। পৃথক্‌পলং চূর্ণমথাবপেচ্চ চন্দ্রপ্রভেয়ং গুটিকা বিধেয়া ॥ জ্বরাতিসারগ্রহণীবিকারঞ্চার্শাংসি নির্নাশয়তে ষড়েব। ভগন্দরান্ কামলপাণ্ডুরোগান্ নির্নষ্টবহ্নেঃ কুরুতে চ দীপ্তিম্ ॥ হন্ত্যাময়ান্ পিত্তকফানিলোত্থান্ নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণে চ। ক্ষতক্ষয়ে গৃধ্রসিযক্ষ্মরোগে মেহে গজাখ্যে প্রবলে প্রযোজ্যা ॥ শুক্রক্ষয়ে চাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রে শুক্রপ্রবাহেঽপ্যুদরাময়ে চ। শস্তুং সমভ্যর্চ্চ্য কৃতপ্রসাদং প্রাপ্তা গুটী চন্দ্রমসা প্রশস্তা ॥ ন পানভোজ্যে পরিহারবাদো ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু। ভক্তস্য পূর্ব্বং সততং প্রযোজ্যা তক্রাম্বুপানাপ্যথ মস্তুপানা। অজারসো জাঙ্গলজো রসো বা পয়োঽথবা শীতজলানুপানম্ ॥ শুক্রদোষান্নিহন্ত্যষ্টৌ প্রমেহাংশ্চাপি বিংশতিম্। বলীপলিতনির্মুক্তো বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥ গিরিজতুগুগ্‌গুলুলোহান্যেকীকৃত্যাথ ভাবয়েৎ

বহুশঃ। ক্বাথৈস্তদ্ব্যাধিহরৈস্তদনু চ চূর্ণীকৃতং মিলিতম্। কৃমিরিপ্বাদিকচূর্ণৈর্গিরিজতুসম-ধান্যপটোলযূষেণ ॥ ১৮৫—১৯৩ ॥

কৈশোরিকগুগ্‌গুলুঃ—বরমহিষলোচনোদরসন্নিভবর্ণস্য গুগ্‌গুলোঃ প্রস্থম্। প্রক্ষিপ্য তোয়রাশৌ ত্রিফলাঞ্চ যথোক্তপরিমাণাম্॥ দ্বাত্রিংশচ্ছিন্নরুহাপলানি দেয়ানি যত্নেন। বিপচেত্তদপ্রমত্তো দর্ব্যা সঙ্ঘট্টয়েন্ মুহুর্যাবৎ॥ অর্দ্ধক্ষয়িতং তোয়ং জাতং জ্বলনস্য সম্পর্কাৎ। অবতার্য্য বস্ত্রপূতং পুনরপি সংসাধয়েদয়ঃপাত্রে॥ সান্দ্রীভূতে তস্মিন্নবতার্য্য হিমোপলস্পর্শে। ত্রিফলাচূর্ণার্দ্ধপলং ত্রিকটোশ্চূর্ণং ষড়ক্ষপরিমাণম্॥ ক্রিমিরিপুচূর্ণার্দ্ধপলং কর্ষং কর্ষং ত্রিবৃদ্দন্ত্যোঃ। পলমেকন্তু গুড়ূচ্যা দত্ত্বা সংচূর্ণ্য যত্নেন॥ উপযুজ্য চানুপানং যূষং ক্ষীরং সুগন্ধিসলিলঞ্চ। ইচ্ছাহারবিহারী ভেষজমুপযুজ্য সর্ব্বকালমিদম্॥ তন্নুরোধি বাতশোণিতমেক-দ্বিক্র্যত্বণং চিরোত্থমপি। ভগ্নস্রুতপরিশুষ্কং স্ফুটিতমাজানু যচ্চাপি॥ ব্রণকাসকুষ্ঠগুল্মশ্বয়থুজ্বর পাণ্ডুমেহাংশ্চ। মন্দাগ্নিঞ্চ বিবন্ধং প্রমেহপীড়কাংশ্চ নাশয়ত্যাশু॥ সততং নিষেব্যমাণঃ কাল-বশাদ্ধন্তি সর্ব্বগদান্। অভিভূয় জরাদোষং করোতি কৈশোরিকং রূপম্॥ প্রত্যেকং ত্রিফলা-প্রস্থো জলঞ্চাঢ়কমাঢ়কম্। গুড়বদ্গুগ্‌গুলোঃ পাকঃ সন্ধেয়স্ত বিশেষতঃ॥ ১৯৪—২০৩॥

ত্রিফলাগুগ্‌গুলুঃ—ত্রিফলাতিবিষাদারুদাব্বীমুস্তাপরূষকৈঃ। খদিরাসননক্তাহ্ব-গুড়ূচীনৃপপাদপৈঃ॥ ভূনিম্বনিম্বকটুকাকলিঙ্গকুলকৈঃ সমৈঃ। ক্বাথং কৃত্বা ততঃ পূতং শৃতমষ্টগুণেঽম্ভসি॥ গুড়ূচ্যাস্তত্র সুকৃতং চূর্ণমর্দ্ধন্তু বারিণি। ক্ষিপ্ত্বা সুনূতনে ভাণ্ডে বাসয়েদ্রজনীগতম্॥ সোমোপেতেন পূতেন কৌশিকং পরিভাবয়েৎ। ষড়্‌গুণেন তু সপ্তাহং শিলাজতুসমন্বিতম্॥ যুক্তস্য তু পলান্যষ্টৌ সমাবাপ্য বিচক্ষণঃ। তাপ্যচূর্ণং পলঞ্চৈকং দ্বে পলে মধুসর্পিষোঃ॥ একীকৃত্য সমং সর্ব্বং লিহ্যাৎ তু ত্রিফলাম্বুনা। তন্নুনা মুদ্গযূষেণ জাঙ্গলানাং রসেন বা॥ জীর্ণেঽজীর্ণে চ ভুঞ্জীত পুরাণং শালিষষ্টিকম্। যথারোগং যথাসাত্ম্যং রসৈর্যূষৈশ্চ সংস্কৃতৈঃ॥ ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ বাতরক্তং সুদারুণম্। নিহন্তি বীর্য্যতঃ ক্ষিপ্রং কুষ্ঠরোগান্ ব্রণানপি। ছিন্নং ভিন্নঞ্চ সন্ধত্তে ত্রিফলাখ্যো হি গুগ্‌গুলুঃ॥ ২০৪—২১২॥

সিংহনাদগুগ্‌গুলুঃ—পলত্রয়ং কষায়স্য ত্রিফলায়াঃ সুচূর্ণিতম্। সৌগন্ধিকং পল-ঞ্চৈকং কৌশিকস্য পলত্রয়ম্॥ কুড়বং চিত্রতৈলস্য সর্ব্বমাদায় যত্নতঃ। পাচয়েৎ পাক-বিদ্বৈদ্যঃ পাত্রে লোহময়ে দৃঢ়ে॥ হন্তি বাতং তথা পিত্তং শ্লেষ্মাণং খঞ্জপঙ্গুতাম্। শ্বাসং সদু-র্জ্জয়ং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা॥ কুষ্ঠানি বাতরক্তঞ্চ গুল্মং শূলোদরাণি চ। আমবাতং জয়ত্যেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্॥ সর্ব্বদাস্যোপযোগেন জরাপলিতনাশনম্। সর্পিস্তৈলরসো-পেতমশ্নীয়াচ্ছালিষষ্টিকম্॥ সিংহনাদ ইতি খ্যাতো রোগবারণদর্পহা। বহ্নের্দ্দীপ্তিকরঃ পুংসাং ভাষিতো দণ্ডপাণিনা॥ অত্রাহুস্ত্রিফলাক্বাথং পৃথক্ ত্রিপলসম্মিতম্। কিঞ্চিন্নির্ধাতি চৈরণ্ড-স্নেহে পাকোঽধিকে খরঃ * ॥ ২১৩—২১৯॥

---

* ত্রিফলায়াঃ প্রত্যেকং পলত্রয়ম্ কষায়স্য চূর্ণস্যাপি। সৌগন্ধিকং গন্ধকম্ চিত্রতৈলম্ এরণ্ডতৈলম্ ॥ ২১৯॥

সিংহনাদগুগ্‌গুলুঃ দ্বিতীয়ঃ—অষ্টৌ পলান্যত্র পলঙ্কষায়াঃ প্রস্থৌ পৃথক্ শুষ্কফলত্রয়স্য। দত্ত্বা পচেদ্ দ্রোণযুগে জলস্য পাদাবশেষং পুনরেব বৈদ্যঃ॥ দন্তীত্রিবৃৎ-ত্র্যূষণবারুণীনাং বিড়ঙ্গমুস্তত্রিফলামৃতানাম্। কটুগ্রগন্ধালুকমাণকানাং (ক) সগন্ধকানাঞ্চ সপারদানাম্॥ পলার্দ্ধমানং প্রমিতং সুচূর্ণং দদ্যাদ্‌বিপক্কং পুনরেব তত্র। ফলানি সংচূর্ণ্য চ কাতকানি সহস্রসংখ্যাকলিতানি পশ্চাৎ॥ খাদেদ্ধি মাষদ্বিতয়ং প্রতপ্তং তোয়াদিকং দেয়মতোঽনুপানে। আমানিলং সন্ধিগতং সশূলং শিরোগতং জানুকটিস্থিতঞ্চ॥ অর্শোঽতি-বৃত্তিং বিষমজ্বরার্ত্তিং প্রমেহকুষ্ঠানি ভগন্দরঞ্চ। হন্যান্নরাণামিতি সিংহনাদো মেদোমরুৎ-শ্লেষ্মগদান্ পুরোঽয়ম্॥ দাহোঽত্যন্তপ্রবৃত্তির্বা বিকারোঽন্যো নচেদ্বহুঃ। তৎকৃতস্তু তদা তত্র তক্রভক্তং হিতং ভবেৎ॥ উদ্বর্ত্তনং শীতজল-স্নানঞ্চ শয়নং তথা। বিরেকাতিশয়ং কুর্য্যাৎ সিংহনাদো যতঃ সুধীঃ॥ জ্ঞাত্বা বলং শরীরে তু দদ্যাদেবং নবা ভিষক্। তোয়ারনালগো-ক্ষীরৈঃ ক্রমাৎ পক্কং বিশুধ্যতি॥ ফলং কতকসংজ্ঞস্তু কৃত্বা চূর্ণং ততঃ ক্ষিপেৎ॥২২০-২২৭॥

সিংনাদগুগ্‌গুলুঃ—পিচ্ছিতাং গুগ্‌গুলোর্মানীং কটুতৈলে পলাষ্টকে। প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থং সার্দ্ধদ্রোণে জলে পচেৎ॥ পাদশেষং সুপূতঞ্চ পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ। ত্রিকটুত্রিফলা-মুস্তবিড়ঙ্গামলকানি চ॥ গুড়ূচ্যগ্নিত্রিবৃদ্দন্তীবচাশূরণমাণকম্। পারদং গন্ধকঞ্চৈব প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্॥ সহস্রং কাতকফলং সিদ্ধে সংচূর্ণ্য নিঃক্ষিপেৎ। ততো মাষদ্বয়ং জগ্ধ্বা পিবেত্তপ্ত-জলাদিকম্॥ অগ্নিঞ্চ কুরুতে শীঘ্রং বড়বানলসন্নিভম্। ধাতুবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং বলং সুবিপুলং তথা॥ আমবাতং শিরোবাতং গ্রন্থিবাতং ভগন্দরম্। জানুজঙ্ঘাশ্রিতং বাতং সকটীগ্রহবেদনম্॥ অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রে চ ভগ্নে চ তিমিরোদরে। অম্লপিত্তং তথা কুষ্ঠং প্রমেহং গুদনির্গমম্॥ কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চ বিষমজ্বরম্। প্লীহানং শ্লীপদং গুল্মান্ পাণ্ডুরোগং সকামলম্॥ শোথান্ত্র-বৃদ্ধিশূলানি গুদজানি বিনাশয়েৎ। মেদঃকফামসঞ্জাতরোগবারণদর্পহা॥ সিংহনাদ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ। ভিষগ্‌ভির্বর্জ্জিতে রোগে ভাষিতো দণ্ডপাণিনা॥২২৮-২৩৭॥

যোগসারামৃতঃ—শতাবরী নাগবলা বৃদ্ধদারকমুচ্চটা। পুনর্নবামৃতা কৃষ্ণা বাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকম্॥ পৃথগ্‌দশপলান্যেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। তদর্দ্ধশর্করাযুক্তং চূর্ণং সম্মর্দ্দয়েদ্ বুধঃ॥ স্থাপয়েৎ সুদৃঢ়ে ভাণ্ডে মধ্বর্দ্ধাঢ়কসংযুতম্। ঘৃতপ্রস্থেন বালোড্য ত্রিসুগন্ধপলেন চ॥ তং খাদেদিষ্টভক্ষ্যান্নো যথাবহ্নিবলং নরঃ। বাতরক্তং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কার্শ্যং পিত্তাস্রসম্ভবম্॥ বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চা রোগানন্যাংশ্চ তৎকৃতান্। হত্বা করোতি পুরুষং হত্বা সর্ব্বাময়ান্ দ্রুতম্॥ বলীপলিতনির্ম্মুক্তং মেধাস্মৃতিবিভূষিতম্। করোতি পুরুষং ধন্যং পঞ্চবর্ষশতায়ুষম্। যোগসারামৃতো নাম লক্ষ্মীকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্॥ ২৩৮—২৪৩॥

ব্যায়ামং মৈথুনং কোপমুষ্ণাম্ললবণং রসম্। দিবাস্বপ্নমভিষ্যন্দি গুরু চান্যদ্বিবর্জ্জয়েৎ॥২৪৪॥

ইতি বাতরক্তাধিকারঃ।

(ক) কদ্যোগ্রগন্ধেতি বা পাঠঃ।

ভাবপ্রকাশস্য

মধ্যখণ্ডে

তৃতীয়ো ভাগঃ।

অথ শূলাধিকারঃ।

তত্র শূলস্য সন্নিকৃষ্টং নিদানমাহ—দোষৈঃ পৃথক্ সমস্তামদ্বন্দ্বৈঃ শূলোঽষ্টধা ভবেৎ। সর্ব্বেষ্বেতেষু শূলেষু প্রায়েণ পবনঃ প্রভুঃ * ॥ ১ ॥

বাতিকস্য বিপ্রকৃষ্টনিদানসম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—ব্যায়ামযানাদতিমৈথুনাচ্চ প্রজাগরাচ্ছীতজলাতিপানাৎ। কলায়মুদ্গাঢ়কিকোরদূষাদত্যর্থরুক্ষাধ্যশনাভিঘাতাৎ * ॥ কষায়তিক্তাতিবিরূঢ়জান্নবিরুদ্ধবল্লূরকশুষ্কশাকৈঃ। বিট্‌শুক্রমূত্রানিলসন্নিরোধাচ্ছোকোপবাসাদতিহাস্যভাষাৎ * ॥ বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো জনয়েদ্ধি শূলং হৃৎপৃষ্ঠপার্শ্বত্রিকবস্তিদেশে। জীর্ণে প্রদোষে চ ঘনাগমে চ শীতে চ কোপং সমুপৈতি গাঢ়ম্ * ॥ মুহুর্মুহুশ্চোপশমপ্রকোপৌ বিণ্‌মূত্রসংস্তম্ভনতোদভেদৈঃ। সংস্বেদনাভ্যঞ্জনমর্দ্দনাদ্যৈঃ স্নিগ্ধোষ্ণভোজ্যৈশ্চ শমং প্রয়াতি ॥ ২—৫ ॥

পৈত্তিকমাহ—ক্ষারাতিতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিতৈলনিষ্পাবপিণ্যাককুলত্থযূষৈঃ। কট্বম্লসৌবীরসুরাবিকারৈঃ ক্রোধানলায়াসরবিপ্রতাপৈঃ * ॥ গ্রাম্যাতিযোগাদশনৈর্বিদগ্ধৈঃ পিত্তং প্রকুপ্যাথ করোতি শূলম্। তৃণ্‌মোহদাহার্ত্তিকরং হি নাভ্যাং সংস্বেদমূর্চ্ছাভ্রমশোষযুক্তম্ * ॥

---

* প্রভুঃ কর্ত্তা ॥১॥ ব্যায়ামো মল্লযুদ্ধাদিঃ, যানং তুরগরথাদি, মৈথুনং স্ত্রীসেবা, প্রজাগরং রাত্রৌ এষামতিযোগাৎ। শীতলজলপ্রভৃতপানাৎ। কলায়ঃ ত্রিপুটঃ,আঢ়কী তুবরী,কোরদূষঃ কোদ্রবঃ,অতিরুক্ষদ্রব্যসেবা, অধ্যশনং ভুক্তস্যোপরি ভোজনম্,অভিঘাতো লোষ্ট্রাদিভিঃ ২॥ কষায়তিক্তরসসেবা বিরূঢ়জান্নং বিরূঢ়মঙ্কুরিতমন্নম্ কলায়চণকাদি তজ্জমন্নং ভক্ষ্যম্ বল্লূরকং শুষ্কমাংসম্ ॥৩॥ তস্য শূলস্য দেশমাহ হৃদাদিষু॥ তত্র হৃচ্ছূলস্য পৃথগপি লক্ষণম্ পঠন্তি কফপিত্তাবরুদ্ধস্তু মারুতো রসবর্দ্ধিতঃ। হৃদয়স্থঃ প্রকুরুতে শূলমুচ্ছ্বাসরোধকম্ ॥ স হৃচ্ছূল ইতি খ্যাতো রসমারুতকোপজঃ, পার্শ্বশূলস্যাপি লক্ষণমাহ কফং নিগৃহ্য পবনঃ সূচীভিরিব নিস্তুদন্। পার্শ্বস্থঃ পার্শ্বয়োঃ শূলং কুর্য্যাদাধ্মানসংযুতম্ ॥ তেনোচ্ছ্বসিতি বক্ত্রেণ নরোঽন্নঞ্চ ন কাঙ্ক্ষতি। নিদ্রাঞ্চ নাপ্নুয়াদেব পার্শ্বশূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ বস্তিশূলস্যাপি লক্ষণমাহ [illegible]

মধ্যংদিনে কুপ্যতি চার্দ্ধরাত্রে নিদাঘকালে (ক) জলদাত্যয়ে চ। শীতে চ শীতৈঃ সমুপৈতি শান্তিং সুস্বাদুশীতৈরপি ভোজনৈশ্চ * ॥ ৬। ৮ ॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—আনূপবারিজকিলাটপয়োবিকারৈর্ম্মাংসেক্ষুপিষ্টকৃশরাতিলশষ্কুলীভিঃ। অন্যৈর্বলাসজনকৈরপি হেতুভিশ্চ শ্লেষ্মা প্রকোপমুপগম্য করোতি শূলম্ * ॥ হৃল্লাসকাস-সদনারুচিসম্প্রসেকৈরামাশয়ে স্তিমিতকোষ্ঠশিরোগুরুত্বৈঃ। ভুক্তে সদৈব হি রুজং কুরুতে-ঽতিমাত্রং সূর্য্যোদয়েঽথ শিশিরে কুসুমাগমে চ * ॥ ৯। ১০ ॥

দ্বন্দ্বজমাহ—দ্বিদোষলক্ষণৈরেতৈর্বিদ্যাচ্ছূলং দ্বিদোষজম্ ॥

ত্রিদোষজমাহ—সর্ব্বেষু দেশেষু চ সর্ব্বলিঙ্গং বিদ্যাদ্ভিষক্ সর্ব্বভবং হি শূলম্। সুকষ্টমেনং বিষবজ্রকল্পং বিবর্জ্জনীয়ং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ * ॥ ১১ ॥

আমজমাহ—আটোপহৃল্লাসবমীগুরুত্বস্তৈমিত্যকানাহকফপ্রসেকৈঃ। কফস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গমামোদ্ভবং শূলমুদাহরন্তি * ॥ ১২ ॥

আমশূলস্য দোষবিশেষেণ দেশবিশেষমাহ—বাতাত্মকং বস্তিগতং বদন্তি পিত্তাত্মকঞ্চাপি বদন্তি নাভ্যাম্। হৃৎপার্শ্বকুক্ষৌ কফসন্নিবিষ্টং সর্ব্বেষু দেশেষু চ সন্নিপাতাৎ * ॥ বস্তৌ হৃৎকটিপার্শ্বেষু (খ) সশূলঃ কফবাতিকঃ ॥ কুক্ষৌ হৃন্নাভিমধ্যে তু স শূলঃ কফপৈত্তিকঃ। দাহজ্বরকরো ঘোরো বিজ্ঞেয়ো বাত-পৈত্তিকঃ ॥ ১৩। ১৪ ॥

তন্ত্রান্তরোক্তমামশূলমাহ—অতিমাত্রং যদা ভুক্তং পাবকে মৃদুতাং গতে। স্থিরী-কৃতন্তু তৎকোষ্ঠে বায়ুরাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ যদান্নং ন গতং পাকং তচ্ছূলং কুরুতে ভৃশম্। মূর্চ্ছাধ্মানবিদাহাংশ্চ হৃৎক্লেশং সবিলম্বিকম্ ॥ কম্পং বান্তিমতীসারং প্রমোহং জনয়েদপি। অবিপাকোদ্ভবং শূলমেতমাহুর্ম্মনীষিণঃ * ॥ ১৫—১৭ ॥

কুপিতো বায়ুর্বস্তিং সংশ্রিত্য তিষ্ঠতি। বস্তেরধ্বনি নাড়ীষু ততঃ শূলোঽস্য জায়তে। বিণ্মূত্রবাতসং-রোধী বস্তিশূলঃ স উচ্যতে ॥ প্রকৃতমনুসরতি জীর্ণে ভুক্তে। প্রদোষে রাত্র্যাগমে রাত্রিভবশীতেন বাত-প্রকোপাৎ। ঘনাগমে বর্ষাসু মেঘোদয়ে চ ॥ ৪ ॥ নিষ্পাবো রাজমাষঃ, সৌবরীং সন্ধানভেদঃ, সুরা-বিকারৈঃ 'পরিপক্কান্নসন্ধানসমুৎপন্না সুরা মতা' তস্যাঃ বিকারৈঃ। রবিপ্রতাপঃ আতপঃ ॥ ৬ ॥ গ্রাম্যাতি-যোগঃ মৈথুনাধিক্যম্, বিদাহীত্যুক্তাপি অশনৈর্বিদগ্ধৈরিতি বোধয়তি। অবিদাহিবস্তুনোঽপি পিত্তবশাদ্-বিদাহিত্বং ভবতি ॥ ৭ ॥ জলদাত্যয়ে শরদি শীতৈর্বাতাদিভিঃ ॥ ৮ ॥ আনূপং বহুলজলদেশজং ভক্ষ্যম্, বারিজং শালূকাদি, 'পক্কং দধ্না সমং ক্ষীরং বিজ্ঞেয়া দধিকূর্চ্চিকা। তক্রেণ তৎকূর্চ্চকং স্যাত্তয়োঃ পিণ্ডঃ কিলাটকঃ ॥ পয়োবিকারঃ পায়সাদিঃ। পিষ্টং মাষাদিঃ, অন্যৈঃ গুর্ব্বাদিভিঃ ॥৯॥ স্তিমিতং আর্দ্রপটাব-গুণ্ঠিতমিব যৎ কোষ্ঠং শিরশ্চ তয়োর্গুরুত্বৈঃ সহ। সূর্য্যোদয় ইতি ত্রিধা বিভক্তদিবসপ্রথমভাগস্যোপ-লক্ষণম্। শিশিরে তত্র কফস্যাতিসঞ্চয়াৎ, কুসুমাগমে বসন্তে ॥ ১০ ॥ সর্ব্বেষু দেশেষু হৃৎপৃষ্ঠপার্শ্ব-ত্রিকবস্তিনাভ্যামাশয়েষু, সর্ব্বভবং ত্রিদোষজম্ ॥ ১১॥ কফস্য কফশূলস্য, আমোদ্ভবং আমাদুদ্ভবো যস্য তৎ, অত্রামশূলে জাতে পশ্চাদ্দোষসম্বন্ধঃ। অতএবাস্য শূলস্যাষ্টমত্বমুক্তম্। স চ প্রথমমাশয়ে ভবতি পশ্চাৎ সম্বন্ধিভির্দ্দোষৈর্বস্তিনাভিহৃৎপার্শ্বকুক্ষিষু ভবতি যথাদোষসম্বন্ধঃ ॥ ১২ ॥ হৃৎপার্শ্বকুক্ষৌ হৃৎপার্শ্বাভ্যাং সহিতে কুক্ষৌ, কফসন্নিবিষ্টং কফেনাবিষ্টম্ ॥ ১৩ ॥ অবিপাকোদ্ভবং আমোদ্ভবমিত্যর্থঃ ॥১৭॥

(ক) বিদাহকালে ইতি বা পাঠঃ। (খ) হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠেষ্বিতি পাঠান্তরম্।

শূলস্যোপদ্রবানাহ—বেদনাতিতৃষা মূর্চ্ছা আনাহো গৌরবারুচী। কাসঃ শ্বাসো বমির্হিক্কা শূলস্যোপদ্রবা স্মৃতাঃ ॥ ১৮ ॥

সাধ্যত্বাদিকমাহ—একদোষানুগঃ সাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো দ্বিদোষজঃ। সর্ব্বদোষান্বিতো ঘোরস্ত্বসাধ্যো ভূর্য্যুপদ্রবঃ ॥ ১৯ ॥

অরিষ্টমাহ—বেদনাতিতৃষা মূর্চ্ছা আনাহো গৌরবং জ্বরঃ। ভ্রমোঽরুচিঃ কৃশত্বঞ্চ বলহানিস্তথৈব চ। উপদ্রবা দশৈবেতে যস্য শূলেষু নাস্তি সঃ ॥ ২০ ॥

শূলস্যৈব ভেদঃ পরিণামশূলম্—স্বৈর্নিদানৈঃ প্রকুপিতো বাতঃ সন্নিহিতো যদা। কফপিত্তে সমাবৃত্য শূলকারী ভবেদ্বলী * ॥ ভুক্তে জীর্য্যতি যচ্ছূলং তদেব পরিণাজম্। তস্য লক্ষণমপ্যেতৎ সমাসেনাভিধীয়তে ॥ আধ্মানাটোপবিণ্মূত্রবিবন্ধারতিবেপনৈঃ। স্নিগ্ধোষ্ণোপশমপ্রায়ং বাতিকং তদ্বদেদ্ ভিষক্ ॥ তৃষ্ণাদাহারতিস্বেদকট্বম্ললবণোত্তরম্। শূলং শীতশমপ্রায়ং পৈত্তিকং লক্ষয়েদ্ বুধঃ ॥ ছর্দ্দিহৃল্লাসসংমোহস্বল্পরুগ্‌দীর্ঘসন্ততি ॥ কটুতিক্তোপশান্তৌ চ বিজ্ঞেয়ঞ্চ কফাত্মকম্ ॥ সংসৃষ্টলক্ষণং বুদ্ধা দ্বিদোষং পরিকল্পয়েৎ। ত্রিদোষজমসাধ্যং স্যাৎ ক্ষীণমাংসবলানলম্ ॥ ২১—২৬ ॥

অন্নদ্রবনামানং শূলবিশেষমাহ—জীর্ণে জীর্য্যত্যজীর্ণে বা যচ্ছূলমুপজায়তে ॥ পথ্যাপথ্যপ্রয়োগেণ ভোজনাভোজনেন বা। ন শমং যাতি নিয়মাৎ সোঽন্নদ্রব উদাহৃতঃ *॥২৭॥

অথ শূলস্য চিকিৎসা—বমনং লঙ্ঘনং স্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ। ক্ষারাশ্চূর্ণানি গুটিকাঃ শস্যন্তে শূলশান্তয়ে ॥ বিজ্ঞায় বাতশূলন্তু স্নেহস্বেদৈরুপাচরেৎ। স্বল্পশূলাকুলস্য স্যাৎ স্বেদএব সুখাবহঃ ॥ ২৮। ২৯ ॥

মৃত্তিকাস্বেদঃ—মৃত্তিকাং সজলাং পাকাদ্ ঘনীভূতাং পটে ক্ষিপেৎ। কৃত্বা তৎপোট্টলীং শূলী যথাস্বেদং বিধারয়েৎ ॥ ৩০ ॥

কার্পাসাস্থ্যাদি স্বেদঃ—কার্পাসাস্থিকুলত্থকাতিলযবৈরেরণ্ডমূলাতসী—বর্ষাভূশণবীজকাঞ্জিকযুতৈরেকীকৃতৈর্ব্বা পৃথক্। স্বেদঃ স্যাদথ কূর্পরোদরশিরঃস্ফিগ্‌জানুপাদাঙ্গুলীগুল্‌ফস্কন্ধকটীরুজো বিজয়তে নিঃশেষবাতার্ত্তিহা ॥ ইতি কার্পাসাস্থ্যাদিস্বেদঃ ॥

তিলৈশ্চ গুটিকাং কৃত্বা ভ্রাময়েজ্জঠরোপরি। শূলং সুদুস্তরং তেন শান্তিং গচ্ছতি সত্বরম্ ॥ নাভিলেপাজ্জয়েচ্ছূলং মদনং কাঞ্জিকান্বিতম্ * ॥ বিশ্বমেরণ্ডজং মূলং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥ গুড়ং শালির্যবক্ষারঃ সর্পিঃপানং বিরেচনম্। জাঙ্গলানি চ মাংসানি ভেষজং পিত্তশূলিনাম্ ॥ মণিরজততাম্রাণাং ভাজনানি গুরূণি চ। তোয়েন পরিপূর্ণানি শূলস্যোপরি ধারয়েৎ ॥ বিরেচনং পিত্তহরং প্রশস্তং রসাশ্চ শস্তাঃ

---

* সমাবৃত্য ব্যাপ্য ॥ স্বৈর্নিদানৈরিত্যাদিনা নিদানপূর্ব্বিকা সম্প্রাপ্তিরুক্তা ভুক্তে জীর্য্যতীত্যাদিনা লক্ষণমুক্তম্ ॥২১॥-নেদং শূলমসাধ্যং চিকিৎসাভিধানাৎ ॥২৭॥ মদনং ময়নফলং ॥ ৩৩ ॥

শশলাবকানাম্॥ সগুড়াং ঘৃতসংযুক্তাং ভক্ষয়েদ্‌ বা হরীতকীম্। প্রলিহ্যাচ্ছূলশান্ত্যর্থং ধাত্রীচূর্ণং সমাক্ষিকম্॥ শাল্যন্নং জাঙ্গলং মাংসমরিষ্টং কটুকং রসম্। মধুনা জীর্ণগোধূমং কফশূলে প্রযোজয়েৎ *॥ লবণত্রয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠম্। সুখেনোষ্ণাম্বুনা পীতং কফশূলং প্রণাশয়েৎ॥ আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলপ্রণাশিনী। সেব্যমামহরং সর্ব্বমগ্নের্ম্মন্দস্য বর্দ্ধনম্॥ তীক্ষ্ণায়শ্চূর্ণসংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমম্। প্রযোজ্যং মধুসর্পির্ভ্যাং সর্ব্বশূলনিবারণম্॥ দারুহৈমবতীকুষ্ঠশতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ। অম্লপিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চ লিম্পেচ্ছূলযুতোদরম্॥ মূলং বৈল্বং তথৈরণ্ডং চিত্রকং বিশ্বভেষজম্। হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ *॥৩০—৪৩॥

কুষ্মাণ্ডক্ষারঃ—কুষ্মাণ্ডং তনুকৃত্বা তু ক্ষিপ্ত্বা ঘর্ম্মে বিশোষয়েৎ। স্থাল্যাং নিঃক্ষিপ্য তৎ সর্ব্বং পিধানেন পিধায় চ॥ চুল্ল্যাং নিবেশ্য বহ্নিঞ্চ জ্বালয়েৎ কুশলো জনঃ। যথা তত্র ভবেদ্‌ ভস্ম কিন্ত্বঙ্গারো দৃঢ়ো ভবেৎ॥ তদা নির্ব্বাপয়েচ্ছীতং সর্ব্বথা চূর্ণিতস্তু তৎ। মাষদ্বয়মিতং তাবৎ শুণ্ঠীচূর্ণেন মিশ্রিতম্॥ জলেন ভক্ষয়েন্নিত্যং মহাশূলাকুলো নরঃ। অসাধ্যমপি যচ্ছূলং তদপ্যেতেন শাম্যতি॥ ৪৪—৪৭॥

অথ পরিণামশূলস্য চিকিৎসা—লঙ্ঘনং প্রথমং কুর্য্যাদ্‌ বমনং সবিরেচনম্। পক্তিশূলোপশান্ত্যর্থং তত্র বান্তে বিধির্যথা॥ পাত্বা তু ক্ষীরমাকণ্ঠং মদনক্বাথসংযুতম্। কান্তারকস্য পৌণ্ড্রস্য কোষকারস্য বা রসম্॥ কষায়ো বাথ নিম্বস্য কটুতুম্বীরসোঽথবা। যথাবিধি বমেদ্ধীমান্ পক্তিশূলার্দ্দিতো জনঃ॥ ত্রিবৃতা চ তথা দন্ত্যা তৈলেনৈরণ্ডজেন বা। দত্তং বিরেচনং সদ্যঃ পক্তিশূলনিবারণম্॥ ৪৮—৫১॥

বিড়ঙ্গাদিমোদকঃ—বিড়ঙ্গতণ্ডুলব্যোষত্রিবৃদ্দন্তী সচিত্রকম্। সর্ব্বাণ্যেতানি সংহৃত্য সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ॥ গুড়েন মোদকান্ কৃত্বা খাদেদুষ্ণেন বারিণা। জয়েৎ ত্রিদোষজং শূলং পরিণামসমুদ্ভবম্॥ ৫২—৫৩॥

নাগরতিলগুড়কল্কং পয়সা সংপিষ্য যঃ পুমান্ লিহ্যাৎ। উগ্রং পরিণতিশূলং নশ্যেত্তস্য ত্রিরাত্রেণ॥ পীতং শম্বূকজং ভস্ম জলেনোষ্ণেন তৎক্ষণাৎ। পক্তিজং নাশয়ত্যেব শূলং বিষ্ণুরিবাসুরান্॥ ৫৪। ৫৫॥

পথ্যাদিলৌহম্—লৌহপথ্যাকণাশুণ্ঠীচূর্ণং সমধুসর্পিষা। বিলিহন্ বিনিহন্ত্যেব শূলং হি পরিণামজম্॥ ৫৬॥

নারিকেলক্ষারঃ—নারিকেরং সতোয়ঞ্চ লবণেন সুপূরিতম্। মৃদাববেষ্টিতং শুষ্কং পক্বং গোময়বহ্নিনা॥ পিপ্পল্যা ভক্ষিতং হন্তি শূলং হি পরিণামজম্। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥ ৫৭। ৫৮॥

অথান্নদ্রবস্য চিকিৎসা—অন্নদ্রবাখ্যে শূলে তু ন তাবৎ স্বাস্থ্যমশ্নুতে। যাবৎ

---

* অরিষ্টং ভেষজবারিকাথসিদ্ধমত্তম্॥৩৮॥ তীক্ষ্ণায়শ্চূর্ণং রাজিকাদিচূর্ণম্॥ ৪১॥ বাজরোগাস্ত-র্গতাধ্মানচিকিৎসায়াং লিখিতো নারাচনামা রসোঽস্মচ্চ বিরেচনং শূলে হিতম্॥ ৪৩॥

কটুকম্লিত্তাম্ললবণং ন ছর্দ্দয়েদ্ দ্রবম্ ॥ জাতমাত্রে জরৎপিত্তে শূলমাশু বিনাশয়েৎ। পিত্তান্তং বমনং কৃত্বা কফান্তঞ্চ বিরেচনম্ ॥ অন্নদ্রবে তু তৎকার্য্যং জরৎপিত্তে যদীরিতম্। জরৎপিত্তেঽপি তৎ পথ্যং প্রোক্তমন্নদ্রবে তু যৎ ॥ আমপক্কাশয়ে শুদ্ধে গচ্ছেদন্নদ্রবঃ শমম্। মাষেণ্ডরীং সলবণাং সুস্বিন্নাং তৈলপাচিতাম্ ॥ তাদৃশীং সর্পিষা খাদেদন্নদ্রবনিপীড়িতঃ। ধাত্রীফলভবং চূর্ণময়শ্চূর্ণসমন্বিতম্। যষ্টীচূর্ণেন বা যুক্তং লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ তদ্গদে ॥ শ্যামাকতণ্ডুলৈঃ সিদ্ধং সিদ্ধং কোদ্রবতণ্ডুলৈঃ। প্রিয়ঙ্গুতণ্ডুলৈঃ সিদ্ধং পায়সং সহিতং হিতম্ * ॥ গৌড়িকং শৌরণং কন্দং কুষ্মাণ্ডমপি ভক্ষয়েৎ। কলায়যবশক্তূন্ বা শক্তূন্ বা লাজসম্ভবান্ * ॥ কুলথশক্তূনথবা দধ্নাঢ্যাদ্দাধিকং তথা। চণকানামথো শক্তূন্ কোদ্রবস্যৌদনং তথা * ॥ গোধূমমণ্ডকং তত্র সর্পিষা গুড়সংযুতম্। সসিতং শীতদুগ্ধেন মৃদিতং কথিতং হিতম্ ॥ অন্নদ্রবো দুশ্চিকিৎস্যো দুর্বিজ্ঞেয়ো মহাগদঃ। তস্মাত্তস্য প্রশমনে পরং যত্নং সমাচরেৎ ॥ অন্নদ্রবে জরৎপিত্তে বহ্নির্মন্দো ভবেদ্যতঃ। তস্মাদত্রান্নপানানি মাত্রাহীনানি কারয়েৎ ॥ কলায়যবগোধূমাঃ শ্যামাকাঃ কোরদূষকাঃ। রাজমাষাশ্চ মাষাশ্চ কুলথাঃ কঙ্গুশালয়ঃ ॥ দধিলুপ্তরসং ক্ষীরং সর্পির্গব্যং সমাহিষম্। বাস্তুকং কারবেল্লী চ কর্কোটকফলানি চ * ॥ বর্হিণো হরিণো মৎস্যা রোহিতাদ্যাঃ কপিঞ্জলাঃ। এতস্মিন্নাময়ে শস্তা মতা মুনিচিকিৎসকৈঃ ॥ ৫৯—৭২ ॥

গুড়মণ্ডুরম্ —গুড়ামলকপথ্যানাং চূর্ণং প্রত্যেকশঃ পলম্। ত্রিপলং লোহকিট্টস্য তৎ সর্ব্বং মধুসর্পিষা ॥ সমালোড্য সমশ্নীয়াদক্ষমাত্রপ্রমাণতঃ। আদিমধ্যাবসানেষু ভোজনস্য নিহন্তি তৎ ॥ অন্নদ্রবং জরৎপিত্তমম্লপিত্তং সুদারুণম্। পরিণামসমুত্থঞ্চ শূলং সম্বৎসরোত্থিতম্ ॥ ৭৩—৭৫ ॥

ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং লবণং কটুকং রসম্। বেগরোধং শুচং ক্রোধং বিদলং শূলবাংস্ত্যজেৎ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শূলপরিণামশূলান্নদ্রবজরৎপিত্তাধিকারঃ।

অথোদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

তত্র উদাবর্ত্তস্য বিপ্রকৃষ্টনিদানমাহ—বাতবিণ্মূত্রজৃম্ভাশ্রুক্ষবোদ্গারবমীন্দ্রিয়ৈঃ। ক্ষুত্তৃষ্ণোচ্ছ্বাসনিদ্রাণাং ধৃত্যোদাবর্ত্তসম্ভবঃ * ॥ ১ ॥

---

* প্রিয়ঙ্গুঃ কঙ্গুবিশেষঃ ॥ ৬৪ ॥ গৌড়িকং গুড়েন সংস্কৃতং পক্কান্নম্ ॥ ৬৫ ॥ দাধিকং দধ্না সংস্কৃতং ভক্তং মহেরি ইতি লোকে ॥ ৬৬ ॥ দধিলুপ্তরসং দধ্না লুপ্তঃ রসঃ প্রকৃতরসো যস্য তৎ ক্ষীরং দধিযুক্তক্ষীরমিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

* ইন্দ্রিয়মত্র শুক্রম্, অত্র তৃতীয়া সহার্থা। ধৃত্যা বেগবিঘাতেন ॥ ১ ॥

উদাবর্ত্তস্য সামান্যলক্ষণমাহ—যত্রোর্দ্ধং জায়তে বায়োরাবর্ত্তঃ স চিকিৎসকৈঃ। উদাবর্ত্ত ইতি প্রোক্তো ব্যাধিস্তত্রানিলঃ প্রভুঃ * ॥ ২ ॥

বাতনিরোধজমাহ—বাতমূত্রপুরীষাণাং সঙ্গো ধ্মানং ক্লমো রুজা। জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্ব্বাতনিগ্রহাৎ * ॥ ৩ ॥

পুরীষনিরোধজমাহ—আটোপশূলৌ পরিকর্ত্তিকা চ সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধবাতঃ। পুরীষমাস্যাদথবা নিরেতি পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য * ॥ ৪ ॥

মূত্রনিগ্রহজমাহ—বস্তিমেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা। বিনামো বংক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে * ॥ ৫ ॥

জৃম্ভানিরোধজমাহ—মন্যাগলস্তম্ভশিরোবিকারা জৃম্ভোপঘাতাৎ পবনাত্মকাঃ স্যুঃ। তথাক্ষিনাসাবদনাময়াশ্চ ভবন্তি তীব্রাঃ সহকর্ণরোগৈঃ ॥ ৬ ॥

অশ্রুনিরোধজমাহ—আনন্দজং বাপ্যথ শোকজং বা নেত্রোদকং প্রাপ্তমমুঞ্চতো হি। শিরোগুরুত্বং নয়নাময়াশ্চ ভবন্তি তীব্রাঃ সহ পীনসেন ॥ ৭ ॥

ক্ষবথুনিরোধজমাহ—মন্যাস্তম্ভঃ শিরঃশূলমর্দ্দিতার্দ্ধাবভেদকৌ। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্ব্বল্যং ক্ষবথোঃ স্যাদ্ বিধারণাৎ ॥ ৮ ॥

উদ্গারনিরোধজমাহ—কণ্ঠাস্যপূর্ণত্বমতীবতোদঃ কূজশ্চ বায়োরথবা প্রবৃত্তিঃ। উদ্গারবেগেঽভিহতে ভবন্তি জন্তোর্বিকারাঃ পবনপ্রসূতাঃ * ॥ ৯ ॥

বান্তিনিরোধজমাহ—কণ্ডূকোঠারুচিব্যঙ্গশোথপাণ্ড্বাময়জ্বরাঃ। কুষ্ঠহৃল্লাসবীসর্পশ্ছর্দ্দিনিগ্রহজা গদাঃ ॥ ১০ ॥

শুক্রনিরোধজমাহ—মূত্রাশয়ে বৈ গুদমুষ্কয়োশ্চ শোথো রুজা মূত্রবিনিগ্রহশ্চ। শুক্রাশ্মরী তৎস্রবণং ভবেচ্চ তে তে বিকারা বিহতে তু শুক্রে * ॥ ১১ ॥

ক্ষুধাবিঘাতজমাহ—তন্দ্রাঙ্গমর্দ্দাবরুচিঃ শ্রমশ্চ ক্ষুধাবিঘাতাৎ কৃশতা চ দৃষ্টেঃ।

তৃষ্ণাবিঘাতজমাহ—কণ্ঠাস্যশোষঃ শ্রবণাবরোধস্তৃষ্ণাবিঘাতাদ্ হৃদয়ে ব্যথা চ ॥ ১২

শ্বাসনিরোধজমাহ—শ্রান্তস্য নিঃশ্বাসবিনিগ্রহেণ হৃদ্রোগমোহাবথবাপি গুল্মঃ।

নিদ্রাবিঘাতজমাহ—জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দাক্ষিশিরোঽতিজাড্যং নিদ্রাবিঘাতাদথবাপি তন্দ্রা * ॥ ১৩ ॥

---

* আবর্ত্তঃ ভ্রমঃ ॥২॥ তত্তদ্বেগাভিঘাতভিন্নানামুদাবর্ত্তানাং ক্রমেণ বিশিষ্টানি লক্ষণান্যাহ। তত্রাপানবাতনিরোধজস্যোদাবর্ত্তস্য লক্ষণমাহ বাতেতি সঙ্গঃ অপ্রবৃত্তিঃ। ধ্মানং আধ্মানং, ক্লমঃ অনায়াসশ্রমঃ। রুজা জঠরে, অন্যে তোদশূলগুল্মাদয়ঃ ॥৩॥ পুরীষবেগে ধারিতে সতি আটোপঃ সরুক্ গুড়গুড়াশব্দঃ শূলমিতি পক্বাশয়ে। পরিকর্ত্তিকা গুদে কর্ত্তনবৎ পীড়া, ঊর্দ্ধবাতঃ উদ্গারঃ ॥৪॥ বিনামঃ ব্যথয়া বপুষো নমনম্, বংক্ষণানাহঃ বংক্ষণয়োরাকর্ষণবদ্ব্যথা ॥৫॥ কণ্ঠাস্যপূর্ণত্বং কবলেনেব। তোদঃ হৃত্যামাশয়ে চ, কূজোঽব্যক্তশব্দঃ, উদরে বায়োরপ্রবৃত্তিঃ উচ্ছ্বাসাদিনিরোধাৎ, পবনপ্রসূতাঃ পবনাজ্জাতা বিকারা হিক্কাদয়ঃ ॥ ৯ ॥ তৎস্রবণং শুক্রস্রাবঃ তে তে বিকারাঃ বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ ॥ ১১ ॥ অতিজাড্যং গৌরবং, শিরোগাত্রাক্ষিগৌরবমিতি তন্ত্রান্তরে পাঠাৎ ॥ ১৩ ॥

রুক্ষাদিকুপিতবাতজোদাবর্ত্তনিদানম্—বায়ুঃ কোষ্ঠানুগো রুক্ষৈঃ কষায়-কটুতিক্তকৈঃ। ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদাবর্ত্তং করোতি চ * ॥ ১৪ ॥

সম্প্রাপ্তিমাহ—বাতমূত্রপুরীষাশ্রুকফমেদোবহানি বৈ। স্রোতাংস্যুদাবর্ত্তয়তি পুরীষং চাপ্রবর্ত্তয়েৎ * ॥ ততো হৃদ্বস্তিশূলার্ত্তো হৃল্লাসারতিপীড়িতঃ। বাতমূত্রপুরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ লভতে নরঃ ॥ শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়দাহমোহতৃষাজ্বরান্। বমিহিক্কাশিরোরোগমনঃ-শ্রবণবিভ্রমান্। বহূনন্যাংশ্চ লভতে বিকারান্ বাতকোপজান্ * ॥ ১৫—১৭ ॥

অসাধ্যস্য লক্ষণমাহ—তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিপরিক্লিষ্টং ক্ষীণং শূলৈরুপদ্রুতম্। শকৃদ্বমন্তং মতিমান্ উদাবর্ত্তিনমুৎসৃজেৎ * ॥ ১৮ ॥

আনাহস্য লক্ষণমাহ—আমং শকৃদ্বানিচিতং ক্রমেণ ভূয়োবিবদ্ধং বিগুণা-নিলেন। প্রবর্ত্তমানং ন যথাস্বমেনং বিকারমানাহমুদাহরন্তি * ॥ ১৯ ॥

আমজমানাহমাহ—তস্মিন্ ভবন্ত্যামসমুদ্ভবে তু তৃষ্ণাপ্রতিশ্যায়শিরোবিদাহাঃ। আমাশয়ে শূলমথো গুরুত্বং হৃৎস্তম্ভ উদ্গারবিঘাতনঞ্চ * ॥ ২০ ॥

শকৃৎসঞ্চয়জমাহ—স্তম্ভঃ কটীপৃষ্ঠপুরীষমূত্রে শূলোঽথ মূর্চ্ছা শকৃতো বমিশ্চ। শ্বাসশ্চ পক্বাশয়জে ভবন্তি তথালসোক্তানি চ লক্ষণানি * ॥ ২১ ॥

অথোদাবর্ত্তানাং চিকিৎসা—অধোবাতনিরোধোত্থে উদাবর্ত্তে হিতং মতম্। স্নেহপানং তথা স্বেদো বর্ত্তির্বস্তির্হিতো মতঃ * ॥ বিড্বিঘাতসমুত্থে তু বিড্ভঙ্গান্নং তথৌ-ষধম্। বর্ত্ত্যভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ স্বেদো বস্তির্হিতো মতঃ ॥ মূত্রাবরোধজনিতে ক্ষীরবারিবচাং পিবেৎ। দুঃস্পর্শাস্বরসং বাপি কষায়ং ককুভস্য চ * ॥ এর্বারুবীজতোয়েন পিবেদ্বা লবণীকৃতম্। সিতামিক্ষুরসং ক্ষীরং দ্রাক্ষাযষ্টিমথাপি বা। সর্ব্বথৈব প্রযুঞ্জীত মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী-বিধিম্॥ জৃম্ভাভিঘাতজে স্নেহং স্বেদং বাপি প্রযোজয়েৎ। অন্যানপি প্রযুঞ্জীত সমীরণ-হরান্ বিধীন্ ॥ নেত্রনীরাবরোধোত্থে মুঞ্চেদ্বাপি দৃশোর্জ্জলম্। স্বপ্যাৎ সুখং চ তস্যাগ্রে কথয়েচ্চ কথাঃ প্রিয়াঃ ॥ ছিক্কাবিঘাতজে (ক) তীক্ষ্ণঘ্রাণনস্যার্কদর্শনৈঃ। প্রবর্ত্তয়েৎ ক্ষুতং সক্তাং স্নেহস্বেদৌ চ শীলয়েৎ * ॥ উদ্গারস্যাব-রোধে তু স্নৈহিকং ধূমমাচরেৎ। ছর্দ্দি-

---

* বেগাবরোধজমুদাবর্ত্তমভিধায় রুক্ষাদিকুপিতবাতজমাহ বায়ুরিতি ॥ ১৪ ॥ উদাবর্ত্তয়তি বায়ুরূর্দ্ধং ভ্রমেণেব বাতাদিবহানি স্রোতাংসি নিরুণদ্ধি নতু বিড়াদীন্ অধো গময়তি ॥ ১৫ ॥ মনোবিভ্রমঃ রজ্জৌ সর্পজ্ঞানম্, শ্রবণবিভ্রমঃ অন্যথা শ্রবণম্ ॥ ১৭ ॥ পরিক্লিষ্টং ক্লেশসংযুক্তম্ ॥১৮॥ আমং অপক্বমাহারসারম্, শকৃৎ পুরীষং বা ক্রমেণ নিচিতং সঞ্চিতম্, ভূয়ো বিগুণানিলেন দুষ্টবায়ুনা বিবদ্ধং ব্যায়ামশোষিতং বা যথাস্বং পূর্ব্ববদপ্রবর্ত্তমানম্, এনং বিকারমানাহমাহুঃ ॥ ১৯ ॥ বিঘাতনম্ অপ্রবৃত্তিঃ ॥ ২০ ॥ পক্বাশয়জে শকৃৎসঞ্চয়জে আনাহে। স্তম্ভশব্দঃ কটীপৃষ্ঠয়োঃ স্তব্ধতাবাচী পুরীষমূত্রয়োরপ্রবৃত্তিবাচী চ অলসোক্তানি লক্ষণানি। আধ্মানবাতবিঘাতাদীনি ॥ ২১ ॥ বর্ত্তিঃ ফলবর্ত্তিঃ ॥২২॥ দুঃস্পর্শা কণ্টকারী দুরালভা চ তুল্য-গুণত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ তীক্ষ্ণং মরিচরাজিকাদি ॥ ২৮ ॥

(ক) ক্ষবথোর্ঘাতজ ইতি বা পাঠঃ।

নিগ্রহসঞ্জাতে বমনং লঙ্ঘনং হিতম্॥ বিরেচনঞ্চাত্র মতং তৈলেনাভ্যঞ্জনং তথা॥ বস্তিশুদ্ধিকরৈঃ সিদ্ধং চতুর্গুণজলং পয়ঃ। আবারিনাশাৎ কথিতং পীতবস্তং প্রকামতঃ॥ রময়েয়ুঃ প্রিয়া নার্য্যঃ শুক্রোদাবর্ত্তিনং নরম্। তস্যাভ্যঙ্গোঽবগাহশ্চ মদিরা চরণায়ুধাঃ॥ শালিঃ পয়োনিরুহশ্চ হিতং মৈথুনমেব চ॥ ক্ষুদ্বিঘাতসমুদ্ভূতে স্নিগ্ধমুষ্ণং তথা লঘু। রুচ্যমল্লং হিতং ভক্ষ্যং পুষ্পং সেব্যং সুগন্ধি যৎ॥ তৃষাবিঘাতসম্ভূতে শীতঃ সর্ব্বো বিধির্হিতঃ। কর্পূরশিশিরং স্বল্পং পিবেত্তোয়ং শনৈঃ শনৈঃ॥ শ্রমে শ্বাসে ধৃতৌ শস্তৌ বিশ্রামসরসৌদনৌ॥ নিদ্রাবেগবিঘাতোত্থে পিবেৎ ক্ষীরং সিতাযুতম্। সংবাহনং সুশয্যাত্র হিতঃ স্বপ্নঃ প্রিয়াঃ কথাঃ॥ ২২—৩৫॥

রুক্ষাদিজনিতোদাবর্ত্ত-চিকিৎসা—হিঙ্গুমাক্ষিকসিন্ধূত্থৈঃ পিষ্টৈর্বর্ত্তিং বিনির্ম্মিতাম্। ঘৃতাভ্যক্তাং গুদে ন্যস্যেদুদাবর্ত্তবিনাশিনীম্ *॥ ৩৬॥ ফলবর্ত্তিঃ।

মদনফলাদিবর্ত্তিঃ—মদনং পিপ্পলী কুষ্ঠং বচা গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ। গুড়ক্ষীরসমাযুক্তং ফলবর্ত্তিরিহোদিতা॥ ৩৭॥

নারাচচূর্ণম্— খণ্ডপলং ত্রিবৃতাক্ষঃ কৃষ্ণাকর্ষদ্বয়োশ্চূর্ণম্। প্রাগ্‌ভোজনস্য মধুনা বিড়ালপদকং নরো লিহ্যাৎ॥ এতদ্গাঢ়পুরীষে দেয়ং বিজ্ঞৈরুদাবর্ত্তে। মধুরং নরপতিযোগ্যং চূর্ণং নারাচকং নাম্না॥ ৩৮। ৩৯॥

গুড়াষ্টকম্—সব্যোষপিপ্পলীমূলং ত্রিবৃদ্দন্তী চ চিত্রকম্। তচ্চূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ। এতদ্গুড়াষ্টকং নাম্না বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। উদাবর্ত্তপ্লীহগুল্মশোথপাণ্ড্বাময়াপহম্॥ ৪০। ৪১॥

শুষ্কমূলকাদ্যং ঘৃতম্—মূলকং শুষ্কমার্দ্রং চ বর্ষাভূঃ পঞ্চমূলকম্। কৃতমালফলং চাপ্সু পক্ত্বা তেন ঘৃতং পচেৎ। তৎ পীতং শময়েৎ ক্ষিপ্রমুদাবর্ত্তমশেষতঃ *॥ ৪২॥

আনাহস্য চিকিৎসা—তুল্যকারণকার্য্যত্বাদুদাবর্ত্তহরীং ক্রিয়াম্। আনাহেষু চ কুর্ব্বীত বিশেষশ্চাভিধীয়তে॥ ত্রিবৃৎকৃষ্ণাহরীতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ। গুড়েন তুল্যা গুটিকা হরত্যানাহমুল্বণম্॥ ৪৩। ৪৪॥

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তিঃ—বর্ত্তিস্ত্রিকটুসৈন্ধবসর্ষপগৃহধূমকুষ্ঠমদনফলৈঃ। মধুনি গুড়ে বা পক্বৈর্বিহিতা সাঙ্গুষ্ঠসংমিতা বিজ্ঞৈঃ॥ বর্ত্তিরিয়ং দৃষ্টফলা শনৈঃ প্রণিহিতা গুদে ঘৃতাভ্যক্তা॥ আনাহমুদরজার্ত্তিং শময়তি জঠরং তথা গুল্মম্॥ ৪৫। ৪৬॥

ইত্যুদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

---

* বাতাদিবেগবিঘাতজনিতানামুদাবর্ত্তানাং চিকিৎসামভিধায় রুক্ষাদিকুপিতবাতজনিতস্যোদাবর্ত্তস্য চিকিৎসামাহ হিঙ্গ্বিতি। ৩৬॥ পঞ্চমূলকমত্র বৃহৎ॥ ৪২॥

অথ গুল্মাধিকারঃ।

গুল্মস্য সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টকারণপূর্ব্বকং সামান্যলক্ষণমাহ—দুষ্টা-বাতাদয়োঽত্যর্থং মিথ্যাহারবিহারতঃ। কুর্ব্বন্তি পঞ্চধা গুল্মং কোষ্ঠান্তর্গ্রন্থিরূপিণম্ *॥ ১ ॥

পঞ্চবিধত্বং বিবৃণোতি—স ব্যস্তৈর্জ্জায়তে দোষৈঃ সমস্তৈরপি চোচ্ছ্রিতৈঃ। পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং রক্তজশ্চোপজায়তে ॥ ২ ॥

আর্ত্তবজমাহ—আর্ত্তবাদপি গুল্মঃ স্যাৎ স তু স্ত্রীণাং প্রজায়তে। অন্যস্ত্বস্তৃগ্‌ভবঃ পুংসাং তথা স্ত্রীণাং প্রজায়তে * ॥ ৩ ॥

কোষ্ঠেঽপি স্থাননিয়মমাহ—তস্য পঞ্চবিধং স্থানং পার্শ্বহৃন্নাভিবস্তয়ঃ ॥ ৪ ॥

গুল্মস্য সামান্যলক্ষণমাহ—হৃন্নাভ্যো রন্তরে গ্রন্থিঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ। বৃত্তশ্চয়াপচয়বান্ স গুল্ম ইতি কীর্ত্তিতঃ * ॥ ৫ ॥

তস্য পূর্ব্বরূপমাহ—উদ্গারবাহুল্যপুরীষবন্ধতৃপ্ত্যক্ষমত্বান্ত্রবিকূজনানি। আটোপ-মাধ্মানমপক্তিশূলমাসন্নগুল্মস্য বদন্তি চিহ্নম্॥ অরুচিং কৃচ্ছ্রবিণ্মূত্রবাতত্বং চান্ত্রকূজনম্। আনাহং চোর্দ্ধবাতঞ্চ সর্ব্বগুল্মেষু লক্ষয়েৎ ॥ ৬—৭ ॥

বাতিকগুল্মনিদানম্—রুক্ষান্নপানং বিষমাতিমাত্রং বিচেষ্টনং বেগবিনিগ্রহশ্চ। শোকাভিঘাতোঽতিমলক্ষয়শ্চ নিরন্নতা চানিলগুল্মহেতুঃ * ॥ ৮ ॥

তস্য লক্ষণমাহ—যঃ স্থানসংস্থানরুজাবিকল্পং বিড়্বাতসঙ্গং গলবক্ত্রশোষম্। শ্যাবারুণত্বং শিশিরজ্বরঞ্চ হৃৎকুক্ষিপার্শ্বাংস (ক) শিরোরুজঞ্চ *॥ করোতি জীর্ণেঽত্যধিকং

---

* দুষ্টাঃ স্বকারণৈঃ মিথ্যাহারাধ্যশনাদিভিঃ। মিথ্যাবিহারঃ বলবদ্বিগ্রহাদিঃ। পঞ্চধেতি বাতপিত্তকফ-সন্নিপাতরক্তজা এবং পঞ্চ। দ্বন্দ্বজাস্তু প্রকৃতিসমবেতত্বাৎ পৃথক্ ন গণ্যন্তে অর্শোবৎ। কোষ্ঠান্তঃ হৃদয়াদ্বস্তি-পর্য্যন্তং কোষ্ঠস্তস্য মধ্যে কুত্রাপি গ্রন্থিরূপিণং গুটিকাকারম্ ॥ ১ ॥ আর্ত্তবরূপাদপি রক্তাৎ গুল্মো ভবতি ইত্যাহ। আর্ত্তবাদিতি ॥৩॥ নাভিশব্দেন বস্তির্বোধ্যঃ সামীপ্যাদেব যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি বস্তেরপি গুল্মাশ্রয় স্থেনোক্তত্বাৎ অন্যে হৃদ্বস্ত্যোরেব পাঠান্তরং পঠন্তি, অন্যে তু বস্তৌ বিদ্রধিঃ স্যান্নগুল্ম ইতি তন্ন বস্তেরপি গুল্মস্থানত্বাৎ তথা চ চরকে পঞ্চস্থানানি গুল্মস্য পার্শ্বহৃন্নাভিবস্তয়ঃ ইতি। সঞ্চারী চলনশীলঃ অচলঃ স্থিরঃ বৃত্তঃ বর্ত্তুলঃ চয়োপচয়বানিতি কদাচিৎ চীয়তে বৃদ্ধিং গচ্ছতি কদাচিদপচীয়তে হীনো ভবতি। এতল্লক্ষণং সামান্যোক্তমপি বাতিকে ব্যবতিষ্ঠত ইতি জেজ্জড়ঃ। গয়দাসস্তু সামান্যমেবাহ সর্ব্বগুল্মানাং বাতমূলত্বাৎ ॥ ৫ ॥ বিচেষ্টনং বিরুদ্ধা চেষ্টা বলবদ্বিগ্রহাদিঃ। শোকাভিঘাতঃ শোকেন মনোধিষ্ঠানস্য হৃদয়স্যাভিঘাতঃ। অতিমলক্ষয়ঃ বিরেকাদিনা, নিরন্নতা উপবাসঃ ॥৮॥ শ্যাবারুণত্বং শরীরস্য শিশিরজ্বরম্ শীতজ্বরম্ ॥ ৯ ॥

(ক) পার্শ্বাংসেতি পাঠান্তরম্।

প্রকোপং ভুক্তে মৃদুত্বং সমুপৈতি যশ্চ। বাতাৎ স গুল্মো ন চ তত্র রুক্ষং কষায়তিক্তং কটু চোপশেতে * ॥ ৯। ১০ ॥

পৈত্তিকস্য নিদানমাহ—কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরুক্ষক্রোধাতিমদ্যার্কহুতাশসেবা। আমোঽভিঘাতো রুধিরঞ্চ দুষ্টং পৈত্তস্য গুল্মস্য নিমিত্তমুক্তম্ *॥ ১১ ॥

তস্য লক্ষণমাহ—জ্বরঃ পিপাসা সদনাঙ্গরাগঃ শূলং মহজ্জীর্য্যতি ভোজনে চ। স্বেদো বিদাহো ব্রণবচ্চ গুল্মঃ স্পর্শাসহঃ পৈত্তিকগুল্মরূপম্ * ॥ ১২ ॥

শ্লৈষ্মিকস্য সান্নিপাতিকস্য চ হেতুমাহ—শীতং গুরু স্নিগ্ধমচেষ্টনঞ্চ সম্পূরণং প্রস্বপনং দিবা চ। গুল্মস্য হেতুঃ কফসম্ভবস্য সর্ব্বস্তু দুষ্টো নিচয়াত্মকস্য * ॥ ১৩ ॥

শ্লৈষ্মিকস্য লক্ষণমাহ—স্তৈমিত্যশীতজ্বরগাত্রসাদহৃল্লাসকাসারুচিগৌরবাণি। কফস্য লিঙ্গানি চ যানি তানি ভবন্তি গুল্মে কফকোপজাতে *। ব্যামিশ্রলিঙ্গানপরাংস্তু গুল্মাংস্ত্রীনাদিশেদৌষধকল্পনার্থম্ * ॥ ১৪। ১৫ ॥

ত্রিদোষজমাহ—মহারুজং দাহপরীতমশ্মবদ্ ঘনোন্নতং শীঘ্রবিদাহি দারুণম। মনঃশরীরাগ্নিবলাপহারিণং ত্রিদোষজং গুল্মমসাধ্যমাদিশেৎ* ॥ ১৬ ॥

আর্ত্তবরূপরক্তজমাহ—নবপ্রসূতাহিতভোজনা যা যা চামগর্ভং বিসৃজেদৃতৌ বা। বায়ুর্হি তস্যাঃ পরিগৃহ্য রক্তং করোতি গুল্মং সরুজং সদাহম্ * ॥ পৈত্তস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গং বিশেষণঞ্চাপ্যপরং নিবোধ *। যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব নাঙ্গৈশ্চিরাৎ সশূলঃ সমগর্ভলিঙ্গঃ। স রৌধিরঃ স্ত্রীভব এব গুল্মো মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ ॥ * ১৭—১৯ ॥

জীর্ণে আহারে প্রকুপ্যতি ভুক্তে চ শান্তিং গচ্ছতি স বাতিকো গুল্মঃ। রুক্ষঃ আহারঃ কষায়তিক্তকটুরসাঃ। তত্র তস্মিন্ বাতগুল্মে নোপশেতে ন সুখয়তি॥ ১০ ॥ বিদাহি বংশকরীরাদি, অতিশব্দো মদ্যাদিষু যোজ্যঃ আমোঽত্র বিদগ্ধাজীর্ণম্ অভিঘাতঃ লগুড়াদিনা ॥ ১১ ॥ অঙ্গরাগঃ দেহস্য লৌহিত্যম্ ॥ ১২ ॥ জীর্য্যতি ভোজনেচ বিদাহো ব্রণবচ্চ গুল্মঃ স্পর্শাসহঃ পৈত্তিকগুল্মরূপং ॥ ১২ ॥ সম্পূরণং উদরপূরণম্ নিচয়াত্মকস্য সান্নিপাতিকস্য, সর্ব্বোহেতুঃ বাতপিত্তকফানাং হেতুঃ ॥ ১৩ ॥ কফস্য লিঙ্গানি বেদনাল্পতা বহ্নিমান্দ্যাদীনি ॥ ১৪॥ সান্নিপাতিকে সর্ব্বো, হেতুরূপলক্ষণম্ ব্যামিশ্রেতি ॥১৫॥ দাহপরীতং দাহেন ব্যাপ্তসকলদেহং শীঘ্রবিদাহি শীঘ্রবিদগ্ধাজীর্ণকরম্, দারুণং মারকম্ মনোঽপহারিণম্ মনোবৈকৃত্যকারকম্। শরীরাপহারিণং শরীরস্য কার্শ্যকরম্ ॥১৬॥ নবপ্রসূতা প্রকৃতাগ্নিবলবর্ণমাংসহীনা অহিতভোজনা যাচামগর্ভং বিসৃজেৎ নবমমাসাদর্বাক্ প্রসূয়তে সাপ্যহিতভোজনা ঋতৌ বা আর্ত্তবপ্রবৃত্তিকালেঽহিতভোজনা অপথ্যাচরণাদ্ বা বায়ুঃ রক্তং পরিগৃহ্য গুটিকাকারং গর্ভাশয়ে গুল্মং করোতি। ভোজনপদং বিহারস্যাপ্যুপলক্ষণম্ যতশ্চাহ চরকঃ ঋতাবনাহারতয়া ভয়েন বিরুক্ষণৈর্বেগবিনিগ্রহৈশ্চ। সংস্তম্ভনোল্লেখনযোনিদোষৈর্গুল্মঃ স্ত্রিয়া রক্তভবোঽভ্যুপৈতি॥১৭॥ ধাতুরূপরক্তজস্যাপি বিপ্রকৃষ্টনিদানানি লক্ষণানি চ পৈত্তিকস্যেব বোদ্ধব্যানি পরতন্ত্রাভিঘাতাদির্হেতুবিশেষঃ ॥ ১৮ ॥ চিরাৎ স্পন্দতে চলতি নাঙ্গৈঃ ন হস্তপাদাদ্যৈঃ,সমগর্ভলিঙ্গঃ অত্র সমশব্দঃ সর্ব্বশব্দার্থঃ, তেন সমানি সর্ব্বাণি গর্ভলিঙ্গানি আর্ত্তবপ্রবৃত্তিকালে আর্ত্তবাদর্শনমুখপীততাস্তনমুখকৃষ্ণতাদোহদাদীনি যত্র সঃ এতে চ ব্যাধিপ্রভাবাৎ, যথা যক্ষ্মণে বিরংসা। সরৌধির আর্ত্তবরূপরক্তজঃ স্ত্রীণাং প্রজায়তে ইতি। গর্ভসমানলিঙ্গত্বে বিশেষজ্ঞানার্থমাহ 'মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ নবমদশমমাসয়োঃ প্রসবকালত্বাদিত্যেকে তন্ন যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব নাঙ্গৈরিত্যাদিনৈব সংশয়স্য নিরাকৃতত্বাৎ। গর্ভঃ প্রত্যঙ্গৈ নিরন্তরং নিঃশূলং স্পন্দতে গুল্মশ্চৈতদ্বিপরীত

অসাধ্যলক্ষণমাহ—সঞ্চিতঃ ক্রমশো গুল্মো মহাবাস্তুপরিগ্রহঃ। কৃতমূলঃ শিরানদ্ধো যদা কূর্ম্ম ইবোন্নতঃ * ॥ দৌর্বল্যারুচিহৃল্লাসকাসচ্ছর্দ্দ্যরতিজ্বরৈঃ। তৃষ্ণাতন্দ্রাপ্রতিশ্যায়ৈর্যুজ্যতে ন স সিধ্যতি * ॥ অপরঞ্চ। গৃহীত্বা সজ্বরশ্বাসং ছর্দ্দ্যতীসারপীড়িতম্। হৃন্নাভিহস্তপাদেষু শোথঃ কর্ষতি গুল্মিনম্ * ॥ শ্বাসঃ শূলং পিপাসান্নবিদ্বেষো গ্রন্থিমূঢ়তা। জায়তে দুর্ব্বলত্বঞ্চ গুল্মিনো মরণায় বৈ * ॥ ২০ - ২৩ ॥

অথ গুল্মস্য চিকিৎসা—বাতারিতৈলেন পয়োযুতেন পথ্যাসমেতেন বিরেচনং হি। সংস্বেদনং স্নিগ্ধমতিপ্রশস্তং প্রভঞ্জনক্রোধকৃতে চ গুল্মে ॥ স্বর্জ্জিকাকুষ্ঠসহিতঃ ক্ষারঃ কেতকসম্ভবঃ। পীতস্তৈলেন শময়েদ্ গুল্মং পবনসম্ভবম্ ॥ তিত্তিরাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ কুক্কুটান্ ক্রৌঞ্চবর্ত্তকান্। সর্পিঃ শালিং প্রসন্নাঞ্চ বাতগুল্মে প্রযোজয়েৎ ॥ পিত্তগুল্মে ত্রিবৃচ্চূর্ণং পাতব্যং ত্রিফলাম্বুনা। বিরেকায় সিতাযুক্তং কম্পিল্লং বা সমাক্ষিকম্ * ॥ অভয়াং দ্রাক্ষয়া খাদেৎ পিত্তগুল্মী গুড়েন বা। যোগৈশ্চ বাতগুল্মোক্তৈঃ শ্লেষ্মগুল্মমুপাচরেৎ ॥ অপরৈশ্চ বলাসঘ্নৈর্যুক্তিযুক্তৈঃ শমং নয়েৎ ॥ ২৪—২৮ ॥

হিঙ্গ্বাদ্যং চূর্ণম্—হিঙ্গুগ্রন্থিকধান্যজীরকবচাচব্যাগ্নিপাঠাশটী বৃক্ষাম্লং লবণত্রয়ং ত্রিকটুকক্ষারদ্বয়ং দাড়িমম্। পথ্যা পৌষ্করবেতসাম্লহবুষাজাজ্যস্তদেভিঃ কৃতং চূর্ণং ভাবিতমেতদার্দ্রকরসৈঃ স্যাদ্বীজপূরদ্রবৈঃ ॥ গুল্মাধ্মানগুদাঙ্কুরান্ গ্রহণিকোদাবর্ত্তসংজ্ঞং গদম্। প্রত্যাধ্মানগরোদরাশ্মরিযুতাংস্তূনীদ্বয়ারোচকান্। উরুস্তম্ভমতিভ্রমঞ্চ মনসো বাধির্য্যমষ্ঠীলিকাম্ প্রত্যষ্ঠীলিকয়া সহাপহরতে প্রাক্পীতমুষ্ণাম্বুনা ॥ হৃৎকুক্ষিবঙ্ক্ষণকটীজঠরান্তরেষু বস্তিস্তনাংসফলকেষু চ পার্শ্বয়োশ্চ। শূলানি নাশয়তি বাতবলাসজানি হিঙ্গ্বাদ্যমাদ্যমিদমাশ্বিনসংহিতোক্তম্ ॥ ২৯—৩১ ॥

ধীমান্ উপাচরেদ্‌গুল্মং প্রত্যাখ্যায় ত্রিদোষজম্। সন্নিপাতোত্থিতে গুল্মে ত্রিদোষঘ্নো বিধির্হিতঃ ॥ শরপুঙ্খস্য লবণং পথ্যাচূর্ণং সমং দ্বয়ম্। শাণপ্রমাণমশ্নীয়াচ্চূর্ণং গুল্মগদাপহম্ ॥ স্বর্জ্জিকাশাণমানা স্যাত্তাবদেব গুড়ং ভবেৎ। উভয়োর্বটিকাং খাদেদ্ গুল্মাময়বিনাশিনীম্ ॥ ২৯—৩৪ ॥

ক্ষারাষ্টকম্—পলাশবজ্রিশিখরীচিঞ্চার্কতিলনালজাঃ। যবজঃ স্বর্জ্জিকা চেতি ক্ষারা অষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। এতে গুল্মহরাঃ ক্ষারা অজীর্ণস্য চ পাচকাঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি। কিঞ্চ নবমে দশমে প্রসূয়ত ইত্যুৎসর্গো ন তু নিয়মঃ। তদধিককালেঽপি প্রসবদর্শনাদাগমাচ্চ যত আহ চরকঃ 'তং স্ত্রী প্রসূতে সুচিরেণ গর্ভং পুষ্টং যদা বর্ষগণৈরপি স্যাৎ' তস্মান্মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্য ইতি ন সংশয়ব্যবচ্ছেদার্থং কিন্তু তদা সুখেন চিকিৎসার্থং যত উক্তম্ রক্তগুল্মে পুরাণত্বং সুখসাধ্যস্য লক্ষণম্। পুরাণতা চাস্য দশমাসাতিক্রমেণৈব ভবতি জেজ্জড়েনাপ্যুক্তম্। দশমাসোপরি পিণ্ডিতে গুল্মে স্নেহাদিনোপস্কৃতদেহায়া ন গর্ভাশয়ক্ষতিমাদধাতি রক্তভেদনমিতি ॥ ১৯ ॥ মহাবাস্তুপরিগ্রহঃ ব্যাপকতয়া বৃহৎ স্থলং গৃহ্লাতি ॥ ২০ ॥ যুজ্যতে যুক্তো ভবতি ॥ ২১ ॥ কর্ষতি মারণায় কর্ষতি ॥ ২২ ॥ গ্রন্থিমূঢ়তা গ্রন্থিরূপস্য গুল্মস্যাকস্মাদ্বিলয়নম্ ॥ ২৩ ॥ ত্রিফলাম্বুনা ত্রিফলাক্বাথেন, কম্পিল্লকং কপিলা ইতি লোকে ॥ ২৭ ॥

বজ্রক্ষারঃ—সামুদ্রং সৈন্ধবং কাচং যবক্ষারঃ সুবর্চ্চলম্। টঙ্কণং স্বর্জিকাক্ষারং তুল্যং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥ বজ্রীক্ষীরৈরর্কক্ষীরৈরাতপে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্। বেষ্টয়েদর্কপত্রেণ রুদ্ধা ভাণ্ডে পুনঃ পচেৎ॥ তৎক্ষারং চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ ত্র্যূষণং ত্রিফলা তথা। যবানী জীরকো বহ্নেশ্চূর্ণমেষাঞ্চ কারয়েৎ॥ সর্ব্বচূর্ণসমং ক্ষারং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। উক্তচূর্ণং টঙ্কযুগলং সলিলেন প্রযোজয়েৎ॥ গুল্মে শূলে তথাজীর্ণে শোথে সর্ব্বোদরেষু চ। মন্দে বহ্নৌ উদাবর্ত্তে প্লীহ্নি চাপি পরং হিতম্॥ বাতেঽধিকে জলৈঃ কোষ্ণৈর্হিতং পিত্তেঽধিকে ঘৃতৈঃ। গোমূত্রেণ কফাধিক্যে কাঞ্জিকেন ত্রিদোষজে॥ বজ্রক্ষার ইতি খ্যাতঃ প্রোক্তঃ পূর্ব্বং স্বয়ম্ভুবা। সেবিতো হরতেঽজীর্ণং তথাজীর্ণভবান্ গদান্॥ ৩৬—৪২॥

সুবর্চ্চিকা টঙ্কমিতা তৎসমানাদ্রিকাপি চ। উভে ভুঞ্জীত যুগপদ্গুল্মাময়নিবৃত্তয়ে *॥ শুক্তিচূর্ণস্য গুটিকাং টঙ্কমাত্রাং সুবেষ্টয়েৎ। গুড়েন শাণমানেন তাং লিহেৎ গুল্মরোগবান্॥ গুল্মী কুমারিকামাংসং কর্ষার্দ্ধং গোঘৃতান্বিতম্ *। গিলেদ্ব্যোষাভয়াসিন্ধুসূক্ষ্মচূর্ণাবধূলিতাম্॥ বল্লূরমূলকং মৎস্যং শুষ্কশাকানি বৈদলম্। ন খাদেদালুকং গুল্মী মধুরাণি ফলানি চ *॥ ৪৩—৪৬॥

রক্তগুল্ম-চিকিৎসা—স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরস্য যোজ্যং স্নেহবিরেচনম্। শতাহ্বাচিরবিল্বত্বক্দারুভার্গীকণোদ্ভবম্॥ কল্কঃ পীতো জয়েদ্গুল্মং তিলক্বাথেন রক্তজম্। তিলক্বাথো গুড়ব্যোষঘৃতভার্গীযুতো ভবেৎ॥ যোনিরক্তভবে গুল্মে নষ্টপুষ্পেষু যোষিতাম্। পীতো ধাত্রীরসো যুক্তো মরিচৈশ্চাস্রগুল্মনুৎ॥ গুঞ্জারোচনিকাচূর্ণং শর্করামাক্ষিকান্বিতম্। বিদধীতাশু গুল্মিন্যা মলসঞ্চক্রমায় চ॥ বিশেষমপরঞ্চাস্য শৃণু রক্তপ্রভেদনম্। পলাশক্ষারতোয়েন সর্পিঃ সিদ্ধং পিবেচ্চ সা। সক্ষারং ত্র্যূষণং সর্পিঃ প্রাপিবেদস্রগুল্মিনী (ক)॥৪৭-৫১॥

ইতি গুল্মরোগাধিকারঃ।

অথ প্লীহাধিকারঃ।

তত্র প্লীহ্নঃ শরীরাবয়ববিশেষস্য স্বরূপম্—শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ। রক্তবাহি-শিরাণাং স মূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ॥ ১॥

প্লীহরোগস্য নিদানসম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ। প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ তং প্লীহসংজ্ঞং গদমামনন্তি॥ *

* সুবর্চ্চিকা সোরা ইতি লোকে॥ ৪৩॥ কুমারিকা ঘিউকুমারি ইতি লোকে॥ ৪৫॥ বৈদলানাং নিষেধেঽপি মাষকুলখয়োরত্র নিষেধ ইতি বৃদ্ধকৃতটীকা॥ ৪৬॥

(ক) কৈদোদ্ভবাস্রগুল্মিনী পিপাসিতঃ... স এব উক্ত পাকস্থ কালো নৈতরলক্ষণঃ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ॥

বামে স পার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র। মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈ-রুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতিপাণ্ডুঃ * ॥ ২। ৩॥

রক্তজমাহ—ক্লমো ভ্রমো বিদাহশ্চ বৈবর্ণ্যং গাত্রগৌরবম্। মোহো রক্তোদরত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং রক্তজলক্ষণম্ ॥ ৪॥

পৈত্তিকস্য লক্ষণমাহ—সজ্বরঃ সপিপাসশ্চ সদাহো মোহসংযুতঃ। পীতগাত্রো বিশেষেণ প্লীহা পৈত্তিক উচ্যতে ॥ ৫॥

শ্লৈষ্মিকলক্ষণমাহ—প্লীহা মন্দব্যথঃ স্থূলঃ কঠিনো গৌরবান্বিতঃ। অরোচকেন সংযুক্তঃ প্লীহা কফজ উচ্যতে ॥ ৬॥

বাতিকমাহ—নিত্যমানদ্ধকোষ্ঠঃ স্যান্নিত্যোদাবর্ত্তপীড়িতঃ। বেদনাভিঃ পরীতশ্চ প্লীহা বাতিক উচ্যতে ॥ ৭॥

তমসাধ্যমাহ—দোষত্রিতয়রূপাণি প্লীহ্ন্যসাধ্যো ভবন্ত্যপি ॥ ৮॥

শরীরাবয়ববিশেষস্য যকৃতঃ স্বরূপম্—অধোদক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াদ্‌যকৃতঃ স্থিতিঃ। তত্তু রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং শোণিতজং মতম্ ॥ ৯॥

যকৃদ্রোগমাহ—প্লীহাময়স্য হেত্বাদি সমস্তং যকৃদাময়ে। কিন্তু স্থিতিস্তয়োর্জ্ঞেয়া বামদক্ষিণপার্শ্বয়োঃ ॥ ১০॥

অথ প্লীহা-চিকিৎসা—পাতব্যো যুক্তিতঃ ক্ষারঃ ক্ষীরেণোদধিশুক্তিজঃ। তথা দুগ্ধেন পাতব্যাঃ পিপ্পল্যঃ প্লীহশান্তয়ে॥ অর্কপত্রং সলবণং পুটদগ্ধং সুচূর্ণিতম্। নিহন্তি মস্তুনা পীতং প্লীহানমতিদারুণম্॥ হিঙ্গুত্রিকটুকং কুষ্ঠং যবক্ষারং চ সৈন্ধবম্। মাতুলুঙ্গরসোপেতং প্লীহশূলহরং ভবেৎ॥ পলাশক্ষারতোয়েন পিপ্পলীপরিভাবিতা॥ প্লীহাগুল্মার্ত্তিশমনী বহ্নিমান্দ্যহরী মতা॥ রসেন জম্বীরফলস্য শঙ্খ-নাভীরজঃ পীতমবশ্যমেব। শাণপ্রমাণং শময়েদশেষং প্লীহাময়ং কূর্ম্মসমানমাশু॥ শরপুঙ্খমূলকল্কস্তক্রেণালোড়িতঃ পীতঃ। প্লীহানং যদি ন হরতি শৈলোঽপি তদা জলে প্লবতে॥ সুপক্কসহকারস্য রসঃ ক্ষৌদ্র-সমন্বিতঃ। পীতঃ প্রশময়ত্যেব প্লীহানং নেহ সংশয়ঃ॥ সুস্বিন্নং শাল্মলীপুষ্পং নিশাপর্য্যু-ষিতং নরঃ। রাজিকাচূর্ণসংযুক্তং খাদেৎ প্লীহোপশান্তয়ে॥ যবানিকাচিত্রকযাবশূকষড়্-গ্রন্থিদন্তীমগধোদ্ভবানাম্। চূর্ণং হরেৎ প্লীহগদং নিপীতমুষ্ণাম্বুনামস্তুরসাসবৈর্বা ॥১১—১৯॥

অথ যকৃদ্রোগচিকিৎসা—প্লীহোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যকৃদ্রোগে সমাচরেৎ। কার্য্যঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ তত্র শোণিতমোক্ষণম্॥ ক্ষারং বিড়ঙ্গকৃষ্ণাভ্যাং পূতীকস্যাম্বু নিঃস্রুতম্। পিবেৎ প্রাতর্যথাবহ্নি যকৃৎপ্লীহপ্রশান্তয়ে * ॥ ২০—২১॥

ইতি প্লীহযকৃদধিকারঃ।

---

* বিদাহি কুলত্থমাষসর্ষপ শাকাদি অভিষ্যন্দি মাহিষং দধ্যাদি ॥ ২॥ কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুত ইত্যর্থঃ, প্রত্যুষ্টমত্যর্থমস্থক্কফশ্চেতি সংপ্রাপ্তেঃ অসৃজঃ পিত্তস্য চ সমানধর্ম্মত্বাৎ ॥৩॥ পূতীক করঞ্জঃ ॥ ২১॥

হৃদ্রোগাধিকারঃ

তত্র হৃদ্রোগস্য বিপ্রকৃষ্টনিদানমাহ—অত্যুষ্ণগুর্ব্বম্লকষায়তিক্ত শ্রমাভিঘাতাধ্যশনপ্রসঙ্গৈঃ। সঞ্চিন্তনৈর্বেগবিধারণৈশ্চ হৃদাময়ঃ পঞ্চবিধঃ প্রদিষ্টঃ * ॥ ১ ॥

তস্য সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গতাঃ। হৃদি বাধাং প্রকুর্বন্তি হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে * ॥ ২ ॥

বাতিকং হৃদ্রোগমাহ—আয়ম্যতে মারুতজে হৃদয়ন্তুদ্যতে তথা। নির্ম্মথ্যতে দীর্য্যতে চ স্ফোট্যতে পাট্যতেঽপি বা * ॥ ৩ ॥

পৈত্তিকহৃদ্রোগমাহ—তৃষ্ণোষ্মদাহচোষাঃ স্যুঃ পৈত্তিকে হৃদয়ে ক্লমঃ। ধূমায়নঞ্চ মূর্চ্ছা চ স্বেদঃ শোষো মুখস্য চ * ॥ ৪ ॥

শ্লৈষ্মিকহৃদ্রোগমাহ—গৌরবং কফসংস্রাবোঽরুচিস্তম্ভোঽগ্নিমার্দ্দবম্। মাধুর্য্যমপি চাস্যস্য বলাসাবততে হৃদি * ॥ ৫ ॥

ত্রিদোষজমাহ—বিদ্যাৎ ত্রিদোষমপ্যেবং সর্ব্বলিঙ্গং হৃদাময়ম্ ॥ ৬ ॥

ক্রিমিজস্য বিপ্রকৃষ্টনিদানপূর্ব্বিকাসংপ্রাপ্তিঃ—ত্রিদোষহেতুহৃদ্রোগে যো দুরাত্মা নিষেবতে। তিলক্ষীরগুড়াদীংশ্চ গ্রন্থিস্তস্যোপজায়তে॥ মর্ম্মৈকদেশে সংক্লেদং রসশ্চাপ্যুপগচ্ছতি। সংক্লেদাৎ কৃময়শ্চাস্য পতন্ত্যপহতাত্মনঃ * ॥ ৭—৮ ॥

ক্রিমিহৃদ্রোগলক্ষণম্—উৎক্লেদঃ ষ্ঠীবনস্তোদঃ শূলং হৃল্লাসকস্তমঃ। অরুচিঃ শ্যাবনেত্রত্বং শোষশ্চ কৃমিজে ভবেৎ * ॥ ৯ ॥

হৃদ্রোগস্যোপদ্রবাঃ—ক্লোমঃ সাদো ভ্রমঃ শোষো জ্ঞেয়াস্তেষামুপদ্রবাঃ। ক্রিমিজে তু ক্রিমীণাং যে শ্লৈষ্মিকাণাং হি তে মতাঃ * ॥ ১০ ॥

---

* প্রসঙ্গঃ সততং সেবা। সঞ্চিন্তনম্ অতিচিন্তা, রাজভয়াদিকামিতি যাবৎ। হৃদাময়ঃ স পঞ্চবিধঃ, বাতিকঃ পৈত্তিকঃ শ্লৈষ্মিকঃ সান্নিপাতিকঃ ক্রিমিজশ্চেতি ॥ ১ ॥ বিগুণাঃ দুষ্টাঃ। বাধাং দোষভেদেন নানাবিধাং ব্যথাম্। ভঙ্গবৎপীড়ামিতি গয়দাসঃ ॥২॥ মারুতজে হৃদ্রোগ ইতি শেষঃ। আযম্যতে ব্যথয়া বিস্তার্য্যতে ইব। তুদ্যতে সূচীভিরিব বিদ্ধ্যতে। নির্ম্মথ্যতে মন্থনেনেব। দীর্য্যতে করপত্রেণ দ্বিধাক্রিয়ত ইব। স্ফোট্যতে অস্ত্রেণেব। পাট্যতে কুঠারেণ বহুধাক্রিয়ত ইব ॥ ৩ ॥ উষ্মা শীতগাত্রস্যেব শীতবাতাভিলাষহেতুঃ কিঞ্চিদন্তরৌষ্ণ্যং। দাহঃ পার্শ্বস্থেন বহ্নিনেব দুঃখহেতুর্গাত্রস্য সন্তাপঃ। চোষঃ চূষণেনেব পীড়া। হৃদয়ে ক্লমঃ হৃদয়াকুলত্বং গ্লানিবদিত্যর্থঃ। ধূমায়নম্ কণ্ঠাদ্ধূমনির্গমঃ। ক্লেদঃ কিঞ্চিদ্দুর্গন্ধঃ শটিতইব ॥ ৪ ॥ বলাসাবততে হৃদি কুপিতকফব্যাপ্তে, গৌরবং, হৃদয়স্য। স্তম্ভঃ জড়তা। মার্দ্দবং জলপ্লুতমিব, মাধুর্য্যং মুখে ॥ ৫ ॥ মর্ম্মৈকদেশে হৃদয়ৈকদেশে। সংক্লেদং শাটিতত্বং রস উপগচ্ছতি সংক্লেদাৎ রসস্য শটিতত্বাৎ উপহতাত্মনঃ তিলাদ্যহিতাহারেণ ॥ ৮ ॥ উৎক্লেদঃ বমনমিবোপস্থিতম্। শোষঃ যক্ষ্মা অত্র ক্রিময়ো জায়ন্তে অস্মিনিতি ক্রিমিজ ইতি নিরুক্তিঃ ॥ ৯ ॥ ক্লোমঃ পিপাসাস্থানস্য। সাদঃ শোষঃ। শোষঃ মুখস্য। তেষাং হৃদ্রোগাণাং। ক্রিমিজে তু হৃদ্রোগে শ্লৈষ্মিকাণাং ক্রমীণাং যে উপদ্রবা হৃল্লাসাস্যস্রবণবিপাকাদয়ঃ তে মতাঃ ॥ ১০ ॥

অথ হৃদ্রোগস্য চিকিৎসা—ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে। হৃদ্রোগজীর্ণজ্বররক্তপিত্তং হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে॥ হরীতকীবচারাস্নাপিপ্পলীনাগরোদ্ভবম্। শটীপুষ্করমূলোত্থ চূর্ণং হৃদ্রোগনাশনম্॥ পুটদগ্ধং হরিণশৃঙ্গং পিষ্টং গব্যেণ সর্পিষা পিবতঃ। হৃৎপৃষ্ঠশূলমচিরাদুপৈতি শান্তিং সুকষ্টমপি॥ তৈলাজ্যগুড়বিপক্কং চূর্ণং গোধূমপার্থোত্থম্। পিবতি পয়োভুক্ স ভবতি গতসকলহৃদাময়ঃ পুরুষঃ*॥ গোধূমককুভচূর্ণং প্রকৃমজাক্ষীরগব্যসর্পির্ভ্যাম্। মধুশর্করাসমেতং শময়তি হৃদ্রোগমুদ্ধতং পুংসাম্॥ ১১—১৫॥

অর্জ্জুনঘৃতং—পার্থস্য কল্কেন রসেন সিদ্ধং শস্তং ঘৃতং সর্ব্বহৃদাময়েষু॥ ১৬॥

বলাদ্যং ঘৃতম্—ঘৃতং বলানাগবলার্জ্জুনানাং ক্বাথেন কল্কেন চ যষ্টিকায়াঃ। সিদ্ধন্তু হন্যাৎ হৃদয়াময়ং হি সবাতরক্তক্ষতরক্তপিত্তম্॥ ১৭॥

ইতি হৃদ্রোগাধিকারঃ।

অথ মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

তত্র মূত্রকৃচ্ছ্রস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানমাহ—ব্যায়ামতীক্ষ্ণৌষধরূক্ষমদ্যপ্রসঙ্গনৃত্যদ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ। আনূপমৎস্যাধ্যশনাদজীর্ণাৎ স্যুর্মূত্রকৃচ্ছ্রাণি নৃণাং তথাষ্টৌ*॥ ১॥

তস্য সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্—পৃথঙ্‌মলাঃ স্বৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ সর্ব্বেঽথবা কোপমুপেত্য বস্তৌ। মূত্রস্য মার্গং পরিপীড়য়ন্তি যদা তদা মূত্রয়তীহ কৃচ্ছ্রাৎ॥ ২॥

বাতিকমাহ—তীব্রা চ রুগ্‌বঙ্ক্ষণবস্তিমেঢ্রে স্বল্পং মুহুর্মূত্রয়তীহ বাতাৎ॥ ৩॥

পৈত্তিকমাহ—পীতং সরক্তং সরুজং সদাহং কৃচ্ছ্রং মুহুর্মূত্রয়তীহ পিত্তাৎ*॥ ৪॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—বস্তেঃ সলিঙ্গস্য গুরুত্বশোথৌ মূত্রং সপিচ্ছং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে॥ ৫॥

সান্নিপাতিকমাহ—সর্ব্বাণি রূপাণি তু সন্নিপাতাদ্ভবন্তি তৎ কৃচ্ছ্রতমং হি কৃচ্ছ্রম্॥ ৬॥

শল্যজমাহ—মূত্রবাহিষু শল্যেন ক্ষতেষ্বভিহতেষু চ। মূত্রকৃচ্ছ্রং তদাঘাতাজ্জায়তে ভৃশদারুণম্॥ বাতকৃচ্ছ্রেণ তুল্যানি তস্য লিঙ্গানি নির্দ্দিশেৎ*॥ ৭॥

---

* পার্থঃ কোহ ইতি লোকে॥১৪॥ তীক্ষ্ণৌষধম্ রাজিকাশূরণাদিকমুক্তম্। রূক্ষেতি মদ্যবিশেষণম্। প্রসঙ্গঃ সততং সেবা। নৃত্যং নর্ত্তনম্। নিত্যেতি দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ। দ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ অশ্বাদিনা গমনাৎ। আনূপমৎস্যঃ প্রচুরজলদেশসম্ভবমৎস্যঃ। অষ্টৌ বাতিকপৈত্তিকশ্লৈষ্মিকসান্নিপাতিকশল্যজপুরীষজশুক্রজাশ্মরীজানি॥১॥ তীব্রা দারুণাত্মিকা। বঙ্ক্ষণঃ উরুমেঢ্রাণামভ্যন্তরালসন্ধিঃ॥৩॥ কৃচ্ছ্রমিতি ক্রিয়াবিশেষণং॥৪॥ সপিচ্ছং পিচ্ছিলং॥৫॥ মূত্রবাহিষু স্রোতঃসু শল্যেন কণ্টকেন ক্ষতেষু মক্ষতাক্তেষু। অথবা অভিহতেষু মুষ্ট্যাদিভিরভিহতেষু। তদাঘাতাৎ মূত্রমার্গাঘাতাত্তৎ কৃচ্ছ্রং জায়তে। ভৃশদারুণং অত্যন্তম্। তস্য

শল্যজস্য

পুরীষজমাহ—শকৃতস্তু প্রতীঘাতাদ্বায়ুর্বিগুণতাং গতঃ। আধ্মানং বাতশূলঞ্চ মূত্রসঙ্গং করোতি চ ॥ ৮ ॥

শুক্রজমাহ—শুক্রে দোষৈরুপহতে মূত্রমার্গে বিধারিতে। সশুক্রং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাদ্বস্তিমেহনশূলবান্ * ॥ ৯ ॥

অশ্মরীজমাহ—অশ্মরীহেতুকং পূর্ব্বং মূত্রকৃচ্ছ্রমুদাহৃতম্। অশ্মরী শর্করা চৈব তুল্যসম্ভবলক্ষণে। বিশেষণং শর্করায়াঃ শৃণু কীর্ত্তয়তো মম * ॥ পচ্যমানাশ্মরী পিত্তাচ্ছোষ্যমাণা চ বায়ুনা। বিমুক্তকফসন্ধানা ক্ষরন্তী শর্করা মতা * ॥ ১০—১১ ॥

শর্করায়া উপদ্রবানাহ—হৃৎপীড়া বেপথুঃ শূলং কুক্ষাবগ্নিশ্চ দুর্ব্বলঃ। তয়া ভবতি মূর্চ্ছা চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দারুণম্ ॥ ১২ ॥

বাতকৃচ্ছ্রচিকিৎসা—অভ্যঞ্জনস্নেহনিরূহবস্তিস্বেদোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্। স্থিরাদিভির্বাতহরৈশ্চ সিদ্ধান্দদ্যাদ্রসাংশ্চানিলমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ অমৃতা নাগরং ধাত্রী বাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকঃ। প্রপিবেদ্ বাতরোগার্ত্তঃ শূলবান্ মূত্রকৃচ্ছ্রবান্ ॥ ১৩। ১৪ ॥

পুনর্নবাদ্যো মিশ্রকঃ—পুনর্নবৈরণ্ডশতাবরীভিঃ পত্তূরবৃশ্চীরবলাশ্মভিদ্ভিঃ। দ্বিপঞ্চমূলেন কুলত্থকোলযবৈশ্চ তোয়োৎকথিতে কষায়ে ॥ তৈলং বরাহর্ক্ষবসা ঘৃতঞ্চ তৈরেব কল্কৈর্লবণৈশ্চ সিদ্ধম্। তন্মাত্রয়াত্র প্রতিহন্তি পীতং শূলান্বিতং মারুতমূত্রকৃচ্ছ্রম ॥ ১৫।১৬ ॥

পিত্তকৃচ্ছ্রচিকিৎসা—সেকাবগাহাঃ শিশিরাঃ প্রদেহা গ্রৈষ্মোবিধির্বস্তিপয়োবিকারাঃ। দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈর্ঘৃতৈশ্চ কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু কার্য্যাঃ ॥ ১৭ ॥

তৃণপঞ্চমূলম্—কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্। পিত্তকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম্ ॥ ১৮ ॥

শতাবরীকাশকুশশ্বদংষ্ট্রাবিদারিশালীক্ষুকসেরুকাণাম্। ক্বাথং সুশীতং মধুশর্করাভ্যাং যুক্তং পিবেৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ এর্ব্বারুবীজং মধুকঞ্চ দার্ব্বী পৈত্তে পিবেত্তণ্ডুলধাবনেন। দার্ব্বী তথৈবামলকীরসেন সমাক্ষিকং পিত্তকৃতে তু কৃচ্ছ্রে ॥ হরীতকীগোক্ষুররাজবৃক্ষপাষাণভিদ্ধন্বযবাসকানাম্। ক্বাথং পিবেন্মাক্ষিকসম্প্রযুক্তং কৃচ্ছ্রে সদাহে সরুজে বিবন্ধে ॥ ১৯—২১ ॥

শতাবরী ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ—শতাবরীকাশকুশশ্বদংষ্ট্রাবিদারিকেক্ষ্বামলকেষু সিদ্ধম্। সর্পিঃ পয়ো বা সিতয়া বিমিশ্রং কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু যোজ্যম্ ॥ ২২ ॥

---

* উপহতে দূষিতে ॥ ৯ ॥ সুশ্রুতে শর্করাজমপি মূত্রকৃচ্ছ্রমুক্তমত্র তু তস্য নবমসংখ্যানিয়মার্থমশ্মরীশর্করয়োঃ সাম্যমাহ অশ্মরীতি সম্ভবঃ কারণং ॥ ১০ ॥ পিত্তেন পচ্যমানা মূত্রশুক্রসংহতিঃ। প্রথমং পিত্তেন ইন্ধনকর্ম্মণা পচ্যমানা পশ্চাদ্বাতেন শোষিতা কফেনাশ্লিষ্টা অশ্মরী, সৈব বিমুক্তকফসন্ধানা ত্যক্তকফাশ্লেষা সতী শর্করারূপা মূত্রমার্গাৎ ক্ষরন্তী শর্করা মতা এতাবতা কিঞ্চিদেব ভেদঃ ॥ ১১ ॥

ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃতম্—ত্রিকণ্টকৈরণ্ডকুশাদ্যভীরুকর্কারুকেষু স্বরসেষু সিদ্ধম্। সর্পিগুর্ড়াৰ্দ্ধাংশযুতং প্রযোজ্যং কৃচ্ছ্রাশ্মরীমূত্রবিঘাতদোষে॥ অয়ং বিশেষেণ পুনর্বিধেয়ঃ সর্ব্বাশ্মরীণাং প্রবরঃ প্রয়োগঃ॥ ২৩॥

কফকৃচ্ছ্রচিকিৎসা—ক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণৌষধমন্নপানং স্বেদো যবান্নং বমনং নিরূহঃ। তক্রঞ্চ তিক্তৌষধসিদ্ধতৈলান্যভ্যঙ্গপানং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে॥ মূত্রেণ সুরয়া বাপি কদলাস্বরসেন বা। কফকৃচ্ছ্রবিনাশায় সূক্ষ্মং পিষ্ট্বা গুটিং (ক) পিবেৎ॥ তক্রেণ যুক্তং শিতিমারকস্য বীজং পিবেন্ মূত্রবিঘাতহেতোঃ। পিবেত্তথা তণ্ডুলধাবনেন প্রবালচূর্ণং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে॥ ত্রিকটু-ত্রিফলামুস্তং গুগ্‌গুলুঞ্চ সমাক্ষিকম্। গোক্ষুরক্বাথসংযুক্তং গুটিকাং ভক্ষয়েদ্বুধঃ॥ প্রমেহং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং তথৈব চ। অশ্মরীং প্রদরঞ্চৈব নাশয়েদবিকল্পতঃ॥ ২৪—২৮॥

ত্রিদোষকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—সর্ব্বত্রিদোষপ্রভবে চ বায়োঃ স্থানানুপূর্ব্ব্যা প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্। ত্রিভ্যোঽধিকে প্রাগ্‌বমনং কফে স্যাৎ পিত্তে বিরেকঃ পবনে তু বস্তিঃ॥ বৃহতী-ধাবনীপাঠাযষ্টীমধুকলিঙ্গকাঃ। পাচনীয়ো বৃহত্যাদিঃ কৃচ্ছ্রদোষত্রয়াপহঃ॥ গুড়েন মিশ্রিতং ক্ষীরং কদুষ্ণং কামতঃ পিবেৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রেষু সর্ব্বেষু শর্করা বাতরোগনুৎ॥ ২৯—৩১॥

অভিঘাতকৃচ্ছ্রচিকিৎসা—মূত্রকৃচ্ছ্রেঽভিঘাতোত্থে বাতকৃচ্ছ্রক্রিয়া মতা॥ মদ্যং পিবেদ্বা সসিতং সসর্পিঃ শৃতং পয়োবার্দ্ধসিতাপ্রযুক্তম্। ধাত্রীরসঞ্চেক্ষুরসং পিবেদ্বা কৃচ্ছ্রে সরক্তে মধুনা বিমিশ্রম্॥ ৩২॥

পুরীষজকৃচ্ছ্রচিকিৎসা—স্বেদচূর্ণক্রিয়াভ্যঙ্গবস্তয়ঃ স্যুঃ পুরীষজে। ক্বাথো গোক্ষুরবীজস্য যবক্ষারযুতঃ সদা॥ মূত্রকৃচ্ছ্রং শকৃজ্জন্মপীতং শীঘ্রং নিযচ্ছতি॥ ৩৩॥

শুক্রজকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা—লেহঃ শুক্রবিবন্ধোত্থে সশিলাজতু মাক্ষিকম্। এলা হিঙ্গুযুতং ক্ষীরং সর্পির্মিশ্রং পিবেন্নরঃ॥ মূত্রদোষপ্রশুদ্ধ্যর্থং শুক্রদোষহরঞ্চ তৎ। বৃষ্যৈর্বৃংহিতধাতোশ্চ বিধেয়াঃ প্রমদোত্তমাঃ॥ সপ্তচ্ছদারগ্বধকেবুকৈলা নিম্বঃ করঞ্জঃ কুটজো গুড়ূচী। সাধ্যাজলে তেন পচেদ্‌যবাগূং সিদ্ধং কষায়ং মধুসংযুতং বা॥ এর্ব্বারুবীজকল্কশ্চ শ্লক্ষ্ণ-পিষ্টোঽক্ষসংমিতঃ। ধান্যাম্ললবণৈঃ পেয়ো মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনঃ॥ ত্রিকণ্টকারগ্বধদর্ভকাশদুরালভা-পর্ব্বতভেদপথ্যাঃ। নিঘ্নন্তি পীতা মধুনাশ্মরীস্তু সম্প্রাপ্তমৃত্যোরপি মূত্রকৃচ্ছ্রম্॥ নিদিগ্ধিকায়াঃ স্বরসং কুড়বং মধুসংযুতম্। মূত্রদোষহরং পীত্বা নরঃ সম্পদ্যতে সুখী॥ কষায়োঽতিবলামূলসাধিতোঽশেষকৃচ্ছ্রজিৎ। পীতঞ্চ ত্রপুসীবীজং সতিলাজ্যপয়োন্বিতম্॥ ত্রিফলায়াঃ সুপিষ্টায়াঃ কল্কং কোলসমন্বিতম্। বারিণা লবণীকৃত্য পিবেন্ মূত্ররুজাপহম্॥ যবোরুবুকেক্ষুণপঞ্চমূলী-পাষাণ-ভেদৈঃ সশতাবরীভিঃ। কচ্ছ্রেষু গুগ্‌গুলুভয়াবিমিশ্রৈঃ কৃতঃ কষায়ো গুড়সম্প্রযুক্তঃ॥ মূলানি কুশকাশেক্ষুশরাণাঞ্চেক্ষুবালিকা। মূত্রাঘাতাশ্মরীকৃচ্ছ্রে পঞ্চমূলী তৃণাত্মিকা॥ গুড়মামলকং বৃষ্যং শ্রমঘ্নং তর্পণং প্রিয়ম্। পিত্তাসৃগ্‌দাহমূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারণম্॥ সিতাতুল্যো যবক্ষারঃ

(ক) ত্রুটিমিতি বা পাঠঃ।

সর্ব্বকৃচ্ছ্রপ্রসাধনঃ। দ্রাক্ষাসিতোপলাকল্কং কৃচ্ছ্রঘ্নং মস্তুনা যুতম্॥ বিদারী সারিবা ছাগশৃঙ্গী বৎসাদনী নিশা। কৃচ্ছ্রং পিত্তানিলাদ্ধন্তি বল্লীজং পঞ্চমূলকম্॥ এলাশ্মভেদকশিলাজতু-পিপ্পলীনামের্ব্বারুবীজলবণোত্তমকুঙ্কুমানাম্। চূর্ণানি তণ্ডুলজলে লুলিতানি পীত্বা প্রত্যগ্র-মৃত্যুরপি জীবতি মূত্রকৃচ্ছ্রী॥ অয়োরজঃ সূক্ষ্মপিষ্টং মধুনা সহ যোজিতম্। মূত্রকচ্ছ্রং নিহন্ত্যাশু ত্রিভির্লেহৈর্ন সংশয়ঃ॥ ৩৪—৪৮॥

পুনর্নবাদিযমকাবলেহঃ—পুনর্নবামূলতুলাং দশমূলং শতাবরীম্। বলা তুরঙ্গগন্ধা চ তৃণমূলং ত্রিকণ্টকম্॥ বিদারিকন্দনাগাহ্বাগুড়ূচ্যতিবলাস্তথা। পৃথগ্ দশপলান্ ভাগানপাং দ্রোণে বিপাচয়েৎ॥ তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ। মধুকং শৃঙ্গ-বেরঞ্চ দ্রাক্ষাং সৈন্ধবপিপ্পলীম্॥ দ্বিপলাংশান্ পৃথগ্দত্ত্বা যবান্যাঃ কুড়বং তথা। ত্রিংশদ্-গুড়পলান্যত্র তৈলস্যৈরণ্ডজস্য চ॥ এতদীশ্বরপুত্রাণাং প্রাগ্‌ভোজনমনিন্দিতম্। রাজ্ঞাং রাজসমানানাং বহুস্ত্রীপতয়শ্চ যে॥ মূত্রকৃচ্ছ্রে কটিস্রস্তে তথা গাঢ়পুরীষিণাম্। মেঢ্রবং-ক্ষণশূলে চ যোনিশূলে চ শস্যতে॥ যথোক্তানাঞ্চ গুল্মানাং বাতশোণিতিনশ্চ যে। বল্যং রসায়নং শ্রীদং সুকুমারকুমারকম॥ পুনর্নবাশতে দ্রোণঃ প্রদেয়োঽন্যেঽপি চাপরঃ॥ ৪৯-৫৫॥ সুকুমারকযমকপুনর্নবালেহঃ। মূত্রাঘাতাদিবিধানমপ্যত্র কার্য্যম্॥

ইতি মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

অথ মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

জায়ন্তে কুপিতৈর্দ্দোষৈর্মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ। প্রায়ো মূত্রবিঘাদ্যৈর্ব্বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ॥ রৌক্ষ্যাদ্বেগবিঘাতাদ্বা বায়ুর্বস্তৌ সবেদনঃ। মূত্রমাবিশ্য চরতি বিগুণঃ কুণ্ডলীকৃতঃ *॥ মূত্রমল্পাল্পমথবা সরুজং সম্প্রবর্ত্ততে। বাতকুণ্ডলিকাং তীব্রাং ব্যাধিং বিদ্যাৎ সুদারুণম্॥১।৩॥

অষ্ঠীলামাহ—আধ্মাপয়নবস্তিগুদং রুদ্ধ্বা বায়ুশ্চলোন্নতাম্। কুর্য্যাত্তীব্রার্ত্তিমষ্ঠীলাং মূত্রবিণ্মার্গরোধিনীম্ *॥ ৪॥

বাতবস্তিমাহ—বেগং বিধারয়েদ্যস্তু মূত্রস্যাকুশলো নরঃ। নিরুণদ্ধি মুখং তস্য বস্তের্বস্তিগতোঽনিলঃ *॥ মূত্রসঙ্গো ভবেত্তেন বস্তিকুক্ষিনিপীড়িতঃ। বাতবস্তিঃ সবিজ্ঞেয়ো ব্যাধিঃ কৃচ্ছ্রপ্রসাধনঃ *॥ ৫—৬॥

---

* রৌক্ষ্যাৎ কায়স্য, বেগবিঘাতাৎ মূত্রাদিবেগনিরোধাৎ আবিশ্য আবৃত্য। মূত্রমিতি রৌক্ষ্যাদি-ভির্বেগবিঘাতাদিভিশ্চ বিগুণঃ দুষ্টঃ কুণ্ডলীকৃতঃ বাতাবর্ত্তবদ্ বস্তাবেব ভ্রমংস্তিষ্ঠতি। কুণ্ডলীভূতো বায়ুঃ বস্তৌ মূত্রাশয়ে চরতি প্রধাবতি। আবদ্ধত্বাদ্ ভ্রমংস্তিষ্ঠতি॥ ২॥ বাতঃ বস্তিগুদং রুদ্ধ্বা অর্থাত্তদ-ন্তর্গতং মূত্রং মলঞ্চ নিরুধ্য বস্তিং গুদঞ্চ আধ্মাপয়ন্ আধ্মানং কুর্ব্বন্ অষ্ঠীলাং অষ্ঠীলাতুল্যাং গ্রন্থিং কুর্য্যাৎ। চলোন্নতাং চলামুন্নতাঞ্চ॥ ৪॥ অকুশলঃ মূর্খঃ, তস্য পুরুষস্য বস্তের্মুখং নিরুণদ্ধি বস্তিগতো বায়ুঃ॥ ৫॥ তেন বায়ুনা মূত্রসঙ্গোবিঘাতো ভবতি বস্তিকুক্ষিনিপীড়িতঃ ইতি বস্তৌ কুক্ষৌ নিপীড়িতঃ সম্পী-ড়িতো বায়ুরিতি সম্বন্ধঃ। মূত্রসঙ্গঃ মূত্রাবরোধঃ॥ ৬॥

মূত্রাতীতমাহ—চিরং ধারয়তো মূত্রং ত্বরয়া ন প্রবর্ত্ততে। মেহমানস্য মন্দং বা মূত্রাতীতঃ স উচ্যতে * ॥ ৭ ॥

মূত্রজঠরমাহ—মূত্রস্য বেগেঽভিহতে তদুদাবর্ত্তহেতুকঃ। অপানঃ কুপিতো বায়ুরুদরং পূরয়েদ্ ভৃশম্ * ॥ নাভেরধস্তাদাধ্মানং জনয়েত্তীব্রবেদনম্। তন্মূত্রজঠরং বিদ্যাদধো বস্তিনিরোধজম্ * ॥ ৮ । ৯ ॥

মূত্রোৎসঙ্গমাহ—বস্তৌ বাপ্যথবা নালে মণৌ বা যস্য দেহিনঃ। মূত্রং প্রবৃত্তং সজ্জেত সরক্তং বা প্রবাহতঃ * ॥ স্রবেচ্ছনৈরল্পমল্পং সরুজং বাপ্যনীরুজম্। বিগুণানিলজো ব্যাধিঃ সমূত্রোৎসঙ্গসংজ্ঞিতঃ ॥ ১০ । ১১ ॥

মূত্রক্ষয়মাহ—রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বস্তিস্থৌ পিত্তমারুতৌ। মূত্রক্ষয়ং সরুগ্দাহং জনয়েতাং তদাহ্বয়ম্ * ॥ ১২ ॥

মূত্রগ্রন্থিমাহ—অন্তর্বস্তিমুখে বৃত্তঃ স্থিরোঽল্পঃ সহসা ভবেৎ। অশ্মরীতুল্যরুগ্ গ্রন্থির্মূত্রগ্রন্থিঃ স উচ্যতে * ॥ ১৩ ॥

মূত্রশুক্রমাহ—মূত্রিতস্য স্ত্রিয়ং যাতো বায়ুনা শুক্রমুদ্গতম্। স্থানাৎ চ্যুতং মূত্রয়তঃ প্রাক্ পশ্চাদ্বা প্রবর্ত্ততে। ভস্মোদকপ্রতীকাশং মূত্রশুক্রং তদুচ্যতে * ॥ ১৪ ॥

উষ্ণবাতমাহ—ব্যায়ামাধ্বাতপৈঃ পিত্তং বস্তিং প্রাপ্যানিলাবৃতম্। বস্তিং মেঢ্রং গুদঞ্চৈব প্রদহন্ স্রাবয়েদধঃ ॥ মূত্রং হারিদ্রমথবা সরক্তং রক্তমেব বা। কৃচ্ছ্রাৎ পুনঃ পুনর্জন্তোরুষ্ণবাতং বদন্তি তম্ * ॥ ১৫ । ১৬ ॥

মূত্রসাদমাহ—পিত্তং কফো দ্বাবপি বা সংহন্যেতেঽনিলেন চেৎ। কৃচ্ছ্রান্ মূত্রং তদা পীতং রক্তং শ্বেতং ঘনং স্রবেৎ * ॥ সদাহং রোচনাশঙ্খচূর্ণবর্ণস্রবেচ্চ তৎ। শুষ্কং সমস্তবর্ণং বা মূত্রসাদং বদন্তি তম্ * ॥ ১৭ । ১৮ ॥

বিড়্বিঘাতমাহ—রুক্ষদুর্ব্বলয়োর্বাতেনোদাবর্ত্তং শকৃদ্যদা। মূত্রস্রোতোঽনুপদ্যেত বিট্সংসৃষ্টং তদা নরঃ। বিড়্গন্ধং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাদ্বিড়্বিঘাতং বিনির্দ্দিশেৎ * ॥ ১৯ ॥

---

* মেহমানস্য মূত্রমুৎসৃজতঃ মন্দং বা অল্পং বা ॥ ৭ ॥ তদুদাবর্ত্তহেতুক ইতি মূত্রবেগধারণজনিতোদাবর্ত্তনিদানমাধ্মানং কুর্য্যাৎ ॥ ৮ ॥ অধোবস্তিনিরোধজম্ বস্তেরধোদেশে বিবন্ধকারকম্ ॥ ৯ ॥ নালে মেঢ্রে, মণৌ মেহনগ্রন্থৌ, সজ্জেত নিরুদ্ধং স্যাৎ, সরক্তং প্রবাহতঃ কণ্ঠক্কলেন সবলং মূত্রপুরীষবাতানামধঃপ্রেরণম্ প্রবাহণং তেন কুপিতেন বায়ুনা বস্ত্যাদিভেদাৎ সরক্তং মূত্রং স্রবেদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ক্লান্তদেহস্য ম্লানদেহস্য তদাহ্বয়ং মূত্রক্ষয়সংজ্ঞম্ ॥ ১২ ॥ অন্তর্বস্তিমুখে বস্ত্যভ্যন্তরে, অল্পঃ ক্ষুদ্রামলকপ্রমাণঃ, মন্বস্যাশ্মর্য্যা সহ কো ভেদঃ ? উচ্যতে অশ্মরী ক্রমশঃ সঞ্চয়েন স্যাদয়ন্তু সহসা ভবেদিতি ভেদঃ। অপরো ভেদঃ অশ্মর্য্যাং পিত্তাধিকং মন্যতে অত্রতু রক্তমেব। যত্ত উক্তং তন্ত্রান্তরে 'রক্তং বাতকফাদ্দুষ্টং বস্তিদ্বারে সুদারুণং। গ্রন্থিং কুর্য্যাৎ সকৃচ্ছ্রেণ সৃজেন্ মূত্রং তদাবৃতম্ ॥ ১৩ ॥ মূত্রিতস্য মূত্রবেগযুক্তস্য শুক্রং স্থানাৎ চ্যুতং পশ্চাদ্বায়ুনা উদ্ধৃতং উর্দ্ধনীতং ভস্মোদকপ্রতীকাশং ভস্মসহিতজলসদৃশং মূত্রশুক্রং তদুচ্যতে ॥ ১৪ ॥ সরক্তং ঈষল্লোহিতং ॥ ১৬ ॥ সংহন্যেতে ঘনীক্রিয়েতে ॥ ১৭ ॥ শুষ্কং অল্পং। সমস্তবর্ণং উক্তসকলবর্ণযুক্তং ॥ ১৮ ॥ উদাবর্ত্তং উর্দ্ধংনীতং বিড়্গন্ধং বা বাশব্দোঽত্র যোজনীয়ঃ ॥ ১৯ ॥

বস্তিকুণ্ডলমাহ—দ্রুতাধ্বলঙ্ঘনায়াসৈরভিঘাতাৎ প্রপীড়নাৎ। স্বস্থানাদ্বস্তিরুদ্বৃত্তঃ স্থূলস্তিষ্ঠতি গর্ভবৎ * ॥ শূলস্পন্দনদাহার্ত্তো বিন্দুং বিন্দুং স্রবত্যপি। পীড়িতস্তু সৃজেদ্ধারাং সংস্তম্ভোদ্বেষ্টনার্ত্তিমান্ * ॥ বস্তিকুণ্ডলমাহুস্তং ঘোরং শস্ত্রবিষোপমম্। পবনপ্রবলং প্রায়ো দুর্নিবারমবুদ্ধিভিঃ * ॥ তস্মিন্ পিত্তান্বিতে দাহঃ শূলং মূত্রবিবর্ণতা। শ্লেষ্মণা গৌরবং শোথঃ স্নিগ্ধং মূত্রং ঘনং সিতম্ ॥ ১৮—২১ ॥

তস্যৈবাসাধ্যস্য লক্ষণমাহ—শ্লেষ্মরুদ্ধবিলো বস্তিঃ পিত্তোদীর্ণো ন সিদ্ধ্যতি। অবিভ্রান্তবিলঃ সাধ্যো ন চ যঃ কুণ্ডলীকৃতঃ। স্যাদ্বস্তৌ কুণ্ডলীভূতে তৃণ্মোহঃ শ্বাস এব চ * ॥ ২২ ॥

অথ মূত্রাঘাতস্য চিকিৎসা—স্নেহস্বেদোপপন্নস্য হিতং স্নেহবিরেচনম্। দদ্যাদুত্তরবস্তিঞ্চ মূত্রাঘাতে সবেদনে ॥ নলকুশকাশেক্ষুবলাক্বাথং প্রাতঃ সুশীতলং সসিতম্। পিবতো নশ্যতি নিয়তং মূত্রগ্রহ ইত্যুবাচ কবিঃ ॥ গোজীনাম্নো মূলং পলমেকং ক্বথিতশেষিতং পীতম্। ক্ষিপ্ত্বা মধু চ সিতাঞ্চ প্রণুদতি মূত্রস্য সংরোধম্ ॥ গোধাপদ্যা মূলং ক্বথিতং ঘৃততৈলগোরসোন্মিশ্রম্। পীতং নিরুদ্ধমচিরাদ্ ভিনত্তি মূত্রস্য সঙ্ঘাতম্ ॥ পিবেচ্ছিলাজতুক্বাথে যুক্তং বীরতরাদিজে। ক্বাথং সপত্রমূলস্য গোক্ষুরস্য ফলস্য চ ॥ পিবেন্মধুসিতাযুক্তং মূত্রকৃচ্ছ্ররুজাপহম্ ॥ ঘনসারস্য চূর্ণেন বস্তস্যার্দ্ধাবিকাম্বুনা। গুণ্ডয়িত্বা ধ্বজে ক্ষিপ্ত্বা মূত্ররোধং জহাতি তম্ ॥ সদাভদ্রাশ্মভিন্মূলং শতাবর্য্যাঃ সচিত্রকম্। রোহিণীকোকিলাক্ষৌ চ বচাশৈলত্রিকণ্টকম্ ॥ শ্লক্ষ্ণপিষ্টঃ সুরাপীতো মূত্রাঘাতপ্রবাধনঃ। পিবেদ্বর্হিশিখামূলং দুগ্ধভুক্ তণ্ডুলাম্ভসা ॥ বস্তিমুত্তরবস্তিং বা সর্ব্বেষামেব দাপয়েৎ। নিদিগ্ধিকায়াঃ স্বরসং পিবেদ্বস্ত্রাৎ পরিস্রুতম্ ॥ জলে কুঙ্কুমকল্কং বা সক্ষৌদ্রমুষিতং নিশি। সতৈলং পাটলাভস্মক্ষারং বধ্বা পরিস্রুতম্ ॥ ত্রিকণ্টকৈরণ্ডশতাবরীভিঃ সিদ্ধং পয়ো বা তৃণপঞ্চমূলে। গুড়প্রগাঢ়ং সঘৃতং পয়ো বা রোগেষু কৃচ্ছ্রাদিষু শস্তমেতৎ ॥ সিতক্ষারান্বিতং মূলং বায়সীতৈলকন্দয়োঃ। কোশকাররসৈঃ পীতং বস্তিকুণ্ডলজিদ্ভবেৎ ॥ শৃতশীতপয়োঽন্নাশী চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা। পিবেৎ সশর্করং শ্রেষ্ঠমুষ্ণবাতে সশোণিতে ॥ ২৩—৩৬ ॥

শিলোদ্ভিদাদি তৈলম্—শিলোদ্ভিদৈরণ্ডসমস্থিরাভিঃ পুনর্নবাভীরুরসেষু সিদ্ধম্। তৈলং শৃতং ক্ষীরমথানুপানং কালেষু কৃচ্ছ্রাদিষু সম্প্রয়োজ্যম্ ॥ ৩৭ ॥

ধান্যগোক্ষুরকং ঘৃতম্—ধান্যগোক্ষুরকক্বাথকল্কযুক্তং ঘৃতং হিতম্। মূত্রাঘাতে মূত্রকৃচ্ছ্রে শুক্রদোষে চ দারুণে ॥ ৩৮ ॥

---

* দ্রুতাধ্বলঙ্ঘনং শীঘ্রং মার্গচলনং। উদ্বৃত্তঃ উত্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ স্পন্দনং কিঞ্চিচ্চলনং ॥ ১৯ ॥ ঘোরং মারকং শস্ত্রবিষোপমং শস্ত্রং খড়্গাদিতদ্বচ্ছীঘ্রং মারকং বিষমত্র গরলস্তদ্বদ্বিলম্ব্য মারকং এতাবতামারকমবশ্যং শীঘ্রং বিলম্বেন বা ॥ ২০ ॥ বিলং বস্তিমুখরন্ধ্রং পিত্তোদীর্ণঃ পিত্তেনোদ্ধৃতঃ অবিভ্রান্তবিলঃ কফেনাবৃতবিলঃ। পশ্চাৎ কুণ্ডলীকৃতঃ স সাধ্যঃ। এতেন কুণ্ডলীভূতোঽসাধ্যঃ। কুণ্ডলীভূতস্য লক্ষণমাহ তৃড়িত্যাদি। কুণ্ডলীভূতস্যায়মর্থঃ কফেন বিলাবরোধাৎ তত্র বাতঃ কুণ্ডলাকারেণ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ভদ্রাবহং ঘৃতং—অম্বষ্ঠা পাটলা চৈব বর্ষাভূদ্বয়মেব চ। বিদারীকন্দঃ কাশশ্চ কুশ-মোরটগোক্ষুরাঃ॥ পাষাণভেদো বারাহী শালিমূলং শরস্তথা। ভল্লাতকং শিরীষস্য মূল-মেষামথাহরেৎ॥ সমভাগানি সর্ব্বাণি ক্বাথয়িত্বা বিচক্ষণঃ। পাদশেষকষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ কল্কং দত্ত্বাথ মতিমান্ গিরিজং মধুকং তথা। নীলোৎপলঞ্চ কাকোলীং বীজং ত্রাপুসমেব চ॥ কুষ্মাণ্ডঞ্চ তথৈর্বারুসম্ভবঞ্চ সমং ভবেৎ। উষ্ণবাতং নিহন্ত্যেতদ্ ঘৃতং ভদ্রাবহং স্মৃতম্॥ ৩৯—৪৩॥

বিদারীঘৃতম্—বিদারী বৃষকো যূথা মাতুলুঙ্গী চ ভূস্তৃণম্। পাষাণভেদঃ কস্তূরী বস্তুকো বসিরোঽনলঃ॥ পুনর্নবা বচা রাস্না বলা চাতিবলা তথা। কশেরুবিষশৃঙ্গাটতামলক্যঃ স্থিরাদয়ঃ॥ শরেক্ষুদর্ভমূলঞ্চ কুশঃ কাশস্তথৈব চ। পলদ্বয়ন্তু সংহৃত্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥ পাদশেষে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। শতাবর্য্যাস্তথা ধাত্র্যাঃ স্বরসো ঘৃতসম্মিতঃ॥ ষট্‌পলং শর্করায়াশ্চ কার্ষিকাণ্যপরাণি চ। যষ্ট্যাহ্বং পিপ্পলী দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্যং সপরূষকম্॥ এলা দুরালভা কৌন্তী কুঙ্কুমং নাগকেশরম্। জীবনীয়ানি চাষ্টৌ চ দত্ত্বা চ দ্বিগুণং পয়ঃ॥ এতৎ সর্পির্বিপক্তব্যং শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা বুধৈঃ। মূত্রাঘাতেষু সর্ব্বেষু বিশেষাৎ পিত্তজেষু চ॥ শর্করাশ্মরিশূলেষু শোণিতপ্রভবেষু চ। হৃদ্রোগে পিত্তগুল্মে চ বাতাসৃক্‌পিত্তজেষু চ॥ কাসশ্বাসক্ষতোরস্কধনুঃস্ত্রীভারকর্ষিতে। তৃষ্ণা ছর্দ্দিমনঃকম্পশোণিতচ্ছর্দ্দনে তথা॥ রক্তে যক্ষ্মণ্যপস্মারে তথোন্মাদে শিরোগ্রহে। যোনিদোষে রজোদোষে শুক্রদোষে স্বরা-ময়ে॥ এতৎ স্মৃতিকরং বৃষ্যং বাজীকরণমুত্তমম্। পুত্রদং বলবর্ণাঢ্যং বিশেষাদ্বাতনাশনম্॥ পানভোজননস্যেষু ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে। বিদারীঘৃতমিত্যুক্তং রসায়নমনুত্তমম্॥ ৪৪—৫৪॥

পিষ্ট্বাখুমলমুষ্ণেন চারনালেন পেষ্যতে। বদ্ধমূত্রং নিহন্ত্যাশু তথৈব করভীভবম্॥ স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গেন শোণিতং যস্য বিচ্যতে। মৈথুনোপরমশ্চাস্য বৃংহণীয়ো বিধির্হিতঃ॥ তাম্রচূড়বসাতৈলং হিতঞ্চোত্তরবস্তিষু॥ স্বগুপ্তাফলমৃদ্বীকাকৃষ্ণেক্ষু সসিতারজঃ। সমাংশ-মর্দ্ধভাগানি ক্ষীরক্ষৌদ্রঘৃতানি চ॥ সর্ব্বং সম্যগ্বিমথ্যাক্ষমাত্রং লীঢ্বা পয়ঃ পিবেৎ। হন্তি শুক্রক্ষয়োত্থাংশ্চ দোষান্ বন্ধ্যাসুতপ্রদম্॥ ৫৫—৬০॥

ক্ষৌদ্রার্দ্ধভাগযোগঃ—ক্ষৌদ্রার্দ্ধভাগঃ কর্ত্তব্যো ভাগঃ স্যাৎ ক্ষীরসর্পিষোঃ। শর্করায়াশ্চ চূর্ণঞ্চ দ্রাক্ষাচূর্ণং চ তৎ সমম্॥ স্বয়ংগুপ্তাফলঞ্চৈব তথৈবেক্ষুরকস্য চ। পিপলীনাং তথা চূর্ণং সমভাগং প্রদাপয়েৎ॥ তদৈকধ্যং সমানীয় খল্লেনাতিবিমথ্য চ। তস্য পাণিতলং চূর্ণং লিহেৎ ক্ষীরং ততঃ পিবেৎ। এতৎ সম্যক্ প্রযুঞ্জানো যোনিদোষাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৬১—৬৩॥

কর্পূররজসা যুক্তা বস্ত্রবর্ত্তিঃ শনৈঃ শনৈঃ। মেঢ্রমার্গান্তরে ন্যস্তা মূত্রাঘাতং ব্যপোহতি॥ মূত্রকৃচ্ছ্রেঽশ্মরীরোগে ভেষজং যৎপ্রকীর্ত্তিতম্। মূত্রাঘাতেষু কৃচ্ছ্রেষু তৎ কুর্য্যাদ্দেশকালবিৎ॥ ৬৪—৬৫॥

ইতি মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

অথাশ্মরীরোগাধিকারঃ।

সংখ্যাহ—বাতপিত্তকফৈস্তিস্রশ্চতুর্থী শুক্রজা মতা। প্রায়ঃ শ্লেষ্মাশ্রয়াঃ সর্ব্বা অশ্মর্য্যঃ স্যুর্যমোপমাঃ * ॥ ১ ॥

সম্প্রাপ্তিমাহ—বিশোষয়েদ্বস্তিগতং সশুক্রং মূত্রং সপিত্তং পবনঃ কফং বা। যদা তদাশ্মর্য্যুপজায়তে তু ক্রমেণ পিত্তেষ্বিব রোচনা গোঃ * ॥ ২ ॥

তস্যানেকদোষাশ্রয়ত্বমাহ—নৈকদোষাশ্রয়াঃ সর্ব্বা অথাসাং পূর্ব্বলক্ষণম্। বস্ত্যাধ্মানং তদাসন্নদেশেষু পরিতোঽতিরুক্ ॥ মূত্রে বস্তসগন্ধত্বং মূত্রকৃচ্ছ্রং জ্বরোঽরুচিঃ * ॥ ৩ ॥

সামান্যং লক্ষণমাহ—সামান্যলিঙ্গং রুঙ্নাভিসেবনীবস্তিমূর্দ্ধসু। বিশীর্ণধারং মূত্রং স্যাত্তয়া মার্গনিরোধনে * ॥ তদ্ব্যপায়াৎ সুখং মেহেদচ্ছং গোমেদকোপমম্। তৎসংক্ষোভাৎ ক্ষতে সাস্রমায়াসাচ্চাতিরুগ্ ভবেৎ * ॥ ৪—৫ ॥

বাতাশ্মরীমাহ—তত্র বাতাদ্ ভৃশঞ্চার্ত্তো দন্তান্ খাদতি বেপতে। মৃদ্নাতি মেহনং নাভিং পীড়য়ত্যনিশং ক্বণন্ ॥ সানিলং মুঞ্চতি শকৃন্মুহুর্ম্মেহতি বিন্দুশঃ। শ্যাবা রুক্ষাশ্মরী চাস্য স্যাৎ সঞ্চিতা কণ্টকৈরিব ॥ তস্যাঃ পূর্ব্বেষু রূপেষু স্নেহাদিক্রম ইষ্যতে ॥ ৬। ৭ ॥

শুণ্ঠ্যাদিকষায়ঃ—শুণ্ঠ্যগ্নিমন্থপাষাণশিগ্রুবরুণগোক্ষুরৈঃ। কাশ্মর্য্যারগ্বধফলৈঃ ক্বাথং কৃত্বা বিচক্ষণঃ ॥ রামঠক্ষারলবণচূর্ণং দত্ত্বা পিবেন্নরঃ। অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং দীপনং পাচনং পরম্। হন্যাৎ কোষ্ঠাশ্রিতং বাতং কট্যূরুগুদমেঢ্রজম্ ॥ ৮। ৯ ॥

এলাদিক্বাথঃ—এলোপকুল্যামধুকাশ্মভেদকৌন্তীশ্বদংষ্ট্রাবৃষকোরুবূকৈঃ। শৃতং পিবেদশ্মজতুপ্রগাঢ়ং সশর্করে সাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ১০ ॥

বরুণাদিকষায়ঃ—বরুণস্য ত্বচং শ্রেষ্ঠাং শুণ্ঠীগোক্ষুরসংযুতাম্। যবক্ষারগুড়ং দত্ত্বা ক্বাথয়িত্বা পিবেদ্ধিমম্। অশ্মরীং বাতজাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ১১ ॥

---

* শ্লেষ্মাশ্রয়াঃ শ্লেষ্মসমবায়িকারণাঃ শুক্রজাং বিনা, শুক্রজায়াস্তু শুক্রস্যৈব সমবায়িকারণত্বাৎ, অন্যে তু শুক্রাশ্মর্য্যামপি কফকারণত্বমিচ্ছন্তি। প্রায়ঃশব্দশ্চাত্র বিশেষার্থঃ যমোপমাঃ চিকিৎসাং বিনা ॥১॥ যদা পবনো বস্তিগতং সশুক্রং মূত্রং সপিত্তং কফং বা শোষমুপনয়েৎ, তদাশ্মরী ভবতি ক্রমেণ ক্রমশো বর্দ্ধমানা গোঃপিত্তেষু রোচনেবেত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥ বস্তঃ ছগলকঃ ॥ ৩ ॥ বস্তিমূর্দ্ধা নাভেরধোদেশঃ বিশীর্ণধারং সবিচ্ছেদধারং তয়াশ্মর্য্যা। মার্গঃ মূত্রবাহি স্রোতঃ ॥ ৪ ॥ তদ্ব্যপায়াৎ কদাচিৎ বায়ুনাশ্মর্য্যা মূত্রমার্গাদন্যত্র গমনাৎ সুখং মেহেৎ মূত্রয়েৎ গোমেদকোপমং গোমেদকো মণিঃ কিঞ্চিল্লোহিতস্তদ্বর্ণং। তৎ সংক্ষোভাৎ তস্যা অশ্মর্য্যাঃ সঞ্চারাৎ ঘর্ষণেন মূত্রবহে স্রোতসি ক্ষতে জাতে সাস্রং সরক্তং মেহেৎ। আয়াসাৎ প্রবাহণাদিজনিতাৎ ॥ ৫ ॥

পাষাণভেদাদ্যং ঘৃতম্—পাষাণভেদো বস্তুকো বশীরোঽশ্মন্তকস্তথা। শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বৃহতী কণ্টকারিকা॥ কপোতবঙ্কার্ত্তগলকাঞ্চনোশীরগুন্দ্রকাঃ। বৃক্ষাদনী ভল্লুকশ্চ বরুণঃ শাকজং ফলম্॥ যবাঃ কুলত্থাঃ কোলানি কতকস্য ফলানি চ। উষকাদিপ্রতিবাপমেষাং ক্বাথে শৃতং ঘৃতম্। ভিনত্তি বাতসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু॥ ১২—১৪॥

ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াংশ্চ পয়াংসি চ। ভোজনানি প্রকুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ বাতনাশনে॥ বীরবৃক্ষোঽগ্নিমন্থশ্চ কাশবৃক্ষাদনীকুশাঃ। মোরটেন্দীবরী সূর্য্যভক্তা গোক্ষুরটুণ্টুকাঃ॥ বসুকো বশিরো দর্ভশৈরেয়াবশ্মভেদকঃ। গুন্দ্রো নলঃ কুরুণ্টশ্চ গণো বীরতরাদিকঃ॥ অশ্মরী শর্করা কৃচ্ছ্রমারুতার্ত্তিহরো মতঃ। বৃহদ্বাতে বীরতরস্তদভাবে মতঃ শরঃ॥ ১৬—১৮॥

পিত্তাশ্মরীমাহ—পিত্তেন দহ্যতে বস্তিঃ পচ্যমান ইবোষ্মণা। ভল্লাতকাস্থিসংস্থানা রক্তা পীতাঽসিতাশ্মরী॥ ১৯॥

কুশাদ্যং ঘৃতম্—কুশঃ কাশঃ শরো গুন্দ্র উৎকটো মোরটাশ্মভিৎ। দর্ভো বিদারী বারাহী শালিমূলং ত্রিকণ্টকঃ॥ ভল্লুকঃ পাটলা পাঠা পত্তূরোঽথ কুরুণ্টকঃ। পুনর্নবা শিরীষশ্চ ক্বথিতাস্তেষু সাধিতম্॥ ঘৃতং শিলাহ্বমধুকৈর্বীজৈরিন্দীবরস্য চ। ত্রপুসৈর্বারুকাদীনাং বীজৈশ্চাবাপিতং শুভম্॥ ভিনত্তি পিত্তসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব চ *॥ ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াংশ্চ পয়াংসি চ। ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ পিত্তনাশনে॥২০-২৩॥

শিলাজতু শিলাহ্বং স্যাৎ পটীরো গুণ্ঠগুন্দ্রকৌ। মধুকঃ কৃতহ্রস্বত্বাদ্বীজৈর্বীজকমুচ্যতে॥ কুর্য্যাৎ ক্ষীরাদিকং ক্বাথে তস্মিন্ ক্ষেপমবাপকৈঃ। বর্গত্বেন যথালাভং পরিভাষা প্রবর্ত্ততে॥ ২৪—২৫॥

কফাশ্মরীমাহ—বস্তির্নিস্তুদ্যত ইব শ্লেষ্মণা শীতলো গুরুঃ। অশ্মরী মহতী শ্লক্ষ্ণা মধুবর্ণাথবাসিতা॥ এতা ভবন্তি বালানাং তেষামেব তু ভূয়সা। আশ্রয়োপচয়াল্পত্বাদ্ গ্রহণাহরণে সুখাঃ॥ ২৬। ২৭॥

বরুণাদিঘৃতম্—গণে বরুণকাদৌ তু গুগ্গুল্বেলাহরেণুভিঃ। কুষ্ঠভদ্রাহ্বমরিচচিত্রকৈঃ সসুরাহ্বয়ৈঃ॥ এতৈঃ সিদ্ধমজাসর্পিরূষকাদিগণেন চ। ভিনত্তি কফসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব চ। শট্যাদিস্তেন চাত্রেষ্টো গণঃ শ্যামাদিকো বুধৈঃ॥ ২৮—২৯॥

বরুণাদিগণঃ—বরুণার্ত্তগলঃ শিগ্রুস্তর্কারীনক্তমালকৌ। মোরটারণিবিল্বাশ্চ বিম্বা বস্তুকচিত্রকাঃ॥ শৈরীয়ো বশিরোঽক্ষীবশ্চাজশৃঙ্গী শতাবরী। দর্ভো বৃহতিকা ব্যাঘ্রী মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ বরুণাদিগণোহ্যেষ কফমেদোনিবারণঃ। বিনিহন্তি শিরঃশূলং গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধীন্॥ ক্ষারান্যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াংশ্চ পয়াংসি চ। ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ কফনাশনে॥ ৩০—৩৩॥

---

* বীজং বীজসারঃ সরোজবীজং বা॥ ২২॥

শুক্রাশ্মরীমাহ—শুক্রাশ্মরী তু মহতাং জায়তে শুক্রধারণাৎ * ॥ ৩৪ ॥

শুক্রাশ্মর্য্যাঃ সম্প্রাপ্তিমাহ—স্থানাৎ চ্যুতমমুক্তং হি মুষ্কয়োরন্তরেঽনিলঃ। শোষয়িত্বোপসংহৃত্য শুক্রং তচ্ছুক্রমশ্মরী * ॥ ৩৫ ॥

তস্যা লক্ষণমাহ—বস্তিরুক্কৃচ্ছ্রমূত্রত্বমুষ্কশ্বয়থুকারিণী। তস্যামুৎপন্নমাত্রায়াং শুক্রমেতি বিলীয়তে * ॥ পীড়িতে ত্ববকাশেঽস্মিন্নশ্মর্য্যেব চ শর্করা ॥ সা ভিন্নমূর্ত্তির্বাতেন শর্করেত্যভিধীয়তে * ॥ ৩৬ । ৩৭ ॥

শর্করায়াঃ পাতমবরোধঞ্চ সহেতুকমাহ—অণুশো বায়ুনা ভিন্না সা তস্মিন্নমুলোমগে। নিরেতি সহ মূত্রেণ প্রতিলোমে বিবধ্যতে। মূত্রস্রোতঃ প্রবৃত্তা সা সক্তা কুর্য্যাদুপদ্রবান্ * ॥ ৩৮ ॥

উপদ্রবানাহ—দৌর্ব্বল্যং সদনং কার্শ্যং কুক্ষিরোগমথারুচিম্। পাণ্ডুত্বমূষ্ণবাতঞ্চ তৃষ্ণাং হৃৎপীড়নং বমিম্ * ॥ ৩৯ ॥

অশ্মরীশর্করাসিকতানামরিষ্টমাহ—প্রশূননাভিবৃষণং বদ্ধমূত্রং রুজাতুরম্। অশ্মরী ক্ষপয়ত্যাশু শর্করা সিকতান্বিতা * ॥ ৪০ ॥

অশ্মর্য্যাশ্চিকিৎসা—শুক্রাশ্মর্য্যান্তু সামান্যো বিধিরশ্মরিনাশনঃ। যবক্ষারগুড়োন্মিশ্রং রসং পুষ্পফলোদ্ভবম্ ॥ পিবেন্মূত্রবিবন্ধঘ্নং শর্করাশ্মরিনাশনম্। তিলাপামার্গকদলীপলাশযববিল্বজঃ ॥ ক্বাথং পেয়োঽবিমূত্রেণ শর্করাশ্মরিনাশনঃ ॥ কেবুকাঙ্কোলকতকশাকেন্দীবরজৈঃ ফলৈঃ। পীতমুষ্ণাম্বু সগুড়ং শর্করাং পাতয়ত্যধঃ ॥ পাষাণভিদ্গোক্ষুরকোরুবূকো দ্বৌ কণ্টকার্য্যৌ ক্ষুরকাহ্বমূলম্ দগ্ধা পিবেৎ ক্ষারসুপিষ্টমেতৎ স্যাদ্ ভেদনার্থং সিকতাশ্মরীণাম্ ॥ যঃ পিবেদ্ রজনীং সম্যক্ সগুড়াং তুষবারিণা। তস্যাশু চিরগূঢ়াপি যাত্যস্তং মেঢ্রশর্করা ॥ পিবতঃ কুটজং দগ্ধা পথ্যমন্নঞ্চ খাদতঃ। নিপতন্ত্যচিরাৎ তস্য নিয়তং মেঢ্রশর্করা ॥ ত্রাপুসবীজং পয়সা পীতং বা নারিকেরজং কুসুমম্। বিণ্‌মূত্রশর্করা বা ভবতি সুখী কতিপয়ৈর্দ্দিবসৈঃ ॥ শ্বদংষ্ট্রাবরুণঃ শুণ্ঠী ক্বাথং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ। শর্করাশ্মরিশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রহরং পরম্ ॥ কুষ্মাণ্ডকরসো হিঙ্গুযবক্ষারসমাযুতঃ। বস্তৌ মেঢ্রে স শূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রহরং পরম ॥

---

* অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ. তু শব্দোঽত্রাবধারণার্থঃ, তেন মহতামেব নতু বালানাং বক্ষ্যমাণসম্প্রাপ্তেরসম্ভবাৎ নতু শুক্রাভাবো বাচ্যঃ। শুক্রধারণাৎ উপস্থিত শুক্রবেগস্য মৈথুনাকরণাৎ ॥ ৩৪ ॥ অনিলঃ মৈথুনবেগেন স্থানচ্যুতং শুক্রং মৈথুনবেগনিবারণেন ধৃতং শুক্রং মুষ্কয়োঃ মেঢ্রসহিতয়োঃ মেঢ্রবৃষণয়োরন্তর ইতি সুশ্রুতবচনাৎ, তেন মেঢ্রবৃষণমধ্যগতবস্তিমুখে উপসংহৃত্য একীকৃত্য শোষয়তি তচ্ছুক্রাশ্মরী তথাভূতং শুক্রমেবাশ্মরী ॥৩৫॥ তস্যাং শুক্রাশ্মর্য্যাম্, উৎপন্নমাত্রায়াং যদা সা কথমপি বিলীয়তে বিলয়ং যাতি, তদা শুক্রং এতি মূমূত্রমার্গাৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৬। পীড়িতে ত্ববকাশেঽস্মিন্ তু শব্দোঽবধারণে তেনাস্মিন্নেব অবকাশে স্থানে মেঢ্রবৃষণয়োরন্তরে পীড়িতে সতি সা বিলীয়তে অন্তর্লীনা ভবতি। অবস্থাভেদাদশ্মরী শর্করাসিকতা ভবতীত্যাহ। অশ্মর্য্যেব চ শর্করা। চকারাৎ সিকতা চ ভবতি শর্করাসিকতয়োশ্চ ভেদো মহত্ত্বাল্পত্বাভ্যাং বোদ্ধব্যঃ। কথমশ্মরী শর্করা ভবতীত্যাহ সেতি সা অশ্মরী ॥৩৭॥ অশ্মরী তস্মিন্নাশ্রয়ে সা শর্করা সক্তা লগ্না সতী ॥৩৮॥ উষ্ণবাতং মূত্রাঘাতবিশেষণম্ ॥৩৯ ॥ শর্করাসিকতেতি নামদ্বয়মন্বর্থম ॥ ৪০ ॥

পুনর্নবায়োরজনীশ্বদংষ্ট্রাফলা প্রবালশ্চ স দর্ভপুষ্পঃ। ক্ষীরান্নমদ্যেক্ষুরসপ্রপিষ্টঃ পয়ো ভবেদশ্মরিশর্করাসু ॥ বরুণত্বক্ শিলাভেদশুণ্ঠী গোক্ষুরকৈঃ কৃতঃ। কষায়ঃ ক্ষারসংযুক্তঃ শর্করাশ্চ ভিনত্ত্যপি ॥ ৪১—৫১ ॥

তৃণপঞ্চমূল্যাদ্যং ঘৃতম্—পঞ্চমূল্যাস্তৃণাখ্যায়াস্তথা গোক্ষুরকস্য তু। পৃথগ্ দশ-পলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥ চতুর্ভাগাবশিষ্টেন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। গুড়-গোক্ষুরবীজঞ্চ কল্কং তত্র প্রদাপয়েৎ ॥ তৎ সিদ্ধং মূত্রদোষেষু শর্করাস্বশ্মরীষু চ। স্নেহনে ভোজনে চৈব প্রযোজ্যং সর্পিরুত্তমম ॥ ৫২—৫৪ ॥

বরুণতৈলম্—ত্বক্পত্রফলমূলস্য বরুণস্য ত্রিকণ্টকাৎ। কষায়েণ পচেৎ তৈলং বস্তিনাস্থাপনেন চ। শর্করাশ্মরিশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

কুশাদ্যং তৈলম্—কুশাগ্নিমন্থশৈরীয়নলদর্ভেক্ষুগোক্ষুরাঃ। কপোতবঙ্কাবসুকবসি-রেন্দীবরীশরাঃ ॥ ধাতক্যরলুবন্দাকাঃ কর্ণপূরাশ্মভেদকাঃ। এষাং কল্ককষায়াভ্যাং সিদ্ধং তৈলং প্রয়োজয়েৎ ॥ পানাভ্যঞ্জনযোগেন বস্তিনোত্তরবস্তিনা। শর্করাশ্মরিরোগেষু মূত্রকৃচ্ছ্রে চ দারুণে ॥ প্রদরে যোনিশূলে চ শুক্রদোষে তথৈব চ। বন্ধ্যাগর্ভপ্রদং প্রোক্তং তৈলমেতৎ কুশাদিকম্ ॥ ৫৬—৫৯ ॥

নাগরবরুণগোক্ষুরুপাষাণভিৎকপোতবক্রজঃ ক্বাথঃ। গুড়যবশূকবিমিশ্রঃ পীতো হন্ত্য-শ্মরীমুগ্রাম্ ॥ ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চূর্ণং মাক্ষিকসংযুতম্। অবিক্ষীরেণ সপ্তাহং পেয়মশ্মরি-নাশনম্ ॥ পিবেদ্বরুণজং মূলং ক্বাথং তৎকল্কসংযুতম্। ক্বাথশ্চ শিগ্রুমূলোত্থঃ কদুষ্ণোঽ-শ্মরিনাশনঃ ॥ শৃঙ্গবেরযবক্ষারপথ্যাকালীয়কান্বিতঃ। দধিমণ্ডো ভিনত্ত্যুগ্রামশ্মরীমাশু পানতঃ ॥ পাষাণভেদবরুণগোক্ষুরুকপোতবঙ্কজঃ ক্বাথঃ। গিরিজতুগুড়প্রগাঢ়ঃ কর্কটিকাত্রপুসবীজযুতঃ ॥ পেয়োঽশ্মরীমবশ্যং দুর্ভেদামপি ভিনত্তি যোগবরঃ। শিখরিণমিব শতকোটিঃ শতমন্যোঽর্হস্ত-নির্মুক্তঃ ॥ শ্রীকরিণী (ক) ফলবীজং পিষ্টং মথিতেন যঃ পুমানদ্যাৎ। শাকমশিতমথবাস্য হন্যাদ্রোগাশ্মরীপীড়াম্ ॥ শ্বদংষ্ট্রৈরণ্ডবীজানি নাগরং বরুণত্বচঃ। এতৎ ক্বাথবরং প্রাতঃ পিবেদশ্মরিনাশনম্ ॥ রক্তোদ্ভবে রুক্ষমৃণালতালকাশেক্ষুবালীক্ষুকুশোদকানি। পিবেৎ সিতাক্ষৌদ্রযুতানি খাদেদ্বিদারিমিক্ষুত্রপুসানি চৈব ॥ ৬০—৬৮ ॥

বরুণাদ্যং চূর্ণম্—পলান্যষ্টৌ তু কুর্ব্বীত ক্ষারাণাং বরুণত্বচাম্। তদর্দ্ধং যাবশূকস্য ততোঽপ্যর্দ্ধং গুড়াৎ স্মৃতম্ ॥ একীকৃত্য বিমর্দ্যৈতৎ খাদেৎ কর্ষপ্রমাণতঃ। ঘর্ম্মাম্বুপানতোঽ-বশ্যং কৃচ্ছ্রাশ্মরিবিনাশনম্ ॥ বরুণকভস্মপরিস্রুতসলিলং তচ্চূর্ণং যাবশূকযুতম্। ক্বথনীয়ং তত্তাবদ্যাবচ্চূর্ণত্বমায়াতি ॥ তদ্গুড়যুক্তং হন্যাৎ তদুদারামশ্মরীং ঘোরাম্। প্লীহানং গুল্মবরং শ্রোণ্যাং কুক্ষৌ রুজাং তীব্রাম্ ॥ আমচয়ং বস্তিগদান্ কৃচ্ছ্রং বা বাতজং ঘোরম্। বহ্নিসদনং সুকষ্টামশ্মাময়ীমশ্মরীঞ্চাশু ॥ ৬৯—৭৩ ॥

(ক) শ্রীপর্ণিকেতি বা পাঠঃ।

বরুণকগুড়ঃ—নোজগ্ধং কৃমিভির্ঘনং সুতরুণং স্নিগ্ধং শুচিস্থানজম্. ঘস্রে পুণ্যনিরীক্ষিতে বরুণকং ছিত্বা তুলাং গ্রাহয়েৎ। সংগৃহ্যাশু চতুর্গুণাসু বিপচেৎ পাদাবশেষং জলম্ তত্তুল্যেন গুড়েন বৈ দৃঢ়তরে ভাণ্ডে পচেত্তৎপুনঃ॥ জ্ঞাত্বৈবং ঘনতাং গুড়ে পরিণতে প্রত্যেকমেষাং পলম্, শুণ্ঠ্যের্ব্বারুকবীজগোক্ষুরকণাপাষাণভিচ্ছীতলাঃ। কুষ্মাণ্ডত্রপুসাক্ষবীজকুনটীবাস্তুকশোভাঞ্জনৈঃ, দ্রাক্ষৈলাগিরিজাভয়াকৃমিহতাং চূর্ণীকৃতানাং ক্ষিপেৎ॥ পথ্যাশী প্রতিবাসরং গুড়মমুং যুঞ্জ্যাৎ প্রমাণং নরঃ, খাদেত্তস্য সমস্তদোষজনিতাশ্মর্য্যঃ পতন্তি দ্রুতম্॥ ৭৪—৭৬॥

কুলথাদ্যং ঘৃতম্—কুলথসিন্ধুথবিড়ঙ্গসারং সশর্করং শীতলিযাবশূকম্। বীজানি কুষ্মাণ্ডকগোক্ষুরাভ্যাং ঘৃতং পচেৎ তদ্বরুণস্য তোয়ে॥ দুঃসাধ্যসর্ব্বাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রাভিঘাতঞ্চ সমূত্রবন্ধম্। আমূলমেতানি নিহন্তি শীঘ্রং প্ররূঢ়বৃক্ষানিব বজ্রপাতঃ॥ ৭৭।৭৮॥

শরাদিপঞ্চমূল্যাদ্যং ঘৃতম্—শরাদিপঞ্চমূল্যা বা কষায়েণ পচেদ্ ঘৃতম্। প্রস্থং গোক্ষুরকল্কেন সিদ্ধমদ্যাৎ সশর্করম্। অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং রেতোমার্গরুজাপহম্॥ ৭৯॥

বরুণাদ্যং ঘৃতম্—বরুণস্য তুলাং ক্ষুণ্ণাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পাদশেষং পরিস্রাব্য ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ বরুণং কদলীং বিল্বং তৃণজং পঞ্চমূলকম্। অমৃতা চাশ্মভেদঞ্চ বীজঞ্চ ত্রপুসস্য চ॥ শতপর্ব্বা তিলক্ষারঃ পালাশক্ষারমেব চ। যূথিকায়াশ্চ মূলানি কার্ষিকাণি সমাবপেৎ॥ অস্য মাত্রাং পিবেজ্জন্তুর্দ্দেশকালাদ্যপেক্ষয়া। জীর্ণে চাস্মিন্ পিবেৎ পূর্ব্বং গুড়ং জীর্ণঞ্চ মস্তু চ। অশ্মরীং শর্করাঞ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ নাশয়েৎ॥ ৮০—৮৩॥

বীরতরাদ্যং তৈলম্—সিদ্ধবাদ্যস্তু যত্তৈলমৃষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্। তত্তৈলং দ্বিগুণং ক্ষীরং পচেদ্বীরতরাদিনা॥ ক্বাথেন পূর্ব্বকল্কেন সাধিতন্তু ভিষগ্বরৈঃ। এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠমশ্মরীণাং নিবারণম্॥ মূত্রাঘাতে মূত্রকৃচ্ছ্রে পিচ্ছিতে মথিতে তথা। ভগ্নে শ্রমাভিপন্নে চ সর্ব্বথৈব প্রশস্যতে॥ ৮৪—৮৬॥

বীরতরাদ্যং তৈলম্—বীরবৃক্ষাশ্মভেদাগ্নিমন্থশ্যোনাকপাটলাঃ। বৃক্ষাদনী সহৈরণ্ডভল্লূকোশীরপদ্মকম্॥ কুশকাশশরেক্ষূণামাস্ফোতাকোকিলাক্ষয়োঃ। শতাবরীশ্বদংষ্ট্রা চ সোৎকটাহ্বয়বঞ্জুলাঃ॥ কপোতবঙ্কা শ্রীপর্ণীকাশ্মরীমূলসংযুতা। এতৈঃ কষায়ৈঃ কল্কৈশ্চ তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ॥ বাতপিত্তবিকারেষু বস্তিং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। শর্করাশ্মরিশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনম্॥ ৮৭—৯০॥

পুনর্নবাদ্যং তৈলম্—পুনর্নবামৃতাভীরুসক্ষারলবণত্রয়ৈঃ। শঠীকুষ্ঠবচামুস্তরাস্নাকটফলপৌষ্করৈঃ॥ যবানীহবুষাহিঙ্গুশতাহ্বাসাজমোদকৈঃ। বিড়ঙ্গাতিবিষা যষ্টী পঞ্চকোলকসংযুতৈঃ॥ এতৈরক্ষসমৈঃ কল্কৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। গোমূত্রং দ্বিগুণং দেয়ং কাঞ্জিকং তদ্বদেব তু॥ পুনর্নবাদ্যমিত্যেতত্তৈলং পানেন বস্তিনা। শর্করাশ্মরিশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রমোচনম্॥ কট্যূরুবস্তিমেঢ্রস্য কুক্ষিবঙ্ক্ষণসংযুতম্। কফবাতামশূলঘ্নমন্ত্রবৃদ্ধেশ্চ নাশনম্॥ ৯১—৯৫॥

ত্রপ্ন্যধিকারনির্দ্দিষ্টং সৈন্ধবাদ্যমিহেষ্যতে। সর্ব্বথৈবোপযোজ্যস্তু গণো বীরতরাদিকঃ॥ ঘৃতৈঃ শীতৈঃ কষায়ৈশ্চ ক্ষীরৈশ্চোত্তরবস্তিভিঃ। বলবন্ত্যো নশাম্যন্তি প্রত্যাখ্যায় সমুদ্ধরেৎ॥ যদৃচ্ছয়া মূত্রমার্গমায়াস্ত্যন্তরাশ্রিতাঃ। স্রোতসাপহরেচ্ছিত্বা বড়িশেনাথ চোদ্ধরেৎ॥৯৬।৯৮॥

ইতি অশ্মরীরোগাধিকারঃ।

অথ প্রমেহাধিকারঃ।

তত্র প্রমেহস্য নিদানাদীন্যাহ—আস্যাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি গ্রাম্যৌদকানূপরসাঃ পয়াংসি। নবান্নপানং গুড়বৈকৃতং চ প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্ব্বম্॥ মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ ক্লেদং কফো বস্তিগতং প্রদূষ্য। করোতি মেহান্ সমুদীর্ণমুষ্ণৈস্তানেব পিত্তং পরিদূষ্য চাপি॥ ক্ষীণেষু দোষেষ্ববকৃষ্য ধাতূন্ সংদূষ্য মেহান্ কুরুতেঽনিলশ্চ॥ সাধ্যাঃ কফোত্থা দশ পিত্তজাঃ ষট্ যাপ্যা ন সাধ্যাঃ পবনাচ্চতুষ্কাঃ। সমক্রিয়ত্বাদ্বিষমক্রিয়ত্বান্মহাত্যয়ত্বাচ্চ যথাক্রমন্তে॥ কফশ্চ পিত্তং পবনশ্চ দোষা মেদোঽস্রশুক্রাম্বুবসালসীকাঃ॥ মজ্জারসৌজঃ পিশিতঞ্চ দূষ্যাঃ প্রমেহিণাং বিংশতিরেব মেহাঃ॥ ১—৪॥

প্রাগ্রূপমাহ—দন্তাদীনাং মলাঢ্যত্বং প্রাগ্রূপং পাণিপাদয়োঃ। দাহশ্চিক্কণতা দেহে তৃট্ স্বাদ্বাস্যঞ্চ জায়তে॥ ৫॥

সামান্যলক্ষণমাহ—সামান্যং লক্ষণং তেষাং প্রভূতাবিলমূত্রতা। দোষদূষ্যাবিশেষেঽপি তৎ সংযোগবিশেষতঃ। মূত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্প্যতে॥ ৬॥

কফমেহানাহ—অচ্ছং বহুসিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমম্। মেহত্যুদকমেহেন কিঞ্চিচ্চাবিলপিচ্ছিলম্॥ ইক্ষোরসমিবাত্যর্থং মধুরঞ্চেক্ষুমেহতঃ। সান্দ্রী ভবেৎ পর্য্যুষিতং সান্দ্রমেহেন মেহতি॥ সুরামেহী সুরাতুল্যমুপর্য্যচ্ছমধোঘনম্। সংহৃষ্টরোমা পিষ্টেন পিষ্টবদ্বহুলং সিতম্॥ শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমেহতি। মূর্ত্তাণূন্ সিকতামেহী সিকতারূপিণো মলান্॥ শীতমেহী সুবহুশো মধুরং ভৃশশীতলম্॥ শনৈঃ শনৈঃ শনৈর্মেহী মন্দং মন্দং প্রমেহতি। লালাতন্তুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম্॥ ৭—১১॥

পৈত্তিকমেহানাহ—গন্ধবর্ণরসস্পর্শৈঃ ক্ষারেণ ক্ষারতোয়বৎ। নীলমেহেন নীলাভং কালমেহী মসীনিভম্॥ হারিদ্রমেহী কটুকং হরিদ্রাসন্নিভং দহৎ। বিস্রং মাঞ্জিষ্ঠমেহেন মঞ্জিষ্ঠাসলিলোপমম্॥ বিস্রমুষ্ণং সলবণং রক্তাভং রক্তমেহিনঃ॥ ১২—১৪॥

বাতিকমেহানাহ—বসামেহী বসামিশ্রং বসাভং মূত্রয়েন্মুহুঃ। মজ্জাভং মজ্জমিশ্রং বা মজ্জমেহী মুহুর্মুহুঃ ॥ কষায়ং মধুরং রুক্ষং ক্ষৌদ্রমেহং বদেদ্ বুধঃ। হস্তী মত্ত ইবাজস্রং মূত্রং বেগবিবর্জ্জিতম্। সলসীকং বিবদ্ধঞ্চ হস্তিমেহী প্রমেহতি ॥ ১৫। ১৬ ॥

প্রমেহোপদ্রবাঃ—অবিপাকোঽরুচিশ্ছর্দ্দির্নিদ্রা কাসঃ সপীনসঃ। উপদ্রবাঃ প্রজায়ন্তে মেহানাং কফজন্মনাম্ ॥ বস্তিমেহনয়োস্তোদো মুষ্কাবদরণং জ্বরঃ। দাহস্তৃষ্ণাম্লকো মূর্চ্ছা বিড্‌ভেদঃ পিত্তজন্মনাম্ ॥ বাতজানামুদাবর্ত্তকম্পহৃদ্‌গ্রহলোলতাঃ। শূলমুন্নিদ্রতা শোষঃ শ্বাসঃ কাসশ্চ জায়তে ॥ ১৭—১৯ ॥

প্রমেহারিষ্টম্—যথোক্তোপদ্রবারিষ্টমতিপ্রস্রুতমেব চ। পীড়কাপীড়িতং গাঢ়ং প্রমেহো হন্তি মানবম্ ॥ মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরশ্বাস-কাসবীসর্পগৌরবৈঃ। উপদ্রবৈরুপেতো যঃ প্রমেহী দুষ্প্রতিক্রিয়ঃ ॥ ২০—২১ ॥

স্ত্রীণাং প্রমেহাভাবে কারণম্—রজঃ প্রবর্ত্ততে যস্মান্ মাসি মাসি বিশোধয়েৎ। সর্ব্বান্ শরীরদোষাংশ্চ ন প্রমেহন্ত্যতঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

প্রমেহস্যাসাধ্যত্বম্—জাতঃ প্রমেহী মধুমেহিনো বা ন সাধ্যরোগঃ সহি বীজদোষাৎ। যে চাপি কেচিৎ কুলজা বিকারা ভবন্তি তাংশ্চাপি বদন্ত্যসাধ্যান্ ॥ সর্ব্ব এব প্রমেহাস্তু কালেনাপ্রতিকারিণঃ। মধুমেহত্বমায়ান্তি তদাসাধ্যা ভবন্তি চ ॥ মধুমেহো মধুনিভো জায়তে স কিল দ্বিধা। ক্রুদ্ধে ধাতুক্ষয়াদ্বায়ৌ দোষাবৃতপথেঽথবা ॥ আবৃতো দোষলিঙ্গানি সোঽনিমিত্তং প্রদর্শয়ন্। ক্ষণাৎ ক্ষীণঃ ক্ষণাৎ পূর্ণো ভজতে কৃচ্ছ্রসাধ্যতাম্ ॥ মধুরং যচ্চ মেহেষু প্রায়ো মধ্বিব মেহতি। সর্ব্বেঽপি মধুমেহাখ্যা মাধুর্য্যাচ্চ তনোরতঃ ॥ ২৩-২৭ ॥

প্রমেহপিড়কাঃ—শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতালজী। মসূরিকা সর্ষপিকা পুত্রিণী সবিদারিকা ॥ বিদ্রধিশ্চেতি পিড়কাঃ প্রমেহোপেক্ষয়া দশ। সন্ধিমর্ম্মসু জায়ন্তে মাংসলেষু চ ধামসু ॥ অন্তোন্নতা চ তদ্রূপা নিম্নমধ্যা শরাবিকা। গৌরসর্ষপসংস্থানা তৎপ্রমাণা তু সর্ষপী ॥ সদাহা কূর্ম্মসংস্থানা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ। জালিনী তীব্রদাহা তু মাংসজালসমাবৃতা॥ অবগাঢ়রুজা ক্লেদা পৃষ্ঠে বাপ্যুদরেঽপি বা ॥ মহতী পিড়কা নীলা সা বুধৈর্বিনতা স্মৃতা ॥ মহত্যল্পচিতা জ্ঞেয়া পিড়কাপি চ পুত্রিণী ॥ মসূরদলসংস্থানা বিজ্ঞেয়া তু মসূরিকা। রক্তাসিতাস্ফোটচিতা বিজ্ঞেয়া ত্বলজী বুধৈঃ ॥ বিদারীকন্দবদ্ বৃত্তা কঠিনা চ বিদারিকা ॥ বিদ্রধের্লক্ষণৈর্যুক্তা জ্ঞেয়া বিদ্রধিকা তু সা ॥ যে যন্ময়াঃ স্মৃতা মেহাস্তেষামেতাস্তু তন্ময়াঃ ॥ বিনা প্রমেহমপ্যেতা জায়ন্তে দুষ্টমেদসঃ। তাবচ্চৈতা ন লক্ষ্যন্তে যাবদ্বাস্তুপরিগ্রহাঃ ॥ ২৮-৩৬ ॥

পিড়কানামসাধ্যত্বম্—গুদে হৃদি শিরস্যংসে পৃষ্ঠে মর্ম্মসু চোত্থিতাঃ। সোপদ্রবা দুর্ব্বলাগ্নেঃ পিড়কাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

পিড়কোপদ্রবাঃ—তৃট্‌শ্বাসমাংসসঙ্কোচমোহহিক্কামদজ্বরাঃ। বিসর্পমর্ম্মসংরোধাঃ পিড়কানামুপদ্রবাঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রমেহিণাং পথ্যানি—শ্যামাককোদ্রবোদ্দালগোধূমাশ্চণকাস্তথা। আঢ়ক্যশ্চ কুলথাশ্চ পুরাণা মেহিনাং হিতাঃ ॥ মেহিনাং তিক্তশাকানি জাঙ্গলা হরিণাগুজাঃ। যবান্ন-বিকৃতির্মুদ্গাঃ শস্তস্তে শালিষষ্টিকাঃ ॥ সৌবীরকং সুরা তক্রং তৈলং ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ম্। অম্লেক্ষুরসপিষ্টান্নানূপমাংসানি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অথ প্রমেহচিকিৎসা—তত্রাদিত এব প্রমেহিণমুপস্নিগ্ধমন্যতমেন। প্রিয়ঙ্গ্বাদি-সিদ্ধেন তৈলেন বাময়েৎ প্রগাঢ়ং বিরেচয়েচ্চ ॥ বিরেচনাদনন্তরং সুরসাদিকষায়েণাস্থা-পয়েৎ। মহৌষধভদ্রদারুমুস্তাবাপেন মধুসৈন্ধবযুক্তেন। দহ্যমানং বা ন্যগ্রোধাদিকষায়েণ নিস্তেলেন ॥ বাতোৎকটেষু মেহেষু স্নেহপানং বিশেষতঃ। পারিজাতজয়ানিম্ববহ্নিগায়ত্রিণাং পৃথক্ ॥ পাঠায়াঃ সাগুরোঃ পীতা দ্বয়স্য শারদস্য চ। জলেক্ষুমদ্যসিকতা শনৈর্লবণপিষ্টকান্। সান্দ্রমেহান্ ক্রমাদঘ্নন্তি ক্বাথাশ্চাষ্টৌ সমাক্ষিকাঃ ॥ হরীতকী কট্ফলমুস্তলোধ্রাঃ পাঠা-বিড়ঙ্গার্জ্জুনধন্বনাশ্চ। উভে হরিদ্রে তগরং বিড়ঙ্গং কন্দং বিশালার্জ্জুনদীপ্যকাশ্চ (ক) ॥ দার্ব্বী বিড়ঙ্গঃ খদিরো ধবশ্চ সুরাহ্বকুষ্ঠাগুরুচন্দনানি। দার্ব্ব্যগ্নিমন্থৌ ত্রিফলা বচা চ পাঠা চ মূর্ব্বা চ তথা শ্বদংষ্ট্রা ॥ বচাহ্যশীরাণ্যভয়াগুড়ূচী বৃষং শিবাচিত্রকসপ্তপর্ণাঃ। পাদৈঃ কষায়াঃ কফমেহবিজ্ঞৈর্দ্দশোপদিষ্টা মধুসম্প্রযুক্তাঃ ॥ উশীরলোধ্রার্জ্জুনচন্দনামামুশীরমুস্তা-মলকাভয়ানাম্। পটোলনিম্বামলকামৃতানাং মুস্তাভয়ামুষ্ককবৃক্ষকাণাম্ ॥ লোধ্রাম্রকালীয়ক-ধাতকীনাং বিশ্বার্জ্জুনৈলাশিরীষোৎপলানাম্। শিরীষধান্যার্জ্জুনকেশরাণাং প্রিয়ঙ্গুপদ্মোৎ-পলকিংশুকানাম্ ॥ অশ্বত্থপাঠাসনবেতসানাং কটঙ্কটের্য্যুৎপলমুস্তকানাম্। পৈত্তেষু মেহেষু দশোপদিষ্টাঃ কষায়যোগা মধুসম্প্রযুক্তাঃ ॥ কফমেহহরক্বাথসিদ্ধং সর্পিঃ কফে হিতম্। পিত্তমেহঘ্ননির্য্যূহসিদ্ধং পিত্তহরং ঘৃতম্ ॥ কম্পিল্লসপ্তচ্ছদশালজানি বৈভীতরোহীতক-কৌটজানি। পটোলকালীয়গদাগুরূণি ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাৎ কফপিত্তমেহী ॥ দূর্ব্বাকসেরুপূতীক-কুম্ভীকপ্লবশৈবলম্। জলেন ক্বথিতং পীতং শুক্রমেহহরং পরম্ ॥ ত্রিফলারগ্বধদ্রাক্ষা-কষায়ো মধুসংযুতঃ। পীতো নিহন্তি ফেনাভং প্রমেহং নিয়তং নৃণাম্ ॥ অশ্বত্থাচ্চতুরঙ্গুল্যান্-ন্যগ্রোধাদেঃ ফলত্রয়াৎ। সরক্তসারমঞ্জিষ্ঠাঃ ক্বাথাঃ পঞ্চ সমাক্ষিকাঃ ॥ নীলহারিদ্রফেনাখ্য-ক্ষারমাঞ্জিষ্ঠকাহ্বয়ান্। মধুনা ত্রিফলাচূর্ণমথবাশ্মজতুস্তবম্ ॥ লোহজং বাভয়োত্থং বা লিহেন্মেহ নিবৃত্তয়ে। কটঙ্কটেরীমধুকত্রিফলাচিত্রকৈঃ সমৈঃ। সিদ্ধঃ কষায়ঃ পাতব্যঃ প্রমেহানাং বিনাশনঃ ॥ ৪২—৫৭ ॥

ফলত্রিকাদিঃ—ফলত্রিকং দারুনিশাং বিশালাং মুস্তাং চ নিঃক্বাথ্য নিশাংশকল্কম্। পিবেৎ কষায়ং মধুসম্প্রযুক্তং সর্ব্বপ্রমেহেষু সমুচ্ছ্রিতেষু ॥ গোভক্ষিতান্ যবান্ মূত্রভাবিতান্ কেবলানপি। চিত্রকোদশ্বিতা খাদেন্নিম্বমুদ্গরসেন বা ॥ ভক্ষয়ীতাম্বুনা মাসং প্রমেহী যবপিষ্টকম্। মেদোঘ্না বদ্ধমূত্রাশ্চ সমাঃ সর্ব্বেষু ধাতুষু। যবাস্তস্মাদ্বিশিষ্যন্তে প্রমেহেষু বিশেষতঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

(ক) কদম্বশালার্জ্জুনদীপ্যকাশ্চ ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রিকটুকাদ্যোমোদকঃ—ত্রিকটুত্রিফলাপাঠা মূলং সোভাঞ্জনস্য চ। বিড়ঙ্গতণ্ডুলা-হিঙ্গু তথা কটুকরোহিণী ॥ বৃহতী কণ্টকারী চ হরিদ্রে দ্বে যমানিকা। কেবূকং শালপর্ণী চ তথাতিবিষচিত্রকৌ ॥ সৌবর্চ্চলং জীরকঞ্চ হপুষা ধান্যমেব চ। এষাং কর্ষপ্রমাণঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ ॥ যবশক্তুপলানাঞ্চ নবতিং দ্বিতয়াধিকাম্ ॥ ঘৃততৈলমধূনাঞ্চ প্রত্যেকং চ পলানি ষট ॥ এভিঃ কর্ষপ্রমাণঞ্চ প্রত্যহং মোদকং সুধীঃ। ভক্ষয়েন্নাশয়েদুগ্রান্ প্রমেহানতি-দারুণান্ ॥ ৬১—৬৫ ॥

ন্যগ্রোধাদ্যং চূর্ণম্—ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থশ্যোনাকারগ্বধাসনম্। আম্রঙ্কপিত্থং জম্বুঞ্চ প্রিয়ালঙ্ককুভং ধবম্ ॥ মধূকং মধুকং লোধ্রং বরুণং পারিভদ্রকম্। পটোলং মেষশৃঙ্গী চ দন্তী চিত্রকমাঢ়কী ॥ করঞ্জত্রিফলাশক্রভল্লাতকফলানি চ। এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ॥ ন্যগ্রোধাদ্যমিদং চূর্ণং মধুনা সহ যোজয়েৎ। ফলত্রয়রসং চানু পিবেন্মূত্রং বিশু-ধ্যতি ॥ এতেন বিংশতির্ম্মেহা মূত্রকৃচ্ছ্রানি যানি চ। প্রশমং যান্তি যোগেন পিড়কা ন চ জায়তে ॥ ৬৬—৭০ ॥

চূর্ণানি লোহত্রিফলাসিতানাং ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাচ্চ পৃথক্‌সমং বা। মেহান্ সমস্তানপি নাশয়ন্তি পীতঃ কদাচিৎ স্বরসো গুড়ূচ্যাঃ ॥ ৭১ ॥

ত্রিকটু গুটিকা—ত্রিকটু ত্রিফলাতুল্যং গুগ্‌গুলুঞ্চ সমাংশিকম্। গোক্ষুরক্কাথসংযুক্তং গুটিকাং কারয়েদ্বুধঃ ॥ দোষকালবলাপেক্ষী ভক্ষয়েচ্চানুলোমিকাম্। ন চাত্র পরিহারোঽস্তি কর্ম্ম কুর্য্যাদযথেপ্সিতম্ ॥ প্রমেহান্ বাতরোগাংশ্চ ব্বাতশোণিতমেব চ। মূত্রাঘাতং মূত্র-দোষং প্রদরঞ্চাশু নাশয়েৎ ॥ ৭২—৭৪ ॥

দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্—দাড়িমস্য চ বীজানি কৃমিঘ্নস্য চ তণ্ডুলাঃ। রজনী চবিকাজাজী নাগরন্ত্রিফলা কণা ॥ ত্রিকণ্টকস্য চ ফলং যবানী ধান্যকং তথা। বৃক্ষায়চবিকালোধ্রসিন্ধূদ্ভব-সমাহিতৈঃ ॥ কল্কৈরক্ষসমৈরেভির্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। ভোজ্যে পানে প্রদাতব্যং সর্ব্বর্তুষু চ মাত্রয়া ॥ প্রমেহান্ বিংশতিংচৈব মূত্রাঘাতন্তথাশ্মরীম্ ॥ কৃচ্ছ্রং সুদারুণঞ্চৈব হন্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥ বিবন্ধানাহশূলঘ্নং কামলজ্বরনাশনম্। দাড়িমাদ্যং ঘৃতঞ্চৈতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৫—৭৯ ॥

গোক্ষুরকাদিচূর্ণগুটিকাঃ—শ্বদংষ্ট্রা সকণা মুস্তা গুড়ূচী ফলগুপল্লবাঃ। দর্ভাঙ্কু রাস্ত গণ্ডীরী রৌহিষস্য চ পল্লবাঃ ॥ কালা পুনর্নবা শ্যামা শারিবা দেবদারু চ। পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ বিড়ঙ্গং মরিচানি চ ॥ পাঠা কম্পিল্লকং ভার্গী দ্বে হরিদ্রে নিদিগ্ধিকা। এরণ্ডমূলং দন্তী চ চিত্রকঙ্কটুরোহিণী ॥ এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ। যাবান্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবৎ স্যাচ্চাপ্যয়োরজঃ ॥ ততোবিড়ালপদকং পিবেদুষ্ণেণ বারিণা। অলাভে চাপি মদ্যানাং প্রমেহান্ হন্তি বিংশতিম্ ॥ শ্বয়থুঞ্চ তথার্শাংসি পাণ্ডুরোগং হলীমকম্। উদরাণ্যথ শূলানি প্লীহানং চাপকর্ষতি ॥ এভির্গোমূত্রপিষ্টৈস্তু গুটিকাঃ কারয়েদ্ভিষক্। রোগেষ্বেতেষু মুখ্যাঃ স্যুর্ব্বলমাংসবিবর্দ্ধনাঃ ॥ ৮০—৮৬ ॥

সিংহামৃতং ঘৃতম্—কণ্টকার্য্যা গুড়ূচ্যাশ্চ সংহরেচ্চ শতং শতম্। সংকুট্যোদূখলে বিল্বাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥ তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। ত্রিকটু-ত্রিফলারাস্নাবিড়ঙ্গান্যথ চিত্রকম্॥ কাশ্মর্য্যাণাং চ মূলানি পূতিকস্য ত্বগেব চ। কলিঙ্গ ইতি সর্ব্বাণি সূক্ষ্মপিষ্টানি কারয়েৎ॥ অক্ষমাত্রাং পিবেৎ প্রাজ্ঞঃ শালিভিঃ পয়সা হিতৈঃ। প্রমেহং মধুমেহং চ মূত্রকৃচ্ছ্রং ভগন্দরম্॥ আলস্যং চান্ত্রবৃদ্ধিং চ কুষ্ঠরোগং বিশেষতঃ। ক্ষয়ঞ্চৈব নিহন্ত্যেতন্নাম্না সিংহামৃতং ঘৃতম্॥ ৮৭—৯১॥

ধান্বন্তরং ঘৃতম্—দশমূলং করঞ্জৌ দ্বৌ দেবদারু হরীতকী। বর্ষাভূর্বরুণো দন্তী চিত্রকং সপুনর্নবম্॥ সুধানীপকদম্বাশ্চ বিল্বং ভল্লাতকানি চ। শটী পুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলী-মূলমেব চ॥ পৃথগ্‌দশপলান্ ভাগানেতাংস্তোয়েঽর্ম্মণে পচেৎ। যবকোলকুলত্থানাং প্রস্থং প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং পচেদ্ভিষক্। নিচুলস্ত্রিফলা ভার্গী রোহিষং গজপিপ্পলী॥ শৃঙ্গবেরবিড়ঙ্গানি চব্যং কম্পিল্লকং তথা। গর্ভেণানেন তৎসিদ্ধং পায়য়েত্তু যথাবলম্॥ এতদ্ধান্বন্তরং নাম বিখ্যাতং সর্পিরুত্তমম্। কুষ্ঠপ্রমেহগুল্মাংশ্চ শ্বয়থুং বাত-শোণিতম্॥ প্লীহোদরাণি চার্শাংসি বিদ্রধিং পিড়কাশ্চ যাঃ॥ অপস্মারং তথোন্মাদং সর্পি-রেতন্নিযচ্ছতি॥ পৃথক্তোয়েঽর্ম্মণে হ্যত্র পচেদ্দ্রব্যাচ্ছতং শতম্। শতত্রয়াধিকে তোয়ে ব্যুৎসর্গঃ ক্রমতো ভবেৎ॥ ৯২- ৯৯॥

অর্জ্জুনাদ্যং ঘৃতম্—অর্জ্জুনপটোলনিম্বৈঃ সবচাদাপ্যাকরসাসমঞ্জিষ্ঠৈঃ। ভল্লাতকা-গুরুঘনৈঃ সগদানলচন্দনোশীরৈঃ॥ গোক্ষুরকসোমবৃক্ষৈর্নবপটোলৈর্হরিদ্রয়া ত্রিফলয়া। অশ্মান্তকার্জ্জুনাভ্যাং দীপ্যকযুক্তেন চৈব লোধ্রেণ॥ মঞ্জিষ্ঠাতিবিষাভ্যাং কল্ককষায়ৈঃ পচেত্তৈলম্। কফবাতোত্থে মেহে পিত্তকৃতে সাধয়েৎ সর্পিঃ॥ ১০০—১০২॥

সারলেহঃ—সারবর্গকষায়ং চতুর্থাংশাবশিষ্টমবতার্য্য পরিস্রাব্য পুনরপনায় সাধয়েৎ। সিধ্যতি চামলকলোধ্রপ্রিয়ঙ্গুদন্তীকৃষ্ণায়সতাম্রচূর্ণান্যাবপেৎ। তদেতদদগ্ধং লেহীভূত-মবতার্য্যানুগুপ্তং নিদধ্যাৎ। ততো যথাযোগমুপযুঞ্জীত এষ লেহঃ সর্ব্বমেহানপহন্তি॥ ১০৩॥

গোক্ষুরকাদ্যবলেহঃ—গোকণ্টকং সদলমূলফলং গৃহীত্বা সংকুট্টিতং পলশতং ক্বথিতং তু তোয়ে। পাদস্থিতেন সলিলেন পলানি দত্ত্বা পঞ্চাশতং তু বিপচেদথ শর্করায়াঃ॥ তস্মিন্ ঘনত্বমুপগচ্ছতি চূর্ণিতানি দদ্যাৎ পলদ্বয়মিতানি সুভাজনানি। শুণ্ঠীকণামরিচনাগদল-ত্বগেলাজাতীয়কোষককুভত্রপুসাফলানি॥ বাংশীপলাষ্টকমিহ প্রণিধায় নিতাম্ লেহং তু শুদ্ধমমৃতং পলসম্মিতন্তু। হন্ত্যাশু মূত্রপরিদাহবিবন্ধশুক্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীরুধিরমেহমধুপ্রমে-হান্॥ ১০৪—১০৬॥

শিলাজতুমাক্ষিকয়োঃ প্রয়োগঃ—অসনঞ্চ পিয়ালঞ্চ শালং খদিরকন্তথা। শালবর্গস্তথা গ্রাহ্যং ভবেচ্চৈভিশ্চিচক্ষণৈঃ॥ মধুমেহত্বমাপন্নং ভিষগ্‌ভিঃ পরিবর্জ্জিতম্। যোগেনানেন মতিমান্ প্রমেহিণমুপাচরেৎ॥ মাসি শুক্রে-শুচৌ বাপি শৈলাঃ সূর্য্যাংশু-

তাপিতাঃ। জতুপ্রকাশং স্বরসং শিলাভ্যঃ প্রস্রবন্তি হি ॥ শিলাজত্বিতি বিখ্যাতং মহাব্যাধিনিবারণম্। ত্রপ্বাদীনাং তু লোহানাং ষণ্ণামন্যতমঞ্চ যৎ ॥ জ্ঞেয়ং স্বগন্ধতশ্চাপি ষড়্যোনিপ্রথিতং ক্ষিতৌ। লোহাদ্ভবতি তদ্‌যস্মাৎ শিলাজতু জতুপ্রভম্॥ তস্য লোহস্য তদ্বীর্য্যং রসস্যাপি বিভর্ত্তি তৎ। ত্রপুসীসায়সাদানি প্রধানান্যুত্তরোত্তরম্॥ যথাতথা প্রয়োগেঽপি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠগুণাঃ স্মৃতাঃ। তৎসর্ব্বং তিক্তকটুকঙ্কষায়ানুরসং সরম্॥ কটুপাক্যুষ্ণবীর্য্যং চ শোষণং ছেদনং তথা। তত্র যৎ লঘু কৃষ্ণাভং স্নিগ্ধং নিঃশর্করং চ যৎ ॥ গোমূত্রগন্ধি নীলং বা তৎপ্রধানং চ বক্ষ্যতে। তদ্ভাবিতং সারগণৈর্দ্ধতদোষং দিনাদিতঃ॥ পিবেৎ সারোদকেনৈব শ্লক্ষ্ণপিষ্টং যথাবলম্। জাঙ্গলেন রসেনাস্যাত্তস্মিন্ জীর্ণে তু ভোজনম্॥ উপযুজ্য তুলামেকামমৃতস্যাস্য জন্মতঃ। বিজিত্য মধুমেহাখ্যমাতঙ্কং রোগকারকম্॥ বপুর্ব্বর্ণবলোপেতঃ শতং জীবত্যনাময়ঃ। শতং শতং তুলায়াং তু সহস্রং দশতৌলিকম্। ভল্লাতকবিধানেন পরিহারবিধিঃ স্মৃতঃ। মেহং কুষ্ঠমপস্মারমুন্মাদং শ্লীপদং গরম্॥ শোষং শোফার্শসী গুল্মং পাণ্ডুতাং বিষমজ্বরম্। ব্যপোহত্যচিরাৎ কালাচ্ছিলাজতু নিষেবিতম্॥ ন সোঽস্তি রোগো যং বাপি ন নিহন্যাচ্ছিলাজতু। শর্করাং চিরসম্ভূতাং ভিনত্তি চ তথাশ্মরীম্॥ ভাবনালোড়নে চাস্য কর্ত্তব্যে ভেষজৈহিতৈঃ। এবঞ্চ মাক্ষিকং ধাতুং তাপীজমমৃতোপমম্ ॥ মধুরস্কাঞ্চনাভাসমম্লং বা রজতপ্রভম্। ব্যপোহতি জরাকুষ্ঠমেহপাণ্ড্বাময়ক্ষয়ান্॥ তদ্ভাবিতান্ কুলত্থাংশ্চ কপোতাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০৯—১২৩॥

প্রমেহপিড়কাচিকিৎসা—প্রমেহপিড়কানাং প্রাক্কার্য্যং রক্তাবসেচনম্। পাটনঞ্চ বিপক্কানাং তাসাং পানে প্রশস্যতে॥ ক্বাথো বানরবস্তস্যতোমূত্রং তীক্ষ্ণঞ্চ শোধনম্। এলাদিকেন কল্কেন তৈলঞ্চ ব্রণরোপণম্॥ আরগ্বধাদিনা ক্বাথং কুর্য্যাদুদ্বর্ত্তনানি চ। শালসারাদিনা সেকান্ ভোজ্যাদীঞ্চ কণাদিনা॥ প্রমেহিণো যদা মূত্রমনাবিলমপিচ্ছিলম্। বিশদং তিক্তকটুকং তদারোগ্যং প্রচক্ষতে॥ ১২৪—১২৭॥

ইতি প্রমেহপীড়কাধিকারঃ॥

অথ স্থৌল্যাধিকারঃ।

মেদোরোগাঃ—অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশ্লেষ্মলাহারসেবিনঃ। মধুরোঽন্নরসপ্রায়ঃ স্নেহান্মেদো বিবর্দ্ধতে॥ মেদসাবৃতমার্গত্বাৎ পুষ্যন্ত্যন্যে ন ধাতবঃ। মেদস্তু চীয়তে তস্মাদশক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ক্ষুদ্রশ্বাসতৃষামোহস্বপ্নক্রথনসাদনৈঃ। যুক্তঃ ক্ষুৎস্বেদদৌর্গন্ধ্যৈরল্পপ্রাণোঽল্পমৈথুনঃ॥ মেদস্তু সর্ব্বভূতানামুদরে হি ব্যবস্থিতম্। অতএবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রায়ো মেদস্বিনো ভবেৎ॥ মেদসাবৃতমার্গত্বাদ্বায়ুঃ কোষ্ঠে বিশেষতঃ। চরন্ সন্ধুক্ষয়ত্যগ্নিমাহারং শোষয়ত্যপি॥

তস্মাৎ স শীঘ্রং জরয়ত্যাহারঞ্চাভিকাঙ্ক্ষতি। বিকারাংশ্চাপ্নুতে ঘোরান্ কাংশ্চিৎ কাল-ব্যতিক্রমাৎ ॥ এতাবুপদ্রবকরৌ বিশেষাদগ্নিমারুতৌ। এতৌ হি দহতঃ স্থূলং বনং দাবানিলৌ যথা ॥ মেদস্যতীবসংবৃদ্ধে সহসৈবানিলাদয়ঃ। বিকারান্ দারুণান্ কৃত্বা নাশয়ন্ত্যাশু জীবিতম্ ॥ মেদোমাংসাতিবৃদ্ধত্বাদ্বৃদ্ধস্ফিগুদরস্তনঃ (ক)। অযথোপচয়োৎসাহো নরোঽতিস্থূল উচ্যতে ॥ স্থূলে স্যুর্দ্দুস্তরাঃ কুষ্ঠাঃ বিসর্পাঃ সভগন্দরাঃ। জ্বরাতীসারমেহার্শঃশ্লীপদাপচিকামলাঃ ॥ মেদসঃ স্বেদদৌর্গন্ধ্যাজ্জায়ন্তে জন্তবোঽণবঃ ॥ ১—১০ ॥

মেদোরোগচিকিৎসা—পুরাণাঃ শালয়ো মুদ্গাঃ কুলত্থোদ্দালকোদ্রবাঃ। লেখনা বস্তয়শ্চৈব সেব্যা মেদস্বিনা সদা ॥ ধূমপানং তথা ক্রোধো রক্তমোক্ষণমেব চ। জীর্ণে চ ভোজনং কার্য্যং যবগোধূময়োঃ সদা ॥ উপবাসোঽসুখা শয্যা সম্বোদার্য্যং তমোজয়ঃ। সন্তর্পণ-কৃতৈর্দ্দোষৈঃ স্থৌল্যাদ্যুক্ত্যা বিমুচ্যতে ॥ শ্রমচিন্তাব্যবায়াধ্বক্ষৌদ্রজাগরণপ্রিয়ঃ। হন্ত্যবশ্য-মতিস্থৌল্যং যবশ্যামাকভোজনঃ ॥ সচব্যজীরকব্যোষহিঙ্গুসৌবর্চ্চলানলাঃ। মস্তুনা শক্তবঃ পীতা মেদোঘ্না বহ্নিদীপনাঃ ॥ ফলত্রয়ং ত্রিকটুকং সতৈলং লবণান্বিতম্। ষণ্মাসাদুপযোগেন কফমেদোঽনিলাপহম্ ॥ বিড়ঙ্গং নাগরং ক্ষারঃ কাললোহরজো মধু। যবামলকচূর্ণন্তু যোগোঽতিস্থৌল্যনাশনঃ ॥ মূলং বা ত্রিফলাচূর্ণং মধুযুক্তং মধূদকম্। বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য প্রয়োগঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ ॥ অতিস্থৌল্যহরঃ প্রোক্তো মণ্ডকঃ সেবিতো ধ্রুবম্ ॥ কর্কশদল-বহ্নিসলিলং শতপুষ্পাহিঙ্গুসংযুক্তম্। পুটকে নিহন্তি নিয়তং সর্ব্বভবাং মেদসাং বৃদ্ধিম্ ॥ ক্ষারং বাতারিপত্রস্য হিঙ্গুযুক্তং পিবেন্নরঃ। মেদোবৃদ্ধিবিনাশায় ভক্তং মণ্ডসমন্বিতম্ ॥ গবেধুকানাং পিষ্টানাং যবানাঞ্চাথ শক্তবঃ। সক্ষৌদ্রত্রিফলাক্বাথঃ পীতো মেদোহরো মতঃ ॥ গুড়ূচী-ত্রিফলাক্বাথস্তথা লোহরজোঽন্বিতঃ। অশ্মজং মহিষাক্ষং বা তৈরেব বিধিনা পচেৎ ॥ অতি-মুক্তাদ্বীজমধ্যং মধুলীঢ়ং হন্ত্যাদরবৃদ্ধিম্ ॥ মধুনা চিত্রকমূলং তথৈব হিতভোজনো ভুংক্তে। যদ্বোরুবূকমূলং মধুদিগ্ধং স্থাপ্যতে নিশাং সকলাম্। তস্য সলিলস্য পানাজ্জঠরে বৃদ্ধিঃ শমং যাতি ॥ প্রাতর্ম্মধুযুতং বারি সেবিতং স্থৌল্যনাশনম্। উষ্ণমন্নস্য মণ্ডং বা পিবন্ কৃশতনু-র্ভবেৎ ॥ বদরীপত্রকল্কেন পেয়া কাঞ্জিকসাধিতা। স্থৌল্যনুৎ স্যাদগ্নিমন্থরসক্বাথঃ শিলাজতু ॥ শৈলেয়কুষ্ঠাগুরু দেবদারু কৌন্তী সমুস্তান্যথ পঞ্চপত্রৈঃ। শ্রীবাসপৃক্কাখরপুষ্পদেবপুষ্পং তথা সর্ব্বমিদং প্রপিষ্য। ধুস্তূরপত্রস্য রসেন গাঢ়মুদ্বর্ত্তনং স্থৌল্যহরং প্রদিষ্টম্ ॥ ১১—২৮ ॥

অমৃতাদিগুগ্গুলুঃ—অমৃতাত্রুটিবেল্লবৎসকং কলিঙ্গপথ্যামলকানি গুগ্গুলুঃ। ক্রমবৃদ্ধমিদং মধুপ্লুতং পিড়কাস্থৌল্যভগন্দরান্ জয়েৎ ॥ ২৯ ॥

দশাঙ্গোগুগ্গুলুঃ—ব্যোষাগ্নিত্রিফলামুস্তবিড়ঙ্গৈর্গুগ্গুলুং সমম্। খাদন্সর্ব্বান্-জয়েদ্ব্যাধীন্ মেদঃশ্লেষ্মামবাতজান্ ॥ ৩০ ॥

ত্র্যূষণাগ্নিঘনবেল্লবচাভির্ভক্ষয়ন্ সমঘৃতং মহিষাক্ষম্। আশু হন্তি কফমারুতমেদোদোষজান্ বলবতোঽপি বিকারান্ ॥ ৩১ ॥

(ক) চলস্ফিগুদরস্তন ইতি বা পাঠঃ।

লোহরসায়নম্—গুগ্‌গুলুস্তালমূলী চ ত্রিফলা খদিরং বৃষম্। ত্রিবৃতালম্বুষাশুণ্ঠী নির্গুণ্ডী চিত্রকস্তথা (ক)॥ এষাং দশপলান্ ভাগাংস্তোয়ে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ। পাদশেষং ততঃ কৃত্বা কষায়মবতারয়েৎ॥ পলদ্বাদশকং দেয়ং রুক্মলোহং সুচূর্ণিতম্। পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থং শর্করাষ্টপলান্বিতম্॥ পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে সুশীতে চাবতারিতে। প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকং দেয়ং শিলাজতু পলদ্বয়ম্॥ এলাত্বচোঃ পলার্দ্ধঞ্চ বিড়ঙ্গানি পলত্রয়ম্ (খ)। মরিচঞ্চাঞ্জনং কৃষ্ণা দ্বিপলং ত্রিফলান্বিতম্॥ পলদ্বয়ন্তু কাসীসং সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতং বুধৈঃ। চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥ ততঃ সংশুদ্ধদেহস্তু ভক্ষয়েদক্ষমাত্রকম্। অনুপানং পিবেৎ ক্ষীরং জাঙ্গলানাং রসং তথা॥ বাতশ্লেষ্মহরং শ্রেষ্ঠং কুষ্ঠমেহোদরাপহম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুং সভগন্দরম্॥ মূর্চ্ছামোহবিষোন্মাদগরাণি বিষমাণি চ। স্থূলানাং কর্ষণং শ্রেষ্ঠং মেদুরে পরমৌষধম্॥ কর্ষয়েচ্চাতিমাত্রেণ কুক্ষিং পাতালসন্নিভম্। বল্যং রসায়নং মেধ্যং বাজীকরণমুত্তমম্॥ শ্রীকরং পুত্রজননং বলীপলিতনাশনম্। নাশ্নীয়াৎ কদলীকন্দং কাঞ্জিকং করমর্দ্দকম্। করীরং কারবেল্লঞ্চ ককারাদিং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩২—৪২॥

লোহারিষ্টঃ—শালসারাদিনির্য্যূহং চতুর্থাংশাবশেষিতম্। পরিস্রুতং ততঃ শীতং মধুনা মধুরীকৃতম্॥ ফাণিতীভাবমাপন্নং গুড়ে শোধিতমেব চ। সূক্ষ্মপিষ্টানি চূর্ণানি পিপ্পল্যাদের্গণস্য চ॥ ঐকধ্যমাবপেৎ কুম্ভে সংস্কৃতে ঘৃতভাবিতে। পিপ্পলীচূর্ণমধুভিঃ প্রলিপ্তে চান্তরে শুচৌ॥ শ্লক্ষ্ণানি তীক্ষ্ণলোহস্য তনুপত্রাণি বুদ্ধিমান্। খদিরাঙ্গারতপ্তানি বহুশঃ প্রক্ষিপেদ্‌বুধঃ॥ সুপিধানং ততঃ কৃত্বা যবপল্লে নিধাপয়েৎ। মাসাংস্ত্রীংশ্চতুরো বাপি যাবদ্ বা লোহসঙ্ক্ষয়াৎ॥ ততোজাতরসং জন্তুঃ প্রাতঃ প্রাতর্যথাবলম্। উপযুঞ্জ্যাদ্‌যথাযোগ্যমাহারং চাস্য কল্পয়েৎ॥ এবং স্থূলং সমাকর্ষেন্নষ্টস্যাগ্নেঃ প্রশোধনঃ। শোথঘ্নঃ কুষ্ঠমেহঘ্নো গুল্মপাণ্ড্বাময়াপহঃ॥ প্লীহোদরহরঃ শীঘ্রং বিষমজ্বরনাশনঃ। অভিষান্দাপহরণে লোহারিষ্টো মহাগুণঃ॥ ৪৩—৫০॥

ব্যোষাদ্যশক্তুপ্রয়োগঃ—ব্যোষচিত্রকশিগ্রূণি ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্। বৃহত্যৌ দ্বে হরিদ্রে চ পাঠামতিবিষাং স্থিরাম্॥ হিঙ্গুকেবুকমূলানি যবানীং ধান্যচিত্রকম্। সৌবর্চ্চলমজাজীঞ্চ হবুষাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥ চূর্ণতৈলঘৃতক্ষৌদ্রভাগাঃ স্যুর্ম্মানতঃ সমাঃ। শক্তূনাং ষোড়শগুণো ভাগঃ সন্তর্পণং পিবেৎ॥ প্রয়োগাদস্য শাম্যন্তি রোগাঃ সন্তর্পণোত্থিতাঃ। প্রমেহা মূঢ়বাতাশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংসি কামলাঃ॥ প্লীহা পাণ্ড্বাময়ঃ শোথো মূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকঃ। হৃদ্রোগো রাজযক্ষ্মা চ কাসশ্বাসৌ গলগ্রহঃ॥ ক্রিময়ো গ্রহণীদোষঃ শ্বৈত্র্যং স্থৌল্যমতীব চ। নরাণাং দীপ্যতে বহ্নিঃ স্মৃতির্বুদ্ধিশ্চ বর্দ্ধতে॥ ৫১—৫৬॥

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্—ত্রিফলাতিবিষামূর্ব্বাত্রিবৃচ্চিত্রকবাসকৈঃ। নিম্বারগ্বধষড়্‌গ্রন্থাসপ্তপর্ণনিশাদ্বয়ৈঃ॥ গুড়ূচীন্দ্রসুরীকৃষ্ণাকুষ্ঠসর্ষপনাগরৈঃ। তৈলমেভিঃ সমৈঃ পক্বং

(ক) তথেত্যত্র সুহীতি বা পাঠঃ। (খ) পলদ্বয়মিতি পাঠান্তরম্।

স্বরসাদিরসপ্লুতম্ ॥ পানাভ্যঞ্জনগণ্ডূষনস্যবস্তিষু যোজিতম্। স্থূলতালস্যপাণ্ড্বাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

মহাসুগন্ধিতৈলম্—চন্দনং কুঙ্কুমোশীরপ্রিয়ঙ্গুক্রুটিরোচনাঃ। তুরুষ্কাগুরুকস্তূরী কর্পূরো জাতিপত্রিকা ॥ জাতীকক্কোলপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ। নলিকা নলদং কুষ্ঠং হরেণু তগরং প্লবম্ ॥ নবব্যাঘ্রনখং (ক) স্পৃক্কা বোলং দমনকং তথা। স্থৌণেয়কং চোরকঞ্চ শৈলেয়ং শৈলবালুকম্ ॥ সরলং সপ্তপর্ণঞ্চ লাক্ষা তামলকী তথা। লামজ্জকং পদ্মকঞ্চ ধাতক্যাঃ কুসুমানি চ ॥ প্রপৌণ্ডরীকং কর্চূরং সমাংশৈঃ শাণমাত্রকৈঃ। মহাসুগন্ধমিত্যেতত্তৈলপ্রস্থেন সাধয়েৎ ॥ প্রস্বেদমলদৌর্গন্ধ্যকণ্ডুকুষ্ঠহরং পরম্। অনেনাভ্যক্তগাত্রস্তু বৃদ্ধঃ সপ্ততিকোঽপি বা ॥ যুবা ভবতি শুক্রাঢ্যঃ স্ত্রীণামত্যন্তবল্লভঃ। সুভগো দর্শনীয়শ্চ গচ্ছেচ্চ প্রমদাশতম্ ॥ বন্ধ্যাপি লভতে গর্ভং ষণ্ডোঽপি পুরুষায়তে। অপুত্রো পুত্রমাপ্নোতি জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥৬০-৬৭ ॥

বাসাদলরসো লেপাচ্ছঙ্খচূর্ণেন সংযুতঃ। বিল্বপত্ররসো বাপি গাত্রদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ ॥ অলম্বুষাভবং চূর্ণং পীতং কাঞ্জিকসংযুতম্। দৌর্গন্ধ্যং নাশয়ত্যাশু দৃষ্টং মেদোভবং নৃণাম্ ॥ বিল্বশিবাসমভাগালেপাদ্ভুজমূলগন্ধমপহরতি। পরিণতপিড়কাপি পূতিকরঞ্জোত্থবীজং বা ॥ চিঞ্চাপত্রস্বরসং ম্রক্ষিতকক্ষাদিযোজিতং জয়তি। তুস্ব (খ) হরিদ্রোদ্বর্ত্তনমচিরাচ্চিরদেহদৌর্গন্ধ্যম্ ॥ শিরীষলামজ্জকহেমলোধ্রৈস্ত্বগ্দোষসংস্বেদহরঃ প্রঘর্ষঃ। পত্রাম্বুলোহাভয়চন্দনানি শরীরদৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রদেহঃ ॥ হিলমোচিরসো যুক্তশ্চূর্ণৈরুদধিফেনজৈঃ। প্রলেপেন হরত্যাশু দেহদৌর্গন্ধ্যমুৎকটম্ ॥ হরীতকীং তু সম্পিষ্য গাত্রমুদ্বর্ত্তয়েন্নরঃ। পশ্চাৎ স্নানং প্রকুর্বীত দেহস্বেদপ্রশান্তয়ে ॥ হরীতকা লোধ্রমরিষ্টপত্রং চূতত্বচো দাড়িমবল্কলঞ্চ। এষোঽঙ্গরাগঃ কথিতোঽঙ্গনানাং জঙ্ঘাকষায়স্তু নরাধিপানাম্ ॥ গোমূত্রপিষ্টং বিনিহন্তি কুষ্ঠং বর্ণোজ্জ্বলং গোপয়সা চ যুক্তম্। কক্ষাদিদৌর্গন্ধ্যহরং পয়োভিঃ শস্তং বশীকৃদ্রজনীদ্বয়েন ॥ বববূলস্য দলৈঃ সম্যগ্বারিণা পরিপেষিতৈঃ। গাত্রমুদ্বর্ত্তয়েৎ পশ্চাদ্ধরীতক্যা সুপিষ্টয়া ॥ ভূয় উদ্বর্ত্তনং কৃত্বা পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ। প্রস্বেদাৎ মুচ্যতে শীঘ্রং ততস্ত্বেবং সমাচরেৎ ॥ বিল্বাম্রজম্বূফলপূরকাণাং পত্রৈঃ কপিত্থস্য দলানুমিশ্রৈঃ। আপূর্ববৎকর্ম্মবিধান-যোগৈর্বচা বিশোধ্যা বরগন্ধহেতোঃ ॥ পথ্যানখীচন্দনকুষ্ঠসর্জ্জৈঃ পুনঃ পুনশ্চাগুরুশর্করাভ্যাম্। ধূপো জনানাং হৃদয়াপহারী বিখ্যাতনামা মলয়ানিলোঽয়ম্ ॥ চণ্ডাংশুকতিলৈর্লোধ্রশিরীষোশীরকেশরৈঃ। উদ্বর্ত্তনং ভবেদ্গ্রীষ্মে স্বেদকর্ম্মনিবারণম্ ॥ সুরয়া সমমভয়াফলচূর্ণং মধুনা বিলিহ্য প্রত্যূষম্। স্বেদান্ হত্বা লভতে পুরুষোঽপ্যত্যন্তসৌরভ্যম্ ॥ মল্লীকুসুমাভয়করিলেপো ঘর্ম্মে বিচর্চ্চিকাদাহে। বিচকিলপত্রহরিদ্রে পর্কটিপত্রঞ্চ দূর্বয়া সহিতম্ ॥ সম্পিষ্য গাত্রলেপাদ্ ঘর্ম্মবিচর্চ্চা শমং যাতি। হস্তপাদস্ফুটৌ যোজ্যো গুগ্গুলুঃ পঞ্চতিক্তকঃ। অশক্তৌ পঞ্চতিক্তাখ্যং ঘৃতং খাদেদতন্দ্রিতঃ ॥ ৬৮—৮৪ ॥

ইতি মেদোরোগাধিকারঃ।

(ক) নখং ব্যাঘ্রনখমিতি বা পাঠঃ (খ) দগ্ধেতি পাঠান্তরম্

অথ কার্শ্যাধিকারঃ।

তত্র কার্শ্যস্য নিদানমাহ—বাতো রুক্ষান্নপানানি লঙ্ঘনং প্রমিতাশনম্। ক্রিয়াতিযোগঃ শোকশ্চ বেগনিদ্রাবিনিগ্রহঃ *॥ নিত্যং রোগো রতির্নিত্যং ব্যায়ামো ভোজনাল্পতা। ভীতির্ধনাদিচিন্তা চ কার্শ্যকারণমীরিতম্॥ ১। ২॥

কৃশস্য লক্ষণমাহ—শুষ্কস্ফিগুদরগ্রীবা-ধমনীজালসন্ততিঃ। ত্বগস্থিশেষোঽতিকৃশঃ স্থূলপর্ব্বানরো মতঃ॥ ৩॥

অতিকৃশস্য রোগাঃ—প্লীহকাসক্ষয়শ্বাসগুল্মার্শাংস্যুদরাণি চ। ভৃশং কৃশং প্রধাবন্তি রোগাশ্চ গ্রহণীমুখাঃ॥ কশ্চিদন্যঃ কৃশোঽতীব বলবান্ দৃশ্যতে তদা। তত্র হেতুমাহ—আধানসময়ে যস্য শুক্রভাগোঽধিকো ভবেৎ। মেদোভাগস্তু হীনঃ স্যাৎ স কৃশোঽপি মহাবলঃ *॥ মেদসস্ত্বধিকো যস্য শুক্রভাগোঽল্পকো ভবেৎ। স স্নিগ্ধোঽপি সুপুষ্টোঽপি বলহীনো বিলোক্যতে *॥ ৪—৬॥

কার্শ্যস্য চিকিৎসা—রুক্ষান্নাদিনিমিত্তে তু কৃশে যুঞ্জীত ভেষজম্। বৃংহণং বলকৃদ্ বৃষ্যং তথা বাজীকরঞ্চ যৎ॥ পীতাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসং ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা। কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ॥ ৭। ৮॥

অশ্বগন্ধাতৈলম্—অশ্বগন্ধস্য কল্কেন ক্বাথে তস্মিন্ পয়স্যপি। সিদ্ধং তৈলং কৃশাঙ্গানামভ্যঙ্গাদঙ্গপুষ্টিদম্॥ পুষ্টিকৃদ্বাতরোগোক্তমশ্বগন্ধাঘৃতং ভজেৎ। বাজীকরোদিতং তদ্বদশ্বগন্ধাঘৃতাদিকম্॥ ৯। ১০॥

অসাধ্যং কার্শ্যমাহ—স্বভাবাদতিকার্শ্যো যঃ স্বভাবাদল্পপাবকঃ। স্বভাবাদবলো যশ্চ তস্য নাস্তি চিকিৎসিতম্॥ ১১॥

ইতি কার্শ্যাধিকারঃ।

---

* লঙ্ঘনং উপবাসঃ, প্রমিতং অল্পং, ক্রিয়াতিযোগঃ বমনবিরেকাদ্যতিবিধানং। বেগনিদ্রাবিনিগ্রহঃ নিদ্রানিগ্রহঃ বিশোবায়॥ ১॥ যস্যাধানসময়ে জনয়িতুঃ শুক্রস্যাধিকং ভবতি মেদসোঽল্পতা তস্য কৃশস্যাপি বহুবলমিত্যর্থঃ॥৫॥ কস্যচিৎ স্থূলস্যাপি তাদৃগ্বলং ন দৃশ্যতে। তত্র হেতুমাহ ব্যাখ্যানং পূর্ব্ববৎ॥ ৬॥

অথোদরাধিকারঃ।

অথোদরস্য নিদানমাহ—রোগাঃ সর্ব্বেঽপি মন্দেঽগ্নৌ সুতরামুদরাণি চ। অজীর্ণান্মলিনৈশ্চান্নৈশ্চীয়তে মলসঞ্চয়াৎ * ॥ ১ ॥

সম্প্রাপ্তিমাহ—রুদ্ধ্বা স্বেদাম্বুবাহীনি দোষাঃ স্রোতাংসি সঞ্চিতাঃ। প্রাণানপানান্ সংদূষ্য জনয়ন্ত্যুদরং নৃণাম্ ॥ ২ ॥

সামান্যরূপমাহ—আধ্মানং গমনেঽশক্তির্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা। শোথঃ সদনমঙ্গানাং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ। দাহস্তন্দ্রা চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তি হি ॥ ৩ ॥

উদরস্য সন্নিকৃষ্টনিদানপূর্ব্বিকাং সংখ্যামাহ-পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্লীহবদ্ধক্ষতোদকৈঃ। সম্ভবন্ত্যুদরাণ্যষ্টৌ তেষাং লিঙ্গং পৃথক্ শৃণু ॥ ৪ ॥

তত্র বাতোদরস্য লক্ষণমাহ—তত্র বাতোদরে শোথঃ পাণিপান্নাভিকুক্ষিষু। কুক্ষিপার্শ্বোদরকটীপৃষ্ঠরুক্ পর্ব্বভেদনম্ * ॥ শুষ্ককাসোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ গুরুতা মলসংগ্রহঃ। শ্যাবারুণত্বগাদিত্বমকস্মাদ্ধ্রাসবৃদ্ধিমৎ ॥ সতোদভেদমুদরং তনুকৃষ্ণশিরাততম্। আধ্মাতদৃতিবচ্ছব্দমাহতং প্রকরোতি চ। বায়ুশ্চাত্র সরুক্ শব্দো বিচরেৎ সর্ব্বতোগতিঃ * ॥ ৫—৭ ॥

পৈত্তিকমাহ—পিত্তোদরে জ্বরো মূর্চ্ছা দাহস্তৃট্ কটুকাস্যতা। ভ্রমোঽতীসারঃ পীতত্বং ত্বগাদাবুদরং হরিৎ * ॥ পীততাম্রশিরানদ্ধং সস্বেদং সোষ্ম দহ্যতে। ধূমায়তে মৃদুস্পর্শং ক্ষিপ্রপাকং প্রদূয়তে * ॥ ৮ । ৯ ॥

কফোদরমাহ—শ্লেষ্মোদরেঽঙ্গসদনং শ্বয়থুর্গৌরবন্তথা। তন্দ্রোৎক্লেশোঽরুচিঃ স্বাপঃ কাসঃ শৌক্ল্যং ত্বগাদিষু * ॥ উদরং স্তিমিতং স্নিগ্ধং শুক্লরাজীততং মহৎ। চিরাভিবৃদ্ধি কঠিনং শীতস্পর্শং গুরু স্থিরম্ * ॥ ১০ । ১১ ॥

সন্নিপাতোদরমাহ—স্ত্রিয়োঽন্নপানং নখলোমমূত্রবিড়ার্ত্তবৈর্যুক্তমসাধুবৃত্তাঃ। যস্মৈ প্রযচ্ছন্ত্যরয়ো গরাংশ্চ দুষ্টাম্বুদূষীবিষসেবনাচ্চ * ॥ তস্যাশু রক্তং কুপিতাশ্চ দোষাঃ কুর্য্যুঃ সুঘোরং জঠরন্ত্রিলিঙ্গম্। তচ্ছীতবাতে ভৃশদুর্দ্দিনে চ বিশেষতঃ কুপ্যতি দহ্যতে চ * ॥

* অগ্নৌ মন্দে সর্ব্বে রোগা জায়ন্তে। কিন্তু সুতরাম্ অতিশয়েন উদরাণি জায়ন্তে। অপরানপি হেতূনাহ অজীর্ণাৎ মলিনৈশ্চান্নৈঃ অত্যন্তদোষজনকৈঃ। মলসঞ্চয়াৎ মলানাং দোষাণাং পুরীষস্য চাতিবৃদ্ধেঃ অত্রোদরশব্দেনোদরস্থো রোগ উচ্যতে যত আহ—অর্থতোধর্ম্মতঃ সাম্যাৎ তৎসমীপতয়াপি চ। তৎসাহচর্য্যাচ্ছব্দানাং বৃত্তিরুক্তা চতুর্বিধা ॥ ১ ॥ পাণিপাদিত্যত্র ব্যঞ্জনান্তঃ পাচ্ছব্দ আর্ষত্বাৎ। কুক্ষিপার্শ্বোদরেত্যত্র কুক্ষিশব্দ উদরস্য বামদক্ষিণভাগদ্বয়বাচী ॥ ৫ ॥ সর্ব্বতোগতিঃ সকলকোষ্ঠে সঞ্চরন্ ॥৭॥ হরিৎ শাকবর্ণঃ ॥৮॥ সোষ্ম, অন্তস্ত.পযুক্তম্। দহ্যতে বহির্দ্দাহযুক্তম্, ধূমায়তে ধূমমিবোদ্বমতি। ক্ষিপ্রপাকং ক্ষিপ্রপাকাজ্জলোদরং জায়তে, প্রদূয়তে ব্যথতে ॥ ৯ ॥ গৌরবমঙ্গানাম্ তন্দ্রা নিদ্রাবাহল্যম্। উৎক্লেশঃ হৃল্লাসঃ, স্বাপঃ স্পর্শাজ্ঞতা ॥ ১০ ॥ শুক্লরাজীততং শুক্লশিরাব্যাপ্তম্ ॥ ১১ ॥

স চাতুরো মূর্চ্ছতি হি প্রসক্তং পাণ্ডুঃ কৃশঃ শুষ্যতি তৃষ্ণয়া চ। দূষ্যোদরং কীর্ত্তিতমেতদেব প্লীহোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ * ॥ ১২—১৪ ॥

প্লীহোদরমাহ—বর্দ্ধতে প্লীহবৃদ্ধ্যা যদ্বিহ্বাৎ প্লীহোদরং হি তৎ। তদ্বামে বর্দ্ধতে পার্শ্বে নিমিত্তং তত্র তস্য যৎ ॥ প্রবৃদ্ধে প্লীহ্নি লিঙ্গানি যান্যুক্তানি ভিষগ্বরৈঃ। প্লীহোদরেঽপি দৃশ্যন্তে তানি সর্ব্বাণি দেহিনাম্ ॥ প্লীহোদরস্যৈব ভেদো যকৃদ্দাল্যুদরং তথা। সব্যান্যপার্শ্বে যকৃতি প্রবৃদ্ধে জ্ঞেয়ং যকৃদ্দাল্যুদরন্তদেব * ॥ ১৫—১৭ ॥

বদ্ধগুদমাহ— যস্যান্ত্রমন্নৈরুপলেপিভির্বা বালাশ্মভির্বা পিহিতং যথাবৎ। সঞ্চীয়তে যস্য মলো নরস্য শনৈঃ শনৈঃ সঙ্করবচ্চ নাড্যাম্ * ॥ নিরুধ্যতে যস্য গুদে পুরীষং নিরেতি কৃচ্ছ্রাদপি চাল্পমল্পম্। হৃন্নাভিমধ্যে পরিবৃদ্ধিমেতি তস্যোদরং বদ্ধগুদং বদন্তি * ॥ ১৮।১৯ ॥

ক্ষতোদরমাহ—শল্যন্তথান্নোপহিতং যদন্ত্রং ভুক্তং ভিনত্ত্যাগতমন্যথা বা। তস্মাৎ স্রুতোঽন্ত্রাৎ সলিলপ্রকাশঃ স্রাবঃ স্রবেদ্বৈ গুদতাস্তু ভূয়ঃ * ॥ নাভেরধশ্চোদরমেতি বৃদ্ধিং নিস্তুদ্যতে দাল্যতি চাতিমাত্রম্। এতৎপরিস্রাব্যুদরং প্রদিষ্টং দকোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ * ॥ ২০।২১ ॥

উদকোদরমাহ—যঃ স্নেহপীতোঽপ্যনুবাসিতো বা বান্তো বিরিক্তোঽপ্যথবা নিরূঢ়ঃ। পিবেজ্জলং শীতলমাশু তস্য স্রোতাংসি দূষ্যন্তি হি তদ্বহানি * ॥ স্নেহোপলিপ্তেষ্বথবাপি তেষূদকোদরন্পূর্ব্ববদভ্যুপৈতি। স্নিগ্ধং মহত্তৎপরিবৃত্তনাভি সমন্ততঃ পূর্ণমিবাম্বুনা চ। যথাদৃতিঃ ক্ষুভ্যতি কম্পতে চ শব্দায়তে বাপ্যুদকোদরন্তৎ * ॥ ২২—২৩ ॥

---

* স্ত্রিয় ইত্যবিবেকিসন্নিহিতজনোপলক্ষণম্, তাশ্চ স্বসৌভাগ্যমিচ্ছন্ত্যঃ বিট্ মার্জ্জারাদীনাম্, আর্ত্তবং রজঃ, অরয়ো বা গরাণি সংযোগজানি বিষাণি। দুষ্টমম্বু সবিষমংস্তৃণপর্ণাদিযুক্তম্। দূষীবিষং বিষমেবাগ্ন্যাদ্যুপঘাতেন স্বল্পপ্রভাবম্। যত উক্তম্ "জীর্ণং বিষঘ্নৌষধিভির্হতং বা দাবাগ্নিবাতাতপশোষিতঞ্চ। স্বভাবতো বা গুণবিপ্রযুক্তং বিষং হি দূষীবিষতামুপৈতি"। গুণবিপ্রযুক্তম্ গুণবিযুক্তম্ ॥ ১২ ॥ তদ্দুদরং শীতাদিষু কুপ্যতি। তত্র দূষীবিষস্য প্রকোপাৎ ॥১৩॥ মূর্চ্ছতি বিষযোগাৎ, প্রসক্তং নিরন্তরম্। এতদেব সন্নিপাতোদরং তন্ত্রান্তরে দূষ্যোদরং কীর্ত্তিতম্। অথবা পরস্পরং দূষয়ন্তি দোষা এব দূষ্যাঃ,তৈঃ কৃতমুদরং দূষ্যোদরম্ ॥ ১৪ ॥ তস্য পুনরপি বিশেষকমিত্যাহ সব্যেতি যকৃদ্দালয়তি দোষৈর্ভিনত্তীতি যকৃদ্দাল্যুদরম্ তদেব উদরমেব ॥১৭॥ উপলেপিভিঃ শাকশালূকাদিভিঃ বালাশ্মভিঃ বালুকাভিঃ শর্করৈর্বা। যথাবৎ তস্য যৎ সম্ভবতি। মলঃ পুরীষং সঙ্করবৎ সম্মার্জ্জনীক্ষিপ্ততৃণধূল্যাদিবৎ। নাড্যাম্ অন্ত্রনাড্যাং ॥১৮॥ হৃন্নাভিমধ্যে হৃন্নাভ্যোর্মধ্যে ॥ ১৯ ॥ শল্যং কণ্টকশর্করাদি অন্নোপহিতং ভুক্তং যৎ অন্ত্রং ভিনত্তি তথা অন্যথা আগতং ভোজনং বিনা আগতং। শরাদিতরথাপি যদন্নং ভিনত্তি তৎ উপলক্ষণম্। জৃম্ভণমত্যশনং বা যদন্ত্রম্ভিনত্তি। যত উক্তঞ্চরকে' শর্করাতৃণকাষ্ঠাস্থিকণ্টকৈরন্নসংযুতৈঃ। ভিদ্যেতান্ত্রং যদা ভুক্তং জৃম্ভয়াত্যশনেন চেৎ" তস্মাদ্ ভিন্নাদন্ত্রাৎ, গুদতস্তু ভূয়ঃ অন্ত্রাৎ সংস্রুত্য পুনর্গুদতঃ স্রবেদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ দাল্যতি বিদার্য্যত এব পদসিদ্ধিরার্ষত্বাৎ। এতৎ ক্ষতোদরন্তন্ত্রান্তরে পরিস্রাব্যুদরম্প্রদিষ্টম্ ॥ ২১ ॥ স্নেহপীতঃ পীত ইত্যত্রাধ্যবসিতাদিত্বাৎ কর্ত্তরি ক্তঃ। যশ্চ স্নেহং পীত ইতি তৎপুনরার্ষঃ তেন স্নেহম্পীতবানিত্যর্থঃ অনুবাসিতো বা গৃহীতানুবাসনবস্তিঃ। বান্তঃ অত্রাপি পূর্ব্ববৎ কর্ত্তরি ক্তঃ তেন বান্তবানিত্যর্থঃ। এবং বিরিক্তঃ বিরিক্তবান্ তথা নিরূঢ়ঃ গৃহীতনিরূঢ়বস্তিঃ। স চেদাশু শীতলজলং পিবেৎ। তস্য তদ্বহানি জলবহানি স্রোতাংসি দূষ্যন্তি ॥২২॥ জলবহেষু স্রোতঃসু দুষ্টেষু সৎসু, অম্লরস উপস্নেহন্যায়েন বহির্নিঃসৃতোদকোদরমায়াতি। তথাপি জলে বহির্নিঃসৃতে দকোদরমায়াতি। তদ্দুদরম্

সাধ্যাসাধ্যমাহ—জন্মনৈবোদরং সর্ব্বম্প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমং মতম্। বলিনস্তদজাতাম্বু যত্নসাধ্যং নবোত্থিতম্ * ॥ পক্ষাদ্বদ্ধগুদং তূর্দ্ধং সর্ব্বং জাতোদকন্তথা। প্রায়ো ভবত্যভাবায় ছিদ্রান্ত্রং চোদরং নৃণাম্ * ॥ ২৪। ২৫ ॥

জাতোদকস্যোদরস্য লক্ষণমাহ চরকঃ—পয়ঃপূর্ণা দৃতিরিব ক্ষোভে শব্দকরং মৃদু। অপ্রব্যক্তশিরাশূন্যং নাভ্যাবৃত্তমুদরং মহৎ॥ আলস্যমাস্যবৈরস্যং মূত্রং বহু শকৃদ্ দ্রবম্। জাতোদকস্য লিঙ্গং স্যান্মন্দাগ্নিঃ পাণ্ডুতাপি চ॥ শূনাক্ষং কুটিলোপস্থমুপক্লিন্নতনুত্বচম্। বলশোণিতমাংসাগ্নিপরিক্ষাণঞ্চ বর্জ্জয়েৎ * ॥ পার্শ্বভঙ্গান্নবিদ্বেষশোফাতীসারপীড়িতম্। বিরিক্তঞ্চাপ্যুদরিণং পূর্য্যমাণং বিবর্জ্জয়েৎ * ॥ ২৬—২৯ ॥

অথোদরস্য চিকিৎসা—এরণ্ডতৈলং দশমূলমিশ্রং গোমূত্রযুক্তং ত্রিফলারসো বা। নিহন্তি বাতোদরশোথশূলং ক্বাথঃ সমূত্রো দশমূলজশ্চ॥ ৩০ ॥

কুষ্ঠাদিচূর্ণম্—কুষ্ঠং দন্তী যবক্ষারো ব্যোষং ত্রিলবণং বচা। অজাজী দীপ্যকং হিঙ্গু স্বর্জ্জিকা চব্যচিত্রকম্। শুণ্ঠী চোষ্ণাম্বুসা পীতা বাতোদররুজাপহা॥ ৩১ ॥

লশুনতৈলম্—লশুনস্য তুলামেকাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। ত্রিকটুত্রিফলা দন্তী হিঙ্গু সৈন্ধবচিত্রকম্॥ দেবদারু বচা কুষ্ঠং মধুশিগ্রু পুনর্নবা। সৌবর্চ্চলং বিড়ঙ্গানি দীপ্যকো গজপিপ্পলী॥ এতেষাং পলিকান্ ভাগান্ ত্রিবৃতঃ ষট্‌পলানি চ। পিষ্ট্বা কষায়েণানেন তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥ তৎ পিবেৎ প্রাতরুত্থায় যথাগ্নিবলমাত্রয়া। নিহন্তি সকলান্ রোগানুদরাণি বিশেষতঃ॥ মূত্রকৃচ্ছ্রমুদাবর্ত্তমন্ত্রবৃদ্ধিং গুদক্রিমান্। পার্শ্বকুক্ষিভবং শূলমামশূলমরোচকম্॥ যকৃদষ্ঠীলিকানাহান্ প্লীহানং চাঙ্গবেদনাম্। মাসমাত্রেণ নশ্যন্তি অশীতির্বাতজা গদাঃ॥৩২—৩৭ ॥

পিত্তোদরে তু বলিনং পূর্ব্বমেব বিরেচয়েৎ। পয়সা চ ত্রিবৃৎকল্কৈ রুবুকস্য শৃতেন চ॥ পিপ্পল্যাদিগণেনাজ্যং পাচিতং পায়য়েদ্ভিষক্। নরং পথ্যভুজং নিত্যং কফোদরনিবৃত্তয়ে।৩৮।৩৯॥

নাগরাদিতৈলম্-ঘৃতঞ্চ—নাগরত্রিফলাকল্কৈর্দ্দধ্যম্বুপরিপেষিতৈঃ। পাচিতং তৈলমাজ্যং বা পিবেৎ সর্ব্বোদরেষু চ॥ শালিষষ্টিকগোধূমযবনাবারভোজনম্। নিরূহো রেচনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বেষু জঠরেষু চ॥ আনূপমৌদকং মাংসং শাকং পিষ্টকৃতং তিলাঃ। ব্যায়ামাধ্বদিবাস্বপ্ন-স্নেহপানানি বর্জ্জয়েৎ॥ তথোগ্রলবণোষ্ণানি বিদাহীনি গুরূণি চ। নাদ্যাদন্নানি জঠরে তোয়পানঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ উদরাণাং মলাঢ্যত্বাদ্বহুশঃ শোধনং হিতম্।

পরিবৃত্তনাভি গম্ভীরনাভি সমন্ততঃ জলমপযাতি সর্ব্বতঃ। যথা দৃতিঃ চর্ম্মময়জলাহরণপাত্রং, ক্ষুভ্যতি অন্তর্জলদোলনেন সঞ্চলতি কম্পতে বহিঃ শব্দায়তে কম্পমানং সৎ শব্দঙ্করোতি॥ ২৩॥ বলিনঃ অজাতাম্বু নবোত্থিতঞ্চ যত্নসাধ্যমিত্যন্বয়ঃ॥ ২৪॥ শরাদিনা ছিদ্রমন্ত্রং যস্য তদুদরমভাবায় ভবতি॥ ২৫॥ কুটিলোপস্থম্ বক্রমেহনম্। উপক্লিন্নতনুত্বচম্ উপরি আর্দ্রা তন্বীত্বগ্ যস্য তং উদরিণম্॥ ২৮॥ বিরিক্তমপি পূর্য্যমাণং পূর্য্যমাণোদরং উদরিণং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৯॥

ক্ষারমেরণ্ডজং তৈলং পিবেন্মূত্রেণ বাহসকৃৎ ॥ বাতোদরী পিবেত্তক্রং পিপ্পলীলবণান্বিতম্। শর্করামরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ ॥ যবানী হপুষাজাজী ব্যোষযুক্তং কফোদরী। সন্নিপাতোদরী যুক্তং ত্রিকটুক্ষারসৈন্ধবৈঃ ॥ ৪০—৪৬ ॥

নারায়ণচূর্ণম্—যবানী হপুষা ধান্যং ত্রিফলা চোপকুঞ্চিকা। কারবী পিপ্পলীমূলং অজগন্ধা শটী বচা * ॥ শতাহ্বা জীরকং ব্যোষং স্বর্ণক্ষীরী চ চিত্রকম্। দ্বৌ ক্ষারৌ পৌষ্করং মূলং কুষ্ঠং লবণপঞ্চকম্ ॥ বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশানি দন্ত্যা ভাগত্রয়ং ভবেৎ। ত্রিবৃদ্বিশালা দ্বিগুণা শাতলা স্যাচ্চতুর্গুণা * ॥ এষ নারায়ণো নাম্না চূর্ণো রোগগণাপহঃ। এনং প্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে রোগা বিষ্ণুমিবাসুরাঃ ॥ তক্রেণোদরিভিঃ পেয়ো গুল্মিভির্বদরাম্বুনা। আনদ্ধবাতে সুরয়া বাতরোগে প্রসন্নয়া ॥ দধিমণ্ডেন বিড়্ভেদে দাড়িমাম্বুভিরর্শসি। পরিকর্ত্তিষু বৃক্ষাম্লৈ-রুষ্ণাম্বুভিরজীর্ণকে * ॥ ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে কাসে শ্বাসে গলগ্রহে। হৃদ্রোগে গ্রহণীরোগে কুষ্ঠে মন্দেহনলে জ্বরে ॥ দংষ্ট্রাবিষে মূলবিষে সগরে কৃত্রিমে বিষে। যথাহং স্নিগ্ধকোষ্ঠেন পেয়মেতাদ্বিরেচনম্ ॥ ৪৭ ৷ ৫৪ ॥

নারাচঘৃতম্—স্নুকক্ষারদন্তী ত্রিফলাবিড়ঙ্গসিংহীত্রিবৃচ্চিত্রককর্বকর্ষম্। ঘৃতং বিপক্কং কুড়বপ্রমাণং তোয়েন তস্যাক্ষমথাদ্ধকর্ষম্॥ পীত্বোষ্ণমম্ভোহনুপিবেদ্বিরেকে পেয়াং রসং বা প্রাপিবেদ্বিধিজ্ঞঃ। নারাচমেতজ্জঠরাময়ানাং যুক্ত্যোপযুক্তং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥ বজ্রায়াঃ কর্ষ-মাত্রায়াঃ কল্কং দধ্যাদিবেষ্টিতম্। নিগিলেদ্বারিণা নিত্যমুদরব্যাধিশান্তয়ে * ॥ ৫৫—৫৭ ॥

পুনর্নবাদিঃ ক্বাথঃ পুনর্নবা দারুনিশা সতিক্তাপটোলপথ্যাপিচুমন্দমুস্তা। স নাগরচ্ছিন্নরুহেতি সর্ব্বঃ কৃতঃ কষায়ো বিধিনা বিধিজ্ঞৈঃ ॥ গোমূত্রযুগ্ গুগ্গুলুনা চ যুক্তঃ পীতঃ প্রভাতে নিয়তং নরাণাম্। সর্ব্বাঙ্গশোথোদরকাসশূল-শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥৫৭-৫৯॥

ইত্যুদররোগাধিকারঃ।

অথ শোথাধিকারঃ।

—:*:—

শোথস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানমাহ—শুদ্ধ্যাময়াভক্তকৃশাবলানাং ক্ষারাম্লতীক্ষ্ণোষ্ণ-গুরূপসেবা। দধ্যামমৃচ্ছাকবিরোধিপিষ্ট (ক) গরোপসৃষ্টান্ননিষেবণাচ্চ * ॥ অর্শাংস্যচেষ্টা

---

* উপকুঞ্চিকা কারবীচ বৃহজ্জীরকঃ মঙ্গরেলা ইতিত লোকে ॥ ৪৭ ॥ বিশালা ইন্দ্রবারুণী, শাতলা সেহুণ্ড ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৯ ॥ পরিকর্ত্তিঃ গুদে পরিকর্ত্তনবৎ পীড়া ॥ ৫২ ॥ বজ্রাগুীতি বনহরণেতি লোকে ॥ ৫৭ ॥ শুদ্ধিঃ বমনবিরেকাদিঃ, আময়াঃ পাণ্ডুরোগাদয়ঃ অভক্তম্ অভোজনম্ আমঃ অপক্কো ভুক্তস্য রসঃ। পিষ্টগরোপসৃষ্টান্নম্ পিষ্টো যো গরঃ সংযোগজং বিষং তেন সংসৃষ্টমন্নম্ ॥ ১ ॥

(ক) দুষ্টেতি বা পাঠঃ।

বপুষো হ্যশুদ্ধির্মর্ম্মাভিঘাতো বিষমা প্রসূতিঃ। মিথ্যোপচারঃ প্রতিকর্ম্মণাঞ্চ নিজস্য হেতুঃ শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টঃ * ॥ ১। ২ ॥

শোথস্য সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং সামান্যং লক্ষণম্—রক্তপিত্তকফান্ বায়ুর্দুষ্টো দুষ্টান্ বহিঃ শিরাঃ। নীত্বা রুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্য্যাত্বঙ্মাংসসংশ্রয়ম্॥ উৎসেধং সংহতং শোথং তমাহুর্নিচয়াদতঃ * ॥ সগৌরবং স্যাদনবস্থিতত্বং সোৎসেধমুষ্মাথ শিরাতনুত্বম্। সলোমহর্ষঞ্চ বিবর্ণতা চ সামান্যলিঙ্গং শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টম্ * ॥ ৩। ৪ ॥

বাতিকং শোথমাহ—চরস্তনুত্বক্ পরুষোঽরুণোঽসিতঃ প্রসুপ্তিহর্ষার্ত্তিযুতোঽনিমিত্ততঃ। প্রশাম্যতি প্রোন্নমতি প্রপীড়িতো দিবাবলী স্যাৎ শ্বয়থুঃ সমীরণাৎ * ॥ ৫ ॥

পৈত্তিকমাহ—মৃদুঃ সগন্ধোঽসিতপীতরাগবান্ ভ্রমজ্বরস্বেদতৃষামদান্বিতঃ। যসূষ্যতে স্পর্শরুগক্ষিরাগবান্ স পিত্তশোথো ভৃশদাহপাকবান্ * ॥ ৬ ॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—গুরুঃ স্থিরঃ পাণ্ডুররোচকান্বিতঃ প্রসেকনিদ্রাবমিবহ্নিমান্দ্যকৃৎ। সকৃচ্ছ্রজন্মপ্রশমো নিপীড়িতো নচোন্নমেদ্রাত্রিবলী কফাত্মকঃ ॥ ৭ ॥

দ্বন্দ্বজমাহ—নিদানাকৃতিসংসর্গাৎ জ্ঞেয়ঃ শোথো দ্বিদোষজঃ ॥

সান্নিপাতিকমাহ—সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাচ্ছোথো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ * ॥ ৮ ॥

অভিঘাতজমাহ—অভিঘাতেন শস্ত্রাদিচ্ছেদভেদক্ষতাদিভিঃ। হিমানিলোদধ্যনিলৈর্ভল্লাতকপিকচ্ছুজৈঃ * ॥ রসৈঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাচ্ছ্বয়থুঃ স্যাদ্বিসর্পবান্। ভৃশোষ্মা লোহিতাভাসঃ প্রায়শঃ পিত্তলক্ষণঃ * ॥ ৯। ১০ ॥

বিষজমাহ—বিষজঃ সবিষপ্রাণিপরিসর্পণমূত্রণাৎ। দংষ্ট্রাদন্তনখাঘাতাদবিষপ্রাণি-

---

* বপুষোঽশুদ্ধিঃ শোধনার্হস্য বপুষোঽশোধনম্ মর্ম্মোপঘাতঃ দোষকৃত এব জ্ঞেয়ঃ। বাহ্যহেতুকৃতস্তু মর্ম্মোপঘাত আগন্তুজশোথহেতুরেব। বিষমা প্রসূতিঃ আমগর্ভপতনাদিকা প্রতিকর্ম্মণাং বমনাদিপঞ্চকর্ম্মণম্। মিথ্যোপচারঃ অসম্যক্করণম্। শ্বয়থোঃ শোথস্য, নিজস্য আত্মীয়স্য সন্নিকৃষ্টস্য হেতুর্বাতাদ্যাত্মকস্যোক্তঃ ॥ ২ ॥ উৎসেধং উন্নতত্বম্, কিং বিশিষ্টমুৎসেধমতঃ পূর্ব্বোক্তাৎ নিচয়াৎ, রক্তপিত্তকফবাতানাং সমুদায়াৎ। সংহতম্ ঘনম্। তমুৎসেধং শোথমাহুরিত্যন্বয়ঃ ॥৩॥ তস্য শোথস্য কিং স্যাদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। অনবস্থিতত্বং স্যাৎ, অনিয়তা স্থিতিঃ স্যাদিত্যর্থঃ, চিকিৎসাব্যতিরেকেণাপি নিবৃত্তেঃ, তচ্চানবস্থিতত্বং সগৌরবং স্যাদ্গৌরবমপ্যনবস্থিতং স্যাৎ। অথ চ সোৎসেধং স্যাৎ, উন্নতত্বমপ্যনবস্থিতত্বং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ চরঃ সঞ্চারী, প্রসুপ্তিঃ স্পর্শাজ্ঞতা, হর্ষোঽত্র ঝিনি ঝিনী রোমাঞ্চো বা, আর্ত্তিঃ পীড়া এতদ্‌যুক্তঃ। দিবাবলী বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধত্বাৎ। অতএবোক্তং চরকেণ 'স্নেহোষ্ণমর্দ্দনাভ্যৈর্যঃ প্রশাম্যেত স বাতিকঃ। যশ্চাপ্যরুণবর্ণঃ স্যাচ্ছোথো নক্তং প্রশাম্যতি" ॥৫॥ উষ্যতে সন্তপ্যতে ভৃশদাহপাকবান্ ভৃশং দাহো যঃ পাকস্তদ্‌যুক্তঃ ॥৬॥ ব্যামিশ্রলক্ষণ ইত্যুক্তে সর্ব্বাকৃতিরিতি উক্তবাতজাদিশোথসকললক্ষণনিয়মার্থম্ ॥ ৭ ॥ ছেদঃ খড়্গাদিনা, ভেদঃ পাষাণাদিনা, ক্ষতং শরাদিনা আদিনাব্রণাদি। আদিশব্দেন লগুড়প্রহারাদি গৃহ্যতে ॥ ৯ ॥ ভল্লাতজৈঃ রসৈঃ কপিকচ্ছুজৈঃ শূকৈঃ, বিসর্পবান্ প্রসরণশীলঃ পিত্তলক্ষণঃ পৈত্তিকশোথলক্ষণঃ ॥ ১০ ॥

নামপি * ॥ বিণ্মূত্রশুক্রোপহতমলবদ্বস্ত্রসঙ্করাৎ। বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাদ্গরযোগাবচূর্ণনাৎ মৃদুশ্চলোঽবলম্বী চ শীঘ্রো দাহরুজাকরঃ * ॥ ১১। ১২ ॥

যত্র স্থিতা দোষা যত্র শোথং কুর্ব্বন্তি তদাহ—দোষাঃ শ্বয়থুমূর্দ্ধং হি কুর্বন্ত্যামাশয়ে স্থিতাঃ। পিত্তাশয়স্থা মধ্যে তু বর্চ্চঃস্থানগতাস্ত্বধঃ। কৃৎস্নং দেহমনুপ্রাপ্য কুর্য্যুঃ সর্ব্বসরাস্তথা * ॥ ১৩ ॥

উপদ্রবানাহ—ছর্দ্দিঃ শ্বাসোঽরুচিস্তৃষ্ণা জ্বরোঽতীসারএব চ। সপ্তকোঽয়ং সদৌর্বল্যঃ শোথস্যৈতে উপদ্রবাঃ ॥ ১৪ ॥

শোথাসাধ্যত্বমাহ—শ্বাসঃ পিপাসা ছর্দ্দিশ্চ দৌর্বল্যং জ্বরএব চ। যস্য চান্নে রুচির্নাস্তি শোথিনন্তং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫ ॥

কষ্টসাধ্যাদিকমাহ—যো মধ্যদেশে শ্বয়থুঃ কষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চ যঃ। অর্দ্ধাঙ্গেঽরিষ্টভূতঃ স্যাদ্‌যশ্চোর্দ্ধং পরিসর্পতি * ॥ অপরঞ্চ। অনন্যোপদ্রবকৃতঃ শোথঃ পাদসমুত্থিতঃ। পুরুষং হন্তি নারীন্তু মুখজো বস্তিজো দ্বয়ম্ * ॥ ১৬—১৭ ॥

অথ শোথচিকিৎসা—শুণ্ঠীপুনর্নবৈরণ্ডপঞ্চমূলীশৃতং জলম্। বাতিকে শ্বয়থৌ শস্তং পানাহারপরিগ্রহে ॥ পটোলত্রিফলারিষ্টদার্ব্বীকাথঃ সগুগ্‌গুলুঃ। তদ্বৎপিত্তকৃতং শোথং হন্তি শ্লেষ্মোদ্ভবং তথা ॥ মিশ্রে মিশ্রক্রমং কুর্য্যাৎ সর্ব্বজে সর্ব্বমেব হি। বিল্বপত্ররসং পূতং শোষণং ত্রিভবে পিবেৎ ॥ শোথে ত্বাগন্তুজে কুর্য্যাৎ সেকলেপাদি শীতলম্। ভল্লাতক্যা হরেৎ শোথং সতিলা কৃষ্ণমৃত্তিকা ॥ মহিষীক্ষীরসংপিষ্টৈর্নবনীতসমন্বিতৈঃ। তিলৈর্লিপ্তঃ শমং যাতি শোথো ভল্লাতকোত্থিতঃ ॥ যষ্টীদুগ্ধতিলৈর্লেপো নবনীতেন সংযুতঃ। শোথমারুষ্করং হন্তি চূর্ণৈঃ শালদলস্য চ ॥ ১৮-২৩ ॥ বিষজশোথচিকিৎসা তু বিষচিকিৎসায়াং দ্রষ্টব্যা।

সামান্যচিকিৎসা—মহিষ্যা নবনীতং বা লেপাদ্দুগ্ধতিলান্বিতম্ * ॥ ২৪ ॥

---

* পরিসর্পণাৎ শরীরোপরি সঞ্চরণাৎ, দংষ্ট্রাদ্বিগুণীকৃতা দন্তাবলিঃ, চোহ ইতি। দন্তাঃ অগ্রেভবাঃ। অবিষপ্রাণিনাং দংষ্ট্রাদিবিষং শোথব্যথাদিকরং ভবতীতি বিশেষঃ ॥ ১১ ॥ বিণ্মূত্রেত্যাদি বিড়াদ্যুপহতং মলিনঞ্চ যদ্বস্ত্রং তথা সঙ্করঃ সম্মার্জ্জনীভিঃ ক্ষিপ্তো ধূল্যাদিঃ, তেষাং সম্পর্কাৎ, গরযোগাবচূর্ণনাৎ গরঃ সংযোগজং বিষং তস্য যোগো যস্য তেন বস্ত্রনাঽবধূলনাৎ। অবলম্বী লম্বমানঃ অয়মপ্যাগন্তুজস্তথাপি সামান্যাগন্তুজশোথচিকিৎসাতোঽস্য বিশিষ্টচিকিৎসাভিধানাৎ পৃথক্ পঠিতঃ ॥ ১২ ॥ ঊর্দ্ধম্ উরঃপ্রভৃত্যূর্দ্ধম্, মধ্যে উরঃপক্বাশয়মধ্যে, অধঃ পক্বাশয়াদধঃ ॥ ১৩ ॥ মধ্যদেশে উরঃপক্বাশয়মধ্যে, সর্ব্বাঙ্গগঃ সকলশরীরব্যাপী। সর্ব্বাঙ্গজ ইতি বা পাঠঃ সান্নিপাতিকঃ। অর্দ্ধাঙ্গঃ অর্দ্ধনারীশ্বরাকারঃ, যশ্চোর্দ্ধং পরিসর্পতীতি পুরুষবিষয়ঃ। তথাচ 'ঊর্দ্ধগামী নরং পদ্ভ্যামধোগামী তথা স্ত্রিয়ম্। উভয়ং বস্তিসঞ্জাতঃ শোথো হন্তি ন সংশয়ঃ'। ঊর্দ্ধগামী মুখগামী, তথাচ তন্ত্রান্তরে, পাদাৎ প্রবৃত্তঃ শ্বয়থুর্নৃণাং যঃ প্রাপ্নুয়ান্ মুখমিতি স ন সিধ্যতি ইতিশেষঃ। অধোগামী পদগামী তথাচ তন্ত্রান্তরে— স্ত্রীণাং বক্ত্রাৎ পদং যাতি বস্তিজশ্চ ন সিধ্যতীতি' উভয়ং নরং নারীঞ্চ ॥ ১৬ ॥ অয়মর্থঃ-পাদসমুত্থিতঃ পাদাভ্যামুত্থিতো মুখগামীতি যাবৎ। শোথঃ পুরুষং হন্তি স কিং বিশিষ্টঃ অনন্যোপদ্রবকৃতঃ, শোথাদন্যে ব্যাধয়োঽতীসারগ্রহণ্যর্শঃপ্রভৃতয়স্তেষামুপদ্রবৈঃ কৃতঃ তদুপদ্রবত্বেন জাত ইত্যর্থঃ। ন অন্যোপদ্রবকৃতঃ অনন্যোপদ্রবকৃতঃ, অর্থাৎ স্বহেতুভিরেব জাতঃ। দ্বয়ম্ পুরুষঞ্চ নারীঞ্চ হন্তি, সোঽপ্যনন্যোপদ্রবকৃত এব ॥ ১৭ ॥ অত্র দুগ্ধঞ্চ মহিষ্যা এব ॥ ২৪ ॥

পথ্যাদি ক্বাথঃ—পথ্যানিশাভার্গ্যমৃতাগ্নিদার্বীপুনর্নবাদারুমহৌষধানাম্। ক্বাথঃ প্রসহ্যোদরপাণিপাদমুখাশ্রিতং হন্ত্যচিরেণ শোথম্॥ ২৫॥

ফলত্রিকোত্থবং ক্বাথং গোমূত্রেণৈব সাধিতম্। বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং শোথং হন্যাদ্বৃষণসম্ভবম্॥ বৃশ্চীরদেবদ্রুমনাগরৈর্বা দন্তীত্রিবৃৎত্র্যূষণচিত্রকৈর্বা। দুগ্ধং সুসিদ্ধং বিধিনা নিপীতং গীতং পরং শোথহরং ভিষগ্‌ভিঃ*॥ সেকস্তথার্কবর্ষাভূনিম্বক্বাথেন শোথহৃৎ। গোমূত্রেণাপি কুর্ব্বীত সুখোষ্ণেনাবসেচনম্॥ পুনর্নবা দারু শুণ্ঠী শিগ্রুঃ সিদ্ধার্থকস্তথা। অম্লপিষ্টঃ সুখোষ্ণোঽয়ং প্রলেপঃ সর্ব্বশোথহৃৎ॥ গুড়ার্দ্রকং বা গুড়নাগরং বা গুড়াভয়াং বা গুড়-পিপ্পলীং বা। কর্ষাভিবৃদ্ধ্যা ত্রিপলপ্রমাণং খাদেন্নরঃ পক্ষমথাপি মাসম্॥ শোথপ্রতিশ্যায়-গলাস্যরোগান্ সশ্বাসকাসারুচিপানসাদীন্। জীর্ণজ্বরার্শোগ্রহণীবিকারান্ হন্যাত্তথান্যান্ কফবাতরোগান্॥ বিশ্বং গুড়েন তুল্যং বৃশ্চীররসানুপানমভ্যস্তম্। বিনিহন্তি সর্ব্বশোথং ঘনবৃন্দং চণ্ডবায়ুরিব॥ কণানাগরজং চূর্ণং সগুড়ং শোথনাশনম্। আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনম্॥ ২৬—৩৩॥

গুড়াদি চূর্ণম্—গুড়াৎ পলত্রয়ং গ্রাহ্যং শৃঙ্গবেরপলত্রয়ম্। শৃঙ্গবেরসমা কৃষ্ণা লোহবিট্‌তিলয়োঃ পলম্। চূর্ণমেতৎ সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বশ্বয়থুনাশনম্॥ ৩৪॥

মানকঘৃতম্—মানকক্বাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষঞ্চ ব্যপোহতি॥ ৩৫॥

শুষ্কমূলকতৈলম্—শুষ্কমূলকবর্ষাভূদারুরাস্নামহৌষধৈঃ। পক্কমভ্যঞ্জনং তৈলং সশূলং শ্বয়থুং হরেৎ॥ ৩৬॥

ইতি শোথাধিকারঃ।

অথ বৃদ্ধাধিকারঃ।

তত্র বৃদ্ধের্নিদানং সংখ্যাঞ্চাহ—দোষাস্রমেদোমূত্রান্ত্রৈঃ স বৃদ্ধিঃ সপ্তধা গদঃ। মূত্রান্ত্রজাবপ্যনিলাদ্ধেতুভেদস্তু কেবলঃ॥ বৃদ্ধিং করোতি কোশস্থঃ ফলকোষাভিবাহিনীঃ। রুধ্বারুদ্ধগতির্বায়ুর্ধমনীর্মুষ্কগামিনীঃ॥ ১। ২॥

তত্র বাতিকমাহ—বাতপূর্ণদৃতিস্পর্শো রুক্ষো বাতাদহেতুরুক্ *॥ ৩॥

পৈত্তিকমাহ—পক্কোডুম্বরসঙ্কাশঃ পিত্তাদ্দাহোষ্মপাকবান্ *॥ ৪॥

---

* বৃশ্চীরঃ শ্বেতবর্ষাভূঃ॥ ২৬॥ অহেতুরুক্ অত্রেষদর্থে নঞ্ তেন স্বল্পাদপি বিপ্রকৃষ্টাৎ কারণাৎ রুক্ পীড়া যত্র সঃ॥৩॥ দাহঃ আভ্যন্তরঃ উষ্মা বহিস্তপ্ততা॥ ৪॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—কফাচ্ছীতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ কণ্ডূমান্ কঠিনোঽল্পরুক্ ॥ ৫ ॥

রক্তজমাহ—কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ পিত্তবৃদ্ধিলিঙ্গশ্চ রক্তজঃ * ॥ ৬ ॥

মেদোজমাহ—কফবন্মেদসো বৃদ্ধির্মৃদুস্তালফলোপমঃ * ॥ ৭ ॥

মূত্রজমাহ—মূত্রধারণশীলস্য মূত্রজঃ স তু গচ্ছতঃ। অম্ভোভিঃ পূর্ণদৃতিবৎ ক্ষোভং যাতি সরুঙ্ মৃদুঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রমধঃ কুর্য্যাৎ সঞ্চলন্ ফলকোষয়োঃ * ॥ ৮ ॥

অন্ত্রবৃদ্ধিমাহ—বাতকোপিভিরাহারৈঃ শীততোয়াবগাহনৈঃ। ধারণেরণভারাধ্ববিষমাঙ্গপ্রবর্ত্তনৈঃ * ॥ ক্ষোভণৈঃ ক্ষোভিতোঽন্যৈশ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রাবয়বং যদা। পবনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধো নয়েৎ। কুর্য্যাদ্ বঙ্ক্ষণসন্ধিস্থো গ্রন্থ্যাভং শ্বয়থুং তদা * ॥ ৯। ১০ ॥

উপক্ষিতায়া অন্ত্রবৃদ্ধেরবস্থা—উপেক্ষ্যমাণস্য চ মুষ্কবৃদ্ধিমাধ্মানরুক্‌স্তম্ভবতীং সবায়ুঃ। প্রপীড়িতোঽন্তঃস্বনবান্ প্রয়াতি প্রধ্মাপয়ন্নেতি পুনশ্চ মুক্তঃ * ॥ ১১ ॥

অসাধ্যমাহ—যস্যান্ত্রাবয়বাশ্লেষো মুষ্কয়োর্বাতসঞ্চয়াৎ। অন্ত্রবৃদ্ধিরসাধ্যোঽয়ং বাতবৃদ্ধিসমাকৃতিঃ * ॥ ১২ ॥

সামীপ্যাদত্রৈব ব্রধ্নমাহ—অত্যভিষ্যন্দিগুর্ব্বন্নশুষ্কপূত্যামিষাশনাৎ। করোতি গ্রন্থিবচ্ছোথং দোষো বঙ্ক্ষণসন্ধিষু। জ্বরশূলাঙ্গসাদাঢ্যং তং ব্রধ্নেতি বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৩ ॥

অথ বৃদ্ধেশ্চিকিৎসা—বৃদ্ধাবত্যশনং মার্গমুপবাসং গুরূণি চ। বেগাঘাতং পৃষ্ঠযানং ব্যায়ামং মৈথুনং ত্যজেৎ ॥ বাতবৃদ্ধৌ পিবেৎ স্নিগ্ধং যথাপ্রাপ্তং বিরেচনম্। সক্ষীরঞ্চ পিবেত্তৈলং মাসমেরণ্ডসম্ভবম্ ॥ গুগ্‌গুলুমেরণ্ডজন্তৈলং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ। বাতবৃদ্ধিং জয়ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ পিত্তগ্রন্থিক্রমেণৈনং পিত্তবৃদ্ধিমুপাচরেৎ। জলৌকাভিহরেদ্রক্তং বৃদ্ধৌ পিত্তসমুদ্ভবে ॥ চন্দনং মধুকং পদ্মমুশীরন্নীলমুৎপলম্। ক্ষীরপিষ্টং প্রলেপেন দাহশোথরুজাপহম্ ॥ ত্রিকটুত্রিফলাক্বাথং সক্ষারলবণং পিবেৎ। বিরেচনমিদং শ্রেষ্ঠং কফবৃদ্ধিবিনাশনম্ ॥ লেপনাঃ কটুতীক্ষ্ণোষ্ণাঃ স্বেদনং রূক্ষমেব চ। পরিষেকোপনাহৌ চ সর্ব্বমুষ্ণমিহেষ্যতে ॥ মুহুর্ম্মুহুর্জলৌকাভিঃ শোণিতং রক্তজে হরেৎ। পিবেদ্বিরেচনং বাপি শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥ শীতমালেপনং শস্তং সর্ব্বপিত্তহরন্তথা। পিত্তবৃদ্ধিক্রমঙ্কুর্য্যাদামে পক্বে চ রক্তজে ॥ স্বিন্নং মেদঃসমুত্থন্তু লেপয়েৎ সুরসাদিনা। শিরোবিরেচনদ্রব্যৈঃ

* কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ ইতি পৈত্তিকোদ্ভবঃ ॥ ৬ ॥ নীলবর্ত্তুলঃ ॥ ৭ ॥ সঞ্চলন্ ফলকোষয়োরধঃ মূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রেণ ব্যথাঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ধারণম্ উপস্থিতস্য বেগস্য। ঈরণং অনুপস্থিতস্য বেগস্য প্রেরণম্। বিষমাঙ্গপ্রবর্ত্তনম্ বক্রত্বেনাঙ্গমোটনম্ ॥ ৯ ॥ অন্যানি ক্ষোভণানি বলবদ্বিগ্রহকঠোরধনুষাকর্ষণাদীনি, তৈঃ ক্ষোভিতঃ সন্দূষ্য সঞ্চালিতঃ পবনঃ যদা ক্ষুদ্রান্ত্রাবয়বং বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধো নয়েৎ, তদা বঙ্ক্ষণসন্ধিস্থঃ সন্ বঙ্ক্ষণসন্ধৌ গ্রন্থিরূপং শ্বয়থুং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ তত্রাধ্মানমুদরে রুগ্ বৃদ্ধয়োর্মুষ্কয়োঃ স্তম্ভো গাত্রে তদ্যুক্তাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ভোজোঽপ্যাহ 'অন্ত্রং বিগুণমাদায় বাতো নয়তি বঙ্ক্ষণম্। বঙ্ক্ষণাৎ তদ্রুজাযুক্তং ফলকোষং প্রপদ্যত ইতি স মুষ্কবৃদ্ধিঃ অন্তঃ উদরে প্রধ্মাপয়ন্ আগমনমার্গং নিরুদ্ধঃ কুর্ব্বন্ এতি আয়াতি ॥ ১১ ॥ বাতবৃদ্ধিসমাকৃতিরিতি যোঽন্ত্রবৃদ্ধিঃ রোগঃ সোঽসাধ্যঃ ॥ ১২ ॥

সুখোষ্ণৈর্ম্মূত্রসংযুতৈঃ॥ সংস্বেদ্য মূত্রপ্রভবং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ। সীবন্যাঃ পার্শ্বতোঽধস্তাদ্বিধ্যেৎ ব্রীহিমুখেন বৈ *॥ মুষ্ককোষমগচ্ছন্ত্যামন্ত্রবৃদ্ধৌ বিচক্ষণঃ। বাতবৃদ্ধিক্রমং কুর্য্যাৎ স্বেদস্তত্রাগ্নিনা হিতম্ *॥ তৈলমেরণ্ডজং পীত্বা বলাসিদ্ধং যথোচিতম্। আধ্মানশূলোপচিতামন্ত্রবৃদ্ধিং জয়েন্নরঃ॥ ১৪—২৬॥

রাস্নাদিক্কাথঃ—রাস্নাযষ্ট্যমৃতৈরণ্ডবলারগ্বধগোক্ষুরৈঃ। পটোলেন বৃষেণাপি বিধিনা বিহিতং শৃতম্। রুবুতৈলেন সংযুক্তমন্ত্রবৃদ্ধিং ব্যপোহতি॥ ২৭॥

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলেন ক্ষীরেণ বিহিতং শৃতম্। বিশালামূলজং চূর্ণং বৃদ্ধিং হন্তি ন সংশয়ঃ *॥ বচাসর্ষপকল্কেন প্রলেপঃ শোথনাশনঃ। শিগ্রুত্বক্‌সর্ষপৈর্লেপঃ শোথশ্লেষ্মানিলাপহঃ॥ ২৮।২৯॥

বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা—শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃতান্যেতানি যোজয়েৎ। লোহং রঙ্গং তথা তাম্রং কাংস্যঞ্চাথ বিশোধিতম্॥ তালকং তুথকঞ্চাপি তথা শঙ্খবরাটকম্। ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং বিড়ঙ্গং বৃদ্ধদারকম্॥ কর্চূরং মাগধীমূলং পাঠাং সহবুষাং বচাম্। এলাবীজং দেবকাষ্ঠং তথা লবণপঞ্চকম্॥ এতানি সমভাগানি চূর্ণয়েদথ কারয়েৎ। কষায়েণ হরীতক্যা বটিকাং টঙ্কসম্মিতাম্॥ একাং তাং বটিকাং যস্তু নির্গিলেদ্বারিণা সহ। অণ্ডবৃদ্ধিরসাধ্যাপি তস্যাং নশ্যতি সত্বরম্॥ ৩০—৩৪॥

অথ ব্রধ্নস্য চিকিৎসা—ভৃষ্টশ্চৈরণ্ডতৈলেন সমাকল্কোঽভয়াভবঃ॥ কৃষ্ণাসৈন্ধবসংযুক্তো ব্রধ্নরোগহরঃ পরঃ। অজাজী হবুষা কুষ্ঠং গোমেদং বদরান্বিতম্। কাঞ্জিকেন তু সংপিষ্টং তল্লেপো ব্রধ্নজিৎ পরঃ *॥ ৩৫। ৩৬॥

ইতি বৃদ্ধিরোগাধিকারঃ।

অথ গলগণ্ডগণ্ডমালাগ্রন্থ্যর্ব্বুদাধিকারঃ।

তত্র গলগণ্ডস্য সামান্যলিঙ্গম্—নিবদ্ধঃ শ্বয়থুর্যস্য মুষ্কবল্লম্বতে গলে। মহান্ বা যদি বা হ্রস্বো গলগণ্ডং তমাদিশেৎ *॥ ১॥

সম্প্রাপ্তিমাহ—বাতঃ কফশ্চাপি গলে প্রদুষ্টৌ মন্যে তু সংশ্রিত্য তথৈব মেদঃ। কুর্ব্বন্তি গণ্ডং ক্রমশঃ স্বলিঙ্গৈঃ সমাচিতন্তং গলগণ্ডমাহুঃ *॥ ২॥

বাতিকমাহ—তোদান্বিতঃ কৃষ্ণশিরাবনদ্ধঃ শ্যাবারুণো বা পবনাত্মকস্তু। পারুষ্য-

---

* ব্রীহিমুখেন শস্ত্রবিশেষেণ ॥২৪॥ অগচ্ছন্ত্যাং অস্রবন্ত্যাম্ ॥২৫॥ বিশালা ইন্দ্রবারুণী ॥২৮॥ গোমেদং পত্রকম্, তথা নিঘণ্টৌ ধন্বন্তরিঃ 'পত্রং দলাহ্বয়ং রাসং গোমেদং বসনাহ্বয়মিতি' ॥ ৩৬॥ নিবদ্ধঃ দৃঢ়ঃ অচলো বা, মুষ্কবৎ অণ্ডবৎ গলে ইতি হনুমন্যয়োরুপলক্ষণম্। তথাচ ভোজঃ—মহান্তং শোথমল্পং বা হনুমন্যাগলাশ্রয়ম্। মুষ্কবল্লম্বমানন্তু গলগণ্ডং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১॥ স্বলিঙ্গৈঃ বাতকফমেদোলক্ষণৈঃ॥ ২॥

যুক্তশ্চিরবৃদ্ধ্যপাকো যদৃচ্ছয়া পাকমিয়াৎ কদাচিৎ। বৈরস্যমাস্যস্য চ তস্য জন্তোর্ভবেত্তথা তালুগলপ্রশোষঃ * ॥ ৩ ॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—স্থিরঃ সবর্ণো গুরুরুগ্রকণ্ডুঃ শীতো মহাংশ্চাপি কফাত্মকস্তু। স্নিগ্ধাস্যতা তস্য ভবেচ্চ জন্তোর্গলেন শব্দং কুরুতে চ নিত্যম্ ॥ চিরাচ্চ বৃদ্ধিং ভজতে চিরাচ্চ প্রপচ্যতে মন্দরুজঃ কদাচিৎ। মাধুর্য্যমাস্যস্য চ তস্য জন্তোর্ভবেত্তথা তালুগল-প্রলেপঃ * ॥ ৪—৫ ॥

মেদোজমাহ—স্নিগ্ধো মৃদুঃ পাণ্ডুরনিষ্টগন্ধো মেদোভবঃ কণ্ডুযুতোঽরুজশ্চ। প্রলম্বতেঽলাবুবদল্পমূলো দেহানুরূপক্ষয়বৃদ্ধিযুক্তঃ ॥ স্নিগ্ধাস্যতা তস্য ভবেচ্চ জন্তোর্গলেন শব্দং কুরুতে চ নিত্যম্ ॥ ৬ ॥

অসাধ্যমাহ—কৃচ্ছ্রাচ্ছ্বসন্তং মৃদুসর্ব্বগাত্রম্ সম্বৎসরাতীতমরোচকার্ত্তম্। ক্ষীণঞ্চ বৈদ্যো গলগণ্ডযুক্তম্ভিন্নস্বরং নৈব নরং চিকিৎসেৎ ॥ ৭ ॥

গণ্ডমালায়া লক্ষণমাহ—কর্কন্ধুকোলামলকপ্রমাণৈঃ কক্ষাংসমন্যাগলবঙ্ক্ষণেষু। মেদঃকফাভ্যাং চিরমন্দপাকৈঃ স্যাদ্গণ্ডমালা বহুভিশ্চ গণ্ডৈঃ * ॥ ৮ ॥

গণ্ডমালায়া এবাবস্থাবিশেষমপচীমাহ—তে গ্রন্থয়ঃ কেচিদবাপ্তপাকাঃ স্রবন্তি নশ্যন্তি ভবন্তি চান্যে। কালানুবন্ধং চিরমাদধাতি সৈবাপচীতি প্রবদন্তি কেচিৎ * ॥ ৯ ॥

অপচ্যাঃ সাধ্যত্বাদিকমাহ—সাধ্যা স্মৃতা পীনসপার্শ্বশূলকাসজ্বরচ্ছর্দ্দিযুতা ত্বসাধ্যা ॥ ১০ ॥

গ্রন্থের্লক্ষণমাহ—বাতাদয়ো মাংসমসৃক্ প্রদুষ্টাঃ সন্দূষ্য মেদশ্চ তথা শিরাশ্চ। বৃত্তোন্নতং বিগ্রথিতন্তু শোথং কুর্ব্বন্ত্যতো গ্রন্থিরিতি প্রদিষ্টঃ * ॥ ১১ ॥

বাতিকস্য লক্ষণম্—আয়ম্যতে বৃশ্চ্যত তুদ্যতে চ প্রভ্রংশ্যতে মথ্যতি ভিদ্যতে চ। কৃষ্ণো মৃদুর্বস্তিরিবাততশ্চ ভিন্নঃ স্রবেচ্চানিলজোঽস্রমচ্ছম্ * ॥ ১২ ॥

পৈত্তিকমাহ—দন্দহ্যতে ধূপ্যতি চূষ্যতে চ পাপচ্যতে বা জ্বলতীব চাপি। রক্তঃ সপীতোঽপ্যথবাপি পিত্তাদ্ভিন্নঃ স্রবেদ্ দুষ্টমতীব চাস্রম্ * ॥ ১৩ ॥

---

* চিরবৃদ্ধ্যপাকঃ চিরেণ বৃদ্ধিঃ অপাকশ্চ যস্য সঃ ॥ ৩ ॥ কদাচিৎ প্রপচ্যতে বা পাকোঽপি চিরাদ্ভবতি. প্রলেপঃ শ্লেষ্মণা ॥ ৫ ॥ কর্কন্ধুঃ ক্ষুদ্রবদরঃ, কোলং বৃহদ্বদরম্, চিরমন্দপাকৈঃ চিরেণ মন্দোঽল্পঃ পাকো যেষাস্তৈঃ ॥৮॥ তে গ্রন্থয়ঃ গণ্ডমালায়া এব গণ্ডাঃ কেচিদবাপ্তপাকাঃ সন্তঃ স্রবন্তি, কেচিন্নশ্যন্তি সংরোহন্তি অন্যে ভবন্তি চ কালানুবন্ধং চিরমাদধাতি সা গণ্ডমালা চিরং তিষ্ঠতি সৈবাপচীতি কেচিদ্বদন্তি ॥ ৯ ॥ বিগ্রন্থিতম্ গ্রন্থিরূপং, অতএব গ্রন্থিঃ স পঞ্চধা বাতিকঃ পৈত্তিকঃ শ্লৈষ্মিকো মেদোজঃ শিরাজশ্চেতি ॥১১॥ আয়ম্যতে আকৃষ্য দীর্ঘং ক্রিয়ত ইব। বৃশ্চ্যতি আশ্রয়ং ছিনত্তীব প্রভ্রংশ্যতে স্খলতীব ভিদ্যতে বিদার্য্যত ইব। আততঃ বিস্তারিত ইব মৃদুঃ নত্বত্যন্তকঠিনঃ। অস্রম্ রুধিরম্ অচ্ছম্ প্রকৃতম্ স্রবেদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ দন্দহ্যতে ভৃশং দাহং করোতি সকলশরীরে। ধূপ্যতি অন্তস্তাপং করোতি। চূষ্যতে শৃঙ্গেমেব পাপচ্যতে ভৃশং পাকং করোতি, প্রজ্বলতীব অগ্নিরিব জ্বালাযুক্ত ইব ভবতি গ্রন্থিঃ অস্রম্ রুধিরম্। অতীবদুষ্টং কৃষ্ণতাদিযুক্তং মজ্জাযুক্তঞ্চ ॥ ১৩ ॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—শীতোঽবিবর্ণোঽল্পরুজোঽতিকণ্ডূঃ পাষাণবৎসংহননোপপন্নঃ চিরাভিবৃদ্ধিশ্চ কফপ্রকোপাত্তিন্নং স্রবেচ্ছুক্লঘনঞ্চ পূয়ম্ * ॥ ১৪ ॥

মেদোজমাহ—শরীরবৃদ্ধিক্ষয়বৃদ্ধিহানিঃ স্নিগ্ধো মহান্ কণ্ডুযুতোঽরুজশ্চ। মেদঃকৃতো গচ্ছতি চাত্র ভিন্নে পিণ্যাকসর্পিঃপ্রতিমন্তু মেদঃ * ॥ ১৫ ॥

শিরাজমাহ—ব্যায়ামজাতৈরবলস্য তৈস্তৈরাক্ষিপ্য বায়ুশ্চ শিরাপ্রতানম্। সঙ্কোচ্য সম্পাড্য বিশোষ্য চাপি গ্রন্থিং করোত্যুন্নতমাশু বৃত্তম্ * ॥ গ্রন্থিঃ শিরাজঃ স তু কৃচ্ছ্রসাধ্যো ভবেদ্ যদি স্যাৎ সরুজশ্চলশ্চ। অরুক্ সএবাপ্যচলো মহাংশ্চ মর্ম্মোত্থিতশ্চাপি বিবর্জ্জনীয়ঃ * ॥ ১৬ । ১৭ ॥

অথার্ব্বুদস্য সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং সামান্যলক্ষণম্—গাত্রপ্রদেশে ক্বচিদেব দোষাঃ সংমূর্চ্ছিতা মাংসমসৃক্ প্রদূষ্য। বৃত্তং স্থিরং মন্দরুজং মহান্তমনল্পমূলং চিরবৃদ্ধ্যপাকম্। কুর্ব্বন্তি মাংসোচ্ছ্রয়মত্যগাধং তদর্ব্বুদং শাস্ত্রবিদো বদন্তি * ॥ ১৮ ॥

বিশিষ্টানি লক্ষণানি—বাতেন পিত্তেন কফেন চাপি রক্তেন মাংসেন চ মেদসা চ। তজ্জায়তে তস্য চ লক্ষণানি গ্রন্থেঃ সমানানি সদা ভবন্তি * ॥ ১৯ ॥

রক্তার্ব্বুদমাহ—দোষঃ প্রদুষ্টো রুধিরং শিরাশ্চ সঙ্কোচ্য সম্পাড্য ততস্ত্বপাকম্। সস্রাবমুন্নহ্যতি মাংসপিণ্ডং মাংসাঙ্কুরৈরাবৃতমাশু বৃদ্ধিম্ *। স্রবত্যজস্রং রুধিরং প্রদুষ্টমসাধ্যমেতদ্রুধিরাত্মকন্তু। রক্তক্ষয়োপদ্রবপীড়িতত্বাৎ পাণ্ডুর্ভবেদর্ব্বুদপীড়িতস্তু * ॥২০।২১॥

মাংসার্ব্বুদস্য সম্প্রাপ্তিমাহ—মুষ্টিপ্রহারাদিভিরর্দ্দিতেঽঙ্গে মাংসং প্রদুষ্টং সমুপৈতি শোথম্। অবেদনং স্নিগ্ধমনন্যবর্ণমপাকমশ্মোপমমপ্রচাল্যম্ * ॥ ২২ ॥

নিদানমাহ— প্রদুষ্টমাংসস্য নরস্য গাঢ়মেতদ্ভবেন্মাংসপরায়ণস্য * ॥ ২৩ ॥

অসাধ্যমাহ—মাংসার্ব্বুদং ত্বেতদসাধ্যমাহুঃ সাধ্যেষ্বপীমানি বিবর্জ্জয়েচ্চ। সম্প্রস্রুতং মর্ম্মসু যচ্চ জাতং স্রোতঃসু বা যত্তু ভবেদচাল্যম্ * ॥ ২৪ ॥

---

* অবিবর্ণঃ প্রকৃতিবর্ণঃ পাষাণবৎ সংহননোপপন্নঃ সংহততাযুক্তঃ ॥ ১৪ ॥ তিলসদৃশং ঘৃতসদৃশং বা মেদো গচ্ছতি স্রবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তৈস্তৈঃ বলবদ্বিগ্রহাদিভিঃ আক্ষিপ্য চালয়িত্বা সম্পীড্য সংহতীকৃত্য ॥ ১৬ ॥ অরুজত্বাদিযুক্তা অন্যেঽপি গ্রন্থয়োঽসাধ্যাঃ, তথাচ ভোজঃ—পক্বৈতানরুজো গ্রন্থীন্ মর্ম্মজানচলাংস্ত্যজেৎ। কপোলগলমন্যাসু ভূশিচাকিৎস্যা হি সন্ধিষু ॥ ১৭ ॥ মহান্তং গ্রন্থ্যপেক্ষয়া চিরেণ বৃদ্ধিঃ যস্য তৎ চিরবৃদ্ধি অপাকমিতি গ্রন্থেঃ সকাশাদস্য ভেদজ্ঞাপকম্ অত্যগাধং দূরানুপ্রবিষ্টম্ ॥ ১৮ ॥ গ্রন্থেঃ সমানানি বাতিকপৈত্তিকশ্লৈষ্মিকমেদোজানামর্ব্বুদানাং লক্ষণানি তুল্যানি ভবন্তি ॥ ১৯ ॥ দোষোঽত্র পিত্তম্, রুধিরং শিরাশ্চ সঙ্কোচ্য সম্পীড্য সংহতীকৃত্য। মাংসাসৃজোঃ সর্ব্বেষ্বর্ব্বুদেষু দূষ্যত্বম্ রক্তজে তু বিশেষতো রক্তদুষ্টিঃ এবং মাংসার্ব্বুদে বিশেষতো মাংসদুষ্টির্ব্বোদ্ধব্যা। ততঃ মাংসপিণ্ডম্ উন্নহ্যতি উদ্গতং করোতি, অপাকম্ ঈষৎপাকং যথাস্যাদেবমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ঈষপাকশ্চৈকদেশপাকেন ॥ ২০ রক্তক্ষয়োপদ্রবাঃ সুশ্রুতোক্তাঃ তৈঃ পীড়িতত্বাৎ অর্ব্বুদপীড়িতঃ রক্তার্ব্বুদপীড়িতঃ ॥ ২১ ॥ মাংসং প্রদুষ্টং বাতেন অবেদনম্ বেদনারহিতমীষদ্বেদনং বা। অপাকং পাকরহিতমীষৎপাকং বা ॥ ২২ ॥ মাংসাশনাভ্যাসেন যঃ প্রদুষ্টমাংসস্তস্যৈতদ্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ সাধ্যেষ্বপি বাতজাদিষ্বপি ইমানি বক্ষ্যমাণানি সম্প্রস্রুতাদীনি বিবর্জ্জয়েচ্চ ॥ ২৪ ॥

অপরমসাধ্যমাহ—যজ্জায়তেঽন্যৎ খলু পূর্ব্বজাতে জ্ঞেয়ং তদধ্যর্ব্বুদমর্ব্বুদজ্ঞৈঃ। যদ্দ্বন্দ্বজাতং যুগপৎ ক্রমাদ্বা দ্বিরর্ব্বুদন্তচ্চ ভবেদসাধ্যম্॥ ২৫ ॥

অর্ব্বুদানাং পাকাভাবে হেতুমাহ—ন পাকমায়ান্তি কফাধিকত্বান্মেদো-বহুত্বাচ্চ বিশেষতস্তু। দোষস্থিরত্বাদ্‌গ্রথনাচ্চ তেষাং সর্ব্বার্ব্বুদান্যেব নিসর্গতস্তু * ॥ ২৬ ॥

তত্র গলগণ্ডস্য চিকিৎসা—সর্ষপান্ শিগ্রুবীজানি শণবীজাতসীযবান্। মূলকস্য চ বীজানি তক্রেণাম্লেন পেষয়েৎ॥ গলগণ্ডগণ্ডমালাগ্রন্থয়শ্চৈব দারুণাঃ। প্রলেপাদেব নশ্যন্তি বিলয়ং যান্তি সত্বরম্॥ রক্ষোঘ্নতৈলযুক্তেন জলকুম্ভীকভস্মনা। লেপনং গলগণ্ডস্য চিরোত্থস্যাপি শস্যতে *। শ্বেতাপরাজিতামূলং প্রাতঃ পিষ্ট্বা পিবেন্নরঃ। সর্পিষা নিয়তা-হারো গলগণ্ডপ্রশান্তয়ে॥ তিক্তালাবুফলে পক্কে সপ্তাহমুষিতং জলম্। সদ্যঃ স্যাদ্গলগণ্ডঘ্নং পানাৎ পথ্যান্নসেবিনাম্॥ ২৭।৩১ ॥

অমৃতাদিতৈলম্—তৈলং পিবেদ্বামৃতবল্লিনিম্বাহিংস্রাভয়াবৃক্ষকপিপ্পলীভিঃ। সিদ্ধং বলাভ্যাং সহ দেবদারুণা হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগী *॥ যবমুদ্গপটোলাদিকটুরুক্ষান্নভোজ-নম্। বমনং রক্তমোক্ষঞ্চ গলগণ্ডে প্রযোজয়েৎ॥ দাপয়েৎ প্রচ্ছণান্যত্র (ক) গণ্ডগোপা-লিকোদ্ভবঃ। প্রলেপস্তনুভূতোঽয়ং বহুধা বহুভির্জ্জনৈঃ *॥ লবণং জলকুম্ভ্যাস্তু কণাচূর্ণেন সংযুতম্। প্রভাতে নিত্যমশ্নীয়াদ্গলগণ্ডপ্রশান্তয়ে॥ ৩৩—৩৫ ॥

গণ্ডমালায়াশ্চিকিৎসা—কাঞ্চনারত্বচঃ ক্বাথঃ শুণ্ঠীচূর্ণেন সংযুতঃ। মাক্ষি-কাঢ্যঃ সকৃৎপীতঃ ক্বাথো বরুণমূলজঃ॥ গণ্ডমালাং হরত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীং। পলমর্দ্ধ পলঞ্চাপি পিষ্টাং তণ্ডুলবারিণা। কাঞ্চনারত্বচং পীত্বা গণ্ডমালাং ব্যপোহতি॥ ৩৬। ৩৭ ॥

কাঞ্চনারগুগ্গুলুঃ—কাঞ্চনারস্য গৃহ্ণীয়াৎ ত্বচং পঞ্চপলোন্মিতাম্। নাগরস্য কণায়াশ্চ মরিচস্য পলং পলম্॥ পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং পলমর্দ্ধং পৃথক্ পৃথক্। বরুণস্যাক্ষ-মেকঞ্চ পত্রৈকেলাত্বচাং পুনঃ॥ টঙ্কং টঙ্কং সমাদায় সর্ব্বাণ্যেকত্র চূর্ণয়েৎ। যাবচ্চূর্ণমিদং সর্ব্বং তাবানেবাত্র গুগ্গুলুঃ॥ সঙ্কুট্য সর্ব্বমেকত্র পিণ্ডং কৃত্বা বিধারয়েৎ। গুটিকাঃ শাণিকাঃ কৃত্বা প্রভাতে ভক্ষয়েন্নরঃ॥ গলগণ্ডং জয়ত্যুগ্রমপচীমর্ব্বুদানি চ। গ্রন্থীন্ ব্রণানি গুল্মাংশ্চ কুষ্ঠানি চ ভগন্দরম্॥ প্রদেয়শ্চানুপানার্থং ক্বাথো মুণ্ডিতিকাভবঃ। ক্বাথঃ খদিরসারস্য ক্বাথঃ কোষ্ণোঽভয়াভবঃ॥ ৩৮—৪৩ ॥

চক্রমর্দ্দকতৈলম্—চক্রমর্দ্দকমূলস্য পলকল্কে বিপাচয়েৎ। কেশরাগরসে

* গ্রন্থনাদ্ গ্রন্থিরূপত্বাৎ। নম্বপচ্যাং কফমেদসোরাধিক্যেঽপি পাকো দৃশ্যতে তথা অত্র কথং ন পাক ইত্যাহ নিসর্গাৎ স্বভাবাৎ॥২৬॥ রক্ষোঘ্নঃ সর্ষপঃ॥২৯॥ বৃক্ষকোঽত্র তুণিঃ উক্তঞ্চ নিঘণ্টৌ ধন্বন্তরিণা তুণিস্তণীকপীতশ্চ নন্দিবৃক্ষশ্চ বৃক্ষক ইতি বলাভ্যাম্ বলাতিবলাভ্যাম্॥ ৩২॥ প্রচ্ছনানি পচ্ছনা ইতি লোকে গণ্ডগোপালিকা গণ্ডগুয়ারীতি চ প্রসিদ্ধা, আম্রবাটিকায়াং সুলভঃ কীটবিশেষো ভবতি॥ ৩৪॥

(ক) প্রক্ষণান্যত্র ইতি বা পাঠঃ।

তৈলং কটুকং মৃদুনাগ্নিনা * ॥ পাদাংশিকং বিনিঃক্ষিপ্য সিন্দূরমবতারয়েৎ ॥ এতত্তৈলং নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্ ॥ ৪৪।৪৫ ॥

গুঞ্জাতৈলম্—গুঞ্জামূলফলৈস্তৈলং বিপক্কং দ্বিগুণাম্ভসা। হরেদভ্যঙ্গনস্যাভ্যাং গণ্ডমালাং সুদারুণাম্ ॥ ৪৬ ॥

অপচ্যাশ্চিকিৎসা। চন্দনাদিতৈলম্—চন্দনং সাভয়া লাক্ষা বচা কটুকরোহিণী। এতৈস্তৈলং শৃতং পীত্বা সমূলামপচীং হরেৎ ॥ ৪৭ ॥

ব্যোষাদিতৈলম্—ব্যোষং বিড়ঙ্গং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ। তৈলমেভিঃ শৃতং নস্যাৎ সকৃচ্ছ্রামপচীং হরেৎ ॥ ৪৮ ॥

গ্রন্থ্যর্ব্বুদয়োশ্চিকিৎসা—স্বর্জ্জিকামূলকক্ষারঃ শঙ্খচূর্ণসমন্বিতঃ। এতেন বিহিতো লেপো হন্তি গ্রন্থিস্তথার্ব্বুদম্ ॥ গ্রন্থির্ন যো নশ্যতি ভেষজেন নিষ্কাশ্য তং শস্ত্রচিকিৎসকেন। জাত্যাদিপক্কেন ঘৃতেন বৈদ্যো ব্রণেন চান্যেন চ সঞ্চিকিৎসেৎ ॥ গ্রন্থিমুদ্ধৃত্য তত্রাপি ব্রণোক্তং ক্রমমাচরেৎ। শিরাগ্রন্থিং বিহায়ান্যে শেষে শমং প্রযুজ্যতে * ॥ গ্রন্থ্যর্ব্বুদানাং ন যতো বিশেষঃ প্রদেশহেত্বাকৃতিদোষদূষ্যৈঃ। অতশ্চিকিৎসেদ্ভিষগর্ব্বুদানি বিধানবিদ্ গ্রন্থিচিকিৎসিতেন ॥ হরিদ্রালোধ্রপত্তঙ্গগৃহধূমমনঃশিলাঃ। মধুপ্রগাঢ়ো লেপোঽয়ং মেদোঽর্ব্বুদহরঃ পরঃ ॥ মূলকস্য কৃতঃ ক্ষারো হরিদ্রায়াস্তথৈব চ। শঙ্খচূর্ণেন সংযুক্তো লেপঃ সিদ্ধোঽর্ব্বুদাপহঃ ॥ বটদুগ্ধকুষ্ঠরোমকলিপ্তং বদ্ধং বটস্য পত্রেণ। অধ্যস্থি সপ্তরাত্রান্মহদপ্যুপশান্তিমর্ব্বুদঙ্গচ্ছেৎ ॥ শিগ্রুমূলকয়োর্বীজং রক্ষোঘ্নং সুরসা যবম্। তক্রেণাশ্বরিপুং পিষ্ট্বা লিম্পেদর্ব্বুদশান্তয়ে * ॥ ৪৯—৫৬ ॥

ইতি গলগণ্ডগণ্ডমালাগ্রন্থ্যর্ব্বুদাধিকারঃ।

অথ শ্লীপদাধিকারঃ।

শ্লীপদস্য বিপ্রকৃষ্টকারণমাহ—পুরাণোদকভূয়িষ্ঠাঃ সর্ব্বর্ত্তুষু চ শীতলাঃ। যে দেশাস্তেষু জায়ন্তে শ্লীপদানি বিশেষতঃ * ॥ ১ ॥

অথ শ্লীপদস্য সামান্যলক্ষণমাহ—যঃ সজ্বরো বংক্ষণজো ভৃশার্ত্তিঃ শোথো নৃণাং পাদগতঃ ক্রমেণ। তৎ শ্লীপদং স্যাৎ করকর্ণনেত্রশিশ্নৌষ্ঠনাসাস্বপি কেচিদাহুঃ * ॥ ২ ॥

তত্র তেষাং ক্রমেণ লক্ষণান্যাহ—বাতজং কৃষ্ণরুক্ষং স্ফুটিতন্তীব্রবেদনম্।

---

* কেশরাগঃ ভৃঙ্গরাজঃ ॥ ৪৪ ॥ অন্যে আচার্য্যা ইতি কথয়ন্তি ॥ ৫১ ॥ রক্ষোঘ্নং সর্ষপম্ সুরসা তুলসী যবং ইন্দ্রযবম্ অশ্বরিপুঃ মহিষী ॥ ৫৬ ॥ বিশেষত ইতি বচনেনান্যত্রাপি শ্লীপদং ভবতীতি বোধ্যতে ॥ ১ ॥ তচ্চ্রিবিধম্ বাতিকম্পৈত্তিকং শ্লৈষ্মিকঞ্চেতি ॥ ২ ॥

অনিমিত্তরুজঞ্চাস্য বহুশো জ্বরএব চ * ॥ পিত্তজম্পীতসঙ্কাশং দাহজ্বরযুতং ভৃশম্ (ক)। শ্লৈষ্মিকস্তু ভবেৎ স্নিগ্ধং শ্বেতং পাণ্ডু গুরু স্থিরম্॥ ত্রীণ্যপ্যেতানি জানীয়াৎ শ্লীপদানি কফোচ্ছ্রয়াৎ। গুরুত্বঞ্চ মহত্ত্বঞ্চ যস্মান্নাস্তি বিনা কফাৎ ॥ ৩-৫ ॥

অসাধ্যমাহ—বল্মীকমিব সঞ্জাতং কণ্টকৈরুপচীয়তে। অব্দাত্মকং মহত্তত্তু বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ॥ যৎশ্লৈষ্মিকাহারবিহারজাতৈ-র্জাতস্তথাভূরি কফস্য পুংসঃ। সাস্রাব-মত্যুন্নতসর্ব্বলিঙ্গং সকণ্ডুকঞ্চাপি বিবর্জ্জনীয়ম্॥ ৬। ৭॥

অথ শ্লীপদস্য চিকিৎসা—লঙ্ঘনালেপনস্বেদরেচনৈরক্তমোক্ষণৈঃ। প্রায়ঃ শ্লেষ্ম-হরৈরুষ্ণৈঃ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ॥ সিদ্ধার্থশোভাঞ্জনদেবদারুবিশ্বৌষধৈর্মূত্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ। পুনর্নবানাগরসর্ষপাণাং কল্কেন বা কাঞ্জিকমিশ্রিতেন *॥ ধত্তূরৈরণ্ডনির্গুণ্ডিবর্ষাভূশিগ্রু-সর্ষপৈঃ। প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥ অসাধ্যমপি যাত্যস্তং শ্লীপদ-শ্চিরকালজম্। মূলেন সহদেবায়াস্তালমিশ্রেণ লেপনাৎ *॥ সপ্তুতাম্বূলপত্রাণাং কল্কং তপ্তেন বারিণা। সংসৃষ্টং লবণোপেতং সেবিতং শ্লীপদং হরেৎ॥ শাখোটবল্কলক্কাথং গোমূত্রেণ যুতং পিবেৎ। শ্লীপদানাং বিনাশায় মেদোদোষনিবৃত্তয়ে॥ রজনীং গুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ। বর্ষাভূস্ত্রিফলাচূর্ণং পিপ্পল্যা সহ যোজিতম্॥ সক্ষৌদ্রং শ্লীপদে লিহ্যাচ্চিরোত্থং শ্লীপদঞ্জয়েৎ॥ গন্ধর্ব্বতৈলসিদ্ধাং হরীতকীং গোহম্বুনা পিবেন্নিত্যম্। শ্লীপদবন্ধনমুক্তো ভবত্যসৌ সপ্তরাত্রেণ *॥ ৮—১৫॥

ইতি শ্লীপদাধিকারঃ।

অথ বিদ্রধ্যধিকারঃ।

তত্র বিদ্রধেঃ সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং সামান্যলক্ষণমাহ—ত্বগ্রক্তমাংস-মেদাংসি প্রদূষ্যাস্থিসমাশ্রিতাঃ। দোষাঃ শোথং শনৈর্ঘোরঞ্জনয়ন্ত্যুচ্ছ্রিতা ভৃশম্ *॥ মহামূলং রুজাবন্তং বৃত্তং বাপ্যথবায়তম্। স বিদ্রধিরিতি খ্যাতো বিজ্ঞেয়ঃ ষড়্বিধশ্চ সঃ *॥ ১। ২॥

ষড়্বিধত্বং বিবৃণোতি—যথাদোষৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষতেনাপ্যসৃজা তথা। ষণ্ণা-মপি হি তেষাস্তু লক্ষণং সম্প্রচক্ষতে॥ ৩॥

বিশিষ্টানি লক্ষণানি। তত্র বাতিকস্য লক্ষণম্—কৃষ্ণোঽরুণো বা বিষমো ভৃশমত্যর্থবেদনঃ। চিত্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধির্ব্বাতসম্ভবঃ *॥ ৪॥

---

* শ্লীপদমিতিশেষঃ॥ ৮॥ তালস্য ফলরসো গ্রাহ্যঃ॥ ১১॥ গন্ধর্ব্বতৈলং এরণ্ডতৈলং গোহম্বু গোমূত্রম্॥ ১৫॥ অস্থিসমাশ্রিতা দোষা ইতি বক্ষ্যমাণশোথাদ্বিদ্রধের্ভেদার্থম্ যতো ব্রণশোথে দোষাণা-মস্থিসমাশ্রয়নিয়মো নাস্তি ব্রণশোথং ঘোরং দারুণম্॥১॥ আয়তন্দীর্ঘম্॥২॥ বিষমো ভৃশম্ ক্ষণমল্পঃ ক্ষণং মহান্ চিরোত্থানপ্রপাকঃ চিরাদ্বিলম্ব্য উদ্গমপ্রপাকৌ যস্য স॥ ৪॥

(ক) মৃদ্বিতি পাঠান্তরম্।

পৈত্তিকমাহ—পক্বোদুম্বরসঙ্কাশঃ শ্যাবো বা জ্বরদাহবান্। ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ পিত্তসম্ভবঃ ॥ ৫ ॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—শরাবসদৃশঃ পাণ্ডুঃ শীতঃ স্নিগ্ধোঽল্পবেদনঃ। চিরোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ কফসম্ভবঃ ॥ তনুপীতাসিতাশ্চৈষামাস্রাবাঃ ক্রমশো মতাঃ ॥ ৬ ॥

সান্নিপাতিকমাহ—নানাবর্ণরুজাস্রাবো ঘাটালো বিষমো মহান্। বিষমং পচ্যতে বাপি বিদ্রধিঃ সান্নিপাতিকঃ * ॥ ৭ ॥

অভিঘাতস্য বিদ্রধেঃ সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণম্ তৈস্তৈর্ভাবৈরভিহতে ক্ষতে বাঽপথ্যকারিণাম্। ক্ষতোষ্মা বায়ুবিসৃতঃ সরক্তং পিত্তমীরয়েৎ * ॥ জ্বরস্তৃষা চ দাহশ্চ জায়তে তস্য দেহিনঃ। আগন্তুর্বিদ্রধিরেষঃ পিত্তবিদ্রধিলক্ষণঃ ॥ ৮। ৯ ॥

রক্তজমাহ—কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ শ্যাবস্তীব্রদাহরুজাজ্বরঃ। পিত্তবিদ্রধিলিঙ্গস্তু রক্তবিদ্রধিরুচ্যতে ॥ ১০ ॥

অধিষ্ঠানবিশেষেণ লিঙ্গবিশেষং বোধয়িতুমাভ্যন্তরান্ বিদ্রধীনাহ-আভ্যন্তরানতস্তূর্দ্ধং বিদ্রধীন্ পরিচক্ষতে। গুর্ব্বসাত্ম্যবিরুদ্ধান্নশুষ্কশাকাম্লভোজনৈঃ ॥ অতিব্যবায়ব্যায়ামবেগাঘাতবিদাহিভিঃ। পৃথক্ সম্ভূয় বা দোষাঃ কুপিতা গুল্মরূপিণম্ * ॥ বল্মীকবৎ সমুন্নদ্ধমন্তঃকুর্ব্বন্তি বিদ্রধিম্। গুদে বস্তিমুখে নাভ্যাং কুক্ষৌ বঙ্ক্ষণয়োস্তথা * ॥ বৃক্কয়োঃ প্লীহ্নি যকৃতি হৃদি বা ক্লোম্নি চাপ্যথ। এষাং লিঙ্গানি জানীয়াদ্বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ ॥ ১১—১৪ ॥

স্থানবিশেষেণ রূপবিশেষমাহ—গুদে বাতনিরোধস্তু বস্তৌ কৃচ্ছ্রাল্পমূত্রতা। নাভ্যাং হিক্কাজৃম্ভণে চ কুক্ষৌ মারুতকোপনম্ ॥ কটিপৃষ্ঠগ্রহস্তীব্রো বঙ্ক্ষণোত্থে তু বিদ্রধৌ। বৃক্কয়োঃ পার্শ্বসঙ্কোচঃ প্লীহ্ন্যুচ্ছ্বাসাবরোধনম্ ॥ সর্ব্বাঙ্গপ্রগ্রহস্তীব্রো হৃদি কাসশ্চ জায়তে। শ্বাসো যকৃতি হিক্কা চ ক্লোম্নি পেপীয়তে পয়ঃ ॥ ১৫—১৭ ॥

স্রাবমার্গমাহ—নাভেরুপরিজাঃ পক্বা যান্ত্যূর্দ্ধমিতরে ত্বধঃ * ॥ ১৮ ॥

---

* নানা অনেকবিধাঃ বর্ণাঃ কৃষ্ণরক্তপাণ্ডুরূপাঃ, রুজাঃ তোদদাহকণ্ড্বাদিরূপাঃ, স্রাবাঃ তনুপীতসিতাঃ যস্য সঃ। ঘাটালঃ ঘাটাকোটিঃ সাস্যাস্তীতি ঘাটালঃ, অত্যুচ্ছ্রিতাগ্র ইত্যর্থঃ। বিষমঃ নিম্নোন্নতঃ বিষমং পচ্যতে বাপি চিরাচিরগম্ভীরোত্তানোর্দ্ধানূর্দ্ধভেদেন বিষমং যথাস্যাত্তথা পচ্যতে ॥৭॥ তৈস্তৈর্ভাবৈঃ কাষ্ঠলোষ্ট্রপাষাণাদিভিঃ অভিহতে। যথা রক্তস্রাবো ভবিষ্যতি তথা ক্ষতে কৃতে ক্ষতোষ্মা অত্র ক্ষতশব্দেন হতমাত্র উচ্যতে তেনাভিহতক্ষতয়োরুভয়োরপ্যুষ্মা বায়ুনা বিসৃতঃ অভিহতে, অভিঘাতাৎ ক্ষতে রক্তক্ষয়াৎ কুপিতেন বায়ুনা প্রসৃতঃ ঈরয়েৎ কোপয়েৎ ॥ ৮ ॥ সম্ভূয় বা মিলিত্বা ॥ ১২ ॥ বা সমুন্নদ্ধম্ সমন্তাদুন্নতম্ ॥ ১৩ ॥ উপানজা বৃক্কাদিজাতাঃ যান্তি স্রবন্তি ঊর্দ্ধং মুখাৎ ইতরে বস্ত্যাদিজাঃ অধঃ গুদাৎ নাভিজস্তূভাভ্যাং মার্গাভ্যাম্ তথাচ হারীতঃ—ঊর্দ্ধং প্রভিন্নেষু মুখান্নরাণাং প্রবর্ত্ততেঽসৃক্ সহিতো হি পূয়ঃ। অধঃ প্রভিন্নেষু তু পায়ুমার্গাদ্দ্বাভ্যাং প্রবৃত্তিস্ত্বিহ নাভিজেষু ॥ ১৮ ॥

সাধ্যত্বাদিকমাহ—অধঃস্রুতেষু জীবেত্তু স্রুতেষূর্দ্ধং ন জীবতি। হৃন্নাভিবস্তিবর্জ্জেষু তেষু ভিন্নেষু বাহ্যতঃ। জীবেৎ কদাচিৎ পুরুষো নেতরেষু কদাচন * ॥ ১৯ ॥

বাহ্যবিদ্রধীনাং সাধ্যাসাধ্যত্বমাহ—সাধ্যা বিদ্রধয়ঃ পঞ্চ বিবর্জ্জ্যঃ সান্নিপাতিকঃ। আমপক্কবিদগ্ধত্বং তেষাং জ্ঞেয়ঞ্চ শোথবৎ * ॥ ২০ ॥

অথ বিদ্রধেশ্চিকিৎসা—জলৌকাপাতনং শস্তং সর্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রধৌ। রেকো মৃদুর্লঙ্ঘনঞ্চ স্বেদঃ পিত্তোত্তরং বিনা॥ অপক্কে বিদ্রধৌ যুঞ্জ্যাদ্‌ব্রণশোথবদৌষধম্। বাতঘ্নমূলকল্কৈস্তু বসাতৈলঘৃতান্বিতৈঃ॥ সুখোষ্ণৈর্বহলৈর্লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ। যবগোধূমমুদ্গৈশ্চ পিষ্টৈরাজ্যেন লেপয়েৎ॥ বিলীয়তে ক্ষণেনৈব হ্যবিপক্কস্তু বিদ্রধিঃ। পৈত্তিকং বিদ্রধিং বৈদ্যঃ প্রদিহ্যাৎ সর্পিষা যুতৈঃ॥ পয়স্যোশীরমধুকচন্দনৈর্দুগ্ধপেষিতৈঃ *॥ পঞ্চবল্কলকল্কেন ঘৃতমিশ্রেণ লেপয়েৎ। পিবেদ্বা ত্রিফলাক্বাথং ত্রিবৃৎকল্কাক্ষসংযুতম্॥ ইষ্টিকা সিকতা লোহকিট্টং গোশকৃতা সহ। মূত্রৈঃ সুখোষ্ণৈর্লেপেন স্বেদয়েৎ শ্লেষ্মবিদ্রধিম্॥ দশমূলীকষায়েণ সস্নেহেন রসেন বা। শোণব্রণং বা কোষ্ণেন সশূলং পরিষেচয়েৎ॥ পিত্তবিদ্রধিবৎ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া-নিরবশেষতঃ। বিদ্রধ্যোঃ কুশলঃ কুর্য্যাদ্রক্তাগন্তুনিমিত্তয়োঃ॥ রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠানিশা-মধুকগৈরিকৈঃ। ক্ষীরেণ বিদ্রধৌ লেপো রক্তাগন্তুনিমিত্তকে॥ পীতা হেতে নিহন্ত্যাশু বিদ্রধিং কোষ্ঠসম্ভবম্। কৃষ্ণাজাজী বিশালা চ ধামার্গবফলং তথ *॥ শ্বেতবর্ষাভুবোমূলং মূলং বা বরুণস্য চ। জলেন ক্বথিতং পীতমন্তর্বিদ্রধিহৃৎ পরম্॥ গায়ত্রীত্রিফলানিম্বকটুকা মধুকং সমম্। ত্রিবৃৎপটোলমূলাভ্যাং চত্বারোঽংশাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ মসূরান্নিস্তুষান্ দত্ত্বাদেষ ক্বাথো ব্রণান্ জয়েৎ। বিদ্রধিগুল্মবীসর্পদাহমোহজ্বরাপহঃ। তৃণ্‌মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিহৃদ্রোগপিত্তাসৃগ্‌দুষ্টকামলাঃ॥ শিগ্রুমূলং জলে ধৌতং পিষ্টং বস্ত্রেণ গালয়েৎ। তদ্রসং মধুনা পীত্বা হন্ত্যন্ত-বিদ্রধিন্নরঃ॥ শোভাঞ্জনকনির্য্যূহো হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতঃ। হন্ত্যন্তর্বিদ্রধিং শীঘ্রং প্রাতঃ প্রাতর্বিশেষতঃ॥ ২১—৩৫॥

ইতি বিদ্রধ্যধিকারঃ।

---

* হৃন্নাভিবস্তিবর্জ্জেষু প্লীহক্লোমাদিজাঃ তেষু তথা ভিন্নেষু ন জীবেৎ হৃদাদীনাং মর্ম্মত্বাৎ। অতএব ভোজঃ—অসাধ্যো মর্ম্মজো জ্ঞেয়ঃ পক্কোঽপক্কশ্চ বিদ্রধিঃ। সন্নিপাতোত্থিতোঽপ্যেবং পক্কএব হি বস্তিজঃ। ত্বগ্‌জো নাভেরধোজশ্চ সাধ্যো যশ্চ সমীপজঃ। অপক্কশ্চৈব পক্কশ্চ সাধ্যো নোপরি নাভিতঃ। আধ্মাতং বদ্ধনিস্যন্দং ছর্দ্দিহিক্কাতৃষান্বিতম্॥ রুজাশ্বাসসমাযুক্তং বিদ্রধির্নাশয়েন্নরম্॥ ১৯॥ শোথবৎ বক্ষ্যমাণব্রণ-শোথবৎ॥ ২০॥ পয়স্যাঽনেকার্থত্বাদত্র ক্ষীরকাকোলী গুণাধিক্যাত্তস্যা অলাভে অশ্বগন্ধা গ্রাহ্যা॥ ২৪॥ ধামার্গবফলম্ কোশাতকীফলম্॥ ৩০॥

অথ ব্রণাধিকারঃ।

ব্রণশোথস্য সংখ্যাবিবরণপূর্ব্বকং সামান্যং রূপমাহ—পৃথক্ সমস্তদোষোত্থা রক্তজাগন্তুজৌ তথা। ব্রণশোথাঃ ষড়েতে স্যুঃ সংযুক্তাঃ শোথলক্ষণৈঃ * ॥ ১ ॥

বিশিষ্টং রূপমাহ—বিষমং পচ্যতে বাতাৎ পিত্তোত্থশ্চাচিরাচ্চিরম্। কফজঃ পিত্তবচ্ছোথৌ রক্তাগন্তুসমুদ্ভবৌ ॥ ২ ॥

অপক্কস্য ব্রণশোথস্য লক্ষণমাহ—মন্দোষ্মতাঽল্পশোথত্বং কাঠিন্যং ত্বক্‌সবর্ণতা। মন্দবেদনতা চাপি শোথস্যামস্য লক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

তস্য পচ্যমানস্য লক্ষণমাহ—দহ্যতে দহনেনেব ক্ষারেণেব প্রপচ্যতে। পিপীলিকাগণেনেব দশ্যতে ছিদ্যতে তথা *। ভিদ্যতে চৈব শস্ত্রেণ দণ্ডেনেব চ তাড্যতে। পীড্যতে পাণিনেবান্তঃ সূচীভিরিব তুদ্যতে * ॥ সোষচোষো বিবর্ণঃ স্যাদঙ্গুল্যেবাবপীড্যতে। আসনে শয়নে স্থানে শান্তিং বৃশ্চিকবিদ্ধবৎ * ॥ ন গচ্ছেদাততঃ শোথো ভবেদাধ্মাতবস্তিবৎ। জ্বরস্তৃষ্ণাঽরুচিশ্চৈতৎ পচ্যমানস্য লক্ষণম্ * ॥ ৪—৭ ॥

পক্কস্য লক্ষণম্—বেদনোপশমঃ শোথো লোহিতোঽল্পো ন চোন্নতঃ। প্রাদুর্ভাবো বলীনাঞ্চ তোদঃ কণ্ডূর্ম্মুহুর্ম্মুহুঃ * ॥ উপদ্রবাণাং প্রশমো নিম্নতা স্ফুটনং ত্বচাম্। বস্তাবিবাম্বুসঞ্চারঃ স্যাচ্ছোথেঽঙ্গুলিপীড়িতে * ॥ পূয়স্য পীড়য়ত্যেকমন্তমন্তে চ পীড়িতে। বুভুক্ষা ব্রণশোথস্য ভবেৎ পক্কস্য লক্ষণম্ * ॥ ঋতেঽনিলাদ্রুজা বিনা ন পিত্তং পাকঃ কফঞ্চাপি বিনা ন পূয়ঃ। তস্মাদ্ধি সর্ব্বে পরিপাককালে পচন্তি শোফাস্ত্রিভিরেব দোষৈঃ * ॥ ৮—১১ ॥

পাকে মতান্তরম্—কালান্তরেণাভ্যুদিতস্তু পিত্তং কৃত্বা বশে বাতকফৌ প্রসহ্য। পচত্যতঃ শোণিতমেষ পাকো মতঃ পরেষাং বিদুষাং দ্বিতীয়ঃ * ॥ ১২ ॥

---

* শোথলক্ষণৈঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ ॥ ১ ॥ ছিদ্যতে দ্বিধাক্রিয়ত ইব ॥ ৪ ॥ ভিদ্যতে বিদার্য্যত ইব ॥ ৫ ॥ উষঃ দাহঃ চোষঃ পার্শ্বস্থাগ্নিনেব সন্তাপঃ তাভ্যাং যুক্তঃ ॥ ৬॥ আততঃ ত্বক্‌সঙ্কোচরহিতঃ বস্তির্মূত্রাশয়শ্চর্ম্মপুটো বা ॥ ৭ ॥ বেদনোপশমঃ দাহাদিদুঃখোপশমঃ অল্পো লোহিত ইত্যন্বয়ঃ ন চোন্নতঃ পচ্যমানাপেক্ষয়া ॥ ৮ ॥ উপদ্রবাণাম্ জ্বরাদীনাম্ নিম্নতা স্বরূপতোঽঙ্গুলিপীড়নাদ্বা অবনতত্বম্। স্ফুটনম্ কিঞ্চিদ্ বিদারণম্ বস্তাবিবেত্যাদি শোথেঽঙ্গুলীপীড়িতে সতি অঙ্গুলিপীড়িতাদ্দেশাদন্যে দেশে অম্বুসঞ্চারঃ বস্তৌ চর্ম্মপুটকে ॥ ৯ ॥ এবং অন্তে একদেশে পীড়িতে একমন্তমপরমন্তমাপূর্য্য পীড়য়তি ॥ ১০ ॥ একদোষারব্ধেঽপি শোথে পাককালে সর্ব্বদোষসম্বন্ধমাহ ঋতে ইতি পচন্তি পাকং প্রাপ্নুবন্তি। এবশব্দোঽত্রাপ্যর্থঃ অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ ॥ ১১ ॥ বশে কৃত্বা হীনীকৃত্য শোণিতং কর্ম্ম। পূর্ব্বত্র কফাৎ পূয়োঽত্র শোণিতাৎ পূয় ইতি ভেদঃ ॥ ১২ ॥

গম্ভীরপাকলক্ষণম্—কফজেষু চ শোথেষু গম্ভীরং পাকমেত্যসৃক্। পক্বলিঙ্গং ততঃ স্পষ্টং যতঃ স্যাচ্ছোথশীততা। ত্বক্‌সাবর্ণ্যং রুজোঽল্পত্বং ঘনস্পর্শত্বমশ্মবৎ * ॥ ১৩ ॥

অনিহৃ তস্য পূযস্য দোষমাহ—কক্ষং সমাসাদ্য যথৈব বহ্নির্বাতেরিতঃ সন্দহতি প্রসহ্য। তথৈব পূয়োঽপ্যবিনিঃসৃতস্তু মাংসং শিরাঃ স্নায়ুমপীহ খাদেৎ * ॥ ১৪ ॥

শোথস্যামপক্বলক্ষণজ্ঞানাজ্ঞানে গুণদোষাবাহ—আমং বিদহ্যমানঞ্চ সম্যক্‌পক্বন্তু যো ভিষক্। জানীয়াৎ স ভবেদ্বৈদ্যঃ শেষাস্তস্করবৃত্তয়ঃ *॥ যশ্ছিনত্ত্যামমজ্ঞানাদ্‌যশ্চ পক্বমুপেক্ষতে। শ্বপচাবিব বিজ্ঞেয়ৌ তাবনিশ্চিতকারিণৌ ॥ ১৫—১৬ ॥

অথ ব্রণশোথ-চিকিৎসা—আদৌ শোথহরো লেপস্ততস্তু পরিষেচনম্। বিম্লাপনমসৃঙ্মোক্ষস্ততঃ স্যাদুপনাহনম্ ॥ পাচনং ভেদনং পশ্চাৎ পীড়নং শোধনং তথা। রোপণং বর্ণকরণং ব্রণস্যৈতে ক্রমাঃ স্মৃতাঃ * ॥ ১৭। ১৮ ॥

শোথহরো লেপঃ—যথা প্রজ্বলিতে বেশ্মন্যম্ভসা পরিষেচনম্। ক্ষিপ্রং প্রশময়ত্যগ্নিমেবমালেপনং রুজঃ ॥ বীজপূরজটা হিংস্রা দেবদারু মহৌষধম্। রাস্নাগ্নিমন্থৌ লেপোঽয়ং বাতশোথবিনাশনঃ ॥ কল্কঃ কাঞ্জিকসম্পিষ্টঃ স্নিগ্ধো মধুকচন্দনৈঃ। দূর্ব্বা চ নলমূলঞ্চ পদ্মকাষ্ঠঞ্চ কেশরম্ ॥ উশীরং বালকং পদ্মং লেপোঽয়ং পিত্তশোথহা। ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষবেতসবল্কলৈঃ ॥ সসর্পিষ্কৈঃ প্রদেহঃ স্যাচ্ছোথে পিত্তসমুদ্ভবে। আগন্তুজে রক্তজে চ লেপ এষোঽভিপূজিতঃ ॥ অজগন্ধাজশৃঙ্গী চ মঞ্জিষ্ঠা সরলস্তথা। একৈষিকাশ্বগন্ধা চ লেপোঽয়ং শ্লেষ্মশোথহা * ॥ কৃষ্ণা পুরাণপিণ্যাকং শিগ্রুত্বক্ সিকতা শিবা। মূত্রপিষ্টঃ সুখোষ্ণোঽয়ং প্রলেপঃ শ্লেষ্মশোথহা ॥ ন রাত্রৌ লেপনং দদ্যাদ্দত্তঞ্চ পতিতং তথা। ন চ পর্য্যুষিতং শুষ্যমাণং তন্নৈব ধারয়েৎ * ॥ তমসা পিহিতোঽত্যূষ্মা রোমকূপমুখোত্থিতঃ। বিনা লেপেন নির্য্যাতি রাত্রৌ নালেপয়েদতঃ ॥ রাত্রাবপি প্রলেপস্তু বিধাতব্যো বিচক্ষণৈঃ। অপাকিশোথে গম্ভীরে রক্তপিত্তসমুদ্ভবে ॥ ১৯—২৮ ॥

পরিষেচনমাহ—যথাম্বুভিঃ সিচ্যমানঃ শান্তিমগ্নির্হি গচ্ছতি। দোষাগ্নিরেব সহসা পরিষেকেণ শাম্যতি ॥ তদ্‌যথা—বাতঘ্নৌষধনিঃক্বাথৈস্তৈলৈর্মাংসরসৈর্ঘৃতৈঃ। উষ্ণৈঃ সংসেচয়েচ্ছোথং বাতিকং কাঞ্জিকেন চ ॥ পিত্তরক্তাভিঘাতোত্থং শোথং সিঞ্চেৎ সুশীতলৈঃ ॥

---

* গম্ভীরপাকে শোথে পাকজ্ঞানার্থং লক্ষণান্তরমাহ সুশ্রুতঃ—কফজেষ্বিতি কফজেষু চ শোথেষু গম্ভীরমসৃক্ পাকমেতি তত্র কথং পাকজ্ঞানমিত্যাহ তত্র ততঃ কারণাৎ পক্বলিঙ্গং স্পষ্টম্। যতঃ পচ্যমানাবস্থান্তর্গতরাগদাহব্যথাবনান্তরশোথশীততাদয়ো ভবন্তি। ঘনস্পর্শত্বং স্পর্শে ব্যথত্বম্ ॥ ১৩ ॥ কক্ষং তৃণবনম্ ॥১৪॥ বিদহ্যমানং বিপচ্যমানং, তস্করবৃত্তয়ঃ তেষাং তস্করাণামিব দ্রব্যলাভমাত্রপ্রয়োজনং ভবতি। নতু ধর্ম্মযশোমৈত্রীলাভঃ ॥ ১৫ ॥ ক্রমাঃ চিকিৎসাঃ সুশ্রুতে ব্রণস্য ষষ্টিরূপকা লিখিতাঃ সন্তি তে সর্ব্বেঽত্র বিস্তরভয়ান্ন লিখিতাঃ ॥ ১৮ ॥ অজশৃঙ্গী মেঢ়াশৃঙ্গী একৈষিকা শ্যামপনিরশোথ ॥ ২৪ ॥ দত্তমেব পুনর্ন দদ্যাৎ, পতিতং দীয়মানং সদ্‌গদঙ্গাৎ পতিতং পর্য্যুষিতম্ লেপনদ্রব্যং কল্কীকৃতং যৎ পর্য্যুষিতম্ ॥ ২৬ ॥

ক্ষীরাজ্যমধুখণ্ডেক্ষুরসৈঃ পিত্তহরৈঃ শৃতৈঃ ॥ কফঘ্নৌষধনিঃকাথৈঃ শীতৈস্তু পরিষেচয়েৎ তৈলক্ষারাম্বুমূত্রৈশ্চ শোথং শ্লেষ্মসমুদ্ভবম্ ॥ ২৯—৩২ ॥

বিম্লাপনমাহ—জাতস্য কঠিনস্যাস্য কার্য্যং বিম্লাপনং শনৈঃ। (অস্য শোথস্য বিম্লাপনস্য বিধিমাহ সুশ্রুতঃ)। অভ্যজ্য স্বেদয়িত্বা তু বেণুনাড্যা শনৈঃ শনৈঃ। বিমর্দ্দয়েদ্-ভিষগ্মন্দং তলেনাঙ্গুষ্ঠকেন বা * ॥ ৩৩ ॥

রক্তমোক্ষণমাহ—বেদনোপশমার্থায় তথা পাকশমায় চ। অচিরোৎপতিতে শোথে শোণিতস্রাবণং চরেৎ * ॥ একতস্তু ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ রক্তমোক্ষণমেকতঃ। রক্তং হি বেদনা-মূলং তচ্চেন্নাস্তি নচাস্তি রুক্ ॥ বিবর্ণঃ কঠিনঃ শ্যাবঃ ব্রণো যশ্চাল্পবেদনঃ। বিষাণৈশ্চ বিশেষেণ জলৌকাভিঃ পদৈরপি * ॥ ৩৪—৩৬ ॥

উপনাহঃ—রুজাবতাং দারুণানাং কঠিনানাং তথৈব চ। শোথানাং স্বেদনং কার্য্যং যে চাপ্যেবংবিধা ব্রণাঃ * ॥ শোথয়োরুপনাহঞ্চ দদ্যাদামবিদগ্ধয়োঃ। প্রশাম্যত্যবিদগ্ধস্তু বিদগ্ধঃ পক্কতাং ব্রজেৎ * ॥ যথা—দশমূলী বলা রাস্না বাজিগন্ধা প্রসারিণী। মূলং বাতরিপোঃ সিন্ধুর্বারিপূর্ণে ঘটে ক্ষিপেৎ ॥ শোভাঞ্জনঃ কণা চাপি সৈন্ধবং বিশ্বভেষজম্। শণকার্পা-সয়োর্বীজমতসী চ কুলত্থিকা ॥ তিলা যবাশ্চ সিদ্ধার্থঃ কুঠেরো মূলকং মিসিঃ। যথা প্রাপ্তৈর-মীভিস্তু দ্রব্যৈরম্লেন সংযুতৈঃ * ॥ কল্কীকৃতৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চ স্বেদয়েদ্বিধিবচ্ছনৈঃ। অনেন প্রশমং যাতি বাতশোথো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥ ইতি দশমূল্যাদিরুপনাহঃ।

পুনর্নবা দারু শুণ্ঠী শিগ্রুঃ সিদ্ধার্থ এবচ। অম্লপিষ্টঃ সুখোষ্ণোঽয়ং প্রলেপঃ সর্ব্বশোথহা ॥ ৪৩ ॥ ইতি পুনর্নবাদিঃ।

পাচনমাহ—ন প্রশাম্যতি যঃ শোথঃ প্রলেপাদিবিধানতঃ। দ্রব্যাণি পাচনীয়ানি দদ্যাত্তত্রোপনাহনে ॥ ৪৪ ॥

পাচনদ্রব্যাণ্যাহ—শণমূলকশিগ্রূণাং ফলানি তিলসর্ষপাঃ। অতসী শক্তবঃ কিণ্বমুষ্ণদ্রব্যঞ্চ পাচনম্ * ॥ ৪৫ ॥

ভেদনমাহ—অন্তঃপূয়েম্ববক্ত্রেষু তথা চোৎসঙ্গবৎস্বপি। গতিমৎসু চ রোগেষু ভেদনং সম্প্রযুজ্যতে * ॥ ৪৬ ॥

শস্ত্রসাধ্যস্ত্বেদনমাহ—রোগে ব্যধেন সাধ্যে তু যথাদেশং প্রমাণতঃ। শস্ত্রং নিধায় দোষাংস্তু স্রাবয়েৎ কথিতং যথা ॥ ৪৭ ॥

বেণুনাড্যা বংশনলিকয়া, স্বেদয়িত্বা উষ্ণস্বেদং কৃত্বা ॥ ৩৩ ॥ চরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ৩৪ ॥ শোণিত-স্রাবণঞ্চরেদিত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্য বিধির্ভৈষজসাধনপ্রকরণে কথিতএবাস্তি। শোথানাং সামান্যানাম্, ব্রণাঃ ব্রণশোথাঃ তেষামপি স্বেদনং কার্য্যম্ ॥ ৩৭ ॥ আমবিদগ্ধৌ অপক্কপাকোন্মুখৌ ॥ ৩৮ ॥ কুঠেরঃ কৃষ্ণবর্ব্বরী ॥ ৪১ ॥ শণফলাদীনামতস্যন্তানাং শক্তবঃ কর্ত্তব্যাঃ কিণ্ম্ সুরাবীজম্, যবগোধূমধান্যাদি-প্রকারঃ অন্যচ্চোষ্ণং দ্রব্যং ব্রণস্য পাচনং ভবতি ॥ ৪৫ ॥ উৎসঙ্গবৎসু কোঠরবৎসু গতিমৎসু নাড়ীব্রণেষু ভেদনম্ শস্ত্রমৌষধং কর্ম্ম চ ॥ ৪৬ ॥

শস্ত্রনিঃক্ষেপাপবাদমাহ—বালবৃদ্ধাসহক্ষীণভীরূণাং যোষিতামপি। ব্রণেষু মর্ম্ম জাতেষু ভেদনং দ্রব্যলেপনম্ ॥ ৪৮ ॥

ভেদনমাহ—চিরবিল্বোঽগ্নিকো দন্তী চিত্রকো হয়মারকঃ। কপোতকাকগৃধ্রাণাং মললেপেন ভেদনম্ ॥ ৪৯ ॥

দারণমাহ—ক্ষারদ্রব্যন্তথা ক্ষারো দারণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। হস্তিদন্তো জলে পিষ্টো বিন্দুমাত্রঃ প্রলেপিতঃ। অত্যর্থং কঠিনে শোথে কথিতো ভেদনঃ পরঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

পীড়নমাহ—দ্রব্যাণাং পিচ্ছিলানান্তু ত্বঙ্মূলানি প্রপীড়নম্। যবগোধূমমাষাণাং চূর্ণানি চ সমাসতঃ। শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রলেপপীড়নম্প্রতি। ন চাপি মুখমালিম্পেত্তথা দোষঃ প্রসিচ্যতে * ॥ ৫২—৫৩ ॥

শোধনমাহ—ব্রণস্য তু বিশুদ্ধস্য ক্বাথঃ শুদ্ধিকরঃ পরঃ। পটোলনিম্বপত্রোত্থঃ সর্ব্বত্রৈব প্রযুজ্যতে ॥ বাতিকে দশমূলানাং ক্ষীরাণাং পৈত্তিকে ব্রণে। আরগ্বধাদেঃ কফজে কষায়ঃ শোধনে হিতঃ ॥ অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষবটবেতসজং শৃতম্। ব্রণশোথোপদংশানাং নাশনং ক্ষালনাৎ স্মৃতম্ ॥ তিলসৈন্ধবযষ্ট্যাহ্ব-নিম্বপত্রনিশাযুগৈঃ। ত্রিবৃদ্‌ঘৃতযুতৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপো ব্রণশোধনঃ ॥ একং বা সারিবামূলং সর্ব্বব্রণবিশোধনম্। নিম্বপত্রং তিলা দন্তী ত্রিবৃৎ সৈন্ধব-মাক্ষিকম্। দুষ্টব্রণপ্রশমনো লেপঃ শোধনকেশরী * ॥ লেপান্নিম্বদলৈঃ কল্কো ব্রণশোধন-রোপণঃ। ভক্ষণাচ্ছর্দ্দিমন্দাগ্নিপিত্তশ্লেষ্মক্রমান হরেৎ ॥ ব্রণান্ বিশোধয়েদ্বর্ত্ত্যা সূক্ষ্মান্ হি সন্ধিমর্ম্মজান্। অভয়াত্রিবৃতাদন্তীলাঙ্গলামধুসৈন্ধবৈঃ ॥ নিম্বপত্রঘৃতক্ষৌদ্রদার্ব্বীমধুক-সংযুতৈঃ। বর্ত্তিস্তিলানাং কল্কো বা শোধয়েদ্রোপয়েদ্‌ব্রণম্ ॥ ৫৪—৬১ ॥

রোপণমাহ—অপেতপূতিমাংসানাং মাংসস্থানামরোহতাম্। কল্কস্তু রোপণো দেয়স্তিলজো মধুসংযুতঃ ॥ অশ্বগন্ধা রুহা লোধ্রং কট্‌ফলং মধুযষ্টিকা। সমঙ্গা ধাতকী পুষ্পং পরমং ব্রণরোপণম্ * ॥ মধুযুক্তা সুরা পুংসাং সর্ব্বব্রণরোপণী কথিতা। সুষবীপত্রধত্তূরঃ (ক) বলামোটাকুঠেরকাঃ। পৃথগেতৈঃ প্রলেপেন গম্ভীরব্রণরোপণম্ * ॥ ককুভোডুম্বরাশ্বত্থ-জম্বুকফললোধ্রজৈঃ। ত্বক্‌চূর্ণৈর্ধূলিতাঃ ক্ষিপ্রং সংরোহন্তি ব্রণা ধ্রুবম্ ॥ প্রিয়ঙ্গু ধাতকী-পুষ্পং যষ্টীমধুজতূনি চ। সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতানি স্যুরোপণান্যবধূলনাৎ ॥ যবচূর্ণং সমধুকং সতৈলং সহ সর্পিষা। দদ্যাদালেপনং কোষ্ণং দাহশূলোপশান্তয়ে ॥ করাঞ্জারিষ্টনির্গুণ্ডীলেপো হন্যাদ্-ব্রণকৃমীন্। লশুনস্যাথবা লেপো হিঙ্গু নিম্বকৃতোঽথবা * ॥ নিম্বপত্রবচাহিঙ্গুসর্পির্লবণসর্ষপৈঃ। ধূপনং স্যাদ্‌ব্রণে রুক্ষকৃমিকণ্ডূরুজাপহম্ ॥ যে ক্লেদপাকস্রুতিগন্ধবন্তো ব্রণাশ্চিরোত্থাঃ সত-

* ক্ষারদ্রব্যং অপামার্গাদি ক্ষারঃ স্বর্জ্জিকা যবক্ষারাদিঃ ॥ ৫০ ॥ পীড়নম্প্রতি পীড়নদ্রব্যলেপং প্রতি পীড়নদ্রব্যলেপং শুষ্যন্তমপি ধারয়েদিত্যর্থঃ। তথা ব্রণস্য মুখলেপং বিনা প্রস্রবতি ॥ ৫৩ ॥ শোধনকেশরী শোধনশ্রেষ্ঠঃ ॥ ৫৮ ॥ রুহা রোহিণী ॥ ৬৩ ॥ সুষবীপত্রং মগরৈলাপত্রং। বলামোটা অস্মাৎ তদেব নাম পুস্তকম্বতম্। কুঠেরঃ কৃষ্ণবর্ব্বরী ॥ ৬৪ ॥ অরিষ্টঃ নিম্বঃ ॥ ৬৮ ॥

(ক) পত্তুর ইতি বা পাঠঃ।

তাশ্চ শোথাঃ। প্রয়ান্তি তে গুগ্‌গুলুমিশ্রিতেন পীতেন শান্তিং ত্রিফলাশৃতেন ॥ পটোল-নিম্বাসনসারধাত্রীপথ্যাক্ষনির্যূহমহর্মুখেষু। পিবেদ্‌যুতং গুগ্‌গুলুনা বিসর্পবিস্ফোটদুষ্টব্রণ-শান্তিমিচ্ছন্ ॥ ৬২—৭১ ॥

সবর্ণতাকরণং—মনঃশিলা সমঞ্জিষ্ঠা সলাক্ষা রজনীদ্বয়ম্। প্রলেপঃ সঘৃতক্ষৌদ্র-স্ত্বচঃ সাবর্ণ্যকৃৎ স্মৃতঃ ॥ ৭২ ॥

ব্রণিনো ভোজনম্—জীর্ণশাল্যোদনং স্নিগ্ধমল্পমুষ্ণং দ্রবান্তরম্ (ক)। ভুঞ্জানো জাঙ্গলৈর্ম্মাংসৈঃ শীঘ্রং ব্রণমপোহতি ॥ তণ্ডুলীয়কজীবন্তীবাস্তূকস্বুনিষণ্ণকৈঃ। বাসমূলক-বার্ত্তাকুপটোলৈঃ কারবেল্লকৈঃ ॥ সদাড়িমৈঃ সামলকৈর্ঘৃতভৃষ্টৈঃ সসৈন্ধবৈঃ। অন্যৈরেবং গুণৈর্ব্বাপি মুদ্গাদীনাং রসেন বা * ॥ অম্লং দধি চ শাকঞ্চ মাংসমানূপমৌদকম্। ক্ষীরং গুরূণি চান্নানি ব্রণে চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ব্রণে শ্বয়থুরায়াসাৎ স চ রাগশ্চ জাগরাৎ। তৌ চ রুক্‌-চ দিবাস্বাপাত্তে চ মৃত্যুশ্চ মৈথুনাৎ ॥ ৭৩—৭৭ ॥

অথাগন্তুব্রণচিকিৎসা—ক্রুদ্ধে সদ্যোব্রণে কুর্য্যাদূর্দ্ধংচাধশ্চ শোধনম্। ক্রিয়া শীতা প্রয়োক্তব্যা রক্তপিত্তোষ্মনাশিনী ॥ লঙ্ঘনঞ্চ বলং জ্ঞাত্বা ভোজনঞ্চাস্রমোক্ষণম্। ঘৃষ্টে বিদলিতে চৈব সুতরামিষ্যতে বিধিঃ ॥ ছিন্নে ভিন্নে তথা বিদ্ধে ক্ষতে বাস্রগতিঃ স্রবেৎ। রক্তক্ষয়াত্তত্র রুজঃ করোতি পবনো ভৃশম্ ॥ স্নেহপানং পরীষেকং লেপন্তত্রোপনাহনম্। কুর্ব্বন্তি স্নেহবস্তিঞ্চ রুজাঘ্নঞ্চৌষধং পৃথক্ ॥ খড়গাদিচ্ছিন্নগাত্রস্য তৎকালে পূরিতো ব্রণঃ। গাঙ্গেরুকীমূলরসৈঃ সদ্যঃ স্যাদ্গতবেদনঃ * ॥ কষায়া মধুরাঃ শীতাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রযোজয়েৎ। সদ্যোব্রণানাং সপ্তাহাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্তমাচরেৎ ॥ আমাশয়স্থে রুধিরে বিদধ্যাদ্বমনং নরঃ। তস্মিন্ পক্বাশয়স্থে তু প্রকুর্বীত বিরেচনম্ ॥ ক্বাথো বংশত্ব-গৈরণ্ডশ্বদংষ্ট্রাশ্মভিদা কৃতঃ। হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তঃ কোষ্ঠস্থং স্রাবয়েদসৃক্ ॥ যবকোল-কুলত্থানাং নিঃস্নেহেন রসেন চ। ভুঞ্জীতান্নং যবাগূং বা পিবেৎ সৈন্ধবসংযুতম্ ॥ ৭৮—৮৬ ॥

জাত্যাদিঘৃতম্—জাতীনিম্বপটোলপত্রকটুকা-দার্ব্বীনিশাসারিবা। মঞ্জিষ্ঠাঽভয়সিক্‌থ তুত্থমধুকৈর্নক্তাহ্ববীজৈঃ সমৈঃ ॥ সর্পিঃ সিদ্ধমনেন সূক্ষ্মবদনা মর্ম্মাশ্রিতাঃ স্রাবিণো। গম্ভীরাঃ সরুজো ব্রণাঃ সগতিকাঃ শুধ্যন্তি রোহন্তি চ ॥ বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশেন পারম্পর্য্যো-পদেশতঃ। জাতীঘৃতে তু সংসিদ্ধে ক্ষেপ্তব্যং সিক্‌থকং বুধৈঃ ॥ ৮৭—৮৮ ॥

জাত্যাদি তৈলম্—জাতীনিম্বপটোলানাং নক্তমালস্য পল্লবাঃ। সিক্‌থকং মধুকং কুষ্ঠং দ্বে নিশে কটুরোহিণী ॥ মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং পথ্যা লোধ্রত্বঙ্‌নীলমুৎপলম্। সারিবা তুত্থক-ঞ্চাপি নক্তমালফলন্তথা ॥ এতানি সমভাগানি কল্কীকৃত্য প্রযত্নতঃ। তিলতৈলম্পচেৎ

* এভিঃ সহ জীর্ণশাল্যোদনং ভুঞ্জানঃ শীঘ্রং ব্রণমপোহতি ইত্যন্বয়ঃ ॥৭৫॥ গাঙ্গেরুকী নাগবলা গুল-সকরীতি লোকে ॥ ৮২ ॥

(ক) দ্রবোত্তরমিতি বা পাঠঃ।

সম্যগ্বৈদ্যঃ পাকবিচক্ষণঃ ॥ বিষব্রণে সমুৎপন্নে স্ফোটকে কুষ্ঠরোগিণি। দদ্রুবীসর্পরোগেষু কীটদষ্টেষু সর্ব্বথা ॥ সদ্যঃ শস্ত্রপ্রহারেণ দগ্ধবিদ্ধেষু চৈব হি। নখদন্তক্ষতে দেহে দুষ্টমাংসাপকর্ষণে ॥ ম্রক্ষণেন হিতং তৈলমিদং শোধনরোপণম্। তৈলং জাত্যাদি নাম্নৈতৎ প্রসিদ্ধং ভিষগাদৃতম্ ॥ ৮৯—৯৪ ॥

বিপরীতমল্লতৈলম্—চিত্রকরসোনরামঠশরপুঙ্খালাঙ্গলীকসিন্দূরৈঃ। সবিষৈস্তথা সিকুষ্ঠৈঃ কটুতৈলং সাধু সম্পাকম্ ॥ বিপরীতমল্লসংজ্ঞন্তৈলং দুষ্টব্রণন্তথা নাড়ীম্। বহুভেষজৈরসাধ্যামপথ্যভোক্তুশ্চ নিস্তুদতি ॥ ৯৫—৯৬ ॥

অমৃতাদিগুগ্গুলুঃ—অমৃতাপটোলমূলত্রিফলাত্রিকটুকক্রিমিঘ্নানাম্। সমভাগানাং চূর্ণং সর্ব্বসমো গুগ্গুলোর্ভাগঃ ॥ প্রতিবাসরমেকৈকাং গুটিকাং খাদেদিহ পরিমাণাম্। জেতুং ব্রণবাতাসৃগ্গুল্মোদরশোথবাতরোগাংশ্চ ॥ ৯৭—৯৮ ॥

অথাগ্নিদগ্ধস্য চিকিৎসা—প্লুষ্টস্যাগ্নিষু তপনং কার্য্যমুষ্ণং তথৌষধম্। সম্যক স্বিন্নে শরীরে তু স্বিন্নং ভবতি শোভনম্ ॥ প্রকৃত্যা সলিলং শীতং স্কন্দয়ত্যতিশোণিতম্। তস্মাৎ সুখয়তি হ্যুষ্ণং নতু শীতং কদাচন * ॥ শাতামুষ্ণাঞ্চ দুর্দ্দগ্ধে ক্রিয়াং কুর্য্যাত্ততঃ পুনঃ। ঘৃতলেপপ্রদেহাংশ্চ শীতানেবাস্য কারয়েৎ ॥ সম্যগ্দগ্ধে তুগাক্ষীরীপ্লক্ষচন্দনগৈরিকৈঃ। সামৃতৈঃ সর্পিষা যুক্তৈরালেপং কারয়েদ্ভিষক্ ॥ গ্রাম্যানূপোদকৈর্ম্মাংসৈঃ পিষ্টৈরেনং প্রলেপয়েৎ। অতিদগ্ধে বিশীর্ণানি মাংসান্যুদ্ধৃত্য শীতলাম্ ॥ ক্রিয়াং কুর্য্যাত্ততঃ পশ্চাচ্ছালিতণ্ডুলকণ্ডনৈঃ। তিন্দুকাশ্চ কষায়ৈর্ব্বা ঘৃতমিশ্রৈঃ প্রলেপয়েৎ। সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমুত্তমম্ ॥ ৯৯—১০৪ ॥

সিক্থকাদিঘৃতম্—সিক্থককর্দ্দমজীরকমধুপথ্যা সর্ব্বমিশ্রিতং লেপাৎ। গব্যং ঘৃতমপহরতি বিপাকজনিতং ব্রণং সদ্যঃ ॥ ১০৫ ॥

পটোলাদিতৈলম্—সিদ্ধং কষায়কল্কাভ্যাং পটোল্যাঃ কটুতৈলকম্। দগ্ধব্রণরুজাস্রাবদাহবিস্ফোটনাশনম্ ॥ বাতাস্রমস্রুতং দুষ্টং সশোথং গ্রথিতং ব্রণম্। কুর্য্যাৎ সদাহং কণ্ড্বাঢ্যং ব্রণগ্রন্থিস্তু স স্মৃতঃ ॥ কম্পিল্লকং বিড়ঙ্গানি ত্বচন্দার্ব্ব্যাস্তথৈব চ। পিষ্ট্বা তৈলম্পচেত্তত্তু ব্রণগ্রন্থিহরং পরম্ ॥ ১০৬।১০৮ ॥

ইতি ব্রণাগন্তুব্রণাগ্নিদগ্ধব্রণাধিকারঃ।

---

* স্কন্দয়তি শোষয়তি ॥ ১০০ ॥

অথ ভগ্নাধিকারঃ।

তত্র ভগ্নস্য ভেদমাহ—ভগ্নং সমাসাদ্ দ্বিবিধং হুতাশ কাণ্ডে চ সন্ধাবপি তত্র সন্ধৌ। উৎপিষ্টবিশ্লিষ্টবিবর্ত্তিতানি তির্য্যগ্‌গতং ক্ষিপ্তমধশ্চ ভগ্নম্ * ॥ ১ ॥

সন্ধিভগ্নস্য সামান্যলিঙ্গমাহ—প্রসারণাকুঞ্চনবর্ত্তনোগ্রা রুক্ স্পর্শবিদ্বেষণমেতদুক্তম্। সামান্যতঃ সন্ধিগতস্য লিঙ্গমুৎপিষ্টসন্ধেঃ শ্বয়থোঃ সমন্তাৎ ॥ বিশেষতো রাত্রিভবা রুজা চ বিশ্লিষ্টকে তৌ চ রুজা চ নিত্যম্ *॥ বিবর্ত্তিতে পার্শ্বরুজশ্চ তীব্রাস্তির্য্যগ্‌গতে তীব্ররুজো ভবন্তি। ক্ষিপ্তেঽতিশূলং বিষমং রুজশ্চ ক্ষিপ্তে ত্বধোরুগ্বিঘটশ্চ সন্ধেঃ * ॥ ২-৩ ॥

কাণ্ডভগ্নমাহ—ভগ্নন্তু কাণ্ডে বহুধা প্রযাতি বিশেষতো নামভিরেব তুল্যম্।

তান্ প্রকারানাহ কাণ্ডে ত্বতঃ কর্কটকাশ্বকর্ণৌ বিচূর্ণিতং পিচ্চিতমস্থিখল্লিতম্ (ক) * ॥ কাণ্ডেষু ভগ্নং হ্যতিপাতিতঞ্চ মজ্জাগতং বিস্ফুটিতঞ্চ বক্রম্॥ ছিন্নন্দ্বিধা দ্বাদশধাপি কাণ্ডে সামান্যমগ্রে কিল তস্য লিঙ্গম্ * ॥ ৫ ॥

কর্কটাদিকাণ্ডভগ্নস্য লক্ষণমাহ—প্রস্তাঙ্গতা শোথরুজাতিবৃদ্ধিস্তথা ব্যথা

* অত্র ভাবেঽর্থে ক্তপ্রত্যয়স্তেন ভগ্নং ভঙ্গঃ, স চাত্র বিশ্লেষোঽভিপ্রেতঃ। তেন ভগ্নমস্থিবিশ্লেষলক্ষণম্। সমাসাৎ সংক্ষেপাৎ। হুতাশ হে অগ্নিবেশ। যতশ্চরকে অগ্নিবেশস্য হুতাশেতি নামান্তরমুক্তম্। কাণ্ডে সন্ধিপর্য্যন্তে একখণ্ডে। অস্থিসন্ধৌ দ্বয়োরস্থ্নোঃ সন্ধানে। তত্র সন্ধৌ। উৎপিষ্টাদিভেদৈঃ ষট্‌প্রকারকং ভগ্নন্তবতি। স্বল্পবক্তব্যত্বেন সন্ধিভগ্নস্যাদৌ বিবরণম্ উৎপিষ্টেত্যাদি অধঃ অধোভগ্নম্॥ ১॥ বর্ত্তনম্ পরিবর্ত্তনম্ উৎপিষ্টস্য লিঙ্গমাহ উৎপিষ্টসন্ধেঃ উৎপিষ্টঃ দ্বাভ্যামস্থিভ্যাং পিষ্টঃ সন্ধির্যস্য তস্য সমন্তাৎ উভয়ভাগয়োঃ শোথো ভবতি। বিশ্লিষ্টমাহ বিশ্লিষ্টে ইত্যাদি তৌ উভয়তঃ শোথৌ রাত্রিরুজা চ নিত্যম্। সদারুজাধিকা ভবতীতি উৎপিষ্টভেদঃ॥ ২॥ বিবর্ত্তিতে সন্ধাবমুক্তে অস্থিদ্বয়ে পরিবর্ত্তিতে পার্শ্বরুজঃ। সন্ধিস্থিতাস্থিখণ্ডদ্বয়পার্শ্বয়োরুজঃ। তির্য্যগ্‌গতে একস্মিন্নস্থি সন্ধিস্থানন্ত্যক্ত্বা তির্য্যগ্‌গতে। ক্ষিপ্তে একস্মিন্নস্থি পরস্মাদস্থ্ন উপরিগতে অস্থ্নো অতি শূলম্। তত্র বিষমং কদাচিদধিকং কদাচিন্ন্যূনম্। অধঃক্ষিপ্তে সন্ধিগতে একস্মিন্নস্থি অধোগতে রুক্ সন্ধিবিঘট্টনঞ্চ ॥ ৩ ॥ ভগ্নম্ কাণ্ডে কাণ্ডবিষয়ে বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈঃ প্রযাতি অত্র বহুবিধত্বম্ দ্বাদশবিধত্বং বোদ্ধব্যম্। বহুবিধস্য কাণ্ডভগ্নস্য পৃথগ্‌লক্ষণং নোক্তম্ কিন্তু নামভিরেব তুল্যম্। কর্কটকাদিনামানুরূপমেব লক্ষণং বোদ্ধব্যম্। অতঃ সন্ধিভগ্নানন্তরং কাণ্ডে কাণ্ডভগ্নং তদাহ কর্কটকঃ অস্থিবিশ্লেষপূর্ব্বকো মধ্যে প্রোন্নতঃ পার্শ্বয়োরবনতঃ কর্কটকতুল্যরূপত্বাৎ কর্কটকঃ। অশ্বকর্ণঃ অশ্বকর্ণবদ্বিপুলাস্থিনির্গমাদশ্বকর্ণঃ। বিচূর্ণিতম্ চূর্ণিতমস্থি তচ্চ শব্দস্পর্শাভ্যাং বোদ্ধব্যম্। পিচ্চিতম্ নিযন্ত্রিতং বহুশোথম্ খল্লিতং বিশ্লিষ্টমস্থিনিস্রবম্॥ ৪ ॥ কাণ্ডেষু ভগ্নম্ কাণ্ডভগ্নম্ যদ্যপি কর্কটকাদি সর্ব্বমেব কাণ্ডভগ্নম্ তথাপি ইয়ং কাণ্ডভগ্নসংজ্ঞা বিশিষ্টা অত্র ভগ্নং ভগ্নস্ত্রুটিস্তেন সর্ব্বথা ত্রুটিতম্ পৃথগ্‌ভূতং ত্বচিস্থিতং যত্তৎকাণ্ডভগ্নম্ অতিপাতিতঞ্চ অশেষেণ ছিত্ত্বা পাতিতমস্থি। মজ্জাগতম্ অস্থ্যবয়বোঽস্থিমধ্যে প্রবিশ্য মজ্জানং গতম্। বিস্ফুটিতম্ স্তোকং বহুধা বিদীর্ণম্ শূকপূর্ণ ইব বেদনাবৎ। বক্রম্ স্থানন্ত্যক্ত্বা কুব্জীভূতম্ ছিন্নং দ্বিধা একং বিদীর্ণং সংলগ্নম্ অপরং বিদীর্ণং দ্বিধাভূতং দ্বাদশধা চ কাণ্ডেতি কর্কটকাদিকাণ্ডে কাণ্ডে চ ভগ্নং দ্বাদশধেত্যন্বয়ঃ তচ্চোক্তমেব ॥৫॥

(ক) ছল্লিতমিতি বা পাঠঃ।

বৃদ্ধিরতীব নিত্যম্। সম্পাদ্যমানে ভবতীহ শব্দঃ স্পর্শাসহং স্পন্দনতোদশূলাঃ॥ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন শর্ম্মলাভো ভগ্নস্য কাণ্ডে খলু চিহ্নমেতৎ * ॥ ৬ ॥

কষ্টসাধ্যমাহ—অল্পাশিনোঽনাত্মবতো জন্তোর্বাতাত্মকস্য চ। উপদ্রবৈর্ব্বা জুষ্টস্য ভগ্নং কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি * ॥ ৭ ॥

অসাধ্যমাহ—ভিন্নং কপালং কট্যান্তু সন্ধিমুক্তং তথা চ্যুতম্। জঘনং প্রতিপিষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েত্তু চিকিৎসকঃ * ॥ পুনরসাধ্যমাহ। অসংশ্লিষ্টকপালঞ্চ ললাটে চূর্ণিতঞ্চ যৎ। ভগ্নং স্তনে গুদে পৃষ্ঠে শঙ্খে মূর্দ্ধনি বর্জ্জয়েৎ * ॥ অপরমসাধ্যমাহ। সম্যক্ সংহিতমপ্যস্থি দুর্ন্যাসাদ্দুষ্টবন্ধনাৎ। সংক্ষোভাদ্বাপি যদ্গচ্ছেদ্বিক্রিয়াংস্তচ্চ বর্জ্জয়েৎ * ॥ ৮—১০ ॥

অস্থিবিশেষেণ ভগ্নবিশেষমাহ—তরুণাস্থীনি নম্যন্তে ভিদ্যন্তে নলকানি তু। কপালানি বিভজ্যন্তে স্ফুটন্তি রুচকানি চ * ॥ পাণ্যোঃ পার্শ্বযুগে পৃষ্ঠে বক্ষোজঠরপায়ুষু। পাদয়োরপি চাস্থীনি বলয়ানি বভাষিরে ॥ ১১ । ১২ ॥

অথ ভগ্নস্য চিকিৎসা—আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েচ্ছীতলাম্বুনা। পঙ্কেনালেপনং কার্য্যং বন্ধনঞ্চ কুশান্বিতম্॥ অবনামিতমুন্নহ্যেদুন্নতঞ্চাবপীড়য়েৎ। অঞ্চেদতিক্ষিপ্তমধোগতঞ্চোপরি বর্ত্তয়েৎ॥ মধুকোদুম্বরাশ্বত্থকদম্বনিচুলত্বচঃ। বংশসর্জ্জার্জ্জুনানাঞ্চ কুশার্থমুপসংহরেৎ॥ পটস্যোপরি বধ্নীয়াৎ গাঢ়ং শিথিলং নচ। সপ্ত সপ্তদিনাচ্ছীতে ঘর্ম্মে মুঞ্চেৎ ত্র্যহাৎ ত্র্যহাৎ॥ মাসান্তে পঞ্চ পঞ্চাহাৎ ভগ্নদোষবশেন বা॥ আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠা মধুকঞ্চাম্লপেষিতম্। শতধৌতঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্টঞ্চ লেপনম্॥ সদ্যোঽভিঘাতজনিতা আগন্তুশ্বয়থবঃ প্রশাম্যন্তি। পিষ্টকলবণালেপাদম্লীকাফলরসাভ্যাং বা॥ আম্রাতকজটাম্লীকাফলং পত্রাণি শিগ্রুজম্॥ মূলং পৌনর্নবং বদ্ধমানস্যাপি চ কেম্বুকাৎ। সর্ব্বং সংক্ষুদ্য তক্রেণ কাঞ্জিকেন তথৈব চ। পাচয়িত্বা চরেৎ শ্রেষ্ঠং তেন পীড়া প্রণশ্যতি॥ শোথশ্চাস্থি চ শীঘ্রেণ সন্ধানং যাতি বৈ ধ্রুবম্। ন্যগ্রোধাদিকষায়ন্তু সুশীতং পরিষেচনে॥ পঞ্চমূলীকষায়ং সক্ষীরং দদ্যাৎ সবেদনে। সুখোষ্ণমবচার্য্যং বা চক্রতৈলং বিজানতা॥ অবিদাহিভিরন্নৈশ্চ পিষ্টকৈঃ সমুপাচরেৎ। গ্লানির্হি নিহতা তস্য সন্ধিবিশ্লেষকারিকা॥ মাংসং মাংসরসঃ ক্ষীরং সর্পির্যূষঃ সতীনজঃ॥ বৃংহণঞ্চান্নপানঞ্চ দেয়ং ভগ্নায় জানতা॥ গৃষ্টিক্ষীরং সসর্পিস্কং মধুরৌষধসাধিতম্।

---

* স্পর্শাসহমিতি কাণ্ডভগ্নস্য বিশেষণম্, স্পন্দনং নাড়ীনাং স্ফুরণম্। তোদঃ শূলেনেব চ ব্যথা। রুজা সামান্যপীড়া সর্ব্বাস্ববস্থাসু শয়নাদিষু॥ ৬॥ অনাত্মবতঃ রোগপ্রতীকারে যত্নরহিতস্য, বাতাত্মকস্য বাতপ্রকৃতেঃ, উপদ্রবৈঃ জ্বরাধ্মানমোহমূত্রপুরীষসঙ্গাদিভিঃ॥ ৭॥ কপালম্ জানুনিতম্বাংসগণ্ডতালুশঙ্খবঙ্ক্ষণশিরোঽস্থীনি কপালানি। তথা চ্যুতম্ অধঃক্ষিপ্তম্। প্রতিপিষ্টম্ উৎপিষ্টম্॥ ৮॥ অসংশ্লিষ্টকপালমিতি ভগ্নবিশেষণম্। স্তনে স্তনয়োরন্তরে, মূর্দ্ধনি চূড়াস্থানে॥৯॥ সম্যক্ সংহিতমপি সম্যক্ যোজিতমপি, অস্থি দুর্ন্যাসাৎ দুঃস্থাপনাৎ। সুন্যস্তমপি দুষ্টবন্ধনাৎ। সুবদ্ধমপি সংক্ষোভাৎ অভিঘাতাদিনা সঙ্কলনাৎ। বিক্রিয়াং গচ্ছেৎ বিকৃতং ভবতি। তদ্বর্জ্জয়েৎ॥ ১০॥ তরুণাস্থীনি ঘ্রাণকর্ণাক্ষিপুটেষু কোমলাস্থীনি নম্যন্তে বক্রীভবন্তি তেনাত্র বক্রতালক্ষণং ভগ্নং। নলকানি নলাদীনি নাড়ীবৎ সরন্ধ্রাণ্যস্থিপর্ব্বাণি ভিদ্যন্তে অস্থ্যন্তরানুপ্রবেশাদ্বিদার্য্যন্তে কপালানি জানুনিতম্বাংসগণ্ডতালুশঙ্খবঙ্ক্ষণশিরোঽস্থীনি বিভজ্যন্তে। স্ফুটন্তি ত্রুট্যন্তি রুচকা দন্তাঃ স্ফুটন্তি অস্থীনি চ তরুণনলককপালরুচকবলয়ভেদাৎ পঞ্চবিধানি তত্র রুচকানি চেতি চকারাদ্বলয়ান্যপি ত্রুট্যন্তীতি বোদ্ধব্যম্॥ ১১॥

শীতলং লাক্ষয়া যুক্তং প্রাতর্ভগ্নঃ পিবেন্নরঃ॥ সঘৃতেনাস্থিসংহারং লাক্ষাগোধূমমর্জ্জুনম্। সন্ধিমুক্তেঽস্থিসম্ভগ্নে পিবেৎ ক্ষীরেণ বা পুনঃ॥ রসোনমধুলাক্ষাজ্যসিতাকল্কং সমশ্নতা। ছিন্নভিন্নচ্যুতাস্থীনাং সন্ধানমচিরাদ্ভবেৎ॥ চূর্ণং পূরেণ সংযোজ্য ঘৃতেনার্জ্জুনলাক্ষয়োঃ। ভগ্নঃ সন্ধানমায়াতি লীঢ়ং ক্ষীরঘৃতাশিনা॥ মূলং শৃগালবিন্নায়াঃ পীত্বা মাংসরসেন তু। চূর্ণীকৃত্য ত্রিসপ্তাহাদস্থিভগ্নমপোহতি॥ আভাচূর্ণং মধুযুতমস্থিভগ্নস্ত্র্যহম্পিবেৎ। পীতে চাস্থি ভবেৎ সম্যগ্বজ্রসারনিভং দৃঢ়ম্॥ অম্লীকাফলকল্কৈঃ সৌবীরতৈলমিশ্রিতঃ স্বেদাৎ। ভগ্নাভিহতরুজাঘ্নৈরথবৌষধসাধিতং শ্বয়থৌ॥ ১৩—৩১॥

আভাগুগ্গুলুঃ—আভাফলত্রিকব্যোষৈঃ সর্বৈরেতৈঃ সমাংশকৈঃ। তুল্যং গুগ্গুলুনা যোজ্যং ভগ্নসন্ধিপ্রসাধনম্॥ ৩২॥

লাক্ষাদ্যোগুগ্গুলুঃ—লাক্ষাস্থিসংহৃৎককুভোঽশ্বগন্ধা চূর্ণীকৃতো নাগবলা পুরশ্চ। সম্ভগ্নমুক্তাস্থি রুজং নিহন্যাদঙ্গানি কুর্য্যাৎ কুলিশোপমানি॥ ৩৩॥

গন্ধতৈলম্—রাত্রৌ রাত্রৌ তিলান্ কৃষ্ণান্ বাসয়েদস্থিরে জলে। দিবা দিবা শোষয়িত্বা গবাং ক্ষীরেণ ভাবয়েৎ॥ তৃতীয়ং সপ্তরাত্রন্তু ভাবয়েন্মধুকাম্বুনা। ততঃ ক্ষীরং পুনঃ পীতান্ শুষ্কান্ সূক্ষ্মান্ বিচূর্ণয়েৎ॥ কাকোল্যাদিং সযষ্ট্যাহ্বাং মঞ্জিষ্ঠাং সারিবাস্তথা। কুষ্ঠং সর্জ্জরসং মাংসীং সুরদারু সচন্দনম্॥ শতপুষ্পাঞ্চ সঞ্চূর্ণ্য তিলচূর্ণেন যোজয়েৎ। পীড়নার্থং তু কর্ত্তব্যং সর্বগন্ধৈঃ শৃতং পয়ঃ॥ চতুর্গুণেন পয়সা তত্তৈলং পাচয়েৎ পুনঃ। যষ্টীমংশুমতীপত্রং জীবন্তী তুরগং তথা॥ রোধ্রং প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ তথা কালানুসারিবাম্। শৈলেয়কং ক্ষীরশুক্লামনন্তাং সমধূলিকাম্॥ পিষ্ট্বা শৃঙ্গাটকঞ্চৈব প্রাগুক্তান্যৌষধানি চ। এভিস্তদ্বিপচেৎ তৈলং শাস্ত্রবিন্মৃদুনাগ্নিনা॥ এতত্তৈলং সদা পথ্যং ভগ্নানাং সর্বকর্ম্মসু। আক্ষেপকে পক্ষঘাতে তালুশোষে তথার্দ্দিতে॥ মন্যাস্তম্ভে শিরোরোগে কর্ণশূলে শিরোগ্রহে। বাধির্য্যে তিমিরে চৈব যে চ স্ত্রীষু ক্ষয়ং গতাঃ॥ পথ্যং পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে বস্তিষু ভোজনে। গ্রীবাস্কন্ধোরসাং বৃদ্ধিরেতেনৈব প্রজায়তে॥ মুখঞ্চ পদ্মপ্রতিমং সসুগন্ধিসমীরণম্। রাজার্হমেতৎ কর্ত্তব্যং রাজ্ঞামেব চিকিৎসকৈঃ। তিলচূর্ণমস্তত্র মিলিতং চূর্ণমিষ্যতে॥ ৩৪—৪৪॥

পূর্বে বয়সি জাতং হি ভগ্নং স্বকরমাদিশেৎ। অল্পদোষস্য জন্তোশ্চ কালে তু সমশীতলে॥ প্রথমে বয়সি ত্বেবং মাসাৎ সন্ধিঃ স্থিরো ভবেৎ। মধ্যমে দ্বিগুণাৎ কালাদন্তিমে ত্রিগুণাত্তথা॥ নৈতি পাকং যথা ভগ্নং তথা যত্নেন রক্ষয়েৎ। পক্বমাংসশিরাস্নায়ু তদ্ধি কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি॥ পতনাদভিঘাতাদ্বা শূনমঙ্গং যদক্ষতম্। শীতান্ সেকান্ প্রদেহাংশ্চ ভিষক্ তস্যাবচারয়েৎ॥ সব্রণস্য তু ভগ্নস্য ব্রণং সর্পির্ম্মধূত্তরৈঃ। প্রতিসার্য্য কষায়ৈশ্চ শেষং ভগ্নবদাচরেৎ॥ বাতব্যাধিবিনির্দ্দিষ্টান্ স্নেহাংস্তত্রাপি যোজয়েৎ। লবণং কটুকক্ষারমম্লমায়াসমৈথুনম্॥ ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্নো রূক্ষান্নমেব চ। ভগ্নসন্ধিমনাবিদ্ধমহীনাঙ্গমনুল্বণম্। সুখচেষ্টাপ্রচারঞ্চ সম্যক্ সন্ধিতমাদিশেৎ॥ ৪৫। ৫১॥ ইতি ভগ্নাধিকারঃ।

ইতি শ্রীলটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্র ভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে তৃতীয়োভাগঃ।

ভাবপ্রকাশস্য

মধ্যখণ্ডে

চতুর্থো ভাগঃ।

অথ নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

—:*:—

তত্র নাড়ীব্রণস্য সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বিকা নিরুক্তিঃ—যঃ শোথমামমিতি পক্কমুপেক্ষতেঽজ্ঞো যো বা ব্রণং প্রচুরপূয়মসাধুবৃত্তঃ। অভ্যান্তরং প্রবিশতি প্রবিদার্য্য তস্য স্থানানি পূর্ব্ববিহিতানি ততঃ স পূয়ঃ * ॥ তস্যাতিমাত্রগমনাদ্গতিরিষ্যতে তু নাড়ীব যদ্বহতি তেন মতা চ নাড়ী ॥ ১ ॥

অস্যা দোষানুবন্ধনসংখ্যামাহ—দোষৈস্ত্রিভির্ভবতি সা পৃথগেকশশ্চ সংসৃষ্টৈরপি চ শল্যনিমিত্ততোঽন্যা * ॥ ২ ॥

বাতজা নাড়ী—তত্রানিলাৎ পরুষসূক্ষ্মমুখী সশূলা ফেনানুবিদ্ধমধিকং স্রবতি ক্ষপাসু।

পিত্তজা নাড়ী—পিত্তাত্তু তৃড়্জ্বরকরী পরিদাহযুক্তা পীতং স্রবত্যধিকমুষ্ণমহঃসু চাপি ॥ ৩ ॥

কফজা নাড়ী—জ্ঞেয়া কফাদ্বহুঘনা সিতপিচ্ছিলাস্রা স্তব্ধা সকণ্ডুররুজা রজনীপ্রবৃদ্ধা * ॥ ৪ ॥

ত্রিদোষজা নাড়ী—দাহজ্বরশ্বসনমূর্চ্ছনবক্ত্রশোষা যস্যাং ভবন্ত্যভিহিতানি চ লক্ষণানি। তামাদিশেৎ পবনপিত্তকফপ্রকোপাদ্ ঘোরাং গতিং ত্বসুহরামিব কালরাত্রিম্ * ॥ ৫ ॥

---

* উপেক্ষতে তস্য শোথস্য মুখং ন কারয়তি যো বা অয়মাম ইতি মত্বা পক্কং ব্রণং চোপেক্ষতে শোধনৈর্ন শোধয়তি প্রচুরপূয়মিতি শোথস্য ব্রণস্যাপি বিশেষণম্ অসাধুবৃত্তঃ অহিতাহারবিহারঃ। সপূয়ঃ ততস্তদনন্তরং তস্য পূর্ব্ববিহিতানি স্থানানি সুশ্রুতোক্তানি ত্বঙ্মাংসশিরাস্নায়ুসন্ধ্যস্থিকোষ্ঠমর্ম্মাণি প্রবিদার্য্য সচ্ছিদ্রাণি কৃত্বা অভ্যন্তরং প্রবিশতি ॥ ১ ॥ তস্য পূয়স্যাতিমাত্রগমনাদভ্যন্তরে দূরপ্রবেশাৎ গতিরিষ্যতে সর্ব্বদা স্রাব ইষ্যতে। ইতি সম্প্রাপ্তিঃ। অথ নিরুক্তিঃ অয়ং ব্রণো নাড়ীবৎসরন্ধ্রনলাদিনাড়ীব যদ্বহতোর্বইতি তেন নাড়ীমতা ॥ ২ ॥ সিতপিচ্ছিলাস্রা অস্রং রক্তং তচ্চোপলক্ষণং পূযাদিশ্চ বোদ্ধব্যঃ। সকণ্ডুরুজা কণ্ডুপ্রধানবেদনাযুক্তা ॥ ৪ ॥ কেলরাত্রিং যমরাত্রিমিব অসুহরাং মারিকাম্ ॥ ৫ ॥

শল্যনিমিত্তানাড়ী—নষ্টং কথঞ্চিদণুমার্গমুদীরিতেষু স্থানেষু শল্যমচিরেণ গতিং-করোতি। সা ফেনিলং মথিতমুষ্ণমসৃগ্বিমিশ্রং স্রাবং করোতি সহসা সরুজঞ্চ নিত্যম্ * ॥ ৬ ॥

অসাধ্যাং কষ্টসাধ্যাঞ্চাহ—নাড়ী ত্রিদোষপ্রভবা ন সিধ্যেদন্যাশ্চতস্রঃ খলু যত্নসাধ্যাঃ ॥

নাড়ীব্রণস্য চিকিৎসা—তত্রানিলোত্থামুপনাহ্য পূর্ব্বমশেষতঃ পূয়গতিং বিদার্য্য। তিলৈরপামার্গফলৈঃ সুপিষ্টৈঃ সসৈন্ধবৈঃ সম্পরিপূর্য্য বন্ধেৎ। প্রক্ষালনে বাপি সদা ব্রণস্য যোজ্যং মহদ্যৎ খলু পঞ্চমূলম্ ॥ ৭ ॥

হিংস্রাদ্যং তৈলম্—হিংস্রাং হরিদ্রাং কটুকাং বলাঞ্চ গোজিহ্বিকাঞ্চাপি সবিল্ব-মূলাম্। সংহৃত্য তৈলং বিপচেদ্ ব্রণস্য সংশোধনং পূরণরোপণঞ্চ ॥ ৮ ॥

পিত্তনাড়ী চিকিৎসা—পিত্তাত্মিকাং প্রাগুপনাহ্য ধীমানুৎকারিকাভিঃ সপয়ো-ঘৃতাভিঃ। নিপাত্য শস্ত্রং তিলনাগদন্তীযষ্ট্যাহ্বকল্কৈঃ পরিপূরয়েচ্চ ॥ প্রক্ষালনে চাপি সসোমনিম্বা নিশা প্রযোজ্যা কুশলেন নিত্যম্ ॥ ৯ ॥

শ্যামাঘৃতম্—শ্যামাত্রিভণ্ডীত্রিফলাসুসিদ্ধং হরিদ্রয়া তিল্বকবৃক্ষকেণ। ঘৃতং সদুগ্ধং ব্রণতর্পণেন হন্যাদ্গতিং কোষ্ঠগতাপি যা স্যাৎ ॥ ১০ ॥

কফনাড়ীচিকিৎসা—নাড়ীং কফোত্থামুপনাহ্য পূর্ব্বং কুলত্থসিদ্ধার্থকশক্তুকিণ্বৈঃ। মৃদূকৃতামেষ্যগতিং বিদিত্বা নিপাতয়েচ্ছস্ত্রমশেষকারি ॥ দদ্যাদ্ব্রণে নিম্বতিলাগ্নিদন্তীসুরাষ্ট্রজাঃ সৈন্ধবসম্প্রযুক্তাঃ। প্রক্ষালনে চাপি করঞ্জনিম্বজাত্যর্কপীলুস্বরসাঃ প্রযোজ্যাঃ ॥ ১২ ॥

স্বর্জ্জিকাদ্যং তৈলম্—স্বর্জ্জিকাসিন্ধুদন্ত্যগ্নিযূথিকাজলনীলিকা। খরমঞ্জরিবীজেষু তৈলং গোমূত্রসাধিতম্ ॥ দুষ্টব্রণপ্রশমনং কফনাড়ীব্রণাপহম্ ॥ ১৩ ॥

সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্—সৈন্ধবার্কমরিচজ্বলনাখ্যৈর্ম্মার্কবেণ রজনীদ্বয়সিদ্ধম্। তৈল-মেতদচিরেণ নিহন্যাদ্দূরগামপি কফানিলনাড়ীম্ ॥ ১৪ ॥

শল্যনাড়ী চিকিৎসা—নাড়ীং তু শল্যপ্রভবাং বিদার্য্য নিষ্কাস্য শল্যং প্রবিশোধ্য মার্গম্। সংশোধয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢৈস্তিলৈস্ততো রোপণমস্য কুর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥

কুম্ভীকাদ্যং তৈলম্—কুম্ভীকখর্জ্জূরকপিত্থবিল্ববনস্পতীনাঞ্চ শলাটুবর্গে। কৃত্বা কষায়ং বিপচেত্তু তৈলমাবাপ্য মুস্তং সরলাং প্রিয়ঙ্গুম্ ॥ সৌগন্ধিকং মোচরসাহিপুষ্প-লোধ্রাণি দত্ত্বা খলু ধাতকীঞ্চ। এতেন শল্যপ্রভবা হি নাড়ী রোহেদ্ব্রণো বা সুখমাশু চৈব ॥ ১৬। ১৭ ॥ ইতি কুম্ভীকাদ্যং তৈলম্ ॥

স্নুহ্যর্কদুগ্ধদার্বীণাং বর্ত্তিং কৃত্বা প্রপূরয়েৎ। এষ সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যাৎ প্রয়োগরাট্ ॥ আরগ্বধনিশাকালাচূর্ণাজ্যক্ষৌদ্রসংযুতা। সূত্রবর্ত্তির্ব্রণে যোজ্যা শোধনী গতি-

* উদীরিতেষু স্থানেষু ত্বঙ্মাংসাদিষু কথঞ্চিন্নষ্টং অদৃশ্যমানং শল্যম্ কিং বিশিষ্টম্ অণুমার্গম্ অত-এবাদৃশ্যমানম্ সা গতিঃ অচিরেণ শীঘ্রং স্রাবং করোতি সা শল্যনিমিত্তা নাড়ী মথিতং মথিতমিব স্রাবং করোতি স্রাবশ্চ প্রসারণাকুঞ্চনাদৌ শল্যসঞ্চলনেন ভবতি ॥ ৬ ॥

নাশিনী ॥ বর্ত্তীকৃতং মাক্ষিকসম্প্রযুক্তং নাড়ীঘ্নমুক্তং লবণোত্তমং বা। দুষ্টব্রণে যদ্বিহিতং তু তৈলং তৎসেব্যমানং গতিমাশু হন্তি ॥ জাত্যর্কসম্পাকরঞ্জদন্তীসিন্ধূত্থসৌবর্চ্চলযাবশূকৈঃ। বর্ত্তিঃ কৃতা হন্ত্যচিরেণ নাড়ীং স্নুক্‌ক্ষীরপিষ্টা তু সচিত্রকেণ। বিভীতকাম্রাস্থিবটপ্রবালহরেণু-কাশঙ্খিনিবীজমিশ্রা ॥ বারাহবিট্‌সূক্ষ্মমসী প্রদেয়া নাড়ীষু তৈলেন বিমিশ্রয়িত্বা ॥ মেষরোম-মসীতুম্ব্যা কটুতৈলং বিপাচিতম্। নাড়ীব্রণং চিরোদ্ভূতং জয়েত্তু তুলসঙ্গমাৎ ॥ ১৬—২৩ ॥

কর্পূরতৈলম্—কর্পূরকস্য স্বরসে কটুতৈলং বিপাচয়েৎ। সিন্দূরকল্কিতং নাড়ী-দুষ্টব্রণবিসর্পনুৎ ॥ কর্পূরকরসে তৈলং পুরসিন্দূরকল্কিতম্। পামাং দুষ্টব্রণং নাড়ীং হন্যাৎ সর্ব্বব্রণান্তকৃৎ ॥ ২৫ ॥

ভল্লাতকাদ্যং তৈলম্—ভল্লাতকার্কমরিচৈর্লবণোত্তমেন সিদ্ধং বিড়ঙ্গরজনীদ্বয়-চিত্রকৈশ্চ। স্যান্মার্কবস্য চ রসেন নিহন্তি তৈলং নাড়ীং কফানিলকৃতামপচীং ব্রণাংশ্চ ॥২৬॥

স্বর্জ্জিকাদ্যং তৈলম্—স্বর্জ্জিকা সৈন্ধবং দন্তী নীলীমূলং ফলং তথা। মূত্রে চতুর্গুণে সিদ্ধং তৈলং নাড়ীব্রণাপহম্ ॥ সর্ব্বো ব্রণক্রমঃ কার্য্যঃ শোধনারোপণাদিকঃ ॥ ২৭ ॥

সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলুঃ—গুগ্‌গুলুস্ত্রিফলাব্যোষৈঃ সমাংশৈরাজ্যযোজিতৈঃ। অক্ষ-প্রমাণাং গুটিকাং খাদেদেকামতন্দ্রিতঃ ॥ নাড়ীং দুষ্টব্রণং শূলমুদাবর্ত্তং ভগন্দরম্। গুল্মঞ্চ গুদজান্ হন্যাৎ পক্ষিরাট্‌ পন্নগানিব ॥ ২৮—২৯ ॥

যা দ্বিব্রণীয়ে বিহিতাস্তু বর্ত্ত্যস্তাঃ সর্ব্বনাড়ীষু ভিষগ্বিদধ্যাৎ। কৃশদুর্ব্বলভীরূণাং নাড়ীং মর্ম্মাশ্রিতামপি। ক্ষারসূত্রেণ তাং ছিন্দ্যান্ন শস্ত্রেণ কদাচন ॥ এষণ্যা গতিমন্বিষ্য ক্ষারসূত্রানুসারিণীম্। সূচীং নিদধ্যাদ্‌গত্যন্তে প্রোন্নাম্যাশু বিনির্হরেৎ ॥ সূত্রস্যান্তং সমানীয় গাঢ়ং বন্ধনমাচরেৎ। ততঃ ক্ষারবলং বীক্ষ্য সূত্রমন্যৎ প্রবেশয়েৎ ॥ ক্ষারাক্তং মতিমান্ বৈদ্যো যাবন্ন ছিদ্যতে গতিঃ। ভগন্দরেঽপ্যেষ বিধিঃ কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা ॥ অর্ব্বুদাদিষু চোৎক্ষিপ্য মূলে সূত্রং নিধাপয়েৎ। সূচ্যাভির্ব্বক্ত্রাভিরাচিতং বা সমন্ততঃ। মূলে সূত্রেণ বধীয়াচ্ছিন্নে চোপচরেদ্‌ব্রণম্ ॥ ৩০—৩৪ ॥

ইতি নাড়ীব্রণরোগাধিকারঃ।

অথ ভগন্দরাধিকারঃ।

ভগন্দরস্য পূর্ব্বরূপসহিতং স্বরূপং—কটীকপালনিস্তোদদাহকণ্ডূরুজাদয়ঃ। ভবন্তি পূর্ব্বরূপাণি ভবিষ্যতি ভগন্দরে ॥ গুদস্য দ্ব্যঙ্গুলে ক্ষেত্রে পার্শ্বতঃ পিড়িকার্ত্তিকৃৎ। ভিন্না ভগন্দরো জ্ঞেয়ঃ স চ পঞ্চবিধো ভবেৎ * ॥ ১। ২ ॥

---

* আর্ত্তিকৃৎ পীড়াকৃৎ পঞ্চবিধঃ বাতিকপৈত্তিকশ্লৈষ্মিকসান্নিপাতিকশল্যজভেদৈঃ ॥ ২ ॥

ভগন্দরশব্দস্য নিরুক্তিমাহ ভোজঃ—ভগং পরিসমন্তাচ্চ গুদং বস্তিং তথৈব চ। ভগবদ্দারয়েদ্ যস্মাত্তস্মাদেষ ভগন্দরঃ * ॥ ৩ ॥

বাতিকং শতপোনকসংজ্ঞং ভগন্দরমাহ—কষায়রুক্ষৈরতিকোপিতোঽনিলস্ত্বপানদেশে পিড়কাং করোতি যাম্। উপেক্ষণাৎ পাকমুপৈতি দারুণং রুজা চ ভিন্নারুণফেনবাহিনী ॥ তত্রাগমো মূত্রপুরীষরেতসাং ব্রণৈরনেকৈঃ শতপোনকং বদেৎ * ॥ ৪ ॥

পৈত্তিকমুষ্ট্রগ্রীবসংজ্ঞমাহ—প্রকোপণৈঃ পিত্তমতিপ্রকোপিতং করোতি রক্তাং পিড়কাং গুদে গতাম্। তদাশুপাকাহিমপূতিবাহিনীং ভগন্দরং চোষ্ট্রশিরোধরং বদেৎ * ॥ ৫॥

শ্লৈষ্মিকং পরিস্রাবিসংজ্ঞমাহ—কণ্ডূয়নো ঘনস্রাবী কঠিনো মন্দবেদনঃ। শ্বেতাবভাসঃ কফজঃ পরিস্রাবী ভগন্দরঃ * ॥ ৬ ॥

সান্নিপাতিকং শম্বূকাবর্ত্তসংজ্ঞমাহ—বহুবর্ণরুজাস্রাবা পিড়কা গোস্তনোপমা। শম্বূকাবর্ত্তগতিকঃ শম্বূকাবর্ত্তকো মতঃ * ॥ ৭ ॥

শল্যজমুন্মার্গিসংজ্ঞমাহ—ক্ষতান্দগতিঃ পায়ুগতা বিবৰ্দ্ধতে হ্যুপেক্ষণাৎ স্যুঃ কৃময়ো বিদার্য্যতে। প্রকুর্ব্বতে মার্গমনেকধামুখৈর্ব্রণৈস্তমুন্মার্গিভগন্দরং বদেৎ * ॥ ৮ ॥

কষ্টসাধ্যমসাধ্যঞ্চাহ—ঘোরাঃ সাধয়িতুং দুঃখাঃ সর্ব্ব এব ভগন্দরাঃ। তেষ্বসাধ্যস্ত্রিদোষোত্থঃ ক্ষতজশ্চ বিশেষতঃ ॥ বাতমূত্রপুরীষাণি শুক্রঞ্চ কৃময়স্তথা। ভগন্দরাৎ স্রবন্তস্তু নাশয়ন্তি তমাতুরম্ ॥ ৯। ১০ ॥

অথ ভগন্দরস্য চিকিৎসা—অথাস্য পিড়কামেব তথা যত্নাদুপাচরেৎ। শুদ্ধ্যাস্রস্রুতিসেকাদ্যৈর্যথা পাকং ন গচ্ছতি ॥ বটপত্রেষ্টকাশুণ্ঠীসগুড়ূচীপুনর্নবাঃ। সুপিষ্টঃ পিড়কাবস্থে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে ॥ পিড়কানামপক্কানামপতর্পণপূর্ব্বকম্। কর্ম্ম কুর্য্যাদ্বিরেকান্তং ভিন্নানাং বক্ষ্যতে ক্রিয়া ॥ এষণীপাটনক্ষারবহ্নিদাহাদিকং ক্রমম্। বিধায় ব্রণবৎ কার্য্যং যথাদোষং যথাক্রমম্ ॥ পয়ঃপিষ্টৈস্তিলারিষ্টমধুকৈশ্চ সুশীতলৈঃ। ভগন্দরে প্রশস্তোঽয়ং সরক্তে বেদনাবতি ॥ সুমনা বটপত্রাণি গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্। সসৈন্ধবস্তক্রপিষ্টো লেপো হন্তি ভগন্দরম্ ॥ ত্রিবৃত্তিলা নাগদন্তী মঞ্জিষ্ঠা সহ সর্পিষা। উৎসাদনং ভবেদেতৎ সৈন্ধবক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥ খদিরাম্বুরতো ভূত্বা কষায়ং ত্রৈফলং পিবেৎ। মহিষাক্ষবিড়ঙ্গানাং ভগন্দরবিনাশনম্॥ শম্বূকমাংসং ভুঞ্জীত প্রকারৈর্ব্যঞ্জনাদিভিঃ। অজীর্ণবর্জ্জী মাসেন মুচ্যতে তু ভগন্দরাৎ ॥ ন্যগ্রোধাদির্গণো যস্তু হিতঃ শোধনরোপণঃ। তৈলং ঘৃতং বা তৎপক্কং ভগন্দরবিনাশনম্ ॥

---

* ভজন্ত্যনেনেতি ভগো মেহনম্ ভজন্ত্যস্মিন্নিতি ভগং যোনিঃ, অত্র ভগশব্দেন দ্বয়মপি কথ্যতে ভগবৎ যোনিবৎ ॥ ৩ ॥ দারুণম্ অতিদারুণকম্, ব্রণৈরনেকৈঃ সূক্ষ্মমুখৈঃ, শতপোনকং শতপোনকশ্চালনী তৎতুল্যম্ ॥ ৪ ॥ আশুপাকাং হিমপূতিবাহিনীং শীঘ্রপাকামুষ্ণদুর্গন্ধবাহিনীং চ, তদা ভগন্দরমুষ্ট্রশিরোধরং বদেৎ উষ্ট্রগ্রীবসংজ্ঞা চ পিড়কাগলেন বক্রতয়োষ্ট্রগ্রীবাকারত্বেন ॥ ৫ ॥ কঠিনঃ পিড়কাবস্থায়াম্ পরিস্রাবী নিরন্তরস্রাবশীলঃ ॥ ৬ ॥ বহুবর্ণরুজাস্রাবা বহুশব্দো বর্ণাদিভিঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে গতিঃ স্রাবমার্গঃ ॥ ৭ ॥ ক্ষতাৎ কণ্টকাদিনা নখেন কণ্ডূয়নাদিনা বাভিঘাতাৎ গতিঃ স্রাবঃ উন্মার্গিভগন্দরম্। এতস্য তির্য্যক্কৃতমার্গৈঃ পুরীষাদনির্গমাদুন্মার্গিসংজ্ঞা ॥ ৮ ॥

তিলা জ্যোতিষ্মতী কুষ্ঠং লাঙ্গলী গিরিকর্ণিকা। শতাহ্বা ত্রিবৃতা দন্ত্যঃ শোধনাশ্চ ভগন্দরে॥ তিলাভয়ালোধ্রমরিষ্টপত্রং নিশে বলা লোধ্রমগারধূমম্। ভগন্দরে চাপ্যুপদংশজেচ দুষ্টব্রণে রোপণশোধনায়॥ স্নুহ্যর্কদুগ্ধদাবর্বীভির্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ। ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েত্তাং প্রযত্নতঃ। এষা সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যান্ন সংশয়ঃ॥ ত্রিফলারসসংযুক্তং বিড়ালাস্থি-প্রলেপনম্। ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টব্রণহরং পরম্॥ ত্রিবৃত্তেজোবতীদন্তীকল্কো নাড়ীব্রণাপহঃ॥ জ্যোতিষ্মতী লাঙ্গলকী শ্যামা দন্তী ত্রিবৃত্তিলাঃ। কুষ্ঠং শতাহ্বাগোলোমীতিল্বকো গিরিকর্ণিকা। কাসীস কাঞ্চনক্ষীর্য্যো বর্গঃ শোধন ইষ্যতে॥ মধুতৈলযুতা বিড়ঙ্গসারত্রিফলা-মাগধিকাকণাশ্চ লীঢ়াঃ। কৃমিকুষ্ঠভগন্দরপ্রমেহক্ষয়নাড়ীব্রণরোপণা ভবন্তি॥ ১১—২৭॥

বিষ্যন্দনতৈলম্—চিত্রকার্কৌ ত্রিবৃৎপাঠে মলয়ূহয়মারকৌ। সুধাং বচাং লাঙ্গলকীং হরিতালং সুবর্চ্চিকাম্॥ জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংহৃত্য তৈলং ধীমান্ বিপাচয়েৎ। এতাদ্বিষ্যন্দনং নাম তৈলং দদ্যাদ্ভগন্দরে। শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরণং তথা॥ ২৮-২৯॥

নিশাদ্যং তৈলম্—নিশার্কক্ষীরসিন্ধূত্থপুরাশ্বহরবৎসকৈঃ। সিদ্ধমভ্যঞ্জনং তৈলং ভগন্দরহরং পরম্॥ ৩০॥

করবীরাদিতৈলম্—করবীরনিশাদন্তীলাঙ্গলীলবণাগ্নিভিঃ। মাতুলুঙ্গকবৎসাহ্বৈঃ পচেত্তৈলং ভগন্দরে॥ ৩১॥

নবকার্ষিকো গুগ্গুলুঃ—ত্রিফলাপুরকৃষ্ণানাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা। গুটিকা শোথগুল্মার্শোভগন্দরবতাং হিতা॥ ৩২॥ ইতি নবকার্ষিকো গুগ্গুলুঃ।

নাড়ান্তরে ব্রণান্ কুর্য্যাদ্ভিষকতু শতপোনকে। ততস্তেষ্বরূঢেষু শেষা নাড়ীরুপাচরেৎ॥ ব্যাধৌ তত্র বহুচ্ছিদ্রে ভিষজা তু বিজানতা। অর্দ্ধলাঙ্গলকচ্ছেদঃ কার্য্যো লাঙ্গলকোঽপি বা॥ সর্ব্বতোভদ্রকো বাপি কার্য্যো গোতীর্থকোঽপি বা। দ্বাভ্যাং সমাভ্যাং পার্শ্বাভ্যাং ছেদো লাঙ্গলকো মতঃ॥ হ্রস্বমেকতরং যত্তু সোঽর্দ্ধলাঙ্গলকঃ স্মৃতঃ। সেবনীং বর্জ্জয়িত্বা তু চতুর্দ্ধা দারিতে গুদে॥ সর্ব্বতোভদ্রকং ছেদমাহুশ্ছেদবিদো জনাঃ॥ পার্শ্বাদাগতশস্ত্রেণ চ্ছেদো গোতীর্থকো মতঃ॥ সর্ব্বানাস্রাবমার্গাংস্তু দহেদ্বৈদ্যস্তথাগ্নিনা। অথোষ্ট্রগ্রীবমেষিত্বা ছিত্ত্বা ক্ষারং নিপাতয়েৎ॥ পূতিমাংসব্যপোহার্থমগ্নিরত্র ন পূজিতঃ। উৎকৃত্যাস্রাবমার্গন্তু পরিস্রাবিণি বুদ্ধিমান্॥ ক্ষারেণ বা স্রাবগতিং দহেদ্ধুতবহেন বা। গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণ ছিন্দ্যাৎ খর্জ্জুরপত্রকম্॥ চন্দ্রার্দ্ধং চন্দ্রচক্রঞ্চ সূচীমুখমবাঙ্মুখম্। ছিত্ত্বাগ্নিনা দহেৎ সম্যগেবং ক্ষারেণ বা পুনঃ॥ এষাস্তু শস্ত্রপতনাদ্বেদনা যত্র জায়তে। তত্রাণুতৈলেনোষ্ণেন পরিষেকঃ প্রশস্যতে॥ আগন্তুজে ভিষঙ্নাড়ীং শস্ত্রেণোৎকৃত্য যত্নতঃ। জম্বোষ্ঠেনাগ্নিবর্ণেন তপ্তয়া বা শলাকয়া॥ দহেদ্যথোক্তং মতিমান্ তং ব্রণং সুসমাহিতঃ। ব্যায়ামং মৈথুনং যুদ্ধং (ক) পৃষ্ঠযানং গুরূণি চ। সম্বৎসরং পরিহরেদুপরূঢ়ব্রণো নরঃ॥ ৩৩—৪৪॥

ইতি ভগন্দরাধিকারঃ।

(ক) কোপমিতি পাঠান্তরম্।

অথোপদংশাধিকারঃ।

উপদংশনিদানলক্ষণানি—হস্তাভিঘাতান্নখদন্তপাতাদধাবনাদত্যুপসেবনাদ্বা। যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবন্তি শিশ্নে পঞ্চোপদংশা বিবিধাপচারৈঃ॥ সতোদভেদস্ফুরণৈঃ সকৃষ্ণৈঃ স্ফোটৈর্ব্যবস্যেৎ পবনোপদংশম্। পীতৈর্বহুক্লেদযুতৈঃ সদাহৈঃ পিত্তেন রক্তৈঃ পিশিতাবভাসৈঃ॥ স্ফোটৈঃ সকৃষ্ণৈরুধিরং স্রবন্তং রক্তাত্মকং পিত্তসমানলিঙ্গম্॥ সকণ্ডুরৈঃ শোথযুতৈর্ম্মহদ্ভিঃ শুক্লৈর্ঘনৈঃ স্রাবযুতৈঃ কফেন। নানাবিধস্রাবরুজোপপন্নমসাধ্যমাহুস্ত্রিমলোপদংশম। প্রশীর্ণমাংসং কৃমিভিঃ প্রজগ্ধং মুষ্কাবশেষং পরিবর্জ্জনীয়ম্॥ সঞ্জাতমাত্রে ন করোতি মূঢ়ঃ ক্রিয়াং নরো যো বিষয়ে প্রসক্তঃ। কালেন শোথকৃমিদাহপাকৈঃ প্রশীর্ণশিশ্নো ম্রিয়তে স তেন॥ ১—৪॥

অথোপদংশ-চিকিৎসা—উপদংশেষু সাধ্যেষু স্নিগ্ধস্বিন্নস্য দেহিনঃ। মেঢ্রমধ্যে শিরাং বিধ্যেৎ পাতয়েদ্বা জলৌকসঃ॥ হরেদুভয়তশ্চাপি দোষানত্যর্থমূচ্ছ্রিতান্। সদ্যো নির্হৃতদোষস্য রুক্‌শোথাবুপশাম্যতঃ॥ যদি বা দুর্ব্বলো জন্তুর্ন বা প্রাপ্তবিরেচনঃ। নিরূহেণ হরেৎ তস্য দোষানত্যর্থমূচ্ছ্রিতান্। পাকো রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন শিশ্নক্ষয়করো হি সঃ॥ প্রপৌণ্ডরীকযষ্ট্যাহ্বসরলাগুরুদারুভিঃ। সরাস্নাকুষ্ঠপৃথ্বীকৈর্বাতিকে লেপসেচনে॥ নিচুলৈরণ্ডবীজানি যবগোধূমশক্তবঃ। এতৈশ্চ বাতজং স্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈঃ সম্প্রলেপয়েৎ॥ গৈরিকাঞ্জনমঞ্জিষ্ঠামধুকোশীরপদ্মকৈঃ। সচন্দনোৎপলৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পৈত্তিকং সম্প্রলেপয়েৎ॥ পদ্মোৎপলমৃণালৈশ্চ সসর্জ্জার্জ্জুনবেতসৈঃ। সর্পিঃস্নিগ্ধৈঃ সমধুকৈঃ পৈত্তিকং সম্প্রলেপয়েৎ॥ সেচয়েচ্চ ঘৃতক্ষীরশর্করেক্ষুমধূদকৈঃ। অথবাপি সুশীতেন কষায়েণ বটাদিনা॥ শালাজকর্ণাশ্বকর্ণধবত্বগ্‌ভিঃ কফোত্থিতম্। সুরাপিষ্টাভিরুগ্রাভিঃ সতৈলাভিঃ প্রলেপয়েৎ *॥ আরগ্বধাদিকাথেন পরিষেকঞ্চ দাপয়েৎ। নিম্বার্জ্জুনাশ্বত্থকদম্বশাল-জম্বুবটোদুম্বরবেতসৈশ্চ। প্রক্ষালনালেপকৃতানি কুর্য্যাচ্চূর্ণং সপিত্তাস্রভবোপদংশে॥ ত্বচো দারুহরিদ্রায়াঃ শঙ্খনাভী রসাঞ্জনম্। লাক্ষাগোময়নির্য্যাসস্তৈলং ক্ষৌদ্রং ঘৃতং পয়ঃ॥ এভিস্তু পিষ্টৈস্তুল্যাংশৈরুপদংশং প্রলেপয়েৎ। ব্রণাশ্চ তেন শাম্যন্তি শ্বয়থুর্দ্দাহ এব চ॥ উপদংশদ্বয়েঽপ্যেতাং প্রত্যাখ্যায়াচরেৎ ক্রিয়াম্। তয়োরেব চ যা যোগ্যা বীক্ষ্য দোষবলাবলম্॥ শস্ত্রেণোল্লেখয়েৎ ক্বাপি পাকমাগতমাশু বৈ॥ তমপোহ্য তিলৈঃ সর্পিঃক্ষৌদ্রযুক্তৈঃ প্রলেপয়েৎ॥ বটপ্ররোহার্জ্জুনজম্বুপথ্যা লোধ্রং হরিদ্রা চ হিতাঃ প্রলেপে। তথোপদংশেষ্বরোহণার্থং চূর্ণঞ্চ কার্য্যং বিমলাঞ্জনেন॥ ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা। ব্রণপ্রক্ষালনং কার্য্যমুপদংশপ্রশান্তয়ে॥ জয়া-(ক)-জপাশ্মমারার্ক-শম্পাকানাং দলৈঃ ক্রমাৎ। কৃতং প্রক্ষালনং ক্বাথং মেঢ্রপাকে প্রযোজয়েৎ॥

---

* অজকর্ণঃ শালভেদঃ, অশ্বকর্ণঃ গন্ধহড়ঃ॥ ১৩॥

(ক) জয়াজাতীতি পাঠান্তরম্।

শম্পাকনিম্বত্রিফলাকিরাতক্কাথং পিবেদ্বা খদিরাসনাভ্যাম্। সগুগ্‌গুলুং বা ত্রিফলাযুতং বা সর্ব্বোপদংশাপহরঃ প্রয়োগঃ ॥ নীলোৎপলানি কুমুদং পদ্মসৌগন্ধিকানি চ। উপদংশেষু চূর্ণানি প্রদেহোঽয়ং প্রশস্যতে ॥ বব্বূকদলচূর্ণেন দাড়িমত্বগ্রজোঽথবা। গুণ্ঠনং বৃষণে শস্তং লেপঃ পূগফলেন বা ॥ সৌরাষ্ট্রী গৈরিকং তুত্থং পুষ্পকাসীসসৈন্ধবম্। লোধ্রং রসাঞ্জনঞ্চাপি হরিতালং মনঃশিলা ॥ হরেণুকৈলেতু তথা সমং সংহৃত্য চূর্ণয়েৎ। তচ্চূর্ণং ক্ষৌদ্রসংযুক্তমুপদংশেষু পূজিতম্ ॥ পুটদগ্ধং কৃতং ভস্ম হরিতালং মনঃশিলা। উপদংশবিসর্পাণামেতদ্ধানিকরং পরম্ ॥ দহেৎ কটাহে ত্রিফলাং তাং মসীং মধুসৈন্ধবম্। উপদংশে প্রলেপোঽয়ং সদ্যো রোপয়তি ব্রণম্॥ তিরীটাঞ্জনবজ্রাক্ষকোবিদারেভকেশরৈঃ। লেপনং পুরুষব্যাধৌ জলপিষ্টৈঃ প্রশস্যতে ॥ রসাঞ্জনং শিরীষেণ পথ্যয়া বা সমন্বিতম্। সক্ষৌদ্রং লেপনং যোজ্যং সর্ব্বলিঙ্গগদাপহম্ ॥ ভার্গীসস্তবশিখরিজমূলং ভদ্রশ্রিয়ঃ সুসম্পিষ্টম্। মনঃশিলা চ মধুনা শময়ত্যুপদংশমচিরেণ ॥ শতধৌতং প্রযত্নেন লিঙ্গোত্থমবচূর্ণয়েৎ। রোগং কাসীসচূর্ণেন পুরুষঃ সুখমাপ্নুয়াৎ ॥ করবীরস্য মূলেন পরিপিষ্টেন বারিণা। অসাধ্যাপি ব্রজত্যস্তং লিঙ্গোত্থা রুক্ প্রলেপনাৎ ॥ ৫—৩৩ ॥

বরাদিগুগ্‌গুলুঃ--বরানিম্বার্জ্জুনাশ্বত্থখদিরাসনবাসকৈঃ। চূর্ণিতৈর্গুগ্‌গুলুসমৈর্বটিকা অক্ষসম্মিতাঃ ॥ কর্ত্তব্যা নাশয়ন্ত্যাশু সর্ব্বান্ লিঙ্গসমুত্থিতান্। উপদংশানসৃগ্‌দোষান্ তথা দুষ্টব্রণানপি ॥ ৩৪—৩৫ ॥

করঞ্জাদ্যং ঘৃতম্—করঞ্জনিম্বার্জ্জুনশালজম্বূবটাদিভিঃ কল্কক্ষায়সিদ্ধম্। সর্পির্নিহন্যাদুপদংশদোষং সদাহপাকস্রুতিরাগযুক্তম্ ॥ ৩৬ ॥

ভূনিম্বাদ্যং ঘৃতম্—ভূনিম্বনিম্বত্রিফলাপটোলকরঞ্জধাত্রীখদিরাসনানাম্। সতোয়কল্কৈর্ঘৃতমাশু পক্বং সর্ব্বোপদংশাপহরং প্রদিষ্টম্ ॥ ঘৃতানি যানি বক্ষ্যামি কুষ্ঠে নাড়ীব্রণে ব্রণে। উপদংশে প্রযোজ্যানি সেকাভ্যঞ্জনভোজনৈঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

অগারধূমাদ্যং তৈলম্—অগারধূমো রজনী সুরাকিট্টং চ তৈস্ত্রিভিঃ। যথোত্তরৈঃ পচেত্তৈলং কণ্ডূশোথরুজাপহম্। শোধনং রোপণঞ্চৈব উপদংশহরং পরম্ ॥ ৩৯ ॥

গোজীতৈলম্--গোজীবিড়ঙ্গযষ্টীভিঃ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ সংযুতম্। এতৎ সর্ব্বোপদংশেষু তৈলং রোপণমিষ্যতে ॥ ৪০ ॥

জম্বাদিতৈলম্—জম্বূবেতসপত্রাণি ধাত্রীপত্রং তথৈব চ। নক্তমালস্য পত্রাণি তদ্বৎপদ্মোৎপলানি চ ॥ এলা চাতিবিষাত্রাস্থি মধুকঞ্চ প্রিয়ঙ্গবঃ। লাক্ষা কালীয়কং লোধ্রং চন্দনং ত্রিবৃতাহ্বয়া ॥ এতান্যেকীকৃতান্যেব বস্তমূত্রেণ পেষয়েৎ। অক্ষমাত্রৈরিমৈর্দ্রব্যৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ সর্ব্বব্রণহরং তৈলমেতৎ সিদ্ধং ন সংশয়ঃ। উপদংশহরং শ্রেষ্ঠং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪১—৪৪ ॥

কোশাতকীতৈলম্—যস্য লিঙ্গস্য মাংসং তু শীর্য্যতে মুষ্কশেষতঃ। তিক্তকোশাতকী-

লম্বাবীজং নাগরসাধিতম্। তৈলং হন্ত্যবিশেষেণ ব্রণং দুষ্টমনেকধা॥ সেবেন্নিত্যং যবান্নঞ্চ পানীয়ং কৌপমেব চ। অর্শসাং চ্ছিন্নদগ্ধানাং ক্রিয়াঞ্চাত্র প্রযোজয়েৎ॥ ৪৫। ৪৬॥

ইত্যুপদংশাধিকারঃ।

অথ লিঙ্গার্শাসমুপক্রমঃ—অঙ্কুরৈরিব সঞ্জাতৈরুপর্য্যুপরিসংস্থিতৈঃ। ক্রমেণ জায়তে বর্ত্তিস্তাম্রচূড়শিখোপমা॥ কোশস্যাভ্যন্তরে সন্ধৌ পর্ব্বসন্ধিগতাপি বা। লিঙ্গবর্ত্তিরিতি খ্যাতা লিঙ্গার্শ ইতি চাপরে॥ সবেদনা পিচ্ছিলা চ দুশ্চিকিৎস্যা ত্রিদোষজা॥ চিকিৎসা। ক্ষারেণ প্রদহেচ্ছিত্বা লিঙ্গবর্ত্তিমশেষতঃ। ব্রণবচ্চাচরেৎ সম্যক্ সমং চূর্ণমুপদ্রবান্॥ স্বর্জ্জিকা-তুত্থশৈলেয়মঞ্জনং সরসাঞ্জনম্। মনঃশিলালে চ সমং চূর্ণং মাংসাঙ্কুরাপহম্॥ হরতি ঘৃত-কুমারী পত্রমাবেষ্টনেন গ্রথনবিধিবিশেষাংশ্চর্ম্মকীলাংস্তৃতীয়ে। অহনি গুরুতরানপাঙ্গলঙ্ক-প্রতিষ্ঠান্ বিধিরিব বিপরীতঃ পৌরুষস্য প্রকারান্॥ শুভে তু চারটীমূলং বৃষমূত্রেণ পেষয়েৎ। চর্ম্মকীলান্নিহন্ত্যাশু প্রলেপাৎ সাধনোদ্ভবান্॥ ৪৭—৫২॥

ইতি লিঙ্গার্শসামুপক্রমঃ।

অথ শূকদোষাধিকারঃ।

তত্র শূকদোষস্য নিদানমাহ—অক্রমাচ্ছেফসো বৃদ্ধিং যোঽভিবাঞ্ছতি মূঢ়ধীঃ। ব্যাধয়স্তস্য জায়ন্তে দশ চাষ্টৌ চ শূকজাঃ *॥ ১॥

শূকদোষা দশ চাষ্টৌ চ ভবন্তি—তেষাদৌ সর্ষপিকামাহ—গৌরসর্ষপসং-স্থানা শূকদুর্ভগহেতুকা। পিড়কা শ্লেষ্মবাতাভ্যাং জ্ঞেয়া সর্ষপকা তু সা *॥ ২॥

অষ্ঠীলিকামাহ—কঠিনা বিষমৈর্ভুগ্নৈর্বায়ুনাষ্ঠীলিকা ভবেৎ।

গ্রথিতমাহ—শূকৈর্যৎপূরিতং শশ্বদ্গ্রথিতং নাম তৎকফাৎ *॥ ৩॥

কুম্ভীকামাহ—কুম্ভীকা রক্তপিত্তাৎ স্যাজ্জাম্ববাস্থিনিভা সিতা।

---

* অক্রমাৎ অনুচিতবৃদ্ধিক্রমাৎ,অনুচিতাচ বৃদ্ধিঃ ভূরিবিকারজনকস্য যোগেন,শূকজাঃ শূকঃ জলশূকঃ, সবিষো জলজন্তুবিশেষঃ স তু জলমলোদ্ভবঃ অল্পডুণ্ডুভ ইত্যাদিকঃ। তথা শূকপ্রধানো লিঙ্গবৃদ্ধিকরো বাৎস্যায়নাদ্যুক্তো যোগঃ শূক উচ্যতে যথা "ভল্লাতকাস্থিজলশূকমথাব্জপত্রমন্তর্বিদাহ্য মতিমান্ সহ সৈন্ধবেন। এতদ্বিরূঢ়বৃহতীফলতোয়পিষ্টমালেপিতং মহিষবিড়্বিমলীকৃতেঽঙ্গে॥ স্থূলং মহত্তরতুরঙ্গমলিঙ্গ-তুল্যং শেফঃ করোত্যভিমতং ন হি সংশয়োঽত্রেত্যাদি" যত্তু জলশূকরহিতমশ্বগন্ধাদিতৈলং তদুচিতমেব লিঙ্গবর্দ্ধনম্ যথা—"অশ্বগন্ধাবরীকুষ্ঠং মাংসীসিংহীফলান্বিতম্। চতুর্গুণেন দুগ্ধেন তিলতৈলং বিপাচয়েৎ। তত্তৈলং মেঢ্রবক্ষোজকর্ণপালিবিবর্দ্ধনম্" ॥ ১॥ শূকদুর্ভগহেতুকা শূকদুষ্টযোনিনিমিত্তা চ॥ ২॥ অষ্ঠীলা লৌহকারস্য ভাণ্ডবিশেষঃ নিহার ইতি লোকে। ততঃ কঠিনা ইত্যষ্ঠীলিকা বিষমৈর্ভুগ্নৈরিতি বক্ষ্যমাণ-শূকবিশেষণম্ বিষমৈঃ হ্রস্বদীর্ঘৈঃ, ভুগ্নৈঃ বক্রৈঃ, যল্লিঙ্গং সদা শূকৈঃ পূরিতং তদ্ গ্রথিতত্বাদ্গ্রথিতম্॥৩॥

অলজীমাহ—অলজী স্যাত্তথা যাদৃক্ প্রমেহপিড়কা তথা। সা চ রক্তাহসিতা-স্ফোটাচিতা চ কথিতা বুধৈঃ * ॥ ৪ ॥

মৃদিতমাহ—মৃদিতং পীড়িতং যত্তু সংরব্ধং বাতকোপতঃ * ॥

সংমূঢ়পিড়কামাহ—পাণিভ্যাং ভৃশসংমূঢ়ে সংমূঢ়পিড়কা ভবেৎ * ॥ ৫ ॥

অবমন্থমাহ—দীর্ঘা বহ্ব্যশ্চ পিড়কা দীর্য্যন্তে মধ্যতস্তু যাঃ। সোঽবমন্থঃ কফা-সৃগ্ভ্যাং বেদনারোমহর্ষকৃৎ * ॥ ৬ ॥

পুষ্করিকামাহ—পিড়কা পিড়কাব্যাপ্তা পিত্তশোণিতসম্ভবা। পদ্মকর্ণিকসংস্থানা জ্ঞেয়া পুষ্করিকেতি সা * ॥ ৭ ॥

স্পর্শহানিমাহ—স্পর্শহানিন্তু জনয়েচ্ছোণিতং শূকদূষিতম্ * ॥ ৮ ॥

উত্তমামাহ—মুদ্গমাষোপমা রক্তা রক্তপিত্তোদ্ভবা চ যা। এষোত্তমাখ্যাপিড়কা শূকাজীর্ণসমুদ্ভবা ॥ ৯ ॥

শতপোনকমাহ—ছিদ্রৈরণুমুখৈর্লিঙ্গং চিতং যস্য সমন্ততঃ। বাতশোণিতজো ব্যাধিৰ্বিজ্ঞেয়ঃ শতপোনকঃ * ॥ ১০ ॥

ত্বক্‌পাকমাহ—বাতপিত্তকৃতো জ্ঞেয়স্ত্বক্‌পাকো জ্বরদাহকৃৎ।

শোণিতার্ব্বুদমাহ—কৃষ্ণৈঃ স্ফোটৈঃ সরক্তাভিঃ পিড়কাভির্নিপীড়িতম্। লিঙ্গং বাস্তুরুজাশ্চোগ্রা জ্ঞেয়ং তচ্ছোণিতার্ব্বুদম্ * ॥ ১১ ॥

মাংসার্ব্বুদমাহ—মাংসদুষ্টং বিজানীয়াদর্ব্বুদং মাংসসম্ভবম্।

মাংসপাকমাহ—শীর্য্যন্তে যস্য মাংসানি যস্য সর্ব্বাশ্চ বেদনাঃ। বিদ্যাত্তং মাংস-পাকন্তু সর্ব্বদোষকৃতং ভিষক্ * ॥ ১২ ॥

বিদ্রধিমাহ—বিদ্রধিং সন্নিপাতেন যথোক্তমভিনির্দ্দিশেৎ * ॥ ১৩ ॥

তিলকালকানাহ—কৃষ্ণানি চিত্রাণ্যথবা শুক্লানি (ক) সবিষাণি তু। পাতিতানি পচন্ত্যাশু মেঢ্রং নিরবশেষতঃ * ॥ কালানি ভূত্বা মাংসানি শীর্য্যন্তে যস্য দেহিনঃ। সন্নি-পাতসমুত্থাংশ্চ তান্ বিদ্যাত্তিলকালকান্ * ॥ ১৪ । ১৫ ॥

---

* কুম্ভিকা কুম্ভীফলতুল্যত্বাৎ। অলজী রক্তপিত্তনিমিত্তা জ্ঞেয়া ॥ ৪ ॥ শূকদোষে জাতে পীড়িতং সদ্ যৎ সংরব্ধং সশোথং ভবতি তল্লিঙ্গং মৃদিতমুচ্যতে। শূকদোষে জাতে পাণিভ্যাং ভৃশসংমূঢ়ে পিশিতে লিঙ্গে। অত্রাপি বাতকোপত ইত্যনুবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥ দীর্ঘা দীর্ঘাঙ্কুরাঃ ॥ ৬ ॥ পিড়কাব্যাপ্তা পার্শ্বতঃ ক্ষুদ্র-পিড়কাব্যাপ্তা অতএব পদ্মকর্ণিকসংস্থানা ॥ ৭ ॥ অত্র স্পর্শাসহত্বমেব লক্ষণম্ ॥ ৮ ॥ শতপোনকঃ চালনী তত্তুল্যত্বাচ্ছতপোনকঃ ॥ ১০ ॥ বাস্তুরুজঃ স্ফোটপিড়কাধিষ্ঠানবেদনাঃ ॥ ১১ ॥ শীর্য্যন্তে গলন্তি। সর্ব্বাশ্চ বেদনাঃ বাতপিত্তকফজাঃ ॥ ১২ ॥ উক্তসান্নিপাতিকবিদ্রধিতুল্যং কথয়েৎ ॥ ১৩ ॥ চিত্রাণি নানাবর্ণানি শুক্লানি শুক্লবর্ণানি মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি বং। সবিষাণি সবিষশূকাখ্যজন্তুবিশেষকৃতত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ শীর্য্যন্তে গলন্তি কৃষ্ণতিলতুল্যত্বাত্তিলকালকাঃ ॥ ১৫ ॥

(ক) শূকানীতি বা পাঠঃ

অসাধ্যমাহ—তত্র মাংসার্ব্বুদং যচ্চ মাংসপাকশ্চ যঃ স্মৃতঃ। বিদ্রধিশ্চ ন সিধ্যন্তি যে চ স্যুস্তিলকালকাঃ ॥ ১৬ ॥

অথ শূকদোষস্য চিকিৎসা—শূকদোষেষু সর্ব্বেষু বিষঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্। জলৌকাভির্হরেদ্রক্তং রেচনং লঘু ভোজয়েৎ ॥ গুগ্‌গুলুং পায়য়েচ্চাপি ত্রিফলাক্বাথসংযুতম্। ক্ষীরেণ লেপসেকাংশ্চ শীতৈনৈব হি কারয়েৎ ॥ ১৭—১৮ ॥

দার্ব্বীতৈলম্—দার্ব্বীসুরসযষ্ট্যাহ্বৈর্গৃহধূমনিশাযুতৈঃ। সম্পক্বং তৈলমভ্যঙ্গান্মেঢ্ররোগং হি নাশয়েৎ * ॥ রসাঞ্জনং সাহ্বয়মেকমেব প্রলেপমাত্রেণ নয়েৎ প্রশান্তিম্। সপূতিপূয়ব্রণশোথকণ্ডূশূলান্বিতং সর্ব্বমনঙ্গরোগম্ * ॥ ১৯। ২০ ॥

ইতি শূকদোষাধিকারঃ।

অথ কুষ্ঠাধিকারঃ।

তত্র কুষ্ঠনিদানানি—বিরোধীন্যন্নপানানি দ্রবস্নিগ্ধগুরূণি চ। ভজতামাগতাং ছর্দ্দিং বেগাংশ্চান্যান্ প্রতিঘ্নতাম্ * ॥ ব্যায়ামমগ্নিতাপঞ্চাপ্যতিভুক্ত্বা নিষেবিণাম্। শীতোষ্ণলঙ্ঘনাহারান্ ক্রমং মুক্ত্বা নিষেবিণাম্ * ॥ ঘর্ম্মশ্রমভয়ার্ত্তানাং দ্রুতং শীতাম্বুসেবিনাম্। অজীর্ণাধ্যাশিনাং চাপি পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাম্ * ॥ নবান্নদধিমৎস্যাতিলবণাম্লনিষেবিণাম্। মাষমূলকপিষ্টান্নতিলক্ষীরগুড়াশিনাম্ ॥ ব্যবায়ং চাপ্যজীর্ণেঽন্নে দিবানিদ্রাং নিষেবিণাম্। বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাম্ * ॥ বাতাদয়স্ত্রয়ো দোষাস্ত্বগ্রক্তং মাংসমম্বু চ। দূষয়ন্তি স কুষ্ঠানাং সপ্তকো দ্রব্যসংগ্রহঃ * ॥ অতঃ কুষ্ঠানি জায়ন্তে সপ্তধৈকাদশৈব চ * ॥ ১-৭ ॥

---

* সুরসঃ* তুলসী ॥ ১৯ ॥ সাহ্বয়মিত্যনঙ্গরোগস্য বিশেষণম্ অনঙ্গরোগস্য নামাপি দূরীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ বিরোধীন্যন্নপানানি ক্ষীরমৎস্যাদীনি দধিদুগ্ধাদীনি ॥ ১ ॥ ব্যায়ামমিত্যাদি—অতিভুক্ত্বা ব্যায়ামম্ অগ্নিসন্তাপং অগ্নিরূপলক্ষণং সূর্য্যাদিসন্তাপঞ্চ নিষেবিণামিতি। ক্ত্বাদন্তস্য যোগে ষষ্ঠী প্রাপ্তা দ্বিতীয়া তু মুনিবচনাৎ এবমগ্রেঽপি শীতোষ্ণলঙ্ঘনাহারানিত্যাদিষ্বপি দ্বিতীয়া অত্র ক্রমং বিধিং ॥ ২ ॥ ঘর্ম্মেত্যাদি—ঘর্ম্মার্ত্তত্বে সতি দ্রুতমবিশ্রম্য পানে স্নানে শীতাম্বুসেবিনাম্ অজীর্ণাধ্যাশিনাং ভুক্তেঽজীর্ণে ভুক্তানাম্ পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাং পঞ্চকর্ম্মাণি বমনবিরেকনস্যনিরূহানুবাসনানি, তেষু কৃতেষু অপচারিণাম্ নবান্নদধিমৎস্যাদি আহারাদিসেবিনাম্ ॥ ৩ ॥ ব্যবায়মিত্যাদি—অন্নে অজীর্ণে বিদগ্ধাদিরূপে সতি ব্যবায়ং মৈথুনং নিষেবিণাম্ দিবানিদ্রানিষেবিণামিতি ভিন্নো হেতুঃ ধর্ষয়তাম্ অভিভবতাম্ ॥ ৫ ॥ দোষদূষ্যসংগ্রহার্থমাহ বাতাদয় ইত্যাদিশব্দেন ত্রিষ্বপি প্রতীতেষু ত্রয় ইতি পদং সর্ব্বেষু কুষ্ঠেষু ত্রয়াণামপি বাতাদীনাং দুষ্টত্ববোধনার্থম্। ত্বক্ রসঃ অম্বু লসীকা ॥ ৬ ॥ অথ সংখ্যামাহ অতঃ কুষ্ঠানীত্যাদি অতঃ পূর্ব্বোক্তদোষদূষ্যসমুদায়াৎ সপ্তধৈকাদশধেতি সংখ্যাবিচ্ছেদপাঠেন সপ্তানাং মহাকুষ্ঠত্বমেকাদশানাং ক্ষুদ্রকুষ্ঠত্বং বোধয়তি ॥ ৭ ॥

তত্র মহাকুষ্ঠান্যাহ—পূর্ব্বং ত্রিকং তথা সিধ্মং ততঃ কাকণকং তথা। পুণ্ডরীকর্ক্ষ-জিহ্বাকে মহাকুষ্ঠানি সপ্ত চ * ॥ ৮ ॥

ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্যাহ—এককুষ্ঠং স্মৃতং পূর্ব্বং গজচর্ম্ম ততঃ স্মৃতম্। ততশ্চর্ম্মদলং প্রোক্তং ততশ্চাপি বিচর্চ্চিকা ॥ বিপাদিকাভিধা সৈব পামাকচ্ছূস্ততঃ পরম্। দদ্রুবিস্ফোটকিটিমাল-সকানি চ বেষ্টিতম্ ॥ ক্ষুদ্রকুষ্ঠানি চৈতানি কথিতানি ভিষগ্বরৈঃ * ॥ ৯—১০ ॥

কুষ্ঠানি সপ্তধা দোষৈঃ পৃথগ্দ্বন্দ্বৈঃ সমাগতৈঃ। সর্ব্বেষ্বপি ত্রিদোষেষু ব্যপদেশোঽধিকত্বতঃ * ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বরূপমাহ—অতিশ্লক্ষ্ণখরস্পর্শঃ স্বেদাস্বেদবিবর্ণতা। দাহঃ কণ্ডুস্ত্বচি স্বাপস্তোদঃ কোঠোন্নতিঃ ক্লমঃ * ॥ ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ। রূঢ়ানামপি রুক্ষত্বং নিমিত্তেঽল্পেঽপি কোপনম্। রোমহর্ষোঽসৃজঃ কার্ষ্ণ্যং কুষ্ঠলক্ষণমগ্রজম্ * ॥ দূষয়ন্তি শ্লথীকৃত্য নিশ্চলত্বাদিতস্ততঃ। ত্বচঃ কুর্ব্বন্তি বৈবর্ণ্যং দোষাঃ কুষ্ঠমুশন্তি তম্ ॥ ১২—১৪ ॥

যেনোল্বণেন যৎকুষ্ঠমুৎপাদ্যতে তদাহ—বাতেন কুষ্ঠং কাপালং পিত্তে-নৌদুম্বরং কফাৎ। মণ্ডলাখ্যং বিচর্চ্চী চ ঋক্ষাখ্যং (ক) বাতপিত্ততঃ * ॥ চর্ম্মৈককুষ্ঠকিটিম-সিধ্মালসবিপাদিকাঃ। বাতশ্লেষ্মোদ্ভবাঃ পিত্তকফাদ্দদ্রুশতারুষী ॥ পুণ্ডরীকং স বিস্ফোটং পামা চর্ম্মদলং তথা। সর্ব্বৈরেবোল্বণৈর্দ্দোষৈরাহুঃ কাকণকং বুধাঃ * ॥ ১৫—১৭ ॥

মহাকুষ্ঠানাং মধ্যে কাপালস্য লক্ষণম্—কৃষ্ণারুণকপালাভং যদ্রুক্ষং পরুষং তনু। কাপালং তোদবহুলং তৎ কুষ্ঠং বিষমং স্মৃতম্ * ॥ ১৮ ॥

ঔদুম্বরমাহ—উডুম্বরফলাভাসং কুষ্ঠমোদুম্বরং বদেৎ। রুক্দাহরাগকণ্ডূভিঃ পরীতং রোমপিঞ্জরম্ * ॥ ১৯ ॥

---

* পূর্ব্বং ত্রিকং কাপালোডুম্বরমণ্ডলাখ্যম্, সিধ্মশব্দোঽকারান্তো নপুংসকঃ। ননু কথং সিধ্মস্য মহাকুষ্ঠেষু গণনা সুশ্রুতেন ক্ষুদ্রকুষ্ঠেষু উক্তত্বাৎ "ধাতুপ্রবিষ্টং সিধ্মং তু স্যান্মহাকুষ্ঠমেব চ" এবংবিধস্য সিধ্মস্য চরকেণ মহাকুষ্ঠেষু দর্শিতত্বাৎ এবাং মহাকুষ্ঠত্বঞ্চ শীঘ্রমুত্তরোত্তরধাত্ববগাহনাৎ। উল্বণদোষ-জত্বাৎ চিকিৎসাবাহুল্যাচ্চ ॥ ৮ ॥ ননু দদ্রাঃ কথং ক্ষুদ্রকুষ্ঠেষু গণনা সুশ্রুতেন মহাকুষ্ঠেষূক্তত্বাৎ। উচ্যতে অসিতাবগাঢ়মূলা দদ্রুঃ সুশ্রুতেন মহাকুষ্ঠেষু উক্তা অসিতেতরাঽনবগাঢ়মূলা দদ্রুঃ ক্ষুদ্রকুষ্ঠমেব। এবং বিধা দদ্রুশ্চরকেণ ক্ষুদ্রকুষ্ঠেষু দর্শিতত্বাৎ ॥১০॥ কুষ্ঠানাং ত্রিদোষজত্বেনৈকস্যাপি দোষস্যোল্বণতয়া সপ্তধাত্বমাহ কুষ্ঠানীতি সর্ব্বেষ্বপি ত্রিদোষেষু ব্যপদেশঃ কাপালাদিসংজ্ঞাস্তেষামষ্টাদশরূপং যদধিকত্বং, ততঃ কুষ্ঠানি সপ্তধা কৈঃ দোষৈঃ কথংভূতৈঃ পৃথগ্দ্বন্দ্বৈঃ সমাগতৈঃ সঙ্গতৈঃ সংমিলিতৈরিতি যাবৎ। অস্যায়মর্থঃ কিমপি কুষ্ঠং বাতোল্বণং কিমপি পিত্তোল্বণং কিমপি কফোল্বণং কিমপি বাতশ্লেষ্মোল্বণং কিমপি পিত্তশ্লেষ্মোল্বণম্ কিমপি বাতপিত্তোল্বণং কিমপি ত্রিদোষোল্বণমিতি ॥ ১১ ॥ অতিশ্লক্ষ্ণঃ অতিমৃদুঃ অথবা ঘর্ম্মাদিপ্রসঙ্গেঽপি স্বেদাভাবঃ, ত্বচি স্বাপঃ স্পর্শাজ্ঞতা ॥১২॥ শীঘ্রোৎপত্তিঃ ব্রণানাম্ ॥১৩॥ বিচর্চ্চী চ কফাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥ পুণ্ডরীকং স বিস্ফোটং পামা চর্ম্মদলং তথা পিত্তকফাদিত্যন্বয়ঃ ॥১৭॥ কিঞ্চিৎকৃষ্ণাঃ কিঞ্চিদরুণাঃ যে কপালাঃ স্ফুটিতমৃৎপাত্রখণ্ডাঃ খর্পরা ইতি যাবৎ তদ্বর্ণং পরুষং খরস্পর্শম্। তনু তনুত্বক্ কপালম্ কপালসংজ্ঞং বিষমং দুশ্চিকিৎস্যম্ ॥ ১৮ ॥ উডুম্বরাফলাকারম্ ॥ ১৯ ॥

(ক) ঋষ্যাখ্যমিতি পাঠান্তরম্। ঋষ্যঃ নীলাণ্ডহরিণঃ

মণ্ডলমাহ—শ্বেতরক্তং স্থিরং স্ত্যানং স্নিগ্ধমুৎসন্নমণ্ডলম্। কৃচ্ছ্রমন্যোন্যসংসক্তং কুষ্ঠং মণ্ডলমুচ্যতে * ॥ ২০ ॥

সিধ্মমাহ—শ্বেতং তাম্রঞ্চ তনু যদ্ রজোঘৃষ্টং বিমুঞ্চতি। প্রায়েণোরসি তৎ সিধ্মমলাবুকুসুমোপমম্ * ॥ ২১ ॥

কাকণমাহ—যৎকাকণন্তিকাবর্ণমপাকং তীব্রবেদনম্। ত্রিদোষলিঙ্গং তৎকুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি * ॥ ২২ ॥

পুণ্ডরীকমাহ—তৎ শ্বেতং রক্তপর্য্যন্তং পুণ্ডরীকদলোপমম্। সরাগঞ্চৈব সোৎসেধং পুণ্ডরীকং কফোল্বণম্ * ॥ ২৩ ॥

ঋক্ষজিহ্বকমাহ—কর্কশং রক্তপর্য্যন্তমন্তঃশ্যাবং সবেদনম্। যদৃক্ষজিহ্বাসংস্থানমৃক্ষজিহ্বং তদুচ্যতে * ॥ ২৪ ॥

ক্ষুদ্রকুষ্ঠানাং মধ্যে এককুষ্ঠগজচর্ম্মণোর্লক্ষণমাহ—অস্বেদনং মহাবাস্তু যন্মৎস্যশকলোপমম্। তদেককুষ্ঠং চর্ম্মাখ্যং বহলং গজচর্ম্মবৎ * ॥ ২৫ ॥

চর্ম্মদলমাহ—রক্তং সশূলং কণ্ডূমৎ সস্ফোটং দলয়ত্যপি। তচ্চর্ম্মদলমাখ্যাতং স্পর্শস্যাসহনঞ্চ যৎ * ॥ ২৬ ॥

বিচর্চ্চিকামাহ—সকণ্ডূঃ পিড়কা শ্যাবা বহুস্রাবা বিচর্চ্চিকা।

বিপাদিকামাহ—বৈপাদিকং পাণিপাদস্ফুটনং তীব্রবেদনম্ * ॥ ২৭ ॥

পামামাহ—সূক্ষ্মা বহ্ব্যঃ স্রাববন্ত্যঃ প্রদাহাঃ পামেত্যুক্তাঃ পিড়কাঃ কণ্ডুমত্যঃ ॥

কচ্ছূমাহ—সৈব স্ফোটৈস্তীব্রদাহৈরুপেতা জ্ঞেয়া পাণ্যোঃ কচ্ছুরুগ্রাস্ফিচোশ্চ * ॥ ২৮

---

* শ্বেতরক্তং কিঞ্চিচ্ছ্বেতং কিঞ্চিদ্রক্তম্, স্থিরং চিকিৎসাং বিনা অবিনাশি, স্ত্যানং আর্দ্রং, স্নিগ্ধং সস্বেদম্, উৎসন্নমণ্ডলম্ উদ্গতমণ্ডলম্ কৃচ্ছ্রং কষ্টসাধ্যম্ অন্যোন্যসংসক্তং পরস্পরমিলিতম্ ॥ ২০ ॥ শ্বেত-তাম্রং শ্বেতং তাম্রম্। তনু তনুত্বক্, প্রায়েণোরসি প্রায়শব্দাদন্যত্রাপি বোদ্ধব্যম্ ॥ ২১ ॥ কাকণং ত্রিগুঞ্জা, গুঞ্জাবর্ণত্বেন মধ্যে কৃষ্ণমন্তে রক্তম্, অথবা মধ্যে রক্তং অন্তে কৃষ্ণম্। অপাকং স্বভাবাৎ, ত্রিদোষলিঙ্গং সর্ব্বেষাং কুষ্ঠানাং ত্রিদোষজত্বেঽপি উল্বণদোষত্রয়লিঙ্গম্ ॥২২॥ পুণ্ডরীকদলোপমং পুণ্ডরীকং শ্বেতকমলং তৎপত্রোপমম্। সরাগঞ্চৈব অতএব শ্বেতং রক্তপর্য্যন্তং অন্তে রক্তম্, সরাগমিতি অন্তে লোহিতাধিক্য-বোধনার্থম, সোৎসেধং উদ্গতম্ ॥ ২৩ ॥ রক্তপর্য্যন্তং অন্তে রক্তং অন্তঃশ্যাবং মধ্যে ধূম্রবর্ণম্ ঋক্ষজিহ্বা-সংস্থানম্, ঋক্ষো ভল্লুকস্তস্য জিহ্বাকৃতিঃ ॥২৪॥ মহাবাস্তু মহাস্থানম্, মৎস্যশকলোপমম্ অত্র শকলশব্দেন লক্ষণয়া ত্বগুচ্যতে তেন চক্রাকারমভ্রকপত্রসদৃশং ভবতি। এককুষ্ঠমিতি ক্ষুদ্রকুষ্ঠেষু মুখ্যত্বাৎ, চর্ম্মাখ্যং গজচর্ম্মাখ্যম্ বহলং স্থূলম্ গজচর্ম্মবৎ রুক্ষং কৃষ্ণং চ ॥ ২৫ ॥ দলয়ত্যপি বিদারয়ত্যপি চর্ম্মেতিশেষঃ ॥ ২৬ ॥ পিড়কা ক্ষুদ্রপিড়কা ননু ক্ষুদ্রকুষ্ঠানাং কথমেকাদশত্বং বিপাদিকায়া দ্বাদশত্বসম্ভবাৎ। উচ্যতে বিচর্চ্চিকৈব পাদয়োর্ভবতীতি বিপাদিকা তেন ন সংখ্যাতিরেকঃ। অত এব ভোজঃ 'দাল্যতে ত্বক্ খরারুক্ষা পাণ্যোর্জ্ঞেয়া বিচর্চ্চিকা। পাদে বিপাদিকা জ্ঞেয়া স্থানভেদাৎ বিচর্চ্চিকা ॥ দাল্যতে বিদার্য্যতে, কেচিদ্বিচর্চ্চিকাতো বিপাদিকাং ভিন্নামাহুঃ পাণিপাদস্ফুটনং পাণ্যোঃ পাদয়োশ্চ স্ফুটনং বিদারণং যেন তৎ ॥ ২৭ ॥ পিড়কাঃ পিড়য়ন্তীতি পিড়কা ইতি ক্ষিপকাদিত্বাৎ নিপাত্যতে। সৈব পামা স্ফোটৈঃ মহদ্ভিঃ স্ফিজৌ প্রোথৌ ॥২৮॥

দদ্রুমাহ—সকণ্ডূরাগপিড়কং দদ্রুমণ্ডলমুদ্গতম্ ॥

বিস্ফোটমাহ—স্ফোটাঃ শ্যাবারুণাভাসা বিস্ফোটাঃ স্যুস্তনুত্বচঃ * ॥ ২৯ ॥

কিটিমমাহ—শ্যামং কিণখরস্পার্শং পরুষং কিটিমং স্মৃতম্ ॥

অলসকমাহ—কণ্ডূমদ্ভিঃ সরাগৈশ্চ গণ্ডৈরলসকঞ্চিতম্ * ॥ ৩০ ॥

শতারুরাহ—রক্তশ্যাবং সদাহার্ত্তি শতারুঃ স্যাৎ বহুব্রণম্ ॥ ৩১ ॥

সপ্তধাতুগতানাং কুষ্ঠানাং লক্ষণানি। তত্র রসগতস্য লক্ষণমাহ—ত্বকস্থে বৈবর্ণ্যমঙ্গেষু কুষ্ঠে রৌক্ষ্যঞ্চ জায়তে। ত্বক্স্বাপো রোমহর্ষশ্চ স্বেদস্যাতিপ্রবর্ত্তনম্ * ॥ ৩২ ॥

রুধিরগতমাহ—কণ্ডূবিপূয়কশ্চৈব কুষ্ঠে শোণিতসম্ভবে * ॥ ৩৩ ॥

মাংসগতমাহ—বাহুল্যং বক্ত্রশোষশ্চ কার্কশ্যং পিড়কোদ্গমঃ। তোদঃ স্ফোটঃ স্থিরত্বঞ্চ কুষ্ঠে মাংসসমাশ্রিতে * ॥ ৩৪ ॥

মেদোগতমাহ—কৌণ্যং গতিক্ষয়োঽঙ্গানাং সম্ভেদঃ ক্ষতসর্পণম্। ক্ষতপ্রসারো লিঙ্গানি পূর্ব্বমুক্তানি যানি চ * ॥ ৩৫ ॥

অস্থিমজ্জাগতমাহ—নাসাভঙ্গোঽক্ষিরাগশ্চ ক্ষতেষু ক্রিমিসম্ভবঃ। স্বরোপঘাতঃ পীড়া চ ভবেৎ কুষ্ঠেঽস্থিমজ্জগে ॥ ৩৬ ॥

শুক্রগতমাহ—দম্পত্যোঃ কুষ্ঠবাহুল্যাদ্দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ। যদপত্যং তয়োর্জ্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতম্ * ॥ ৩৭ ॥

কুষ্ঠেষু উল্বণবাতাদিদোষলিঙ্গমাহ—খরং শ্যাবারুণং রুক্ষং বাতকুষ্ঠং সবেদনম্। পিত্তাৎ প্রকুথিতং দাহরাগস্রাবান্বিতং মতম্ * ॥ কফাৎ ক্লেদি ঘনং স্নিগ্ধং সকণ্ডূশৈত্যগৌরবম্। দ্বিলিঙ্গং দ্বন্দ্বজং কুষ্ঠং ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্ * ॥ ৩৮। ৩৯ ॥

---

* দদ্রুমণ্ডলরূপেণোৎপত্তি উতদ্গতম্ উচ্ছূনম্ ॥ ২৯॥ কিণখরস্পর্শং কিণঃ শুষ্কব্রণস্থানং তদ্বৎ কর্কশস্পর্শম্, পরুষং রুক্ষম্। গণ্ডৈঃ মহাপিড়কাভিঃ চিতং বেষ্টিতম্ ॥ ৩০ ॥ ত্বক্শব্দেনাত্র রস উচ্যতে, ধাতুপ্রস্তাবাৎ ত্বক্স্থাচ্চ ত্বক্স্বাপঃ স্পর্শাজ্ঞত্বং। ত্বক্স্বাপ ইত্যাদিকং কেচিদ্রক্তগতস্য লিঙ্গং মন্যতে ॥ ৩২ ॥ বিপূয়কঃ বিশেষেণ পূয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ বাহুল্যং কুষ্ঠস্য পুষ্টিঃ। পিড়কোদ্গমঃ ক্ষুদ্রপিড়কোদ্গমঃ স্ফোটঃ বৃহৎপিড়কা স্থিরত্বম্ অসঞ্চারিত্বম্ ॥ ৩৪ ॥ কৌণ্যং হস্তনাশঃ অঙ্গানাং সম্ভেদঃ অঙ্গভঙ্গঃ ক্ষতসর্পণং ক্ষতপ্রসরণং পূর্ব্বোক্তানি রক্তমাংসগতলিঙ্গানি ॥ ৩৫ ॥ নন্ শুদ্ধশোণিতশুক্রয়োরিব দম্পত্যোর্গর্ভসম্ভবঃ। দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ কথং অপত্যোৎপত্তিঃ যত আহ সুশ্রুতঃ‘কামান্মিথুনসংযোগে শুদ্ধশোণিতশুক্রজঃ। গর্ভঃ সঞ্জায়তে নার্য্যাঃ স জাতো বাল উচ্যতে” অথান্যচ্চ—বাতাদিদুষ্টরেতসোঽপত্যোৎপাদনে ন সমর্থা ইতি। উচ্যতে গর্ভোঽত্র শুদ্ধো বোদ্ধব্যঃ অশুদ্ধগর্ভোঽপি দুষ্টশোণিতশুক্রয়োরপি ভবতি। গতকর্ণান্ধবধিরাদীনাং সম্ভবাৎ। শোণিতমার্ত্তবম্। কুষ্ঠিতং কুষ্ঠং সঞ্জাতমস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্, শুক্রার্ত্তবগতং কুষ্ঠমপত্যেন ব্যজ্যতে ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৭ ॥ খরং কর্কশম্, শ্যাবারুণং শ্যাবং বা অরুণং বা প্রকুথিতং পূতিক্লেদবহুলম্ ॥ ৩৮ ॥ ক্লেদং আর্দ্রতাযুক্তম্, ঘনং পুষ্টম্ ॥ ৩৯ ॥

সাধ্যত্বাদিমাহ—সাধ্যং ত্বগ্রক্তমাংসস্থং বাতশ্লেষ্মাধিকঞ্চ যৎ। মেদোগং দ্বন্দ্বজং যাপ্যং বর্জ্জ্যং মজ্জাস্থিসংশ্রিতম্। ক্রিমিকৃদ্দাহমন্দাগ্নিসংযুক্তং যৎ ত্রিদোষজম্ * ॥ ৪০ ॥

অরিষ্টমাহ—প্রভিন্নং প্রস্রুতাঙ্গঞ্চ রক্তনেত্রং হতস্বরম্। পঞ্চকর্ম্মগুণাতীতং কুষ্ঠং হন্তীহ কুষ্ঠিনম * ॥ ৪১ ॥

ত্বগদুষ্টিসাম্যাৎ কুষ্ঠভেদত্বাচ্চাত্রৈব শ্বিত্রমাহ—কুষ্ঠৈকসম্ভবং শ্বিত্রং কিলাসং চারুণং ভবেৎ। নির্দ্দিষ্টমপরিস্রাবি ত্রিধাতূদ্ভবসংশ্রয়ম্ * ॥ ৪২ ॥

দোষভেদেন লক্ষণভেদাঃ—বাতাদ্রুক্ষারুণং পিত্তাৎ তাম্রং কমলপত্রবৎ সদাহং রোমবিধ্বংসি কফাৎ শ্বেতং ঘনং গুরু * ॥ সকণ্ডুকং ক্রমাদ্রক্তমাংসমেদঃসু চাদিশেৎ। বর্ণেনৈবেদৃগুভয়ং কৃচ্ছ্রং তচ্চোত্তরোত্তরম্ * ॥ ৪৩—৪৪ ॥

শ্বিত্রস্য সাধ্যাসাধ্যত্বমাহ—অশুক্লরোমাবহুলমসংশ্লিষ্টমিথো নবম্। অনগ্নিদগ্ধজং সাধ্যং শ্বিত্রং বর্জ্জ্যমতোঽন্যথা * ॥

অন্যচ্চ—গুহ্যপাণিতলৌষ্ঠেষু জাতমপ্যচিরন্তনম্। বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ কিলাসং সিদ্ধিমিচ্ছতা * ॥ ৪৫—৪৬ ॥

সংসর্গজান্ রোগানাহ—প্রসঙ্গাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ। একশয্যাশনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ * ॥ কণ্ডুকুষ্ঠোপদংশাশ্চ ভূতোন্মাদব্রণজ্বরাঃ। ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥ ম্রিয়তে যদি কুষ্ঠেন পুনর্জ্জাতস্য তদ্ভবেৎ। অতো নিন্দিতরোগোঽয়ং কুষ্ঠং কষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্ * ॥ ৪৭—৪৯ ॥

অথ কুষ্ঠস্য চিকিৎসা—বাতোত্তরেষু সর্পির্বমনং শ্লেষ্মোত্তরেষু কুষ্ঠেষু পিত্তোত্তরেষু লেপঃ সেকো রক্তস্য মোচনং শ্রেষ্ঠম্॥ ৫০ ॥

পথ্যাদিলেপঃ—পথ্যাকরঞ্জসিদ্ধার্থনিশাবল্গুজসৈন্ধবৈঃ। বিড়ঙ্গসহিতৈঃ পিষ্টৈর্লেপো মূত্রেণ কুষ্ঠনুৎ * ॥ ৫১ ॥

---

* বাতশ্লেষ্মাধিকঞ্চ যৎ এতেন সিধ্মৈককুষ্ঠগজচর্ম্মবিপাদিকাকিটিমালসকানি সাধ্যানি। মজ্জাগতং শুক্রগতমপ্যসাধ্যম্, কৃমির্বাহোঽপি বর্জ্জ্য ইত্যন্বয়ঃ ॥৪০॥ প্রভিন্নং বিদীর্ণম্ হতস্বরং ঘর্ঘরস্বরম্। পঞ্চকর্ম্মগুণাতীতং অসঞ্জাতবমনাদিপঞ্চকর্ম্মগুণম্ ॥৪১॥ কুষ্ঠৈকসম্ভবং কুষ্ঠেন সহসম্ভবো নিদানং যস্য তৎ। অথ শ্বিত্রস্য ভেদমাহ কিলাসঞ্চারুণং ভবেৎ শ্বিত্রমেব রক্তমাংসাশ্রয়াৎ কিলাসমরুণঞ্চ ভবেদিত্যর্থঃ। নন্‌ কুষ্ঠস্য শ্বিত্রস্য কো ভেদ ইত্যত আহ নির্দ্দিষ্টমপরিস্রাবীতি শ্বিত্রমপরিস্রাবি ভবতি কুষ্ঠন্তু স্রাবি। অথচ ত্রিধাতূদ্ভবসংশ্রয়মিতি শ্বিত্রং, ত্রয়োধাতবো বাতপিত্তকফাস্তেভ্যঃ পৃথগ্‌ভূতেভ্য উদ্ভবো যস্য তৎ। অথবা ত্রয়োধাতবো রক্তমাংসমেদাংসি সংশ্রয়োঽধিষ্ঠানং যস্য তৎ কুষ্ঠন্তু সান্নিপাতিকং সর্ব্বধাতুগতং ভবতীতি ভেদঃ ॥ ৪২ ॥ অরুণং ঈষল্লোহিতম্। কমলপত্রাদিত্যনেন মধ্যে শ্বেতমন্তে লোহিতং বোধয়তি, ঘনং পুষ্টম্ ॥৪৩॥ ক্রমাদ্রক্তমাংসমেদঃসু চাদিশেৎ। তথাচ চরকঃ—অরুণং রক্তগে বাতে তাম্রং পিত্তে পলঙ্গতে। শ্বেতং শ্লেষ্মণি মেদস্থে শ্বিত্রং কুষ্ঠং পরাপরমিতি, উভয়ং দ্বিবিধমপি শ্বিত্রং বর্ণেন ঈদৃগেব। অরুণং তাম্রং শ্বেতঞ্চ দোষভেদাৎ। দ্বিবিধং দোষজং ব্রণজং চ তথাচ ভোজঃ ‘শ্বিত্রং তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্দোষজং ব্রণজং তথেতি’ ॥৪৪॥ অবহুলম্ তনু ॥৪৫॥ গুহ্যং মেহনম্ ভগঞ্চ। তলমত্র পদতলং জাতং সুশ্রুতেনাস্তে জাতমিতি সামান্যতো নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, অপ্যচিরন্তনং নবমপি ॥ ৪৬ ॥ প্রসঙ্গঃ মৈথুনম্ ॥ ৪৭ ॥ এতাবতা কুষ্ঠিনাং কুষ্ঠং সর্ব্বথা প্রতিকরণীয়ং নতু উপেক্ষণীয়ম্ ॥ ৪৯ ॥ অবল্গুজঃ বকুচীতি লোকে ॥ ৫১ ॥

সোমরাজ্যুদ্বর্ত্তনম্—সোমরাজীভবং চূর্ণং শৃঙ্গবেরসমন্বিতম্। উদ্বর্ত্তনমিদং হন্তি কুষ্ঠমুগ্রং কৃতাস্পদম্ *॥ ৫২ ॥

পঞ্চনিম্বকাবলেহঃ- রসায়নং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্। মার্কণ্ডেয়প্রভৃতিভির্যৎপ্রযুক্তং মহর্ষিভিঃ ॥ পুষ্পকালে তু পুষ্পাণি ফলকালে ফলানি চ। সংগৃহ্য পিচুমর্দ্দস্য ত্বঙ্মূলানি দলানি চ ॥ দ্বিরংশানি সমাহৃত্য ভাগিকানি প্রকল্পয়েৎ। ত্রিফলা ত্র্যূষণং ব্রাহ্মী শ্বদংষ্ট্রারুষ্করাগ্নয়ঃ ॥ বিড়ঙ্গসারবারাহীলোহচূর্ণামৃতাঃ সমাঃ। নিশাদ্বয়াবল্গুজকং ব্যাধিঘাতঃ সশর্করঃ ॥ কুষ্ঠমিন্দ্রযবা পাঠা চূর্ণমেষাং তু সংযুতম্। খদিরাসননিম্বানাং ঘনক্বাথেন ভাবয়েৎ ॥ সপ্তধা পঞ্চনিম্বং তু মার্কবস্য রসেন চ। স্নিগ্ধঃ শুদ্ধতনুর্ধীমান্ যোজয়েৎ তৎ শুভে দিনে* ॥ মধুনা তিক্তহবিষা খদিরাসনবারিণা। লেহ্যমুষ্ণাম্ভসা বাপি কোলবৃদ্ধ্যা পলং ভবেৎ ॥ জীর্ণে তস্মিন্ সমশ্নীয়াৎ স্নিগ্ধং লঘু হিতঞ্চ যৎ ॥ বিচর্চ্চিকোদুম্বরপুণ্ডরীক-কাপালদদ্রূকিটিমালসাদিকম্। শতারুবিস্ফোটবিসর্পমালাঃ কফপ্রকোপং ত্রিবিধং কিলাসম্ ॥ ভগন্দরশ্লীপদবাতরক্তজড়ান্ধনাড়ীব্রণশীর্ষরোগান্। সর্ব্বান্ প্রমেহান্ প্রদরাংশ্চ সর্ব্বান্দংষ্ট্রাবিষং মূলবিষং নিহন্তি ॥ স্থূলোদরঃ সিংহকৃশোদরঃ স্যাৎ সুশ্লিষ্টসন্ধির্মধুনোপযোগাৎ। সদোপযোগাদপি যে দশন্তি সর্পাদয়ো যান্তি বিনাশমাশু। জীবেচ্চিরং ব্যাধিজরাবিমুক্তঃ শুভে রতশ্চন্দ্রসমানকান্তিঃ ॥ ৫৩—৬২ ॥

স্বায়ম্ভুবো গুগ্‌গুলুঃ—শশিলেখা পঞ্চপলং তাবদ্গিরিজস্য গুগ্‌গুলোস্তু দশ। তাপ্যস্য পলং ত্রিতয়ং দ্বে লোহস্রাবণীকয়োশ্চ পলে *॥ ত্রিফলাকরঞ্জপল্লবখদিরগুড়ূচাত্রিবৃদ্দন্ত্যঃ। মুস্তাবিড়ঙ্গরজনীকুটজত্বঙ্‌নিম্ববহ্নিসম্পাকাঃ ॥ এতৈ রচিতাং বটিকাং মধুসংমিশ্রাং গিলেৎ প্রাতঃ। গোমূত্রেণ চ কুষ্ঠং নুদত্যস্থগাতমচিরেণ ॥ শ্বিত্রাণি পাণ্ডুরোগং বিষমানুদরপ্রমেহগুল্মাংশ্চ। নাশয়তি বলীপলিতং যোগঃ স্বায়ম্ভুবো নাম্না ॥ ৬৩—৬৬ ॥

একবিংশতিকো গুগ্‌গুলুঃ—চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষমজাজী কারবী বচা। সৈন্ধবাতিবিষাকুষ্ঠঞ্চব্যৈলা চ যবাসকম্ ॥ বিড়ঙ্গান্যজমোদা চ মুস্তা চামরদারু চ। যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি তাবন্মানস্তু গুগ্‌গুলোঃ ॥ সঙ্কুট্য সর্পিষা সার্দ্ধং গুটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। প্রাতর্ভোজনকালে চ খাদেদগ্নিবলং যথা ॥ হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি ক্রিমিদুষ্টব্রণানি চ। গ্রহণ্যর্শোবিকারাংশ্চ মুখাময়গলগ্রহান্ ॥ গৃধ্রসীমথ ভগ্নঞ্চ গুল্মং চাপি নিযচ্ছতি। ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতাংশ্চাপি জয়েদ্বিষ্ণুরিবাসুরান্ ॥ ৬৭—৭১ ॥

বাতরক্তাধিকারোক্তঃ পুরঃ কৈশোরকাভিধঃ। কুষ্ঠানাং বাতরক্তানাং নাশনং পরমৌষধম্ ॥ ৭২ ॥

---

* সোমরাজী বাকুচীতি লোকে ॥৫২॥ অস্যায়মর্থঃ নিম্বস্য পুষ্পফলত্বক্‌পত্রমূলানি সর্ব্বাণি সমুদিতানি দ্বিগুণানি চূর্ণিতানি ভৃঙ্গরাজস্বরসেন সপ্তবারান্ ভাবয়েৎ। ত্রিফলাদীনি পাঠান্তানি সমুদিতান্যেকভাগানি চূর্ণিতানি খদিরাসননিম্বক্বাথেন ভাবয়েৎ। ততঃ সর্ব্বমেকীকৃত্য মধ্বাদিনাঽবলিহ্যাৎ ॥৫৮॥ শশিলেখা সোমরাজী গিরিজস্য শিলাজতুনঃ তাপ্যস্য স্বর্ণমাক্ষিকস্য স্রাবণীকা মুণ্ডী ইতি লোকে ॥ ৬৩ ॥

অমৃতভল্লাতকাবলেহঃ—ভল্লাতকপ্রস্থযুগং ছিত্বা দ্রোণজলে ক্ষিপেৎ। প্রস্থদ্বয়ং গুড়ূচ্যাশ্চ ক্ষুণ্ণং তত্রাম্ভসি ক্ষিপেৎ॥ চতুর্থাংশাবশেষং তু কষায়মবতারয়েৎ। বস্ত্রপূতে কষায়ে তু বক্ষ্যমাণং বিনিক্ষিপেৎ॥ শরাবমাত্রকং সর্পিদুর্গ্ধং স্যাদাঢ়কং তথা। সিতাং প্রস্থমিতাং দদ্যাৎ প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকং ক্ষিপেৎ॥ সর্ব্বাণ্যেকত্র ভাণ্ডেতু পচেন্মৃদ্বগ্নিনা শনৈঃ। সর্ব্বদ্রবে ঘনীভূতে পাবকাদবতারয়েৎ॥ তত্র ক্ষেপ্যাণি চূর্ণানি ক্রমো বিল্ববিষামৃতাঃ। বাকুচী চাথ দদ্রুঘ্নঃ পিচুমর্দ্দো হরীতকী॥ অক্ষো ধাত্রী চ মঞ্জিষ্ঠা মরিচং নাগরং কণা। যবানী সৈন্ধবং মুস্তং ত্বগেলা নাগকেশরম্॥ পর্পটং পত্রকং বালমুশীরং চন্দনং তথা। গোক্ষুরস্য চ বীজানি কর্পূরো রক্তচন্দনম্॥ পৃথক্পলার্দ্ধমানানাং চূর্ণমেষামিহ ক্ষিপেৎ। পলমাত্রমিদং প্রাতঃ সমশ্নীয়াজ্জলেন হি॥ নাশয়েদবলেহোঽয়ং পথ্যান্যন্নানি খাদতঃ। কুষ্ঠানি বাতরক্তানি সর্ব্বাণ্যর্শাংসি সেবিতঃ॥ ব্যায়ামমাতপং বহ্নিমম্লং মাংসং দধি স্ত্রিয়ম্। তৈলাভ্যঙ্গং তথাঽধ্বানং নরো ভল্লাতকী ত্যজেৎ॥ ৭৩—৮২॥

মহাভল্লাতকঃ—নিম্বগোপারুণা কট্বী ত্রায়ন্তী ত্রিফলা ঘনম্। পর্পটাবল্গুজানন্তাবচাখদিরচন্দনম্ *॥ পাঠাশুণ্ঠীশটীভার্গীবাসাভূনিম্ববৎসকম্। শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বাবিড়ঙ্গেন্দ্রযবানলম্ *॥ হস্তিকর্ণামৃতাদ্রেকাপটোলরজনীদ্বয়ম্॥ কণারগ্বধসপ্তাহ্ববৃহদ্বেত্রোচ্চটাফলম্ *॥ মঞ্জিষ্ঠালাঙ্গলীরাস্নানক্তমালপুনর্নবা। দন্তীবীজকসারঞ্চ ভৃঙ্গরাজং কুরণ্টকম্ *॥ অঙ্কোটকঞ্চ শাখোটং দ্বিপলাংশং পৃথক্ পৃথক্। গৃহ্নীয়াত্তানি সর্ব্বাণি জলদ্রোণে পচেচ্ছনৈঃ *॥ অষ্টমাংশাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ। বিধায় বাসসা পূতং স্থাপয়েদ্ভাজনে দৃঢ়ে॥ ভল্লাতকসহস্রাণি ছিত্বা তু ত্র্যর্ম্মণাম্ভসি। পচেদষ্টাবশেষং তৎ কষায়মবতারয়েৎ॥ তচ্চ বস্ত্রেণ সংশোধ্য দ্বৌ কষায়ৌ বিমিশ্রয়েৎ। গুড়ং শতপলং দত্বা লেহবত্তৎপচেচ্ছনৈঃ॥ ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা॥ সৈন্ধবং চন্দনং কুষ্ঠং দীপ্যকং চ পলং পৃথক্। সৌগন্ধ্যার্থং ক্ষিপেৎ তত্র চাতুর্জ্জাতং পলং পলম্ *॥ মহাভল্লাতকো হ্যেষ মহাদেবেন ভাষিতঃ। প্রাণিনাং হিতকামেন জয়েচ্ছীঘ্রং প্রযোজিতঃ। শ্বিত্রমৌদুম্বরং দদ্রুমৃক্ষজিহ্বন্তু কাকণম্। পুণ্ডরীকং সচর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং রক্তমণ্ডলম্॥ কণ্ডুং কাপালকং কুষ্ঠং পামানঞ্চ বিপাদিকাম্। বাতরক্তং ষড়র্শাংসি পাণ্ডুরোগব্রণান্ ক্রিমীন্॥ রক্তপিত্তমুদাবর্ত্তং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্। সদাভ্যাসেন পলিতমামবাতং সুদুস্তরম্॥ নির্য্যন্ত্রণস্তু কথিতো বিহারাহারমৈথুনে। কুরুতে পরমাং কান্তিং প্রদীপ্তং জঠরানলম্॥ অনুপানং প্রযোক্তব্যং ছিন্নাতোয়ং পয়োঽথবা। ভোজনে তু সদা ত্যাজ্যমুষ্ণমম্লং বিশেষতঃ॥ ৮৩—৯৮॥ ইতি মহাভল্লাতকঃ।

* গোপা শ্বেতসাব ইতি লোকে, অরুণা অতিবিষা, অবল্গুজঃ সোমরাজী বকুচী, অনন্তা দুরালভা, চন্দনং শ্বেতম্॥৮৩॥ ভার্গ্যা অলাভে কণ্টকারীমূলং গৃহ্নীয়াৎ শ্যামা কৃষ্ণসাঁই॥৮৪॥ হস্তিকর্ণঃ হস্তিকন্দ দ্রেকা বকা ইন্, সপ্তাহ্বা ছাতিম্ কৃষ্ণবেত্র জলবেতস উচ্চটাফলং শ্বেতগুঞ্জাফলম্॥ ৮৫॥ কুরণ্টকঃ কটসরৈআ ॥৮৬॥ অঙ্কোটক ঢেলা ইতি লোকে, শাখোটং সহোর ইতি লোকে ॥৮৭॥ দীপ্যকং যবাহুনী ॥৯২॥

লঘুমঞ্জিষ্ঠাদিক্কাথঃ—মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা তিক্তা বচা দারুনিশামৃতা (ক)। নিম্বশ্চৈষাং কৃতঃ ক্কাথঃ সর্ব্বকুষ্ঠং বিনাশয়েৎ॥ বাতরক্তং তথা কণ্ডুং পামানং রক্তমণ্ডলম্। দদ্রুং বিসর্পং বিস্ফোটং পানাভ্যাসেন নাশয়েৎ ॥ ৯৯—১০০ ॥

মধ্যমঞ্জিষ্ঠাদিক্কাথঃ—মঞ্জিষ্ঠা বাকুচী চক্রমর্দ্দশ্চ পিচুমর্দ্দকঃ। হরীতকী হরিদ্রা চ ধাত্রী বাসা শতাবরী॥ বলা নাগবলা যষ্টীমধুকং ক্ষুরকোঽপি চ। পটোলস্য লতোশীরং গুড়ূচী রক্তচন্দনম্॥ মঞ্জিষ্ঠাদিরয়ং ক্কাথঃ কুষ্ঠানাং নাশনঃ পরঃ। বাতরক্তস্য সংহর্ত্তা কণ্ডূমণ্ডলনাশনঃ ॥ ১০১—১০৩ ॥

বৃহন্মঞ্জিষ্ঠাদিঃ ক্কাথঃ—মঞ্জিষ্ঠা কুটজামৃতা ঘনবচা শুণ্ঠী হরিদ্রাদ্বয়ম্, ক্ষুদ্রারিষ্টপটোলতিক্তকটুকা ভার্গী বিড়ঙ্গাগ্নিকম্। মূর্ব্বাদারুকলিঙ্গভৃঙ্গমগধাত্রায়ন্তিপাঠাবরী, গায়ত্রী ত্রিফলাকিরাতকমহানিম্বাসনারগ্বধাঃ * ॥ শ্যামা বল্গুজচন্দনং বরুণকং দন্তীকশাখোটকম্, বাসা পর্পটসারিবা প্রতিবিষানন্তা বিশালা জলম্। মঞ্জিষ্ঠাপ্রথমং কষায়মিতি যঃ সংসেবতে তস্য তু, ত্বগ্‌দোষান্ সুচিরেণ যান্তি বিলয়ং কুষ্ঠানি চাষ্টাদশ * ॥ নাশং গচ্ছতি বাতরক্তমখিলা নশ্যন্তি রক্তাময়াঃ, বীসর্পস্ত্বচি শূন্যতা নয়নজা রোগাঃ প্রশাম্যন্তি চ ॥ ১০৪—১০৬ ॥

লঘুমরিচাদিতৈলম্—মরিচং ত্রিবৃতা মুস্তং হরিতালং মনঃশিলা। দেবদারু হরিদ্রে দ্বে মাংসী কুষ্ঠং সচন্দনম্॥ বিশালা করবীরঞ্চ ক্ষীরমর্কসমুদ্ভবম্। গোময়স্য রসং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্॥ বিষস্যার্দ্ধপলং দেয়ং তৈলং প্রস্থমিতং কটু। পচেচ্চতুর্গুণে নীরে গোমূত্রে দ্বিগুণে তথা॥ মরিচাদ্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গাৎ কুষ্ঠনাশনম্। এতস্যাভ্যঙ্গতঃ শ্বিত্রং বিবর্ণং তৎক্ষণাদ্ভবেৎ॥ তৈলমেতজ্জয়েৎ কণ্ডুং পামাং সিধ্মবিচর্চ্চিকাম্। পুণ্ডরীকং তথা দদ্রুং শূন্যতাং নিত্যসেবিনাম্॥ ১০৭—১১১ ॥

মহামরিচাদি তৈলম্—মরিচং ত্রিবৃতা দন্তী ক্ষীরমার্কং শকৃদ্রসঃ। দেবদারু হরিদ্রে দ্বে মাংসী কুষ্ঠং সচন্দনম্॥ বিশালা করবীরঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা। চিত্রকং লাঙ্গলীমুস্তং বিড়ঙ্গং চক্রমর্দ্দকঃ॥ শিরীষঃ কুটজো নিম্বঃ সপ্তপর্ণোঽমৃতা স্নুহী। শ্যামাকো (খ) নক্তমালশ্চ খদিরো বাকুচী (গ) বচা॥ জ্যোতিষ্মতী চ পলিকা বিষং দ্বিপলিকং ভবেৎ। আঢ়কং কটুতৈলস্য গোমূত্রঞ্চ চতুর্গুণম্ * ॥ মৃৎপাত্রে লোহপাত্রে চ শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।

---

* অরিষ্টঃ নিম্বঃ কলিঙ্গঃ ইন্দ্রযবঃ ভৃঙ্গঃ ভেগরীয়া বরী শতাবরী গায়ত্রী খদিরা অসনং বিজয়সারঃ॥ ১০৪॥ শ্যামা প্রিয়ঙ্গুঃ চন্দনমত্র রক্তং গ্রাহ্যম্ সারিবা সাঁই অনন্তা দুরালভা বিশালা ইন্দ্রবারুণী জলং নেত্রবালা॥ ১০৫॥ জ্যোতিষ্মতী ডর্মীজীনী মালকংগুনীতি লোকে॥ ১১৫॥

(ক) অভয়েতি পাঠান্তরম্। (খ) শম্পাক ইতি পাঠান্তরম্। (গ) পিপ্পলীতি পাঠান্তরম্।

মরিচাদ্যমিদং তৈলং মহন্মুনিভিরীরিতম্॥ ভিষগেতেন তৈলেন ম্রক্ষয়েৎ কৌষ্ঠিকান্ ব্রণান্। পামাবিচর্চ্চিকাদদ্রু-কণ্ডূবিস্ফোটকানি চ॥ বলয়ঃ পলিতং ছায়া নীলং ব্যঙ্গং তথৈব চ। অভ্যঙ্গেন প্রণশ্যন্তি সৌকুমার্য্যং চ জায়তে॥ প্রথমে বয়সি স্ত্রীণাং যাসাং নস্যং প্রদীয়তে। তাসামপি জরাং প্রাপ্য ন স্যাতাং স্খলিতৌ স্তনৌ। বলীবর্দ্দস্তুরঙ্গো বা গজো বায়ুপ্রপীড়িতঃ॥ ত্রিভিরভ্যঞ্জনৈরস্য ভবেন্মারুতবিক্রমঃ॥ ১১২—১২০॥

তালকেশ্বরো রসঃ—তালতাপ্যশিলাসূতটঙ্কণাঃ সিন্ধুসংযুতাঃ। গন্ধকো দ্বিগুণঃ সূতাৎ শঙ্খচূর্ণঞ্চ তৎসমম্॥ জম্বীরাদ্ভির্দিনং ঘৃষ্ট্বা ত্রিংশদংশং বিষং ক্ষিপেৎ। অস্য মাষদ্বয়ং খাদেন্মহিষীঘৃতসংযুতম্॥ মধ্বাজ্যৈর্বাকুচীবীজকর্ষং লিহ্যাৎ ততঃ পরম্। তাল-কেশ্বরনামায়ং সর্ব্বকুষ্ঠহরো রসঃ॥ ১২১—১২৩॥

গলিতকুষ্ঠারিরসঃ—রসো বলিস্তাম্রময়ঃ পুরোঽগ্নিঃ শিলাজতু স্যাদ্বিষতিন্দুকশ্চ। বরা চ তুল্যং গগনঞ্চ সর্ব্বৈঃ করঞ্জবীজং সচতুষ্টয়ঞ্চ *॥ সংমর্দ্দ্য সর্ব্বং মধুনা ঘৃতেন ঘৃতস্য পাত্রে নিহিতং প্রযত্নাৎ। কর্ষং ভজেৎ প্রত্যহমস্য পথ্যং শাল্যোদনং দুগ্ধমধুত্রয়ঞ্চ॥ বিশীর্ণ-কর্ণাঙ্গুলিনাসিকোঽপি ভবেদনেন স্মরতুল্যমূর্ত্তিঃ। দারাপরিত্যাগ ইহ প্রদিষ্টো জলৌদনং তত্র নিবদ্ধমূলে॥ ১২৪—১২৬॥

অথ সিধ্মস্য চিকিৎসা—কুষ্ঠং মূলকবীজং প্রিয়ঙ্গবঃ সর্ষপাস্তথা রজনী। এতৎ-কেশরষষ্ঠং নিহন্তি চিরকালজং সিধ্মম্॥ ১২৭॥ ইতি কেশরষট্কম্।

শিখরীরসেন পিষ্টং মূলকবীজং প্রলেপতঃ সিধ্ম। ক্ষারেণ বা কদল্যা রজনীমিশ্রেণ নাশয়তি॥ দার্ব্বীমূলকবীজানি তালকং সুরদারু চ। তাম্বূলপত্রং সর্ব্বাণি কার্ষিকাণি পৃথক্ পৃথক্॥ শঙ্খচূর্ণং তু শাণং স্যাৎ সর্ব্বাণ্যেকত্র বারিণা। প্রলেপয়েৎ প্রলেপোঽয়ং সিধ্মনাশনমুত্তমম্॥ ১২৮—১৩০॥

অথ চর্ম্মদলস্য চিকিৎসা—সলিলে চাম্রপেশী তু কিঞ্চিৎ সৈন্ধবসংযুতা। তাম্রপাত্রে বিনির্ঘৃষ্টা লেপাচ্চর্ম্মদলাপহা *॥ সলিলেন তু শুষ্কাণি ঘৃষ্ট্বা ধাত্রীফলানি চ। করাভ্যাং সুখমাপ্নোতি নরশ্চর্ম্মদলান্বিতঃ॥ ১৩১। ১৩২॥

পামায়াশ্চিকিৎসা। জীরকাদ্যং তৈলম্—জীরকস্য পলং পিষ্টং সিন্দূরার্দ্ধপলং তথা। কটুতৈলং পচেদাভ্যাং সর্ব্বপামাহরং পরম্॥ ১৩৩॥

আদিত্যপাকতৈলম্—মঞ্জিষ্ঠাত্রিফলালাক্ষা-লাঙ্গলীরাত্রিগন্ধকৈঃ। চূর্ণিতৈস্তৈল-মাদিত্যপাকং পামাহরং পরম্॥ ১৩৪॥ ইতি আদিত্যপাকতৈলম্।

সৈন্ধবং চক্রমর্দ্দশ্চ সর্ষপাঃ পিপ্পলী তথা। আরনালেন সংপিষ্টাঃ পামাকণ্ডুহরাঃ পরাঃ॥ ১৩৫॥

---

* তাম্রময়ঃমারিতং। পুরো গুগ্গুলুঃ, অগ্নিশ্চিত্রকং বিষতিন্দুকঃ কুচিলা, বরাত্রিফলা রসাদিত্রিফলান্তং সর্ব্বং তুল্যং, গগনমভ্রকং করঞ্জবীজং চ পৃথক্ চতুর্গুণং রসাৎ॥ ১২৪॥ তত্র কুষ্ঠে বদ্ধমূলে সতি জলৌদনমেব পথ্যং॥ ১২৬॥ পেশী আমচুর॥ ১৩১॥

কচ্ছূচিকিৎসা। অর্কতৈলম্—অর্কপত্ররসে পক্বং হরিদ্রাকল্কসংযুতম্। নাশয়েৎ সার্ষপং তৈলং পামাকচ্ছূবিচর্চ্চিকাঃ॥ ১৩৬॥

কচ্ছূরাক্ষসতৈলম্—মনঃশিলালং কাসীসং গন্ধাশ্ম সিন্ধুজন্ম চ। স্বর্ণক্ষীরী শিলাভেদা শুণ্ঠী কুষ্ঠঞ্চ মাগধা॥ লাঙ্গলী করবীরঞ্চ দদ্রুঘ্নঃ ক্রিমিহানলঃ। দন্তী নিম্বদলৈশ্চৈভিঃ পৃথক্‌কর্ষমিতৈর্ভিষক্॥ কল্কীকৃত্য পচেত্তৈলং কটুপ্রস্থদ্বয়োন্মিতম্। অর্কসেহুণ্ডদুগ্ধেন পৃথক্ পলমিতেন চ॥ গোমূত্রস্যাঢ়কেনাপি শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। অভ্যঙ্গেন হরেদেতৎ কচ্ছূং দুঃসাধ্যতামপি॥ পামানঞ্চ তথা কণ্ডূস্বগ্ব্যাধিরুধিরাময়ান্॥ কচ্ছূরাক্ষসনামেদং তৈলং হারীতভাষিতম্॥ ১৩৭—১৪১॥ ইতি কচ্ছূরাক্ষসনাম তৈলম্।

কৃতমালস্য পত্রাণি নক্তমালদলানি চ। দ্রোণপুষ্পাপলাশানি সর্ষপা রাজিকা নিশা॥ কুটজো মধুকং মুস্তং নাগরং রক্তচন্দনম্। ধাত্রী যবানিকা দারু কল্ক এষ প্রকল্পিতঃ॥ উদ্বর্ত্তনাদয়ং কল্কঃ কটুতৈলসমন্বিতঃ। কণ্ডূং পামাং হরত্যেব শীতপিত্তাদিকান্ গদান্॥ ১৪২—১৪৪॥

দদ্রুচিকিৎসা—কুষ্ঠং ক্রিমিঘ্নো দদ্রুঘ্নো নিশা সৈন্ধবসর্ষপাঃ। অম্লপিষ্টঃ প্রলেপোঽয়ং দদ্রুকুষ্ঠনিসূদনঃ॥ দূর্ব্বা মধা সৈন্ধবচক্রমর্দ্দকুঠেরকাঃ কাঞ্জিতক্রপিষ্টাঃ। ত্রিভিঃ প্রলেপৈরপি বদ্ধমূলং দদ্রুঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ বিনাশয়ন্তি *॥ গণ্ডালকাখ্যং তৃণমপি সিদ্ধার্থকশ্চ স্নুহীপত্রম্। ত্রয়মপি সমভাগং স্যাদেষাং দ্বিগুণস্তু দদ্রুঘ্নঃ॥ অষ্টগুণে গোতক্রে তানি প্রকৃতানি সন্দধ্যাৎ। দিবসত্রিতয়াদূর্দ্ধং সম্যঙ্‌নিষ্পেষয়েত্তানি॥ বস্ত্রোপলেন ঘৃষ্ট্বা চ দদ্রুমালেপয়েত্তেন। সপ্তাহাল্লেপোঽয়ং দদ্রুমচিরাদ্বিনাশয়তি॥ ১৪৫—১৪৯॥

অথ শ্বিত্রস্য চিকিৎসা—বিভীতকত্বঙ্মলয়ূজটানাং ক্বাথেন পীতং গুড়সংযুতেন। আবল্গুজং বীজমপাকরোতি শ্বিত্রাণি কৃচ্ছ্রাণ্যপি পুণ্ডরীকম্ *॥ কুড়বমবল্গুজবীজং হরিতালচতুর্থভাগসম্মিশ্রম্। মনঃশিলা তোলকার্দ্ধং গুঞ্জাফলমগ্নিমূলঞ্চ॥ মূত্রেণ গবাং পিষ্টং সবর্ণতাকারকং শ্বিত্রে॥ শ্বেতং কুষ্ঠং ব্রজত্যস্তং পক্ষার্দ্ধেনাধিকেন বা। গিরিকর্ণ্যাস্তু কৃষ্ণায়া মূলেন পরিলেপিতম্ *॥ ক্বাথঃ সবাকুচীচূর্ণো ধাত্রীখদিরসারয়োঃ। শঙ্খেন্দুকুন্দধবলং শ্বিত্রং সংসেবিতো হরেৎ॥ মথিতেন পিবেচ্চূর্ণং কাকোদুম্বর্য্যবল্গুজম্। তৈলাক্তো ঘর্ম্মসেবী স্যাত্তক্রাশী শ্বিত্রহৃদ্ভবেৎ *॥ ১৫০—১৫৪॥

সোমরাজীঘৃতম্—চতুঃপলং সোমরাজ্যাঃ খদিরস্য পলং তথা। পটোলমূলং ত্রিফলা ত্রায়মাণা দুরালভা॥ কল্কার্থং কটুকঞ্চাপি কার্ষিকান্ সূক্ষ্মপেষিতান্। পলদ্বয়ং কৌশিকস্য শুদ্ধস্যাত্র প্রদাপয়েৎ॥ সিদ্ধং সর্পিরিদং শ্বিত্রং হন্যাদস্তু ইবানলম্। অষ্টাদশানাং

* কুঠেরকঃ ববচী ইতি লোকে॥ ১৪৬॥ মলয়ূঃ কাকোডুম্বরিকা, অবল্গুজঃ সোমরাজী॥ ১৫০॥ গিরিকর্ণী নীলা অপরাজিতা॥ ১৫২॥ মথিতং নির্জ্জলং বিলোড়িতং দধি। তক্রং চতুর্থাংশজলযুতং বস্ত্রপূতং দধি॥ ১৫৪॥

কুষ্ঠানাং পরমস্বৈতদৌষধম্‌॥ সোমরাজীঘৃতং নাম নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা॥ লোকানামুপকারায় শ্বিত্রকুষ্ঠাদিরোগিণাম্‌॥ ১৫৫—১৫৮॥

ইতি কুষ্ঠাধিকারঃ।

অথ শীতপিত্তাধিকারঃ।

তত্র শীতপিত্তস্য বিপ্রকৃষ্টসন্নিকৃষ্টনিদানপূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ—শীতমারুতসম্পর্কাৎ প্রবৃদ্ধৌ কফমারুতৌ। পিত্তেন সহ সম্ভূয় বহিরন্তর্বিসর্পতঃ *॥ ১॥

পূর্ব্বরূপমাহ—পিপাসারুচিহৃল্লাসদেহসাদাঙ্গগৌরবম্‌। রক্তলোচনতা তেষাং পূর্ব্বরূপস্য লক্ষণম্‌॥ ২॥

শীতপিত্তস্য লক্ষণমাহ—বরটীদংষ্ট্রসংস্থানঃ শোথঃ সঞ্জায়তে বহিঃ। সকণ্ডূতোদবহুলশ্ছর্দ্দিজ্বরবিদাহবান্‌। বাতাধিকতমং বিদ্যাচ্ছীতপিত্তমিমং ভিষক্‌॥ ৩॥

উদর্দ্দস্য লক্ষণমাহ—সোৎসঙ্গৈশ্চ সরাগৈশ্চ কণ্ডূমদ্ভিশ্চ মণ্ডলৈঃ। শৈশিরঃ শ্লেষ্মবহুল উদর্দ্দ ইতি কীর্ত্তিতঃ *॥ ৪॥

কোঠোৎকোঠয়োর্লক্ষণমাহ—অসম্যগ্বমনোদীর্ণৈঃ পিত্তশ্লেষ্মান্ননিগ্রহৈঃ। মণ্ডলানি সকণ্ডূনি রাগবন্তি বহূনি চ॥ সানুবন্ধস্তু স প্রোক্তৈরুৎকোঠ ইতি কথ্যতে *॥ ৫॥

অথ শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠোৎকোঠচিকিৎসা—শীতপিত্তে তু বমনং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ। ত্রিফলাপুরকৃষ্ণাভির্বিরেকশ্চ প্রশস্যতে॥ অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন সেকশ্চোষ্ণেন বারিণা। ত্রিফলাং ক্ষৌদ্রসংযুক্তাং খাদেচ্চ নবকার্ষিকম্‌॥

নবকার্ষিকো যথা। ত্রিফলাপুরকৃষ্ণানাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা। গুটিকা শীতপিত্তার্শোভগন্দরবতাং হিতা॥ সিতাং ত্রিকটুসংযুক্তাং গুড়মামলকৈঃ সহ। যবানীং খাদয়েচ্চাপি সব্যোষক্ষারসংযুতাম্‌॥ আর্দ্রকস্য রসঃ পেয়ঃ পুরাণগুড়সংযুতঃ। শীতপিত্তাপহঃ শ্রেষ্ঠো বহ্নিমান্দ্যবিনাশনঃ॥ সিদ্ধার্থরজনীকল্কৈঃ প্রপুন্নাটতিলৈঃ সহ। কটুতৈলেন সংমিশ্রমেতদুদ্বর্ত্তনং হিতম্‌॥ সগুড়ং দীপ্যকং যস্তু খাদেৎ পথ্যান্নভুক্‌ নরঃ। তস্য নশ্যন্তি সপ্তাহাদুদর্দ্দঃ সর্ব্বদেহজঃ॥ ঘৃতং পীত্বা মহাতিক্তং শোণিতং মোক্ষয়েত্তথা। স্নিগ্ধস্বিন্নস্য সংশুদ্ধি-

---

* শীতমারুতসম্পর্কাৎ পিত্তেন স্বহেতুদুষ্টেন সম্ভূয় সঙ্গম্য বহিঃ ত্বচি অন্তঃরুধিরাদৌ বিসর্পতঃ প্রসরতঃ॥ ১॥ সোৎসঙ্গৈঃ মধ্যনিম্নৈঃ শৈশিরঃ শিশিরর্ত্তুভবঃ॥ ৪॥ স কোঠঃ॥ ৫॥

মাদৌ কোঠে সমাচরেৎ ॥ উৎকোঠে শুদ্ধদেহস্য কুষ্ঠঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্ ॥ নিম্বস্য পত্রাণি সদা ঘৃতেন ধাত্রীবিমিশ্রাণি নরঃ প্রযুঞ্জ্যাৎ। বিস্ফোটকণ্ডুক্রিমিশীতপিত্তমুদর্দ্দকোঠৌ চ কফঞ্চ হন্যাৎ ॥ ৬—১৪ ॥

আর্দ্রকখণ্ডম্—আর্দ্রকং প্রস্থমেকং স্যাদ্‌গোঘৃতং কুড়বদ্বয়ম্। গোদুগ্ধং প্রস্থযুগলন্তদর্দ্ধং শর্করা মতা ॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্। চিত্রকঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ মুস্তকং নাগকেশরম্ ॥ ত্বগেলাপত্রকর্চূরং প্রত্যেকং পলমাত্রকম্। বিধায় পাকং বিধিবৎ খাদেৎ তৎপলসম্মিতম্ ॥ ইদমার্দ্রকখণ্ডোঽয়ং প্রাতর্ভুক্তং ব্যপোহতি। শীতপিত্তমুদর্দ্দঞ্চ কোঠমুৎকোঠমেব চ ॥ যক্ষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ কাসং শ্বাসমরোচকম্। বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং শোথং কণ্ডুক্রিমীনপি ॥ দীপয়েদুদরে বহ্নিং বলং বীর্য্যঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ। বপুঃ পুষ্টিং প্রকুরুতে তস্মাৎ সেব্যমিদং সদা। ১৫—২০ ॥

ইতি শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠোৎকোঠাধিকারঃ।

অথ বিসর্পাধিকারঃ।

তত্র বিসর্পস্য বিপ্রকৃষ্টনিদানং সংখ্যানিরুক্তিঞ্চাহ—লবণাম্লকটূষ্ণাদিসেবনাদ্দোষকোপতঃ। বিসর্পঃ সপ্তধা জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বতঃ পরিসর্পণাৎ * ॥ ১ ॥

সপ্তধাত্বং বিবৃণোতি—বাতিকঃ পৈত্তিকশ্চৈব কফজঃ সান্নিপাতিকঃ। চত্বার এতে বীসর্পা বক্ষ্যন্তে দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ ॥ আগ্নেয়ো বাতপিত্তাভ্যাং গ্রন্থ্যাখ্যঃ কফবাতজঃ। যস্তু কর্দ্দমকো ঘোরঃ স পিত্তকফসম্ভবঃ ॥ ২। ৩ ॥

বিসর্পদোষদূষ্যাণ্যাহ—রক্তং লসীকাত্বঙ্মাংসং দূষ্যং দোষাস্ত্রয়ো মলাঃ। বিসর্পাণাং সমুৎপত্তৌ হেতবঃ সপ্তধাতবঃ *॥ ৪ ॥

বাতিকস্য লক্ষণমাহ—তত্র বাতাৎ পরীসর্পো বাতজ্বরসমব্যথঃ। শোফস্ফুরণনিস্তোদভেদায়ামার্ত্তিহর্ষবান্ * ॥ ৫ ॥

পৈত্তিকমাহ—পিত্তাদ্দ্রুতগতিঃ পিত্তজ্বরলিঙ্গোঽতিলোহিতঃ * ॥ ৬ ॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—কফাৎ কণ্ডূযুতঃ স্নিগ্ধঃ কফজ্বরসমানরুক্।

সান্নিপাতিকমাহ—সান্নিপাতসমুত্থশ্চ সর্ব্বরূপসমন্বিতঃ ॥ ৭ ॥

* আদিশব্দাচ্চরকোক্তহরিতশাকশিণ্ডাকীপ্রভৃতীনাং গ্রহণম্॥১॥ ত্রয়োমলাঃ বাতপিত্তকফাঃ দোষাঃ দূষকা ইত্যর্থঃ, অন্যথা দোষা মলা ইত্যত্র পুনরুক্তিদোষো লগিষ্যতে ॥ ৪ ॥ পরিসর্পঃ বিসর্পঃ বাতজ্বরসমব্যথঃ শিরোহৃদ্গাত্রোদরশূলাদিযুক্তঃ ভেদঃ বিদারণেনেব ব্যথা আয়ামঃ আকর্ষণেনেবব্যথা ॥ ৫ ॥ দ্রুতগতিঃ শীঘ্রপ্রসরণশীলঃ ॥ ৬ ॥

বাতপৈত্তিকমগ্নিবিসর্পমাহ—বাতপিত্তাজ্জ্বরচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতীসারতৃট্‌ভ্রমৈঃ। অস্থিভেদোঽগ্নিসদনতমকারোচকৈর্যুতঃ॥ করোতি সর্ব্বমঙ্গঞ্চ দীপ্তাঙ্গারাবকীর্ণবৎ। যং যং দেশং বিসর্পশ্চ বিসর্পতি ভবেৎ স সঃ *॥ শীতাঙ্গারাসিতো নীলো রক্তো বাশূপচীয়তে। অগ্নিদগ্ধ ইব স্ফোটৈঃ শীঘ্রগত্বাদ্দ্রুতঞ্চ সঃ *॥ মর্ম্মানুসারী বিসর্পঃ স্যাদ্বাতোঽতিবলস্ততঃ। ব্যথেতাঙ্গং হরেৎ সংজ্ঞাং নিদ্রাঞ্চ শ্বাসমীরয়েৎ *॥ হিধ্মাঞ্চ স গতোঽবস্থামীদৃশীং লভতে ন না। ক্বচিচ্ছর্ম্মারতিগ্রস্তো ভূমিশয্যাসনাদিষু *॥ চেষ্টমানস্ততঃ ক্লিষ্টো মনোদেহসমুদ্ভবাম্। দুষ্প্রবোধোঽশ্নুতে নিদ্রাং সোঽগ্নিবীসর্প উচ্যতে *॥ ৮—১৩॥

বাতশ্লৈষ্মিকং গ্রন্থিবিসর্পমাহ—কফেন রুদ্ধঃ পবনো ভিত্ত্বা তং বহুধা কফম্। রক্তং বৃদ্ধরক্তস্য ত্বক্‌শিরাস্নায়ুমাংসগম্ *॥ দূষয়িত্বা তু দীর্ঘাণাং বৃত্তস্থূলখরাত্মনাম্। গ্রন্থীনাং কুরুতে মালাং রক্তানাং তীব্ররুগ্‌জ্বরাম্॥ শ্বাসকাসাতিসারাংশ্চ শোষহিক্কাবমিভ্রমৈঃ। মোহবৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গাগ্নিসদনৈর্যুতঃ॥ ইত্যয়ং গ্রন্থিবীসর্পো বাতশ্লেষ্মপ্রকোপজঃ॥১৪—১৬॥

পিত্তশ্লৈষ্মিকং কর্দ্দমাখ্যং বিসর্পমাহ—কফপিত্তাজ্জ্বরস্তম্ভো নিদ্রাতন্দ্রাশিরোরুজাঃ। অঙ্গাবসাদবিক্ষেপপ্রলেপারোচকভ্রমাঃ॥ মূর্চ্ছাগ্নিহানির্ভেদোঽস্থ্নাং পিপাসেন্দ্রিয়গৌরবম্। আমোপবেশনং লেপঃ স্রোতসাং সচ সর্পতি *॥ প্রায়েণামাশয়ং গৃহ্ণন্নেকদেশং ন চাতিরুক্। পিড়কৈরবকীর্ণোঽতিপীতলোহিতপাণ্ডুরৈঃ *॥ স্নিগ্ধোঽসিতো মেচকাভো মলিনঃ শোফবান্ গুরুঃ। গম্ভীরপাকঃ প্রাজ্যোষ্মা স্পৃষ্টঃ ক্লিন্নোঽবদীর্য্যতে *॥ পঙ্কবচ্ছীর্ণমাংসশ্চ স্পষ্টস্নায়ুশিরাগণঃ। শবগন্ধী চ বীসর্পঃ কর্দ্দমাখ্যমুশন্তি তম্ *॥১৭—২১॥

ক্ষতজবিসর্পমাহ—বাহ্যহেতোঃ ক্ষতাৎ ক্রুদ্ধঃ সরক্তং পিত্তমীরয়ন্। বিসর্পং মারুতঃ কুর্য্যাৎ কুলত্থসদৃশৈশ্চিতম্॥ স্ফোটৈঃ শোথজ্বররুজাদাহাঢ্যং শ্যাবশোণিতম্ *॥ ২২। ২৩॥

উপদ্রবানাহ—জ্বরাতিসারৌ বমথুস্ত্বঙ্‌মাংসদরণক্লমাঃ। অরোচকাবিপাকৌ চ বিসর্পাণামুপদ্রবাঃ॥ ২৪॥

সাধ্যত্বাদিকমাহ—সিধ্যন্তি বাতকফপিত্তকৃতা বিসর্পাঃ সর্ব্বাত্মকঃ ক্ষতকৃতশ্চ ন সিদ্ধিমেতি। পিত্তাত্মকোঽঞ্জনবপুশ্চ ভবেদসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রাশ্চ মর্ম্মসু ভবন্তি হি সর্ব্ব এব *॥ ২৫॥

---

* স্ফোটৈঃ উপচীয়ত ইত্যন্বয়ঃ॥১০॥ মর্ম্মানুসারী উদরহৃদয়ানুসারী হরেৎ বিসর্প ইত্যন্বয়ঃ॥১১॥ হিধ্মাং হিক্কাম্ ঈরয়েৎ উপর্য্যুপরি প্রেরয়েৎ॥১২॥ মনোদেহসমুদ্ভবাং নিদ্রাং মরণরূপাম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি॥১৩॥ কফেন স্বহেতুদুষ্টেন পবনোঽপি স্বহেতুদুষ্টঃ তেনায়ং বাতশ্লৈষ্মিকঃ তং কফং বহুধা ভিত্ত্বা রক্তং বা দূষয়িত্বেত্যন্বয়ঃ ত্বগাদিকমিতি রক্তস্য বিশেষণম্॥ ১৪॥ স চ সর্পতি একদেশমিত্যন্বয়ঃ॥ ১৮॥ পিড়কৈঃ পিড়কাভিঃ অবকীর্ণঃ ব্যাপ্তঃ॥ ১৯॥ অসিতঃ কৃষ্ণঃ মেচকঃ রুক্ষকৃষ্ণঃ প্রাজ্যোষ্মা প্রচুরোষ্মা স্পৃষ্টঃ ক্লিন্নোঽবদীর্য্যতে স্পৃষ্টঃ সন্নার্দ্রোভবতি বিদীর্য্যতে॥২০॥ পঙ্কত্বক্ কর্দ্দমবর্ণাত্বক্ যত্র সঃ শীর্ণমাংসঃ গলিতমাংসঃ অতএব স্পষ্টস্নায়ুশিরাগণঃ॥ ২১॥ বাহ্যহেতোঃ শস্ত্রপ্রহারব্যালদন্তনখাত্মাগন্তুহেতোঃ শ্যাবশোণিতং কৃষ্ণবর্ণরক্তম্॥২৩॥ পিত্তাত্মকোঽঞ্জনবপুঃ পিত্তজঃ স চ কজ্জলবর্ণঃ সর্ব্ব এব সাধ্যা অপি॥ ২৫॥

অথ বিসর্পচিকিৎসা—বিরেকবমনালেপসেচনাস্রবিমোক্ষণৈঃ। উপাচরেদ্‌যথাদোষং বিসর্পানবিদাহিভিঃ॥ রাস্না নীলোৎপলং দারু চন্দনং মধুকং বলা। ঘৃতক্ষীরযুতো লেপো বাতবীসর্পনাশনঃ *॥ কশেরুশৃঙ্গাটকপদ্মগুন্দ্রৈঃ সশৈবলৈঃ সোৎপলকর্দ্দমৈশ্চ। বস্ত্রান্তরৈঃ পিত্তকৃতে বিসর্পে লেপো বিধেয়ঃ সঘৃতঃ সুশীতঃ॥ ত্রিফলাপদ্মকোশীরসমঙ্গাকরবীরকম্। নলমূলমনন্তা চ লেপঃ শ্লেষ্মবিসর্পকে *॥ বাতপিত্তপ্রশমনমগ্নিবীসর্পণে হিতম্। বাতশ্লেষ্মহরং কর্ম্ম গ্রন্থিবীসর্পণে হিতম্॥ পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনং হিতং কর্দ্দমসংজ্ঞকে। ত্রিদোষজে ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ বিসর্পে ত্রিতয়াপহম্॥ ২৬—৩১॥

দশাঙ্গো লেপঃ—শিরীষযষ্টীনতচন্দনৈলামাংসীহরিদ্রাদ্বয়কুষ্ঠবালৈঃ। লেপো দশাঙ্গঃ সঘৃতঃ প্রযোজ্যো বিসর্পকুষ্ঠজ্বরশোথহারী *॥ ৩২॥ ইতি দশাঙ্গো লেপঃ।

পরিষেকঃ প্রলেপাশ্চ শস্যন্তে পঞ্চবল্কলৈঃ। পদ্মকোশীরমধুকৈশ্চন্দনৈর্ব্বা বিসর্পণে॥ ভূনিম্ববাসাকটুকাপটোলীফলত্রয়ং চন্দননিম্বসিদ্ধঃ। বিসর্পদাহজ্বরশোথকণ্ডুবিস্ফোটতৃষ্ণাবমিহৃৎ কষায়ঃ॥ কুষ্ঠেষু যানি সর্পীংষি ব্রণেষু বিবিধেষু চ। বিসর্পে তানি যোজ্যানি সেকালেপনভোজনৈঃ॥ ৩৩—৩৫॥

করঞ্জতৈলম্—করঞ্জসপ্তচ্ছদলাঙ্গলীকস্নুহ্যর্কদুগ্ধানলভৃঙ্গরাজৈঃ। তৈলং নিশামূত্রবিষৈর্বিপক্কং বিসর্পবিস্ফোটবিচর্চ্চিকাঘ্নম্॥ ৩৬॥ ইতি করঞ্জ-তৈলম্।

কুষ্ঠাময়স্ফোটমসূরিকোক্ত-চিকিৎসয়াপ্যাশু হরেদ্বিসর্পান্। সর্ব্বান্ বিপক্বান্ পরিশোধ্য ধীমান্ ব্রণক্রমেণোপচরেদ্‌যথোক্তম্॥ ৩৭॥

ইতি বীসর্পাধিকারঃ।



অথ স্নায়ুরোগাধিকারঃ

তত্র স্নায়ুরোগস্য বিপ্রকৃষ্টনিদানলক্ষণম্—শাখাসু কুপিতো দোষঃ শোথং কৃত্বা বিসর্পবৎ। ভিত্ত্বৈব তং ক্ষতে তত্র সোষ্মমাংসং বিশোষ্য চ॥ কুর্য্যাত্তন্তুনিভং সূত্রং তৎ পিণ্ডৈস্তক্রশক্তুজৈঃ। শনৈঃ শনৈঃ ক্ষতাদ্‌যাতি ছেদাত্তৎ কোপমাবহেৎ॥ তৎপাতাচ্ছোথশান্তিঃ স্যাৎ পুনঃ স্থানান্তরে ভবেৎ। স স্নায়ু ইতি বিখ্যাতঃ ক্রিয়োক্তাত্র বিসর্পবৎ॥ বাহ্বোর্যদি প্রমাদেন ত্রুট্যতে জঙ্ঘয়োরপি। সঙ্কোচং খঞ্জতাঞ্চাপি ছিন্নো নূনং করোত্যসৌ॥১--৪॥

অথ স্নায়ুরোগস্য চিকিৎসা—স্নেহস্বেদপ্রলেপাদি কর্ম্ম কুর্য্যাদ্‌ যথোচিতম্। রামঠং শীততোয়েন পীতং স্নায়ুকরোগনুৎ॥ স্বেদাৎ স্নায়ুকমত্যুগ্রং ভেকঃ কাঞ্জিকসাধিতঃ।

* চন্দনমত্ররক্তং প্রযোজ্যম্॥ ২৭॥ সমঙ্গা লজ্জালু॥২৯॥ নতং তগরম্ চন্দনং রক্তং গ্রাহ্যম্॥ ৩২॥

তদ্বদ্ বব্বূলজং বীজং পিষ্টং হন্তি প্রলেপনাৎ ॥ গব্যং সর্পিঃ ত্র্যহং পীত্বা নির্গুণ্ডীস্বরসং ত্র্যহম্। পিবেৎ স্নায়ুকমত্যুগ্রং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ ॥ মূলং সুষব্যা হিমবারিপিষ্টং পানাদিদং তন্তুকরোগমুগ্রম্। শান্তিং নয়েৎ সব্রণমাশু পুংসাং গন্ধর্ব্বগন্ধেন ঘৃতেন পীত্বা * ॥ অতিবিষমুস্তকভার্গীবিশ্বৌষধপিপ্পলীবিভীতক্যঃ। চূর্ণমিদং তন্তুঘ্নং পুংসামুষ্ণেন বারিণা পীতম্ ॥ শিগ্রুমূলদলৈঃ পিষ্টৈঃ কাঞ্জিকেন সসৈন্ধবৈঃ। লেপনং স্নায়ুকব্যাধেঃ শমনং পরমং মতম্ ॥ অহিংস্রমূলকল্কেন তোয়পিষ্টেন যত্নতঃ। লেপসম্বন্ধনাত্তন্তুর্নিঃসরেন্নৈব সংশয়ঃ ॥ ৫—১১ ॥

ইতি স্নায়ুরোগাধিকারঃ।

অথ বিস্ফোটকাধিকারঃ।

তত্র বিস্ফোটকস্য বিপ্রকৃষ্টনিদানপূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ—কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরূক্ষক্ষারৈরজীর্ণাধ্যশনাতপৈশ্চ। তথর্ত্তুদোষেণ বিপর্য্যয়েণ কুপ্যন্তি দোষাঃ পবনাদয়স্তু * ॥ ত্বচমাশ্রিত্য তে রক্তং মাংসাস্থীনি প্রদূষ্য চ। ঘোরান্ কুর্ব্বন্তি বিস্ফোটান্ সর্ব্বান্ জ্বরপুরঃসরান্ * ॥ ১—২ ॥

পূর্ব্বরূপমাহ—অগ্নিদগ্ধা ইব স্ফোটাঃ সজ্বরা রক্তপিত্তজাঃ। ক্বচিৎ সর্ব্বত্র বা দেহে বিস্ফোটা ইতি তে স্মৃতাঃ * ॥ ৩ ॥

বাতকমাহ—শিরোরুক্ শূলভূয়িষ্ঠং জ্বরস্তৃট্ পর্ব্বভেদনম্। সকৃষ্ণবর্ণতা চেতি বাতবিস্ফোটলক্ষণম্ ॥ * ৪ ॥

পৈত্তিকমাহ—জ্বরদাহরুজাপাকস্রাবতৃষ্ণাসমন্বিতম্। পীতলোহিতবর্ণঞ্চ পিত্তবিস্ফোটলক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—ছর্দ্দ্যরোচকজাড্যানি কণ্ডূকাঠিন্যপাণ্ডুতাঃ। যস্মিন্নরুক্ চিরাৎ পাকঃ স বিস্ফোটঃ কফাত্মকঃ * ॥ ৬ ॥

কফপৈত্তিকমাহ—কণ্ডূর্দ্দাহো জ্বরশ্ছর্দ্দিরেতৈশ্চ কফপৈত্তিকঃ ॥ ৭ ॥

বাতপিত্তজমাহ—বাতপিত্তকৃতো যস্তু তত্র স্যাত্তীব্রবেদনা ॥

---

* গন্ধর্ব্বগন্ধেন গন্ধর্ব্বগন্ধোঽস্যাস্তীতি স গন্ধর্ব্বগন্ধঃ অশ্বগন্ধঃ তেন ॥ ৮ ॥ ঋতুদোষেণ ঋতুহেতুকশীতোষ্ণাদীনামতিযোগেন বিপর্য্যয়েণ ঋতুচিতাহারবিহারবৈপরীত্যেন ॥১॥ ত্বচমাশ্রিত্য ত্বচি বিস্ফোটান্ কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, জ্বরপুরঃসরান্ জ্বরপূর্ব্বান্ ॥ ২ ॥ রক্তপিত্তজাঃ এতেন সর্ব্বেষু বিস্ফোটকেষু রক্তপিত্তয়োঃ প্রধানকারণত্বম্ যথা শূলেষু বাতস্য তথা বাতানুগতিরপি বোদ্ধব্যা, তথা চ ভোজঃ "যদা রক্তঞ্চ পিত্তঞ্চ বাতেনানুগতং ত্বচি। অগ্নিদগ্ধনিভান্ স্ফোটান্ কুরুতঃ সর্ব্বদেহগান্" ॥ ৩ ॥ শূলং তোদরূপম্ ॥ ৪ ॥ জাড্যম্ জড়ত্বমঙ্গানাম্ ॥ ৬ ॥

বাতশ্লৈষ্মিকমাহ—কণ্ডূস্তৈমিত্যগুরুভির্জ্জানীয়াৎ কফবাতিকম্ ॥ ৮ ॥

সান্নিপাতিকমাহ—মধ্যে নিম্নোন্নতান্তশ্চ কঠিনঃ স্বল্পপাকবান্। দাহরাগতৃষা-মোহচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছারুজাজ্বরাঃ। প্রলাপো বেপথুস্তন্দ্রা সোঽসাধ্যশ্চ ত্রিদোষজঃ * ॥ ৯ ॥

রক্তজমাহ—বেদিতব্যাশ্চ রক্তেন পৈত্তিকেন চ হেতুনা। গুঞ্জাফলসমা রক্তা রক্ত-স্রাবা বিদাহিনঃ। ন তে সিদ্ধিং সমায়ান্তি সিদ্ধৈর্যোগশতৈরপি * ॥ ১০ ॥

বিস্ফোটকানাহ—এতে চাষ্টবিধা বাহ্যা আন্তরোঽপি ভবেদয়ম্। তস্মিন্নন্তর্ব্যথা তীব্রা জ্বরযুক্তাভিজায়তে ॥ যস্মিন্ বহির্গতে স্বাস্থ্যং ন বা তস্য বহির্গতিঃ। তত্র বাতিক-বিস্ফোটক্রিয়া কার্য্যা বিজানতা ॥ ১১ । ১২ ॥

উপদ্রবানাহ—তৃট্শ্বাসমাংসসঙ্কোথদাহহিক্কামদজ্বরাঃ। বিসর্পমর্ম্মসংরোধামুক্তা উপদ্রবাঃ * ॥ ১৩ ॥

বিস্ফোটোপদ্রবাণাং কেচিল্লক্ষণান্তরং পঠন্তি—হিক্কা শ্বাসোঽরুচিস্তৃষ্ণা সাঙ্গমর্দ্দো হৃদি ব্যথা। বিসর্পজ্বরহৃল্লাসা বিস্ফোটানামুপদ্রবাঃ ॥ ১৪ ॥

সাধ্যত্বাদিকমাহ—একদোষোত্থিতঃ সাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো দ্বিদোষজঃ। সর্ব্বরূপা-ন্বিতো ঘোরো হ্যসাধ্যো ভূর্য্যুপদ্রবঃ ॥ ১৫ ॥

অথ বিস্ফোটস্য চিকিৎসা—বিস্ফোটে লঙ্ঘনং কার্য্যং বমনং পথ্যভোজনম্। যথা দোষবলং বীক্ষ্য যুক্তমুক্তং বিরেচনম্ ॥ জীর্ণশালিযবামুদ্গামসূরাশ্চাঢ়কী তথা। এতান্য-ন্নানি বিস্ফোটে হিতানি মুনয়োঽব্রুবন্ ॥ দ্বে পঞ্চমূল্যৌ রাস্না চ দার্ব্ব্যুশীরং দুরালভা। গুড়ূচী ধান্যকং মুস্তং এষাং ক্বাথং পিবেন্নরঃ। বিস্ফোটান্নাশয়ত্যাশু সমীরণনিমিত্তকান্ ॥ দ্রাক্ষা-কাশ্মর্য্যখর্জ্জূরপটোলারিষ্টবাসকৈঃ। কটুকালাজদুঃস্পর্শৈঃ সিতাযুক্তং তু পৈত্তিকে ॥ ভূনিম্ব-বচাবাসাত্রিফলেন্দ্রজবৎসকৈঃ। পিচুমর্দ্দপটোলাভ্যাং কফজে মধুযুক্ শৃতম্ ॥ কিরাত তিক্তকারিষ্টযষ্ট্যাহ্বাম্বুদবাসকৈঃ। পটোলপর্পটোশীরত্রিফলাকৌটজান্বিতৈঃ। ক্বথিতৈ-র্দ্বাদশাঙ্গস্তু সর্ব্ববিস্ফোটনাশনম্ ॥ বিস্ফোটব্যাধিনাশায় তণ্ডুলাম্বুপ্রযোজিতৈঃ। বীজৈঃ কুটজবৃক্ষস্য লেপঃ কার্য্যো বিজানতা ॥ ছিন্নাপটোলভূনিম্ববাসকারিষ্টপর্পটৈঃ। খদিরাব্দ-যুতৈঃ ক্বাথো হন্তি বিস্ফোটকজ্বরম্ ॥ চন্দনং নাগপুষ্পঞ্চ সারিবা তণ্ডুলীয়কম্। শিরীষবল্কলং জাতীলেপঃ স্যাদ্দাহনাশনঃ ॥ উৎপলং চন্দনং লোধ্রমুশীরং সারিবাদ্বয়ম্। জলপিষ্টেন লেপেন স্ফোটদাহার্ত্তিনাশনম্ ॥ পুত্রজীবস্য মজ্জানং জলে পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ। কাল-স্ফোটং বিস্ফোটঞ্চ সদ্যো হন্তি সবেদনম্ ॥ কক্ষগ্রন্থিং গলগ্রন্থিং কর্ণগ্রন্থিং চ নাশয়েৎ। হন্যাচ্চ স্ফোটকং তাম্রং পুত্রজীবো বিনাশয়েৎ ॥ ১৬—২৮ ॥

ইতি বিস্ফোটকাধিকারঃ।

---

* মোহঃ বিপরীতং জ্ঞানম্ মূর্চ্ছা সর্ব্বথা জ্ঞানশূন্যতা ॥ ৯ ॥ পৈত্তিকেন হেতুনা পিত্তস্য হেতুনা কট্বাদিনা রক্তপিত্তস্য তুল্যত্বাৎ সিদ্ধযোগশতৈরপি তে সিদ্ধিং ন সমায়ান্তি ॥ ১০ ॥ মাংসসঙ্কোথঃ মাংসস্য শঠিতত্বং মর্ম্মসংরোধঃ মর্ম্মব্যথা ॥ ১৩ ॥



অথ ফিরঙ্গাধিকারঃ।

ফিরঙ্গসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধিবিশারদৈঃ॥ ১॥

বিপ্রকৃষ্টনিদানমাহ—গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্। ফিরঙ্গিণোঽঙ্গসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গতঃ *॥ ব্যাধিরাগন্তুজো হ্যেষ দোষানামত্র সংক্রমঃ। ভবেত্তং লক্ষয়েত্তেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরঃ॥ ২। ৩॥

রূপমাহ—ফিরঙ্গস্ত্রিবিধো জ্ঞেয়ো বাহ্য আভ্যন্তরস্তথা। বহিরন্তর্ভবশ্চাপি তেষাং লিঙ্গানি চ ব্রুবে॥ তত্র বাহ্যঃ ফিরঙ্গঃ স্যাদ্বিস্ফোটসদৃশোঽল্পরুক্। স্ফুটিতো ব্রণবদ্বেদ্যঃ সুখসাধ্যোঽপি স স্মৃতঃ॥ সন্ধিস্বাভ্যন্তরঃ স স্যাদামবাত ইব ব্যথাম্। শোথঞ্চ জনয়েদেষ কষ্টসাধ্যো বুধৈঃ স্মৃতঃ॥ ৪—৬॥

উপদ্রবানাহ—কার্শ্যং বলক্ষয়ো নাসাভঙ্গো বহ্নেশ্চ মন্দতা। অস্থিশোষোঽস্থিবক্রত্বং ফিরঙ্গোপদ্রবা অমী॥ ৭॥

সাধ্যত্বাদিকমাহ—বহির্ভবো ভবেৎ সাধ্যো নবীনো নিরুপদ্রবঃ। আভ্যন্তরস্তু কষ্টেন সাধ্যঃ স্যাদয়মাময়ঃ॥ বহিরন্তর্ভবো জীর্ণঃ ক্ষীণস্যোপদ্রবৈর্যুতঃ। ব্যাপ্তো ব্যাধিরসাধ্যোঽয়মিত্যাহুর্মুনয়ঃ পুরা॥ ৮। ৯॥ ইতি ফিরঙ্গনিদানম্।

অথ ফিরঙ্গস্য চিকিৎসা—কর্পূররসঃ ফিরঙ্গসংজ্ঞকং রোগং রসকর্পূরসংজ্ঞকঃ। অবশ্যং নাশয়েদেতদূচুঃ পূর্ব্বচিকিৎসকাঃ॥ লিখ্যতে রসকর্পূরপ্রাশনে বিধিরুত্তমঃ। অনেন বিধিনা খাদেন্মুখে শোথং ন বিন্দতি॥ গোধূমচূর্ণং সন্নীয় বিদধ্যাৎ সূক্ষ্মকূপিকাম্। তন্মধ্যে নিঃক্ষিপেৎ সূতং চতুর্গুঞ্জামিতং ভিষক্॥ ততস্তু গুটিকাং কুর্য্যাদ্যথা ন দৃশ্যতে বহিঃ। সূক্ষ্মচূর্ণে লবঙ্গস্য তাং বটীমবধূলয়েৎ॥ দন্তস্পর্শো যথা ন স্যাৎ তথা তামম্ভসা গিলেৎ। তাম্বূলং ভক্ষয়েৎ পশ্চাচ্ছাকাম্ললবণান্ ত্যজেৎ॥ শ্রমমাতপমধ্বানং বিশেষাৎ স্ত্রীনিষেবণম্॥ ১০—১৪॥

সপ্তসালিবটী—পারদষ্টঙ্কমানঃ স্যাৎ খদিরষ্টঙ্কসংমিতঃ। আকারকরভশ্চাপি গ্রাহ্যষ্টঙ্কদ্বয়োন্মিতঃ॥ টঙ্কত্রয়োন্মিতং ক্ষৌদ্রং খল্বে সর্ব্বং বিনিঃক্ষিপেৎ। সংমর্দ্দ্য তস্য সর্ব্বস্য কুর্য্যাৎ সপ্তবটীর্ভিষক্॥ স রোগী ভক্ষয়েৎ প্রাতরেকৈকামম্বুনা বটীম্। বর্জ্জয়েদম্লং লবণং ফিরঙ্গস্তস্য নশ্যতি॥ ১৫—১৭॥

ধূমপ্রয়োগঃ—পারদঃ কর্ষমাত্রঃ স্যাত্তাবানেব হি গন্ধকঃ। তণ্ডুলাশ্চাক্ষমাত্রাঃ

---

* ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গত ইতি বিশেষার্থম্॥ ২॥

স্যাৱেষাং কুর্ব্বীত কজ্জলীম্॥ তস্যাঃ সপ্তবটীঃ কুর্য্যাত্তাভির্ধূমং প্রয়োজয়েৎ। দিনানি সপ্ত তেন স্যাৎ ফিরঙ্গান্তো ন সংশয়ঃ॥ ১৮। ১৯॥ ইতি ধূমপ্রয়োগঃ।

পীতপুষ্পবলাপত্ররসৈষ্টঙ্কমিতং রসম্। হস্তাভ্যাং মর্দ্দয়েত্তাবদ্যাবৎ সূতো ন দৃশ্যতে॥ ততঃ সংস্বেদয়েদ্ধস্তাবেবং বাসরসপ্তকম্। ত্যজেল্লবণমম্লঞ্চ ফিরঙ্গস্তস্য নশ্যতি॥ চূর্ণয়েন্নিম্বপত্রাণি পথ্যা নিম্বাষ্টমাংশিকা। ধাত্রী চ তাবতী রাত্রী নিম্বষোড়শভাগিকা॥ শাণমানমিদং চূর্ণমশ্নীয়াদম্ভসা সহ। ফিরঙ্গং নাশয়ত্যেব বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা॥ চোপচিনিভবং চূর্ণং শাণমানং সমাক্ষিকম্। ফিরঙ্গব্যাধিনাশায় ভক্ষয়েল্লবণং ত্যজেৎ॥ লবণং যদি বা ত্যক্তুং ন শক্নোতি যদা জনঃ। সৈন্ধবং স হি ভুঞ্জীত মধুরং পরমং হিতম্॥ পারদঃ কর্ষমাত্রঃ স্যাৎ তাবন্মাত্রং তু গন্ধকম্। তাবন্মাত্রস্তু খদিরস্তেষাং কুর্য্যাৎ তু কজ্জলীম্॥ রজনী কেশরং ক্রুটৌ জীরযুগং যবানিকা। চন্দনদ্বিতয়ং কৃষ্ণা বাংশী মাংসী চ পত্রকম্॥ অর্দ্ধকর্ষমিতং সর্ব্বং চূর্ণয়িত্বা চ নিক্ষিপেৎ। তৎ সর্ব্বং মধুসর্পির্ভ্যাং দ্বিপলাভ্যাং পৃথক্ পৃথক্॥ মর্দ্দয়েদথ তৎ খাদেদর্দ্ধকর্ষমিতং নরঃ। ব্রণঃ ফিরঙ্গরোগোত্থস্তস্যাবশ্যং বিনশ্যতি॥ অন্যোঽপি চিরজাতোঽপি প্রশাম্যতি মহাব্রণঃ। এতদ্ভক্ষয়তঃ শোথো মুখস্যাপ্তুর্ন জায়তে। বর্জ্জয়েদত্র লবণমেকবিংশতিবাসরান্॥ ২০—৩০॥ ইতি ফিরঙ্গরোগাধিকারঃ।

অথ মসূরিকানিদানম্।

মসূরিকাণাং বিপ্রকৃষ্টসন্নিকৃষ্টনিদানপূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ—কট্বম্ললবণক্ষারবিরুদ্ধাধ্যশনাশনৈঃ। দুষ্টনিষ্পাবশাকাদ্যৈঃ প্রদুষ্টপবনোদকৈঃ *॥ ক্রূরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষাঃ সমুদ্ধতাঃ। জনয়ন্তি শরীরেঽস্মিন্ দুষ্টরক্তেন সংগতাঃ। মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ পিড়কাস্তা মসূরিকাঃ *॥ ১। ২॥

পূর্ব্বরূপমাহ—তাসাং পূর্ব্বং জ্বরঃ কণ্ডুর্গাত্রভঙ্গোঽরতির্ভ্রমঃ। ত্বচি শোথঃ সবৈবর্ণ্যো নেত্ররাগস্তথৈব চ॥ ৩॥

বাতজমাহ—স্ফোটাঃ কৃষ্ণারুণা রুক্ষাস্তীব্রবেদনয়ান্বিতাঃ। কঠিনাশ্চিরপাকাশ্চ

---

* ক্ষারঃ যবক্ষারাদিঃ বিরুদ্ধাধ্যশনাশনৈঃ কট্বম্লাদিবিরুদ্ধান্নাশনৈঃ অথচ অধ্যশনাশনম্ অধিকমশনমধ্যশনম্। দুষ্টনিষ্পাবশাকাদ্যৈঃ দুষ্টৈর্নিষ্পাবশাকমাষশব্দান্নধ্বালুকাদিকৈঃ। প্রদুষ্টপবনোদকৈঃ সবিষকুসুমাদিসংসর্গাৎ॥ ১॥ ক্রূরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দেশে ক্রূরগ্রহা রাহুশনৈশ্চরাদয়স্তেষামীক্ষণাদ্দৃষ্টেঃ, যস্মিন্ দেশে ক্রূরগ্রহদৃষ্টিস্তত্রাপি মসূরিকোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ মসূরস্য যা আকৃতিস্তদ্বৎসংস্থান মাকৃতির্যাসাং তাঃ॥ ২॥

ভবন্ত্যনিলসম্ভবাঃ ॥ সন্ধ্যস্থিপর্ব্বণাং ভেদঃ কাসঃ কম্পোঽরতির্ভ্রমঃ। শোষস্তাল্বোষ্ঠজিহ্বানাং তৃষ্ণা চারুচিসংযুতা ॥ ৪। ৫ ॥

পৈত্তিকমাহ—রক্তাঃ পীতাঃ সিতাঃ স্ফোটাঃ সদাহাস্তীব্রবেদনাঃ। ভবন্ত্যচিরপাকাশ্চ পিত্তকোপসমুদ্ভবাঃ ॥ ৬ ॥

রক্তজামাহ—বিড়্ভেদশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ দাহস্তৃষ্ণারুচিস্তথা। মুখপাকোঽক্ষিরাগশ্চ জ্বরস্তীব্রঃ সুদারুণঃ ॥ রক্তজাসু ভবন্ত্যেতে বিকারাঃ পিত্তলক্ষণাঃ ॥ ৭ ॥

কফজামাহ—শ্বেতাঃ স্নিগ্ধা ভৃশং স্থূলাঃ কণ্ডুরা মন্দবেদনাঃ। মসূরিকাঃ কফোদ্ভূতাশ্চির পাকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ কফপ্রসেকঃ স্তৈমিত্যং শিরোরুগ্‌গাত্রগৌরবম্। হৃল্লাসঃ সারুচির্নিদ্রাতন্দ্রালস্যসমন্বিতাঃ ॥ ৮। ৯ ॥

সান্নিপাতিকামাহ—নীলাশ্চিপিটবিস্তীর্ণা মধ্যে নিম্না মহারুজঃ। পূতিস্রাবাশ্চিরাৎপাকাঃ প্রভূতাঃ সর্ব্বদোষজাঃ ॥ ১০ ॥

অথ সপ্তধাতুগতাঃ। তত্র রসস্থামাহ----মসূরিকাস্ত্বচং প্রাপ্তা স্তোয়বুদ্বুদসন্নিভাঃ। স্বল্পদোষাঃ প্রজায়ন্তে ভিন্নাস্তোয়ং স্রবন্তি চ * ॥ ১১ ॥

রক্তস্থামাহ—রক্তস্থা লোহিতাকারাঃ শীঘ্রপাকাস্তনুত্বচঃ। সাধ্যা নাত্যর্থদুষ্টাস্তু ভিন্না রক্তং স্রবন্তি চ * ॥ ১২ ॥

মাংসস্থামাহ—মাংসস্থাঃ কঠিনাঃ স্নিগ্ধাঃ চিরপাকা ঘনত্বচঃ। গাত্রশূলাঽনিশং কণ্ডূমূর্চ্ছাদাহতৃষান্বিতাঃ ॥ ১৩ ॥

মেদঃস্থামাহ—মেদোজা মণ্ডলাকারা মৃদবঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ। ঘোরজ্বরপরীতাশ্চাস্থূলাঃ স্নিগ্ধাঃ সবেদনাঃ। সম্মোহাঽরতিসন্তাপাঃ কশ্চিদাভ্যো বিনিস্তরেৎ ॥ ১৪ ॥

অস্থিমজ্জাগতমাহ—ক্ষুদ্রা গাত্রসমা রুক্ষাশ্চিপিটাঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ। মজ্জোত্থভৃশসম্মোহা বেদনারতিসংযুতাঃ * ॥ ভ্রমরেণেব বিদ্ধানি কুর্ব্বন্ত্যস্থীনি সর্ব্বতঃ। ছিন্দন্তি মর্ম্মধামানি প্রাণানাশু হরন্তি চ * ॥ ১৫। ১৬ ॥

শুক্রগতা আহ-- পক্কাভাঃ পিড়কাঃ স্নিগ্ধাঃ শ্লক্ষ্ণাশ্চাত্যর্থবেদনাঃ। স্তৈমিত্যাঽরতিসংমোহদাহোন্মাদসমন্বিতাঃ * ॥ শুক্রগায়াং মসূর্য্যাস্তু লক্ষণানি ভবন্তি হি। নির্দ্দিষ্টং কেবলং চিহ্নং জীবনং ন তু দৃশ্যতে * ॥ দোষমিশ্রাস্তু সপ্তৈতা দ্রষ্টব্যা দোষলক্ষণৈঃ * ॥ ১৭। ১৮ ॥

---

* ত্বচং প্রাপ্তাঃ ত্বচ্ছব্দেনাত্র রস উচ্যতে, রসাশ্রয়ত্বাৎ ॥ ১১ ॥ সাধ্যা রক্তস্থা ইত্যর্থঃ নাত্যর্থদুষ্টাস্তু অত্যর্থং দুষ্টশোণিতাঃ পুনর্ন সাধ্যাঃ কিন্তু কষ্টসাধ্যাঃ ॥ ১২ ॥ গাত্রসমাঃ গাত্রতুল্যবর্ণাঃ চিপিটাঃ চিপিটাকারাঃ মজ্জাগ্রহণেনাস্থ্নোঽপি গ্রহণং তদাধারত্বাৎ অতএবাগ্রে "ভ্রমরেণেব বিদ্ধানি কুর্ব্বন্ত্যস্থীনি সর্ব্বত ইতি" ॥ ১৫ ॥ মর্ম্মধামানি মর্ম্মস্থানানি ॥ ১৬ ॥ পক্কাভাঃ পক্কাকারা ন তু পক্কাঃ, শ্লক্ষ্ণাঃ কোমলাঃ ॥ ১৭ ॥ নির্দ্দিষ্টং কেবলং চিহ্নং ন ত্বস্যাশ্চিকিৎসা যুক্তা, যতো জীবনং ন দৃশ্যতে ॥ সপ্তাপ্যেতা দোষহেতুং বিনা ন ভবন্তি, দোষমন্তরেণ রসাদিদুষ্টেরসম্ভবাদিত্যত আহ দোষমিশ্রা ইতি ॥ ১৮ ॥

চর্ম্মজা আহ—কণ্ঠরোধোঽরুচিস্তম্ভ-প্রলাপাঽরতিসংযুতাঃ। দুশ্চিকিৎস্যাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ পিড়কাশ্চর্ম্মসংজ্ঞিতাঃ ॥ ১৯ ॥

রোমান্তিকামাহ—রোমকূপোন্নতিসমা রাগিণ্যঃ কফপিত্তজাঃ। কাসারোচকসংযুক্তা রোমাঞ্চজ্বরপূর্ব্বিকাঃ ॥ ২০ ॥

সাধ্যত্বমাহ—ত্বগ্‌গতা রক্তজাশ্চৈব পিত্তজাঃ শ্লেষ্মজাস্তথা। শ্লেষ্মপিত্তকৃতাশ্চৈব সুখসাধ্যা মসূরিকাঃ। এতা বিনাপি ক্রিয়য়া প্রশাম্যন্তি শরীরিণাম্ * ॥ ২১ ॥

কষ্টসাধ্যতমাঃ প্রাহ—বাতজা বাতপিত্তোত্থা বাতশ্লেষ্মকৃতাশ্চ যাঃ। কষ্টসাধ্যতমাস্তস্মাদ্‌যত্নাদেতা উপাচরেৎ ॥ ২২ ॥

অসাধ্যাঃ প্রাহ—অসাধ্যাঃ সন্নিপাতোত্থাস্তাসাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্। প্রবালসদৃশাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিজ্জম্বুফলোপমাঃ * ॥ লোহজালসমাঃ কাশ্চিদতসীফলসন্নিভাঃ। আসাং বহুবিধা বর্ণা জায়ন্তে দোষভেদতঃ * ॥ ২৩।২৪ ॥

অপরাশ্চাসাধ্যাঃ প্রাহ—কাসো হিক্কা প্রমেহশ্চ জ্বরস্তীব্রঃ সুদারুণঃ। প্রলাপারতিমূর্চ্ছাশ্চ তৃষ্ণা দাহোঽতিঘূর্ণতা * ॥ মুখেন প্রস্রবেদ্রক্তং তথা ঘ্রাণেন চক্ষুষা। কণ্ঠে ঘুর্ঘুরকং কৃত্বা শ্বসিত্যত্যর্থদারুণম্। মসূরিকাভিভূতস্য যস্যৈতানি ভিষগ্বরৈঃ। লক্ষণানাহ দৃশ্যন্তে ন দেয়ং তস্য ভেষজম্ ॥ ২৫।২৭ ॥

অরিষ্টমাহ—মসূরিকাভিভূতো যো ভৃশং ঘ্রাণেন নিঃশ্বসেৎ। স ভৃশং ত্যজতি প্রাণান্ তৃষ্ণাবান্ বায়ুদূষিতঃ * ॥ ২৮ ॥

মসূরিকাহেতুকং শোথবিশেষমাহ—মসূরিকান্তে শোথঃ স্যাৎ কূর্পরে মণিবন্ধকে। তথাংসফলকে বাপি দুশ্চিকিৎস্যঃ সুদারুণঃ * ॥ কাশ্চিদ্বিনাপি যত্নেন সিধ্যন্ত্যাশু মসূরিকাঃ। দৃষ্টাঃ কৃচ্ছ্রতরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ সিদ্ধন্তি বা ন বা। কাশ্চিন্নৈব তু সিধ্যন্তি সাধ্যমানাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৯। ৩০ ॥

অথ মসূরিকায়াশ্চিকিৎসা—মসূরিকায়াং কুষ্ঠেষু লেপনাদিক্রিয়া হিতা। পিত্তশ্লেষ্মবিসর্পোক্তা ক্রিয়া চাত্র প্রশস্যতে ॥ শ্বেতচন্দনকল্কোত্থং হিলমোচীভবং দ্রবম্। পিবেন্মসূরিকারম্ভে নৈব বা কেবলং রসম্ * ॥ দ্বে পঞ্চমূল্যৌ রাস্না চ ধাত্র্যশীরং দুরালভা ॥ সামৃতা ধান্যকং মুস্তং জয়েদ্বাতমসূরিকাম্ ॥ মঞ্জিষ্ঠাবহুপাৎপ্লক্ষশিরীষোদুম্বরত্বচঃ। বাতজায়াং মসূর্য্যাং স্যাৎ প্রলেপঃ সর্ব্বতো হিতঃ * ॥ ৩৪ ॥

---

* ত্বগ্‌গতাঃ রসগতাঃ ॥ ২১ ॥ প্রবালসদৃশা ইত্যাদি আসাং প্রবাল জম্বুফললোহগুটিকাতসীফলসাদৃশ্যং বর্ণেন ॥ ২৩ ॥ অনুক্তবর্ণগ্রহার্থমাহ আসাং বহুবিধা বর্ণা ইতি ॥ ২৪ ॥ দাহস্থানে দৌর্গন্ধ্য ইতি চ পাঠঃ অতিঘূর্ণতা অতিনিদ্রা ॥ ২৫ ॥ বায়ুদূষিতঃ অপতানকাদি বাতব্যাধিদূষিতঃ ॥ ২৮ ॥ দুশ্চিকিৎস্যঃ সুদারুণঃ দুশ্চিকিৎস্যঃ কষ্টসাধ্যঃ দুঃশব্দোঽত্র নিষেধার্থঃ তেনাসাধ্য ইত্যেকে ॥ ২৯ ॥ হিলমোচিকা শাকবিশেষঃ, হুরহুরেতি লোকে ॥ ৩২ ॥ বহুপাৎ বটঃ ॥ ৩৪ ॥

গুড়ূচী মধুকং দ্রাক্ষা মোরটং দাড়িমৈঃ সহ। পাককালে প্রদাতব্যং ভেষজং গুড়-সংযুতম্। তেন কুপ্যতি নো বায়ুঃ পাকং যান্তি মসূরিকাঃ * ॥ মসূরিকাসু ভুঞ্জীত শালীন্ মুদ্গমসূরিকান্। রসং মধুরমেবাদ্যাৎ সৈন্ধবং চাল্পমাত্রকম্॥ পটোলমূলং ক্বথিতং মোরটং স্বরসং তথা * ॥ আদাবেব মসূর্য্যাং তু পিত্তজায়াং প্রযোজয়েৎ। নিম্বঃ পর্প্পটকঃ পাঠা পটোলশ্চন্দনদ্বয়ম্॥ উশীরং কটুকা ধাত্রী তথা বাসা দুরালভা। এষাং পানং শৃতং শীতমুত্তমং শর্করান্বিতম্॥ মসূর্য্যাং পিত্তজায়ান্তু প্রযোক্তব্যং বিজানতা। দাহে জ্বরে বিসর্পে চ ব্রণে পিত্তাধিকেঽপি চ ॥ মসূর্য্যো রক্তজা নাশং যান্তি শোণিতমোক্ষণৈঃ। বাসামুস্তকভূনিম্বত্রিফলে-ন্দ্রযবাসকম্ * ॥ পটোলারিষ্টকঞ্চাপি ক্বাথয়িত্বা সমাক্ষিকম্। পিবেত্তেন প্রশাম্যন্তি মসূর্য্যঃ কফসম্ভবাঃ ॥ শিরীষোডুম্বরত্বগ্ভ্যাং খদিরারিষ্টজৈর্দ্দলৈঃ। কফোত্থাসু মসূরীষু লেপঃ পিত্তোত্থিতাসু চ ॥ নিম্বঃ পর্পটকঃ পাঠা পটোলঃ কটুরোহিণী। চন্দনে দ্বে উশীরঞ্চ ধাত্রী বাসা দুরালভা ॥ এষ নিম্বাদিকঃ ক্বাথঃ পীতঃ শর্করয়ান্বিতঃ। মসূরীং সর্ব্বজাং হন্তি জ্বর-বীসর্পসংযুতাম্॥ উত্থিতা প্রবিশেদ্যা চ তাং পুনর্বাহ্যতো নয়েৎ। কাঞ্চনারত্বচঃ ক্বাথস্তাপ্য-চূর্ণাবচূর্ণিতঃ * ॥ ধাত্রীফলং সমধুকং ক্বথিতং মধুসংযুতম্। মুখে কণ্ঠে ব্রণে জাতে গণ্ডূষার্থং প্রশস্যতে। অক্ষ্ণোঃ সেকং প্রশংসন্তি গবেধুমধুকাম্বুনা * ॥ মধুকং ত্রিফলা মূর্ব্বা দার্ব্বী ত্বঙ্ নীলমুৎপলম্। উশীরলোধ্রমঞ্জিষ্ঠাঃ প্রলেপাশ্চোতনে হিতাঃ ॥ নশ্যন্ত্যনেন দৃগ্জাতা মসূর্য্যো ন ভবন্তি চ। প্রলেপং চক্ষুষোর্দ্দদ্যাদ্বহুবারস্য বল্কলৈঃ ॥ পঞ্চবল্কলচূর্ণেন ক্লেদিনীমবধূলয়েৎ। ভস্মনা কেচিদিচ্ছন্তি কেচিদ্গোময়রেণুনা ॥ সুষবীপত্রনির্য্যাসং হরিদ্রাচূর্ণসংযুতম্। রোমান্তীজ্বরবীসর্পব্রণানাং শান্তয়ে পিবেৎ ॥ ৩৫—৫১ ॥

মসূরিকায়া ভেদস্য শীতলায়া অধিকারঃ—দেব্যা শীতলয়াক্রান্তা মসূর্য্যেব হি শীতলা। জ্বরয়েচ্চ যথা ভূতাধিষ্ঠিতো বিষমজ্বরঃ ॥ সা চ সপ্তবিধা খ্যাতা তাসাং ভেদান্ প্রচক্ষ্মহে। জ্বরপূর্ব্বা বৃহৎস্ফোটৈঃ শীতলা বৃহতী ভবেৎ ॥ সপ্তাহান্নিঃসরত্যেব সপ্তাহাৎ পূর্ণতাং ব্রজেৎ। ততস্তৃতীয়ে সপ্তাহে শুষ্যতি স্খলতি স্বয়ম্॥ তাসাং মধ্যে যদা কাচিৎ পাকং গত্বা স্ফুটেৎ স্রবেৎ। তত্রাবধূলনং কুর্য্যাদ্বনগোময়ভস্মনা ॥ নিম্বসৎপত্রশাখাভির্ম্মক্ষিকামপসারয়েৎ। জলঞ্চ শীতলং দদ্যাজ্জ্বরেঽপি ন তু তৎ পচেৎ ॥ স্থাপয়েত্তং স্থলে পূতে রম্যে রহসি শীতলে। নাশুচিঃ সংস্পৃশেৎ তন্তু ন চ তস্যান্তিকং ব্রজেৎ ॥ বহবো ভিষজো নাত্র ভেষজং যোজয়ন্তি হি। কেচিৎপ্রয়োজয়ন্ত্যেব মতং তেষামথ ব্রুবে ॥ যে শীতলেন সলিলেন বিপিষ্য সম্যঙ্নিম্বাক্ষবীজসহিতাং রজনীং পিবন্তি। তেষাং ভবন্তি ন কদাচিদপীহ দেহে পীড়করা জগতি শীতলিকাবিকারাঃ ॥ মোচারসেন সহিতং সিতচন্দনেন বাসারসেন মধুকং মধুকেন চাথ। আদৌ পিবন্তি সুমনাস্বরসেন মিশ্রং তেনাপ্লুবন্তি ভুবি শীতলিকা-

---

* মোরটং ঐক্ষবং মূলম্ ॥ ৩৫ ॥ পটোলমূলং কথিতমিত্যত্র পটোলং কথিতঞ্চৈব বা পাঠঃ ॥৩৬॥ ইন্দ্রঃ ইন্দ্রযবঃ ॥ ৪১ ॥ তাপ্যং স্বর্ণমাক্ষিকম্ ॥ ৪৬ ॥ গবেধুঃ গবেধুকা, গবডুন্না ইতি লোকে ॥ ৪৭ ॥

বিকারান্ * ॥ শীতলাসু ক্রিয়া কার্য্যা শীতলা রক্ষয়া সহ । বর্দ্ধীয়ান্নিম্বপত্রাণি পরিতো ভবনান্তরে। কদাচিদপি নো কার্য্যমুচ্ছিষ্টস্য প্রবেশনম্ ॥ স্ফোটেষ্বপি সদাহেষু রক্ষারেণূৎকরো হিতঃ। তেন তে শোষমায়ান্তি প্রপাকং ন ভজন্তি চ * ॥ চন্দনং বাসকো মুস্তং গুড়ূচী দ্রাক্ষয়া সহ। এষাং শীতকষায়স্তু শীতলাজ্বরনাশনঃ * ॥ জপহোমোপহারৈশ্চ দানস্বস্ত্যয়নার্চ্চনৈঃ। বিপ্রগোশম্ভুগৌরীণাং পূজনৈস্তাঃ শমং নয়েৎ ॥ স্তোত্রঞ্চ শীতলাদেব্যাঃ পঠেচ্ছীতলনান্তিকে। ব্রাহ্মণঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তেন শাম্যন্তি শীতলাঃ ॥ ৩৫—৬৬ ॥

শীতলাস্তোত্রম্। স্কন্দ উবাচ—ভগবন্দেবদেবেশ ! শীতলায়াস্তবং শুভম্। বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকভয়াপহম্ ॥ ঈশ্বর উবাচ। বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং। যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ ॥ শীতলে ! শীতলে ! চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ। বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি ॥ যস্তামুদকমধ্যে তু ধৃত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ। বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং কুলে তস্য ন জায়তে ॥ শীতলে ! জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধগতস্য চ। প্রণষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবিতৌষধম্ ॥ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্। মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥ অস্য শ্রীশীতলাস্তোত্রস্য মহাদেব ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শীতলাদেবতা শীতলোপদ্রবশান্ত্যর্থ জপেবিনিয়োগঃ ॥ শীতলে ! তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্তরান্। বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী ॥ গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্। ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে ! যান্তি তে ক্ষয়ম্ ॥ ন মন্ত্রং নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে। ত্বমেকা শীতলে ! ধাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্ ॥ মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্। যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি ! তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে ॥ অষ্টকং শীতলাদেব্যা যঃ পঠেন্মানবঃ সদা। বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং কুলে তস্য ন জায়তে। শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ নরৈর্ভক্তিসমন্বিতৈঃ। উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ শীতলাষ্টকমেতদ্ধি ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। কিন্তু তস্মৈ প্রদাতব্যং ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ ॥ ৬৭—৭৯ ॥ শ্রীকাশীখণ্ডে শ্রীশীতলাষ্টকং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শীতলায়া ভেদানাহ—বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতা কোদ্রবা কোদ্রবাকৃতিঃ। তাং কশ্চিৎ প্রাহ পক্কেতি সা তু পাকং ন গচ্ছতি ॥ জলশূকবদঙ্গানি সা বিধ্যতি বিশেষতঃ। সপ্তাহাদ্বা দশাহাদ্বা শান্তিং যাতি বিনৌষধম্ ॥ যদি বা ভেষজং দদ্যাৎ খদিরাষ্টকনির্ম্মিতম্। কষায়ং হি তদা দদ্যাৎ কোদ্রবায়াঃ প্রশান্তয়ে * ॥ উষ্মণা তূষ্মজারূপা সকণ্ডূঃ স্পর্শনপ্রিয়া। নাম্না পাণিসহা খ্যাতা সপ্তাহাচ্ছুষ্যতি স্বয়ম্ * ॥ চতুর্থী সর্ষপাকারা পীতসর্ষপবর্ণিনী। নাম্না সর্ষপিকা জ্ঞেয়াঽভ্যঙ্গমত্র বিবর্জ্জয়েৎ ॥ কিঞ্চিদূষ্মনিমিত্তেন জায়তে রাজিকাকৃতিঃ। এষা ভবতি

---

* মোচারসেন কদলীস্তম্ভজলেন, মধুকেন চাথ অথবা মধুনা। আদৌ পূর্ব্বরূপে জ্বরাগমনমাত্রে স্বমনাস্বরসেন জাতীপত্রস্বরসেন ॥ ৬০ ॥ রক্ষারেণূৎকরঃ শুষ্কগোময়ভস্মচূর্ণপ্রক্ষেপঃ ॥ ৬৩ ॥ শীতকষায়ঃ হিমঃ ॥ ৬৪ ॥ কোদ্রবা কোদবা ইতি লোকে। ৮২ ॥ উষ্মজারূপা ষড়ূষ্মজারাজিকাকৃতিঃ অভৌরী ইতি লোকে বদন্তি তদ্রূপা, পাণিসহা পনিসহা ইতি লোকে ॥ ৮৩ ॥

বালানাং সুখং শুষ্যতি চ স্বয়ম্ * ॥ কোঠবজ্জায়তে ষষ্ঠী লোহিতোন্নতমণ্ডলা। জ্বরপূর্ব্বা ব্যথাযুক্তা জ্বরস্তিষ্ঠেদ্দিনত্রয়ম্ * ॥ স্ফোটানাং মিলনাদেষা বহুস্ফোটাঽপি দৃশ্যতে। এক-স্ফোটে চ কৃষ্ণা চ বোদ্ধব্যা চর্ম্মজাভিধা * ॥ এতাঃ সপ্তাপি বোদ্ধব্যাঃ শীতলাদেব্যধিষ্ঠিতাঃ। শীতলোচিতমাচারমাশু সর্ব্বাসু বা চরেৎ ॥ ৮০—৮৮ ॥

এতাসাং সাধ্যত্বাদিকমাহ—কাশ্চিদ্বিনাপি যত্নেন সুখং সিধ্যন্তি শীতলাঃ। দৃষ্টাঃ কষ্টতরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ সিধ্যন্তি বা নবা। কাশ্চিন্নৈব তু সিধ্যন্তি যত্নতোঽপি চিকিৎসিতাঃ ॥ ৮৯ ॥

ইতি মসূরিকাশীতলাধিকারঃ।

অথ ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

তত্র পলিতস্য নিদানপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোষ্মা শিরোগতঃ। পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে * ॥ ১ ॥

পলিতস্য চিকিৎসা—লৌহচূর্ণস্য কর্ষং তু দশার্দ্ধং ঘৃতমজ্জতঃ। ধাত্রীফলদ্বয়ং পথ্যে দ্বে তথৈকং বিভীতকম্ * ॥ পিষ্ট্বা লোহময়ে ভাণ্ডে স্থাপয়েন্নিশি বাসয়েৎ। লেপোঽয়মচিরাদ্ধন্তি পলিতং নাত্র সংশয়ঃ ॥ কাশ্মর্য্যা মূলমাদৌ সহচরকুসুমং কেতকস্যাপি মূলং, লৌহং চূর্ণং সভৃঙ্গং ত্রিফলপলযুতং তৈলমেভিঃ পচেদ্‌যঃ। কৃত্বা লৌহস্য ভাণ্ডে ক্ষিতিতলনিহিতং স্থাপয়েন্মাসমেকং, কেশাঃ কাশপ্রকাশা অপি মধুপনিভা অস্য যোগাদ্ভবন্তি ॥ ত্রিফলা নীলিকাপত্রং ভৃঙ্গরাজায়সোরজঃ ॥ অবীমূত্রেণ সম্পিষ্টং লেপাৎ কৃষ্ণীকরং পরম্ ॥ ২—৫ ॥

ইন্দ্রলুপ্তস্য নিদানপূর্ব্বকসম্প্রাপ্তিলক্ষণমাহ—রোমকূপানুগং পিত্তং বাতেন সহ মূর্চ্ছিতম্। প্রচ্যাবয়তি রোমাণি ততঃ শ্লেষ্মা সশোণিতঃ ॥ রুণদ্ধি রোমকূপাংস্তু ততোঽন্যেষামসম্ভবঃ। তদিন্দ্রলুপ্তং খালিত্যং রুহ্যেতি চ বিভাবয়েৎ ॥ ৬। ৭ ॥

ইন্দ্রলুপ্তস্য চিকিৎসা—তিক্তপটোলীপত্রস্বরসৈর্ঘৃষ্টং। শমং যাতি। চিরকাল-

---

* এষা দুঃখকোদ্রবা ইতি লোকে খ্যাতা ॥ ৮৫ ॥ এষা মগধদেশে দাম ইতি প্রসিদ্ধা ॥ ৮৬ ॥ চর্ম্মজাভিধা চমরগোটী ইতি লোকে ॥ ৮৭ ॥

শরীরোষ্মা দেহাগ্নিঃ পিত্তঞ্চ ভ্রাজকাখ্যং, তচ্চ শিরোগতং ক্রোধাৎ কুপিতং পিত্তং পচতি। শোকেন শ্রমেণ চ কুপিতো বায়ুঃ শরীরোষ্মাণং শিরো নয়তি। একঃ প্রকুপিতো দোষ ইতরাবপি কোপয়েদিতি বচনাদ্বাতপিত্তাভ্যাং শ্লেষ্মা চ কোপিতঃ স এব কেশানাং শৌক্ল্যং করোতি এবং ত্রয়োঽপি দোষাঃ পলিতস্য হেতবঃ, পলিতং কেশস্য শুক্লতা ॥ ১ ॥ দশার্দ্ধং পঞ্চকর্ষাণি ॥ ২ ॥

জাপি রুত্বা নিয়তং দিবসত্রয়েণাপি ॥ গোক্ষুরস্তিলপুষ্পাণি তুল্যে চ মধুসর্পিষী। শিরঃ প্রলেপিতং তেন কেশৈঃ সমুপচীয়তে ॥ হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা ছাগীদুগ্ধং রসাঞ্জনম্। লোমান্যেতেন জায়ন্তে লেপাৎ পাণিতলেম্বপি॥ যষ্টীন্দীবরমৃদ্বীকা-তৈলাজ্যক্ষীরলেপনৈঃ। ইন্দ্রলুপ্তং শমং যাতি কেশাঃ স্যুশ্চ ঘনা দৃঢ়াঃ ॥ জাতীকরঞ্জবরুণকরবীরাগ্নিপাচিতম্। তৈলমভ্যঞ্জনাদ্ধন্যাদিন্দ্রলুপ্তং ন সংশয়ঃ ॥ ৮—১২ ॥

স্নুহীদুগ্ধাদিতৈলম্—স্নুহীপয়ঃ পয়োঽর্কস্য লাঙ্গলী মার্কবো বিষম্। অজামূত্রং সগোমূত্রং রক্তিকা সেন্দ্রবারুণী ॥ সিদ্ধার্থকস্তীক্ষ্ণগন্ধা সম্যগেভির্বিপাচিতম্। তৈলং ভবতি নিয়মাৎ খালিত্যব্যাধিনাশনম্ ॥ ১৩। ১৪ ॥

দারুণকস্য লক্ষণমাহ—দারুণা কণ্ডুরা রূক্ষা কেশভূমিঃ প্রজায়তে (ক)। মারুতশ্লেষ্মকোপেন বিদ্যাদ্দারুণকন্তু তৎ * ॥ ১৫ ॥

দারুণকস্য চিকিৎসা—কার্য্যো দারুণকে মূর্দ্ধ্নি প্রলেপো মধুসংযুতঃ। প্রিয়ালবীজমধুককুষ্ঠমাষৈঃ সসৈন্ধবৈঃ ॥ আম্রবীজং তথা পথ্যা দ্বয়ং স্যান্মাত্রয়া সমম্। দুগ্ধেন পিষ্টং তল্লেপো দারুণং হন্তি দারুণম্ ॥ দুগ্ধেন খাখসং বীজং প্রলেপাদ্দারুণং হরেৎ। গুঞ্জাফলৈঃ শৃতং তৈলং ভৃঙ্গরাজরসেন চ। কণ্ডুদারুণহৃৎ কুষ্ঠকাপালব্যাধিনাশনম্ ॥ ১৬—১৮ ॥ ইতি গুঞ্জাদিতৈলম্।

অরুংষিকালক্ষণমাহ—অরুংষি বহুবক্ত্রাণি বহুক্লেদীনি মূর্দ্ধনি। কফাসৃক্-ক্রিমিকোপেন তানি বিদ্যাদরুংষিকাম্ ॥ ১৯ ॥

তস্য চিকিৎসা—নীলোৎপলস্য কিঞ্জল্কো ধাত্রীফলসমন্বিতঃ। যষ্টীমধুকযুক্তশ্চ লেপাদ্ধন্যাদরুংষিকাম্ ॥ ২০ ॥

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্—ত্রিফলায়োরজোযষ্টীমার্কবোৎপলসারিবাঃ। সৈন্ধবং পক্কমেতৈস্তু তৈলং হন্যাদরুংষিকাম্ ॥ ২১ ॥

ইরিবেল্লিকালক্ষণমাহ—পিড়কামুত্তমাঙ্গস্থাং বৃত্তামুগ্ররুজাজ্বরাম্। সর্ব্বাত্মিকাং সর্ব্বলিঙ্গাং জানীয়াদিরিবেল্লিকাম্ ॥ ২২ ॥

ইরিবেল্লিকা-চিকিৎসা—পৈত্তিকস্য বিসর্পস্য যা চিকিৎসা প্রকীর্ত্তিতা। তয়ৈব ভিষগেতাঞ্চ চিকিৎসেদিরিবেল্লিকাম্ ॥ ২৩ ॥

পনসিকালক্ষণম্—কর্ণস্যাভ্যন্তরে জাতাং পিড়কামুগ্রবেদনাম্। স্থিরাং পনসিকাং তান্তু বিদ্যাদ্বাতকফোত্থিতাম্ ॥ ২৪ ॥

পনসিকাচিকিৎসা—ভিষক্ পনসিকাং পূর্ব্বং স্বেদয়েদথ লেপয়েৎ। কল্কৈর্ম্মনঃশিলাকুষ্ঠনিশাতালকদারুভিঃ। পক্কাং বিজ্ঞায় তাং ভিত্ত্বা ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ ॥ ২৫ ॥

---

* দারুণা কর্কশা দারুণকং লোকে রুসীতি খ্যাতম্ ॥ ১৫ ॥

(ক) প্রপাট্যতে ইতি পাঠান্তরম্।

পাষাণগর্দ্দভস্য লক্ষণমাহ—বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতঃ শ্বয়থুর্হনুসন্ধিজঃ। স্থিরো মন্দ-রুজঃ স্নিগ্ধো জ্ঞেয়ঃ পাষাণগর্দ্দভঃ * ॥ ২৬ ॥

পাষাণগর্দ্দভস্য চিকিৎসা—পাষাণগর্দ্দভং পূর্ব্বং স্বেদয়েৎ কুশলো ভিষক্। ততঃ পনসিকাপ্রোক্তৈঃ কল্কৈরুষ্ণৈঃ প্রলেপয়েৎ ॥ বাতশ্লৈষ্মিকশোথঘ্নৈঃ কল্কৈরন্যৈশ্চ লেপয়েৎ। পরিপাকগতং ভিত্ত্বা ব্রণবত্তমুপাচরেৎ ॥ জলৌকোভির্হৃতে রক্তে স শাম্যতি বিনৌষধম্। এতৎস্থলেষ বহুষু প্রেক্ষিতং লিখিতং ততঃ ॥ ২৭—২৯ ॥

মুখদূষিকালক্ষণমাহ—শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমারুতরক্তজাঃ। জায়ন্তে পিড়কা যূনাং জ্ঞেয়াস্তা মুখদূষিকাঃ * ॥ ৩০ ॥

মুখদূষিকাচিকিৎসা। মুখলেপমাত্রা—অঙ্গুলস্য চতুর্থাংশো মুখলেপো বিধীয়তে। মধ্যমস্ত ত্রিভাগঃ স্যাদুত্তমোঽর্দ্ধাঙ্গুলো ভবেৎ ॥ স্থিতিকালোঽপি তস্যোক্তো যাবৎ কল্কো ন শুষ্যতি। শুষ্কস্তু গুণহীনঃ স্যাৎ তথা দূষয়তি ত্বচম্ ॥ ৩১। ৩২ ॥

মুখলেপমাহ—লোধ্রধান্যবচালেপস্তারুণ্যপিড়কাপহঃ। তদ্বদ্গোরোচনাযুক্তং মরিচং মুখলেপিতম্ ॥ সিদ্ধার্থকবচালোধ্রসৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনম্। বমনঞ্চ নিহন্ত্যাশু পিড়কাং যৌবনোদ্ভবাম্ ॥ কেবলাঃ পয়সা পিষ্টাস্তীক্ষ্ণাঃ শাল্মলিকণ্টকাঃ। আলিপ্তং ত্র্যহমেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখম্ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

ব্যঙ্গস্য লক্ষণমাহ—ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ। মুখমাগত্য সহসা মণ্ডলং প্রসৃজত্যতঃ ॥ নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখে ব্যঙ্গং তমাদিশেৎ * ॥ ৩৬ ॥

নীলিকামাহ—কৃষ্ণমেবংগুণং বক্ত্রে গাত্রে বা নীলিকাং বিদুঃ * ॥ ৩৭ ॥

তয়োশ্চিকিৎসা—শিরাবেধৈঃ প্রলেপৈশ্চ তথাভ্যঙ্গৈরুপাচরেৎ। ব্যঙ্গঞ্চ নীলিকাং বাপি ন্যচ্ছঞ্চ তিলকালকম্ ॥ বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ প্রলেপাদ্ব্যঙ্গনাশনম্। ব্যঙ্গে মঞ্জিষ্ঠয়া লেপঃ প্রশস্তো মধুযুক্তয়া ॥ অথবা লেপনং শস্তং শশস্য রুধিরেণ চ। ব্যঙ্গহৃদ্-বরুণত্বক্ স্যাদজামূত্রেণ পেষিতা ॥ জাতীফলস্য লেপস্তু হরেদ্ব্যঙ্গঞ্চ নীলিকাম্ ॥ অর্কক্ষীর-হরিদ্রাভ্যাং মর্দ্দয়িত্বা প্রলেপনাৎ। মুখকার্ষ্ণ্যং শমং যাতি চিরকালোদ্ভবং ধ্রুবম্ ॥ মসূরৈঃ ক্ষীরসংপিষ্টৈর্লিপ্তমাস্যং ঘৃতান্বিতৈঃ। সপ্তরাত্রাদ্ভবেৎ সত্যং পুণ্ডরীকদলোপমম্ ॥ বটস্য পাণ্ডুপত্রাণি মালতীরক্তচন্দনম্। কুষ্ঠং কালীয়কং লোধ্রমেভির্লেপং প্রযোজয়েৎ * ॥ যুবান্যপিড়কানাস্তু ব্যঙ্গানাং তু বিনাশনম্। স্যাদেতেন মুখঞ্চাপি বর্জ্জিতং নীলি-কাদিভিঃ * ॥ ৩৮–৪৪ ॥

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্—কুঙ্কুমং চন্দনং লোধ্রং পত্তঙ্গং রক্তচন্দনম্। কালীয়কমুশীরঞ্চ

---

* স্থিরঃ কঠিনঃ ॥ ২৬ ॥ প্রখ্যাঃ সদৃশাঃ, এতা যূনামেব মুখে ভবন্তি স্বভাবাৎ ॥ ৩০ ॥ ব্যঙ্গং ছাঙ্গি ইতি লোকে ॥৩৬॥ এবং গুণং নীরুজং তনুকং মণ্ডলম্ ॥৩৭॥ কালীয়কং কদম্বক ইতি লোকে ॥৪৩॥ যুবান্যপিড়িকা যূনামাননে যৎপিড়কা পৃষোদরাদিত্বান্নকারলোপঃ ॥ ৪৪ ॥

মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা * ॥ পত্রকং পদ্মকং পদ্মং কুষ্ঠং গোরোচনা নিশা। লাক্ষা দারুহরিদ্রা চ গৈরিকং নাগকেশরম্ ॥ পলাশকুসুমঞ্চাপি প্রিয়ঙ্গুশ্চ বটাঙ্কুরাঃ। মালতী চ মধূচ্ছিষ্টং সর্ষপাঃ সুরভির্বচা * ॥ চতুর্গুণপয়ঃপিষ্টৈরেতৈরক্ষমিতৈঃ পৃথক্। পচেন্মন্দাগ্নিনা বৈদ্যস্তৈলং প্রস্থদ্বয়োন্মিতম্ ॥ বদনাভ্যঞ্জনাদেতদ্ব্যঙ্গং নীলিকয়া সহ। তিলকং মাষকং ন্যচ্ছং নাশয়েন্মুখদূষিকাম্ ॥ পদ্মিনীকণ্টকঞ্চাপি হরেজ্জতুমণিং তথা। বিদধ্যাদ্বদনং পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলসুন্দরম্ ॥ ৪৫—৫০ ॥

বল্মীকস্য লক্ষণমাহ—গ্রীবাংসকক্ষাকরপাদদেশে সন্ধৌ গলে বা ত্রিভিরেব দোষৈঃ। গ্রন্থিঃ স বল্মীকবদক্রিয়াণাং জাতঃ ক্রমেণৈব গতঃ প্রবৃদ্ধিম্ * ॥ মুখৈরনেকৈঃ স্রুতিতোদবদ্ভির্বিসর্পবৎ সর্পতি চোন্নতাগ্রৈঃ। বল্মীকমাহুর্ভিষজো বিকারং নিষ্প্রত্যনীকং চিরজং বিশেষাৎ * ॥ ৫১—৫২ ॥

বল্মীক-চিকিৎসা—শস্ত্রেণোৎকৃত্য বল্মীকং ক্ষারাগ্নিভ্যাং প্রসাধয়েৎ। বিধানেনার্বুদোক্তেন শোধয়িত্বা চ রোপয়েৎ ॥ বল্মীকং তু ভবেদ্‌যস্য নাতিবৃদ্ধমমর্ম্মজম্। তত্র সংশোধনং কৃত্বা শোণিতং মোক্ষয়েদ্ভিষক্ ॥ কুলত্থকানাং মূলৈশ্চ গুড়ূচ্যা লবণেন চ। আরেবতস্য মূলৈশ্চ দন্তীমূলৈস্তথৈব চ ॥ শ্যামামূলৈঃ সপললৈঃ শক্তুমিশ্রৈঃ প্রলেপয়েৎ। সুস্নিগ্ধৈশ্চ সুখোষ্ণৈশ্চ ভিষক্ তমুপনাহয়েৎ ॥ পক্বং তদ্বা বিজানীয়াদ্গতিঃ সর্ব্বা যথাক্রমম্। অভিজ্ঞায় গতিং ছিত্ত্বা প্রদিহ্যান্মতিমান্ ভিষক্ ॥ সংশোধ্য দুষ্টমাংসানি ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ। ব্রণং বিশুদ্ধং বিজ্ঞায় রোপয়েন্মতিমান্ ভিষক্ ॥ ৫৩ — ৫৮ ॥

মনঃশিলাদ্যং তৈলম্—মনঃশিলালভল্লাতসূক্ষ্মৈলাগুরুচন্দনৈঃ। জাতীপল্লবতক্রৈশ্চ নিম্বতৈলং বিপাচয়েৎ ॥ বল্মীকং নাশয়েত্তদ্ধি বহুচ্ছিদ্রং বহুব্রণম্। পাণিপাদোপরিষ্টাত্তু ছিদ্রৈর্বহুভিরাবৃতম্। বল্মীকং যৎ সশোফং স্যাদ্বর্জ্যং তদ্ধি বিজানতা ॥ ৫৯।৬০ ॥

কক্ষাগন্ধনাম্নোর্লক্ষণমাহ—বাহুকক্ষাংসপার্শ্বেষু কৃষ্ণস্ফোটাং সবেদনাম্। পিত্তপ্রকোপসম্ভূতাং কক্ষাং তামিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ একাং তু তাদৃশীং দৃষ্ট্বা পিড়কাং স্ফোটসন্নিভাম্। ত্বগ্‌জাতাং পিত্তকোপেন গন্ধনামাং প্রচক্ষতে * ॥ ৬১। ৬২ ॥

তয়োশ্চিকিৎসা—কক্ষাঞ্চ গন্ধনামাঞ্চ চিকিৎসতি চিকিৎসকঃ। পৈত্তিকস্য বিসর্পস্য ক্রিয়য়া পূর্ব্বমুক্তয়া ॥ ৬৩ ॥

অগ্নিরোহিণীলক্ষণমাহ—কক্ষাভাগেষু বিস্ফোটা জায়ন্তে মাংসদারণাঃ। অন্তর্দাহজ্বরকরা দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ ॥ সপ্তাহাদ্বা দশাহাদ্বা পক্ষাদ্বা ঘ্নন্তি মানবম্। তামগ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাং সান্নিপাতিকীম্ * ॥ ৬৪। ৬৫ ॥

---

* পত্তঙ্গং বকম ইতি লোকে কালীয়কং কদম্বকং ॥ ৪৫ ॥ সুরভির্বচা মহাভরী ইতি লোকে ॥ ৪৭ ॥ গ্রীবা কৃকাটিকা অংসঃ স্কন্ধঃ কক্ষা বাহুমূলং। বল্মীকবদিত্যনেন প্রচুরশিখরত্বমুচ্চত্বমবগাঢ়মূলত্বঞ্চ সূচ্যতে ॥ ৫১ ॥ নিষ্প্রত্যনীকং উপচারাযোগ্যম্ ॥ ৫২ ॥ তাদৃশীং বাহ্বাদিষু কৃষ্ণাং সবেদনাঞ্চ ॥ ৬২ ॥ সপ্তাহাদি বাতপিত্তকফাপেক্ষয়া বোদ্ধব্যম্। ঘ্নন্তীত্যনুপক্রান্তাঃ, উপক্রান্তাস্তু সাধ্যা এব, চরকেণাগ্নিরোহিণ্যাং চিকিৎসায়া উক্তত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥

তস্যাশ্চিকিৎসা—পিত্তবীসর্পবিধিনা সাধয়েদগ্নিরোহিণীম্। রোহিণ্যাং লঙ্ঘনং কুর্য্যাদ্রক্তমোক্ষণরূক্ষণম্। শরীরস্য চ সংশুদ্ধিং তাস্তু বৃদ্ধাং পরিত্যজেৎ ॥ ৬৬ ॥

বিদারিকালক্ষণমাহ—বিদারিকন্দবদ্বদ্ধাং কক্ষাবঙ্ক্ষণসন্ধিষু। রক্তাং বিদারিকাং বিদ্যাৎ সর্ব্বজাং সর্ব্বলক্ষণাম্ * ॥ ৬৭ ॥

তস্যাশ্চিকিৎসা—বিদারিকায়াং প্রথমং জলৌকোযোজনং হিতম্। পাটনঞ্চ বিপক্কায়াং ততো ব্রণবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৮ ॥

চিপ্পস্য লক্ষণমাহ—নখমাংসমধিষ্ঠায় বাতঃ পিত্তঞ্চ দেহিনাম্। করোতি দাহপাকৌ চ তং ব্যাধিং চিপ্পমাদিশেৎ * ॥ ৬৯ ॥

কুনখস্য লক্ষণমাহ—অভিঘাতাৎ প্রদুষ্টো যো নখো রূক্ষঃ সিতঃ খরঃ। ভবেৎ তং কুনখং বিদ্যাৎ কুলীনং বাভিধানতঃ * ॥ ৭০ ॥

তয়োশ্চিকিৎসা—চিপ্পং রুধিরমোক্ষেণ শোধনেনাপ্যুপাচরেৎ। গতোষ্মানমথৈনন্তু সেচয়েদুষ্ণবারিণা ॥ শস্ত্রেণাপি যথাযোগ্যমুচ্ছিদ্য স্রাবয়েত্ততঃ। ব্রণোক্তেন বিধানেন রোপয়েত্তং বিচক্ষণঃ ॥ স্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাত্রে কৃষ্ণায়সে ভবান্। ঘৃষ্ট্বা তজ্জেন কল্কেন লিম্পেৎ চিপ্পং পুনঃ পুনঃ ॥ কাশ্মর্য্যাঃ সপ্তভিঃ পত্রৈঃ কোমলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ। অঙ্গুলীবেষ্টকঃ পুংসাং ধ্রুবমাশু প্রশাম্যতি ॥ শ্লেষ্মবিদ্রধিকল্কেন কুনখং সমুপাচরেৎ। নখকোটিপ্রবিষ্টেন টঙ্কণেন প্রশাম্যতি ॥ ৭১ – ৭৫ ॥

পরিবর্ত্তিকালক্ষণমাহ—মর্দ্দনাৎ পীড়নাদ্বাপি তথৈবাপ্যভিঘাততঃ। মেঢ্রচর্ম্ম যদা বায়ুর্ভজতে সর্ব্বতশ্চরন্ ॥ তদা বাতোপসৃষ্টন্তু তচ্চর্ম্ম পরিবর্ত্ততে। সবেদনং সদাহঞ্চ পাকঞ্চ ব্রজতি ক্বচিৎ * ॥ মণেরধস্তাৎ কোশস্তু গ্রন্থিরূপেণ লম্বতে। সরুজাং বাতসম্ভূতাং বিদ্যাত্তাং পরিবর্ত্তিকাম্। সকণ্ডূঃ কঠিনা চাপি সৈব শ্লেষ্মসমন্বিতা * ॥ ৭৬ – ৭৮ ॥

তস্যাশ্চিকিৎসা—পরিবর্ত্তিং ঘৃতাভ্যক্তাং সুস্বিন্নামুপনাহয়েৎ। ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রঞ্চ বাতঘ্নৈঃ শাল্বণাদিভিঃ ॥ ততোহভ্যজ্য শনৈশ্চর্ম্ম পাটয়েৎ পীড়য়েন্মণিম্ ॥ প্রবিষ্টে চর্ম্মণি মণৌ স্বেদয়েদুপনাহনৈঃ। দদ্যাদ্বাতহরান্ বস্তীন্ স্নিগ্ধান্যন্নানি ভোজয়েৎ ॥ ৭৯। ৮০ ॥

অবপাটিকালক্ষণমাহ—অল্পীয়ঃখাং যদা হর্ষাদ্বলাদ্গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং নরঃ। হস্তাভিঘাতাদথবা চর্ম্মণ্যুদ্বর্ত্তিতে বলাৎ * ॥ মর্দ্দনাৎ পীড়নাদ্বাপি শুক্রবেগাভিঘাততঃ। যস্যাবপাট্যতে চর্ম্ম তাং বিদ্যাদবপাটিকাম্ ॥ বাতেন কর্কশা রূক্ষা সূক্ষ্মা কৃষ্ণা রুগন্বিতা। পিত্তেন পীতা রক্তা বা দাহতৃষ্ণাসমন্বিতা ॥ শ্লেষ্মণা কঠিনা স্নিগ্ধা কণ্ডুমৎ স্বল্পবেদনা ॥ ৮১—৮৩ ॥

* অত্র পিড়কামিতি বিশেষ্যপদমধ্যাহারণীয়ম্ ॥৬৭॥ চিপ্পং বেড়বা ইতি লোকে ॥৬৯॥ অভিধানতঃ নামতঃ ॥ ৭০ ॥ অস্যাং বাতজায়ামপি পিত্তানুবন্ধো বোদ্ধব্যো দাহপাকভাবাৎ ॥ ৭৭ ॥ কোষঃ চর্ম্মকোশঃ ॥ ৭৮ ॥ অল্পীয়ঃ অল্পতরং যোনিচ্ছিদ্রং যস্যাস্তাম্। অবপাট্যতে বিদীর্য্যতে ॥ ৮১ ॥

অবপাটিকায়াশ্চিকিৎসা—স্নেহস্বেদৈরিমাং বৈদ্যশ্চিকিৎস্যেদবপাটিকাম্।

নিরুদ্ধপ্রকশস্য লক্ষণমাহ—বাতোপসৃষ্টে মেঢ্রে তু চর্ম্ম সংশ্রয়তে মণিম্। মণিশ্চর্ম্মোপনদ্ধস্তু মূত্রস্রোতো রুণদ্ধি চ ॥ নিরুদ্ধপ্রকশে তস্মিন্ মন্দধারমবেদনম্। মূত্রং প্রবর্ত্ততে জন্তোর্ম্মণির্বিব্রিয়তে ন চ। নিরুদ্ধপ্রকশং বিদ্যাৎ সরুজং বাতসম্ভবম্ * ॥৮৪। ৮৫॥

তস্য চিকিৎসা—নিরুদ্ধপ্রকশে নাড়ীং লৌহীমুভয়তো মুখীম্। দারবীং বা জতুকৃতাং ঘৃতাক্তাং সম্প্রবশেয়েৎ ॥ পরিষিঞ্চেদ্বসামজ্জাং শিশুমারবরাহয়োঃ। চক্রতৈলং তথা যোজ্যং বাতঘ্নদ্রব্যসংযুতম্ ॥ ত্র্যহাৎ স্থূলতরাং সম্যক্ নাড়ীং মার্গে প্রবেশয়েৎ। স্রোতো বিবর্দ্ধয়েদেবং স্নিগ্ধমন্নঞ্চ ভোজয়েৎ। ভিত্ত্বা বা সেবনীং মুক্ত্বা সদ্যঃ ক্ষতবদাচরেৎ ॥৮৬-৮৮॥

সংনিরুদ্ধগুদস্য লক্ষণমাহ—বেগসন্ধারণাদ্বায়ুর্বিহতো গুদসংশ্রিতঃ। নিরুণদ্ধি মহৎ স্রোতঃ সূক্ষ্মদ্বারং করোতি চ ॥ মার্গস্য সৌক্ষ্ম্যাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি। সংনিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেতং বিদ্যাৎ সুদুস্তরম্ ॥ ৮৯। ৯০ ॥

তস্য চিকিৎসা—সংনিরুদ্ধগুদে তৈলৈঃ সেকো বাতহরৈর্হিতঃ। তথা নিরুদ্ধপ্রকশক্রিয়াঽপি কথিতাঽথবা ॥ ৯১ ॥

বৃষণকচ্ছুলক্ষণম্—স্নানোৎসাদনহীনস্য মলো বৃষণসংস্থিতঃ। প্রক্লিদ্যতে যদা স্বেদাৎ কণ্ডুং জনয়তে তদা * ॥ ততঃ কণ্ডুয়নাৎ ক্ষিপ্রং স্ফোটঃ স্রাবশ্চ জায়তে। প্রাহুর্বৃষণকচ্ছুং তাং শ্লেষ্মরক্তপ্রকোপজাম্ ॥ ৯২। ৯৩ ॥

তস্যাশ্চিকিৎসা—সর্জ্জাহ্বকুষ্ঠসৈন্ধবসিতসিদ্ধার্থৈঃ প্রকল্পিতো যোগঃ। উদ্বর্ত্তনেন নিয়তং শময়তি বৃষণস্য কণ্ডুতিম্ ॥ ভিষক্ বৃষণকচ্ছুং তু চিকিৎস্যেৎ পামরোগবৎ। অহিপূতননির্দ্দিষ্টক্রিয়য়াপি চ তাং হরেৎ ॥ ৯৪। ৯৫ ॥

অহিপূতনস্য লক্ষণমাহ—শকৃন্মূত্রসমাযুক্তেঽধৌতেঽপানে শিশোর্ভবেৎ। স্বিন্নেবাঽস্নাপ্যমানস্য কণ্ডূ রক্তকফোদ্ভবা ॥ কণ্ডুয়নাত্ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটঃ স্রাবশ্চ জায়তে। একীভূতং ব্রণং ঘোরং তং বিদ্যাদহিপূতনম্ ॥ ৯৬। ৯৭ ॥

তস্য চিকিৎসা—তত্র সংশোধনৈঃ পূর্ব্বং ধাত্রীস্তন্যং বিশোধয়েৎ। ত্রিফলাখদিরকাথৈর্ব্রণানাং ক্ষালনং হিতম্। শঙ্খসৌবীরযষ্ট্যাহ্বৈর্লেপঃ কার্য্যোঽহিপূতনে ॥ ৯৮ ॥

গুদভ্রংশস্য লক্ষণমাহ—প্রবাহিকাতিসারাভ্যাং (ক) নির্গচ্ছতি গুদং বহিঃ। রুক্ষদুর্ব্বলদেহস্য গুদভ্রংশং তমাদিশেৎ ॥ ৯৯ ॥

তস্য চিকিৎসা—গুদভ্রংশে গুদং স্বিন্নং স্নেহেনাক্তং প্রবেশয়েৎ। প্রবিষ্টং রোধয়েৎ যত্নাৎ গব্যসচ্ছিদ্রচর্ম্মণা ॥ পদ্মিন্যাঃ কোমলং পত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতম্। এতন্নি-

---

* নিরুদ্ধপ্রকাশ ইত্যস্য স্থানে নিরুদ্ধপ্রকশপদমার্ষত্বাৎ ॥ ৮৫ ॥ উৎসাদনং উদ্বর্ত্তনং মলঃ মৈলি ইতি লোকে। প্রক্লিদ্যতে আর্দ্রো ভবতি ॥ ৯২ ॥

(ক) প্রবাহণাতিসারাভ্যামিতি বা পাঠঃ।

শ্চিত্য নির্দ্দিষ্টং ন তস্য গুদনির্গমঃ ॥ মূষকাণাং বসাভির্বা গুদভ্রংশে প্রলেপনম্। সুস্বিন্নং মূষিকামাংসেনাথবা স্বেদয়েদ্ গুদম্॥ বৃক্ষাম্লানলচাঙ্গেরী-বিল্বপাঠাযবাগ্রজম্। তক্রেণ শীলয়েৎ পায়ুভ্রংশার্ত্তোঽনলদীপনম্॥ ১০০—১০৩ ॥

মূষকতৈলম্—মূষকা দশমূলানি গৃহ্নীয়াদুভয়ং সমম্। তয়োঃ ক্কাথেন কল্কেন পচেত্তৈলং যথোদিতম্॥ অভ্যঙ্গাত্তস্য তৈলস্য গুদভ্রংশো বিনশ্যতি। বিনশ্যতি তথানেন গুদশূলং ভগন্দরম্॥ ১০৪। ১০৫ ॥

শূকরদংষ্ট্রস্য লক্ষণমাহ—সদাহো রক্তপর্য্যন্তস্ত্বক্পাকী তীব্রবেদনঃ। কণ্ডুমান্ জ্বরকারী চ স স্যাচ্ছূকরদংষ্ট্রকঃ * ॥ ১০৬ ॥

তস্য চিকিৎসা—ভৃঙ্গরাজকমূলস্য রজন্যা সহিতস্য চ। চূর্ণস্তু সহসা লেপাৎ বারাহদ্বিজনাশনম্॥ রাজীবমূলকল্কঃ পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ। শময়তি শূকরদংষ্ট্রং দংষ্ট্রোদ্ভূতং জ্বরং ঘোরম্॥ রজনীমার্কবং মূলং পিষ্টং শীতেন বারিণা। তল্লেপাদ্ধন্তি বীসপ-বারাহদশনাহ্বয়ম্॥ ১০৭—১০৯ ॥

অনুশয়ীলক্ষণমাহ—গম্ভীরামল্পশোথাঞ্চ সবর্ণামুপরিস্থিতাম্। পাদস্যানুশয়ীং তান্তু বিদ্যাদন্তঃপ্রপাকিনীম্ * ॥ ১১০ ॥

তস্যাশ্চিকিৎসা—হরেদনুশয়ীং বৈদ্যঃ ক্রিয়য়া শ্লেষ্মবিদ্রধেঃ ॥ ১১১ ॥

অলসস্য লক্ষণমাহ—ক্লিন্নাঙ্গুল্যন্তরৌ পাদৌ কণ্ডূদাহসমন্বিতৌ। দুষ্টকর্দ্দমসংস্পর্শাদলসন্তং বিভাবয়েৎ * ॥ ১১২ ॥

তস্য চিকিৎসা—পাদৌ সিক্ত্বারনালেন লেপনং ত্বলসে হিতম্। পটোলকুনটী-নিম্বরোচনামরিচৈস্তিলৈঃ ॥ ক্ষুদ্রাম্বরসসিক্তেন কটুতৈলেন লেপয়েৎ। ততঃ কাসীস-কুনটীতিলচূর্ণৈর্বিচূর্ণয়েৎ * ॥ করঞ্জবীজং রজনী কাসীসং পদ্মকং মধু। রোচনা হরিতালঞ্চ লেপোঽয়মলসে হিতঃ ॥ ১১৩—১১৫ ॥

দারীলক্ষণমাহ—পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরত্যর্থরূক্ষয়োঃ। পাদয়োঃ কুরুতে দারী সরুজাং তলসংশ্রিতাম্ * ॥ ১১৬ ॥

তস্যাশ্চিকিৎসা—পাদদার্য্যাং শিরাং প্রাজ্ঞো মোচয়েত্তলশোধিনীম্। স্নেহ-স্বেদোপপন্নৌ তু পাদৌ বা লেপয়েন্মুহুঃ ॥ মধূচ্ছিষ্টবসামজ্জাঘৃতৈঃ ক্ষারবিমিশ্রিতৈঃ * ॥ সর্জ্জাহ্বসিন্ধূদ্ভবয়োশ্চূর্ণং ঘৃতমধুপ্লুতম্। নির্ম্মথ্য কটুতৈলাক্তং হিতং পাদপ্রমার্জ্জনে॥

---

* সঃ গুদভ্রংশঃ ॥ ১০৬ ॥ অত্র পিড়কামিতি বিশেষ্যপদমধ্যাহরণীয়ং গম্ভীরান্তঃপাকেন ॥ ১১০ ॥ অলসং কন্দঙ্গ ইতি লোকে ॥ ১১২ ॥ বিচূর্ণয়েৎ অবধূলয়েৎ ॥১১৪॥ দারী বিবাই ॥ ১১৬ ॥ বসা মজ্জাচ সামান্যতঃ ছাগাদীনাং বিশেষানভিধানতঃ উক্তঞ্চ—মেদোমজ্জা বসা জ্ঞেয়া গ্রাম্যানূপৌদকোদ্ভবা ইতিমদন-পালঃ। বসা শুদ্ধমাংসভবঃ স্নেহঃ। "স্নেহোঽস্থ্নু শুচিরেব স্যাৎ স মজ্জা কথিতো বুধৈঃ" ক্ষারঃ যবক্ষারঃ ॥ ১১৭

মধুসিক্থকগৈরিকঘৃতগুড়মহিষাক্ষশালনির্য্যাসৈঃ। গৈরিকসহিতৈর্লেপঃ পাদস্ফুটনাপহঃ সিদ্ধঃ * ॥ ১১৭—১১৯ ॥

উন্মত্ততৈলম্—উন্মত্তকস্য বীজেন মানকক্ষারবারিণা। বিপক্বং কটুতৈলন্তু হন্ত্যাদ্দারীং ন সংশয়ঃ ॥ ১২০ ॥

কদরস্য লক্ষণমাহ—শর্করোন্মথিতে পাদে ক্ষতে বা কণ্টকাদিভিঃ। গ্রন্থিঃ কোলবদুৎসন্নো জায়তে কদরস্তু সঃ ॥ ১২১ ॥

তস্য চিকিৎসা—দহেৎ কদরমুদ্ধৃত্য তৈলেন দহনেন বা ॥ ১২২ ॥

তিলকালকমাহ—কৃষ্ণানি তিলমাত্রাণি নীরুজানি সমানি চ। বাতপিত্তকফোদ্রেকাত্তান্ বিদ্যাত্তিলকালকান্ * ॥ ১২৩ ॥

মশকমাহ—অবেদনং স্থিরঞ্চৈব যত্তু গাত্রে প্রদৃশ্যতে। মাষবৎ কৃষ্ণমুৎসন্নমনিলান্ মশকং দিশেৎ * ॥ ১২৪ ॥

জতুমণিমাহ—(বিদ্বচস্তনবঃ স্ফোটাঃ সূক্ষ্মাগ্রাঃ শ্যাবপিণ্ডিকাঃ। ভবন্তি কফপিত্তাভ্যাং ক্ষিপ্রং নাশং প্রযান্তি চ ॥) সমমুৎসন্নমরুজং মণ্ডলং কফরক্তজম্। সহজং লক্ষ্ম চৈকেষাং লক্ষ্যো জতুমণিশ্চ সঃ * ॥ কৃষ্ণস্নিগ্ধো জতুমণির্জ্ঞেয়ঃ শ্লেষ্মোত্তরৈস্ত্রিভিঃ। অরুজং ত্বপরে রক্তং লক্ষ্মেত্যাহুর্ভিষগ্বরাঃ * ॥ ১২৫—১২৭ ॥

তিলকালকমশকজতুমণীনাং চিকিৎসা—চর্ম্মকীলং জতুমণিং মশকান্ তিলকালকান্। উৎকৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারাগ্নিভ্যামশেষতঃ ॥ ১২৮ ॥

ন্যচ্ছমাহ—মহদ্বা যদি বা চাল্পং শ্যাবং বা যদি বাসিতম্। নীরুজং মণ্ডলং গাত্রে ন্যচ্ছং তদভিধীয়তে ॥ ১২৯ ॥

তস্য চিকিৎসা—শিরাবেধৈঃ প্রলেপৈশ্চ তথাভ্যঙ্গৈরুপাচরেৎ। ন্যচ্ছং লিম্পেৎ পয়ঃপিষ্টৈঃ কল্কৈঃ ক্ষীরতরুত্বচৈঃ ॥ ত্রিভুবনবিজয়াপত্রং মূলং স্থবিরস্য শিংশিপা চৈভিঃ। উদ্বর্ত্তনং বিরচিতং ন্যচ্ছব্যঙ্গাপহং সিদ্ধম্ * ॥ ১৩০—১৩১ ॥

পদ্মিনীকণ্টকমাহ—কণ্টকৈরাচিতং বৃত্তং কণ্ডূমৎ পাণ্ডুমণ্ডলম্। পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্যৈস্তদাখ্যং কফবাতজম্ * ॥ ১৩২ ॥

---

* মধুসিক্থকং মেণ। প্রথমং গৈরিকং শিলাজতু দ্বিতীয়ং গৈরিকং গেরূ ইতি লোকে শালনির্য্যাসঃ রালঃ ॥ ১১৯ ॥ শর্করাত্র বালুকা কোলবৎ ক্ষুদ্রবদরবৎ উৎসন্নঃ উদ্গতঃ ॥ ১২১ ॥ সমানি অনুদ্গতানি অয়ং তিল ইতি লোকে ॥ ১২৩ ॥ স্থিরং অচলম্ অবেদনং বেদনারহিতং, মশক ইতি লোকে ॥ ১২৪ ॥ সমং মসৃণম্ উৎসন্নং কিঞ্চিৎসন্নং সহজং শরীরেণ সহজাতম্ এবম্বিধং যন্মণ্ডলং স জতুমণির্লক্ষ্যঃ লক্ষ্ম চৈকেষামিতি একেষামাচার্য্যাণাং মতে তন্মণ্ডলং লক্ষ্মসংজ্ঞঞ্চ লক্ষ্ম লগুন ইতি লোকে ॥ ১২৬ ॥ অপরে পুনর্জ্জতুমণিলক্ষ্মণোর্ভেদকং লক্ষণমাহ কৃষ্ণ ইত্যাদি ॥ ১২৭ ॥ স্থবিরস্য বৃদ্ধদারস্য ॥ ১৩১ ॥ আচিতং ব্যাপ্তং পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্যৈঃ পদ্মিনীনালকণ্টকসদৃশৈস্তদাখ্যং পদ্মিনীকণ্টকনামৈব ॥ ১৩২ ॥

তস্য চিকিৎসা—পদ্মিনীকণ্টকে রোগে ছর্দ্দয়েন্নিম্ববারিণা। তেনৈব সিদ্ধং সক্ষৌদ্রং সর্পিঃ পাতুং প্রদাপয়েৎ। নিম্বারগ্বধকল্কৈর্বা মুহুরুদ্বর্ত্তনং হিতম্॥ ১৩৩॥

নিম্বাদিঘৃতম্—চতুর্গুণেন নিম্বোত্থ-পত্রক্কাথেন গোঘৃতম্। পচেত্তত্ত নিম্বস্য কৃতমালস্য পত্রজৈঃ॥ কল্কৈর্ভূয়ঃ পচেৎ সিদ্ধং তৎ পিবেৎ পলসংমিতম্। পদ্মিনীকণ্টকা-দ্রোগান্মুক্তো ভবতি নান্যথা॥ ১৩৪। ১৩৫॥

অজগল্লিকা—স্নিগ্ধা সবর্ণা গ্রথিতা নীরুজা মুদ্গসন্নিভা। কফবাতোত্থিতা জ্ঞেয়া বালানামজগল্লিকা *॥ ১৩৬॥

তস্যাশ্চিকিৎসা—তত্রাজগল্লিকাং সামাং জলৌকাভিরুপাচরেৎ। শুক্তিসৌরাষ্ট্রিকাক্ষারকল্কৈশ্চালেপয়েন্মুহুঃ। কঠিনাং ক্ষারযোগেন দ্রাবয়েদজগল্লিকাম্॥ ১৩৭॥

যবপ্রখ্যামাহ—যবাকারা প্রকঠিনা গ্রথিতা মাংসসংশ্রয়া। পিড়কা শ্লেষ্মবাতাভ্যাং যবপ্রখ্যেতি সোচ্যতে *॥ ১৩৮॥

অন্ত্রালজীমাহ—ঘনামবক্ত্রাং পিড়কামুন্নতাং পরিমণ্ডলাম্। অন্ত্রালজীমল্পপূযাং তাং বিদ্যাৎ কফবাতজাম্ *॥ ১৩৯॥

তয়োশ্চিকিৎসা—অন্ত্রালজীযবপ্রখ্যৌ পূর্ব্ববং স্বেদৈরুপাচরেৎ। মনঃশিলাদেবদারুকুষ্ঠকল্কৈঃ প্রলেপয়েৎ। পক্কাং ব্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রসাধয়েৎ॥ ১৪০॥

বিবৃতামাহ—বিবৃতাস্যাং মহাদাহাং পক্কোডুম্বরসন্নিভাম্। বিবৃতামিতি তাং বিদ্যাৎ পিত্তোত্থাং পরিমণ্ডলাম্ *॥ ১৪১॥

ইন্দ্রবৃদ্ধামাহ—পদ্মকর্ণিকবন্মধ্যে পিড়কাং পিড়কাচিতাম্। ইন্দ্রবৃদ্ধাস্তু তাং বিদ্যাদ্বাতপিত্তোত্থিতাং ভিষক্ *॥ ১৪২॥

গর্দ্দভিকামাহ—মণ্ডলং বৃত্তমুৎসন্নং সরক্তং পিড়কাচিতম্। রুজাকরীং গর্দ্দভিকাং তাং বিদ্যাদ্বাতপিত্তজাম্॥ ১৪৩॥

জালগর্দ্দভমাহ—বিসর্পবৎ সর্পতি যঃ শোথস্তনুরপাকবান্। দাহজ্বরকরঃ পিত্তাৎ স জ্ঞেয়ো জালগর্দ্দভঃ *॥ ১৪৪॥

বিবৃতেন্দ্রবৃদ্ধাগর্দ্দাভিকাজালগর্দ্দভানাং চিকিৎসা—বিবৃতামিন্দ্রবৃদ্ধাঞ্চ গর্দ্দভীং জালগর্দ্দভম্। পৈত্তিকস্য বিসর্পস্য ক্রিয়য়া সাধয়েদ্ভিষক্। পাকে তু রোপয়েদাজ্যৈঃ পক্কৈর্ম্মধুরভেষজৈঃ॥ ১৪৫॥

---

* গ্রথিতা গুম্ফিতেব। মুদ্গসংনিভা মুদ্গাকৃতিঃ॥১৩৬॥ যবাকারা মধ্যে স্থূলা প্রান্তে কৃশা॥ ১৩৮॥ ঘনাম্ কঠিনাং, পরিমণ্ডলাং বর্ত্তুলাং, অল্পপূয়াং॥১৩৯॥ পরিতঃ শোথবতীং॥১৪১॥ পদ্মকর্ণিকাবৎ, পদ্মকর্ণাধারোপমাং পিড়কাচিতাং কিঞ্জল্কবদণুপিড়কাচিতাম্॥১৪২॥ অপাকবান্ ঈষৎপাকবান্ পিত্তকৃতত্বেন সর্ব্বথা পাকাভাবাসম্ভবাৎ অয়মগ্নিবাত ইতি খ্যাতঃ॥১৪৪॥

কচ্ছপিকামাহ—গ্রথিতাঃ পঞ্চ বা ষড়্ বা দারুণা কচ্ছপোন্নতা। কফানিলাভ্যাং পিড়কাঃ সা স্মৃতা কচ্ছপী বুধৈঃ * ॥ ১৪৬ ॥

তস্যাশ্চিকিৎসা—কচ্ছপীং স্বেদয়েৎ পূর্ব্বং তত এব প্রলেপয়েৎ। কল্কীকৃতৈর্নিশাকুষ্ঠসিতাতালকদারুভিঃ। তাং পক্কাং সাধয়েচ্ছীঘ্রং ভিষগ্‌ব্রণচিকিৎসয়া ॥ ১৪৭ ॥

শর্করার্ব্বুদস্য লক্ষণমাহ—প্রাপ্য মাংসশিরাস্নায়ুমেদঃ শ্লেষ্মা তথানিলঃ। গ্রন্থিং কুর্ব্বন্ত্যসৌ ভিন্নো মধুসর্পির্বসানিভম্ ॥ স্রবতি স্রাবমত্যর্থং তত্র বৃদ্ধিং গতোঽনিলঃ। মাংসং বিশোষ্য গ্রথিতাং শর্করাং জনয়ত্যতঃ * ॥ দুর্গন্ধিং ক্লিন্নমত্যর্থং নানাবর্ণং ততঃ শিরাঃ। স্রবন্তি সহসা রক্তং তং বিদ্যাচ্ছর্করার্ব্বুদম্ ॥ ১৪৮—১৫০ ॥

শর্করার্ব্বুদস্য চিকিৎসা—মেদোঽর্ব্বুদবিধানেন সাধয়েচ্ছর্করার্ব্বুদম্ ॥

সহেতুকান্ সলক্ষণান্ কতিচিদ্বিকারানাহ—শক্তস্য চাপ্যনুৎসাহঃ কর্ম্মণ্যালস্যমুচ্যতে। অস্বাস্থ্যং চিন্তয়াত্যর্থমরতিঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥ উৎক্লিশ্যান্নং ন নির্গচ্ছেৎ প্রসেকঃ ষ্ঠীবনেরিতম্। হৃদয়ং পীড্যতে চাস্য তমুৎক্লেশং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ বক্ত্রে মধুরতা তন্দ্রা হৃদয়োদ্বেষ্টনং ভ্রমঃ। ন চান্নং রোচতে যস্মৈ গ্লানিং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ ॥ গ্লানিরোজঃক্ষয়াদ্দুঃখাদজীর্ণাচ্চ শ্রমাদ্ভবেৎ ॥ উদানকোপাদাহারসুস্থিতত্বাচ্চ যদ্ভবেৎ। পবনস্যোর্দ্ধ্বগমনং তমুদ্গারং প্রচক্ষতে ॥ আটোপো গুড়গুড়াশব্দঃ প্রোক্তো জঠরসম্ভবঃ। তমঃস্বস্যেব যৎ জ্ঞানং তৎ তমঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৫১—১৫৫ ॥

ইতি ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

অথ শিরোরোগাধিকারঃ।

তত্র শিরোরোগস্য নিদানং সংখ্যামাহ—শিরোরোগাস্তু জায়ন্তে বাতপিত্তকফৈস্ত্রিভিঃ। সন্নিপাতেন রক্তেন ক্ষয়েণ ক্রিমিভিস্তথা * ॥ সূর্য্যাবর্ত্তানন্তবাতশঙ্খকার্দ্ধাবভেদকাঃ। একাদশবিধস্যাস্য লক্ষণানি প্রচক্ষতে ॥ ১। ২ ॥

বাতিকস্য লক্ষণমাহ—যস্যানিমিত্তং শিরসো রুজশ্চ ভবন্তি তীব্রা নিশি চাতিমাত্রম্। বন্ধোপতাপৈঃ প্রশমো ভবেচ্চ শিরোঽভিতাপঃ স সমীরণেন * ॥ ৩ ॥

---

* কচ্ছপোন্নতাঃ মধ্যে প্রোন্নতাঃ প্রান্তে নতাঃ ॥ ১৪৬ ॥ শর্করা বালুকাতুল্যা ॥ ১৪৯ ॥

শিরোরোগাঃ অত্র শিরোগতা শূলরূপারুগভিধীয়তে। বাতপিত্তকফৈস্ত্রিভিঃ নন্বু বাতপিত্তকফৈরিত্যুক্তেস্ত্রিত্ববোধঃ কিমর্থং ত্রিভিরিতি পদং বাতপিত্তকফানাং পৃথক্ কারণানি বোদ্ধব্যানি। ক্ষয়েণ রসাদিক্ষয়েণ ॥ ১ ॥ ভবেদিতি শেষঃ। অনিমিত্তংঅতর্কিতবিপ্রকৃষ্টনিমিত্তং নিশি চাতিমাত্রং স্বাল্পেশৈত্যেন বায়োরাধিক্যাৎ উপতাপঃ স্বেদনং শিরোঽভিতাপঃ শিরঃপীড়া ॥ ৩ ॥

পৈত্তিকমাহ—যস্যোষ্ণমঙ্গারচিতং যথৈব ভবেচ্ছিরো দহ্যত চাক্ষিনাশম্। শীতেন রাত্রৌ চ ভবেদ্বিশেষঃ শিরোঽভিতাপঃ স তু পিত্তকোপাৎ * ॥ ৪ ॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—শিরো ভবেদ্ যস্য কফোপদিগ্ধং গুরু প্রতিষ্টব্ধমথো হিমঞ্চ। শূনাক্ষিনাসাবদনঞ্চ যস্য শিরোভিতাপঃ স কফপ্রকোপাৎ * ॥ ৫ ॥

সান্নিপাতিকমাহ—শিরোঽভিতাপে ত্রিতয়প্রবৃত্তে সর্ব্বাণি লিঙ্গানি সমুদ্ভবন্তি।

রক্তজমাহ—রক্তাত্মকঃ পিত্তসমানলিঙ্গঃ স্পর্শাসহত্বং শিরসো ভবেচ্চ * ॥ ৬ ॥

ক্ষয়জমাহ—বসাবলাসক্ষতসম্ভবানাং শিরোগতানামতিসঙ্ক্ষয়েণ। ক্ষয়প্রবৃত্তঃ শিরসোঽভিতাপঃ কষ্টো ভবেদুগ্ররুজোঽতিমাত্রম্ * ॥ সংস্বেদনচ্ছর্দ্দনধূমনস্যৈরসৃগ্‌বিমোক্ষৈশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি॥ অঙ্গং ভ্রমতি তুদ্যেত শিরোবিভ্রান্তনেত্রতা। মূর্চ্ছা গাত্রাবসাদশ্চ শিরোরোগে ক্ষয়াত্মিকে ॥ ৭—৯ ॥

ক্রিমিজমাহ—নিস্তুদ্যতে যস্য শিরোঽতিমাত্রং সম্ভক্ষ্যমাণং স্ফুরতীব চান্তঃ। ঘ্রাণাচ্চ গচ্ছেদ্রুধিরং সপূয়ং শিরোঽভিতাপঃ ক্রিমিভিঃ সঘোরঃ * ॥ ১০ ॥

সূর্য্যাবর্ত্তমাহ—সূর্য্যোদয়ং যা প্রতিমন্দমন্দমক্ষিভ্রুবৌ রুক্ সমুপৈতি গাঢ়ম্। বিবর্দ্ধতে চাংশুমতা সহৈব সূর্য্যাপবৃত্তৌ বিনিবর্ত্ততে চ * ॥ শীতেন শান্তিং লভতে কদাচিদুষ্ণেন জন্তুঃ সুখমাপ্নুয়াদ্বা। সর্ব্বাত্মকং কষ্টতমং বিকারং সূর্য্যাপবর্ত্তং তমুদাহরন্তি ॥ ১১। ১২ ॥

অনন্তবাতমাহ—দোষাস্তু দুষ্টাস্ত্রয় এব মন্যাং সম্পীড্য গাঢ়ং স্বরুজাং সুতীব্রাম্। কুর্ব্বন্তি সোঽক্ষি ভ্রুবি শঙ্খদেশে স্থিতিং করোত্যাশু বিশেষতস্তু * ॥ গণ্ডস্য পার্শ্বে তু করোতি কম্পং হনুগ্রহং লোচনজান্ বিকারান্। অনন্তবাতং তমুদাহরন্তি দোষত্রয়োত্থং শিরসো বিকারম্ * ॥ ১৩। ১৪ ॥

শঙ্খকমাহ—পিত্তরক্তানিলা দুষ্টাঃ শঙ্খদেশে বিমূর্চ্ছিতাঃ। তীব্ররুগ্‌দাহরাগং হি শোথং কুর্ব্বন্তি দারুণম্ * ॥ স শিরোবিষবদ্বেগান্নিরুধ্যাশু গলন্তথা। ত্রিরাত্রাজ্জীবিতং হন্তি শঙ্খকো নাম নামতঃ। ত্র্যহং জীবতি ভৈষজ্যং প্রত্যাখ্যায়াস্য কারয়েৎ * ॥ ১৫। ১৬ ॥

অর্দ্ধাবভেদকমাহ—রুক্ষাশনাদ্যধ্যশনপ্রাগ্বাতাঽবশ্যমৈথুনৈঃ। বেগসন্ধারণায়াস-

---

* দহতীত্যার্যত্বাৎ ॥ ৪ ॥ কফোপদিগ্ধং অন্তঃকফলিপ্তং প্রতিষ্টব্ধং তচ্চ শিরঃ ॥ ৫ ॥ পৈত্তিকাদ্ভেদমাহ শিরসঃ স্পর্শাসহত্বমিতি ॥ ৬ ॥ ক্ষতসম্ভবং রুধিরম্ কষ্টঃ কষ্টসাধ্যঃ ॥ ৭ ॥ সম্ভক্ষ্যমাণং ক্রিমিভিরিতি শেষঃ। ঘ্রাণাচ্চেতি চকারেণ ক্রিমিনিগমোঽপি বোদ্ধব্যঃ ॥ ১০ ॥ সূর্য্যোদয় ইতি লক্ষীকৃত্য আরভ্যেতি যাবৎ সূর্য্যস্যাপবৃত্তৌ সূর্য্যস্যাধোগতৌ ॥ ১১ ॥ এবশব্দোঽত্রাপ্যর্থঃ অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ স্বরুজাং স্বস্বরূপাং রুজাং ব্যথাদাহগৌরবাদিরূপাং দোষাঃ কুর্ব্বন্তি। অয়মনন্তে বাতসমঃ অনন্তবাতঃ অক্ষ্যাদিষু স্থিতিং করোতি ॥ ১৩ ॥ বিশেষতঃ গণ্ডপার্শ্বে স্থিতিং করোতি পীড়ায়াঃ স্থিতিং কৃত্বা কম্পাদীংশ্চ করোতি ॥১৪॥ পিত্তরক্তানিলাঃ অত্র কফোঽপি যোজ্যঃ কৃতানুতাপঃ কফপিত্তরক্তৈরিতি সুশ্রুতবচনাৎ, বিমূর্চ্ছিতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ ॥ ১৫ ॥ শঙ্খক সঃ ত্রিরাত্রাৎ ত্রিরাত্রিমধ্যে মারয়তি ইতি যাবৎ ॥ ১৬ ॥

ব্যায়ামৈঃ কুপিতোঽনিলঃ * ॥ কেবলঃ সকফো বার্দ্ধং গৃহীত্বা শিরসো বলী। মন্যাভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষিললাটার্দ্ধেষু বেদনাম্ ॥ শস্ত্রাশনিনিভাং কুর্য্যাত্তীব্রাং সোঽর্দ্ধাবভেদকঃ। নয়নং বাথবা শ্রোত্রমভিবৃদ্ধো বিনাশয়েৎ * ॥ ১৭—১৯ ॥

অথ শিরোরোগাণাং চিকিৎসা—বাতজাতশিরোরোগে স্নেহস্বেদং বিমর্দনম্। পানাহারোপনাহাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতাময়াপহান্ ॥ কুষ্ঠমেরণ্ডমূলঞ্চ নাগরং তক্রপেষিতম্। কটূষ্ণং শিরসঃ পীড়াং ভালে লেপনতো হরেৎ ॥ রসঃ শ্বাসকুঠারো যস্তস্য নস্যং বিশেষতঃ শিরঃশূলং হরত্যেব বিধেয়ো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০—২২ ॥

শিরোবস্তিবিধিঃ আশিরো ব্যায়তং চর্ম্ম ষোড়শাঙ্গুলমুচ্ছ্রিতং (ক)। তেনাবেষ্ট্য শিরোঽধস্তান্মাষকল্কেন লেপয়েৎ ॥ নিশ্চলস্যোপবিষ্টস্য তৈলৈঃ কোষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ। ধারয়েদারুজঃ শান্ত্যৈ যামং যামার্দ্ধমেব বা ॥ শিরোবস্তির্হরত্যেষ শিরোরোগং মরুদ্ভবম্। হনুমন্যাক্ষিকর্ণার্ত্তিমর্দ্দিতং মূর্দ্ধকম্পনম্ ॥ বিনা ভোজনমেবৈষ শিরোবস্তিঃ প্রযুজ্যতে দিনানি পঞ্চ বা সপ্ত রুচিতোঽগ্রে ততোঽপি চ ॥ ততোঽপনীতস্নেহস্য মোচয়েদ্বস্তিবন্ধনম্। শিরোললাটবদনং গ্রীবাংসাদীন্ বিমর্দ্দয়েৎ ॥ সুখোষ্ণেনাম্ভসা গাত্রং প্রক্ষাল্যাশ্নাতি বাঞ্ছিতম্। আমিষং জাঙ্গলং পথ্যং তত্র শাল্যাদয়োঽপি চ ॥ মুদ্গমাষান্ কুলথাংশ্চ খাদেদ্বা নিশি কেবলান্। কটুকোষ্ণান্ সর্পিষ্কানুষ্ণং ক্ষারং পিবেত্তথা ॥ পিত্তাত্মকে শিরোরোগে শীতানাং চন্দনাম্ভসা। কুমুদোৎপলপদ্মানাং স্পর্শাঃ সেব্যাশ্চ মারুতাঃ ॥ সর্পিষঃ শতধৌতস্য শিরসা ধারণং হিতম্। রসঃ শ্বাসকুঠারোঽম্লঃ কর্পূরঃ কুঙ্কুমং নবম্ ॥ সিতা চ্ছাগীপয়ঃ সর্ব্বং চন্দনেনানুঘর্ষয়েৎ। তস্য নস্যং ভিষগ্দদ্যাৎ পিত্তজায়াং শিরোরুজি ॥ কিন্তু মস্তকশূলেষু সর্ব্বেষ্বেবং হিতং মতম্। গুড়নাগরকল্কস্য নস্যং মস্তকশূলনুৎ ॥ রক্তজে পিত্তবৎ সর্ব্বং ভোজনালেপসেচনম্। শীতোষ্ণয়োশ্চ বিন্যস্য বিশেষো রক্তমোক্ষণম্ ॥ কফজে লঙ্ঘনং স্বেদো রুক্ষোষ্ণৈঃ পাবকাত্মকৈঃ ॥ সন্নিপাতভবে কার্য্যা সন্নিপাতহরা ক্রিয়া। পুরাণসর্পিষঃ পানং বিশেষেণ দিশন্তি হি ॥ ২৩—৩৫ ॥

ষড়্বিন্দুতৈলম্—এরণ্ডমূলং তগরং শতাহ্বা জীবন্তিকা রাস্নিকা সৈন্ধবঞ্চ। ভৃঙ্গং বিড়ঙ্গং মধুযষ্টিকা চ বিশ্বৌষধং কৃষ্ণতিলস্য তৈলম্ ॥ অজাপয়স্তৈলবিমিশ্রিতঞ্চ চতুর্গুণং ভৃঙ্গরসে বিপক্বম্। ষড়্বিন্দবো নাসিকয়া প্রদেয়াঃ সর্ব্বান্নিহন্যুঃ শিরসো বিকারান্ ॥ চ্যুতাংশ্চ কেশান্ পলিতাংশ্চ দন্তান্নির্ব্বদ্ধমূলান্ সুদৃঢ়ীকরোতি। সুপর্ণগৃধ্রপ্রতিমঞ্চ চক্ষুঃ কুর্ব্বন্তি বাহ্বোরধিকং বলঞ্চ ॥ ৩৬—৩৮ ॥ ইতি ষড়্বিন্দু তৈলম্।

ক্ষয়জে ক্ষয়নাশায় কর্ত্তব্যো বৃংহণো বিধিঃ। পানে নস্যে চ সর্পিঃ স্যাদ্বাতঘ্নৈর্ম্মধুরৈঃ-

---

* অবশ্যঃ অবশ্যায়ঃ আয়াসঃ অতিচলনভারোদ্বহনাদিঃ ব্যায়ামঃ মল্লশ্রমঃ ॥ ১৭ ॥ শস্ত্রাশনিনিভাং শস্ত্রঘাতেনেব বজ্রপাতেনেব বেদনান্ ॥ ১৯ ॥

(ক) কৃষ্ণাষ্টাঙ্গুলমুচ্ছ্রিতমিতি পাঠান্তরম্

শূতম্ ॥ ক্রিমিজে ব্যোষনক্তাহ্বশিগ্রুবীজৈশ্চ নাবনম্। অজামূত্রযুতং নস্যং কর্ত্তব্যং ক্রিমিনুৎ পরম্। সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্যকর্ম্মাদি ভেষজম্ ॥ ৩৯। ৪০ ॥

কুমারীতৈলম্—কুমার্য্যাঃ স্বরসপ্রস্থে ধুস্তূরস্য রসে তথা। ভৃঙ্গরাজস্য চ রসে প্রস্থদ্বয়সমাযুতে। চতুঃপ্রস্থমিতে ক্ষীরে তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ কল্কৈর্মধুকহ্রীবেরমঞ্জিষ্ঠা ভদ্রমুস্তকৈঃ। নখকর্পূরভৃঙ্গৈলাজীবন্তীপদ্মকুষ্ঠকৈঃ ॥ মার্কবাসকতালীসসর্জ্জনির্য্যাস-পত্রকৈঃ। বিড়ঙ্গশতপুষ্পাশ্বগন্ধাগন্ধর্ববহস্তকৈঃ ॥ শোকহৃন্নারিকেলাভ্যাং কর্ষমানৈর্বিপা-চিতে। উত্তার্য্য বস্ত্রপূতং তু শুভে ভাণ্ডে সুধূপিতে ॥ ত্রিরাত্রমথ গুপ্তঞ্চ ধারয়েদ্বিধিবদ্ভিষক্। ততস্তু তৈলমভ্যঙ্গে মূর্দ্ধ্নি ক্ষেপে নিয়োজয়েৎ ॥ শময়েদর্দ্দিতঙ্গাঢ়মন্যাস্তম্ভশিরোগদান্। তালু-নাসাক্ষিজাতন্তু শোষমূর্চ্ছাহলীমকম্। হনুগ্রহগদান্তিং বা বাধির্য্যং কর্ণবেদনম্ ॥ ৪১—৪৭ ॥

যোজয়েৎ সগুড়ং সর্পির্ঘৃতপূরাংশ্চ ভক্ষয়েৎ। নাবনং ক্ষীরসর্পির্ভ্যাং পানঞ্চ ক্ষীর-সর্পিষোঃ ॥ ক্ষীরপিষ্টৈস্তিলৈঃ স্বেদো জীবনীয়ৈশ্চ শস্যতে। ভৃঙ্গরাজরসশ্ছাগীক্ষীর-তুল্যোঽর্কতাপিতঃ ॥ সূর্য্যাবর্ত্তং নিহন্ত্যাশু নস্যেনৈব প্রয়োগরাট্। অর্দ্ধাবভেদকে পূর্ব্বং স্নেহস্বেদৌ হি ভেষজম্ ॥ বিরেকঃ কায়শুদ্ধিশ্চ ধূপঃ স্নিগ্ধোষ্ণভোজনম্। বিড়ঙ্গানি তিলান্ কৃষ্ণান্ সমান্ পিষ্টান্ বিলেপয়েৎ ॥ নস্যঞ্চাপ্যাচরেত্তস্মাদর্দ্ধভেদং ব্যপোহতি। পিবেৎ সশর্করং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্। সুশীতং বাপি পানীয়ং সর্পির্বা নস্তস্তয়োঃ * ॥ অনন্তবাতে কর্ত্তব্যঃ সূর্য্যাবর্ত্তহিতো বিধিঃ। শিরাবেধশ্চ কর্ত্তব্যোঽনন্তবাতপ্রশান্তয়ে ॥ আহারশ্চ প্রদাতব্যো বাতপিত্তবিনাশনঃ। মধুমস্তকসংযাবঘৃতপূপো বিশেষতঃ * ॥৪৮—৫৪॥

পথ্যাদিক্কাথঃ—পথ্যাক্ষধাত্রীরজনীগুড়ূচী-ভূনিম্বনিম্বৈঃ সগুড়ঃ কষায়ঃ। ভ্রূশঙ্খ-কর্ণাক্ষিশিরোঽর্দ্ধশূলং নিহন্তি নাসানিহিতঃ ক্ষণেন ॥ ৫৫ ॥ ইতি পথ্যাদি ক্বাথঃ।

দার্ব্বী হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা সনিম্বোশীরপদ্মকম্। এতৎ প্রলেপনং কুর্য্যাচ্ছঙ্খকস্য প্রশান্তয়ে ॥ শীততোয়াভিষেকশ্চ শীতলং ক্ষীরসেচনম্। কল্কৈশ্চ ক্ষীরবৃক্ষাণাং শঙ্খকে লেপনং হিতম্ ॥ ৫৬। ৫৭ ॥

সর্ব্বেষু শিরোরোগেষু—যষ্টীমধুকমাষঃ স্যাত্তুর্য্যাংশং তু বিষং ভবেৎ। তয়োশ্চূর্ণং সুসূক্ষ্মং স্যাত্তচ্চূর্ণং সর্বপোন্মিতম্ ॥ নাসিকাভ্যন্তরে ন্যস্তং সর্ব্বাং শীর্ষব্যথাং হরেৎ। দৃষ্টপ্রয়োগো যোগোঽয়মনুভাবিভিরাদৃতঃ ॥ আর্দ্রং যচ্ছুক্তিকাচূর্ণং চূর্ণিতং নবসাদরম্। উভয়ং যোজিতং তস্য গন্ধান্ নশ্যতি শীর্ষরুক্ ॥ ৫৯। ৬০ ॥

ইতি শিরোরোগাধিকারঃ।

* নস্ততঃ নাসিকয়া পিবেদিত্যর্থঃ। তয়োঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ ॥ ৫২ ॥ সংযাবঃ পকান্নবিশেষঃ পেরাকিয়া ইতি লোকে স চ মধুমস্তকঃ মধুনোপলিপ্তঃ ঘৃতপূপঃ পূয়া ॥ ৫৪ ॥

অথ নেত্ররোগাধিকারঃ।

—:*:—

নেত্রস্য প্রমাণমাহ—বিদ্যাদ্দ্ব্যঙ্গুলবাহুল্যং স্বাঙ্গুষ্ঠোদরসম্মিতম্। দ্ব্যঙ্গুলং সর্ব্বতঃ সার্দ্ধং ভিষক্ নয়নমণ্ডলম্ * ॥ ১ ॥

নেত্রস্যাঙ্গান্যাহ—পক্ষ্মবর্ত্মশ্বেতকৃষ্ণদৃষ্টীনাং মণ্ডলানি তু। অনুপূর্ব্বন্তু তে মধ্যাশ্চত্বারোঽন্ত্যা যথোত্তরম্ * ॥ ২ ॥

নেত্রমণ্ডলে অষ্টসপ্ততিব্যাধীনাহ—দ্বাদশ ব্যাধয়ো দৃষ্টৌ তত্রৈবান্যৌ গদার্বুদৌ। কৃষ্ণমার্গে তু চত্বারো দশৈকঃ শুক্লভাগজাঃ॥ বর্ত্মন্যেকোবিংশতিশ্চ পক্ষ্মজৌ দ্বৌ প্রকীর্ত্তিতৌ। নবসন্ধিষু সর্ব্বস্মিন্নেত্রে সপ্তদশোদিতাঃ। এবং নেত্রে সমস্তাঃ স্যুরষ্টসপ্ততিরাময়াঃ ॥ ৩। ৪ ॥

সুশ্রুতোক্তষট্ সপ্ততিসংখ্যামাহ—বাতাদ্দশ তথা পিত্তাৎ কফাচ্চৈব ত্রয়োদশ। রক্তাৎ ষোড়শ বিজ্ঞেয়াঃ সর্ব্বজাঃ পঞ্চবিংশতিঃ। বাহ্যৌ পুনর্দ্বৌ নয়নে রোগাঃ ষট্-সপ্ততিঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥

নেত্ররোগাণাং সামান্যতো বিপ্রকৃষ্টসন্নিকৃষ্টনিদানমাহ—উষ্ণাভিতপ্তস্য জলপ্রবেশাদ্ দূরেক্ষণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ। স্বেদাদ্রজোধূমনিষেবণাচ্চ ছর্দ্দের্ব্বিঘাতাদ্বমনাতিযোগাৎ *॥ শুক্তারনালাম্লকুলত্থমাষাদ্বিণ্মূত্রবাতাগমনিগ্রহাচ্চ। প্রসক্তসংরোদনশোকতাপাচ্ছিরোঽভিঘাতাদতিশীঘ্রযানাৎ *॥ তথা ঋতূনাঞ্চ বিপর্য্যয়েণ ক্লেশাভিতাপাদতিমৈথুনাচ্চ। বাষ্পগ্রহাৎ সূক্ষ্মনিরীক্ষণাচ্চ নেত্রে বিকারং জনয়ন্তি দোষাঃ * ॥ ৬—৮ ॥

সম্প্রাপ্তিমাহ—শিরানুসারিভির্দ্দোষৈর্বিগুণৈরূর্দ্ধমাশ্রিতৈঃ। জায়ন্তে নেত্রভাগেষু রোগাঃ পরমদারুণাঃ * ॥ ৯ ॥

আদৌ দৃষ্টিরোগানাহ। তত্র নেত্রদৃষ্টিলক্ষণম্—মসূরদলমাত্রাং তু পঞ্চ-

* দ্ব্যঙ্গুলবাহুল্যং দ্ব্যঙ্গুলপ্রমাণং স্থৌল্যং যস্য তৎ অঙ্গুলীনাং স্থৌল্যস্য বৈষম্যাৎ পুনরাহ স্বাঙ্গুষ্ঠোদরসম্মিতং দ্ব্যঙ্গুলং সর্ব্বতঃ সার্দ্ধং দৈর্ঘ্যেণ ॥ ১ ॥ তে পক্ষ্মাদয়ো দৃষ্ট্যন্তাঃ অনুপূর্ব্বং যথাপূর্ব্বং মধ্যাশ্চত্বারঃ কৃষ্ণাদয়ঃ যথোত্তরম্ অন্ত্যাঃ ॥ ২ ॥ তত্র দৃষ্টৌ অন্যৌ চরকোক্তৌ সুশ্রুতোক্তষট্সপ্ততিসংখ্যেভ্যোঽধিকৌ ॥৩॥ উষ্ণাভিতপ্তস্য জলপ্রবেশাৎ আতপাদিজনিতোষ্মণা সহ বাহ্ভূতস্য নয়নতেজসো জলাবগাহনেনাভিভবাৎ। দূরেক্ষণাৎ দূরস্থদ্রব্যদর্শনাৎ স্বেদাৎ স্বিদ্যতে অনেনেতি স্বেদোঽগ্ন্যাদিস্তস্মাৎ। রজোধূম-নিষেবণাৎ নেত্রেণ ॥ ৬ ॥ শোকতাপাৎ শোকজনিতাৎ সন্তাপাৎ শিরোঽভিঘাতাৎ শিরসি প্রহারাৎ ॥ ৭ ॥ ঋতূনাং-বিপর্য্যয়েণ। ঋতূক্তচর্য্যাবিপরীতা-চরণেন। ক্লেশাভিতাপাৎ ক্লিশ্যতেঽনেনেতি ক্লেশং কামক্রোধাদিদুঃখং, তেনাভিতাপঃ পীড়া ততঃ বাষ্পগ্রহাৎ অশ্রুবেগবিঘাতাৎ ॥ ৮ ॥ নেত্রভাগেষু নেত্রস্য দৃষ্ট্যাদ্যবয়বেষু ॥ ৯ ॥

ভূতপ্রসাদজাম্। খদ্যোতবিস্ফুলিঙ্গাভাং সিদ্ধাং তেজোভিরব্যয়ৈঃ * ॥ আবৃতাং পটলেনা-ক্ষোর্বাহ্যেন বিবরাকৃতিম্। শীতসাত্ম্যাং নৃণাং দৃষ্টিমাহুর্নয়নচিন্তকাঃ * ॥ ১০। ১১ ॥

তত্র চত্বারি পটলান্যাহ—তেজোজলাশ্রিতং বাহ্যং তেম্বন্যৎপিশিতাশ্রিতম্। মেদস্তৃতীয়ং পটলমাশ্রিতং ত্বস্থি চাপরম্। পঞ্চমাংশসমং দৃষ্টেস্তেষাং বাহুল্যমীষ্যতে * ॥ ১২॥

প্রথমপটলগতদোষস্বভাবঃ—প্রথমে পটলে যস্য দোষো দৃষ্টের্ব্যবস্থিতঃ। অব্যক্তানি স্বরূপাণি কদাচিদথ পশ্যতি * ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয়পটলগতদোষস্বভাবঃ—দৃষ্টির্ভৃশং বিহ্বলতি দ্বিতীয়ে পটলে গতে। মক্ষিকামশকান্ কেশান্ জালকানীব পশ্যতি * ॥ মণ্ডলানি পতাকাংশ্চ মরীচীন্ কুণ্ডলানি চ। পরিপ্লবাংশ্চ বিবিধান্ বর্ষমভ্রন্তমাংসি চ * ॥ দূরস্থানি চ রূপাণি মন্যতে চ সমীপতঃ। সমীপস্থানি দূরে চ দৃষ্টের্গোচরবিভ্রমাৎ। যত্নবানপি চাত্যর্থং সূচীচ্ছিদ্রং ন পশ্যতি * ॥ ১৪—১৬ ॥

তৃতীয়পটলগতমাহ—ঊর্দ্ধং পশ্যতি নাধস্তাৎ তৃতীয়ং পটলং গতে। সুমহান্ত্যপি রূপাণি ছাদিতানীব চাম্বরৈঃ * ॥ কর্ণনাসাক্ষিরূপাণি বিকৃতানি চ পশ্যতি। যথাদোষঞ্চ রজ্যেত দৃষ্টির্দোষে বলীয়সি ॥ অধঃস্থে তু সমীপস্থং দূরস্থং চোপরি স্থিতে। পার্শ্বস্থিতে পুনর্দোষে পার্শ্বস্থানি ন পশ্যতি * ॥ সমন্ততঃ স্থিতে দোষে সঙ্কুলানীব পশ্যতি। দৃষ্টিমধ্য-স্থিতে দোষে মহদ্হ্রস্বংচ পশ্যতি *॥ দোষে দৃষ্টিস্থিতে তির্য্যগেকং বা মন্যতে দ্বিধা। দ্বিধা স্থিতে দ্বিধা পশ্যেৎ বহুধা চাহনবস্থিতে * ॥ ১৭—২১ ॥

চতুর্থপটলগতদোষমাহ—তিমিরাখ্যঃ স যো দোষশ্চতুর্থং পটলং গতঃ।

* মসূরদলমাত্রাং নেত্রগতকৃষ্ণমণ্ডলমধ্যস্থমসূরদ্বিদলপ্রমাণাং পঞ্চভূতপ্রসাদজাম্ প্রসন্নপঞ্চ-ভূতাত্মিকাম্ খদ্যোতবিস্ফুলিঙ্গাভ্যাং নিমেষৈঃ কদাচিৎ খদ্যোতাভাং খদ্যোতবৎ, নিমেষাভাবে বিদ্যোত-মানত্বাদ্বিস্ফুলিঙ্গবৎ অব্যয়ৈশ্চিরস্থায়িভিস্তেজোভিঃ সিদ্ধাং উৎপন্নাং ॥১০॥ বিবরাকৃতিং সচ্ছিদ্রাম অক্ষো-র্বাহ্যেন পটলেন রসরক্তাধারভূতেন আবৃতান্ ॥ ১১ ॥ তত্র তেজো রক্তং জলং রসঃ তেন রসরক্তাধার মিত্যর্থঃ পটলং ত্বক্ অপরং চতুর্থং দৃষ্টেঃ স্বাঙ্গুষ্ঠোদরস্থূলস্য নেত্রস্য পঞ্চমাংশসমং তেষাং চতুর্ণাং পটলানাং মিলিতানাং বাহুল্যং স্থৌল্যং ইষ্যতে ॥ ১২ ॥ প্রথমে পটলে পূর্ব্বাভ্যন্তরে ন তু বাহ্যে "দৃষ্টেরভ্যন্তরে দোষাঃ পটলে সমধিষ্ঠিতাঃ। একৈকমনুপস্তস্তে পর্য্যায়াৎ পটলান্তরমিতি বিদেহবচনাৎ। ব্যবস্থিতঃ স্থিতঃ। অব্যক্তানি ঈষদ্ব্যক্তানি অথ কদাচিৎ পশ্যতি ব্যক্তান্যেবেতি শেষঃ দোষাল্পতয়া ॥ ১৩ ॥ বিহ্বলতি রূপং সম্যক্ কৃত্বা গৃহীতুং ন শক্নোতি, বিহ্বলত্বমেব বিবৃণোতি মক্ষিকাদান্ জালকানীব মর্কটরচিতজালানীব পশ্যতি ॥ ১৪ ॥ মণ্ডলাদীনি অসন্ত্যপি সন্তীব পশ্যতি কুণ্ডলানি কুণ্ডলানীব বিদ্যোতমানানি কিঞ্চিৎ পশ্যতি পরিপ্লবাংশ্চ বিবিধান্ প্রতিচ্ছায়াদীনাং সঞ্চারাদ্ ঊর্দ্ধাধস্তির্য্যগ্‌গতান নানাবিধান পশ্যতি। বর্ষং বৃষ্টিং অভ্রং মেঘং বর্ষাদীনি অসন্ত্যপি সন্তীব পশ্যতি ॥১৫॥ গোচরবিভ্রমাৎ গোচরোঽত্র রূপং তত্র ভ্রমঃ অযথাগ্রহণং তস্মাৎ ॥ ১৬ ॥ ঊর্দ্ধং পশ্যতি ঊর্দ্ধমপি যাদৃক্ পশ্যতি তাদৃগাহ সুমহান্তীত্যাদি অম্বরৈঃ বস্ত্রৈঃ ॥ ১৭ ॥ অধঃস্থে তু সমীপস্থং ন পশ্যতীত্যন্বয়ঃ তথা উপরিস্থিতে দোষে দূরস্থং ন পশ্যতি ॥ ১৯ ॥ সমন্ততঃ উপর্য্যধঃ পার্শ্বেষু সঙ্কুলানি ভিন্নান অপি রূপাণি মিশ্রিতানীব পশ্যতি ॥ ২০ ॥ অনবস্থিতে অনিয়তাবস্থানে বহুধা বহূনি পশ্যেৎ ॥ ২১ ॥

রুণদ্ধি সর্ব্বতো দৃষ্টিং লিঙ্গনাশ ইতি ক্বচিৎ * ॥ অস্মিন্নপি তমোভূতে নাতিরূঢ়ে মহাগদে। চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রৌ অন্তরীক্ষে চ বিদ্যুতঃ * ॥ নির্ম্মলানি চ তেজাংসি ভ্রাজিষ্ণূনীব পশ্যতি। স এব লিঙ্গনাশস্তু নীলিকাকাচসংজ্ঞিতঃ * ॥ ২২—২৪ ॥

দৃষ্টিরোগাণাং নামানি সংখ্যাঞ্চাহ—দৃষ্ট্যাশ্রয়াঃ ষট্ চ ষড়েব রোগাঃ ষট্ লিঙ্গনাশা হি ভবন্তি তত্র। বাতেন পিত্তেন কফেন সর্ব্বৈ রক্তাৎ পরিম্লায্যভিধশ্চ ষষ্ঠঃ * ॥ তথা নরঃ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিঃ কফেন বান্যস্তথ ধূমদর্শী। যো হ্রস্বজাড্যো নকুলান্ধ্যসংজ্ঞো গম্ভীরসংজ্ঞা চ তথৈব দৃষ্টিঃ * ॥ ২৫। ২৬ ॥

বাতজলিঙ্গনাশস্য লক্ষণম্—বাতেন খলু রূপাণি ভ্রমন্তীব চ পশ্যতি। আবিলান্যরুণাভানি ব্যাবিদ্ধানীব মানবঃ * ॥ ২৭ ॥

পৈত্তিকমাহ—পিত্তেনাদিত্যখদ্যোতশক্রচাপতড়িদ্‌গুণান্। নৃত্যতশ্চৈব শিখিনঃ সর্ব্বং নীলঞ্চ পশ্যতি * ॥ ২৮ ॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—গৌরচামরগৌরাণি শ্বেতাভ্রপ্রতিমানি চ। পশ্যেদসূক্ষ্মণ্যত্যর্থং বাভ্রে চৈবাভ্রসংপ্লবম্॥ কফেন পশ্যেদ্রূপাণি স্নিগ্ধানি চ সিতানি চ। সলিলপ্লাবিতানীব জালকানীব (ক) মানবঃ ॥ ২৯। ৩০ ॥

সন্নিপাতজমাহ—সন্নিপাতেন চিত্রাণি বিপ্লুতানি চ পশ্যতি। বহুধাপি দ্বিধা বাপি সর্ব্বাণ্যেব সমন্ততঃ। হীনাধিকাঙ্গান্যথবা জ্যোতীংষ্যপি চ পশ্যতি * ॥৩১ ॥

রক্তজমাহ—পশ্যেদ্রক্তেন রক্তানি তমাংসি বিবিধানি চ। হরিতান্যথ কৃষ্ণানি পীতান্যপি চ মানবঃ (খ) ॥ ৩২ ॥

পরিম্লায়িনমাহ—রক্তেন মূর্চ্ছিতং পিত্তং পরিম্লায়িনমাচরেৎ। তেন পীতা দিশঃ পশ্যেদুদ্যন্তমিব ভাস্করম্॥ বিকীর্য্যমাণান্ খদ্যোতৈর্ব্বৃক্ষাংস্তেজোভিরেব হি * ॥ বাতাদিজনিতৈর্নেত্রবর্ণৈরপি চ ষড়্‌বিধঃ। লিঙ্গনাশো নিগদিতো বর্ণো বাতাদিজো যথা॥ রাগোঽ-

* যো দোষঃ দোষোঽত্র রোগঃ চতুর্থং পটলং বাহ্যং পটলং গতঃ স তিমিরাখ্যঃ তিমিরদর্শনেন তিমিরমস্যাস্তীতি তিমিরঃ অর্শ আদিত্বাৎ অচ্। তস্য লক্ষণমাহ রুণদ্ধীত্যাদি সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র লিঙ্গনাশ ইতি কচিৎ তন্ত্রান্তরে লিঙ্গনাশসংজ্ঞঃ তস্য নিরুক্তিশ্চ লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তেঽনেনেতি লিঙ্গং দৃষ্টিতেজঃ, তস্য নাশোঽস্মিন্নিতি লিঙ্গনাশঃ ॥২২॥ অস্মিন্নপি তিমিরেঽপি তমোভূতে তমস্তুল্যে, অত্র ভূতশব্দস্তুল্যার্থঃ, 'ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিষ্বিত্যমরাৎ। নাতিরূঢ়ে অপ্রৌঢ়ে নবে, চন্দ্রাদিত্যৌ নক্ষত্রাণি চ পশ্যতি অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষস্য প্রকাশময়ত্বেন তমোঽভিভবাৎ ॥ ২৩ ॥ তেজাংসি অগ্ন্যাদেঃ ভ্রাজিষ্ণূনি রত্নস্বর্ণাদীনি অস্মিন্ প্রৌঢ়ে চিরজে চন্দ্রাদীন্যপি ন পশ্যতীত্যাশয়ঃ। নীলিকাকাচসংজ্ঞিতঃ নীলিকা কাচেতি নামান্তরাভ্যাং যুক্তঃ ॥ ২৪ ॥ দৃষ্ট্যাশ্রয়া রোগাঃ ষট্ ষট্ দ্বাদশেত্যর্থঃ তত্র লিঙ্গনাশাঃ ষট্ তান্ বিবৃণোতি বাতেনেত্যাদি ॥ ২৫ ॥ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্ট্যাদয়শ্চ ষট্ এবং দৃষ্ট্যাশ্রয়া দ্বাদশরোগাস্তত্র দ্বাবন্যৌ চাহ তত্রৈবান্যৌ গদৌ বদ্ধৌ সন্নিমিত্তকৌ ॥ ২৬ ॥ আবিলানি কলুষাণি অরুণাভানি অব্যক্তলোহিত্যযুক্তানি ॥ ২৭ ॥ আদিত্যাদীনাং গুণান্ রূপাণি ॥২৮॥ চিত্রাণি নানাবর্ণানি বিপ্লুতানি বিপরীতানি বৈপরীত্যং বিবৃণোতি বহুধেত্যাদি ॥৩১॥ বিকীর্য্যমাণান্ ব্যাপ্যমানান্ তেজোভিঃ অগ্ন্যাদিভিরিব ॥ ৩৩ ॥

(ক) পরিজাড্যানীতি পাঠান্তরম্। (খ) হরিতশ্যাবকৃষ্ণাণি ধূমধূম্রাণি চেক্ষতে ইতি পাঠান্তরম্।

রুণো মারুতজঃ প্রদিষ্টো ম্লায়ী চ নীলশ্চ তথৈব পিত্তাৎ। কফাৎ সিতঃ শোণিতজঃ সরক্তঃ সমস্তদোষপ্রভবো বিচিত্রঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

বাতাদিজনিতে রাগে মণ্ডলরূপবিশেষমাহ—অরুণং মণ্ডলং বাতাৎ-চঞ্চলং পরুষং তথা। পিত্ততো মণ্ডলং নীলং কাংস্যাভং বা সপীতকম্ * ॥ শ্লেষ্মণা বহলং স্নিগ্ধং শঙ্খকুন্দেন্দুপাণ্ডুরম্ * ॥ চলৎপদ্মপলাশস্থঃ শুক্লো বিন্দুরিবাম্ভসঃ। মৃদ্যমানে তু নয়নে মণ্ডলং তদ্বিসর্পতি ॥ মণ্ডলং ভবেচ্চিত্রং লিঙ্গনাশে ত্রিদোষজে। প্রবালপদ্মপত্রাভং মণ্ডলং শোণিতাত্মকম্ * ॥ রক্তজং মণ্ডলং দৃষ্টৌ স্থূলকাচারুণপ্রভম্। পরিম্লায়িনি রোগে স্যাৎ ম্লানং নীলমথাপি বা * (ক) ॥ দোষক্ষয়াৎ স্বয়ং তত্র কদাচিৎ স্যাত্তু দর্শনম্। যথাস্বং দোষলিঙ্গানি সর্ব্বেষ্বেব ভবন্তি হি * ॥ ৩৬—৪০ ॥

পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিলক্ষণম্—পিত্তেন দুষ্টেন গতেন দৃষ্টিং পীতা ভবেদ্‌যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ। পীতানি রূপাণি চ তেন পশ্যেৎ স বৈ নরঃ পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টিঃ * ॥ প্রাপ্তে তৃতীয়ং পটলং তু দোষে দিবা ন পশ্যেন্নিশি বীক্ষতে সঃ * ॥ রাত্রৌ স শীতানুগৃহীতদৃষ্টিঃ পিত্তাল্পভাবাৎ সকলানি পশ্যেৎ * ॥ ৪১। ৪২ ॥

শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টিলিঙ্গম্—তথা নরঃ শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টিস্তান্যেব শুক্লানি হি মন্যতে তু। ত্রিষু স্থিতোঽল্পঃ পটলেষু দোষো নক্তান্ধ্যমাপাদয়তি প্রসহ্য। দিবা স সূর্য্যানু-গৃহীতদৃষ্টিঃ পশ্যেৎ তু রূপাণি কফাল্পভাবাৎ * ॥ ৪৩ ॥

ধূমদর্শিনমাহ—শোকজ্বরায়াসশিরোঽভিতাপৈরভ্যাহতা যস্য নরস্য দৃষ্টিঃ। ধূমাংস্তু যঃ পশ্যতি সর্ব্বভাবান্ স ধূম্রদর্শীতি নরঃ প্রদিষ্টঃ * ॥ ৪৪ ॥

হ্রস্বজাড্যমাহ—যো বাসরে পশ্যতি কষ্টতোঽথ রূপং মহচ্চাপি নিরীক্ষতেঽল্পম্। রাত্রৌ পুনর্যঃ প্রকৃতানি পশ্যেৎ স হ্রস্বজাড্যো মুনিভিঃ প্রদিষ্টঃ ॥ ৪৫ ॥

নকুলান্ধ্যমাহ—বিদ্যোততে যস্য নরস্য দৃষ্টির্দ্দোষাভিপন্না নকুলস্য যদ্বৎ। চিত্রাণি রূপাণি দিবা চ পশ্যেৎ স বৈ বিকারো নকুলান্ধ্যসংজ্ঞঃ ॥ ৪৬ ॥

---

* শ্বেতপীতং বা কথমেতৎ ব্যাধিপ্রভাবাৎ ॥ ৩৬ ॥ বহলং স্থূলম্ ॥ ৩৭ ॥ চিত্রং বাতাদি-বর্ণং ॥ ৩৮ ॥ রক্তজং পিত্তানুগামি রক্তজং স্থূলকাচারুণপ্রভং স্থূলকাচস্যেবারুণা প্রভা যস্য তৎ, এতেন স্থৌল্যমরুণত্বং চ বোধ্যতে ॥ ৩৯ ॥ দোষক্ষয়াদিত্যাদি তত্র পরিম্লায়িনি কালান্তরেণ দোষক্ষয়াৎ কদাচিৎ স্বয়মেব দর্শনং স্যাৎ। অনুক্তব্যথাদাহগৌরবাদিদোষলিঙ্গসংগ্রহার্থমাহ যথা-স্বমিতি ॥ ৪০ ॥ পিত্তেন গতেন দৃষ্টিং দৃষ্টাবপি প্রথমদ্বিতীয়পটলগতেনেতি বোদ্ধব্যম্ তেন ব্যাধিনা ॥ ৪১ ॥ তস্মিন্নেব পিত্তে দৃষ্টৌ তৃতীয়পটলং গতে বিশেষরূপমাহ প্রাপ্ত ইতি দোষেঽত্র পিত্তে ॥ ৪২ ॥ তত্রাপি শ্লেষ্মণো দৃষ্টৌ প্রথমদ্বিতীয়পটলগতস্যৈতল্লিঙ্গং বোদ্ধব্যং স এব শ্লেষ্মা দৃষ্টৌ পটলত্রয়গতো নক্তান্ধ্যং করোতীত্যাহ ত্রিষ্বিতি দোষোঽত্র কফস্তস্যোপক্রান্তত্বাৎ নক্তান্ধ্যস্য শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টাবন্তর্ভূতত্বান্ন পৃথক্ গণনা ॥ ৪৩ ॥ শিরোঽভিতাপঃ শিরসি ঘর্ম্মাদীনাং সন্তাপঃ এতস্য পিত্তদোষো বোদ্ধব্যঃ ॥ ৪৪ ॥

(ক) ম্লায্যানীলঞ্চ মণ্ডলমিতি বা পাঠঃ।

গম্ভীরিকামাহ—দৃষ্টির্বিরূপা শ্বসনোপসৃষ্টা সংকোচমভ্যন্তরতঃ প্রয়াতি (ক)॥ রুজাবগাঢ়া চ তমক্ষিরোগং গম্ভীরিকেতি প্রবদন্তি ধীরাঃ *॥ বাহ্যৌ পুনর্দ্বাবিহ সম্প্রদিষ্টৌ নিমিত্ততশ্চাপ্যনিমিত্ততশ্চ। নিমিত্ততস্তত্র শিরোঽভিতাপাৎ জ্ঞেয়স্ত্বভিষ্যন্দনিদর্শনৈঃ সঃ *॥ ৪৭। ৪৮॥

অনিমিত্তমাহ—সুরর্ষিগন্ধর্ব্বমহোরগাণাং সন্দর্শনেনাপি চ ভাস্করস্য। হন্যেত দৃষ্টির্মনুজস্য যস্য স লিঙ্গনাশস্ত্বনিমিত্তসংজ্ঞঃ॥ তত্রাক্ষিবিস্পষ্টমিবাবভাতি বৈদূর্য্যবর্ণা বিমলা চ দৃষ্টিঃ *॥ বিদীর্য্যতে সীদতি হীয়তে বা নৃণামভীঘাতহতা তু দৃষ্টিঃ॥ ৪৯। ৫০॥

ইতি দৃষ্টিরোগাঃ।

অথ কৃষ্ণমণ্ডলজা রোগাঃ। তেষাং নামানি সাধ্যাঞ্চাহ—যৎ সব্রণং শুক্রমথাব্রণং চ পাকাত্যয়শ্চাপ্যজকা তথৈব। চত্বার এতে নয়নাময়াস্তু কৃষ্ণপ্রদেশে নিয়তা ভবন্তি॥ ১॥

তত্র সব্রণশুক্রলিঙ্গমাহ—নিমগ্নরূপং তু ভবেদ্ধি কৃষ্ণে সূচ্যেব বিদ্ধং প্রতিভাতি যদ্বৈ। স্রাবং স্রবেদুষ্ণমতীব চাপি তৎ সব্রণং শুক্রমুদাহরন্তি *॥ ২॥

অস্য সাধ্যাসাধ্যস্য লক্ষণমাহ—দৃষ্টেঃ সমীপে ন ভবেত্তু যচ্চ নচাবগাঢ়ং ন চ সংস্রবেদ্‌যৎ। অবেদনং যন্ন চ যুগ্মশুক্রং তৎ সিদ্ধিমায়াতি কদাচিদেব *॥ ৩॥

অব্রণশুক্রমাহ—স্যন্দাত্মকং কৃষ্ণগতন্তু শুক্রং শঙ্খেন্দুকুন্দপ্রতিমাবভাসম্। বৈহায়সাভ্রপ্রতনুপ্রকাশমথাব্রণং সাধ্যতমং বদন্তি *॥ ৪॥

সাধ্যতমস্যাপ্যস্যাবস্থাভেদেন কষ্টসাধ্যতামাহ—গম্ভীরজাতং বহলঞ্চ শুক্রং চিরোত্থিতঞ্চাপি বদন্তি কৃচ্ছ্রম্ *॥ ৫॥

---

* বিরূপা বিকৃতা শ্বসনোপসৃষ্টা বাতোপহতা রুজাবগাঢ়া গম্ভীরবেদনান্বিতা॥ ৪৭॥ বাহ্যৌ সুশ্রুতোক্তদ্বাদশসংখ্যেভ্যোঽধিকৌ তত্র নিমিত্তজমাহ শিরোঽভিতাপঃ শিরোঽভিতপ্যতে যেন বিষকুসুমগন্ধবহপবনস্পর্শেন শিরোঽভিতাপঃ, তস্মাৎ অভিষ্যন্দনিদর্শনৈঃ রক্তাভিষ্যন্দলিঙ্গৈরিতি গদাধরঃ সন্নিপাতাভিষ্যন্দলিঙ্গৈরিতি কার্ত্তিকঃ॥ ৪৮॥ অনুপলভ্যমানানাং সুরাদীনাং নিমিত্তমপি অনিমিত্তং মন্যতে। বিস্পষ্টং জ্যোতির্যুক্তং বৈদূর্য্যবর্ণা শ্যামা বিমলা নির্ম্মলা॥৫০॥ নিমগ্নরূপমিতি শুক্রবিশেষণং সূচ্যেব বিদ্ধমিতি শুক্রস্য বর্ত্তুলত্বং ব্যথাযুক্তং চ বোধয়তি স্রবেদিত্যনেনৈব স্রাবো বোধিতঃ স্রাবপদাং নিরন্তরং স্রাবঃ॥২॥ নচাবগাঢ়ম্ একত্বগ্‌গতং ন চ সংস্রবেৎ ইত্যর্থঃ। অবেদনং ঈষদ্বেদনং ন চ যুগ্মশুক্রম্ অযুগ্মশুক্রম্ একমিত্যর্থঃ। এবম্বিধং কদাচিৎ সিধ্যতি এতদ্বিপরীতং ন সিধ্যতি॥৩॥ স্যন্দাত্মকঃ অভিষ্যন্দহেতুকং সর্ব্বেষামক্ষিরোগাণামভিষ্যন্দহেতুকত্বে অস্য নিয়মবোধনার্থং স্যন্দাত্মকমিতি। শঙ্খেন্দুকুন্দপ্রতিমাবভাসং শঙ্খেন্দুকুন্দসদৃশমবভাসতে, এতেন শুক্লত্বং বোধ্যতে। বৈহায়সাভ্রপ্রতনুপ্রকাশম্ আকাশস্থমেঘবত্তনুর্যথা স্যাদেবং প্রকাশতে যৎ॥ ৪॥ গম্ভীরজাতং দ্বিত্রিত্বগ্‌গতং বহলং পুষ্টম্॥ ৫॥

(ক) সঙ্কুচ্যতেঽভ্যন্তরতশ্চ যাতীতি বা পাঠঃ

অস্যাসাধ্যতাঞ্চাহ—বিচ্ছিন্নমধ্যং পিশিতাবৃতঞ্চ চলং শিরাসূতমদৃষ্টিকৃচ্চ। দ্বিত্বগ্গতং লোহিতমন্ততশ্চ চিরোত্থিতঞ্চাপি বিবর্জ্জনীয়ম্ * ॥ ৬ ॥

অপরমপ্যসাধ্যলক্ষণমাহ—উষ্ণাশ্রুপাতঃ পিড়কা চ কৃষ্ণে যস্মিন্ ভবেন্‌মুদ্গনিভঞ্চ শুক্লম্। তদপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি কেচিদন্যে তু তৎতিত্তিরিপক্ষতুল্যম্ * ॥ ৭ ॥

অক্ষিপাকাত্যয়মাহ—শ্বেতঃ সমাক্রামতি সর্ব্বতো হি দোষেণ যস্যাসিতমণ্ডলে তু। তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিকোপং সর্ব্বাত্মকং বর্জ্জয়িতব্যমাহুঃ * ॥ ৮ ॥

অজকাজাতমাহ—অজাপুরীষপ্রতিমো রুজাবান্ সলোহিতো লোহিতপিচ্ছিলাশ্রুঃ। বিগৃহ্য কৃষ্ণং প্রচয়োঽভ্যুপৈতি তঞ্চাজকাজাতমিতি ব্যবস্যেৎ * ॥ ৯ ॥

ইতি কৃষ্ণমণ্ডলজারোগাঃ।

অথ শুক্লভাগজা রোগাঃ। তেষাং নামানি সংখ্যাঞ্চাহ—প্রস্তারিশুক্লক্ষতজাধিমাংসস্নাযর্ম্মসংজ্ঞাঃ খলু পঞ্চরোগাঃ। স্যাচ্ছুক্তিকা চার্জ্জুনপিষ্টকৌ চ জালং শিরাণাং পিড়কাশ্চ যাঃ স্যুঃ। রোগা বলাসগ্রথিতেন সার্দ্ধমেকাদশাক্ষ্ণোঃ খলু শুক্লভাগে ॥ ১০ ॥

তেষু প্রস্তার্য্যর্ম্মণো লক্ষণমাহ—প্রস্তার্য্যর্ম্ম তনু স্তীর্ণং শ্যাবং রক্তনিভং সিতম্।

শুক্লার্ম্মাহ—সুশ্বেতং মৃদু শুক্লার্ম্ম শুক্লে তদ্বর্দ্ধতে চিরাৎ * ॥ ১১ ॥

রক্তার্ম্মাহ—পদ্মাভং মৃদু রক্তার্ম্ম যন্মাংসঞ্চীয়তে সিতে।

অধিমাংসার্ম্মাহ—পৃথু মৃদ্বধিমাংসার্ম্ম বহলঞ্চ যকৃন্নিভম্ ॥

স্নায্বর্ম্মাহ—স্থিরং প্রসারি মাংসাঢ্যং শুষ্কং স্নায্বর্ম্ম পঞ্চমম্ * ॥ ১২ ॥

শুক্তিমাহ—শ্যাবাঃ স্যুঃ পিশিতনিভাশ্চ বিন্দবো যে শুক্লাভাঃ সিতনিচিতাঃ স শুক্তিসংজ্ঞঃ * ॥

অর্জ্জুনম্—একো যঃ শশরুধিরপ্রভস্তু বিন্দুঃ শুক্লস্থো ভবতি তমর্জ্জুনং বদন্তি ॥১৩॥

পিষ্টকমাহ—শ্লেষ্মমারুতকোপেন শুক্লে মাংসং সমুন্নতম্। পিষ্টবৎ পিষ্টকং বিদ্ধি মলাক্তাদর্শসন্নিভম্ * ॥ ১৪ ॥

---

* বিচ্ছিন্নমধ্যং বিশীর্ণমাংসত্বান্নিম্নমধ্যং শিরাসূতং শিরায়াং জাতম্ অদৃষ্টিকৃৎ দর্শনাভাবকৃৎ। দ্বিত্বগ্গতং পটলদ্বয়গতম্ এতদ্বিচ্ছিন্নমধ্যত্বাদিলিঙ্গসহিতমসাধ্যং ন তু কেবলং গম্ভীরজাতস্য কষ্টসাধ্যত্বাভিধানাৎ এবং চিরোত্থিতমপি ॥৬॥ মুদ্গনিভঞ্চ শুক্লং আকারেণ। তৎ নেত্রম্ তিত্তিরিপক্ষতুল্যং তিত্তিরিপক্ষবচ্ছদনম্ ॥৭॥ যঃ শ্বেতঃ দোষেণ কৃত ইতি শেষঃ। তমক্ষিকোপং অক্ষিপাকাত্যয়মাহুঃ অত্র পাকোঽপি স্যাৎ অতএব সুশ্রুতঃ, 'শোফাশ্রুপাকার্ত্তিযুতে চ নেত্র' ইতি ॥৮॥ যঃ প্রচয়ঃ উচ্ছ্রায়ঃ স চ মেদসো বোদ্ধব্যো যত এতস্যোৎপত্তিঃ বিদেহেন তৃতীয়পটলে কথিতা অলোহিতঃ ঈষল্লোহিতঃ বিগৃহ্য কৃষ্ণমভ্যুপৈতি মহত্ত্বেন সমস্তং কৃষ্ণভাগং গ্রাহয়িত্বা আয়াতি ব্যবস্যেৎ জানীয়াৎ ॥ ৯ ॥ তনু পত্তলং স্তীর্ণং বিস্তীর্ণং, শ্যাবং রক্তনিভমিত্যত্র বিকল্পো বোদ্ধব্যঃ ॥ ১১ ॥ পদ্মাভং বর্ণেন রক্তমিত্যর্থঃ চীয়তে উপচীয়তে। পৃথু বিস্তীর্ণং বহলং পুষ্টং যকৃন্নিভং ঈষৎকৃষ্ণলোহিতম্ স্থিরং কঠিনং শুষ্কং স্রাবরহিতম্ ॥১২॥ শ্যাবা ইত্যাদি বর্ণত্রয়ে বিকল্পো বোদ্ধব্যঃ ॥ ১৩ ॥ পিষ্টবং শ্বেতম্ ॥ ১৪ ॥

শিরাজালমাহ—জালাভঃ কঠিনশিরোঽরুণঃ শিরাণাম্, সন্তানো ভবতি শিরাদিজালসংজ্ঞঃ * ॥ ১৫ ॥

শিরাজপিড়কামাহ—শুক্লস্থাঃ সিতপিড়কাঃ শিরাবৃতা যাস্তা বিদ্যাদসিতসমীপজাঃ শিরাজাঃ ॥ ১৬ ॥

বলাসগ্রথিতমাহ—কাংস্যাভোঽমৃদুরথ বারিবিন্দুকল্পো বিজ্ঞেয়ো নয়নসিতে বলাসসংজ্ঞঃ * ॥ ১৭ ॥ ইতি শুক্লভাগজা রোগাঃ ॥

অথ বর্ত্মজারোগাঃ। তত্রত্যানাং রোগাণাং নামানি সংখ্যাঞ্চাহ—উৎসঙ্গিন্যথ কুম্ভীকা পোথক্যো বর্ত্মশর্করা। তথার্শোবর্ত্ম শুষ্কার্শস্তথৈবাঞ্জনদূষিকা * ॥ বহলং বর্ত্ম যচ্চাপি তথান্যো বর্ত্মবন্ধকঃ। ক্লিষ্টবর্ত্ম তথা বর্ত্মকর্দ্দমঃ শ্যাববর্ত্ম চ ॥ প্রক্লিন্নবর্ত্ম চাক্লিন্নবর্ত্ম বাতহতঞ্চ তৎ। বর্ত্মার্ব্বুদং নিমেষশ্চ শোণিতার্শস্তথৈব চ ॥ লগণো বিসবর্ত্মাপি কুঞ্চনং নাম তৎপরম্। একবিংশতিরিত্যেতে বিকারা বর্ত্মসংশ্রয়াঃ ॥ ১৮—২১ ॥

তেষূৎসঙ্গপিড়কামাহ—অভ্যন্তরমুখী তাম্রা বাহ্যতো বর্ত্মসংশ্রয়া। সোৎসঙ্গোৎসঙ্গপিড়কা সর্ব্বজা স্থূলকণ্ডুরা * ॥ ২২ ॥

কুম্ভীকামাহ—বর্ত্মান্তে পিড়কা ধ্মাতা ভিদ্যন্তে চ স্রবন্তি চ। কুম্ভীকাবীজসদৃশাঃ কুম্ভীকাঃ সন্নিপাতজাঃ * ॥ ২৩ ॥

পোথকীমাহ—স্রাবিণ্যঃ কণ্ডুরা গুর্ব্ব্যো রক্তসর্ষপসন্নিভাঃ। রুজাবত্যশ্চ পিড়কাঃ পোথক্য ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৪ ॥

বর্ত্মশর্করামাহ—পিড়কাভিঃ সুসূক্ষ্মাভির্ঘনাভিরভিসংবৃতা। পিড়কা যা খরা স্থূলা বর্ত্মস্থা বর্ত্মশর্করা ॥ ২৫ ॥

অর্শোবর্ত্মাহ—ঐর্ব্বারুবীজপ্রতিমাঃ পিড়কা মন্দবেদনাঃ। শ্লক্ষ্ণাঃ খরাশ্চ বর্ত্মস্থাস্তদর্শোবর্ত্ম কীর্ত্ত্যতে * ॥ ২৬ ॥

শুষ্কার্শ আহ—দীর্ঘাঙ্কুরঃ খরঃ স্তব্ধো দারুণোঽভ্যন্তরোদ্ভবঃ। ব্যাধিরেষোঽভিবিখ্যাতঃ শুষ্কার্শো নাম নামতঃ ॥ ২৭ ॥

* শিরাজালসংজ্ঞঃ ॥ ১৫ ॥ কাংস্যাভঃ শ্বেত ইত্যর্থঃ অমৃদুঃ কঠিনঃ বারিবিন্দুকল্পঃ এতেন মনাক্ উন্নতত্বং বোধ্যতে। বলাসসংজ্ঞঃ বলাসগ্রথিতসংজ্ঞঃ ক্বচিদেকদেশেনাপি সমুদায়াবগমাৎ, যথা ভীমো ভীমসেন ইতি অতএব সুশ্রুতে নামসংগ্রহে বলাসগ্রথিতপদং নির্দ্দিষ্টম্ ॥ ১৭ ॥ তত্র বর্ত্মনীদ্বে যত আহ বর্ত্মনী নয়নাচ্ছদাবিতি ॥ ১৮ ॥ অভ্যন্তরমুখী বর্ত্মনোঽভ্যন্তরে মুখং যস্যাঃ সা। বর্ত্মনো বাহ্যতস্তাম্রা সোৎসঙ্গা অন্তঃপূয়া উৎসঙ্গপিড়কা উৎসঙ্গে ক্রোড়ে বহ্ব্যঃ পিড়কা যস্যাঃ সা স্থূলকণ্ডুরা স্থূলা কণ্ডুরা চেতি কর্ম্মধারয়ঃ এষা অধরবর্ত্মজা বোদ্ধব্যা। বর্ত্মোৎসঙ্গেঽধরে জন্তোরিতি বিদেহবচনাৎ ॥২২॥ কুম্ভীকাবীজসদৃশাঃ কুম্ভীকা কঠোরদেশে দাড়িমাকারফলা লতা তদ্বীজতুল্যাঃ ॥২৩॥ এর্ব্বারুঃ কর্কটী খরাঃ তীক্ষ্ণাগ্রাঃ ॥ ২৬ ॥

অঞ্জননামিকামাহ—দাহতোদবতী তাম্রা পিড়কা বর্ত্মসম্ভবা। মৃদ্বী মন্দরুজা সূক্ষ্মা জ্ঞেয়া সাঞ্জননামিকা ॥ ২৮ ॥

বহলবর্ত্মাহ—বর্ত্মোপচীয়তে যস্য পিড়কাভিঃ সমন্ততঃ। সবর্ণাভিঃ স্থিরাভিশ্চ বিদ্যাদ্ বহলবর্ত্ম তৎ ॥ ২৯ ॥

বর্ত্মবন্ধকমাহ—কণ্ডূরেণাল্পতোদেন বর্ত্মশোফেন মানবঃ। ন সমং ছাদয়েদক্ষি যত্রাসৌ বর্ত্মবন্ধকঃ ॥ ৩০ ॥

ক্লিষ্টবর্ত্মাহ—মৃদ্বল্পবেদনং তাম্রং যদ্বর্ত্ম সমমেব চ। অকস্মাচ্চ ভবেদ্রক্তং ক্লিষ্টবর্ত্মেতি তদ্বিদুঃ * ॥ ৩১ ॥

বর্ত্মকর্দ্দমমাহ—ক্লিষ্টং পুনঃ পিত্তযুতং শোণিতং বিদহেদ্ যদা। তদা ক্লিন্নত্বমাপন্নমুচ্যতে বর্ত্মকর্দ্দমঃ * ॥ ৩২ ॥

শ্যাববর্ত্মাহ—যদ্বর্ত্ম বাহ্যতোঽন্তশ্চ শ্যাবং শূনং সবেদনম্। সকণ্ডূকং পরিক্লেদি শ্যাববর্ত্মেতি তন্মতম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রক্লিন্নবর্ত্মাহ—অরুজং বাহ্যতঃ শূনং বর্ত্ম যস্য নরস্য হি। প্রক্লিন্নবর্ত্ম তদ্বিদ্যাৎ ক্লিন্নমত্যর্থমন্ততঃ * ॥ ৩৪ ॥

অক্লিন্নবর্ত্মাহ—যস্য ধৌতান্যধৌতানি সম্বধ্যন্তে পুনঃ পুনঃ। বর্ত্মান্যপরিপক্কানি বিদ্যাদক্লিন্নবর্ত্ম তৎ ॥ ৩৫ ॥

বাতহতবর্ত্মাহ—বিমুক্তসন্ধি নিশ্চেষ্টং বর্ত্ম যস্য ন মীল্যতে। এতদ্বাতহতং বিদ্যাৎ সরুজং যদি বারুজম্ * ॥ ৩৬ ॥

বর্ত্মার্ব্বুদমাহ—বর্ত্মান্তরস্থং বিষমং গ্রন্থিভূতমবেদনম্। আচক্ষীতার্ব্বুদমিতি স রক্তমবলম্বি চ * ॥ ৩৭ ॥

নিমেষমাহ—নিমেষিণীঃ শিরা বায়ুঃ প্রবিষ্টো বর্ত্মসংশ্রয়ঃ। সঞ্চালয়তি বর্ত্মানি নিমেষঃ স ন সিধ্যতি ॥ ৩৮ ॥

শোণিতার্শ আহ—বর্ত্মস্থো যো বিবর্দ্ধেত লোহিতো মৃদুরঙ্কুরঃ। তদ্রক্তজং শোণিতার্শশ্ছিন্নং বাপি বিবর্দ্ধতে ॥ ৩৯ ॥

নগণমাহ—অপাকী কঠিনঃ স্থূলো গ্রন্থির্বর্ত্মভবোঽরুজঃ। সকণ্ডূঃ পিচ্ছিলঃ কোলপ্রমাণো নগণঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০ ॥

বিসবর্ত্মাহ—ত্রয়ো দোষা বহিঃ শোথং কুর্য্যুশ্ছিদ্রাণি বর্ত্মনোঃ। প্রস্রবন্ত্যন্তরুদকং বিসবদ্বিসবর্ত্ম তৎ * ॥ ৪১ ॥

---

* এতৎ কফজুষ্টরক্তজম্ ॥৩১॥ ক্লিন্নত্বং আর্দ্রত্বম্ ॥৩২॥ অরুজম্ ঈষদ্ব্যথম্ ॥৩৪॥ বিমুক্তসন্ধিঃ স্বস্থানচ্যুতসন্ধিঃ নিশ্চেষ্টং নিমেষোন্মেষাদিরহিতম্ ॥৩৬॥ বিষমম্ অবর্ত্তুলং গ্রন্থিভূতং কঠিনম্ অবেদনং ঈষদ্বেদনং সরক্তং ঈষল্লোহিতম্ অবলম্বি অপ্রস্তম্ ॥৩৭॥ ছিদ্রাণি অন্তশ্ছিদ্রাণি চ কুর্য্যুরিত্যন্বয়ঃ। বিসবদ্বহুছিদ্রত্বাৎ ॥৪১॥

কুঞ্চনমাহ—বাতাদ্যা বর্ত্মসংকোচং জনয়ন্তি মলা যদা। তদা দ্রষ্টুং ন শক্নোতি কুঞ্চনং নাম তদ্বিদুঃ ॥ ৪২ ॥ ইতি বর্ত্মরোগাঃ ॥

অথ পক্ষ্মরোগাঃ। তত্রত্যয়ো রোগয়োর্নামনী আহ—পক্ষ্মকোপঃ পক্ষ্মশাতো রোগৌ দ্বৌ পক্ষসংশ্রয়ৌ।

তত্র পক্ষ্মকোপমাহ—প্রচালিতানি বাতেন পক্ষ্মাণ্যক্ষি বিশন্তি হি। ঘৃষ্যন্ত্যক্ষি মুহুস্তানি সংরম্ভং জনয়ন্তি চ * ॥ অসিতে সিতভাগে চ মূলকোশাৎ পতন্ত্যপি। পক্ষ্মকোপঃ স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ ॥ ৪৩। ৪৪ ॥

তন্ত্রান্তরোক্তং পক্ষ্মকোপমাহ—যৎ পক্ষ্ম দেহলীমুক্ত্বাবর্ত্মনোঽন্তঃ প্রজায়তে। ঘর্ষেৎ পক্ষ্ম সিতে শ্বেতে পক্ষ্মকোপঃ স উচ্যতে ॥ ৪৫ ॥

পক্ষ্মশাতমাহ—বর্ত্মপক্ষ্মাশয়গতং পিত্তং লোমানি শাতয়েৎ। কণ্ডূং দাহঞ্চ কুরুতে পক্ষ্মশাতং তমাদিশেৎ * ॥ ৪৬ ॥ ইতিপক্ষ্মরোগৌ ॥

অথ সন্ধিজা রোগাঃ। তত্র সন্ধয়ঃ—পক্ষ্মবর্ত্মগতঃ সন্ধির্বর্ত্মশুক্লগতোঽপরঃ। শুক্লকৃষ্ণগতশ্চান্যঃ কৃষ্ণদৃষ্টিগতোঽপি চ। মতঃ কনীনকগতঃ ষষ্ঠশ্চাপাঙ্গসংশ্রিতঃ ॥ ৪৭ ॥

তত্রত্যানাং রোগাণাং নামানি সংখ্যাঞ্চাহ—পূয়ালসঃ সোপনাহঃ স্রাবাশ্চত্বার এব চ। পর্ব্বণীকালজীজন্তুগ্রন্থিঃ সন্ধৌ নবাময়াঃ ॥ ৪৮ ॥

পূয়ালসমাহ—পক্কঃ শোথঃ সন্ধিজঃ সংস্রবেদ্ যঃ সান্দ্রং পূয়ং পূতি পূয়ালসাখ্যঃ ॥

উপনাহমাহ—গ্রন্থির্নাল্পো দৃষ্টিসন্ধাবপাকী কণ্ডূপ্রায়ো নীরুজশ্চোপনাহঃ * ॥ ৪৯ ॥

স্রাবানাং সম্প্রাপ্তিমাহ—গত্বা সন্ধীনশ্রুমার্গেণ দোষাঃ কুর্য্যুঃ স্রাবান্ লক্ষণৈঃ স্বৈরুপেতান্। তং হি স্রাবং নেত্রনাড়ীতি চৈকে তস্যা লিঙ্গং কীর্ত্তয়িষ্যে চতুর্দ্ধা * ॥ ৫০ ॥

পৈত্তিক-স্রাবমাহ—হারিদ্রাভং পীতমুষ্ণং জলং বা পিত্তস্রাবঃ সংস্রবেৎ সন্ধিমধ্যাৎ।

শ্লেষ্মস্রাবমাহ—শ্বেতং সান্দ্রং পিচ্ছিলং যঃ স্রবেৎ তু শ্লেষ্মস্রাবোঽসৌ বিকারঃ প্রদিষ্টঃ * ॥ ৫১ ॥

সন্নিপাতস্রাবমাহ—শোথঃ সন্ধৌ সংস্রবেদ্‌যস্তু পক্কঃ পূয়ং স্রাবঃ সর্ব্বজঃ সম্মতঃ স্যাৎ।

---

* পক্ষ্মাণ্যক্ষিলোমানি সংরম্ভং শোথম্ ॥ ৪৩ ॥ শাতয়েৎ স্খলয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ সন্ধিজঃ কনীনকসন্ধিজো বোদ্ধব্যঃ। পূয়ালসস্তু তং বিন্দ্যাৎ সন্ধৌ কনীনকে নৃণামিতি বচনাৎ নাম্নঃ মহান্ অপাকী ঈষৎপাকী নীরুজঃ ঈষদ্বেদনঃ 'অরুণং কঠিনং গ্রন্থিং জনয়ত্যল্পবেদনমিতি বিদেহবচনাৎ ॥ ৪৯ ॥ সন্ধীনিতি বহুবচনেন সর্ব্ব এব সন্ধয়ো গৃহ্যন্তে একে বদন্তীতি শেষঃ। বাতিকস্রাবো ন ভবতি কেবলেন বাতেন তদসম্ভবাৎ ॥ ৫০ ॥ হরিদ্রাভং পীতরক্তম্ পরতঃ পীতশব্দপ্রয়োগাৎ জলং বেতি বা শব্দো হরিদ্রাভং পীতং বেত্যত্র সম্বধ্যতে। পিত্তস্রাবঃ পিত্তাৎ স্রাবঃ এবং শ্লেষ্মস্রাবাদয়ঃ ॥ ৫১ ॥

রক্তজস্রাবমাহ—রক্তাস্রাবঃ শোণিতাদ্ যো বিকারো গচ্ছেত্তুষ্কং তত্র রক্তং প্রভূতম্॥ ৫২॥

পর্ব্বণ্যলজ্যো—তাম্রা তন্বী দাহপাকোপপন্না রক্তাজ্ জ্ঞেয়া পর্ব্বণী বৃত্তশোফা। জাতা সন্ধৌ কৃষ্ণশুক্লেঽলজী স্যাত্তস্মিন্নেব ব্যাহৃতা পূর্ব্বলিঙ্গৈঃ *॥ ৫৩॥

জন্তুগ্রন্থিমাহ—জন্তুগ্রন্থির্বর্ত্মনঃ পক্ষ্মণশ্চ কণ্ডূং কুর্য্যুর্জ্জন্তবঃ সন্ধিজাতাঃ। নানারূপা বর্ত্মশুক্লান্তসন্ধৌ গচ্ছন্ত্যন্তর্লোচনং দূষয়ন্তঃ *॥ ৫৪॥ ইতি সন্ধিজারোগাঃ॥

অথ সমস্তনেত্রজা রোগাঃ। তেষাং নামানি সংখ্যাঞ্চাহ—স্যন্দাশ্চতুষ্কা ইহ সম্প্রদিষ্টাশ্চত্বার এবেহ তথাধিমন্থাঃ॥ পাকঃ সশোথঃ স চ শোথহীনো হতাধিমন্থোঽনিলপর্য্যয়শ্চ॥ শুষ্কাক্ষিপাকস্ত্বিহ কীর্ত্তিতশ্চ তথান্যতোবাত উদীরিতশ্চ। দৃষ্টিস্তথাম্লাধ্যুষিতা শিরাণামুৎপাতহর্ষৌ চ সমস্তনেত্রে॥ এবং সমস্তনেত্রে স্যুরাময়া দশ সপ্ত চ। তেষামিহ পৃথক্ বক্ষ্যে যথাবল্লক্ষণান্যপি॥ ৫৫—৫৭॥

অভিষ্যন্দাশ্চত্বারঃ—বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদ্রক্তাদভিষ্যন্দশ্চতুর্বিধঃ। প্রায়েণ জায়তে ঘোরঃ সর্ব্বনেত্রাময়াকরঃ॥ ৫৮॥

বাতিকাভিষ্যন্দঃ—নিস্তোদনস্তম্ভনরোমহর্ষসংহর্ষপারুষ্যশিরোঽভিতাপাঃ। বিশুষ্কভাবঃ শিশিরাশ্রুতা চ বাতাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি *॥ ৫৯॥

পৈত্তিকাভিষ্যন্দঃ—দাহঃ প্রপাকঃ শিশিরাভিনন্দা ধূমায়নং বাষ্পসমুদ্ভবশ্চ। উষ্ণাশ্রুতা পীতকনেত্রতা চ পিত্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি *॥ ৬০॥

শ্লৈষ্মিকাভিষ্যন্দঃ—উষ্ণাভিনন্দা গুরুতাক্ষিশোথঃ কণ্ডূপদেহাবতিশীততা চ। স্রাবো মুহুঃ পিচ্ছিল এব চাপি কফাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি *॥ ৬১॥

রক্তজাভিষ্যন্দঃ—তাম্রাশ্রুতা লোহিতনেত্রতা চ রাজ্যঃ সমন্তাদতিলোহিতাশ্চ। পিত্তস্য লিঙ্গানি চ যানি তানি রক্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি *॥ ৬২॥

অধিমন্থানামভিষ্যন্দজত্বমাহ—বৃদ্ধৈরেতৈরভিষ্যন্দৈর্নরাণামক্রিয়াবতাম্। তাবন্তস্ত্বধিমন্থাঃ স্যুর্নয়নে তীব্রবেদনাঃ॥ ৬৩॥

অধিমন্থানাং লক্ষণমাহ—উৎপাট্যত ইবাত্যর্থং তথা নির্ম্মথ্যতেঽপি চ

অলজীমাহ অলজী স্যাদিত্যাদি তস্মিন্নেব কৃষ্ণশুক্লয়োরেব সন্ধৌ। ভেদার্থমাহ পূর্ব্বলিঙ্গৈঃ প্রমেহাধিকারলিখিতৈঃ 'রক্তা সিতাস্ফোটচিতা দারুণাস্ত্বলজী ভবেদিতি বচনৈর্ব্যাহৃতা কথিতা॥ ৫৩॥ বর্ত্মনঃ পক্ষ্মণশ্চ সন্ধিজাতা ইত্যন্বয়ঃ॥ ৫৪॥ সংহর্ষঃ করকটীকা শিরোঽভিতাপঃ শিরসো ব্যথা বিশুষ্কভাবঃ দূষিকারাহিত্যং বাতাভিপন্নে বাতেনোপক্রতে॥ ৫৯॥ শিশিরাভিনন্দা শীতলেচ্ছা ধূমায়নং নেত্রাদ্ধূমোদ্গম ইব বাষ্পসমুদ্ভবঃ অশ্রুস্রাবঃ॥ ৬০॥ উপদেহঃ দূষিকয়া লিপ্ততা॥ ৬১॥ অনুক্তসংগ্রহার্থমাহ পিত্তলিঙ্গানি পিত্তাভিষ্যন্দলিঙ্গানি॥ ৬২॥

শিরসোঽর্দ্ধং তু তং বিদ্যাদধিমন্থঃ স্বলক্ষণৈঃ * ॥ হন্যাদ্দৃষ্টিং শ্লৈষ্মিকঃ সপ্তরাত্রাদ্যোঽধীমন্থো রক্তজঃ পঞ্চরাত্রাৎ। ষড্রাত্রাদ্বা বাতিকো বৈ নিহন্যান্মিথ্যাচারাৎ পৈত্তিকঃ সদ্য এব * ॥৬৫॥

সশোথং পাকমাহ—কণ্ডূপদেহাশ্রুযুতঃ পক্কোডুম্বরসন্নিভঃ। সংরম্ভী পচ্যতে যস্য নেত্রপাকঃ সশোথকঃ * ॥ ৬৬ ॥

শোথহীনাক্ষিপাকমাহ—শোথহীনানি লিঙ্গানি নেত্রপাকে ত্বশোথজে।

হতাধিমন্থমাহ—উপেক্ষণাদক্ষি যদাধিমন্থো বাতাধিকঃ শোষয়তি প্রসহ্য। রুজাভিরুগ্রাভিরসাধ্য এষ হতাধিমন্থঃ খলু নামরোগঃ * ॥ ৬৭ ॥

বাতপর্য্যায়মাহ—বারং বারঞ্চ পর্য্যেতি ভ্রুবৌ নেত্রে চ মারুতঃ ॥ রুজাশ্চ বিবিধাস্তীব্রাঃ সজ্ঞেয়ো বাতপর্য্যয়ঃ * ॥ ৬৮ ॥

শুষ্কাক্ষিপাকমাহ—যৎ কূণিতং দারুণরুক্ষবর্ত্ম সন্দহ্যতে চাবিলদর্শনং যৎ। সুদারুণং যৎপ্রতিবোধনে চ শুষ্কাক্ষিপাকোপহতং তদক্ষি * ॥ ৬৯ ॥

অন্যতোবাতমাহ—যস্যাবটূকর্ণশিরোহনুস্থো মন্যাগতো বাপ্যনিলোঽন্যতো বা। কুর্য্যাদ্রুজোঽতি ভ্রুবি লোচনে চ তমন্যতোবাতমুদাহরন্তি * ॥ ৭০ ॥

অম্লাধ্যুষিতমাহ—শ্যাবং লোহিতপর্য্যন্তং সর্ব্বমক্ষি প্রপচ্যতে। সদাহশোথং সাস্রাবমম্লাধ্যুষিতমম্লতঃ * ॥ ৭১ ॥

শিরোৎপাতমাহ—অবেদনা বাপি সবেদনা বা যস্যাক্ষিরাজ্যোহি ভবন্তি তাম্রা। মুহুর্বিরজ্যন্তি চ যাঃ সমন্তাদ্ব্যাধিঃ শিরোৎপাত ইতি প্রদিষ্টঃ * ॥ ৭২ ॥

শিরাহর্ষমাহ—মোহাৎ শিরোৎপাত উপেক্ষিতস্তু জায়েত রোগঃ স শিরাপ্রহর্ষঃ। তাম্রাক্ষিতা স্রাবয়তি (ক) প্রগাঢ়ং তথা ন শক্নোত্যভিবীক্ষিতুঞ্চ ॥ ৭৩ ॥

---

* স্বলক্ষণৈঃ যথোক্তবাতাদিকৃতাভিষ্যন্দলক্ষণৈঃ অধিমন্থং বিদ্যাৎ,অভিষ্যন্দেভ্যোঽধিমন্থানাং ভেদার্থমাহ শিরসোঽর্দ্ধমুৎপাট্যতে ইব তথা নির্ম্মথ্যতেঽপি চেতি চতুর্ষ্বধিমন্থেষু বোদ্ধব্যং। শিরসোঽর্দ্ধবেদনা ব্যাধিপ্রভাবাৎ ॥৬৪॥ স চাধিমন্থো যদাত্মকো যাবতা কালেন মিথ্যাচারাদ্দৃষ্টিং হন্তি তাঞ্চ তমাহহন্যাদিতি অত্র সদ্যঃশব্দেন ত্রিরাত্রমুচ্যতে, তন্ত্রান্তরে ত্রিরাত্রবচনাৎ ॥ ৬৫ ॥ পক্কোডুম্বরসন্নিভঃ লোহিতত্বাৎ ॥ ৬৬ ॥ শোষয়তি শোষয়িত্বা নাশয়তি অতএব বিদেহঃ—তৎপদ্মমিব সংশুষ্কমবসীদতি লোচনমিতি ॥৬৭॥ পর্য্যেতি পর্য্যায়েণ যাতি কদাচিদ্ভ্রুবৌ কদাচিন্নেত্রে ॥ ৬৮ ॥ কূণিতং সঙ্কোচিতং মুদ্রিতমিতিযাবৎ। দারুণরুক্ষবর্ত্ম দারুণং বিকৃতং রুক্ষঞ্চ বর্ত্ম যস্য তৎ ইদমক্ষ্ণোবিশেষণং। সন্দহ্যতে সদাহং ভবতি। আবিলদর্শনং আবিলস্য অনঘস্য দর্শনং যেন তৎ তৎপ্রতিবোধনে উদঘাট্য সুদারুণং অতিশয়েন বিকৃতং ॥ ৬৯ ॥ অবটু ঘাট ইতি মৈথিলাদিলোকাঃ,অন্যতো বা পৃষ্ঠাদিদেশঞ্চাগতঃ অন্যতোবাতঃ অন্যত্র স্থিতোঽন্যত্র রুজং করোতি ইত্যন্যতোবাতঃ বিদেহেনাপ্যুক্তং মন্যানামন্তরে বায়ুরুত্থিতঃ পৃষ্ঠতোপি বা। করোতি ভেদং নিস্তোদম্ শঙ্খে বাক্ষ্ণোভ্রুবস্তথা। তমাহুরন্যতোবাতং রোগং দৃষ্টিবিদো জনাঃ ॥৭০॥ অম্লতঃ অম্লভোজনাৎ তথাচ সুশ্রুতঃ অম্লেন ভুক্তেনেত্যাদি ॥৭১॥ অক্ষিরাজ্যঃ অক্ষিশিরাঃ বিরজ্যন্তি বিকৃতবর্ণা ভবন্তি ॥ ৭২ ॥

(ক) তাম্রাভমস্রং স্রবতীতি পাঠান্তরম্।

নেত্রস্য সামতালক্ষণমাহ—উদীর্ণবেদনং নেত্রং রাগশোথসমন্বিতম্। ঘর্ষনিস্তোদশূলাশ্রযুক্তমামান্বিতং বিদুঃ * ॥ ৭৪ ॥

নেত্রস্য নিরামতালক্ষণমাহ—মন্দবেদনতাকণ্ডূ সংরম্ভাশ্রুপ্রশান্ততা। প্রসন্নবর্ণতা চাক্ষ্ণোর্নিরামেক্ষণলক্ষণম্ * ॥ ৭৫ ॥

ইতি সমস্ত নেত্রজারোগাঃ।

অথ নেত্ররোগাণাঞ্চিকিৎসা—দ্বে পাদমধ্যে পৃথুসন্নিবেশে শিরোগতে তে বহুধা হি নেত্রে। তাঃ প্রোক্ষণোৎসাদনলেপনাদীন্ পাদপ্রযুক্তান্ নয়নং নয়ন্তি * ॥ মলোষ্মসঙ্ঘট্টনপীড়নাদ্যৈস্তা দূষয়ন্তে নয়নানি দুষ্টাঃ। ভজেৎ সদাদৃষ্টিহিতানি তস্মাদুপানদভ্যঞ্জনধাবনানি * ॥ চক্ষুষ্যাঃ শালয়ো মুদ্গা যবা মাংসং তু জাঙ্গলম্। পক্ষিমাংসং বিশেষেণ বাস্তুকং তণ্ডুলীয়কম্ ॥ পটোলকর্কোটককারবেল্লফলানি সর্পিঃপরিপাচিতানি। তথৈব বার্ত্তাকফলং নবীনমক্ষ্ণোর্হিতঃ স্বাদুরথাপি তিক্তঃ ॥ কট্বম্লগুরুতীক্ষ্ণোষ্ণমাষনিষ্পাবমৈথুনম্। মদ্যবল্লূরপিণ্যাকমৎস্যশাকবিরূঢ়জম্ ॥ বিদাহীন্যন্নপানানি ন হিতান্যক্ষিরোগিণে। সেকআশ্চ্যোতনং পিণ্ডী বিড়ালস্তর্পণং তথা। পুটপাকোঽঞ্জনঞ্চৈভিঃ কল্পৈর্নেত্রমুপাচরেৎ ॥ ৭৬—৮১ ॥

তত্র সেকবিধিঃ—সেকস্তু সূক্ষ্মধারাভিঃ সর্ব্বস্মিন্নয়নে হিতঃ। মীলিতাক্ষস্য মর্ত্ত্যস্য প্রদেয়শ্চতুরঙ্গুলঃ ॥ স চাপি স্নেহনো বাতে পিত্তে রক্তে চ রোপণঃ। লেখনস্তু কফে কার্য্যস্তস্য মাত্রাভিধীয়তে ॥ ষড়্ভির্বাচাং শতৈঃ স্নেহে চতুর্ভিস্তৈস্তু রোপণে। তৈস্ত্রিভির্লেখনে কার্য্যো সেকো নেত্রপ্রসাদনে ॥ নিমেষোন্মেষণং পুংসামঙ্গুল্যাচ্ছোটিকাথবা। গুর্ব্বক্ষরোচ্চারণং বা বাঙ্মাত্রেয়ং স্মৃতা বুধৈঃ * ॥ সেকস্তু দিবসে কার্য্যো রাত্রৌ চাত্যন্তিকে গদে। স যথা। এরণ্ডদলমূলত্বক্ শৃতমাত্রং তয়োর্হিতম্। সুখোষ্ণং নেত্রয়োঃ সিক্তং বাতাভিষ্যন্দনাশনম্ ॥ পথ্যাক্ষামলখাখসবল্কলকল্কেন সূক্ষ্মবস্ত্রেণ। কৃত্বা পোটলিকাং তামহিফেনোত্থদ্রবেণ সংযুক্তাম্ ॥ নিদধীত লোচনে স্যাৎ সর্ব্বাভিষ্যন্দসংক্ষয়ং শীঘ্রম্। যোগোঽয়মৃষিভিরুক্তো জগদুপকারায় কারুণিকৈঃ ॥ ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষোর্যদি দীয়তে। অচিরেণৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি ॥ স্নানং কৃষ্ণতিলৈশ্চাপি চক্ষুষ্যমনিলাপহম্। আমলৈঃ সততং স্নানং পরং দৃষ্টিবলাবহম্ ॥ ত্রিফলায়াঃ কষায়স্তু ধাবনান্নেত্ররোগজিৎ। কবলান্মুখরোগঘ্নঃ পানতঃ কামলাপহঃ ॥ ৮২—৯১ ॥

আশ্চ্যোতনবিধিঃ—ক্বাথক্ষীরদ্রবস্নেহবিন্দূনাং যত্তু পাতনম্। ব্যঙ্গুলোন্মীলিতে নেত্রে প্রোক্তমাশ্চ্যোতনং হি তৎ ॥ বিন্দবোঽষ্টৌ লেখনেষু রোপণে দশ বিন্দবঃ।

---

* উদীর্ণবেদনং উদ্ভটবেদনং, ঘর্ষঃ করকটিকা এতল্লক্ষণং লঙ্ঘনাদিবিধানার্থমঞ্জনাদিনিষেধার্থং চোক্তং তথা চ তন্ত্রান্তরে—স্বেদোদিতানি চত্বারি লঙ্ঘনং ভোজনে রসঃ। স্বাদুতিক্তশ্চ লেপশ্চ বাতাঞ্জনমেব চ ॥ এতানি নেত্ররোগাণাং সামান্যাচরণানি হি। অঞ্জনং সর্পিষঃ পানং কষায়ং গুরুভোজনম্। নেত্ররোগেষু সামেষু স্নানঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৭৪॥ সংরম্ভঃশোথঃ ॥ ৭৫ ॥ প্রোক্ষণং সেচনং উৎসাদনং উদ্বর্ত্তনম্ ॥ ৭৬ ॥ মলং ধূল্যাদি মলাদিভিদুষ্টাস্তাঃ শিরাঃ নয়নানি দূষয়ন্তে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৭৭ ॥ ছোটিকা চুটকী ইতি লোকে ॥ ৮৫ ॥

স্নেহনে দ্বাদশ প্রোক্তাস্তে শীতে কোষ্ণরূপিণঃ ॥ উষ্ণে তু শীতরূপাঃ স্যুঃ সর্ব্বত্রৈবৈষ নিশ্চয়ঃ । বাতে তিক্তং তথা স্নিগ্ধং পিত্তে মধুরশীতলম্ । কফে তীক্ষ্ণোষ্ণরুক্ষং স্যাৎ ক্রমাদাশ্চ্যোতনং হিতম্ ॥ আশ্চ্যোতনানাং সর্ব্বেষাং মাত্রা স্যাদ্বাক্‌শতোন্মিতা । ততঃপরং লোচনাভ্যাং ভেষজায় ত্রয়ো মতাঃ (ক) । আশ্চ্যোতনং ন কর্ত্তব্যং নিশায়াং কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ তদ্‌যথা — বিল্বাদিপঞ্চমূলেন বৃহত্যেরণ্ডশিগ্রুভিঃ । ক্বাথ আশ্চ্যোতনে কোষ্ণো বাতাভিষ্যন্দনাশনঃ । ত্রিফলাশ্চ্যোতনং নেত্রে সর্ব্বাভিষ্যন্দনাশনম্ ॥ ৯২—৯৭ ॥

পিণ্ডীবিধিঃ—উক্তভেষজকল্কস্য পিণ্ডী চ কোলমাত্রয়া । বস্ত্রখণ্ডেন সম্বদ্ধাভিষ্যন্দব্রণনাশিনী । স্নিগ্ধোষ্ণো পিণ্ডিকা বাতে পিত্তে সা শীতলা মতা । রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মণি প্রোক্তা বিধিরুক্তো বুধৈরয়ম্ ॥ স যথা । এরণ্ডপত্রমূলত্বঙ্‌নির্ম্মিতা বাতনাশিনী । ধাত্রীবিরচিতা পিত্তে শিগ্রুপত্রকৃতা কফে ॥ নিম্বপত্রকৃতা পিণ্ডী পিত্তশ্লেষ্মহরী ভবেৎ । শুণ্ঠীনিম্বদলৈঃ পিণ্ডী সুখোষ্ণা স্বল্পসৈন্ধবা ॥ ধার্য্যা নেত্রেঽনিলকফে শোথকণ্ডুব্যথাহরী । ত্রিফলাপিণ্ডিকা নেত্রে বাতপিত্তকফাপহা ॥ পথ্যাক্ষামলখাখসবল্কলকল্কোঽহিফেনজলযুক্তঃ । তেন বিরচিতা পিণ্ডী শময়তি সকলানভিষ্যন্দান্ ॥ ৯৮ – ১০৩ ॥

বিড়ালকবিধিঃ—বিড়ালকো বহির্লেপো নেত্রে পক্ষ্মবিবর্জ্জিতে । তস্য মাত্রা পরিজ্ঞেয়া মুখালেপবিধানবৎ ॥

মুখলেপো যথা – অঙ্গুলস্য চতুর্থাংশো মুখলেপঃ কনিষ্ঠকঃ । মধ্যমস্ত্রিভাগঃ স্যাদুত্তমোঽর্দ্ধাঙ্গুলো ভবেৎ ॥ স্থিতিকালোঽপি তস্যোক্তো যাবৎ কল্কো ন শুষ্যতি । শুষ্কস্তু গুণহীনঃ স্যাত্তথা দূষয়তি ত্বচম্ ॥

স যথা । যষ্টীগৈরিকসিন্ধূত্থদার্ব্বীতার্ক্ষ্যৈঃ সমাংশকৈঃ । জলপিষ্টৈর্বহির্লেপঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহঃ * ॥ রসাঞ্জনেন বা লেপঃ পথ্যাবিল্বদলৈরপি । বচাহরিদ্রাবিশ্বৈর্বা তথা নাগরগৈরিকৈঃ ॥ ১০৪—১০৮ ॥

তর্পণবিধিঃ—বাতাতপরজোহীনে বেশ্মন্যুত্তানশায়িনঃ । আধারৌ মাষচূর্ণেন ক্লিন্নেন পরিমণ্ডলৌ ॥ সমৌ দৃঢ়াবসম্বাধৌ কর্ত্তব্যৌ নেত্রকোশয়োঃ । পূরয়েৎ ঘৃতমণ্ডেন বিলীনেন সুখোদকৈঃ ॥ সর্পিষা শতধৌতেন ক্ষীরজেন ঘৃতেন বা । নিমগ্নান্যক্ষিপক্ষ্মাণি যাবৎ স্যুস্তাবদেব হি ॥ পূরয়েন্মীলিতে নেত্রে তত উন্মীলয়েচ্ছনৈঃ । ভিষগ্‌ভিরেষ কথিতঃ পুরাণৈস্তর্পণো বিধিঃ ॥ যদ্রূক্ষং পরিশুষ্কঞ্চ নেত্রং কুটিলমাবিলম্ । শীর্ণপক্ষ্মশিরোৎপাতকৃচ্ছ্রোন্মীলনসংযুতম্ ॥ তিমিরার্জ্জুনশুক্লাদ্যৈরভিষ্যন্দাধিমন্থকৈঃ । শুষ্কাক্ষিপাকশোথাভ্যাং যুক্তং পবনপর্য্যয়ৈঃ ॥ তন্নেত্রং তর্পয়েৎ সম্যক্ নেত্ররোগবিশারদঃ ।

* তার্ক্ষ্যং রসাঞ্জনম্ ॥ ১০৭ ॥ ক্রিয়াকালবং নেত্রস্য ক্রিয়ায়াং নিমেষোন্মেষাদৌ লঘুতাম্ ॥ ১২০ ॥

(ক) ভেষজানামযোগত ইতি পাঠান্তরম্ ।

তর্পণং ধারয়েদ্বর্ত্মরোগে বাচাং শতং বুধঃ ॥ স্বস্থে কফে সন্ধিরোগে বাচাং পঞ্চশতানি চ। ষট্‌শতানি কফে কৃষ্ণরোগে সপ্তশতানি হি ॥ দৃষ্টিগে চ শতান্যষ্টাববধিমন্থে সহস্রকম্। সহস্রং বাতরোগেষু ধার্য্যমেবং হি তর্পণম্ ॥ ততশ্চাপাঙ্গতঃ স্নেহং স্রাবয়িত্বাক্ষি শোধয়েৎ। স্বিন্নেন যবপিষ্টেন স্নেহবীর্য্যেরিতং ততঃ ॥ যথাস্বং ধূমপানেন কফমস্য বিরেচয়েৎ। একাহং বা ত্র্যহং বাপি পঞ্চাহং বাপি তর্পয়েৎ ॥ তর্পণে তৃপ্তিলিঙ্গানি নেত্রস্যৈতানি লক্ষয়েৎ ॥ সুখস্বপ্নাববোধত্বং বৈশদ্যং দৃষ্টিপাটবম্। নির্বৃতিব্যাধিশান্তিশ্চ ক্রিয়ালাঘবমেব চ * ॥ গুর্ব্বাবিলমতিস্নিগ্ধমশ্রুকণ্ডূপদেহবৎ। ঘর্ষতোদযুতং নেত্রমতিতর্পিতমাদিশেৎ ॥ অস্রাবশোফরোগাঢ্যমসহং রূপদর্শনে। আবিলং পরুষং রুক্ষং নেত্রং স্যাদ্ধীনতর্পিতম্ ॥ অনয়োর্দ্দোষবাহুল্যাৎ প্রযত্নেন চিকিৎসিতে। রুক্ষস্নিগ্ধোপচারাভ্যামনয়োঃ স্যাৎ প্রতিক্রিয়া * ॥ দুর্দ্দিনাত্যুষ্ণশীতেষু চিন্তায়াং সম্ভ্রমেষু চ। অশান্তোপদ্রবে বাক্ষি তর্পণং ন প্রশস্যতে * ॥ ১০৯—১২৪ ॥

পুটপাকবিধিঃ—দ্বে বিল্বে স্নিগ্ধমাংসস্য পরং দ্রব্যপলং মতম্। দ্রব্যস্য কুড়বোন্মানং সর্ব্বমেকত্র পেষয়েৎ ॥ তদেকত্র সমালোড্য পত্রৈঃ সুপরিবেষ্টিতম্। পুটপাকবিধানেন তৎ পক্ত্বা তদ্রসং বুধঃ ॥ তর্পণোক্তেন বিধিনা যথাবদ্বিনিযোজয়েৎ। দৃষ্টিমধ্যে নিষেক্তব্যো নিত্যমুত্তানশায়িনঃ ॥ তেজাংস্যনিলমাকাশমাতপং ভাস্করস্য চ। নেক্ষেত তর্পিতে নেত্রে যশ্চ বা পুটপাকবান্ ॥ ১২৫—১২৮ ॥

অঞ্জনবিধিঃ—অথ সংপক্বদোষস্য প্রাপ্তমঞ্জনমাচরেৎ। অঞ্জনং ক্রিয়তে যেন তদ্‌দ্রব্যং চাঞ্জনং মতম্ ॥ তদ্‌যথা। বটিকারসচূর্ণানি ত্রিবিধান্যঞ্জনানি হি। কুর্য্যাচ্ছলাকয়াঙ্গুল্যা হীনানি স্যুর্যথোত্তরম্ ॥ স্নেহনং রোপণঞ্চাপি লেখনং তৎ ত্রিধাপৃথক্। মধুরং স্নেহসম্পন্নমঞ্জনং স্নেহনং মতম্ * ॥ কষায়তিক্তরসযুক্ সস্নেহং রোপণং স্মৃতম্। অঞ্জনং ক্ষারতিক্তাম্লরসৈর্লেখনমুচ্যতে ॥ হরেণুমাত্রাং কুর্ব্বীত বটীং তীক্ষ্ণাঞ্জনে ভিষক্। প্রমাণং মধ্যমে সার্দ্ধং দ্বিগুণং তু মৃদৌ ভবেৎ ॥ রসক্রিয়া তূত্তমা স্যাৎ ত্রিবিড়ঙ্গমিতা মতা। মধ্যমা দ্বিবিড়ঙ্গা সা হীনা ত্বেকবিড়ঙ্গিকা ॥ শলাকা স্নেহনে চূর্ণে চতস্রঃ প্রাহুরঞ্জনে। রোপণে তাস্তিস্রঃ স্যুস্তে উভে লেখনে স্মৃতে ॥ মুখয়োঃ কুণ্ঠিতা শ্লক্ষ্ণা শলাকাষ্টাঙ্গুলোন্মিতা। অশ্মজা ধাতুজা বা স্যাৎ কলায়পরিমণ্ডলা * ॥ সুবর্ণরজতোদ্ভূতা শলাকা স্নেহনে স্মৃতা। তাম্রলোহাশ্মসঞ্জাতা শলাকা লেখনে মতা। অঙ্গুলী তু মৃদুত্বেন রোপণে কথিতা বুধৈঃ ॥ ১২৯—১৩৭ ॥

অঞ্জনে কেবলমপি শলাকাবিশেষমাহ—ত্রিফলাভৃঙ্গশুণ্ঠীনাংরসৈঃ শুদ্ধ্চ

---

* অনয়োঃ অতিতর্পিতহীনতর্পিতয়োঃ ॥ ১২৩ ॥ সম্ভ্রমোঽত্র ভয়ম্ ॥ ১২৪ ॥ তৎ ত্রিধা পৃথগিতি তৎ বটিকারসচূর্ণরূপং পৃথক্ প্রত্যেকং ত্রিধা স্নেহনং রোপণং লেখনং চেতি ॥ ১৩১ ॥ অগ্রে কলায়বৎ পরিবর্ত্তুলা ॥ ১৩৬ ॥

সর্পিষা। গোমূত্রমধ্বজাক্ষীরৈঃ সিক্তো নাগঃ প্রতাপিতঃ। তচ্ছলাকা হরত্যেব সকলান্নেত্রজান্ গদান্ ॥ ১৩৮ ॥ ইতি দৃষ্টিপ্রসাদনী শলাকা।

কৃষ্ণভাগাদধঃ কুর্য্যাৎ যাবন্নয়নমঞ্জনম্। হেমন্তে শিশিরে চাপি মধ্যাহ্নেঽঞ্জনমিষ্যতে ॥ পূর্ব্বাহ্নে বাঽপরাহ্নে বা গ্রীষ্মে শরদি চেষ্যতে। বর্ষাস্বনভ্রে নাত্যুষ্ণে বসন্তে তু সদৈব হি ॥ প্রাতঃ সায়ন্তু তৎ কুর্য্যান্ন চ কুর্য্যাৎ সদৈব হি। শ্রান্তে প্ররুদিতে ভীতে পীতমদ্যে নবজ্বরে। অজীর্ণে বেগঘাতে চ নাঞ্জনং সম্প্রশস্যতে ॥ ১৩৯—১৪২ ॥

তত্র স্নেহনীবটিকা—পথ্যাক্ষধাত্রীবীজানি একদ্বিত্রিগুণানি চ। পিষ্ট্বাম্বুনা বটীং কুর্য্যাদঞ্জনং দ্বিহরেণুকম্। নেত্রস্রাবং হরত্যাশু বাতরক্তরুজং তথা ॥ ১৪৩ ॥

রোপণী বটী—রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মালতীনিম্বপল্লবাঃ। গোশকৃদ্রসসংযুক্তা বটী নক্তান্ধ্যনাশিনী। এতস্যাশ্চাঞ্জনে মাত্রা প্রোক্তা সার্দ্ধহরেণুকা ॥ ১৪৪ ॥

লেখনী চন্দ্রোদয়াবটী—শঙ্খনাভির্ব্বিভীতস্য মজ্জা পথ্যা মনঃশিলা। পিপ্পলী মরিচং কুষ্ঠং বচা চেতি সমাংশকম্ ॥ ছাগক্ষীরেণ সংপিষ্য বটীং কুর্য্যাদ্যবোম্মিতাম্। হরেণুমাত্রাং সংঘৃষ্য জলেনাঞ্জনমাচরেৎ ॥ তিমিরং মাংসবৃদ্ধিঞ্চ কাচং পটলমর্ব্বুদম্। রাত্র্যান্ধ্যং বার্ষিকং পুষ্পং বটী চন্দ্রোদয়া জয়েৎ ॥ ১৪৫—১৪৭ ॥

পুষ্পহরী বর্ত্তিঃ—পলাশপুষ্পস্বরসৈর্বহুশঃ পরিভাবিতম্। করঞ্জবীজং তদ্বর্ত্তি-র্দৃষ্টেঃ পুষ্পং বিনাশয়েৎ ॥ ১৪৮ ॥

স্নেহনী রসক্রিয়া—কতকস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ। ঈষৎকর্পূরসহিতং তৎ স্যান্নেত্রপ্রসাদনম্ ॥ ১৪৯ ॥

রোপণী—রসাঞ্জনং সর্জ্জরসো জাতীপুষ্পং মনঃশিলা। সমুদ্রফেনং লবণং গৈরিকং মরিচং তথা ॥ এতৎ সমাংশং মধুনা পিষ্টং প্রক্লিন্নবর্ত্মনি। অঞ্জনং ক্লেদকণ্ডুঘ্নং পক্ষ্মণাঞ্চ প্ররোহণম্ ॥ দুগ্ধেন কণ্ডূং ক্ষৌদ্রেণ নেত্রস্রাবঞ্চ সর্পিষা। পুষ্পং তৈলেন তিমিরং কাঞ্জিকেন নিশান্ধতাম্ ॥ পুনর্নবা হরত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥ বর্ব্বূলদলনিঃকাথো লেহীভূতস্তদঞ্জনাৎ। নেত্রস্রাবো ব্রজেচ্ছোষং মধুযুক্তান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৫০—১৫৩ ॥

লেখনী—বটক্ষীরেণ সংযুক্তো মুখ্যকর্পূরজো রজঃ। ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি কুসুমং তু দ্বিমাসিকম্ ॥ ক্ষৌদ্রাশ্বলালাসংঘৃষ্টৈর্মরিচৈর্নেত্রমঞ্জনাৎ। অতিনিদ্রা শমং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়াদিব ॥ ১৫৪। ১৫৫ ॥

স্নেহনং চূর্ণং—অগ্নিতপ্তং হি সৌবীরং নিষিঞ্চেৎ ত্রিফলারসৈঃ। সপ্তবেলং তথা স্তন্যৈঃ স্ত্রীণাং সিক্তং বিচূর্ণিতম্ ॥ অঞ্জয়েৎ তেন নয়নে প্রত্যহং চক্ষুষোর্হিতম্। সর্ব্বানক্ষিবিকারাংস্তু হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৬। ১৫৭ ॥

রোপণম্—শিলায়াং রসকং পিষ্ট্বা সম্যগাপ্লাব্য বারিণা। গৃহ্নীয়াৎ তজ্জলং সর্ব্বং ত্যজেচ্চূর্ণমধোগতম্ ॥ শুষ্কঞ্চ তজ্জলং সর্ব্বং পর্পটীসন্নিভং ভবেৎ। বিচূর্ণ্য ভাবয়েৎ সম্যক্

ত্রিবেলং ত্রিফলারসৈঃ ॥ কর্পূরস্য রজস্তত্র দশমাংশেন নিঃক্ষিপেৎ। অঞ্জয়েন্নয়নে তেন নেত্রাখিলগদচ্ছিদা ॥ ১৫৮—১৬০ ॥

লেখনম্—দক্ষাণ্ডত্বক্‌শিলাকাচশঙ্খচন্দনসৈন্ধবৈঃ। চূর্ণিতৈরঞ্জনং প্রোক্তং পুষ্পাদীনাং নিকৃন্তনম্ ॥ ১৬১ ॥

সামান্যাঞ্জনানি—মুক্তাকর্পূরকাচাগুরুমরিচকণাসৈন্ধবং চৈলবালং, শুণ্ঠীককোলকাংস্যত্রপুরজনিশিলাশঙ্খনাভ্যভ্রতুত্থম্। দক্ষাণ্ডত্বক্ চ সাক্ষং ক্ষতজমথ শিবা ক্লীতকং রাজবর্ত্তং, জাতীপুষ্পং তুলস্যাঃ কুসুমমভিনবং বীজকং স্যাৎ তথৈব * ॥ পূতীকনিম্বার্জ্জুনভদ্রমুস্তং সতাম্রসারং রসগর্ভযুক্তম্। প্রত্যেকমেষাং খলু মাষকৈকং যত্নেন পিষ্যেন্মধুনাতিসূক্ষ্মম্ * ॥ ভবন্তি রোগা নয়নাশ্রিতা যে নিতান্তমাত্রোপচিতাশ্চ তেষাম্। বিধীয়তে শান্তিরবশ্যমেব মুক্তাদিদানেন মহাঞ্জনেন ॥ ১৬২—১৬৪ ॥ ইতি মুক্তাদিমহাঞ্জনম্।

নয়নশোণাঞ্জনম্—কণা সলবণোষণা সহ রসাঞ্জনা সাঞ্জনা, সরিৎপতিকফঃ সিতা সিতপুনর্নবাসম্ভবা। রজন্যরুণচন্দনং মধুক তুত্থপথ্যা শিলা অরিষ্টদলশাবরস্ফটিকশঙ্খনাভীন্দবঃ * ॥ ইমানি তু বিচূর্ণয়েন্নিবিড়বাসসা শোধয়েৎ তথায়সি বিমর্দ্দয়েৎ সমধু তাম্রখণ্ডেন তৎ। ইদং মুনিভিরীরিতং নয়নশোণনামাঞ্জনম্ করোতি তিমিরক্ষয়ং পটলপুষ্পনাশং বলাৎ * ॥ ১৬৫—১৬৬ ॥

চন্দ্রোদয়াবটী—হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ। বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভির্মনঃশিলা ॥ সর্ব্বমেতৎ সমং কৃত্বা গব্যক্ষীরেণ পেষয়েৎ। নাশয়েৎ তিমিরং কণ্ডূপটলান্যর্ব্বুদানি চ ॥ অপি ত্রিবার্ষিকং শুক্লং মাসেনৈকেন নাশয়েৎ। অধিকানি চ মাংসানি রাত্র্যবন্ধত্বমেব চ ॥ ১৬৭—১৬৯ ॥ ইতি চন্দ্রোদয়াবটী পুষ্পে তিমিরে চ।

চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তিঃ—রজনী নিম্বপত্রাণি পিপ্পলী মরিচানি চ। বিড়ঙ্গং ভদ্রমুস্তঞ্চ সপ্তমী ত্বভয়া স্মৃতা ॥ অজামূত্রেণ সংপিষ্য ছায়ায়াং শোষয়েদ্বটীম্। বারিণা তিমিরং হন্তি গোমূত্রেণ তু পিষ্টকম্ ॥ মধুনা পটলং হন্তি নারীক্ষীরেণ পুষ্পকম্। এষা চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তিঃ স্বয়ং রুদ্রেণ নির্ম্মিতা ॥ কণা ছাগযকৃন্মধ্যে পক্কা তদ্রসপেষিতা। অচিরাদ্ধন্তি নক্তান্ধ্যং তদ্বৎ সক্ষৌদ্রমুষণম্ ॥ ১৭০—১৭২ ॥

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্—ত্রিফলায়া রসং প্রস্থং প্রস্থং ভৃঙ্গরজস্য চ। বৃষস্য চ রসং

* এলবালং এলবালুকনাম্না প্রসিদ্ধং কক্কোলম্ সুগন্ধদ্রব্যং সুগন্ধকোকিলেতি প্রসিদ্ধা, তদলাভে জাতীপুষ্পং গ্রাহ্যং, তস্যাপ্যলাভে লবঙ্গং। কাংস্যং তচ্চ মারিতং গ্রাহ্যম্। ত্রপুরঙ্গং তচ্চমারিতং গ্রাহ্যং শিলা মনঃশিলা অভ্রমভ্রকং তচ্চ মারিতং গ্রাহ্যং দক্ষাণ্ডত্বক্ দক্ষঃ কুক্কুটঃ তস্যাণ্ডত্বক্ অক্ষং বিভীতকফলং ক্ষতজমত্র কুঙ্কুমম্ শিবা হরীতকী ক্লীতকং যষ্টিমধু রাজবর্ত্তং রাবটী ইতি লোকে ॥ ১৬২ ॥ পূতীকঃ ঘোরাকরঞ্জ ইতি লোকে। অঞ্জনং সুরমা ইতি লোকে। ভদ্রমুস্তং নাগরমুস্তং তাম্রসারঞ্চ মারিতং গ্রাহ্যং রসগর্ভং রসাঞ্জনম্ ॥১৬৩॥ লবণং সৈন্ধবং অঞ্জনং সুরমা সরিৎপতিকফঃ সমুদ্রফেনঃ শিলা মনঃশিলা শাবরো লোধ্রঃ স্ফটিকঃ ফট্‌করী ইন্দুঃ কর্পূরঃ ॥ ১৬৫ ॥ তিমিরে নূতনকুসুমে নূতনপটলে চ। ইতি নয়নশোণাঞ্জনম্ ॥ ১৬৬ ॥

প্রস্থং শতাবর্য্যাশ্চ তৎসমম্ * ॥ গুড়ূচ্যা আমলক্যাশ্চ রসং ছাগীপয়স্তথা। প্রস্থং প্রস্থং সমাহৃত্য সর্ব্বৈরেভির্ঘৃতং পচেৎ ॥ কল্কঃ কণা সিতা দ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্। মধুকং ক্ষীরকাকোলী মধুপর্ণী নিদিগ্ধিকা * ॥ তৎ সাধু সিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। ঊর্দ্ধং পানমধঃ পানং মধ্যে পানঞ্চ শস্যতে ॥ যাবন্তো নেত্ররোগাঃ স্যুস্তান্ পানাদপকর্ষতি। সুরক্তে রক্তদুষ্টে চ রক্তে বা বিস্রুতে তথা ॥ নক্তান্ধ্যে তিমিরে কাচে নীলিকাপটলার্ব্বুদে। অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পক্ষ্মকোপে সুদারুণে ॥ নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু দোষত্রয়কৃতেষ্বপি। পরং হিতমিদং প্রোক্তং ত্রিফলাদ্যং মহাঘৃতম্ ॥ ১৭৩—১৭৯ ॥

দ্বিতীয়ং ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্—শতমেকং হরীতক্যা দ্বিগুণঞ্চ বিভীতকম্। চতুর্গুণং ত্বামলকং বৃষমার্কবয়োঃ সমম্ ॥ চতুর্গুণোদকং দত্ত্বা শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। ভাগং চতুর্থং সংরক্ষ্য ক্বাথং তমবতারয়েৎ ॥ শর্করা মধুকং দ্রাক্ষা মধুযষ্টী নিদিগ্ধিকা। কাকোলী ক্ষীরকাকোলী ত্রিফলা নাগকেসরম্ * ॥ পিপ্পলী চন্দনং মুস্তং ত্রায়মাণা তথোৎপলম্। ঘৃতপ্রস্থং সমং ক্ষীরং কল্কৈরেতৈঃ শনৈঃ পচেৎ ॥ হন্যাৎ সতিমিরং কাচং নক্তান্ধ্যং শুক্লমেব চ। তথা স্রাবঞ্চ কণ্ডূঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ কষায়তাম্ ॥ কলুষত্বঞ্চ নেত্রস্য বিন্দর্ম্মপটলানি চ। বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্ব্বান্ নেত্রাময়ান্ হরেৎ ॥ যস্য চোপহতা দৃষ্টিঃ সূর্য্যাগ্নিভ্যাং প্রপশ্যতঃ। তস্যৈতদ্ভেষজং প্রোক্তং মুনিভিঃ পরমং হিতম্ ॥ মার্জ্জিতং দর্পণং যদ্বৎপরাং নির্ম্মলতাং ব্রজেৎ। তদ্বদেতেন পীতেন নেত্রং নির্ম্মলতামিয়াৎ। বারিদ্রোণদ্বয়ং চাত্র বৃষমার্কবয়োস্তলে ॥ ১৮০—১৮৭ ॥

বাসকাদিক্বাথঃ—বাসাবিশ্বামৃতাদার্বীরক্তচন্দনচিত্রকৈঃ। ভূনিম্বনিম্বকটুকাপটোলত্রিফলাম্বুদৈঃ ॥ নিশাকলিঙ্গকুটজৈঃ ক্বাথঃ সর্ব্বাক্ষিরোগহা। বৈস্বর্য্যং পীনসং শ্বাসং কাসং নাশয়তি ধ্রুবম্ ॥ ১৮৮—১৮৯ ॥

ইতি নেত্ররোগাধিকারঃ।

অথ কর্ণরোগাধিকারঃ।

তত্র কর্ণরোগানাং নামানি সংখ্যাঞ্চাহ—কর্ণশূলং কর্ণনাদো বাধির্য্যং ক্ষ্বেড় এব চ। কর্ণস্রাবঃ কর্ণকণ্ডূঃ কর্ণগূথস্তথৈব চ ॥ প্রতিনাহো জন্তুকর্ণো বিদ্রধির্দ্বিবিধস্তথা।

---

* ভৃঙ্গরজঃ ভৃঙ্গরাজঃ ॥১৭৩॥ ক্ষীরকাকোল্যা অলাভেঽশ্বগন্ধামূলং গ্রাহ্যম্, মধুপর্ণী অত্র যষ্টিমধু চক্ষুষ্যত্বাৎ, তদলাভে সামান্যং যষ্টিমধু তুল্যগুণত্বাৎ ॥ ১৭৫ ॥ কাকোলীযুগলাঽলাভে ঽশ্বগন্ধামূলং দ্বিগুণং গ্রাহ্যম্ ॥ ১৮২ ॥

কর্ণপাকঃ পূতিকর্ণস্তথৈবার্শশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ তথার্ব্বুদং সপ্তবিধং শোফশ্চাপি চতুর্ব্বিধঃ। এতে কর্ণগতা রোগা অষ্টাবিংশতিরীরিতাঃ॥ ১।৩॥

তত্র কর্ণশূলস্য সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—সমীরণঃ শ্রোত্রগতোঽন্যথাচরন্ সমন্ততঃ শূলমতীব কর্ণয়োঃ। করোতি দোষৈশ্চ যথাস্বমাবৃতঃ স কর্ণশূলঃ কথিতো দুরাচরঃ *॥ ৪॥

মূর্চ্ছাদ্যুপদ্রবযোগাৎ কর্ণশূলস্যাসাধ্যতাঞ্চাহ—মূর্চ্ছা দাহো জ্বরঃ কাসঃ শ্বাসোঽথ বমথুস্তথা। উপদ্রবাঃ কর্ণশূলে ভবন্ত্যেতে মরিষ্যতঃ॥ ৫॥

কর্ণনাদস্য লক্ষণমাহ—কর্ণশ্রোত্রস্থিতে বাতে শৃণোতি বিবিধান্ স্বনান্। ভেরী-মৃদঙ্গশঙ্খানাং কর্ণনাদঃ স উচ্যতে *॥ ৬॥

বাধির্য্যমাহ—যদা শব্দবহং বায়ুঃ স্রোত আবৃত্য তিষ্ঠতি। শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে॥ ৭॥

অসাধ্যবাধির্য্যমাহ—বাধির্য্যং বালবৃদ্ধোত্থং চিরোত্থঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৮॥

ক্ষ্বেড়মাহ—বায়ুঃ পিত্তাদিভির্যুক্তো বেণুঘোষসমং স্বনম্। করোতি কর্ণয়োঃ ক্ষ্বেড়ং কর্ণক্ষ্বেড়ঃ স উচ্যতে *॥ ৯॥

কর্ণস্রাবমাহ—শিরোঽভিঘাতাদথবা নিমজ্জতো জলে প্রপাকাদথবাপি বিদ্রধেঃ। স্রবেদ্ধি পূয়ং শ্রবণোঽনিলার্দ্দিতঃ স কর্ণসংস্রাব ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ *॥ ১০॥

কর্ণকণ্ডূমাহ—মারুতঃ কফসংযুক্তঃ কর্ণে কণ্ডূং করোতি হি॥

কর্ণগূথমাহ— পিত্তোষ্মশোষিতঃ শ্লেষ্মা কুরুতে কর্ণগূথকম্ *॥ ১১॥

কর্ণপ্রতিনাহমাহ— স কর্ণগূথো দ্রবতাং যদা গতো বিলায়িতো ঘ্রাণমুখং প্রপদ্যতে। তদা স কর্ণপ্রতিনাহসংজ্ঞিতো ভবেদ্বিকারঃ শিরসোঽর্দ্ধভেদকৃৎ *॥ ১২॥

কৃমিকর্ণমাহ—যদা তু মূর্চ্ছন্ত্যথবা তু জন্তবঃ সৃজন্ত্যপত্যান্যথবাপি মক্ষিকাঃ। তদঞ্জনত্বাচ্ছ্রবণো নিরুচ্যতে ভিষগ্‌ভিরাদ্যৈঃ কৃমিকর্ণকো গদঃ *॥ ১৩॥

পতঙ্গাদিষু কর্ণপ্রবিষ্টেষু লক্ষণমাহ—পতঙ্গাঃ শতপদ্যশ্চ কর্ণস্রোতঃ

---

* অন্যথাচরন্ সমন্ততঃ প্রতিলোমঞ্চরন্ দোষৈঃ পিত্তকফরক্তৈঃ রক্তস্যাপি রুজাদিকর্ত্তৃত্বেন দোষসাম্যাৎ দোষত্বং অত্র, যথাস্বং আত্মীয়নিদানকুপিতৈঃ অথবা যথাস্বমিতি শূলবিশেষণং দুরাচরঃ দুষ্প্রচারঃ॥৪॥ ভেরী মৃদঙ্গশঙ্খানামিত্যুপলক্ষণং, তেন ভৃঙ্গাদিকৃতশব্দানাং গ্রহণম্॥৬॥ ক্ষ্বেড়শব্দার্থং ব্যনক্তি বেণুঘোষসমং স্বনমিতি যত উক্তম্ ক্ষ্বেড়নং বেণুঘোষবৎ ইতি নন্থু কর্ণনাদকর্ণক্ষ্বেড়য়োঃ কো ভেদঃ উচ্যতে কর্ণনাদঃ কেবলেন বাতেন জায়তে, তত্র নানাশব্দাংশ্চ শৃণোতি, কর্ণক্ষ্বেড়স্তু পিত্তাদিযুক্তেন বাতেন জন্যতে, তত্র নিয়মেন বেণুঘোষমেব শৃণোতীতি ভেদঃ॥৯॥ পূয়মিত্যুপলক্ষণম্ জলং রসঞ্চ স্রবেৎ শ্রবণশব্দঃ পুংলিঙ্গোঽপ্যস্তি॥১০॥ কর্ণো গূথয়তে যস্মাৎ স কর্ণগূথো ব্যাধিঃ॥১১॥ ঘ্রাণঞ্চ মুখঞ্চ ঘ্রাণমুখং একত্বং দ্বন্দ্বে শিরসোঽর্দ্ধভেদকৃৎ অর্দ্ধাবভেদকাখ্যশিরোরোগকৃৎ॥১২॥ তদঞ্জনত্বাৎ কৃমিলক্ষণত্বাৎ শ্রবণ ক্রিমিকর্ণকো গদো নিরুচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ॥ ১৩॥

প্রবিশ্য হি। অরতিং ব্যাকুলত্বঞ্চ ভৃশং কুর্ব্বন্তি বেদনাম্॥ কর্ণৌ নিস্তুদ্যতে যস্য তথা ফরফরায়তে। কীটে চরতি রুক্ তীব্রা নিস্পন্দে মন্দবেদনা * ॥ ১৪। ১৫ ॥

দ্বিবিধং কর্ণবিদ্রধিমাহ—ক্ষতাভিঘাতপ্রভবস্তু বিদ্রধির্ভবেৎ তথা দোষকৃতোঽপরঃ পুনঃ। স রক্তপীতারুণমস্রমাস্রবেৎ প্রতোদধূমায়নদাহচোষবান্ * ॥ ১৬ ॥

কর্ণপাকমাহ—কর্ণপাকস্তু পিত্তেন কোথবিক্লেদকৃদ্ভবেৎ * ॥ ১৭ ॥

পূতিকর্ণমাহ—কর্ণবিদ্রধিপাকেন কর্ণে বা বারিপূরণাৎ। পূয়ং স্রবতি যঃ পূতি স জ্ঞেয়ঃ পূতিকর্ণকঃ * ॥ ১৮ ॥

কর্ণগতানাং শোথার্ব্বুদার্শসাং লক্ষণান্যাহ—কর্ণশোথার্ব্বুদার্শাংসি জানীয়াদুক্তলক্ষণৈঃ * ॥ ১৯ ॥ ইতি সুশ্রুতোক্তাঃ কর্ণরোগাঃ।

অথ চরকোক্তান্ বাতপিত্তকফসন্নিপাতকৃতানাহ—

তত্র বাতজমাহ—নাদোঽতিরুক্ কর্ণমলস্য শোষঃ স্রাবস্তনুশ্চাশ্রবণঞ্চ বাতাৎ ॥

পিত্তজমাহ—শোথঃ সরাগো দরণং বিদাহঃ স পূতিপীতস্রবণঞ্চ পিত্তাৎ ॥ ২০ ॥

কফজমাহ—বৈশ্রুত্যকণ্ডুস্থিরশোথশুক্লা স্নিগ্ধা স্রুতিঃ স্বল্পরুজা কফাচ্চ ॥

সান্নিপাতিকমাহ—সর্ব্বাণি রূপাণি চ সন্নিপাতাৎ স্রাবশ্চ তত্রাধিকদোষবর্ণঃ * ॥ ২১ ॥

অথ কর্ণপালীরোগাঃ। তত্র সনিদানং পরিপোটকলক্ষণম্—সৌকুমার্য্যাচ্চিরাৎ স্ফেট সহসৈবাতিবার্দ্ধিতে। কর্ণে শোথো ভবেৎ পাল্যাং সরুজঃ পরিপোটবান্। কৃষ্ণারুণনিভস্তব্ধঃ স বাতাৎ পরিপোটকঃ * ॥ ২২ ॥

উৎপাতমাহ—গুর্ব্বাভরণসংযোগাৎ তাড়নাদ্ ঘর্ষণাদপি। শোথঃ পাল্যাং ভবেচ্ছ্যাবো দাহপাকরুজান্বিতঃ। রক্তো বা রক্তপিত্তাভ্যামুৎপাতঃ স গদঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥

উন্মন্থকমাহ—কর্ণং বলাদ্বর্দ্ধয়তঃ পাল্যাং বায়ুঃ প্রকুপ্যতি। কফং সংগৃহ্য কুরুতে শোথং স্তব্ধমবেদনম্। উন্মন্থকঃ সকণ্ডূকো বিকারঃ কফবাতজঃ * ॥ ২৪ ॥

দুঃখবর্দ্ধনমাহ—সম্বর্ধ্যমানে দুর্বিদ্ধে কণ্ডূদাহরুজান্বিতঃ। শোথো ভবতি পাকশ্চ ত্রিদোষো দুঃখবর্দ্ধনঃ * ॥ ২৫ ॥

নিস্পন্দঃ নিশ্চলঃ॥১৫॥ ক্ষতপ্রভবোঽভিঘাতপ্রভবশ্চ, তয়োর্দ্বয়োরপ্যাগন্তুজত্বাদৈক্যম্ অস্রং আস্রাবমিত্যর্থঃ ॥১৬॥ কোথঃ পূতীভাবঃ বিক্লেদঃ আর্দ্রতা॥১৭॥ কর্ণস্রাবাদ্ভেদার্থমাহ পূতীতি নিয়মেন পূতির্যথা স্যাদেবং স্রবতি ॥ ১৮ ॥ কর্ণশোথাশ্চ চত্বারো বাতপিত্তকফরক্তজাঃ। এবমর্শোঽপি চতুর্ব্বিধম্ অন্যেষাং শোথানামর্শসাঞ্চাসম্ভবঃ আধারপ্রভাবাৎ। অর্ব্বুদং সপ্তবিধং বাতপিত্তকফরক্তমাংসমেদঃশিরাজম্ এতে কর্ণরোগা অষ্টাবিংশতিঃ সুশ্রুতোক্তাঃ ॥ ১৯ ॥ বৈশ্রুত্যং অন্যথা শ্রবণম্ ॥ ২১ ॥ কর্ণপাল্যাঃ কর্ণাবয়বত্বাৎ তদ্বিকারমপ্যত্রৈবাহ পরিপোটবান্ মনাক্ বিদারণবান্ ॥ ২২ ॥ অবেদনম্ ঈষদ্বেদনম্ ॥ ২৪ ॥ সংবর্দ্ধ্যমানে দুর্ব্বিদ্ধে কর্ণ ইতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

পরিলেহিনমাহ—কফাসৃক্‌কৃময়ঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্ষপাভা বিসারিণঃ। কুর্ব্বন্তি পিড়কাং পাল্যাং কণ্ডূদাহসমন্বিতাঃ॥ কফাসৃক্‌কৃমিসম্ভূতঃ স বিসর্পন্নিতস্ততঃ। লিহ্যাৎ স শস্কুলীং পালীং পরিলেহী চ স স্মৃতঃ * ॥ ২৬। ২৭॥

অথ কর্ণরোগচিকিৎসা—কর্ণশূলে কর্ণনাদে বাধির্য্যে ক্ষ্বেড় এব চ। চতুর্ষ্বপি চ রোগেষু সামান্যং ভেষজং স্মৃতম্॥ শৃঙ্গবেরং সহ মধু সৈন্ধবং তৈলমেব চ। কদুষ্ণং কর্ণয়োর্ধার্য্যমেতৎ স্যাদ্বেদনাপহম্॥ লশুনার্দ্রকশিগ্রূণাং বারুণ্যা মূলকস্য চ। কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে * ॥ অর্কাঙ্কুরানম্লপিষ্টান্ সতৈললবণান্বিতান্। সন্নিদধ্যাৎ সুধাকাণ্ডে কোরিতে মৃৎস্নয়াবৃতে॥ পুটপাকক্রমাৎ স্বিন্নং পীড়য়েদারসাগমাৎ। সুখোষ্ণং তদ্রসং কর্ণে প্রক্ষিপেচ্ছূলশান্তয়ে॥ অর্কস্য পত্রং পরিণামপীতমাজ্যেন লিপ্তং শিখিযোগ-তপ্তম্। আপীড্য তস্যাম্বু সুখোষ্ণমেব কর্ণে নিষিক্তং হরতে হি শূলম্॥ তীব্রশূলাতুরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি। ছাগমূত্রং প্রশংসন্তি কোষ্ণং সৈন্ধবসংযুতম্॥ তৈলং শ্বেতার্কমূলেন মন্দেঽগ্নৌ বিধিনা কৃতম্। হরেদাশু ত্রিদোষোত্থং কর্ণশূলং প্রপূরণাৎ॥ হিঙ্গুসৈন্ধবশুণ্ঠীভিস্তৈলং সর্ষপসম্ভবম্। বিপক্বং হরতেঽবশ্যং কর্ণশূলং প্রপূরণাৎ॥ কর্ণ-শূলে কর্ণনাদে বাধির্য্যে ক্ষ্বেড় এব চ। পূরণং কটুতৈলেন হিতং বাতঘ্নমৌষধম্॥ শিখরি ক্ষারজং বারি তৎকৃতকল্কেন সাধিতং তৈলম্। অপহরতি কর্ণনাদং বাধির্য্যং চাপি পূরণতঃ* ॥ গবাং মূত্রেণ বিল্বানি পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ। সজলঞ্চ সদুগ্ধঞ্চ তদ্বাধির্য্যহরং পরম্ * ॥ (ইতি বিল্বতৈলম্।) কর্ণস্রাবে পূতিকর্ণে তথৈব কৃমিকর্ণকে। সামান্যং কর্ম্ম কুর্ব্বীত যোগান্ বৈশেষিকানপি॥ স্বর্জ্জিকাচূর্ণসংযুক্তং বীজপূররসং ক্ষিপেৎ। কর্ণস্রাবরুজো দাহাস্তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ আম্রজম্বূপ্রবালানি মধুকস্য বটস্য চ। এভিস্তু সাধিতং তৈলং পূতিকর্ণগদং হরেৎ। জাতীপত্ররসৈস্তৈলং বিপক্বং পূতিকর্ণজিৎ॥ পিষ্টং রসাঞ্জনং নার্য্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতম্। প্রশস্যতে চিরোত্থে তৎ স্রাবকে পূতিকর্ণকে॥ ২৮—৪৩॥

কুষ্ঠাদিতৈলম্—কুষ্ঠহিঙ্গুবচাদারুশতাহ্বাবিশ্বসৈন্ধবৈঃ। পূতিকর্ণাপহং তৈলং বস্তমূত্রেণ সাধিতম্॥ ৪৪॥ ইতি কুষ্ঠাদি তৈলম্।

শম্বূকস্য তু মাংসেন কটুতৈলং বিপাচয়েৎ। তস্য পূরণমাত্রেণ কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি॥ চূর্ণেন গন্ধকশিলারজনীভবেন মুষ্ট্যংশকেন কটুতৈলপলাষ্টকং তু। ধত্তূরপত্ররসতুল্যমিদং বিপক্বং নাড়ীং জয়েচ্চিরভবামপি কর্ণজাতাম্ * ॥ কৃমিকর্ণবিনাশায় ক্রিমিঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্। বার্ত্তাকধূমশ্চ হিতঃ সার্ষপঃ স্নেহ এব চ॥ পূরণং হরিতালেন গব্যমূত্রযুতেন চ। ধূপনে কর্ণদৌর্গন্ধ্যে গুগ্‌গুলুঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥ চিকিৎসা কর্ণশোথানাং তথা কর্ণার্শসামপি। কর্ণার্ব্বুদানাং কুর্ব্বীত শোথার্শোঽর্ব্বুদবন্তিষক্॥ ৪৫—৪৯॥

---

* সপিড়কাত্মকঃ পরিলেহিসংজ্ঞো গদঃ। লিহ্যাৎ নির্ম্মাংসীকুর্য্যাৎ॥ ২৭॥ বারুণী বরুণঃ॥ ৩০॥ শিখরী অপামার্গঃ॥ ৩৮॥ ক্ষীরং গবামেব গ্রাহ্যম॥ ৩৯॥ মুষ্টিঃ পলম॥ ৪৬॥

কর্ণপালীবিকারাণাং চিকিৎসা—পালীসংশোষণে কুর্য্যাদ্বাতকর্ণরুজঃ ক্রিয়া ॥ স্বেদয়েদ্ যত্নতস্তাঞ্চ স্বিন্নাং সম্বর্দ্ধয়েত্তিলৈঃ ॥ ৫০ ॥

শতাবরীতৈলম্—শতাবরীবাজিগন্ধাপয়স্যৈরণ্ডবীজকৈঃ। তৈলং বিপক্কং সক্ষীরং পালীং সম্বর্দ্ধয়েৎ সুখম্ * ॥ ৫১ ॥ ইতি শতাবরীতৈলম্।

জীবনীয়স্য কল্কেন তৈলং দুগ্ধেন পাচয়েৎ। চিকিৎস্যেত্তেন তৈলেন হৃতাস্রং পরিপোটকম্॥ শীতলেপৈর্জ্জলৌকাভিরুৎপাতং সমুপাচরেৎ। হলিনীস্বরসাভ্যাঞ্চ গোধাকঙ্কবসান্বিতম্॥ তৈলঞ্চ পক্কমভ্যঙ্গাদুন্মন্থং নাশয়েদ্ধ্রুবম্॥ দুঃখবর্দ্ধনকং সিক্ত্বা জম্ব্বাম্রবিল্বপত্রজৈঃ। কাথৈস্তেলেন সুস্নিগ্ধং তচ্চূর্ণৈশ্চাবধূলয়েৎ॥ বহুশো গোময়ৈস্তপ্তৈঃ স্বেদিতং পরিলেহিতম্। ঘনসারৈঃ সমালিম্পেদজামূত্রেণ কল্কিতৈঃ ॥ ৫২–৫৫ ॥

ইতি কর্ণরোগাধিকারঃ।

অথ নাসারোগাধিকারঃ।

:o:

তত্র নাসারোগাণাং নামানি সংখ্যাঞ্চাহ—আদৌ চ পীনসঃ প্রোক্তঃ পূতিনস্যস্ততঃ পরম্। নাসাপাকোঽত্র গণিতঃ পূয়শোণিতমেব চ॥ ক্ষবথুর্ভ্রংশথুর্দীপ্তিঃ প্রতীনাহঃ পরিস্রবঃ॥ নাসাশোষঃ প্রতিশ্যায়াঃ পঞ্চসপ্তার্ব্বুদানি চ॥ চত্বার্য্যর্শাংসি চত্বারঃ শোথাশ্চত্বারি তানি চ। রক্তপিত্তানি নাসায়াং চতুস্ত্রিংশদ্ গদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১—৩ ॥

তেষু পীনসস্য লক্ষণমাহ—আনহ্যতে শুষ্যতি যস্য নাসা প্রক্লেদমায়াতি তু ধূপ্যতে চ। ন বেত্তি যো গন্ধরসাংশ্চ জন্তুর্জ্জুষ্টং ব্যবস্যেদিহ পীনসেন। তং চানিলশ্লেষ্মভবং বিকারং ব্রূয়াৎ প্রতিশ্যায়সমানলিঙ্গম্ * ॥ ৪ ॥

পূতিনস্যমাহ—দোষৈর্ব্বিদগ্ধৈর্গলতালুমূলে সন্দূষিতো যস্য সমীরণস্তু। নিরেতি পূতির্মুখনাসিকাভ্যাং তং পূতিনস্যং প্রবদন্তি রোগম্ * ॥ ৫ ॥

নাসাপাকমাহ—ঘ্রাণাশ্রিতং পিত্তমরূংষি কুর্য্যাদ্যস্মিন্ বিকারে বলবাংশ্চ পাকঃ। তং নাসিকাপাকমিতি ব্যবস্যেদ্বিক্লেদকোথাবথবাপি যত্র * ॥ ৬ ॥

---

* পয়স্যাত্র ক্ষীরকাকোলী ॥ ৫১ ॥ আনহ্যতে শ্বাসশোষিতকফেন বধ্যতে, অবরুধ্যতে ইতি যাবৎ। প্রক্লেদং আর্দ্রতাং গচ্ছতীতি যাবৎ। ধূপ্যতে সন্তাপ্যতে। গন্ধরসান্ গন্ধান্ সুরভীন্ অসুরভীংশ্চ নবেত্তি, নাসায়া আনদ্ধত্বং তত্র হেতুঃ, তথা রসান্ মধুরাদীংশ্চ নবেত্তি নাসারোগারম্ভকদোষেণ রসনায়া অপি দুষ্টিঃ ব্যবস্যেৎ জানীয়াৎ। অপীনসপীনসৌ দ্বাবপি শব্দৌস্তঃ অবাপ্যোস্তং সনদ্ধাদিত্বাদিবেতি সূত্রেণ বিকল্পেনাকারলোপাৎ অনুক্তসংগ্রহার্থমাহ তমিতি তং বিকারং পীনসং প্রতিশ্যায়সমানলিঙ্গং বাতশ্লৈষ্মিকপ্রতিশ্যায়তুল্যলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥ দোষৈঃ পিত্তকফরক্তৈঃ, অত্র রক্তস্যাপি দোষত্বং দোষসাহচর্য্যাৎ। বিদগ্ধৈঃ দুষ্টৈঃ সংদূষিতঃ পূতিভাবং নীতঃ পূতিনস্যং নাসায়াং ভবো নস্যঃ বায়ুঃ পূতির্নস্যো যত্র স পূতিনস্যঃ তং ॥ ৫ ॥ বিক্লেদঃ আর্দ্রতা কোথঃ পূতীভাবঃ ॥ ৬ ॥

পূয়রক্তমাহ—দোষৈর্বিদগ্ধৈরথবাপি জন্তোর্ললাটদেশেঽভিহতস্য তৈস্তৈঃ। নাসা স্রবেৎ পূযমসৃগ্বিমিশ্রং তং পূয়রক্তং প্রবদন্তি রোগম্ ॥ ৭ ॥

দোষজক্ষবথুমাহ—ঘ্রাণাশ্রিতে মর্ম্মণি সংপ্রদুষ্টো যস্যানিলো নাসিকয়া নিরেতি কফানুযাতো বহুশোঽতিশব্দস্তং রোগমাহুঃ ক্ষবথুং গদজ্ঞাঃ * ॥ ৮ ॥

আগন্তুজং ক্ষবথুমাহ—তীক্ষ্ণোপযোগাদতিজিঘ্রতো বা ভাবান্ কটূনর্কনিরীক্ষণাদ্বা। সূত্রাদিভির্বা তরুণাস্থিমর্ম্মণ্যুদ্‌ঘর্ষিতেঽন্যঃ ক্ষবথুর্নিরেতি * ॥ ৯ ॥

ভ্রংশথুমাহ—প্রভ্রশ্যতে নাসিকয়া তু যস্য সান্দ্রো বিদগ্ধো লবণঃ কফস্তু। প্রাক্ সঞ্চিতো মূর্দ্ধনি পিত্ততপ্তে তং ভ্রংশথুং ব্যাধিমুদাহরন্তি ॥ ১০ ॥

দীপ্তিমাহ—ঘ্রাণে ভৃশং দাহসমন্বিতে তু বিনিঃসরেদ্ধূম ইবেহ বায়ুঃ। নাসা-প্রদীপ্তেব চ যস্য জন্তোর্ব্যাধিস্তু তং দীপ্তিমুদাহরন্তি * ॥ ১১ ॥

প্রতীনাহমাহ—উচ্ছ্বাসমার্গন্তু কফঃ সবাতো রুন্ধ্যাৎ প্রতীনাহমুদাহরেত্তম্।

স্রাবমাহ—ঘ্রাণাদ্‌ঘনঃ পীতসিতস্তনুর্বা দোষঃ স্রবেৎ স্রাবমুদাহরেত্তম্ ॥ ১২ ॥

নাসাশোষমাহ—ঘ্রাণাশ্রিতে শ্লেষ্মণি মারুতেন পিত্তেন গাঢ়ং পরিশোষিতে চ। কৃচ্ছ্রাৎ শ্বসিত্যূর্দ্ধমধশ্চ জন্তুর্যস্মিন্ স নাসাপরিশোষ উক্তঃ ॥ ১৩ ॥

তত্র প্রতিশ্যায়স্য সদ্যোজনকনিদানপূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ—সন্ধারণাজীর্ণরজোঽতিভাষ্যক্রোধর্তুবৈষম্যশিরোঽভিতাপৈঃ। সংজাগরাতিস্বপনাম্বুশীতাবশ্যায়কৈর্মৈথুনবাষ্পসেকৈঃ * ॥ সংস্ত্যানদোষে শিরসি প্রবৃদ্ধো বায়ুঃ প্রতিশ্যায়মুদীরয়েত্তু *॥১৪।১৫॥

চয়াদিক্রমজনকনিদানপূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ—চয়ং গতা মূর্দ্ধনি মারুতাদয়ঃ পৃথক্‌সমস্তাশ্চ তথৈব শোণিতম্। প্রকোপ্যমাণা বিবিধৈঃ প্রকোপনৈস্ততঃ প্রতিশ্যায়করা ভবন্তি হি ॥ ১৬॥

পূর্ব্বরূপমাহ—ক্ষবপ্রবৃত্তিঃ শিরসোঽভিপূর্ণতা স্তম্ভোঽঙ্গমর্দ্দঃ পরিহৃষ্টরোমতাঃ। উপদ্রবাশ্চাপ্যপরে পৃথগ্বিধা নৃণাং প্রতিশ্যায়পুরঃসরাঃ স্মৃতাঃ * ॥ ১৭ ॥

* ঘ্রাণাশ্রিতে মর্ম্মণি শৃঙ্গাটকে ॥ ৮ ॥ তীক্ষ্ণোপযোগাৎ রাজিকাদিভক্ষণাৎ অর্কনিরীক্ষণাৎ সূর্য্যদর্শনাৎ তেন কফবিলয়নাৎ তরুণাস্থিমর্ম্মণিনাসাবংশাস্থিমর্ম্মণি তরুণাস্থি, চ মর্ম্মণি চ শৃঙ্গাটকে দ্বন্দ্বৈকত্বং বা অন্যঃ আগন্তুজঃ ॥ ৯ ॥ প্রদীপ্তেব প্রজ্বলিতেব ॥ ১১ ॥ অথ প্রতিশ্যায়মাহ তস্য নিদানং দ্বিবিধং একং সদ্যোজনকং, তৎপ্রবলত্বেনাপেক্ষতে, ন ক্রমং যত উক্তম্ “ন কেবলং চয়ং প্রাপ্য দোষাঃ কুপ্যন্তি দেহিনাম্”। অন্যদাপি হি কুপ্যন্তি হেতুবাহুল্যতোরণাৎ’॥ হেতুবাহুল্যতোরণাৎ হেতূনাং বাহুল্যেন ত্বরাকরণাৎ অপরঞ্চ যৎক্রমেণ জনকং, চয়াদিক্রমো যথা নিদানাৎ সঞ্চয়ঃ, সঞ্চয়াৎ প্রকোপঃ, প্রকোপাৎ প্রসরঃ, প্রসরাৎ স্থানসংশ্রয়ঃ, ততো ব্যক্তিঃ, ততো ভেদ ইতি তত্র সদ্যোজাতমাহ সন্ধারণেতি সন্ধারণং মূত্রপূরীষধারণম্ রজঃ ধূলিঃ তচ্চ নাসাপ্রবিষ্টং হেতুঃ। ঋতুবৈষম্যং ঋতুচর্য্যাবিপরীতাচরণং শিরোঽভিতাপঃ শিরসোঽভিতাপো যেন ধূপাদিনা সঃ। অবশ্যায়ঃ তুষারঃ। বাষ্পসেকঃ রোদনং ॥ ১৪ ॥ সংস্ত্যানদোষে শিরসি সংহতকফে ॥ ১৫ ॥ শিরসোঽভিপূর্ণতা শিরসো ভারেণেব ব্যাপ্তিঃ অপরে পৃথগ্বিধাঃ ঘ্রাণধূমায়নতালুবিদরণনাসামুখস্রাবাদয়ো বিদেহোক্তা বোদ্ধব্যাঃ ॥ ১৭ ॥

বাতিকস্য প্রতিশ্যায়স্য লক্ষণমাহ—আনদ্ধা পিহিতা নাসা তনুস্রাবপ্রসেকিনী। গলতাল্বোষ্ঠশোষশ্চ নিস্তোদঃ শঙ্খয়োস্তথা ॥ ক্ষবপ্রবৃত্তিরত্যর্থং বক্ত্রবৈরস্যমেব চ। ভবেৎ স্বরোপঘাতশ্চ প্রতিশ্যায়েঽনিলাত্মকে * ॥ ১৮ ॥

পৈত্তিকমাহ—উষ্ণঃ সপীতকঃ স্রাবো ঘ্রাণাৎ স্রবতি পৈত্তিকে। কৃশোঽতিপাণ্ডুঃ সন্তপ্তো ভবেত্তৃষ্ণাভিপীড়িতঃ। নাসয়া তু সধূমাগ্নিং বমতীব স মানবঃ * ॥ ১৯ ॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—ঘ্রাণাৎ কফকৃতে শ্বেতো কফঃ শীতঃ স্রবেদ্বহুঃ। শুক্লাবভাসঃ শূনাক্ষো ভবেদ্‌গুরুশিরো নরঃ। গলতাল্বোষ্ঠশিরসাং কণ্ডুভিরতিপীড়িতঃ ॥ ২০ ॥

সান্নিপাতিকমাহ—ভূত্বা ভূত্বা প্রতিশ্যায়ো যোঽকস্মাৎ সন্নিবর্ত্ততে। সম্পক্কো বাপ্যপক্কো বা স চ সর্ব্বভবঃ স্মৃতঃ * ॥ ২১ ॥

দুষ্টপ্রতিশ্যায়লক্ষণমাহ—প্রক্লিদ্যতে মুহুর্নাসা পুনশ্চ পরিশুষ্যতি। পুনরানহ্যতে বাপি পুনর্বিব্রিয়তে তথা * ॥ নিঃশ্বাসো বাপি দুর্গন্ধো নরো গন্ধান্ন বেত্তি চ ॥ এবং দুষ্টং প্রতিশ্যায়ং জানীয়াৎ কৃচ্ছ্রসাধনম্ * ॥ ২২ । ২৩ ॥

রক্তজমাহ—রক্তজে তু প্রতিশ্যায়ে রক্তস্রাবঃ প্রবর্ত্ততে। পিত্তপ্রতিশ্যায়কৃতৈর্লিঙ্গৈশ্চাপি সমন্বিতঃ ॥ তাম্রাক্ষশ্চ ভবেজ্জন্তুরুরোঘাতপ্রপীড়িতঃ। দুর্গন্ধোচ্ছ্বাসবক্ত্রশ্চ গন্ধানপি ন বেত্তি সঃ * ॥ সর্ব্ব এব প্রতিশ্যায়া নরস্যাপ্রতিকারিণঃ। দুষ্টতাং যান্তি কালেন তদাসাধ্যা ভবন্তি চ * ॥ ২৪—২৬ ॥

প্রতিশ্যায়েষু কৃময়ো ভবন্তীত্যাহ—মূর্চ্ছন্তি কৃময়শ্চাত্র শ্বেতাঃ স্নিগ্ধাস্তথাণবঃ। কৃমিজো যঃ শিরোরোগস্তুল্যং তেনাত্র লক্ষণম্ * ॥ ২৭ ॥

বৃদ্ধাঃ প্রতিশ্যায়া অপরানপি বিকারান্ কুর্ব্বন্তীত্যাহ—বাধির্য্যমান্ধ্যমঘ্রত্বং ঘোরাংশ্চ নয়নাময়ান্। শোষাগ্নিমান্দ্যকাসাংশ্চ বৃদ্ধাঃ কুর্ব্বন্তি পীনসাঃ * ॥ ২৮ ॥

চতুস্ত্রিংশৎ সংখ্যাপূরণায়াহ—অর্ব্বুদং সপ্তধা শোথাশ্চত্বারোঽর্শশ্চতুর্ব্বিধম্। চতুর্ব্বিধং রক্তপিত্তমুক্তং ঘ্রাণেঽপি তদ্বিদুঃ * ॥ ২৯ ॥

---

* আনদ্ধা স্তব্ধা, অপিহিতা ন পিহিতা, অতএব তনুস্রাবপ্রসেকিনী ॥ ১৮ ॥ সপীতকঃ ঈষৎপীতকঃ ॥ ১৯ ॥ অত্র যদ্যপি দোষত্রয়লিঙ্গানি নোক্তানি, তথাপি তানি জ্ঞেয়ানি। ত্রিদোষজত্বাং অয়মসাধ্যঃ অতএবাহ 'নৃণাং দুষ্টঃ প্রতিশ্যায়ঃ সর্ব্বজশ্চ ন সিধ্যতি ॥ ২১ ॥ আনহ্যতে বিবদ্ধা ভবতি বিব্রিয়তে অবিবদ্ধা স্যাং। ক্লেদশোষবিবন্ধাবিবৃতত্বানিনৈককালং ভবন্তি, কিন্তু যদা যদা যদ্ যদ্ দোষাধিক্যং ভবতি তদা তদা তত্তদ্দোষকৃতঃ স স বোদ্ধব্যঃ, ইতি ন বিরোধঃ ॥ ২২ ॥ কৃচ্ছ্রসাধনং অসাধ্যঞ্চ ॥ ২৩ ॥ উরোঘাতপ্রপীড়িতঃ উরোঘাতেনেব প্রপীড়িতঃ ॥ ২৫ ॥ অপ্রতীকারেণ কালান্তরে এব সর্ব্বে প্রতিশ্যায়া অসাধ্যা ভবন্তীত্যাহ সর্ব্বে ইতি ॥ ২৬ ॥ অত্র এবু প্রতিশ্যায়েষু কফজা এব কৃময়ো ভবন্তীতি শ্বেতাঃ স্নিগ্ধাশ্চ ॥ ২৭ ॥ ঘোরাংশ্চ নয়নাময়ান্ ইতি বচনেঽপ্যান্ধ্যগ্রহণং পুনর্ব্বিশেষার্থে। অঘ্রত্বং ন জিঘ্রতীত্যঘ্রস্তস্য ভাবোঽঘ্রত্বম্ ॥ ২৮ ॥ অর্ব্বুদানি সপ্ত বাতপিত্তশ্লেষ্মসন্নিপাতরক্তমাংসমেদোজানি, শোথাশ্চত্বারো বাতপিত্তশ্লেষ্মসন্নিপাতজাঃ, অর্শাংসি চত্বারি বাতপিত্তশ্লেষ্মসন্নিপাতজানি, রক্তপিত্তানি চত্বারি বাতপিত্তশ্লেষ্মসন্নিপাতজানি, এতানি যথোক্তলিঙ্গানি ঘ্রাণেঽপি ভবন্তি ॥ ২৯ ॥

চিকিৎসাভেদাৎ পীনসস্য লক্ষণমাহ—শিরোগুরুত্বমরুচির্নাসাস্রাবস্তনুস্বরঃ। ক্ষামঃ ষ্ঠীবতি চাভীক্ষ্ণমামপীনসলক্ষণম্ * ॥ ৩০ ॥

পক্কস্য পীনসস্য লক্ষণমাহ—আমলিঙ্গান্বিতঃ শ্লেষ্মা ঘনঃ খেষু নিমজ্জতি। স্বরবর্ণবিশুদ্ধিশ্চ পক্কপীনসলক্ষণম্ * ॥ ৩১ ॥

অথ নাসারোগাণাং চিকিৎসা—সর্ব্বেষু সর্ব্বকালং পীনসরোগেষু জাতমাত্রেষু। মরিচং গুড়েন দধ্না ভুঞ্জীত নরঃ সুখং লভতে ॥ কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী। এষাং চূর্ণং কষায়ং বা দদ্যাদার্দ্রকজৈ রসৈঃ ॥ পীনসে স্বরভেদে চ তমকে চ হলীমকে। সন্নিপাতে কফে কাসে জ্বরে শ্বাসে চ শস্যতে॥ কলিঙ্গহিঙ্গুমরিচলাক্ষাসুরসকট্‌ফলৈঃ। কুষ্ঠোগ্রাশিগ্রুজন্তুঘ্নৈরবপীড়ঃ প্রশস্যতে * ॥ ৩২—৩৫ ॥

ব্যোষাদিবটী—ব্যোষচিত্রকতালীসতিন্তিড়ীকাম্লবেতসম্। সচব্যাজাজিতুল্যাংশমেলাত্বক্‌পত্রপাদিকম্॥ ব্যোষাদিকমিদং চূর্ণং পুরাণগুড়মিশ্রিতম্। পীনসশ্বাসকাসঘ্নং রুচিস্বরকরং পরম্॥ ৩৬। ৩৭ ॥

ব্যাঘ্রীতৈলম্—ব্যাঘ্রীদন্তীবচাশিগ্রুসুরসাব্যোষসিন্ধুজৈঃ। সিদ্ধং তৈলং নসি ক্ষিপ্তং পূতিনাসাগদাপহম্॥ ৩৮ ॥

শিগ্রুতৈলম্—শিগ্রুসিংহীনিকুম্ভীনাং বীজৈঃ সব্যোষসৈন্ধবৈঃ। বিল্বপত্ররসৈঃ সিদ্ধং তৈলং স্যাৎ পূতিনস্যনুৎ * ॥৩৯ ॥

ঘৃতগুগ্‌গুলুমিশ্রস্য সিক্থকস্য চ প্রযত্নতঃ। ধূমং ক্ষবথুরোগঘ্নং ভ্রংশথুঘ্নঞ্চ নির্দ্দিশেৎ ॥ শুণ্ঠীকুষ্ঠকণাবিল্বদ্রাক্ষাকল্ককষায়বৎ। তৈলং পক্কমথাজ্যং বা নস্যাৎ ক্ষবথুনাশনম্॥ নস্যং হিতং নিম্বরসাঞ্জনাভ্যাং দীপ্তে শিরঃস্বেদনমল্পশস্তং। নস্যে কৃতে ক্ষীরজলাবসেকান্ শংসন্তি ভুঞ্জীত চ মুদ্গযূষৈঃ ॥ নাসাস্রাবে ঘ্রাণয়োশ্চূর্ণমুক্তং নাড্যা দেয়ং যেঽবপীড়াশ্চ পথ্যাঃ। তীক্ষ্ণান্ ধূমান্ দেবদার্ব্বগ্নিকাভ্যাং মাংসং ত্বাজং পথ্যমত্রাদিশন্তি॥ প্রতিশ্যায়েষু সর্ব্বেষু গৃহং বাতবিবর্জ্জিতম্। বস্ত্রেণ গুরুণা তেন শিরসো বেষ্টনং হিতম্॥ বিড়ঙ্গসৈন্ধবং হিঙ্গু গুগ্‌গুলুঃ সমনঃশিলঃ বচৈতচ্চূর্ণমাঘ্রাতং প্রতিশ্যায়ং বিনাশয়েৎ ॥ ঘৃততৈলসমাযুক্তং শক্তুধূমং পিবেন্নরঃ। সধূমঃ স্যাৎ প্রতিশ্যায়ঃ কাসহিক্কাহরঃ পরঃ ॥ প্রতিশ্যায়ে পিবেদ্ধূমং সর্ব্বগন্ধসমাযুতম্। চাতুর্জাতকচূর্ণং বাঘ্রেয়ং বা কৃষ্ণজীরকম্ * ॥ পুটপক্কং জয়াপত্রং তৈলসৈন্ধবসংযুতম্। প্রতিশ্যায়েষু সর্ব্বেষু শীলিতং পরমৌষধম্ * ॥ পিপ্পল্যঃ শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গমরিচানি চ। অবপীড়ঃ প্রশস্তোঽয়ং প্রতিশ্যায়নিবারণে॥ শিরসোঽভ্যঞ্জনৈঃ স্বেদৈর্নস্যৈর্মন্দোষ্ণভোজনৈঃ। বমনৈর্ঘৃতপানৈশ্চ তান্ যথাস্বমুপাচরেৎ ॥ ক্রিমিঘ্না যে ক্রমাঃ প্রোক্তাঃ তাংস্তে ক্রিমিষু যোজয়েৎ।

* নাসাস্রাবঃ তনুঃ স্বরঃ ক্ষাম ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ আমলিঙ্গান্বিতঃ শ্লেষ্মা আমলিঙ্গৈঃ শিরোগুরুত্বাদিভির্যুক্তঃ পশ্চাৎ ঘনঃ নিবিড়ঃ অথবা খেষু নাসারন্ধ্রেষু নিমজ্জতি সক্তো ভবতি। বর্ণবিশুদ্ধিঃ শ্লেষ্মণঃ প্রকৃতবর্ণতা ॥ ৩১ ॥ পীনসাদিষু ॥ ৩৫ ॥ নিকুম্ভো দন্তী পূতিনস্যনুৎ নস্যাৎ ॥ ৪৬॥ কৃষ্ণজীরকমত্র কলৌঞ্জী ॥ ৪৭ ॥ জয়া বিজয়া ভঙ্গেতি যাবৎ শীলিতং ভুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥

নাবনানি কৃমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ধিমান্॥ রক্তপিত্তানি শোথাংশ্চ তথার্শাংস্যর্ব্বুদানি চ। নাসিকায়াং স্যুরেতেষাং স্বং স্বং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্॥ গৃহধূমকণাদারুক্ষারনক্তাহ্বসৈন্ধবৈঃ। সিদ্ধং শিখরিবীজৈশ্চ তৈলং নাসার্শসাং হিতম্॥ ৪০—৫৩॥

ইতি নাসারোগাধিকারঃ।

অথ মুখরোগাধিকারঃ।

তত্র মুখস্য স্বরূপমাহ—ওষ্ঠৌ চ দন্তমূলানি দন্তা জিহ্বা চ তালু চ। গলো মুখাদি সকলং সপ্তাঙ্গং মুখমুচ্যতে॥ ১॥

মুখরোগাণাং সংখ্যামাহ—স্যুরষ্টাবোষ্ঠয়োর্দ্দন্তমূলে তু দশ ষট্ তথা। দন্তেষ্বষ্টৌ চ জিহ্বায়াং পঞ্চ স্যুর্নব তালুনি॥ কণ্ঠে ত্বষ্টাদশ প্রোক্তাস্ত্রয়ঃ সর্ব্বেষু চ স্মৃতাঃ। এবং মুখাময়াঃ সর্ব্বে সপ্তষষ্টির্মতা বুধৈঃ॥ ২। ৩॥

মুখরোগাণাং নিদানান্যাহ—আনূপপিশিতক্ষার-(ক)-দধিমাষাদিসেবনাৎ। মুখমধ্যে গদান্ কুর্য্যুঃ ক্রুদ্ধা দোষাঃ কফোত্তরাঃ॥ ৪॥

ওষ্ঠরোগাণাং নিদানপূর্ব্বিকাং সংখ্যামাহ—পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ রক্তজো মাংসজস্তথা। মেদোজশ্চাভিঘাতোত্থ এবমষ্টৌষ্ঠজা গদাঃ॥ ৫॥

বাতিকস্য লক্ষণমাহ—কর্কশৌ পরুষৌ স্তব্ধৌ সম্প্রাপ্তানিলবেদনৌ। দাল্যেতে পরিপাট্যেতে ওষ্ঠৌ মারুতকোপতঃ *॥ ৬॥

পৈত্তিকমাহ—চীয়েতে পিড়কাভিস্তু সরুজাভিঃ সমন্ততঃ। সদাহপাকপিড়কৌ পীতাভাসৌ চ পিত্ততঃ *॥ ৭॥

শ্লৈষ্মিকমাহ—সবর্ণাভিস্তু চীয়েতে পিড়কাভিরবেদনৌ। কণ্ডূমন্তৌ কফাৎ শ্বেতৌ পিচ্ছিলৌ শীতলৌ গুরূ॥ ৮॥

সান্নিপাতিকমাহ—সকৃৎ কৃষ্ণৌ সকৃৎ পীতৌ সকৃচ্ছ্বেতৌ তথৈব চ। সন্নিপাতেন বিজ্ঞেয়াবনেকপিড়কান্বিতৌ॥ ৯॥

---

* পরুষৌ রুক্ষৌ দাল্যেতে বিদার্য্যেতে পরিপাট্যেতে কিঞ্চিদ্বিদীর্ণত্বচো ক্রিয়েতে॥ ৬॥ সরুজাভিঃ পৈত্তিকরুগন্বিতাভিঃ॥ ৭॥

(ক) ক্ষীরেতি পাঠান্তরম্।

রক্তজমাহ—খর্জ্জূরফলবর্ণাভিঃ পিড়কাভির্নিপীড়িতৌ। রক্তোপসৃষ্টৌ রুধিরং স্রবন্তৌ শোণিতপ্রভৌ ॥ ১০ ॥

মাংসজমাহ—মাংসদুষ্টৌ গুরূ স্থূলৌ মাংসপিণ্ডবদুদ্গতৌ। জন্তবশ্চাত্র মূর্চ্ছন্তি নরস্যোভয়তো মুখাৎ * ॥ ১১ ॥

মেদোজমাহ—সর্পির্মণ্ডপ্রতিকাশৌ মেদসা কণ্ডুরৌ মৃদূ। স্বচ্ছস্ফটিকসঙ্কাশ-মাস্রাবং স্রবতো ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

অভিঘাতজমাহ—ক্ষতজাভৌ বিদীর্য্যেতে পীড্যেতে চাভিঘাততঃ। মথিতৌ চ সমাখ্যাতাবোষ্ঠৌ কণ্ডুসমন্বিতৌ * ॥ ১৩ ॥

ওষ্ঠরোগাণাং চিকিৎসা—গলদন্তমূলদশনচ্ছদেষু রোগাঃ কফাস্রভূয়িষ্ঠাঃ। তস্মাদেতেষসকৃদ্ রুধিরং বিস্রাবয়েদুষ্ণম্॥ চতুর্ব্বিধেন স্নেহেন মধূচ্ছিষ্টযুতেন চ। বাতজেঽভ্যঞ্জনং কুর্য্যান্নাড়ীস্বেদঞ্চ বুদ্ধিমান্ * ॥ বেধং শিরাণাং বমনং বিরেকং তিক্তস্য পানং রসভোজনঞ্চ। শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনঞ্চ পিত্তোপসৃষ্টেষ্বধরেষু কুর্য্যাৎ ॥ শিরোবিরেচনং ধূমঃ স্বেদঃ কবল এব চ। হৃতে রক্তে প্রযোক্তব্যমোষ্ঠকোপে কফাত্মকে॥ মেদোজে শোধিতে ভিন্নে স্বেদিতে কবলো হিতঃ। প্রিয়ঙ্গুত্রিফলালোধ্রং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্ ॥ ১৪—১৮ ॥

প্রতিসারণস্য বিবিধমাহ—দন্তজিহ্বামুখানাং যচ্চূর্ণংকল্কাবলেহকৈঃ। শনৈর্ঘর্ষণমঙ্গুল্যা তদুক্তং প্রতিসারণম্॥ ওষ্ঠরোগেষশেষেষু দৃষ্ট্বা দোষমুপাচরেৎ। তেষু ব্রণত্বং জাতেষু ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ ॥ ১৯। ২০ ॥

অত্র দন্তবেষ্টরোগাণাং নামানি সঙ্খ্যাঞ্চাহ—শীতাদো গদিতঃ পূর্ব্বং দন্তপুপ্পুটকস্তথা। দন্তবেষ্টঃ সৌষিরশ্চ মহাসৌষির এব চ ॥ ততঃ পরিদরঃ প্রোক্তস্ততস্তূপকুশঃ স্মৃতঃ। বৈদর্ভশ্চ ততঃ প্রোক্তঃ খল্লীবর্দ্ধন এব চ ॥ অধিমাংসকনামা চ দন্তনাড্যশ্চ পঞ্চ চ। দন্তবিদ্রধিরপ্যত্র দন্তবেষ্টেষু ষোড়শ ॥ ২১—২৩ ॥

শীতাদস্য লক্ষণমাহ—শোণিতং দন্তবেষ্টেভ্যো যস্যাকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে। দুর্গন্ধীনি সকৃষ্ণানি প্রক্লেদীনি মৃদূনি চ * ॥ দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে পচন্তি চ পরস্পরম্। শীতাদো নাম স ব্যাধিঃ কফশোণিতসম্ভবঃ * ॥ ২৪। ২৫ ॥

দন্তপুপ্পুটমাহ—দন্তয়োস্ত্রিষু বাপ্যত্র শ্বয়থুর্জায়তে মহান্। দন্তপুপ্পুটকো নাম স ব্যাধিঃ কফরক্তজঃ ॥ ২৬ ॥

* জন্তবঃ কৃময়ঃ মূর্চ্ছন্তি বর্দ্ধন্তে মুখাদুভয়তঃ সৃক্কিণ্যোঃ ॥ ১১॥ মথিতৌ মৃদিতাবিব, অতএব ক্ষতজাভৌ রুধিরাভাবিতি সঙ্গতম্ ॥ ১৩॥ চতুর্ব্বিধেন স্নেহেন তৈলঘৃতবসামজ্জরূপেণ ॥ ১৫ ॥ দন্তবেষ্টেভ্যঃ দন্তবেষ্টনমাংসেভ্যঃ অকস্মাৎ অভিঘাতং বিনা ॥ ২৪ ॥ শীর্য্যন্তে পতন্তি পচন্তি চ পরস্পরং পাকোন্মুখা মাংসানি শোণিতং পচন্তি ॥ ২৫ ॥

দন্তবেষ্টমাহ—স্রবন্তি পূয়ং রুধিরং চলা দন্তা ভবন্তি চ। দন্তবেষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ো দুষ্টশোণিতসম্ভবঃ * ॥ ২৭ ॥

সৌষিরমাহ—শ্বয়থুর্দ্দন্তমূলেষু রুজাবান্ কফবাতজঃ। লালাস্রাবী কণ্ডুরশ্চ স জ্ঞেয়ঃ সৌষিরো গদঃ ॥ ২৮ ॥

মহাসৌষিরমাহ—দন্তাশ্চলন্তি বেষ্টেভ্যস্তালু চাপ্যবদীর্য্যতে। দন্তমাংসানি পচ্যন্তে মুখঞ্চ পরিপচ্যতে। যস্মিন্ স সর্ব্বজো ব্যাধির্মহাসৌষিরসংজ্ঞকঃ * ॥ ২৯ ॥

পরিদরমাহ—দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে যস্মিন্ ষ্ঠীবতি চাপ্যসৃক্। পিত্তাসৃক্‌কফজো ব্যাধির্জ্ঞেয়ঃ পরিদরো হি সঃ ॥ ৩০।

উপকুশমাহ—বেষ্টেষু দাহঃ পাকশ্চ তাভ্যাং দন্তাশ্চলন্তি চ। আঘট্টিতাঃ প্রস্রবন্তি শোণিতং মন্দবেদনম্ * ॥ আধ্মায়ন্তেঽস্রুতে রক্তে মুখং পূতি চ জায়তে। যস্মিন্নুপকুশঃ স স্যাৎ পিত্তরক্তসমুদ্ভবঃ ॥ ৩১। ৩২ ॥

বৈদর্ভমাহ—ঘৃষ্টেষু দন্তমূলেষু সংরম্ভো জায়তে মহান্। চলন্তি চ রদা যস্মিন্ স বৈদর্ভোঽভিঘাতজঃ * ॥ ৩৩ ॥

খল্লীবর্দ্ধনমাহ—মারুতেনাধিকো দন্তো জায়তে তীব্রবেদনঃ। খল্লীবর্দ্ধনসংজ্ঞোঽসৌ সঞ্জাতে রুক্ প্রশাম্যতি * ॥ ৩৪ ॥

অধিমাংসকমাহ—হানব্যে পশ্চিমে দন্তে মহাশোথো মহারুজঃ। লালাস্রাবী কফকৃতো বিজ্ঞেয়ঃ সোঽধিমাংসকঃ * ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চদন্তনাড়ীরাহ—দন্তমূলগতা নাড্যঃ পঞ্চ জ্ঞেয়া যথেরিতাঃ * ॥ ৩৬ ॥

দন্তবিদ্রধিমাহ—দন্তমাংসমলৈঃ সাস্রৈর্বাহ্যান্তঃ শ্বয়থুর্মহান্। সদাহরুক্ স্রবেদ্ভিন্নঃ পূয়াস্রং দন্তবিদ্রধিঃ * ॥ ৩৭ ॥

অথ দন্তবেষ্টরোগাণাং চিকিৎসা—শীতাদে হৃতরক্তে তু তোয়ে নাগরসর্ষপান্। নিঃক্বাথ্য ত্রিফলাঞ্চাপি কুর্য্যাদ্‌গণ্ডূষধারণম্॥ কাসীসলোধ্রকৃষ্ণামনঃশিলাপ্রিয়ঙ্গুতেজোহ্বাঃ। এষাং চূর্ণং মধুযুক্ শীতাদে পূতিমাংসহরম্ * ॥ তৈলং ঘৃতং বা বাতঘ্নং শীতাদে সম্প্রশস্যতে। দন্তপুপ্পুটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্॥ সপঞ্চলবণক্ষারঃ সক্ষৌদ্রঃ প্রতিসারণম্। শিরোবিরেকশ্চ হিতো নস্যং স্নিগ্ধঞ্চ ভোজনম্॥ বিস্রাবিতে দন্তবেষ্টে

* অত্র দন্তমূলানীতি কর্ত্তৃপদমধ্যাহরণীয়ম্ ॥২৭॥ তালু চাপ্যবদীর্য্যতে চকারাদ্দন্তবেষ্টশ্চাপ্যবদীর্য্যতে সপ্তরাত্রান্মারকশ্চায়ম্ যত আহ ভোজঃ "মহাসৌষির ইত্যেষ সপ্তরাত্রান্নিহন্ত্যসূনিতি॥ ২৯ ॥ আঘট্টিতাঃ স্পৃষ্টাঃ ॥ ৩১ ॥ সংরম্ভঃ শোথঃ, চলন্তি চেতি চকারাদ্বেদনাদাহপাকাঃ ॥ ৩৩ ॥ সঞ্জাতে দন্তে ॥ ৩৪ ॥ হানব্যে হনুভবে পশ্চিমে দন্তে অন্ত্যজে ॥ ৩৫ ॥ যথা নাড়ীব্রণে বাতপিত্তকফসন্নিপতাগন্তুনিমিত্তাঃ পঞ্চনাড্যঃ কথিতাস্তথাঽত্রাপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ দন্তমাংসমলৈঃ দন্তবেষ্টগতদোষৈঃ সাস্রৈঃ সরক্তৈঃ হেতুভিঃ ॥ ৩৭ ॥ তেজোহ্বা তেজবল্কল ইতি লোকে ॥ ৩৯ ॥

ব্রণস্তু প্রতিসারয়েৎ। লোধ্রপত্তঙ্গমধুকলাক্ষাচূর্ণৈর্মধুপ্লুতৈঃ * ॥ গণ্ডূষে ক্ষীরিণো যোজ্যাঃ সক্ষৌদ্রঘৃতশর্করাঃ। চলদন্তস্থিরকরং কার্য্যং বকুলচর্ব্বণম্ ॥ ৩৮—৪৩ ॥

মুস্তাদিবটিকা—ভদ্রমুস্তাভয়াব্যোষবিড়ঙ্গারিষ্টপল্লবৈঃ। গোমূত্রপিষ্টৈর্গুটিকাং ছায়াশুষ্কাং প্রকল্পয়েৎ ॥ তাং নিধায় মুখে স্বপ্যাচ্চলদন্তাতুরো নরঃ। নাতঃপরতরং কিঞ্চিচ্চলদন্তস্য ভেষজম্ ॥ ৪৪। ৪৫ ॥

সহচরাদ্যং তৈলম্—তুলাধৃতং নীলসহাচরস্তু দ্রোণাম্ভসা সংশ্রপয়েদ্‌যথাবৎ। ততশ্চতুর্ভাগরসে তু তৈলং পচেচ্ছনৈরর্দ্ধপলপ্রমাণৈঃ * ॥ কল্কৈরনন্তাখদিরেরিমেদ-জম্ব্বাম্রযষ্টীমধুকোৎপলানাম্। তত্তৈলমাজ্যঞ্চ ধৃতং মুখেন স্থৈর্য্যং দ্বিজানাং বিদধাতি সদ্যঃ * ॥ ৪৬। ৪৭ ॥

সৌষিরে হৃতরক্তে তু লোধ্রমুস্তারসাঞ্জনৈঃ। সক্ষৌদ্রৈঃ শস্যতে লেপো গণ্ডূষে ক্ষীরিণো হিতাঃ ॥ ক্রিয়াং পরিদরে কুর্য্যাচ্ছীতাদোক্তাং বিচক্ষণঃ। সংশোধ্যোভয়তঃ কায়ং শিরশ্চোপকুশে তথা ॥ কাষ্ঠোডুম্বরিকাপত্রৈর্ব্রণং বিস্রাবয়েদ্ভিষক্। লবণৈঃ ক্ষৌদ্র-যুক্তৈশ্চ সব্যোষৈঃ প্রতিসারয়েৎ ॥ শস্ত্রোণোদ্ধৃত্য বৈদর্ভং দন্তমূলানি শোধয়েৎ। ততঃ ক্ষারং প্রযুঞ্জীত ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ শীতলাঃ ॥ উদ্ধৃত্যাধিকদন্তন্তু ততোহগ্নিমবচারয়েৎ। কৃমি দন্তকবচ্চাত্র বিধিঃ কার্য্যো বিজানতা * ॥ ছিত্ত্বাধিমাংসং সক্ষৌদ্রেরেভিশ্চূর্ণৈরুপাচরেৎ। বচাতেজোবতীপাঠাস্বর্জ্জিকাযাবশূকজৈঃ* ॥ ক্ষৌদ্রদ্বিতীয়াঃ পিপ্পল্যঃ কবলে চাত্র কীর্ত্তিতাঃ। পটোলনিম্বত্রিফলাকষায়শ্চাত্র ধাবনে ॥ নাড়ীব্রণহরং কর্ম্ম দন্তনাড়ীষু কারয়েৎ। যদ্দন্তমধ্যে জায়েত নাড়ী দন্তং তদুদ্ধরেৎ ॥ ক্ষিপ্ত্বা মাংসানি শস্ত্রেণ যদি নোপরিজো ভবেৎ। উদ্ধৃত্য চ দহেচ্চাপি ক্ষারেণ জ্বলনেন বা ॥ ভিনত্ত্যপেক্ষিতে দন্তে হনুমস্থিগতির্ধ্রুবম্। সমূলং দশনং তস্মাদুদ্ধরেদ্ভগ্নমস্থি চ ॥ উদ্ধৃতে তূত্তরে দন্তে শোণিতং প্রস্রবেদতি। রক্তাতিযেকাৎ পূর্ব্বোক্তা ঘোরা রোগা ভবন্তি হি ॥ কাণঃ সঞ্জায়তে জন্তোর্বদ্দিতং তস্য জায়তে। চলমপ্যুত্তরং দন্তমতো নৈবোদ্ধরেদ্ভিষক্। ধাবনং জাতিমদনস্বাদুকণ্টকখাদিরৈঃ * ॥ ৪৮—৫৯ ॥

জাত্যাদি তৈলম্—কষায়ৈর্জাতিমদনকটুকীস্বাদুকণ্টকৈঃ। মঞ্জিষ্ঠালোধ্রখদির-যষ্ট্যাহ্বৈশ্চাপি যৎ কৃতম্ ॥ তৈলং যৎ সাধিতং তত্তু হন্যাদ্দন্তগতাং গতিম্ * ॥ ইতি জাত্যাদি তৈলম্ ॥ বিদ্রধ্যুক্তং বিধিং যুক্তং বিদধ্যাদ্দন্তবিদ্রধৌ। শস্ত্রকর্ম্ম নরস্তত্র কুশলো নৈব কারয়েৎ ॥ ৬০—৬২ ॥

---

* প্রতিসারয়েৎ অঙ্গুল্যা ঘর্ষয়েৎ, পত্তঙ্গঃ চোক ইতি লোকে ॥ ৪২ ॥ নীলসহাচরঃ নীলপুষ্পকট-সরৈয়া ॥৪৬॥ অনন্তা দুরালভা, তদলাভে যবাসো গ্রাহ্যঃ। ইরিমেদঃ দুর্গন্ধখদিরঃ ॥৪৭॥ ইয়ং খল্লীবর্দ্ধনস্য চিকিৎসা ॥ ৫২ ॥ তেজোবতী তেজোবল্কলঃ স্বর্ণজীবন্তী চ ॥ ৫৩ ॥ কষায়ৈরিতি শেষঃ ॥ ৫৯ ॥ জাত্যাদিচতুষ্টয়স্য কষায়েণ মঞ্জিষ্ঠাদিচতুষ্টয়স্য চ কষায়েণ তৈলমিদং পচেৎ। জাতী চম্বেলী ইতি লোকে, তস্যাঃ পত্রং গ্রাহ্যং মদনঃ ধত্তূরস্তস্যাপি পত্রমত্র গ্রাহ্যং কণ্টকী বড়ীকটৈয়া তস্যাঃ মূল্যং গ্রাহ্যং স্বাদুকণ্টকঃ গোক্ষুরস্তস্য পঞ্চাঙ্গং গ্রাহ্যম্ ॥ ৬১ ॥

অথ দন্তরোগাণাং নামানি সংখ্যাঞ্চাহ—দালনঃ কথিতঃ পূর্ব্বং কৃমিদন্তক এব চ। প্রোক্তো ভঞ্জনকো দন্তহর্ষো বৈ দন্তশর্করা॥ কপালিকাত্র কথিতা শ্যাবদন্তক এব চ। করালসংজ্ঞ ইত্যষ্টৌ দন্তরোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

দালনস্য লক্ষণমাহ—দীর্য্যমাণেষ্বিব রুজা যত্র দন্তেষু জায়তে। দালনো নাম স ব্যাধিঃ সদাগতিনিমিত্তজঃ ॥ ৬৫ ॥

কৃমিদন্তকমাহ—কৃষ্ণচ্ছিদ্রশ্চলস্রাবী সসংরম্ভো মহারুজঃ। অনিমিত্তরুজো বাতাৎ স জ্ঞেয়ঃ কৃমিদন্তকঃ * ॥ ৬৬ ॥

ভঞ্জনকমাহ—বক্ত্রং বক্রং ভবেদ্‌যত্র দন্তভঙ্গশ্চ জায়তে। কফবাতকৃতো ব্যাধিঃ সভঞ্জনকসংজ্ঞকঃ ॥ ৬৭ ॥

দন্তহর্ষমাহ—শীতরুক্ষপ্রবাতাম্লস্পর্শানামসহা দ্বিজাঃ। তত্র স্যুর্বাতপিত্তাভ্যাং দন্তহর্ষঃ স কীর্ত্তিতঃ ॥ ৬৮ ॥

দন্তশর্করামাহ—মলো দন্তগতো যস্তু কফশ্চানিলশোষিতঃ। শর্করেব খরস্পর্শা সা জ্ঞেয়া দন্তশর্করা * ॥ ৬৯ ॥

কপালিকামাহ—কপালেষ্বিব দীর্য্যৎসু দন্তেষু সমলেষু চ। কপালিকেতি বিজ্ঞেয়া দন্তচ্ছিদ্দন্তশর্করা * ॥ ৭০ ॥

শ্যাবদন্তকমাহ—যোঽস্রমিশ্রেণ পিত্তেন দগ্ধো দন্তস্ত্বশেষতঃ। শ্যাবতাং নীলতাং বাপি গতঃ স শ্যাবদন্তকঃ * ॥ ৭১ ॥

করালমাহ—শনৈঃ শনৈঃ প্রকুরুতে যত্র দন্তাশ্রিতোঽনিলঃ। করালান্ বিকটান্ দন্তান্ স করালো ন সিধ্যতি * ॥ ৭২ ॥

অথ দন্তরোগাণাং চিকিৎসা। লাক্ষাদ্যং তৈলম্—তৈলং লাক্ষারসং ক্ষীরং পৃথক্ প্রস্থমিতং পচেৎ। দ্রব্যৈঃ পলমিতৈরেতৈঃ ক্বাথৈশ্চাপি চতুর্গুণৈঃ ॥ লোধ্রকট্‌ফলমঞ্জিষ্ঠাপদ্মকেশরপদ্মকৈঃ। চন্দনোৎপলযষ্ট্যাহ্বৈস্তত্তৈলং বদনে ধৃতম্ ॥ দালনং দন্তচালং চ দন্তমোক্ষং কপালিকাম্। শীতাদং পূতিবক্ত্রঞ্চ বিরুচিং বিরসাস্যতাম্ ॥ হন্যাদাশু গদানেতান্ কুর্য্যাদ্দন্তানপি স্থিরান্। লাক্ষাদিকমিদং তৈলং দন্তরোগেষু পূজিতম্ ॥ ৭৩—৭৬ ॥

জয়েদ্বিস্রাবণৈঃ স্বিন্নমচলং কৃমিদন্তকম্। তথাবপীড়ৈর্ব্বাতঘ্নৈঃ স্নেহগণ্ডূষ ধারণৈঃ ॥ ভদ্রদার্ব্বাদিবর্ষাভূলেপৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ভোজনৈঃ। কৃমিদন্তাপহং কোষ্ণং হিঙ্গু দন্তান্তরে

* সংরম্ভঃ দন্তমূলশোথযুক্তঃ, তত্রৈব স্রাবো বোদ্ধব্যঃ, অনিমিত্তরুজঃ অবঘট্টনাদিনিমিত্তং বিনৈব মহারুজাবান্ ॥ ৬৬ ॥ শর্করা সিকতা ॥ ৬৯ ॥ কপালানি মৃন্ময়ঘটাদিখণ্ডানি, তেষ্বিব সমলেষু দন্তেষু মলসহিতদন্তাবয়বেষু দীর্য্যৎসু সৎসু যা দন্তশর্করা সা কপালিকেতি বিজ্ঞেয়া, সা কপালিকা দন্তচ্ছিৎ দন্তনাশিনী ॥ ৭০ ॥ দগ্ধঃ দগ্ধইব ॥ ৭১ ॥ করালান্ ভয়ানকান্ অয়ং সুশ্রুতে নোক্তঃ সংগ্রহকারেণ পঠিতঃ ॥ ৭২ ॥

স্থিতম্ ॥ বৃহতীভূমিকদম্বপঞ্চাঙ্গুলকণ্টকারিকাক্কাথঃ। গণ্ডূষস্তৈলযুতঃ কৃমিদন্তকবেদনাশমনঃ। নীলীবায়সজঙ্ঘাকটুতুম্বীমূলমেকৈকম্। সঞ্চর্ণ্য দশনবিধৃতং দশনকৃমিনাশনং প্রাহুঃ। স্নেহানাং কবলাঃ কোষ্ণাঃ সর্পিষস্ত্রৈবৃতস্য চ। নির্য্যূহাশ্চানিলঘ্নানাং দন্তহর্ষপ্রমর্দ্দনাঃ * ॥ স্নৈহিকোঽত্র হিতো ধূমো নস্যং স্নৈহিকমেবচ। পেয়ারসযবাগ্বশ্চ ক্ষীরসন্তানিকাঘৃতম্॥ শিরোবস্তির্হিতশ্চাপি ক্রমো যশ্চানিলাপহঃ *। অচ্ছিদন্ দন্তমূলানি শর্করামুদ্ধরেদ্ভিষক্॥ লাক্ষাচূর্ণৈর্ম্মধুযুতৈস্তস্তাং প্রতিসারয়েৎ। দন্তহর্ষক্রিয়াঞ্চাত্র কুর্য্যান্নিরবশেষতঃ ॥ কপালিকা কৃচ্ছ্রতমা তত্রাপ্যেষা ক্রিয়া মতা * ॥ ফলান্যম্লানি শীতাম্বু রূক্ষান্নং দন্তধাবনম্। তথাতিকঠিনং ভক্ষ্যং দন্তরোগী ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৭৭—৮৫ ॥

অথ জিহ্বারোগাণাং নিদাননামসংখ্যামাহ—বাতজা পিত্তজাশ্চাপি কফজোঽলাসসংজ্ঞকঃ। উপজিহ্বিকা চ গদা জিহ্বায়াং পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৬ ॥

বাতজস্য লক্ষণমাহ—জিহ্বানিলেন স্ফুটিতা প্রসুপ্তা ভবেচ্চ শাকচ্ছদনপ্রকাশা * ॥ ৮৭ ॥

পিত্তজমাহ—পিত্তাৎ সদাহৈরুপচীয়তে চ দীর্ঘৈঃ সরক্তৈরপি কণ্টকৈশ্চ * ॥৮৮॥

কফজমাহ—কফেন গুর্ব্বী বহুলা চিতা চ মাংসোচ্ছ্রয়ৈঃ শাল্মলিকণ্টকাভৈঃ * ॥৮৯॥

অলাসমাহ—জিহ্বাতলে যঃ শ্বয়থুঃ প্রগাঢ়ঃ সোঽলাসসংজ্ঞঃ কফরক্তমূর্ত্তিঃ। জিহ্বাং স তু স্তম্ভয়তি প্রবৃদ্ধো মূলে চ জিহ্বা ভৃশমেতি পাকম্ * ॥ ৯০ ॥

উপজিহ্বিকামাহ—জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুর্হি জিহ্বামুন্নম্য জাতঃ কফরক্তযোনিঃ। প্রসেককণ্ডূপরিদাহযুক্তঃ প্রকথ্যতেঽসাবুপজিহ্বিকেতি * ॥ ৯১ ॥

অথ জিহ্বারোগাণাং চিকিৎসা—জিহ্বাগতবিকারাণাং শস্তং শোণিতমোক্ষণম্। গুড়ূচীপিপ্পলীনিম্বকবলঃ কটুভিঃ সুখঃ ॥ ওষ্ঠপ্রকোপেঽনিলজে যদুক্তং প্রাক্ চিকিৎসিতম্। কণ্টকেষ্বনিলোত্থেষু তৎ কার্য্যং ভিষজা খলু ॥ পিত্তজে পরিঘৃষ্টে তু নিঃসৃতে দুষ্টশোণিতে। প্রতিসারণগণ্ডূষনস্যঞ্চ মধুরং হিতম্॥ কণ্টকেষু কফোত্থেষু লিখিতেষ্বসৃজঃ ক্ষয়ে। পিপ্পল্যাদির্ম্মধুযুতঃ কার্য্যস্তু প্রতিসারণে ॥ উপজিহ্বাং তু সংলিখ্য ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ। শিরোবিরেকগণ্ডূষধূমৈশ্চৈনামুপাচরেৎ ॥ ব্যোষক্ষারাভয়াবহ্নিচূর্ণমেতৎ প্রঘর্ষণম্। উপজিহ্বাপ্রশান্ত্যর্থমেভিস্তৈলঞ্চ পাচয়েৎ ॥ ৯২—৯৭ ॥

অথ তালুরোগাণাং নামানি সংখ্যাঞ্চাহ—গলশুণ্ডী তুণ্ডিকের্য্যধ্রুষঃ কচ্ছপ

---

* ত্রৈবৃতস্য সর্পিষঃ ত্রিবৃতা পকস্য সর্পিষঃ কবল ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥ অত্র দন্তহর্ষে ॥ ৮২ ॥ এষা ক্রিয়া দন্তহর্ষক্রিয়া ॥ ৮৪ ॥ স্ফুটিতা মনাগ্বিদীর্ণা প্রসুপ্তা রসানামনভিজ্ঞতয়া সুপ্তেব। শাকচ্ছদনপ্রকাশা শাকোমরুভূমিজদ্রুমস্তদ্বৎ কণ্টকাচিতা ॥ ৮৭ ॥ অয়ং লোকে জলী ইতি খ্যাতঃ ॥ ৮৮ ॥ বহুলা স্থূলা মাংসোচ্ছ্রয়ৈঃ মাংসজকণ্টকৈঃ ॥৮৯॥ প্রগাঢ়ঃ প্রকর্ষেণ গাঢ়ো দারুণঃ কফরক্তমূর্ত্তিঃ কফরক্তাভ্যাং সঃ কফরক্তজ ইত্যর্থঃ। জিহ্বাস্তম্ভেন বায়ুরপ্যত্র বোদ্ধব্যঃ, ভৃশম্পাকেন পিত্তঞ্চ, অতস্ত্রিদোষজোঽয়ম্ অসাধ্যত্বঞ্চাস্য ॥ ৯০ ॥ জিহ্বাগ্ররূপঃ জিহ্বাগ্রাকৃতিঃ ॥ ৯১

এব চ। তাল্বর্ব্বুদশ্চ কথিতো মাংসসঙ্ঘাত এব চ ॥ তালুপুপ্পুটনামা চ তালুশোষস্তথৈব চ তালুপাকশ্চ কথিতস্তালুরোগা অমী নব ॥ ৯৮ । ৯৯ ॥

গলশুণ্ডীলক্ষণমাহ—শ্লেষ্মাসৃগ্‌ভ্যাং তালুমূলাৎ প্রবৃদ্ধো দীর্ঘঃ শোথো ধ্মাতবস্তিপ্রকাশঃ। তৃষ্ণাকাসশ্বাসকৃত্তং বদন্তি ব্যাধিং বৈদ্যাঃ কণ্ঠশুণ্ডীতিনাম্না * ॥ ১০০ ॥

তুণ্ডিকেরীমাহ—শোথঃ স্থূলস্তোদদাহপ্রপাকী শ্লেষ্মাসৃগ্‌ভ্যাং কীর্ত্তিতা তুণ্ডিকেরী ॥

অধ্রূষমাহ—শোথস্তব্ধো লোহিতঃ শোণিতোত্থো জ্ঞেয়োঽধ্রূষঃ সজ্বরস্তীব্ররুক্ চ * ॥ ১০১ ॥

কচ্ছপমাহ—কূর্ম্মোৎসন্নোঽবেদনোঽশীঘ্রজন্মা রোগো জ্ঞেয়ঃ কচ্ছপঃ শ্লেষ্মণঃ স্যাৎ ॥

অর্ব্বুদমাহ—পদ্মাকারং তালুমধ্যে তু শোথং বিদ্যাদ্রক্তাদর্ব্বুদং পিত্তলিঙ্গম্ * ॥ ১০২ ॥

মাংসসঙ্ঘাতমাহ—দুষ্টং মাংসং শ্লেষ্মণা নীরুজঞ্চ তাল্বন্তঃস্থং মাংসসঙ্ঘাতমাহুঃ

তালুপুপ্পুটমাহ—নীরুক্ স্থায়ী কোলমাত্রঃ কফাৎ স্যান্ মেদোযুক্তাথ পুপ্পুটস্তালুদেশে ॥ ১০৩ ॥

তালুশোষঃ—শোষোঽত্যর্থং দীর্য্যতে বাপি তালু শ্বাসশ্চোগ্রস্তালুশোষোঽনিলাচ্চ।

তালুপাকমাহ—পিত্তং কুর্য্যাৎ পাকমত্যর্থঘোরং তালুন্যেবং তালুপাকং বদন্তি ॥ ১০৪ ॥

অথ তালুরোগাণাং চিকিৎসা—কুষ্ঠোষণবচাসিন্ধুকণাপাঠাপ্লবৈঃ সহ। সক্ষৌদ্রৈর্ভিষজা কার্য্যং গলশুণ্ডীপ্রঘর্ষণম্* ॥ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিসন্দংশেনাকৃষ্য গলশুণ্ডিকাম্। ছেদয়েন্মণ্ডলাগ্রেণ জিহ্বোপরি তু সংস্থিতাম্ *॥ অত্যাদানাৎ স্রবেদ্রক্তং ততঃ স ম্রিয়তে নরঃ। হীনচ্ছেদাদ্ভবেচ্ছোথো লালাস্রাবো ভ্রমস্তথা ॥ তস্মাদ্বৈদ্যঃ প্রযত্নেন দৃষ্টকর্ম্মা বিশারদঃ। গলশুণ্ডীস্তু সংচ্ছিদ্য কুর্য্যাৎ প্রাপ্তমিমং ক্রমম্ ॥ পিপ্পল্যতিবিষাকুষ্ঠবচামরিচনাগরৈঃ। ক্ষৌদ্রযুক্তৈঃ সলবণৈস্ততস্তাং প্রতিসারয়েৎ ॥ বচামতিবিষাপাঠারাস্নাকটুকরোহিণাঃ। নিঃকাথ্য পিচুমর্দ্দঞ্চ কবলং তত্র কারয়েৎ ॥ তুণ্ডিকের্য্যধ্রূষে কূর্ম্মে সঙ্ঘাতে তালুপুপ্পুটে। এষ এব বিধিঃ কার্য্যো, বিশেষঃ শস্ত্রকর্ম্মণি। তালুপাকে তু কর্ত্তব্যং বিধানং পিত্তনাশনম্ ॥ স্নেহস্বেদৌ তালুশোষে বিধিশ্চানিলনাশনঃ ॥ ১০৫—১১২ ॥

অথ গলরোগাণাং নামানি সংখ্যাঞ্চাহ—রোহিণী পঞ্চধা প্রোক্তা কণ্ঠশালূক এব চ। অধিজিহ্বশ্চ বলয়ো বলাসশ্চৈকবৃন্দকঃ ॥ ততো বৃন্দঃ শতঘ্নী চ গিলায়ুঃ

---

* ধ্মাতবস্তিপ্রকাশঃ বাতপূরিতচর্ম্মপুটতুল্যঃ ॥১০০॥ তুণ্ডিকেরী বনকার্পাসীফলং, তত্তুল্যা ॥ ১০১ ॥ কূর্ম্মোৎসন্নঃ মধ্যে প্রোচ্চঃ প্রান্তে নতঃ। পদ্মাকারং পদ্মকর্ণিকাবৎ কেশরৈরিব পার্শ্বতো দীর্ঘৈর্মাংসাঙ্কুরৈর্বেষ্টিতম্ ॥১০২॥ প্লবঃ কেবটী মোথা, গুড়তজী ইতি লোকে ॥১০৫॥ মণ্ডলাগ্রেণ শস্ত্রবিশেষেণ ॥ ১০৬ ॥

কণ্ঠবিদ্রধিঃ। গলৌঘশ্চ স্বরঘ্নশ্চ মাংসতানস্তথৈব চ। বিদারী কণ্ঠদেশে তু রোগা অষ্টাদশ স্মৃতাঃ ॥ ১১৩। ১১৪ ॥

পঞ্চরোহিণীনাং সামান্যাং সম্প্রাপ্তিমাহ—গলেঽনিলঃ পিত্তকফৌ চ মূর্চ্ছিতৌ প্রদূষ্য মাংসঞ্চ তথৈব শোণিতম্। গলোপসংরোধকরৈস্তথাঙ্কুরৈর্নিহন্ত্যসূন্ ব্যাধিরয়ঞ্চ রোহিণী * ॥ ১১৫ ॥

বাতজায়া লক্ষণমাহ—জিহ্বাসমন্তাদ্ ভৃশবেদনাস্তু মাংসাঙ্কুরাঃ কণ্ঠনিরোধনাঃ স্যঃ। সা রোহিণী বাতকৃতা প্রদিষ্টা বাতাত্মকোপদ্রবগাঢ়জুষ্টা * ॥ ১১৬॥

পিত্তজামাহ—ক্ষিপ্রোদ্গমা ক্ষিপ্রবিদাহপাকা তীব্রজ্বরা পিত্তনিমিত্তজাতা।

শ্লেষ্মজামাহ—স্রোতোনিরোধিন্যপি মন্দপাকা গুর্ব্বী স্থিরা সা কফসম্ভবা তু * ॥ ১১৭ ॥

সন্নিপাতজমাহ—গম্ভীরপাকিন্যনিবার্য্যবীর্য্যা ত্রিদোষলিঙ্গা ত্রিভবা ভবেৎ সা॥

রক্তজামাহ—স্ফোটৈশ্চিতা পিত্তসমানলিঙ্গা সাধ্যা প্রদিষ্টা রুধিরাত্মিকা তু ॥ ১১৮॥

আসাং মারকত্বাবধিমাহ—সদ্যস্ত্রিদোষজা হন্তি ত্র্যহাৎ কফসমুদ্ভবা। পঞ্চাহাৎ পিত্তসম্ভূতা সপ্তাহাৎ পবনোত্থিতা ॥ ১১৯ ॥

কণ্ঠশালূকমাহ—কোলাস্থিমাত্রঃ কফসম্ভবো যো গ্রন্থির্গলে কণ্টকশূকভূতঃ। খরঃ স্থিরঃ শস্ত্রনিপাতসাধ্যস্তং কণ্ঠশালূকমিতি ব্রুবন্তি * ॥ ১২০ ॥

অধিজিহ্বকমাহ—জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুঃ কফাৎ তু জিহ্বোপরিষ্টাদস্রজৈব মিশ্রাৎ॥ জ্ঞেয়োঽধিজিহ্বঃ খলু রোগ এষ বিবর্জ্জয়েদাগতপাকমেনম্ * ॥ ১২১ ॥

বলয়মাহ—বলাস এবায়তমুন্নতঞ্চ শোথং করোত্যন্নগতিং নিবার্য্য। তং সর্ব্বথৈবাপ্রতিবার্য্যমেব বিবর্জ্জনীয়ং বলয়ং বদন্তি ॥ ১২২ ॥

বলাসমাহ—গলে তু শোথং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ শ্লেষ্মানিলৌ শ্বাসরুজোপপন্নম্। মর্ম্মচ্ছিদং দুস্তরমেনমাহুর্বলাসসংজ্ঞং ভিষজো বিকারম্ * ॥ ১২৩ ॥

একবৃন্দমাহ—বৃত্তোন্নতোঽন্তঃ শ্বয়থুঃ সদাহঃ সকণ্ডুরোঽপাক্যমৃদুর্গুরুশ্চ। নাম্নৈকবৃন্দঃ পরিকীর্ত্তিতোঽসৌ ব্যাধির্ব্বলাসক্ষতজপ্রসূতঃ * ॥ ১২৪ ॥

বৃন্দমাহ—সমুন্নতং বৃত্তমমন্দদাহং তীব্রজ্বরং বৃন্দমুদাহরন্তি। তঞ্চাপি পিত্তক্ষতজপ্রকোপাদ্বিদ্যাৎ সতোদং পবনাত্মকং তু ॥ ১২৫ ॥

---

* অনিলঃ মূর্চ্ছিতঃ প্রবৃদ্ধঃ কফপিত্তৌ চ মূর্চ্ছিতৌ পিত্তং বা মূর্চ্ছিতং কফো বা মূর্চ্ছিতঃ ননু ত্রয়োঽপি মূর্চ্ছিতাঃ পৃথক্ দোষজায়া বিবক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ১১৫ ॥ জিহ্বাসমন্তাৎ জিহ্বায়াঃ সর্ব্বতঃ কফাত্মকোপদ্রবগাঢ়জুষ্টা স্তম্ভাদিভিরতিশয়েন যুক্তা ॥ ১৬ ॥ স্রোতোঽত্র কণ্ঠস্রোতঃ ॥ ১১৭ ॥ কণ্টকশূকভূতঃ কণ্টকবৎ শূকবচ্চ বেদনাজনকঃ ॥ ১২০ ॥ অস্রজা মিশ্রাদেবেত্যন্বয়ঃ ॥ ১২১ ॥ মর্ম্মচ্ছিদং হৃদয়মর্ম্মণি ছেদেনেব বেদনাজনকম্ ॥ ১২৩ ॥ অন্তঃ গলমধ্যে অপাকী ঈষৎপাকী অমৃদুঃ ঈষন্মৃদুঃ ॥ ১২৪ ॥

শতঘ্নীমাহ—বর্ত্তির্ঘনা কণ্ঠনিরোধিনী তু চিতাতিমাত্রং পিশিতপ্ররোহৈঃ। অনেক-রুক্ প্রাণহরী ত্রিদোষা জ্ঞেয়া শতঘ্নীসদৃশী শতঘ্নী * ॥ ১২৬ ॥

গিলায়ুমাহ—গ্রন্থির্গলে ত্বামলকাস্থিমাত্রঃ স্থিরোঽল্পরুক্ স্যাৎ কফরক্তমূর্ত্তিঃ সংলক্ষ্যতে সক্তমিবাশিতঞ্চ স শস্ত্রসাধ্যস্তু গিলায়ুসংজ্ঞঃ। ১২৭ ॥

গলবিদ্রধিমাহ—সর্ব্বং গলং ব্যাপ্য সমুত্থিতো যঃ শোফো রুজঃ সন্তি চ যত্র সর্ব্বাঃ স সর্ব্বদোষৈর্গলবিদ্রধিস্তু তস্যৈব তুল্যঃ খলু সর্ব্বজস্য। ১২৮ ॥

গলৌঘমাহ—শোথো মহান্ যস্ত গলাবরোধী তীব্রজ্বরো বায়ুগতের্নিহন্তা। কফেন জাতো রুধিরান্বিতেন গলে গলৌঘঃ পরিকীর্ত্তিতোঽসৌ * ॥ ১২৯ ॥

স্বরঘ্নমাহ—যস্তাম্যমানঃ শ্বসিতি প্রসক্তং ভিন্নস্বরঃ শুষ্কবিমুক্তকণ্ঠঃ। কফোপদুষ্টে-ষ্বনিলায়নেষু জ্ঞেয়ঃ স রোগঃ শ্বসনাৎ স্বরঘ্নঃ * ॥ ১৩০ ॥

মাংসতানমাহ—প্রতানবান্ যঃ শ্বয়থুঃ সুকষ্টো গলোপরোধং কুরুতে ক্রমেণ। স মাংসতানঃ কথিতোঽবলম্বী প্রাণপ্রণুৎ সর্ব্বকৃতো বিকারঃ * ॥ ১৩১ ॥

বিদারীমাহ—সদাহতোদং শ্বয়থুং সতাম্রমন্তর্গলে পূতিবিশীর্ণমাংসম্। পিত্তেন বিদ্যাদ্বদনে বিদারীং পার্শ্বে বিশেষাৎ স তু যেন শেতে * ॥ ১৩২ ॥

অথ গলরোগাণাং চিকিৎসা—রোহিণীনান্তু সাধ্যানাং হিতং শোণিতমোক্ষণম্। বমনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডূষো নস্যকর্ম্ম চ ॥ বাতজান্তু হৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ। সুখোষ্ণান্ স্নেহগণ্ডূষান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ ॥ বিস্রাব্য পিত্তসম্ভূতাং সিতাক্ষৌদ্রপ্রিয়ঙ্গুভিঃ। ঘর্ষয়েৎ কবলো দ্রাক্ষাপরূষৈঃ কথিতো হিতঃ ॥ আগারধূমকটুকৈঃ কফজাং প্রতিসারয়েৎ। শ্বেতাবিড়ঙ্গদন্তীযু তৈলং সিদ্ধং সসৈন্ধবম্। নস্যকর্ম্মণি দাতব্যং কবলঞ্চ কফোচ্ছ্রয়ে * ॥ পিত্তবৎ সাধয়েদ্বৈদ্যো রোহিণীং পিত্তসম্ভবাম্ (ক)। বিস্রাব্য কণ্ঠশালূকং সাধয়েত্তুণ্ডি-কেরিবৎ ॥ এককালং যবান্নঞ্চ ভুঞ্জীত স্নিগ্ধমল্পশঃ। উপজিহ্বকবচ্চাপি সাধয়েদধিজিহ্বকম্ ॥ একবৃন্দন্তু বিস্রাব্য বিধিং শোধনমাচরেৎ। একবৃন্দমিব প্রায়ো বৃন্দঞ্চ সমুপাচরেৎ ॥ গিলা-শ্চাপি যো ব্যাধিস্তঞ্চ শস্ত্রেণ সাধয়েৎ। অমর্ম্মস্থং সুসংপক্বং ছেদয়েদ্গলবিদ্রধিম্ ॥ ১৩৩।১৪০॥

অথ সামান্যকণ্ঠরোগাণাং চিকিৎসা—কণ্ঠরোগেষ্বসৃঙ্মোক্ষস্তীক্ষ্ণৈর্নস্যাদি-

* ঘনা কঠিনা অনেকরুক্ বাতপিত্তকফজ্বতোদদাহকণ্ড্বাদিযুক্তা শতঘ্নীসদৃশী লৌহকণ্টকসংচ্ছন্না শতঘ্নী মহতী শিলা, তত্তুল্যা যতঃ প্রাণহরী ॥ ১২৬ ॥ বায়ুগতের্নিহন্তা উদানবায়ুগতিরোধকঃ ॥ ১২৯ ॥ তাম্যমানঃ তমঃ পশ্যন্ শুষ্কবিমুক্তকণ্ঠঃ শুষ্কোবিমুক্তোঽস্বাধীনঃ কণ্ঠো যস্য সঃ। অস্বাধীনতা ভক্তং গিলিতু-মশক্যত্বাৎ অনিলায়নেষু বায়ুবর্ত্মসু শ্বসনাৎ বাতাৎ ॥ ১৩০ ॥ প্রতানবান্ বিস্তারবান্ সুকষ্টঃ অতিশয়িতং কষ্টং যত্র সঃ ॥১৩১॥ স পুরুষো যেন পার্শ্বেন বিশেষাদ্বাহুল্যেন শেতে তস্মিন্ পার্শ্বে সা বিদারী ভবতী-ত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥ আগারধূমঃ কোল ইতি লোকে কটুকানি শুণ্ঠীপিপ্পলীমরিচানি ॥ ১৩৬ ॥ শ্বেতাপরাজিতা ॥ ১৩৭ ॥

(ক) রক্তসম্ভবামিতি পাঠঃ সঙ্গতঃ।

কর্ম্মভিঃ। চিকিৎসকশ্চিকিৎসাস্তু কুশলোঽত্র সমাচরেৎ॥ ক্বাথং দদ্যাচ্চ দার্ব্বীত্বগ্ নিম্ব-তর্ক্ষ্যকলিঙ্গকম্। হরীতকীকষায়ো বা হিতো মাক্ষিকসংযুতঃ॥ কটুকাতিবিষাদারু-পাঠামুস্ত-কলিঙ্গকাঃ। গোমূত্রক্কথিতাঃ পীতাঃ কণ্ঠরোগবিনাশনাঃ॥ মৃদ্বীকা কটুকা ব্যোষা দার্ব্বীত্বক্ ত্রিফলা ঘনম্। পাঠা রসাঞ্জনং দূর্ব্বা তেজোহ্বেতি সুচূর্ণিতম্॥ ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যং গলরোগে মহৌষধম্। যোগাশ্চৈতে ত্রয়ঃ প্রোক্তা বাতপিত্তকফাপহাঃ॥ যবাগ্রজং তেজ-বতীঞ্চ পাঠাং রসাঞ্জনং দারুনিশাং সকৃষ্ণাম্। ক্ষৌদ্রেণ কুর্য্যাদ্গুটিকাং মুখেন তাং ধারয়েৎ সর্ব্বগলাময়েষু॥ ১৪১—১৪৬॥

অথ সমস্ত মুখরোগাণাং নিদানং সংখ্যাঞ্চাহ—পৃথক্ দোষৈস্ত্রয়ো রোগাঃ সমস্তমুখজাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৪৭॥

বাতিকঃ—স্ফোটৈঃ সতোদৈর্ব্বদনং সমন্তাদ্ যত্রাচিতং সর্ব্বসরঃ স বাতাৎ॥

পৈত্তিকঃ—রক্তৈঃ সদাহৈঃ পিড়কৈঃ সপীতৈর্যত্রাচিতঞ্চাপি স পিত্তকোপাৎ॥১৪৮॥

শ্লৈষ্মিকঃ—অবেদনৈঃ কণ্ডুযুতৈঃ সবর্ণৈর্যত্রাচিতঞ্চাপি স বৈ কফেন *॥ ১৪৯॥

মুখরোগেষ্বসাধ্যানাহ—ওষ্ঠপ্রকোপে বর্জ্জ্যাস্তু মাংসরক্তত্রিদোষজাঃ। দন্ত-বেষ্টেষু বর্জ্জ্যৌ তু ত্রিলিঙ্গগতিসৌষিরৌ *॥ দন্তেষু চ ন সিধ্যন্তি শ্যাবদালনভঞ্জনাঃ। জিহ্বারোগেষ্বলাসস্তু তালুজেষ্বর্ব্বুদং তথা॥ স্বরঘ্নো বলয়ো বৃন্দো বলাসশ্চ বিদারিকা। গলৌঘো মাংসতানশ্চ শতঘ্নী রোহিণী গলে॥ অসাধ্যাঃ কীর্ত্তিতা হ্যেতে রোগা দশ নবোত্তরাঃ। তেষু বাপি ক্রিয়াং বৈদ্যঃ প্রত্যাখ্যায় সমাচরেৎ॥ ১৫০। ১৫৩॥

অথ সমস্তমুখরোগাণাং চিকিৎসা—বাতাৎ সর্ব্বসরং চূর্ণৈর্লবণৈঃ প্রতি-সারয়েৎ। তৈলং বাতহরৈঃ সিদ্ধং হিতং কবলনস্যয়োঃ॥ পিত্তাত্মকে সর্ব্বসরে শুদ্ধকায়স্য দেহিনঃ। সর্ব্বঃ পিত্তহরঃ কার্য্যো বিধির্ম্মধুরশীতলঃ॥ প্রতিসারণগণ্ডূষধূমসংশোধনানি চ। কফাত্মকে সর্ব্বসরে ক্রমং কুর্য্যাৎ কফাপহম্॥ মুখপাকে শিরাবেধঃ শিরসশ্চ বিরেচনম্। মধুমূত্রঘৃতক্ষীরৈঃ শীতৈশ্চ কবলগ্রহঃ॥ জাতীপত্রামৃতাদ্রাক্ষাযাসদার্ব্বীফলত্রিকৈঃ। ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ শীতো গণ্ডূষো মুখপাকনুৎ॥ কার্য্যঞ্চ বহুধা নিত্যং জাতীপত্রস্য চর্ব্বণম্। কৃষ্ণজীরককুষ্ঠেন্দ্রযবচর্ব্বণতস্ত্র্যহাৎ। মুখপাকব্রণক্লেদদৌর্গন্ধ্যমুপশাম্যতি॥ পটোলনিম্ব-জম্ব্বাম্রমালতীনবপল্লবৈঃ। পঞ্চপল্লবজঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধাবনে॥ পঞ্চবল্কলজঃ ক্বাথ-স্ত্রিফলাসম্ভবোঽথবা। মুখপাকে প্রযোক্তব্যঃ সক্ষৌদ্রো মুখধাবনে॥ স্বরসঃ ক্বথিতো দার্ব্ব্যা ঘনীভূতো রসক্রিয়া। সক্ষৌদ্রা মুখরোগাসৃগ্দোষনাড়ীব্রণাপহা॥ সপ্তচ্ছদোশীর-পটোলমুস্তহরীতকীতিক্তকরোহিণীভিঃ। যষ্ট্যাহ্বরাজদ্রুমচন্দনৈশ্চ ক্বাথং পিবেৎ পাকহরং মুখস্য *॥ তিলা নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেব চ। ক্ষৌদ্রাঢ্যো দগ্ধবক্ত্রস্য গণ্ডূষো

---

* যত উক্তং সুশ্রুতেন অল্পবেদনৈরিতি॥ ১৪৯॥ ত্রিলিঙ্গগতিঃ ত্রিদোষজা নাড়ী॥১৫০॥ রাজদ্রুমঃ ঘনবহেরা ইতি লোকে॥ ১৬৩॥

মুখপাকনুৎ ॥ আস্বাদিতা সকৃদপি মুখগন্ধং সকলমপনয়তি। ত্বগ্বীজপূরফলজা পবনমপাচ্যং বারয়তি ॥ হরিদ্রানিম্বপত্রাণি মধুকং নীলমুৎপলম্। তৈলমেভির্বিপক্তব্যং মুখপাকহরং পরম্ ॥ যষ্টীমধুপলমেকং ত্রিংশন্নীলোৎপলস্য চ তৈলস্য। প্রস্থং তদ্দ্বিগুণপয়োবিধিনা পক্কং তু নস্যেন ॥ নিশি বদনস্য স্রাবং ক্ষপয়তি গাত্রস্য দোষসংঘাতম্। কচঘর্ষত্বমবশ্যং ক্রমশোঽভ্যঙ্গেন জন্তূনাম্ ॥ ১৫৪—১৬৮ ॥

ইতি মুখরোগাধিকারঃ।

অথ বিষাধিকারঃ।

তত্র বিষস্য দ্বৈবিধ্যমাহ—স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে। দশাধিষ্ঠানমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ং ষোড়শাশ্রয়ম্ ॥ ১ ॥

স্থাবরবিষস্য দশাশ্রয়ানাহ—মূলং পত্রং ফলং পুষ্পং ত্বক্ ক্ষীরং সারমেব চ। নির্য্যাসো ধাতবঃ কন্দঃ স্থাবরস্যাশ্রয়া দশ * ॥ ২ ॥

জঙ্গমবিষস্য ষোড়শাশ্রয়ানাহ—দৃষ্টিনিঃশ্বাসদংষ্ট্রাশ্চ নখমূত্রমলানি চ। শুক্রং লালার্ত্তবস্পর্শঃ সন্দংশশ্চাবমর্দ্দিতম্ (ক)। গুদাস্থিপিত্তশূকানি দশ ষড় জঙ্গমাশ্রয়াঃ *॥ ৩ ॥

স্থাবরবিষাণাং সামান্যকার্য্যাণি। তত্র মূলবিষস্য কার্য্যমাহ—উদ্বেষ্টনং মূলবিষৈর্ম্মোহঃ প্রলপনং তথা ॥

পত্রবিষস্য কার্য্যমাহ—জৃম্ভণং বেপনং শ্বাসো নৃণাং পত্রবিষৈর্ভবেৎ ॥ ৪ ॥

ফলবিষস্য কার্য্যমাহ—মুষ্কশোথঃ ফলবিষৈর্দাহো দ্বেষশ্চ ভোজনে ॥

পুষ্পবিষস্য কার্য্যমাহ—ভবেৎ পুষ্পবিষৈশ্ছর্দ্দিরাধ্মানং মূর্চ্ছনং তথা ॥ ৫ ॥

ত্বক্সারনির্য্যাসকার্য্যাণ্যাহ—ত্বক্সারনির্য্যাসবিষৈরুপভুক্তৈর্ভবন্তি হি। আস্যদৌর্গন্ধ্যপারুষ্যশিরোরুক্কফসংশ্রয়াঃ ॥ ৬ ॥

---

* তদ্‌যথা মূলবিষং করবীরাদি, পত্রবিষং বিষপত্রিকাদি, ফলবিষং কর্কোটকাদি, পুষ্পবিষং বেত্রাদি, ত্বক্সারনির্য্যাসবিষাণি করম্ভাদীনি, ক্ষীরবিষং স্নুহ্যাদি, ধাতুবিষং হরিতালাদি, কন্দবিষং বৎসনাভশঙ্কুকাদি ॥ ২ ॥ তদ্‌যথা—দৃষ্টিনিঃশ্বাসবিষাঃ দিব্যাঃ সর্পাঃ, দংষ্ট্রাবিষাঃ ভৌমসর্পাঃ, দংষ্ট্রানখবিষাঃ ব্যাঘ্রাদয়ঃ, মূত্রপুরীষবিষাঃ গৃহগোধিকাদয়ঃ, শুক্রবিষাঃ মূষিকাদয়ঃ, লালাবিষাঃ উচ্চিটিকাদয়ঃ, লালাস্পর্শমূত্রপুরীষার্ত্তবশুক্রমুখসন্দংশাবমর্দ্দিতগুদপুরীষবিষাশ্চিত্রশীর্ষাদয়ঃ, অস্থিবিষাঃ সর্পাদয়ঃ, পিত্তবিষাঃ শকুলমৎস্যাদয়ঃ শূকবিষাঃ ভ্রমরাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

(ক) বিগর্দ্দিতমিতি পাঠান্তরম্।

ক্ষীরবিষকার্য্যমাহ—ফেনাগমঃ ক্ষীরবিষৈর্ব্বিড্‌ভেদো গুরুজিহ্বতা।

ধাতুবিষকার্য্যমাহ—হৃৎপীড়নং ধাতুবিষৈর্মূর্চ্ছা দাহশ্চ তালুনি। প্রায়েণ কালঘাতীনি বিষাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ * ॥ ৭ ॥

কন্দবিষস্য কার্য্যমাহ—কন্দজান্যুগ্রবীর্য্যাণি যান্যুক্তানি ত্রয়োদশ। সর্ব্বাণ্যেতানি কুশলৈর্জ্ঞেয়ানি দশভির্গুণৈঃ॥ স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমং চাপি যদ্বিষম্‌। সদ্যো নিহন্তি তৎ সর্ব্বং গুণৈশ্চ দশভির্যুতম্‌॥ ৮। ৯ ॥

দশ গুণানমাহ—রুক্ষমুষ্ণং তথা তীক্ষ্ণং সূক্ষ্মমাশু ব্যবায়ি চ। বিকাশি বিশদঞ্চৈব লঘুপাকি চ তে দশ ॥ ১০ ॥

তৈর্গুণৈর্ব্বিষস্য কার্য্যমাহ—তদ্রৌক্ষ্যাৎ কোপয়েদ্বায়ুমৌষ্ণ্যাৎ পিত্তং সশোণিতম্‌। তৈক্ষ্ণ্যান্মতিং মোহয়তি মর্ম্মবন্ধান্‌ ছিনত্তি হি॥ শরীরাবয়বান্‌ সৌক্ষ্ম্যাৎ প্রবিশেদ্বিকরোতি চ। আশুত্বাদাশু তৎ প্রোক্তং ব্যবায়াৎ প্রকৃতিং হরেৎ॥ বিকাশিত্বাৎ ক্ষপয়তি দোষান্‌ ধাতূন্মলানপি॥ অতিরিচ্যতে বৈশদ্যাৎ দুশ্চিকিৎস্যং চ লাঘবাৎ। দুর্জ্জরং চাবিপাকিত্বাৎ তস্মাৎ ক্লেশয়তে চিরম্‌॥ ১১—১৩ ॥

বিষলিপ্তশস্ত্রহতস্য লক্ষণমাহ—সদ্যঃ ক্ষতং পচ্যতে যস্য জন্তোঃ স্রবেদ্রক্তং পচ্যতে চাপ্যভীক্ষ্ণম্‌। কৃষ্ণীভূতং ক্লিন্নমত্যর্থপূতি ক্ষতান্মাংসং শীর্য্যতে যস্য বাপি *॥ তৃষ্ণাতাপৌ দাহমূর্চ্ছে চ যস্য দিগ্ধং বিদ্ধং তং মনুষ্যং ব্যবস্যেৎ। লিঙ্গান্যেতান্যেব কুর্য্যাদমিত্রৈর্দ্দত্তঃ ক্ষ্বেড়ো বা ব্রণে যস্য চাপি * ॥ ১৪। ১৫ ॥

বিষদাতৃণাং লক্ষণম্‌—ইঙ্গিতজ্ঞো মনুষ্যাণাং বাক্‌চেষ্টামুখবৈকৃতৈঃ। জানীয়াদ্বিষদাতারমেভির্লিঙ্গৈশ্চ বুদ্ধিমান্‌ *॥ ন দদাত্যুত্তরং পৃষ্টো বিবক্ষুর্ম্মোহমেতি চ। অপার্থং বহুসঙ্কীর্ণং ভাষতে চাপি মূঢ়বৎ *॥ অঙ্গুলীঃ স্ফোটয়েদুর্ব্বীং বিলিখেৎ প্রহসেদপি। বেপথুশ্চাস্য ভবতি ত্রস্তশ্চৈকৈকমীক্ষতে *॥ বিবর্ণবক্ত্রো ধ্যামশ্চ নখৈঃ কিঞ্চিচ্ছিনত্তি চ॥ আলভেতাঽসকৃদ্দীনঃ করেণ চ শিরোরুহান্‌ *॥ নির্য্যিযাসুরপদ্বারৈর্ব্বীক্ষতে চ পুনঃ পুনঃ। বর্ত্ততে বিপরীতঞ্চ বিষাদাতা বিচেতনঃ *॥ ১৬—২০ ॥

সামান্যজঙ্গমবিষাণাং কার্য্যাণি—নিদ্রাং তন্দ্রাং ক্লমং দাহং সম্পাকং (ক) লোমহর্ষণম্‌। শোথং চৈবাতিসারঞ্চ কুরুতে জঙ্গমং বিষম্‌॥ ২১ ॥

* এতানি মূলবিষাণি নব কালঘাতীনি কালান্তরমারকাণি॥ ৭॥ পচ্যতে চাপ্যভীক্ষ্ণং পুনঃ পুনঃ পাকমেতি॥ ১৪॥ তাপঃ বহিঃস্থিতঃ। দাহোঽভ্যন্তরে কুর্য্যাদিত্যত্র ক্ষতং কর্ত্তৃপদং বোদ্ধব্যম্‌। প্রায়েণ রাজাদীনামন্নাদৌ শত্রবো বিষং দদতি॥ ১৫॥ ইঙ্গিতং অভিপ্রায়সূচকমাকারং মুখবৈকৃতং মুখবৈবর্ণ্যাদি এভির্লিঙ্গৈঃ বক্ষ্যমাণৈঃ॥ ১৬॥ ন দদাত্যুত্তরং স্পৃষ্টঃ স্বীয়াসৎকর্ম্মজনিতব্যামোহাৎ সংকীর্ণম্‌ অস্ফুটং॥ ১৭॥ ভয়জনিতপর্ব্বব্যথাপনোদনায়াঙ্গুলীঃ স্ফোটয়েৎ। প্রহসেৎ অহেতাবপি॥ ১৮॥ ধ্যামঃ দগ্ধসমানবর্ণঃ আলভেত স্পৃশেৎ॥ ১৯॥ বিপরীতং যথা স্যাদেবং বর্ত্ততে॥ ২০॥

(ক) দাহমপাকমিতি পাঠান্তরম্‌।

সর্পানাহ—বাতপিত্তকফাত্মানো ভোগিমণ্ডলিরাজিলাঃ। যথাক্রমং সমাখ্যাতা দ্ব্যন্তরা দ্বন্দ্বরূপিণঃ *॥ ফণিনো ভোগিনো জ্ঞেয়া সংখ্যাতাস্তেঽত্র বিংশতিঃ। মণ্ডলৈর্বিবিধৈশ্চিত্রা পৃথবো মন্দগামিনঃ॥ ষট্ তে মণ্ডলিনো জ্ঞেয়া জ্বলনার্কবিষাঃ স্মৃতাঃ। স্নিগ্ধা বিবিধবর্ণাভিস্তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ রাজিভিঃ॥ বিচিত্রা ইব যে ভান্তি রাজিলাস্তে হি তেঽপি ষট্॥ ২২-২৪॥

ভোগিপ্রভৃতিকৃতদংশলক্ষণভেদমাহ—দংশো ভোগিকৃতঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্ববাতবিকারকৃৎ। পীতো মণ্ডলিনঃ শোথো মৃদুঃ পিত্তবিকারবান্॥ রাজিলোত্থো ভবেদ্দংশঃ স্থিরশোথশ্চ পিচ্ছিলঃ। পাণ্ডুঃ স্নিগ্ধোঽতিসান্দ্রাসৃক্ সর্ব্বশ্লেষ্মবিকারবান্॥ ২৫। ২৬॥

দেশবিশেষে কালবিশেষে চ দষ্টস্যাসাধ্যত্বমাহ—অশ্বত্থদেবায়তনশ্মশানবল্মীকসন্ধ্যাসু চতুষ্পথেষু। যাম্যে চ পিত্র্যে পরিবর্জ্জনীয়া ঋক্ষে নরা মর্ম্মসু যে চ দষ্টাঃ॥ দর্ব্বীকরাণাং বিষমাশু হন্তি মেঘানিলোষ্ণে (ক) দ্বিগুণো ভবন্তি *॥ ২৭। ২৮॥

দর্ব্বীকরলক্ষণমাহ—রথাঙ্গলাঙ্গলচ্ছত্রস্বস্তিকাঙ্কুশধারিণঃ। জ্ঞেয়া দর্ব্বীকরাঃ সর্পাঃ ফণিনঃ শীঘ্রগামিনঃ॥ ২৯॥

যেষু বিষমাশু মারকং ভবতি তানাহ—অজীর্ণপিত্তাতপপীড়িতেষু বালেষু বৃদ্ধেষু বুভুক্ষিতেষু। ক্ষীণে ক্ষতে মেহিনি কুষ্ঠজুষ্টে রুক্ষেঽবলে গর্ভবতীষু চাপি॥ শস্ত্রক্ষতে যস্য ন রক্তমস্তি রাজ্যো লতাভিশ্চ ন সম্ভবন্তি। শীতাভিরদ্ভিশ্চ ন রোমহর্ষো বিষাভিভূতং পরিবর্জ্জয়েত্তম্॥ জিহ্মং মুখং যস্য চ কেশশাতো নাসাবসাদশ্চ সকণ্ঠভঙ্গঃ। কৃষ্ণশ্চ রক্তঃ শ্বয়থুশ্চ দংশে হন্বোঃ স্থিরত্বঞ্চ বিবর্জ্জনীয়ম্ *॥

অপরঞ্চ—বর্ত্তির্ঘনা যস্য নিরেতি বক্ত্রাদ্রক্তং স্রবেদূর্দ্ধমধশ্চ যস্য। দংষ্ট্রানিপাতাংশ্চতুরশ্চ পশ্যেদ্‌যস্যাপি বৈদ্যঃ পরিবর্জ্জনীয়ঃ *॥ উন্মত্তমত্যর্থমুপদ্রুতং বা হীনস্বরং বাপ্যথবা বিবর্ণম্। সারিষ্টমত্যর্থমবেগিনঞ্চ জহ্যান্নরং তত্র ন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ *॥ ৩০—৩৪॥

দূষীবিষম্—জীর্ণং বিষঘ্নৌষধিভির্হতং বা দাবাগ্নিবাতাতপশোষিতং বা। স্বভাবতো বা গুণবিপ্রহীনং বিষং হি দূষীবিষতামুপৈতি *॥ ৩৫॥

---

* জঙ্গমেষু তীক্ষ্ণতরত্বাদাদৌ সর্পানাহ বাতেতি এতে যথাক্রমং বাতপিত্তকফাত্মানো বোধ্যাঃ দ্ব্যন্তরাঃ দ্বে অন্তরে ভেদৌ যেষাং তে দ্ব্যন্তরাঃ, যথা ভোগিনো মণ্ডলিভ্যাং জাতা ইত্যাদি॥ ২২॥ যাম্যে ভরণ্যাং পিত্র্যে মঘায়াম্॥ ২৭॥ উষ্ণে উষ্ণসংযোগে॥ ২৮॥ কেশশাতঃ আকর্ষণাৎ, নাসাবসাদঃ নাসায়া নতত্বং কণ্ঠভঙ্গঃ গ্রীবাধারণাশক্তিঃ, হন্বোঃ স্থিরত্বং হনুদ্বয়স্তম্ভঃ॥ ৩২॥ যস্য চ নাসামুখলিঙ্গগুদাদিভ্যো রক্তং স্রবেৎ॥ ৩৩॥ অত্যর্থমুপদ্রুতং বা। জ্বরাতিসারাদিভিরতিশয়েনোপদ্রুতং হীনস্বরং বক্তুমক্ষমং বিবর্ণং কৃষ্ণবর্ণং সারিষ্টং নাসাভঙ্গাদিযুক্তম্, অবেগিনং বেগো বিষবেগঃ, লহরি ইতি লোকে তদ্রহিতম্॥ ৩৪॥ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ বিষমেব জীর্ণত্বাদিভিঃ কারণৈঃ দূষীবিষসংজ্ঞাং লভতে তদাহ জীর্ণমিতি জীর্ণম্ অতিপুরাণং বিষঘ্নৌষধিভির্হতং বিষঘ্নীভিরোষধীভি বীর্য্যহানীকৃতং স্বভাবতো বা গুণবিপ্রহীনং স্বভাবাদেব দশানাং গুণানাং মধ্যে একদ্বিত্র্যাদিগুণহীনম্॥ ৩৫॥

ক) সর্ব্বাণিচোষ্ণে ইতি পাঠান্তরম্

দূষীবিষস্য কার্য্যমাহ—বীর্য্যাল্পভাবান্ন নিপাতয়েৎ তৎ কফান্বিতং বর্ষগণানুবন্ধি। তেনার্দ্দিতো ভিন্নপুরীষবর্ণো বিগন্ধি বৈরস্যযুতঃ পিপাসী। মূর্চ্ছাং ভ্রমং গদ্গদবাগ্বমিঞ্চ বিচেষ্টমানোঽরতিমাপ্নুয়াদ্বা * ॥ ৩৬ ॥

স্থানবিশেষোত্থিতে দূষীবিষে লিঙ্গবিশেষমাহ—আমাশয়স্থে কফবাতরোগী পক্বাশয়স্থেঽনিলপিত্তরোগী। ভবেৎ সমুদ্ধস্তশিরোঽঙ্গরুট্‌কো বিলূনপক্ষশ্চ যথা বিহঙ্গঃ * ॥ স্থিতং রসাদিষ্বথ তদ্‌যথোক্তান্ করোতি ধাতুপ্রভবান্ বিকারান্ * ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

দূষীবিষস্য প্রকোপসময়ঃ—কোপন্তু শীতানিলদুর্দ্দিনেষু যাত্যাশু পূর্ব্বং শৃণু তস্য রূপম্।

কুপিতস্য দূষীবিষস্য পূর্ব্বরূপমাহ—নিদ্রা গুরুত্বঞ্চ বিজৃম্ভণঞ্চ বিশ্লেষহর্ষাবথ বাঙ্গমর্দ্দঃ * ॥ ৩৯ ॥

রূপমাহ—ততঃ করোত্যন্নমদাবিপাকাবরোচকং মণ্ডলকোঠজন্ম। মাংসক্ষয়ং পাণিপদে প্রশোথং মূর্চ্ছাং তথা চ্ছর্দ্দিমথাতিসারম্॥ দূষীবিষং শ্বাসতৃষৌ জ্বরাংশ্চ কুর্য্যাৎ প্রবৃদ্ধিং জঠরস্য চাপি * ॥ ৪০ ॥

দূষীবিষভেদেন বিকারভেদমাহ—উন্মাদমন্যজ্জনয়েত্তথান্যদানাহমন্যৎ ক্ষপয়েচ্চ শুক্রম্। গাদ্গদ্যমন্যজ্জনয়েচ্চ কুষ্ঠং তাংস্তান্বিকারাংশ্চ বহুপ্রকারান্ * ॥ ৪১ ॥

দূষীবিষস্য নিরুক্তিমাহ—দূষিতং দেশকালান্নদিবাস্বপ্নৈরভীক্ষ্ণশঃ। যস্মাৎ সন্দূষয়েদ্ধাতুংস্তস্মাদ্দূষীবিষং স্মৃতম্ * ॥ ৪২ ॥

দূষীবিষস্য সাধ্যত্বাদিকমাহ—সাধ্যমাত্মবতঃ সদ্যো যাপ্যঃ সংবৎসরোত্থিতঃ। দূষীবিষমসাধ্যং স্যাৎ ক্ষীণস্যাহিতসেবিনঃ * ॥ ৪৩ ॥

গরমাহ—সৌভাগ্যার্থং স্ত্রিয়ঃ স্বেদরজোনানাঙ্গজান্ মলান্। শত্রুপ্রযুক্তাংশ্চ গরান্ প্রযচ্ছন্ত্যন্নমিশ্রিতান্ ॥ ৪৪ ॥

গরকার্য্যমাহ—তৈঃ স্যাৎ পাণ্ডুঃ কৃশোঽল্পাগ্নির্গরৈশ্চাস্যোপজায়তে। মর্ম্মপ্রধ-

---

* ন নিপাতয়েৎ ন মারয়তি কফান্বিতং কফেন মন্দীকৃতৌষ্ণ্যাদিগুণং, বর্ষগণানুবন্ধি কফেনাগ্নের্মান্দ্যাদিত্বাদপাকাচ্চিরস্থায়ি তথা দূষীবিষজদক্ররোগবতাং ভিন্নপুরীষবর্ণঃ ভিন্নপুরীষ উদ্গতমলঃ ভিন্নবর্ণঃ বিবর্ণঃ বিচেষ্টমানঃ বিরুদ্ধাং চেষ্টাং কুর্ব্বন্ মূর্চ্ছাদীন্ ব্যাধীন্ লভতে ॥ ৩৬ ॥ সমুদ্ধস্তশিরোঽঙ্গরুট্‌কঃ সমুদ্ধস্তাঃ শিরোরুহাঃ কেশাঃ অঙ্গরুহাণি লোমানি যস্য সঃ, এতদপি লিঙ্গং পক্বাশয়স্থে দূষীবিষে বোদ্ধব্যম্॥ ৩৭ ॥ তত্র দূষীবিষে যথোক্তান্ সুশ্রুতে ব্যাধিসমুদ্দেশীয়োক্তান্ ॥ ৩৮ ॥ বিশ্লেষঃ গাত্রশৈথিল্যং হর্ষঃ রোমাঞ্চঃ ॥ ৩৯ ॥ অন্নে ভুক্তে পূগফলেনেব মদঃ অবিপাকং অন্নস্য ॥ ৪০ ॥ অন্যৎ দূষীবিষং তাংস্তান্ বিকারান্ বিসর্পবিস্ফোটাদীন্ ॥ ৪১ ॥ দেশঃ আনূপাদিঃ কালঃ দুর্দ্দিনাদিঃ অন্নং কুলত্থতিলমসূরাদি, ধাতুদূষকত্বাদ্দূষীবিষম্ ॥ ৪২ ॥ কৃত্রিমং বিষং দ্বিবিধং, একং সবিষং দূষীবিষসংজ্ঞম্, অপরমবিষং তদেব গরসংজ্ঞং তথা চ কাশ্যপসংহিতায়াম্—সংযোগজঞ্চ দ্বিবিধং দ্বিতীয়ং বিষমুচ্যতে দূষীবিষং তু সবিষমবিষং গর উচ্যতে। সংযোগজং কৃত্রিমং বিষং দ্বিতীয়ং স্বাভাবিকং, তচ্চ দ্বিবিধ তত্র দূষীবিষমভিধায় গরং দর্শয়িতুমাহ সৌভাগার্থমিতি ॥ ৪৩ ॥

মনাধ্মানং হস্তয়োঃ শোথসম্ভবঃ * ॥ জঠরং গ্রহণীদোষো যক্ষ্মগুল্মক্ষয়জ্বরাঃ*। এবম্বিধস্য চান্যস্য ব্যাধেলিঙ্গানি দর্শয়েৎ * ॥ ৪৫ । ৪৬ ॥

লূতাবিষম্—যস্মাল্লূনং তৃণং প্রাপ্তা মুনেঃ প্রস্বেদবিন্দবঃ। তেভ্যো জাতাস্তথা লূতা ইতি খ্যাতাস্তু ষোড়শ * ॥ ৪৭ ॥

অত্র সুশ্রুতঃ—বিশ্বামিত্রো নৃপবরঃ কদাচিদৃষিসত্তমম্। বশিষ্ঠং কোপয়ামাস গত্বাশ্রমপদং কিল ॥ কুপিতস্য মুনেস্তস্য ললাটাৎ স্বেদবিন্দবঃ। অপতদ্দর্শনাদেব হুধস্তাত্তীব্র-বর্চ্চসঃ ॥ লূনে তৃণে মহর্ষেস্তু ধেন্বর্থে সম্ভৃতেঽপি চ। ততো জাতাস্ত্বিমে ঘোরা নানারূপা মহাবিষাঃ। তাসামষ্টৌ কষ্টসাধ্যা বর্জ্যাস্তাবত্য এব হি * ॥ ৪৮—৫০ ॥

তাসাং সামান্যানাং দংশলক্ষণমাহ—তাভির্দ্দষ্টে দংশকোথঃ প্রবৃত্তিঃ ক্ষতজস্য চ। জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ গদাঃ স্যুশ্চ ত্রিদোষজাঃ * ॥ পিড়কা বিবিধাকারা মণ্ডলানি মহান্তি চ। শোথা মহান্তো মৃদবো রক্তাঃ শ্যাবাশ্চলাস্তথা। সামান্যং সর্ব্বলূতানামেতদ্দংশস্য লক্ষণম্ ॥ দংশমধ্যে তু যৎ কৃষ্ণং শ্যাবং বা জালকাবৃতম্। দগ্ধাকৃতি ভৃশম্পাক-ক্লেদশোথজ্বরান্বিতম্। দূষীবিষাভির্লূতাভিস্তদ্দষ্টমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ ৫১—৫৩ ॥

প্রাণহরলক্ষণমাহ—শোথঃ শ্বেতা সিতা রক্তা পীতা বা পিড়কা জ্বরঃ। প্রাণান্তিকাশ্চ জায়ন্তে দাহহিক্কাশিরোগ্রহাঃ * ॥ ৫৪ ॥

আখুবিষলক্ষণমাহ—আদংশাচ্ছোণিতং পাণ্ডুমণ্ডলানি জ্বরোঽরুচিঃ। লোমহর্ষশ্চ দাহশ্চাপ্যাখুদূষীবিষার্দ্দিতে ॥ ৫৫ ॥

প্রাণহরমূষকবিষকার্য্যমাহ—মূর্চ্ছাঙ্গশোথবৈবর্ণ্যং ক্লেদো মন্দশ্রুতির্জ্বরঃ। শিরোগুরুত্বং লালাসৃক্ ছর্দ্দিশ্চাসাধ্যমূষকাৎ * ॥ ৫৬ ॥

কৃকলাসদষ্টস্য লক্ষণমাহ—শোথস্য কার্ষ্ণ্যমথবা নানাবর্ণত্বমেব চ। মোহোঽথ বর্চসো ভেদো দষ্টস্য কৃকলাসকৈঃ ॥ ৫৭ ॥

বৃশ্চিকবিষস্য লক্ষণমাহ—দহত্যগ্নিরিবাদৌ তু ভিনত্তীবোর্দ্ধমাশু চ। বৃশ্চিকস্য বিষং যাতি পশ্চাদ্ দংশেঽবতিষ্ঠতে ॥ ৫৮ ॥

অসাধ্যস্য বৃশ্চিকদষ্টস্য লক্ষণমাহ—দষ্টোঽসাধ্যৈস্তু হৃদ্‌ঘ্রাণরসনোপহতো নরঃ। মাংসৈঃ পতদ্ভিরত্যর্থং বেদনার্ত্তো জহাত্যসূন্ * ॥ ৫৯ ॥

---

* তৈঃ গরৈঃ স্বেদরজঃপ্রভৃতিভিঃ জ্বরশ্চাস্যোপজায়ত ইতি অপাকাৎ মর্ম্মপ্রধমন মর্ম্মব্যথা ॥ ৪৫ ॥ ক্ষয়ঃ ধাতুক্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ লূতানাং জন্তুবিশেষাণাং উৎপত্তিং নিরুক্তিং সংখ্যাঞ্চাহ যস্মাদিতি ॥ ৪৭ ॥ তত্র ত্রিমণ্ডলপ্রভৃতয়োঽষ্টৌ কষ্টসাধ্যাঃ, সৌবর্ণিকপ্রভৃতয়োঽষ্টাবসাধ্যাঃ ॥ ৫০ ॥ দংশকোথঃ দংশমধ্যে পূতিভাবঃ ॥ ৫১ ॥ সৌবর্ণিকাদয়োঽষ্টাবসাধ্যাঃ প্রাণহরাস্তাসাং লক্ষণমাহ শোথা ইতি ॥ ৫৪ ॥ অঙ্গশোথোঽত্র মূষকাকারো বোদ্ধব্য ইতি তন্ত্রান্তরে ॥ ৫৬ ॥ অসাধ্যৈর্বৃশ্চিকৈস্তেষামেবানুবৃত্তেঃ, হৃদাদিষু উপহতঃ হৃদাদিকার্য্যরহিতো ভবতি, অত্যর্থং বেদনার্ত্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

কণভদষ্টস্য লক্ষণমাহ—বিসর্পঃ শ্বয়থুঃ শূলং জ্বরশ্ছর্দ্দিরথাপি বা। লক্ষণং কণভৈর্দ্দষ্টে দংশশ্চৈব বিশীর্য্যতে * ॥ ৬০ ॥

উচ্চিটিঙ্গদষ্টস্য লক্ষণমাহ—কৃষ্ণলোমোচ্চিটিঙ্গেন (ক) ধ্বস্তলিঙ্গো (খ) ভৃশার্ত্তিমান্। দষ্টঃ শীতোদকেনেব সিক্তান্যঙ্গানি মন্যতে * ॥ ৬১ ॥

সবিষমণ্ডুকদষ্টস্য লক্ষণমাহ—একদংষ্ট্রার্দ্দিতঃ শূনঃ সরুজঃ পীতকঃ সতৃট্। সনিদ্রশ্ছর্দ্দিমান্ দষ্টো মণ্ডূকৈঃ সবিষৈর্ভবেৎ * ॥ ৬২ ॥

মৎস্যবিষস্য কার্য্যমাহ—মৎস্যাস্তু সবিষাঃ কুর্য্যুর্দ্দাহং শোথং রুজং তথা।

জলৌকাবিষকার্য্যমাহ—কণ্ডুং শোথং জ্বরং মূর্চ্ছাং সবিষাস্তু জলৌকসঃ *॥ ৬৩॥

গৃহগোধিকাবিষকার্য্যমাহ—বিদাহং শ্বয়থুং তোদং প্রস্বেদং গৃহগোধিকাঃ॥

শতপদীবিষকার্য্যমাহ—দংশে স্বেদং রুজং দাহং কুর্য্যাচ্ছতপদীবিষম্ *॥ ৬৪ ॥

মশকবিষকার্য্যমাহ—কণ্ডূমান্মশকৈরীষচ্ছোথঃ স্যান্মন্দবেদনঃ।

অসাধ্যমশকলক্ষণমাহ—অসাধ্যকীটসদৃশমসাধ্যং মশকক্ষতম্ * ॥ ৬৫ ॥

মক্ষিকাদংশলক্ষণমাহ—সদ্যঃ সংস্রাবিণী শ্যাবা দাহমূর্চ্ছাজ্বরান্বিতা। পিড়কা মক্ষিকাদংশে তাসান্তু স্থগিকাঽসুহৃৎ * ॥ ৬৬ ॥

ব্যাঘ্রাদিবিষাণাং কার্য্যমাহ—চতুষ্পাদ্ভির্দ্বিপাদ্ভির্বা নখৈর্দ্দন্তৈশ্চ যৎ কৃতম্। শূয়তে পচ্যতে তত্তু স্রবতি জ্বরয়ত্যপি * ॥ ৬৭ ॥

বিষোজ্ঝিতস্য লক্ষণমাহ—প্রসন্নদোষং প্রকৃতিস্থধাতুমন্নাভিকামং সমমূত্র-বিট্কম্। প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়চিত্তচেষ্টং বৈদ্যোঽবগচ্ছেদবিষং মনুষ্যম্ * ॥ ৬৮ ॥

অথ বিষাণাং চিকিৎসা। তত্র স্থাবরবিষচিকিৎসা—স্থাবরেণ বিষেণার্ত্তং নরং যত্নেন বাময়েৎ। বমনেন সমং নাস্তি যতস্তস্য চিকিৎসিতম্॥ বিষমত্যর্থমুষ্ণঞ্চ তীক্ষ্ণঞ্চ কথিতং যতঃ। অতঃ সর্ব্ববিষেষুক্তঃ পরিষেকস্তু শীতলঃ॥ ঔষ্ণ্যাৎ তৈক্ষ্ণ্যাদ্বিশেষেণ বিষং পিত্তং প্রকোপয়েৎ। বমিতং সেচয়েত্তস্মাচ্ছীতলেন জলেন চ॥ পায়য়েন্মধুসর্পির্ভ্যাং বিষঘ্নং ভেষজং দ্রুতম্। ভোক্তুমন্নং রসং দদ্যাৎ ঘর্ষয়েন্মরিচানি চ॥ যস্য যস্য চ দোষস্য পশ্যে-ল্লিঙ্গানি ভূরিশঃ। তস্য তস্যৌষধৈঃ কুর্য্যাদ্ বিপরীতগুণৈঃ ক্রিয়াম্॥ শালয়ঃ ষষ্টিকাশ্চৈব কোরদূষাঃ প্রিয়ঙ্গবঃ। ভোজনার্থে বিষার্ত্তানাং ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ শোধনম্ *॥ মূলত্বক্পত্রপুষ্পাণি

---

* কণভঃ কীটবিশেষঃ ॥ ৬০ ॥ কৃষ্ণলোমা অধিকতরকৃষ্টরোমা উচ্চিটিঙ্গঃ চীটা কীটবিশেষঃ ॥ ৬১ ॥ একদংষ্ট্রার্দ্দিতঃ স্বভাবাদেকয়ৈব দংষ্ট্রয়া দষ্টো ভবতি ॥ ৬২ ॥ কুর্য্যুরিতি শেষঃ ॥ ৬৩ ॥ কুর্য্যুরিতি শেষঃ শতপদী গিজাঙ্গি ইতি লোকে ॥ ৬৪ ॥ অসাধ্যকীটসদৃশং অসাধ্যৈঃ কীটৈর্লূতাদিভিঃ কৃতং যৎ ক্ষতং, তৎসদৃশবেদনম্ ॥৬৫॥ তাসামিত্যাদি তাসাং সুশ্রুতোক্তানাং ষণ্ণাং মক্ষিকাণাং মধ্যে স্থগিকা নাম্নী শীঘ্রং প্রাণং হরতীত্যর্থঃ ॥৬৬॥ চতুষ্পাদ্ভিঃ ব্যাঘ্রাদিভিঃ দ্বিপাদ্ভিঃ বনমনুষ্যাদিভিঃ, শূয়তে শূনং ভবতি ॥ ৬৭ ॥ প্রসন্নদোষং প্রকৃতিস্থদোষং শেষং সুগমং ॥ ৬৮ ॥ প্রিয়ঙ্গুঃ কঙ্গুঃ ॥ ৭৪ ॥

(ক) হৃষ্টলোমোচ্চিটিঙ্গেনেতি বা পাঠ। (খ) স্তব্ধলিঙ্গ ইতি পাঠান্তরম্

বীজং চেতি শিরীষতঃ। গবাং মূত্রেণ সম্পিষ্টং লেপাদ্বিষহরং পরম্॥ দূষীবিষার্ত্তং সুস্নিগ্ধ-মূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ শোধনম্॥ পায়য়েদগদং মুখ্যমিদং দূষীবিষাপহম্। পিপ্পলী ধ্যামকং মাংসী লোধ্রমেলা সুবর্চিকা। মরিচং বালকঞ্চৈলা তথা কনকগৈরিকম্। ক্ষৌদ্রযুক্তঃ কষায়োঽয়ং দূষীবিষমপোহতি * ॥ ৬৯—৭৭ ॥

জঙ্গমবিষস্য চিকিৎসা। মৃত্যুপাশচ্ছেদি ঘৃতম্—অভয়াং রোচনাং কুষ্ঠমর্কপত্রং তথোৎপলম্। নলবেতসমূলানি গরলং সুরসান্তথা॥ সকলিঙ্গাং সমঞ্জিষ্ঠামনন্তাঞ্চ শতাবরীম্। শৃঙ্গাটকং সমঙ্গাঞ্চ পদ্মকেশরমিত্যপি॥ কল্কীকৃত্য পচেৎ সর্পিঃ পয়ো দত্ত্বাচ্চতু-র্গুণম্। সম্যক্ পক্বেঽবতীর্ণে চ শীতে তস্মিন্ বিনিঃক্ষিপেৎ॥ সর্পিস্তুল্যং ভিষক্ ক্ষৌদ্রং কৃতরক্ষম্ নিধাপয়েৎ। বিষাণি হন্তি দুর্গাণি গরদোষকৃতানি চ॥ স্পর্শাদ্ধন্তি বিষং সর্ব্বং গরৈ-রুপহতাং ত্বচম্। যোগজং তমকং কণ্ডুং মাংসসাদং বিসংজ্ঞতাম্॥ নাশয়ত্যঞ্জনাভ্যঙ্গপানবস্তিষু যোজিতম্। সর্পকীটাখুলূতাদিদষ্টানাং বিষহৃৎপরম্॥ ৭৮-৮৩ ॥ ইতি মৃত্যুপাশচ্ছেদিঘৃতম্॥

ধুস্তূরস্য শিফা পেয়া ক্ষীরেণ পরিপেষিতা॥ অঙ্কোটবংশজা চাপি শ্ববিষঘ্নী প্রযত্নতঃ॥ রজনীযুগ্মপত্তঙ্গমঞ্জিষ্ঠানাগকেশরৈঃ। শীতাম্বুপিষ্টৈরালেপঃ সদ্যো লূতাং বিনাশয়েৎ॥ জীরকস্য কৃতঃ কল্কো ঘৃতসৈন্ধবসংযুতঃ। সুখোষ্ণো মধুনা লেপো বৃশ্চিকস্য বিষং হরেৎ॥ গন্ধমাঘ্রায় মৃদিতং সূর্য্যাবর্ত্তদলস্য তু॥ বৃশ্চিকেন নরো বিদ্ধঃ ক্ষণাদ্ভবতি নির্ব্বিষঃ॥ ৮৪—৮৭ ॥

ইতি বিষাধিকারঃ।

অথ স্ত্রীণাং প্রদরাদিরোগাঃ।

তত্র প্রদরাধিকারমাহ। প্রদরস্য বিপ্রকৃষ্টং নিদানম্—বিরুদ্ধমদ্যাধ্যশ-নাদজীর্ণাদ্গর্ভপ্রপাতাদতিমৈথুনাচ্চ। যানাধ্বশোকাদতিকর্ষণাচ্চ ভারাভিঘাতাচ্ছয়নাদ্দিবা চ॥ তং শ্লেষ্মপিত্তানিলসন্নিপাতৈশ্চতুঃপ্রকারং প্রদরং বদন্তি * ॥ ১ ॥

প্রদরস্য সামান্যলক্ষণমাহ—অসৃগ্দরং ভবেৎ সর্ব্বং সাঙ্গমর্দ্দং সবে-দনম্ * ॥ ২ ॥

---

* ধ্যামকং রোহিষং তদলাভে উশীরং দেয়ম্ কনকগৈরিকম্ অত্যন্তমারক্তং গৈরিকং, সোনাগেরু ইতি লোকে॥ ৭৭ ॥ অত্র বাতপিত্তয়োরাদৌ শ্লেষ্মণোঽভিধানং শ্লৈষ্মিকেঽতিপ্রবৃত্তিবোধনার্থম্॥ ১ ॥ অসৃগ্দরং অসৃকদার্য্যতে চ্যবতেঽনেনেত্যসৃগ্দরম্ অচ্প্রত্যয়ান্তম্ সবেদনং সশূলম্॥ ২ ॥

শ্লৈষ্মিকপ্রদরস্য লক্ষণমাহ—আমং সপিচ্ছাপ্রতিমং সপাণ্ডু পুলাকতোয়প্রতিমং কফাত্তু * ॥ ৩ ॥

পৈত্তিকমাহ—সপীতনীলাসিতরক্তমুষ্ণং পিত্তার্ত্তিযুক্তম্ ভৃশবেগি পিত্তাৎ * ॥ ৪ ॥

বাতিকমাহ—রুক্ষারুণং ফেনিলমল্পমল্পং বাতাৎ সতোদং পিশিতোদকাভম্ * ॥ ৫ ॥

সান্নিপাতিকমাহ—সক্ষৌদ্রসর্পির্হরিতালবর্ণং মজ্জপ্রকাশং কুণপং ত্রিদোষম্। তঞ্চাপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞা ন তত্র কুর্ব্বীত ভিষক্ চিকিৎসাম্ * ॥ ৬ ॥

রক্তস্যাতিপ্রবৃত্তাবুপদ্রবানাহ—তস্যাতিপ্রবৃত্তৌ দৌর্ব্বল্যং শ্রমো (ক) মূর্চ্ছা মদস্তৃষা। দাহঃ প্রলাপঃ পাণ্ডুত্বং তন্দ্রা রোগাশ্চ বাতজাঃ * ॥ ৭ ॥

অসাধ্যাং প্রদরব্যাধিমতীমাহ—শশ্বৎ স্রবন্তীমাস্রাবং তৃষ্ণাদাহজ্বরান্বিতাম্। দুর্ব্বলাং ক্ষীণরক্তাঞ্চ তামসাধ্যাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮ ॥

চিকিৎসানিবৃত্ত্যর্থং শুদ্ধার্ত্তবলক্ষণমাহ—মাসান্নিষ্পিচ্ছদাহার্ত্তি পঞ্চরাত্রানুবন্ধি চ। নৈবাতিবহু নাত্যল্পমার্ত্তবং শুদ্ধমাদিশেৎ * ॥ ৯ *॥

অথ প্রদরস্য চিকিৎসা—দধ্না সৌবর্চ্চলাজাজী মধুকং নীলমুৎপলম্। পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতাসৃগ্দরশান্তয়ে * ॥ মধুকং কর্ষমেকং তু কর্ষৈকাঞ্চ সিতাং তথা। তণ্ডুলোদকসম্পিষ্টাং লোহিতে প্রদরে পিবেৎ ॥ বলাকঙ্কতিকাখ্যা যা তস্যা মূলং সুচূর্ণিতম্। লোহিতপ্রদরে খাদেচ্ছর্করামধুসংযুতম্ ॥ শুচিস্থানে ব্যাঘ্রনখ্যা মূলমুত্তরদিগ্ভবম্। নীতমুত্তরফাল্গুন্যাং কটিবদ্ধং হরেদসৃক্ * ॥ রসাঞ্জনং তণ্ডুলকস্য মূলং ক্ষৌদ্রান্বিতং তণ্ডুলতোয়পীতম্। অসৃগ্দরং সর্ব্বভবং নিহন্তি শ্বাসঞ্চ ভার্গী সহ নাগরেণ * ॥ অশোকবল্কলক্বাথশৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্। যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাসৃগ্দরনাশনম্ * ॥ কুশমূলং সমুদ্ধৃত্য পেষয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা। এতৎ পীত্বা ত্র্যহং নারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে। ক্ষৌদ্রযুক্তং ফলরসমৌদুম্বরভবং

* আমং অপক্করসযুক্তং সপিচ্ছাপ্রতিমং পিচ্ছাশাল্মল্যাদিনির্য্যাসস্তত্তুল্যং পিচ্ছিলমিত্যর্থঃ। সপাণ্ডু সহশব্দোঽত্রেষদর্থঃ, তেনেষৎপাণ্ডু পুলাকতোয়প্রতিমং কফাত্তু, পুলাকস্তুচ্ছধান্যং, তদ্ধাবনতোয়তুল্যমিত্যর্থঃ। রুধিরং স্রবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ সপীতনীলাসিতরক্তম্ পীতাদিবর্ণযুক্তং পিত্তার্ত্তিযুক্তং দাহাদিযুক্তম্ ভৃশবেগি বারম্বারং প্রবৃত্তিযুক্তম্ ॥ ৪ ॥ পিশিতোদকাভং মাংসধাবনতোয়াভম্ ॥ ৫ ॥ সক্ষৌদ্রসর্পিঃ ক্ষৌদ্রাদিবর্ণসহিতং কুণপং শবগন্ধি ॥ ৬ ॥ বাতজা রোগাঃ আক্ষেপকাদয়ঃ ॥ ৭ ॥ নিঃপিচ্ছদাহার্ত্তি অপিচ্ছিলমদাহমশূলম্, এতেন বিকৃতবাতাদিলক্ষণরহিতমিত্যর্থঃ। পঞ্চরাত্রানুবন্ধি প্রভূতপ্রবৃত্ত্যা ত্রিরাত্রানুবন্ধি ততো মধ্যমপ্রবৃত্ত্যা পঞ্চরাত্রানুবন্ধি, ততঃ পরং কস্যাংচিচ্চেৎ স্রবতি তদা স্বল্পপ্রবৃত্ত্যা ষোড়শদিনানি যাবত্তদপি শুদ্ধমেব ॥ ৯ ॥ চৌহারজীরাযষ্টীমধুনীলকমলপুষ্পাণ্যেষাং প্রত্যেকং মাষদ্বয়ম্ সর্ব্বমেকীকৃত্য দধ্না কর্ষচতুষ্টয়েন পিষ্ট্বা। তত্র মাষাষ্টকং মধু ক্ষিপ্ত্বা পিবেৎ ॥১০॥ ব্যাঘ্রনখী বঘনহী ইতি লোকে ॥ ১৩ ॥ তণ্ডুলস্য তণ্ডুলীয়কস্য ॥ ১৪ ॥ অশোকবল্কলপলং দ্বাত্রিংশৎপলসম্মিতেন জলেন নিঃক্বাথ্য শেষং রক্ষেৎ পলাষ্টকম্ ক্বাথম্। তেন ক্বাথেন সহ ক্ষীরং পলাষ্টকমিতং বিপচেত্তত্র দুগ্ধাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ, তন্মধ্যে পলচতুষ্টয়মিতং দুগ্ধং পেয়ং বহ্নিবলাপেক্ষয়া ॥ ১৫ ॥

* (ক) ভ্রমইতি পাঠান্তরম্।

পিবেৎ। অসৃগ্দরবিনাশায় সশর্করপয়োঽন্নভুক্ * ॥ অলাবূফলচূর্ণস্য শর্করাসহিতস্য চ। মধুনা মোদকং কৃত্বা খাদেৎ প্রদরশান্তয়ে ॥ ১০—১৮ ॥

দার্ব্ব্যাদিক্বাথঃ—দার্বীরসাঞ্জনকিরাতবৃষাব্দবিল্ব-সক্ষৌদ্রচন্দনদিনেশভবপ্রসূনৈঃ। ক্বাথঃ কৃতো মধুযুতো বিধিনা নিপাতো রক্তং সিতঞ্চ সরুজং প্রদরং নিহন্তি ॥ রক্তপিত্তাধিকারোক্তং হিতং কুষ্মাণ্ডখণ্ডকম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি প্রদরাধিকারঃ।

অথ সোমরোগাধিকারঃ।

তত্র সোমরোগস্য নিদানপূর্ব্বিকাং সম্প্রাপ্তিমাহ—স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গেন শোকাচ্চাপি শ্রমাদপি। আভিচারিকযোগাদ্বা (ক) গরযোগাত্তথৈব চ ॥ আপঃ সর্ব্বশরীরস্থাঃ ক্ষুভ্যন্তি প্রস্রবন্তি চ। তস্যাস্তাঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তি হি ॥ ১।২ ॥

তস্য লক্ষণমাহ—প্রসন্না বিমলাঃ শীতা নির্গন্ধা নীরুজাঃ সিতাঃ। স্রবন্তি চাতিমাত্রং তাঃ সা ন শক্নোতি দুর্ব্বলা ॥ বেগং ধারয়িতুং তাসাং ন বিন্দতি সুখং ক্বচিৎ। শিরঃশিথিলতা তস্যা মুখং তালু চ শুষ্যতি ॥ মূর্চ্ছা জৃম্ভা প্রলাপশ্চ ত্বগ্রুক্ষা চাতিমাত্রতঃ। ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ ন তৃপ্তিং লভতে সদা ॥ সন্ধারণাচ্ছরীরস্য তাঃ আপঃ সোমসংজ্ঞিতাঃ। ততঃ সোমক্ষয়াৎ স্ত্রীণাং সোমরোগ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩—৬ ॥

অথ সোমরোগস্য চিকিৎসা—কদলীনাং ফলং পক্বং ধাত্রীফলরসং মধু। শর্করাসহিতং খাদেৎ সোমধারণমুত্তমম্॥ মাষচূর্ণং সমধুকং বিদারীং মধুশর্করাম্। পয়সা পায়য়েৎ প্রাতঃ সোমধারণমুত্তমম্ ॥ স এব সরুজঃ সোমঃ স্রবেন্মূত্রেণ চেন্মুহুঃ। তত্রৈলাপত্রচূর্ণেন পায়য়েত্তরুণীং সুরাম্ ॥ জলেনামলকীবীজকল্কং সমধুশর্করম্। পিবেদ্দিনত্রয়েণৈব শ্বেতপ্রদরনাশনম্ ॥ তক্রৌদনাহাররতা সংপিবেন্নাগকেশরম্। ত্র্যহং তক্রেণ সংপিষ্টং শ্বেতপ্রদরশান্তয়ে ॥ ৭—১১ ॥

অত্রৈব মূত্রাতীসারস্য লক্ষণমাহ—সোমরোগে চিরঞ্জাতে যদা মূত্রমতিস্রবেৎ ॥ মূত্রাতিসারং তং প্রাহুর্বলবিধ্বংসনং পরম্ ॥ ১২ ॥

ইতি সোমরোগমূত্রাতীসারাধিকারঃ।

---

* অন্নং ওদনম্ ॥ ১৭ ॥

(ক) অতিসারকযোগাদ্বেতি পাঠান্তরম্।

অথ যোনিরোগাধিকারঃ।

তত্র যোনিরোগাণাং নিদানান্যাহ—মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দুষ্টৈর্দোষৈঃ প্রদূষিতাৎ। আর্ত্তবাদ্ বীজতশ্চাপি দৈবাদ্বা স্যুর্ভগে গদাঃ ॥ ১ ॥

যোনিরোগাণাং নামান্যাহ—উদাবর্ত্তা তথা বন্ধ্যা বিপ্লুতা চ পরিপ্লুতা। বাতলা যোনিজো রোগো বাতদোষেণ পঞ্চধা ॥ পঞ্চধা পিত্তদোষেণ তত্রাদৌ লোহিতক্ষরা। প্রস্রংসিনী বামনী চ পুত্রঘ্নী পিত্তলা তথা ॥ অত্যানন্দা কর্ণিনী চ চরণানন্দপূর্ব্বিকা। অতিপূর্ব্বাপি সা জ্ঞেয়া শ্লেষ্মলা চ কফাদিমাঃ ॥ ষণ্ড্যণ্ডিনী চ মহতী সূচীবক্ত্রা ত্রিদোষিণী। পঞ্চৈতা যোনয়ঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপতঃ ॥ ২—৫ ॥

অথ তাসাং লক্ষণান্যাহ—সফেনিলমুদাবর্ত্তা রজঃ কৃচ্ছ্রেণ মুঞ্চতি। বন্ধ্যা নিরার্ত্তবা জ্ঞেয়া বিপ্লুতা নিত্যবেদনা ॥ পরিপ্লুতায়াং ভবতি গ্রাম্যধর্ম্মে রুজা ভৃশম্। বাতলা কর্কশা স্তব্ধা শূলনিস্তোদপীড়িতা ॥ চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু ভবন্ত্যনিলবেদনাঃ * ॥ সদাহং ক্ষরতে রক্তং যস্যাঃ সা লোহিতাক্ষরা। প্রস্রংসিনী স্রংসতে চ ক্ষোভিতা দুষ্প্রজায়িনী * ॥ সবাতমুদ্গিরেদ্বীজং বামনী রজসা যুতম্। স্থিতং হি পাতয়েদ্গর্ভং পুত্রঘ্নী রক্তসংস্রবাৎ * ॥ অত্যর্থং পিত্তলা যোনির্দাহপাকজ্বরান্বিতা। চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু পিত্তলিঙ্গোচ্ছ্রুয়ো ভবেৎ ॥ অত্যানন্দা ন সন্তোষং গ্রাম্যধর্ম্মেণ বিন্দতি। কর্ণিন্যাং কর্ণিকা যোনৌ শ্লেষ্মাসৃগ্‌ভ্যাং প্রজায়তে * ॥ ১২ ॥ মৈথুনে চরণাৎ পূর্ব্বাং পুরুষাদতিরিচ্যতে ॥ বহুশশ্চাতিচরণাস্তয়োর্বীজং নং তিষ্ঠতি * । শ্লেষ্মলা পিচ্ছিলা যোনিঃ কণ্ডুযুক্তাতিশীতলা। চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু শ্লেষ্মলিঙ্গোচ্ছ্রুয়ো ভবেৎ ॥ অনার্ত্তবাঽস্তনী ষণ্ডী খরস্পর্শা চ মৈথুনে। মহামেঢ্রগৃহীতায়া বালায়া অণ্ডিনী ভবেৎ * ॥ ১০—১৪ ॥

ত্রিদোষজামাহ—সর্ব্বলিঙ্গসমুত্থানা সর্ব্বদোষপ্রকোপজা। চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু সর্ব্বলিঙ্গনিদর্শনম্ ॥ ১৫ ॥

বিবৃতাং সূচীবক্ত্রামাহ—বিবৃতাতি মহযোনিঃ সূচীবক্ত্রাতিসংবৃতা।

অসাধ্যাং যোনিমাহ—পঞ্চাসাধ্যা ভবন্তীহ যোনয়ঃ সর্ব্বদোষজাঃ * ॥ ১৬ ॥

---

* অনিলবেদনাঃ তোদাদয়ঃ। বাতলায়াং ত্বতিবাতবেদনা বোদ্ধব্যাঃ। বাতলেত্যন্বর্থাৎ ॥ ৭ ॥ ক্ষোভিতা বিমর্দ্দিতা। স্রংসতে স্বস্থানাচ্চ্যবতে। দুষ্প্রজায়িনী দুষ্টপ্রজননশীলা ॥ ৮ ॥ পুত্রশব্দোঽত্রাপত্যোপলক্ষকঃ ॥ ৯ ॥ কর্ণিকা মাংসস্য কর্ণিকাকারোগ্রন্থিঃ ॥ ১১ ॥ অতিরিচ্যতে রজোমুঞ্চতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ বহুশঃ বারংবারমতিরিচ্যতে। তয়োঃ চরণাতিচরণয়োঃ ॥ ১৩ ॥ অস্তনী ঈষৎ স্তনৌ যস্যাঃ সা। অত্র লক্ষ্যা ষণ্ডী মহামেঢ্রঃ পুরুষস্তেন গৃহীতায়াঃ বালায়াঃ সূক্ষ্মযোনিচ্ছিদ্রায়াঃ। অণ্ডিনী অণ্ডবল্লম্বমানা যোনির্ভবতি ॥ ১৪ ॥ পঞ্চ ষণ্ডীপ্রভৃতয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যোনিকন্দস্য নিদানমাহ—দিবাস্বপ্নাদতিক্রোধাদ্ ব্যায়ামাদতিমৈথুনাৎ। ক্ষতাচ্চ নখদন্তাদ্যৈর্বাতাদ্যাঃ কুপিতা যথা *॥ ১৭॥

রূপমাহ—পূযশোণিতসঙ্কাশং লকুচাকৃতিসন্নিভম্। জনয়ন্তি যদা যোনৌ নাম্না কন্দঃ স যোনিজঃ *॥ ১৮॥

বাতজাদিভেদেন রূপম্—রুক্ষং বিবর্ণং স্ফুটিতং বাতিকং তং বিনির্দ্দিশেৎ। দাহরাগজ্বরযুতং বিদ্যাৎ পিত্তাত্মকং তু তম্॥ তিলপুষ্পপ্রতীকাশং (ক) কণ্ডূমন্তং কফাত্মকম্। সর্ব্বলিঙ্গসমাযুক্তং সন্নিপাতাত্মকং বদেৎ *॥ ১৯।২০॥

অথ নষ্টার্ত্তবচিকিৎসা—আর্ত্তবাদর্শনে-নারী মৎস্যান্ সেবেত নিত্যশঃ। কাঞ্জিকঞ্চ তিলান্মাষানুদশ্বিচ্চ তথা দধি *॥ ইক্ষ্বাকুবীজদন্তীচপলাগুড়মদনকিণ্বযবশূকৈঃ। সস্নুক্-ক্ষীরৈর্ব্বর্ত্তির্যোনিগতা কুসুমসংজননী *॥ পীতং জ্যোতিষ্মতীপত্রং স্বর্জ্জিকোগ্রাসনং ত্র্যহম্। শীতেন পয়সা পিষ্টং কুসুমং জনয়েদ্ধ্রুবম্ *॥ ২১—২৩॥

অথ বন্ধ্যাচিকিৎসা—বলাসিতা সাতিবলা মধূকং বটস্য শৃঙ্গং গজকেশরঞ্চ। এতন্মধুক্ষীরঘৃতৈর্নিপীতং বন্ধ্যা সুপুত্রং নিয়তং প্রসূতে॥ অশ্বগন্ধকষায়েণ সিদ্ধং দুগ্ধং ঘৃতান্বিতম্। ঋতুস্নাতাঙ্গনা প্রাতঃ পীত্বা গর্ভং দধাতি হি॥ পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষ্মণায়া মূলং দুগ্ধেন কন্যয়া। পিষ্টং পীত্বা ঋতুস্নাতা গর্ভং ধত্তে ন সংশয়ঃ॥ কুরণ্টমূলং ধাতক্যাঃ কুসুমানি বটাঙ্কুরাঃ। নীলোৎপলং পয়োযুক্তমেতদ্গর্ভপ্রদং ধ্রুবম্ *॥ যাহবলা পিবতি পার্শ্বপিপ্পলং জীরকেণ সহিতং হিতাশনী। শ্বেতয়া বিশিখপুঙ্খয়া যুতং সা সুতং জনয়তীহ নান্যথা *॥ পত্রমেকং পলাশস্য পিষ্ট্বা দুগ্ধেন গর্ভিণী। পীত্বা পুত্রত্বমাপ্নোতি বার্য্যবন্তং ন সংশয়ঃ। শূকরশিম্বীমূলং মধ্যং বা দধিফলস্য সপয়স্কম্। পীত্বাথো ভবলিঙ্গীবীজং কন্যাং ন সূতে স্ত্রী *॥ পুত্রকমঞ্জরীমূলং বিষ্ণুক্রান্তেশলিঙ্গিনী সহিতা। এতদ্গর্ভেহষ্টদিনং পীত্বা কন্যাং ন সর্ব্বথা সূতে *॥ ৩১॥

গর্ভাজনকম্—পিপ্পলীবিড়ঙ্গটঙ্কণসমচূর্ণং যা পিবেৎ পয়সা। ঋতুসময়ে ন হি তস্যা

---

* যথা স্বনিদানং কুপিতা বাতাদ্যাঃ ॥১৭॥ লকুচাকৃতিসন্নিভং লকুচাকারং লকুচফলকারং গুড়কমত্র বিশেষ্যং বোধ্যম্॥ ১৮॥ অতসীপুষ্পাদিবর্ণম্ ॥২০॥ অথ যোনিরোগাণাং চিকিৎসা, তত্র বন্ধ্যাচিকিৎসা। তস্যা লক্ষণমাহ নষ্টার্ত্তবা জ্ঞেয়েতি। ততঃ প্রথমতো নষ্টার্ত্তবচিকিৎসা আর্ত্তবেতি॥ ২১॥ ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বী। চপলা পিপ্পলী। মদনঃ ময়নফলম্॥ কিণ্বং সুরাবীজং ॥২২॥ জ্যোতিষ্মতী কটভীবৃক্ষবিশেষঃ করহী ইতি লোকে, অথবা উমিজিনী মালকংগুনী ইতি চ। অসনং আসনেতিলোকে, বিজয়সারঃ ইতি চ। পয়সা দুগ্ধেন॥ ২৩॥ কুরণ্টমূলং পীতপুষ্পকটসরৈয়া॥ ২৭॥ পার্শ্বপিপ্পলং গজহড় ইতি লোকে। শ্বেতপুষ্পায়া শরপুঙ্খয়া সহ॥ ২৮॥ শূকরশিম্বী সুঅরাসেবী। দধিফলঃ কৈথ তস্য মজ্জা। ভবলিঙ্গী পঞ্চগুরিয়া॥ ৩০॥ পুত্রমঞ্জরী পতজিয়া তস্যাং মূলং। ঈশলিঙ্গী পঞ্চগুলিয়া॥ ৩১॥

(ক) নীলপুষ্পপ্রতীকাশমিতি পাঠান্তরম্।

গর্ভঃ সঞ্জায়তে ক্বাপি *॥ আরনালপরিপেষিতং ত্র্যহং যা জয়াকুসুমমত্তি পুষ্পিনী। সৎপুরাণগুড়মুষ্টিসেবিনী সন্দধাতি ন হি গর্ভমঙ্গনা॥ ৩৩॥

বাতাদীনাং ক্রমেণ চিকিৎসা—তাসু যোনিষু চাদ্যাসু স্নেহাদিক্রম ইষ্যতে। বস্ত্যভ্যঙ্গপরীষেকপ্রলেপাঃ পিচুধারণম্ *॥ নতবার্ত্তাকিনীকুষ্ঠসৈন্ধবামরদারুভিঃ। তিলতৈলং পচেন্নারী পিচুমস্য বিধারয়েৎ *॥ বিপ্লুতায়াং সদা যোনৌ ব্যথা তেন প্রশাম্যতি। বাতলাং কর্কশাং স্তব্ধামল্পস্পর্শাং তথৈব চ॥ কুম্ভীস্বেদৈরুপচরেদন্তর্বেশ্মনি সংবৃতে। ধারয়েদ্বা পিচুং যোনৌ তিলতৈলস্য সা সদা॥ পিত্তলানাঞ্চ যোনীনাং সেকাভ্যঙ্গপিচুক্রিয়াঃ। শীতাঃ পিত্তহরাঃ কার্য্যাঃ স্নেহনার্থং ঘৃতানি চ॥ প্রস্রংসিনীং ঘৃতাভ্যক্তাং ক্ষীরস্বিন্নাং প্রবেশয়েৎ। পিধায় বেশবারেণ ততো বন্ধং সমাচরেৎ॥ শুণ্ঠীমরিচকৃষ্ণাভির্ধান্যকাজাজিদাড়িমৈঃ। পিপ্পলীমূলসংযুক্তৈর্বেশবারঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥ ধাত্রীরসং সিতাযুক্তং যোনিদাহে পিবেৎ সদা। সূর্য্যকান্তাভবং মূলং পিবেদ্বা তণ্ডুলাম্বুনা॥ যোন্যাং তু পূয়স্রাবিণ্যাং শোধনদ্রব্যনির্ম্মিতৈঃ। সগোমূত্রৈঃ সলবণৈঃ পিণ্ডৈঃ সংপূরণং হিতম্ *॥ দুর্গন্ধাং পিচ্ছিলাং বাপি চূর্ণৈঃ পঞ্চকষায়জৈঃ। পূরয়েৎ ধাবয়েদ্রাজবৃক্ষাদিক্বথিতাম্বুনা *॥ পিপ্পল্যা মরিচৈর্মাষৈঃ শতাহ্বাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ। বর্ত্তিস্তুল্যা প্রদেশিন্যা যোনৌ শ্লেষ্মবিশোধিনী॥ কর্ণিন্যাং বর্ত্তিকা দেয়াঃ শোধনদ্রব্যনির্ম্মিতাঃ। গুড়ূচীত্রিফলাদন্তীক্বথিতোদকধারয়া॥ যোনিং প্রক্ষালয়েত্তেন তত্র কণ্ডূঃ প্রশাম্যতি। মুদ্গযূষং সখদিরং পথ্যাং জাতীফলং তথা॥ নিম্বং পূগঞ্চ সংচূর্ণ্য বস্ত্রপূতং ক্ষিপেদ্ভগে। যোনির্ভবতি সংকীর্ণা ন স্রবেচ্চ জলং ততঃ॥ কপিকচ্ছূভবং মূলং ক্বাথয়েদ্বিধিনা ভিষক্। যোনিঃ সংকীর্ণতাং যাতি ক্বাথেনানেন ধাবয়েৎ॥ জীরকদ্বিতয়ং সুষবীসুরভির্বচা। বাসকঃ সৈন্ধবশ্চাপি যবক্ষারো যবানিকা॥ এষাং চূর্ণং ঘৃতে কিঞ্চিদ্ ভৃষ্টা খণ্ডেন মোদকম্। কৃত্বা খাদেদ্যথাবহ্নি যোনিরোগাদ্বিমুচ্যতে॥ মূষকক্বাথসংসিদ্ধতিলতৈলকৃতো পিচুঃ। নাশয়েদ্ যোনিরোগাংস্তান্ ধৃতো যোনৌ ন সংশয়ঃ॥ ৩৪—৫১॥

ত্রিফলাঘৃতম্—ত্রিফলাং দ্বৌ সহচরৌ গুড়ূচীং সপুনর্নবাম্। শুকনাসাং হরিদ্রে দ্বে রাস্নাং মেদাং শতাবরীম্। কল্কীকৃত্য ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ ক্ষীরে চতুর্গুণে। তৎ সিদ্ধং পায়য়েন্নারীং যোনিরোগপ্রশান্তয়ে॥ ৫২। ৫৩॥

ফলঘৃতম্—মঞ্জিষ্ঠা মধুকং কুষ্ঠং ত্রিফলা শর্করা বলা। মেদে পয়স্যা কাকোলী মূলং চৈবাশ্বগন্ধজম্ *॥ অজমোদা হরিদ্রে দ্বে প্রিয়ঙ্গুঃ কটুরোহিণী। উৎপলং কুমুদং

---

* গর্ভপ্রদভেষজকথনাবসরে গর্ভাজনকভেষজমাহ পিপ্পলীতি॥ ৩২॥ বস্তিরত্রোত্তরবস্তিঃ। পিচুঃ ফাহা ইতি লোকে॥ ৩৪॥ নতং তগরং। বার্ত্তাকিনী বরহেটা॥ ৩৫॥ শোধনদ্রব্যানি নিম্বপত্রাদীনি॥ ৪২॥ পঞ্চকষায়াঃ বচাবাসাপটোলপ্রিয়ঙ্গুনিম্বাঃ। রাজবৃক্ষঃ ঘনবহেরা॥ ৪৩॥ তুল্যা প্রদেশিন্যা দৈর্ঘ্যেণ পরিণাহেন চ॥ ৪৪॥ মেদামহামেদয়োরভাবে শতাবরী দ্বিগুণা দেয়া। পয়স্যা ক্ষীরকাকোলী। তদ্ যুগলাভাবে অশ্বগন্ধা দ্বিগুণা দেয়া॥ ৫৪॥

দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ চন্দনদ্বয়ম্ *॥ এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। শতাবরীরসং ক্ষীরং ঘৃতাদ্দেয়ং চতুর্গুণম্॥ সর্পিরেতন্নরঃ পীত্বা স্ত্রীষু নিত্যং বৃষায়তে। পুত্রান্ জনয়তে বীরান্ মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্॥ যা চৈবাস্থিরগর্ভা স্যাৎ পুত্রং বা জনয়েন্মৃতম্ অল্পায়ুষং বা জনয়েদ্যা চ কন্যাং প্রসূয়তে॥ যোনিরোগে রজোদোষে পরিস্রাবে চ শস্যতে। প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্॥ নাম্না ফলঘৃতং হ্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্। অনুক্তঃ লক্ষ্মণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ॥ জীববৎসৈকবর্ণায়া ঘৃতং তত্র প্রযুজ্যতে। আরণ্যগোময়েনৈব বহ্নিজ্বালা চ দীয়তে॥ ৫৪—৬১॥ ইতি ফলঘৃতং সকলযোনি-রোগেষু।

অথ যোনিকন্দস্য চিকিৎসামাহ—গৈরিকাম্রাস্থিজন্তুঘ্নরজন্যঞ্জনকট্ফলাঃ। পূরয়েদ্যোনিমেতেষাং চূর্ণৈঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতৈঃ॥ ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ সক্ষৌদ্রেণ চ সেচয়েৎ॥ প্রমদা যোনিকন্দেন ব্যাধিনা পরিমুচ্যতে॥ ৬২। ৬৩॥

গুর্ব্বিণ্যা রোগাণাং চিকিৎসা—হ্রীবেরাতিবিষামুস্তমোচশক্রৈর্ঘৃতং জলম্। দদ্যাদ্গর্ভে প্রচলিতে প্রদরে কুক্ষিরুজ্যপি *॥ ইতি চলিতগর্ভস্থাপনে হ্রীবেরাদিক্কাথঃ॥ মধুকং চন্দনোশীরসারিবাপদ্মপত্রকৈঃ। শর্করামধুসংযুক্তৈঃ কষায়ো গর্ভিণীজ্বরে। চন্দনং সারিবালোধ্রমৃদ্বীকাশর্করান্বিতম্॥ ক্কাথং কৃত্বা প্রদদ্যাচ্চ গর্ভিণীজ্বরশান্তয়ে। পীতং বিশ্বমজাক্ষীরৈর্নাশয়েদ্বিষমজ্বরম্ *॥ আম্রজম্বূত্বচঃ ক্কাথৈর্লেহয়েল্লাজশক্তুকম্। অনেন লীঢ়মাত্রেণ গর্ভিণী গ্রহণীং জয়েৎ॥ হ্রীবেরারলুরক্তচন্দনবলাধান্যাকবৎসাদনী, মুস্তোশীর-যবাসপর্পটবিষাক্কাথং পিবেদ্ গর্ভিণী। নানাব্যাধিরুজাতিসারগদকে রক্তস্রুতৌ বা জ্বরে যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতঃ সূত্যাময়েঽপ্যুত্তমঃ॥ ৬৪—৬৯॥

গর্ভস্য স্রাবপাতয়োর্নিদানমাহ—গ্রাম্যধর্ম্মাধ্বগমনযানায়াসপ্রপীড়নৈঃ। জ্বরোপবাসোৎপতনপ্রহারাজীর্ণধাবনৈঃ॥ বমনাচ্চ বিরেকাচ্চ কুন্থনাদ্ গর্ভপাতনাৎ। তীক্ষ্ণধারোষ্ণকটুকতিক্তরুক্ষনিষেবণাৎ*॥ বেগাভিঘাতাদ্বিষমাদাসনাচ্ছয়নাত্তথা। গর্ভে পততি রক্তস্য সশূলং দর্শনং ভবেৎ *॥ ৭০—৭২॥

স্রাবপাতয়োরবধিমাহ—আচতুর্থাত্ততো মাসাৎ প্রস্রবেদ্গর্ভবিদ্রবঃ। ততঃ স্থিরশরীরস্য পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ *॥ ৭৩॥

---

* প্রিয়ঙ্গুস্থানে কেচিদ্ধিঙ্গুং পঠন্তি। পয়স্যাকাকোলীত্যুক্ত্বা পুনঃ কাকোল্যৌ ইতি কাকোলী-ক্ষীরকাকোল্যৌ দ্বৈগুণ্যার্থং। এতস্য ফলঘৃতস্য পাঠোনানাবিধস্তন্ত্রেষু। তত্র হিঙ্গুবচাতগরজীবকর্ষভকা এবাধিকাঃ জীবকর্ষভয়োরভাবে বিদারীকন্দো দ্বিগুণো দেয়ঃ॥ ৫৫॥ কুক্ষিরুক্ উদরব্যথা॥ ৬৪॥ গর্ভিণ্যাঃ॥ ৬৭॥ গর্ভপাতনাৎ গর্ভপাতনং নিয়মেন গর্ভপাতনশীলং দ্রব্যম্॥ ৭১॥ গর্ভস্য স্রাবপাতয়োঃ পূর্ব্বরূপমাহ॥ গর্ভে পততি ইত্যাদি। পততি স্রাবেণ পাতেন বা পতিষ্যতি॥ ৭২॥ আচতুর্থা-মাসাৎ চতুর্থমাসপর্য্যন্তং গর্ভস্য বিদ্রবঃ শোণিতরূপঃ গর্ভঃ স্রবতি শোণিতমিতি ভোজবচনাৎ স্থিরশরীরস্য কঠিনশরীরস্য॥ ৭৩॥

গর্ভপাতস্য দৃষ্টান্তং দর্শয়তি—গর্ভোঽভিঘাতবিষমাসনপীড়নাদ্যৈঃ পক্বং দ্রুমাদিব ফলং পততি ক্ষণেন * ॥ ৭৪ ॥

গর্ভস্রাবস্য চিকিৎসা—গুর্ব্বিণ্যা গর্ভতো রক্তং স্রবেদ্ যদি মুহুর্মুহুঃ। তন্নিরোধায় সা দুগ্ধমুৎপলাদিশৃতং পিবেৎ ॥ ৭৫ ॥

উৎপলাদিগণমাহ—উৎপলং নীলমারক্তং কহ্লারং কুমুদং তথা। শ্বেতাম্ভোজঞ্চ মধুকমুৎপলাদিরয়ং গণঃ ॥ সংশীলিতো হরত্যেব দাহং তৃষ্ণাং হৃদাময়ম্। রক্তপিত্তঞ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ তথাচ্ছর্দ্দিমরোচকম্ ॥ ৭৬। ৭৭ ॥

গর্ভপাতস্যোপদ্রবানাহ—প্রস্রংসমানে গর্ভে স্যাদ্দাহঃ শূলঞ্চ পার্শ্বয়োঃ। পৃষ্ঠরুক্ প্রদরানাহৌ মূত্র সঙ্গশ্চ জায়তে * ॥ ৭৮ ॥

গর্ভস্য স্থানান্তরগমনে চোপদ্রবানাহ—স্থানাৎ স্থানান্তরং তস্মিন্ প্রযাত্যপি চ জায়তে। আমপক্বাশয়াদৌ তু ক্ষোভঃ পূর্ব্বেঽপ্যুপদ্রবাঃ * ॥ ৭৯ ॥

অথ তস্য চিকিৎসা—স্নিগ্ধশীতক্রিয়াস্তেষু দাহাদিষু সমাচরেৎ। কুশকাশোরুবূকানাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ। শৃতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যাঃ শূলহৃৎ পরম্ ॥ শ্বদংষ্ট্রামধুকক্ষুদ্রাম্লানৈঃ সিদ্ধং পয়ঃ পিবেৎ। শর্করামধুসংযুক্তং গর্ভিণীবেদনাপহম্ * ॥ মৃৎকোষ্ঠাগারিকাগেহসম্ভবা নবমালিকা। সমঙ্গাং ধাতকীপুষ্পং গৈরিকং চ রসাঞ্জনম্ * ॥ তথা সর্জ্জরসশ্চৈতান্ যথালাভং বিচূর্ণয়েৎ। তচ্চূর্ণং মধুনা লিহ্যাদ্গর্ভপাতপ্রশান্তয়ে ॥ কসেরুৎপলশৃঙ্গাটকল্কং বা পয়সা পিবেৎ। পক্বং বচারসোনাভ্যাং হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতম্ ॥ আনাহে তু পিবেদ্দুগ্ধং গুর্বিবণী সুখিনী ভবেৎ * ॥ তৃণপঞ্চকমূলানাং কল্কেন বিপচেৎ পয়ঃ। তৎপয়ো গুর্ব্বিণী পীত্বা মূত্রসঙ্গাদ্বিমুচ্যতে ॥ শালীক্ষুকুশকাশৈঃ স্যাৎ শরেণ তৃণপঞ্চকম্। এষাং মূলং তৃষাদাহপিত্তাসৃঙ্মূত্রসঙ্গহৃৎ ॥ ৮০—৮৬ ॥

অতঃপরং মাসানুমাসিকং বক্ষ্যামঃ— মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ। অশ্মন্তকস্তিলাঃ কৃষ্ণাস্তাম্রবল্লী শতাবরী * ॥ বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ প্রিয়ঙ্গুৎপলসারিবা। অনন্তা সারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ * ॥ বৃহত্যৌ কাশ্মরী চাপি ক্ষীরিশুঙ্গাস্ত্বচো ঘৃতম্। পৃশ্নিপর্ণী বচা শিগ্রুশ্বদংষ্ট্রা মধুপর্ণিকা * ॥ শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকং

---

* যথা বৃন্তলগ্নং পক্বং ফলমভিঘাতেনাকালে এব পততি, তথা গর্ভোঽপ্যভিঘাতাদিনাঽকালে পততি ॥ ৭৪ ॥ প্রস্রংসমানে পততি ॥ ৭৮ ॥ পূর্ব্বেঽপ্যুপদ্রবাঃ পার্শ্বশূলাদয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ অম্লানঃ পুষ্পজাতিঃ অয়ং বাণপুষ্প ইতি গৌড়াদৌ প্রসিদ্ধঃ ॥ ৮১ ॥ মৃৎকোষ্ঠাগারিকাগেহসম্ভবা কোষ্ঠাগারকারিকা কিরটী তন্নির্ম্মিতগৃহভবা মৃত্তিকা। সমঙ্গা লজ্জালুঃ ॥ ৮২ ॥ সৌবর্চ্চলং চৌহার ইতি লোকে ॥ ৮৪ ॥ শাকবীজং শাকো মহাবৃক্ষঃ কর্কশপত্রস্তস্য বীজং। পয়স্যাত্র ক্ষীরকাকোলী, তদলাভেঽশ্বগন্ধা গ্রাহ্যা। অশ্মন্তকঃ কোবিদারসদৃশোঽম্লপত্রো অম্লোন ইতি লোকে। তাম্রবল্লী রামকান্তা, মঞ্জিষ্ঠা ইতি লোকে ॥ ৮৭ ॥ প্রিয়ঙ্গুঃ কঙ্গুঃ। অনন্তা উৎপলসারিবা। পদ্মা পদ্মচারিণী ভার্গীতি কেচিৎ ॥ ৮৮ ॥ বৃহত্যৌ স্থূলকণ্টা বহুফলা চ। ক্ষীরিশুঙ্গা ক্ষীরিণাং বটাদীনাং শুঙ্গাঃ, অবিকাশিতাঃ প্রবালাঃ। মধুপর্ণিকা গম্ভারী ॥ ৮৯ ॥

সিতা। বৎসৈতে সপ্ত যোগাঃ স্যুরর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ॥ যথাসংখ্যং প্রযোক্তব্যং গর্ভস্রাবে পয়োযুতাঃ। এবং গর্ভে নিপততি গর্ভশূলঞ্চ শাম্যতি *॥ কপিত্থবৃহতীবিল্বপটোলেক্ষু-নিদিগ্ধিকাঃ। মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি দাপয়েদ্ভিষগষ্টমে *॥ নবমে মধুকানন্তা-পয়স্যাঃ সারিবাঃ পিবেৎ *। ক্ষীরং শুণ্ঠীপয়স্যাভ্যাং সিদ্ধং স্যাদ্দশমে হিতম্। সক্ষীরং বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং সুরদারু চ *। ক্ষীরিকামুৎপলং দুগ্ধং সমঙ্গামূলকং শিবাম্। পিবেদেকাদশে মাসি গর্ভিণী শূলশান্তয়ে *। সিতা বিদারী কাকোলী ক্ষীরী চৈব মৃণালিকা। গর্ভিণী দ্বাদশে মাসি পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্। এবমাপ্যায়তে গর্ভস্তীব্রা রুক্ চোপশাম্যতি *॥ ৮৭—৯৬॥

বাতশুষ্কস্য গর্ভস্য চিকিৎসা—গর্ভো বাতেন সংশুষ্কো নোদরং পূরয়েদ্ যদি। সা বৃংহণীয়ৈঃ সংসিদ্ধং দুগ্ধং মাংসরসং পিবেৎ॥ শুক্রার্ত্তবমজাতাঙ্গং সংশুষ্কং মরুতার্দ্দিতম্। ত্যক্তং জীবেন তৎ তস্মাৎ কঠিনঞ্চাবতিষ্ঠতে॥ শুক্রার্ত্তবার্দ্দকো বায়ুরুদরাধ্মানকৃদ্ভবেৎ। কদাচিচ্চেত্তদাধ্মানং স্বয়মেব প্রশাম্যতি॥ নৈগমেয়েন গর্ভোঽহয়ং হৃতো লোকধ্বনিস্তদা। স এবাল্পপ্রবৃত্ত্যা চেল্লঘুর্ভূত্বাবতিষ্ঠতি *। তদা স গর্ভো ভবতি লোকে নাগোদরাহ্বয়ঃ। ধান্যকুট্টনমুখ্যা স্যাচ্চিকিৎসা তূভয়োরপি॥ ৯৭—১০১॥

প্রসবমাসাঃ—নবমে দশমে মাসি নারী গর্ভং প্রসূয়তে। একাদশে দ্বাদশে বা ততোঽন্যত্র বিকারতঃ॥ ১০২॥

প্রসবমাসমতিক্রম্য স্থায়িনি গর্ভে চিকিৎসা—বাতেন গর্ভসঙ্কোচাৎ প্রসূতিসময়েঽপি যা। গর্ভং ন জনয়েন্নারী তস্যাঃ শৃণু চিকিৎসিতম্॥ কুট্টয়েন্মুশলেনৈষা কৃত্বা ধান্যমুদূখলে। বিষমঞ্চাশনং পানং সেবেত প্রসবার্থিনী॥ ১০৩। ১০৪॥

কালে প্রসববিলম্বে চিকিৎসামাহ—প্রসবস্য বিলম্বে তু ধূপয়েদভিতো ভগম্। কৃষ্ণসর্পস্য নির্ম্মোকৈস্তথা পিণ্ডীতকেন বা *॥ তন্তুনা লাঙ্গলীমূলং বধ্নীয়াদ্ধস্তপাদয়োঃ। সুবর্চ্চলাং বিশল্যাং বা ধারয়েদাশু সূয়তে *॥ করঙ্কীভূতগোমূর্দ্ধা সূতিকাভবনোপরি। স্থাপিতস্তৎক্ষণান্নার্য্যাঃ সুখং প্রসবকারকঃ *॥ পোতকীমূলকল্কেন তিলতৈলযুতেন চ। যোনেরভ্যন্তরং লিপ্ত্বা সুখং নারী প্রসূয়তে *॥ কৃষ্ণাবচা চাপি জলেন পিষ্ট্বা সৈরণ্ডতৈলা খলু নাভিলেপাৎ। সুখং প্রসূতিং কুরুতেঽঙ্গনানাং নিপীড়িতানাং বহুভিঃ প্রমাদৈঃ॥

* পয়োযুতাঃ প্রতিমাসং অর্দ্ধশ্লোকোক্তাঃ; ঔষধমিলিতাঃ কর্ষমিতাঃ শীততোয়েন সংপিষ্টাঃ পলমিতেন দুগ্ধেনালোড়িতাঃ পাতব্যা ইত্যর্থঃ॥ ৯১॥ কপিত্থাদীনাং মূলানি মিলিতানি পলমিতানি পলাষ্টকমিতে ক্ষীরে দ্বাত্রিংশজ্জলপলযুক্তে ক্বাথয়িত্বা ক্ষীরমাত্রমবশিষ্টং পাতুং দদ্যাদিত্যর্থঃ॥ ৯২॥ অত্রাপি মধুকাদীনি মিলিত্বা কর্ষমিতানি শীততোয়েন সংপিষ্টানি পলপরিমিতেন দুগ্ধেনালোড়িতানি পিবেৎ॥ ৯৩॥ দশমে শুণ্ঠীপয়স্যাভ্যাং পূর্ব্ববৎ কথিতং পিবেৎ অথবা শুণ্ঠীমধুকসুরদারূণি শীতলজল-পিষ্টানি দুগ্ধেনালোড়িতানি পিবেৎ॥ ৯৪॥ অত্র ক্ষীরিকায়াঃ ফলং দত্তাৎ সমঙ্গামূলকম্ লজ্জালুমূলম্॥ ৯৫॥ কাকোল্যভাবেঽশ্বগন্ধা মূলং গ্রাহ্যম্॥ ৯৬॥ নৈগমেয়ঃ বালগ্রহঃ॥ ১০০॥ নির্ম্মোকঃ সর্পকঞ্চুকঃ পিণ্ডীতকঃ ময়নফল ইতি লোকে॥ ১০৫॥ সুবর্চ্চলা সূর্য্যক্রান্তা বিশল্যা পাটলা॥ ১০৬॥ করঙ্কীভূতঃ অস্থিমাত্রেণ স্থিতঃ॥ ১০৭॥ পোতকী পোই ইতি লোকে॥ ১০৮॥

মাতুলুঙ্গস্য মূলং তু মধুকেন যুতং তথা। ঘৃতেন সহিতং পীত্বা সুখং নারী প্রসূয়তে॥ ইক্ষ্বা-কুত্তরমূলং নিজতনুমানেন তন্তুনা বদ্ধা। কটিবিষয়ে গর্ভবতী সুখেন সূতেঽবিলম্বেন॥ তালস্য চোত্তরং মূলং স্বপ্রমাণেন তন্তুনা। বদ্ধা কট্যান্তু নিয়তং সুখং নারী প্রসূয়তে॥ ১০৫—১১২॥

মূঢ়গর্ভস্য নিদানসম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—মূঢ়ঃ করোতি পবনঃ খলু মূঢ়গর্ভম্ শূলঞ্চ যোনিজঠরাদিষু মূত্রসঙ্গম্। ভুগ্নোঽনিলেন বিগুণেন ততঃ স গর্ভঃ সংখ্যা-মতীত্য বহুধা সমুপৈতি যোনিম্ * ॥ ১১৩॥

তত্রাদৌ চতুরঃ প্রকারানাহ—সঙ্কীলকঃ প্রতিখুরঃ পরিঘোঽথ বীজস্তেষূর্দ্ধ-বাহুচরণৈঃ শিরসা চ যোনৌ। সঙ্গী চ যো ভবতি কীলকবৎ স কীলো দৃশ্যৈঃ খুরৈঃ প্রতিখুরঃ স হি কায়সঙ্গী। গচ্ছেদ্ভুজদ্বয়শিরাঃ স চ বীজকাখ্যো যোনৌ স্থিতঃ সপরিঘঃ পরিঘেণ তুল্যঃ * ॥ ১১৪॥

অষ্টৌ প্রকারানাহ—দ্বারং নিরুধ্য শিরসা জঠরেণ কশ্চিৎ কশ্চিৎ শরীরপরি-বর্ত্তিতকুব্জকায়ঃ। একেন কশ্চিদপরস্তু ভুজদ্বয়েন তির্য্যগ্‌গতো ভবতি কশ্চিদবাঙ্মুখোঽন্যঃ। পার্শ্বাপবৃত্তগতিরেতি তথৈব কশ্চিদিত্যষ্টধা ভবতি গর্ভগতিঃ প্রসূতৌ * ॥ ১১৫॥

সুশ্রুতস্ত্বষ্টৌ প্রকারান্তরানাহ—কশ্চিদ্দ্বাভ্যাং সক্‌থিভ্যাং যোনিমুখং প্রতিপদ্যতে (১)। কশ্চিদাভুগ্নৈকসক্‌থিরিতরেণ সক্‌থ্না (২)। কশ্চিদাভুগ্নসক্‌থিশরীরঃ স্ফিগ্‌দেশেন তির্য্যগ্‌গতঃ (৩)। কশ্চিদুরঃপার্শ্বপৃষ্ঠানামন্যতমেন যোনিদ্বারং পিধায়াবতি-ষ্ঠতে (৪)। অন্যঃ পার্শ্বাপবৃত্তশিরাঃ কশ্চিদেকেন বাহুনা (৫)। কশ্চিদাভুগ্নশিরা বাহুদ্বয়েন (৬)। কশ্চিদাভুগ্নমধ্যো হস্তপাদশিরোভিঃ (৭)। কশ্চিদেকেন সক্‌থা যোনিদ্বারং প্রতিপদ্যতে, অপরেণ পায়ুমিতি (৮)॥ ১১৬॥

---

* অস্যায়মর্থঃ—পবনঃ স্বহেতুভিঃ কুপিতঃ ততো মূঢ়ঃ রুদ্ধগতিঃ মূঢ়গর্ভং রুদ্ধগতিং গর্ভং যোন্যাদিষু শূলং মূত্রসঙ্গঞ্চ করোতি ততঃ তেন অনিলেন বিগুণেন রুদ্ধগতিনা স গর্ভঃ ভুগ্নঃ কুটিলীকৃতঃ চতুর্ভিঃ প্রকারৈঃ যাতীত্যর্থঃ অষ্টভিরপরে তৎসঙ্খ্যানিরাসার্থমাহ সঙ্খ্যামতীত্য উক্তাং সঙ্খ্যামতিক্রম্য বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈঃ যোনিং সমুপৈতি॥১১৩॥ সংশব্দোঽত্র ছন্দোঽনুরোধাৎ কপ্রত্যয়োঽপি স্বার্থং, তেন কীল ইতি নাম তস্য লক্ষণমাহ ঊর্দ্ধবাহু চরণৈরিতি উত্থিতৈঃ বাহুচরণশিরোভিঃ যোনৌ যঃ সঙ্গীভবতি, স কীলঃ কীলকাখ্যো মূঢ়গর্ভঃ দৃশ্যৈর্বহির্গতৈঃ, খুরৈঃ খুরসাধর্ম্যাৎ খুরশব্দেনাত্র হস্তৌ পাদৌ চ গৃহ্যেতে তেন হস্তদ্বয়পাদদ্বয়ৈর্বহির্গতৈঃ প্রতিখুরঃ সহি কায়সঙ্গী হস্তপাদেতরকায়েন সক্তো ভবতি। যো গর্ভঃ ভুজদ্বয়শিরাঃ ভুজদ্বয়মধ্যে শিরো যস্য এতাদৃক্ গচ্ছেন্নিঃসরেৎ, তচ্ছেষেণ শরীরেণ সক্তো ভবতি, স বীজকাখ্যঃ পরিঘবদ্‌যোনৌ স পরিঘঃ॥১১৪॥ অয়মর্থঃ কশ্চিৎ শিরসা যোনিদ্বারং নিরুধ্য সক্তো ভবতি জঠরেণ,তং নিরুধ্য কশ্চিৎ কুব্জকায়েন স কুব্জেন পৃষ্ঠেন সক্তো ভবতি, কশ্চিদেকেন ভুজেন যোনিস্থতেন সক্তো ভবতি, কশ্চিদ্ ভুজদ্বয়েন তির্য্যগ্‌ভূত্বা সক্তো ভবতি, অন্যঃ গ্রীবাভঙ্গাদধোভূতেন মুখেন সক্তো ভবতি, কশ্চিৎ পার্শ্বেন অপবৃত্ত্যা নিরুদ্ধা গতির্যস্য এবম্বিধঃ যোনিদ্বারং এতি যাতি॥ ১১৫॥

অসাধ্যমূঢ়গর্ভগর্ভিণ্যালক্ষণমাহ—অপবিদ্ধশিরা যা তু শীতাঙ্গী নিরপত্রপা। নীলোদ্গতশিরা হন্তি সা গর্ভং স চ তান্তথা * ॥ ১১৭ ॥

মৃতগর্ভস্য ক্রমেণ কর্ম্মণার্থং লক্ষণমাহ—গর্ভাস্পন্দনমাবীনাং প্রণাশঃ শ্যাবপাণ্ডুতা। ভবেদুচ্ছ্বাসপূতিত্বং শূনতান্তর্ম্মৃতে শিশৌ * ॥ ১১৮ ॥

গর্ভস্য মরণে হেতুমাহ—মানসাগন্তুভির্মাতুরুপতাপৈঃ প্রপীড়িতঃ। গর্ভো ব্যাপদ্যতে কুক্ষৌ ব্যাধিভিশ্চ প্রপীড়িতঃ * ॥ ১১৯ ॥

অপরমসাধ্যগর্ভিণীলক্ষণমাহ—যোনিসম্বরণং সঙ্গঃ কুক্ষৌ মক্কল্ল এব চ। হন্যুঃ স্ত্রিয়ং মূঢ়গর্ভো যথোক্তাশ্চাপ্যুপদ্রবাঃ * ॥ ১২০ ॥

অথ মূঢ়গর্ভস্য চিকিৎসা—যাভিঃ সঙ্কটকালেঽপি বহ্ব্যো নার্য্যঃ প্রসাবিতাঃ। সম্যক্ লব্ধং যশস্তাস্তু নার্য্যঃ কুর্য্যুরিমাং ক্রিয়াম্॥ গর্ভে জীবতি মূঢ়ে তু গর্ভং যত্নেন নির্হরেৎ। হস্তেন সর্পিষাক্তেন যোনেরন্তর্গতেন সা * ॥ মৃতে তু গর্ভে গর্ভিণ্যা যোনৌ শস্ত্রং প্রবেশয়েৎ। শস্ত্রশাস্ত্রার্থবিদুষী লঘুহস্তা ভয়োজ্ঝিতা॥ সচেতনং তু শস্ত্রেণ ন কথঞ্চন দারয়েৎ॥ স দীর্য্যমাণো জননীমাত্মানং চাপি মারয়েৎ। নোপেক্ষেত মৃতং গর্ভং মুহূর্ত্তমপি পণ্ডিতঃ। তদাশু জননীং হন্তি প্রভূতান্নং যথা পশুম্ * ॥ ১২১—১২৪ ॥

ছেদনপ্রকারমাহ—যদ্যদঙ্গং হি গর্ভস্য যোনৌ সক্তং তু তদ্ভিষক্। সম্যগ্বিনির্হরেচ্ছিত্ত্বা রক্ষেন্নারীং প্রযত্নতঃ॥ এবং নির্হৃতশল্যাং তাং সিঞ্চেদুষ্ণেন বারিণা। ততোঽভ্যক্তশরীরায়া যোনৌ স্নেহং বিধারয়েৎ। এবং মৃদ্বী ভবেদ্‌যোনিস্তচ্ছূলং চোপশাম্যতি ॥ ১২৫। ১২৬ ॥

প্রসূতায়া যোনৌ ক্ষতাদেশ্চিকিৎসা—তুম্বীপত্রং তথা লোধ্রং সমভাগং সুপেষয়েৎ। তেন লেপো ভগে কার্য্যঃ শীঘ্রং স্যাদ্‌যোনিরক্ষতা॥ পলাশোডুম্বরফলং তিলতৈলসমন্বিতম্। যোনৌ বিলিপ্তং মধুনা গাঢ়ীকরণমুত্তমম্॥ প্রসূতা বনিতা বৃদ্ধকুক্ষিহ্রাসায় সম্পিবেৎ। প্রাতর্ম্মথিতসংমিশ্রাং ত্রিসপ্তাহাৎ কণাজটাম্॥ ১২৭—১২৯ ॥

---

* অপবিদ্ধশিরাঃ অবনতশিরাঃ শিরোঽপি ধারয়িতুং অশক্তেতি যাবৎ। নিরপত্রপা লজ্জাশূন্যা। নীলোদ্গতশিরা কুক্ষৌ নীলা উদ্গতা শিরা যস্যাঃ সা ॥ ১১৭ ॥ গর্ভাস্পন্দনং গর্ভস্যাচলত্বং, আবীনাং প্রণাশ ইতি প্রসববেদনানামভাবঃ, অথবা আবীশব্দেন প্রসবলিঙ্গানি মূত্রকফপ্রসেকাদীনি কথ্যন্তে, তেষাং নাশঃ, শূনং অন্তর্মৃতস্য শিশোরুচ্ছূনতয়া ॥ ১১৮ ॥ উপতাপঃ দুঃখং মানস উপতাপো বন্ধুধনক্ষয়াদিনা, আগন্তুরুপতাপঃ প্রহারাদিঃ ॥১১৯॥ যোনিসম্বরণং ব্যাধিবিশেষঃ তথাচোক্তং তন্ত্রান্তরে—বাতলান্যন্নপানানি গ্রাম্যধর্ম্মং প্রজাগরম্। অত্যর্থং সেবমানায়াং গর্ভিণ্যাং যোনিমার্গগঃ ॥ মাতরিশ্বা প্রকুপিতো যোনিদ্বারস্য সংবৃতিম্। কুরুতে উর্দ্ধমার্গত্বাৎ পুনরন্তর্গতোঽনিলঃ। নিরুণদ্ধ্যাশয়দ্বারং পীড়য়ন্ গর্ভসংস্থিতম্। নিরুদ্ধবচনোচ্ছ্বাসো গর্ভশ্চাশু বিপদ্যতে। উচ্ছ্বাস উর্দ্ধহৃদয়ান্নাশয়ত্যথ গর্ভিণীং। যোনিসম্বরণং নাম ব্যাধিমেনং প্রচক্ষতে ॥ সঙ্গঃ কুক্ষৌ গর্ভস্য লগ্নতা, অপ্রবৃত্তিরিতি যাবৎ। কুক্ষৌ মক্কল্লঃ রক্তমারুতজঃ শূলবিশেষঃ যদ্যপি প্রসূতায়া মক্কলশূলমুক্তম্ তথাপি সুশ্রুতে প্রজাতায়াশ্চেতি চকারেণাপ্রসূতায়া অপি মক্কল্লশূলং ভবতি, ইতি বোদ্ধব্যম্। উপদ্রবাঃ আক্ষেপককাসশ্বাসাদয়ঃ ॥ ১২০ ॥ সা জনয়িত্রী ॥ ১২২ ॥ প্রভূতান্নং অতিমাত্রমন্নম্ ॥ ১২৪ ॥

প্রসূতায়া উদরস্থাপরোপদ্রবানাহ—প্রসূতায়া ন পতিতা জঠরাদপরা যদি। তদা সা কুরুতে শূলমাধ্মানং বহ্নিমন্দতাম্ * ॥ ১৩০ ॥

তস্য চিকিৎসা—কেশবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা তস্যাঃ কণ্ঠং প্রঘর্ষয়েৎ। নির্ম্মোককটু-কালাবুকৃতবন্ধনসর্ষপৈঃ ॥ চূর্ণিতৈঃ কটুতৈলাক্তৈর্ধূপয়েদভিতো ভগম্ * ॥ লাঙ্গলীমূলকল্কেন পাণিপাদতলানি হি। প্রলিম্পেৎ সূতিকা যোষিদপরা পাতনায় বৈ ॥ হস্তং ছিন্ননখং স্নিগ্ধং সূতাযোনৌ শনৈঃ ক্ষিপেৎ। অপরান্তেন হস্তেন জনয়িত্রী বিনির্হরেৎ ॥ এবং নির্হৃতশল্যাং তাং সিঞ্চেদুষ্ণেন বারিণা। ততোঽভ্যক্তশরীরায়া যোনৌ স্নেহং নিধাপয়েৎ ॥ ১৩১—১৩৪ ॥

মক্কল্লস্য নিদানসম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—বনিতায়াঃ প্রসূতায়া বাতো রুক্ষেণ বর্দ্ধিতঃ। তীক্ষ্ণোষ্ণশোষিতং রক্তং রুদ্ধা গ্রন্থিং করোতি হি ॥ নাভ্যধঃপার্শ্বয়ো-র্বস্তৌ বস্তিমূর্দ্ধনি চাপি বা। ততশ্চ নাভৌ বস্তৌ চ ভবেচ্ছূলং তথোদরে ॥ ভবেৎ পক্বাশয়াধ্মানং মূত্রসঙ্গশ্চ জায়তে। এতদ্ভিষগ্ভিরুদিতং মক্কল্লামরলক্ষণম্ ॥ ১৩৫—১৩৭ ॥

অথ মক্কল্লস্য চিকিৎসা—সুচূর্ণিতং যবক্ষারং পিবেৎ কোষ্ণেন বারিণা। সর্পিষা বা পিবেন্নারী মক্কল্লস্য নিবৃত্তয়ে ॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং গজপিপ্পলী। নাগরং চিত্রকং চব্যং রেণুকৈলাজমোদিকাম্ ॥ সর্ষপো হিঙ্গু ভার্গী চ পাঠেন্দ্রযবজীরকাঃ। মহানিম্বশ্চ মূর্ব্বা চ বিষা তিক্তা বিড়ঙ্গকম্ ॥ পিপ্পল্যাদির্গণো হ্যেষ কফমারুতনাশনঃ। ক্বাথমেষাং পিবেন্নারী লবণেন সমন্বিতম্ ॥ গুল্মশূলজ্বরহরং দীপনঞ্চামপাচনম্। মক্কল্লশূলগুল্মঘ্নং কফানিলহরম্পরম্ ॥ ত্রিকটুকচাতুর্জাতককুস্তুম্বুরুচূর্ণসংযুক্তম্। খাদেদ্ গুড়ং পুরাণং নিত্যং মক্কল্লদলনায় ॥ ১৩৮—১৪৩ ॥

প্রসূতায়া হিতান্যাহ—প্রসূতা যুক্তমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ। ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ মিথ্যাচারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে। স কৃচ্ছ্রসাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেত্তৎ পথ্যমাচরেৎ ॥ ১৪৪ । ১৪৫ ॥

সূতিকারোগনিদানম্—মিথ্যোপচারাৎ সংক্লেশাদ্বিষমাজীর্ণভোজনাৎ। সূতি-কায়াস্তু যে রোগা জায়ন্তে দারুণাশ্চ তে * ॥ ১৪৬ ॥

সূতিকাব্যাধীনাহ—অঙ্গমর্দ্দো জ্বরঃ কাসঃ পিপাসা গুরুগাত্রতা। শোথঃ শূলাতিসারৌ চ সূতিকারোগলক্ষণম্ * ॥ ১৪৭ ॥

জ্বরাদীনাং রোগবিশেষাণাং নিদানবিশেষমাহ—জ্বরাতীসারশোথাশ্চ

* অপরা আম্বর ইতি লোকে ॥ ১৩০ ॥ নির্ম্মোকঃ সর্পকঞ্চুকঃ কৃতবন্ধনং কোশাতকং ॥ ১৩১ ॥ মিথ্যোপচারাৎ অশুচিতাচরণাৎ প্রবাতাদিসেবনাৎ সংক্লেশাৎ উৎক্লেশ্যন্তে দোষা অনেনেতি সংক্লেশো দোষজনকমাত্রং, তস্মাৎ দারুণাঃ কষ্টসাধ্যাঃ ॥ ১৪৬ ॥ এতেঽঙ্গমর্দ্দাদয়ঃ প্রায়েণ সূতিকায়া ভবন্তি সূতিকারোগত্বেন লক্ষ্যন্তে ॥ ১৪৭ ॥

শূলানাহবলক্ষয়াঃ। তন্দ্রাঽরুচিপ্রসেকাদ্যা বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবাঃ॥ কৃচ্ছ্রসাধ্যা হি তে রোগা ক্ষীণমাংসবলাশ্রিতাঃ। তে সর্ব্বে সূতিকা নাম্না রোগাস্তে চাপ্যুপদ্রবাঃ *॥ ১৪৮। ১৪৯॥

অথ সূতিকারোগচিকিৎসা—সূতিকারোগশান্ত্যর্থং কুর্য্যাদ্বাতহরীং ক্রিয়াম্। দশমূলকৃতং ক্বাথং কোষ্ণং দদ্যাদ্‌ঘৃতান্বিতম্॥ অমৃতা নাগরসহচরভদ্রোৎকটপঞ্চমূলকং জলদম্। শৃতশীতং মধুযুক্তং শময়ত্যচিরেণ সূতিকাতঙ্কম্॥ ১৫০।১৫১॥

দেবদার্ব্বাদিক্বাথঃ—দেবদারু বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্। ভূনিম্বঃ কট্‌ফলং মুস্ত তিক্তা ধান্যাহরীতকী॥ গজকৃষ্ণা সদুঃস্পর্শা গোক্ষুরুর্ধন্বযাসকঃ। বৃহত্যতিবিষা ছিন্না কর্কটঃ কৃষ্ণজীরকঃ॥ সমভাগান্বিতৈরেতৈঃ সিন্ধুরামঠসংযুতম্। ক্বাথমষ্টাবশেষং তু প্রসূতাং পায়য়েৎ স্ত্রিয়ম্॥ শূলকাসজ্বরশ্বাসমূর্চ্ছাকম্পশিরোর্ত্তিভিঃ। যুক্তং প্রলাপতৃড়্‌দাহ-তন্দ্রাতীসারবান্তিভিঃ॥ নিহন্তি সূতিকারোগং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্। কষায়ো দেবদার্ব্বাদিঃ সূতায়াঃ পরমৌষধম্॥ ১৫২। ১৫৬॥

পঞ্চজীরকপাকঃ—জীরকং স্থূলীরশ্চ শতপুষ্পাদ্বয়ং তথা। যবানী চাজমোদা চ ধান্যকং মেথিকাপি চ॥ শুণ্ঠী কৃষ্ণা কণামূলং চিত্রকং হবুষাপি চ। বদরীফলচূর্ণঞ্চ কুষ্ঠং কম্পিল্লকং তথা॥ এতানি পলমাত্রাণি গুড়ং পলশতং মতম্। ক্ষারপ্রস্থদ্বয়ং দদ্যাৎ সর্পিষঃ কুড়বং তথা॥ পঞ্চজীরকপাকোঽয়ং প্রসূতানাং প্রশান্তয়ে। যুজ্যতে সূতিকা-রোগে যোনিরোগে জ্বরে ক্ষয়ে॥ কাসে শ্বাসে পাণ্ডুরোগে কার্শ্যে বাতাময়েষু চ॥১৫৭-১৬০॥

সৌভাগ্যশুণ্ঠী—আজ্যং স্যাৎ পলযুগ্মমত্র পয়সঃ প্রস্থদ্বয়ং খণ্ডতঃ পঞ্চাশৎ পল-মত্র চূর্ণিতমথো প্রক্ষিপ্যতে নাগরম্। প্রস্থার্দ্ধং গুড়বদ্বিপাচ্য বিধিনা মুষ্টিত্রয়ং ধান্যকাৎ মিশ্যাঃ পঞ্চপলং পলং ক্রিমিরিপোসাজাজিজীরাদপি॥ ব্যোষাম্ভোদদলোরগেন্দ্রসুমনস্ত্বগ্-দ্রাবিড়ীনাং পলং, পক্বং নাগরখণ্ডসংজ্ঞকমিদং তৎ সূতিকারোগহৃৎ। তৃট্‌ছর্দ্দিজ্বরদাহ-শোষশমনং সশ্বাসকাসাপহম্, প্লীহব্যাধিবিনাশনং কৃমিহরং মন্দাগ্নিসন্দীপনম্ *॥ ১৬১।১৬২॥

প্রসূতায়া নিয়মসময়াবধিমাহ—সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা স্যাৎ স্নিগ্ধপথ্যাল্প-ভোজনা। স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেন্মাসমতন্দ্রিতা *॥ প্রসূতা সার্দ্ধমাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে। সূতিকা নাম হীনা স্যাদিতি ধন্বন্তরের্ম্মতম্॥ উপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ বিজ্ঞায় বরবর্ণিনীম্। ঊর্দ্ধঞ্চতুর্ভ্যো মাসেভ্যো পরিহারং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬৩—১৬৫॥

স্তনরোগস্য সংপ্রাপ্তিমাহ—সক্ষীরৌ বাপ্যদুগ্ধৌ বা দোষঃ প্রাপ্য স্তনৌ স্ত্রিয়াঃ। রক্তং মাংসঞ্চ সন্দূষ্য স্তনরোগায় কল্পতে *॥

* সূতিকাভবত্বেন সূতিকানাম্না তে রোগাঃ আশ্রয়াশ্রিতয়োরভেদোপচারাৎ তে। চাপ্যু-পদ্রবা ইতি তত্রব জ্বরাদয়ঃ উক্তানাং রোগাণামন্যতমং প্রধানীকৃত্যোপদ্রবাশ্চ॥ ১৪৯॥ দলং পত্রকং উরগেন্দ্রসুমনঃ নাগকেশরম্ দ্রাবিড়ী সূক্ষ্মৈলা॥ ১৬২॥ সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা নিঃসৃতাশেষদুষ্টরুধিরা অতন্দ্রিতা পথ্যাদৌ সাবধানা॥১৬৩॥ অদুগ্ধাবপি স্তনৌ প্রসূতায়া গর্ভিণ্যাশ্চ স্ত্রিয়াঃ বোদ্ধব্যৌ॥ ১৬৬॥

অত অহ সুশ্রুতঃ। ধমন্যঃসংবৃতদ্বারাঃ কন্যানাং স্তনসংশ্রিতাঃ। দোষবিসরণাস্তাসাং ন ভবন্তি স্তনাময়াঃ * ॥ তাসামেব প্রসূতানাং গর্ভিণীনাঞ্চ তাঃ পুনঃ। স্বভাবাদেব বিবৃতা জায়ন্তে সংস্রবন্ত্যতঃ ॥ ১৬৬—১৬৮ ॥

স্তনরোগাণামতিদেশেন লক্ষণান্যাহ—পঞ্চানামপি তেষাং তু হিত্বা শোণিতবিদ্রধিম্। লক্ষণানি সমানানি বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ * ॥ ১৬৯ ॥

অথ স্তনরোগস্য চিকিৎসা—শোথং স্তনোত্থিতমবেক্ষ্য ভিষগ্বিদধ্যাৎ, যদ্বিদ্রধাবভিহিতং বহুধা বিধানম্। আমে বিদাহিনি তথৈব চ তস্য পাকে, যস্যাঃ স্তনৌ সততমেব চ নিগ্রহাত্তৌ ॥ পিত্তঘ্নানি তু শীতানি দ্রব্যাণ্যত্র প্রয়োজয়েৎ। জলৌকাভির্হরেদ্রক্তং ন স্তনাবুপনাহয়েৎ * ॥ লেপো বিশালামূলেন হন্তি পীড়াং স্তনোত্থিতাম্। নিশাকনককল্কাভ্যাং লেপঃ প্রোক্তস্তনার্তিহা * ॥ লেপো নিহন্তি মূলং বন্ধ্যাকর্কোটীভবং শীঘ্রম্। নির্বাপ্য তপ্তলোহং সলিলে তদ্বা পিবেত্তত্র ॥ ১৭০—১৭৩ ॥

ইতি স্ত্রীরোগাধিকারঃ।

অথ বালরোগাধিকারঃ।

———:o:———

বালগ্রহা অনাচারাৎ পীড়য়ন্তি শিশুং যতঃ। তস্মাত্তদুপসর্গেভ্যো রক্ষেদ্বালং প্রযত্নতঃ ॥ ১ ॥

বালগ্রহাণাং নামান্যাহ—স্কন্দগ্রহস্তু প্রথমঃ স্কন্দাপস্মার এব চ। শকুনী রেবতী চৈব পূতনা চান্ধপূতনা ॥ পূতনা শীতপূর্বা চ তথৈব মুখমণ্ডিকা। নবমো নৈগমেয়শ্চ প্রোক্তা বালগ্রহা অমী ॥ ২।৩ ॥

গ্রহাণামুৎপত্তিমাহ—নব স্কন্দাদয়ঃ প্রোক্তা বালানাং যে গ্রহা অমী। শ্রীমন্তো দিব্যবপুষো নারীপুরুষবিগ্রহাঃ ॥ এতে স্কন্দস্য রক্ষার্থং কৃত্তিকোমাগ্নিশূলিভিঃ। সৃষ্টাঃ শরবনস্থস্য রক্ষিতস্য স্বতেজসা ॥ স্কন্দঃ সৃষ্টো ভগবতা দেবেন ত্রিপুরারিণা। বিভর্ত্তি চাপরাং সংজ্ঞাং কুমার ইতি সংগ্রহঃ * ॥ স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ সোঽগ্নিনা তৎসমদ্যুতিঃ। স চ স্কন্দসখো নাম্না বিশাখ ইতি চোচ্যতে ॥ গ্রহাঃ স্ত্রীবিগ্রহা এতে নানারূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। গঙ্গোমাকৃত্তিকানাং তে ভাগা রাজসতামসাঃ ॥ নৈগমেয়স্তু পার্বত্যা সৃষ্টো মেষাননো গ্রহঃ। কুমারধারী দেবস্য গুহস্যাত্মসমোঽস্তি বৈ ॥ ততো ভগবতি স্কন্দে

---

* দোষাবিসরণাঃ সংবৃতদ্বারত্বেন দোষাণামবিসরণমসঞ্চারো যাসু তাঃ ॥ ১৬৭ ॥ পঞ্চানাং বাতপিত্তকফসন্নিপাতাগন্তুজানাম্। আগন্তুজ স্তনরোগোঽভিঘাতেন শল্যেন চ বোদ্ধব্যঃ, রক্তজস্যাসম্ভবাৎ স্বভাবাৎ ॥ ১৬৯ ॥ উপনাহয়েৎ স্বেদয়েৎ ॥ ১৭১ ॥ বিশালা ইন্দ্রবারুণী, কনকস্য ধত্তুরস্য পত্রং গ্রাহ্যম্ ॥ ১৭২ ॥ অয়ং হি কার্ত্তিকেয়াদন্যঃ ॥ ৬ ॥

সুরসেনাপতৌ কৃতে। উপতস্থুর্গ্রহা এতে দীপ্তশক্তিধরং গুহম্॥ ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়শ্চৈনং বৃত্তির্নো দীয়তামিতি॥ তেষামর্থে ততঃ স্কন্দঃ শিবং দেবমচোদয়ৎ, ততো গ্রহাংস্তানুবাচ ভগবান্ ভগনেত্রহৃৎ॥ তৈর্য্যগ্‌যোনিং মানুষঞ্চ দৈবঞ্চ ত্রিতয়ং জগৎ। পরস্পরোপকারেণ বর্ত্ততে ধার্য্যতে তথা॥ দেবান্নরান্ প্রাণয়ন্তি তৈর্য্যগ্‌যোনীংস্তথৈব চ। যথাকালং প্রবৃত্তৈস্তু উষ্ণবর্ষহিমানিলৈঃ॥ ইজ্যাঞ্জলিনমস্কারৈর্জপহোমৈস্তথৈব চ। সম্যক্‌প্রযুক্তৈশ্চ নরাঃ প্রীণয়ন্ত্যপি দেবতাঃ॥ ভাগধেয়বিভক্তঞ্চ শেষং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে। তদ্‌যুষ্মাকং শুভা বৃত্তির্বালেষ্বেব ভবিষ্যতি॥ ৪—১৫॥

বালগ্রহাণাং বালগ্রহণমাহ—কুলেষু যেষু নেজ্যন্তে দেবাঃ পিতর এব চ। ব্রাহ্মণাঃ সাধবো বাপি গুরবোঽতিথয়স্তথা॥ নিবৃত্তশৌচাচারেষু তথা কুৎসিতবৃত্তিষু। নিবৃত্তভিক্ষাবলিষু ভগ্নকাংস্যগৃহেষু বা॥ তে বৈ বালাংশ্চ তাংস্তান্ হি গ্রহা হিংসন্ত্যশঙ্কিতাঃ (ক)। তত্র বো বিপুলা বৃত্তিঃ পূজা চৈব ভবিষ্যতি॥ এবং গ্রহাঃ সমুৎপন্নবালান্ হিংসন্তি চাপ্যতঃ। গ্রহোপসৃষ্টা বালাঃ স্যুর্দুশ্চিকিৎস্যতমাস্ততঃ॥ ১৬—১৯॥

সামান্যগ্রহজুষ্টানাং লক্ষণান্যাহ—ক্ষণাদুদ্বিজতে বালঃ ক্ষণাৎ ত্রস্যতি রোদিতি। নখৈর্দ্দন্তৈর্দ্দারয়তি ধাত্রীমাত্মানমেব চ॥ ঊর্দ্ধং নিরীক্ষতে দন্তান্ খাদেৎ কূজতি জৃম্ভতে। ভ্রুবৌ ক্ষিপতি দন্তৌষ্ঠং ফেনং বমতি চাসকৃৎ॥ ক্ষামোঽতিনিশি জাগর্ত্তি শূনাঙ্গো (খ) ভিন্নবিট্‌স্বরঃ। মৎস্যশোণিতগন্ধশ্চ ন চাশ্নাতি যথা পুরা॥ দুর্ব্বলো মলিনাঙ্গশ্চ নষ্টসংজ্ঞঃ প্রজায়তে। সামান্যগ্রহজুষ্টস্য লক্ষণং সমুদাহৃতম্॥ ২০—২৩॥

বিশিষ্টগ্রহজুষ্টানাং লক্ষণান্যাহ—স্রস্তাঙ্গ (গ) ক্ষতজসগন্ধিকস্তনদ্বিট্ বক্রাস্যোঽহতচলিতৈকপক্ষ্মনেত্রঃ। উদ্বিগ্নঃ সসলিলচক্ষুরল্পরোদী স্কন্দার্ত্তো ভবতি চ গাঢ়মুষ্টিবর্চ্চাঃ॥ নিঃসংজ্ঞো ভবতি পুনর্লভেত সংজ্ঞাং সংস্তব্ধঃ করচরণৈশ্চ নৃত্যতীব। বিণ্‌মূত্রে সৃজতি চিরেণ জৃম্ভমাণঃ ফেনন্বা সৃজতি চ তৎসখাভিজুষ্টঃ *॥ স্রস্তাঙ্গো ভয়চকিতো বিহঙ্গগন্ধিঃ সাস্রাবব্রণপরিপীড়িতঃ সমন্তাৎ। স্ফোটৈশ্চ প্রচিততনুঃ সদাহপাকৈর্বিজ্ঞেয়ো ভবতি শিশুঃ ক্ষতঃ শকুন্যা॥ রক্তাস্যো হরিতমলোঽতিপাণ্ডুদেহঃ শ্যাবো বা মুখকরপাকবেদনার্ত্তঃ। গৃহ্নাতি ব্যথিততনুশ্চ কর্ণনাসম্ রেবত্যা ভৃশমভিপীড়িতঃ কুমারঃ॥ বিট্‌স্রাবী স্বপিতি ন বাসরে ন রাত্রৌ (ঘ) বিড়্‌ভিন্নং বিসৃজতি কাকতুল্যগন্ধঃ। ছর্দ্দ্যার্ত্তো হৃষিততনূরুহঃ কুমারস্তৃষ্ণালুর্ভবতি চ পূতনাগৃহীতঃ॥ যো দ্বেষ্টি স্তনমতিসারকাসহিক্কাচ্ছর্দ্দীভির্জ্বরসহিতাভিরর্দ্দ্যমানঃ। দুর্ব্বর্ণঃ সততমথাপি যোঽস্রগন্ধিস্তমব্রুয়াদ্ভিষগথ গন্ধপূতনার্ত্তম্॥ আক্রন্দত্যভি-

* তৎসখাভিজুষ্টঃ স্কন্দাপস্মারযুক্তঃ॥ ২৫॥

(ক) গৃহেষু তেষু যে বালা স্তান্ গৃহ্ণীধ্বমশঙ্কিতাঃ ইতি পাঠান্তরম্। (খ) শূনাক্ষ ইতি পাঠান্তরম্। (গ) শূনাক্ষ ইতি পাঠান্তরম্। (ঘ) স্রস্তাঙ্গঃ স্বপিতি সুখং ন দিবা ন রাত্রৌ ইতি বা পাঠঃ।

চকিতং স্থবেপমানঃ সংলীনো ভবতি ব্যথান্ত্রকূজযুক্তঃ। স্রস্তাঙ্গো ভূশমতিশীর্য্যতে চ শীতার্ত্তো ক্রয়াদ্বিষগথ শীতপূতনার্ত্তম্॥ ম্লানাঙ্গঃ সরুচিরপাণিপাদবক্ত্রো বহ্বাশী কলুষশিরাবৃতোদরো যঃ। সোদ্বেগো ভবতি চ মূত্রতুল্যগন্ধিঃ স জ্ঞেয়ঃ শিশুরথ বক্ত্রমণ্ডিকার্ত্তঃ॥ যঃ ফেনং বমতি বিনম্যতে চ মধ্যে সোদ্বেগো বিহসতি চোর্দ্ধবীক্ষমাণঃ। কূজেচ্চ প্রততমথো বসাসগন্ধিঃ নিঃসংজ্ঞো ভবতি স নৈগমেয়জুষ্টঃ॥ ২৪—৩২॥

সামান্যগ্রহজুষ্টানাং চিকিৎসামাহ— সহামুণ্ডিতিকোদীচ্যক্বাথস্নানং গ্রহাপহম্॥ সপ্তচ্ছদাময়নিশাচন্দনৈশ্চানুলেপনম্ *॥ সর্পত্বক্ লস্থনং মূর্ব্বা সর্পিষারিষ্টপল্লবাঃ। বিড়াল-বিড়জালোমমেশশৃঙ্গী বচা মধু॥ ধূপঃ শিশোর্জ্বরঘ্নোঽয়মশেষগ্রহনাশনঃ। বালশান্তীষ্টকর্ম্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে॥ ৩৩—৩৫॥

অষ্টমঙ্গলং ঘৃতম্—বচা কুষ্ঠং তথা ব্রাহ্মী সিদ্ধার্থকমথাপি চ। সারিবা সৈন্ধবং চৈব পিপ্পলী ঘৃতমষ্টমম্॥ সিদ্ধং ঘৃতমিদং মেধ্যং পিবেৎ প্রাতর্দ্দিনে দিনে। দৃঢ়স্মৃতিঃ ক্ষিপ্রমেধাঃ কুমারো বুদ্ধিমান্ ভবেৎ॥ ন পিশাচা ন রক্ষাংসি ন ভূতা ন চ মাতরঃ। ন ভবন্তি কুমারাণাং পিবতামষ্টমঙ্গলম্॥ ৩৬—৩৮॥

অথ বিশিষ্টগ্রহজুষ্টানাং চিকিৎসা। তত্র স্কন্দগ্রহজুষ্টস্য চিকিৎসা—

স্কন্দগ্রহোপসৃষ্টস্য কুমারস্য প্রশান্তয়ে। বাতঘ্নদ্রুমপত্রাণাং ক্বাথেন পরিষেচনম্॥ দেব-দারুণি রাস্নায়াং মধুরেষু গণেষু চ। সিদ্ধং সর্পিশ্চ সক্ষীরং পাতুমস্মৈ প্রদাপয়েৎ॥ সর্ষপাঃ সর্পনির্ম্মোকো বচা কাকাদনী ঘৃতম্। উষ্ট্রাজাবিগবাঞ্চাপি রোমাণ্যন্ধূপনং ভবেৎ *॥ সোমবল্লীমিন্দ্রবৃক্ষং বন্দাকং বিল্বজং শমীম্। মৃগাদন্যাশ্চ মূলানি গ্রথিতানি বিধারয়েৎ *॥ রক্তানি মা ্যানি তথা পতাকা রক্তাশ্চ গন্ধা বিবিধাশ্চ ভক্ষ্যা। ঘণ্টা চ (ক) দেবায় বলি-নিবেদ্যঃ সকুক্কুটঃ স্কন্দগৃহে হিতায়॥ স্নানং ত্রিরাত্রং নিশি চত্বরেষু কুর্য্যাৎ পরং শালিযবৈ-র্নবৈস্ত। গায়ত্রিপূতাভিরথাদ্ভিরগ্নিং প্রজ্বালয়েদাহুতিভিশ্চ ধীমান্॥ রক্ষামতঃ প্রব-ক্ষ্যামি বালানাং পাপনাশিনীম্। অহন্যহনি কর্ত্তব্যা যাভিষগ্ভিরতন্দ্রিতৈঃ॥ তপসাং তেজসাঞ্চৈব যশসাং বপুষাং তথা। নিধানং যোঽব্যয়ো দেবঃ স তে স্কন্দঃ প্রসীদতু॥ গ্রহঃ সেনাপতির্দ্দেবো দেবসেনাপতির্ব্বিভুঃ। দেবসেনারিপুহরঃ পাতু ত্বাং ভগবান্ গুহঃ॥ দেবদেবস্য মহতঃ পাবকস্য চ যঃ স্থতঃ। গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ স তে শর্ম্ম প্রযচ্ছতু॥ রক্ত-মাল্যাম্বরধরো রক্তচন্দনভূষিতঃ। রক্তদিব্যবপুর্দ্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চসূদনঃ॥ ৩৯—৪৯॥

স্কন্দাপস্মারজুষ্টস্য চিকিৎসামাহ—বিল্বঃ শিরীষো গোলোমী স্থরসাদিশ্চ যো গণঃ॥ পরিষেকে প্রয়োক্তব্যঃ স্কন্দাপস্মারশান্তয়ে *॥ ৫০॥

* সহা মাষপর্ণী॥ ৩৩॥ কাকাদনী শ্বেতগুঞ্জা॥ ৪১॥ সোমবল্লী সোমলতা ইন্দ্রবৃক্ষং ককুভবৃক্ষং মৃগাদনী ইন্দ্রবারুণী॥ ৪২॥ গোলোমী শ্বেতদূর্ব্বা॥ ৫০॥

(ক) ঘটঞ্চেতি পাঠান্তরম্।

সুরসাদিগণো যথা—সুরসা শ্বেতসুরসা পাঠা ফঞ্জী ফণিজ্ঝকঃ। সৌগন্ধিকং ভূস্তৃণকো রাজিকা শ্বেতবর্ব্বরী *॥ কট্ফলং খরপুষ্পা চ কাসমর্দ্দশ্চ শল্লকী। বিড়ঙ্গমথ নির্গুণ্ডী কর্ণিকার উদুম্বরঃ *॥ বলা চ কাকমাচী চ তথা চ বিষমুষ্টিকা। কফক্রিমিহরঃ খ্যাতঃ সুরসাদিরয়ং গণঃ * ॥ ৫১—৫৩ ॥

মূত্রাষ্টকতৈলম্—অষ্টমূত্রবিপক্কঞ্চ তৈলমভ্যঞ্জনে হিতম্।

মূত্রাষ্টকমাহ—গোহজাবিমহিষাশ্বানাং খরোষ্ট্রকরিণাং তথা। মূত্রাষ্টকমিতি খ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু সম্মতম্॥ ক্ষীরিবৃক্ষকষায়েণ কাকোল্যাদিগণেন চ। বিপক্তব্যং ঘৃতং পশ্চাদ্ দাতব্যং পয়সা সহ * ॥ ৫৪। ৫৫ ॥

কাকোল্যাদিগণো যথা—কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবকর্ষভকস্তথা। ঋদ্ধি-বৃদ্ধিস্তথামেদা মহামেদা গুড়ূচিকা॥ মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী পদ্মকং বংশলোচনা। শৃঙ্গী প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ জীবন্তী মধুযষ্টিকা॥ দ্রাক্ষা চেতি গণো নাম্না কাকোল্যাদিরুদীরিতঃ। স্তন্যকৃদ্বৃংহণো বৃষ্যঃ পিত্তরক্তানিলাপহঃ॥ উৎসাদনং বচা হিঙ্গুযুক্তমত্র প্রকীর্ত্তিতম্। গৃধ্রোলূকপুরীষাণি কেশা হস্তিনখাঘৃতম্॥ বৃষভস্য চ রোমাণি যোজ্যান্যুদ্ধূপনে সদা। অনন্তাং কুক্কুটীং বিম্বীং মর্কটীঞ্চাপি ধারয়েৎ *॥ পক্কাপক্কানি মাংসানি প্রসন্না রুধিরং পয়ঃ। মুদ্গৌদনং (ক) নিবেদ্যাথ স্কন্দাপস্মারিণে বটে (খ) *॥ চতুষ্পথে কারয়েচ্চ স্নানং তেন ততঃ পঠেৎ *। স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ স্কন্দস্য দয়িতঃ সখা। বিশাখঃ স শিশোরস্য শিবায়াস্তু শুভাননঃ॥ ৫৬—৬৩ ॥

শকুনীগ্রহজুষ্টস্য চিকিৎসামাহ—শকুনীগ্রহজুষ্টস্য কার্য্যং বৈদ্যেন জানতা। বেতসাম্রকপিত্থানাং ক্বাথেন পরিষেচনম্॥ হ্রীবেরমধুকোশীরসারিবোৎপলপদ্মকৈঃ। লোধ্রপ্রিয়ঙ্গুমঞ্জিষ্ঠাগৈরিকৈঃ প্রদিহেৎ শিশুম্ *॥ স্কন্দগ্রহোক্তা ধূপাশ্চ হিতা অত্র ভবন্তি হি। স্কন্দাপস্মারশমনং ঘৃতমত্রাপি পূজিতম্॥ শতাবরী মৃগৈর্বারুনাগদন্তীনিদিগ্ধিকাম্। লক্ষ্মণাং সহদেবীঞ্চ বৃহতীঞ্চাপি ধারয়েৎ * ॥ তিলতণ্ডুলকং মাল্যং হরিতালং মনঃশিলাম্। বলিরেষো করঞ্জে তু নিবেদ্যো নিয়তাত্মনা॥ নিকুঞ্জে চ প্রযোক্তব্যং স্নানমস্য যথাবিধি। শ্বেতাশিরীষগন্ধাষ্টপয়োগুগ্গুলুসর্ষপৈঃ॥ সিদ্ধমভ্যঞ্জনে তৈলং ধারণং পূর্ব্বমেব তু। শকুনী-

---

* সুরসা কৃষ্ণতুলসী শ্বেতসুরসা শ্বেততুলসী ফঞ্জী ভার্গী ফণিজ্ঝকঃ মরুবকঃ সৌগন্ধিকং কহ্লারং ভূস্তৃণকঃ সুগন্ধতৃণং অনেনৈব নাম্না গৌড়াদৌ প্রসিদ্ধঃ॥৫১॥ খরপুষ্পা বর্ব্বরী কাসমর্দ্দঃ কসৌদী অনেনৈব নাম্না প্রসিদ্ধঃ॥ ৫২ ॥ বিষমুষ্টিঃ বকা ইতি ॥ ৫৩ ॥ কাকোল্যাদিগণেন কল্কীকৃতেন তৈলং পক্তব্যম্ ॥ ৫৫ ॥ অনন্তা জবাসা কুক্কুটী শাল্মলী ॥ ৬০ ॥ বটে বটতলে বলির্নিবেদ্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬১ ॥ তেন স্কন্দাপস্মারিণা স্নানং কারয়েদিত্যন্বয়ঃ॥ ৬২ ॥ প্রদিহেৎ লিম্পেৎ দিহ্যাদিতি সিদ্ধে দিহেদিতি রূপসিদ্ধিরার্ষত্বাৎ ॥৬৫॥ মৃগৈর্বারু বড়ী ইন্দ্রবারুণী নাগদন্তী নাগফলীতি লোকে প্রসিদ্ধা ॥ ৬৭ ॥

(ক) ভূতৌদন ইতি পাঠান্তরম্। (খ) অবটে ইতি বা পাঠঃ।

গ্রহশান্ত্যর্থং প্রদেহং কারয়েদ্ধিতম্॥ কুর্য্যাচ্চ বিবিধাং পূজাং শকুন্যাঃ কুসুমৈঃ শুভৈঃ। নিকুম্ভোক্তেন বিধিনা স্নাপয়েত্তং ততঃ পঠেৎ *॥ ৬৪—৭১॥

শিশুরক্ষায়াং দেব্যাঃ স্তুতিঃ—অন্তরীক্ষচরা দেবী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা। অধোমুখী সূক্ষ্মতুণ্ডা শকুনী তে প্রসীদতু॥ দুর্দ্দর্শনা মহাকায়া পিঙ্গাঙ্গী ভৈরবস্বরা। লম্বোদরী শঙ্কুপর্ণী শকুনী তে প্রসীদতু॥ ৭২। ৭৩॥

রেবতীগ্রহজুষ্টস্য চিকিৎসা—অশ্বগন্ধাজশৃঙ্গী চ সারিবাথ পুনর্নবা। সহা বিদারী হেতাসাং ক্বাথেন পরিষেচনম্ *॥ তৈলমভ্যঞ্জনে কার্য্যং কুষ্ঠে সর্জ্জরসে তথা। পলঙ্কষায়াং নলদে তথা গৌরকদম্বকে *॥ ধবাশ্বকর্ণককুভশল্লকীতিন্দুকেষু চ। কাকোল্যাদৌ গণে চাপি সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্ছিশুঃ *॥ কুলত্থং শঙ্খচূর্ণঞ্চ প্রদেহঃ সাশ্বগন্ধিকঃ। গৃধ্রোলূকপুরীষাণি যবান্ যবফলো ঘৃতম্॥ সন্ধ্যয়োরুভয়োঃ কার্য্যমেতদুদ্ধূপনং শিশোঃ *॥ শুক্লাঃ সুমনসো লাজাঃ পয়ঃ শাল্যোদনং দধি॥ বলির্নিবেদ্যো গোতীর্থে রেবত্যৈ প্রযতাত্মনা *॥ স্নানং ধাত্রীকুমারাভ্যাং সঙ্গমে কারয়েদ্ভিষক্॥ নানাশস্ত্রধরা দেবী চিত্রমাল্যানুলেপনা। চলৎকুণ্ডলিনী শ্যামা রেবতী তে প্রসীদতু॥ উপাসতে যাং সততং দেব্যো বিবিধভূষণাঃ। লম্বা করালা বিনতা তথৈব বহুপুত্রিকাঃ। রেবতী শুষ্কনাসা চ তুভ্যং দেবী প্রসীদতু॥ ৭৪—৮১॥

পূতনাগ্রহজুষ্টস্য চিকিৎসা—কপোতবঙ্কাশ্যোনাকো বরুণঃ পারিভদ্রকঃ। আস্ফোতা চৈব যোজ্যাঃ স্যুর্বালানাং পরিষেচনে *॥ নবা পয়স্যা গোলোমী হরিতালং মনঃশিলা। কুষ্ঠসর্জ্জরসশ্চৈব তৈলার্থে কল্ক ইষ্যতে *॥ হিতং ঘৃতং তুগাক্ষীর্য্যা সংসিদ্ধং মধুকেঽপি চ। কুষ্ঠতালীশখদিরা স্পন্দনোঽর্জ্জুন এব চ॥ পনসঃ ককুভশ্চাপি মজ্জানো বদরস্য চ। কুক্কুটাস্থি ঘৃতঞ্চাপি ধূপনং সহ সর্ষপৈঃ *॥ কাকাদনীং চিত্রফলাং বিম্বীং গুঞ্জাঞ্চ ধারয়েৎ *। মৎস্যোদনং বলিং দদ্যাৎ কৃশরাং পললং তথা॥ শরাবসংপুটে কৃত্বা তস্য শূন্যে গৃহে ভিষক্। উৎসৃষ্টান্নাভিষিক্তস্য শিশোঃ স্নপনমিষ্যতে॥ কুষ্ঠতালীশখদিরং চন্দনং স্পন্দনং তথা। দেবদারু বচা হিঙ্গু কুষ্ঠং গিরিকদম্বকম্॥ এলা হরেণবশ্চাপি যোজ্যা উদ্ধূপনে সদা॥ মলিনাম্বরসংবীতা মলিনা রূক্ষমূর্দ্ধজা। শূন্যাগারাশ্চ যা দেবী দারকং পাতু পূতনা॥ ৮২—৮৯॥

* নিকুম্ভঃ শিবস্য গণবিশেষস্তেনোক্তেন বিধিনা॥ ৭১॥ অজশৃঙ্গী মেঢ়াশৃঙ্গী সহা সেবতী পুষ্পজাতিঃ॥ ৭৪॥ সর্জ্জরসঃ রালঃ পলঙ্কষ। গুগ্গুলুঃ নলদং লামজ্জকম্ উশীরবৎপীতচ্ছবিঃ, গৌরকদম্বকঃ হারিদ্রকঃ হরদুআ কদম্ব ইতি লোকে॥ ৭৫॥ অশ্বকর্ণঃ সাখু ইতি লোকে প্রসিদ্ধঃ॥ ৭৬॥ যবফলঃ বংশাঙ্কুরঃ॥ ৭৭॥ গোতীর্থে গোষ্ঠে॥ ৭৮॥ কপোতবঙ্কা ব্রাহ্মী আস্ফোতা অপরাজিতা॥ ৮২॥ নবা পয়স্যা নূতনা ক্ষীরবিদারী গোলোমী শ্বেতদূর্ব্বা॥ ৮৩॥ স্পন্দনঃ স্পন্দন ইত্যেবং নাম্না প্রসিদ্ধঃ॥ ৮৫॥ কাকাদনী শ্বেতগুঞ্জা চিত্রফলা বৃহদিন্দ্রবারুণী॥ ৮৬॥

গন্ধপূতনাগ্রহজুষ্টস্য চিকিৎসা—তিক্তদ্রুমাণাং পত্রেষু ক্বাথঃ কার্য্যোঽভিষেচনে ॥ ৯০ ॥

তিক্তদ্রুমানাহ—নিম্বং পটোলঃ ক্ষুদ্রা চ গুড়ূচী বাসকস্তথা। বিসর্পকুষ্ঠমুৎখ্যাতো গণোঽয়ং পঞ্চতিক্তকঃ॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো মধুকো মধু। শালিপর্ণী বৃহত্যৌ চ ঘৃতার্থঞ্চ সমাহরেৎ॥ সর্ব্বগন্ধৈঃ প্রদেহশ্চ গাত্রে চাঙ্কোশ্চ শীতলৈঃ *॥ পুরীষং কৌক্কুটং কেশাশ্চর্ম্মসর্পভবং তথা। জীর্ণঞ্চাভীক্ষ্ণশো বাসো ধূপনায়োপকল্পয়েৎ॥ কুক্কুটীং মর্কটীং বিম্বীমনন্তাঞ্চাপি ধারয়েৎ। মাংসমামং তথা পক্কং শোণিতঞ্চ চতুষ্পথে। নিবেদ্যমন্তশ্চ গৃহে শিশোঃ স্নপনমিষ্যতে॥ করালা পিঙ্গলা মুণ্ডা কষায়াম্বরসংবৃতা॥ দেবি! বালমিমং প্রীতা রক্ষ ত্বং গন্ধপূতনে॥ ৯১—৯৫ ॥

শীতপূতনাগ্রহজুষ্টস্য চিকিৎসা—গোমূত্রঞ্চাশ্বমূত্রঞ্চ মুস্তাঞ্চামরদারু চ। কুষ্ঠঞ্চ সর্ব্বগন্ধাংশ্চ তৈলার্থমবধারয়েৎ *॥ রোহিণীনিম্বখদিরপলাশককুভত্বচঃ। নিঃক্বাথ্য তস্মিন্নিঃক্বাথে সক্ষীরে বিপচেদ্ঘৃতম্॥ গৃধ্রোলূকপুরীষাণি বস্তগন্ধামহিত্বচম্। নিম্বপত্রাণি চ তথা ধূপনার্থং সমাহরেৎ॥ ধারয়েদপি গুঞ্জাঞ্চ বলাং কাকাদনীং তথা। নদ্যাং মুদ্গৌদনৈশ্চাপি তর্পয়েচ্ছীতপূতনাম্॥ জলাশয়ান্তে বালস্য স্নপনঞ্চোপদিশ্যতে। দেব্যৈ দেয়শ্চোপহারো বারুণীং রুধিরং তথা *॥ মুদ্গৌদনাশিনী দেবী সুরাশোণিতপায়িনী। জলাশয়রতা নিত্যং পাতু ত্বাং শীতপূতনা॥ ৯৬—১০১ ॥

মুখমুণ্ডিকাগ্রহজুষ্টস্য চিকিৎসা—কপিত্থং বিল্বতর্কারী বাসা গন্ধর্ব্বহস্তকাঃ। কুবেরাক্ষী চ যোজ্যাঃ স্যুর্বালানাং পরিষেচনে *॥ স্বরসৈর্ভৃঙ্গবৃক্ষাণাং তথৈব হয়গন্ধয়া। তৈলং বচাঞ্চ সংযোজ্য পচেদভ্যঞ্জনং শিশোঃ *॥ বচা সর্জ্জরসং কুষ্ঠং সর্পিশ্চোদ্ধূপনে হিতম্। বর্ণকং চূর্ণকং মাল্যমঞ্জনং পারদং তথা॥ মনঃশিলাঞ্চোপহরেদ্ গোষ্ঠমধ্যে বলিং ততঃ। পায়সং সপুরোডাশং তদ্বল্যর্থমুপাহরেৎ। মন্ত্রপূতাভিরদ্ভিশ্চ তত্রৈব স্নপনং হিতম্॥ ১০২—১০৫ ॥

জলাভিমন্ত্রণমন্ত্রমাহ—অলঙ্কৃতা কামবতী সুভগা কামরূপিণী। গোষ্ঠমধ্যালয়া যা তু পাতু ত্বং মুখমুণ্ডিকা॥ ১০৬ ॥

নৈগমেয়গ্রহজুষ্টস্য চিকিৎসামাহ—বিল্বাগ্নিমন্থপূতীকৈঃ কার্য্যং স্যাৎ পরিষেচনম্ *॥ প্রিয়ঙ্গুসরলানন্তাশতপুষ্পাকুটন্নটৈঃ। প্পচেত্তৈলং সগোমূত্রং দধিমস্ত্বম্লকাঞ্জিকৈঃ *॥

* সর্ব্বগন্ধৈঃ কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরকস্তূরীচন্দনৈঃ সহ। অঙ্কোস্ত শীতলৈঃ চন্দনকর্পূরৈঃ ন তু কস্তূরীকুঙ্কুমাগুরুভিস্তেষামুষ্ণত্বাৎ॥ ৯২ ॥ সর্ব্বগন্ধান্ চন্দনাদীন্॥ ৯৬॥ জলাশয়ান্তে জলাশয়তীরে॥ ১০০ ॥ তর্কারী গণিয়ার ইতি লোকে গন্ধর্ব্বহস্তকঃ শ্বেতএরণ্ডঃ কুবেরাক্ষী পাড়হি ইতি লোকে॥ ১০২ ॥ ভৃঙ্গবৃক্ষঃ ভেগরা ইতি লোকে॥ ১০৩॥ পূতীকঃ ঘোরাকরঞ্জঃ॥ ১০৭ ॥ কুটন্নটং বিতুন্নকনাম্নো বৃক্ষবিশেষস্য ত্বক্ গুড়তজী ইতি লোকে মুস্তাকৃতিঃ শ্যোনাকস্বা॥ ১০৮ ॥

বচাং বয়স্থাং জটিলাং গোলোমীঞ্চাপি ধারয়েৎ। উৎসাদনং হিতঞ্চাত্র স্কন্দাপস্মারনাশনম্। মর্কটোলূকগৃধ্রাণাং পুরীষাণি প্রধূপনম্। ধূমঃ সুপ্তজনে কার্য্যো বালস্য হিতমিচ্ছতা ॥ তিল-তণ্ডুলকং মাল্যং ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধানপি। কৌমারভৃত্যে মেষায় প্লক্ষমূলে নিবেদয়েৎ * ॥ অধস্তাৎ ক্ষীরবৃক্ষস্য স্নপনঞ্চোপদিশ্যতে ॥ অজাননশ্চলাক্ষিভ্রূঃ কামরূপী মহাযশাঃ। বাল-পালয়িতা দেবো নৈগমেয়োঽভিরক্ষতু ॥ ১০৭—১১২ ॥

বালরোগাণাং নিদানানি লক্ষণানি চাহ—ধাত্র্যাস্তু গুরুভির্ভোজ্যৈর্বিষমৈ-র্দ্দোষলৈস্তথা। দোষা দেহে প্রকুপ্যন্তি ততঃ স্তন্যং প্রদুষ্যতি ॥ মিথ্যাহারবিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়স্ত্রয়ঃ। দূষয়ন্তি পয়স্তেন জায়ন্তে ব্যাধয়ঃ শিশোঃ ॥ বাতদুষ্টং শিশুঃ স্তন্যং পিবন্ বাতগদাতুরঃ। ক্ষামস্বরঃ কৃশাঙ্গঃ স্যাদ্বদ্ধবিণ্মূত্রমারুতঃ ॥ স্বিন্নো ভিন্নমলো বালঃ কামলা-পিত্তরোগবান্। তৃষ্ণালুরুষ্ণসর্ব্বাঙ্গঃ পিত্তদুষ্টং পয়ঃ পিবন্ ॥ শ্লেষ্মদুষ্টং পিবন্ ক্ষীরং লালালুঃ শ্লেষ্মরোগবান্। নিদ্রার্দ্দিতো জড়ঃ শূনো রক্তাক্ষশ্ছর্দ্দনঃ শিশুঃ ॥ দ্বন্দ্বজে দ্বন্দ্বজং রূপং সর্ব্বজে সর্ব্বলক্ষণম্ ॥ জ্বরাদ্যা ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে বক্ষ্যন্তে মহতাস্তু যে। বালানামপি তে তদ্বদ্ বোদ্ধব্যা ভিষগুত্তমৈঃ ॥ বালানামেব যে রোগা ভবন্তি মহতাং ন চ। তালুকণ্টক-মুখ্যাংস্তানবধারয় যত্নতঃ ॥ ১১৩—১১৯ ॥

তত্রাদৌ তালুকণ্টকমাহ—তালুমাংসে কফঃ ক্রুদ্ধঃ কুরুতে তালুকণ্টকম্। তেন তালুপ্রদেশস্য নিম্নতা মূর্দ্ধ্নি জায়তে॥ তালুপাতাৎ স্তনদ্বেষঃ কৃচ্ছ্রাৎ পানং শকৃদ্দ্রবম্। তৃড়ক্ষিকণ্ঠাস্য রুজা গ্রীবাদুর্ব্বলতা বমিঃ * ॥ ১২০—১২১ ॥

মহাপদ্মমাহ—বীসর্পস্তু শিশোঃ প্রাণনাশনঃ শীর্ষবস্তিজঃ। পদ্মবর্ণো মহাপদ্ম-রোগো দোষত্রয়োদ্ভবঃ। শঙ্খাভ্যাং হৃদয়ং যাতি হৃদয়াচ্চ গুদং ব্রজেৎ * ॥ ১২২ ॥

কুক্রুণকমাহ—কুক্রুণকং ক্ষীরদোষাচ্ছিশূনামেব বর্ত্মনি। জায়তে সরুজং নেত্রং কণ্ডুরং প্রস্রবেদ্বহু ॥ শিশুঃ কুর্য্যাল্ললাটাক্ষিকূটনাসাপ্রঘর্ষণম্। শক্তো নার্কপ্রভাং দ্রষ্টুং ন চাক্ষ্যুন্মীলনক্ষমঃ * ॥ ১২৩—১২৪ ॥

তুণ্ডীগুদপাকমাহ—বাতেনাধ্মাপিতা নাভিঃ সরুজা তুণ্ডিরুচ্যতে। বালস্য গুদপাকাখ্যো ব্যাধিঃ পিত্তেন জায়তে ॥ ১২৫ ॥

অহিপূতনমাহ—শকৃন্মূত্রসমাযুক্তেঽধৌতেঽপানে শিশোর্ভবেৎ। স্বিন্নে বা ঽস্নাপ্যমানস্য কণ্ডূরক্তকফোদ্ভবা ॥ কণ্ডূয়নাত্ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটাঃ স্রাবাশ্চ জায়তে ॥ একী-ভূতং ব্রণং ঘোরং তং বিদ্যাদহিপূতনম্ * ॥ ১২৬। ১২৭ ॥

---

* বয়স্থা আমলকী গুড়ূচী বা, গোলোমী শ্বেতবচা, জটিলা জটামাংসী, মিসিশোথা ইতি লোকে লাঙ্গলী করীহারী বয়স্থা আমলকী গুড়ূচী বা ॥ ১০৯ ॥ কৌমারভৃত্যে বালরক্ষায়াং মেষায় নৈগমেষ-গ্রহায় ॥১১১॥ পানং স্তন্যস্য শকৃদ্দ্রবং দ্রবরূপম্ ॥ ১২১ ॥ পদ্মবর্ণঃ লোহিতবর্ণঃ তত্র শীর্ষজো বীসর্পঃ শঙ্খাভ্যাং হৃদয়ং যাতি হৃদয়াচ্চ গুদং ব্রজেৎ,এবং বস্তিজো গুদং যাতি গুদতঃ হৃদয়ং,হৃদয়াচ্ছিরো যাতি ইতি বোদ্ধব্যম্ ॥১২২॥ কুক্রুণকং কোথু আহ ইতি লোকে ॥ ১২৪ ॥ স্বিন্নে স্বেদিতে ॥ ১২৭ ॥

অজগল্লীমাহ—স্নিগ্ধা সবর্ণা গ্রথিতা নীরুজা মুদ্গসন্নিভা। কফবাতোত্থিতা জ্ঞেয়া বালানামজগল্লিকা * ॥ ১২৮ ॥

পারিগর্ভিকমাহ—মাতুঃ কুমারো গর্ভিণ্যাঃ স্তন্যং প্রায়ঃ পিবন্নপি। কাসাগ্নিসাদবমথুতন্দ্রাকার্শ্যারুচিভ্রমৈঃ॥ যুজ্যতে কোষ্ঠবৃদ্ধ্যা চ তমাহুঃ পারিগর্ভিকম্। রোগং পরিভবাখ্যঞ্চ তত্র যুঞ্জীত দীপনম্ * ॥ ১২৯—১৩০ ॥

দন্তোদ্ভেদকান্ রোগানাহ—দন্তোদ্ভেদঃ শিশোঃ সর্ব্বরোগাণাং কারণং স্মৃতম্। বিশেষাৎ জ্বরবিড়্ভেদকাসচ্ছর্দ্দিশিরোরুজাম্। অভিষ্যন্দস্য পোথক্যা বিসর্পস্য চ জায়তে * ॥ ১৩১ ॥

অথ বালরোগাণাং চিকিৎসা—ভৈষজ্যং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং মহতাং যজ্জ্বরাদিষু। তদেব কার্য্যং বালানাং কিন্তু দাহাদিকং বিনা *। ত এব দোষা দূষ্যাশ্চ জ্বরাদ্যা ব্যাধয়শ্চ তে। অতস্তদেব ভৈষজ্যং মাত্রা তত্র কনীয়সী ॥ ১৩২। ১৩৩ ॥

বালস্য কনীয়সীমাত্রামাহ বিশ্বামিত্রঃ—বিড়ঙ্গফলমাত্রন্তু জাতমাত্রস্য ভেষজম্। অনেনৈব প্রমাণেন মাসি মাসি প্রবর্দ্ধয়েৎ * ॥ প্রথমে মাসি বালায় দেয়া ভৈষজ্যরক্তিকা। অবলেহ্যা তু কর্ত্তব্যা মধুক্ষীরসিতাঘৃতৈঃ ॥ একৈকাং বর্দ্ধয়েত্তাবদ্‌যাবৎ সংবৎসরো ভবেৎ। তদূর্দ্ধং মাষবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ যাবৎ ষোড়শ বৎসরাঃ * ॥ ততঃ স্থিরা ভবেত্তাবদ্‌যাবদ্বর্ষাণি সপ্ততিঃ। ততো বালকবন্মাত্রা হ্রাসনীয়া শনৈঃ শনৈঃ * ॥ চূর্ণকল্কাবলেহানামিয়ং মাত্রা প্রকীর্ত্তিতা। কষায়স্য পুনঃ সৈব বিজ্ঞাতব্যা চতুর্গুণা ॥ ক্ষীরপস্য শিশোর্দ্দেয়মৌষধং ক্ষীরসর্পিষা। ধাত্র্যাস্তু কেবলং দেয়ং ন ক্ষীরেণাপি সর্পিষা * ॥ ১৩৪—১৩৯ ॥

প্রকারান্তরেণৌষধোপায়নমাহ সুশ্রুতঃ—যেষাং গদানাং যে যোগাঃ প্রবক্ষ্যন্তেঽগদঙ্করাঃ। তেষু তৎকল্কসংলিপ্তৌ পায়য়েত্তু শিশুং স্তনৌ ॥ ১৪০ ॥

অবচনানাং বালানামাভ্যন্তরব্যাধিজ্ঞানোপায়মাহ—অঙ্গপ্রত্যঙ্গদেশে তু রুজা যত্রাস্য জায়তে। মুহুর্মুহুঃ স্পৃশতি তং স্পৃশ্যমানেন রোদিতি ॥ নিমীলিতাক্ষো মূর্দ্ধস্থে

* গ্রথিতা গুম্ফিতেব, মুদ্গসন্নিভা মুদ্গাকৃতিঃ ॥ ১২৮ ॥ পিবন্নপীত্যপিশব্দাদপিবন্নপি, পারিগর্ভিকঃ অহীড়ীতি লোকে, পরিভবাখ্যং পরিভবেতি নামান্তরম্ ॥ ১৩০ ॥ কারণমিত্যন্বয়ঃ। 'পোথক্যাঃ' বর্ত্মরোগবিশেষস্য ॥ ১৩১ ॥ 'দাহাদিকং বিনা' অগ্নিদাহাদিক্ষীরবমনবিরেচনশিরাব্যধাদিকং বিনা। মহাকষ্টে চোৎপন্নে বমনবিরেকাদ্যপি দদ্যাৎ ॥ ১৩২ ॥ যত আহ সুশ্রুত বিরেকবস্তিবমনান্যৃতে কুর্য্যাৎচ্চ নাত্যয়া 'অত্যয়াৎ' বিনাশকরকষ্টাৎ। 'ঋতে' বিনা ॥ ১৩৩ ॥ বিড়ঙ্গপরিমিতং ভেষজং চূর্ণীং কৃত্য কিম্বা কল্কীকৃত্যাথবাবলেহীকৃত্য দদ্যাদিত্যর্থঃ। তন্ত্রান্তরে ত্বন্যথাভিহিতম্ ॥ ১৩৪ ॥ একৈকাং রক্তিকাং তদূর্দ্ধং বর্ষোপরি মাষবৃদ্ধিঃ। প্রতিবর্ষং পঞ্চগুঞ্জাত্মকস্য মাষস্য বৃদ্ধির্ভবতি। গুঞ্জাপঞ্চাত্মো মাষক ইত্যমরসিংহঃ ॥ ১৩৬ ॥ ততঃ ষোড়শবৎসরোপরি ॥ ১৩৭ ॥ ক্ষীরান্নাদস্য পূর্ব্ববৎ ক্ষীরসর্পিষা ॥ ১৩৯ ॥

রোগে নো ধারয়েচ্ছিরঃ। বস্তিস্থে মূত্রসঙ্গার্ত্তো ক্ষুধা তৃড়পি গচ্ছতি॥ বিণ্মূত্রসঙ্গবৈকল্যা-চ্ছর্দ্দ্যাধ্মানান্ত্রকূজনৈঃ। কোষ্ঠে ব্যাধীন্ বিজানীয়াৎ সর্ব্বত্রস্থাংশ্চ রোদনৈঃ॥ ১৪১—১৪৪॥

অত্রাদৌ জ্বরস্য চিকিৎসামাহ—সর্ব্বং নিবার্য্যতে বালে স্তন্যং নৈব নিবা-র্য্যতে। মাত্রয়া লঙ্ঘয়েদ্ধাত্রীং শিশোরেতদ্ধি লঙ্ঘনম্*॥ ভদ্রমুস্তাভয়ানিম্বপটোলমধুকৈঃ কৃতঃ। ক্বাথঃ কোঞ্চঃ শিশোরেষ নিঃশেষজ্বরনাশনঃ *॥ (ইতি ভদ্রমুস্তাদি ক্বাথঃ, সর্ব্বজ্বরেষু।) ঘনকৃষ্ণারুণাশৃঙ্গীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্। শিশোর্জ্বরাতীসারঘ্নং কাসং শ্বাসং বমিং হরেৎ*॥ ইতি চতুর্ভদ্রিকা। বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাং জলং সলোধ্রং গজপিপ্পলী চ। ক্বাথাবলেহৌ মধুনা বিমিশ্রৌ বালেষু যোজ্যাবতিসারিতেষু *॥ ১৪৫—১৪৮॥

সমঙ্গাধাতকীলোধ্রসারিবাভিঃ শৃতঃ জলম্। দুর্দ্ধরেঽপি শিশোর্দ্দেয়মতীসারে সমাক্ষি-কম্ *॥ ইতি সমঙ্গাদিক্বাথঃ। দুর্দ্ধরেঽতীসারে॥ ১৪৯॥

বিড়ঙ্গাদি চূর্ণম্—বিড়ঙ্গান্যজমোদা চ পিপ্পলী তণ্ডুলানি চ। এষামালোক্য চূর্ণানি সুখং তপ্তেন বারিণা। আমে প্রবৃত্তেঽতীসারে কুমারং পায়য়েদ্ভিষক্॥ ১৫০॥

মোচরসাদিযবাগূঃ—মোচারসঃ সমঙ্গা চ ধাতকী পদ্মকেশরম্। পিষ্টৈরেতৈ-র্যবাগূঃ স্যাদ্রক্তাতীসারনাশিনী *॥ ১৫১॥

নাগরাদি ক্বাথঃ—নাগরাতিবিষামুস্তবালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্। কুমারং পায়য়েৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনম্॥ ১৫২॥

লাজাদিচূর্ণং—লাজা সযষ্টীমধুকা শর্করা ক্ষৌদ্রমেব চ। তণ্ডুলোদকযোগেন ক্ষিপ্রং হন্তি প্রবাহিকাম্॥ ১৫৩॥

রজন্যাদিচূর্ণং—রজনী সরলো দারু বৃহতী গজপিপ্পলী। পৃশ্নিপর্ণী শতাহ্বা চ লীঢ়ং মাক্ষিকসর্পিষা॥ দীপনং গ্রহণীং হন্তি মারুতার্ত্তিং সকামলাম্। জ্বরাতীসার-পাণ্ডুঘ্নং বালানাং সর্ব্বরোগনুৎ॥ ১৫৪। ১৫৫॥

মুস্তকাদিস্বরসঃ—মুস্তকাতিবিষাবাসাকণাশৃঙ্গীরসং লিহেৎ। মধুনা মুচ্যতে বালঃ কাসৈঃ পঞ্চভিরুত্থিতৈঃ॥ ১৫৬॥

ব্যাঘ্রী সুমনসং জাতীকেশরৈরবলেহিকা। মধুনা চিরসঞ্জাতান্ শিশোঃ কাসান্ ব্যপোহতি॥ ১৫৭॥

ধান্যাদিপানম্—ধান্যঞ্চ শর্করাযুক্তং তণ্ডুলোদকসংযুতম্। পানমেতৎ প্রদাতব্যং কাসশ্বাসাপহং শিশোঃ॥ ১৫৮॥

দ্রাক্ষাদি চূর্ণং—দ্রাক্ষাবাসাভয়াকৃষ্ণাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সর্পিষা। লীঢ়ং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু কাসঞ্চ তমকং তথা *॥ ১৫৯॥

* মাত্রয়া লঙ্ঘয়েৎ লঘু ভোজয়েৎ॥ ১৪৫॥ অরুণা অতিবিষা॥ ১৪৭॥ জলং বালা॥ ১৪৮॥ সমঙ্গা লজ্জালুমূলং॥ ১৪৯॥ মোচারসলজ্জালুমূলধাবেফুলকমলকেশরসমুদিতি তোলা ১। তণ্ডুলকীবুরী তোলা ১। জলতোলা ১১। সর্ব্বমেকীকৃত্য যবাগূঃ সাধনীয়া॥ ১৫১॥ তমকং শ্বাসভেদম্॥ ১৫৯॥

হিক্কা য়াংছর্দ্দ্যাঞ্চ—চূর্ণং কটুকরোহিণ্যা মধুনা সহ যোজয়েৎ। হিক্কাং প্রশময়েৎ ক্ষিপ্রং ছর্দ্দিঞ্চাপি চিরোত্থিতাম্॥ ১৬০॥

ক্ষীরচ্ছর্দ্দ্যাম্—আম্রাস্থিলাজসিন্ধূত্থং সক্ষৌদ্রং ছর্দ্দিনুদ্‌ভবেৎ। ছর্দ্দ্যাং পীতং তু মেধ্যস্তু স্তন্যেন মধুসর্পিষা। দ্বিবার্ত্তাকীফলরসং পঞ্চকোলঞ্চ লেহয়েৎ॥ পঞ্চকোলোলং যথা--পিপ্পলী পিপ্পলীমূলঞ্চব্যচিত্রকনাগরম্ *॥ ১৬০—১৬২॥

আনাহবাতশূলেচ—ঘৃতেন সিন্ধুবিশ্বৈলাহিঙ্গুভার্গীরজো লিহন্। আনাহং বাতিকং শূলং হন্যাত্তোয়েন বা শিশুঃ॥ ১৬৩॥

মূত্রাঘাতে—কণোষণাসিতাক্ষৌদ্রসূক্ষ্মৈলাসৈন্ধবৈঃ কৃতঃ। মূত্রগ্রহে প্রয়োক্তব্যঃ শিশূনাং লেহ উত্তমঃ॥ ১৬৪॥

কার্শ্যে—যদা তু দুর্ব্বলো বালঃ খাদন্নপি চ বহ্নিমান্। বিদারীকন্দগোধূমযবচূর্ণং ঘৃতপ্লুতম্। খাদয়েত্তদনুক্ষীরং শৃতং সমধুশর্করম্॥ ১৬৫॥

শোথে—মুস্তং কুষ্মাণ্ডবীজানি ভদ্রদারুকলিঙ্গকান্। পিষ্ট্বা তোয়েন সংলিপ্তং লেপোঽয়ং শোথহৃচ্ছিশোঃ॥ ১৬৬॥

ক্ষতবিসর্পবিস্ফোটজ্বরে—পটোলত্রিফলারিষ্টহরিদ্রাক্বথিতং পিবেৎ। ক্ষত-বিসর্পবিস্ফোটজ্বরাণাং শান্তয়ে শিশুঃ॥ ১৬৭॥

সিধ্মপামাবিচর্চ্চিকায়াম্—গৃহধূমনিশাকুষ্ঠরাজিকেন্দ্রযবৈঃ শিশোঃ। লেপ-স্তক্রেণ হন্ত্যাশু সিধ্মপামাবিচর্চ্চিকাম্॥ ১৬৮॥

মুখস্রাবে—সারিবাতিললোধ্রাণাং কষায়ো মধুকস্য চ। সংস্রাবিণি মুখে শস্তো ধাবনার্থং শিশোঃ সদা॥ অশ্বত্থত্বগ্‌দলক্ষৌদ্রৈর্মুখপাকে প্রলেপনম্॥ ১৬৯॥

রোদনে—পিপ্পলীত্রিফলাচূর্ণং ঘৃতক্ষৌদ্রপরিপ্লুতম্। বালো রোদিতি যস্তস্মৈ লীঢ়ং দদ্যাৎ সুখাবহম্॥ ১৭০॥

তালুকণ্টকে—হরীতকী বচা কুষ্ঠং কল্কং মাক্ষিকসংযুতম্। পীত্বা কুমারঃ স্তন্যেন মুচ্যতে তালুকণ্টকাৎ॥ ১৭১॥

কুক্রূণকে—ফলত্রিকং লোধ্রপুনর্নবে চ সশৃঙ্গবেরং বৃহতীদ্বয়ঞ্চ। আলেপতন শ্লেষ্মহরং সুখোষ্ণং কুক্রূণকে কার্য্যমুদাহরন্তি॥ ১৭২॥

নাভিশোথে—মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোষ্মণা। স্বেদয়েদুত্থিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি॥ ১৭৩॥

নাভিপাকে—নাভিপাকে নিশালোধ্রপ্রিয়ঙ্গুমধুকৈঃ শৃতম্। তৈলমভ্যঞ্জনে শস্ত-

* দ্বিবার্ত্তাকী বৃহতীদ্বয়ম্॥ ১৬২॥

মেভিশ্চাপ্যবধূলনম্॥ দগ্ধেন ছাগণকৃতা নাভিপাকেঽবচূর্ণনম্॥ ত্বক্চূর্ণৈঃ ক্ষীরিণাং বাপি কুর্য্যাশ্চন্দনরেণুনা॥ ১৭৪। ১৭৫॥

গুদপাকে—গুদপাকে তু বালানাং পিত্তঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্। রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্। শঙ্খযষ্ট্যাঞ্জনৈশ্চূর্ণং শিশূনাং গুদপাকনুৎ *॥ ১৭৬॥

অহিপূতনে—শঙ্খসৌবীরযষ্ট্যাহ্বৈর্লেপো দেয়োঽহিপূতনে॥

পারিগর্ভিকে—পারিগর্ভিকরোগে তু যুজ্যতে বহ্নিদীপনম্॥ ১৭৭॥

দন্তোদ্ভেদজরোগেষু—দন্তপালীং তু মধুনা চূর্ণেন প্রতিসারয়েৎ। ধাতকীপুষ্পপিপ্পল্যোর্ধাত্রীফলরসেন বা॥ দন্তোত্থানভবা রোগাঃ পীড়য়ন্তি ন বালকম্। জাতে দন্তে হি শাম্যন্তি যতস্তদ্ধেতুকা গদাঃ॥ ১৭৮—১৭৯॥

সৌবর্ণং সুকৃতং চূর্ণং কুষ্ঠং মধু ঘৃতং বচা। মৎস্যাক্ষকং শঙ্খপুষ্পী মধুসর্পিঃ সকাঞ্চনম্॥ অর্কপুষ্পী মধু ঘৃতং চূর্ণিতং কনকং বচা। সহেমচূর্ণং কৈটর্য্যং শ্বেতা দূর্ব্বা ঘৃতং মধু॥ চত্বারোঽভিহিতাঃ প্রাশা অর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ। কুমারাণাং বপুর্ম্মেধাবলপুষ্টিকরাঃ স্মৃতাঃ *॥ ১৮০—১৮২॥

লাক্ষাদিতৈলম্—লাক্ষারসে সমে তৈলং মস্তুন্যথ চতুর্গুণে। রাস্নাচন্দনকুষ্ঠাহ্বাবাজিগন্ধানিশাযুতৈঃ॥ শতাহ্বাদারুযষ্ট্যাহ্বমূর্ব্বাতিক্তাহরেণুভিঃ। সংসিদ্ধজ্বররক্ষোঘ্নং বলবর্ণকরং শিশোঃ॥ ১৮৩—১৮৪॥

ইতি বালরোগাধিকারঃ।

ইতি লটকনতনয় শ্রীমন্ মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশ মধ্যখণ্ডঃ।

---

* অঞ্জনং রসাঞ্জনম্॥ ১৭৬॥ সৌবর্ণং চূর্ণম্ চতুর্ষ্বপি যোগেষু মারিতস্বর্ণচূর্ণম্। মৎস্যাক্ষকঃ ব্রাহ্মী ইতি লোকে, বচম ইত্যেকে। অর্কপুষ্পী অর্কসদৃশপুষ্পী লতা,দূর্ব্বা শ্বেতদূর্ব্বা কৈটর্য্যং কট্‌ফলং সংবৎসরং যাবদেতে যোগাঃ প্রযোজ্যাঃ, দ্বাদশবর্ষাণীতি কেচিৎ॥ ১৮২॥

ভাবপ্রকাশস্য

উত্তরখণ্ডে

প্রথমো ভাগঃ।

অথ বাজীকরণাধিকারঃ।

তত্র বাজীকরণস্য লক্ষণমাহ—যদ্দ্রব্যং পুরুষং কুর্য্যাদ্বাজীব সুরতক্ষমম্। তদ্বাজীকরমাখ্যাতং মুনিভির্ভিষজাম্বরৈঃ॥ ১॥

অত্র প্রসঙ্গাৎ ক্লৈব্যস্য লক্ষণং সংখ্যাং নিদানঞ্চাহ—ক্লীবঃ স্যাৎ সুরতাশক্তস্তদ্ভাবঃ ক্লৈব্যমুচ্যতে। তচ্চ সপ্তবিধং প্রোক্তং নিদানং তস্য কথ্যতে॥ তৈস্তৈর্ভাবৈরহৃদ্যৈস্তু রিরংসোর্মনসি ক্ষতে। ধ্বজঃ পতত্যতো নৃণাং ক্লৈব্যং সমুপজায়তে॥ দ্বেষ্যস্ত্রীসংপ্রয়োগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসং স্মৃতম্ *॥ কটুকাম্লোষ্ণলবণৈরতিমাত্রোপসেবিতৈঃ *॥ পিত্তাচ্ছুক্রক্ষয়ো দৃষ্টঃ ক্লৈব্যং তস্মাৎ প্রজায়তে॥ অতিব্যবায়শীলো যো ন চ বাজীক্রিয়ারতঃ। ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুক্রক্ষয়হেতুকম্ *॥ মহতা মেঢ্ররোগেণ চতুর্থী ক্লীবতা ভবেৎ। বীর্য্যবাহী শিরাচ্ছেদান্মেহনানুন্নতির্ভবেৎ॥ বলিনঃ ক্ষুব্ধমনসো নিরোধাদ্ ব্রহ্মচর্য্যতঃ। ষষ্ঠং ক্লৈব্যং স্মৃতং তত্তু শুক্রস্তম্ভনিমিত্তকম্ *॥ জন্ম প্রভৃতি যৎ ক্লৈব্যং সহজং তদ্ধি সপ্তমম্॥ ২—৮॥

অসাধ্যং ক্লৈব্যমাহ—অসাধ্যং সহজং ক্লৈব্যং মর্ম্মচ্ছেদাচ্চ যদ্ভবেৎ *॥ ৯॥

অথ ক্লৈব্যস্য চিকিৎসা—ক্লৈব্যানামিহ সাধ্যানাং কার্য্যো হেতুবিপর্য্যয়ঃ। মুখ্যং চিকিৎসিতং যস্মান্নিদান পরিবর্জ্জনম্॥ ১০॥

* তৈস্তৈর্ভাবৈঃ ভয়শোকক্রোধাদিভিঃ। অহৃদ্যৈঃ হৃদয়াহিতৈঃ দুঃখত্বাৎ। ক্ষতে পীড়িতে, অস্বস্থীকৃতে ইতি যাবৎ, ধ্বজঃ শিশ্নঃ, তথাচ ধ্বজং চিহ্নে পতাকায়াং মেহনে শৌণ্ডিকেঽপি চেতিবিশ্বপ্রকাশঃ। পততি নতুন্নমতি স্যাৎপ্রয়োগঃ মৈথুনম্॥ ৪॥ কটুকাদিনংতিমাত্রেণ প্রবৃদ্ধেন পিত্তেন শুক্রস্য দগ্ধত্বাৎ ক্লৈব্যং ভবতি পিত্তজমিতি দ্বিতীয়ম্॥ ৫॥ শুক্রক্ষয়েন তৃতীয়ম্॥ ৬॥ বলিনঃ পুষ্টস্য ক্ষুব্ধমনসঃ কামাৎ সঞ্চলতো মনসঃ ব্রহ্মচর্য্যং অমৈথুনং তস্মান্নিরোধাৎ শুক্রস্য ক্লৈব্যম্ভবতি॥ ৮॥ যন্মর্ম্মচ্ছেদাদ্বীর্য্যবাহিশিরাচ্ছেদাৎ॥ ৯॥

ক্লৈব্যস্য চিকিৎসায়াং বাজীকরণবিধিমাহ—নরো বাজীকরান্ যোগান্ সম্যক্‌শুদ্ধো নিরাময়ঃ। সপ্তত্যন্তং প্রকুর্ব্বীত বর্ষাদূর্দ্ধন্তু ষোড়শাৎ॥ আয়ুষ্কামো নরঃ স্ত্রীভিঃ সংযোগং কর্ত্তুমর্হতি। ন চ বৈ ষোড়শাদর্ব্বাক্ সপ্তত্যাঃ পরতো ন চ॥ ক্ষয়বৃদ্ধ্যুপদংশাদ্যা রোগাশ্চাতীব দুর্জ্জয়াঃ। অকালমরণঞ্চ স্যাদ্ভজতে স্ত্রিয়বন্যথা *॥ বিলাসিনামর্থবতাং রূপযৌবনশালিনাম্। নরাণাং বহুভার্য্যাণাং বিধির্ব্বাজীকরো হিতঃ॥ স্থবিরাণাং রিরংসূনাং স্ত্রীণাং বাল্লভ্যমিচ্ছতাম্। যোষিৎপ্রসঙ্গাৎ ক্ষীণানাং ক্লীবানামল্পরেতসাম্॥ হিতা বাজীকরা যোগাঃ প্রীণয়ন্ত্যবলপ্রদাঃ। এতেঽপি পুষ্টদেহানাং সেব্যাঃ কালাদ্যপেক্ষয়া॥১১—১৬॥

বাজীকরাণ্যাহ—ভোজনানি বিচিত্রাণি পানানি বিবিধানি চ। গীতং শ্রোত্রাভিরামাশ্চ বাচঃ স্পর্শসুখাস্তথা॥ কামিনী সান্দ্রতিলকা কামিনী নবযৌবনা। গীতং শ্রোত্রমনোজ্ঞঞ্চ তাম্বূলং মদিরাঃ স্রজঃ॥ গন্ধা মনোজ্ঞা রূপাণি চিত্রাণ্যুপবনানি চ। মনসশ্চাপ্রতীঘাতং বাজীকুর্ব্বন্তি মানবম্॥ মাক্ষীকধাতুমধুপারদলোহচূর্ণং পথ্যাশিলাজতুবিড়ঙ্গঘৃতানি লিহ্যাৎ। একাগ্রবিংশতিদিনানি গদার্দ্দিতোঽপি সাশীতিকোঽপি রময়েৎ প্রমদাং যুবেব॥ সত্বং গুড়ূচ্যা গগনং সলোধ্রমেলাসিতামাগধিকাসমেতম্। এতৎ সমেতং মধুনাবলীঢ়ং রামাশতং সেবয়তীব ষণ্ডঃ॥ গবাং বিরূঢ়বৎসানাং সিদ্ধং পয়সি পায়সম্। গোধূমচূর্ণঞ্চ তথা সিতামধুঘৃতান্বিতম্॥ ভুক্ত্বা হৃষ্যতি জীর্ণোঽপি দশদারান্ ব্রজত্যপি॥ ১৭—২২॥

রসালা—দধ্নোঽর্দ্ধাঢ়কমীষদম্লমধুরং খণ্ডস্য চন্দ্রদ্যুতেঃ, প্রস্থং ক্ষৌদ্রপলম্পলঞ্চ হবিষঃ শুণ্ঠ্যাশ্চ মাষাষ্টকম্। তদ্বন্মাষচতুষ্টয়ং মরিচতঃ কর্ষং লবঙ্গস্তথা, ধৃত্বা শুক্লপটে শনৈঃ করতলেনোন্নাম্য বিস্রাবয়েৎ॥ মৃদ্ভাণ্ডে মৃগনাভিচন্দনরসস্পৃষ্টেঽগুরুদ্ধূপিতে, কর্পূরেণ সুগন্ধিতং তদখিলং সংলোড্য সংস্থাপয়েৎ। স্বস্যার্থে মকরেশ্বরেণ রচিতা হ্যেষা রসালা স্বয়ম্, ভোক্তুর্মন্মথদীপনী সুখকরী কান্তেব নিত্যং প্রিয়া॥ ২৩। ২৪॥

রতিবর্দ্ধনম্—গোক্ষুরেক্ষুরবীজানি বাজিগন্ধা শতাবরী। মুশলী বানরীবীজং যষ্টী নাগবলা বলা॥ এষাং চূর্ণং দুগ্ধসিদ্ধং গব্যেনাজ্যেন ভর্জ্জিতম্। সিতয়া মোদকং কৃত্বা ভক্ষ্যং বাজীকরং পরম্॥ বাজীকরাণি ভূরীণি সংগৃহ্য রচিতো যতঃ। তস্মাদ্ বহুষু যোগেষু যোগোঽয়ং প্রবরো মতঃ॥ চূর্ণাদষ্টগুণঃ ক্ষীরং ঘৃতং চূর্ণসমং স্মৃতম্। সর্ব্বতো দ্বিগুণং খণ্ডং খাদেদগ্নিবলং যথা॥ ২৫—২৮॥ ইতি রতিবর্দ্ধনম্।

মদনমঞ্জরীবটী—চত্বারো ব্যোমভাগাস্তদনু নিগদিতং ভাগযুগ্মঞ্চ বঙ্গম্, ভাগৈকং শম্ভুবীজন্ত্রিতয়মপি মৃতং তৎ সমা সিদ্ধমূলী। চাতুর্জাতং সজাতীফলমরিচকণানাগরং দেবপুষ্পম্, জাতীপত্রঞ্চ ভাগদ্বিতয়মপি পৃথক্ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণ্যম্॥ সর্ব্বদ্ব্যংশা সিতা স্যাদ্ ঘৃতমধুসহিতং মোদকীকৃত্য চৈতৎ, খাদেদগ্নিং সমীক্ষ্য প্রসভমভিনবানন্দসম্বর্দ্ধনায়। যোগো বাজীকরাখ্যোঽয়মিহ নিগদিতো ভৈরবানন্দনাম্না, নিঃশেষব্যাধিহন্তা দলিতবহুবধূদ্দামকন্দর্পদর্পঃ॥ ২৯—৩০॥ ইতি মদনমঞ্জরী বটী।

---

* স্ত্রীভজনবিধিঃ বিস্তরতো রাত্রিচর্য্যায়াং লিখিতোঽস্তি, তত্র দ্রষ্টব্যঃ॥ ১৩॥

পিপ্পলীলবণোপেতে বস্তাণ্ডে ঘৃতসাধিতে। কচ্ছপস্যাথবা খাদেত্তত্তু, বাজীকরং ভৃশম্॥ ৩১॥

রতিবল্লভাখ্যপূগপাকঃ—পূগং দক্ষিণদেশজং দশপলান্মানং ভৃশং কর্ত্তয়েৎ,তৎ স্বিন্নং জলযোগতো মৃদুতরং সঙ্কুট্য চূর্ণীকৃতম্। তচ্চূর্ণং পটশোধিতং বসুগুণো গোশুদ্ধ-দুগ্ধে পচেৎ, দ্রব্যাজ্যাঞ্জলিসংযুতেঽতিনিবিড়ে দদ্যাত্তুলার্দ্ধাং সিতাম্॥ পক্বং তজ্জ্বলনাৎ ক্ষিতিং প্রতি নয়েত্তস্মিন্ পুনঃ প্রক্ষিপেৎ, যদ্‌যত্তত্তদুদাহরামি বহুলা দৃষ্ট্বাদরাৎ সংহিতাঃ। এলা নাগবলা বলা সচপলা জাতীফলা লিঙ্গকা, জাতীপত্রসুপত্রপত্রকযুতং তচ্চ ত্বচা সংযুতম্॥ বিশ্বাবীরণবারিবারিদবরা বাংশী বরী বানরী, দ্রাক্ষা সেক্ষুরগোক্ষুরাথ মহতী খর্জ্জূরিকা ক্ষীরিকা। ধান্যাকং সকসেরুকং সমধুকং শৃঙ্গাটকং জীরকম্, পৃথ্বীকাথ যবানিকা বরটিকা মাংসী মিসী মেথিকা॥ কন্দোঽত্র বিদারিকাথ মুশলী গন্ধর্ব্বগন্ধা তথা, কর্পূরং করিকেশরং সমরিচঞ্চারস্য বীজং নবম্। বীজং শাল্মলিসম্ভবং করিকণাবীজঞ্চ রাজীবজম, শ্বেতং চন্দনমত্র রক্তমপি চ শ্রীসংজ্ঞপুষ্পৈঃ সমম্॥ সর্ব্বঞ্চেতি পৃথক্ পৃথক্ পলমিতং সংচূর্ণ্য তত্র ক্ষিপেৎ, সূতং বঙ্গভুজঙ্গলোহগগনং সম্মারিতং স্বেচ্ছয়া। কস্তূরী ঘনসারচূর্ণমপি চ প্রাপ্তং যথা প্রক্ষিপেৎ, পশ্চাদস্য তু মোদকান্ বিরচয়েদ্বিল্বপ্রমাণানথ॥ তান্ ভুক্ত্বাতি সদা যথানলবলং ভুঞ্জীত নাম্লং রসম, পূর্ব্বস্মিন্নশিতে গতে পরিণতিং প্রাগ্‌ভোজনাদ্ ভক্ষয়েৎ। নিত্যং স্ত্রীরতিবল্লভাখ্যকমিমং পূগস্য পাকং ভবেৎ, স স্যাদ্বীর্য্যবিবৃদ্ধিবৃদ্ধমদনো বাজীবশক্তো রতৌ॥ দীপ্তাগ্নির্বলবান্ বলীবিরহিতো দৃষ্টঃ স পুষ্টঃ সদা, বৃদ্ধো যোঽপি যুবেব সোঽপি রুচিরঃ পূর্ণেন্দুবৎ সুন্দরঃ *॥ ৩২—৩৮॥

কামেশ্বরমোদক—এতস্মিন্ রতিবল্লভে যদি পুনঃ সম্যক্ সুরা শাণিকা, ধুস্তূরস্য চ বীজমর্ককরভঃ পোথোঽব্ধিশোষস্তথা। সম্মাজূফলকস্তথা খসফলত্ত্বক্কার্ষিকান্ নিঃক্ষিপেৎ চূর্ণার্দ্ধা বিজয়া তদা স হি ভবেৎ কামেশ্বরো মোদকঃ॥ ৩৯॥

রক্তপিত্তাধিকারোক্তঃ খণ্ডকুষ্মাণ্ডকো মহান্। রক্তপিত্তাদিরোগঘ্নে মহাবাজীকরঃ স্মৃতঃ॥ ৪০॥

আম্রপাকঃ—পক্বাম্রস্য রসদ্রোণে সিতামাঢ়কসম্মিতাম্। ঘৃতস্প্রস্থমিতং দদ্যান্ নাগরস্য পলাষ্টকম্॥ মরিচং কুড়বোন্মানং পিপ্পলী দ্বিপলোন্মিতা। সলিলস্যাঢ়কং দত্ত্বা সর্ব্ব-

* বসুগুণঃ অষ্টগুণঃ, অঞ্জলিঃ অর্দ্ধশরাবঃ, তুলার্দ্ধং পঞ্চাশৎপলানি, যতঃ—দ্বিপঞ্চাশৎ পলানামভিদধতি তুলাং সংহিতাঃ সুশ্রুতাদ্যাঃ নাগবলা গুলশকরী,বলা বরিআরা, তস্যাঃ মূলং,জাতীপত্রং কঞ্জাই পত্রী, বিশ্বা শুণ্ঠী, বীরণং উশীরং, বারি সুগন্ধবালা, বারিদঃ মুস্তকঃ, বরা ত্রিফলা, বাংশী বংশ-লোচনা, বরী শতাবরী, বানরী কপিকচ্ছুঃ, ইক্ষুরঃ কোকিলাক্ষস্তস্য বীজং গ্রাহ্যং, গোক্ষুরস্য চ বীজং, মহতী বৃহতী খর্জ্জূরিকা মহাখর্জ্জূরকাঃ, ক্ষীরিকা ক্ষীরী, পৃথ্বীকা কলোঞ্জী বরটী শালুকমেষাং কন্দঃ স্যাদ্বীজকোশো বরাটিকা, মাংসী জটামাংসী, মিসী সোফ, গন্ধর্ব্বগন্ধা অশ্বগন্ধা, তস্যা মূলং, শ্রীসংজ্ঞঃ লবঙ্গং ঘনসারং কর্পূরঃ বিল্বমানান্ পলপ্রমাণান্॥ ৩৮॥

মেকত্র কারয়েৎ ॥ বিপচেন্মৃণ্ময়ে পাত্রে দারুদর্ব্যা প্রচালয়েৎ। চূর্ণান্যেষাং ক্ষিপেত্তত্র ঘনীভূতেঽবতারিতে ॥ ধান্যাকঞ্জীরকল্পথ্যাং চিত্রকং মুস্তকস্ত্বচম্। বৃহজ্জীরকমপ্যত্র গ্রন্থিকন্নাগকেশরম্ ॥ এলাবীজং লবঙ্গঞ্চ পৃথগ্ জাতীং পলং পলম্। সিদ্ধং শীতে প্রদদ্যাচ্চ মধুনা কুড়বদ্বয়ম্ ॥ ভক্ষয়েদ্ভোজনাদর্বাক্ পলমাত্রমিদং নরঃ। অথবা নিয়তা নাত্র মাত্রাং খাদেদ্যথানলম্ ॥ মানবঃ সেবনাদস্য বাজীব সুরতে ভবেৎ ॥ সমর্থো বলবান্ পুষ্টো নিত্যং স স্যান্নিরাময়ঃ ॥ গ্রহণীং নাশয়েদেষ ক্ষয়ং শ্বাসমরোচকম্। অম্লপিত্তমহাশ্বাসং রক্তপিত্তঞ্চ পাণ্ডুতাম্ * ॥ ৪১—৪৮ ॥

শময়তি গোক্ষুরচূর্ণং ছাগক্ষীরেণ সাধিতং সমধু। ভুক্তং ক্ষপয়তি যাণ্ড্যং যজ্জনিতং কুপ্রয়োগেণ ॥ ৪৯ ॥

চন্দনাদিতৈলম্—দ্রব্যাণি চন্দনাদেস্তু চন্দনং রক্তচন্দনম্। পত্তঙ্গমথ কালীয়াগুরু কৃষ্ণাগুরূণি চ ॥ দেবদ্রুসরলং পদ্মং পঙ্কে তৃণকেঽপি চ। কর্পূরো মৃগনাভিশ্চ লতাকস্তূরিকাপি চ ॥ সিহ্লকঃ কুঙ্কুমং নব্যং জাতীফলকমেব চ। জাতীপত্রং লবঙ্গঞ্চ সূক্ষ্মৈলা মহতী চ সা ॥ কঙ্কোলফলকং স্পৃক্কা পত্রকং নাগকেশরম্। বালকঞ্চ তথোশীরং মাংসী দারুসিতাঽপি বা ॥ কৃতকর্পূরকশ্চাপি শৈলেয়ং ভদ্রমুস্তকম্। রেণুকা চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ শ্রীবাসো গুগ্গুলুস্তথা ॥ লাক্ষানখশ্চ রালশ্চ ধাতকীকুসুমন্তথা। গ্রন্থিপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা তগরং সিক্থকন্তথা ॥ এতানি শাণমানানি কল্কীকৃত্য শনৈঃ পচেৎ। অনেনাভ্যক্তগাত্রস্তু বৃদ্ধোঽশীতিসমোঽপি সঃ ॥ যুবা ভবতি শুক্রাঢ্যঃ স্ত্রীণামত্যন্তবল্লভঃ। বন্ধ্যাপি লভতে গর্ভং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥ অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি জীবেচ্চ শরদাং শতম্। চন্দনাদিমহাতৈলং রক্তপিত্তক্ষয়ং জ্বরম্। দাহং প্রস্বেদদৌর্গন্ধ্যং কুষ্ঠং কণ্ডুং বিনাশয়েৎ * ॥ ৫০—৫৮ ॥

মধুপক্কহরীতকী—দশমূলং কণা বহ্নি কপিত্থঞ্চ বিভীতকম্। কট্‌ফলং মরিচং বিশ্বমূলং পিপ্পলিসৈন্ধবম্ ॥ রক্তরোহীতকং দন্তী দ্রাক্ষাজাজিনিশাদ্বয়ম্। ধাত্রী জন্তুঘ্নশিখরী শৃঙ্গী দারু পুনর্নবা ॥ ধান্যাকং দেবকুসুমং রাজবৃক্ষস্ত্রিকণ্টকম্। বৃদ্ধদারুকুবেরাক্ষ্যৌ মূলং বীরণিকাভবম্ ॥ এতেষাং পলযুগ্মন্তু ভেষজানাং পৃথক্ পৃথক্। আঢ়কঞ্চাপি পথ্যায়াস্তোয়ে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ ॥ স্বিন্না পথ্যা ভবেদ্যাবৎ পশ্চান্মধু বিনিক্ষিপেৎ। গুরূপদেশাদ্বিধিবত্রিদিনঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ পুনঃ ক্ষিপেৎ পঞ্চদিনন্তথা চ দশবাসরম্। সংসিদ্ধা চাভয়া পশ্চাদ্ ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥ বিমলে সুদৃঢ়ে ক্ষৌদ্রপরিপূর্ণে প্রযত্নতঃ। পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্তভাণ্ডে তু ক্ষিপেদ্বুদ্ধিপরায়ণঃ ॥ এষা হরীতকী চৈব ধন্বন্তরিকৃতা শুভা। শ্বাসকাসং ক্ষয়ং পাণ্ডুং হিক্কাচ্ছর্দ্দিমদভ্রমান্ ॥ মুখরোগন্তথা তৃষ্ণাং অরুচিং বহ্নিমান্দ্যতাম্। যকৃৎপ্লীহোদরঞ্চৈব বাতরক্তং সুদারুণম্ ॥ শিরোঽক্ষিকর্ণজাং পীড়াং তথা বন্ধগুদোদ্ভবম্। গ্রহণীং ত্বগ্বিকারাঞ্চ শোষং দোষত্রয়োদ্ভবম্। মধুপক্কেতি বিখ্যাতা হন্তি রোগাননেকশঃ ॥ ৫৯—৬৮ ॥

---

* বৃহজ্জীরকঃ মঙ্গরৈলা ॥ ৪৭ ॥ পত্তঙ্গং বকম্ ইতি লোকে কালীয়কং কলম্বকটু ইতি লোকে লতাকস্তূরিকা মুস্কদানা কঙ্কোলফলস্যাভাবে জাতীপুষ্পং গ্রাহ্যং তদভাবে লবঙ্গং গ্রাহ্যম্ দারুসিতা দালচীনী শৈলেয়ং ছরা গ্রন্থিপর্ণঃ গঠিবন অশীতিসমঃ অশীতিবার্ষিকঃ ইতি চন্দনাদি তৈলম্ ॥ ৫৮ ॥

বানরী বটিকা—বীজানি কপিকচ্ছ্বাঙ্কুড়বমিতানি স্বেদয়েচ্ছনকৈঃ। প্রস্থে গোস্তব-দুগ্ধে তাবদ্ যাবদ্ভবেদ্গাঢ়ম্॥ ত্বগ্রহিতানি চ কৃত্বা সূক্ষ্মং সম্পেষয়েত্তানি। পিষ্টিকায়া লঘুবটিকাঃ কৃত্বা গব্যে পচেদাজ্যে॥ দ্বিগুণিতশর্করাপাতা বটিকাঃ সম্পক্কয়া লেপ্যাঃ। বটিকা মাক্ষিকমধ্যে মজ্জনযোগ্যে বিরলাঃ স্থাপ্যাঃ॥ পঞ্চটঙ্কমিতাস্তাস্তু প্রাতঃ সায়ঞ্চ ভক্ষয়েৎ। অনেন শীঘ্রদ্রাবী য়ো যশ্চ স্যাৎ পতিতধ্বজঃ॥ সোঽপি প্রাপ্নোতি সুরতে সামর্থ্যমতি-বাজিবৎ। নানেন সদৃশং কিঞ্চিদ্দ্রব্যং বাজিকরং পরম্॥ ৬৯—৭৩॥

আকারকরভঃ শুণ্ঠী লবঙ্গং কুঙ্কুমং কণা। জাতীফলং জাতীপুষ্পং চন্দনং কার্ষিকং পৃথক্॥ চূর্ণয়েদহিফেনস্তু তত্র দদ্যাৎ পলোন্মিতম্। সর্ব্বমেকীকৃতং মাষমাত্রং ক্ষৌদ্রেণ ভক্ষয়েৎ॥ শুক্রস্তম্ভকরং পুংসামিদমানন্দকারকম্। নারীণাং প্রীতিজননং সেবেত নিশি কামুকঃ॥ ৭৪—৭৬॥

ইতি বাজীকরণাধিকারঃ।

অথ রসায়নাধিকারঃ।

তত্র রসায়নস্য লক্ষণমাহ—যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি বয়ঃস্তম্ভকরং তথা। চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং ভেষজং তদ্রসায়নম্॥ ১॥

রসায়নস্য ফলমাহ—দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ। দেহেন্দ্রিয়-বলং কান্তিং নরো বিন্দেদ্রসায়নাৎ॥ নাবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তো রাসায়নো বিধিঃ। ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগইবাপিতঃ॥ ২।৩॥

তদুদাহরণানি—শীতোদকং পয়ঃ ক্ষৌদ্রং ঘৃতমেকৈকশো দ্বিশঃ। ত্রিশঃ সমস্ত-মথবা প্রাক্পীতং স্থাপয়েদ্বয়ঃ॥ মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্যঃক্ষীরেণ যষ্টীমধুকস্য চূর্ণম্। রসো গুড়ূচ্যাস্তু সমূলপুষ্পঃ কল্কঃ প্রযোজ্যঃ খলু শঙ্খপুষ্প্যাঃ॥ আয়ুঃপ্রদান্যাময়নাশনানি বলাগ্নিবর্ণস্বরবর্দ্ধনানি। মেধ্যানি চৈতানি রসায়নানি মেধ্যা বিশেষেণ চ শঙ্খপুষ্পী *॥ মাক্ষিকেন তুগাক্ষীরী পিপ্পল্যা লবণেন চ। ত্রিফলা সিতয়া বাপি যুক্তা সিদ্ধং রসায়নম্॥ সিন্ধূত্থশর্করাশুণ্ঠীকণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ। বর্ষাদিম্বভয়া প্রাশ্যা রসায়নগুণৈষিণা॥ পুনর্নব-স্যার্দ্ধপলন্নবস্য পিষ্টং পিবেদ্যঃ পয়সার্দ্ধমাসম্। মাসত্রয়ং তৎ ত্রিগুণং সমং বা জীর্ণোঽপি ভূয়ঃ স পুনর্ভবঃ স্যাৎ॥ যে মাসমেকং স্বরসং পিবন্তি দিনে দিনে ভৃঙ্গরজঃসমুত্থম্।

---

* মণ্ডূকপর্ণী ব্রাহ্মী তদলাভে মঞ্জিষ্ঠা গ্রাহ্যা, তস্যাপি রসায়নত্বাৎ॥ ৬॥

ক্ষীরাশিনস্তে বলবীর্য্যযুক্তাঃ সমাঃ শতং জীবনমাপ্নুবন্তি ॥ শতাবরী মুণ্ডিতিকা গুড়ূচী সহস্তিকর্ণা সহ তালমূলী। এতানি কৃত্বা সমভাগযুক্তান্যাজ্যেন কিংবা মধুনাবলিহ্যাৎ ॥ জরা-রুজামৃত্যুবিযুক্তদেহো ভবেন্নরো-বীর্য্যবলাদিযুক্তঃ। বিভাতি দেবপ্রতিমঃ স নিত্যং প্রভা-ময়ো ভূরিবিবৃদ্ধিবুদ্ধিঃ ॥ পীত্বাশ্বগন্ধাং পয়সার্দ্ধমাসং ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা। বীর্য্যস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ ॥ ৪—১৩ ॥

লৌহগুগ্গুলুঃ—অয়ঃপলং গুগ্গুলুমত্র যোজ্যং পলত্রয়ং ব্যোষপলানি পঞ্চ। পলানি চাষ্টৌ ত্রিফলারজশ্চ কর্ষৌ লিহন্ যাত্যমরত্বমেব ন কেবলং দীর্ঘমিহায়ুরশ্নুতে রসায়নং যো বিবিধং নিষেবতে। গতং স দেবর্ষিনিষেবিতং শুভং প্রপদ্যতে ব্রহ্ম তথৈব চাক্ষয়ম্ ॥ ১৪—১৫ ॥

যাবদ্ব্যোমনি বিম্বমম্বরমণেরিন্দোশ্চ বিদ্যোততে, যাবৎ সপ্ত পয়োধরাঃ সগিরয়স্তিষ্ঠন্তি পৃষ্ঠে ভুবঃ। যাবচ্চাবনিমণ্ডলং ফণিপতেরাস্তে ফণামণ্ডলে, তাবৎ সদ্ভিষজঃ পঠন্তু পরিতো ভাবপ্রকাশং শুভম্ ॥ গ্রন্থস্যাস্যাধ্যাপকানাঞ্চনানাং মধ্যে নৃণামাদরং কুর্ব্বতাঞ্চ। শ্রীসোমেশাদিত্যবিপ্রপ্রসাদাদায়ুর্দীর্ঘং সৌখ্যমাস্তাং সদৈব ॥ ইত্যষ্টমপ্রকরণম্।

ইতি রসায়নাধিকারঃ।

ইতি লটকনতনয়শ্রীমন্ মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে উত্তরখণ্ডঃ।

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ।

ভাবপ্রকাশ।

পূর্ব্ব খণ্ড।



প্রথম ভাগ।

—:*:—

বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলাচরণ।

সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থ ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রাপ্ত্যর্থ গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নহর্ত্তা সিদ্ধিদাতা অমরপ্রবর গজাননকে এবং শাস্ত্র-নেত্রদাতা গুরুকে ও অভীষ্টপ্রদ ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করি॥ ১

যে ক্রমে পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদের আগমন হয়, আমি নানা তন্ত্র অবলোকন পূর্ব্বক প্রথমে তাহাই লিখিতেছি॥ ২

আয়ুর্ব্বেদের লক্ষণ। যে শাস্ত্রে আয়ুর হিতাহিত এবং ব্যাধির নিদান ও প্রশমন বর্ণিত আছে, পণ্ডিতগণ সেই শাস্ত্রকেই আয়ুর্ব্বেদ কহিয়া থাকেন॥ ৩

আয়ুর্ব্বেদের নিরুক্তি। এই শাস্ত্র দ্বারা পুরুষ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে এবং অন্যের আয়ু অবগত হইতে পারেন বলিয়া মুনিবরগণ কর্ত্তৃক ইহা আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত হইয়াছে।

টীকার ব্যাখ্যা। শরীর ও জীবের যে সংযোগ তাহাই জীবন নামে অভিহিত এবং যত কাল সেই সংযোগ থাকে, তাহাই আয়ুর্নামে কথিত। আয়ুর্ব্বেদ দ্বারা আয়ুর হিতকর এবং আয়ুর অহিতকর দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম সকল অবগত হইয়া তাহাদের সেবন-ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ আয়ুর হিতকর দ্রব্যগুণকর্ম্ম সকল সেবন করিয়া ও আয়ুর অহিতকর দ্রব্যগুণকর্ম্ম সকল ত্যাগ করিয়া আরোগ্য লাভ হেতু মানব দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারেন এবং উক্ত কারণেই অন্যেরও আয়ু অবগত হইতে সমর্থ হন॥ ৪

যে ক্রমে পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদের আগমন হয় এক্ষণে সেই ক্রম কথিত হইতেছে। তদ্ যথা—

প্রথমে **ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব।** বিধাতা অথর্ব্ববেদ সর্ব্বার্থ-আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করত নিজনামে (ব্রহ্মসংহিতা নামে) লক্ষ শ্লোকময়ী একখানি ঋজু-সংহিতা প্রণয়ন করেন। তৎপরে তিনি ধীসমুদ্র সকলকর্ম্মদক্ষ দক্ষ প্রজাপতিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দেন॥৫।৬

অনন্তর **দক্ষপ্রাদুর্ভাব।** ব্রহ্মার উপদেশ পাইয়া ক্রিয়াদক্ষ দক্ষপ্রজাপতি স্ববৈদ্য সুরশ্রেষ্ঠ সূর্য্যতনয় বিদ্বান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন॥ ৭

তৎপরে **অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রাদুর্ভাব।** অশ্বিনীকুমারদ্বয় দক্ষপ্রজাপতির নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সকল চিকিৎসকদিগের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত একখানি অতি প্রশংসনীয় স্বীয় সংহিতা প্রকাশ করেন। লোকপরম্পরা ক্রমে শুনা যায় যে ভৈরব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহা পুনর্ব্বার সংযোজিত করিয়া দেন। সেই জন্যই তাঁহারা যজ্ঞভাগী হয়েন। আবার দেবাসুর যুদ্ধে যে সকল দেবতা অসুরগণ কর্ত্তৃক সক্ষত হইয়াছিলেন, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় তাঁহাদিগকে সদ্যই অক্ষত করেন। এই মহা অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। আবার যখন ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ হয়, অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের চিকিৎসাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। সোমলোক হইতে চন্দ্র নিপতিত হন, অশ্বিনীকুমার দ্বয়ই চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে সুখী করেন। সূর্য্যের দন্ত বিশীর্ণ হয়, ভগনামক আদিত্যের নেত্র নষ্ট হয়, এবং চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা হয়, তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃকই চিকিৎসিত হইয়া রোগমুক্ত হয়েন। ভৃগু-নন্দন কামী চ্যবন বৃদ্ধ হইয়া বিকৃতশরীর হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃকই তিনি বীর্য্যবর্ণস্বরোপেত

হইয়া পুনর্ব্বার যুবা হইয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যদ্বারা এবং অন্য বহু কার্য্যদ্বারা ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রাদি দেবগণের অতি পূজ্য হইয়াছিলেন॥ ৮—১৪

তৎপরে **ইন্দ্রের প্রাদুর্ভাব।** শচীপতি ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারযুগলের এই সমস্ত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট নিরুদ্বেগে আয়ুর্ব্বেদ যাচ্ঞা করেন। অশ্বিনীকুমারযুগল সত্যপ্রতিজ্ঞ ইন্দ্র কর্তৃক যাচিত হইয়া তাঁহাকে যথাধীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করেন। ইন্দ্রদেব তাঁহাদের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আত্রেয়প্রমুখ বহু মুনিকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন॥ ১৫—১৭

অনন্তর **আত্রেয় প্রাদুর্ভাব।** একদা মুনিপুঙ্গব ভগবান্ আত্রেয় জগৎকে ইতস্তত রোগাকুল দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি কি করি, কোথায় যাই, কি উপায়ে লোক সকল নিরাময় হইবে, আমি ইহাদিগকে আর রোগাকুল দেখিতে পারি না, আমি অতিশয় দয়ালুস্বভাব, স্বভাব দুরতিক্রম অর্থাৎ স্বভাবকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; সুতরাং ইহাদের দুঃখে আমারও হৃদয়ে বিশেষ দুঃখ উপস্থিত হইতেছে। অতএব আমি দেহিগণের আরোগ্যার্থ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিব। ভগবান্ আত্রেয় ঋষি এই নিশ্চয় করিয়া আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নার্থ স্বর্গধামে ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন এবং দেখিলেন—আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ সর্ব্বদেব শিরোমণি ইন্দ্রদেব সিংহাসনে আসীন আছেন। দেবর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন, দেহপ্রভায় তিনি ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, তাঁহার দীপ্তিতে চতুর্দ্দিক উদ্দীপিত হইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রদেব তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই ভূরি-তপঃক্লশ-মুনিবরের যথাবিধি পূজা করিয়া কুশল ও আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই আত্রেয় মুনি নিজ আগমন-কারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, তদ্যথা—আত্রেয় বলিলেন—দেবরাজ আপনি কেবল স্বর্গেরই রাজা নহেন; বিধাতা যত্নপূর্ব্বক আপনাকে ত্রিলোকপতি করিয়াছেন। সম্প্রতি পৃথিবীতে মানবগণ ব্যাধিসমূহদ্বারা ব্যথিত হইয়া শোকাকুলিতচিত্ত হইয়াছে, তাহাদের সেই সন্তাপ নাশ করিতে কৃপা প্রদর্শন করুন। অর্থাৎ মানবগণের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে আয়ুর্ব্বেদোপদেশ প্রদান করুন। ইন্দ্রদেব আত্রেয়ের প্রার্থনায় তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। মুনীন্দ্র আত্রেয় ইন্দ্রের নিকট সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া এবং আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আগমন করিলেন। পরে করুণাকর-মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ আত্রেয় মানব মণ্ডলের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া স্বনামে একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। পরে অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতূকর্ণ, পরাশর, ক্ষীরপাণি ও হারীতকে আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করান। পুরাকালে অগ্নিবেশই প্রথমে তন্ত্র প্রণয়ন করেন। পরে ভেড়াদি মুনিগণ স্ব স্ব নামে এক এক খানি তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। অগ্নিবেশাদিমুনিগণ তন্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়া সেই সকল তন্ত্র মুনিবৃন্দ বন্দিত আত্রেয় ঋষিকে শ্রবণ করান। অত্রিনন্দন সেই সকল তন্ত্র শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন এবং যথাবৎ সূত্রিত হইয়াছে বলিয়া অনুমোদন করেন, তাহাতে মুনিগণ প্রহৃষ্ট হন। এবং স্বর্গে দেব ও দেবর্ষিগণও তন্ত্রকে যথাবৎ সূত্রিত হইয়াছে শুনিয়া অতি আনন্দিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করেন॥ ১৮—৩৪

অনন্তর **ভরদ্বাজপ্রাদুর্ভাব।** একদা বহু মুনি দৈবক্রমে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে আসিয়া সমবেত হন। মুনিগণের নাম বলিতেছি শুন, যথা—মুনিবর ভরদ্বাজ প্রথমে আসিয়া উপস্থিত হন। পরে ক্রমান্বয়ে অঙ্গিরা, গর্গ, মরীচি, ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্তি, অসিত, বশিষ্ঠ, পরাশর, হারীত, গৌতম, সাংখ্য, মৈত্রেয়, চ্যবন, জমদগ্নি, গার্গ্য, কাশ্যপ, কশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিঞ্জল, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, শাকুনেয়, শৌনক, আশ্বলায়ন, সাঙ্কৃত্য, বিশ্বামিত্র, পরীক্ষক, দেবল, গালব, ধৌম্য, কাপ্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, বৈজবাপ, কুশিক, বাদরায়ণ, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষ, শরলোমা, গোভিল, বৈখানস ও বালখিল্য এই সকল মহর্ষি, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক মহর্ষি হিমবৎ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানের যমের ও নিয়মের আশ্রয় এবং তপস্তেজে হূয়মান অগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত। ইঁহারা সকলে তথায় সুখোপবিষ্ট হইয়া এই কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তদ্ যথা—শরীর ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের মূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যদি নিরাময় হয়—তাহা হইলেই তদ্দারা সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে, অর্থাৎ শরীর নীরোগ থাকিলেই তদ্দারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করা যাইতে পারে, নতুবা নহে। তপস্যার, বেদাধ্যয়নের, ধর্ম্মের, ব্রহ্মচর্য্যের, ব্রতের ও আয়ুর সংহর্ত্তা রোগসমূহ পৃথিবীর সর্ব্বত্র যথাতথা প্রসৃত হইতেছে। রোগ সকল কার্শ্যকর, বলক্ষয়কর, দেহের চেষ্টাহর, দর্শনাদি-ইন্দ্রিয়শক্তি সংক্ষয়কর ও সর্ব্বাঙ্গ পীড়াকর; উহারা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মুক্তিবিষয়ে মহা বিঘ্নস্বরূপ; রোগ সকল বলপূর্ব্বক আশু প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে; যদি এই মহা অনিষ্টকারী রোগ সকল বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে প্রাণিগণের মঙ্গল কোথায়? অতএব আপনারা পণ্ডিত ও যোগ্যব্যক্তি, রোগ সমূহের প্রশমনের কোন

উপায় চিন্তা করুন। সভায় এই প্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ঋষিগণ ভরদ্বাজ মুনিকে বলিলেন—ভগবন্। আপনি যোগ্যব্যক্তি, আপনি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদোপদেশ প্রার্থনা করুন, আপনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলে আমরাও ক্রমশঃ আপনার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া রোগভয় হইতে মুক্ত হইতে পারিব। মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ বিনয়ান্বিত যোগ্য মুনিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া ত্রিদশালয়ে (স্বর্গে) গমন করিলেন এবং ইন্দ্রভবনে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষিগণপরিবৃত দীপ্যমান অনলসন্নিভ ইন্দ্রদেবের সহিত দেখা করিলেন। ভগবান্ ইন্দ্রদেব ভরদ্বাজ মুনিকে দেখিয়াই আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন—ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার স্বাগত, অর্থাৎ আপনার সুখে আগমন হইয়াছে, আপনাকে পথে কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই? ইত্যাদি সুখাগমন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পরে তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন। অতঃপর মুনিসত্তম ভরদ্বাজ জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা সুরেশ্বরকে অভিনন্দন করিয়া ঋষিদিগের বচন সম্যক্ অবগত করাইয়া বলিলেন—হে রাজন্! সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর ব্যাধি সকল ভূতলে সমুৎপন্ন হইয়াছে, কৃপা করিয়া আমাকে তাহাদের প্রশমনের উপায় যথাবৎ উপদেশ দিন। ভরদ্বাজের প্রার্থনা বাক্য শুনিয়া শতক্রতু (ইন্দ্র) তাঁহাকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিলেন; যে আয়ুর্ব্বেদ শ্রবণ করিয়া দেহী নীরোগ হইয়া সহস্রবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। মহামতি ভরদ্বাজ তন্মনা হইয়া ইন্দ্রোপদিষ্ট অনন্তপার ত্রিস্কন্ধ (হেতুলিঙ্গৌষধরূপস্কন্ধত্রয়সম্পন্ন) সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ অচিরে যথাবৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞান দ্বারা তিনি স্বয়ং নিরাময় ও দীর্ঘায়ু হয়েন এবং অন্যান্য মুনিগণকেও নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করেন। অপিচ অপর বহু বহু ঋষিও ভরদ্বাজতন্ত্র জনিত জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম সমূহ দর্শন করিয়া তদ্বিধি আশ্রয়পূর্ব্বক আরোগ্য এবং সুখান্বিত দীর্ঘায়ু লাভ করেন। অন্য মুনিগণও আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধানে নিরাময় ও দীর্ঘায়ু হয়েন॥ ৩৫—৫৬

চরকপ্রাদুর্ভাব। যখন* হরি মৎস্যাবতার হইয়া বেদ উদ্ধার করেন, তখন অনন্ত সেই স্থানে সাঙ্গ বেদ প্রাপ্ত হন এবং অথর্ব্বান্তর্গত সম্যক্ আয়ুর্ব্বেদও লাভ করেন। কোন সময়ে তিনি মহীবৃত্ত (পৃথিবীর অবস্থা) দর্শন করিবার নিমিত্ত চরবৎ (ছদ্মবেশে) সমাগত হন। পৃথিবীতে আসিয়া দেখেন—পৃথিবীর বহু স্থানে লোক সকল ব্যাধিদ্বারা গ্রস্ত, ব্যাধিজনিত ব্যথায় পরিপীড়িত এবং ব্যগ্র ও ম্রিয়মাণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তদেব লোকসমূহকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখিত ও অত্যন্ত দয়ান্বিত হইয়া রোগোপশমের উপায় চিন্তা করেন। এবং চিন্তা করিয়া বেদবেদাঙ্গবেদি সুপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন তিনি চরবৎ লোকের অজ্ঞাত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন বলিয়া ক্ষিতিমণ্ডলে চরকনামে বিখ্যাত হন। স্বর্গে বেদাচার্য্য প্রতিভাদ্বারা যেমন প্রতিভাত, ভূমণ্ডলে চরকাচার্য্যও সেইরূপ প্রতিভাত হয়েন। সহস্রবদনাংশ অর্থাৎ অনন্তাংশ-চরক রোগসমূহের ধ্বংস করেন। অগ্নিবেশাদি বহু মুনি আত্রেয় ঋষির শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানি করিয়া তন্ত্র প্রণয়ন করেন। পণ্ডিতপ্রবর চরক তাঁহাদের সেই সকল তন্ত্র সংগ্রহ ও সংস্কার করিয়া নিজনামে এই চরকগ্রন্থ প্রকাশ করেন॥ ৫৭—৬৫॥

ধন্বন্তরিপ্রাদুর্ভাব। এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের দৃষ্টি পৃথিবীতে নিপতিত হয়। তিনি দেখিলেন যে পৃথিবীতে মানবগণ নানা ব্যাধিতে পরিপীড়িত হইয়াছে। মানবগণকে ব্যাধিপীড়িত দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল। তখন তিনি দয়ার্দ্র হৃদয়ে ধন্বন্তরিকে কহিলেন—হে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ ধন্বন্তরি! আপনার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, আপনি যোগ্য ব্যক্তি, আপনি পৃথিবীতে গমন করিয়া প্রাণিগণের উপকার সাধনে তৎপর হউন। পুরাকালে লোকসমূহের উপকারার্থ কে কি না করিয়াছেন? ত্রৈলোক্যাধিপতি বিষ্ণুও লোক হিতার্থ স্বয়ং মৎস্যাদিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি পৃথিবীতে যান এবং কাশীধামে রাজা হইয়া রোগসমূহের প্রতিকার নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করুন। সুরশার্দ্দূল ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে এই অনুরোধ করিয়া সর্ব্বপ্রাণিহিতেচ্ছায় তাঁহাকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিলেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া কাশীধামে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীতে তিনি দিবোদাসনামে খ্যাত হইলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারাসক্তিশূন্য হইয়া সুমহৎ তপঃ আচরণ করেন। ব্রহ্মা অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে কাশীতে রাজা করিয়াছিলেন। রাজা হইবার পর লোকে ধন্বন্তরিকে কাশীরাজ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কাশীরাজ-ধন্বন্তরি লোকহিতার্থ নিজে একখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া বিদ্যার্থি-লোকসকলকে সেই স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন॥ ৬৬—৭৫

সুশ্রুতপ্রাদুর্ভাব। অনন্তর বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ জ্ঞাননেত্রে জানিতে পারিলেন যে—ইনি ধন্বন্তরি, কাশীতে ইনিই কাশিরাজ নামে অভিহিত হইয়াছেন তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে বলিলেন,

বৎস সুশ্রুত! তুমি হরবল্লভ বারাণসীধামে গমন কর; তথায় ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত দিবোদাস নামে কাশিরাজ বিরাজ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ও আয়ুর্ব্বেদবিদ্গণের শিরোমণি। তুমি লোকোপকারার্থ তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া মহাপুণ্যলাভ কর, কারণ সকল প্রানীতে দয়া করাই তীর্থ এবং সকল প্রাণির উপকার করাই মহাযজ্ঞ। সুশ্রুত ঋষি পিতার এই বচন শুনিয়া কাশীধামে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত শত মুনিপুত্রও অধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছিলেন অনন্তর তাঁহারা সকলে বিনয়ান্বিত হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিত মুনিগণকর্ত্তৃক বন্দিত সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কাশিরাজ দিবোদাসকে দর্শন করিলেন। যশোধন দিবোদাস, মুনিপুত্রগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া পরে তাঁহাদের কুশল ও আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর সুশ্রুত ঋষি সকলের হইয়া কাশিরাজের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—ভগবন্! মানবগণকে ব্যাধি সমূহ দ্বারা পীড়িত, রুদিত ও ম্রিয়মাণ হইতে দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে বড় ব্যথা জন্মিয়াছে। তজ্জন্য আমরা আপনার নিকট রোগ সমূহের প্রশমনোপায় জানিতে সমাগত হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান কাশিরাজ মুনিপুত্রগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিলেন। মুনিপুত্রগণও কাশিরাজের ব্যাখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ অতি আনন্দে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। এবং পরমাহ্লাদিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা কাশিরাজকে অভিনন্দন পূর্ব্বক সিদ্ধমনোরথ হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। মুনিপুত্রগণের মধ্যে সুশ্রুতই প্রথমে স্বনামে একখানি পরিস্ফুট তন্ত্র (সুশ্রুত নামক গ্রন্থ) প্রণয়ন করেন। তৎপরে তাঁহার সখারাও এক এক খানি পৃথক্ তন্ত্র প্রকাশ করেন। সুশ্রুতকৃত তন্ত্র বহু লোকের সুশ্রুত বলিয়া অর্থাৎ অনেক লোকেই আদরের সহিত শ্রবণ করে বলিয়া তাহা ক্ষিতিমণ্ডলে সুশ্রুত নামে বিখ্যাত হইয়াছে॥ ৭৬—৮৯

আয়ুর্ব্বেদ প্রবক্তৃগণের প্রাদুর্ভাব সমাপ্ত।

অথ গ্রন্থারম্ভ।

মহামতি মুনিগণ অখিল জনগণের ব্যাধিবিধ্বংসনার্থ আয়ুর্ব্বেদরূপ মহার্ণব হইতে যোগরূপ রত্ন সকল লাভ করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ভাবমিশ্র চিকিৎসা শাস্ত্রে জাড্যান্ধকার দূরীকরণার্থ মুনিপ্রণীত তন্ত্রগ্রন্থ সমূহ হইতে সংগৃহীত সুবচনরূপ মণিসকল দ্বারা এই প্রকাশ অর্থাৎ ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শ্রীপতিপদপ্রসাদে এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে সকলে এই ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থ পাঠ করুন।

টীকার অর্থ—এই গ্রন্থের ফল চিকিৎসা; চিকিৎসা পুরুষের; চতুর্ব্বিংশতিতত্ব ও জীবাত্মার সমবায়কে (সংযোগ বিশেষকে) পুরুষ কহা যায়। এক্ষণে চতুর্ব্বিংশতি তত্বের ও জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণার্থ সৃষ্টিক্রম কথিত হইতেছে॥ ১। ২

অথ সৃষ্টিক্রম। আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ, চিদানন্দরূপ নিত্য নিস্পৃহ ও নির্গুণ। তিনি প্রকৃতির যোগে সগুণ হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করেন। (টীকার অর্থ। সগুণ অর্থাৎ ইচ্ছাদিগুণযুক্ত)॥ ৩

সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতিতে সমান ভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ সত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি কহা যায়। প্রকৃতি জড়া হইলেও তিনি পরমাত্মা-চিৎ-অব্যয় যোগে অর্থাৎ পরম পুরুষ যোগে জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। (ইহার মর্ম্মার্থ এই—প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের যোগেই সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদিত হয়। কেবলমাত্র পুরুষ দ্বারাও জগতের সৃষ্টি হয় না, কেবলমাত্র প্রকৃতি দ্বারাও জগতের সৃষ্টি হয় না। কারণ পুরুষ চৈতন্য স্বরূপ হইলেও নির্গুণ বলিয়া তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন না, এবং প্রকৃতি সগুণ হইলেও জড় বলিয়া তিনি জগৎ নির্ম্মাণে সমর্থ হন্ না।)

টীকার অর্থ—সতের অর্থাৎ সাধুর ভাবকে সত্ব কহা যায়। সত্ব—প্রকাশক জ্ঞান অতএব সুখ হেতু। রজঃ—রাগাত্মক, অতএব দুঃখহেতু। তমঃ—যদ্দারা তমঃ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গ্লানি জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে তমঃ কহা যায়। তমঃ—আবরক অতএব মোহহেতু। সমভাবাপন্ন এই সত্বাদি গুণত্রয়কে প্রকৃতি কহে। সুতরাং তাহারা ন্যূনাধিক ভাবান্বিত হইলে তাহাদিগকে বিকৃতি কহা যায়॥ ৪

সুশ্রুতকে উপদেশ দিবার সময় ধন্বন্তরি, প্রকৃতির স্বরূপ বিশেষণ যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা বলা যাইতেছে।

যিনি সর্ব্বভূতের কারণ, কিন্তু নিজে অকারণ (কারণ বর্জ্জিত), যিনি সত্ব রজঃ তমঃ স্বরূপ, অষ্টরূপ, এবং অখিল জগতের উৎপত্তি হেতু, তিনি অব্যক্ত নামে কথিত অর্থাৎ তাঁহাকেই মূলপ্রকৃতি কহা যায়।

টীকার অর্থ—যাহার ব্যক্তত্ব নাই, তাহাই অব্যক্ত; অব্যক্তের অপর নাম মূলপ্রকৃতি। তাহা সকল ভূতের কারণ অর্থাৎ সমবায়িকারণ কিন্তু তিনি স্বয়ং অকারণ অর্থাৎ তাহার কোন কারণ নাই। তিনি সত্বরজস্তমঃস্বরূপ। তিনি অষ্টরূপ অর্থাৎ অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই আটটি যাহার রূপ। (এস্থলে

জ জ্ঞাস্য হইতে পারে যে অব্যক্তই প্রকৃতি, আর মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি, অব্যক্তেরই বিকার, অতএব উহারা বিকৃতি, তবে কিরূপে মহদাদি সাতটিকে প্রকৃতিরূপে গণ্য করা যাইতে পারে? ইহার উত্তর এই—) যদিও মহদাদি সাতটি বিকৃতি, তথাপি উহারা ইন্দ্রিয় সমূহের ও মহাভূত সকলের কারণ বলিয়া ঐ মহদাদি সাতটিও প্রকৃতিরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এবম্প্রকার প্রকৃতিই অখিল জগতের উৎপত্তি হেতু॥ ৫

প্রকৃতি পুরুষের সাধর্ম্ম্য—অতঃপর প্রকৃতি ও পুরুষের সমান ধর্ম্মগুলি কথিত হইতেছে। যথা—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি, উভয়ই অনন্ত, উভয়ই অলিঙ্গ অর্থাৎ উহাদের কোন লিঙ্গ নাই, উভয়ই নিত্য, উভয়ই অপর এবং উভয়ই সর্ব্বগত।

টীকার অর্থ। উভয়ই নিত্য অর্থাৎ উহাদের কেহই কখন লয়প্রাপ্ত হয় না। উভয়ই অপর অর্থাৎ যাহাদের হইতে পর অপর কিছু নাই॥ ৬

প্রকৃতিপুরুষের বৈধর্ম্ম্য—প্রকৃতি ও পুরুষের সমান ধর্ম্মগুলি কথিত হইল, এক্ষণে উহাদের বৈধর্ম্ম্যগুলি কথিত হইতেছে—

একপ্রকৃতি—অচেতনা, ত্রিগুণা, বীজধর্ম্মিনী প্রসবধর্ম্মিনী ও অমধ্যস্থধর্ম্মিণী। আর পুরুষ—চেতনাবান্, নির্গুণ, অপ্রসবধর্ম্ম, অবীজধর্ম্ম, ও মধ্যস্থধর্ম্ম।

টীকার অর্থ—অচেতনা অর্থাৎ জড়া। ত্রিগুণা অর্থাৎ তুল্যগুণত্রয়াত্মিকা। বীজধর্ম্মিনী অর্থাৎ মহদাদি বিকার সমূহের বীজরূপে অবস্থিতা। প্রসবধর্ম্মিনী অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্ষোভ (আন্দোলন) পাইয়া নিজের সাম্যভাবকে অতিক্রম করত মহদহঙ্কারাদিক্রমে জগতের প্রসবিত্রী হন। অমধ্যস্থধর্ম্মিনী অর্থাৎ সুখদুঃখভোগভাগিনী অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভোগ হইতে তিনি উদাসীন নহেন। নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণরহিত। অবীজধর্ম্মী অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে প্রকৃতিতে যেমন মহদাদি বিকার সমূহের অনবস্থান ঘটে, পুরুষেও তেমনি মহদাদির অনবস্থান হেতু উহাকে অবীজধর্ম্মী কহা যায়। মধ্যস্থধর্ম্মী অর্থাৎ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষাদি হইতে উদাসীন॥ ৭

প্রকৃতির নাম—যে প্রকৃতি পুরুষকে সম্যক্ আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহার এইগুলি নাম, তদ্‌যথা—প্রধান, প্রকৃতি, নিত্যা শক্তি ও অবিকৃতি॥ ৮

প্রকৃতির গুণ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। এক্ষণে এই সত্ত্বাদিগুণযুক্ত চিত্তের গুণসমূহ বলিব॥ ৯

সত্ত্বগুণযুক্ত মনের লক্ষণ—আস্তিক্য, প্রবিভজ্য ভোজন (ভোজ্যাভোজ্য বিচারপূর্ব্বক ভোজন), অনুত্তাপ, সত্যবচন, মেধা, বুদ্ধি, ধৃতি, ক্ষমা, করুণা, জ্ঞান, নির্দ্দম্ভতা, অনিন্দিত কর্ম্ম, অস্পৃহত্ব, বিনয় ও ধর্ম্ম, জ্ঞানিগণ সত্ত্বগুণান্বিত মনের এই গুণগুলি সদাই আদরপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

টীকার অর্থ। ধর্ম্মমোক্ষপরলোকাদি আছে, এই বুদ্ধিতে যিনি সকল কার্য্য করেন, তাঁহাকে আস্তিক কহে, আস্তিকের ভাবকে আস্তিক্য কহা যায়। অনুত্তাপ অক্রোধ। ধৃতি অর্থাৎ ভূত-প্রেত-কাম-ক্রোধলোভাদিতে আবেশ রাহিত্য। জ্ঞান আত্মজ্ঞান। নির্দ্দম্ভতা কাপট্যাভাব। কর্ম্ম অনিন্দিত। অস্পৃহ নিষ্কাম॥ ১০

রজোগুণযুক্ত মনের লক্ষণ—ক্রোধ,তাড়নশীলতা, বহুদুঃখ, অধিক সুখেচ্ছা, দম্ভ, কামুকতা, অলীক বচন, অধীরতা, অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্যাদিতে অভিমানিতা, অতিশয় আনন্দ ও অধিক পর্য্যটন, রজোগুণযুক্ত মনের এই সকল গুণ প্রসিদ্ধ।

টীকার অর্থ। অলীক বচন মিথ্যা কথন। অটন পৃথ্বীপরিভ্রমণ॥ ১১

তমোগুণযুক্ত মনের লক্ষণ—নাস্তিক্য, অতি বিষণ্ণতা, অতিশয় আলস্য, দুষ্টমতি, নিন্দিত কর্ম্মজনিত সুখে সদাপ্রীতি, অহর্নিশ নিদ্রালুতা এবং সকল বিষয়েই অজ্ঞানতা, সতত ক্রোধান্ধতা ও মূঢ়তা (মূর্খতা), তমোগুণান্বিত মনের এই গুণ গুলি বিখ্যাত॥ ১২

মানব ত্রিবিধ, যথা সাত্ত্বিক রাজস ও তামস। যাহার সত্ত্বগুণ প্রভূত, তাহাকে সাত্ত্বিক, যাহার রজোগুণ প্রভূত, তাহাকে রাজস, এবং যাহার তমোগুণ প্রভূত, তাহাকে তামস কহা যায়॥ ১৩

মহত্তত্ত্বোৎপত্তি—তাহা হইতে (সমসত্ত্বরজস্তমোরূপ প্রকৃতি হইতে) মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব ত্রিগুণাত্মক কিন্তু উহা সত্ত্বগুণ বহুল এবং স্ফটিকবৎ নির্ম্মল। উহা চিচ্ছায়ায় প্রাপ্ত চৈতন্য হয়, মহত্তত্ত্ব চিদিচ্ছাময় বলিয়া কীর্ত্তিত।

টীকার অর্থ। তাহা হইতে অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে। ত্রিগুণ অর্থাৎ যাহাতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে তাহা ত্রিগুণ। সত্ত্ববহুল অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণ ত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণই যাহাতে বহুলপরিমাণে আছে, তাহা সত্ত্ববহুল। "ত্রিগুণ ও সত্ত্ববহুল" এই বিশেষণদ্বয় প্রদান বিষয়ে অভিপ্রায় এই—যেমন নিশ্চল হ্রদাদিতে বহুদ্রব্যপাতে তদীয় জল বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে, সেইরূপ চিৎ রূপ পুরুষের আক্রমণে তুল্যগুণত্রয়াত্মিকা-প্রকৃতির জ্ঞানরূপ প্রকাশক সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়। সেই প্রবৃদ্ধ সত্ত্ব-প্রকৃতি হইতে সত্ত্ববহুল বুদ্ধিতত্ত্ব জন্মে॥ ১৪

অহঙ্কারের উৎপত্তি এবং অহঙ্কারের ত্রিবিধত্ব।—ত্রিগুণ-মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্বিত অহঙ্কার জন্মে। অহঙ্কার ত্রিবিধ, যথা—সাত্ত্বিক রাজস ও তামস।

টীকার ব্যাখ্যা। মহত্তত্ত্ব হইতে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে। ত্রিগুণ—যাহাতে তিন গুণ বিদ্যমান আছে। (পূর্ব্ব পক্ষ) মহত্তত্ত্ব যে ত্রিগুণ তাহা ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তবে এ স্থলে আবার কেন ত্রিগুণ মহত্তত্ত্ব বলা হইল, পুনর্ব্বার "ত্রিগুণ" এই বিশেষণ দিবার প্রয়োজন কি ? (উত্তর) মহত্তত্ত্বকে পূর্ব্বে ত্রিগুণ বলা হইয়াছে, এস্থলে কেবলমাত্র ত্রিগুণ এই বিশেষণটিরই পুনরুল্লেখ হেতু বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ববহুল এই বিশেষণটি এস্থলে বর্ত্তাইবে না। অতএব অহঙ্কারোৎপাদক মহত্তত্ত্ব ত্রিগুণ হইলেও বুঝিতে হইবে উহা রজোবহুল। কারণ অহঙ্কার, রজোগুণান্বিত মনের ধর্ম্ম। অহঙ্কারের অর্থ অভিমানব্যাপার। অহঙ্কার ত্রিবিধ যথা সাত্ত্বিক ইত্যাদি ॥ ১৫

ত্রিবিধ অহঙ্কারের কার্য্য কথিত হইতেছে। সরাজস-সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয় যথা শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা ও নাসিকা এবং বাক্, হস্ত,চরণ, উপস্থ (লিঙ্গ ও যোনি) ও গুহ্য এই দশটি ইন্দ্রিয় ; তদ্ভিন্ন মনও একাদশ ইন্দ্রিয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে পণ্ডিতেরা বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং শেষ পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণন করেন।

টীকার অর্থ। শ্রোত্রাদি প্রথমোক্ত ইন্দ্রিয় পাঁচটি বুদ্ধির আশ্রয় বলিয়া উহাদিগকে বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং বাগাদি শেষোক্ত ইন্দ্রিয় পাঁচটি কর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া উহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহা গিয়া থাকে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জাত বলিয়া ইন্দ্রিয় সকল প্রকাশক লক্ষণ হয়। কারণ সত্ত্বগুণের প্রকাশকত্ব আছে। পণ্ডিতগণ মনকে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয় বলিয়াই বর্ণন করেন। কারণ উভয় ইন্দ্রিয়ই মনে অধিষ্ঠিত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৬—১৮

ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই গুলিকে মহর্ষিগণ যথাক্রমে বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া এবং বাচ্য, গ্রাহ্য, গন্তব্য,আনন্দ ও ত্যাজ্য এই গুলিকে যথাক্রমে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া, আর জ্ঞানকে মনের বিষয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

টীকার অর্থ। হৃৎ শব্দের অর্থ মনঃ ॥ ১৯। ২০

সরাজস তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণের অল্পমাত্র সম্বন্ধ হেতু তন্মাত্র সকল তল্লিঙ্গ (মোহাদি লিঙ্গ) হইয়া থাকে। তন্মাত্র যথা শব্দতন্মাত্রক, স্পর্শতন্মাত্রক, রূপতন্মাত্রক, রসতন্মাত্রক ও গন্ধতন্মাত্রক।

টীকার অর্থ। শব্দতন্মাত্রক, স্পর্শতন্মাত্রক, রূপতন্মাত্রক, রসতন্মাত্রক ও গন্ধতন্মাত্রক, ইহারা তল্লিঙ্গ অর্থাৎ (মোহাদি লিঙ্গ)। তন্মাত্রসকল অব্যক্তস্বভাব সুতরাং তাহারা বাহেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। শব্দাদি তন্মাত্র সকল যোগিদিগেরই গ্রাহ্য ! তন্মাত্র সেই সেই মাত্রা যাহাতে আছে, তাহা তন্মাত্র। অর্থাৎ শব্দতন্মাত্রে কেবল শব্দেরই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মাত্রা, স্পর্শতন্মাত্রে কেবল স্পর্শেরই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মমাত্রা, রূপতন্মাত্রে কেবল রূপেরই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মাত্রা, রসতন্মাত্রে কেবল রসেরই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মাত্রা এবং গন্ধতন্মাত্রে কেবল গন্ধেরই অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মমাত্রা, আছে ॥ ২১।২২

পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, বহ্নি (তেজঃ), জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়।

টীকার অর্থ। পঞ্চতন্মাত্র হইতে একোত্তরপরিবৃদ্ধি দ্বারা আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের উদ্ভব হইয়া থাকে। তদ্যথা- শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ আকাশ জন্মে। শব্দতন্মাত্রসহিত স্পর্শতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শগুণ বায়ু জন্মে। শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র সহিত রূপতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপগুণ বহ্নি (তেজঃ) জন্মে। শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও রূপতন্মাত্র সহিত রসতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগুণ জল জন্মে। এবং শব্দ-তন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্র ও রসতন্মাত্র সহিত গন্ধতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণ ক্ষিতি জন্মিয়া থাকে ॥ ২৩

মহাভূত সকলের গুণ—শব্দ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়, ছিদ্র ও বিবিক্ততা, গুণবিচারক পণ্ডিতগণ এই গুলিকে আকাশের গুণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

টীকার অর্থ। বিবিক্ততা—শিরাস্নায়ু-অস্থিপেশী প্রভৃতি শারীর পদার্থ সকলের জাতিদ্বারা ও পরিস্ফুটত্ব দ্বারা পরস্পর পৃথক্ করণকে বিবিক্ততা কহা যায় ॥ ২৪

স্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয়, লঘুতা, শরীরের স্পন্দন ও সর্ব্ব-শরীরের চেষ্টা, পণ্ডিতগণ এই গুলিকে বায়ুর গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৫

রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, পাক, সন্তাপ, তীক্ষ্ণতা, বর্ণ, ভ্রাজিষ্ণুতা, অমর্ষ ও শৌর্য্য, এইগুলি বহ্নির গুণ।

টীকার অর্থ। রূপ-লাবণ্য। পাক—জঠরাগ্নি দ্বারা আহারাদি পাক। সন্তাপ ঔষ্ণ্য। তীক্ষ্ণতা আশুকারিতা। বর্ণ-গৌরাদি। ভ্রাজিষ্ণুতা দীপ্তি। অমর্ষ ক্রোধ ॥ ২৬

রস, রসনেন্দ্রিয়, শৈত্য, স্নেহ, গুরুতা, সর্ব্বদ্রব সমূহ এবং শুক্র, এই গুলি জলের গুণ ॥ ২৭ ॥

গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, কাঠিন্য ও গুরুত্ব, গুণবেদি-পণ্ডিতগণ এই গুলিকে ক্ষিতির গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৮

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি, তৎক্রমে (শব্দতন্মাত্রাদিক্রমে) পঞ্চতন্মাত্রেরই স্থূলভাবপ্রাপ্ত বিশেষ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্রাদি স্থূলভাব প্রাপ্ত হইয়া শব্দ স্পর্শাদিরূপে পরিণত হয়।

টীকার অর্থ। তৎক্রমে শব্দতন্মাত্রাদি ক্রমে, বিশেষ অর্থাৎ অনুভবযোগ্য-সুখ-দুঃখ-মোহরূপধর্ম্ম দ্বারা যাহাকে বিশেষ করা যায়। তন্মাত্র সকল অবিশেষ, কারণ অতি সূক্ষ্ম হেতু অনুভব যোগ্য সুখাদি দ্বারা তাহাদিগকে বিশেষ করিতে পারা যায় না। স্থূলভাব প্রাপ্ত বলিয়া শব্দ স্পর্শাদিকে, অনুভবযোগ্য সুখাদি দ্বারা বিশেষ করা যায়॥ ২৯

অষ্টপ্রকৃতি—প্রকৃতির সম্বন্ধে কারণের অযোগ হেতু অর্থাৎ প্রকৃতির কোন কারণ নাই বলিয়া উহা প্রকৃতি নামে খ্যাত। আর মহত্ত্বাদি সাতটি, শক্তির বিকৃতি বলিয়া অভিহিত।

টীকার ব্যাখ্যা। প্রকৃতিই কারণ, প্রকৃতি কাহারও কার্য্য নহে। আর মহত্ত্বাদি সাতটি অর্থাৎ মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি তত্ত্ব শক্তির অর্থাৎ প্রকৃতির বিকৃতি অর্থাৎ উহারা প্রকৃতির কার্য্য॥ ৩০

মহত্ত্বাদি ঐ সাতটি তত্ত্ব বিকৃতি মধ্যে গণ্য হইলেও উহারা ইন্দ্রিয়গণের ও ভূতসকলের কারণ বলিয়া মহর্ষিগণ উহাদিগকেও প্রকৃতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

টীকার ব্যাখ্যা। যদি ইন্দ্রিয়গণের ও ভূত সকলের কারণ বলিয়া মহত্ত্বাদি সাতটিও প্রকৃতি মধ্যে গণ্য হইল, তাহাহইলে প্রকৃতি বলিলে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই আটটিকে বুঝিতে হইবে॥ ৩১

সৃষ্টিবিৎ পণ্ডিতগণ দশ ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও পঞ্চ মহাভূত, এই ষোলটিকে বিকার বলিয়া বর্ণন করেন॥ ৩২

টীকার অর্থ। বিকার কার্য্য॥ ৩৩

অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকৃতি এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে নির্ম্মিত দেহ রূপ গৃহে শুভাশুভ-কর্ম্মাধীন মনোদূত-সমন্বিত জীবাত্মা বসতি করেন।

টীকার ব্যাখ্যা। নিয়তি-শুভাশুভ কর্ম্ম। নিঘ্ন-আয়ত্ত। স্বান্তদূতবান-মনোদূতযুক্ত। শুভাশুভ কর্ম্মযুক্ত মনোদূত যুক্ত-জীবাত্মাই দেহী বলিয়া অভিহিত॥ ৩৪॥

সেই জীবাত্মা দেহী পাপ পুণ্য সুখ দুঃখাদি দ্বারা ব্যাপ্ত এবং মনোদ্বারা ও কৃত্রিম কর্ম্মবন্ধন দ্বারা বদ্ধ। সেই দেহির, শরীরজীবাত্মার সংযোগ কারণ মনঃসংযোগে যে যে গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা কথিত হইতেছে—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, বিষয়জ্ঞান, প্রযত্ন, মন, সঙ্কল্প, বিচারণা, স্মৃতি, বুদ্ধি, কলাবিজ্ঞতা, প্রাণের উপরি যাপন, গুদমার্গ দ্বারা বায়ুর অধঃপ্রেরণ, নেত্রের উন্মেষ নিমেষ, এবং কৃত্যকরণোৎসাহ এই গুণগুলি জীবে অবস্থিতি করে॥ ৩৫। ৩৬

টীকার অর্থ। ইচ্ছা সুখ হেতু অভিলাষ। দ্বেষ দুঃখ হেতু মনঃপ্রবৃত্তি। সুখ-প্রীতি। দুঃখ-অপ্রীতি। বিষয় জ্ঞান-শব্দাদিজ্ঞান। প্রযত্ন-কার্য্যে তৎপরতা। মনঃ সংশয়াত্মক। সঙ্কল্প-সংশয়াত্মক মনের কর্ম্ম। বিচারণা তর্কবিতর্ক দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ। স্মৃতি পূর্ব্বানুভূত অর্থের স্মরণ। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। কলাবিজ্ঞত শিল্পশাস্ত্রাদিবোধ। প্রাণের উপরি যাপন অর্থাৎ হৃদয়স্থিত প্রাণবায়ুর মুখাদিপ্রতিনয়ন। গুদমার্গদ্বারা বায়ুর অধঃপ্রেরণ অর্থাৎ গুদমার্গদ্বারা অপান বায়ুর অধঃ প্রেরণ। নেত্রোন্মেষ নিমেষ—নেত্রদ্বয়ের উন্মীলন নিমীলন। কৃত্যকরণোৎসাহ কার্য্যারম্ভে সামর্থ্যানুরূপ উৎসাহ। জীবে অর্থাৎ মনোযুক্ত জীবাত্মার এই সকল গুণ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে সৃষ্টিপ্রকরণ।

অথ গর্ভপ্রকরণ।

চিকিৎসাতে শরীরী অধিকৃত অর্থাৎ শরীরীই (দেহীই) চিকিৎস্য, অতএব শরীরী যে প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য গর্ভোৎপত্তিক্রম বলা যাইতেছে। রজস্বলা স্ত্রী গর্ভোৎপত্তির ভূমি।

রজস্বলার লক্ষণ—দ্বাদশ বৎসরের পর হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের ভগদ্বার দিয়া প্রতিমাসে স্বভাবতঃ রজোনিঃসরণ হইয়া থাকে। রজোনিঃসরণ দিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি ঋতুকাল, পণ্ডিতগণ এই ষোড়শ রাত্রিকেই গর্ভধারণ যোগ্য সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

টীকার ব্যাখ্যা। চতুর্ব্বর্ণ সকল স্ত্রীরই গর্ভধারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সময়ই সর্ব্ববাদি সম্মত। কিন্তু গ্রন্থান্তরে কিছু বিশেষ বর্ণিত আছে। তদ্‌যথা ঋতুস্নানের দিবস হইতে দ্বাদশরাত্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণীর, দশরাত্র পর্য্যন্ত

ক্ষত্রিয়ার, অষ্টরাত্র পর্য্যন্ত বৈশ্যার এবং ষড়্‌রাত্র পর্য্যন্ত শূদ্রার গর্ভধারণে শক্তি ॥ ১।২

রজস্বলার নিয়ম—রজস্বলা স্ত্রী রজোনিঃসরণ দিবস হইতে তিন দিন হিংসা করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, কুশাসনে শয়ন করিবে; পতিকেও দর্শন করিবে না, হস্তে শরাবে বা পর্ণে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে, এবং অশ্রুপাত, নখচ্ছেদ, অভ্যঙ্গ, অনুলেপন, নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন, স্নান, দিবানিদ্রা, প্রধাবন, অত্যুচ্চশব্দশ্রবণ, হাস্য, বহুভাষণ, পরিশ্রম, ভূমিখনন ও প্রবলবাত সেবন এই গুলি পরিবর্জ্জন করিবে ॥৩ - ৫

উক্ত বিষয়ের অনিয়মকরণে দোষ—অজ্ঞান বশতই হউক, বা প্রমাদ বশতঃ হউক, অথবা লোভ বশতই হউক, কিংবা দৈববশতই হউক, রজস্বলা স্ত্রী যদি উক্ত অশ্রুপাতাদি নিষিদ্ধ কার্য্য সকল আচরণ করে, তাহা হইলে গর্ভ এই সকল দোষ প্রাপ্ত হয়, তদ্‌যথা—রজস্বলার রোদনে গর্ভ বিকৃত লোচন হয়, নখচ্ছেদে কুনখী হয়, অভ্যঙ্গে কুষ্ঠী হয়, অনুলেপনে ও স্নানে দুঃখশীল হয়, অঞ্জনধারণে দৃষ্টিহীন হয়, দিবানিদ্রার নিদ্রাশীল হয়, প্রধাবনে চঞ্চল হয়, অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণে বধির হয়, হাস্য করণে বালকের তালু দন্ত ওষ্ঠ ও জিহ্বা শ্যাববর্ণ হয়, বহু ভাষণে বালক প্রলাপী হয়, পরিশ্রমে উন্মত্ত হয়, ভূমিখননে স্খলিত হয় এবং বাত সেবনে উন্মত্ত হয় ॥ ৬—১০

রজস্বলাকৃত্য—রজস্বলা স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়া প্রথমে যাদৃশ ব্যক্তিকে দর্শন করিবে তাহার তাদৃশ পুত্র উৎপন্ন হইবে। অতএব ঋতুস্নানানন্তর অগ্রে পতিকে বা কোন প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন করিবে।

টীকার ব্যাখ্যা। প্রিয় শব্দ প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, পতি নিকটে না থাকিলে পুত্রাদি প্রিয়ব্যক্তিকে দর্শন করিবে ॥ ১১

ভর্তৃকৃত্য—গর্ভাধানে নিষিদ্ধ কাল, বিহিত কাল ও কালদ্বয়ের ফল কথিত হইতেছে—ভর্ত্তা আয়ুঃ-ক্ষয় ভয়ে প্রথম দিবসে অর্থাৎ রজঃপ্রবর্ত্তন দিনে স্ত্রী-সঙ্গম পরিত্যাগ করেন, দ্বিতীয় দিনেও ঋতুমতী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ঋতু-মতী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে আয়ুঃ ক্ষয় হয় এবং উক্ত দিবসদ্বয়ে যে গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহাও রক্ষা পায় না। তৃতীয় দিবসেও স্ত্রী সঙ্গমদ্বারা যে গর্ভ জন্মে, তাহাও অল্পায়ুঃ ও বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। অতএব প্রথম তিন দিন রতি ক্রিয়ায় বিরত থাকিয়া চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী বা দ্বাদশী রাত্রিতে যথাবিধি অর্থাৎ গর্ভাধানোক্ত বিধানানুসারে স্ত্রী গমন করিবে। এই সকল রাত্রিতে স্ত্রী গমন করিলে যথোত্তর আয়ুঃ আরোগ্য, প্রজা সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও বললাভ হয়, অর্থাৎ চতুর্থী রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে আয়ুঃ, ষষ্ঠী রাত্রিতে আরোগ্য, অষ্টমী রাত্রিতে প্রজা সৌভাগ্য, দশমী রাত্রিতে ঐশ্বর্য্য এবং দ্বাদশী রাত্রিতে বললাভ হইয়া থাকে।

চতুর্থাদি দিবসেও রজঃস্রাব নিবৃত্তি পাইলে স্ত্রী পতির সহিত সঙ্গম করিবে, অর্থাৎ চতুর্থাদি দিবসেও যদি রজঃস্রাব নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রী পতিসঙ্গম করিবে না। যে হেতু উক্ত আছে - প্রবহৎ সলিলে প্রক্ষিপ্ত দ্রব্য যেমন অধোগমন করে, প্রবহৎ রক্তেও প্রক্ষিপ্ত বীর্য্য সেইরূপ অধোগমন করিয়া থাকে ॥ ১২-১৫

অবলা প্রমদাজনগণের যোনিদ্বারে সমীরণা চান্দ্র-মসী ও গৌরী নামে তিনটি নাড়ী আছে, তাহাদের বিশেষ বর্ণন করিতেছি শুন।

চন্দ্রমৌলি বলেন—মদনাতপত্রে (যোনিদ্বারে) সমীরণা নামে প্রধান ভূতা যে নাড়ী আছে, তাহার মুখে যে বীর্য্য পতিত হয়, তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। কন্দর্প গেহে (ভগমধ্যে) চান্দ্রমসী নামে অপর যে প্রধান ভূতা নাড়ী আছে, তাহা অল্প রতিক্রিয়াতেও সাধ্য হয় এবং তাহাতে বীর্য্য পতিত হইলে কন্যাই জন্মিয়া থাকে। আর ভগমধ্যে গৌরী নামে যে প্রধানভূত নাড়ী আছে, তাহাতে বীর্য্য পতিত হইলে স্বভাবতঃ পুত্র জন্মিয়া থাকে কিন্তু ইহা অল্প রতি-ক্রিয়ায় সাধ্য নহে ॥ ১৬ - ১৯

যুগ্মযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমনের ফল—যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়, অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে কন্যা জন্মে ॥ ২০ ॥

দম্পতীসম্ভোগে **পুরুষ যাদৃশ হইবার বিধান**-উক্তআছে তাহা কথিত হইতেছে। স্ত্রীসম্ভোগের দিন পুরুষ স্নান করিয়া গাত্রে চন্দন মাখিয়া, সুগন্ধ কুসুমে কুসুমিত হইয়া, শুক্রজনক দ্রব্য ভোজন করিয়া, সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া, উত্তম বেশভূষা করিয়া, এবং অধিক কামান্বিত ও স্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়া পুত্র কামনা করত তাম্বুল বদনে সুখজনক শয্যায় স্ত্রীতে উপগত হইবে ॥ ২১।২২

স্ত্রীসম্ভোগে অযোগ্য পুরুষ—অতিভুক্ত বা ক্ষুধার্ত্ত, ধৃতিহীন, ব্যথিতাঙ্গ, পিপাসিত, অন্যবেগার্ত্ত (মল মূত্রাদির বেগান্বিত) অথবা বালক বৃদ্ধ বা রোগী ব্যক্তি মৈথুন পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৩

মৈথুনে যাদৃশী যোগ্যা—তাহা কথিত হইতেছে। মৈথুন বিষয়ে পুরুষের যে সকল গুণ উক্ত হইল ঋতুমতী স্ত্রীও সেই সকল গুণান্বিত হইয়া বিহিত দ্রব্য অল্প ভোজন করত পুত্র কামনায় পুরুষের সহিত সঙ্গম করিবে ॥ ২৪

মৈথুনে অযোগ্যা স্ত্রী—রজস্বলা, ব্যাধি-মতী, বিশেষতঃ যোনিরোগিনী, বয়োধিকা, নিষ্কামা,

মলিনা বা গর্ভবতী এই সকল স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে পুরুষদিগের অনেক বৈগুণ্য জন্মে।

টীকার অর্থ। রজস্বলা শব্দে বুঝিতে হইবে যে রজঃ প্রবর্ত্তনের প্রথম তিন দিন রজস্বলা স্ত্রীতে উপগমন নিষেধ। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে "রজস্বলা স্ত্রীকে প্রথম দিনে চাণ্ডালীবৎ, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনীবৎ এবং তৃতীয়দিনে রজকীবৎ বর্জ্জন করিবে।" ব্যাধিমতী শব্দে বুঝিতে হইবে যে প্রদরাদি ব্যাধিযুক্ত স্ত্রী মৈথুনে নিষিদ্ধ, তন্মধ্যে যোনিরোগগ্রস্তা স্ত্রী বিশেষ নিষিদ্ধ॥ ২৫

গর্ভাবতরণক্রম—কামবশতঃ স্ত্রীপুরুষ সংযোগে নারীর শুদ্ধ শুক্রশোণিতজ-গর্ভ উৎপন্ন হয়। সেই গর্ভ জাত হইলে বাল বলিয়া অভিহিত হয়।

টীকার অর্থ। গর্ভ অর্থাৎ শুদ্ধ গর্ভ, যে দম্পতীর শুক্র শোণিত দুষ্ট, তাহাদেরই অশুদ্ধ গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেন না, শাস্ত্রে উক্ত আছে কুষ্ঠবাহুল্য হেতু দম্পতীর শুক্র শোণিত দুষ্ট হইলে তাহাদের যে অপত্য জন্মে, তাহাকেও কুষ্ঠিত বলিয়াই জানিবে। (কুষ্ঠ জন্মিয়াছে যাহার, তাহাকে কুষ্ঠিত কহে; তারকাদিত্ব হেতু কুষ্ঠিত শব্দে ইতচ্ প্রত্যয় হইয়াছে)। সুশ্রুতে উক্ত আছে যে, "যাহাদের শুক্র বাতাদিদ্বারা দুষ্ট, তাহারা সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হয় না," ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা শুদ্ধসন্তানোৎপাদনে সমর্থ হয় না। রোগাদি দ্বারা বাতাদিদুষ্টরেতাদিগেরও অশুদ্ধ সন্তান উৎপন্ন হয়। জন্মান্ধ বধির ও পঙ্গু প্রভৃতির উদ্ভবই তাহার প্রমাণ॥ ২৬

কামবেগবশতঃ ঋতুকালে স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে মেঢ্র-যোনির সংঘর্ষণ হেতু শরীরোষ্মা অনিলাহত হইয়া পুরুষের সর্ব্বশরীরস্থ শুক্রকে তরলীভূত করে। পরে বায়ু সেই তরলীভূত শুক্রকে লিঙ্গ মার্গদ্বারা অঙ্গনাভগে পাতিত করিয়া থাকে। পরে সেই শুক্র সংস্রুত হইয়া বিবৃতমুখ-গর্ভাশয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। আর আর্ত্তবও তথায় শুক্রবৎ আসিয়া শুক্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে॥ ২৭—২৯

গর্ভাশয়ের স্বরূপ—যোনি শঙ্খনাভির ন্যায় তিনটি আবর্ত্ত বিশিষ্ট, উহার তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিত। রোহিত মৎস্যের মুখ দেখিতে যেমন, পণ্ডিতেরা গর্ভশয্যারও আকৃতি ও রূপ সেই প্রকার বলিয়া বর্ণন করেন।

টীকার ব্যাখ্যা। গর্ভশয্যার মুখ রোহিত মৎস্যের ন্যায় হয়; অর্থাৎ রোহিত মৎস্য যেমন জলে অবস্থিতি করে, গর্ভশয্যাও সেইরূপ পিত্তাশয় পক্বাশয় মধ্যে অবস্থান করে; গর্ভশয্যার রূপও রোহিত মৎস্যের ন্যায় অর্থাৎ রোহিত মৎস্যের মুখভাগ যেমন স্বল্পায়ত, মুখাভ্যন্তর বিস্তৃত, গর্ভশয্যারও তেমনি মুখ ক্ষুদ্র, অভ্যন্তরভাগ প্রশস্ত॥ ৩০। ৩১

যে সময়ে শুক্রশোণিতের সংযোগ হয়, সেই সময়েই জীব সেই যুক্ত শুক্রশোণিতান্তরে প্রবেশ করে। সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্যমণির সংযোগে যেমন অগ্নি জন্মে, সেইরূপ শুক্রশোণিতের সংযোগ হইতে জীব উদ্ভূত হয়। আত্মা অনাদি, অনন্ত. অব্যক্ত, তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতে পারা যায় না, তিনি চিদানন্দ একরূপ,তিনি মনেরও অগম্য। আত্মা এবম্ভূত হইয়াও জগদুৎপত্তি-কারিনী মায়ার বলবত্তাহেতু তিনি কর্ম্মবশে অবিস্থা-স্বীকৃত গর্ভে প্রবেশ করেন। গর্ভ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বময়, জীবাত্মাই বেত্তা, স্বাদগ্রহকর্ত্তা, দ্রষ্টা, স্পর্শবোধ-কর্ত্তা, শ্রোতা, বক্তা, সকল কর্ম্মকর্ত্তা, গন্তা (গমনকর্ত্তা), রন্তা (রমণ কর্ত্তা) ও ত্যাগ কর্ত্তা। দিবা গত হইলে অর্থাৎ রাত্রিতে পদ্ম যেমন নিয়ত সঙ্কুচিত হয়, ঋতুকাল অতীত হইলে স্ত্রীলোকের যোনিও সেইরূপ সংবৃত হইয়া থাকে॥ ৩২—৩৬

টীকার ব্যাখ্যা। ঋতুকাল অর্থাৎ রজোদর্শনের দিন হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত। যোনিশব্দে এস্থলে ধরা দ্বার (গর্ভাশয় দ্বার) বোদ্ধব্য॥ ৩৭

বীজ অর্থাৎ মিলিত শুক্র বায়ুদ্বারা দ্বিধা ভিন্ন হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য দুইটি জীব কুক্ষিতে আগত হয়। তাহারা যমজ নামে অভিহিত।

টীকার ব্যাখ্যা। ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্যজনক কর্ম্ম, তদিতর অর্থাৎ অধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইয়াছে পুরঃসর যাহাদের অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয় দ্বারা যম সন্তান উৎপন্ন হয়॥ ৩৮

শুক্রের আধিক্যে পুত্র আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা এবং শুক্রার্ত্তবের সাম্যে নপুংসক জন্মে। কেন এরূপ হয়? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, যেমন পারমেশ্বরী ইচ্ছা, সেইরূপই হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই—যদি পুত্র কন্যাদি জন্মিবার এই নিয়ম, তাহা হইলে পুত্রোৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? সর্ব্বদাই ত আর্ত্তবের আধিক্য থাকে। যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—আর্ত্তবের পরিমাণ চারি অঞ্জলি, শুক্রের পরিমাণ এক প্রসৃতি (অঞ্জলি অর্থাৎ অর্দ্ধসের; প্রসৃতি অর্থাৎ এক পোয়া)। বাগ্‌ভটেও আত্রেয়াদির এই উক্তি লিখিত আছে—মজ্জা, মেদ, বসা, মূত্র, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুরীষ, রক্ত, রস ও জল এই সকল দ্রব্য মানবদেহে যথাক্রমে এক এক অঞ্জলি করিয়া অধিক আছে, আর ওজঃ মস্তিষ্ক ও শুক্র ইহারা প্রত্যেকে এক এক প্রসৃত, দুগ্ধ দুই অঞ্জলি এবং রজঃ চারি অঞ্জলি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ক্ষয় বৃদ্ধি ভিন্ন সমধাতুরই এই পরিমাণ জানিবে। এই জিজ্ঞাস্যের

উত্তর এই—গর্ভাশয়স্থ শুক্র শোণিতই গর্ভোৎপত্তির হেতু, সর্ব্বশরীরস্থ শুক্রশোণিত নহে। কখন অতিশয় হর্ষ হেতু, অথবা দুগ্ধাদি শুক্রবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন হেতু শুক্র বাহুল্য বশতঃ গর্ভাশয়ে অধিক পরিমাণে শুক্র পতিত হয়। আবার কখন বা বৈমনস্যাদি কারণে শুক্রাল্পত্বনিবন্ধন অল্প পরিমাণে পতিত হইয়া থাকে। আর্ত্তবেরও অল্পাধিক্য বিষয়ে এইরূপ কারণই জানিবে। অতএব পুত্র কন্যাদি উৎপন্ন হইবার যে নিয়ম উক্ত হইয়াছে তাহা সদোষ নহে। সুশ্রুত কহিয়াছেন—শরীরের বৈলক্ষণ্য ও অস্থায়িত্ব হেতু দোষ ধাতু ও মলপদার্থের পরিমাণের স্থিরতা থাকে না। দীর্ঘ হ্রস্ব ও কৃশাদিভেদে সাদৃশ্যের অভাবহেতু শরীরের বৈলক্ষণ্য এবং বয়স, দিন, রাত্রি, ঋতু ও ভুক্ত বিষয়ে এক মাত্রা থাকে না বলিয়া শরীরের অস্থায়িত্ব ঘটে। ৩৯

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঋতুমতী স্ত্রীতে অভিগমন করিয়া পুনর্ব্বার একমাস পরে তাহাতে গমন করিবে।

টীকার অর্থ। মাসের ঊর্দ্ধ অর্থাৎ একমাস পরে স্ত্রীতে গমন করিবে। কারণ মাসের মধ্যে স্ত্রীসঙ্গম করিলে গর্ভদ্বার বিঘটনহেতু গর্ভচ্যুতি হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন—পুনর্ব্বার রজঃ হইলে সেই রজোদর্শনে গর্ভ হয় নাই, ইহা নিশ্চয় জানিয়া একমাসের পর স্ত্রী গমন করিবে। লব্ধগর্ভা স্ত্রীতে গমন করিবে না। ৪০

পরিহার্য্য পরিহারার্থ সদ্যোগৃহীতগর্ভার লক্ষণ—কথিত হইতেছে। যোনি হইতে শুক্রশোণিতের অস্রাব, শ্রমোদ্ভব, সক্থিসাদ (পায়ের অবসাদ), পিপাসা, গ্লানি ও যোনির স্ফূর্ত্তি, মৈথুনান্তে এই সকল লক্ষণ দৃষ্টি হইলে বুঝিবে যে, গর্ভোৎপত্তি হইল। ৪১

গৃহীতগর্ভার উত্তরকালীন লক্ষণ—স্তনদ্বয়ের মুখের কৃষ্ণবর্ণতা, রোমরাজির উদ্গম, বিশেষতঃ নেত্রপক্ষ্ম সকলের সম্মীলন, সুপথ্য ভোজনেও বমন, শুভগন্ধেও উদ্বেগ, মুখপ্রসেক ও শরীরের অবসাদ এইগুলি গর্ভিণীর লক্ষণ। ৪২। ৪৩

পুত্রগর্ভবতীর লক্ষণ—পুত্র গর্ভবতী স্ত্রীর দ্বিতীয় মাসে গর্ভাশয়ে গর্ভ পিণ্ডাকার লক্ষ্য হয়। অপর লক্ষণ বলি শুন—দক্ষিণ নেত্রের বৃহত্ত্ব, দক্ষিণ স্তনে প্রথমে দুগ্ধোৎপত্তি, দক্ষিণ উরু সুপুষ্ট, মুখবর্ণের প্রসন্নতা, স্বপ্নেও পুন্নামধেয় দ্রব্য সকলে অভিলাষ এবং আম্রাদি ফল ও কমলাদি পুষ্পপ্রাপ্তি, পুত্রগর্ভবতী স্ত্রীর এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

টীকার অর্থ। পিণ্ডাকার অর্থাৎ বর্ত্তুলাকৃতি। "দ্বিতীয় মাসে" এই অধিকরণ পদের সহিত "গর্ভ পিণ্ডাকার লক্ষ্য হয়" এই বাক্যেরই অন্বয় আছে বুঝিতে হইবে, পরশ্লোকোক্ত বাক্য সকলের উহার সহিত অন্বয় নাই অর্থাৎ পর শ্লোকোক্ত লক্ষণ সকল দ্বিতীয় মাসে লক্ষ্য হয় না। ৪৪—৪৬

কন্যাগর্ভবতীর লক্ষণ—কন্যা গর্ভবতী স্ত্রীর দ্বিতীয় মাসে গর্ভাশয়ে গর্ভ পেশীবৎ দৃষ্ট হয় এবং পুত্রগর্ভের লক্ষণ সকলের বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়

টীকার অর্থ। পেশী অর্থাৎ দীর্ঘাকৃতি। ৪৭

নপুংসক গর্ভবতী লক্ষণ—গর্ভে নপুংসক জন্মিলে গর্ভ অর্ব্বুদাকৃতি দৃষ্ট হয়, এবং উদরের পার্শ্ব দ্বয় উন্নত ও সম্মুখ ভাগ মহৎ হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। অর্ব্বুদাকৃতি অর্থাৎ গোলাকার ফলের অর্দ্ধাংশের মত। ৪৮

নপুংসকের প্রকার ভেদ—কথিত হইতেছে। আসেক্য, সুগন্ধি, কুম্ভীক ও ঈর্ষ্যক এই চারি প্রকার নপুংসককে সশুক্র এবং ষণ্ড নামক নপুংসককে অশুক্র জানিবে। ৪৯

প্রত্যেক নপুংসকের লক্ষণ—বর্ণন করা যাইতেছে। মাতা পিতার বীর্য্যের স্বল্পত্ব হেতু আসেক্য নামক নপুংসক জন্মে। আসেক্য নপুংসক শুক্র পান করিয়া স্বকীয় লিঙ্গের উত্থান শক্তি প্রাপ্ত হয়।

টীকার অর্থ। স্বল্প বীর্য্যত্ব হেতু অর্থাৎ শুক্র শোণিতের অত্যল্পতা নিবন্ধন। আসেক্যনামার অন্য একটি নাম মুখযোনি। আসেক্য নপুংসক শুক্র পান করিয়া লিঙ্গোত্থান প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে অন্য পুরুষ দ্বারা নিজ মুখে মৈথুন করাইয়া এবং তাহার শুক্র পান করিয়া নিজ লিঙ্গের উত্থান শক্তি পাইয়া থাকে। ৫০

যে পূতিযোনিতে জন্মে, সে সৌগন্ধিক নপুংসক হয়। সৌগন্ধিক নপুংসক যোনি ও লিঙ্গের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া মৈথুন শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। সৌগন্ধিক নপুংসকের অন্য নাম নাসাযোনি। বল শব্দের অর্থ মৈথুন শক্তি। ৫১

যে ব্যক্তি অন্য পুরুষ দ্বারা নিজ গুহ্যমার্গে মৈথুন হেতু স্ত্রীতে পুংবৎ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কুম্ভীক কহে। কুম্ভীকের অন্য নাম গুদযোনি।

টীকার অর্থ। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অব্রহ্মচর্য্য, অর্থাৎ মৈথুন। ৫২

অন্যের মৈথুন দেখিয়া যে ব্যক্তি মৈথুনে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে ঈর্ষ্যক নপুংসক কহে। ঈর্ষ্যকের অন্য নাম দৃষ্টিযোনি। ৫৩

মূর্খতা বশতঃ ঋতুকালে অঙ্গনার ন্যায় ভার্য্যায় উপগত হইলে অর্থাৎ নিজে অধোভূত হইয়া স্ত্রীকে উপরে উঠাইয়া মৈথুন করাইলে স্ত্রীচেষ্টিতাকার ষণ্ড নামক নপুংসক জন্মে।

টীকার অর্থ। স্ত্রীচেষ্টিতাকার; স্ত্রীচেষ্টিত অর্থাৎ লিঙ্গবিশিষ্ট হইয়াও পুরুষশক্তি রহিত। (স্ত্র্যাকার

অর্থাৎ শ্মশ্রুরহিত। (যেণ্ড নামক নপুংসক লিঙ্গবিশিষ্ট হইয়াও পুরুষশক্তি হীন ও শ্মশ্রু বর্জ্জিত হইয়া থাকে)॥ ৫৪

ঋতুকালে স্ত্রী যদি পুরুষবৎ মৈথুনে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ পুরুষের উপর উঠিয়া মৈথুন ক্রিয়া করে, তাহা হইলে তাহাতে পুরুষচেষ্টিতা কন্যা জন্মে॥ ৫৫

অন্য প্রকার গর্ভ প্রকৃতি—সকল কথিত হইতেছে।

যদি নারীদ্বয় কামোন্মত্ত হইয়া পরস্পর যোনি ঘর্ষণ দ্বারা শুক্র ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাতে অনস্থি সন্তান জন্মে।

টীকার অর্থ। যদি একজন স্ত্রী অন্য একজন স্ত্রীর উপর পুরুষবৎ উঠিয়া তাহার যোনিতে স্বযোনি ঘর্ষণ করে। অনস্থি, এস্থলে ঈষদর্থে নঞের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব অনস্থি শব্দে অল্প কোমলাস্থি বুঝিতে হইবে॥ ৫৬

ঋতুস্নাতা স্ত্রী স্বপ্নে যদি মৈথুন আচরণ করে, তাহা হইলে বায়ু তাহার ঋতু শোণিতকে কুক্ষিতে লইয়া গিয়া তদ্দারা গর্ভ উৎপাদন করে। সেই গর্ভ গর্ভলক্ষণ হইয়া মাসে মাসে বাড়িতে থাকে। পরে তাহা পৈতৃক গুণে বর্জ্জিত কললরূপে জন্মে।

টীকার অর্থ। গর্ভলক্ষণ অর্থাৎ প্রকৃত গর্ভলক্ষণ। পৈতৃকগুণ অর্থাৎ কেশশ্মশ্রু লোম নখ দন্ত শিরা-স্নায়ু ধমনী রেতঃ প্রভৃতি॥ ৫৭। ৫৮

যে সকল স্ত্রীর সর্প-বৃশ্চিক-কুষ্মাণ্ডাকৃতি বিকৃত গর্ভ সকল উৎপন্ন হয়, সেই সকল স্ত্রীকে এবং সেই বিকৃতগর্ভ সকলকে অতি পাপাত্মক বলিয়া জানিবে॥ ৫৯

গর্ভিনীর দোহদ অবমানিত হইলে অর্থাৎ গর্ভিনীকে অভিলষিত বস্তু প্রদান না করিলে বাতপ্রকোপে গর্ভ কুব্জ, কুণি (নুলো), পঙ্গু, মূক (বোবা) ও মিন্মিন (খনা) হইয়া থাকে॥ ৬

কি কারণে সন্তানগণের আহার আচার ও চেষ্টার ভিন্নতা হয়, তাহা কথিত হইতেছে। যাদৃশ আহার আচার ও চেষ্টান্বিত হইয়া স্ত্রী-পুরুষ সমুপেত (সমুপেত অর্থাৎ সঙ্গমে নিযুক্ত।) হয়, তাহাদের সন্তানও তাদৃশ হইয়া থাকে॥ ৬১

গর্ভলক্ষণ—গর্ভাশয়গত শুক্র শোণিত জীব ও সবিকারা প্রকৃতি অর্থাৎ অষ্টপ্রকৃতি ও ষোড়শ বিকৃতি এই সমস্ত গর্ভসংজ্ঞক হয়। সেই গর্ভকালে যখন অঙ্গোপাঙ্গ সংযুক্ত হয়, তখন তাহা শরীরী এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৬২। ৬৩

তাহার অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকল সুশ্রুত শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া তাব অঙ্গোপাঙ্গ বর্ণন করিতেছি, শিষ্যগণ তোমরা যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। আদ্য অঙ্গ-মস্তক তাহার উপাঙ্গ সকল যথা—কেশ, মস্তুলুঙ্গ (মস্তকাভ্যন্তরস্থ ঘৃতবৎ পদার্থ), ললাট, ভ্রূদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নেত্রের কনীনিকাদ্বয় (তারকাদ্বয়), দৃষ্টিমণ্ডলদ্বয়, কৃষ্ণমণ্ডলদ্বয়, শ্বেতভাগদ্বয়, বর্ত্মদ্বয় (নেত্রের পাতা দুইটি), পক্ষ্মসমূহ (পাতার লোম সকল), অপাঙ্গদ্বয় (নেত্রপ্রান্তদ্বয়), শঙ্খদ্বয় (রগ দুইটি), কর্ণদ্বয়, কর্ণের শষ্কুলিদ্বয় (কর্ণকুহরদ্বয়), কর্ণপালিদ্বয় (কর্ণের পাতা দুইটি), কপোলদ্বয়, নাসিকা ওষ্ঠ ও অধর, সৃক্কনীদ্বয় (ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়), মুখ, তালু, হনুদ্বয় (চোয়াল দুইটি), দন্ত সকল, দন্তবেষ্ট (দন্তের মাড়ী), জিহ্বা, চিবুক (দাড়ী) ও গলদেশ। দ্বিতীয় অঙ্গ—গ্রীবা, যাহা মস্তককে ধারণ করিয়া আছে তৃতীয় অঙ্গ—বাহুযুগল, তাহার উপাঙ্গ সকল যথা—বাহুদ্বয়ের সর্ব্বোপরি স্কন্ধদ্বয়, তাহার নিম্নভাগে প্রগণ্ডদ্বয়, প্রগণ্ডের নিম্নে কফোণিদ্বয় (কনুই), তন্নিম্নে প্রকোষ্ঠযুগল, তন্নিম্নে মণিবন্ধদ্বয় (হাতের কজা), তন্নিম্নে তলদ্বয় ও হস্তদ্বয় এবং হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি দশটি, নখ দশটি, নখের পূর্ব্বভাগ দশটি স্থাপ্য ও পরভাগ দশটি ছেদ্য বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। চতুর্থ অঙ্গ বক্ষঃ, তাহার উপাঙ্গ সকল যথা—স্তনদ্বয়, স্ত্রী ও পুরুষের স্তনদ্বয়ে বিশেষ এই—যৌবনাগমে স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় পীবর হয় এবং গর্ভবতী ও প্রসূতা স্ত্রীর স্তনদ্বয় দুগ্ধে পূরিত হইয়া থাকে। (পুরুষের স্তনদ্বয় সকল অবস্থাতেই সমভাবে থাকে)। হৃদয় পদ্ম সদৃশ, উহা অধোমুখে অবস্থিত, জাগরিতাবস্থায় বিকসিত এবং নিদ্রিতাবস্থায় নিমীলিত থাকে। হৃদয় জীবের আশয় (আশ্রয়স্থান) ও চেতনার উত্তম (প্রধান) স্থান। অতএব উহা তমোব্যাপ্ত হইলে প্রাণিগণ নিদ্রিত হইয়া পড়ে। জত্রুদ্বয় অর্থাৎ কক্ষদ্বয়ের (বাহুমূলদ্বয়ের) ও বক্ষের সন্ধিদ্বয়, কক্ষাদ্বয় ও তাহার বঙ্ক্ষণদ্বয় (বগল)॥ ৬৪—৭৬

টীকার অর্থ। "চেতনার উত্তম স্থান" এই বাক্যের অভিপ্রায় এই—চরক বলিয়াছেন—দ্রব্য ও গুণের সহিত কেশ লোম নখাগ্র ও মল এই কয়েকটি পদার্থ ভিন্ন ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট সমস্ত দেহ ও মনঃ চেতনার আশ্রয় স্থান। অতএব চরক কর্ত্তৃক সকল শরীরই চেতনাস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সকল শরীর চেতনাস্থান হইলেও বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ই চেতনার বিশেষস্থান॥ ৭৫

পঞ্চম অঙ্গ—উদর, ষষ্ঠ-অঙ্গ-পার্শ্বদ্বয়। সপ্তম অঙ্গ—পৃষ্ঠবংশের সহিত সমস্ত পৃষ্ঠ। ইহাদের উপাঙ্গ সকল বলিতেছি শুন—হৃদয়ের নিম্নে বামভাগে প্লীহা অবস্থিত, উহা শোণিত হইতে উৎপন্ন। মহর্ষিগণ প্লীহাকে রক্তবাহিশিরাসমূহের মূল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হৃদয়ের বামে অধোভাগে ফুস্ফুস্ অবস্থিত, উহা রক্তফেনজ। হৃদয়ের দক্ষিণের অধোভাগে যকৃৎ

অবস্থিত। যকৃৎ রঞ্জকপিত্তের স্থান, উহা শোণিতজাত। হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণভাগে ক্লোম অবস্থিত, উহা জলবাহিশিরার মূল ও তৃষ্ণাচ্ছাদক॥ ৭৭—৮১

টীকার অর্থ। ক্লোম, ইহা তিলক নামে খ্যাত, ক্লোম বাতরক্তজ। বৃদ্ধ-বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—অনিলসংযুক্ত রক্ত হইতে কালীয়কের (ক্লোমের) উদ্ভব হয়॥ ৮১

বৃক্কদ্বয় (কুক্ষিগোলক-দ্বয়) মেদ ও রক্তের সার হইতে উৎপন্ন, ইহারা জঠরস্থ মেদের পুষ্টিকারক বলিয়া উক্ত আছে। পণ্ডিতগণ পুরুষের অন্ত্র (আঁতুড়ী) সাড়ে তিন ব্যাম এবং স্ত্রীলোকের অন্ত্র তিন ব্যাম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উণ্ডুক (মলাশয়), কটী, ত্রিক, বস্তি ও বক্ষণদ্বয় এই সকল উপাঙ্গ এবং মেঢ্র, ইহা কণ্ডরাসমূহের মূল ও বীর্য্যমূত্রের নির্গম পথ। মেঢ্রই স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে গর্ভের আধান করে। স্ত্রীলোকের যোনি শঙ্খনাভ্যাকৃতি, ইহা তিনটি আবর্ত্ত বিশিষ্ট। যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভ শয্যা প্রতিষ্ঠিত। বৃষণ (অণ্ড দুইটি), ইহা কফ রক্ত মাংস ও মেদের সার হইতে উদ্ভূত। বৃষণদ্বয় বীর্য্যবাহিশিরার আধার ও পৌরুষ্যাবহ বলিয়া খ্যাত। গুদনাড়ীর পরিমাণ সাড়ে চারি অঙ্গুল, তাহা শঙ্খাবর্ত্তনিভ, তাহাতে তিনটি বলি আছে। প্রথমে (সর্ব্বোপরি) প্রবাহণী নামক বলি অবস্থিত, তাহা দেড় অঙ্গুল পরিমিত; তন্নিম্নে উৎসর্জ্জনী নামক বলি অবস্থিত, তাহাও দেড় অঙ্গুল পরিমিত; তন্নিম্নে সংবরণী নামক বলি অবস্থিত, তাহা একাঙ্গুল পরিমিত; এবং গুদমুখ অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত। এই গুদ মুখই পায়ু, ইহা মলত্যাগের দ্বার। পুরুষের যাহা প্রোথদ্বয় (পাছাদ্বয়) স্ত্রীলোকের তাহাই নিতম্বদ্বয় বলিয়া অভিহিত। প্রোথদ্বয়ের বা নিতম্বদ্বয়ের দুইটি কুকুন্দর (নিতম্ব গহ্বর) আছে। অষ্টম অঙ্গসক্থিদ্বয় (পাদদ্বয়)। ইহার উপাঙ্গ সকল, যথা জানুদ্বয়, পিণ্ডিকাদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, ঘুণ্টিকাদ্বয়, পার্ষ্ণিদ্বয়, তলদ্বয়, প্রপদদ্বয়, পাদদ্বয়, অঙ্গুলি দশটি, তাহাদের নখ দশটি॥ ৮২—৯২

অতঃপর এই শরীর অপর যে যে সমবায়িকারণে উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত বর্ণন করিতেছি।—

প্রথমে দোষ সকল বর্ণন করিব, তৎপরে ধাতু সমূহ, তদনন্তর আহারাদির গতি ও পরিণাম, পরে আর্ত্তব, ধাতু সমূহের মল, উপধাতু, আশয়, কলা, মর্ম্ম, সন্ধি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, কণ্ডরা, রন্ধ্র, স্রোতঃ, জাল, কূর্চ্চ, রজ্জু, সেবনী, সংঘাত, সীমন্ত, ত্বক, লোম ও লোমকূপ সকল ব্যাখ্যা করিব। এই সমস্ত পদার্থেই দেহ গঠিত॥ ৯৩—৯৬

বাগ্‌ভট **দোষস্বরূপ**—যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে কথিত হইতেছে।—বায়ু পিত্ত ও কফ সংক্ষেপতঃ এই তিনটিই দোষ নামে অভিহিত। ইহারা বিকৃত ও অবিকৃত থাকিয়া দেহকে বিনষ্ট ও বর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ দোষ সকল বিকৃত হইয়া দেহকে বিনষ্ট এবং অবিকৃত থাকিয়া দেহকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। উহারা সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও হৃন্নাভির অধঃ মধ্য ও ঊর্দ্ধদেশে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে। বায়ু পিত্ত ও কফ ইহারা বয়ঃ, দিবা, রাত্রি ও ভোজনের অন্ত মধ্য ও আদিতে যথাক্রমে বর্দ্ধিত বল হয় অর্থাৎ বয়সের শেষভাগে বায়ু, মধ্যভাগে পিত্ত ও প্রথমভাগে কফ বর্দ্ধিত-বল; দিবা রাত্রিরও শেষ ভাগে বায়ু, মধ্যভাগে পিত্ত ও প্রথমভাগে কফ বর্দ্ধিত বল হয়। ভোজনেও এইরূপ ঘটে অর্থাৎ ভোজনের পরিপক্কাবস্থায় বায়ু, পচ্যমানাবস্থায় পিত্ত এবং ভোজন মাত্র কফ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৯৭। ৯৮

দোষশব্দের নিরুক্তি—বাত পিত্ত ও কফ ইহারা ধাতু সকলকে ও মল পদার্থ সকলকে দূষিত করে বলিয়া এই বাতাদিত্রয় দোষ নামে অভিহিত হইয়াছে (১)। আবার ইহাদের কর্তৃক দেহ ধৃত (রক্ষিত) হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে ধাতু বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)। এবং ইহার রসাদি পদার্থকে মলিনীকৃত করে বলিয়া মল নামেও অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৯৯।১০০

বায়ুর স্বরূপ—বায়ু, দোষ ধাতু ও মলাদি পদার্থের নেতা, শীঘ্রকারী, রজোগুণময়, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, রুক্ষ, শীতল, লঘু ও চলনশীল।

টীকার অর্থ। নেতা অর্থাৎ স্থানান্তর প্রাপয়িতা। শীঘ্র অর্থাৎ আশুকারী॥ ১০১

বায়ুর স্বরূপ সম্বন্ধে অন্য উক্তি—অবিকৃত বায়ু, উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, চেষ্টা, মলাদির বেগ

টীকার অর্থ। (১) দূষ ধাতুর অর্থ বৈকৃত্য, বাতাদি দ্বারা ধাতু ও মল পদার্থ সকল বিকৃত (দূষিত) হয় বলিয়া উহাদিগকে দোষ শব্দে অভিহিত করা যায়॥ ৯৯

(২) সুশ্রুতও কহিয়াছেন—চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ু যেমন বিসর্গ (সুধা বর্ষণ), আদান (রসাদি গ্রহণ) ও বিক্ষেপ দ্বারা জগৎকে ধারণ করেন, কফ পিত্ত ও বায়ুও সেইরূপে দেহকে ধারণ করিয়া থাকেন। বিসর্গাদি কার্য্যত্রয় যথাক্রমে অন্বয় আছে বুঝিবে। বিসর্গ (ত্যাগ) ও আদান বায়ু দ্বারাই হইয়া থাকে। বিক্ষেপ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদির বিবিধ প্রকারে প্রেরণ॥ ১০০

ও প্রবর্ত্তন (বিসর্জ্জন), ধাতু সমূহের সম্যগ্‌গতি ও ইন্দ্রিয়গণের পটুতা এই সকল কার্য্য সম্পাদন এবং হৃদয় ইন্দ্রিয় ও চিত্তকে ধারণ করিয়া অনুগ্রহ করেন অর্থাৎ দেহকে রক্ষা করিয়া থাকেন। বায়ু রজোগুণময়, সূক্ষ্ম-স্রোতোগামী, শীতল, রূক্ষ, লঘু, চলনশীল, খর, মৃদু ও যোগবাহী, উহা সংযোগ বিশেষে উভয়ার্থই করিয়া থাকে অর্থাৎ তেজঃ পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া দাহ এবং সোম পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া শীতলতা উৎ-পাদন করে। বিভাগ করণে (শারীরপদার্থসকলের পৃথক্ত্ব করণে) দোষসংগ্রহাধ্যায়ে বায়ুই প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পক্বাশয়, কটী, সক্‌থি, শ্রোত্র, অস্থি ও স্পর্শনেন্দ্রিয় (ত্বক্) এই গুলি বায়ুর স্থান। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পক্বাশয়ই বায়ুর বিশেষ অবস্থিতি স্থান॥ ১০২—১০৫

বায়ুর নাম—উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান, স্থানভেদে বায়ু এই পাঁচটি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। এক বায়ুই স্থান ও কর্ম্মভেদে পিত্ত বৎ পঞ্চবিধ হয়॥ ১০৬

উদানাদির স্থান কথিত হইতেছে।—উদানাদি সংজ্ঞক পঞ্চ বায়ু যথাক্রমে কণ্ঠে হৃদয়ে কোষ্ঠাগ্নির নিম্নে (নাভিদেশে), মলাশয়ে ও সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করে অর্থাৎ উদান বায়ু কণ্ঠে, প্রাণবায়ু হৃদয়ে, সমান বায়ু নাভিদেশে, অপানবায়ু মলাশয়ে এবং ব্যান বায়ু সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করিয়া থাকে॥ ১০৭

উদানাদি বায়ুর কর্ম্ম বর্ণিত হইতেছে।—কণ্ঠাবস্থিত উদান বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া ভাষণ ও গীতাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে। ইহা কুপিত হইয়া প্রধানতঃ ঊর্দ্ধগত রোগ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে। হৃদয়াবস্থিত প্রাণবায়ু মুখে গমন পূর্ব্বক অন্নকে অভ্যন্তরে প্রেরণ করে এবং প্রাণকে অবলম্বন করিয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা ভুক্তান্ন উদর মধ্যে প্রেরিত হয় এবং প্রাণও রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাণবায়ুই দেহধৃক্। ইহা কুপিত হইয়া প্রায়ই হিক্কাশ্বাসাদি রোগ সকল আনয়ন করে। আমপক্বাশয়চর বহ্নিসংগত সমান বায়ু ভুক্তান্নকে পাক করে এবং তজ্জাত রসাদিকে পৃথক্ করিয়া থাকে। ইহা দুষ্ট হইলে অগ্নিমান্দ্য অতিসার ও গুল্মরোগ জন্মে। পক্বাশয়স্থিত অপানবায়ু উপযুক্ত সময়ে মল মূত্র শুক্র গর্ভ ও আর্ত্তবকে বহির্নিঃসরণ করে। উহা কুপিত হইয়া বস্তি ও গুহ্যাশ্রিত উৎকট উৎকট রোগ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে। ব্যান ও অপান বায়ুর প্রকোপে শুক্রদোষ ও প্রমেহ রোগ উৎপন্ন হয়। সর্ব্বশরীরচর ব্যানবায়ু রসসংবাহন ক্রিয়া সম্পাদন করে, স্বেদ ও শোণিত নিঃসারণ করে এবং পঞ্চবিধ চেষ্টাও করিয়া থাকে। পঞ্চবিধ চেষ্টা যথা—প্রস্যন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন ও ধারণ, বায়ুর এই পাঁচটি চেষ্টা প্রোক্ত আছে। ব্যানবায়ু শরীরীগণের গতি অপক্ষেপণ উৎক্ষেপণ নিমেষ ও উন্মেষাদি প্রায় সকল ক্রিয়াই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহা ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্বদেহগত রোগ সকলই প্রায় উৎপন্ন হয়। যখন উদানাদি এক একটি বায়ু কুপিত হইয়া উক্ত প্রকার আত্যয়িক রোগ সকল উৎপাদন করে, তখন এই পাঁচটি বায়ুই যুগপৎ কুপিত হইলে যে নিশ্চয়ই দেহ নাশ করিবে, তাহাতে আর সংশয় কি?॥ ১০৮—১১৭

পিত্তের স্বরূপ—পিত্ত উষ্ণ, দ্রব, পীত, নীল, সত্ত্বগুণবহুল, সর (সরণ স্বভাব), কটু, লঘু, স্নিগ্ধ ও পাকে অম্ল (বিদগ্ধ পিত্ত অম্লরস হইয়া থাকে)। একই পিত্ত বাতবৎ নাম স্থান ও কর্ম্মভেদে পঞ্চবিধ হয়।

টীকার অর্থ। নিরাম পিত্ত পীতবর্ণ এবং সামপিত্ত নীলবর্ণ হয়॥ ১১৮

পিত্তের নাম—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলো-চক ও ভ্রাজক, স্থানভেদে পিত্ত এই পাঁচটি নামে অভিহিত হয়।

টীকার অর্থ। একই পিত্ত বাতবৎ নাম স্থান ও কর্ম্মভেদে পঞ্চবিধ হয়॥ ১১৯

পাচকাদি পিত্তের স্থান—পাচকাদিসংজ্ঞক পঞ্চপিত্ত যথাক্রমে অগ্ন্যাশয়ে, যকৃৎ-প্লীহায়, হৃদয়ে, নেত্র-দ্বয়ে এবং সর্ব্বশরীরত্বকে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ-প্লীহায়, সাধক পিত্ত হৃদয়ে, আলোচকপিত্ত নেত্রদ্বয়ে ও ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্ব-গতত্বকে অবস্থান করিয়া থাকে॥ ১২০

পাচকাদিপিত্তের কর্ম্ম—পাচকপিত্ত ভুক্তান্ন পরিপাক করে শেষাগ্নির বলবর্দ্ধন করে এবং রস মূত্র ও পুরীষকে নিত্য নিত্য বিরেচন করিয়া থাকে।

টীকার অর্থ। পাচকপিত্ত আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যগত হইয়া ভোজ্য ভক্ষ্য চর্ব্ব্য লেহ্য চূষ্য ও পেয় এই ষড়্‌বিধ আহারকে পাক করে এবং দোষ রস মূত্র ও পুরীষকে পৃথক্ করিয়া থাকে। ইহা অগ্ন্যাশয় গত হইয়া নিজ শক্তিদ্বারা রসের রঞ্জন, হৃদয়স্থ কফ ও তমের অপনোদন, রূপগ্রহণ, প্রভাপ্রকাশন ও অভ্যঙ্গ লেপাদির পাচন প্রভৃতি অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা শেষ পিত্তস্থান সকলকে অর্থাৎ যকৃৎ প্লীহাদি পিত্তস্থান সকলকে অনুগ্রহ করে অর্থাৎ তৎতৎস্থানে গমনপূর্ব্বক রসরঞ্জনাদি কর্ম্মদ্বারা সেই সকল পিত্তস্থানের উপকার করে। পাচকপিত্ত শেষাগ্নির বলবর্দ্ধন করে,—ইহার ব্যাখ্যা শেষ অগ্নি অর্থাৎ পৃথিব্যাদি মহাভূতগুণ; যেহেতু চরকে উক্ত আছে—ভৌম আপ্য আগ্নেয় বায়ব্য ও নাভস এই

পঞ্চ উষ্মা অর্থাৎ অগ্নি ; যেহেতু বাগ্‌ভটেও উক্ত হইয়াছে—দোষ ধাতু ও মলাদির উষ্মাই অগ্নি ; রসাদি সপ্তধাতুগত সপ্ত উষ্মা অর্থাৎ অগ্নি, পাচকপিত্ত শেষাগ্নির অর্থাৎ এই সকল অগ্নির বল বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। যেমন গৃহে স্থাপিত রত্নসকল খদ্যোতবৎ দূরভাস্বর, তাহারাই আবার দীপজ্যোতিতে দূরপ্রকাশক হয়, সেই রূপ অগ্ন্যাশয়স্থ পাচকাগ্নি (পাচকপিত্ত)-তেজে অন্য সকল অগ্নিই বলবান্ হইয়া থাকে। বাগ্‌ভটে উক্ত হইয়াছে—সকল পক্তৃ অপেক্ষা অন্নের পক্তাই প্রধান। কারণ অন্নের পক্তাই সকল পক্তার মূল অর্থাৎ অন্নপক্তার ক্ষয় বৃদ্ধি দ্বারা তাহাদেরও ক্ষয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য—অগ্নি কি পিত্ত হইতে ভিন্নপদার্থ অথবা পিত্তই অগ্নি ? এই জিজ্ঞাস্যের উত্তরে বলা হইতেছে—যখন পিত্তেরই উষ্মাদিগুণদ্বারা আহার পাচন রঞ্জন ও দর্শনাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তখন নিশ্চয়ই পিত্ত ব্যতিরেকে অন্য অগ্নি নাই অর্থাৎ পিত্তই অগ্নি। অতএব অগ্নিরূপ পিত্তেরই স্থানভেদে পাচক রঞ্জক সাধক আলোচক ও ভ্রাজক সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—পাচকপিত্ত তিলপ্রমাণ, কাঠিন্যহেতু তাহার দেযাকারিতা নাই, উহা অবিকৃত থাকিয়া পাক উষ্মা ও দর্শন ক্রিয়া দ্বারা উপকার করে, অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পাচক পিত্তদ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা রুচি প্রভা মেধা বুদ্ধি শৌর্য্য ও দেহমৃদুতা জন্মে। পাচক পিত্ত পঞ্চভূতাত্মক, উহা আম পক্বাশয় মধ্যে অবস্থিত। পাচক পিত্ত পঞ্চভূতাত্মক হইলেও উহা তেজোগুণপ্রধান, তেজোগুণের আধিক্য হেতু উহা দ্রবত্ব রহিত ; পাকাদি কর্ম্ম দ্বারা উহা অগ্নি নামে খ্যাত। পাচক পিত্ত অন্নকে পাক করে, সারভাগ ও মলভাগকে পৃথক্ বিভক্ত করে এবং নিজ স্থানে থাকিয়াই বলদান দ্বারা অন্য পিত্ত সকলের উপকার করে। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে—যদি পিত্ততে ও অগ্নিতে কোন ভেদ না থাকে অর্থাৎ একই পদার্থ হয়, তাহা হইলে ঘৃত কি প্রকারে পিত্তের শমক ও অগ্নির দীপক হইয়া থাকে ? আর মৎস্যও পিত্তের বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাহা অগ্নির দীপ্তি করে না, ইহারই বা কারণ কি ? আবার পক্ষান্তরে ইহাও উক্ত আছে—যথা পিত্তের আধিক্য হইলে অগ্নিরও তীক্ষ্ণতা (আধিক্য) হয় ; সমদোষ ব্যক্তি সমাগ্নি হয়, ইহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে ? আবার শাস্ত্রে ইহাও বলা হইয়াছে—পিত্ত দ্রব স্নিগ্ধ ও অধোগ, অগ্নি ইহার অন্যথা, অর্থাৎ অগ্নিতে দ্রবত্বাদি নাই ইত্যাদি। এই প্রশ্নের উত্তর এই—পিত্ত অগ্নির সতত অবস্থিতি স্থান অর্থাৎ পিত্তেতেই অগ্নি নিয়ত অবস্থিতি করে। এবিষয়ে তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—অগ্নি ভিন্নগুণে যুক্ত, পিত্ত ভিন্নগুণে যুক্ত অর্থাৎ অগ্নি যে গুণবিশিষ্ট, পিত্ত সেগুণ বিশিষ্ট নহে ; পিত্ত দ্রব স্নিগ্ধ ও অধোগ, অগ্নি তাহার বিপরীত ; পিত্ত তেজোময়, পিত্তের যে উষ্মা তাহাই শক্তিমান, তাহাই কুক্ষিস্থ হইয়া ধমনীমুখে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে ; তাহাই কায়াগ্নি, তাহাই কায়োষ্মা, তাহাই পক্তা এবং তাহাই জীবন ; তাহা অনন্যগতি অর্থাৎ কেবল দেহেই তাহার গতি। এই জন্য তাহা কায়াগ্নি নামে কথিত। এবিষয়ে অপর উক্তি—নাভির বাম পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটি চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত, তন্মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল এবং সেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অগ্নি ব্যবস্থিত আছে। তথায় উহা জরায়ুমাত্র দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া কাচকোশস্থ (লণ্ঠন মধ্যগত) দীপবৎ অবস্থিতি করে। মধুকোষেও উক্ত আছে—পিত্ত দ্রবতেজোময়, সেই দ্রব তেজোময় পিত্তেরই তেজোভাগ অগ্নি। তেজোভাগ দ্রবভাগের সর্ব্বাবয়বে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করে বলিয়া পিত্তকেই অগ্নিবৎ মনে করা যায়। যেমন অতিতাপিত লৌহ পিণ্ডকে অগ্নি বলিয়া জ্ঞান করা গিয়া থাকে। বস্তুতঃ অগ্নি পিত্ত হইতে ভিন্নই ; ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব রসপ্রদীপে উক্ত আছে—ভগবান্ জাঠর-অগ্নি ঈশ্বর স্বরূপ, উহা অন্নের পাচক। জাঠরাগ্নি অতি সূক্ষ্ম হইয়াও কিরূপে রস সকল গ্রহণ করে, তাহা বলিতে পারা যায় না। শরীর মধ্যে নাভিস্থলে সোমমণ্ডল নামক একটি বিশেষ স্থান আছে। সেই সোমমণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল নামক অপর একটি মণ্ডল অবস্থিতি করে। সেই সূর্য্যমণ্ডলে জাঠর অগ্নি অবস্থান করিয়া থাকে। যেমন সূর্য্য স্বরলোকে অবস্থিত থাকিয়া নিজ তেজোযুক্ত কিরণ দ্বারা পল্বল ও সরোবর সকলকে শোষণ করে, জাঠর অগ্নিও সেইরূপ নাভিতে অবস্থান করিয়া আত্মকিরণ দ্বারা প্রাণিগণের নানা ব্যঞ্জন সংস্কৃত ভুক্ত অন্ন শীঘ্র পাক করিয়া থাকে। অগ্নি স্থূলকায় প্রাণিগণের শরীরে যবপ্রমাণে, হ্রস্বকায় প্রাণিগণের শরীরে তিলপ্রমাণে এবং কৃমি কীট ও পতঙ্গগণের শরীরে চুল প্রমাণে অবস্থান করে। অধিক আর অপ্রকৃত চিন্তনে প্রয়োজন নাই, এক্ষণ প্রকৃত চিন্তাই করা যাউক ॥ ১২১

অতঃপর পুনর্ব্বার প্রকৃত বিষয়েরই অনুসরণ করা যাইতেছে।—রঞ্জক নামক যে পিত্ত, তাহা রসকে রক্ত রূপে পরিণমিত করে। সাধক নামে যে পিত্ত তাহা বুদ্ধি ধৃতি (মেধা) ও স্মৃতি উৎপাদন করে। আলোচক সংজ্ঞক যে পিত্ত তাহা রূপ গ্রহণের কারণ। এবং ভ্রাজক নামক যে পিত্ত তাহা কান্তিকারী ও লেপাভ্যঙ্গাদির পাচক ॥ ১২২ । ১২৩

শ্লেষ্মস্বরূপ—শ্লেষ্মা, শ্বেত গুরু স্নিগ্ধ পিচ্ছিল শীতল তমোগুণবহুল ও স্বাদু। ইহা বিদগ্ধ হইলে লবণ রস হয় ॥ ১২৪

শ্লেষ্মার নাম—শ্লেষ্মা অবলম্বন রসন স্নেহন

ও শ্লেষণ, স্থানভেদে শ্লেষ্মা এই পাঁচটি নামে অভিহিত হইয়া।

টীকার অর্থ। একই শ্লেষ্মা বাতপিত্তবৎ স্থান ও কর্ম্মভেদে পঞ্চবিধ হয়॥ ১২৫

ক্লেদনাদি শ্লেষ্মার স্থান।—ক্লেদনাদি পঞ্চ শ্লেষ্মা যথাক্রমে আমাশয়ে হৃদয়ে কণ্ঠে মস্তকে ও সন্ধিসমূহে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ ক্লেদন শ্লেষ্মা আমাশয়ে, অবলম্বন শ্লেষ্মা হৃদয়ে, রসন শ্লেষ্মা কণ্ঠে, স্নেহন শ্লেষ্মা মস্তকে এবং শ্লেষণ শ্লেষ্মা সন্ধি সমূহে অবস্থান করিয়া থাকে।

টীকার অর্থ। দোষসকল সকলশরীরব্যাপী হইলেও বাহুল্যাভিপ্রায়ে তাহাদের প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটি করিয়া স্থান উক্ত হইয়াছে। এবিষয়ে বাগ্‌ভটও কহিয়াছেন—দোষ সকল সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও উহারা ঐ ঐ স্থানে বাহুল্যভাবে অবস্থিতি করে জানিবে এবং উহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মও অবগত হইবে। চরকও বলিয়াছেন—দোষসকল সর্ব্বশরীর-ব্যাপী হইলেও তাহারা হৃন্নাভির অধোভাগে মধ্যভাগে ও উর্দ্ধভাগে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে॥ ১২৬

তৎ তৎ স্থানগতশ্লেষ্মার কর্ম্ম—ক্লেদন শ্লেষ্মা ভুক্তান্নকে ক্লিন্ন করে এবং আত্মশক্তি দ্বারা উদক কর্ম্মে অপর শ্লেষ্ম স্থান সকলের উপকার করিয়া থাকে।

টীকার অর্থ। ক্লেদন শ্লেষ্মা অন্নকে ক্লিন্ন করে, ক্লিন্ন করায় সংহত অন্ন ভাঙ্গিয়া যায়। অপর শ্লেষ্মস্থান অর্থাৎ হৃদয়াদি। সেই হৃদয়াদি শ্লেষ্মস্থানে বিভাগ ক্রমে গমন করিয়া হৃদয়ালম্বন, ত্রিকসন্ধারণ, রসগ্রহণ, সমস্তেন্দ্রিয় তর্পণ ও সন্ধিসংশ্লেষাদি উদক কর্ম্মদ্বারা তৎ তৎস্থানের উপকার করে। কোন্ কর্ম্মদ্বারা কোন্ স্থানের কি উপকার করে, তাহা উত্তরোত্তর বর্ণন করিব॥ ১২৭

অবলম্বন শ্লেষ্মা রসান্বিত আত্মবীর্য্যদ্বারা হৃদয়ের অবলম্বন ও ত্রিকের সন্ধারণ বিধান করে।

টীকার অর্থ। ত্রিক অর্থাৎ শিরঃ ও বাহুদ্বয়ের সন্ধি॥ ১২৮

রসনা ও রসন-শ্লেষ্মা পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া উভয়ই সৌম্যপদার্থ। রসাস্বাদনে উভয়েরই শক্তি আছে বলিয়া রসনা ও রস উভয়কেই সমান বলিয়া জানিবে।

টীকার অর্থ। রসনা অর্থাৎ রসেন্দ্রিয়, রসন অর্থাৎ কণ্ঠস্থ কফ॥ ১২৯

স্নেহন শ্লেষ্মা স্নেহদান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তর্পণ করিয়া থাকে। শ্লেষণ-শ্লেষ্মা সন্ধি সকলের সংশ্লেষ বিধান করে॥ ১৩০

ধাতুশব্দের নিরুক্তি—রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি পদার্থ স্বয়ং অবস্থিত থাকিয়া মানবগণের দেহধারণ (রক্ষণ) করে বলিয়া ইহারা ধাতু নামে অভিহিত হয়॥ ১৩১

ধাতুসমূহের কর্ম্ম—প্রীণন জীবন লেপ স্নেহ ধারণ পূরণ ও গর্ভোৎপাদ, সাতটি ধাতুর এই সাতটি কার্য্য কথিত হইয়াছে॥ ১৩২

রসশব্দের নিরুক্তি—গত্যর্থ-বোধক-রস ধাতু হইতে রসশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বদাই সকল দেহে গমনাগমন করে বলিয়া উহা রসশব্দে অভিহিত॥ ১৩৩

রসের স্বরূপ—ভুক্তান্ন সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে যে সারপদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই রস। রস—দ্রব শ্বেতবর্ণ শীতল স্বাদু স্নিগ্ধ ও চলনশীল।

টীকার অর্থ। সার যথা—গুড় মৌলফুল বব্বূলত্বক্ (বাবলাছাল) ও বদরীমূলাদি হইতে উদ্ভূত সার—মদিরা॥ ১৩৪

রসের স্থান—রস সর্ব্বদেহচর হইলেও হৃদয়ই উহার প্রধান স্থান। কারণ সমানবায়ুকর্ত্তৃক উহা প্রথমেই হৃদয়ে ধৃত হইয়া থাকে॥ ১৩৫

রসের কর্ম্ম—এই রস ধমনীপথে গমন করিয়া সমস্ত ধাতুকে পরিপোষণ করে। পশ্চাৎ স্বীয় গুণ দ্বারা শরীরকে ব্যাপিয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্যে উহা বিদগ্ধ হইলে কটু বা অম্লরস হইয়া থাকে। বিদগ্ধ রস নানাপ্রকার রোগ জন্মায় এবং বিষকার্য্য করে।

টীকার অর্থ। স্বীয় গুণদ্বারা অর্থাৎ শীত-স্নিগ্ধ-পোষকত্ব গুণদ্বারা॥ ১৩৬। ১৩৭

রক্তের স্বরূপ—রস যখন যকৃতে গমন করে, তখন উহা রঞ্জক পিত্তদ্বারা রাগ (লৌহিত্য) ও পাক প্রাপ্ত হইয়া রক্তসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বশরীরস্থ রক্তই জীবের প্রধান আধার। রক্ত—স্নিগ্ধ গুরু চলনশীল ও স্বাদু। ইহা বিদগ্ধ হইলে বিদগ্ধ পিত্তবৎ হইয়া থাকে

টীকার অর্থ। রক্তই যে জীবের প্রধান আধার, এ বিষয়ে শাস্ত্রে এই উক্তি আছে, যথা—জীব সর্ব্ব দেহেই অবস্থিতি করে বটে কিন্তু রক্তে বীর্য্যে ও মলেই বিশেষরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ—উহাদের কোনটির ক্ষয় হইলেই জীব তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ মরিয়া যায়। জীব রক্তে বীর্য্যে ও মলে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে, একথা বলায় এই বুঝিতে হইবে যে, বাগ্‌ভটোক্ত পরিমাণমিত শরীরারম্ভক বিশুদ্ধ রক্তাদিতেই জীব বিশেষরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। দুষ্ট বা প্রবৃদ্ধ রক্তাদিতে নহে। কারণ রক্তস্রাবণোপদেশের বৈয়র্থ্য ঘটে। বিদগ্ধ রক্ত পিত্তবৎ হয় অর্থাৎ অম্লরস হইয়া থাকে॥ ১৩৮। ১৩৯

রক্তের স্থান—যকৃৎ ও প্লীহা রক্তের প্রধান স্থান। উহা ঐ স্থানদ্বয়ে অবস্থিত হইয়া অন্যস্থানস্থিত রক্ত সমূহের পোষক হয়॥ ১৪০

মাংসের স্বরূপ—শোণিত স্বকীয় অগ্নিদ্বারা (উষ্মাদ্বারা) পক্ব এবং বায়ুদ্বারা ঘনীকৃত হইয়া মাংসরূপে পরিণত হয়। মাংসের ভেদ সকল উত্তরোত্তর বর্ণন করিব।

টীকার অর্থ। শোণিত স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পক্ব এবং বায়ুদ্বারা ঘনীকৃত হইয়া মাংসরূপে পরিণত হয়, একথা বলায় বুঝিতে হইবে যে, রসই যখন শোণিত স্থানগত হইয়া রক্তসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন অগ্রে রসেরই মাংসাদিব্যপদেশ হইয়াছে, অর্থাৎ রক্তমাংসাদি ধাতু সকল কেবল এক রসের পরিণাম মাত্র॥ ১৪১

মাংসপেশী—বায়ু যথাপ্রয়োজন উষ্মাযুক্ত হইয়া স্রোতোবিদারণপূর্ব্বক মাংসে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহাকে পেশীরূপে বিভক্ত করে অর্থাৎ সূত্রগুচ্ছরূপে পরিণমিত করিয়া থাকে॥ ১৪২

মাংসপেশীর সংখ্যা—মানবদেহে পাঁচশত মাংসপেশী আছে। এই পাঁচশত পেশীর মধ্যে চারি শত পেশী শাখা চতুষ্টয়ে অর্থাৎ পদদ্বয়ে ও হস্তদ্বয়ে অবস্থিত। কোষ্ঠে ষট্‌ষষ্টি (৬৬টি) এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধে চতুস্ত্রিংশৎ সংখ্যক (৩৪ টি) পেশী আছে।

শাখাগত পেশী যথা—একএকটি পদাঙ্গুলিতে তিন তিনটি করিয়া সমুদয়ে পঞ্চদশটি, পাদাগ্রে দশটি, পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্ট দশটি, গুল্ফ ও পদতলে দশটি, গুল্ফ ও জানুর মধ্যে বিংশতিটি, জানুতে পাঁচটি, ঊরুতে বিংশতিটি ও বঙ্ক্ষণে দশটি। এক পায়ে এইরূপ সংখ্যায় একশতটি পেশী অবস্থিত আছে। অপর পায়ে ও হস্তদ্বয়েও এইরূপ সংখ্যায় এক একশত পেশী অবস্থান করে জানিবে।

কোষ্ঠগত ষট্‌ষষ্টি পেশী যথা—গুদপ্রদেশে তিনটি, লিঙ্গে একটি, সেবনীতে একটি, বৃষণদ্বয়ে দুইটি, স্ফিক্‌দ্বয়ে পাঁচপাঁচটি করিয়া দশটি, বস্তির মূর্দ্ধাভাগে দুইটি, উদরে পাঁচটি, নাভিতে একটি, মেরুদণ্ডসন্নিবিষ্ট উভয়দিকে পাঁচটি পাঁচটি দশটি দীর্ঘপেশী, পার্শ্বদ্বয়ে ছয়টি, বক্ষঃস্থলে দশটি, অক্ষকাংসের চতুর্দ্দিকে সাতটি (অক্ষক-অষুআ নামে খ্যাত অংস-স্কন্ধ) হৃদয়ে দুইটি, যকৃতে দুইটি, প্লীহায় দুইটি ও উণ্ডুকে দুইটি পেশী অবস্থিত। (সেবনী গুহ্যের উপরে কোষ পর্য্যন্ত সেলাইয়ের ন্যায় স্থান; স্ফিক পাছা; উণ্ডুক—মলাশয়ে)।

গ্রীবার ঊর্দ্ধগত চতুস্ত্রিংশৎ পেশী যথা—গ্রীবাতে চারিটি, হনুদ্বয়ে আটটি, কাকলকে (কণ্ঠমণিতে) একটি,গলে একটি তালুতে দুইটি,জিহ্বায় একটি, ওষ্ঠদ্বয়ে দুইটি, নাসিকায় দুইটি, নেত্রদ্বয়ে দুইটি, গণ্ডদ্বয়ে চারিটি, কর্ণদ্বয়ে দুইটি, ললাটে চারিটি ও মস্তকে একটি পেশী অবস্থিত। মানব দেহে এই প্রকারে পাঁচশত পেশী অবস্থিত আছে॥ ১৪৩।১৪৪

স্ত্রীলোকদিগেরও ঐ ঐ স্থানে ঐ ঐ সংখ্যায় পাঁচ শত পেশীই আছে। অপিচ গর্ভাশয়ে গর্ভমার্গে যোনিতে ও স্তনদ্বয়ে আর বিংশতিটি পেশী অধিক আছে।

অধিক বিংশতি পেশী যথা—গর্ভাশয়ে তিনটি, গর্ভচ্ছিদ্র সংস্থিত শুক্রশোণিতপ্রবেশিনী পেশী তিনটি, যোনিমার্গের অভ্যন্তর মুখভাগে প্রসৃত পেশী দুইটি, যোনির বহির্নিগত-স্রোতঃপার্শ্বদ্বয়স্থিত বর্ত্তুলে (যোনিকর্ণিকায়) দুইটি এবং স্তনদ্বয়ে পাঁচটি করিয়া দশটি। স্ত্রীলোকদিগের যৌবনকালে এই সকল পেশীর বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১৪৫

পুরুষদিগের লিঙ্গে ও বৃষণদ্বয়ে যে সংখ্যক পেশী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা স্ত্রীলোকদিগের অন্তর্গতফলকে (গর্ভাশয়কে) আবৃত করিয়া অবস্থান করে।

(টীকার অর্থ।) পুরুষদিগের লিঙ্গে ও মুষ্কে তিনটি পেশী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের লিঙ্গ ও মুষ্কের অভাব হেতু সেই তিনটি পেশী ফলকে অর্থাৎ গর্ভাশয়কে আবরণ করিয়া অবস্থিতি করে। কিন্তু গয়দাস বলেন—স্ত্রীলোকদিগের মাংসপেশী পাঁচশত অপেক্ষা তিনটি কম অর্থাৎ চারি শত সাতানব্বইটি। ভোজও বলেন—পুরুষদিগেরই পাঁচশত পেশী,স্ত্রীলোকদিগের নহে; পুরুষদিগের লিঙ্গে ও বৃষণদ্বয়ে যে তিনটি পেশী আছে, তাহা স্ত্রীলোকদিগের নাই। অতএব স্ত্রীলোকদিগের পেশী পুরুষদিগের অপেক্ষা তিনটি কম॥ ১৪৬

মাংসপেশীসকলের কর্ম্ম—শরীরিদিগের শিরা স্নায়ু পর্ব্ব ও সন্ধিস্থান মাংসপেশী দ্বারা সংবৃত থাকে, তাহাতে শিরাদি বলবান্ হয়॥ ১৪৭

মেদের স্বরূপ—মাংস স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পক্ব হইয়া মেদোরূপে পরিণত হয়। মেদ—অতীব গুরু স্নিগ্ধ বলকারী ও বৃংহণ॥ ১৪৮

মেদের স্থান—মেদ সকল প্রাণির উদরে এবং অস্থিতে অবস্থিত। এই জন্যই মেদস্বি ব্যক্তির উদরেই প্রায় বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১৪৯

অস্থিস্বরূপ—মেদ স্বীয় অগ্নিদ্বারা পক্ব এবং বায়ুদ্বারা অতি শোষিত হইয়া অস্থিরূপে পরিণত হয়। অস্থি সর্ব্বশরীরের সার পদার্থ। অভ্যন্তরগত সারদ্বারা বৃক্ষ সকল যেমন দৃঢ়রূপে অবস্থান করে, অস্থিসার দ্বারাও দেহিগণ সেইরূপ দৃঢ়ভাবে ধৃত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। অস্থি সকল সর্ব্বথা সার পদার্থ, যেহেতু ত্বৎমাংস চিরবিনষ্ট হইলেও অস্থি সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয় না॥ ১৫০—১৫২

অস্থির সংখ্যা—শল্যতন্ত্রে অস্থির সংখ্যা তিন শত বলিয়া উক্ত আছে। এস্থলে সেই সকল অস্থি এবং তাহাদের স্থান সকল বর্ণন করিব। যথা—সেই তিন শত অস্থির মধ্যে এক শত বিংশতি খানি অস্থি শাখা-চতুষ্টয়ে অর্থাৎ পদদ্বয়ে ও হস্তদ্বয়ে অবস্থিত। পার্শ্বদ্বয়ে, শ্রোণিফলকে (কটিদেশে), বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠে ও উদরে সর্ব্বশুদ্ধ এক শত সতরখানি অস্থি এবং গ্রীবা ও তদূর্দ্ধে তেষট্টি (৬৩) খানি অস্থি অবস্থিত আছে।

শাখাগত অস্থি যথা—এক একটি পদাঙ্গুলিতে তিন তিন খানি করিয়া পঞ্চদশখানি, পদতলে পাঁচ-খানি অস্থিশলাকা এবং তাহাদের আধারভূত এক খানি অস্থি, কূর্চ্চে দুইখানি, গুল্ফে দুইখানি, পার্ষ্ণিতে একখানি, জঙ্ঘায় দুইখানি, জানুতে একখানি, উরুতে একখানি, এইরূপ সংখ্যায় এক পায়ে ত্রিশখানি অস্থি অবস্থিত আছে। এইরূপ সংখ্যায় অপর পায়ে ও হস্ত-দ্বয়ে ত্রিশ ত্রিশ খানি করিয়া অস্থি আছে।

পার্শ্বাদিগত অস্থি যথা—দুই পার্শ্বে ছত্রিশ খানি করিয়া বায়াত্তর খানি, গুহ্যে একখানি, লিঙ্গে বা ভগে একখানি, দুই নিতম্বে দুইখানি, ত্রিকে একখানি, বক্ষঃস্থলে আটখানি, পৃষ্ঠে ত্রিশখানি এবং অক্ষকদ্বয়ে দুই খানি অস্থি বিদ্যমান আছে।

গ্রীবোর্দ্ধগত অস্থি যথা—গ্রীবাতে নয়খানি কণ্ঠনালীতে চারিখানি, দুই হনুতে দুইখানি, দন্ত বত্রিশটি, নাসিকায় তিনখানি, তালুতে একখানি, দুই গণ্ডে দুইখানি, দুই কর্ণে দুইখানি, দুই ভ্রূতে দুইখানি এবং মস্তকে ছয়খানি অস্থি অবস্থিতি করে॥ ১৫৩-১৫৫

উক্ত অস্থি সকল পঞ্চবিধ হয়। যথা—তরুণাস্থি, কপালাস্থি, রুচকাস্থি, বলয়াস্থি ও নলকাস্থি। অক্ষি-কোশে কর্ণে নাসিকায় ও গ্রীবাতে তরুণাস্থি; মস্তকে শঙ্খদেশে গণ্ডস্থলে নিতম্বে তালুতে স্কন্ধে ও জানুতে কপালাস্থি; দন্তগুলি রুচকাস্থি; পাণিদ্বয়ে পার্শ্বদ্বয়ে পৃষ্ঠে বক্ষঃস্থলে জঠরে গুহ্যদেশে ও পাদদ্বয়ে বলয়াস্থি এবং হস্তপদের অঙ্গুলিতে কূর্চ্চদেশে মণিবন্ধে বাহুদ্বয়ে ও জঙ্ঘাদ্বয়ে নলকাস্থি অবস্থিত॥ ১৫৬—১৫৯

অস্থির প্রয়োজন—মাংস সকল শিরা ও স্নায়ু দ্বারা অস্থিতে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। অস্থিকে অবলম্বন করিয়া থাকে বলিয়া মাংস সকল বিদীর্ণ বা পতিত হয় না॥ ১৬০

মজ্জাস্বরূপ—অস্থি স্বকীয় অগ্নিদ্বারা (উষ্ম-দ্বারা) পক্ব হইলে উহা হইতে এক প্রকার ঘন সার উৎপন্ন হয় এবং সেই সার অস্থি হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া অস্থিমধ্যেই অবস্থিতি করে। সেই অস্থিসারই মজ্জানামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ১৬১

মজ্জার স্থান—স্থূলাস্থি সমূহের অভ্যন্তরেই মজ্জা বিশেষরূপে অবস্থিতি করে॥ ১৬২

শুক্রের উৎপত্তি—রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদঃ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়।

টীকার অর্থ। সুশ্রুতের এই বচন দ্বারা উক্ত হইলে যে শুক্র মজ্জা হইতে উৎপন্ন হয়॥ ১৬৩

আহার প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রথমে আমাশয়ে প্রেরিত হয়। উহা মধুরাদি ষড়্‌রস বিশিষ্ট হইলেও তথায় গিয়া মধুরতা ও ফেনভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—সুশ্রুতেরই আবার এই একটা বচন আছে যে, রস এক মাসে পুরুষদিগের শুক্র এবং স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব হইয়া থাকে, এই বচন দ্বারা রস হইতেই শুক্রের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা হইয়াছে। সুশ্রুতের এক বচনে বলা হইয়াছে মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়, অন্য বচনে বলা হইয়াছে—রস হইতেই শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? এই সন্দেহ দূরী-করণার্থই আহারাদির পরিণাম বর্ণিত হইতেছে। আহার ষড়্‌বিধ, যথা ভোজ্য, ভক্ষ্য, চর্ব্ব্য, লেহ্য, চোষ্য ও পেয়। ভোজ্যাদির উদাহরণ;—ভোজ্য—অন্ন ও সূপাদি; ভক্ষ্য—লড্ডুকাদি; চর্ব্ব্য—চিপিটকাদি; লেহ্য—রসালাদি; চোষ্য—আম্রফলাদি; পেয়—পানক। চরক ঋষি আমাশয়ের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—নাভি ও স্তনের মধ্যস্থানকে পণ্ডিতেরা আমাশয় কহিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বিশেষ বিষয় কথিত হই-তেছে, যথা নাভি হইতে এক বিতস্তি উর্দ্ধে এবং কণ্ঠ হইতে ছয় অঙ্গুলি নিম্নে যে স্থান, তাহাকে উরঃ (বক্ষঃ) অবশিষ্ট ভাগকে হৃদয় বলিয়া জানিবে। উরঃ—রক্তা-শয়, তাহার নিম্নে শ্লেষ্মাশয় (হৃদয়), শ্লেষ্মাশয়ের নিম্নে আমাশয় এবং আমাশয়ের নিম্নে অগ্ন্যাশয় (গ্রহণী)। "আহার প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রথমে আমাশয়ে প্রেরিত হয়" অর্থাৎ হৃদয়াধিষ্ঠান প্রাণনামক বায়ু মুখে গমন করিয়া মুখগত অন্নগ্রাসকে আমাশয়ে প্রেরণ করিয়া থাকে। সুশ্রুতও বলিয়াছেন—প্রাণনামক এই যে দেহ-ধৃক বায়ু, ইহা মুখে গমন করিয়া অন্নকে অভ্যন্তরে প্রেরণ করে, এবং প্রাণকে অবলম্বন করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রাণকে রক্ষা করিয়া থাকে। আমাশয়-নীত সেই অন্নকে ক্লেদন নামক কফ ক্লিন্ন করে। ক্লেদন হেতু অন্নের সংহতি ভাঙ্গিয়া যায়, অর্থাৎ কাঠিন্য অপগত হয়। সুশ্রুতেও ইহাই উক্ত আছে, যথা ক্লেদন নামক কফ অন্নকে ক্লিন্ন করে তাহাতে অন্নের সংহতি ভাব ভেদ হইয়া থাকে। "সেই আহার মধুরাদি ষড়্‌রস বিশিষ্ট হইলেও আমাশয়ে গিয়া মধুরতা প্রাপ্ত হয়" ইহার কারণ এই আমাশয়স্থ-মধুররস-কফের [illegible] তাহা মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। [illegible] এই

উক্ত হইয়াছে যে, শ্লেষ্মা—শ্বেত, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণভূয়িষ্ঠ ও মধুররস। শ্লেষ্মা বিদগ্ধ হইলে লবণরস হয়, উহা জঠরানল তেজে ফেনভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—বাহ্য অগ্নি যেমন স্থালীস্থ জলতণ্ডুলকে পাক করে, ঔদর্য্য অগ্নিও (জঠরাগ্নিও) সমান বায়ুদ্বারা সন্ধুক্ষিত হইয়া সেইরূপ আমাশয়স্থিত অন্নকে পাক করিয়া থাকে। প্রাণবায়ুকর্তৃক আমাশয়-প্রেরিত আহারের কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া পাচকাখ্য পিত্তোষ্ম দ্বারা ঈষৎ পক্ব হইলে অম্লরস হয়। এ বিষয়ে উক্ত আছে—পাচকপিত্ত দ্বারা আহার বিদগ্ধ (কতক পক্ব,কতক অপক্ব) হইলে অম্লতা প্রাপ্ত হয়। (পাচক পিত্তদ্বারা অর্থাৎ পাচক পিত্তের উষ্মদ্বারা।) আমাশয় প্রেরিত সেই আহার পরে নাভি-মণ্ডলাধিষ্ঠান-সমানবায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া গ্রহণীতে অভিনীত হয়॥ ১৬৪

গ্রহণী-লক্ষণ।

আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যগত পিত্তধরা নামক যে ষষ্ঠীকলা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণী নামে অভিহিত। ভুক্তান্ন গ্রহণীতে কোষ্ঠাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং তাহা কটুরস হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। পাচকাখ্য পিত্ত যাহা অগ্ন্যধিষ্ঠান, সেই পিত্তকে ধারণ করে যে কলা, তাহাই পিত্তধরা কলা, তাহাই গ্রহণী নামে অভিহিত। সেই গ্রহণীতে আমা-শয়-পক্বাশয়মধ্যবর্ত্তি-পাচক পিত্তাধিষ্ঠিত অগ্নিদ্বারা আহার পরিপাক পায় এবং তাহা কটুরস হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই-আহার গ্রহণীতে গিয়া কোষ্ঠ-বহ্নি দ্বারা অর্থাৎ গ্রহণীস্থিত পাচক পিত্তরূপ অগ্নিদ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং পচ্যমান সেই আহার গ্রহণীস্থিত কটুরস পিত্ত সংযোগে কটু হইয়া থাকে॥ ১৬৫

এই আহার পরিপাক বিষয়ে আরও কিছু বিশেষ কথিত হইতেছে, যথা—শরীর পাঞ্চভৌতিক, শরীরা-রম্ভক পঞ্চভূতে পঞ্চপ্রকার অগ্নি অবস্থান করে। এবিষয়ে চরক বলিয়াছেন—ভৌম আপ্য আগ্নেয় বায়ব্য ও নাভস এই পাঁচপ্রকার উষ্মা (অগ্নি), ইহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতীয় পার্থিবাদি পঞ্চ আহার-গুণকে পরিপাক করে।

টীকার অর্থ। এস্থলে উষ্মাপদে অগ্নি বুঝিতে হইবে। শরীর যেমন পাঞ্চভৌতিক, আহারও তেমনি পাঞ্চভৌতিক, শরীরবর্ত্তি ভূভাগাগ্নি (ভৌমাগ্নি), পাচকপিত্তস্থ অগ্নিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া আহারবর্ত্তি ভূভাগকে পাক করে। এবং সেই পক্ব ভূভাগ নিজগুণ সকলকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে আহারের জলাদিভাগ পরিপাক প্রাপ্ত হয়॥ ১৬৬

সুশ্রুতেও উক্ত আছে;—পঞ্চভূতাত্মক দেহে পাঞ্চ-ভৌতিক আহার পাঁচপ্রকারে সম্যক্ পক্ব হইয়া স্বকীয় গুণসকলকে বর্দ্ধিত করে।

টীকার অর্থ। এস্থলে গুণশব্দে গুণী অর্থাৎ পৃথি-ব্যাদি বুঝিতে হইবে। অতএব "গুণ সকলকে বর্দ্ধিত করে" বলায় শরীরবর্ত্তি পার্থিবাদি ভাগ সকলকে বর্দ্ধিত করে বুঝিতে হইবে॥ ১৬৭

মিষ্ট ও লবণ রস পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া মধুর রস হয়, অম্লরস পরিপাক পাইয়া অম্লরসই হয়, আর কটু তিক্ত ও কষায় এই তিন রস পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কটু রসই হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। মিষ্ট ও লবণরসান্বিত আহার অহো-রাত্রে পক্ব হইয়া মধুর রস হয়,অম্ল অম্লরস হয় এবং কটু তিক্ত ও কষায় রস কটু হইয়া থাকে। (অন্যান্য গ্রন্থে এই টীকা নাই, ইহা অনাবশ্যক অধিক পাঠমাত্র)॥ ১৬৮

আহারের সারভাগরস এবং সারহীনভাগ মলদ্রব। মলদ্রবের জলভাগ শিরাকর্তৃক বস্তিতে নীত হইয়া মূত্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহার অবশিষ্ট যে কিট্টভাগ (মলভাগ) তাহাই পুরীষ নামে কথিত হইয়া থাকে। সেই পুরীষ সমান বায়ুকর্তৃক নীত হইয়া মলাশয়ে গিয়া অবস্থিতি করে। পরে অপান বায়ুদ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া মূত্র উপস্থমার্গ দ্বারা, এবং পুরীষ গুহ্যমার্গ দ্বারা শরীর হইতে বহির্নিগত হয়।

টীকার অর্থ। উক্ত প্রকারে বিপক্ব আহারের সার-ভাগ রস নামে খ্যাত এবং গ্রহণীস্থ অবশিষ্ট শেষ ভাগ মলদ্রব বলিয়া অভিহিত। সেই মলদ্রবের জলভাগ শিরা-দ্বারা বস্তিতে নীত হইয়া মূত্রত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ১৬৯—১৭১

রস সমান-বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া হৃদয়ে যায়। পরে তাহা ব্যান বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া সকল ধাতুকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

টীকার অর্থ। রস সমান বায়ুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক রসের স্থান হৃদয়ে গমন পূর্ব্বক সেই রসের সহিত মিশ্রিত হয় ইত্যাদি॥ ১৭২

অম্বুতোয়া কৃত্রিমা নদী (পয়োনালী) যেমন ক্ষেত্রে বিবিধ ওষধিকে পরিপোষণ করে, রসও সেইরূপ শরীরে সকল ধাতুকে বর্দ্ধন করিয়া থাকে॥ ১৭৩

চরকে রসের ত্রৈবিধ্য উক্ত হইয়াছে,

যথা—শরীরারম্ভক রসাদি প্রত্যেক ধাতুতে আহার-জাতরস যথাক্রমে গমন করিয়া তৎ তৎ স্থানে তিন তিন প্রকার হয়,অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও তন্মল এই তিন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। স্থূল অংশ স্বস্থানকে, সূক্ষ্ম-অংশ পর স্থানকে ও তন্মল অংশ তন্মলকে প্রাপ্ত হয়।

ভোজও বলিয়াছেন—রস শরীরারম্ভক রস হইতে মজ্জাপর্য্যন্ত প্রত্যেক ধাতুতে ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া তত্তদ্ধাতুতে পাঁচদিন দেড়দণ্ড করিয়া অবস্থিতি করে।

টীকার অর্থ। উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এই—"স্থূল অংশ স্বস্থানকে প্রাপ্ত হয়" অর্থাৎ রস যে ধাতুতে যায় স্থূল অংশ সেই ধাতুতেই অবস্থিতি করে; "সূক্ষ্ম অংশ পরস্থানকে প্রাপ্ত হয়" অর্থাৎ দ্বিতীয় ধাতুতে গমন করে; "তন্মল তন্মলকে প্রাপ্ত হয়" অর্থাৎ তন্মলে (রসাদি ধাতুমলে) শরীরারম্ভক তত্তদ্ধাতুমলে গমন করিয়া থাকে। যেমন লৌকিক অগ্নিদ্বারা ইক্ষুরসের পাক হয়, সেইরূপ শরীরারম্ভক-রসের অগ্নিদ্বারাও আহাররস পাক হইয়া থাকে। শরীরারম্ভক-রসাগ্নিতে পচ্যমান সেই আহার রস পাঁচদিন দেড়দণ্ডকাল প্রাক্তন-রসধাতুতেই অর্থাৎ শরীরারম্ভক রসেই অবস্থিতি করে। সুশ্রুতেও উক্ত আছে—সেই রস (আহার জাতরস) এক একটি ধাতুতে (শরীরারম্ভক-রসাদি প্রত্যেক ধাতুতে) তিন সহস্র পঞ্চদশ কলা পরিমিত কাল করিয়া অবস্থিতি করে। বিংশতি কলায় এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দুইদণ্ড (সুতরাং তিন সহস্র পঞ্চদশ কলায় পাঁচদিন দেড়দণ্ড হইবে)। প্রত্যেক ধাতুতে অর্থাৎ এক একটি ধাতুতে। লৌকিকাগ্নিতে ইক্ষুরস পাক হইতে থাকিলে সেই পচ্যমান ইক্ষুরস হইতে যেমন মল নির্গত হয়, সেইরূপ শরীরারম্ভক রসাগ্নিতে পচ্যমান সেই আহার রস হইতেও মল নির্গত হইয়া থাকে। সেই মলই কফ। সুশ্রুতেও উক্ত আছে—কফ, পিত্ত, কর্ণাদিস্রোতোমল, ঘর্ম্ম, নখ-রোম, নেত্রমল ও নেত্র-স্নেহ এই গুলি যথাক্রমে ধাতুসমূহের মল। (খেষু মল অর্থাৎ কর্ণাদি স্রোতোমল।) সেই কফ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক ক্লেদনাখ্য কফে গিয়া তাহাকে পোষণ করে। মলভাগ নির্গত হইয়া গেলে সারভূত সেই আহার রসের দুইটি ভাগ হয়, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে স্থূলভাগ শরীরারম্ভক রসকে পোষণ করে এবং তাহা সকল শরীরাধিষ্ঠিত ব্যান বায়ু-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গে সঞ্চরণ করত পোষণ-স্নেহনজঠরানল কৃত সন্তাপ নিবারণাদি গুণে সকল শরীরকে পোষণ করিয়া থাকে। তদনন্তর সূক্ষ্মভাগ প্রাণ-বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক রক্তস্থানে অর্থাৎ যকৃৎ-প্লীহায় গিয়া রক্তসহ মিলিত হয়। এবং পাঁচদিন দেড়দণ্ডকাল সেই প্রাক্তন রক্তেই অবস্থিতি করিয়া তাহার অগ্নিদ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইতে থাকে। যেমন অগ্নিদ্বারা পুনঃ পুনঃ পচ্যমান ইক্ষুরসবিকার হইতে বারংবার মল নির্গত হয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ পচ্যমান-আহার রস হইতেও প্রতিবার মল নির্গত হইয়া থাকে। রক্তাগ্নিতে পচ্যমান সেই স্থূলভাগ হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাই পিত্ত। সেই রক্তমল-পিত্ত সমান বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গে শরীরারম্ভক পাচকাখ্যপিত্তে গিয়া তাহাকে পোষণ করে। তৎপরে সারভূত সেই আহার রসের দুইটি ভাগ হয়, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে স্থূলভাগ রঞ্জকাখ্যপিত্ত দ্বারা রক্তীকৃত হইয়া সকল শরীরারম্ভক রক্তকে পোষণ করে। তৎপরে ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গে সঞ্চরণ করত সকল শরীর-গত রক্তকে পোষণ করিয়া থাকে। তৎপরে সূক্ষ্মভাগ ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরা ও ধমনী-মার্গে শরীরারম্ভক মাংসে গিয়া উপস্থিত হয়। এবং সেই মাংসে পাঁচদিন দেড়দণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া সেই মাংসাগ্নিতেই পুনঃ পচ্যমান হইতে থাকে। মাংসাগ্নিতে পক্ক হইবার কালে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণদ্বয়ে গিয়া কর্ণমল হইয়া থাকে। তদনন্তর সারভূত সেই রসের দুইটি ভাগ হয়, যথা—স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে স্থূলভাগ মাংসকে পোষণ করে এবং সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শির ও ধমনীমার্গে শরীরারম্ভকমেদের স্থান উদরে গিয়া উপস্থিত হয়। এবং তথায় পাঁচদিন দেড়দণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া মেদের অগ্নিতে পুনঃ পচ্যমান হয়। তথায় পাক হইবার কালে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাই প্রস্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম। সেই ঘর্ম্মরূপ মল শীতল পদার্থ বলিয়া তাহা স্রোতোমধ্যেই অবস্থিতি করে, কিন্তু যদি শরীরোষ্মদ্বারা তাহা উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই প্রস্বেদ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরামার্গ দ্বারা গমন করত লোমকূপ সকল দিয়া বহির্নির্গত হইয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন—জিহ্বা দন্ত কক্ষ ও মেঢ্রাদি মলও মেদোমল। তদনন্তর সারভূত সেই রসের দুইভাগ হয়, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে স্থূলভাগ উদরে থাকিয়া মেদকে পুষ্ট করে এবং ব্যান বায়ুকর্ত্তৃক স্রোতোমার্গ দ্বারা প্রেরিত হইয়া সূক্ষ্মাস্থি-স্থিত মেদেরও পোষণ করে। সূক্ষ্মভাগ ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরা ও ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক অস্থি সকলে গিয়া উপস্থিত হয়। তথায় পাঁচদিন দেড় দণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া অস্থির অগ্নি-দ্বারা পুনঃ পচ্যমান হইতে থাকে। পাক কালে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নখ শুন ও রোম হইয়া থাকে। তদ-নন্তর সারভূত সেই রসের দুইটি ভাগ হয়, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম; তন্মধ্যে স্থূলভাগ অস্থি সকলকে পোষণ করে। সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্রোতোমার্গ দ্বারা মজ্জাস্থান স্থূলাস্থির অভ্যন্তরে গিয়া উপস্থিত হয়। তথায় পাঁচদিন দেড়দণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া মজ্জা-গ্নিতে পুনঃ পচ্যমান হইতে থাকে। পাক কালে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিরামার্গ দ্বারা নয়নে গিয়া নেত্রমল ও নেত্রস্নেহ হয়। তদনন্তর সারভূত সেই রসের দুই ভাগ হয়, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে স্থূলভাগ মজ্জাকে পোষণ করে। সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত

হইয়া শিরা ও ধমনীমার্গ দ্বারা শুক্রস্থান সকল শরীরে গিয়া শরীরারম্ভক শুক্রের সহিত মিশ্রিত হয়। এবং শুক্রাগ্নিতে পচ্যমান হইতে থাকে। পাককালে তাহা হইতে আর মল নির্গত হয় না। তাহা সহস্রবার ধ্মাত (পোড়ান) স্বর্ণবৎ নির্ম্মল হইয়া থাকে। এবিষয়ে অন্য-বচনও আছে, তাহা পরে কথিত হইতেছে॥ ১৭৪।১৭৫

মুনিগণ এই উপদেশ দেন যে—রস হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত এই ছয়টি ধাতু স্ব স্ব অগ্নিতে পচ্যমান হইলে তাহা হইতে মল নির্গত হয়। স্বর্ণ সহস্রবার ধ্মাত হইলে তাহাতে যেমন মল থাকে না, রসও মুহুর্মুহুঃ পক্ক হইয়া শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাতেও সেইরূপ মল থাকে না॥ ১৭৬। ১৭৭

ওজোলক্ষণ—ওজঃ সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করে। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, স্থিরপদার্থ, শ্বেতবর্ণ, সোমাত্মক এবং শরীরের বলপুষ্টিকারক।

টীকার অর্থ। রস সকল ধাতুতে পচ্যমান হইয়া ত্রিধা বিভক্ত হয়, কিন্তু শুক্রাগ্নিতে পরিপক্ক হইয়া মল না থাকায় তাহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম স্নেহভাগই ওজপদার্থ। ওজোলক্ষণ উপরে কথিত হইল। ওজঃপদার্থ "বলপুষ্টিকর" এস্থলে বলশব্দে বুঝিতে হইবে—চেষ্টাপাটব। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে—চেষ্টা বিষয়ে যে পটুতা, তাহা বল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতেও উক্ত আছে—রসাদি-শুক্রান্ত (রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত) ধাতুসমূহের যে প্রধান তেজঃ তাহাই ওজঃ তাহাই বল। তেজঃ অর্থাৎ তেজোদ্রব। সুশ্রুত বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, রস হইতে ওজঃ হয়, সেই রসকে সর্ব্বধাতুস্থানগতত্ব হেতু তত্তদ্ধাতুবৎ স্বীকার করা যায়। সেইজন্যই সর্ব্ব ধাতুর স্নেহ-ওজঃ। যেমন দুগ্ধে ঘৃত। "ওজই বল" ওজকে বল বলিবার অভিপ্রায় এই ;—যদিও ওজঃ ও বল এক পদার্থ নহে, ওজঃ কারণ, বল কার্য্য অর্থাৎ ওজঃ দ্বারা বলের উৎপত্তি হয়, তথাপি এই কার্য্যকারণ উভয়ের অভেদ চিকিৎসা বলিয়া, অর্থাৎ যাহাতে ওজঃ হয়, তাহাতেই বল হয় বলিয়া ওজকে বল বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যায়। চিকিৎসৈক্যার্থই এই অভেদ কথন বুঝিতে হইবে॥ ১৭৮

ওজোলক্ষণ সম্বন্ধে অন্য বচনও আছে, যথা, ওজঃ—গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু, স্থির পদার্থ, প্রসন্ন (নির্ম্মল), পিচ্ছিল ও সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম স্রোতোগামী) ওজঃ এই দশগুণ বিশিষ্ট। চরকে এইরূপ উক্ত আছে—ওজঃ অষ্টবিন্দু পরিমিত, ইহা ঈষৎ রক্ত ও অল্প পীতবর্ণ, অগ্নিসোমাত্মকত্ব হেতু ওজঃ দ্বিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ ওজঃ আগ্নেয় ও সৌম্য দুইই। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—রসাদি শুক্রান্ত ধাতু সমূহের প্রধান তেজঃ ওজঃ। ওজঃ সর্ব্বদেহব্যাপী, কিন্তু হৃদয়ই ইহার প্রধান অবস্থিতি স্থান, ওজঃ দেহস্থিতির কারণ অর্থাৎ ওজোদ্বারা দেহ রক্ষিত হয়। ওজোবৃদ্ধিতে দেহের তুষ্টি পুষ্টি ও বলোদয় হয় ; ওজোনাশে দেহের নিশ্চয় নাশ হয় ; ওজঃস্থিতিতে জীবনের স্থিতি হয়, এবং ওজঃ হইতেই উৎসাহ প্রতিভা ধৈর্য্য লাবণ্য ও সৌকুমার্য্য প্রভৃতি দেহাশ্রিত বিবিধ ভাবের উদয় হইয়া থাকে॥ ১৭৯—১৮৩

স্ত্রীশুক্র বিষয়ে সুশ্রুতের মত—পুরুষের সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে স্ত্রীলোকেরও শুক্র ক্ষরিত হয়। কিন্তু সেই শুক্র গর্ভের যে কিছু কার্য্য সাধন করে, তাহা বোধ হয় না।

টীকার অর্থ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রসের স্থূলভাগ একমাসে পুরুষদিগের শুক্র এবং স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব ও শুক্র দুইই হয়। এই জন্যই সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ সঙ্গমে স্ত্রীলোকদিগেরও শুক্র ক্ষরিত হয়। "সেই শুক্র গর্ভের কিছু কার্য্য সাধন করে না" এস্থলে গর্ভ শব্দে শুদ্ধ গর্ভ বুঝিতে হইবে। কেননা সেই নারীশুক্র বিকৃত গর্ভের কারণ হইতে পারে। যেহেতু উক্ত হইয়াছে যে—নারীদ্বয় কামার্ত্ত হইয়া পরস্পর যোনিতে যোনি ঘর্ষণ করত কোনপ্রকারে শুক্রত্যাগ করিলে সেই শুক্রেও গর্ভের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সেই গর্ভ অনস্থি হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে,স্ত্রীলোক দিগের সপ্তম ধাতু আর্ত্তব,শুক্র অষ্টম ধাতু। স্ত্রীলোকদিগের আশয়াদিও যেমন পুরুষ অপেক্ষা অধিক, ধাতু সংখ্যাও তেমনি অধিক জানিবে॥ ১৮৪

স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তবই গর্ভোপযোগী, ইহা সর্ব্বসম্মত। আর্ত্তবদ্বারা গর্ভোৎপত্তি হয় এবং তাহা স্ত্রীলোকদিগের বল বর্ণ শুক্র ও পুষ্টিসাধন করে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদঃ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়।

টীকার অর্থ। কেদারকুল্যান্যায়ে অর্থাৎ কুল্যা (অল্পজলা কৃত্রিমা নদী) যেমন কেদারে (ক্ষেত্রে) ওষধি সকলকে পোষণ করে, সেইরূপ রসও শরীরে সর্ব্বধাতুকে পোষণ করত একমাসে (নবদণ্ডাধিক এক মাসে) শুক্র ও আর্ত্তব হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব রস হইতে রক্তের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি বাক্য সঙ্গতই। "রক্ত হইতে মাংস" অর্থাৎ রক্তোৎপত্তির অনন্তর মাংস উৎপন্ন হয়, বস্তুতঃ রস হইতেই মাংস উৎপন্ন হয় ইত্যাদি ক্রমে "অস্থি হইতে মজ্জা জন্মে" অস্থি উৎপন্ন হইবার পর মজ্জা উৎপন্ন হয়, বস্তুতঃ রস হইতেই মজ্জা উৎপন্ন হয় ইত্যর্থ। "মজ্জা হইতে শুক্র জন্মে" মজ্জা জন্মিবার পর শুক্র অর্থাৎ শুদ্ধ শুক্র জন্মে ইত্যর্থ।

(রসই যখন শরীরারম্ভক রক্তাদি শুক্রান্ত সপ্তধাতুগত হইয়া তত্তদ্ধাতুরূপে পরিণত হয়, তখন রস হইতেই রক্ত, রস হইতেই মাংস, রস হইতেই মেদ, রস হইতেই অস্থি, রস হইতেই মজ্জা এবং রস হইতেই শুক্র জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব রস একমাসে পুরুষদিগের শুক্র এবং স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব ও শুক্র দুইই হয়, ইহা সঙ্গত বাক্য) ॥ ১৮৫ । ১৮৬

দেহিগণের দেহে অনুরূপ রস শব্দ সঞ্চারবৎ অর্চ্চিঃ- (জ্যোতিঃ) সঞ্চারবৎ ও জলসঞ্চারবৎ নিত্যই সঞ্চরণ করে।

টীকার অর্থ। এই বচনের অভিপ্রায় এই—পুরুষ ত্রিবিধ—তীক্ষ্ণাগ্নি পুরুষ মধ্যমাগ্নি পুরুষ ও মন্দাগ্নি পুরুষ। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্নি পুরুষদিগের শরীরে রস শব্দ সন্তানবৎ শীঘ্র সঞ্চরণ করে। মধ্যমাগ্নি পুরুষদিগের শরীরে রস অর্চ্চিঃসন্তানবৎ মধ্যবেগে সঞ্চরণ করে এবং মন্দাগ্নি পুরুষদিগের শরীরে রস জলসন্তানবৎ মন্দবেগে সঞ্চরণ করে। অতএব "রস একমাসে শুক্র হয়" এই যে উক্ত হইয়াছে তাহা মধ্যমাগ্নি পুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। দীপ্তাগ্নি পুরুষদিগের রস কিঞ্চিন্ন্যূন একমাসে ; মন্দাগ্নি পুরুষদিগের রস কিঞ্চিদধিক এক মাসে শুক্র হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৮৭

বাজীকরিণী ওষধী সকল নিজ প্রভাবাধিক্যে নিজ গুণাধিক্যে অথবা নিজ প্রভাবগুণাধিক্যে বিরেচক দ্রব্যের ন্যায় মানবের শুক্রকে বিরেচন করায় অর্থাৎ শুক্রোৎপাদন পূর্ব্বক তাহা বিরেচন করিয়া থাকে।

কার অর্থ। রস যদি এক মাসে শুক্র হয়—তাহা হইলে বাজীকরিণী ওষধী সকলের প্রয়োজন কি? এই জন্যই "বাজীকরিণী" ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে।— যে সকল ওষধীদ্বারা শুক্রাধিক্যহেতু পুরুষ স্ত্রীতে বাজীবৎ (অশ্ববৎ) সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে বাজীকরনী ওষধী বলে। সেই সকল বাজীকরনী ওষধীর মধ্যে কতক গুলি নিজপ্রভাবাধিক্যে কতক গুলি নিজগুণাধিক্যে কতকগুলি বা নিজপ্রভাব ও নিজগুণ উভয়াধিক্যে শুক্র বিরেচন করায়। যথা সংকল্প পাদলেপ বিশিষ্ট কান্তাস্পর্শাদি বিষয় সকল নিজ প্র[illegible]াধিক্যে শুক্র বিরেচন করায় ; ঘৃতদুগ্ধাদি খাদ্য সকল নিজগুণাধিক্যে অর্থাৎ স্নিগ্ধত্বাধিক্যে শুক্র বিরেচন করায় ; মাষাদি (মাষকলাই প্রভৃতি। দ্রব্য সকল নিজ প্রভাব ও স্নিগ্ধত্বাদি নিজগুণ এই উভয়ের আধিক্যেই শুক্র বিরেচন করাইয়া থাকে। এস্থলে বহুবচনান্ত বাজীকরিণী শব্দ প্রয়োগ করায় বুঝিতে হইবে যে,— "আদি" এই অর্থের অনুবর্ত্তন করাই বহুবচনের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কেবল বাজীকরিণী ওষধী না বুঝিয়া বাজীকরিণ্যাদি অর্থাৎ বল্য-বৃংহণ-জীবনীয় গণাদিও বুঝিবে। বাজীকরিণ্যাদি দ্রব্যসকল স্বপ্রভাবগুণাধিক্য হেতু শীঘ্রই শুক্র বিরেচন করায় অর্থাৎ স্বপ্রভাব গুণাধিক্যে শীঘ্র শীঘ্র রসাদ্যুৎপাদন পূর্ব্বক শুক্র জন্মাইয়া তাহা বিরেচন করাইয়া থাকে। এই জন্যই পরে দুগ্ধাদির উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১৮৮

দুগ্ধ, মাষকলাই, কাঁকুলা বা ক্ষীর কাঁকুলার মজ্জা ও আমলকী এই সকল দ্রব্য শুক্রের জনক ও শুক্রের রেচক বলিয়া অভিহিত ॥ ১৮৯

বালকদিগেরও শুক্র আছে, তবে অতি অল্প বলিয়া তাহা দর্শনযোগ্য নহে। যেমন পুষ্পমুকুলে গন্ধ থাকিলেও তাহার ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, বালক দিগেরও তদ্বৎ। আবার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে তাহার যেমন গন্ধ প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি বালক দিগেরও যৌবনে শুক্র পুষ্টত্ব হেতু প্রব্যক্ত হইয়া থাকে।

টীকার অর্থ। বালকদিগের শুক্র কেন যে দৃষ্ট হয় না, তাহাই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৯০ । ১৯১

যৌবনকালে পুরুষদিগের যেমন রোমরাজী প্রভৃতি উদ্গত হয়, স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ রোমরাজী প্রভৃতি উদ্গত হইয়া থাকে। তবে তদ্বিষয়ে যে ভেদ আছে, তাহা টীকার ব্যাখ্যান হইতে অবগত হইবে।

টীকার অর্থ। ব্যাখ্যান, যথা—পুরুষদিগের রোমরাজী শ্মশ্রু প্রভৃতি উদ্গত হয়, নারীদিগের রোমরাজী-স্তন-আর্ত্তব প্রভৃতি উদ্গত হইয়া থাকে ॥ ১৯২

বার্দ্ধক্যাবস্থায় বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই বর্দ্ধমান বায়ুদ্বারা রস শোষণ হেতু বার্দ্ধক্যাবস্থায় ধাতু সকল বৃদ্ধি পায় না। অতএব সে অবস্থায় বায়ুকে জয় করিবে, অর্থাৎ যেরূপ আহার বিহারে বায়ু প্রশমিত থাকে তাহাই করিবে।

টীকার অর্থ। অন্নরস বৃদ্ধের ধাতুবৃদ্ধি কেন করে না, তাহাই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৯৩

শুক্রের স্বরূপ—শুক্র—সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, বলপুষ্টিকর, গর্ভবীজ, শরীরসার ও জীবের প্রধান আশ্রয়। জীব যদিও সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া বাস করে, তথাপি বীর্য্য রক্তে ও মলেই বিশেষরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। কারণ ইহাদের কোনটির নাশ হইলেই জীবেরও তৎক্ষণাৎ নাশ হইয়া থাকে।

টীকা। "জীবের প্রধান আশ্রয়" এই বিষয়টী সপ্রমাণ করিবার জন্যই এই শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে ॥ ১৯৪।১৯৫

গর্ভসঞ্জনন শুক্রের লক্ষণ।—গর্ভোৎপাদক শুক্র স্ফটিকাভ, দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুররস ও মধুগন্ধি। কেহ কেহ তৈলনিভ বা মধুতুল্য শুক্রকে গর্ভোৎপাদনযোগ্য বলিয়া বর্ণন করেন ॥ ১৯৬

শুক্রের স্থান—দুগ্ধে যেমন ঘৃত পদার্থ এবং ইক্ষুরসে যেমন গুড়পদার্থ অবস্থিতি করে, অর্থাৎ ঘৃত ও গুড়, দুগ্ধ ও ইক্ষুরসের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া যেমন অবস্থান করে, শুক্রও তেমনি দেহিগণের সকল দেহে অবস্থান করিয়া থাকে।

টীকার অর্থ। এস্থলে ঘৃত দৃষ্টান্ত বহুশুক্রস্থলে বুঝিবে। যেমন অল্পমথনেই দুগ্ধ হইতে ঘৃতাংশ উদ্ভূত হয়, সেইরূপ অল্প মৈথুনেই বহুশুক্র পুরুষের শুক্র উদ্ভূত হইয়া থাকে। আর ইক্ষুরস দৃষ্টান্ত অল্পশুক্রস্থলে জানিবে। যেমন অতি পীড়নে ইক্ষু হইতে রস নির্গত হয়, সেইরূপ অধিক মৈথুনে অল্পশুক্র পুরুষের শুক্র নির্গত হইয়া থাকে॥ ১৯৭

শুক্রের ক্ষরণমার্গ—বস্তিদ্বারের অধোভাগে দুই অঙ্গুল দক্ষিণ পার্শ্বে মূত্রস্রোতঃপথে পুরুষের শুক্র প্রবর্ত্তিত হয়।

টীকার অর্থ। এবিষয়ে বৃদ্ধ বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—বস্তিদ্বারের অধোভাগে দুই অঙ্গুল দক্ষিণ পার্শ্বে সর্ব্বশরীর-ব্যাপিনী শুক্রধরা যে কলা মূত্রমার্গকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাই শুক্রকে ক্ষরিত করিয়া থাকে॥ ১৯৮

শুক্রক্ষরণ কারণ—পুরুষ প্রসন্নমনা হইয়া স্ত্রীতে মৈথুনরূপ ব্যায়াম করিলে হর্ষবশতঃ শুক্রক্ষরণ হইয়া থাকে। (মৈথুনকালে চিত্তের প্রসন্নতা ও হর্ষ শুক্রক্ষরণের কারণ)॥ ১৯৯

শুক্রক্ষরণকারণবিষয়ে অন্য বচন—কামপ্রযুক্ত স্ত্রীলোকের দর্শন স্পর্শন শব্দশ্রবণ চিন্তন ও সংযোগহেতু শুক্রক্ষরিত হইয়া থাকে॥ ২০০

আর্ত্তবস্বরূপ—রস হইতেই স্ত্রীলোকদিগের রজঃ উৎপন্ন হইয়া তাহা প্রতিমাসে তিনদিন করিয়া নিঃস্রুত হইয়া থাকে। ঐ রজঃ প্রবর্ত্তন বার বৎসর বয়সের পর হইতে আরম্ভ হয় এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর ক্ষয় পাইয়া থাকে রজঃ প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে, কালে অর্থাৎ একমাসে তাহা উপচিত হইলে বায়ু তাহাকে ধমনীসকল হইতে যোনিমুখে আনয়ন করে। তৎকালে তাহা ঈষদ্বিবর্ণ ও কৃষ্ণাভ হয়॥ ২০১। ২০২

গর্ভগ্রহণযোগ্য আর্ত্তব লক্ষণ—যে আর্ত্তবের বর্ণ শশকের রক্তের ন্যায়, অথবা যাহা লাক্ষারসের ন্যায় লোহিতবর্ণ, অথবা যাহা বস্ত্রে লাগিলে বস্ত্রকে বিকৃতরক্ত করে না, সেই আর্ত্তবকেই পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন, অর্থাৎ গর্ভগ্রহণযোগ্য বলিয়া বর্ণন করেন।

টীকার অর্থ। আর্ত্তবের যে বর্ণভেদ (ঈষদ্বিবর্ণ ও কৃষ্ণাভ) উক্ত হইয়াছে, তাহা বাতাদি প্রকৃতিভেদেই হইয়া থাকে। কারণ বাতাদিদ্বারা বর্ণভেদ হয়।” “যাহা বস্ত্রকে বিকৃত রক্ত করে না” অর্থাৎ বস্ত্রলগ্ন যে আর্ত্তব বস্ত্রপ্রক্ষালনেই বস্ত্রকে ত্যাগ করে, বস্ত্রে বিকৃত-রক্ত-দাগ থাকে না। স্ত্রীলোকদিগের রজোদর্শনের দিন হইতে ষোলদিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল, সেই ঋতুকালে রজঃ-শোণিত উদ্ভূত হয় বলিয়া উহা আর্ত্তব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গৃহীতগর্ভা স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তববহ স্রোত সকলের গর্ভ দ্বারা অবরোধ হেতু গর্ভাবস্থায় আর্ত্তব নিস্রুত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা অধঃ প্রতিহত হইয়া উর্দ্ধগত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে উপচীয়মান হইয়া কিয়দংশ অপরারূপে অর্থাৎ গর্ভাবরণ চর্ম্মরূপে পরিণত হয় এবং অবশিষ্টাংশ আরও উর্দ্ধগত হইয়া স্তনদ্বয়ে উপস্থিত হয়, সেইজন্যই গর্ভিণী স্ত্রীলোকেরা পীবরপয়োধরা হইয়া থাকে॥ ২০৩

ধাতুসমূহে অতিরিক্ত গুণ—রক্তে অগ্নির গুণ অধিক, মাংসে পার্থিবগুণ অধিক, মেদে জলের গুণ ও পৃথিবীর গুণ অধিক, অস্থিতে পৃথিবী, বায়ু ও অগ্নির গুণ অধিক, মজ্জায় ও শুক্রে সোমগুণ অধিক, মূত্রে অগ্নিগুণ অধিক, আর্ত্তবে পার্থিবগুণ অধিক, রসে অগ্নির গুণ অধিক, দুগ্ধে জলের গুণ অধিক॥ ২০৪। ২০৫

ধাতুসমূহের মল—কফ, পিত্ত, খ-মল (কর্ণাদি স্রোতোগত মল), প্রস্বেদ (ঘর্ম্ম), নখ ও লোম, নেত্রমল ও নেত্রস্নেহ এইগুলি যথাক্রমে রসাদি ধাতুর মল।

টীকার অর্থ। কেহ কেহ নেত্র জিহ্বা ও কপোলের জলকে রসজ মল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। “খেষু মলঃ” কর্ণাদিস্রোতো-মল। কেহ কেহ রসনা-দন্ত-কক্ষা ও মেঢ্রাদির মলকেও মেদোমল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। নেত্রবিট্ ও নেত্রস্নেহ—মজ্জমল। সহস্রধা ধ্মাত স্বর্ণের ন্যায় শুক্রের মলই নাই॥ ২০৬

উপধাতু—রসই স্তন্যবহ-ধমনীদ্বয়দ্বারা প্রসূতা-বনিতাদিগের স্তনে গিয়া স্তন্য জন্মে। স্তনদ্বয় স্তন্যের আশয়। শুদ্ধমাংসের যে স্নেহ, তাহাই বসা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়; তাপ্যমানমেদের স্নেহও বসা নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ২০৭। ২০৮

শার্ঙ্গধরে উক্ত হইয়াছে—স্তন্য, রজঃ, বসা, স্বেদ, দন্ত, কেশ ও ওজঃ ইহারা যথাক্রমে সাতটি ধাতুর সাতটি উপধাতু॥ ২০৯

আশয়—উরঃ (বক্ষঃ)—রক্তাশয়, তাহার অধোভাগে শ্লেষ্মাশয়, এবং শ্লেষ্মাশয়ের নিম্নে আমাশয়। ইহার লক্ষণ চরকঋষি বলিয়াছেন। [illegible] নাভি ও স্তনের অভ্যন্তর স্থানকে পণ্ডিতেরা আমাশয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন॥ ২১০

আমাশয়ের নিম্নে ও পক্বাশয়ের উর্দ্ধে [illegible]

অবস্থিত, তাহাই গ্রহণী, সেই গ্রহণীই পাচকাশয় নামে কথিত ॥ ২১১

নাভির মধ্যভাগে উর্দ্ধদেশে অগ্ন্যাশয় অবস্থিত। সেই অগ্ন্যাশয়ের উপরি তিল (পাচকাগ্নি) অবস্থিতি করে। অগ্ন্যাশয়ের নিম্নে পক্কাশয়, পক্কাশয়ই মলাশয় নামে খ্যাত। মলাশয়ের নিম্নে বস্তি, বস্তিই মূত্রাশয় বলিয়া কথিত।

বাগ্‌ভটও আশয় সমূহের অনুক্রম বলিয়াছেন,যথা—কফাশয়, আমাশয়,পিত্তাশয়,পবনাশয়,মলাশয় ও মূত্রাশয়, পুরুষদিগের এই কয়টি আশয়। স্ত্রীলোকদিগের এতদ্ভিন্ন আরও তিনটি অধিক আশয় আছে। যথা—পিত্তাশয় ও পক্কাশয়ের অভ্যন্তরস্থ ধরা অর্থাৎ যাহা গর্ভাশয় বলিয়া প্রোক্ত, সেই একটি আশয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্তনদ্বয়, যাহা স্তন্যাশয় নামে কথিত, সেই দুইটি আশয়, এই তিনটি আশয় স্ত্রীলোক দিগের অধিক থাকে ॥ ২১২—২১৫

কলাস্বরূপ—স্নায়ু সমূহদ্বারা আচ্ছন্ন, জরায়ু দ্বারা ব্যাপ্ত ও শ্লেষ্মদ্বারা বেষ্টিত ধাত্বাশয়ের যে ভাগ, তাহাকেই কলাভাগ বলিয়া জানিবে। ধাত্বাশয়ের অন্তরে ধাতুর যে ক্লেদ উৎপন্ন হয়,তাহা দেহোষ্মদ্বারা অতিপক্ক হইয়া কলা নামে অভিহিত হয়। কলা সাতটি, যথা—প্রথমা কলা মাংসধরা, দ্বিতীয়া কলা রক্তধরা, তৃতীয়া কলা মেদোধরা, চতুর্থী কলা শ্লেষ্মধরা, পঞ্চমী কলা মলধরা, ষষ্ঠী কলা পিত্তধরা এবং সপ্তমী কলা শুক্রধরা নামে অভিহিত ॥ ২১৬—২১৯

মর্ম্ম—শিরা-স্নায়ু-সন্ধি-মাংস ও অস্থি সম্ভব যে সন্নিপাত (সংযোগ) তাহাই মর্ম্ম, অর্থাৎ এক শিরার সহিত অন্যশিরার সংযোগ স্থল মর্ম্ম, এক স্নায়ুর সহিত অন্যস্নায়ুর সংযোগস্থল মর্ম্ম, সন্ধিস্থল মর্ম্ম, এক-মাংসের সহিত অন্য মাংসের সংযোগস্থল মর্ম্ম এবং এক অস্থির সহিত অন্য অস্থির সংযোগ স্থল মর্ম্ম। মর্ম্মস্থানেই প্রাণবিশেষরূপে অবস্থিতি করে। (শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির সংযোগস্থল মর্ম্ম বলিয়া যে, উহাদের সকল সংযোগ স্থলই মর্ম্ম, তাহা নহে। শিরাদির বিশেষ বিশেষ সংযোগস্থলই মর্ম্মনামে অভিহিত হইয়াছে। মর্ম্ম সকল ক্রমে ক্রমে উক্ত হইতেছে) ॥ ২২০

মর্ম্মের সংখ্যা ও স্থান কথিত হইতেছে—মনুষ্যদেহে একশত সাতটি মর্ম্ম আছে। তাহাদের মধ্যে এগারটি মর্ম্ম মাংসে ও আটটি মর্ম্ম অস্থিতে অবস্থিত, সন্ধির মর্ম্ম কুড়িটি, স্নায়ুর মর্ম্ম সাতাইশটি এবং শিরার মর্ম্ম একচল্লিশটি সমুদায়ে এই এক শত সাতটি মর্ম্ম মানব দেহে অবস্থিতি করে। এক শত সাতটি মর্ম্মের মধ্যে বাইশটি সক্থিদ্বয়ে, বাইশটী ভুজদ্বয়ে, বারটি বক্ষঃস্থলে,কুক্ষিতে ও পৃষ্ঠদেশে চৌদ্দটি এবং গ্রীবা ও তদুর্দ্ধে সাইত্রিশটি মর্ম্ম অবস্থিত ॥ ২২১—২২৩

মর্ম্মসকল পাঁচ প্রকার—যথা—সদ্যঃপ্রাণহর, কালান্তরপ্রাণহর, বৈকল্যকর, রুজাকর (পীড়াজনক) ও বিশল্যঘ্ন (যে মর্ম্ম হইতে শল্য উদ্ধৃত করিলেই মৃত্যু ঘটে কিন্তু মর্ম্মমধ্যে শল্য যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মানব জীবিত থাকে)। একশত সাতটি মর্ম্মের মধ্যে উনিশটি মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণহর,তেত্রিশটি মর্ম্ম কালান্তরমারক, চুয়াল্লিশটি মর্ম্ম বৈকল্যজনক, আটটি মর্ম্ম রুজাকর এবং তিনটি মর্ম্ম বিশল্যঘ্ন ॥ ২২৪। ২২৫

সদ্যোমারক মর্ম্ম—শৃঙ্গাটক চারিটি, অধিপতি একটি, শঙ্খ দুইটি, কণ্ঠশিরা আটটি, গুদ একটি, হৃদয়টি একটি, বস্তি একটি ও নাভি একটি এই মর্ম্মগুলি আহত হইলে সদ্যঃ প্রাণনাশ করে ॥ ২২৬

শৃঙ্গাটক মর্ম্ম—মস্তক মধ্যে যে চারিটি স্থানে ঘ্রাণ শ্রোত্র নেত্র ও জিহ্বার সন্তর্পক শিরাসমূহের মুখ একত্র মিলিত হইয়াছে,সেই স্থান চতুষ্টয়কে শৃঙ্গাটক মর্ম্ম কহে। শৃঙ্গাটক মর্ম্ম চারিটি, ইহারা চতুরঙ্গুল পরিমিত, এই সকল মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যঃপ্রাণ বিনষ্ট হয়।

অধিপতি মর্ম্ম—মস্তকের অভ্যন্তরে সন্ধি ও শিরার যে সংযোগস্থান, যাহার উপরিভাগে রোমাবর্ত্ত অবস্থিত,তাহাকেই অধিপতি মর্ম্ম কহে। এই মর্ম্মটি সন্ধি-মর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ, ইহা সদ্যোমারক।

শঙ্খ মর্ম্ম—ভ্রূদ্বয়ের প্রান্তভাগের উপরি কর্ণ ও ললাট মধ্যে শঙ্খমর্ম্মদ্বয়। ইহারা অস্থি মর্ম্ম, দেড় অঙ্গুল পরিমিত ও সদ্যোমারক।

কণ্ঠশিরা বা শিরামাতৃকা—গ্রীবার উভয় পার্শ্বে চারি চারিটি করিয়া যে আটটি শিরা আছে, তাহারা কণ্ঠশিরা মর্ম্ম। সেই শিরা মর্ম্ম চতুরঙ্গুল ও সদ্যোমারক।

গুদমর্ম্ম—গুদ অর্থাৎ গুহ্য, ইহা একটি মাংস মর্ম্ম। ইহা চতুরঙ্গুল ও সদ্যোমারক।

হৃদয়মর্ম্ম—স্তনদ্বয়ের মধ্যে বক্ষঃস্থলে যে আমাশয় দ্বার অবস্থিত, যাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণের আশ্রয় স্থান, তাহাই হৃদয় নামক মর্ম্ম। হৃদয়—শিরামর্ম্ম চতুরঙ্গুল ও সদ্যোমারক।

বস্তিমর্ম্ম—নাভি-পৃষ্ঠ কটী-গুদ-বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্‌কি) ও লিঙ্গ, ইহাদের মধ্যে বস্তি অবস্থিত। বস্তির চর্ম্ম পাত্‌লা, ইহা একদ্বার ও অধোমুখ। বস্তি স্নায়ুমর্ম্ম চতুরঙ্গুল ও সদ্যোমারক।

নাভিমর্ম্ম—নাভি প্রসিদ্ধ, ইহা শিরামর্ম্ম, চতুরঙ্গুল ও সদ্যোমারক ॥ ২২৬

কালান্তরমারক মর্ম্ম—বক্ষোমর্ম্ম আটটি, সীমন্ত পাঁচটি, তল চারিটি, ক্ষিপ্র চারিটি, ইন্দ্রবস্তি ও নিতম্ব চারিটি, বৃহতী দুইটি, পার্শ্বসন্ধি দুইটি, কটীকতরুণ দুইটি এই মর্ম্ম গুলি হত হইলে কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট করে ॥ ২২৭

বক্ষোমর্ম্ম যথা—স্তনমূল নামক মর্ম্মদ্বয়, স্তনরোহিত নামক মর্ম্মদ্বয়, অপলাপ নামক মর্ম্মদ্বয় ও অপস্তম্ভ নামক মর্ম্মদ্বয়। স্তনমূল মর্ম্ম—স্তনদ্বয়ের অধোভাগে দুই দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে স্তনমূল নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত। ইহারা শিরামর্ম্ম, এই মর্ম্ম হত হইলে কফপূর্ণ কোষ্ঠতা দ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে। স্তনরোহিত মর্ম্ম—স্তনদ্বয়ের উপরি দুই দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান স্তনরোহিত মর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহারা মাংসমর্ম্ম, এই মর্ম্ম হত হইলে রক্তপূর্ণ কোষ্ঠতাদ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে। অপলাপ মর্ম্ম—অংস কূটের অধঃ এবং পার্শ্বদ্বয়ের উপরি অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত অপলাপ নামক দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম হত হইলে পূযত্ব প্রাপ্ত রক্তদ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট করে। অপস্তম্ভ—বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বে বাতবহ যে দুইটি নাড়ী আছে, সেই নাড়ীদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত অপস্তম্ভ নামক দুইটি শিরামর্ম্ম অবস্থিত। এই মর্ম্ম হত হইলে বাতপূর্ণ কোষ্ঠতাপ্রযুক্ত কাস শ্বাস উপস্থিত করিয়া কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট করে।

সীমন্ত মর্ম্ম—মস্তকে যে পাঁচটি সন্ধি আছে, তাহাই সীমন্ত মর্ম্মনামে অভিহিত। এই সন্ধিমর্ম্ম পাঁচটি চতুরঙ্গুল পরিমিত, ইহারা হত হইলে উন্মাদ ভয় ও চিত্ত বিনাশ উপদ্রব দ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে।

তলমর্ম্ম—হস্ততলের ও পদতলের মধ্যে ও মধ্যমাঙ্গুলির সমসূত্রপাতে যে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান, তাহাই তলমর্ম্মনামে অভিহিত। দুই হস্ততলে দুইটি ও দুই পদতলে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি তলমর্ম্ম। ইহারা মাংসমর্ম্ম, এই মর্ম্ম হত হইলে রুজাদ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট করে।

ক্ষিপ্র মর্ম্ম—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে ক্ষিপ্রমর্ম্ম অবস্থিত। দুই হস্তে দুইটি ও দুইপায়ে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি ক্ষিপ্রমর্ম্ম, ইহারা স্নায়ুমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত, এই মর্ম্মহত হইলে আক্ষেপ উপদ্রব দ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে।

ইন্দ্রবস্তি—প্রকোষ্ঠদ্বয়ের মধ্যস্থলে দুইটি এবং জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্যস্থলে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি ইন্দ্রবস্তি মর্ম্ম। ইহারা মাংসমর্ম্ম ও দুইঅঙ্গুলি পরিমিত, এই মর্ম্ম হত হইলে রক্তক্ষয় দ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে। (কনুই হইতে কব্জা পর্য্যন্ত যে স্থান, তাহাকে প্রকোষ্ঠ এবং জানু হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত যেস্থান তাহাকে জঙ্ঘা কহে)।

বৃহতী মর্ম্ম—স্তনমূল হইতে উভয়দিকে পৃষ্ঠবংশ পর্য্যন্ত যে স্থান তাহাতে বৃহতী নামক শিরামর্ম্মদ্বয় অবস্থিত, ইহা অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত, এই মর্ম্ম হত হইলে অতি শোণিত নির্গম নিমিত্তক উপদ্রব সকল উপস্থিত হইয়া কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে।

পার্শ্বসন্ধি মর্ম্ম—জঘন ও পার্শ্বদ্বয়ের সন্ধিদ্বয় পার্শ্বসন্ধি মর্ম্মনামে অভিহিত। ইহা শিরামর্ম্ম ও অর্দ্ধাঙ্গুল, এই মর্ম্ম হত হইলে শোণিত পূর্ণ কোষ্ঠতা দ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট করে।

কটীকতরুণ সন্ধি—ত্রিকসন্নিধানে উভয়দিকে শ্রোণিকাণ্ডদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া যে দুইখানি অস্থি অবস্থিতি করে, তাহাতেই অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত কটীকতরুণ নামক দুইটি অস্থিমর্ম্ম অবস্থিত আছে। এই মর্ম্ম হত হইলে শোণিতক্ষয় হেতু পাণ্ডু ও বিবর্ণরূপ করিয়া কালান্তরে প্রাণ বিনাশ করে।

নিতম্ব মর্ম্ম—নিতম্ব প্রসিদ্ধ। এই নিতম্বদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত দুই দুইটি অস্থি মর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম হত হইলে অধঃকায়শোষ ও দৌর্ব্বল্য দ্বারা কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট করে॥ ২২৮

বৈকল্যকর মর্ম্ম—যথা—লোহিতাক্ষ চারিটি, আণি চারিটি, জানু দুইটি, উর্ব্বী চারিটি, কূর্চ্চ চারিটি, বিটপ ২টি, কূর্পর ২টি, কুকুন্দর ২টি, কক্ষধর ২টি, বিধুর ২টি, কৃকাটিকা ২টি, অংস ২টি, অংসফলক ২টি, অপাঙ্গ ২টি, নীলা ২টি, মন্যা দুইটি, ফণ ২টি ও আবর্ত্ত ২টি। এই মর্ম্মগুলি হত হইলে অঙ্গের বিকলতা করিয়া থাকে॥২২৯

লোহিতাক্ষমর্ম্ম—উর্ব্বী নামক মর্ম্মস্থানের উর্দ্ধে এবং বঙ্ক্ষণ সন্ধির অধোভাগে লোহিতাক্ষ নামক মর্ম্ম অবস্থিত। দুই বাহুতে দুইটি এবং দুই উরুতে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি লোহিতাক্ষ মর্ম্ম। ইহা শিরামর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে পক্ষাঘাত বা সক্থিসাদ হয়।

আণিমর্ম্ম—জানুর উর্দ্ধে উভয় পার্শ্বে তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান আণিমর্ম্ম। একপায়ের জানুর উর্দ্ধে দুইটি, অপর পায়ের জানুর উর্দ্ধে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি আণিমর্ম্ম আছে। ইহারা স্নায়ুমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্মহত হইলে শোথাধিক্য ও সক্থিস্তম্ভ হয়।

জানুমর্ম্ম—জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিদ্বয় জানুমর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহা সন্ধিমর্ম্ম, দুই অঙ্গুলি পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে খঞ্জতা হয়।

উর্ব্বীমর্ম্ম—দুই উরুমধ্যে দুইটি এবং দুই প্রগণ্ড মধ্যে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি উর্ব্বী মর্ম্ম। ইহারা শিরামর্ম্ম একাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে শোণিত ক্ষয়হেতু সক্থিশোষ বা বাহুশোষ হয়।

কূর্চ্চমর্ম্ম—পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যে উর্দ্ধ ও অধোভাগে দুই দুইটি করিয়া কূর্চ্চনামক চারিটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে। ইহারা বৈকল্যকর, এই মর্ম্ম হত হইলে পায়ের ভ্রমণ (ঘুরে যাওয়া) ও কম্পন উপস্থিত হইয়া থাকে।

বিটপ মর্ম্ম—বঙ্ক্ষণ ও বৃষণ মধ্যে বিটপনামে দুইটি মর্ম্ম আছে। ইহা স্নায়ুমর্ম্ম একাঙ্গুলও বৈকল্যকর। এই মর্ম্মহত হইলে ষাণ্ড্য (ক্লৈব্য) বা অল্পশুক্রতা হয়।

কূর্পমর্ম্ম—কফোণিদ্বয় (কনুই দুইটি) কূর্পরমর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহা সন্ধিমর্ম্ম, দুই অঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে বাহুমধ্যে সঙ্কোচ হইয়া থাকে।

কুকুন্দর মর্ম্ম—নিতম্বকূপক দুইটি অর্থাৎ নিতম্বদ্বয়ে যে দুইটি গর্ত্ত আছে, সেই দুইটি কুকুন্দর মর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহা সন্ধিমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে স্পর্শজ্ঞানের লোপ ও অধঃ কায়ের চেষ্টা নাশ হয়।

কক্ষধর মর্ম্ম—বক্ষঃ ও কক্ষের মধ্যে কক্ষধর মর্ম্ম অবস্থিত, ইহা স্নায়ুমর্ম্ম, একাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্মহত হইলে পক্ষাঘাত হয়।

বিধুর মর্ম্ম—কর্ণ দ্বয়ের পশ্চাৎ দিকে অধোভাগে কিঞ্চিন্নিম্নাকার যে দুইটি স্থান আছে, সেই স্থানেই বিধুর নামক মর্ম্ম অবস্থিত। ইহা স্নায়ুমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে বাধির্য্য হইয়া থাকে।

কৃকাটিকা মর্ম্ম—মস্তক ও গ্রীবার উভয় পার্শ্বের সন্ধিদ্বয় দুইটি কৃকাটিকা মর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহা সন্ধিমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে শিরঃকম্প উপস্থিত হয়।

অংস মর্ম্ম—অংস অর্থাৎ স্কন্ধ, ইহাতে যে স্নায়ু মর্ম্ম আছে, তাহাই অংসমর্ম্ম নামে অভিহিত। দুই অংসে দুইটি স্নায়ুমর্ম্ম অবস্থিত। অংসমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে বাহুর স্তব্ধতা হয়॥

অংসফলকমর্ম্ম—পৃষ্ঠের উপরিভাগে, মেরুদণ্ডের উভয়দিকে ত্রিকসম্বন্ধ যে দুইটি মর্ম্ম আছে, তাহাই অংসফলক মর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহারা অস্থিমর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে বাহুর শূন্যতা ও শোষ হয়। (গ্রীবাতে অংসদ্বয়ের যে সংযোগ স্থান, তাহাই ত্রিকনামে কথিত, আর মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নও ত্রিক নামে প্রসিদ্ধ)।

অপাঙ্গ মর্ম্ম—অপাঙ্গ অর্থাৎ নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগ, তাহাই আপঙ্গমর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ। ইহা শিরামর্ম্ম, অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে আন্ধ্য বা দৃষ্টির উপঘাত উপস্থিত হয়।

নীলামর্ম্ম ও মন্যামর্ম্ম—কণ্ঠনালীর উভয়দিকে চারিটি ধমনী আছে, তাহাদের দুইটীর নাম নীলা ও দুইটির নাম মন্যা; কণ্ঠনালীর একদিকে একটি মন্যা ও একটি নীলা, অপরদিকে একটি মন্যা ও একটি নীলা অবস্থিত। এই নীলাদ্বয়ে নীলামর্ম্মদ্বয় এবং মন্যাদ্বয়ে মন্যামর্ম্মদ্বয় অবস্থিতি করে। ইহারা শিরামর্ম্ম, দুই দুই অঙ্গুলি পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে মূকত্ব বা বিকৃতস্বরত্ব অথবা স্বাদগ্রহশক্তি লোপ হয়।

ফণমর্ম্ম—নাসা মার্গের উভয়দিকে ফণ নামক মর্ম্ম দ্বয় অবস্থিত। ইহারা মাংসমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে ঘ্রাণশক্তি লোপ হয়।

আবর্ত্ত মর্ম্ম—ভ্রূদ্বয়ের উপরি ও নিম্নের সন্ধিদ্বয় আবর্ত্ত মর্ম্মনামে অভিহিত। ইহারা সন্ধিমর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ও বৈকল্যকর। এই মর্ম্ম হত হইলে আন্ধ্য বা দৃষ্টির উপঘাত জন্মে॥ ২২৯

রুজাকর মর্ম্ম, যথা—গুলফ্ দুইটি, মণিবন্ধ দুইটি, কূর্চ্চশিরা চারিটি। এই আটটি মর্ম্ম হত হইলে রুজা (জ্বালা যন্ত্রণা বেদনা) উৎপাদন করে॥ ২৩০

গুল্ফ মর্ম্ম—গুল্ফ অর্থাৎ ঘুণ্টিকা (গোড়ালী) গোঁড়মুড়া প্রভৃতি চলিত ভাষা) ইহারা সন্ধিমর্ম্ম দুই অঙ্গুলি পরিমিত ও রুজাকর। এই মর্ম্ম হত হইলে রুজা পাদস্তব্ধতা বা খঞ্জতা উপস্থিত হয়।

মণিবন্ধ মর্ম্ম—মণিবন্ধদ্বয় অর্থাৎ হস্ত ও প্রকোষ্ঠের সন্ধিদ্বয় (হাতের কব্জিদ্বয়ে), ইহারা সন্ধিমর্ম্ম দুই অঙ্গুলি পরিমিত ও রুজাকর। এই মর্ম্ম হত হইলে হস্তের ক্রিয়া লোপ হয়।

কূর্চ্চশিরা মর্ম্ম—গুল্ফসন্ধির অধোভাগে উভয় দিকে এক একটি করিয়া যে মর্ম্ম আছে, তাহাই কুর্চ্চশিরা নামে বিখ্যাত। একপায়ের গুল্ফসন্ধির দুইপার্শ্বে দুইটি, অপর পায়ের গুল্ফ সন্ধির দুইপার্শ্বে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি কূর্চ্চশিরা মর্ম্ম। ইহারা স্নায়ুমর্ম্ম একাঙ্গুল ও রুজাকর। এই মর্ম্ম হত হইলে রুজা ও শোথ উৎপন্ন হয়॥ ২৩১

বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম, যথা—দুইটি উৎক্ষেপ ও একটি স্থপনী এই তিনটি মর্ম্ম বিশল্যঘ্ন॥ ২৩২

উৎক্ষেপ মর্ম্ম—শঙ্খদ্বয়ের উপরি কেশপর্য্যন্ত স্থানদ্বয়ে উৎক্ষেপ নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত। ইহারা স্নায়ুমর্ম্ম ও অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত। এই মর্ম্ম শল্যবিদ্ধ হইলে যাবৎ কাল তাহাতে শল্যবিদ্ধ থাকে, তাবৎ কাল মনুষ্য বাঁচে; যদি বিদ্ধ স্থান পাকাতে শল্য আপনিই পতিত হয়, তাহা হইলেও মানব বাঁচে কিন্তু যদি বিদ্ধ শল্যকে উদ্ধৃত করা যায়, তাহা হইলে মানব বাঁচে না মরিয়া যায়। ইহা বিশল্য অর্থাৎ উদ্ধৃতশল্য মানবকে হনন করে বলিয়া বিশল্যঘ্ন মর্ম্মনামে অভিহিত।

স্থপনীমর্ম্ম—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে স্থপনী নামে একটি মর্ম্ম আছে। ইহা শিরামর্ম্ম অর্দ্ধাঙ্গুল ও বিশল্যঘ্ন॥ ২৩৩

সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম সকল সপ্ত রাত্রের মধ্যে এবং

কালান্তর প্রাণহর মর্ম্ম সকল একপক্ষের বা এক মাসের মধ্যে প্রাণ বিনাশ করে। সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম সকল যদি প্রান্তভাগে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহারা সদ্যো মারক না হইয়া কালান্তর মারক হয়। আর কালান্তর প্রাণহর যে সকল মর্ম্ম, তাহারা যদি প্রান্তভাগে বিদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহারা কালান্তক মারক না হইয়া দুঃখপ্রদ অর্থাৎ রুজাকর হইয়া থাকে।

টীকা। অন্তে অর্থাৎ মর্ম্মসমীপে॥ ২৩৪

মানবশরীরে যে কোন প্রকার রোগ মর্ম্মস্থানকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহারা যদি সাধ্যমানও হয় এবং বৈদ্য বিশেষ যত্নও করে, তাহা হইলেও তাহারা প্রায়ই কৃচ্ছ্রতম হইয়া থাকে॥ ২৩৫

সন্ধি।

সন্ধিসকল দ্বিবিধ যথা—চেষ্টাবান্ সন্ধি ও স্থিরসন্ধি। শাখাচতুষ্টয়ে অর্থাৎ হস্তদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে এবং হনুদ্বয়ে ও কটীতে যে সকল সন্ধি আছে, তাহারা চেষ্টাবান্, অবশিষ্ট সন্ধিসকল স্থির অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট॥ ২৩৬

সন্ধিসংখ্যা—মানবদেহে দুইশত দশটী সন্ধি আছে। তন্মধ্যে শাখাচতুষ্টয়ে আটষট্টি, কোষ্ঠে উনষাট এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধদেশে তিরাশীটি সন্ধি অবস্থিত।

(শাখাগত সন্ধি—সন্ধিসকলের মধ্যে শাখাগত সন্ধিগুলি প্রথমেই পরিগণিত হইতেছে। পায়ের অঙ্গুষ্ঠভিন্ন অপর চারিটি অঙ্গুলীতে তিন তিনটী করিয়া বারটি সন্ধি, অঙ্গুষ্ঠে দুইটি সন্ধি, সুতরাং এক পায়ের পাঁচটি অঙ্গুলীতে চৌদ্দটি সন্ধি আছে এবং গুল্ফ জানু ও বঙ্ক্ষণে এক একটি করিয়া তিনটি সন্ধি অবস্থিত। অর্থাৎ একপায়ে সতরটি সন্ধি আছে। এইরূপ অপর পায়েও সতরটি এবং হস্তদ্বয়েও সতরটি করিয়া চৌত্রিশটি সন্ধি আছে। অতএব শাখাচতুষ্টয়ে অর্থাৎ দুইপদে ও দুই হস্তে সন্ধির সংখ্যা, সমুদায়ে আটষট্টি।

কোষ্ঠগত সন্ধি—কটী ও কপালে তিনটি, পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) চব্বিশটি, পার্শ্বদ্বয়ে চব্বিশটি এবং বক্ষঃস্থলে আটটি সন্ধি অবস্থিত। এইরূপে কোষ্ঠে (শাখা ও গ্রীবার মধ্যদেশে) সমুদায়ে উনষাট্‌টি সন্ধি অবস্থান করে।

গ্রীবোর্দ্ধগত সন্ধি—গ্রীবাতে আটটি, কণ্ঠে তিনটি, হৃদয় ক্লোম ও ফুস্‌ফুস নিবদ্ধ নাড়ীতে আঠারটি, দন্তমূলে বত্রিশটি, কণ্ঠমণিতে একটি, নাসিকাতে একটি, বর্ত্মমণ্ডলদ্বয়ে দুইটি, গণ্ডদ্বয়ে দুইটি, কর্ণদ্বয়ে দুইটি, শঙ্খদ্বয়ে দুইটি, হনুদ্বয়ে দুইটি, ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগে দুইটি, শঙ্খদ্বয়ের উপরিভাগে দুইটি, শীর্ষকপালে পাঁচটি এবং মূর্দ্ধাতে একটি সন্ধি অবস্থিত। সমুদায়ে গ্রীবোর্দ্ধ গত সন্ধির সংখ্যা তিরাশীটি।) ২৩৭

এই সকল সন্ধি আট প্রকার যথা—কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তুণসেবনী, কাকতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত।

টীকা। কোর অর্থাৎ গর্ত্ত, কেহ কেহ বলেন কলিকা। উদূখল—ইহা প্রসিদ্ধ। সামুদ্গ—সমুদ্গ অর্থাৎ সম্পুট (ঠোঙ্গাবৎ) সমুদ্গ শব্দে স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় করিয়া সামুদ্গ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রতর—যাহাদ্বারা প্রতরণ করা যায়, প্রতর অর্থাৎ বেলক। তুণসেবনী—তূণীরের ন্যায় (বাণ রাখিবার স্থানের ন্যায়) সেবনী। কাকতুণ্ড—কাকমুখ। মণ্ডল—ইহা প্রসিদ্ধ। শঙ্খাবর্ত্ত শঙ্খের আবর্ত্তবৎ আবর্ত্ত বিশিষ্ট। এই সকল নাম অনুসারে সন্ধি সকলের আকৃতি বুঝিয়া লইবে। অঙ্গুলি মণিবন্ধ গুল্ফ জানু ও কূর্পরের সন্ধি কোর সন্ধি। কক্ষা বঙ্ক্ষণ ও দন্তের সন্ধি উদূখল সন্ধি। অংসপীঠ গুদ ভগ ও নিতম্বের সন্ধি সামুদ্গ সন্ধি। গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশের (মেরুদণ্ডের) সন্ধি প্রতরসন্ধি। শিরঃ কটী ও কপালের সন্ধি তুণসেবনী। হনুদ্বয়ের উভয়তঃ সন্ধি কাকতুণ্ডাখ্য সন্ধি। কণ্ঠ-হৃদয়-ক্লোম ও নাড়ীর সন্ধি মণ্ডলাখ্য সন্ধি। কর্ণ ও শৃঙ্গাটকের সন্ধি শঙ্খাবর্ত্ত সন্ধি॥ ২৩৮

উপরে যে সকল সন্ধির উল্লেখ করা গেল, তাহারা কেবল অস্থিরই সন্ধি জানিবে; পেশী স্নায়ু ও শিরা সমূহের সন্ধি অসংখ্য॥ ২৩৯

শিরা।

কি সন্ধি বন্ধনকারি-শিরা কি ধাতুবহশিরা শরীরে যত শিরা আছে, তাহারা সকলেই নাভিতে নিবদ্ধ অর্থাৎ তাহারা নাভি হইতে উদ্ভূত হইয়া শাখা প্রশাখা দ্বারা শরীরের সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই সকল শিরা দ্বারাই সকল শরীর সর্ব্বদা পরিপোষিত হইয়া থাকে। জলপ্রণালীর দ্বারা যেমন উপবন (উদ্যান), কুল্যাদ্বারা (স্বল্পতোয়া কৃত্রিমা নদী দ্বারা) যেমন ক্ষেত্রস্থ শস্য পরিপোষিত হয়, শিরা সমূহদ্বারাও সমস্ত শরীর সেইরূপ পরিপোষিত হইয়া থাকে।

টীকা—স্থূল ও সূক্ষ্ম শিরা ভেদ হেতুই প্রণালী ও কুল্যা এই দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল॥ ২৪০

প্রসারণাকুঞ্চনাদি ক্রিয়া সমূহদ্বারা শিরা সকলই সতত শরীরের উপকার করিয়া থাকে। শরীরে শিরা সংখ্যা সাতশত। যেমন বৃক্ষপত্রে শিরা সকলকে প্রতত (বিস্তৃত) দেখা যায়, সেইরূপ দেহিগণের সমস্ত দেহে শিরা সমূহ প্রতত হইয়া অবস্থিতি করে। প্রাণিগণের প্রাণ নাভিতে অবস্থিত এবং নাভিও প্রাণকে উপাশ্রিত (এ স্থলে প্রাণ শব্দে প্রাণধারক শিরা সমূহই লক্ষ্য) অরক সমূহ দ্বারা (চাকার পাখা সকল দ্বারা) যেমন চক্রনাভি আবৃত, সেইরূপ শিরা সমূহ দ্বারা নাভি আবৃত হইয়া থাকে। (শিরা সমূহ, যথা—সাতশত শিরার

মূলশিরা চল্লিশটী, তাহাদের দশটী বাতবহ, দশটী পিত্তবহ, দশটী শ্লেষ্মবহ ও দশটি রক্তবহ।

বাতস্থানগত বাতবহ মূলশিরা দশটি, শাখা প্রশাখায় একশত পঁচাত্তরটি, পিত্তস্থান গত পিত্তবহ মূলশিরা দশটি, শাখা প্রশাখায় একশত পঁচাত্তরটি, শ্লেষ্মস্থানগত শ্লেষ্মবহ মূলশিরা দশটি, শাখা প্রশাখায় একশত পঁচাত্তরটি এবং যকৃৎপ্লীহগত রক্তবহ মূলশিরা দশটি, শাখা প্রশাখায় একশত পঁচাত্তরটি হইয়াছে। অর্থাৎ মূলশিরা চল্লিশটিই শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া সাত শত সংখ্যক হইয়াছে। প্রত্যেক পাদে ও প্রত্যেক হস্তে পঁচিশটি করিয়া একশত বাতবহ শিরা অবস্থিত। কোষ্ঠে চৌত্রিশটি বাতবহ শিরা আছে, যথা শ্রোণি গুদ ও মেঢ্রাদিতে আটটি, পার্শ্বদ্বয়ে দুই দুইটি করিয়া চারিটি, পৃষ্ঠে ছয়টি, উদরে ছয়টি ও বক্ষঃস্থলে দশটি, এই চৌত্রিশটি বাতবহ শিরা কোষ্ঠে অবস্থিত। গ্রীবোর্দ্ধদেশে এক চল্লিশটি বাতবহ শিরা আছে; যথা গ্রীবাতে চৌদ্দটি, কর্ণদ্বয়ে চারিটি, জিহ্বায় নয়টি, নাসিকায় ছয়টি ও নেত্রদ্বয়ে আটটি, এই এক-চল্লিশটি বাতবহ শিরা গ্রীবোর্দ্ধ দেশে অবস্থিত। এইরূপে একশত পঁচাত্তরটি বাতবহ শিরা শরীরে অব-স্থিতি করে। পিত্তবহ একশত পঁচাত্তরটি শিরারও এইরূপ বিভাগ জানিবে। তবে একটু বিশেষ এই— পিত্তবহ শিরা নেত্রদ্বয়ে দশটি এবং কর্ণদ্বয়ে দুইটি অব-স্থিতি করে। রক্তবহ একশত পঁচাত্তরটি শিরার বিভাগ ঠিক পিত্তবহ শিরার ন্যায় জানিবে। শ্লেষ্মবহ একশত পঁচাত্তরটি শিরার বিভাগও এইরূপ, তবে একটু বিশেষ এই—শ্লেষ্মবহ শিরা গ্রীবায় ষোলটি এবং কর্ণদ্বয়ে দুইটি অবস্থিতি করে। এইরূপে সাত শত শিরা ব্যাখ্যাত হইল॥) ২৪১—২৪৩

বায়ু নিজ শিরায় বিচরণ করত ক্রিয়া সমূহের অপ্রতিঘাত বুদ্ধিকর্ম্মের অমোহ এবং অন্যান্য গুণ সকল সম্পাদন করে। কিন্তু বায়ু যখন কুপিত হইয়া স্বমার্গে গমন করে, তখন মানবের বাতসম্ভব বিবিধ রোগ জন্মে।

টীকা। ক্রিয়া সমূহ অর্থাৎ শরীরের প্রসারণা কুঞ্চ-নাদি কর্ম্ম সকল। বুদ্ধিকর্ম্মের অমোহ, অর্থাৎ দর্শন শ্রবণাদি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের এবং মনের ও বুদ্ধির মোহরাহিত্য অন্যান্য গুণসকল অর্থাৎ রসাদি ব্যাপন দ্বারা শরীর পোষণাদি গুণ সমূহ॥ ২৪৪। ২৪৫

এইরূপ পিত্তও নিজ শিরায় বিচরণ করত ভ্রাজি-ষ্ণুতা (শরীরের দীপ্তি, কান্তি), অন্নরুচি, অগ্নিদীপ্তি, অরোগতা ও অন্যান্য গুণসকল সম্পাদন করে। কিন্তু পিত্ত যখন কুপিত হইয়া স্বমার্গে গমন করে, তখন মানবের পিত্তজনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

টীকা। অরোগতা অর্থাৎ পৈত্তিক রোগের অনুৎ-পত্তি। অন্য গুণ সকল অর্থাৎ মেধা বুদ্ধি দর্শনশক্তি প্রভৃতি॥ ২৪৬। ২৪৭

কফ নিজশিরায় বিচরণ করত শরীরে স্নিগ্ধতা, সন্ধি সমূহের দৃঢ়তা, বল, অরোগতা এবং অন্যান্য গুণ সকল সম্পাদন করে। কিন্তু উহা যখন কুপিত হইয়া স্বশিরায় বিচরণ করে, তখন মানবের শ্লেষ্মজনিত বিবিধ রোগ উদ্ভূত হয়।

টীকা। অরোগতা অর্থাৎ শ্লৈষ্মিক রোগের অনুৎ-পত্তি। অন্যান্য গুণ সকল অর্থাৎ বলপুষ্ট্যাদি গুণ সমূহ॥ ২৪৮। ২৪৯

রক্ত নিজশিরায় বিচরণ করত ধাতু সমূহের পূরণ, শরীরের বর্ণ (সৌন্দর্য্য), যথাবৎ স্পর্শজ্ঞান এবং অন্যান্য গুণসকল সম্পাদন করে। কিন্তু উহা যখন কুপিত হইয়া স্বশিরায় বিচরণ করে, তখন মানবের রক্তসম্ভূত বিবিধ রোগ জন্মে।

টীকা। অন্যান্য গুণ সকল অর্থাৎ বলপুষ্ট্যাদি গুণ সমূহ॥ ২৫০। ২৫১

বাতবহ শিরা সকল দেখিতে অরুণবর্ণ, সেই সকল শিরা বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে। পিত্তবহ শিরা সকল উষ্ণ এবং দেখিতে নীলবর্ণ। কফবহ শিরা সকল শীতল কঠিন ও দেখিতে গৌরবর্ণ। রক্তবহ শিরা সকল নাতি-উষ্ণ নাতি শীতল এবং দেখিতে রক্তবর্ণ॥ ২৫২

স্নায়ুস্বরূপ।

শিরা সকল মেদ হইতে স্নেহ গ্রহণ করিয়া স্নায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়। শিরা সকলের পাক মৃদু এবং স্নায়ু সকলের পাক খর। স্নায়ু সকল দেহের মাংস অস্থি মেদ ও সন্ধি সমূহের বন্ধন। উহারা শিরা অপেক্ষা সুদৃঢ়। বহুবন্ধনে সম্বদ্ধ কাষ্ঠফলকাস্তীর্ণ নৌকা যেমন অগাধ সলিলে গুরুভারবহনসমর্থ হয়, সেইরূপ এই মানব শরীরে যত সন্ধি আছে, তাহারা বহুস্নায়ু দ্বারা সম্বদ্ধ থাকায় মানবগণও ভার বহন সমর্থ হইয়া থাকে।

টীকা। ফলক অর্থাৎ কাষ্ঠপট্ট, (কাঠের তক্তা) আস্তীর্ণ অর্থাৎ ব্যাপ্ত॥ ২৫৩—২৫৬

স্নায়ুসংখ্যা—মানব শরীরে নয়শত স্নায়ু আছে। তাহাদের বিবরণ বলিব, শিষ্যগণ! তোমরা যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ কর। নয়শত স্নায়ুর মধ্যে ছয়শত স্নায়ু, শাখা চতুষ্টয়ে অর্থাৎ হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে, দুইশত, ত্রিশটি স্নায়ু কোষ্ঠে এবং সত্তরটি স্নায়ু গ্রীবোর্দ্ধদেশে অবস্থিত॥ ২৫৭। ২৫৮

শাখাগত স্নায়ু—এক পায়ের পাঁচটি অঙ্গুলিতে ছয় ছয়টি করিয়া ত্রিশটি, পদতল কূর্চ্চ ও গুল্ফ দেশে ত্রিশটি, জঙ্ঘায় ত্রিশটি, জানুতে দশটি, উরুতে চল্লিশটি

ও বক্ষণ স্থানে দশটি স্নায়ু আছে। অর্থাৎ একপায়ে একশত পঞ্চাশটি স্নায়ু অবস্থিত। এইরূপ অপর পায়েও একশত পঞ্চাশটি এবং হস্তদ্বয়েও একশতপঞ্চাশটি করিয়া স্নায়ু আছে।

কোষ্ঠগত স্নায়ু—কটীদেশে ষাট্‌টী, পার্শ্বদ্বয়ে ষাট্‌টী, পৃষ্ঠে আশীটি ও বক্ষঃস্থলে ত্রিশটি স্নায়ু অবস্থিত আছে।

গ্রীবোর্দ্ধগত স্নায়ু—গ্রীবাতে ছত্রিশটি ও মস্তকে চৌত্রিশটি স্নায়ু আছে॥ ২৫৭

ধমনী।

নাভি হইতে চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক ধমনী উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের দশটি ধমনী ঊর্দ্ধগ, দশটি ধমনী অধোগ এবং অবশিষ্ট চারিটি ধমনী তির্য্যগ্‌গত।

ঊর্দ্ধগত ধমনী—ঊর্দ্ধগ ধমনী দশটি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রশ্বাস (অন্তঃপ্রবিষ্ট বায়ু), উচ্ছ্বাস (ঊর্দ্ধগত বায়ু), জৃম্ভা, হাঁচী, হাস্য, কথন, রোদন ও গীতাদি কার্য্যসম্পাদন করিয়া শরীরকে ধারণ করে। সেই ঊর্দ্ধগ ধমনী দশটি হৃদয়ে গিয়া তথায় প্রত্যেকটি তিন তিন শাখা বিশিষ্ট হইয়া ত্রিংশৎ সংখ্যক হয়। তাহাদের মধ্যে দশটি ধমনী বায়ু পিত্ত কফ রক্ত ও রসকে বহন করে, অর্থাৎ দুইটি ধমনী বায়ুকে, দুইটি ধমনী পিত্তকে, দুইটি ধমনী কফকে, দুইটি ধমনী রক্তকে এবং দুইটি ধমনী রসকে বহন করিয়া থাকে। আটটি ধমনী দ্বারা মানব শব্দ রস রূপ ও গন্ধ গ্রহণ করে। দুইটি ধমনী দ্বারা কথা কহে, দুইটি দ্বারা শব্দ করে, দুইটি দ্বারা নিদ্রা যায়, দুইটি দ্বারা জাগরিত হয়; দুইটি ধমনী অশ্রু বহন করে, দুইটি ধমনী স্ত্রীলোকের স্তন্য বহন করে; এবং সেই স্তন্যাশ্রিত ধমনী দ্বয়ই পুরুষের স্তনদ্বয় হইতেও শুক্র বহন করিয়া থাকে। এই ত্রিশটি ঊর্দ্ধগ ধমনীদ্বারা নাভির ঊর্দ্ধদেশস্থ উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, স্কন্ধ, গ্রীবা, (মস্তক) ও বাহু ধৃত ও চালিত হয়।

অধোগত ধমনী—অধোগ ধমনী দশটি বাত মূত্র পুরীষ শুক্র ও আর্ত্তবাদি অধোদিকে লইয়া যায়। সেই অধোগ ধমনী দশটি পিত্তাশয়ে গিয়া তথায় প্রত্যেকটি তিন তিন শাখাবিশিষ্ট হইয়া ত্রিংশৎসংখ্যক হয়। তাহাদের মধ্যে দশটি ধমনী বায়ু পিত্ত কফ রক্ত ও রসকে বহন করে; অর্থাৎ দুইটি ধমনী বায়ুকে, দুইটি ধমনী পিত্তকে, দুইটি ধমনী কফকে, দুইটি ধমনী রক্তকে এবং দুইটি ধমনী রসকে বহন করিয়া থাকে। অবশিষ্ট বিংশতিটি ধমনীর মধ্যে দুইটি অন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অন্ন বহন করে, দুইটি জল বহন করে, দুইটি বস্তিকে আশ্রয় করিয়া মূত্রবহন করে, দুইটি ধমনী দ্বারা পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব প্রাদুর্ভূত হয়; এবং দুইটি ধমনীদ্বারা পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব নিঃসৃত হয়; দুইটি ধমনী স্থূলান্ত্রে প্রতিবদ্ধ থাকিয়া পুরীষ নিঃসারণ করে। এবং শেষ আটটি ধমনী তির্য্যগ্‌গত হইয়া স্বেদকে অর্পণ করে। এই ত্রিশটি অধোগ ধমনী কর্ত্তৃক নাভির অধোদেশস্থ পক্বাশয়-কটী-মূত্র-পুরীষ-বস্তি-গুদ-মেঢ্র ও সক্থি ধৃত ও চালিত হইয়া থাকে।

তির্য্যগ্‌গত ধমনী—তির্য্যগ্‌গত ধমনী চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর শত সহস্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অসংখ্য হইয়াছে। সেই সকল ধমনীদ্বারা মানব শরীর গবাক্ষিত নিবদ্ধ ও আয়ত হইয়া থাকে। তাহাদের মুখ লোমকূপের সহিত সংলগ্ন থাকে, যে সকল মুখ দ্বারা স্বেদ নিঃস্রুত হয় এবং যাহা দেহস্থ রসকে বাহ্যাভ্যন্তরে তর্পিত করিয়া থাকে। সেই সকল ধমনীদ্বারাই অভ্যঙ্গ পরিষেক অবগাহন ও আলেপন বীর্য্য ত্বকে পক্ব হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাহাদের দ্বারাই মানব শুভস্পর্শ বা অশুভস্পর্শ বোধ করিয়া থাকে।

টীকা। "গবাক্ষিত নিবদ্ধ আয়ত" অর্থাৎ গবাক্ষবৎ নিবদ্ধ ও আয়ত। "গবাক্ষ" অর্থাৎ বাতায়ন (জানালা) যেমন গবাক্ষে বহু ছিদ্র থাকে, সেইরূপ শিরা সকল দেহকে ব্যাপিয়া জালবৎ অবস্থিতি করে। "নিবদ্ধ-আয়ত-গবাক্ষিত" অর্থাৎ গবাক্ষাকার-রন্ধ্র-নিকরযুক্ত কৃত ইত্যর্থ॥ ২৫৯

যেমন মৃণালে ও বিসে স্বভাবতঃ ছিদ্র থাকে, সেইরূপ ধমনীমধ্যেও ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রপথে রস সর্ব্বশরীরে সঞ্চরণ করে॥ ২৬০

পঞ্চভূতাত্মক-ধমনী সকল পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবাত্মাকে শ্রোত্রাদি-পঞ্চইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে পাঁচ বারে সংযোজিত করে অর্থাৎ পর্য্যায় ক্রমে এক এক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে সংযোজিত করিয়া থাকে। (জীবাত্মাকে একদাই পঞ্চ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে সংযোজিত করে না)। এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে অর্থাৎ শ্রোত্রাদি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়কে (তদুপলক্ষিত হস্তাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে ও উভয়েন্দ্রিয় মনকেও) পৃথিব্যাদি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় বিষয়ে (তদুপলক্ষিত হস্তাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়ে ও মন্তব্য মনোবিষয়েও) সংযোজিত করে। এবং বিনাশকালে ধমনী সকল পঞ্চত্ব অর্থাৎ আকাশাদিভাব প্রাপ্ত হয়। ভাবার্থ এই—ধমনী সাহায্যে জীবাত্মা পর্য্যায়ক্রমে শ্রোত্রাদি এক এক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানকে আশ্রয় করে এবং জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানকে আশ্রয় করিলে সেই সেই ইন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয়ে সংযোজিত হইয়া থাকে।

টীকা। ধমনী কথম্ভূত—পঞ্চাভিভূত [illegible] আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত হইতে অভিভূত ([illegible] ভাবে উৎপন্ন)। "পঞ্চেন্দ্রিয়" [illegible] (ও উভয়াত্মক মন) যাহার আছে, সেই [illegible]

জীবাত্মা। "পঞ্চে" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান শ্রোত্রাদিতে "পঞ্চকৃত্বঃ" অর্থাৎ (পাঁচবারে একদাই নহে, অর্থাৎ পাঁচ বারে পাঁচ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে সংযোজিত করে)। "পঞ্চেন্দ্রিয়" অর্থাৎ শ্রোত্রাদি বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং তদুপলক্ষিত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। "পঞ্চে" পৃথিব্যাদি বুদ্ধীন্দ্রিয়বিষয়ে এবং তদুপলক্ষিত হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় বিষয়ে ও মন্তব্য মনোবিষয়ে ॥ ২৬১

কণ্ডরা—বড় বড় স্নায়ু সকল কণ্ডরা নামে প্রোক্ত। কণ্ডরা ষোলটি। প্রসারণ ও আকুঞ্চন কার্য্যে কণ্ডরার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কণ্ডরাদ্বারা দেহের প্রসারণ ও আকুঞ্চন ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। হস্তদ্বয়ে চারিটি, পদদ্বয়ে চারিটি, গ্রীবাতে চারিটি এবং পৃষ্ঠে চারিটি কণ্ডরা অবস্থিতি করে।

পাদগত ও হস্তগত কণ্ডরা সকলের প্ররোহ—নখ। গ্রীবা নিবদ্ধ অধোভাগগত কণ্ডরা সকলের প্ররোহ—মেঢ্র। পৃষ্ঠনিবদ্ধ কণ্ডরাসকলের প্ররোহ নিতম্ব মূর্দ্ধা উরু বক্ষঃ অক্ষি ও স্তনপিণ্ড ॥ ২৬২ । ২৬৩

রন্ধ্র—নেত্রে কর্ণে ও নাসিকায় দুই দুইটি করিয়া ছয়টি রন্ধ্র, মুখে লিঙ্গে ও পায়ুতে এক একটি করিয়া তিনটি রন্ধ্র এবং মস্তকে একটি রন্ধ্র, সমুদায়ে দশটি রন্ধ্র পুরুষ শরীরে অবস্থিতি করে। স্ত্রীলোকদিগের এতদ্ভিন্ন আরও তিনটি অধিক রন্ধ্র আছে, যথা স্তনদ্বয় ও গর্ভবর্ত্ম ॥ ২৬৪ । ২৬৫

স্রোতঃ—যে সকল মার্গদ্বারা মন, প্রাণ, অন্ন, পানীয়, দোষ, ধাতু, উপধাতু, ধাতুমল, মূত্র ও পুরীষ প্রভৃতি পদার্থ সকল দেহে সঞ্চরণ করে, তাহারাই স্রোতোনামে অভিহিত। স্রোতঃ সকল সংখ্যায় এত অধিক যে, তাহাদের বর্ণন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ২৬৬ । ২৬৭

জাল—শিরা স্নায়ু মাংস ও অস্থির জাল উৎপন্ন হয়। চারিটি চারিটি করিয়া সমুদায়ে ষোলটি জাল, অর্থাৎ শিরাজাল চারিটি, স্নায়ুজাল চারিটি, মাংসজাল চারিটি ও অস্থিজাল চারিটি।

(নিরন্তর রন্ধ্রসমূহ পরিকল্পিত জালবৎ বলিয়া উহারা জালনামে খ্যাত। জালসকল মণিবন্ধ হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত সংহৃত, পরস্পর নিবদ্ধ ও পরস্পর গবাক্ষিত হইয়া সর্ব্ব শরীরে অবস্থিতি করে। সর্ব্বশরীর জাল সকল দ্বারা গবাক্ষিত থাকে। ইহার অর্থ এই—একটি মণিবন্ধে প্রথম শিরাজাল, দ্বিতীয় স্নায়ুজাল, তৃতীয় মাংসজাল, চতুর্থ অস্থিজাল, এইরূপে চারিটি জাল অবস্থিত। এই প্রকারে অপর মণিবন্ধে ও গুল্ফ দ্বয়ে জাল সকল অবস্থান করে। "গবাক্ষিত" অর্থাৎ বিরচিত নিরন্তর জালাকার রন্ধ্র সমূহ পরিব্যাপ্ত ইত্যর্থ) ॥ ২৬৮

কূর্চ্চ—দুই হস্তে দুইটি, দুইপদে দুইটি, গ্রীবাতে একটি ও মেঢ্রে একটি, সমুদায়ে ছয়টি কূর্চ্চ মানব দেহে অবস্থিত। কূর্চ্চ সকল শিরা স্নায়ু মাংস ও অস্থি হইতে উৎপন্ন। (কূর্চ্চের ন্যায় অর্থাৎ কুঁচীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া উহারা কূর্চ্চনামে অভিহিত) ॥ ২৬৯

রজ্জু—পৃষ্ঠবংশের (মেরুদণ্ডের) উভয়পার্শ্বে চারিগাছী বৃহৎ মাংসরজ্জু আছে। মাংসপেশী সকলের বন্ধনই তাহাদের প্রয়োজন, অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা মাংসপেশী সকল শরীরে বদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৭০

সেবনী—সেবনী সাতটি, তাহাদের মধ্যে পাঁচটি মস্তকে, লিঙ্গে একটি ও জিহ্বায় একটি সেবনী অবস্থিত। সেবনী কদাচ বিদ্ধ করিবে না। (শেলাই করার ন্যায় যে স্থান তাহাকে সেবনী কহে) ॥ ২৭১

সংঘাত—অস্থির সংঘাত (কতকগুলি অস্থির একত্রাবস্থান) চতুর্দ্দশটি, তাহাদের তিনটি সংঘাত গুল্ফ জানু ও বঙ্ক্ষণে অবস্থিত; অপর পায়েরও গুল্ফ জানু ও বঙ্ক্ষণে তিনটি সংঘাত অবস্থিত ; এইরূপ হস্তদ্বয়েরও মণিবন্ধ কূর্পর (কনুই) ও বঙ্ক্ষণে (বগলে) তিনটি করিয়া ছয়টি সংঘাত অবস্থিত; এবং ত্রিক স্থানে একটি ও শিরঃপ্রদেশে একটি সংঘাত অবস্থিতি করে।

টীকা। ত্রিকশব্দে এস্থলে বাহুদ্বয় ও গ্রীবার মধ্যস্থ অস্থি সংঘাত বুঝিতে হইবে ॥ ২৭২

সীমন্ত—যে সকল অস্থিদ্বারা সংঘাত সকল সীবিত থাকে, তাহারা সীমন্ত নামে কথিত। অস্থি সংঘাত চতুর্দ্দশটি, সুতরাং সীমন্তও চতুর্দ্দশটি ॥ ২৭৩

ত্বক্—দুগ্ধ অগ্নিতে পচ্যমান হইলে তাহার যেমন সন্তানিকা (সর) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পচ্যমান শুক্র ও রজঃ হইতে ত্বক্ জন্মে। উপর্য্যুপরি সাতটি ত্বক্ অবস্থিত। সাতটি ত্বকের মধ্যে প্রথমটির নাম অবভাসিনী, অবভাসিনী সিধ্ম রোগের স্থান। দ্বিতীয়টির নাম লোহিতা, এই লোহিতাকে আশ্রয় করিয়া তিলকালক জন্মে। (অবভাসিনী—ভ্রাজক পিত্তদ্বারা অবভাসন (দীপ্তি) হয় বলিয়া ইহার নাম অবভাসিনী। ইহার স্থৌল্য একটী বিস্তারিত ব্রীহিকে কুড়িভাগ করিয়া তাহার আঠার ভাগ। এস্থলে ব্রীহি অর্থে যব বুঝিতে হইবে। অবভাসিনী সিধ্ম ও পদ্মকণ্টক রোগের উৎপত্তি স্থান। লোহিতার স্থৌল্য, একটি যবের কুড়িভাগের ষোলভাগ। ইহা তিলকালক ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গের অধিষ্ঠান।) তৃতীয়টির নাম শ্বেতা, ইহা চর্ম্মদল রোগের উৎপত্তি স্থান। চতুর্থটির নাম তাম্রা, ইহাকে আশ্রয় করিয়া কিলাস ও শ্বিত্র রোগ উদ্ভূত হয়। (শ্বেতার স্থৌল্য, একটি যবের কুড়িভাগের বারভাগ, ইহা চর্ম্মদল অজগল্লিকা ও মশক রোগের আশ্রয় স্থান। তাম্রার স্থৌল্য, একটি যবের কুড়িভাগের আট ভাগ।) পঞ্চমটির নাম বেদিনী ইহা সর্ব্ব কুষ্ঠের উদ্ভব স্থান। ষষ্ঠটির নাম রোহিণী, ইহা গ্রন্থি গণ্ড ও অপচী রোগের উৎপত্তি স্থান। সপ্তমটির নাম স্থূলা, ইহা বিদ্রধি প্রভৃতি রোগের

জন্মভূমি। (রোহিনীর স্থৌল্য একটি যব প্রমাণ। ইহা—গ্রন্থি অপচী গলগণ্ড গণ্ডমালা অর্ব্বুদ ও শ্লীপদ রোগের জন্মভূমি। স্থূলার স্থৌল্য, দুই যব, প্রমাণ। শার্ঙ্গধরও কহিয়াছেন—স্থূলাত্বক্ যবদ্বয়প্রমাণ স্থূল। সমুদায়ে সাতটি ত্বকের স্থৌল্য বিংশত্তিতমভাগোনষট্ যব প্রমাণ। ছয়টি যবের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠোদর তুল্য। ত্বকের এই স্থৌল্য পরিমাণ, মাংসল স্থানেই বুঝিবে; ললাট ও সূক্ষ্মাঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে নহে। এই জন্যই উক্ত আছে—উদরে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ গাঢ় বিদ্ধ করিবে॥ ২৭৪—২৭৮

লোম ও লোমকূপ—লোম সকল অস্থির মল হইতে উৎপন্ন হয়। লোম অসংখ্য, শরীরে যত লোম আছে, লোমকূপও তত আছে॥ ২৭৯

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উৎপত্তি ও তাহাদের যথাবৎ সন্নিবেশ (রচনা বিশেষ) স্বভাবতই হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়া থাকে। এবিষয়ে অন্য কোন কারণ নাই।

টীকা। "নির্বৃত্তি" অর্থাৎ সিদ্ধি। "স্বভাবতঃ" অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে। "সন্নিবেশ" অর্থাৎ রচনা বিশেষ॥ ২৮০

গর্ভের অঙ্গ প্রত্যঙ্গোৎপত্তিতে যে যে গুণ ও যে যে অগুণ উৎপন্ন হয়, তাহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিমিত্তই হইয়া থাকে জানিবে। শৈশবে একবার দন্ত পড়িয়া যে পুনর্ব্বার উঠে এবং তৎপরে দন্ত পড়িলে যে তাহা পুনর্ব্বার আর উঠে না, এবং হস্ততলে ও পদতলে যে লোমের উদ্ভব না হয়, ইত্যাদি বিষয় সকল স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে অন্য কোন কারণ নাই, ঈশ্বরেচ্ছাই কারণ॥ ২৮১। ২৮২

প্রতিমাসে গর্ভের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে—গর্ভাশয়ে যাদৃক্ শুক্র ও যাদৃক্ আর্ত্তব নিপতিত হয়, প্রথম মাসে তাহা তাদৃক্ দ্রবীভূতই থাকে॥ ২৮৩

দ্বিতীয় মাসে গর্ভাশয়স্থ বায়ু পিত্ত ও কফ দ্বারা গর্ভ পচ্যমান হয়। তখন জরায়ুস্থ সেই মহাভূতাত্মক শুক্রশোণিত ঘন হইয়া থাকে।

টীকা। বাত কফেরও পাক হেতুত্ব আছে, কারণ বাত কফও উষ্মার অধিকরণ অর্থাৎ বাত কফেও উষ্মা থাকে। সেই জন্য চরকেও উক্ত আছে যে, উষ্মা পাঁচ প্রকার, যথা—পার্থিব উষ্মা, জলীয় উষ্মা, আগ্নেয় উষ্মা, বায়ব্য উষ্মা ও নাভস উষ্মা॥ ২৮৪

তৃতীয় মাসে মস্তক, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় এই পাঁচটি অবয়বের স্থানে পাঁচটি পিণ্ড এবং সূক্ষ্মভাবে দেহের অঙ্গাবয়ব সকল সিদ্ধ হয়।

চতুর্থ মাসে—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরিস্ফুট হয় এবং হৃদয়ের ব্যক্তভাবের দ্বারা চেতনা প্রকাশ পায়। সেই জন্যই চতুর্থ মাসে গর্ভ নানা বস্তু বাঞ্ছা করে। চতুর্থ মাসে হইতে নারী দ্বিহৃদয়া অর্থাৎ নিজের ও গর্ভের হৃদয় বিশিষ্টা হয় বলিয়া তাহাকে দৌহৃদিনী কহে। দৌহৃদের অবজ্ঞা হইলে অর্থাৎ গর্ভিণী স্ত্রী অভিলষিত বস্তু না পাইলে কুব্জ, কুণি (নুলো), খঞ্জ,বামন, বিকৃতনেত্র বা নেত্র বিহীন সন্তান প্রসব করে। গর্ভবতী স্ত্রী দৌহৃদ (অভিলষিত বস্তু) প্রাপ্ত হইলে বীর্য্যবান্ দীর্ঘায়ু পুত্র প্রসব করে। অতএব গর্ভবতী স্ত্রীকে তাহার অভিলষিত বস্তু প্রদান করিবে। গর্ভিণী স্ত্রী যে যে ইন্দ্রিয়ার্থ (রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ) ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। গর্ভবাধা ভয়ে ভিষক্ সেই সেই ইন্দ্রিয়ার্থ আহরণ করিয়া দেওয়াইবেন। গর্ভিণী দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে গুণান্বিত পুত্র প্রসব করে; দৌহৃদ প্রাপ্ত না হইলে গর্ভে বা আপনাতে ভয় পায়। দৌহৃদ্য অবমানিত হইলে, রূপরসাদি যে যে ইন্দ্রিয়ার্থে দৌহৃদ অবমানিত হয়,সেই সেই ইন্দ্রিয়ার্থে ও তদিন্দ্রিয়ে সার্ত্তি অর্থাৎ সবাধ সন্তান জন্মে॥ ২৮৫—২৯২

দৌহৃদবিশেষের ফল—যে গর্ভিণী স্ত্রীর রাজদর্শনে দৌহৃদ জন্মে, সে অর্থবান্ ও মহাভাগ্যবান্ কুমার প্রসব করে। যে গর্ভিণীর চেলি গরদ তসর প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রে এবং ভূষণাদিতে দৌহৃদ জন্মে, সে অলঙ্কারপ্রিয় ললিত পুত্র প্রসব করে। তপস্বিগণের আশ্রম দর্শনে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে ধর্ম্মশীল সন্তান প্রসব করে। দেবপ্রতিমাদর্শনে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে প্রমথোপম (শিবপারিষদোপম) সন্তান প্রসব করে। ব্যালজাতিজন্তুর (হিংস্রজন্তুর) দর্শনে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে হিংসাশীল সন্তান প্রসব করে। মহিষ মাংসভক্ষণে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে রক্তাক্ষ রোমশ শূর সন্তান প্রসব করে। বরাহমাংস ভোজনে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে নিদ্রালু শূর সন্তান প্রসব করে। মৃগমাংস ভোজনে যাহার দৌহৃদ জন্মে, সে জঙ্ঘাবল (বৃহজ্জঙ্ঘা বিশিষ্ট) বিক্রান্ত ও বনচারী সন্তান প্রসব করে। এতদ্ভিন্ন অন্য যে যে জন্তুর মাংস ভোজনে গর্ভিণী অভিলাষ করে, সেই সেই জন্তুর শরীর আচার ও স্বভাবের ন্যায় শরীর আচার ও স্বভাববিশিষ্টসন্তান প্রসব করে॥২৯৩—২৯৮

পঞ্চম মাসে মন ও ষষ্ঠমাসে বুদ্ধি জন্মে। সপ্তম মাসে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রব্যক্ত হয়। অষ্টম মাসে ওজঃ জন্মে এবং সেই ওজঃ অস্থিরত্বহেতু পুনঃ পুনঃ মাতা পুত্রে সঞ্চরণ করে। তজ্জন্য অষ্টম মাসে গর্ভিণী ও গর্ভস্থ শিশু পর্য্যায় ক্রমে ম্লান ও হর্ষিত হয়, অর্থাৎ ওজঃ যখন মাতাতে সঞ্চরণ করে, তখন মাতা হর্ষিত ও গর্ভস্থশিশু ম্লান এবং ওজঃ যখন সন্তানে সঞ্চরণ করে—তখন গর্ভস্থশিশু হর্ষিত ও মাতা ম্লান হইয়া থাকে। অষ্টম মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রায়ই বাঁচে না। কারণ অষ্টম মাসে ওজঃ পদার্থ সন্তানে স্থির থাকে

না (ওজঃ যখন সন্তান হইতে গিয়া মাতাতে সঞ্চরণ করে, তখন যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে ত নিশ্চয়ই বাঁচে না, কিন্তু যে সময় ওজঃ সন্তানে সঞ্চরণ করে সে সময়ে যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সে সন্তান বাঁচে)। অষ্টম মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে না বাঁচিবার অপর কারণ এই—রুদ্রানুচর নৈঋত্যের বালকদেহে অংশ আছে, সেই জন্য রুদ্রানুচরেরা পূজাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় বালকের প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। অতএব নৈঋত্যের উদ্দেশে বলি দেওয়াইবে। বলি না দিলে তাহারা জাত সন্তানের হিংসা করিয়া থাকে।

টীকা। রুদ্র বালকদেহে নৈঋত্যের ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কুমারতন্ত্রে উক্ত আছে—অষ্টম মাসে নৈঋত্যকে মাংস অন্ন বলি দিবে॥ ২৯৯—৩০১

গর্ভিণী নবম মাসে দশম মাসে সন্তান প্রসব করে। একাদশ দ্বাদশ মাসেও প্রসব করিয়া থাকে। ইহার অধিক কাল গত হইলে বুঝিবে যে, গর্ভ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ৩০২

গর্ভে যে অঙ্গ প্রথম হয়, তাহা কথিত হইতেছে—শৌনক মুনি বলেন—অগ্রে মস্তক জন্মে। কারণ মস্তকই প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি স্থান। কৃতবীর্য্য মুনি বলেন—অগ্রে হৃদয় জন্মে। কারণ হৃদয়ই বুদ্ধির ও মনের স্থান। পারাশর্য্য মুনি বলেন—অগ্রে নাভি উৎপন্ন হয়। কারণ প্রাণ নাভিতে অবস্থিত ও উষ্মযুক্ত হইয়া সমস্ত দেহকে বর্দ্ধিত করে। মার্কণ্ডেয় মুনির এই মত যে, অগ্রে হস্তপদ উৎপন্ন হয়। কারণ দেহিগণের সকল চেষ্টাই হস্তপদাশ্রিত। মুনিপুঙ্গব গৌতম বলেন—প্রথমে কোষ্ঠ হয়। কারণ কোষ্ঠ হইতেই সকল অঙ্গের উদ্ভব হয়। কিন্তু ধন্বন্তরির এই মত যে, সমস্ত অঙ্গ ও সমস্ত প্রত্যঙ্গ যুগপৎ উৎপন্ন হয়, তবে অতি সূক্ষ্মত্ব হেতু তাহাদের উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। আম্রের অতি ক্ষুদ্রফলে মাংস অস্থি ও মজ্জাদি সমস্তই যুগপৎ সম্ভূত হয়, কিন্তু অতি সূক্ষ্মত্বহেতু তৎ সমুদয় তৎকালে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষ্য হয় না। যখন পরিপুষ্ট হয়, তখন তাহারা স্পষ্ট দৃশ্য হইয়া থাকে। এইরূপ গর্ভসমুদ্ভবেও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একদাই উৎপন্ন হয়; কেবল সূক্ষ্মত্ব হেতুই তৎ সমস্ত লক্ষ্য হয় না; বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রব্যক্ত হইয়া থাকে।

টীকা। "মজ্জাদি" আদিশব্দে ত্বক্ কেশর মজ্জত্বক্ অঙ্কুর ও বৃন্ত গ্রহণীয়॥ ৩০৩—৩০৯

অতঃপর **শরীরের পিতৃজ মাতৃজ রসজ ও আত্মজ ভাগ সকল কথিত হইতেছে**—কেশ শ্মশ্রু লোম নখ দন্ত শিরা ধমনী স্নায়ু ও শুক্র এই গুলি পিতৃজ। মাংস রক্ত মজ্জা মেদ যকৃৎ প্লীহা অন্ত্র নাভি হৃদয় ও গুহ্যদেশ এই গুলি মাতৃজ। শরীরের উপচয় (বৃদ্ধি) বর্ণ বল ও স্থিতি এইগুলি রসজ অর্থাৎ আহার রস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ু এবং সুখদুঃখাদি ও ইন্দ্রিয় সকল এইগুলি আত্মজ, অর্থাৎ আত্মসন্নিকর্ষে উৎপন্ন।

টীকা। "দুঃখাদি" আদি শব্দে বুঝিতে হইবে যে নানাযোনিজন্মাদিও উক্ত হইয়াছে। "আত্মজ" শব্দে বুঝিতে হইবে যে, আত্মসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন, বস্তুতঃ আত্মা হইতে উৎপন্ন নহে। কেন না,—আত্মা নির্ব্বিকার, আত্মা হইতে উৎপন্ন হইলে আত্মার প্রকৃতি ভাবের অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ আত্মার প্রকৃতিত্ব অপ্রমাণ হয়, তাহা বিকৃতি মধ্যে গণ্য হয়॥ ৩১০—৩১৩

কোন্ কোন্ পদার্থ গর্ভের বিশিষ্ট উপকারক তাহা কথিত হইতেছে—অগ্নি সোম পৃথিবী বায়ু আকাশ সত্ত্ব রজঃ তমঃ পঞ্চেন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা এই গুলি গর্ভের সঞ্জীবক। অর্থাৎ এই সকল পদার্থ দ্বারাই গর্ভ উৎপন্ন বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হয়।

টীকা। অগ্নিশব্দে এস্থলে পাচক আলোচক রঞ্জক ভ্রাজক ও সাধকাগ্নির (পাচকাদি পঞ্চ পিত্তাত্মার) তথা পাঞ্চভৌতিকাগ্নির (পার্থিব জলীয় তৈজস বায়ব্য ও নাভস অগ্নির) তথা সপ্তধাতুগত অগ্নির শক্তিরূপে অবস্থিত এবং বাক্যের অধিদেবত্ব প্রাপ্ত অগ্নি বুঝিতে হইবে। সেই অগ্নি পাচকাদি কর্ম্ম দ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। সোমশব্দে এস্থলে পঞ্চাত্মক শ্লেষ্মা রস ও শুক্রাদি সোমাত্মক ভাবের এবং রসনেন্দ্রিয়ের শক্তিরূপে অবস্থিত এবং মনের অধিদেবত্ব প্রাপ্ত সোম বুঝিতে হইবে। সেই সোম ওজঃ প্রভৃতি সৌম্য ধাতুর পোষণ দ্বারা এবং বাতাগ্নিসংশুষ্কভাগের আর্দ্রতা বিধান দ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। পৃথিবী, জলক্লিন্নাবয়বেরও কাঠিন্য বিধানদ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। বায়ু, দোষ ধাতু মল অঙ্গ ও উপাঙ্গাদির সঞ্চারণ দ্বারা উচ্ছ্বাস নিশ্বাসদ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। আকাশ বাতাগ্নি বিদারিত স্রোতঃ সকলকে ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ অবকাশ দানদ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ ইহারা মনোরূপে পরিণত হইয়া জীবাত্মার শরীরান্তরগ্রহণ ও শরীরত্যাগের কারণ হয়, অতএব সত্ত্বাদিও গর্ভকে জীবিত রাখে। পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্র-ত্বক্-নেত্র-জিহ্বা ও ঘ্রাণ ইহারা শব্দাদি গ্রহণ কর্ম্মদ্বারা গর্ভকে জীবিত রাখে। ভূতাত্মা অর্থাৎ কর্ম্ম পুরুষ, তিনি অশেষ কর্ম্মরাশিরই চৈতন্যহেতু হইয়া গর্ভকে জীবিত রাখেন॥ ৩১৪

গর্ভের অপর জীবনোপায়—গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ীর সহিত জননীর রসবহা নাড়ী সংলগ্ন থাকে। তাহাতেই দিন দিন গর্ভ বৃদ্ধি পায়। মাতার নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস সংক্ষোভ (সঞ্চলন) ও নিদ্রা হইতে সন্তানেরও নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস সংক্ষোভ ও নিদ্রা কার্য্য সম্পাদিত হয়।

টীকা। "সংক্ষোভ" অর্থাৎ সঞ্চলন। মাতা নিশ্বাসাদি যে যে চেষ্টা করে, গর্ভও সেই সেই চেষ্টা করিয়া থাকে ইত্যর্থ॥ ৩১৫। ৩১৬

গর্ভবৃদ্ধির হেতু উপায়—গর্ভস্থ সন্তানের নাভি মধ্যে একটি জ্যোতিঃ স্থান আছে। বায়ু সেই স্থানকে আধ্মাপিত করিতে থাকে, সেই জন্যই তাহার দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বায়ু উষ্মার সহিত সমন্বিত হইয়া আধমন দ্বারা সন্তানের স্রোতঃ সকলকে ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যগ্ ভাগে যেমন দারিত (বিস্তারিত) করে, সন্তানের দেহও তেমনি বর্দ্ধিত হইতে থাকে॥ ৩১৭। ৩১৮

দৃষ্টিমণ্ডলের ও রোমকূপ সকলের অবৃদ্ধি—মানবগণের দৃষ্টিমণ্ডল ও রোমকূপ সকল কখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ বাড়ে, দৃষ্টিমণ্ডল ও রোমকূপ সকল চিরকাল একভাবেই থাকে॥ ৩১৯

নখ ও কেশের সদা বৃদ্ধি—শরীর ক্ষীয়মাণ হইলেও নখ ও কেশ কিন্তু সদাই বাড়িতে থাকে। নখ কেশের সদাবর্দ্ধন বিষয়ে ইহাই সিদ্ধান্ত যে, নখ ও কেশ ইহারা স্বভাবকে প্রকৃতি করিয়া নিত্য বাড়িতে থাকে। অর্থাৎ নখকেশ বৃদ্ধির প্রতি স্বভাবই কারণ।

টীকা। "প্রকৃতি" অর্থাৎ কারণ। "স্থিতি" অর্থাৎ মর্য্যাদা (ন্যায্যমার্গে স্থিতি)॥ ৩২০

অচেতন অঙ্গ—দ্রব্য ও গুণের সহিত কেশ লোম নখাগ্র ও মল ভিন্ন ইন্দ্রিয় সমন্বিত সমস্ত দেহ এবং মন চেতনার অধিষ্ঠান। অর্থাৎ সদ্রব্যগুণ-কেশ সদ্রব্যগুণ-লোম, সদ্রব্যগুণ-নখাগ্র ও সদ্রব্যগুণ-মল কেবল এই কয়েকটিতে চেতনা নাই, এতদ্ভিন্ন সেন্দ্রিয় সমস্ত দেহে ও মনে চেতনা আছে॥ ৩২১

গর্ভস্থ সন্তানের বাত মূত্র ও মলত্যাগ না করার কারণ—বায়ুর অল্পতা হেতু এবং বায়ুর ও পক্বাশয়ের অল্প সংযোগবশতঃ গর্ভস্থ সন্তান বাতমূত্র পুরীষ ত্যাগ করে না। (টীকা। "অযোগ" অর্থাৎ ঈষদ্‌যোগ)॥ ৩২২

গর্ভস্থ সন্তানের রোদন না করার কারণ—গর্ভস্থ সন্তানের মুখ জরায়ু দ্বারা (গর্ভবেষ্টন চর্ম্মদ্বারা) আচ্ছন্ন থাকাতে এবং তাহার কণ্ঠ কফদ্বারা বেষ্টিত থাকাতে বায়ুর গমনাগমন পথ নিরোধহেতু গর্ভস্থসন্তান রোদন করে না॥ ৩২৩

গর্ভবতী স্ত্রীর করণীয় ও অকরণীয় কর্ম্ম—গর্ভবতী স্ত্রী গর্ভের প্রথম দিবস হইতেই প্রহৃষ্ট, ভূষিত, পবিত্র শুক্লবস্ত্রধারিণী এবং গুরু ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনারত থাকিবে। নিত্য মধুর রস বহুল স্বর্দ্ধ-হৃদ্য-দ্রব-লঘু-সংস্কৃত ও দীপনীয়-ভোজ্য ভোজন করিবে। ব্যায়াম ও অপতর্পণ (শরীর কর্ষককার্য্য) করিবে না, মৈথুন করিবে না, অতি সন্তর্পণ ক্রিয়াও করিবে না। রাত্রিজাগরণ করিবে না, শোক করিবে না, যানারোহণ করিবে না, রক্তমোক্ষণ করিবে না, মলমূত্রাদির বেগধারণ করিবে না, উৎকটাসন করিবে না (উঁচু হইয়া বসিবে না)। বাতাদি দোষদ্বারা বা অভিঘাতদ্বারা গর্ভিণীর যে যে শরীরভাগ প্রপীড়িত হয়, গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই শরীরভাগ প্রপীড়িত হইয়া থাকে, অতএব তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিবে। গর্ভবতী স্ত্রী মলিনা বিকৃতাঙ্গী বা হীনাঙ্গী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না, দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিবে না, নয়নের অপ্রিয় বস্তু দর্শন করিবে না, কর্ণের অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিবে না, পর্য্যুষিত (বাসি) শুষ্ক বা পচা ভোজ্য ভোজন করিবে না, চৈত্য (গ্রামের প্রসিদ্ধ দেবঅধিষ্ঠিত বৃক্ষ বা স্থান), শ্মশান বৃক্ষ, অযশস্কর বিষয় সকল, বহির্নিক্রমণ (যথাতথা গমনাগমন), ক্রোধ ও শূন্যাগার বর্জ্জন করিবে। চীৎকার করিয়া কথা কহিবে না, যাহাতে গর্ভ বিনষ্ট হইতে পারে, এমন কার্য্য করিবে না, অধিক তৈলাভ্যঙ্গ ও উদ্বর্ত্তন (হরিদ্রাসর্ষপকাদিদ্বারা গাত্রমর্দ্দন) করিবে না, কঠিনাস্তরণে আস্তৃত বা অত্যুচ্চ শয্যা ও আসন করিবে না। গর্ভিণী স্ত্রী অতি যত্নপূর্ব্বক এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে॥ ৩২৪—৩৩৩

প্রসব মাস—নবম বা দশমমাসে নারী সন্তান প্রসব করে; একাদশ বা দ্বাদশ মাসেও প্রসব করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার অধিক বিলম্ব হইলেই বুঝিবে যে সে বিলম্ব কোন রোগ বশতই হইতেছে॥ ৩৩৪

সূতিকাগৃহাকৃতি—আটহাত দীর্ঘ ও চারিহাত বিস্তৃত এবং পূর্ব্বদ্বার বা উত্তরদ্বার করিয়া সুন্দররূপ সূতিকা গৃহ নির্ম্মাণ করাইবে॥ ৩৩৫

আসন্নপ্রসবার লক্ষণ—কুক্ষি শিথিল হইলে, হৃদয়বন্ধন (সন্তানের নাভিনাড়ীর সহিত মাতার হৃদয়স্থ রসবহ নাড়ীর যে বন্ধন, তাহা) মুক্ত হইলে জঘনদেশ (স্ত্রীকটীর পুরোভাগ) ব্যথান্বিত হইলে, কটী-পৃষ্ঠ ব্যথাযুক্ত হইলে এবং মুহুর্মুহুঃ মলমূত্র প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিলে বুঝিবে যে প্রসবকাল উপস্থিত হইয়াছে॥ ৩৩৬। ৩৩৭

আসন্নপ্রসবার উপচার অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে যাহা করণীয়—আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে তৈলাভ্যক্ত করিয়া উষ্ণজলে স্নান করাইবে এবং ঘৃতসংযুক্ত ঈষদুষ্ণ যবাগূ পরিমিত মাত্রায় পান করাইবে। প্রসবব্যথা উপস্থিত হইলে গর্ভিণী—উপাধানযুক্ত বিস্তীর্ণ কোমল শয্যায় উত্তান অসঙ্কোচিত ভাবে রাখিয়া চিত হইয়া ধীরে ধীরে শয়ন করিবে।

টীকা। "আভুগ্নসক্থী" অর্থাৎ অসঙ্কোচিতোরু॥ ৩৩৮। ২৩৯

জননয়িত্রী—প্রসবকরান কার্য্যে পটু এবং মাতৃসী

চারিজন হিতাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধস্ত্রীলোক সম্যক্ নখচ্ছেদন করিয়া ব্যথান্বিত গর্ভিণীর পরিচর্য্যা করিবে॥ ৩৪০

জনয়িত্রী কৃত্য—গর্ভিণীর যোনিদ্বার তৈল দ্বারা চতুর্দ্দিকে সম্যক্ অভ্যক্ত করিবে এবং জনয়িত্রী-দিগের মধ্যে একজন বলিবে—সুভগে! প্রবাহণ কর (কোঁথ পাড়) কিন্তু ব্যথা গেলে আর কুন্থন করিও না, ব্যথা উপস্থিত হইলেই কুন্থন করিবে, প্রথমে অল্প অল্প পরে প্রগাঢ় কুন্থন করিবে, সন্তান যোনিমুখে উপস্থিত হইলে যে পর্য্যন্ত না ফুলের সহিত তাহা ভূমিষ্ঠ হয়, সে পর্য্যন্ত প্রগাঢ়তর কুন্থন করিতে থাকিবে॥ ৩৪১—৩৪৩

প্রসব ব্যথা অপগত হইলেও গর্ভিণী যদি প্রসবার্থ কুন্থন করিতে থাকে, তাহা হইলে অকাল কুন্থনহেতু সন্তান মূক, বধির, কুব্জ বা গ্রস্তত‌নু অথবা শ্বাস-কাস-ক্ষয়-রোগান্বিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয় ৩৪৪

ইতি শ্রীমিশ্রলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে গর্ভপ্রকরণ দ্বিতীয়।

অথ বাল-প্রকরণ।

বালকের জন্মোত্তর বিধি কথিত হইতেছে—কুলবৃদ্ধ স্ত্রী পরম্পরায় যেরূপ বিধান চলিয়া আসিতেছে, বালক জন্মিলে সেইরূপ বিধানই অবলম্বন করিবে॥ ১

প্রসূতার নিয়ম সকল কথিত হইতেছে—প্রসূতা স্ত্রী হিতকর আহার বিহার করিবে, ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও শৈত্য সেবন পরিত্যাগ করিবে। কারণ—অবৈধ আচরণে সূতিকা নারীর যে কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাই কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। অতএব সূতিকা নারী সুপথ্য সেবন করিবে॥ ২। ৩

প্রসূতার নিয়মপ্রতিপালনের কাল-নিরূপণ—প্রসূতা নারী প্রসবের পর একমাস কাল অতি সাবধান হইয়া থাকিবে। সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা হইবে অর্থাৎ বস্ত্রাদি লগ্ন দুষ্টরক্ত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকিবে; স্নিগ্ধ ও সুপথ্য ভোজ্য অল্প মাত্রায় ভোজন করিবে; এবং নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ ও স্বেদগ্রহণ করিবে।

টীকা। "সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা হইবে" অর্থাৎ ধাবনাদি দ্বারা দুষ্টরক্তের অপনয়ন করিয়া সদা পরিষ্কৃত থাকিবে। "অতন্দ্রিতা" অর্থাৎ সাবধানা॥ ৪

প্রসবের পর দেড় মাসকাল অতীত হইলে অথবা পুনর্ব্বার রজঃ দৃষ্ট হইলে প্রসূতার আর সূতিকা নাম থাকে না, ইহাই ধন্বন্তরির মত।

চারি মাসের পর যখন বুঝিবে—প্রসূতা বিশুদ্ধ ও উপদ্রব শূন্য হইয়াছে, তখন আর তাহাকে প্রসূতার নিয়ম প্রতিপালন করাইতে হইবে না; অর্থাৎ তাহাকে যথেচ্ছ আহার বিহার করিতে দিবে॥ ৫। ৬

স্তন্য স্বরূপ—পরিপক্ক আহার হইতে উৎপন্ন এবং মধুররসান্বিত যে রসপ্রসাদ (রসের সার) সমস্ত দেহ হইতে স্তনে গিয়া অবস্থিতি করে, তাহাই স্তন্যনামে অভিহিত॥ ৭

স্তন্যপ্রবর্ত্তনের সময়—প্রসবের তিনরাত্রি বা চারি রাত্রি পরে প্রসূতার হৃদয়স্থিত স্তন্যবহ ধমনী সকল বিবৃতমুখ হইয়া স্তন্য প্রবর্ত্তন করে॥ ৮

স্তন্য প্রবর্ত্তনের হেতু—অভিলষিত কামিনীর দর্শন স্পর্শনাদি দ্বারা যেমন শুক্রক্ষরণ হয়, পুত্রের দর্শন স্পর্শন স্মরণ ও গ্রহণ দ্বারাও তেমনি জননীর স্তন্য প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। স্তন্যের প্রবাহ বিষয়ে প্রগাঢ় স্নেহই হেতু॥ ৯

স্তন্যাল্পতার হেতু—অবাৎসল্য (বাৎসল্য হীনতা) ভয় শোক ক্রোধ অতি অপতর্পণ ও গর্ভান্তরপরিগ্রহ এই সকল কারণে স্ত্রীলোকদিগের স্তন্য অল্প হইয়া থাকে॥১০

স্তন্য বৃদ্ধির হেতু—শালি, ষষ্টিক, গোধূম, মাংস, ক্ষুদ্র মৎস্য, কালশাক, লাউ, নারিকেল, কেশুর, পানিফল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও রসুন, স্তন্য বৃদ্ধির জন্য এই সকল দ্রব্য সেবন করিবে এবং সুমনা হইবে, অর্থাৎ শালি ষষ্টিকাদি দ্রব্য সেবনে স্তন্য বৃদ্ধি হয় ও জননীর চিত্ত প্রসাদেও স্তন্য বৃদ্ধি হয়। কলম ধান্যের তণ্ডুল দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেই কল্ক যে নারী ভক্ষণ করে, সে প্রচুরতর স্তন্যভরে তুঙ্গস্তনী হয়॥ ১১—১৩

কলমধান্যের পরিচয়—কলম—কলিবিখ্যাত ধান্য, তাহা বৃহৎ হ্রদে জন্মে। কাশ্মীর দেশে কলম ধান্য মহাতণ্ডুল নামে বিখ্যাত।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস পান করিলে অথবা তাহার চূর্ণ দুগ্ধ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয়॥১৪।১৫

স্তন্যদুষ্টতা হেতু—গুরুভোজন, বিষমভোজন ও দোষজনক ভোজন দ্বারা বাতাদি দোষ, ধাত্রীর দেহে প্রকুপিত হয়, সেই জন্যই স্তন্য দুষ্ট হইয়া থাকে। অবৈধ আহার বিহারশীল স্ত্রীর বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধকে দূষিত করে। তাহাতেই অর্থাৎ সেই দুষ্ট স্তন্য পান করাতেই শিশুর শরীরে রোগ সকল জন্মে॥ ১৬। ১৭

দুষ্টস্তন্য লক্ষণ—বাতদূষিত স্তনদুগ্ধ কষায় রস ও সলিলপ্লাবী হয় অর্থাৎ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলের উপর প্লাবিত হইয়া থাকে। পিত্ত-দুষ্ট স্তনদুগ্ধ অম্ল ও কটুরস হয়। জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে পীতবর্ণ রেখা সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। কফদুষ্ট স্তনদুগ্ধ পিচ্ছিল হয়, জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা নিমগ্ন হইয়া যায়। স্তন্য দুই দোষে দুষ্ট হইলে তদ্দোষদ্বয়ের এবং তিন দোষেই দুষ্ট হইলে দোষত্রয়েরই লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে॥ ১৮। ১৯

দুষ্টস্তন্যশোধনবিধি—ধাত্রীর স্তন্য দুষ্ট হইলে স্তন্যবিশোধনার্থ তাহাকে মুদ্গযূষ ও মাংসরস খাইতে দিবে। বামুনহাটী দেবদারু বচ ও আতইচ পেষণ করিয়া তাহা সেবন করাইবে। আকনাদি মূর্ব্বা মুতা চিরতা দেবদারু শুঁঠ ইন্দ্রযব অনন্তমূল ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ স্তন্য বিশোধক। পলতা নিম অসন দেবদারু আকনাদি মূর্ব্বা গুলঞ্চ কট্‌কী ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া স্তন্য বিশোধনের জন্য ধাত্রীকে পান করিতে দিবে॥ ২০—২২

শুদ্ধ স্তন্য লক্ষণ—যে স্তন্য জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়, যাহা অবিবর্ণ অতন্তু-ঈষৎ পাণ্ডুর (পীতমিশ্রশুক্ল) পাতলা ও শীতল, সেই স্তনদুগ্ধই বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে॥ ২৩

ধাত্রীলক্ষণ—বালককে স্তন্য পান করাইবার নিমিত্ত যদি উপমাতা (ধাত্রী) নিযুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে দোষগুণ সুবিচার করিয়া ঈদৃশী উপমাতা অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ গুণান্বিতা ধাত্রী নিযুক্ত করিবে। যথা যে স্ত্রী সবর্ণা (সজাতি), মধ্যমবয়সা, সংস্বভাবা, সদা প্রফুল্লা, শুদ্ধদুগ্ধা ও বহুদুগ্ধা, সন্তানবতী, অতিবৎসলা, স্বাধীনা, অল্পেই সন্তুষ্টা, সদ্বংশজা ও সজ্জনকন্যা, কপটতাহীন এবং যে স্ত্রী শিশুকে নিজপুত্রবৎ দর্শন করে, সেই স্ত্রীকেই ধাত্রী নিযুক্ত করিবে॥ ২৪—২৬

নিষিদ্ধা ধাত্রী—শোকাকুলা, ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্তা, ব্যাধিমতী, অত্যুচ্চদেহা বা অতিনীচ দেহা, অতীব স্থূলা বা অতীব কৃশা,গর্ভিণী, জ্বরিণী, লম্বোন্নতপয়োধরা, অজীর্ণ ভোজিনী, পথ্য।ববর্জ্জিতা (অপথ্য সেবিনী), ক্ষুদ্রকার্য্যে আসক্তা, দুঃখার্ত্তা ও চঞ্চলা, এইরূপ ধাত্রীর স্তন্য পান করিলে শিশু রুগ্ন হইয়া থাকে॥ ২৭। ২৮

বালকের স্তন্যপান বিধি—বালককে স্তন্যপ্রদান কালে মাতা চারুবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক প্রশস্তাঙ্গী হইয়া পূর্ব্বমুখে আসনে উপবেশন করিবেন এবং দক্ষিণ স্তন জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া অল্প পরিমাণে স্তন্য গালিয়া ফেলিবেন ও বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বয়ে অভিমন্ত্রিত হইবেন। তৎপরে শিশুকে ক্রোড়দেশে উত্তরমুখে স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে স্তন্য পান করাইবেন।

টীকা। "মাতা" এস্থলে উপলক্ষণ, মাতা বলায় ধাত্রীও শিশুকে স্তন্যপ্রদান কালে স্তন ধৌত পূর্ব্বক স্তন দুগ্ধ অল্পপরিমাণে গালিয়া ফেলিবে॥ ২৯—৩১

স্তন্য প্রদানের যে বিধি উক্ত হইল, তাহার অন্যথাচরণ করিলে যে কি বৈগুণ্য হয়, তাহা সুশ্রুত বলিয়াছেন, তদ্‌যথা—বালককে স্তন্যপান করাইবার অগ্রে স্তন হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ গালিয়া না ফেলিয়া তাহাকে স্তন্যপান করিতে দিলে অধিক দুগ্ধ মুখে প্রবেশ করায় কাস শ্বাস ও বমি উপস্থিত হইয়া বালককে অত্যন্ত পীড়িত করে। অতএব স্তন্যপান করাইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ স্তন্য গালিয়া ফেলিয়া দিবে।

অভিমন্ত্রণ যথা—"ক্ষীরনীরনিধিস্তেহস্ত—হইতে "ভবত্বেষ মহাবলঃ" পর্য্যন্ত একটি মন্ত্র। এবং "পয়োঽমৃতসমং" - হইতে "দেবাঃ প্রাপ্যামৃতং যথা" পর্য্যন্ত অপর একটি মন্ত্র। মন্ত্রের এই অর্থ—ক্ষীর সমুদ্র তোমার স্তনদ্বয়কে ক্ষীরে পরিপূর্ণ করুক এবং সেই ক্ষীর পান দ্বারা বালক সদা সৌভাগ্যশালী ও মহাবল হউক। দেবতারা যেমন অমৃত পান করিয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিয়াছেন, হে শুভাননে! তোমার পুত্রও এই অমৃতসম দুগ্ধ পান করিয়া দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হউক।

টীকা। উক্ত মন্ত্রদ্বয় পিতা বা অন্যকোন ব্রাহ্মণ পাঠ করিবেন। এবং মন্ত্রদ্বয় যতক্ষণ পঠিত হইবে ততক্ষণ মাতা অথবা ধাত্রী দক্ষিণ হস্তদ্বারা দক্ষিণ স্তন স্পর্শ করিয়া থাকিবেন॥ ৩২

যদি জননীর স্তনে দুগ্ধ না থাকে এবং ধাত্রীও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে যতদিন জননীর স্তনদুগ্ধ সম্যক্ পাওয়া না যায়, অথবা যাবৎ স্তন্য পানের যোগ্যতা থাকে, তাবৎ কাল উপযুক্ত মাত্রায় বালককে ছাগদুগ্ধ অথবা গব্যদুগ্ধ পান করাইবে। কারণ শিশুর দুগ্ধই সাত্ম্য, অতএব অন্নাদি অন্য কিছু না দিয়া দুগ্ধই পান করিতে দিবে।

টীকা। "ক্ষীরসাত্ম্যতা"—শিশুর দুগ্ধই সাত্ম্য, অন্নাদি সাত্ম্য নহে। "আস্তন্যপর্য্যাপ্তি"—যাবৎ স্ত্রীর স্তন্যের সন্তোষ ভাবে প্রাপ্তি হয়, অথবা যাবৎ স্তন্যপানের যোগ্যতা থাকে॥ ৩৩

বালকের অন্নপ্রাশন সময় ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে শাস্ত্রোক্ত বিধানে বালককে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অন্নপ্রাশন করাইবে। পরে ক্রমে ক্রমে (বয়োবৃদ্ধি অনুসারে) অন্নের মাত্রা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিতে থাকিবে॥৩৪

বালকের পরিচর্য্যা বিধি—বালককে সযত্নে কোলে লইবে, তাহাকে কখন তর্জ্জন করিবে না, বালক নিদ্রিত থাকিলে হঠাৎ তাহাকে জাগাইবে না, যত দিন না বসিতে সমর্থ হয়, ততদিন তাহাকে বসাইবে না, বল পূর্ব্বক টানিয়া কোলে লইবে না, শীঘ্র শয্যায় নিক্ষেপ করিবে না, অর্থাৎ বালককে অতি ধীরে ধীরে যত্ন পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করাইবে। অবিরত বিধি

ভিন্ন অর্থাৎ ঔষধদানাদি কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে বালককে কাঁদাইবে না। বালকের চিত্ত অনুবর্ত্তন করিবে অর্থাৎ বালকের মনের মত কার্য্য করিবে। বালককে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল রাখিবে। বায়ু,আতপ,বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, ধূম, অগ্নি, জল প্রভৃতি এবং নিম্নোচ্চ স্থান হইতে বালককে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে।

টীকা। "অযোগ্য" অর্থাৎ উপবেশনে অসমর্থ। "আবশ্যক বিধি" অর্থাৎ ভেষজদান তৈলাভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তনাদি॥ ৩৫—৩৭

বালকের স্বভাবতঃ হিতকর বিষয়—অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন (হরিদ্রামলকাদিদ্বারা গাত্রমর্দ্দন), স্নান, নেত্রে অঞ্জন, মৃদু বসন ও মৃদু অনুলেপন, এইগুলি বালকের জন্মাবধি সর্ব্বদা হিতকর॥ ৩৮

বালকের সম্বন্ধে কবলাদির সময়—পঞ্চমবর্ষ বয়সের পর কবল ধারণ সময়,অষ্টমবর্ষ বয়সের পর নস্য কর্ম্মের সময়, ষোড়শ বর্ষ বয়সের পর বিরেচনের সময় এবং বিংশতি বর্ষ বয়সের পর মৈথুনের সময়॥ ৩৯

বাল্যাদির সীমা সম্বন্ধে সুশ্রুত যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহাই বলা যাইতেছে। বয়স ত্রিবিধ, যথা-বাল্য মধ্যম ও বার্দ্ধক্য। ঊনষোড়শবর্ষ-পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ণ পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত বাল্যকাল। বালকও ত্রিবিধ, যথা দুগ্ধাশী দুগ্ধান্নাশী ও অন্নভুক্। এক বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বালক দুগ্ধাশী, দুই বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নাশী, তৎপরে অন্নাশী হয়। ষোড়শ বর্ষ হইতে সপ্ততি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত মধ্যম বয়স। মধ্যম বয়স চতুর্ব্বিধ যথা—বৃদ্ধি বয়স,যুবা বয়স, পূর্ণ বয়স ও ক্ষীণ বয়স। কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃদ্ধি বয়স, ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যুবা বয়স, চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পূর্ণ বয়স অর্থাৎ এই বয়সে বীর্য্যাদি পরিপূর্ণ থাকে। তৎপরে সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ক্ষীণ বয়স অর্থাৎ এই বয়সে শারীর পদার্থ সকল ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। সত্তর বৎসর বয়সের পর দিন দিন মানবের ধাতুবলাদি ক্ষীণ হয়, ইন্দ্রিয় বল ক্ষীণ হয় ও শুক্র ক্ষীণ হয়। এবং মানব বলী-পলিত খালিত্য যুক্ত, সর্ব্ব কর্ম্মে অক্ষম ও শ্বাস কাসাদি-ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সত্তর বৎসর বয়সের পর মানব বৃদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। বাল্য বয়সে শ্লেষ্মা, মধ্যম বয়সে পিত্ত এবং বৃদ্ধ বয়সে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব বয়স বিচার করিয়া চিকিৎসা করিবে।

টীকা। "বীর্য্যাদি" আদি শব্দে রসাদি সর্ব্ব ধাতু ইন্দ্রিয় বল ও উৎসাহ বুঝিতে হইবে। "ক্ষীণ" অর্থাৎ সর্ব্বধাতু-ইন্দ্রিয়-বল ও উৎসাহহীন। "উপক্রম" অর্থাৎ চিকিৎসা॥ ৪০—৪৬

তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—বাল্য বৃদ্ধি ছবি (দেহ-কান্তি) মেধা ত্বক্ দৃষ্টি শুক্র বিক্রম বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় চিত্ত ও জীবন, এই গুলি যথাক্রমে প্রতি দশ বৎসরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রথম দশ বৎসরে বাল্য, দ্বিতীয় দশ বৎসরে বৃদ্ধি, তৃতীয় দশ বৎসরে ছবি ইত্যাদি॥ ৪৭

প্রকৃতিলক্ষণ—ভিষগ্‌গণের মতে প্রকৃতি সাতটি যথা বাত হইতে বাত প্রকৃতি, পিত্ত হইতে পিত্তপ্রকৃতি, কফ হইতে কফ প্রকৃতি, দোষদ্বয় হইতে দ্বান্দ্ব প্রকৃতি (অর্থাৎ বাতপিত্তপ্রকৃতি, বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি ও পিত্ত-শ্লেষ্মপ্রকৃতি) এবং দোষত্রয় হইতে সান্নিপাতিক প্রকৃতি। শুক্র শোণিতের সংযোগে বাতাদি যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষ দ্বারা মানবের প্রকৃতি উৎ-পন্ন হয়। প্রকৃতির বিষয় পরে বলিব॥ ৪৮। ৪৯

বাগ্‌ভটে আত্রেয়াদি ঋষিগণেরও এই উক্তি আছে, যথা—শুক্র শোণিত গর্ভিণীর ভোজ্য ও চেষ্টা এবং গর্ভাশয়ের পীড়াএই সমুদায়ে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই দোষ দ্বারাই প্রকৃতি জন্মে। প্রকৃতি সাত প্রকার।

টীকা। শুক্রশোণিতাদিগত যে দোষ দ্বারা প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা দুষ্ট দোষ নহে, তাহাও স্বভাবাব-স্থিত দোষ জানিবে। কারণ তাহা দুষ্টদোষ হইলে তদ্দ্বারা শুক্রশোণিতেরও দুষ্টি ঘটিত, শুক্র শোণিতের দুষ্টিতে শুদ্ধ গর্ভের উৎপত্তি হইতে পারিত না॥ ৫০

বাত প্রকৃতি লক্ষণ—বাত প্রকৃতি ব্যক্তি—জাগরুক, অল্পকেশ, স্ফুটিতকরচরণ (হাত পা ফাটা), কৃশ, দ্রুত গমনশীল,বহুভাষণশীল ও রুক্ষ। বাত প্রকৃতি ব্যক্তি স্বপ্নে আকাশে গমন করে॥ ৫১

পিত্ত প্রকৃতি লক্ষণ—পিত্ত প্রকৃতি ব্যক্তি—যেরূপ হয়, তাহা বলিতেছি—যাহার কেশ অকালে পাকে, যে ব্যক্তি গৌরবর্ণ ও কোপন স্বভাব, যাহার সর্ব্বদা ঘর্ম্ম হয়, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, বহুভোজী, তাম্র-নেত্র এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নে জ্যোতিষ্ক পদার্থ সকল দর্শন করে, তাহাকে পিত্তপ্রকৃতিক বলিয়া জানিবে॥ ৫২।৫৩

শ্লেষ্মপ্রকৃতি লক্ষণ—যাহার কেশ শ্যামবর্ণ, যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল, স্থূলকায়, বহুবীর্য্য, মহাবল এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নে জলাশয় দর্শন করে, তাহাকে শ্লেষ্ম-প্রকৃতিক বলিয়া জানিবে।

যে প্রকৃতিতে দোষদ্বয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে দ্বন্দ্বপ্রকৃতি এবং যাহাতে ত্রিদোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক প্রকৃতি কহা যায়।

বাগ্‌ভটেও বাতাদি প্রকৃতি সবিশেষ বর্ণিত আছে, তদ্‌যথা—বিভুত্ব হেতু, শীঘ্রকারিত্ব হেতু, বলিত্ব হেতু, অন্য কোপনত্ব হেতু (অন্যকারণেই কুপিত হইয়া উঠে বলিয়া) স্বপ্রধানত্ব হেতু এবং বহুরোগকর্তৃত্ব হেতু দোষদিগের মধ্যে বায়ুই প্রবল জানিবে।

বাত প্রকৃতি—বাতপ্রকৃতিক মনুষ্যগণ প্রায়ই দোষাত্মক হয়, তাহাদের গাত্র ও কেশ স্ফুটিত (কাটা) ও ধূসর বর্ণ হয়, তাহারা শীতদ্বেষী হয়, তাহাদের ধৃতি

স্মৃতি বুদ্ধি চেষ্টা সৌহৃদ্য (বন্ধুত্ব) দৃষ্টি ও গতি অস্থির হয়, তাহারা অতি ভাষণশীল হয়, তাহাদের পিত্ত বল (পাঠান্তরে কফ) জীবিত ও নিদ্রা অল্প হয়, তাহাদের বাক্য অবসন্ন কণ্ঠলগ্ন ও জর্জ্জর হয়, তাহারা নাস্তিক বহুভোজী ও বিলাসী হয়, গীত হাস্য মৃগয়া ও কেলিতে অত্যাসক্ত হয়, মধুর-অম্ল-কটু-ও উষ্ণ দ্রব্যই তাহাদের সাত্ম্য এবং তাহাতেই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহারা কৃশ ও দীর্ঘাকৃতি হয়, তাহাদের গমনে শব্দ হয়, তাহারা দৃঢ় হয় না, জিতেন্দ্রিয় হয় না, সজ্জন হয় না, স্ত্রীর প্রিয় হয় না এবং তাহাদের বহুসন্তান হয় না, তাহাদের নেত্রদ্বয় খর (অগ্নিদগ্ধ) ধূসরবর্ণ গোল অমনোরম মৃতোপম ও উন্মীলিতবৎ হয়, তাহারা স্বপ্নে শৈল ও বৃক্ষোপরি গমন করে, তাহারা অধন্য (অভাগ্য) মৎসর (পরশুভকাতর) ধ্মাত ও চৌর, তাহাদের জঙ্ঘার মাংসপিণ্ড দৃঢ়বদ্ধ হয়। বাতিক ব্যক্তিগণ কুকুর, শৃগাল, উষ্ট্র, গৃধ্র, মূষিক, পেচক ও কাকের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্ত প্রকৃতি—পিত্ত স্বয়ং বহ্নি অথবা বহ্নি-সম্ভূত ; অতএব পিত্তোদ্রিক্ত ব্যক্তি তীব্রতৃষ্ণ বুভুক্ষু গৌরবর্ণ ও উষ্ণাঙ্গ হয়, তাহাদের হস্ত পদ ও চক্ষু তাম্র বর্ণ হয়, তাহারা শূর মানী পিঙ্গকেশ ও অল্পরোমা হয়, তাহারা মাল্য বিলেপন ও অলঙ্কার প্রিয় হয়, সুসজ্জিত হয়, শুচি হয়, আশ্রিতবৎসল হয়, তাহারা বিভবশালী সাহসী বুদ্ধিমান্ ও বলিষ্ঠ হয়, শত্রু-দিগেরও ভয়াবহ বিষয়ে তাহাদের গতি হয়, অর্থাৎ তাহারা শত্রুদিগেরও ভয়ে ভীত হয় না, তাহারা মেধাবী হয়, তাহাদের মাংস ও সন্ধিবন্ধ শিথিল হয়, তাহাদের কাম ও শুক্র অল্প, সুতরাং তাহারা নারীগণের অনভিমত হয়, তাহারা পলিত ব্যঙ্গ ও নীলিকা রোগের আবাস স্থান হয়, তাহারা মধুর-কষায়-তিক্ত ও শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে ভালবাসে, তাহারা ধর্ম্মদ্বেষী হয়, তাহাদের অধিক ঘর্ম্ম হয়, গাত্রে দুর্গন্ধ হয়, মল অধিক হয়, ক্রোধ অধিক হয়, পান ভোজন অধিক হয় ও ঈর্ষ্যা অধিক হয়, তাহারা স্বপ্নে কর্ণিকার পলাশ দিগ্‌দাহ উল্কা বিদ্যুৎ সূর্য্য ও অগ্নি দর্শন করে। তাহাদের পক্ষ্মসকল সূক্ষ্ম পিঙ্গলবর্ণ চলন-শীল ক্ষুদ্র অত্যল্প ও হিমপ্রিয়, তাহাদের নেত্র ক্রোধ দ্বারা মদ্যপান দ্বারা ও সূর্য্যকিরণ দ্বারা শীঘ্রই লোহিত বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহারা মধ্যায়ুঃ মধ্যবল পণ্ডিত ও ক্লেশভীরু হয়, পৈত্তিক ব্যক্তিগণ ব্যাঘ্র ভল্লুক বানর বিড়াল ও যক্ষের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লেষ্ম প্রকৃতি—শ্লেষ্মা সোমপদার্থ, তজ্জন্য শ্লেষ্মল ব্যক্তি সৌম্যাকৃতি হয়, তাহাদের সন্ধি অস্থি ও মাংস গূঢ় স্নিগ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হয়, তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা দুঃখ ক্লেশ ও সন্তাপে সন্তপ্ত হয় না, শ্লেষ্মল ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ সাত্ত্বিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়, তাহাদের বর্ণ প্রিয়ঙ্গু দূর্ব্বা শরকাণ্ড খড়্গ গোরোচনা পদ্ম বা সুবর্ণের ন্যায় হয়, বাহু প্রলম্ব হয়, বক্ষঃস্থল স্থূল ও পীবর হয়, ললাট প্রশস্ত হয়, কেশ ঘন ও নীলবর্ণ হয়, অঙ্গ মৃদু হয়, দেহ সম সুবিভক্ত ও চারু হয়, শ্লেষ্মল ব্যক্তির ওজঃ রতি রস শুক্র পুত্র ও ভৃত্য অধিক হয়, তাহারা ধর্ম্মাত্মা হয়, কখন নিষ্ঠুর কথা বলে না, দৃঢ় ও চির-বৈরভাব প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে, অর্থাৎ শত্রুতাভাব মনে মনে বহুকাল রাখে, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় গমন করে, তাহাদের কণ্ঠস্বর মেঘ সমুদ্র মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ঘোষের ন্যায় গম্ভীর, তাহারা স্মৃতিমান্ অভিযোগবান্ ও বিনীত; তাহারা বাল্যকালেও অতি রোদনশীল ও অতি লোলস্বভাব হয় না, তাহারা তিক্ত কষায় কটু উষ্ণ রুক্ষ ও অল্প ভোজন করে, তথাপি বলবান হয়, তাহা-দের নেত্রদ্বয় রক্তান্ত (নেত্রপ্রান্ত লোহিতাভ) সুস্নিগ্ধ বিশাল দীর্ঘ সুব্যক্তশুক্লকৃষ্ণমণ্ডল ও পক্ষ্মল, তাহাদের আহার ক্রোধ পান ভোজন ও ঈর্ষ্যা অল্প, তাহারা প্রজ্ঞাচিত্ত, দীর্ঘসূত্রী ও বদান্য, তাহাদের হৃদয় গম্ভীর ও বক্ষঃ স্থূল, তাহারা ক্ষমাবান্ মিতাল্প নির্লোভ কৃতজ্ঞ সরলপ্রকৃতি পণ্ডিত সৌভাগ্যবান্ লজ্জাশীল গুরুভক্ত ও স্থিরসৌহৃদ্, তাহারা স্বপ্নে পদ্মসমন্বিত বিহঙ্গ-শোভিত-জলাশয় ও মেঘ দর্শন করে, শ্লেষ্মপ্রকৃতিক ব্যক্তিগণ বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র বরুণ গরুড় হংস গজরাজ সিংহ অশ্ব গো ও বৃষের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট। বিষজাত কীটকে বিষ যেমন পীড়িত করিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতি সকলও মানবকে পীড়িত করিতে সমর্থ হয় না।

টীকা। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃতি হেতু দোষদিগের মধ্যে যে দোষ অধিক, সে দোষ কেন নিজ ব্যাধি সকল উৎপাদন করে না, এই আশঙ্কাতেই বিষ-জাত কীটের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। মূলে যে দুইটি “নকারের” প্রয়োগ আছে, তাহারা ঈষদর্থে প্রযুক্ত হই-য়াছে বুঝিতে হইবে। বিষজাত কীটের দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা এই—বিষ যেমন বিষজাত কীটকে পীড়া দিতে পারে না অর্থাৎ অত্যন্ত পীড়া দিতে সমর্থ হয় না, কেবল বিকল দাহাদি দ্বারা ঈষৎ পীড়া দেয়, সেইরূপ প্রকৃতি সকলও মানবকে পীড়া দিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ জ্বরাদি উৎপাদন করিয়া অত্যন্ত পীড়া দিতে পারে না, কেবল করচরণস্ফুটিতত্বক-নিদ্রাধিক্যাদি দ্বারা ঈষৎ পীড়া দিয়া থাকে॥ ৫৯—৭৫

মানব শরীরে প্রকৃতিদোষের স্বভাবতঃ প্রকোপ বা অন্যভাব অথবা ক্ষয় জন্মে না, কিন্তু যদি জন্মে তাহা হইলে মানব রক্ষা পায় না। ৭৬

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে বালপ্রকরণ তৃতীয়।

অথ চতুর্থপ্রকরণ।

অথ দেশ।

ভূমিদেশ ত্রিবিধ,যথা অনূপ জাঙ্গল ও মিশ্র লক্ষণ ॥১

অনূপ লক্ষণ—যে দেশে অনেক নদী পল্বল (ক্ষুদ্রসরঃ) ও পর্ব্বত আছে, যে দেশ উৎপলাদি জলজ পুষ্পে সুশোভিত ; যে দেশে হংস, সারস, কারণ্ড ও চক্রবাকাদি পক্ষিসকল অবস্থিতি করে ; যে দেশে শশ, বরাহ, মহিষ, রুরু ও রোহি প্রভৃতি পশুগণের বাস, যে দেশে প্রভূত দ্রুম পুষ্প এবং নীলবর্ণ শস্য ও ফল সকল উৎপন্ন হয় ; যে দেশে অনেক শালিধান্য-ক্ষেত্র কদলী ও ইক্ষু জন্মে, সেই দেশকে অনূপ দেশ বলিয়া জানিবে। অনূপ দেশ বাতশ্লেষ্মরোগজনক ॥২-৪

জাঙ্গল দেশ লক্ষণ—যে দেশে আকাশ শুভ্র ও উচ্চ এবং জলাশয় ও বৃক্ষ অতি অল্প ; যে দেশে (সাঁই গাছ), করীর (মরুজদ্রুম, বৃক্ষবিঃ), বিল্ব, আকন্দ, পীলু ও কর্কন্ধু (বদরী, কুল), এই সকল গাছ অধিক জন্মে ; যেখানে হরিণ, এণ (হরিণ বিঃ) ভল্লুক, পৃষত, গোকর্ণ ও গর্দ্দভ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; যে দেশ সুস্বাদু ফলবান্, সেই দেশকে জাঙ্গল দেশ বলিয়া জানিবে। জাঙ্গল দেশে বাতের প্রকোপ অধিক হয়।

তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—বহু জলাশয় ও বহু পর্ব্বতা-ন্বিত যে দেশ তাহাকে অনূপ দেশ কহা যায়। অনূপ দেশে বাতশ্লেষ্মজ রোগ অধিক জন্মে। আর অল্প জলাশয় ও অল্প বৃক্ষ বিশিষ্ট দেশকে জাঙ্গল দেশ বলা গিয়া থাকে। জাঙ্গল দেশে পিত্ত রক্ত ও বাত জনিত রোগ সকল বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় ॥৫—৭

সাধারণ দেশ লক্ষণ। যে দেশ, অনূপ ও জাঙ্গল উভয় দেশেরই লক্ষণ বিশিষ্ট, তাহাকেই সাধারণ দেশ কহা যায়। সাধারণ দেশে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ও বাত সমভাবাপন্ন, সুতরাং তথায় বাতাদি দোষ সকলেরও সমতা থাকে। অতএব সাধারণ দেশই শ্রেষ্ঠ। সুশ্রুতে উক্ত আছে—কোন দুর্দ্দেশে (অননুকূল দেশে) গিয়া যদি আহার ব্যবহার ও নিদ্রাদি বিষয়ে উচিত আচরণ করা যায়, অর্থাৎ যদি নিজ দেশানুরূপ নিজসাত্ম্যানুরূপ আহারাদি কার্য্য সকল সম্পাদন করা যায়, তাহা হইলে দুর্দ্দেশজ ভয় থাকে না। বাগ্ ভট্টও বলিয়াছেন—যে লোক যে দেশের, তাহার সেই দেশ জাত ঔষধই হিত-কর। তাহাকে যদি অন্যদেশে গিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তদ্দেশ জাত যে ঔষধ তাহার স্বদেশজ ঔষধের তুল্যগুণ সেই ঔষধই তাহার পক্ষে হিতকর হইবে। তুল্যগুণ ঔষধ সেবন করিলে স্বদেশ সঞ্চিত স্থলজ বা জলজ দোষ সকল অন্যদেশে প্রকোপ প্রাপ্ত হইয়া তেমন বলবান্ হইতে পারে না ॥ ৮—১১

অথ দিনাদিচর্য্যা।

স্বাস্থ্য যখন সদা বাঞ্ছনীয়, তখন যে নিয়ম দ্বারা মানব সর্ব্বদা সুস্থ থাকিতে পারে, বৈদ্যের সেই নিয়মই করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে দিনচর্য্যা রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা যেরূপ উক্ত আছে, সেইরূপ দিনচর্য্যাদি আচরণ করিলে মানব সদা সুস্থ থাকিতে পারে, তাহার অন্যথাচরণে স্বাস্থ্য লাভ হয় না ॥ ১২। ১৩

স্বাস্থ্যলক্ষণ—সুশ্রুতোক্ত সুস্থ লক্ষণ কথিত হইতেছে। যাহার বাতাদি দোষ সমভাবাপন্ন, অগ্নি সমভাবাপন্ন, ধাতু মল ও ক্রিয়া সমভাবাপন্ন এবং আত্মা ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন, তাহাকেই সুস্থ বলা যায়।

টীকা। ক্রিয়া শব্দঃএস্থলে কর্ম্ম বুঝিতে হইবে, অতএব সমক্রিয় অর্থে শরীরানুরূপকর্ম্মা এই অর্থ বুঝিবে ॥ ১৪

দিনচর্য্যা—সুস্থ ব্যক্তি আয়ুরক্ষার্থ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে এবং সর্ব্বপাপ শান্তির জন্য সেই সময় মধুসূদনকে স্মরণ করিবে। জাগরিত হইয়া দধি, ঘৃত, দর্পণ, শ্বেত সর্ষপ, বিল্ব, গোরোচনা ও মাল্য এই সকল শুভকর দ্রব্য দর্শন ও স্পর্শন করিবে। দীর্ঘজীবন লাভে ইচ্ছা থাকিলে ঘৃতে নিজমুখ প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে। অর্থাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া ঘৃতে আত্মমুখ প্রতিবিম্ব দর্শন করিলে মানব দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যূষে মলাদি ত্যাগ করিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। এবং অন্ত্র কূজন (আঁত ডাকা), উদরাধ্মান ও উদর গুরুতা নিবারিত হয়।

টীকা। "মলাদির" এস্থলে আদি শব্দে বাত মূত্রাদি বুঝিতে হইবে ॥ ১৫—১৭

পুরীষের বেগ ধারণ করিলে আটোপ (উদরে সবেদন গুড় গুড় ধ্বনি), শূল (বেদনা), পরিকর্ত্তিকা (গুহ্যে কর্ত্তনবৎ পীড়া), মলরোধ, ঊর্দ্ধবাত (উদ্গার বাহুল্য) অথবা মুখ দিয়া মল নির্গম এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

টীকা। "পরিকর্ত্তিকা" গুহ্যে কর্ত্তনবৎ পীড়া। "পুরীষের সঙ্গ"—মলনিরোধ। "উর্দ্ধবাত" উদ্গার-বাহুল্য ॥ ১৮

অধোবায়ুর বেগ ধারণ করিলে বাত মূত্র ও মলের রোধ, উদরাধ্মান, ক্লান্তি, বেদনা এবং উদরে অন্যান্য বাতজ রোগ সকল (তোদ-শূলাদি) উপস্থিত হয় ॥ ১৯

মূত্রের বেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে শূলনি, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃপীড়া, দেহের বিনাম (বেদনা হেতু শরীর নুইয়া পড়া) এবং বঙ্ক্ষণদ্বয়ে আকর্ষণবৎ বেদনা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

টীকা। "বিনাম"—শরীরের নম্রতা। "বঙ্ক্ষণানাহ" বঙ্ক্ষণে অর্থাৎ কুঁচকী স্থানে আকর্ষণবৎ পীড়া ॥ ২০

মলাদির বেগে বেগিত হইয়া অন্য কার্য্য করিবে না অর্থাৎ মলাদির বেগ উপস্থিত হইলে সেই বেগ রোধ করিয়া কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ মলাদির বেগ উপস্থিত হইলেই মলাদি ত্যাগ করিয়া পরে অন্য কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আর মলাদির বেগ উপস্থিত না হইলেও বল দ্বারা বেগ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করাও অকর্ত্তব্য। মলাদির বেগ ধারণ করা উচিত নয়, কিন্তু কাম শোক ভয় ও ক্রোধের বেগ এবং মনোবেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য। গুহ্যাদি মলমার্গ সকলের শৌচ ক্রিয়া করিবে; গুহ্যাদির শৌচ, কান্তি ও বলপ্রদ, পবিত্রকারক, অলক্ষ্মী ও কলিপাপনাশক। হস্ত পদের প্রক্ষালন—শুদ্ধিকারক, মলশ্রমনাশক, বৃষ্য, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত) ও ধূলিনাশক ॥ ২১—২৩

দন্তকাষ্ঠবিধি—দন্তধাবন কাষ্ঠিকা দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগবৎ স্থূল, অবক্র এবং গ্রন্থি ও ক্ষত রহিত হইবে। কাষ্ঠিকার অগ্রভাগ চর্ব্বণাদি দ্বারা অতি কোমল কূর্চ্চকাকার (কুচীর ন্যায়) করিবে এবং সেই কূর্চ্চক দ্বারা এক একটি করিয়া দন্ত ঘর্ষণ করিবে। মধু ও ত্রিকটু চূর্ণ সংযুক্ত অথবা তৈল ও সৈন্ধব সমন্বিত দন্তশোধন চূর্ণ দ্বারাও দন্ত ঘর্ষণ করিবে, কিংবা তেজবঙ্কল চূর্ণ দ্বারা নিত্য দন্ত শোধন করিবে। কিন্তু এরূপে দন্ত ঘর্ষণ করিবে; যেন দন্ত মাংস (দাঁতের মাড়ী) আহত না হয় ॥ ২৪—২৬

মধুর কাষ্ঠের মধ্যে মৌলকাষ্ঠ, কটুক কাষ্ঠের মধ্যে করঞ্জ, তিক্ত কাষ্ঠের মধ্যে নিম্ব এবং কষায় কাষ্ঠের মধ্যে খদির কাষ্ঠ দন্তধাবনের পক্ষে প্রশস্ত। সময় দোষ ও প্রকৃতি বুঝিয়া যথোচিত রস ও যথোচিত বীর্য্য যুক্ত দ্রব্য দন্তধাবনার্থ প্রয়োগ করিবে। দন্তধাবন দ্বারা মুখের বিরসতা এবং দন্ত জিহ্বা ও মুখের রোগ সকল জন্মিতে পারে না। অপিচ তাহাতে আহারে রুচি, মুখবৈশদ্য ও লঘুতা জন্মে। আকন্দ কাষ্ঠিকায় দন্তধাবন করিলে বীর্য্য, বটের ঝুরিতে দন্তধাবন করিলে দীপ্তি, করঞ্জ কাষ্ঠিকায় বিজয়, পাকুড়ে অর্থসম্পত্তি, বদরীকাষ্ঠিকায় মধুরধ্বনি, খদিরকাষ্ঠিকায় মুখসৌগন্ধ্য, বিল্বে বিপুলধন, যজ্ঞডুমুরে বাক্‌সিদ্ধি, আম্রে আরোগ্য, কদম্বে ধৃতি ও মেধা, চম্পকে দৃঢ়মতি, শিরীষে কীর্ত্তি, সৌভাগ্য, আয়ু ও আরোগ্য, অপামার্গে ধৃতি মেধা প্রজ্ঞা শক্তি ও ধ্বনি (সুস্বর), দাড়িম অর্জ্জুন ও কুড়চীতে সুন্দর আকার, জাতী তগর ও মন্দার কাষ্ঠিকায় দুঃস্বপ্ন নাশ হয়। গুবাক, তাল, হিন্তাল, কেতক, বৃহত্তৃণ (বাঁশ), খর্জ্জুর ও নারিকেল এই সাতটি তৃণরাজ। যে ব্যক্তি এই তৃণরাজ সম্ভূত দন্তকাষ্ঠে দন্তধাবন করে, সে ব্যক্তি যত দিন না গঙ্গা দর্শন করে, ততদিন চণ্ডাল যোনি হইয়া থাকে। গল-তালু-ওষ্ঠ-জিহ্বা ও দন্তগত রোগে, মুখপাকে, শোথে এবং কাস শ্বাস ও বমন রোগে দন্তকাষ্ঠে ধাবন করিবে না; দুর্ব্বলাবস্থায়, ভুক্তাহারের অজীর্ণাবস্থায়, হিক্কা মূর্চ্ছা ও মদরোগ সময়ে এবং শিরঃপীড়ায় দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না, তৃষিত শ্রান্ত ও পানক্লমান্বিত ব্যক্তি, এবং অর্দ্দিত কর্ণশূল নেত্ররোগ নবজ্বর ও হৃদ্রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি দন্তকাষ্ঠ বর্জ্জন করিবে।

টীকা। "অজীর্ণভুক্ত"—জীর্ণ হয় নাই ভুক্ত আহার সে অজীর্ণভুক্ত ॥ ২৭—৩৮

জিহ্বানির্লেখন (জিব ছোলা)—স্বর্ণ নির্ম্মিত, রৌপ্য নির্ম্মিত বা তাম্র নির্ম্মিত জিহ্বা নির্লেখন ব্যবহার করিবে। অথবা দশাঙ্গুল পরিমিত দন্তশোধন যোগ্য কোমল কাষ্ঠ চিরিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা লেখন করিবে (জিব ছুলিবে) কিংবা দশাঙ্গুল পরিমিত স্নিগ্ধ মৃদু পত্রময় (পল্লব) কাষ্ঠে সুখজনকরূপে জিহ্বা লেখন করিবে। জিহ্বালেখন দ্বারা জিহ্বার মল, মুখের বৈরস্য দুর্গন্ধ ও জড়তা অপগত হয়।

টীকা। "তৎকাষ্ঠ" অর্থাৎ দন্তশোধন যোগ্য কাষ্ঠ ॥ ৩৯। ৪০

গণ্ডূষবিধি—দন্ত শোধন ও জিহ্বা লেখনের পর শীতল জলে পুনঃ পুনঃ গণ্ডূষ করিবে। তাহাতে কফ তৃষ্ণা ও মুখমল দূরীভূত এবং মুখাভ্যন্তর বিশুদ্ধ হয়। ঈষদুষ্ণ জলের গণ্ডূষ করিলে কফ অরুচি মুখমল ও দন্তজাড্য দূর হয় এবং মুখের লাঘব হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল লোকের পক্ষে উষ্ণজলের গণ্ডূষ বিধেয় নহে, যথা—বিষপীড়িত, মূর্চ্ছারোগার্ত্ত, শোষরোগান্বিত ও রক্তপিত্তগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের এবং যাহাদিগের অক্ষি প্রকোপ রোগ আছে, যাহাদের মল ক্ষীণ হইয়াছে ও যাহারা রুক্ষ, তাহাদের পক্ষে উষ্ণ জলের গণ্ডূষ প্রশস্ত নহে ॥ ৪১—৪৭

শীতল জলে মুখ প্রক্ষালন করিলে রক্তপিত্ত এবং মুখের পিড়কা শোষ নীলিকা ও ব্যঙ্গ বিনষ্ট হয়। ঈষদুষ্ণ জলে মুখ প্রক্ষালন করিলে মুখের বিশোধন হয়, বাতশ্লেষ্মার নাশ হয়, স্নিগ্ধতা হয় এবং মুখশোষ নিবারণ হয়॥ ৪৪। ৪৫

নস্য—নিত্য সর্ষপ তৈলাদির নস্য লইবে। শ্লেষ্মাধিক্যে প্রাতঃকালে, পিত্তাধিক্যে মধ্যাহ্নে, বাতাধিক্যে সায়াহ্নে নস্য গ্রহণ করিবে। নস্যশীল-ব্যক্তিগণের মুখ সুগন্ধ, স্বর স্নিগ্ধ ও ইন্দ্রিয় বিমল হয়। এবং তাহাদের অকালে বলী হয় না, কেশ পাকে না ও ব্যঙ্গরোগ জন্মে না॥ ৪৬। ৪৭

অঞ্জন—সৌবীর অঞ্জন চক্ষুর নিত্য হিতকর, অতএব সৌবীর অঞ্জন নেত্রে দিবে। তদ্দ্বারা নেত্রদ্বয় মনোরম ও সূক্ষ্মদর্শন হয়। সিন্ধুসম্ভূত স্রোতোঞ্জন শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ। তদ্দারা নেত্রের কণ্ডু মল দাহ ক্লেদ ও বেদনা নিবারিত হয়। অঞ্জন দ্বারা চক্ষু সুরূপ হয়, বাতাতপ সহ্য করিতে পারে এবং নেত্রে কোন রোগ জন্মে না, অতএব অঞ্জন ব্যবহার করিবে।

রাত্রি জাগরিত, শ্রান্ত, বমিত, ভুক্তবান্, জ্বরাতুর ও শিরঃস্নাত ব্যক্তি চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না।

টীকা। "সৌবীর" অর্থাৎ শ্বেত সুরমা। "স্রোতোঞ্জন" অর্থাৎ কৃষ্ণসুরমা "বিশুদ্ধ" অর্থাৎ বিনা শোধনেও উহা বিশুদ্ধ। "সিন্ধুসম্ভব" অর্থাৎ সিন্ধু নামক পর্ব্বতে জাত॥ ৪৮—৫১

নখকর্ত্তনাদি বিধি—পাঁচদিন অন্তর নখ শ্মশ্রু কেশ ও রোম কর্ত্তন করিবে। কেশ শ্মশ্রু ও নখাদির কর্ত্তন সম্প্রসাধন (শোভাজনক), পুষ্টিকারক, ধন্য (সৌভাগ্যজনক), আয়ুষ্য (আয়ুর হিতকর) এবং শৌচ ও কান্তিকর।

টীকা। "সম্প্রসাধন" অর্থাৎ শোভাজনক॥ ৫২

নাসিকার লোম কদাচ উৎপাটন করিবে না। কারণ নাসিকার লোম উৎপাটন করিলে শীঘ্রই দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য জন্মে।

প্রসাধনী দ্বারা (চিরুণী দ্বারা) কেশপাশে প্রসাধন করিবে অর্থাৎ চিরুনী দ্বারা কেশ সমূহ আঁচড়াইয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। কেশ প্রসাধনে কেশ সকল সুন্দর হয় এবং মস্তকের ধূলি মল ও কীট অপনীত হয়।

দর্পণে আত্মপ্রতিবিম্ব অবলোকন করিলে মঙ্গল হয়, শরীরের কান্তি পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হয়, আয়ু বাড়ে এবং পাপ ও অলক্ষ্মী দূরীভূত হয়॥ ৫৩—৫৫

ব্যায়াম—ব্যায়াম করিলে শরীরের লঘুতা হয়, কর্ম্মে সামর্থ্য জন্মে, গাত্র দৃঢ় ও সুবিভক্ত হয়, দোষের ক্ষয় হয় এবং অগ্নির বৃদ্ধি হয়। ব্যায়াম দ্বারা শরীর দৃঢ় হইলে কখন কোন রোগ জন্মে না। ব্যায়ামযুক্ত ব্যক্তির ভুক্ত বিরুদ্ধই হউক বা বিদগ্ধই হউক, তাহা শীঘ্রই পরিপাক প্রাপ্ত হয়। তাহার দেহে শীঘ্র শিথিলতা জন্মে না। জরা তাহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। ব্যায়ামের ন্যায় স্থৌল্য নাশক উপায় আর দ্বিতীয় নাই। ব্যায়াম সদাই সবল ও স্নিগ্ধ ভোজি-ব্যক্তিগণের গুণ ধারণ করে। শীত ও বসন্তকালে ব্যায়াম অত্যন্ত হিতকর বলিয়া অভিহিত। অন্যকালেও যথাবল তাহার অর্দ্ধবলে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য।

(বলার্দ্ধের লক্ষণ) হৃদয়স্থ বায়ু শীঘ্র শীঘ্র মুখে গমন করিলে অর্থাৎ ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইলে এবং মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিলে তাহাকে বলার্দ্ধ লক্ষণ কহা যায়। কিংবা যখন ললাটে নাসিকাতে গাত্রসন্ধিতে ও কক্ষদ্বয়ে (বগলে) ঘর্ম্ম উদ্ভূত হয়, তখন বলার্দ্ধ লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে বলা যায়। ভুক্তবান্ ব্যক্তি, কৃতসম্ভোগ ব্যক্তি (কৃতমৈথুন ব্যক্তি), কৃশব্যক্তি এবং কাস-শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও শোষরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কদাচ ব্যায়াম করিবে না।

অতি ব্যায়ামের দোষ—অতি ব্যায়াম করিলে কাস, জ্বর, বমি, শ্রম, ক্লম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক ও রক্তপিত্ত উপস্থিত হয়॥ ৫৬—৬৪

অভ্যঙ্গ—সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তকে কর্ণে ও পদদ্বয়ে নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। অভ্যঙ্গ দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়। সর্ষপ তৈল, গন্ধ তৈল (গন্ধ দ্রব্য হইতে নিষ্কাশিত তৈল), পুষ্প বাসিত তৈল (ফুলেল তৈল) অথবা অন্যদ্রব্য সংযুক্ত তৈল কখন দোষজনক হয় না।

টীকা। "গন্ধতৈল" অগুর্ব্বাদি গন্ধদ্রব্য হইতে অগ্নিযোগে নিষ্কাশিত যে তৈল, তাহাই গন্ধ তৈল॥ ৬৫। ৬৬

অভ্যঙ্গ বাতকফহারক, শ্রমশান্তিকারক, বলসুখ-নিদ্রা-বর্ণ-কোমলত্ব ও আয়ু জনক এবং দেহপুষ্টি-কারক। মস্তকে নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় তর্পিত থাকে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, এবং শিরোভূমি গত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। মস্তকাভ্যঙ্গে কেশের বহুত্ব দৃঢ়ত্ব মৃদুত্ব দীর্ঘত্ব ও কৃষ্ণবর্ণত্ব হয় এবং মস্তকের পূর্ণত্ব হইয়া থাকে।

তৈলাদি দ্বারা নিত্য কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণরোগ জন্মে না, কর্ণে মল হয় না, মন্যাগ্রহ বা হনুগ্রহ রোগ জন্মে না এবং উচ্চ শ্রুতি বা বাধির্য্য রোগ উপস্থিত হয় না। রসাদি দ্বারা কর্ণ পূরণ করিতে হইলে ভোজনের পূর্ব্বে এবং তৈলাদি দ্বারা কর্ণ পূরণ করিতে হইলে সূর্য্যাস্তের পরে কর্ণ পূরণ প্রশস্ত।

পাদদ্বয়ে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে পায়ের দৃঢ়তা, নিদ্রা ও দৃষ্টিনৈর্ম্মল্য হয় এবং পাদের সুপ্তি (পাদের

শ্রাশানতিজড়তা) শ্রান্তি স্তব্ধতা সঙ্কোচ ও স্ফুটন দূরীভূত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পাদদ্বারা ব্যায়াম করিয়া ক্লিষ্টদেহ হয়, সে যদি তৈলাভ্যঙ্গ করে, তাহা হইলে গরুড়ের নিকট যেমন সর্পগণ যাইতে সাহস করে না, সেইরূপ কোন ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তৈল মাখিয়া অবগাহন করিলে সেই তৈল ধমনীমার্গে শরীরে সঞ্চারিত হইয়া লোমকূপ ও শিরাজালকে তর্পিত এবং শরীরকে বলিষ্ঠ করে। তরুমূল জলদ্বারা সংসিক্ত হইলে তাহার পল্লব সকল যেমন বর্দ্ধিত হয়, ধাতু সকলও স্নেহসংসিক্ত হইয়া সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ॥ ৬৭—৭৫

নবজ্বরী, অজীর্ণী, বিরিক্ত (যাহার বিরেচন করান হইয়াছে), বান্ত (যাহার বমন করান হইয়াছে) ও নিরূঢ় ব্যক্তি (যাহাকে নিরূহবস্তি দেওয়া হইয়াছে) কদাচ অভ্যঙ্গ করিবে না। পূর্ব্ব দুই জন অর্থাৎ নবজ্বরী ও অজীর্ণ রোগী অভ্যঙ্গ করিলে ব্যাধি কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ বিরিক্ত বান্ত ও নিরূঢ় ব্যক্তিগণ অভ্যঙ্গ করিলে অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ সকল জন্মিয়া থাকে।

টীকা। "নিরূঢ়" অর্থাৎ যাহাকে নিরূহ বস্তি দেওয়া হইয়াছে। "পূর্ব্বদ্বয়" অর্থাৎ তরুণজ্বরী ও অজীর্ণী ॥ ৭৬। ৭৭

উদ্বর্ত্তন—উদ্বর্ত্তন—কফহর, মেদোঘ্ন, শুক্রদ, বলকর, রক্তবর্দ্ধক এবং ত্বকের বৈমল্য ও কোমলত্বকারক। (উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ হরিদ্রামসকাদি দ্বারা গাত্র মর্দ্দন)।

মুখলেপ—মুখে অগুরু চন্দনাদি অনুলেপন করিলে চক্ষু দৃঢ় (তীক্ষ্ণদৃষ্টি) ও গণ্ডস্থল পীন হয় এবং মুখ কমনীয়, ব্যঙ্গ পিড়কা রহিত ও কমল সন্নিভ হয় ॥ ৭৮।৭৯

স্নান—স্নান—অগ্নিদীপক, বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক), আয়ুষ্য (আয়ুর হিত), ওজোবলপ্রদ এবং কণ্ডু-মল-শ্রম-স্বেদ-তন্দ্রা-তৃষ্ণা-দাহ ও পাপনাশক। বাহ্যজলসেক ও শীতাদি দ্বারা শরীরোষ্মা বহির্গত হইতে না পারিয়া, অপিচ প্রতিহত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেইজন্য স্নান করিবামাত্র মানবের অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। শীতল জলে স্নান করিলে রক্তপিত্তের প্রশান্তি হয়। উষ্ণজলে স্নান করিলে বলবৃদ্ধি ও বাতশ্লেষ্মনাশ হইয়া থাকে। অত্যুষ্ণজলে শিরঃস্নান করিলে চক্ষুর অহিত হয়, কিন্তু বাতশ্লেষ্মপ্রকোপে উহা হিতকর বলিয়া উক্ত আছে। হে মানবগণ ! উষ্ণজলে স্নান, দুগ্ধপান, নব্যা স্ত্রী এবং স্নিগ্ধ ও অন্ন ভোজন এইগুলি তোমাদের হিতকর (ইহা হরিশ্চন্দ্রের বচন)। যে ব্যক্তি নিত্য নির্ম্মলজলে (কাহারও ব্যাখ্যা-আমলকসিদ্ধজলে) স্নান করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় বলীপলিত বিমুক্ত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে। জ্বরে, অতিসারে, নেত্ররোগে, কর্ণরোগে, বাতরোগে, উদরাধ্মানে, পীনস রোগে এবং আহারের অজীর্ণাবস্থায় স্নান গর্হিত। স্নানানন্তর শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন কর্ত্তব্য। গাত্রমার্জ্জন দ্বারা শরীরের কান্তি হয় এবং কণ্ডু ও ত্বগ্‌দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৮০—৮৭

বস্ত্রধারণ—কৌশিক বস্ত্র, ঔর্ণিক বস্ত্র ও রক্ত বস্ত্র, ইহারা বাতশ্লেষ্মনাশক। শীতকালে স্নানানন্তর ঐ সকল বস্ত্র পরিধান করিবে। কষায় বস্ত্র—মেধ্য সুশীতল ও পিত্তঘ্ন। ইহা গ্রীষ্মকালে পরিধান করিবে। গ্রীষ্মকালে পাতলা কষায় বস্ত্রই প্রশস্ত। শুক্লবস্ত্র—শুভদ, শীতাতপ-নিবারক, ইহা উষ্ণও নহে, শীতলও নহে, এই বস্ত্র বর্ষাকালে পরিধান করিবে। নূতন নির্ম্মল বস্ত্র—যশস্কর, কাম্য, আয়ুষ্য, শ্রীযুক্ত, আনন্দবর্দ্ধক, ত্বচ্য (ত্বকের হিতকর), বশীকর ও রুচ্য। ভদ্রলোকের কখন মলিন বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে। উহা কণ্ডু ও কৃমিকর এবং গ্লানি ও অলক্ষ্মীজনক।

টীকা। "কৌশের" পট্টবস্ত্র ও ত্রসরবস্ত্র। "কষায়" রাগরঞ্জিতবস্ত্র। "কাম্য" কামোদ্দীপক। "অলক্ষ্মী" অশোভা ও দারিদ্র্য ॥ ৮৮—৯২

সুগন্ধানুলেপন—চন্দন কুঙ্কুম ও কৃষ্ণাগুরু একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতকালে তাহা গাত্রে অনুলেপন করিবে। এই অনুলেপন উষ্ণবীর্য্য ও বাতশ্লেষ্মনাশক। চন্দন কর্পূর ও বালা একত্র মিশ্রিত করিয়া উষ্ণকালে তাহা গাত্রে অনুলেপন করিবে। এই অনুলেপন পরম সুগন্ধি ও শীতবীর্য্য। চন্দন কুঙ্কুম ও মৃগনাভি একত্র মিশ্রিত করিয়া বর্ষাকালে তাহা গাত্রে অনুলেপন করিবে। এই অনুলেপন উষ্ণবীর্য্যও নহে শীতবীর্য্যও নহে।

অনুলেপ দ্বারা তৃষ্ণা মূর্চ্ছা দুর্গন্ধ স্বেদ ও দাহ নিবারিত হয়। এবং সৌভাগ্য তেজঃ ত্বক্‌বর্ণ প্রীতি ওজঃ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে সকল লোক স্নানের অযোগ্য, তাহাদের পক্ষে অনুলেপ হিতকর নহে ॥ ৯৩—৯৭

সুগন্ধি পুষ্পপত্র ধারণ—সুগন্ধি পুষ্প ও পত্র গাত্রে ধারণ করিবে। উহা কান্তিকারক, পাপ রক্ষঃ ও গ্রহনাশক, কামপ্রদ ও শোভাবর্দ্ধক ॥ ৯৮

ভূষণধারণ—যে অঙ্গে যে ভূষণ ধারণ করা বিহিত, সে অঙ্গ সেই ভূষণে যথাযোগ্য ভূষিত করিবে। আভরণ বিশেষের গুণ বিশেষ বর্ণিত হইতেছে—স্বর্ণাভরণ পবিত্র সৌভাগ্যজনক ও সন্তোষকারক। রত্নাভরণ গ্রহদৃষ্টি নাশক, পুষ্টিকারক, দুঃস্বপ্ননাশক এবং

পাপ ও দৌর্ভাগ্য প্রশমক। সূর্য্যগ্রহের মাণিক্য, চন্দ্রগ্রহের সুজাত নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গল গ্রহের প্রবাল, বুধগ্রহের গারুত্মত (মরকতমণি), বৃহস্পতি গ্রহের পদ্মরাগমণি, শুক্র গ্রহের হীরক, শনি গ্রহের নির্ম্মল নীলকান্ত মণি এবং অন্য গ্রহ দ্বয়ের অর্থাৎ রাহু ও কেতুর গোমেদ ও বৈদুর্য্যমণি, নবগ্রহের এই নয় প্রকার মণি কথিত আছে। বস্ত্র এবং উজ্জ্বল রত্ন ধারণ প্রীতিবর্দ্ধক, রক্ষোঘ্ন, অর্থপ্রদ, ওজস্কর ও সৌভাগ্যজনক। সিদ্ধমন্ত্র মহৌষধী ও গোরোচনা-সর্ষপাদি মাঙ্গল্য দ্রব্যের ধারণ—আয়ু ও লক্ষ্মীকর, রক্ষোহর, মঙ্গলপ্রদ, শুভজনক, হিংস্রাদিভয়নাশক ও বশীকরণ কারণ। ভোজন সময়ে মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন করিবে। নিত্য মাঙ্গল্য দর্শনে আয়ু ও ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, পুষ্পমাল্য, ঘৃত, সূর্য্য, জল ও রাজা এই আটটি লোক সমাজে, মাঙ্গল্য বলিয়া খ্যাত। ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে পাদুকা ব্যবহার করিবে। উহা পাদরোগহর, বৃষ্য, চক্ষুষ্য ও আয়ুষ্য।

মনুষ্যের শরীরে নিত্য চারিপ্রকার ইচ্ছা জন্মে, যথা—ভোজনেচ্ছা, পিপাসা, স্বষুপ্সা (নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা) ও রতিস্পৃহা (মৈথুনেচ্ছা)। ভোজনেচ্ছার বিঘাতে অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তিবোধ, তন্দ্রা, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, ধাতুদাহ ও বলক্ষয় হয়। পিপাসার বিঘাতে কণ্ঠ ও আস্যের শোষ, শ্রবণের অবরোধ, রক্ত শোষ ও হৃদয়ে ব্যথা হয়। নিদ্রার বিঘাতে জৃম্ভা, মস্তকের ও নেত্রদ্বয়ের গুরুতা, অঙ্গমর্দ্দ, তন্দ্রা এবং অন্নের অপরিপাক উপস্থিত হয়।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আহার না করিলে ইন্ধনহীন (কাষ্ঠহীন) অগ্নির ন্যায় তাহার জঠরাগ্নি আহাররূপ ইন্ধনাভাবে মন্দীভূত হয়। অগ্নি আহারকে পাক করে; আহার না পাইলে দোষ সকলকে পাক করিয়া ক্ষয় করে, দোষ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শেষে ধাতু সমূহকে পাক করিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলে, ধাতু সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তখন প্রাণকে পাক করিয়া ক্ষয় করিয়া থাকে; অর্থাৎ ক্ষুধাকালে আহার না করিলে ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। আহার—সদ্যঃ প্রীতিজনক, বলকারক, দেহধারক, এবং স্মৃতি আয়ুঃ শক্তি বর্ণ ওজঃ সত্ত্ব ও শোভাবিবর্দ্ধক॥ ৯৯—১১৩

দোষ কালাদি বিচার করিয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যথোক্ত গুণ সম্পন্ন আহার সেবন করিবে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালই মানবগণের যে ভোজনের নিয়মিত সময়, ইহাই সকলে জানে ও শোনে, অতএব ঐ কালদ্বয়েই ভোজন করা কর্ত্তব্য, তাহার মধ্যে আর ভোজন করা বিধেয় নহে। অগ্নিহোত্রের বিধির ন্যায় আহারেরও বিধি জানিবে। অর্থাৎ অগ্নিহোত্র যেমন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালেই করণীয়, আহারও সেইরূপ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে কর্ত্তব্য। তথাচ—এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে, দুই প্রহরকে অতিক্রম করিয়াও ভোজন করা বিধেয় নহে, অর্থাৎ এক প্রহরের পর দুই প্রহরের মধ্যে ভোজন করাই উচিত। কারণ এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিলে রসোৎপত্তি হয়, দুই প্রহরের পর ভোজন করিলে বলক্ষয় হইয়া থাকে। আহার কাল সম্বন্ধে অন্য বচন যথা—রস দোষ ও মল পক্ব হইলেই ক্ষুধার উদয় হয়। সেই ক্ষুধোদয়, কালেই হউক বা অকালেই হউক—তাহাও অন্নকাল (ভোজন কাল) বলিয়া উদাহৃত।

টীকা। "উভয়কাল" অর্থাৎ প্রাতঃ ও সায়ংকাল। "প্রাতঃ" অর্থাৎ প্রথম প্রহরের পর দ্বিতীয় প্রহরের পূর্ব্বে; ইহার সমর্থন শ্লোক (যামমধ্যে ইত্যাদি) পরে উক্ত হইয়াছে॥ ১১৩—১১৭

রসাদির পাকজ্ঞান—উদ্গার শুদ্ধি, উৎসাহ, যথোচিত মলমূত্রাদির বেগ ও যথোচিত মলমূত্রাদির উৎসর্গ (ত্যাগ), দেহের লঘুতা এবং ক্ষুধার ও পিপাসার উদয় এই গুলি জীর্ণাহারের লক্ষণ অর্থাৎ এই সকল লক্ষণ দ্বারা বুঝিবে যে, আহারের ও তজ্জনিত রসাদির পরিপাক হইয়াছে॥ ১১৮

আহার স্থান—নির্জ্জন স্থানে আহার করিবে, নির্হারও (মলমূত্রত্যাগও) নির্জ্জনে করিবে। নির্জ্জনে আহার ও মল মূত্রত্যাগ করিলে মানব লক্ষ্মীযুক্ত হয়, প্রকাশ স্থানে আহার ও মল মূত্র ত্যাগ করিলে মানব শ্রীহীন হইয়া থাকে।

আহারাদি সম্বন্ধে অন্যবচন—আহার বিহার ও নির্হার (মলমূত্র ত্যাগ) ভদ্রলোকদিগের সদা বিজনে করা কর্ত্তব্য॥ ১১৯

ভোজনকালে শুভাশুভদৃষ্টি—ভোজন সময়ে পিতা মাতা সুহৃৎ বৈদ্য পাচক এবং হংস ময়ূর সারস ও চকোর ইহাদের দৃষ্টি শুভকর। আর দীন হীন ক্ষুধার্ত্ত পাপিষ্ঠ পাষণ্ড রোগী এবং কুক্কুট ও কুক্কুরাদির দৃষ্টি অশুভকর॥ ১২০। ১২১

ভোজনপাত্র—স্বর্ণনির্ম্মিত ভোজনপাত্র দোষ নাশক, দৃষ্টিপ্রদ ও পথ্য অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর। রৌপ্যনির্ম্মিত ভোজন পাত্র নেত্রহিত পিত্তনাশক ও কফবাতজনক। কাংস পাত্র বুদ্ধিপ্রদ রুচিজনক ও রক্তপিত্ত প্রশমক। পিত্তল পাত্র বাতজনক রুক্ষতাকারক উষ্ণবীর্য্য এবং কৃমি কফনাশক। লৌহপাত্রে ও কাচ পাত্রে ভোজন করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। উহা শোথ পাণ্ডু ও কামলা রোগ নাশক এবং বলকারক। প্রস্তরময় ও মৃন্ময় পাত্রে ভোজন করিলে মানব শ্রীহীন হয়।

কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে ভোজন করিলে আহারে রুচি জন্মে কিন্তু শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়। পত্রময় পাত্র রুচিজনক অগ্ন্যুদ্দীপক এবং বিষ ও পাপ নাশক ॥ ১২২—১২৫

জলপাত্র—তাম্রেরই জলপাত্র হিতকর, তদভাবে মৃন্ময় পাত্র। স্ফটিক নির্ম্মিত জলপাত্র কাচনির্ম্মিত জলপাত্র ও বৈদূর্য্য নির্ম্মিত জলপাত্র পবিত্র ও শীতল॥১১৬

ভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আদা একত্র ভক্ষণ করা হিতকর। লবণাদ্রক ভক্ষণে অগ্নির দীপ্তি আহারে রুচি এবং জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশুদ্ধি হয়।

টীকা। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—লবণ পিত্তজনক এবং কটুরসনিবন্ধন আর্দ্রকও পিত্তকর, আর বুভুক্ষাকালে মানবেরও পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব বর্দ্ধিতপিত্ত বুভুক্ষিত ব্যক্তির ভোজনের অগ্রে পিত্তবর্দ্ধক লবণার্দ্রক ভক্ষণ কি প্রকারে উচিত হয়? উত্তর—পরিভাষায় উক্ত আছে—লবণ বলিলেই সৈন্ধব লবণ বুঝিবে, চন্দন বলিলেই রক্ত চন্দন বুঝিবে ইত্যাদি এই পরিভাষার বচনানুসারে এস্থলে লবণ শব্দে সৈন্ধব লবণই বুঝিতে হইবে। সৈন্ধব লবণ—ত্রিদোষনাশক, গুণগ্রন্থে (দ্রব্যগুণ গ্রন্থে) উক্ত আছে—সৈন্ধব লবণ স্বাদু, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচ্য, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামী), নেত্রহিত ও ত্রিদোষনাশক। আর আদা যদিও কটুরস, তথাপি মধুরপাকিত্ব হেতু (মধুর বিপাক বলিয়া) উহাও পিত্তবিরোধী নহে। গুণগ্রন্থেই বর্ণিত আছে—আর্দ্রক—ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, কটুরস, মধুর বিপাক (পাকে মধুর), সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম স্রোতোগামী) ও বাতশ্লেষ্মনাশক। আর যদিই বা লবণ ও আর্দ্রক পৃথক্ পৃথক্ রূপে পিত্তবিরোধীই হয়, তথাপি সংযোগ স্বভাবে এস্থলে উহারা পিত্তবিরোধী নহে। উহাদের সংযোগস্বরূপই যে এতাদৃশ অর্থাৎ সংযুক্ত লবণার্দ্রক যে পিত্তের অবিরোধী, তাহা লবণার্দ্রক ভক্ষণ বোধক বচন দ্বারা অর্থাৎ "ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং" ইত্যাদি বচন দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে॥ ১২৭

ভোজনের অগ্রে দৃষ্টিদোষ বিনাশের নিমিত্ত ব্রহ্মাদিকে স্মরণ করিবে। তদ্ যথা—অন্ন-ব্রহ্মা, রস-বিষ্ণু, ভোক্তা-দেব মহেশ্বর, এইরূপ চিন্তা করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহার দৃষ্টিদোষ বাধে না। অঞ্জনাগর্ভ সম্ভূত পবনকুমার ব্রহ্মচারী হনুমান্‌কে আমি দৃষ্টিদোষ বিনাশার্থ স্মরণ করি॥ ১২৮। ১২৯

ব্রহ্মাদি স্মরণানন্তর তন্মনা হইয়া প্রথমে মধুররস, মধ্যে অম্ল ও লবণরস, শেষে কটুতিক্ত ও কষায়রস ভোজন করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভোজনের আদিতে দাড়িমাদি ফল ভোজন করিবে, কিন্তু কদলী ও কর্কটী (বড়-কাঁকুড়) ভোজনের আগে খাইবে না। মৃণাল বিস শালুকমূল ও ইক্ষু প্রভৃতি খাদ্য সকলও ভোজনের অগ্রেই খাইবে, ভোজন করিয়া ঐসকল দ্রব্য কখন খাইবে না ১৩০—১৩২

বুভুক্ষিত ব্যক্তি পিষ্টময়-গুরুপাক দ্রব্য, তণ্ডুল ও চিপিটক উপযুক্ত মাত্রায় ভোজন করিতে পারে, কিন্তু ভুক্তবান্ ব্যক্তি ঐ সকল দ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করিবে না॥ ১৩৩

অগ্রে ঘৃতপূর্ব্ব কঠিন দ্রব্য, তদনন্তর মৃদুদ্রব্য, শেষে দ্রব দ্রব্য, ভক্ষণ করিবে। এই নিয়মে ভোজন করিলে বল ও আরোগ্যলাভ হয়।

টীকা। অগ্রে ঘৃতপূর্ব্ব কঠিন দ্রব্য ভোজন করিবে ইত্যাদি—ইহার অর্থ এই—কাশী প্রভৃতি স্থানবাসী ব্যক্তিগণ প্রথমে যেমন সব্যঞ্জন-ঘৃতান্বিত রুটি খায় তৎপরে মৃদু সসূপাদি ওদন (অন্ন) ভোজন করে, শেষে দধি-তক্র-দুগ্ধাদি দ্রব্য ভোজন করে, তদ্বদ্‌ভোজন করিলে বল ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে॥ ১৩৪

স্বাদু অন্নের লক্ষণ। উত্তরোত্তর স্বাদুতর দ্রব্য ভোজন করিবে, অর্থাৎ পর পর অধিক সুস্বাদু দ্রব্য খাইবে। যে বস্তু একবার ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার ভোজন করিতে অভিলাষ হয়, তাহাকেই স্বাদু ভোজন বলা যায়॥ ১৩৫

স্বাদু অন্নের গুণ—স্বাদু অন্ন ভোজন করিলে চিত্তপ্রসাদ, বল, পুষ্টি, উৎসাহ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। অস্বাদু অন্ন ভোজনে ইহার বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

অতি উষ্ণ অন্ন ভোজনে বল নাশ হয়। অতি শীতল ও শুষ্ক অন্ন দুর্জ্জর, অর্থাৎ সহজে জীর্ণ হয় না। অতি ক্লিন্ন (পচা) অন্ন গ্লানিজনক। অতএব যুক্তিযুক্ত ভোজনই প্রশস্ত। অতিদ্রুত আহার করিলে আহারের দোষগুণ বুঝিতে পারা যায় না। অতি ধীরে ধীরে আহার করিলেও ভোজ্য দ্রব্য শীতল ও অহৃদ্য হইয়া থাকে॥ ১৩৬-১৩৮

গুরু ত্রিবিধ যথা—মাত্রাগুরু স্বভাবতঃ গুরু ও সংস্কারতঃ গুরু। মন্দানল ব্যক্তি গুরু ভোজন পরিবর্জ্জন করিবে। মাত্রাগুরু যথা—মুদ্গাদি বস্তুতঃ লঘু, কিন্তু মাত্রায় অধিক হইলেই তখন উহাদিগকে গুরু বলা যায়। স্বভাবগুরু যথা—মাষাদি (মাষ কলাই প্রভৃতি) স্বভাবতই গুরু। সংস্কারগুরু যথা পিষ্টান্ন। পাকাদি সংস্কারে পিষ্টান্ন গুরু বলিয়া উক্ত।

আহার ষড়্‌বিধ, যথা—চূষ্য, পেয়, লেহ্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য ও চর্ব্ব্য। ইহারা যথোত্তর গুরু, অর্থাৎ চূষ্য অপেক্ষা পেয় গুরু, পেয় অপেক্ষা লেহ্য গুরু ইত্যাদি।

টীকা। "চূষ্য" ইক্ষু দাড়িম্বাদি। "পেয়" পানক শর্করোদকাদি (চিনির পানা প্রভৃতি)। "লেহ্য"—

রসালা-কথিতাদি, কথিতা—কটী নামে প্রসিদ্ধ। "ভোজ্য" ভক্ত যুপাদি (ভাত দাইল প্রভৃতি)। "ভক্ষ্য"—লড্ডুক মোদকাদি। "চর্ব্ব্য" চিপিট চণকাদি (চিড়ে ছোলা প্রভৃতি)॥ ১৩৯—১৪১

যে মাত্রায় ভোজন করিলে অর্দ্ধ তৃপ্তি হয়, গুরুদ্রব্য সেই মাত্রায় ভোজন করা কর্ত্তব্য। আর যে মাত্রায় ভোজন করিলে সম্যক্ তৃপ্তি হয়, লঘু দ্রব্য সেই মাত্রায় ভোজন করা কর্ত্তব্য। দ্রব ও দ্রববহুল দ্রব্য মাত্রায় অধিক হইলেও তাহা মাত্রাগুরু বলিয়া মনে করা যায় না। অর্থাৎ দ্রব ও দ্রবাধিকদ্রব্য মাত্রায় অধিক হইলেও তাহা মাত্রাগুরু বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে।

টীকা। স্বভাবগুরু সংস্কারগুরু ও স্বভাব লঘু ভক্ষ্যের ভোজন পরিমাণ কথিত হইতেছে। মাষপিষ্টান্নাদি স্বভাবগুরু দ্রব্য সকল অর্দ্ধ তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন করা কর্ত্তব্য। মুদ্গাদি স্বভাবলঘু দ্রব্য সকল সম্যক্ মাত্রায় তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন করা কর্ত্তব্য। দ্রব অর্থাৎ পেয়াদি, দ্রবোত্তর অর্থাৎ তক্রাদি বহুল ওদনাদি (অন্নাদি) মাত্রায় অধিক হইলেও তাহা মাত্রাগুরু বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ—পেয়দ্রব্য সর্ব্বপ্রকার ভক্ষ্যাপেক্ষা লঘু। সুশ্রুত বলিয়াছেন—পেয়-লেহ্যাদি ভক্ষ্য সকলের উত্তরোত্তরটি গুরু বলিয়া জানিবে, অতএব পেয় লেহ্য ভোজ্য ও ভক্ষ্যের মধ্যে পেয়ই লঘু। পেয় অর্থাৎ পেয়াদি। লেহ্য অর্থাৎ রসালাদি, এস্থলে আদি শব্দে ওদন সূপ প্রভৃতি (ভাত দাইল প্রভৃতি) ভোজ্যও বুঝিতে হইবে। ভক্ষ্য অর্থাৎ মোদকাদি॥ ১৪২

শুষ্ক বস্তু প্রচুর দ্রবসমম্বিত হইলে তাহাও সম্যক্ মাত্রাতেই ভোজন করা যাইতে পারে, কিন্তু কেবল শুষ্কবস্তু ভোজন করিতে থাকিলে তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

টীকা। উক্ত বচনের অর্থ এই—শুষ্ক দ্রব্য স্রোতোরোধক হইলেও বহুদ্রবসমম্বিত হওয়ায় তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কেবল শুষ্কান্ন পরিপাক পায় না॥ ১৪৩

কেবল শুষ্কান্ন ভোজন করিলে তাহা পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া পিণ্ডীকৃত হয় এবং সম্যক্ ক্লিন্ন হইতে না পারিয়া বিদাহ ভাব প্রাপ্ত হয়। শুষ্ক বিরুদ্ধ ও বিষ্টম্ভি আহার অগ্নিমান্দ্যজনক হইয়া থাকে।

টীকা। অপক্ব শুষ্কান্ন কি প্রকার হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। অপক্ব শুষ্কান্ন পিণ্ডীকৃত হয়, ইত্যাদি। পিণ্ডীকৃত অর্থাৎ অষ্ঠীলাবৎ আকৃতি বিশিষ্ট। অসংক্লিষ্ট অর্থাৎ অসম্যক্ আর্দ্রীভূত। বিদাহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিদগ্ধ হয়। শুষ্কান্নাদির বৈগুণ্য কথিত হইতেছে—"শুষ্ক"—চিপিটকাদি। "বিরুদ্ধ"—ক্ষীর মৎস্যাদি। "বিষ্টম্ভি" চণক মসূরাদি। শুষ্কাদি অন্ন অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত করে॥ ১৪৪

ভোজনের পর ছাতু খাইবে না, দাঁতে চিবাইয়া ছাতু খাইবে না, রাত্রিকালে ছাতু খাইবে না, অধিক পরিমাণে ছাতু খাইবে না, জলান্তরিত ছাতু খাইবে না, অর্থাৎ একবার জল একবার ছাতু এইরূপ ক্রমে ছাতু খাইবে না, কেবল ছাতুও জলে গুলিয়া খাইবে নাই॥ ১৪৫

ছাতু ভোজনে এই সাতটি বর্জ্জন করিবে, যথা—(১) ছাতু ভোজন করিতে করিতে তাহাতে পুনর্ব্বার ছাতু দিয়া ভোজন, (২) ছাতু ভোজনে পৃথক্ জলপান, (৩) আমিষের সহিত ছাতু ভোজন, (৪) দুগ্ধের সহিত ছাতু ভোজন, (৫) রাত্রিতে ছাতু ভোজন, (৬) দাঁতে চিবাইয়া ছাতু ভোজন, (৭) উষ্ণ ছাতু ভোজন।

ছাতু ভোজন বিষয়ে সুশ্রুত এই বলেন—ছাতুর অবলেহিকা মৃদুত্ব হেতু শীঘ্র জীর্ণ হয়, অর্থাৎ ছাতু দ্রবে গুলিয়া অবলেহিকাবৎ করিয়া তাহা ভক্ষণ করিলে কোমলত্ব হেতু শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়॥ ১৪৬

বিষমাশনের লক্ষণ—যথাকালে (ভোজন সময়ে) অতি মাত্রায় যে ভোজন, তাহা বিষমাশন, অথবা কখন বহু ভোজন, কখন অল্প ভোজন, কখন বা অসময়ে ভোজন, তাহাও বিষমাশন বলিয়া জানিবে॥ ১৪৭

বহু ভোজন এবং অল্প ভোজনের দোষ—অধিক ভোজন করিলে আলস্য, শরীরের গুরুতা, আটোপ ও অবসাদ জন্মে। অল্প ভোজন করিলে শরীরের কৃশতা ও বলক্ষয় হয়॥ ১৪৮

অকালে ভোজনের দোষ—অপ্রাপ্তকালে ভোজন করিলে মানব অসমর্থ দেহ হয় এবং তাহার অপ্রাপ্তকাল ভোজন জনিত সেই সেই ব্যাধি সকল জন্মে, এমন কি শেষে মরণ পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

টীকা। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ভোজন কালের অতি পূর্ব্বে ভোজন করিলে মানব অসমর্থ শরীর হয়। অপ্রাপ্তকালে ভোজন করিলে সেই সেই ব্যাধি অর্থাৎ শিরোব্যথা বিসূচিকা অলসক বিলম্বিকাদি ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। এবং সেই সকল ব্যাধির আধিক্যে মরণ পর্য্যন্তও ঘটে॥ ১৪৯

ভোজনকাল অতীত হইয়া গেলে ভোজন করিলে জঠরাগ্নি বায়ুকর্ত্তৃক উপহত হয়, সুতরাং ভুক্তান্ন অতিকষ্টে পরিপাক পায়, পুনর্ব্বার আর ভোজন করিতে স্পৃহা হয় না। কুক্ষির দুই ভাগ ভোজ্যদ্বারা পূর্ণ করিবে, তৃতীয়ভাগ জলে পূর্ণ করিবে এবং বায়ুর সঞ্চারণার্থ চতুর্থ ভাগ খালি রাখিবে॥ ১৫০। ১৫১

ভোজন সময়ে প্রথমে যাহা খাওয়া হয়, তাহার রসে রসনা (জিহ্বা) উপতর্পিত হয়, সুতরাং তৎপরে যাহা খাওয়া যায়, তাহা আর তত স্বাদু বলিয়া বোধ হয় না। অতএব এক এক রস ভোজনের পর অল্প অল্প পরিমাণে জলপান দ্বারা মুখসংশুদ্ধ করিয়া অন্য অন্য রস ভোজন করিবে॥ ১৫২

অধিক পরিমাণে জলপান করিলে অন্ন পরিপাক হয় না, একবারে জলপান না করিলেও সেই দোষ ঘটে অর্থাৎ তাহাতেও অন্ন পরিপাক পায় না। অতএব অগ্নি বিবর্দ্ধনার্থ ভোজন সময়ে মানব মুহুর্মুহুঃ জলপান করিবে, কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে॥ ১৫৩

ভোজনের আদিতে জলপান করিলে শরীরের কৃশতা ও অগ্নি দুষ্টি হয়; মধ্যে জলপান করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়, মধ্যে জলপানই হিতকর; অন্তে জলপান করিলে দেহের স্থূলতা ও কফের বৃদ্ধি হয়। বাগ্‌ভট, বলিয়াছেন—ভোজনের মধ্যে অন্তে ও প্রথমে জলপান করিলে যথাক্রমে শরীর সম স্থূল ও কৃশ হয়, অর্থাৎ ভোজন মধ্যে জলপান করিলে শরীর সমভাবাপন্ন, ভোজনান্তে জলপান করিলে শরীর স্থূল এবং ভোজনাদিতে জলপান করিলে শরীর কৃশ হইয়া থাকে।

টীকা। "ভুক্ত" ভোজন। জিজ্ঞাসা করি—শিষ্ট ব্যক্তিগণ ভোজনান্তে দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন, তাহা কি প্রকারে উচিত হয়? যেহেতু ত্রিধা বিভক্ত ভোজন কালের প্রথম ভাগ বায়ুর, দ্বিতীয় ভাগ পিত্তের এবং তৃতীয় ভাগ কফের প্রকোপ কাল। এই জন্যই উক্ত আছে—"তন্মনা হইয়া প্রথমে মধুর রস, মধ্যে অম্ল ও লবণ রস এবং অন্তে কটু তিক্ত ও কষায় রস ভোজন করিবে" ইহার অভিপ্রায় এই—ভোজন সময়ে প্রথমে মধুররস ভোজন করিলে সেই ভুক্ত মধুররস বুভুক্ষিত ব্যক্তির বাতপিত্তের প্রশমক হয়; ভোজনের মধ্যে অম্ল ও লবণ রস ভোজন করিলে সেই ভুক্ত অম্ললবণরস পিত্তাশয়ে অগ্নি বৃদ্ধি করে; ভোজনান্ত সময়ে কটু-তিক্ত-কষায় রস ভোজন করিলে সেই ভুক্ত-কটু তিক্ত কষায় রস কফকে প্রশমিত করিয়া থাকে। অতএব ভোজনান্তসময় যখন কফের কাল, তখন সেই কফকালে কি প্রকারে কফজনক দুগ্ধ পান করা যাইতে পারে? যেহেতু উক্ত আছে—দুগ্ধ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, ওজস্কর, ধাতুবর্দ্ধক, বাতপিত্তহর, বৃষ্য, শ্লেষ্মকর, গুরু, ও শীতল। উত্তর—মানব যে কোন বিদাহি অন্নপান ভোজন করে, তাহার বিদাহশান্তির জন্য ভোজনান্তে দুগ্ধপান করিবে। ব্রহ্ম পুরাণে উক্ত আছে—"দুগ্ধান্ত ভোজন করিবে, দধ্যন্ত ভোজন কদাচ করিবে না, অর্থাৎ দুগ্ধপান করিয়া ভোজন শেষ করিবে, দধি খাইয়া কদাচ ভোজন সমাপন করিবে না। লবণ-অম্ল-কটু-উষ্ণ যে কোন ভোজ্য [illegible] করা যায়, তাহার দোষ নাশের জন্য মধুর রসে ভোজন সমাপ্ত করিবে"। ভোজনান্ত সময়ে দুগ্ধাদি মধুর ভোজন দ্বারাই বর্দ্ধিত কফ, লবণ-অম্ল-কটু ভোজন জনিত-পিত্তের বৃদ্ধি হ্রাস করে, এবং পিত্ত বৃদ্ধি বিনাশন দ্বারা কফেরও বৃদ্ধি ক্ষীণ হইয়া যায়, কফ বৃদ্ধি ক্ষীণ হওয়ায় তাহা আর অগ্নিমান্দ্যাদি ব্যাধি সকল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। জিজ্ঞাসা করি—শত্রুর নাশ দ্বারা শত্রুহন্তার বৃদ্ধি দেখা যায়, ক্ষীণতা দৃষ্ট হয় না, তবে কি প্রকারে কফ ক্ষীণ হয়? উত্তর—বলবৎ শত্রুর বিনাশন দ্বারা শত্রুহন্তারও ক্ষীণতা দেখা যায়। তথাচ—জল, অগ্নিসন্তপ্ত লৌহের তপ্ততা নাশ করিয়া যেমন নিজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রতিপক্ষের নাশ করিয়া স্বয়ংও ক্ষীণ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করি—ভোজনাবসান সময়ে ভুক্ত-কটু-তিক্ত কষায় রস কফের প্রশম করিবে কিন্তু বায়ুর বৃদ্ধি করিবে, ইহাই যদি হয়? না, তাহা নহে—কটু তিক্ত কষায় রস ক্ষীণশক্তিক হওয়ায় তাহারা বায়ুর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। তথাচ—যাহা এক দোষকে নাশ করে, তাহা অন্য দোষকে বর্দ্ধিত করিতে পারে না কেন? যেহেতু এক দোষের নাশনে সে নিজে ক্ষীণশক্তিক হইয়া পড়ে, এই জন্যই পারে না। বস্তুতঃ যে রসই প্রচুর পরিমাণ ভোজন করা যায়, সকল রসই সেই রসের বশ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে সুশ্রুতও বলিয়াছেন—প্রকুপিত দোষ সকল যেমন প্রবল দোষের বশ্যতা প্রাপ্ত হয়, ভুক্ত রস সকলও সেইরূপ বলীয়ান্ রসের বশীভূত হইয়া থাকে।

অত্যন্ত পিপাসার সময় জলপান না করিয়া অন্নভোজন করিবে না এবং অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ও অন্ন ভোজন না করিয়া জলপান করিবে না। কারণ—তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অন্ন ভোজন করিলে গুল্ম এবং ক্ষুধিত হইয়া জলপান করিলে জলোদর রোগ জন্মে॥ ১৫৪—১৫৬

আচমন—উক্ত নিয়মে ভোজন করিয়া রুক্ষগ্রহণ* ও গণ্ডুষ করণের পর সম্যক্ আচমন করিবে (আঁচাইবে)। দন্তলগ্ন অন্নাদি বাহির করিয়া আচমন ক্রিয়া সমাপন করিবে। দন্তান্তরগত অন্ন শোধন দ্বারা (খড়িকা দ্বারা) ধীরে ধীরে বাহির করিবে। তাহা বহির্গত না হইলে মুখে দুর্গন্ধ উৎপাদন করে। দন্তলগ্ন যে বস্তু অনির্হার্য্য (যাহা বাহির করিতে পারা যাইবে না) তাহা বাহির করিবার জন্য বহুবার যত্ন করিবে না, তাহাকে দন্তবৎ লেপ মনে করিবে। আচমন করিয়াই জলযুক্ত হস্তদ্বয় দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে। কারণ—ভোজনের পর

---

* ভোজনান্তে পাঁপর প্রভৃতি ভোজন করিয়া গণ্ডুষ করিবে। কেহ কেহ বলেন—ভোজনান্তে লবণ মৃত্তিকা প্রভৃতি রুক্ষদ্রব্য হস্তে মাখিয়া আচমন করিবে।

সজল হস্ততল ঘর্ষণ করিয়া যদি নেত্রদ্বয়ে দেওয়া যায়, তাহা হইলে অচিরেই সেই জল তিমির রোগ সকল নাশ করে॥ ১৫৭—১৬০

ভোজনানন্তর ক্রিয়া—ভোজন ক্রিয়া সমাপনানন্তর শুভাবহ অগস্ত্যাদিকে নিত্য স্মরণ করিবে। যথা—আমার আত্মা বিষ্ণু, অন্ন বিষ্ণু,এবং অন্ন পরিপাক বিষ্ণু, সমস্তই বিষ্ণু,সেই সত্য স্বরূপ বিষ্ণু দ্বারা আমার এই ভুক্তান্ন জীর্ণ হউক। অগস্তি অগ্নি ও বাড়বানল আমার ভুক্তান্নকে নিঃশেষে জীর্ণ করুন, এবং আমাকে অন্ন পরিপাক জনিত সুখ প্রদান করুন, তাঁহাদের কৃপায় আমার দেহ নীরোগ হউক। ভোজনানন্তর যে ব্যক্তি অঙ্গারক অগস্তি অগ্নি সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই পাঁচ জনকে নিত্য স্মরণ করে, তাহার ভুক্তান্ন আশু জীর্ণ হয়। এইরূপে অগস্ত্যাদির নামোচ্চারণ পূর্ব্বক স্বহস্তে উদর পরিমার্জ্জন করিয়া অনায়াসপ্রদ কর্ম্ম সকল করিবে। ভোজন করিয়া অর্থাৎ দিবা ভোজন করিয়া অতন্দ্রিত থাকিবে (নিদ্রা যাইবে না)।

টীকা। "অতন্দ্রিত" অর্থাৎ নিরন্তর জাগিয়া থাকিবে, নিদ্রা যাইবে না। যেহেতু শাস্ত্রে এই বচন আছে--"ভোজন করিয়াই নিদ্রা যাইলে কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে বিনষ্ট করে" ॥ ১৬১—১৬৪

ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে বায়ু বর্দ্ধিত হয়, বিদগ্ধাবস্থায় পিত্ত বর্দ্ধিত হয় এবং ভুক্ত মাত্র কফ বর্দ্ধিত হয়। ভোজনের পর বাতাদি বৃদ্ধির এই ক্রম জানিবে।

টীকা। "বিদগ্ধ" অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পক্ব কিঞ্চিৎ অপক্ব॥ ১৬৫

ভুক্তমাত্রে যে কফ সঞ্চিত হয়, তাহার প্রতিকার—আহারান্তে ধূম দ্বারা (অগুরু প্রভৃতির ধূমদ্বারা) সঞ্চিত কফের নাশ করিবে,অথবা হৃদ্য কটুতিক্ত কষায় দ্রব্য সেবন করিয়া সঞ্চিত কফের প্রশম করিবে। কিংবা গুবাক,কর্পূর, কস্তুরী, লবঙ্গ, জায়ফল কিংবা মুখ বৈশদ্যকারক কটু কষায় ফল (এলাইচ হরীতকী প্রভৃতি ফল) সুগন্ধি তাম্বুল সহযোগে সেবন করিয়া কফকে বিনষ্ট করিবে।

টীকা। "কষায়কটুতিক্তক" অর্থাৎ কর্পূর কস্তুরী লবঙ্গ প্রভৃতি। "পুগ" সুপারী। "সুমনঃ ফল" অর্থাৎ জাতীফল (জায়ফল)॥ ১৬৬। ১৬৭

রমণকালে, নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া, স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে, যুদ্ধে এবং পণ্ডিতগণের ও রাজার সভাতে তাম্বুল চর্ব্বণ করিবে॥ ১৬৮

তাম্বূলের গুণ—তাম্বুল—তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক, সারক, এবং কষায় তিক্ত ক্ষার ও কটুরস, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্ত বর্দ্ধক ও লঘু। ইহা বশীকরণক্ষম, এবং শ্লেষ্মা মুখদৌর্গন্ধ্য মল বাত ও শ্রম নাশক, মুখের বৈশদ্য ও সৌগন্ধ্যজনক এবং শরীরের কান্তি ও সৌষ্ঠব কারক, হনু ও দন্তের মলনাশক এবং জিহ্বেন্দ্রিয়ের বিশোধক, মুখপ্রসেকের প্রশমক এবং গল রোগের বিনাশক। নূতন পান—মধুর রস, কষায়ানুরস, গুরুপাক ও কফজনক। নূতন পানের গুণ প্রায় পত্রশাক গুণবৎ জানিবে। বঙ্গদেশ সম্ভূত পান-অত্যন্ত কটুরস, সারক, পাচক, পিত্তজনক, উষ্ণবীর্য্য ও কফহর। পুরাণ পান—অকটু (ঈষৎ কটুরস), অল্প পাতলা, পাণ্ডুবর্ণ (ঈষৎ পীতমিশ্র শুক্লবর্ণ) পুরাণ পান বিশেষ গুণান্বিত, অন্য পান (নূতন পান) তদপেক্ষা হীনগুণ জানিবে॥ ১৬৯—১৭৪

পূগগুণ (সুপারীর গুণ)—পূগ—গুরুপাক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, কষায়রস, কফপিত্তনাশক, মোহজনক, দীপক, রুচিপ্রদ ও মুখবৈরস্য নাশক। যে পূগের মধ্যভাগ কঠিন, অথবা যাহা সিদ্ধ করা, তাহা ত্রিদোষ নাশক, সরস, গুরুপাক,অভিষ্যন্দী এবং অত্যন্ত অগ্নিনাশক।

খদির কফপিত্তনাশক, চূর্ণ (চুণ) বাতশ্লেষ্মনাশক, এই উভয়ে সংযুক্ত হইলে ত্রিদোষনাশক হয় এবং চিত্তের প্রসন্নতা,মুখের বৈশদ্য ও সৌগন্ধ্য এবং শরীরের কান্তি ও সৌষ্ঠব সম্পাদন করে। পূর্ব্বাহ্নে অধিক পরিমাণে সুপারী দিয়া, মধ্যাহ্নে অধিক পরিমাণে খয়ের দিয়া এবং রাত্রিকালে অধিক মাত্রায় চুণ দিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করিবে। তাম্বুল সদা ভক্ষনীয়।

পানের অগ্রভাগে আয়ু, মূলভাগে যশঃ এবং মধ্যভাগে লক্ষ্মী অবস্থিতি করে। অতএব পানের অগ্রভাগ মূলভাগ ও মধ্যভাগ ত্যাগ করিবে। পানের মূল ভক্ষণ করিলে ব্যাধি হয়, অগ্রভাগ ভক্ষণ করিলে পাপ জন্মে, মধ্যভাগ ভক্ষণ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয় এবং শিরা ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি নাশ পায়।

পানের প্রথম পীক বিষতুল্য, দ্বিতীয় পীক ভেদী ও দুর্জ্জর অতএব পানের প্রথম ও দ্বিতীয় পীক বর্জ্জন করিয়া তৃতীয়াদি পীক পান করিবে, তাহা অমৃতাতুল্য ও রসায়ন। তাম্বুল অধিক সেবন করিবে না, বিরিক্ত ও বুভুক্ষিত ব্যক্তি তাম্বুল সেবন করিবে না। অধিক তাম্বূল খাইলে দেহ-দৃষ্টি-কেশ-দন্ত-অগ্নি-শ্রোত্র-বর্ণ ও বলক্ষয় হয়, শোষ রোগ জন্মে এবং রক্ত পিত্ত ও বায়ুর দুষ্টি হইয়া থাকে।

দন্ত-রোগিগণের, দুর্ব্বল নেত্ররোগিগণের, বিষ মূর্চ্ছা ও মদ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের, ক্ষয়রোগিগণের এবং রক্তপিত্ত রোগিগণের তাম্বুল হিতকর নহে।

ভোজন করিয়া ধীরে ধীরে এক শত পদ গমন করিবে। তাহাতে অন্নকাঠিন্যের শিথিলতা এবং জানু ও কটির সুখ হয়॥ ১৭৫—[illegible]

ভোজনানন্তর উপবেশন করিলে তুন্দ (উদর স্থৌল্য), শয়ন করিলে দেহের পুষ্টতা, চংক্রমণ করিলে (ধীরে ধীরে শত শত পদ গমন করিলে) আয়ু-বৃদ্ধি হয় এবং ধাবন করিলে (দৌড়িয়া গমন করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১৮৫

টীকা। চংক্রমণ অর্থাৎ ধীরে ধীরে শতপদ গমন॥ ১৮

অষ্টশ্বাস পরিমিত কাল উত্তান ভাবে (চিত্ হইয়া), তাহার দ্বিগুণ কাল দক্ষিণ পার্শ্বে, তদ্দ্বিগুণকাল বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া পশ্চাৎ যেরূপে সুখ হয়, সেইরূপে শুইবে। কিন্তু জন্তুগণের নাভির উর্দ্ধভাগে বামদিকে অগ্নি অবস্থিতি করে, অতএব ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকার্থ বাম পার্শ্বেই শয়ন করা কর্ত্তব্য॥ ১৮৬। ১৮৭

শয়নচর্য্যা—খাটে শয়ন করিলে ত্রিদোষের শান্তি হয়, তূলীশয্যায় (তুলার গদিতে) শয়ন করিলে বায়ু ও শ্লেষ্মার নাশ হয়, ভূমি শয্যায় শয়ন করিলে শরীরের পুষ্টি ও শুক্রের বৃদ্ধি হয় এবং কাষ্ঠপট্টিতে (কাঠের তক্তায়) শয়ন করিলে বায়ু বর্দ্ধিত হয়॥ ১৮৮

শয়ন সম্বন্ধে অন্যে বলেন—সুশয্যা অতীব বায়ুজনক, রুক্ষ ও রক্তপিত্তনাশক। সুশয্যা-শয়ন—হৃদ্য এবং পুষ্টি নিদ্রা ও ধৃতিপ্রদ, শ্রমানিলহর ও বৃষ্য। ইহার বিপরীত শয্যাশয়ন অর্থাৎ দুঃখপ্রদ শয্যাশয়ন, সুশয্যাশয়নের বিপরীত গুণান্বিত জানিবে॥ ১৮৯

সংবাহন অর্থাৎ গাত্রমর্দ্দন—মাংসের রক্তের ও ত্বকের অতি প্রসাদকারক (প্রসন্নতাজনক), প্রীতি ও নিদ্রাপ্রদ, বৃষ্য এবং কফ বাত ও শ্রমনাশক॥ ১৯০

প্রবাত অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহ—রুক্ষতা, বিবর্ণতা ও স্তব্ধতা কারক, দাহ-পিত্তনাশক, এবং স্বেদ (ঘর্ম্ম) মূর্চ্ছা ও পিপাসা নিবারক। অপ্রবাত ইহার বিপরীত গুণান্বিত জানিবে। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে মধ্যে মধ্যে সুখকর প্রবাত অর্থাৎ শরীরের ও মনের প্রফুল্লতাদায়ক বায়ু প্রবাহ সেবন করিবে। আয়ুর জন্য এবং আরোগ্যের জন্য সর্ব্বদা নিবাত স্থান সেবন করিবে।

পূর্ব্ববায়ু—গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, পিত্তরক্তদূষক, বিদাহী (বিদাহজনক), বাতল (বাত বর্দ্ধক); ইহা শ্রান্তি কফ ও শোষান্বিত ব্যক্তিগণের হিতকর। ইহা স্বাদু (মধুর রসজনক) ও লবণ রস এবং অভিষ্যন্দী। পূর্ব্ববায়ু দ্বারা ব্রণ দোষ অর্শঃ বিষ কৃমি সন্নিপাত জ্বর শ্বাস ও আমবাত বর্দ্ধিত হয়।

টীকা। "স্বাদু" অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্য সমূহে অধিক পরিমাণে মধুর রসজনক॥ ১৯১—১৯৪

দক্ষিণ বায়ু—স্বাদু, রক্তপিত্তহর, লঘু, শীত-বীর্য্য, বলকর ও চক্ষুর হিতকর। ইহা বাতবর্দ্ধক নহে॥ ১৯৫

পশ্চিম বায়ু—তীক্ষ্ণ, শোষজনক, বলহারক, লঘু, মেদ-পিত্ত-কফ নাশক ও বায়ুবর্দ্ধক॥ ১৯৬

উত্তর বায়ু—শীতল, স্নিগ্ধ, দোষ প্রকোপকারক, ক্লেদজনক, প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণের বলপ্রদ, ইহা মধুররস ও মৃদু।

টীকা। "দোষ প্রকোপকৃৎ" অর্থাৎ আতুর গণেরই দোষপ্রকোপ কারক॥ ১৯৭

আগ্নেয় বায়ু—দাহ জনক ও রুক্ষ।

নৈর্ঋত বায়ু—বিদাহ জনক নহে।

বায়ব্য বায়ু—তিক্তরস।

ঐশান বায়ু—কটুরস। বিষ্বগ্ বায়ু (সর্ব্বদিগ্‌গামী বায়ু) প্রাণিগণের আয়ুর পক্ষে হিতকর নহে, উহা বহুরোগজনক। অতএব বিষ্বগ্ বায়ু সেবন করিবে না। উহা সেবিত হইলে মঙ্গলের জন্য হয় না॥ ১৯৮। ১৯৯

ব্যজনবায়ু—দাহ স্বেদ মূর্চ্ছা ও শ্রমনাশক। তালবৃন্তভব বায়ু অর্থাৎ তালপাতার পাখার বাতাস ত্রিদোষ প্রশমক। বংশ ব্যজনজ বায়ু অর্থাৎ বাঁশের নির্ম্মিত পাখার বাতাস উষ্ণ ও রক্তপিত্ত প্রকোপক। চামরের বাতাস, বস্ত্রের বাতাস, ময়ূরপুচ্ছ রচিত পাখার বাতাস ও বেত্র নির্ম্মিত পাখার বাতাস দোষবর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, হৃদ্য ও সুপূজিত॥ ২০০। ২০১

দিবসে নিদ্রা যাইবে না। যেহেতু দিবা নিদ্রা কফবর্দ্ধক। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন সকল কালেই দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। কিন্তু যাহাদিগের নিত্য দিবসে নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস আছে, দিবসে নিদ্রা না যাইলে তাহাদের বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া থাকে, অতএব তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা দোষাবহ নহে। ব্যায়াম-রত, প্রমদারত, পথপর্য্যটন রত ও অশ্বাদি বাহন রত ব্যক্তি দিগকে, ক্লান্ত ব্যক্তিদিগকে এবং অতিসার শূল শ্বাস তৃষ্ণা হিক্কা ও বাতপীড়িত ব্যক্তিদিগকে, ক্ষীণ ব্যক্তিদিগকে, ক্ষীণকফ ব্যক্তিদিগকে, শিশুদিগকে, মদহত ব্যক্তিদিগকে, বৃদ্ধব্যক্তিদিগকে, অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে, রাত্রিজাগরিত ব্যক্তিদিগকে ও নিরশন ব্যক্তিদিগকে যথেচ্ছ দিবা নিদ্রা যাইতে দিবে। যাহাদের দিবা নিদ্রা বা রাত্রি জাগরণ সাত্ম্যীকৃত (অভ্যস্ত ও দেহানুকূল) হইয়া গিয়াছে, তাহাদের দিবানিদ্রা বা রাত্রি জাগরণে অনিষ্ট হয় না।

টীকা। নিদ্রাবস্থায় দিবানিদ্রা ও জাগরণ বলায় রাত্রিজাগরণ বুঝিতে হইবে॥ ২০২—২০৩

ভোজনের পর নিদ্রা যাইলে বায়ু ও পিত্তের নাশ হয়, কফের বৃদ্ধি হয়, শরীরের পুষ্টি হয় এবং শরীর ও মনের সুখ হইয়া থাকে॥ ২০৩

শয়নে পিত্তনাশ, মর্দ্দনে বাত নাশ, বমনে কফনাশ, লঙ্ঘনে জ্বরনাশ হয়। এবং উপবেশন ও [illegible] ক্রিয়া করিলে অর্থাৎ কেবল বসিয়া না থাকিয়া ও কেবল ভ্রমণ না করিয়া মধ্যে মধ্যে উপবেশন ও ভ্রমণ

মধ্যে ভ্রমণ করিলে তাহা অভিষ্যন্দিও হয় না, রুক্ষও হয় না॥ ২০৭

উদরে ভুক্তান্ন সংস্থাপনের অপর হেতু-সমূহ। যথা—ভোজনের পর মনঃপ্রিয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ সেবন করিলে উদরস্থ অন্ন যথাবৎ অবস্থিতি করে॥ ২০৮

ভুক্তান্ন উদরে না থাকিবার হেতু যথা—ঘৃণিত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ সেবন করিলে, ভুক্তান্ন অপ্রযত (অপবিত্র) হইলে কিংবা অধিক হাস্য করিলে ভুক্তান্ন উদরে থাকে না অর্থাৎ বমি হইয়া যায়।

টীকা। "অপ্রযত"—অপবিত্র॥ ২০৯

অন্য বর্জ্জনীয় যথা—ভোজনের পর অধিকক্ষণ শয়ন বা অধিকক্ষণ উপবেশন, অধিক দ্রববস্তু পান, অগ্নি ও সূর্য্যাতপ, প্লবন (জলসন্তরণ), যান (পথে চলন), বাহন, ব্যায়াম, মৈথুন, ধাবন (বেগে গমন), যান (শকটাদি) যুদ্ধ, গীত ও অধ্যয়ন, ভুক্তবান্ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকাল (দুই দণ্ডকাল) এই সমস্ত বর্জ্জন করিবে।

টীকা। "প্লবন"—বাহুদ্বয় সঞ্চালন দ্বারা জল সন্তরণ। "যান"—পথে চলন। "বাহন"—অশ্বাদি॥ ২১০। ২১১

পরিবর্জ্জনার্থ অজীর্ণের হেতু সকল কথিত হইতেছে,—অধিক জলপান, বিষমাশন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, নিদ্রা বিপর্য্যয় অর্থাৎ দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ, এই সকল কারণ ঘটিলে ক্ষুধাকালে সেবিত—সাত্ম্য (অভ্যস্ত, দেহানুকূল), লঘুপাক অন্নও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

টীকা। "সন্ধারণ"—অধোবাত মলমূত্রাদির বেগ ধারণ॥ ২১২

ঈর্ষ্যা ভয় ও ক্রোধান্বিত হইয়া, লুব্ধ হইয়া, রোগ বা দৈন্যনিপীড়িত হইয়া কিংবা বিদ্বেষযুক্ত হইয়া অন্ন-ভোজন করিলে সেই ভুক্তান্ন সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হয় না॥ ২১৩

অধ্যশনলক্ষণ—ভুক্তান্ন জীর্ণ না হইতেই যদি সেই অজীর্ণাবস্থায় পুনরায় ভোজন করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে অধ্যশন কহে॥ ২১৪

অধ্যশন বারণ। প্রাগ্ভুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নের ভুক্তান্ন যদি জীর্ণ না হয় এবং অগ্নি যদি মন্দ থাকে, তাহা হইলে দিবসে দুইবার কিন্তু ভোজন করিবে না। প্রাতর্ভোজন অজীর্ণ হইলে রাত্রিতে ভোজন করিবে। পূর্ব্বভুক্ত অন্ন বিদগ্ধ হইলে যদি ভোজন করা যায়, তাহা হইলে অগ্নি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

টীকা। উক্ত বচনের অর্থ এই—প্রাগ্ভুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নের ভুক্তান্ন অজীর্ণ থাকিলে দিবসে দুইবার ভোজন করিবে না, অর্থাৎ দিবাভাগের মধ্যেই পুনর্ব্বার আর ভোজন করিবে না, কিন্তু পূর্ব্বভুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নের আহার অজীর্ণ থাকিলেও রাত্রিতে ভোজন করা যাইতে পারে। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"পূর্ব্বাহ্নের আহার অজীর্ণ সত্ত্বে রাত্রির আহারে দোষ হয় না" ইত্যাদি। আর "পূর্ব্বভুক্ত" ইত্যাদি বচনের অর্থ এই—পূর্ব্বভুক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বরাত্রির ভুক্তান্ন বিদগ্ধ থাকিলে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পক্ক কিঞ্চিৎ অপক্ক থাকিলে প্রাতঃকালে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ পূর্ব্ব দিনাহার অজীর্ণ সত্বে ভোজন করিলে অগ্নি বিনষ্ট হয়। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—সায়ং আহার অর্থাৎ পূর্ব্ব রাত্রির আহার অজীর্ণ থাকিলে পরদিনের প্রাতর্ভোজন বিষোপম জানিবে। ফলিতার্থ এই—দিবসের আহার অজীর্ণ থাকিলে বরং রাত্রিতে আহার করিতে পারা যায়, কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রির আহার অজীর্ণ থাকিলে প্রাতঃকালে কোন মতেই আহার করিতে পারা যায় না।

রাত্রির আহার অজীর্ণ থাকিলে ভোজনোপায়—প্রাতঃকালে যদি অজীর্ণ আশঙ্কা হয়, অর্থাৎ লক্ষণ দেখিয়া যদি বোধ হয় যে, পূর্ব্ব-রাত্রির আহার জীর্ণ হয় নাই, তাহা হইলে হরীতকী শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণ বিচূর্ণিত করিয়া সেই চূর্ণ শীতল জলসহ খাইয়া ভোজন কালে অল্প পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে।

বিদ্বান্ ব্যক্তি আয়ুক্ষয়ের ভয়ে দিবসে স্ত্রীসঙ্গম করিবে না। যদিই বা অবশ হইয়া পড়ে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতি বশবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে দিবাভাগে কোন কোন দিন স্ত্রীসঙ্গম করিতে পারে।

টীকা। "অবশ"—অজিতেন্দ্রিয়॥ ২১৬। ২১৭

অবস্থানগুণ—গমনাগমন না করিয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলে বর্ণ কফ স্থৌল্য সৌকুমার্য্য (দেহের কমনীয়তা) ও সুখ হয়। অধিক পথ পর্য্যটন করিলে বর্ণ কফ স্থৌল্য ও সৌকুমার্য্য বিনষ্ট হয়। কিন্তু চংক্রমণ করিলে অর্থাৎ ধীরে ধীরে বেড়াইলে দেহেরও বিশেষ ক্লেশ হয় না, অপিচ আয়ুঃ বল মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়ে॥ ২১৮। ২১৯

উষ্ণীষ ধারণ—উষ্ণীষ কান্তিপ্রদ, কেশহিত এবং ধূলি বাত ও কফনাশক। লঘু (হাল্‌কা) উষ্ণীষই প্রশস্ত, কারণ গুরু উষ্ণীষে পিত্তবৃদ্ধি হয় ও নেত্র রোগ জন্মে॥ ২২০

উপানদ্ধারণ—(চর্ম্ম পাদুকা ধারণ)। উপানদ্-ধারণ-চক্ষুর ও আয়ুর হিতকর, পাদরোগনাশক, সুখ-গমনাগমন সম্পাদক, ওজোবর্দ্ধক ও বৃষ্য (বলপুষ্টি-বর্দ্ধক)। পাদুকা ব্যতিরেকে কেবল পায়ে গমনাগমন করিলে আরোগ্য থাকে না, আয়ুর হিত হয় না, এবং ইন্দ্রিয় ও দৃষ্টির শক্তি থাকে না॥

ছত্রধারণ—ছত্র—বর্ষা-আতপ-বাত ধূলি ও হিম নাশক, চক্ষুর হিতকর ও মাঙ্গল্য বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ২২৩

দণ্ডধারণ—দণ্ড সত্ত্ব-উৎসাহ-বল-স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য ও তেজোবিবর্দ্ধক, অবষ্টম্ভকর (অবলম্বন, আশ্রয়ভূত) ও ভয়নাশক ॥ ২২৪

যানারোহণ—ঊর্দ্ধাচ্ছাদন যুক্ত যে শিবিকা (পাল্কী) তাহাই সকলের প্রিয়। তাহাতে আরোহণ করিলে ত্রিদোষের শান্তি হয়। তরি (নৌকা) আতপ্লেষ্মরোগিদিগের অহিতকর, ইহা ভ্রমকারক। হস্ত্যারোহণ পিত্ত ও বায়ুজনক, এবং শ্রী আয়ুঃ ও পুষ্টি-বর্দ্ধক। ঘোটকারোহণ—বাত-পিত্ত-অগ্নি ও শ্রান্তি জনক, এবং মেদঃ বর্ণ ও কফনাশক, উহা বলিগণের অতি হিতকর ॥ ২২৫—২২৭

আতপ ও ছায়া—আতপ—স্বেদ মূর্চ্ছা রক্ত পিত্ত তৃষ্ণা ক্লান্তি শ্রান্তি দাহ ও বিবর্ণতা করে। ছায়া ঐ সকলের বিপরীত ক্রিয়া করিয়া থাকে ॥ ২২৮

বৃষ্টি—বৃষ্টি—বৃষ্য, শীতল, বলকর এবং নিদ্রা ও আলস্য জনক।

কুহতি (কুয়াশা)—কুহতি ভয়াবহ, মোহকর ও কফবাতবর্দ্ধক ॥ ২২৯

অগ্নি—অগ্নি—বাত কফ স্তব্ধতা শৈত্য ও কম্প নাশক, আম ও অভিষ্যন্দশমক এবং রক্তপিত্ত প্রকোপক ॥ ২৩০

ধূম—ধূম—সদ্যঃশ্লেষ্মজনক, নেত্রের অতি অহিতকর, শিরোগৌরব কারক ও বাতপিত্ত প্রকোপক ॥ ২৩১

অথ আচার।

সৎ ও অসৎ উভয় ব্যক্তিরই সহিত মৈত্রী (বন্ধুত্ব) করিবে কিন্তু সজ্জনের সহিত সর্ব্বথা (কায়মনোবাক্যে) প্রণয় করিবে। সাধুদিগের সংসর্গ করিবে, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, বৈদ্য, নৃপ ও অতিথিগণের সেবা করিবে। যাচকদিগের প্রতি বিমুখ হইবে না। কাহাকেও অবমাননা করিবে না। গুরু-লোকের নিকট সদা বিনয়াবনত হইয়া থাকিবে, তাঁহাদের সন্নিধানে কদাচ পাদ প্রসারণাদি করিবে না। অপকারক ব্যক্তিগণেরও উপকারে রত হইবে। সকলকে আত্মবৎ দর্শন করিবে। শত্রু হইতে দূরে থাকিবে। অমুক আমার শত্রু, বা আমি অমুকের শত্রু, ইহা প্রকাশ করিবে না এবং নিজের অপমান ও প্রভুর অস্নেহতাও কাহাকেও বলিবে না। জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিবে না। নগ্ন হইয়া (উলঙ্গ হইয়া) জলে প্রবেশ করিবে না এবং যে জলাশয়ের গভীরতা জানা নাই, তাহাতেও অবতরণ করিবে না। যে স্থানে হিংস্র-প্রাণিগণ অবস্থিতি করে সেস্থানেও যাইবে না। উপযুক্ত সময় হিত পরিমিত সত্য সংবাদি ও মধুর কথা কহিবে। ক্ষুধাকালে মধুররস বহুল স্নিগ্ধ হিত ও পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। রাত্রিতে দধি খাইবে না কিংবা দধিতে লবণ মুদ্গযুষ মধু বা ঘৃত চিনি না মিশাইয়া তাহা খাইবে না। পরারাধন পণ্ডিত হইতে হইলে লোকের অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া যে যাহাতে পরিতুষ্ট হয়, তাহার প্রতি সেইরূপই আচরণ করিবে। একাকী সুখভোগ করিবে না। সকল স্থলে বিশ্বাসও করিবে না, শঙ্কা করিবে না। কোন উদ্যমেই বিরত হইবে না। কোন ব্যক্তির ফলে (ধনাদিতে) ঈর্ষ্যা করিবে না, কিন্তু ফল হেতুতে (উদ্যমে) ঈর্ষ্যা করিবে, অর্থাৎ এই উদ্যমে অমুক ব্যক্তি এই ফললাভ করিয়াছে, আমিও সেই উদ্যম করিয়া সেই ফললাভ করিব, এইরূপ ঈর্ষ্যা করিবে।

টীকা। "হেতু"—ফলহেতু অর্থাৎ উদ্যম। "ফল" ধনাদি ॥ ২৩২—২৪১

মলমূত্রাদির বেগধারণ করিবে না, কিন্তু মনোবেগ ধারণ করিবে। ইন্দ্রিয় সকলকে একবারে সংযতও করিবে না, অতি উত্তেজিতও করিবে না। বর্ষা ও আতপাদিতে ছত্র ব্যবহার করিবে। রাত্রিকালে ও ভয়স্থলে দণ্ড ব্যবহার করিবে। সোপানৎক হইয়া অর্থাৎ জুতা পায়ে দিয়া বিচরণ এবং গমন কালে সম্মুখে চারিহস্ত স্থান দর্শন করিয়া গমন করত শরীর রক্ষা করিবে। সন্তরণ করিয়া নদী পার হইবে না। অগ্নি সমূহে অভিগমন করিবে না। দুষ্টযানবৎ সন্দিগ্ধ নৌকায় ও সন্দিগ্ধ বৃক্ষে আরোহণ করিবে না। (টীকা। "দুষ্টযান" অর্থাৎ দুষ্ট গজ ঘোটকাদি) ॥ ২৪২—২৪৪

বিচক্ষণ ব্যক্তি সভামধ্যে অসংবৃত মুখে অর্থাৎ হস্তাদিদ্বারা মুখ আচ্ছাদন না করিয়া কাসিবে না, হাসিবে না, উদ্গার ও হাই তুলিবে না এবং হাঁচিবে না, নাক ঝাড়িবে না। কখন উৎকটাসন হইয়া (উঁচু হইয়া) বসিবে না। ঊর্দ্ধজানু হইয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না। নখদ্বারা ভূমিতে দাগ কাটিবে না। সম্মার্জ্জনীর (ঝাঁটার) ধূলি কদাচ গায়ে লাগাইবে না। নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবে না। রাহুগ্রস্ত কালে, উদয় কালে ও অস্ত সময়ে সূর্য্যকে সর্ব্বথা দর্শন করিবে না, জলেও সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখিবে না। [illegible] বস্তু, উদ্দীপ্ত বস্তু, অপবিত্র বস্তু ও অপ্রিয় বস্তু দর্শন করিবে না এবং কাহাকেও [illegible] দর্শন করাইবে না। বলবানের সহিত যুদ্ধ কামনা করিবে না। [illegible] ভার বহন করিবে না। গাত্র বাজাইবে না, [illegible] কেশ সকল কাঁপাইবে না। [illegible] এবং দম্পতি যুগলের মধ্যে গমন করিবে না। [illegible]

ও বেশ্যার অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না। কোন বিষয়ে কাহারও জামিন হইবে না এবং কাহারও মিথ্যা সাক্ষীও হইবে না। কদাচ কপটরূপ ধারন করিবে না, দ্যূত ক্রিয়া দূরে পরিবর্জ্জন করিবে। স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাস করিবে না, তাহাদিগকে স্বাধীন হইতেও দিবে না, সর্ব্বদা বিশেষতঃ যৌবন কালে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে। ভগ্ন শয়নে (খট্টাদিতে) বা বহুছিদ্রবিশিষ্ট স্থানে শয়ন করিবে না, একাকী শয়ন করিবে না, দেবালয়ে শয়ন করিবে না, রাত্রিকালে তরুতলেও শয়ন করিবে না। সদা সদাচাররত হইয়া এইরূপে দিন যাপন করিবে। অনন্তর রাত্রিপ্রযুক্ত কর্ম্ম সকল করিবে। যে আচার সংক্ষেপে ভাষিত হইল, যে ব্যক্তি সেই আচার আচরণ করিবে, সে আয়ু আরোগ্য প্রীতি ধর্ম্ম ধন ও যশঃ লাভ করিবে॥ ২৪৫—২৫৬

সন্ধ্যাকালে নিষিদ্ধ কর্ম্ম—আহার মৈথুন নিদ্রা অধ্যয়ন ও পথে গমন, এই পাঁচটি কর্ম্ম, পণ্ডিত ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে করিবে না। সন্ধ্যাকালে ভোজন করিলে ব্যাধি জন্মে, মৈথুন করিলে মৈথুনোদ্ভব গর্ভ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, নিদ্রা যাইলে নিঃস্বতা হয়, পাঠ করিলে আয়ুর হানি হয় এবং পথে গমন করিলে ভয় হয়॥ ২৫৭। ২৫৮

অথ রাত্রিচর্য্যা।

জ্যোৎস্না—শীতল, মদনানন্দপ্রদ, ইহা তৃষ্ণা পিত্ত ও দাহনাশক। অবশ্যায় অর্থাৎ হিম বা শিশির—জ্যোৎস্না অপেক্ষা হীনগুণ, ইহা বায়ু ও কফকারক।

তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার—ভয়াবহ, মোহ ও দিঙ্‌মোহ (দিগ্‌ভ্রম) জনক, পিত্তকফনাশক, কামবর্দ্ধক ও ক্লমকারক।

রাত্রিকালে একপ্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে না, কিঞ্চিৎ কম ভোজন করিবে এবং দুর্জ্জর বস্তু ভোজন করিবে না।

মানব শরীরে নিত্যই মৈথুন স্পৃহা জন্মে। মৈথুন না করিলে মেহ ও মেদোবৃদ্ধি এবং দেহের শিথিলতা হয়।

ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রীলোককে বালা বলা যায়; ষোলবৎসর বয়সের পর বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী বলা যায়; তদূর্দ্ধ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া বলা গিয়া থাকে। তৎপরে তাহাকে বৃদ্ধা বলিয়া জানিবে। বৃদ্ধা স্ত্রী মৈথুনোৎসব বর্জ্জিত হয়। (টীকা "অধিরূঢ়া"—প্রৌঢ়া॥ ২৫৯—২৬৪

গ্রীষ্ম ও শরৎকালে বালা, শীতকালে তরুণী এবং বর্ষা ও বসন্ত কালে প্রৌঢ়া স্ত্রী মৈথুনে উপযুক্তা ও হিতকারিণী। বালা স্ত্রী নিত্য সেবন করিলে নিত্য বল বাড়িতে থাকে; তরুণী স্ত্রী নিত্য সেবন করিলে বলের হ্রাস হয়; প্রৌঢ়া স্ত্রী নিত্য সেবন করিলে জরা আনয়ন করে।

সদ্যোমাংস (টাট্‌কা মাংস), নূতন তণ্ডুলের অন্ন, বালা স্ত্রী সেবন, দুগ্ধপান, ঘৃত ও উষ্ণোদকে স্নান এই ছয়টি সদ্যঃ প্রাণকারক (বলকারক); আর পূতিমাংস (পচা মাংস), বৃদ্ধা স্ত্রী সেবন, বালার্ক (কন্যারাশিস্থ সূর্য্য), তরুণ দধি (সদ্যোজাত দধি), প্রভাতে মৈথুন ও নিদ্রা এই ছয়টি সদ্যঃ প্রাণহারক।

টীকা। প্রাণ শব্দ এস্থলে বলবাচক "বালার্ক" অর্থাৎ কন্যা রাশিগত সূর্য্য॥ ২৬৫—২৬৮

তরুণী স্ত্রী সেবনে বৃদ্ধেরও তরুণত্ব হয়; বয়ঃজ্যেষ্ঠা স্ত্রী গমনে যুবা ব্যক্তিরও স্থবিরত্ব হইয়া থাকে। স্ত্রীতে সংযত হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ না হইয়া যথাবিধি স্ত্রী সেবন করিলে আয়ুর বৃদ্ধি, জরার অল্পতা, শরীরের কান্তি ও বলের আধিক্য এবং মাংসের দৃঢ়ত্ব ও পুষ্টত্ব হয়। হেমন্তকালে বাজীকৃত হইয়া অর্থাৎ বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিয়া যাবদ্ বলে যথেচ্ছ মৈথুন করিবে। শীতকালে ইচ্ছানুরূপ মৈথুন করিবে। বসন্ত ও শরৎ কালে তিন দিন অন্তর এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে একপক্ষ অন্তর মৈথুন করিবে। স্ত্রীসঙ্গম সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিয়াছেন—সকল ঋতুতেই তিন তিন দিন অন্তর, কিন্তু গ্রীষ্মকালে এক এক পক্ষ অন্তর মৈথুন করিবে। শীতকালে রাত্রিতে, গ্রীষ্মকালে দিবাতে, বসন্তকালে দিবারাত্রি, বর্ষাকালে মেঘ গর্জ্জন সময়ে, শরৎকালে কামোদ্রেক হইলে স্ত্রী সেবন করিবে। সন্ধ্যাদ্বয়ে (প্রাতঃসন্ধি ও সায়ংসন্ধি সময়ে), পর্ব্বদিনে (অমাবস্যা পূর্ণিমাদি তিথি বিশেষে) গোসর্গে (সকাল বেলায়), অর্দ্ধরাত্রে ও মধ্যাহ্নে স্ত্রীসঙ্গম করিবে না।

যে স্থান অতি সংবৃত ও রমণীয়, যে স্থান গায়িকাগণের সুশ্রাব্য গানে সংগীত, যে স্থানে সুগন্ধি সুখ মারুত প্রবাহিত, সেই স্থানে ভার্য্যার সহিত বিহার করিবে। যে স্থান বিবৃত ও গুরুজনের সন্নিহিত, যে স্থান অতি লজ্জাজনক এবং যে স্থানে ব্যথাপ্রদ বচন শ্রূয়মাণ হয়, সে স্থানে স্ত্রী সহবাস করিবে না।

স্নাত-চন্দনলিপ্তাঙ্গ-সুগন্ধ-প্রসন্নচিত্ত-সুবসন-সুবেশ-সমলঙ্কৃতঅনুরক্ত-কামাসক্ত ও পুত্রার্থী হইয়া বৃষ্যভোজ্য ভোজন পূর্ব্বক তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে সুখ শয্যায় মৈথুনে প্রবৃত্ত হইবে।

অতিভুক্ত ব্যক্তি, অধীরব্যক্তি, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি, ব্যথান্বিত ব্যক্তি, পিপাসিত ব্যক্তি, বালক, বৃদ্ধ, মলমূত্রাদির বেগার্ত্ত ও রোগী ব্যক্তি মৈথুন ত্যাগ করিবে।

টীকা। রোগী অর্থাৎ মৈথুন বর্জ্জনীয় রোগযুক্ত ব্যক্তি॥ ২৬৯—২৭৯

পুরুষ অতি কামাসক্ত হৃষ্টচিত্ত ও বাজীকরণ দ্বারা লব্ধশক্তিক হইয়া রূপগুণসম্পন্না তুল্যশীলা সৎকুলোদ্ভবা অতি কামাসক্তা প্রফুল্লচিত্তা ও অলঙ্কৃতা প্রমদার সহিত যথাবিধি বিহার করিবে।

রজস্বলা অকামা মলিনা অপ্রিয়া উচ্চবর্ণা বয়োজ্যেষ্ঠা ব্যাধিপীড়িতা হীনাঙ্গী গর্ভিণী দ্বেষ্যা যোনিরোমান্বিতা সগোত্রা গুরুপত্নী ও প্রব্রজিতা নারীতে মৈথুন করিবে না। যেহেতু তাহাতে বহু বৈগুণ্য ঘটিতে পারে।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করিলে দৃষ্টি আয়ুঃ ও তেজের হানি এবং অধর্ম্ম হয়। লিঙ্গিনী (প্রব্রজিতা), গুরুপত্নী, সগোত্রা ও বৃদ্ধা স্ত্রীতে গমন করিলে এবং পর্ব্ব দিবসে ও সন্ধ্যাদ্বয়ে (প্রাতঃ সন্ধি ও সায়ং সন্ধিতে) মৈথুন করিলে জীবন ক্ষয় হয়॥ ২৮০—২৮৪

গর্ভিণী স্ত্রীতে গমন করিলে গর্ভপীড়া ও ব্যাধিমতী স্ত্রীতে গমন করিলে বলক্ষয় হয়। হীনাঙ্গী মলিনা দ্বেষ্যা ক্ষীণা ও বন্ধ্যা স্ত্রীতে গমন করিলে এবং অনাবৃত স্থানে স্ত্রী গমন করিলে শুক্র ক্ষীণ ও মন ম্লান হইয়া থাকে।

টীকা। গর্ভিণী গমন নিষেধ সম্বন্ধে এই বুঝিতে হইবে যে, গর্ভবাসের দিন হইতে দ্বিতীয় মাসে গর্ভস্থিতির নিশ্চয় না হইলে অথবা যথোক্ত নক্ষত্রাদি লাভের অভাব হইলে তৃতীয় মাসে পুংসবন কৃত হইবার পর স্ত্রীতে আর গমন করিবে না। যেহেতু ব্যাস বলিয়াছেন যে, গর্ভিণী স্ত্রী পুংসবনের পর নদীতীর, দেবখাতের জল, ভর্ত্তার শয্যা (মৈথুন), মৃতবৎসা স্ত্রী ও আমিষভোজন ত্যাগ করিবে। এসম্বন্ধে অন্যবচন যথা—গর্ভিণী স্ত্রী আমিষ ভোজন, দেবতা স্থান, উপবন, নদী, যান ও পুরুষ সহবাস যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে॥ ২৮৫

ক্ষুধিত ক্ষুব্ধচিত্ত তৃষিত ও দুর্ব্বল অবস্থায় এবং মধ্যাহ্নকালে মৈথুন করিলে স্থিত শুক্রের হানি এবং বায়ুর প্রকোপ হয়।

ব্যাধিত ব্যক্তি মৈথুন করিলে রুজা প্লীহা মূর্চ্ছা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। প্রত্যূষে অথবা অর্দ্ধরাত্রে মৈথুন করিলে বাতপিত্ত প্রকুপিত হয়। তির্য্যগ্ যোনি (পশ্বাদির যোনি), অযোনি (গুহ্যমার্গ মুখাদি) বা দুষ্ট যোনিতে মৈথুন করিলে উপদংশ রোগ জন্মে, বায়ুর প্রকোপ হয় এবং শুক্র ও সুখের ক্ষয় হইয়া থাকে। মলমূত্রের বেগোদয় কালে মৈথুন করিলে, উত্তান হইয়া মৈথুন করিলে অথবা শুক্রের বেগ ধারণ করিলে শীঘ্রই শুক্রাশ্মরীর উৎপত্তি হয়। অতএব উক্ত সর্ব্বপ্রকার গর্হিত মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু ঐরূপ মৈথুন কি ইহকাল কি পরকাল উভয় কালেই অহিতজনক। মোহবশতঃ ক্ষরণোন্মুখ শুক্র কদাচ ধারণ করিবে না।

মৈথুনান্তে স্নান, শর্করাসংযুক্ত দুগ্ধপান, গুড় সংস্কৃত ভক্ষ্য, বায়ুসেবন, মাংসরস এবং নিদ্রা এই সমস্ত হিতকর জানিবে।

অতি মৈথুনে শূল কাস জ্বর শ্বাস কার্শ্য পাণ্ডু ও বলক্ষয় এবং আক্ষেপাদি রোগ সকল জন্মে।

রাত্রিজাগরণ—রুক্ষতাজনক এবং কফদোষ ও বিষ রোগনাশক। যথাসময়ে নিদ্রা সেবিত হইলে তাহাতে ধাতুসাম্য, অতন্দ্রিতা, পুষ্টি, বর্ণ, বল, উৎসাহ ও অগ্নিদীপ্তি হয়। যে ব্যক্তি শয়ন সময়ে টাবালেবুর পত্র চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করে, তাহার লজ্জাজনক অধোবায়ু নিঃসরণ রোধ হয়, তাহাতে সে সুখে নিদ্রা গিয়া থাকে। সূর্য্যের উদয় সময়ে যে ব্যক্তি প্রতিদিন আট প্রসৃতি করিয়া শীতল জল পান করে, সে ব্যক্তি রোগ ও জরামুক্ত হইয়া একশত বৎসরেরও অধিককাল জীবিত থাকে।

টীকার ব্যাখ্যা। রাত্রির চতুর্থ প্রহরের প্রারম্ভই জলপানের উপক্রমকাল জানিবে। ভোজ বলিয়াছেন—রাত্রির চরম প্রহরে অর্থাৎ চতুর্থপ্রহরে প্রতিদিন পর্য্যুষিত জল (বাসি জল) পান করিবে ইত্যাদি। এই জল পানের সীমা, সূর্য্যোদয়ের অতি সন্নিহিত প্রাক্কাল জানিবে। তন্ত্রান্তরেও উক্ত আছে—সূর্য্যের অনুদয়ে আট প্রসৃতি জল পান করিলে বাত পিত্ত ও কফ প্রশমিত হয় এবং জলপায়ী নীরোগ হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকে। ভোজবচনানুসারে এস্থলে জল শব্দে পর্য্যুষিত জল বুঝিতে হইবে। (প্রসৃতি অর্থাৎ যোল তোলা, সুতরাং আট প্রসৃতি অর্থাৎ ১২৮ তোলা)॥ ২৮৬—২৯০

রাত্রির শেষে জল পান অভ্যাস করিলে অর্শঃ, শোথ, গ্রহণী, জ্বর, জঠররোগ, জরা, কুষ্ঠ, মেদোরোগ, মূত্রাঘাত, রক্তপিত্ত, কর্ণশূল, গলশূল, শিরঃশূল, শ্রোণিশূল ও নেত্রশূল এবং বাতপিত্ত কফ ও ক্ষত হইতে মানবের যে সমস্ত রোগ জন্মে তৎসমুদায় বিনষ্ট হয়।

ঘন নিশান্ধকার দূরীভূত হইলে প্রভাত সময়ে যে ব্যক্তি নাসারন্ধ্র দ্বারা নিত্য জলপান করে, সে ব্যক্তি প্রখর বুদ্ধি, গরুড়ের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং বলিপলিত বিহীন ও সর্ব্বরোগ বিমুক্ত হয়॥ ২৯৬। ২৯৭

নাসিকা দ্বারা তিন প্রসৃতি পরিমিত জল পান করিবে। তাহাতে বার্দ্ধক্য, বলিপলিত, পীনস, স্বরবিকৃতি, কাস ও শোথ রোগ বিনষ্ট হয়। [illegible] নস্য লইলে তাহা বমাজন ও দৃষ্টিশক্তি [illegible]

স্নেহ পীত হইলে, বমন বিরেচন দ্বারা দেহের শুদ্ধি

করা হইলে, ক্ষত হইলে, উদরাধ্মান হইলে, উদর স্তিমিত থাকিলে এবং হিক্কা বা কফ বাতোত্থ ব্যাধি জন্মিলে সেই বারি (নাসাপেয় জল) বারণ করিবে।

টীকা। "তদ্বারি" নাসাপেয় বারি॥ ২৯৮। ২৯৯

অথ ঋতুচর্য্যা।

দ্বাদশ রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণ হেতু ছয়টি ঋতু হইয়া থাকে। সেই ছয়টি ঋতুতে বাতাদি দোষত্রয়ের চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়। সূর্য্য যখন মেষ ও বৃষ রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন গ্রীষ্মঋতু, যখন মিথুন ও কর্কট রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন প্রাবৃট্ ঋতু, যখন সিংহ ও কন্যা রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন বর্ষা ঋতু, যখন তুলা ও বৃশ্চিক রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন শরৎ ঋতু, যখন ধনু ও মকর রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন হেমন্ত ঋতু এবং যখন কুম্ভ ও মীন রাশিতে সংক্রমণ করেন, তখন বসন্ত ঋতু কহা যায়। অর্থাৎ বৈশাখাদি ক্রমে দুই দুই মাসে এক একটি করিয়া ঋতু হইয়া থাকে॥ ৩০০। ৩০১

ঋতু সম্বন্ধে অন্যে বলেন—মাঘাদি ক্রমে দুই দুই মাস করিয়া শিশির (শীত) বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত এই ছয়টি ঋতু যথাক্রমে হইয়া থাকে, অর্থাৎ মাঘ-ফাল্গুন শিশির, চৈত্র-বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন-কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ হেমন্ত ঋতু হয়।

গঙ্গার দক্ষিণ প্রদেশে বৃষ্টির আধিক্য হেতু প্রাবৃট্ ও বর্ষানামক ঋতুদ্বয় এবং গঙ্গার উত্তর প্রদেশে শীতের আধিক্যহেতু হেমন্ত ও শিশির নামক ঋতুদ্বয়, মুনিগণকর্ত্তৃক আখ্যাত হইয়া থাকে। (ইহার ভাবার্থ এই—গঙ্গার দক্ষিণ প্রদেশে চারিমাসকাল অর্থাৎ আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়, সেই চারিমাসের প্রথম দুই মাস অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ প্রাবৃট্ নামে এবং শেষ দুই মাস অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর গঙ্গার উত্তর প্রদেশে চারি মাস কাল অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত শীত হয়, সেই চারি মাসের প্রথম দুই মাস অর্থাৎ অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত নামে এবং মাঘ ফাল্গুন শিশির নামে (শীত নামে) কথিত হইয়া থাকে)।

ছয়টি ঋতুতে দুইটি অয়ন হয়, অর্থাৎ প্রথম তিনটি ঋতুতে উত্তরায়ণ (সূর্য্যের উত্তর দিকে গমন) এবং শেষ তিনটি ঋতুতে দক্ষিণায়ন (সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে গমন) হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ—উষ্ণ ও বলহর এবং দক্ষিণায়ন-শীতল ও বলকর।

হেমন্ত ঋতু স্নিগ্ধ ও শীতল। এই কালে দ্রব্য সকল স্বাদুরস হয় এবং প্রাণিগণের জাঠর অগ্নির বল বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। শিশির ঋতু-অতীব শীতল ও রুক্ষ, ইহা বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক। বসন্ত ঋতু-মধুর ও স্নিগ্ধ, ইহা শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর। গ্রীষ্ম ঋতু-রুক্ষ ও অতি কটুক অর্থাৎ এইকালে কটু দ্রব্য অতি কটু হয়, ইহা পিত্তকারক ও কফনাশক। বর্ষা ঋতু-শীতল ও বিদাহজনক, ইহা অগ্নিমান্দ্যকর ও বায়ুপ্রদ। শরৎ ঋতু-উষ্ণ ও পিত্তকর, ইহা মানবগণের মধ্যবলপ্রদ (অনেকটা বলকারক)।

গ্রীষ্মাদি ঋতুত্রয়ে বায়ুর, বর্ষাদি ঋতুত্রয়ে পিত্তের এবং শিশিরাদি ঋতুত্রয়ে কফের যথাক্রমে চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে বায়ুর চয়, বর্ষাকালে বায়ুর প্রকোপ ও শরৎ কালে বায়ুর প্রশম হয়। এই রূপ বর্ষাকালে পিত্তের চয়, শরৎ কালে পিত্তের প্রকোপ ও শিশির কালে পিত্তের প্রশম হয়। এবং শিশিরকালে কফের চয়, বসন্ত কালে কফের প্রকোপ ও গ্রীষ্মকালে কফের প্রশম হইয়া থাকে। বায়ু স্বভাবতঃ লঘু ও রুক্ষ পদার্থ, গ্রীষ্মকালে ওষধী সকলও লঘু ও রুক্ষ হয়, সেই লঘু ও রুক্ষ ঔষধি সেবনে লঘুরুক্ষস্বভাব বায়ু আরও লঘু ও রুক্ষ হয় এবং তৎকালে মানব দেহও লঘু ও রুক্ষ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিধ বায়ু (লঘু রুক্ষ বায়ু) তদ্বিধ দেহে (লঘু রুক্ষ দেহে) সঞ্চিত হইতে থাকে, অর্থাৎ অল্প অল্প বাড়িতে থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা হেতু তাহা তৎকালে কুপিত (অতি বৰ্দ্ধিত) হইতে পারে না।

টীকা। তদ্বিধ অর্থাৎ রুক্ষ ও লঘু॥ ৩০২—৩১০

পিত্ত স্বভাবতঃ অম্লবিপাক, বর্ষাকালে জল ও ওষধী সকলও অম্লবিপাক হয়, সুতরাং সেই অম্লবিপাক জল ও ওষধী সেবনে অম্লবিপাকস্বভাব পিত্ত আরও অম্লবিপাক—হইয়া মানব দেহে সঞ্চিত হইতে থাকে, কিন্তু বর্ষাকালের শৈত্য হেতু তৎকালে তাহা কুপিত (অতিবৰ্দ্ধিত) হইতে পারে না।

টীকা। তাদৃশ অর্থাৎ অম্লবিপাক॥ ৩১১

কফ স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ ও শীতল পদার্থ, শিশিরকালে জল ও ওষধী সকলও স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, সেই স্নিগ্ধ ও শীতল জল এবং ওষধী সেবনে স্নিগ্ধ শীতল স্বভাব কফ আরও স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, এবং তৎকালে মানব দেহও স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্বিধকালে (স্নিগ্ধ শীতল কালে) তদ্বিধ দেহে (স্নিগ্ধ শীতল দেহে) কফ সঞ্চিত হইতে থাকে, কিন্তু স্কন্নত্ব হেতু (গুরুত্ব হেতু অর্থাৎ শৈত্য দ্বারা কঠিনীভূতত্ব হেতু) তাহা তৎকালে কুপিত হইতে পারে না।

টীকা। স্কন্নত্ব অর্থাৎ গুরুত্ব অর্থাৎ কঠিনীভূতত্ব॥ ৩১২

হেমন্তকালে পিত্তের প্রশম হয় এবং বায়ু ও

শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া থাকে। সেই সঞ্চিত বায়ু শিশির কালে প্রকোপ প্রাপ্ত হয় এবং কফ তৎকালে উপহত হইয়া থাকে। হেমন্ত কালের সঞ্চিত কফ শিশির কালে শীতল স্নিগ্ধ গুরুদ্রব্য সেবন দ্বারা অতি সঞ্চিত হয়, কিন্তু শৈত্যদ্বারা স্তব্ধ হওয়ায় (কঠিনীভূত হওয়ায়) তৎকালে তাহা কুপিত হইতে পারে না॥ ৩১৩। ৩১৪

উক্তরূপে বাতাদি দোষের চয় প্রকোপ ও প্রশম হওয়ার হেতু কালস্বভাবই জানিবে। আর আহারাদি কারণ বশতও দোষ সকল দিনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কালকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকার ব্যাখ্যা। চয়াদি অর্থাৎ চয় প্রকোপ ও প্রশম। আহারাদি কারণে দিবসের পূর্ব্বাহ্নে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের লক্ষণ, অপরাহ্নে প্রাবৃটের লক্ষণ, প্রদোষ সময়ে বর্ষার লক্ষণ, অর্দ্ধরাত্রে শরতের লক্ষণ এবং প্রত্যূষে হেমন্তের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ বাতাদি দোষের এইরূপ চয় প্রকোপ ও প্রশম দ্বারা সংবৎসরের ন্যায় অহোরাত্রকেও শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইতি সুশ্রুত॥ ৩১৫

সমান (চয়াদিযোগ্য) আহার বিহার সেবনে দোষ সকল অকালেও চয় প্রকোপ ও প্রশম প্রাপ্ত হয়। বিপরীত (চয়াদির অযোগ্য) আহার বিহার সেবন করিলে বিপর্য্যয় ঘটে, অর্থাৎ চয়াদির উপযুক্ত সময়েও চয়াদি ঘটে না।

টীকা। বিপর্য্যয় অর্থাৎ উপযুক্ত কালেও বৈপরীত্য হয়॥ ৩১৬

চয়লক্ষণ—সুশ্রুতে চয়ের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে কথিত হইতেছে। স্বস্থানস্থ দোষের বৃদ্ধি, কোষ্ঠের স্তব্ধতা, শরীরের পীতাবভাসতা, অগ্নির মন্দতা, অঙ্গের গুরুতা, আলস্য এবং চয় হেতুতে দ্বেষ অর্থাৎ যাহাতে দোষের চয় হইয়া থাকে, তাহাতে বিদ্বেষ, এইগুলি চয়ের লক্ষণ জানিবে।

সঞ্চয় সময়ে দোষ সকল উপহৃত হইলে অর্থাৎ সঞ্চয়কালে দোষের নির্হরণ করিলে তাহা আর উত্তরগতি (প্রকোপ) প্রাপ্ত হইতে পারেনা। উত্তরগতিতে তাহারা বলবত্তর হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বায়ু প্রবল হয়, অতএব তাহার শান্তির জন্য তৎকালে মিষ্টাদিরসত্রয় সেবন করা কর্ত্তব্য

টীকা। "মিষ্টাদি" অর্থাৎ মধুর অম্ল ও লবণ রস॥ ৩১৭—৩১৯

বর্ষাকালে শরীরের বিশেষ যে ক্লিন্নতা হয়, তাহার শান্তির জন্য কট্বাদি অর্থাৎ কটুতিক্ত কষায় রসত্রয় সেবন করিবে। বর্ষাকালে, স্বেদন, মর্দ্দন, উষ্ণ-দধি, জাঙ্গলমাংস, গোধূম, শালিতণ্ডুল, মাষকলাই, কূপের জল ও বরষার জল সেব্য। এইকালে পূর্ব্ববায়ু, বৃষ্টি, রৌদ্র, হিম, শ্রম, নদীতীর, দিবানিদ্রা, রুক্ষ দ্রব্য ও নিত্যমৈথুন পরিত্যাগ করিবে॥ ৩২০—৩২২

বর্ষার অবসান সময়ে ঘৃত, স্বাদু কষায় ও তিক্ত রস, এবং যাহা শীতল ও যাহা লঘু তাহা, দুগ্ধ, পরিষ্কৃত চিনি ও গুড়, লবণরস, অল্প জাঙ্গলমাংস, গোধূম, যব, মুগ, শালিতণ্ডুল, নদীর জল, অংশূদক, কর্পূর, চন্দন, চন্দ্রকিরণ, আদিরজনী, মাল্য, নির্ম্মলবস্ত্র, বিশ্রাম, সুহৃদ্গণের সহিত মধুরালাপ, জলক্রীড়া, পিত্তের বিরেচন এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তির রক্তমোক্ষণ উপযুক্ত হইলে রক্তমোক্ষণ, এইগুলি সুপথ্য (হিতকর)। এই সময়ে দধি, ব্যায়াম, অম্ল-কটু-উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য, দিবা নিদ্রা, হিম ও আতপ পরিত্যাগ করিবে।

টীকা। অংশূদক লক্ষণ—যে জলে দিবসে রৌদ্র এবং রাত্রিতে চন্দ্রকিরণ লাগে, সেই জলই অংশূদক নামে অভিহিত। অংশূদক স্নিগ্ধ ও ত্রিদোষ নাশক। এস্থলে সমগ্র দিবস বুঝাইবার জন্য দিবা এবং নিশা এই উভয় পদ প্রযুক্ত হইয়াছে॥ ৩২৩। ৩২৪

শরৎকালে ইক্ষু, শালিতণ্ডুল, মুগ, সরোবরের জল, সিদ্ধজল এবং প্রদোষ সময়ে চন্দ্রকিরণ সুপথ্য॥ ৩২৫

হেমন্তকালে প্রাতর্ভোজন, মধুর-অম্ল-লবণ রস, অভ্যঙ্গ, রৌদ্র, শ্রম, গোধূম, ইক্ষুজাত দ্রব্য (গুড়াদি), শালিতণ্ডুল, মাষকলায়, মাংস, পিষ্টান্ন, নবান্ন, তিল, কস্তূরী, উৎকৃষ্ট কুঙ্কুম, অগুরু, উষ্ণ জলপান, শৌচক্রিয়ায় উষ্ণজল, স্নেহজনক কার্য্য, স্ত্রীসুখ এবং গুরু ও উষ্ণ বস্ত্র সেবন করিবে॥ ৩২৬

শিশির কালে (শীতকালে) শীত অত্যন্ত অধিক হয় এবং আদানকালজ রুক্ষতাও জন্মে অর্থাৎ উত্তরায়ণ সময় বলিয়া সূর্য্যাবলে রসাদি আকৃষ্ট হওয়ায় এই কালে রুক্ষতাও হইয়া থাকে। অতএব শিশির কালে হেমন্তকাল বিধি বিশেষ রূপ সেব্য॥ ৩২৭

বসন্ত কালে-বমন, নস্য, মধুসহ হরীতকী, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন, কফনাশক কবল, জাঙ্গল শূল্যমাংস, গোধূম, বহুবিধ শালিতণ্ডুল, মুগ, যব, ষষ্টিক তণ্ডুল, চন্দন-অগুরু ও কুঙ্কুম কৃত অনুলেপন এবং লঘু রুক্ষ-কটু ও উষ্ণদ্রব্য সেবন করিবে। এই কালে মধুর ও অম্লরস, দধি, স্নিগ্ধদ্রব্য, দিবানিদ্রা ও দুষ্পাচ্য দ্রব্য এবং নীহার পরিবর্জ্জন করিবে॥ ৩২৮। ৩২৯

গ্রীষ্মকালে—স্বাদু-স্নিগ্ধ-শীতল ও লঘুদ্রব্য, দ্রবময় দ্রব্য, রসালা (শিখরিণী নামক খাদ্য বিশেষ), চিনি, চিনি সহ শক্তু ও দুগ্ধ এবং জাঙ্গল মাংস ভিন্ন অন্য মাংস, শালি, মাংসরস, চন্দ্রকিরণ, দিবানিদ্রা, [illegible] নিল, শীতলজল ও পানক (চিনি প্রভৃতির পানা) সেবন করিবে। এইকালে কটু-ক্ষার [illegible] এবং রৌদ্র ও শ্রম ত্যাগ করিবে। [illegible]

যে যে ঋতুতে যে যে বিধি কথিত হইল, যে ব্যক্তি সেই সেই ঋতুতে সেই সেই বিধি প্রতিপালন করে, তাহাকে কখন ঋতুকৃত দোষ সকল প্রাপ্ত হইতে হয় না॥ ৩৩১.

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে দিনচর্য্যাদিপ্রকরণ

অথ মিশ্রবর্গ।

ব্যাধির লক্ষণ।

বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—দোষের বৈষম্যই রোগ এবং সাম্যই অরোগতা। জ্বরপ্রভৃতি রোগ;—রোগসকল দুঃখের দাতা। কতকগুলি স্বাভাবিক রোগ, কতকগুলি আগন্তু রোগ, কতকগুলি মানস রোগ এবং কতক গুলি কায়িক রোগ।

টীকা। স্বাভাবিক রোগ অর্থাৎ যাহা শরীরস্বভাব হইতে জাত, যেমন ক্ষুধা পিপাসা স্বপ্ন-জরা-মৃত্যু-প্রভৃতি। অথবা যাহা স্ব-ভাব হইতে অর্থাৎ নিজ উৎপত্তি হইতে (জন্মাবধি) জাত, তাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ রোগ, যেমন জন্মান্ধত্বাদি। আগন্তু রোগ—যাহা অভিঘাতাদি জনিত। মানস রোগ-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ভয়-অভিমান-দৈন্য-পৈশুন্য-(খলতা)-শোক-বিষাদ-ঈর্ষ্যা-অসূয়া-মাৎসর্য্য প্রভৃতি; অথবা উন্মাদ-অপস্মার-মূর্চ্ছা-ভ্রম-মোহ-তমঃ-সন্যাস প্রভৃতি। কায়িক রোগ—পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি॥ ১। ২

ব্যাধি সকল ত্রিবিধ, যথা—কোন কোন রোগ কর্ম্মজ, কোন কোন রোগ দোষজ এবং কোন কোন রোগ কর্ম্ম-দোষজ অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম ও দোষ উভয় হইতে উৎপন্ন।

টীকা। কর্ম্মজ ব্যাধি—পূর্ব্বজন্মকৃত যে প্রবল দুষ্কর্ম্ম, কেবল ভোগনাশ্য (অর্থাৎ ভোগ বিনা অন্য কিছুতেই যাহার নাশ হয় না) অথবা প্রায়শ্চিত্ত নাশ্য (অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যাহার নাশ হয়) সেই কর্ম্ম হইতে যে রোগ জাত, যাহা দুষ্ট বাতাদি দোষ হইতে জনিত নহে, তাহাকেই কর্ম্মজ ব্যাধি বলিয়া জানিবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে—যথাশাস্ত্র নির্ণীত এবং যথাব্যাধি চিকিৎসিত হইলেও যে ব্যাধির প্রশম হয় না, পণ্ডিতগণ তাহাকেই কর্ম্মজ ব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দোষজ ব্যাধি—বায়ু পিত্ত কফ অবৈধ আহার বিহার দ্বারা কুপিত হইয়া যে সকল রোগ উৎপাদন করে, তাহাদিগকে দোষজ ব্যাধি কহা যায়। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে,—অবৈধ আহারবিহারশীল ব্যক্তিগণেরও প্রাক্তন সুকৃত বলে নৈরুজ্য (নীরোগতা) দেখা যায়ই। অতএব দোষজ ব্যাধি সমূহেও প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মই কারণ; তবে কি প্রকারে উহারা দোষজ ব্যাধি বলিয়া অভিহিত হয়? উত্তর—দোষজ ব্যাধি সমূহেও বস্তুতঃ আদিকারণ দুষ্কর্ম্ম ত আছেই, কিন্তু তাহাতে অবৈধ আহার বিহার দূষিত দোষদিগকেও হেতু দেখা যায়, এই জন্যই উহারা দোষজ ব্যাধি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, ইহাই মীমাংসা। কর্ম্মদোষোদ্ভব ব্যাধি—যে সকল ব্যাধি অল্পদোষে উৎপন্ন, অথচ অতি বলবান্, সেই সকল ব্যাধিকেই কর্ম্ম দোষজ বলিয়া জানিবে। কর্ম্ম দোষজ ব্যাধি সমূহে দুষ্কর্ম্ম প্রবল কারণ, যেহেতু দোষের অল্পত্বেও ব্যাধির গরীয়স্ত্ব হয়, এবং সেই দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই ব্যাধির গরীয়স্ত্বও ক্ষীণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ব্যাধির আর বলবত্তা থাকে না। দোষ সকল অল্প হইলেও তাহারা নিদান বলিয়াই উক্ত থাকে। এই জন্যই ঐ সকল ব্যাধিতে দোষদিগেরও কারণতা স্বীকার করা যায়॥ ৩

কর্ম্মের ক্ষয় হইলে কর্ম্মজব্যাধি সকল, স্ব স্ব ভেষজ দ্বারা দোষজ ব্যাধি সকল আর কর্ম্ম ও দোষ উভয়ের ক্ষয় হইলে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

টীকা। কর্ম্মজ ব্যাধি সকলের আদি কারণ দুষ্কর্ম্ম, সেই দুষ্কর্ম্ম ঔষধপ্রস্তুতকরণার্থ অর্থাদি ক্ষয় জনিত দুঃখভোগ দ্বারা এবং কটু-তিক্ত-কষায় প্রভৃতি অহৃদ্য ভক্ষণাদি জনিত দুঃখভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অবশিষ্ট কারণ—দুষ্ট দোষ সকল স্ব স্ব ভেষজ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪

সাধ্যাদি ভেদে ব্যাধি সকল ত্রিবিধ, যথা-সাধ্য যাপ্য ও অসাধ্য। সাধ্যব্যাধি আবার দ্বিবিধ, যথা—সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য॥ ৫

যাপ্য লক্ষণ—চিকিৎসক দ্বারা যে ব্যাধি প্রশমিত থাকে কিন্তু চিকিৎসা নিবৃত্ত হইলে যে রোগে রোগী শীঘ্রই মরিয়া যায়, সেই রোগকে যাপ্য রোগ বলিয়া

জানিবে। যত্নপূর্ব্বক স্তম্ভ যোজিত হইলে সেই স্তম্ভ যেমন পতনোন্মুখ গৃহের পতন নিবারণ করে, উপযুক্ত চিকিৎসাও সেইরূপ যাপ্য রোগাক্রান্ত রোগির মরণ নিবারণ করিয়া থাকে। চিকিৎসা না করাইলে সাধ্য রোগও ক্রমে যাপ্য হয়, যাপ্য রোগও অসাধ্য হয় এবং অসাধ্য রোগ প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে।

টীকা। অক্রিয়াবান্ অর্থাৎ চিকিৎসা রহিত॥ ৬—৮

উপদ্রব লক্ষণ—যে দোষ রোগোৎপাদন করে, রোগোৎপাদনের পর কারণান্তরে সেই দোষের অধিকতর প্রকোপ হইলে সেই প্রকোপ দ্বারা অন্য বিকার উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই উপদ্রব কহিয়া থাকেন॥ ৯

অরিষ্টলক্ষণ—যে লক্ষণ হইতে বুঝা যায় যে, রোগির মরণ অবশ্যম্ভাবী, সেই লক্ষণকেই অরিষ্ট বা রিষ্ট বলা গিয়া থাকে॥ ১০

চিকিৎসালক্ষণ—যে ক্রিয়া ব্যাধিঘাতিনী অর্থাৎ যাহা দোষ ধাতু ও মলের সমতা করিয়া রোগ হরণ করে, তাহাকেই চিকিৎসা কহা যায়।

টীকা। এস্থলে ক্রিয়া শব্দে কর্ম্ম বুঝিতে হইবে॥ ১১

চিকিৎসা সম্বন্ধে আরও উক্ত আছে, যথা—যে সকল ক্রিয়া দ্বারা শরীরে ধাতুসকল সমভাবাপন্ন হয়, তাহাই চিকিৎসা, এবং সেই চিকিৎসাই ভিষগ্‌গণের অভিমত॥ ১২

যে ক্রিয়া উৎপন্ন ব্যাধির প্রশম করে, অন্য ব্যাধি আনে না, সেই ক্রিয়াই ক্রিয়া অর্থাৎ তাহাই প্রকৃত চিকিৎসা, নতুবা যে ক্রিয়া উৎপন্ন ব্যাধির শান্তি করে বটে, কিন্তু অন্য ব্যাধি উৎপাদন করে, তাহাকে চিকিৎসা বলা যায় না।

টীকা। এস্থলে ক্রিয়াশব্দ চিকিৎসা বাচক। তথাচ অমরসিংহ—আরম্ভ, নিষ্কৃতি, শিক্ষা, পূজন, সংপ্রধারণ, উপায়, কর্ম্ম, চেষ্টা ও চিকিৎসা এই নয়টি ক্রিয়া॥ ১৩

চিকিৎসাবিধির উপদেশ—উৎপন্ন হইবামাত্র রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অল্প হইলেও রোগকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। রোগকে অগ্নি শত্রু ও বিষের তুল্য জানিবে। কেননা রোগ অল্প হইলেও তাহা বিকার জন্মাইতে পারে॥ ১৪

ভিষক্ প্রথমে রোগ পরীক্ষা (বিচার) করিবেন, পরে ঔষধ পরীক্ষা করিবেন, তৎপরে জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্ম (ঔষধ দানাদিরূপ) করিবেন।

টীকা। উক্ত বচনের অর্থ এই—ভিষক্ প্রথমে রোগপরীক্ষা অর্থাৎ বিচার করিবেন। "ততঃ পশ্চাৎ" অর্থাৎ রোগৌষধ বিচারানন্তর। "জ্ঞানপূর্ব্ব" অর্থাৎ সাবধান হইয়া, অর্থাৎ অবজ্ঞা করিয়া "কর্ম্ম" অর্থাৎ ঔষধ দানাদি রূপা চিকিৎসা॥ ১৫

রোগ না বুঝিয়া চিকিৎসাকরণ দোষ—যে ভিষক্ রোগ ঠিক না বুঝিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন, তিনি ঔষধবিধানজ্ঞ হইলেও তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি যদৃচ্ছাক্রমে হয়।

টীকা। যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্য সিদ্ধি হয়। ইহার ভাবার্থ কার্য্য সিদ্ধি হয়ই না॥ ১৬

ভিষক্ সম্বন্ধে অন্য বচন।—যে ভিষক্ কেবল ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানেন, কিন্তু রোগ বুঝিতে পারেন না, তিনি যদি বৈদ্যকর্ম্ম (চিকিৎসা) করেন, তাহা হইলে তিনি রাজা দ্বারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবার যোগ্য॥ ১৭

যে ভিষক্ রোগ বুঝেন, কিন্তু ঔষধ বুঝেন না, তাহার দোষ কথিত হইতেছে—যে ভিষক্ কেবলমাত্র রোগ বুঝিতে পারেন, কিন্তু ঔষধ বিষয়ে অবিচক্ষণ, ঈদৃশ ভিষক্ দ্বারা চিকিৎসা করাইলে, কাণ্ডারি-বিহীন নৌকা যেমন বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, রোগীও সেইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকে।

টীকা। নাবিক বিনা অর্থাৎ কর্ণধার বিনা নৌকা যেমন সঙ্কটে পতিত হয়, রোগীও সেইরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকে॥ ১৮

এসম্বন্ধে অন্যবচন—যে ভিষক্ কেবল মাত্র শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু চিকিৎসা কার্য্যে অপটু, তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগীকে দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। যেমন ভীরু ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে বীরকে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হয়, তিনিও রোগীকে দেখিয়া সেইরূপ হইয়া থাকেন॥ ১৯

রোগ ও ঔষধ উভয় জ্ঞানের গুণ—যে ভিষক্ রোগভেদ বুঝিতে পারেন, যিনি সর্ব্ব-ভৈষজ্য বিষয়ে পণ্ডিত এবং যিনি দেশ বিভাগ ও কাল বিভাগ বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহার সিদ্ধি নিশ্চিত, অর্থাৎ তিনি নিশ্চয়ই চিকিৎসায় সুফল লাভ করেন।

চিকিৎসক রোগজ্ঞানে অর্থাৎ রোগের অবস্থা জ্ঞানে আত্যন্ত যত্ন করিবেন। পরে ঔষধ বিধানে চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

টীকা। "চিকিৎসিত" এস্থলে ভাববাচ্যে "ক্ত" প্রত্যয় হইয়াছে। চিকিৎসিত অর্থাৎ চিকিৎসা॥ ২০। ২১

কোন নূতন প্রকারের রোগ উপস্থিত হইলে তুমি যদিও তাহার নাম নির্ণয় করিতে না পার, তাহাহইলেও কখন লজ্জিত হইবে না। কারণ জ্বরাতিসারাদির ন্যায় সকল বিকারেরই যে এক একটা নির্দিষ্ট নাম আছে, তাহাও নহে। সুতরাং লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। যখন বাতাদি দোষ বিনা কোন রোগ হয় না,

তখন নামতঃ অনুক্ত হইলেও বাতাদি দোষের লক্ষণ দর্শন দ্বারাই সেই অনুক্ত রোগের চিকিৎসা করিবে॥ ২২।২৩

সাধ্যাসাধ্য পরীক্ষণে নিপুণ যে সকল বৈদ্য কোন ব্যাধিকে অসাধ্য বুঝিয়া সেই অসাধ্য ব্যাধির চিকিৎসা না করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ভিষক্। ইহার ভাবার্থ এই—চিকিৎসাদ্বারা অসাধ্য ব্যাধিতেও ফললাভ করিতে পারা যায় না, লোক সমাজে কেবল অযশেরই ভাগী হইতে হয়, বিজ্ঞ বৈদ্যগণ অসাধ্য ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া অকারণ কেন অযশের ভাগী হইতে যাইবেন। অতএব সাধ্যাসাধ্য পরীক্ষণে বৈদ্যগণের শ্রম করা কর্ত্তব্য॥ ২৪

রোগজ্ঞানের উপায় অগ্রে বলিব—শীত জনিত রোগে শীতপ্রতিকার এবং উষ্ণজনিত রোগে উষ্ণ-নিবারণ করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসাকাল ত্যাগ করিবে না, অর্থাৎ যে সময়ে যেরূপ চিকিৎসা করা উচিত, ঠিক সেই সময়েই ঠিক সেইরূপই চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসাকাল উপস্থিত না হইলে, অর্থাৎ চিকিৎসা কালোপস্থিতির পূর্ব্বে চিকিৎসা করিলে অথবা চিকিৎসাকাল উপস্থিত হইলে তখন চিকিৎসা না করিয়া পরে চিকিৎসা করিলে, কিংবা প্রবল রোগে অল্পক্রিয়া বা অল্পরোগে অতিরিক্ত ক্রিয়া করিলে সাধ্য রোগেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না।

টীকা। "কাল" অর্থাৎ চিকিৎসার উপযুক্ত কাল, "অপ্রাপ্ত হইলে" অর্থাৎ উপস্থিত না হইলে, তখন যদি চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে সাধ্য ব্যাধিতেও সে চিকিৎসা সিদ্ধ হয় না। যেমন জ্বর জীর্ণতা প্রাপ্ত না হইতে অর্থাৎ তরুণাবস্থাতেই যদি কষায়দান-ক্রিয়া করা যায়, তাহা হইলে সে ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। আর কাল (চিকিৎসার উপযুক্ত সময়) প্রাপ্ত হইলে (উপস্থিত হইলে) তখন যদি চিকিৎসা না করিয়া পশ্চাৎ করা যায়, তাহা হইলেও সে ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। যেমন দাহ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে পশ্চাৎ শীতলানুলেপনাদি ক্রিয়া ব্যর্থ। এইরূপ হীনাতিরিক্ত চিকিৎসা, সাধ্য-ব্যাধিতেও সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ সুফল প্রদান করে না॥ ২৫। ২৬

অল্পরোগে—মহৎক্রিয়া, এবং মহৎরোগে অল্পক্রিয়া, এই দুইই অনিপুণত্ব জানিবে। উপযুক্ত ক্রিয়াই নিপুণত্ব।

রোগ প্রশমনার্থ যে ক্রিয়া (কষায় দানাদি) করা যায়, তাহার গুণলাভ না হইলে অন্যক্রিয়া করিবে। কিন্তু পূর্ব্বপ্রযুক্ত ক্রিয়া শান্তবেগ হইলে তখন অন্য ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। যেহেতু ক্রিয়াসঙ্কর (অনেক ক্রিয়ামিলন) হিতকর নহে। তবে তুল্যরূপ ক্রিয়া সকল দ্বারা যে ক্রিয়াসঙ্কর, তাহাই হিতকর নহে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়া সকল দ্বারা যে ক্রিয়াসঙ্কর, তাহা দোষজনক হয় না।

টীকা। ভিন্নরূপা ক্রিয়ার সাঙ্কর্য্য দোষাবহ হয় না বলিয়াই সান্নিপাতিক জ্বর চিকিৎসায় উক্ত হইয়াছে—লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন, এই সমস্ত সন্নিপাত জ্বরে প্রথমে প্রযোজ্য॥ ২৭—২৯

কেবল নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধানেই সকল স্থলে চিকিৎসা করা সুপণ্ডিতের কার্য্য নহে। চিকিৎসকের নিজেরও বিচার করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—দোষ কাল ও বয়স অনুসারে এরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে, যাহাতে শাস্ত্রে বিহিত কার্য্যও অকরণীয় এবং নিষিদ্ধ কার্য্যও করণীয় হইয়া থাকে॥ ৩০। ৩১

চিকিৎসার ফল—চিকিৎসা দ্বারা কোন স্থলে অর্থ, কোন স্থলে বা বন্ধুত্ব, কোন স্থলে বা ধর্ম্ম, কোন স্থলে বা যশঃ এবং কোন স্থলে বা নিজের কর্ম্মাভ্যাসও হইয়া থাকে, অতএব চিকিৎসা কখন নিষ্ফলা হয় না।

যাঁহারা হিতকামনায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করেন, তাঁহারা পুণ্যবান্, দীর্ঘায়ুঃ, বুদ্ধিমান্ ও নীরোগ হইয়া থাকেন। চিকিৎসক অর্থলোভে চিকিৎসা রূপ পুণ্য বিক্রয় করিবেন না; তবে নিজ বৃত্তির জন্য ঐশ্বর্য্যশালী ধনবান্ লোকদিগের নিকট অর্থ গ্রহণ করিবেন।

যে দুর্ম্মতি আরোগ্য লাভ করিয়া নিজ চিকিৎসিত শরীর বৈদ্যের নিকট হইতে নিষ্ক্রয় না করে, তাহার যে সমস্ত সুকৃত থাকে, তৎসমুদয় বৈদ্য ভোগ করিয়া থাকেন।

মানব বিহীন দেশ নাই এবং রোগ বিহীন মানবও নাই, অতএব বৈদ্যদিগের বৃত্তি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ॥ ৩২—৩৬

চিকিৎসার অঙ্গ—রোগী, দূত (যে ব্যক্তি বৈদ্য আনিতে ও সংবাদাদি দিতে গমনাগমন করে), চিকিৎসক, দীর্ঘ আয়ুঃ, দ্রব্য (চিকিৎসার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল), সুসেবক ও উৎকৃষ্ট ঔষধ এইগুলি চিকিৎসার অঙ্গ॥ ৩৭

রোগির লক্ষণ—যাহার রোগ আছে, তাহাকে রোগী কহে। যাদৃশ রোগী চিকিৎস্য এবং যাদৃশ রোগী অচিকিৎস্য, তাহা বর্ণন করিব শ্রবণ কর॥ ৩৮

চিকিৎস্য রোগী—যে রোগী নিজ প্রকৃতি ও বর্ণযুক্ত অর্থাৎ যাহার প্রকৃতি ও বর্ণ বিকৃত হয় নাই; যে রোগীর সত্ত্বগুণ ও দর্শন শক্তি নষ্ট হয় নাই; এবং যে রোগী বৈদ্যভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় (লোভ রহিত) সে রোগী চিকিৎস্য।

টীকা। "সত্ত্ব" অর্থাৎ যে গুণ ব্যসন ও অভ্যুদয়াদি ক্রিয়াতে (দুঃখজনক ও সুখজনক কার্য্যাদিতে) অবিহ্বল কর। "চক্ষু" শব্দ এস্থলে উপলক্ষণ, অর্থাৎ চক্ষুঃ শব্দ প্রয়োগে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও বুঝিতে হইবে।

"চিকিৎস্য" অর্থাৎ রোগ হইতে মোচন করিবার যোগ্য॥ ৩৯

এসম্বন্ধে অন্য বচন—যে রোগী আয়ুষ্মান্ (দীর্ঘায়ু লক্ষণযুক্ত), সত্ববান্, দ্রব্যবান্ (অর্থাদি দ্রব্য-সমন্বিত) ও মিত্রবান্ (বন্ধুবান্ধবাদি সহায় সম্পন্ন) এবং যে রোগী বৈদ্যের বাক্য প্রতিপালন করে, যে রোগী আস্তিক অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদে যাহার বিশ্বাস আছে, সে রোগী সাধ্য অর্থাৎ রোগ মোচনের যোগ্য।

টীকা। "আস্তিক" আয়ুর্ব্বেদ আছে, এই মতি যার, এস্থলে আস্তিক শব্দে সেই ব্যক্তিকেই বুঝাইবে॥ ৪০

অচিকিৎস্য রোগী—যে রোগী চণ্ড, সাহসিক বা ভীরু, কৃতঘ্ন, ব্যগ্র, শোকাকুল, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয়বিহীন, বৈরী, বৈদ্য বিদগ্ধ, শ্রদ্ধাহীন, শঙ্কিত, বৈদ্যের অবশ ও বৈদ্যাভিমানী, সে রোগীকে অচিকিৎস্য জানিবে অর্থাৎ সেরূপ রোগির চিকিৎসা করিবে না, তাহাদের চিকিৎসা করিলে বৈদ্যকে বহু দোষ পাইতে হয়।

টীকা। "চণ্ড" অত্যন্ত ক্রোধশীল; "সাহসিক"—অবিমৃষ্যকারী; "ভীরু" ভয়শীল; "কৃতঘ্ন" বৈদ্য-কৃত-উপকারের লোপক; "ব্যগ্র" ব্যাকুল; "করণ-দ্বারা বিহীন" নেত্রাদি-ইন্দ্রিয় শক্তি রহিত; "বৈরী" অর্থাৎ কদাচিৎ যদি রোগের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে যে অপবাদ প্রচার করিয়া বেড়ায়, "বৈদ্যবিদগ্ধ" বৈদ্য-ধূর্ত্ত অর্থাৎ যে বৈদ্যের সহিত ধূর্ত্ততাচরণ করে; "শঙ্কিত" বৈদ্যবিশ্বাসরহিত অর্থাৎ বৈদ্যের প্রতি যাহার বিশ্বাস নাই; "বৈদ্যের অবিধেয়" অর্থাৎ যে বৈদ্যের বাক্য প্রতিপালন না করে; "ভিষগ্বিধ" বৈদ্যতুল্য অর্থাৎ নিজে বৈদ্যাভিমানী। "উপক্রম্য নহে" অর্থাৎ চিকিৎস্য নহে। এসম্বন্ধে সুশ্রুতও বলিয়াছেন—যাহার গৃহে বৈদ্য পূজিত না হন, সে সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ সে চিকিৎসায় ফল পায় না॥ ৪১। ৪২

দূতের লক্ষণ—যে ব্যক্তি চিকিৎসককে আনিতে যায়, তাহাকে দূত বলা যায়। যাদৃশ দূত সমুচিত তাহা বলিতেছি।—যে দূত স্বজাতি, অব্যঙ্গ (যে অঙ্গহীন নহে), পটু, নির্ম্মলবাসা, সুখী, অশ্ববৃষারূঢ়, শুক্ল পুষ্পফল যুক্ত, সজাতি, সুচেষ্ট এবং যে দূত সজীব দেশে বৈদ্যের সহিত মিলিত ও উপযুক্ত সময়ে বৈদ্যকে প্রাপ্ত হয়, সেই দূতই রোগির আরোগ্যার্থ সমুচিত বলিয়া জানিবে।

টীকা। "সজাতি" রোগির সমান জাতি। "জীব" যে নাড়ীতে প্রাণ বায়ু বহন করে, সেই নাড়ী জীব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত॥ ৪৩—৪৫

দূত যাত্রায় শকুন বিচার—বৈদ্যাহ্বানার্থ গমনকালে পথিমধ্যে দূতের সৌম্য দর্শন শুভজনক নহে, কিন্তু প্রদীপ্ত শকুনদর্শন সুখাবহ জানিবে।

টীকা। "প্রদীপ্ত" অগ্নি॥ ৪৬

রিক্তহস্ত হইয়া রাজাকে ভিষক্‌কে গুরুকে দৈবজ্ঞকে দেবতাকে ও মিত্রকে দর্শন করিবে না। ফল-দান দ্বারা দর্শন করিলে ফললাভ হয় জানিবে।

টীকা। দূত ও রোগী রিক্তহস্ত হইয়া বৈদ্যকে দর্শন করিবে না। ইহা বলিবার জন্যই ঐ বচন উক্ত হইয়াছে॥ ৪৭

বৈদ্যের লক্ষণ—চিকিৎসা যিনি করেন, তিনি চিকিৎসক নামে অভিহিত হন। যাদৃশ চিকিৎসক সমীচীন, তাহা বর্ণিত হইতেছে—যে চিকিৎসক প্রকৃত-রূপে শাস্ত্রার্থ বুঝিয়াছেন, যিনি দৃষ্টকর্ম্মা, স্বয়ং কৃতী, লঘুহস্ত, শুচি ও শূর, যিনি উপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী ও ঔষধসম্পন্ন, যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্, ব্যবসায়ী, প্রিয়ভাষী ও সত্যধর্ম্মরত তিনিই প্রশস্ত চিকিৎসক।

টীকা। "দৃষ্টকর্ম্মা"—অন্যের কৃত চিকিৎসা যিনি দেখিয়াছেন। "স্বয়ংকৃতী"—স্বয়ং চিকিৎসা কুশল। "লঘুহস্ত"—সিদ্ধহস্ত॥ ৪৮—৫০

নিষিদ্ধবৈদ্য—কুচেল (কুৎসিত পরিচ্ছদ), কর্কশ, স্তব্ধ, গ্রামীণ ও বিনাহ্বানে স্বয়ং আগত এই পাঁচ প্রকার বৈদ্য ধন্বন্তরি তুল্য হইলেও তাহারা লোকসমাজে পূজ্য হয় না।

টীকা। "কর্কশ"—অপ্রিয়বাদী; "স্তব্ধ"—সাভিমান; "গ্রামীণ" (ব্যবহারে অচতুর)॥ ৫১

বৈদ্যের কর্ম্ম—রোগের তত্ত্ব নির্ণয় ও ব্যথা-শান্তিকরণ ইহাই বৈদ্যের বৈদ্যত্ব (কর্ম্ম), বৈদ্য আয়ুর কর্ত্তা নহেন।

টীকা। উক্ত বচনের অর্থ এই—ব্যাধির সম্যক্ পরিচয় এবং ব্যথাশান্তিকরণ ইহাই বৈদ্যের কর্ম্ম, কিন্তু বৈদ্য আয়ুর প্রভু নহেন। অপরে কিন্তু উক্ত বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—ব্যাধির তত্ত্বপরিচয় ও বেদনার শান্তিকরণ, ইহাই যে কেবল বৈদ্যের বৈদ্যত্ব তাহা নহে, বৈদ্য আয়ুরও প্রভু। কারণ বৈদ্য কর্ত্তৃক এক শত আগন্তু মৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতে ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—অথর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহেন—মৃত্যু এক শত এক সংখ্যক আছে, তন্মধ্যে একটি মৃত্যু কাল সংযুক্ত, অপর একশতটিকে আগন্তু মৃত্যু বলিয়া জানিবে। ইহার অর্থ এই—অথর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হেতু অথর্ব্বতুল্য পণ্ডিতগণ মৃত্যুকে এক শত এক সংখ্যক বলিয়া বর্ণন করেন, তন্মধ্যে একটি মৃত্যু কাল সংযুক্ত; কাল আয়ুর অন্তে শরীরিগণের অবশ্য সংহরণ কর্ত্তা; কোন উপায়েই তাহাকে নিবারণ করিতে পারা যায় না; তাহা আয়ুর অন্তে ব্রহ্মাদিকেও সংহরণ করিয়া থাকে। লিঙ্গপুরাণে কার্ত্তিকেয়ের প্রতি মহাদেব বলিয়াছেন—"পুত্র! কাল আমার আয়ুকে গ্রাস

করিতেছে, রসায়ন কোথায় থাকিবে” ইতি। সেই কালের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ সংহারের জন্য নিযুক্ত যে মৃত্যু তাহা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ সে মৃত্যু অবশ্য হইবে, কোন উপায়েই তাহা নিবারিত হইবে না। অবশিষ্ট এক শতটি মৃত্যু আগন্তু অর্থাৎ আগন্তু উপহেতুজাত। এস্থলে কার্য্যকারণের অভেদারোপ প্রযুক্ত, আগন্তু শব্দে আগন্তু-হেতু-জাত বুঝিতে হইবে। আগন্তু হেতু যথা—বিষ ভক্ষণ, অজীর্ণ ও অধিক ভোজন (পাঠান্তরে—অজীর্ণে অত্যধিক ভোজন), দুর্দ্দেশজ জলপান, এবং অতি প্রবল শত্রু ব্যাঘ্র-বনমহিষ ও মত্ত মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ, বিষধর সর্প সহ ক্রীড়া, অত্যুচ্চ বৃক্ষাগ্রে আরোহণ, বাহুদ্বয় দ্বারা মহানদী তরণ এবং রাত্রিকালে একাকী দুর্গম পথে গমন ইত্যাদি। আগন্তু মৃত্যু সকল দুর্নিমিত্ত নিবন্ধন ভবিষ্যৎ ভাবনার বলবত্তা হেতু আয়ু থাকিতেও প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকে। যেমন দীপ তৈল-বর্ত্তি-(পলিতা) ও অগ্নি বিদ্যমানেও ঝটিকা দীপকে নির্ব্বাপিত করে, সেইরূপ আয়ু বিদ্যমানেও আগন্তু মৃত্যু প্রাণিগণের প্রাণনাশ করিয়া থাকে। এসম্বন্ধে অন্য বচনও আছে, যথা—তৈলাদি থাকিতেও বায়ু যেমন দীপকে নির্ব্বাপিত করে, সেইরূপ আয়ু থাকিতেও আগন্তু মৃত্যু সর্ব্বদা প্রাণিগণের প্রাণ হিংসা করে। কিন্তু আগন্তু নিমিত্ত সকল নিবারণ করিতে পারা যায়। যেহেতু সুশ্রুতে ধন্বন্তরি কহিয়াছেন—“রসবিশারদ বৈদ্য ও মন্ত্রবিশারদ পুরোহিত দোষ ও আগন্তু কারণ সম্ভূত মৃত্যু হইতে রাজাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা এই—এস্থলে পুরোহিত শব্দে মন্ত্রী; দোষ শব্দে নিষিদ্ধ আহার-বিহার-দূষিত রোগোৎপাদক দোষ; আগন্তু শব্দে নিষিদ্ধ বিহার ও অতি বৈরিবিগ্রহাদি; এবম্বিধ দোষ ও আগন্তু কারণ সম্ভূত মৃত্যু হইতে রাজাকে রক্ষা করিবে। বৈদ্য ও পুরোহিত (মন্ত্রী) কি প্রকারে শত মৃত্যু নিবারণ করিতে সমর্থ, তাহাই বলা হইতেছে—যেহেতু বৈদ্য ও পুরোহিত রস-মন্ত্র-বিশারদ অর্থাৎ বৈদ্য রসবিশারদ এবং পুরোহিত মন্ত্রণাবিশারদ; বৈদ্য প্রথমে দিনচর্য্যা-রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যোক্ত আহার বিহার দ্বারা বাতপিত্তকফ ও মল পদার্থকে সমভাবে রক্ষা করিয়া তৎপরে রসজ্ঞত্ব হেতু মৃত্যু নিবারক-রস দ্বারা মিথ্যাহার বিহার জনিত মৃত্যুহেতুক রোগ সকলকে নাশ করিবেন। এবং মন্ত্রী সদ্বুদ্ধি প্রদান দ্বারা মৃত্যুর হেতুভূত নিষিদ্ধ বিহার হইতে রাজাকে বিরত রাখিবেন। অতএব আগন্তু মৃত্যু সকল নিবারণ করিতে পারা যায়, আগন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নহে ॥ ৫২

আয়ুর্বিচার—চিকিৎসক প্রথমে যত্নপূর্ব্বক রোগির আয়ু পরীক্ষা করিবেন। কারণ আয়ু থাকিলে চিকিৎসা সফলা হয়, আয়ু না থাকিলে চিকিৎসা করা বৃথা ॥ ৫৩

দীর্ঘায়ুর লক্ষণ—যে রোগির চক্ষু কর্ণ ও মুখের বিকৃতিভাব হয় নাই, এবং যে রোগী স্বাদুগন্ধ বুঝিতে পারে, সে রোগী নিশ্চয়ই সাধ্য। যে রোগির হস্ত পদ উষ্ণ, দাহ স্বল্পতর ও জিহ্বা কোমল সে রোগী মরে না। যে রোগির জ্বরে ঘর্ম্ম হয় না, শ্বাস নাসিকা পথে সঞ্চরণ করে এবং কণ্ঠ কফহীন, সে রোগী নিশ্চয়ই বাঁচে। যাহার সুখে নিদ্রা হয়, শরীর দীপ্তিমান, এবং ইন্দ্রিয় সকল বিমল থাকে, সে রোগির মৃত্যু শঙ্কা নাই ॥ ৫৪—৫৭

স্বল্পায়ুর লক্ষণ—শরীর ও স্বভাবের প্রকৃতির যে বিকৃতি, সামান্যতঃ তাহাকেই অরিষ্ট বলিয়া জানিবে। সেই অরিষ্ট বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর—যে রোগী শব্দ না হইলেও বিবিধ শব্দ শ্রবণ করে, বা বিপরীত শব্দ শ্রবণ করে, অথবা শ্রবণ শক্তি রহিত হয়, তাহাকে গতায়ু বলিয়া জানিবে। যে রোগী শীতকে উষ্ণবৎ এবং উষ্ণকে শীতবৎ অনুভব করে, যে রোগির গাত্র অত্যুষ্ণ, কিন্তু শীতে কম্পিত হয়, সে রোগীকেও গতায়ু জানিবে। প্রহার বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যে রোগী তাহা অনুভব করিতে পারে না, যে রোগী নিজ শরীরকে পাংশুদ্বারা অবকীর্ণ জ্ঞান করে, যাহার বর্ণ ভিন্ন প্রকার হয় বা গাত্রে রেখা সকল উৎপন্ন হয়, স্নান ও অনুলেপন (চন্দনাদি লেপন) করিলেও যাহার শরীরে নীল মক্ষিকা সকল বসে, যে ব্যক্তি প্রযোজিত রসকে বিপরীত অনুভব করে, অর্থাৎ মধুর রসকে অম্ল, অম্লরসকে মধুর ইত্যাদি বোধ করে, কিংবা যে ব্যক্তি কোন রসই অনুভব করিতে পারে না, তাহাকে গতাসু বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি সুগন্ধকে দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধকে সুগন্ধবৎ প্রতীতি করে, দীপ নির্ব্বাপিত হইলে অন্যরূপ গন্ধ অনুভব করে, রোগির কথা দূরে যাউক, সে ব্যক্তি নিরাময় হইলেও তাহাকে গতাসু বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি রাত্রিতে প্রদীপ্ত সূর্য্য, বা দিবসে চন্দ্ররশ্মিবৎ শীতলরশ্মিবিশিষ্ট সূর্য্য দর্শন করে, অথবা দিবাভাগে নক্ষত্র সকলকে জ্বলিতবৎ দেখে, তাহাকে গতাসু জানিবে। যে ব্যক্তি নির্ম্মল গগনে (মেঘশূন্য আকাশে) বিদ্যুৎ সমন্বিত-কৃষ্ণবর্ণ মেঘসকল দর্শন করে, কিংবা আকাশকে বিমান যান ও প্রাসাদ সমূহে সকুল দেখে, অথবা অন্তরীক্ষে মূর্ত্তিবিহীন বায়ুকে মূর্ত্তিমান্ দর্শন করে, যে ব্যক্তি পৃথিবীকে ধূম-নীহার ও বস্ত্রদ্বারা আচ্ছন্ন দেখে, যে ব্যক্তি জগৎকে প্রদীপ্তবৎ বা জলপ্লাবিতবৎ দর্শন করে, যে ব্যক্তি রেখা সমূহ দ্বারা ভূমিকে সুবর্ণাকৃতি দেখে, যে ব্যক্তি নক্ষত্র সকলকে, অরুন্ধতী দেবীকে, ধ্রুবকে ও আকাশ গঙ্গাকে দেখিতে পায় না,

তাহাকে গতায়ু জানিবে। যে ব্যক্তি দর্পণে জলে ও রৌদ্রে ছায়া দেখিতে পায় না, কিংবা যে ব্যক্তি ছায়াকে অঙ্গহীন বা বিকৃত দর্শন করে, অথবা কুকুর-কাক-কঙ্ক-গৃধ্র-প্রেত-রাক্ষস বা অন্য কোন প্রাণীর ছায়াবৎ দেখে, সে ব্যক্তি যদি রোগী হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু ঘটে, স্বস্থ হইলে তাহার ব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির লজ্জা-শ্রী-তেজঃ-ওজঃ-স্মৃতি ও প্রভা (প্রতিভা) নষ্ট হয়, অথবা অকস্মাৎ ঐ লজ্জাদি প্রাদুর্ভূত হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই গতায়ু। যে ব্যক্তির নিম্নের ওষ্ঠ পতিত, উপরের ওষ্ঠ ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত, কিংবা যাহার উভয় ওষ্ঠই পক্ক জামফলের ন্যায় চিক্কণ কৃষ্ণ হয়, তাহার জীবন দুর্লভ॥ ৫৮—৭৩

যাহার দন্ত সকল আরক্ত বা শ্যামবর্ণ অথবা খঞ্জন প্রতিম (খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট) হয়, কিংবা পতিত হইতে থাকে, তাহাকে গতায়ুঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। যে ব্যক্তির জিহ্বা—কৃষ্ণবর্ণ, মলদ্বারা অনুলিপ্ত, স্ফীত বা কর্কশ (খরস্পর্শ) হয়, সে ব্যক্তি অচিরে প্রাণত্যাগ করে। যাহার নাসিকা কুটিল (বক্র) বা স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) বা শুষ্ক বা ভগ্ন হয়, কিংবা স্ফুর্জ্জন করে (শ্বাস বেগে উচ্চৈঃ-শব্দ করে) সে ব্যক্তি বাঁচে না। যে ব্যক্তির নয়নদ্বয় সংক্ষিপ্ত, বিষম (ছোট বড়), স্তব্ধ, রুক্ষ, সজল বা স্রাবান্বিত হয়, তাহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটে। যাহার কেশ সকল সীমন্ত বিশিষ্ট (দুইপার্শ্বে বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ, সীঁতিকাটা) হয়, ভ্রূদ্বয় সংক্ষিপ্ত (সংকুচিত) বা অবনত হয়, নেত্রপক্ষ্ম সকল (চক্ষুর লোম সকল) লুঠিত (পতিত) হইতে থাকে, সে ব্যক্তি অচিরে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যে ব্যক্তি আস্যস্থ অন্নগ্রাস গিলিতে পারে না, মস্তক ধারণ করিতে পারে না (মস্তক নুইয়া পড়ে), একাগ্র দৃষ্টি ও বিভ্রান্ত হয়, সে ব্যক্তি সদ্যঃ প্রাণত্যাগ করে। যে রোগীকে শয্যা হইতে উঠাইলে বারংবার মূর্চ্ছিত হয়, সে রোগী বলবান্ই হউক আর দুর্ব্বলই হউক, বৈদ্য তাহাকে মরণপাকে পক্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। যে ব্যক্তি নিরন্তর নিদ্রা যায় বা সর্ব্বদাই জাগিয়া থাকে, অথবা যে ব্যক্তি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া বলিতে গেলে মোহ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানবান্ বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবে। যে রোগী উপরের ওষ্ঠ লেহন করে, যে রোগী উৎকার (হস্তপদাদি বিক্ষেপ) করিতে থাকে, কিংবা যে রোগী সায়ংকালে (রাত্রিতে) প্রেতের (পরলোকগত ব্যক্তিদিগের) সহিত কথাবার্ত্তা কহে, তাহাকেও প্রেতরূপ বলিয়া জানিবে। যে রোগির মুখ-নাসাদি রন্ধ্র দিয়া ও রোম কূপ সকল দিয়া রক্ত নির্গত হয়, সে ব্যক্তি যদি নিরার্ত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার সদ্যঃ মৃত্যু ঘটে। সম্যক্ চিকিৎসা হইতে থাকিলেও যাহার রোগ বাড়িতে থাকে এবং বল ও মাংস ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, ইহা গতায়ুর লক্ষণ॥ ৭৪—৮৪

ভূত প্রেত পিশাচ ও বিবিধ রাক্ষস সকল মরণোন্মুখ রোগির নিকট উপসর্পণ করিয়া (উপস্থিত হইয়া) জিঘাংসা হেতু (রোগির প্রাণ হিংসা করিবার জন্য) বৈদ্য প্রযুক্ত ঔষধ সকলের বীর্য্য নষ্ট করে। সেইজন্য গতায়ু ব্যক্তির চিকিৎসাদি সকল ক্রিয়াই ব্যর্থ হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে—"আয়ু থাকিলেই চিকিৎসার সাফল্য হয়" ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আয়ু যদি থাকে, তবে আয়ুইত জীবন হেতু, চিকিৎসা বিধানে কি প্রয়োজন? উত্তর—আয়ুঃ থাকিলে চিকিৎসা করার ফল বেদনানিগ্রহ। এ বিষয়ে উক্ত আছে—"আয়ুষ্মান্ পুরুষ বিনা ভেষজে সব্যথ (পীড়িত) হইয়া জীবিত থাকে, কিন্তু ভেষজ দ্বারা সে নিরাময় হইয়া জীবন ধারণ করে।" অধিক কি—আয়ু থাকিলেও চিকিৎসা বিনা রোগী উঠিতেও সমর্থ হয় না। যেহেতু চরক বলিয়াছেন—আয়ুঃ থাকিলেও বিনা উপায়ে (বিনা চিকিৎসায়) রোগী উঠিতে সমর্থ হয় না। এবিষয়ে পক্ক মত্ত-হস্তী দৃষ্টান্ত স্বরূপ দর্শিত হইয়াছে। অপিচ চিকিৎসা বিনা আয়ুষ্মান্ও অবসন্ন হয়। যেহেতু চরকই বলিয়াছেন—আয়ুঃ থাকিতেও অচিকিৎসিত রোগী রোগ দ্বারা বিনষ্ট হয়। যেমন তৈলাদি থাকিতেও বাত্যা দ্বারা (ঝটিকা দ্বারা) দীপ নির্ব্বাণ হইয়া থাকে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে—অচিকিৎসিত ব্যক্তিদিগের সাধ্য রোগ ক্রমে যাপ্যত্ব ও যাপ্য রোগ ক্রমে অসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সেই অসাধ্যত্ব প্রাপ্ত রোগ শেষে প্রাণ বিনাশ করে। অনিশ্চিতায়ু রোগিরও চিকিৎসা কর্ত্তব্য। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—মানবের যে পর্য্যন্ত শ্বাস থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কারণ দৈবযোগে কদাচিৎ দৃষ্টারিষ্ট রোগীও বাঁচিয়া উঠে। যাহার অসাধ্যত্বে সন্দেহ থাকে, তাহার প্রতিই ঐ সকল উক্ত হইল, কিন্তু শাস্ত্রানুভব দ্বারা যাহাদের অসাধ্যতা বিশেষরূপে নিশ্চিত হয়, তাহারা অচিকিৎস্য। যেহেতু উক্ত আছে—যাহারা অসাধ্য রোগ সকলের চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত না হন, তাঁহারাই সদ্বৈদ্য ইতি॥ ৮৫। ৮৬

অথ দ্রব্য।

রোগী প্রভৃতি সকলেই যখন দ্রব্যকে অপেক্ষা করে এবং ধন বিনা যখন ভৈষজ্য দ্রব্য সংগৃহীত হয় না, তখন ধনও চিকিৎসার একটি অঙ্গ॥ ৮৭

পরিচারকের লক্ষণ—যে ব্যক্তি স্নিগ্ধ (সন্তুষ্ট চিত্ত), অজুগুপ্সু (অনিন্দক), বলবান্

রোগির রক্ষণে যুক্ত, বৈদ্যবাক্যপ্রতিপালক ও অশ্রান্ত সেই ব্যক্তি পরিচারকের উপযুক্ত॥ ৮৮

ভেষজের লক্ষণ—যে দ্রব্য দ্বারা বৈদ্য ব্যাধি নিবারণ করেন, তাহাই ঔষধ বলিয়া প্রোক্ত। যাদৃশ ঔষধ অবশ্য রোগঘ্ন হয়, তাহা বলিতেছি॥ ৮৯

ঔষধগ্রহণপরিভাষা—যে ঔষধ প্রশস্ত দেশে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিনে উদ্ধৃত, যাহা অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত হইলে ফলপ্রদ হয়, যাহা বহুগুণসম্পন্ন, যথাবৎ গন্ধবর্ণ-রসান্বিত, যাহা দোষঘ্ন, অগ্লানিকর, অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলেও যাহা কোন প্রকার বিকার আনয়ন করে না, এবং পরীক্ষা করিয়া যাহা উপযুক্ত সময়ে দত্ত হয়, সেই ভেষজই গুণাবহ হইয়া থাকে॥ ৯০। ৯১

বিন্ধ্যাদি পর্ব্বত আগ্নেয় ও হিমালয় পর্ব্বত সৌম্য জানিবে। অতএব তত্তৎ স্থানজাত ওষধি সকলই রোগোৎপাদক হেতুর অনুরূপ (সদৃশ) হইয়া থাকে।

টীকা। "আগ্নেয়"—অগ্ন্যংশ বহুল। "সৌম্য"—সোমাংশ বহুল। ঔষধ শব্দে এস্থলে ওষধি বুঝিতে হইবে, ওষধি শব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় করিয়া ঔষধ পদ সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৯২

অন্যান্য বন ও উপবনেও ওষধি সকল জন্মিয়া থাকে। প্রশস্ত দিনে প্রাতঃকালে সুমনা শুচি মৌনী ও সূর্য্যা-ভিমুখ হইয়া হৃদয়ে শিবচিন্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ওষধি সকল গ্রহণ করিবে। সাধারণ ভূমি হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইলে, যাহা উত্তরভাগ-সম্ভূত, তাহাই গ্রহণ করিবে।

টীকা। "সাধারণধরাদ্রব্য"। সর্ব্বভূমিভবদ্রব্য "উত্তরাশ্রিত"—আপনার অবস্থিতিস্থানের উত্তর দিগ্‌জাত॥ ৯৩। ৯৪

যে ওষধী বল্মীকে কুৎসিত স্থানে অনূপপ্রদেশে (জল বহুলস্থানে) শ্মশানে ঊষর প্রদেশে (ক্ষারভূমিতে) বা পথে জন্মে, যাহা কীট-অগ্নি ও হিমব্যাপ্ত, সে ওষধী কার্য্য সাধিকা হয় না, অর্থাৎ তাহাদ্বারা ফল পাওয়া যায় না। যে সকল ওষধী সরস, সকল কার্য্য সাধনার্থই তাহা শরৎকালে গ্রহণীয়; বিরেচনের ও বমনের জন্য ওষধী সকল বসন্তকালে সংগ্রহ করিবে। যাহার মূল অতিস্থূল, তাহাদের ত্বকই গ্রাহ্য। আর যাহাদের মূল সূক্ষ্ম, তাহাদের সমস্তই গ্রহণীয়। এসম্বন্ধে অন্য বচন—যাহাদের মূল মহৎ ও কাষ্ঠগর্ভ, তাহাদের বল্কল গ্রাহ্য, আর যাহাদের মূল হ্রস্ব, তাহাদের সমস্তই গ্রহ-ণীয়। বটাদি বৃক্ষের ত্বক্ গ্রাহ্য,বীজকাদির সার গ্রাহ্য, তালীশাদির পত্র গ্রাহ্য ও ত্রিফলাদির ফল গ্রাহ্য। কোন কোন উদ্ভিদের মূল, কোন কোন উদ্ভিদের কন্দ, কোন কোন উদ্ভিদের পত্র, কোন কোন উদ্ভিদের ফল, কোন কোন উদ্ভিদের ফুল, কোন কোন উদ্ভিদের সর্ব্বাবয়ব, কোন কোন উদ্ভিদের সার ও কোন কোন উদ্ভিদের ত্বক্ গ্রাহ্য। যথা—চিতার মূল, ওলের কন্দ, নিমের ও বাসকের পত্র, ত্রিফলার ফল, ধাত-কীর ফুল, কণ্টকারীর সর্ব্বাবয়ব, খদিরের সার এবং বটাদি ক্ষীরি বৃক্ষ সকলের ত্বক্ গ্রহণীয়। পত্রাভাবে নিমের ছালও কখনও গ্রাহ্য, বিল্বের কচি ফল গ্রাহ্য, সোন্দালুর পাকা ফল গ্রাহ্য॥ ৯৫—১০২

কোন্ উদ্ভিদের কোন অঙ্গ লইতে হইবে,তাহা উক্ত না হইলে মূল গ্রহণীয়। কোন দ্রব্যের কত ভাগ লইতে হইবে, বলা না থাকিলে সকলেরই সমান ভাগ লইতে হইবে। কিসের পাত্র লইতে হইবে, বলা না থাকিলে মৃন্ময় পাত্রই গ্রহণীয়। সময়ের নির্দ্দেশ না থাকিলে প্রাতঃকাল বুঝিতে হইবে॥ ১০৩

সকল কার্য্যের জন্য নূতন দ্রব্যই প্রযোজ্য, কেবল বিড়ঙ্গ, পিপুল,গুড়, ধান্য (অন্ন), ঘৃত ও মধু নূতন উক্ত গুণকর নহে,পুরাতনই প্রযোজ্য। তাম্বূল এবং কাঁজীও পুরাতনই প্রশস্ত। নূতন দ্রব্য শুষ্ক করিয়া সকল কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। সময়াভাবে যদি আর্দ্রই দিতে হয় তাহা হইলে যে পরিমাণে দিবার উল্লেখ থাকে, তাহার দ্বিগুণ দিবে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম জানিবে। তবে গুলঞ্চ, কুড়চী, বাসক, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, সহচর (নীলপুষ্প ঝাঁটী), শুল্ফা ও গন্ধভাদুলে এই গুলি আর্দ্রই (কাঁচাই) প্রয়োগ করিতে হয়, অথচ দ্বিগুণ মাত্রায় লইতে হয় না। এসম্বন্ধে অন্যবচন—বাসক, নিম, পলতা, কেতকী (কেয়া), বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, ইন্দীবরী (শতমূলী), পুনর্নবা কুড়চী, কন্দ (মৃণালাদি), গন্ধভাদুলে, গুলঞ্চ, ঐন্দ্রী (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশসা), নাগবলা (গোরক্ষচাকুলে), কুরুণ্টক (পীতপুষ্প ঝাঁটী), পুর (গুগ্‌গুলু), তগর-পাদুকা ও দূর্ব্বা এইগুলি সর্ব্বদা সকল কার্য্যেই আর্দ্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বিগুণ মাত্রায় লইতে হয় না॥ ১০৪—১০৮

ঘৃত তৈল পানীয় কষায় ও ব্যঞ্জনাদি দ্রব্য সকল পাক করার পর শীতল হইয়া গেলে পুনর্ব্বার যদি তাহা-দিগকে পাক করা যায়, তাহা হইলে তাহারা বিষোপম হইয়া থাকে॥ ১০৯

দ্রব্যসকলের পরীক্ষা—যে হরীতকীর আঁটী ক্ষুদ্র,শাঁস অধিক,সেই হরীতকীই সকল কার্য্যে পূজিতা। যে সকল ভল্লাতক (ভেলা) জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায়, সেই সকল ভল্লাতকই উত্তম। যে বারাহী-কন্দ (চামার আলু) বরাহ মূর্দ্ধবৎ, যে সৌবর্চ্চল কাচাভ, যে সৈন্ধব স্ফটিকপ্রভ, যে স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণ-চ্ছবি তাহাই উত্তম জানিবে। যে মনঃশিলা জবা-কুসুম সঙ্কাশ তাহাই উত্তম। যে শিলাজতু জলপূর্ণ কাংস্যপাত্রে প্রক্ষিপ্ত হইলে গলিয়া না গিয়া চতুর্দ্দিকে

বিবর্জ্জিত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ শিলাজতু। স্নিগ্ধ (চিক্কণ) কর্পূর, সূক্ষ্মফলা এলাচী, অত্যন্ত সুগন্ধি ও গুরু শ্বেত চন্দন পূজিত। যে রক্তচন্দন অত্যন্ত লোহিত, যে অগুরু-কাকতুণ্ডনিভ স্নিগ্ধ ও গুরু তাহাই শ্রেষ্ঠ। যে দেবদারু সুগন্ধি লঘু ও রুক্ষ, যে সরল কাষ্ঠ—স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত সুগন্ধি তাহা গুণকর। অতি পীতবর্ণ দারু-হরিদ্রাই প্রশস্ত। যে জায়ফল গুরু স্নিগ্ধ সমাকৃতি এবং যাহার অভ্যন্তর শুভ্র তাহাই শ্রেষ্ঠ। যে মৃদ্বীকা (মুনক্কা) গোস্তনসন্নিভ তাহাই উত্তম, এবং যাহা করমচা ফলাকৃতি তাহা মধ্যম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। যে খণ্ড (খাঁড় গুড়) নির্ম্মল এবং চন্দ্রকান্ত সমপ্রভ তাহা শ্রেষ্ঠ। যে মধু গব্যঘৃত সদৃশ রুচিজনক গন্ধ-বিশিষ্ট সেই মধুই উৎকৃষ্ট ॥ ১১০—১১৯

স্বভাবতঃ হিতদ্রব্য—শালিধান্য সমূহের মধ্যে লোহিত শালি, ষষ্টিক ধান্য সকলের মধ্যে ষষ্টিক; শূক ধান্য সকলের মধ্যে যব ও গোধূম, শমী ধান্য সমূহের মধ্যে মুগ মসূর ও অড়হর শ্রেষ্ঠ। রসের মধ্যে মধুর রস, লবণের মধ্যে সৈন্ধব লবণ শ্রেষ্ঠ। ফল-বর্গোক্ত দ্রব্য সমূহের মধ্যে দাড়িম, আমলকী, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, ফলসা, রাজাদন (খিরিণী) ও মাতুলুঙ্গ (টাবা নেবু) এই গুলি উত্তম। পত্রশাকের মধ্যে বেতোশাক জীবন্তী ও পোতিকা (পুঁই শাক) শ্রেষ্ঠ। ফলশাকের মধ্যে পটোল এবং কন্দ শাকের মধ্যে ওল শ্রেষ্ঠ। জাঙ্গল মাংসমধ্যে এণ কুরঙ্গ ও হরিণ মাংস, পক্ষি-মাংসের মধ্যে তিত্তিরি ও লাবপক্ষির মাংস শ্রেষ্ঠ। মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য হিতকর। হরিণ এণ ও কুরঙ্গ ইহাদের প্রভেদ এই—হরিণ তাম্রবর্ণ, এণ কৃষ্ণবর্ণ, এবং কুরঙ্গও তাম্রবর্ণ, তবে হরিণে ও কুরঙ্গে বিশেষ এই—হরিণ অপেক্ষা কুরঙ্গ বৃহৎ। জলের মধ্যে বৃষ্টিজল, ঘৃত ও দুগ্ধের মধ্যে গব্যঘৃত ও গব্য দুগ্ধ, তৈলের মধ্যে তিল তৈল এবং ইক্ষু বিকারের মধ্যে শর্করা হিতকর ॥ ১২০—১২৬

স্বভাবতঃ অহিত দ্রব্য—শিম্বী ধান্যের মধ্যে মাষকলাই ও লবণের মধ্যে ঊষর লবণ গ্রীষ্ম ঋতুতে ত্যাগ করিবে। ফলের মধ্যে লকুচ (ডেলোমান্দারফল), শাকের মধ্যে সরিষা শাক, গ্রাম্য মাংসের মধ্যে গোমাংস, বসার মধ্যে মহিষী বসা, দুগ্ধের মধ্যে মেষী-দুগ্ধ, তৈলের মধ্যে কুসুম তৈল এবং ইক্ষু বিকারের মধ্যে ফাণিত হিতকর নহে।

টীকা। ইক্ষুরস পাক করিয়া অর্দ্ধঘন করিলে তাহাকে ফাণিত বলা যায় ॥ ১২৭ । ১২৮

সংযোগ বিরুদ্ধ—মৎস্য ও আনূপমাংস দুগ্ধ সহ ভোজন করিবে না। কপোত মাংস সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া খাইবে না। অঙ্কুরিত দ্রব্য মধুর সহিত মৎস্য খাইবে না। মাংস ও দুগ্ধ যুক্ত করিয়া ছাতু খাইবে না। উষ্ণ দ্রব্যের সহিত ও বৃষ্টিজলের সহিত মধু এবং কৃশরার সহিত পায়স খাইবে না। তক্র দধি ও বিল্বফল সহ রম্ভাফল ভোজন করিবেনা (পাঠা-ন্তরে তক্র সহ রম্ভাফল এবং বিল্বফল সংযুক্ত দধি খাইবে না), যে ঘৃত কাংস্য পাত্রে দশদিন থাকে, তাহা বিরুদ্ধ হয়, অতএব তাহা বর্জ্জন করিবে। সম-পরিমিত ঘৃত মধু মিলিত হইলে তাহা বিষোপম হয়। কৃতান্ন (অগ্নিপক্ব অন্নব্যঞ্জনাদি) ও কষায় পুনর্ব্বার উষ্ণীকৃত হইলে তাহা ত্যাগ করিবে। বহুমাংস একত্র মিলিত হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়। মধু ঘৃত বসা তৈল পানীয় ও দুগ্ধও একত্র বিরুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১২৯—১৩৩

ভেষজ গ্রহণ সঙ্কেত—লবণ বলিলে সৈন্ধব লবণ, চন্দন বলিলে রক্তচন্দন বুঝিতে হইবে। চূর্ণ লেহ আসব ও স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) সাধনে চন্দন উক্ত হইলে তথায় শ্বেত চন্দন দ্বারা চূর্ণাদি সাধন করিতে হইবে। কষায় ও প্রলেপে প্রায়ই রক্তচন্দন প্রযোজ্য হইয়া থাকে। অন্তঃসমার্জ্জনে অজমোদা উক্ত হইলে তথায় যমানী এবং বহিঃসমার্জ্জনে (প্রলেপাদিতে) অজমোদা উক্ত হইলে তথায় বনযমানী গ্রহীতব্য। ঘৃত ও দুগ্ধ প্রয়োগে গব্যঘৃতদুগ্ধই গ্রহণীয়। পুরীষ রস উক্ত হইলে গোময় রস, এবং মূত্র উক্ত হইলে গোমূত্র গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১৩৪—১৩৬

প্রতিনিধিদ্রব্য—চিতার অভাবে দন্তী অথবা শিখরিজ ক্ষার (অপামার্গের ক্ষার), ধনযাসের অভাবে দুরালভা, তগরের অভাবে কুড়, মূর্ব্বার অভাবে জিঙ্গিনীর ত্বক্, অহিংস্রার অভাবে মানকচু, লক্ষ্মণার অভাবে ময়ুর শিখা, বকুলের (কটুকীর) অভাবে কহ্লার উৎ-পল বা পদ্ম, নীলোৎপলের অভাবে কুমুদ, জাতীপুষ্পের অভাবে লবঙ্গ, আকন্দপত্রাদির আঠার অভাবে তাহা-দের পত্ররস, পুষ্করের, লাঙ্গলীর (ঈশলাঙ্গলীর) ও গেটেলার অভাবে কুড়, চই ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপুল মূল, সোমরাজীর অভাবে চাকুন্দেবীজ, দারু-হরিদ্রার অভাবে হরিদ্রা, রসাঞ্জনের অভাবে দারুহরিদ্রার ক্বাথ, সৌরাষ্ট্রীর (সৌরাষ্ট্রদেশজ মৃত্তিকাবিশেষ সোরটী মাটী) অভাবে তদ্‌গুণান্বিত স্ফটিকা (ফটকারী), তালীশপত্রের অভাবে স্বর্ণতালী, বাযুবর্ত্তনীর অভাবে তালীশপত্র অথবা কণ্টকারীমূল, রুচকলবণের (সৌবর্চ্চল-লবণের) অভাবে পাংশুলবণ (খারীলবণ), যষ্টিমধুর অভাবে ধাইফুল, অম্লবেতসের অভাবে চুক্র (চুক-পালঙ), দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারীফল, দ্রাক্ষা ও গাম্ভারী ফলের অভাবে সোঁদাল, নবীর অভাবে লবঙ্গফুল, কস্তুরীর অভাবে কক্কোল (কাঁকলা), কক্কোলের অভাবে জাতীপুষ্প, কর্পূরের অভাবে সুগন্ধি মুথা বা

গেঁটেলা, কুঙ্কুমের অভাবে নূতন কুসুমফুল, শ্রীখণ্ডচন্দনের অভাবে কর্পূর এবং কর্পূর ও শ্রীখণ্ডচন্দন উভয়ের অভাবে রক্তচন্দন, রক্তচন্দনের অভাবে নূতন বেণামূল, আতইচের অভাবে মুথা, হরীতকীর অভাবে আমলকী, নাগকেশরের অভাবে পদ্মকেশর, মেদা জীবক কাকোলী ও ঋদ্ধির অভাবে যথাক্রমে শতমূলী, বিদারী (শাল-পাণি বা ভূমিকুষ্মাণ্ড), অশ্বগন্ধা ও বারাহী (বারাহী-কন্দ); এবং বারাহীর অভাবে চামার আলু (চুব্‌ড়ী আলু) গ্রহীতব্য। বারাহীকন্দকে পশ্চিম প্রদেশে গৃষ্টি বলে; বারাহীকন্দেরই প্রকারভেদ চামার আলু; অনূপদেশজাত বারাহী বরাহের ন্যায় লোমবান্ হয়। ভল্লাতক সহ্য না হইলে রক্তচন্দন দিবে এবং ভল্লাতকের অভাব হইলে চিতামূল প্রয়োগ করিবে। ইক্ষুর অভাবে নল, স্বর্ণের অভাবে স্বর্ণমাক্ষিক বা শ্বেত মাক্ষিক প্রদেয়; শ্বেতমাক্ষিক রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। মাক্ষিকের অভাবে স্বর্ণগৈরিক প্রযোজ্য। জারিত স্বর্ণ বা রৌপ্য যে স্থলে পাওয়া যাইবে না, তথায় জারিত কান্তলৌহদ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। কান্ত-লৌহের অভাবে তীক্ষ্ণলৌহ (ইস্‌পাত), মুক্তার অভাবে মুক্তাশুক্তি, মধুর অভাবে পুরাতন গুড়, মৎস্যণ্ডীর (দানাবিশিষ্ট সারগুড়ের) অভাবে সিত-শর্করা (সাদাচিনি), চিনির অভাবে খণ্ড (খাঁড়গুড়) এবং দুগ্ধের অভাবে মুগের বা মসূরের যূষ প্রদাতব্য। যে যে বস্তুর অভাবে যে যে বস্তু গ্রহণ করিতে বলা হইল, আবার সেই সেই বস্তুর অভাব হইলে তৎ তৎ বস্তু গ্রহণ করা গিয়া থাকে। অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য ও প্রতিনিধি দ্রব্যের একতরের অভাব হইলে অপরটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। (যেমন চিতার অভাবে দন্তী গ্রহণ করা যায়, আবার সেই দন্তীর অভাব হইলে চিতাও গ্রহণ করা গিয়া থাকে ইত্যাদি)। অপিচ কোন দ্রব্যের অপ্রাপ্তি হইলে দ্রব্যসমূহের রসবীর্য্যাদিবিদ্-ভিষক্ বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া অন্য যে দ্রব্য সেই অপ্রাপ্ত দ্রব্যের রস বীর্য্য ও বিপাকাদির সহিত সমান সেই দ্রব্যও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তবে এস্থলে বক্তব্য—ঔষধে যে দ্রব্য অপ্রধান তাহারই প্রতিনিধি দ্রব্য লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে দ্রব্য প্রধান, তাহার কখনই প্রতিনিধি গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ঔষধের দ্রব্যগণের মধ্যে যদি কোন দ্রব্য ব্যাধির সম্বন্ধে অনুপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য গণোক্ত হইলেও রসবীর্য্যাদিবিৎ ভিষক্ তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আবার কোন দ্রব্য গণোক্ত-দ্রব্য সকলের মধ্যে উক্ত না হইলেও তাহা যদি ব্যাধির সম্বন্ধে উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সেই অনুক্ত দ্রব্যও ঔষধে যোজিত করিয়া থাকেন।১৬১-১৬৬

দ্রব্যগত পঞ্চপদার্থ-কর্ম্ম—দ্রব্যে রস গুণ বীর্য্য বিপাক ও শক্তি (প্রভাব) এই পাঁচটি পদার্থ থাকে এবং তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে॥ ১৬৭

রস (বাগ্‌ভটোক্ত)—মধুর অম্ল লবণ তিক্ত কটু (ঝাল) ও কষায় এই ছয়টি রস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই ছয় প্রকার রসের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি অপেক্ষাকৃত বলাবহ। অর্থাৎ কষায় অপেক্ষা কটু, কটু অপেক্ষা তিক্ত, তিক্ত অপেক্ষা লবণ, লবণ অপেক্ষা অম্ল এবং অম্ল অপেক্ষা মধুররস অধিক বলকারক। মধুরাদি ছয়প্রকার রসের প্রথম তিনটি অর্থাৎ মধুর অম্ল ও লবণ ইহারা বায়ুকে এবং তিক্তাদি অবশিষ্ট তিনটি কফকে নষ্ট করে। আর কষায় তিক্ত ও মধুর রস ইহারা পিত্তকে নষ্ট করিয়া থাকে। যে যে রস বাতা-দিকে নষ্ট করে, তৎ তৎ রস ভিন্ন অন্য রস গুলি বাতা-দিকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ মধুর অম্ল লবণ রস বায়ুকে নষ্ট করে, অবশিষ্ট তিক্ত কটু কষায় রস বায়ুকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। তিক্ত কটু কষায় রস কফকে নষ্ট করে, অবশিষ্ট মধুর অম্ল লবণ রস কফকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। কষায় তিক্ত মধুর রস পিত্তকে নষ্ট করে, অব-শিষ্ট অম্ল রস কটুরস ও লবণরস পিত্তকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। যে সকল রস বাত প্রশমক, সেই সকল রসে যদি রৌক্ষ্য লাঘব ও শৈত্যগুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা বায়ু নাশ করিতে পারে না। যে সকল রস পিত্তপ্রশমক, সেই সকল রসে যদি তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-লঘুতা-গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা পিত্ত নাশ করিতে সমর্থ হয় না। আর যে সকল রস শ্লেষ্মপ্রশমক, সেই সকল রসে যদি স্নেহ গৌরব ও শৈত্যগুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা শ্লেষ্ম-নাশ করিতে পারে না॥ ১৬৮—১৭২

মধুর রসের গুণ—মধুররস—শীতবীর্য্য, ধাতু-বর্দ্ধক, স্তন্যজনক, বলপ্রদ, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত) ও বাত-পিত্তঘ্ন। ইহা স্থৌল্য মল ও কৃমি জন্মাইয়া থাকে। মধুররস বিষঘ্ন, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, প্রীতিজনক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, বৃংহণ (উপচয়কারক), কণ্ঠস্বরহিত, ভগ্ন ও ক্ষতের সংযোজক। ইহা বালক বৃদ্ধ ক্ষত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের এবং বর্ণ কেশ ইন্দ্রিয় ও ওজঃ পদার্থের সম্বন্ধে প্রশস্ত॥ ১৭৩—১৭৫

অতি সেবিত মধুর রসের ফল—মধুর রস অতিসেবিত হইলে জ্বর শ্বাস গলগণ্ড অর্ব্বুদ কৃমি স্থৌল্য অগ্নিমান্দ্য মেহ মেদ ও কফরোগ সকল জন্মে॥ ১৭৬

অম্লরসের গুণ—অম্লরস—পাচক, রুচিজনক, পিত্ত-শ্লেষ্ম-রক্তদুষ্টিকারক, লঘু, লেখন (পিণ্ডীকৃত শ্লেষ্মা-দির অপনয়ন কারক), উষ্ণ, বহিঃ শীত (স্পর্শে শীতল), ক্লেদজনক, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণবীর্য্য, সারক, শুক্র, বিবন্ধ (মলাদিবিবদ্ধতা) ও তৃষ্ণা নাশক,

রোম ও দন্তের হর্ষজনক এবং নেত্র ও ভ্রূর সঙ্কোচ-জনক॥ ১৭৭। ১৭৮

অতি সেবিত অম্লরসের ফল—অম্লরস অতি সেবিত হইলে ভ্রমরোগ, তৃষ্ণা, দাহ, তিমির রোগ (নেত্ররোগবিঃ), জ্বর, পাণ্ডু, বীসর্প, শোথ, বিস্ফোটক ও কুষ্ঠ জন্মে॥ ১৭৯

লবণ রসের গুণ—লবণরস—শোধন (বমন-বিরেচনকারক), রুচিজনক, পাচক, কফপিত্তজনক, পুরুষত্ব ও বাতনাশক, দেহের শৈথিল্য ও মৃদুতা-কারক, বলনাশক, মুখে জলবর্দ্ধক এবং কপোল ও গলদেশের দাহকারক॥ ১৮০

অতি সেবিত লবণরসের ফল—লবণরস অতি সেবিত হইলে অক্ষিপাক, রক্তপিত্ত, কোঠ (গাত্রে বোল্‌তাদংশনজনিত শোথবৎ স্ফীতি) ও ক্ষতাদি জন্মে। এবং বলী-পলিত-খালিত্য-কুষ্ঠ-বীসর্প ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয়॥ ১৮১

কটুরসের গুণ—কটুরস—উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য, বিশদ, বাতপিত্তজনক, শ্লেষ্মনাশক,লঘু, আগ্নেয় (অগ্ন্যংশ বহুল),কৃমি ও কণ্ডূনিবারক, বিষঘ্ন, রুক্ষ, স্তন্যহারক, মেদঃ ও স্থৌল্যাপকর্ষক, অশ্রুজনক, নাসিকা-মুখ-নেত্র ও জিহ্বাগ্রের উত্তেজক, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিপ্রদ, নাসিকাশোষক, ক্লেদ-মেদঃ-বসা-মজ্জা-মল ও মূত্রের শোষক, স্রোতঃসকলের প্রকাশক, রুক্ষ, মেধ্য ও মল বিবদ্ধকারক॥ ১৮২—১৮৪

অতি সেবিত কটুরসের ফল—কটুরস অতি সেবিত হইলে ভ্রম, দাহ, মুখ তালু ও ওষ্ঠের শোষ, কণ্ঠাদির পীড়া, মূর্চ্ছা ও অন্তর্দাহ উপস্থিত হয় এবং এবং বল ও কান্তি বিনষ্ট হয়॥ ১৮৫

তিক্তরসের গুণ—তিক্তরস—শীতবীর্য্য, তৃষ্ণা-মূর্চ্ছা-জ্বর-পিত্ত ও কফনিবারক, কৃমি-কুষ্ঠ-বিষ-উৎক্লেদ (উপস্থিত বমনত্ব) দাহ ও রক্তদুষ্টিজনিত রোগ নাশক, রুচিজনক কিন্তু স্বয়ং অরোচিষ্ণু, কণ্ঠ ও স্তন্য বিশোধক, বাতবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, নাসাশোষক, রুক্ষতা জনক ও লঘু।

টীকা। "রুচ্য"—অন্যবস্তুতে রুচি উৎপাদক। "স্বয়ং অরোচিষ্ণু"—যেমন নিম্ব স্বয়ং রোচে না, কিন্তু অন্য বস্তুতে রুচি জন্মাইয়া দেয়॥ ১৮৬। ১৮৭

অতি সেবিত তিক্তরসের ফল—তিক্তরস অতি সেবিত হইলে শিরঃশূল, মন্যাস্তম্ভ, শ্রান্তি, কম্প, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয় এবং বল ও শুক্রের ক্ষয় হইয়া থাকে॥ ১৮৮

কষায়রসের গুণ—কষায়রস—রোপণ, গ্রাহী (মলসংগ্রাহক), স্তম্ভন,শোধন, লেখন,পীড়ন, সৌম্য, শোষণ, বাতকোপন, কফ শোণিত ও পিত্তনাশক, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লঘু, ত্বকের বৈমল্যকারক, আমের স্তম্ভন, বিশদ, জিহ্বার জড়তাকারক এবং কণ্ঠ ও স্রোতঃ সকলের বিবর্দ্ধতাকারক।

টীকা। "রোপণ"—ক্ষতের পূরণ কারক। "স্তম্ভন"—গাত্রের স্তব্ধতাকারক। "শোধন"—ক্ষতের শুদ্ধিকারক। "লেখন"—ক্ষতাদির উৎসন্ন মাংসের অপনয়ন-কারক। "পীড়ন"—হৃদয়ের পীড়ক। "সৌম্য"—সোমপদার্থ হইতে উৎপন্ন। "শোষণ"—ক্ষত ও মজ্জাদির শোষণ কারক॥ ১৮৯। ১৯০

অতি সেবিত কষায় রসের ফল—কষায় রস অতি সেবিত হইলে অঙ্গগ্রহ আধ্মান হৃৎপীড়া ও আক্ষেপকাদি রোগ উপস্থিত হয়॥ ১৯১

মধুরাদি রস সকলের অপর বিশেষ—পুরাতন শালি ও যব, এবং মুগ, গোধূম, মধু, চিনি ও জাঙ্গলমাংস ভিন্ন অপর সমস্ত মধুর দ্রব্যই প্রায় শ্লেষ্ম-জনক। আমলকী ও দাড়িম ভিন্ন অন্য সমস্ত অম্লদ্রব্যই প্রায় পিত্তকর। সৈন্ধবলবণ ভিন্ন অন্য সমস্ত লবণই প্রায় নেত্রের অহিতকর। শুঁঠ, পিপুল, রশুন, পটোল ও গুলঞ্চ ভিন্ন অন্য তাবৎ কটুরসদ্রব্যই এবং তিক্তরস দ্রব্যও অহৃদ্য ও বাতপ্রকোপক। চরকেও উক্ত হইয়াছে—"পিপুল ও শুঁঠ বৃষ্য (বলকারক) কিন্তু অন্যান্য কটুরস অবৃষ্য। হরীতকী ভিন্ন অন্য কষায় দ্রব্য "স্তম্ভন"। মধুরাদি ছয় রসের গুণসকল সামান্যতঃ নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু সংযোগদ্বারা উহাদের অন্য গুণোদয় হয়। যেমন মধু ঘৃতের সহিত সমভাগে সংযুক্ত হইলে উহা বিষগুণ প্রাপ্ত হয়। সর্পদষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে স্থাবর বিষ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৯২—১৯৭

অথ গুণ—লঘু, গুরু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ এইগুলি যথাক্রমে আকাশের, পৃথিবীর, জলের, বায়ুর ও অগ্নির গুণ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ আকাশের গুণ লঘু, পৃথিবীর গুণ গুরু, জলের গুণ স্নিগ্ধ, বায়ুর গুণ রুক্ষ এবং অগ্নির গুণ তীক্ষ্ণ॥ ১৯৮

লঘ্বাদি বিশিষ্ট দ্রব্য সকলের গুণ।

লঘুদ্রব্য—অতিহিতকর, ইহা কফঘ্ন ও শীঘ্রপাকি। গুরুদ্রব্য—বাতনাশক, পুষ্টিকারক ও শ্লেষ্মজনক, ইহা চিরপাকি অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

টীকা। এস্থলে লঘুশব্দে লঘুদ্রব্য এবং গুর্ব্বাদি-শব্দে গুর্ব্বাদি গুণবিশিষ্ট দ্রব্যই বুঝিতে হইবে। এস্থলে গুর্ব্বাদি শব্দে যে গুর্ব্বাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্য, তাহার প্রমাণ এই—শাস্ত্রে উক্ত আছে—"রসাশ্রয় পৃথিব্যাদি দ্রব্যে এবং সাহচর্য্য হেতু রসসকলে গুর্ব্বাদিগুণের ব্যপদেশ হইয়া থাকে"॥ ১৯৯

স্নিগ্ধদ্রব্য—বাতহারক, শ্লেষ্মকারক, বৃষ্য ও বল-

কর। রুক্ষদ্রব্য—অত্যন্ত বাতকর ও কফহর। তীক্ষ্ণদ্রব্য—পিত্তজনক, লেখন ও কফবাতহারক।

সুশ্রুত গ্রন্থে বিংশতি প্রকার গুণ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল গুণ বর্ণন করিতেছি শুন। গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ, স্থির, সর, পিচ্ছিল, বিশদ, শীত, উষ্ণ, মৃদু, কর্কশ, স্থূল, সূক্ষ্ম, দ্রব, শুষ্ক, আশু ও মন্দ। এই বিংশতি প্রকার গুণের মধ্যে গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ পাঁচটি গুণের বর্ণন ইতঃপূর্ব্বেই করা হইয়াছে, এক্ষণে অন্য গুণগুলির ব্যাখ্যা করিব। যথা—শ্লক্ষ্ণগুণ—স্নেহ ও কাঠিন্য বিনাও চিক্কণ অর্থাৎ দ্রব্যে স্নেহপদার্থ না থাকিলেও এবং তাহা কঠিন হইলেও যদি তাহাতে শ্লক্ষ্ণগুণ থাকে তাহা হইলে সেই দ্রব্য চিক্কণ হয়। স্থিরগুণ—বায়ু ও মলের স্তব্ধতাকারক। সরগুণ—বাত ও মলের প্রবর্ত্তক। পিচ্ছিলগুণ—তন্তুল, বলকারক, সন্ধান (ভগ্নের সংযোজক), শ্লেষ্মকর ও গুরু। বিশদগুণ—ক্লেদনাশক ও ক্ষত রোপণ। শীতগুণ—হ্লাদন (সুখজনক), স্তম্ভী (রক্তাদির অতিস্রাবাদি রোধক), মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম ও দাহ নাশক। উষ্ণগুণ—শীত গুণের বিপরীত, ইহা ব্রণাদির পাচক। (টীকা। মৃদু ও কর্কশ গুণ প্রসিদ্ধ, অতএব ইহার বিশেষ বিবরণ অনাবশ্যক।) স্থূলগুণ-দেহের স্থূলতাজনক এবং স্রোতঃ সকলের অবরোধ কারক। সূক্ষ্মগুণ—যে গুণ শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রে প্রবেশ করে, তাহাকে সূক্ষ্মগুণ কহা যায়। দ্রবগুণ—ক্লেদজনক ও ব্যাপনশীল। শুষ্কগুণ—দ্রবগুণের বিপরীত। আশুগুণ—আশুকারী অর্থাৎ ইহা শরীরে শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করে। জল নিক্ষিপ্ত তৈলের ন্যায় ইহা ক্ষণমধ্যে সমস্ত দেহে ধাবিত হইয়া থাকে। মন্দগুণ—ইহা সকল কার্য্যেই শিথিল, এইগুণ অল্প বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে॥ ২০০—২০৮

গুণপ্রসঙ্গে দীপনাদি গুণ সকলও লক্ষণের সহিত বর্ণন করিব।

দীপন—যাহা অগ্নির দীপ্তি করে অথচ আমের পরিপাক করে না; তাহাকে দীপনগুণ কহা যায়। যেমন মৌরী। (কোন মতে জটামাংসী)।

পাচন—আর যাহা আমের পাক করে কিন্তু অগ্নির দীপ্তি করে না, তাহাকে পাচন গুণ বলা যায়। যেমন নাগকেশরবৎ দ্রব্য। চিতা দীপন ও পাচন উভয় গুণশালী।

টীকা। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে—যাহা অগ্নির দীপ্তি করে, তাহা আমকে কেন পরিপাক করে না। উত্তর—যাহা ভোজনে ইচ্ছা উৎপাদন করে; কিন্তু আমপাক করিতে সমর্থ হয় না। দীপনদ্রব্য তাবৎ পরিমিত অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে। যেমন সূক্ষ্ম দীপাগ্নি দীপ্তি করে, কিন্তু তাহা বৃহৎ স্থালীস্থ তণ্ডুল সকলকে পাক করিয়া অন্নে পরিণত করিতে পারে না। আরও প্রশ্ন হইতে পারে—যাহা অগ্নির দীপ্তি করে না, তাহা আমকে কি প্রকারে পাক করিতে সমর্থ হয়? উত্তর—পাচন দ্রব্য অগ্নির দীপ্তি না করিয়াও আমকে পাক করে। যেমন—অগ্ন্যাধানীস্থ (চুল্লীস্থ) অঙ্গারসমূহ অন্ন পাক করে, অথচ তাহা দীপবৎ চতুর্দিক প্রদীপ্ত করিতে পারে না॥ ২০৯

শমন—যাহা বাতাদি দোষত্রয়কে শোধন করে না, অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধো মার্গ দিয়া নিঃসারণ করে না, সমভাবাপন্ন দোষ সকলকেও বর্দ্ধিত করে না। বিষম দোষ সকলকে সমভাবাপন্ন করে, তাহাকেই শমন কহা যায়। যেমন গুলঞ্চ॥ ২১০

অনুলোমন—যাহা অপক্ব মলের (বায়ু পিত্ত কফের) পাক করিয়া এবং বন্ধ (বায়ু বন্ধ) ভেদ করিয়া মলকে অধঃপাতিত করে, তাহাকে অনুলোমন কহে। যথা হরীতকী॥ ২১১

স্রংসন—যাহা কোষ্ঠে সংশ্লিষ্ট-পক্তব্য মলাদিকে পাক না করিয়াই অধঃপাতিত করে, তাহাকে স্রংসন কহে। যেমন কৃতমাল (সোন্দালু)।

টীকা। "মলাদিকে"—আদি শব্দে কফ ও পিত্তকেও বুঝিতে হইবে॥ ২১২

ভেদন—যাহা অবদ্ধ বা বদ্ধ এবং মলদ্বারা (বায়ু দ্বারা) পিণ্ডীকৃত মলকে ভাঙ্গিয়া অধঃপাতিত করে, তাহাকে ভেদন কহে। যেমন—কটুকী।

টীকা। 'অবদ্ধ"—শিথিল। "বদ্ধ"—গাঢ়। "মল দ্বারা"—মলশব্দে বাতাদি দোষ, কিন্তু এস্থলে বাতাদি দোষের মধ্যে কেবল বায়ুকেই বুঝিতে হইবে। বহুবচনান্ত মল শব্দের প্রয়োগ কেবল আধিক্য বোধনার্থই জানিবে। "পিণ্ডিত" অর্থাৎ বায়ু দ্বারা গুটিকীকৃত॥ ২১৩

রেচন—যাহা পক্ব বা অপক্ব মলাদিকে দ্রবীভূত করিয়া রেচন করে (অধোনিঃসারণ করে), তাহাকে রেচন বলা গিয়া থাকে। যেমন তেউড়ী॥ ২১৪

বমন—যাহা অপক্ব পিত্ত শ্লেষ্মা ও অন্নকে ঊর্দ্ধে নয়ন করে অর্থাৎ মুখমার্গ দিয়া নিঃসারণ করে, তাহাকে বমন কহে। যেমন মদন ফল (ময়না ফল)॥ ২১৫

দেহসংশোধন—যাহা মলসঞ্চয়কে অবস্থিতিস্থান হইতে ঊর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া বহির্নয়ন করে, তাহাকেদেহ সংশোধন কহে। যেমন দেবদালীফল (ঘোসাফল)॥ ২১৬

গ্রাহী—যাহা দীপন ও পাচন এবং উষ্ণত্ব হেতু দ্রব শোষক, তাহাকে গ্রাহী বলে। যেমন শুঁঠ জীরা ও গজপিপ্পলী॥ ২১৭

স্তম্ভন—রুক্ষত্ব শীতত্ব কষায়ত্ব ও লঘুপাকিত্ব হেতু যাহা বাতকৃৎ হয়, তাহাকে স্তম্ভন কহা যায়। যেমন বৎসক (ইন্দ্রযব বা কুড়চী) ও টুণ্ট্ক (শ্যোনা গাছ) ॥ ২১৮

ছেদন—যাহা সংশ্লিষ্ট কফাদি মলকে বলপূর্ব্বক উন্মূলন করে, তাহাকে ছেদন কহে। যেমন ক্ষার (যবক্ষারাদি), মরিচ এবং শিলাজতু ॥ ২১৯

লেখন (কৃশীকারক)—যাহা দেহের ধাতু বা মল-পদার্থকে বিশোষণ করিয়া উল্লিখিত করে অর্থাৎ কৃশীকৃত করে, তাহাকে লেখন কহে। যেমন মধু, উষ্ণজল, বচ ও যবক্ষার ॥ ২২০

বাজীকর—যে দ্রব্যদ্বারা স্ত্রীতে হর্ষ (অতি রমণোৎসাহ) জন্মে, তাহাকে বাজীকর কহে। যেমন অশ্বগন্ধা তালমূলী শর্করা ও শতমূলী ॥ ২২১

শুক্রল—যদ্দ্বারা শুক্রের বৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্রল কহে। যেমন গোরক্ষ চাকুলে ও আলকুশীবীজ ॥ ২২২

শুক্রের জনক ও রেচক—দুগ্ধ মাষকলাই ভেলাফলের মজ্জা ও আমলকীফল, ইহারা শুক্রের জনক ও রেচক।

টীকা। দুগ্ধাদি দ্রব্য নিজ প্রভাব গুণে (অচিন্ত্য-শক্তি প্রভাবে) শীঘ্রই রসাদি উৎপাদন পূর্ব্বক শুক্র জন্মায় এবং সেই বর্দ্ধিত শুক্রের রেচন করিয়া থাকে ॥ ২২৩

স্ত্রীলোক শুক্রের প্রবর্ত্তনকারিণী, বৃহতীফল শুক্রের রেচন (প্রবর্ত্তক)। জাতীফল (জায়ফল) শুক্রের স্তম্ভক। কলিঙ্গফল (তরমুজ) শুক্রের ক্ষয়কারী।

টীকা। স্ত্রীলোক শুক্রের প্রবর্ত্তনকারিণী অর্থাৎ স্ত্রীলোকের স্মরণ কীর্ত্তন দর্শন সম্ভাষণ স্পর্শন চুম্বন আলিঙ্গন ও মৈথুন এই সকল দ্বারা বা ইহাদের কোনটি দ্বারা শুক্রের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে ॥ ২২৪

রসায়ন—যাহা জরা-ব্যাধিনাশক, তাহাকেই রসায়ন বলিয়া জানিবে। যেমন হরীতকী দন্তী গুগ্গুলু ও শিলাজতু ॥ ২২৫

ব্যবায়ি—সেবন মাত্রেই যে দ্রব্য সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অর্থাৎ সমস্ত শরীরে নিজ ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া শেষে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ব্যবায়ি দ্রব্য কহে। যেমন ভাং ও আফিং।

টীকা। অন্যদ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শরীরে নিজগুণ প্রদর্শন করে; কিন্তু ব্যবায়িদ্রব্য অপক্কই স্বকীয় গুণদ্বারা সকল শরীর ব্যাপিয়া শেষে পরিপাক প্রাপ্ত হয় ॥ ২২৬

বিকাশি—যাহা ধাতুসমূহ হইতে অর্থাৎ সকল শরীরস্থ বীর্য্য সমূহ হইতে ওজঃ পদার্থকে (উপধাতু বশেষকে) বিশোষণ পূর্ব্বক সন্ধিবন্ধ সকলকে শিথিল করে, তাহাকে বিকাশি কহা যায়। যেমন পূগফল (সুপারী) ও কোদ্রব (কোদ্‌ধান্য) ॥ ২২৭

মদকারি—যে দ্রব্য বুদ্ধিকে লোপ করে, তাহাকে মদকারি বা মাদক দ্রব্য কহে। মদকারি দ্রব্য তমো-গুণ বহুল। যেমন মদ্য ও সুরাদি ॥ ২২৮

বিষ—ব্যবায়ি, বিকাশি, শ্লেষ্মনাশক, মদকারক, আগ্নেয়, জীবিতহারক ও যোগবাহি।

টীকা। "ব্যবায়ি"—সকল শরীরে গুণ ব্যাপন পূর্ব্বক পাকগমনশীল। "বিকাশি" ওজঃ শোষণ পূর্ব্বক সন্ধিবন্ধ শিথিলকরণশীল। "মদাবহ"—তমোগুণা-ধিক্যে বুদ্ধিবিধ্বংসক। "আগ্নেয়"—অধিকাগ্নিগুণ। "যোগবাহি"—সংসর্গিগুণগ্রাহক। এস্থলে বিষ লক্ষ্য পদার্থ। দৃষ্টান্ত যেমন বৎসনাভ (স্থাবরবিষভেদ কাটবিষ) ও সক্তুকাদি (বিষ বিশেষ) ॥ ২২৯

প্রমাথি—যে দ্রব্য নিজ বীর্য্য দ্বারা স্রোতঃ সমূহ হইতে বাতাদি দোষ সঞ্চয় নিরস্ত করে, তাহাকে প্রমাথি কহে। যেমন মরিচ, বচ ॥ ২৩০

অভিষ্যন্দি—পিচ্ছিলতা ও গুরুতা হেতু যে দ্রব্য রসবহ-শিরাসমূহকে রুদ্ধ করিয়া শরীরে গুরুতা জন্মা-ইয়া থাকে, তাহাকে অভিষ্যন্দি কহে। যেমন দধি ॥ ২৩১

বিদাহি—যাহা ভোজন করিলে অম্লোদ্গার, তৃষ্ণা ও হৃদয়ে দাহ উৎপাদন করে এবং বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বিদাহি কহে ॥ ২৩২

যোগবাহি—যে দ্রব্য অন্য কোন দ্রব্যের সহিত পচ্যমান হইলে সেই সংসর্গিদ্রব্যের গুণ সকল গ্রহণ করে, তাহাকে যোগবাহি কহে। যেমন মধু জল তৈল ঘৃত পারদ ও লৌহাদি ॥ ২৩৩

অথ বীর্য্য—জগতে উষ্ণ ও শীত গুণের আধিক্য হেতু পণ্ডিতগণ বীর্য্যকে দ্বিবিধ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যে হেতু ত্রিভুবন সমস্ত অগ্নিষোমীয়ই দেখা যায়। দ্বিবিধ বীর্য্য, যথা—উষ্ণবীর্য্য ও শীতবীর্য্য ॥ ২৩৪

বীর্য্যগুণ—উষ্ণবীর্য্য বায়ু ও শ্লেষ্মাকে নাশ করে, পিত্তকে বাড়ায় এবং জরা আনয়ন করে। শীতবীর্য্য বাতশ্লেষ্ম রোগ সকল উৎপাদন করে। এবং পিত্তকে অত্যন্ত হ্রাস করিয়া থাকে।

বীর্য্য সম্বন্ধে অন্যবচন। উষ্ণবীর্য্য ভ্রম, তৃষ্ণা, গ্লানি, স্বেদ ও দাহ জন্মায়, শীঘ্র পাক করে এবং বায়ু ও কফের প্রশম করিয়া থাকে। শীতবীর্য্য—আহ্লাদ জনক, জীবনহিত, স্তব্ধতাকারক ও রক্তপিত্তের নৈর্ম্মল্য-জনক ॥ ২৩৫। ২৩৬

অথ বিপাক—জিহ্বাগ্রাহ্য মধুরাদি রস সকল জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, পরিপাকান্তে

তাহাদের যে রসান্তর উৎপন্ন হয়, সেই রসান্তরকেই বিপাক রস বলিয়া জানিবে। মিষ্ট ও লবণ রসের বিপাক মধুর, অম্ল রসের বিপাক অম্ল এবং কটু তিক্ত ও কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে।

টীকা।—বিপাক সম্বন্ধে বাগ্‌ভট কহিয়াছেন—রস সকলের পাক (বিপাক) ত্রিধা হয়, যথা—মধুর বিপাক অম্লবিপাক ও কটুবিপাক। "কটু তিক্ত কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে" এখানে প্রায়ঃ শব্দে বুঝিতে হইবে—অনেক স্থলে ইহার ব্যভিচারও ঘটিয়া থাকে।—যেমন ব্রীহি স্বাদু, কিন্তু বিপাকে ইহা অম্ল হয়; হরীতকী কষায় রস কিন্তু ইহা পাকে মধুর হইয়া থাকে, শুঁঠ কটু কিন্তু ইহা মধুরবিপাক ইত্যাদি॥ ২৩৭। ২৩৮

বিপাক সকলের গুণ—মধুর বিপাক শ্লেষ্মকারক ও বাতপিত্ত নাশক। অম্লবিপাক পিত্তকারক ও বাতশ্লেষ্মরোগ নাশক। কটুবিপাক বাতজনক ও কফপিত্ত নাশক। বিপাক রসের এই বিশেষ নিদর্শিত হইল॥ ২৩৯। ২৪০

অথ প্রভাব—তুল্য রসাদি বিশিষ্ট বস্তু সকলের মধ্যে কোন কোন বস্তুতে যে ভিন্ন কর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তাহা সেই বস্তুর প্রভাবজ বলিয়া জানিবে। যেমন চিতার সহিত দন্তী, রসাদি সকল বিষয়ে তুল্য হইলেও দন্তী বিরেচক কিন্তু চিতা বিরেচক নহে। মৌল ফলের সহিত মৃদ্বীকা (মুনক্কা) এবং দুগ্ধের সহিত ঘৃত, রসাদি বিষয়ে তুল্য হইলেও মৃদ্বীকা ও ঘৃত অগ্নির দীপক, কিন্তু মৌলফল ও দুগ্ধ অগ্নিদীপক নহে। লকুচফলের (ডেলোমাঁদার ফলের) সহিত আমলকী ফল রসাদি বিষয়ে সমান হইলেও আমলকী ত্রিদোষ নাশক, কিন্তু লকুচফল নহে। এইরূপ কর্ম্ম বৈশিষ্ট্য, দ্রব্যের প্রভাব বশতই হইয়া থাকে জানিবে। কোন স্থলে দ্রব্য স্বয়ংই কর্ম্ম করে, কোন স্থলে প্রভাবদ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করে। যেমন শিরোবদ্ধ-সহদেবী মূল জ্বর নাশ করে।

টীকার ব্যখ্যা। নানা ঔষধির সংযোগ স্থলে ফলের প্রতি স্বভাবই আশ্রয়ণীয়, সে স্থলে রসাদি উপ-হেতু বিচার কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—যে সকল ঔষধের গুণ প্রসিদ্ধ, প্রয়োগ বিষয়ে সে সকল ঔষধের বিচার বা চিন্তা করিবার কোন আবশ্যক নাই, তাহা শাস্ত্রোপদেশানুসারে প্রয়োগ করিবে। কারণ স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ঔষধ সকলের লক্ষণ ও ফল প্রত্যক্ষ। পণ্ডিত ব্যক্তি নানা ঔষধির সংযোগস্থলে রসাদি হেতু দ্বারা কদাচ ওষধি সকল পরীক্ষা করিবেন না। অর্থাৎ সেই ঔষধ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেমন উপদেশ আছে, বিনা বিচারে সেই মত কার্য্য করিবেন॥ ২৪১—২৪৩

বিরুদ্ধ গুণশালি দ্রব্যের সংযোগে যে প্রবল সেই দুর্ব্বলকে জয় করে। বিপাক রসকে জয় করে; বীর্য্য, বিপাক ও রস উভয়কে জয় করে; এবং প্রভাব, বীর্য্য বিপাক ও রস তিনকেই জয় করিয়া থাকে॥ ২৪৪

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মিশ্রপ্রকরণ পঞ্চম।

অথ দ্রব্যগুণপ্রকরণ।

অথ হরীতক্যাদি বর্গ।

রস-গুণ-বীর্য্য-বিপাক ওপ্রভাবের স্বরূপ বর্ণন করিয়া কোন্ দ্রব্যে কোন্ রস, কোন্ গুণ, কোন্ বীর্য্য, কোন্ বিপাক ও কোন প্রভাব আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য দ্রব্যগত রসগুণ-বীর্য্য-বিপাক ও প্রভাব বলা হইতেছে।

প্রথমে হরীতকীর উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ বলা যাইতেছে।

একদা অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বস্থ (স্বভাবস্থিত) দক্ষ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কোন্ পদার্থ হইতে হরীতকীর উৎপত্তি, এবং তাহা কতজাতি? হরীতকীতে কত প্রকার রস ও কত প্রকার উপরস আছে, হরীতকী সকলের কত নাম আছে, তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণই বা কি? বর্ণই বা কিরূপ? গুণই বা কত আছে? কোন জাতীয় হরীতকী কোন্ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে? এবং কোন্ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াই বা কোন রোগ নাশ করে? হে ভগবন্! যথাপৃষ্ট আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অনুগৃহীত করুন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই বচন শুনিয়া দক্ষ প্রজাপতি হরীতকীর উৎপত্ত্যাদি বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিলেন—একদা দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত পান করিতেছিলেন, দৈবযোগে তাহা হইতে একবিন্দু অমৃত পৃথিবীতে পতিত হয়, সেই দিব্য অমৃত-বিন্দু হইতেই সপ্তজাতি হরীতকীর উৎপত্তি হইয়াছে।

হরীতকীর নাম (১)—যথা—হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়স্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিনী, এই গুলি হরীতকীর নাম অর্থাৎ পর্য্যায়।

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীভাষায় হরড়, হর্র, হড় দাক্ষিণাত্য হিন্দীতে কল্‌রা, মহারাষ্ট্রভাষায় হর্ত্তকী, বালহরড়ী, গুজরাটী ভাষায় হরড়ে, হিমজ; কর্ণাটী ভাষায় অনিলেয়প্রশলে, তৈলঙ্গীভাষায় করকচেট্টু, উৎকল ভাষায় হরিড়া, করেড়া ও তামিল ভাষায় কড়কে, ফারসী ভাষায় হলৈলেকলাংজীরেজবী অস্‌ফর, হলেলে জর্দ, আরবীভাষায় এহলীলজ, কাবলী, অহলীজ অস্‌ফর, অহলীজ অসবদ। ইহার ইংরাজী নাম মাইরোবেলান্ Myrobalan। ব্ল্যাক মাইরোবেলান্, Black Myronalan. লাটিন্ ভাষায় নাম টারমিনেলিয়া কেবুলা Terminalia chebula.

হরীতকীর জাতি—যথা—বিজয়া, রোহিনী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী, এই সপ্তজাতি হরীতকী আছে।

হরীতকীর লক্ষণ—যথা—বিজয়া নামক হরীতকীর আকৃতি অলাবুর (লাউফলের) ন্যায় গোল। রোহিনী হরীতকী—গোলাকার। পূতনা হরীতকী সূক্ষ্ম, তাহার আঁটী বড়। অমৃতা হরীতকী মাংসল অর্থাৎ তাহার শাঁস অধিক। অভয়া নামক হরীতকী পঞ্চরেখা বিশিষ্ট। জীবন্তী হরীতকীর বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়। চেতকী হরীতকী ত্রিরেখা যুক্ত। সাত প্রকার হরীতকীর এই সাত প্রকার লক্ষণ অর্থাৎ আকৃতি।

কোন হরীতকী কোন রোগে প্রযোজ্য—বিজয়া হরীতকী সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য হইয়া থাকে। রোহিনী হরীতকী ব্রণে (ক্ষতে) হিতকর, ইহা দ্বারা ক্ষত পূরিয়া উঠে। পূতনা হরীতকী প্রলেপে প্রযোজ্য। অমৃতা হরীতকী শোধন কার্য্যে প্রশস্ত। অভয়া হরীতকী নেত্ররোগে হিতকর। জীবন্তী সর্ব্বরোগহারক। চূর্ণার্থে চেতকী প্রশস্ত। যে হরীতকী যে রোগে প্রশস্ত, তাহা সেই রোগে প্রয়োগ করিবে।

চেতকী দ্বিবিধ, যথা—শ্বেতবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা। শ্বেতবর্ণা চেতকী ষড়ঙ্গুল, কৃষ্ণবর্ণা চেতকী একাঙ্গুল।

কোন হরীতকীর আস্বাদনে, কোন হরীতকীর গন্ধ আঘ্রাণে, কোন হরীতকীর স্পর্শে এবং কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে। শিবা অর্থাৎ হরীতকী এই চারি প্রকারে বিরেচন করায়। মানব বা পশুপক্ষিমৃগাদি যে কোন প্রাণী চেতকীবৃক্ষের ছায়ায় গমন করে, তাহার তৎক্ষণাৎ ভেদ হয়। চেতকী হরীতকী হস্তে ধারণ করিয়া যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ বেগে ভেদ হইবে। চেতকী হরীতকীর প্রভাবেই যে এই রূপে ভেদ হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। তৃষ্ণার্ত্ত ও সুকুমার ব্যক্তিদিগের, কৃশব্যক্তিদিগের ও ঔষধদ্বেষি-ব্যক্তিদিগের পক্ষে চেতকী পরম প্রশস্ত, ইহা হিতকর ও সুখবিরেচনী।

সপ্তজাতি হরীতকীর মধ্যে বিজয়া হরীতকীই প্রধান। কারণ উহা সুখসেব্য, সুলভ ও সর্ব্বরোগেই প্রশস্ত।

হরীতকীতে লবণ রস ভিন্ন অন্য পাঁচটী রসই আছে, তবে কষায় রসই অধিক।

হরীতকী—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, মেধ্য (মেধাজনক), মধুর বিপাক, রসায়ন, চক্ষুষ্য (নেত্র-হিত), লঘুপাক, আয়ুষ্য (আয়ুর হিতকর), বৃংহণ (উপচয়কারক) ও অনুলোমন (মলাদির অধঃপ্রেরক)। হরীতকী সেবনে শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, জঠর, কৃমি, স্বরভেদ, গ্রহণী, বিবন্ধ (মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা), বিষমজ্বর, গুল্ম, উদরাধ্মান, তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয়।

হরীতকীতে মধুর তিক্ত ও কষায় রস আছে বলিয়া উহা পিত্তনাশক ; কটুতিক্ত ও কষায় রস আছে বলিয়া উহা কফনাশক ; অম্লরস আছে বলিয়া উহা বাতনাশক। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, হরীতকীতে যখন কটু ও অম্লরস আছে, তখন উহা পিত্তকারক বা বাতকারক না হয় কেন? উত্তর—দ্রব্যের যে দোষহন্তৃত্ব প্রভাবে সিদ্ধ হয়, শিষ্যবোধনার্থ তাহাই হেতু দ্বারা প্রকাশ করা গিয়া থাকে। বস্তুতঃ হরীতকীর যে ত্রিদোষহন্তৃত্ব, তাহা হরীতকীর প্রভাব বশতই হইয়া থাকে। তবে যে পূর্ব্বে বলা হইল, মধুরাদি রস থাকায় উহা পিত্ত-নাশক, কটুতিক্তাদি রস থাকায় উহা কফনাশক এবং অম্লরস আছে বলিয়া উহা বাতনাশক, তাহা কেবল শিষ্য বোধনার্থই জানিবে, অর্থাৎ ঐ ঐ রসেরও যে ঐ ঐ দোষ নাশ করিবার শক্তি আছে, শিষ্যকে তাহাই বুঝাইবার জন্য হেতু দ্বারা হরীতকীর দোষহন্তৃত্ব প্রকাশ করা গিয়াছে। যখন সমানগুণান্বিত দ্রব্য-দিগেরও আশ্রয়ভেদে ভিন্ন কর্ম্ম দৃষ্ট হয়; তখন আর হরীতকীস্থিত কটু ও অম্লরস যে কেন পিত্তকৃৎ ও কেন বাতকৃৎ না হয়, সে বিষয়ে চিন্তা করিবারই প্রয়োজন নাই। অম্ল ও কটুরস পিত্ত ও বাতজনক হইলেও আশ্রয় বিশেষে উহারা কর্ম্ম বিশেষ করিয়া থাকে। যেমন আমলকী ও লকুচফল (ডেলো ফল) রসাদিতে তুল্য হইলেও উহাদের কর্ম্ম তুল্য নহে।

হরীতকীর মজ্জায় স্বাদুরস, স্নায়ুতে (শিরা সকলে) অম্লরস, বৃন্তে তিক্ত রস, ত্বকে কটুরস এবং অস্থিতে (আঁটিতে) কষায় রস অবস্থিতি করে।

যে হরীতকী নূতন স্নিগ্ধ ঘন (নিরেট) গোল গুরু (ভারী) এবং যাহা জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায়, সেই হরীতকীই প্রশস্ত ও গুণপ্রদ। যে হরী-তকীফলে নূতনত্বাদি সমস্ত গুণগুলিই আছে এবং যাহাতে দ্বিকর্ষতা আছে, অর্থাৎ যাহার পরিমাণ দুইটী বহেড়ার সমান, সেই হরীতকীই শ্রেষ্ঠা।

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া খাইলে অগ্নিবৃদ্ধি করে, শিলায় পেষণ করিয়া খাইলে মল শোধন করে, সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ করে, ভাজিয়া খাইলে ত্রিদোষ নাশ করে। ইহা বুদ্ধি বল ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ করে, পিত্ত কফ ও বায়ুর নির্ম্মূল করে, এবং মূত্র পুরীষ ও মল পদার্থ সকলের রেচন করে, হরীতকী ভোজনের সহিত সেবিত হইলে অন্নপানকৃত দোষসমূহকে এবং ভোজনের উপরি সেবন করিলে বাতপিত্তকফোদ্ভব দোষ সকলকে আশু বিনষ্ট করে। লবণের সহিত সেবন করিলে কফ, শর্করার সহিত সেবন করিলে পিত্ত, ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বাতজ রোগ এবং গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বরোগ বিনাশ করে।

হরীতকীরসায়ন—যে ব্যক্তি রসায়নের গুণ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার বর্ষাদি ছয় ঋতুতে যথাক্রমে সৈন্ধবলবণ, চিনি, শুঁঠ, পিপুল, মধু ও গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎ কালে চিনির সহিত, হেমন্ত কালে শুঁঠের সহিত, শীতকালে পিপুলের সহিত, বসন্ত কালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে রসায়নের ফল পাওয়া যায়।

পথপর্য্যটনে অতি ক্লিষ্ট ব্যক্তির, বলবর্জ্জিত ব্যক্তির, পিত্তপ্রধান ব্যক্তির, রুক্ষ ব্যক্তির, কৃশ ব্যক্তির, উপবাস কর্ষিত ব্যক্তির, গর্ভবতী স্ত্রীর এবং যাহার রক্ত মোক্ষণ করা হইয়াছে তাহার হরীতকী সেবন করা কর্ত্তব্য নহে॥ ১—৩৩

বহেড়ার নাম ও গুণ (১)—বিভীতক শব্দটি তিনলিঙ্গেই বর্ত্তে। অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতবাস ও কলিযুগালয় এইগুলি বিভীতকের অর্থাৎ বহেড়ার নাম। বিভীতক স্বাদুপাক, কষায়রস, কফপিত্ত-নাশক, উষ্ণবীর্য্য, হিমস্পর্শ, ভেদক, কাসনাশক, রুক্ষ, নেত্রহিত, কেশ্য (কেশহিত), কৃমি ও স্বরভেদ-নাশক। বিভীতকের মজ্জা, তৃষ্ণা, বমি ও কফবাত-নাশক, লঘু, মদকারক এবং কষায় রস। আমলকীর মজ্জারও এই সকল গুণ আছে॥ ৩৪—৩৬

আমলকীর নাম ও গুণ (২)—আমলকী শব্দ তিনলিঙ্গেই বর্ত্তে। ধাত্রী, তিষ্যফলা ও অমৃতা এই তিনটি

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দী নাম বহেড়ে, তিনাস, ভৈরা ও বহেড়া। মহারাষ্ট্রী নাম বহেড়া ধাটীংগবৃক্ষ। কর্ণাটী নাম তোড়ে। তৈলঙ্গী নাম বল্লা তাঁড়েচেট্টু। তামিল নাম তনি, তণ্ডি ও তোণ্ডি। গুজরাটী নাম বেড়াং। ফারসীতে বলেলে, আরবীতে বলেলজ। ইংরাজী নাম Beleric Myrobalan বেলেরিক মাইরোবেলান। লাটিন ভাষায় টারমিনে-লিয়া বেলিরিকা Terminalia Belirica,

(২) দেশভেদে নামভেদ ; ইহার হিন্দী নাম আমোরা, আমলা, মহারাষ্ট্রীয় নাম আবলে, কর্ণাটী নাম নেল্লি ও উৎকলদেশীয় নামঃ অঁলা। গুজরাটী নাম আমলা,

আমলকীর নামান্তর। হরীতকীর যে যে গুণ, আমলকীরও সেই সেই গুণ আছে। বিশেষ এই—ইহা রক্তপিত্ত ও মেহ নাশক, অতি বৃষ্য ও রসায়ন। আমলকী অম্লত্বগুণে বায়ুনাশ করে, মধুরতা ও শীতলতাগুণে পিত্তনাশ করে, রুক্ষত্ব ও কষায়ত্বগুণে কফনাশ করে, অতএব আমলকী ত্রিদোষনাক। যে যে ফলের যাদৃশ বীর্য্য, সেই সেই ফলের মজ্জার বীর্য্যও তাদৃশ নির্দ্দেশ করিবে॥ ৩৭—৪০

ত্রিফলার নাম লক্ষণ ও গুণ—হরীতকী বহেড়া ও আমলকী এই তিন ফল সমপরিমাণে একত্র যোজিত হইলে তাহাকে ত্রিফলা বা ফলত্রিক কহা যায়। ত্রিফলা অতি গুণশালী পদার্থ। ইহা—কফপিত্ত নাশক, মেহকুষ্ঠহন্তা, সারক, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত), অগ্নিদীপক, রুচিকারক ও বিষমজ্বর নাশক॥ ৪১। ৪২

শুঁঠের নাম ও গুণ (১)—শুণ্ঠী, বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর,বিশ্বভেষজ, উষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের ও মহৌষধ এই গুলি শুঁঠের নাম। শুঁঠ—রুচিকারক, আমবাত নাশক, পাচক, কটুরস, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাকে মধুর, বাতকফের বিবদ্ধতা নাশক, বৃষ্য ও সারক, (পাঠান্তরে—স্বরহিত)। ইহা বমি, শ্বাস, শূল, কাস, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ, অর্শঃ, শোথ, আনাহ ও জঠর-বায়ু নাশ করে। অগ্নিগুণবহুল সুতরাং জলাংশপরিশোষণশীল যে দ্রব্য মলকে সংগ্রহ করে অর্থাৎ পাতলা মলের জলীয়াংশ শোষণ করিয়া মলকে গাঢ় করে, তাহাকে গ্রাহিদ্রব্য কহা যায়। যেমন শুঁঠাদি। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—যে শুণ্ঠী বিবন্ধভেদ করে, তাহা কি প্রকারে গ্রাহিনী হইবে? উত্তর—দ্রব্যের প্রভাবে যখন কর্ম্মান্যত্ব হয়, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে—বিবন্ধ ভেদে শুণ্ঠীর শক্তি আছে, মলপাতনে শক্তি নাই॥ ৪৩—৪৭

আদার নাম ও গুণ (২)—আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আর্দ্রিকা এই গুলি আদার নামান্তর। আদা ভেদক, গুরুপাক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য,অগ্নিদীপক, রসে কটু, পাকে মধুর, রুক্ষ ও বাতকফনাশক। এতদ্ভিন্ন শুণ্ঠীতে যে সকল গুণ কথিত হইয়াছে, আদাতেও সেই সমস্ত গুণ আছে। ভোজনের অগ্রে লবণসংযুক্ত আর্দ্রক ভক্ষণ সর্ব্বদা হিতকারী। ইহা অগ্নিসন্দীপক, রুচিজনক, জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশোধক। কুষ্ঠরোগে, পাণ্ডুরোগে, মূত্রকৃচ্ছ্রে, রক্তপিত্তে, ব্রণজ (ক্ষতজ) জ্বরে, দাহে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আদা ভক্ষণ প্রশস্ত নহে॥ ৪৮—৫১

পিপুলের নাম ও গুণ (৩)—পিপ্পলী, মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকুল্যা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা ও তীক্ষ্ণতণ্ডুলা এই গুলি পিপুলের পর্য্যায় অর্থাৎ নাম। পিপুল—অগ্নিদীপক, বৃষ্য, পাকে মধুর রস, রসায়ন, অনুষ্ণ (ঈষদুষ্ণ), কটুরস, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘুপাক ও রেচক। ইহা—শ্বাস, কাস, উদর রোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, শূল ও আমবাত নাশ করে। আর্দ্র পিপুল (কাঁচা পিপুল) কফপ্রদ, স্নিগ্ধ, শীতল, মধুর গুরুপাক ও পিত্তপ্রশমক। কিন্তু শুষ্ক পিপুল পিত্তপ্রকোপক। মধুসংযুক্ত পিপুল মেদ, কফ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নাশ করে। তাহা বৃষ্য মেধ্য ও অগ্নিবর্দ্ধক। জীর্ণজ্বরে ও অগ্নিমান্দ্যে গুড়সংযুক্ত পিপ্পলী হিতকর। গুড়সংযুক্ত পিপ্পলী কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও কৃমিরোগ নাশ করে। পিপুল চূর্ণের পরিমাণ যত, গুড় তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে, ইহাই ভিষগ্‌দিগের মত॥ ৫২—৫৭

মরিচের নাম ও গুণ (৪)—মরিচ, বেল্লজ, কৃষ্ণ, উষণ ও ধর্ম্মপত্তন এই গুলি মরিচের নাম। মরিচ, কটু (ঝাল), তীক্ষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, কফবাতনাশক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, রুক্ষ, শ্বাস, শূল ও কৃমি

তৈলঙ্গী নাম উসরকায়। ফারসী ভাষায় আম্লজং; আরবীভাষায় অম্লজ্। ডাক্তারী নাম এম্বিলিকা ওফিসিনেলিস্ Emblica Officinalis. লাটিন ভাষায় এম্ব্রিকা Phylanthus Amblica. ফিলেন্থস্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীভাষায় সোঁঠ ও শুণ্ঠী, মহারাষ্ট্রে সুংঠ, গুজরাটে শুণ্ঠ্য, কর্ণাটে শুংঠি, তৈলঙ্গে শোণ্ঠী ও ফারসীতে জঙ্গবীল বলে। ডাক্তারী-নাম ড্রাই জিঞ্জিবার Dry Gingiber.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে আদরখ, মহারাষ্ট্রে আলে, কর্ণাটে অল্ল ও অল্লকা, গুজরাটী ভাষায় আদু, তৈলঙ্গী ভাষায় অল্লং, ফারসী ভাষায় জিংজিবিলরতব, আরবী ভাষায় জিঞ্জিবিলরতব। ডাক্তারী নাম jinger root জিঞ্জার রুট। জিঞ্জিবার অফিসিনেলি।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে পীপল, পীপর, মহারাষ্ট্রে পিম্পলী, কর্ণাটে হিপ্পলী, তৈলঙ্গে পিপ্পলু, পিপ্পলীচেট্টু, বোম্বাইয়ে বঙ্গালিপিংপরি, তামিলে পিংপিলি বলে। ফারসীতে পিল্‌পিল্ দরাজ ও আরবীতে ডারফিল্, ও ফিল গুজরাটে লিংডিপীপর, বলে ডাক্তারি নাম লং পিপার Long Papper. লাটিন নাম পাইপর লঙ্গাম্ Piper Longum.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে কালী-মিরচ, মহারাষ্ট্রে মিরেং, গুজরাটে মরি, তাঁখা, কর্ণাটে মেণস্থ, তৈলঙ্গে মরি-যাল রিল্লন, তামিলে মিলগু, মিলাও, ফারসীতে পিলপিলে অস্বর হর্ম্মপিলিফিল, আরবীতে ফিলফিলে অবীদ বলে। ইংরাজী নাম Balc

নাশক। আর্দ্র মরিচ—পাকে মধুর, নাত্যুষ্ণ-কটুক, গুরু-পাক, কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণ, শ্লেষ্মপ্রসেকি ও অপিত্তল (অল্প-পিত্তকর) ॥ ৫৮ । ৫৯

ত্রিকটুর নাম লক্ষণ ও গুণ—শুঁঠ পিপুল ও মরিচ এই কটুত্রয় একত্র মিলিত হইলে তাহাকে ত্রিকটু কহে। কটুত্রিক ত্র্যূষণ ও ব্যোষ এই তিনটি ত্রিকটুর অন্য নাম। ত্রিকটু-অগ্নিদীপক। ইহা শ্বাস, কাস, ত্বগ্‌গত রোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থৌল্য, মেদঃ, শ্লীপদ ও পীনস নাশ করে ॥ ৬০ । ৬১

পিপুলমূলের নাম ও গুণ (১)—গ্রন্থিক, পিপ্পলীমূল, উষণ ও চটকাশিরঃ এই গুলি পিপুলমূলের নামান্তর। পিপুলমূল-অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণবীর্য্য, পাচন, লঘুপাক, রুক্ষ, পিত্তকর ও ভেদক। ইহা কফ, বাত, জঠররোগ, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, কৃমি, শ্বাস ও ক্ষয় নাশ করে ॥ ৬২ । ৬৩

চতুরূষণের নাম গুণ ও লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত ত্র্যূষণের সহিত অর্থাৎ শুঁঠ পিপুল ও মরিচের সহিত পিপুলমূল সংযুক্ত হইলে তাহাকে চতুরূষণ কহা যায়। ত্র্যূষণের অর্থাৎ ত্রিকটুর যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল গুণই চতুরূষণে অধিকভাবে অবস্থিতি করে ॥ ৬৪

চব্যের (চইএর) নাম ও গুণ (২)—চব্য চবিকা ও উষণা এই তিনটি চইএর নাম। পিপুলমূলের যে যে গুণ, চইএরও সেই সেই গুণ আছে, বিশেষ এই ইহা অর্শোনাশক ॥ ৬৫

গজপিপ্পলীর নাম ও গুণ (৩)—চবিকার ফলই গজপিপ্পলী নামে কথিত। গজপিপ্পলী, কোলবল্লী, শ্রেয়সী ও বশির এই গুলি গজপিপুলের নামান্তর। গজপিপ্পলী—কটুরস, বাতশ্লেষ্মনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও উষ্ণ বীর্য্য। ইহা অতিসার শ্বাস কণ্ঠরোগ ও কৃমিনাশ করে ॥ ৬৬ । ৬৭

চিতার নাম ও গুণ (৪)—চিত্রক, অগ্নিবোধক শব্দসমূহ, পাঠি, ব্যাল ও উষণ এই গুলি চিতার নাম। চিতা—পাকে কটুরস, অগ্নিকর, পাচক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, কৃমি ও কাস নাশক, বাতঘ্ন, গ্রাহী, বাতার্শঃ-শ্লেষ্ম ও পিত্ত নিবারক ॥ ৬৮ । ৬৯

পঞ্চকোলের লক্ষণ ও গুণ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ এই পঞ্চ দ্রব্য কোলমাত্র অর্থাৎ একতোলা মাত্রায় গ্রহণ করা যায় বলিয়া ইহা পঞ্চকোল নামে অভিহিত। পঞ্চকোল জিহ্বা গ্রাহ্য রসে ও পাকে কটুক, রুচিপ্রদ, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পাচক, অতি অগ্নিদীপক, কফবাত নাশক, গুল্ম-প্লীহা-উদর-আনাহ ও শূল প্রশমক এবং পিত্ত প্রকোপক ॥ ৭০ । ৭১

ষড়ূষণের লক্ষণ ও গুণ—উপরি উক্ত পঞ্চকোলের পাঁচখানি দ্রব্য এবং মরিচ এই ছয়টি দ্রব্য সংযুক্ত হইলে তাহাকে ষড়ূষণ কহা যায়। পঞ্চকোলের যে গুণ, ষড়ূষণেরও সেই গুণ। অপিচ ইহা রুক্ষ উষ্ণ ও বিষনাশক ॥ ৭২

যবানীর (যোয়ানের) নাম ও গুণ (৫)—যবানিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা ও যবসাহ্বয়া এই গুলি যোয়ানের নাম। যবানী পাচক, রুচিজনক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কটুক, লঘু, অগ্নিদীপক, তিক্তরস, পিত্তবর্দ্ধক এবং শুক্র ও শূলনাশক। ইহা বাতশ্লেষ্ম উদর আনাহ গুল্ম প্লীহা ও কৃমি বিনষ্ট করে ॥ ৭৩ । ৭৪

---

pepper ব্ল্যাক পিপার, লাটিন Piper nigrum পাইপর নগ্রম্ বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে পীপরামূল, মহারাষ্ট্রে পিম্পল্লী মুল, গুজরাটে পীপরীমূলবা গণ্ঠোড়া, কর্ণাটে হিপ্পলিযবেরু ও তৈলঙ্গে পিপ্পলিবেরু পিপ্পলী-ডুম্প. ফারসীতে ফিল্‌ফিল্ মোয়া, আরবীতে অসলুল্ ফিল্‌ফিল্ বলে। ইহার ইংরাজি নাম Piper root পাইপার রুট, লাটিন নাম Piper officinarum পাইপর অফিসিনেরম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দীনাম চব্য, তৈলঙ্গী নাম সেবামু, চৈকার্ণ, মহারাষ্ট্রীনাম মিরবেলীচেমূল, চবল্ল, গুজরাটী নাম চবক, কর্ণাটী নাম চব্য, ডাক্তারী নাম Piper Chaba, পিপার চবা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দীনাম গজপীপল, মহারাষ্ট্রীনাম মোরবেলীলা পিংপল্লা যেতাত ডাঁ, কর্ণাটীনাম গজহিপ্পলী, গুজরাটী নাম গজপীপর, তৈলঙ্গী নাম পেদ্দা পিপ্পলু। লাটিন Plantago Amplexicaulis seandapans officinalis. ডাক্তারী নাম Pothes Officinalis, পোথস্ অফিসিন্যালিস।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে চিতা, মহারাষ্ট্রে চিত্রকু, কর্ণাটে চিত্রমূলম্, কেপিন চিত্রমূল, তৈলঙ্গে চিত্রমূলম্, তামিলে শিবপু চিত্তির, উৎকলে রকতচিতা ও ধুবচিতা এবং গুজরাটে চিত্রো বলে। ফারসী নাম বেখবরংদা, আরবী নাম শিতরজ। ডাক্তারী নাম Plumbago Zeylanica প্লাম্‌বাগো জিলানিকা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ও বোম্বায়ে অজবাইন, অজমান, মহারাষ্ট্রে ওম্বা, কর্ণাটে ওড়, উংড়ু, তৈলঙ্গে বামু, ওমমী, তামিলে অমন ও গুজরাটে অজমা বলে। ইহার ফারসী নাম নাহুখা, আরবী নাম কমূন মুলুকা। লাটিন নাম Carum copticum plychotis. ডাক্তারী নাম Ajava Seeds. অজাভা সীডস্।

অজমোদার (বনযমানীর) নাম ও গুণ (১)—অজমোদা, খরাশ্বা, মায়ূরী, দীপ্যক, ব্রহ্মকুশা, কারবী ও লোচমস্তকা, এই গুলি বনযমানীর নাম। অজমোদা—কটু, তীক্ষ্ণবীর্য্য অগ্নিদীপক, কফবাত-নাশক, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, হৃদ্য,বৃষ্য, বলকর ও লঘু। ইহা নেত্ররোগ, ক্রিমি, বমি, হিক্কা ও বস্তি-রোগ নাশ করে॥ ৭৫। ৭৬

খুরাসানী যবানীর গুণ (২)—খুরাসানী যবানীকে পারসীক যবানীও কহে। ইহা গুণে যবানী-সদৃশ, বিশেষ ইহা পাচক, রোচক, গ্রাহী, মাদক ও গুরু॥ ৭৭

শুক্লজীরা (৩) কৃষ্ণজীরা (৪) ও কলোঞ্জী (৫) ইহাদের নাম ও গুণ—জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক,এই গুলি শুক্লজীরার নাম। কৃষ্ণজীরা সুগন্ধ ও উদ্গারশোধক এই গুলি কৃষ্ণ-জীরার নাম। কালা (পাঠান্তরে কণা), অজাজী, সুষবী, কালিকা, উপকালিকা, পৃথ্বিকা, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কৃষ্ণা, উপকুঞ্চিকা, উপকুঞ্চী, কুঞ্চী ও বৃহজ্জীরক এইগুলি কলোঞ্জীর নাম। এই জীরকত্রয়—রুক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, সংগ্রাহী, পিত্তকর, মেধ্য, গর্ভাশয়-বিশুদ্ধিকারক, জরঘ্ন, পাচকী, বৃষ্য, বলকর, রুচিজনক, কফনাশক ও চক্ষুষ্য (নেত্রহিত)। ইহা বাতাধ্মান-গুল্ম-বমি ও অতিসার-নাশক॥ ৭৮—৮১

ধনের নাম ও গুণ (৬)—ধান্যক,ধানক, ধান্য, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনুকা, ছত্রা, কুস্তুম্বুরু ও বিতুন্নক এইগুলি ধনের নাম। ধনে—কষায়রস, স্নিগ্ধ, অবৃষ্য, মূত্রজনক, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-দীপক, পাচক, জরঘ্ন, রোচক, গ্রাহী, মধুরবিপাক ও ত্রিদোষনাশক। ইহা তৃষ্ণা দাহ বমি শ্বাস কাস কার্শ্য ও কৃমিনাশক। কাঁচাধনে—উক্তগুণান্বিত ও স্বাদুরস, বিশেষতঃ ইহা পিত্তনাশক॥ ৮২—৮৪

শুলফা (৭) ও মৌরীর নাম ও গুণ (৮)—শতপুষ্পা, শতাহ্বা,মধুরা,কারবা, মিসি,অতিলম্বী, সিত-চ্ছত্রা, সংহিতা ও ছত্রিকা এইগুলি শুলফার নাম। ছত্রা, শালেয়, শালীন, মিশ্রেয়া, মধুরা ও মিসি এইগুলি মৌরীর নাম। শুলফা—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্ত-কারক, অগ্নিদীপক ও কটু। ইহা জ্বর বায়ুশ্লেষ্মা-

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহা হিন্দিতে অজমোদ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটে অজমোদা, গুজরাটে বোড়ী অজ-মোদ্ এবং তৈলঙ্গে বামং ও আজামোদা নামে প্রসিদ্ধ। ফারসী নাম করপস ও আরবী নাম হবুল কর্ত্তুকের-ফস্। ডাক্তারী নাম Seseli Indicum, Apimn invalueratum সিসিলি ইণ্ডিকম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দীনাম খুরাসানী অজবায়ন, মহারাষ্ট্রী নাম খুরাসানী ওম্বা খুরসাণ; গুজ-রাটী নাম খুরসানী অজমা, তৈলঙ্গী নাম খুরসানবামু, তামিলী খোরসনী ওনাম শিট্টামুট্টি। ফারসী নাম বংজ তুখ্‌ম বংজে। আরবী নাম বজরুল বংজ, অবীদ শীকরান। ইংরাজী নাম হেনবেন Henbane লাটিন নাম হায়োসায়ামস্ নাইজর Hyocyamus niger.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে জীরা, সফেদজীরা ;। তৈলঙ্গে জীল কর্‌র ও জীলকারা, মহা-রাষ্ট্রে জীরে ও পাংটরে, জিরে, গুজরাটিতে শাকনু জীরুং, সাদুজীরুং, কর্ণাটে জিরিগে, বিলিয়জিরিগে ; ফারসীতে জীরা, আরবীতে কমুন ও ইহদীরা ৼবামুন বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Cumin Seed. কিউ-মিন সীড। লাটিন কিউমিনম্ সেলিনম্ Cumminum Cyminum.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দিতে কালজীরা, মঙ্গরইল ও তৈলঙ্গে নল্লজীর এবং মহারাষ্ট্রে সহা-জীরেং, কালেজীরেং, কর্ণাটে করিজীরকে, গুজরাটে শাজীরু, ফরাসীতে জীরেশ্শাহ, আরবীতে কমুন্ কির-মানী বলে। ডাক্তারি নাম Nigella Sativa or indica। নগেলা সাটিভা কিংবা নিগেলা ইণ্ডিকা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে কালা-জীরী, মহারাষ্ট্রে কড়জীরেং ; কর্ণাটে কাজীরগে, গুজরাটে কালীজীরা, কড়বীজীরী ; আরবীতে কমুন বহ্‌রী, কমুন রুমী, ইংরাজীতে Purpule Fleabane. লাটিন Veruonia Anthelmentica ভারুওনিয়া এন্থেলমেণ্টিকা; বলে।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দিতে কোথ্-মুরি ও ধনিয়া, মহারাষ্ট্রে ধনে, কোথিংবীর; গুজরাটে ধানা, কোথমীর; তৈলঙ্গে কোচিমির চেট্টু,ধনিয়লু এবং তামিলে কোটমল্লি,কর্ণাটে কোথুম্বরী,তৈলঙ্গে কোথমিলু, ধানীপাপু, ফারসীতে তুখমে কস্নীজ্জ; আরবীতে কজ-বুরা; লাটিন নাম Coriabrum Sotivam ডাক্তারী নাম Coriander Seed. কোরিএণ্ডার সীড।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দিতে সোয়া, সোয়েকেবীজ, মহারাষ্ট্রে বালংতশোষ, গুজরাটে শুবানীভাজী, শুবাদাণা, কর্ণাটে সঙ্কসিগে, তৈলঙ্গে পেদ্দসদাপচেট্টু-সদাপা, ফারসীতে শুত-তুখ্‌মেশূত, আরবীতে শীতব্বত বজরুল, সীব্বত বলে। লাটিন নাম Aurthum graveyolens. ইংরাজী Dillseed ডিলসীড্।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। মৌরীকে হিন্দীতে সোঁফ, মহারাষ্ট্রে বড়ীশোঁফ, গুজরাটে বরিয়ালী, কর্ণাটে

ব্রণ-শূল-ও অক্ষিরোগনাশক। গুল্‌ফার যে গুণ উক্ত হইল, মৌরীরও সেই গুণ জানিবে। বিশেষতঃ ইহা যোনিশূলনাশক, অগ্নিমান্দ্যহর, হৃদ্যা, মলবিবন্ধকারক, কৃমি ও শুক্রনাশক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, এবং কাস-বমি-শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রশমক॥ ৮৫—৮৮

মেথী ও বনমেথীর নাম ও গুণ (১)—মেথিকা, মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বোধিনী (বা বেধনী), বহুবীজা (পাঠান্তরে গন্ধবীজা), জ্যোতিঃ, গন্ধফলা, বল্লরী, চন্দ্রিকা (বা চন্দ্রিকা), মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা ও মুনিচ্ছদা (বা মুনীন্দ্রকা) এইগুলি মেথীর নাম। মেথী—বাত-প্রশমক, শ্লেষ্মঘ্ন ও জ্বরনাশক। বনমেথীর গুণ ইহা অপেক্ষা স্বল্প। বনমেথী বাজিগণের হিতকর॥৮৯—৯১

হালিমের নাম ও গুণ (২)—চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাসপুষ্পা ও সুবাসরা এইগুলি হালিমের নাম। হালিম—হিক্কা-বাত-শ্লেষ্মা ও অতিসারগ্রস্ত রোগিগণের হিতকর। ইহা রক্ত-বাতজ-রোগ-দ্বেষী ও বলপুষ্টিবর্দ্ধক॥ ৯২। ৯৩

চতুর্বীজ (চারদানা)—মেথী, চন্দ্রশূর, কৃষ্ণজীরা ও যবানী এই চারিটি সংযুক্ত হইলে তাহাকে চতুর্ব্বীজ অর্থাৎ চারদানা কহা যায়। চারদানা চূর্ণ নিত্য ভক্ষণ করিলে বাতরোগ, অজীর্ণ, শূল, আধ্মান, পার্শ্বশূল ও কটীব্যথা নিবারিত হয়॥ ৯৪। ৯৫

হিঙ্গু (হিঙ্) (৩)—সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক, হিঙ্গু ও রামঠ এইগুলি হিঙ্গুর পর্য্যায়। হিঙ্গু—উষ্ণবীর্য্য, পাচক, রোচক, তীক্ষ্ণ, বায়ুশ্লেষ্মনাশক, শূল-গুল্ম-উদর-আনাহ ও কৃমি নিবারক এবং পিত্তবর্দ্ধক॥ ৯৬

বচের নাম ও গুণ (৪)—বচা, উগ্রগন্ধা, ষড়্‌গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশা এইগুলি বচের নাম। বচ—উগ্রগন্ধ, কটুক, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, বমনকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বিবন্ধ আধ্মান ও শূলনাশক, মলমূত্রবিশোধক, অপস্মার-কফ-উন্মাদ-ভূতগ্রহ-কৃমি ও বায়ুনাশক॥ ৯৭। ৯৮

খুরাসানী বচ (৫)—খুরাসানী বা পারসীক বচ হৈমবতী নামে অভিহিত। ইহা শুক্র, বচেরই ন্যায় ইহার গুণ, ইহার বাতনাশকতা শক্তি বিশেষ আছে॥৯৯

মহাভরী বচ, যাহার অপর নাম কুলিঞ্জন (৬)—মহাভরী বচ সুগন্ধ হইলেও ইহা উগ্রগন্ধ, কফ কাসনাশে ইহার বিশেষ শক্তি আছে। এই মহাভরী বচ সুস্বরকারক, রোচক, হৃদয়-কণ্ঠ ও মুখ-শোধক।

অপর এক প্রকার সুগন্ধি স্থূলগ্রন্থি বচ আছে, লোকে তাহাকেও মহাভরী বচ বলে। এই বচের গুণ পূর্ব্বোক্ত বচের গুণ অপেক্ষা অল্প॥ ১০০। ১০১

তোপচিনীর গুণ (৭)—তোপচিনী-দ্বীপান্তরভব বচ, ইহা কিঞ্চিৎ তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, বিবন্ধ-আধ্মান ও শূলনাশক এবং মলমূত্র বিশোধক। ইহা বাতব্যাধি, অপস্মার, উন্মাদ, গাত্রবেদনা, বিশেষতঃ ফিরঙ্গ রোগ নাশ করে॥ ১০২—১০৩

কাসংছসিগে, তৈলঙ্গে পেদ্দজিল কুরহ সৌফ, তামিলে সোহিফিরে, ফারসীতে বাদিয়ান, আরবীতে এজিয়ানজ। অসলুল্ এজিয়ানজ। ডাক্তারী নাম ফেনুল্-সীড Fenul Seed.

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দিতে ও মহারাষ্ট্রে মেথী, কর্ণাটে মেথপক, তৈলঙ্গে মেতুলু ও তামিলে বেন্‌ড্যম, ফারসীতে তুখ্‌মে শমলীত, আরবীতে বজরুল্ হুল্বা বলে। ইহার ডাক্তারি নাম Fenugreek. ফীনুগ্রীক।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে হালো হালিম, মহারাষ্ট্রে আহাল্লীব, গুজরাটে অশেলিয়ো, ফারসীতে হালম তুখ্, মতরাতে জক, আরবীতে হবুররশাদ, হাকম, বজরুল ও জিরজির এবং ইংরাজিতে Common Cress, বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে হীংগ, মহারাষ্ট্রে হিংগ, কর্ণাটে লেস্থ ও গুজরাটে বধারনী এবং তৈলঙ্গে ইংগুরা, ফারসীতে অংগুঝ দর্খতে অগুঝু খালাস ও আরবীতে হিলসীত বলে। ডাক্তারী নাম Ferula alliacea. ফেরুলা আলিয়াসিয়া, ইংরাজী নাম Assafoetida.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে বচ ও ঘোরবচ, মহারাষ্ট্রে বেখংড, তৈলঙ্গে বড়জ ও নল্লবস, বোম্বায়ে বেখংডেং ও তামিলে বশম্বু বলে। ডাক্তারী নাম The Sweet Flag. দি সুইট ফ্ল্যাগ।

(৬) সমস্তবচের দেশভেদে নামভেদ। বচকে বঙ্গভাষায় বচ খোরাসানী বচ ও শ্বেত বচ, হিন্দীভাষায় বচ, খুরাসানী বচ ও সফেদ বচ, মহারাষ্ট্রে বেখণ্ড, পাংটরেং বেখণ্ড, গুজরাটে ঘোড়াবজ, খুরসানী বচ ও বালাবজ, কর্ণাটে বচ বিলীয়বজে, তৈলঙ্গে বাসা, বডজ, নল্লবস, তামিলীতে বশম্বু, ফারসীতে সোসন জর্দ অগজ তুরকী এবং আরবীতে উদলবুজ, লাটিন নাম Achoras Calumus.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দীনাম চোবচিনী, মহারাষ্ট্রী ও গুজরাটী চোপচীনী, ফারসী এবং আরবী এবল, ইউনানী খসিলিয়র আশসিনী; ইংরাজী চাইনা রুট, China root. লাটিন নাম Smilax china,

হ্রীহবেরদ্বয় (১)—(হবুষাদ্বয়) তন্মধ্যে প্রথমটির ফল মৎস্যের ন্যায় বিস্রগন্ধ(আঁসটে গন্ধ),দ্বিতীয়টির ফল অশ্বত্থ ফল সদৃশ ও মৎস্যগন্ধ। ইহাদের নাম ও গুণ-হবুষা, বপুষা ও বিস্রা, প্রথমটির এই তিনটি নাম প্রসিদ্ধ। অপরটির নাম অশ্বত্থ ফলা মৎস্যগন্ধা, প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্নী, ও ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী (ইহা খাইলে কাক মরিয়া যায়)। হবুষা অগ্নিদীপক, তিক্ত-কষায় রস,মৃদু, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, পিত্ত-উদর-বাত-অর্শঃ-গ্রহণী-গুল্ম ও শূলনাশক। অপর হবুষারও ঠিক এইগুণ, উভয়ের কেবল আকার ভেদ মাত্র জানিবে॥ ১০৪। ১০৫

বিড়ঙ্গ (২)—(ইহার লৌকিক নাম বায়ুভুঙ্গ) পুং ক্লীব উভয় লিঙ্গেই বিড়ঙ্গ ব্যবহৃত হয়। কৃমিঘ্ন, জন্তুনাশন, তণ্ডুল, বেল্ল, অমোঘা ও চিত্রতণ্ডুলা এই গুলি বিড়ঙ্গের পর্য্যায়। বিড়ঙ্গ—কটু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু; ইহা শূল-আধ্মান-উদর শ্লেষ্ম-কৃমি ও বাতবিবন্ধতানাশক॥ ১০৬। ১০৭

তুম্বুরুফল (৩)—(তম্বুল ইহা মরিচবৎ ব্যাত্তমুখ)। তুম্বুরু, সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ ও অন্ধক এইগুলি তম্বুলের নাম। তম্বুল-তিক্ত ও কটুরস, পাকেও কটু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, তীক্ষ্ণ, রুচিজনক, লঘু ও বিদাহী। ইহা বাতশ্লেষ্ম-নেত্ররোগ-কর্ণরোগ-ওষ্ঠরোগ-শিরোরোগ-গুরুতা-কৃমি-কুষ্ঠ- শূল- অরুচি - শ্বাস- প্লীহা-মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নাশ করে॥ ১০৮। ১০৯

বংশলোচনের নাম ও গুণ (৪)—বংশ-রোচনা, বাংশী, তুগাক্ষীরী, তুগা, শুভা, ত্বক্‌ক্ষীরী, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরী ও বৈণবী, এইগুলি বংশ-লোচনের নাম। বংশলোচন—বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর, স্বাদু, কষায় ও শীতল। ইহা তৃষ্ণা কাস জ্বর শ্বাস ক্ষয় রক্তপিত্ত কামলা কুষ্ঠ ব্রণ পাণ্ডু ও বাতকৃচ্ছ্রনাশ করে॥ ১১০। ১১১

সমুদ্রফেন (৫)—সমুদ্রফেন, ফেন, ডিণ্ডির ও অব্ধিকফ এইগুলি সমুদ্রফেনের নাম। সমুদ্রফেন-চক্ষুষ্য, লেখন, শীতল, কষায়, বিষ ও পিত্তনাশক, কর্ণ-রোগ ও কফনাশক এবং সারক॥ ১১২

অষ্টবর্গের লক্ষণ ও গুণ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, চরকাদি মুনিগণ এই আটটি দ্রব্যকে অষ্টবর্গ বলিয়া বর্ণন করেন। অষ্টবর্গ-শীতবীর্য্য, স্বাদু, বৃংহণ শুক্রজনক, গুরু ও ভগ্ন সংযোজক, ইহা কাম-কফ-বল বর্দ্ধক, এবং বাত-পিত্ত-রক্ত-তৃষ্ণা-দাহ-জ্বর-মেহ ও ক্ষয় নাশক॥ ১১৩—১১৪

জীবক ও ঋষভকের উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ—জীবক ও ঋষভক হিমালয় পর্ব্বতের শিখর দেশে জন্মে। ইহাদের কন্দ রসুনের কন্দবৎ, ইহাদের সার নাই, পত্র সূক্ষ্ম। জীবক কূর্চ্চকাকার (কুঁচীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট), ঋষভক বৃষশৃঙ্গবৎ। জীবক, মধুর, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ ও কূর্চ্চশীর্ষক এইগুলি জীবকের নাম। ঋষভ, বৃষভ, ধীর, বিষাণী ও ইন্দ্রাক্ষ এইগুলি ঋষভকের নাম। জীবক ও ঋষভক বলকর, শীতবীর্য্য, শুক্র ও কফপ্রদ, মধুররস, পিত্ত-দাহ-রক্তদুষ্টি-কার্শ্য-বাত ও ক্ষয়নাশক॥ ১২৬—১১৭

মেদা (৬) **ও মহামেদার উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ**—মহামেদা নামক কন্দ মোরঙ্গাদি প্রদেশে উৎপন্ন হয়। মুনিবরেরা বলেন—মেদাও মহামেদার উৎপত্তি স্থানে জন্মিয়া থাকে। মহামেদা লতাজাত-কন্দ শুক্ল আর্দ্রকনিভ ও অতি পাণ্ডুরবর্ণ। মেদার লক্ষণ বলিতেছি গুন—ইহার কন্দ শুক্লবর্ণ, নখচ্ছেদ্য অর্থাৎ ইহা অতি কোমল, নখ দ্বারা ছেদন করিতে পারা যায়, ছেদন করিলে ইহা হইতে মেদো-ধাতুবৎ পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। শল্যপর্ণী (পাঠান্তরে স্বল্পপর্ণী),মণিচ্ছিদ্রা, মেদা, মেদোভবা ও অধ্বরা এইগুলি মেদার নাম। মহামেদা, বসুচ্ছিদ্রা, ত্রিদন্তী, দেবতা ও মণি এইগুলি মহামেদার নাম। এই মেদাদ্বয়—গুরু, স্বাদু, বৃষ্য, স্তন্য ও কফজনক,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে হউবের, মহারাষ্ট্রে হোশ, কর্ণাটে পরড়ুহক্কে বলে। লাটিন Thevetia Nerifolia.।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে, বাবিরাঙ্ ও বায়বিড়ং মহারাষ্ট্রে বাবড়িঙ্গ কারকুনী, গুজরাটে বাবটীংগ, কর্ণাটে বায়ুবিড়ঙ্গ, ফারসীতে বরঙ্গকাবলী ও আরবীতে বরঙ্গকাবলী, তৈলঙ্গে বায়ুবিড়ঙ্গপুচেট্টু, বোম্বায়ে বর্ব্বট্টি, অম্বট, কার্কণনী ও তামিলে বায়বিলং বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Seeds of Embelia Ribes সিড্‌স্ অফ এম্বিলিয়া রিবস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তেজবল, তুম্বুরু, মহারাষ্ট্রে চিরফল্ল তুম্বরু ও কোকণে তিরফল বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে অন্যান্য ভাষায় বংশলোচন বা বংশলোচনা বলে। গুজরাটী নাম বংশকপূর। ফারসী ও আরবী তবাশীর। ডাক্তারী নাম The manna of the Bomboo. দি ম্যানা অব দি বেম্বু।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে সমুদ্রফেন, গুজরাটে সমদর ফীণ, কর্ণাটে কড়ল নাগলে, তৈলঙ্গে সামুদ্র নালিকে, ফারসীতে কফেদরিয়া ও আরবীতে তুবদুল্লেহেব বলে। লাটিন নাম Sepia officinalis.।

(৬) দেশভেদেনামভেদ। মেদাকে গৌড়ে লঘুমেদা,

বৃংহণ, শীতল এবং পিত্ত রক্তদুষ্টি বাত ও জ্বর নাশক ॥ ১১৮—১২২

কাকোলী (১) ও ক্ষীরকাকোলীর উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ—মহামেদার উৎপত্তি স্থানে ক্ষীরকাকোলী জন্মে এবং ক্ষীরকাকোলী যে স্থানে জন্মে, কাকোলীও সেই স্থানে জন্মিয়া থাকে। ক্ষীর-কাকোলীর কন্দ শতমূলী সদৃশ, ইহা সুগন্ধযুক্ত, কাটিলে ইহা হইতে ক্ষীর (আটা) নিঃসৃত হয়। কাকোলীর লক্ষণ বলিতেছি শুন—ক্ষীরকাকোলী যেরূপ কাকোলীও সেইরূপ জানিবে। তবে উভয়ের ভেদ এই—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণা। কাকোলী, বায়সোলী, বীরা ও কায়স্থিকা, এইগুলি কাকোলীর নাম। শুক্লা, ক্ষীরকাকোলী, বয়স্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষীরিণী, ধীরা, ক্ষীরশুক্লা ও পয়স্বিনী, এইগুলি ক্ষীরকাকোলীর নাম। কাকোলীদ্বয়—শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর, গুরু, বৃংহণ, এবং বাত-দাহ-রক্তদুষ্টি-পিত্ত-শোষ ও জ্বরনাশক ॥১২৩—১২৭

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ—কোশযামলপ্রদেশে ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। ঋদ্ধি-লতাজাত কন্দ শ্বেতবর্ণ লোমবিশিষ্ট ও সচ্ছিদ্র। বৃদ্ধিও এইরূপ জানিবে। তবে উভয়ের যে ভেদ আছে, তাহা বলিতেছি শুন—ঋদ্ধি তূলাগ্রন্থিসদৃশ, উহার ফল বামাবর্ত্ত কিন্তু বৃদ্ধির ফল দক্ষিণাবর্ত্ত, উভয়ের এইমাত্র প্রভেদ। যোগ্য সিদ্ধি ও লক্ষ্মী এই তিনটি, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি উভয়েরই নাম। ঋদ্ধি—বলকর, ত্রিদোষঘ্ন, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর, গুরু, প্রাণৈশ্বর্য্যকর এবং মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত-নাশক। বৃদ্ধি—গর্ভপ্রদ, শীতল, বৃংহণ, মধুর, বৃষ্য, রক্তপিত্ত প্রশমক এবং ক্ষত-কাস-ক্ষয় নাশক। অপরের কথা দূরে যাউক ভূপতিগণের পক্ষেও এই অষ্টবর্গ সংগ্রহ করা কঠিন, অতএব অষ্টবর্গের তুল্যগুণ প্রতিনিধি দ্রব্য গ্রহণ করিবে ॥ ১২৮—১৩৩

অষ্টবর্গের প্রতিনিধি—মেদাদ্বয়, জীবকদ্বয়, কাকোলীদ্বয় ও ঋদ্ধিদ্বয় ইহাদের অভাবে যথাক্রমে শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা ও বারাহী (চামার আলু) গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ মেদা ও মহামেদার অভাবে শতমূলী, জীবক ও ঋষভকের অভাবে ভূমি-কুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে অশ্ব-গন্ধা মূল এবং ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির অভাবে বারাহী কন্দ গ্রহণ করিবে ॥ ১৩৪.

যষ্টিমধু ও জলযষ্টিমধু (২)—যষ্টিমধু, যষ্টী, মধুক ও ক্লীতক এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ অর্থাৎ যষ্টিমধুর অন্যনাম। অন্য একপ্রকার যষ্টিমধু জলে জন্মে, তাহাকে মধূলিকা কহে। যষ্টিমধু—শীতবীর্য্য, গুরু, স্বাদুরস, নেত্রহিত, বলকারক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, কেশহিত, স্বরহিত, পিত্ত-অনিল ও রক্তপ্রকোপ নাশক। ইহা ব্রণ-শোথ-বিষ-বমি-তৃষ্ণা-গ্লানি ও ক্ষয় নষ্ট করে ॥১৩৫।১৩৬

কাম্পিল্ল (কমলাগুঁড়ি) (৩)—কাম্পিল্ল, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ ও রোচন এইগুলি কমলাগুঁড়ির নাম। কমলাগুঁড়ি—রেচক, কটু ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা কফ-পিত্ত-রক্ত-কৃমি-গুল্ম-উদর-ব্রণ-মেহ-আনাহ-বিষ ও অশ্মরী নাশ করে ॥ ১৩৭

সোন্দাল (৪)—আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, শম্পাক, চতুরঙ্গুল, আরেবত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার, দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গ ও স্বর্ণভূষণ এইগুলি সোন্দালের নাম। সোন্দাল গুরু, স্বাদু, শীতল, রেচক ও জ্বর-হৃদ্রোগ-পিত্তাস্র-বাত-উদাবর্ত্ত-শূল নাশক। সোন্দাল ফল-বিরেচক, রোচক, কুষ্ঠ-পিত্ত-কফ-নাশক। ইহা জ্বরে সতত হিতকর এবং বিশেষতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি কারক ॥ ১৩৮—১৪০

কটুকী (৫)—কটী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা,

---

তৈলঙ্গে জ্যোতিষ্মতীচেট্টু ও শঙ্খপুষ্পীচেট্টু বলে মহামেদাকে তৈলঙ্গে মহামেদযনেচেট্টু বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। কাকলীকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে দুধকাউসি এবং কর্ণাটে হস্থগটবল্লিগে বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদে।—যষ্টিমধুকে হিন্দীতে মুলহটী, মোঠীলকরী, মুলৈঠিক্রা ও জেঠীমধু, মহারাষ্ট্রে জোষ্টিমধু, মুলেটী, গুজরাটে জেঠীমধনোমূল, জেঠীমধ-নোলীরো; কর্ণাটে যষ্টিমধু, বল্লিযষ্টিমধু, তৈলঙ্গে যষ্টি-মধুকমু, ফারসীতে বেখমেহেকুমধু, আরবী ভাষায় অসলুস্ সুসমুকস্‌সররবাহুস্ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Glycyrrhiza. glabra গ্লাইসিরিজী গ্লেবরা। ইংরাজী নাম Liquorice root.

(৩) দেশভেদে নামভেদ।—কমলাগুঁড়ির হিন্দীনাম কংবীলা, কবীলা এবং মহারাষ্ট্রী নাম কম্বিলা ও কপীলা, গুজরাটী কপীলো, ফারসী কম্বিলায়, আরবী কিম্বীর। লাটিন নাম Mellotus philippinesis. মেলোটস্ ফিলিপিনেসিস্। ইংরাজী নাম Kamila.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। সোন্দালকে বাঙ্গালায় সোণালু, রাখালনড়ী ও বানরনড়ী; হিন্দীতে আমল্-তাস্, ধনবহেড়া ও শোণহালী, তৈলঙ্গে রেল্লচেট্টু, রেল্ল-কায়া, মহারাষ্ট্রে বাহবা বাহল্যাচ্যা শেঙ্গাতীলগর, কর্ণাটে হেগাকে ও উৎকলে সুনারি, আরবীতে খ্যোরশম্বর বলে। ইহার লাটিন নাম Cassia Fistula. ক্যাসিয়া ফিস্‌টুলা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কটুকীকে হিন্দিতে কুটকী, মহারাষ্ট্রে কুটকী, কুটকীকাল্পী, গুজরাটে কডু, তৈলঙ্গে নল্লকোলকর ও কাটকরোহিণী, কর্ণাটে কেদার

কাণ্ডরুহা, রোহিনী ও কটুরোহিনী এইগুলি কট্‌কীর নাম। কটকী—কটু, পাকে তিক্ত, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লঘু, ভেদক,অগ্নিদীপক,হৃদ্য এবং ইহা কফ-পিত্ত-জ্বর-প্রমেহ-শ্বাস-কাস-রক্ত-দাহ-কুষ্ঠ ও কৃমিনাশক॥ ১৪১—১৪৩

চিরতা (১)—কিরাততিক্তক, কৈরাত, কটুতিক্ত, কিরাতক, কাণ্ডতিক্ত, অনার্য্যতিক্ত, ভূনিম্ব ও রামসেনক এইগুলি চিরতার নাম। নেপালদেশে এক প্রকার চিরতা জন্মে,—তাহা অর্দ্ধতিক্ত ও জ্বরনাশক। চিরতা—সারক,রুক্ষ, শীতল, তিক্ত, লঘু। ইহা সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস-কফ-পিত্ত-রক্ত-দাহ-কাস-শোথ-তৃষ্ণা-কুষ্ঠ-জ্বর-ব্রণ ও কৃমিনাশক॥ ১৪৪—১৪৬

ইন্দ্রযব (২) কুড়চীর বীজকে যব, ইন্দ্রযব, কলিঙ্গ, কালিঙ্গ ও ভদ্রযব এই সকল নামে অভিহিত করা যায়। অমর ক্লীবলিঙ্গে ইন্দ্রযব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ধন্বন্তরি পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করিয়াছেন। ধন্বন্তরি বলেন কুড়চীর ফল-ইন্দ্রযব ও ভদ্রযব নামে কথিত, তদ্ভিন্ন ইন্দ্রের যে যে নাম, ইন্দ্রযবও সেই সেই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রযব—ত্রিদোষঘ্ন, গ্রাহী,কটু, শীতবীর্য্য ও অগ্নিদীপক। ইহা জ্বর-অতিসার-রক্তার্শঃ-বমি-বীসর্প-কুষ্ঠ-গুহ্যকীল-রক্তদুষ্টি-বাতরক্ত-শ্লেষ্ম-শূল নাশ করে॥ ১৪৭—১৪৯

মদনফল (৩)—মদন,ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট,পিণ্ডীতক, করহাট, মরুবক, শল্যক ও বিষপুষ্পক এইগুলি ময়নাফলের নাম। ময়নাফল—মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘু, বমনকারক, বিদ্রধিনাশক, প্রতিশ্যায়-ব্রণঘ্ন, রুক্ষ এবং কুষ্ঠ-কফ-আনাহ-শোথ-গুল্ম ও ক্ষত নিবারক॥১৫০। ১৫১

রাস্না (৪)—রাস্না,যুক্তরসা,রস্যা,সুবহা, রসনা, রসা, এলাপর্ণী,সুরসা,সুগন্ধা ও শ্রেয়সী এইগুলি রাস্নার নাম। রাস্না—আম পাচক, তিক্তরস,গুরু,উষ্ণবীর্য্য ও কফবাত নাশক। ইহা শোথ-শ্বাস-বায়ু-রক্তদুষ্টি-বাতশূল-উদর-কাস-জ্বর-বিষ-অশীতিপ্রকার বাতরোগ ও হিক্কা নাশ করে॥ ১৫২। ১৫৩

নাকুলী (রাস্নাভেদ) (৫)—নাকুলী, সুরসা, নাগ-সুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, সর্পাক্ষী ও বিষনাশিনী এইগুলি গন্ধনাকুলীর নাম। নাকুলী—কষায়-তিক্ত-কটুরস, ঈষদুষ্ণবীর্য্য। ইহা—সর্পবিষ-লূতা-বিষ-বৃশ্চিকবিষ ও ইন্দুর বিষ এবং জ্বর কৃমি ও ব্রণ নাশ করে॥ ১৫৪—১৫৫

মাচিকা (মোও)—মাচিকা, প্রশ্বিকা, অম্বষ্ঠা, অম্বালিকা, অম্বিকা, ময়ূরবিদলা, কেশী, সহস্রা ও বাল মূলিকা এইগুলি মাচিকার নামান্তর। মাচিকা—রসে ও পাকে কষায়রস, শীতল ও লঘু এবং পক্কাতিসার রক্তপিত্ত কফ ও কণ্ঠরোগ নাশ করে॥ ১৫৬। ১৫৭

তেজবতী বা তেজবঙ্কল (৭)—তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজোহ্বা ও তেজনী এইগুলি তেজবঙ্কলের নাম। তেজবঙ্কল—কফ-শ্বাস-কাস ও মুখরোগ নাশক। ইহা পাচক উষ্ণবীর্য্য ও কটু-তিক্ত রস।

কটুকী, ফারসীতে খর্ব্বকে সিয়াহ ও আরবীতে খর্ব্বক অস্বদ, খর্ব্বকৈ অবীয়দ বলে। ডাক্তারী নাম picrorrhiza. Kurroa. পাইক্রোরিজা করুয়া। ইংরাজী নাম Black Hellebore.

(১) দেশভেদে নামভেদ। চিরতাকে হিন্দুস্থানে চিরায়তা, মহারাষ্ট্রে কিরাইত, গুজরাটে করিয়াতু, কর্ণাটে নেলবং উচু, তৈলঙ্গে নেলানেমু, ফারসীতে নেনিহাদ, আরবীতে কসবুষ, ঝারিয়া বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Plant Agathotes Chirayta. প্লাণ্ট এগাথোটেস্ চিরতা।

(২)দেশভেদে নামভেদ। ইন্দ্রযবকে হিন্দুস্থানে ইন্দ্রজৌ ও উৎকলে ইন্দ্রযব, মহারাষ্ট্রে কুড্যাচেংবীজ, গুজরাটে ইন্দ্রযব, কর্ণাটে কোড়সিগেয়বীজ বলে। ডাক্তারী নাম Seed of Holarrhena anti-dysenterica. সীড অব হোলারহিনা এণ্টি ডিসেণ্ট্রিকা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে মইনফল, করহর, তৈলঙ্গে বসন্তকড়িমিচেট্টু, মঙচেট্টু, ব্রঙ্গচেট্টু ও উম্মেত্তচেট্টু, উৎকলে পাঙ্গর; তামিলে মড়ুক-কুরয়; নেপালে মৈদল, পঞ্জাবে পিণ্ডকোল্ল; মহারাষ্ট্রে গেল্ল; দাক্ষিণাত্যে মেণাহল ও আরবীতে জোজুক্কে বলে। লাটিন নাম Randia dumetorum, রেণ্ডিয়া ডিউমেটোরম্। ইংরাজী নাম Bushy gardenia, বুসি গার্ডেনিয়া।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। রাস্নার হিন্দি নাম রাসন, রহসনী, রাস্না, মহারাষ্ট্রী নাম ভাবলীচ্যা মুল্লা, গুজরাটী নাম রাসনা কেদারে প্রসিদ্ধা, তৈলঙ্গী নাম রাসনা পুড়কা, কিরমিচন্ত, অন্তর দামর; ফারসীনাম রাস্সন; আরবী জংজবীলশামী; ডাক্তারী নাম Vanda Roxburghie. ভাণ্ডা রক্সবার্গি।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। নাকুলীকে হিন্দীতে নাঈ, নাকুলীকন্দ, হরকাঈচন্দ্রা, মহারাষ্ট্রে মুঙ্গুসবেল, সাপসন্দ, কর্ণাটে বিষমুঙ্গরীঘর, তৈলঙ্গে পাম্পুচেট্টু, ফারসীতে ছোটাচান্দা বলে। ল্যাটিন নাম Ranwolfia Serpentina. ডাক্তারী নাম Ophioxylan Serpentinum ওফিয়ক্সিলন সারপেন্টিনম।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। তেজবলকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে তেজবল; মহারাষ্ট্রে তেজবল, তিৰ্ফালী; দাক্ষিণাত্যে জলধরী বলে। ইংরাজী নাম too thache tree.

লতাফট্কী (১) জ্যোতিষ্মতী, কটভী, জ্যোতিষ্কা, কঙ্গনী, পারাবতপদী, পণ্যা, লতা ও ককুন্দনী এইগুলি লতাফট্কীর নাম। লতাফট্কী কটু, তিক্তরস, সারক, কফ-বাত নাশক, অতি উষ্ণবীর্য্য, বমনকারক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য। ইহা অগ্নি-বুদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ॥ ১৫৯। ১৬০

কুড় (২)—রোগ বাচক শব্দ সকল এবং বাপ্য (পাঠান্তরে ব্যাপ্য বা আপ্য) পারিভব্য ও উৎপল এইগুলি কুড়ের অন্য নাম। কুড়—উষ্ণবীর্য্য, কটু, স্বাদু ও তিক্তরস, শুক্রজনক এবং লঘু। ইহা বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফ নাশ করে॥ ১৬১

পুষ্কর মূল (৩)—(কুষ্ঠভেদ)—কুড়বিশেষকে পুষ্কর মূল কহে। পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র ও কাশ্মীর এইগুলি পুষ্করমূলের নামান্তর। পুষ্কর মূল—কটুতিক্ত-রস ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা বাত কফ জ্বর, শোথ, অরুচি, শ্বাস বিশেষতঃ পার্শ্ব শূল বিনষ্ট করে॥১৬২।১৬৩

চোক (৪)—কটুপর্ণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমাবতী, হেমাহ্বা ও পীতদুগ্ধা এইগুলি স্বর্ণক্ষীরীর নামান্তর। ইহার মূলকে চোক কহে। স্বর্ণক্ষীরী—রেচক, তিক্ত, ভেদক ও উৎক্লেশকারক। ইহা কৃমি কণ্ডু বিষ আনাহ কফ পিত্ত রক্ত ও কুষ্ঠ বিনাশ করে॥ ১৬৪।১৬৫

কাঁকড়াশৃঙ্গী (৪)—শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলির বিষাণিকা, অজশৃঙ্গী, চক্রা ও কর্কটাখ্যা এইগুলি কাঁকড়াশৃঙ্গীর নামান্তর। কাঁকড়াশৃঙ্গী—কষায় তিক্তরস উষ্ণবীর্য্য, ইহা কফ-বাত-ক্ষয়-জ্বর-শ্বাস-উর্দ্ধ-বাত-তৃষ্ণা-কাস-হিক্কা-অরুচি ও বমি নাশ করে॥১৬৬।১৬৭

কায়ফলের নাম ও গুণ (৫)—কট্ফল, সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা ও ভদ্রবতী এইগুলি কায়ফলের (কট্ফলের) নামান্তর। কায়ফল—কষায়-তিক্ত-কটুরস, ইহা বাতকফজ্বর-শ্বাস-প্রমেহ-অর্শঃ-কাস-কণ্ঠরোগ ও অরুচি নাশক॥১৬৮।১৬৯

বামুনহাটী (৬)—ভার্গী, ভৃগুভবা, পদ্মা, ফঞ্জী, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লী, খরশাক ও হঞ্জিকা, এইগুলি বামুনহাটীর নাম। বামুন হাটী—রুক্ষ, কটু-তিক্ত-কষায় রস, রুচি জনক, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘু ও অগ্নিদীপক। ইহা গুল্ম-রক্ত-শোথ-কাস-কফ-শ্বাস-পীনস-জ্বর ও বায়ু নাশক॥ ১৭০। ১৭১

পাষাণভেদ (৭)—(পাথরকুচী) পাষাণভেদক, অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ ও ভিন্নযোজনী, এইগুলি পাষাণভেদের (পাথরকুচীর) নাম। পাষাণ ভেদ—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায় রস, মূত্রাশয় শোধক ও ভেদক। ইহা বাতাদি দোষ, অর্শঃ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণ নাশ করে॥ ১৭২। ১৭৩

(১) দেশ ভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে মালকাঙ্গুনী কাকুর্দ্দনিকা বড়ীমালকাঙ্গুনী উমিজিনী; গুজরাটে মালকাঙ্গনী, মহারাষ্ট্রে মানকাঙ্গোনী, পিংগবী, কর্ণাটে কৌগুএরগু, এবং তৈলঙ্গে বাবজী, বেক্কুড়তোগে, ফারসীতে কাস বলে। ডাক্তারী নাম Cardiospermum. Halicacabun. ক্যারডিয়সপ্যারমম্ হ্যালিকাকাবম্। ইংরাজী নাম Staff tree.।

(২) দেশভেদে নামভেদ। কুড়কে হিন্দুস্থানে কুষ্ঠ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে কোষ্ঠ, গুজরাটে কুঠ উপলেট, তৈলঙ্গে চেঙ্গলিকোষ্ঠ বা চঙ্গল কুষ্ঠ, ফারসীতে কোশ্তহ, আরবীতে কুস্তবেহেরী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Sausurea Auriculata. সশুরিয়া অরিকুলেটা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে কাশ্মীরে পাতালপদ্মিনী, হিন্দুস্থানে পোহকরমূল ও তৈলঙ্গে পুষ্কর দেশংলো প্রসিদ্ধ, মৈন ওষধিবিশেষমু, গুজরাটে পোকর মূল, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে পুষ্করমূল বলে। ইহা কুড় বিশেষ। ডাক্তারী নাম Root of Alpotaxis auriculata. রুট অব্ এ্যালপোটাক্সিস্ অরিকলেটা

(৪) দেশভেদে নামভেদ। চোককে হিন্দুস্থানে সত্যানাশী, কটেরী ভরেবংদ পিসোলা, মহারাষ্ট্রে কাণ্টেধোত্রা ফিরঙ্গীধোত্রা, গুজরাটে দারুডী, কর্ণাটে দিক্কৃষিকেয়ভেদ তাঙ্গিলে ব্রহ্মদণ্ডিরিদই বলে। ইংরাজী নাম Gamboje Thistle,

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ককড়াশিঙ্গী ও ককর শিং, মহারাষ্ট্রে কাঙ্কড়া শিঙ্গী, কর্ণাটে কর্কটশৃঙ্গী ও তৈলঙ্গে কর্কটাশৃঙ্গী বলে। ডাক্তারী নাম Rhus Succedanea রস সকসিডানিয়া।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কায়ফলকে হিন্দী ভাষায় কায়ফল, কর্ণাটী ভাষায় কিরুসিবন্নী, তৈলঙ্গে পাপরবুড়ম, মহারাষ্ট্রী ভাষায় কুম্ভ্যাচীশাল বা কল্প, গুজরাটে কায়ফল, ফারসীতে উদুলবর্ক, আরবীতে দার শীশবান বলে। ডাক্তারী নাম Myrica. Sapida মাইরিকা সাপিডা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। বামুনহাটীকে হিন্দুস্থানে ভারঙ্গী, ব্রহ্মটি, মহারাষ্ট্রে ভারঙ্গ, গুজরাটে ভারঙ্গী, কর্ণাটে কির্হদেগু, তৈলঙ্গে ভণ্টমারঙ্গী ও নেপালে চুয়া বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Clerodendron-Siphonanthus. ক্লিরোডেণ্ড্রন্ সিফোন্যান্থস্।

(৭) দেশভেদে নামাভদ। পাথরকুঁচিকে হিন্দুস্থানে পাথান ভেদ, পাথরচুর, মহারাষ্ট্রে পাষাণভেদ, কর্ণাটে আলেল গন্না, পাষাণভেদি, তৈলঙ্গে তেলসুরুপিণ্ডী পিংড়াচট্টু, ফারসীতে গোশাদ, আরবীতে জিস্তিয়ানা বলে। ডাক্তারী নাম Coleus amboinicus. কোলিয়স্ এ্যামবোয়িনিকস্ ইংরাজী Irissp.

ধাতকী (ধাইফুল) (১)—ধাতকী, ধাতুপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী ও বহ্নিজ্বালা, এইগুলি ধাতকীর অর্থাৎ ধাইফুলের নাম। ধাতকী—কটু, শীতবীর্য্য, মৃদুকারক (পাঠান্তরে মদকারক), কষায় ও লঘু। ইহা তৃষ্ণা-অতিসার-রক্তপিত্ত-বিষ-কৃমি ও বিসর্প নাশক॥ ১৭৪। ১৭৫

মঞ্জিষ্ঠা (২)—মঞ্জিষ্ঠা, বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, রসায়নী, অরুণা, কালা, রক্তাঙ্গী, রক্তযষ্টিকা, ভণ্ডীতকী, গণ্ডীরী, মঞ্জুষা ও বস্ত্ররঞ্জিনী, এইগুলি মঞ্জিষ্ঠার পর্য্যায়। মঞ্জিষ্ঠা—মধুর-তিক্ত-কষায় রস, স্বর-বর্ণ কারক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য। ইহা-বিষ-শ্লেষ্ম-শোথযোনি-রোগ-অক্ষিরোগ-কর্ণরোগ-রক্তাতিসার-কুষ্ঠ-রক্তদুষ্টি-বীসর্প-ব্রণ ও মেহনাশক॥ ১৭৬—১৭৮

কুসুম্ভফুল (৩)—কুসুম্ভ, বহ্নিশিখ ও বস্ত্ররঞ্জক এই তিনটি কুসুম্ভফুলের নাম। কুসুম্ভফুল—বাতজনক এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র রক্তপিত্ত ও কফ নাশক॥ ১৭৯

লাক্ষা (৪) (লা.জো)—লাক্ষা, পলঙ্কষা, অলক্ত, যাব, বৃক্ষাময় ও জতু এইগুলি লাক্ষার পর্য্যায়। লাক্ষা—বর্ণকর, শীতবীর্য্য, বলকারক, স্নিগ্ধ, কষায়রস, লঘু ও অনুষ্ণ। ইহা কফ-পিত্তরক্ত-হিক্কা-কাস-জ্বর-ব্রণ-উরঃক্ষত-বীসর্প-কৃমি ও কুষ্ঠ নাশক। লাক্ষাজাত অলক্তকেরও (আলতারও) এই গুণ জানিবে, বিশেষতঃ ইহা ব্যঙ্গরোগ নাশক॥ ১৮০—১৮২

হরিদ্রা (৫)—হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, নিশাখ্যা, বরবর্ণিনী, কৃমিঘ্না, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া ও হরবিলাসিনী, এইগুলি হরিদ্রার নামান্তর। হরিদ্রা—কটু-তিক্ত রস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তনাশক, বর্ণকর, এবং ত্বগ্‌দোষ-মেহ-রক্ত-শোথ-পাণ্ডু-ব্রণ নিবারক॥১৮৩।১৮৪

কর্পূরহরিদ্রা (৬) (আম, গন্ধিহরিদ্রা) (আমআদা) ও **বনহরিদ্রা** (৭)—কর্পূর-হরিদ্রা, ইহা দারুহরিদ্রা বিশেষ, ইহার গন্ধ আম্রের ন্যায়; লোকে ইহাকে আম-আদা কহিয়া থাকে। সুরভী, দারুদারু, কর্পূরা, পদ্মপত্রা, সুরামৎ ও সুরতারিকা (পাঠান্তরে সুরভী ও সুরনায়িকা) এইগুলি কর্পূর হরিদ্রার নামান্তর। বনহরিদ্রা—কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক। আম্রগন্ধি হরিদ্রা—শীতবীর্য্য, বাতজনক, পিত্তনাশক, মধুর-তিক্ত রস ও সর্ব্বকণ্ডু বিনাশক॥১৮৫।১৮৬

দারুহরিদ্রা (৮)—দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা, পর্জ্জন্যা, পর্জ্জনী, কটঙ্কটেরী, পীতা, পচম্পচা, কালীয়ক, কালেয়ক, পীতদ্রু, হরিদ্রু, পীতদারু ও পীতক এইগুলি দারুহরিদ্রার নামান্তর। হরিদ্রার যে গুণ, দারুহরিদ্রারও

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ধাইফুলকে হিন্দুস্থানে ধাবই, ধায়কেফুল, ধবইকে ফুল, মহারাষ্ট্রে ধায়টী, তৈলঙ্গে ধাতুকীপুড, ভর পুব্বু, ও জার্গি, গুজরাটে ধাবনী, কর্ণাটে ধায়িফুল, এবং উৎকলে জাতিকো বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Woodfordia Floribunda. উডফরডিয়া ফ্লোরিবণ্ডা।

(২) দেশভেদে নামভেদ। মঞ্জিষ্ঠাকে হিন্দুস্থানে গুজরাটে ও বোম্বায়ে মজীঠ, মহারাষ্ট্রে মঞ্জিষ্ঠ, তৈলঙ্গে মঞ্জিষ্ঠ তীঠী ও তাম্রবল্লী, তামিলে মঞ্জিট্টী এবং ফারসীতে রুনাস, আরবীতে ফুবহতু সিবগ উরু কুস্‌মী বাগীন বলে। ইহার লাটিন নাম Rubia Cordifolia. রুবিয়া কর্ডিফোলিয়া। ইংরাজী Madder root.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে কসুম (কর্) মহারাষ্ট্রে কর্ডাচেংফল্ল, কর্ডয়া, গুজরাটে কুসুম্বো, করড় (কুসুম্বানা বী,), কর্ণাটে কুসম্ভ, তৈলঙ্গে লত্তুক, লক্কবঙ্গারমু, ফারসীতে গুলেমাস্কর (তুখমকাযশা), আরবীতে অখরীজ, হবুল অসফর বলে। ডাক্তারী নাম Safflower carthamus tinctatius সাফ্লাওয়া রকার্থামস্ টিংটোরিয়স্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। লাহাকে হিন্দুস্থানে লাখ, লাহী, গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে লাখ, কর্ণাটে অরগু, তৈলঙ্গে লত্তুক ও লাকা, ফারসী নাম লাক, আরবী লুক্ ধোএস লাখ লুকুমস্থল বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Shell Lac. সেল ল্যাক্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে হর্দী ও হলদী, মহারাষ্ট্রে হলদি, হলদ, কর্ণাটে আরসিন্ তৈলঙ্গে পাসুপু এবং দাক্ষিণাত্যে হলদ ও গুজরাটে হলদর বলে। ফারসী নাম জরদচোব, আরবী নাম উরুকুস্‌সুফর। ডাক্তারী নাম Curcuma Longa. করকিউমা লঙ্গা। ইংরাজী নাম Turmeric.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। আমআদাকে হিন্দুস্থানে কর্পূর হলদী আম্বীয়া হলদী, মহারাষ্ট্রে আম্বেহল্লাদ, গুজরাটে আম্বাহলদর, কর্ণাটে হলী অরসিন্ ও তৈলঙ্গে কারুপাসুপু বলে। ইংরাজী নাম Mangajinger. ম্যাঙ্গে জিঞ্জার।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। বনহরিদ্রাকে হিন্দুস্থানে জংলী হল্‌দী, মহারাষ্ট্রে শোসী ও রাবহলদ, কোঙ্কণে অরিসিন, তৈলঙ্গে কস্তুরিপশুপু, অড়বিপসুপু, বোম্বায়ে রাণ হলদ্ ও কাচোরা, তামিলে কস্তুরিমঞ্জল বলে। ইহার ডাক্তারীনাম Wild Turmeric. ওয়াইল্ড টারমারিক।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। দারুহরিদ্রাকে হিন্দুস্থানে ও দাক্ষিণাত্যে দারুহল্‌দী, জারকেহল্‌দী, কর্ণাটে মরদরিসিন, তৈলঙ্গে মনিপসুপু ও তামিলে মরমঞ্জিল মহারাষ্ট্রে দারুহল্লদ, গুজরাটে দারুহলদর, ফারসীতে দারচোব, আরবীতে দারহলদ বলে। ডাক্তারী নাম

সেই গুণ, বিশেষতঃ ইহা নেত্র-কর্ণ ও মুখ জাত রোগের নাশক॥ ১৮৭। ১৮৮

রসাঞ্জন (১)—দারু হরিদ্রার ক্বাথ ও দুগ্ধ সমপরিমাণে লইয়া একত্র পাক করত চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইলে যে ঘন পদার্থ হয়, তাহা রসাঞ্জন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রসাঞ্জন নেত্রের পরম হিতকর। রসাঞ্জন, তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তার্ক্ষ্যজ এই কয়েকটি একার্থ বাচক শব্দ। রসাঞ্জন-কটু, শ্লেষ্ম-বিষ-নেত্র রোগ নাশক, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, তিক্ত, ছেদন (পিণ্ডীকৃত শ্লেষ্মাদির ছেদক) ও ব্রণ দোষ নাশক॥১৮৯। ১৯০

বাকুচী (২) (সোমরাজী)—অবল্গুজ, বাকুচী, সোমরাজী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পূতিফলী, সোমবল্লী, কালমেষী ও কুষ্ঠঘ্নী এইগুলি সোমরাজীর নামান্তর। সোমরাজী—মধুর-তিক্তরস, কটুবিপাক, রসায়ন, বিষ্টম্ভ নাশক, শীতবীর্য্য, রুচিকর, সারক, শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্তনাশক, রুক্ষ, হৃদ্য এবং শ্বাস-কুষ্ঠ-মেহ-জ্বর ও কৃমি নাশক। সোমরাজীর ফল-পিত্তকর, কুষ্ঠ কফ ও বায়ু নাশক, কটু (তিক্ত)। ইহা কেশের ও ত্বকের হিতকর এবং বমি-শ্বাস-কাস-শোথ আম ও পাণ্ডুরোগ প্রশমক॥ ১৯১—১৯৪

চাকুন্দে (৩)—চক্রমর্দ্দ, প্রপুন্নাট, দদ্রুঘ্ন, মেষলোচন, পদ্মাট, এড়গজ, চক্রী ও পুন্নাট, এইগুলি চাকুন্দেরনাম। চাকুন্দে—লঘু, স্বাদু, রুক্ষ, বাতপিত্তনাশক, হৃদ্য, শীতবীর্য্য,এবং কফ-শ্বাস-কুষ্ঠ-দদ্রু ও কৃমিনাশক। চাকুন্দের ফল—উষ্ণবীর্য্য ও কটুক, ইহা কুষ্ঠ-কণ্ডু-দদ্রু-বিষ-বায়ু-গুল্ম-কাস-কৃমি ও শ্বাস নাশক॥ ১৯৫—১৯৭

(৪) আতইচ—বিষা, অতিবিষা, বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, অরুণা, শুক্লকন্দা, উপবিষা, ভঙ্গুরা ও ঘুণবল্লভা এইগুলি আতইচের নাম। আতইচ—উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্তরস, পাচক ও অগ্নিদীপক। ইহা কফ-পিত্ত-অতিসার-আমবিষ-কাস-বমি ও কৃমিনাশক॥ ১৯৮। ১৯৯

শাবর লোধ ও পাটিয়া লোধ (৫)—লোধ্র, তিল্ব, তিরীট, শাবর ও গালব এইগুলি শাবর লোধের নাম। পট্টিকা লোধ্র, ক্রমুক, স্থূলবল্কল, জীর্ণপত্র, বৃহৎপত্র, পট্টী ও লাক্ষাপ্রসাদনএইগুলি পটিয়া লোধের নামান্তর। লোধ-গ্রাহী, লঘু, শীতল, চক্ষুষ্য, কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও কষায় রস, এবং রক্তদুষ্টি রক্তপিত্ত জ্বর অতিসার ও শোথনাশক॥ ২০০। ২০১

রসুন (৬)—লশুন, রসোন, উগ্রগন্ধ, মহৌষধ, অরিষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, যবনেষ্ট ও রসোনক এইগুলি রসুনের পর্য্যায়। যৎকালে পক্ষিরাজ গরুড় দেবরাজ ইন্দ্রের অমৃত হরণ করে, সেই সময় একবিন্দু অমৃত পৃথিবীতে পতিত হয়। সেই অমৃত বিন্দু হইতেই রসুনের উৎপত্তি হয়। রসুনে ছয় রসের পাঁচটি রস আছে, কেবল অম্লরস নাই। এক রসে উন বলিয়া দ্রব্যগুণবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে রসোন নামে অভিহিত করেন। রসুন—মূলভাগে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায় রস, নালাগ্রে লবণ রস এবং বীজে মধুররস। রসুন-বৃংহণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, ইহা রসে ও পাকে কটু, মধুর রস, তীক্ষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসংযোজক, কণ্ঠহিত, গুরু, রক্ত-পিত্তবর্দ্ধক, বল ও বর্ণকর, মেধাহিত, নেত্রহিত ও রসায়ন। ইহা হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, মলবাতাদির বিবন্ধতা, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ বিনষ্ট করে। রসুন সেবিগণের, মদ্য মাংস ও অম্ল হিত। রসুনভোজী ব্যায়াম, আতপ, ক্রোধ,

---

Cascinium fenestratum ক্যাসিনিয়ম ফেনেস্টেটম্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। রসাঞ্জনকে হিন্দুস্থানে রসোৎ, গুজরাটে রসবতী, তৈলঙ্গে রসাঞ্জনমু, আরবীতে হুজুজ এবং সর্ব্বত্র রসাঞ্জন বলে॥ ডাক্তারী নাম Extract of Indian Berbery.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে বায়চী বাবচী বকুচী ও কানিয়ে জিয়োরিত, মহারাষ্ট্রে বাবচী, বাউচী, কর্ণাটে বাউচিগে, বোম্বায়ে বাম্বচী, গুজরাটে বাবচী, বাবচীনাবী, তামিলে বোগিবিট্টলু, তৈলঙ্গে তিপ্পতোগে ও নেলবয়লিয়ে বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Serratula anthelmintica. সিরাটুলা এনথেলমিন্‌টিকা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে চকবড়, পবাড ও পমাড়, মহারাষ্ট্রে তরবটা ও টাংকাল্লা-তরোটা, কর্ণাটে চগচে, গুজরাটে কুবাথিয়ো, তৈলঙ্গে তাংট্যমু ও ফারসীতে সঞ্জীস বোয়া বলে। ইহার লাটিন নাম Cassiatora. কাসিয়াটোরা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। আতইচকে হিন্দুস্থানে অতীস, মহারাষ্ট্রে অতিবিষ, গুজরাটে অতলসনী কলী, কর্ণাটে অতীবিষা ও তৈলঙ্গে অতিবাসা ও অতিবসচেট্টু, বলে। ডাক্তারী নাম Aconitum Heterophyllum. একোনাইটম্ হেটারফিলম্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। লোধকে হিন্দুস্থানে লোধ, পঠানী লোধ, তৈলঙ্গে তেল্ললোদুগচেট্টুগ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে লোধ, গুর্জ্জরে লোদর, পঠানী লোদর বলে। আরবী নাম মুগাম্। ইহার ডাক্তারী নাম Symplocos racemosa. সিমপ্লোকস রেসমোশা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে লসুন, লহশণ, মহারাষ্ট্রে পাংড়রাণসণ, কর্ণাটে বিলিয়বেল্লল্লি, তৈলঙ্গে তেল্লবুল্লি, তামিলে বল্লইপাণ্ডু ও গুজরাটে লসণ বলে। ইংরেজীতে Garlic root। ফারসীতে

অধিক জল, দুগ্ধ ও গুড় এইগুলি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে॥ ২০২—২০৯

পলাণ্ডু (১)—(পেঁয়াজ)—পলাণ্ডু, যবনেষ্ট, দুর্গন্ধ, মুখদূষক এইগুলি পলাণ্ডুর অর্থাৎ পেঁয়াজের নাম। রসুনের যে গুণ, পলাণ্ডুরও সেইগুণ। ইহা পাকে ও রসে মধুর, অনুষ্ণ (অল্প উষ্ণবীর্য্য) ও কফকারক। ইহা অতি পিত্তকর নহে। পলাণ্ডু কেবল বাত নাশ করে। ইহা বলবীর্য্যকারী ও গুরু॥ ২১০। ২১১

ভেলা (২)—ভল্লাতক তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অরুষ্ক, অরুষ্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষ ও শোথকৃৎ এইগুলি ভেলার নাম। পক্ব ভেলাফল—মধুর বিপাক, লঘু, মধুর কষায়রস, পাচক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণোষ্ণ-বীর্য্য, ছেদী, ভেদক, মেধ্য ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা কফ বাত ব্রণ উদর-কুষ্ঠ-অর্শঃ-গ্রহণী-গুল্ম-শোথ-আনাহ-জ্বর ও কৃমিনাশক। ভল্লাতকের মজ্জা-মধুররস, বৃষ্য বৃংহণ ও বাত পিত্তপ্রশমক। ভল্লাতকের বৃন্ত—স্বাদু, পিত্তঘ্ন, কেশ্য ও অগ্নিবর্দ্ধক। ভল্লাতক,—কষায়-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু। ইহা বাত-শ্লেষ্ম-উদর-আনাহ-কুষ্ঠ-অর্শঃ-গ্রহণী-গুল্ম-জ্বর-শ্বিত্র-অগ্নিমান্দ্য-কৃমি-ব্রণ নাশক॥ ২১২—২১৬

ভঙ্গা (৩)—(ভাঙ্, সিদ্ধি, গাঁজা)—ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া ও জয়া, এইগুলি ভঙ্গা (সিদ্ধির) নাম। ভাঙ—কফনাশক, তিক্ত, গ্রাহী, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, মোহজনক, বচন-মান্দ্যকর ও অগ্নিবর্দ্ধক॥ ২১৭

পোস্তা (৪)—তিলভেদ খসতিল ও খাখস, এইগুলি পোস্তার নামান্তর। পোস্তা ফলের বল্কল শীতবীর্য্য, লঘু, গ্রাহী, তিক্তকষায়রস, বাতজনক, কফ-কাসহারক, ধাতু সমূহের শোষক, রুক্ষ, মত্ততাজনক, বাগ্‌বিবর্দ্ধন, মুহুর্ম্মুহুঃ মোহকর ও রুচিপ্রদ। পোস্তা সেবনে পুংস্ত্ব বিনষ্ট হয়॥ ২১৮। ২১৯

আফিঙ্ (৫)—পোস্তা ফলের আটাকে আফিঙ্ কহে। আফূক ও অহিফেন এই দুইটি আফিঙের নাম। আফিঙ্—শোষণকারী, গ্রাহী, শ্লেষ্মঘ্ন ও বাতপিত্তকর। পোস্তাফলের বল্কলের যে গুণ, আফিঙে সে গুণও আছে॥ ২২০

পোস্তদানা (৬)—পোস্তার বীজকে খাখসতিল ও কহে। পোস্তা বীজ অর্থাৎ পোস্তদানা বলকর, বৃষ্য ও অতি গুরুপাক। ইহা কফের জনক এবং বায়ুর প্রশমক॥ ২২১

সৈন্ধবলবণ (৭)—সৈন্ধব শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে বর্ত্তে। শীতশিব, মাণিমন্থ ও সিন্ধুজ এইগুলি সৈন্ধব লবণের নাম। সৈন্ধবলবণ—স্বাদু, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রোচক, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, সূক্ষ্ম

সোর ও আরবীতে—সুম্ ঈস্তুদিয়ুল স্থমল হৈয়াব বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। পেয়াজকে হিন্দুস্থানে পিয়াজ বা পিয়জ, প্যাজ; মহারাষ্ট্রে শ্বেতকান্দা, কর্ণাটে উল্লি, তৈলঙ্গে নীরুল্লিচেট্টু, তামিলে বেঙ্গয়ম্, বোম্বায়ে কান্দ, পারস্যে বুল্লিগড্ডলু, গুজরাটে ডুংগরী, ল্যাটিনে Allium sepa, ফারসীতে প্যাজ, আরবীতে বসল্ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Onion. অনিয়ন। ফ্রেঞ্চ Ognon. অগ্‌নন।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ভেলার নাম হিন্দীতে ভিলাবা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বিববা, বিব্বা, বিব্বে; গুজরাটে ভিলামাং, কর্ণাটে কেরবীজ, তৈলঙ্গীভাষায় জিড়িচেট্টু, নাল্লাজীড়ী বা জিড়িবিট্টুলু, উৎকল ভাষায় ভল্লিপ, বোম্বায়ে বিব্‌ভ, তামিলে শনকোট্টই, দাক্ষিণাত্যে ভিলবনা, ফারসী ভিলাদুর ও আরবীতে হবুলকষ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম The marking nut tree, দি মার্কিং নটট্রী। লাটিন নাম Semecarpus anacardium.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। সিদ্ধিকে হিন্দুস্থানে ভাং, ভংগ, গাঞ্জা, মহারাষ্ট্রে ভাঙ, গাঞ্জা, গুজরাটে ভাংগা, গাঞ্জো, চরস, বর্ম্মায় বিন, ফারসীতে কিনাবিষ বরকুল-খ্যাল খুমরবক, আরবীতে কিন্নবকেন বুর্ব্বাংক কুহল-বংজ ও তৈলঙ্গে জনপরিতুলু গাঞ্জাই বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Canabis Indica. ক্যানাবিষ ইণ্ডিকা। লাটিন নাম Canabis Sativa.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহার হিন্দীনাম পোস্ত, খসখসকা ফল, পোস্তকে ডোরে, মহারাষ্ট্রী নাম পোস্ত, গুজরাটী নাম অফীণনাড়োডবাং, ফারসী নাম কোক-নার, আরবী নাম অবুনাস। ডাক্তারী নাম Papho-bhor Samlifarum. প্যাপেভর সম্‌নি ফেরম্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। আফিংকে হিন্দীতে অফীম, মহারাষ্ট্রে অফু, অপূ, কড়বী, গুজরাটে অফীণ, কর্ণাটে অফেন, ফারসীতে অফয়ুন তির্য্যাক, আরবীতে লবনুল খসখাস, মালবে আফন ও তৈলঙ্গে নাল্লামংদু বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Opium poppy. ওপিয়ম্ পপি।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। পোস্তর হিন্দীনাম খসখস, খসখসকেদানে, মারাঠী ও গুজরাটী নাম খসখস, ফারসী নাম তুখ্‌মে কোকনার, আরবী নাম হবুল-কোকনার। ইংরাজীতে Poppy seeds.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। সৈন্ধবলবণকে হিন্দীতে সৈন্ধালোংনং, মহারাষ্ট্রে সেন্ধেলোণ, গুজরাটে সিংধালুণ, কর্ণাটে সৈন্ধবং, তৈলঙ্গে সিন্ধুউপ্পু, ফারসীতে নমকেসংগ, খিলোরী, নমকেলাহোর, আরবীতে মিলহেহিন্দী, বোম্বায়ে সেন্ধেলোণ বলে।

(সূক্ষ্ম স্রোতোগামী), নেত্রহিত ও ত্রিদোষ-নাশক ॥ ২২২। ২২৩

শাকম্ভরীলবণ (১)—গড়াখ্য (গড়লবণ) ও রোমক, ইহারা শাকম্ভরী লবণের নামান্তর। (আজমীর দেশান্তর্গত-শাম্ভর নগরের জলাশয় বিশেষ হইতে এই লবণ উৎপন্ন হয়)। শাকম্ভরী বা শাম্ভার লবণ—লঘু, বাতঘ্ন, অতি উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, পিত্তজনক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম স্রোতোগামী), অভিষ্যন্দি ও কটুপাকি ॥ ২২৪

পাঙ্গা বা সমুদ্র লবণ (২)—অক্ষীব, বশির, সমুদ্রজ, সাগরজ, লবেণাদধিসম্ভব, এইগুলি করকচ লবণের নাম। সামুদ্র লবণ—পাকে মধুর, সতিক্ত-মধুররস, গুরু, নাত্যুষ্ণবীর্য্য, দীপক, ভেদক, সক্ষার, অবিদাহি, শ্লেষ্মজনক, বাতনাশক, তিক্ত, অরুক্ষ ও নাতিশীতল ॥ ২২৫। ২২৬

বিট্‌লবণ (৩)—বিড়, পাক, কৃতক, দ্রাবিড় ও আসুর, এইগুলি বিট্‌লবণের পর্য্যায়। বিট্‌লবণ—সক্ষার, দীপক, লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রুচ্য ও ব্যবায়ি এবং বিবন্ধ-আনাহ-বিষ্টম্ভ-হৃদ্রোগ-গুরুতা ও শূলনাশক। ইহা ঊর্দ্ধাধঃ কফ বাতের অনুলোমক অর্থাৎ ঊর্দ্ধ কফকে এবং অধোবায়ুকে সঞ্চারিত করে ॥ ২২৭। ২২৮

সৌবর্চ্চল অর্থাৎ সচল লবণ (৪)—সৌবর্চ্চল রুচক অক্ষ ও পাক এইগুলি সচল লবণের নাম। সচল-লবণ—রেচক, ভেদক, অগ্নিদীপক, অতিপাচক, সুস্নেহ, বাতঘ্ন, নাতিপিত্তজনক, বিশদ, লঘু, উদ্গার-শুদ্ধিকর, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম স্রোতোগামি) এবং বিবন্ধ-আনাহ ও শূলনাশক ॥ ২২৯। ২৩০

পাংশুলবণ—ঔদ্ভিদ ও পাংশুলবণ একার্থ বাচক শব্দ। ইহা ভূমিতে স্বয়ং উৎপন্ন হয়। পাংশুলবণ গুরু, কটু, স্নিগ্ধ, শীতল ও বাতনাশক ॥ ২৩১

চণকলবণ—চণকলবণ—অম্লরসান্বিত, অতি উষ্ণবীর্য্য, দীপক, দন্তহর্ষজনক, লবণানুরস, রুচিপ্রদ এবং শূল-অজীর্ণ ও বিবন্ধ নাশক ॥ ২৩২

যবক্ষার, (৫) **সাজী,** (৬) **সোরা**—পাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশূক ও যবাগ্রজ, এই কয়টি যবক্ষারের নাম। স্বর্জ্জিকাকেও (সাচীক্ষারকেও)—ক্ষার কপোত ও সুখবর্দ্ধক বলে। সুবর্চ্চিকাক্ষারও স্বর্জ্জিকাক্ষারের প্রকার ভেদ। যবক্ষার—লঘু, স্নিগ্ধ, সুসূক্ষ্ম ও অগ্নিদীপক। ইহা—শূল, বাত, আম, শ্লেষ্মা, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডু, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্রোগ নাশ করে। স্বর্জ্জিকাক্ষার, যবক্ষার অপেক্ষা অল্পগুণ কিন্তু গুল্ম-শূলনাশে ইহা বিশেষ সমর্থ ॥ সুবর্চ্চিকাক্ষার স্বর্জ্জিকাক্ষারবৎ গুণ বিশিষ্ট ॥ ২৩৩—২৩৬

সোহাগা (৭)—সৌভাগ্য, টঙ্কণ, ক্ষার ও ধাতুদ্রাবক এইগুলি সোহাগার নাম। সোহাগা—অগ্নিকারক, রুক্ষ, কফ নাশক ও বাতপিত্তকারক ॥ ২৩৭

ইংরাজী নাম Chloride of Sodium. লাটিন নাম Sodi Chloridum.

(১) দেশভেদে নামভেদ। শাম্ভারলবণকে হিন্দুস্থানে সাম্বরনোংন, মহারাষ্ট্রে সাম্বরলোণ, সাম্ভরমীঠ, গুজরাটে বড়াগরুংমীঠ, গাঢ়লবণ, কর্ণাটে সম্ভরদেশজ ও ফারসীতে মিলহে অবকীর বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। পাঙ্গালবণকে হিন্দীতে সমুদ্রনোংন, পাঙ্গা, মহারাষ্ট্রে মীঠ, গুজরাটে মীঠুং, কর্ণাটে বড়াগরলবণ, তৈলঙ্গে উপ্পুং, ফারসীতে নমক, আরবীতে মিলহ শোরী বলে। ইংরেজী নাম Salt. লাটিন নাম Sodii Muras.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বিট্‌লবণের হিন্দীনাম বিরিয়াসংচরনোংন, কটীলানোংন, মহারাষ্ট্রী নাম বিড়লোণ ও গুজরাটী নাম বিড়লবণ।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। সচলকে হিন্দুস্থানে চৌহার কোড়া, কাস্নানোংন, সোচরনোংন; মহারাষ্ট্রে পাদেলোণ, গুজরাটে সংচল, কর্ণাটে সৌবর্চ্চল, তৈলঙ্গে নালুউপ্পু, ফারসীতে নমক শিয়া, আরবীতে মলা অস্বদ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Scchal Salt. সচল সল্ট, ইংরাজী নাম Unaqua Sodium chloride.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। যবক্ষারকে হিন্দুস্থানে জবাখার এবং তৈলঙ্গে যবখারং, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে জবখার, কর্ণাটে যবক্ষার ও আরবীতে নুতরন্ বলে। ইংরাজীতে Carbonate of Potash. ল্যাটিন নাম Potassium carbonass.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। সাজীক্ষারকে হিন্দুস্থানে সজ্জী, সাজীখারু বা কঙ্গণ ক্ষার, মহারাষ্ট্রে সজ্জীখার, গুজরাটে সাজীখার, কর্ণাটে সাজীখারু, ফারসীতে সংজারকলিয়া, আরবীতে কলীবশক্মুল অস্‌ফর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Panjab Solt Worth or Sajji of Carbonate of Soda, কার্ব্বনেট অব্ সোডা বা পঞ্জাব সল্ট্ ওয়ার্থ অথবা সাজি।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। সোহাগাকে হিন্দুস্থানে সুহাগা, মহারাষ্ট্রে টাঙ্কণক্ষার, স্বাগীখার, গুজরাটে টঙ্কণপাটিয়ো, টঙ্কণফুলিয়ো, কর্ণাটে টঙ্কণখারু বিলীয় টঙ্কপু, তৈলঙ্গে এলিগারম্, ফারসীতে তীগার, আরবীতে বুরস বলে। ইংরাজীতে Borax Baborate of Soda, লাটিন Sodas Bibors.

ক্ষারদ্বয় ও ক্ষারত্রয়—ক্ষারদ্বয় শব্দে যবক্ষার ও স্বর্জ্জিকাক্ষার এই উভয়কে বুঝায়। ক্ষারত্রয় শব্দে যবক্ষার স্বর্জ্জিকাক্ষার ও সোহাগা এই ক্ষারত্রয়কে বুঝাইয়া থাকে। এই ক্ষারত্রয়ের যে যে গুণ উক্ত হইয়াছে, মিলিত হইলেও উহাদিগের সেই সেই গুণই হইয়া থাকে। বিশেষ মিলিত ক্ষারদ্বয় বা ক্ষারত্রয় অতি গুল্মনাশক॥ ২৩৮

ক্ষারাষ্টক—ক্ষারাষ্টক শব্দে পলাশক্ষার, সিজ্‌ক্ষার, আপাঙ্গক্ষার, তেঁতুলক্ষার, আকন্দক্ষার, তিলনালক্ষার এবং যবক্ষার ও স্বর্জ্জিকাক্ষার এই আট প্রকার ক্ষারকে বুঝায়। এই সকল ক্ষার অগ্নিতুল্য, ইহারা গুল্ম-শূল নাশক পরম ঔষধ॥ ২৩৯

চুক্র—চুক্র, সহস্রবেধি, রসাম্ল ও শুক্ত, এইগুলি চুক্রের পর্য্যায়। চুক্র—অতি অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, দীপক ও পাচক। ইহা শূল-গুল্ম-বিবন্ধ-আমবাত ও কফনাশক, সারক, এবং বমি-তৃষ্ণা-মুখবৈরস্য-হৃৎপীড়া ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমক॥ ২৪০

ইতি শ্রীমিশ্র লটকনতনয় শ্রী মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে হরীতক্যাদি বর্গ।

অথ কর্পূরাদি বর্গ।

কর্পূরের নাম ও গুণ (১)—কর্পূর শব্দ পুংক্লীব উভয় লিঙ্গেই বর্ত্তে। সিতাভ্র, হিমবালুক, ঘনসার, চন্দ্র ও হিম এইগুলি কর্পূরের পর্য্যায়। কর্পূর—শীতবীর্য্য, বৃষ্য, চক্ষুষ্য, লেখন, লঘু, সুরভি ও মধুর-তিক্তরস। ইহা—কফ-পিত্ত-বিষ-দাহ-তৃষ্ণা-মুখবৈরস্য মেদ ও দৌর্গন্ধ্যনাশক। পক্ক ও অপক্ক ভেদে কর্পূর দ্বিবিধ, যথা—পক্ক কর্পূর ও অপক্ক কর্পূর। পক্ক কর্পূর অপেক্ষা অপক্ক কর্পূর গুণবত্তর॥ ১—৩

চিনে কর্পূর—চিনাকসংজ্ঞক কর্পূর তিক্তরস, ইহা কফের ক্ষয়কারক এবং কুষ্ঠ-কণ্ডূ-বমিনাশক॥ ৪

কস্তূরী (২)—মৃগনাভি, মৃগমদ, সহস্রভিৎ, কস্তূরিকা, কস্তূরী ও বেদমুখ্যা এইগুলি কস্তূরীর নামান্তর। কস্তূরী তিন প্রকার—কামরূপ দেশজ কস্তূরী কৃষ্ণবর্ণ, নেপাল দেশজ কস্তূরী নীলবর্ণ এবং কাশ্মীর দেশোদ্ভব কস্তূরী কপিলবর্ণ। কামরূপের কস্তূরী শ্রেষ্ঠ, নেপালের কস্তূরী মধ্যম, কাশ্মীর দেশের কস্তূরী অধম বলিয়া প্রসিদ্ধ। কস্তূরী—কটু-তিক্তরস, সক্ষার, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক ও গুরু। ইহা—কফ-বাত-বিষ-বমি-শীত-দৌর্গন্ধ্য ও শোষনাশক॥ ৫—৮

লতাকস্তূরী (৩)—লতাকস্তূরী—তিক্ত-স্বাদু, বৃষ্য, শীতবীর্য্য, লঘু, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত), ছেদক (গাঢ়ীভূত শ্লেষ্মাদির ছেদক) এবং শ্লেষ্ম-তৃষ্ণা-বস্তিরোগ ও মুখরোগ নাশক॥ ৯

গন্ধমার্জ্জার বীজ (গন্ধ গোকুলার বীচি)—গন্ধমার্জ্জার বীজ—বীর্য্যজনক, কফবাত হারক, কণ্ডূ কুষ্ঠনাশক, নেত্রহিত, সুগন্ধ এবং ঘর্ম্মগন্ধ নিবারক॥ ১০

চন্দন (৪)—চন্দন শব্দ পুংক্লীব উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। শ্রীখণ্ড, চন্দন, ভদ্রশ্রী, তিলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দ্রদ্যুতি এইগুলি চন্দনের নাম। যে চন্দন আস্বাদে তিক্ত, কষে পীতবর্ণ, ছেদন করিলে রক্তবর্ণ, দেহে শ্বেতবর্ণ এবং গ্রন্থি ও কোটরযুক্ত, তাহাই শ্রেষ্ঠ। চন্দন—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত, আহ্লাদজনক ও লঘু। ইহা—শ্রম-শোষ-বিষ-শ্লেষ্ম-তৃষ্ণা-রক্তপিত্ত ও দাহ নাশক॥ ১১—১৩

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। কর্পূরকে হিন্দুস্থানে কপূর ও মহারাষ্ট্রে কাপূর, গুর্জ্জরে কপূর, কপুর; তৈলঙ্গে কর্পূরামু বলে। পারসী নাম কাপূর, আরবী নাম কাফুর, ইহার ডাক্তারী নাম Camphor. ক্যাম্ফর।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে সকল দেশেই কস্তূরী বলে, কেবল তৈলঙ্গী ভাষায় ইহার নাম কাস্তূরী, ফারসী নাম মুস্ক, আরবী নাম মিস্ক। কস্তূরীর ডাক্তারী নাম musk. মস্ক, ল্যাটিন নাম mascus.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। লতাকস্তূরীর নাম হিন্দুস্থানে মুস্কদানা, তৈলঙ্গে কস্তোল কলমু, ও দ্রাবিড় দেশে কস্তূরবেণ্ড, তামিলে কঠেকস্তূরী, বলে। ডাক্তারী নাম Musk mallow. মাস্ক্ ম্যালো।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দী মহারাষ্ট্রী ও তৈলঙ্গী ভাষাতে চন্দন, কর্ণাটী ভাষায় বেটপশ্চোগন্ধ, গুজরাটে সুখড, ফারসীতে সন্দল সুফেদ, আরবীতে সংদলে অবীয়জ, ইংরাজীতে Sandal wood. ও ল্যাটিন ভাষায় Santalum album বলে।

পীতচন্দন—কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কালানুসার্য্যক এইগুলি পীতচন্দনের নামান্তর। পীতচন্দন—রক্তচন্দনগুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা ব্যঙ্গ নাশক॥ ১৪

রক্তচন্দন (১)—রক্তচন্দন, রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্রচন্দন, তিলপর্ণ, রক্তসার ও প্রবালফল, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। রক্তচন্দন—শীতবীর্য্য, গুরু, স্বাদু-তিক্ত রস, বমি-তৃষ্ণা-রক্তপিত্ত নাশক, নেত্রহিত, বৃষ্য এবং জ্বর-ব্রণ-বিষ নিবারক॥ ১৫। ১৬

বকমকাষ্ঠ (২)—পত্তঙ্গ, রক্তসার, সুরঙ্গ, রঞ্জন, পট্টরঞ্জক, পত্তূর ও কুচন্দন এইগুলি বকমের নাম। বকম—মধুর, শীতবীর্য্য, পিত্ত-শ্লেষ্ম-ব্রণ ও রক্তদুষ্টি নাশক। হরিচন্দনে যে সকল গুণ আছে, ইহাতেও সেই সকল গুণ দৃষ্ট হয়। বকম—দাহনাশক একটি বিশেষ ঔষধ।

সমস্ত চন্দনই রসাদিতে তুল্য, কেবল গন্ধেই বিশেষ, ইহাদের মধ্যে শ্বেতচন্দন শ্রেষ্ঠ॥ ১৭—১৯

অগুরু (৩) **ও কৃষ্ণাগুরু**—অগুরু, প্রবর, লৌহাখ্য, রাজার্হ, যোগজ, বংশিক, কৃমিজ, কৃমিজগ্ধ ও অনার্য্যক এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। অগুরু—উষ্ণবীর্য্য, কটু, ত্বকের হিতকর, তিক্তরস, তীক্ষ্ণবীর্য্য, পিত্ত জনক ও লঘু এবং কর্ণরোগ-নেত্ররোগ-শীত-বাত ও কফ নাশক। কৃষ্ণ অগুরু ইহা অপেক্ষা অধিক গুণকর। এই অগুরু জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে লৌহবৎ নিমগ্ন হইয়া যায়। অগুরুসম্ভূত তৈল কৃষ্ণাগুরু তুল্য গুণশালী॥ ২০—২২

দেবদারু (৪)—দেবদারু, দারুভদ্র, দারু, ইন্দ্রদারু, মস্তদারু, দ্রুকিলিম, কিলিম ও সুরভূরুহ এই গুলি একার্থ বাচকশব্দ। দেবদারু—লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য ও কটুবিপাক। ইহা মলমূত্রাদির বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আম, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তপ্রকোপ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডূ ও বায়ু নাশক॥ ২৩। ২৪

সরল কাষ্ঠ (৫)—সরল, পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু এই তিনটি একার্থ বাচক শব্দ। সরল কাষ্ঠ—মধুর তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, লঘু স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা কর্ণরোগ, কণ্ঠরোগ, নেত্ররোগ, রক্ষোগ্রহ, কফ, বায়ু, স্বেদ, দাহ, কাস, মূর্চ্ছা ও ব্রণ নাশ করিয়া থাকে॥ ২৫। ২৬

তগরপাদিকা (৬)—(শিউলী ছোপ।—তগর দুই প্রকার। প্রথম প্রকারের নাম কালানুসার্য্য, কুটিল, নহুষ ও নত। দ্বিতীয় প্রকারের নাম—পিণ্ডতগর, দণ্ডহস্তী ও বর্হিণ। দুই প্রকার তগরই—উষ্ণবীর্য্য, স্বাদু, স্নিগ্ধ ও লঘু। ইহারা বিষ, অপস্মার, শূল, নেত্ররোগ ও ত্রিদোষ নাশ করিয়া থাকে॥ ২৭। ২৮

পদ্মকাষ্ঠ (৭)—পদ্মক, পদ্মগন্ধি ও পদ্মাহ্বয় এইগুলি পদ্মকাষ্ঠের পর্য্যায়। পদ্মকাষ্ঠ—কষায় তিক্তরস, শীতবীর্য্য, বাতজনক, লঘু, গর্ভসংস্থাপক ও রুচ্য, ইহা—বীসর্প, দাহ, বিস্ফোটক, কুষ্ঠ, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, বমি, ব্রণ ও তৃষ্ণা নাশ করে॥ ২৯। ৩০

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। রক্তচন্দনকে হিন্দীতে লাল চন্দন, তৈলঙ্গে এররগন্ধপুচেক্ক, রক্তচন্দনম্, তামিলে সেন্‌শাগুনম, গুজরাটে রতাংজলী, মহারাষ্ট্রে রক্তচন্দন, ফারসী ভাষায় সংদলে, সুর্খ ও আরবী ভাষায় সংদলে অহ্মর বলে। লাটিনে Teracarpus Santalum. ইহার ডাক্তারী নাম Red Sandal wood, রেড স্যাণ্ডাল উড্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। বকমের নাম হিন্দুস্থানে গুজরাটে কর্ণাটে ও মহারাষ্ট্রে পতঙ্গ, পতঙ্গবৃক্ষ, তৈলঙ্গে গুকনুকট্টু, উৎকলে বকমো, গুর্জ্জর ও তামিলে বট্টঙ্গী, ফারসী ও আরবীতে বকম্। ল্যাটিন নাম Coesalpinia Sapan. কেস্যালপিনিয়া সেপান, ইংরাজী নাম Sappan wood.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। অগুরুর নাম মহারাষ্ট্রে গুজরাটে কর্ণাটে তামিলে ও হিন্দুস্থানে অগর, তৈলঙ্গে হরুগুহচেট্টু, মহারাষ্ট্রে শিশবাচে ঝাড় বা কৃষ্ণাগুরু, ফারসীতে কশবেবা ও আরবীতে উদগরকী। ডাক্তারী নাম Fregrant wood. ফ্রেগ্রাণ্ট উড। ইংরাজী নাম Eagle wood.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। দেবদারুর হিন্দী নাম দেবদারু, মহারাষ্ট্রী নাম তেল্যাদেবদার, গুজরাটে দেবদার, কর্ণাটে চোপড়াদেবদারু, কাষ্ঠ দেবদারু, তৈলঙ্গী নাম দেবদারুচেক্কা, ফারসীতে দেবদার, আরবীতে শজর তুলজীন। লাটিন নাম Cedrus Deodara. ডাক্তারী নাম Pinus Deodara. পাইনস্ ডেওডারা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। সরলকাষ্ঠের নাম হিন্দুস্থানে চিরকা পেড়, সরল ও ধূপসরল, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে সরলদেবদার, বোম্বায়ে সুরুচে ঝাড়, তৈলঙ্গে সরলদেবদারু, গরিকে ও সরলদেবদরিচেট্টু, তামিলে সরলদেবদারী এবং দাক্ষিণাত্যে চির। লাটিন নাম Pinus Longifolia. পাইনস্ লঙ্গিফোলিয়া। ইংরাজী নাম Longleved Pine.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। তগরপাদুকাকে হিন্দুস্থানে কর্ণাটে ও গুজরাটে তগর, মহারাষ্ট্রে গোড়েতগর, নেপালে চম্মা, আরবীতে অশারুন, তৈলঙ্গে নন্দিবর্দ্ধন চেট্টু ও গন্ধিতগরপুচেট্ট, উৎকলে পাণিফলরা বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। পদ্মকাষ্ঠকে হিন্দুস্থানে পদ্মাক, বঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে পদ্মকাষ্ঠ, গুজরাটে পদ্মকতুলাকড়ুং, কর্ণাটে পদ্মক, তৈলঙ্গে পদ্মপুচেক্কা (এণুগসহদেবি) বলে। লাটিন নাম Prunus Padam.

গুগ্গুলু (১)—গুগ্গুলু, দেবধূপ, জটায়ু, কৌশিক, পুর, কুম্ভ, উলুখল, মহিষাক্ষ ও পলঙ্কষ, এই গুলি গুগ্গুলু পর্য্যায়। মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য এই পঞ্চজাতীয় গুগ্গুলু আছে। মহিষাক্ষ গুগ্গুলু ভৃঙ্গাঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ (ভীমরাজ পক্ষির ন্যায় চিক্কণ কৃষ্ণ)। মহানীল গুগ্গুলুর লক্ষণ নিজ নামানুরূপ অর্থাৎ অতি নীলবর্ণ। কুমুদ গুগ্গুলু কুমুদাভ। পদ্মগুগ্গুলু পদ্মরাগমণিপ্রভ। হিরণ্যাখ্য গুগ্গুলু স্বর্ণাভ। পাঁচ প্রকার গুগ্গুলুর লক্ষণ কথিত হইল। মহিষাক্ষ ও মহানীল এই উভয়বিধ গুগ্গুলুই গজেন্দ্রের হিতকর। কুমুদ ও পদ্মগুগ্গুলু অশ্বগণের মঙ্গল ও আরোগ্যকর হিরণ্যগুগ্গুলু মানবগণের বিশেষ মঙ্গল ও আরোগ্য জনক। কনক গুগ্গুলু—মনুষ্যদিগের হিতকর। কদাচিৎ মহিষাক্ষ গুগ্গুলুও মানবগণের মঙ্গলারোগ্য জনক হইয়া থাকে, ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত। গুগ্গুলু—বিশদ, তিক্তকষায়কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তজনক, সারক, পাকে কটুরস, রুক্ষ, অতি লঘু, ভগ্নস্থানের সংযোজক, বৃষ্য, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামী), স্বরহিত, রসায়ন, দীপক, পিচ্ছিল ও বলকর। ইহা কফবাত, ব্রণ, অপচী, মেদ, মেহ, অশ্মরী, বাতরোগ, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পিড়কা, গ্রন্থি, শোথ, অর্শঃ, গণ্ডমালা ও কৃমি নাশ করে। গুগ্গুলু মাধুর্য্য গুণে বাতকে, কষায়ত্বগুণে পিত্তকে এবং তিক্তত্বগুণে কফকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতএব গুগ্গুলু সর্ব্বদোষ নাশক। নূতন গুগ্গুলু—বৃংহণ ও বৃষ্য; পুরাণ গুগ্গুলু অতিলেখন। নূতন গুগ্গুলু স্নিগ্ধ, কাঞ্চনপ্রভ, পক্বজম্বুফলোপম, সুগন্ধি ও পিচ্ছিল। পুরাণ গুগ্গুলু—শুষ্ক, দুর্গন্ধ ও ত্যক্ত প্রকৃতিবর্ণক। ইহা বীর্য্য বর্জ্জিত হয়। গুগ্গুলু সেবী ব্যক্তি গুগ্গুলুর সম্যগ্গুণ লাভ করিবার ইচ্ছা করিলে অম্লদ্রব্য, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, অপক্বদ্রব্য, মৈথুন, শ্রম, আতপ, মদ্য ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে॥ ৩১—৪৩

সরল নির্য্যাস (২)—(নবনীত খোটী) শ্রীবাস, সরলস্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষধূপক, এইগুলি নবনীত খোটীর নাম। নবনীত খোটী—মধুর তিক্ত কষায় রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, সারক ও পিত্তজনক। ইহা—বাতরোগ, মূর্দ্ধরোগ, নেত্ররোগ, স্বররোগ, কফ, রক্ষোগ্রহ, স্বেদ, দৌর্গন্ধ্য, যূকা (উকুনী), কণ্ডু ও ব্রণ নাশ করে॥ ৪৪।৪৫

রাল (৩)—(ধুনা) রাল, শালনির্য্যাস, সর্জ্জরস, দেব-ধূপ, যক্ষধূপ ও সর্জ্জরস, এই গুলি ধুনার নাম। ধুনা—শীতবীর্য্য, গুরু, তিক্ত কষায় রস ও গ্রাহী। ইহা—দোষ (বাতাদি), রক্তপ্রকোপ, ঘর্ম্ম, বীসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহাবেশ, ভগ্ন, অগ্নিদগ্ধ, শূল ও অতিসার নাশ করে॥ ৪৬। ৪৭

কুন্দুরু (৪)—কুন্দুরু সুগন্ধদ্রব্য, ইহা শল্লকী বৃক্ষের নির্য্যাস। কুন্দুরু, মুকুন্দ, সুগন্ধ ও কুন্দ, এইগুলি কুন্দুরুখোটীর নাম। কুন্দুরু—মধুর, তিক্ত, কটু, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও ত্বচ্য। ইহা—জ্বর, স্বেদ, গ্রহাবেশ, অলক্ষ্মী, মুখরোগ, কফ ও অনিল নাশ করে॥ ৪৮

শিলারস (৫)—যবন দেশ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া শিলারসকে তুরস্কও বলে। সিহ্লক, কপিতৈল ও কপি. শিলারসের নামান্তর। শিলারস—কটু স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, শুক্র ও কান্তিকারক, বৃষ্য, কণ্ঠহিত এবং স্বেদ, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহ নাশক॥ ৪৯। ৫০

জায়ফল (৬)—জাতীফল ও জাতিকোশ জায়ফলের নামান্তর। জায়ফলকে মালতীফলও কহে।

---

(১) দেশভেদে নামভেদে। গুগ্গুলুর নাম হিন্দুস্থানে গূগল, ভৈংসাগূগল, গুজরাটে গুগুল, ভৈঁসোগুগুল, মহারাষ্ট্রে কলাগুগুল, গুগুল, কর্ণাটে ইড়বোল, ফারসীতে বোএ-জহুদান, আরবে মুক্লিলে অর্জক. তৈলঙ্গে গুগ্গিলমুচেট্ট-মহিসাক্ষী। ডাক্তারী নাম Burseraceæ বর্সিরেসি।

(২) দেশভেদে নামভেদ। সরল নির্য্যাসকে হিন্দুস্থানে সরলকা গোংদ, সরলকা রস, চন্দ্রস, গন্ধবিরোজা, মহারাষ্ট্রে সরলাড়ীক, চন্দ্রস, গুজরাটে চন্দ্রস, জনার্দ্দন, গন্ধবেরিজো, কর্ণাটে শ্রীবেষ্টক, তামিলে পিনৈমাক, ফরাসীতে সংদরুস, কাইরুবা, আরবীতে সংদরুস। ইংরাজীতে Gomeopal Sandazack.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ধূনাকে হিন্দুস্থানে রাল, মহারাষ্ট্রে রাল্লপীংবল্লী, গুজরাটে রাল, কর্ণাটে সর্জ্জরস, তৈলঙ্গে সর্জ্জরসমু—সর্জ্জ, পঞ্জাবে রাল অলু, ফারসীতে রালসমগরেবী ও আরবীতে কিকহর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Mimosa rubicaulis, মিমোস রুবিকলিস্। ইংরাজী নাম Yellow Risin. ইওলো রিজিন।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কুন্দুরুখোটীকে হিন্দীতে কুন্দুরু, গুন্দবরোসা, মহারাষ্ট্রে অবলগুন্দর, সালঈড়ীক, গুজরাটে কিন্দুরু, শেষগুন্দর, কর্ণাটে ইডবোল, তৈলঙ্গে কুন্দুরুমু, ফারসীতে কন্দুররুমী, খোটীমস্তকী ও আরবীতে কুন্দুরেজকর বিস্তুজ বলে। ইংরাজী নাম Olibanum. ডাক্তারী নাম The resin of the plant. দি রেসিন অব দি প্ল্যাণ্ট।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। শিলারসকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে শিলারস, গুজরাটে শেলারস, কর্ণাটে পিও-তৈল, দাক্ষিণাত্যে কপিতেল, ফারসীতে সলারস ও আরবীতে উসারেকমিয়া, মিথাস সাইলা বলে। ইংরাজীতে Liqid ambar.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। জায়ফলের হিন্দী নাম—জায়ফল, মহারাষ্ট্রী নাম জায়ফল, গুজরাটী ও কর্ণাটী

জায়ফল—তিক্ত, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রোচক, লঘু, কটু, দীপক, গ্রাহী ও স্বরহিত। ইহা—শ্লেষ্মা, বায়ু, মুখবৈরস্য, মলের দৌর্গন্ধ্য ও কৃষ্ণতা, ক্রিমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃৎপীড়া নাশ করে॥ ৫১। ৫২

জৈত্রী (১)—জাতীফলের ত্বক্‌কে জাতীপত্রী অর্থাৎ জৈত্রী বলা গিয়া থাকে। জৈত্রী—লঘু, স্বাদু, কটু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক, বর্ণকারক, এবং কফ-কাস-বমি-শ্বাস-তৃষ্ণা-ক্রিমি ও বিষ নাশক॥ ৫৩

লবঙ্গ (২)—লবঙ্গ, দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ ও শ্রীপ্রসূনক এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। লবঙ্গ—কটু-তিক্ত, লঘু, নেত্রহিত, শীতবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পাচক ও রুচিজনক। ইহা—কফ পিত্ত রক্ত তৃষ্ণা বমি আধ্মান শূল কাস শ্বাস হিক্কা ও ক্ষয় নাশ করে॥ ৫৪। ৫৫

বড় এলাইচ (৩)—এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুটি এইগুলি বড় এলাইচের নাম। বড় এলাইচ—পাকে ও রসে কটুক, অগ্নিজনক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা শ্লেষ্ম-পিত্ত-রক্তপ্রকোপ-কণ্ডূ-শ্বাস-তৃষ্ণা-হৃল্লাস-বিষ-বস্তিরোগ-মুখরোগ-শিরোরোগ-বমি ও কাস নাশক॥ ৫৬। ৫৭

ছোট এলাইচ (গুজরাটি এলাইচ) (৪)—সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ত্রুটি, এইগুলি ছোট এলাইচের নাম। ছোট এলাইচ—কটুরস, শীতবীর্য্য, লঘু ও বাতহর। ইহা কফ শ্বাস কাস অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক॥ ৫৮

তজ (৫)—(দারুচিনি বিশেষ)। ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গ, ভৃঙ্গ, চোচ ও উৎকট, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। তজ—লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্ত-মধুররস, রুক্ষ, পিত্তজনক, কফবাতনাশক। ইহা—কণ্ডূ-আম-অরুচি-হৃদ্রোগ-বস্তিরোগ-বাতার্শঃ-কৃমি-পীনস ও শুক্র নাশক॥৫৯।৬০

দারুচিনি (৬)—ত্বক্, স্বাদ্বী, তনুত্বক্ ও দারুসিতা (দারুচিনি) এইগুলি দারুচিনির নামান্তর। দারুচিনি—মধুর-তিক্ত-রস, বাতপিত্ত নাশক, সুরভি (সুগন্ধি), শুক্রজনক, বলকর এবং মুখশোষ ও তৃষ্ণানাশক॥ ৬১

তেজপত্র (৭)—পত্র, তমালপত্র ও পত্র বাচক শব্দ সমূহ তেজপত্রের পর্য্যায়। তেজপত্র—মধুর, কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, লঘু। ইহা—কফবাতার্শঃ, হৃল্লাস, অরুচি ও পীনস নাশক॥ ৬২

নাম জাইফল, তৈলঙ্গী জাজিকায়া, তামিলী জোদিকরায়, ব্রহ্মদেশী জাদিফু, ফারসী জোভোবুবা, আরবী জোজ্‌উত্‌তীব, ইংরাজী নাম Nutmeg. নাট্‌মেগ্।

(১) দেশভেদে নামভেদে। জৈত্রীকে হিন্দুস্থানে জাবিত্রী, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে জায়পত্রী, গুজরাটে জাবন্ত্রী, তৈলঙ্গে জাজিপত্রী, ফারসীতে জবিত্রী ও বজবার, আরবীতে বিসবাসা, ইংরেজীতে Mace. মেস বলে। লাটিন নাম Myristica Fragrans. মিরিষ্টিকা ফ্র্যাগ্রান্স।

(২) দেশভেদে নামভেদে। লবঙ্গকে হিন্দুস্থানে লোংগ, মহারাষ্ট্রে লবংগ, কর্ণাটে লবঙ্গকলিকা, গুজরাটে লবীংগ, ফারসীতে লৌঙ্গ ও মেহক, আরবে করনফুল, তামিলে কিরম্বের, তৈলঙ্গে লবঙ্গলু ও দাক্ষিণাত্যে লবঙ্ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Cloves. ক্লোভস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বড় এলাইচকে হিন্দুস্থানে বড়ী ইলাইচী বা ইলায়চি, পুবীর্ব্বী ইলায়চী, গুজরাটে মোটী এলচী, এলচা, কর্ণাটে পরড়ুলক্কী, ফারসীতে হৈলং কলাং, আরবীতে কাকলে কিবার, তৈলঙ্গে পেদ্দ এলা কুলু, এলুকচেট্টু, তামিলে এলম্ ও মহারাষ্ট্রে বেলদোড়ে ও মোরবেলা বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Larger cardamun, লার্জার কার্ডেমম্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ছোটএলাইচকে হিন্দীতে ছোটী ইলাচী ও গুজরাতী ইলায়চী, সফেদ ইলায়চী, মহারাষ্ট্রে বেলচী, গুজরাটে এলচীকাগদী, তৈলঙ্গে এলাকু, চিল্লয়ালকুলু এল্লকপ, দ্রাবিড়ে, এলোকুল্লকাপু, ফারসীতে হৈল, হিল ও হাল, আরবীতে কাকিলে সিগার বলে। ডাক্তারী নাম Elettaaia cardamomum ইলিটেরিয়া কার্ডেমোমাম্।

(৫।৬) দেশভেদে নামভেদ। দারুচিনিকে হিন্দীতে তজদালচীনী, মহারাষ্ট্রে দালচীনী, গুজরাটে ও কর্ণাটে তজ, তৈলঙ্গে সনলিঙ্গু, ডালচীনী, সনাললীঙ্গপুতা, তামিলে কারুথা করু উপট্টাঙ্গ, ফারসীতে দার্চিনী, আরবীতে সালীখা, ব্রহ্মদেশে মিট্‌খ্যাবো, লুসাই ভাষাতে থ্যাক্ থিন্ বলে। ডাক্তারী নাম Cinnamon Bark. লাটিন নাম Cunnamomi Cartex. ডাক্তারী নাম Cinamon, সিনামন্।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। তেজপত্রকে হিন্দীতে তেজপাত, মহারাষ্ট্রে তমালপত্র, সন্তারপান, গুজরাটে তমালপত্র, কর্ণাটে পত্রক, তৈলঙ্গে আকুপত্রী, ফারসীতে সাদরস্ ও আরবীতে সাজিজ বলে। ইংরাজী নাম Folia Malabathy. লাটিন নাম Cuinamomam mala. ডাক্তারী নাম The leaf of Lourus cassia. দি লিফ অব লরাস্ ক্যাসিয়া।

নাগকেশর (১)—নাগপুষ্প, নাগ, কেশর, নাগকেশর, চাম্পেয়, নাগকিঞ্জল্ক ও কাঞ্চন এইগুলি নাগকেশরেরপর্য্যায়। এই সকল শব্দ যখন নাগকেশরের পুষ্পকে বুঝাইবে, তখন উহারা ক্লীবলিঙ্গ হইবে। নাগকেশরফুল—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ,লঘু,আমপাচক। ইহা—জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, স্বেদ, বমি, হৃল্লাস, দৌর্গন্ধ্য, কুষ্ঠ, বীসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষনাশক ॥ ৬৩। ৬৪

ত্রিজাতক ও চাতুর্জাতক—দারুচিনি এলাইচ ও তেজপত্র এই তিনটি দ্রব্য মিলিত হইলে তাহাকে ত্রিসুগন্ধি বা ত্রিজাতক কহে। এই ত্রিজাতকের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত হইলে তাহাকে চাতুর্জাতক বলা গিয়া থাকে। ত্রিজাতক ও চাতুর্জাতক উভয়েই রোচক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, মুখদুর্গন্ধ নাশক, লঘু, পিত্ত ও অগ্নিজনক, বর্ণহিত এবং কফ-বাত-বিষ নাশক ॥ ৬৫।৬৬

কুঙ্কুম (২)—কুঙ্কুম, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক ও রক্ত নামক শব্দ সমুহ কুঙ্কুমের পর্য্যায়। কাশ্মীরদেশের ক্ষেত্রে যে কুঙ্কুম হয়, তাহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশর বিশিষ্ট ; রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি। এই কুঙ্কুমই শ্রেষ্ঠ। বাহ্লীক দেশে যে কুঙ্কুম জন্মে, তাহাও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশর বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ ও কেতকীগন্ধযুক্ত। এই কুঙ্কুম মধ্যম। পারসীক দেশে যে কুঙ্কুম উৎপন্ন হয়, তাহা স্থূল কেশরযুক্ত, ঈষৎ পাণ্ডুর বর্ণ ও মধুগন্ধি। এই কুঙ্কুম নিকৃষ্ট। কুঙ্কুম—কটু ও তিক্তরস, স্নিগ্ধ, বর্ণহিত, ইহা শিরোরোগ-ব্রণ-কৃমি-বমি-ব্যঙ্গ ও ত্রিদোষ নাশক ॥ ৬৭—৭১

গোরোচনা (৩)—গোরোচনা, মঙ্গল্যা, বন্দ্যা, গৌরী ও রোচনা, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। গোরোচনা—শীতবীর্য্য, তিক্ত, বশ্যা (বশীকরণক্ষম), মঙ্গলজনক, ও কান্তিপ্রদ। ইহা—বিষ-অলক্ষ্মী-গ্রহাবেশ-উন্মাদ-গর্ভস্রাব-ক্ষত ও রক্ত প্রকোপ নাশক ॥ ৭২

নখ ও নখী (৪)—(গন্ধদ্রব্য বিশেষ) নখ, ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রায়ুধ ও চক্রকারক এইগুলি নখের পর্য্যায়। স্বল্প নখকে নখী হনু ও হট্টবিলাসিনী কহে। নখদ্বয়—রসে ও পাকে কটু, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক, বর্ণহিত, স্বাদু। ইহা—গ্রহাবেশ শ্লেষ্ম বাত রক্তপ্রকোপ জ্বর কুষ্ঠ ব্রণ বিষ অলক্ষ্মী ও মুখদৌর্গন্ধ্যনাশক ॥ ৭৩।৭৪

সুগন্ধবালা (৫)—বাল, হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ, উদীচ্য, কেশ ও জলবাচক শব্দ সমুহ বালার পর্য্যায়। বালা—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু,অগ্নিদীপক, পাচক। ইহা—হৃল্লাস-অরুচি-বীসর্প-হৃদ্রোগ-আম ও অতিসারনাশক ॥ ৭৫

বীরণ (৬)—(বেণা)—বীরণ, বীরতরু, বীর ও বহুমূলক এইগুলি বেণার পর্য্যায়। বেণা—পাচক, শীতবীর্য্য, বমি নিবারক, লঘু, তিক্তরস, স্তম্ভন, জ্বরঘ্ন, ভ্রম রোগ ও মদরোগনাশক, কফপিত্ত হারক, এবং তৃষ্ণা, রক্তপ্রকোপ, বিষ, বীসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও ব্রণ নাশক ॥ ৭৬। ৭৭

উশীর (৭)—(বেণামূল)—বেণার মূলকে উশীর কহে। নলদ, অমৃণাল, সেব্য ও সমগন্ধিক এইগুলি উশীরের পর্য্যায়। উশীর—পাচক,শীতবীর্য্য,স্তম্ভন,লঘু, তিক্তমধুর রস। ইহা—জ্বর, বমি, মদরোগ, কফ,পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তপ্রকোপ,বিষ,বীসর্প,দাহ,মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণনাশক ॥৭৮।৭৯

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। নাগকেশরকে হিন্দুস্থানে কর্ণাটে ও গুজরাটে নাগকেশর, মহারাষ্ট্রে নাগকেশর, তাংবড়া নাগকেসর, তৈলঙ্গে নাগকেশরালু, তামিলে নাঙ্গল, বোম্বায়ে নাগচম্প, আরবী নাম নারমুস্ক বলে। ডাক্তারী নাম Mesuaferrea মেসুয়াফেরিয়া।

(২) দেশভেদে নামভেদ। কুঙ্কুমকে হিন্দুস্থানে কেসর, জাফরান, মহারাষ্ট্রে কেশর, গুজরাটে কেসর, কর্ণাটে কুংকুম,তৈলঙ্গে কুঙ্কুমপুবু,ফারসীতে লরকীমাস,আরবীতে জাফরান বলে। ইহার ডাক্তারীনাম Saffron স্যাফরন্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। গোরোচাকে হিন্দুস্থানে গোরোচন, গোদোচন, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে গোরোচন, গুজরাটে গোরোচন্দন, তৈলঙ্গে গোরোচনমু, ফারসীতে গাযরোহন ও আরবীতে [illegible] বলে। ইংরাজী নাম Gallstone Bijoor. লাটিন নাম Bastarous.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। নখীকে হিন্দুস্থানে দোনোং, নখ ও নখী, মহারাষ্ট্রে নখলা, বাঘনখ, গুজরাটে নখলা, সাবজনানখ, কর্ণাটে ও উৎকলে নখ ও বাঘনখ, ফারসীতে তাখুন পর্যা ও গ্রাহকসর এবং আরবীতে অজফারুতিব ও ইকলিলুল্‌মুলুক বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। বালাকে হিন্দুস্থানে সুগন্ধবালা, মহারাষ্ট্রে বাল্লা, দাক্ষিণাত্যে করংবাল, কর্ণাটে বালদবের খসমুষ্টিবাল, গুজরাটে বালো, তৈলঙ্গে বাড্রিবেল্লু, বোম্বাইয়ে বালা ও ফারসীতে অসারুং বলে। ডাক্তারী নাম Pavonia odorata. প্যাভো নিয়া ওডোরেটা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। বেণার নাম হিন্দীতে খস্, তৈলঙ্গে অবরুগড্ডি, উৎকলে বিণা, গন্দবিণা, বোম্বায়ে খস্‌খস্ ও তামিলে বেট্টেবের। ইহার ডাক্তারী নাম Andropogon Muricats. এনড্রোপোগন মিউরিকেট্‌স্।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। উশীরকে হিন্দীভাষাতে খশ, বীরন, গাণ্ডর, মহারাষ্ট্রে কালাবাল্লা, গুজরাটে কালোবালো, বোধ্যভাবালাজিনাংগীণমূল, কর্ণাটে বালদবেস, তৈলঙ্গে অবরুগট্টি বদ্দিবেরু নর, তামিলে বেট্টেবের, বোম্বাইয়ে খসখস, উৎকলে বিণা, গন্ধবিণা, বাধিবেরু বলে। ইহার ডাক্তারী নাম The Root of a fragrant grass. দি রুট অফ এ ফ্রেগ্রাণ্ট [illegible]।

জটামাংসী(১)—জটামাংসী, ভূতজটা, জটিলা ও ও তপস্বিনী এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। জটামাংসী—তিক্ত-কষায় রস, মেধ্য, কান্তিজনক, বলপ্রদ, স্বাদু, শীতবীর্য্য, এবং ত্রিদোষ, রক্তপ্রকোপ, দাহ, বীসর্প ও কুষ্ঠ নাশক॥ ৮০

শৈলেয় (২)—শৈলেয়,শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালানুসার্য্যক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। শৈলেয়—শীতবীর্য্য, হৃদ্য, লঘু এবং কফ পিত্ত কণ্ডু কুষ্ঠ অশ্মরী দাহ বিষ ও গুহ্যদেশনিঃসৃত শোণিত নাশ করে॥ ৮১

মুস্তা (৩) ও **নাগরমুস্তা**(৪)—মুস্তকশব্দ পুংক্লীব উভয়লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, মুস্ত শব্দ তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মুস্তক, মুস্ত, মেঘবাচক শব্দ সমূহ ও কুরুবিন্দ এইগুলি মুস্তার পর্য্যায়। আর ক্রোড়, কসেরুক, ভদ্রমুস্ত, গুন্দ্রা ও নাগরমুস্তক এইগুলি নাগরমুস্তার নামান্তর। মুস্তা—কটু, শীতবীর্য্য, গ্রাহী, তিক্ত, দীপক, পাচক, কষায় এবং কফ পিত্ত রক্তপ্রকোপ তৃষ্ণা জ্বর অরুচি ও কৃমি নাশক। যে মুস্তক অনুপদেশে জন্মে, সেই মুস্তক এবং তদ্দেশজ নাগরমুস্তক শ্রেষ্ঠ ও ঔষধে প্রশস্ত॥ ৮২—৮৪

কর্চুর (৫)—(শটী)—কর্চুর, বেধমুখ্যা, দ্রাবিড়, কল্পক ও শটী এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। শটী—অগ্নিদীপক, রুচিজনক, কটু তিক্ত রস, সুগন্ধি, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য ও লঘু। ইহা—কুষ্ঠ অর্শঃ ব্রণ কাস শ্বাস গুল্ম বাত কফ ও কৃমি নাশ করে॥ ৮৫। ৮৬

একাঙ্গী (৬)—মুরা, গন্ধকুটী, দৈত্যা, সুরভি ও তালপর্ণিকা এইগুলি একাঙ্গীর নাম। একাঙ্গী—তিক্ত-মধুররস,শীতবীর্য্য,লঘু এবং পিত্ত বাত জ্বর রক্তপ্রকোপ ভূতগ্রহ রক্ষোগ্রহ কুষ্ঠ ও কাস নাশক॥ ৮৭

গন্ধপলাশী (৭)—(সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষ, ইহা কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ)। শটী, পলাশী, ষড়গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিকা, গন্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ, পৃথুপলাশিকা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। গন্ধপলাশী—কষায়, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত, তীক্ষ্ণবীর্য্য, কটুক, অনুষ্ণ, মুখমল নাশক, এবং শোথ, কাস, ব্রণ, শ্বাস, শূল, হিক্কা (বা সিধ্ম) ও গ্রহ নাশক॥ ৮৮। ৮৯

প্রিয়ঙ্গু (৮) ও **গন্ধপ্রিয়ঙ্গু**—প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, কান্তা, লতা, মহিলা, গুন্দ্রা, গন্ধফলা, শ্যামা, বিষক্সেনা ও অঙ্গনাপ্রিয়া এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। প্রিয়ঙ্গু—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায় রস এবং বাত-পিত্ত-রক্তাতিযোগ-দৌর্গন্ধ্য-স্বেদ-দাহ-জ্বর-গুল্ম-তৃষ্ণা-বিষ ও মোহ নাশক। গন্ধ প্রিয়ঙ্গুরও এই সকল গুণ জানিবে। ইহার ফল—মধুর-কষায়, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, গুরু, বিবন্ধ আধ্মান ও বলকারক, সংগ্রাহী ও কফপিত্তনাশক॥ ৯০—৯২

রেণুকা (৯)—(মরিচ সদৃশ) রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধা, পাণ্ডুপুত্রী, কৌন্তী

---

(১)দেশভেদে নামভেদ। জটামাংসীকে হিন্দুস্থানে জটামাংসী, বালছড়, কনুচর, মহারাষ্ট্রে ও তৈলঙ্গে জটামাংসী, গুজরাটে বালছড়, কর্ণাটে বহলগন্ধজটামাংসী, আকাশজটামাংসী, ফারসীতে সুবুল্ ও আরবীতে সুবলুত্তীব বলে। ইংরাজী নাম Spikenard. লাটিনে Nordastachyo.

(২) দেশভেদে নামভেদ। শৈলজকে হিন্দুস্থানে ছুরিছরীলা, পথরকা ফূল, মহারাষ্ট্রে দগড়ফূল, গুজরাটে পাথরফূল, কর্ণাটে কলভু, কলহু, তৈলঙ্গে শৈলেয়মনেপ্রবামু, ফারসীতে দহাল, আরবীতে আশীনা। লাটিন নাম Parmalia perleta P. Perforatas.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে মোথা, মহারাষ্ট্রে মোথে, গুজরাটে মোথ্য, দ্রাবিড়ে গরমোটা, তৈলঙ্গে তুংগমুস্ত লকহতুঙ্গ, তামিলে কোরয, ফারসীতে নাদকষী ও আরবীতে মুকজমীন বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Cyperu rotundus. সাইপ্রাস্ রোটন্ডস্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। নাগর মুস্তার নাম হিন্দুস্থানে নাগরমোথা, মহারাষ্ট্রে নাগর মোথে, গুজরাটে নাগরমোথা, তৈলঙ্গে তুঙ্গমহলবিমু, তামিলে মুলহকাচ ও দাক্ষিণাত্যে গরমোটা। ডাক্তারী নাম Mariscus Cypru.. মেরিস্কাস সাইপ্রাস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। শটীকে হিন্দুস্থানে কচুর কালী হলদী, বোম্বায়ে কচোরা, মহারাষ্ট্রে কচোরা, নরকচোরা, কাচরী, গুজরাটে কচুরী, কর্ণাটে কচোরা, তৈলঙ্গে কাচোরালু; ওকাতো কচেট্টা, ফারসীতে জরংবাদ ও আরবীতে এরকুলকাফুর বলে। ডাক্তারী নাম Curcuma gedoaria কারকুমা জেডোয়ারিয়া।

(৬) দেশভেদে নাম। ইহাকে হিন্দীতে একাঙ্গী, মুরা, মহারাষ্ট্রে একাঙ্গী, মুরা, কর্ণাটে মুরে ও গুজরাটে মোরমাংসী বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। গন্ধপলাশীকে হিন্দীতে গন্ধপলাশী কচুরভেদ,কর্পূরকাচরী, মহারাষ্ট্রে কাপূর কচরী ও আম্বেহলদ, গুজরাটে কপূর কাচরী, তৈলঙ্গে কিচলি রাগড্ডল। বোম্বায়ে আম্বেহলদ, আরবীতে জরংবাদ বলে। লাটীন নাম Hodj chusin specatum. বলে।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। প্রিয়ঙ্গুর নাম হিন্দুস্থানে প্রিয়ংগু, ফুলফেন ও ফুলপ্রিয়ঙ্গু, মহারাষ্ট্রে গহুলা, গুজরাটে ঘউলা, কর্ণাটে নেপিলঙ্গু, বোম্বায়ে গহলী ও তৈলঙ্গে প্রেঙ্কণ পুচেট্ট বলে। ডাক্তারী নাম Aglaia Raxburghianna. আগ্লিয়া রক্সবার্ঘিয়ানা।

(৯) দেশভেদে নামভেদ। রেণুকাকে হিন্দুস্থানে সম্ভালুকেবীজ, বোম্বায়ে রেণুকবীজ বা কৌন্তী, [illegible]

ও হরেণুকা, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। রেণুকা—কটু-বিপাক, তিক্তকটু-রস, অনুষ্ণবীর্য্য, লঘু, পিত্তজনক, অগ্নিদীপক, মেধ্য, পাচক, গর্ভপাতকারক, কফবাতজনক এবং তৃষ্ণা কণ্ডূ বিষ ও দাহনাশক ॥ ৯৩। ৯৪

গ্রন্থিপর্ণ (১)—(গেঁটেলা) গ্রন্থিপর্ণ, গ্রন্থিক, কালপুচ্ছ, গুচ্ছক, নীলপুষ্প, সুগন্ধ ও তৈলপর্ণক এইগুলি গেঁটেলার নাম। গেঁটেলা-তিক্ত-কটুরস, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-দীপক, লঘু, এবং কফ-বাত-বিষ-শ্বাস-কণ্ডূ ও দৌর্গন্ধ্য-নাশক ॥ ৯৫। ৯৬

স্থৌণেয়ক (থনের) (২)—(ইহা গেঁটেলারই প্রকার ভেদ, ঈষৎ সুগন্ধ)। স্থৌণেয়ক, বর্হিবর্হ, শুকবর্হ, কুক্কুর, শীর্ণরোম, শুক, শুকপুষ্প ও শুকচ্ছদ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। স্থৌণেয়—কটু, স্বাদু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, মেধাজনক, শুক্রকারক, রুচিপ্রদ, রক্ষোঘ্ন এবং জ্বর-কৃমি-কুষ্ঠ-রক্তপ্রকোপ-তৃষ্ণা-দাহ-দৌর্গন্ধ্য ও তিলকালক নাশক ॥ ৯৭। ৯৮

নিশাচর—(ইহাও গেঁটেলার প্রকার ভেদ, নেপাল দেশে জাত ও ভটেউর নামে প্রসিদ্ধ)। নিশাচর, ধনহর, কিতব ও গণহাসক, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। নিশাচর—মধুর-তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, রুচিকর, লঘু, তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, শীতবীর্য্য এবং কুষ্ঠ-কণ্ডূ-কফ-অনিল-রক্ষঃ-শ্রী-স্বেদ-মেদঃ-রক্তপ্রকোপ-জ্বর-দুর্গন্ধ-বিষ ও ব্রণনাশক ॥ ৯৯। ১০০

তালীস (৩)—(ভূম্যামলকীবদ্ গুচ্ছ যুক্ত)। তালীস, পত্রাঢ্য, ধাত্রীপত্র, এই তিনটি একার্থ বাচক শব্দ। তালীস-লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, এবং শ্বাস-কাস-কফ-বাত-অরুচি-গুল্ম-আম-অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ নাশক ॥ ১০১

কক্কোল—(সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ, শীতলচীনি নামে লোকে প্রসিদ্ধ)। কক্কোল, কোলক ও কোষফল এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। কক্কোল—লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণ-বীর্য্য, তিক্ত, হৃদ্য, রুচিপ্রদ এবং মুখদৌর্গন্ধ্য-হৃদ্রোগ-কফ-বাতরোগ ও আন্ধ্যনাশক ॥ ১০২

গন্ধকোকিলা ও গন্ধমালতী—গন্ধকোকিলা স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক, তিক্তরস ও সুগন্ধ। গন্ধমালতী ও গন্ধকোকিলার তুল্যগুণ জানিবে ॥ ১০৩

লামজ্জক—(৪) (ইহা উশীরবৎ পীতবর্ণ তৃণ বিশেষ অর্থাৎ বেণা বিশেষ)। লামজ্জক, সুনাল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথক, সেব্য, নলদ ও অবদাহক এইগুলি বেণাবিশেষের নামান্তর। লামজ্জক-শীতবীর্য্য, তিক্ত, লঘু এবং ত্রিদোষ-রক্তপ্রকোপ-ত্বগ্‌রোগ স্বেদ-মূত্রকৃচ্ছ্র-দাহ ও রক্তপিত্ত রোগ নাশক ॥ ১০৪। ১০৫

এলবালুক (৫)—(ইহা কক্কোলসদৃশ ও কুড়ের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট)। এলবালুক, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, ঐলবালুক, এলালু ও কপিত্থত্বক্ এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। এলবালুক—কটুবিপাক, কষায়রস, শীতবীর্য্য, লঘু, এবং কণ্ডূ-ব্রণ-বমি-তৃষ্ণা কাস-অরুচি-হৃদ্রোগ-কফ-বিষপিত্তরক্তকুষ্ঠমূত্ররোগ ও কৃমি নাশক ॥ ১০৬। ১০৭

কৈবর্ত্তমুস্তক বা বিতুন্নক (৬)—ইহা বিতুন্নক বৃক্ষের ত্বক্, দেখিতে মুতার ন্যায় আকৃতি। কুটন্নট, দাসপুর, বানেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনদ ও কৈবর্ত্তীমুস্তক এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। বিতুন্নক-মুস্তাবৎ বিরলপত্র ও শুক্লাভ। ইহা শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-কটু রস, কান্তিপ্রদ এবং কফ-পিত্ত-রক্ত-বীসর্প-কুষ্ঠ-কণ্ডূ ও বিষনাশক ॥ ১০৮। ১০৯

স্পৃক্কা (৭)—(সুগন্ধিদ্রব্য, শাকবিঃ, পিড়িংশাক)। স্পৃক্কা, অসৃক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুন্মালা, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটিবর্ষা ও লঙ্কোপিকা, এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। স্পৃক্কা—স্বাদু, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, তিক্ত, সর্ব্বদোষনাশক এবং কুষ্ঠ-কণ্ডূ-বিষ-স্বেদ-দাহ-অলক্ষ্মী-জ্বর ও রক্ত নাশক ॥ ১১০। ১১১

ষেষ্টী ও গুজরাটে হরেণু বলে। ডাক্তারী নাম Piper aurantiacum. পিপার অরান্টিয়াকম্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। গেঁটেলাকে হিন্দীতে গণ্টিবণ বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। স্থৌণেয়কে হিন্দুস্থানে থুনের, মহারাষ্ট্রে থুণোর, কর্ণাটে স্থৌণজ, তৈলঙ্গে সুগন্ধদ্রব্যমু ও নেপালে ভটিউর বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। তালিশপত্রকে হিন্দীতে তালিশ-পত্র, তালীসপত্র, মহারাষ্ট্রে লঘুতালীসপত্র, তৈলঙ্গ ও তামিলে তালিশপত্রী, দ্রাবিড়ে, পংনিঅল ও বোম্বায়ে তাম্বঠ, কারসীতে জরনব, আরবীতে তালীসফর বলে। ডাক্তারী নাম Pinus Webbiana. পাইনস্ ওয়েবিয়ানা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। লামজ্জককে হিন্দুস্থানে লামজ্জক ও তৈলঙ্গে তেল্লবট্টিবেরু, মহারাষ্ট্রে—লাবজ পীবলাবালা, গুজরাটে সুগন্ধিপীলু, খডজল জলবালে, বলে। ডাক্তারী নাম The Juncus odoratus. দি জাঙ্কাস্ ওডোরেটস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। এলবালুকাকে হিন্দুস্থানে এলুবা, মহারাষ্ট্রে কলংগডলে, ও বেলচী এবং তৈলঙ্গে কুতুখুডম বলে।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। কৈবর্ত্তমুস্তার হিন্দীনাম গুড়তজী, কেবটী মোথা। ইহাকে মরাটী ভাষায় কেবডী মোথা, গুজরাটী ভাষায় কৈবর্ত্ত মোথা বলে। ডাক্তারী নাম Hexastachoys Roxb হেক্সাস্টাচস্ রক্সব।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। পিড়িংশাককে হিন্দুস্থানে অসবরগ, অস্পরকপুরী, উৎকলে কিরিকি শাক, মহারাষ্ট্রে স্পৃক্কা, গগোণা; কর্ণাটে ফিকে ও তৈলঙ্গে পৃক্ক নেডুদ্রব্যমু বলিয়া থাকে।

পপ টী—(সুগন্ধিদ্রব্য, উত্তর দেশে পদ্মাবতী নামে খ্যাত)। পর্পটী, রঞ্জনা,কৃষ্ণা, জতুকা, জননী,জনী জতু-কৃষ্ণা,অগ্নিসংস্পর্শা,জতুকৃৎ ও চক্রবর্ত্তিনী এইগুলি একার্থ-বাচক শব্দ। পর্পটী—কষায় তিক্ত, শীতল, বর্ণপ্রদ, লঘু এবং বিষ-ব্রণ-কণ্ডু-কফ-পিত্তরক্ত ও কুষ্ঠ-নাশক॥১১২।১১৩

নলিকা (১)—(ইহা উত্তরাপথে প্রসিদ্ধ, সুগন্ধিদ্রব্য, প্রবালাকৃতি)। নলিকা, বিদ্রুমলতা, কপোতচরণা, নটী, ধমনী, অঞ্জনকেশী, নির্ম্মধ্যা, সুষিরা ও নলী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। নলিকা-শীতবীর্য্য, লঘু, চক্ষুষ্য এবং কফপিত্ত-মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-বাত-তৃষ্ণা রক্ত-দুষ্টি-কুষ্ঠ-কণ্ডু ও জ্বর নাশক॥ ১১৪।১১৫

প্রপৌণ্ডরীক (২)—(সুগন্ধদ্রব্য, পুণ্ডেরী নামে প্রসিদ্ধ)। প্রপৌণ্ডরীক, পৌণ্ডর্য্য, চক্ষুষ্য ও পৌণ্ডরীয়ক, এইগুলি একার্থ বাচকশব্দ। ইহা—মধুর-তিক্ত-কষায় রস, শুক্রজনক, শীতবীর্য্য, চক্ষুষ্য, মধুরবিপাক বর্ণকর ও কফপিত্তনাশক॥ ১১৬

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে কর্পূরাদিবর্গ।

অথ গুড়ূচ্যাদি বর্গ।

—:০:—

গুড়ূচীর (৩) উৎপত্তি নাম ও গুণ—সম্মান-শালী রাক্ষসাধিপতি লঙ্কেশ্বর রাবণ কামাসক্ত হইয়া রামপত্নী সীতাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলে, বলবান্ রাম, বানর সৈন্য দ্বারা জায়াপহারী সেইপরম শত্রু রাবণকে রণে নিহত করেন। সেই বলগর্ব্বিত দেবশত্রু রাবণ নিধন প্রাপ্ত হইলে দেবরাজ সহস্রলোচন (ইন্দ্র), রামচন্দ্রের প্রতি অতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং যে কোন বানর রাক্ষস কর্ত্তৃক রণে নিহত হইয়াছিল, অমৃত বর্ষণ দ্বারা তিনি তাহাদিগকে সংসিক্ত করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। সেই বানরগণের গাত্র হইতে অমৃত বিন্দু সকল প্রচ্যুত হইয়া যে সকল স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানেই গুড়ূচী জন্মিয়াছিল। গুড়ূচী, মধুপর্ণী, অমৃতা, অমৃতবল্লরী, ছিন্না, ছিন্নরুহা, ছিন্নোদ্ভবা, বৎসাদনী, জীবন্তী, তন্ত্রিকা, সোমা, সোমবল্লী, কুণ্ডলী, চক্রলক্ষণিকা, ধীরা, বিশল্যা, রসায়নী, চন্দ্রহাসা, বয়স্থা, মণ্ডলী ও দেবনির্ম্মিতা, এইগুলি গুড়ূচীর (গুলঞ্চের) নাম। গুড়ূচী—কটু-তিক্ত-কষায়রস, মধুরবিপাক, রসায়ন, সংগ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকারক ও অগ্নিদীপক। ইহা—ত্রিদোষ, আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, কৃমি ও বমি নাশ করে। (প্রমেহ-শ্বাস-কাস-অর্শঃ-মূত্রকৃচ্ছ্র-হৃদ্রোগ ও বাতনাশক। ইহা অধিক পাঠ)॥ ১—১০

তাম্বূল (পান) (৪)—তাম্বূলবল্লী, তাম্বূলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এইগুলি পানের নাম। পান—মুখ-

(১) দেশভেদে নামভেদ। নলিকাকে মহারাষ্ট্রে নলিকাজাঈ, কর্ণাটে বেসনলিকে, তৈলঙ্গে পক্কেমুক সুগন্ধিদ্রব্যমু বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। পুণ্ডরিয়ার নাম হিন্দুস্থানে পুংগেরী, পুণ্ডরিয়া, মহারাষ্ট্রে পুণ্ডরীক বৃক্ষ; তৈলঙ্গে পুণ্ডরীকমনুগে বিধানমু, গুজরাটী ভাষায় পাণ্ডেরবা ও কর্ণাটী ভাষায় পুণ্ডরীক। ডাক্তারী নাম Root stock of nymphaea lotus. রুট ষ্টক অব্ নিম্ফিয়া লোটস্।

ইতি কর্পূরাদিবর্গ

(৩) দেশভেদে নামভেদ। গুলঞ্চের নাম হিন্দুস্থানে গুড়চ, গিলোয়, ঘডুঞ্চ, মহারাষ্ট্রে গুল্লবেল, কর্ণাটে অমরদবল্লি, তৈলঙ্গে তিপ্পতীগা, তিপ্পতিজ, গোধূচি, কান্যকুব্জে গুরুচ্চী, গুজরাটে গলো, তামিলে সিন্দী, লকোদী, বোম্বায়ে গিরুলী, পঞ্জাবে গলাহব, ফারসীতে গিলাহ ও আরবী ভাষায় গিলোঈ। ডাক্তারী নাম Combuscordifolia. ল্যাটিন ভাষায় Tinasporaa Cordifolia. টাইনস্পোরা কর্ডিফোলিয়া।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। তাম্বূলকে হিন্দুস্থানে পান, নাগরবেল, তৈলঙ্গে তামলপাকু, তামিলে বেট্রিলী, মহারাষ্ট্রে নাগবেল, গুজরাটে নাগরবেল, পান, কর্ণাটে

বৈবর্ণ্যকারক, রুচিজনক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কষায়-তিক্ত-কটু-ক্ষাররস, সারক, বশীকরণক্ষম, রক্তপিত্তকারক, লঘু, বলকর এবং শ্লেষ্ম-মুখদৌর্গন্ধ্য-মল-বাত ও শ্রম নাশক॥ ১১। ১২

বিল্ব (বেল) (১)—বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর ও শ্রীফল এইগুলি বেলের নাম। বেল—কষায়-তিক্ত, মলসংগ্রাহী, রুক্ষ, অগ্নিজনক, পিত্তকারক, বাতশ্লেষ্ম-নাশক, বলকারক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য ও পাচক॥ ১৩

গাম্ভারী (গামার) (২)—গাম্ভারী, ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মীরী, কাশ্মরী, হীরা, কাশ্মর্য্য, পীতরোহিনী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা ও মহাকুসুমিকা, এইগুলি গাম্ভারীর নাম। গাম্ভারী—কষায়-তিক্ত-মধুররস, উষ্ণ-বীর্য্য, গুরু, অগ্নিদীপক, পাচক, মেধ্য, ভেদক, ভ্রম-শোষ-নাশক, বাতাদিদোষ-তৃষ্ণা-আম-শূল-অর্শঃ-বিষ-দাহ ও জ্বরনাশক। গাম্ভারীফল—বৃংহণ, বৃষ্য, গুরু, কেশহিত, রসায়ন, বাত-পিত্ত-তৃষ্ণা-রক্ত-ক্ষয় ও মূত্র-বিবদ্ধতানাশক। ইহা মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কষায়াম্লরস, বিশুদ্ধিকারক এবং দাহ-তৃষ্ণা-বাত-রক্ত-পিত্ত ক্ষত ও ক্ষয়নিবারক॥ ১৪—১৮

পারুল (৩) ও ঘণ্টাপারুল (৪)—পাটলি, পাটলা, মোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী, অলিবল্লভা ও তাম্রপুষ্পী এইগুলি পারুলের নাম এবং পাটলা, সিতা, মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলি, এইগুলি ঘণ্টাপারুলের নাম। পারুল—কষায়-তিক্ত, অনুষ্ণবীর্য্য, দোষত্রয়নাশক এবং অরুচি-শ্বাস-শোথ-রক্তপ্রকোপ-বমি-হিক্কা ও তৃষ্ণাহারক। পারুলের পুষ্প—কষায়-মধুর, শীতবীর্য্য, হৃদ্য, কফ ও রক্তপ্রকোপনাশক, পিত্তাতিসারনিবারক ও কণ্ঠের হিতকর। পারুলের ফল—হিক্কা ও রক্তপিত্ত-প্রশমক॥ ১৯—২২

গণিয়ারি (৫)—অগ্নিমন্থ, জয়, শ্রীপর্ণী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী, তর্কারী, নাদেয়ী, বৈজয়ন্তিকা, এই গুলি গণিয়ারির নাম। গণিয়ারি—শোথনাশক, উষ্ণবীর্য্য, কফ-বাতপ্রশমক, পাণ্ডুনিবারক, কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর রস ও অগ্নিবর্দ্ধক॥ ২৩। ২৪

সোনাপাঠা (৬)—শ্যোনাক, শোষণ, নট, কটঙ্গ, টুণ্টুক, মণ্ডুকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাস, কুটন্নট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব ও কটম্ভর, এইগুলি সোনাপাঠার নাম। সোনাপাঠা—অগ্নিদীপক, কটুবিপাক, কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, এবং বায়ুপিত্তশ্লেষ্ম-কাস নাশক। ইহার কচিফল—রুক্ষ, বাতকফহর, হৃদ্য, কষায়-মধুররস, রুচিজনক, লঘু, অগ্নিদীপক ও গুল্ম-অর্শঃ-কৃমিনাশক। ইহার পক্বফল গুরু ও বাত-প্রকোপক॥ ২৫ ২৮

বৃহৎ পঞ্চমূলের লক্ষণ ও গুণ—বিল্ব, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি ও শ্যোনা এই পাঁচটি গাছের মূল মিলিত হইলে তাহাকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহা যায়। বৃহৎ পঞ্চমূল—তিক্ত-কষায়-মধুররস, কফবাত নাশক, শ্বাস-কাসঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, লঘু ও অগ্নিদীপক॥ ২৯। ৩০

নাগরবল্লী, পর্ণ, ফারসী ভাষায় বর্গংতবোল, আরবীতে কাম, উৎকলে ও কোকণে পানবেল বলে। ইংরাজী ভাষায় Betel leaf. ল্যাটিন নাম piper Betle পিপার বিটল।

(১) দেশভেদে নামভেদ। বেলকে হিন্দুস্থানে বেল, মহারাষ্ট্রে বেলবৃক্ষ, বেলফল, গুজরাটে বিলোবিলু, কর্ণাটে বেললু, তৈলঙ্গে মারেডীপংডুবিল্ব, তামিলে বিল্বপাঝাম বলে। ল্যাটিন নাম Aragle marmelos.

(২) দেশভেদে নামভেদ। গামারকে হিন্দীভাষায় কুম্ভের, খম্ভারী, মহারাষ্ট্রে শীবণগম্ভারী, কর্ণাটে শীবনী, তৈলঙ্গে সাল্লাগুমুটিচেট্টু, গুজরাটী ভাষায় শবনা, ল্যাটিন ভাষায় Gmelina arboria. বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। পারুলকে হিন্দুস্থানে পদ্, পাডরি, পাঢল, সফেদ পাডর, কষ্ঠপাডর, মহারাষ্ট্রে রক্ত-পাড়ল, কর্ণাটে হাদরী, বিলীর হাদরী, তৈলঙ্গে কল-গোরু বা কলিগোট্টুচেট্টু, গুজরাটে রাতাফুলনাপাডল, শ্বেত পাডল, কাংকচ, উৎকলে পাটুড়ি ও তামিলে পড়ি বলে। ল্যাটিন ভাষায়—Vignonia suaveolens. ইহার ডাক্তারী নাম Streospermum Suaveolens. ষ্টিরিও স্পারমম্-সোয়াভিওলেন্স।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ঘণ্টাপারুলের নাম হিন্দুস্থানে মোখা, মহারাষ্ট্রে মোখে, কর্ণাটে মোখলগাই, তৈলঙ্গে মোক্ষপুচেট্টু বা মুকচুগুচেট্টু। ইহার ডাক্তারী নাম Chelonioides. চিলোনিওইডেস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। গণিয়ারীর নাম হিন্দুস্থানে অরনী, অগেথু, গণিবারী, ছোট অরনী, উৎকলে অগিবথু, তৈলঙ্গে নেলীচেট্টু, মহারাষ্ট্রী ভাষায় থোরঐরণ, লঘু-ঐরণ। টাহাংকল্লী, নরবেল্য, গুজরাটী ভাষায় অরনী, ঐরণ। ইহার ডাক্তারী নাম prumna Seratifolia. প্রম্না সেরাটিফোলিয়া। ল্যাটিন, নাম Cloredrudron phlomodes.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। শোনার নাম হিন্দুস্থানে সোনাপাঠা, অরলু, মহারাষ্ট্রে টেংটু, উৎকলে ফলফলা, পঞ্জাবে মুলিন্, নেপালে করকচ ও তামিলে পন। গুজরাটী ভাষায় অরডুশো, অরলাঠা, কর্ণাটে শোণা, শোডিগফর, তৈলঙ্গী ভাষায় পোম্মাঞ্জাই, ইহার ডাক্তারী নাম Bignoni Indica বিগোনিয়া ইণ্ডিকা। ল্যাটিন ওরক্সিলংইণ্ডিকম্ (Orocylum indicum)

শালপাণি (১)—শালপর্ণী, স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারিগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী, এইগুলি শালপাণির নাম। শালপাণি—গুরু, বমি-জ্বর-শ্বাস-অতিসার নাশক, শোষ ও ত্রিদোষহর, বৃংহণ, রসায়ন, তিক্ত-স্বাদুরস, বিষহর এবং ক্ষত-কাস-কৃমিনাশক॥ ৩১। ৩২

চাকুলে (২)—পৃশ্নিপর্ণী, পৃথক্পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রিপর্ণী, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলসী, ধাবনী ও গুহা এইগুলি চাকুলের নাম। চাকুলে—ত্রিদোষনাশক, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, সারক এবং দাহ-জ্বর-শ্বাস-রক্তাতীসার-তৃষ্ণা ও বমি নিবারক॥ ৩৩। ৩৪

বার্ত্তাকী (৩)—(বৃহতী)। বার্ত্তাকী, ক্ষুদ্রভণ্টাকী, মহতী, বৃহতী, কুলী, হিঙ্গুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোষ্ট্রী, দুষ্প্রধর্ষিণী, এইগুলি বৃহতীর নাম। বৃহতী—মলসংগ্রাহক, হৃদ্য, পাচক, কফ-বাত-নাশক, কটু-তিক্তরস, মুখবৈরস্য মুখমল ও অরুচি নিবারক এবং উষ্ণবীর্য্য। ইহা কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্য নাশ করে॥ ৩৫। ৩৬

কণ্টকারী (৪)—কণ্টকারী, দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী ও বৃহতী এইগুলি কণ্টকারীর পর্য্যায়। বৃহতী ও কণ্টকারী এই উভয়ই বৃহতীনামে অভিহিত।

যেহেতু সুশ্রুতে উক্ত আছে,—'ক্ষুদ্রা, ক্ষুদ্রভণ্টাকী (কণ্টকারী ও বৃহতী) এই উভয়ই বৃহতী শব্দে বর্ত্তে। অর্থাৎ বৃহতী শব্দে কণ্টকারী ও বৃহতী উভয়কেই বুঝায়। শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী, এইগুলি শ্বেত কণ্টকারীর পর্য্যায়। কণ্টকারী—সারক, তিক্তকটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, এবং ইহা—কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বাত, পীনস, পার্শ্বপীড়া, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নাশ করে। কণ্টকারী ও বৃহতীর ফল—কটু-তিক্তরস, কটুবিপাক, শুক্রের রেচক, ভেদক, পিত্তাগ্নিজনক, লঘু, এবং কফ-বায়ু-কণ্ডু-কাস-মেদঃ-কৃমি ও জ্বরনাশক। শ্বেতকণ্টকারীও এই সকল গুণান্বিত, বিশেষ-উহা গর্ভপ্রদ॥ ৩৭—৪২

গোক্ষুর (৫)—গোক্ষুর, ক্ষুরক, ত্রিকণ্ট, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, গোক্ষুরক (ভক্ষ্যটক, পাঠান্তর), বনশৃঙ্গাট, পলঙ্কষা, শ্বদংষ্ট্রা ও ইক্ষুগন্ধিকা, এইগুলি গোক্ষুরের পর্য্যায়। গোক্ষুর—শীতবীর্য্য, স্বাদু, বলকারক, বস্তিশোধক, মধুর, দীপক, বৃষ্য, পুষ্টিকর এবং অশ্মরী-প্রমেহ-শ্বাস-কাস-অর্শঃ-মূত্রকৃচ্ছ্র-হৃদ্রোগ ও বাতনাশক॥ ৪৩—৪৫

লঘু পঞ্চমূলের লক্ষণ ও গুণ—শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটির মূল মিলিত হইলে, তাহাকে লঘুপঞ্চমূল কহা যায়। লঘুপঞ্চমূল—লঘু, স্বাদু, বলকর, বাত-পিত্তনাশক, নাত্যুষ্ণবীর্য্য, বৃংহণ, মলসংগ্রাহক এবং জ্বর-শ্বাস-অশ্মরী নাশক॥ ৪৬। ৪৭

দশমূলের লক্ষণ ও গুণ—বৃহৎ পঞ্চমূল ও লঘুপঞ্চমূল মিলিত হইলেই তাহাকে দশমূল কহা গিয়া থাকে। দশমূল—ত্রিদোষঘ্ন, ইহা—শ্বাস-কাস-শিরোরোগ-তন্দ্রা-শোথ-জ্বর-আনাহ-পার্শ্বপীড়া ও অরুচি নাশ করে॥ ৪৮

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। শালপানীকে হিন্দুস্থানে সরিবন, মহারাষ্ট্রে সালবন বা ভুঁইশেবগা, উৎকলে শারপাণি, গুজরাটে শালিপর্ণী, কর্ণাটে মুরুলুবোনে, তৈলঙ্গ ভাষায় শীযাকুপনা, সপ্তাকুপোবা বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Desmodium gangeticum ডেসমোডিয়ম্ গ্যান্জেটিকম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। চাকুলের হিন্দীনাম পীঠবন, পিঠোনী, ডাবড়া, দোরা, পৃশ্নিপর্ণী, মহারাষ্ট্রে সেবরা, পীঠবণ; কর্ণাটে নরিয়লবোনে, তোরেমোড; তৈলঙ্গে কোলাকুপন্না ও উৎকলে ক্রষ্টপর্ণি। গুজরাটে পৃষ্টিপর্ণী। ডাক্তারী নাম Hemionitis Cordifolia. হেমিওনাইটিস্ কর্ডিফোলিয়া।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বৃহতীকে হিন্দীতে বরহণ্টা; কটাই, বোম্বায়ে ডোরলীবিঙ্গনী; তৈলঙ্গে কুকমাচী; পেদ্দামুলংগা, কর্ণাটে হেগ্‌গুল্লু; গুজরাটে উভীভোরিঙ্গনী; তামিলে চেরুচুণ্ট, মহারাষ্ট্রে থোর ডোরলী, ফারসীতে উস্তরগার, আরবীতে বাদুংজান জঙ্গলী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম So'anum Indicum. সোলানম্ ইণ্ডিকম্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কণ্টকারীর নাম হিন্দুস্থানে কণ্টেলি, কটেরী, লঘু কটাই, রেঙ্গনী, ভটকটৈয়া, তৈলঙ্গে নেবটীমুলক্কা ব্রাকুড়িচেট্টু, উৎকলে কণ্টিকারিকা, মহারাষ্ট্রে রিঙ্গনী, ভুঁইরিঙ্গনী, লঘুরিঙ্গনী, গুজরাটে বেঠীভোরিঙ্গনী, কর্ণাটে নেল্লগুল্লু। ইহার ডাক্তারী নাম Solanum Janthocarpem. সোলানম্ জ্যান্থোকারপম্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। গোক্ষুরকে হিন্দিতে গোখুরু, ছোটে গোখরু, মহারাষ্ট্রে সরাটে, লহান গোখরু, গুজরাটে গোখরু, উভোবেঠো, বেজাতলো, কর্ণাটে বেড়িভীসরাটীগোড়ুনেগ্গিলু, তৈলঙ্গে পাল্লেরু, ফারসীতে তুখ্ম খোর খক, আরবীতে বজরুলখসক, খসক উলমার, খশুক, উৎকলে গোখরা ও বেড়িগীসরাটী বলে। ডাক্তারী নাম Tygophyllem Tribulus terestris. টাইগোফিলি ট্রিবুলস্ টেরিস্ট্রিস্।

জীবন্তী (১)—(ইহা শাকবিশেষ,শর্করার ন্যায় ইহার পুষ্প মধুররস)—জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জীবনীয়া, মধুস্রবা, মঙ্গল্যা, শাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। জীবন্তী—শীতবীর্য্যা, স্বাদু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, রসায়ন, বলকর, নেত্রহিত, মলসংগ্রাহক ও লঘু॥ ৪৯। ৫০

মুদ্গপর্ণী (২)—(মুগানি)—মুদ্গপর্ণী, কাকপর্ণী, সূর্য্যাপর্ণী, অল্পিকা, সহা, কাকমুদ্গা ও মার্জ্জারগন্ধিকা এইগুলি মুগানির নাম। মুগানি—শীতবীর্য্যা, রুক্ষ, তিক্ত, স্বাদু, শুক্রজনক, চক্ষুষ্যা, ক্ষত শোথনাশক, মলসংগ্রাহক, জ্বর দাহনাশক, ত্রিদোষঘ্ন, লঘু, এবং গ্রহণী অর্শঃ অতিসার প্রশমক॥ ৫১। ৫২

মাষপর্ণী (৩)—(মাষানি)—মাষপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, কাম্বোজী, হয়পুচ্ছিকা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা ও মহাসহা, এইগুলি মাষানির নাম। মাষানি—শীতবীর্য্যা, তিক্ত-মধুর, রুক্ষ, শুক্র বল ও রক্তকারক, মলসংগ্রাহক এবং শোথ-বাত-পিত্ত-জ্বর ও রক্তপ্রকোপ নাশক॥ ৫৩। ৫৪

জীবনীয়গণের লক্ষণ ও গুণ—জীবক-ঋষভকাদি অষ্টবর্গ এবং যষ্টিমধু, জীবন্তী, মুগানি ও মাষানি, ইহাদিগকে জীবনীয়গণ কহে। জীবনীয় গণকে জীবনগণ ও মধুরগণও কহা গিয়া থাকে। জীবনীয়গণ—শুক্রজনক, বৃংহণ, শীতবীর্য্য, গুরু, গর্ভপ্রদ, স্তন্য ও কফকারক, পিত্ত ও রক্তদুষ্টিহারক, এবং তৃষ্ণা-শোষ-জ্বর-দাহ ও রক্তপিত্ত নিবারক॥৫৫—৫৭

শুক্ল ও রক্ত এরণ্ড (৪)—আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্ব-হস্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, ব্যড়ম্বক, বাতারি, তরুণ ও রুবুক এইগুলি শুক্লএরণ্ডের পর্য্যায়। এবং রুবুক, উরুবুক, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু ও উত্তানপত্রক, এইগুলি রক্তএরণ্ডের (লাল ভ্যারাণ্ডার) নাম। এই দুই প্রকার এরণ্ডই মধুররস, উষ্ণবীর্য্য ও গুরু। ইহা-শূল, শোথ, এবং কটি-বস্তি-শিরঃপীড়া, উদর, জ্বর, ব্রধ্ন, শ্বাস, কফ, আনাহ, কাস, কুষ্ঠ ও আমবাত নাশ করে। এরণ্ডপত্র বাতঘ্ন, ইহা কফ কৃমি মূত্রকৃচ্ছ্র এবং পিত্তরক্ত প্রকোপ নাশ করে। এরণ্ডের অগ্রদল (খুব কচি পাতা) গুল্ম ও বস্তি শূলনাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এবং ইহা দ্বারা কফ, বাত, কৃমি এবং সপ্তবিধ বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হয়। এরণ্ডের ফল অতি উষ্ণবীর্য্য, কটু, এবং অতি অগ্নিদীপক। ইহা দ্বারা গুল্ম, শূল, বাত, যকৃৎ, প্লীহা, উদর ও অর্শঃ প্রশমিত হয়। এরণ্ড ফলের মজ্জা—মলভেদক এবং বাত-শ্লেষ্ম-ও উদর নাশক॥ ৫৮—৬৪

শুক্ল ও রক্ত আকন্দ (৫)—অলর্ক, গণরূপ, মন্দার, বসুক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প ও প্রতাপস, এইগুলি শ্বেত আকন্দের নাম। এবং সূর্য্যবাচক শব্দ, অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল ও আস্ফোত, এইগুলি রক্ত আকন্দের পর্য্যায়। অর্কদ্বয়—সারক এবং বাত-কুষ্ঠ-কণ্ডু-বিষ-ব্রণ-প্লীহ-গুল্ম-অর্শঃ-শ্লেষ্ম-উদর ও পুরীষ কৃমি নাশক। শ্বেত আকন্দের পুষ্প বৃষ্য, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক এবং অরুচি-লালাদিস্রাব-অর্শঃ-শ্বাস ও কাস নিবারক। রক্ত আকন্দের পুষ্প—মধুর, ঈষৎ তিক্ত,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ছোট ও বড় ভেদে জীবন্তী দুই প্রকার। জীবন্তীকে হিন্দীতে জীবন্তী (ডোডী), মহারাষ্ট্রে জীবন্তী, ও কর্ণাটে হিরিয়াহলি, লাহানিহরিণবেলি ও কিরিয়হালে, গুজরাটে রাডারুডী বাছংটী বলে। ডাক্তারী নাম Celtis orientallis. কেলটিস্ ওরিএন্টালিস্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। মুগানীকে হিন্দুস্থানে মাঠ মুগানী, মুগবন, মহারাষ্ট্রে রানমুঙ্গ, কর্ণাটে কোহসরু; তৈলঙ্গে পিল্লপেসরচেট্টু, কারপেসারা, গুজরাটে অডবাড মগবেল্য বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Phaseolus Trilobus. ফ্যাসওলস ট্রাইলোবস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। মাষানীর নাম হিন্দুস্থানে মষবন, মাষোনী, বনউর্দী, জঙ্গলী উড়দ ; মহারাষ্ট্রে রানউড়ীদ, কর্ণাটে রানোড়িগুকা উট্টু, গুজরাটে অডবাড, অডদ্বেল; তৈলঙ্গে কারুমীনুক; ল্যাটিন নাম Grangea madrass Patana. গ্রেঞ্জিয়া মাড্রাস পটনা। ডাক্তারী নাম Teramuns Labialis. টেরামনস্ লেবিয়ালিস্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। এরণ্ডকে হিন্দুস্থানে অণ্ড, সফেদঅণ্ড, লাল অণ্ড, বড়ণ্ডাঅণ্ড, মহারাষ্ট্রে এরণ্ড পারসমোঠ্যা, চাণাবারীক, এরণ্ডোলী, গুজরাটে ধোলোএরণ্ডো, রাতোএরণ্ডো, কর্ণাটে এরণ্ডু আওলকে, তৈলঙ্গে আমুদামু, আম্দিপুচেট্টু, ফারসীতে বেদংজীর, তুখমেবেদঞ্জীর, আরবীতে খিরবা, হবুলখিরুবা, তুরস্কে করচক বলে। ডাক্তারিতে Castor Oil plant. ক্যাষ্টর অইল প্ল্যান্ট, ল্যাটিনে Ricinus Comamunis. শ্বেতএরণ্ডকে হিন্দুস্থানে সফেদ এরণ্ড, মহারাষ্ট্রে পাংড়রে এরণ্ডু ও তাবড়ামুর্ত্তি এরণ্ড বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। আকন্দকে সাধারণতঃ হিন্দুস্থানে মন্দার, লালআক, সফেদআক, গুজরাটে আকড়ো-ধোলোআকডো, মহারাষ্ট্রে রুঈ, পান্টরী রুঈ ; কর্ণাটে পক্কে ও মন্দার পক্কে ও তৈলঙ্গে নীল-জিল্লেডে ধোলী-তেল্লাজিল্লীডে, জিল্লেড়ুচেট্টু বলে।

মলসংগ্রাহক এবং কুষ্ঠ-কৃমি-কফ-অর্শঃ-বিষ ও রক্ত-পিত্ত নাশক। ইহা—গুল্মে ও শোথে হিতকর। আকন্দের আটা—তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, ঈষৎ লবণরস, লঘু, এবং কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর নাশক। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচন ॥ ৬৯—৭০

সীজ বা মনসা (১)—সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধা, স্নুক্, স্নুহী ও গুড়া, এই গুলি সীজের পর্য্যায়। সীজ—তীক্ষ্ণ রেচক, দীপক, কটু ও গুরু। ইহা শূল, আম, অষ্ঠীলা, আধ্মান, কফ-গুল্ম, উদর, অনিল, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, মেদ, অশ্মরী, পাণ্ডু, ব্রণ শোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষ নাশ করে। স্নুহীক্ষীর—উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কটুরস ও লঘু। গুল্ম, কুষ্ঠ, উদর ও অন্যান্য দীর্ঘরোগে বিরেচনার্থ ইহা শ্রেষ্ঠ ॥ ৭১—৭৪

মনসাভেদ (২)—(শাতলা মনসা)। শাতলা, সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিদুলা, ভূরিফেনা ও চর্ম্মকষা এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। শাতলা, পাকে কটু, তিক্ত-রস, বাতজনক, শীতবীর্য্য, লঘু, এবং শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত্ত ও রক্তপ্রকোপ নাশক ॥ ৭৫।৭৬

বিষলাঙ্গলা বা ঈশলাঙ্গলা(৩)—কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বহ্নিবক্ত্রা (বা বহ্নিচক্রা) ও গর্ভনুৎ এইগুলি ঈশ-লাঙ্গলার নাম। ঈশলাঙ্গলা—সারক, সক্ষার কটু-তিক্ত-কষায় রস, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, লঘু,পিত্তজনক ও গর্ভপাত-কারক। ইহা কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ, শূল, শ্লেষ্ম ও কৃমি নাশ করে ॥ ৭৭। ৭৮

শ্বেত ও রক্তকরবী (৪)—করবীর, শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ ও অশ্বমারক এই গুলি শ্বেত করবীর পর্য্যায়। এবং চণ্ডাত ও লগুড় এই দুইটি রক্ত করবীর নাম। করবীরদ্বয়—তিক্ত-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ও ব্রণ লাঘব কারক। ইহা নেত্রকোপ (চক্ষুরোগ বিশেষ) কুষ্ঠ, ব্রণ, কৃমি ও কণ্ডু নাশ করে। ভক্ষিত হইলে বিষবৎ হয় ॥ ৭৯। ৮০

ধুতুরা (৫)—ধত্তূর, ধূর্ত্ত, ধুস্তূর, উন্মত্ত,কনকবাচক-শব্দ,দেবতা (বা দেবিকা),কিতব,তূরী,মহামোহী, শিব-প্রিয়, মাতুল ও মদন, এইগুলি ধুতুরার পর্য্যায়। ধুতুরার ফলকে মাতুলপুত্রক কহে। ধুতুরা—মদ-বর্ণ-অগ্নি ও বাতজনক, কষায়-মধুর-তিক্তরস, যুকালিক্ষাবিনাশক, উষ্ণবীর্য্য, গুরু এবং জ্বর-কুষ্ঠ-ব্রণ-শ্লেষ্ম-কণ্ডু-কৃমি ও বিষ নাশক ॥ ৮১—৮৩

বাসক (৬)—বাসক, বাসিকা, বাসা, ভিষঙ্মাতা, সিংহিকা, সিংহাস্য, বাজিদন্তা, আটরূষ, অটরূষক, অটরূষ, বৃষ ও সিংহপর্ণ এইগুলি বাসকের পর্য্যায়। বাসক—বাতকর, স্বরহিত, তিক্ত-কষায়রস, হৃদ্য, লঘু,

---

ফারসীতে খুর্ক, দুধ, আরবীতে উষর; বলে। ইংরাজীতে Gigantic Swallow wort ডাক্তারী নাম Calotropis gigantia. ক্যালোট্রোপিস জাইগেন্‌টিয়া।

(১) দেশভেদে নামভেদ। মনসাসীজকে হিন্দুস্থানে সেহুণ্ড, থুহর ও সিজ এবং বোম্বায়ে নিবডুঙ্গ, থোর বলে। গুজরাটে থোরদাংডসিয়ো, কটালী, হাতলোতর ধারী, নানোপরদেশী, মহারাষ্ট্রে নিবড়ুংগ, কাংটে-নিবড়ুংগ, ফনীচেং নিবড়ুংগ, বিকাংডী, কর্ণাটে নিব-ডিংগু, তৈলঙ্গে চেংমুডু,ফারসাতে লাদনাম, আরবীতে জকুম, ফর্যুন, বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Uuphorbia Nerrifolia. ইউফোরবিয়া নেরিফোলিয়া।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে শাতলা, মহারাষ্ট্রে নিবডুংগাচাভেদ, গুজরাটে সাথেরং, কর্ণাটে বডীলসোতুলী, হিরীয়চট, কনখ, ফারসীতে এশন্, আরবীতে সাতর, ল্যাটীনে Origaum valgoris. অরিগোয়াম্ ভালগোরিস্ বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বিষলাঙ্গলাকে হিন্দুস্থানে কলিহারী ও কলিয়ারী, মহারাষ্ট্রে খড়্যানাগ, চগমোড্যা, গুজরাটে ডুধিয়ো-বচ্ছনাগ ও কর্ণাটে রাডা-গারী বলে। ইংরাজী নাম Wolfs bane.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। নাম হিন্দুস্থানে সফেদ কনের, লালকনের, পীলীকনের, কালে ফুলকী কনের, মহারাষ্ট্রে কহের শ্বেতফুলাচি রক্তফুলাংচা, পিংবল্যাফুলাংচী, কর্ণাটে বাকণলিঙ্গে, কেগণলিঙ্গে, গুজরাটে কণের, ধোলাং ফুলনী রাতাফুলনী, গুলবী, পীলাফুলনী, তৈলঙ্গে কনেরচেট্টু, ফারসীতে খরজেহরা, আরবীতে স্মুল, হিমারদফলী বলে। ডাক্তারি নাম Nerium Od rum. নিরিয়ম্ ওডারাম। ইংরেজিতে Sweet scruted, Oleander.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ধুতুরাকে হিন্দুস্থানে ধতুরা, মহারাষ্ট্রে ধত্তুর, ধোত্রা, ধোতরা, কর্ণাটে করীব, মদকুনিকে, তৈলঙ্গে উম্মেত্তচেট্টু, নাল্লাউম্মীতে, তামিলে উমততাঈ গুজরাটে ধংতুরো, আরবীতে জো জমাসীল, জোজনসী, তাতূরা। ইংরাজীতে Thorn app'e Stramonium. ডাক্তারী নাম Datura fastuasa. ধাতুরা ফাস্টুয়াসা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। বাসককে হিন্দুস্থানে বাসা, অডূসা, বিসোংটা, মহারাষ্ট্রে অরূষা, অডুল্লসা, কর্ণাটে আড়সোগে, তৈলঙ্গে আড়াসারং, আডাপাকু ও তামিলে অধডোডে, গুজরাটে অরডুশো বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Adhatoda Vasaca, আধাটোডা বাসক।

শীতবীর্য্য এবং কফ-পিত্ত-রক্তপ্রকোপ-শীত-তৃষ্ণা-শ্বাস-কাস-জ্বর-বমি-মেহ কুষ্ঠ ও ক্ষয় নাশক ॥ ৮৪—৮৬

ক্ষেতপাপড়া (১)—পর্পট, বরতিক্ত, পর্কটক, পাংশুবাচক শব্দ সমূহ এবং কবচ, এইগুলি ক্ষেতপাপড়ার পর্য্যায়। ক্ষেতপাপড়া—মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বাতজনক, লঘু এবং পিত্ত-রক্ত-ভ্রম-তৃষ্ণা-কফ জ্বর ও দাহ নাশক ॥ ৮৭। ৮৮

নিম (২)—নিম্ব, পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র ও হিঙ্গুনির্য্যাস, এইগুলি নিমের পর্য্যায়। নিম—শীতবীর্য্য, লঘু, মলসংগ্রাহক, কটুপাক, অহৃদ্য,এবং অগ্নি-বাত শ্রম-তৃষ্ণা-কাস-জ্বর-অরুচি-কৃমি-ব্রণ-পিত্ত-কফ-বমি-কুষ্ঠ-হৃল্লাস ও মেহনাশক। নিমপাতা-নেত্রহিত, বাতজনক, কটুপাক এবং কৃমি-পিত্ত-বিষ-সর্ব্বপ্রকার অরুচি ও কুষ্ঠনাশক। নিমের ফল—তিক্ত-রস, কটুপাক, ভেদন, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, এবং কুষ্ঠ-গুল্ম-অর্শঃ-কৃমি ও মেহ নাশক ॥ ৮৯—৯২

মহানিম (৩)—মহানিম্ব, দ্রেকা,রম্যক, বিষমুষ্টিক, কেশমুষ্টি, নিম্বক, কার্ম্মুক ও জীব, এইগুলি মহানিমের অর্থাৎ ঘোড়ানিমের পর্য্যায়। মহানিম—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত-কষায়রস, মলসংগ্রাহক এবং কফ-পিত্ত-ভ্রম-বমি-কুষ্ঠ হৃল্লাস-রক্তদুষ্টি-প্রমেহ-শ্বাস-গুল্ম-অর্শঃ ও মূষিকবিষ নাশক ॥ ৯৩। ৯৪

পারিভদ্র (৪)—(পালিধামান্দার) পারিভদ্র,নিম্বতরু, মন্দার ও পারিজাত, এইগুলি পালিধা মান্দারের পর্য্যায়। পালিধামান্দার-বায়ু-শ্লেষ্মা-শোথ-মেদঃ ও কৃমিনাশক॥ ইহার পত্র-পিত্তরোগ ও কর্ণরোগ প্রশমক ॥ ৯৫

কাঞ্চন ও কাঞ্চনভেদ-কোবিদার(৫)—কাঞ্চনার, কাঞ্চনক,গণ্ডারি ও শোণপুষ্পক এইগুলি কাঞ্চনের এবং কোবিদার, মরিচ, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অশ্মন্তক ও স্বল্পকেশরী এইগুলি কাঞ্চনভেদ কোবিদারের পর্য্যায়। কাঞ্চন—শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, কষায়রস, এবং শ্লেষ্ম-পিত্ত-কৃমি-কুষ্ঠ-গুহ্যভ্রংশ-গণ্ডমালা ও ব্রণনাশক। কোবিদারেরও এই সকল গুণ জানিবে। ইহাদের পুষ্প—লঘু, রুক্ষ, মলসংগ্রাহক এবং পিত্ত-রক্ত-প্রদর-ক্ষয় ও কাস নাশক ॥ ৯৬—৯৯

শোভাঞ্জন (৬)—(শজিনা)—শজিনা তিনপ্রকার, যথা শ্যাম, শ্বেত ও রক্তবর্ণ শজিনা। শোভাঞ্জন, শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধ, অক্ষীব ও মোচক এইগুলি সজিনার পর্য্যায়। সজিনার বীজকে শ্বেতমরিচ কহে। মধুশিগ্রু অর্থাৎ লালশোভাঞ্জন লোহিতাভ হয়। শ্যাম সজিনা—কটুরস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, মধুর, লঘু, অগ্নিদীপক, রোচক, রুক্ষ, ক্ষার, তিক্ত, বিদাহকৃৎ, সংগ্রাহী, শুক্রজনক,হৃদ্য, পিত্তরক্তপ্রকোপক, চক্ষুষ্য, কফবাতঘ্ন, এবং বিদ্রধি-শোথ-কৃমি-মেদঃ-অপচী-বিষ-প্লীহ-গুল্ম-গলগণ্ড ও ব্রণনাশক। শ্বেত সজিনারও ঐ সকল গুণই জানিবে। বিশেষ শ্বেতসজিনা—দাহজনক এবং প্লীহ-বিদ্রধি-ব্রণ ও পিত্ত-রক্ত নাশক। রক্তসজিনারও ঐ সকল গুণই জানিবে। বিশেষ ইহা অগ্নিদীপক এবং সারক।

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। ক্ষেতপাপড়ার নাম হিন্দুস্থানে দবনপাপড়া, পিত্তপাপড়া, মহারাষ্ট্রে সিরপঠী, থরমরে, গুজরাটে পীতপাপড়ো, ক্ষেত্রপর্পট, ধাতো, বোম্বায়ে পিত্তপাপড়া, কর্ণাটে পর্পাটক, উৎকলে জলপাঁপুড়া, ফারসীতে শাত্তরা গরমতর, আরবীতে বকলতল মলীক। ইংরাজী নাম Ju·tici Procorabens. ল্যাটিন নাম Eumeria Parviflora. ডাক্তারী নাম Oldenlandia Corymbosa.

(২) দেশভেদে নামভেদ। নিমকে হিন্দীতে নীম্, মহারাষ্ট্রে কড়ুনিম্ব ও লিম্ব, কর্ণাটে বেড, তৈলঙ্গে টীম্নচেট্টু, বেঘা ও তামিলে বেপুম্ মরম্, ফারসীতে নেনব নীম দরখ্‌তহক গরমতর, সরদ গরম বলে। ইংরাজীতে Neenb-tree, ইহার ডাক্তারী নাম Melio Azadirachta, মেলিয়ো আজাডিরাকুটা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে বকাইন, বকায়ন, মহারাষ্ট্রে বকানীনিম্ব নিম্বাচাঝাঁড়, কড্‌নিম্ব, তৈলঙ্গে গন্ধারাবিচেট্টু, পেদ্দবেরো তুরকবেপক ও কাণ্ডবেপ, দাক্ষিণাত্য হিন্দীতে গৌরিনিম্, তামিলে মালাইবেম্বু বাবেপ্যাম্, গুজরাটে বকাম্ভ, কর্ণাটে মহাবেড, ফারসীতে আজাদদরখ্‌ত, আরবীতে বান, বৃক্ষ, হবুল, বীজ, বলে। ডাক্তারী নাম Melia Azendarach. মেলিয়া এজেনডারাক্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। পালিধার নাম হিন্দুস্থানে ফরহদ্, মহারাষ্ট্রে ও দাক্ষিণাত্যে পানরো, পারিঙ্গা, পঙ্গার, কর্ণাটে হরিবাল,তৈলঙ্গে মুল্লমোতিচেট্টু,মোদুগু ও বারিদেচেট্টু এবং তামিলে মুরাক ও গুজরাটে পাণেরবো। ডাক্তারী নাম Erithrina Indica The Indian coral Tree. এরিথ্রিনা ইণ্ডিকা, দি ইণ্ডিয়ান্ কোরাল্‌ট্রি।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কাঞ্চনকে হিন্দুস্থানে কচ্‌নার, সফেদকচনার, মহারাষ্ট্রে কাংচন্, কোরল, কাঞ্চনবৃক্ষ ও কর্ণাটে কোচালে কচনার, গুজরাটে চম্পোকাংচার, জেনাপাদডাবে চম্পাভাজী চম্পাকাটী, তৈলঙ্গে মেবকাঞ্চন বলে। ডাক্তারী নাম Banh ria Variegata. বেনহেরিয়া ভেরিগেটা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। শোভাঞ্জনকে হিন্দুস্থানে সোহিঞ্জন, সৈজিনা, মুনগা সৈংজিনা, লালসৈংজিনা, মহারাষ্ট্রে কাসাসেগুবা, শেবগা, শেকট, কর্ণাটে

সজিনার ছালের ও পত্রের স্বরস অত্যন্ত বেদনানাশক। সজিনার বীজ নেত্রহিত, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, বিষনাশক, অবৃষ্য ও কফ-বাতঘ্ন। সজিনাবীজ-চূর্ণের নস্যদ্বারা শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়॥ ১০০—১০৫

অপরাজিতা (১)—অপরাজিতা দুইপ্রকার, যথা শ্বেতপুষ্পা ও নীলপুষ্পা। আস্ফোতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা ও অপরাজিতা, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। অপরাজিতাদ্বয়—মেধ্য, শীতবীর্য্য, কণ্ঠহিত (স্বরহিত), দৃষ্টি-স্মৃতি ও বুদ্ধিপ্রদ, কটু-তিক্ত-কষায়রস, কটুবিপাক এবং কুষ্ঠ, মূত্ররোগ (পাঠান্তরে শূলরোগ)-ত্রিদোষ-আম-শোথ-ব্রণ ও বিষনাশক॥ ১০৬। ১০৭

সিন্দুবার (২)—(নিসিন্দা) সিন্দুবার দুইপ্রকার, যথা—শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্প। সিন্দুক ও সিন্দুবার এই দুইটি শ্বেতপুষ্প সিন্দুবারের এবং নির্গুণ্ডী, শেফালী ও সুবহা এই তিনটি নীলপুষ্প সিন্দুবারের পর্য্যায়। শ্বেতপুষ্প সিন্দুবার-স্মৃতিপ্রদ, কটু-তিক্ত-কষায়রস, লঘু, কেশ ও নেত্রের হিতকর এবং শূল-শোথ-আমবাত-কৃমি-কুষ্ঠ-অরুচি ও শ্লেষ্মজ্বরনাশক। নীলসিন্দুবারও এই সকল গুণান্বিত। সিন্দুবারের পত্র—কৃমি-বাত ও শ্লেষ্মহর এবং লঘু॥ ১০৮—১১০

কুড়চী—কুটজ, কূটজ, কৌট, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কালিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প, ইন্দ্র, যবফল, বৃক্ষক ও পাণ্ডুরদ্রুম, এইগুলি কুড়চীর পর্য্যায়। কুড়চী-কটু-কষায়রস, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, শীতবীর্য্য, এবং অর্শঃ-অতিসার-পিত্তরক্ত-কফ-তৃষ্ণা-আম ও কুষ্ঠনাশক॥ ১১১। ১১২

করঞ্জ—(৪) (কাঁটাকরঞ্জ ও ঘৃতকরঞ্জ) করঞ্জ, নক্তমাল, করজ ও চিরবিল্ব এইগুলি কাঁটাকরঞ্জের, এবং প্রকীর্য্য, পূতিক, পূতিকরঞ্জ ও সোমবল্ক, এইগুলি ঘৃতকরঞ্জের পর্য্যায়। করঞ্জ-কটুক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, যোনিদোষনাশক, এবং কুষ্ঠ-উদাবর্ত্ত-গুল্ম-অর্শঃ-ব্রণ-কৃমি ও কফ প্রশমক। করঞ্জ পত্র—কফ-বাত-অর্শঃ-কৃমি ও শোথনাশক, ভেদন, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তজনক ও লঘু। করঞ্জফল—কফ-বাত-মেহ-অর্শঃ-কৃমি ও কুষ্ঠ নাশ করে। ঘৃতপূর্ণ করঞ্জও গুণে করঞ্জ সদৃশ জানিবে॥ ১১৩—১১৬

করঞ্জী (৫)—(ডহরকরঞ্জা) উক্ত দুই প্রকার করঞ্জ ব্যতীত আর একপ্রকার করঞ্জ আছে। উষ্ণবীর্য্য, ষড়্‌গ্রন্থা, হস্তিবারুণী, মর্কটী, বায়সী, করঞ্জী ও করভঞ্জিকা, এইগুলি করঞ্জীর অর্থাৎ ডহর করঞ্জার পর্য্যায়। করঞ্জী—স্তম্ভন, তিক্ত-কষায়রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং বমি-পিত্ত-অর্শঃ-কৃমি-কুষ্ঠ ও প্রমেহনাশক॥ ১১৭। ১১৮

শ্বেতকুচ ও রক্তকুচ (৬)—উচ্চটা ও কৃষ্ণলা এই দুইটি শ্বেতকুঁচের এবং কাকচিঞ্চী, কাকণন্তী,

বিলীপতুগ্‌গি, কংপনেরমুগ, তেলঙ্গে মুলংগা তামিলে মোরংগ এবং বোম্বায়ে শেগব ও সেগত বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Horse radish tree. হর্স র‍্যাডিস্ ট্রি। ল্যাটিন নাম Moringapterygooperma.

দেশভেদে নামভেদ। অপরাজিতাকে হিন্দুস্থানে সফেদ কোয়ল, নীলীকোয়ল, মহারাষ্ট্রে গোকর্ণীকাল্লী, পাংঢরী স্থপর্ণী, গুজরাটে গরনী, কর্ণাটে বিলিয় গিরিকর্ণিকে, নীল গিরিকর্ণিকে, তৈলঙ্গে নীলগন্টেনা, আরবীতে মজীরযুত এহিদী বলে। ল্যাটিন নাম megorian.

(২) দেশভেদে নামভেদ। সিন্দুবারকে হিন্দুস্থানে শম্ভালু,সিহরু,মহারাষ্ট্রে সিঙ্গুর,নির্গুণ্ডী, কালী ও পাংটা ফুলাংচা, তৈলঙ্গে ববিল্লি, তেল্লাবাবিলী, বোম্বায়ে নির্গুণ্ডী, কলঅডলুসা, তামিলে নিনোচি, নোক্‌চি, গুজরাটে নাগড়া, নাগড্যনাবী, কর্ণাটে করিয়লাক্কিমে-উডী বিলিয়লোকে, দ্রাবিড়ে কালিস্থম্বালি, সান্‌বাসি, পঞ্জাবে বণা, লহরি, ফারসীতে পরংগুষ্ট ও আরবীতে অসলুক বলে। ইংরাজী নাম Fiveleaved chaste tree. ইহার ডাক্তারী নাম Vitex trifolia. ভিটেক্স ট্রিফোলিয়া।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। কুড়চীকে হিন্দুস্থানে কুড়া, কোরৈয়া, মহারাষ্ট্রে কুড়া, কর্ণাটে কোড়সিগের-মহনু, তৈলঙ্গে অংকুড়ুচেট্টু, অগিশচেট্টু, তুস্তিকচেট্টু, অক্কেলু চঙ্গলকুর্চ, উৎকলে কুড়িয়া এবং আরবীতে তিবাজ বলে। লাটিন নাম Wrightia antidysenterica. রাইটিয়া আণ্টিডিসেণ্ট্রিকা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ঘৃত করঞ্জকে হিন্দুস্থানে করঞ্জা, করঞ্জ কংজুবা, করঞ্জভেদ, কণ্টকরেজী, তৈলঙ্গে কানুগচেট্টু, কংজ,মহারাষ্ট্রে চোপড়াকরঞ্জ, ঘাণেরাকরঞ্জ, বাবলা, গুজরাটে করঞ্জ, চরেলকণসে, কর্ণাটে নাপসীযমরনু, বারুবহুসিগিলু, ইংরাজীতে Smooth leaved pongamia. ল্যাটিনে Almus integrefolia. বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Pongamia glabra. পোংগামিয়া গ্লাবরা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কাঁটাকরঞ্জকে—হিন্দুস্থানে করংজা, করংজুবা, মহারাষ্ট্রে সাগরগোটা, গুজরাটে কাংকচ, ভেনাংফল, কাকচিয়া, কর্ণাটে করঞ্জভেদু, তৈলঙ্গে কচকাঈ, গুচ্চোপিক্কা, ফারসীতে খায়, ইবলীস, আরবীতে অক্তমক্ত বলে। ইংরাজী নাম Banducunt. ল্যাটিনে নাম Coessolpimia Bondacella.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। কুঁচের নাম হিন্দুস্থানে ঘুঘুচী, চোটলী, শোণকাইচ চিরমিটি, সফেদঘুমচী,

রক্তিকা, কাকাদনী, কাকপীলু ও কাকবল্লরী এইগুলি রক্তকুঁচের পর্য্যায়। শ্বেত ও রক্ত উভয়বিধ কুঁচই—কেশহিত, বৃষ্য, বলকর এবং বাত-পিত্ত-জ্বর-মুখশোষ ভ্রম-শ্বাস-তৃষ্ণা-মদরোগ-নেত্ররোগ-কৃমি-ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠনাশক ॥ ১১৯—১২১

আল্‌কুশী (১)—কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষ্যা (স্বয়্যপ্রোক্তা পাঠান্তর), মর্কটী, অজড়া (অজহা, পাঠান্তর), কণ্ডুরা, অব্যঙ্গা (অধ্যণ্ডা পাঠান্তর), দুঃস্পর্শা, প্রাবৃষায়নী, লাঙ্গলী ও শূকশিম্বী, এইগুলি আলকুশীর পর্য্যায়। আলকুশী—অতি বৃষ্য, মধুর-তিক্ত, বৃংহণ, গুরু, বাতহর, বলকর, এবং কফ, পিত্ত ও রক্ত দুষ্টিনাশক। আল্‌কুশীবীজ-বাতপ্রশমক ও উৎকৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ ॥ ১২২—১২৪

মাংসরোহিণী (২)—মাংসরোহিণী, অতিরুহা (অগ্নিরুহা, পাঠান্তর), বৃত্তা, চর্ম্মকষা, কশা (বসা পাঠান্তর), প্রহারবল্লী, বিকশা ও বীরবতী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। মাংসরোহিণী—বৃষ্য, সর ও ত্রিদোষ নাশক ॥ ১২৫

চিল্লল—চিল্লক—বাতনাশক, শ্লেষ্মঘ্ন, ধাতুপুষ্টি-কর ও আগ্নেয়। ইহার ফল বিষবৎ, তাহা মৎস্য নাশক ॥ ১২৬

টঙ্কারী—(ক্ষুপবিশেষ, টেপারী)—টঙ্কারী বাতপ্রশমক, তিক্ত, শ্লেষ্মঘ্ন অগ্নিদীপক, লঘু, শোথ-উদর ও ব্যথানাশক। ইহা পীঠবীসর্পি-ব্যক্তিগণের হিতকর ॥ ১২৭

বেতস (৩)—বেতস, নম্রক, বানীর, বঞ্জুল, অভ্রপুষ্প, বিদুল, রথ ও শীত এইগুলি বেতসের নামান্তর। বেতস—শীতবীর্য্য, ইহা দাহ-শোথ-অর্শঃ-যোনিরোগ-বীসর্প-মূত্রকৃচ্ছ্র-রক্তপিত্ত-অশ্মরী-কফ ও বায়ুনাশক ॥ ১২৮। ১২৯

জলবেতস (৪)—নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ, নাদেয় ও জলবেতস, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। জলবেতস—শীতবীর্য্য, কুষ্ঠনাশক ও বাত প্রকোপক ॥ ১৩০

হিজল গাছ (৫)—ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। হিজ্জল জলবেতসবৎ গুণবিশিষ্ট জানিবে। ইহা বিষনাশক ॥ ১৩১

অঙ্কোট (৬)—(আঁকড়া) অঙ্কোট, দীর্ঘকীল, অঙ্কোল ও নিকোচক এইগুলি আঁকড়ের পর্য্যায়। আঁকোড়—কটু-কষায়রস, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘু, রেচক এবং ইহা কৃমি-শূল-আম-শোথ-গ্রহাবেশ-বিষ-বিসর্প-কফ-পিত্ত-রক্ত-মূষিক।বিষ ও সর্পবিষ নাশ করে। আঁকোড়ের ফল—শীতবীর্য্য, স্বাদু, শ্লেষ্মঘ্ন, বৃংহণ, গুরু, বলকর, বিরেচক, এবং বাত-পিত্ত-দাহ-ক্ষয় ও রক্ত দুষ্টি নাশক ॥ ১৩২—১৩৪

বলাচতুষ্টয়—(চারি প্রকার বেড়েলা) বলা অর্থাৎ বেড়েলা চারি প্রকার, যথা—বলা, (৭) মহা-

---

মহারাষ্ট্রে মাড়লবেল, গুঞ্জা, গুজরাটে চনোঠী রাতী, চেণাঠীধোলী, তৈলঙ্গে গুলুবিংদে, কর্ণাটে গুল্‌গুঞ্জে এরড়ু, উৎকলে-কুঞ্জ, ফারসীতে চশ্মেখরুস্, আরবীতে হবস্সর্থ, হবস্সফেদ, ইংরাজী নাম Bead tree. ইহার ডাক্তারী নাম Abrus precatorins. অ্যাব্রস প্রিকেটোরিয়স্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। আলকুশীকে বঙ্গে আলকুশী, দয়া, ধুনার গুণ্ড, শুয়াশিম্বী, হিন্দুস্থানে কৌচ, কিবাঁচ, মহারাষ্ট্রে কুহিলীচেংবীজ, তৈলঙ্গে পিল্লিঅড়ুগু, গুজরাটে কউচোং, ভেরবণী শাগনাংবী, কর্ণাটে নস্থকুগুরী, তামিলে পুনাইক্‌, কালি, বোম্বায়ে কুহিলা, ইংরেজীতে Cowhage. বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Mucuna Pruriens. মিউকুনা প্রুরিয়েন্স।

(২) দেশভেদে নামভেদ। মাংস রোহিণীকে হিন্দুস্থানে মাংসরোহিণী. রোহিণী, মহারাষ্ট্রে মাংসরোহিণী, গুজরাটে রোণ্য, কর্ণাটে রোহিণী, ইংরেজীতে Redwood Tree. লাটিনে Soymida febrifiga. বলে

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বেতসের নাম হিন্দীতে বেংত, জলবেংত, মহারাষ্ট্রে বেড়িস, থোরবেত, কর্ণাটে বেতস্ব বেড়িস্থ, গুজরাটে নেতর, তৈলঙ্গে পাঁপারুবা জীতযুরলুকী, ফারসীতে বেত, আরবীতে খলাফ। ইংরাজীতে Cane. ইহার ডাক্তারী নাম Calamus rotong. কালামস্ রোটং।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। জল বেতসকে মহারাষ্ট্রে বঞ্জালু, কর্ণাটে বৈসেয়মরণ্ বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। হিজলকে হিন্দুস্থানে সমুন্দর ফল, ইজর, মহারাষ্ট্রে পর্ঘ্যলু, কর্ণাটে তোরেগণগিলে, উৎকলে কিঞ্জোলো, বোম্বায়ে সমুদ্রফল ও পরেল বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Enginia Acutanguala. ইঞ্জিনিয়া অ্যাকুটাঙ্গুলা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। আঁকোড়কে হিন্দীতে ঢেরা, চেরা, মহারাষ্ট্রে অঙ্কোলীবৃক্ষ, গুজরাটে অঙ্কোল্য, কর্ণাটে অঙ্কুলে, তৈলঙ্গে উড়ীকে বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Alangium hexapetalum. অ্যালাঞ্জিয়ম হেক্সাপেটালম্।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। বলাকে হিন্দীতে খিরেটী, বরিয়ারা, বীজবন্দ, মহারাষ্ট্রে লঘুচিকণা, খিরহণ্টী, খোরচিকণা, গুজরাটে বলদাণা খরেটী, কর্ণাটে বেণেগরগ, তৈলঙ্গে মুপিডী, লাটিনে Sidacordifolia

বলা (১), অতিবলা (২) ও নাগবলা (৩)। বাট্যালিকা, বাট্যা ও বাট্যালকা এইতিনটি বলার; পীতপুষ্পা ও মহদেবী এই দুইটি মহাবলার; ঋষ্যপ্রোক্তা ও কঙ্কতিকা এই দুইটি অতিবলার; এবং গাঙ্গেরুকী,ঝষা ও হ্রস্বগবেধুকা এই তিনটি নাগবলার পর্য্যায়। বলাচতুষ্টয়—শীতবীর্য্য, মধুররস, বল ও কান্তিকৃৎ, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, এবং বায়ু-রক্তপিত্ত-রক্তদুষ্টি ও ক্ষতনাশক। বলামূলের ত্বকচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনিসহ পান করিলে নিঃসংশয় মূত্রাতিসার প্রশমিত হয়, ইহা দৃষ্টফল ঔষধ। মহাবলা—মূত্রকৃচ্ছ্র নাশ করে। ইহা বায়ুর অনুলোমক। দুগ্ধ ও চিনির সহিত অতিবলাচূর্ণ পান করিলে মেহ নষ্ট হয়॥ ১৩৫—১৩৯

লক্ষ্মণা—ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবিন্দু সমূহদ্বারা পুত্রকাকারে সদা অঙ্কিত। ইহা পুত্রজননী এবং অজগন্ধাকৃতি। মুনিগণ লক্ষ্মণাকে অবশ্য পুত্রদায়িনী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন॥ ১৪০

স্বর্ণবল্লী—স্বর্ণবল্লী, রক্তফলা, কাকায়ু ও কাকবল্লরী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। স্বর্ণবল্লী—শিরঃপীড়া ও ত্রিদোষ নাশক। ইহা দুগ্ধজনক॥ ১৪১

কার্পাস (৪)—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী ও সমুদ্রান্তা ইহারা একার্থবাচক শব্দ। কার্পাস—লঘু, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, মধুর ও বাতপ্রশমক। কার্পাসপত্র—বায়ুনাশক, রক্তকারক, মূত্রবর্দ্ধক, এবং কর্ণপিড়কা-কর্ণনাদ-কর্ণপূয ও কর্ণস্রাবনাশক। কার্পাসবীজ-স্তন্যজনক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, কফকর ও গুরু॥ ১৪২। ১৪৩

বংশ—(বাঁশ) (৫)—বংশ, ত্বক্সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, যবফল, বেণু, মস্কর, তেজন এইগুলি বাঁশের পর্য্যায়। বংশ—সারক, শীতবীর্য্য, স্বাদুকষায়, বস্তিশোধক, ছেদন, কফপিত্তঘ্ন এবং কুষ্ঠ-রক্ত-ব্রণ-শোথনাশক। বাঁশের কোঁড়—পাকে কটু, রসে কটু-কষায়, রুক্ষ, গুরু, সারক, কফকৃৎ, স্বাদু, বিদাহী ও বাতপিত্তজনক। বাঁশের চাউল—সারক, রুক্ষ, কষায়, কটুপাক, বাতপিত্তকর, উষ্ণবীর্য্য, মূত্রবিবন্ধক ও কফনাশক॥ ১৪৪—১৪৭

নল (৬)—নল, পোটগল, শূন্যমধ্য ও ধমন এইগুলি নলের (নল নামক তৃণ বিশেষের) নাম। নল—মধুর-তিক্ত-কষায়রস, কফরক্তনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং হৃদয়, বস্তি, যোনির পীড়া, দাহ-পিত্ত ও বিসর্প-প্রশমক॥ ১৪৮। ১৪৯

রামশর ও মুঞ্জ (৭) (শর বিশেষ)—ভদ্রমুঞ্জ, শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন এইগুলি রামশরের, এবং মুঞ্জ, মুঞ্জাতক, বাণ, স্থূলদর্ভ ও সুমেখল এইগুলি মুঞ্জের পর্য্যায়। এই উভয়বিধ মুঞ্জই—মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য, বৃষ্য এবং দাহ-তৃষ্ণা-বিসর্প-আম-মূত্রকৃচ্ছ্র-অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক। ইহা মেখলাতে প্রযোজ্য হইয়া থাকে॥ ১৫০। ১৫১

ইংরাজীতে Hornbeam-Heart-leaved Sida, leaved sida. বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। মহাবলাকে হিন্দীতে সহদেঈ, বোম্বায়ে পীতপুষ্প বেড়েলা, মহারাষ্ট্রে ভাংভুড়ি, গুজরাটে সহদেবী, কর্ণাটে বেল্লদুরুবে, বলে। ল্যাটিনে Sida Rhombifolia.

(২) দেশভেদে নামভেদ। অতিবলাকে হিন্দীতে কঙ্ঘী, কঙ্ঘা, ককহিয়া, মহারাষ্ট্রে বিকঙ্কতী, আককই, কাংস্কলী, গুজরাটে খপাট্যা, কর্ণাটে মুদ্রদুরুবে,ইংরাজীতে Indian Malow,ল্যাটিনে Abutilon indicum.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। নাগবলাকে হিন্দীতে গঙ্গেরন, গুলসকরী,বাঙ্গলায় গোরক্ষচাকুলে, পানসাঁড়া, মহারাষ্ট্রে গাঙ্কেটী, গাণ্ডে ধামন, কোকণে তুপকড়ী, কর্ণাটে বটুগর্ককে, লাটিন নাম Sida spinosa.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে কাপচ্ছী, কপাস, বনকপাস, নরমাবাড়ী (রুঈ), মহারাষ্ট্রে কাপশী, কাপুস, সরকী, কাল্পী কাপশী, কর্ণাটে হত্তি ও কাড়হত্তি, তৈলঙ্গে পত্তিচেট্টু, গুজরাটে বণরুকপাস, হিরবনী কপাশিয়া, ফারসীতে কুতন, পুংবেদানা, আরবীতে কুতন, হবুলকুতন বলে। ল্যাটিনে, Gossypium herbaceum. ইহার ডাক্তারী নাম Cotton plant. কটন প্ল্যাণ্ট।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দুস্থানে বাঁস, মহারাষ্ট্রে বেল্লু, পোকল্লবেল্ল, ভরীংবেল্ল, তৈলঙ্গে কচিকঈ মদুরু, বেল্লেমুক, বেন্নুশনি ও বেন্তু, বোম্বায়ে মাগুয়, তামিলে মনগিল, গুজরাটে বাংশ, কর্ণাটে যরডুবিদীরু, ফারসীতে কসব। ইংরেজীতে Bamboo cane. ল্যাটিন নাম Bambusa arundenacea বাম্বুসা অরুণ্ডিনাসিয়া।

(৬) দেশভেদে নামভেদ—নলকে হিন্দীতে নরসল, নল, বড়ানরসল, মহারাষ্ট্রে দেবনল্ল, নল্ল, ঘোরদেবনল, কর্ণাটে দেবনাল, কহরিয় দেবনাল, তৈলঙ্গে ভুংগুরু, কিক্কেশগডিড, গুজরাটে নালী, কলিঙ্গে আংচী বলে। ইংরেজীতে Indian tobacca. লাটিনে Lobelia Nicotianaefolia. বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Arando Karka. অরণ্ড কারকা।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। রামশর ও মুঞ্জকে হিন্দুস্থানে রামসর, মুঞ্জ, মহারাষ্ট্রে মোল, তৈলঙ্গে মুঞ্জগড্ডি ও অনিস্ক লিঙ্ক, বোম্বায়ে মুঞ্জ, শরপৎ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Saccharum munga. সাচারম্ মুঙ্গা।

কাশ (কেঁশে তৃণ) (১)—কাশ, কাশেক্ষু (কাকেক্ষু পাঠান্তর), ইক্ষুরস, ইক্ষ্বালিকা, ইক্ষুগন্ধা ও পোটগল এই গুলি কাশের অর্থাৎ কেঁশে তৃণের পর্য্যায়। কাশ—মধুরতিক্তরস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, সারক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-দাহ-রক্তদুষ্টি-ক্ষয় ও পিত্তজরোগ-নাশক॥ ১৫২

গুন্দ্র (শরতৃণ বিশেষ) (২)—গুন্দ্র, পটেরক, রচ্ছ ও শৃঙ্গবেরাভমূলক এইগুলি গুন্দ্রর নাম। গুন্দ্র—কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক এবং স্তন্য-শুক্র-রজঃ ও মূত্রবিশোধক॥ ১৫৪

এরকা (তৃণবিশেষ) (৩)—এরকা, গুন্দ্রমূলা, শিবি, গুন্দ্রা ও শরী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। এরকা—শীতবীর্য্য, বৃষ্য, চক্ষুষ্য, বাত প্রকোপক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত ও শোণিতদুষ্টিনাশক॥ ১৫৫

কুশ ও দর্ভ (কুশ বিশেষ) (৪)—কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্র ও যজ্ঞভূষণ এইগুলি কুশের এবং দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র এই দুইটি দর্ভের পর্য্যায়। এই উভয়বিধ দর্ভ—ত্রিদোষঘ্ন, মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-তৃষ্ণা-বস্তিরোগ ও প্রদর শোণিত-নাশক॥ ১৫৬। ১৫৭

কত্তৃণ (রামকর্পূর) (৫)—কত্তৃণ, রৌহিষ, দেবজগ্ধ, সৌগন্ধিক, ভূতিক, ধ্যাম, পৌর, শ্যামক ও ধূমগন্ধিক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কত্তৃণ—তিক্ত-কষায়রস কটুবিপাক এবং হৃদ্রোগ-কণ্ঠরোগ-পিত্তরক্ত-শূল-কাস ও কফ জ্বরনাশক॥ ১৫৮। ১৫৯

ভূস্তৃণ (গন্ধখড় রামকর্পূর বিশেষ) (৬)—গুহ্যবীজ, ভূতিক, সুগন্ধ, জম্বুকপ্রিয় (গোময়প্রিয় পাঠান্তর), ভূতৃণ, ছত্রা ও মালাতৃণক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ভূতৃণ—কটু-তিক্তরস, তীক্ষ্ণোষ্ণ-বীর্য্য, রেচক, লঘু, বিদাহী, অগ্নিদীপক, রুক্ষ, নেত্রের অহিতকর, মুখ-বিশোধক, অবৃষ্য, বহু পুরীষোৎপাদক ও রক্তপিত্ত-প্রদূষক॥ ১৬০। ১৬১

নীলদূর্ব্বা (৭)—নীলদূর্ব্বা, রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্বিকা, শষ্প, সহস্রবীর্য্যা ও শতবল্লী, এইগুলি নীলদূর্ব্বার পর্য্যায়। নীলদূর্ব্বা—শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-কষায়রস এবং কফ-পিত্তরক্ত-বীসর্প-তৃষ্ণা-দাহ ও ত্বগ্‌রোগনাশক॥ ১৬২। ১৬৩

শ্বেতদূর্ব্বা (৮)—শ্বেতদূর্ব্বার অপর নাম—গোলোমী ও শতবীর্য্যা। শ্বেতদূর্ব্বা-কষায়-তিক্ত-স্বাদুরস, ব্রণের হিতকর, জীবনী, শীতবীর্য্য এবং বিসর্প-শোণিত-তৃষ্ণা-পিত্ত-কফ ও দাহনাশক॥ ১৬৪

গণ্ডদূর্ব্বা (৯)—গণ্ডদূর্ব্বার অন্য নাম—গণ্ডালী, মৎস্যাক্ষী ও শকুলাক্ষক। ইহা—শীতবীর্য্য, লৌহদ্রাবী (ইহাদ্বারা লৌহ দ্রব হয়), মলসংগ্রাহক, লঘু, তিক্ত-কষায়-মধুররস, বাতকারক, কটুবিপাক এবং দাহ-তৃষ্ণা-কফ-শোণিত-কুষ্ঠ ও পিত্তজ্বরনাশক॥ ১৬৫। ১৬৬

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। কাশকে হিন্দুস্থানে কাংস, মহারাষ্ট্রে কসই, লঘুকসই, থোরকসই, কর্ণাটে কিরীয়-কাগচু, কাডসু, কাজলু, তৈলঙ্গে রেলু ও কোঙ্কণ দেশে কসাড়, গুজরাটে কাংসড়ো বলে। ল্যাটিনে Coxbabarta. ইহার ডাক্তারী নাম Saccharum Spontaneum. সাচারম, স্পণ্টেনিয়ম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। গুন্দ্রকে হিন্দীতে গোংদ পটের, মহারাষ্ট্রে পানীগবত, পাণ্যাংতীললব্হা, গুজরাটে পাণ্ডঘাডাডী, ইংরাজী নাম Elephant grass. ল্যাটিন নাম Typha Elephantina.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। মহারাষ্ট্রে ইহাকে মোথী-তৃণ বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কুশ ও দর্ভকে হিন্দুস্থানে কুশা, দাভ, ডাভ, মহারাষ্ট্রে লঘুদর্ভ, থোরদর্ভ, গুজরাটে দরভ, ডাভ, কর্ণাটে বিলীপ বুদকুশি উহ্লাকুশি, তৈলঙ্গে কুশদুর্ব্বালু, দুভ, ল্যাটিনে Andropogun snordaides. বলে। ডাক্তারী নাম Poa Cynouroides. পোয়া সাইনো-য়ুরাইডেস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কত্তৃণকে হিন্দুস্থানে রোহিষসোধিয়া, গন্ধেজঘাস, বিরচিয়াগন্ধরস ঘাস, তৈলঙ্গে কামংচিগড্ডি ও কুরীকুর, মহারাষ্ট্রে রোহিস, সুগন্ধরোহিষতৃণ, কর্ণাটে কিকগঞ্জনী, উৎকলে পালথরি, ফারসীতে খবালমামুন, আরবীতে অজ্‌খর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Andropogon Schœnanthus. এণ্ড্রোপোগন সিউন্যন্থোস।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ভূস্তৃণকে হিন্দুস্থানে ভূতৃণ, গুজরাটে ভূত্রণ, কর্ণাটে পরিমসদগংজীলং। ল্যাটিনে Andropogan citratus.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। নীলদূর্ব্বার নাম হিন্দীতে দুভ, হরীদুব, তৈলঙ্গে হরিতদূর্ব্বালু, মহারাষ্ট্রে নীলীহরিয়ালী, কর্ণাটে বিলিপকরুকে, গুজরাটে লীলীধ্রো বলে।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। শ্বেতদূর্ব্বাকে হিন্দীতে সফেদদুব, মহারাষ্ট্রে নীলশ্বেতহরলী, গুজরাটে ধোলোধ্রো, বোম্বায়ে পাড়রী হরিয়ালী, কর্ণাটে বিলিপকরুকে, তৈলঙ্গে শুক্লদূর্ব্বালু বলে। ইংরাজী Creeping cynodon.

(৯) দেশভেদে নামভেদ। গণ্ডদূর্ব্বার নাম হিন্দুস্থানে গাণ্ডারদুব, গুজরাটে গণ্ডুরধ্রো, তৈলঙ্গে গরিককম্মরু, পান্নগণ্ডী, তামিলে অরুগমপুল্, উৎকলে দুব, মহারাষ্ট্রে গণ্ডুরদূর্ব্বা, গাটিহরলী, কর্ণাটে মীনগণ্ডে হোন্নগুন্দে। ইংরাজীতে Creeping cynodon. ল্যাটিনে Dactylon cynodon.

বারাহীকন্দ (চুব্‌ড়ী আলু) (১)—কোন কোন পণ্ডিতের মতে বারাহীকন্দই বিদারীকন্দ বা চামার আলু। অনূপদেশে বিদারীকন্দ বরাহের ন্যায় লোমবান্‌ হইয়া থাকে। স্বাদুকন্দা, ক্রোষ্ট্রী, সিতা, ইক্ষুগন্ধা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্বিনী, বরাহবদনা, গৃষ্টি ও বদরা, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। বিদারী—মধুররস, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, স্তন্য ও শুক্রজনক, শীতবীর্য্য, স্বরহিত, মূত্রকারক, জীবনী, বলবর্ণপ্রদ, গুরু, রসায়ন এবং পিত্ত-রক্ত-বায়ু ও দাহনাশক॥ ১৬৭—১৭০

তালমূলী (২)—পণ্ডিতগণ তালমূলীকে মুশলী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তালমূলী—মধুর-তিক্তরস, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য, বৃংহণ, গুরু, রসায়ন এবং অর্শঃ ও বায়ুনাশক॥ ১৭১

শতমূলী ও মহাশতমূলী (৩)—শতাবরী, বহুসুতা, ভীরু, ইন্দীবরা, বরী, নারায়ণী, শতপদী, শতবীর্য্যা ও পীবরী, এইগুলি শতমূলীর এবং শতমূলী, ঊর্দ্ধকণ্টিকা, সহস্রবীর্য্যা, হেতু, ঋষ্যপ্রোক্তা ও মহোদরী এইগুলি মহাশতমূলীর পর্য্যায়। শতমূলী—গুরু, শীতবীর্য্য, তিক্ত-স্বাদুরস, রসায়ন, মেধা অগ্নি ও পুষ্টিপ্রদ, স্নিগ্ধ, নেত্রহিত, গুল্ম ও অতিসারনাশক, শুক্র ও স্তন্যজনক, বলকর এবং বাত-পিত্ত-রক্ত ও শোথনাশক। মহাশতমূলী—মেধ্য, হৃদ্য, বৃষ্য, রসায়ন, শীতবীর্য্য এবং অর্শঃ-গ্রহণী ও নেত্ররোগ নিবারক॥ ১৭২—১৭৫

অশ্বগন্ধা (৪)—অশ্বগন্ধা, হয়াহ্বয়া, বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা ও কুষ্ঠগন্ধিনী এইগুলি এবং বাজি-হয় প্রভৃতি অশ্ববাচক শব্দের অন্তে গন্ধ শব্দের যোগ করিলে যে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই সকল শব্দ (যেমন—বাজিগন্ধা হয়গন্ধা ইত্যাদি) অশ্বগন্ধার পর্য্যায়। অশ্বগন্ধা—বায়ু-শ্লেষ্ম-শ্বিত্র-শোথ ও ক্ষয়-নাশক। ইহা বলকর, রসায়ন, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ-বীর্য্য ও অতি শুক্রজনক॥ ১৭৬। ১৭৭

পাঠা (আক্‌নাদি) (৫)—পাঠা, অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠকী, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, একাষ্ঠীলা, রসা, পাঠিকা ও বরতিক্তিকা, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। পাঠা—উষ্ণবীর্য্য, কটু, তীক্ষ্ণ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘু এবং শূল-জ্বর-বমি-কুষ্ঠ-অতিসার-হৃদ্রোগ-দাহ-কণ্ডূ-বিষ-শ্বাস-কৃমি-গুল্ম-গরবিষ ও ব্রণনাশক। ১৭৮। ১৭৯

শ্বেত তেউড়ী (৬)—শ্বেতা, ত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্রা ও রেচনী এইগুলি শ্বেত তেউড়ীর পর্য্যায়। শ্বেত তেউড়ী—রেচক, স্বাদু, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, রুক্ষ এবং পিত্ত-জ্বর-শ্লেষ্ম-পিত্ত-শোথ ও উদর রোগনাশক॥ ১৮০।১৮১

কৃষ্ণ তেউড়ী (৭)—ত্রিবৃৎ, শ্যামা, অর্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কালী, কৈষিকা ও

(১) দেশভেদে নামভেদ। বারাহীকন্দকে হিন্দুস্থানে গেঠী, ভিবেঁাদীকন্দ, মহারাষ্ট্রে বারাহীকন্দ, ডুকর-কন্দ, তৈলঙ্গে ব্রাহ্মদণ্ডিচেট্টু, পাচিতোকে, বোম্বায়ে ডুকরকন্দ, গুজরাটে সালিবণাবেলা, কর্ণাটে হংদিগেট্টে নেলকুংবল বলে। ডাক্তারী নাম Disocorea. ডাইসোকোরিয়া।

(২) দেশভেদে নামভেদ। তালমূলীকে হিন্দীতে কালীমূষলী, সফেদমুশলী (শ্বেতমুষলী), তৈলঙ্গে নিলয়, তলিগডডলু ও নেলতারু, মহারাষ্ট্রে কাল্লীমুষলী, পাণ্টরীমূসল্লী, গুজরাটে কালীমূশলী, ধোলীমূসলী, কর্ণাটে নেলতাড়ী বলিয়া থাকে। লাটিনে Hypoxis orchioides, Asparagus sarmentosus. বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শতমূলীকে ও মহা-শতমূলীকে হিন্দুস্থানে সতাবর ও বড়ীশতাবর, মহারাষ্ট্রে লঘুশতাবর, শতমূল্লী, আসবলী, বড়াশতা-বর, সহস্রমূলী, কর্ণাটে কিরিপ-আসড়ী, পরড়ু আসড়ী, তৈলঙ্গে এদুমট্টীটেডাচল্ল, চল্লগড্ডলু, বোম্বায়ে শতাবরী, গুজরাটে শতাবরী, একলকংটো শাপনাগুবা, ফারসীতে গুর্জ্জদস্তি, আরবীতে শকাকুলমিস্ত্রী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Asparagum racemosus.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। অশ্বগন্ধার নাম হিন্দুস্থানে অসগন্ধ ও বারহীগেঠী, মহারাষ্ট্রে আসংন্ধ, আসকন্দ ও আসংধিকা, গুজরাটে আখসংধ,কর্ণাটে আসান্দু, অংগুর, তৈলঙ্গে পিল্লিআংগা। ফারসীতে মেহেমন্‌বররী। ল্যাটিন নাম Physalis Somnifero, ডাক্তারী নাম Withania Somniferae. উইথানিয়া সমনিফেরা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। পাঠাকে হিন্দুস্থানে নিমুকা,পাট, উৎকলে পাকনবিন্ধি,মহারাষ্ট্রে পাহাড়মুল্ল, গুজরাটে কালীপাট, করেটীমূল, কর্ণাটে পাঠা, তৈলঙ্গে পাটচেটু, বলে। ইংরাজীতে Parera Root. পরেরারুট, ল্যাটীন নাম Cissampelos pareira. ইহার ডাক্তারী নাম Stephania hernandifolia. ষ্টিফেনিয়া হারন্যাণ্ডিফোলিয়া।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। তেউড়ীর সাধারণ নাম হিন্দুস্থানে তরবদ, নিশোত, পনিলর ও পিথোরী, মহা-রাষ্ট্রে নিশোত্তর, তেঁড়,কর্ণাটে তিগড়ে,তৈলঙ্গে আলতে-গড়া, তামিলে শিবদহ, গুজরাটে নসোতর ও বোম্বায়ে ফুটকুরী ও নিশোত্তর। ফারসীতে নিশোথ, আরবীতে তুরবুদ বলে। ডাক্তারী নাম Ipomoeturpethum. ইপোমিয়া টারপেটস্‌। শ্বেততেউড়ীর হিন্দীনাম সফেদ নিশোত্তর পাট্যাকুলাচা নিশোত্তর। গুজরাটে ধোলাফুলনু নসোতর।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। কৃষ্ণতেউড়ীর হিন্দীনাম

কালমেষিকা, এইগুলি কৃষ্ণমূল তেউড়ীর নামান্তর। কৃষ্ণতেউড়ী, শ্বেততেউড়ী অপেক্ষা হীনগুণ। ইহা তীব্রবিরেচক এবং মূর্চ্ছা, দাহ, মদ ও ভ্রান্তিজনক এবং কণ্ঠের উৎকর্ষণকারক ॥ ১৮২। ১৮৩

লঘুদন্তী ও বৃহদ্দন্তী (১)—লঘুদন্তী, বিশল্যা, উদুম্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ ও মকুলক এইগুলি লঘুদন্তীর, এবং দ্রবন্তী, সম্বরী, চিত্রা, প্রত্যক্‌পর্ণী, আখুপর্ণী, উপচিত্রা, শম্বরশ্রেণী, ন্যগ্রোধী ও বৃষা এইগুলি বৃহদ্দন্তীর পর্য্যায়। ইহার পত্র ও শাখা এরণ্ডবৎ। উভয়বিধ দন্তীই— সারক, পাকে ও রসে কটু, অগ্নিদীপক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য এবং গুদাঙ্কুর (অর্শের মাংসাঙ্কুর), অশ্মরী, শূল, রক্ত-দুষ্টি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিদাহ, পিত্তরক্ত, কফ, শোথ, উদর ও কৃমিরোগনাশক ॥ ১৮৪—১৮৬

লঘুদন্তীফল—রসে ও পাকে মধুর, শীতবীর্য্য, মলমূত্রনিঃসারক, এবং গর-শোথ ও কফনাশক ॥ ১৮৭

জয়পাল (২)—দন্তীবীজ জয়পাল ও তিন্তিড়ী-ফল নামে বিখ্যাত। জয়পাল—গুরু, স্নিগ্ধ, রেচক ও পিত্তকফনাশক ॥ ১৮৮

ইন্দ্রবারুণী ও মহা ইন্দ্রবারুণী (৩) (রাখাল-শসা)—ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গবাক্ষী, গবাদনী ও বারুণী এইগুলি ইন্দ্রবারুণীর পর্য্যায় এবং বিশালা, মহা-ফলা, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাক্ষী, মৃগেবারু ও মৃগাদনী এইগুলি মহা ইন্দ্রবারুণীর নামান্তর। ইন্দ্রবারুণীদ্বয়—তিক্তরস, কটুবিপাক, সারক, লঘু ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা—কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ, প্রমেহ, মূঢ়গর্ভ, আম, গণ্ডরোগ (গলগণ্ড, গণ্ডমালা প্রভৃতি) এবং বিষ নষ্ট করে ॥ ১৮৯—১৯১

নীল (৪)—নীলী, নীলিনী, তূণী, কালা, দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী ও নীলপুষ্পা এইগুলি নীলের পর্য্যায়। নীল—রেচক, তিক্ত, কেশহিত, মোহভ্রমনাশক, উষ্ণ-বীর্য্য এবং উদর-প্লীহা-বাতরক্ত-কফ-অনিল-আম-বাত-উদাবর্ত্তমেদ ও উগ্রবিষনাশক ॥ ১৯২—১৯৪

শরপুঙ্খ (৫)—শরপুঙ্খের অন্য নাম প্লীহশত্রু। ইহার আকার নীলী বৃক্ষের ন্যায়। শরপুঙ্খ—তিক্ত কষায়, লঘু এবং যকৃৎ-প্লীহ-গুল্ম-ব্রণ-বিষ-কাস-রক্ত-শ্বাস ও জ্বর নাশক ॥ ১৯৫

যবাস ও দুরালভা (৬)—অর্থাৎ দুই প্রকার দুরালভা। যাস, যবাস, দুঃস্পর্শ, ধম্বযাস ও কুনাশক এইগুলি যাসের এবং দুরালভা, দুরালম্ভা, সমুদ্রান্তা, রোহিণী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, কষায়া ও হরবি-গ্রহা, এইগুলি দুরালভার পর্য্যায়। যাস—মধুর-তিক্ত-

শ্যামপনিলর ও কাপানিসোধ, মহারাষ্ট্রে ইহাকে কাল্লেং নিশোত্তর, কর্ণাটে কেপ্যানিয়তিগড়ে বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। দন্তীর সাধারণ নাম হিন্দুস্থানে হকুম, তিরিফল, দন্তী, মহারাষ্ট্রে দান্তি, লঘুদন্তী, গুজরাটে দাঁতএটলে নেপালনাংমূল, কর্ণাটে দন্তী, তৈলঙ্গে দন্তীচেট্টু, কোণ্ড অমদুম্ এবং বোম্বায়ে জামালগোটা, ফারসীতে দংদ, আরবীতে হবুলং-মুলুক। ইংরেজিতে Croten seeds. ল্যাটিনে Crotentiglium. ইহার ডাক্তারী নাম Croton Polyadarum. ক্রোটন পলিয়ানড্রাম।

(২) দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্থানে জমালগোটা, মহারাষ্ট্রে জেপাল, গুজরাটে নেপালো, কর্ণাটে জেপাল, আরবীতে হবুসসলাতীন, ফারসীতে তুখমেবেদং। ইংরাজীতে Purging Croton. ল্যাটিনেV olium Cortonio.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ইন্দ্রবারুণীকে হিন্দু-স্থানে ইন্দ্রায়ণ, বড়ী ইন্দ্রফলা, করফেংদু, বড়ীইন্দ্রায়ণ, মহারাষ্ট্রে লঘু ইন্দ্রায়ণ, কাণ্ডভুল্ল, খোরকাবঁড়ল্ল, কর্ণাটে হামেকে, হিরিয়া হামেকে, গুজরাটে ইন্দরবানীযু, পুগাবম্বক, তৈলঙ্গে এতিপুচ্ছা, ফারসীতে খুর্ব্বুজাতলখ, আরবীতে হংজল বলে। ইংরেজীতে Colocynth. ল্যাটিনে Citrullus Colocynthis. ডাক্তারী নাম Eucumis madraspatanus. ইউকিউমিস ম্যাড্রা-সপেটানস।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। নীলকে হিন্দীতে নীল, লীল, মহারাষ্ট্রে নীলীচে ঝাড়, গুলী, লঘুনীল্লী, কর্ণাটে নীলী, হিরীপনীলী, গুজরাটে গলী, তৈলঙ্গে নল্লপেট্ট, গেরিট ও নিলীজেট্টু বলে। ইহার ডাক্তারী নাম The Iddigo Plant. দি ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্ট। ল্যাটিনে Indigofera cordifolia. বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দুস্থানে শরফোঁকা, সফেদ শরফোঁকা, দাক্ষিণাত্যে ও বোম্বায়ে জংলিকুলথি, কর্ণাটে মরডুকোগ্গি, মল্লকোগ্গি, মহারাষ্ট্রে উন্হালি, তৈলঙ্গে প্রাংপারাচেট্টু, তেল্লবেং-পল্লিচেট্টু এবং তামিলে কোল্লুক্কবেল্লপি। ইংরেজীতে Purptephrasia ডাক্তারী নাম Tephrosia Purpurea. তেফ্রোসিয়া প্যারপুরিয়া।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। দুরালভাকে হিন্দুস্থানে ও বোম্বায়ে জবাসা, দুরালা, ধমাসা, হিংগুণা, মহারাষ্ট্রে বেলি কামুলি, ধমাসা, কর্ণাটে বল্লিদুরুবে, তোরে হংগন্ু, তৈলঙ্গে পিল্লরেগটী, দুলগোডি ও গুজরাটে ধমাসো, ফারসীতে বাদাবর্দ, আরবীতে শুকাই বলে। যবাসকে হিন্দীতে জবাসা, দুলাহ, মহারাষ্ট্রে কাণ্টেচুবুক, তাঁবড়া ধমাসা, কর্ণাটে তোরে ইঙ্গনু, তৈলঙ্গে পিল্লরেগটীদুলগোডি, গুজরাটে জবাসো, ফা-

কষায়, সারক, শীতল, লঘু, এবং কফ-মেদ-মদরোগ-ভ্রান্তি-পিত্তরক্ত-কুষ্ঠ-কাস-তৃষ্ণা-বিসর্প-বাতরক্ত-বমি ও জ্বরনাশক। যবাসের যে গুণ, দুরালভারও সেই গুণ জানিবে॥ ১৯৬—১৯৮

মুণ্ডী ও মহামুণ্ডী (২)—(শ্রাবনী ও মহাশ্রাবনী) মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবনী, তপোধনা, শ্রবণা, মুণ্ডিকা ও শ্রবণ-শীর্ষকা, এইগুলি মুণ্ডীর, এবং মহাশ্রাবণিকা, ভূকদম্বিকা, কদম্বপুষ্পিকা, অব্যথা ও অতিতপস্বিনী এইগুলি মহামুণ্ডীর পর্য্যায়। মুণ্ডী—কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য,মধুররস, লঘু, মেধ্য, এবং গণ্ড-অপচী-মূত্রকৃচ্ছ্র--কৃমি--যোনিরোগ-পাণ্ডু-শ্লীপদ-অরুচি-অপস্মার-প্লীহ-মেদঃ ও অর্শোরোগনাশক। মুণ্ডীর যে গুণ, মহামুণ্ডীরও সেই গুণ জানিবে॥ ১৯৯—২০২

অপামার্গ (৩)—(আপাঙ্গ) অপামার্গ, শিখরী, অধঃ-শল্য, ময়ূরক, মর্কটী, দুর্গ্রহা, কিণিহী ও খরমঞ্জরী এইগুলি আপাঙ্গের পর্য্যায়। আপাঙ্গ—সারক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, তিক্ত-কটুরস, পাচক, রোচক, এবং বমি--কফ-মেদঃ-বায়ু-হৃদ্রোগ-আধ্মান-অর্শঃ--কণ্ডূ-শূল-উদর ও অপচীনাশক॥ ২০৩। ২০৪

রক্ত অপামার্গ (৪)—বসির, বৃত্তফল,ধামার্গব, প্রত্যক্‌পর্ণী, কেশপর্ণী ও কপিপিপ্পলী এইগুলি লাল আপাঙ্গের পর্য্যায়। লাল আপাঙ্গ—বায়ুর বিষ্টম্ভতাকারক, কফজনক, শীতবীর্য্য ও রুক্ষ। অপামার্গ অপেক্ষা রক্তঅপামার্গের গুণ কিছু ন্যূন। অপামার্গফল-রসে ও পাকে স্বাদু, দুর্জ্জর, বিষ্টম্ভতাকারক, বাতজনক, রুক্ষ এবং রক্তপিত্তপ্রসাদক॥ ২০৫—২০৭

তালমাখনা (৫)—(কুলেখাড়া)-কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষুবালিকা এইগুলি তালমাখনার পর্য্যায়। তালমাখনা—শীতবীর্য্য, বৃষ্য,স্বাদু-অম্ল-তিক্তরস, পিত্তজনক, এবং বাত-আম-শোথ-অশ্মরী-তৃষ্ণা-দৃষ্টি ও বাতরক্তনাশক॥ ২০৮। ২০৯

হাড়ভাঙ্গা (৬)—বা হাড়জোড়া।—গ্রন্থিমান্, অস্থিসংহারী, বজ্রাঙ্গী ও অস্থিশৃঙ্খলা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ইহা—বাতশ্লেষ্মনাশক, ভগ্নাস্থির সংযোজক, উষ্ণবীর্য্য, সারক, কৃমি-অর্শঃ ও নেত্ররোগনাশক, রুক্ষ, স্বাদু, লঘু, বৃষ্য, পাচক ও পিত্তজনক।

হাড়ভাঙ্গা ত্বগ্‌রহিত করিয়া তাহা অর্দ্ধমাষা এবং খোসারহিত মাষকলায় সিকিমাষা; উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে এবং তাহা তিলতৈলে পাক করিয়া লইবে। এই বটক অতীব বাতনাশক॥ ২১০—১১২

ঘৃতকুমারী (৭)—কুমারী, গৃহকন্যা, কন্যা ও ঘৃতকুমারিকা, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ঘৃতকুমারী—ভেদক, শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর, নেত্রহিত, রসায়ন, বৃংহণ, বলকর, বৃষ্য, এবং বাত-বিষ-গুল্ম-প্লীহ-যকৃৎ-

---

সীতে ফরাকুনুন্, আরবীতে অলুগুলহাজ বলিয়া থাকে। দুরালভাকে ল্যাটীনে Fogonia-arabica. ও যবাসকে ডাক্তারীতে Alhagimaurorun. অ্যাল-হাজিমোরোরন বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। মুণ্ডী ও মহামুণ্ডীর নাম হিন্দুস্থানে মুণ্ডী, ছোটীমুণ্ডী, গোরখ মুণ্ডী, বড়ীমুণ্ডী, তৈলঙ্গে বোড়সরপুচেট্টু, তামিলে ও বোম্বায়ে কোটক, মহারাষ্ট্রে বরসবোড়ী বোড়থরা, গুজরাটে গোরখ মুণ্ডী মুণ্ডী; বোড়িয়োকলার, কর্ণাটে কীপোবোড়তর, হিরীপবোড়তর, আরবীতে কমাদর যুস। ডাক্তারী নাম Sphareanthus Indicus. স্ফারিএন্থস্ ইণ্ডিকস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। অপামার্গের নাম হিন্দুস্থানে লটজীরা, চিরচিটা, ওঙ্গা, তৈলঙ্গে দুচ্চীণিকে, মহারাষ্ট্রে অঘাড়া, গুজরাটে অঘেড়ো, কর্ণাটে উত্তরণে, চিচিরা, ফারসীতে খারবাস্‌গোতা, আরবীতে অংকম বলে। ইংরেজীতে Roughchafftree. ডাক্তারী নাম Achy-ranthis Aspera. আচিরাান্থিস্ আসপেরা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। রক্তঅপামার্গকে হিন্দুস্থানে লালচিরচিরা, মহারাষ্ট্রে লাল অঘাড়া বা রক্তলট-জীরা, কর্ণাটে কেম্পিগুত্তরণে, গুজরাটে ঝিপটো; তৈলঙ্গে উতরায়নী কেম্পিগুত্তরণে বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। তালমখানার নাম হিন্দুস্থানে কোলিস্তাবিখর, তালমখানা কৈসয়া, মহারাষ্ট্রে কোলিসা, ।বখরা, কর্ণাটে কুলুগোলিকে, তৈলঙ্গে গোলিমিড়িচেট্টু, গোবী, উংকলে কুইলিরখা, মাখুরেণ, কোকণে কোলিস্তা, গুজরাটে এখরো, ইংরাজীতে Longleaved Barlaria. ডাক্তারী নাম Ruellia Longifolia. রুলিয়া লঙ্গিফোলিয়া।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। হাড়জোড়াকে হিন্দুস্থানে হড় সঙ্করী, হড়জোড়, হড়সংহারি, গুজরাটে হাড়সাংকলা, বেধারী, তরধারী, চৌধারী, মহারাষ্ট্রে কাণ্ডবেল, ত্রিধারী, চৌধারী, বহুত ধারাচে, তৈলঙ্গে নাল্লেহ, ল্যাটিনে Vitis quodron gularis. ভিটিস্ কোয়াড্রাঙ্গুলারিস্।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ঘিউকুমারী, ঘিগুবার, থারপাঠা, কুবারপাঠা, মহারাষ্ট্রে কোরফড়, কোরফাংটা, কর্ণাটে লোল্লিসর, তৈলঙ্গে পিল্লগোরিণ্টকলবন্দ ও বিরজাজিতোটা, গুজরাটে কুবার বলে। ফারসীতে দরখতেসিম, আরবীতে

বৃদ্ধি-কফজ্বর-গ্রন্থি-অগ্নিদগ্ধ-বিস্ফোটক-পিত্তরক্ত ও ত্বগ্‌-রোগনাশক ॥ ২১৩। ২১৪

শ্বেত পুনর্নবা (১)—পুনর্নবা-শ্বেতমূলা, শোথঘ্নী ও দীর্ঘপত্রিকা, এইগুলি শ্বেতপুনর্নবার নাম। শ্বেতপুনর্নবা কটুরস, কষায়ানুরস, অতি অগ্নিদীপক এবং পাণ্ডু-শোথ-বায়ু-গর-শ্লেষ্ম-ব্রণ ও উদর নাশক ॥ ২১৫

রক্ত পুনর্নবা (২)—রক্তপুষ্পা, শিলাটিকা, শোথঘ্নী, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বৃষকেতু ও কঠিল্লক, এইগুলি রক্ত-পুনর্নবার নাম। ইহা তিক্ত, কটুপাক, হিমবীর্য্য, লঘু, বাতজনক, মলসংগ্রাহক, এবং শ্লেষ্ম-পিত্ত ও রক্তদুষ্টি-নাশক ॥ ২১৬। ২১৭

গন্ধ প্রসারণী (৩)—(গন্ধভাদুলে) প্রসারণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতানিনী, সরণী, সারণী, ভদ্রা, বলা ও কটম্ভরা এইগুলি গন্ধভাদুলের পর্য্যায়। গন্ধভাদুলে—গুরু, বৃষ্য, বলকারক, ভগ্নসংযোজক সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতজনক, তিক্ত এবং বাতরক্ত-কফনাশক ॥ ২১৮। ২১৯

কৃষ্ণ ও শ্বেত অনন্তমূল (৪)—কৃষ্ণ অনন্তমূল—ইহার পত্র জামপত্রবৎ, ইহা সুগন্ধ এবং কলঘণ্টিকা নামে প্রসিদ্ধ। সারিবা, শ্যামা, গোপী ও গোপবধূ এইগুলি কৃষ্ণ অনন্তমূলের পর্য্যায়।

শ্বেত অনন্তমূল—ইহারও পত্র জামপত্রবৎ, ইহা দুগ্ধগর্ভা লতা। শ্বেত সারিবা অর্থাৎ শ্বেত অনন্তমূল—গোপী, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোতা, শ্যামা, গোপবল্লী, আস্ফোতা, লতা ও চন্দনা এই সকল নামে অভিহিত।

অনন্তমূলদ্বয়—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, এবং অগ্নিমান্দ্য-অরুচি-শ্বাস-কাস-আমবিষ-দোষত্রয়-রক্ত-প্রদর-জ্বর ও অতিসার নাশক ॥ ২২০—২২২

ভীমরাজ (৫)—ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরাজ, ভৃঙ্গার ও কেশরঞ্জক এইগুলি ভীমরাজের পর্য্যায়। ভীমরাজ—কটুক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণ, কফবাতনাশক, কেশহিত, ত্বক্‌প্রসাদক, দন্তহিত, রসায়ন, বলকর এবং ইহা কৃমি-শ্বাস-কাস-শোথ-আম-পাণ্ডু-কুষ্ঠ-নেত্ররোগ ও শিরোরোগনাশ করে॥ ২২৩।২২৪

শণহুলী (৬)—শণহুলীর সংস্কৃত নাম শণপুষ্পী ও ঘণ্টা, ইহা শণপুষ্পাকৃতি। শণপুষ্পী—কটু-তিক্তরস, বমনকারক ও কফপিত্তনাশক ॥ ২২৫

ত্রায়মাণা (৭)—(বলাডুমুর) বলভদ্রা, ত্রায়মাণা, ত্রায়ন্তী ও গিরিজা, অনুজা, এইগুলি বলাডুমুরের পর্য্যায়। বলাডুমুর—কষায়-তিক্তরস, সারক, এবং পিত্ত-কফ-জ্বর-হৃদ্রোগ-গুল্ম-অর্শঃ-ভ্রম-শূল ও বিষনাশক ॥ ২২৬

মুসবর। ইংরেজীতে Barbadoes aloes. ডাক্তারী নাম Aloe Indica. অ্যালোই ইণ্ডিকা।

(১।২) দেশভেদে নামভেদ। শ্বেতপুনর্নবা ও রক্ত পুনর্নবাকে হিন্দুস্থানে বিষখপরা, সাঁঠ, পাংটরী গদহপূর্ণা, নারীসাঠে, গদহপুরেণা, মহারাষ্ট্রে ঘেটুল্লী, পাংচরী খরপল্লা, রক্তবসু, কর্ণাটে বিলিয়াদুবেল্লড় কিলু, কেংপিন বেল্লড় কিলু করীয়বেল্লড় কিলু, তৈলঙ্গে গাল্লেরু অতিকমমেদি, তামিলে মুকরটেকিরে ও বোম্বায়ে পুনর্নবা, গুজরাটে, সাটোড়ী, খেতরী, লাংবাং, পাংননী, রাতাফুলনে নিচে ধোলাকন্দ ধোলাপাননে চোমাসানী, আরবীতে হংদকুকী বলে। ইংরাজীতে Spreading Hogneed. ল্যাটিন নাম Boerhavia diffusa. বোয়েরহ্যাভিয়া ডিফিউসা।

(২) দেশভেদে নামভেদ। গন্ধভাদুলের নাম হিন্দুস্থানে গান্ধালি, গন্ধালি, পসরন, গন্ধপ্রসারণী, মহারাষ্ট্রে চাঁদবেল, প্রসারণী, কর্ণাটে হেসরণে, তৈলঙ্গে গোন্তেমগোরুচেট্টু ও সবিরেলচেট্টু, গুজরাটে প্রসারণবেল্য বলে। ডাক্তারী নাম Paederia foetida. পোয়েডেরিয়া ফোয়েটিডা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। কৃষ্ণ ও শ্বেত অনন্তমূলের হিন্দীনাম দুধি, গোরীসর, কালীসর, করিয়াসাউ, গৌরিয়াসাউ, সালসা, সরিবন, মহারাষ্ট্রে শ্বেত উপলসরী, সুগন্ধ উপলসরী, কৃষ্ণ উপলসরী, গুজরাটে কপরী, কালীবেল্য, কর্ণাটে সারিবা, উৎকলে গুপাপানমূল, তৈলঙ্গে নীলতিগ বলে। ইংরেজীতে Indian Sarsa Parilla. ল্যাটিনে Hemidesmus indicus.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ভীমরাজের নাম হিন্দুস্থানে ভাংগরা, ভেগরিয়া, ভাগরৈয়া, কুকুর ভাংগরা, মহারাষ্ট্রে পিবলমাকা, মাংকা, তৈলঙ্গে গুণ্টকলগরচেট্টু, বোম্বায়ে পিবলভাংরা, গুজরাটে ভাংগরো, কর্ণাটে গরুগমুক, উৎকলে কলাকেশদুরা, ফারসীতে জমর্দর, আরবীতে হজীজ, ইংরাজীতে Traling Eclipta. ডাক্তারী নাম Wedelia calendulacea. ওয়েডেলিয়া কালেণ্ডুলেসিয়া।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্থানে শণহুলীকে ঝুনঝুনিয়া, পটশণ, শণহুলী, ঘাগরী, শণই ও বনশণ, মহারাষ্ট্রে খোরতাগ, কোঙ্কণে খুল্লখুল্লা, গুজরাটে শন, দ্রাবিড়ে জনবকনর, কর্ণাটে গিলুগিচ্চি, চিক্কগিলু, মতেকাডবিটি, তৈলঙ্গে শণমতুবেল্ল, জেনপনর, বেল্লচেট্টু, তামিলে জেনপনর, বোম্বায়ে শন, ফারসীতে লাদনাং বলে। ইংরাজীতে Flax Hemp. ল্যাটিনে Crotalaria Juhcia.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ত্রায়মাণাকে হিন্দুস্থানে ত্রায়মান, মহারাষ্ট্রে ত্রায়মাণ, গুজরাটে ত্রায়িমান, কর্ণাটে ত্রায়মাণা, ফারসীতে অস্পরক বলে। ল্যাটিনে Thalictrum-Faliotosum.

মূর্ব্বা (১)—মূর্ব্বা, মধুরসা, দেবী, মোরটা, তেজনী, স্রবা, মধুলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী ও পীলুপর্ণী, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। মূর্ব্বা—সারক, গুরু, স্বাদু-তিক্তরস, এবং পিত্তরক্ত-মেহ-ত্রিদোষ-তৃষ্ণা-হৃদ্রোগ-কণ্ডূ-কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক॥ ২২৭। ২২৮

কাকমাচী (২)—কাকমাচী, ধ্বাঙ্ক্ষমাচী, কাকাহ্বা ও বায়সী, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কাকমাচী—ত্রিদোষঘ্ন, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু ও শুক্রপ্রদ, তিক্তরস, রসায়ন এবং শোথ-কুষ্ঠ-অর্শঃ-জ্বর ও মেহনাশক, কটু, নেত্রহিত, হিক্কা-বমি ও হৃদ্রোগ প্রশমক॥ ২২৯। ২৩০

কাকনাসা (৩)—কাকনাসা, কাকাঙ্গী ও কাক-তুণ্ডফলা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কাকনাসা—কষায়-কটুক-তিক্তরস, কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য, কফঘ্ন, বামক, এবং শোথ-অর্শঃ ও শ্বিত্রকুষ্ঠনাশক॥ ২৩১

কাকজঙ্ঘা (৪)—কাকজঙ্ঘা, নদীকান্তা, কাক-তিক্তা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও কাকা, এই-গুলি একার্থবাচক শব্দ। কাকজঙ্ঘা—হিমবীর্য্য, তিক্ত-কষায় এবং কফ-পিত্ত-জ্বর-পিত্তরক্ত-জ্বর-কণ্ডূ-বিষ ও কৃমিনাশক॥ ২৩২। ২৩৩

নাগপুষ্পা—নাগপুষ্পী, শ্বেতপুষ্পা, নাগিনী ও রামদূতিকা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। নাগপুষ্পী—রোচক, তিক্ত, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, এবং কফ-পিত্ত-বিষ-শূল-যোনিদোষ-বমি ও কৃমিনাশক॥ ২৩৪

মেষশৃঙ্গী (১)—(মেড়াশৃঙ্গী)—মেষশৃঙ্গী, বিষাণী, মেষবল্লী ও অজশৃঙ্গিকা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ইহা রসে তিক্ত, পাকে কটু, বাতজনক, শ্বাসকাসঘ্ন, রুক্ষ এবং পিত্ত-ব্রণ-শ্লেষ্ম ও নেত্রশূলনাশক। মেষ-শৃঙ্গীফল—তিক্ত, অগ্নিদীপক, স্রংসন, এবং কুষ্ঠ-মেহ-কফ-শ্বাস-কৃমি-ব্রণ ও বিষনাশক॥ ২৩৫। ২৩৬

হংসপাদী (২)—হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা ও ত্রিপাদিকা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। হংসপাদী—গুরু, শীতবীর্য্য এবং রক্ত-বিষ-ব্রণ-বিসর্প-দাহ-অতি-সার-লূতা-ভূতগ্রহ ও অগ্নিরোহিণী নাশক॥ ২৩৭

সোমলতা (৩)—সোমবল্লী, সোমলতা, সোম-ক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। সোমলতা—ত্রিদোষঘ্ন, কটুতিক্তরস ও রসায়ন॥ ২৩৮

আকাশবল্লী (৪)—আকাশবল্লীকে পণ্ডিতগণ অমরবল্লী কহেন। আকাশবল্লী—মলসংগ্রাহক, তিক্ত-কষায়, পিচ্ছিল, নেত্ররোগহর, অগ্নিকর, হৃদ্য, এবং পিত্ত-শ্লেষ্ম ও আমনাশক॥ ২৩৯

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। মূর্ব্বাকে হিন্দুস্থানে চূর্ণ-হার, মুর্হরী, মহারাষ্ট্রে মোরবেল, তৈলঙ্গে বাগচেট্টু, সগ, সাগ্না ও চগ এবং বোম্বায়ে মোরমেল, কর্ণাটে মুহরসি, তামিলে মরূল বলে। ডাক্তারী নাম Sansevieria zeylanica. সান্সেভীরিয়া জীলানিকা।

(২) দেশভেদে নামভেদ। কাকমাচীকে হিন্দুস্থানে কবৈয়া, কাবই, মকোয় এবং মহারাষ্ট্রে লঘুকাবল্লী, কামোনি, কর্ণাটে কাবঙ্গকাকে গুজরাটে পালুডো, ফারসীতে রোবাতরীখ, আরবীতে এনবুস্সালব বলে। ইংরাজীতে Night Shed. নাইট সেড, ল্যাটিনে Solanum nigrum.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। কাকনাসাকে হিন্দু-স্থানে কৌয়া ঠোঁঠী, মহারাষ্ট্রে থোর শ্বেতকাবল্লী, কর্ণাটে বড়িসি কদুগুরুঞ্জি, বিরিয়িকাগে তোলে, তৈলঙ্গে রেলুমসজিচেট্টু, পুলগুরিবিজচেট্টু ও কাকিদোংড়চেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Solanum Indicum. সোলা-নম্ ইণ্ডিকম্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কাকজঙ্ঘাকে পশ্চিমে হিন্দুস্থানে কাকজঙ্ঘা, মসী, মহারাষ্ট্রে কাওলাচেজোয়, গুজরাটে আলেজী, কর্ণাটে কাগেকালু, (তৈলঙ্গে নাবাকালীচেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Leeahirta. লীয়াহার্টা।

(১) দেশভেদে নামভেদ। মেষশৃঙ্গকে হিন্দুস্থানে মেঢ়াশীঙ্গী, কর্ণাটে উরিয়মর, মহারাষ্ট্রে মেণ্ডকল্লী, কেবনীচ্যা শেঙ্গা, গুজরাটে মংড়াশিঙ্গী, আটডিন্নীশঙ্ক, ফারসীতে কিস্ত, আরবীতে বকিস্ত বলে, ইংরাজীতে Screw tree. স্ক্রু ট্রী বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। হংসপাদীকে হিন্দুস্থানে হংসপাদী, হংসপগী, গুজরাটে হংসরাজ কালীড়াং ডলীনো, মহারাষ্ট্রে লালগাজালু, তৈলঙ্গে হংসপাদমু, কর্ণাটে নবিসড়ি, ফারসীতে পরস্যা উশান, আরবীতে শারুলজ্জীন্ শারুল অদ বলে। ইংরাজীতে Maiden hair. ল্যাটিনে Adiantum Lunulatum, এডিএন্টম্ লন্যুলেটন্। ডাক্তারী নাম Vitis Pidata. ভাইটিস্ পিডেটা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। সোমলতাকে হিন্দীতে সোমলতা, সোমবল্লী, মহারাষ্ট্রে থোর সোমবল্লী, কর্ণাটে সোমবল্লী, বোম্বায়ে সোমবল্লী, তৈলঙ্গে পলচীজ্জী, টিগটস্থয়ড়ু ও পুল্লতোয়ে বলে। ডাক্তারী নাম The moon Plant. দি মুন প্লাণ্ট।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। আকাশবল্লীকে হিন্দু-স্থানে ও মহারাষ্ট্রে অমরবেল ও আকাশবেল, কর্ণাটে নেদমূদবল্লী, তৈলঙ্গে ইন্দ্রজাল, গুজরাটে অমরবেল ও আরবীতে অফতিমূন বলে। ডাক্তারী নাম Cassayta Filliformis. ক্যাসেইটা ফিলিফরমিস্।

এক প্রকার দেবদালী আছে, তাহাকে খরস্পর্শা বিষঘ্নী ও গরনাশিনী কহে। দেবদালী—তিক্তরস। ইহা কফ-অর্শঃ-শোথ-পাণ্ডু-ক্ষয়-হিক্কা-কৃমি ও জ্বরনাশক। তিক্তা দেবদালী বমনকারক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য। দেবদালীর ফল—তিক্ত ও স্রংসন (রেচক) এবং কৃমি-শ্লেষ্ম-গুল্ম-শূল-অর্শঃ ও বাত নাশক॥ ২৬৮—২৭০

জলপিপ্পলী (১)—জলপিপ্পলী, শারদী, শকুলাদনী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা ও লাঙ্গলী, এই গুলি একার্থবোধক শব্দ। জলপিপ্পলী—হৃদ্য, নেত্রহিত, শুক্রজনক, লঘু, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, রক্ত-দাহ-ব্রণনাশক, কটু-কষায়রস, কটুবিপাক, রুচিজনক ও অগ্নিবর্দ্ধক॥ ২৭১। ২৭২

গোজিয়া (২)—গোজিহ্বা, গোজিকা, গোভী, দার্ব্বিকা ও খরপর্ণিনী এই গুলি গোজিয়ার পর্য্যায়। গোজিয়া—বাতজনক, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, কফ-পিত্তহর, হৃদ্য, প্রমেহ-কাস-রক্ত-ব্রণ ও জ্বরনাশক, লঘু, কোমল, মধুর-কষায়-তিক্তরস ও স্বাদু-বিপাক॥ ২৭৩। ২৭৪

নাগদমনী (৩)—নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা ও মহাযোগেশ্বরী এই গুলি একার্থবাচক শব্দ। নাগদমনী—কটু-তিক্তরস, লঘু এবং পিত্ত-কফ-মূত্রকৃচ্ছ্র-ব্রণ-রক্ষ ও জালগর্দ্দভ নাশক, সর্ব্বগ্রহপ্রশমক, নিঃশেষবিষনাশক, ধন ও সুমতি প্রদ এবং সর্ব্বজয়কারক॥ ২৭৫—২৭৭

বেল্লন্তর (৪)—বেল্লন্তর জগতে বীরতরু নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পুষ্প জাতিপুষ্পের ন্যায় হয়, কিন্তু তাহা শ্বেত কৃষ্ণ অরুণ গাঢ় লোহিত বা নীল বর্ণ হইয়া থাকে। ইহার পত্র শাঁইপত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হয়। বেল্লন্তর কণ্টকীবৃক্ষ, ইহা বিজল প্রদেশেই জন্মে। বেল্লন্তর রসে ও পাকে তিক্ত, ইহা মলসংগ্রাহক এবং তৃষ্ণা-কফ-মূত্রাঘাত-অশ্মরী-যোনিরোগ-মূত্ররোগ ও বায়ুরোগ নাশক॥ ২৭৮। ২৭৯

ছিক্কনী (৫)—(হাঁচুটী) ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ, তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা ও ঘ্রাণদুঃখদা এইগুলি হাঁচুটীর পর্য্যায়। (ইহার নস্য লইলে হাঁচী হয়)। ছিক্কনী—কটুরস, রুচিকর, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নি ও পিত্তজনক এবং বাতরক্ত-কুষ্ঠ-কৃমি ও বাতশ্লেষ্ম নাশক॥ ২৮০

কুকুন্দর (৬)—(কুকুরশোঁকা) কুকুন্দর, তাম্রচূড়, সূক্ষ্মপত্র, মৃদুচ্ছদ এইগুলি কুকুরশোঁকার পর্য্যায়। ইহা কটু-তিক্তরস, এবং জ্বর-রক্ত ও কফ নাশক। ইহার কাঁচামূল মুখে রাখিলে মুখশোষ নিবারিত হয়॥ ২৮১

সুদর্শনা (৭)—সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাঙ্গা ও মধুপর্ণিকা এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। সুদর্শনা—স্বাদু, উষ্ণবীর্য্য, কফ-শোথ-রক্ত-বাতনাশক॥ ২৮২

মূষাকর্ণী (৮)—(ইন্দুরকাণি) আখুকর্ণী, আখু-

মহারাষ্ট্রে দেবদালী, দেবডঙ্গরীফল, কর্ণাটে দেবডঙ্গর, তৈলঙ্গে ডাতরগংডি, লতাবিশেষমু ও যাবনিক ভাষায় বন্দাল বলে। ডাক্তারী নাম Andro Pogon serratus. আণ্ড্রোপোগন সেরেটাস্। ইংরাজীতে Bristly Lufia. ল্যাটীন নাম Luffa Echinata.

(১) দেশভেদে নামভেদ—জলপীপ্পলীর (কাঁচড়া-ঘাস) নাম হিন্দুস্থানে পনিসিগা, গঙ্গতিরিয়া ও জলপীপর, মহারাষ্ট্রে জলপিপ্পলী, গুজরাটে রত্তবেলিয়ো, কর্ণাটে হোমুগুলু, ফারসীতে পীপল আবী, আরবীতে ফিল-ফিলমায়। ইংরেজীতে Purple Lippia. ল্যাটীনে Lippia Nodiflora.

(২) দেশভেদে নামভেদ—গোজিয়াকে হিন্দুস্থানে গোজিয়া, গোভী, তৈলঙ্গে যেদুনালুকচেট্টু, ভরীলিক চেট্টু, মহারাষ্ট্রে পাথরী, গুজরাটে ভোপাথরী, ফারসীতে কলমকুভী বলে। ডাক্তারী নাম Elephuntopus scabar. এলিফ্যাণ্টোপস্ স্ক্যাবার।

(৩) দেশভেদে নামভেদ—নাগদনার নাম হিন্দুস্থানে নাগদোন ও নাগদমন, তৈলঙ্গে ঈশ্বরীচেট্টু-দবণমু, তামিলে মাচিপত্রী, বোম্বায়ে দবণা, নেপালে তিতাপাত, মহারাষ্ট্রে নাগদবনী, গুজরাটে নাগড়মণ, কর্ণাটে নাগদমনী। ইহার ডাক্তারী নাম Indian warm wood. ইণ্ডিয়ান্ ওয়ারম উড।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। বেল্লন্তরের হিন্দী নাম বরবেলা, বিল্বান্তর, মহারাষ্ট্রে বেল্লন্তর, তৈলঙ্গে বেল্-তুঙ্গচেট্টু।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ছিক্কনীর হিন্দীনাম নাক-ছিকনা, মহারাষ্ট্রে নাকশিকনী, গুজরাটে নাকছীকনী, ফারসীতে বেরগাউজবাং, আরবীতে উফরক কুন্দুশ, ল্যাটিনে Sentipeda orbicularis. ডাক্তারী নাম Artemisia Sternutatoria. আরটিমিসিয়া ষ্টার্নিউ-টাটোরিয়া।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। কুকুন্দরের হিন্দীনাম কুকরৌন্দা, মহারাষ্ট্রে কুকুরবন্দা, গুজরাটে কোকরুন্দা, ফারসীতে কমাকিশ্‌স্, আরবীতে সনৌবরুল অদ এবং ল্যাটীনে Blumea odorata. বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। সুদর্শনকে হিন্দীতে সুদর্শন, বোম্বায়ে-সুদর্শন গুলঙ্ক, পদ্মগুলঙ্ক বলে।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। ইন্দুরকাণিকে হিন্দুস্থানে মূসাকানী বা উন্দুরকন্নী, মহারাষ্ট্রে উন্দিরকানী, ভোপসী,

পর্ণী, পাণকা ও ভূদরীভবা এইগুলি ইন্দুরকাণির নাম। ইহা—কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতবীর্য্য, লঘু, কটুবিপাক এবং মূত্ররোগ-কফরোগ ও কৃমিনাশক॥ ২৮৩

ময়ূরশিখা (১)—ময়ূরশিখা, সহস্রাহি, মধুচ্ছদা ও নীলকণ্ঠশিখা এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। নীলকণ্ঠশিখা—লঘু এবং পিত্ত-শ্লেষ্মা-অতিসার নাশক॥ ২৮৪

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে গুড়ূচ্যাদিবর্গ।

অথ পুষ্পবর্গ।

পদ্ম (২। ৩)—পদ্ম শব্দ পুংক্লীব উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিসপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর ও অম্ভোরুহ, এইগুলি পদ্মের পর্য্যায়। পদ্ম—শীতবীর্য্য, বর্ণহিত, মধুর, এবং কফপিত্ত-তৃষ্ণা-দাহ-রক্ত-বিস্ফোট-বিষ ও বীসর্পনাশক। শ্বেতপদ্মের বিশেষ নাম পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মের বিশেষ নাম কোকনদ এবং নীলপদ্মের বিশেষ নাম ইন্দীবর। শ্বেতপদ্ম—শীতবীর্য্য, মধুর ও কফপিত্তনাশক। রক্তপদ্ম ও নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণ॥ ১—৫

পদ্মিনী—মূল নাল পত্র ও প্রস্ফুটিত পুষ্প এই সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন পদ্মকে পণ্ডিতগণ পদ্মিনী-বিসিনী-ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন (আদি শব্দে নলিনী-কমলিনী প্রভৃতি বুঝিবে)। পদ্মিনী—শীতবীর্য্য, গুরু, মধুর-লবণরস, পিত্ত-শোণিত-কফনাশক, রুক্ষ এবং বাতবিষ্টম্ভকারক॥ ৬। ৭

নবপত্রাদি (৪)—নবপত্রকে সংবর্ত্তিকা, বীজকোশকে কর্ণিকা, কেশরকে কিঞ্জল্ক এবং পুষ্পরসকে মকরন্দ (পাঠান্তরে-কেসরকে কিঞ্জল্ক ও চাম্পেয়) কহে। পদ্মের নালকে মৃণাল ও বিস বলে। সংবর্ত্তিকা অর্থাৎ পদ্মের নবপত্র—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়রস, এবং দাহ-তৃষ্ণা-মূত্রকৃচ্ছ্র-গুদজরোগ (অর্শঃ প্রভৃতি) ও রক্তপিত্ত নাশক। পদ্মের কর্ণিকা—তিক্ত-কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, মুখবৈশদ্যকারক, লঘু, এবং তৃষ্ণা-রক্ত-কফ ও পিত্তপ্রশমক। পদ্মের কিঞ্জল্ক—শীতবীর্য্য, বৃষ্য, কষায়রস, মলসংগ্রাহক এবং কফ-পিত্ত-তৃষ্ণা-দাহ-রক্তার্শঃ-বিষ ও শোথনাশক। পদ্মের মৃণাল—শীতবীর্য্য, বৃষ্য, পিত্ত-দাহ-রক্তপ্রশমক ও গুরু। ইহা দুষ্পাচ্য, মধুরবিপাক, স্তন্য-অনিল ও

কর্ণাটে বল্লিহর্ঙ্গে, গুজরাটে উন্দরকনী, তৈলঙ্গে এলুকচেবিচেট্টু, ফারসীতে গোরোমুষ, সতর, আরবীতে আজানুলফার ও ইউনানীতে শরদম্ বলে। ল্যাটিন Ipomoea Renniformis. ডাক্তারী নাম Salvinia cucullata. সালভাইনিয়া সকিউলাটা।

(১) দেশভেদে নামভেদ। ময়ূরশিখাকে হিন্দুস্থানে মোরশিখা (লালমুর্গা), মহারাষ্ট্রে ময়ূরশিখা, গুজরাটে মোরশিখা কর্ণাটে হোরেয়স্থ্ব ও তৈলঙ্গে ময়ূরশিখিয়নে ক্ষুপবিশেষমু, ফারসীতে অসনানে, অসলান, বলে। ল্যাটিনে Celosia cristata.

(২) দেশভেদে নামভেদ। পদ্মকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে কমল, তৈলঙ্গে তম্মি, তম্মিয়ুব্বু, কালাবা, তামিলে অম্বল, কর্ণাটে বিলীয়তাবরে, ফারসীতে নীলুফর, গুলনীলোফর, আরবীতে কম্বংবুলমা, বর্দ নীলোফর বলে। ডাক্তারী নাম Nelumbium speciosum, Salvadora Indica, নেলম্বিয়ম স্পেসিওসম, সালভাডোরা ইণ্ডিকা। ইংরাজীতে Lotus.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শ্বেতপদ্মকে হিন্দীতে সফেদকমল, মহারাষ্ট্রে পাণ্টরে কমল, কর্ণাটে কেদাবরে, গুজরাটে ধোলাকমল, তৈলঙ্গে নালাবাকালাবা তেল্লনামর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম White lotus. হোয়াইট লোটাস্। নীলোৎপলকে হিন্দুস্থানে নীলকমল, নীলকমোদনী, মহারাষ্ট্রে নীল্লেংকমল্ল, কর্ণাটে নৈইদিলু ও তৈলঙ্গে নল্লকুলবু বলে। ল্যাটিনে Nymphaea stellata. নিম্ফাইয়া ষ্টেলাটা। রক্তপদ্মকে হিন্দীতে লালকমল, মহারাষ্ট্রে তাঁবডেংকমল্ল, গুজরাটে রাতনাউঘেডেতে, কর্ণাটে করিয়তাঁবরে, তৈলঙ্গে এরাকালাবা বলে।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মৃণালকে হিন্দিতে কমলকীনাল কমলকীদণ্ডী, মহারাষ্ট্রে কমল্লাচা দেংট, কর্ণাটে কমলদন্‌লু, তৈলঙ্গে তামরতুণ্ড ও তামরতোগে বলে। পদ্মবীজকে হিন্দীতে কমলগট্টা, মহারাষ্ট্রে কমলাক্ষ,

গুজরাটে কফপ্রদ, মলসংগ্রাহক, মধুররস ও রুক্ষ। শালূকও এইরূপ গুণান্বিত জানিবে॥ ৮—১৩

স্থলপদ্ম (১)—পদ্মচারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও শারদা এইগুলি স্থলপদ্মের পর্য্যায়। ইহা অনুষ্ণ (ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য), কটু-তিক্ত-কষায়রস, এবং কফ-বাত-মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-শূল-শ্বাস-কাস ও বিষ নাশক॥১৪

কুমুদ (২)—শ্বেত কুবলয়কে কুমুদ ও কৈরব বলে। ইহা পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, মধুর, আহ্লাদজনক ও শীতল॥ ১৫

কুমুদিনী (৩)—কুমুদ্বতী, কৈরবিকা, কুমুদিনী এই গুলি একার্থবাচক শব্দ। মূল-নাল-পত্র ও প্রস্ফুটিত পুষ্প এই সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন কুমুদকে পণ্ডিতেরা কুমুদিনী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। পদ্মিনীর যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, কুমুদিনীরও সেইসকল গুণ জানিবে॥১৬

কহ্লার (৪)—সৌগন্ধিক, কহ্লার, হল্লক ও রক্তসন্ধ্যাক এই গুলি একার্থবোধক শব্দ। কহ্লার—শীতল, গ্রাহি, বিষ্টম্ভি, গুরু ও রুক্ষণ॥১৭

বারিপর্ণী ও শৈবাল (৫)—(পানা ও শেওলা)—বারিপর্ণী, কুম্ভিকা, শৈবাল ও শৈবল এই গুলি পানা ও শেওলার পর্য্যায়। বারিপর্ণী (পানা) শীতল, তিক্ত-স্বাদু-কটুরস, লঘু, সারক, ত্রিদোষ-নাশক, রুক্ষ এবং শোণিতদুষ্টি জ্বর-শোষনাশক। শৈবাল (শেওলা)—কষায়-তিক্ত-মধুর, শীতল, লঘু, স্নিগ্ধ এবং দাহ ও রক্তজ্বর নাশক॥ ১৮। ১৯

শতপত্রী (৬)—(সেউতীগোলাপফুল)—শতপত্রী, তরুনী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষাপুষ্পা ও অতিমঞ্জুলা এই গুলি গোলাপের পর্য্যায়। গোলাপ—শীতবীর্য্য, হৃদ্য, সংগ্রাহী, শুক্রজনক, লঘু, দোষত্রয় ও রক্তদুষ্টিনাশক, বর্ণকর, তিক্ত-কটুরস ও পাচক॥ ২০। ২১

বাসন্তী (৭)—নেপালী, সপ্তলা, নবমালিকা ও বাসন্তী এই গুলি একার্থবোধক শব্দ। বাসন্তী শীতল, লঘু, তিক্ত ও ত্রিদোষঘ্ন॥২২

বার্ষিকী (৮)—(বেলফুল)—শ্রীপদী, ষট্পদানন্দা, বার্ষিকী ও মুক্তবন্ধনা এই গুলি বেলফুলের পর্য্যায়। বেলফুল—শীতল, লঘু, তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন এবং কর্ণরোগ-নেত্ররোগ ও মুখরোগ নাশক। ইহার তৈলেরও এই সকল গুণ জানিবে॥ ২৩

চামেলী (৯)—(জাতি ও স্বর্ণজাতি)—জাতি জাতী, সুমনা, মালতী, রাজপুত্রিকা, চেতিকা ও হৃদ্যগন্ধা এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। পীতবর্ণ জাতিকে স্বর্ণজাতী বলে। এই দ্বিবিধজাতি—তিক্ত-কষায়,

কমলকাকড়ী, কর্ণাটে পদ্মাক্ষ, তৈলঙ্গে তামরকাড়া, আরবীতে বালককেকুরতি বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। স্থলপদ্মকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে স্থলকমলিনী, স্থলপদ্মমনেপুষ্যমু, কর্ণাটে কলু-দাবরে বলে। ল্যাটীন নাম Ionidiuam Suffruticosum.

(২) দেশভেদে নামভেদ। কুমুদের নাম হিন্দুস্থানে কোঈ, কমোদনী, বঘোলা, ববুলা, মহারাষ্ট্রে পাঁটরেং উৎপল ও কর্ণাটে বিলিয়েতে ইটিলু, গুজরাটে পোয়ণ বলে। ডাক্তারী নাম Nymphaea Lotus. নিমফাইয়া লোটাস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। কুমুদিনীর নাম তৈলঙ্গে কলুবলুগু কোলিনু, কলুবপুব্বুলু।

(৪) দেশভেদে নামভেদ—কহ্লারকে তৈলঙ্গে কোদ্দিগা এরগাবুংড়ি, বাসনপসকলুব বলে। ডাক্তারী নাম Nymphaea Lotus. নিমফাইয়া লোটাস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ—পানার নাম হিন্দীতে ও গুজরাটে জলকুম্ভী, কুম্ভী, মহারাষ্ট্রে জলমগুবী, কর্ণাটে হাংবলং, তৈলঙ্গে তুটিকুর ও বোম্বায়ে জলকুম্ভী। ডাক্তারী নাম Pistia Stratiotes. পিষ্টিয়া ষ্ট্রাটিওটিস্। শেওলাকে হিন্দীতে সিবার (কাঈ), মহারাষ্ট্রে শেবাল্ল, গুজরাটে লীল, সেবাল, তৈলঙ্গে নাচু, ফারসীতে পশমেদরা জামেংগুক, জবাল, আরবীতে তুহলব বলে। ল্যাটিন নাম Serra tophyllum submersum.

(৬)—দেশভেদে নামভেদ—শতপত্রীকে হিন্দুস্থানে সেবতী, গুলাব, কুজা সদাগুলাব, মহারাষ্ট্রে গুলাব-চেংফুল, শেবন্তী কাঁংটে শেবন্তী, কর্ণাটে সেংবতিগে, চেবড়ে, তৈলঙ্গে গুলারীপুবু চেমণ্ডিচেট্টু, গুজরাটে শেবতী, গুলাব, মোশমীগুলাব, ফারসীতে গুল, গুলেসুর্খ, গুলেমুশকি, আরবীতে জরংজবীন, গুলকংদ বলে। ইংরেজীতে Cabbage rose. ল্যাটীনে Rosa Centifolia.

(৭) দেশভেদে নামভেদ—বাসন্তীকে হিন্দুস্থানে বাসন্তী, নেবারী, মহারাষ্ট্রে নেবালী, রায়নেবালী, বীরবন্তি, কর্ণাটে বিরবন্তিগে, গুজরাটে নেবরী বলে। ডাক্তারী নাম J. Zambac Floribus Multiplicatis. জে, জাম্বাক ফ্লোরিবস্ মল্টিপ্লিকেটিস্।

(৮) দেশভেদে নামভেদ—বার্ষিকীকে হিন্দুস্থানে বেলা, মোতিয়া, গুজরাটে বেল্য, মহারাষ্ট্রে মোগরী, কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে, তৈলঙ্গে কুসক্রান্তাচেট্টু, বলে। ডাক্তারী নাম Jasminum Savibac. জাস্মিনম সাভিবাক্।

(৯) দেশভেদে নামভেদ—চামেলীকে হিন্দুস্থানে (চমেলী,) জাতী, জাঈ, পীলা জাঊ, মহারাষ্ট্রে থোরশ্বেতজাঈ, পিবল্লীজাঈ, কর্ণাটে জাজি, তৈলঙ্গে

উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বাতাদিদোষঘ্ন এবং শিরঃ-নেত্র-মুখ ও দন্তরোগ-বিষ-কুষ্ঠ-বায়ু ও রক্তদুষ্টিনাশক ॥ ২৪ । ২৫

যূথিকা (১) ও স্বর্ণযূথিকা—(জুঁই ও স্বর্ণজুঁই)—যূথিকা গণিকা ও অম্বষ্ঠা এই তিনটি একার্থ-বাচকশব্দ। পীতবর্ণ যূথিকাকে স্বর্ণযূথিকা কহে। যূথিকাদ্বয়—শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-কটু-কষায়, কটু-বিপাক, লঘু, হৃদ্য, পিত্তঘ্ন, কফবাতজনক এবং ব্রণ-রক্তদুষ্টি-মুখরোগ-দন্তরোগ-নেত্ররোগ-শিরোরোগ ও বিষনাশক ॥ ২৬ । ২৭

চাঁপা (২)—চাম্পেয় চম্পক ও হেমপুষ্প এই তিনটি চাঁপার পর্য্যায়। চাঁপার কলিকাকে গন্ধফলী কহে। চাঁপা—কিটু-তিক্ত-কষায়-মধুর রস, শীত-বীর্য্য এবং বিষ-ক্রিমি-মূত্রকৃচ্ছ্র-কফ-বাতরক্ত ও পিত্ত-নাশক ॥ ২৮ । ২৯

বকুল (৩)—বকুল, মধুগন্ধ, সিংহকেসর এই তিনটি একার্থবাচক শব্দ। বকুল—কটুকষায়রস, অনুষ্ণবীর্য্য (ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য), কটুবিপাক, গুরু এবং কফপিত্ত-বিষ-শ্বিত্র-কৃমি ও দন্তরোগনাশক ॥ ৩০

বক (৪)—শিবমল্লী, পাশুপত, একাষ্ঠীল, বক ও বসু এই গুলি বকফুলের নামান্তর। বক—অনুষ্ণ (ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য), কটু-তিক্তরস এবং কফ-পিত্ত-বিষ-যোনিশূল তৃষ্ণা-দাহ-কুষ্ঠ-শোথ ও রক্তদুষ্টিনাশক ॥ ৩১

কদম্ব (৫)—কদম্ব, প্রিয়ক, নীপ, বৃত্তপুষ্প, ও হলিপ্রিয় এই গুলি কদম্বের পর্য্যায়। কদম্ব—মধুর-কষায়-লবণরস, শীতবীর্য্য, গুরু, সারক, বিষ্টম্ভকারক রুক্ষ এবং কফ-স্তন্য ও অনিলজনক ॥ ৩২

কুব্জক কুঁজ—কুব্জক, ভদ্রতরণী, বৃহৎ পুষ্প, অতিকেশর, মহাসহা, কণ্টকাঢ্যা, নীলা, অলিকুলসঙ্কুলা, এই গুলি একার্থবাচক শব্দ। কুব্জক—সুগন্ধি, স্বাদু, কষায়ানুরস, সারক, ত্রিদোষপ্রশমক, বৃষ্য ও শীত-নিবারক ॥ ৩৩ । ৩৪

মল্লিকা (৬)—মল্লিকা, মদয়ন্তী, শীতভীরু ও ভূপদী এইগুলি মল্লিকার পর্য্যায়। মল্লিকা—উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বৃষ্য, তিক্ত-কটুকরস এবং বাতপিত্ত-মুখরোগ-দৃষ্টি-রোগ-কুষ্ঠ-অরুচি-ব্রণ ও বিষনাশক ॥ ৩৫

মাধবী (৭)—মাধবী, বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমরোৎসব, এই গুলি মাধবীর পর্য্যায়। মাধবী—মধুর, শীতবীর্য্য, লঘু ও ত্রিদোষনাশক ॥ ৩৬

কেতকী ও স্বুবর্ণ কেতকী (৮)—কেতক, সূচিকাপুষ্প, জম্বুক ও ক্রকচচ্ছদ এইগুলি কেতকীর (কেয়ার) এবং লঘুপুষ্পা ও সুগন্ধিনী এই দুইটি স্বুবর্ণ কেতকীর পর্য্যায়। কেতকী—কটু-স্বাদু-তিক্তরস,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ—যূথিকার নাম হিন্দুস্থানে জুহী ও পীলীজুহী, মহারাষ্ট্রে পাণ্ডরী লহান জুঈ, পিংবল্লীজুঈ, কর্ণাটে যরডুমোল্লে, গুজরাটে জুই জিস্থরী, তৈলঙ্গে জুঈপুষ্পাপু বলে। ডাক্তারী নাম Jasminum auricculatum, জাস্‌মিনম্ অরিকুলে-টম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ—চাঁপাকে হিন্দুস্থানে চম্পা (আকীন), মহারাষ্ট্রে সোনা চাংফা পিংবল্লা চাংফা, কর্ণাটে সম্পগে, তৈলঙ্গে চংপাগী পুবুপু, গুজরাটে রায়-চম্পো পীলো চম্পো বলে। ডাক্তারী নাম Micheeia champaca মিচেলিয়া চম্পক।

(৩) দেশভেদে নামভেদে—বকুলের নাম হিন্দু-স্থানে বকুল ও মৌলসিরী, তৈলঙ্গে পাবড়া, পোগড়চেট্টু, উৎকলে বউড়কুড়ি, বোম্বায়ে বকুলী, দাক্ষিণাত্যে মোলসরী, তামিলে মোগদম, মহারাষ্ট্রে বগোলে, বকুল্লী, গুজরাটে বোলসরী, বরশোলী, দ্রাবিড়ে মোলসরী, কর্ণাটে করক। ইংরাজীতে Surinam medler. ডাক্তারী নাম Mimusops Elengi, মিমুসোপস্ এলিঙ্গি।

(৪) দেশভেদে নামভেদ—বকপুষ্পকে হিন্দুস্থানে বাসনা, বনহসা, বৃহন্মৌলশিরী, মহারাষ্ট্রে অগস্থা, জাঈপুষ্পাপু বলে। ডাক্তারী নাম Jasminum Grandiflorum, জাস্‌মিনাম্ গ্রাণ্ডিফোরাম্।

মোরবকুল্ল, গুজরাটে বরশোলী, মোটীবালসিরী, তৈলঙ্গে অবিসি, তামিলে অর্গতি বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ—কদম্বের নাম হিন্দুস্থানে কদমকাপেড়, গুজরাটে কদম্ব, মহারাষ্ট্রে রাজকদম্ব, ধুলিকদম্ব, কর্ণাটে ধুলিকড়উ, কড়উ, তৈলঙ্গে কড়ি-মিচেট্টু, কদম্বচেট্টু, আরবীতে কদম্ব, ডাক্তারী নাম Nauclea kadamba নক্লিয়া কদম্ব।

(৬) দেশভেদে নামভেদ—মল্লিকাকে হিন্দুস্থানে ও তৈলঙ্গে মল্লেচেট্টু, কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ—মাধবীকে হিন্দুস্থানে মাধবী, গুজরাটে মাধবীলতা, রক্তপিত্তি, মহারাষ্ট্রে পীতবেল, কর্ণাটে বিরবন্থিগে ও ইন্দ্রগোস্তে এবং তৈলঙ্গে মাধবভোগে ও পুষ্পুলগুরিবিন্দ। ইংরাজীতে Clustered Hiptage. ল্যাটিনে Hiptage Madablota. বলে।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। কেতকীকে হিন্দুস্থানে কেবড়া, পীলীকেতকী, মহারাষ্ট্রে কেতকী, শ্বেতকেবড়া, তৈলঙ্গে মোগিলিচেট্টু, মুগলীপুবু, কর্ণাটে কেদগে, ফারসীতে করজ, আরবীতে কাদী বলে। ডাক্তারী

লঘু ও কফঘ্ন। স্বর্ণকেতকী—উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস ও চক্ষুষ্য ॥ ৩৭। ৩৮

কিঙ্কিরাত (১)—কিঙ্কিরাত, হেমগৌর, পীতক ও পীতভদ্রক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কিঙ্কিরাত—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়রস, এবং কফ-পিত্ত-পিপাসা-রক্ত-দাহ-শোষ-বমি ও কৃমিনাশক ॥ ৩৯

কর্ণিকার (২)—কর্ণিকার, পরিব্যাধ ও পাদপোৎপল এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কর্ণিকার—কটু-তিক্ত-কষায়রস, শোধন, লঘু, রঞ্জন, সুখদ এবং শোথ-শ্লেষ্ম-রক্ত-ব্রণ ও কুষ্ঠনাশক ॥ ৪০

অশোক (৩)—অশোক, হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডীপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। অশোক—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়রস, গ্রাহী, বর্ণপ্রসাদক এবং বাতাদিদোষ-অপচী-তৃষ্ণা-দাহ-কৃমি-শোষ-বিষ ও রক্তদোষনাশক ॥ ৪১। ৪২

কুরণ্টক—(পীতঝাঁটী) অম্লাত, অম্লাটন, অম্লাতক, কুরণ্টক, বর্ণপুষ্প ও মহাসহ, এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। কুরণ্টক—কষায়-স্বাদু-তিক্তরস স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য ॥ ৪৩

সৈরেয়ক (৪)—(শ্বেতঝাঁটী) সৈরেয়ক, শ্বেতপুষ্প, সৈরেয়, কটসারিকা, সহাচর, সহচর ও ভিন্দী এইগুলি সৈরেয়কের পর্য্যায়। পীতঝাঁটীকে কুরণ্টক, রক্তঝাঁটীকে কুরুবক এবং নীলঝাঁটীকে বাণা দাসী ও আর্ত্তগল কহা যায়। সৈরেয়ক—তিক্ত-মধুররস, অনম্ল (ঈষৎ অম্ল), উষ্ণবীর্য্য, সুস্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক এবং ইহা—কুষ্ঠ-বাতরক্ত-কফ-কণ্ডূ ও বিষ নাশ করে ॥ ৪৪—৪৬

কুন্দ—(কুঁদ) (৫)—মাঘ্য ও সদাপুষ্প এই দুইটি কুন্দের নামান্তর। কুন্দ—শীতবীর্য্য, লঘু, এবং শ্লেষ্ম-শিরোরোগ-বিষ ও পিত্তনাশক ॥ ৪৭

মুচুকুন্দ (৬)—মুচুকুন্দ, ক্ষত্রবৃক্ষ, চিত্রক ও প্রতিবিষ্ণুক এইগুলি মুচুকুন্দের নামান্তর। মুচুকুন্দ—শিরঃপীড়া-পিত্ত-রক্ত ও বিষনাশক ॥ ৪৮

তিলক (৭)—তিলক, ক্ষুরক, শ্রীমান্, পুরুষ ও ছিন্নপুষ্পক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। তিলক—রসে ও পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন এবং কফ-কুষ্ঠ-কৃমি-বস্তিগতরোগ-মুখগতরোগ ও দন্তগতরোগনাশক ॥ ৪৯

বন্ধূক (৮)—(রক্তবর্ণ পুষ্প বিশেষ) বন্ধূক, বন্ধুজীব, রক্ত ও মাধ্যাহ্নিক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। বন্ধূক—কফকারক, গ্রাহী, বাতপিত্তহর ও লঘু ॥ ৫০

জবা (৯)—ওড্রপুষ্প, জপা ও ত্রিসন্ধ্যা এইগুলি জবার পর্য্যায়। ত্রিসন্ধ্যা জবা অরুণ ও শ্বেতবর্ণ

নাম Pandanus odoratissimus. পাণ্ডানস্ অডোরেটিশিমস।

(১) দেশভেদে নামভেদ। কিঙ্কিরাতকে হিন্দীতে কিঙ্কিরাত, মহারাষ্ট্রে দেববাভুল্ল, গুজরাটে রামবাবস, ফারসীতে মধিলান বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। কর্ণিকারকে মহারাষ্ট্রে লঘুবাহবা ও তৈলঙ্গে কিরুগক্কে বলে। ডাক্তারী নাম A sort of cassia. এ সর্ট অফ কেসিয়া।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। অশোককে হিন্দুস্থানে অশোক, অশোগি, মহারাষ্ট্রে অশোক, গুজরাটে আশুপালোদেশী, পীলাফুলনো, রাতাংফুলনো বলে। ল্যাটিন নাম—Guatterera Longifolia. ডাক্তারী নাম Saraca Indica. সারাকা ইণ্ডিকা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। হিন্দীতে নীল, পীত ও শ্বেতঝাঁটীকে কটসরৈয়া, পিয়াবাসা, মহারাষ্ট্রে, তাংবড়াকোরণ্টা, নিল্লাকোরংটাপাংটরা কোরংটা, পিংবল্লা কোরেণ্টা, গুজরাটে ধোলাফুলনী, কাংটাঅশোলিয়ো, পীলাংফুল, রাতাংফুলনো, কালাংফুলনো, কর্ণাটে, গোবণদগারটে, বণদাগিড়ু, করিয়গোরটে, সরস্বল্ল-গোরটেং গল্পু, তৈলঙ্গে গোরেংড়ু বলে। ল্যাটিন নাম Barleria Prionitis. ডাক্তারী নাম Barlaria crastata. বার্লেরিয়া ক্রাষ্টাটা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কুন্দকে হিন্দুস্থানে কুন্দেকাবৃক্ষ, কুন্দেকাফুল, মহারাষ্ট্রে কুন্দ, কর্ণাটে সুরাগি, তৈলঙ্গে মোল্ল বলে। ডাক্তারী নাম Gasminum multiflorum. জাস্‌মিনম্ মল্টিফ্লোরম্।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। মুচুকুন্দকে হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, কর্ণাটে মুচকুন্দ, তৈলঙ্গে লোলগু, উৎকলে বইলো ও তামিলে টড্ডো বলে। ডাক্তারী নাম Pterosperamum Suberifolium. টেরস্পারমম্ সুবারিফোলিয়ম্।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। তিলককে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে তিলকপুষ্প, কর্ণাটে তিলকপুষ্প বিশেষ গুজরাটে তিলকবৃক্ষ বলে।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। বন্ধূক পুষ্পকে হিন্দুস্থানে দুপহরিয়া, গেজুনিয়া, মহারাষ্ট্রে দুপারীচেংফুল, কর্ণাটে বন্দুরে, গুজরাটে বপোরিয়ো, তৈলঙ্গে মকিনচেট্টু, নিতিমল্লী, বেগসিনচেট্টু, বোম্বাইয়ে দুপারি ও পঞ্জাবে গুলদুফারিয়া বলে। ডাক্তারী নাম Pentahetes phoenicea. পেণ্টাহিটে ফিইনিসিয়া।

(৯) দেশভেদে নামভেদ। জবাফুলকে হিন্দুস্থানে ওড়হুল, জবা, গুড়হর, মহারাষ্ট্রে জাসবন্দ, গুজরাটে জাসুম, কর্ণাটে দাসনল, তৈলঙ্গে মন্দারপু বলে।

হইয়া থাকে। জবা—সংগ্রাহী ও কেশহিত এবং ত্রিসন্ধ্যা কফবাতনাশক ॥ ৫১

সিন্দূরী (১)—সিন্দূরী, রক্তবীজা, রক্তপুষ্পা ও সুকোমলা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। সিন্দূরী—হিম-বীর্য্য এবং বিষ-পিত্তরক্ত-তৃষ্ণা ও বমিনাশক ॥ ৫২

অগস্তি (২)—(বকপুষ্প) অগস্ত্য, বঙ্গসেন, মুনি-পুষ্প ও মুনিদ্রুম এইগুলি বকপুষ্পের পর্য্যায়। বকপুষ্প—পিত্তশ্লেষ্মনাশক, চাতুর্থকজ্বর প্রশমক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, বাতজনক, তিক্তরস এবং প্রতিশ্যায় নিবারক ॥ ৫৩

শুক্ল ও কৃষ্ণ তুলসী (৩)—তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, ভূতঘ্নী ও দেবদুন্দুভি, এইগুলি তুলসীর পর্য্যায়। তুলসী—কটুতিক্তরস, হৃদ্য, উষ্ণবীর্য্য, দাহপিত্তকর, অগ্নিদীপক এবং কুষ্ঠ-মূত্রকৃচ্ছ্র-রক্ত-পার্শ্ববেদনা ও কফবাতনাশক। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় তুলসীই তুল্যগুণান্বিত ॥ ৫৪ । ৫৫

মরুবক (৪)—(ক্ষুদ্রপত্র তুলসী বিশেষ) মরু-বত, মরুবক, মরুৎ, মরু, ফনী, ফণিজ্জক, প্রস্থপুষ্প ও সমীরণ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। মরুবক—অগ্নি-জনক, হৃদ্য, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর ও লঘু। ইহা বৃশ্চিকাদির বিষ, শ্লেষ্মা, বাত, কুষ্ঠ ও কৃমির নাশক। মরুবক কটুবিপাক, রুচিকর, কটুতিক্তরস, রুক্ষ ও সুগন্ধিক ॥ ৫৬ । ৫৭

দবনা (৫)—দমনক, দান্ত, মুনিপুত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজটা, বিনীত ও কুলপত্রক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। দমনক—কষায়-তিক্তরস, হৃদ্য, বৃষ্য, সুগন্ধিক, গ্রহাবেশ-বিষ-কুষ্ঠ-রক্ত-ক্লেদ-কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশক ॥ ৫৮ । ৫৯

বর্ব্বরী (৬)—(বাবুই তুলসী) বর্ব্বরী, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা ও পর্ণাশ এইগুলি বাবুই তুলসীর পর্য্যায়। কৃষ্ণবর্ব্বরীকে কটিঞ্জক ও কুঠেরক; শুক্ল বর্ব্বরীকে অর্জ্জক এবং অপর এক প্রকার বর্ব্বরী আছে, তাহাকে বটপত্র কহে। এই বর্ব্বরীত্রয়—রুক্ষ, শীতবীর্য্য, কটু, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, হৃদ্য, অগ্নি-দীপক, লঘুপাক, পিত্তজনক এবং কফ-বাত-রক্ত-কণ্ডু-কৃমি ও বিষনাশক ॥ ৬০—৬২

ডাক্তারী নাম China Rose. চায়না রোজ। ইংরাজী নাম Shoe flower.

(১) দেশভেদে নামভেদ। সিন্দুরীপুষ্পকে (লটকণা) হিন্দীতে সেন্দরিআ, সিন্দুরিয়া, জাফর, লটকন, মহারাষ্ট্রে শেংদ্রী, কর্ণাটে ও গুজরাটে সিন্দরী বলে। ইংরাজীতে Crnott. ল্যাটিন ভাষায় Bixa oimana.

(২) দেশভেদে নামভেদ। বকপুষ্পের নাম হিন্দু-স্থানে হথিয়া, হদগা ও অগস্তিয়া, তৈলঙ্গে অনীসে, অবিসি, মহারাষ্ট্রে অগস্তা, হদগা, গুজরাটে অগথিয়ো, কর্ণাটে অগসেধমরন্থ, তামিলে অগতি। ডাক্তারী নাম Sesbana grandiflora. সেসবাণা গ্রাণ্ডীফ্লোরা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। তুলসীকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে তুলসী, মহারাষ্ট্রে তুলসীচেঝাড়, তুলস. তৈলঙ্গে তুলসী, গগেগরচেট্টু, তামিলে তুলশী, দাক্ষি-ণাত্যে তুল্সী, বোম্বায়ে তুলস, কর্ণাটে এরেডতুলসী, ফারসীতে রেহান্, আরবীতে উলসীবদরুত; ইংরা-জীতে White Basil. ল্যাটীনে Ocimum Album. বলে। ডাক্তারী নাম Holy basil. হোলি ব্যাসিল্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মেরুবককে হিন্দুস্থানে মরুবা, মরুআ, গেদরেত, মহারাষ্ট্রে সবজা, মর্ব্বা, গুজরাটে মরবো, তৈলঙ্গে রুদ্রজাড়, কর্ণাটে মরুবা, ফারসীতে মর্জংগুম্, আরবীতে মর্জংজুম্ বলে। ইংরাজীতে Sweet marjoran. ল্যাটীনে Origa-num marjorana.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। দমনের নাম হিন্দুস্থানে দবনা, দৌনা, পঞ্জাবে দোনা, মহারাষ্ট্রে দবণা, রানদবণা, গুজরাটে ডমরো, কর্ণাটে দবনা। ইংরেজীতে Worm Wood. ডাক্তারী নাম Artemisia scoparia. আর্টেমিসিয়া স্কোপেরিয়া।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে বর্ব্বরি, বন তুলসী, মহারাষ্ট্রে আজবলা, রানতুল্লস, কর্ণাটে কগোরলে, করীযকগোরলে, তৈলঙ্গে ভেল্লগগ্গের চেট্টু, কারুতুলসী, গুজরাটে রানতুলসীভেদ, সিংহলে তোক-বলাম্বা, ফারসীতে পলঙ্গমুস্ক, আরবীতে ফরংজ-মুস্ক বলে। ল্যাটীন Ocimum gratissimum. ডাক্তারী নাম Assimum Bajilicum. অসিমম্ ব্যাজিলিকম্।

ইতি শ্রীমিশ্র লটকনতনয় শ্রীমিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে পুষ্পাদিবর্গ।

অথ বটাদি বর্গ

বটের নাম ও গুণ (১)—বট, রক্তফল, শৃঙ্গী, **ন্যগ্রোধ, স্কন্ধজ,** ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, বহুপাদ **ও বনস্পতি** এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। বট - শীত-বীর্য্য, গুরু, সংগ্রাহী, বর্ণপ্রসাদক, কষায়রস এবং কফ-পিত্ত-ব্রণ-বিসর্প-দাহ ও যোনিদোষনাশক ॥ ১। ২

পিপ্পল (২) – (অশ্বত্থ) বোধিদ্রু, পিপ্পল, অশ্বত্থ, **চলপত্র ও গজাশন,** এইগুলি অশ্বত্থের পর্য্যায়। **অশ্বত্থ**—দুষ্পাচ্য, শীতবীর্য্য, গুরু, কষায়রস, রুক্ষ, বর্ণ-**প্রসাদক** এবং পিত্ত-শ্লেষ্ম-ব্রণ-রক্তনাশক ও যোনি-**বিশোধক** ॥ ৩

পিপ্পলভেদ (৩)—(অশ্বত্থভেদ) পারীষ, পলাশ, **কপিচুত,** কমণ্ডলু, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপীতন ও **সুপার্শ্বক,** এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। পারীষ—**দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ,** কৃমি-শুক্র ও কফজনক। ইহার ফল—**অম্ল-মধুর, মূল-কষায়** এবং মজ্জা-স্বাদু ॥ ৪। ৫

নন্দীবৃক্ষ (৪)—(অশ্বত্থভেদ) **নন্দীবৃক্ষ, অশ্বত্থ-**ভেদ, প্ররোহী, গজপাদপ, **স্থালীবৃক্ষ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরী** ও বনস্পতি এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। **নন্দীবৃক্ষ**—লঘু, স্বাদু-তিক্ত-কটু-কষায়, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, গ্রাহী এবং বিষ-পিত্ত-কফ ও রক্তনাশক ॥ ৬। ৭

যজ্ঞডুমুর (৫)—উডুম্বর, জন্তুফল, যজ্ঞাঙ্গ, হেম-দুগ্ধক এইগুলি যজ্ঞডুমুরের পর্য্যায়। **যজ্ঞডুমুর**—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গুরু, মধুর-কষায়রস, বর্ণপ্রসাদক এবং পিত্ত-কফ ও রক্তনাশক, ব্রণের শোধক ও রোপক ॥ ৮

কাকডুমুর (৬)—কাকোডুম্বরিকা, ফল্গু, মলয়ু ও জঘনেফলা, এইগুলি কাকডুমুরের পর্য্যায়। কাকডুমুর-স্তম্ভকারক, তিক্ত-কষায়, শীতবীর্য্য এবং কফ-পিত্ত-ব্রণ-শ্বিত্র-কুষ্ঠ-পাণ্ডু-অর্শঃ ও কামলানাশক ॥ ৯

পাকুড় (৭)—প্লক্ষ, জটী, পর্কটী ও পর্কটী এই গুলি পাকুড়ের পর্য্যায়। পাকুড়—কষায়রস, শীতবীর্য্য, এবং ব্রণ-যোনিরোগ-দাহ-পিত্ত-কফ-রক্ত-শোথ ও রক্ত-পিত্তপ্রশমক ॥ ১০

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। বটের নাম হিন্দুস্থানে **মহারাষ্ট্রে** ও গুজরাটে বড়, কর্ণাটে আল, তৈলঙ্গে **মররিচেট্টু**, মারি ও পেড়িমরি, উৎকলে বোরু, তামিলে **আল**, ফারসীতে দরখিতরেশা, বডবাঈ, ঐশাএব গর্দ **ও আরবীতে** জাতুদবাইবথঅঅাব। ডাক্তারী নাম **The Banyan tree.** দি বেনিয়ন ট্রি।

(২) দেশভেদে নামভেদ। অশ্বত্থকে হিন্দুস্থানে **পীপলবৃক্ষ, মহারাষ্ট্রে** পিম্পল্ল, তৈলঙ্গে রাঈচেট্টু, কুলুক্কু-**ন্নিচেট্টু, গুজরাটে** পীপলো, কর্ণাটে অরলী, ফারসীতে **দরখতলরজাং** বলে। ডাক্তারী নাম Ficus religiosa. **ফিকস্** রিলিজিওসা। ইংরাজীতে Poplar leavel figtree.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। অশ্বত্থভেদকে হিন্দুস্থানে **পারিসপীপল** ও গজদণ্ড, **মহারাষ্ট্রে** পারসপিম্পল্ল **ভেণ্ড, মণেরবৃক্ষ, গুজরাটে** পারসপিপলো, কর্ণাটে বঙ্গরলী, **তৈলঙ্গে গঙ্গরেম, ঘেনগাধা,** বোম্বায়ে ভেন্দি, তামিলে **পোরিশ পূবরস্, মরম, ফারসীতে** যল্লাস বেলা বলে। **ইহার ডাক্তারী নাম** The tu ip tree, দি টুলিপ ট্রি। ল্যাটিনে Thaspesia Pahulnea.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। নন্দীবৃক্ষের হিন্দীনাম বেলিয়াপিপর ও তৈলঙ্গী নাম বট্টিচেট্টু।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। যজ্ঞডুমুরকে হিন্দুস্থানে গুলর, মহারাষ্ট্রে উম্বর ও উৎকলে **উডুম্বর, গুজরাটে** উংবরো, কর্ণাটে অত্তি, তৈলঙ্গে **বাড়ুচেট্টু, ফারসীতে** অংজীরে আদম, **আরবীতে জমীঝ** বলে। ইংরাজীতে Kegtree, ডাক্তারী নাম Glomerius fig tree. গ্লোমিরিয়স্ ফিগ্ ট্রি। ল্যাটিনে Ficus glomirata.

(৬) **দেশভেদে নামভেদ। কাকডুমুরকে হিন্দুস্থানে** **তটমিলা,** কঠুমর, মহারাষ্ট্রে বোখাড়া, **কালাউম্বর,** তৈলঙ্গে **ব্রহ্মমেড়িচেট্টু,** কাকীবাড়ুচেট্টু, **গুজরাটে** টেচ্উম্বরো, কর্ণাটে কাঅত্তি, ফারসীতে **অংজীরেদস্তী** **আরবীতে তনবরি** বলে। **ইহার ডাক্তারী নাম** Ficus Opposetifolia. ফিকাস্ অপোজেটিফোলিয়া।

(৭) দেশভেদে **নামভেদ।** পাকুড়ের নাম হিন্দুস্থানে পাকর, পাখর ও পিলখন, তৈলঙ্গে গঙ্গরয় জুর্ব্বি এবং তামলে পোরিশরাবি, মহারাষ্ট্রে পীম্পরীবৃক্ষ, **গুজরাটে** পীপর্য্য, কর্ণাটে বস্থরি বলে। **ইহার ডাক্তারী নাম** Wavedleaf fig tree. **ওয়েভডলিফ,ফিগ ট্রি।** ল্যাটিনে Ficus virance.

শিরীষ (১)—শিরীষ, ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদুপুষ্প ও শুকপ্রিয় এইগুলি শিরীষের পর্য্যায়। শিরীষ—মধুর-তিক্ত-কষায়রস, অনুষ্ণ (ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য), লঘু, এবং বাতাদিদোষ-শোথ-বিসর্প-কাস-ব্রণ ও বিষনাশক॥ ১১। ১২

ক্ষীরিবৃক্ষ ও পঞ্চবল্কলের নাম ও গুণ—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পারীষ ও প্লক্ষ (পাঁকুড়) এই পাঁচটি বৃক্ষকে ক্ষীরিবৃক্ষ এবং তাহাদের বল্কলকে পঞ্চবল্কল কহা যায়। (কেহ কেহ পারীষ স্থলে শিরীষ, কেহ বা বেতস গ্রহণ করেন)। ক্ষীরিবৃক্ষ-সকল—শীতবীর্য্য, বর্ণপ্রসাদক, রুক্ষ, কষায়, স্তন্য-জনক ও ভগ্নাস্থির সংযোজক। ইহা—মেদঃ-বিসর্প-শোথ-পিত্ত-কফ-রক্ত-যোনিরোগ ও ব্রণনাশক। পঞ্চ-বল্কল—শীতবীর্য্য, গ্রাহী, এবং ব্রণ-শোথ-বিসর্প-প্রশমক। ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র—শীতবীর্য্য, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত-কষায়রস, লেখন এবং কফ-বাতরক্ত-বিষ্টম্ভ ও আগ্মান নাশক॥ ১৩—১৬

শাল (২)—শাল, সর্জ্জ, কার্শ্য, অশ্বকর্ণিকা ও শস্যসম্বর এইগুলি শালের পর্য্যায়। শাল—কষায়, এবং ব্রণ-স্বেদ-কফ-কৃমি-ব্রধ্ন-বিদ্রধি-বাধির্য্য-যোনিরোগ ও কর্ণরোগনাশক॥ ১৭

শালভেদ—সর্জ্জক, অজকর্ণ, শাল ও মরিচ-পত্রক এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। অজকর্ণ শাল—কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ-পাণ্ডু-কর্ণ-রোগ-মেহ-কুষ্ঠ-বিষ ও ব্রণনাশক॥ ১৮

শল্লকী (৩)—শল্লকী, গজভক্ষ্যা, স্রবৎ, সুরভী-রসা, মহেরুণা, কুন্দুরুকী, বল্লকী ও বহুস্রবা এইগুলি শল্লকীর পর্য্যায়। শল্লকী—কষায়রস, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকর এবং পিত্ত-শ্লেষ্ম-অতিসার-রক্ত-পিত্ত ও ব্রণ প্রশমক॥ ১৯। ২০

শিংশপা (৪)—শিংশপা, পিচ্ছিলা, শ্যামা, কৃষ্ণসারা, অগুরু, কপিলা ও ভস্মগর্ভা, এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। শিংশপা—কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য ও গর্ভপাতকারী। ইহা—শোষ-মেদঃ-কুষ্ঠ-শ্বিত্র-বমি-কৃমি-বস্তিরোগ-ব্রণ-দাহ-রক্ত ও কফ-নাশক॥ ২১। ২২

অর্জ্জুন (৫)—ককুভ, অর্জ্জুন নামবাচক শব্দ এবং নদীসর্জ্জ, ইন্দ্রদ্রু, বীরবৃক্ষ, বীর ও ধবল, এইগুলি অর্জ্জুনের পর্য্যায়। অর্জ্জুন—শীতবীর্য্য, হৃদ্য (হৃদয়-হিত), কষায় রস এবং ক্ষত-ক্ষয়-বিষ-রক্ত-মেদ-মেহ-ব্রণ-কফ ও পিত্তপ্রশমক॥ ২৩। ২৪

অসন (৬)—(বীজক, পীয়াশাল)—বীজক, পীতসার, পীতশাল, বন্ধূকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক ও অসন এইগুলি অসনের পর্য্যায়। ইহা—ত্বক্‌প্রসাদক, কেশহিত, রসায়ন এবং কুষ্ঠ-বিসর্প-শ্বিত্র-মেহ-গুদ-কৃমি-শ্লেষ্ম-রক্তপিত্তনাশক॥ ২৫। ২৬

খদির (৭)—খদির, রক্তসার, গায়ত্রী, দন্তধাবন, কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য ও যজ্ঞিয় এই গুলি খদিরের পর্য্যায়। খদির—শীতবীর্য্য, দন্তহিত, তিক্তকষায়রস

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। শিরীষ হিন্দুস্থানে শিরীষ, সিরস্, লসরীন ও করসিস, তৈলঙ্গে দিরসন, শিরীষংম্রাণ্ডু, মহারাষ্ট্রে শিরসী, গুজরাটে শিরীষ, সরশডো, কর্ণাটে শিরস্ন, ফারসীতে দরখতে জকরিয়া, তুখমে দরখতে জকরিয়া, আরবীতে সুলতানুল্ অসজার, হবেসুলতানুল্ অসজার নামে অভিহিত হয়। ইহার ডাক্তারী নাম Acacia Lebbec. অ্যাকেসিয় লেবেক্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। শালকে হিন্দীতে শাল, সখুয়া ও সাখু, তৈলঙ্গে এপচেট্টু, তামিলে কুঙ্গিলিয়ম, গুজরাটে গল, মহারাষ্ট্রে লধুরাল্লেচা বৃক্ষ, সাজরা, কর্ণাটে সর্জ্জরদামর, ইংরাজীতে Saltree. বলে। ডাক্তারী নাম Shoria Robusta. সোরিয়া রোবাষ্টা।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শল্লকীকে হিন্দুস্থানে শালই, সলই, তামিলে কুংলি, মহারাষ্ট্রে শালঈ বৃক্ষ, ধুপশলাঈ, গুজরাটে শালেড়ুং, ধুপেডো, কর্ণাটে তদীকু বলে। ডাক্তারী নাম Boswellia serrata. বসোএলিয়া সেরাটা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ—শিংশপাকে হিন্দুস্থানে শীসম, তৈলঙ্গে জিট্টরেগু চেট্টু, তামিলে জান্নুক্-সুকট্টই, মহারাষ্ট্রে কাল্লাশিসবা, গুজরাটে শিশম, কর্ণাটে করীশিবিড়ু, আরবীতে সাসম বলে। ইংরাজীতে Black wood Sisoo tree. ডাক্তারী নাম Timber Tree. টিম্বার ট্রী।

(৫) দেশভেদে নামভেদ—অর্জ্জুনের নাম হিন্দুস্থানে কোহ, কৌহ, মহারাষ্ট্রে অর্জ্জুনসাদড়া ও সারঢোল, কর্ণাটে তারেমত্তি, গুজরাটে কড়ায়ো, তৈলঙ্গে মত্তিচেট্টু। ডাক্তারী নাম Farminalia Arjuna. ফার্মেনেলিয়া অর্জ্জুন।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। অসন হিন্দুস্থানে আসন, বিজয়সার, বিজয়সারকাগোঁদ, মহারাষ্ট্রে বিবল্লা, বিবল্যাচা গোঁদ, গুজরাটে বীয়াং, হীরাদখন, কর্ণাটে কেপিন্নহোনে, তৈলঙ্গে মদ্দি, বোম্বায়ে অইন, ফারসীতে কমরকস্ নামে অভিহিত হয়। ইংরাজীতে Indian kinotree. ডাক্তারী নাম Pentaptera tomentosa. পেণ্টাপ্টেরা টোমেনটোসা।

(৭) দেশভেদে নামভেদ—খদিরকে হিন্দীতে মহারাষ্ট্রে ও উৎকলে খৈর, তৈলঙ্গে চণ্ডচেট্টু, কর্ণাটে

এবং কণ্ডু-কাস-অরুচি-মেদঃ-কৃমি-মেহ-জ্বর-ব্রণ-শ্বিত্র-শোথ-আম-পিত্তরক্ত-পাণ্ডু-কুষ্ঠ ও কফনাশক ॥ ২৭। ২৮

শ্বেতখদির (১)—(পাপ্‌রি খয়ের)—শ্বেতসার, কদর ও সোমবল্কল এই গুলি শ্বেত খদিরের নামান্তর। ইহা—বিশদ, বর্ণহিত এবং মুখরোগ-কফ ও রক্তদুষ্টিনাশক ॥ ২৯

ইরিমেদ (২)—(দুর্গন্ধ খদির, বিট্‌খদির নামে প্রসিদ্ধ)। ইরিমেদ, বিট্‌খদির, কালস্কন্ধ ও অরিমেদক এইগুলি বিট্‌খদিরের পর্য্যায়। বিট্‌খদির—কষায়, উষ্ণবীর্য্য, এবং মুখরোগ-দন্তরোগ-রক্তদুষ্টি-কণ্ডু-বিষ-শ্লেষ্ম-কৃমি-কুষ্ঠ-বিষ ও ব্রণনাশক ॥ ৩০

রোহীতক (৩)—রোহীতক, রোহিতক, রোহী ও দাড়িমপুষ্পক, এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। রোহীতক, প্লীহনাশক, রুচিজনক ও রক্তপ্রসাদক ॥ ৩১

বব্বূল (৪)—(বাব্‌লা) বব্বূল, কিঙ্কিরাত, কিঙ্কিরাট, সপীতক, আভা ও ষট্‌পদমোদিনী, এইগুলি বাব্‌লার পর্য্যায়। বাব্‌লা—কফঘ্ন, গ্রাহী এবং কুষ্ঠ-কৃমি ও বিষনাশক ॥ ৩২

রীঠা (৫)—অরিষ্টক, মাঙ্গল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন, রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল ও গর্ভপাতন এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। রীটা—ত্রিদোষঘ্ন গ্রহপ্রশমন ও গর্ভপাতন ॥ ৩৩

পুত্রঞ্জীব (৬)—পুত্রঞ্জীব, গর্ভকর, যষ্টীপুষ্প ও অর্থসাধক এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। পুত্রঞ্জীব (জিয়াপুতা)—শুক্র, বৃষ্য, গর্ভপ্রদ, বাতশ্লেষ্মনাশক, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ, শীতবীর্য্য এবং মধুর-লবণ-কটুরস ॥ ৩৪

ইঙ্গুদী (৭)—ইঙ্গুদ, অঙ্গারবৃক্ষ, তিক্তক ও তাপসদ্রুম এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ইঙ্গুদী—উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত-রস, কটুবিপাক এবং ভূতাদিগ্রহ-কুষ্ঠ-ব্রণ-বিষ-কৃমি-শ্বিত্র ও শূলনাশক ॥ ৩৫

জিঙ্গিনী (৮)—জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্য্যাসা ও প্রমোদিনী এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। জিঙ্গিনী—মধুর-কষায়-কটু-লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, যোনি-শোধক এবং ব্রণ-হৃদ্রোগ-বাতাতিসার-দাহ ও বিস্ফোট নাশক। ইহার অপরগুণ, তমাল ও শালবৎ জানিবে ॥ ৩৬। ৩৭

তূণী (৯)—তূণী, তুন্নক, আপীন, তুণিক, কচ্ছক, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দীবৃক্ষ ও নন্দক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। তূণী—রক্তবর্ণ, কটুবিপাক, কষায়-মধুর-তিক্তরস, লঘু, গ্রাহী, শীতবীর্য্য, বৃষ্য এবং ব্রণ-কুষ্ঠ-রক্তপিত্ত-নাশক ॥ ৩৮। ৩৯

কেম্পিনখৈর, গুজরাটে খেরিয়ো বলে। ডাক্তারী নাম Acacia catechu. অ্যাকেসিয়া ক্যাটেচু।

(১) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে সফেদ খৈর, পপড়িয়া খৈর (কথা), মহারাষ্ট্রে পাণ্ডরা খৈর, কর্ণাটে বিলিয়তাস্ত্রি, তৈলঙ্গে রবাস্থ তেল্লচণ্ড, গুজরাটে গোরড বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ইরিমেদের (গুয়েবাব্‌লা) নাম হিন্দীতে দুর্গন্ধিখৈর,গন্ধাবুল, কর্ণাটে কর্য্যবেলু, গুজরাটে হরিমেদ, গন্ধিলো খের, মহারাষ্ট্রে গন্ধীয়াহিংবর, ঘানেরাখৈর ও শেণ্যাখৈর বলে। ডাক্তারী নাম Mimosa. মাইমোসা। ইংরাজী নাম Sponge tree.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। রোহিতককে (রোড়া) হিন্দুস্থানে রোহেড়া, মহারাষ্ট্রে রক্তরোহিড়া, গুজরাটে রগতরোহিড়ো, শ্বেতরোহিড়ো, কর্ণাটে মরডুমলু, মুত্তলু ও তৈলঙ্গী ভাষায় মুলুমোদুগচেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Andersonia Rohitaka. অ্যাণ্ডারসোনিয়া রোহিতক। ল্যাটিন নাম Tecoma andulata.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। বাব্‌লাকে হিন্দীতে বব্বুর, কীকর, বাবুল, তৈলঙ্গে বলবত্তুড়ু ও নল্লতুম্ম, বোম্বায়ে রোমকড়ি, মহারাষ্ট্রে বাভুল্ল, বাবুল্ল, কীকর, বাভল্লাচা গোন্দ, উৎকলে গুইড়া, দাক্ষিণাত্যে কালিকিকর, গুজরাটে বাবল, কর্ণাটে পুলঙ্গ, ফারসীতে মুগিলাং গোন, আরবীতে অমুগ্গিসাং মিমগ বলে। ডাক্তারী নাম Acacia arabica. অ্যাকেসিয়া অ্যারেবিকা। ল্যাটিনে Acacia gummi.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। রীঠাকে হিন্দুস্থানে রীঠা, মহারাষ্ট্রে রিঠা, গুজরাটে অরিঠা, তৈলঙ্গে কুকুড়, ফারসীতে ফিন্দকহিন্দী, আরবীতে বুন্দক বলে। ইংরাজীতে Soap berri, soapnut.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। পুত্রঞ্জীবের নাম হিন্দীতে পিতৌঞ্জিয়া, জিয়াপতি, হিনাজিয়া, জিয়াপোতা, মহারাষ্ট্রে জিবন্ পুত্র, পুত্রজীবক বৃক্ষ, বোম্বায়ে জীবনপুত্তর, গুজরাটে পুত্রজীবক, কর্ণাটে পুত্রজীব, তৈলঙ্গে শাশ, কুঁবরজুবি। ডাক্তারী নাম Nagera putranjiva. নাগেরা পুত্রঞ্জীব।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ইঙ্গুদীর নাম হিন্দুস্থানে হিংগোট গোংদী, মহারাষ্ট্রে হিংগণবেট, গুজরাটে ইংগোরিয়ো, তৈলঙ্গে গরা, আরবীতে হিলেলজে। ইংরাজী নাম Delil.

(৮) দেশভেদে নামভেদ। জিঙ্গিনীর নাম হিন্দুস্থানে জিঙ্গিনী, মহারাষ্ট্রে মোক, মোঙ্গ, গুজরাটে মকেডী, মোলেডু, কর্ণাটে মরম ওরীথ বলে। ল্যাটীন নাম Odina wodier.

(৯) দেশভেদে নামভেদ। তুণীর নাম হিন্দীতে তুণী, তুন্ ও মহানিম্ব, উৎকলে মহানিম্বু এবং পঞ্জাবে ত্রাবী বলে। ডাক্তারী নাম Cedrela Toona. কেড্রিলা তুণ।

ভূর্জ্জপত্র (১)—ভূর্জ্জপত্র ভূর্জ্জ চর্ম্মী ও বহুল-বল্কল এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। ভূর্জ্জপত্র—কষায়, এবং ভূতগ্রহ-শ্লেষ্ম-কর্ণরোগ-পিত্তরক্ত-রাক্ষসগ্রহ-মেদঃ-ও বিষপ্রশমক ॥ ৪০

পলাশ (২)—পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, যজ্ঞিয়, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ ও সমিদ্বর এইগুলি পলাশের পর্য্যায়। পলাশ—অগ্নিদীপক, বৃষ্য, সারক, উষ্ণবীর্য্য, কষায়-কটু-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, ভগ্নসংযোজক এবং ব্রণ-গুল্ম-গুহ্যজরোগ-বাতাদিদোষ-গ্রহণী-অর্শঃ ও কৃমিনাশক। পলাশপুষ্প—স্বাদুপাক, কটু-তিক্ত-কষায়রস, বাতজনক, সংগ্রাহক ও শীতবীর্য্য এবং ইহা কফ-পিত্ত-রক্ত-মূত্রকৃচ্ছ্র-তৃষ্ণা-দাহ-বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নাশ করে। পলাশফল—লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রুক্ষ এবং মেহ-অর্শঃ-কৃমি-বাত-কফ-কুষ্ঠ-গুল্ম ও উদরনাশক ॥ ৪১—৪৫

শাল্মলী (৩)—(শিমুল) শাল্মলী, মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পা, স্থিরায়ু, কণ্টকাঢ্যা ও তূলিনী এইগুলি শিমুলের পর্য্যায়। শিমুল—শীতবীর্য্য, রসে ও পাকে স্বাদু, রসায়ন, শ্লেষ্মজনক, এবং পিত্ত-বাতরক্ত ও রক্তপিত্ত নাশক ॥ ৪৬। ৪৭

মোচরস—(৪) শিমুলের আটাকে মোচরস কহে। পিচ্ছা, শাল্মলীবেষ্টক, মোচাস্রাব, মোচরস ও মোচনির্য্যাস, এইগুলি মোচরসের পর্য্যায়। মোচরস—শীতবীর্য্য, গ্রাহী, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, কষায়রস, এবং প্রবাহিকা, অতিসার, আম, কফ, পিত্ত, রক্ত ও দাহ প্রশমক ॥ ৪৮। ৪৯

কুটশাল্মলি—কুৎসিতশাল্মলী—রোচন ও কূটশাল্মলি নামে অভিহিত। কূটশাল্মলি—তিক্ত-কটুরস, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফবাত-প্লীহ-জঠর-যকৃৎ-গুল্ম-বিষ-ভূতগ্রহ-আনাহ-বিবন্ধ-রক্ত-মেদঃ-শূল ও কফ নাশক ॥ ৫০। ৫১

ধব (৫)—(ধাওয়া) ধব, ধট, নন্দিতরু, স্থির, গৌর, ধুরন্ধর এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ধব—শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়রস এবং মেহ-অর্শঃ-পাণ্ডু ও পিত্তকফনাশক। ইহার ফল অম্লমধুররস ॥ ৫২

ধম্বঙ্গ—ধম্বঙ্গ, ধনুর্বৃক্ষ, গোত্রবৃক্ষ ও স্থতেজন এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ধম্বঙ্গ—কফ পিত্তরক্ত ও কাসহর, কষায়রস, লঘু, বৃংহণ, বলকর, রুক্ষ, ভগ্নসংযোজক ও ব্রণরোপক ॥ ৫৩

করীর (৬)—(মরুজবৃক্ষ বিশেষ)—করীর, ক্রকরীপত্র, গ্রন্থিল ও মরুভূরুহ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। করীর—কটু-তিক্তরস, স্বেদজনক, উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, এবং অর্শঃ-কফ-বাত-আম-গর-শোথ ও ব্রণ নাশক ॥ ৫৪

শাখোট (শেওড়া) (৭)—শাখোট, পীতফল, ভূতাবাস ও খরচ্ছদ, এইগুলি শেওড়ার পর্য্যায়। শেওড়া—রক্তপিত্ত-অর্শঃ-বাত-শ্লেষ্ম ও অতিসার-নাশক ॥ ৫৫

বরুণ (৮)—বরুণ, বরণ, সেতু, তিক্তশাক ও

(১) দেশভেদে নামভেদ। ভূর্জ্জপত্রকে হিন্দুস্থানে ভোজপত্র, মহারাষ্ট্রে ভূর্জ্জপত্র, গুজরাটে ভোজপত্র, কর্ণাটে ভূর্জ্জপত্র, বোম্বায়ে ভূর্জ্জপত্র বলে। ডাক্তারী নাম The birch. দি বার্চ। ইংরেজীতে Jocque montii. ল্যাটিনে Betula bhojaputra.

(২) দেশভেদে নামভেদ। পলাশকে হিন্দুস্থানে ধারা, কেশু, ঢাক, টেশু, কাংকরিয়া, পলাশ, মহারাষ্ট্রে পল্লস, কর্ণাটে মুত্তলু, তৈলঙ্গে মোটুগ, মাড়ুকাচেট্টু, উৎকলে পরাশু, বোম্বায়ে খাকরো, গুজরাটে খাখরো এবং তামিলে পরশন্ বলে। ইংরাজী নাম Downy branch butea. ল্যাটীন Butea frondoza. ডাক্তারী নাম Butia Gum. বুটিয়া গাম।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শাল্মলীকে হিন্দুস্থানে শেমল, সেমল, সেমরকাগোংদ, উৎকলে বোন্‌রো, তামিলে পুলা, মহারাষ্ট্রে সাম্বরী, শেবরী, তৈলঙ্গে রুগচেট্টু, কর্ণাটে যবলবদমর ও গুজরাটে শেমসো বলে। ডাক্তারী নাম Bombax malabarica. বোম্বাক্স মলবারিকা। ইংরাজী Silk Cotton tree.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মোচরসকে হিন্দীতে মোচরস, মহারাষ্ট্রে সাম্বরী চা ডীক,, গুজরাটে সেমলানো গুন্দ এবং অন্যত্র মোচরস বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ধাওয়াকে হিন্দুস্থানে ধোং, ধাবা, গুজরাটে ধাবড়ো, মহারাষ্ট্রে ধাবড়া, কর্ণাটে দিরিবরু, তৈলঙ্গে নারিংজচেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Conocorpus Latifolia. কনোকারপাস ল্যাটিফোলিয়া। ল্যাটীন Anogisus Latifol a.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। করীরকে হিন্দুস্থানে করীল, মহারাষ্ট্রে নেবলী, গুজরাটে কের, কর্ণাটে তিপ্পতিগে, তৈলঙ্গে কবরকুরাক এনুগদংত মুমোদত্তু ও ফারসীতে কবার বলে। ইংরেজীতে Caper. ল্যাটিন নাম Capparis spinosa.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। শেওড়ার নাম হিন্দীতে সহোরা, রুসাসিওড়, কর্ণাটে অখোড়মরণ, মহারাষ্ট্রে সহোড়, তৈলঙ্গে ভারিনিকেচেট্টু ও বরন্‌কী এবং গুজরাটে ও বোম্বায়ে সাহোড়া বলে। ডাক্তারী নাম Streplus asper. ষ্ট্রেপলস্ অ্যাস্পার।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। বরুণকে হিন্দুস্থানে (বিলি) বরনা, মহারাষ্ট্রে বায়বরণা, ভাটবরণা, কর্ণাটে

কৃষ্ণাব্জক এইগুলি বরুণের পর্য্যায়। বরুণ-পিত্তজনক, ভেদক, শ্লেষ্ম-মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-বাত-গুল্ম-বাতরক্ত ও কৃমিনাশক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-দীপক, কষায়-মধুর-তিক্ত-কটুরস, রুক্ষ ও লঘু॥ ৫৬। ৫৭

কটভী (লতাফটকী) (১)—কটভী, স্বাদুপুষ্প, মধুরেণু ও কটম্ভর এইগুলি কটভীর নামান্তর। কটভী-উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, রুক্ষ, এবং প্রমেহ-অর্শঃ-নাড়ীব্রণ-বিষ-কৃমি-কফ ও কুষ্ঠ নাশক। ইহার ফল-কষায় রস, বিশেষতঃ তাহা কফ ও শুক্র নাশক॥৫৮।৫৯

মোক্ষ—(পলাশবৎ পর্ব্বত বৃক্ষ)।—মোক্ষ, মোক্ষক, গোলীঢ, গোলিহ, ক্ষারশ্রেষ্ঠ ও ক্ষারবৃক্ষ এইগুলি একার্থ বোধক শব্দ। মোক্ষ দ্বিবিধ,—শ্বেত ও কৃষ্ণ। ইহা কটু-তিক্তরস, সংগ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ-বাত-বিষ-মেদঃ-গুল্ম-কণ্ডু-বস্তিরোগ-কৃমি ও শুক্র নাশক॥ ৬০। ৬১

জলশিরীষিকা (২)—শিরীষিকা, টিণ্টিণিকা, তুর্ব্বরা ও অম্বুশিরীষিকা, এইগুলি একার্থ বোধক শব্দ। জলশিরীষিকা—ত্রিদোষ-বিষ-কুষ্ঠ ও অর্শোরোগ নাশক॥ ৬২

শমী (৩)—(শাঁই গাছ)—শমী, শক্তুফলা, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রী, ফলা, শিবা, মঙ্গল্যা, লক্ষ্মী, সুষীর ও অম্বিকা এইগুলি শমীর পর্য্যায়। শমী-তিক্ত-কটু-কষায়রস, শীতবীর্য্য, রেচক, লঘু, এবং কফ-কাস-ভ্রম-শ্বাস-কুষ্ঠ-অর্শঃ ও কৃমিনাশক॥ ৬৩। ৬৪

ছাতিম (৪)—সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক্, শারদ ও বিষমচ্ছদ এইগুলি ছাতিমের পর্য্যায়। ছাতিম—অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়রস, সারক এবং ব্রণ-শ্লেষ্ম-বাত-কুষ্ঠ-রক্ত-কৃমি-শ্বাস ও গুল্মনাশক॥৬৫

তিনিশ (৫)—তিনিশ, স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু ও বঞ্জুল এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। তিনিশ—কষায়রস এবং শ্লেষ্ম-পিত্তরক্ত-মেদ-কুষ্ঠ-প্রমেহ-শ্বিত্র-দাহ-ব্রণ পাণ্ডু ও কৃমিনাশক॥ ৬৬

ভূমিসহ (৬)—ভূমীসহ, দ্বারদারু (দ্বারদাতু, পাঠান্তর), বরদারু ও খরচ্ছদ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ভূমিসহ-শীতবীর্য্য ও রক্তপিত্ত প্রসাদক॥ ৬৭

মধ্যবঙ্গে, তৈলঙ্গে উরুমটি, জাভিচেট্টু ও উলিমিরিচেট্টু, বোম্বায়ে বায়বরণা এবং তামিলে মরলিঙ্গম, গুজরাটে বরণো বলে। ডাক্তারী নাম Crateava religtosa, ক্র্যাটেভা রিলিজিওসা। ল্যাটিনে Cratedva Roxburghie.

(১) দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্থানে করহী হরিমল, মহারাষ্ট্রে বাকুংভা, গুজরাটে বাপুম্বা, কর্ণাটে বেল্লাল। ইংরাজীতে Carey's tree. ল্যাটিন নাম Careya arborea.

(২) দেশভেদে নামভেদ। জলশিরীষকে হিন্দুস্থানে জলসিরস, চাটোণ ও মহারাষ্ট্রে জলশিরসী বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শাঁইগাছের নাম হিন্দীতে ছোংকর, সমী, সফেদকীকর, ছিকুর, মহারাষ্ট্রে খোরশমী ও লঘুশমী, কর্ণাটে বনি ও কাবন্নি, উৎকলে শুমি, গুজরাটে খিজড়ো, নানীখিজড়ী, তৈলঙ্গে শমীচেট্টু। ইংরাজীতে Spung tree, ডাক্তারী নাম Prosopis spicigera, প্রোসোপিস্ স্পিসিজেরা।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ছাতিমকে হিন্দুস্থানে ছাতিয়ান, সতোনা, ছতিবন, কর্ণাটে এলেলেগ, মহারাষ্ট্রে সাতবণা, সাত্বিণ, তৈলঙ্গে এড়াকুল ও অরিটাকু, বোম্বায়ে ছাতবিন ও গুজরাটে সপ্তপর্ণ বলে; ডাক্তারী নাম Echites scholaris. একাইটস্ স্কলারিস্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ।—তিনিশকে হিন্দীতে তিরিচ্ছ, তিনস্তনা, মহারাষ্ট্রে তিবস, কর্ণাটে স্যন্দন এবং গুজরাটে হর্মো, মিণোহর্মো বলে। ডাক্তারী নাম Dalbergia oujeineisis, ডালবার্গিয়া ওজেনিসিস্।

(৬) দেশভেদে নামভেদ।—ভূমীসহের হিন্দী নাম ভূংরসহ, ভূঁইসহা।

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে বটাদির্বর্গঃ।

অথ আম্রাদিফলবর্গ।

—:•:—

আম্রের নাম ও গুণ (১)— আম্র, চূত, রসাল, সহকার, অতিসৌরভ, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ, এইগুলি আম্রের পর্য্যায়। আম্রের পুষ্প— অতিসার-কফ-পিত্ত-প্রমেহ ও রক্তদুষ্টি নাশক,শীতবীর্য্য, রুচিকারক, গ্রাহী ও বাতজনক। কাঁচ আম-কষায়-অম্লরস, রোচক ও বাতপিত্ত কারক। তরুণ-আম্র-অতি অম্লরস, রুক্ষ, ত্রিদোষ ও রক্তদূষক। কাঁচা আমকে ত্বক্‌হীন করিয়া (খোসা ছাড়াইয়া) রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহা অম্ল-মধুর-কষায়রস, ভেদক ও কফ-বাতনাশক হয়। সুপক্ক আম্র—মধুররস, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, বলকর, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতহর, হৃদ্য, বর্ণহিত, শীতবীর্য্য, অপিত্তল (ঈষৎ পিত্তজনক), কষায়ানুরস এবং অগ্নি-শ্লেষ্ম ও শুক্র বিবর্দ্ধক। বৃক্ষপক্ক (গাছ পাকা) আম্র-গুরুপাক, অতিশয় বাতঘ্ন, মধুরাম্লরস ও কিঞ্চিৎ পিত্ত প্রকোপক। কৃত্রিম পক্ক আম্র (ফুঁকো দেওয়া আম) অম্লরসের অল্পতা ও বিশেষতঃ মাধুর্য্য হেতু পিত্তনাশক হইয়া থাকে। পাকা আম বাসি করিয়া অর্থাৎ দুই এক দিন রাখিয়া খাইলে তাহা অত্যন্ত রোচক, বলকর, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, লঘুপাক,শীতবীর্য্য, আশুপাচ্য, বাতপিত্তহর ও সারক হয়। পাকা আমের রস গালিত করিয়া খাইলে তাহা বলকর, গুরুপাক, বাতহর, সারক, অহৃদ্য, অতীব তর্পক, বৃংহণ ও কফবৰ্দ্ধক হইয়া থাকে। আম্রের খণ্ড—গুরুপাক, অতি রুচিপ্রদ ও চিরপাকী (ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়); এবং মধুর, বৃংহণ, বলকর, শীতল ও বাতনাশক। দুগ্ধাম্র—বাতপিত্তহর, রুচিকর, বৃংহণ, বলবৰ্দ্ধক, বৃষ্য, বর্ণকর, স্বাদু, গুরুপাক ও শীতল। অধিক পরিমাণে আম্র ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তজনিত রোগ, বদ্ধ গুদোদর বা নেত্ররোগ উৎপাদন করে। অতএব অধিক পরিমাণে আম্র ভক্ষণ কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এই নিষেধ বাক্য অম্ল-আম্র বিষয়েই জানিবে, মধুর-আম্র বিষয়ে নহে। কারণ-মধুর আম্রের নেত্র-হিতত্বাদি গুণ যথেষ্ট আছে। আম্র অধিক পরিমাণে ভক্ষিত হইলে অতি ভক্ষণজনিত দোষ প্রশমনার্থ শুণ্ঠি-সিদ্ধজল বা সচল-লবণের সহিত জীরক চূর্ণ অনুপান করিতে দিবে॥ ১—১৪

আম্রাবর্ত্তের (আমসত্ত্বের) লক্ষণ ও গুণ (২)।—পাকা আমের রস গালিত এবং সেই গালিত রস একখানি বস্ত্রে বিস্তারিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে ; শুষ্ক হইলে তাহার উপর আবার আম্র রস প্রদান করিয়া শুকাইবে, এইরূপে পুনঃপুনঃ আম্ররস দিয়া ও শুষ্ক করিয়া লইলে, তাহাকে আম্রাবর্ত্ত (আমসত্ত্ব বা আমগুট) কহা যায়। আম্রাবর্ত্ত—তৃষ্ণা-বমি-ও বাতপিত্ত নাশক, সারক, রোচক, এবং সূর্য্য কিরণে পাক হেতু তাহা লঘু বলিয়া কীৰ্ত্তিত॥ ১৫। ১৬

আম্রবীজ (৩)—আম্রবীজ-কষায়, ঈষৎ অম্ল ও মধুর, ইহা বমি-অতিসার ও হৃদয় দাহ নাশক॥ ১৭

আম্রপল্লব—ইহা রুচিজনক ও কফপিত্ত প্রশমক॥ ১৮

আম্রাতক (৪)—(আমড়া) আম্রাতক, পীতন, মর্কটাম্র ও কপীতন এইগুলি আমড়ার পর্য্যায়। ইহা—অম্লরস, বাতঘ্ন, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক ও সারক। পাকা আমড়া—কষায়-স্বাদুরস, স্বাদুপাক, শীতবীর্য্য, তৃপ্তিকর, শ্লেষ্মজনক, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বিষ্টম্ভি, বৃংহণ, গুরুপাক, বলকারক, এবং বায়ু-পিত্ত-ক্ষত-দাহ-ক্ষয় ও রক্তদুষ্টি প্রশমক॥ ১৯। ২০

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। আমকে হিন্দীতে আম, মহারাষ্ট্রে আম্বা, কর্ণাটে মাবিনফল, তৈলঙ্গে মামিড়ি, গুজরাটে আংবো, ফারসীতে আম্বা, আরবীতে অম্বজ বলে। লাটীন Mangifera Indica. ডাক্তারী নাম Mango tree. ম্যাঙ্গো ট্রী।

(২) দেশভেদে নামভেদ আম্রাবর্ত্তের নাম হিন্দুস্থানে আম্বট, মহারাষ্ট্রে আঁবেরসাচীং পোলী। ডাক্তারী নাম Inspissated mango Juice. ইন-স্পিসেটেড্ ম্যাঙ্গো যুষ।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। আম্রবীজের হিন্দীনাম কোইলিয়া।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। আম্রাতকের নাম হিন্দুস্থানে অম্বাড়া, মহারাষ্ট্রে আম্বচার ও আম্বাড়া, কর্ণাটে আংবোড়েয়কায়ি, তৈলঙ্গে আমাটিং, গুজরাটে অংভেড়া বলে। ইংরেজীতে Spondias minute. ল্যাটীনে Spondios mangifera. ইহার ডাক্তারী নাম The hogplum. দি হগপ্লাম্।

রাজাম্র (১)—(বিলাতী আমড়া নামে প্রসিদ্ধ)। রাজাম্র, টঙ্ক, আম্রাত, কামাঙ্গ ও রাজপুত্রক, এইগুলি একার্থ বোধক শব্দ। রাজাম্র—কষায়-স্বাদুরস, বিশদ, শীতল, গুরু, সংগ্রহী, রুক্ষ এবং মলবিবন্ধতা-আধ্মান- ও বাতজনক এবং কফপিত্তনাশক॥ ২১

কোশাম্র (২)—(কেওড়া)—কোশাম্র, ক্ষুদ্রাম্র, কৃমিবৃক্ষ ও স্বকোশক, এইগুলি কেওড়ার নামান্তর। কেওড়া কুষ্ঠ-শোথ-রক্তপিত্ত-ব্রণ ও কফ নাশক। কেওড়াফল—মলসংগ্রাহী, বাতঘ্ন, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও পিত্তজনক। পক্বফল—অগ্নিদীপক, রুচিজনক, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য ও কফবাত প্রশমক॥ ২২। ২৩

পনস (৩)—(কাঁটাল) পনশ, কণ্টকিফল, পনস, অতি বৃহৎ ফল, এইগুলি কাঁটালের পর্য্যায়। পাকা কাঁটাল—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তনাশক, তৃপ্তিকর, বৃংহণ, স্বাদু, মাংসবর্দ্ধক, অত্যন্ত শ্লেষ্মজনক, বলকর, শুক্রপ্রদ এবং রক্তপিত্ত-ক্ষত ও ব্রণ নাশক। কাঁচা কাঁটাল—বিষ্টম্ভী, বাতবর্দ্ধক, কষায়-মধুররস, গুরুপাক, দাহজনক, বলকারক, এবং কফ ও মেদোবর্দ্ধক। কাঁটালের বীজবৃষ্য, মধুর, গুরুপাক, মলাববন্ধক ও মূত্র নিঃসারক। কাঁটালের মজ্জা-(ভুঁতড়ী)-বৃষ্য এবং বাত-পিত্ত-কফ নাশক। গুল্মরোগির ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে কাঁটাল বিশেষ অহিতকর॥ ২৪—২৮

লকুচ (৪)—(ডেলো বা মাঁদার ফল) লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লিকুচ ও ডহু এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ। কাঁচা লকুচ—উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভতা জনক, মধুরাম্লরস, ত্রিদোষ ও রক্তদুষ্টিকারক, শুক্র ও অগ্নি নাশক এবং নেত্রের অহিতকর। পাকা লকুচ-মধুরাম্ল-রস, বাতপিত্তহর, কফকর, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, বৃষ্য এবং বিষ্টম্ভক॥ ২৯—৩১

কদলী (৫)—কদলী, বারণা, মোচা, অম্বুসার ও অংশুমতীফলা (পাঠান্তর কদলী, বারণবুষা, রম্ভা, মোচা ও অংশুমৎফলা) এইগুলি কদলীর পর্য্যায়। কদলী—স্বাদু, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, কফকর, গুরুপাক, স্নিগ্ধ এবং পিত্তরক্ত-তৃষ্ণা-দাহ ক্ষত-ক্ষয় ও বায়ুনাশক। পক্বকদলী—স্বাদুরস, স্বাদুবিপাক, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, বৃংহণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নেত্ররোগ ও মেহনাশক, রুচি জনক ও মাংসবর্দ্ধক। মাণিক্য, মর্ত্ত্যমান, অমৃত ও চাঁপা প্রভৃতি বহুজাতি কদলী আছে। মাণিক্য মর্ত্ত্যমানাদি রম্ভা সকলের গুণ নির্দ্দোষতা ও লঘুতা অধিক॥ ৩২—৩৪

চির্ভিট (৬)—(কাঁকুড়) চির্ভিট, ধেনুদুগ্ধ, গোরক্ষকর্কটী এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। চির্ভিট মধুর, রুক্ষ, গুরু, পিত্ত-কফনাশক, অনুষ্ণ, গ্রাহী ও বিষ্টম্ভী। পক্ব চির্ভিট উষ্ণবীর্য্য ও পিত্ত জনক॥ ৩৫

নারিকেল (৭)—নারিকের, দৃঢ়ফল, লাঙ্গলী, কূর্চ্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, তৃণরাজ ও সদাফল, এইগুলি নারিকেলের পর্য্যায়। নারিকেল—শীতবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বস্তিশোধক, বিষ্টম্ভি, বৃংহণ, বলকর, বাতপিত্তরক্ত ও দাহনাশক। বিশেষতঃ কোমল নারিকেল—পিত্তজ্বর ও পিত্তদুষ্টি প্রশমক। পাকা নারিকেল গুরুপাক, পিত্তকার, বিদাহি ও বিষ্টম্ভি। নারিকেলের জল—শীতল, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, শুক্রজনক, লঘু, পিপাসা ও পিত্ত নাশক, স্বাদু ও বস্তিশুদ্ধি কারক। নারিকেলের,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। রাজাম্রকে মহারাষ্ট্রে রাজাংবা, কর্ণাটে রায়মচ্চু ও তৈলঙ্গে রাচমামিড়িচেট্টু বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। কেওড়াকে হিন্দীতে কোশংভ, মহারাষ্ট্রে ঝারী, আম্বা, কোশাম্র ও কর্ণাটে জুরিমাচু বলে

(৩) দেশভেদে নামভেদ। কাঁটালকে হিন্দীতে কটহর, কটহল, কঠৈল, মহারাষ্ট্রে ফণস, কর্ণাটে হলসিন হণ্ণু, গুজরাটে পণস, তৈলঙ্গে পনসকায়া, উৎকলে পণস, তামিলে পিলা বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Artocarpus Intergrifolia. আর্টোকারপাস্ ইণ্টার গ্রিফোলিয়া।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মান্দারের হিন্দী নাম বড়হর, মহারাষ্ট্রে বটীফল, ক্ষুদ্র ফণস, গুজরাটে লকুচ, ল্যাটীনে Artocarpus Lococcha.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কদলীর নাম হিন্দীতে কেলা, কেরা, সবেজ ও কেলাপেড়, তৈলঙ্গে চক্রাকেলী, আরটীকায়া, বুরুগচেট্টু, অরটিচেট্টু, দোংড় তোগে, মহারাষ্ট্রে কেল্ল, সোনকেল্ল, মুংঠেল্লী, লোখংডী, আবেলী, চবঙ্গ, গুজরাটে কেল্য, কর্ণাটে কদলী, কাবালেতব, মরবালেকাষ্ঠ, তামিলে পাজম ব্রন-পিপসী, ব্রহ্মদেশে হগাপী, লুসাই ভাষায় বাম্বা, পালিতে তল, তললপক্ক, ফারসীতে মাবজ, মোঝ, আরবীতে তনা, ইংরাজীতে Plantain, ডাক্তারী নাম Musa Sapientum, মুসা সেপিএন্টম।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। কাঁকুড়কে হিন্দুস্থানে কচরিয়া, ভকুর, ফুট, মহারাষ্ট্রে বেলসেক্কাকং অরমেক্কে, চিবুড শেঁদাড়, গুজরাটে চিভড়াং, রাজগরাং কোঠীবাং, তৈলঙ্গে বুড়রংগপংডু বলে। ইংরাজীতে Pubesceut cucumber.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। নারিকেলের নাম হিন্দুস্থানে নারিয়ল, নরিফল, খোপরা, মহারাষ্ট্রে নারল্লী, নারল্ল, কর্ণাটে নারিয়লরস্ম, তৈলঙ্গে নারি-কদম, টেংকায়া, উৎকলে নড়িয়া, বোম্বায়ে নারলী তামিলে টেঙ্গা, টেঙ্গা, গুজরাটে নালীয়র, ফারসীতে জোজহিন্দী নারীগল, আরবীতে নারজিল, ইংরাজীতে

তালের ও খর্জ্জুরের মস্তক (মাতী) কষায়, স্নিগ্ধ, মধুর, বৃংহণ ও গুরু॥ ৩৬—৪০

তরমুজ (১)—কালিন্দ, কৃষ্ণবীজ, কালিঙ্গ ও সুবর্ত্তুল, এইগুলি তরমুজের পর্য্যায়। তরমুজ—মল-সংগ্রাহক, দৃষ্টি-পিত্ত ও শুক্র নাশক, শীতল ও গুরু-পাক। পক্ক তরমুজ—উষ্ণবীর্য্য, সক্ষার, পিত্তজনক ও কফবাত প্রশমক॥ ৪১

খর্বুজা (২)—খর্ব্বুজের অন্যনাম দশাঙ্গুল। তাহার গুণ সকল বলিব। তদযথা—খর্ব্বুজ—মূত্রকারক, বলকর, কোষ্ঠশোধক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, স্বাদুতর, শীত-বীর্য্য, বৃষ্য ও বাতপিত্তনাশক। খর্ব্বুজের মধ্যে যে খর্ব্বুজ অম্ল মধুর ও সক্ষার, তাহা রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রকারক॥ ৪২। ৪৩

ত্রপুস (৩)(লঘুখীরা)—(শসা)।—ত্রপুস, কণ্টকি-ফল ও সুধাবাস, এইগুলি শসার পর্য্যায়। নীলবর্ণ কচি শসা—সুশীতল, লঘু, তৃষ্ণা-ক্লান্তি-দাহ নাশক, স্বাদু, পিত্তপ্রশমক, শীতবীর্য্য ও রক্তপিত্তহর। পাকা শসা—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর ও কফবাতহর। শসার বীজ-মূত্রকারক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্তরক্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক॥ ৪৪—৪৬

সুপারী (৪)—ঘোরণ্ট (পাঠান্তর ঘোণ্টা) পূগী, পুগ, গুবাক ও ক্রমুক, এইগুলি সুপারীর পর্য্যায়। ইহার ফলকে পূগীফল ও উদ্বেগ কহা যায়। সুপারী গুরু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, কষায়, কফপিত্ত নাশক, মোহকর, অগ্নিদীপক, রুচিপ্রদ এবং মুখের বিরসতা নাশক। কাঁচা সরস সুপারী গুরুপাক, অভিষ্যন্দী, অগ্নিনাশক ও দৃষ্টিহর। স্বিন্ন সুপারী ত্রিদোষপ্রশমক। যে সুপারীর মধ্যভাগ দৃঢ়, তাহাই উৎকৃষ্ট॥ ৪৭—৪৯

তাল (৫)—তাল, লেখ্যপত্র, তৃণরাজ ও মহোন্নত এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। পক্বতালফল—পিত্তরক্ত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক, দুর্জ্জর, বহুমূত্রকর, তন্দ্রা-অভিষ্যন্দ ও শুক্র-প্রদ। তরুণ তালমজ্জা—কিঞ্চিৎ মত্ততাজনক, লঘু, শ্লেষ্মকর, বাতপিত্তঘ্ন, সস্নেহ, মধুর ও সারক। (তাল-মজ্জা—অর্থাৎ তালফল বীজ মজ্জা)॥ ৫০—৫১

তাড়ী—তালের নূতন রস অতীব মদকারক। তালরস অম্লীভূত হইলে তাহা পিত্তকর ও বাতদোষহর হইয়া থাকে॥ ৫২

বেল (৬)—বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালুর ও শ্রীফল এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। কচি বিল্বফলকে বিল্বকর্কটী ও বিল্বপেশিকা কহা যায়। বিল্বপেশিকা—মলসংগ্রাহক এবং কফ-বাত-আম ও শূলনাশক। তন্ত্রান্তর বচন—বাল-বিল্বফল—মলসংগ্রাহী, অগ্নি-দীপক, পাচক, কটু-কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ ও বাতশ্লেষ্মনাশক। পক্ব-বিল্বফল—গুরুপাক, ত্রিদোষজনক, দুর্জ্জর, পূতিবায়ুকর, বিদাহী, বিষ্টম্ভকর, মধুর ও অগ্নিমান্দ্যকারক। বিল্বফল ভিন্ন অন্য সকল ফলেরই পরিপক্বফল অধিক গুণকর, কিন্তু বিল্ব সেরূপ নহে, উহার অপক্ব (কচি) ফলই অধিক গুণকর। দ্রাক্ষা বিল্ব ও হরীতকী প্রভৃতির ফল শুষ্ক হইলেই অধিক গুণকর হইয়া থাকে॥ ৫৪—৫৭

Cocoanut palm. ডাক্তারী নাম Cocoanut tree. কোকনট্ ট্রি।

(১) দেশভেদে নামভেদ। তরমুজের নাম হিন্দুস্থানে তরবুজ, সরদাতরবুজ, উৎকলে তরপুজ, মহারাষ্ট্রে কলিংগড়, গুজরাটে তড়বুচ, কালিংগড়ু, কর্ণাটে কৌড়ে, তৈলঙ্গে অরবুজংপুচ্চকায়া, ফারসীতে হিন্দবানা, আরবীতে বত্তিখহিন্দী। ইংরাজীতে Acuteangled Cumumber.

(২) দেশভেদে নামভেদে। খর্ব্বুজকে হিন্দুস্থানে খর-বুজা, মহারাষ্ট্রে খর্ব্বুজ, গুজরাটে তলিয়াশকরটেটী, কর্ণাটে ষড়ুজলৌতে, তৈলঙ্গে খরবুজং, ফারসীতে খুর-পুজা, আরবীতে বিত্তিখ, ইংরাজীতে Melon. বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শসার নাম হিন্দু-স্থানে খীরা, ক্ষীরা, লঘুখীরা ও বালমখীরা, মহারাষ্ট্রে তৌসেং কাংকড়ী, খিরা, কর্ণাটে তসেংঘকায়ি, তৈলঙ্গে দোজকইঅ, উৎকলে কণ্টআরি ও কাকুড়ী, গুজরাটে তাংসলি, তামিলে মহেবেহরি কোক্কণো, ফারসীতে খিয়ারখুর্দ। ডাক্তারী নাম The Cucumber. দি ককুম্বার।

(৪) দেশভেদে নাম ভেদ। সুপারীকে হিন্দু-স্থানে ও উৎকলে গুয়া ও সুপারী ছোটী এবং মহারাষ্ট্রে সুপারী, গুজরাটে শোপারী, কর্ণাটে অড়কেমরহেসরু-বৃক্ষ, তৈলঙ্গে পোকাকায়া, আরবীতে ফোফিল ও ফার-সীতে পোপিল বলে। ইংরাজীতে Betel nut Palm. ল্যাটিনে Arecacatechu. ইহার ডাক্তারী নাম Be-telnut tree. বিটেলনট্ট্রী।

(৫) দেশভেদে নামভেদ।—তালের নাম হিন্দু-স্থানে তাল ও তাড়, উৎকলে তাড়, গুর্জ্জরে তাড়, তামিলে পনম, মহারাষ্ট্রে তাড়, কাংটেতাড়, গুজরাটে তাড়, ফারসীতে তাল, আরবীতে তার। ইংরেজীতে Palmyra palm. ডাক্তারী নাম The Palmyra tree. দি পামাইরা ট্রি।

(৬) দেশভেদে নামভেদ।—বেলকে হিন্দুস্থানে বেল, মহারাষ্ট্রে বেলফল্ল, বেলবৃক্ষ, গুজরাটে বিলোবিলু, কর্ণাটে বেললু, তৈলঙ্গে মারেডীপন্দুবিল্ব ও তামিলে বিল্বপাঝাম বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Aragle Marmelos. আরগল মারমেলস্।

কয়েতবেল (১)—কপিত্থ, দধিত্থ, পুষ্পফল, কপিপ্রিয়, দধিফল ও দন্তশঠ এইগুলি কয়েতবেলের পর্য্যায়। কাঁচা কয়েতবেল—মলসংগ্রাহক, কষায়রস, লঘু ও লেখন। পাকা কয়েতবেল—গুরু, তৃষ্ণা, হিক্কা, বাতপিত্ত প্রশমক, অম্লকষায়রস, কণ্ঠশোধক, মলসংগ্রাহক ও দুর্জ্জর॥ ৫৮। ৫৯

নারঙ্গফল—(২) নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, ত্বক্‌সুগন্ধ ও মুখপ্রিয় এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। নারঙ্গ—মধুরাম্লরস, অগ্নিদীপক ও বাতনাশক। আর একপ্রকার নারঙ্গ আছে, তাহা অম্লরস, অত্যুষ্ণবীর্য্য, দুর্জ্জর, বাতনাশক ও সারক॥ ৬০

তিন্দুক (৩)—(গাব) তিন্দুক, স্ফূর্জ্জক, কালস্কন্ধ ও অসিতকারক এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। কাঁচা তিন্দুক—মলসংগ্রাহক, বাতজনক, শীতল ও লঘু। পাকা-তিন্দুক—পিত্ত-প্রমেহ-রক্তদুষ্টি ও শ্লেষ্মঘ্ন, মধুর ও গুরু॥ ৬১

কুপীলু (৪)—(যাহার ফল কুঁচিলা নামে প্রসিদ্ধ।) তিন্দুক, জলজ, দীর্ঘপত্রক, কুপীলু, কুলক, কাকতিন্দুক, কাকপীলুক, কাকেন্দু, বিষতিন্দু ও মর্কটতিন্দুক এইগুলি কুপীলুর পর্য্যায়। কুপীলু—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বাতজনক, মত্ততাকারক, লঘু, অত্যন্ত বেদনা নিবারক, মলসংগ্রাহক এবং কফ-পিত্ত-রক্তনাশক॥ ৬২। ৬৩

রাজজম্বু (৫)—(বড়জাম) ফলেন্দ্রা, নন্দ, রাজজম্বু, মহাফলা, সুরভিপত্রা ও মহাজম্বু, এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। রাজজম্বুফল—স্বাদু, বিষ্টম্ভী, গুরু ও রোচক॥ ৬৪

ক্ষুদ্রজাম বা বনজাম (৬)—সূক্ষ্মপত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা এইগুলি ক্ষুদ্রজামের পর্য্যায়। ক্ষুদ্রজাম—মলসংগ্রাহক, রুক্ষ এবং কফ-পিত্ত-রক্ত ও দাহনাশক॥ ৬৫

কুল (৭)—কর্কন্ধু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ উভয়লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। কর্কন্ধু, বদরী, কোল, ফেনিল, কুবল, ঘোণ্টা এইগুলি কোলের, সৌবীর ও বদর, এই দুইটী বড় কুলের ও অজপ্রিয়া, কুহা, কোলী ও বিষমোভয়কণ্টকা এইগুলি শেয়া কুলের পর্য্যায়॥ ৬৬

কুলবিশেষের লক্ষণ ও গুণ—যে কুল বড় এবং পচামান অবস্থায় সুমধুর, তাহার নাম সৌবীর। সৌবীরকুল—শীতবীর্য্য, ভেদক, গুরুপাক, শুক্রজনক, বৃংহণ এবং পিত্ত-দাহ-রক্ত-ক্ষয়,ও তৃষ্ণাপ্রশমক। যে কুল সৌবীর অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং সুপক্ক হইলে মধুররস হয়, তাহা কোল নামে অভিহিত। কোল—মলসংগ্রাহক, রুচিপ্রদ, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, কফপিত্তকারক, গুরু ও সারক। যে কুল অতি ক্ষুদ্র, তাহা কর্কন্ধু অর্থাৎ শেয়াকুল নামে কথিত। কর্কন্ধু—অম্লকষায় এবং অল্প মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরু, তিক্ত ও বাতপিত্তনাশক। সকল কুলই শুষ্ক করিয়া খাইলে তাহা ভেদক,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ—কয়েতবেলকে হিন্দুস্থানে কৈথ, মহারাষ্ট্রে কবিঠ, কর্ণাটে বেললু, তৈলঙ্গে এলাঙ্গাকায়া, বেলগচেট্টু, গুজরাটে কোন্ট, কাঠ, কোঠবড়ী বলে। ইংরেজীতে Wood apple. Elephant apple. ডাক্তারী নাম Feronia Elephantinum. ফেরোনিয়া এলিফ্যান্টিনাম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ।—নারঙ্গী লেবুর নাম হিন্দুস্থানে নারঙ্গী, মহারাষ্ট্রে নারিঙ্গ, গুজরাটে নারঙ্গীলিম্বু, কর্ণাটে মাধবলা, তৈলঙ্গে দয়াকায়া, গংজনিম্ব, তামিলে কিচিলি, উৎকলে নারিঙ্গী, আরবীতে ও ফারসীতে নারঙ্গ; ল্যাটিনে Citrus aurantium. ইংরাজী নাম Orange.

(৩) দেশভেদে নামভেদ।—গাবকে হিন্দুস্থানে তেন্দু, মহারাষ্ট্রে টেংভুর্ণী, আপন, কর্ণাটে রুংবুরু, তৈলঙ্গে তমিক্, তামিলে তুম্বিক, বোম্বাইয়ে তিম্বোরী, গুজরাটে টিংবরবো, ফারসীতে অবনুস্ঝাড়, বলে। ইংরাজীতে Ebony. ডাক্তারী নাম Diospyros glutinosa. ডিয়স্পাইরস্ গ্লুটিনোসা।

(৪) দেশভেদে নমেভেদ।—কুঁচিলার নাম হিন্দুস্থানে বিষতেন্দ, কুচলা, তৈলঙ্গে মুংষ্টিগিঞ্জা, গুজরাটে ঝেরকোচলাং, মহারাষ্ট্রে কাজরা, কারস্কার, কুচলা, কর্ণাটে কাঞ্জিবার, ফারসীতে ইফারাকী, আরবীতে কাতিলুল্‌কল্ব ফলুজমাহী। ইংরাজীতে Poison nut. ল্যাটিন নাম Strychnos nuxvomica. ষ্ট্রিক্‌নাস্ নক্সভোমিকা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ।—বড় জামের নাম হিন্দুস্থানে জামুন, বড়ীজামুন, মহারাষ্ট্রে থোর জাম্বুল, নদীজাম্বুল, কোঙ্কণ দেশে রাজিলে, গুজরাটে রাজজাম্বু, রাবণাং, বেলরোপাজম্বু, কর্ণাটে নিরম্বু, তৈলঙ্গে নীরনেরডি, ইংরাজীতে Jambir tree. ল্যাটিনে Eugenia Jambolana.

(৬) দেশভেদে নামভেদ।—ছোটজামের হিন্দী নাম জামুনী, ছোটীজামুন ও বন জামুনী।

(৭) দেশভেদে নামভেদ।—কুলের নাম হিন্দুস্থানে বেরীকা পেড, বের, ছোটে বের, তৈলঙ্গে রেগুচেট্টু, রংঘ, উৎকলে কুড়ি, বোম্বাইয়ে বোর এবং তামিলে রেয়ন্তি, মহারাষ্ট্রে বোরীচেংঝাড়, বোর, গুজরাটে মোটীবোরডী, কর্ণাটে যেরলু, ফারসীতে কুনার, আরবীতে সীদরনবংক, ইংরাজীতে Jujob. plum. ডাক্তারী নাম Fruit of the jujube. ফ্রুট অব দি জুজুবি।

অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক এবং তৃষ্ণা-ক্লান্তি ও রক্তদুষ্টিনাশক হইয়া থাকে॥ ৬৭—৭১

পানি-আমলা (১)—প্রাচীনামলককে লোকে পানীয়ামলক বলিয়া বর্ণন করেন। পানি-আমলা— ত্রিদোষনাশক ও জ্বরঘ্ন॥ ৭২

লবলী (২)—(নোয়াড়) সুগন্ধমূলা, লবলী, পাণ্ডু ও কোমলবল্কলা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। লবলীফল—রক্তার্শঃ ও কফপিত্তহর, গুরুপাক, বিশদ, রোচক, রুক্ষ এবং স্বাদু-অম্ল-কষায়রস॥ ৭৩

করমর্দ্দ (৩)—(করমচা) করমর্দ্দ, সুষেণ, কৃষ্ণপাকফল এইগুলি করমচার পর্য্যায়। করমচা দ্বিবিধ, এক প্রকারের ফল বড়, অপর প্রকারের ফল ছোট। যাহার ফল ছোট, তাহাকে করমর্দ্দিকা বলে। উভয়বিধ করমচাই কাঁচা অবস্থায় অম্লরস, গুরুপাক, তৃষ্ণানাশক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর এবং রক্তপিত্তকফপ্রদ। পক্ক অবস্থায় মধুররস, রুচিজনক, লঘুপাক এবং বাত-পিত্তনাশক॥ ৭৪। ৭৫

পিয়াল (৪)—প্রিয়াল, খরস্কন্ধ, চার, বহুল-বল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু ও ধনুষ্পট, এইগুলি পিয়ালের পর্য্যায়। পিয়াল—পিত্ত-কফ-রক্তনাশক। পিয়ালের ফল—মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, সারক এবং বাত-পিত্ত-তৃষ্ণা-দাহ ও জ্বরনাশক। পিয়ালের মজ্জা—মধুর, বৃষ্য, বাতপিত্তহর, হৃদ্য, অতিদুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী ও আমবর্দ্ধক॥ ৭৬—৭৮

ক্ষীরিকা (৫)—(ক্ষীর খর্জ্জুর, পিণ্ডখর্জ্জুর) রাজাদন, ফলাধ্যক্ষ, রাজন্যা ও ক্ষীরিকা এইগুলি একার্থ-বাচক শব্দ। ক্ষীরিকার ফল—বৃষ্য, বলকর, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, গুরুপাক এবং তৃষ্ণা-মূর্চ্ছা-মদ-ভ্রান্তি-ক্ষয়-ত্রিদোষ ও রক্তদুষ্টিনাশক॥ ৭৯

বিকঙ্কত (৬)—(বঁইচ) বিকঙ্কত, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, যজ্ঞবৃক্ষ, কণ্টকী ও ব্যাঘ্রপাৎ এইগুলি একার্থবোধক শব্দ। বিকঙ্কত ফল—পক্কাবস্থায় মধুর ও ত্রিদোষ নাশক হয়॥ ৮০

পদ্মবীজ (৭)—পদ্মবীজ, পদ্মাক্ষ, গালোড্য, পদ্মকর্কটী এইগুলি পদ্মবীজের পর্য্যায়। ইহা শীতবীর্য্য, স্বাদু-কষায়-তিক্তরস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভতাকারক, বৃষ্য, রুক্ষ, গর্ভসংস্থাপক, কফবাতকর, বলবর্দ্ধক, গ্রাহী এবং পিত্তরক্ত ও দাহ নাশক॥ ৮১। ৮২

মাখানা (৮)—মাখান্ন অর্থাৎ মাখানা দেখিতে পদ্মবীজাভ, ইহা পানীয় ফল নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার গুণও পদ্মবীজের গুণের তুল্য জানিবে॥ ৮৩

শিঙ্গেড়া বা পানিফল (৯)—শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল এই তিনটি শিঙ্গেড়ার পর্য্যায়। শিঙ্গেড়া—শীতবীর্য্য, স্বাদু-কষায়, গুরুপাক, বৃষ্য, মল-

---

(১) দেশভেদে নামভেদ।—পানীআমলার নাম হিন্দুস্থানে পানীআমলা, মহারাষ্ট্রে পাণআম্বলে, গুজরাটে পাণি আম্বলা, ইংরাজীতে Flacourtia Cataphracta.

(২) দেশভেদে নামভেদ।—নোয়াড়ের নাম হিন্দুস্থানে হরফারেবড়ী, মহারাষ্ট্রে কাথআম্বল্লা, গুজরাটে খাটীআম্বলী। ল্যাটিনে Ciccodisticha.

(৩) দেশভেদে নামভেদ।—করমচাকে হিন্দীতে করোন্দা, করৌন্দী, মহারাষ্ট্রে করবন্দী, কর্ণাটে করিজিগে, গুজরাটে করমদী, করমদাং, তৈলঙ্গে বাকা, পারিকচেট্টু বলে। ইংরাজীতে Jasmine flowered carisa. ল্যাটীন নাম Carissa corandas.

(৪) দেশভেদে নামভেদ।—পিয়ালের নাম হিন্দুস্থানে নিয়েবেরু, চিরোংজী, মহারাষ্ট্রে চারোল্লী, চাররুক্ষবীজ, পঞ্জাবে চিরোঙ্গী, উৎকলে চরু, তামিলে কাটমরা, গুজরাটে চারোলী, কর্ণাটে চারবীজ, তৈলঙ্গে সারুপপু, ফারসীতে বুকলেখাজা, আরবীতে হবুস্সমানা। ডাক্তারী নাম Buchanania Latrifolia. বুকানিয়া ল্যাট্রিফোলিয়া।

(৫) দেশভেদে নামভেদ।—ক্ষীরুইকে হিন্দীতে খিন্না, খিরনী, মহারাষ্ট্রে খিরণী ও রেবণে, বোম্বায়ে কেণা, গুজরাটে রায়ণ, কর্ণাটে খেণে মারিলে, তামিলে পল্ল এবং গুর্জ্জরে খিরনী বলে। ডাক্তারী নাম Mimonsops hexanbra. মাইমন্সোপস্ হেক্সান্ড্রা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ।—বৈঁচীকে হিন্দীতে কংটাঈ, কিঙ্কিনী ও বঞ্জ, মহারাষ্ট্রে গুলখোণ্টী, বেহকল্ল, কর্ণাটে হলুমাণিকা মালেগু, তৈলঙ্গে কানবেগুচেট্টু, উৎকলে বইচকুড়ি ও পঞ্জাবে কুকোয়া, গুজরাটে বিকলো বলে। ডাক্তারী নাম Flacourtia romontchi. ফ্ল্যাকৌরসিয়া রোমনটচী।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। পদ্মবীজকে হিন্দীতে কমলগট্টা, মহারাষ্ট্রে কমলাক্ষ, গুজরাটে কমলকাকড়ী, কর্ণাটে পদ্মাক্ষ, তৈলঙ্গে তামরকাড়া ও আরবীতে বালকেকুবতি বলে।

(৮) দেশভেদে নামভেদ।—মাখনার নাম হিন্দুস্থানে মখানা, মহারাষ্ট্রে মখাণে, গুজরাটে মখানা, ল্যাটীন Euryeli ferox.

(৯) দেশভেদে নামভেদ।—পানীফলের নাম হিন্দীতে সিংঘাড়ে, তৈলঙ্গে পরিকেগড্ডু, মহারাষ্ট্রে শিঙ্গাড়ে, গুজরাটে শিগোড়াং, কর্ণাটে সিংঘাড়ে, ফারসীতে সুরঞ্জান, ইংরাজীতে Water calteof.

সংগ্রাহক, শুক্র-বাত ও শ্লেষ্মকর এবং পিত্ত-রক্ত ও দাহ নাশক ॥ ৮৪

কুমুদবীজ (১)—(ভেট) কুমুদবীজকে পণ্ডিতগণ কৈরবিণীফল কহেন। কুমুদবীজ—স্বাদু, রুক্ষ, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক ॥ ৮৫

মৌওয়া ও জল মৌওয়া (২)—মধূক, গুড়পুষ্প, মধুপুষ্প, মধুস্রব, বানপ্রস্থ ও মধুষ্ঠীল, এইগুলি মৌওয়ার পর্য্যায়। জল মৌওয়াকে মধূলক কহে। মধূকপুষ্প—মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরু, বৃংহণ, বলকর, শুক্রজনক এবং বাতপিত্ত নাশক। মধূকের ফল—শীতবীর্য্য, গুরুপাক, স্বাদুরস, শুক্রজনক, বাতপিত্ত নাশক, অহৃদ্য এবং তৃষ্ণা-রক্ত-দাহ-শ্বাস-ক্ষত ও ক্ষয় নিবারক ॥ ৮৬—৮৮

ফল্‌সা (৩)—পরূষক, পরুষ, অল্পাস্থি ও পরাপর, এইগুলি ফল্‌সার পর্য্যায়। ইহা অপক্কাবস্থায় কষায়াম্ল রস,পিত্তকর ও লঘু। পক্কাবস্থায় মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভতাজনক, বৃংহণ, হৃদ্য এবং পিত্ত-দাহ-রক্ত-জ্বর-ক্ষয় ও বায়ু নাশক ॥ ৮৯। ৯০

তূঁদ (৪)—তূত (বা তুদ) তূল, পূগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদারু এইগুলি তূঁদের পর্য্যায়। পক্ক তূদ-গুরু, স্বাদু, শীতবীর্য্য ও বাতপিত্ত নাশক। অপক্ক তূদও গুরু, সারক, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য ও রক্তপিত্ত জনক ॥ ৯১

দাড়িম (৫) —দাড়িম, করক, দন্তবীজ ও লোহিতপুষ্পক এইগুলি একার্থ বোধক শব্দ। দাড়িম ফল ত্রিবিধ; যথা মধুরদাড়িম, মধুরাম্ল দাড়িম ও অম্ল দাড়িম। মধুরদাড়িম-ত্রিদোষঘ্ন, তৃষ্ণা-দাহ-জ্বর-হৃদ্রোগ কণ্ঠরোগ ও মুখররাগ নাশক, তৃপ্তিজনক, শুক্রপ্রদ, লঘুপাক, কষায়ানুরস, মলসংগ্রাহক, স্নিগ্ধ, মেধা ও বলকর। মধুরাম্লদাড়িম—অগ্নিদীপক, রুচিজনক, কিঞ্চিৎ পিত্তকারক ও লঘুপাক। অম্লদাড়িম—পিত্তজনক, অম্লরস ও বাতশ্লেষ্ম নাশক ॥ ৯২—৯৪

বহুবার (৬)—(চালিতা) বহুবার, শীত, উদ্দাল, বহুবারক, শেলু, শ্লেষ্মাতক, পিচ্ছিল ও ভূতবৃক্ষ, এইগুলি চালিতার পর্য্যায়। চালিতা—বিস্ফোটবিষ-ব্রণ-বীসর্প ও কুষ্ঠ নাশক, মধুর-কষায়-তিক্তরস, কেশহিত এবং কফপিত্ত নাশক। অপক্ক চালিতা ফল—বিষ্টম্ভি রুক্ষ ও পিত্ত-কফ রক্তপ্রশমক। পক্ক চালিতা ফল—মধুর, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক, শীতবীর্য্য ও গুরুপাক ॥ ৯৫—৯৭

কতক (৭) —(নির্ম্মলী ফল) পয়ঃপ্রসাদি, কতক, কত ও কান্তফল এইগুলি নির্ম্মলীফলের পর্য্যায়। নির্ম্মলী-

---

ডাক্তারী নাম Trapabispinosa. ট্রাপাবিস্পিনোসা।

(১) দেশভেদে নামভেদ।—কুমুদ বীজের হিন্দী নাম ভেটবেরা।

(২) দেশভেদে নামভেদ।—মৌলকে হিন্দীতে মহবা ও জলমহবা, তামিলে কটইল্লুপি, তৈলঙ্গে ইপা, পিপ্পা ও বোম্বাইয়ে মোহা, মহারাষ্ট্রে মোহাচা বৃক্ষ, মোহবৃক্ষ, জলমোহা, গুজরাটে মহড়ো, জলমহড়ো, কর্ণাটে মহুইপ্পে, জলমহ্বে, তোরেইপ্পে, মরডুইপ্পে, ফারসীতে চকাং, ইংরাজীতে Elloopatree. বলে। ডাক্তারী নাম Bassia latifolia. ব্যাসিয়া লাটিফোলিয়া।

(৩) দেশভেদে নামভেদ।—ফল্‌সার নাম হিন্দুস্থানে ফালসা ও পরুষা, মহারাষ্ট্রে ফালসা, কর্ণাটে বেট্টহা, দাগসি, তৈলঙ্গে পুটিকী, গুজরাটে প্রামণ, ফারসীতে পালসা, আরবীতে ফালসা, ইংরাজীতে Asiatic Grewia. ডাক্তারী নাম Zcarpus grantum. কার্পাস্ গ্র্যাণ্টাম্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। তূতকে হিন্দীতে সহতূত, তূত, মহারাষ্ট্রে তুতেং ও বঙ্গরসি তৈলঙ্গে কম্বলিচেট্টু, তামিলে মবুকট্টইচেড়ি, কোকণে তুতীচাং ঝল্লেং, গুজরাটে শেতূত, তূত, ফারসীতে শাহতূত, তূতভূর্ণ, তূতশীরি, আরবীতে তূতচামীজ, তূত, তূতহলু, ইংরাজীতে Mulberies. বলে। ডাক্তারী নাম Morus indica. মোরস্ ইণ্ডিকা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। দাড়িমের নাম হিন্দীতে আনার, অনার, মহারাষ্ট্রে দাড়িম, ডালিম্ব, কর্ণাটে দালিম্ব, তৈলঙ্গে ডানিম্মচেট্টু, উৎকলে দালিম্ব, তামিলে মাদলই চেচেড়ি, গুর্জরে ডাদম, গুজরাটে দাড়ম, ফারসীতে অনার, তুরস, আনারসারী, আরবীতে রুমানহামীজ রুমানহলু। ডাক্তারী নাম Punica gramatum. পিউনিকা গ্র্যামেটম্। ইংরাজীতে Pomegranate.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। চালতার নাম হিন্দুস্থানে লিসোড়া, লভেরা, বোম্বাইয়ে ভোক্বির, মহারাষ্ট্রে ভোক্কর, শেল্লবণ্ট, ভোংকরী, গোংধনী, গুজরাটে গুন্দামোটো, গুংদীনাংনী, কর্ণাটে চেলু গোন্দিনী, তৈলঙ্গে নাকেরু, নুককেরু, উৎকলে অড়, তামিলে বিড়ি, আরবীতে সেফিস্তান্ দবক ও ফারসীতে সিপিস্তান্। ইংরাজীতে Narrow leaved Sepistum. ডাক্তারী নাম Cordia myxa. কর্ডিয়া মিক্সা।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। নির্ম্মলীফলের নাম হিন্দুস্থানে নির্ম্মলীফল, পায়পসারী, মহারাষ্ট্রে নিবল্লীচা বিয়া, গজরা, চিল্লার, কর্ণাটে চীলু ও চিল্লী-

ফল-নেত্রহিত, জলনির্ম্মলকারক, বাতশ্লেষ্মহর, শীত-বীর্য্য, মধুর-কষায়-রস ও গুরু ॥ ৯৮

দ্রাক্ষা (১)—(কিস্‌মিস্ মুনক্কা প্রভৃতি) দ্রাক্ষা, স্বাদুফলা, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহূরা ও গোস্তনী এইগুলি দ্রাক্ষার পর্য্যায়। পক্কদ্রাক্ষা-সারক, শীতবীর্য্য, নেত্রহিত, বৃংহণ, গুরু, স্বাদুরস ও স্বাদুপাক, স্বরহিত, কষায়, মলমূত্র নিঃসারক, কোষ্ঠবাতকারক, বৃষ্য, কফ পুষ্টি ও রুচিপ্রদ, এবং ইহা তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, বাত, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, পিত্তরক্ত, মূর্চ্ছা, দাহ, শোথ ও মদাত্যয় নাশ করে। অপক্কদ্রাক্ষা, পক্কদ্রাক্ষা অপেক্ষা স্বল্পগুণ; ইহা গুরুপাক, অম্লরস ও রক্তপিত্তজনক, গোস্তনী দ্রাক্ষা—বৃষ্য গুরুপাক এবং কফপিত্ত নাশক। অন্য এক প্রকার দ্রাক্ষা আছে, তাহা অবীজ ও ক্ষুদ্রাকৃতি, গুণসম্বন্ধে তাহা, গোস্তনী দ্রাক্ষারই তুল্য। আর এক প্রকার দ্রাক্ষা পর্ব্বতে জন্মে, তাহা লঘুপাক, অম্লরস এবং শ্লেষ্মা ও অম্লপিত্ত-জনক। করমর্দ্দিকা নামক অন্য এক প্রকার দ্রাক্ষা আছে, তাহা এই পর্ব্বতজা দ্রাক্ষারই সদৃশ।

টীকা। গোস্তনী, ইহা মুনক্কা নামে প্রসিদ্ধ। অবীজা অর্থাৎ অল্প বীজ বিশিষ্ট, ইহা কিস্‌মিস নামে খ্যাত। পর্ব্বতজা দ্রাক্ষা জহারী নামে খ্যাত। করমর্দ্দিকা দ্রাক্ষা করৌন্দী নামে খ্যাত ॥ ৯৯—১০৪

ক্ষুদ্র খর্জ্জুর পিণ্ডখর্জ্জুর ও ছোহারা (২)—ভূমিখর্জ্জুরিকা, স্বাদ্বী, দুরারোহা, মৃদুচ্ছদা, স্বল্পফলা, কাককর্কটী ও স্বাদুমস্তকা, এইগুলি ক্ষুদ্র খর্জ্জুরের নামান্তর। অন্য একপ্রকার খর্জ্জুর আছে, তাহাকে পিণ্ডখর্জ্জুর বলে। পিণ্ডখর্জ্জুর পশ্চিমদেশে জন্মে, দেখিতে গোস্তনাকার, এই খর্জ্জুর অন্য দ্বীপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। পশ্চিমদেশে আর এক প্রকার খর্জ্জুর জন্মে, তাহা ছোহারা নামে খ্যাত। এই ত্রিবিধ খর্জ্জুরই শীতবীর্য্য, মধুররস ও মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, হৃদ্য, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, রক্তপিত্তঘ্ন, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, শুক্রপ্রদ, কোষ্ঠবায়ু প্রশমক, বলকর, এবং বমি-বাত-কফ-জ্বর-অতিসার-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাস-শ্বাস-মদ-মূর্চ্ছা-বাতপিত্ত ও মদ্যজাত রোগ নাশক। পিণ্ডখর্জ্জুর ও ছোহারা অপেক্ষা ক্ষুদ্রখর্জ্জুর কিছু গুণ হীন জানিবে। খর্জ্জুরবৃক্ষের রস—মত্ততাকারক, পিত্তজনক, বাতশ্লেষ্মনাশক, রোচক, অগ্নিদীপক এবং বল ও শুক্রকারক ॥ ১০৫—১১১

সুলেমানি—(পিণ্ডখর্জ্জুর ভেদ) সুলেমানী, মৃদুলা ও দলহীনফলা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। সুলেমানী—শ্রান্তি-ভ্রান্তি-দাহ-মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্তনাশক ॥ ১১২

বাদাম (৩)—বাতাদ, বাতবৈরী ও নেত্রোপমফল এইগুলি বাদামের পর্য্যায়। বাদাম—উষ্ণবীর্য্য, সুস্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, শুক্রপ্রদ ও গুরু। বাদামের মজ্জা (শাঁস)—মধুররস, বৃষ্য, বাতপিত্তহর, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও কফকর। ইহা রক্তপিত্ত রোগিগণের হিতকর নহে ॥ ১১৩ । ১১৪

সেউ (৪)—মুষ্টিপ্রমাণ বদর সেব ও সিবিতিকা-ফল এইনামে সেউফল প্রসিদ্ধ। সেউ—বাতপিত্তঘ্ন, বৃংহণ, কফকারক, গুরু, মধুররস ও মধুর বিপাক, শীত-বীর্য্য, রোচক ও শুক্রবর্দ্ধক ॥ ১১৫

অমৃতফল (৫)—(বদক্‌সান ও কাবুল প্রভৃতি দেশে ইহা নাসপাতী নামে প্রসিদ্ধ)। নাসপাতী—লঘুপাক, বৃষ্য, সুস্বাদু ও ত্রিদোষনাশক। মুদ্গলদিগের (মোঙ্গল দিগের) দেশে এই ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ॥ ১১৬

কাপি, গুজরাটে নির্ম্মলী, ইংরেজীতে Aunt which clears water. ল্যাটীনে Strychinos potatarum.

(১) দেশভেদে নামভেদ। দ্রাক্ষার নাম হিন্দীতে দাখ ও অঙ্গুর, কালীদাখ, কিসমিস্, মহারাষ্ট্রে কাল্লেং দ্রাক্ষ, তৈলঙ্গে দ্রাক্ষা, পোণ্ডু, কিসিমিসি ও দ্রাক্ষচেট্টু, তামিলে কোড়িমগুরিপ্পঝাম, গুজরাটে ধরাখ, কর্ণাটে বেড়গণদ্রাক্ষে, ফারসীতে অংগূর, মুনক্কা, দানেমবীজ, আরবীতে কীসমীস, এনব্‌জবীব, ইংরেজীতে Grape. ডাক্তারী নাম Vitis vinifera. ভাইটিস্ ভিনিফেরা।

(২) দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্থানে খেজুরকে খজুর, পিণ্ডখজুর, ছুহারা, মহারাষ্ট্রে শিন্দী খজুরী, কর্ণাটে ইঞ্চিলু, সিংহইংচিলু, করীইংচিলু, গুজরাটে খজুরী, খারক, খজুর, তৈলঙ্গে ইংটাচেট্টু, খজুরপুপংডু, ফারসীতে তমররুতব, আরবীতে খুর্মাতর, খুর্মাখুক বলে। ইংরাজীতে Date palm. ল্যাটিন নাম Phœnix montena.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বাদামকে হিন্দুস্থানে বদাম মীঠে, বদাম কড়বে, বোম্বায়ে জংলিবাদাম, তৈলঙ্গে বেদম, তামিলে নটবড়ুম, মহারাষ্ট্রে বাদাম গোড়ে, বাদাম কড়ু, গুজরাটে বদামমীঠী, বদাম কড়বী, আরবীতে লোজলহলু, ফারসীতে বদামশীরী বলে। ইংরাজীতে Sweet almond. ডাক্তারী নাম The Almond. দি এলমণ্ড।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। সেউফলের নাম হিন্দুস্থানে সেব, মহারাষ্ট্রে মোঠেং বোর, গুজরাটে শেব, ফারসীতে সেব, আরবীতে তুফাহ, ইংরাজীতে Apple. ল্যাটীনে Pyrus malus.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ন্যাসপাতিকে পঞ্জাবে নাক বলে।

পীলু (১)—পীলু, গুড়ফল (গুড়ফল), স্রংসী ও শীতফল এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। পীলু—বাতশ্লেষ্মঘ্ন, পিত্তকর, ভেদক ও গুল্মনাশক। যে পীলু স্বাদু-তিক্ত-রস, তাহা নাত্যুষ্ণ ও ত্রিদোষঘ্ন ॥ ১১৭

আখ্‌রোট্ (২) - শৈলজাত পীলু, অক্ষোট (আখ্‌রোট) ও কর্পরাল নামে অভিহিত। আখ্‌রোট্—বাদামের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ইহা কফপিত্তকারক ॥ ১১৮

বিজোরা (৩)—(টাবালেবু) বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, রুচক ও ফলপূরক এইগুলি টাবালেবুর পর্য্যায়। টাবালেবু—সুস্বাদু, অম্লরস, অগ্নিদীপক, লঘু, কণ্ঠ-জিহ্বা ও হৃদয়ের শুদ্ধিকর, হৃদ্য এবং রক্তপিত্ত-শ্বাস-কাস-অরুচি ও তৃষ্ণানাশক ॥ ১১৯ । ১২০

বিজোরাভেদ মধুকাকড়ি (৪)—(টাবালেবু বিশেষ) আর একপ্রকার বীজপূর আছে, তাহা মধুর ও মধুকর্কটী নামে কথিত। মধুকর্কটী—স্বাদু, রোচক, শীতবীর্য্য, গুরু এবং রক্ত-পিত্ত-ক্ষয়-শ্বাস-কাস-হিক্কা ও ভ্রমনাশক ॥ ১২১

জম্বীরদ্বয় (৫)—(জম্বীর ও স্বল্প জম্বীর) জম্বীর, দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর ও জম্ভল এইগুলি জম্বীরের নাম। জম্বীর (গোঁড়ালেবু বা জামীর)—উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অম্লরস, এবং বাতবিবদ্ধতা-শ্লেষ্মবিবদ্ধতা-শূল-কাস-কফোৎক্লেশ-বমি-তৃষ্ণা-আমদোষ-মুখবৈরস্য-হৃৎপীড়া-অগ্নিমান্দ্য ও কৃমিনাশক। স্বল্পজম্বীরও এইরূপ গুণসম্পন্ন। ইহা—তৃষ্ণা ও বমিনিবারক ॥ ১২২।১২৩

নীম্বু (৬)—(পাতী বা কাগজী লেবু) নিম্বু, নিম্বুক ও নিম্বূক ইহারা একার্থবোধক শব্দ। নিম্বু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, নিম্বুক বা নিম্বূক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ জানিবে। ইহা—অম্লরস, বাতঘ্ন, অগ্নিদীপক, পাচক ও লঘু। অন্যবচন যথা—নিম্বুক—কৃমিসমূহনাশক, তীক্ষ্ণ, অম্ল ও উদরগ্রহ (উদর ব্যথা) প্রশমক। ইহা বাত-পিত্ত-কফজনিত শূলরোগিদিগের হিতকর। যাহারা কষ্টরুচি বা নষ্টরুচি, তাহাদের পক্ষে ইহা পরম রোচক। ত্রিদোষ অগ্নিনাশ ও বাতরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের এবং বিষবিহ্বল ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ইহা প্রদেয়। অগ্নিমান্দ্যে বদ্ধগুদরোগে ও বিসূচিকায় নিম্বুক প্রযোজ্য ॥ ১২৪—১২৬

মিষ্টনিম্বু—(মিষ্টলেবু) মিষ্টলেবু—সুস্বাদু, গুরু, বাতপিত্তনাশক, গরজনিতরোগ ও বিষপ্রশমক, কফের উৎক্লেশক, রক্তদুষ্টিনিবারক, শোষ-অরুচি-তৃষ্ণা ও বমিহারক, বলকারক ও বৃংহণ ॥ ১২৭

কামরাঙ্গা (৭)—কর্ম্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদম্ল ও রুজাকর এইগুলি কামরাঙ্গার পর্য্যায়। কর্ম্মরঙ্গ অর্থাৎ কামরাঙ্গা শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, স্বাদু, অম্লরস ও কফবাতঘ্ন ॥ ১২৮

তেঁতুল (৮)—অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা, চিঞ্চা, তিন্তিড়ীকা ও তিন্তিড়ী

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। পীলুর নাম হিন্দীতে পীলু, বড়াপিলু, মহারাষ্ট্রে লঘু পিলু, তৈলঙ্গে গোলুগুচেট্টু ও পিন্নবরগোগু, বোম্বাইয়ে কব্হন, তামিলে কোকু, গুজরাটে খারীজাল্য, মোটাজাল্য, কর্ণাটে দোড্‌পীলু, ফারসীতে দর্খতে মিস্বাক, আরবীতে ঈরাক, ইংরেজীতে Mustard tree of scripture. ল্যাটীনে Salvabora persica. ডাক্তারী নাম Tooth drush Tree. টুথ ব্রস্ ট্রি।

(২) দেশভেদে নামভেদ। আখ্‌রোট্‌কে হিন্দীতে অখ্‌রোট, মহারাষ্ট্রে অক্রোড, গুজরাটে অখোড়, দাক্ষিণাত্যে উব্বকাঈ, কর্ণাটে আখোট, ফারসীতে চার্ত্তগজ, আরবীতে জোঝঅক্রূপম্ মগজ বলে। ইংরাজীতে walnut. ল্যাটিনে Aleuriter triloba.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। টাবালেবুর নাম হিন্দীতে বীজোরা নীবু, মহারাষ্ট্রে মহাল্লুঙ্গ, গুজরাটে বীজোরুলিংবু, কর্ণাটে মাধবলা, তৈলঙ্গে দবাকায়া মাধোফলপুচেট্টু, উৎকলে কলংবা, ফারসীতে তুরংজ, আরবীতে উতরংজ ; ইংরেজীতে Citrus. ডাক্তারী নাম The citran. দি সাইট্র্যান্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে মধুকাকড়ী ও মউফুটী বলে। ডাক্তারী নাম Citrus acida. সাইট্রস্ এসিডা।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। গোঁড়ালেবুর নাম হিন্দীতে নীবু, জম্ভীরী নীবু মহারাষ্ট্রে লঘুঈড়লিংবু, সাখরলিম্বু, কর্ণাটে কচিলে, কনিলে, তৈলঙ্গে জংভিরং, নিম্মপডু, গুজরাটে দোড়িঙ্গালিংবু, ফারসীতে লিমুনে তুশ, লিমুনেশিরি, আরবীতে লিমুনেহামিজ, ইংরেজীতে Lemons. ল্যাটিনে Lemonum acidum. ডাক্তারী নাম Citrus medica. সাইট্রাস্ মেডিকা।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। কাগজীলেবুকে হিন্দুস্থানে নীবু, কাগজীনীবু, মহারাষ্ট্রে থোরঈড়লিম্বু, গুজরাটে কাগজীলিম্বু, মীঠালিম্বু, কর্ণাটে কচিলে, তৈলঙ্গে নিম্মপড়ু, ফারসীতে নিমুনেতুশ লিমুনেশিরি, আরবীতে লিমুনেহামিজ, ইংরাজীতে Lemon. বলে। ডাক্তারী নাম Citrus medica. সাইট্রাস মেডিকা।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। কামরাঙ্গাকে হিন্দুস্থানে কমরখ, গুজরাটে কমরকথাটাং মীঠাংবেছে, মহারাষ্ট্রে কর্ম্মর বলে। ইংরাজী নাম Carambola. ডাক্তারী নাম Averrhoa carambola. এভারোহ কেরামবোলা।

(৮) দেশভেদে নামভেদ। তেঁতুলকে হিন্দুস্থানে অমলী ও ইমলী, মহারাষ্ট্রে ইমলী ও চিঞ্চ, কর্ণাটে

এইগুলি তেঁতুলের পর্য্যায়। তেঁতুল—অম্লরস, গুরু, বাতনাশক এবং পিত্ত-কফ ও রক্তদুষ্টিজনক। পাকা তেঁতুল—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, সারক, উষ্ণবীর্য্য ও কফবাতনাশক॥ ১২৯। ১৩০

অম্লবেতস (১)—অম্লবেতস, চুক্র, শতবেধি ও সহস্রনুৎ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। অম্লবেতস—অতি অম্লরস, ভেদক, লঘু, অগ্নিদীপক, হৃদ্রোগ-শূল-গুল্মঘ্ন, পিত্তকর, রোমহর্ষণ, রুক্ষ, মলমূত্র-দোষনিবারক, প্লীহা ও উদাবর্ত্তনাশক, হিক্কা-আনাহ-অরুচি-শ্বাস কাস-অজীর্ণ ও বমি প্রণাশকৃৎ, কফবাতরোগপ্রশমী ও ছাগমাংসের দ্রবত্বকারক। চণকাম্লের ন্যায় ইহা গুণশালী এবং লৌহসূচীর দ্রবত্বকারী॥ ১৩১—১৩২

বৃক্ষাম্ল (তিন্তিড়ী বিশেষ, মহাদা) (২)—বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়ীক, চুক্র ও অম্লবৃক্ষক এইগুলি একার্থ বোধক শব্দ। কাঁচা বৃক্ষাম্ল-অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন ও কফ-পিত্তকর। পাকা বৃক্ষাম্ল—গুরু, মলসংগ্রাহক, কটু-কষায়-অম্লরস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রোচক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, কফ-বাতকারক এবং তৃষ্ণা-অর্শঃ-গ্রহণী-গুল্ম-শূল-হৃদ্রোগ ও কৃমিনাশক॥ ১৩৪। ১৩৫

চতুরম্ল ও পঞ্চাম্লের লক্ষণ—অম্লবেতস, বৃক্ষাম্ল, বৃহজ্জম্বীর (গোড়া লেবু) ও নিম্বুক এই চারি প্রকার অম্লের মিলনকে চতুরম্ল এবং উহাদের সহিত টাবালেবু সংযুক্ত হইলে তাহাকে পঞ্চাম্ল কহা যায়॥ ১৩৬

পরিভাষা—ফলের মধ্যে বিল্ব ফল ভিন্ন অন্য সকল ফলই পাকিলে গুণকর হয়, কিন্তু অপক্ব বিল্বই অধিক গুণকর হইয়া থাকে। এবং ফলের মধ্যে যে সকল ফল সরস তাহারাই অধিক গুণসম্পন্ন হয়। কিন্তু দ্রাক্ষা বিল্ব ও হরীতকী প্রভৃতি ফল সকল শুষ্কই অধিক গুণকর হইয়া থাকে। যে ফলের যে গুণ, তাহার মজ্জারও সেই গুণ জানিবে। যে ফল হিম-অগ্নি-দুষ্টবায়ু-ব্যাল ও কীটাদি কর্তৃক দূষিত, যে ফল অকালে জাত; যে ফল কুভূমিতে উৎপন্ন, এবং যে ফল পাকাতীত (পাক কাল অতিক্রম করিয়া স্থিত) সে ফল ভোজন করিবে না॥ ১৩৭—১৩৯

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে ফলবর্গ।

অথ ধাতূপধাতু-রসোপরস-রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষবর্গ।

ধাতু সমূহের লক্ষণ ও গুণ—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, যশদ (দস্তা) সীস ও লৌহ, এই সাতটি ধাতু। ইহারা পর্ব্বতসম্ভূত। বলী-পলিত-খালিত্য-কার্শ্য-দৌর্ব্বল্য ও জরারোগ নিবারণ করিয়া মানবগণের দেহ ধারণ (রক্ষণ) করে বলিয়া ইহারা ধাতু নামে অভিহিত॥ ১। ২

প্রথমে স্বুবর্ণের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ কথিত হইতেছে (৩)—পুরাকালে নিজ্য প্রমত্ত-জিতেন্দ্রিয় সপ্তর্ষির অর্থাৎ মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু ও বশিষ্ঠের রূপলাবণ্য-যৌবন-শ্রীসম্পন্ন-পত্নীদিগকে সন্দর্শন করিয়া কন্দর্পবিহ্বলচিত্ত অগ্নিদেবের যে রেতঃ ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহাই স্বর্ণ রূপে পরিণত হইয়াছে। পারদের যোগেও কৃত্রিম স্বর্ণ উৎপন্ন হয়।

হুণিসে, হুণিসেহল, হুণিসিনয়লে, তৈলঙ্গে চিন্ট, চিন্তাচেট্টু, উৎকলে কঁআ, তামিলে পুলি, বোম্বাইয়ে টিন্‌টজ, গুজরাটে আংবলী, আরবীতে তমরহিন্দী, বলে। ইংরাজীতে Tamarind tree. ডাক্তারী নাম Tamarindus Indicus. ট্যামারিণ্ডস্ ইণ্ডিকা।

(১) দেশভেদে নামভেদ। থৈকলের নাম হিন্দুস্থানে অমলবেংত, মহারাষ্ট্রে চুকা, গুজরাটে অমলবেত, ফারসীতে তুর্ষক, ইংরেজীতে Common soral, ডাক্তারী নাম Country sorrel. ল্যাটিনে Acido Zeyfolia.

(২) দেশভেদে নামভেদ। মহাদার নাম হিন্দুস্থানে বিষাংবিল, মহারাষ্ট্রে আম সোল, কোকংবসোল, কর্ণাটে তিন্তীডিক, গুজরাটে কোকম, ইংরাজীতে Kokun butter tree. ল্যাটিনে Garcinia purpuria.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। স্বর্ণকে হিন্দুস্থানে সোনা, মহারাষ্ট্রে সোনেং, গুজরাটে সোনু, কর্ণাটে স্বর্ণ,

স্থবর্ণের নাম—স্বর্ণ, স্থবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বুনদ, জাতরূপ ও মহারজত এইগুলি স্থবর্ণের পর্য্যায় অর্থাৎ নাম।

স্থবর্ণের লক্ষণ—যে স্বর্ণ পোড়াইলে রক্তবর্ণ ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ, নিষেক করিলে কুঙ্কুমপ্রভ হয় এবং যাহা নির্ম্মল, তাম্রাংশ বর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, কোমল ও গুরু, সেই স্থবর্ণই উত্তম। আর যে স্থবর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, রুক্ষ (চিক্কণতাহীন), বিবর্ণ, সমল ও দল (স্তর) বিশিষ্ট এবং যাহা ছেদনে দাহে ও কষে শ্বেতবর্ণ, যাহা লঘু ও আঘাত করিলে ফাটিয়া যায়, তাহা ত্যাজ্য।

বিশুদ্ধ স্থবর্ণের গুণ—স্থবর্ণ—শীতবীর্য্য, বৃষ্য (শুক্রজনক), বলকর, গুরু, রসায়ন, স্বাদু-তিক্ত-কষায়রস, স্বাদুবিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, বৃংহণ, নেত্র-হিত, মেধা স্মৃতি ও মতিপ্রদ, হৃদ্য, আয়ুষ্কর, কান্তি-জনক, বাগ্‌বিশুদ্ধিকারক ও দেহ দার্ঢ্য সম্পাদক। ইহা স্থাবর-জঙ্গম বিষ ক্ষয় উন্মাদ ত্রিদোষ জ্বর ও শোষ প্রশমক।

অশুদ্ধ স্বর্ণের দোষ—অশুদ্ধ স্বর্ণ—মানবের বলবীর্য্য নাশ করে, শরীরে নানা রোগ আনয়ন করে, সদা অসুখ উৎপাদন করে, এমন কি মরণ পর্য্যন্ত সংঘটন করে। অসম্যক্ মারিত স্বর্ণও বল-বীর্য্য নাশ করে, রোগসমূহ উৎপাদন করে এবং জীবন নাশও করিয়া থাকে। অতএব স্থবর্ণকে সম্যক্ রূপে মারিত করিয়া ব্যবহার করিবে॥ ৩—১৩

রৌপ্যের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ কথিত হইতেছে (১)—পুরাণে উক্ত আছে যে, মহাদেব ক্রোধ-পরিপূরিত হইয়া যৎকালে ত্রিপুরাসুর-বধার্থ নির্নিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তৎ-কালে তাঁহার দক্ষিণ নেত্র হইতে অগ্নি নির্গম হইয়া-ছিল। সেই অগ্নি হইতে সাক্ষাৎ অগ্নিসম তেজোময় রুদ্রের উদ্ভব হয়। এবং তাঁহার বামনেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, তাহা হইতেই রজতের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্থবর্ণ যে কার্য্যে প্রযোজিত হয়, রৌপ্যও সেই কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। বঙ্গাদিরসযোগে কৃত্রিম রৌপ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রৌপ্যের নাম—রূপ্য, রজত, তার, চন্দ্রকান্তি ও সিতপ্রভ এইগুলি রৌপ্যের পর্য্যায় অর্থাৎ অন্য নাম।

রৌপ্যের লক্ষণ—যে রৌপ্য—গুরু, স্নিগ্ধ, ও মৃদু, পোড়াইলে ও ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ হয়, ঘাতসহ, বর্ণাঢ্য (উজ্জ্বলবর্ণ), চন্দ্রবৎ ও স্বচ্ছ এই নবগুণবিশিষ্ট সেই রৌপ্যই উত্তম। আর যে রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, লোহিতবর্ণ, পীতদল ও লঘু এবং যাহা পোড়া-ইলে ছেদন করিলে ও পিটিলে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা দুষ্ট রৌপ্য বলিয়া কথিত।

রৌপের গুণ।—বিশুদ্ধ রৌপ্য—শীতবীর্য্য, মধুরকষায়াম্লরস, স্বাদুবিপাক, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ ও লেখন। ইহা বাতপিত্ত ও প্রমেহাদি রোগ সকল অচিরে নাশ করে। আর অশুদ্ধ রৌপ্য শরীরের তাপ উৎপাদন করে, শরীরের ধ্বংস করে, শুক্র নাশ করে, বল বীর্য্য ও পুষ্টির ক্ষয় করে এবং উৎকট রোগ সকল আনয়ন করে॥ ১৪—২১ ৷

তাম্রের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ (২)—পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে—কার্ত্তিকেয়ের যে শুক্র ধরণীতলে পতিত হয়, তাহা হইতেই তাম্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

তাম্রের নাম।—তাম্র, ঔডুম্বর, শুল্ব, উদুম্বর, রবিপ্রিয়, ম্লেচ্ছমুখ এবং সূর্য্যপর্য্যায় শব্দ সকল তাম্রের পর্য্যায়।

তাম্রের লক্ষণ—তাম্র জবাকুসুমবৎ রক্তবর্ণ, ইহা স্নিগ্ধ, মৃদু ও ঘাতসহ। যে তাম্র লৌহ ও সীসাংশ বর্জ্জিত, তাহাই মারণে প্রশস্ত। আর যে তাম্র কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণ, রুক্ষ, অতিস্তব্ধ, যাহা ঘাতসহ নহে এবং যাহা লৌহ ও সীসাংশ যুক্ত, তাহা দুষ্ট তাম্র বলিয়া কীর্ত্তিত।

তাম্রের গুণ—তাম্র—কষায়াম্ল-মধুর-তিক্ত-রস, কটুপাক, সারক, পিত্তঘ্ন, শ্লেষ্মহর, শীতবীর্য্য, ব্রণ-রোপক, লঘু ও লেখন গুণবিশিষ্ট। ইহা পাণ্ডু-উদর-অর্শঃ-জ্বর--কুষ্ঠ-কাস-শ্বাস-ক্ষয়--পীনস-অম্লপিত্ত--শোথ--কৃমি-ও শূল নাশক। কেহ কেহ বলেন—তাম্র অল্প বৃংহণ। বিষে একটি দোষ (এক বিষই দোষ) কিন্তু অসম্যক্ মারিত তাম্রে এই আটটি দোষ, যথা-দাহ, স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, রেক (বিরেক) বমি ও ভ্রম বিদ্যমান থাকে॥ ২২—২৮

তৈলঙ্গে বগারং, ফারসীতে তিলা, আরবীতে জহব, ল্যাটীনে Aurum. ডাক্তারীতে Gold. গোল্ড বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। রূপাকে হিন্দুস্থানে চান্দী, রূপা, মহারাষ্ট্রে রূপেং, গুজরাটে রুপুং, কর্ণাটে বেল্লি, তৈলঙ্গে ঐণ্ডী, ফারসীতে মুকরা, আরবীতে ফিদ্দা বলে। ইংরেজীতে Silver. ল্যাটীনে Argentum.

(২) দেশভেদে নামভেদ। তাম্রের নাম হিন্দুস্থানে তাঁবা, তৈলঙ্গে রাগী, তামিলে সেনবু, মহারাষ্ট্রে তাম্বেং, গুজরাটে ত্রাম্বো, কর্ণাটে তাম্র, ফারসীতে মিস, আরবীতে নুহাস বলে। ডাক্তারী নাম Copper. কপার। ল্যাটিন নাম Cuprum.

বঙ্গের নাম লক্ষণ ও গুণ—রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু ও পিচ্চট এইগুলি রঙ্গ পর্য্যায়। রঙ্গ দ্বিবিধ—ক্ষুরক ও মিশ্রক। এই দ্বিবিধ রঙ্গের মধ্যে ক্ষুরক শ্রেষ্ঠ এবং মিশ্রক অপকৃষ্ট।

বঙ্গের গুণ (১)—রঙ্গ—লঘু, সারক, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা মেহ-কফ-কৃমি-পাণ্ডু ও শ্বাস নাশক, নেত্রহিত ও অল্প পিত্তকর। সিংহ যেমন হস্তিগণকে নাশ করে, বঙ্গও তেমনি সর্ব্বপ্রকার মেহকে নাশ করিয়া থাকে। ইহা দেহের সৌখ্য, ইন্দ্রিয়ের বলাধান ও শরীরের পুষ্টিসাধন করে॥২৯—৩১

যসদ (২)—(দস্তা) দস্তাও বঙ্গসদৃশ জানিবে। ইহা পিত্তলের একটি উপাদান অর্থাৎ দস্তা ও তাম্রযোগে পিত্তল প্রস্তুত করা যায়। দস্তা—কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, কফপিত্তহর ও চক্ষুষ্য। ইহা মেহ পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশ করে॥ ৩২

সীসকের উৎপত্তি নাম ও গুণ (৩)—মনোরমা সর্পকন্যা দর্শন করিয়া বাসুকির যে বীর্য্য স্খলিত হয়, সেই বীর্য্য হইতেই সর্ব্বরোগহর সীসক জন্মে। সীস, ব্রধ্ন, বপ্র, যোগেষ্ট ও নাগবাচক শব্দ-সমূহ (নাগ ভুজঙ্গ ইত্যাদি) সীসকের পর্য্যায়। বঙ্গের যে গুণ সীসকেরও সেই গুণ জানিবে। ইহা মেহ-নাশক বিশেষ ঔষধ। যে ব্যক্তি যথাবিধি সতত সীসক সেবন করে, তাহার শতনাগের বল হয়, ব্যাধি বিনষ্ট হয়, জীবন বর্দ্ধিত হয়, অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, কাম-বল উৎপন্ন হয় ও মৃত্যু দূরীভূত হয়। সম্যক্ পাক না করিয়া বঙ্গ ও সীসক সেবন করিলে তাহা অতি কষ্ট-প্রদ কুষ্ঠ-গুল্ম-কণ্ডু প্রমেহ-অগ্নিমান্দ্য-শোথ ও ভগন্দরাদি রোগ সকল উৎপাদন করে॥ ৩৩—৩৬

লৌহের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ (৪)—পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে লোমিল দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাহাদের শরীর হইতে বিবিধ লৌহ সকল উৎপন্ন হয়। লৌহ শব্দ পুং ক্লীব উভয় লিঙ্গেই বর্ত্তে। শস্ত্রক, তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও অয়স্ এইগুলি লৌহের পর্য্যায়। গুরুতা, দৃঢ়তা, উৎক্লেদজনকতা, মোহজনকতা, দাহকারিতা, অশ্মদোষ ও অতি দুর্গন্ধ, এই সাতটি লৌহের দোষ।

লৌহের গুণাদি—লৌহ—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, সারক, শীতবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, নেত্রহিত, লেখন ও বাতজনক। ইহা কফ-পিত্ত-গর-(সংযোগজবিষ)-শূল-শোথ-অর্শঃ-প্লীহ-পাণ্ডু-মেদ-মেহ-কৃমি ও কুষ্ঠ নাশ করে। লৌহের যে গুণ, লৌহ-মলেরও (মণ্ডুরেরও) সেই গুণ জানিবে। অশোধিত লৌহ সেবন করিলে ষণ্ডত্ব (ক্লৈব্যভাব) কুষ্ঠ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। উহা—হৃদ্রোগ-শূল ও অশ্মরী-রোগ উৎপাদন করে, নানারোগের প্রকোপ জন্মায় এবং হৃল্লাস আনয়ন করে। অশোধিত ও অসংস্কৃত লৌহ জীবহারী ও মদকারী জানিবে। উহা সেবনে শরীরের পটুতা থাকে না এবং হৃদয়ে দারুণ রুজা জন্মে। লৌহ সেবন কালে কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, মাষান্ন (মাষকলায় সংযুক্ত অন্ন) কৃষ্ণসর্ষপ, মদ্য ও অম্লরস বর্জ্জন করিবে॥ ৩৭—৪৪

সারলৌহের লক্ষণ ও গুণ—যে লৌহে অম্ললেপন করিলে তাহার অঙ্গ সকল পর্ব্বতশিখরাকার সূক্ষ্ম হয়, তাহাই সারলৌহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সারলৌহ (ইস্পাত)—গ্রহণী, অতিসার, অর্দ্ধাঙ্গজ ও সর্ব্বাঙ্গজ বাত, পরিণামশূল, বমি, পীনস, পিত্ত, শ্বাস ও কাস বিনাশ করে॥ ৪৫

কান্তলৌহের লক্ষণ ও গুণ—যে লৌহের পাত্রে জল প্রতপ্ত করিয়া সেই প্রতপ্ত জলে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রসরিত হয় না; যাহাতে হিঙ্ ভজিত করিলে হিঙের গন্ধ থাকে না, নিমছাল সিদ্ধ করিলে তাহার তিক্ততা যায়; দুগ্ধ তপ্ত করিলে শিখরা-কার হইয়া উঠে কিন্তু ভূমিতে পড়ে না; যাহাতে ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে সেই ছোলা কৃষ্ণাক্ত হয়, তাহাই কান্তলৌহ নামে উক্ত হইয়া থাকে কান্তলৌহ—বলকর, বীর্য্যজনক, পুষ্টিকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা গুল্ম, উদর, অর্শঃ, শূল, আমবাত,

---

(১) দেশভেদে নামভেদ—বঙ্গের নাম হিন্দুস্থানে, রাং, রাংগা, বঙ্গ ও কলঈ, মহারাষ্ট্রে কথীল, গুজ-রাটে কলঈ, কথীর, খরিপারী, কর্ণাটে তবর, তৈলঙ্গে তাগারাম্, ফারসীতে অরজীজ, আরবীতে রুসাম্, ইংরাজীতে Tin. ল্যাটীনে Stannum বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। দস্তাকে হিন্দুস্থানে জস, জস্তা, মহারাষ্ট্রে জস্ত, গুজরাটে জসত, তৈলঙ্গে খর্পরং, ফারসীতে রুএতুতিয়া, আরবীতে শবহা, ইংরা-জীতে Zinc. ল্যাটীনে Zinecum. বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। সীসকের নাম হিন্দু-স্থানে সীষক ও শীষা, সীসা, তৈলঙ্গে শীশ, শিষম্, দাক্ষিণাত্যে শিশ, মহারাষ্ট্রে শিসেং, গুজরাটে শীসুং, কর্ণাটে সীসা, ফারসীতে স্রব, আবরীতে রুসাস্সল, অস্রদ। ডাক্তারী নাম Lead. লেড। ল্যাটীনে Plumbum.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। লৌহকে হিন্দীতে লোহা, ফোলাদ, ইস্পাত, তৈলঙ্গে ইনুমু, মহারাষ্ট্রে লোখণ্ড, তিখেং, পোলাদ, গুজরাটে লোটুং, মোলুং, কর্ণাটে অয়স্কান্ত, কবুন, ফারসীতে আহন্, ফোলাদ,

উদরের, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগ, প্লীহা, যকৃৎ, অম্লপিত্ত, শিরোরোগ প্রভৃতি রোগ সমূহ নাশ করিয়া থাকে॥ ৪৬—৪৯

লৌহমল—লৌহকে পোড়াইলে তাহা হইতে যে মল ভাগ নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডুর কহা যায়। লৌহসিংহানিকা কিট্টী ও সিংহান এইগুলি মণ্ডুরের নামান্তর। যে লৌহের যে গুণ, তাহার কিট্টেরও (মলেরও) সেই গুণ জানিবে॥ ৫০

উপধাতু—স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, তুঁতে, কাঁসা, পিত্তল, সিন্দুর ও শিলাজতু এই সাতটি উপধাতু। "উপধাতুর অর্থ গৌণধাতু" উপধাতু সকলে গুং মুখ্য ধাতু সকলের গুণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু উপধাতুতে মুখ্যধাতুর অংশ অল্প থাকে বলিয়া গুণ সকলও অল্প ভাবে থাকে॥ ৫১। ৫২

স্বর্ণমাক্ষিকের নাম ও গুণ (১)—তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিকধাতু ও মধুধাতু এইগুলি স্বর্ণমাক্ষিকের নাম। কিঞ্চিৎ স্বর্ণের সংস্রব হেতু ইহা স্বর্ণমাক্ষিক নামে অভিহিত। স্বর্ণের উপধাতুকে অর্থাৎ স্বর্ণমাক্ষিককে কিঞ্চিৎ স্বর্ণগুণান্বিত বলিয়া জানিবে। এই জন্যই স্বর্ণের অভাবে স্বর্ণমাক্ষিক প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। কিন্তু স্বর্ণের অনুকল্প হেতু স্বর্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণ পাওয়া যায়। স্বর্ণমাক্ষিকে কেবল যে স্বর্ণেরই গুণ সকল বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে, দ্রব্যান্তরের সংসর্গে উহাতে অন্য গুণ সকলও বর্ত্তমান থাকে। স্বর্ণমাক্ষিক—স্বাদু-তিক্তরস, বৃষ্য, রসায়ন ও নেত্রহিত। ইহা—বস্তি-রোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, বিষোদর, অর্শঃ, শোথ, বিষ, কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশ করে। অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, উগ্র বলহানি, বিষ্টম্ভতা, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ এবং ব্রণপূর্ব্বিকা গণ্ডমালা উপস্থিত হয়॥ ৫৩—৫৮

রৌপ্যমাক্ষিকের নাম ও গুণ (২)—রৌপ্যমাক্ষিক দেখিতে রজতোপম। কিঞ্চিৎ রৌপ্য-সংস্রব হেতু উহা রৌপ্যমাক্ষিক নামে অভিহিত হয়। রৌপ্যের অনুকল্প হেতু অর্থাৎ অল্প সংস্রব বশতঃ উহা রৌপ্য অপেক্ষা হীন গুণ জানিবে। রৌপ্যমাক্ষিকে কেবল যে রৌপ্যেরই গুণ থাকে, তাহা নহে, দ্রব্যান্তর সংসর্গে ইহাতে অন্য গুণ সকলও বিদ্যমান থাকে। ইহা পাকে স্বাদু, রসে কিঞ্চিৎতিক্ত। রৌপ্যমাক্ষিক বৃষ্য, রসায়ন ও চক্ষুষ্য (নেত্রহিত)। ইহা—বস্তি-রোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, বিষোদর, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশ করে। অশোধিত রৌপ্যমাক্ষিক সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, উগ্র বলহানি, বিষ্টম্ভতা, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ এবং ব্রণপূর্ব্বিকা গণ্ডমালা উপস্থিত হয়॥ ৫৯—৬২

তুতে (৩)—তুত্থ, বিতুন্নক, শিখিগ্রীব ও ময়ূরক এইগুলি তুঁতের পর্য্যায়। তুঁতে তাম্রের উপধাতু। তাম্রের কিঞ্চিৎ অংশ থাকায় উহা কিঞ্চিৎ তাম্র-গুণ বিশিষ্ট হয়। তদ্যথা—তুতে—কটু-কষায়-ক্ষার, বামক, লঘু, লেখন, ভেদন, শীতবীর্য্য, চক্ষুষ্য, এবং কফ-পিত্ত-বিষ-অশ্মরী-কুষ্ঠ ও কণ্ডু নাশক। খর্পরও (খাপরও) এই গুণান্বিত জানিবে॥ ৬৩—৬৫

কাঁসা (৪)—তাম্রত্রপুজ, কাংস্য, ঘোষ ও কংসক এইগুলি কাঁসার পর্য্যায়। কাঁসা তাম্র ও রঙ্গের উপ-ধাতু। কাঁসার গুণ স্বযোনিসদৃশ অর্থাৎ কাঁসাতে তাম্র ও রঙ্গের গুণ সকল বিদ্যমান থাকে। অপিচ সংযোগ প্রভাবে তাহাতে অন্য গুণও আছে। কাঁসা-কষায়-তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, বিশদ, সারক, গুরু, নেত্রহিত, রুক্ষ এবং কফ পিত্তহর॥ ৬৬—৬৮

পিতল ও কাঁচা পিতল (৫)—পিত্তল দ্বিবিধ যথা—রাজরীতি ও ব্রহ্মরীতি। পিত্তল, আরকূট, আরও

আরবীতে হদীদ, হজরুল, ল্যাটীনে Ferrum. ডাক্তারী নাম Iron আয়রন্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। স্বর্ণমাক্ষিককে হিন্দু-স্থানে সোনামাখী, মহারাষ্ট্রে দগড়ীসোনামখী, গুজরাটে সোনামাখী, কর্ণাটে ধাতুমাক্ষিক, তৈলঙ্গে স্বর্ণমাখী ও আরবীতে মুর্কশীশাজহবী। ল্যাটিনে Ferri sul-phuretum. ইংরাজীতে Iron pyrites.

(২) দেশভেদে নামভেদ। তারমাক্ষিককে হিন্দুস্থানে তারামুখী, রূপামাখী, মহারাষ্ট্রে রৌপ্যমাক্ষী, গুজরাটে ও তৈলঙ্গে রূপামাখী, কর্ণাটে মরডুমাক্ষিক, আরবীতে মুর্কশীশাফিদ্দা বলে। ল্যাটিন Ferri Sul-phuretum. ডাক্তারী নাম Iron Pyrites. আয়রন্ পাইরিটিস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। তুঁতেকে হিন্দুস্থানে নীলাথোথা, নীলাতুতিয়া, মহারাষ্ট্রে মোরচুক, গুজরাটে মোরথুথু, কর্ণাটে ময়ূরতুথ, তৈলঙ্গে মেলতুতু, ফারসীতে দূদিয়া, আরবীতে তুতিয়া অকজর, লাটিন নাম Cup-rea sulphas. ডাক্তারী নাম Sulphate of Cup-per. সালফেট্ অফ কপার।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কাঁসাকে হিন্দুস্থানে কাঁসা, কাঁসী, মহারাষ্ট্রে কাংসেং, কর্ণাটে কাচু, গুজ-রাটে কাংস্য, তৈলঙ্গে কংচু, ফারসীতে রোঈন, আরবীতে তালিকূন বলে। ডাক্তারী নাম White copper brass. Queen's metal. হোয়াইট কপার ব্রাস, কুইন্স মেট্যাল।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। পিত্তল ও রাজপিত্তলকে হিন্দীতে পীতল ও কাঁচীপীতল, মহারাষ্ট্রে সোনে

রীতি এইগুলি রাজরীতির পর্য্যায়। এবং কপিলা ও পিঙ্গলা এই দুইটি ব্রহ্মরীতির অন্য নাম। পিতল, তামা ও দস্তার উপধাতু। পিতলের গুণ স্বযোনি-সদৃশ অর্থাৎ তামা ও দস্তার যে গুণ, পিতলেরও সেই গুণ। পিতলে যে কেবল তামা ও দস্তারই গুণ থাকে তাহা নহে, সংযোগপ্রভাবে উহাতে অন্য গুণ-সকলও বিদ্যমান থাকে। পিত্তলগুণ—রুক্ষ, তিক্ত-লবণরস, ব্রণাদির শোধক, পাণ্ডুরোগ ও কৃমি নাশক। ইহা অতি লেখন নহে ॥ ৬৯—৭১

সিন্দুর (১)—সিন্দুর, রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীসজ এইগুলি সিন্দুরের পর্য্যায়। সিন্দুর সীসকের উপধাতু। সুতরাং ইহার গুণও সীসকের ন্যায় জানিবে। সিন্দুর—উষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসংযোজক, ব্রণের শোধক ও রোপক এবং বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষনাশক ॥ ৭২। ৭৩

শিলাজতুর উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ (২)—নিদাঘকালে পর্ব্বত সকল সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত হইয়া নির্য্যাসবৎ যে ধাতুসার নিঃস্রব করে, তাহাই শিলাজতু নামে কীর্ত্তিত। শিলাজতু চতুর্ব্বিধ যথা—সৌবর্ণ রাজত তাম্র ও আয়স। শিলাজতু, অদ্রিজতু, শৈলনির্য্যাস, গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ ও শৈলধাতুজ এই গুলি শিলাজতুর পর্য্যায়। শিলাজতু—কটু-তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়ন, ছেদী (ক্লেদাদির উচ্ছেদক) ও যোগবহ। ইহা কফ-মেদঃ-অশ্মরী-শর্করা-মূত্রকৃচ্ছ্র-ক্ষয়-শ্বাস-বাতার্শঃ-পাণ্ডু-অপস্মার-উন্মাদ-শোথ-কুষ্ঠ-উদর ও কৃমিরোগ নাশ করে। সৌবর্ণ শিলাজতু জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ, ইহা মধুর-কটু-তিক্ত রস, শীতবীর্য্য ও কটুবিপাক। রাজত শিলাজতু পাণ্ডুরবর্ণ, শীতবীর্য্য, কটুরস ও স্বাদুবিপাক। তাম্র শিলাজতু-দেখিতে ময়ূর কণ্ঠাভ, ইহা তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য। আয়স শিলাজতু দেখিতে জটায়ু পক্ষাভ, ইহা তিক্ত-লবণ রস, কটুবিপাক ও শীতল। চতুর্ব্বিধ শিলাজতুর মধ্যে এই আয়স শিলাজতুই শ্রেষ্ঠ ॥ ৭৪—৮১

রস (পারদ)—রসায়নার্থ লোক কর্ত্তৃক পারদ রসিত (ভক্ষিত) হয় বলিয়া, ইহা রস নামে অভিহিত হয়, ধাতু নামেও উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮২

পারদের উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ (৩)—শিবের যে বীর্য্য প্রচ্যুত হইয়া ধরণীতলে পতিত হয়, তাহাই পারদ রূপে পরিণত হইয়াছে। দেহের সার পদার্থ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহা শুক্ল ও স্বচ্ছ। ক্ষেত্র ভেদে শিববীর্য্য (পারদ) চতুর্ব্বিধ, যথা—শ্বেত রক্ত পীত ও কৃষ্ণ। শ্বেতবর্ণ পারদ ব্রাহ্মণ জাতি, রক্তবর্ণ পারদ ক্ষত্রিয় জাতি, পীতবর্ণ পারদ বৈশ্যজাতি এবং কৃষ্ণবর্ণ পারদ শূদ্রজাতি। রোগ নাশে শ্বেত, রসায়নে রক্ত, ধাতুবাদে পীত এবং শূন্যমার্গ গমনে কৃষ্ণ পারদ প্রশস্ত। পারদ, রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস, সূত ও শিবাহ্বয় এইগুলি পারদ পর্য্যায়। পারদে মধুরাদি ছয় রসই বিদ্যমান আছে, ইহা স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, রসায়ন, যোগবাহী, মহাবৃষ্য, সদা দৃষ্টিবলপ্রদ, ইহা সর্ব্বরোগ বিশেষতঃ সর্ব্বকুষ্ঠ রোগ নাশক। স্বস্থ (স্বপ্রকৃতিগত) পারদকে ব্রহ্মা স্বরূপ, বদ্ধ পারদকে জনার্দ্দন স্বরূপ, রঞ্জিত ও কামিত পারদকে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহেশ্বর স্বরূপ জানিবে। মূর্চ্ছিত পারদ রোগ নাশ করে, বদ্ধ পারদ শূন্যে গতি করে, মৃত পারদ মানবকে জরামুক্ত করে। পারদের ন্যায় করুণাকর দ্রব্য জগতে আর দ্বিতীয় নাই। মনুষ্য হস্তী ও অশ্বাদিগের যে রোগ অসাধ্য, যাহার চিকিৎসা নাই, পারদ সে রোগও বিনষ্ট করিয়া থাকে। মল বিষ বহ্নি গিরিত্ব ও চাপল, পারদে এই কয়টি নৈসর্গিক দোষ আছে। এতদ্ভিন্ন বঙ্গ ও সীসক যোগে অপর দুইটি উপাধিজ দোষ পারদে বিদ্যমান থাকে। মল দোষে মূর্চ্ছা, বিষদোষে মরণ, বহ্নিদোষে শরীরে কষ্টতর দাহ, গিরিত্ব দোষে দেহের সদা জড়তা, চাপল্য দোষে পুরুষের বীর্য্যনাশ, বঙ্গ দোষে কুষ্ঠ এবং নাগ দোষে (সীসকদোষে) ষাণ্ড্য (ক্লৈব্য) উপস্থিত হয়। অতএব পারদকে সম্যক্ শোধন করা কর্ত্তব্য। বহ্নি বিষ ও মল এই তিনটিই পারদের মুখ্য দোষ। ইহারা যথাক্রমে সন্তাপ, মরণ ও মূর্চ্ছা আনয়ন করে। যদিও ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক পারদে অন্য দোষ সকলও কথিত হইয়াছে, তথাপি ঐ তিনটি দোষই বিশেষরূপে হরনীয়। যে ব্যক্তি অসংস্কৃত (অশোধিত) পারদ সেবন করে, তাহার শরীরে বাধা (নানাবিধ

পিতল, গুজরাটে পীতল, কর্ণাটে পিত্তালেয়রডু, তৈলঙ্গে ইত্তড়ী, ফারসীতে বিরংজ বলে। ডাক্তারী নাম Brass. ব্রাস্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। সিন্দুরের নাম দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে সিন্দুর, মহারাষ্ট্রে শেংদুর, তৈলঙ্গে চেন্দুরম্, তামিলে চেন্দুরম্ ও ফারসীতে সিরিনজ। ইহার ডাক্তারী নাম Red Lead. রেড্ লেড।

(২) দেশভেদে নামভেদ। শিলাজতুকে হিন্দুস্থানে শিলাজীত, মহারাষ্ট্রে শিলাজিত, কর্ণাটে কলুবেচক বলে। ইংরাজীতে Asfelt. আসফেল্ট, ল্যাটীন নাম Asflangt. অস্ফ্লাংট।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। পারদকে হিন্দুস্থানে পারা, মহারাষ্ট্রে পারা, গুজরাটে পারো, কর্ণাটে পাদ-রসঃ, তৈলঙ্গে পারদরসং, ফারসীতে সিমাব, আরবীতে

পীড়া) উৎপন্ন হয়, দেহ বিনষ্ট হয় এবং কষ্টপ্রদ রোগ সকল জন্মে। ৮৩—৯৬

উপরসের লক্ষণ—গন্ধক, হিঙ্গুল, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, স্রোতোঞ্জন, টঙ্কণ (সোহাগা), রাজাবর্ত্তক, চুম্বক, স্ফটিকা, শঙ্খ, খটী (খড়ী), গৈরিক, হীরাকস, রসক, কপর্দ্দ (কড়ী) সিকতা (বালুকা), বোল (স্বনামখ্যাত), কঙ্কুষ্ঠক (পার্ব্বতীয় মৃত্তিকা), সৌরাষ্ট্রী (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা) ইহারা উপরস বলিয়া কীর্ত্তিত। এই সকল দ্রব্যে পারদের কিঞ্চিৎ গুণ দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহারা উপরস অর্থাৎ গৌণরস বলিয়া অভিহিত। ৯৭

হিঙ্গুলের নাম লক্ষণ ও গুণ (১)—হিঙ্গুল, দরদ, ম্লেচ্ছ, হিঙ্গুলি (পাঠান্তর বিক্রম) ও চূর্ণপারদ এইগুলি হিঙ্গুলপর্য্যায়। হিঙ্গুল ত্রিবিধ যথা—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। ইহারা উত্তরোত্তর অধিক গুণশালী। চর্ম্মার হিঙ্গুল শুক্লবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ এবং হংসপাদ হিঙ্গুল জবাকুসুমসঙ্কাশ, ইহাই উৎকৃষ্ট। হিঙ্গুল—তিক্ত-কষায়-কটুরস, নেত্ররোগঘ্ন, কফপিত্তহর, ইহা হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গর (সংযোগজবিষ) নাশ করে। ঊর্দ্ধপাতনযুক্তি দ্বারা ডমরুযন্ত্রে হিঙ্গুল বিপাচিত হইলে তাহা হইতে যে পারদ নির্গত হয়, তাহা শুদ্ধই, সে পারদকে আর শোধন করিতে হয় না। ৯৮—১০১

গন্ধকের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ (২) পুরাকালে কোন সময়ে দেবী ভগবতী শ্বেতদ্বীপে ক্রীড়া করিতেছিলেন, ক্রীড়াকালে তাঁহার রজঃ নিঃসৃত হইয়া পরিধেয় বস্ত্রকে আপ্লুত করে। ভগবতী সেই বস্ত্রে ক্ষীর সমুদ্রে স্নান করিলে তাঁহার বস্ত্রলগ্ন যে রজঃ সমুদ্রজলে প্রসৃত হয়, তাহা হইতেই গন্ধক জন্মে। গন্ধক, গন্ধিক, গন্ধপাষাণ, সৌগন্ধিক, বলি ও বলরসা এইগুলি গন্ধকের পর্য্যায় শব্দ। গন্ধক চারিপ্রকার, যথা-রক্ত-পীত-শ্বেত ও কৃষ্ণ। রক্তগন্ধক—হেমক্রিয়াতে, পীত গন্ধক রসায়নে, শ্বেতগন্ধক ব্রণাদিলেপনে প্রযোজ্য এবং কৃষ্ণগন্ধক হেমক্রিয়াদি সকল স্থলেই প্রশস্ততর, ইহা সুদুর্লভ। গন্ধক—কটু-তিক্ত-কষায়, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তকর, কটুপাক ও রসায়ন। ইহা কণ্ডু-বীসর্প-কৃমি-কুষ্ঠ-ক্ষয়-প্লীহ-কফ ও বাত নাশ করে। অশোধিত গন্ধক কুষ্ঠ জন্মায়, শরীরে বিষম তাপ আনয়ন করে, সৌখ্য রূপ বল ওজঃ ও শুক্র নাশ করে এবং রক্তদুষ্টি উৎপাদন করে। ১০২—১০৭

অভ্রের উৎপত্তি নাম লক্ষণ ও গুণ (৩) পুরাকালে বৃত্রাসুর বধের নিমিত্ত ইন্দ্রদেব বজ্রত্যাগ করেন, সেই বজ্রের স্ফুলিঙ্গ সকল গগনে পরিব্যাপ্ত হইয়া মেঘরবে পর্ব্বত সকলের শিখরদেশে গিয়া নিপতিত হয়। সেই সকল স্ফুলিঙ্গ হইতেই তৎতৎ গিরিশৃঙ্গে অভ্র উৎপন্ন হয়। বজ্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহা বজ্রনামে, অভ্ররবে (মেঘরবে) উদ্ভূত বলিয়া উহা অভ্র নামে এবং গগন হইতে স্খলিত বলিয়া উহা গগন নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতিভেদে অভ্র চতুর্ব্বিধ। ব্রাহ্মণজাতি অভ্র শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়জাতি অভ্র রক্তবর্ণ, বৈশ্যজাতি অভ্র পীতবর্ণ এবং শূদ্রজাতি অভ্র কৃষ্ণবর্ণ। রৌপ্যকার্য্যে শ্বেতঅভ্র প্রশস্ত, রসায়ন কার্য্যে রক্তবর্ণ এবং হেমকার্য্যে পীতবর্ণ অভ্র প্রযোজ্য। রোগ প্রশমনে কৃষ্ণবর্ণ অভ্র এবং দ্রুতিক্রিয়াতেও কৃষ্ণবর্ণ অভ্র প্রদেয়। পিনাক দর্দ্দুর নাগ ও বজ্র এই চারি প্রকারের অভ্র আছে। ইহাদের বিজ্ঞানোপায় যথা—যে অভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে স্তর সকল উৎপাদন করে, তাহাকে পিনাক অভ্র বলিয়া জানিবে। অজ্ঞানবশতঃ এই অভ্র ভক্ষণ করিলে মহাকুষ্ঠ উৎপন্ন হয়। যে অভ্র অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইলে দর্দ্দুরবৎ ধ্বনি হইতে থাকে, তাহাকে দর্দ্দুর অভ্র বলিয়া জানিবে। ইহা ভক্ষিত হইলে গাত্রে গোলক সকল উৎপাদন করিয়া প্রাণ বিনাশ করে। যে অভ্র অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইলে নাগবৎ ফুৎকার ত্যাগ করে, তাহাকে নাগ অভ্র বলিয়া জানিবে। ইহা ভক্ষণ করিলে ভগন্দর রোগ অবশ্য উৎপন্ন হয়। আর যে অভ্র অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইলে কোনরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত না হইয়া বজ্রবৎ অবস্থিতি করে, তাহাকে বজ্র অভ্র বলিয়া জানিবে। সর্ব্বপ্রকার অভ্রের মধ্যে বজ্র অভ্রই ব্যাধি বার্দ্ধক্য ও মরণ নিবারক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। উত্তর-শৈলসম্ভূত অভ্র বহুসত্ত্বসম্পন্ন এবং তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণান্বিত। দক্ষিণ শৈলজাত অভ্র অল্পসত্ত্ব ও অল্প গুণসম্পন্ন। অভ্র কষায়-মধুররস, সুশীতল, আয়ুষ্কর ও ধাতুবর্দ্ধক। ইহা ত্রিদোষ, ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহোদর, গ্রন্থি, বিষ ও কৃমি নাশ করে। অভ্র শরীরকে দৃঢ় করে, বীর্য্যকে বর্দ্ধিত করে, যৌবন

কৌবক বলে। ইংরাজীতে Mercury. ডাক্তারী নাম Hydrargyrum. হাইড্রারজিরাম্।

(১) দেশভেদে নামভেদ। হিঙ্গুলকে হিন্দুস্থানে সিংগরফ, হিংগলু, ইঙ্গুর, মহারাষ্ট্রে হিংগুল্ল, গুজরাটে হিংগলো, কর্ণাটে ইংগুলিয়ক, তৈলঙ্গে হংগিলাকামু, ফারসীতে সিংগ্রফ, আরবীতে জংজফর, ইংরাজীতে Sulphurate of Mercury. বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। গন্ধককে হিন্দী মহারাষ্ট্রী গুজরাটী প্রভৃতিভাষাতে গন্ধক বলে। ফারসী নাম গোগির্দ। ডাক্তারী নাম Sulphur. সাল্‌ফার্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। অভ্রকে হিন্দুস্থানে অবরথ, আভ্র, অভ্রক, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে অভ্রক,

সংস্থাপন করে এবং নিত্য শত স্ত্রীসঙ্গমে সামর্থ্য প্রদান করে। মৃতাভ্র (জারিতাভ্র) সতত সেব্যমান হইলে সিংহতুল্য বিক্রমশালী ও দীর্ঘায়ু পুত্রসকল জন্মে ও মৃত্যুর ভয় দূর হয়। অশোধিত অভ্র সেবন করিলে কুষ্ঠ ক্ষয়-পাণ্ডুরোগ-শোথ-হৃৎপীড়া ও পার্শ্বপীড়া প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। অসিদ্ধ (অসম্যগ্‌জারিত) অভ্র গুরু ও তাপপ্রদ জানিবে॥ ১০৮—১২০

হরিতালের নাম লক্ষণ ও গুণ (১)—হরিতাল, তাল, আল ও তালক এইগুলি হরিতালের নাম। হরিতাল দ্বিবিধ যথা—পত্রাখ্য ও পিণ্ডসংজ্ঞক। এই দ্বিবিধ হরিতালের মধ্যে আদ্যটি অর্থাৎ পত্রাখ্য হরিতাল শ্রেষ্ঠ, অপরটি অর্থাৎ পিণ্ডসংজ্ঞক হরিতাল অপেক্ষাকৃত হীনগুণ। স্বর্ণবর্ণ গুরু স্নিগ্ধ ও অভ্রবৎ পত্রবিশিষ্ট যে হরিতাল, তাহাকেই পত্রাখ্য হরিতাল বলিয়া জানিবে। পত্রাখ্য হরিতাল গুণবহুল এবং তাহা রসায়ন। আর নিষ্পত্র পিণ্ডসদৃশ স্বল্পসত্ত্ব ও গুরু যে হরিতাল, তাহাকেই পিণ্ডতালক বলিয়া জানিবে। পিণ্ডতালক—স্ত্রীপুষ্পহারক (রজোনাশক) ও স্বল্প গুণ। হরিতাল—কটু, স্নিগ্ধ, কষায় ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্ত, কফ, পিত্ত ও কেশব্রণ নাশ করে। অশোধিত বা অসম্যক্‌ মারিত হরিতাল সেবন করিলে তাহা দেহের চারুতা নাশ করে, শরীরে বহু তাপ উৎপাদন করে, অঙ্গসঙ্কোচ পীড়া জন্মায়, কফ-বাত বৰ্দ্ধন করে এবং কুষ্ঠ রোগ আনয়ন করে॥ ১২১—১২৫

মনঃশিলার (মনছালের) নাম ও গুণ (২)—মনঃশিলা, মনোগুপ্তা, মনোহ্বা, নাগজিহ্বিকা, নৈপালী, কুনটী, গোলা, শিলা ও দিব্যৌষধি এইগুলি মনঃশিলার পর্য্যায়। মনঃশিলা—গুরু, বর্ণপ্রসাদক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, কটু-তিক্ত, স্নিগ্ধ, বিষ-শ্বাস-কাস-ভূতগ্রহ-কফ ও রক্তদুষ্টির নাশক। শোধন না করিয়া মনঃশিলা সেবন করিলে তাহা দুর্ব্বলতা আনয়ন করে, কৃমি উৎপাদন করে, মলমূত্রের অবরোধ ও বৃচ্ছ্রতা এবং শর্করা রোগ জন্মায়॥ ১২৬—১২৮

সৌবীরাঞ্জন ও স্রোতোঽঞ্জন (সুরমা) (৩)—অঞ্জন, যামুন ও কাপোতাঞ্জন এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। অঞ্জন দ্বিবিধ—স্রোতোঽঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন। স্রোতোঽঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ, সৌবীরাঞ্জন শ্বেতবর্ণ। যে অঞ্জন বল্মীক শিখরাকার, যাহা ভাঙ্গিলে অঞ্জনসন্নিভ এবং ঘর্ষণ করিলে গৈরিকাকার হয়, তাহাকেই স্রোতোঽঞ্জন বলিয়া জানিবে। সৌবীরাঞ্জনও স্রোতোঽঞ্জনের তুল্য কিন্তু ইহা পাণ্ডুরবর্ণ। স্রোতোঽঞ্জন-স্বাদু-কষায়রস, চক্ষুষ্য, কফপিত্তহর, লেখন, স্নিগ্ধ, গ্রাহী ও শীতবীর্য্য; এবং বমন-বিষ-সিধ্ম-ক্ষয় ও রক্তদুষ্টিনাশক পণ্ডিতগণ কর্তৃক ইহা সদা সেবনীয়। পণ্ডিতগণের মতে যদিও সৌবীরাঞ্জনে স্রোতোঽঞ্জনের সমস্ত গুণই আছে, তথাপি স্রোতোঽঞ্জনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে॥ ১২৯—১৩৩

সোহাগা। (৪)—সোহাগার সংস্কৃত নাম টঙ্কণ। ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফঘ্ন ও বাতপিত্তহারক। (উপরসে হেতু এস্থলে ইহা পুনরুক্ত হইয়াছে)॥ ১৩৪

ফটকিরী (৫)—স্ফটী, স্ফটিকা, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দৃঢ়রঙ্গা, রঙ্গদৃঢ়া ও রঙ্গাঙ্গা এইগুলি ফটকিরীর পর্য্যায়। ফটকিরী—কষায় ও উষ্ণরস, ইহা বাত-পিত্ত-কফ-ব্রণ-শ্বিত্র ও বিসর্প রোগনাশ করে। ফটকিরী যোনিসঙ্কোচক॥ ১৩৫। ১৩৬

রাজাবর্ত্ত।—(রেবটী) রাজাবর্ত্ত—কটু-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, প্রমেহঘ্ন এবং বমি ও হিক্কা নিবারক॥ ১৩৭

চুম্বক (৬)—যে কান্ত পাষাণ লৌহকে আকর্ষণ করে, সেই কান্তপাষাণকে চুম্বক কহা যায়। চুম্বক—লেখন, শীতবীর্য্য, মেদঃ বিষ ও গরনাশক।

গুজরাটে অভ্রখ, তৈলঙ্গে অভ্রকং, ফারসীতে সিতারাজমীন, আরবীতে তলক্‌, ইংরাজীতে Talc Glimmer. ল্যাটীনে Mica. বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। হরিতালকে হিন্দীতে হরতাল ও মহারাষ্ট্রে হরতাল বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। মনছালকে হিন্দুস্থানে মৈনশিল, মনশিল, মহারাষ্ট্রে মনশীল, ডাক্তারী নাম Realgar. রিয়েলগার।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। স্রোতোঽঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জনকে হিন্দুস্থানে সুরমা, অঞ্জন, শ্বেতসুর্মা, কালাসুর্মা, মহারাষ্ট্রে কাল্লাসুরমা, লালসুরমা, গুজরাটে সুরমো, কালোসুরমো, লালসুরমো, কর্ণাটে স্রোতোঃ-জন, তৈলঙ্গে সৌবীরাঞ্জন, ফারসীতে সুর্মাঅস্ফাহানি, আরবীতে কুহল ইস্‌মুদ্‌ বলে। ডাক্তারী নাম Sulphuret of Antimony. সলফিউরেট অফ এন্টিমনী।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। সোহাগাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে টঙ্কণক্ষার কহে। ডাক্তারী নাম Borax. বোরাক্স।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ফটকিরির হিন্দীনাম ফটকিরী, মহারাষ্ট্রে তুর্টি ফট্‌কড়ী। ডাক্তারী নাম Alum. য়্যালম।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। চুম্বকের হিন্দীনাম চুম্বক ও ডাক্তারী নাম Load Stone. লোড ষ্টোন।

গৈরিক (গেরিমাটী) ও স্বর্ণ গৈরিক (১)—গৈরিক রক্তধাতু, গৈরেয় ও গিরিজ এইগুলি গৈরিক পর্য্যায়। যে গৈরিক অধিকতর রক্তবর্ণ, তাহাকে স্বর্ণ গৈরিক কহে। দ্বিবিধ গৈরিকই স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য, নেত্রহিত এবং দাহ-রক্তপিত্ত-কফ-হিক্কা ও বিষনাশক॥ ১৩৯। ১৪০

খড়ী ও গৌরখড়ী (২)—খটিকা কঠিনী ও লেখনী এইগুলি খড়ীর নামান্তর। খড়ী—শীতবীর্য্য, মধুররস, দাহ-রক্তদুষ্টি-বিষ ও শোথনাশক। ইহা প্রলেপে উক্তগুণবিশিষ্ট, ভক্ষণে মৃত্তিকা-গুণশালী। খটী ও গৌরখটী উভয়ই গুণে তুল্য জানিবে॥ ১৪১। ১৪২

বালুকা (৩)—বালুকা সিকতা শর্করা ও রেতজা এইগুলি বালুকার পর্য্যায়। বালুকা—লেখনগুণান্বিত, শীতবীর্য্য, ব্রণ ও উরঃক্ষতনাশক॥ ১৪৩

খর্পরী (৪)—(তুঁতে বিশেষ) খর্পরী এক প্রকার তুঁতে, খর্পরীতুঁতে ভিন্ন অন্য একপ্রকার তুঁতে আছে, তাহাকে রসক কহে। তুঁতের যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, রসকেও সেই সকল গুণ আছে জানিবে॥ ১৪৪

কাসীশ (৫)—(হীরাকস) কাসীস, ধাতু-কাসীস ও পাংশুকাসীস এইগুলি হীরাকসের পর্য্যায়। যে কাসীস কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ, তাহাকে পুষ্পকাসীস কহা যায়। কাসীস—অম্ল-কষায়-তিক্তরস, উষ্ণগুণ, কেশহিত এবং বাত-শ্লেষ্ম-নেত্রকণ্ডূ-বিষ-মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী ও শ্বিত্রনাশক॥ ১৪৫। ১৪৬

সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকা (৬)—সৌরাষ্ট্রী, তুবরী, কাংক্ষী, মৃত্তালক, সুরাষ্ট্রজ, আঢ়কী, সংস্থা ও সুরমৃত্তিকা এইগুলি সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকার নামান্তর। স্ফটিকার যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকারও সেই সকল গুণ আছে জানিবে॥ ১৪৭

কালমৃত্তিকা (৭)—কৃষ্ণমৃত্তিক—ক্ষত-দাহ-রক্তপ্রদর-শ্লেষ্ম ও পিত্তনাশক॥ ১৪৮

কর্দ্দম (কাদা)—শীতবীর্য্য, সারক এবং দাহ-পীড়া ও শোথ নিবারক॥ ১৪৯

বোল (৮)—(স্বনামখ্যাত বণিক্ দ্রব্য বিশেষ)—বোল, গন্ধরস, প্রাণ, পিণ্ড ও গোপরস এইগুলি বোল পর্য্যায়। বোল—রক্তহর, শীতবীর্য্য, মেধ্য, অগ্নিদীপক, পাচক, মধুর-কটু-তিক্তরস, দাহ-স্বেদ-ত্রিদোষ-জ্বর-অপস্মার ও কুষ্ঠনাশক। ইহা গর্ভাশয়ের বিশুদ্ধিকারক॥ ১৫০। ১৫১

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। গেরিমাটীকে হিন্দুস্থানে গেরু, পীলাগেরু ও স্বর্ণ গেরু, মহারাষ্ট্রে সোনগেরু, তাংবেগেরু, হড়মুঞ্জী, গুজরাটে হড়মচী, গেরু, সোনাগেরু, কর্ণাটে কাজু, হোজাজু, ফারসীতে গিলেগুর্থ-মিশ্রী, আরবীতে তীনে মগরেবী অহমর, ইংরাজীতে Oker, Red Lumber-stone, ল্যাটিনে Bole Rubra. বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Red chalk. রেড্ চক্।

(২) দেশভেদে নামভেদে। খড়ীকে হিন্দীতে খরিয়ামাটী খড়িয়া ও গৌরখড়ী, মহারাষ্ট্রে খড়ু, গুজরাটে খড়ী, কর্ণাটে বেণেবহ, ফারসীতে গিলেস্থফেদ, গিলেখরিয়া ও আরবীতে তিনে অবীপদ বলে। ইংরাজীতে Pipe clay. ল্যাটিনে Corbonate of calcum. ডাক্তারী নাম Chalk. চক্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। বালুকার নাম হিন্দুস্থানে বালু, রেত, মহারাষ্ট্রে বালু, গুজরাটে রেতী, বেলু, কর্ণাটে হালুলু, তৈলঙ্গে বিশিকা, ফারসীতে রেগ, আরবীতে রমল বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Sand. স্যাণ্ড। ল্যাটিনে Silica.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। খর্পরীকে হিন্দীতে খপরিয়া, খাপরিয়া, মহারাষ্ট্রে কলখাপরী, গুজরাটে খাপরিয়ুংকাপুং, কর্ণাটে খর্পরী, তৈলঙ্গে খর্পরং, ফারসীতে সংগবসরী, আরবীতে তুতিয়া কিরমানী, মক্-শুস বলে। ইংরাজী Black jack.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। হীরাকসের হিন্দী-নাম কসীস্ ও কৌশাশ, পুষ্পকসীস; মহারাষ্ট্রে হিরাকস, শ্বেতনীল্লী, গুজরাটে হীরাকশী, কর্ণাটে কাসীস, ফারসীতে জাকেসজ, আরবীতে জাজে-অখদর, জাজেঅস্ফর। ল্যাটিনে Ferry sulphus, ডাক্তারী নাম Green Sulphate of Iron. গ্রীন সালফেট্ অফ আয়রন্।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকাকে হিন্দুস্থানে গোপীচন্দন, সোরঠকী মিট্টী, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে গোপীচন্দন, কর্ণাটে তুরবিরমনু ও বোম্বাইয়ে সৌরটী মাতী বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। কৃষ্ণমৃত্তিকাকে হিন্দুস্থানে কালীমিট্টী, কীংচ, মিট্টী, গারা, মহারাষ্ট্রে চিখল, মাতী, গুজরাটে গারো কালীমাটী, তৈলঙ্গে নোবুলু বলে। ইংরাজীতে Mud black clay.

(৮) দেশভেদে নামভেদ। বোলের নাম হিন্দুস্থানে বোল, হীরাবোল, বীজাবোল, মহারাষ্ট্রে বোল, কর্ণাটে বোল, তৈলঙ্গে বালিমু, আোপোলম, আফিলে বেল্লইপ পোলম, বোম্বাইয়ে রক্তাবোল, গুজরাটে হিরাবোল, ফারসীতে মুর, আরবীতে মুরমাক, মুরমকী, ডাক্তারী নাম Myrrha. মার্

কঙ্কুষ্ঠের উৎপত্তি লক্ষণ নাম ও গুণ—হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বত সকলের শিখর দেশে কঙ্কুষ্ঠ (পার্ব্বতীয় মৃত্তিকা বিশেষ) জন্মে। কঙ্কুষ্ঠ দুই প্রকার—রক্তকাল ও অণ্ডক (পাঠান্তর—নলিকাখ্য ও রেণুক)। যে কঙ্কুষ্ঠ পীতপ্রভ গুরু ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ কঙ্কুষ্ঠ বলিয়া জানিবে। আর যাহা শ্যাম-পীতবর্ণ লঘু ত্যক্ত-সত্ব তাহাই অণ্ডক বা রেণুক কঙ্কুষ্ঠ। এই কঙ্কুষ্ঠকে অপকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। কঙ্কুষ্ঠ কাককুষ্ঠ বরাঙ্গ ও কোলকাকুল (রঙ্গদায়ক) এইগুলি কঙ্কুষ্ঠ পর্য্যায় কঙ্কুষ্ঠ-রেচক, তিক্ত-কটু, উষ্ণবীর্য্য ও বর্ণকারক। ইহা—কৃমি-শোথ-উদর-আধান-গুল্ম-আনাহ ও কফনাশক ॥ ১৫২—১৫৪

রত্নের নিরুক্তি—ধনার্থি সকল লোকই ইহাতে অতীব রমণ (আমোদ) করে বলিয়া শব্দশাস্ত্রবিশারদগণ ইহাকে রত্ননামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ১৫৫

রত্নের নাম ও স্বরূপ নিরূপণ—রত্নশব্দ ক্লীবলিঙ্গে বর্ত্তে, মণিশব্দ পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তিয়া থাকে। রত্ন—পাষাণভেদ, রত্নশব্দে মুক্তাদিকেও বুঝায়। (অমর কোষ দ্রষ্টব্য) ॥ ১৫৬

রত্নের নিরূপণ—বজ্র, গারুত্মত, পুষ্পরাগ, মাণিক্য, ইন্দ্রনীল, গোমেদ ও বৈদূর্য্য এবং মৌক্তিক ও বিদ্রুম এই নয়টি রত্ন বলিয়া উক্ত। (বজ্র—হীরা, গারুত্মত—পান্না, মাণিক্য-পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল—নীলা) ॥ ১৫৭

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও নয় প্রকার রত্ন নিরূপিত হইয়াছে। তদ্ যথা—মুক্তাফল, হীরক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, গোমেদ, নীল, গারুত্মত ও প্রবাল এই নয়টি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মহারত্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ১৫৮

হীরার নাম লক্ষণ ও গুণ (১)—হীরকশব্দ পুংলিঙ্গে এবং বজ্রশব্দ পুং ক্লীব উভয় লিঙ্গে বর্ত্তে। চন্দ্র ও মণিবর শব্দও পুংক্লীবে বর্ত্তিয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ হীরক বিপ্রজাতি, লোহিতবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়জাতি, পীতবর্ণ হীরক বৈশ্যজাতি এবং কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্রজাতি বলিয়া কীর্ত্তিত। হীরা এই চতুর্ব্বর্ণাত্মক জানিবে। রসায়নে বিপ্রজাতি হীরক প্রশস্ত, ইহা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক। ক্ষত্রিয়জাতি হীরক ব্যাধিবিধ্বংসী, ইহা জরা-মৃত্যুনাশক। বৈশ্যজাতি হীরক ধনপ্রদ, ইহা দেহের দৃঢ়তাকারক। শূদ্রজাতি হীরক সকল ব্যাধি নাশ এবং বয়ঃস্থাপন করিয়া থাকে। পুরুষজাতি, স্ত্রীজাতি ও নপুংসকজাতি হীরক বক্ষ্যমাণ লক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য করিবে। তদ্ যথা—যে সকল হীরা সুবৃত্ত ফলসম্পূর্ণ (পূর্ণাঙ্গ); তেজোযুক্ত, বৃহত্তর এবং রেখা ও বিন্দু-বর্জ্জিত, তাহারা পুরুষজাতি বলিয়া সমাখ্যাত। যে সকল হীরা রেখা ও বিন্দুযুক্ত এবং ষট্‌কোণ, তাহারা স্ত্রীজাতি। যে সকল হীরা ত্রিকোণ ও সুদীর্ঘ, তাহারা নপুংসকজাতি। তন্মধ্যে পুরুষ জাতি হীরাই শ্রেষ্ঠ, ইহারা রসবন্ধনকারী। স্ত্রীজাতি হীরা স্ত্রী-দেহের কান্তি সম্পাদন করে ও সুখপ্রদ হয়। নপুংসকজাতি হীরা অবীর্য্য অকাম ও সত্বর্জ্জিত। স্ত্রীজাতি হীরা স্ত্রীলোকদিগকে এবং ক্লীবজাতি হীরা ক্লীবদিগকে প্রদান করিবে। পুরুষজাতি হীরা সকলকেই সর্ব্বদা প্রদেয়, ইহা বীর্য্যবর্দ্ধক। অশোধিত হীরা সেবন করিলে তাহা কুষ্ঠ, পার্শ্বব্যথা, পাণ্ডুতা ও পঙ্গুরত্ব জন্মায়। অতএব হীরা শোধন পূর্ব্বক জারণ করিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১৫৯—১৬৭

মারিত বজ্রের গুণ—মারিত বজ্র আয়ু-বৃদ্ধি পুষ্টি বল বীর্য্য বর্ণ ও সৌখ্য সম্পাদন করে। মৃতবজ্র সেবিত হইলে তাহা নিঃসংশয় সর্ব্বরোগ নাশ করিয়া থাকে ॥ ১৬৮

হরিন্মণির (পান্নার) **নাম** (২)—গারুত্মত, মরকত, অশ্মগর্ভ ও হরিন্মণি এইগুলি একার্থবাচক শব্দ ॥ ১৬৯

মাণিক্যের নাম (৩)—মাণিক্য, পদ্মরাগ, শোণরত্ন ও লোহিত, এইগুলি মাণিক্য পর্য্যায় ॥ ১৭০

পুষ্পরাগের নাম—পুষ্পরাগ, মঞ্জুমণি ও বাচস্পতিবল্লভ এইগুলি পদ্মরাগ মণির নাম ॥ ১৭১

ইন্দ্রনীল ও গোমেদের নাম (৪)—নীল ও

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। হীরককে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে হীরা, গুজরাটে হিরো, কর্ণাটে বজ্র, তৈলঙ্গে বজ্রং, ফারসীতে ইল্মাশ বলে। ল্যাটীনে Pure carbon Adams. ডাক্তারী নাম Diamond. ডায়মণ্ড।

(২) দেশভেদে নামভেদ। পান্নাকে হিন্দীতে পন্না, মহারাষ্ট্রে পাচুরত্ন, গুজরাটে লীলুংপাচুং, কর্ণাটে পাচী পচ্চে, তৈলঙ্গে নীলম, ফারসীতে জুমুরুদ্দ্, আরবীতে জুমুর্‌রুদ্, ইংরাজীতে Emerald. ল্যাটীনে Samaragdus. বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। মাণিককে হিন্দুস্থানে মাণিক, লাল, মহারাষ্ট্রে মাণিক, গুজরাটে মাণ্যক, চুনী, কর্ণাটে মাণক, তৈলঙ্গে মাণিক্যং, ফারসীতে লালবদপশানী, আরবীতে লাল বলে। ইংরাজীতে Ruby. ল্যাটীনে Rubinus.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। নীলমণিকে হিন্দীতে নীলমণি, মহারাষ্ট্রে নীলমণি, গুজরাটে নীলম্ কালুং-নংগ, কর্ণাটে নীল, তৈলঙ্গে নীলং বলে। ইংরাজীতে Saffire. ল্যাটীন নাম Soffirus. গোমেদকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে গোমেদ মণি, গুজরাটে গোমুত্র-জেহুং

ইন্দ্রনীল এবং গোমেদ ও পীতরক্ত এইগুলি ইন্দ্রনীলের ও গোমেদ মণির নাম ॥ ১৭২

বৈদূর্য্যের নাম (১)—বৈদূর্য্য, দূরজ, রত্ন ও কেতুগ্রহবল্লভ এইগুলি বৈদূর্য্যের নাম ॥ ১৭৩

মৌক্তিকের নাম (২)—মৌক্তিক, শৌক্তিক, মুক্তা ও মুক্তাফল এইগুলি মৌক্তিকের নামান্তর। পণ্ডিতগণ শুক্তি, শঙ্খ, গজক্রোড়, ফণী, মৎস্য, দর্দুর ও বেণু এইগুলিকে মুক্তা-যোনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মৌক্তিক-শীতল, বৃষ্য, চক্ষুষ্য ও বল-পুষ্টিপ্রদ ॥ ১৭৪ । ১৭৫

প্রবালের নাম (৩)—প্রবাল শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে বর্ত্তে। বিদ্রুম শব্দ কেবল পুংলিঙ্গেই বর্ত্তিয়া থাকে॥ ১৭৬

রত্নসমূহের গুণ—রত্ন ভক্ষণে মধুররস, সারক, চক্ষুষ্য, শীতবীর্য্য ও বিষঘ্ন হয়; ধারণে মঙ্গলপ্রদ, মনোজ্ঞ ও গ্রহদোষ নিবারণ করে।

কোন্ রত্ন কোন্ গ্রহের প্রীতিকর হইয়া দোষহর হয়, তাহা রত্নমালায় বিবৃত আছে। তদ্যথা—সূর্য্য গ্রহের মাণিক্য, চন্দ্রগ্রহের সুজাত নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গলের প্রবাল, বুধের গারুত্মত, বৃহস্পতির পুষ্পরাগ, শুক্রের হীরক, শনির নির্ম্মল নীলকান্তমণি, রাহুর গোমেদ এবং কেতুর বৈদূর্য্য মণি প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক দোষহর হইয়া থাকে॥ ১৭৭ । ১৭৮

উপরত্ন সকলের নিরূপণ—কাচ, কর্পূরাশ্ম (কষ্টিপাতর) মুক্তা-শুক্তি ও শঙ্খ, ইত্যাদি বহুপ্রকার উপরত্ন আছে। (উপরত্ন অর্থাৎ গৌণরত্ন) রত্নে যে গুণ আছে, উপরত্ন সকলেও সেই সেই গুণ আছে জানিবে, তবে উপরত্নে সেই সেই গুণ কম পরিমাণে বিদ্যমান থাকে॥ ১৭৯। ১৮০

বিষের নাম লক্ষণ ও গুণ—বিষ, গরল ও ক্ষেড় এইগুলি বিষ পর্য্যায়। বিষের ভেদ বলিতেছি শুন—বৎসনাভ, হারিদ্র, সক্তুক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রিক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হালাহল ও ব্রহ্মপুত্র এই নয় প্রকার বিষভেদ আছে॥ ১৮১ । ১৮২

বৎসনাভের স্বরূপ নিরূপণ (১)—সিন্দুবার সদৃশ যাহার পত্র, যাহার আকৃতি বৎসনাভের ন্যায়, যাহার পার্শ্বে কোন বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তাহাই বৎসনাভ নামে ভাষিত॥ ১৮৩

হারিদ্রের স্বরূপ নিরূপণ—যাহার মূল হরিদ্রার ন্যায়, তাহাকে হারিদ্রবিষ কহা যায়॥ ১৮৪

সক্তুকের স্বরূপ নিরূপণ—যাহার গ্রন্থি সক্তুক দ্বারাই পূর্ণমধ্য, তাহাকে সক্তুক বিষ বলে॥ ১৮৫

প্রদীপনের স্বরূপ—যাহার বর্ণ লোহিত, যাহা দীপ্তিমান্ অগ্নিপ্রভ ও মহাদাহকর, তাহা প্রদীপন নামে কথিত॥ ১৮৬

সৌরাষ্ট্রীকের স্বরূপ—এই বিষ সৌরাষ্ট্র দেশে জন্মে, এইজন্যই ইহার নাম সৌরাষ্ট্রিক বিষ॥১৮৭

শৃঙ্গিকের স্বরূপ—যে বিষ গোশৃঙ্গে বান্ধিয়া রাখিলে দুগ্ধ লোহিত বর্ণ হয়, দ্রব্যতত্ত্ববিশারদগণ তাহাকেই শৃঙ্গিক বিষ বলিয়া বর্ণন করেন॥ ১৮৮

কালকূটের স্বরূপ—দেবাসুর যুদ্ধে পৃথুমালি নামক দৈত্য দেবগণ কর্তৃক হত হইলে তাহার রক্ত হইতে অশ্বত্থ সদৃশ একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে। সেই বৃক্ষের নির্য্যাসকে মুনিগণ কালকূট বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। এই বৃক্ষ শৃঙ্গবেরক্ষেত্রে কোকণে ও মলয় প্রদেশে জন্মে॥ ১৮৯ । ১৯০

হালাহলের স্বরূপ—যাহার ফল মুনক্কা ফল গুচ্ছবৎ, পত্র তালপত্রচ্ছদ সদৃশ, যাহার তেজে সমীপস্থ তরু সকল দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাকেই হালাহল বলিয়া জানিবে। ইহা কিষ্কিন্ধায়, হিমালয়ে, দক্ষিণ সমুদ্র তটে ও কোকণ দেশে জন্মে॥ ১৯১ । ১৯২

ব্রহ্মপুত্রের স্বরূপ—যাহা কপিল বর্ণ, যাহার সারাংশও কপিলবর্ণ, তাহাকেই ব্রহ্মপুত্র বলিয়া

পীলারংগদুং, কর্ণাটে গোমেদ, তৈলঙ্গে গোমেদকং বলে। ইংরাজী নাম onyx.

(১) দেশভেদে নামভেদ। বৈদূর্য্যমণিকে হিন্দীতে বৈডূর্য্য; বৈদূর্য্য, লহসুনিয়া, মহারাষ্ট্রে বৈডূর্য্যরত্ন, গুজরাটে ছিজরানী, আংখ, যজেং, সণিয়ো, কর্ণাটে বৈডূর্য্য, তৈলঙ্গে বৈডূর্য্য বলে। ইংরাজী নাম Cat's eye.

(২) দেশভেদে নামভেদ। মুক্তার নাম হিন্দুস্থানে মোতী, মহারাষ্ট্রে মোতীং, গুজরাটে মোতী, কর্ণাটে মৌক্তিক, তৈলঙ্গে মোত্যালু, ফারসীতে মখারিদ, আরবীতে লোলো, ইংরাজীতে Pearl. ল্যাটীন নাম Margarita.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। প্রবালের নাম হিন্দুস্থানে মুগা, মহারাষ্ট্রে পোবলেং, গুজরাটে পরবালা, কর্ণাটে হবলেহবড়, তৈলঙ্গে প্রবালকং, পাগডালু, ফারসীতে বিরজান, বেশ্মিরজাং, আরবীতে এহেমগুমসুদ। ইংরাজীতে Red coral. ল্যাটিনে Corallum rubrum. বলে।

(১) দেশভেদে নামভেদ। বৎসনাভকে হিন্দীতে বচনাগ, তামিলে বসনবী, মহারাষ্ট্রে বচনাগ, গুজরাটে বছনাগ, ছিংগড়িয়ো, কর্ণাটে বণনবী, তৈলঙ্গে নাভী, ফারসীতে জহর, আরবীতে বিষ বলে। ইংরাজীতে Aconite. ডাক্তারী নাম Aconitum Nepilum. একোনাইটম্ নেপিলম্।

জানিবে। ইহা মলয় পর্ব্বতে জন্মে। জাতিভেদে ব্রহ্মপুত্র বিষ চতুর্ব্বিধ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতি পাণ্ডুরবর্ণ, ক্ষত্রিয় জাতি লোহিতপ্রভ, বৈশ্য জাতি পীতবর্ণ এবং শূদ্র জাতি শ্বেতবর্ণ জানিবে। রসায়ন কার্য্যে ব্রাহ্মণ জাতি, দেহপুষ্টি জন্য ক্ষত্রিয় জাতি, কুষ্ঠ বিনাশার্থ বৈশ্য জাতি এবং বধার্থ শূদ্রজাতি প্রযোজ্য।

বিষ প্রাণহর, ব্যবায়ি, বিকাশি, আগ্নেয়, বাতকফহর, যোগবাহি ও মদাবহ। বিষ যথাযুক্তি প্রযুক্ত হইলে তাহা প্রাণদায়ি, রসায়ন, যোগবাহি, ত্রিদোষঘ্ন, বৃংহণ ও বীর্য্যবর্দ্ধক হইয়া থাকে। বিষে যে সকল কুগুণ থাকে, বিশোধনে সেই সকল কুগুণ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। অতএব শোধন করিয়া বিষ প্রয়োগ করিবে॥ ১৯৩—১৯৮

উপবিষের নিরূপণ—অর্কক্ষীর (আকন্দ আটা), স্নুহীক্ষীর (মনসা আটা), ঈশলাঙ্গলা, করবীর, গুঞ্জা, অহিফেন ও ধুস্তুরা এই সাতটি উপবিষ জাতি। (উপবিষ অর্থাৎ গৌণবিষ, ইহাদের গুণ বর্ণিত স্থানে দেখিবে)॥ ১৯৯

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে ধাত্বাদিবর্গ।

অথ ধান্য বর্গ।

ধান্যভেদ—শালিধান্য, ব্রীহিধান্য, শূকধান্য, শিম্বীধান্য ও ক্ষুদ্রধান্য এই পাঁচ প্রকার ধান্য। রক্তশালি প্রভৃতি শালিধান্য, ষষ্টিক প্রভৃতি ব্রীহিধান্য, যব প্রভৃতি শূকধান্য, মুদ্গ প্রভৃতি শিম্বিধান্য এবং কঙ্গু প্রভৃতি ক্ষুদ্রধান্য, তৃণধান্যও ক্ষুদ্রধান্য বলিয়া জানিবে॥ ১। ২

শালিধান্যের লক্ষণ ও গুণ (১)—হেমন্তকালজাত যে সকল ধান্যের তণ্ডুল বিনা কণ্ডনে (বিনা ছাটনে) স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ হয়, তাহারাই শালিধান্য নামে অভিহিত॥ ৩

শালিধান্য সকলের নাম—রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক, কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিষমস্তক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন ও লোধ্রপুষ্পক প্রভৃতি বহুপ্রকার শালিধান্য বহুদেশে জন্মে, গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এস্থলে সমস্ত ভাষিত হইল না॥ ৪—৬

শালিধান্য সকলের গুণ—শালিধান্য সকল মধুর-কষায়রস, স্নিগ্ধ, বলকর, বদ্ধ ও অল্প মলজনক, লঘুপাক, রুচিপ্রদ, স্বরহিত, বৃষ্য, বৃংহণ, অল্প-বাতকফকারক, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন ও মূত্রকারক। দগ্ধমৃত্তিকাজাত শালিধান্য সকল কষায়রস, লঘুপাক, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ ও শ্লেষ্মকর্ষক। ক্ষেত্রকর্ষণ পূর্ব্বক যে সকল শালি বপন করা যায়, তাহারা বাতপিত্তঘ্ন, গুরুপাক, কফ-শুক্রকারক, কষায়রস, অল্পমলজনক, মেধা ও বলবর্দ্ধক। স্থলজ অর্থাৎ অকর্ষিত ভূমিতে স্বয়ংজাত শালিধান্য সকল স্বাদুরস, কফপিত্তনাশক, বাতকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, কিঞ্চিত্তিক্ত-কষায় ও কটু বিপাক। কর্ষিত বা অকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজবপন দ্বারা যে শালিধান্য জন্মে, তাহারা মধুর-কষায়রস, বৃষ্য, বলকর, পিত্তঘ্ন, শ্লেষ্মজনক, অল্পপুরীষোৎপাদক, গুরুপাক ও শীতবীর্য্য। বাপিত শালিধান্য অপেক্ষা অবাপিত শালিধান্য কিছু হীনগুণ জানিবে। রোপিত নূতন শালি বৃষ্য, পুরাণ হইলে তাহা লঘুপাক হয়। রোপিত ধান্য পুনর্ব্বার রোপিত হইলে তাহা শীঘ্রপাক ও গুণাধিক হয়। ছিন্নরূঢ় শালিধান্য—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, বলকর, পিত্তকফ-নাশক, মলবিবদ্ধতাকারক, কষায়, অল্পতিক্ত ও লঘুপাক॥ ৭—১৪

রক্তশালির (দাউদ খানির) গুণ (২)—(রক্তশালি মগধদেশে দাউদখানি নামে প্রসিদ্ধ।) সকল প্রকার শালি অপেক্ষা রক্তশালিই শ্রেষ্ঠ। ইহা বলকর, বর্ণবৈমল্যকারক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিত, মূত্রজনক, স্বরবর্দ্ধক, শুক্রকর, তৃষ্ণা ও জ্বরনাশক।

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। শালিধান্যকে, হিন্দুস্থানে শালিধান, চাবল, ধান, মহারাষ্ট্রে সাল্লী, ভাত, গুজরাটে শাল্য, চোখা, কর্ণাটে বেলু, তৈলঙ্গে শাল্যন্ন, বীয়্য, ফারসীতে বিরংজ, আরবীতে উরুজ, ইংরাজীতে Rice. ল্যাটিন নাম Oryza sativa.

(২) দেশভেদে নামভেদ। রক্তশালির তৈলঙ্গী

রক্তশালি—বিষ-ব্রণ-শ্বাস-কাস-দাহ-প্রশমক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। মহদাদি অন্য সকল প্রকার শালিই রক্তশালি অপেক্ষা হীনগুণ॥ ১০। ১৬

ব্রীহিধানের লক্ষণ ও গুণ—এক বৎসরের ব্রীহি কণ্ডিত হইলে (ছাঁটিলে) শুক্লবর্ণ হয়, ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কুটাণ্ডক, শালামুখ ও জতুমুখ প্রভৃতি ব্রীহিধান্য। যাহার তুষ ও তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকেই কৃষ্ণব্রীহি বলিয়া জানিবে। পাটলা-পুষ্পের ন্যায় অর্থাৎ রক্ত-লোধফুলের ন্যায় যাহার বর্ণ, তাহাকে পাটলব্রীহি বলিয়া জানিবে। যে ব্রীহির আকৃতি কুক্কুটাণ্ডের সদৃশ, তাহাকে কুক্কুটাণ্ডক ব্রীহি বলে। যাহার শূক (শুঁয়া) কৃষ্ণবর্ণ, তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ তাহাকে শালামুখ ব্রীহি কহা যায়। যাহার মুখ লাক্ষাবর্ণ, তাহা জতুমুখ ব্রীহি নামে অভিহিত। ব্রীহিধান্য পাকে মধুর ও বীর্য্যে শীতল বলিয়া কথিত। ইহা অল্পঅভিষ্যন্দী, মলবিবন্ধক ও ষষ্টিকসমগুণশালী। ব্রীহি সকলের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই শ্রেষ্ঠ, অন্য সকল তদপেক্ষা হীনগুণ॥ ১৭—২১

ষষ্টিকের নাম লক্ষণ ও গুণ—যাহারা গর্ভস্থই পাক প্রাপ্ত হয়, তাহারাই ষষ্টিক নামে অভিহিত। ষষ্টিকের নাম —ষষ্টিক, শতপুষ্প, প্রমোদক, মুকুন্দক ও মহাষষ্টিক প্রভৃতি ধান্য সকল ষষ্টিক বলিয়া উদাহৃত। এই সকল ধান্যে যদি ব্রীহি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহারাও ব্রীহিনামে উক্ত হইয়া থাকে। ষষ্টিক—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলবিবন্ধক ও বাতপিত্ত প্রশমক। ইহারা গুণে শালিসদৃশ জানিবে॥ ২২—২৫

ষষ্টিকা ধান্যের গুণ—ষষ্টিক জাতীয় সমস্ত ধান্যের মধ্যে ষষ্টিকা ধান্যই শ্রেষ্ঠ। ষষ্টিকা—লঘুপাক, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, স্বাদুরস, মৃদু, মলসংগ্রাহক বলপ্রদ ও জ্বরহর। ইহা গুণে রক্তশালি সদৃশ জানিবে। অপরাপর ষষ্টিক ধান্য সকল ইহা অপেক্ষা হীনগুণ। ষষ্টিকা, ষাটী ধান্য নামে প্রসিদ্ধ॥ ২৬

অথ শূক ধান্যের নাম ও গুণ—(১) যব শ্বেতবর্ণ শূক বিশিষ্ট, অতিযব নিঃশূক, তোক্য নামক যবও নিঃশূক, ইহা হরিতবর্ণ এবং যব অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি। (শূক ধান্যের মধ্যে যব প্রসিদ্ধ, অতিযব কৃষ্ণারুণ বর্ণ, তোক্য হরিতবর্ণ নিঃশূক ও ক্ষুদ্রাকৃতি, ইহা যবা নামে প্রসিদ্ধ)। যব—কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, লেখন, মৃদু, ব্রণ সমূহে তিলবৎ হিতকারী, রুক্ষ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটুপাক, অনভিষ্যন্দী, স্বরহিত, বলকর, গুরুপাক, বহু বাতমলজনক, বর্ণ স্থৈর্য্যকারক, পিচ্ছিল, কণ্ঠরোগ-ত্বগ্‌রোগ-শ্লেষ্ম পিত্ত ও মেদঃ প্রণাশক, পীনস, শ্বাস-কাস-ঊরুস্তম্ভ-রক্তদুষ্টি ও পিপাসা নিবারক। যব অপেক্ষা অতিযব গুণে ন্যূন এবং তোক্য ন্যূনতর জানিবে॥ ২৭—৩০

গোধুমের নাম লক্ষণ ও গুণ (২)—গোধূমের অন্যনাম সুমন। গোধূম ত্রিবিধ, যথা—মহাগোধূম মধূলী ও দীর্ঘগোধূম। মহা-গোধূম পশ্চিম দেশ হইতে আনীত (ইহা বড় গোধূমা নামে খ্যাত); মধূলী মধ্যদেশে জন্মে, ইহা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকৃতি। দীর্ঘ গোধূম শূকরহিত, কোন কোন স্থানে ইহা নন্দীমুখ নামে আখ্যাত। গোধূম—মধুররস, শীতবীর্য্য, বাতপিত্তহর, গুরুপাক, কফ-শুক্রপ্রদ, বলকর, স্নিগ্ধ, ভগ্ন-সংযোজক, সারক, জীবনহিত, বৃংহণ, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণহিত, রুচিকর এবং দেহের দৃঢ়তা সম্পাদক। (গোধূমকে কফপ্রদ বলায় বুঝিতে হইবে যে, নূতন গোধূমই কফপ্রদ, পুরাণ গোধূম নহে। কারণ বাগ্‌ভট উপদেশ আছে যে, বসন্তকালে পুরাণ যব-গোধূম-মধু-জাঙ্গল-শূল্য মাংস ভোজন করিবে)। মধূলী—শীতল, স্নিগ্ধ, পিত্তঘ্ন, মধুররস, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বৃংহণ ও পথ্য। নন্দীমুখও তদ্বৎ জানিবে॥ ৩১—৩৪

শিম্বিধান্য এবং তাহার পর্য্যায় ও গুণ—শমীজ শিম্বিজ শিম্বীভব সূপ্য ও বৈদল এইগুলি শিম্বিধান্য পর্য্যায়। বৈদল—মধুর-কষায়, রুক্ষ, কটুপাক, বাতজনক কফপিত্তনাশক, মলমূত্র-বিবন্ধক ও শীতল। শিম্বিধান্যের মধ্যে মুগ ও মসূর ভিন্ন অন্য সকল শিম্বিধান্য আধ্মানজনক। (মুগ ও মসূরেরও আধ্মানকারিত্ব আছে, তবে অন্য বৈদলবৎ সর্ব্বথা আধ্মান জনক নহে। ইহাদেরও কিঞ্চিৎ আধ্মানকারিত্ব দেখা যায়)॥ ৩৫।৩৬

মুগের গুণ (৩)—মুগ—রুক্ষ, লঘুপাক, মলসংগ্রাহক, কফপিত্তঘ্ন, শীতবীর্য্য, স্বাদুরস, অল্পবাত-

---

নাম এরুনিবর্ণং গলধান্যম্। ডাক্তারী নাম Oriza Sativa ওরিজা সেটিভা।

(১) দেশভেদে নামভেদ। যবকে হিন্দীতে জৌ, মহারাষ্ট্রে জব ও জোঁ, কর্ণাটে মুডজযব, তৈলঙ্গে যবধান্য, যবসনেতুশধান্য ও বার্লিবিয়ম, তামিলে বার্লিঅরিসি, গুজরাটে জব, ফারসীতে জব, আরবীতে শঈর বলে। ইংরাজীতে Bitter Barley ল্যাটিনে Herdeuin Hexasicum. ডাক্তারী নাম Bsrley. বার্লি।

(২) দেশভেদে নামভেদ। গমের নাম হিন্দুস্থানে গেহুং, তৈলঙ্গে গোডুমু,গোধুমলু, মহারাষ্ট্রে গহু, কাঠে লাল রঙ্গাচে, কোঙ্কণে গোটেগহুঁবে, গুজরাটে ঘউং. কর্ণাটে গোধী, ফারসীতে গংন্দুম, আরবীতে হিংতা, ইংরেজীতে Wheat. ল্যাটিনে Triticum vulgare. ডাক্তারী নাম CommonWheat. কমন হুইট।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। মুগের নাম হিন্দুস্থানে

জনক, নেত্রহিত ও অরস। বনজ মুগও তদ্বৎ। মুগ বহুবিধ দৃষ্ট হয়, যথা—শ্যামবর্ণ মুগ, হরিত বর্ণ মুগ, পীতবর্ণ মুগ, শ্বেতবর্ণ মুগ ও রক্তবর্ণ মুগ। এই সকল মুগের পূর্ব্ব পূর্ব্বটিকে অপেক্ষাকৃত লঘুপাক বলিয়া জানিবে। কিন্তু সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে যে, হরিত মুগই গুণে শ্রেষ্ঠ। চরকাদি ঋষিগণও হরিত মুগকেই গুণাধিক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন॥ ৩৭—৩৯

মাষকলায়ের গুণ (১)—মাষকলায়—গুরু, স্বাদুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিজনক, বাতনাশক, স্রংসন (রেচন), তর্পণ (তৃপ্তিকর), বলপ্রদ, শুক্রজনক, অতি বৃংহণ, মলমূত্রভেদক, স্তন্যবর্দ্ধক, মেদঃ-পিত্ত-কফপ্রদ এবং অর্শঃ-অর্দ্দিত-শ্বাস ও পক্তিশূল নাশক। মাষকলায়—কফ-পিত্তকর, দধি—কফপিত্তকর, মৎস্য—কফপিত্তকর এবং বৃন্তাকও (বেগুনও) কফপিত্তকর জানিবে॥ ৪০—৪২

রাজমাষ (বরবটী) (২)—রাজমাষ, মহামাষ চপল ও চবল এইগুলি রাজমাষের পর্য্যায়। রাজমাষ-গুরুপাক, স্বাদু-কষায়রস, তৃপ্তিজনক, সারক, রুক্ষ, বাতকর, রুচিপ্রদ, স্তন্যবর্দ্ধক ও অতীব বলপ্রদ। ইহা শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে তিন প্রকার হয়। তাহার মধ্যে যাহার দানা বড়, তাহাই গুণাধিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৪৩।৪৪

নিষ্পাব (রাজশিম্বিবীজ) (৩)—নিষ্পাব, রাজশিম্ব, বল্লক ও শ্বেতশিম্বিক এইগুলি নিষ্পাব পর্য্যায়। নিষ্পাব-মধুরকষায়রস, রুক্ষ, অম্লবিপাক, গুরু, সারক, স্তন্য-পিত্ত-রক্ত-মূত্র ও বাতবিবন্ধকারক, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, বিষ-শ্লেষ্ম-শোথ ও শুক্রনাশক॥ ৪৫।৪৬

বনমুগ (৪)—মকুষ্ট, বনমুদ্গ, মকুষ্টক ও মুকুষ্টক এইগুলি বন মুগের পর্য্যায়। বনমুগ—বাতজনক, মল-সংগ্রাহক, কফপিত্তহর, লঘু, অগ্নিমান্দ্যকারক, মধুর-বিপাক এবং কৃমিজনক ও জ্বরনাশক॥ ৪৭

মসূর (৫)—মঙ্গল্যক মসূর, মঙ্গল্যা ও মসূরিকা এইগুলি মসূর পর্য্যায়। মসূর—মধুরপাক, মল-সংগ্রাহী, শীতল, লঘু, রুক্ষ, বাতকর এবং কফ-পিত্ত-রক্ত ও জ্বরনাশক॥ ৪৮

অড়হর (৬)—আঢ়কী, তুবরী ও শণপুষ্পিকা এইগুলি অড়হরের পর্য্যায়। অড়হর—কষায়-মধুররস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লঘু, মলসংগ্রাহী, বাতজনক, বর্ণকর এবং পিত্ত-কফ-রক্তনাশক॥ ৪৯

ছোলা (৭)—চণক, হরিমন্থ ও সকলপ্রিয় এই-গুলি ছোলার পর্য্যায়। ছোলা-শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্ত-রক্ত-কফনাশক, লঘু, কষায়, বিষ্টম্ভী, বাতজনক ও জ্বরনাশক। অঙ্গারভৃষ্ট (কাঠখোলায় ভাজা) বা তৈলভৃষ্ট ছোলার উক্ত গুণ জানিবে। আর্দ্রভৃষ্ট (ভিজা ছোলা ভাজা)—বলকর ও রোচক। শুষ্ক-ভৃষ্ট ছোলা অতিরুক্ষ, বাত ও কুষ্ঠ প্রকোপক। স্বিন্ন ছোলা (সিদ্ধ করা ছোলা) পিত্তকফনাশক, ইহার দাইল উদরের ক্ষোভকর। আর্দ্র ছোলা (কাঁচ ছোলা)

হারিমুং, মুগ, মহারাষ্ট্রে হিরবে মুগ, পিবলে মুগ, কর্ণাটে হেসরেরু, তৈলঙ্গে পেসলু, পঞ্জাবে মুজি, গুজরাটে মগ লীলা, কালাকচ্ছী, ফারসীতে বুনুমাষ, আরবীতে মজ, ইংরেজীতে Green grain. ডাক্তারী নাম Phaseolus mungo ফেসিওলাস্ মুঙ্গো।

(১) দেশভেদে নামভেদ। মাষকলায়কে হিন্দুস্থানে উড়দ, উরীদ, তৈলঙ্গে মিনুউপ্লু, মহারাষ্ট্রে উড়িদ, গুজরাটে অড়দ, কর্ণাটে উড়ু, ফারসীতে মাষ, আরবীতে মাষা বলে। ডাক্তারী নাম Phaseolus Roxburghi. ফ্যাসিয়োলস্ রক্সবারঘাই। ইংরেজীতে Kidney bean.

(২) দেশভেদে নামভেদ। বরবটীকে হিন্দীতে লোবিয়া, রৈস ও বোড়া, মহারাষ্ট্রে নীলউরীদ, চংবল্যা, কর্ণাটে বরবটা, অলসংদে, গুজরাটে চোলা, পঞ্জাবে রৈস, ফারসীতে লোবিয়া, আরবীতে ফরিকা বলে। ইংরাজীতে Chinese dalicas. ডাক্তারী নাম Dolichos Sinensis. ডোলিকস্ সাইনেন্সিস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। নিষ্পাবকে হিন্দীতে ভটবাস, ভেটবাস, রাজশিম্বীকে বীজ, মহারাষ্ট্রে কড়বেবাল, শ্বেতপাবটে, তাংবড়ে পাবটে, গুজরাটে ওলীয়া, কর্ণাটে আবরে, তোরে আবরে, তৈলঙ্গে আনপচেট্টু বলে। লাটিননাম Lablab Vulgars.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। বনমুগকে হিন্দুস্থানে মোঠ, মহারাষ্ট্রে মটক্যা, গুজরাটে মঠ, কর্ণাটে মুগ, হেসরুভেদ, তৈলঙ্গে কঙ্কঙ্গে শালু. ফারসীতে মাষহিন্দী, ইংরাজীতে Aconite Leaved. বলে।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। মসূরকলায়কে হিন্দীতে মসূর, মহারাষ্ট্রে মসূরা, কর্ণাটে চণগী, গুজরাটে মসূর, তৈলঙ্গে চিরশনমলু ও মসূরপপ্পু, তামিলে মিসূর, পুরপুর. ফারসীতে বুনোসুর্খ, আরবীতে অদস্ বলে। ডাক্তারী নাম Cicer lens. সিসার লেন্স। ইংরাজীতে Lentil. ল্যাটিনে Ervey lens.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। অড়হরের হিন্দীনাম রহড়, অড়হর, তূবরী ও টুয়র, মহারাষ্ট্রে তুরী, গুজরাটে তুবদাল্য, কর্ণাটে কটলাকটু, তোগরী, তৈলঙ্গে কাদুলু, ফারসীতে শাখুল। ইংরাজীতে Pigeonpea. ডাক্তারী নাম Cajanus. ক্যাজেনাস্।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। ছোলাকে হিন্দীতে চনা, চনে, ছোলা, মহারাষ্ট্রে হরভরে, কর্ণাটে কড়লে, বিলীম কড়লে, গুজরাটে চণা, তৈলঙ্গে শনংগালু,

অতি কোমল, রুচিপ্রদ, পিত্ত ও শুক্রনাশক, শীতল, কষায়, বাতকর, মলসংগ্রাহক, কফপিত্তহর ও লঘু॥ ৫০—৫৩

কলায় (মটর) (১)—কলায়, বর্ত্তুল, সতিল (বা সতিন) ও হরেণুক এইগুলি মটরের পর্য্যায়। মটর-মধুররস, মধুর বিপাক, রুক্ষ ও শীতল॥ ৫৪

খেঁসারী (তেওড়া) (২)—ত্রিপুট ও খণ্ডিক এই-দুইটি খেঁসারীর নাম। খেঁসারী-মধুর-তিক্ত-কষায়রস, অতি রুক্ষ, কফপিত্তহর, রোচক, মলসংগ্রাহক ও শীতল। কিন্তু ইহা খঞ্জত্ব ও পঙ্গুত্বকারক এবং বায়ুর অতি প্রকোপক॥ ৫৫।৫৬

কুলত্থ (৩)—কুলত্থিকা ও কুলত্থ এই দুইটি কুলত্থ কলায়ের পর্য্যায়। কুলত্থ—কটুপাক, কষায়রস, পিত্ত-রক্তকর, লঘু, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, স্বেদসংগ্রাহক এবং শ্বাস-কাস-কফ-বায়ু-হিক্কা-অশ্মরী-শুক্র-দাহ-আনাহ ও পীনসনাশক। ইহা মেদঃ-জ্বর ও কৃমি নাশের শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ৫৭।৫৮

তিল (৪)—কৃষ্ণবর্ণ শুক্লবর্ণ ও রক্তবর্ণ এই তিন প্রকার বর্ণের তিল আছে। তদ্ভিন্ন এক প্রকার তিল বনে জন্মে, তাহাকে অরণ্যতিল কহে। তিল—কটু-তিক্ত-মধুর ও কষায়রস, গুরু, স্বাদুকটুবিপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ-বীর্য্য, কফপিত্তহর, বলকর, কেশহিত, হিমস্পর্শ, ত্বক্-প্রসাদক, স্তন্যজনক, ব্রণে হিতকর, দন্তহিত, অল্প মূত্র-কারক, মলাদিসংগ্রাহক, বাতনাশক, অগ্নিকর ও বুদ্ধিপ্রদ। সকল প্রকার তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিলই শ্রেষ্ঠ, ইহা শুক্রবর্দ্ধক। শ্বেতবর্ণ তিল গুণে মধ্যম। রক্তবর্ণাদি অন্য তিল সকল গুণে হীনতর জানিবে॥ ৫৯—৬১

তিসি (৫)—অতসী, নীলপুষ্পী, পার্ব্বতী, উমা ও ক্ষুমা এইগুলি তিসির পর্য্যায়। তিসি—মধুর-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, পাকে কটু, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, ইহা দৃষ্টি-শুক্র-বাত-কফ ও পিত্তনাশক॥ ৬২

তুবরীকলায়—(সুরাষ্ট্রদেশজ অড়হর, তোরী, তোড়িসা,) তুবরী—গ্রাহী, লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-কর, কফ-বিষ-রক্ত-কণ্ডু-কুষ্ঠ ও কোষ্ঠকৃমিনাশক॥ ৬৩

রক্ত সর্ষপ ও শ্বেত সর্ষপ (৬)—সর্ষপ, কটুকস্নেহ, তন্তুভ ও কদম্বক এইগুলি রক্তসর্ষপের পর্য্যায়। গৌরবর্ণ সর্ষপকে (শ্বেত সরিষাকে) সিদ্ধার্থক কহা যায়। সর্ষপ—কটুরস ও কটুবিপাক, স্নিগ্ধ, ঈষৎ তিক্ত, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কফবাতঘ্ন, রক্ত-পিত্ত ও অগ্নি-বর্দ্ধক, রক্ষোগ্রহপ্রশমক, কণ্ডু-কুষ্ঠ-কোঠ-কৃমি ও গ্রহ-নাশক। আরক্ত ও গৌর উভয় সর্ষপই প্রায় তুল্য গুণ, তবে গৌরসর্ষপকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে॥ ৬৪—৬৬

রাই, কৃষ্ণ রাই (৭)—রাজী, রাজিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্ষুজনিকা ও আসুরী এইগুলি শ্বেত রাই-সর্ষপের এবং ক্ষব, ক্ষুতাভিজনক, কৃমিকৃৎ ও কৃষ্ণ-

---

ফারসীতে নখুদ, আরবীতে হমস্ বলে। ইংরেজীতে Gram or chick Pea. গ্রাম্ বা চিক্ পি।

(১) দেশভেদে নামভেদ। মটরের নাম হিন্দুস্থানে মটর, কেরাব, তৈলঙ্গে পেদ্দইর্কা, মহারাষ্ট্রে বাটাণে, গুজরাটে মটাণা, কর্ণাটে বটকডলে, ইংরেজীতে Fieldpea. ডাক্তারী নাম Pisum Sativum পাইসম্ স্যাটিভয়াম।

(২) দেশভেদে নামভেদ। খেঁসারীর নাম হিন্দু-স্থানে খেসারী, কসুর, কস্সা, মহারাষ্ট্রে লাংগ, লাংক, গুজরাটে মটর, তৈলঙ্গে লাংক, ফারসীতে মাসংগ, জলবান, আরবীতে হবুল বকর, খলজ, ইংরেজীতে Chickling Vetch. ল্যাটিন নাম Lathyrus Sativus.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। কুলত্থ কলায়কে হিন্দীতে কুলথী, তৈলঙ্গে বুলাবুলু, মহারাষ্ট্রে কুল্লীথ, গুজরাটে কলথী, কর্ণাটে হলুবলেতৌসী, ফারসীতে কিল্লত, মুংথীহিংদী, আরবীতে হবুলকিল্লত বলে। ইংরেজীতে Two flowered dolicos. ডাক্তারী নাম Dolichos biflorus. ডোলিকস্ বাইফ্লোরাস্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। তিলের নাম হিন্দু-স্থানে তিল, কালেতিল, তিলী, মহারাষ্ট্রে তীল্ল, কালেতীল্ল, চোখেতিল্ল, কর্ণাটে এলু, তৈলঙ্গে তোবুলু, তামিলে নুবলু, তাঞ্জিদে বায়েলের, দ্রাবিড়ে বারিক তিল, গুজরাটে তল, ফারসীতে কুঞ্জদ, আরবীতে সিমসিম, ইংরেজীতে Sisamum Nigur seeds. ইহার ডাক্তারী নাম Sisamum Indicum. শিশেমাম্ ইণ্ডিকাম্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। মসিনাকে হিন্দুস্থানে তিসী, অলসী, মসিনা, তৈলঙ্গে নল্লপগসিচেটু, মহারাষ্ট্রে জবস, অল্সী, গুজরাটে অলসী, কর্ণাটে অসগে, ফার-সীতে তুখমেকতান ও আরবীতে বজরুলকতান বলে। ল্যাটিন Linum Usitatissimum. ইহার ডাক্তারী নাম Common Flax. কমন্ ফ্ল্যাক্স, ইংরাজী Linseeds.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। সর্ষপের হিন্দীনাম সর্ষোং ও সফেদ সরসোং, মহারাষ্ট্রে শিরস্, শ্বেতশিরস, গুজরাটে শরশব, কর্ণাটে বিলীয়সাসেব, তৈলঙ্গে পাচ্চাঅবালু, ফারসীতে সর্ষফ, আরবীতে ভূফ-অবীয়দ বলে। ইংরেজীতে Sinapisalba. ল্যাটিন Brassicacampestris. ইহার ডাক্তারী নাম Dinapis dichotoma. ডাইনাপিস্ ডাইকোটোমা।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। রাজিকার নাম হিন্দীতে রাঈ, লাঈ, মহারাষ্ট্রে মোহরী, রাঈ, গুজরাটে রাঈ,

সর্ষপ এইগুলি কৃষ্ণ রাইসর্ষপের নাম। রাই—কফ-পিত্তঘ্ন, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তকর, কিঞ্চিৎ রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কণ্ডু-কুষ্ঠ-কোঠ ও কৃমিনাশক। কৃষ্ণ-রাজিকাও এই সকল গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা অতিতীক্ষ্ণ॥ ৬৭। ৬৮

ক্ষুদ্রধান্য—ক্ষুদ্রধান্য কুধান্য ও তৃণধান্য এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ক্ষুদ্রধান্য—অনুষ্ণবীর্য্য (ঈষদুষ্ণ-বীর্য্য) কষায়, লঘুপাক, লেখন, মধুর, কটুপাক, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বাতকৃৎ, মলবিবন্ধক এবং পিত্ত-রক্ত ও কফনাশক॥ ৬৯—৭১

কঙ্গু নামক ক্ষুদ্র ধান্য (১)—কঙ্গু ও প্রিয়ঙ্গু, কঙ্গু পর্য্যায়। ইহারা স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তে। কৃষ্ণ রক্ত শ্বেত ও পীতবর্ণভেদে ইহারা চতুর্ব্বিধ। চতুর্ব্বিধ কঙ্গুর মধ্যে পীতবর্ণ কঙ্গুই শ্রেষ্ঠ। কঙ্গু—ভগ্নসন্ধানকারক, বাতজনক, বৃংহণ, গুরু, রুক্ষ, অতীব শ্লেষ্মহর, ইহা ঘোটকের পক্ষে বিশেষ গুণকারক॥ ৭২। ৭৩

চীনা নামক ক্ষুদ্রধান্য (২)—চীনা কঙ্গুভেদ, কঙ্গুর ন্যায়ই ইহার গুণ জানিবে॥ ৭৪

শ্যামা নামক ক্ষুদ্রধান্য (৩)—ইহা শোষণ, রুক্ষ, বাতল ও কফপিত্তহর॥ ৭৫

কোদ্রব (৪)—(কোদ্ধান্য) কোদ্রবের অন্য নাম কোরদূষ এবং বনকোদ্রবের নাম উদ্দাল। কোদ্রব—বাতকর, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য এবং পিত্ত-কফনাশক। উদ্দাল—উষ্ণবীর্য্য, মলসংগ্রাহক ও অতীব বাতজনক॥ ৭৬

চারুক (সরবীজ)—সরবীজ চারুকনামে অভিহিত। চারুক—মধুরকষায়রস, রুক্ষ, রক্ত-পিত্ত-কফ নাশক, শীতল, লঘু, বৃষ্য ও বাতপ্রকোপক॥ ৭৭

বংশবীজ—বংশজাত যব (বাঁশের চাউল)—রুক্ষ, কষায়, কটুপাক, মূত্রবিবন্ধক, কফঘ্ন, বাতপিত্ত-জনক ও সারক॥ ৭৮

কুসুমবীজ (৫)—কুসুমবীজ বরটা ও বরটিকা নামে অভিহিত হয়। ইহা—মধুর কষায়রস, স্নিগ্ধ, রক্ত-পিত্তকফনাশক, শীতল, গুরু, অবৃষ্য ও বাতহর॥ ৭৯

গবেধুকা—(দেধান) গবেধুকা ও গবেধু একার্থবাচক শব্দ। গবেধু—কটুক-স্বাদু, কৃশতা-কারক ও কফ নাশক॥ ৮০

নীবার (৬)—(তৃণধান্য বিশেষ) প্রসাধিকা নীবার ও তৃণান্ন এইগুলি নীবারের পর্য্যায়। নীবার—শীতল, গ্রাহী, পিত্তঘ্ন ও কফবাতজনক॥ ৮১

যবনাল (৭)—(জনার ইতি ভাষা) যবনাল—শীতল, স্বাদু, লোহিত, শ্লেষ্মপিত্তনাশক, অবৃষ্য, কষায়, রুক্ষ, ক্লেদকৃৎ ও লঘু॥ ৮২

সকল প্রকার নূতন ধান্যই—স্বাদু, গুরু ও শ্লেষ্ম-কর। এক বৎসরের পুরাতন ধান্য সুপথ্য। কারণ তাহা নূতন ধান্য অপেক্ষা লঘুতর ও হিতকর হইয়া থাকে। এক বৎসর থাকিলে সকল ধান্যেরই গুরুত্ব যায় কিন্তু বীর্য্য যায় না। এক বৎসরের পরে তাহারা

জম্বুসরী, কর্ণাটে সাসিরাভ, তৈলঙ্গে বণালু, আরবীতে খরদল বলে। ইংরাজীতে Mustard seeds. ল্যাটিন নাম Sinapis nigra. ডাক্তারী নাম The black mustard. ব্ল্যাক্ মষ্টার্ড।

(১) দেশভেদে নামভেদ। কাঙ্গনীধান্যকে হিন্দুস্থানে কাঙ্গনী, কগনী, তৈলঙ্গে প্রেংকণপুচেট্টু, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কাংগ, কর্ণাটে নবণে, ফারসীতে গল বলে। ডাক্তারী নাম Panicum Italicum. পানিকম ইটালিকম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। চীনাকে হিন্দীতে চীনা, চৈনা, মহারাষ্ট্রে বারী, গুজরাটে চীণো, কর্ণাটে চীণক, ফারসীতে উরজান, আরবীতে ধারেগা বলে। ইংরাজীতে Millet. ল্যাটিন নাম Panicum milian.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। শ্যামাকে হিন্দুস্থানে সমা, মহারাষ্ট্রে সাংবে, কাঙ্গনী, গুজরাটে শামো, কর্ণাটে সাবে, তৈলঙ্গে শ্যামালু, ফারসীতে শামাখ বলে। ল্যাটিন নাম Panicum Frumentaceum.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কোদোধানকে হিন্দুস্থানে কোদো, মহারাষ্ট্রে হরীক, গুজরাটে কোদরো, কর্ণাটে হারক, তৈলঙ্গে আলুধান্য, আরবীতে কোক্রি, ইংরাজীতে Punctured Paspalum. ডাক্তারী নাম Paspalum Scrobiculatum. পাস্পালম্ স্ক্রোবিকিউলেটম্।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কুসুমবীজকে হিন্দীতে কর, কর, বরেস্তুবীজ, মহারাষ্ট্রে কর্ড্যা, গুজরাটে কুসুমস্বানারী, ফারসীতে তুখ্মকাপশা, আরবীতে হবুল্ লক্কর বলে।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। নীবারকে হিন্দীতে তীনী, তীনা, তৈলঙ্গে নিবরিবট্টু, মহারাষ্ট্রে দেবভাত, গুজরাটে বংটী, কর্ণাটে ত্যরহয়েরে বলে। ল্যাটীন Panicum Italicum. ডাক্তারী নাম Wild variety of oryza sativa.

(৭) দেশভেদে নামভেদ। জনারের সাধারণ নাম হিন্দীতে জুআর, সফেদ জুআর, শ্বেতজার, মহারাষ্ট্রে জোন্ধলে, জারী, গুজরাটে জার, জুবার, কর্ণাটে জোলদহেলক, ফারসীতে জোন, তৈলঙ্গে জোন্নলু, আরবীতে জুরেমক্কা, আরবীতে হংতারুমিয়া বংদরুন্ বলে। ইংরাজীতে Great millet. ল্যাটিন নাম Halcusvulgave. ডাক্তারী নাম Andropogon Saccharatus. এ্যাণ্ড্রোপোগন সাকারেটস্।

ক্রমে ক্রমে নিজবীর্য্য ত্যাগ করিতে থাকে। ধান্যাদির মধ্যে যব, গোধূম, তিল ও মাষকলাই নূতনই হিতকর। ইহারা পুরাণ হইলে বিরস ও রুক্ষ হয় এবং তত গুণকারী থাকে না।

(টীকা। পুরাণ শব্দে দুই বৎসরেরও অধিক কালের পুরাণ বুঝিতে হইবে। নূতন যবাদি খাদ্যের প্রতি হিতকর। কিন্তু পথ্যাশিগণের পক্ষে পুরাতনই প্রশস্ত। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—বসন্তকালে পুরাণ যব গোধূম মধু ও জাঙ্গলশূল্যমাংস ভোজন করিবে।) ॥ ৮৩—৮৫

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে ধান্যাদিবর্গ।

অথ শাকবর্গ।

শাক নিরূপণ—শাক ছয়প্রকার যথা—পত্রশাক, পুষ্পশাক, ফলশাক, নালশাক, কন্দশাক ও সংস্বেদজ শাক। এই ছয় প্রকার শাকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকার শাক অপেক্ষা পর পর প্রকার শাককে গুরুপাক জানিবে ॥ ১

শাকের গুণ—প্রায় সকল প্রকার শাকই বিষ্টম্ভী, গুরু, রুক্ষ, বহুমলজনক ও মল-বাতপ্রবর্ত্তক। শাকগুণবিৎ পণ্ডিতগণ কহেন—শাক অতি অপকৃষ্ট, ইহা শরীরের ভেদ করে, অস্থিকে নষ্ট করে, নেত্রবর্ণকে বিনাশ করে, রক্ত শুক্র ও প্রজ্ঞাকে ক্ষয় করে, শরীরের পালিত্য জন্মায়, স্মৃতি ও গতি হনন করে। দেহ বিনাশের হেতু স্বরূপ রোগ সকল শাকসমূহে বাস করে। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি শাক ভোজন ত্যাগ করিবেন। শাকে যে সমস্ত দোষ উক্ত হইল, অম্লেও সেই সকল দোষ আছে জানিবে।

(টীকা। এই শাক নিন্দকবচন সকলকে সামান্য জানিবে, অতঃপর বিশেষ বচন সকল কথিত হইবে।) ২—৪

পত্রশাক এবং পত্রশাকের মধ্যে দুই-প্রকার বাস্তুক শাকের নাম ও গুণ (বেতো-শাক)(১)—বাস্তূক, বাস্তুক, ক্ষারপত্র ও শাকরাট এই কয়টি বেতোশাকের পর্য্যায়। আর এক-প্রকার বেতোশাক আছে, তাহার পত্র বৃহৎ এবং তাহা রক্তবর্ণ। উহাকে গৌড়বাস্তুক কহা যায়। বেতো-শাক প্রায়ই যবের মধ্যে জন্মে, এই জন্য উহাকে যব-শাকও কহিয়া থাকে। দুই প্রকার বেতোশাকই স্বাদু, ক্ষারবিশিষ্ট, কটুবিপাক, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিজনক, লঘুপাক, শুক্র ও বলপ্রদ, সারক, প্লীহা-রক্তপিত্ত-অর্শঃ-কৃমি ও বাতাদি ত্রিদোষনাশক ॥ ৫—৭

পুঁইশাক (২)—পোতকী, উপোদিকা, মালবা ও অমৃতবল্লরী এইগুলি পুঁইশাকের পর্য্যায়। পুঁই-শাক—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক, বাতপিত্তনাশক, কণ্ঠের অহিতকর, পিচ্ছিল, নিদ্রাজনক, শুক্রকর, রক্ত-পিত্তপ্রশমক, বলপ্রদ, রুচিকারক, সুপথ্য, বৃংহণ ও তৃপ্তিদায়ক ॥ ৮৷৯

মারিষশাক (৩)—(নটেশাক) মারিষ, বাষ্পক ও মার্ষ এইগুলি নটেশাকের পর্য্যায়। শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে ইহা দ্বিবিধ। নটেশাক—মধুররস, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, পিত্তনাশক, গুরুপাক, বাতশ্লেষ্ম-জনক, রক্তপিত্তনাশক ও বিষমাগ্নিপ্রশমক। রক্তবর্ণ নটেশাক—অনতিগুরু, সক্ষার, মধুররস, সারক, শ্লেষ্ম-জনক, কটুপাক ও অল্পদোষজনক ॥ ১০৷১১

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। বেতোশাককে হিন্দুস্থানে বথুয়া, বড়া বথুয়া, চিল্লী, মহারাষ্ট্রে চাকবত, চিবিল, চাকবতাচী ভাজী, কর্ণাটে চক্রবর্ত্তী, বিলীপচিল্লীকে, গুজরাটে টাংকো, চীল, ফারসীতে মুসেলেসা, সরমক, আরবীতে বোক্‌বতুল বজামেল কুতুফ বলে। ইংরাজীতে Whitegoose foot. ডাক্তারী নাম Chenopodium Album. চেনোপোডিয়ম্ অ্যালবম্।

(২) দেশভেদে নামভেদ। পুঁইশাককে হিন্দুস্থানে পোঈকা সাগ, গুজরাটে পোথী, মহারাষ্ট্রে মায়াল্‌ বলু ও থোর বলে। ইংরাজীতে Red Malabar Night shade. ডাক্তারী নাম A Potherb. এ পোথর্ব।

(৩) দেশভেদে নামভেদে। মারিষের নাম হিন্দীতে সফেদ মরসা, লাল মরসা, মরসা, মহারাষ্ট্রে পোকল্যাচী ভাজী, মাঠাচীভাজী, গুজরাটে তাংজো, তৈলঙ্গে তুম্মকুরা, উৎকলে নেউটাশাগ বলে। ডাক্তারি নাম Amaranthus tricolor.

তণ্ডুলীয় (১)—(চাঁপানটে) তণ্ডুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলীবীজ, বিষঘ্ন ও অল্পমারিষ এইগুলি চাঁপানটের পর্য্যায়। চাঁপানটে লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্ত-কফ-রক্ত-প্রশমক, মলমূত্র-নিঃসারক, রুচিকর, অগ্নিদীপক ও বিষনাশক॥ ১২।১৩

জলতণ্ডুলীয়—(কঞ্চট, কাঁচড়া ইতি ভাষা) পানীয় তণ্ডুলীয়কে শাস্ত্রে কঞ্চট কহে। কঞ্চট—তিক্তরস, রক্তপিত্ত ও বাতহর এবং লঘু॥ ১৪

পালংশাক (২)—পালংশাক—বাস্তুকশাকাকৃতি। ছুরিকা ও চীরিতচ্ছদা উহার নামান্তর। পালংশাক—বাতজনক, শীতবীর্য্য, শ্লেষ্মকর, ভেদক, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী এবং মদ-শ্বাস-পিত্ত-রক্ত ও কফনাশক॥ ১৫

কালশাক—(নারিচ শাক) নাড়িকা, কালশাক, শ্রাদ্ধশাক ও কালক এইগুলি কালশাকের পর্য্যায়। কালশাক—সারক, রোচক, বাতজনক, কফশোষহারক, বলকর, রুচিকর, মেধানাশক, রক্তপিত্তপ্রশমক ও শীতবীর্য্য॥ ১৬

পাটশাক (৩) (নালিতা শাক) পট্টশাক, নাড়ীক ও নাড়ীশাক এইগুলি নালিতাশাকের পর্য্যায়। নালিতাশাক—রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী ও বাতপ্রকোপক॥ ১৭

কলম্বীশাক (৪)—কলম্বী ও শতপর্ব্বা এই দুইটি কলমী-শাকের নাম। কলমীশাক—স্তন্যজনক, মধুররস ও শুক্রবর্দ্ধক॥ ১৮

লোণী ও বৃহল্লোণীশাক (৫)—(নুনেশাক) লোণীর অপর নাম লোণা এবং বৃহল্লোণীর অপর নাম ঘোটিকা। লোণী—রুক্ষ, গুরুপাক, বাতশ্লেষ্মহর, লবণাম্লরস, অর্শোঘ্ন, অগ্নিদীপক, অগ্নিমান্দ্য ও বিষনাশক। বৃহল্লোণী—অম্লরস, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতকর, কফপিত্তহর, বাগ্‌দোষ-ব্রণ-গুল্ম-শ্বাস-কাস ও প্রমেহনাশক। ইহা শোথে ও নেত্ররোগে হিতকর॥ ১৯—২১

চাঙ্গেরী (আমরুল) (৬)—চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, দন্তশটা, অম্বষ্ঠা, অম্ললোণিকা, অশ্মন্তক, শফরী, কুশলী ও অম্লপত্রক এইগুলি আমরুলের পর্য্যায়। আমরুল-অগ্নিদীপক, রোচক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কফবাতনাশক, পিত্তজনক, অম্লরস, গ্রহণী-অর্শঃ-কুষ্ঠ ও অতিসারনাশক॥ ২২।২৩

চুকাপালং (৭)—চুক্রিকা, পত্রাম্লা, রোচনী ও শতবেধিনী এইগুলি চুকাপালঙ্গের পর্য্যায়। চুকা পালঙ্—অতি অম্লরস, স্বাদু, বাতঘ্ন, কফপিত্তকারক ও রোচক। ইহা বেগুনের সহিত পাক করিলে অতি লঘু ও অতি রোচক হইয়া থাকে॥ ২৪

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। চাঁপা নটেশাকের নাম হিন্দুস্থানে চৌলাঈকা শাক, জলচৌলাঈ, মহারাষ্ট্রে তাংদুল্জা, চবল্লাঈ, কর্ণাটে কিরুকুশালে, দ্রাবিড়ে কাণ্ডেমাট, তামিলে মুল্লক্কিরই, গুজরাটে তাংজলজো, তৈলঙ্গে মোলাকুরা, কুঈকোরা, ফারসীতে স্থপেজমর্জ্জ, আরবীতে বুকলেয়মানীয় বলে। ইংরাজীতে Hermaphrodite Amaranth. ল্যাটিনে Amaranthus Tenifolius. ডাক্তারী নাম Prickly Amaranth. প্রিকলি অ্যামারান্থ।

(২) দেশভেদে নামভেদ। পালঙ্‌শাককে হিন্দীতে পালককাশাগ, পল্কী, দাক্ষিণাত্যে পালক্য শাক, মহারাষ্ট্রে পালখ, পোঈশাক, গুজরাটে পালখনীভাজী, কর্ণাটে পালক্য, ফারসীতে ইস্পনাখ, আরবীতে অস্পনাখ বলে। ইংরেজী নাম Spinage. ল্যাটিন Spinasia Oleracea. ডাক্তারী নাম A sort of beet roots. এ সর্ট অফ বীট রুটস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। পাটশাকের হিন্দী-নাম পটুআ সাগ, মহারাষ্ট্রে নাড়ীশাক, গুজরাটে নানানীভাজী, ল্যাটিন নাম Ipomœa Reptams. ডাক্তারী নাম Corchorus olitorius. কর্কোরস্ ওলিটোরিয়স্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কলমীশাকের নাম হিন্দীতে করেঁবু, কল্‌মীশাক ও তৈলঙ্গে তোমেবচ্চলি-চেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Convolvulus repens. কন্‌ভল্‌ভিউলাস্ রিপেন্স।

(৫) দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দীতে নোনিয়া, লোনী, কুল্‌ফা, তৈলঙ্গে অইলকুস, বোম্বাইয়ে কুর্ফা, তামিলে কোরিলকীরই, মহারাষ্ট্রে ঘোল, লহানঘোল, গুজরাটে লুনীঘোটী, কর্ণাটে গোলি, ফারসীতে খুরফা, আরবীতে বক্কতুলহমক্কা বলে। ইংরেজীতে Purs lane. ল্যাটিনে Portulaca Oleracea. ডাক্তারী নাম Indian Purs lane. ইণ্ডিয়ান্ পার্সলেন।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। আমরুলকে হিন্দীতে চৌপতিয়া, আংববত্তী, কর্ণাটে পুলুমুনিলে বলে। ডাক্তারী নাম Wood Sorrel. উড সরেল।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। চুকাপালঙ্গকে হিন্দুস্থানে চুক, চুকাকা শাক, মহারাষ্ট্রে আংবটচুকা, লঘু ও থোর, গুজরাটে চুকোথাটীভাজী, কর্ণাটে অলিচকোত, ফারসীতে তুরশব্বড়া চুকে খুরানানীহোটা, আরবীতে হমাজবুকলে হাম্মেজা বলে। ইংরাজীতে Bladdered Dock. ল্যাটিনে Rumex vesicarius.

চিঞ্চাশাক (১)—চিঞ্চা, চঞ্চু, চঞ্চুকী, দীর্ঘপত্রা ও সতিক্তকা এইগুলি চিঞ্চার পর্য্যায়। চিঞ্চা—শীতবীর্য্য, সারক, রোচক, স্বাদু, ত্রিদোষনাশক, ধাতুপুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, মেধাজনক ও পিচ্ছিল॥ ২৫

হিলমোচিকা (২)—ব্রাহ্মী, শঙ্খধরা, চারী, মৎস্যাক্ষী ও হিলমোচিকা এইগুলি হেলেঞ্চার নাম। হেলেঞ্চা- শোথ কুষ্ঠ কফ ও পিত্ত নাশ করে॥ ২৬

শিতিবার (সুষুনী শাক) (৩)- শিতিবার, শিতিবর, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, শ্রীবারক, সূচীপত্র, পর্ণক, কুক্কুট ও শিখী এইগুলি সুষুনী শাকের নাম। ইহার পত্র আমরুল-পত্রের ন্যায় চতুর্দ্দল, এই জন্য ইহাকে চতুষ্পত্রী কহে। জলসমন্বিত স্থানে এইশাক জন্মিয়া থাকে। সুষুনী—শীতবীর্য্য, সংগ্রাহী, মেদঃ ও ত্রিদোষ নাশক, অবিদাহী, লঘু, স্বাদু, কষায়রস, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, বৃষ্য, রোচক, জ্বর-শ্বাস-মেহ-কুষ্ঠ ও ভ্রম নাশক॥ ২৭—২৯

মূলাশাক—কচি মূলাশাক-পাচক, লঘু, রোচক, ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা তৈলাদি স্নেহ পদার্থের সহিত পাক করিলে, ত্রিদোষ নাশক হইয়া থাকে। অসিদ্ধ মূলাশাক কফপিত্ত কারক জানিবে॥ ৩০

দ্রোণপুষ্পীদল—(বলঘসিয়া পত্র, গুল্মা)—ইহা স্বাদু, রুক্ষ, গুরু, পিত্তকৃৎ, ভেদক, কটু এবং কামলা-শোথ-মেহ ও জ্বরনাশক॥ ৩১

জোয়ান শাক।—ইহা আগ্নেয়, রোচক, বাতকফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্ত রস, পিত্তপ্রকোপক, লঘুপাক ও শূলকারক॥ ৩২

চক্রমর্দ্দ পত্র (চাকুন্দে পাতা)—ইহা দোষঘ্ন (পিত্তঘ্ন), অম্লরস, বাত-কফ-নাশক, লঘুপাক এবং কণ্ডু-কাস-কৃমি-শ্বাস-দদ্রু ও কুষ্ঠপ্রশমক॥ ৩৩

মর্সপত্র—ইহা তীক্ষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, রোচক এবং আধ্মান-অষ্ঠীলা গুল্ম শূল-শোথ ও উদর-রোগ নাশক॥ ৩৪

ক্ষেত্পাপড়া—ইহা পিত্ত-রক্ত-জ্বর-তৃষ্ণা-কফ ও ভ্রমরোগনাশক, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, তিক্তরস, দাহনিবারক, বাতজনক ও লঘু॥ ৩৫

গোজিয়া শাক- (গোজী) ইহা লঘুপাক এবং কুষ্ঠ-মেহ-রক্তদুষ্টি-মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর প্রশমক॥ ৩৬

পটোল পত্র (পলতা শাক)—ইহা পিত্তঘ্ন, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য এবং জ্বর-কাস ও কৃমিনাশক॥ ৩৭

গুলঞ্চ পত্র—ইহা আগ্নেয়, সর্ব্বজ্বরহর, লঘু, কষায়-কটু-তিক্ত, স্বাদুপাক, রসায়ন, বলকর, উষ্ণবীর্য্য, সংগ্রাহক, ত্রিদোষঘ্ন, তৃষ্ণা-নিবারক এবং দাহ-প্রমেহ-বাতরক্ত-কামলা-কুষ্ঠ ও পাণ্ডু রোগ নাশক॥ ৩৮। ৩৯

কালকাসুন্দা (৪)—কাসমর্দ্দ, অরিমর্দ্দ, কাসারি ও কর্কশ এইগুলি কালকাসুন্দার পর্য্যায়। কাসকাসুন্দা পত্র-রোচক, বৃষ্য, কাস-বিষ ও রক্তদুষ্টি নাশক, মধুর, কফবাতঘ্ন, পাচক, কণ্ঠবিশোধক, বিশেষ কাসহর, পিত্তঘ্ন, সংগ্রাহক ও লঘু॥ ৪০। ৪১

ছোলা শাক—ইহা রোচক, দুর্জর, কফবাত-কারক, অম্লরস, বিষ্টম্ভজনক, পিত্তনাশক ও দন্তশোথ হারক॥ ৪২

মটর শাক—ইহা ভেদক, লঘুপাক, তিক্তরস ও ত্রিদোষঘ্ন॥ ৪৩

সরিষা শাক—ইহা কটু, বহুমলমূত্রকারক, গুরু, অম্লপাক, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ত্রিদোষঘ্ন, সক্ষার, লবণরস, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও স্বাদু। শাকের মধ্যে সর্ষপ-শাক নিন্দিত॥ ৪৪

অথ পুষ্প শাক।

বক পুষ্পের গুণ—ইহা শীতবীর্য্য, চাতুর্থক জ্বর নিবারক, নক্তান্ধ্য (রাতকাণা) নাশক, তিক্ত-কষায়রস, কটুবিপাক এবং পীনস-শ্লেষ্ম-পিত্ত ও বাত প্রশমক॥ ৪৫

কদলী পুষ্প (মোচা)—স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়রস, গুরু, শীতবীর্য্য, বাতপিত্ত-রক্তপিত্ত ও ক্ষয় নাশক॥ ৪৬

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। চঞ্চুকে হিন্দীতে চঞ্চু, চেবুণা, মহারাষ্ট্রে লঘু চঞ্চু, থোরচঞ্চু, গুজরাটে ছচ, বাজগরিনীভাজী, তৈলঙ্গে চিন্তচেট্টু বলে। ল্যাটিন Carchorus acutangularis.

(২) দেশভেদে নামভেদ। হেলেঞ্চা শাককে হিন্দীতে হুরহুর, হুরহুল, বোম্বায়ে হুরহুচী ও উৎকলে হিলমিচা বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। সুষুণি শাককে হিন্দুস্থানে চৌপতিয়া, উটিংগণ, গুর্ডুবা, উটিংগণকেরীজ, শিরীয়ারী, মহারাষ্ট্রে কুরডু, কর্ণাটে কুরড়াকে ও খড়কড়িরই, তৈলঙ্গে [illegible], উৎকলে চুনছুনিয়া, গুজরাটে [illegible], [illegible] ফারসীতে [illegible], [illegible] ল্যাটিন নাম Blepharis Edulis.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কালকাসুন্দাকে হিন্দী নাম কসোন্দী, মহারাষ্ট্রে [illegible], গুজরাটে কাসোন্দ্রী, কর্ণাটে [illegible], [illegible] গুর্পুতাড্যং বলে। ইংরাজী Round Podded cassia. ল্যাটিন নাম Cassia sophera.

শজিনা ফুল—কটু, তীক্ষোষ্ণবীর্য্য, স্নায়ুশোথকারক, এবং ইহা কৃমি-কফ-বাত-বিদ্রধি-প্লীহ ও গুল্ম নাশক। রক্তশজিনা ফুল—নেত্রহিত এবং রক্তপিত্ত-প্রশমক॥ ৪৭

শিমুল ফুল—ইহা ঘৃত সৈন্ধবে পাক করিয়া খাইলে দুঃসাধ্য প্রদর রোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়। শিমুল ফুল—রসে ও পাকে মধুর-কষায়, শীতল, গুরু, কফ-পিত্ত-রক্তদুষ্টিনাশক, মলসংগ্রাহক ও বাতজনক॥৪৮।৪৯

অথ ফলশাক।

কুষ্মাণ্ডের নাম ও গুণ (১)—কুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল, পীতপুষ্প ও বৃহৎফল এইগুলি কুষ্মাণ্ডের নাম। কুষ্মাণ্ড—বৃংহণ, বৃষ্য, গুরুপাক এবং পিত্তরক্ত ও বাতনাশক। কচি কুষ্মাণ্ড—পিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য। মধ্যম কুষ্মাণ্ড—কফকারক। পাকা কুমড়া—নাতি-শীতবীর্য্য, স্বাদু, সক্ষার, অগ্নিদীপক, লঘুপাক, বস্তি-শুদ্ধিকর, চিত্তবিকার ও সর্ব্বদোষনাশক॥ ৫০। ৫১

কর্কারু—(ক্ষুদ্রজাতি কুষ্মাণ্ড) কুষ্মাণ্ডীর অপর নাম কর্কারু। ইহা—সংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত-হর ও গুরু। পক্বকুষ্মাণ্ডী—তিক্তরস, অগ্নিকারক, সক্ষার ও কফবাতনাশক॥ ৫২

অলাবু (২)—(লাউ) ইহার অপর নাম তুম্বী। অলাবু দুই প্রকার—একপ্রকার দীর্ঘাকার, অন্যপ্রকার বর্ত্তুলাকার। মিষ্ট লাউ—হৃদ্য, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, গুরু, বৃষ্য, রুচিকর, ধাতু ও পুষ্টিবর্দ্ধক॥ ৫৩

তিত লাউ (৩)—ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী, তুম্বী ও মহাফলা এই কয়টি তিতলাউএর নাম। ইহা—শীতবীর্য্য, হৃদ্য, তিক্তরস, কটুবিপাক এবং পিত্তকাস-বিষ-বাতপিত্ত ও জ্বরনাশক॥ ৫৪

কর্কটী (৪)—(কাঁকুড়) ইহার অপর নাম এর্ব্বারু। অপক্ব কাঁকুড়—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গ্রাহী, মধুররস, গুরুপাক, রোচক ও পিত্তনাশক। পাকা কাঁকুড়—তৃষ্ণা-পিত্ত-অগ্নিকারক॥ ৫৫

চিচিঙ্গে (৫)—চিচিণ্ড ও গৃহকূলক এই দুইটি চিচিঙ্গার নাম। চিচিঙ্গা দীর্ঘাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ রেখা-বিশিষ্ট। ইহা—বাতপিত্তনাশক, বলকর, পথ্য ও রুচিপ্রদ। শোষরোগির পক্ষে অতি হিতকর। চিচিঙ্গা পটোল অপেক্ষা গুণে কিঞ্চিৎ ন্যূন॥ ৫৬

করলা ও উচ্ছে (৬)—কারবেল্ল ও কঠিল্ল এই দুইটি করলার নাম। ক্ষুদ্রজাতি করলাকে অর্থাৎ উচ্ছেকে কারবেল্লী কহা যায়। করলা—শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘু, তিক্তরস, অবাতল (অদ্ররাতজনক), ইহা—জ্বর-পিত্ত-কফ-রক্ত-পাণ্ডু-মেহ ও কৃমিনাশক। উচ্ছেরও এই সকল গুণ আছে, তবে উচ্ছে বিশেষ অগ্নিদীপক ও লঘু॥ ৫৭।৫৮

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। কুমড়াকে হিন্দীতে কুমড়া, পেঠা, কোহড়া, তৈলঙ্গে গুম্মড়ি, পুল্লাহা বর্ডাকা, উৎকলে কখারু, পানীকখারু, মহারাষ্ট্রে কোহোল্লা, গুজরাটে ভুরুংকোলুং, কর্ণাটে দারকো-হোল্লা, ফারসীতে ভুরাকুদু, আরবীতে মহদ্দেবা বলে। ইংরাজীতে Pumpkin. ডাক্তারী নাম Benincassa cerifera. বিনাইনকেসা সেরিফেরা।

(২) দেশভেদে নামভেদ। লাউয়ের নাম হিন্দীতে কট্টু মিঠী, তোম্বী লম্বালৌআ, গ্রহালৌআ, রাম-তোরঈ, মহারাষ্ট্রে দুধ্যাভোংপল্লা, গুজরাটে দুধীযুং, দুধলুং, কর্ণাটে কড়ুংউবলকায়ি, তৈলঙ্গে তীয়াতুখড়ী-কায়া, ফারসীতে কুদুশিরিন্ কুদুএদরোজ, আরবীতে যুক্তিনেহলুকরা, ইংরাজীতে Vhite gourd. ল্যাটিনে Cucurbita lagenaria. ডাক্তারী নাম Cagenaria vulgaris. ক্যাগেনেরিয়া ভলগেরিস্।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। তিতলাউকে হিন্দীতে তিতলৌকী, কড়বীতোম্বী, মহারাষ্ট্রে কড়ু-ভোংপল্লা, কর্ণাটে কড়ুদুধী, কহীসোরে, তৈলঙ্গে চেতি-আনব, গুজরাটে কড়বীতুংবড়ী, ফারসীতে কুদুতল্খ, আরবীতে করউলমুর বলে। ইংরেজীতে Bottle gourd. ডাক্তারী নাম Wild variety of Lagenaria vulgaris. ওয়াইল্ড ভেরাইটী অফ্ ল্যাগে-নারিয়া ভলগারিস্।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। বড় কাঁকুড়কে হিন্দু-স্থানে ককড়ী, মহারাষ্ট্রে কাংকড়ী, বাল্লুক-কাংকড়ী, কর্ণাটে কোয়-সৌত, তৈলঙ্গে দোসকায়া, ফারসীতে খ্যাটজাব, দরংজ খ্যারদরাজ, আরবীতে কিদ্সাকবদ্ বলে। ইংরাজীতে Cucumber. ল্যাটিন নাম Cucunis Sativus.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। চিচিঙ্গেকে হিন্দু-স্থানে চচেণ্ডা, চিচেংড়া, মহারাষ্ট্রে টরকাংকড়ী, গুজ-রাটে পংড়োলাং, তৈলঙ্গে পোটলাকায়া, ইংরাজীতে Snake gourd. বলে। ডাক্তারী নাম Trichasanthis anguinae. টিকেস্যান্থিস্ অ্যাঙ্গুইনি।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। করেলা ও উচ্ছেকে হিন্দীতে করেলা, করেলী, তৈলঙ্গে করিলা, কাকরকায়া, উৎকলে শলরা, মহারাষ্ট্রে কারলেং, ক্ষুদ্রকারলী, লঘু-কারলী, গুজরাটে কারেলা, কড়বাবেলা, কর্ণাটে হাগল, ফারসীতে কারেলাহ, আরবীতে কিস্সা, উলহিমার বলে। ইংরাজীতে Hairy Mordica. ডাক্তারী নাম Momardica Charantia. মোমার্ডিকা কারান্টিয়া।

মহাকোষাতকী (১)—(ধুধুল) মহা—কোশাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। মহাকোষাতকী—স্নিগ্ধ এবং রক্ত-পিত্ত ও বায়ুনাশক॥ ৫৯

ঝিঙ্গে (২)—ধামার্গব, পীতপুষ্প, জালিনী, কৃতবেধনা, রাজকোশাতকী ও রাজিমৎফলা এইগুলি ঝিঙ্গের পর্য্যায়। ইহা—শীতবীর্য্য, মধুররস, কফবাতকর, পিত্তঘ্ন, অগ্নিদীপক এবং শ্বাস-জ্বর-কাস ও কৃমিনাশক॥ ৬০।৬১

পটোল (৩)—পটোল, কুলক, তিক্ত, পাণ্ডুক, কর্কশচ্ছদ, রাজীফল, পাণ্ডুফল, রাজেয়, অমৃতফল, বীজগর্ভ, প্রতীক, কুষ্ঠহা ও কাসভঞ্জন এইগুলি পটোলের পর্য্যায়। পটোল—পাচক, হৃদ্য, বৃষ্য, লঘু, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং কাস-রক্ত-জ্বর-ত্রিদোষ ও কৃমিনাশক। পটোলের মূল সুখবিরেচক। ইহার নাল (ডাঁটা) শ্লেষ্মহর, পত্র-পিত্তহর এবং ফল ত্রিদোষহর। তিক্ত পটোলিকারও গুণ এইরূপ॥ ৬২—৬৫

কুন্দুরু (৪) - (কুঁদরুকী ও তেলাকুচা) বিম্বী, রক্তফলা, তুণ্ডী, তুণ্ডীকেরী, বিম্বিকা, ওষ্ঠোপমফলা ও পীলুপর্ণী এইগুলি কুন্দুরুর পর্য্যায়। কুন্দুরু—স্বাদু, শীতবীর্য্য, গুরু, পিত্ত-রক্ত-বাতনাশক, স্তম্ভন, লেখন, অরোচক, বিবন্ধ ও আধ্মানকারক॥ ৬৬।৬৭

(১) দেশভেদে নামভেদ। ধুঁধুলকে হিন্দুস্থানে ঘিয়াতোরঙ্গ, নেনুআ, তৈলঙ্গে পুচ্ছাবীরকায়া, এনুগবীর, উড়িষ্যায় তরড়ি, মহারাষ্ট্রে ঘোসাল্লী, পারোশী, গুজরাটে গলকাং, কর্ণাটে অর্বহিরে, ফারসীতে খিয়ার বলে। ডাক্তারী নাম Laffu aegyptiaca. লাফ্‌ফু জিপ্টিএকা।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ঝিঙ্গাকে হিন্দীতে তোরঈ, কড়ুয়ী তোরঈ, ঝিমনী, মহারাষ্ট্রে কড়ুদোড়কী, ঘোরাসী, কড়ু শিরাল্লী, তৈলঙ্গে চেদুবির্কায়া, কর্ণাটে কাহিরে, ফারসীতে তুরীয়েতলুখ বলে। ইংরাজীতে Bitter Luffa. ল্যাটীন নাম Luffa amara.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। পটোলের নাম হিন্দীতে পরবল, মহারাষ্ট্রে পড়বল্ল ও পড়োল, কর্ণাটে কোহিপড়বল, তৈলঙ্গে কোম্মুপটোল, গুর্জ্জরদেশে চুরনিহার, কপিলরুর্ণী, তামিলে কোম্বুপুড়লৈ এবং কান্যকুব্জে নোরহড়ী বলে। ডাক্তারী নাম Trichosanthes dioclo Roxb. ট্রিকোসেন্থিস্ ডায়ক্লো রক্সব।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কুন্দরুকীকে হিন্দুস্থানে কন্দুরী, মহারাষ্ট্রে তোণ্ডতোংডলী, গুজরাটে ঘোলাংঘিঠোং বলে।

শিম্বি (৫)—(শিম) শিম্বি দ্বিবিধ, এক প্রকারকে শিম্ব বা শিম্বী, অপর প্রকারকে পুস্তশিম্বী বা পুস্তকশিম্বিকা কহে। শিম্বিদ্বয় রসে ও পাকে মধুর, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বলকর, দাহজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক॥ ৬৮

কোলশিম্বি—(কট্‌রা শিম) কোলশিম্বি, কৃষ্ণফলা ও পর্য্যঙ্কপাটিকা এইগুলি কোলশিম্বের নাম। কোলশিম্বি—বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তবর্দ্ধক, শুক্র ও অগ্নিমান্দ্যকারক, বৃষ্য, রুচিকর, মলবিবন্ধক ও গুরু॥ ৬৯

শোভাঞ্জনফল (৬)—(শজিনা খাড়া) ইহা স্বাদু, কষায়, কফপিত্তহর এবং শূল-কুষ্ঠ-ক্ষয়-শ্বাস ও গুল্মনাশক। ইহা অতীব অগ্নিদীপক॥ ৭০

বেগুন (৭)—বৃন্তাক, বার্ত্তাকু, ভণ্টাকী ও ভাণ্টিকা এইগুলি বেগুনের পর্য্যায়। বার্ত্তাকু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তে। বেগুন—স্বাদু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, অপিত্তল (ঈষৎ পিত্তকর), জ্বর-বাত-কফনাশক, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক ও লঘু। কচিবেগুন—কফপিত্তনাশক, পাকাবেগুন—পিত্তকর ও লঘু। অঙ্গারাগ্নিপাচিতবেগুন—কিঞ্চিৎ পিত্তকর, কফ-মেদঃ-বায়ু ও আম নাশক, লঘু এবং অগ্নিদীপক। কিন্তু উহাতে তৈল ও লবণ সংযুক্ত করিয়া খাইলে উহা স্নিগ্ধ ও গুরুপাক হইয়া থাকে। কুক্কুটডিম্ব সদৃশ একপ্রকার শ্বেতবেগুন আছে, তাহা উক্ত বেগুন অপেক্ষা হীনগুণ। অর্শোরোগে বিশেষ হিতকর॥ ৭১—৭৪

ডিণ্ডিশ (ঢেঁড়শ) (৮)—ডিণ্ডিশ, রোমশফল ও মুনিনির্ম্মিত এইগুলি ঢেঁড়শের নাম। ঢেঁড়শ—রুচিকারক, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, শীতবীর্য্য, বাতজনক, রুক্ষ, মূত্রকারক ও অশ্মরীহারক॥ ৭৫

(৫) দেশভেদে নামভেদ। শিমকে ও কোলশিম্বীকে হিন্দুস্থানে সেম, সুঅরাসেম, গোজিয়াসেম, শোম, মহারাষ্ট্রে খড়সাংবল্ল, আবঈচী শেংগ, গুজরাটে পরবোলিয়া, তরবাবড়ী, তৈলঙ্গে কারুচিকটু, আরবীতে গলাফুলগোল বলে। ল্যাটিনে Canavalia Ensiformis.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। শজিনা ডাঁটাকে হিন্দীতে সোহিঞ্জন ফল ও তৈলঙ্গে মুনগপংডু বলে।

(৭) দেশভেদে নামভেদ। বেগুণকে হিন্দুস্থানে বৈংগন, ভণ্টা, ভটা, মহারাষ্ট্রে বাংগে, গুজরাটে রিংগণা, রিংগনী, কর্ণাটে বদনে, তৈলঙ্গে বংকায়া, উৎকলে বাইগুণ, তামিলে, কুঠিরেকই, ফারসীতে বাদংজান, আরবীতে বাদ্‌জান, বলে। ল্যাটিনে Solanum Melongena. ইংরাজী নাম Bringle.

(৮) দেশভেদে নামভেদ। ঢেঁড়শের নাম হিন্দীতে ঢেঁড়সে ফল॥ ৭৫

পাণ্ডার—ইহা শীতল, বলকর, পিত্তঘ্ন, রুচিকারক, পাকে লঘু বিশেষতঃ ইহা বিষের শান্তিকর ॥ ৭৬

কর্কোটকী—(খেখ সা) (১)—কর্কোটকী পীতপুষ্প ও মহাজালী এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। কর্কোটী মলহারক, কুষ্ঠ-হৃল্লাস ও অরুচিনাশক, শ্বাস-কাস ও জ্বরপ্রশমক, কটুপাক এবং অগ্নির দীপক ॥ ৭৭

ডোড়িকা (২)—(করেরুআ) ডোডিকা, বিষমুষ্টি, ডোডী ও সুমুষ্টিকা এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ডোডিকা—পুষ্টিকর, বৃষ্য, রোচক, অগ্নিপ্রদ, লঘু এবং পিত্ত-কফ-অর্শঃ-কৃমি-গুল্ম ও বিষজ-রোগ নাশক ॥ ৭৮

কণ্টকারী ফল—তিক্ত-কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা শ্বাস-কাস-জ্বর-বাত ও কফনাশ করে ॥ ৭৯

অথ নাল শাক।

সর্ষপ নাল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক এবং বাত-শ্লেষ্ম-ব্রণ-কণ্ডু-কৃমি-দদ্রু ও কুষ্ঠ প্রশমক ॥ ৮০

অথ কন্দ শাক।

শূরণ অর্থাৎ ওল (৩)—শূরণ, কন্দ, ওল, কন্দল ও অর্শোঘ্ন এইগুলি ওলের পর্য্যায়। ওল—অগ্নি-দীপক, রুক্ষ, কষায়, কণ্ডুজনক, কটু, বিষ্টম্ভী, বিশদ, রোচক, কফ ও অর্শোনাশক এবং লঘুপাক। অর্শোরোগে ইহা বিশেষ পথ্য। ওল প্লীহা ও গুল্মনাশক। সকল প্রকার কন্দ শাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ। দদ্রু-কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত-রোগিগণের পক্ষে ইহা হিতকর নহে। ওলের সন্ধান করিলে (আচার বিশেষ করিলে) তাহা অধিক-তর গুণকর হইয়া থাকে ॥ ৮১—৮৩

আলু (৪)—আরু আরুক আলুকও বীরসেন এই কয়টি আলুর পর্য্যায়। প্রধানতঃ আলু ছয় প্রকার, যথা—কাষ্ঠালুক, শঙ্খালুক, হস্ত্যালুক, পিণ্ডালুক, মধ্বালুক ও রক্তালুক। (টীকা—কাষ্ঠালু কাঠিন্য-যুক্ত আলু যাহা কাঠালু নামে খ্যাত। শঙ্খালু—শঙ্খবৎ শ্বেতবর্ণ আলু অর্থাৎ শাঁখআলু। হস্ত্যালু যাহা অতি দীর্ঘ ও মহাশরীর। পিণ্ডালু যাহা বর্ত্তুলাকার। মধ্বালুক-যাহা মধুরতা—যুক্ত ও রোমা-ন্বিত। রক্তালুক অর্থাৎ লাল আলু)। সকল প্রকার আলুই-শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, মধুররস, গুরুপাক, মল-মূত্র নিঃসারক, রুক্ষ, দুর্জ্জর, রক্তপিত্ত নাশক, কফানিল কর, বলপ্রদ, বৃষ্য এবং অল্প স্তন্যবর্দ্ধক ॥ ৮৪।৮৫

আলুকী (রক্তালু ভেদ)—এক প্রকার লাল আলু আছে, তাহা সরু ও লম্বা, তাহাকে আলুকী কহে। আলুকী-বলকারক, স্নিগ্ধ, গুরু, হৃদয়গ্রাহ-কফনাশক ও বিষ্টম্ভকারক। ইহা তৈলপক্ক করিয়া খাইলে অতি রুচিপ্রদ হয় ॥ ৮৬

মূলক (মূলা) (৫)—মূলা দুই প্রকার—লঘুমূলক ও বৃহৎমূলক। শালা মর্কটক, বিস্র, শালেয়, মরুসম্ভব, চাণক্যমূলক, তীক্ষ্ণ ও মূলকপোতিকা এইগুলি লঘু মূলকের জাতিভেদ। নেপাল দেশ জাত এক প্রকার মূলক আছে, তাহা গজদন্তবৎ। লঘু মূলক-কটু, উষ্ণ-বীর্য্য, রোচক, লঘু, পাচক, ত্রিদোষহর, স্বরহিত, জ্বর-শ্বাস-নাসারোগ-কণ্ঠরোগ ও নেত্ররোগনাশক। বৃহৎ-মূলক—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও ত্রিদোষজনক কিন্তু তাহা তৈলাদি স্নেহ পদার্থের সহিত স্নিগ্ধ করিলে ত্রিদোষ নাশ করিয়া থাকে ॥ ৮৭—৯০

গাজর (৬)—গাজর, গৃঞ্জন ও নারঙ্গ বর্ণক (পাঠান্তর-নাগরবর্ণক) এই কয়টি গাজরের নাম।

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। কাঁকরোলকে হিন্দুস্থানে খেখসা, ককোড়া, মহারাষ্ট্রে কাংটলী, কটোলী, গুজরাটে কংটোলী, তৈলঙ্গে অগোরকর বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ডোডাকে হিন্দীতে ডোডী, মহারাষ্ট্রে বিষডোডা, গুজরাটে কড়বো খড়খোরো, কর্ণাটে দোড়িকর্গসপে বলে।

(৩) দেশভেদে নামভেদ। ওলকে হিন্দুস্থানে সুরনজিমীকন্দ, তৈলঙ্গে মংচাকন্দা, দোলকন্দা, বোম্বায়ে জংলিশূরণ, তামিলে স্বরণ, কর্ণাটে স্বরণ ও সুরণা, মহারাষ্ট্রে গোড়াস্বরণ, গুজরাটে স্বরণ, ফারসীতে ওল বলে। ডাক্তারী নাম Arum companulatum. অরম কম্প্যানিউলেটাম্। ল্যাটিন নাম Amophophallus paniculatus.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। আলুকে হিন্দীতে রতালু, পিণ্ডালু, কাঁদু, শকরকন্দী, মহারাষ্ট্রে রতালেং, গোড়েং রতালেং, গুজরাটে রতালু, শকরকন্দ, শ্বেতালু, তৈলঙ্গে চিরগেড্ডু, কর্ণাটে কেম্পিনংহেড়ল, ঝিলিম হেংড়ল, তামিলে যামংকোল্লং, উৎকলে খরাআলু, ফারসীতে জরদাক লাহোরী বলে। ইংরাজী নাম Sweet potato.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। মুলার নাম হিন্দুস্থানে মূলী, বড়ীমূলী, মূলা, মূলীকী ফলী, মহারাষ্ট্রে মুলা, চণকমূলী, কর্ণাটে মূলংগী, তৈলঙ্গে মুলংগিচেট্টু, পুতি-দংপা, গুজরাটে মূলা, মুলাফলী, মোগরী, আরবীতে ফজল, বজরুলফজল, ফারসীতে তুখ, তুখ-মতুর্ব, ল্যাটীনে Rapheuus sativus. ডাক্তারী নাম Radish র‍্যাডিস্।

(৬) দেশভেদে নামভেদ। গাজরকে হিন্দীতে গাজর,

গাজর—মধুর-তিক্ত, তীক্ষ্ণ-উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, সংগ্রাহী এবং রক্তপিত্ত-অর্শঃ-গ্রহণী-কফ ও বাত নাশক॥ ৯১

কদলীকন্দ (কেরাকন্দ) (১)—ইহা শীতল, বলকর, কেশহিত, অম্লপিত্তনাশক, অগ্নিকারক, দাহহারক, মধুররস ও রুচিকারক॥ ৯২

মানকন্দ (মানকচু)—মানক ও মহাপত্র এই দুইটি মানকচুর নাম। মানকচু-শোথনাশক, শীতবীর্য্য, পিত্তরক্তহর ও লঘু॥ ৯৩

বারাহীকন্দ—(চামার আলু, গেঠি) (২)—ইহা পিত্তজনক, বলকর, কটু-তিক্ত, রসায়ন, আয়ুর্বর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিকারক এবং মেহ-কফ কুষ্ঠ ও বাতহর॥ ৯৪

হস্তীকর্ণ (৩)—ইহা উষ্ণবীর্য্য, বাতকফনাশক, শীতজ্বর প্রশমক ও স্বাদুপাক। ইহার কন্দ-পাণ্ডু-শোথ-কৃমি-প্লীহ-গুল্ম-আনাহ-উদর-গ্রহণী ও অর্শো রোগ নাশক। ইহা বন্য ওলের ন্যায় গুণকর॥ ৯৫।৯৬

কেমুক (কেঁউ) (৪)—ইহা—কটুপাক, তিক্তরস, গ্রাহী, শীতল, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, হৃদ্য, বাতজনক ও কটু। ইহা কফ-পিত্ত-জ্বর-কুষ্ঠ-কাস-প্রমেহ ও রক্তদুষ্টিনাশক॥ ৯৭

কেস্থুর (৫)—ইহা দ্বিবিধ যথা—মহৎ কেস্থুর ও লঘু কেস্থুর। মহৎ কেস্থুরকে রাজকসেরুক কহে। লঘু কেস্থুর দেখিতে মুস্তাকৃতি, তাহাকে চিচোড় কহা গিয়া থাকে। কেস্থুরদ্বয়—শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়রস, গুরু, পিত্ত-রক্ত-দাহ ও নেত্ররোগ নাশক, সংগ্রাহক, এবং শুক্র-অনিল-শ্লেষ্ম-অরুচি ও স্তন্যকারক॥ ৯৮।৯৯

শালূক (কসেরু ভিসীড়া)—পদ্মাদির কন্দকে শালূক, বা করহাট এবং মৃণালমূলকে ভিস্যাণ্ড বা শালূক কহা যায়। শালূক—শীতল, বৃষ্য, পিত্ত-দাহ ও রক্তদুষ্টিনাশক, গুরুপাক, দুর্জ্জর, স্বাদুপাক, স্তন্য-অনিল ও কফপ্রদ, সংগ্রাহী, মধুর এবং রুক্ষ। ভিস্যাণ্ডও (মৃণালের মূলও) শালূকবৎ গুণকর জানিবে॥ ১০০।১০১

বাল (অতি কচি), অনার্ত্তব, জীর্ণ, ব্যাধিত বা কৃমিভক্ষিত সকল কন্দই বর্জ্জন করিবে। অথবা যাহা অগ্ন্যাদি দূষিত, অতিজীর্ণ, অকালসম্ভূত, অতৈলাদি সিদ্ধ, রুক্ষ বা অশুভস্থানজ, তৎসমুদয়ও পরিত্যাগ করিবে। যে সকল শাক অতি কর্কশ বা অতি কোমল অথবা অতিশীত বা ব্যালাদি দূষিত কিংবা সংশুষ্ক, সে সকল শাক খাইবে না। তবে শুষ্কমূলক খাওয়া যাইতে পারে॥ ১০২। ১০৩

সংস্বেদজ শাক (৬)—(ভুঁইছাতু, পোয়ালছাতু প্রভৃতি) এবং তাহাদের নাম ও গুণ—ভূমিচ্ছত্র ও শিলীন্ধ্রক এই দুইটি সংস্বেদজ শাকের নাম। ভূমিতে গোময়ে কাষ্ঠে ও বৃক্ষাদিতে সংস্বেদজ শাক জন্মে। সংস্বেদজ সকল শাকই (ছাতু বা ছাতা) শীতবীর্য্য, দোষপ্রকোপক ও পিচ্ছিল। ইহারা গুরুপাক, বমি-অতিসার-জ্বর ও শ্লেষ্মরোগজনক। যে সকল সংস্বেদজ শাক (ছাতা) পবিত্র স্থানে কাষ্ঠে বংশে বা গোময়ে জন্মে এবং শুভ্রবর্ণ হয়, তাহারা অতি দোষজনক নহে। তদ্ভিন্ন সমস্তই অতি গর্হিত জানিবে॥ ১০৪—১০৬

জঙ্গলীগাজর, গোলমূলী, মহারাষ্ট্রে গাজর, রানগাজর, কর্ণাটে চড়িকেয়মুলংগি, সেঠীমুলং, গুজরাটে গাজর, পঞ্জালুগাজর, অড়বাউগাজর, তৈলঙ্গে গৃঞ্জনং, ফারসীতে জর্দ্দক, গজর, গজরেদস্তি, তুখমেজর্দ্দক, আরবীতে জজর, জজরেবৌরং, বজরুল-জজর বলে। ইংরাজী নাম Carrotroot.

(১) দেশভেদে নামভেদ। কদলীকন্দ নাম হিন্দুস্থানে কেরাকন্দ ও তৈলঙ্গে অরটি দুংপ।

(২) দেশভেদে নামভেদ। চামার আলুকে হিন্দীতে গেংঠী, ভিৰ্ব্বোলীকন্দ, মহারাষ্ট্রে ডুকরকন্দ, গুজরাটে বারাহী কন্দ, সুঅরিয়া, সাসিবণা বেলা, কর্ণাটে হংদিগেড্ডে, তৈলঙ্গে ব্রাহ্মদংড্ডিচেট্টু, পাচিতোকে, নেলতাড্ডিচেট্টু বলে। ল্যাটিন নাম Diorcorea sativa.

(৩) দেশভেদে নামভেদ। গজকর্ণকে হিন্দীতে সুর্খা আলু, মহারাষ্ট্রে অল্লবাচা কান্দা, গুজরাটে অলবী, তৈলঙ্গে মারকন্দা, আরবীতে হুআং কলকাস বলে। ইংরাজী Great Leaved c ledium. ল্যাটিন নাম [illegible]indicum.

(৪) দেশভেদে নামভেদ। কেমুককে হিন্দীতে কেউঁআ, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কোবী, ফারসীতে করম, আরবীতে কংবকরব বলে। ইংরাজী নাম Cobbage.

(৫) দেশভেদে নামভেদ। কেশুরকে হিন্দুস্থানে চিচোড়, কসেরু, মহারাষ্ট্রে কচরা, ফুরডা, কর্ণাটে কসেরুবা, সেকিনগড়ে এবং তৈলঙ্গে ইট্টিকোতি বলে। ডাক্তারী নাম Kysoor cipuss. কেশুর সিপাস্। ল্যাটীন নাম Scripus Kysoor.

(৬) দেশভেদে নামভেদ। ভুঁইছাতাকে হিন্দুস্থানে সাংপকীছত্রী, ছাতা, ছতোনা; মহারাষ্ট্রে ভুঁইফোড়, অলম্বী, কোকণে কালিম, গুজরাটে ফুগা, বীলাদড়া-নীবলী বলে। ল্যাটীন Fungi, ইংরাজী নাম Mushroom.

ইতি শ্রীলটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে শাকবর্গঃ।

অথ মাংসবর্গ।

মাংসের নাম ও গুণ—মাংস, পিশিত, ক্রব্য, আমিষ, পলল ও পল এইগুলি মাংসের পর্য্যায়। সকল মাংসই-বাতহর, বৃংহণ, বলপুষ্টিকারক, প্রীতিজনক, গুরু, হৃদ্য, মধুররস ও মধুরবিপাক ॥ ১

মাংসবর্গ দ্বিবিধ যথা—জাঙ্গল মাংস ও আনূপ মাংস। **জাঙ্গল মাংসের লক্ষণ ও গুণ**—জঙ্ঘাল, বিলস্থ, গুহাশয, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্য এই আট প্রকার জাঙ্গল জাতি। জাঙ্গল মাংস সকল—মধুর-কষায়রস, রুক্ষ, লঘু, বলকারক, বৃংহণ, বৃষ্য, অগ্নিদীপক ও দোষনাশক। জাঙ্গলমাংস—মূকত্ব-মিন্মিনবচনত্ব-গদ্গদবচনত্ব-অর্দ্দিত-বধিরতা-অরুচি-বমি-প্রমেহ-মুখজরোগ-শ্লীপদ-গলগণ্ড ও বাতরোগ নাশ করে ॥ ২—৫

আনূপ মাংসের লক্ষণ ও গুণ—কূলেচর, প্লব, কোশস্থ, পাদিন ও মৎস্য এই পাঁচপ্রকার আনূপজাতি। আনূপমাংস—মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরু, অগ্নিমান্দ্যকর, শ্লেষ্মজনক ও পিচ্ছিল। মাংস ও পুষ্টি-বর্দ্ধক এবং অভিষ্যন্দী। আনূপমাংসসকল প্রায়ই পথ্যতম ॥ ৬। ৭

জঙ্ঘালদিগের গণনা ও বিশিষ্ট গুণ—হরিণ, এণ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, পৃষত, ন্যঙ্কু, শম্বর, রাজীব ও মুণ্ডী প্রভৃতি মৃগবিশেষকে জঙ্ঘাল কহা যায়। হরিণ—তাম্রবর্ণ, এণ-কৃষ্ণবর্ণ, কুরঙ্গ-ঈষৎ তাম্র-বর্ণ, ইহা এণতুল্যাকৃতি ও মহান্। ঋষ্য—নীলাঙ্গক, ইহা সরোঙ্গ নামে লোকে প্রসিদ্ধ। পৃষত—ইহার অঙ্গ চন্দ্রবিন্দুবৎ চিহ্নে অঙ্কিত, ইহা হারণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। ন্যঙ্কু—বহুশৃঙ্গবিশিষ্ট। শম্বর—গবয় অর্থাৎ গলকম্বল শূন্য গোসদৃশ পশু, ইহা বৃহদাকার। রাজীব-ইহার সর্ব্বাবয়ব রেখাদ্বারা অঙ্কিত। শৃঙ্গহীন যে মৃগ তাহাকে মুণ্ডী কহা যায়। প্রায় সকল জঙ্ঘালমাংসই পিত্তশ্লেষ্মহর, কিঞ্চিৎবাতবর্দ্ধক, লঘু ও বলবর্দ্ধক ॥ ৮—১২

বিলেশয়ের গণনা ও গুণ—গোধা (গো-সাপ), শশ, ভুজঙ্গ, আখু (ইন্দুর) ও শল্লকী প্রভৃতি যে সকল জন্তু বিলে (গর্ত্তে) বাস করে, তাহাদিগকে বিলেশয় কহে। বিলেশয়ের মাংস—বাতহর, মধুর রস, মধুরবিপাক, বৃংহণ, মলমূত্র বিবন্ধকারক ও উষ্ণবীর্য্য ॥ ১৩

গুহাশয়ের গণনা ও গুণ—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, তরক্ষু (নেকড়ে), ঋক্ষ, দ্বীপী (চিতাবাঘ), বভ্রু (স্থূল-পুচ্ছ রক্তনেত্র, নকুল ভেদ), জম্বুক (শৃগাল) ও মার্জ্জার প্রভৃতিকে গুহাশয় কহে। ইহাদের মাংস—বাতহর, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ ও বল-কারক। নেত্ররোগির ও গুহ্যরোগির গুহাশয় মাংস সদা হিতকর ॥ ১৪। ১৫

পর্ণমৃগের গণনা ও গুণ—বনৌকা (বানর), বৃক্ষবিড়াল ও বৃক্ষমর্কটিকা (রুবী) প্রভৃতিকে সুশ্রুতাদি মহর্ষিগণ পর্ণমৃগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহাদের মাংস—বৃষ্য, চক্ষুষ্য, শোষরোগির হিতকর, শ্বাস-অর্শঃ ও কাস-প্রশমক এবং মলমূত্র প্রবর্ত্তক ॥ ১৬। ১৭

বিষ্কিরের গণনা ও গুণ—বর্ত্তকা, লাব, বর্ত্তীর, কপিঞ্জল তিত্তির, কুলিঙ্গ ও কুক্কুটাদি পক্ষিগণকে বিষ্কির কহা যায়। এই সকল পক্ষী ভক্ষ্যদ্রব্য বিকীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে বিষ্কির কহে। গৌরতিত্তিরিকে লোকে কপিঞ্জল কহে। (কুলিঙ্গ—গবরৈআ নামে লোকে প্রসিদ্ধ।) বিষ্কিরমাংস—মধুর-কষায় রস, শীতবীর্য্য, কটুবিপাক, বলকর, বৃষ্য, ত্রিদোষঘ্ন, লঘু ও সুপথ্য ॥ ১৮—২০

প্রতুদের গণনা ও গুণ—কাঁসকণ্ঠ, হারীত, কপোত, শতপত্রক (পাঠান্তর—ধবল, পাণ্ডু, হারীত, চিত্রপক্ষ বৃহচ্চুক কাঠ্‌ঠোকরা) পারাবত, খঞ্জরীট ও পিক-প্রভৃতিকে প্রতুদ কহে। ঠোঁট দিয়া তাড়নপূর্ব্বক ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে প্রতুদ কহা যায়। (হারীত—হারিল নামে লোকে খ্যাত।) প্রতুদমাংস—মধুর-কষায়-রস, পিত্ত-কফনাশক, শীতবীর্য্য, লঘু, মলবিবদ্ধক ও কিঞ্চিদ্বাতজনক ॥ ২১। ২২

প্রসহের গণনা ও গুণ—কাক, গৃধ্র, উলূক (পেঁচা), চিল, শশঘাতক (বাজ), চাষ (নীলকণ্ঠ বা সোনাচড়া), ভাস (গৃধ্র বিশেষ) ও কুরর (করা-কুর) প্রভৃতিকে প্রসহ কহা যায়। প্রসহ অর্থাৎ হঠাৎ ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে প্রসহ কহে। প্রসহমাংস—উষ্ণবীর্য্য, যাহারা প্রসহমাংস ভক্ষণ করে তাহাদের শোষ ভস্মক উন্মাদ ও শুক্রক্ষয় হয় ॥ ২৩।২৪

গ্রাম্য পশুর গণনা ও গুণ—ছাগ, মেষ, বৃষ ও অশ্ব, ইহারা গ্রাম্যপশু। ইহাদের মাংস—বাত-হর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফপিত্তজনক, মধুর রস ও মধুরবিপাক, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক ॥ ২৫

কূলেচর জিগের গণনা ও গুণ—সৃমর (মহিষ), গণ্ড (গণ্ডার), বরাহ (শূকর), চমরী

(চমরপুচ্ছ গো) ও হস্তি প্রভৃতি যে সকল পশু জলাশয় সমীপে বিচরণ করে তাহাদিগকে কুলেচর কহে। কূলেচর মাংস—বাতপিত্তহর, বৃষ্য, বলবর্দ্ধক, মধুর রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক ॥ ২৬। ২৭

প্লবের গণনা ও গুণ—হংস, সারস, কারণ্ড, বক, ক্রৌঞ্চ, শরারিকা, নন্দীমুখী, কাদম্ব ও বলাকাদি যে সকল পক্ষী জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে প্লব কহে। (কারণ্ড বা কাচাক্ষ—কপৃদ্দিকাখ্য বৃহদ্বক যাহা খাড়হাস নামে খ্যাত) ক্রৌঞ্চ—শরদ্বিহঙ্গ, যাহা টেঁক বা কোঁচ বক নামে খ্যাত। শরারিকা—যাহা সিন্ধু নামে প্রসিদ্ধ (শরাল)। নন্দীমুখী—যাহার চঞ্চুর উপরি স্থূল-কঠোর ও বৃত্ত-গুটিকা থাকে, সেই পক্ষী নন্দীমুখী নামে অভিহিত। কাদম্ব—করবা নামে খ্যাত। বলাকা—বগুলী নামে প্রসিদ্ধ)। প্লবমাংস—পিত্তহর, স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, বাতশ্লেষ্মজনক, বলবর্দ্ধক, শুক্রকারক ও সারক॥ ২৮। ২৯

কোশস্থের গণনা ও গুণ—শঙ্খ, শঙ্খনখ (ক্ষুদ্র শঙ্খ), শুক্তি, শম্বুক ও কর্কট এবম্বিধ জীব সকল কোশমধ্যে অবস্থিতি করে বলিয়া উহাদিগকে কোশস্থ কহে। কোশস্থের মাংস—মধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তহর, শীতল, বৃংহণ, বহুমলজনক, বৃষ্য ও বলবর্দ্ধক ॥ ৩০।৩১

পাদি জন্তুর গণনা ও গুণ—কুম্ভীর, কূর্ম্ম, নক্র, গোধা, মকর, শঙ্কু, ঘণ্টিক ও শিশুমার প্রভৃতি জন্তুকে পাদী বলা গিয়া থাকে। ইহারা পাদবিশিষ্ট হইলেও গুণে কোশস্থ জীবের তুল্য। (কুম্ভীর—মারক জলজন্তু অর্থাৎ কুমীর। কূর্ম্ম—কচ্ছপ। নক্র—নাক নামে লোকে প্রসিদ্ধ, কুমীর বিশেষ। গোধা—গোহি, জলজন্তু। মকর—মঙ্গর নামে লোকে প্রসিদ্ধ। শঙ্কু—সাকুচা নামে লোকে প্রসিদ্ধ। ঘণ্টিক—ঘরীয়াল নামে লোকে প্রসিদ্ধ। শিশুমার—শুশুক নামে বিখ্যাত।) ॥ ৩২

মৎস্যের নাম ও গুণ—মৎস্য, মীন, বিসার, ঝষ, বৈসারিণ, অণ্ডজ, শকুলী, পৃথুরোমা, সুদর্শন ও রোহিতাদি জীব সকল মৎস্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। মৎস্য—স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, গুরুপাক, কফপিত্তকর, বাতঘ্ন, বৃংহণ, বৃষ্য, রোচক ও বলবর্দ্ধক। যাহারা মদ্যপানাসক্ত, মৈথুনাসক্ত এবং যাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত, তাহাদের পক্ষে মৎস্য বিশেষ হিতকর ॥ ৩৩—৩৫

জলব্যালাদি কতিপয় জন্তুর নাম ও গুণ—হরিণ মাংসের গুণ—হরিণমাংস—শীতল, মলমূত্র বিবন্ধক, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুররস, অম্লবিপাক, সুগন্ধি ও সন্নিপাত নাশক.

এণ-(করীসাইল হরিণ)-মাংসের গুণ—এণমাংস কষায়-মধুররস, পিত্ত-রক্ত-কফ-বাত হর, মলসংগ্রাহী, রোচক, বলকর ও জ্বর প্রশমক ॥ ৩৭

কুরঙ্গমাংসের গুণ—কুরঙ্গমাংস—বৃংহণ, বলকর, শীতল, পিত্তহর, গুরু, মধুররস, বাতনাশক, গ্রাহী ও কিঞ্চিৎ কফ জনক ॥ ৩৮

ঋষ্য (রোঝ)—ঋষ্য, নীলাণ্ডক (পাঠান্তর নীলাঙ্গক) গবয় ও রোঝ এইগুলি ঋষ্য হরিণের পর্য্যায়। ইহার মাংস—মধুররস, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও কফ-পিত্তজনক ॥ ৩৯

পৃষত (চিতরি) মাংস অর্থাৎ পৃষত নামক হরিণ বিশেষের মাংস—স্বাদু, মলসংগ্রাহক, শীতল, লঘু, অগ্নিদীপক, রোচক এবং শ্বাস-জ্বর-ত্রিদোষ ও রক্তদুষ্টি প্রশমক ॥ ৪০

ন্যঙ্কু (বারাহসিঙ্গা) মাংসগুণ—ন্যঙ্কুমাংস—স্বাদু, লঘু, বলকর, বৃষ্য ও ত্রিদোষঘ্ন ॥ ৪১

সাবর মাংস—ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, মধুর রস, মধুর বিপাক, কফপ্রদ ও রক্তপিত্তহর। গুণ সম্বন্ধে রাজীব মাংসও পৃষত মাংসের তুল্য জানিবে ॥ ৪২

মুণ্ডীমাংস—ইহা জ্বর-কাস-রক্ত-দুষ্টি-ক্ষয় ও শ্বাস নাশক এবং শীতল ॥ ৪৩

বিলেশয়—শশ—লম্বকর্ণ, শশ, শূলী, লোমকর্ণ ও বিলেশয় এইগুলি শশ পর্য্যায়। শশমাংস—শীতল, লঘু, গ্রাহী, রুক্ষ, স্বাদু, সদা হিতকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফবাত নাশক ও বাত সাধারণ। ইহা জ্বর অতিসার-শোষ-রক্তদুষ্টি ও শ্বাস রোগনাশক ॥ ৪৪। ৪৫

শজারু—সেধাতু, শল্যক, শ্বাবিৎ এই কয়টি শজারুর নাম। শজারুমাংস—শ্বাস-কাস-রক্তদুষ্টি-শোষ ও ত্রিদোষ নাশক ॥ ৪৬

পক্ষির নাম ও গুণ—পক্ষী, খগ, বিহঙ্গ, বিহগ, বিহঙ্গম, শকুনি, বি, পতত্রী, বিষ্কির, বিকির, ও অণ্ডজ এইগুলি পক্ষির পর্য্যায়। পক্ষীগণের মধ্যে যাহারা ধান্যাঙ্কুর ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের মাংস অতি লঘু। আনূপ পক্ষিমাংস—বলকারক, স্নিগ্ধ ও অতিগুরু ॥ ৪৭। ৪৮

বিষ্কির—বর্ত্তীক (বটের),—বর্ত্তীক, বর্ত্তক ও চিত্র এই কয়টি বটের পক্ষির নাম। অন্য এক প্রকার বর্ত্তীক আছে, তাহাকে বর্ত্তকা কহে। বর্ত্তীক মাংস অগ্নিকর, শীতল, জ্বর ও ত্রিদোষ নাশক, অতিরুচিপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক ও বলকর, বর্ত্তকমাংস বর্ত্তীক মাংস অপেক্ষা অল্পগুণকর ॥ ৪৯

লাব—বিষ্কিরবর্গে লাবপক্ষী চারিপ্রকার আছে, যথা—পাংশুল, গৌরক, পৌণ্ড্রক ও দর্ভর এই কয়টি লাব পক্ষীর পর্য্যায়। লাবমাংস—অগ্নিকর, স্নিগ্ধ

গ্রন্নাশক, গ্রাহী ও হিতকর। পাংশুস লাবমাংস শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। গৌর লাবমাংস অতিলঘু, রুক্ষ, অগ্নিবৰ্দ্ধক ও ত্রিদোষ প্রশমক। পৌণ্ড্রক লাবমাংস-পিত্তকর, কিঞ্চিৎ লঘু ও বাতকফনাশক। দর্ভরলাবমাংস—রক্তপিত্তপ্রশমক, হৃদ্রোগনাশক ও শীতবীর্য্য॥ ৫০—৫২

বার্ত্তীক—বগেরা (১)—বালীক, বৰ্ত্তিচটক (বৰ্ত্তীর, বাতচটক, পাঠান্তর) ও বার্ত্তীক এই কয়টি বার্ত্তীক পক্ষির নাম। ইহার মাংস-মধুররস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ ও কফপিত্তহর॥ ৫৩

কৃষ্ণতিত্তির ও গৌরতিত্তির (২)—তিত্তিরি কৃষ্ণবর্ণ; গৌরবর্ণ হইলে তাহাকে গৌরতিত্তিরি বা কপিঞ্জল কহে। তিত্তিরির মাংস-বলকর, গ্রাহী এবং হিক্কা-ত্রিদোষ-শ্বাস-কাসও জ্বর নাশক। গৌরতিত্তিরি ইহা অপেক্ষা অধিকগুণকর॥ ৫৪

চটক (চড়ুই) (৩)—চটক, কলবিঙ্ক, কুলিঙ্গ ও কালকণ্ঠক এইগুলি চটকের পর্য্যায়। চটকমাংস—শীতল, স্নিগ্ধ, স্বাদু, শুক্রবৰ্দ্ধক, কফকারক ও সন্নিপাত নাশক। গৃহচটকের মাংস অতি শুক্রজনক॥ ৫৫

কুক্কুট ও বনকুক্কুট (৪)—কুক্কুট, কৃকবাকু, কালজ্ঞ, চরণায়ুধ, তাম্রচূড়, দক্ষ, যামনাদী ও শিখণ্ডিক এইগুলি কুক্কুটের পর্য্যায়। কুক্কুটমাংস—বৃংহণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, গুরু, নেত্রহিত, শুক্রকারক, কফবৰ্দ্ধক, বলপ্রদ, বৃষ্য ও কষায়। আরণ্য কুক্কুটমাংস—স্নিগ্ধ, বৃংহণ, শ্লেষ্মকর, গুরু এবং বাত-পিত্ত-ক্ষয়-বমি-ও বিষম জ্বরনাশক॥ ৫৬—৫৮

প্রতুদ—হারীতপক্ষীকে (হরিয়ালকে) রক্ত-পীত ও হারীত পক্ষীও কহে। হারীতমাংস—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তকফনাশক, স্বেদজনক, স্বরকারক এবং ঈষদ্বাতজনক॥ ৫৯

পাণ্ডু ও ধবলপাণ্ডু কপোত—একপ্রকার কপোত চিত্রপক্ষ, পাণ্ডুবর্ণ ও কলধ্বনি, দ্বিতীয় প্রকার কপোত—ধবল পাণ্ডুবর্ণ ও কটুধ্বনি। চিত্রপক্ষ কপোত-মাংস—কফহর, বাতঘ্ন ও গ্রহণীনাশক। ধবলপাণ্ডু কপোত-মাংস রক্তপিত্তহর, শীতবীর্য্য, মধুররস, মধুর-বিপাক, সংগ্রাহী ও বাতপ্রশমক। (চিত্রপক্ষ কপোত পিত্তরোষানামে খ্যাত)॥ ৬০। ৬১

ময়ূর—ময়ূর, চন্দ্রকী, কেকী, মেঘনাব, ভুজঙ্গ-ভুক্, শিখী, শিখাবল, বর্হী, শিখণ্ডী, নীলকণ্ঠ, শুক্লা-পাঙ্গ, কলাপী ও মেঘনাদ এই গুলি ময়ূরের পর্য্যায়। ময়ূরমাংস—মধুররস, মধুরবিপাক, সংগ্রাহী ও বাত-শান্তিকারক॥ ৬২। ৬৩

কবুতর-পায়রা—পারাবত, কলরব, কপোত ও রক্তলোচন এই গুলি কবুতরের পর্য্যায়। কবুতর মাংস—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্ত-পিত্ত ও বায়ুনাশক, সংগ্রাহী, শীতল ও বীর্য্যবৰ্দ্ধক॥ ৬৪

পক্ষিডিম্বের গুণ—পক্ষিডিম্ব—নাতিস্নিগ্ধ, বৃষ্য, স্বাদুপাক, স্বাদুরস, বাতঘ্ন, অতি শুক্রজনক ও গুরুপাক॥ ৬৫

গ্রাম্যবর্গ। ছাগ—ছাগল, বর্কর, ছাগ, বস্ত, অজ, স্তেলক ও স্তভ এই গুলি ছাগের এবং অজা, ছাগী, স্তভা, ছেলিকা ও গলস্তনী এই গুলি ছাগীর পর্য্যায়। ছাগমাংস—লঘু, স্নিগ্ধ, স্বাদুপাক, ত্রিদোষঘ্ন, নাতি-শীতবীর্য্য, অদাহী, স্বাদুরস, পীনসনাশক, অতিবল-কর, রোচক, বৃংহণ ও বীর্য্যবৰ্দ্ধক। অপ্রসূতা ছাগীর মাংস—পীনস-নাশক এবং শুষ্ককাসে অরুচিতে ও শোষ-রোগে হিতকর, ইহা অগ্নির দীপক। ছাগ শিশুর মাংস—অতি লঘুপাক, হৃদ্য, জ্বরহর, অতি সুখকর, অতি বলবৰ্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ। নিষ্কাশিতাণ্ড ছাগের (খাসীর) মাংস—কফজনক, গুরুপাক, স্রোতঃশুদ্ধিকর, বলপ্রদ, মাংস-বৰ্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক। বৃদ্ধ বা ব্যাধিমৃত ছাগের মাংস—বাতজনক ও রুক্ষ। ছাগের মুণ্ড—ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নাশক এবং রুচিপ্রদ॥ ৬৬—৭১

মেঢ়া—(মেষ)। মেঢ্র, মেঢ় (পাঠান্তর ভেড়), হুড়, মেষ, উরণ (পাঠান্তর), উরভ্র, এড়ক, অবি, বৃষ্ণি ও ঊর্ণায়ু এইগুলি মেষের পর্য্যায়। মেষ-মাংস—পুষ্টিকর, পিত্ত-শ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক। অণ্ড-বিহীন মেষ মাংস কিঞ্চিৎ লঘু॥ ৭২। ৭৩

দুম্বা—এড়ক, পৃথুশৃঙ্গ, মেদঃপুচ্ছ ও দুম্বক এই গুলি দুম্বমেষের পর্য্যায়। দুম্বামাংস মেষমাংসেরই তুল্য গুণান্বিত। মেদঃপুচ্ছের মাংস হৃদ্য, বৃষ্য, শ্রম-নাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তশ্লেষ্মকর ও বাতব্যাধি বিনাশক॥ ৭৪।৭৫

বৃষ—বলীবৰ্দ্দ, বৃষভ, ঋষভ, বৃষ, অনড্বান, সৌর-ভেয়, গো, উক্ষা ও ভদ্র এইগুলি বৃষের এবং অঘ্ন্যা, সৌরভেয়ী, মাহেয়ী ও গো এইগুলি গাভীর পর্য্যায়।

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। বার্ত্তীকের হিন্দীনাম বগেরা, বটেরী গুড়গুড়ে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। তৈলঙ্গে তিত্তিরের নাম তোতুকপিট্ট ও বসন্ত গৌর।

(৩) দেশভেদে নামভেদে। চড়াই পাখীকে হিন্দীতে গধরৈয়া, চবুড়ৈয়া ও মহারাষ্ট্রে চিমণা বলে। ডাক্তারী নাম Sparrow. স্প্যারো।

(৪) দেশভেদে নামভেদ। মোরগ ও মুরগীর হিন্দী নাম মুর্গা ও তৈলঙ্গী নাম কোড়ি এবং কুক্কু। বন্য কুক্কুটকে তৈলঙ্গে অড়বিকোড়ি বলে। মোরগের ডাক্তারী নাম Cock. কক. মুরগীর ডাক্তারী নাম Hen. হেন।

গোমাংস—অতি গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পিত্তশ্লেষ্মবৰ্দ্ধক, বৃংহণ, বাতনাশক বলকর, অপথ্য ও পীনসনাশক ॥ ৭৬।৭৭

ঘোটক—ঘোটক, অশ্ব, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, বাজী, বাহ, অৰ্ব্বা, গন্ধৰ্ব্ব, হয়, সৈন্ধব ও সপ্তি এই গুলি ঘোটকের পর্য্যায়। ঘোটকমাংস—কষায়-মধুর, অগ্নিবৰ্দ্ধক, কফপিত্তজনক, বাতনাশক, বৃংহণ, বলকর, নেত্রহিত ও লঘু ॥ ৭৮।৭৯

কূলেচর মহিষ—মহিষ, ঘোটকারি, কাসর রজস্বল, পীনস্কন্ধ, কৃষ্ণকায়, লুলাপ ও যমবাহন এই গুলি মহিষের পর্য্যায়। মহিষমাংস—স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, নিদ্রাকারক, শুক্রবৰ্দ্ধক, বলপ্রদ, দেহ-দার্ঢ্যকর, গুরু, বৃষ্য, মলমূত্রপ্রবৰ্ত্তক এবং বাত-পিত্ত ও রক্তদুষ্টি প্রশমক ॥ ৮০।৮১

মণ্ডুক (ভেক)—মণ্ডুক, প্লবগ, ভেক, বর্ষাভূ, দর্দুর ও হরি এই গুলি মণ্ডূক পর্য্যায়। মণ্ডুকমাংস—শ্লেষ্মজনক, নাতিপিত্তকর ও বলকারক ॥ ৮২

পাদীজীব—কচ্ছপ (কচ্ছুআ)।—কচ্ছপ, গূঢ়পাৎ, কূর্ম্ম, কমঠ ও দৃঢ়-পৃষ্ঠক এই গুলি কচ্ছপের পর্য্যায়। কচ্ছপ-মাংস—বলকর, বাতপিত্ত নাশক ও পুংস্ত্বকারক ॥ ৮৩

সদ্যোহত মাংসের গুণ—মাংস-সাত্ম্য ব্যক্তির পক্ষে সদ্যোহত জন্তুর মাংস অমৃতসম ব্যাধি নাশক, বয়ঃস্থাপক ও বৃংহণ কিন্তু মাংস যাহার সাত্ম্য নহে, তাহার মাংস ভোজন না করাই কৰ্ত্তব্য ॥ ৮৪

স্বয়ংমৃতজন্তুর মাংস—অবলকর, অতিসার-জনক ও গুরুপাক ॥ ৮৫

বৃদ্ধ ও বালজন্তুর মাংস—বৃদ্ধজন্তুর মাংস বাতাদিদোষজনক। বালজন্তুর মাংস বলকর ও লঘু ॥ ৮৬

সর্পদষ্ট মাংস ও শুষ্কমাংস—সর্পদষ্ট জন্তুর মাংস দোষজনক। শুষ্কমাংস শূলকর ও গুরু ॥ ৮৭

বিষাদি মৃতজন্তুর মাংস—বিষাক্ত জলমগ্ন বা রুগ্ন হইয়া যে সকল জন্তু মরে, সেই সকল মৃতজন্তুর মাংস—মৃত্যুজনক দোষজনক বা রোগজনক হইয়া থাকে। ক্লিন্নমাংস (পচা মাংস)—উৎক্লেশজনক, কৃশজন্তুর মাংস বাতপ্রকোপজনক এবং জলমগ্ন জন্তুর মাংস ত্রিদোষ-জনক হইয়া থাকে। কারণ—জলমগ্ন হইয়া মরিলে শিরাসমূহ জলপূর্ণ হয়, সুতরাং জলমৃতজন্তুর মাংস ভক্ষণে ত্রিদোষেরই প্রকোপ জন্মে ॥ ৮৮

পক্ষিমাংসগুণ—পক্ষিদিগের পুরুষজাতি এবং চতুষ্পদজন্তুদিগের স্ত্রীজাতিই শ্রেষ্ঠ জানিবে। পুরুষ-জাতির উত্তরার্দ্ধ এবং স্ত্রীজাতির পূর্ব্বার্দ্ধ লঘু বলিয়া কীর্ত্তিত। আর স্ত্রীপুরুষ সকলেরই মধ্যদেহ গুরুপ্রায় বুঝিবে। কিন্তু বারংবার পক্ষ বিক্ষেপ হেতু পক্ষিগণের মধ্যদেহ লঘু বলিয়া উক্ত আছে। সকল পক্ষিরই অণ্ড ও গ্রীবা গুরুপাক। উরঃ (বক্ষঃ), স্কন্ধ, উদর, কুক্ষি, পাদ, পাণি, কটি, পৃষ্ঠ, ত্বক, যকৃৎ ও অন্ত্রসকলের যথা-ক্রমে উত্তরোত্তরটি গুরু বলিয়া জানিবে। যে সকল পক্ষী ধান্যচারী অর্থাৎ ধান্যাদি শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের মাংস লঘু ও বাতকর। মৎস্যাশি-পক্ষিগণের মাংস—পিত্তকর, বাতঘ্ন ও গুরু। (পাঠান্তর ফলাশি পক্ষিগণের মাংস) মাংসাশি-পক্ষিগণের মাংস—শ্লেষ্মকর, লঘু ও রুক্ষ। আর যে সকল পক্ষী মাংসাশি-পক্ষিগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহাদের মাংস—বৃংহণ, গুরু ও বাতঘ্ন। বৃহৎকায় জন্তুর মধ্যে তত্তুল্যজাতি লঘুকায় জন্তু, এবং ক্ষুদ্রকায় জন্তুর মধ্যে স্থূলকায় জন্তু প্রশস্ত।

অথ মৎস্য।

রোহিত—পণ্ডিতগণ রোহিত মৎস্যকে রক্তোদর, রক্তমুখ, রক্তাক্ষ, রক্তপক্ষতি, কৃষ্ণপুচ্ছ ও ঝষশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। রোহিত মৎস্য সকল মৎস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা বৃষ্য, অর্দ্দিতনাশক, কষায়ানুরস, স্বাদু, বাতঘ্ন ও নাতিপিত্তকর। রোহিতের মুণ্ড ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশক ॥ ৯৫।৯৬

সিলন্দ্র (সিলংধা) মৎস্য—শ্লেষ্মজনক, বল-কর, মধুরবিপাক, গুরু, বাত-পিত্তহর ও হৃদ্য, ইহা আমবাতকর ॥ ৯৭

ভাকুর মৎস্য—(ভেট্‌কী মাছ)—ইহা মধুর রস, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, শ্লেষ্মকর, গুরুপাক, বিষ্টম্ভতা-জনক ও রক্তপিত্তনাশক ॥ ৯৮

মোচিকা মৎস্য (মোমাচিকা)—বাতঘ্ন, বল-কর, বৃংহণ, মধুর, গুরু, পিত্তহৃৎ, কফকৃৎ, রুচিকর ও বৃষ্য। ইহা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদের হিতকর ॥ ৯৯

পাঠিন মৎস্য—(মঠমা চুআরী, বোয়াল মাছ) শ্লেষ্মকর, বলবৰ্দ্ধক ও নিদ্রাজনক। বোয়ালমৎস্য মাংসভোজী, ইহা রক্তকে ও পিত্তকে দূষিত করে এবং কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তরোগ জন্মায় ॥ ১০০

শৃঙ্গী মৎস্য—(শিঙ্গী মাছ)—ইহা বাতপ্রশমক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মপ্রকোপক, তিক্তকষায়রস, লঘু ও রোচক ॥ ১০১

ইল্লিশ মৎস্য—(হীলসা, ইলিশ মাছ)—ইহা মধুর, স্নিগ্ধ, রোচক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, পিত্তহৃৎ, কফকৃৎ, কিঞ্চিৎ লঘু, বৃষ্য ও বায়ুনাশক ॥ ১০২

শকুলী মৎস্য—(সৌরী, শাল মাছ)—ইহা মলসংগ্রাহক, হৃদ্য ও মধুর-কষায়রস ॥ ১০৩

গর্গর মৎস্য—(বাগর মাছ)—পিত্তকর, কিঞ্চিৎ বাতপ্রশমক ও কফপ্রকোপক ॥ ১০৪

কবিকা মৎস্য—(কই মাছ, কবই)—ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ, কফঘ্ন, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বাতপ্রশমক ও অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ১০৫

বর্মি মৎস্য—(বাংবী, বান্ মাছ)—ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক, রুচিকর ও লঘু ॥ ১০৬

দণ্ড মৎস্য—(ডানকুনি মাছ, দণ্ডারি)—ইহা—তিক্তরস, পিত্ত-রক্ত-কফনাশক, বাতসাধারণ, শুক্রজনক ও বলবর্দ্ধক ॥ ১০৭

এরঙ্গ মৎস্য—(আড়ি মাছ)—মধুর, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, শীতল ও লঘু ॥ ১০৮

মহাশফর মৎস্য—(পাপ্‌তা বা বড়পুঁটী মাছ) ইহা—তিক্ত-মধুর, পিত্তকফনাশক, শীতল, রোচক ও বাতসাধারণ ॥ ১০৯

গরম্মী—(গরই মৎস্য)—ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়, বাতপিত্তহর, কফঘ্ন, রুচিকারক, লঘু, অগ্নিদীপক ও বলবীর্য্যকারক ॥ ১১০

মদ্‌গুর মৎস্য—(মাগুরমাছ, মঙ্গুরী)—ইহা বাতনাশক, বলকর, বৃষ্য, কফজনক ও লঘু ॥ ১১১

সপাদ মৎস্য—(গোগরা মাছ)—ইহা—মেধাজনক, মেদঃক্ষয়কারক, বাতপিত্তপ্রকোপক ও অতি রুচিপ্রদ ॥ ১১২

প্রোষ্ঠী মৎস্য—(পুঁটী মাছ)—ইহা তিক্ত-কটু-স্বাদুরস, শুক্রজনক, কফ-বাতপ্রশমক, স্নিগ্ধ, মুখরোগ ও কণ্ঠরোগনাশক, রোচক ও লঘু ॥ ১১৩

ক্ষুদ্র মৎস্য—স্বাদুরস, ত্রিদোষনাশক, লঘুপাক, রুচিকর ও বলবর্দ্ধক। ক্ষুদ্র মৎস্য হিতকর ॥ ১১৪

অতিক্ষুদ্র মৎস্য—পুংস্ত্বনাশক, রোচক এবং কাস ও বায়ুপ্রশমক ॥ ১১৫

মৎস্যাণ্ড—(মাছের ডিম)—ইহা অতি বৃষ্য, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, লঘু, কফ-মেদঃপ্রদ, বলকারক, গ্লানিকর ও মেহনাশক ॥ ১১৬

শুষ্কমৎস্য—(শুকটী মাছ)—নূতন শুকটী মাছ—বলকর, দুর্জ্জর ও মলবিবন্ধক ॥ ১১৭

দগ্ধ মৎস্য—(পোড়ামাছ)—গুণে শ্রেষ্ঠ, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক ॥ ১১৮

কূপজাদি মৎস্য গুণ—কূপজাত মৎস্য—শুক্র ও মূত্রবর্দ্ধক এবং কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মকারক। সরোবরজাত মৎস্য—মধুররস, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বাতবিনাশক। নদীজাত মৎস্য—বৃংহণ, গুরু, বাতনাশক, রক্তপিত্তকারক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও স্বল্পমলকারক। চুণ্ট—(কূপবিশেষ) জাত মৎস্য—পিত্তকর, স্নিগ্ধ, মধুর, লঘুপাক ও শীতল। তড়াগজাত মৎস্য—গুরু, বৃষ্য, শীতল, বলকর ও মূত্রজনক। নির্ঝরজাত-মৎস্য তড়াগজাত-মৎস্যবৎ গুণশালী, ইহা বল আয়ু মতি ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক ॥ ১১৯—১২১

ঋতুবিশেষে মৎস্য বিশেষ—হেমন্তকালে কূপজাতমৎস্য, শীতকালে সরোবরজাতমৎস্য, বসন্তকালে নদীজাতমৎস্য, গ্রীষ্মকালে চুণ্টজাতমৎস্য এবং বর্ষাকালে তড়াগজাতমৎস্য হিতকর। কিন্তু নদীজাতমৎস্য বর্ষাকালে অপথ্য। শরৎকালে নির্ঝরজাতমৎস্য উপকারী ॥ ১২২। ১২৩

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মাংসাদিবর্গ।

অথ কৃতান্ন বর্গ।

অন্নের সাধন প্রকার ও গুণ—অন্ন অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য কিরূপে পাক করিতে হয়, পক্ক অন্নেরই বা কি গুণ, তাহা কথিত হইতেছে। তদ্বিষয়ক পরিভাষা—কোন দ্রব্যের সমবায়ি-কারণে যে সকল গুণ মুনিগণ কর্ত্তৃক গণিত হইয়াছে, কার্য্যেও সেই সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকে, ইহাই পরিভাষা। তবে কচিৎ সংস্কারভেদেও গুণভেদ হয়। যেমন পুরাণ শালির অন্ন (ভাত) লঘু, কিন্তু তাহার চিপিটক (চিঁড়া) গুরু। কচিৎ যোগপ্রভাবেও গুণান্তর হইয়া থাকে। যেমন কদন্ন ও ঘৃত উভয়ই গুরু, কিন্তু উভয়ে সংযুক্ত হইলে সুপচ অর্থাৎ লঘুপাক হইয়া থাকে ॥ ১—৩

ভক্তের (ভাতের) নাম সাধন ও গুণ—ভক্ত, অন্ন, অন্ধঃ, কূর, ওদন, ভিস্সা ও দীদিবি এইগুলি ভাতের পর্য্যায়। ওদন শব্দ পুং ক্লীব উভয় লিঙ্গে,

ভিস্সা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে এবং দীদিবি শব্দ পুংলিঙ্গে বর্ত্তে। অন্নের সাধন—তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কিছুক্ষণ রাখিবে, যখন সেই সুধৌত তণ্ডুল কিঞ্চিৎ স্ফীত হইবে, তখন তাহা পাঁচগুণ জলে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে মণ্ড (মাড়) গালিয়া ফেলিবে। সেই গালিতমণ্ড উষ্ণ ও বিশদ অন্ন গুণশালী জানিবে। ইহা—অগ্নিকর, পথ্য, তৃপ্তিজনক, রোচক ও লঘু। কিন্তু যদি তণ্ডুল না ধৌত করিয়া পাক করা যায় এবং যদি তাহার মণ্ড না গালিয়া ফেলা যায়, আর সেই অন্ন যদি শীতল হয়, তাহা হইলে সে অন্ন গুরু, অরুচ্য ও কফপ্রদ হইয়া থাকে॥ ৪—৬

দাল (দালি)—মুদ্গ-মাষাদি শমীধান্যকে দলিত করিলে দালি বা দালী কহে। দালি ও দালী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তে। দালি জলে সিদ্ধ এবং তাহাতে লবণ আর্দ্রক ও হিঙ্গু সংযুক্ত করিলে সূপনামে অভিহিত হয়। সূপ—বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, বিশেষতঃ শীতল। দালি ভাজিয়া নিস্তুষ (খোসারহিত) করিয়া পাক করিলে তাহা অতি লঘু হইয়া থাকে॥ ৭। ৮

কৃশরা—(খিচুড়ী) তণ্ডুল ও দালি মিশ্রিত করিয়া তাহা লবণ আর্দ্রক ও হিঙ্গুসহ জলে পাক করিলে কৃশরা নামে অভিহিত হয়। কৃশরা—শুক্রজনক, বলকারক, গুরুপাক, পিত্তকফবর্দ্ধক, দুর্জ্জর, বুদ্ধিপ্রদ, বিষ্টম্ভকারক এবং মলমূত্রপ্রবর্ত্তক॥ ৯। ১০

তাপহরী—(তাতাহরী, ব্যঞ্জন বিশেষ) ঘৃতে হরিদ্রা সংযুক্ত করিয়া তাহাতে মাষকলায়ের বড়ী এবং নিস্তুষিত তণ্ডুল একত্র ভর্জ্জন করিবে। পরে তাহাতে সিদ্ধযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে। এবং উপযুক্ত মাত্রায় তাহাতে লবণ আর্দ্রক ও হিঙ্গু নিঃক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইবে ইহাই তাপহরী নামে অভিহিত। তাপহরী—বলকর, বৃষ্য, শ্লেষ্মজনক, বৃংহণ, তর্পক, রোচক, গুরু ও পিত্তহর॥ ১১—১৩

পরমান্নবা পায়স—পায়স পরমান্ন ও ক্ষীরিকা এইগুলি পায়সের পর্য্যায়। শুদ্ধ অর্দ্ধপক্ক দুগ্ধে ঘৃতাক্ত তণ্ডুল পাক করিবে এবং তাহাতে চিনি ও ঘৃত নিঃক্ষেপ করিয়া পাক সমাপ্ত করিবে। ইহাই উত্তম ক্ষীরিকা নামে অভিহিত। ক্ষীরিকা-দুষ্পাচ্য, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক॥ ১৪। ১৫

নারিকেল ক্ষীরী—নারিকেলের শাঁস অতি পাতলা পাতলা কাটিয়া চিরিয়া অথবা কুরনীতে কুরিয়া তাহা চিনি ও গব্যঘৃত সহ গো দুগ্ধে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাই নারিকেল ক্ষীরী। নারিকেল ক্ষীরী—স্নিগ্ধ, শীতল, অতিপুষ্টিকর, গুরুপাক, সুমধুর, বৃষ্য এবং রক্তপিত্ত-বায়ুনাশক॥ ১৬। ১৭

সেবিকা—(সেমাই) ময়দার দ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া [illegible] বা সূজীর কাঠির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া এবং তাহা শুকাইয়া ঘৃত চিনি সংযোগে দুগ্ধসহ পাক করিবে। এই ভোজ্যই সেবিকা নামে অভিহিত। ইহা তৃপ্তিজনক, বলকর, গুরু, বাতপিত্তনাশক, সংগ্রাহক, ভগ্ন সংযোজক এবং রোচক। ইহা অতি মাত্রায় ভোজন করিবে না॥ ১৮। ১৯

মণ্ডক—প্রস্তুতবিধি—শ্বেত গোধূম ধৌত ও কুট্টিত করিয়া শুকাইয়া লইবে। তৎপরে তাহা প্রোক্ষিত করিয়া (তাহাতে জলের ছিটা দিয়া) যন্ত্রে পেষণ পূর্ব্বক চালিয়া লইবে। ইহাই সমিতা (ময়দা বা সূজি) নামে অভিহিত। জলসংযোগে ময়দাকে কোমল করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে এবং তাহার লোপত্রী (লেচি বা লোই) প্রস্তুত করিয়া হস্ত চালনা দ্বারা সম্যক্ প্রসারিত করিবে। তৎপরে তাহা একটা অধোমুখ ঘটের উপর প্রসারিত করিয়া স্থাপন পূর্ব্বক মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। ইহাই মণ্ডক নামে প্রসিদ্ধ। দুগ্ধ, ঘৃত ও খণ্ডের (খাঁড়গুড়ের) সহিত, অথবা সিদ্ধমাংস ও তক্র বটকের সহিত ঐ মণ্ডক ভক্ষণ করিবে। মণ্ডক—বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর, অতি রুচিপ্রদ, মধুরবিপাক, মলসংগ্রাহক, লঘু ও ত্রিদোষনাশক॥ ২০—২৪

পোলিকা—(পাত্‌লারুটী, পোরী বা ফুলৌরী) ময়দার অতি পাতলা পর্পটী প্রস্তুত করিয়া অর্থাৎ পাত্‌লা করিয়া বেলিয়া তপ্তকে (তাওয়ায়) সেকিয়া লইলে তাহাকে পোলিকা বা পাতলা রুটী কহে। ইহা মোহনভোগের সহিত খাইলে মণ্ডকের ন্যায় গুণ পাওয়া যায়॥ ২৫

লপ্‌সিকা—(মোহনভোগ)—ময়দা বা সুজি ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে দুগ্ধ ও চিনি দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচাদি মসলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহাই লপ্‌সিকা বা মোহন ভোগ। লপ্‌সিকা—বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর, পিত্তানিল নাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, গুরুপাক, রোচক ও তৃপ্তিদায়ক॥ ২৬। ২৭

রুটী—শুষ্ক গোধূম চূর্ণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পুরু পোলিকা প্রস্তুত করিবে এবং তাহা তাওয়ায় সেকিয়া অঙ্গারাগ্নিতে সুসিদ্ধ করিয়া লইবে। ইহাই রুটী। রুটী—বলকারক, রুচ্য, বৃংহণ, ধাতুবর্দ্ধন, বায়ু নাশক, কফকারক ও গুরু। ইহা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপযোগী॥ ২৮। ২৯

অঙ্গারকর্কটী (লীট্টী)—শুষ্ক গোধূমচূর্ণ জলসিক্ত করিয়া গাঢ় মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার বটক প্রস্তুত করত নির্ধূম অগ্নিতে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করিবে। ইহাই অঙ্গার কর্কটী নামে অভিহিত। অঙ্গারকর্কটী—বৃংহণ (শরীরের উপচয়কারক), শুক্রজনক, লঘু, অগ্নিদীপক, কফকারক, বলবর্দ্ধক এবং পীনস-শ্বাস ও কাস-নাশক॥ ৩০।

যবরুটী—যবচূর্ণের রুটী—রুচিকারক, মধুররস, বিশদ, লঘু, মল-শুক্র ও অনিলজনক, বলকারক এবং কফরোগ নাশক॥ ৩২

মাষরুটী—(বলভদ্রিকা ও ঝঝরিকা) শুষ্ক মাষকলায় চূর্ণকে চমসী কহে। সেই চমসা রচিত রোটী বলভদ্রিকা নামে খ্যাত। বলভদ্রিকা—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বাতজনক ও বলকর। ইহা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিগণের বিশেষ উপযোগী। মাষকলায়ের দাল জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ভিজিলে তাহার খোসাসকল রগড়াইয়া তুলিয়া ফেলিবে। পরে তাহা সূর্য্যাতপে শুষ্ক করত যন্ত্রে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিবে। সেই মাষচূর্ণকে ধূমসী কহা যায়। সেই ধূমসীরচিত যে রুটী, তাহাই ঝঝরিকা নামে অভিহিত। ঝঝরিকা-কফপিত্তঘ্ন ও কিঞ্চিৎ বাতকর॥ ৩৩—৩৫

চণকরুটী—চণকচূর্ণ নির্ম্মিত রুটী—রুক্ষ, শ্লেষ্ম-পিত্ত ও রক্তদুষ্টিনাশক, গুরুপাক ও বিষ্টম্ভী। ইহা চক্ষুর হিতকর নহে। তিলশষ্কুলীরও (তিলপিষ্টকের ও) এইরূপ গুণ জানিবে॥ ৩৬

পিষ্টিকা—দাল জলে ভিজাইয়া রাখিবে। উত্তম রূপে ভিজিলে তাহার খোসা সকল তুলিয়া ফেলিবে। পরে সেই খোসা রহিত দালকে শিলায় পেষণ করিবে। এইরূপ পেষিত দালই পিষ্টিকা নামে অভিহিত॥ ৩৭

বেষ্টনিকা বা বেঢ়মিকা—(দালপুরী, বেঠই) ময়দার মধ্যে মাষকলায়ের পিষ্টিকা (দালবাটা) পুরিয়া যে রোটিকা প্রস্তুত করা যায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে বেষ্টনিকা বা বেঢ়মিকা (দালপুরী) কহিয়া থাকেন। ইহা—বলকারক, বৃষ্য, রোচক, বাতনাশক, উষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিদায়ক, গুরু, বৃংহণ (শরীরের উপচয়কারক), শুক্রজনক, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক, গুল্ম-মেদঃ-পিত্ত ও কফপ্রদ এবং গুদকীল-অর্দ্দিত-শ্বাস ও পক্তিশূলনাশক॥ ৩৮—৪০

পাপর—ধূমসার (মাষকলাই চূর্ণের) সহিত হিঙ্গু হরিদ্রা লবণ জীরা ও স্বর্জিকা মিশ্রিত করিয়া তাহার অতি পাতলা রুটী বেলিয়া অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিবে। ইহাই পর্পট অর্থাৎ পাঁপর নামে অভিহিত। পাঁপর—অতিমুখরোচক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, রুক্ষ ও কিঞ্চিৎ গুরু। উপাদানভেদে গুণভেদ—মুগের পাঁপর প্রস্তুত করিলে তাহাও এই ধূমসীকৃত পাঁপরের ন্যায় গুণযুক্ত হয়, বিশেষ তাহা অতি লঘু ও হিতকর হইয়া থাকে। ছোলার রচিত পাঁপর ছোলার ন্যায় গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সকল পাঁপরই ঘৃতাদি স্নেহপদার্থে ভাজিয়া লইলে মধ্যম গুণযুক্ত হয়॥ ৪১—৪৩

পূরিকা—(কচুরী) মাষকলায়ের পিষ্টিকা (মাষকলাই বাটা) লবণ আর্দ্রক ও হিঙ্গুসহ সংযুক্ত করিয়া তাহা ময়দার লুচীর মধ্যে পুরিয়া পোলিকা প্রস্তুত করিবে। সেই পোলিকা তৈলে পাক করিলে তাহাকেই পূরিকা বা কচুরী কহা যায়। পূরিকা—রোচক, স্বাদু, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকর, পিত্তরক্তদূষক, চক্ষুস্তেজোহর, পাকে উষ্ণবীর্য্য ও বাতনাশক। ইহা তৈলে না ভাজিয়া ঘৃতে ভাজিলে চক্ষুর হিতকর ও রক্তপিত্ত-নাশক হইয়া থাকে॥ ৪৪—৪৬

মাষবটক—(মাষকলায়ের বড়া) মাষকলায়ের দাল ভিজাইয়া তাহাকে লবণ আদা, ও হিঙ্গুই পেষণ করিয়া পিষ্টিকা প্রস্তুত করিবে। পিষ্টিকার বটক তৈলে ভাজিয়া লইবে। ইহাকেই মাষবটক কহা যায়। মাষবটক—বলকর, বৃংহণ, বীর্য্যবর্দ্ধক, বাতরোগনাশক, রোচক, বিশেষতঃ ইহা অর্দ্দিত নাশক, মলাদির বিবন্ধ-ভেদক ও শ্লেষ্মকর। ইহা অত্যগ্নি ব্যক্তিদের অতি পূজিত। জীরা ও হিঙ্গু ভাজিয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ এবং লবণ ও ঐ সকল মাষবটক ঘোলে নিক্ষেপ করিবে। এই ঘোলনিক্ষিপ্ত বটক—শুক্রজনক, বলকারক, রোচক, গুরু, বিবন্ধনাশক, বিদাহী, শ্লেষ্মকর ও বায়ুপ্রশমক। রাইতার সহিত ভক্ষণ করিলে ইহা অতি রোচক ও পাচক হইয়া থাকে॥ ৪৭—৫১

কাঞ্জীবড়া—একটি নূতন মৃন্ময় ভাণ্ড সর্ষপ তৈলাক্ত করিয়া তাহা নির্ম্মল জলে পূর্ণ করিবে। এবং সেই জলে রাইসর্ষপ, জীরা, লবণ, হিঙ্গু, শুঁঠ ও হরিদ্রার চূর্ণ মিশাইবে। তৎপরে তাহাতে বড়াগুলি নিক্ষেপ করিয়া ভাণ্ডের মুখ তিন দিন বন্ধ করিয়া রাখিবে। ঐ তিন দিনে বটকগুলি নিশ্চয়ই অম্লরস হইবে। ইহারই নাম কাঞ্জীক-বটক। এই বটক—রোচক, বাত-নাশক, শ্লেষ্মকারক, শূলপ্রশমক এবং অজীর্ণ ও দাহ নিবারক। নেত্ররোগে ইহা হিতকর নহে॥ ৫২—৫৪

অম্লিকাবটক (ঝরীবড়ার)—তেঁতুল সিদ্ধ করিয়া তাহা জলে মর্দ্দন করিবে এবং সেই জলে সর্ষপ লবণ হিঙ্গু শুঁঠ ও হরিদ্রার চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া তাহা ঘৃত বা তৈলে সাঁতলাইয়া লইবে। পরে তাহাতে বটকগুলি মগ্ন করিয়া রাখিবে। ইহারই নাম অম্লিকা-বটক। অম্লিকাবটক—রোচক ও অগ্নিপ্রদীপক। ইহারও গুণ কাঞ্জীক বটকের ন্যায় জানিবে॥ ৫৫। ৫৬

মুগবড়া—মুগের বড়া ঘোলে পাক করিলে সংস্কার প্রভাবে উহা লঘু শীতল ও ত্রিদোষপ্রশমক হইয়া থাকে॥ ৫৭

মাষবটী—(মাষকলায়ের বড়ী) মাষকলায়ের দাল বাটিয়া তাহাতে হিং, লবণ ও আদা মিশ্রিত করিয়া একখান বস্ত্রে তাহার বড়ী বিন্যাস করিবে এবং বড়ী সকল সূর্য্যাতপে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইবে। সেই বড়ী তৈলে ভাজিয়া খাইলে অথবা তৈলে ভাজিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া খাইলে বটকের গুণ পরিত্যাগ করিবে। ইহা অত্যন্ত রুচিপ্রদ হইয়া থাকে॥ ৫৮। ৫৯

কুষ্মাড়াবড়ী (কোহড়ৌরী)—কুষ্মাণ্ডের শাঁস কুরিয়া শুষ্ক করণানন্তর তাহা মাষকলায়ের পিষ্টিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বড়ী বিন্যাস করিবে। ইহারও গুণ পূর্ব্বোক্ত বটিকার গুণের ন্যায় জানিবে। বিশেষ ইহা পিত্তরক্তনাশক ও লঘু॥ ৬০

মুদ্গবটী—(মুগের বড়ী) পূর্ব্বোক্ত মাষবড়ী প্রস্তুতের ও পাকের বিধানানুসারে মুগের বড়ী প্রস্তুত ও পাক করিবে। ইহা—হিতকর, রোচক, লঘু ও মুদ্গযূষের (মুগের দালের) গুণ বিশিষ্ট॥ ৬১

অলীক মৎস্য (ক্ষরিকবচ্ছ)—মাষকলায়ের দাল বাটিয়া তাহা পানের পত্রে লেপন করিবে। এবং হাঁড়ীর মুখে আস্তরণ দিয়া তদুপরি যেরূপে পিষ্টক সিদ্ধ করে, সেইরূপে যুক্তিপূর্ব্বক ঐ পানপত্রস্থ পিষ্টিকা সিদ্ধ করিবে। তৎপরে তাহা পানপত্র হইতে নিষ্কাশিত করিয়া এবং তাহাতে খাঁড় মিশাইয়া তৈলে ভাজিবে। পাকপণ্ডিতগণ এই প্রকার পিষ্টক বিশেষকে অলীকমৎস্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহা বেগুনের কাবাব বা বেতশাকের সহিত সেব্য॥৬২। ৬৩

ক্বথিতা (কটী)—একটা হাঁড়ীতে ঘৃতে বা তৈলে হরিদ্রা ও হিং ভাজিবে। পরে তাহাতে অবলেহন সংযুক্ত তক্র নিঃক্ষেপ করিবে এবং সেই তক্রে মরিচচূর্ণ মিশাইয়া ক্বাথ করিবে। ইহাই ক্বথিতানামে কথিত। ক্বথিতা—পাচক, রোচক, লঘু, অগ্নিদীপক, কফ-অনিল ও বিবদ্ধতানাশক। ইহা কিঞ্চিৎ পিত্ত-প্রকোপক। পূর্ব্বোক্ত অলীক মৎস্য শুষ্কই হউক বা ক্বথিতার সহিত হউক ভক্ষণ করিলে তাহা বৃংহণ, রোচন, বৃষ্য, বলকর, বাতরোগনাশক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর হয়। শুষ্ক অলীক মৎস্য—কিঞ্চিৎ পিত্তপ্রকোপক। তাহা অর্দ্দিতে ও হনুস্তম্ভে বিশেষ হিতকর জানিবে॥ ৬৪—৬৭

আদার বড়া—মুগের দালের বটক প্রস্তুত করিয়া তাহা তৈলে ভাজিবে এবং সেই ভর্জ্জিত বটক হস্তদ্বারা সম্যক্ চূর্ণ করিবে। পরে হিঙ্, আদা মরিচ জীরা ও যমানী ভাজিয়া এবং তাহা সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ ও লেবুর রস পূর্ব্বোক্ত বটকচূর্ণের সহিত যথাযুক্তি মিশ্রিত করিবে। তৎপরে সেই মুদ্গপিষ্টী, সিদ্ধপুরী পিষ্টকের ন্যায় হাঁড়ীর আস্তরণোপরি সম্যক্ সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে তাহার গোলক প্রস্তুত করিয়া সেই গোলক মধ্যে পূর নিঃক্ষেপ করিবে। পরে সেই সকল মুদ্গ গোলক তৈলে পাক করিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বথিতাতে মগ্ন করিয়া রাখিবে। এই বটককে পাচকেরা আর্দ্রকবটক (আদার বড়া) কহে। ইহা রোচক, লঘু, বলকারক, অগ্নিদীপক, তৃপ্তিজনক ও পথ্য, বিশেষতেই ইহা পূজিত। ৬৮—৭২

বেশন (বেশন, পকৌরী)—খোসারহিত ছোলার দাল যাঁতায় পেষণ করিয়া যে সূক্ষ্ম চূর্ণ করা যায়, পাকশাস্ত্রবিশারদগণ তাহাকে বেশন বলেন। বেশনের বটিকা পূর্ব্বোক্ত ক্বথিতায় নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা রোচক, বিষ্টম্ভজনক, বলকর ও পুষ্টিপ্রদ হইয়া থাকে॥ ৭৩। ৭৪

মাংসের প্রকার।

শুদ্ধ মাংস (সুধবাস্)—পাকপাত্রে ঘৃত, ঘৃতের অভাবে তৈল দিয়া তাহাতে হিঙ্ ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে ছাগাদির অস্থিরহিত খণ্ডিত মাংস ধৌত ও নির্গালিত করিয়া সেই ঘৃত বা তৈলে ধীরে ধীরে ভাজিবে। পরে তাহাতে সিদ্ধযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে। পাককালে উপযুক্ত মাত্রায় লবণ দিবে। এবং বেশবার (বাট্না) জলে পেষণ করিয়া তাহাতে নিঃক্ষেপ করিবে। পানপত্র, তণ্ডুল, লবঙ্গ ও মরিচ প্রভৃতি দ্রব্যগুলিকে সংক্ষেপতঃ বেশবার দ্রব্য বলিয়া জানিবে। এই বিধানে মাংস পাক করিলে তাহাকে শুদ্ধমাংস কহা যায়। শুদ্ধমাংস—অত্যন্ত বৃষ্য, বলকর, রোচক, বৃংহণ, ত্রিদোষশমক, অগ্নিদীপক ও ধাতুবর্দ্ধক॥ ৭৫—৭৯

সহদ্রক (সেহড়ক)—ছাগাদির উরু প্রভৃতি মাংসল স্থানের মাংস পুনঃপুনঃ খণ্ডিত ও কুট্টিত করিয়া শুদ্ধমাংসপাক বিধানে পাক করিলে তাহাকেই সহদ্রক মাংস কহা যায়। ইহার গুণ শুদ্ধমাংসেরই গুণের তুল্য বলিয়া দ্রব্যগুণ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে॥ ৮০

তক্র মাংস—(অখ্নি) পাকপাত্রে ঘৃত দিয়া তাহাতে হরিদ্রা ও হিঙ্ ভাজিবে। এবং ছাগাদির সর্ব্বাবয়বের মাংস খণ্ড খণ্ডিত করিয়া সেই ঘৃতে সন্তলন করিবে। পরে তাহাতে সিদ্ধযোগ্য জল দিয়া মৃদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে মাংসখণ্ড সকল জীরকাদিচূর্ণযুক্ত তক্রে (পাঠান্তর রাজিকাদিচূর্ণযুক্ত তক্রে) নিঃক্ষিপ্ত করিবে। ইহাই তক্রমাংস। এই তক্রমাংস—বাতঘ্ন, লঘু, রোচক, বলপ্রদ, কফঘ্ন ও কিঞ্চিৎ পিত্তজনক। ইহা সর্ব্ব আহারের পাচক॥ ৮১—৮৩

হরীসা (আস)—একটি বৃহৎ পাকপাত্রে প্রচুর পরিমাণে জল, প্রভূত ঘৃত এবং হিঙ্, জীরা, হরিদ্রা, আদা, শুঁঠ, লবণ, মরিচ, তণ্ডুল, গোধূম ও যথেষ্ট জামির লেবুর রস নিক্ষেপ কারবে এবং যাহাতে এই সমস্ত দ্রব্য সুপক্ব হয় এবং বহু মণ্ড থাকে, নিপুণ পাচক এইরূপে পাক করিবে। ইহারই নাম হরীসা। হরীসা—বলকারক, বাতপিত্তনাশক, গুরু, শীতোষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক, স্নিগ্ধ, সারক ও ভগ্নসন্ধযোজক॥ ৮৪—৮৭

তলিত মাংস—শুদ্ধমাংস-পাকবিধানে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া তাহা পুনরায় ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তাহাকেই তলিত মাংস কহা যায়। তলিত মাংস—বল-মেধা-অগ্নি-মাংস-ওজঃ ও শুক্রের বৰ্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, লঘু, সুস্নিগ্ধ, রোচক ও শরীরের দৃঢ়তাকারক ॥ ৮৮। ৮৯

শূল্যমাংস-(শিক্‌কাবাব)—যকৃৎ প্রভৃতি মাংস খণ্ডে ঘৃত ও লবণ মিশাইয়া একটী শলাকায় গ্রথিত করিবে। পরে তাহা নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিলে শূল্যমাংস প্রস্তুত হইবে। শূল্যমাংস-সুধাতুল্য, রুচিকর, অগ্নিবৰ্দ্ধক, লঘুপাক, বাতশ্লেষ্মনাশক, বলকর ও কিঞ্চিৎ পিত্তজনক ॥ ৯০।৯১

মাংসশৃঙ্গাটক—শুদ্ধমাংসকে সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে এবং লবঙ্গ হিঙ্ লবণ মরিচ আদা এলাচ জীরা ধনে ও লেবুর রস তাহাতে মিলিত করিয়া সুগন্ধ গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। পণ্ডিতগণ ইহাকে পূরণনামে বর্ণন করেন। এই পূরণ অন্তর্নিহিত করত ময়দার শৃঙ্গাটক (শিঙ্গেড়া) প্রস্তুত করিয়া তাহা পুনর্ব্বার ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তাহাকে মাংস শৃঙ্গাটক কহা যায়। মাংস শৃঙ্গাটক—রোচক, বৃংহণ, বলকারক, গুরু, বাতপিত্তহর, বৃষ্য, কফঘ্ন, ও বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক ॥ ৯২—৯৫

মাংসরস—সিদ্ধ মাংসরস—রুচিকারক, প্রীতি-জনক এবং শ্রম-শ্বাস-ক্ষয়-বাত ও পিত্ত নাশক। উহা ক্ষীণ অথবা অল্প শুক্রবিশিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট সন্ধি কিংবা ভগ্নসন্ধি অথবা বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ বা শোধনে-চ্ছুদিগের পক্ষে প্রশস্ত। যাহাদের স্মরণশক্তি, ওজো-ধাতু ও বল হীন হইয়াছে, যাহারা জ্বররোগে ক্ষীণ, উরঃক্ষতরোগে আক্রান্ত ও স্বরহীন, যাহারা দর্শন ও শ্রবণ শক্তির প্রাখর্য্য এবং দীর্ঘায়ু পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে মাংসরস হিতকর।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ—মাংস পাকের বহুপ্রকার প্রকার-ভেদ বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে এস্থলে সেই সমস্ত প্রকারভেদ কথিত হইল না ॥ ৯৬—৯৮

শাকপাকবিধি—শাককে সুখণ্ডিত করিয়া অর্থাৎ উত্তমরূপে কুটিয়া তাহা হিঙ্ ও জীরা সংযুক্ত তৈলে নিঃক্ষেপ করিবে। সিদ্ধ হইয়া আসিলে তাহাতে লবণ মসলাচূর্ণ হিঙ্ ও জল দিয়া সম্যক্ পাক করিবে সকল শাক পাকেরই এই বিধান অভিহিত হইল ॥ ৯৯

পচ্যান্নসাধনবিধি। মণ্ডক—(গজা বিশেষ, মাড়) প্রথমে ঘৃতসহ ময়দাকে মর্দ্দন করিয়া অর্থাৎ ঘৃতের ময়ান দিয়া পরে তাহা অল্পজলে মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহাতে বটক প্রস্তুত করিবে। পরে সেই সকল বটক ঘৃতে পাক করিবে। তদনন্তর তাহা এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর ও মরিচাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত চিনির রসে নিমগ্ন করিয়া কিছুক্ষণ পরে উদ্ধৃত করিবে। এই প্রকারে সাধিত খাদ্যদ্রব্যকে মণ্ড (গজাবিশেষ) কহা যায়। মণ্ড—বৃংহণ (শরীরের উপচয় কারক), বৃষ্য (শুক্রজনক), বলকর, সুমধুর, গুরু, বাতপিত্তনাশক ও রুচিজনক। ইহা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের সুপূজিত। ময়দা চিনি ও ঘৃত দ্বারা এইরূপে অন্যান্য যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল খাদ্যও মণ্ডের ন্যায় গুণকর জানিবে ॥ ১০১—১০৩

সম্পাব –(পেরাক)—ঘৃতান্বিত ময়দার পর্পটী প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃতে ভাজিবে। এবং সেই ঘৃতভৃষ্ট পর্পটী কুট্টিত ও চালিত করিয়া তাহাতে বিশুদ্ধ চিনি মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সহিত এলাইচ লবঙ্গ ও মরিচের চূর্ণ এবং নারিকেল কর্পূর ও চারদানা প্রভৃতি দ্রব্য সকল মিশ্রিত করিবে। পরে তাহা ঘৃতাক্ত ময়দা নির্ম্মিত পুষ্ট রোটিকা মধ্যে পূরিয়া উত্তমরূপে তাহার মুখ মুদ্রিত করিবে। তদনন্তর সেই রোটিকা প্রচুর ঘৃতে সুপাক করিয়া লইবে। ইহাই সম্পাব নামে কীৰ্ত্তিত ॥ ১০৪—১০৭

কর্পূরনালী—ঘৃত বহুল ময়দার ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে লবঙ্গ মরিচ কর্পূর ও চিনির পূর দিয়া মুখবন্ধ করত ঘৃতে পাক করিবে। ইহাকেই কর্পূর-নালী কহে। কর্পূরনালীর গুণ সম্পাবের ন্যায় জানিবে ॥ ১০৮। ১০৯

ফেনিকা—(খাজা) বহুল ঘৃত প্রক্ষিপ্ত ময়দা দ্বারা দীর্ঘাকৃতি বাতি প্রস্তুত করিবে। পরে সেই দীর্ঘাকৃতি বাতি একখানি পীড়ির উপরি স্থাপিত করিয়া বেলন দ্বারা বেলিয়া একখানি রোটিকা প্রস্তুত করত তাহাকে ছুরিকা দ্বারা সংলগ্নভাবে কাটিয়া কাটিয়া পুন-র্ব্বার বেলিবে। তৎপরে তাহা শটকে লেপন করিবে। শালিচূর্ণ ঘৃত ও জল মিশ্রিত করিয়া যে গোলা প্রস্তুত করা যায়, তাহাকেই শটক কহে। শটক লেপনানন্তর ঐ রোটিকা সংবৃত করিয়া তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ লোপত্রী (লেচি বা লোই) প্রস্তুত করিবে। পরে সেই লোপত্রী পুনর্ব্বার এমন করিয়া বেলিবে, যেন তাহা গোলাকার হয়, তদনন্তর তাহা ঘৃতে সম্যক্ পাক করিবে। পাক দ্বারা তাহার গাত্র ফাটা ফাটা গর্ত্তের ন্যায় হইবে। পাকানন্তর তাহা সুগন্ধযুক্ত চিনির রসে নিমগ্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবে। ইহারই নাম ফেনিকা (খাজা)। ইহার গুণ মণ্ডকেরই ন্যায়, বিশেষ এই ফেনিকা তদ-পেক্ষা কিঞ্চিৎ লঘু ॥ ১১০—১১৫

শষ্কুলী—(লুচি, সোহালী) ঘৃত প্রক্ষিপ্ত ময়দার লোপত্রী (লেচি) প্রস্তুত করত বেলিয়া তাহাকে ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ইহাই শষ্কুলী অর্থাৎ লুচি নামে প্রসিদ্ধ। ইহার গুণ খাজারই ন্যায় জানিবে ॥ ১১৬

সেবিকা মোদক—(সেউলাড়ু) ঘৃত প্রক্ষিত ময়দার সূত্রসকল প্রস্তুত করত ঘৃতে ভাজিয়া এবং চিনির পাকে ফেলিয়া তাহার মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহারই নাম সেউলাড়ু। ইহারও গুণ মণ্ডকের ন্যায় ॥ ১১৭

মতিচুর (মোতিলাড়ু)—মুদ্গকৃত ধূমসী (মুগের দাল জলে ভিজাইয়া উহার খোসা নিষ্কাশিত করত রৌদ্রে শুষ্ক করণানন্তর যাঁতায় পেষণ করিয়া চূর্ণ করিলে সেই চূর্ণকে মুদ্গধূমসী বলে।) নির্ম্মল জলে উত্তমরূপে গুলিবে। এবং একখানি কড়াতে ঘৃত চাপাইয়া তাহার উপরি ভাগে একখান ঝাঁঝরী ধারণ করিবে (ঘৃত সম্যক্ উষ্ণ হইলে) উক্ত ধূমসীর গোলা ঝাঁঝরীর উপর নিঃক্ষেপ করিবে। এবং ঝাঁঝরী হইতে সে সকল ধূমসীবিন্দু কড়ায় পতিত হইবে, তাহা উত্তমরূপে ভাজা হইলে তুলিয়া লইবে এবং তাহা চিনির রসে ফেলিয়া হস্ত দ্বারা তাহার মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাকেই মুক্তা মোদক বা মতিচুর কহা যায়। মতিচুর—লঘু, সংগ্রাহী, ত্রিদোষঘ্ন, স্বাদু, শীতল, রুচিপ্রদ, নেত্রহিত, জ্বরনাশক, বলকারক ও তৃপ্তিদায়ক ॥ ১১৮—১২০

বেসনমোদক—(বেসনের মেঠাই, সেবকা-লড়ুয়া) মুদ্গমোদক (মতিচুর) প্রস্তুত করিবার যেরূপ প্রণালী কথিত হইয়াছে, বেসন দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালীও সেইরূপ। বেসন মোদক—বলকর, লঘু, শীতল, কিঞ্চিৎ বাতজনক, বিষ্টম্ভী, জ্বরঘ্ন এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক ॥ ১২১

দুগ্ধকূপিকা—তণ্ডুলচূর্ণ ও ছানা মিশ্রিত করিয়া গাঢ়তররূপে পেষণ করিবে। পরে সেই গাঢ় পিষ্ট দ্বারা দৃঢ় কূপিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃতে সম্যক্ পাক করিবে। পাকানন্তর সেই কূপিকার মধ্যভাগ কুরিয়া ঘন দুগ্ধ দ্বারা তন্মধ্যভাগ পূর্ণ করিবে। এবং শট্টক দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া ঘৃতে পাক করিবে। পাকানন্তর তাহা কর্পূর বাসিত চিনির রসে ডুবাইয়া লইবে। ইহারই নাম দুগ্ধকূপিকা। দুগ্ধকূপিকা—বলকারক, বাতপিত্তনাশক, বৃষ্য, শীতল, গুরু, শুক্রজনক, তৃপ্তি-কারক, বৃংহণ ও রোচক। ইহা শরীরকে পরিপুষ্ট এবং দৃষ্টিকে দূরপ্রসারিণী করে ॥ ১২২—১২৫

কুণ্ডলিনী—(জিলিপী) পাকনিপুণ ব্যক্তি একটী নূতন হাড়ী আনাইয়া, তাহার মধ্যদেশ অর্দ্ধপ্রস্থ পরি-মিত অম্লদধি দ্বারা লেপন করিবে। তৎপরে দুই প্রস্থ ময়দা, একপ্রস্থ অম্লদধি ও অর্দ্ধসের ঘৃত একত্র গুলিয়া ঐ হাড়ীর মধ্যে নিঃক্ষেপ করত রৌদ্রে স্থাপন করিবে। যেকাল পর্য্যন্ত না হাড়ীর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ অম্লরস প্রাপ্ত হয়, তাবৎকাল হাড়ী রৌদ্রে রাখিবে। সূর্য্যসন্তাপে তাহা অম্লরসপ্রাপ্ত হইলে একটী পাত্রে ঘৃত চাপাইবে। ঘৃত সম্যক্ তপ্ত হইলে একটী ছিদ্র বিশিষ্ট পাত্রে করিয়া ঐ অম্লত্বপ্রাপ্ত পদার্থ লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহা মণ্ডলা-কৃতি করত ঐ তপ্ত ঘৃতে পুনঃ পুনঃ নিঃক্ষেপ করিবে। এবং উহা সুপক্ক হইলে ঘৃত হইতে তুলিয়া কর্পূরাদি সুবাসিত পাতলা চিনির রসে ডুবাইয়া পরে তাহা তুলিয়া লইবে। ইহাই কুণ্ডলিনী বা জিলিপী নামে বিখ্যাত। ইহা—পুষ্টি-কান্তি ও বলপ্রদ, ধাতুবৃদ্ধিকর, বৃষ্য, রোচক ও ইন্দ্রিয়ের (রসনেন্দ্রিয়ের) তৃপ্তিকর ॥ ১২৬—১৩১

পশ্চাৎ পরিবেশ্য। রসালা (শিখরিণী নামক খাদ্য বিশেষ)—নির্জল-অম্লরস প্রাপ্ত মাহিষ দধি ১৬ সের, শুভ্র শর্করা ৪ সের, একত্র মিশ্রিত করিয়া একখানি পবিত্র বস্ত্রে তাহা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিঃক্ষেপ করিবে। এবং ৩২ সের দুগ্ধ লইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাতে ঢালিবে। বস্ত্রের নিম্নে একটা নূতন মৃন্ময় পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে ঐ বস্ত্র নিঃক্ষিপ্ত দধি প্রভৃতি মর্দ্দনপূর্ব্বক স্রাবিত করিবে। এবং তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে এলাইচদানা, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচচূর্ণ মিশা-ইবে। ইহাই রসালা নামে খ্যাত, ভোজনপ্রিয়-ভীমসেন কর্তৃক ইহা রচিত। পুরাকালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রীতি-পূর্ব্বক ইহা পুনঃপুনঃ পান করিতেন। যাহারা বসন্ত ভিন্ন অন্য সময়ে নিত্য নিত্য ইহা সেবন করে, তাহাদের সদা অতি বীর্য্য বৃদ্ধি ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বল বৃদ্ধি হয়। যাঁহারা গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সূর্য্যাতপে শোষিতদেহ, যাহারা কামোন্মত্ত স্ত্রীসঙ্গমে অতি খিন্ন, এবং যাহারা পথপর্য্যটনে শীর্ণগাত্র, এই রসালা—তাহাদের শরীর শীঘ্র পোষণ করিয়া থাকে। রসালা—শুক্রজনক, বলকর, রুচিপ্রদ, বাতপিত্তহর, অগ্নিদীপক, বৃংহণ, স্নিগ্ধ, মধুর-রস, শীতবীর্য্য, সারক এবং রক্তপিত্ত-তৃষ্ণা-দাহ ও প্রতিশ্যায় প্রশমক ॥ ১৩২—১৩৫

শর্করোদক—(চিনির সরবত)—শুভ্র চিনি শীতল জলে গুলিয়া তাহাতে এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিলে যে পানক প্রস্তুত হয়, তাহাই শর্করোদক নামে প্রসিদ্ধ। শর্করোদক—শুক্রজনক, শীতল, সারক, বলকর, রোচক, লঘু, স্বাদু, বাতপিত্ত-নাশক, এবং মূর্চ্ছা বমি-তৃষ্ণা দাহ ও জ্বরের শান্তিকারক ॥ ১৩৬—১৩৮

প্রপানক। আম্রপানক—(পনা) কাঁচা আম জলে সিদ্ধ করিয়া এবং তাহা উত্তমরূপে চট্কাইয়া শীতল জলে গুলিবে, পরে তাহাতে চিনি কর্পূর ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই শ্রেষ্ঠ প্রপানক ভীমসেনের নির্ম্মিত। ইহা সদ্যো রুচিকর, বলপ্রদ এবং ইন্দ্রিয়ের তর্পক ॥ ১৩৯।১৪০

অম্লিকাফলপানক (তেঁতুলের পানা)—পাকা তেঁতুল জলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে

চিনি মরিচ লবঙ্গ ও কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিলে অম্লিকা পানক হয়। ইহা বাতনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তশ্লেষ্মকারক, অতি রোচক ও অগ্নির উদ্দীপক॥ ১৪১। ১৪২

নিম্বূকপানক (নেবুর পানা)—এক ভাগ নেবুর রস ও ছয় ভাগ শর্করোদক (চিনির জল) একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহাই নিম্বূকপানক। নিম্বূকপানক—অতি অম্ল, বাতনাশক, অগ্নিদীপক ও রোচক। ইহা সমস্ত আহারের পাচক॥ ১৪৩। ১৪৪

ধান্যাকপানক—(ধনের পানা)—ধনে শিলায় উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে শর্করোদক (চিনির জল) ও কর্পূরাদি মিশ্রিত করিয়া একটা মৃন্ময় নূতন পাত্রে রাখিবে। ইহা অতি পিত্তহর॥ ১৪৫

কাঁজী—(কাঁজী-প্রস্তুত করিবার বিধি বটক প্রস্তুত বর্ণন কালে লিখিত হইয়াছে।) কাঁজী-রোচক ও রুচিপ্রদ, পাচক, অগ্নিদীপক, শূল-অজীর্ণ ও বিবদ্ধতা নাশক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। যেখানে কাঁজী পাওয়া না যাইবে, সেখানে কালী (সাধারণ আমানী) প্রয়োগ করিবে॥ ১৪৬

জালি—(আচার)—অপক্ক আম্রফল পেষণ পূর্ব্বক তাহাতে রাইসর্ষপ চূর্ণ, লবণ ও ভাজাহিঙ্ মিশ্রিত করিয়া পবিত্র ভাবে চট্কাইয়া লইলে জালি অর্থাৎ আচার প্রস্তুত হয়। ইহা জিহ্বার কুণ্ঠত্বনাশক ও কণ্ঠ বিশোধক। জালি অল্পঅল্প করিয়া সেবন করিলে রোচক ও অগ্নি প্রদীপক হইয়া থাকে॥ ১৪৭। ১৪৮

তক্র—চতুর্থাংশ জল সম্পন্ন-অতি স্থূল (অতি ঘন)—অম্ল দধি (সাধারণতঃ মাহিষ দধি) একটা নির্ম্মল মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া তাহা জলের সহিত চালিত করিবে অর্থাৎ মন্থন করিবে। তৎপরে ভাজা হিঙ্, জীরা লবণ ও অল্প পরিমাণে পেষিত সর্ষপ তাহাতে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহাই তক্র, এই তক্র কাহার না প্রিয়? ইহা রুচিকারক, অগ্নিদীপক ও অতি পাচক। উদরে যে সকল রোগ জন্মে, তৎসমস্তেরই নাশক। ইহা তৃপ্তিকারক॥ ১৪৯। ১৫০

দুগ্ধ—লোকে যে সমস্ত বিদাহি-অন্নপান ভোজন করে, সেই সমস্ত বিদাহি-অন্নপানের বিদাহ শান্তির জন্য ভোজনান্তে তাহাদের দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ দুগ্ধপান দ্বারা বিদাহজনক অন্নপানের বিদাহ নিবারিত হয়। (দুগ্ধের অন্যান্য গুণ সকল দুগ্ধ বর্গে লিখিত হইয়াছে)॥ ১৫১

শক্তু (ছাতু)—শালি বা ষষ্টী ধান্যকে ভাজনা খোলায় ভাজিয়া যাঁতায় পেষণ করিলে শক্তু প্রস্তুত হয়॥ ১৫২

যবশক্তু (যবের ছাতু)—ইহা—শীতবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, সারক, কফপিত্তহর, রুক্ষ ও লেখন গুণ যুক্ত। উহা তরল করিয়া পান করিলে বলকারক, বৃষ্য, বৃংহণ, ভেদক, তৃপ্তিকারক, মধুররস, রুচিকর ও পরিণামে (পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া) বলবর্দ্ধক হয়। ইহা কফ-পিত্ত-শ্রম-ক্ষুৎ-তৃষ্ণা-বৃদ্ধি (পাঠান্তর-ব্রণ) ও নেত্র রোগনাশক। রৌদ্র দাহ পথপর্য্যটন ও ব্যায়ামে পরিপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে ছাতু ভোজন প্রশস্ত॥ ১৫৩—১৫৫

চণক-যবশক্তু—ভাজা ছোলা ও চতুর্থাংশ ভাজা যব পেষণ করিয়া যে ছাতু প্রস্তুত করা যায়, তাহা চিনি ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া গ্রীষ্মকালে ভোজন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা গ্রীষ্মকালে অতি পূজিত॥ ১৫৬

শালিশক্তু—শালিধান্য সম্ভূত শক্তু—অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, শীতবীর্য্য, মধুর, মলসংগ্রাহক, রুচিপ্রদ, পথ্য এবং বল ও শুক্রজনক। ভোজন করিয়া ছাতু খাইবে না, দাঁতে ছিঁড়িয়া ছাতু খাইবে না, রাত্রিকালে ছাতু খাইবে না, বহুপরিমাণে ছাতু খাইবে না, জলান্তরিত করিয়া ছাতু খাইবে না অর্থাৎ ছাতুভোজনের মধ্যে মধ্যে জল খাইবে না, এবং শর্করাদির সংযোগ ব্যতিরেকেও কেবলমাত্র ছাতু জলের সহিত খাইবে না। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে—শক্তুভোজনকালে পৃথক জল পান করিবে না, ছাতু ভোজন করিতে করিতে পুনর্ব্বার ছাতু লইয়া ভোজন করিবে না, আমিষের সহিত ছাতু খাইবে না, দুগ্ধের সহিতও ছাতু খাইবে না, রাত্রিকালে ছাতু খাইবে না, দাঁতে ছিঁড়িয়া ছাতু খাইবে না এবং উষ্ণ করিয়া ছাতু খাইবে না। ছাতু ভোজনে এই সাতটি দোষ বর্জ্জন করিবে॥ ১৫৭—১৫৯

ধানা (বহুরী)—নিস্তুষ-ভৃষ্ট-যবকে ধানা কহে। ধানা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তে। ধানা—দুর্জ্জর, রুক্ষ, তৃষ্ণাজনক, গুরু এবং মেহ-কফ ও বমিনাশক॥ ১৬০

লাজা—(খৈ) যে সকল ধান্যের তণ্ডুল হয়, সেই সকল ধান্য সতুষ ভাজিলে ফুটিয়া খৈ উৎপন্ন হয়। খৈ—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, অগ্নিদীপক, অল্প মলমূত্রজনক, রুক্ষ, বলকর, পিত্তকফনাশক এবং বমি-অতিসার-দাহ-রক্তদুষ্টি-মেহ-মেদঃ ও তৃষ্ণা প্রশমক॥ ১৬১। ১৬২

চিপিটক—(চিঁড়া)—সতুষ (খোসাযুক্ত) শালিধান্য জলে ভিজাইয়া পরে সেই ভিজা ধান্য এরূপ করিয়া খোলায় ভাজিবে, যেন তাহা না ফুটিয়া যায়। পরে সেই ভৃষ্ট অথচ অস্ফুটিত ধান্য কুট্টিত করিলেই তাহাতে চিপিটক (চিঁড়া) উৎপন্ন হইবে। চিপিটকের অন্য নাম—পৃথুক। ইহা [illegible], [illegible]

ও মেদকর। চিপিটক দুগ্ধের সহিত খাইলে বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর ও মলভেদক হয়॥ ১৬৩।১৬৪

হোলক—(হড়া পোড়া, হোরহা)—ছোলা মটর প্রভৃতি শমীধান্যকে তৃণের আগুনে পোড়াইয়া অর্দ্ধপক্ক করিলে তাহাকে হোলক কহা যায়। হোলক—অল্পবাতজনক এবং মেদঃ-কফ ও ত্রিদোষনাশক। ছোলা-মটর প্রভৃতি যাহার হোলক করা যায়, সে হোলক তাহারই গুণান্বিত হইয়া থাকে॥ ১৬৫

উম্বী-(উচী)—যবগোধূমাদির অর্দ্ধপক্ক মঞ্জরী তৃণের আগুনে ভাজিলে অর্থাৎ পোড়াইয়া সিদ্ধ করিয়া লইলে পণ্ডিতেরা তাহাকে উম্বী নামে অভিহিত করেন। উম্বী—কফপ্রদ, বলকর, লঘু এবং পিত্তানিলনাশক॥ ১৬৬

কুল্মাষ—(ঘুঘুনী)—অর্দ্ধস্বিন্ন গোধূম ও চণকাদিকে পণ্ডিতগণ কুল্মাষ কহিয়া থাকেন। ইহা—গুরু, রুক্ষ, বাতজনক ও মলভেদক॥ ১৬৭

পলল—(তিলকুটা)—গুড়-শর্করাদি সংযুক্ত তিলপিষ্টককে পলল কহা যায়। ইহা—মলজনক, বৃষ্য, বাতঘ্ন, কফপিত্তকারক, বৃংহণ, গুরু, স্নিগ্ধ এবং মূত্রাধিক্যনিবারক॥ ১৬৮

তিলকল্ক—(পীনা)—তিলকিট্ট, পিণ্যাক ও তিলখলি ইহারা একার্থবাচক শব্দ। পিণ্যাক—লেখন, রুক্ষ, বিষ্টম্ভকারক ও দৃষ্টিপ্রদূষক॥ ১৬৯

তণ্ডুল—ইহা মেহ ও কৃমিনাশক। নূতন তণ্ডুল অতি দুর্জ্জর॥ ১৭০

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে কৃতান্নবর্গ

অথ বারি বর্গ

—:*:—

জলের নাম ও গুণ—পানীয়, সলিল, নীর, কীলাল, জল, অম্বু, আপ, বার., বারি, তোয়, পয়ঃ, পাথঃ, উদক, জীবন, বন, অম্ভঃ, অর্ণঃ, অমৃত ও ঘনরস, এইগুলি জলের পর্য্যায়। জল—শ্রমনাশক, ক্লমহর, মূর্চ্ছা ও পিপাসাপ্রশমক, তন্দ্রা-বমি ও বিবন্ধতানিবারক, বলকর, নিদ্রাহর, তৃপ্তিকর, হৃদ্য, অব্যক্তরস, অজীর্ণপ্রশমক, সদাহিতকর, শীতল, লঘু ও স্বচ্ছ। ইহা মধুরাদি রসের কারণ, অমৃতসম ও জীবনস্বরূপ॥ ১।২

পানীয়ভেদ—পানীয় অর্থাৎ জল দ্বিবিধ যথা—দিব্য ও ভৌম। দিব্যজল আবার চতুর্ব্বিধ যথা—ধারাজ, করকাভব, তৌষার ও হৈম। এই চতুর্ব্বিধ জলের মধ্যে ধারাজ জলই গুণাধিক॥ ৩

ধারজলের লক্ষণ ও গুণ—ধারা পতিত জল (বৃষ্টির জল) একখান স্ফীত বস্ত্রেধরিয়া তাহা সুধৌত শিলায় বা সুধায় (প্রাসাদভাক্ দ্রব্যে) পাতিত করিবে। পরে সেই জল সুবর্ণ রজত তাম্র স্ফটিক বা কাচনির্ম্মিত পাত্রে অথবা মৃন্ময় পাত্রে স্থাপন করিবে। সেই স্থাপিত জলই ধারজল নামে অভিহিত। ধারজল—ত্রিদোষঘ্ন, অনির্দ্দেশ্যরস, লঘু, সৌম্য, রসায়ন, বলকর, তৃপ্তিপ্রদ, আহ্লাদজনক, জীবনস্বরূপ, পাচক, বুদ্ধিপ্রদ এবং মূর্চ্ছা-তন্দ্রা-দাহ-শ্রম-ক্লম ও তৃষ্ণানাশক। এই জল সকল সময়েই বিশেষতঃ বর্ষাকালে অতি-সুপথ্য॥ ৪-৭

ধারাজলের ভেদ—ধারাজল দ্বিবিধ যথা—গাঙ্গ ও সামুদ্র॥ ৮

গাঙ্গ ও সামুদ্র জলের লক্ষণ ও গুণ—ভাল ভাল লোকে বলিয়া থাকেন যে, দিগ্‌গজ সকল আকাশগঙ্গাসম্বন্ধি জল আদান করিয়া তাহা মেঘ দ্বারা অন্তরিত করিয়া বর্ষণ করিয়া থাকে। প্রায় আশ্বিন মাসেই মেঘ গাঙ্গবারি বর্ষণ করে। সেই গাঙ্গবারি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। চরকে গাঙ্গবারির এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যথা—স্বর্ণ বা রজত নির্ম্মিত পাত্রে অথবা মৃন্ময় পাত্রে স্থাপিত শালিঅন্ন যে জলে সংসিক্ত হইলে ক্লিন্ন ও বিবর্ণ না হয়, সেই জলই গাঙ্গজল বলিয়া জানিবে; ক্লিন্ন ও বিবর্ণ হইলে তাহা সামুদ্র জল বলিয়া বুঝিবে। গাঙ্গজল সর্ব্বদোষঘ্ন। সামুদ্র জল—সক্ষার-লবণ, শুক্র ও দৃষ্টিশক্তিনাশক, বিস্র (আঁসুটে গন্ধ), বাতাদিদোষজনক ও তীক্ষ্ণ, তাহা কোন কার্য্যেই হিতকর নহে। কিন্তু আশ্বিন মাসে সামুদ্রজল গাঙ্গজলবৎ গুণকর হইয়া থাকে। কারণ—তৎকালে দিব্যর্ষি অগস্তের উদয় হেতু সকল জলই নির্ম্মল, নির্ব্বিষ, স্বাদু, শুক্রজনক ও অদোষল হয়। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে—আকাশচারি-নাগগণের ফুৎকার-বিষবায়ুদ্বারা দিব্যজল (বৃষ্টির জল) বর্ষাকালে সবিষ হয়, কিন্তু আশ্বিন মাসে হয় না॥ ৯—১৩

অনার্ত্তব জলের গুণ—(অকালবৃষ্টিজলের গুণ) মেঘসকল বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে যে জল বর্ষণ

কৰ্ম্মে তাহা সকল দেহিরই ত্রিদোষপ্রকোপের জন্য জানিবে। (টীকা। অনার্ত্তব শব্দে—পৌষাদিমাস চতুষ্টয় বুঝিতে হইবে)॥ ১৬

করকাজলের (শিলাজলের) লক্ষণ ও গুণ—যে জল দিব্য বায়ু ও দিব্যাগ্নি সংযোগে সংহত হইয়া আকাশ হইতে পাষাণখণ্ডবৎ পতিত হয়, তাহাই করকা জল বলিয়া জানিবে। করকাজাত জল—অমৃতোপম, তাহা রুক্ষ, বিশদ, গুরু, স্থির (কঠিন), দারুণ শীতল, সান্দ্র (গাঢ়), পিত্তনাশক ও কফবাতকারক॥ ১৭।১৮

তুষারজাত জলের লক্ষণ ও গুণ—নদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত জলে অগ্নি আছে। সেই অগ্নিসম্ভূত এবং ধূমাংশরহিত যে জল, তাহাই তুষার নামে খ্যাত। তুষার জল প্রায় সকল প্রাণিরই অপথ্য, কিন্তু তাহা উদ্ভিদ্গণের হিতকারী। তুষারাম্বু—শীতল, রুক্ষ, বাতজনক ও অপিত্তল (ঈষৎ পিত্তকর)। ইহা—কফ-উরুস্তম্ভ-কণ্ঠরোগ-অগ্নি-দুষ্টি-মেহ ও গণ্ডাদিরোগনাশক॥ ১৯।২০

হৈমজলের লক্ষণ ও গুণ—হিমালয় পর্ব্বতের শিখরাদি হিমাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে যে হিম (বরফ) দ্রবীভূত হইয়া অভিবৃষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই হৈমজল বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। হৈমজল—শীতল, পিত্তঘ্ন, গুরু ও বাতবর্দ্ধক। কিন্তু হিম অর্থাৎ কুয়াসা—শীতল রুক্ষ ও দারুণ সূক্ষ্ম। ইহা কি বায়ুকে কি পিত্তকে কি কফকে কাহাকেও দূষিত করে না॥ ২১। ২২

ভৌমজল এবং তাহার ভেদ—পণ্ডিতগণ ভৌমজলকে ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণন করেন, যথা—জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ॥ ২৩

ত্রিবিধ ভৌমজলের লক্ষণ ও গুণ—যে দেশে জল অল্প, বৃক্ষ অল্প এবং রক্তপিত্তরোগ অধিক জন্মে, সেই দেশ জাঙ্গল দেশ বলিয়া অভিহিত এবং তত্রত্য জল জাঙ্গল জল বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে দেশে জল অধিক, বৃক্ষ অধিক এবং বাতশ্লেষ্মরোগ অধিক জন্মে, সেই দেশ অনূপদেশ নামে অভিহিত এবং তত্রত্য জল আনূপ জল বলিয়া কীর্ত্তিত। আর যে দেশ অনূপ ও জাঙ্গল এই উভয় দেশের লক্ষণান্বিত, সেই দেশ সাধারণ দেশ নামে কথিত এবং তত্রত্য জল সাধারণ জল বলিয়া বিখ্যাত। জাঙ্গলসলিল—রুক্ষ, লবণ, লঘু, পিত্তনাশক, অগ্নিকারক, কফহারক ও পথ্য। জাঙ্গলজল বহুবিকার উৎপাদন করে। আনূপজল—অভিষ্যন্দি, স্বাদু, স্নিগ্ধ, ঘন, গুরু, অগ্নিনাশক, কফকারক ও হৃদ্য। ইহা বহুবিকার উৎপাদন করে। সাধারণ জল—মধুর, অগ্নিদীপক, শীতল, লঘু, তৃপ্তিকর, রোচক এবং তৃষ্ণা-দাহ ও ত্রিদোষনাশক॥ ২৪—২৯

নাদেয়াদি ভৌমজলের লক্ষণ ও গুণ—নাদেয়জলের লক্ষণ ও গুণ—নদীর বা নদের জল নাদেয়জল বলিয়া কীর্ত্তিত। নাদেয়জল—রুক্ষ, বাতজনক, লঘু, অগ্নিদীপক, অনভিষ্যন্দি, বিশদ, কটুক ও কফপিত্তনাশক। যে সকল নদী শীঘ্রবহা অর্থাৎ যাহাদের জল অতি দ্রুত গমন করে, এবং যাহাদের জল নির্ম্মল, তাহারা অর্থাৎ তাহাদের জল—লঘু। আর যে সকল নদী মন্দগামিনী, শৈবালাচ্ছন্না এবং যাহাদের জল কলুষ, তাহার অর্থাৎ তাহাদের জল গুরু। যে সকল নদী হিমালয় হইতে সম্ভূত এবং যাহাদের জল প্রস্তর দ্বারা আহত, সেই সকল নদীর জল পথ্য। যেমন গঙ্গা-শতদ্রু-সরযূ-ও যমুনা প্রভৃতি নদীসকল গুণোত্তম। আর বেণা-গোদাবরী-প্রভৃতি-সহ্যপর্ব্বত-সম্ভূত-নদীসকল প্রায়ই কুষ্ঠরোগের উৎপাদক। উহারা অল্প বাতকফজনক। নদী-সরোবর ও তড়াগাদির জলে এবং কূপ ও প্রস্রবণাদির জলে দেশভেদে গুণ ও দোষ লক্ষ্য করিবে॥ ৩০—৩৪

ঔদ্ভিদজলের লক্ষণ ও গুণ—নিম্নভূমি বিদীর্ণ করিয়া মহতী ধারায় যে জল প্রস্রুত হয়, মহর্ষিগণ সেই জলকেই ঔদ্ভিদ জল বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ঔদ্ভিদজল—পিত্তঘ্ন, অবিদাহি, অতি শীতল, প্রীণন, মধুর, বলকর, ঈষৎবাতজনক ও লঘু॥ ৩৫। ৩৬

নির্ঝরজলের লক্ষণ ও গুণ—পর্ব্বতের সানুপ্রদেশ হইতে অর্থাৎ পর্ব্বতের সমভূভাগ কোন স্থান হইতে যে জলপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাকে নির্ঝর ঝর বা প্রস্রবণ কহে এবং তত্রত্য জলকে নৈর্ঝর-জল বলে। এইজল—রুচিকারক, কফঘ্ন, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুর, কটুপাক, বাতজনক ও অপিত্তল (ঈষৎপিত্তকর)॥ ৩৭। ৩৮

সারস জলের লক্ষণ ও গুণ—নদীর জল পর্ব্বতাদিদ্বারা রুদ্ধ হইয়া কোন স্থানে সঞ্চিত হইয়া স্থিতি করিলে সেই সঞ্চিতজলস্থানকে সরঃ এবং তাহার জলকে সারসজল কহা যায়। সারসজল—বলকর, তৃষ্ণানাশক, মধুর, লঘু, রোচক, কষায়, রুক্ষ ও মলমূত্রবিবন্ধক॥ ৩৯।৪০

তড়াগজলের লক্ষণ ও গুণ—প্রশস্ত ভূভাগস্থ বহুকালের জলাশয়কে তড়াগ কহে এবং তাহার জলকে তাড়াগজল বলে। তাড়াগজল—স্বাদু-কষায়, কটুবিপাক, বাতকর, মলমূত্রবিবন্ধক এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক॥ ৪১।৪২

বাপীজলের লক্ষণ ও গুণ—প্রস্তর বা ইষ্টক দ্বারা বাঁধান এবং সোপান বিশিষ্ট অতিবৃহৎ যে কূপ তাহাকে বাপী কহা যায় এবং তাহার জলকে বাপ্য জল নামে অভিহিত করা গিয়া থাকে। বাপ্য জল—

ক্ষাররসান্বিত হইলে পিত্তকারক ও কফবাতনাশক হয়; মিষ্টরস হইলে কফকারক ও বাতপিত্তহারক হইয়া থাকে ॥ ৪৩ । ৪৪

কৌপজলের লক্ষণ ও গুণ—অল্প বিস্তৃত কিন্তু গভীর ও মণ্ডলাকৃতি যে খাত খনন করা যায়, তাহা ইষ্টকাদিদ্বারা বাঁধানই হউক আর না বাঁধানই হউক, তাহাকে কূপ কহা যায়, এবং তাহার জলকে কৌপজল বলা গিয়া থাকে। কৌপজল স্বাদুরস হইলে ত্রিদোষঘ্ন, হিতকর ও লঘু হয়; ক্ষাররসান্বিত হইলে কফবাতনাশক, অগ্নিদীপক এবং অতি পিত্তকারক হইয়া থাকে ॥ ৪৫ । ৪৬

চৌণ্ড্যজলের লক্ষণ ও গুণ—শিলাকীর্ণ যে খাত স্বয়ং জাত, যাহার জল নীলাঞ্জনপ্রভ এবং যাহা লতাবিতানে সংচ্ছন্ন, তাহাকে চুণ্ডা (বা চুণ্টা) কহা যায়। কেহ বা বলেন—যে স্বয়ংজাত গর্ত্ত প্রস্তরাদি দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহাকে চুণ্ডা কহা গিয়া থাকে। চুণ্ডা জল চৌণ্ড্য জল নামে অভিহিত। ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফহর, লঘু, মধুর, পিত্তনাশক, রুচিপ্রদ, পাচক ও বিশদ ॥ ৪৭—৪৯

পাল্বলজলের লক্ষণ ও গুণ—যে সরঃ ক্ষুদ্র এবং রবি কর্কটরাশিস্থ হইলে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসেও যাহাতে কিঞ্চিৎ জল থাকে না; তাহাকেই পল্বল কহা যায় এবং তত্রত্য জলকে পাল্বল জল কহা গিয়া থাকে। এই জল—অভিষ্যন্দি, গুরু, স্বাদু ও ত্রিদোষ প্রকোপক।

(টীকা। রবি-সূর্য্য, চন্দ্রক্ষ গ-কর্কটরাশিস্থ। মুখ্য-অর্থ—চন্দ্রক্ষ অর্থাৎ মৃগশিরঃ; সূর্য্য মৃগশিরোনক্ষত্র-গত হইলে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও জল থাকে না, সেইরূপ ক্ষুদ্র জলাশয়কেই পল্বল বলা গিয়া থাকে) ॥ ৫০

বিকির (বা চিকির) জলের লক্ষণ ও গুণ—নদ্যাদির নিকটবর্ত্তি-বালুকাময় ভূমি হইতে যে জল উদ্ভূত হয়, তাহাকে চিকির বা বিকির জল কহে। এই জল—শীতল, স্বচ্ছ, নির্দ্দোষ, লঘু, স্বাদু-কষায়রস, ও পিত্তঘ্ন। ইহা ক্ষাররস হইলে অল্পপিত্তকর হইয়া থাকে ॥ ৫১।৫২

কৈদার জলের লক্ষণ ও গুণ—ক্ষেত্রকে (চতুর্দ্দিকে আলিবদ্ধ ক্ষেতকে) কেদার কহে। কেদারের জলকে কৈদার জল বলা যায়। কৈদারজল—অভিষ্যন্দি, মধুর, গুরু ও বাতাদিদোষকারক ॥ ৫৩

বৃষ্টিজলের লক্ষণ ও গুণ—সদ্যোবৃষ্ট জলকে বার্ষিকজল (বৃষ্টিজল) কহে। বৃষ্টির জল যে দিন ভূমিস্থ হয়, সেদিন তাহা অহিতকর থাকে। তিন দিনের পর সেই জল নির্দ্দোষ ও অমৃতোপম হইয়া থাকে ॥ ৫৪

হেমন্তাদি কাল বিশেষে বিহিত জল বিশেষ—হেমন্তকালে সরোবরের বা তড়াগের জল হিতকর। হেমন্তকালে যে জল বিহিত, শিশিরকালেও (শীতকালেও) সেই জল প্রশস্ত জানিবে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কূপের, বাপীর বা নির্ঝরের জল হিতকর। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে নদীর জল গ্রহণীয় (সেব্য) নহে। কারণ—তৎকালে বনবৃক্ষের পত্রাদিদ্বারা সেই জল দূষিত হইয়া বিষবৎ হইয়া থাকে। প্রাবৃট্‌কালে ঔদ্ভিদ বা আন্তরীক্ষ, অথবা কৌপজল, এবং শরৎকালে নাদেয় বা অংশূদক অতি প্রশস্ত। যে জল সমস্তদিন রৌদ্র এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্রকিরণ পায়, তাহাই অংশূদক নামে অভিহিত। অংশূদক—স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, অনভিষ্যন্দি, নির্দ্দোষ, আন্তরীক্ষজলোপম, বলকারক, রসায়ন, মেধাজনক, শীতল, লঘু ও অমৃতসম।

টীকা। "রবিকরদ্বারা জুষ্ট," এই বাক্য প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, দিবা শব্দে সমস্ত দিবস। এবং "শীতকরাংশু দ্বারা জুষ্ট," এই বাক্য প্রয়োগে সমস্ত রাত্রি।

অন্যবচন—অগস্ত্যের উদয় হেতু শরৎকালে সকল জলই স্বচ্ছ ও হিতকর হয়। বৃদ্ধ সুশ্রুতেও উক্ত আছে —পৌষমাসে সরোবরের জল, মাঘ মাসে তড়াগের জল, ফাল্গুন মাসে কূপের জল, চৈত্রমাসে চৌণ্ড্যজল, বৈশাখমাসে নির্ঝরের জল, জ্যৈষ্ঠমাসে ঔদ্ভিদ জল, আষাঢ় মাসে কূপের জল, শ্রাবণমাসে দিব্যজল (বৃষ্টির জল), ভাদ্রমাসে কূপের জল, আশ্বিন মাসে চৌণ্ড্যজল এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে সকল প্রকার জলই প্রশস্ত ॥ ৫৫—৬৩

জলগ্রহণের কাল—সকল প্রকার ভৌমজলই প্রায় প্রাতঃকালেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ শীতলত্ব ও নির্ম্মলত্বই জলের প্রধান গুণ। প্রাতঃকালে সকল জলই শীতল ও নির্ম্মল থাকে ॥ ৬৪

জলপান বিধি—অত্যন্ত জলপান করিলেও অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, একবারে জলপান না করিলেও সেই দোষ অর্থাৎ তাহাতেও অন্ন পরিপাক পায় না। অতএব অগ্নিবিবর্দ্ধনার্থ মানব মুহুর্মুহুঃ জলপান করিবে, কিন্তু অল্প অল্প পরিমাণে ॥ ৬৫

শীতল জল পানের বিষয়—মূর্চ্ছায়, পিত্তোষ্মায়, দাহে, বিষে, রক্তদুষ্টিতে, মদাত্যয়রোগে, শ্রমে, ভ্রমে (গাত্রঘূর্ণন রোগে), ভুক্তান্ন বিদগ্ধ হইলে, তমকরোগে, বমনরোগে এবং ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগে শীতল জল প্রশস্ত ॥ ৬৬

শীতল জল নিষেধ—পার্শ্বশূলে, প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে, গলগ্রহে, আধ্মানে, স্তিমিতকোষ্ঠে, সদ্যঃ শুদ্ধিতে (বমন বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়ার পরে

এবং নবজ্বর-অরুচি-গ্রহণী-গুল্ম-শ্বাস-কাস-বিদ্রধি ও হিক্কারোগে এবং স্নেহপানে শীতল জল বর্জ্জন করিবে॥ ৬৭।৬৮

অল্পজল পানের বিষয়—অরোচকরোগে, প্রতিশ্যায়ে, অগ্নিমান্দ্যে, শোথে, ক্ষয়ে, মুখপ্রসেকে, জঠররোগে, কুষ্ঠে, নেত্ররোগে, জ্বরে, ব্রণে (ক্ষতে) ও মধুমেহরোগে অতি অল্প জলপান বিধেয়॥ ৬৯

জলপানের আবশ্যকতা—জল জীবিগণের জীব এবং সমস্ত জগৎই জলময়, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জলপান করিতে কদাচিৎ অত্যন্ত নিষেধ করিবেন না। আর হারীতেও উক্ত আছে—প্রবল পিপাসা অতি ভয়ানক, তাহা সদ্যঃ প্রাণনাশ করিতে পারে, অতএব তৃষ্ণার্ত্তব্যক্তিকে প্রাণধারণার্থ পানীয় প্রদান করিবে। তৃষিত ব্যক্তি পানীয় জল না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয় (মূর্চ্ছা যায়) এবং মোহ হইতে প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটে। অতএব সকল অবস্থাতেই তৃষিতকে জল দিবে, কদাচিৎ বারি বারণ করিবে না॥ ৭০—৭২

প্রশস্ত জল—যে জলে কোন প্রকার গন্ধ নাই, মধুরাদি কোন্ রস ব্যক্ত নাই, যাহা সুশীতল, তৃষ্ণা-নাশক, নির্ম্মল, লঘু ও হৃদ্য, সেই জলই গুণবৎ জানিবে, তাহাই প্রশস্ত জল॥ ৭৩

নিন্দিত জল—যে জল পিচ্ছিল, কৃমিসঙ্কুল, পত্র-শৈবাল ও কর্দ্দম দ্বারা ক্লিন্ন, বিবর্ণ, বিরস, ঘন, দুর্গন্ধ, কলুষ এবং জলজপত্র নীলী ও তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন, যাহা দুঃস্পর্শন (যাহার স্পর্শে কণ্ডুয়নাদি উপস্থিত হয়), (পাঠান্তর-কুদেশজ), যাহা সূর্য্য ও চন্দ্র কিরণ দ্বারা অস্পৃষ্ট, যাহা অনার্ত্তব (যাহা অসময়ে অর্থাৎ পৌষমাঘাদি সময়ে বৃষ্ট) এবং যাহা প্রথম ভূমি পতিত বার্ষিক (বৃষ্টির জল) ও ব্যাপন্ন (দুষ্ট) সে জল হিতকর নহে, তাহা পরিত্যাজ্য। এরূপ জল দ্বারা ত্রিদোষের প্রকোপ হয়। স্নান-পানে এরূপ জল ব্যবহার করিলে তৃষ্ণা, উদরাধ্মান, চিরজ্বর (পাঠান্তর-উদর ও জ্বর), কাস, অগ্নিমান্দ্য, অভিষ্যন্দ (নেত্র-রোগ বিশেষ), কণ্ডু ও গণ্ডাদি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়॥ ৭৪—৭৭

দুষ্টজলের নির্দ্দোষীকরণোপায়—দূষিত জলকে সিদ্ধ করিবে, কিংবা সূর্য্য সন্তাপে উত্তপ্ত করিবে। অথবা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর বা বালুকা অগ্নিসন্তাপে ভৃশ সন্তপ্ত করিয়া দুষ্টজলে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ নিক্ষেপ সাতবার করিতে হইবে পরে কর্পূর, জাতিপুষ্প, পুন্নাগ ও পাটলাদি পুষ্পদ্বারা সুবাসিত করিয়া একখান ঘন ও পরিষ্কৃত বস্ত্রে তাহা ছাঁকিয়া লইবে। তাহাতে ক্ষুদ্র কৃমি সকলও অপগত হইবে। পরে স্বর্ণ ও মুক্তাদি জলপ্রসাদক দ্রব্যদ্বারা সেই জলকে স্বচ্ছ ও দোষবর্জ্জিত করিয়া লইবে। পত্র, মূল, বিসগ্রন্থি, মুক্তা, কনক, শৈবাল, গোমেদ মণি ও বস্ত্র এই সকল দ্বারা জল প্রসাদন করিবে॥ ৭৮—৮১

শীতজলের পরিপাক কাল—কাঁচা জল দুই প্রহরে পরিপাক হয়। গরম জল শীতল করিয়া পান করিলে একপ্রহরে, এবং ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে অর্দ্ধপ্রহরে পরিপাক হইয়া থাকে। জল পরি-পাকের এই তিনটি কাল নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৮২

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে বারিবর্গ।

অথ দুগ্ধবর্গ।

দুগ্ধের নাম ও গুণ (১)—দুগ্ধ, ক্ষীর, পয়ঃ, স্তন্য ও বালজীবন এইগুলি দুগ্ধের পর্য্যায়। দুগ্ধ—সুম-ধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তহর, সারক, সদ্যঃশুক্রজনক, শীতল, সকল প্রাণীর সাত্ম্য, জীবনস্বরূপ, বৃংহণ, বলকর, মেধা-জনক, অত্যন্তবাজীকর (মৈথুনে অতি সামর্থ্যপ্রদ), বয়ঃ-স্থাপক, আয়ুষ্কর, ভগ্নসংযোজক, রসায়ন, এবং বিরেচন বমন ও বস্তির প্রধান উপাদান, ওজোবর্দ্ধক। ইহা—জীর্ণজ্বরে, পিত্তবিকারে, শোষে, মূর্চ্ছায়, ভ্রমরোগে (গাত্রঘূর্ণন রোগে), গ্রহণীরোগে, পাণ্ডুরোগে, দাহে, তৃষ্ণায়, হৃদ্রোগে, শূলরোগে, উদাবর্ত্তে, গুল্মে, বস্তি-রোগে, অর্শোরোগে, রক্তপিত্তে, অতিসারে, যোনি-রোগে, শ্রমে, ক্লমে ও গর্ভস্রাবে সতত হিতকর। দুগ্ধ—বালক-বৃদ্ধ-ক্ষতক্ষীণ ব্যক্তিদিগের এবং যাহারা ক্ষুধায় ও মৈথুনে অতিকৃশ, তাহাদের পক্ষে অতিশয় উপকারী॥ ১—৬

(১) দেশভেদে নামভেদ। দুগ্ধকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে দুধ, গুজরাটে দুধ, কর্ণাটে হালু, তৈলঙ্গে পালু, ফারসীতে শীরে, আরবীতে লবনুল বলে। ল্যাটিন Lactus. ইংরাজী নাম Milk.

গব্য দুগ্ধের গুণ—গব্যদুগ্ধ—রসে ও পাকে বিশেষ মধুর, শীতল, স্তন্যজনক, স্নিগ্ধ, গুরু বাত পিত্ত ও রক্তদুষ্টিনাশক, দোষ-ধাতু-মল ও স্রোতের কিঞ্চিৎ ক্লেদকর। যাহারা সতত দুগ্ধ পান করে, তাহাদের জরা ও সমস্ত রোগের শান্তি হয়॥ ৭। ৮

গাভীর বর্ণভেদে দুগ্ধের গুণভেদ—কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ—বাতনাশক ও অধিক গুণকর। পীতবর্ণা গাভীর দুগ্ধ বাতনাশক ও পিত্তপ্রশমক। শুক্লবর্ণা গাভীর দুগ্ধ—শ্লেষ্মকর ও গুরু। এবং লোহিত-চিত্রবর্ণা গাভীর দুগ্ধ—বাতঘ্ন॥ ৯

বালবৎসা ও বিবৎসা ধেনুর দুগ্ধ গুণ—যে গাভীর বৎস অতি অল্পদিন প্রসূত হইয়াছে এবং যাহার বৎস মরিয়া গিয়াছে, তাহার দুগ্ধ ত্রিদোষজনক॥ ১০

বস্কয়নী গাভীর (চির প্রসূতা গাভীর) দুগ্ধ গুণ—যে গাভী অনেক দিন প্রসব করিয়াছে, সেই চিরপ্রসূতা-গাভীর দুগ্ধ—ত্রিদোষঘ্ন, তৃপ্তিজনক ও বলকারক॥ ১১

দেশবিশেষে গুণ বিশেষ—জাঙ্গল, আনূপ ও শৈলপ্রদেশে যে সকল গাভী চরিয়া বেড়ায়, তাহাদের দুগ্ধ যথাক্রমে গুরুতর, অর্থাৎ জাঙ্গলদেশচর গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা আনূপ দেশচর গাভীর দুগ্ধ; আনূপদেশচর গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা শৈলদেশচর গাভীর দুগ্ধ গুরুতর। কারণ—আহার অনুসারে গাভীর দুগ্ধে স্নেহ পদার্থ জন্মিয়া থাকে॥ ১২

আহার বিশেষে গুণ বিশেষ—যে সকল গাভী স্বল্প খাদ্য ভক্ষণ করে, তাহাদের দুগ্ধ—গুরু, কফপ্রদ, বলকর ও অতি বৃষ্য, তাহা স্বস্থব্যক্তিদিগের পক্ষে গুণদায়ক। আর যাহারা পলাল (খড়) ঘাস ও কার্পাসবীজ ভক্ষণ করে, তাহাদের দুগ্ধ রোগিগণের হিতকর॥ ১৩

মহিষী দুগ্ধের গুণ (১)—মহিষীর দুগ্ধ গব্য-দুগ্ধ অপেক্ষা মধুর, স্নিগ্ধ (অধিক স্নেহপদার্থ বিশিষ্ট), শুক্রকর, গুরুপাক, নিদ্রাজনক, অভিষ্যন্দি, ক্ষুধাধিক্যকর ও শীতবীর্য্য॥ ১৪

ছাগী দুগ্ধের গুণ (২)—ছাগীর দুগ্ধ—কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং রক্তপিত্ত-অতিসার-ক্ষয়-কাস ও জ্বরনাশক। অজাদিগের দেহ ক্ষুদ্র, তাহারা কটুতিক্ত দ্রব্য খায়, অল্পজল পান করে এবং ব্যায়াম করে, এই জন্যই তাহাদের দুগ্ধ সকলরোগের শান্তিকারক হইয়া থাকে॥ ১৫। ১৬

মৃগ্যাদি দুগ্ধের গুণ—জাঙ্গল দেশজাত মৃগীর দুগ্ধ ছাগদুগ্ধের ন্যায় গুণকর॥ ১৭

ভেড়ীদুগ্ধের গুণ—ভেড়ীর দুগ্ধ—স্বাদুলবণরস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, অশ্মরীনাশক, অহৃদ্য, শরীরের তর্পক,কেশ্য, শুক্রজনক, কফপিত্তকর ও গুরু। ইহা বাত-সম্ভূত কাসে ও কেবল বাতে বিশেষ উপকারী॥ ১৮

ঘোটকীর দুগ্ধগুণ—ঘোটকীর দুগ্ধ—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, শোষ ও অনিলনাশক, অম্ললবণরস, লঘু ও স্বাদু। যে সকল পশুর খুর অশ্বের ন্যায় অখণ্ডিত, তাহাদের সকলেরই দুগ্ধ ঘোটকীর দুগ্ধবৎ গুণশালী॥ ১৯

উষ্ট্রীদুগ্ধের গুণ—উষ্ট্রীর দুগ্ধ—লঘু, স্বাদু, লবণ, অগ্নিদীপক, সারক এবং কৃমি-কুষ্ঠ-কফ-আনাহ-শোথ ও উদররোগনাশক॥ ২০

হস্তিনীদুগ্ধের গুণ—হস্তিনীর দুগ্ধ—বৃংহণ, মধুর কষায়রস, গুরু, বৃষ্য, বলকর, শীতল, স্নিগ্ধ, নেত্র-হিত ও দেহের দৃঢ়তাসম্পাদক॥ ২১

নারী দুগ্ধের গুণ—নারীর দুগ্ধ—লঘু, শীতল, অগ্নিদীপক, বাতপিত্তপ্রশমক, চক্ষুঃশূল ও অভিঘাত-নাশক। ইহা নস্যে ও আশ্চোতনে প্রশস্ত॥ ২২

ধারোষ্ণাদি দুগ্ধের গুণ—ধারোষ্ণ (দোহন-ধারে উষ্ণ) গব্যদুগ্ধ—বলকর, লঘু, শীতল, সুধাসম, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষঘ্ন। কিন্তু দোহনের পর কিছুক্ষণ থাকায় শীতল হইয়া গেলে তাহা অপকারী হয় জানিবে। অতএব সে দুগ্ধ উষ্ণ না করিয়া খাইবে না। গব্যদুগ্ধ ধারোষ্ণ প্রশস্ত, মাহিষ দুগ্ধ ধারাশীতল হিতকর, ভেড়ীর দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া উষ্ণাবস্থায় খাওয়া এবং ছাগী দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শীতলাবস্থায় খাওয়া পথ্য। গব্য ও মহিষদুগ্ধ ভিন্ন অপর সকল অপক্ব দুগ্ধই অভিষ্যন্দী, গুরু, কফ ও আমবর্দ্ধক এবং অপথ্য। কিন্তু নারীদুগ্ধ কাঁচাই হিতকর, সিদ্ধ হিতজনক নহে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ থাকিতে খাইলে তাহা বাতনাশ করে; দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে খাইলে পিত্তনাশ করিয়া থাকে। অর্দ্ধজলযুক্ত দুগ্ধকে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধা-বশেষ থাকিতে নামাইয়া খাইলে তাহা কাঁচা দুগ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হয়। নির্জ্জল দুগ্ধ যত অধিক সিদ্ধ করা যায়, ততই তাহা গুরু, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও বলবর্দ্ধক হইয়া থাকে॥ ২৩—২৭

পীযূষ-কিলাট-ক্ষীরশাক-তক্রপিণ্ড ও মোরটের লক্ষণ এবং গুণ—সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর ঘনদুগ্ধকে পীযূষ (পেবস) কহে। নষ্টদুগ্ধকে পাক করিয়া পিণ্ডাকার করিলে তাহাকে কিলাট (গিজিরী) বলে। অপক্বাবস্থাতেই যে দুগ্ধ নষ্ট হয়, তাহাকে ক্ষীরশাক (তুমিজরা বা খিরিসা) বলে

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। মহিষ দুগ্ধকে হিন্দুস্থানে ভৈঁসীদুধ্ ও কর্ণাটে যাম্মোয় হালু বলে।

(২) দেশভেদে নামভেদ। ছাগীদুগ্ধকে মহারাষ্ট্রে শেলী দুধ ও কর্ণাটে পাঁড়িয়াড়ি নহালু বলে।

দধি বা তক্রের সংযোগে যে দুগ্ধ নষ্ট হয়, তাহা পরিস্কৃত বস্ত্রে বান্ধিয়া দ্রবাংশহীন করিলে তাহাকে তক্রপিণ্ড কহা যায়। নষ্টদুগ্ধ-সম্ভূত জলকে জেজ্জড় মোরট বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পীযূষ কিলাট ক্ষীরশাক ও তক্রপিণ্ড ইহারা—বৃষ্য, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, গুরু, শ্লেষ্মকর, হৃদ্য ও বাতপিত্তনাশক। যাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত, যাহাদের নিদ্রা হয় না, তাহাদের পক্ষে এবং বিদ্রধিরোগে ঐ সকল দ্রব্য অতি পূজিত। উহারা মুখশোষ-তৃষ্ণা-দাহ-রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক। চিনি সংযুক্ত করিয়া খাইলে মোরট—লঘু, বলকর ও রোচক হইয়া থাকে॥ ২৮—৩৩

সন্তানিকার (দুগ্ধের সরের, সাটীর) গুণ—সন্তানিকা অর্থাৎ দুগ্ধের সর—গুরু, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, পিত্ত-রক্ত-বাতনাশক, তৃপ্তিদায়ক, বৃংহণ, স্নিগ্ধ এবং কফ বল ও শুক্রবর্দ্ধক॥ ৩৪

খণ্ডাদিযুক্ত দুগ্ধের গুণ—খণ্ডের অর্থাৎ খাঁড়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দুগ্ধ খাইলে তাহা কফকারক ও বায়ুনাশক হয়। চিনি-মিছরীর সহিত খাইলে শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষ নাশক এবং গুড় সংযুক্ত করিয়া খাইলে তাহা মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক ও পিত্তশ্লেষ্মকারক হয়॥ ৩৫

প্রভাতাদি জাত দুগ্ধের গুণ—রাত্রিকালে চন্দ্রগুণের আধিক্য হেতু এবং ব্যায়ামের অকরণ নিমিত্ত প্রাতঃকালের দুগ্ধ, সন্ধ্যাকালের দুগ্ধ অপেক্ষা প্রায় গুরু ও শীতল হয়। আর দিবাভাগে সূর্য্য কিরণাভিঘাত-ব্যায়াম (শারীর-শ্রম) ও অনিল সেবন হেতু সন্ধ্যাকালের দুগ্ধ, প্রাতঃকালের দুগ্ধ অপেক্ষা লঘু ও বাতশ্লেষ্ম নাশক॥ ৩৬। ৩৭

সময়বিশেষে দুগ্ধ সেবনের গুণ—পূর্ব্বাহ্নকালে দুগ্ধ পান করিলে তাহা বৃষ্য, বৃংহণ ও অগ্নির দীপক হয়। মধ্যাহ্নকালে দুগ্ধ পান, ব তাহা বলবর্দ্ধক, কফকর, পিত্তনাশক ও অগ্নির দীপক হয়। বাল্যাবস্থায় দুগ্ধ শরীরের বৃদ্ধি করে, ক্ষয়াবস্থায় ক্ষয়ের নিবারণ করে, বৃদ্ধাবস্থায় শুক্রের রক্ষা করে এবং রাত্রিকালে অনেক দোষের প্রশম করে ও অতি হিতকর হয়। অতএব দুগ্ধ সকল সময়েই সেবন করিবে। (পাঠান্তর—রাত্রিকালে সুপথ্য, অনেক দোষের প্রশমক ও নেত্রের হিতকর হয়)। পণ্ডিতগণ বলেন—রাত্রিতে কেবল দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য, তাহার সহিত অন্নাদি ভোজন করা উচিত নহে। রাত্রিকালে দুগ্ধসহ অন্নাদি ভোজন করিলে যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে আর শুইবে না। পীত দুগ্ধের শেষ ভাগ বর্জ্জন করিবে না, অর্থাৎ দুগ্ধের শেষ রাখিবে না। দিবসে যে সকল বিদাহি-অন্নপান ভোজন করা যায়, তাহাদের বিদাহ শান্তির জন্য রাত্রিতে নিত্য দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। দীপ্তানল ব্যক্তির, কৃশ ব্যক্তির, বালকের, বৃদ্ধের ও দুগ্ধপ্রিয় মানবের, দুগ্ধ হিততম পথ্য ও সদ্যঃ শুক্রকর॥ ৩৮—৪২

মথিত দুগ্ধের গুণ—দণ্ডাহত (দণ্ড দ্বারা মথিত) ও ঈষদুষ্ণ গব্য বা ছাগদুগ্ধ পান করিলে তাহা লঘু, বৃষ্য, জ্বরহর এবং বাতপিত্ত ও কফ নাশক হয়॥ ৪৩

গব্যাজ দুগ্ধ ফেন গুণ—গব্য দুগ্ধের বা ছাগ দুগ্ধের ফেন—ত্রিদোষনাশক, রোচক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, বৃষ্য, সদ্যঃ তৃপ্তিপ্রদ ও লঘু। ইহা অতিসারে, অগ্নিমান্দ্যে, জ্বরে ও অজীর্ণে প্রশস্ত॥ ৪৪। ৪৫

নিন্দিত দুগ্ধ—যে দুগ্ধ বিবর্ণ, বিরস, অম্লরস, দুর্গন্ধ ও গ্রথিত, তাহা নিন্দিত দুগ্ধ, সে দুগ্ধ বর্জ্জন করিবে। অম্ল ও লবণযুক্ত দুগ্ধও খাইবে না। কারণ —তাহা কুষ্ঠাদি রোগ উৎপাদন করে॥ ৪৬

ইতি শ্রীলটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে দুগ্ধবর্গ।

অথ দধিবর্গ।

দধির গুণ (১)—দধি—উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, কষায়ানুরস, গুরু ও অম্লপাক। ইহা শ্বাস-পিত্ত-রক্ত-শোথ-মেদঃ ও কফপ্রদ, বল ও শুক্রকারক। দধি—মূত্রকৃচ্ছ্রে, প্রতিশ্যায়ে, শীতগবিষমজ্বরে, অতিসারে, অরুচিতে ও কার্শ্যে প্রশস্ত॥ ১। ২

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। দধিকে হিন্দীতে দহী, মহারাষ্ট্রে দহীং, কর্ণাটে মোসর, গুজরাটে দহি, তৈলঙ্গে হুগু, ফারসীতে দোগ, আরবীতে জুবরাত বলে। ইংরেজীতে Curdled Milk.

দধিভেদ—দধি পাঁচ প্রকার, যথা—মন্দদধি, স্বাদু দধি, স্বাদ্বম্লদধি, অম্ল দধি ও অত্যম্ল দধি॥ ৩

মন্দাদি দধির লক্ষণ ও গুণ—যে দধি দুগ্ধবৎ ও অব্যক্তরস ও কিঞ্চিৎ ঘন অর্থাৎ যাহা ভাল বসে নাই, তাহাই মন্দ দধি নামে অভিহিত। মন্দ দধি—মলমূত্র প্রবর্ত্তক, ত্রিদোষজনক ও বিদাহকারক। যে দধি সম্যক্ ঘনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাতে স্বাদুরস ব্যক্ত এবং অম্লরস অব্যক্ত, বিজ্ঞগণ তাহাকেই স্বাদু দধি বলেন। স্বাদু দধি—অতি অভিষ্যন্দি, বৃষ্য, মেদঃ ও কফজনক, বাতনাশক, মধুরপাক ও রক্ত পিত্ত প্রসাদনকর। স্বাদ্বম্লদধি—গাঢ়, মধুররস ও কষায়ানুরস। ইহার গুণ সাধারণ দধিগুণের ন্যায় জানিবে। যাহাতে কিছুমাত্র মধুররস নাই, অম্লরসই ব্যক্ত, তাহাই অম্ল দধি। অম্ল দধি—অগ্নিদীপক, পিত্তরক্ত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। যে দধি অতি অম্ল এবং দন্তহর্ষ-রোমহর্ষ ও কণ্ঠাদির দাহকারক, তাহাকেই অত্যম্লদধি বলিয়া জানিবে। এই দধি—অগ্নিদীপক এবং অতি রক্তপিত্ত ও বাতজনক॥ ৪—৯

গোদধির গুণ—গব্য দধি বিশেষতঃ স্বাদ্বম্ল গব্যদধি—রুচিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, হৃদ্য, পুষ্টিকারক ও বাতনাশক। যতপ্রকার দধি আছে, তন্মধ্যে গব্য দধিই গুণাধিক বলিয়া উক্ত॥ ১০

মাহিষদধির গুণ—মাহিষ দধি—সুস্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, বাতপিত্তনাশক, স্বাদুপাক, অভিষ্যন্দি, বৃষ্য, গুরুপাক ও রক্তদূষক॥ ১১

ছাগী দধির গুণ—ছাগদধি—গুণে উত্তম, মলসংগ্রাহক, লঘু, ত্রিদোষ নাশক ও অগ্নিদীপক। ইহা—শ্বাস-কাস-অর্শঃ-ক্ষয় ও কার্শ্যে প্রশস্ত॥ ১২

পক্ক দুগ্ধজাত দধির গুণ—পক্ক দুগ্ধজাত দধি—রোচক, স্নিগ্ধ, গুণোত্তম, বাতপিত্তনাশক এবং সকল ধাতু-অগ্নি ও বলবর্দ্ধক॥ ১৩

সারহীন দুগ্ধজাত দধির গুণ—অসার দধি মলসংগ্রাহক, শীতল, বাতজনক, লঘু, বিষ্টম্ভতা কারক, অগ্নিদীপক, রোচক এবং গ্রহণী রোগনাশক॥ ১৪

(**গালিত দধির গুণ**—গালিত দধি—সুস্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, কফকারক, গুরু, বলপুষ্টিকর, রোচক, মধুর ও নাতিপিত্তকৃৎ। এই পাঠটি অধিক, অন্য পুস্তকে নাই)

শর্করাদি সহিত দধির গুণ—শর্করা সংযুক্ত দধিই উৎকৃষ্ট, ইহা তৃষ্ণা-রক্তপিত্ত ও দাহ প্রশমক। গুড় সংযুক্ত দধি—বাতনাশক, বৃষ্য, বৃংহণ, তৃপ্তিজনক ও গুরু॥ ১৫

রাত্রিতে দধিভোজন নিষেধ—ঘৃত, চিনি, মুদ্গসূপ (মুগের দাল), মধু বা আমলকী সংযুক্ত না করিয়া রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না, উষ্ণ দধিও রাত্রিতে খাইবে না।

টীকা। রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না, যদি করিতে হয়, তাহা হইলে ঘৃত, চিনি, মুদ্গসূপ, মধু বা আমলকীর সহিত সংযুক্ত করিয়া খাইবে। ঘৃত, চিনি, মুদ্গসূপ, মধু বা আমলকী বিনা কদাচ খাইবে না॥ ১৬

ঋতুবিশেষে বিধিনিষেধ—হেমন্ত, শীত ও বর্ষা ঋতুতে দধি ভোজন প্রশস্ত। শরৎ গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে দধি গর্হিত॥ ১৭

অবিধি দধিসেবনে দোষ—দধিপ্রিয় ব্যক্তি যদি দধি ভোজনের উক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া দধি ভোজন করে, তাহা হইলে জ্বর, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, ভ্রম ও উগ্র কামলা রোগ প্রাপ্ত হয়॥ ১৮

দধি সরের ও দধিমস্তুর লক্ষণ ও গুণ—দধির উপরিস্থ স্নেহসমন্বিত যে ঘন ভাগ, লোকে তাহাই সর নামে প্রসিদ্ধ। আর দধির মণ্ড (জলীয় ভাগ), মস্তু (দধির মাত্) বলিয়া অভিহিত। স্বাদু সর—গুরু, বৃষ্য, বায়ু ও অগ্নিনাশক। অম্লসর—বস্তিপ্রমথন (মূত্রাশয়কে মথিত করে) এবং উহা পিত্ত শ্লেষ্মকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। মস্তু—ক্লান্তিনাশক, বলকারক, লঘু, ভক্তে (ভাতে) অভিলাষজনক, স্রোতোবিশোধক, আহ্লাদজনক, কফ-তৃষ্ণা ও অনিলনাশক, অবৃষ্য, প্রীতিপ্রদ, এবং মলসঞ্চয়ের শীঘ্র ভেদক॥ ১৯—২২

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে দধিবর্গ।

অথ তক্রবর্গ।

—:*:—

তক্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম লক্ষণ ও গুণ (১)—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা এইগুলি তক্রের নাম। সরসমন্বিত-নির্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল; সরবিহীন-নির্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে মথিত; চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র; অর্দ্ধজল সমন্বিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং সারহীন ও প্রচুর জলযুক্ত দধি মন্থন করিলে তাহাকে ছচ্ছিকা কহা যায়। (মথিত-মহয়া নামে এবং ছচ্ছিকা-ছাচ্ছ নামে লোকে প্রসিদ্ধ)। শর্করাযুক্ত ঘোলকে গুণে রসালবৎ জানিবে। ইহা বাতপিত্তহর ও আহ্লাদজনক। মথিত—কফপিত্ত-নাশক। তক্র—মলসংগ্রাহক, কষায়াম্লরস, স্বাদু-বিপাকরস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, বৃষ্য, প্রীণন (তৃপ্তিজনক) ও বাতনাশক। গ্রহণী প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ইহা পথ্য। লঘুত্ব গুণ থাকায় তক্র মলসংগ্রাহী হইয়া থাকে। স্বাদুবিপাক বলিয়া ইহা পিত্তপ্রকোপক হয় না, এবং কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, বিকাশিত্ব ও রুক্ষত্ব গুণ থাকায় তক্র কফনাশ করে। যে ব্যক্তি নিয়ত তক্র সেবন করে, সে কখন রোগে ক্লেশ পায় না, তক্রপ্রভাবে রোগ সকল দগ্ধ হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ বলেন—অমৃত যেমন দেবতাদিগের সুখজনক, পৃথিবীতে তক্রও তেমনি মানবগণের সুখাবহ জানিবে। উদশ্বিৎ—কফজনক, বলকর ও অতি আমঘ্ন। ছচ্ছিকা—শীতল, লঘু এবং পিত্ত-শ্রম ও পিপাসা প্রশমক, বাতনাশক, ও কফ-কারক। লবণান্বিত ছচ্ছিকা—অগ্নির দীপ্তিকর॥ ১—৮

উদ্ধৃত ঘৃত অল্পোদ্ধৃত ঘৃত ও অনুদ্ধৃত ঘৃত তক্রের গুণ—যে তক্রের ঘৃতাংশ সম্যক্ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পথ্য ও বিশেষ লঘু। যাহা হইতে ঘৃতভাগ অল্প উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা-কৃত গুরু, বৃষ্য ও কফজনক। এবং যাহার ঘৃতভাগ কিছুই উদ্ধৃত হয় নাই এবং যাহা ঘন, তাহা গুরু, পুষ্টি-কারক ও কফজনক॥ ৯

বাতাদিদোষ বিশেষে ও ব্যাধিবিশেষে তক্র বিশেষ—বাতাধিক্যে শুণ্ঠী ও সৈন্ধবসংযুক্ত অম্লতক্র প্রশস্ত। পিত্তাধিক্যে চিনিসংযুক্ত স্বাদুতক্র হিতকর এবং কফাধিক্যে ত্রিকটুচূর্ণসংযুক্ত তক্র উপকারী। হিং, জীরা ও সৈন্ধবসংযুক্ত ঘোল অত্যন্ত বাতনাশক, অর্শঃ ও অতিসারের বিশেষ শান্তিকারক, রুচিজনক, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ ও বস্তিশূলনাশক। মূত্রকৃচ্ছ্রে গুড়সংযুক্ত এবং পাণ্ডুরোগে চিতাসংযুক্ত ঘোল হিতকারী॥ ১০—১২

আম ও পক্বতক্রের গুণ—আম অর্থাৎ অপক্ব তক্র কোষ্ঠগত কফনাশ করে, কিন্তু কণ্ঠে কফ উৎপাদন করিয়া থাকে। পীনস ও শ্বাস কাসাদিতে পক্ব তক্রই প্রযোজ্য॥ ১৩

তক্রসেবনের নিমিত্ত (বিষয়)—শীতকালে, অগ্নিমান্দ্যে, বাতরোগে, অরুচিতে এবং স্রোতোরোধে তক্র অমৃততুল্য গুণ প্রদর্শন করে। তক্র দ্বারা গর (সংযোগজবিষ), বমি, প্রসেক, বিষম-জ্বর, পাণ্ডু, মেদঃ, গ্রহণী, অর্শঃ, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, মেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, উদর, অরুচি, শ্বিত্র, কোষ্ঠগত ব্যাধিসমূহ, কুষ্ঠ, শোথ, তৃষ্ণা ও কৃমি বিনষ্ট হয়॥ ১৪—১৬

তক্রের অবিষয়—ক্ষতে, উষ্ণকালে, দুর্ব্বলে এবং মূর্চ্ছা-ভ্রম-দাহ ও রক্তপিত্তরোগে তক্র সেবন করিতে দিবে না॥ ১৭

গব্যাদিতক্রের বিশিষ্ট গুণ—গব্যাদি আট প্রকার দধির যেমন যেমন গুণ উক্ত হইয়াছে, গব্যাদিতক্রেরও তেমনি তেমনি গুণ আছে জানিবে॥ ১৮

(১) দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্থানে তক্রকে ছাছ, মঠ্‌ঠা, মহারাষ্ট্রে তাক, গুজরাটে ছাস, ঘোলবু, কর্ণাটে অলিম্‌জ্জগে, তৈলঙ্গে মজ্জিকে, ফারসীতে মস্ত, মঠা, আরবীতে হমীজ বলে। ইংরাজীতে Butter milk whey.

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে তক্রবর্গ।

অথ নবনীতবর্গ।

—:*:—

নবনীতের নাম ও গুণ (১)—ম্রক্ষণ, সরজ, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীতক এইগুলি নবনীতের পর্য্যায়।

গব্য নবনীতের গুণ—গব্য নবনীত—বৃষ্য, বর্ণ-বল ও অগ্নিকারক, সংগ্রাহী এবং বাত-পিত্ত-রক্ত-ক্ষয়-অর্শঃ-অর্দ্দিত ও কাসপ্রশমক। ইহা বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে অমৃত তুল্য॥ ১—২

মাহিষ নবনীতের গুণ—মাহিষ-নবনীত—বাত-শ্লেষ্মকর, গুরু, দাহ-পিত্ত ও শ্রমহর এবং মেদঃ ও শুক্রবর্দ্ধক॥ ৩

দুগ্ধোৎপন্ন নবনীতের গুণ—দুগ্ধোত্থ নবনীত নেত্রের হিতকর, রক্তপিত্তপ্রশমক, বৃষ্য, বলকারক, অতি-স্নিগ্ধ, মধুর, গ্রাহী ও শীতল॥ ৪

সদ্যঃ সমুদ্ধৃত নবনীতের গুণ—সদ্যোজাত নবনীত—স্বাদু, সংগ্রাহী, শীতবীর্য্য, লঘু, মেধাবর্দ্ধক, তক্রাংশের সংযোগ হেতু ইহা কিঞ্চিৎ কষায়াম্লরস॥ ৫

চিরন্তন নবনীত গুণ—দীর্ঘকালজাত নবনীত—শ্লেষ্মজনক, গুরু ও মেদস্কর। অল্প ক্ষার-কটুকত্ব ও অম্লত্ব থাকায় ইহা বমি-অর্শঃ ও কুষ্ঠকারক হইয়া থাকে॥ ৬

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে নবনীতবর্গ।

অথ ঘৃতবর্গ।

ঘৃতের নাম ও গুণ (২)—ঘৃত, আজ্য, হবিঃ ও সর্পিঃ এইগুলি ঘৃত পর্য্যায়। ঘৃত—রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত), অগ্নিদীপক, শীতবীর্য্য, বিষ-অলক্ষ্মী-পাপ এবং পিত্ত ও বাতনাশক, অল্পঅভিষ্যন্দী, কান্তি-ওজঃ-তেজঃ-লাবণ্য ও বুদ্ধিজনক, স্বর ও স্মৃতি-কারক, মেধা ও আয়ুর্বর্দ্ধক, বলকারক, গুরু, স্নিগ্ধ, কফকর, এবং উদাবর্ত্ত-জ্বর-উন্মাদ-শূল-আনাহ-ব্রণ-ক্ষতোগ্রহ-ক্ষয়-বীসর্প ও রক্তদুষ্টি হর॥ ১—৩

গব্যঘৃতের গুণ—গব্যঘৃত—চক্ষুর বিশেষ হিতকর, বৃষ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, স্বাদুপাকরস, শীতবীর্য্য, বাত-পিত্ত-কফনাশক, মেধা-লাবণ্য-কান্তি-ওজঃ ও তেজোবৃদ্ধিকর, অলক্ষ্মী-পাপ ও রক্ষোঘ্ন, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুষ্কর, সুমঙ্গল্য, রসায়ন, সুগন্ধ, রোচক, সর্ব্বপ্রকার ঘৃতের মধ্যে গব্যঘৃত উৎকৃষ্ট ও গুণাধিক॥ ৪—৬

মহিষ ঘৃতের গুণ—মাহিষঘৃত—স্বাদু, পিত্ত-রক্ত ও অনিলনাশক, শীতল, শ্লেষ্মকর, বৃষ্য, গুরু ও স্বাদুবিপাক॥ ৭

ছাগ ঘৃতের গুণ—ছাগঘৃত—অগ্নিকর, নেত্র-হিত, বলবর্দ্ধক, কটুবিপাক, ইহা শ্বাসে কাসে ও ক্ষয়ে হিতকর॥ ৮

উষ্ট্রী ঘৃতের গুণ—ইহা কটুবিপাক, অগ্নিদীপক, কফবাতঘ্ন এবং শোষ-কৃমি-বিষ-কুষ্ঠ-গুল্ম ও উদর-রোগনাশক॥ ৯

মেষীঘৃতের গুণ—ইহা লঘুপাক, সর্ব্বরোগ-বিনাশক, অস্থির বৃদ্ধিকারক, অশ্মরী ও শর্করানাশক, নেত্রহিত, অগ্নির উদ্দীপক এবং বাতদুষ্টি নিবারক। ১০

(১) দেশভেদে নামভেদ। ননীকে হিন্দুস্থানে মবনী, নোনী, মকখন, মহারাষ্ট্রে লোনী, গুজরাটে মাখণ, কর্ণাটে বেণো, তৈলঙ্গে পেন্না, ফারসীতে মসকা, আরবীতে জুব্‌দ্ বলে। ল্যাটিনে Butyrum, ইংরাজী নাম Butter.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ঘৃতকে হিন্দুস্থানে ঘি, ঘৃত, ঘী, মহারাষ্ট্রে তূপ, গুজরাটে ঘী, তৈলঙ্গে নেঈ, ফারসীতে রোঘনেজর্দ, আরবীতে সমন্‌ দুহহুলবকর, বলে। ল্যাটিনে Butyrum Deparatum, ইংরাজী নাম Clerified Butter.

নারীঘৃতের গুণ—নারীঘৃত—অমৃতোপম, ইহা চক্ষুষ্য এবং কফে অনিলে যোনিদোষে পিত্তে ও রক্তদুষ্টিতে হিতকর ॥ ১১

ঘোটকীঘৃতের গুণ—ইহা—দেহ ও অগ্নির বৃদ্ধিকর, লঘুপাক, বিষঘ্ন, তৃপ্তিজনক, নেত্ররোগনাশক ও দাহপ্রশমক ॥ ১২

দুগ্ধভব ঘৃতের গুণ—দুগ্ধভব ঘৃত—সংগ্রাহী ও শীতল। ইহা নেত্ররোগ-পিত্ত-দাহ-রক্তদুষ্টি-মদ-মূর্চ্ছা-ভ্রম ও অনিল নাশ করে ॥ ১৩

হৈয়ঙ্গবীন দুগ্ধোত্থ অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের দুগ্ধ-সম্ভূতসদ্যোজাত ঘৃতের গুণ—পূর্ব্বদিনের দুগ্ধসমুত্থ ঘৃতের নাম হৈয়ঙ্গবীন। হৈয়ঙ্গবীন—নেত্রের হিতকর, অগ্নির দীপক, অতি রুচিকর, বলবর্দ্ধক, বৃংহণ, বৃষ্য, বিশেষতঃ ইহা জ্বরনাশক ॥ ১৪

পুরাণঘৃতের গুণ—এক বৎসরের ঘৃতকে পুরাণ ঘৃত বলা যায়। পুরাণ ঘৃত ত্রিদোষঘ্ন। ইহা—মূর্চ্ছা-কুষ্ঠ-বিষ-উন্মাদ-অপস্মার ও তিমিররোগনাশক। সকল প্রকার ঘৃতই যত অধিক দিনের পুরাতন হইবে, তাহাদের নিজ নিজ গুণও তত অধিক হইবে ॥ ১৫। ১৬

নূতন ঘৃতের বিষয়—ভোজনে, তর্পণে, শ্রমে, বলক্ষয়ে, পাণ্ডু কামলা ও নেত্ররোগে নূতন ঘৃতই প্রয়োগ করিবে ॥ ১৭

ঘৃত প্রয়োগের অবিষয়—বালকের পক্ষে ও বৃদ্ধের পক্ষে এবং রাজযক্ষ্মরোগে, শ্লেষ্মজরোগে, আমান্বিতরোগে, বিসূচিকায়, বিবন্ধে (মলমূত্রবিবদ্ধতায়), মদাত্যয়ে, জ্বরে ও অগ্নিমান্দ্যে বহুঘৃত প্রশস্ত নহে ॥ ১৮

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে ঘৃতবর্গ

অথ মূত্রবর্গ।

গোমূত্রের গুণ—গোমূত্র—কটু, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, ক্ষার-তিক্ত-কষায়রস, লঘু, অগ্নিদীপক, মেধাহিত, পিত্তকারক ও কফবাতনাশক এবং শূল-গুল্ম-জঠর-আনাহ-কণ্ডূ-নেত্ররোগ-মুখরোগ-কিলাস-বাত-আম-বস্তিজাতরোগ-কুষ্ঠ-কাস-শ্বাস-শোথ কামলা ও পাণ্ডুরোগ-নাশক। একমাত্র গোমূত্র পান করিলে কণ্ডূ, কিলাস, শূল, মুখরোগ, নেত্ররোগ, গুল্ম, অতিসার, বাতরোগ, মূত্ররোধ, কাস, কুষ্ঠ, জঠর, কৃমি ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। সকল প্রকার মূত্রের মধ্যে গোমূত্রই গুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব যে স্থলে কোন্ মূত্র লইতে হইবে, তাহার বিশেষ উল্লেখ না থাকে অর্থাৎ কেবলমাত্র মূত্রশব্দের উল্লেখ থাকে, সেস্থলে মূত্রশব্দে গোমূত্রই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গোমূত্র—প্লীহ-জঠর-শ্বাস-কাস-শোথ-বর্চ্চোরোধ-শূল-গুল্ম-আনাহ কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক। ইহা কষায়-তিক্ত ও তীক্ষ্ণবীর্য্য, গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয় ॥ ১—৫

মানুষমূত্র গুণ (১)—নরমূত্র—গরবিষ নাশক, রসায়ন, রক্তদুষ্টি ও পামারোগ প্রশমক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও সক্ষার লবণ। গো ছাগ মেষ ও মহিষের স্ত্রীজাতির মূত্রই প্রশস্ত। গর্দ্দভ উষ্ট্র হস্তী মনুষ্য ও ঘোটকের পুরুষজাতির মূত্র হিতকর ॥ ৬।৭

(১) দেশভেদে নামভেদ। মূত্রকে হিন্দুস্থানে মূত, পেশাব, মহারাষ্ট্রে মূত, মূত্র, গুজরাটে মুতর, কর্ণাটে আকলগোত, মূত্র, তৈলঙ্গে উচ্চা বলে। ইংরাজী নাম Urine.

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মূত্রবর্গ।

অথ তৈলবর্গ

তৈলের স্বরূপনিরূপণ—তিলাদি স্নিগ্ধ দ্রব্যের স্নেহ পদার্থকে তৈল বলা গিয়া থাকে। সকল তৈলই বিশেষতঃ তিলের তৈল বাতনাশক ॥ ১

তিল তৈলের গুণ (১)—তিলতৈল—গুরু, দেহের দৃঢ়তা বল ও বর্ণকারক, সারক, বৃষ্য, বিকাশি, বিশদ, মধুররস, মধুরবিপাক, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামী), কষায়ানুরস, তিক্ত, বাতকফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, শীতলস্পর্শ, বৃংহণ, পিত্তরক্তকারক, লেখন, মলমূত্রবিবন্ধকারক, গর্ভাশয়বিশোধক, অগ্নিদীপক, বুদ্ধিপ্রদ, মেধাজনক, ব্যবায়ি, ব্রণ ও মেহনাশক, কর্ণশূল-যোনিশূল ও শিরঃশূল নিবারক, লঘুতাজনক এবং ত্বকের, কেশের ও চক্ষুর হিতকর। তিলতৈল মর্দ্দনে উক্ত গুণ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্ষণে অন্য গুণ জন্মে। ছিন্ন, ভিন্ন, চ্যুত, উৎপিষ্ট, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট ও দারিত এবং অভিহত, নির্ভুগ্ন ও মৃগ-ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক বিক্ষত হইলে, এতদ্ভিন্ন বস্তিকার্য্যে, পানে, অন্নসংস্কারে, নস্যে, কর্ণ ও নেত্রপূরণে, পরিষেকে, অভ্যঙ্গে ও অবগাহে তিলতৈলই প্রশস্ত। (এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বৃংহণ শরীরের উপচয়কারক এবং লেখন কৃশীকারক, অতএব বৃংহণ ও লেখন এই গুণদ্বয় পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী, বিপরীতধর্ম্মিগুণদ্বয়ের কিরূপে সমান অধিকরণ হইতে পারে? অর্থাৎ এক তিলতৈলে কি প্রকারে এই বিপরীতধর্ম্মগুণদ্বয়ের অবস্থান সম্ভবে? এই জন্যই বলা হইতেছে—) পবন নিজ-রুক্ষত্বাদি ধর্ম্মে দুষ্ট হইয়া যখন স্রোতকে (রসগমনমার্গকে) সংকুচিত করে, তখন রস সেই সঙ্কুচিত স্রোতে সম্যগ্ বহন করিতে পারে না, সুতরাং রক্তাদিকেও বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হয় না, তজ্জন্য শরীরও কৃশ হইয়া পড়ে। কিন্তু তৈল নিজ সরণশীলত্ব-সূক্ষ্মত্ব-স্নিগ্ধত্ব ও মৃদুত্বগুণে সেই স্রোতে প্রবেশ করিতে ও রসকে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। এইজন্য তৈল কৃশ ব্যক্তিদিগের বৃংহণ হইয়া থাকে। আবার তৈল নিজ ব্যবায়িত্ব-সূক্ষ্মত্ব-তীক্ষ্ণত্ব ও সরত্বগুণে ক্রমে ক্রমে স্থূলব্যক্তিদিগের মেদের ক্ষয়ও করে। এই হেতু তৈলকে লেখনও বলা যায়। তৈল তরল মলকে গাঢ় করে এবং তাহাকে স্খলিত করিয়া নিঃসারিতও করিয়া থাকে। এই জন্য তৈলকে মলসংগ্রাহক ও সারকও বলা গিয়া থাকে। পক্কঘৃত এক বৎসরের 'পর হীনবীর্য্য হইতে থাকে, কিন্তু তৈল পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, দীর্ঘকাল থাকিলে গুণাধিক হয় ॥ ২—১২

সর্ষপ তৈলের গুণ—সর্ষপ তৈল—অগ্নিদীপক, কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, লেখন, উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পিত্তরক্তদূষক এবং কফ-মেদঃ-বায়ু-অর্শঃ-শিরঃশূল-কর্ণরোগ-কণ্ডু-কুষ্ঠ-কৃমি-শ্বিত্র-কোঠ ও দুষ্টব্রণ নাশক। কৃষ্ণরাই ও আরক্তরাই সর্ষপ তৈলেরও গুণ ঐরূপ জানিবে। বিশেষ এই—রাই সর্ষপ তৈল মূত্রকৃচ্ছ্রকারক ॥ ১৩।১৪

তুবরী তৈলের গুণ—(তুবরী—সুরাষ্ট্রদেশজ অড়হর) তুবরী তৈল—তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, লঘু, মলসংগ্রাহক, কফ ও রক্তদুষ্টি প্রশমক, অগ্নিকারক, এবং বিষ-কণ্ডু-কুষ্ঠ-কোঠ-কৃমি-মেদোদুষ্টি ও ব্রণ-শোথ নাশক ॥ ১৫

অতসী তৈলের (মসিনা তৈলের) গুণ—ইহা আগ্নেয়, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তকারক, কটুপাক, চক্ষুর অহিতকর, বলবর্দ্ধক, বাতহর, গুরু, মলজনক, স্বাদুরস, মলসংগ্রাহক, ত্বগ্‌দোষনাশক ও ঘন। বস্তিকার্য্যে, পানে, অভ্যঙ্গে, নস্যে, কর্ণপূরণে, অনুপানবিধিতে ও বাতশান্তির জন্য অতসীতৈল প্রয়োগ করা গিয়া থাকে ॥ ১৬।১৭

কুসুমতৈলের (বররে) গুণ—কুসুমতৈল—অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, বিদাহজনক, চক্ষুর অহিতকর, বলবর্দ্ধক এবং রক্ত পিত্ত ও কফজনক ॥ ১৮

খসবীজের (পোস্তদানার) তৈল—ইহা বলকর, বৃষ্য, গুরু, এবং বায়ু ও শ্লেষ্মারনাশক, শীতবীর্য্য, স্বাদু-পাক ও স্বাদুরস ॥ ১৯

এরণ্ড তৈলের গুণ (২)—এরণ্ডতৈল—তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পিচ্ছিল, গুরু, বৃষ্য, ত্বকের হিতকর, বয়ঃস্থাপক, মেধা-কান্তি ও বলপ্রদ, কষায়ানুরস, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামী), যোনি ও শুক্রের বিশো-

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। তিলকে হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে তেল, কর্ণাটে তৈলং, তৈলঙ্গে নুনে, ফারসীতে রোগন, রোগেনেকুংজদ, আরবীতে দোহনসিমসিগ বলে। ইংরেজী নাম নাম Oil.

(২) দেশভেদে নামভেদ। ভেরেণ্ডাতৈলকে

ধক, বিস্র, স্বাদুরস, স্বাদুপাক, সতিক্ত-কটু ও সারক। ইহা—বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠ-গুহ্যাদির শূল-এবংবাত, উদর, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটীগ্রহ, বাতরক্ত, মল-বিবদ্ধতা, ব্রধ্ন, শোথ, আম ও বিদ্রধি নাশ করে। কেশরী যেমন বনচারি গজেন্দ্রের একমাত্র নিহন্তা, এরণ্ডতৈলরূপ কেশরীও সেইরূপ শরীররূপ বনচারী আমবাতরূপ গজেন্দ্রের একমাত্র হননকর্ত্তা॥ ২০—২৩

ধুনার তৈল—ইহ বিস্ফোট-ব্রণ-কুষ্ঠ-পামা-কৃমি ও বাতশ্লেষ্মজরোগনাশক॥ ২৪

সকল প্রকার তৈলের গুণ—বাগ্‌ভটের এই মত যে, সকল তৈলই স্বযোনিগুণকারক অর্থাৎ যে তৈল যে দ্রব্য হইতে উৎপন্ন, সে তৈল সেই দ্রব্যের ন্যায়ই গুণকর হইয়া থাকে। অতএব অবশিষ্ট তৈল সকলেরও গুণ, তাহাদের স্বযোনিবৎ জানিবে॥ ২৫

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে তৈলবর্গ।

অথ সন্ধান বর্গ।

কাঞ্জীর লক্ষণ ও গুণ—ধান্যমণ্ডাদি সন্ধিত অর্থাৎ অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে তাহাকে কাঞ্জিক কহা যায়। কাঁজী—ভেদক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রোচক, পাচক ও লঘু। কাঁজীর স্পর্শে অর্থাৎ কাঞ্জিক সিক্ত বস্ত্র দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিলে দাহজ্বর এবং কাঁজী পান করিলে বায়ু ও কফ প্রশমিত হয়। মাষাদিবটক সংযোগে যে কাঁজি প্রস্তুত করা যায়,তাহা গুণাধিক হইয়া থাকে। এবং তাহা লঘু, বাতহর, রোচক, অতি পাচক, শূল অজীর্ণ ও মলবাতাদির বিবদ্ধতা এবং আমদোষনাশক ও বস্তিশোধক। শোষ (শোষণ), মূর্চ্ছা, ভ্রম (গাত্র ঘূর্ণন রোগ), মদরোগ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কাঁজী প্রশস্ত নহে। পাণ্ডুরোগ যক্ষ্মা শোথ ক্ষতক্ষীণ শ্রান্ত ও মন্দজ্বর নিপীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কাঁজী দোষকর হইলেও দোষোৎ-পাদন না করিয়া হিতই করিয়া থাকে॥ ১—৫

তুষোদকের লক্ষণ ও গুণ—সতুষ কাঁচা যবকে কুট্টিত করিয়া জলে সন্ধিত অর্থাৎ অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে তাহাকে তুষোদক কহা যায়। তুষোদক-অগ্নিদীপক, হৃদ্য, পাণ্ডু ও কৃমি নাশক, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, পাচক, পিত্ত ও রক্তদুষ্টি কারক এবং বস্তিশূল-নিবারক॥ ৬

সৌবীরের লক্ষণ ও গুণ—অপক্ব বা পক্ব নিস্তুষ যবকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে তাহাকে সৌবীর কহা যায়। কোন কোন আচার্য্য বলেন—গোধূম দ্বারাও সৌবীর প্রস্তুত হয়। সৌবীর—গ্রহণী অর্শঃ ও কফ নাশক, ভেদক ও অগ্নি-দীপক। উদাবর্ত্তে অঙ্গমর্দ্দে অস্থিশূলে ও আনাহে সৌবীর প্রশস্ত॥ ৭।৮

আরনালের লক্ষণ ও গুণ—নিস্তুষীকৃত অপক্ব গোধূম অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে তাহাকে আর-নাল কহে। পক্ব গোধূমদ্বারাও আরনাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। আরনাল গুণে সৌবীর সদৃশ॥ ৯

ধান্যাম্লের লক্ষণ ও গুণ—শালিচুর্ণ বা কোদ্রবাদি ধান্য চূর্ণ অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে ধান্যাম্ল প্রস্তুত হয়। ধান্যযোনিত্ব হেতু- অর্থাৎ ধান্য হইতে প্রস্তুত বলিয়া ধান্যাম্ল প্রীণন লঘু ও অগ্নিদীপক। অরুচিরোগে বাতরোগে এবং সকল প্রকার আস্থাপনে ধান্যাম্ল হিতকর॥ ১০

শিণ্ডাকীর লক্ষণ ও গুণ—মূলকপত্রের ক্বাথে রাইসর্ষপ চুর্ণ সংযুক্ত করিয়া তাহা অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে, অথবা সর্ষপস্বরসে শালিচুর্ণ সংযুক্ত করিয়া তাহা অন্তরুৎসিক্ত করিয়া লইলে তাহাকে শিণ্ডাকী কহা যায়। শিণ্ডাকী রোচক গুরু ও পিত্তশ্লেষ্মকর॥ ১১

শুক্তের লক্ষণ ও গুণ—তৈললবণ সংযুক্ত কন্দ মূল ও ফলাদি যে দ্রব্য সন্ধিত করা যায়, তাহাকে তচ্ছুক্ত কহা গিয়াথাকে। শুক্ত—কফঘ্ন, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, রোচক, পাচক, লঘু, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক, রুক্ষ, ভেদক ও রক্তপিত্ত কারক॥ ১২।১৩

সন্ধানের লক্ষণ ও গুণ—কন্দ মূল ফল বহুল যে দ্রব্য আস্তুত হয়, অর্থাৎ চোয়ান যায়, তাহাকে সন্ধান বলা গিয়া থাকে। সন্ধান—রুচিপ্রদ, পাচক, বাতনাশক, বিশেষতঃ লঘু॥ ১৪

হিন্দুস্থানে রেড়িকাতৈল ও এরণ্ডতৈল বলে। ডাক্তারী নাম Castor oil. ক্যাষ্টর অইল।

মদ্যের নাম লক্ষণ ও গুণ—মদ্য, সীধু, মৈরেয়, ইরা, মদিরা, সুরা, কাদম্বরী, বারুনী, হালা ও বলবল্লভ, এইগুলি মদ্যের পর্য্যায়। লোককর্ত্তৃক যে মাদক পেয়, তাহা মদ্য নামে অভিহিত। মদ্য অনেক প্রকার, যেমন—অরিষ্ট সুরা সীধু ও আসবাদি। সকল মদ্যই উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক, বাতনাশক, ভেদক, শীঘ্র পাক, রুক্ষ, কফহর, অম্ল, অগ্নিদীপক, রুচিপ্রদ, পাচক আশুকারী, তীক্ষ্ণবীর্য্য, সূক্ষ্ম, বিশদ, ব্যবায়ী ও বিকাশী॥ ১৪—১৮

অরিষ্টের লক্ষণ ও গুণ—কোন ঔষধের কাথে যে মদ্য প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে অরিষ্ট কহে (যেমন দ্রাক্ষারিষ্ট, দশমূলারিষ্ট, বব্বূলারিষ্ট প্রভৃতি)। অরিষ্ট পাকে লঘু, ইহা সর্ব্বতঃ গুণাধিক। যে অরিষ্ট যে বীজদ্রব্যে প্রস্তুত হয়, তাহার গুণ সেই বীজ দ্রব্যের গুণের সমান॥ ১৯

সুরার লক্ষণ ও গুণ—শালি ও ষষ্টিক প্রভৃতি দ্রব্য সকল পেষণ করিয়া চোয়াইয়া লইলে সুরা প্রস্তুত হয়। সুরা—গুরু, বল-স্তন্য-পুষ্টি-মেদঃ ও কফজনক, মল সংগ্রাহক, এবং শোথ-গুল্ম-অর্শঃ-গ্রহণী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমক॥ ২০

বারুনী (সুরাভেদ) ইহার লক্ষণ ও গুণ—পুনর্নবা ও শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া চোয়াইয়া লইলে বারুনী মদ্য প্রস্তুত হয়। তাল ও খেজুরের রস অস্তরুৎসিক্ত করিলে যে মদ্য (তাড়ী) উৎপন্ন হয়, তাহাকেও বারুনী কহা যায়। বারুনী সুরারই ন্যায়, বিশেষ এই—ইহা লঘু এবং পীনস আধ্মান ও শূল নাশক॥ ২১

সীধুদ্বয়ের লক্ষণ ও গুণ—ইক্ষুর রস পাক করিয়া সন্ধিত (অন্তরুৎসিক্ত) করিলে যে মদ্য বিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পক্করস সীধু, এবং অপক্ক ইক্ষু রসকে সন্ধিত করিলে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অপক্করস সীধু কহা যায়। পক্করস সীধুই শ্রেষ্ঠ। ইহা স্বর-অগ্নি-বল ও বর্ণকারক, বাতপিত্ত কারক, সদ্যঃ স্নেহন (স্নিগ্ধতাজনক) ও রোচক। পক্করস সীধু—মলবাতাদির বিবদ্ধতা-মেদঃ-শোথ-অর্শঃ-শোথোদর ও কফজ রোগ নাশক। পক্করস সীধু অপেক্ষা অপক্করস সীধুর গুণ অল্প। ইহা অতিলেখন॥ ২২—২৪

আসবের লক্ষণ ও গুণ—অপক্কৌষধ জল অর্থাৎ কোন ঔষধ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল সন্ধিত (অন্তরুৎসিক্ত) করিয়া লইলে যে মদ্যবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আসব কহা যায়। (যেমন—লোহাসব) আসবের বীজ দ্রব্যের যে গুণ, আসবেরও সেই গুণ জানিবে॥ ২৫

নূতন ও পুরাতন মদ্যের গুণ—নূতন মদ্য—অভিষ্যন্দী, ত্রিদোষজনক, সারক, অহৃদ্য, বৃংহণ, দাহজনক, দুর্গন্ধ, বিশদ ও গুরু। পুরাণ মদ্য—রুচিপ্রদ, কৃমি-শ্লেষ্ম ও অনিল নাশক, হৃদ্য, সুগন্ধি, গুণশালী, লঘু ও স্রোতোবিশোধক॥ ২৬।২৭

মদ্যপায়িসাত্ত্বিকাদি ব্যক্তিদের চেষ্টা বিশেষ—সাত্ত্বিক ব্যক্তি মদ্য পান করিয়া গীত হাস্যাদি করে; রজোগুণ বহুল ব্যক্তি মদ্য পান করিয়া সাহসাদির কার্য্য করে; তমোগুণ বহুল ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া নিন্দাজনক কার্য্য সকল করিয়া থাকে। এবং তাহার নিদ্রা হয়॥ ২৮

যে ব্যক্তি প্রহৃষ্ট হইয়া যথাবিধি যথামাত্রা যথোপযুক্ত কালে যথাবল মদ্যপান করে, তাহার সম্বন্ধে মদ্য অমৃতের ন্যায় গুণকর হয়। অন্নের যেমন স্বভাব, মদ্যেরও তেমনি স্বভাব জানিবে, অর্থাৎ অন্ন যেমন অবিধি সেবনে রোগকর এবং বৈধসেবনে অমৃতসম গুণকর হয়, মদ্যও সেইরূপ অবিধি সেবিত হইলে বহু-রোগজনক এবং বিধিপূর্ব্বক সেবিত হইলে অমৃতের ন্যায় বহু গুণকারী হইয়া থাকে॥ ২৯।৩০

মদ্যের গন্ধনাশোপায়—মদ্যপান করিয়া যে ব্যক্তি মুতা, এলবালুক, কুড়, জীরা, ধনে ও এলাচ চর্ব্বণ করে, সে লোকসমাজে সুস্পষ্ট কথা কহিতে পারে, এবং তাহার মুখে স্বাভাবিক গন্ধ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দ্রব্য চর্ব্বণে নিশ্চয়ই পূতিগন্ধ ও মদ্য-লশুনাদিজনিত গন্ধ দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ৩১

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতে ভাবপ্রকাশে সন্ধানবর্গ।

অথ মধু বর্গ।

মধুর নাম ও লক্ষণ—মধু, মাক্ষিক, মাধ্বীক, ক্ষৌদ্র ও সারঘ্য (সারব) এই কয়টী মধুপর্য্যায়। মক্ষিকা বরটী (বোল্‌তা) ও ভ্রমর ইহারা যে পুষ্পরস পান করিয়া বমন করে, তাহাই মধু নামে খ্যাত। মধু—শীতল, লঘু, স্বাদু, রুক্ষ, মলসংগ্রাহক, অতিলেখন, নেত্র-হিত, অগ্নিদীপক, স্বরজনক, ব্রণশোধক ও ব্রণ-রোপক, সৌকুমার্য্যকর, অতিসূক্ষ্ম (সূক্ষ্মস্রোতোগামি), স্রোতো-বিশোধক, কষায়ানুরস, আহ্লাদজনক, প্রসন্নতাকারক, বর্ণ-প্রসাদক, মেধাকর, বৃষ্য, বিশদ ও রোচক। ইহা—কুষ্ঠ, অর্শঃ, কাস, পিত্তরক্ত, কফ, মেহ, ক্লম, কৃমি, মেদঃ, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতিসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় নাশ করে। মধু যোগবাহী অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, সেই বস্তুর গুণ গ্রহণ করে। ইহা অল্প বাতজনক॥ ১—৫

মধুভেদ—মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল এই আট প্রকার মধুজাতি॥ ৬

মধু সকলের লক্ষণ ও গুণ। মাক্ষিকের লক্ষণ ও গুণ—পিঙ্গলবর্ণ বৃহদাকার যে মক্ষিকা, তাহা মধুমক্ষিকা নামে অভিহিত। সেই সকল মক্ষিকা-কৃত তৈলবর্ণ যে মধু তাহাই মাক্ষিকমধু বলিয়া পরি-কীর্ত্তিত। মধু সকলের মধ্যে মাক্ষিক মধুই শ্রেষ্ঠ। ইহা নেত্ররোগ-নাশক, লঘু এবং কামলা-অর্শঃ-ক্ষত-শ্বাস-কাস ও ক্ষয়-নিবারক॥ ৭।৮

ভ্রামরের লক্ষণ ও গুণ—প্রসিদ্ধ ভ্রমর সকল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মাকার যে সকল ভ্রমর, সেই সকল ভ্রমর কর্ত্তৃক সঞ্চিত যে মধু, তাহাই ভ্রামর মধু নামে অভিহিত। ভ্রামর মধু—নির্ম্মল স্ফটিকাভ। ইহা—রক্তপিত্তনাশক, মূত্রজনক ও জাড্যকর, গুরু, স্বাদুপাক, অভিষ্যন্দি, অতি পিচ্ছিল ও শীতল॥ ৯।১০

ক্ষৌদ্রের লক্ষণ ও গুণ—কপিলবর্ণ-সূক্ষ্মাকার যে সকল মক্ষিকা ক্ষুদ্রা নামে খ্যাত, সেই সকল মক্ষিকা কর্ত্তৃক সঞ্চিত যে মধু, মুনিগণ তাহাকেই ক্ষৌদ্র নামে বর্ণন করিয়াছেন। ক্ষৌদ্রমধু কপিলবর্ণ। ক্ষৌদ্র-মধু, গুণে মাক্ষিকবৎ, বিশেষ ইহা মেহনাশক॥ ১১

পৌত্তিকের লক্ষণ ও গুণ—মশকসদৃশ লঘুতর ও মহাপীড়াজনক কৃষ্ণবর্ণ যে সকল মক্ষিকা প্রাচীন তরুকোটরে মধু সঞ্চয় করে, সেই সকল মক্ষিকা পুত্তিকা নামে অভিহিত। সেই পুত্তিকা কর্ত্তৃক আহৃত-ঘৃতবর্ণ যে মধু, তাহাই পৌত্তিক মধু বলিয়া কীর্ত্তিত। পৌত্তিকমধু—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্ত-দাহ-রক্তদুষ্টি ও বাতজনক, বিদাহী, মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক এবং গ্রন্থ্যাদি ক্ষতশোধক॥ ১২।১৩

ছাত্রের লক্ষণ ও গুণ—কপিল-পীতবর্ণ বরটী সকল ছত্রাকার যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, তাহার মধুই ছাত্রমধু নামে অভিহিত। হিমালয় প্রদেশস্থ বনেই ইহারা প্রায় চাক নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ছাত্রমধু—কপিল-পীতবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতল, গুরু ও স্বাদুপাক এবং ইহা কৃমি-শ্বিত্র-রক্তপিত্ত-প্রমেহ-ভ্রম-তৃষ্ণা-মোহ ও বিষনাশক। ইহা তৃপ্তিজনক ও অধিক গুণকর॥ ১৪।১৫

আর্ঘ্যের লক্ষণ ও গুণ—জরৎকারুমুনির আশ্রমজাত-মধুক বৃক্ষের (মৌলগাছের) যে নির্য্যাস নিঃসৃত হয়, তাহা আর্ঘ্যমধুনামে খ্যাত। মালবদেশে এই মধু শ্বেতক নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন—ভ্রমরসদৃশ এক প্রকার মক্ষিকা আছে, তাহাদের বর্ণ পীত এবং তুণ্ড তীক্ষ্ণ, সেই সকল মক্ষিকাকে আর্ঘ বলে এবং তাহাদের সঞ্চিত মধুকে আর্ঘ্য মধু কহা গিয়া থাকে। আর্ঘ্যমধু—নেত্রের অতিহিতকর, অতীব কফপিত্তহর, কষায়-তিক্তরস, কটুপাক এবং বল ও পুষ্টিজনক॥ ১৬—১৮

ঔদ্দালকের লক্ষণ ও গুণ—কপিলবর্ণ একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহারা প্রায় বল্মীক মধ্যেই অবস্থিতি করে, সেই সকল কীটকে উদ্দালক এবং তাহাদের সঞ্চিত মধুকে ঔদ্দালক মধু কহা গিয়া থাকে। এই মধু অতি অল্প পরিমাণেই উৎপন্ন হয়, ইহার বর্ণ কপিল ঔদ্দালকমধু—রুচিকর, স্বরবর্দ্ধক, কুষ্ঠ ও বিষনাশক, কষায়াম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুপাক ও পিত্তকারক॥ ১৯।২০

দালের লক্ষণ ও গুণ—পুষ্প হইতে নিঃসৃত হইয়া যে মধু পত্রোপরি পতিত ও স্থিত হয়, তাহা দালমধু নামে কীর্ত্তিত। ইহা মধুরাম্লকষায়রস, লঘু-পাক, দীপনীয়, কফঘ্ন, কষায়ানুরস, রুক্ষ, রুচ্য, বমন

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও তামিলে সহত, মধ, তৈলঙ্গে তেনী, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে মধ, কর্ণাটে জেনতুপ্‌, ফারসীতে শহদ অগবিন; আরবীতে অসলুল্ নহল বলে। ল্যাটিনে Mel. ডাক্তারী নাম Honey. হনি।

ও শ্লেষ্মহনাশক, অধিক মধুর, স্নিগ্ধ, বৃংহণ ও গুরু-ভারিক (অত্যন্ত ভারী)। ২১।২২

নূতন ও পুরাতন মধুর গুণ—নূতন মধু—পুষ্টিকর, নাতিশ্লেষ্মহর (অল্পশ্লেষ্মনাশক) ও সারক। পুরাণ মধু—মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, মেদোঘ্ন ও অতিলেখন। পণ্ডিতেরা বলেন—মধু, চিনি বিশেষতঃ গুড় একবৎসর থাকিলেই পুরাণ হয়, অর্থাৎ এক বৎসরের পরেই ইহাদের পুরাণত্ব স্বীকার করা যায়॥ ২৩। ২৪

শীতল মধুর গুণাধিক্য এবং উষ্ণতাতে মধুর নিষিদ্ধতা—মধুসংগ্রাহক ভ্রমরাদি-প্রাণিগণ সবিষ এবং তাহারা যখন সকল পুষ্প হইতেই মধু সংগ্রহ করে, তখন অবশ্যই কোন না কোন বিষপুষ্প হইতেও মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে। অতএব শীতল মধুই গুণকর। বিষ সম্পর্কহেতু উষ্ণ মধুকে বিষসম জ্ঞান করিবে। উষ্ণদ্রব্যের সহিত মধু পান করিলে, অথবা উষ্ণার্ত্ত হইয়া মধুপান করিলে, কিংবা উষ্ণকালে মধুপান করিলে, সেই শীত মধুও বিষতুল্য অনিষ্টকারী হয় জানিবে॥ ২৫।২৬

ময়ন—(মোম) (১)—ময়ন, মধূচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্থক, মধ্বাধার, মদনক ও মধূষিত, এইগুলি ময়নের অর্থাৎ মোমের পর্য্যায়। ময়ন—মৃদু, সুস্নিগ্ধ, ভূতগ্রহনাশক, ব্রণরোপক (ক্ষতপূরক), ভগ্নসংযোজক, এবং বাত-কুষ্ঠ-বীসর্প ও রক্তদুষ্টি প্রশমক॥ ২৭। ২৮

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মধুবর্গ।

অথ ইক্ষুবর্গ।

ইক্ষুর নাম ও গুণ (২)—ইক্ষু, দীর্ঘচ্ছদ, ভূমিরস, গুড়মূল, অসিপত্র ও মধুতৃণ এইগুলি ইক্ষুর পর্য্যায়। ইক্ষু—রক্তপিত্তনাশক, বলকর, বৃষ্য, কফজনক, স্বাদুপাক ও স্বাদুরস, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রকারক ও শীতল॥ ১।২

ইক্ষুভেদ—পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কান্তার, তাপসেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, সূচীপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশক, এইগুলি ইক্ষুর জাতিভেদ। ইহাদের গুণ বলা যাইতেছে॥ ৩।৪

শ্বেত পৌণ্ড্র ও ভীরুকের গুণ—ইহারা বাত-পিত্তপ্রশমক, মধুররস, মধুরবিপাক, সুশীতল, বৃংহণ ও বলকর॥ ৫

কোশকার গুণ—(করিয়া কুশিআর) ইহা—গুরু, শীতল এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়নাশক॥ ৬

কান্তারেক্ষু গুণ—ইহা—গুরু, বৃষ্য, শ্লেষ্মজনক বৃংহণ ও সারক॥ ৭

বংশক ইক্ষুর গুণ (বড়োষা)—ইহা—দীর্ঘপর্ব্ব-বিশিষ্ট, অতিকঠিন ও সক্ষার (ঈষৎ ক্ষাররস)॥ ৮

শতপোরক গুণ—ইহাতে কোশকার ইক্ষুর কিছু কিছু গুণ আছে। বিশেষ ইহা কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, সক্ষার ও বায়ুনাশক॥ ৯

তাপসেক্ষুর গুণ—ইহা—মৃদু, মধুর, শ্লেষ্মপ্রকোপক, তৃপ্তিজনক, রুচিকারক, বৃষ্য ও বলকর॥ ১০

কাণ্ডেক্ষু গুণ—ইহা গুণে তাপসেক্ষুরই তুল্য, বিশেষ এই কাণ্ডেক্ষু বাতপ্রকোপক॥ ১১

সূচীপত্র-নৈপালী-দীর্ঘপত্র ও নীলপোর ইক্ষুর গুণ—এই সকল ইক্ষু—বাতজনক, কফপিত্তনাশক, ঈষৎ কষায়রস ও বিদাহী॥ ১২

মনোগুপ্তার (ইক্ষুবিশেষের) গুণ—ইহা—বাতহর, তৃষ্ণারোগনাশক, সুশীতল, অতীব মধুররস ও রক্তপিত্ত প্রশমক॥ ১৩

বালযুববৃদ্ধেক্ষুর গুণ—বাল ইক্ষু (কচি আক) —কফকারক এবং মেদঃ ও মেহজনক। যুবা ইক্ষু—বাতনাশক, স্বাদু, ঈষৎতীক্ষ্ণ, পিত্তপ্রশমক ও রক্তপিত্তহর। বৃদ্ধ ইক্ষু—ক্ষতনিবারক এবং বলবীর্য্যকারক॥ ১৪

ইক্ষুর অঙ্গভেদে রসভেদ—ইক্ষুর মূলভাগে অত্যর্থ মধুররস, মধ্যভাগেও মধুররস এবং অগ্রভাগে ও গ্রন্থি সকলে লবণরস অবস্থিতি করে॥ ১৫

---

(১) দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে মোম, তৈলঙ্গে মৈনম, তামিলে মধুক্ষু, মহারাষ্ট্রে মেণ, গুজরাটে মিণ, ফারসীতে মোমেজর্দ্দ। ডাক্তারী নাম Wax, ওয়াক্স্।

(২) দেশভেদে নামভেদ—ইক্ষুকে হিন্দুস্থানে ঈক্ষু, গুন্না, উখ্, গণ্ডা, পোণ্ডা, তৈলঙ্গে চিরকু, মহারাষ্ট্রে উঁস, গুজরাটে শেরডী, শেরডীমূংমূল, কর্ণাটে কবু, কব্বিনঙ্কেক, ফারসীতে নেশকর, আরবীতে কস্বুস সকর বলে। ডাক্তারী নাম Sugarcane. সুগার-কেন্।

দন্তানপেষিত ইক্ষুরসের গুণ—দন্তনিপীড়িত ইক্ষুর রস—রক্তপিত্তনাশক, শর্করা সমবীর্য্য,অবিদাহী ও কফপ্রদ॥ ১৬

যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরসের গুণ—মূলভাগ অগ্রভাগ ও কীট ভক্ষিতাদি সর্ব্বাবিয়বই নিষ্পীড়ন করা যায় বলিয়া এবং মলপদার্থের সংস্রব হেতু ও কিঞ্চিৎ কাল থাকায় যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই তাহা বিদাহী, বিষ্টম্ভী ও গুরু হইয়া থাকে॥ ১৭

পর্য্যুষিত ইক্ষুরসের গুণ—ইক্ষুরস পর্য্যুষিত (বাসি) হইলে তাহা হিতকর থাকে না। পর্য্যুষিত ইক্ষুরস—অম্ল, বাতনাশক, গুরুপাক, কফপিত্তকর, শোষণশীল, ভেদক ও অতি মূত্রকারক॥ ১৮

পক্ক ইক্ষুরসের গুণ—পক্কইক্ষুরস—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অতিতীক্ষ্ণ, কফ-বাতনাশক, গুল্ম ও আনাহ-প্রশমক, এবং কিঞ্চিৎ পিত্তজনক॥ ১৯

ইক্ষুরস বিকারের অর্থাৎ ইক্ষুরসজাত গুড়াদির গুণ—ইক্ষুরস বিকার (গুড়াদি) তৃষ্ণা-দাহ-মূর্চ্ছা ও রক্ত-পিত্ত নাশক, গুরু, মধুর, বলকর, স্নিগ্ধ, বাতহর, সারক, বৃষ্য, মোহনাশক, শীতল, বৃংহণ ও বিষহারী॥ ২০

ফাণিতের (অতি পাতলা মাত গুড়ের) **লক্ষণ ও গুণ**—ইক্ষুরসকে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় করিলে অর্থাৎ তাহার দ্রবভাগই অধিক থাকিলে ইক্ষু বিকারের মধ্যে তাহাই ফাণিত নামে অভিহিত হয়। ফাণিত—গুরু, অভিষ্যন্দী, বৃংহণ, কফ ও শুক্রজনক, বাত-পিত্ত ও শ্রমনাশক, এবং মূত্র ও মূত্রাশয় বিশোধক॥ ২১।২২

মৎস্যণ্ডীর (সার গুড়ের, খণ্ডরাব,) **লক্ষণ ও গুণ**— ইক্ষুরস পাকদ্বারা অতি গাঢ় ও কিঞ্চিদ্ দ্রবান্বিত হইলে তাহাকে মৎস্যণ্ডী কহা যায়। মৎস্যণ্ডী হইতে মন্দ অর্থাৎ অতি অল্প স্পন্দন (রসক্ষরণ) হয় বলিয়া উহা মৎস্যণ্ডী নামে অভিহিত হইয়াছে। মৎস্যণ্ডী অর্থাৎ কিঞ্চিদ্ দ্রবান্বিত অতি গাঢ় গুড় (সার গুড়) ভেদক, বলকর, লঘু, বাত-পিত্তনাশক, মধুর, বৃংহণ, বৃষ্য ও রক্তদুষ্টি প্রশমক॥ ২৩।২৪

গুড়ের লক্ষণ ও গুণ (১)—ইক্ষুরস পাকদ্বারা লোষ্টবৎ কঠিন হইলে তাহাকে গুড় কহা যায়। কিন্তু গৌড় দেশে মৎস্যণ্ডীই গুড় নামে প্রসিদ্ধ। গুড়—বৃষ্য, গুরু, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, মূত্রশোধক, নাতিপিত্তহর (অল্প-পিত্তনাশক) এবং মেদঃ-কফ-কৃমি ও বলপ্রদ॥ ২৫।২৬

পুরাতন গুড়ের গুণ—পুরাণ গুড়—লঘু, পথ্য, অনভিষ্যন্দী, অগ্নিজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, মধুর রস, বৃষ্য, বাতঘ্ন ও রক্তপরিষ্কারক॥ ২৭

নূতন গুড়ের গুণ—নূতন গুড়—কফ-শ্বাস-কাস ও কৃমিজনক এবং অগ্নিকারক। নূতন গুড় আদার সহিত খাইলে আশু কফ বিনষ্ট হয়; হরীতকীর সহিত খাইলে পিত্ত বিনষ্ট হয় এবং শুঠের সহিত খাইলে অশেষ বাত বিনষ্ট হয়। অতএব এবম্প্রকার দোষ ক্ষয় কারক গুড়কে নমস্কার করি॥ ২৮

খণ্ডের (খাঁড় গুড়ের) **গুণ** (২)—খণ্ড—মধুর, বৃষ্য, নেত্রহিত, বৃংহণ, শীতল, বাতপিত্তহর, স্নিগ্ধ, বলকর ও বমননাশক॥ ২৯

সিতার (চিনির) **লক্ষণ ও গুণ** (৩)—বালির ন্যায় সূক্ষ্মাকার প্রাপ্ত অতি শুক্লবর্ণ খণ্ডকে শর্করা ও সিতা নামে অভিহিত করা যায়। শর্করা—সুমধুর, রুচিপ্রদ, বাত-পিত্ত-রক্তদুষ্টি-দাহ-মূর্চ্ছা-বমি ও জ্বর-নাশক। ইহা শীতবীর্য্য ও শুক্রকারক॥ ৩০

পুষ্পসিতা ও সিতোপলা এই দুই প্রকার মিছরীর গুণ—পুষ্পসিতা মিছরী—শীতল, রক্তপিত্ত-নাশক ও লঘু। সিতোপলা মিছরী—সারক, লঘু, বাতপিত্তনাশক ও শীতল॥ ৩১

মধুখণ্ডের গুণ—মধুজাত শর্করা—রুক্ষ, কফ-পিত্তহর, গুরু, বমি-অতিসার-তৃষ্ণা-দাহ ও রক্তদুষ্টি-প্রশমক, কষায়রস এবং শীতল। উক্ত দ্রব্য সকলের যেমন যেমন নির্ম্মলতা ও মধুরতা হইবে, উহাদের স্নেহ-লাঘব ও শৈত্যাদি গুণ এবং সারকত্বও তেমনি হইবে জানিবে॥ ৩২

---

(১) দেশভেদে নামভেদ। গুড়কে হিন্দুস্থানে গুড়, মহারাষ্ট্রে গুল, গুজরাটে গোস, কর্ণাটে হোসবেল্লংদ হেসরু, তৈলঙ্গে বেল্লামু, ফারসীতে কংদেসিয়া, আরবীতে কংদেঅস্বদ বলে। ইংরেজীনাম Treacle Molasses.

(২) দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে খাংড়, মহারাষ্ট্রে সাখর, কর্ণাটে মালখংড়, তৈলঙ্গে পাঁচাদারা, ফারসীতে সক্কর, আরবীতে সক্কর। ইংরাজীতে Sugar. ল্যাটীনে Saccharum.

(৩) দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দুস্থানে বূরা, মিশ্রী, বতাসে, কংদ, মহারাষ্ট্রে পিঠীসাখর, খড়ীসাখর, গুজরাটে শাকর, কর্ণাটে গুড়গুড়াতুগীতু, তৈলঙ্গে ফাটিকেপাংচাদারা, ফারসীতে খড়ীশক্করনবাত, আরবীতে সক্করে অবিয়দ বলে। ইংরাজী নাম Purified Sugercandy.

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাবিরচিত ভাবপ্রকাশে ইক্ষুবর্গ

অথ অনেকার্থ নাম বর্গ।

দ্ব্যর্থ নাম—যথা—অশ্মন্তক শব্দে—অম্ললোণিকা ও কোবিদার। কঠিল্লক শব্দে—কারবেল্ল ও রক্ত-পুনর্নবা। কুলক শব্দে—পটোল ও কুচীরু (কুঁচিলা)। কোশাতকী শব্দে—মহা কোশাতকী ও রাজকোশা-তকী। দীপ্যক শব্দে—যমানী ও অজমোদা। মরুবক শব্দে—ফণিজ্ঝক (মরুয়া, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী) ও পিণ্ডীতক (ময়নাফল)। মধূলিকা শব্দে—মূর্ব্বা ও জলযষ্টিমধু। রুচক শব্দে—সৌবর্চ্চল ও বীজ-পূরক। লোণিকা শব্দে—লোণীশাক ও চাঙ্গেরী শাক। বস্থক শব্দে—রক্তার্ক ও ক্ষারলবণ। বাহ্লীক শব্দে—কুঙ্কুম ও হিঙ্গু। বিতুন্নক শব্দে—ধনে ও তুঁতে। স্বাদুকণ্টক শব্দে—গোক্ষুর ও বিকঙ্কত (বৈঁচ)। অগ্নিমুখী শব্দে—ভেলা ও ঈশলাঙ্গলা। অগ্নিশিখ শব্দে—কুঙ্কুম ও কুসুম্ভ (কুসুম)। অজশৃঙ্গী শব্দে—মেষশৃঙ্গী ও কর্কটশৃঙ্গী। প্রিয়ঙ্গু শব্দে—ফলিনী ও কঙ্গুধান্য। ভৃঙ্গ শব্দে—ভৃঙ্গরাজ (ভীমরাজ) ও ত্বক্ (গুড়ত্বক)। সমঙ্গা শব্দে—মঞ্জিষ্ঠা ও লজ্জালু। অমোঘা শব্দে—বিড়ঙ্গ ও পাটলা (পারুল)। মোচা শব্দে—কদলী ও শাল্মলী। কুটন্নট শব্দে—শোনা ও কৈবর্ত্তমুস্তক। কুনটী শব্দে—ধনিকা (ধনে বা প্রিয়ঙ্গু) ও মনঃশিলা। ঘোণ্টাশব্দে—পূগ ও বদরী। ত্রিপুটা-শব্দে—তেউড়ী ও ছোট এলাইচ। শটীশব্দে—কর্চুর ও গন্ধপলাশী। দন্তশঠ শব্দে—জম্বীর ও কপিত্থ। দন্তশঠা শব্দে—অম্লিকা ও চাঙ্গেরী। অরুণ শব্দে—মঞ্জিষ্ঠা ও আতইচ। কণা শব্দে—পিপুল ও জীরা। তালপর্ণী শব্দে—মুশলী (তালমূলী) ও মুরামাংসী। পীলুপর্ণী শব্দে—মূর্ব্বা ও বিম্বী। ব্রাহ্মণী শব্দে—ভার্গী (বামুনহাটী) ও স্পৃক্কা (গন্ধপিড়িং)। অপরাজিতা শব্দে—বিষ্ণুক্রান্তা ও শালপাণি। আস্ফোতা শব্দে—অপরাজিতা ও অনন্তমূল। পারাবতপদী শব্দে—জ্যোতিষ্মতী ও কাকজঙ্ঘা। শারদী শব্দে—অনন্ত-মূল ও জলপিপ্পলী। উগ্রগন্ধা শব্দে—বচ ও যমানী। পরিব্যাধ শব্দে—কর্ণিকার ও জলবেতস। অঞ্জন শব্দে—স্রোতোঽঞ্জন ও সৌবীর। অগ্নিশব্দে—চিতা ও ভেলা। কৃমিঘ্নশব্দে—বিড়ঙ্গ ও হরিদ্রা। তেজন-শব্দে—শর ও বেণু। তেজনীশব্দে—তেজবতী ও মূর্ব্বা। রোচনশব্দে—কমলাগুঁড়ি ও গোরোচনা (রক্তকহ্লার) রাজাদন শব্দে—ক্ষীরিকা ও পিয়াল। শকুলাদনী শব্দে—কটুকী ও জলপিপ্পলী। গোলোমী শব্দে—শ্বেতদূর্ব্বা ও বচ। পদ্মাশব্দে—পদ্মচারিণী ও ভার্গী। শ্যামাশব্দে—অনন্তমূল ও প্রিয়ঙ্গু। ধান্য শব্দে—ধনে ও শালিধান্যাদি। সহবীর্য্যাশব্দে—নীলদূর্ব্বা ও মহা-শতাবরী। সেব্যশব্দে—বেণামূল ও লামজ্জক। উদুম্বর শব্দে—যজ্ঞডুমুর ও তাম্র। ঐন্দ্রীশব্দে—ইন্দ্র-বারুণী ও ইন্দ্রাণী। কটম্ভরাশব্দে—কটুকী ও শোনা। ক্ষারশব্দে—যবক্ষার ও স্বর্জ্জিক্ষার। গণ্ডীর শব্দে—গণ্ডারীশাক বিশেষ ও মঞ্জিষ্ঠা। গান্ধারীশব্দে—দুরালভা ও গন্ধপলাশী। চিত্রাশব্দে—ইন্দ্রবারুণী ও বৃহদ্দন্তী। তুণ্ডীকেরীশব্দে—কার্পাসী ও বিম্বী। ধারাশব্দে—গুড়ূচী ও ক্ষীরকাকোলী। বালপত্রশব্দে—খদির ও যবাস। বারিশব্দে—বালা ও জল। অঙ্গারবল্লীশব্দে—ভার্গী ও গুঞ্জা। অমৃণালশব্দে—লামজ্জক ও বেণামূল। কুণ্ডলীশব্দে—গুড়ূচী ও কোবিদার। গন্ধফলীশব্দে—প্রিয়ঙ্গু ও চম্পককলিকা। দীর্ঘমূলশব্দে—যবাস ও শালপাণি। পিচ্ছিলাশব্দে—শাল্মলী ও শিংশপা। পুষ্পফলশব্দে—কপিত্থ ও কুষ্মাণ্ড। পোটগলশব্দে—নল ও কাশ। যবফলশব্দে—কুড়চী ও বাঁশ। দেবীশব্দে—মূর্ব্বা ও স্পৃক্কা। বিশ্বাশব্দে—শুঁঠ ও আতইচ। শীতশিব শব্দে—সৈন্ধব ও মিশ্রেয়া। কর্কশশব্দে—কমলাগুঁড়ি ও কাসমর্দ্দ। চর্ম্মকষাশব্দে—শাতলা ও মাংসরোহিণী। নন্দিবৃক্ষশব্দে—অশ্বত্থবিশেষ ও তুণি। পয়ঃশব্দে—দুগ্ধ ও জল। রুহাশব্দে—দূর্ব্বা ও মাংসরোহিণী। সিংহীশব্দে—বৃহতী ও বাসক॥ ১

ত্র্যর্থ নাম—যথা—ক্রমুক শব্দে—পূগ তূদ ও পট্টিয়া লোধ। ক্ষুরক শব্দে-কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া) গোক্ষুর ও তিলক নামক পুষ্প বিশেষ। প্রিয়ক শব্দে-প্রিয়ঙ্গু কদম্ব ও অসন। পৃথ্বীকা শব্দে—কালাজাজী (কালজীরা) বড় এলাচ ও হিঙ্গুপত্রী। ভূতীক শব্দে—ভূনিম্ব কতৃণ ও ভূস্তৃণ। সোমবল্ক শব্দে—কট্ফল শ্বেতখদির ও ঘৃতপূর্ণকরঞ্জ। সৌগন্ধিক শব্দে—কহ্লার কতৃণ ও গন্ধক। ভৃঙ্গ শব্দে—ভীম-রাজ গুড়ত্বক ও ভ্রমর। অরিষ্ট শব্দে—নিম রশুন ও মদ্য। মর্কটী শব্দে—কপিকচ্ছু অপামার্গ ও করঞ্জী। অম্বষ্ঠা শব্দে—পাঠা চাঙ্গেরী ও মাচিকা। কৃষ্ণা শব্দে—পিপ্পলী কালাজাজী ও নীলী। ক্ষীরিণী শব্দে—দুগ্ধিকা ক্ষীরকাকোলী ও শ্বেত সারিবা। মধুপর্ণী শব্দে—গুড়ূচী গাম্ভারী ও নীলী। মণ্ডূকপর্ণ শব্দে—

গোনা মঞ্জিষ্ঠা ও ব্রহ্মমাণ্ডূকী। শ্রীপর্ণী শব্দে—গাম্ভারী গণিয়ারি ও কট্‌ফল। অমৃতা শব্দে—গুড়ূচী হরীতকী ও আমলকী। অনন্তা শব্দে—দুরালভা নীলদূর্ব্বা ও লাঙ্গলী। ঋষ্যপ্রোক্তা শব্দে—অতিবলা মহাশতাবরী ও কপিকচ্ছু। কৃষ্ণবৃন্তা শব্দে—পাটলী গাম্ভারী ও মাষাণী। জীবন্তী শব্দে—গুড়ূচী জীবন্তীশাক ও বন্দা (পরগাছা—বাঁদ্‌রা)। লতাশব্দে—সারিবা প্রিয়ঙ্গু ও জ্যোতিষ্মতী। সমুদ্রান্তা শব্দে—দুরালভা কার্পাসী ও স্পৃক্কা। হৈমবতী শব্দে—হরীতকী শ্বেতবচ ও পীতদুগ্ধ (সেহুণ্ড) ইহার (হৈমবতীর) মূলকে লোকে চোক বলে)। অব্যথা শব্দে—হরীতকী মহাশ্রাবণী ও পদ্মচারিণী। ষড়্‌গ্রন্থা শব্দে—বচ গন্ধপলাশী ও করঞ্জী। বরদা শব্দে—সুবর্চ্চলা (হুরহুর) অশ্বগন্ধা ও বারাহী (গেঠী হিন্দী ভাষা)। ইক্ষুগন্ধা শব্দে—কাশ কোকিলাক্ষ (গোক্ষুর বা) ও ক্ষীরবিদারী। কালস্কন্ধ শব্দে—তমাল তিন্দুক ও কালখদির। মহৌষধ শব্দে—শুঁঠ রসুন ও বিষ। মধু শব্দে-ক্ষৌদ্র পুষ্পরস ও মদ্য। কপীতন শব্দে—আম্রাতক শিরীষ ও গর্দ্দভাণ্ড। মদন শব্দে—পিণ্ডীতক ধুস্তূর ও সিক্থক। শতপর্ব্বা শব্দে—বাঁশ দূর্ব্বা ও বচ। সহস্রবেধী শব্দে—অম্লবেতস মৃগমদ ও হিঙ্গু। তাম্রপুষ্পী শব্দে—ধাইফুল পারুল ও শ্যামমূলা তেউড়ী। সদাপুষ্পা শব্দে—শ্বেত আকন্দ লালআকন্দ ও কুন্দপুষ্প। সুরভীশব্দে—সল্লকী মুরামাংসী ও এলবালুক। লক্ষ্মী শব্দে—ঋদ্ধি বৃদ্ধি ও শমী। কালানুসার্য্য শব্দে—কালীয়ক তগর ও শৈলেয়। চাম্পেয় শব্দে—চম্পক নাগকেশর ও পদ্মকেসর। নাদেয়ী শব্দে—গণিয়ারি জলজম্বু ও জলবেতস। পাক্য শব্দে—বিট্‌ লবণ সচল লবণ ও যবক্ষার। বিশল্যা শব্দে—ঈশলাঙ্গলা গুড়ূচী ও লঘুদন্তী। ইন্দ্রদ্রু শব্দে—অর্জ্জুন দেবদারু ও কুড়চী। কাশ্মীর শব্দে—কুঙ্কুম পুষ্করমূল ও গাম্ভারী। কাশ্মীরী শব্দে—গুন্দ্র পটেরক ও শর। গুন্দ্রা শব্দে—প্রিয়ঙ্গু ভদ্র ও মুস্তক। চুক্র শব্দে—চুক্র অম্লবেতস ও বৃক্ষাম্ল। পারিভদ্র শব্দে—নিম পারিজাত ও দেবদারু। পীতদারু শব্দে—হরিদ্রা দেবদারু ও সরলকাষ্ঠ। বীরশব্দে—অর্জ্জুন বেণা ও কাকোলী। বীরতরু শব্দে—অর্জ্জুনবৃক্ষ বেণা ও শর। ময়ুর শব্দে—অপামার্গ অজমোদা ও তুঁতে। রক্তসার শব্দে—রক্তচন্দন পতঙ্গ (বকম) ও খদির। বদরা শব্দে—সুবর্চ্চলা অশ্বগন্ধা ও বারাহী। বসির শব্দে—রক্ত অপামার্গ গজপিপ্পলী ও সমুদ্রলবণ। সৌবীর শব্দে—সৌবীরাঞ্জন বদর ও সন্ধানবিশেষ। বঞ্জুল শব্দে—অশোক বেতস ও তিনিশ। শিলা শব্দে—মনঃশিলা শিলাজতু ও গৈরিক। সোমবল্লী শব্দে—বাকুচী (সোমরাজী) গুড়ূচী ও ব্রাহ্মী। অক্ষীব শব্দে—শোভাঞ্জন (সজিনা) মহানিম্ব ও সমুদ্রলবণ। কারবী শব্দে—কালাজাজী শুল্‌ফা ও অজমোদা (বনযমানী)। ধামার্গব শব্দে—রক্ত অপমার্গ রাজকোশাতকী ও মহাকোশাতকী। দুঃস্পর্শ শব্দে—যবাস (দুরালভা) কপিকচ্ছু ও কণ্টকারী। পলাশ শব্দে—কিংশুক গন্ধপলাশী ও তেজপত্র। কালমেষী শব্দে—মঞ্জিষ্ঠা সোমরাজী ও শ্যামা তেউড়ী। পলঙ্কষা শব্দে—গুগ্‌গুলু গোক্ষুর ও লাক্ষা। মধুরসা শব্দে—দ্রাক্ষা মূর্ব্বা ও গাম্ভারী। রসা শব্দে—রাস্না শল্লকী ও আকনাদি। শ্রেয়সী শব্দে—হরীতকী রাস্না ও গজপিপ্পলী। লোহ শব্দে—লৌহ কাংস্য ও অগুরু। সহা শব্দে—মুগানি বলাবিশেষ (হিন্দী ভাষায় ককহী বলে) ও শতপত্রী (সেবতী গোলাপ)। রাস্না শব্দে—নাকুলী নীলপুষ্প ও সিন্ধুবার॥ ২

বহ্বর্থ নাম। অক্ষশব্দে—সৌবর্চ্চল, বহেড়া, কর্ষ (দুই তোলা পরিমাণ), পদ্মাক্ষ (পদ্মবীজ), রুদ্রাক্ষ, শকট, ইন্দ্রিয় ও পাশক এই আট প্রকারকে বুঝায়। কাকশব্দে—কাকপক্ষী, কাকমাচী, কাকোলী, কাকণন্তিকা, কাকজঙ্ঘা, কাকনাসা ও কাকডুমুর এই সাতটি বুঝায়। নাগ শব্দে—সর্প, হস্তী, মেঘ, সীসক, নাগকেশর, নাগবল্লী ও নাগদন্তী এই সকলকে বুঝায়। রস শব্দে—মাংস, দ্রব, ইক্ষুরস, পারদ, মধুরাদিরস, বালরোগ, বিষ ও নীর এই নয়টিকে বুঝায়॥ ৩—৬

ইতি অনেকার্থ নাম বর্গ।

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে দ্রব্যগুণপ্রকরণ।

ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ডে প্রথমভাগ সমাপ্ত।

ভাবপ্রকাশ।

পূর্ব্বখণ্ড।



দ্বিতীয় ভাগ।

—:*:—

অথ মানপরিভাষা।

বিনা পরিমাণে কোন স্থলে দ্রব্য সকলের প্রয়োগ করিতে পারা যায় না। অতএব প্রয়োগ কার্য্যার্থ এস্থলে পরিমাণ বর্ণন করিব। প্রাচীন বৈদ্যগণ চরকের মতই গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব অন্য মান (পরিমাণ) সকল ত্যাগ করিয়া অগ্রে মাগধমানই বলিব। তদ্‌যথা—ত্রিংশৎ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু হয়। ত্রসরেণুর অপর নাম—বংশী। (পরমাণু দৃশ্য হয় না, ত্রসরেণু দৃষ্ট হইয়া থাকে)। গবাক্ষান্তর্গত সূর্য্যকিরণ দ্বারা যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু দৃষ্ট হয়, তাহাকেই ত্রসরেণু বা বংশী বলে। ছয়টি বংশীতে এক মরীচি হয়। ছয়টি মরীচিতে এক রাজিকা, তিনটি রাজিকায় এক সর্ষপ, আট সর্ষপে এক যব, চারি যবে এক গুঞ্জা, ছয় গুঞ্জায় (ছয় রক্তিকায় বা ছয় কুঁচে) এক মাষক হয়। মাষকের অন্য নাম—হেম ও ধানক। চারি মাষায় এক শাণ হয়, শাণের পর্য্যায়—ধরণ ও টঙ্ক। দুই টঙ্কে এক কোল (তোলা) হয়, কোলের অন্য নাম—ক্ষুদ্রক বটক ও দ্রংক্ষণ। দুই কোলে এক কর্ষ (২ তোলা), কর্ষের অপর নাম—পাণিমানিকা, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎ, পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উদুম্বর। দুই কর্ষে অর্দ্ধপল, শুক্তি বা অষ্টমিকা হয়। দুই শুক্তিতে এক পল, পলের অন্য নাম—মুষ্টি, আম্র, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব। দুই পলে এক প্রসৃতি বা প্রসৃত হয়। দুই প্রসৃতিতে এক অঞ্জলি, কুড়ব অর্দ্ধশরাবক বা অষ্টমান হয়। দুই কুড়বে এক মানিকা বা শরাব (১ সের) হয়, আটপলে এক শরাব জানিবে। দুই শরাবে এক প্রস্থ, চারিপ্রস্থে এক আঢ়ক, ভাজন, কাংস্য, পাত্র বা চতুঃষষ্টিপল; চারি আঢ়কে এক দ্রোণ, কলশ, নল্বণ, অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট বা রাশি হয়। দুই দ্রোণে এক শূর্প কুম্ভ বা চতুঃষষ্টি শরাব হয়। দুই শূর্পে এক দ্রোণী বাহ বা গোণী হয়। চারি দ্রোণীতে এক খারী হয়। এক খারী অর্থাৎ চারি হাজার ছিয়ানব্বই পল। দুই হাজার পলে এক ভার এবং একশত পলে এক তুলা হইয়া থাকে। মাষ, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, গোণী ও খারী, ইহাদের পর পরবর্ত্তীটি যথাক্রমে চারিগুণ জানিবে, অর্থাৎ চারিমাষায় এক টঙ্ক, চারি টঙ্কে এক অক্ষ, চারি অক্ষে এক বিল্ব ইত্যাদি।

টীকা। মাগধ পরিভাষায়—ছয় রতিতে এক মাষ, চব্বিশ রতিতে এক টঙ্ক ও ছিয়ানব্বই রতিতে এক কর্ষ হয়। এই পরিমাণ চরক সম্মত। কিন্তু সুশ্রুত মতে—পাঁচরতিতে এক মাষ, কুড়ি রতিতে একটঙ্ক এবং আশী রতিতে এক কর্ষ হইয়া থাকে। কালিঙ্গ পরিভাষাতে এইরূপ পরিমাণ উক্ত আছে, যথা—আট রতিতে এক মাষ, বত্রিশ রতিতে এক এক টঙ্ক ও আড়াই টঙ্কে এক কর্ষ হয়॥ ১—১৯

গুঞ্জা হইতে (রতি হইতে) কুড়ব পর্য্যন্ত যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কি দ্রব, কি আর্দ্র (সরস), কি শুষ্ক, সকল প্রকার দ্রব্যই সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণেই গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার পর অর্থাৎ প্রস্থাদি পরিমাণ হইতে দ্রব ও আর্দ্র দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে লইতে হইবে। (যথা—জল দুগ্ধ বা কাথাদি কোন দ্রবদ্রব্য, অথবা কাঁচা উদ্ভিদাদি কোন সরস দ্রব্য এক প্রস্থ লইতে বলিলে, সে স্থলে এক প্রস্থ অর্থাৎ দুই সের না লইয়া

দ্বিগুণ (অর্থাৎ চারিসের) লইতে হইবে, কিন্তু কোন শুষ্কদ্রব্য এক প্রস্থ লইতে বলিলে সেস্থলে ঠিক এক প্রস্থই (দুইসেরই) লইতে হইবে। ইত্যাদি)। কিন্তু কোন দ্রব্যের পরিমাণ যদি তুলা শব্দে উক্ত থাকে, তাহা হইলে সেই দ্রব্য দ্রব হউক বা আর্দ্রই হউক কোন স্থলে তাহা দ্বিগুণ লইতে হইবে না। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বাঁশ বা লৌহাদিদ্বারা নির্ম্মিত যে পাত্র চারি অঙ্গুল বিস্তীর্ণ ও চারি অঙ্গুল গভীর, সেই পাত্রের পরিমাণ এক কুড়ব অর্থাৎ অর্দ্ধসের। মাগধমান সমাপ্ত ॥২০—২২

অথ কালিঙ্গ মান—কলিযুগে মানবগণ অল্পাগ্নি হ্রস্বকায় ও হীনসত্ত্ব। অতএব যে মাত্রা তাহাদিগের যোগ্য এবং যাহা সুবুদ্ধিসম্মত, সেই মাত্রা বলা যাইতেছে।—তদ্‌যথা—দ্বাদশ শ্বেত সর্ষপে এক যব, দুই যবে এক গুঞ্জা (কুঁচ), তিন গুঞ্জায় এক বল্ল এবং আট গুঞ্জায় একমাষ হয়। কুঁচ আকারে বড় হইলে কখন সাত কুঁচেও এক মাষা হইয়া থাকে। চারি মাষায় এক শাণ নিষ্ক বা টঙ্ক ; ছয় মাষায় এক গদ্যাণ, এবং দশ মাষায় এক কর্ষ হয়। চারি কর্ষে বা দশ শাণে এক পল, চারি পলে এক কুড়ব হয়। কুড়বের পর প্রস্থ হইতে যত পরিমাণ উক্ত হইয়াছে, তৎ সমস্ত পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ মাগধ পরিমাণ যাহা, কালিঙ্গ পরিমাণও ঠিক তাহাই ; উভয়ে কোন প্রভেদ নাই।

মাত্রার স্থিরতা নাই ;—দেশ, কাল, প্রকৃতি, দোষ, অগ্নি, বয়স ও বল দেখিয়া মাত্রা কল্পনা করিবে। অল্প জল যেমন প্রবল অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না, অল্প ঔষধও সেইরূপ বলবান্ ব্যাধিকে প্রশমিত করিতে সমর্থ হয় না। অতিমাত্র ঔষধও দোষের জন্য, যেমন শস্যে বহুজল। মানপরিভাষা সমাপ্ত ॥ ২৩—২৪

ভেষজ সমূহের বিধান—স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, হিম ও ফাণ্ট এই পাঁচটি কষায় নামে অভিহিত। এই পাঁচ প্রকার কষায়ের পর পরটি, পূর্ব্ব পূর্ব্বটি অপেক্ষা লঘু জানিবে ॥ ১

স্বরস বিধি—শীতাগ্নি কীটাদি দ্বারা অনুপহত, অনুপ কোন দ্রব্যকে তুলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ কুট্টিত করিয়া (পেষণ করিয়া) বস্ত্রে নিপীড়িত করিলে তাহা হইতে যে রস গালিত হয়, তাহাকেই স্বরস কহা যায়। অথবা অর্দ্ধসের দ্রব্য চূর্ণীকৃত করিয়া তাহা একসের জলে অহোরাত্র ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলে তাহাও স্বরস স্বরূপ হয়। স্বরসের অসম্ভবে অর্থাৎ স্বরসদ্রব্য না পাইলে শুষ্ক দ্রব্যই গ্রহণ করিয়া তাহা আটগুণ জলে সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পাঁচ প্রকার কষায়ের মধ্যে স্বরস গুরু বলিয়া তাহা অর্দ্ধপল পরিমাণে [illegible] কর্ত্তব্য। অগ্নি—সিদ্ধ রস যদি একরাত্রি পর্য্যুষিত (বাসি) হয়, তাহা হইলে সে রস একপল মাত্রায় পান করা যাইতে পারে। চিনি, মধু, গুড়, ক্ষার, জীরা, লবণ, ঘৃত, তৈল ও চূর্ণাদি কোন দ্রব্য রসে প্রক্ষেপ দিতে হইলে তাহা এক কোল (২ তোলা) মাত্রায় ক্ষেপণ করিবে ॥ ২—৬

তণ্ডুলজলবিধি—এক পল (৮ তোলা) তণ্ডুল কণ্ডিত করিয়া (কাঁড়িয়া) তাহা আটগুণ জলে নিক্ষেপ করিবে। যখন তণ্ডুল সকল ভিজিয়া কোমল হইবে, তখন সেই জল গ্রহণ করিবে এবং অনুপানাদি সকল কর্ম্মে দিবে ॥ ৭

হিমবিধি—এক পল পরিমিত কোন দ্রব্য চূর্ণীকৃত করিয়া এবং তাহা ছয়পল জলে আপ্লুত করিয়া একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন প্রাতঃকালে সেই জল ছাঁকিয়া লইবে। তাহাই হিম বা শীতকষায় নামে অভিহিত। পণ্ডিতগণের মতে শীতকষায় দুই পল পর্য্যন্ত পান করা যাইতে পারে ॥ ৮

মন্থবিধি—চূর্ণীকৃত এক পল দ্রব্য, চারি পল শীতল জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহা একটা মৃন্ময় পাত্রে সম্যক্ মন্থন করিবে। সেই জলই মন্থ নামে আখ্যাত। মন্থও দুই পল পর্য্যন্ত পান করা যাইতে পারে ॥ ৯

ফাণ্ট বিধি—সম্যক্ চূর্ণীকৃত এক পল (অর্দ্ধপোয়া) দ্রব্য অর্দ্ধসের উষ্ণজলে নিক্ষেপ করিয়া একটা মৃৎপাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। এবং কিছুক্ষণপরে সেই জল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এই চূর্ণদ্রবই ফাণ্ট নামে কীর্ত্তিত হয়। ফাণ্টপানের মাত্রা—দুই পল অর্থাৎ এক পোয়া পর্য্যন্ত। ইহাতে মধু চিনি ও গুড়াদি প্রক্ষেপ দিতে হইলে দুই তোলা মাত্রায় দিবে ॥ ১০।১১

কল্ক বিধি—কোন সরস দ্রব্যকে, অথবা জলসংযুক্ত শুষ্ক দ্রব্যকে শিলায় পেষণ করিলে, সেই শিলাপিষ্ট দ্রব্যকে কল্ক কহা যায়। কল্কের মাত্রা দুই তোলা। কল্কে মধু ঘৃত বা তৈল মিশ্রিত করিতে হইলে দ্বিগুণ মাত্রায়, চিনি বা গুড় মিশ্রিত করিতে হইলে কল্কের তুল্যমাত্রায়, এবং দ্রব মিশাইতে হইলে চতুর্গুণ মাত্রায় মিশ্রিত করিবে ॥ ১২। ১৩

চূর্ণ বিধি—অত্যন্ত শুষ্ক দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলে তাহাকে চূর্ণ, রজঃ বা ক্ষোদ কহা যায়। চূর্ণের মাত্রা দুই তোলা। চূর্ণে গুড় মিশ্রিত করিতে হইলে সমপরিমাণে, শর্করা মিশ্রিত করিতে হইলে দ্বিগুণ পরিমাণে মিশাইবে। হিঙ্গু মিশ্রিত করিতে হইলে তাহা ঘৃতে ভাজিয়া এরূপ পরিমাণে দিবে—যেন উৎক্লেদ (বমন বেগ)-জনক না হয়। ঘৃতাদি দ্রবপদার্থ মিশাইয়া চূর্ণ লেহন করিতে হইলে দ্বিগুণ মাত্রায় ঘৃতাদি মিশ্রিত করিবে। [illegible] পান করিতে হইলে চতুর্গুণ দ্রব পদার্থে চূর্ণ আলোড়িত করিয়া পান করিবে ॥ ১৪—১৬

অনুপান—চূর্ণ অবলেহ গুটিকা ও কল্কের অনুপান, পিত্তজ বাতজ ও কফজ রোগে যথাক্রমে তিনপল, দুইপল ও একপল। তৈল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে পরিসৃপ্ত হয়—অনুপান বলেও ভেষজের বীর্য্য সেইরূপ শরীরে পরিসর্পিত হইয়া থাকে॥ ১৭। ১৮

ভাবনাবিধি—যে পরিমিত দ্রবে সমস্ত চূর্ণ আপ্লুত হইতে পারে। তাহাই ভাবনা-দ্রবের পরিমাণ॥ ১৯

পুটপাকবিধি—অনেক স্থলে কল্ককে পুটপাক করিয়া সেই পুটপক্ব কল্কের স্বরস গ্রহণ করিতে হয়, অতএব পুটপাকের যুক্তি বলিব। তদ্ যথা—যে কল্ককে পুটপাক করিতে হইবে, তাহাকে প্রথমে গাম্ভারী বট ও জাম প্রভৃতি কোন বৃক্ষের পত্রদ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া বান্ধিবে। পরে তাহার উপরিভাগে দুই অঙ্গুল পুরু করিয়া মৃত্তিকার প্রলেপ দিবে। তদনন্তর তাহাকে ঘুঁটের অগ্নিতে পোড়াইবে। মৃৎপ্রলেপ যখন অগ্নিবর্ণ হইবে, তখনই জানিবে যে, পুটপাকের পাক সিদ্ধ হইয়াছে। পুট-পক্ব-কল্কের রসের মাত্রা একপল পর্য্যন্ত এবং সেই রসে দুই তোলা পর্য্যন্ত মধু প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে। পণ্ডিতগণ কল্ক চূর্ণ ও দ্রবাদি একতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন॥ ২০—২২

উষ্ণোদক বিধি—জলকে অষ্টমাংশাবশেষ বা চতুর্থাংশাবশেষ করিয়া সিদ্ধ করিলে, অথবা কেবল ফুটাইয়া লইলেও তাহাকে উষ্ণোদক কহা যায়। রাত্রিতে উষ্ণ জল পান করিলে শ্লেষ্মা-আম-বাত-মেদোরোগ-কাস-শ্বাস ও জ্বর প্রশমিত এবং বস্তি বিশোধিত ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়॥ ২৩। ২৪

দুগ্ধপাক বিধি—যে দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিতে হইবে, সেই দ্রব্য-পরিমাণ যত, দুগ্ধ তাহার আটগুণ এবং জল দুগ্ধের চারিগুণ লইবে এবং পাকদ্বারা যখন সমস্ত মরিয়া গিয়া দুগ্ধাবশেষ মাত্র থাকিবে, তখন তাহা নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। এই দুগ্ধ পানে আমোদ্ভব শূল প্রশমিত হয়॥ ২৫

ক্বাথবিধি—একপল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া তাহাতে ষোলগুণ জল দিয়া একটা মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে তাহা নামাইবে। কর্ষ হইতে পল মান পর্য্যন্ত দ্রব্যে ষোলগুণ জল দিয়া পাক করিতে হইবে। পলের পর হইতে কুড়বমান পর্য্যন্ত দ্রব্যে আট গুণ জল দিয়া এবং তদূর্দ্ধ চারিগুণ জল দিয়া পাক করিবে। মৃদু অগ্নিতে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহা পান করাইবে। শৃত, ক্বাথ, কষায় ও নির্য্যূহ এইগুলি ক্বাথের পর্য্যায়॥ ২৬—২৮

ক্বাথপান মাত্রা।—শ্রেষ্ঠ ক্বাথ উক্ষণ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মাত্রা এক পল (৮ তোলা), মধ্যমমাত্রা তিন অক্ষ (৬ তোলা) এবং নিকৃষ্ট মাত্রা অর্দ্ধ পল (৪ তোলা) অর্থাৎ প্রদীপ্তানল মহাকায় ব্যক্তিকে এক পল পর্য্যন্ত, মধ্যমানল মধ্যকায় ব্যক্তিকে তিন অক্ষ পর্য্যন্ত এবং অল্পানল অল্পকায় ব্যক্তিকে অর্দ্ধপল পর্য্যন্ত ক্বাথাদি পান করান যাইতে পারে। তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—একপল পরিমিত ক্বাথ্য দ্রব্য ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পান মাত্রা চারিপল (অর্দ্ধ সের) পর্য্যন্ত। প্রদীপ্তানল মহাকায় পুরুষকেই এক অঞ্জলি অর্থাৎ অর্দ্ধ সের পর্য্যন্ত পান করান যাইতে পারে। অন্য চিকিৎসকগণ বলেন—অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ চারি পলের দুই পল ত্যাগ করিয়া প্রসৃতি পরিমাণে অর্থাৎ দুই পল মাত্রায় ক্বাথ পান করাইবে। অনেক বৃদ্ধবৈদ্য ক্বাথ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা পিতৃপিতামহ উপদেশানুসারে বলেন যে,—ক্বাথ করিবার সময় চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে না নামাইয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে অর্থাৎ দুই পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই দুই পল পান করিতে দিবে।

টীকা।—চতুর্ভাগাবশিষ্ট ক্বাথ অপেক্ষা অষ্টভাগাবশেষিত ক্বাথের গুরুত্ব হেতু, প্রদীপ্তানল মহাকায় পুরুষকেই দুই পল পরিমাণে পান করাইবে। কিন্তু মধ্যমানল মধ্যমকায় পুরুষকে এক পল মাত্র পান করিতে দিবে। কারণ পূর্ব্ব বচনে উক্ত হইয়াছে যে,—শ্রেষ্ঠ মাত্রা এক পল॥ ২৯—৩২

ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিতে হইলে বাতজনিত রোগে ক্বাথের চতুর্থাংশ, পিত্তজনিত রোগে অষ্টমাংশ এবং কফ জনিত রোগে ষোড়শাংশ চিনি প্রক্ষেপ দিবে। কিন্তু মধু প্রক্ষেপ দিতে হইলে ইহার বিপরীত ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে অর্থাৎ বাতজ রোগে ক্বাথের ষোড়শাংশ, পিত্তজ রোগে অষ্টমাংশ এবং কফজ রোগে চতুর্থাংশ মধু প্রক্ষেপ দিতে হইবে। জীরা, গুগ্‌গুলু, ক্ষার, লবণ, শিলাজতু, হিঙ্গু ও ত্রিকটু (মিলিত শুঁঠ পিপুল মরিচ) এই সকল দ্রব্য শাণ (৪ মাষা) পরিমাণে ক্বাথে প্রক্ষেপ দিবে। দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, তৈল, মূত্র বা অন্য কোন দ্রব পদার্থ এবং কল্ক ও চূর্ণাদি দুই তোলা পরিমাণে ক্বাথে প্রক্ষেপ দিবে॥ ৩৩—৩৫

প্রসন্ন বদনে প্রসন্ন নয়নে ও প্রশান্ত ভাবে উপবেশন করিয়া স্বর্ণ রৌপ্য বা মৃন্ময় পাত্রস্থিত ঔষধ প্রসন্ন হৃদয়ে পান করিবে। পানানন্তর পাত্রটি অধোমুখ করিয়া ভূমিতে রাখিবে। তদনন্তর আচমন করিয়া তাম্বুলাদি চর্ব্বণ করিবে।

অবলেহ বিধি—ক্বাথকে পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘনীভূত করিলে তাহাকে রসক্রিয়া অবলেহ বা লেহ কহা যায়। লেহের মাত্রা এক পল। উহাতে চিনি মিশ্রিত করিতে হইলে চূর্ণের চারিগুণ, গুড় মিশ্রিত করিতে হইলে দ্বিগুণ এবং দ্রব পদার্থ মিশ্রিত করিতে হইলে চতুর্গুণ মিশাইতে হয়। সর্ব্বত্র এই নিয়ম জানিবে। (পাক পরিজ্ঞান।) অবলেহ সুপক্ব হইলে, তাহা টানিলে তন্তুবৎ হইয়া উঠে, জলে ফেলিলে মগ্ন হইয়া যায়, টিপিলে মুদ্রাবৎ হয় এবং আস্বাদে যথাবৎ গন্ধ বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অবলেহের অনুপান—দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মুদ্গাদির যূষ, পঞ্চমূলের কষায় ও বাসকের কষায়। যথাযোগ্য প্রযোজ্য॥ ৩৮—৪১

বটকবিধি—বটকা, গুটিকা, বটী, মোদক, বটিকা, পিণ্ডী, গুড় ও বর্ত্তি এইগুলি বটকের পর্য্যায়। লেহ যেমন পাক করিতে হয়, চিনি বা গুড় অথবা গুগ্‌গুলু সেইরূপ অগ্নিতে পাক করিবে। আসন্ন পাকে তাহাতে চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। কখন বা গুগ্‌গুলুকে অগ্নিপক্ব না করিয়াও তদ্দ্বারা বটক প্রস্তুত করা গিয়া থাকে। কোন প্রকার দ্রব পদার্থ অথবা মধু দ্বারা গুটিকা প্রস্তুত করিবে। বটীতে চিনি দিতে হইলে চতুর্গুণ, গুড় দিতে হইলে দ্বিগুণ দিবে। চূর্ণে গুগ্‌গুলু বা মধু মিশ্রিত করিতে হইলে চূর্ণ সম প্রযোগ করিবে। মোদকে গুড় দিতে হইলে দ্বিগুণ গুড় দিবে। রোগির বলাদি বুঝিয়া দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা নির্দ্দেশ করিবে॥ ৪২—৪৬

ঘৃত ও তৈলবিধি।—ঘৃত বা তৈল পাক করিতে হইলে কল্ক পদার্থ যত, ঘৃত বা তৈল তাহার চতুর্গুণ লইবে এবং তাহার চতুর্গুণ অর্থাৎ ঘৃত বা তৈলের চতুর্গুণ দ্রবে (ক্বাথাদি দ্রবপদার্থে) পাক করিবে। ঘৃত বা তৈলের পান মাত্রা একপল পর্য্যন্ত। (স্নেহ পাকার্থ ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম—) ক্বাথ্য দ্রব্যে চতুর্গুণ জল দিয়া তাহা সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ দ্বারা স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) পাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য কোমল হইলে (গুড়ূচ্যাদির ন্যায় সরস হইলে) চতুর্গুণ জলে, কঠিন হইলে (শুণ্ঠ্যাদির ন্যায় শুষ্ক হইলে) অথবা মৃদু শুষ্ক মিশ্রিত হইলে আটগুণ জলে এবং অত্যন্ত কঠিন হইলে (দেবদারুর ন্যায় ঠিক শুষ্ক হইলে) ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিবে। মৃদুকঠিনাদি গুণভেদে জল পরিমাণ উক্ত হইল, এক্ষণে কোন কোন আচার্য্যের মতানুসারে ক্বাথ্যদ্রব্যের পরিমাণভেদে জল পরিমাণ কথিত হইতেছে। কর্ষ হইতে পল পরিমাণ পর্য্যন্ত ষোলগুণ জলে, কুড়ব হইতে প্রস্থ পর্য্যন্ত আটগুণ জলে এবং প্রস্থ হইতে খারী পরিমাণ পর্য্যন্ত চারিগুণ জলে ক্বাথ্যদ্রব্য সিদ্ধ করিবে। জল দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থাংশ, ক্বাথ দ্বারা স্নেহপাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের ষষ্ঠাংশ, এবং স্বরস দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ হইবে। পুনঃ বিশেষ উক্তি—দুগ্ধে দধিতে স্বরসে বা তক্রে স্নেহ পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ হইবে এবং সম্যক্ পাকার্থ চতুর্গুণ জলে সেই কল্ক পেষণ করিতে হইবে। যে স্থলে দুগ্ধ দধি স্বরস তক্র ও কল্কযুক্ত জল এই পাঁচটিরই সহিত স্নেহপাক করিতে হইবে, সে স্থলে দুগ্ধাদি প্রত্যেক দ্রব্য স্নেহের সমান পরিমাণে লইতে হইবে। অর্থাৎ দুগ্ধ দধি স্বরস ও তক্র, এই চারিটি দ্রব্যের মিলিত পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হইবে। কেবল কল্কেরই সহিত স্নেহ পাক করিতে হইলে, সেই কল্ক চতুর্গুণ জলে পেষণ করিতে হইবে। কোন স্থলে যদি কেবল ক্বাথ দ্বারাই স্নেহ পাক করিতে বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেস্থলে সেই ক্বাথ্য দ্রব্যের কল্কও স্নেহে প্রযোগ করিতে বলা হইয়াছে। যে স্নেহ কল্কহীন তাহা কেবল দ্রবে অর্থাৎ ক্বাথ ভিন্ন স্বরসাদি দ্রবে পাক করিতে হইবে। পুষ্পকল্কে স্নেহ পাক করিতে হইলে স্নেহে চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিতে হইবে। এবং পুষ্পকল্ক স্নেহের অষ্টমাংশ লইতে হইবে। (স্নেহের পাক পরিজ্ঞান) স্নেহকল্ক অঙ্গুলি দ্বারা বিবর্ত্তিত করিলে (পাকাইলে) যখন বর্ত্তিবৎ (বাতির ন্যায়) হইবে এবং তাহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ফট্ ফট্ শব্দ হইবে না, তখনই বুঝিবে স্নেহের পাক সম্পন্ন হইয়াছে। তৈলে যখন ফেনোদ্গম এবং ঘৃতে যখন ফেন শান্তি হইবে, আর তাহাদের যথাবৎ গন্ধ বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হইবে, তখনই জানিবে যে, স্নেহ পাক সিদ্ধ হইয়াছে। স্নেহপাক ত্রিবিধ যথা—মৃদুপাক মধ্যপাক ও খরপাক। কল্ক ঈষৎ সরস থাকিতে স্নেহ পাক শেষ করিলে তাহাকে মৃদুপাক, কল্ক নীরস অথচ কোমল থাকিতে পাক শেষ করিলে তাহাকে মধ্যপাক এবং কল্ক ঈষৎ কঠিন হইয়া গেলে পাক শেষ করিলে তাহাকে খরপাক কহা যায়। তাহারও অধিক পাক হইলে তাহাকে দগ্ধপাক বলিয়া জানিবে। দগ্ধপাক দাহজনক ও তাহা নিষ্প্রয়োজন। মৃদুপাকেরও কম পাক হইলে তাহাকে আমপাক বলে। আমপাক স্নেহ-নির্ব্বীর্য্য অগ্নিমান্দ্যজনক ও গুরু। নস্যার্থ মৃদুপাক স্নেহ, অভ্যঙ্গার্থ খরপাক স্নেহ এবং অপর সমস্ত কার্য্যে মধ্যপাক স্নেহ যথোচিত প্রযোগ করিবে। ঘৃত তৈল ও গুড়াদির পাক এক দিনে শেষ করিবে না

কারণ উষিত হইলে (বাসি হইলে) ইহারা বিশেষ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫৭—৬৪

সন্ধান বিধি—কোন দ্রব্য কোন দ্রব পদার্থে দীর্ঘকাল পরিষিক্ত থাকিয়া সন্ধিত (অন্তরুৎসিক্ত) হইলে আসবারিষ্ট ভেদে তাহা ভেষজোচিত বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৬৫

আসব ও অরিষ্টের লক্ষণ—কোন ঔষধ (দ্রব্য) কাঁচা জলে কিছু দিন ভিজাইয়া রাখিলে তাহা অন্তরুৎসিক্ত হইয়া যে মদ্য বিশেষে পরিণত হয়, তাহাকেই আসব কহা যায়। আর ক্বাথ দ্বারা সাধ্য যে মদ্য তহাকে অরিষ্ট কহা গিয়া থাকে। ইহাদের পান পরিমাণ একপল ॥ ৬৬

সামান্যতঃ অরিষ্ট বিধি—কোন অরিষ্ট প্রস্তুত করণে যদি দ্রবাদি পদার্থ সকলের পরিমাণ বলা না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দ্রব পদার্থের পরিমাণ এক দ্রোণ (৬৪ সের), গুড়ের পরিমাণ একতুলা (১২॥০ সের), মধুর পরিমাণ গুড়ের অর্দ্ধেক এবং প্রক্ষেপ্য দ্রব্যের পরিমাণ গুড়ের দশমাংশ ॥ ৬৭

দ্বিবিধ সীধু—অপক্কইক্ষু রসাদি দ্বারা যে মদ্য বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহাকে শীতরস সীধু এবং পক্ক ইক্ষুরসাদি দ্বারা যে মদ্য বিশেষ জন্মে, তাহাকে পক্করস সীধু কহা যায়।

পরিপক্ক অন্ন সন্ধিত হইলে তাহা হইতে যে মদ্য বিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সুরা কহে। সুরামণ্ড অর্থাৎ সুরার উপরিস্থ তরল স্বচ্ছ ভাগ প্রসন্না নামে, এবং তদপেক্ষা ঘনভাগ কাদম্বরী নামে, তন্নিম্নস্থ ভাগ জগল নামে, জগল অপেক্ষা ঘন ভাগ মেদক নামে, হৃতসার মদ্য বক্কস নামে ও সুরাবীজ (যব গোধূম তণ্ডুলাদি) কিরাবক নামে অভিহিত। তাল ও খর্জ্জূরের রসে সন্ধিত হইয়া যে মদ্য বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহাকে বারুণী (তাড়ী) কহে। তৈললবণযুক্ত কন্দ মূল ফলাদি পদার্থ, কোন দ্রব্যে সন্ধিত হইলে তাহা শুক্ত নামে কথিত হইয়া থাকে। মদ্য বিনষ্ট হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে অথবা কোন মধুর দ্রব্য বিনষ্ট হইয়া সন্ধিত হইলে তাহাকেও শুক্ত কহা যায়। গুড়াম্বু (গুড়ের পানা) তৈল এবং কন্দ শাক ও ফল এই সকল দ্রব্য সন্ধিত হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে গুড়শুক্ত বলে। এই প্রকারেই মৃদ্বীকা হইতেও শুক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। খোসা সহিত কাঁচা যব জলে সন্ধিত হইলে তাহাকে তুষাম্বু এবং খোসা রহিত পক্ক যব সন্ধিত হইলে তাহাকে সৌবীর কহা যায়। নিস্তুষীকৃত কাঁচা বা পক্ক গোধূম জলে সন্ধিত হইলে তাহাকে আরনাল (কাঁজী বিশেষ) কহে। ইহা গুণে সৌবীর সদৃশ। কুল্মাষ (অর্দ্ধস্বিন্ন চণকাদি), ধান্য ও মণ্ডাদি সন্ধিত হইলে তাহাকে কাঁজী কহা যায়। মূলক ও সর্ষপাদি সন্ধিত হইলে তাহা শিণ্ডাকী নামে উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৮—৭৭

ইতি ভেষজবিধি।

অথ ধাতুসমূহের শোধনমারণবিধি।

মারণ যোগ্য সুবর্ণ—যে সুবর্ণ পোড়াইলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ, কষিলে কুঙ্কুমপ্রভ হয় এবং যাহা রৌপ্যতাম্রাদি খাদ বর্জ্জিত, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), কোমল ও গুরু, তাহাই উত্তম সুবর্ণ। তাহাই মারণ যোগ্য। আর যে সুবর্ণ ছেদনে কঠিন, যাহা রুক্ষ (চিক্কণতাহীন), বিবর্ণ, সমল, দল (স্তর) বিশিষ্ট এবং যাহা দাহে ছেদে ও কষে শ্বেতবর্ণ দেখায়, যাহা স্ফুটিত ও লঘু, তাহা ত্যাজ্য ॥ ১। ২

শোধনবিধি—সুবর্ণের পাতলা পাতকে অগ্নিতে পোড়াইয়া সেই অগ্নিসন্তপ্ত সুবর্ণ তিল তৈলে, তক্রে, কাঁজীতে, গোমূত্রে ও কুলথক্বাথে তিন তিনবার করিয়া নিষিক্ত করিবে (ডুবাইবে)। এইরূপ ক্রিয়ায় সুবর্ণের এবং অন্যান্য তাবৎ ধাতুরই শোধন হইয়া থাকে ॥ ৩। ৪

অশুদ্ধ সুবর্ণের দোষ—স্বর্ণ শোধন না করিয়া সেবন করিলে তাহা মানবের বলবীর্য্য হরণ করে, শরীরে রোগসমূহকে পোষণ করে এবং অন্য অসুখকারী, এমন কি মৃত্যুজনক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ॥ ৫

সুবর্ণের মারণ বিধি—স্বর্ণে দ্বিগুণ পারদ মিশাইয়া তাহা গোঁড়া লেবুর রসে বা অন্য অম্লরসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে সেই স্বর্ণপত্রের সমপরিমিত গন্ধক চূর্ণ তাহার উপরি

ও নিম্নদেশে স্থাপন করিয়া সেই পিণ্ড একখানি শরায় বা কটোরায় রাখিয়া অপর একখানি শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। পরে ত্রিশখানি বনঘুঁটের অগ্নিতে তাহা পুটপাক করিবে। এই প্রকারে চৌদ্দবার পুটপাক করিলেই স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইবে। অর্থাৎ সে স্বর্ণের আর পুনরুত্থান হইবে না। (তাহা পুনর্ব্বার আর পূর্ব্ববৎ স্বর্ণাকার প্রাপ্ত হইবে না)। স্বর্ণকে যতবার পুটে পোড়াইতে হইবে, ততবারই গন্ধক দিতে হইবে ॥ ৬। ৭

অন্য প্রকার মারণবিধি—স্বর্ণকে গলাইয়া তাহাতে ষোড়শাংশ রাঙ্ নিক্ষেপ করিবে। পরে তাহা চূর্ণ করিয়া অম্লরসে মর্দ্দন করিবে। এবং তাহা পিণ্ডাকার করিয়া সেই পিণ্ডের উপরিভাগে ও নিম্নপ্রদেশে সমপরিমিত গন্ধক স্থাপন করিবে। তদনন্তর তাহা পূর্ব্ববৎ শরাবসম্পুটে রাখিয়া কুড়ি খানি বনঘুঁটের (ঘ্যাটাঘুঁটের) অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এইরূপে সাতবার পুট দিলেই স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইবে। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ প্রতিপুটে গন্ধক দিতে হইবে ॥ ৮। ৯

অপর প্রকার মারণ বিধি—সম পরিমিত পারদ ও গন্ধক মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া তাহা রক্তকাঞ্চনের রসে উত্তমরূপে মাড়িবে। তৎপরে স্বর্ণের সমপরিমাণে সেই কজ্জলী লইয়া তদ্দারা স্বর্ণপত্র প্রলিপ্ত করিবে। এবং রক্তকাঞ্চনের ত্বক্‌দ্বারা দুইটি মূষা (মূচী) প্রস্তুত করিয়া সেই মূষাসম্পুটে স্বর্ণপত্র রাখিবে। তদনন্তর সেই সম্পুট আবার অন্য মৃন্ময় মূষা মধ্যে স্থাপন করিয়া সন্ধিস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। প্রলেপ শুকাইলে খরতর অগ্নিতে তাহা পুটপাক করিবে। এইরূপে তিন পুট দিলেই স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইবে। সেই ভস্ম সকল ঔষধেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রক্ত কাঞ্চনের মূষা মধ্যে স্বর্ণ রাখিয়া যেমন ভস্ম করা যায়, ঈশলাঙ্গলা, হড়হড়ে ও মনঃশিলা দ্বারাও সেইরূপে ভস্ম করা যাইতে পারে।

সমপরিমিত মনঃশিলা ও সিন্দূরের চূর্ণ আকন্দআটায় এক একবার ভাবনা দিবে ও সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া লইবে, এইরূপে সাতবার ভাবনা দিতে হইবে। তৎপরে স্বর্ণকে গলাইয়া ঐ চূর্ণরূপ কল্ক সমপরিমাণে তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। কল্কনিক্ষেপানন্তর অগ্নিকে এত অধিক ধ্মাপিত করিবে, যেন সেই কল্ক স্বর্ণে বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে তিনবার কল্ক প্রক্ষেপ করিলে স্বর্ণ মারিত হইবে ॥ ১০—১৬

মারিত স্বর্ণের গুণ—মারিত স্বর্ণ—শীতবীর্য্য, বৃষ্য (কামুকহিত), বলকর, গুরু, রসায়ন, স্বাদু-তিক্ত-কষায়রস, স্বাদুপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, বৃংহণ, নেত্রহিত, মেধা-স্মৃতি ও বুদ্ধিপ্রদ, হৃদ্য, আয়ুস্কর, কান্তিজনক, বাক্যের বিশুদ্ধি ও দেহের দৃঢ়তাকারক এবং দ্বিবিধ বিষ-ক্ষয়-উন্মাদ-দোষত্রয়-জ্বর ও শোষনাশক। অসম্যক্ মারিত স্বর্ণ—বল ও বীর্য্য নাশ করে, নানারোগ জন্মায় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। অতএব যত্নপূর্ব্বক স্বর্ণকে মারিত করিবে ॥ ১৭—১৯

ধাত্বাদির মারণোপযুক্ত পুট প্রকার—(যথোক্ত রসপ্রদীপে) পুটন দ্বারা লৌহাদি ধাতু সকল সম্যক্ মারিত হইলে, তাহাদের আর পুনর্ভাব হয় না, অর্থাৎ তাহারা আর কোনরূপেই পূর্ব্বাবস্থা পায় না; পুটপাক-জনিত গুণ সকল লাভ করে, গুণাঢ্য হয়, জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসে, এবং যথাবৎ কার্য্যসাধক হইয়া থাকে।

মহাপুট—দীর্ঘে প্রস্থে ও গভীরতায় দুই হস্ত পরিমিত একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে সহস্রখানি বনঘুঁটে সাজাইয়া রাখিবে। এবং মূষাবদ্ধ-ঔষধ সেই ঘুঁটের উপর যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া তদুপরি পাঁচশত খানি বন ঘুঁটে দিয়া তাহাতে অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। ইহারই নাম মহাপুট।

গজপুট—দীর্ঘে প্রস্থে ও গভীরতায় সপাদ হস্ত পরিমাণে (ত্রিশ অঙ্গুল পরিমাণে) একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যভাগ সহস্রখানি বনঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ করিবে। তৎপরে পুটন দ্রব্য সংযুক্ত (ঔষধ সমন্বিত) মূষার মুখ বন্ধ করিয়া তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক ঐ ঘুঁটের উপর স্থাপন করিবে। তদনন্তর আর পাঁচশত খানি বনঘুঁটে তাহার উপর দিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। ইহারই নাম গজপুট, ইহা সকল পুট অপেক্ষা উত্তম।

টীকা। চব্বিশ অঙ্গুলে এক হস্ত হয়। অতএব সপাদ হস্ত পরিমাণ—ত্রিশ অঙ্গুল বুঝিতে হইবে। এই জন্যই উক্ত আছে—সাধারণ মানুষ্যের ত্রিশ অঙ্গুলে এক গজ হয়। (গর্ত্তের পরিমাণ সকল দিকেই ত্রিশ অঙ্গুল বলিয়া ইহাকে গজপুট বলা গিয়া থাকে)।

বারাহপুট, কৌক্কুটপুট, কপোতপুট, গোবরপুট ও ভাণ্ডপুট—গর্ত্তের পরিমাণ সকল দিকেই এক অরত্নি প্রমাণ হইলে তাহাকে বারাহপুট কহে। (কূর্পর হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্তকে অরত্নি বলে)। গর্ত্তের পরিমাণ সকল দিকেই বিতস্তি প্রমাণ (বিঘত প্রমাণ) হইলে তাহাকে কৌক্কুট পুট কহে। কাহার মতে—গর্ত্তের পরিমাণ সকল দিকেই ষোড়শাঙ্গুল হইলে তাহা কৌক্কুটপুট নামে অভিহিত হয়। যে ক্ষুদ্র গর্ত্তে আট খানি মাত্র বনঘুঁটে দ্বারা পুট দেওয়া যায়, তাহাকে কপোত পুট কহে। গোষ্ঠাভ্যন্তরস্থিত গোকর খুরে কুট্টিত এবং শুষ্ক ও চূর্ণীকৃত গোময়দ্বারা

যে পুট দেওয়া যায়, তাহাকে গোবরপুট বলে। রসসাধনে এই পুট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৃহদ্ভাণ্ডস্থিত শুষ্ক গোময় দ্বারা যে পুট দেওয়া যায়, ভিষগ্‌গণ তাহাকেও গোবরপুট বলিয়া থাকেন। পারদ ভস্মে এই পুট উপযোগী। তুষপূর্ণ-বৃহদ্ভাণ্ডের মধ্যে মূষা (ঔষধ পূর্ণ মূচী) স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি দিয়া ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে তাহাকে ভাণ্ড পুট কহা যায়॥ ২০—২৯

যন্ত্র প্রকার।

বালুকাযন্ত্র—এক বিতস্তি প্রমাণ (এক বিঘত পরিমাণ) গভীর একটা হাঁড়ীতে ঔষধ সমন্বিত একটা কাচকূপী (বোতল) স্থাপন করিয়া বালুকাদ্বারা কূপিকার গলদেশ পর্য্যন্ত পূরিত করিবে। তৎপরে সেই হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিয়া কূপীস্থ ঔষধ পাক করিবে। ইহার নাম বালুকা যন্ত্র॥ ৩০। ৩১

দোলাযন্ত্র—পারদ-ঔষধ (বা স্বেদনীয় যে কোন ঔষধ) তিন পুরু উৎকৃষ্ট-ভূর্জ্জপত্রে জড়াইয়া পোটলী বদ্ধ করিবে। এবং একটি হাঁড়ীর অর্দ্ধভাগ কাঞ্জিকাদি-কোন দ্রব পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে সেই হাঁড়ীর মুখের উপর একটি কাষ্ঠিকা স্থাপন করিবে। তৎপরে এক গাছী সূতার এক প্রান্তে সেই ঔষধ-পোটলীটি বান্ধিবে, অপরপ্রান্ত কাষ্ঠিকায় বান্ধিয়া পোটলীটি হাঁড়ীর মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবে। তদনন্তর হাঁড়ীটি চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিয়া কাঞ্জিকাদির স্বেদে সেই পোটলীবদ্ধ ঔষধ পাক করিবে। ইহাকেই দোলাযন্ত্র বা স্বেদন যন্ত্র কহা যায়॥ ৩২। ৩৩

স্বেদনযন্ত্র—একটি হাঁড়ীতে জল রাখিয়া হাঁড়ীর মুখ বস্ত্রদ্বারা বান্ধিবে। পরে স্বেদনীয় ঔষধ সেই বস্ত্রের উপর স্থাপন করিয়া হাঁড়ীর নিম্নে জ্বাল দিয়া জলস্বেদে সেই ঔষধ পাক করিবে। ইহারই নাম স্বেদন যন্ত্র॥ ৩৪

বিদ্যাধর যন্ত্র—একটি হাঁড়ীতে পারদ রাখিয়া সেই হাঁড়ীর উপর আর একটি হাঁড়া উর্দ্ধমুখ করিয়া স্থাপন করিবে। এবং উভয় হাঁড়ীর সংযোগ স্থল কোমল মৃত্তিকাদি দ্বারা এরূপে প্রলিপ্ত করিবে, যেন তন্মধ্য দিয়া ধূম নির্গত হইতে না পারে। পরে উপরিস্থ হাঁড়ীতে খানিকটা শীতল জল নিক্ষেপ করিয়া সেই হাঁড়ীদ্বয় চুল্লীর উপর বসাইবে। এবং নিম্নে পাঁচপ্রহর কাল জ্বাল দিবে, অগ্নিসন্তাপে নিম্নস্থ হাঁড়ীর পারা উত্থিত হইয়া উপরিস্থ হাঁড়ীর নিম্নদেশে সংলগ্ন হইতে থাকিবে। উপরিস্থ হাঁড়ীর জল উষ্ণ হইলেই ফেলিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে শীতল জল নিক্ষেপ করিবে। শীতল হইলে তাহা যন্ত্র হইতে (উর্দ্ধস্থ হাঁড়ীর তলদেশ হইতে) উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই পারদকে অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ পারদ বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতগণ এই যন্ত্রকে বিদ্যাধর যন্ত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন॥ ৩৫—৩৭

ভূধর যন্ত্র—পারদকে মূষা-বদ্ধ করিবে। এবং একটি গর্ত্তে বালুকা নিক্ষেপ করিয়া সেই মূষাবদ্ধ পারদ ঐ বালুকা মধ্যে নিহিত করিবে। তদনন্তর তাহা ঘুঁটে দ্বারা আবৃত করিয়া অগ্নিপ্রদান করিবে। ইহারই নাম ভূধর যন্ত্র॥ ৩৮

ডমরু যন্ত্র—একটি ভাঁড়ের মুখে আর একটি ভাঁড়ের মুখ সংযোজিত করিয়া সংযোগস্থল প্রলিপ্ত করিবে। এইরূপ যন্ত্রের নামই ডমরু যন্ত্র॥ ৩৯

মারণযোগ্য রৌপ্য—গুরু, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), কোমল, দাহে ও ছেদে শ্বেতবর্ণ, ঘাতসহ, বর্ণাঢ্য, চন্দ্রপ্রভ ও স্বচ্ছ এই নবগুণ বিশিষ্ট যে রৌপ্য, তাহাই উত্তম ও মারণযোগ্য॥ ৪০

মারণের অযোগ্য রৌপ্য—যে রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ (চিক্কণতাহীন), রক্তাভ, পীতদল, লঘু এবং যাহা দাহে ছেদে ও আঘাতে নষ্ট হয়, তাহাকে দুষ্ট রৌপ্য বলিয়া জানিবে। সেরূপ রৌপ্য মারণের অযোগ্য॥ ৪১

রৌপ্যশোধনবিধি—রৌপ্যের পাতলা পাতকে অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত-তপ্ত থাকিতে স্বর্ণ শোধনবৎ তিলতৈলে তক্রে কাঁজীতে গোমূত্রে ও কুলত্থক্বাথে ক্রমান্বয়ে তিন তিনবার করিয়া নিষিক্ত করিবে। ইহাতেই রৌপ্যপত্রের শোধন হইবে॥ ৪২। ৪৩

অশুদ্ধরৌপ্যের দোষ—রৌপ্য শোধন না করিয়া তাহা ব্যবহার করিলে সেই অশুদ্ধ রৌপ্য মল-বাতাদির বিবদ্ধতা, বলবীর্য্যের ক্ষয়, দেহের পুষ্টিনাশ ও সন্তাপ এবং নানা রোগের উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব রৌপ্যের শোধন করিবে॥ ৪৪

রৌপ্যমারণবিধি—একভাগ হরিতাল যে কোন অম্লরসে এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। পরে সেই মর্দ্দিত-হরিতাল দ্বারা তিনভাগ রৌপ্য পত্র প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর সেই রৌপ্যপত্র মূষাবদ্ধ করিয়া ত্রিশ খানি বনঘুঁটের আগুণে পুট দিবে। তৎপরে তাহা মূষা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হরিতাল লিপ্ত ও মূষাবদ্ধ করিয়া পুটে পাক করিবে। এইরূপ চতুর্দ্দশ পুটেই রৌপ্য ভস্ম হইয়া যাইবে॥ ৪৫। ৪৬

অন্যপ্রকার। মনসা সীজের আটায় মাক্ষিক (স্বর্ণমাক্ষিক বা রৌপ্যমাক্ষিক) সম্যক্ মর্দ্দিত করিয়া তদ্দ্বারা রৌপ্যপত্র প্রলিপ্ত করিবে। এবং পূর্ব্বোক্ত হরিতাল প্রকারে ঐ রৌপ্যপত্র পুটে পাক করিবে। চতুর্দ্দশ পুটেই হরিতাল ভস্মরূপে পরিণত হইবে॥ ৪৭

মারিতরৌপ্যের গুণ—মারিতরৌপ্য—শীত-বীর্য্য, কষায়-অম্লরস, স্বাদুবিপাক, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখন ও বাতপিত্ত প্রশমক। ইহা প্রমেহাদি রোগ সকল নিশ্চয় অচিরে নাশ করে॥ ৪৮

মারণযোগ্য তাম্র—যে তাম্র জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং যাহা স্নিগ্ধ (চিক্কণ), মৃদু, ঘাতসহ, যাহাতে লৌহ বা সীসক মিশ্রিত থাকে না, সেই তাম্রই উৎকৃষ্ট এবং তাহাই মারণযোগ্য॥ ৪৯

মারণের অযোগ্য তাম্র—যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ (চিক্কণতাহীন), অতি স্বচ্ছ, যাহা ঘাতসহ নহে এবং যাহাতে লৌহ ও সীসক মিশ্রিত থাকে, তাহা দুষ্ট তাম্র বলিয়া কীর্ত্তিত, সে তাম্র মারণের অযোগ্য॥ ৫০

তাম্রশোধনবিধি—তাম্রের অতি পাতলা পাতকে (বা জরিকে) অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে স্বর্ণশোধনবৎ তিলতৈলে তক্রে কাঁজীতে গোমূত্রে ও কুলত্থ ক্বাথে ক্রমান্বয়ে তিন তিন বার নিষিক্ত করিবে। ইহাতে তাম্রের বিশুদ্ধি হইবে। বিষে একদোষ (একমাত্র বিষমদোষ) কিন্তু অশুদ্ধ তাম্রে ভ্রম, বমি, বিরেচন, ঘর্ম্ম, উৎক্লেদ (বমনবেগ), মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি এই আটটী দোষ বিদ্যমান। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, বিষকেই যে কেবল বিষ বলা যায়, তাহা নহে, তাম্রও বিষ বলিয়া উক্ত হয়; বিষে একদোষ, তাম্রে (অশোধিত তাম্রে) আট প্রকার দোষ বিদ্যমান থাকে॥ ৫১—৫৪

তাম্রের মারণবিধি—তাম্রের পাতলা পাত লেবু প্রভৃতির অম্লরসে ভিজাইয়া তিনদিন খলে রাখিবে। পরে তাহাতে চতুর্থাংশ পারদ মিশাইয়া একপ্রহরকাল অম্লরসে মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর দ্বিগুণ গন্ধক অম্লে মাড়িয়া তদ্দ্বারা তাম্রপত্র গুলি প্রলিপ্ত করিয়া গোলাকৃতি করিবে। পরে মীনাক্ষী (গেঁটে দূর্ব্বা), আমরুল ও পুনর্নবা পেষণ করিয়া সেই পেষিত কল্ক দ্বারা তাম্র-গোলকের বহির্ভাগ দুই অঙ্গুল পুরু করিয়া প্রলিপ্ত করিবে এবং তাহা একটী ভাণ্ডে রাখিয়া সেই ভাণ্ড বালুকা পূর্ণ করিয়া একখানি শরাব দ্বারা ভাণ্ডমুখ অবরুদ্ধ করিবে। এবং বিভূতি (ভস্ম) লবণ ও জল দ্বারা ভাণ্ডমুখ প্রলিপ্ত করিয়া চুল্লীতে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে চারিপ্রহরকাল জ্বাল দিবে। পাককালে অগ্নিকে ক্রমশই খরতর করিতে থাকিবে। পাকান্তে উহা শীতল হইলে ভাণ্ড হইতে তাম্র উদ্ধৃত করিয়া তাহা ওলের রসে মর্দ্দিত করিবে এবং একটী ওলের মধ্যভাগ কুরিয়া তন্মধ্যে ঐ মর্দ্দিত তাম্র পুরিবে। তদুপরে সেই ওলের চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুল পুরু করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে তাহা গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে তাম্র নিশ্চয়ই মৃত ও অমৃতীকৃত হইবে। এইরূপে মারিত ও অমৃতীকৃত তাম্র সেবন করিলে কদাচ বমন, বিরেচন, ভ্রম, ক্লম, অরুচি, বিদাহ, ঘর্ম্ম ও উৎক্লেদ হইবে না॥ ৫৫—৬২

মারিত তাম্রের গুণ—মারিত তাম্র কষায়-মধুর-তিক্ত-অম্লরস, কটুপাক, সারক, পিত্ত ও শ্লেষ্মহর, শীতবীর্য্য, ব্রণরোপক, লঘু ও লেখন। ইহা—পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, কৃমি ও শূল নাশ করে। মারিত তাম্র অল্প বৃংহণ। বিষে একদোষ (এক বিষমদোষ) কিন্তু অসম্যক্ মারিত তাম্রে দাহ, স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, বিরেচন, বমি ও ভ্রম এই আটটি দোষ বিদ্যমান॥ ৬৩—৬৫

বঙ্গের স্বরূপ নিরূপণ—বঙ্গ গিরিজাতধাতু। ইহা দ্বিবিধ যথা—খুরক ও মিশ্রক। তন্মধ্যে খুরকই শ্রেষ্ঠ, মিশ্রক অহিত বলিয়া কীর্ত্তিত॥ ৬৬

অশুদ্ধ বঙ্গের দোষ—বঙ্গ শোধন না করিয়া সেবন করিলে আক্ষেপ, কম্প, কিলাস, গুল্ম, কুষ্ঠ, শূল, বাতশোথ, পাণ্ডু, প্রমেহ, ভগন্দর, রক্তজনিত রোগসমূহ, ক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফজ্বর, মেহ, অশ্মরী, বিদ্রধি ও মুষ্করোগ (কুরণ্ড প্রভৃতি) উৎপাদন করে। ইহা বিষসদৃশ অপকারী। অশোধিত সীসকও উক্ত রোগ সকল জন্মাইয়া থাকে॥ ৬৭। ৬৮

বঙ্গ ও সীসক শোধন—বঙ্গ ও সীসককে অগ্নিসন্তাপে গালিত করিয়া তাহা তপ্ত তপ্ত তিলতৈলে তক্রে কাঁজীতে গোমূত্রে ও কুলত্থ ক্বাথে ক্রমান্বয়ে তিন তিনবার করিয়া নিষিক্ত করিবে এবং আকন্দের আটাতেও তিনবার নিষেক করিতে হইবে। এই-রূপ নিষেকে বঙ্গ ও নাগ বিশুদ্ধ হইবে॥ ৬৯

বঙ্গের মারণ বিধি—একটী মৃন্ময়পাত্রে অগ্নি-সন্তাপে বঙ্গকে গলাইয়া তাহাতে বঙ্গের চতুর্থাংশ তেঁতুল ছাল ও অশ্বত্থ ছাল চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। এবং এক খানা লোহার হাতা দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এইরূপ করিলে দুই প্রহরেই বঙ্গ ভস্ম হইবে। অনন্তর সেই ভস্মে সমপরিমিত হরিতাল মিশাইয়া অম্লরসে মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনানন্তর তাহা গজপুটে পাক করিবে। পাকানন্তর তাহা পুনর্ব্বার দশমাংশ হরিতালের সহিত এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া পুটে পাক করিবে। এই-রূপ দশ পুটেই বঙ্গ মারিত হইবে॥ ৭০—৭২

মারিতবঙ্গের গুণ—মারিত বঙ্গ—লঘু, সারক, রুক্ষ, কুষ্ঠ-মেহ-কফ-কৃমি-পাণ্ডু ও শ্বাসরোগনাশক, নেত্রহিত, ঈষৎ পিত্তকর। সিংহ যেমন গজযূথকে নাশ করে, বঙ্গও সেইরূপ নিখিল মেহবর্গকে নাশ করিয়া থাকে। ইহা সেবনে নিশ্চয়ই দেহের সুখ, সুদৃঢ়তা ও পুষ্টি এবং ইন্দ্রিয় সকলের বলবত্তা হয়॥ ৭

যশদের (দস্তার) স্বরূপ—দস্তাও গিরিজ ধাতু। বঙ্গের যে সকল দোষ এবং শোধন ও মারণ উক্ত হইয়াছে, দস্তারও সেই সকল দোষ এবং সেইরূপ শোধন ও সেইরূপ মারণবিধি জানিবে। মারিত দস্তার গুণ—ইহা—সারক, তিক্ত, শীতবীর্য্য, কফ ও পিত্তনাশক, নেত্রহিত এবং মেহ পাণ্ডু ও শ্বাস প্রশমক॥ ৭৫।৭৬

সীসকের শোধন—বঙ্গের প্রকৃতিগত (স্বাভাবিক) যে সকল দোষ নিদর্শিত হইয়াছে, সীসকেরও সেই সকল প্রকৃতিগত দোষ আছে জানিবে। ইহার শোধনও বঙ্গের শোধনের ন্যায় বলিয়া ভিষগ্‌গন কর্তৃক উক্ত হইয়াছে॥ ৭৭

সীসকের মারণবিধি—পানের রসে মনঃ-শিলা পেষণ করিয়া তদ্দারা সীসক বারংবার প্রলিপ্ত করত বত্রিশবার পুটে পাক করিলেই উহা নিরুত্থ ভস্ম হইবে।

অন্য প্রকার—একটা মৃৎপাত্রে সীসককে গলাইয়া তাহাতে তচ্চতুর্থাংশ তেঁতুল ও অশ্বত্থছাল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া লোহার হাতা দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এইরূপ করিলে এক প্রহরেই উহা ভস্মরূপে পরিণত হইবে। পরে সেই ভস্মে সমপরিমিত মনঃ-শিলা মিশাইয়া কাজীতে পেষণ পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। পাকানন্তর শীতল হইলে তাহাতে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ মনঃ-শিলা মিশাইয়া কাঁজীতে পেষণ করিবে এবং শরাব সম্পুটে রাখিয়া পুটে পাক করিবে। এইরূপ ষাটিপুট দিলে সীসক ভস্ম হইবে॥ ৭৮—৮১

মারিত সীসকের গুণ—বঙ্গের যে গুণ, সীসকেরও সেই গুণ জানিবে। ইহা বিশেষ মেহনাশক। যে ব্যক্তি সতত সীসক সেবন করে, তাহার শতহস্তীর বল হয়, ব্যাধি বিনষ্ট হয়, জীবন বৰ্দ্ধিত হয়, অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, কামবল বাড়ে, এবং অকাল মৃত্যু দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ৮২

অশুদ্ধ লৌহের দোষ—অশোধিত লৌহ সেবন করিলে খঞ্জত্ব, কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, শূল, অশ্মরী, হৃল্লাস এবং নানারোগের প্রকোপ, শেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৮৩

লৌহের শোধন—লৌহের অতি পাতলা পাতকে অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহা তপ্ত তপ্ত তিলতৈলে তক্রে কাঁজীতে গোমূত্রে ও কুলত্থক্বাথে ক্রমান্বয়ে তিন তিনবার করিয়া নিষিক্ত করিবে। ইহাতে লৌহের বিশোধন হইবে॥ ৮৪।৮৫

লৌহের মারণ বিধি—শোধিত লৌহের চূর্ণ পাতাল গরুড়ীর রসে মর্দ্দন করিয়া পুটে তিনবার পাক করিবে। তৎপরে ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তিনবার পুটে পাক করিবে। তদনন্তর কুঠারিকাচ্ছিন্ন রসে (কোদালে কুড়ুলের রসে) মর্দ্দন করিয়া তিন বার পুটে পাক করিবে। ইহাতে লৌহ মারিত হইবে।

অন্য প্রকার—লৌহচূর্ণে তদ্দ্বাদশাংশ হিঙ্গুল-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃত কুমারীর রসে দুই প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া পুটে পাক করিবে। এইরূপে সাতবার পুটে পাক করিলেই লৌহ মারিত হইবে।

যোগেন্দ্রগণ কর্তৃক লৌহমারণের যে অন্যপ্রকার সত্যক্রম অনুভূত হইয়াছিল, কৌতূহলচিত্ত-রামরাজ-কর্তৃক অধুনা তাহা কথিত হইতেছে। এক ভাগ পারদ দুই ভাগ গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। সেই কজ্জলীতে সমপরিমাণে লৌহচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে দুই প্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহা পিণ্ডাকার করিবে এবং সেই পিণ্ড একটা তাম্রপাত্রে রাখিয়া এরণ্ড পত্রদ্বারা আচ্ছাদনকরতঃ দুই-প্রহর কাল রৌদ্রে রাখিবে। দুই প্রহর রৌদ্রে থাকিয়া উহা উষ্ণ হইলে তাহার উপর একখানি শরাব (শরা) চাপা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিন নিহিত করিয়া রাখিবে। তিন দিন পরে উহা উদ্ধৃত করিয়া পেষণ পূর্ব্বক বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। তাহাতে সেই লৌহচূর্ণ বারিতর (জলে ভাসিবার যোগ্য) হইবে। তদনন্তর দাড়িমের ফল চতুর্গুণ জলে পেষণ পূর্ব্বক তাহার রসে লৌহচূর্ণ প্লাবিত করিয়া সূর্য্যাতপে শুকাইয়া তাহা পুটে পাক করিবে। এইরূপ ক্রমে পুনঃ পুনঃ পুট দিবে। এক বিংশতিবার পুট দিলেই লৌহ মারিত হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই ক্রমে সর্ব্বপ্রকার লৌহ এবং স্বর্ণাদিও মারিত হইয়া থাকে॥ ৮৬—৯৫

মারিত লৌহের গুণ—ইহা—তিক্ত-কষায়-মধুররস, সারক, শীতবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, নেত্রহিত, লেখন ও বাতকর। ইহা কফ, পিত্ত, গর, শূল, শোথ, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, মেদঃ, মেহ, কৃমি ও কুষ্ঠ নাশ করে। লৌহ-কিট্টেরও (মণ্ডুরেরও) গুণ এইরূপ। বাতাদিদোষ ও অগ্নিবল অনুসারে এক রতি হইতে নয় রতি পর্য্যন্ত লৌহ খাইবে। লৌহসেবি-ব্যক্তি কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, মাষান্ন, সর্ষপ, মদ্য ও অম্লরস বর্জ্জন করিবে। স্বর্ণাদি সকল ধাতুকে মনঃশিলা গন্ধক ও আকন্দ আটায় মর্দ্দিত করিয়া দ্বাদশবার পুটে পাক করিলে মারিত হইয়া থাকে। গুরুবাক্য যেমন সত্য, ইহাও তেমনি সত্য জানিবে॥ ৯৬—১০০

উপধাতু সকলের মারণ প্রকার—অশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের দোষ—অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক সেবন করিলে তাহা অগ্নিমান্দ্য, উগ্রবলহানি, বিষ্টম্ভতা, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ এবং ব্রণোৎপাদন পূর্ব্বক গণ্ডমালা উৎপাদন করে॥ ১০১

দোষপ্রশমার্থ স্বর্ণমাক্ষিকের শোধন—স্বর্ণমাক্ষিক তিনভাগ ও সৈন্ধব একভাগ লইয়া তাহা জোড়ালেবুর বা গোঁড়ালেবুর রসের সহিত একটা লৌহপাত্রে ততক্ষণ পাক করিবে, যতক্ষণ না লৌহ-পাত্রটি লালবর্ণ হয়। এইরূপ পাক করিলেই স্বর্ণমাক্ষিক বিশোধিত হইবে॥ ১০২—১০৩

মারণবিধি—কুলত্থের ক্বাথে তিলতৈলে তক্রে অথবা ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া পুট দিলে স্বর্ণমাক্ষিক মারিত হয়॥ ১০৪

রৌপ্যমাক্ষিকের শোধনবিধি—অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিকের যে যে দোষ, অশোধিত রৌপ্য-মাক্ষিকেরও সেই সেই দোষ আছে জানিবে। অতএব দোষশান্তির জন্য তাহার শোধন বলিতেছি শুন।—পাতিলেবু মেড়াশিঙ্গী ও জামির লেবুর রসে একদিন ভাবনা দিয়া প্রখর রৌদ্রে রাখিলেই রৌপ্যমাক্ষিক বিশোধিত হইবে॥ ১০৫—১০৬

মারণবিধি—কুলত্থ কলায়ের ক্বাথে তিলতৈলে অথবা ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া পুট দিলে রৌপ্যমাক্ষিক মারিত হয়॥ ১০৭

স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিকের বিশিষ্ট গুণ—স্বর্ণমাক্ষিকে ও রৌপ্যমাক্ষিকে কেবল যে স্বর্ণের ও রৌপ্যেরই গুণ আছে তাহা নহে, দ্রব্যান্তরসংযোগ হেতু উহাতে অন্য গুণ সকলও বিদ্যমান থাকে। মাক্ষিক—মধুরতিক্তরস, স্বরহিতকর বৃষ্য (কামুকহিত), রসায়ন, চক্ষুষ্য (নেত্রহিত) এবং বস্তিরোগ-কুষ্ঠ-পাণ্ডু-মেহ বিষ-উদর-অর্শঃ-শোথ-ক্ষয় কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশক॥ ১০৮। ১০৯

তুঁতের শোধনবিধি—বিড়াল ও কপোতের বিষ্ঠায় তুঁতে মর্দ্দন করিবে। এবং তাহাতে দশমাংশ সোহাগা মিশাইয়া দধি ও মধুর সহিত লঘু পুটে পাক করিবে। তাহাতে তুঁতে বিশোধিত হইবে॥ ১১০

শুদ্ধ তুঁতের গুণ—বিশোধিত তুঁতে—কটু-ক্ষার-কষায়, বমনকারক, লঘু, লেখন, ভেদন শীতল, চক্ষুষ্য, কফ-পিত্ত-বিষ-অশ্মরী-কুষ্ঠ ও কণ্ডূনাশক। খর্পরের (খাপরের) গুণও এইরূপ॥ ১১১। ১১২

কাঁসা ও পিত্তলের শোধন বিধি—কাঁসা ও পিত্তলের পাতলা পাতকে অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত তপ্ত তিলতৈলে তক্রে কাঁজীতে গোমূত্রে ও কুলত্থ ক্বাথে ক্রমান্বয়ে তিন তিন বার নিষিক্ত করিলে কাঁসা ও পিত্তলের বিশোধন হয়॥ ১১৩। ১১৪

উহাদের মারণ বিধি—কাংস্য পত্র সকল অম্লরসে মুহুর্মুহু শুক্ত করিবে। এবং কাংস্যপত্রের সমপরিমিত গন্ধক আকন্দ-আঠায় পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা সেই কাংস্যপত্রগুলি প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর তাহা মূষাপুটে স্থাপন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ দুইবার পুট দিলেই কাংস্য মারিত হইবে। পিত্তলের মারণও ঠিক এইরূপেই করা গিয়া থাকে॥ ১১৫। ১১৬

মারিত কাংস্যের ও পিত্তলের গুণ—মারিত কাংস্য—কষায়, তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য, লেখন, বিশদ, সারক, গুরু, নেত্রহিত, রূক্ষ এবং অতি কফপিত্তনাশক। মারিত পিত্তল—রূক্ষ, তিক্ত-লবণরস, শোধন, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক। ইহা অতি লেখন নহে॥ ১১৭—১১৮

সিন্দূরের শোধন—দুগ্ধ ও অম্লের যোগে সিন্দূরের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

শোধিত সিন্দূরের গুণ—ইহা উষ্ণবীর্য্য, বীসর্প-কুষ্ঠ-বিষ ও কণ্ডুনাশক, ভগ্নসংযোজক এবং ক্ষতের শোধক ও রোপক॥ ১১৯

শিলাজতুর শোধন এবং শোধনযোগ্য শিলাজতু বর্ণন—যে শিলাজতু গোমূত্রের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), মৃদু, গুরু, তিক্তকষায়রস ও শীতল, সেই শিলাজতুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (শিলাজতু আয়স অর্থাৎ লৌহের উপধাতু) বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি স্থানে বহুপরিমাণে শিলাজতু পাওয়া যায়। কারণ—সেই সকল স্থানে লৌহ অধিক আছে। শিলা-জতুতে অনেক মলসংযোগ থাকে, অতএব শোধন ব্যতিরেকে তাহা ব্যর্থ। শিলাজতুকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ডে বিভক্ত করিয়া অত্যুষ্ণজলে এক প্রহর কাল ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে উহা মর্দ্দন করিয়া সেই জল বস্ত্রখণ্ডে গালিত করিবে এবং বস্ত্রগালিত জল একটা মৃৎপাত্রে রাখিয়া রৌদ্রে স্থাপন করিবে। পরে সেই জলের উপরিভাগে যে ঘন পদার্থ ভাসমান হইতে থাকিবে, তাহা পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিয়া অন্য একটা পাত্রে রাখিবে। দুই মাসে শিলাজতু কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। যখন দেখিবে—উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে লিঙ্গবৎ স্ফীত হইয়া উঠিবে এবং তাহা হইতে ধূম নির্গত হইবে না, তখন তাহা বিশুদ্ধ জানিয়া সকল কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে।

অন্য প্রকার—বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—রোগ রোগী এবং সাত্ম্য বিবেচনা করিয়া লৌহপাত্রে শিলা-জতু ভাবনা দিতে হইবে। ভাবনা দিবার পূর্ব্বে বহির্ম্মল দূরীকরণার্থ প্রথমে কেবল-জলদ্বারা ধৌত করণানন্তর শুষ্ক করিয়া তদন্তর্গত মৃত্তিকা ও বালুকাদি দোষ দূরীকরণার্থ ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং যে দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিতে হইবে, সেই দ্রব্য শিলাজতুর সমপরিমাণে লইয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই উষ্ণ ক্বাথে শিলাজতু নিক্ষেপ করিবে। শিলাজতু ক্বাথের সমরসতা প্রাপ্ত হইলে

তাহা শুষ্ক করিয়া পুনরায় ক্বাথে নিক্ষেপ করিতে হইবে তৎপরে রোগীকে স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ ও বিরেচনাদিদ্বারা সংশুদ্ধ করিয়া তিক্তকদ্রব্যসাধিত-ঘৃত তিন দিন সেবন করাইবে। তদনন্তর ত্রিফলার ক্বাথের সহিত একদিন পটোলীর ক্বাথের সহিত একদিন এবং যষ্টিমধুর ক্বাথের সহিত একদিন শিলাজতু খাইতে দিবে। এইরূপ নিয়মে শিলাজতু প্রস্তুত করিলে ও সেবন করাইলে তাহা অতি উপকারক হইয়া থাকে॥ ১২৮—১৩০

ভাবনার দ্রব্য ও ভাবনার ফল—হারীত বলিয়াছেন—সন্তানিকা (শিলাজতুর বহিঃসংলগ্ন মৃত্তিকাদি-আবরণ) কীট পতঙ্গ ও দংশ (ডাঁশ মশকাদি) কর্তৃক দূষিত ওষধীর দোষ নিবারণার্থ শিলাজতুকে লৌহপাত্রে রাখিয়া নিম্বের ক্বাথ দ্বারা, গুলঞ্চের ক্বাথ দ্বারা, ঘৃতের দ্বারা ও যবক্বাথ দ্বারা যথাবৎ ভাবনা দিবে। (এই প্রকার ভাবনা দিয়া ও তাহা শুকাইয়া কেবল জল দ্বারা শোধন করা কর্ত্তব্য)। শোধন প্রকার অগ্নিবেশমুনি বলিয়াছেন, তদ্যথা—গ্রীষ্মকালে মেঘ-বাতবর্জ্জিত-সূর্য্যতাপযুক্ত দিবসে সমতল ভূভাগে চারিখানি কৃষ্ণ লৌহপাত্র সূর্য্যতাপে স্থাপন করিবে। তদনন্তর উৎকৃষ্ট শিলাজতু সেই পাত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে দ্বিগুণ উষ্ণজল ও অর্দ্ধাংশ ক্বাথ নিক্ষেপ করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে ও যথাবৎ মর্দ্দিত করিবে। তৎপরে সূর্য্যরশ্মি সন্তপ্ত হইয়া সন্তানিকাবৎ (সরের ন্যায়) যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ উপরিভাগে সঞ্চিত হইবে, তাহা সংগ্রহ করিয়া অপর একটি লৌহপাত্রে রাখিবে এবং পূর্ব্ববৎ তাহাতেও উষ্ণজল নিক্ষেপ করিবে, তাহা রৌদ্রে রাখিবে ও তাহা হইতে সন্তানিকাবৎ পদার্থ সংগ্রহ করিয়া তৃতীয় লৌহপাত্রে স্থাপন করিবে। তৃতীয় পাত্র হইতেও উক্ত প্রকার সন্তানিকাবৎ পদার্থ সংগ্রহ করিয়া চতুর্থ পাত্রে রাখিবে। এইরূপ করিলে যখন কেবল বিশুদ্ধ জলমাত্র ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে এবং কৃষ্ণবর্ণ সমস্ত মল অধোভাগে পতিত হইবে, তখন সেই জল ও মল নিষ্কাশিত করিবে। এই প্রকারে শিলাজতু জলশুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৩১—১৩৬

বিশোধিত শিলাজতুর গুণ—বিশোধিত শিলাজতু—তিক্ত-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়ন ও যোগবাহি; ইহা শ্লেষ্ম, মেহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অর্শঃ, পাণ্ডুতা, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অপস্মার ও উদর রোগ নাশ করে॥ ১৩৭। ১৩৮

পারদের শোধন বিধি—প্রথমে **স্বেদন**—নানাপ্রকার ধান্যের মধ্যে যত প্রকার ধান্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা তুষবর্জ্জিত করিয়া জলের সহিত একটা মাটীর হাঁড়ীতে রাখিবে। যখন উহা অম্লভাব প্রাপ্ত হইবে, তখন ভীমরাজ, মুণ্ডী (বুড় থুলকুড়ী), বিষ্ণুক্রান্তা (শ্বেত অপরাজিতা), পুনর্নবা, মীনাক্ষী (গেঁটে দূর্ব্বা), সর্পাক্ষী (গন্ধনাকুলী), সহদেবী (গন্ধভাদুলে), শতমূলী, ত্রিফলা, গিরিকর্ণিকা (কৃষ্ণঅপরাজিতা), হংসপাদী (গোয়ালে লতা) ও চিতা, ইহাদের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা সমূল কুট্টিত করিয়া সেই হাঁড়ীতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাই ধান্যাম্ল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ধান্যাম্ল পারদের স্বেদনাদি সকল কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। ধান্যাম্লের অভাবে অত্যম্ল কাঁজীও প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ, রাই সর্ষপ, হরিদ্রা, ত্রিফলা, আদা, মহাবলা (বেড়েলা ভেদ), নাগবলা (গোরক্ষচাকুলে), মেঘনাদ (চাঁপানটে), পুনর্নবা, মেড়াশিঙ্গী (অলাভে কাঁকড়া শৃঙ্গী), চিতা ও নবসার (নবসাদর) এইগুলি সমস্ত বা যতগুলি পাওয়া যায়, তাহা সমান সমান পরিমাণে লইয়া উক্ত অম্লে পেষণ করিবে। এবং সেই পেষিত-কল্ক দ্বারা এক অঙ্গুল পুরু করিয়া এক খণ্ড বস্ত্র প্রলিপ্ত করিবে। পরে সেই বস্ত্রে পারদকে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া অম্লপূরিত দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিবে। এইরূপে পারদ স্বেদিত হয়।

অন্য প্রকার—মূলা, চিতা, সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু, আদা ও রাইসর্ষপ, ইহাদের প্রত্যেকটি পারদের ষোড়শাংশ পরিমাণে লইবে। যেস্থলে দ্রব্যের পরিমাণ উক্ত না থাকে, পণ্ডিতগণ তথায় কার্য্যসাধনোপযুক্ত পরিমাণেই দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। (কত পরিমাণে পারদ লইয়া তাহার স্বেদন করিতে হইবে, এস্থলে তাহা উক্ত না থাকায়, বুঝিতে হইবে যে কার্য্যসাধনোপযুক্ত পারদেরই স্বেদন করিতে হইবে।) অনন্তর এই মূলকাদি দ্রব্য সকল বস্ত্রখণ্ডাবৃত এবং তাহাতে পারদ নিক্ষিপ্ত করিয়া কাঁজীকপূরিত দোলাযন্ত্রে এক দিন স্বেদ দিবে। স্বেদদ্বারা পারদ তীব্র হয় এবং মর্দ্দন দ্বারা তাহা সুনির্ম্মল হইয়া থাকে॥ ১৩৯—১৪৮

মর্দ্দন—ইষ্টক চূর্ণ (সুরকী) ও চূণ দ্বারা পারদকে প্রথমে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে (তাহা জলে ধৌত করিয়া) দধিদ্বারা, গুড়দ্বারা, সৈন্ধবলবণ দ্বারা, রাইসর্ষপচূর্ণ দ্বারা ও ঝুলদ্বারা মর্দ্দন করিবে।

অন্য প্রকার—ঘৃতকুমারী চিতা রক্তসর্ষপ ও বৃহতীর ক্বাথে এবং ত্রিফলার ক্বাথেও তিন দিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে পারদ সপ্তমলে বিমুক্ত হইয়া থাকে॥ ১৪৯। ১৫০

মূর্চ্ছন—ত্রিকটু, ত্রিফলা, বন্ধ্যাকন্দ (বাঁদরে, পরগাছা), কণ্টকারী, বৃহতী, চিতা, ঊর্ণা (ঊর্ণমেষকা), হরিদ্রা, যবক্ষার, ঘৃতকুমারী, আকন্দপত্ররস ও ধুতুরা-

পত্ররস, ইহাদের কষায়ে সাতবার মর্দ্দন করিলে পারদ সংমূর্চ্ছিত হইয়া সপ্তকঞ্চুকদোষ পরিত্যাগ করে ॥ ১৫১।১৫২

ঊর্দ্ধপাতন—তুতে ও স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত পারদকে ঘৃতকুমারীর রসে এরূপ মর্দ্দন করিবে যেন, পারদ পৃথক্ দৃষ্ট না হয়। এইরূপ মর্দ্দনে পারদকে নষ্টপিষ্টীকৃত করিয়া বিদ্যাধর যন্ত্রে (ডমরুযন্ত্রে) তাহার ঊর্দ্ধপাতন করিবে ॥ ১৫৩

অধঃপাতন—ত্রিফলা, শজিনামূল, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ ও রাইসর্ষপচূর্ণের সহিত পারদকে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনকরতঃ তদ্দ্বারা ভূধরযন্ত্রের ঊর্দ্ধপাত্র প্রলিপ্ত করিয়া বনঘুঁটের অগ্নিতে সেই ভূধরযন্ত্রে পারদের অধঃপাতন করিবে। তাহাতে পারদ বিশুদ্ধ হইবে। স্বেদনাদি ক্রিয়াসকল দ্বারা পারদ যখন বিশোধিত হয়, তখন সকল কার্য্যে প্রযোজ্য হইয়া ক্রিয়াসাধন করে ॥ ১৫৪—১৫৬

মুখ্যদোষহর শোধনবিধি—ঘৃতকুমারী পারদের মলদোষ নাশ করে, ত্রিফলা অগ্নিদোষ নাশ করে, চিতা বিষদোষ নাশ করে, অতএব এই কয়টি দ্রব্য মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা পারদকে সাতবার মূর্চ্ছিত করিবে ॥ ১৫৭

সর্ব্বদোষহর সংক্ষিপ্ত শোধন বিধি—ঘৃতকুমারী, চিতা, রক্তসর্ষপ ও বৃহতী ইহাদের কষায়ে অথবা ত্রিফলার কষায়ে তিনদিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে পারদ সর্ব্বমল হইতে বিমুক্ত হয়। ঘৃতকুমারী ও হরিদ্রাচূর্ণে একদিন বিমর্দ্দন করিলে পারদের ষণ্ড-দোষ নিশ্চয়ই দূরীভূত হয়। বহুওষধীকষায়ে স্বেদিত হইলে পারদ বলবান্ হয়। যথা—সর্পাক্ষী (গন্ধনাকুলী), চিঞ্চিকা (তেঁতুল), বন্ধ্যা (পরগাছা, বান্দরা), ভীমরাজ ও মুতা এই সকল দ্রব্যের কষায়ে স্বেদিত করিলে পারদ বলবান্ হয়। তৎপরে চিতার ক্বাথে স্বিন্ন হইলে অতি দীপ্তিমান হইয়া থাকে ॥ ১৫৮—১৬০

পারদের মারণবিধি—ধূল, পারদ, তোরী, গন্ধক ও মিশাদল এই সকল দ্রব্য সমান সমানভাগে লইয়া অম্লরসে একপ্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। এবং একটি কাচকুপীর (বোতলের) চতুর্দ্দিক মৃত্তিকা ও বস্ত্র দ্বারা (এলকড়া দ্বারা) বিলেপিত করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। অনন্তর সেই মর্দ্দিত-পারদ বোতলের ভিতর ন্যস্ত করিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিবে। পরে একটি হাঁড়ীর তলায় ছিদ্র করিয়া সেই সচ্ছিদ্র হাঁড়ীর মধ্যে ছিদ্রোপরি সেই বোতলটি বসাইবে। এবং হাঁড়ীর মধ্যে বালুকা নিক্ষেপ করিয়া বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। তৎপরে সেই হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া প্রথমে নিম্নে ধীরে ধীরে অগ্নির জ্বাল দিবে, ক্রমে অগ্নি বর্দ্ধিত করিবে। এইরূপে দ্বাদশ প্রহর পাক করিলেই পারদ মৃত হইবে। পাকান্তে শীতল হইলে বোতলটি ভাঙ্গিয়া ঊর্দ্ধগত গন্ধক ত্যাগ করিয়া অধঃস্থ মৃত পারদ গ্রহণ করিবে, এই পারদ উপযুক্তমাত্রায় যথোচিত অনুপানসহ সকল কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে।

অন্য প্রকার—আপাঙ্গের বীজে দুইটি মূষা (মূচী) কল্পনা করিবে। এবং ডুমুরের আটায় পারদকে মাড়িয়া তাহা সেই মূষাপুটে রাখিবে। তৎপরে ঘলঘসেফুল বিড়ঙ্গ ও অরিমেদ (গুয়ে বাবলা) ইহাদের চূর্ণ সেই মূষাপুটস্থ পারদের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে নিক্ষেপ করিয়া মূষাপুট মৃত্তিকাদিদ্বারা বন্ধ করিবে। পরে তাহা অপর একটি মৃন্ময় মূষার অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পাক করিবে। এই প্রকারে পাক করিলে এক-পুটেই পারদ ভস্ম হইবে। এই পারদ ভস্ম যথোপযুক্ত স্থলে যথোপযুক্ত মাত্রায় ও যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

অন্য প্রকার—ডুমুরের আটায় পারদকে কিঞ্চিৎ মর্দ্দিত করিবে। এবং ডুমুরের আটায় হিঙ্ মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা দুইটি মূষা কল্পনা (প্রস্তুত) করিবে। পরে পারদকে সেই মূষাপুটে স্থাপন করিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা মূষাপুট মুদ্রিত করিবে। এবং সেই মূষাপুট বড় একটি মৃন্মূষাপুট মধ্যে স্থাপন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এই প্রকারে পাক করিলে একপুটেই পারদ ভস্ম হইবে।

অন্য প্রকার—পানের রসে পারদকে মর্দ্দন করিয়া তাহা কর্কোটীকন্দের মধ্যে স্থাপন করিবে। তদনন্তর উহা অপর একটি মৃন্মূষার মধ্যে রাখিয়া পাক করিলে ভস্মতা প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬১—১৭২

কর্পূররসের বিধি—সংক্ষিপ্ত শোধন বিধানে পারদকে শোধিত করিবে। এবং গেরিমাটী, ইষ্টক, খড়ী, ফট্‌কিরী, সৈন্ধব, বল্মীক মৃত্তিকা, ক্ষারলবণ ও ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকা (যে মৃত্তিকা দ্বারা ভাঁড় প্রভৃতি রঞ্জিত করে) ইহাদের প্রত্যেকটি পারদের তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণীকৃত ও বস্ত্রে গালিত করিবে। পরে এই সকল চূর্ণের সহিত পারদ মিশাইয়া এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনান্তে তাহা একটি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া সেই হাঁড়ীর মুখে অপর একটি তুল্যহাঁড়ীর মুখ স্থাপন করিয়া সবস্ত্র কুট্টিত মৃত্তিকা দ্বারা উভয় হাঁড়ীর মুখসন্ধি প্রলিপ্ত করিবে এবং প্রলেপকে শুকাইয়া পুনর্ব্বার সেই প্রলেপের উপর প্রলেপ দিবে। এইরূপে বারংবার হাঁড়ী দ্বয়ের মুখসন্ধি উত্তমরূপ প্রলিপ্ত ও সংশুষ্ক করিয়া তাহা চুল্লীর উপর বসাইয়া চারিদিন কাল নিরন্তর জ্বাল দিতে থাকিবে। তৎপরে এক

অহোরাত্র সেই হাঁড়ী মৃত্ত পূর্ব্বক অঙ্গারাগ্নির উপর বসাইয়া রাখিবে। অনন্তর শীতল হইলে হাঁড়ীর মুখ ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করিয়া উর্দ্ধস্থালীগত কর্পূরবৎ সুবিমল শুভ্রবর্ণ পারদকে গ্রহণ করিবে। ইহাই কর্পূর রস (বা রসকর্পূর) নামে অভিহিত। লবঙ্গ চন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কুমের সহিত কর্পূররস খাইলে সোপদ্রব ফিরঙ্গ ব্যাধি (গর্মি রোগ) শীঘ্র প্রশমিত হয়। যে ব্যক্তি সতত কর্পূর রস সেবন করে, তাহার অগ্নির দীপ্তি, দেহের পুষ্টি ও বিপুল বল হয় এবং সে শত রমণী রমণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ১৭৩—১৮১

সিন্দূররস—শোধিত পারদ চারিভাগ, শোধিত গন্ধক একভাগ এবং কৃত্রিম গন্ধক একভাগ; অথবা শোধিত পারদ একভাগ ও শোধিত গন্ধক অর্দ্ধভাগ লইয়া এক দিন মর্দ্দন করত কজ্জলী করিবে। এবং একটি কাচকূপী (বোতল) সবস্ত্রকুট্টিত-মৃত্তিকা দ্বারা উপর্য্যুপরি তিনবার উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিয়া শুষ্ক করণানন্তর তন্মধ্যে কজ্জলী নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই কূপী বালুকা যন্ত্রে স্থাপন করিয়া নিরন্তর চারিদিন অগ্নি সন্তাপে পারদ পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে কাচকূপীর ঊর্দ্ধ সংলগ্ন সিন্দূর সদৃশ পারদ গ্রহণ করিবে। ইহাই সিন্দুর রস (বা রসসিন্দুর) নামে অভিহিত॥ ১৮২—১৮৬

এইরূপে মারিত ও মূর্চ্ছিত পারদের গুণ ইহা—কৃমি ও কুষ্ঠনাশক, জয়দ (কার্য্য সিদ্ধিকর), দৃষ্টি-শক্তিবর্দ্ধক, সারক, অকালমৃত্যুহর, মহাবীর্য্য, যোগ-বাহী, জরাহর, স্মৃতি-ওজঃ ও রূপপ্রদ, বৃষ্য (কামুক-হিত), বুদ্ধিকারক, ধাতুবর্দ্ধক, ষণ্ডত্বনাশক, শূর, খেচর ও অতি সিদ্ধিদায়ক। পারদ—সকলরোগহর, ষড়্রস ও নিখিল যোগবাহক অর্থাৎ ইহা সকল রোগের সকল ঔষধের সহিতই যোজিত হইয়া সকল রোগ নাশেই সমর্থ। পারদ—পঞ্চভূতময়, সেইজন্য ইহা পঞ্চভূত গুণে বিরাজ করে। রসামৃতে উক্ত আছে—মানবের বা হস্তির অথবা ঘোটকের যে রোগের যে ঔষধ, সেই ঔষধের সহিতই পারদ যোজিত হইয়া সেই রোগকে নাশ করিয়া থাকে॥ ১৮৭—১৯০

অথ উপরসের শোধনবিধি।

হিঙ্গুলের শোধনবিধি—মেষদুগ্ধে ও অম্লবর্গে হিঙ্গুলকে যত্নপূর্ব্বক সাতবার ভাবনা দিলে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৯১

বিশুদ্ধ হিঙ্গুলের গুণ—ইহা তিক্ত-কষায়-কটুরস, নেত্ররোগনাশক ও কফপিত্তহারক। হিঙ্গুল হৃল্লাস (বমনবেগ), কণ্ডূ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গরবিষ নাশ করে॥ ১৯২

হিঙ্গুল হইতে পারদ নিষ্কাশনের বিধান নেবুর রসে বা নিমপাতার রসে হিঙ্গুলকে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া পারদের ন্যায় ইহার ঊর্দ্ধ পাতন করিবে। পরে ঊর্দ্ধস্থালী সংলগ্ন পারদ গ্রহণ করিবে। এই পারদ বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট, ইহা সর্ব্ব কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে॥ ১৯৩। ১৯৪

অশুদ্ধ গন্ধকের দোষ—অশুদ্ধ গন্ধক—কুষ্ঠ, পিত্তরোগ ও ভ্রমরোগ উৎপাদন করে, এবং বলবীর্য্য ও রূপ নাশ করে। অতএব গন্ধককে বিশোধিত করিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ১৯৫

শোধন বিধি—লৌহ পাত্রে (লোহার হাতায় বা তদ্বৎ কোন লৌহ পাত্রে) কিঞ্চিৎ ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া তাহা অগ্নিতে তপ্ত করিবে। পরে সেই ঘৃতে সম পরিমিত গন্ধক চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। গন্ধক গলিয়া গেলে তাহা এক খণ্ড পাতলা বস্ত্রে ঢালিবে। এবং বস্ত্রের নিম্নে একটা দুগ্ধ সমন্বিত পাত্র স্থাপন করিবে। সেই গলিত গন্ধক বস্ত্র হইতে নিঃস্রুত হইয়া দুগ্ধ মধ্যে সমস্ত আসিয়া পড়িবে। ইহাই বিশুদ্ধ গন্ধক, এই গন্ধকই সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য॥ ১৯৬।১৯৭

শোধিত গন্ধকের গুণ—ইহা—কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তজনক, কটুবিপাক, রসায়ন এবং কণ্ডু-বিসর্প-কৃমি-কুষ্ঠ-ক্ষয়-প্লীহ-কফ ও বাতনাশক॥ ১৯৮

অশুদ্ধ অভ্রের দোষ—অশোধিত অভ্র—শুক্র ও অগ্নিনাশকর। ইহা মানবের কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডুরোগ ও অসহ্য হৃৎপীড়া পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপাদন করে॥ ১৯৯

অভ্রের শোধন বিধি—কৃষ্ণাভ্রকে অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। পরে তাহার পত্র সকল ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নটের রস ও অম্লজলে আট প্রহর কাল ভাবনা দিবে। তাহাতে অভ্র বিশোধিত হইবে॥ ২০০

অভ্রের মারণ—অভ্রকে ধান্যাভ্র করিয়া তাহাকে শুষ্ক করত আকন্দের আটার রসে এক দিন মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনানন্তর তাহাকে চক্রাকার করিবে। পরে তাহা আকন্দ পত্রে বেষ্টন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ সাতবার আকন্দ আটায় মর্দ্দন ও সাতবার গজপুটে পাক করিতে হইবে। তাহার পর বটের ঝুরির ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া তদ্বৎ তিন বার পুট দিবে। ইহাতে অভ্র নিশ্চয়ই মারিত হইবে। এই মারিত অভ্র সর্ব্বকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। মারিত অভ্র এবং তত্তুল্য ঘৃত একটা লৌহ পাত্রে পাক করিবেন

ঘৃত জীর্ণ হইলে সেই অভ্র সকল যোগে (ঔষধে) যোজনা করিবে ॥ ২০১—২০৪

ধান্যাভ্রের বিধি—অভ্র ও অভ্রের চতুর্থাংশ শালিধান্য একত্র করিয়া তাহা একখানা কম্বলে বান্ধিয়া কিয়ৎক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে সেই জলক্লিন্ন অভ্র হস্ত দ্বারা কম্বলের উপর মর্দন করিলে কম্বল হইতে গলিত হইয়া যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভ্রচূর্ণ বাহির হইবে, তাহাই ধান্যাভ্র নামে অভিহিত। অভ্র মারণে সেই ধান্যাভ্রই প্রশস্ত ॥ ২০৫।২০৬

মারিত অভ্রের গুণ—ইহা কষায়-মধুর রস, সুশীতল, আয়ুষ্কর ও ধাতুবর্দ্ধক। অভ্র—ত্রিদোষ, ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহোদর, গ্রন্থি, বিষ ও কৃমি প্রভৃতি রোগ সকল নাশ করে, শরীরকে দৃঢ় করে ও বীর্য্য বৃদ্ধি করে। মৃতাভ্র সেবী নিত্য শত যুবতী রমণীর সহিত রমণ করিতে সমর্থ হয়; তাহার সিংহতুল্য বিক্রমশালী দীর্ঘায়ু পুত্র সকল উৎপন্ন হয় এবং তাহার কখন অকাল মৃত্যুর ভয় থাকে না ॥ ২০৭।২০৮

অশুদ্ধ হরিতালের দোষ—অশুদ্ধ হরিতাল—আয়ুনাশক, কফ বায়ু ও মেহজনক এবং শরীরে তাপ ও স্ফোটকজনক, অঙ্গসঙ্কোচকারক, অতএব তাহা শোধন করিয়া ব্যবহার করিবে ॥ ২০৯

হরিতালের শোধন—হরিতালকে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ কাঞ্জিক পূরিত দোলাযন্ত্রে এক প্রহর, কুষ্মাণ্ড রস পূরিত দোলাযন্ত্রে এক প্রহর, তিলতৈল পূরিত দোলাযন্ত্রে এক প্রহর এবং ত্রিফলার কাথ পূরিত দোলাযন্ত্রে এক প্রহর পাক করিবে। এইরূপে চারি প্রহর কাল দোলাযন্ত্রে পাক করিলে হরিতাল বিশুদ্ধ হয় ॥ ২১০।২১১

হরিতালের মারণবিধি—শুদ্ধ ও সদল হরিতাল পুনর্নবার রসে এক দিন খলে মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া লইবে। এবং একটী হাঁড়ীর অর্দ্ধাংশ পুনর্নবার ক্ষারে পূর্ণ করিয়া তদুপরি ঐ হরিতাল গোলক স্থাপন করিবে। স্থাপনানন্তর সেই পুনর্নবারই ক্ষার নিক্ষেপ দ্বারা হাঁড়ীর কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রপূরিত করিবে। পরে হাঁড়ীর মুখে একখানা শরা চাপা দিয়া সেই হাঁড়ী চুলীর উপর বসাইয়া পাঁচ দিন নিরন্তর অগ্নির জ্বাল দিবে এবং ক্রমে অগ্নি বর্দ্ধিত করিবে। এইরূপে পাক করিলে হরিতাল মারিত হইবে। ইহার মাত্রা এক রতি। অনুপান অনেক, যথাযোগ্য প্রয়োগ করিবে।

এইরূপে শোধিত ও মারিত হরিতালের গুণ—ইহা কটু-কষায়, স্নিগ্ধ এবং উষ্ণবীর্য্য, বিষ-কণ্ডু-কুষ্ঠ-মুখরোগ-রক্তদুষ্টি-কফ-পিত্ত ও কেশব্রণ নাশক।

অন্য বচন—শোধিত ও মারিত হরিতাল-কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ সকল নাশ করে, অকাল মৃত্যু ও জরা নিবারণ করে, এবং কান্তি বীর্য্য ও আয়ু বৃদ্ধি করে ॥ ২১৬।২১৭

অশুদ্ধ মনঃশিলার দোষ—মনঃশিলা—হরিতালেরই ভেদ মাত্র। উভয়ের বিশেষ এই—হরিতাল-অতি পীতবর্ণ, মনঃশিলা—রক্তবর্ণ। অশুদ্ধ মনঃশিলা—দৌর্ব্বল্য ও কৃমিজনক, মল ও মূত্র রোধক এবং শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্রকারক। (অতএব শোধন করিয়া মনঃশিলা ব্যবহার করিবে) ॥ ২১৮।২১৯

মনঃশিলাশোধন—ছাগমূত্র পূরিত দোলাপাত্রে রসে তিন দিন পাক করিলে এবং ছাগপিত্তে সাতবার ভাবনা দিলে মনঃশিলা বিশুদ্ধ হয় ॥ ২২০

এইরূপে শোধিত মনঃশিলার গুণ—শোধিত মনঃশিলা—গুরু, বর্ণ প্রসাদক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, কটু তিক্ত, স্নিগ্ধ এবং বিষ-শ্বাস-কাস-ভূতাবেশ-কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক ॥ ২২১

খর্পর—তুঁতেভেদ; তাহার শোধন—খর্পরকে নরমূত্রে ও গোমূত্রে এক সপ্তাহ দোলাযন্ত্রে পাক করিলে তাহা বিশুদ্ধ হয়। শোধনানন্তর খর্পর সকল কার্য্যে প্রযোজ্য ॥ ২২২

শোধিত খর্পরের গুণ—ইহা কটু-ক্ষার কষায় রস, বামক, লঘু, লেখন, ভেদন, শীতবীর্য্য, নেত্রহিত এবং কফ-পিত্ত-বিষ-অশ্মরী-কুষ্ঠ ও কণ্ডুনাশক ॥ ২২৩

সর্ব্ব উপরসের সাধারণ শোধন বিধি—তদ্‌যথা—সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড়হুড়ে), বজ্রকন্দ (শকর কন্দ আলু), কদলী, দেবদালিকা (মাকাল), সজিনা, ঘোষা, পরগাছা, কাকমাচী ও বাসা, ইহাদের কাহারও রসে, ক্ষারত্রয় (সাচিক্ষার যবক্ষার ও সোহাগা) ও লবণের সহিত এবং অম্লবর্গে একদিন যত্নপূর্ব্বক ভাবনা দিবে। তৎপরে ঐ সকল দ্রবেরই সহিত দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিবে। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার উপরস বিশুদ্ধ হইবে। বিশেষ কথন—কঙ্কুষ্ঠ, গৈরিক (গেরিমাটী), শঙ্খ, কাসীস (হীরাকস), সোহাগা, নীলাঞ্জন (সৌবীরাঞ্জন), শুক্তিভেদ সকল, ক্ষুল্লক (ক্ষুদ্রশঙ্খ) ও কড়ী এই সকল দ্রব্য জামির লেবুর রসে স্বিন্ন করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে ধৌত করিলে উহারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। উহাদিগকে বিশোধিত করিয়া ঔষধসকলে যোগ করিবে। (ঐ সকল দ্রব্যের গুণ গুণগ্রন্থে দ্রষ্টব্য) ॥ ২২৪—২২৮

রত্নসমূহের শোধনমারণবিধি।

অশুদ্ধ বজ্রের (হীরকের) দোষ—অশুদ্ধ হীরক সেবন করিলে কুষ্ঠ, পার্শ্বব্যথা, পাণ্ডু ও পঙ্গুত্ব উপস্থিত হয়। অতএব উহা শোধন করিয়া মারিত করিবে ॥ ২২৯

বজ্র শোধন বিধি—বজ্রকে কণ্টকারী কন্দের মধ্যগত করিয়া কুলত্থকলায়ের ও কোদ ধান্যের ক্বাথে তিন দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিলে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ২৩০

অন্যপ্রকার শোধনবিধি—শুভ দিনে বজ্রকে কণ্টকারী কন্দের মধ্যে পূরিয়া সেই কন্দ মহিষীর বিষ্ঠায় প্রলিপ্ত করিয়া ঘুঁটের আগুনে সমস্ত রাত্রি পাক করিবে। এবং প্রাতঃকালে তাহা অশ্বমূত্রে সিক্ত করিয়া পুনর্ব্বার ঐরূপ পাক করিবে। এইরূপ সাত দিন করিলেই বজ্র বিশুদ্ধ হইবে॥ ২৩১। ২৩২

বজ্রের মারণবিধি—বজ্রকে পোড়াইয়া তপ্ত তপ্ত তাহা হিঙ্ ও সৈন্ধব সংযুক্ত কুলত্থক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ এক বিংশতি বার করিলেই বজ্র ভস্ম হইবে।

অন্য প্রকার মারণবিধি—মেষের শৃঙ্গ, ভুজঙ্গের অস্থি, কূর্ম্মের পৃষ্ঠাস্থি, অম্লবেতস এবং শশকের দন্ত, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মনসার আটায় পেষণ করিয়া তাহা গোলাকৃতি করিবে। এবং বজ্রকে সেই গোলকের মধ্যগত করিয়া পোড়াইবে। ইহাতেও বজ্র ভস্ম হইয়া থাকে॥ ২৩৩।২৩৪

মারিত বজ্রের গুণ—মারিত বজ্র সেবন করিলে আয়ু বর্দ্ধিত হয়, দেহ পুষ্ট হয়, বল বীর্য্য বর্ণ ও সৌখ্য উৎপন্ন হয় এবং নিশ্চয়ই সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৩৫

অবশিষ্ট রত্ন সমূহের শোধন মারণ বিধি—অন্যান্য রত্ন সকলের শোধন ও মারণ বজ্রের ন্যায়ই করিতে হইবে। সেই সকল শোধিত ও মারিত রত্নের গুণ বর্ণন করিতেছি শুন।—মণিসকল—শীতবীর্য্য, মধুর-কষায় রস, নেত্রহিত, লেখন, সারক ও বিষহারক। মণিসকল অঙ্গে ধারণ করিলে মঙ্গল হয় এবং গ্রহদৃষ্টি নাশক হইয়া থাকে।

টীকা।—উপরত্ন সমূহের শোধন ও মারণ বিধি বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়া লইবে॥ ২৩৬। ২৩৭

বিষসমূহের শোধনবিধি।

বৎসনাভের স্বরূপ নিরূপণ—যাহার পত্র সিন্দুবার পত্র সদৃশ এবং আকৃতি বৎসনাভিবৎ, যাহার পার্শ্বে বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই বৎসনাভ বিষ বলিয়া জানিবে॥ ২৩৮

বিষের শোধনবিধি—বিষকে তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া পরে রক্ত সর্ষপ তৈলাক্ত বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া রাখিবে। তাহা হইলেই বিষ বিশুদ্ধ হইবে। বিষের যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে শোধন করিলে সে সকল গুণ হীন হইয়া থাকে। অতএব শোধন করিয়া বিষ প্রয়োগ করিবে॥ ২৩৯।২৪০

বিষের গুণ—বিষ—প্রাণহর, ব্যবায়ি, বিকাশি, আগ্নেয়, বাতশ্লেষ্মনাশক, যোগবাহি ও মদাবহ। কিন্তু এই বিষই যুক্তিযুক্ত হইলে প্রাণদায়ি ও রসায়ন হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ যোগবাহি বলিয়া বাতশ্লেষ্ম ও সন্নিপাত নাশক হয়।

টীকা।—ব্যবায়ী—যাহা সেবিত হইয়াই অগ্রে সকল শরীরে গুণ ব্যাপন করিয়া পশ্চাৎ পাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ব্যবায়ী কহা যায়। বিকাশী—যাহা ওজঃ শোষণ পূর্ব্বক সন্ধিবন্ধ শিথিল করণশীল, তাহাকে বিকাশী কহা যায়। আগ্নেয়—যাহাতে অধিক অগ্ন্যংশ আছে, তাহাকে আগ্নেয় কহা যায়। যোগবাহী—যাহা সঙ্গিগুণ গ্রাহক তাহাকে যোগবাহী কহা যায়। মদাবহ—যাহা তমোগুণ প্রাধান্যে বুদ্ধি বিধ্বংস করে, তাহাকে মদাবহ কহা যায়॥ ২৪১।২৪২

উপবিষ সকলের নিরূপণ—আকন্দ আঠা, মনসা আঠা, ঈশলাঙ্গলা, করবীর, গুঞ্জা, অহিফেন ও ধূতূরা এই সাতটি উপবিষ জাতি।

টীকা।—ইহাদের শোধন নিজে নিজে বিবেচনা করিয়া স্থির করিবে। এবং যে যে স্থানে এই সকল দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে ইহাদের গুণ সকল দেখিবে॥ ২৪৩

কোন্ প্রকার ঔষধদ্রব্যের গুণ কত দিন পর্য্যন্ত থাকে তাহা কথিত হইতেছে—যে সকল ঔষধ দ্রব্য উক্ত হইল, এক বৎসরের পর তাহারা গুণহীন হয়। তাহাদিগকে চূর্ণ করিলে সেই চূর্ণ দুইমাসের পর হীনবীর্য্যতা প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগকে গুটিকা ও লেহে পরিণত করিলে এক বৎসরের পর হীনত্ব পায়। এবং ঘৃত তৈলাদি যোগ সকল, এক বৎসর চারিমাসের পর (ষোলমাসের পর) গুণ হীন হইয়া থাকে॥ ২৪৪। ২৪৫

ঘৃত ও তৈলের বিশেষ—(তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে)—পক্ব ঘৃত এক বৎসরের পর গুণহীন হইতে থাকে। কিন্তু তৈল পক্বই হউক বা অপক্বই হউক, তাহার গুণ বহুকাল থাকে। (টীকার ব্যাখ্যা—এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, পক্ব তৈল ষোলমাসের মধ্যে গুণাধিক থাকে)।

ধান্যাদি ওষধি সকল এক বৎসরের পর নির্ব্বীর্য্য ও লঘুপাক হয়। কিন্তু আসব ধাতু ও রস সকল (পারদাদি) পুরাণ হইলে গুণযুক্ত হইয়া থাকে॥ ২৪৬—২৪৭

ইতি ধাত্বাদি-শোধনাদি বিধি।

অথ স্নেহপানবিধি।

স্নেহ চতুর্বিধ যথা—ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ কাল পরে স্নেহপান করা কর্ত্তব্য। স্নেহ দ্বিযোনি যথা—স্থাবর ও জঙ্গম অর্থাৎ কতকগুলি স্নেহ স্থাবর হইতে উৎপন্ন এবং কতকগুলি জঙ্গম হইতে উৎপন্ন হয়। স্থাবর স্নেহ মধ্যে তিলতৈল এবং জঙ্গম স্নেহ মধ্যে ঘৃতই শ্রেষ্ঠ। দুইটি স্নেহের সংযোগে তিনটি স্নেহের সংযোগে এবং চারিটি স্নেহের সংযোগে যথাক্রমে যমক স্নেহ, ত্রিবৃত স্নেহ এবং মহাস্নেহ হইয়া থাকে, অর্থাৎ মিলিত ঘৃত তৈলে যমকাখ্য স্নেহ, মিলিত ঘৃত তৈল ও বসা দ্বারা ত্রিবৃতাখ্য স্নেহ এবং মিশ্রিত ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জাদ্বারা মহাস্নেহ হয়। তিনদিন চারিদিন পাঁচদিন বা ছয়দিন স্নেহ পান করিবে। (টীকার ব্যাখ্যা—মৃদুমধ্য ও ক্রূর কোষ্ঠকে অপেক্ষা করিয়া তিনদিন চারিদিন পাঁচদিন বা ছয়দিন স্নেহ পান করিবে। কারণ—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তি তিনদিন স্নেহ সেবনে স্নিগ্ধ হয়; মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তি চারিদিন স্নেহ সেবনে স্নিগ্ধ হয়; এবং ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি পাঁচদিন বা ছয়দিন স্নেহ সেবনে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। সেবিত স্নেহ সাতদিনের পর সাত্ম্যীভূত হয়। অর্থাৎ কি মৃদুকোষ্ঠ কি মধ্যকোষ্ঠ কি ক্রূরকোষ্ঠ সকলেরই সপ্তরাত্রের পর স্নেহ সাত্ম্যীভূত হইয়া থাকে। তাহা বায়ুর অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি, কোষ্ঠের শুদ্ধি এবং অঙ্গের, স্বরের ও বাক্যের মৃদুত্ব ও স্নিগ্ধত্ব, অঙ্গের লঘুত্ব, ধাতুর পুষ্টি, দন্তের দৃঢ়তা, জরাহীনতা, বলের বৃদ্ধি ও বর্ণের নির্ম্মলতা সাধন করে। ভক্তদ্বেষ ও গ্লানি প্রভৃতি জন্মায় না)। বুদ্ধিমান্ ভিষক্ দোষ কাল বয়স অগ্নি ও বল অবলোকন করিয়া স্নেহের হীন মাত্রা মধ্যমাত্রা ও জ্যেষ্ঠমাত্রা প্রয়োগ করিবে। অনুপযুক্ত মাত্রায় বা অনুপযুক্ত কালে স্নেহ পান করিলে, অথবা স্নেহপান করিয়া অনুচিত আহার বিহার করিলে সেই পীতস্নেহ-শোথ, অর্শঃ, তন্দ্রা, নিদ্রা ও সংজ্ঞাহীনতা আনয়ন করে।

দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে একপল পর্য্যন্ত (আট তোলা পর্য্যন্ত), মধ্যমাগ্নি ব্যক্তিকে ত্রিকর্ষ পর্য্যন্ত (ছয় তোলা পর্য্যন্ত), হীনাগ্নি ব্যক্তিকে দ্বিকর্ষ পর্য্যন্ত (চারি তোলা পর্য্যন্ত), স্নেহ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। স্নেহপান সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মত অপর তিন প্রকার মাত্রা প্রচলিত আছে, তদ্‌যথা—স্নেহের যে মাত্রা সমস্ত দিবা রাত্রে জীর্ণ হয়, তাহাকে মহতী মাত্রা; যে মাত্রা দিবাভাগ মধ্যে জীর্ণ হয়, তাহাকে মধ্যমা মাত্রা এবং যে মাত্রা অর্দ্ধ দিনে জীর্ণ হয়, তাহাকে অল্পামাত্রা বলিয়া জানিবে। অল্পামাত্রা সুখাবহা, তাহা অগ্নির দীপ্তিকর ও বৃষ্য এবং অল্পদোষে সুপূজিত। মধ্যমমাত্রা—স্নেহন, বৃংহণ ও ভ্রমনাশক। জ্যেষ্ঠমাত্রা—কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ ও গ্রহাপস্মার নাশক। মাত্রা সম্বন্ধে সুশ্রুতও কহিয়াছেন —যে মাত্রায় স্নেহপান করিলে তাহা দিবসের প্রথম প্রহর গত হইলেই পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সে মাত্রা অগ্নিদীপক এবং অল্পদোষে সুপূজিত; যে মাত্রায় স্নেহপান করিলে তাহা দিবসের অর্দ্ধভাগ অতীত হইলেই পরিপাক পাইয়া থাকে, সে মাত্রা বৃষ্য বৃংহণ ও মধ্যদোষে সুপূজিত; আর যে মাত্রায় স্নেহপান করিলে তাহা দিবসের শেষপ্রহরে পরিপাক হয়, সে মাত্রা স্নেহন জানিবে এবং তাহা বহুদোষে সুপূজিত। পিত্তাধিক্যে কেবল ঘৃত, বাতাধিক্যে সৈন্ধব সংযুক্ত ঘৃত এবং বহুকফে চিতা ত্রিকটু ও যবক্ষারসংযুক্ত ঘৃত প্রদেয়।

রুক্ষ ক্ষত ও বিষার্ত্ত ব্যক্তিদিগের, বাতরোগী ও পিত্তরোগিদিগের এবং মেধা ও স্মৃতিহীন ব্যক্তিদিগের ঘৃতপান প্রশস্ত। আর যাহারা কৃমিকোষ্ঠ, যাহারা বাতাক্রান্ত, যাহাদের কফ ও মেদঃ প্রবৃদ্ধ, যাহারা তৈল সাত্ম্য (তৈল সেবন যাহাদের সতত অভ্যাস) এবং যাহারা শরীরের দৃঢ়তাপ্রার্থী, তাহাদের তৈল পান হিতকর। যাহারা ব্যায়াম দ্বারা (শারীর শ্রম দ্বারা) কর্ষিত, যাহাদের শুক্র ও শোণিত শুষ্ক, যাহারা মহারুগ্ন এবং যাহাদের অগ্নিপ্রবল বায়ুপ্রবল ও প্রাণ (বল) অধিক, তাহাদিগকে বসাপান যোগ্য বলিয়া জানিবে। এবং যাহারা ক্রূরাশয় (ক্রূরকোষ্ঠ), ক্লেশসহ, বাতার্ত্ত ও দীপ্তাগ্নি তাহাদের পক্ষে মজ্জা বা ঘৃত সর্ব্বতঃ (সকল স্নেহ অপেক্ষা) হিতকর।

শীতকালে দিবসে, গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে, বাতপিত্তাধিক্যে রাত্রিতে এবং বাতশ্লেষ্মাধিক্যে দিবসে স্নেহপান করিবে। নস্যে অভ্যঙ্গে গণ্ডূষে এবং মস্তক কর্ণ ও নেত্র তর্পণে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তৈল বা ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ঘৃতে ঈষদুষ্ণ জল অনুপান, তৈলে যূষ অনুপান এবং বসায় ও মজ্জায় মণ্ড অনুপান প্রশস্ত ও সুখাবহ। স্নেহদ্বেষিদিগকে, শিশুদিগকে, বৃদ্ধদিগকে, সুকুমারদেহ ব্যক্তিদিগকে, কৃশব্যক্তিদিগকে ও তৃষ্ণালুব্যক্তিদিগকে এবং গ্রীষ্মসময়ে অন্নের সহিত স্নেহ পান করিতে দিবে।

বহুতিল ও অল্পতণ্ডুলে যবাগূ পাক করত তাহা ঘৃতে সংস্কৃত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করিলে সদ্যঃ স্নেহন ক্রিয়া সাধিত হয়। দোহনপাত্রে চিনি মিশ্রিত ঘৃত রাখিয়া তাহাতে গো দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ রুক্ষ ব্যক্তি পান করিলে সদ্যঃ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

অবৈধ আচরণ হেতু বা অধিক পরিমাণে স্নেহ পান হেতু যাহার স্নেহ পরিপাক প্রাপ্ত না হয়, অথবা উদরকে বিষ্টব্ধ করিয়া পরে পরিপাক পায়, উষ্ণজল পান দ্বারা তাহার বমন করাইবে। স্নেহের অজীর্ণ শঙ্কা হইলে অর্থাৎ অপরিপাক বোধ করিলে উষ্ণজল পান করিবে, তাহাতে উদ্গার শুদ্ধি হইবে ও অন্নের প্রতি রুচি জন্মিবে। পিত্তাধিকব্যক্তির অগ্নি স্নেহ-পান দ্বারা যদি খরতরীকৃত হয় এবং তজ্জন্য যদি তাহার বিষম তৃষ্ণা জন্মে. তাহা হইলে তাহাকে শীতল পায়স পান করিতে দিবে। তাহাতে তাহার তৃষ্ণা প্রশমিত হইবে।

অজীর্ণরোগী, উদররোগী, তরুণজ্বরগ্রস্তরোগী, দুর্ব্বল ব্যক্তি, অরোচক রোগাক্রান্তব্যক্তি, স্থূলব্যক্তি, মূর্চ্ছা-রোগান্বিত ব্যক্তি, মেহরোগী এবং যে ব্যক্তিকে বস্তি দেওয়া হইয়াছে বা বিরেচন করান হইয়াছে, অথবা বমন করান হইয়াছে, সে ব্যক্তি, তৃষ্ণা বা শ্রমান্বিত ব্যক্তি এবং আসন্নপ্রসবা স্ত্রী স্নেহ বর্জ্জন করিবে। দুর্দ্দিনেও (ঝড়বৃষ্টির দিনেও) স্নেহ পান করিবে না।

যাহারা স্বেদ্য (যাহাদিগকে স্বেদ দিতে হইবে), যাহারা সংশোধ্য (যাহাদিগকে বমন বিরেচনাদিদ্বারা সংশোধন করিতে হইবে), যাহারা মদ্যপানাসক্ত, মৈথুনাসক্ত, ব্যায়ামাসক্ত ও চিন্তক (সদা চিন্তান্বিত), যাহারা বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, রুক্ষ, ক্ষীণরক্ত, ক্ষীণশুক্র এবং যাহারা বাতার্ত্ত ও তিমিররোগার্ত্ত, তাহাদের পক্ষে স্নেহন (স্নেহ পান দ্বারা স্নিগ্ধতা সাধন) হিতকর।

সম্যক্ স্নিগ্ধের লক্ষণ—বায়ুর অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি, মলের স্নিগ্ধতা ও সরলতা, অঙ্গের কোমলত্ব ও স্নিগ্ধত্ব, গ্লানি, স্নেহদ্বেষ, অঙ্গলাঘব এবং ইন্দ্রিয়ের বৈমল্য সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। রুক্ষের লক্ষণ ইহার বিপরীত।

অতিস্নিগ্ধের লক্ষণ—ভক্তদ্বেষ (অন্নে অনভিলাষ), মুখস্রাব, গুহ্যদেশে দাহ, প্রবাহিকা, তন্দ্রা, অতিসার ও পাণ্ডু (পাঠান্তর-ষণ্ডত্ব), অতিরিক্ত স্নিগ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রুক্ষ ব্যক্তির স্নেহদ্বারা স্নেহন এবং অতি স্নিগ্ধ ব্যক্তির, শ্যামাতণ্ডুল ও চণকাদি দ্বারা এবং তক্র পিণ্যাক (তিলখলি) ও শক্তুদ্বারা রুক্ষণ কর্ত্তব্য। স্নেহসেবনকারির অগ্নির দীপ্তি, কোষ্ঠশুদ্ধি, ধাতুপুষ্টি, ইন্দ্রিয়দার্ঢ্য, জরারাহিত্য, এবং বল ও বর্ণের উৎকর্ষ হইয়া থাকে। স্নেহ সেবন কালে ব্যায়াম, অতিশৈত্য, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, অভিষ্যন্দি দ্রব্য ও রুক্ষান্ন বিসর্জ্জন করিবে॥ ১—৩৩

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমনমিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে স্নেহপানবিধি

অথ পঞ্চকর্ম্ম-বিধি।

পঞ্চকর্ম্ম—প্রথম বমন পরে বিরেচন অনুবাসন নিরূহ ও নাবন (নস্য) এই পাঁচটি পঞ্চকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত॥ ১

বমন বিধি—চিকিৎসা-নিপুণ ভিষক্ শরৎকালে বসন্তকালে ও প্রাবৃট্ কালে বমন এবং বিরেচন করাইবে। বলবান্ ব্যক্তিকে, কফব্যাপ্ত ব্যক্তিকে, হৃল্লাসাদি নিপীড়িত ব্যক্তিকে, বমনসাত্ম্য ব্যক্তিকে ও ধীরচিত্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে। বিষদোষে, স্তন্যরোগে (দুষ্টদুগ্ধপানজনিত বালকের রোগে) অগ্নিমান্দ্য এবং শ্লীপদ অর্ব্বুদ হৃদ্রোগ কুষ্ঠ বীসর্প মেহ অজীর্ণ ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন) বিদারিকা অপচী কাস শ্বাস পীনস বৃদ্ধি অপস্মার জ্বর উন্মাদ রক্তাতিসার নাসাপাক তালুপাক ওষ্ঠপাক কর্ণস্রাব অধিজিহ্বক গলশুণ্ডী অতিসার পিত্তশ্লেষ্মরোগ মেদোরোগ ও অরুচি এই সকল রোগে বমন করাইবে। আর তিমিররোগী গুল্মরোগী উদররোগী কৃশব্যক্তি এবং অতিবৃদ্ধ গর্ভিণী স্থূল ক্ষতাতুর মদার্ত্ত বালক রুক্ষ ক্ষুধিত নিরূহিত-ব্যক্তি উদাবর্ত্ত-রোগী ঊর্দ্ধরক্তী (যাহার নাসা নেত্র কর্ণ ও মুখমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হয়) দুশ্ছর্দ্দ ব্যক্তি (যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক রুক্ষ-কর্কশদ্রব্য ভুক্ত হইয়াছে) কেবল বাতার্ত্ত পাণ্ডুরোগী কৃমিব্যাপ্ত এবং পঠন হেতু (পাঠান্তর-পবন হেতু) স্বরভেদবান্, এই সকল ব্যক্তি বাম্নীয় নহে

অর্থাৎ ইহাদিগকে বমন করাইবে না। তবে ইহারাও যদি অজীর্ণপীড়িত বা বিষপীড়িত অথবা কফব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকেও যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। সুকুমার ব্যক্তিকে, কৃশব্যক্তিকে, বালককে বৃদ্ধকে ও ভীরু ব্যক্তিকে যবাগূ অথবা দুগ্ধ দধি ও তক্র পান করাইয়া বমন করাইবে। অসাত্ম্য ও শ্লেষ্মকর ভোজ্য ভোজন করাইয়া প্রথমে দোষকে উৎক্লেশিত (বহির্গমনোন্মুখ) করতঃ স্নিগ্ধস্বিন্ন ব্যক্তিকে বমন-ঔষধ প্রয়োগ করিলে সম্যক্ বমন হইয়া থাকে। বমনকারক দ্রব্য সমূহের মধ্যে সৈন্ধব ও মধু হিতকর। বমন দ্রব্য বীভৎস (কুরূপ) এবং বিরেচন দ্রব্য তদ্বিপরীত অর্থাৎ সুরূপ প্রয়োগ করিবে। কোন দ্রব্যের ক্বাথ খাওয়াইয়া বমন করাইতে হইলে সেই ক্বাথ্যদ্রব্য অর্দ্ধসের পরিমাণে লইয়া ষোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া আটসের থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ বমনে প্রয়োগ করিবে। বমনার্থ ক্বাথপানের শ্রেষ্ঠমাত্রা নয়প্রস্থ পর্য্যন্ত; মধ্যম মাত্রা ছয় প্রস্থ পর্য্যন্ত এবং কনিষ্ঠ মাত্রা তিন প্রস্থ পর্য্যন্ত উক্ত আছে। বমনে বিরেচনে এবং রক্তমোক্ষণে প্রস্থের পরিমাণ সাড়ে ছয় পল জানিবে। বমনার্থ কল্ক চূর্ণ ও অবলেহের শ্রেষ্ঠ মাত্রা তিন পল, মধ্যম মাত্রা দুইপল এবং কনিষ্ঠ মাত্রা এক পল। বমনৌষধ সেবন দ্বারা আটবার বমন বেগ উপস্থিত হইলে এবং তদ্দ্বারা দুষ্ট পদার্থ সকল বমন হইয়া শেষে পিত্তবমন হইতে আরম্ভ হইলে, তাহাই বমনে উত্তমবেগ; আর ছয় বেগকে মধ্যমবেগ এবং চারিবেগকে কনিষ্ঠবেগ বলিয়া জানিবে। কটু-তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বমনৌষধ দ্বারা কফকে, মধুর ও শীতল বমনৌষধ দ্বারা পিত্তকে এবং মধুর-লবণ-অম্ল ও উষ্ণ বমনৌষধদ্বারা বায়ুসংসৃষ্ট কফকে জয় করিবে। কফপীড়ায় পিপুল ময়নাফল ও সৈন্ধব লবণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। পিত্তপীড়ায় পলতা বাসক ও নিম শীতল জলের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। শ্লেষ্মসমাবৃত বাতপীড়ায় দুগ্ধের সহিত ময়নাফল পান করাইবে। অজীর্ণে ঈষদুষ্ণজল সহ সৈন্ধব পান করিয়া বমন করাইবে। বমনৌষধ পান করিয়া জানুসম উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া এরণ্ডের নালদ্বারা কণ্ঠাভ্যন্তরদেশ স্পর্শ করিবে, তাহা হইলেই বমন হইবে। দুশ্ছর্দ্দিতে অর্থাৎ সম্যক্ বমন না হইলে মুখস্রাব, হৃদ্গ্রহ (হৃদয় বিবদ্ধতা ও হৃদ্ব্যথা), কোঠ ও কণ্ডু উপস্থিত হয়। অতি বান্তে অর্থাৎ অত্যন্ত বমন হইলে তৃষ্ণা, হিক্কা, উদ্গার, সংজ্ঞানাশ, জিহ্বানিঃসরণ, চক্ষুর ব্যাবর্ত্তন (উল্টাইয়া যাওয়া), হনুসংহতি (হনুদ্বয়ের মিলন অর্থাৎ চোয়াল ধরা), রক্তবমন, নিষ্ঠীবন (অল্প উদ্গিরণ) ও কণ্ঠপীড়া এই সকল উপদ্রব জন্মে। বমনের অতিযোগ হইলে মৃদু বিরেচন করাইবে। বমনদ্বারা জিহ্বা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গেলে স্নিগ্ধাম্ললবণসংযুক্ত ঘৃতের দুগ্ধের বা মাংস রসের হৃদ্য কবল ধারণ করিবে; অপর ব্যক্তিদিগকে তাহার সম্মুখে অম্লফল খাইতে দিবে। আর জিহ্বা নিঃসৃত হইয়া পড়িলে জিহ্বাকে তিল ও দ্রাক্ষার কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে। নেত্র ব্যাবৃত্ত হইয়া গেলে (উল্টাইয়া গেলে) তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া ধীরে ধীরে টিপিয়া যথাবস্থিত করিবে। হনুসন্ধি শ্লথ হইয়া পড়িলে বাতশ্লেষ্মনাশক স্বেদ ও নস্য প্রয়োগ করিবে। রক্ত নিষ্ঠীবন হইতে থাকিলে রক্তপিত্তবিধানে চিকিৎসা করিবে। আমলকী, রসাঞ্জন, বেণামূল, খৈ, চন্দন ও জল দ্বারা মন্থ প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত মধু চিনি মিশাইয়া পান করাইলে বমনজনিত তৃষ্ণাদি রোগ সকল প্রশমিত হইয়া থাকে। হৃদয় কণ্ঠ ও মস্তকের শুদ্ধি, অগ্নির দীপ্তি, দেহের লঘুতা এবং কফপিত্তের নাশ, সম্যক্ বমন হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। সম্যগ্ বমনান্তর অগ্নির দীপ্তি হইলে অপরাহ্নে মুগের দাল, ষষ্টিক বা শালি-তণ্ডুলের অন্ন এবং হৃদ্য জাঙ্গলমাংসরস ভোজন করিতে দিবে। তন্দ্রা নিদ্রা মুখদৌর্গন্ধ্য কণ্ডু গ্রহণী ও আম বিষ এই সকল পীড়া সুবান্ত ব্যক্তিকে কদাচ পীড়া দিতে পারে না। বমন করিয়া একদিন অর্থাৎ সেই দিন অপক্ব-ভোজ্য, শীতলজল, ব্যায়াম (শারীর শ্রম), মৈথুন, স্নেহাভ্যঙ্গ ও রোষ পরিত্যাগ করিবে॥ ১—৩২

ইতি বমনাধিকার।

বিরেচন বিধি।

রোগিকে স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ, স্বেদদ্বারা স্বিন্ন ও বমনৌষধদ্বারা বমন করাইয়া পরে সম্যগ্ বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ অবান্ত ব্যক্তির কফ অধঃস্রস্ত হইয়া গ্রহণীকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং অগ্নিমান্দ্য দেহগৌরব বা প্রবাহিকা জন্মায়। অতএব অগ্রে বমন করাইয়া পরে বিরেচন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। অথবা পাচন ঔষধ দ্বারা প্রথমে অপক্বকফের পরিপাক করা বিধেয়। বসন্ত ও শরৎ ঋতুতে দেহশুদ্ধির জন্য বিরেচন করাইবে। প্রাণসঙ্কট কার্য্যে শোধন আবশ্যক হইলে অন্য ঋতুতেও বিরেচনাদিদ্বারা শোধন করিবে। পিত্তপীড়ায়, আমসম্ভূত পীড়ায়, উদররোগে, আধ্মানে বিশেষতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিতে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা দোষ সকল জিত হইলে তাহাও বরং কখন আবার প্রকুপিত হইতে পারে। কিন্তু যে সকল দোষ শোধন দ্বারা শোধিত হয়, তাহাদের আর কখন পুনরুদ্ভব হয় না।

বালক, বৃদ্ধ, স্নেহদ্বারা অতিস্নিগ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ভয়ান্বিত, শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, স্থূল, গর্ভিণী, নবজ্বরী, নবপ্রসূতা স্ত্রী, মন্দাগ্নি, মদাত্যয়রোগী, শল্যার্দ্দিত ও রুক্ষ এই সকল ব্যক্তি বিরেচনার্হ নহে।

জীর্ণজ্বরী, গরব্যাপ্ত ব্যক্তি, বাতরোগী, ভগন্দররোগী এবং অর্শঃ-পাণ্ডু-জঠর-গ্রন্থি-হৃদ্রোগ-অরুচি-যোনিরোগ-প্রমেহ-গুল্ম-প্লীহা-ব্রন-বিদ্রধি-বমি-বিস্ফোট-বিসূচী-কুষ্ঠ-কর্ণরোগ নাসারোগ-শিরোরোগ-মুখরোগ-গুদরোগ-লিঙ্গরোগ-প্লীহশোথ-নেত্ররোগ-কৃমিরোগ-ক্ষারপীড়া-অনিলপীড়া-শূল ও মূত্রাঘাত এই সকল পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিরেচন যোগ্য জানিবে।

বহুপিত্তবিশিষ্ট কোষ্ঠকে মৃদু, বহুশ্লেষ্মবিশিষ্ট কোষ্ঠকে মধ্যম এবং বহু বাতবিশিষ্ট কোষ্ঠকে ক্রূর-কোষ্ঠ বলিয়া জানিবে, ক্রূরকোষ্ঠ দুর্বিরেচ্য বলিয়া কথিত হয়। মৃদুকোষ্ঠে মৃদু মাত্রায় মৃদুবীর্য্য দ্রব্যের বিরেচন, মধ্যমকোষ্ঠে মধ্যম মাত্রায় মধ্যবীর্য্য দ্রব্যের বিরেচন এবং ক্রূরকোষ্ঠে তীক্ষ্মমাত্রায় তীক্ষ্মবীর্য্য দ্রব্যের বিরেচন প্রযোজ্য। মৃদুকোষ্ঠে দ্রাক্ষা দুগ্ধ এরণ্ড তৈল দ্বারাই বিরেচন হয়। মধ্যমকোষ্ঠে তেউড়ী কটকী ও সোন্দালের দ্বারা বিরেচন হয়। ক্রূরকোষ্ঠে—মনসার আটা, স্বর্ণক্ষীরী (চোক্) ও জয়পালাদিদ্বারা বিরেচন হইয়া থাকে।

বিরেচনৌষধ সেবন দ্বারা ত্রিশবার বিরেচন বেগ উপস্থিত হইলে এবং তদ্দ্বারা দুষ্ট পদার্থ সকল বিরেচিত হইয়া শেষে কফনির্গত হইতে আরম্ভ হইলে তাহাই বিরেচনের শ্রেষ্ঠ মাত্রা; বিংশতি বেগদ্বারা মধ্যমমাত্রা এবং দশবেগ দ্বারা হীনমাত্রা জানিবে। কষায় দ্বারা বিরেচন করাইতে হইলে দুইপল কষায় শ্রেষ্ঠ বিরেচন, একপল কষায় মধ্যম বিরেচন এবং অর্দ্ধপলকষায় কনিষ্ঠ বিরেচন। কল্ক-মোদক ও চূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইতে হইলে তাহাদের মাত্রা এক কর্ষ পর্য্যন্ত, ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিতে হইলে রোগির বয়স ও রোগাদি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মাত্রা দুইকর্ষ বা একপল পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তাধিকরোগে দ্রাক্ষাক্কাথাদির সহিত তেউড়ী চূর্ণ পান করিবে। কফাধিক রোগে ত্রিফলা ক্কাথ ও গোমূত্রের সহিত ত্রিকটু চূর্ণ পান করিবে। বাতার্দ্দিত ব্যক্তি বিরেচনার্থ তেউড়ী সৈন্ধব ও শুঁঠের চূর্ণ অম্ল রসের সহিত অথবা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত পান করিবে; কিংবা এরণ্ডতৈল দ্বিগুণ ত্রিফলা ক্কাথের সহিত অথবা দুগ্ধের সহিত পান করিবে। তাহাতে শীঘ্রই বিরেচন হইবে।

বর্ষাকালে বিরেচনার্থ—তেউড়ী, কুড়চী বীজ, (ইন্দ্রযব), পিপুল ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ, দ্রাক্ষা ক্কাথ ও মধুসহ প্রয়োগ করিবে। শরৎকালে বিরেচনার্থ তেউড়ী, দুরালভা, মুতা, শর্করা, বালা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ, দ্রাক্ষাক্কাথ শীতল করিয়া তৎসহ পান করিবে। শীত ও বসন্তকালে বিরেচনার্থ—পিপুল, শুঁঠ, সৈন্ধব লবণ, শ্যামালতা ও তেউড়ী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। গ্রীষ্মকালে বিরেচনার্থ তেউড়ীচূর্ণ ও চিনি তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খাইবে।

অভয়া মোদক—অভয়া (হরীতকী), মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুলমূল, দারুচিনি, তেজপত্র ও মুতা প্রত্যেক সমভাগ; দন্তী তিনগুণ; তেউড়ী আটগুণ ও চিনি ছয়গুণ, যথাবিধানে মধুর সহিত এই সকল দ্রব্যে দুইতোলা পরিমিত মোদক সকল প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহার এক একটি মোদক ভক্ষণ করত শীতল জল অনুপান করিবে। এই মোদক ভক্ষণ করিয়া যতক্ষণ না উষ্ণ সেবন করিবে, ততক্ষণ বিরেচন হইতে থাকিবে। এই মোদক সেবন করিয়া পান আহার ও বিহার কোন বিষয়ে যন্ত্রণা পাইতে হয় না। ইহা দ্বারা বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কাস, ভগন্দর এবং পৃষ্ঠ-পার্শ্ব-উরু-জঘন-জঙ্ঘা ও উদরের বেদনা নিবারিত হয়। এই মোদক সেবন করিয়া একদিন (সেবন দিন) স্নেহাভ্যঙ্গ ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। ইহা সতত সেবন করিলে পলিত নাশ হয়। এই অভয়া মোদককে রসায়ন প্রধান বলিয়া জানিবে।

বিরেচনৌষধপানানন্তর—শীতল জলে নেত্রদ্বয় সেচন এবং কিঞ্চিৎ সুগন্ধি দ্রব্য আঘ্রাণ করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে, নির্ব্বাতস্থানে থাকিবে, মলবেগ উপস্থিত হইলে তাহা ধারণ করিবে না, শয়ন করিবে না; শীতল জল কদাচ স্পর্শ করিবে না, ঈষদুষ্ণ জল মুহুর্মুহুঃ পান করিবে। বমনে যেমন কফ ঔষধ পিত্ত ও বায়ু ক্রমশঃ নির্গত হয়, বিরেচনে ও তেমনি মল পিত্ত ঔষধ ও কফ ক্রমশঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে।

দুর্ব্বিরিক্ত হইলে অর্থাৎ সম্যক্ বিরেচন না হইলে নাভিদেশে স্তব্ধতা, কুক্ষিদেশে শূলনি ও বেদনা, মল ও বাতের বিবদ্ধতা, কণ্ডু ও মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, গাত্রগৌরব, বিদাহ, অরুচি, আধ্মান, ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন) ও বমন এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থা ঘটিলে পাচন-স্নেহদ্বারা দুষ্টমলাদির পরিপাক এবং রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার বিরেচন করাইবে তাহা হইলে উপদ্রব সমূহের প্রশম, অগ্নির দীপ্তি এবং দেহের লঘুতা হইবে।

বিরেচনের অতিযোগ হইলে মূর্চ্ছা, গুদভ্রংশ,

শূলনি ও অধিক কফনির্গম হয়, অথবা—মাংস ধাবন (মাংস ধোওয়া) জল সন্নিভ বা মেদোনিভ, অথবা জলাভাস রক্ত বিরেচন হইতে থাকে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে রোগির শরীর শীতল জলে পরিষিক্ত করিয়া মধুমিশ্র শীতল তণ্ডুলোদক দ্বারা মৃদু বমন করাইবে। দধিতে বা সৌবীরকে আমছাল বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিবে। প্রলেপ দ্বারা উল্বণ অতিসার প্রশমিত হইবে। নিস্তুষীকৃত পক্ক বা অপক্ক যবে সৌবীর প্রস্তুত করা গিয়া থাকে (সৌবীর—সন্ধানবিশেষ)। ছাগ-দুগ্ধ এবং ছাগের বিষ্কিরপক্ষির বা হরিণের মাংস রস অথবা মসুর যূষসহ শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাইবে। শীতল-সংগ্রাহি-দ্রব্য দ্বারা মলের সংগ্রহ করিবে (তরল মলকে গাঢ়ীভূত করিবে)। শরীরের লঘুতা হইলে, মনের তুষ্টি হইলে এবং বায়ুর অনুলোম হইলে রোগিকে সুবিরিক্ত জ্ঞান করিয়া রাত্রিতে পাচন পান করাইবে। বিরেচন সেবনে ইন্দ্রিয় সকলের বল, বুদ্ধির প্রসাদ, অগ্নির দীপ্তি এবং ধাতুর স্থৈর্য্য ও বয়সের স্থৈর্য্য হইয়া থাকে।

বিরেচিত ব্যক্তি প্রবাত সেবন (বায়ুপ্রবাহ গাত্রে লাগান), শীতল জল, স্নেহাভ্যঙ্গ অপক্কভোজ্য, ব্যায়াম ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। শালি বা ষষ্টিক তণ্ডুল ও মুদ্গাদি দ্বারা যবাগূ পাক করিয়া সেই যবাগূ ভোজন করাইবে। অথবা জঙ্গাল জন্তুর বা বিষ্কির পক্ষির মাংসরস সহ অন্ন খাইতে দিবে॥ ৩৩—৭৭

স্নেহবস্তি বিধি।

বস্তি দ্বিবিধ যথা—অনুবাসন ও নিরূহ। স্নেহ যোগে যে বস্তি দেওয়া যায়, তাহাকে অনুবাসন এবং কষায়-দুগ্ধ ও তৈল যোগে যে বস্তি দেওয়া যায়, তাহাকে নিরূহ কহে। মৃগাদির বস্তিদ্বারা (মূত্রাশয় দ্বারা) বস্তিপুট প্রস্তুত করিয়া সেই বস্তিপুট দ্বারা বস্তিদ্রব গুহ্যাদিমার্গে প্রয়োগ করা যায় বলিয়া ইহা বস্তি নামে কথিত হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ বস্তির মধ্যে অনুবাসনাখ্য বস্তি অগ্রে বর্ণন করিব। মাত্রাবস্তি বলিয়া যে বস্তি কথিত হয়, তাহা অনুবাসন ভেদমাত্র জানিবে। তাহার মাত্রা দুইপল বা একপল। রুক্ষব্যক্তি, তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তি ও কেবল বাতার্দ্দিত ব্যক্তি অনুবাস্য অর্থাৎ অনুবাসনের যোগ্য। কুষ্ঠরোগী, মেহরোগী, উদররোগী ও স্থূল ব্যক্তি অননুবাস্য অর্থাৎ ইহারা অনুবাসন যোগ্য নহে। জীর্ণব্যক্তি, উন্মাদ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, তৃষ্ণার্দ্দিত ব্যক্তি এবং শোথ, মূর্চ্ছা, অরুচি, ভয়, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়াতুর ব্যক্তি ইহারা নিরূহ যোগ্যও নহে, অনুবাসন যোগ্যও নহে।

স্বর্ণাদি ধাতুদ্বারা, কাষ্ঠদ্বারা, বাঁশদ্বারা, নলদ্বারা হস্ত্যাদির দন্ত দ্বারা, শৃঙ্গাগ্রদ্বারা বা মণিদ্বারা বস্তির নেত্র (নল) প্রস্তুত করিবে। (টীকা। নেত্রশব্দে যে নল বুঝায়, তাহা বিশ্বকোষে উক্ত আছে, তদ্‌যথা—নেত্রশব্দ মন্থগুণে বস্ত্রে তরুমূলে বিলোচনে (নয়নে) নেত্রবস্তে ও নাড়ীতে (নলে) বর্ত্তে।) এক বৎসর হইতে ছয় বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে নেত্রের দৈর্ঘ্য ছয় অঙ্গুলী; তদূর্দ্ধ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আট অঙ্গুল; তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি দিগের পক্ষে বার অঙ্গুল। নেত্রাভ্যন্তর ছিদ্র পরিমাণ যথাক্রমে মুদ্গ প্রমাণ, মটরপ্রমাণ ও কুলপ্রমাণ অর্থাৎ মুদ্গপ্রমাণ ছিদ্র বিশিষ্ট নেত্র, ছয়বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বালকে, মটর প্রমাণ ছিদ্র বিশিষ্ট নেত্র, দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বালকে এবং কুলপ্রমাণ ছিদ্রবিশিষ্ট নেত্র, তদূর্দ্ধবয়সের ব্যক্তিতে প্রযোজ্য। নেত্র মসৃণ ও গোপুচ্ছাকার হইবে অর্থাৎ গোরুর লাঙ্গুলের ন্যায় মূলভাগে স্থূল ও ক্রমে সূক্ষ্ম করিতে হইবে। মূলভাগে নেত্রকে আতুরের অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ এবং অগ্রভাগে কনিষ্ঠাঙ্গুল প্রমাণ স্থূল করিতে হইবে, এবং নেত্রের মুখ গুটিকাকৃতি (বর্ত্তুলবৎ) হইবে। নেত্রের মূলভাগে চতুর্থাংশ পরিমিত স্থানে দুইটি কর্ণিকা করিবে (গবাদির কর্ণবৎ বা ছত্রাকৃতি দুইটি কর্ণিকা স্থাপন করিবে)। এবং সেই কর্ণিকাদ্বয়ে বস্তিপুট যোজনা করিয়া প্রত্যেক কর্ণিকার সহিত বস্তি পুটকে দুই দৃঢ়বন্ধনে সম্বন্ধ করিবে। মৃগ, ছাগ, শূকর, গো বা মহিষের বস্তি অর্থাৎ মূত্রকোষ লইয়া তাহাতে বস্তিপুট প্রস্তুত করিবে। তদলাভে চর্ম্মের বস্তি তৈয়ার করিবে। বস্তিচর্ম্মকে কষায়-রক্ত মৃদু স্নিগ্ধ ও দৃঢ় করিবে। ব্রণবস্তির নেত্র মসৃণ ও অষ্টাঙ্গুল পরিমিত, তাহার অভ্যন্তরচ্ছিদ্র মুদ্গপ্রবেশ যোগ্য এবং স্থৌল্য গৃধ্রের পক্ষনলিকাবৎ। বস্তি সম্যক্ সেবিত হইলে শরীরের উপচয় বর্ণ বল আরোগ্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

শীত ও বসন্তকালে দিবসে স্নেহবস্তি অর্থাৎ অনুবাসন প্রদান করিবে। গ্রীষ্ম বর্ষা ও শরৎ কালে রাত্রিতে অনুবাসন দিবে। অতিস্নিগ্ধ (বহুল ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ভোজ্য) ভোজন করাইয়া অনুবাসন প্রদান করিবে না। কারণ দ্বিধা প্রযোজিত স্নেহ-(ভোজনে প্রযোজিত ও বস্তিতে প্রযোজিত স্নেহ) মদ ও মূর্চ্ছা জন্মাইয়া থাকে। আর অত্যন্ত রুক্ষ ভোজ্য ভোজন করাইয়াও অনুবাসন দিবে না। তাহাতেও বল ও বর্ণ নাশ হয়। অতএব যথোচিত স্নেহ বিশিষ্ট ভোজ্য ভোজন করাইয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অনুবাসন ও নিরূহ এই উভয় বস্তিই হীনমাত্রায় প্রদত্ত হইলে তাহারা বিশেষ কার্য্যকারী হয় না। এবং অতি

মাত্রায় প্রযোজিত হইলেও তাহারা আনাহ ক্লম ও অতিসার উৎপাদন করে। অনুবাসন কার্য্যে ছয় পলে শ্রেষ্ঠা মাত্রা, তিন পলে মধ্যমা মাত্রা এবং দেড়পলে হীনা মাত্রা উক্ত হইয়াছে। অনুবাসনার্থ স্নেহে শুলফা ও সৈন্ধব চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। তাহার শ্রেষ্ঠমাত্রা ছয় মাষা, মধ্যম মাত্রা চারি মাষা এবং কনিষ্ঠ মাত্রা দুই মাষা। বিরেচন করাইবার পর সাত দিন গত হইলে অনুবাসন যোগ্য রোগী কিছু বলবান্ হইলে তাহাকে অন্ন ভোজন করাইয়া অনুবাসন বস্তি প্রদান করিবে।

বস্তিপ্রয়োগবিধি—যে ব্যক্তিকে অনুবাসন বস্তি দিতে হইবে, তাহাকে প্রথমে তৈলাদি অভ্যঙ্গ উষ্ণজলে স্নান, যথাশাস্ত্র ভোজন, পদব্রজে ভ্রমণ ও মলমূত্রাদি ত্যাগ করাইবে। অনন্তর সে ব্যক্তি বামজঙ্ঘা প্রসারিত এবং দক্ষিণ জঙ্ঘা সঙ্কুচিত করিয়া বামপার্শ্বে শুইবে। এইরূপে শুইলে তাহার গুহ্যমার্গ তৈলাক্ত করিয়া তন্মধ্যে বস্তির নেত্র প্রবেশিত করিয়া দিবে। এবং সূত্রবদ্ধ নেত্রমুখ বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মধ্যবেগে বস্তি পুট পীড়ন করিবে (চিপিবে)। বস্তি প্রয়োগ কালে রোগী হাই তুলিবে না, কাসবে না ও হাঁচিবেনা। ত্রিংশন্মাত্রা পরিমিত কাল অর্থাৎ ত্রিশটি গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, সেই পরিমিত কাল বস্তি পীড়ন করিবে। বস্তি পীড়নে ইহার অধিক সময় যেন না লাগে। গুহ্যমার্গে স্নেহ প্রবেশিত হইলে বাক্শতকাল অর্থাৎ এক শত গুরু অক্ষর উচ্চারণে যত সময় লাগে, তত সময় উত্তান হইয়া (চিত হইয়া) থাকিবে। এবং নিজ জানুর উপর ছোটিকা যুক্ত (তুরি যুক্ত) করাবর্ত্ত করিবে। মানবের নিমেষোন্মেষণে যত সময় লাগে বা অঙ্গুলিদ্বারা ছোটিকা করিতে (তুরি দিতে) যত সময় লাগে, অথবা একটি গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে—তাহাই এক মাত্রার পরিমাণ। সর্ব্বত্রই মাত্রার পরিমাণ এইরূপ জানিবে। বস্তিগ্রহণানন্তর সর্ব্বগাত্র প্রসারিত করিয়া অবস্থান করিবে, যেন বীর্য্য অর্থাৎ স্নেহাদি অবাধে পরিসর্পণ করিতে পারে। আর ধীরে ধীরে তিন তিন বার পদতলদ্বয়ে ও পাছাদ্বয়ে আঘাত করিবে এবং পায়ের দিকের শয্যা ধরিয়া শ্রোণীকে ও শয্যাকে উৎক্ষিপ্ত করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার নিজ হস্তদ্বয় দ্বারা (বা পার্ষ্ণিদ্বয় দ্বারা) পাছাদ্বয়ে পূর্ব্ববৎ আঘাত করিবে এবং পায়ের দিক্ হইতে শয্যাকেও তিন বার উৎক্ষিপ্ত করিবে। বস্তি বিধান যথাবৎ সম্পাদিত হইলে যথাসুখ নিদ্রা যাইবে। যাহার গুহ্যমার্গ প্রেরিত স্নেহ বিনা উপদ্রবে পুরীষ ও বায়ুর সহিত শীঘ্র প্রত্যাগত হয় (বহির্গত হইয়া আইসে), তাহাকে সম্যক্ অনুবাসিত বলিয়া জানিবে। স্নেহ প্রত্যাগত হইলে এবং পূর্ব্বভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে রোগী যদি দীপ্তাগ্নি হয়, তাহা হইলে সায়ংকালে তাহাকে যথাভিলাষ লঘু অন্ন ভোজন করিতে দিবে। অনুবাসিত ব্যক্তিকে পরদিন ঈষদুষ্ণজল, অথবা স্নেহব্যাপত্তিনাশক (স্নেহপীড়া নিবারক) ধান্যশুণ্ঠীকষায় পান করিতে দিবে। এইরূপ বিধানে ছয় সাত আট বা নয় বার বস্তি প্রয়োগ করিবে। তৎপরে নিরূহ বস্তি দিবে। প্রদত্ত প্রথম বস্তি মূত্রাশয় ও বঙ্ক্ষণকে স্নিগ্ধ করে। দ্বিতীয় বস্তি মূর্দ্ধস্থ বায়ুকে প্রশমিত করে। তৃতীয় বস্তি বল ও বর্ণ জন্মায়। চতুর্থ ও পঞ্চম বস্তি রস ও রক্তকে স্নিগ্ধ করে। ষষ্ঠ বস্তি মাংসকে এবং সপ্তম বস্তি মেদকে স্নিগ্ধ করে। অষ্টম ও নবম বস্তি যথাক্রমে অস্থিকে ও মজ্জাকে স্নিগ্ধ করে। দ্বিগুণ বস্তি প্রদত্ত হইলে অর্থাৎ অষ্টাদশ দিবসাবধি বস্তি প্রদান করিলে শুক্রগত দোষ প্রশমিত হয়। যে ব্যক্তি অষ্টাদশ দিন বস্তি নিষেবণ করে, সে ব্যক্তি হস্তিতুল্য বলশালী, অশ্ববৎ বেগবান্ এবং অমর সদৃশ সুদৃশ্য হয়। যে ব্যক্তি রুক্ষ ও বাতবহুল তাহাকে দিন দিন স্নেহবস্তি প্রদান করিবে। কিন্তু অন্যস্থলে অগ্নিমান্দ্য ভয়ে তিন দিন অন্তর স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রুক্ষদেহে অল্পমাত্র স্নেহ দীর্ঘকাল প্রযোজিত হইলেও তাহা পীড়াজনক হয় না। তথা স্নিগ্ধদেহে অল্পমাত্র নিরূহ প্রযোজিত হইলেও তাহা অহিত করে না, অপিচ তাহা প্রশস্ত। অথবা স্নেহবস্তি প্রয়োগ মাত্র তৎক্ষণাৎ যাহার কেবল স্নেহ নির্গত হইয়া আইসে, তাহাকেও অল্পতর স্নেহ প্রদেয়। কারণ স্নিগ্ধদেহে প্রদত্ত স্নেহ অবস্থিতি করিতে পারে না। অশুদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রদত্ত স্নেহ যদি মলমিশ্র হইয়া প্রত্যাগত না হয়, তাহা হইলে অঙ্গাবসাদ, আধ্মান, শূল, শ্বাস ও পক্বাশয়ে গুরুত্ব এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থা ঘটিলে তীক্ষ্ণ ঔষধ যুক্ত তীক্ষ্ণ নিরূহণ অথবা ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। যেমন বিরেচন দিলে বায়ুর ও মলের অনুলোম হয় এবং শরীরে স্নেহ জন্মে, সেইরূপ বিরেচন দিবে। এবং তীক্ষ্ণ নস্যও প্রয়োগ করিবে। প্রদত্ত স্নেহবস্তি যদি যথাসময়ে নিঃসৃত না হয়, এবং নিঃসৃত না হইয়াও যদি কোন উপদ্রব না জন্মায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, রুক্ষতা হেতুই সমস্ত বা অল্পাংশ স্নেহ ব্যাবৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে কোন প্রতিকার আবশ্যক করে না, অপিচ তাহা উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি তাহা অহোরাত্রের মধ্যে প্রত্যাগত না হয়, তাহা হইলে সংশোধন দ্বারা (বিরেচন দ্বারা) সেই স্নেহ নির্হরণ করিবে। স্নেহবস্তি অনাগত হইলে অন্যস্নেহ প্রয়োগ বিধেয় নহে।

সর্ব্বপ্রকার বাতবিনাশক অনুবাসন—গুলঞ্চ, এরণ্ড, পূতিক (করঞ্জ), বামুনহাটী, বাসক, রৌহিষ (রাম কর্পূর, সুগন্ধি তৃণবিশেষ), শতমূলী, সহচর (পীতঝিন্টী) ও কাকনাসা (কাকঠোঁটা) প্রত্যেক এক এক পল ; যব, মাষকলাই, মসিনা, কুল-শুঁঠ, কুলত্থ কলাই প্রত্যেক দুই দুই পল। এই সকল দ্রব্য চারি দ্রোণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং সেই ক্বাথের সহিত এক আঢ়ক তৈল ও এক এক পল পরিমিত জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্য সমূহের কল্ক পাক করিবে। ইহা অনুবাসনে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার বাত রোগ প্রশমিত হয়।

বস্তিকর্ম্মের দোষে ছিয়াত্তর প্রকার ব্যাপত্তি (ব্যাধি) জন্মে। অতএব সমুচিত নেত্রাদি সামগ্রী দ্বারা সুশ্রুত মতে সেই সকল ব্যাপত্তির চিকিৎসা করিবে। স্নেহপানে যেরূপ পানাহার বিহার করিতে হয় এবং যাহা যাহা পরিহার করিতে হয়, বস্তিকার্য্যে ও সেই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে॥ ৭৮—১২৮

নিরূহবস্তিবিধি।

সমবায়ি-কারণ বিশেষে নিরূহবস্তির বহু প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। সেই কারণ বিশেষ দ্বারাই মুনিগণ কর্তৃক তাহাদের নামও কৃত হইয়াছে। (যেমন উৎক্লেশন বস্তি, দোষহর বস্তি, শমন বস্তি ইত্যাদি।) নিরূহের অপর নাম আস্থাপন। বাতাদি দোষের ও রসরক্তাদি ধাতু সমূহের স্বস্থানে স্থাপন হেতু উহার নাম স্থাপন বা আস্থাপন হইয়াছে। নিরূহের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সপাদ প্রস্থ (একপ্রস্থ ও সিকি প্রস্থ), মধ্যম পরিমাণ একপ্রস্থ এবং ন্যূন পরিমাণ তিন কুড়ব (দেড়সের)।

অতিস্নিগ্ধ ব্যক্তি, অক্লিষ্ট দোষব্যক্তি (উৎক্লেশ জনক আহারাদি দ্বারা যাহার দোষকে উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখ করা হয় নাই সেই ব্যক্তি), উরঃক্ষত রোগক্রান্ত ব্যক্তি, কৃশব্যক্তি এবং আধ্মান-বমন-হিক্কা-অর্শঃ-শ্বাস-কাস-গুদশোথ-অতিসার-বিসূচিকা-কুষ্ঠ-মধুমেহ-ও জলোদর রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এবং গর্ভিণী স্ত্রী, ইহারা অনাস্থাপ্য অর্থাৎ ইহাদিগকে আস্থাপন (নিরূহ) দেওয়া বিধেয় নহে। বাতব্যাধিতে, উদাবর্ত্তরোগে, বাতরক্তরোগে, বিষমজ্বরে এবং মূর্চ্ছা-তৃষ্ণা-উদর-আনাহ-মূত্রকৃচ্ছ্র-অশ্মরী-বৃদ্ধি-অসৃগ্দর-মন্দাগ্নি-প্রমেহ-শূল-অম্লপিত্ত ও হৃদ্রোগে যথাবিধি নিরূহ-প্রয়োগ করিবে।

নিরূহপ্রয়োগ বিধি—যে ব্যক্তিকে নিরূহ দিতে হইবে, সে ব্যক্তি বাত মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিলে তাহাকে স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদদ্বারা স্বিন্ন করিয়া অভুক্তাবস্থায়, মধ্যাহ্নকালে, গৃহমধ্যে যথাযোগ্য নিরূহ প্রদান করিবে। স্নেহবস্তিবিধানে (অনুবাসন দিবার নিয়মে) নিরূহ প্রয়োগ করিবে। নিরূহ প্রদত্ত হইলে নিরূহ-দ্রব প্রত্যাগত হইবার কামনায় রোগী মুহূর্ত্তকাল উৎকটাসন হইয়া (উঁচু হইয়া) উপবেশন করিবে। মুহূর্ত্ত মধ্যে যদি নিরূহ প্রত্যাগত না হয়, তাহা হইলে ক্ষার-মূত্র-অম্ল-সৈন্ধবরূপ-শোধন নিরূহ দ্বারাই অনাগত নিরূহের নির্হরণ করিবে। নিরূহদ্বারা যে ব্যক্তির মল পিত্ত কফ ও বায়ু যথাক্রমে নির্গত হয়, এবং শরীরের লঘুতা জন্মে, তাহাকে সুনিরূঢ় বলিয়া জানিবে। আর যাহার বস্তির বেগ অত্যল্প হয়, মল ও বায়ু অল্প নির্গত হয় এবং মূর্চ্ছা জড়তা ও অরুচি উপস্থিত হয়, তাহাকে দুর্নিরূঢ় বলিয়া জানিবে। নিরূহণ ও অনুবাসন সম্যক্ প্রদত্ত হইলে বিবিক্ততা (দষ্টৌষধের নিঃসরণ), মনস্তুষ্টি, স্নিগ্ধতা ও ব্যাধিনাশ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বস্তিদানবিদ্ ভিষক্ উপরি-উক্ত বিধানে দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ নিরূহ যথোপযুক্ত প্রয়োগ করিবে। বাতজনিত পীড়ায় স্নেহসংযুক্ত এক বস্তি, পিত্তপীড়ায় দুগ্ধ সমন্বিত দুই বস্তি এবং কফপীড়ায় উষ্ণ কষায়-কটু-মূত্রাদি বিশিষ্ট তিন বস্তি হিতকর। পিত্তপীড়াগ্রস্ত নিরূঢ় ব্যক্তিকে দুগ্ধের সহিত, শ্লেষ্মপীড়াগ্রস্ত নিরূঢ় ব্যক্তিকে মুদ্গাদির যূষের সহিত, এবং বাতপীড়াগ্রস্ত নিরূঢ় ব্যক্তিকে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইয়া তৎপরে অনুবাসন দিবে।

সুকুমারদেহ ব্যক্তির, বৃদ্ধব্যক্তির এবং বালকের মৃদুবস্তিই হিতকর। তীক্ষ্ণবস্তি প্রযুক্ত হইলে তাহাদের বল ও আয়ুঃক্ষয় হয়।

প্রথমে উৎক্লেশন বস্তি অর্থাৎ যদ্দ্বারা মলাদি উৎক্লিষ্ট (বহির্গমনোন্মুখ) হয়, সেই বস্তি, তৎপরে দোষহর বস্তি ; তদনন্তর সংশমনীয় বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ১২৯—১৪৬

উৎক্লেশন বস্তি—এরণ্ডবীজ, যষ্টিমধু, পিপুল, সৈন্ধব, বচ, হবুষ ও ময়নাফল ইহাদের কল্ক দ্বারা যে বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাকে উৎক্লেশন বস্তি কহে॥ ১৪৭

দোষহর বস্তি—শুলফা, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কল্ক, কাঞ্জী ও গোমূত্রে আলোড়িত করিয়া যে বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাকে দোষহর বস্তি কহে॥ ১৪৮

শমন বস্তি—প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, মুতা ও রসাঞ্জন ইহাদের কল্কে ও দুগ্ধে যে বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাকে দোষদিগের শমনবস্তি বলিয়া জানিবে॥ ১৪৯

লেখনবস্তি—ত্রিফলার ক্বাথে ও গোমূত্রে মধু ও ক্ষার সংযুক্ত করিয়া এবং তাহাতে উষকাদি গণোক্ত দ্রব্য সমূহের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া যে সকল বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাদিগকে লেখনবস্তি কহা যায়॥ ১৫০

বৃংহণবস্তি—বৃংহনীয় গণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ, মধুর গণোক্ত দ্রব্যের কল্ক এবং ঘৃত ও মাংসরস এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যে সকল বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাদিগকে বৃংহণ বস্তি বলিয়া জানিবে॥ ১৫১

পিচ্ছিলবস্তি—বদরী (কুল), ঐরাবতী (নারাঙ্গী), শেলু (চালতা) ও শিমুল ফুলের অঙ্কুর, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া এবং তাহাতে মধু মিশাইয়া যে সকল বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাদিগকে পিচ্ছিল বস্তি কহে। ছাগ, মেষ বা হরিণের রক্ত মিশ্রিত করিয়া পিচ্ছিল বস্তি প্রযোজ্য। পিচ্ছিল বস্তির মাত্রা বারপল॥ ১৫২। ১৫৩

নিরূহের মাত্রা—প্রথমে সৈন্ধব লবণ দুই তোলা এবং মধু দুই প্রসৃতি অর্থাৎ বত্রিশ তোলা একত্র মিশ্রিত ও নির্মথিত করিয়া পরে তাহাতে স্নেহ তিন প্রসৃতি অর্থাৎ আটচল্লিশ তোলা মিশাইবে। উহারা মিশ্রিত হইয়া একীভূত হইলে তাহাতে এক প্রসৃতি অর্থাৎ ষোলতোলা কল্ক মিশাইবে। এবং সেই মিশ্রিত পদার্থে চারি প্রসৃতি কষায়, পরে দুই প্রসৃতি প্রক্ষেপ্য নিক্ষেপ করত বিমথিত করিবে। মথনানন্তর নিরূহ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে কল্পিত বস্তি দ্বাদশ প্রসৃতি হইবে। বাতপীড়ায় চারিপল মধু এবং স্নেহ ছয় পল, পিত্তপীড়ায় চারিপল মধু এবং তিন পল স্নেহ, কফপীড়ায় ছয় পল মধু এবং চারিপল স্নেহ মিশ্রিত করিবে॥ ১৫৪—১৫৮

মধুতৈলক বস্তি—এরণ্ড ক্বাথ আটপল, মধু ও তৈল আটপল, শুল্ফা অর্দ্ধপল এবং সৈন্ধব লবণ তদর্দ্ধ, এই সকল দ্রব্য একটা কাষ্ঠদণ্ডে বিলোড়িত করিয়া যে বস্তি কল্পনা করা যায়, তাহাকে মধুতৈলক বস্তি কহে। ইহা মেদঃ-গুল্ম-কৃমি-প্লীহ-মল ও উদাবর্ত্ত নাশক, বলবর্ণকারক, বৃষ্য, অগ্নিদীপক ও বৃংহণ॥ ১৫৯। ১৬০

যাপন বস্তি—মধু, ঘৃত, দুগ্ধ ও তৈল প্রত্যেকে এক এক প্রসৃতি অর্থাৎ দুই দুই পল এবং হবুষ ও সৈন্ধব প্রত্যেক এক এক অক্ষ অর্থাৎ দুই দুই তোলা, এই সকল দ্রব্যে যে বস্তি কল্পিত হয়, তাহাকে যাপন বস্তি কহে। (যাপন-সারক, অর্থাৎ সারক বস্তি)॥ ১৬১

যুক্তরথ বস্তি—এরণ্ডমূলের ক্বাথ, মধু, তৈল, সৈন্ধব, বচ, পিপুল ও ময়নাফল এই সকল দ্রব্যে যে বস্তি কল্পিত হয়, তাহা যুক্তরথবস্তি নামে অভিহিত॥ ১৬২

সিদ্ধবস্তি—পঞ্চমূলের ক্বাথে ও তৈল, পিপুল, মধু, সৈন্ধবলবণ ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যে যে বস্তি কল্পিত হয়, তাহাকে সিদ্ধবস্তি কহা যায়। সিদ্ধবস্তি লওয়া হইলে উষ্ণোদকে স্নান করিবে এবং দিবানিদ্রা ও অপক্ক ভোজ্য ভোজন ত্যাগ করিবে। অন্যান্য বিষয়ে স্নেহবস্তিবৎ নিয়ম প্রতিপালন করিবে॥ ১৬৩। ১৬৪

অথ উত্তরবস্তি বিধি।

অতঃপর উত্তরসংজ্ঞিত বস্তি বর্ণন করিব। নিরূহের উত্তর (পরে) এই বস্তি প্রযোজ্য বলিয়া ইহা উত্তরবস্তি নামে অভিহিত হয়। উত্তরবস্তির নেত্র পরিমাণ দ্বাদশাঙ্গুল, তাহার মধ্যস্থলে কর্ণিকা থাকে, তাহা দেখিতে মালতীপুষ্প বৃন্তাভ, তাহার ছিদ্র সর্ষপ নির্গমযোগ্য। পঞ্চবিংশতিবর্ষ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে উত্তরবস্তির স্নেহ মাত্রা দুই কর্ষ (চারিতোলা), তাহার অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে স্নেহমাত্রা এক পল (আট তোলা)।

উত্তরবস্তিপ্রয়োগ বিধি—যে ব্যক্তিকে উত্তরবস্তি দিতে হইবে, তাহাকে অগ্রে নিরূহ প্রদান দ্বারা বিশুদ্ধ এবং স্নান ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। পরে সে ব্যক্তি জানুসম উচ্চ একখান চৌকিতে উপবেশন করিবে। পরে একটি স্নেহাভ্যক্ত শলাকাদ্বারা মেঢ্রমার্গ স্নিগ্ধ করিয়া তাহাতে ঘৃতাভ্যক্ত নেত্র ধীরে ধীরে ছয় অঙ্গুল পর্য্যন্ত প্রবেশিত করিবে। তদনন্তর বস্তিকে পীড়ন করিবে (টিপিবে)। এবং পীড়নানন্তর তাহাকে ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লইবে। পরে স্নেহ প্রত্যাগত হইলে স্নেহবস্তির নিয়ম প্রতিপালন করিবে। স্ত্রীলোকদিগকে যে উত্তরবস্তি দেওয়া যায়, তাহার নেত্র কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল, নেত্রের দৈর্ঘ্য দশাঙ্গুল এবং তাহার ছিদ্র মুদ্গ প্রবেশ যোগ্য করিতে হইবে। ঐরূপ নেত্র, যোনির মধ্যে চারি অঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া দিবে। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে সূক্ষ্ম ও মালতীপুষ্প বৃন্তাভ নেত্র মূত্রমার্গে ধীরে ধীরে নিষ্কম্পভাবে দুই অঙ্গুল, কিন্তু বালকদের এক অঙ্গুল পর্য্যন্ত প্রবেশিত করিবে। স্ত্রীলোকদিগের যোনিমার্গে বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে স্নেহের মাত্রা দুই পল হইবে। মূত্রমার্গে স্নেহের মাত্রা এক পল, কিন্তু বালকদিগের দুইকর্ষ (চারিতোলা)। উত্তরবস্তি প্রদানকালে স্ত্রীলোক ঊর্দ্ধজানু হইয়া উত্তানভাবে (চিত হইয়া) শুইবে। প্রদত্ত-উত্তরবস্তি প্রত্যাগত না হইলে ভিষক্ পুনর্ব্বার শোধনগুণযুক্ত বস্তি প্রয়োগ করিবে, অথবা যোনিমার্গে সূত্রবিনির্ম্মিত-দৃঢ়-স্নিগ্ধ ও শোধনদ্রব্যযুক্ত ফলবর্ত্তি প্রণিহিত করিয়া দিবে। যে স্থানে উত্তরবস্তি প্রদত্ত

হয়, সেই স্থান দহ্যমান হইলে ক্ষীরিবৃক্ষের কষায় দ্বারা দুগ্ধদ্বারা বা শীতল জল দ্বারা পুনরায় বস্তি প্রদান করিবে। বস্তি পুরুষদিগের শুক্রগত রোগ এবং স্ত্রীলোকদিগের রজোগত রোগ সকল নাশ করে। উত্তরবস্তি মেহন (লিঙ্গ বা যোনি) ভিন্ন অন্যত্র হিতকর নহে। সম্যগ্‌দত্ত-উত্তর বস্তির লক্ষণ, ব্যাপদ ও ক্রম স্নেহবস্তির সমান জানিবে॥ ১৬৫—১৭৯

ফলবর্ত্তিবিধি—রোগির গুহ্যমার্গ ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহাতে অঙ্গুষ্ঠবৎ-স্থূল ও শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ) যে মলপ্রবর্ত্তিনী বর্ত্তি (বাতি, পলিতা) প্রবেশিত করা যায়, তাহাকে ফলবর্ত্তি কহা গিয়া থাকে॥ ১৮০

নস্যগ্রহণবিধি—নাসাগ্রাহ্য যে ঔষধ, পণ্ডিত গণ তাহাকেই নস্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। নস্যের অপর দুইটি নাম—নাবন ও নস্যকর্ম্ম। (যদ্দ্বারা নাসিকাতে কর্ম্ম অর্থাৎ চিকিৎসা করা যায়, তাহাই নস্য কর্ম্ম)। নস্য দুইপ্রকার, যথা—রেচন নস্য ও স্নেহন নস্য। রেচন নস্য—কর্ষণ ও স্নেহন নস্য—বৃংহণ। পূর্ব্বাহ্নে নস্য লইলে কফ, মধ্যাহ্নে নস্য লইলে পিত্ত এবং অপরাহ্নে নস্য লইলে বায়ু বিনষ্ট হয়। উৎকট রোগ উপস্থিত হইলে রাত্রিতেও নস্যগ্রহণ করিবে। ভোজনান্তে নস্য লইবে না, দুর্দ্দিনে (ঝড় বৃষ্টির দিনে) নস্য লইবে না, অপতর্পিত হইয়া অর্থাৎ উপবাসাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া নস্য লইবে না এবং নবপ্রতিশ্যায় রোগী গর্ভিণী ও গরদূষিত ব্যক্তিও নস্য লইবে না, অজীর্ণাবস্থায় নস্য লইবে না, বস্তিগ্রহণ করিয়া নস্য লইবে না, স্নেহ জল বা আসব পান করিয়াও নস্য লইবে না, ক্রুদ্ধ শোকাভিভূত বা তৃষার্ত্ত হইয়া নস্য গ্রহণ করিবে না, বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিও নস্য গ্রহণ করিবে না, মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে তাহা রোধ করিয়াও নস্য লইবে না, শ্রান্ত বা স্নানার্থী ব্যক্তিও নস্য লইবে না।

অষ্টবর্ষ বয়স্ক বালক হইতে অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ পর্য্যন্তকেও নস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু অশীতিবর্ষের পর আর নস্য দেওয়া যাইতে পারে না।

বিরেচন নস্য গ্রহণ করিতে হইলে অতি তীক্ষ্ণ তৈলের অথবা তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধের সহিত স্নেহ ক্বাথ বা মাংসরস পাক করিয়া সেই স্নেহের, ক্বাথের বা মাংস-রসের নস্য গ্রাহ্য। নাসারন্ধ্রদ্বয়ের প্রত্যেক রন্ধ্রে, পূর্ণ মধ্য ও অল্পমাত্রায় যথাক্রমে আটবিন্দু ছয়বিন্দু ও চারিবিন্দু রেচন নস্য প্রয়োগ করিবে।

নস্যকর্ম্মে—তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ একশাণ (অর্দ্ধতোলা), হিঙ্‌ এক যব, সৈন্ধবলবণ একমাষা, দুগ্ধ আট শাণ, পানীয় তিনকর্ষ (ছয়তোলা) এবং মধুর দ্রব্য এক কর্ষ প্রয়োগ করিবে।

নস্যের অপর দুই প্রকার ভেদ আছে, যথা—অব-পীড় নস্য ও প্রধমন নস্য। শিরোবিরেচনার্থ এই দ্বিবিধ নস্য যথাযথ প্রয়োগ করিবে। তীক্ষ্ণ ঔষধাদি দ্রব্য শিলায় পেষিত এবং তাহা হইতে রস গালিত করিয়া সেই রস দ্বারা যে নস্য গ্রহণ করা যায়, তাহাকে অব-পীড় নস্য বলে। আর ছয় অঙ্গুল দীর্ঘ, একটি দ্বিমুখ নলে তীক্ষ্ণদ্রব্যের কোলপরিমিত (একতোলা) চূর্ণ পুরিয়া ফুৎকার দ্বারা সেই চূর্ণ নাসাভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া যে নস্য লওয়া যায়, তাহাকে প্রধমন নস্য কহে।

ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে, কফজ রোগে, স্বরক্ষয়ে, অরোচকে, প্রতিশ্যায়ে, শিরঃশূলে, পীনসরোগে এবং শোথ-অপস্মার ও কুষ্ঠরোগে বৈরেচন নস্য হিতকর। ভীরুব্যক্তির, স্ত্রীলোকের, কৃশব্যক্তির এবং বালকের স্নেহন নস্য প্রশস্ত। গলরোগে, সন্নিপাতে, নিদ্রাধিক্যে, বিষমজ্বরে, চিত্তবিকারে ও কৃমিরোগে অবপীড় নস্য পূজ্য। অত্যন্ত উৎকট দোষে এবং বিসংজ্ঞা-বস্থায় পণ্ডিতেরা প্রধমন নস্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কারণ উহা তীক্ষ্ণতর॥ ১৮১—১৯৭

বৈরেচন নস্য—গুড় ও শুঁঠ চূর্ণদ্বারা অথবা পিপুল ও সৈন্ধব জলে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য লইলে কর্ণ নেত্র নাসা ও মস্তক সম্ভূত রোগ সকল, মন্যা হনু ও গলদেশ জাত রোগ সকল এবং ভুজ পৃষ্ঠ জনিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। মৌলসার, পিপুল, বচ, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ ঈষদুষ্ণ জলে পেষণ করিয়া, অপস্মার উন্মাদ, সন্নিপাত ও অপতন্ত্রক রোগে তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে। ইহা সংজ্ঞাজনক নস্য। সৈন্ধব, শজিনাবীজ, সর্ষপ ও কুড় এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য দিলে তন্দ্রারোগ নিবারিত হয়। মরিচ বচ ও কট্‌ফলের চূর্ণ রোহিত মৎস্যের পিত্তে ভাবিত করিয়া তাহার প্রধমন নস্য প্রয়োগ করিবে।

অতঃপর বৃংহণ নস্যের কল্পনা বর্ণন করিব—স্নেহন ক্রিয়ায় মর্শ ও প্রতিমর্শ এই দ্বিবিধ নস্যভেদ অনুমত। মর্শের তর্পণী মুখ্যমাত্রা আটশাণ, মধ্যমা মাত্রা চারিশাণ এবং হীনা মাত্রা একশাণ (আধতোলা)। বিচক্ষণ বৈদ্য বাতাদি দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া সাবধানে এক একটি নাসাপুটে উক্ত মাত্রায় একদিন অন্তর বা দুইদিন অন্তর দিবসে দুইবেলা বা তিনবেলা করিয়া নস্য প্রয়োগ করিবেন। এবং ক্রমান্বয়ে তিন দিন পাঁচদিন বা সাতদিন নস্য দিতে হইবে। নস্য অতি সাবধানে দিবে, যেন নস্য প্রদানে হাঁচী না হয়। মর্শে ও শিরোবিরেকে (বৈরেচন নস্যে) যথাক্রমে দোষের উৎক্লেশ ও ধাত্বাদির ক্ষয়হেতু বহুবিধ ব্যাপদ্‌ (উপদ্রব) উপস্থিত হইতে পারে। দোষোৎক্লেশ নিমিত্ত ব্যাপদে বমনরূপ-শোধন এবং ধাত্বাদি-ক্ষয় নিমিত্ত

ব্যাগ্রদে যথাস্ব বৃংহণ (তন্তদ্ধাতুবর্দ্ধক নস্য) হিতকর। শিরঃ-নাসা ও নেত্ররোগে, সূর্য্যাবর্ত্তে, অর্দ্ধাবভেদকে, দন্তরোগে, হীনবলে, মন্যা-বাহু ও অংসজাত রোগে, মুখশোষে, কর্ণনাদে, বাত-পিত্তরোগে, অকাল পলিতে এবং কেশ ও শ্মশ্রুপাতে স্নেহদ্বারা বা মধুর দ্রবদ্বারা বৃংহণ নস্য প্রশস্ত॥ ১৯৮—২১১

বৃংহণনস্য যথা—কুকুম ঘৃতে ভাজিয়া তাহা দুগ্ধে পেষিত এবং শর্করা সংযুক্ত করিয়া নস্যার্থ প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত জনিত রোগ সকল এবং ভ্রূ-শঙ্খ-নেত্র-শিরঃ ও কর্ণগত রোগ সকল, সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক বিনষ্ট হয়। অণুতৈলের নস্য, নারায়ণ তৈলের নস্য কিংবা মাষাদিসহ বা তত্তদ্রোগ নাশক ভেষজ সহ স্নেহ পাক করিয়া সেই স্নেহের নস্য বৃংহণ নস্য।

টীকা। সুশ্রুতে অণুতৈল উক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা—যে ঘানিগাছে দীর্ঘকাল তিল নিষ্পীড়ন করিয়া তৈল বাহির করা হইতেছে, সেই ঘানিগাছের কাষ্ঠকে অতি সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া এবং তাহা উদূখলে কুটিয়া একখানি কড়াতে জলে পাক করিবে। পাক কালে তাহা হইতে যে তৈল নিঃসৃত হইয়া জলের উপর ভাসিবে, তাহা হস্তদ্বারা সংগ্রহ করিবে। পরে সেই তৈল বাতঘ্ন ঔষধের কল্কসহ পাক করিবে। ইহারই নাম অণুতৈল, অণুতৈল বাতরোগনাশক॥ ২১২। ২১৩

কফে বাতে বা কেবল বাতে তৈলের নস্য, পিত্তে ঘৃতের ও মজ্জার নস্য সদা প্রয়োগ করিবে। মাষকলাই, আলকুশীবীজ, রাস্না, বেড়েলা, রক্তেরণ্ড, রোহিষ (সুগন্ধি তৃণ বিশেষ) ও অশ্বগন্ধা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে হিঙ্ ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় তাহার নস্য লইলে পক্ষাঘাত, কম্পনরোগ, অর্দ্দিত বাত, মন্যাস্তম্ভ ও অববাহুক রোগ প্রশমিত হয়।

প্রতিমর্শ নস্যের মাত্রা দুই তিন বিন্দু। প্রত্যেক নাসারন্ধ্রে, স্নেহেরই দুই তিন বিন্দু নস্য দিতে হয়। তর্জ্জনীর দুই পর্ব্ব স্নেহে ডুবাইয়া উদ্ধৃত করিলে তাহা হইতে যে বিন্দু পতিত হয়, তাহাই বিন্দুর মাত্রা। এইরূপ বিন্দুর আট বিন্দুতে এক শাণ হয়। মর্শ নস্যের মাত্রা এক শাণ এবং প্রতিমর্শ নস্যের মাত্রা—দুই বিন্দু। পণ্ডিতগণ প্রতিমর্শ নস্যের চতুর্দ্দশটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তদ্‌যথা—প্রভাতে, দন্তধাবনের পরে, গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময়ে, ব্যায়ামান্তে, পথ পর্য্যটনান্তে, মৈথুনান্তে, মল মূত্র ত্যাগান্তে, অঞ্জন গ্রহণান্তে, কবল ধারণান্তে, ভোজনান্তে, দিবানিদ্রা হইতে উত্থানান্তে, বমনান্তে এবং সায়ংকালে প্রতিমর্শ নস্য প্রযোজ্য। প্রতিমর্শ প্রমাণে নস্য গ্রহণ করিয়া এরূপে ঈষৎ উচ্ছিঙ্ঘন করিবে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে টানিয়া লইবে যেন স্নেহ মুখের ভিতর যায়। তাহা হইলেই বুঝিবে—নস্যগ্রহীতা নস্যে নিষিক্ত হইয়াছে। উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ নস্যাবশিষ্ট যাহা মুখাভ্যন্তরে যায়, তাহা নিষ্ঠীবন করিয়া ফেলিয়া দিবে। প্রতিমর্শ নস্য ক্ষীণ ব্যক্তির, তৃষ্ণার্ত্ত ও মুখশোষার্ত্ত ব্যক্তির এবং বালকের ও বৃদ্ধের পূজিত। প্রতিমর্শ নস্য লইলে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ সকল জন্মে না, বলীপলিত নাশ হয় এবং ইন্দ্রিয়ের বল হইয়া থাকে। বহেড়া, নিম, গাম্ভারী, হরীতকী, শেলু ও কাকিনী (কুঁচ) ইহাদের প্রত্যেকটির তৈলে নস্য লইলে নিশ্চয়ই পলিত নাশ হয়।

অতঃপর নস্য গ্রহণের জন্য নস্যবিধি বর্ণন করিব—যে ব্যক্তিকে নস্য দিতে হইবে, সে ব্যক্তি দন্তধাবনানন্তর ধূমপান দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে, ললাট ও গলদেশকে স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। পরে ধূলিবাত-বিবর্জ্জিত স্থানে মস্তক কিঞ্চিৎ প্রলম্বিত, হস্তপদ প্রসারিত এবং নেত্রদ্বয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া চিত হইয়া শুইবে। রোগী এইরূপে শয়ান হইলে বৈদ্য তাহার নাসাগ্র উন্নামিত করিয়া স্বর্ণ বা রজত নির্ম্মিত ঝিনুক দ্বারা বা প্রকৃত ঝিনুক দ্বারা বা কোন উপযোগি-যন্ত্র দ্বারা অথবা প্লোত দ্বারা (বস্ত্র খণ্ড বা তূল দ্বারা) ঈষদুষ্ণ স্নেহ গ্রহণ পূর্ব্বক অবিচ্ছিন্নধারে নস্য প্রয়োগ করিবেন। নস্য প্রযোজিত হইলে রোগী তৎকালে শিরঃকম্পন করিবে না, ক্রোধ করিবে না, উচ্ছিঙ্ঘন করিবে না (ঊর্দ্ধে টানিয়া লইবে না) এবং হাসিবে না। কারন—শিরঃকম্পনাদি দ্বারা প্রযোজিত স্নেহ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। অপিচ তাহাতে কাস, প্রতিশ্যায়, শিরোরোগ ও নেত্ররোগ জন্মিতে পারে। প্রযোজিত-স্নেহকে শৃঙ্গাটক (নাসাস্থি) ব্যাপিয়া রাখিবে, তাহাকে গিলিবে না। স্নেহ ধারণের পরিমিত কাল—পাঁচ সাত বা দশ মাত্রা। (মাত্রার পরিমাণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে)। অনন্তর উপবিষ্ট হইয়া মুখনাসাগত দ্রব পদার্থকে নিষ্ঠীবন করিয়া ফেলিবে। বাম বা দক্ষিণ পার্শ্ব দ্বারা নিষ্ঠীবন করিবে, সম্মুখে নিষ্ঠীবন করিবে না। নস্য নীত হইলে মনস্তাপ, রজঃ (ধূলি) ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। নিদ্রা না যাইয়া উত্তান হইয়া (চিত হইয়া) বাক্ শত কাল শয়ন করিয়া থাকিবে। শিরোবিরেচনান্তে ধূম ও কবল হিতকারী। নস্য প্রয়োগে শুদ্ধিযোগ হীনযোগ ও অতিযোগ এই ত্রিবিধ রোগের ত্রিবিধ লক্ষণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। তদ্‌যথা—মস্তকের লঘুতা, স্রোতঃ সমূহের মলসংশুদ্ধি, ব্যাধি নাশ, চিত্তের প্রসন্নতা ও ইন্দ্রিয়ের বৈমল্য, এইগুলি মস্তকের শুদ্ধি লক্ষণ। কণ্ডূ, প্রদেহ (কফ লিপ্ততা), স্রোতঃ সকলের গুরুতা ও কফস্রাব, হীন নস্য

দ্বারা মস্তক অবিশুদ্ধ হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তুলুঙ্গনির্গম, বাত বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয় বিভ্রম ও মস্তকের শূন্যতা, মস্তক অতি বিরেচিত হইলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মস্তক হীনাতিশুদ্ধ হইলে কফবাতঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। হীন নস্য দ্বারা শুদ্ধ হইলে বাতঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। মস্তক সম্যগ্‌ বিশুদ্ধ হইলে ঘৃতের নস্য প্রয়োগ করিবে। কফ প্রসেক, মস্তকের গুরুত্ব ও ইন্দ্রিয় বিভ্রম এইগুলি অতি স্নিগ্ধের লক্ষণ। অতিস্নিগ্ধে রুক্ষ ব্যবস্থা করিবে, অনভিষ্যন্দি ভোজন করাইবে এবং বাতিক (বাতল, বাতজনক) ক্রিয়া করিবে॥ ২১৪—২৪২

ইতি পঞ্চকর্ম্মবিধি।

অথ ধূমপানবিধি।

ধূম ছয় প্রকার, যথা—শমন, বৃংহণ, রেচন, কাসহা, বামন ও ব্রণধূপন। শমন ধূমের পর্য্যায় অর্থাৎ অপর নাম—মধ্য ও প্রায়োগিক। বৃংহণ ধূমের পর্য্যায়—স্নেহন ও মৃদু। রেচন ধূমের পর্য্যায়—শোধন ও তীক্ষ্ণ। শ্রান্তব্যক্তি, ভীতব্যক্তি, দুঃখিত ব্যক্তি, যাহাকে বস্তি দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি, যাহার বিরেচন করান হইয়াছে সেই বিরিক্ত ব্যক্তি, রাত্রি জাগরিত ব্যক্তি, পিপাসিত ব্যক্তি, দাহার্ত্ত ব্যক্তি, তালুশোষী ব্যক্তি, উদর রোগী, শিরোরোগী, তিমির রোগী, বমন পীড়িত ও আধ্মান পীড়িত ব্যক্তি, উরঃক্ষত রোগী, প্রমেহ-রোগী, পাণ্ডুরোগী, গর্ব্ভিনী স্ত্রী, রুক্ষ ব্যক্তি, ক্ষীণ ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি দুগ্ধ ঘৃত মধু বা আসব অথবা অন্ন দধি ও মৎস্য ভোজন করিয়াছে সেই ব্যক্তি, বালক বৃদ্ধ ও কৃশ ব্যক্তি অধূমার্হ অর্থাৎ ইহারা ধূমপানের যোগ্য নহে। এই সকল ব্যক্তি ধূমপান করিলে, বা অকালে ধূমপান করিলে, বা ধূম অতিপীত হইলে সেই ধূম বহু উপদ্রব সংঘটন করে। যদি এইরূপ ঘটে, তাহা হইলে সে স্থলে ঘৃত পান, নস্য, অঞ্জন ও তর্পণ হিতকর। অথবা ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, শর্করাম্বু বা মধুর ও অম্লরস বমনার্থ প্রদেয়।

দ্বাদশ বর্ষ হইতে ধূম গ্রহণ করিবে, অশীতি বর্ষের পর আর ধূম গ্রহণ করিবে না। ধূম সুযোজিত হইলে (যথাবিধি প্রয়োগ করিলে) তাহা কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, শিরোরোগ ও বাত-শ্লেষ্মজপীড়া নাশ করে। ধূমের উপযোগে পুরুষের ইন্দ্রিয় বাক্‌ ও মনঃ প্রসন্ন হয়, কেশ দন্ত ও শ্মশ্রু দৃঢ় হয় এবং মুখ সুগন্ধি হইয়া থাকে।

ধূমপানের নল ত্রিখণ্ড ও ত্রিপর্ব্ব বিশিষ্ট করিতে হইবে (অর্থাৎ গুড়্‌গুড়ীর নলাকৃতি করিতে হইবে)। নলের স্থৌল্য কনিষ্ঠাঙ্গুলিবৎ এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ ছিদ্র রাজমাষ (বরবটীকলায়) প্রবেশ যোগ্য হইবে। শমন ধূমে নলের দৈর্ঘ্য, রোগির অঙ্গুলের চল্লিশ অঙ্গুল, মৃদু অর্থাৎ বৃংহণ ধূমে নলের দৈর্ঘ্য বত্রিশ অঙ্গুল; তীক্ষ্ণ অর্থাৎ রেচন ধূমে নলের দৈর্ঘ্য চব্বিশ অঙ্গুল; কাসঘ্ন ধূমে নলের দৈর্ঘ্য ষোল অঙ্গুল; বামনীয় ধূমে ও ব্রণ ধূপনে নলের দৈর্ঘ্য দশাঙ্গুল করিতে হইবে। এই সকল নল মটরকলায়বৎ স্থূল এবং নলের ছিদ্র কুলত্থকলাই প্রবেশ যোগ্য।

দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত-অতিমসৃণ একটি ইষিকা (শরকাণ্ড) সংগ্রহ করিবে। এবং ধূমদ্রব্যের কল্ক দ্বারা সেই ইষিকার আট অঙ্গুল পরিমিত অংশ প্রলিপ্ত করিবে। এক কর্ষ (দুই তোলা) কল্ক লেপন করা হইলে তাহা ছায়াতে শুকাইবে। এবং শুষ্ক হইলে ইষিকাটি সাবধানে টানিয়া খুলিয়া লইবে। পরে সেই শুষ্ক কল্ক বর্ত্তিটি স্নেহাভ্যক্ত করিয়া তাহার এক প্রান্ত অগ্নিতে জ্বালিবে, অপর প্রান্ত ধূমপান নলের ছিদ্রে প্রবেশিত করিয়া মুখ দ্বারা ধূমপান করিবে এবং মুখ দ্বারাই ধূম ত্যাগ করিবে। তৎপরে নাসারন্ধ্রদ্বয় দ্বারা ধূমপান করিয়া মুখ দ্বারাই ধূম পরিত্যাগ করিবে। ব্রণকে ধূপিত করিতে হইলে একখানি শরাতে কল্ক দ্রব্য রাখিয়া তাহা অগ্নি দ্বারা দীপিত করিবে, এবং অপর একখানি সচ্ছিদ্র শরা তাহার উপর চাপা দিবে। পরে একটি নল শরার ছিদ্রে প্রবেশিত করিয়া সেই নল দ্বারাই ব্রণে ধূম লাগাইবে। শমনে এলাদি কল্কের ধূম, বৃংহণে স্নিগ্ধ সর্জ্জরসের (ধুনার) ধূম, রেচনে তীক্ষ্ণ কল্কের ধূম, শ্বাসঘ্নে ক্ষুদ্রক (ক্ষুদেনুনে), উষণ (মরিচ ব পিপ্পলী) সম্ভূত ধূম, বামনে স্নায়ু ও চর্ম্ম বহুল ধূম এবং ব্রণে নিম্ব বচাদির ধূম প্রশস্ত। রোগ শান্তির জন্য গৃহাভ্যন্তরে অন্যান্য ধূমও করণীয়। যথা—ময়ূরপিচ্ছ, নিমপাতা, বৃহতীফল, মরিচ, হিঙ্, জটামাংসী, কার্পাসবীজ, ছাগরোম, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা ও গজদন্ত, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা গৃহাভ্যন্তর ধূপিত করিলে সর্ব্বপ্রকার বালগ্রহ, পিশাচ ও রাক্ষস দূরীভূত হয়। এই ধূপ সর্ব্বজ্বরনাশক। ইহার নাম অপরাজিত ধূম। ধূমপান করিয়া মনস্তাপ ধূলি ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। ধূমপানের নল ধাতু দ্বারা অথবা নল বংশাদি দ্বারা প্রস্তুত করিবে॥ ১—২৪

অথ গণ্ডূষ-কবল-প্রতিসারণবিধি।

গণ্ডূষ—গণ্ডূষ ধারণের কালের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাবৎকাল স্নেহ দুগ্ধ ও কষায়াদি-দ্রব পদার্থ দ্বারা মুখ পরিপূর্ণ করিয়া থাকাই গণ্ডূষ ধারণ

বিধি। অথবা মুখের কফপূর্ণতা, বা দোষের ছেদ, বা নেত্র ও ঘ্রাণ মার্গ দিয়া জলস্রাব হওয়া পর্য্যন্ত স্নেহাদি দ্রব দ্বারা মুখ পূর্ণ করিয়া থাকাই গণ্ডূষধারণ। ললাট ও গলদেশাদি স্থান সকল ("আদি" শব্দে গণ্ড-কপোলও বুঝিতে হইবে) স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া স্থির-ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক তিনবার, পাঁচবার, বা সাতবার, অথবা দোষ নাশ হওয়া পর্য্যন্ত গণ্ডূষ ধারণ করিবে। গণ্ডূষ চতুর্ব্বিধ, যথা—স্নেহন, শমন, শোধন ও রোপণ। কবলও গণ্ডূষবৎ এই চারি প্রকার হয় জানিবে। বাত পীড়ায় স্নিগ্ধোষ্ণ দ্রবদ্বারা স্নৈহিক (স্নেহন) গণ্ডূষ, পিত্ত পীড়ায় স্বাদু-শীতল দ্রব দ্বারা প্রসাদন (শমন) গণ্ডূষ, কফ পীড়ায় উষ্ণ কটু-অম্ল-লবণ দ্বারা শোধন গণ্ডূষ, এবং ব্রণে কষায়-তিক্ত-মধুরের সহিত কটু-উষ্ণ রোপণ গণ্ডূষ ধার্য্য। যে দ্রবে গণ্ডূষ করিতে হইবে, বুধগণ সেই দ্রবে এক তোলা পরিমিত চূর্ণ, এবং যে দ্রবে কবল করিতে হইবে, সেই দ্রবে দুই তোলা পরিমিত কল্ক প্রদান করিয়া থাকেন। পাঁচ বৎসর বয়সের পর গণ্ডূষ ও কবলাদি ধারণ করিবে। গণ্ডূষ ধারণে ব্যাধির নাশ, মনস্তুষ্টি, বৈশদ্য, মুখের লঘুতা ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা হয় এবং মুখের বিরসতা, শোষ, পাক, ব্রণ, তৃষ্ণা ও দন্তচাল (দাঁত নড়া) অপগত হইয়া থাকে। গণ্ডূষ মুখাদির বৈশদ্য করে॥ ২৫—৩৩

কবল—বাত পিত্ত ও কফ নাশক দ্রব্য দ্বারা মুখার্দ্ধ পূরণ করত তাহা চর্ব্বণ করিয়া নিষ্ঠীবন করিবে। কবলে এই বিধি। কবল—ভক্ষ্য দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা জন্মায়, কফ হরণ করে এবং তৃষ্ণা শোষ মুখবৈরস্য ও দন্তচাল নাশ করে॥ ৩৪। ৩৫

প্রতিসারণ—অঙ্গুলি করিয়া, চূর্ণ কল্ক ও অবলেহ দ্বারা দন্ত জিহ্বা ও মুখে আস্তে আস্তে যে ঘর্ষণ করা যায়, তাহাই প্রতিসারণ বলিয়া উক্ত। প্রতিসারণে মুখের বিরসতা ও দৌর্গন্ধ্য, মুখশোষ, তৃষ্ণা, অরুচি ও দন্ত পীড়া বিনষ্ট হয়। প্রতিসারণ মাত্রায় হীন হইলে জড়তা, কফোৎক্লেশ ও অরসজ্ঞান, এবং মাত্রায় অধিক হইলে মুখপাক, শোষ, তৃষ্ণা, বমি ও ক্লম এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়॥ ৩৬—৩৮

স্বেদবিধি—স্বেদ চতুর্ব্বিধ যথা—তাপস্বেদ, উষ্মস্বেদ, উপনাহস্বেদ ও দ্রবস্বেদ। সকল স্বেদই বাতার্ত্তি নাশক। তাপস্বেদ ও উষ্মস্বেদ বাহল্যতঃ শ্লেষ্মঘ্ন, উপনাহ স্বেদ বাতঘ্ন, এবং দ্রবস্বেদ পিত্তঘ্ন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। মহা বলবান্ ব্যক্তিতে, প্রবল ব্যাধিতে এবং শীতকালে মহাস্বেদ; দুর্ব্বল ব্যক্তিতে ও দুর্ব্বল ব্যাধিতে দুর্ব্বল স্বেদ এবং মধ্যম বল ব্যক্তিতে ও মধ্যম ব্যাধিতে মধ্যম স্বেদ প্রযোজ্য। কফে রুক্ষণ স্বেদ, কফানিলে রুক্ষ স্নিগ্ধ স্বেদ প্রদেয়। কফমেদোবৃত বাতে সুখোষ্ণ গৃহ, সূর্য্যের কিরণ, নিযুদ্ধ (মল্লযুদ্ধ), পথ পর্য্যটন, গুরু বস্ত্রাচ্ছাদন, চিন্তা, ব্যায়াম ও ভারবহন, রোগ মুক্তির জন্য এই সকল সেবন করিবে। যাহাদিগকে নস্য দিতে হইবে, যাহাদিগকে বস্তি প্রদান করিতে হইবে এবং যে কোন ব্যক্তি বমন বিরেচনাদি দ্বারা শোধনীয়, তাহারাই প্রথমে স্বেদ্য অর্থাৎ অগ্রে তাহাদিগকে স্বেদ দিয়া পরে নস্যাদি প্রদান করিতে হইবে। সুশ্রুত মতে—ভগন্দর রোগী অর্শোরোগী ও অশ্মরীরোগী এই তিন ব্যক্তি শস্ত্র কর্ম্মের পশ্চাৎ স্বেদ্য। শল্য হৃত হইলে, তৎপরে স্বেদ প্রদেয়, মূঢ়গর্ভ রোগেও গর্ভ নির্হৃত হইবার পর স্বেদ প্রযোজ্য এবং স্ত্রীলোক কালেই প্রসব করুক বা অকালেই প্রসব করুক, প্রসবান্তে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। সকল প্রকার স্বেদই নিবাত স্থানে এবং ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে প্রদেয়। স্বেদ প্রয়োগের পূর্ব্বে স্বেদ্য ব্যক্তিকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। রোগী স্নেহক্লিন্ন হইলে তাহার ধাতুস্থিত দোষ সকল দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক বিরেকতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দোষ সকল নিঃসৃত হইয়া থাকে। রোগির শরীর স্নেহাভ্যক্ত করিয়া আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা তাহার নেত্রদ্বয় আচ্ছাদন করত স্বেদ প্রদান করিবে এবং স্বেদ্যমান দেহ ব্যক্তির হৃদয় আর্দ্রবস্ত্রাদি শীতস্পর্শ দ্রব্যদ্বারা স্পর্শ করিবে। অজীর্ণী ব্যক্তি, দুর্ব্বল ব্যক্তি, মেহরোগী, ক্ষতক্ষীণ রোগী, পিপাসিত ব্যক্তি, অতিসাররোগী, রক্তপিত্ত রোগী, পাণ্ডুরোগী, উদররোগী, মেদোরোগী ও গর্ভবতী স্ত্রী ইহারা স্বেদ্য নহে। কারণ স্বেদ দ্বারা ইহাদের দেহ বিনষ্ট হয় এবং রোগ সকল অসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি স্বেদসাধ্য রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকেও মৃদু স্বেদ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। হৃদয়ে মুষ্কে ও নেত্রে যদি স্বেদ দেওয়া প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উক্ত স্থানে মৃদু স্বেদ প্রয়োগ করিবে। স্বেদ্য ব্যক্তিকেও সম্যক্ স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ অতিস্বেদে সন্ধিপীড়া, দাহ, তৃষ্ণা, ক্লম, ভ্রম, এবং পিত্তরক্ত ও পিড়কার প্রকোপ হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে শীতল চিকিৎসা করিবে॥ ৩৯—৫২

তাপস্বেদ—রোগির শরীর অলক্তকে অর্থাৎ লাক্ষারস রঞ্জিত বস্ত্রে আবৃত করিয়া, প্রতপ্ত বালুকা বস্ত্র বা হস্ততল কাঞ্জিক সিক্ত করতঃ তদ্দ্বারা যে স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকেই তাপস্বেদ কহে॥ ৫৩

উষ্মস্বেদ—বাতঘ্ন দ্রব্যের অত্যুষ্ণ ক্বাথ বা রসাদি দ্বারা একটি ঘট পূর্ণ করিয়া শরাবাদি দ্বারা তাহার মুখ মুদ্রিত করিবে। এবং ঘটের পার্শ্বে একটি

ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে ধাতুনির্ম্মিত বা কার্ষ্ঠনির্ম্মিত একটি ত্রিখণ্ড নল প্রবেশিত করিয়া দিবে। নলটি ষড়ঙ্গুলাস্য (মূলভাগে ষড়ঙ্গুল বিশাল মুখ), গো-পুচ্ছাকার (গোপুচ্ছবৎ ক্রম কৃশ) এবং দ্বিহস্ত প্রমাণ দীর্ঘ হইবে। স্বেদ সৌকর্য্যার্থ নলটিকে ত্রিখণ্ডান্বিত করিতে হইবে। পরে বাতরোগিকে সুখোপবিষ্ট স্বভ্যক্ত ও শুক্ল প্রাবরণে (আচ্ছাদন বস্ত্রে) আচ্ছাদিত করিয়া সেই ঘট প্রণিহিত হস্তিশুণ্ডিকা নাড়ী দ্বারা (হস্তিশুণ্ডবৎ ক্রমকৃশ নল দ্বারা) উষ্মস্বেদ প্রদান করিবে। অন্যবিধ উষ্ম স্বেদ—রোগির শরীরের দৈর্ঘ্য-প্রমাণ ভূমি মার্জ্জিত করিয়া তাহা খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে ভস্মাদি অপসারিত করিয়া সেই উত্তপ্ত ভূমি খণ্ড দুগ্ধ ধান্যাম্ল (কাঁজী) বা জল দ্বারা অভ্যুক্ষিত এবং বাতঘ্ন পত্র দ্বারা (এরণ্ডা-দির পত্র দ্বারা) আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি রোগিকে শোয়াইয়া উষ্ম স্বেদ দিবে। এই প্রকারে স্বিন্ন মাষাদি দ্বারাও উষ্মস্বেদ প্রয়োগ করিবে॥ ৫৪—৫৮

উপনাহস্বেদ—বাতঘ্ন ঔষধকে কাঁজী ও তক্রাদি অম্লপদার্থ দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক তাহাতে লবণ-স্নেহ-দুগ্ধ ও মাংসরসাদি সংযুক্ত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং সুখোষ্ণ অবস্থায় তদ্দ্বারা বাতার্ত্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে, অর্থাৎ সেই উষ্ণ প্রলেপ স্বেদে বাতার্ত্ত অঙ্গকে স্বিন্ন করিবে। এইরূপ গ্রাম্য ও আনূপ জন্তুর মাংস দ্বারা, জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্যসমূহ দ্বারা, দধি দুগ্ধ ও সৌবীরক সহ বীরতর্ব্বাদি গণোক্ত দ্রব্যসকল দ্বারা, এবং কুলত্থ, মাষকলায়, গোধূম, মসিনা, তিল, সর্ষপ, শুলফা, দেবদারু, শেফালী (নিসিন্দা), স্থূল জীরক, এরণ্ডমূল, জীরা, রাস্না, মূলক, শজিনা, জটামাংসী, কৃষ্ণা (পিপুল বা কাল জীরে), তুলসী, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, দশমূল, গুড়ূচী ও আলকুশী বীজ, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সংগ্রহ করিয়া তাহা শিলায় পেষিত, অম্ল লবণের সহিত সংযুক্ত, অগ্নিতে স্বিন্ন এবং বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা বাতার্ত্ত স্থানে স্বেদ দিবে। ইহার নাম মহাশাল্বণ স্বেদ, এই স্বেদ দ্বারা সর্ব্ব প্রকার বাতপীড়া প্রশমিত হয়। অথবা ঔষধ দ্রব্যকে কাঞ্জিকাদি অম্লে পেষিত, অগ্নিতে উত্তপ্ত ও সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ডে বদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে। কিংবা ঔষধ দ্রব্যকে স্বিন্ন ও বস্ত্র খণ্ডস্থিত করিয়া সুখোষ্ণাবস্থায় তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। (যেমন-পুল্‌টিস্)॥ ৫৯—৬৫

দ্রবস্বেদ—বাতঘ্ন ঔষধের ক্বাথে একখান কটাহ বা কোষ্ঠক (দ্রোণী বা টপ) আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে রোগিকে অবগাহন করাইবে, অর্থাৎ রোগী তাহাতে সুস্থির হইয়া উপবেশন করিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা লৌহ দ্বারা অথবা কার্ষ্ঠ দ্বারা কোষ্ঠক প্রস্তুত করাইবে। কোষ্ঠক খানি উর্দ্ধে ও বিস্তারে ছাব্বিশ অঙ্গুল করিতে হইবে এবং তাহা চতুষ্কোণ ও চিক্কণ হইবে। পক্ষান্তর—রোগী স্নেহা-ভ্যক্ত হইয়া নাভির উর্দ্ধ ছয় অঙ্গুল পর্য্যন্ত ক্বাথে নিমগ্ন করিয়া কোষ্ঠকে উপবেশন করিবে। পরে সুখোষ্ণ সেই বাতঘ্ন ক্বাথধারা তাহার স্কন্ধদ্বয়ে পাতিত করিতে থাকিবে। যতক্ষণ না কোষ্ঠক পরিপূর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্বাথধারা পাতিত করিবে। এক মুহূর্ত্ত হইতে চারি মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, অথবা যতক্ষণ না আরোগ্য নিশ্চয় হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী সেই কোষ্ঠকে অবগাহন করিবে। ক্বাথবৎ তৈল দ্বারা, দুগ্ধ দ্বারা বা ঘৃত দ্বারাও স্বেদ প্রদান করিবে। কিন্তু স্নেহে অর্থাৎ তৈলে বা ঘৃতে প্রতিদিন অবগাহন না করিয়া এক দিন বা দুই দিন অন্তর অবগাহন কর্ত্তব্য। কারণ প্রতিদিন স্নেহাব-গাহনে অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইতে পারে। এতাবতা বলা হইল যে, ক্বাথে ও দুগ্ধে নিত্যই অবগাহন করা যাইতে পারে। শিরামুখ দ্বারা, লোমকূপ দ্বারা ও ধমনী দ্বারা স্নেহ পরিচালিত হইয়া শরীরকে তর্পিত করে, এবং শরীরে বল জন্মাইয়া দেয়। অতএব অবগাহন স্নেহ উপযুক্ত। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে সেই জল সিক্ত বৃক্ষের অঙ্কুররাজি যেমন বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ স্নেহসিক্ত ব্যক্তির ধাতু সকলও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা বাতনাশক উৎকৃষ্ট উপায় আর দ্বিতীয় নাই। শীত ও শূল (বেদনা) অপগত হইলে, শরীরের স্তব্ধতা ও গুরুতা দূরীভূত হইলে, অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে এবং বাতার্ত্ত অঙ্গ কোমল হইলে স্বেদ হইতে বিরত হইবে॥ ৬৬—৭৩

মূর্দ্ধতৈল বিধি—মূর্দ্ধ-তৈল চতুর্ব্বিধ যথা—অভ্যঙ্গ, পরিষেক, পিচু ও বস্তি। (অভ্যঙ্গ—তৈল দ্বারা শিরোমর্দ্দন), পরিষেক (মস্তকে তৈলের ধারা পাতন), পিচু (তৈলাক্ত তুলা মস্তকে স্থাপন), বস্তি (ইহা পরে বাণত হইবে)। এই চারি প্রকার মূর্দ্ধ-তৈলের পর পরটি যথাক্রমে বলবান্। অভ্যঙ্গাদি প্রথমোক্ত তিনটি অর্থাৎ অভ্যঙ্গ পরিষেক ও পিচু এই তিনটি সর্ব্বতঃ প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ সকলেই অবগত আছেন। এস্থলে শাস্ত্রজ্ঞসম্মত শিরোবস্তিবিধি বর্ণন করিব। তদ্‌যথা—শিরোবস্তি চর্ম্মনির্ম্মিত, তাহা দ্বিমুখ এবং দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ ও শিরঃপ্রমাণ প্রশস্ত। ইহা মস্তকে বান্ধিয়া পেষিত মাষকলায়ের কল্কদ্বারা সন্ধিরোধ করিয়া আশু ঈষদুষ্ণ স্নেহ দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবে। এবং নাসা-কর্ণ-মুখপ্রভৃতি হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা বেদনার উপশম হওয়া পর্য্যন্ত, কিংবা এক সহস্র মাত্রা পর্য্যন্ত

মস্তকে ধারণ করিবে। নিজ জানুর উপর ছোটিকা-যুক্ত করাবর্ত্ত করিবে। করাবর্ত্তে যত সময় লাগে, তাহাই একমাত্রা, এইরূপ নিশ্চয় সর্ব্বত্রই। অভুক্তাবস্থায় শিরোবস্তি ধারণ প্রশস্ত। পাঁচদিন বা সাত দিন শিরোবস্তি প্রযোজ্য। মস্তকের বস্তি বিমোচন করিয়া তাহা সর্ব্বাবয়বে গ্রহণ করিবে। তদনন্তর ঈষদুষ্ণ জলে দেহের ঊর্দ্ধভাগ অভিষিক্ত করিবে। ইহা দ্বারা শিরঃকম্পাদি দুর্জ্জয় বাতজরোগ সকল সংক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব শিরোবস্তি সর্ব্বকালে প্রযোজ্য।

টীকা। "পাঁচদিন বা সাতদিন শিরোবস্তি প্রযোজ্য" ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার "সর্ব্বকালে প্রযোজ্য" এই কথা বলায় বুঝিতে হইবে যে, শিরঃকম্পাদিরোগ সকল যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন শিরোবস্তি ধার্য্য ॥ ৭৪—৮১

কর্ণপূরণবিধি—কর্ণরোগ বা কণ্ঠরোগ অথবা শিরোরোগ উপস্থিত হইলে রোগীকে পার্শ্ব পাতিয়া শোয়াইবে। সে পার্শ্বশায়ী হইলে তাহার কর্ণদেশে কিঞ্চিৎ স্বেদ দিয়া উষ্ণ মূত্র স্নেহ বা মাংসরস দারা তাহার কর্ণ পূরণ করিবে। কর্ণ পূরণ করিয়া রোগী পাঁচশত বা সহস্র মাত্রা কাল থাকিবে। ভোজনের পূর্ব্বে মূত্রাদিদ্বারা কর্ণ পূরণ প্রশস্ত; এবং সূর্য্য অস্ত গেলে তৈলাদি দ্বারা কর্ণপূরণ করা বিধেয়। তদ্‌যথা—কর্ণশূলরোগে ঈষদুষ্ণ ছাগমূত্র সৈন্ধব লবণ সহ কর্ণে নিক্ষেপ করিবে। ইহাদ্বারা কর্ণশূল-কর্ণপাকাদি প্রশমিত হয়। আদা, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ ও তৈল এই সকল দ্রব্য উষ্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় কর্ণে দিলে কর্ণের বেদনা নাশ হয়। পীত আকন্দের পাতা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহা অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে। সেই প্রতপ্ত পাতার রস কর্ণে ক্ষেপণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। ইহা কর্ণশূলহর উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ৮২—৮৭

লেপবিধি—আলেপের অপর নাম—লেপ লেপন ও লিপ্তক। লেপ ত্রিবিধ যথা—দোষঘ্ন লেপ, বিষঘ্নলেপ ও বর্ণকর লেপ। লেপ—অঙ্গুলির চতুর্থাংশ উন্নত (পুরু), তৃতীয়াংশ উন্নত বা অর্দ্ধাংশ উন্নত হইবে; লেপের এই তিন পরিমাণ। আর্দ্রলেপ ব্যাধিহর, তাহা শুকাইলে শরীরের কান্তিকে দূষিত করিয়া থাকে। দোষঘ্নলেপ যথা—পুনর্নবা, দেবদারু, শ্বেতসর্ষপ, শুঁঠ ও শজিনা ছাল এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়। শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই দশটি দ্রব্যের চূর্ণ তৎপঞ্চমাংশঘৃতে আপ্লুত এবং জলে প্রক্ষিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বীসর্প, বিষস্ফোটক, শোথ ও দুষ্টব্রণ বিনষ্ট হয়। ইহা দশাঙ্গলেপ নামে অভিহিত। বিষঘ্নলেপ যথা—ছাগদুগ্ধে তিল বাটিয়া এবং তাহাতে মাহিষ নবনীত সংযুক্ত করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে আরুষ্কর (ভেলাজনিত) শোথ প্রশমিত হয়। কৃষ্ণমৃত্তিকার প্রলেপও শোথনাশক। ঈশলাঙ্গলা, আতইচ, তিতলাউবীজ, ঝিঙ্গেবীজ ও মূলা এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কৃমি ও বিস্ফোট বিনষ্ট হয়। বর্ণপ্রসাদকলেপ যথা—রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর ও মসূর, ইহাদের প্রলেপ ব্যঙ্গনাশক ও মুখকান্তিপ্রদ।

অতঃপর পণ্ডিতসম্মত লেপবিধি বর্ণন করিব। লেপের দুইটি ভেদ যথা—আলেপ ও প্রদেহ। মহিষের আর্দ্র চর্ম্মের ন্যায় ইহাদের স্থূলতা। আলেপ—শীতল পাতলা ও বিশোষী, প্রলেপ পিত্তহর। প্রদেহ আলেপ অপেক্ষা পুরু, ইহা আর্দ্রও ব্যবহৃত হয়, উষ্ণও ব্যবহৃত হয়। প্রদেহ কফ-বাতনাশক। রাত্রিতে প্রলেপ দিবে না, প্রলেপ শুষ্যমাণ হইলে তাহা আর শরীরে রাখিবে না, তুলিয়া ফেলিবে। তবে পীড়ন প্রদেহ অর্থাৎ যে প্রদেহ ব্রণশোথের পূযকে আকর্ষণ করিয়া ব্রণমুখে আনয়ন করে, তাহা শুষ্যমাণ হইলেও উপেক্ষা করিবে, অর্থাৎ তাহা তুলিয়া ফেলিবে না। রাত্রির অন্ধকারে ত্রণোষ্মা ব্যবহিত হইয়া লোমকূপমুখে স্থিতি করে। লোমকূপমুখাগত সেই উষ্মা বিনা প্রলেপে নির্গত হইয়া থাকে। অতএব রাত্রিতে প্রলেপ দিবে না। অপাকি-অতিগম্ভীর-রক্তশ্লেষ্মসম্ভূত ব্রণে পণ্ডিতগণ রাত্রিতেও প্রলেপ দিয়া থাকেন। প্রলেপ যথা—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, নলমূল, ক্ষেতপাপড়া, বেণামূল, বালা ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ পিত্তশোথনাশক। প্রদেহ যথা—টাবালেবুর মূল, জটামাংসী, কালিয়াকড়ামূল, দেবদারু, শুঁঠ, রাস্না ও গণিয়ারি, ইহাদের প্রদেহ (পুরু প্রলেপ) বাতশোথনাশক। পিপুল, পুরাণপিণ্যাক (তিল খইল), সজিনাছাল, বালি ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষিত এবং অগ্নিসন্তাপে উষ্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় তাহার প্রদেহ দিলে শ্লেষ্মশোথ বিনষ্ট হয় ॥ ৮৮—১০৩

শোণিত-স্রাবণবিধি।

মানবের রোগ বুঝিয়া একপ্রস্থ অর্দ্ধপ্রস্থ বা সিকি প্রস্থ শোণিত স্রাব করিবে। (বমনে বিরেচনে ও রক্তমোক্ষণে প্রস্থের পরিমাণ সাড়ে ছয় পল জানিবে)। শরৎকালে স্বভাবতঃ মানবের শোণিত মোক্ষণ করিবে। তাহাতে শোণিতোদ্ভব ত্বগ্‌দোষ-গ্রন্থি ও শোথাদি-

রোগসমূহ বিনষ্ট হইবে। বর্ষাকালে, গ্রীষ্মকালে, শরৎকালে, শীতকালে মেঘরহিত দিবসে মধ্যাহ্ন সময়ে রক্তমোক্ষণ করিবে।

প্রকৃত শোণিত—অনুষ্ণশীত (উষ্ণও নহে শীতলও নহে), মধুর, স্নিগ্ধ, রক্তবর্ণ ও গুরু। শোণিত বিস্র (আঁশ্‌টে গন্ধ) হইলে পিত্তবৎ তাহার বিদাহ হয়। তাহাকে বিদগ্ধ শোণিত বলিয়া জানিবে। বিস্রতা, দ্রবতা, রক্তবর্ণতা, চলন ও বিসয়, ভূম্যাদি পঞ্চভূতের এই পাঁচটি গুণ রক্তে বিদ্যমান আছে।

রক্তদুষ্টি হইলে শোথ, রক্তবর্ণমণ্ডলোৎপত্তি, ব্যথা, দাহ, পাক, কণ্ডু ও পিড়কোদ্গম হয়। রক্তের বৃদ্ধি হইলে অঙ্গের ও নেত্রের রক্তবর্ণতা, শিরাসমূহের পূর্ণতা, গাত্রের গৌরব এবং নিদ্রা মোহ ও দাহ জন্মে। রক্তের ক্ষীণতা হইলে মধুর দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, মূর্চ্ছা, ত্বকের রুক্ষতা এবং রক্তক্ষৈণ্য জনিত-বাত হেতু শিরাসমূহের শিথিলতা ও উন্মার্গগামিতা হইয়া থাকে।

শোণিত বাতকর্ত্তৃক দূষিত হইলে অরুণবর্ণ, ফেনিল, রুক্ষ, পরুষ, পাতলা, শীঘ্রগামী, আস্কন্দি ও সূচীবেধবদ্ বেদনাপ্রদ হইয়া থাকে। পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত হইলে পীতবর্ণ, হরিতবর্ণ, নীলবর্ণ বা শ্যাববর্ণ, বিস্র, অস্বাদু, উষ্ণ এবং মক্ষিকা ও পিপীলিকাদিগের অপ্রিয় হইয়া থাকে। কফকর্ত্তৃক দূষিত হইলে শীতল, ঘন, স্নিগ্ধ, গৈরিকজলসদৃশ বা মাংসপেশীপ্রভ স্ত্যানীভূত ও মন্দগামী হয়। দুই দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে সেই দোষদ্বয়ের এবং তিনদোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে সেই দোষত্রয়ের মিলিত লক্ষণাক্রান্ত, পূতিগন্ধবিশিষ্ট ও কাঞ্জিকপ্রভ হইয়া থাকে। বিষকর্ত্তৃক দূষিত হইলে শ্যাববর্ণ, নাসিকোমার্গগ, বিস্র, কাঞ্জিকপ্রভ ও সর্ব্বকুষ্ঠজনক হয়। প্রকৃতিস্থ রক্ত ইন্দ্রগোপপ্রতিম অর্থাৎ বর্ষাকালসম্ভূত রক্তবর্ণ কীটবিশেষ ও অসংহত সদৃশ হইয়া থাকে।

শোথে, দাহে, অঙ্গপাকে, রক্তের লোহিতবর্ণস্রাবে, বাতরক্তে, কুষ্ঠে, কণ্ডুরোগে, দুর্জয় বাতে, পাণ্ডুরোগে, শ্লীপদে, বিষদুষ্ট-শোণিতে এবং গ্রন্থি-অর্ব্বুদ-অপচী-ক্ষুদ্ররোগ-অধিমন্থ-বিদারী ও স্তনরোগে, গাত্রের অবসাদ ও গৌরবে, রক্তাভিষ্যন্দে, তন্দ্রারোগে, পূতিঘ্রাণ ও আস্যদাহে, যকৃৎ-প্লীহা-বীসর্প-বিদ্রধি ও পিড়কারোগে, কর্ণ ওষ্ঠ ঘ্রাণ ও মুখের পাকে, দাহে, শিরোরোগে, উপদংশে ও রক্তপিত্তে, রক্তস্রাব প্রশস্ত। এই সকল রোগে শৃঙ্গদ্বারা, জলৌকাদ্বারা, বা অলাবুদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে, অথবা শিরামোক্ষণ দ্বারা রক্ত পাতন করিবে।

কৃশ ব্যক্তির, অতি মৈথুনশীল ব্যক্তির, ক্লীব ব্যক্তির, ভীরুব্যক্তির, গর্ভিণীস্ত্রীর, প্রসূতাস্ত্রীর, পাণ্ডুরোগির, যে ব্যক্তির বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম করা হইয়াছে বা যে ব্যক্তি স্নেহপান করিয়াছে তাহার, অর্শোরোগির, সর্ব্বাঙ্গশোথাক্রান্তব্যক্তির, উদররোগির, শ্বাস ও কাসরোগির, বমি অতিসার ও কুষ্ঠ রোগির, যে ব্যক্তিকে অতি স্বেদ দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তির এবং ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক ব্যক্তির বা সপ্ততি বর্ষের অধিক বয়স্ক ব্যক্তির, আঘাত হেতু ক্ষতরক্ত ব্যক্তির অর্থাৎ রক্তপিত্তাদি দ্বারা যাহার রক্ত ক্ষত হইয়াছে সেই ব্যক্তির শিরা মোক্ষণ প্রশস্ত নহে। কিন্তু, ইহাদের কোন আত্যয়িক (প্রাণ সঙ্কট) রোগ উপস্থিত হইলে জলৌকাদ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে। বিষাক্রান্ত ব্যক্তিদিগেরও শিরামোক্ষণ বিধেয় নহে। বাতদুষ্ট শোণিত—গোশৃঙ্গ দ্বারা, পিত্তদুষ্ট শোণিত জলৌকাদ্বারা, কফদুষ্ট শোণিত অলাবুদ্বারা, মোক্ষণ করিবে। যে রক্ত দুই দোষদ্বারা বা ত্রিদোষদ্বারা দূষিত হয়, সেই দূষিত রক্ত যুক্তি পূর্ব্বক গোশৃঙ্গাদি কোন যন্ত্র দ্বারা, শিরামোক্ষণ দ্বারা বা শস্ত্রপাত দ্বারা স্রাবিত করিবে।

শৃঙ্গ দশাঙ্গুল পরিমিত স্থানস্থ শোণিত বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে; জলৌকা হস্ত পরিমিত স্থানস্থ শোণিত গ্রহণ করে; অলাবু দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত স্থানস্থ শোণিত গ্রহণ করে; শস্ত্রপদ একাঙ্গুল পরিমিত স্থানস্থ শোণিত গ্রহণ করে, শিরা সর্ব্বাঙ্গ শোধিনী অর্থাৎ শিরামোক্ষণ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গগত রক্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

শীত সময়ে বা অভুক্তাবস্থায় রক্ত প্রস্রুত হয় না এবং মূর্চ্ছা নিদ্রা ভয় মদ ও শ্রমান্বিত ব্যক্তিদের রক্তস্রাব হয় না; যাহাদের মল মূত্র রোধ হইয়াছে, তাহাদেরও রক্ত নির্গত হয় না। রক্ত প্রস্রুত না হইলে কুড় ত্রিকটু ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ক্ষত মুখে মর্দ্দন করিবে, তাহাতে রক্তস্রাব হইবে। অতএব শীত সময়ে বা অত্যুষ্ণ সময়ে রক্তস্রাব করিবে না; স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন না করিয়াও রক্ত মোক্ষণ করিবে না; অতি তাপিত (পাঠান্তর অতি স্বিন্ন ব্যক্তি অথবা ভোজনাদি দ্বারা অতি তর্পিত) ব্যক্তিরও রক্ত মোক্ষণ করিবে না। রোগী যবাগূ পান করিয়া তৃপ্ত হইলে তাহার রক্ত মোক্ষণ করিবে। অতিস্বিন্ন ব্যক্তির রক্ত মোক্ষণ করিলে, বা অত্যুষ্ণকালে রক্ত মোক্ষণ করিলে, বা অতি শিরাব্যধ করিলে অধিক মাত্রায় রক্ত নির্গত হয়। তাহাতে এই প্রতিকার করিবে, তদ্‌যথা—রক্ত অতি প্রবৃত্ত হইলে লোধ, ধুনা ও রসাঞ্জনচূর্ণ দ্বারা, যব ও গোধূমচূর্ণ দ্বারা, ধব ধম্বন ও গৈরিক চূর্ণ দ্বারা অথবা সাপের খোলসচূর্ণ দ্বারা, কিংবা ক্ষৌমবস্ত্র ও সূত্রবস্ত্রের ভস্মদ্বারা ক্ষতমুখ বন্ধ করিয়া শীতল চিকিৎসা করিবে। শিরার যে স্থান হইতে রক্তের অতিস্রাব হইতেছে, তাহার ঊর্দ্ধে আর একস্থান বিদ্ধ করিয়া দিবে, অথবা ক্ষার দ্বারা বা অগ্নি দ্বারা ক্ষতস্থান

দগ্ধ করিবে। কষায়রস ক্ষতকে সংযোজিত করে, শৈত্য প্রয়োগে রক্ত গাঢ়ীভূত হয়, ক্ষার ক্ষতকে পাকায়, অগ্নিদাহে শিরা সঙ্কুচিত হয়। দুষ্ট রক্তের যদি কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাতে ব্যাধি প্রকুপিত হয় না, অতএব দুষ্ট রক্তের বরং কিঞ্চিৎ অবশেষ রাখিবে, তথাপি রক্তের অতিস্রাব করান হিতকর নহে। রক্তের অতিস্রাবে আন্ধ্য, আক্ষেপ, তৃষ্ণা, তিমির রোগ, শিরোরোগ, পক্ষাঘাত, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দাহ ও পাণ্ডুতা, এমন কি মরণ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। রক্ত দ্বারাই দেহের উৎপত্তি, রক্তদ্বারাই দেহ রক্ষিত এবং রক্তই জীবের আধার, অতএব রক্তকে রক্ষা করিবে। ক্ষতরক্ত ব্যক্তির শীতোপচার দ্বারা বায়ু কুপিত হইলে ব্যথান্বিত শোথে সুখোষ্ণ ঘৃত সেচন করিবে। অতি রক্তস্রাবে রোগী ক্ষীণ হইলে তাহার পক্ষে এণ শশ মেষ হরিণ বা ছাগের মাংসরস, এবং ষষ্টিক তণ্ডুলের সহিত দুগ্ধপান অতি কর্ত্তব্য। রক্ত সম্যক্ নিঃসারিত হইলে পীড়াশান্তি, লঘুত্ব, ব্যাধির উপদ্রব নাশ ও মনের স্বাস্থ্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। রক্তস্রাবান্তে বলাধান না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ, শীতল জলে স্নান, বায়ুপ্রবাহ সেবন, একাহার, দিবানিদ্রা এবং ক্ষার অম্ল কটু ভোজন, শোক, বাদানুবাদ ও অপক্ক দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে॥ ১০৪—১৪৫

নেত্রপ্রসাদন কর্ম্ম।

সেক, আশ্চোতন, পিণ্ডী, বিড়াল, তর্পণ, পুটপাক ও অঞ্জন, এই কয়টি কল্পে (বিধানে) নেত্রের চিকিৎসা করিবে॥ ১৪৬

সেকবিধি—রোগী মীলিতাক্ষ হইলে তাহার সমস্ত নেত্র ব্যাপিয়া সূক্ষ্ম ধারায় চতুরঙ্গুল সেক (পরিষেক) প্রদেয়, এই পরিমিত সেকই হিতকর। বাত প্রকোপে সস্নেহ সেক, পিত্ত ও রক্ত প্রকোপে রোপণ সেক এবং কফে লেখন সেক কর্ত্তব্য। সেকের মাত্রা বলিব, তদ্‌যথা—নেত্র প্রসাদনে ছয়শত বাঙ্‌মাত্রা কাল স্নেহ সেক, চারিশত বাঙ্‌মাত্রা কাল রোপণ সেক, তিন শত বাঙ্‌মাত্রা কাল লেখন সেক প্রদেয়। মানবের নিমেষোন্মেষণে যতটুকু সময় লাগে, অঙ্গুলি দ্বারা ছোটিকা করিতে (তুরীদিতে) যতটুকু সময় লাগে, অথবা গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, পণ্ডিতগণ তাহাকে বাঙ্‌মাত্রা কহেন। দিবাভাগে সেক প্রদেয়, উৎকট ব্যাধিতে, রাত্রিতেও সেক প্রদান করা যাইতে পারে। এরণ্ডের পত্র (পাঠান্তর এরণ্ডের পত্র মূল ও ত্বক্) পেষণ করিয়া তৎসহ ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিবে। সুখোষ্ণাবস্থায় সেই দুগ্ধ নয়নে সেচন করিলে বাতাভিষ্যন্দ নাশ হয়॥ ১৪৭—১৫১

আশ্চোতনবিধি—নেত্র দুই অঙ্গুল আবৃত, রোগী নেত্রকে সেই দুই অঙ্গুলই ব্যাপিয়া উন্মীলিত করিলে তাহাতে ক্বাথ মধু আসব বা স্নেহের যে বিন্দু পাতন করা যায়, তাহাই আশ্চোতন নামে প্রোক্ত। লেখন আশ্চোতনে আটবিন্দু, রোপণ আশ্চোতনে দশবিন্দু, স্নেহন আশ্চোতনে দ্বাদশ বিন্দু পাতন বিধেয়। শীত হেতুক নেত্ররোগে ঈষদুষ্ণ এবং উষ্ণ হেতুক নেত্র রোগে শীতল ক্বাথাদি বিন্দু প্রদেয়। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম জানিবে। বাতপ্রকোপে তিক্ত ও স্নিগ্ধ আশ্চোতন, পিত্ত প্রকোপে মধুর ও শীতল আশ্চোতন এবং কফপ্রকোপে তিক্ত-উষ্ণ ও রুক্ষ আশ্চোতন হিতকর। সকল আশ্চোতনেরই মাত্রা—বাক্‌শত পরিমিত কাল। নেত্ররোগে আশ্চোতন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভেষজ-কল্পনা আর নাই। কাহারও কখনও রাত্রিতে আশ্চোতন কর্ত্তব্য নহে। আশ্চোতন যথা—বিল্বাদি পঞ্চমূল, বৃহতী, এরণ্ডমূল ও শজিনা, ইহাদের ক্বাথ সুখোষ্ণাবস্থায় নেত্রে আশ্চোতন করিলে বাতাভিষ্যন্দ নাশ হয়॥ ১৫২—১৫৭

পিণ্ডীবিধি—রোগোপযোগি ঔষধের কল্ক-পিণ্ডিকা এক গ্রাস মাত্রায় লইয়া তাহা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা নেত্রে বান্ধিয়া রাখিলে অভিষ্যন্দ বিনষ্ট হয়। বাতপ্রকোপে স্নিগ্ধ ও উষ্ণপিণ্ডিকা, পিত্তপ্রকোপে শীতলপিণ্ডিকা এবং কফপ্রকোপে রুক্ষ ও উষ্ণপিণ্ডিকা নেত্রে ধার্য্য, এই বিধি পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। পিণ্ডী যথা—এরণ্ডের পত্র মূল ও ত্বকের কল্কনির্ম্মিত পিণ্ডী বাতনাশক। পিত্তে আমলকী কল্ক কৃত পিণ্ডী এবং কফে শজিনাপত্রের কল্কনির্ম্মিত পিণ্ডী নেত্রে ধার্য্য॥ ১৫৮। ১৫৯

বিড়ালকবিধি—পক্ষ্ম বর্জ্জন করিয়া নেত্রের বহির্ভাগে যে প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা বিড়ালক নামে অভিহিত। বিড়ালক-লেপের মাত্রা মুখালেপবিধানবৎ জানিবে। যষ্টিমধু, গেরিমাটী, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা ও রসাঞ্জন, প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক তাহার বহির্লেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৬০। ১৬১

তর্পণবিধি—বাত-আতপ ও ধূলিবিহীন গৃহে রোগী উত্তানশায়ী হইয়া থাকিবে (চিত হইয়া শুইবে)। পরে ক্লিন্ন মাষকলায় চূর্ণ দ্বারা দুইটি সমান—দৃঢ়-অসন্ধি-পরিপিণ্ডিত প্রস্তুত করিয়া তাহা নেত্রকোষদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিবে অর্থাৎ মাষকলায় চূর্ণ জলে সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা নেত্রকোশদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে সমান দৃঢ় ও অসন্ধি দুইটি আলবাল নির্ম্মাণ করিবে। তৎপরে দ্রবীভূত ঘৃতমণ্ড দ্বারা, ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা, শতধৌত ঘৃত

দ্বারা বা দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা ঐ পরিপিণ্ডিতদ্বয় পূর্ণ করিবে। ঘৃতাদি নিক্ষেপ কালে রোগী নেত্র মুদ্রিত করিয়া থাকিবে। যে পর্য্যন্ত না পক্ষ্ম সকল নিমগ্ন হয়, সে পর্য্যন্ত ঘৃতাদি নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর রোগী ক্রমে ক্রমে নেত্র উন্মীলন করিবে। ভিষগ্‌গণ ইহাকেই তর্পণবিধি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

যে নেত্র রুক্ষ, পরিষ্যন্দি (যাহা হইতে স্রাব নিঃস্রুত হয়), যে নেত্র কুটিল, আবিল, যাহার পক্ষ্ম-সকল শীর্ণ, যাহা শিরোৎপাতযুক্ত, যাহা কষ্টে উন্মীলিত হয়, এবং যাহা তিমির-অর্জ্জুন-শুক্র-অভিষ্যন্দ-অধিমন্থ-শুষ্কাক্ষিপাক ও অক্ষিশোথাদি পীড়া যুক্ত এবং যাহা বাতবিপর্য্যয় সমন্বিত, নেত্ররোগবিশারদ ভিষক্ সেই নেত্রকে সম্যক্ তর্পণ করিয়া থাকেন।

বর্ত্ম রোগে শত বাঙ্‌মাত্রা, স্বস্থকফে ও সন্ধিরোগে পাঁচশত বাঙ্‌মাত্রা, কফে ছয় শত বাঙ্‌মাত্রা, কৃষ্ণ-রোগে সাত শত বাঙ্‌মাত্রা, দৃষ্টিরোগে আটশত বাঙ্‌-মাত্রা এবং অধিমন্থে ও বাতরোগে সহস্র বাঙ্‌মাত্রাকাল নেত্রে তর্পণ ধারণ করিবে। তর্পণ ধারণ কাল পূর্ণ হইলে অপাঙ্গ-মার্গদ্বারা (নেত্রকোণ দিয়া) তর্পণ-স্নেহ স্রাবিত করিয়া স্বিন্নযবপিষ্টদ্বারা নেত্রদ্বয় শোধন করিবে অর্থাৎ নেত্রলগ্ন-স্নেহাদি মুছিয়া চক্ষু পরিষ্কৃত করিবে। নেত্র শোধনানন্তর রোগী ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিবে। তদনন্তর যথাবৎ ধূমপানদ্বারা স্নেহবীর্য্য প্রেরিত-কফের বিরেচন করিবে। ব্যাধি বলানুসারে একদিন তিনদিন বা পাঁচদিন তর্পণ ধারণ করিবে। নেত্রের তর্পণ বিষয়ে এই সকল তৃপ্তিলক্ষণ লক্ষ্য করিবে, তদ্‌যথা—সুখনিদ্রা ও সুখজাগরণ, নেত্রের বৈশদ্য ও পটুতা, নির্বৃতি (সুখ), ব্যাধিশান্তি এবং ক্রিয়ালাঘব অর্থাৎ নেত্রের নিমেষোন্মেষাদি ক্রিয়াতে লঘুতা। নেত্র সম্যক্ তর্পিত হইলে এই লক্ষণগুলি উপস্থিত হইয়া থাকে। নেত্র অতিতর্পিত হইলে চক্ষুর গুরুতা, আবিলতা, অতিস্নিগ্ধতা, অশ্রুপাত, নেত্রকণ্ডু, উপদেহ (শ্লেষ্ম-লিপ্তত্ব), ঘর্ষ ও তোদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। নেত্র হীনতর্পিত হইলে আস্রাব-শোথ ও রাগাঢ্যতা, উপদেহ, রুক্ষতা, অশ্রুস্রাব ও অরুণবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ ঘটে। অতিতর্পিত ও হীনতর্পিত নেত্রের দোষবাহুল্য হেতু ইহাদের চিকিৎসাতে বিশেষ যত্ন করিবে। রুক্ষ ও স্নিগ্ধ উপচার দ্বারা ইহাদের চিকিৎসা করিতে হইবে। অর্থাৎ অতিতর্পণে রুক্ষ উপচার দ্বারা এবং হীন তর্পণে স্নিগ্ধ উপচার দ্বারা চিকিৎসা করিবে। দুর্দ্দিনে (ঝড়বৃষ্টির দিনে), অতি উষ্ণ বা অতি শীত সময়ে, চিন্তিতাবস্থায়, সংভ্রমসময়ে এবং উপদ্রবের অশান্তিতে নেত্র তর্পণ হিতকর নহে॥ ১৬২—১৭৭

পুটপাক বিধি—স্নিগ্ধমাংস দুই পল (১৬ তোলা), অপর দ্রব্য এক পল (৮ তোলা), দ্রব পদার্থ এক কুড়ব (অর্দ্ধসের) এই সকল একত্র পেষিত ও আলোড়িত করিবে। পরে পত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া পুটপাক বিধানে পাক করিবে। অনন্তর তাহার রস গালিত করিয়া তর্পণোক্ত বিধানে রোগিকে উত্তানভাবে শোয়াইয়া তাহার দৃষ্টি মধ্যে সেই রস নিক্ষেপ করিবে ও যথাবৎ ধারণ করাইবে।

পুটপাক ত্রিবিধ যথা—স্নেহন লেখন ও রোপণ। অতিরুক্ষ ব্যক্তির স্নেহন-পুটপাক, স্নিগ্ধ ব্যক্তির লেখন-পুটপাক, এবং দৃষ্টির বলাধানার্থ রোপণ-পুট-পাক হিতকর। রোপণ-পুটপাক—পিত্ত-রক্ত-ব্রণ ও বাতনাশক। স্নেহ-মাংস বসা-মজ্জ-মেদঃ ও স্বাদু ঔষধ দ্বারা স্নেহন-পুটপাক কৃত হয়। ইহা দুই শত বাঙ্‌মাত্রা কাল ধার্য্য। জাঙ্গল জন্তুর যকৃৎ ও মাংস, লেখন দ্রব্য, কৃষ্ণ লৌহচূর্ণ, তাম্র, শঙ্খ, প্রবাল, সৈন্ধব লবণ, সমুদ্র ফেন, হীরাকস, স্রোতোঞ্জন ও দধির মাত, এই সকল দ্রব্য দ্বারা লেখন-পুটপাক কৃত হয়। ইহা শত বাঙ্‌মাত্রা কাল ধার্য্য। দুগ্ধ, জাঙ্গলমাংস, মধু, ঘৃত ও তিক্তক দ্রব্য পাক করিয়া রোপণ-পুটপাক কৃত হয়। ইহা লেখন-পুটপাক অপেক্ষা তিন গুণ সময় ধার্য্য। তিক্তক-দ্রব্য যথা—নিম, গুলঞ্চ, বাসক, পলতা ও কণ্টকারী ইহারা পঞ্চতিক্তকগণ বলিয়া অভি-হিত। (রোপণ পুটপাকে এই পঞ্চতিক্তকগণই গ্রহী-তব্য)। ব্যাপত্তি ঘটিলে অর্থাৎ অযথা কৃত-পুটপাক জনিত ব্যাধি জন্মিলে তর্পণোক্ত চিকিৎসা করিবে। যে ব্যক্তি নেত্রে তর্পণ বা পুটপাক ধারণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি তেজঃ, বায়ু, আকাশ, দর্পণ ও ভাস্বর বস্তু দর্শন করিবে না॥ ১৭৮—১৮৭

অঞ্জনবিধি—নেত্রগত দোষ সম্যক্‌পক্ক হইলে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। যে দ্রব্য দ্বারা অঞ্জন কৃত হয়, তাহাই অঞ্জন বলিয়া অভিহিত হয়। অঞ্জন ত্রিবিধ, যথা—রস বটী ও চূর্ণ অঞ্জন। এই ত্রিবিধ অঞ্জনের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি যথাক্রমে বলবান্ অর্থাৎ চূর্ণাঞ্জন অপেক্ষা বটী-অঞ্জন, বটী-অঞ্জন অপেক্ষা রস-অঞ্জন বলবান্। এই ত্রিবিধ অঞ্জনের প্রত্যেকটি আবার ত্রিবিধ, যথা—লেখন রোপণ ও স্নেহন। ইহাদের লক্ষণ সকল সবি-স্তর বলিতেছি শুন।—ক্ষার, তীক্ষ্ণদ্রব্য ও অম্লরস দ্বারা লেখন-অঞ্জন কৃত হয়। লেখনাঞ্জন নেত্র-বর্ত্ম শিরাজাল শ্রোত্র ও শৃঙ্গাটকস্থিত দোষকে উৎক্লেশিত (বহির্গমনোন্মুখ) করিয়া মুখ নাক ও নেত্র দ্বারা স্রাবিত করে। কষায় ও তিক্তদ্রব্য এবং স্নেহ পদার্থ দ্বারা রোপণ অঞ্জন কৃত হইয়া থাকে। স্নেহের শৈত্য হেতু রোপণাঞ্জন বর্ণজনক ও দৃষ্টির বলবর্দ্ধক হয়। মধুর দ্রব্য ও স্নেহমণ্ড দ্বারা প্রসাদন (স্নেহন)

প্রস্তুত হয়। দৃষ্টিদোষপ্রসাদনার্থ এবং স্নেহনার্থ ইহা প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। লেখনী বর্ত্তি (বটী) এক রেণুক পরিমিত; রোপণী বর্ত্তি দেড় রেণুক পরিমিত এবং স্নেহনী বর্ত্তি দুই রেণুক পরিমিত হইয়া থাকে। (রেণুক—মরিচাকৃতি, সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য)। বর্ত্তি ঘসিয়া রসাঞ্জনের মাত্রায় নেত্রে প্রদেয়। চূর্ণ লেখনাঞ্জন দুই শলাকা প্রদান করিবে অর্থাৎ শলাকাগ্র দ্বারা দুইবার তুলিয়া তাহা নেত্রে প্রয়োগ করিবে। চূর্ণ রোপণাঞ্জন তিনশলাকা এবং চূর্ণ স্নেহনাঞ্জন চারি শলাকা প্রদেয়। শলাকা প্রস্তর বা ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত, তাহার দৈর্ঘ্য আট অঙ্গুল এবং মুখদ্বয় মুকুলাকার ও মটরবৎ বর্ত্তুলাকৃতি হইয়া থাকে। লেখনাঞ্জন প্রদানে তাম্র লৌহ ও প্রস্তর নির্ম্মিত শলাকা, স্নেহনাঞ্জন প্রদানে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত শলাকা প্রশস্ত। মৃদুত্ব হেতু অঙ্গুলি দ্বারাই রোপণাঞ্জন নেত্রে প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। কৃষ্ণ ভাগের নিম্নে অপাঙ্গ পর্য্যন্ত অঞ্জন লেপন করিবে।

হেমন্ত ও শীত ঋতুতে মধ্যাহ্নকালে; গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুতে, পূর্ব্বাহ্নে বা পরাহ্নে; বর্ষা ঋতুতে, মেঘ বর্জ্জিত দিবসে, নাত্যুষ্ণ সময়ে ও বসন্ত ঋতুতে সকল সময়েই অঞ্জন প্রযোজ্য। অথবা সকল ঋতুতেই প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে অঞ্জন প্রদেয়। অতিশীত বা অতি উষ্ণ সময়ে, বায়ু প্রবাহ কালে ও মেঘ হইলে অঞ্জন প্রদান করিবে না। শ্রান্ত ব্যক্তিকে, রুদিত ব্যক্তিকে, ভীত ব্যক্তিকে এবং যে ব্যক্তি মদ্যপান করিয়াছে তাহাকে অঞ্জন প্রদান করিবে না। আর নবজ্বরে, অজীর্ণে ও মলমূত্রাদির বেগ রোধেও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে না। উক্ত নিষিদ্ধ স্থলে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে নেত্রের লৌহিত্য, উপদেহ (শ্লেষ্মলিপ্তত্ব); তিমির, শূলনি, শোথ ও নিদ্রাক্ষয় হইয়া থাকে॥ ১৮৮—২০৩

লেখনী বটী বা বর্ত্তি—(লেখনী চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি)। শঙ্খনাভি, বহেড়ার মজ্জা, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপ্পলী, মরিচ, কুড় ও বচ, প্রত্যেক সমভাগ। ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া যবপরিমিত বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি জলে ঘসিয়া হরেণু মাত্রায় অঞ্জন প্রদান করিবে। এই অঞ্জন দ্বারা তিমির, মাংসবৃদ্ধি, কাচ, পটল, নেত্রার্ব্বুদ, রাত্র্যন্ধ, কাঞ্চিক ও পুষ্প বিনষ্ট হয়। এই বর্ত্তি চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি নামে অভিহিত॥ ২০৪—২০৬

রোপনী বর্ত্তি—(কুসুমিকা রোপনী বর্ত্তি)—তিল পুষ্প ৮০টি, পিপুল ৬০টি, জাতীপুষ্প ৫০টি এবং মরিচ ১৬টি, এই সকল একত্র জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা কুসুমিকা বর্ত্তি নামে অভিহিত। ইহার অঞ্জনে তিমির, অর্জ্জুন, শুক্র ও মাংসবৃদ্ধি বিনষ্ট হয়। ইহার মাত্রা দেড় রেণুক॥ ২০৭। ২০৮

স্নেহনী বর্ত্তি—আমলকীর বীজ একভাগ, বহেড়ার বীজ দুই ভাগ, এবং হরীতকীর বীজ তিন ভাগ, জলে পেষণ করিয়া দুই রেণুক পরিমাণে অঞ্জন প্রদান করিবে। ইহা দ্বারা নেত্রস্রাব ও বাতরক্ত জনিত রোগ আশু প্রশমিত হয়॥ ২০৯

লেখনী রসক্রিয়া—তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ, চিনি, শঙ্খ, মনঃশিলা, গেরিমাটী, সমুদ্রফেন ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুতে আপ্লুত করিবে। অঞ্জনার্থ ইহাই রসক্রিয়া। ইহার অঞ্জনে বর্ত্মরোগ, অর্ম্ম, তিমির, কাচ ও শুক্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২১০। ২১১

রোপনী রসক্রিয়া—রসাঞ্জন, ধুনা, জাতীপুষ্প, মনঃশিলা, সমুদ্রফেন, সৈন্ধবলবণ, গেরিমাটী ও মরিচ, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, মধুতে পেষণ করিয়া প্রক্লিন্নবর্ত্মরোগে তাহার অঞ্জন দিলে ক্লেদ ও কণ্ডু নাশ হয় এবং পক্ষ্ম সকল পুনরুদ্ভূত হইয়া থাকে॥ ২১২।২১৩

স্নেহনী রসক্রিয়া—নির্ম্মলী ফল মধুতে ঘসিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎকর্পূর সংযুক্ত করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিবে। ইহা নেত্র প্রসাদন (স্নিগ্ধতা কারক)॥ ২১৪

লেখনচূর্ণ—কুক্কুট ডিম্বের খোসা, মনঃশিলা, কাচ, শঙ্খ, চন্দন ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নেত্রে নিত্য অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। (পাঠান্তর এই অঞ্জন পুষ্প ও অর্ম্মাদি রোগের বিলেখন [উচ্ছেদক])॥ ২১৫

রোপণচূর্ণ—শিলাতে রসক (খাপর) পেষণ করিয়া তাহা জলে আপ্লাবিত করিবে। পরে সেই জলের নিম্নে যে চূর্ণ সঞ্চিত হইবে, তাহা ত্যাগ করিয়া সমস্ত জল গ্রহণ করিবে। সেই জল সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিলে তাহা পর্পটী সদৃশ হইবে। পরে সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে তিনবেলা ভাবনা দিবে। এবং তাহাতে দশমাংশ কর্পূর চূর্ণ মিশাইবে। সর্ব্বদোষ শান্তির জন্য তদ্দ্বারা অঞ্জন দিবে। এই অঞ্জন নিশ্চয়ই সর্ব্বনেত্র রোগঘ্ন জানিবে॥ ২১৬—২১৮

স্নেহন চূর্ণ—সৌবীরাঞ্জনকে অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া তাহা ত্রিফলার ক্বাথে নিষিক্ত করিবে। পরে তাহা স্তন দুগ্ধে সাতবার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ দ্বারা প্রত্যহ নয়নে অঞ্জন দিবে। ইহা চক্ষুর হিতকর, ইহার অঞ্জনে নিশ্চয়ই সকল প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। (সৌবীরাঞ্জন শ্বেত-অঞ্জন)॥ ২১৯। ২২০

প্রত্যঞ্জন—(নয়নামৃত প্রত্যঞ্জন)—নেত্রের দোষ ও অশ্রু অপগত হইলে জলে নেত্র নিমগ্ন করিয়া সম্যগ্‌রূপে চাহিবে। পরে নেত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে যথাদোষ প্রত্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে। বাত-

দোষরহিত নেত্রে ধাবন প্রয়োগ করিবে না, তাহাতে নেত্র প্রসাদন তীক্ষ্ণ চূর্ণের প্রত্যঞ্জন দিবে অর্থাৎ নেত্রে যদি বাতদুষ্টি না থাকে, তাহা হইলে উক্ত প্রকারে নেত্র প্রক্ষালন না করিয়া তাহাতে প্রসাদন তীক্ষ্ণচূর্ণ দ্বারা প্রত্যঞ্জন প্রয়োগ করিবে। তদ্‌যথা— বিশুদ্ধ সীসক গলাইয়া তাহাতে তুল্য পরিমাণে শোধিত পারদ নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই সীসক ও পারদ উভয়ের তুল্য কৃষ্ণাঞ্জন (স্রোতোহঞ্জন) তাহাতে মিশাইয়া তৎসমুদায় একত্র চূর্ণ করিবে। এবং সেই চূর্ণে দশমাংশ কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই প্রত্যঞ্জন নয়নামৃত নামে অভিহিত। ইহা সর্ব্বনেত্ররোগ নাশক॥ ২২১—২২৪

দৃষ্টিপ্রসাদনী শলাকা—সীসককে প্রতপ্ত করিয়া ত্রিফলা, ভীমরাজ ও শুঁঠের ক্বাথে, ঘৃতে এবং গোমূত্রে, মধুতে ও ছাগদুগ্ধে সিক্ত করিবে। সেই সীসকের শলাকা সর্ব্বপ্রকার নেত্রভব রোগ বিনষ্ট করে॥ ২২৫

ইতি ভেষজ বিধান।

ঔষধ ভক্ষণের সময়।

পণ্ডিত ব্যক্তি প্রায় প্রভাতেই সকল ঔষধ বিশেষতঃ কষায় সকল ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ঔষধ ভক্ষণে কালভেদও দর্শিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—ঔষধ গ্রহণে পঞ্চবিধ কাল জানিবে—কোন ঔষধ সূর্য্যোদয় হইলে, কোন ঔষধ দিবসভোজনে, কোন ঔষধ সায়ন্তন ভোজনে, কোন ঔষধ মুহুর্মুহুঃ ও কোন ঔষধ রাত্রিতে সেব্য॥ ২২৬। ২২৭

তন্মধ্যে প্রথম কাল—পিত্ত ও কফের উদ্রেকে বমন ও বিরেচনার্থে, এবং লেখনার্থে প্রভাতে কিছু না খাইয়া ঔষধ ভক্ষণ করিবে॥ ২২৮

দ্বিতীয় কাল—অপান বায়ু বিগুণ হইলে ভোজনাগ্রে ঔষধ ভক্ষণ প্রশস্ত। অরুচিরোগে—বিবিধ ভোজ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া রুচিপ্রদ ঔষধ ভোজন করিবে। সমান বায়ু বিগুণ হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে ভোজন মধ্যে অগ্নিদীপক ঔষধ ভোজন করিতে দিবে। ব্যান বায়ু বিগুণ হইলে ভোজনান্তে ঔষধ সেবন করিবে। হিক্কা আক্ষেপ ও কম্পরোগে ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে ঔষধ ভোজন করিবে॥ ২২৯—২৩১

তৃতীয় কাল—উদান বায়ু কুপিত হইয়া স্বরভঙ্গাদি রোগকর হইলে সায়ন্তন ভোজনের গ্রাস গ্রাসান্তরে ঔষধ ভোজন করিবে, অর্থাৎ একগ্রাস অন্ন ভোজন করিয়া, পরে ঔষধ ভোজন, তৎপরে একগ্রাস অন্ন ভোজন, পরে ঔষধ ভোজন ইত্যাদি ক্রমে ঔষধ খাইবে। প্রাণ বায়ু প্রদুষ্ট হইলে সায়ন্তন ভোজনের পর ঔষধ ভোজন করিবে। ইহাই ঔষধ ভোজনের তৃতীয় কাল॥ ২৩২। ২৩৩

চতুর্থ কাল—তৃষ্ণা বমি হিক্কা শ্বাস ও গররোগে মুহুর্মুহু সান্ন (অন্নসহ) ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইতি চতুর্থ কাল॥ ২৩৪

পঞ্চমকাল—ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ সমূহে, লেখনে, বৃংহণে, পাচনে ও শমনে, রাত্রিতে অন্নরহিত ঔষধ প্রদেয়। ইতি পঞ্চম কাল॥ ২৩৫

নিরন্ন ভেষজের গুণ—অন্নহীন ঔষধ বীর্য্যাধিক হয় এবং নিঃসংশয় আশু রোগ নাশ করে। কিন্তু নিরন্ন ঔষধ বালক বৃদ্ধ যুবতী স্ত্রী ও কোমলকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রশস্ত নহে। কারণ নিরন্ন ঔষধ তাহাদের অত্যন্ত গ্লানি জন্মায় এবং বলক্ষয় করে॥ ২৩৬

সান্ন ভেষজের গুণ—অন্ন সমন্বিত ঔষধ শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়, বল নাশ করে না এবং অন্নাবৃত থাকায় তাহা মুখ দিয়াও মুহুর্মুহুঃ নির্গত হইতে পারে না। ইহা বৃদ্ধ বালক কৃশ ও অঙ্গনাদিগের হিতকর। ভোজনের পূর্ব্বেই যে ঔষধ ভোজন করা যায়, তাহাও তদ্বৎ অর্থাৎ অন্নাবৃত ঔষধবৎ জানিবে।

ঔষধ শেষে অর্থাৎ ভুক্ত ঔষধ পরিপাক না পাইতে না পাইতেই যাহা ভোজন করা যায়, অথবা ভোজন শেষে অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হইতে হইতেই যে ঔষধ পান করা যায়, তাহা রোগের শান্তি করে না, অপিচ অন্যরোগ সকলকে প্রকুপিত করিয়া থাকে। বাতানুলোম, স্বাস্থ্য, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক, সুমনস্কতা (প্রসন্ন চিত্ততা), শরীরের লঘুত্ব, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা ও উদ্‌গারের শুদ্ধি এই গুলি জীর্ণৌষধের লক্ষণ, অর্থাৎ পীত ঔষধ জীর্ণ হইলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্লান্তি, দাহ, অঙ্গাবসাদ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা, অরতি ও বলহানি এইগুলি সাবশেষ ঔষধের লক্ষণ অর্থাৎ পীত ঔষধের কতক জীর্ণ না হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ২৩৭—২৪০

ঔষধভক্ষণবিধি—চরকোক্তি—দেবতা গুরু ও ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও প্রণাম করিয়া এবং তাহাদের আশীর্ব্বাদ লইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঔষধ সেবন করিবে। আশীর্ব্বচন—ঋষিগণের পক্ষে যেমন রসায়ন, দেবগণের পক্ষে যেমন অমৃত, উত্তম নাগগণের পক্ষে যেমন সুধা, তোমার পক্ষেও এই ঔষধ সেইরূপ হিতকর হউক। ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, রুদ্র, ইন্দ্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল, অনল, দেবগণ, ঔষধীগণ, ভূমিদেবগণ (ব্রাহ্মণগণ), তোমাকে পালন করুন (রক্ষা করুন)। প্রসন্ন বদন প্রফুল্লনয়ন ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া আপ্তজনের (বিশ্বস্ত আত্মীয় স্বজনের) সম্মুখে উপবেশন করিয়া

স্বর্ণ পাত্রে রৌপ্য পাত্রে বা মৃন্ময় পাত্রে করিয়া ঔষধ পান করিবে। এবং পানান্তে পাত্রটি অধোমুখ করিয়া রাখিবে। তদনন্তর জলে মুখ আচমন করিয়া তাম্বূলাদি চর্ব্বণ করিবে॥ ২৪১—২৪৫

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে পঞ্চম প্রকরণ চিকিৎসার সপ্তাঙ্গ সম্পূর্ণ।

চিকিৎসার্থে রোগির পরীক্ষা।

বাগ্‌ভটোক্তি—দর্শন স্পর্শন ও প্রশ্ন দ্বারা রোগীকে পরীক্ষা করিবে। দর্শন দ্বারা আয়ুরাদি অর্থাৎ রোগির আয়ু এবং রোগের সাধ্যাসাধ্যত্বাদি পরীক্ষা করিবে, স্পর্শন দ্বারা শীতাদি অর্থাৎ শীত-উষ্ণ-মৃদু-কঠিনত্বাদি এবং নাড়ী পরীক্ষণ করিবে; প্রশ্ন দ্বারা অপর বিষয় সমস্ত অর্থাৎ উদরের লঘুতা ও গুরুতা, তৃষ্ণা ও অতৃষ্ণা, ক্ষুধা ও অক্ষুধা, বল ও অবল প্রভৃতি পরীক্ষা করিবে। প্রকৃতরূপে রোগাদি দর্শন, অবস্থা বর্ণন অথবা প্রশ্নকরণ না হইলে চিকিৎসকগণকে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়॥ ১। ২

নেত্র জিহ্বা ও মূত্রাদির দর্শন কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে নেত্র পরীক্ষা—বাত প্রকোপে নেত্র রুক্ষ (স্নিগ্ধতাহীন), ধূম্রবর্ণ, অরুণবর্ণ, কোটরাভ্যন্তর-প্রবিষ্ট ও স্তব্ধদৃষ্টি হয়। পিত্ত প্রকোপে নেত্র হরিদ্রা-খণ্ডবর্ণ বা রক্তবর্ণ বা হরিতবর্ণ, দীপদ্বেষি (দীপ দর্শনে অসমর্থ) ও দাহযুক্ত হয়। কফ প্রকোপে নেত্র—স্নিগ্ধ, জলপ্লুত, ধবলবর্ণ, জ্যোতিহীন ও বলান্বিত হয়। দ্বিদোষ প্রকোপে নেত্র তত্তদ্দোষদ্বয় লক্ষণান্বিত হয়। ত্রিদোষের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইলে রোগী বাচে না। ত্রিদোষ প্রকোপে নেত্র অত্যন্ত কোটরমগ্ন হয়, ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত হয়, জলস্রাব করে এবং নেত্র প্রান্তে উন্মীলিত হইয়া থাকে॥ ৩—৭

জিহ্বা পরীক্ষা—বাতপ্রকোপে জিহ্বা সেগুন-পত্রবৎ কণ্টকিত, রুক্ষ ও স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হয়। পিত্ত প্রকোপে জিহ্বা রক্ত বা শ্যাববর্ণ হয়। কফ প্রকোপে জিহ্বা লিপ্ত ও আর্দ্র এবং ধবলবর্ণ হয়। ত্রিদোষ প্রকোপে জিহ্বা—পরিদগ্ধা (দগ্ধ অঙ্গারবৎ), খরস্পর্শ (গোজিহ্বা স্পর্শবৎ) ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। দ্বিদোষ প্রকোপে জিহ্বা তত্তদ্দোষদ্বয় লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে॥ ৮। ৯

মূত্রপরীক্ষা।—বাত প্রকোপে মূত্র—পাণ্ডুর বর্ণ (পীতাভ শুক্লবর্ণ), পিত্ত প্রকোপে রক্ত বা নীলবর্ণ, রক্ত প্রকোপে কেবল রক্তবর্ণ এবং কফ প্রকোপে ধবলবর্ণ ও ফেনিল হইয়া থাকে॥ ১০

শরীরের শৈত্যোষ্ণতা বিজ্ঞানার্থ স্পর্শন কর্ত্তব্য—তন্মধ্যে নাড়ী পরীক্ষা।—পুরুষের দক্ষিণ হস্তের এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ মূলগত নাড়ী পরীক্ষণীয়। তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা সেই নাড়ী সাবধানে স্পর্শ করিবে। সুনিপুণ ভিষক্ নাড়ীর গতি দেখিয়াই সুখ দুঃখাদি সমস্ত বিষয় জানিয়া থাকেন। সদ্যঃস্নাত (যে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়াছে), নিদ্রিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, আতপতাপিত ও ব্যায়াম শ্রান্ত ব্যক্তির নাড়ী সম্যক্ বুঝা যায় না। বায়ুর আধিক্যে নাড়ী তর্জ্জনীতলে প্রব্যক্ত হয়, পিত্তের আধিক্যে মধ্যমাঙ্গুলিতে প্রব্যক্ত হয়, কফের আধিক্যে তৃতীয়াঙ্গুলিতে (অনামিকায়) প্রব্যক্ত হয় এবং বাত-পিত্তের আধিক্যে নাড়ী তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যে, বাতশ্লেষ্মার আধিক্যে অনামিকা ও তর্জ্জনীতলে, পিত্ত-শ্লেষ্মার আধিক্যে মধ্যমা ও অনামিকা তলে, সন্নিপাতে অর্থাৎ ত্রিদোষ প্রকোপে নাড়ী অঙ্গুলীত্রয়েই প্রব্যক্ত (পরিস্ফুট) হইয়া থাকে। বাতপ্রকোপে নাড়ীর গতি বক্র হয়, পিত্তের প্রকোপে নাড়ী লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে, কফের প্রকোপে নাড়ী মন্দ মন্দ চলে, সন্নিপাতে নাড়ীর গতি অতি দ্রুত হয়। বাত-পিত্তের প্রকোপে নাড়ী বক্র গতিতে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে, বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে নাড়ীর গতি বক্র ও মন্দ মন্দ হয়, পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপে মন্দ গতিতে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। কামার্ত্ত ও ক্রোধার্ত্ত ব্যক্তির নাড়ী বেগে বহন করে, চিন্তিত ও ভীত ব্যক্তির নাড়ী ক্ষীণ হয়। যে নাড়ী থামিয়া থামিয়া চলে, যে নাড়ী স্থানচ্যুত হয়, যে নাড়ী অতি ক্ষীণ ও অতি শীতল হয়, সে নাড়ী নিঃসংশয় প্রাণ নাশ করে। জ্বর-কোপে ধমনী উষ্ণ ও বেগবতী হয়। মন্দাগ্নি ও ক্ষীণধাতু ব্যক্তির নাড়ী অতি মন্দ মন্দ গমন করে। ক্ষুধিত ব্যক্তির নাড়ী চপলা হয়, ভোজনতৃপ্ত ব্যক্তির নাড়ী স্থিরা (স্তিমিত গামিনী) হয়, সুখী ব্যক্তির নাড়ীও স্থিরা ও বলবতী হইয়া থাকে॥ ১১—১২

যাহাদ্বারা রোগের জ্ঞান হয় অর্থাৎ রোগের স্বরূপ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহা বর্ণন করা যাইতেছে—হেতু, সম্প্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণ (রূপ) ও উপশয় এই পাঁচটি, রোগ বিজ্ঞান হেতু অর্থাৎ এই পাঁচটি দ্বারা রোগের বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়॥ ২৩

হেতুর লক্ষণ।—যাহা বিনা যাহা হইতে পারে না, তাহাই তাহার হেতু। শাস্ত্রে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত হেতুর পর্য্যায় সকল অর্থাৎ হেতুশব্দবোধক অন্যান্য শব্দ সকল বলিতেছি। তদ্ যথা—নিদান, কারণ, হেতু, নিমিত্ত, নিবন্ধন, মূল, আয়তন ও প্রত্যয় এইগুলি একার্থ বাচক শব্দ অর্থাৎ হেতু শব্দের যে অর্থ, নিদানাদি শব্দ গুলিরও সেই অর্থ।

টীকা।—হেতু ব্যাধির জ্ঞানের নিমিত্ত; হেতু প্রদর্শিত হইতেছে—যথা—বর্ষা, রুক্ষ, শ্রম, হিম, অনশন, মৈথুন, শোক, চিন্তা ও ভয়াদি বাতপ্রকোপের হেতু, ইহারা বাতজ ব্যাধি সকলের বোধক। শরৎ, কটু, অম্ল, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, ক্রোধ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, অভিঘাত ও আতপাদি পিত্তপ্রকোপের হেতু, ইহারা পিত্তজ ব্যাধি সকলের বোধক। বসন্ত, মধুর, স্নিগ্ধ ও শীতাদি কফ প্রকোপের হেতু, ইহারা কফজ ব্যাধি সকলের বোধক॥ ২৪। ২৫

সম্প্রাপ্তি লক্ষণ—যেরূপ কারণ বিশেষে দুষ্ট হইলে দোষ রোগোৎপাদনে সমর্থ হয়, বাতাদিদোষ সেইরূপ কারণ বিশেষে দুষ্ট হইয়া এবং ঊর্দ্ধাধস্তির্য্যগাদি যেরূপ গতি বিশেষে গমন করিলে রোগোৎপাদন করিতে পারে, বাতাদিদোষ সেইরূপ গতিবিশেষে গমন করিয়া রোগের যে উৎপত্তি করে, সেই উৎপত্তিকেই সম্প্রাপ্তি কহা যায়। শাস্ত্রে ব্যবহারার্থ সম্প্রাপ্তির পর্য্যায় অর্থাৎ অন্যনাম—জাতি ও আগতি॥ ২৬

সম্প্রাপ্তির ঔপাধিক ভেদ—সংখ্যাবিশেষে, বিকল্পবিশেষে, প্রাধান্যবিশেষে, বলবিশেষে ও কালবিশেষে সম্প্রাপ্তি ভেদ প্রাপ্ত হয়। সংখ্যা, যথা এই স্থলেই (জ্বর প্রকরণেই) বলা হইবে যে, জ্বর আট প্রকার ইত্যাদি। (এই আট সংখ্যাদ্বারা বুঝাইতেছে যে, সকল জ্বরেরই সম্প্রাপ্তি একরূপ নহে)। কারণ সম্প্রাপ্তি যদি ঠিক একরূপই হইত, তাহা হইলে সকল জ্বরই ঠিক এক প্রকারই হইত, কখন আট প্রকার হইতে পারিত না। জ্বর যখন আট প্রকার, তখন অবশ্যই সম্প্রাপ্তির আট প্রকার অবান্তর ভেদ আছে। অতএব সংখ্যাও রোগোৎপত্তির প্রকার বোধক। সংখ্যা বর্ণিত হইল, অতঃপর বিকল্প বর্ণন করা যাইতেছে। দোষ সকল পরস্পর মিলিত হইয়া কোন ব্যাধির উৎপত্তি করিলে, সেই উৎপন্ন ব্যাধিতে দোষদিগের যে অংশাংশ কল্পনা, অর্থাৎ হীন-মধ্য-অধিক ভেদে তাহাদের যে ভাগকল্পনা, তাহাকেই বিকল্প কহা যায়। প্রাধান্য বর্ণিত হইতেছে—স্বাতন্ত্র্য দ্বারা (আত্ম প্রধানতা দ্বারা) ব্যাধির প্রাধান্য এবং পারতন্ত্র্য দ্বারা ব্যাধির অপ্রাধান্য বলা গিয়া থাকে। (যথা—স্বতন্ত্র জ্বরের প্রাধান্য এবং জ্বরাধীন শ্বাসাদির অপ্রাধান্য)। বল বর্ণিত হইতেছে—হেত্বাদির অর্থাৎ হেতু পূর্ব্বরূপ ও রূপের সাকল্য দ্বারা ব্যাধির বল এবং একদেশ দ্বারা ব্যাধির অবল বিশেষরূপ বোধ হইয়া থাকে। কাল বর্ণিত হইতেছে—মলকে (বাতাদি দোষকে) অতিক্রম না করিয়া রাত্রি দিন ঋতু ও ভুক্ত ইহাদের অংশ দ্বারা ব্যাধি কাল (প্রকোপ কাল) জানা যায়। (অর্থাৎ রাত্রি দিন ঋতু ও ভুক্ত, ইহাদের যে ভাগে যে দোষের প্রকোপ উক্ত আছে, সেই ভাগ সেই দোষজ ব্যাধির কাল ইত্যর্থ।) রাত্র্যাদির কোন্ অংশ কোন্ দোষের প্রকোপ হয়, তাহা বাগ্‌ভট কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা—বায়ু পিত্ত ও কফ সর্ব্বশরীর ব্যাপী হইলেও যথাক্রমে তাহারা হৃদয় ও নাভির অধোভাগে, মধ্যভাগে ও ঊর্দ্ধভাগে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ হৃদয় ও নাভির অধোভাগে বায়ু, মধ্যভাগে পিত্ত এবং ঊর্দ্ধভাগে কফ অবস্থান করে। এইরূপ বয়স, দিন, রাত্রি ও ভুক্ত (ভোজনকাল) ইহাদের শেষভাগে মধ্যভাগে ও প্রথমভাগে যথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বয়স, দিন, রাত্রি ও ভোজনের শেষ সময়ে বায়ুর প্রকোপ, মধ্য সময়ে পিত্তের প্রকোপ এবং প্রথম সময়ে কফের প্রকোপ হয়। কোন্ ঋতুতে কোন দোষের প্রকোপ হয়, তাহা বলা যাইতেছে।—বর্ষা ও শিশির ঋতুতে বায়ুর প্রকোপ, শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুতে পিত্তের প্রকোপ এবং বসন্ত ঋতুতে কফের প্রকোপ হইয়া থাকে। ইহা আর্ত্তবী প্রকৃতি অর্থাৎ ঋতুস্বভাব॥ ২৭—৩২

পূর্ব্বরূপের লক্ষণ—যদ্দ্বারা ভাবি ব্যাধি জানা যায়, অর্থাৎ অমুক রোগ হইবে, ইহা যে লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, তাহাকেই পূর্ব্বরূপ কহে। পূর্ব্বরূপ দ্বিবিধ, যথা—সামান্য পূর্ব্বরূপ ও বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ। বাতাদি দোষদিগের বিশেষ লক্ষণে অসম্বন্ধ (অসংযুক্ত) যে রূপ, তাহাকেই সামান্য পূর্ব্বরূপ এবং সেই সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত যদি দোষদিগের বিশেষ লক্ষণ কিঞ্চিদ্ব্যক্ত হয়, তাহা হইলেই তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলা যায়।

টীকা—দোষদিগের বিশেষ লক্ষণ যথা—বায়ুর অত্যর্থ জৃম্ভাদি, পিত্তের অতিশয় নেত্রদাহাদি এবং কফের অগ্নিমান্দ্যাদি। সামান্য পূর্ব্বরূপ, যথা শ্রান্তত্ব, অনবস্থিত চিত্তত্ব ও বিবর্ণতাদি লক্ষণ সকল উপস্থিত হইলে ঐ সকল লক্ষণ দ্বারা সামান্যতঃ বুঝা যায় যে, জ্বর হইবে, কিন্তু কি জ্বর হইবে—বাতিক জ্বর কি পৈত্তিক জ্বর, কি শ্লৈষ্মিক জ্বর, তাহার বিশেষ কিছু জানা যায় না। অতএব সেই শ্রান্তত্বাদিকে ভাবিজ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ বলা যায়। আর সেই শ্রান্ত-

স্থাদি-সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত যদি অত্যর্থ জৃম্ভা সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, ভাবি-জ্বরটি বাতিক জ্বর; যদি নেত্রদাহ সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, ভাবি-জ্বরটি পৈত্তিক জ্বর এবং যদি অগ্নিমান্দ্যাদিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, ভাবি-জ্বরটি শ্লৈষ্মিক জ্বর। অতএব অত্যর্থ জৃম্ভাদিযুক্ত যে শ্রান্তত্বাদি লক্ষণ, তাহাই ভাবি-জ্বরের বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ। অতএব পূর্ব্বরূপ ব্যাধিজ্ঞানের একটি হেতু॥ ৩৩।৩৪

রূপের লক্ষণ—সেই কিঞ্চিদ্ব্যক্ত বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপই সম্যগ্‌ব্যক্ত হইলে তাহাকেই রূপ কহা যায়। রূপের পর্য্যায় যথা—সংস্থান, লিঙ্গ, চিহ্ন, ব্যঞ্জন, রূপ ও আকৃতি। মনে কর—বায়ুর জৃম্ভাদি অনেক বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে, পিত্তের নেত্রদাহাদি অনেক বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে এবং কফের অগ্নিমান্দ্যাদি অনেক বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে, কিন্তু সেই লক্ষণ সমূহের মধ্যে জ্বর-বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপে কেবল মাত্র অত্যর্থ জৃম্ভা, অতিশয় নেত্রদাহ এবং অগ্নিমান্দ্যাদি কিঞ্চিৎ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অধিকাংশই অপ্রকাশিত ছিল। যখন অধিকাংশ লক্ষণ ব্যক্ত হইবে, তখনই সেই সকল লক্ষণকে জ্বরের লক্ষণ বলিয়া বর্ণন করা যাইবে। লক্ষণ ব্যাধিজ্ঞানের একটি হেতু, যথা—স্বেদাবরোধ সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গবেদনা এই তিনটি লক্ষণ যে রোগে যুগপৎ প্রকাশ পায়, সেই রোগই জ্বর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। অর্থাৎ যুগপৎ উপস্থিত এই লক্ষণত্রয় জ্বরের বোধক হইয়া থাকে॥ ৩৫

উপশয়ের লক্ষণ—মানবের সম্বন্ধে ঔষধ অন্ন ও বিহারের উপযোগ (সেবন) সুখাবহ হইলে তাহাকে উপশয় কহা যায়। উপশয়ের পর্য্যায় অর্থাৎ অন্য নাম—সাত্ম্য।

টীকা—উপশয় ব্যাধিজ্ঞানের একটি হেতু। যেহেতু চরক বলিয়াছেন—গূঢ়লিঙ্গ ও সঙ্কীর্ণলক্ষণ ব্যাধি উপশয়-অনুপশয় দ্বারা পরীক্ষা করিবে। সুশ্রুতেও উক্ত হইয়াছে—যে রোগ বাতিক, তাহা যদি অভ্যঙ্গ স্বেদ ও স্নেহদ্বারা প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে জানিবে যে, তাহাতে দূষিত রক্ত আছে॥ ৩৬

বাতের উপশয়—মধুর-অম্ল-লবণ-ও স্নিগ্ধ-দ্রব্য, নস্য, উষ্ণ, নিদ্রা, গুরুদ্রব্য, রবিকিরণ, বস্তি, স্বেদ, সংমর্দ্দন, দধি, ঘৃত, তিলতৈল (পাঠান্তর-অগ্নি ও শরৎকাল), অভ্যঙ্গ ও সন্তর্পণ, এইগুলি প্রকুপিত বায়ুকে প্রশমিত করে॥ ৩৭

পিত্তের উপশয়—তিক্ত, স্বাদু, কষায়, শৈত্য, বায়ু, ছায়া, রাত্রি, বীজন, জ্যোৎস্না, ভূগর্ভস্থ গৃহ, যন্ত্র, জল, জলজ (পদ্মাদি), স্ত্রীগাত্র সংস্পর্শন, ঘৃত, দুগ্ধ, বিরেচন, সেক (পরিষেক), রক্তমোক্ষণ ও প্রলেহাদি, এই সকল পান-আহার-বিহার ও ভেষজ, পিত্তকে প্রশমতা পাওয়ায়॥ ৩৮

কফের উপশয়—রুক্ষ, ক্ষার, কষায়, তিক্ত, কটু, ব্যায়াম, নিষ্ঠীবন, ধূমপান, অত্যুষ্ণ, শিরোবিরেচন, বমন, স্বেদ, উপবাসাদি, স্ত্রীসঙ্গ, পথপর্য্যটন, নিযুদ্ধ, (মল্লযুদ্ধ); রাত্রিজাগরণ, জলক্রীড়া, অঙ্গনা সেবন, এই সকল পান আহার বিহার ও ঔষধ কুপিত-শ্লেষ্মাকে হরণ করে।

টীকা—জলক্রীড়া শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক না হইয়া কিরূপে শ্লেষ্মহারক হইয়া থাকে? যেমন পাকাগ্নি চতুর্দ্দিকে পঙ্কলিপ্ত হইলে তাহা প্রখর হয়, সেইরূপ শরীর উষ্মা জল-ক্রীড়াজনিত শৈত্যদ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায় উগ্র হইয়া কফকে শোষণ করে। ইহাই সমাধি।

সকল রোগেরই নিদান কুপিত মল, অর্থাৎ প্রকুপিত বাত পিত্ত ও কফই সর্ব্বপ্রকার রোগোৎপত্তির হেতু। আবার নানাবিধ অহিত সেবনই সেই বাত পিত্ত ও কফপ্রকোপের কারণ।

টীকা—সকল প্রকার রোগের নিদান অর্থাৎ সন্নিকৃষ্ট কারণ, কুপিত (স্বহেতুদুষ্ট) মল অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত ও কফ। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—বায়ু-পিত্ত-কফই সকল রোগেরই এক কারণ। যদি বল আগন্তুজ ব্যাধি সমূহে ব্যভিচার হয়? না; তাহা হয় না। কারণ—আগন্তুজ ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইবামাত্রই তাহাতে অবশ্যই দোষ প্রকোপ হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যে উৎপত্তির পরক্ষণেই যেমন গুণযোগ হয়, আগন্তুজ ব্যাধি সমূহেও সেইরূপ উৎপত্তির পরক্ষণেই দোষ সম্বন্ধ ঘটেই। চরকেও উক্ত হইয়াছে—আগন্তু ব্যাধি ব্যথাপূর্ব্ব অর্থাৎ আগন্তু রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে ব্যথা (অভিঘাতাদি) কারণ, পশ্চাৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পর তাহা নিজদোষে (যথাস্বদোষে) অনুবদ্ধ হয়॥ ৩৯।৪০

বায়ু প্রকোপের নিদান—(কারণ সমূহ)—নীবার (তৃণধান্য), ত্রিপুট (খেঁসারী), সতীন (মটর), ছোলা, শ্যামাতণ্ডুল, মুগ, অড়হর, নিষ্পাব (রাজশিম্বী, তাহার ফলবীজে অন্ন হয়), বনমুগ, কুসুমবীজ, মসুর ও কোদ্রধান্য এবং কটু-তিক্ত-কষায়-শীতল-রুক্ষ-ও লঘুদ্রব্য, অল্পাশন, বিষমাশন, নিরশন, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন অর্থাৎ অধ্যশন, জীর্ণতর ভুক্ত (সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত ভুক্তান্ন), অতি পরিশ্রম, গর্ত্তাদি, উষ্ণ, অন্ধকার, বাহুদ্বয় দ্বারা সন্তরণ, বৃক্ষ হইতে পতন, পদব্রজে অতি পথপর্য্যটন, দণ্ডাদি প্রহার, উচ্চপতন, (উল্লম্ফন), ধাতুক্ষয়, রাত্রিজাগরণ, মার্গাবরণ, অতিমৈথুন, বাত-মলমূত্রাদির বেগরোধ, অতি

বমন, অতি বিরেচন, অধিক রক্তস্রাব, রোগহেতু মাংসহীনতা, অতি কাম, অতিচিন্তা, শোক, ভয়, বর্ষা ও শিশির ঋতু, দিনের ও রাত্রির তৃতীয় ভাগ (শেষ-ভাগ), মেঘ, প্রাগ্‌বায়ু (পূর্ব্ববায়ু) ও তুহিন (শিশির) এইগুলি শারীর বায়ুর প্রকোপ হেতু ॥ ৪১—৪৩

পিত্তের প্রকোপকারণ--কটু-অম্ল-উষ্ণবিদাহি-তীক্ষ্ণ-লবণদ্রব্য, ক্রোধ, উপবাস, আতপ, স্ত্রীসম্ভোগ, তৃষ্ণা, ক্ষুধারোধ, ব্যায়াম ও মদ্যাদি এইগুলি পিত্ত-প্রকোপের কারণ। তদ্ভিন্ন ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময়ে, ভোজনকালে, শরৎ ও গ্রীষ্মঋতুতে, মধ্যাহ্ন-কালে ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে পিত্তপ্রকোপ হয় ॥ ৪৪

বিদাহি লক্ষণ—বিদাহিদ্রব্য-অম্লোদ্গার,তৃষ্ণা ও হৃদয়ে দাহ উৎপাদন করে, এবং তাহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। অন্যবচন—মাষকলায়, তিল, কুলত্থকলায়, মৎস্য, মেষমাংস এবং গব্যদধি ও তক্র, ইহারা পিত্তকে প্রকুপিত করে ॥ ৪৫,৪৬

শ্লেষ্মার প্রকোপকারণ—গুরু-লবণ-মধুর-অম্ল ও স্নিগ্ধদ্রব্য, মাষকলায়, তিল, দ্রবদ্রব্য, দধি, দিবা-নিদ্রা, শীত, ঘৃত ও প্রচুর ভোজন (পাঠান্তর নিশ্চে-ষ্টতা প্রভৃতি) এইগুলি শ্লেষ্মপ্রকোপের কারণ। তদ্ভিন্ন দিবা ও রাত্রির প্রথমভাগে, ভুক্তমাত্রে ও বসন্ত-কালে কফের প্রকোপ হইয়া থাকে।

টীকা—প্রথম দিবসভাগে অর্থাৎ দিবাকে তিন-ভাগ করিয়া তাহার প্রথম ভাগে। রাত্রিরও এইরূপ প্রথম ভাগে। কুপিত দোষই সকল রোগের নিদান কি অন্য কিছু আছে, এই সংশয় নিরাশার্থ চরক বলিয়াছেন—রোগকেও রোগের নিদানার্থকর হইতে দেখা যায়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—জ্বরসন্তাপে রক্তপিত্ত জন্মে, আবার রক্তপিত্ত হইতেও জ্বর উৎপন্ন হয়। আবার রক্তপিত্ত ও জ্বর এই উভয় হইতে শোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্লীহার অভিবৃদ্ধিতে জঠররোগ এবং জঠর রোগ হইতে শোথরোগ উপস্থিত হয়। অর্শঃ হইতে দুঃখপ্রদ জঠর ও গুল্মরোগ জন্মে। প্রতিশ্যায় হইতে কাস এবং কাস হইতে ক্ষয় (যক্ষ্মা বা ধাতুক্ষয়) উৎপন্ন হয়। অন্যে মধুকোষে বলিয়াছেন—রোগ যদি রোগের নিদান হইত, তাহা হইলে রোগকে স্পষ্ট নিদান বলিয়াই বলা হইত, কিন্তু তাহা না বলিয়া নিদানার্থকর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। নিদানার্থকর বলায় এই বুঝাইতেছে—রোগ রোগের নিদানার্থকর অর্থাৎ নিদান-কার্য্যকরণে সহায়, বস্তুতঃ নিদান নহে। কেবল জ্বরাদিই রক্তপিত্তাদি কতিপয় মাত্র রোগের হেতু, ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব চরক অগ্রেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে,—"কোন রোগ কোন রোগের হেতু হইয়া" ইত্যাদি। "কুপিত মল (বাতাদিদোষ) সকল রোগেরই হেতু" এই বচন প্রমাণে যদি বল—যে দুষ্ট দোষ (বাতাদি) প্রথমোৎপন্ন জ্বরাদিরোগের হেতু, সেই দুষ্ট দোষই পশ্চাদ্‌ভাবি রক্তপিত্তাদি রোগেরও হেতু ; তা নয়, তাহা হইলে রক্তপিত্তাদিকে উপদ্রব-স্বরূপ বলিয়াই গণ্য করা যায়, তাহার রোগত্বের বিঘাত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাকে রোগই বলা যাইতে পারে না। অতএব "কুপিত মল সকল রোগেরই কারণ" ইহা সামান্য বচন, আর "নিদানার্থকর" ইহা বিশেষ বচন বলিয়া জানিবে। রোগের হেতুস্বরূপ যে রোগ, তাহার বৈচিত্র্য (নানাবিধত্ব) বর্ণিত হইতেছে—কোন রোগ কোন রোগের হেতু হইয়া অর্থাৎ অন্য রোগের উৎপত্তি করিয়া দিয়া স্বয়ং প্রশান্ত হয়। যেমন জ্বর, রক্তপিত্ত উৎপাদন করিয়া স্বয়ং প্রশমতা প্রাপ্ত হয়। যদি বল—যে দোষোদ্রেকে জ্বর রক্তপিত্ত রোগকে উৎপাদিত করিয়াছে, সে দোষের বিদ্যমান-তাতে সে জ্বর কি প্রকারে প্রশান্ত হইবে ? এ বিষয়ে ব্যাধির স্বভাবই কারণ, সুতরাং তাহাতে দোষ ঘটে না। আবার কোন রোগ কোন রোগের উৎপাদন করে, স্বয়ং প্রশান্ত হয় না। অর্থাৎ কোন রোগ হেত্বর্থও করে, স্বয়ংও প্রশমতা পায় না। যথা—প্রতিশ্যায় কাস উৎপাদন করে, স্বয়ংও থাকে, তথা অর্শঃ, জঠর ও গুল্ম উৎপাদন করে, স্বয়ংও নিবৃত্ত হয় না ইত্যাদি ॥ ৪৭

দোষ ধাতু ও মল বৃদ্ধ (বর্দ্ধিত) এবং ক্ষীণ হইলে তাহাদের যে চিকিৎসা, তাহা বর্ণিত হইতেছে—সুশ্রুতোক্তি—

সদা স্থূল ও সদা কৃশ ব্যক্তি অত্যন্ত কুৎ-সিত, মধ্যশরীর শ্রেষ্ঠ। স্থূল ও ক্ষীণ ব্যক্তি সমাজে প্রশংসনীয় নহে। সুনিপুণ ভিষক্ স্থূল ব্যক্তির কর্ষণ চিকিৎসা এবং কৃশ ব্যক্তির বৃংহণ চিকিৎসা করিবে। মধ্য শরীর ব্যক্তির মধ্যাবস্থা রক্ষা করিবে। অন্যবচন—দোষ-ধাতু ও মল প্রবৃদ্ধ হইলে, তদ্‌বৃদ্ধি হেতু রোগান্বিত নর যে পর্য্যন্ত না রোগ রহিত হয়, সে পর্য্যন্ত ক্ষীণতা-কারক ঔষধ অন্ন ও বিহার দ্বারা প্রবৃদ্ধ দোষ-ধাতু ও মলের ক্ষয় করিয়া সমতা পাওয়াইবে। এবং দোষ-ধাতু ও মল ক্ষীণ হইলে তৎক্ষীণতা হেতু রোগান্বিত নর যে পর্য্যন্ত না রোগমুক্ত হয়, সে পর্য্যন্ত পুষ্টিকারক ঔষধ অন্ন ও বিহার দ্বারা ক্ষীণ দোষ ধাতু ও মলের বর্দ্ধন করিয়া সমতা উৎপাদন করিবে।

অস্বস্থ ব্যক্তি যে নিয়ম প্রতিপালন করিলে স্বস্থ হইতে পারে, বৈদ্য তাহাকে সেই নিয়মই প্রতিপালন করাইবেন। কারণ—স্বাস্থ্যই সদা বাঞ্ছনীয় ॥ ৪৮—৫১

স্বস্থের লক্ষণ।—যে ব্যক্তির বাতাদিদোষ

সমভাবাপন্ন, অগ্নি সমভাবাপন্ন, ধাতু মল ও ক্রিয়া (শরীরানুরূপকর্ম্ম) সমভাবাপন্ন এবং আত্মা (শরীর) ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রসন্ন, সেই ব্যক্তিই স্বস্থ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তন্ত্রান্তরেও উক্ত আছে—মল, মূত্র, দোষ ও ধাতুসমূহের সমতা, পান ভোজনে আকাঙ্ক্ষা, রুচি (শরীর কান্তি), ভোজন ও ভুক্ত-অন্নের পরিপাক এবং পরিপাক-ফলে দেহপুষ্টি, সুখ-নিদ্রা ও সুখে নিদ্রাভঙ্গ, সমুচিত বিষয় সকলের যথাবৎ গ্রহণ এবং মনোবৃত্তি অনুসারে বর্ত্তন, স্বস্থব্যক্তির এই চতুর্দ্দশবিধ লক্ষণ।

টীকা। রুচি—শরীর কান্তি। যদি বল—স্বাভাবিক অবস্থাতেও যখন দিবা রাত্রি ঋতু ও ভোজনের প্রথমভাগাদি কালবিশেষে স্বভাবতই দোষদিগের বৃদ্ধি হয়, তখন কি প্রকারে সমদোষতা সম্ভবে? ইহার উত্তর—অহোরাত্র প্রথমভাগাদি সময়ে যে যে দোষের বৃদ্ধি হয়, স্বস্থবৃত্তোক্ত বিধি দ্বারা তত্তদ্দোষ বৃদ্ধির উপশম হইয়া থাকে। অতএব সমদোষতা বলায় কোন দোষ হয় নাই। অপিচ দোষদিগের যে সমত্ব ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, স্বাস্থ্য বিনা অন্য হেতু দ্বারা সে সমত্ব বর্ণন করিতে পারা যায় না। সেই হেতু সমদোষের ও স্বস্থের লক্ষণ পরস্পরাপেক্ষ্য অর্থাৎ সম দোষের লক্ষণ স্বস্থের লক্ষণকে অপেক্ষা করে, এবং স্বস্থের লক্ষণ সমদোষের লক্ষণকে অপেক্ষা করিয়া থাকে, উভয়ের কেহই নিরপেক্ষ নহে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বস্থ সেই সমদোষ এবং যে ব্যক্তি সমদোষ সেই স্বস্থ। যাহা স্বপ্রমাণস্থিত দোষ ধাতু ও মলের সমতারক্ষণে হেতু, যাহা নিরাপদ্, যাহা স্বস্থানুবৃত্তি করে, ঋতুচর্য্যাধ্যায়ে যাহা সেব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা স্বস্থ ব্যক্তিগণের হিতকর; এবং মাত্রাশিতীয় অধ্যায়োক্ত রক্তশালি-ষষ্টিক-যব-গোধূম জাঙ্গলমাংস-জীবন্তীশাকাদি ও মোদক-দুগ্ধাদি স্বস্থ ব্যক্তিগণের হিতকর; এবং ওজস্কর, রসায়ন ও বাজীকরণ, যাহা সর্ব্বদা সেবনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্বস্থ ব্যক্তিগণের হিতকর॥ ৫৩

দোষ ধাতু ও মলের বৃদ্ধির নিদান।—ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, দোষ-ধাতু-মলবর্দ্ধক আহার বিহারের অতি সেবন দ্বারাই দোষ ধাতু ও মলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৫৪

অতিবৃদ্ধ দোষাদির লক্ষণ।—বায়ু বৃদ্ধ হইলে দেহের কৃশতা ও পরুষতা, উষ্ণাভিলাষ, মলের গাঢ়তা, বলের অল্পতা, গাত্রের স্ফূর্ত্তি (স্পন্দন) ও অনিদ্রতা হয়। পিত্ত বৃদ্ধ হইলে মল, মূত্র, নেত্র ও অঙ্গের পীতবর্ণতা, ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা, শীতেচ্ছা, তাপ, মূর্চ্ছা ও মূত্রের অল্পতা হয়। কফ বৃদ্ধ হইলে মলাদির অর্থাৎ মল মূত্র নেত্র ও অঙ্গের শুক্লবর্ণতা, শীতত্ব, গাত্র গুরুতা, অতিনিদ্রতা, সন্ধির শিথিলতা, উৎক্লেদ ও মুখস্রাব হয়। রস বৃদ্ধ হইলে অন্নবিদ্বেষ, গাত্র-গুরুতা, লালা প্রসেক, বমি, মূর্চ্ছা, অবসাদ, ভ্রম ও কফ হয়। রক্ত বৃদ্ধ হইলে গাত্রের আরক্ত বর্ণতা, নেত্রের লৌহিত্য ও শিরার পরিপূর্ণতা হয়। অন্য বচন—রক্ত বৃদ্ধ হইলে বিসর্প, প্লীহা, বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, শিরাপূর্ণত্ব, কামলা, গাত্রগৌরব, নিদ্রা, মদ (মত্তত্ববৎ), দাহ, ব্যঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, সম্মোহ (মূর্চ্ছা), ত্বক্ নেত্র ও মূত্রের রক্তবর্ণতা, গুহ্যপাক, লিঙ্গপাক ও মুখপাক, অর্শঃ, পিড়কা, মশক, ইন্দ্রলুপ্ত, অঙ্গমর্দ্দ, রক্তপ্রদর এবং হস্তে ও পদে সন্তাপ হয়। রক্তবৃদ্ধিজনিত উক্ত রোগ সকল রক্তস্রাব ও বিরেচন দ্বারা প্রশমিত করিবে। মাংস বৃদ্ধ হইলে গণ্ডস্থল, ওষ্ঠ, স্ফিক্ (পাছা), উপস্থ (লিঙ্গ), উরু, বাহু ও জঙ্ঘা প্রদেশে বৃদ্ধি (মাংস বৃদ্ধি) ও গাত্রের গুরুতা হয়। মেদ বৃদ্ধ হইলে উদর বৃদ্ধি ও পার্শ্ব বৃদ্ধি, কাস শ্বাসাদি, গাত্রে দৌর্গন্ধ্য ও স্নিগ্ধতা হয়। অন্য বচন—মেদ প্রবৃদ্ধ হইলে অল্প চেষ্টাতেই শ্রান্তি বোধ, তৃষ্ণা, স্বেদ, গলরোগ, গণ্ডরোগ ও ওষ্ঠরোগ, মেহাদিরোগ, শ্বাস এবং স্ফিক্ উদর গ্রীবা ও স্তনের সঞ্চলন এবং লম্বন (ঝুলিয়া পড়া) হয়। অস্থি সকল বৰ্দ্ধিত হইলে সেই বৃদ্ধ অস্থি সমূহে অন্য অস্থির উৎপাদন করে এবং দন্ত সকলকে বিকট ও মহৎ করিয়া থাকে। মজ্জা বৃদ্ধ হইলে তাহা সমস্ত অঙ্গের ও নেত্রের গুরুতা সম্পাদন করে। শুক্র বৰ্দ্ধিত হইলে শুক্রাশ্মরী এবং শুক্রের অতি প্রবর্ত্তন হয়। মল বৃদ্ধ হইলে আটোপ (উদরে সবেদন গুড় গুড় ধ্বনি) ও উদরে ব্যথা হয়। মূত্র বৃদ্ধ হইলে মুহুর্মুহুঃ মূত্রণ ও বস্তিবেদনা হয়। স্বেদ বৃদ্ধ হইলে গাত্রে দৌর্গন্ধ্য ও ত্বকে কণ্ডু জন্মে। আর্ত্তব (ঋতু শোণিত) অধিক হইলে আর্ত্তবের অতি প্রবর্ত্তন, আর্ত্তবে দৌর্গন্ধ্য ও অঙ্গমর্দ্দ হয়। স্তন্য অধিক হইলে স্তনদ্বয়ের অতি পীনত্ব, মুহুর্মুহুঃ স্তন্যস্রাব ও স্তনদ্বয়ে তোদ হয়। গর্ভ বৃদ্ধ হইলে উদরাদির প্রবৃদ্ধি, গর্ভবতীর স্বেদ এবং প্রসবে মহৎ ব্যসন (দুঃখ) হইয়া থাকে॥ ৫৫—৭২

অতিবৃদ্ধ দোষের ধাতুর ও মলের হ্রাসন—ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে,—দোষ ও মল সমূহের হ্রাসকারক আহার বিহার দ্বারা অতি বৃদ্ধ দোষ ধাতু ও মল সমূহের হ্রাস হইয়া থাকে পূর্ব্ব পূর্ব্বটির অতি বৃদ্ধি হইলে তাহার পর পরটির বৃদ্ধি করে। অতএব অতি প্রবৃদ্ধ ধাতুর হ্রাস করা কর্ত্তব্য॥ ৭৩। ৭৪

দোষ ধাতু ও মল সমূহের ক্ষয়ের নিদান—অসাত্ম্য ভোজন, সদা ক্রোধ, শোক, চিন্তা,

ভয়, শ্রম, অতি মৈথুন, অনশন, অত্যর্থ সংশোধন (অতি বমন বিরেচনাদি), মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, অতি সাহসের কার্য্য ও অভিঘাত, এই সকল কারণে দোষ ধাতু ও মল সমূহের ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৭৫। ৭৬

তাহাদের ক্ষয় লক্ষণ—বাতক্ষয়ে অল্পচেষ্টত্ব (আলস্য), অল্প কথন ও বিসংজ্ঞতা (সংজ্ঞাল্পতা); পিত্তক্ষয়ে—শ্লেষ্মাধিক্য, অগ্নিমান্দ্য ও প্রভাক্ষয়। কফক্ষয়ে—সন্ধি সকলের শিথিলতা, মূর্চ্ছা, রুক্ষতা ও দাহ। রসক্ষয়ে—হৃৎপীড়া, কণ্ঠশোষ, হৃৎশূন্যতা ও তৃষ্ণা। রক্তক্ষয়ে—শিরাশৈথিল্য, হিমে ও অম্লে অভিলাষ ও ত্বকের পরুষতা (কর্কশতা)। মাংসক্ষয়ে—গণ্ড-ওষ্ঠ-গ্রীবা-স্কন্ধ-বক্ষঃ-জঠর-সন্ধিস্থল-উপস্থ ও শোথপিণ্ডীর শুষ্কতা, গাত্রের রুক্ষতা, তোদ ও ধমনী সমূহের শিথিলতা। মেদোক্ষয়ে—প্লীহার অতিবৃদ্ধি, সন্ধিসমূহের শূন্যতা, গাত্রের রুক্ষতা ও স্নিগ্ধমাংসে অভিলাষ। অস্থিক্ষয়ে—অস্থিশূল, গাত্রের রুক্ষতা ও নখ দন্ত ভঙ্গ। মজ্জক্ষয়ে—শুক্রের অল্পতা, পর্ব্বভেদ (পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবদ্ বেদনা), তোদ (সূচীবেধবদ্ বেদনা) ও অস্থিশূন্যতা। শুক্রক্ষয়ে মৈথুনে অশক্তি, লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে ব্যথা, বিলম্বে শুক্রক্ষরণ এবং রক্তবর্ণ-অল্প শুক্র প্রসেক এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৭৭—৮৪

ওজঃ ক্ষয়ের নিদান।—ক্রোধ, চিন্তা, শোক, শ্রমাদি, রুক্ষ-তীক্ষ্ণ-উষ্ণ ও কটুদ্রব্য এবং অপরাপর কর্ষণ সমূহ দ্বারা (উপবাসাদি কৃশীকরণ ব্যাপার দ্বারা) ওজঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৫

ক্ষীণ ওজের লক্ষণ।—যাহার ওজঃ ক্ষয় হয়, সে ব্যক্তি সকল বিষয়ে ভয় পায়, সর্ব্বদা দুর্ব্বল, সদা চিন্তা করে, ব্যথিতেন্দ্রিয় হয়, অভ্যুত্থানের জন্য উন্মনা হয় এবং রুক্ষ ও ক্ষীণদেহ হইয়া থাকে।

পুরীষ ক্ষয়ে—পার্শ্বে ও হৃদয়ে ব্যথা, উদরে সশব্দ বায়ুর ঊর্দ্ধগমন ও কুক্ষিসংবৃতি (উদর সঙ্কোচ)। মূত্রক্ষয়ে—মূত্রের অল্পতা ও মূত্রাশয়ে সূচীবেধবদ্ বেদনা হয়। স্বেদ ক্ষয়ে—ত্বকের রুক্ষতা, নেত্রদ্বয়েরও রুক্ষতা এবং রোমকূপসমূহের স্তব্ধতা হইয়া থাকে। আর্ত্তবক্ষয়ে—আর্ত্তব প্রবর্ত্তনের উপযুক্ত সময়ে আর্ত্তবের অপ্রবর্ত্তন অথবা অল্প প্রবর্ত্তন এবং যোনিতে বেদনা। স্তন্যক্ষয়ে—স্তন্যের অভাব বা অল্পতা এবং পয়োধরদ্বয়ের ম্লানতা। গর্ভক্ষয়ে কুক্ষির অনুন্নতি ও গর্ভের অস্পন্দন হয় ॥ ৮৬—৯১

ক্ষীণ দোষধাতু-মলসমূহের বর্দ্ধন— দোষধাতু ও মলবর্দ্ধক—আহার বিহার নিষেবণ দ্বারা শীঘ্রই তাহাদের ক্ষয় অপগত হয়। সুস্নিগ্ধ ও সুস্বাদু আহারাদি দ্বারা, অন্য বৃষ্য দ্বারা, বিশেষতঃ দুগ্ধ ও মাংসরসাদি দ্বারা ওজঃ পদার্থ বর্দ্ধিত হয়। অন্যবচন—যাহার দোষ ধাতু ও মল ক্ষীণ হইয়াছে, বলও (ওজঃ পদার্থও) ক্ষীণ হইয়াছে, সে ব্যক্তি, যে যে অন্ন পান দ্বারা দোষাদির সংবর্দ্ধন হয়, সেই সেই অন্ন পানই প্রার্থনা করে। ক্ষীণ ব্যক্তি যে যে অন্ন পান প্রার্থনা করে, সেই সেই অন্ন পান প্রাপ্ত হইলে তাহার তত্তৎক্ষয় নাশ হইয়া থাকে ॥ ৯২—৯৫

কোন্ দোষাদি দ্বারা ক্ষীণ হইলে মানব কি আকাঙ্ক্ষা করে—তাহাই বর্ণিত হইতেছে—মানব বাত দ্বারা ক্ষীণ হইলে কষায়-কটু-তিক্ত-রুক্ষ-শীতল ও লঘুদ্রব্য এবং যব মুগ ও প্রিয়ঙ্গু আকাঙ্ক্ষা করে। পিত্ত দ্বারা ক্ষীণ হইলে তিল, মাষ ও কুলত্থাদি কলায়, পিষ্টকাদি, মস্ত (দধির মাত), শুক্ত (কাঁজী বিশেষ), অম্লতক্র, কাঁজী, দধি এবং কটু-অম্ল-লবণ-উষ্ণ-তীক্ষ্ণ ও বিদাহি দ্রব্য, ক্রোধ, উষ্ণকাল ও উষ্ণদেশ আকাঙ্ক্ষা করে। কফ দ্বারা ক্ষীণ হইলে—মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরুদ্রব্য, দধি, দুগ্ধ ও দিবানিদ্রা আকাঙ্ক্ষা করে। রস দ্বারা ক্ষীণ হইলে—পুনঃ পুনঃ অতি শীতল জল পান, রাত্রিনিদ্রা, শৈত্য, চন্দ্রকিরণ, মধুররস, ইক্ষু, মাংসরস, মদ্য, মধু, ঘৃত, গুড়োদক, দ্রাক্ষা, দাড়িম, শুক্ত, স্নেহ পদার্থ ও লবণ আকাঙ্ক্ষা করে। রক্ত দ্বারা ক্ষীণ হইলে রক্তসিদ্ধ মাংস, দধিসিদ্ধ অন্ন (ভোজ্য) এবং বহু ষাড়ব (মধুরাম্লাদিরসপাচিত খাদ্য বিশেষ) আকাঙ্ক্ষা করে। মাংস দ্বারা ক্ষীণ হইলে মাংসলক্রব্যাদ জন্তুর (মাংসভোজি জন্তুর) মাংস আকাঙ্ক্ষা করে। মেদো দ্বারা ক্ষীণ হইলে মেদঃ-সিদ্ধ মাংস, গ্রাম্য-আনুপ ও ঔদক, বিশেষতঃ সক্ষার মাংস আকাঙ্ক্ষা করে। অস্থি দ্বারা ক্ষীণ হইলে—মজ্জা-অস্থি-স্নেহ সংযুক্ত মাংস আকাঙ্ক্ষা করে। মজ্জা দ্বারা ক্ষীণ হইলে মধুরাম্লসংযুক্ত দ্রব্য আকাঙ্ক্ষা করে। শুক্র দ্বারা ক্ষীণ হইলে ময়ূর কুক্কুট হংস ও সারসের ডিম্ব এবং গ্রাম্য-আনুপ-ঔদক মাংস আকাঙ্ক্ষা করে। মল দ্বারা ক্ষীণ হইলে যবকৃত অন্ন, ক্ষুদ্রযবকৃত অন্ন, বিবিধ শাক, মসূর ও মাষকলায়ের যূষ আকাঙ্ক্ষা করে। মূত্র দ্বারা ক্ষীণ হইলে পেয় দ্রব্য, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, গুড়মিশ্র-কুলগোলাজল এবং শসা কাঁকুড় প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা করে। স্বেদ দ্বারা ক্ষীণ হইলে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন (হরিদ্রা-আমলকী প্রভৃতি দ্বারা গাত্রমর্দ্দন), মদ্য, নিবাত স্থানে শয়ন ও উপবেশন, স্থূল-গাত্রাচ্ছাদন-বস্ত্র, আকাঙ্ক্ষা করে।

আর্ত্তবক্ষীণ স্ত্রী—কটু-অম্ল-লবণ-উষ্ণ-বিদাহি ও গুরুদ্রব্য এবং ফলশাক (লাউ কুমড়া প্রভৃতি) ও অন্ন পান আকাঙ্ক্ষা করে। স্তন্যক্ষীণ স্ত্রী—সুরা, শালি তণ্ডুলের অন্ন, মাংস, গব্য দুগ্ধ, শর্করা, আসব,

দধি এবং অন্য বস্তু সকল আকাঙ্ক্ষা করে। গর্ভ পরিক্ষয় হইলে স্ত্রী—মৃগ ছাগ-মেষ ও বরাহের গর্ভ (গর্ভস্থ বৎস) পাক করিয়া খাইতে বাঞ্ছা করে এবং বসা ও নানাপ্রকার শূল্য মাংস খাইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে॥ ৯৬—১১১

সুশ্রুত মতে বললক্ষণ—রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতু সকল পরিপুষ্ট হইলে, সেই পরিপুষ্টি নিমিত্তক চেষ্টা সমূহে (ক্রিয়া সকলে) যে পটুতা জন্মে, সেই চেষ্টা-পাটবই বল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে॥ ১১২

বলের ক্ষয়নিদান—অভিঘাত, ভয়, ক্রোধ, চিন্তা, পরিশ্রম, ধাতুসমূহের সংক্ষয় ও শোক এই সকল কারণে মানবের বল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়॥ ১১৩

বলক্ষয়ের লক্ষণ—গাত্রের গুরুতা ও স্তব্ধতা, মুখের ম্লানতা, বিবর্ণতা, তন্দ্রা, নিদ্রা ও বাতশোর্থ এই গুলি বলক্ষয়ের লক্ষণ॥ ১১৪

বল বৃদ্ধির নিদান—যে দ্রব্য দোষের সমতাকারক, অগ্নির সমতাকারক এবং ধাতুসমূহের পুষ্টিকারক, সেই দ্রব্যই বলকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে॥ ১১৫

বলাবল লক্ষণ—কোন কোন কৃশ ব্যক্তিও বলবান্ থাকে এবং কোন কোন স্থূল ব্যক্তিও অল্পবল হয়, অতএব পণ্ডিতগণ চেষ্টা পটুত্ব দ্বারা মানবকে বলবান্ বুঝিয়া লয়েন। অর্থাৎ কৃশ হইলেই যে দুর্ব্বল হয় এবং স্থূল হইলেই যে সবল হয়, তাহা নহে, চেষ্টা সমূহে (শারীর কার্য্য সমূহে) যাহার পটুতা (সামর্থ্য) থাকে, তাহাকেই বলবান্ বলিয়া জানিবে॥ ১১৬

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে ষষ্ঠপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

পূর্ব্বখণ্ডে দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

ভাবপ্রকাশ।

মধ্যখণ্ড।

প্রথম ভাগ।

জ্বরাধিকার—**জ্বর** সকল রোগের রাজা বলিয়া বিখ্যাত, অতএব এই প্রকরণে প্রথমেই আমি জ্বর বিবরণই লিখিব॥ ১

জ্বরের প্রথম-উৎপত্তি, যাহা সুশ্রুত বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে বর্ণন করিব—তদ্‌যথা—মহাদেব দক্ষাপমানে অতিক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিঃশ্বাস হইতেই জ্বরের প্রথম সৃষ্টি হয়। জ্বর আট প্রকার, যথা—পৃথগ্‌জ অর্থাৎ বাতজ পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ; দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ এবং সন্নিপাতজ (ত্রিদোষজ) ও আগন্তুজ।

টীকার অর্থ।—দক্ষকর্ত্তৃক যে অপমান, তদ্দ্বারা সংক্রুদ্ধ যে রুদ্র, তাঁহার যে নিঃশ্বাস, সেই নিঃশ্বাস হইতে সম্ভব (উদ্‌ভব) যাহার, সেই জ্বর। ক্রুদ্ধ-রুদ্র-নিঃশ্বাস-সম্ভূতত্ব হেতু বুঝাইতেছে যে, জ্বর স্বভাবতই পৈত্তিক। যে হেতু চরক কর্ত্তৃকও উক্ত হইয়াছে—"ক্রোধ হইতে পিত্তের প্রকোপ হয়" ইত্যাদি। অতএব সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই পিত্ত প্রশমনকারিনী চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বাগ্‌ভটেও উক্ত হইয়াছে—"পিত্ত বিনা উষ্মা নাই, উষ্মা বিনা জ্বর নাই। অতএব পিত্তাধিক জ্বরে পিত্তবিরুদ্ধ বিষয় সকল অধিক ত্যাগ করিবে। "অধিক" শব্দের প্রয়োগে রুদ্রসম্ভূতত্ব হেতু জ্বরের দেবতাত্মকত্ব এবং পূজার্হত্ব উপদর্শিত হইয়াছে। অতএব বৈদেহও বলিয়াছেন—"অথবা সংপূজন দ্বারাও জ্বর সহসাই উপশমিত হয়" ইত্যাদি। সুশ্রুত কর্ত্তৃক জ্বরের মূর্ত্তিও উক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা—"জ্বর রুদ্র-কোপাগ্নি সম্ভূত, সর্ব্বপ্রাণিপ্রতাপন, ত্রিপাদ, ভস্মপ্রহরণ, ত্রিশিরাঃ, স্থূমহোদর, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান, কপিলবর্ণ, মাল্যধারী, পিঙ্গলনেত্র, হ্রস্বজঙ্ঘ, বীভৎস, মহাবলবান্ পুরুষ এবং লোকনাশক। অন্যান্য প্রাণির জ্বর বিশেষ বিশেষ নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। দেহিগণের জন্মকালে ও নিধন সময়ে প্রায়ই জ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে। দেবতা ও মনুষ্য ভিন্ন অপর কোন প্রাণী তাহার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। জ্বরের সংখ্যারূপ সংপ্রাপ্তি বলা হইতেছে, যথা—জ্বর—আট প্রকার। পৃথক্ তিনটি অর্থাৎ বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক; দ্বন্দ্বজ—তিনটি অর্থাৎ বাতপৈত্তিক বাতশ্লৈষ্মিক পিত্তশ্লৈষ্মিক; সংঘাতজ অর্থাৎ সান্নিপাতিক একটি। চরকে ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর উক্ত হইয়াছে—দোষের একোল্বণত্ব ও দ্ব্যুল্বণত্ব দ্বারা ছয় প্রকার এবং হীন-মধ্য-অধিক দ্বারা ছয়প্রকার ও সমত্রিদোষোল্বণ এক প্রকার। তদ্‌যথা—বাতোল্বণ, পিত্তোল্বণ, কফোল্বণ, বাতপিত্তোল্বণ, বাতশ্লেষ্মোল্বণ, পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ, এই ছয় প্রকার। এবং অধিকবাত-মধ্যপিত্ত-হীনকফ; অধিক-বাত-মধ্যকফ-হীনপিত্ত; অধিকপিত্ত-মধ্যবাত-হীনকফ, অধিকপিত্ত-মধ্যকফ-হীনবাত; অধিককফ-মধ্য-বাত-হীনপিত্ত; অধিককফ-মধ্যপিত্ত-হীনবাত; এই ছয় প্রকার। এবং উল্বণ (সমত্রিদোষোল্বণ) এক প্রকার। এবম্প্রকারে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত হয়। কিন্তু ত্রয়োদশ প্রকার হইলেও ত্রিদোষজত্বে সমানত্ব হেতু এস্থলে সান্নিপাতিক এক সংখ্যকই গণিত হইয়াছে। অর্থাৎ সান্নিপাতিক জ্বর একটি বলিয়াই গণনা করা যায়। আগন্তু শব্দে—অভিঘাতাদি হেতু, কোন স্থলে কার্য্যকারণের অভেদ উপচার নিবন্ধন আগন্তু শব্দে—আগন্তুজ ব্যাধিও বুঝায়। অর্থাৎ আগন্তু-শব্দে অভিঘাতাদি হেতু সকলকে, কোন স্থলে বা আগন্তুহেতুসম্ভূত ব্যাধি সকলকেও বুঝাইয়া থাকে। অভিঘাতাদি অনেক প্রকার কারণ যোগে আগন্তুজ ব্যাধিসকল অনেক প্রকার হয়, কিন্তু অনেক প্রকার হইলেও আগন্তুজত্বে সামান্য হেতু তাহারা এক প্রকার

বলিয়াই এস্থলে পরিগণিত হইয়াছে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে,—আগন্তুজ ব্যাধিতেও যখন বাতাদি-দোষের লক্ষণ সকল বিদ্যমান দৃষ্ট হয়, তখন তাহা বাতাদিদোষজ ব্যাধি হইতে কি প্রকারে ভিন্ন হইতে পারে? উত্তর—রোগোৎপত্তির পরে দোষোৎপত্তি হয় বলিয়া আগন্তুজ ব্যাধি দোষজ ব্যাধি হইতে ভিন্ন। তথা চরকে উক্ত আছে—আগন্তুক ব্যাধি প্রথমে অভি-ঘাতাদিদ্বারা উৎপন্ন হয়, পরে তাহা বাতাদিদোষে অনুবদ্ধ হইয়া থাকে। ইতি॥ ২

জ্বরের দূরবর্ত্তি-কারণ-কথনপূর্ব্বক সংপ্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে—অনুচিত আহার বিহার দ্বারা বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া আমাশয়নামক স্থানে গমন করে, তথায় আমরসকে দূষিত এবং কোষ্ঠের অগ্নিকে বাহিরে নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। (অগ্নি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই ত্বগাদি উষ্ণ হইয়া থাকে)।

টীকা। এস্থলে কোষ্ঠাগ্নি শব্দে—কোষ্ঠগত সমস্ত অগ্নি না বুঝিয়া অগ্নির কেবল উষ্মাই বুঝিতে হইবে। কারণ সমস্ত অগ্নি বহির্নিক্ষিপ্ত হইলে দোষের পরিপাক অসম্ভব হয়॥ ৩

জ্বরের সামান্য ও বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ—বিনাশ্রমে শ্রান্তি বোধ, অস্বস্থচিত্ততা, বিবর্ণতা (ম্লান-গাত্রতা), মুখের বিরসতা, নেত্রদ্বয়ের সজলতা, শীত বাত ও আতপাদিতে মুহুঃ ইচ্ছা মুহুর্দ্বেষ, জৃম্ভা (হাই-উঠা), অঙ্গমর্দ্দন (গাত্র কুটন), গাত্র-গুরুতা, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার দর্শন, আনন্দাভাব ও অধিক শীত, এই সকল লক্ষণ বা ইহাদের কতকগুলি সর্ব্বপ্রকার জ্বর হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়। এই জন্য ইহাদিগকে জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ বলে। আর বাতিকজ্বর হই-বার পূর্ব্বে উক্ত সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত অত্যর্থ জৃম্ভা; পিত্তজ্বর হইবার পূর্ব্বে নয়নের দাহ; কফজ্বর হইবার পূর্ব্বে অন্নে অরুচি; এবং বাতপিত্ত জ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও নেত্রদাহ; বাতশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও অন্নারুচি; পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরের পূর্ব্বে নেত্রদাহ ও অন্নারুচি এবং সান্নিপাতিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে জৃম্ভা নেত্রদাহ ও অন্নারুচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাদিগের দ্বারা ভাবি-বাতজাদি বিশেষ বিশেষ জ্বরের উপলব্ধি হয় বলিয়া ইহাদিগকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলে।

টীকা। বিশিষ্টধর্ম্ম সামান্য ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব জৃম্ভাদি বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপের সহিত শ্রমাদি সামান্য পূর্ব্বরূপ সকলও প্রকাশিত থাকে, বুঝিতে হইবে॥ ৪—৮

জ্বরের সামান্য লক্ষণ—যে রোগে ঘর্ম্মাব-রোধ, সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গগ্রহণ (বেদনা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গগ্রহণ অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ বেদনা) এই তিনটি লক্ষণ যুগপৎ (একদা) উপস্থিত হয়, তাহাকেই জ্বর কহে।

টীকা। স্বেদাবরোধ—ঘর্ম্মের অনির্গম। এস্থলে এরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে যে, ঘর্ম্মের অনির্গম যদি জ্বরের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, তবে পিত্তজ্বরে ঘর্ম্মনির্গম হওয়ায় উক্ত লক্ষণের ত ব্যভিচার ঘটে, এরূপ আশঙ্কা-নিবারণার্থ জৈজ্জট-কার্ত্তিককুণ্ডাদি পণ্ডিতগণ বলেন—লক্ষণের উৎসর্গাপবাদভাব হেতু অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষভাব প্রযুক্ত পিত্তজ্বরে ঘর্ম্ম নির্গম হয়। ভাবার্থ এই—সাধারণ সকল জ্বরেই ঘর্ম্মের অবরোধ হয়, কেবল পিত্তজ্বরে বিশেষ ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ কেবল পিত্তজ্বরেই ঘর্ম্ম-নির্গম হয়। অন্যে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—যৎকর্তৃক স্বিন্ন (উৎস্বিন্ন)' হয়, তাহাই স্বেদ অর্থাৎ অগ্নি, সেই অগ্নির অবরোধ (দোষ দ্বারা আচ্ছন্নতা) হয়। ইহাদের মীমাংসায় স্বেদাবরোধ অর্থে অগ্নির অবরোধ। অর্থাৎ সকল জ্বরেই অগ্নি, দোষ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। "সন্তাপ" তাপ বলিলেই চলিত, কিন্তু তাপ না বলিয়া সন্তাপ শব্দ প্রয়োগ করায় বুঝিতে হইবে যে, জ্বরে কেবল দেহে তাপ হয় না, দেহে ইন্দ্রিয়ে ও মনে সন্তাপ হইয়া থাকে। যে হেতু চরকে "দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী" জ্বরের এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। দেহ সন্তাপ—দেহের ও ইন্দ্রিয়ের উষ্ণতা। ইন্দ্রিয় সন্তাপ—ইন্দ্রিয়-বৈকৃত্য (ইন্দ্রিয়ের বিকৃতভাব), উক্ত আছে—ইন্দ্রিয় সকলের যে বৈকৃত্য, তাহাই ইন্দ্রিয় সন্তাপ লক্ষণ। এবং বৈচিত্ত্য অরতি ও গ্লানি এইগুলি মনঃসন্তাপ লক্ষণ। "সর্ব্বাঙ্গগ্রহণ"—অর্থাৎ বেদনা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গগ্রহণ, অথবা সকল অঙ্গ স্তব্ধতা দ্বারা গৃহীতবৎ হয়। "যুগপৎ" অর্থাৎ মিলিত এই লক্ষণ ত্রয়। কারণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলে ব্যভিচার ঘটে। যথা—কুষ্ঠ পূর্ব্বরূপে স্বেদাবরোধ হয়, দাহরোগে সন্তাপ হয়, সর্ব্বাঙ্গরোগাখ্য বাতব্যাধিতে সর্ব্বাঙ্গগ্রহণ হয়॥ ৯

ঘর্ম্মের অনির্গম পক্ষে কারণ—জ্বর রস-ধাতুকে রোধ করে বলিয়া জ্বরাতুর ব্যক্তি অত্যুষ্ণগাত্র হয়, তাহার সর্ব্বাবয়ব ঘর্ম্মান্বিত হয় না॥ ১০

সামান্যতঃ জ্বর-চিকিৎসা—যে স্থলে বাতাদি-দোষের অংশাংশ নির্ণয় করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ কোন্ দোষ কি পরিমাণে কুপিত হইয়াছে তাহা ভাল বুঝা যায় না, সে স্থলে সাধারণ চিকিৎসা করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। সামান্যতঃ জ্বর রোগী প্রথমা-বস্থায় নিবাতগৃহে থাকিবে। কারণ তাহাতে আয়ু-বৃদ্ধি ও আরোগ্য লাভ হয়। বায়ুর প্রয়োজন হইলে পাখার বাতাস করিবে। ব্যজনানিলের গুণ—ব্যজন বায়ু দ্বারা তৃষ্ণা ঘর্ম্ম মূর্চ্ছা ও শ্রম নাশ হয়। তালবৃন্ত-সম্ভূত বায়ু (তালপাতার পাখার বাতাস)—ত্রিদোষ

প্রশমক। বংশরচিত-পাখার বাতাস-উষ্ণ ও রক্তপিত্ত প্রকোপক। চামর, বস্ত্রসম্ভূত ব্যজন, ময়ূরপিচ্ছ রচিত ব্যজন এবং বেত্রনির্ম্মিত ব্যজন, ইহাদের বায়ু দোষনাশক স্নিগ্ধ হৃদ্য ও সুপূজিত। নবজ্বরী উষ্ণ-বীর্য্য-স্থূল বস্ত্রাবৃত হইয়া থাকিবে। পিপাসা হইলে যে ঋতুতে যে জল পান করা বিহিত, সেই ঋতুতে সেই জল সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ অল্পমাত্রায় পান করিবে। ঔষধ ব্যতিরেকেও কেবল পথ্য দ্বারাই ব্যাধি নিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু পথ্যবিহীন ব্যক্তির ব্যাধি শত ঔষধেও নিবৃত্তি পায় না। (অতএব পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে) ॥ ১১—১৬

জ্বরে বর্জ্জনীয়—পরিষেক (স্নানাদি), প্রদেহ (অনুলেপন-অভ্যঙ্গাদি), স্নেহ পান, সংশোধন (বমন-বিরেচনাদি), দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম (শারীরশ্রম), শীতল জল, ক্রোধ, প্রবাত (প্রবল বায়ু) ও অন্নাদি গুরু ভোজ্য বর্জ্জন করিবে ॥ ১৭

নিষিদ্ধাচরণের দোষ—উপরি-উক্ত পরি-ষেকাদি-নিষিদ্ধ বিষয় সকল আচরণ করিলে শোষ, বমি, মদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা ও অরুচি, এই সকল উপ-দ্রব উপস্থিত হয়। হারীত কর্তৃক প্রত্যেক দূষণ উক্ত হইয়াছে, তদ্যথা—নবজ্বরে পরিশ্রম করিলে জ্বরের সংবৃদ্ধি, মৈথুন করিলে শরীরের স্তব্ধতা ও মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। স্নেহ পানাদি দ্বারা মূর্চ্ছা বমি মদ ও অরুচি হয়। গুরু-অন্ন ভোজন করিলে এবং দিবসে নিদ্রা যাইলে বিষ্টব্ধতা, দোষের প্রকোপ, অগ্নি-মান্দ্য, খরত্ব ও স্রোতঃসকলের প্রবর্তন (মুখনাসাদি স্রোতঃ সমূহ হইতে জলাদিস্রাব) হয়।

অন্য বর্জ্জনীয়—রোগী সজ্বরই হউক বা জ্বর মুক্তই হউক, বিদাহী গুরু ও অসাত্ম্য অন্নপান, বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন, ব্যায়াম, অতিচেষ্টা, অভ্যঙ্গ ও স্নান বর্জ্জন করিবে। রোগী যদি সজ্বর হয়, তাহা হইলে এই সকল বর্জ্জন দ্বারা তাহার জ্বর প্রশমিত হইবে, এবং যদি জ্বর মুক্ত হয়, তাহা হইলে জ্বর আর পুনর্ব্বার হইবে না ॥ ১৮—২২

জ্বর রোগির উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে চরক ও বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—আমাশয়স্থ দোষ (বায়ুপিত্ত কফ) আমরসের (অপক্ক আহার রসের) সহিত সমন্বিত হইয়া অগ্নি নাশ (অগ্ন্যা-চ্ছাদন) ও মার্গাবরোধ (রস মার্গাবরোধ) করত জ্বর উৎপাদন করে বলিয়াই জ্বরে লঙ্ঘন (উপবাস) দেওয়া কর্ত্তব্য। শাস্ত্রোক্তি যথা—জ্বরের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন, মধ্যাবস্থায় পাচন, শেষাবস্থায় মুখ্য ভেষজ এবং জ্বরের মুক্তিতে বিরেচন প্রযোজ্য। জ্বরের দোষাবস্থা লক্ষ্য করিয়া ত্রিবিধ দোষে ত্রিবিধ কার্য্য করিবে, তদ্যথা—অল্পদোষে লঙ্ঘন; মধ্যদোষে লঙ্ঘন ও পাচন; প্রভূত দোষে শোধন (বিরেচনাদি) করণীয়। শোধন মল সকলকে সমূলে উন্মূলন করিয়া থাকে। চক্রদত্তোক্তি—লঙ্ঘন দ্বারা তরুণ জ্বরকে ক্ষীণ করিবে। অথবা যদি জ্বরে দোষ লক্ষণ অল্প প্রকাশিত থাকে তাহা হইলে রোগিকে যথাবিধি লঙ্ঘন দেওয়াইয়া আমদোষের ক্ষয় করিবে। অন্যবচন—সাতদিন লঙ্ঘনে বায়ু, দশদিন লঙ্ঘনে পিত্ত এবং দ্বাদশ দিন লঙ্ঘনে শ্লেষ্মা পরিপাক প্রাপ্ত হয়। লঙ্ঘনার্হ ব্যক্তি দোষানুসারে জ্বরে ত্রিরাত্র একরাত্র বা এক অহোরাত্র লঙ্ঘন দিবে। নির্বাতস্থান সেবন দ্বারা স্বেদ দ্বারা লঙ্ঘন দ্বারা ও উষ্ণ জলপান দ্বারা জ্বর ক্ষীণ হইলে পর তখন মুখ্য ঔষধ সেবন করিবে। আত্রেয়োক্তি—জ্বরের প্রথমে লঙ্ঘন, জ্বরের মধ্য সময়ে পাচন, জ্বরের শেষা-বস্থায় মুখ্য ঔষধ এবং জ্বর মুক্তিতে বিরেচন ব্যবস্থা করিবে।

টীকা।—এস্থলে "লঙ্ঘন" শব্দে অনশন বুঝিতে হইবে। যেহেতু সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে—জ্বররোগী যতদিন আনদ্ধ-স্তিমিত দোষ দ্বারা সম্বদ্ধ থাকিবে, ততদিন তাহাকে অনশন করাইবে, তৎপরে সংসর্গ ব্যবস্থা করিবে। "আনদ্ধ-স্তিমিত দোষ"—বিবদ্ধ-নিশ্চল দোষ, অর্থাৎ যতদিন বাতাদি দোষ ও মল বিবদ্ধ সুতরাং নিশ্চল হইয়া থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত জ্বর রোগিকে উপবাস দেওয়াইবে। "সংসর্গ"—ঔষধ অন্নাদি প্রসঙ্গ। যেহেতু চরকে উক্ত হইয়াছে—লঙ্ঘন শব্দে চারি প্রকার সংশুদ্ধি, পিপাসা, বাত, আতপ, পাচন, উপবাস ও ব্যায়াম, এই সমস্তকে বুঝায়। "চারি প্রকার সংশুদ্ধি" যথা—বমন, বিরে-চন, নিরূহ বস্তি ও শিরোবিরেচন। সংশুদ্ধি মধ্যে অনুবাসন গণ্য নহে। কারণ অনুবাসনের বৃংহণত্ব আছে। এস্থলে "লঙ্ঘন" শব্দের অর্থ—কর্ষণ। সুশ্রুত বলিয়াছেন—যে দ্রব্য বা যে কর্ম্ম শরীরের লাঘবকর, তাহাই লঙ্ঘন বলিয়া জানিবে। বৃংহণ অন্যবিধ, অর্থাৎ লঙ্ঘন হইতে (কর্ষণ হইতে) ভিন্ন; বৃংহণ—শরীর পোষক ইত্যর্থ। "জ্বর রোগী যতদিন আনদ্ধ-স্তিমিত দোষ দ্বারা সম্বদ্ধ থাকিবে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সুশ্রুত বচন-অনুসারে সাধারণ জ্বররোগিকর্তৃক যেমন অনশনরূপ লঙ্ঘন কৃত হয়, "চারি প্রকার সংশুদ্ধি" ইত্যাদি চরক বচনানুসারে সর্ব্বপ্রকার জ্বররোগি কর্তৃক সেই প্রকার বমনাদিরূপ লঙ্ঘন কেন কৃত হয় না? উত্তর—বমনাদিরূপ লঙ্ঘন অবস্থা বিশেষে কৃত হয়, সর্ব্বপ্রকার জ্বরে তাহা উপযোগী নহে। সুশ্রুত বলিয়াছেন—কফ জ্বরে যদি রোগির উৎক্লেশ (বমন বেগ) থাকে, অপিচ, রোগির যদি বলও থাকে, তাহা

হইলে বমন প্রয়োগ করিবে। পিত্তজ্বরে যদি মলাশয় প্রশিথিল অর্থাৎ গাঢ় হয়, তাহা হইলে বিরেচন দিবে। বাত জ্বরে যদি বেদনা ও উদাবর্ত্ত (বায়ু দ্বারা উদর পূরণ) থাকে, তাহা হইলে নিরূহ প্রদান করিবে। জ্বর রোগে মস্তক যদি কফাভিপন্ন (কফব্যাপ্ত) থাকে, তাহা হইলে শিরোবিরেচন ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার জ্বররোগির পিপাসানিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু হারীত বলিয়াছেন—গরীয়সী তৃষ্ণা অতি ভয়ানক, তাহা সদ্যঃ প্রাণনাশ করিতে পারে। অতএব তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রাণধারণোপযোগি-পানীয় প্রদান করিবে। অতএব অবস্থা বিশেষেই জ্বররোগি-দিগের পিপাসা সহন ও বায়ু সেবন কর্ত্তব্য। কারণ সুশ্রুত, জ্বররোগে প্রবাত সেবন (প্রবল বাত সেবন) করিতে সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছেন। অতএব বায়ু-সেবনও অবস্থা বিশেষেই উক্ত হইয়াছে। আতপ সেবনও অবস্থা বিশেষেই বিধেয়। লঙ্ঘন উল্লঙ্ঘন ও যবাগূ দ্বারা যদি দোষের পরিপাক না হয়, তাহা হইলে মুখবৈরস্য তৃষ্ণা ও অরোচকনাশক জ্বরঘ্ন-হৃদ্য-কষায় দ্বারা (পাচন দ্বারা) চিকিৎসা করিবে। এই বচন দ্বারা এস্থলে লঙ্ঘন ও পাচনের স্পষ্ট ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্বরে ব্যায়ামও কর্ত্তব্য নহে। কারণ শাস্ত্রে উহার অতিনিষেধ আছে। কিন্তু অবস্থাবিশেষে পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদিরূপ ব্যায়ামও করণীয়। অতএব "চারি প্রকার সংশুদ্ধি" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে লঙ্ঘন শব্দ কর্ষনবাচক নির্ণীত হইল।

দোষশেষের পরিপাক এবং অগ্নির উদ্দীপন জন্য যথাবৎ লঙ্ঘন দেওয়ান হইলে রোগী যদি অদোষও হয়, তাহা হইলেও লঙ্ঘনান্তে তাহাকে শালিষষ্টিকমুদ্গের যবাগূ অথবা প্রশস্ত যূষ পান করিতে দিবে। মধ্যলঙ্ঘনে পঞ্চকোলের সহিত যবাগূ পাক করিয়া জ্বররোগিকে পান করাইবে। লঙ্ঘন দ্বারা রোগী অতি কর্ষিত হইয়াছে দেখিলে সন্তর্পণ ব্যবস্থা করিবে। জ্বর রোগী যদি তর্প-ণার্হ হয়, তাহা হইলে দ্রাক্ষা দাড়িম খর্জ্জূর পিয়াল ও ফল্সার সহিত খৈ-এর তর্পণ প্রস্তুত করিয়া সেই তর্পণ জ্বরশান্তির জন্য রোগিকে পান করাইবে॥ ২৩—৩৩

অনশনরূপ লঙ্ঘনের ফল—লঙ্ঘন দ্বারা দোষক্ষয় প্রাপ্ত হইলে এবং অগ্নি সন্ধুক্ষিত হইলে রোগির জ্বর বিনষ্ট হয়, শরীরের লঘুত্ব হয় এবং ক্ষুধা জন্মে।

টীকা।—"লঙ্ঘন"—অনশনরূপ লঙ্ঘন। "দোষ" প্রবৃদ্ধ দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে। শাস্ত্রে উক্ত আছে—অগ্নি আহারকে পাক করে এবং আহারবর্জ্জিত-অগ্নি দোষসকলকে পাক করিয়া থাকে। জ্বরোৎপাদন সময়ে অগ্নি দোষ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হয়, সেই আচ্ছা-দক দোষ ক্ষীণ হইলে এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে যথোক্ত সম্প্রাপ্তি-সামগ্রীর বিঘটন হেতু বিজ্বরত্ব, শরীরে গৌরবাভাবে লঘুত্ব এবং ক্ষুধার উদ্রেক হয়, ইত্যর্থ।

সুশ্রুতোক্ত অন্যবচন —জ্বর রোগির বাতাদি দোষ ও অগ্নি স্বস্থানভ্রষ্ট হয়, সে অবস্থায় লঙ্ঘন অতি উপযোগী। লঙ্ঘন দ্বারা দোষের পরিপাক, জ্বরনাশ, অগ্নির দীপ্তি, বুভুক্ষা, রুচি ও দেহের লঘুতা হয়।

টীকা—"অনবস্থিত দোষাগ্নি"—অনবস্থিত (স্বস্থান হইতে গত) দোষ ও অগ্নি যার। "কাঙ্ক্ষা"—অন্না-ভিলাষ। "রুচি"—লঙ্ঘন দ্বারা আমপাক হেতু মুখশোষাদি নাশে মুখের যে প্রকৃতত্ব তাহাই রুচি অর্থাৎ শোভা। রুচিশব্দ দীপ্তি শোভা অভীষ্টার্থ ও অভিলাষে বর্ত্তে ইতি মেদিনীকার॥ ৩৪। ৩৫

সম্যক্ কৃত লঙ্ঘনের লক্ষণ —বাত মূত্র ও পুরীষের নির্গম হইলে, শরীরের লঘুত্ব জন্মিলে, হৃদয়ের উদগারের কণ্ঠের ও মুখের শুদ্ধি হইলে, তন্দ্রা ও ক্লম অপগত হইলে, ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইলে এবং ক্ষুধা পিপাসা ও রুচি জন্মিলে আর অন্তরাত্মা (মন) নির্ব্যথ হইলে বুঝিবে যে, লঙ্ঘন সম্যক্ কৃত হইয়াছে, আর লঙ্ঘ-নের প্রয়োজন নাই।

টীকা।—হৃদয়ের শুদ্ধি—হৃদয়ের অনবরোধ। উদ্গার শুদ্ধি—সধূম অম্লোদ্গার রাহিত্য। কণ্ঠের শুদ্ধি কফ দ্বারা কণ্ঠের অনবলিপ্তত্ব। মুখের শুদ্ধি—মুখের প্রকৃতরসত্ব। তন্দ্রা নিদ্রা। ক্লম—গ্লানি। ক্ষুৎপিপাসা সহোদয়—ক্ষুধা ও পিপাসার সহিত একত্র রুচির উদয়। অন্তরাত্মা মনঃ। মিলিত এই সকল লক্ষণ, সম্যক্ কৃত লঙ্ঘনের বোধক। ইহাদের এক একটি সম্যক্কৃত লঙ্ঘনের বোধক নহে, অর্থাৎ উক্তলক্ষণ গুলি সমস্ত প্রকাশ পাইলে বুঝিবে যে, লঙ্ঘন সম্যক্কৃত হইয়াছে॥ ৩৬। ৩৭

হীন লঙ্ঘনের লক্ষণ—কফোৎক্লেশ, হৃল্লাস, মুহুর্মুহুঃ ষ্ঠীবন, কণ্ঠের ও হৃদয়ের অশুদ্ধি এবং অনিদ্রা এইগুলি হীন লঙ্ঘনের (অসম্যক্ লঙ্ঘনের) লক্ষণ।

টীকা—কফোৎক্লেশ—বমনের নিমিত্ত কফের উপ-স্থিতি। হৃল্লাস উপস্থিত বমনত্ববৎ অর্থাৎ বমনভাব। ষ্ঠীবন—হৃদয় হইতে কফ নির্গম॥ ৩৮

অতিশয়িত লঙ্ঘনের লক্ষণ—পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবদ্ বেদনা, অঙ্গমর্দ্দন (গাত্র কুট্টন), কাস, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কর্ণের ও নেত্রের দৌর্ব্বল্য (স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে অসামর্থ্য), মনের সম্ভ্রম (চিত্ত-বিভ্রম, নিরন্তর ঊর্দ্ধবাত (উদ্গার বাহুল্য), অন্ধকার দর্শন ও দেহাগ্নির বলহানি, এইগুলি অতিরিক্ত লঙ্ঘনের লক্ষণ॥ ৩৯। ৪০

বল রক্ষা হয়, এরূপ লঙ্ঘন করান কর্ত্তব্য, সেই জন্যই উক্ত আছে—রোগিকে

বলের অবিরোধি-লঙ্ঘন করাইবে, অর্থাৎ অনতি বল-ক্ষয়কারক লঙ্ঘন দেওয়াইবে। কারণ যে আরোগ্যের জন্য ক্রিয়াক্রম অর্থাৎ চিকিৎসোপক্রম, সেই আরোগ্যই বলাশ্রয় অর্থাৎ বলকে আশ্রয় করিয়া থাকে॥ ৪১

কাহাদের পক্ষে অনশননিষেধ, তাহাই বলা হইতেছে—সুশ্রুতোক্তি-কেবল মারুতজ জ্বর তৃষ্ণা ক্ষুধা মুখশোষ ও ভ্রম এই সকল দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির, গর্ভিণী স্ত্রীর, বালক বৃদ্ধ দুর্ব্বল বা ভীরু ব্যক্তির, ক্ষয়রোগির, পথপর্য্যটনকারির, শ্রমার্ত্ত ও ক্রোধার্ত্ত ব্যক্তির, শোষরোগির, কাসরোগির ও চিরজ্বরির অনশন কর্ত্তব্য নহে।

টীকা।—উল্বণ বাতযুক্ত জ্বর রোগির অনশন কর্ত্তব্য নহে। মারুত শব্দে এস্থলে নিরাম মারুত বুঝিতে হইবে। সামমারুতে লঙ্ঘন অবশ্যকর্ত্তব্য। যে হেতু তন্ত্রান্তরোক্ত পর শ্লোকেই বলা হইয়াছে—"সাম মারুতে অবশ্যই লঙ্ঘন দিবে" ইত্যাদি। তদ্বৎ মারুত তৃষ্ণাতে লঙ্ঘন অবশ্য করনীয়। মুখশোষ ও ভ্রমে যে অনশন নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাও নিরাম মুখশোষ ও ভ্রমে বুঝিতে হইবে। সাম মুখশোষ ও ভ্রমে লঙ্ঘন অবশ্য করনীয়। গর্ভিণী স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধাদিরও যে অনশন নিষেধ আছে, তাহাও নিরাম গর্ভিণী বালক ও বৃদ্ধাদির পক্ষে জানিবে। সাম-গর্ভিণীস্ত্রী বালক বৃদ্ধাদির অনশন অবশ্য করনীয়। ক্ষয় ধাতুক্ষয় ও রাজযক্ষ্মা। বাতজ জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে।

বায়ু আমসংযুক্ত থাকিলে জ্বররোগী আমপাকার্থ অবশ্যই অনশন করিবে। তদূর্দ্ধে (আম পাকের পর) আর অনশন করিবে না, যেমন কফে।

টীকা।—তদূর্দ্ধ আমপাকের পর। অতএব উক্ত হইতেছে—কফ ও পিত্ত দ্রবধাতু, ইহারা বহু লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে। কিন্তু আমক্ষয়ের পর বায়ু ক্ষণ-কালও অনশন সহ্য করিতে সমর্থ হয় না॥ ৪২। ৪৩

আমের লক্ষণ—আহারের সারভাগ যে রস অগ্নিলাঘবহেতু পক্ব না হয়, সেই অপক্ব রসই আম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাকেই আম কহা যায়। আম বহু ব্যাধির আশ্রয়। কিন্তু তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—কেহ অপক্ব অন্নরসকে, কেহ মলসঞ্চয়কে, কেহ বা প্রথমা দোষদুষ্টিকে আম বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন।

অন্য বচন—অবিপক্ব অসংসক্ত দুর্গন্ধ বহু পিচ্ছিল এবং সর্ব্বগাত্রের অবসাদক যে অন্নরস তাহাই আম বলিয়া অভিশব্দিত (আমনামে কথিত)। সেই আমের সহিত সংযুক্ত যে সকল দোষ বা দূষ্য পদার্থ, তাহারা তাদৃশ অর্থাৎ তদ্গুণবিশিষ্ট হয়। সেই দোষ দূষ্য হইতে সমুদ্ভুত যে সকল রোগ, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তাহারা সাম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ৪৪—৪৭

সামবাতের লক্ষণ—আম সমন্বিত বায়ু—মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, অন্ত্রকূজন (আঁত ডাকা), বেদনা, শোথ ও নিস্তোদ দ্বারা (সূচীবেধবদ্ বেদনা দ্বারা) ক্রমে ক্রমে অঙ্গ সকলকে পীড়া দেয়। বায়ু ও আম যুগপৎ (এক সময়) বিচরণ করে। কুপিত সাম বায়ু বেদনা দ্বারা অঙ্গ সকলকে অত্যর্থ পীড়া দিয়া থাকে। উহা স্নেহাদি দ্বারা বৃদ্ধি পায়, এবং সূর্য্যোদয়ে ও রাত্রিকালেও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৪৮—৪৯

নিরাম বাতের লক্ষণ—নিরাম বায়ু—বিশদ, রুক্ষ, নির্গন্ধ, অল্প বেদনাপ্রদ। বিপরীত গুণান্বিত দ্রব্য দ্বারা বিশেষতঃ স্নেহ দ্বারা বায়ু শান্তি প্রাপ্ত হয়॥ ৫০

প্রসঙ্গক্রমে সাম পিত্তের লক্ষণ কথিত হইতেছে—সামপিত্ত—অম্লরস, দুর্গন্ধ, হরিতবর্ণ বা শ্যাববর্ণ, গুরু ও স্থির। ইহা অম্লজনক এবং হৃদয় ও কণ্ঠের দাহকারক॥ ৫১

নিরাম পিত্তের লক্ষণ—নিরাম পিত্ত—ঈষৎ তাম্রবর্ণ, অত্যুষ্ণ, কটুরস, সরণ স্বভাব, দুর্গন্ধি, রুচি-কারক এবং অগ্নিবলবর্দ্ধক॥ ৫২

সাম কফের লক্ষণ—সামকফ—আবিল, তন্তুল, স্ত্যান (গাঢ়ীভূত), কণ্ঠদেশে অবস্থিত, দুর্গন্ধ এবং তৃষ্ণা ও ক্ষুধার নাশক॥ ৫৩

নিরাম কফের লক্ষণ—নিরাম কফ নির্গন্ধ, ফেনবান্ (ফেনিল), ছেদবান্ (জড়িত নহে), পিণ্ডিত, পাণ্ডুবর্ণ ও মুখবৈরস্য নাশক॥ ৫৪

সাম ব্যাধির লক্ষণ—আলস্য, তন্দ্রা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি, দোষের অনির্গম, মূত্রের আবিলতা, উদরের গুরুতা, অরুচি ও সুপ্ততা (স্পর্শমনভিজ্ঞতা) এই সকল লক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে, ব্যাধি আমসম-ন্বিত আছে। লঙ্ঘন, ঈষদুষ্ণ পেয়াপান, লঘু অন্ন-যূষ-ওদন (ভাত), তিক্তযূষ, বিরুক্ষণ (রুক্ষক্রিয়া), স্বেদন, পাচন, এবং উর্দ্ধাধঃ সংশোধন দ্বারা আমের শান্তি করিবে॥ ৫৫। ৫৬

লঙ্ঘনসময়েও জ্বররোগির যে জল পান করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সুশ্রুতোক্তি—তৃষিত জ্বররোগী জল পান করিতে না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয় (মূর্চ্ছা যায়), মোহ হইতে প্রাণ বিয়োগ হয়। অতএব সকল অবস্থাতেই জল পান করিতে দিবে, কখন জল বারণ করিবে না। হারীত কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—গরীয়সী তৃষ্ণা অতি ভয়ানক, তাহা সদ্যঃ প্রাণ বিনাশ করিতে পারে, অতএব তৃষিত ব্যক্তিকে প্রাণ ধারণোপযোগী পানীয় প্রদান করিবে।

টীকা।—জল অবশ্য পেয় হইলেও কিঞ্চিৎ নিবারণ করিয়া পান করিবে। অর্থাৎ কিছু অল্প করিয়া পান

করিবে। যেহেতু সুশ্রুতই বলিয়াছেন—জল প্রাণিগণের প্রাণ, জগৎ সমস্তই জলময় (জল বহুল), অতএব অত্যন্ত নিষেধ থাকিলেও কখন একবারে জল বর্জ্জন করিবে না, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কম করিয়া খাইবে। তথাচ জ্বরে, নেত্ররোগে, কুষ্ঠে, অগ্নিমান্দ্যে, উদররোগে, অরোচক রোগে, প্রতিশ্যায় রোগে, প্রসেকে, শোথে, ক্ষয়ে, ব্রণে ও মধুমেহে অল্প পানীয় পান করিবে। প্রসেকে অর্থাৎ মুখ প্রসেকে অল্পজল পান করিবে। যেহেতু উক্ত আছে—উক্ত রোগ সকলে বিশেষতঃ জ্বররোগে তৃষিত ব্যক্তিকেও অতি মাত্রায় জল পান করিতে দিলে সেই পীত জল শ্লেষ্মপিত্তত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ৫৭—৫৮

শীতল জল পান নিষেধ; তদ্‌যথা—সুশ্রুতোক্তি—নবজ্বরে প্রতিশ্যায়ে পার্শ্বশূলে গলগ্রহে (গলবেদনায়) সংশুদ্ধিদিবসে উদরাধ্মানে বাতকফোদ্ভব ব্যাধিতে এবং অরুচি-গ্রহণী-গুল্ম-শ্বাস-কাস-বিদ্রধি ও হিক্কারোগে এবং স্নেহপানে শীতল জল বর্জ্জন করিবে। অন্যবচন-শীতল জল সেব্যমান হইলে তদ্দারা জ্বর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

টীকা।—এস্থলে "শীতল জল" অর্থে অক্বথিত শীতল জল নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ক্বথিত শীতল জল গ্রাহ্য। ক্বথিত জলের বিধি ও গুণ—"জল সিদ্ধ করিতে করিতে যখন ক্রমে ক্রমে নির্বেগ নিষ্ফেন ও নির্ম্মল হইবে, তখন তাহা ক্বথিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে। ক্বথিত জল দোষঘ্ন পাচক ও লঘু"। ক্বথিত জলবিধান, যথা সুশ্রুতোক্তি—বাত-শ্লেষ্ম জ্বরার্ত্ত ব্যক্তিকে তৃষ্ণা কালে উষ্ণ জল পান করিতে দিবে। উষ্ণজল হিতকর, অগ্নিদীপক, কফবিচ্ছেদকারক, বাতপিত্তের অনুলোমক, এবং দোষ ও স্রোতঃ সকলের মৃদুতা সম্পাদক। শীতল জল ইহার বিপরীত ধর্ম্মা। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—বাতশ্লেষ্মজ্বরে তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে উষ্ণজল পান করাইবে। উষ্ণ জল কফের বিলয় করিয়া আশু তৃষ্ণা নিবারণ করে, অগ্নিকে উদ্দীপিত করে, স্রোতঃ সকলকে মৃদু করিয়া বিশোধন করে এবং বাত পিত্ত কফ স্বেদ মল ও মূত্র নিঃসারিত করে॥ ৫৯। ৬০

উষ্ণজলের লক্ষণ ও গুণসকল—জল সিদ্ধ করিতে করিতে যখন নির্বেগ, নিষ্ফেন ও নির্মল এবং অর্দ্ধাবশিষ্ট হইবে, তখন সেই সিদ্ধজলকে উষ্ণজল বলিয়া অভিহিত করা যাইবে। উষ্ণজল—জ্বর-কাস-শ্বাস-কফ-পিত্ত-বাত-আম ও মেদের নাশক ও পাচক। ইহা সদা পথ্য॥ ৬১। ৬২

ঋতুভেদে জলের পাক ভেদ।—গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুতে, ত্রিপাদাবশিষ্ট জল এবং হেমন্ত ঋতুতে, শিশির ঋতুতে, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে অর্দ্ধাবশিষ্ট জল প্রশস্ত। জৈজ্জট তন্ত্রদর্শনে অন্য কোন কোন পণ্ডিত বলেন—গ্রীষ্ম ঋতুতে অর্দ্ধপাদহীন, শরৎ ঋতুতে পাদহীন এবং শিশির ঋতুতে, বসন্ত ঋতুতে ও হেমন্ত ঋতুতে অর্দ্ধাবশিষ্ট; বর্ষা ঋতুতে অষ্টমাংশাবশেষিত জল প্রশস্ত। আবার কেহ কেহ বলেন—বর্ষাদি ঋতুতে যথাক্রমে আট ভাগের একভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচভাগের একভাগ, চারিভাগের একভাগ, তিনভাগের একভাগ ও দুইভাগের একভাগ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল পান করা বিধেয়। (দোষসমূহের প্রবলতা বা হীনতা অনুসারে জল পাক ব্যবস্থা কল্পনা করিবে)। পাদহীন উষ্ণজল পিত্তঘ্ন, অর্দ্ধহীন উষ্ণজল বাতঘ্ন, ত্রিপাদহীন উষ্ণজল শ্লেষ্মঘ্ন, সংগ্রাহী, অগ্নিপ্রদীপক ও লঘু॥ ৬৩—৬৭

তন্ত্রান্তরে পাদহীন জলের সংজ্ঞা—আরোগ্যাম্বু, তাহার লক্ষণ ও গুণ—পাদশেষ অর্থাৎ চতুর্থাংশবিশিষ্ট যে জল, তাহাই আরোগ্যাম্বু বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আরোগ্যাম্বু সদা পথ্য, তাহা সংগ্রাহী, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু এবং কাস-শ্বাস-কফ-জ্বর-আনাহ-পাণ্ডু-শূল-অর্শঃ-গুল্ম-শোথ ও উদররোগ নাশক।

হেমন্ত ও শীত ঋতুতে সরোবরের জল বা তড়াগের জল; বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে কূপের জল বা নির্ঝরের জল হিতকর। বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে নদীর জল গ্রহীতব্য নহে। কারণ পত্র পুষ্পাদি দূষিত নির্ঝর যোগে তৎকালে নদীর জল বিষবৎ হইয়া থাকে। প্রাবৃট্‌কালে ঔদ্ভিদ জল (প্রস্রবণ জল), অন্তরীক্ষ জল (বৃষ্টির জল) বা কৌপ্যজল (কূপের জল), শরৎকালে নদীর জল বা অংশূদক প্রশস্ত। (ঋতুভেদে জল গ্রহণার্থ দেশভেদ বারিবর্গে বোদ্ধব্য)।

অংশূদকের লক্ষণ ও গুণ।—যে জল দিবাভাগে সূর্য্য কিরণ দ্বারা এবং রাত্রিতে চন্দ্রাংশু দ্বারা জুষ্ট অর্থাৎ যে জলে সমস্ত দিন রৌদ্র পায় এবং রাত্রিতে চন্দ্র কিরণ লাগে, সেই জল অংশূদক নামে অভিহিত। অংশূদক—স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, অনভিষ্যন্দি, নির্দোষ, আন্তরীক্ষ জলোপম, বলকর, রসায়ন, মেধ্য, শীতল, লঘু ও সুধাসম জানিবে। অন্যবচন—শরৎকালে অগস্তির উদয় হেতু সকল জলই হিতকর। বৃদ্ধ সুশ্রুতও বলিয়াছেন—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল মাত্রই প্রশস্ত।

জল যথর্ত্তুপক্ক হইলেও অবস্থাবিশেষে তাহা শীতল পান করা কর্ত্তব্য, এবিষয়ে সুশ্রুতোক্তি—দাহরোগে, অতিসারে, পিত্তরক্তে, মূর্চ্ছারোগে, মদ্য ও বিষজ-

পীড়ায়, মূত্রকৃচ্ছে, পাণ্ডুরোগে, তৃষ্ণা ও বমিরোগে, শ্রমে, মদ্যপানসমুদ্ভূতরোগে, পিত্তোত্থিতরোগে এবং সন্নিপাতসমুত্থরোগে শৃতশীতজল প্রশস্ত, অর্থাৎ জল যথাবিধি সিদ্ধ করিয়া সেই জল শীতল হইলে তাহা পান করা বিধেয় ॥ ৬৮—৭৭

ক্বথিত জলের শীতলীকরণ বিশেষে গুণ বিশেষ বর্ণিত হইতেছে, সুশ্রুতোক্তি— যে শৃত-জল (সিদ্ধ জল) অন্তর্বাষ্পে শীতল হয়, অর্থাৎ যাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া শীতল করা যায়, সে শৃত-শীতলজল—ত্রিদোষঘ্ন, অরুক্ষ, অনভিষ্যন্দি, কৃমি-তৃষ্ণা-জ্বরনাশক ও লঘু। যে শৃতজল ধারাপাতে শীতলীকৃত হয়, তাহা বিষ্টম্ভতাজনক, যাহা বাতাহত (বায়ু দ্বারা শীতলীকৃত) তাহা দুর্জ্জর। অন্য বচন—রাত্রিতে উষ্ণজল পান করিলে সেই পীতজল শ্লেষ্মার সংঘাতকে (সংহতিকে) ভেদ করে, বায়ুকে অপকর্ষণ করে, এবং অজীর্ণকে আশু জীর্ণ করিয়া থাকে। এবিষয়ে অপর বিশেষও আছে,—তদ্যথা—দিবাশৃত জল (দিবসের সিদ্ধ করা জল) রাত্রিতে গুরুতা প্রাপ্ত হয়, এবং রাত্রির শৃতজল দিবসে গুরুত্ব পায়। সিদ্ধ করা জল বাসি হইলে তাহাতে অগ্নিগুণ থাকে না, সে জল ত্রিদোষজনক, গুরু, অম্লপাক ও বিষ্টম্ভী। তাহা সকল রোগেই নিন্দিত। শৃতশীতজলকে পুনর্ব্বার তপ্ত করিলে তাহা বিষসম হয়। শীতল কষায়ও (পাচনও) পুনর্ব্বার তপ্ত করিলে বিষোপম হইয়া থাকে॥ ৭৮—৮২

রাত্রিতে উষ্ণজলের অন্য লক্ষণ—রাত্রিতে উষ্ণজল প্রস্তুত করিতে হইলে জল সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ থাকিতে, চতুর্থাংশ থাকিতে বা অর্দ্ধাংশ থাকিতে, অথবা কেবল মাত্র ফুটাইয়াই নামাইয়া লইলে সেই সিদ্ধ জলকে উষ্ণজল বলে। রাত্রিতে সেই জল পীত হইলে তাহা শ্লেষ্ম-বাত-আম ও মেদোনাশক, অগ্নিদীপক, বস্তিশোধক এবং শ্বাস-কাস ও জ্বরহারক হইয়া থাকে॥ ৮৩। ৮৪

রাত্রিতে উষ্ণজল তপ্তই পান কর্ত্তব্য— রাত্রিকালে উষ্ণজল তপ্ত তপ্ত পান করিলেতাহা অগ্নিজনক, লঘু, স্বচ্ছ, মূত্রাশয় বিশোধক, এবং পার্শ্ববেদনাপীনস-আধ্মান-হিক্কা-অনিল ও কফনাশক হয়। ইহা তৃষ্ণা-রোগে শ্বাসে শূলে সদ্যঃশুদ্ধিতে ও নবজ্বরে প্রশস্ত॥ ৮৫

অপক্ক শীতল জল পানের বিষয় বিশেষে সুশ্রুতোক্তি—মূর্চ্ছা, পিত্তাধিক্য, উষ্ণতা ও দাহে, বিষে, রক্তদুষ্টিতে, মদাত্যয়ে, ভ্রমে, শ্রান্তিতে, তমক-রোগে, শোথরোগে, ধূমোদ্গারে, অন্ন বিদগ্ধ হইলে, মুখ ও কণ্ঠের শোষে এবং ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তে শীতল জল প্রশস্ত।

টীকা। "শীতল জল" শব্দে কাঁচা শীতল জলই বুঝিতে হইবে, ক্বথিত শীতলজল নহে। ইতঃপূর্ব্বে দাহাদিতে যে ক্বথিত শীতল জল পান করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা জ্বরসমন্বিত দাহাদিতে জানিবে, বিজ্বর দাহাদিতে কাঁচা শীতল জলই প্রশস্ত, ইহাই ভেদ॥ ৮৬। ৮৭

জঠরাগ্নি দ্বারা আমাদিজলের পাক-কাল-সীমা—অপক্ক শীতল জল এক প্রহরে, পক্ক শীতল জল অর্দ্ধ প্রহরে এবং পক্কঈষদুষ্ণজল তদর্দ্ধ সময়ে (সিকি প্রহরে) পরিপাক প্রাপ্ত হয়। সুপীত-জলের পাক বিষয়ে এই তিনটি কাল॥ ৮৮

রোগবিশেষে জলসংস্কার—পিত্ত-মদ্য ও বিষ পীড়ায় তিক্তক দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান করিতে দিবে। সুশ্রুত বলিয়াছেন—মুতা, ক্ষেত্‌পাপড়া, বালা, ছত্রা (ধনে), বেণার মূল, ও চন্দন এই ছয়টি তিক্তক দ্রব্য শৃত শীতল জলে নিক্ষেপ করিয়া এবং কিছুক্ষণ পরে তাহা ছাঁকিয়া তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর শান্তির জন্য পান করিতে দিবে। (ষড়ঙ্গপানীয়·)।

টীকা।—এস্থলে ছত্রা শব্দে ধনে বুঝিতে হইবে। যেহেতু ধন্বন্তরি নিঘণ্টুতে বলিয়াছেন—"কুস্তুম্বুরু স্বর্ণিকা, ছত্রা, ধান্য (ধনে) ও বিতুন্নক ইত্যাদি শব্দ গুলি একার্থবাচক শব্দ"। ধনের গুণ—ইহা অগ্নি-দীপক, রুচিকর, পাচক, স্বাদুপাক, এবং ত্রিদোষ-তৃষ্ণা-দাহ-শ্বাস-কাস ও জ্বরনাশক। চক্রদত্ত-বঙ্গসেন ও বৃন্দাদি পণ্ডিতগণ ছত্রাস্থলে "নাগর" পাঠ করেন। নাগর অর্থাৎ শুঁঠ কটু হইলেও মধুরপাকী বলিয়া উহা পিত্তজনক নহে, চক্রদত্তাদির এই অভিপ্রায়। "নাগর" শব্দে কেহ নাগর মুতা ব্যাখ্যা করেন। একদেশ দ্বারা কোনস্থলে সমুদায়েরও বোধ হয়। যেমন ভীম বলিলে ভীমসেন বুঝায় ইত্যাদি। ষড়ঙ্গপানীয় প্রস্তুত করিবার প্রণালী—মুতা প্রভৃতি ঐ ছয়টি দ্রব্য কাঁচাই কুট্টিত করিবে। এবং চারিসের জল সিদ্ধ করিয়া দুই-সের থাকিতে নামাইবে। পরে সেই জল শীতল হইলে তাহাতে উক্ত কুট্টিত মুতা প্রভৃতি, দুই তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ করিবে। কিছুক্ষণ পরে তাহা ছাঁকিয়া পানার্থ প্রয়োগ করিবে। এই ষড়ঙ্গ পানীয় বিধি বঙ্গসেনাদি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ইহাতে রক্তচন্দন প্রযোজ্য নহে, শ্বেত চন্দনই গ্রাহ্য। কারণ কষায় ও প্রলেপেই রক্তচন্দন প্রয়োগ করিতে শাস্ত্রে উপদেশ আছে। যথা—"কষায় ও লেপে প্রায় রক্তচন্দন গ্রাহ্য" ইত্যাদি। ইহা ষড়ঙ্গাদি পানীয়। কিন্তু ষড়ঙ্গাদির পান বিধানে অর্থাৎ ষড়ঙ্গাদির কষায় পান বিধানে মহাবঙ্গসেন কর্ত্তৃক এইরূপ প্রক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—চারিসের জলে মুস্তকাদি দ্রব্য দুই তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ করিয়া সিদ্ধ করিবে, এবং দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথ, পানে ও পেয়াদি প্রস্তুত করণে প্রয়োগ করিবে।

"আদি" শব্দে—যূষ, যবাগূ বিলেপী ও ভক্ত (ভাত) বুঝিতে হইবে। শার্ঙ্গধরও পানপ্রক্রিয়া এই প্রকারই বলিয়াছেন। তদ্‌যথা—"কুট্টিত একপল দ্রব্য চতুঃষষ্টি-পলজলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবিশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই জল পানে ও পেয়াদি প্রস্তুত করণে প্রয়োগ করিবে"। শার্ঙ্গধর কর্তৃক পানপ্রয়োগ ষড়ঙ্গই উক্ত হইয়াছে। এপক্ষে রক্তচন্দন গ্রাহ্য। কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কষায় ও লেপে রক্তচন্দন প্রয়োগ করিবে। রক্তচন্দনের গুণ—রক্তচন্দন—শীতল, স্বাদুপাক, তিক্তরস, বৃষ্য, নেত্রহিত, এবং বমি তৃষ্ণা রক্তপিত্ত জ্বর ব্রণ ও বিষদোষ নাশক। "ষড়ঙ্গাদি প্রয়োগ করিবে" এস্থলে আদি শব্দে বক্ষ্যমাণাদি যোগসকল বুঝিতে হইবে। তদ্‌যথা—১ম যোগ। গাম্ভারীফল, চন্দন, বেণার মূল, মৌলপুষ্প ও ফলসাফল। ২য় যোগ। শারিবাদিগণের পানীয় শর্করাসংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। ৩য় যোগ। যষ্টিমধু ও পদ্মের সহিত, কিংবা কেবল পদ্মের সহিত শর্করাযুক্ত শৃতজল পান করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

দিবসে নিদ্রা যাইবে না। কারণ দিবানিদ্রা কফবর্দ্ধক। গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য ঋতুতে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। তবে যে সকল ব্যক্তির প্রতিদিন দিবানিদ্রা অভ্যাস আছে, দিবসে নিদ্রা না যাইলে তাহাদের বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া থাকে। যাহারা ব্যায়ামশীল, প্রমদারত, পথপর্য্যটনকারী, বাহনগামী ও ক্লান্ত, যাহারা অতিসার-শূল-শ্বাস-বমি-তৃষ্ণা-হিক্কা ও বাতপীড়িত, যাহারা ক্ষীণ ও ক্ষীণকফ, যাহারা মদ্যহত, শিশু, বৃদ্ধ ও অজীর্ণী, যাহারা রাত্রি জাগরিত ও নিরশন, তাহাদিগকে যথেচ্ছ দিবানিদ্রা যাইতে দিবে॥ ৮৯—৯৩

বাতিকাদি জ্বরের পরিপাক কাল সীমা—বাতিকজ্বর সপ্তরাত্রে, পৈত্তিকজ্বর দশরাত্রে এবং শ্লৈষ্মিক জ্বর দ্বাদশরাত্রে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

টীকা। রসের আমত্ব থাকিলে উক্ত সীমাকে অতিক্রম করিয়াও জ্বর বিদ্যমান থাকে। সুশ্রুত বলিয়াছেন—"জ্বরে দোষের আধিক্য এবং অগ্নির অল্পত্ব হেতু যদি লঙ্ঘন, উষ্ণজল পান ও যবাগূভোজন দ্বারা সাতদিনের পরও দোষের পরিপাক না হয়, তাহা হইলে তখন তাহাকে মুখবৈরস্য-তৃষ্ণা ও অরোচকনাশক জ্বরঘ্ন-হৃদ্য-পাচন-কষায়দ্বারা চিকিৎসা করিবে॥ ৯৪

জ্বরের তারুণ্যাবস্থা মধ্যাবস্থা ও জীর্ণতার সীমা—মনীষিগণ বলেন—সাতরাত্রি অবধি জ্বরের তারুণ্যাবস্থা, দ্বাদশরাত্র অবধি মধ্যাবস্থা এবং তৎপরে জীর্ণাবস্থা।

টীকা।—এস্থলে রাত্রি শব্দ—দিবসের উপলক্ষক। অতএব সাত দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্বর তরুণ থাকে ইত্যর্থ। তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—"কোন কোন পণ্ডিতের মতে ছয় দিন অতীত হইলে জ্বরকে জীর্ণজ্বর বলা যায়; আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে দ্বাদশ দিন অতীত হইলে জ্বরকে জীর্ণজ্বর বলা গিয়া থাকে।" এই জন্যই জতুকর্ণ বলিয়াছেন—"ত্রয়োদশ দিবসে জ্বর জীর্ণ হয়। ত্রয়োদশ দিবসের পর জ্বরে ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ৯৫

জ্বরে ভেষজপ্রয়োগ সময়—বাতিক জ্বরে সপ্তরাত্রে, পৈত্তিকজ্বরে দশরাত্রে এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরে দ্বাদশ রাত্রে ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

টীকা।—"সপ্তরাত্রে" এস্থলে রাত্রি শব্দ দিবসের উপলক্ষক। অতএব উক্ত হইয়াছে—'সাম (আমদোষান্বিত) জ্বর রোগিকে সপ্তম দিবসে ঔষধ পান করাইবে। অথবা রোগিকে নিরাম দেখিলে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।" শার্ঙ্গধর কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—"বাতজ্বরে সপ্তম দিবসে গুলঞ্চ, পিপুলমূল, শুঁঠ ও ইন্দ্রযব ইহাদের কষায় পান করিতে দিবে।" হারীত কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—"ছয় দিন পর্য্যন্ত এই ক্রিয়া অর্থাৎ লঙ্ঘনাদিরূপ ক্রিয়া করিবে। সপ্তম দিবসে যথোপযুক্ত কষায়ের সহিত জ্বরনাশিনী পেয়া-পাক করিয়া সেই পেয়া পান করিতে দিবে। খরনাদও বলিয়াছেন—"এই নবজ্বরহর-ষড়্‌রাত্রিক বিধি উক্ত হইল, অতঃপর জ্বরে (মধ্য জ্বরে) অবস্থা বিশেষে পাচনীয় বা শমনীয় ঔষধ হিতকর।" বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—"কেহ বলেন—সপ্তম দিবসে, কেহ বলেন দশম দিবসে ঔষধ দিবে। কেহ বলেন—জ্বর রোগিকে লঘু অন্ন পথ্য দিয়া ঔষধ প্রদান করিবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত জ্বরে আমের আধিক্য থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।" অতএব সুশ্রুত বলিয়াছেন—"দশরাত্রের পর সকলকেই ঔষধ প্রদান করিবে, ইহাই নিশ্চিত।" দশ দিন বা বার দিন পরে ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা হওয়ায় এই বুঝিতে হইবে যে, জ্বর রোগিকে দশ দিন বা বার দিন লঙ্ঘন দেওয়াইয়া তৎপরে ঔষধ প্রদেয়। এ বিষয়ে চরক এইরূপ বলেন—"জ্বরিত ব্যক্তির লঙ্ঘন দ্বারা ছয় দিন অতিক্রান্ত হইলে সপ্তম দিনে তাহাকে কিছু লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া অষ্টম দিনে অবস্থা বুঝিয়া পাচন-কষায় বা শমন-কষায় পান করাইবে।" সুশ্রুতও বলিয়াছেন—"কোন কোন পণ্ডিত (চরকাদি) সপ্তরাত্রের পর অর্থাৎ অষ্টম দিনে ঔষধ প্রদান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন।" চক্রদত্তও বলিয়াছেন—"সপ্তরাত্রে সপ্তধাতু গত মল সকল পরিপাক প্রাপ্ত হয়, অষ্টম দিবসে তাহারা নিরাম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।" উক্ত বচন সকল দ্বারা এই স্থির হইতেছে যে, সপ্তম বা অষ্টম দিবস, কষায় দানের প্রশস্ত সময়। কিন্তু ইহাতেও বয়স,

বল, অগ্নি, দোষ, দেশ ও কাল বিবেচনা করিতে হইবে। সুশ্রুত বলেন—"দোষ পাক দেখিয়া ভেষজ ও অন্ন প্রদান করিবে, অর্থাৎ যখনই দেখিবে—দোষের পরিপাক হইয়াছে, তখনই ভেষজ ও অন্ন দিবে।" সুশ্রুতোক্তি যথা—"অল্পকাল সমুত্থিত পৈত্তিক জ্বরে, এবং অন্য নবজ্বরেও দোষের পরিপাক দেখিয়া ভেষজ প্রয়োগ করিবে" অর্থাৎ দোষের পরিপাক হইলে আর ঔষধ প্রয়োগে দশরাত্রকে অপেক্ষা করিতে হইবে না। সুশ্রুত দোষপাকের এই সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, যথা —"জ্বর মৃদু হইলে (স্বল্পীভূত হইলে), দেহ লঘু হইলে এবং মল প্রচলিত হইলে অর্থাৎ বাত-পিত্ত-কফ ও পুরীষ স্বমার্গ সঞ্চারী হইলে জানিবে যে, দোষের পরিপাক হইয়াছে। দোষকে পক্ক (নিরাম) জানিয়া তখন জ্বরে ঔষধ প্রদান করিবে।" দোষ প্রকৃতির বৈকৃত্য দ্বারা দোষদিগের পক্ক লক্ষণ অবধারণ করিবে। ইহার অর্থ এই—জ্বরের এবং জ্বরোপদ্রব সমূহের উৎপাদন করাই দোষ সকলের প্রকৃতি অর্থাৎ দুষ্ট বাত-পিত্ত কফের স্বভাব, সেই প্রকৃতির বৈকৃত্য দ্বারা (বৈপরীত্য দ্বারা) বাতাদি দোষের পক্বতা (নিরামতা) বুঝিবে। কাহারও মত এই; আবার কাহারও মতে নিরাম জ্বর লক্ষণ এই—ক্ষুধা, ক্ষীণতা, দেহের লঘুতা, জ্বরের মৃদুতা, দোষ প্রকৃতি (দোষদিগের স্বমার্গে সঞ্চার) ও উৎসাহ, (পাঠান্তর—অষ্টাহকাল) এইগুলি পক্ক জ্বরের লক্ষণ।

ঔষধ সেবনের পাঁচটিকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে স্থলে সেই পাঁচটি কালের কোন্ কালে ঔষধ সেবন করিতে হইবে, তাহার বিশেষ উল্লেখ না থাকিবে, সেই স্থলে বিশেষতঃ কষায় সেবনে প্রভাতই প্রশস্ত কাল বলিয়া জানিবে।

তরুণ জ্বরে মুখ্য ভেষজের (কষায়ের) সম্বন্ধ (পান) নিষিদ্ধ অর্থাৎ নবজ্বরে কষায় পান বিহিত নহে। কিন্তু পানীয় জলের ও পেয়াদির সংস্কার দ্বারা তরুণ জ্বরে ভেষজ সেবন করা যাইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। (যেমন জল সংস্কারার্থ মুস্তাদির সহিত ষড়ঙ্গ পানীয় প্রস্তুত করিয়া তাহা তরুণ জ্বরে পান করা যাইতে পারে; যেমন বিশেষ বিশেষ কষায়ে পেয়া-যবাগূ প্রভৃতি পাক করিয়া পান করা যাইতে পারে, ইত্যাদি)

টীকা।—যেহেতু উক্ত আছে—"মানবগণের তরুণ জ্বরে কষায় প্রশস্ত নহে। কারণ কষায় দ্বারা দোষ সকল আকুলীভূত হয়। আকুলীভূত হইলে তখন তাহাদিগকে জয় করা দুষ্কর হইয়া উঠে। "আকুলীভূত" অর্থাৎ দোষ সকল প্রবৃদ্ধ হইয়া স্বমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ গমন করে। এস্থলে "কষায়" শব্দে ক্বাথ গ্রাহ্য। কারণ-ক্বাথের এই পর্য্যায় উক্ত হইয়াছে, যথা শৃত ক্বাথ কষায় ও নির্য্যূহ এই গুলি একার্থ বাচক শব্দ। "ভেষজ" অর্থাৎ ক্বাথরূপ মুখ্যভেষজ। তরুণ জ্বরে সেই ক্বাথরূপ মুখ্য ভেষজ পান করাই নিষিদ্ধ। কিন্তু কল্পনোদ্দেশে যে কষায়, তাহা নিষিদ্ধ নহে। "কল্পন" অর্থে তোয়-পেয়া-যবাগ্বাদি বুঝিতে হইবে। সেই তোয়-পেয়া-যবাগ্বাদি প্রস্তুত করিবার উদ্দেশে যে কষায় গৃহীত হয়, তাহা দোষাবহ হয় না। ভাবার্থ এই—তরুণ জ্বরে কেবল কষায় পান করা বিধেয় নহে, কিন্তু কষায় সহ পানীয়-পেয়া ও যবাগ্বাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করা যাইতে পারে। কষায় শব্দে-স্বরস কল্ক ক্বাথ হিম ও ফাণ্ট এই পাঁচটিকেই বুঝায়। ইহাদের পরপরটি যথাক্রমে লঘু। এই বচনবলে যদি বল-কষায়-শব্দে যখন স্বরসাদি পাঁচটিকেই বুঝায়, তখন জ্বরে স্বরসাদিও কেন নিষিদ্ধ না হইল। উত্তর—স্বরসাদি পাঁচটির মধ্যে যেটি কষায়, সেইটীই তরুণ জ্বরে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ চতুর্থাভাগাবশেষ করণ দ্বারা, বা অষ্টম ভাগাবশেষকরণ দ্বারা যাহা কষায়বর্ণ ও কষায়রস হয়, তাহাই কষায় বা ক্বাথ, তাহাই তরুণ জ্বরে নিষিদ্ধ। কষায় বা ক্বাথের লক্ষণ—ক্বাথ্য দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে তাহাকেই ক্বাথ বা কষায় বলা যায়। এই জন্যই তরুণ জ্বরে ষড়ঙ্গাদি নিষিদ্ধ নহে। কারণ অপাক বা অর্দ্ধপাক হেতু কষায় লক্ষণের অভাব প্রযুক্ত ষড়ঙ্গাদিতে কষায়ত্ব নাই, অর্থাৎ ষড়ঙ্গাদি কষায় লক্ষণান্বিত নহে, উহা অর্দ্ধাবশিষ্ট॥ ৯৬—৯৮

তরুণ জ্বরে কষায়ের দোষ—তরুণ জ্বরে কষায় প্রয়োগ করিলে সেই কষায় দ্বারা কুপিত দোষ সকল স্তম্ভিত হয়, অর্থাৎ বহির্গত না হইয়া শুষ্ক হইয়া থাকে। আধ্মান উপস্থিত করে এবং তাহা অতি কষ্ট দিয়া বিশেষ লঙ্ঘন দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয়। অপিচ বিষমজ্বর আনয়ন করে। (কষায় রসের গুণ এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—কষায় স্তম্ভতাকারক, শীতল, রুক্ষ, এবং পিত্ত কফ নাশক)। অন্যবচন—তরুণ জ্বরে কষায় পান করিলে তাহা স্তম্ভিত হইয়া, নির্গত হয় না, পরিপাকও পায় না, অথবা তির্য্যগ্‌গামী বা বিমার্গগামী হইয়া নবজ্বরকে অতি ভয়ানক করিয়া তোলে। নবজ্বরে কফাদি দোষের অনুপস্থিতিতে বমনৌষধ প্রয়োগ করিলে তাহা প্রবল হৃদ্রোগ-শ্বাস-আনাহ ও মোহ উৎপাদন করে।

টীকা। উক্ত বচনের ভাবার্থ এই—কফাদি দোষের উপস্থিতিতে যদি স্বয়ংই (আপনা হইতেই) বমন হয়, তাহা হইলে সে বমন দোষের জন্য নহে। কিন্তু যত্ন করিয়া বমন করিলে তাহা হৃদ্রোগাদি উৎপাদন করে।

এই বচন দ্বারা তরুণ জ্বরে যত্ন করিয়া বমন করান নিষেধ করা হইয়াছে॥ ৯৯—১০১

অবস্থাবিশেষে বমন কর্ত্তব্য—সদ্যঃ ভোজনান্তে, জ্বর হইলে অথবা সন্তর্পণ দ্বারা (যথেচ্ছ স্নান-আহারাদি দ্বারা) জ্বর হইলে, রোগী যদি বমনার্হ হয়, তাহা হইলে তাহার বমন করান প্রশস্ত, একথা বাগ্‌ভট বলেন।

টীকা। মূলে "বা" শব্দ প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, লঙ্ঘন দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক করিবে, অথবা বমন দ্বারা বমনার্হ ব্যক্তির ভুক্ত দ্রব্যের নির্হরণ করিবে। "বমনার্হ" বলায় বুঝিবে যে গর্ভিণী, অতি-কৃশ ও অতিবৃদ্ধাদির বমন নিষেধ। এবিষয়ে বৃদ্ধ বাগ্‌ভট্ বলিয়াছেন—"বমিত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করাইবে, কিন্তু লঙ্ঘিত ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। কারণ—বমনে ক্লেশ বাহুল্য হেতু তাহা লঙ্ঘন-কর্ষিত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে। গর্ভিণী-বাল-বৃদ্ধ-দুর্ব্বল ও ভীরু ব্যক্তি অনশনও করিবে না (সম্পূর্ণ-উপবাসও দিবে না)"। এই বচন দ্বারা বলা হইতেছে—গর্ভিণী প্রভৃতির সামজ্বরে পাচন, নিরামজ্বরে শমন এবং সুপথ্য অন্নমণ্ডাদি ব্যবস্থা করিবে। পাচনের লক্ষণ, পরে গুণপ্রস্তাবে জ্ঞাত হইবে॥ ১০২

পাচন ও শমনের সম্প্রদান কাল—লঙ্ঘনাদি দ্বারা যদি আমের সম্যক্ পরিপাক না হয়, তাহা হইলে আমপাকার্থ সপ্তম দিবসে জ্বর রোগিকে পাচন পান করাইবে। আর যদি রোগিকে নিরাম দেখা যায়, তাহা হইলে শমন দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। অন্য বচন—লঙ্ঘনাদি দ্বারা জ্বররোগী কৃশ হইলে এবং দোষের বলও কমিয়া গেলে শমনীয় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

টীকা। যদি বল শাস্ত্রে উক্ত আছে যে,—"মুখ হইতে লালাস্রাব, হৃল্লাস (বমনবেগ), হৃদয়ের অশুদ্ধি, অরোচক, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, গাত্রের গুরুতা, ক্ষুধার নাশ, মূত্রের আধিক্য, শরীরের শুষ্কতা এবং জ্বরের বলবত্তা, এইগুলি আমজ্বরের লক্ষণ। আম জ্বরে ভেষজ (কষায়রূপ) প্রদান করিবে না। কারণ আমদোষে ভেষজ প্রয়োগ করিলে তাহা জ্বরকে অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া থাকে"। "যে ভিষক্ অজ্ঞান বশতঃ আমজ্বরে দোষহারক ঔষধ পান করান, তিনি নিদ্রিত কৃষ্ণসর্পকে করাগ্র দ্বারা আকর্ষণ করেন" এই বচনদ্বয়ে আমজ্বরে ভেষজ প্রদানের নিষেধ থাকায়, কিরূপে আমজ্বরে ভেষজ প্রদান করা যাইবে ? উত্তর—সামজ্বর যদি নিরুপদ্রব হয়,তাহা হইলে তাহাতে পাচন দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সোপদ্রব হইলে ভেষজ নিষিদ্ধ। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—"সাত দিনের পর অদুষ্ট (নিরুপদ্রব) সামজ্বরে পাচন এবং নিরাম জ্বরে শমন ঔষধ প্রযোজ্য কিন্তু সামজ্বর যদি দুষ্ট অর্থাৎ সোপদ্রব হয়, তাহা হইলে তাহাতে ঔষধ প্রদেয় নহে"॥১০৩

সাধারণ জ্বরে পাচন-কষায়। যাহা সুশ্রুত বলিয়াছেন—নাগরাদিক্বাথ। নাগর (শুঁঠ), দেবদারু, ধ্যামক (গন্ধ খড়, তদভাবে বেণা-মূল), বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের কষায়, জ্বরিত ব্যক্তিকে প্রথমে দিবে। (ইহা পাচন-কষায়, ইহা আমদোষের পাচক ও জ্বরনাশক)॥ ১০৪

সর্ব্বজ্বরে সামান্যতঃ সংশমনীয় কষায়। যাহা সুশ্রুত বলিয়াছেন—শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্য যে সকল শমনীয় কষায় সকল জ্বরেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেই সকল শমনীয় কষায় বর্ণন করিতেছি শুন। বৃশ্চীর (শ্বেত পুনর্নবা), বেলছাল ও বর্ষাভূ (রক্ত পুনর্নবা) এই দ্রব্যত্রয় যথাবিধি মিশ্রিত জল দুগ্ধে পাক করিবে এবং দুগ্ধাবশেষে নামাইয়া পান করিবে। ইহা সর্ব্বজ্বর নাশক।

টীকা। বৃশ্চীর—শ্বেত পুনর্নবা। বর্ষাভূ—রক্ত পুনর্নবা। তথাচ মদনপাল "যে পুনর্নবার মূল শ্বেত-বর্ণ এবং পত্র দীর্ঘ, তাহাকে বৃশ্চীর, এবং যে পুনর্নবার পুষ্প রক্তবর্ণ তাহাকে বর্ষাভূ কহে"। পাক প্রকার—যে দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিতে হইবে, সেই দ্রব্যের আট গুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চারি গুণ জল, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইতে হইবে। দুগ্ধ পাকে এই বিধি। দুগ্ধপাকের দ্রব্য পরিমাণ একপল (৮ তোলা) লওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং দুগ্ধ আটপল ও জল বত্রিশপল লইতে হইবে।

অন্য বচন—জলে তদ্দ্বিগুণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, শিংশপাত্বক্ (শিশু বৃক্ষের ছাল) ও বেণার মূল তাহাতে সিদ্ধ করিবে এবং দুগ্ধাবশেষ থাকিতে তাহা নামাইয়া সেই ক্বাথ পান করিতে দিবে। ইহা সর্ব্বজ্বর প্রশমক॥ ১০৫—১০৭

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ—গুলঞ্চ, ধনে, নিমছাল, পদ্ম-কাষ্ঠ ও রক্তচন্দন। ইহাদের ক্বাথ সর্ব্বজ্বরনাশক, অগ্নিদীপক এবং দাহ-হৃল্লাস-(বমনভাব)-তৃষ্ণা-বমি ও অরুচি নিবারক॥ ১০৮

সংশোধন নিষেধ—তরুণজ্বরে সংশোধন (বিরেচনাদি) পান করিলে বমি-মূর্চ্ছা-মদ-শ্বাস-ভ্রম-তৃষ্ণা ও বিষমজ্বর, এই সকল উপদ্রব ঘটে॥ ১০৯

তরুণ জ্বরে সংশোধন নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থা বিশেষে তাহা দেওয়া যাইতে পারে। তদ্‌যথা—সংশোধনসাধ্য রোগে দোষের আধিক্য হেতু রোগী যদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভিষক্ বিবেচনা করিয়া মৃদু বিরেচন করাইবেন

টীকা। বিরেচন করাইতে হইলে ভিষকের ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, রোগী দোষের আধিক্যে দুর্ব্বল হইয়াছে, কি উপবাসাদি দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছে। যদি দোষাধিক্যে দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তাহা হইলেই বিরেচন করাইবেন, কিন্তু রোগী যদি উপবাসাদি দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিরেচন করান কর্ত্তব্য নহে॥ ১১০

শোধনসাধ্য রোগসমূহ—সদ্যোজ্বরে, বিষে, অজীর্ণে, অগ্নিমান্দ্যে, উদররোগে (পাঠান্তর—অরুচিতে), স্তন্যরোগে, হৃদ্রোগে, শ্বাস ও কাসে বমন করাইবে। জীর্ণজ্বর-গরদুষ্টি-বমি-গুল্ম-প্লীহ ও উদররোগে, শূলে, শোথে, মূত্রাঘাতে, এবং কৃমিরোগে বিরেচন করাইবে।

দোষ প্রচল হইলে ও কোষ্ঠ মৃদু হইলে রোগিকে শোধন-ঔষধ (বমন-বিরেচন) সেবন করিতে দিবে, তখন রোগির বল দেখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ সে অবস্থায় দুর্ব্বল রোগিরও (দোষ দুর্ব্বল রোগিরও) শোধন ব্যাপজ্জনক নহে, অর্থাৎ তাহা বমনাদি উপদ্রব সকল উৎপাদন করে না। দোষ পক্ক হইলেও যদি তাহা অনির্হৃত হয় অর্থাৎ বিরেচন দ্বারা তাহার নির্হরণ করা না যায়, তাহা হইলে সেই অনির্হৃত দোষ দেহে থাকিয়া মহা অত্যয় উপস্থিত করে, বা বিষমজ্বর আনয়ন করে, অথবা বলব্যাপৎ ঘটায়।

টীকা। "পক্ক"—অর্থাৎ লঙ্ঘন-উষ্ণোদক ও পেয়াদি দ্বারা পক্ক। অনির্হৃত—অধোমার্গ দ্বারা অনুৎসৃষ্ট। "মহাত্যয়"—গদাধর ব্যাখ্যা করেন—মহাত্যয় শব্দ বিষমজ্বরের বিশেষণ, মহাত্যয়-বিষমজ্বর অর্থাৎ চাতুর্থিক বিষমজ্বর। কারণ চাতুর্থিক বিষমজ্বর মহাত্যয়জনক। কার্ত্তিক ব্যাখ্যা করেন—মহাত্যয় শব্দে এস্থলে গম্ভীরজ্বর বুঝিতে হইবে। অথবা মহাত্যয় শব্দে—মহাকষ্ট। "বলব্যাপৎ"—বলক্ষয়॥ ১১১—১১৪

সংশোধন।—আরগ্বধাদি ক্বাথ—আরগ্বধ (সোন্দাল), পিপুলমূল, মুতা, কট্‌কী ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ সাম-সশূল-বাতশ্লেষ্ম জ্বরে হিতকর। ইহা অগ্নিদীপক ও পাচক।

পথ্যাদি ক্বাথ—পথ্যা (হরীতকী), আরগ্বধ, কট্‌কী, তেউড়ী ও আমলকী, ইহাদের ক্বাথ সামজীর্ণজ্বরে হিতকর। ইহা সারক। আরগ্বধাদি ও পথ্যাদি এই দুইটি ক্বাথ আরোগ্যপঞ্চক নামে অভিহিত॥ ১১৫ ; ১১৬

সারিবাদি কল্ক—অনন্তা (সারিবা, অনন্তমূল), বালা, মুতা, শুঁঠ ও কট্‌কী, ইহাদের কল্ক সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। এই কল্ক অল্প সময়েই সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট করে, কোষ্ঠের সংশুদ্ধি করে এবং অগ্নির দীপ্তি করে॥ ১১৭—১১৮

যাহারা সংশোধন ও সংশমনের নিষেধ যোগ্য—যে ব্যক্তি পীতাম্বু অর্থাৎ তিক্ত কষায় পান করিয়াছে, যে ব্যক্তি লঙ্ঘন দ্বারা ক্ষীণ হইয়াছে, যে ব্যক্তি অজীর্ণযুক্ত, যে ব্যক্তি ভুক্তবান্ ও যে ব্যক্তি পিপাসিত, সে ব্যক্তি সংশোধন ও সংশমন ঔষধ পান করিবে না॥ ১১৯

সুদর্শন চূর্ণ—ত্রিফলা (হরীতকী, বহেড়া, আমলকী), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, বৃহতী, শটী, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), পিপুল মূল, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, দুরালভা, কট্‌কী, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, বলাডুমুর, বালা, নিম, পুষ্করমূল, যষ্টিমধু, কুড়চী, যমানী, ইন্দ্রযব, বামুনহাটী, শজিনা বীজ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, বচ, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, চন্দন কাষ্ঠ, আতইচ, বেড়েলা, শালপাণি, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তগরপাদুকা, চিতা, দেবদারু, চই, পল্‌তা, জীবক, ঋষভক, লবঙ্গ, বংশলোচন, পুণ্ডরীক, কাকোলী, তেজপত্র, জাতীপত্র ও তালীশপত্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এবং চূর্ণ সমষ্টির অর্দ্ধাংশ চিরতাচূর্ণ তাহাতে মিশাইবে। ইহার নাম—সুদর্শনচূর্ণ। সুদর্শনচূর্ণ ত্রিদোষনাশক। ইহা সর্ব্বজ্বর নাশ করে। কি দোষজ জ্বর, কি আগন্তুজ জ্বর, কি ধাতুস্থ জ্বর, কি বিষম জ্বর, কি সন্নিপাতোদ্ভূত জ্বর, কি মানস জ্বর, সমস্তই নাশ করিয়া থাকে। শীতাদি জ্বর ও দাহাদি জ্বর সকলও নাশ করে। তদ্ভিন্ন মেহ, তন্দ্রা, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, এবং ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল, কটীশূল, জানুশূল ও পার্শ্বশূল নিবারণ করে। সর্ব্বজ্বর শান্তির জন্য ইহা শীতল জলের সহিত পান করিবে। সুদর্শন চক্র যেমন দানবগণের বিনাশক, এই সুদর্শন চূর্ণও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার জ্বরের প্রশমক।

টীকা।—পুষ্কর মূলের অভাবে কুড়, বামুনহাটীর অভাবে কণ্টকারীর মূল, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে স্ফটিকা, তগরের অভাবে কুড়, জীবক ও ঋষভকের অভাবে বিদারীকন্দের ভাগদ্বয়, পুণ্ডরীকের অভাবে শ্বেতকমল, কাকোলীর অভাবে অশ্বগন্ধার মূল, তালীশপত্রের অভাবে স্বর্ণতালী বা কণ্টকারী মূল প্রয়োগ করিবে॥ ১২০—১৩০

নিম্বাদি চূর্ণ—নিম পাতা ১০ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, ত্রিকটু ৩ ভাগ, জোয়ান ৫ ভাগ, লবণত্রয় ৩ ভাগ এবং যবক্ষার ৩ ভাগ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া শীতল জল সহ প্রত্যূষে পান করিবে। ইহা ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থিক জ্বর এবং সন্তত সতত দৈবসিক ধাতুস্থ ও ত্রিদোষজ জ্বর নিঃসংশয় নাশ করে॥ ১৩১—১৩৩

শট্যাদি ক্বাথ—শটী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, শুঁঠ, পুষ্করমূল, এলাইচ, শুলঞ্চ, কট্‌কী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, দুরালভা, কাঁকড়া শৃঙ্গী; চিরতা ও দশমূলী (দশমূলোক্ত দশটি দ্রব্য) ইহাদের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে সৈন্ধব চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বর নাশ করে। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ॥ ১৩৪। ১৩৫

হরীতক্যাদি গুটী—হরীতকী, তেউড়ী ও বীজতাড়ক, প্রত্যেক দুইপল। এবং পিপুল, শুঁঠ, শুলঞ্চ, গোক্ষুর, শতমূলী, সহদেবী ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক এক পল। এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধু দ্বারা বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী খাইলে জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, মলস্তব্ধতা ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা অনুভূত ঔষধ॥ ১৩৬। ১৩৭

লাক্ষাদি তৈল—তিল তৈল একতুলা (১২৷৷০ সের), গব্য দুগ্ধ দেড় তুলা (১৮৷৷৷০ সের), কল্কার্থ—লাক্ষা দশ অক্ষ (২০ তোলা), মঞ্জিষ্ঠা ছয় অক্ষ (১২ তোলা) এবং চন্দন, রক্তচন্দন, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, বালা, মুরা (পাঠান্তর) মুরামাংসী ও মুতা, প্রত্যেক একএক পল (৮ তোলা করিয়া), চিরতা, তেউড়ী, কট্‌কী, শুলঞ্চ, পিপুল, ক্ষেতপাপড়া, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, আমলকী, বাসক, রাস্না, হরিদ্রা, বেণামূল ও নিসিন্দা, প্রত্যেক অর্দ্ধ অর্দ্ধ পল। যথাবিধি পাক করিবে। এই লাক্ষাদি তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়, শরীরের বল বীর্য্য ও পুষ্টি হয়, শ্রম ও ভ্রম আশু অপগত হয়, দেহের কান্তি জন্মে এবং অস্থির ব্যথা নাশ হওয়ায় রোগী সুখে নিদ্রা যায়॥ ১৩৮—১৪২

লাক্ষাদি তৈল—(দ্বিতীয়)।—তিল তৈল ও লাক্ষা রস সমানভাগ, দধিজল তৈলের চতুর্গুণ; কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দেবদারু, রেণুক, কুড়, মুতা, শ্বেতচন্দন, মূর্ব্বা, কট্‌কী, রাস্না, শুল্‌ফা ও যষ্টিমধু প্রত্যেক সমভাগ। যথাবিধি পাক করিবে। এই লাক্ষাদি নামক তৈলের অভ্যঙ্গাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, ক্ষয়, উন্মাদ, শ্বাস, অপস্মার ও বাত নাশ হয়। এই তৈল যক্ষ রাক্ষস ও ভূত গ্রহনাশক। ইহা গর্ভিণীদিগের হিতকর॥ ১৪৩—১৪৫

মহালাক্ষাদি তৈল—ক্বাথার্থ—লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, লামজ্জক (বেণার ন্যায় তৃণ বিশেষ), শ্বেতচন্দন, চম্পক ও নীলোৎপল, প্রত্যেক ছয় পল করিয়া লইবে এবং চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। কল্কার্থ;—রেণুক, পদ্মকাষ্ঠ, অশ্বগন্ধা, বেতস, চোরক (পাঠান্তর-জীরক), কুড়, দেবদারু, নখী, গুড়ত্বক্‌, শুল্‌ফা, পুণ্ডরীক, জটামাংসী ও যষ্টিমধু, প্রত্যেকটি দুই তোলা পরিমাণে লইয়া উক্ত কষায় দ্বারাই পেষিত করিবে। দধিজল শুক্ত ও আরনাল এক আঢ়ক (১৬ সের), দুগ্ধ এক আঢ়ক। এই সকল ক্বাথ-কল্কাদির সহিত যথাবিধি চারি সের তিল তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে দাহ এবং বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-সম্ভূত জ্বর ও তদুপসর্গ প্রলাপ, তৃষ্ণা, তালু-শোষ ও ভ্রম আশু প্রশমিত হয়। যে সকল বালক গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত বা রক্ষঃ কর্ত্তৃক দূষিত, এই মহালাক্ষাদি তৈল তাহাদের কষ্ট প্রশমিত করে।

টীকা।—ফেনিল—বদরী। লামজ্জক—বেণাবৎ পীতচ্ছবি তৃণবিশেষ। লামজ্জকের অভাবে বেণার মূল প্রদেয়। চম্পক স্থলে কোথাও গৈরিক পাঠও আছে। নীলোৎপলের অভাবে কুমুদ প্রদেয়। চোরক—গেঁটেলা ভেদ, ইহা নেপাল দেশে জন্মে। চোরকের অভাবে গেঁটেলা প্রদেয়। পুণ্ডরীক—শ্বেত কমল। মস্তু—দধিজল। শুক্ত—সন্ধান বিশেষ। আরনালও সন্ধান বিশেষ॥ ১৪৬—১৫২

নবজ্বরে রসপ্রয়োগ।

উদকমঞ্জরী রস—(রসরত্ন প্রদীপোক্ত) পারা গন্ধক সোহাগা ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ, চিনি সর্ব্বসম, মৎস্যপিত্তে তিন দিন ভূয়োভূয়ঃ মর্দ্দন করিয়া দুই বা তিন রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী আদার রসের সহিত সেবন করিতে দিবে। ঔষধ-সেবনে অধিক উষ্ণ হইলে শীতলজল, তক্র, অন্ন ও বার্ত্তাকু বহুল ব্যঞ্জন পথ্য দিবে। এই ঔষধ সেবনে উগ্র জ্বর এক দিনেই বিনষ্ট হয়। পিত্তাধিক্য থাকিলে মস্তকে জলের পটী দিবে।

টীকা।—ঔষধ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া—শোধিত পারদ ১ভাগ, শোধিত গন্ধক ১ ভাগ (কজ্জলী করিয়া লইবে), সোহাগার খৈ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, চিনি ৪ ভাগ, রোহিত মৎস্যের পিত্ত ৪ ভাগ। এই সমস্ত দ্রব্য তিন দিন বারংবার মর্দ্দন করিবে। তিন রতি প্রমাণ বটী আদার রস সহ সেব্য॥ ১৫৩। ১৫৪

জ্বরধূমকেতু—(রসেন্দ্রচিন্তামণিতে উক্ত) শোধিত পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও সমুদ্রফেন সমভাগে লইয়া এক প্রহর কাল আদার রসে মাড়িয়া ছয় রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী আদার রসের সহিত তিন দিন খাইলে নবজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ১৫৫

মহাজ্বরাঙ্কুশ (শার্ঙ্গধরে উক্ত)—শোধিত পারদ বিষ ও গন্ধক, প্রত্যেক শাণপরিমিত (আদ তোলা), ধুতুরা বীজ তিন শাণ পরিমিত (দেড় তোলা) ও হেমাহ্বা (চোক, স্বর্ণ জীবন্তী) বার শাণ পরিমিত (ছয় তোলা), এই সকল দ্রব্য উত্তম-

রূপে চূর্ণ করিয়া গোঁড়া লেবুর বা আদার রসের সহিত দুই কুঁচ পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে ত্রিদোষজ জ্বর, ঐকাহিক জ্বর, দ্ব্যাহিক জ্বর, ত্র্যাহিক জ্বর, চতুর্থক জ্বর, বিষমজ্বর নবজ্বর ও জীর্ণ জ্বর সর্ব্বথা বিনষ্ট হয়। ইহার নাম মহাজ্বরাঙ্কুশ, ইহা সর্ব্বজ্বরে প্রদেয়॥ ১৫৬—১৫৯

জ্বরঘ্নী বটিকা (শার্ঙ্গধরে উক্ত)—শোধিত পারদ এক ভাগ এবং শৈলজ, পিপুল, হরীতকী, আকরকরা বচ, কটু তৈল শোধিত গন্ধক ও রাখাল শসার ফল এই ছয়টি দ্রব্য মিলিয়া চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া রাখাল শসার রসে মাড়িয়া এক মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা গুলঞ্চের রস সহ সেব্য। জ্বরঘ্নী বটিকা সদ্যোজ্বরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে॥ ১৬০—১৬২

জ্বরঘ্নী বটিকা—(রসরত্নপ্রদীপে উক্ত) পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ ও জয়পাল ৪ ভাগ, দন্তী রসে মাড়িয়া কুঁচ পরিমিত বটিকা করিবে। এই বটিকা শীতল জল ও চিনির সহিত প্রভাতে সেবন করিলে এক দিনেই নবজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ১৬৩। ১৬৪।

নবজ্বরহরী বটী।—পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও শোধিত দন্তীবীজ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘলঘসিয়ার রসে মর্দ্দন করিয়া পুট দিবে এবং তাহাতে মাষকলায় সদৃশ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা নূতন জ্বরে প্রদেয়॥ ১৬৫—১৬৬

সর্ব্বজ্বরহর।—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, স্বর্ণক্ষীরী ৪ ভাগ ও জয়পাল ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মাড়িয়া বিড়ঙ্গ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বজ্বর নাশক। প্রতিদিন আদার রসের সহিত এক একটি বটী সেব্য। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর, অজীর্ণজ্বর, সামজ্বর ও বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬৭—১৬৯

সামান্যজ্বরে রসপ্রয়োগ।

মহাজ্বরাঙ্কুশ—শোধিত পারদ গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক এক এক ভাগ, ধুতুরা বীজ তিনভাগ এবং ত্রিকটু উক্ত চারিটি দ্রব্যের দ্বিগুণ অর্থাৎ বারভাগ (যথা—শুঁঠ চারিভাগ, পিপুল চারিভাগ ও মরিচ চারিভাগ) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ আদার রসে কিংবা জামীর লেবুর রসে মাড়িয়া দুইরতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহার নাম মহাজ্বরাঙ্কুশ, ইহা সর্ব্বজ্বরনাশক ইহা সেবনে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চতুর্থক, বিষম ও ত্রিদোষজ জ্বর নিঃসংশয় বিনষ্ট হয় মহাজ্বরাঙ্কুশ সর্ব্বজ্বরে প্রদেয়॥ ১৭০—১৭২।

শ্বাসকুঠার—(রসরত্নাকরে উক্ত) পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ ও মনঃশিলা প্রত্যেকে টঙ্ক পরিমিত (অর্দ্ধতোলা করিয়া), মরিচ আট টঙ্ক (চারিতোলা), ত্রিকটু ছয় টঙ্ক (শুঁঠ এক তোলা, পিপুল একতোলা, মরিচ এক তোলা), এই সকল দ্রব্য খলে ফেলিয়া উত্তম রূপে চূর্ণ করিবে। ইহার নাম শ্বাসকুঠার রস। ইহা শ্বাসে ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরে প্রযোজ্য॥ ১৭৩। ১৭৪

জ্বরাঙ্কুশ—দারুমুখা (দারমোচ, বিষ বিশেষ), শিখিগ্রীবা (তুঁতে), রসক (খর্পর) প্রত্যেকটি তিন টঙ্ক পরিমাণে লইবে। এবং ধুতুরাপত্রের রসে তিনদিন মর্দ্দন করিয়া ছোলার ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। একুশটি মরিচ ও সাতটি তুলসী পত্রের সহিত দুইটি করিয়া বটী খাইবে। শর্করাসংযুক্ত দুগ্ধান্ন পথ্য। ইহা দ্বারা তরুণজ্বর জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্বর নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। ইহার নাম জ্বরাঙ্কুশ, ইহা সর্ব্বজ্বরে প্রযোজ্য॥ ১৭৫—১৭৭

হুতাশন রস—শুঁঠ দুইতোলা, সোহাগার খৈ চারিতোলা, (পাঠান্তর—দুইতোলা), মরিচ তিনতোলা, কড়িভস্ম তিনতোলা এবং বিষ অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। একরতি পরিমাণে সেব্য। ইহার নাম—হুতাশন রস॥ ১৭৮। ১৭৯

জ্বরঘ্নী বটী—শোধিত জয়পাল এক টঙ্ক, (অর্দ্ধতোলা), কট্‌কী দুই টঙ্ক, গেরিমাটী এক টঙ্ক, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া মটর পরিমিত বটিকা করিবে। এই বটিকা শীতল জলের সহিত খাইবে। ইহা জীর্ণজ্বর নাশক॥ ১৮০। ১৮১

রবিসুন্দর রস—পারদ একভাগ, গন্ধক এক ভাগ, বিষ একভাগ এবং দ্বিগুণ হরিতালের সহিত তাম্রকে জারিত করিয়া সেই তাম্র দুইভাগ ও রোহিত মৎস্যের পিত্ত একভাগ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে এবং সেই চূর্ণ নিমপাতার রসে একুশবার ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া একরতি পরিমাণে শুভ্র চিনির সহিত খাইবে। এই জ্বরাঙ্কুশ রবিসুন্দর নামে খ্যাত। ইহা সেবনে অষ্টবিধ সমস্ত জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা সর্ব্ব জ্বরে প্রযোজ্য॥ ১৮২। ১৮৩

কজ্জলী—শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক খলে ফেলিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। যখন পারদ আর স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইবে না, উভয়ে মিলিয়া কজ্জলবৎ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, তখন জানিবে যে, কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে। কজ্জলী—বৃংহণ ও বীর্য্যবর্দ্ধক। নানা অনুপান যোগে ইহা সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি নাশ করিয়া থাকে। কজ্জলী প্রস্তুতের এই বিধান ও গুণ রসরত্ন প্রদীপে উক্ত হইয়াছে॥ ১৮৪। ১৮৫

রসপর্প্পটী—জবাপত্রের রস দ্বারা, এরণ্ডপত্রের

রস দ্বারা, ভীমরাজের রস দ্বারা ও কাকমাচীর রসদ্বারা পারদকে শোধন করিবে এবং পারদের সমপরিমিত গন্ধককেও ঐ সকল রস দ্বারা শোধন করিবে। পরে গন্ধককে ভীমরাজের রসে মাড়িয়া সূর্য্যকিরণে শুকাইবে। এইরূপ সাতবার বা তিনবার গন্ধককে ভীমরাজের রসে মাড়িয়া ও সূর্য্যতাপে শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। চূর্ণ করিয়া সেই পারদের সহিত সমপরিমিত ঐ গন্ধক মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিতে করিতে পারদ যখন অদৃশ্য হইবে এবং উভয়ে মিলিয়া কজ্জলসন্নিভ দেখাইবে, তখন তাহা কুলকাষ্ঠের নির্দ্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে গলাইবে। গলিলে, মহিষীর বিষ্ঠার উপর কদলীপত্র স্থাপন করিয়া সেই পত্রের উপর উহা ঢালিবে এবং অন্য এক টুকরা কদলীপত্র তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া পীড়ন করিয়া (চাপিয়া) ধরিবে। তদনন্তর উহা শীতল হইলে কদলীপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। এবম্প্রকারে প্রস্তুত রসপর্প টী ব্যাধিঘাতিনী হইয়া থাকে। পুরাকালে মহাদেব পৃথিবীকে জ্বরাদিব্যাধি সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত দেখিয়া কৃপান্বিত হইয়া সুধাসম এই রসপর্প টী সৃষ্টি করেন। একরতি রসপর্প টী একরতি জীরাভাজার গুঁড়া ও অর্দ্ধরতি ভাজা হিঙ্গুর সহিত সেবন করিবে। অথবা রোগানুরূপ ঔষধের সহিত উহা খাইবে। রসপর্প টী খাইবার পর তিনচুমুক শীতল জল (বা মাষকলাই ভিজার জল) অনুপান করিবে। প্রতিদিন এক একরতি করিয়া রসপর্পটীর মাত্রা বাড়াইবে। কিন্তু দশরতির অধিক কদাচ খাইবে না। দশদিনে দশরতি বাড়াইয়া একাদশ দিন হইতে আবার এক একরতি করিয়া কমাইতে থাকিবে। এইরূপে বিংশতিদিন রসপর্প টী সেবন করিবে। ভক্তি পূর্ব্বক মহাদেবকে গুরুকে ও ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও প্রণাম করিয়া রসপর্প টী সেবন করিবে এবং সেবনকালে দুগ্ধ ও মাংসরস পথ্য করিবে। রসপর্প টী সেবনে জ্বর, গ্রহণী, অতিসার, কামলা, পাণ্ডু, শূল, প্লীহা ও জলোদর প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং রোগী রোগবিমুক্ত হইয়া হৃষ্ট পুষ্ট বীর্য্যবান্ ও বলীপলিত বর্জ্জিত হইয়া শতবর্ষেরও অধিককাল জীবিত থাকে॥ ১৮৬—১৯৯।

ইতি রসপর্প টী।

জ্বররোগির অন্নদান সময়—(চরকোক্তি) রস দোষ ও মলের পাক নির্দ্দিষ্ট কালেই হউক বা অনির্দ্দিষ্টকালেই হউক উহাদের পাক হওয়ায় যে সময় ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, সেই সময়ই জ্বররোগির অন্নকাল অর্থাৎ রোগিকে লঘু অন্ন পথ্য দিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া জানিবে।

টীকা। জ্বরের পাকাবস্থা অন্নদানের কাল। জ্বরের পাক কাল—বাতিক জ্বর সপ্তরাত্রে, পৈত্তিক জ্বর দশ রাত্রে এবং শ্লৈষ্মিকজ্বর দ্বাদশরাত্রে পাক প্রাপ্ত হয়। জ্বরের পাক অর্থাৎ জ্বরের উপশম। জ্বরপাক দ্বারাই রসপাক ও দোষপাকও কথিত হয়। যথা—দোষপাক বিনা জ্বরপাক হয় না এবং রসপাক বিনা দোষপাকও হয় না, অর্থাৎ জ্বরপাক রসপাক ও দোষপাক পরস্পর সাপেক্ষ। বলিতে পার—যেমন পৈত্তিকজ্বর দশরাত্রে পাক প্রাপ্ত হয়, একাদশ দিনে অন্ন দেওয়া যায়, তথা শ্লৈষ্মিকজ্বর দ্বাদশদিনে পাক প্রাপ্ত হয়, ত্রয়োদশ দিনে অন্ন দেওয়া যায়, সেইরূপ বাতিকজ্বর সপ্তরাত্রে পাক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অষ্টম দিবসে অন্ন না দিয়া সপ্তম দিবসেই কেন অন্ন দেওয়া হয়? উত্তর—"কফ ও পিত্ত ইহারা উভয়েই দ্রব ধাতু, দ্রব ধাতু বহু লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে; কিন্তু বায়ু আমক্ষয়ের পর ক্ষণকালও লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে না"। এই বচন হেতু, রসপাক হইলে, আহারলাভ ব্যতিরেকে বায়ু ক্ষণকালও লঙ্ঘন সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। আশুকারিত্ব হেতু উহা ক্ষণকালেই আক্ষেপকাদি রোগ সকল আনয়ন করিয়া থাকে। এই জন্যই বাতিক জ্বরে পাক দিনের অন্তিম দিবসেই অর্থাৎ সপ্তম দিবসেই অন্ন পথ্য দেওয়া যায়। ধন্বন্তরিও বলিয়াছেন যে জ্বরাভিভূত রোগী ছয় দিন অতীত হইলে বিপক্বদোষ হয় ও যথাবিধি লঙ্ঘনাদি করে, এবং বৈদ্য বশ্য হইয়া ভেষজ সেবন করে, সে রোগী অচিরে নিঃসংশয় রোগ মুক্ত হইয়া থাকে। এস্থলে "জ্বরাভিভূত" অর্থে বাতজ্বরাভিভূত; "বিপক্বদোষ" অর্থে বিপক্ব-বাতদোষ এবং লঙ্ঘনাদির "আদি" অর্থে পক্বজলপান-নিবাতগৃহবাস এবং গুরু ও উষ্ণ বস্ত্র ধারণাদি বুঝিতে হইবে। আর "বৈদ্যবশ্য হইয়া ভেষজ সেবন করে" এস্থলে ভেষজ শব্দ অন্নেরও উপলক্ষণ বুঝিবে, অর্থাৎ ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করে বুঝিতে হইবে। চরকও বলিয়াছেন—"জ্বরিত ব্যক্তিকে ছয়দিন অতিক্রান্ত হইলে পর অর্থাৎ সপ্তম দিনে লঘু অন্ন পথ্য দিয়া অষ্টম দিবসে "অবস্থা বুঝিয়া" পাচন-কষায় বা শমন-কষায় ব্যবস্থা করিবে"। এস্থলে জ্বরিত শব্দে বাতজ্বরিত বুঝিতে হইবে। এবং "ছয়দিন অতিক্রান্ত হইলে পর" এবচনও উপলক্ষণ অর্থাৎ পিত্তজ্বরিকে দশদিন অতিক্রান্ত হইলে পর, শ্লেষ্মজ্বরিকে দ্বাদশ দিন অতিক্রান্ত হইলে পর, লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া পাচন বা শমন-কষায় পান করাইবে। চরক আরও বলিয়াছেন—"সকল জ্বররোগিকেই দিনান্তে লঘু ভোজন করাইবে"। "দিনান্তে" এস্থলে অন্তশব্দ মধ্যবাচী, অতএব ত্রিধা বিভক্ত দিবসের মধ্যভাগে অর্থাৎ পিত্তের প্রাধান্য সময়ে লঘু ভোজন করাইবে ইত্যর্থ। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—"বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা, সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও কিন্তু ইহারা যথাক্রমে হৃদয়-নাভির

অধোভাগ মধ্যভাগ ও উর্দ্ধভাগকে বিশেষরূপ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে অর্থাৎ বায়ু হৃদয়-নাভির অধোভাগকে, পিত্ত মধ্যভাগকে এবং শ্লেষ্মা উর্দ্ধভাগকে বিশেষ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়া থাকে। এইরূপে আবার তাহারা বয়সের, দিবসের, রাত্রির ও ভোজনের অন্ত মধ্য ও প্রথম ভাগকে যথাক্রমে বিশেষরূপ অবলম্বন করে, অর্থাৎ বায়ু বয়স দিবস রাত্রি ও ভোজনের অন্তভাগকে, পিত্ত মধ্যভাগকে এবং কফ প্রথমভাগকে বিশেষ আশ্রয় করে, অর্থাৎ ঐ ঐ ভাগে তাহারা প্রকুপিত হইয়া থাকে"। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বেই পিত্তকাল অর্থাৎ পিত্তের প্রাবল্য সময়। যে হেতু উক্ত আছে—"এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে, দুই প্রহরকেও লঙ্ঘন করিয়া ভোজন করিবে না। কারণ এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিলে রসোৎপত্তি হয়, এবং দুই প্রহরকেও লঙ্ঘন করিয়া ভোজন করিলে বলক্ষয় হইয়া থাকে"। তবে কি ভোজন সম্বন্ধে এই নিয়ম সংখ্যাপর? অর্থাৎ একপ্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে না ও দুই প্রহরকেও লঙ্ঘন করিয়া ভোজন করিবে না, ভোজন বিষয়ে এই এক প্রহরত্ব ও দ্বিপ্রহরত্বই কি প্রধান দ্রষ্টব্য? তাহা নহে, যেহেতু উক্ত আছে—"শ্লেষ্মক্ষয় হইলে যখন জঠরাগ্নির উষ্মা বাড়িবে এবং তাহা বলবান্ হইবে, সেই সময়েই অর্থাৎ পিত্তপ্রাধান্য সময়েই ভোজন করিবে। অন্যথা (উক্ত সময় ব্যতিক্রমে) বেগাপায়ে (জঠরাগ্নিবেগনাশে) ভোজন করিলে সেই ভোজন জ্বরবেগাভিবর্দ্ধক হইয়া থাকে" ইত্যর্থ।

ভোজন কাল সম্বন্ধে অন্যবচন—আম পরিপাক প্রাপ্ত হইলে মানবের যখন ভোজন লালসা হইবে, অর্থাৎ ভোজনলালসা সময়েই হউক বা অসময়েই হউক, তাহাই অন্নকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ২০০। ২০১

বিষমজ্বরির অন্নদানকাল কথিত হইতেছে—(চরকোক্তি)—সর্ব্বজ্বরে (সর্ব্ব প্রকার বিষম জ্বরে), বেগাপায়ে (জ্বরবেগাপগমে), সপ্তাহকাল অতিপরিমিত লঘু অন্ন ভোজন করাইবে। ইহার অন্যথা করিলে অর্থাৎ জ্বরবেগাপগম বিনা ভোজন করিলে সেই ভোজন জ্বরবেগের অভিবর্দ্ধক হইয়া থাকে॥ ২০২

অন্নগ্রহণ যোগ্য স্থান—ভদ্র লোকের আহার মলমূত্র ত্যাগ ও বিহার সদা নির্জ্জন স্থানে করা বিধেয়॥ ২০৩

অতি দুর্ব্বল-জ্বরিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত কি প্রকারে অবস্থিত রাখিয়া ভোজন করাইতে হইবে, তাহাই বলা হইতেছে, (সুশ্রুতোক্তি) জ্বরে অল্পমাত্র শ্রমেই দুর্ব্বল রোগির মূর্চ্ছা হইতে পারে। অতএব দুর্ব্বল-জ্বররোগিকে নিষণ্ণ রাখিয়াই অর্থাৎ সে যে স্থানে যে ভাবে অবস্থিত থাকে, তাহাকে সে স্থানে সেই ভাবেই অবস্থিত রাখিয়া (স্থানান্তরিত না করিয়া) ভোজন করাইবে এবং তাহার মলমূত্রও করাইবে॥ ২০৪

অন্নগ্রহণ সময়ে প্রথম জ্বরিত ব্যক্তির কবলকল্পন—অন্নগ্রহণ সময়ে, জ্বরিত ব্যক্তির প্রথমে যথাদোষোচিত-দ্রব্য দ্বারা অর্থাৎ জ্বরোৎপাদনাদিকারক দোষের প্রশমক দ্রব্য দ্বারা কবল গ্রহণ কর্ত্তব্য। তাদৃশ কবল গ্রহণে অরুচি এবং মুখের বিরসতা-মল-দুর্গন্ধ ও প্রসেক নিবারিত হয়। ভাজা জীরা চূর্ণ ও সৈন্ধবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বাদন্ত ও মুখাভ্যন্তর ঘর্ষণ করিলে মুখের মল পূতিগন্ধ ও বিরসতা নষ্ট হয়, মন প্রসন্ন হয় এবং ভোজনে অতিরুচি হয়।

যদ্যপি জ্বরিত ব্যক্তির হিতভক্ষ্যে অরুচি হয়, তথাপি তাহার হিতভক্ষ্যই ভোজন করা কর্ত্তব্য। যে হেতু অন্নকালে (ক্ষুধা সময়ে) ভোজন না করিলে রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়ে, অথবা মরিয়া যায়।

টীকা। হিতভক্ষ্যে অরুচি হইলেও জ্বরিত ব্যক্তির হিতভক্ষ্য ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। এই নিয়ম। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"জ্বররোগী কদাচ গুরুদ্রব্য ও অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজন করিবে না, অকালেও ভোজন করিবে না। কারণ—তাহার অহিত ভোজন আয়ুর জন্যও হয় না, সুখের জন্যও হয় না। জ্বররোগী যতদিন পর্য্যন্ত স্তিমিতদোষ দ্বারা (অপক্কদোষ দ্বারা) আনদ্ধ থাকিবে (ব্যাপ্ত থাকিবে) ততদিন পর্য্যন্ত সে বিরিক্তবৎ লঘু অন্ন ভোজন করিবে"। যদি বল—হিত বস্তুতে কেন অরুচি হইবে? উত্তর—এক বস্তুই সর্ব্বদা ভক্ষণ হেতু অথবা অস্বাদুত্বপ্রযুক্ত পথ্যও অপ্রিয় হইয়া থাকে। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও সেই অপ্রিয়ই পথ্য। অতএব যাহাতে সেই অপ্রিয় পথ্য দ্রব্যে রুচি জন্মে, পাকাদিবিধানে তাহা নানাপ্রকারে কল্পিত করিয়া রোগিকে ভোজন করিতে দিবে। আর জ্বরিত ব্যক্তি অন্নকালে (ক্ষুধা সময়ে) ভোজন করিবে, ইহা দ্বিতীয় নিয়ম। যদি বল কেন? ইহার উত্তর এই—অন্নকালে ভোজন না করিলে রোগী ক্ষীণ হয় এবং সে তৎকালে পক্কদোষ ধাতু হয় অর্থাৎ তাহার দোষ ও ধাতু পরিপাক প্রাপ্ত হয়। অতএব তখন ভোজন না করিলে মরিয়া যাইতেও পারে॥ ২০৫—২০৮

জ্বরিত ব্যক্তির পক্ষে হিতকর অন্নাদি—জ্বরিত ব্যক্তিগণের ভোজনার্থ যবাগূ, অন্ন (ভাত) ও খৈ প্রস্তুত করিতে হইলে পুরাণ রক্তশাল্যাদি ধান্য ও ষষ্টিক ধান্যই প্রশস্ত। কারণ উহারা জ্বরনাশক

যে সকল জ্বররোগির যূষ সাত্ম্য অর্থাৎ যূষ ভোজন যাহাদের অভ্যস্ত এবং যূষ যাহাদের দেহানুকূল, তাহাদিগকে মুগ, মসুর, ছোলা, কুলত্থ ও বনমুগের যূষ খাইতে দিবে। এবং শাকার্থ—পলতা, বেগুন, পটোল, করলা (উচ্ছে), কাঁকরোল, ক্ষেতপাপড়া, গোজিয়া শাক, কচিমূলা ও গুলঞ্চপত্র প্রদান করিবে। অর্থাৎ এই সকল শাক খাইতে দিবে। কারণ ইহারা জ্বরঘ্ন। যে সকল জ্বররোগির মাংস সাত্ম্য অর্থাৎ মাংসভোজন যাহাদের অভ্যস্ত এবং মাংস যাহাদের দেহানুকূল, তাহাদিগকে মাংসার্থ লাব, কপিঞ্জল (চাতক, ফটিকজল পাখী), এণ (কাল সার মৃগ), হরিণ, পৃষত (শ্বেত বিন্দুযুক্ত মৃগ বিশেষ), শশ (খরগোস), কুরঙ্গ (হরিণ বিশেষ), কালপুচ্ছ (পশু বিশেষ) ও মৃগমাতৃকা (জাঙ্গল মৃগ বিশেষ) ইহাদের মাংস ভোজন করিতে দিবে। কেহ কেহ বলেন— সারস, ক্রৌঞ্চ (কোঁচবক), শিখী (ময়ূর), তিত্তির (কৃষ্ণতিত্তির) ও কুক্কুট ইহাদের মাংস গুরু ও উষ্ণ, অতএব জ্বরে উহা প্রশংসিত নহে। কিন্তু জ্বরিত ব্যক্তিদিগের বায়ু যখন প্রকোপ প্রাপ্ত হইবে, তখন উপযুক্ত মাত্রায় উপযুক্ত কালে উহাদের মাংস হিতকর। রোগী যদি অম্লসাত্ম্য হয় অর্থাৎ অম্লভোজন যদি তাহার অভ্যস্ত ও দেহানুকূল হয়, এবং সে যদি অম্ল আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাকে অম্লভোজনার্থ লেবু দাড়িম ও আমলকীফল খাইতে দিবে। (ইহাদের গুণ ও নাম পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) ॥ ২০৯—২১৬

অন্নসাধন প্রক্রিয়া।

মণ্ডের লক্ষণ বিধি ও গুণ—চতুর্দ্দশ গুণ জলে তণ্ডুলকে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সিক্থক বর্জ্জিত (সিটি রহিত) করিবে। সেই সিক্থক বর্জ্জিত দ্রবই মণ্ড নামে অভিহিত। শুঁঠ ও সৈন্ধব সংযুক্ত মণ্ড অগ্নিদীপক ও পাচক। অন্নের সম্যক্ সিদ্ধত্বই মণ্ডের সিদ্ধতা জানিবে। পেয়া যূষ যবাগূ বিলেপী ও ভাতের সিদ্ধতাও অন্নের সম্যক্ সিদ্ধতা বলিয়া জানিবে। মণ্ড—মলসংগ্রাহক, লঘু, শীতল, অগ্নিদীপক, ধাতু সাম্যকারক, জ্বরঘ্ন, তৃপ্তিজনক, বলকারক এবং পিত্তশ্লেষ্ম ও শ্রমনাশক ॥ ২১৭—২১৯

পেয়ার বিধি ও গুণ—চতুর্দ্দশগুণ জলে রক্তশাল্যাদি তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া যখন তাহা অধিক দ্রবাংশ ও অল্প সিক্থাংশ বিশিষ্ট হইবে, তখন নামাইবে। ভিষগ্‌গণ ইহাকেই পেয়া নামে অভিহিত করেন। পেয়া—লঘু, মলসংগ্রাহক, ধাতুপুষ্টিকারক, তৃষ্ণা-জ্বর-অনিল-দৌর্ব্বল্য ও কুক্ষিরোগনাশক, স্বেদ ও অগ্নিজনক এবং বাত ও মলের অনুলোমক। শুঁঠ ও সৈন্ধবের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা অগ্নিদীপক, পাচক, আমশূল ও বিবন্ধনাশক এবং রুচিজনক হয় ॥ ২২০—২২২

প্রমথ্যার বিধি ও গুণ—একপল পরিমিত তণ্ডুলাদি দ্রব্য কল্কীকৃত (কুট্টিত) করিয়া তাহা আটগুণ জলে সিদ্ধ করিবে এবং দুইপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহাই প্রমথ্যানামে অভিহিত। গুণ বিষয়ে প্রমথ্যা পেয়াবৎ। তবে প্রমথ্যা পেয়া অপেক্ষা লঘু ॥ ২২৩

যূষের বিধি ও গুণ—অষ্টাদশগুণজলে মুগ-মসূর প্রভৃতি শিম্বীধান্যকে পাকক্রিয়া দ্বারা অল্পসিক্থ-বিশিষ্ট ও পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন করিয়া নামাইলে তাহাকে যূষ কহা যায়। যূষের অপর নাম—শরাব নির্য্যূহ। ইহা বিশেষ রুচিকারক ॥ ২২৪

যূষের প্রকারান্তর—একপল পরিমিত যূষধান্য (মুগমসূরাদি) বাটিয়া কল্কীকৃত করিবে এবং একতোলা পরিমিত শুঁঠ ও পিপুল বাটিয়াও কল্কীকৃত করিবে। পরে এই উভয় কল্ক চারিসের জলে পাক করিবে। ইহাও যূষ বলিয়া অভিহিত। এই যূষ—বলকর, পাকে লঘু (লঘুপাক), রোচক, কণ্ঠহিত ও কফনাশক ॥ ২২৫

মুদ্গযূষ বিধি—(তন্ত্রান্তরে বৃন্দ টীকায় উক্ত) —মুগের দাইল দুইপল (একপোয়া) আটসের জলে সিদ্ধ করিয়া দুইসের থাকিতে নামাইবে এবং তাহা মর্দ্দিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে দাড়িমের রস আটতোলা, সৈন্ধব শুঁঠ ও ধনে দুইতোলা সংযুক্ত করিবে এবং পিপুল ও জীরাচূর্ণ অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিয়া সাঁতলাইয়া লইবে। এইপ্রকার প্রস্তুত মুদ্গযূষ পিত্তশ্লেষ্মহর ॥ ২২৬—২২৮

মুদ্গযূষের গুণ—মুগের উত্তমযূষ—অগ্নিদীপক, শীতল, লঘুপাক এবং ব্রণ, ঊর্দ্ধজত্রুগতরোগ, দাহ, কফ-পিত্ত জ্বর ও রক্তদুষ্টিনাশক ॥ ২২৯

মুদ্গামলক যূষ গুণ—আমলকীর সহিত যথা-বিধানে মুগের যূষ প্রস্তুত করিলে সেই যূষ—ভেদক, পিত্ত ও অনিলনাশক, তৃষ্ণা ও দাহপ্রশমক, শীতল এবং মূর্চ্ছা শ্রম ও মদনিবারক হয় ॥ ২৩০

মসূরযূষ গুণ—মসূরের যূষ—মলসংগ্রাহক, বৃংহণ, স্বাদু ও প্রমেহ নাশক ॥ ২৩১

যবাগূর বিধি ও গুণ—ছয়গুণ জলে তণ্ডুলাদিকে, পাক ক্রিয়া দ্বারা ঘন সিক্থ সমন্বিত এবং কিঞ্চিৎ পৃথক্ দ্রবান্বিত করিয়া নামাইলে তাহাকে যবাগূ (যাউ) কহা যায়। যবাগূ জ্বররোগির হিতকর পথ্য। ইহা অগ্নিদীপক, লঘু, তৃষ্ণানাশক, বস্তিশোধক, শ্রম ও গ্লানি প্রশমক। যবাগূ জ্বরে ও অতিসারে হিতকর ॥ ২৩২—২৩৩

বিলেপীর বিধি ও গুণ—চতুর্গুণ জলে তণ্ডুলাদিকে অত্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ঘন সিক্থান্বিত এবং পৃথগ্ দ্রব রহিত করিলে তাহাকে বিলেপী বা শিথিল ভক্তিকা কহা যায়। বিলেপী—অগ্নিদীপক, বলকর, হৃদ্য, মল সংগ্রাহক, লঘু, ব্রণ ও নেত্র রোগিগণের পথ্য, তৃপ্তিকর এবং জ্বর ও তৃষ্ণানাশক॥ ২৩৪। ২৩৫

ভক্তের (ভাতের) বিধি ও গুণ—অর্দ্ধ সের তণ্ডুল চতুর্দ্দশ গুণ জলে পাক করিবে। তণ্ডুল সম্যক্ সিদ্ধ হইলে তাহার মণ্ড (মাড়) গালিয়া ফেলিবে। তাহাই ভক্ত বলিয়া অভিহিত। ভক্ত—মধুর ও লঘু।

ভক্তাদিপাকবিষয়ে চক্রদত্তোক্তি—অন্ন পাঁচগুণ জলে এবং যবাগূ ছয়গুণ জলে পাক করিবে। অন্ন—অগ্নিবৃদ্ধিকারক, পথ্য, তৃপ্তিকারক, মূত্রবৃদ্ধিকর ও লঘু। তণ্ডুলকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া যে অন্ন পাক করা যায় এবং যাহার মণ্ড গালিয়া ফেলা যায়, যাহা উষ্ণ থাকে ও যাহা বিশদ (পরিষ্কৃত) সেই অন্নই অধিক গুণকর। আর তণ্ডুল না ধৌত করিয়া যে অন্ন পাক করা যায়, যাহার মণ্ড গালিয়া ফেলা না যায় এবং যাহা শীতল হইয়া যায়, তাহা বৃষ্য, গুরুপাক ও কফপ্রদ। অত্যুষ্ণ অন্ন—বলহারক, শীতল ও শুষ্ক অন্ন দুর্জ্জর, অতিক্লিন্ন অন্ন গ্লানিকর, তণ্ডুলান্বিত অন্ন দুষ্পাচ্য, তণ্ডুল অল্প ভাজিয়া যে অন্ন পাক করা যায়, তাহা রোচক, সুগন্ধি, কফহারক ও লঘু। বাতের পক্ষে, আস্থাপিত ব্যক্তির পক্ষে, মন্দাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে এবং বিরিক্ত ব্যক্তির পক্ষে সে অন্ন প্রশস্ত।

টীকা।—এস্থলে অন্ন শব্দে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য না বুঝিয়া কেবল ভাতই বুঝিতে হইবে। যে হেতু ভক্তের (ভাতের) অন্য একটি নাম অন্ন। যথা অমরকোষে—ভিস্সা, ভক্ত, অন্ধ, অন্ন, ওদন ও সদীদিবি, এইগুলি ভক্তের পর্য্যায়॥ ২৩৬—২৪০

রসৌদন বিধি, তন্ত্রান্তরে বৃন্দটীকায় উক্ত—ছাগাদির পায়ের মাংসল স্থানের অস্থি অথবা তিত্তির পক্ষির অস্থি রহিত মাংস চারিপল পরিমাণে লইয়া তাহা সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে ধৌত করিবে এবং পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, জীরা ও ধনে বাটিয়া তাহার একতোলা কল্ক—আধআঢ়ক (আটসের) জলে গুলিয়া সেই জলে উক্ত মাংস সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে দাড়িম কুট্টিত ও তাহা হইতে রস গালিত করিয়া সেই রস ঐ মাংস রসে মিশাইয়া মর্দ্দিত করিবে। অনন্তর ভর্জ্জিত হিঙ্গু, সৈন্ধব ও জীরকচূর্ণ তাহাতে সংযুক্ত করিয়া সুগন্ধিদ্রব্যের ধূপে তাহা প্রধূপিত করিবে। যাহারা বিরেচনাদিদ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে ও যাহারা শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে, ঐ মাংসরস তাহাদের সুপথ্য॥ ২৪১—২৪৩

রসৌদনের গুণ—ইহা গুরু, বৃষ্য, বলকর ও বাতজ্বরনাশক।

কেবল জলসাধ্য মণ্ডাদির বিষয় বলা হইয়াছে, এক্ষণে ঔষধসাধ্য মণ্ডাদির প্রক্রিয়া বর্ণিত হইবে—চৌষট্টি পল জলে চারিপল দ্রব্য (ঔষধাদি-দ্রব্য) সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ নামাইয়া সেই জলে মণ্ড-পেয়াদি পাক করিবে। ভেষজদ্রব্যের অত্যাধিক্য হেতু কদাচিৎ অরুচি হইতে পারে, এইজন্য বৃদ্ধবৈদ্যগণ এক আঢ়ক জলে একপল ভেষজদ্রব্য সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ জলে মণ্ড পেয়াদি পাক করিবার উপদেশ দেন। যে ভোজ্য দ্রব্যের সহিত বা যে ঔষধ দ্রব্যের সহিত মণ্ডাদিকৃত হয়, সেই ভোজ্যদ্রব্যের বা সেই ঔষধ দ্রব্যের গুণ সকল বিচার করিয়া মণ্ডাদিরও গুণ সকল নির্দ্দেশ করিবে॥ ২৪৪—২৪৬

ঔষধসিদ্ধ-পেয়ার গুণ—দোষানুরূপ পাচন দ্রব্যের সহিত কৃত পেয়া অন্নকালে (ক্ষুধা সময়ে) পান করিলে তাহা হিতকর হয়। সেই পেয়া-অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু ও জ্বরার্ত্তদিগের জ্বর নাশক। দোষানুরূপ পাচন যথা—বাতিকজ্বরে পঞ্চমূলীর পাচন; পৈত্তিকজ্বরে মুতা কট্কী ও ইন্দ্রযবের কৃত মধু-সংযুক্ত পাচন; কফজজ্বরে পিপ্পল্যাদিগণের পাচন; বাতপিত্তজ্বরে লঘুপঞ্চমূলের পাচন; পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে পিপুল ও ধনের পাচন, কফবাতজ্বরে মহৎপঞ্চমূলের পাচন এবং ত্রিদোষজ জ্বরে কণ্টকারী দুরালভা ও গোক্ষুরের পাচন প্রশস্ত। ভিষক্ বাতজাদি জ্বরে যথাক্রমে এই সকল পাচনের সহিত অন্ন (মণ্ডপেয়াদি) পাক করিয়া পথ্য প্রয়োগ করিবেন।

টীকা। লঘুপঞ্চমূল—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর।—মহৎপঞ্চমূল—বিল্ব, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি ও শ্যোনা।

বস্তি-পার্শ্ব ও শিরোদেশে বেদনা থাকিলে গোক্ষুর ও কণ্টকারীর ক্বাথে রক্তশালির পেয়া পাক করিয়া সেই পেয়া পান করিবে। তাহা জ্বরনাশক। মল-বিবদ্ধ হইলে জ্বররোগী পিপুল ও আমলকীর ক্বাথে যবের সহিত পেয়া প্রস্তুত এবং তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া খাইবে। ইহা দোষের অনুলোমক। জ্বরে কাস শ্বাস ও হিক্কা থাকিলে বৃহৎ বা লঘুপঞ্চমূলীর ক্বাথে পেয়া পাক করিয়া সেই পেয়া পান করিবে। ভেষজের সংযোগহেতু এবং লঘু বলিয়া পেয়া অগ্নির দীপক, বাতমূত্র পুরীষের এবং দোষের অনুলোমক, উষ্ণত্বহেতু পেয়া ঘর্ম্মকারক, দ্রবত্বহেতু পেয়া তৃষ্ণা নিবারক, আহারভাব হেতু (আহার স্বরূপ বলিয়া)

পেয়া বলকারক, সারকত্ব গুণ থাকায় পেয়া শরীরের লঘুতা সম্পাদক, হেতুসাম্যত্ব হেতু অর্থাৎ বাতপিত্ত-কফের সাম্যত্ব প্রযুক্ত পেয়া জ্বরঘ্ন। অতএব অগ্রে পেয়া পান করিবে ॥ ২৪৭—২৫৫

পঞ্চমুষ্টিক যূষ—যব, কুলশুঁঠা, কুলথকলায়, মুগ ও মূলাশুঁঠ এইসকল দ্রব্য এক একমুষ্টি পরিমাণে (এক পল মাত্রায়) লইয়া তাহা আটগুণজলে পাক করিয়া যূষ প্রস্তুত করিবে। ইহাই পঞ্চমুষ্টিক যূষনামে অভিহিত। এই যূষ—বাত-পিত্তকফনাশক। ইহা শূলে, গুল্মে, কাসে, শ্বাসে, ক্ষয়ে ও জ্বরে প্রশস্ত। মল ও মূত্র রুদ্ধ হইলে পিপুল, পিপুলমূল, যমানী ও চৈ এই কয়টি দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা রোগির গুহ্যমার্গে প্রণিহিত করিয়া দিবে। অথবা ঐ পিপ্পল্যাদির কষায়ে যবাগূ পাক করিয়া সেই যবাগূ রোগিকে পান করাইবে। তাহা দ্বারা বাতাদির অনুলোম হইয়া থাকে ॥ ২৫৬—২৫৮

পেয়া ও যবাগূর নিষেধস্থল—মদাত্যয় রোগে বা যে ব্যক্তি নিত্য মদ্য পান করে, তাহার পক্ষে বা গ্রীষ্মকালে অথবা পিত্তকফোত্থিত রোগে কিংবা ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে অথবা জ্বরে যবাগূ হিতজনক নহে।

দাহ ও বমনার্দ্দিত ব্যক্তিকে, ক্ষীণব্যক্তিকে, নিরন্ন ব্যক্তিকে, তৃষ্ণান্বিত ব্যক্তিকে, ঘর্ম্মার্ত্ত ব্যক্তিকে বা মদ্যপ ব্যক্তিকে, খৈএর ছাতু জলে আলোড়িত এবং তাহাতে চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া সেই লাজতর্পণ পান করাইবে। অথবা জ্বরঘ্ন ফলরসে অন্নসংযুক্ত করিয়া সেই অন্ন খাইতে দিবে। ক্বচিৎ তাহাও জ্বরে হিতকর হইয়া থাকে ॥ ২৫৯—২৬১

সন্তর্পণের স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—ধন্বন্তরি উক্তি—দ্রাক্ষা দাড়িম ও খর্জ্জুর জলে উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া সেই জলে খৈ-চূর্ণ চিনি মধু ও ঘৃত দিয়া আলোড়িত করিবে, ইহাই সন্তর্পণ নামে অভিহিত ॥ ২৬২

খৈ-এর ছাতুর গুণ—খৈ-এর ছাতু, বিশেষতঃ চিনি-মধুসংযুক্ত খৈ-এর ছাতু—বমি-অতিসার-তৃষ্ণা-দাহ-বিষ-মূর্চ্ছা ও জ্বরনাশ করিয়া থাকে। (ইহা গুণাধিকারে উক্ত হইয়াছে) চরকও বলিয়াছেন—জ্বরে প্রথমে খৈ-এর ছাতুর তর্পণ প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে জ্বরঘ্ন ফলরস মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিতে দিবে ॥ ২৬৩—২৬৫

জ্বরঘ্নফল কথিত হইতেছে (যাহা চরকেরই উক্তি)—দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুর, পিয়াল ও ফলসাফল, ইহারা জ্বরঘ্ন। ইহাদের সহিত তর্পণ প্রস্তুত করিয়া সেই তর্পণ তর্পণার্হ রোগিকে পান করিতে দিবে। এই তর্পণ জ্বরনাশক।

টীকা। "পিয়াল" শব্দে পিয়ালের পরুষফল বুঝিতে হইবে। গুরুত্বহেতু তাহার মজ্জা গ্রহীতব্য নহে। "তর্পণার্হ" শব্দে—দাহার্ত্ত, বমনার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, লঙ্ঘিত ও ক্ষীণরোগী বুঝিতে হইবে।

শ্রম উপবাস ও অনিলজনিতজ্বরে রসৌদন অর্থাৎ মাংসরসমিশ্রিত ওদন (ভাত) নিত্য হিতজনক। কফসমুত্থিত জ্বরে, মুদ্গ যূষৌদন (মুদ্গযূষের সহিত অন্ন) ভোজন হিতকর। সেই মুদ্গযূষৌদন চিনিসংযুক্ত ও শীতল হইলে তাহা পিত্তজ্বরে হিতকর হইয়া থাকে।

যে কৃশ, যাহার দোষের বল অল্প, যাহার কফ ক্ষীণ, যে জীর্ণজ্বরান্বিত, যাহার দোষ বিবদ্ধ সুতরাং অস্পৃষ্ট, যে রুক্ষ, বাতপিত্তজ্বরগ্রস্ত, পিপাসার্ত্ত ও দাহার্ত্ত, সে জ্বররোগী দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন করিলে সুখী হয় অর্থাৎ তাহার উক্ত অসুখ সকল দূর হইয়া থাকে। অন্য বচন—জ্বর শান্তির জন্য গুড়সংযুক্ত ছাগদুগ্ধ পান করিবে। কিন্তু তরুণজ্বরে সেই দুগ্ধই পীত হইলে মানবকে বিনষ্ট করে। অন্য বচন—জীর্ণজ্বরে ও কফের ক্ষীণাবস্থায় দুগ্ধ অমৃতোপম, কিন্তু সেই দুগ্ধই তরুণজ্বরে পীত হইলে বিষবৎ মানবকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ২৬৬—২৭০

জ্বররোগির নিয়ম—তরুণজ্বরে রোগী কদাচ দিবসে দুইবার ভোজন করিবে না, পূর্ব্বাহ্নে ভোজন করিবে না, অভিষ্যন্দি-দ্রব্য ভোজন করিবে না, তীক্ষ্ণ-বীর্য্যদ্রব্য ভোজন করিবে না এবং গুরুপাকবহুল দ্রব্যও ভোজন করিবে না। প্রাজ্ঞ ভিষক্ কদাচ জ্বরকর্ষিত ব্যক্তিকে সহসা তর্পিত করিবেন না, অর্থাৎ প্রচুর ভোজনাদি করিতে দিবেন না। কারণ তাহাতে যদি কখন জ্বর সংশমিতও হয়, তথাপি তাহার জ্বর আবার পুনরুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ২৭১। ২৭২

জ্বরমুক্তির পূর্ব্বরূপ—দাহ, ঘর্ম্ম, ভ্রম, তৃষ্ণা, কম্প, মলভেদ, সংজ্ঞাহীনতা, কূজন (কুন্থন) ও গাত্রের অতি দৌর্গন্ধ্য, এইগুলি ভবিষ্যৎ জ্বরমুক্তির পূর্ব্বলক্ষণ।

টীকা। যদি বল—দোষক্ষয় বিনা ব্যাধিনিবৃত্তি হয় না, ব্যাধিমুক্তিকালে অবশ্যই দোষ ক্ষীণ হয়, তবে ক্ষীণ দোষ কি প্রকারে জ্বরমুক্তির পূর্ব্বে এবাম্বধ উৎকট লক্ষণ সকল প্রকাশ করে? উত্তর—কোন কোন ভাব ক্ষীণ হইয়াও স্বশক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। যেমন—নির্ব্বাণাবস্থায় দীপ বিশেষ উজ্জ্বলিত হয়। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন—"জ্বরমুক্তিকালে দোষ ধাতুসকলকে আন্দোলিত করিয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই জন্যই তৎকালে রোগী ঘন ঘন শ্বাস ফেলে, কুন্থন করে, বমি করে, ঘামে ও চেষ্টারহিত হয়"।

ত্রিদোষজ জ্বরে, অন্তর্ব্বেগজ্বরে ও ধাতুগতজ্বরেই

উক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, অন্য জ্বরের মুক্তির পূর্ব্বে কেবল ঘর্ম্মমাত্র হইয়া থাকে॥ ২৭৩। ২৭৪

জ্বরমুক্তব্যক্তির লক্ষণ—দেহের লঘুতা, ক্লম, মোহ ও তাপের অপগম, মুখের পাক (শুষ্কতা), ইন্দ্রিয়ের সৌষ্ঠব, ব্যথারাহিত্য, ঘর্ম্মোদ্‌গম, ক্ষব (হাঁচী), মনের প্রকৃতিস্থতা, অন্নে অভিলাষ এবং মস্তকে কণ্ডু, জ্বরমুক্ত ব্যক্তির এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতও বলিয়াছেন—"ঘর্ম্মোৎপত্তি, দেহের লঘুতা, মস্তকে কণ্ডু, মুখের পাক, ক্ষবথু (হাঁচী) ও অন্নলিপ্সা এইগুলি জ্বরমুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ"॥ ২৭৫। ২৭৬

জ্বরমুক্তব্যক্তির নিয়ম—জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যত দিন না সবল হয়, ততদিন ব্যায়াম, মৈথুন, স্নান ও অধিক গমনাগমন করিবে না। অন্যবচন—"জ্বর-মুক্ত ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত না বলবান্ হয়, সে পর্য্যন্ত ব্যায়াম, মৈথুন, প্রবলবায়ু ও শীতল জল সেবন করিবে না"। জ্বরমুক্ত হইবার পরই স্নান করিলে পুনর্ব্বার জ্বর প্রত্যাগত হইতে পারে। অতএব যে পর্য্যন্ত না শরীরে বলাধান হয়, সে পর্য্যন্ত স্নানকে বিষবৎ ত্যাগ করিবে। যতদিন না বল বর্ণ অগ্নি ও দেহ স্বাভাবিক হয়, জ্বরমুক্ত হইয়াও ততদিন বর্জ্জনীয় বিষয় সকল বর্জ্জন করিবে॥ ২৭৭—২৮০

বাতজ্বরাধিকার।

বাতজনক আহার বিহার দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানকে আশ্রয় করত তত্রত্য আম রসকে দূষিত এবং কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। (অগ্নি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই রোগী উষ্ণগাত্র হইয়া থাকে)।

টীকা—বাতজ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথন পূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বলা হইতেছে। বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্ত্তী কারণ—অবৈধ আহার বিহারাদি; সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী কারণ—বাত পিত্ত ও কফ। বাতিক জ্বরের পূর্ব্বরূপ অগ্রেই উক্ত হইয়াছে, যথা—ভাবি বাতজ্বরে অত্যর্থ জৃম্ভা হয় এবং সেই জৃম্ভার পূর্ব্বে শ্রমাদি সামান্য পূর্ব্বরূপ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ১

বাতজ্বরের লক্ষণ—কম্প, বিষমবেগ, কণ্ঠ-ওষ্ঠ ও মুখের শোষণ, অনিদ্রা, ক্ষবস্তম্ভ (হাঁচী না হওয়া), গাত্রের রুক্ষতা, মস্তকে হৃদয়ে ও গাত্রে বেদনা, মুখের বিরসতা, মলের বদ্ধতা (কাঠিন্য), উদরে শূলবৎ বেদনা ও আধ্মান এবং জৃম্ভা এই সকল লক্ষণ বাতিক জ্বরে উপস্থিত হয়।

টীকা—"বিষমবেগ"—শরীরোষ্ণতাদিরূপ-জ্বর বেগ বিষম হয় অর্থাৎ দেহে উষ্ণ্যাদির বিষমতা এবং জ্বরাগমন কালের ও জ্বর বৃদ্ধি সময়ের বিষমতা হইয়া থাকে। 'ক্ষবস্তম্ভ'—হাঁচীর অভাব। বাতজ্বরে যে হাঁচী হয় না, তাহা বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন; তদ্‌যথা—"বাতজ্বরে রোমহর্ষ অঙ্গহর্ষ ও দন্তহর্ষ এবং হাঁচীর রোধ" ইত্যাদি। চরক ও বলিয়াছেন—"ক্ষবথু ও উদ্‌গারের রোধ অর্থাৎ বাতজ্বরে হাঁচী ও উদ্‌গার হয় না" ইত্যাদি। "মস্তকে হৃদয়ে ও গাত্রে বেদনা"—এস্থলে গাত্রে বেদনা বলিলেই চলিত, কারণ গাত্র শব্দে মস্তক-হৃদয়াদি তাবৎ অঙ্গকেই বুঝাইয়া থাকে, তবে এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, বাতজ্বরে সর্ব্বাঙ্গেই বেদনা হয়, অপিচ, মস্তকে ও হৃদয়ে বিশেষরূপ বেদনা হইয়া থাকে। বাতজ্বরে এই লক্ষণগুলি প্রায়ই উৎপন্ন হয় বলিয়া সুশ্রুত কর্ত্তৃক এইগুলিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূলে "চ" শব্দের প্রয়োগ থাকায়, এই সমস্ত লক্ষণ ভিন্ন চরকোক্ত অন্যান্য লক্ষণও বুঝিতে হইবে। সেই সকল লক্ষণ শ্লোক দ্বারা ইহার পরই প্রদর্শিত হইয়াছে—

চরকে বাতজ্বরের এই সকল লক্ষণ পঠিত হইয়াছে, যথা—বিবিধ বাতবেদনা, অনিদ্রা, পিণ্ডিকার উদ্বেষ্টন (পায়ের ডিমে দণ্ডাদি দ্বারা তাড়নবদ্ বেদনা), কর্ণে শব্দোৎপত্তি, মুখের কষায়রসতা, গাত্রের অবসাদ, হনুস্তম্ভ (চোয়াল বন্ধ), সন্ধি ও জানুর শিথিলতা, শুষ্ক কাস, বমি, রোমহর্ষ (রোমাঞ্চ), দন্তহর্ষ (দাঁত শিড়িশিড়ি করণ অর্থাৎ অম্ল ভক্ষণ দ্বারা দন্তের যেরূপ ভাব উপস্থিত হয়), শ্রম, ভ্রম, মূত্রনেত্রাদির অরুণ বর্ণতা, তৃষ্ণা, প্রলাপ ও গাত্রের উষ্ণতা, বাতজ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ২—৫

বাতজ্বর-চিকিৎসা—বাত-জ্বরিত ব্যক্তিকে ছয় দিন অতীত হইলে অর্থাৎ সপ্তম দিবসে লঘু অন্ন ভোজন করিতে দিবে। তৎপরে অর্থাৎ অষ্টম দিবসে অবস্থা বুঝিয়া পাচন কষায় বা শমনীয় কষায় পান করাইবে।

টীকা।—"আমাশয়স্থ সাম দোষ (অপক্ক দোষ) রসমার্গকে আবৃত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই জন্যই জ্বরে লঙ্ঘন (উপবাস) দেওয়া অতি আবশ্যক" এই বচন হেতু সাধারণতঃ জ্বররোগির আরোগ্য দর্শন পর্য্যন্ত লঙ্ঘনাভিধান থাকায় বাতজ্বরির লঙ্ঘন বিধানে যে বিশেষ আছে, তাহাই চরক বলিয়াছেন—"জ্বরিত ব্যক্তিকে (বাতজ্বরাক্রান্ত রোগিকে) ছয় দিন অতীত হইলে অর্থাৎ সপ্তম দিনে লঘু-অন্ন ভোজন করিতে দিবে" ইত্যাদি।

লঙ্ঘনবিষয়ে সুশ্রুতও বলিয়াছেন—বাতিক জ্বরে সপ্তরাত্র ব্যতীত হইলে, পৈত্তিক জ্বরে দশরাত্র ব্যতীত হইলে এবং শ্লৈষ্মিকজ্বরে দ্বাদশরাত্র ব্যতীত হইলে ভেষজ (মুখ্য কষায়) প্রয়োগ করিবে।

লঙ্ঘন বিষয়ে যে সহিষ্ণুতা, তাহা দোষেরই শক্তি অর্থাৎ দোষের বলেই লোকে লঙ্ঘন করিতে (উপবাস দিতে) সমর্থ হয়। দোষের ক্ষয় হইলে কেহই অধিক লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে না।

টীকা।—যদি বল—"অন্নই প্রাণিগণের প্রাণ এই শ্রুতি (বেদ বাক্য),সেই অন্ন বিনা প্রাণিগণ কি প্রকারে বাঁচিয়াথাকিবে? সেই জন্যই বলা হইয়াছে যে, "লঙ্ঘন বিষয়ে যে সহিষ্ণুতা, তাহা দোষেরই শক্তি" ইত্যাদি।

কফ ও পিত্ত দ্রবধাতু, ইহারা অধিক লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে, কিন্তু বায়ু আমক্ষয়ের পর ক্ষণকাল মাত্রও লঙ্ঘন সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। (এবিষয় পূর্ব্বে বিশেষরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে) ॥ ৬—৯

দশমূলাদি ক্বাথ—বিল্ব, গাম্ভারী, পারুল, শোনা পাঠা, গণিয়ারি, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলে, শালপানি, রাস্না, পিপুল, পিপুলমূল, কুড়, শুঁঠ, চিরতা, মুতা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, বালা, দ্রাক্ষা, দুরালভা ও গুল্‌ফা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতজ্বর ও তদুপদ্রব সকল বিনষ্ট হয়। ইহা সর্ব্বযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ বলিয়া জানিবে ॥ ১০—১২

বৃহৎ পঞ্চমূলী কষায়—ত্রিশতী (গাম্ভারী), গণিয়ারি, বিল্ব, শোনা ও পারুল, ইহাদের মূলের ছালের ক্বাথ পান করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হয়।

টীকা।—সুশ্রুতও বলিয়াছেন—বাতিক জ্বরে পঞ্চমূলী কষায় পান করাইবে। পঞ্চমূলী শব্দে এস্থলে বৃহৎ পঞ্চমূল বুঝিতে হইবে ॥ ১৩

কিরাতাদি ক্বাথ—চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপানি, চাকুলে ও বিল্ব (পাঠান্তর শুঁঠ) ইহাদের ক্বাথ বাতজ্বর নাশক। গুলঞ্চ, পিপুলমূল ও শুঁঠ, ইহাদের পাচন অথবা ইন্দ্রযবের পাচন বাতজ্বরের সপ্তম দিবসে পান করিতে দিবে ॥ ১৪—১৫

শুণ্ঠ্যাদি ক্বাথ—শুঁঠ, গুলঞ্চ, পিপুলমূল, ইহাদের পাচন বাতজ্বরনাশক। ধনে, দেবদারু, কণ্টকারী ও শুঁঠ ইহাদের পাচনও বাতজ্বরে মনোরম ॥ ১৬

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ—বিল্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূল (বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি) এবং বেড়েলা, রাস্না, কুলত্থ কলাই ও পুষ্কর (অভাবে কুড়) ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতজ্বর এবং শিরঃকম্প ও পর্ব্বভেদ (পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবৎ বেদনা) প্রশমিত হয় ॥

কণাদি ক্বাথ—কণা (পিপুল), রসুন, গুলঞ্চ, আতইচ, কণ্টকারী, নিসিন্দা, চিরতা ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতজ্বর, কফজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠাবরোধ, হৃদয়াবরোধ, রোমাঞ্চ স্বেদ, শৈত্য ও মোহ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮—১৯

কল্পতরুরস—শোধিত পারদ গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক দুই দুই তোলা, বিশোধিত মনঃশিলা দুই তোলা, সোহাগার খৈ দুই তোলা, শুঁঠ চারিতোলা, পিপুল চারি তোলা, মরিচ কুড়ি তোলা। বিষ হইতে মরিচ পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলিকে শিলায় বিচূর্ণিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। সেই চূর্ণ এবং পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়া খলে দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। ইহা কল্পতরু নামে অভিহিত। ইহার কল্পতরু নামটি অন্বর্থ অর্থাৎ কল্পতরুর যেমন গুণ, এই শ্রেষ্ঠ রসেরও তেমনি গুণ। কল্পতরুর সেবন মাত্রা এক কুঁচ। আদার রসের সহিত ইহা ভক্ষিত হইলে বাতশ্লেষ্মসম্ভূত জ্বর বিনষ্ট করে। ইহা সেবনে শ্বাস, কাস, মুখ প্রসেক, শৈত্য, অগ্নিমান্দ্য ও বিসূচী নাশ হয়। ইহার নস্য লইলে কফবাতজ শিরঃপীড়া, প্রবল মোহ (মূর্চ্ছা), প্রলাপ ও ক্ষবথুগ্রহ (হাঁচী বিবদ্ধতা) দূর হইয়া থাকে। বাতজ্বরে সাধারণ জ্বর চিকিৎসোক্ত মহাজ্বরাঙ্কুশও প্রদেয় ॥ ২০—২৪

ত্রিপুর-ভৈরব রস—বিষ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, এবং মারিত তাম্র ৫ ভাগ ও হিঙ্গুল ৬ ভাগ, এই সকল দ্রব্য আদার রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম ত্রিপুর ভৈরব রস। ইহা জ্বরকে উদ্দলিত করিয়া থাকে ॥ ২৫

জঙ্ঘা-পার্শ্ব ও অস্থি শূলান্বিত বাতশ্লেষ্মজ্বরে এবং পীনস-শ্বাস ও বাধির্য্য রোগে স্বেদবিধানবিৎ ভিষক্ যথাবৎ স্বেদ প্রয়োগ করিবেন। স্বেদ স্রোতঃ সকলকে কোমল করিয়া, অগ্নিকে স্বস্থানে আনিয়া এবং বায়ু ও কফের স্তব্ধতাকে দূর করিয়া জ্বরকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ২৬। ২৭

বালুকাস্বেদ—বালুকা খোলায় ভাজিয়া বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবন্ধন পূর্ব্বক কাঞ্জীতে সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত পীড়া, মস্তকশূল ও অঙ্গভঙ্গাদি (গাত্রকুট্টনাদি) নিবারিত হয়। কম্পে, শিরোব্যথায়, হৃদয়ব্যথায় ও গাত্রব্যথায়, জড়তায়, পাদসুপ্ততায়, পিণ্ডিকার উদ্বেষ্টনে (পায়ের ডিমের মোচড়ানবৎ ব্যথায়),অঙ্গের অবসাদে, হনুস্তম্ভে ও লোমহর্ষে স্বেদ প্রশস্ত ॥ ২৮। ২৯

কবল—টাবালেবুর কেশরোজ্ঝ-রসে সৈন্ধবলবণ ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মুখে তাহার কবল ধারণ

করিলে বাতশ্লেষ্মজ মুখরোগ, মুখশোষ, মুখের জড়তা ও অরুচি বিনষ্ট হয়। কণ্ঠ-ওষ্ঠ ও মুখশোষে এই কবল করণীয়। অন্তর্বচন—শর্করা ও দাড়িম্বের কল্ক,তথা দ্রাক্ষা ও দাড়িমের কল্ক মুখে ধারণ করিলে মুখের শোষ ও বিরসতা বিনষ্ট হয়। দ্রাক্ষা ও আমলকীর কল্ক ঘৃতাক্ত করিয়া মুখে নিক্ষেপ করিবে। এবং তদ্দারা মুখভ্যন্তর ঘর্ষণ করিয়া প্রতিসারণ করিবে (অঙ্গুলি দ্বারা জিহ্বাদিতে সেই কল্ক ঘর্ষণ করিবে)। ইহাদ্বারা তালু ও গলাভ্যন্তরজাত রোগ ও শোষ প্রশমিত হয়, মুখ সুরস হয় এবং ভোজনে রুচি জন্মে॥ ৩০—৩৩

নিদ্রানাশের নিদান—নাবন (নস্য), লঙ্ঘন (উপবাস), চিন্তা, ব্যায়াম, শোক, ভয় ও ক্রোধ এই সকল কারণ উপস্থিত হইলে এবং শ্লেষ্মার অতিক্ষয় হইলে নিদ্রার নাশ হইয়া থাকে॥ ৩৪

নিদ্রানাশের চিকিৎসা—সিদ্ধি ভাজিয়া এবং তাহা চূর্ণ করিয়া রাত্রিকালে মধুর সহিত খাইবে। তাহাতে নিদ্রানাশ দূর হইবে। অতিসারে গ্রহণীরোগে ও অগ্নিমান্দ্যেও ইহা হিতকর। পিপুলমূলের চূর্ণ গুড়ে আলোড়িত করিয়া তাহা লেহন করিলে চিরকালের বিনষ্ট-নিদ্রা পুনরাগত হয়। কাকজঙ্ঘার মূল অথবা কাকমাচীর মূল মস্তকে বান্ধিয়া রাখিলে, কিংবা কাকমাচীর ত্বক্ ও মূল সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয়। কাকমাচীর মূল সূত্রে বান্ধিয়া নিত্য মস্তকে ধারণ করিলে নষ্টনিদ্র ব্যক্তি শীঘ্রই নিদ্রা প্রাপ্ত হয়, ইহা সিদ্ধ ঔষধ। নষ্টনিদ্র ব্যক্তি দুগ্ধ, মদ্য,মাংসরস ও দধি সতত খাইবে এবং অভ্যঙ্গ,উদ্বর্ত্তন, স্নান, মূর্দ্ধতর্পণ, কর্ণতর্পণ ও নেত্রতর্পণ করিবে। মনোরম স্ত্রীর বাহুলতা দ্বারা আলিঙ্গন, নির্বৃত্তি (কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চিন্ততা), কৃতকৃত্যতা এবং মনের অনুকূল বিষয় সকল যথাভিলাষ নিদ্রাসুখ প্রদান করে। মাংসরসে, শাকে, সূপে, ঘৃতে, যূষে ও দুগ্ধে পলাণ্ডু উপযোজিত করিয়া খাইলে আশু নিদ্রা উপস্থিত হয়। ইক্ষুবিকার (গুড়াদি), পুঁইশাক, মাষকলাই, সুরা, মাংসরস, দুগ্ধ, গোধূম, তিল ও মৎস্য এই সকল দ্রব্য মানবের নিদ্রাজনক॥ ৩৫—৪২

দারুষট্‌ক লেপ—(শূলাধানে)—দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুল্‌ফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ এই ছয়টিদ্রব্য গোঁড়া লেবুর রসে পেষিত এবং অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া সুখোষ্ণাবস্থায় উদরে প্রলেপ দিলে উদরের বেদনা ও আধ্মান প্রশমিত হয়॥ ৪৩

কর্ণশূলে তৈল—পিপুল, হিঙ্গু, বচ ও লশুনের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া তাহা তপ্ত তপ্ত কর্ণে দিলে কর্ণের ধ্বনি ও ব্যথা প্রশমিত হয়।

শুষ্ককাসে যোগ—পিপুল, সুগন্ধি বচ ও যমানী পানের সহিত মুখে ধারণ করিলে শুষ্ককাস নিবারিত হয়॥ ৪৪। ৪৫

অন্নপ্রদান ব্যবস্থা—পরিশ্রম-উপবাস ও বায়ুজনিত জ্বরে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন হিতকর। বাতজ্বরে মলবন্ধ থাকিলে দ্রাক্ষা ও আমলকীর সহিত মুগের যূষপাক করিয়া তাহা খাইতে দিবে। বস্তিদেশে পার্শ্বদেশে ও মস্তকে বেদনা থাকিলে রক্তশালিতণ্ডুলের পেয়া পাক করিয়া খাওয়াইবে, অথবা গোক্ষুর ও কণ্টকারীর ক্বাথে পেয়া পাক করিয়া সেই জ্বরহরী পেয়া খাইতে দিবে। জ্বরে কাস শ্বাস ও হিক্কা থাকিলে পঞ্চমূলীর কষায়ে পেয়া পাক করিয়া তাহা পান করাইবে॥ ৪৬। ৪৭

ইতি বাতজ্বরাধিকার।

পিত্তজ্বরাধিকার।

পিত্তজনক আহার বিহার দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করত তত্রত্য আমরসকে দূষিত এবং কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। পিত্তজ্বরের সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট কারণ কথনপূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে। যথা—পিত্তজনক আহারবিহার দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া ইত্যাদি, যদি বল—পিত্ত পঙ্গুপদার্থ (স্বয়ং অচল বস্তু), সেই পঙ্গু-পিত্ত কি প্রকারে কোষ্ঠে গমন করিয়া কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয়? উত্তর—শাস্ত্রে উক্ত আছে—পিত্ত পঙ্গু, কফ পঙ্গু, মল ধাতু সকলও পঙ্গু, ইহারা বায়ু কর্ত্তৃক যেখানে নীত হয়, সেইখানেই নিজ ক্রিয়া প্রদর্শন করে, যেমন মেঘ বায়ুকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া স্থানে স্থানে বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জানিবে অর্থাৎ বায়ু সহায়ে পিত্ত কোষ্ঠে গমন করিয়া তত্রত্য অগ্নিকে বহির্নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়। যদি বল—পিত্তজনক আহার বিহারে পিত্তই কুপিত হয়, বায়ু কুপিত হয় না, তবে অকুপিত বায়ু, কুপিত পিত্তের কেন সাহায্য করিবে? এই জন্যই বলা হইতেছে যে, শাস্ত্রে উক্ত আছে—কোন দ্রব্য এক রস নহে, অর্থাৎ দ্রব্য মাত্রেই মধুরাদি অনেক রস থাকে, তবে যে রসের আধিক্য থাকে, সেই রসই উল্লেখ যোগ্য হয়। আবার কোন রোগও এক দোষজ নহে। রোগারম্ভক এক দোষ কুপিত হইয়া তাহা অন্য দোষ সকলকেও কুপিত করিয়া থাকে। অতএব জ্বরোৎপাদক কুপিত পিত্ত বায়ু প্রভৃতিকেও কুপিত করে, সেই জন্য বায়ু পিত্তের সাহায্য করিয়া থাকে ইতি। পিত্তজ জ্বরের পূর্ব্বরূপ

উক্ত হইয়াছে,—যথা ভাবি-পিত্তজ্বরে নয়নদ্বয়ের দাহ হয় এবং সেই দাহের পূর্ব্বেই শ্রমাদি সামান্য পূর্ব্বরূপ সকলও প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৪৮ ।

পিত্তজ্বরের লক্ষণ—তীক্ষ্ণবেগ, অতিসার, নিদ্রাল্পতা, বমি, কণ্ঠ-ওষ্ঠ-মুখ ও নাকের পাক (ঐ সকল স্থানে ক্ষত), ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখতিক্ততা, মূর্চ্ছা, দাহ, মদ, তৃষ্ণা এবং মল-মূত্র-নেত্রের পীতবর্ণতা ও ভ্রম পিত্ত-জ্বরে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

টীকা। "অতিসার"—পিত্ত সারকপদার্থ বলিয়া পিত্তজ্বরে দ্রবের সহিত মলনির্গম হয়, বস্তুতঃ তাহা অতিসার নহে, পিত্তজ্বরের উপদ্রব মাত্র। "বামক" পিত্ত যখন কফস্থানে গমন করে, তখনই বমি হয় জানিবে। "প্রলাপ"—অনর্থক বাক্য। "মূর্চ্ছা"—রূপাদির জ্ঞানাভাব। "মদ" পূগ (সুপারি)-কোদ্রব (কোদ্ধান্য) ও ধুতুরা ভক্ষণ জনিত মত্ততাবৎ। "ভ্রম"—চক্রারূঢ়ের ন্যায় জ্ঞান অর্থাৎ জগদ্ ঘূর্ণন বা গাত্রঘূর্ণন। মূলে "চ" শব্দের প্রয়োগে রক্তবর্ণ কোঠাদিও বুঝিবে ॥ ৪৯ । ৫০ ।

পিত্তজ্বরের চিকিৎসা—(সুশ্রুতোক্ত)—পৈত্তিক জ্বরে লঙ্ঘন দ্বারা দশরাত্র ব্যতীত হইলে রোগিকে ভেষজ (মুখ্যকষায়) সেবন করাইবে।

টীকা। "আমাশয়স্থ আমদোষ (অপক্কদোষ) রসমার্গকে আবৃত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, এই জন্যই জ্বরে লঙ্ঘন (উপবাস) দেওয়া অতি আবশ্যক।" এই শাস্ত্রীয় বচন হেতু সাধারণতঃ জ্বররোগির আরোগ্যদর্শন পর্য্যন্ত লঙ্ঘনাভিধান থাকায়, পিত্তজ্বরির লঙ্ঘন বিধানে যে বিশেষ আছে, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে—"পৈত্তিকজ্বরে দশরাত্র ব্যতীত হইলে" ইত্যাদি ॥ ৫১

তিক্তাদি ক্বাথ—তিক্তা (কট্‌কী), মুতা, যব, আকনাদি ও কট্‌ফল ইহাদের ক্বাথ চিনির সহিত পৈত্তিক জ্বরে পান করিতে দিবে। ইহা পৈত্তিক জ্বরের পাচন ॥ ৫২

পর্পটাদিক্বাথ—ক্ষেত্‌পাপড়া, বাসক, কট্‌কী, চিরতা, দুরালভা ও প্রিয়ঙ্গু ইহাদের ক্বাথ চিনির সহিত পান করিলে পিত্তজ্বর এবং তদুপদ্রব—পিপাসা, দাহ, পিত্ত ও রক্তদুষ্টি নিবারিত হয় ॥ ৫৩ । ৫৪

দ্রাক্ষাদিক্বাথ—দ্রাক্ষা, হরীতকী, মুতা, কট্‌কী, সোন্দাল ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের ক্বাথ পিত্তজ্বর নাশক। ইহা দ্বারা মুখশোষ, প্রলাপ, অন্তর্দ্দাহ, মূর্চ্ছা ও ভ্রম বিনষ্ট হয়, পিপাসা ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় ইহা ভেদক ॥ ৫৫ । ৫৬

পটোলাদিক্বাথ—পলতা, যব, ধনে ও মোথা ফল ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া খাইলে পিত্তজ্বর, দাহ ও অতি প্রবল তৃষ্ণা নিবারিত হয় ॥ ৫৭

গুড়ুচ্যাদি ক্বাথ—গুলঞ্চ ও আমলকী সংযুক্ত ক্ষেতপাপড়ার অথবা কেবল ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ্বর এবং তদুপদ্রব দাহ শোষ ও ভ্রম শীঘ্র প্রশমিত হয়। এক ক্ষেতপাপড়াই পিত্তজ্বর নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ, তাহার সহিত যদি আবার রক্তচন্দন, বেণার মূল ও বালা সংযুক্ত করিয়া ক্বাথ করা যায়, তাহা হইলে যে পিত্তজ্বরে কত উপকার পাওয়া যায়, তাহা আর কি বলিব ॥ ৫৮ । ৫৯

হ্রীবেরাদিক্বাথ—হ্রীবের (বালা), রক্তচন্দন, বেণামূল, মুতা ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে পান করিতে দিলে পিপাসা বমি জ্বর ও দাহ বিনষ্ট হয় ॥ ৬০

ভূনিম্বাদি ক্বাথ—ভূনিম্ব (চিরতা), আতইচ, লোধকাষ্ঠ, মুতা, ইন্দ্রযব, গুলঞ্চ, বালা, ধনে ও বেলশুঁঠ ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে মলভেদ, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত-জ্বর নিবারিত হয় ॥ ৬১

মহাদ্রাক্ষাদি ক্বাথ—দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্ম-কাষ্ঠ, মুতা, কট্‌কী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণার মূল, লোধকাষ্ঠ, ইন্দ্রযব, ক্ষেতপাপড়া, ফল্‌সা, প্রিয়ঙ্গু, দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, পলতা, চিরতা ও ধনে ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পিত্তসম্ভূত জ্বর এবং তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লম, মূর্চ্ছা, বমি, শূল, মুখশোষ, অরুচি, কাস, শ্বাস ও হৃল্লাস (বমনবেগ) নিশ্চয় প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬২—৬৫

ধান্যাক ক্বাথ—ধনের ক্বাথ একরাত্রি পর্য্যুষিত (বাসি) করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে তাহা চিনিসংযুক্ত করিয়া পান করিলে অন্তর্দ্দাহ পৈত্তিকজ্বর অচিরে প্রশমিত হয়। গুলঞ্চের শীতকষায় প্রাতঃকালে চিনি সংযুক্ত করিয়া খাইলে পৈত্তিক জ্বর বিনষ্ট হয়। সেই-রূপ বাসকের শীতকষায়ও পান করিলে কাস, রক্তপিত্ত ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৬।৬৭

গুড়ুচ্যাদিক্বাথ—গুলঞ্চ, চিরতা, বালা, বেণার মূল, লঘুমুস্তক (ক্ষুদ্র মুস্তক, কোন মতে লঘু অগুরু, এবং মুস্তক-মুতা), তেউড়ী, আমলকী, দ্রাক্ষা, বাসক ও ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের ক্বাথ মধু সংযুক্ত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে পিত্তজ্বর এবং তদুপদ্রব শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

পলাশের, কুলের বা নিম্বের কচি পল্লব কাঞ্জীতে পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে দাহ সংযুক্ত পিত্ত-জ্বর প্রশমিত হয়।

রোগিকে উত্তানভাবে শোয়াইয়া তাহার নাভির উপর তাম্র-কাংস্যাদির গভীর পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে বহল শীতল জলধারা পাতিত করিলে শীঘ্র দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়।

তিল তৈলের সহিত বা ঘৃতের সহিত অথবা মধুর সহিত হরীতকী কল্ক লেহন করিলে দাহজ্বর এবং কাস, রক্তপিত্ত, বীসর্প, শ্বাস ও বমি নিবারিত হইয়া থাকে।

কাঞ্জিকসিক্ত বস্ত্রদ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিলে দাহ নাশ হয়। অথবা গব্যতক্রে বস্ত্র সিক্ত করণানন্তর তাহা শীতলীকৃত করিয়া সেই বস্ত্র দ্বারাও গাত্র আবৃত করিলে দাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৮—৭৩

কবল—দ্রাক্ষা ও আমলকীর কল্ক দ্বারা কিংবা পক্ব দাড়িমবীজ দ্বারা, অথবা ধনের কল্ক দ্বারা কবল করিলে পিত্তজ্বরে উপকার পাওয়া যায়॥ ৭৪

তর্পণ - দাহার্ত্ত, কম্পান্বিত, ক্ষীণ, নিরন্ন ও তৃষ্ণার্ত্ত জ্বররোগিকে খৈএর ছাতুর তর্পণ চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। (সন্তর্পণের স্বরূপ সাধারণ জ্বর চিকিৎসায় উক্ত হইয়াছে)। পৈত্তিকজ্বরে রোগিকে মুদ্গযূষ সহ অন্ন চিনি সংযুক্ত করিয়া পথ্য দিবে। শুভ্রমেঘসঙ্কাশ শশাঙ্ককরশীতল মলয়োদক-সংসিক্ত প্রাসাদে পিত্তজ্বরী শয়ন করিবে। হারাবলী-চন্দনে সুশীতল সুগন্ধপুষ্পাম্বরে ভূষিতনিতম্বিনী কামিনীগণের পীনপয়োধরের আলিঙ্গন আশু দাহ নাশ করে। যখন বুঝিবে সেই কামিনীগণের সংস্পর্শে রোগির আহ্লাদ জন্মিয়াছে অর্থাৎ মৈথুনস্পৃহা উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সেই সকল কামিনীকে তাহার নিকট হইতে অপসৃত করিবে। অপসারণানন্তর তাহাকে হিতকর অন্ন ভোজন করাইবে। তাহার পক্ষে মৈথুন বিধেয় নহে। প্রফুল্লকমলশোভিতবাপী (দীর্ঘিকা), মনোহর জলযন্ত্র গৃহ (ফোয়ারা বিশিষ্ট গৃহ) এবং চন্দনদিগ্ধাঙ্গী কামিনী ইহারা দাহদৈন্য নাশক॥ ৭৫-৭৯

ইতি পিত্তজ্বরাধিকার।

শ্লেষ্মজ্বরাধিকার।

শ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করতঃ তত্রত্য আমরসকে দূষিত এবং কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। শ্লেষ্মজ্বরের সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট নিদান-কথন পূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে। "যথা শ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া" ইত্যাদি। শ্লেষ্মা পঙ্গু হইয়াও যে কি প্রকারে কোষ্ঠে গমন করিয়া তত্রত্য অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করে, তাহার সিদ্ধান্ত পিত্তের সিদ্ধান্তের ন্যায়ই জানিবে। শ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বরূপ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যথা ভাবিশ্লেষ্মজ্বরে অন্নে অরুচি হয়, এবং পূর্ব্বেই শ্রমাদি সামান্য পূর্ব্বরূপ সকলও প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৮০

শ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ—স্তৈমিত্য, স্তিমিত বেগ, আলস্য, মুখের মধুরতা, মল-মূত্র ও নেত্রের শুক্ল বর্ণতা, স্তম্ভ, তৃপ্তি, গৌরব, শীত, উৎক্লেদ, রোমাঞ্চ, অতি নিদ্রতা, প্রতিশ্যায়, অরুচি ও কাস এই সকল লক্ষণ শ্লেষ্ম জ্বরে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

টীকা। "স্তৈমিত্য"—আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা শরীরের অবগুণ্ঠিতত্ববৎ প্রতীতি। "স্তিমিত বেগ" জ্বরের মন্দবেগ। "আলস্য" সামর্থ্য থাকিতেও কর্ম্মে অনুৎসাহ। "স্তম্ভ"—অঙ্গের অনম্রতা। "তৃপ্তি"— ভোজন সামর্থ্য থাকিলেও অন্নে অনভিলাষ। "গৌরব" গাত্রের গুরুতা। "শীত" গাত্রে শীতলাগা। "উৎক্লেদ" বমনোপস্থিতি। "অতিনিদ্রতা" নিদ্রাধিক্য। "প্রতিশ্যায়" নাসারোগ বিশেষ অর্থাৎ মুখনাসা হইতে জলস্রাব। "অরুচি" ভোজনে অনিচ্ছা। মূলে "চ" শব্দের প্রয়োগ থাকায় শীতপিড়কা, মুখপ্রসেক, বমি, তন্দ্রা, হৃদয়োপলেপ (কফদ্বারা হৃদয়ের লিপ্তত্ব), উষ্ণাভিলাষ ও অগ্নিমান্দ্য এই লক্ষণ গুলিও কফজ্বরে উপস্থিত হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যেহেতু উক্ত আছে কফজ্বরে মুখপ্রসেক, শীতপিড়কা, বমি, তন্দ্রা, উষ্ণকামিতা, কফদ্বারা হৃদয়ের লিপ্তত্ব ও অগ্নির মন্দতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৮১।৮২

কফজ্বরের চিকিৎসা—(সুশ্রুতোক্ত) কফজ্বরে লঙ্ঘণ দ্বারা দ্বাদশরাত্র অতিক্রান্ত হইলে রোগিকে ভেষজ (মুখ্যকষায়) সেবন করাইবে। কফজ্বরে পিপ্পল্যাদিগণের কষায় রসের পরিপাচক॥ ৮৩

পিপ্পল্যাদি ক্বাথ—পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, চিতা, চৈ, রেণুক, এলাইচ, যমানী, শ্বেতসর্ষপ, হিঙ, বামুনহাটী, আকনাদি, ইন্দযব, জীরা, মহানিম্ব (ঘোড়ানিম), বচ, মূর্ব্বা, আতইচ, কট্কী ও বিড়ঙ্গ এই পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথ কফমারুত নাশক, গুল্ম-শূল-জ্বর-হর, অগ্নিদীপক ও আম পাচক॥ ৮৪—৮৬

পিপ্পল্যবলেহ—পিপুলের কল্ক মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে কাস-শ্বাস-জ্বর-প্লীহা ও হিক্কা নিবারিত হয়। ইহা বালকগণের বিশেষ হিতকারী ঔষধ॥ ৮৭।

চতুর্ভদ্রিকাবলেহ—পিপুল ও ত্রিফলা এই চারিটী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া তাহার কল্ক মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিতে দিলে জ্বররোগী কাসরোগী ও শ্বাসরোগী আরোগ্য লাভ করে॥ ৮৮।

চতুর্ভদ্রিকাবলেহ (দ্বিতীয়)—কট্ফল, পোষ্কর (অভাবে কুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল এই চারিটি দ্রব্যের কল্ক মধুসহ লেহন করিলে কাস-শ্বাস-জ্বর ও কফ বিনষ্ট হয়॥ ৮৯

অষ্টাঙ্গাবলেহ—কট্‌ফল, পৌষ্কর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) এই আটটি দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহা মধুর সহিত বা আদার রসের সহিত লেহন করিলে কফজ্বর, কাস, শ্বাস, অরুচি, বমি, হিক্কা, শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রশমিত হয়॥ ৯০। ৯১

নিগুণ্ডীক্বাথ—কফজ্বরে জত্মাদ্বয়ের বল ক্ষীণ ও কর্ণ পিহিত হইলে (কর্ণে তালা ধরিলে) নিসিন্দা পত্রের ক্বাথে অধিক মাত্রায় পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে॥ ৯২

যমান্যাদিকাথ—যমানী, পিপুল, বাসক ও খাখস বল্কল (পোস্তঢেঁরীর ছাল) ইহাদের ক্বাথ কাসে শ্বাসে ও কফজ্বরে প্রয়োগ করিবে॥ ৯৩

বাসাদি ক্বাথ—বাসক, কণ্টকারী ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে জ্বর-কাস বিনষ্ট হয়।

মরিচাদি ক্বাথ—মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতা, কট্‌ফল, কুড়, সুগন্ধিবচ, হরীতকী, কণ্টকারীমূল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কফসম্ভূতজ্বর এবং তদুপদ্রব বিনষ্ট হয়।

কফ-বাত-ব্যাধি হরণে সমর্থ বলিয়া বাতাধিকারোক্ত কল্পতরুরস শ্লেষ্মজ্বরে প্রয়োগ করিবে॥ ৯৪। ৯৫

কবল—সৈন্ধবলবণ ত্রিকটু ও রাই, আদার রসের সহিত ইহাদের কবল করিলে কফে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অন্ন—কফ সমুত্থিত জ্বরে মুগের যূষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে॥ ৯৬

ইতি শ্লেষ্মজ্বরাধিকার।

বাতপিত্তজ্বরাধিকার।

বাতপিত্তকর আহার বিহার দ্বারা বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করে এবং তত্রত্য আমরসকে দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। বাতপিত্তজ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথন পূর্ব্বক সংপ্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা—বাতপিত্তজনক আহার বিহার দ্বারা বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া ইত্যাদি॥ ৯৭

বাতপিত্তজ্বরের পূর্ব্বরূপ—ভাবি-বাতজ্বরের ও ভাবি-পিত্তজ্বরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে পূর্ব্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই মিলিত হইয়া বাতপিত্তজ্বর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৯৮

বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, নিদ্রানাশ, শিরোবেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, তমঃ (অন্ধকার দর্শন), পর্ব্বভেদ (পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবদ্ বেদনা অর্থাৎ সন্ধি ব্যথা) ও জৃম্ভা এইগুলি বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ॥ ৯৯

বাতপিত্তজ্বরের চিকিৎসা—বাতপিত্তজ্বরে চারিদিন লঙ্ঘন দিয়া পঞ্চম দিবসে ঔষধ (মুখ্যকষায়) পান করিতে দিবে।

কিরাতাদিক্বাথ—চিরতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী ও শঠী ইহাদের ক্বাথ গুড়সংযুক্ত করিয়া বাতপিত্ত জ্বরে পান করিবে॥ ১০০

পঞ্চভদ্রক্বাথ—গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, চিরতা ও শুঁঠ এই পাঁচটি দ্রব্যের ক্বাথ, বাতপিত্তজ্বরে পান করিতে দিবে। ইহা পঞ্চভদ্রক্বাথ নামে অভিহিত, এই ক্বাথ বাতপিত্তজ্বরে শুভকর॥ ১০১

ত্রিফলাদি ক্বাথ—ত্রিফলা, শিমুলছাল, রাস্না, সোন্দাল ও বাসকছাল (পাঠান্তরে ফল্‌সা) ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতপিত্তজ্বর আশু বিনষ্ট হয়॥ ১০২

মধুকাদি হিম—যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, মৌল, চন্দন, নীলোৎপল, গাম্ভারীফল, লোধ, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, ফল্‌সা ও মৃণাল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ রাত্রিতে জলে নিক্ষেপ করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেই জল ছাকিয়া তাহাতে চিনি মধু ও খৈ-চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে বাতপিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরুচি, ভ্রম ও রক্তপিত্ত দূরীভূত হয়।

টীকা। যষ্টিমধু হইতে মৃণাল পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্যের পরিমাণ দুই পল। ঐ দুইপল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া রাত্রিতে ছয়পল জলে ভিজাইয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রাতঃকালে তাহাতে চিনি মধু ও খৈ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইবে এই মধুকাদি হিম দাহে প্রযোজ্য॥ ১০৩—১০৫

অন্ন—আমলকীর সহিত মুগের যূষ পাক করিয়া তাহা বাতপিত্তজ্বরে পান করিতে দিবে। মহাদাহে ছোলার যূষ প্রদান করিবে। আমলকীর সহিত মুগের যূষ পাক করিয়া তাহাতে দাড়িমের রস দিয়া সেই যূষ বাতপিত্তজ্বরে রোগিকে খাইতে দিবে। মুগ এবং কারবেল্লাদি দ্রব্য সকল (করলা উচ্ছে প্রভৃতি দ্রব্য সকল) কফপিত্তহর, বাতপিত্তোল্বণ জ্বরে ঐ সকল দ্রব্য প্রায়ই প্রদেয় নহে, যদি প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা জ্বরবিষ্টব্ধতা-শূল ও উদাবর্ত্ত উপস্থিত হয়॥ ১০৬। ১০৭

ইতি বাতপিত্তজ্বরাধিকার।

বাতশ্লেষ্মজ্বরাধিকার।

বাতশ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয়নামক স্থানে গমন করে, এবং তত্রত্য আমরসকে দূষিত এবং কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। বাতশ্লেষ্মজ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথন পূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা—বাতশ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া—ইত্যাদি॥ ১০৮

বাতশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বরূপ—বাতজ্বরের ও শ্লেষ্মজ্বরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে পূর্ব্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই মিলিত হইয়া বাতশ্লেষ্মজ্বরে প্রকাশিত হয়॥ ১০৯

বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ—স্তৈমিত্য, পর্ব্বভেদ, নিদ্রা, গৌরব, শিরোবেদনা, প্রতিশ্যায়, কাস, স্বেদের সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তি, সন্তাপ ও মধ্যবেগ, এইগুলি বাত-শ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

টীকা। "স্বেদাপ্রবর্ত্তন" স্বেদের (ঘর্ম্মের) সর্ব্বতোভাবে প্রবর্ত্তন। যথা হারীত বলিয়াছেন—শিরোবেদনা, স্বেদভব ও কাস, এইগুলি বাতশ্লেষ্মজ জ্বরের লক্ষণ। স্বেদভব—স্বেদোৎপত্তি। যদি বল—স্বেদ পিত্তের ধর্ম্ম, এই জন্যই পিত্তজ্বরে কণ্ঠ-ওষ্ঠ-মুখ ও নাকের পাক হয় এবং ঘর্ম্ম হয়; কিন্তু বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদের অতি প্রবৃত্তি কেন হইবে? উত্তর—কার্ত্তিক এবিষয়ে এই মীমাংসা করেন—বিকৃতিবিষমসমবায়ারব্ধ হেতু বাতশ্লেষ্মজ্বরে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহের কারণ কি? প্রকৃতিসমসমবায়ের এবং বিকৃতিবিষম সমবায়ের এই অর্থ—প্রকৃতির অর্থাৎ হেতুভূত প্রকৃতির সম (অর্থাৎ কারণের অনুরূপ) যে সমবায় অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবসম্বন্ধ, তাহাই প্রকৃতিসম-সমবায়। অর্থাৎ কারণানুরূপ কার্য্য ইতি যাবৎ। যথা—প্রকৃত-শুক্লতন্তু দ্বারা অর্থাৎ যথাস্থিত-শুক্লবর্ণ সূত্রসমূহদ্বারা (সমবায় কারণদ্বারা) প্রস্তুত যে বস্ত্র, তাহা শুক্লবর্ণই হইয়া থাকে। তদ্বৎ প্রকৃত কেবল বাতকর্ত্তৃক বা কেবল পিত্তকর্ত্তৃক অথবা কেবল কফকর্ত্তৃক উৎপাদিত যে জ্বর তাহা বাতাদির উচিত ধর্ম্মদ্বারাই (কম্প বেগাধিক্য ও স্তৈমিত্যাদি লক্ষণ সমূহ দ্বারাই) সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ কেবল বাতদ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা কম্পাদিদ্বারা; কেবল পিত্তদ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা বেগাধিক্যাদি দ্বারা এবং কেবল কফদ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা স্তৈমিত্যাদি দ্বারা সংযুক্ত হইয়া থাকে। বিকৃতি বিষমসমবায়, যথা—বিকৃতির অর্থাৎ হেতুভূত প্রকৃতির বিষম (কারণের অননুরূপ) যে সমবায় অর্থাৎ কার্য্যের কারণে সম্বন্ধ তাহাই বিকৃতি বিষমসমবায় অর্থাৎ কারণের অননুরূপ কার্য্য। যথা—হরিদ্রা ও চূর্ণ (চুণ) পরস্পর সংযোগদ্বারা বিকৃত-ভাবাপন্ন হইলে তদ্দ্বারা বিষমবর্ণ অর্থাৎ কারণের অননুরূপ লোহিতবর্ণ জন্মে। সেইরূপ সংযোগদ্বারা বিকৃত-ভাবাপন্ন হেতুভূত যে বাতশ্লেষ্মা, সেই বাতশ্লেষ্মদ্বারা বিষম অর্থাৎ কারণের অননুরূপ স্বেদের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত॥ ১১০

বাতশ্লেষ্মজ্বরের চিকিৎসা—বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগিকে আটদিন লঙ্ঘন দেওয়াইয়া নবম দিবসে ঔষধ প্রদান করিবে॥ ১১১

পঞ্চকোল—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ ইহারা দীপনীয় বর্গ। ইহাদের ক্বাথ বাতশ্লেষ্মজ্বর নাশক। প্রায় তাবৎ পাচনেরই দ্রব্য পরিমাণ দুইতোলা, কিন্তু এই পাচনোক্ত দ্রব্য পাঁচটির পরিমাণ সমষ্টি এক কোল অর্থাৎ একতোলা এই জন্য ইহা পঞ্চকোল নামে অভিহিত হয়। এই পঞ্চকোল-পাচন—তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, আমপাচক, অগ্নিদীপক এবং কফ-দাহ-গুল্ম-প্লীহোদর-আনাহ ও শূলনাশক। ইহা পিত্ত প্রকোপক॥ ১১২। ১১৩

দ্বিতীয় কিরাতাদিক্বাথ—কিরাত (চিরতা), বিশ্ব (শুঁঠ, অথবা বিশ্বা-আতইচ), গুলঞ্চ, কণ্টকারী, বৃহতী, পিপুল মূল, রসুন ও নিসিন্দা ইহাদের ক্বাথ সত্বর বাতশ্লেষ্মসম্ভূত জ্বর বিনষ্ট করে॥ ১১৪

পিপ্পল্যাদি ক্বাথ—বাতশ্লেষ্মজ্বরী পিপ্পল্যাদি গণের ক্বাথ পান করিবে। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ইহার তুল্য আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই॥ ১১৫

বৃহৎ পিপ্পল্যাদি ক্বাথ—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, বচ, আতইচ, কৃষ্ণজীরা, আক্‌নাদি, কুড়চী, রেণুক, চিরতা, মূর্ব্বা, শ্বেতসর্ষপ, মরিচ, কট্‌ফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী (অথবা কাট আমলা), আকন্দমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, রাস্না, দুরালভা, বনযমানী, যমানী, শোনা ও হিঙ্গু এই ঊনত্রিংশটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া ক্বাথ করিবে। এই ক্বাথ বাতশ্লেষ্ম-জ্বরনাশক। ইহা সেবনে বাত, শীত, প্রস্বেদ (ঘর্ম্ম), অতি কম্প, প্রলাপ, অতিনিদ্রা, রোমাঞ্চ ও অরুচি বিনষ্ট হয়। মহাবাতে, অপতন্ত্রে, সর্ব্বাঙ্গ-শূন্যত্বে এবং জ্বরে এই পিপ্পল্যাদি-মহাক্বাথ সর্ব্বত্র পূজিত॥ ১১৬—১২১

দশমূলীক্বাথ—দশমূলী অর্থাৎ বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের মূলের ছালের ক্বাথ করিয়া এবং সেই ক্বাথে কিছু অধিক পরিমাণে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বাতশ্লেষ্মজ্বরে পান করিবে ইহা

দ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বর, অবিপাক, নিদ্রা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়॥ ১২২

পিপ্পলীক্কাথ—দুইতোলা পিপুল অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ—অনভিষ্যন্দী, অগ্নিদীপক এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর ও প্লীহানাশক॥ ১২৩

সূর্য্যশেখর রস—পারদ একভাগ, সোহাগার খৈ একভাগ, গন্ধক একভাগ, খোসাবর্জ্জিত জয়পাল দুই ভাগ, সৈন্ধব একভাগ, মরিচ একভাগ, তেঁতুলছালের ক্ষার একভাগ, চিনি একভাগ এই সকল দ্রব্য টাবালেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া দুইরতি পরিমাণে বটী করিবে। এই বটী উষ্ণজলের সহিত ভক্ষণ করিলে বাতশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়। রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যশেখর রস বাতশ্লেষ্মজ্বরে ও শীতজ্বরে প্রদেয়॥ ১২৪—১২৬

অধিক ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকিলে ভাজা কুলত্থ কলায়ের চূর্ণ গাত্রে উদ্ধূলন করিবে (মর্দ্দন করিবে)। ঘুঁটের ছাই এবং লবণের জীর্ণ মৃৎপাত্র চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ মর্দ্দন করিলেও স্বেদ বন্ধ হইয়া থাকে॥ ১২৭

মরিচাদি উদ্ধূলন—মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, লোধকাষ্ঠ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), চিরতা, কট্‌কী, কুড়, গন্ধশটী, লিঙ্গিকা (লতাবিশেষ, পঞ্চ গুরিয়া) ও শটী (গন্ধপলাশী) প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। স্রোতের ন্যায় গাত্র হইতে স্বেদনির্গম হইতে থাকিলে ঐ চূর্ণ উদ্ধূলন করিবে (গাত্রে লইবে)॥ ১২৮। ১২৯

ভূনিম্বাদি উদ্ধূলন—চিরতা, কালজীরে, কট্‌কী, বচ ও কট্‌ফল ইহাদের চূর্ণ স্বেদোদ্গমে সতত শ্রেষ্ঠ। স্বেদোদ্গমে পূর্ব্বোক্ত বালুকাস্বেদও প্রদেয়, শাস্ত্রে উক্ত আছে—পীনস-শ্বাস-বাধির্য্য-জঙ্ঘা-পার্শ্ব ও অস্থিশূলান্বিত বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদবিধানযুক্ত ঔষধ প্রদান করিবে॥ ১৩০। ১৩১

কবল—ছোলেঙ্গা লেবুর কেশর সৈন্ধব ও মরিচ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া মুখে কবল করিলে বাতশ্লেষ্ম জনিত মুখরোগ, মুখশোষ, মুখের জড়তা ও অরুচি বিনষ্ট হয়॥ ১৩২

অন্ন—বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথে অন্ন পাক করিয়া সেই অন্ন বাতশ্লেষ্মজ্বরে সপ্তম দিবসে পথ্য দিবে॥ ১৩৩

ইতি বাতশ্লেষ্মজ্বরাধিকার।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাধিকার।

পিত্তশ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে গমন করে এবং তত্রত্য রস দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথনপূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা—পিত্ত-শ্লেষ্মজনক আহার বিহার দ্বারা ইত্যাদি॥ ১৩৪

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বরূপ—ভাবি-পিত্তজ্বরের ও ভাবি-শ্লেষ্মজ্বরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে পূর্ব্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই মিলিত হইয়া পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ—মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা, তন্দ্রা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, মুহুর্দাহ ও মুহুঃশীত এই গুলি পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

টীকা। মুখের লিপ্ততা কফদ্বারা এবং তিক্ততা পিত্তদ্বারা হয়। "তন্দ্রা"—অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রত্ব। "মোহ"—মূর্চ্ছা॥ ১৩৫

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের চিকিৎসা—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে লঙ্ঘন দ্বারা নবদিন অতিক্রান্ত করিয়া দশমদিনে ঔষধ প্রদান করিবে॥ ১৩৬

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, রক্তচন্দন ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ পান করিবে। এই গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ আমপাচক, অগ্নিদীপক, এবং তৃষ্ণা-দাহ-অরুচি-বমি ও পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নাশক॥ ১৩৭

অমৃতাষ্টক—গুলঞ্চ, কট্‌কী, নিমছাল, পল্‌তা, মুতা, রক্তচন্দন, শুঁঠ ও ইন্দ্রযব, ইহাই অমৃতাষ্টক নামে অভিহিত। অমৃতাষ্টক-ক্বাথ পিপুল চূর্ণসহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, হৃল্লাস, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা ও দাহ বিনষ্ট হয়॥ ১৩৮। ১৩৯

কণ্টকার্য্যাদিক্বাথ—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুন-হাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, বাসক, চিরতা, রক্তচন্দন, মুতা, পল্‌তা ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর এবং দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাস ও শূল নিবারিত হয়॥ ১৪০। ১৪১

নাগরাদিক্বাথ—শুঁঠ, বেণামূল, বেলছাল, মুতা, ধনে, মোচরস ও বালা ইহাদের ক্বাথ—মল-সংগ্রাহক এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নাশক॥ ১৪২

কটুকীকল্ক—কট্‌কীর কল্ক ও চিনি এক কর্ষ পরিমাণে (দুইতোলা মাত্রায়) লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মসম্ভূত জ্বর প্রশমিত হয়॥ ১৪৩

টীকা। চরকের মতে—কট্‌কীকল্কের পরিমাণ ধারমাষা এবং চিনির পরিমাণ চারিমাষা এই ষোল-মাষা অর্থাৎ এক কর্ষ গ্রহীতব্য। কিন্তু বৃদ্ধ বৈদ্য ব্যবহারে কট্‌কী ও চিনি সমভাগেই অর্থাৎ কট্‌কী এক তোলা এবং চিনি এক তোলা গৃহীত হইয়া আসিতেছে॥ ১৪৩

বাসারস—পত্রপুষ্প-বর্জিত বাসক ছেঁচিয়া তাহার রস গালিত করিবে। সেই রস মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, রক্তপিত্ত ও কামলা প্রশমিত হয়।

টীকা। বাসকের রস অর্দ্ধপল পরিমিত (৪ তোলা) দেয়, মধু ও চিনি প্রত্যেক চারিমাষা প্রক্ষেপ্য ॥ ১৪৪

অন্ন—শুঁঠ ও পল্‌তার ক্বাথে অন্ন সংস্কৃত করিয়া তাহা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরিকে পথ্য দিবে। ইহা পিত্তশ্লেষ্মজ্বর-বহ্নি-দাহ ও কণ্ডুনাশক। অন্য বচন—পল্‌তা ও ধনের ক্বাথে মুদ্গাদির যূষ পাক করিয়া তাহা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরিকে সেবন করাইবে। ইহা পিত্তশ্লেষ্মজ্বর প্রশমক ॥ ১৪৫

ইতি পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাধিকার।

অথ সন্নিপাত-জ্বরাধিকার।

ত্রিদোষজনক আহার বিহার দ্বারা বায়ু পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করে এবং তত্রত্য আমরসকে দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। সন্নিপাতজ্বরের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট কারণ কথন পূর্ব্বক সম্প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা—ত্রিদোষজনক আহার বিহার দ্বারা—ইত্যাদি ॥ ১৪৬

সন্নিপাতজ্বরের পূর্ব্বরূপ—বাতজ্বরের, পিত্তজ্বরের ও কফজ্বরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে পূর্ব্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই মিলিত হইয়া সন্নিপাত জ্বরের পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ্বরের সাধারণ লক্ষণ—ক্ষণে ক্ষণে দাহ ও ক্ষণে ক্ষণে শীত, অস্থি সন্ধি ও শিরোদেশে বেদনা, নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ কলুষ রক্তবর্ণ ও নির্ভুগ্ন (বিস্ফারিত বা অতি কুটিল), কর্ণদ্বয়—শব্দ ও বেদনান্বিত, কণ্ঠ যেন শূকদ্বারা (যবধান্যাদির শুঁয়া দ্বারা) আবৃত, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা—পরিদগ্ধ (দগ্ধাঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ), খরস্পর্শ (গোজিহ্বা স্পর্শবৎ); অঙ্গের অতি শিথিলতা, কফমিশ্রিতরক্ত বা পিত্তের নিষ্ঠীবন, শিরোলুণ্ঠন, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, দীর্ঘকালের পর স্বেদ মূত্র ও পুরীষের অল্পনির্গম, শরীরের অনতিকৃশত্ব, নিরন্তর কণ্ঠকূজন, অঙ্গে শ্যাব-রক্ত বর্ণ কোঠের ও মণ্ডলের উৎপত্তি, অল্পবচনত্ব, কর্ণনাসাদিস্রোতের পাক, উদরের গুরুত্ব এবং বাতাদিদোষের বিলম্বে পরিপাক, সাধারণ সন্নিপাত জ্বরে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

টীকা। "সাস্রাক্ষ"—অশ্রুযুক্ত, "কলুষ"—অস্বচ্ছ, "নির্ভুগ্ন"—কৌটিল্যরহিত অর্থাৎ বিস্ফারিত, অথবা নির্ভুগ্ন—অতিকোটরগত; "শিরোলুণ্ঠন"—ইতস্ততঃ মস্তক সঞ্চালন, "শরীরের অনতিকৃশত্ব—"ব্যাধিস্বভাব হেতু হয়; "কোঠ"—বোল্‌তাদংশনজনিত শোথবৎ; "শ্যাব"—কপিশবর্ণ; "মূকত্ব"—অবচনত্ব বা অল্পবচনত্ব। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে,—বায়ু পিত্ত ও কফ, ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধগুণ, বিরুদ্ধগুণান্বিত বস্তু সকলের একত্র মিলিয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব। কারণ অগ্নি ও জলের ন্যায় তাহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্যের উপঘাতক অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে একটি যে কার্য্য করিতে উদ্যোগ করে, অপরটি সে কার্য্যের বাধা জন্মায়, সুতরাং বিরুদ্ধগুণান্বিত বস্তু সকল দ্বারা কোন একটি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। তজ্জন্যই এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, বিরুদ্ধগুণশালী বায়ু পিত্ত ও কফ, ইহারা একত্র মিলিয়া কিরূপে সান্নিপাতিকজ্বর উৎপাদন করে? এবিষয়ে দৃঢ়বল এই সমাধান করিয়াছেন যে, বাতাদি দোষ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ গুণান্বিত হইলেও সহজসাত্ম্যত্ব হেতু অর্থাৎ এক সঙ্গে জন্মে বলিয়া তাহার পরস্পর পরস্পরের সাত্ম্য (অবাধক) হয়, এই জন্য কেহ কাহার উপঘাত করে না; যেমন বিষ ও সর্প এক সঙ্গে জন্মে বলিয়া ঘোর বিষও সর্পকে উপহত করে না, এস্থলেও তদ্বৎ জানিবে। কিন্তু গদাধর এবিষয়ে অন্য হেতু ব্যাখ্যা করেন,—তিনি বলেন—সান্নিপাতিক স্থলে বাতাদি দোষ সকল যে বিরুদ্ধগুণদ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপঘাত করে না, তাহা দৈববশতঃ, অথবা সান্নিপাতিক স্থলে দোষদিগের স্বভাবই ঐরূপ হইয়া থাকে, তজ্জন্যই তাহারা বিরুদ্ধগুণদ্বারা পরস্পরকে উপঘাত করে না। এস্থলে আর একটি প্রশ্নও হইতে পারে যে, বায়ু পিত্ত ও কফের চয় ও প্রকোপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়, এক সময়ে হয় না, অতএব কি প্রকারে উহারা এক সময়ে একত্র মিলিয়া সন্নিপাতজ্বর উৎপাদন করে? উত্তর—ত্রিদোষজনক নিদান বলে ইহারা যুগপৎ প্রকোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই হেতুই ইহারা মিলিত হইয়া সান্নিপাতিক বিকার উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৪৭—১৫২

সামান্য সন্নিপাত জ্বরের ত্রয়োদশ প্রকার বিশেষ বর্ণিত হইতেছে—ত্রিদোষোৎপন্ন সন্নিপাত জ্বরের এক একটি দোষের উল্বণত্বদ্বারা (আধিক্যদ্বারা) তিন প্রকার বিশেষ (ভেদ); দুই দুইটি দোষের উল্বণত্বদ্বারা তিন প্রকার বিশেষ; তিন দোষেরই উল্বণত্বদ্বারা এক প্রকার বিশেষ; এবং প্রবৃদ্ধ মধ্য ও হীন বাতপিত্তকফদ্বারা ছয় প্রকার বিশেষ হয়। সন্নিপাতজ্বরের এই ত্রয়োদশ প্রকার বিশেষ হইয়া থাকে। যথা—বাতোল্বণ সন্নিপাত, পিত্তোল্বণ সন্নিপাত, কফোল্বণ সন্নিপাত, এই তিন প্রকার ভেদ। এবং

বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাত, বাতকফোল্বণ সন্নিপাত, পিত্ত-শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত, এই তিন প্রকার ভেদ। এবং বাতপিত্তকফোল্বণ সন্নিপাত এক প্রকার। আর প্রবৃদ্ধ বাত-মধ্যপিত্ত-হীনকফ সন্নিপাত, মধ্যবাত-প্রবৃদ্ধপিত্ত-হীনকফ সন্নিপাত, হীনবাত-প্রবৃদ্ধপিত্ত-মধ্যকফ সন্নিপাত, প্রবৃদ্ধবাত হীনপিত্ত-মধ্যকফ সন্নিপাত, মধ্যবাত-হীনপিত্ত-প্রবৃদ্ধকফ সন্নিপাত, হীনবাত-মধ্যপিত্ত-প্রবৃদ্ধ কফসন্নিপাত। এই ছয় প্রকার ভেদ, অর্থাৎ সমুদায়ে সন্নিপাতের ত্রয়োদশ প্রকার বিশেষ (ভেদ) বর্ণিত হইল॥ ১৫৩। ১৫৪

ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের নাম যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে—যথা—বিস্ফারক, আশুকারী, কম্পন, বভ্র, শীঘ্রকারী, ভল্লু, কূটপাকল, সংমোহক, পাকল, যাম্য, ক্রকচ, কর্কট ও বৈদারিক।

টীকা। তন্ত্রান্তরে বিস্ফারক স্থানে বিস্ফোরক, বভ্রস্থানে বভ্রু, কোন তন্ত্রে বা বভ্র, ভল্লুস্থানে ফল্গু, যাম্যস্থানে সংগ্রাম এবং কর্কটস্থানে কর্কোটক এইরূপ পাঠ আছে॥ ১৫৫।১৫৬

বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের (বিস্ফারকের) লক্ষণ—শ্বাস, কাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, মোহ, বেপথু (কম্প), পার্শ্ববেদনা, জৃম্ভা ও মুখের কষায়তা এইসকল গুলি বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে উপস্থিত হয়। ইহা বিস্ফারক সন্নিপাত নামে কথিত হইয়া থাকে। বিস্ফারক অতি ভয়ানক॥ ১৫৭। ১৫৮

পিত্তোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের (আশুকারির) লক্ষণ—অতিসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মুখপাক (মুখে ক্ষত), গাত্রে রক্তবর্ণ বিন্দুসকলের উৎপত্তি ও অতীব দাহ, এই লক্ষণ গুলি পিত্তোল্বণ সন্নিপাতে প্রকাশ পায়। ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক ইহা আশুকারী এই নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ১৫৯। ১৬০

কফোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের (কম্পন সন্নিপাতের) লক্ষণ—শরীরের জড়তা, বাক্যের গদ্‌গদতা, রাত্রিতে অবশ্য নিদ্রা, নয়নের স্তব্ধতা ও মুখের মধুরতা, এই লক্ষণ গুলি কফোল্বণ-সন্নিপাতে দৃষ্ট হয়। মুনিগণ কর্ত্তৃক ইহা কম্পন নামে উক্ত॥ ১৬১। ১৬২

বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের (বভ্রুর) লক্ষণ—যাহার বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাত প্রকুপিত হয়, তাহার জ্বরে, মদ, তৃষ্ণা, মুখশোষ, প্রমীলক (তন্দ্রাভাব আবিল্লিভাষা), আধ্মান, অরুচি, তন্দ্রা, কাস, শ্বাস, ভ্রম ও শ্রম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মুনিগণ কর্ত্তৃক ইহা বভ্রু সন্নিপাত নামে কীর্ত্তিত॥ ১৬৩। ১৬৪

বাতশ্লেষ্মোল্বণের (শীঘ্রকারি সন্নিপাতজ্বরের) লক্ষণ—যাহার বাতশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত প্রকুপিত হয়, তাহার শীতজ্বর, মূর্চ্ছা, ক্ষুৎ (হাঁচী), তৃষ্ণা, পার্শ্ববেদনা, শূল, স্বেদাভাব, তন্দ্রা ও শ্বাস উপস্থিত হয়। ইহা শীঘ্রকারি সন্নিপাত নামে কথিত। এই সন্নিপাত অসাধ্য। এই সন্নিপাতজ্বরে যে ব্যক্তি আক্রান্ত হয়, সে অহোরাত্রও বাঁচে না॥ ১৬৫। ১৬৬

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতের (ভল্লুজ্বরের) লক্ষণ—পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাত জ্বরের প্রকোপে অন্তরে দাহ ও বাহিরে শীত হয়, তৃষ্ণা বাড়ে, দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধবদ্ বেদনা হইতে থাকে, হৃদ্‌গ্রহ, শিরোগ্রহ ও গলগ্রহ হয়, রোগী অতি কষ্টে শ্লেষ্মপিত্ত নিষ্ঠীবন করে, শরীরে কোঠের (বোল্‌তা দংশনজনিত শোথবৎ স্ফীতির) উৎপত্তি হয়, মলভেদ হয়, শ্বাস ও হিক্কা হইতে থাকে, এবং প্রমীলক (তন্দ্রাবৎ অবসন্নতা) হয়। ঋষিগণ কর্ত্তৃক ইহা ভল্লু-সন্নিপাত নামে কীর্ত্তিত॥ ৬৪—৬৯

বাতপিত্ত শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতের (কূটপাকলের) লক্ষণ—ত্রিদোষোল্বণ-সন্নিপাতের প্রকোপে—তিন দোষেরই লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়। সকল ব্যাধি অপেক্ষা ইহা অতি ভয়ানক ব্যাধি, ইহা বজ্র শস্ত্র ও অগ্নিসদৃশ আশু বিপজ্জনক, এই রোগে রোগী নিরন্তর হাঁপাইতে থাকে, স্তব্ধাঙ্গ ও স্তব্ধনেত্র হয়, এই রোগে ত্রিরাত্রের পরই রোগির মৃত্যু ঘটে। রোগিকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অজ্ঞলোকে বলে—যে সকল রাক্ষস আকাশে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহারাই ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে। কেহ বলে—অপস্মারগ্রহ কর্ত্তৃক, কেহ বলে—যক্ষিণী কর্ত্তৃক, কেহ বলে—ব্রহ্মরাক্ষস কর্ত্তৃক, কেহ বলে—পিশাচ কর্ত্তৃক, কেহ বলে—গুহ্যক কর্ত্তৃক এ ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছে। কেহ বলে—অন্য কোন উপদেবতা কর্ত্তৃক এ ব্যক্তি মস্তকে আহত হইয়াছে। কেহ বা ইহাও কহে যে,—এব্যক্তি কুলদেবতার অর্চ্চনা করে না সেই জন্য কুলদেবতাগণ কর্ত্তৃকই এব্যক্তি ধর্ষিত হইয়াছে। অপর কেহ বা বলে—ইহা নক্ষত্রপীড়া, আবার কেহ বা বলে—ইহা গরকর্ম্ম (অর্থাৎ কেহ এমন কোন দ্রব্য সেবন করাইয়াছে, বা নিজেই এমন কোন দ্রব্য খাইয়াছে, যাহা বিষবৎ হইয়া এব্যক্তিকে এইরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছে)। এই সন্নিপাতকে ভিষগ্‌গণ কূটপাকল নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন॥ ১৭০—১৭৫

প্রবৃদ্ধ-মধ্য-হীনবাতাদিজনিত সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ—প্রবৃদ্ধ মধ্য-হীন বায়ু পিত্ত ও কফদ্বারা যে সন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদি-দোষ-জনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষবলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে প্রলাপ, শ্রান্তি, সংমোহ (মনোমোহ), কম্প, মূর্চ্ছা, অরতি (অনবস্থিত চিত্ত) ভ্রম ও একপার্শ্বাভিঘাত (পক্ষা-

ঘাত এই সকল লক্ষণ বিশেষরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সন্নিপাত অর্থাৎ প্রবৃদ্ধবাত-মধ্যপিত্ত-হীনকফ এইরূপে ত্রিদোষের সম্মিলন জনিত জ্বর সম্মোহক নামে অভিহিত। সম্মোহকজ্বর অতিভয়ানক।

টীকা। "বাতাদি দোষজনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষবলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়"—বাতাদি দোষ জনিত রোগ যথা—ব্যথা-কম্প-নিদ্রানাশ ও বিষ্টম্ভাদি বাতজনিত রোগ, দাহ-তৃষ্ণা-উষ্ণতা ও স্বেদাদি পিত্তজনিত রোগ এবং গাত্রগুরুতা-অগ্নিমান্দ্য-উৎকাস-নাসিকামুখপ্রসেকাদি, কফজনিত রোগ। এই সকল রোগই প্রবৃদ্ধবাত-মধ্যপিত্ত-হীনকফ-সন্নিপাতে দোষবলানুসারে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ এই সন্নিপাতে বায়ুর বল .. ক বলিয়া বাতজনিত রোগগুলি প্রবলভাবে উপস্থিত হয়; পিত্তের বল মধ্য বলিয়া পিত্তজনিত রোগগুলি মধ্যভাবে উপস্থিত হয়; এবং কফের বল হীন বলিয়া কফজনিত রোগগুলি হীনভাবে উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রলাপ হইতে পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত ব্যাধিগুলি বিশেষরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে—বায়ু প্রবৃদ্ধ, সে অবশ্যই জ্বর উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু পিত্ত মধ্য অর্থাৎ সমভাবাপন্ন, সমভাবাপন্ন দোষ কেন জ্বর উৎপাদন করিবে? যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"ধাতু সকল ধাতুদিগের মলসকল এবং বাতাদি দোষ সকল অসম হইলেই তাহারা শরীরের নাশের জন্য হয়, সমভাবাপন্ন হইলে সুখের জন্য এবং শরীরের বল ও উপচয়ের জন্য হইয়া থাকে"। উত্তর—এস্থলে পিত্ত মধ্য হইলেও তাহা অপ্রকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ নহে; অপ্রকৃত বায়ু ও শ্লেষ্মা অপেক্ষা পিত্ত মধ্য অর্থাৎ মধ্য কুপিত; মধ্যকুপিত পিত্ত কেন না জ্বর উৎপাদন করিতে পারিবে। এস্থলে আর একটী প্রশ্নও করা যাইতে পারে, যদি বল কফ হীন, হীনশক্তিক-কফ কিপ্রকারে জ্বর উৎপাদন করিবে। উত্তর—দোষসকল ক্ষীণ হইলেও অবশ্যই রোগ উৎপাদন করিতে পারে। কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"বাতক্ষয়ে অল্পচেষ্টতা, অল্পবচনতা, সংজ্ঞাহীনতা; পিত্তক্ষয়ে শ্লেষ্মার আধিক্য, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের দীপ্তিক্ষয়, সন্ধি সকলের শৈথিল্য, মূর্চ্ছা, রুক্ষতা ও দাহ এই সকল লক্ষণ (রোগ) উপস্থিত হইয়া থাকে। উক্ত আশঙ্কার এই সিদ্ধান্ত, অন্য সন্নিপাতেও এই সিদ্ধান্তই জানিবে।

পাকলা—মধ্য-প্রবৃদ্ধ-হীন বাতপিত্ত ও কফদ্বারা যেসন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদি দোষজনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষবলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে মোহ (মনোমোহ), প্রলাপ, মূর্চ্ছা, মন্যাস্তম্ভ, শিরোগ্রহ, কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, মুখনাসাদি স্রোতঃসমূহ হইতে রক্তনির্গম; এবং নেত্রের লৌহিত্য ও স্তব্ধতা এই সকল লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সন্নিপাতে তিন দিনের মধ্যেই রোগির মৃত্যু উপস্থিত হয়। ভিষগ্‌গণ এই সন্নিপাতকে পাকলা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

যাম্য—হীন-প্রবৃদ্ধ-মধ্য বাত পিত্ত ও কফদ্বারা যে সন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদি দোষজনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষ বলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে হৃদয় জ্বালা করে, যকৃৎ প্লীহা অন্ত্র ও ফুস্‌ফুস্ পাকে, মুখাদি ঊর্দ্ধমার্গ ও গুহ্যাদি অধোমার্গ দিয়া পূয় ও রক্ত নির্গত হয়, দন্ত শীর্ণ (পতিত) হয় এবং শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। ভিষগ্‌গণ কর্তৃক এই সন্নিপাত যাম্যনামে কীর্ত্তিত।

ক্রকচ—প্রবৃদ্ধ-হীন-মধ্য বাত পিত্ত ও কফদ্বারা যে সন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদিদোষজনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষ বলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে প্রলাপ, শ্রান্তি, সম্মোহ (মনোমোহ), কম্প, মূর্চ্ছা (ইন্দ্রিয়মোহ), অরতি, ভ্রম এবং মন্যাস্তম্ভ দ্বারা মৃত্যু এই সকল লক্ষণ বিশেষরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। ভিষগ্‌গণ কর্তৃক এই সন্নিপাত ক্রকচ নামে অভিহিত।

কর্কটক—মধ্য-হীন-প্রবৃদ্ধ বাতপিত্ত ও কফদ্বারা যে সন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদিদোষ জনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষবলের অনুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে এমন অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয় যে, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না, মুখমণ্ডল এমন রক্তবর্ণ হয়, যেন তাহা আল্‌তার রঙ্গে রঞ্জিত করা হইয়াছে; পিত্তদ্বারা শ্লেষ্মা আকর্ষিত হয় কিন্তু তাহা হৃদয় হইতে বাহির হয় না; পার্শ্বদেশ যেন বাণ দ্বারা আহত ও সূচীদ্বারা বিদ্ধ হয়; খনিত্রদ্বারা হৃদয় যেন খনিত হয়; প্রমীলক (তন্দ্রাবৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ত্রুটি), শ্বাস ও হিক্কা দিন দিন বাড়িতে থাকে; জিহ্বা দগ্ধবৎ ও খরস্পর্শ হয়, গলাভ্যন্তর যেন শূকদ্বারা (যবধান্যাদি শুঙ্গা দ্বারা) আবৃত বোধ হয়; রোগী মল মূত্রের নির্গম জানিতে পারে না; কপোতবৎ কূজন করে; শুষ্ক মুখ-ওষ্ঠ ও তালু শ্লেষ্মদ্বারা অতীব পূর্ণ হয়; রোগী তন্দ্রা ও নিদ্রার অতিযোগে আর্ত্ত হয়; বাক্য ও দেহদ্যুতি নষ্ট হয়; সদাই অরতি বিদ্যমান থাকে; বিপরীত বিষয়ে ইচ্ছা হয়; বারংবার হস্তপদাদির বিস্তার করণ এবং অল্প অল্প রক্ত নিষ্ঠীবন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই সুদারুণ সন্নিপাতের নাম কর্কটক।

বৈদারিক—হীন-মধ্য-প্রবৃদ্ধ বাতপিত্ত ও কফ দ্বারা যে সন্নিপাত হয়, সেই সন্নিপাতে বাতাদি দোষ-

জনিত পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলই দোষবলানুরূপ হইয়া প্রকাশ পায়। অপিচ তাহাতে অল্প বেদনা, কটীদেশে সূচীবেধবৎযন্ত্রণা, মধ্যম দাহ, রুজা ও ভ্রম, অত্যন্ত ক্লান্তি এবং মস্তক-বস্তি-মন্যাহৃদয় ও বাক্য কথনে রুজা, প্রমীলক, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দেহের জড়তা ও সংজ্ঞা-নাশ এই সকল লক্ষণ বিশেষ রূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমোৎপত্তি সময়েই সুচিকিৎসা করিলে কদাচিৎ ইহার শান্তি হইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রশমিত হইলেও অনেকের কর্ণমূলে সুদারুণ পিড়কা (শোথ) জন্মে। তাহাতে রোগী অতি কষ্টের ক্লা পায়। এই সুদারুণ সন্নিপাত বৈদারিক নামে অভিহিত। তিনদিন যদি যথাবৎ চিকিৎসা করা না হয়, তাহা হইলে তৎপরে (তিনদিন পরে) ঔষধ কল্পনা করা ব্যর্থ॥ ১৭৬—১৯৭

তন্ত্রান্তরোক্ত নাম—বাতোল্বণাদি-ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর বিশেষের (শীতাঙ্গাদি জ্বরবিশেষের) ত্রয়োদশ নামান্তর ও লক্ষণান্তর কথিত হইতেছে—ত্রয়োদশ নামান্তর যথা—শীতাঙ্গ, তন্দ্রী, প্রলাপী, রক্ত-ষ্ঠীবয়িতা, সংভুগ্ননেত্র, অভিন্যাস, জিহ্বক, প্রাক্ সন্ধিগ, অন্তক, রুগ্‌দাহ, চিত্তবিভ্রম, কর্ণগ্রহ ও কণ্ঠগ্রহ॥

টীকা—তন্দ্রী-তন্দ্রিক, প্রলাপী-প্রলাপক, রক্ত-ষ্ঠীবয়িতা, রক্তষ্ঠীবী, সংভুগ্ননেত্র-ভুগ্ননেত্র অভিন্যাসক-অভিন্যাস; কর্ণগ্রহ-কর্ণিক; কণ্ঠগ্রহ-কণ্ঠকুব্জক॥ ১

প্রত্যেকের লক্ষণ।

শীতজ্বর—যে সন্নিপাতজ্বরে রোগির শরীর হিমবৎ শীতল হয় এবং রোগী, শ্বাস-কাস-হিক্কা-মোহ-কম্প-প্রলাপ-ক্লান্তি-বহুকফ-বাত-দাহ-বমি-অঙ্গমর্দ্দ ও স্বরবিকৃতি দ্বারা আর্ত্ত হয়, সেই সন্নিপাত জ্বরকেই শীতাঙ্গ জ্বর বলে।

তন্দ্রিক—যে জ্বরে অতীব তন্দ্রা, তৃষ্ণা, তরল মলভেদ, অধিক শ্বাস, কাস, দেহের অতি সন্তাপ, গল-দেশে শোথ, কণ্ডূ, কফ, জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা, ক্লান্তি, শ্রবণ শক্তিহীনতা ও দাহ হয়, সেই সন্নিপাত জ্বরকে তন্দ্রিক বলা যায়।

প্রলাপক—যে জ্বরে বাতাদি তিন দোষেরই অতি প্রকোপ হয়, রোগী সহসা বহু প্রলাপ বকিতে থাকে, কম্প হয়, গাত্রে ব্যথা হয়, উঠিলেই রোগী পড়িয়া যায়, দাহ হয় ও সংজ্ঞাহীন হয়, তাহাকে প্রলাপক জ্বর কহা যায়।

রক্তনিষ্ঠীবীজ্বর—যে জ্বরে রোগী রক্তসদৃশ নিষ্ঠীবন করে, গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলোৎপত্তি হয়, নেত্র লোহিত বর্ণ হয়, এবং তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, শ্বাস, অতি-সার, ভ্রম, উদরাধ্মান, সংজ্ঞারাহিত্য, পতন, হিক্কা ও অত্যন্ত অঙ্গমর্দ্দ উপস্থিত হয়, সেই সন্নিপাত জনিত জ্বরকে রক্তনিষ্ঠীবী জ্বর কহা যায়।

ভুগ্ননেত্র—যে জ্বরে নয়নের অতি বক্রতা, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, অতিপ্রলাপ, মদ (মত্তত্ববৎ), কম্প, শ্রবণ-শক্তির হ্রাস ও মোহ হয়, এই সকল লক্ষণ অগ্রেই উপস্থিত হয়, প্রাচীন চিকিৎসকগণ সেই সন্নিপাত জ্বরকে ভুগ্ননেত্রজ্বর কহিয়া থাকেন।

অভিন্যাস—যে জ্বরে বাতাদি তিন দোষই অতি তীব্র ও বলবান্ হয়, এবং অতীব মোহ, বিরুদ্ধ চেষ্টা, বিকলতা, অধিক শ্বাস, মূকতা (অতি অল্প কথন), দাহ, মুখের চিক্কণতা, অগ্নিমান্দ্য ও বলের ক্ষয় হয়, প্রাজ্ঞ ভিষগ্‌গণ তাহাকে অভিন্যাস জ্বর কহেন।

জিহ্বক—যে সন্নিপাত জ্বরে জিহ্বা কঠিন মাংস কণ্টক দ্বারা অত্যন্ত আবৃত হয়, তৎপরে তৎক্ষণাৎ মূকতা (বাক্যকথনে অসামর্থ্য), (পাঠান্তর—মূঢ়তা ও মূকতা), শ্রবণশক্তির নাশ, বলক্ষয়, শ্বাস, কাস ও সন্তাপ হয়, পুরাতন ভিষগ্‌গণ তাহাকে জিহ্বক কহিয়া থাকেন।

সন্ধিগ—যে সন্নিপাত জ্বরে সন্ধিসমূহে শোথ ও অত্যন্ত বেদনা হয়, মুখে প্রভূত কফ হয়, এবং নিদ্রা নাশ ও কাস হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সন্ধিগ সন্নিপাত জ্বর কহেন।

অন্তক—যে সন্নিপাত জ্বরে নিরন্তর মস্তক কম্পন, কাস, সর্ব্বাঙ্গে বেদনাধিক্য, হিক্কা, শ্বাস, দাহ, মোহ, দেহে অতি সন্তাপ, বৈকল্য ও প্রলাপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, মুনিগণ তাহাকেই অন্তক কহেন।

রুগ্‌দাহ—যে সন্নিপাত জ্বরে অধিক দাহ, তীব্র তৃষ্ণা, শ্বাস, প্রলাপ, বিরুচি (বিপরীত রুচি), ভ্রম, মোহ, মন্যা ও হনুপ্রদেশে ব্যথা, কণ্ঠ বেদনা ও শ্রান্তি এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাই রুগ্‌দাহসংজ্ঞক জ্বর।

চিত্তবিভ্রম—যে সন্নিপাত জ্বরে রোগী গান করে, নৃত্য করে, হাসে, প্রলাপ বকে, বিকৃত নিরীক্ষণ করে, মূর্চ্ছা যায় এবং দাহ-ব্যথা ও ভয়ে আর্ত্ত হয়, তাহাই চিত্তবিভ্রম সংজ্ঞক সান্নিপাতিক জ্বর।

কর্ণগ্রহ—(কর্ণিক) যে ত্রিদোষজ জ্বরে কর্ণমূলে তীব্র শোথ ও ব্যথা হয় এবং কণ্ঠরোধ, বধিরতা, শ্বাস, প্রলাপ, ঘর্ম্ম, মোহ ও দাহ হইয়া থাকে, তাহাই কর্ণগ্রহ বা কর্ণিক নামে খ্যাত।

কণ্ঠগ্রহ—(কণ্ঠকুব্জ) যে ত্রিদোষজ জ্বরে কণ্ঠ যেন শূকশত দ্বারা অবরুদ্ধবৎ প্রতীতি হয় এবং অতি শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, দাহ, শরীরব্যথা, তৃষ্ণা, হনুস্তম্ভ, শিরঃপীড়া, মোহ ও কম্প এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, প্রাচ্য চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক তাহাই রুগ্‌দাহ নামে অভিহিত।

এই ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বরের মধ্যে সন্ধিগ জ্বর সাধ্য অর্থাৎ সুচিকিৎসা দ্বারা তাহা প্রশমিত হইতে পারে। তন্দ্রিক, চিত্তবিভ্রম, কর্ণিক, জিহ্বক ও কণ্ঠকুব্জ এই পাঁচটি কষ্টসাধ্য। রুগ্‌দাহজ্বর অতিকষ্টে সাধ্য হইতে পারে বলিয়া কথিত আছে। রক্তষ্ঠীবী, ভুগ্ননেত্র, শীতগাত্র, প্রলাপক, অভিন্যাস ও অন্তক এই ছয়টি জ্বর অসাধ্য বলিয়া কীর্ত্তিত॥ ২—১৬

তন্ত্রান্তরোক্ত বাতোল্বণাদি ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বর বিশেষের কুন্তীকাদি ত্রয়োদশ নামান্তর ও লক্ষণান্তর কথিত হইতেছে। তদ্‌যথা—কুন্তীপাক, প্রোর্ণুনাব, প্রলাপী, অন্তর্দাহ, দণ্ডপাত, অন্তক, এনীদাহ, হারিদ্র, অজঘোষ, ভূতহাস, যন্ত্রাপীড়, সন্ন্যাস ও সংশোষী॥ ১৭। ১৮

ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ।

কুন্তীপাক—যে সন্নিপাত জ্বরে নাসিকা হইতে কৃষ্ণাভ লোহিতবর্ণ ঘন স্রাব বহুবার নিঃসৃত হয় এবং রোগী ইতস্তত মস্তক বিলুণ্ঠিত করে, তাহাকেই কুম্ভীপাক সন্নিপাতজ্বর বলিয়া জানিবে।

প্রোর্ণুনাব—যে সন্নিপাতজ্বরে রোগী আপন অঙ্গ (হস্ত পদাদি) উৎক্ষেপ করিয়া অধোদিকে নিক্ষেপ করে এবং ঘন ঘন উচ্ছ্বাস ত্যাগ করে, তাহাকে প্রোর্ণুনাব বলিয়া জানিবে। প্রোর্ণুনাব নানাবিধ কষ্টপ্রদ।

প্রলাপী—যে সন্নিপাত জ্বরে ঘর্ম্ম, ভ্রম (গাত্র-ঘূর্ণন), অঙ্গে ভেদবৎ বেদনা, কম্প, দবথু (নেত্রাদি দাহ), বমি, কণ্ঠদেশে বেদনা ও গাত্রের গুরুতা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রলাপী জ্বর বলিয়া জানিবে।

অন্তর্দাহ—যে সন্নিপাত জ্বরে অন্তরে দাহ, বাহিরে শীত, অঙ্গশোথ, অরতি (চিত্তের অস্থিরতা) ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে অন্তর্দাহ জ্বর বলিয়া জানিবে। এই জ্বরে রোগী মনে করে, যেন তাহার অঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

দণ্ডপাত—যে সন্নিপাত জ্বরে কি রাত্রি কি দিবা কোন সময়েই রোগী নিদ্রা যায় না, মূঢ় বুদ্ধি হইয়া, আকাশ হইতে যেন কোন বস্তু গ্রহণ করিবে, এইজন্য নিজ করদ্বয় প্রসারণ করে, উত্থিত হইয়া দণ্ডবৎ পড়িয়া যায়, ভ্রমাতুর হয় এবং চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণন করে, সেই সন্নিপাত জ্বরকে দণ্ডপাত জ্বর বলিয়া জানিবে।

অন্তক—যে সন্নিপাত জ্বরে রোগীর শরীর গ্রন্থি দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, উদর বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয়, এবং রোগী নিরন্তর হাঁপায় ও বিচেতন হইয়া থাকে, সেই সন্নিপাত জ্বরকে অন্তক বলিয়া জানিবে।

এনীদাহ—যে সন্নিপাত জ্বরে রোগী বোধ করে যেন তাহার পীড়াভাজন গাত্রে সর্প পতঙ্গ ও হরিণগণ পরিধাবন করিতেছে এবং যে জ্বরে রোগী কম্পিত ও দাহান্বিত হয়, তাহাকে এনীদাহ জ্বর বলা গিয়া থাকে।

হারিদ্র—যে সন্নিপাত জ্বরে রোগির সর্ব্বাবয়ব বিশেষতঃ নয়নদ্বয় অতি পীতবর্ণ (হরিদ্রা বর্ণ) হয়, মলও ততোধিক পীতবর্ণ হইয়া থাকে এবং অন্তরে অতীব দাহ ও বাহিরে অতীব শীত হয়, তাহাই হারিদ্র জ্বর বলিয়া জানিবে।

অজঘোষ—যে সন্নিপাতজ্বরে গাত্রে ছাগগন্ধ, স্কন্ধদেশে বেদনা, গলরন্ধ্ররোধ এবং নেত্র তাম্রবর্ণ হয়, তাহাকে অজঘোষ সান্নিপাত জ্বর কহে।

ভূতহাস—যে সন্নিপাতজ্বরে চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয় সকল গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয় অর্থাৎ চক্ষুঃ রূপ দর্শন করিতে, কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতে, নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করিতে, জিহ্বা আস্বাদ গ্রহণ করিতে এবং ত্বক্ স্পর্শানুভব করিতে পারে না। রোগী হাসে ও কর্কশ ভাবে প্রলাপ বকে, সেই সন্নিপাত জ্বরকে ভূতহাস বলিয়া জানিবে।

যন্ত্রাপীড়—যে সন্নিপাত জ্বরে মুহুর্মুহুঃ জ্বর-রোগহেতু রোগী বোধ করে যেন তাহার গাত্র যন্ত্র দ্বারা পেষিত হইতেছে এবং রক্ত ও পীতবর্ণ বমন করে, তাহাকেই যন্ত্রাপীড় জ্বর বলিয়া জানিবে।

সন্ন্যাস—যে সন্নিপাত জ্বরে অতিসার (তরল মলভেদ) হয়, রোগী বমন করে, কূজন করে (অব্যক্ত ধ্বনি করে), অঙ্গ সকলকে ইতস্ততঃ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিক্ষেপ করে, প্রলাপ বকে এবং নেত্রমণ্ডল উগ্র হয়, সেই সন্নিপাত জ্বরকে সন্ন্যাসজ্বর কহা গিয়া থাকে।

সংশোষী—যে সন্নিপাত জ্বরে মলোৎসর্গ হেতু অর্থাৎ অত্যন্ত মলত্যাগ নিবন্ধন শরীর মেচকবর্ণ (ময়ূরপিচ্ছবৎ কৃষ্ণবর্ণ), নয়নযুগল অতি মেচক হয় এবং গাত্রে শ্বেতবর্ণ পিড়কামণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে সংশোষী জ্বর কহে।

এই সকল জ্বরে নারায়ণই চিকিৎসক, গঙ্গার জলই ঔষধ এবং আরোগ্যার্থ মৃত্যুঞ্জয়ই নিত্য ধ্যেয়॥১৯-৩২॥

অসাধ্য সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ—সন্নিপাত জ্বরের অন্তে কর্ণমূলে সুদারুণ শোথ জন্মে, তাহাতে কেহ কদাচিৎ আরোগ্য লাভ করে।

টীকা। যারকন্য হেতু "সুদারুণ" এই বিশেষণ পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সেই শোথে কেহ বা মুক্তি লাভ করে, কেহ বা প্রাণত্যাগ করে।

সন্নিপাতজ্বর সকলকে কেহ বা কষ্টসাধ্য বলিয়া, কেহ বা অসাধ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বর কখনই সুখসাধ্য নহে।

দোষ যদি প্রবৃদ্ধ হয়, অগ্নি যদি নষ্ট হয় এবং বাতাদি ত্রিদোষেরই সমস্ত লক্ষণ যদি সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সন্নিপাতজ্বর অসাধ্য, ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ দোষ পক্ব ও অগ্নি প্রদীপ্ত এবং স্বল্প লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সন্নিপাত জ্বর কষ্টসাধ্য জানিবে। (এই বচন দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সন্নিপাত জ্বরের কখনই সুখসাধ্যত্ব নাই)॥ ৩৩। ৩৪

সাধারণ সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা—সন্নিপাতরূপ সমুদ্রনিমগ্ন মানবকে যে চিকিৎসক উদ্ধার করেন, তাঁহার কোন্ ধর্ম্ম করা না হয় এবং তিনি কোন্ পূজাই বা না পাইতে পারেন। সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা করিয়া সফলতা লাভ করা অতি কঠিন; সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসককে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। যিনি সন্নিপাত জ্বরে জয়লাভ করেন, তিনি রোগসঙ্কুলে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

ত্রিদোষজ জ্বরে অগ্রে শ্লেষ্মার প্রশম করণীয়। সংসর্গজ জ্বরে (দ্বিদোষজ জ্বরে) যে দোষ বলবত্তর অগ্রে তাহাই চিকিৎস্য। যে স্থলে বাতাদি দোষ সকলের অংশাংশ বিবেচনা করিতে পারা না যাইবে, অর্থাৎ বাতাদি দোষত্রয়ের কোন্ দোষ, রৌক্ষ্যাদি কোন্ কোন্ ধর্ম্মে কি পরিমাণে প্রকুপিত হইয়াছে, স্থির না হইবে, সেস্থলে সাধারণী ক্রিয়া করিবে। অর্থাৎ ত্রিদোষজ জ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। তুল্যরূপ ক্রিয়া সকল যুগপৎ কৃত হইলে তাহাকে ক্রিয়াসঙ্কর কহে। ক্রিয়াসঙ্কর হিতকর নহে। কিন্তু ক্রিয়া সকল ভিন্নরূপ হইলে তাহাতে কোন দোষ হয় না।

টীকা। যদি বল—শাস্ত্রীয় বচন আছে যে, "কোন ক্রিয়া করিয়া যদি তাহার গুণলাভ না হয়; তাহা হইলে অন্য ক্রিয়া করিবে, কিন্তু সেই পূর্ব্বকৃত ক্রিয়াটির বেগ শান্ত হইলে তবে অন্য ক্রিয়া করিতে হইবে। কেন না পূর্ব্বকৃত ক্রিয়ার বেগ শান্ত না হইতেই অন্য ক্রিয়া করিলে তাহা ক্রিয়াসঙ্কর হইবে, ক্রিয়াসঙ্কর হিতকর নহে"। এই শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা ক্রিয়াসঙ্করের নিষিদ্ধত্ব হেতু কেমন করিয়া এস্থলে নস্য-নিষ্ঠীবন-অবলেহ ও অঞ্জন যুগপৎ প্রয়োগ করিতে বিধান করা হইল? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্যই বলা হইল যে,—তুল্যরূপ ক্রিয়া সকল যুগপৎ কৃত হইলেই তাহা ক্রিয়াসঙ্কর হয়, কিন্তু ভিন্নরূপে (নস্য-নিষ্ঠীবন-অবলেহ-অঞ্জনাদি বিভিন্ন প্রকারে) যুগপৎ কৃত হইলে তাহাতে কোন দোষ ঘটে না॥ ৩৫—৪০

লঙ্ঘনের সীমা—সন্নিপাতে ত্রিরাত্র পঞ্চরাত্র বা দশরাত্র অথবা আরোগ্য দর্শন পর্য্যন্ত লঙ্ঘন দিবে।

টীকা। লঙ্ঘন বিষয়ে ত্রিরাত্রাদি যে সীমা নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা উল্বণ বাতাদিকে অপেক্ষা করিয়া জানিবে। দোষদিগের শক্তির তারতম্যানুসারে লঙ্ঘনের সীমা নির্ণয় করিবে। আরোগ্য দর্শন পর্য্যন্ত লঙ্ঘনের বিধান করায় বুঝিতে হইবে যে, ত্রিরাত্রাদি সীমা নিশ্চিত নহে।

লঙ্ঘনের ত্রিরাত্রাদি সীমা যে নিশ্চিত নহে, তাহা সুশ্রুত বচনেও বুঝা যায়। সুশ্রুতোক্তি যথা—সপ্তম দিবসে, দশম দিবসে বা দ্বাদশ দিবসে সন্নিপাত জ্বর পুনর্ব্বার স্বভাবতঃ ঘোরতর হইয়া প্রশমিত হয়, অথবা রোগীকে হনন করে॥ ৪১। ৪২

হনন ও প্রশমনের কারণ—পিত্ত কফ ও বায়ুর উল্বণত্ব দ্বারা যথাক্রমে দশ দিবসে, দ্বাদশ দিবসে ও সপ্তাহে ধাতু-মলপাক হেতু ত্রিদোষজ জ্বর রোগিকে হনন করে, অথবা ত্যাগ করে।

টীকা। "ধাতু-মলপাক হেতু"—অর্থাৎ ধাতুপাক হেতু রোগিকে বিনাশ করে, এবং মলপাকহেতু রোগিকে ত্যাগ করে। ধাতু-মলপাকে প্রাক্তন কর্ম্ম হেতু। রোগির যদি জীবনসংবর্দ্ধক প্রাক্তন কর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে মলপাক হয়, নতুবা ধাতুপাক হইয়া থাকে। ধাতুপাক শব্দে—রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতু সকলের পাক বুঝিবে॥ ৪৩

ধাতুপাকের লক্ষণ—নিদ্রানাশ, হৃদয়ের স্তব্ধতা, উদরের বিষ্টব্ধতা, গাত্রের গুরুতা, অরুচি, অরতি (চিত্তের অস্থিরতা) ও বলহানি এইগুলি ধাতুপাকের লক্ষণ। অন্য বচন— জ্বরার্ত্ত ব্যক্তি যদি হৃদয়ে, নাভিদেশে বা অন্য গাত্রে অত্যন্ত বেদনা বোধ করে, এমন কি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলেও অসহ্য ব্যথা অনুভব করে এবং গাত্রপ্রদেশে ক্ষত হয়, তাহা হইলে জানিবে যে, সেই রোগির ধাতুপাক হইতেছে। অপর বচন—নাভির ঊর্দ্ধ এবং হৃদয়ের অধঃ কোন স্থান টিপিলে যদি ব্যথা জন্মে,তাহা হইলে বুঝিবে যে, ধাতুপাক হইতেছে। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ নাভি ও হৃদয়ের মধ্যে কোন স্থান টিপিলে যদি ব্যথা না হয়, তাহা হইলে জানিবে যে মলপাক হইতেছে॥ ৪৪—৪৬

মলপাকের লক্ষণ—বাতাদি দোষের যে প্রকৃতি অর্থাৎ দাহ-তন্দ্রা-গৌরবাদি, সেই প্রকৃতির বৈকৃত্য (বৈপরীত্য) হইলে অর্থাৎ দাহ-তন্দ্রা-গৌরবাদি না হইলে, জ্বর ও দেহের লঘুতা হইলে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বৈমল্য (মলরাহিত্য) হইলে বুঝিবে যে, মলের অর্থাৎ বাতাদি দোষের পরিপাক হইতেছে। অন্য বচন—নিরন্তর ইন্দ্রিয় পঞ্চকের পটুতা, অগ্নির বৃদ্ধি এবং ক্রমশঃ তৃষ্ণাদি উপদ্রবের প্রশম ও জ্বরের মৃদুতা এই সকল মলপাকের (বাতাদি দোষপাকের) লক্ষণ। আর হৃদয়ের অধঃ ও নাভির ঊর্দ্ধ স্থানে

অতিবেদনা, অতিসার (পাতলা মলভেদ), জ্বরের তীব্রতা ও তৃষ্ণা, মত্ততা, শ্বাসাধিক্য, অরুচি ও অরতি এইগুলি ধাতুপাকের লক্ষণ॥ ৪৭। ৪৮

হনন ও প্রশমনের পরম সীমা—সপ্তম-দিবস বা দ্বিগুণ সপ্তমদিবস (চতুর্দ্দশদিবস), নবম দিবস বা একাদশ দিবস এই দিবসগুলি রোগির রোগমুক্তির বা মৃত্যুর চরমসীমা অর্থাৎ ঐ ঐ দিবসে জ্বর ঘোরতর হইয়া, হয় রোগিকে ছাড়িয়া যায়, না হয় তাহাকে বিনাশ করে।

টীকা। রোগের আধিক্যে সপ্তম দিবসাদি যে সীমা আছে, তাহার অতিক্রমে হারীতোক্ত পরম সীমা, অর্থাৎ সপ্তম দিবস, চতুর্দ্দশ দিবস, নবম দিবস বা একাদশ দিবস এই পরম সীমাগুলি উল্লিখিত হইল। নবম দিবস ও একাদশ দিবস এই দুইটি যে পরম সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা জ্বরোৎপত্তির দিন ত্যাগ করিয়া ধরিতে হইবে। অতএব জ্বরোৎপত্তির দিন লইয়া দশম দিবস ও দ্বাদশ দিবস বুঝিতে হইবে। (কেহ কেহ নবম দিবস ও একাদশ দিবসেরও দ্বৈগুণ্য গ্রহীতব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে অষ্টা-দশ দিবস ও দ্বাবিংশ দিবসও রোগির জ্বরমুক্তির বা রোগির মৃত্যুর পরম সীমা)। দিবস শব্দে দিবা ও রাত্রি উভয়ই বুঝিতে হইবে॥ ৪৯

লঙ্ঘন—সন্নিপাতজ্বরে রোগী প্রথমে সম্যক্ লঙ্ঘন করিবে (উপবাস দিবে)। শৃতশীতল জল পান করিবে এবং উপযুক্ত সময়ে ঔষধ সেবন করিবে। সন্নি-পাত জ্বরে রোগী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে এবং তাহার পার্শ্ব বেদনা ও তালুশোষ থাকিলে, যে চিকিৎসক তাহাকে শীতল জল অর্থাৎ অক্কথিত (কাঁচা) শীতল জল পান করিতে দেয়, তাহাকে মনুষ্যরূপধারী যম বলিয়া জানিবে (সন্নিপাত জ্বরে জল সিদ্ধ না করিয়া কদাচ রোগিকে কাঁচা শীতল জল খাইতে দিবে না)॥ ৫০। ৫১

স্বেদ—বাতশ্লেষ্মকৃত রোগে রোগিকে রুক্ষ-নির্ম্মিত স্বেদ (বালুকাস্বেদাদি) প্রদান করিবে। বাতশ্লেষ্মক্ষেত্রে স্নিগ্ধ স্বেদ নিষিদ্ধ। কেবল বাতজ রোগে স্নিগ্ধ স্বেদ প্রযোজ্য।

বালুকাস্বেদ—বালুকা খোলায় ভাজিয়া তাহা বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবদ্ধ ও কাঁজীতে সংসিক্ত করিয়া তদ্দারা স্বেদ প্রদান করিলে কফজনিত রোগ, মস্তকশুল ও অঙ্গভঙ্গাদি প্রশমিত হয়। ঐ স্বেদ স্রোতঃ সকলকে কোমল করিয়া, অগ্নিকে স্বস্থানে আনিয়া এবং বাত-শ্লেষ্মস্তব্ধতা হনন করিয়া জ্বরকে বিনষ্ট করে॥ ৫২—৫৪

সৈন্ধবাদি নস্য—সৈন্ধবলবণ, শজিনাবীজ, সর্ষপ ও কুড় এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে তন্দ্রা নিবারণ হয়॥ ৫৫

মধূকসারাদি নস্য—মৌলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া তাহার নস্য প্রদান করিলে সংজ্ঞা লাভ হয়॥ ৫৬

নস্য—ছোলেঙ্গালেবুর ও আদার রসে ত্রিলবণ (সৈন্ধব-বিট-সৌবর্চ্চল) সংযুক্ত এবং তাহা অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে অথবা কোন সিদ্ধপুরুষবিহিত তীক্ষ্ণ নস্য প্রদান করিবে। তাহাতে শ্লেষ্মা প্রভিন্ন হইবে, প্রভিন্ন শ্লেষ্মা প্রস্রুত হইবে এবং শিরোরোগ, হৃদয়রোগ, কণ্ঠরোগ, মুখরোগ ও পার্শ্বগতরোগ উপশমিত হইবে। মোহরোগে মুগ্ধ ব্যক্তির অর্থাৎ মূর্চ্ছারোগে মূর্চ্ছিত রোগির সংজ্ঞাসম্পাদন করিতে কল্পতরু নামধেয় রস যেমন সমর্থ,এমন আর অপর কোন ঔষধ নাই॥৫৭—৫৯

নিষ্ঠীবন—বায়ু ও পিত্ত দ্বারা জিহ্বা-তালু-গল-ও ক্লোমস্থান যখন দূষিত হয়, তখন শোষ সঞ্চারিত এবং জিহ্বা বিরস ও স্ফুটিত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় দ্রাক্ষা মধুতে পেষিত এবং তাহা ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া জিহ্বাতে লেপন করিবে। তাহাতে জিহ্বা সরস ও মৃদু (কোমল) হইবে। সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটুচূর্ণ আদার রসে আপ্লুত করিয়া তাহা আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন করিবে। তাহাতে মুখ-তালু-কোষ্ঠ-অংস-মন্যা-পার্শ্ব-মস্তক ও গলদেশ হইতে লীন শ্লেষ্মাও আকৃষ্ট হইবে এবং মুখের লঘুতা জন্মিবে। আর পর্ব্বভেদ, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রা, শ্বাস, গলরোগ, মুখ ও নেত্রের গুরুতা, জাড্য এবং উৎক্লেশ এসমস্তও প্রশমিত হয়। দোষের বলাবল দেখিয়া একবার দুই বার তিনবার বা চারিবার পর্য্যন্তও উক্তরূপ কবল ধারণ করিবে। সন্নিপাত রোগিদিগের ইহা পরম ঔষধ॥ ৬০—৬৫ ইতি কবলগ্রহ।

অবলেহ (অষ্টাঙ্গাবলেহ)—কট্ফল, পুষ্কর-মূল (অভাবে কুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা এই আটটি দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণিত এবং মধুসহ মিলিত করিয়া লেহন করিবে। এই অবলেহিকা সুদারুণ সন্নিপাতজ্বরকে এবং হিক্কা-শ্বাস-কাস-ও কণ্ঠরোগকে নাশ করে। কফোল্বণ সন্নিপাতে ঐ কট্ফলাদি চূর্ণ আদার রসে সংযুক্ত করিয়া লেহন করিবে। তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—কট্ফলাদি অষ্টাঙ্গ মধুর সহিত বা আদার রসের সহিত লেহন করিবে। তাহাতে দারুণ-সম্মোহ, তন্দ্রা ও কাস বিনষ্ট হইবে। সকল সন্নিপাতে মধু প্রয়োগ করিবে না। কারণ মধু শীতোপচারি অর্থাৎ মধু প্রয়োগ করিয়া শীতোপচার করিতে হয়। কিন্তু সন্নিপাতে শীতোপচার বিরুদ্ধ। ইতি অষ্টাঙ্গাবলেহ।

টীকা—সন্নিপাত জ্বরে শ্লেষ্মনিগ্রহার্থ সর্ব্বদা স্বেদ

হিতকর। কারণ অগ্নিসম্বন্ধে শরীরের উষ্ণতা অবস্থিত থাকে। উষ্ণের সহিত মধুর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে—বিষসম্পর্ক হেতু সকল প্রকার মধুই উষ্ণের বিরোধী। উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে উষ্ণের সহিত মধু পান করিতে দিলে বা উষ্ণমধু খাইতে দিলে সেই মধু বিষবৎ হইয়া তাহাকে নিহত করিয়া থাকে। কারণ মধু—শীতপচারি (শীতলতার সহিত উপচার যাহার তাহা শীতোপচারি) কিন্তু সন্নিপাতজ্বরে শৈত্য বিরুদ্ধ। অবলেহ বাহুল্যতঃ ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগের নাশক বলিয়া উহা প্রায় সায়ংকালে প্রয়োগ করা গিয়া থাকে। যেহেতু চরকে উক্ত আছে—"অবলেহিকা ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগঘ্নী, তাহা সায়ংকালে, এবং যে অবলেহিকা অধোরোগহরী, তাহা ভোজনের পূর্ব্বে প্রয়োগ করিবে" ॥ ৬৬—৭০

চতুরঙ্গাবলেহ—আমলকী সিদ্ধ করিয়া তাহা পেষিত এবং দ্রাক্ষা, শুঁঠ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। তদ্দ্বারা রোগির শ্বাস কাস মূর্চ্ছা ও অরুচি বিনষ্ট হইবে ॥ ৭১

অঞ্জন (শিরীষবীজাদ্যঞ্জন)।—শিরীষবীজ, পিপল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে রোগির চৈতন্যোদয় হয় ॥ ৭২

লৌহচূর্ণাদ্যঞ্জন—লৌহচূর্ণ, শ্বেতলোধ, মরিচ ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে রোগির তন্দ্রানাশ হয়। দণ্ডপাণি বলেন—মধু, সৈন্ধব লবণ, মনঃশিলা ও মরিচ এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে মোহনাশ হয় ॥ ৭৩। ৭৪ ইতি অঞ্জন।

লেপ—পারদ, বিষ, মরিচ, তুঁতে ও নিশাদল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ধুতুরা পাতার ও রসোনের রসে মর্দ্দন করিয়া মস্তকে এবং পাদোপরি প্রলেপ দিলে সন্নিপাতকৃত মোহ প্রশমিত হয়। অস্থিব্যথাতে পাদোপরি ইহাদ্বারা প্রলেপ দিবে ॥ ৭৫। ৭৬

দশমূলক্বাথ—বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি এই পাঁচটি বৃক্ষের মূলকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহে। বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ পিত্তঘ্ন ও কফ-বাতনাশক। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটির মূলকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। ইহা বাতপিত্ত নাশক। এই উভয় পঞ্চমূল দশমূল নামে কথিত। দশমূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয় এবং হৃদয় ও কণ্ঠবেদনা, তন্দ্রা, বাত-শ্লেষ্মরোগ, শ্বাস, পার্শ্ববাথা ও কাস প্রশমিত হইয়া থাকে। পরিভাষা—যে সকল মূল বৃহৎ এবং যে সকল মূল কাষ্ঠগর্ভ, সেই সকল মূলের কাষ্ঠাংশ ত্যাগ করিয়া বল্কলই গ্রাহ্য। আর যে সকল মূল ক্ষুদ্র, তাহাদের সর্ব্বাবয়বই গ্রহণীয় ॥ ৭৭—৮০

দ্বাদশাঙ্গক্বাথ—শ্বাস-কাস সমন্বিত সন্নিপাত জ্বরে দশমূলের ক্বাথে পিপুল ও কুড়ের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে ॥ ৮১

চতুর্দ্দশাঙ্গ ক্বাথ—দশমূলের দশখানি এবং কিরাততিক্তাদিগণ অর্থাৎ চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ এই চারি খানি, সমুদায়ে চতুর্দ্দশ খানি দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া তাহা চিরজ্বরে বা বাতকফোল্বণ জ্বরে অথবা ত্রিদোষজ জ্বরে পান করিতে দিবে। রোগির যদি বিরেচন করান আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ঐ ক্বাথে তেউড়ীমূল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে ॥ ৮২

কিরাততিক্তাদিগণ—কিরাততিক্ত (চিরতা), মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহারা কিরাততিক্তাদিগণ বা চাতুর্ভদ্রক নামে অভিহিত ॥ ৮৩

অষ্টাদশাঙ্গ ক্বাথ—দশমূলের দশ খানি দ্রব্য এবং শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়), দুরালভা, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, পলতা ও কট্‌কী এই আটখানি, সমুদায়ে আঠারখানি দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া তাহা পান করিলে সন্নিপাতজ্বর এবং কাস-হৃদ্রোগ-পার্শ্ববেদনা-শ্বাস হিক্কা ও বমি প্রশমিত হয় ॥ ৮৪—৮৫

দ্বিতীয় অষ্টাদশাঙ্গক্বাথ—দশমূলের দশ খানি এবং চিরতা, দেবদারু, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপ্পলী এই আটখানি সমুদায়ে আঠার খানি দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া পান করিলে সন্নিপাতজ্বর এবং তদুপদ্রব তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাস বিনষ্ট হয়।

টীকা। বঙ্গ সেন কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—এই অষ্টাদশাঙ্গ মৃত্যু-কল্প জ্বরেরও নাশক ॥ ৮৬

সন্নিপাত জ্বরে রসপ্রয়োগ।

মৃতসঞ্জীবনী বটিকা—বিষ, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্রভস্ম, ধুতুরা বীজ ও হিঙ্গুল এই নয়টি দ্রব্য সমান সমান ভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রের রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া চণকবৎ বটিকা করিবে। আকন্দমূলের ক্বাথ সহ সেব্য। এই বটিকা মৃত সঞ্জীবনী নামে অভিহিত, ইহা সন্নিপাত জ্বর নাশক। এই মৃত সঞ্জীবনী বটিকা, রস প্রদীপে সন্নিপাত জ্বরে উক্ত হইয়াছে ॥ ৮৭—৮৯

ত্রিনেত্র রস—শোধিত পারদ, গন্ধক ও তাম্রভস্ম এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঐ তিনের তুল্য পরিমাণ গো-দুগ্ধে তাহা প্রখর রৌদ্রে মর্দ্দন করিবে। পরে নিসিন্দা ও সজিনার রসে এক দিন মাড়িবে। তদনন্তর উহা গোলাকৃতি ও মুষাগত করিয়া

বালুকাযন্ত্রে তিন প্রহর কাল পাক করিবে। পাকানন্তর খলে চূর্ণ করিবে এবং তাহাতে অষ্টাংশ বিষ প্রক্ষেপ দিয়া তৎসহ মর্দ্দন করিবে। ইহাই ত্রিনেত্রাখ্য রস। পঞ্চকোল কষায় বা ছাগ দুগ্ধ সহ এই রস দুই কুঁচ পরিমাণে সেব্য। ত্রিনেত্র রস সেবনে প্রবল সন্নিপাত জ্বর শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। রস-প্রদীপে সন্নিপাত জ্বরাধিকারে ত্রিনেত্র রস উক্ত হইয়াছে॥ ৯০—৯৪

ভস্মেশ্বর রস—বিলঘুঁটে ভস্ম ১৬ নিষ্ক (চারি মাষায় এক নিষ্ক, সুতরাং ১৬ নিষ্ক-৬৪ মাষা), মরিচ ১ নিষ্ক এবং বিষ ১ নিষ্ক, একত্র চূর্ণ করিবে। ইহাই ভস্মেশ্বর রস নামে অভিহিত। আদার রসের সহিত ইহা এককুঁচ পরিমাণ সেব্য। ইহা সেবনে সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়। রসেন্দ্র চিন্তামণিতে সন্নিপাত জ্বরাধিকারে ভস্মেশ্বর রস উক্ত হইয়াছে॥ ৯৫। ৯৬

অগ্নিকুমার রস—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, এই উভয়কে গোয়ালেলতার রসে এক দিন যত্ন পূর্ব্বক মর্দ্দন করিবে। পরে তাহা গোলাকৃতি করিয়া একটা কাচকুপীতে রাখিবে। এবং তাহাতে দুই তোলা বিষ নিক্ষেপ করিয়া কুপীর মুখ বন্ধ করিবে। তদনন্তর তাহা বালুকাযন্ত্রে যথাবৎ স্থাপন করিয়া মন্দ মন্দ জ্বালে দেড় দিন কাল পাক করিবে। পাকানন্তর সেই রস শীতল হইলে কুপী হইতে বাহির করিয়া লইবে। এবং তাহাতে অর্দ্ধ তোলা বিষ ও অর্দ্ধ তোলা পিপুল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহাই অগ্নিকুমার রস নামে অভিহিত। এই রস এক রতি মাত্রায় ভক্ষিতব্য। ইহা ভক্ষণে সন্নিপাত জ্বর এবং অগ্নিমান্দ্য, শূল, গ্রহণী, গুল্ম, ক্ষয়, জত্রুগত রোগ এবং শ্বাস কাসাদি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। অগ্নিকুমার-রস, রসেন্দ্রচিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে, ইহা সন্নিপাত জ্বরাদিতে প্রযোজ্য॥ ৯৭—১০২

পঞ্চবক্ত্র রস—গন্ধক, পারদ, সোহাগার খৈ, মরিচ ও বিষ এই সকল দ্রব্য ধুতূরার রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া লইবে। ইহাই পঞ্চবক্ত্র-রস। আদার রসের সহিত ইহা এক রতি মাত্রায় সেব্য। ঘোর সন্নিপাত জ্বরে পঞ্চবক্ত্র রস প্রযোজ্য। ইহা ত্রিদোষ নাশক। রসেন্দ্র চিন্তামণিতে পঞ্চবক্ত্র রস উক্ত হইয়াছে, ইহা সন্নিপাতে প্রযোজ্য॥ ১০৩। ১০৪

অমৃতাদি বটী—বিষ ২ ভাগ, কড়ীভস্ম ৫ ভাগ এবং মরিচ ৯ ভাগ একত্র জলে মর্দ্দিত করিয়া মুদ্গ সমান বটিকা রচনা করিবে। ইহা কফ-ত্রিদোষ ও অগ্নিমান্দ্য নাশক॥ ১০৫

শীতজ্বরে রস—শীতজ্বরারি—পারদ ১ টঙ্ক (৪ মাষা), গন্ধক ২ টঙ্ক, হরিতাল ৪ টঙ্ক এবং মনঃশিলা ৫ টঙ্ক এই সকল দ্রব্য করেলা পত্রের রসে মর্দ্দন করিবে এবং তদ্দ্বারা তুল্য পরিমিত অর্থাৎ ১২ টঙ্ক তাম্র পত্র সকল প্রলিপ্ত করিবে। পরে সেই সকল তাম্রপত্র শরায় রাখিয়া এবং তাহার উপর অন্য একখানি শরা চাপা দিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা শরাদ্বয়ের সন্ধিস্থল প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর তাহা পুটপাকে পাক করিবে। পাকানন্তর ঔষধ চূর্ণ করিবে। এক যব পরিমিত এই রস মধুতে মাড়িয়া ভক্ষণ করিলে ঘোর শীতজ্বর নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। রসপ্রদীপে শীতজ্বরারি উক্ত আছে॥ ১০৬—১০৯

শীতকেশরী রস—পারদ, গন্ধক, তুঁতে, হিঙ্গুল ও বিষ প্রত্যেকে সমভাগ, বিষের অষ্টগুণ মরিচ ও শুঁঠ। ইহাদের চূর্ণ অশ্বগন্ধার রসে, সিদ্ধির রসে, কালকাসুন্দার রসে ও তুলসীপত্রের রসে ক্রমে ক্রমে মর্দ্দন করিবে। ইহাই শীতকেশরী নামে কথিত। তুলসীপত্রের সহিত ইহা একরতি মাত্রায় সেবন করিলে ঘোর শীতজ্বর বিনষ্ট হয়। শীতকেশরীরস রসপ্রদীপে উক্ত আছে॥ ১১০—১১২

শীতভঞ্জী রস—হরিতাল ও শুক্তিকা চূর্ণ (ঝিনুক ভস্ম) সমভাগ, এই উভয়ের নবমাংশ তুঁতে, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে তাহা বনঘুঁটের অগ্নিতে গজপুটে পাক করিবে। পাকানন্তর শীতল হইলে উহা চূর্ণ করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ-রতি, প্রাতঃকালে চিনি সহ সেব্য। ইহা সেবনে শীত-জ্বর নাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা কাহারও বমি হয়, কাহারও বা বমি হয় না॥ ১১৩-১১৫

শীতভঞ্জীরস—হরিতাল, তুঁতে, তাম্র, পারদ, গন্ধক ও সোহাগার খৈ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ; করলা পত্রের রসে এক দিন মর্দ্দন করিবে। এবং ঐ মর্দ্দিত কল্ক দ্বারা একটি খল্লাকৃতি তাম্র পাত্রের উদর-ভাগ অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমাণে পুরু করিয়া প্রলিপ্ত করিবে। পরে ঐ ঔষধলিপ্ত তাম্রপাত্র একটি হাঁড়ির মধ্যে অধো-মুখে রাখিয়া এবং পাত্রান্তরে আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি বালুকা নিক্ষেপ করত হাঁড়িটী পরিপূর্ণ করিবে। তৎপরে হাঁড়ীস্থিত বালুকার উপরি কতকগুলি যব নিক্ষেপ করিয়া হাঁড়ীটি চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। অগ্নির উত্তাপে যবগুলি যখন ফুটিবে তখন চুল্লী হইতে হাঁড়ীটি নামাইবে, এবং শীতল হইলে তাম্রপাত্রোদর হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই শীতভঞ্জী রসের সেবন মাত্রা ১ মাষা পর্য্যন্ত। মরিচ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পানের সহিত ভক্ষিতব্য। ইহা সেবনে বিষমজ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রসেন্দ্রচিন্তা মণিতে এই শীতভঞ্জীরস উক্ত হইয়াছে॥ ১১৬-১১৯

শীতভঞ্জীরস—হরিতাল ২॥ ভাগ, হিঙ্গুলোত্থ

পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ১॥ ভাগ ও মনঃশিলা ১ ভাগ, করেলা (উচ্ছে) পত্রের রসে মর্দন করিবে। এবং এই হরিতালাদি দ্রব্য চতুষ্টয়ের তুল্য পরিমিত একখানি খলাকৃতি তাম্র পাত্রের উদরভাগ উক্ত মর্দ্দিত হরিতালাদির কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে সেই তাম্রপাত্র একটি দৃঢ় ভাণ্ডের মধ্যে অধোমুখে রাখিয়া এবং পাত্রান্তরে আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি বালুকা নিক্ষেপ করত ভাণ্ডটি পরিপূর্ণ করিবে। তৎপরে সেই ভাণ্ড চুল্লীর উপর বসাইয়া নিয়ে এক দিন জ্বাল দিবে। পাক শেষ হইলে ভাণ্ডটি নামাইবে এবং শীতল হইলে তাম্রপাত্রোদর হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। এই শীতভঞ্জীরসের সেবন মাত্রা ১ মাষা পর্য্যন্ত। মরিচ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পানের সহিত ভক্ষিতব্য। এই ঔষধ ভক্ষণ করিলে দাহ শীতাদি সমস্ত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। পথ্য—শালিতণ্ডুলের (দাউদখানি চাউলের) অন্ন ও দুগ্ধ। এই শীতভঞ্জীরস রসরত্নপ্রদীপে উক্ত, শীতজ্বরাদি বিষমজ্বরে প্রযোজ্য॥ ১২০—১২৩

কট্‌ফলাদি পান—কট্‌ফল, ত্রিফলা, দেবদারু, রক্তচন্দন, ফল্‌সাফল, কট্‌কী পদ্মকাষ্ঠ ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্যের সমষ্টি পরিমাণ—২ তোলা, /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের থাকিতে নামাইবে। পান মাত্রেই ইহা দ্বারা ত্রিদোষজনিত দাহ-তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। যাহারা দীর্ঘকাল জ্বরভোগ করিতেছে তাহাদের পক্ষে ইহা অমৃত সদৃশ। কট্‌ফলাদি পান তৃষ্ণায় ও দাহে প্রযোজ্য। সন্নিপাত জ্বরে রোগী দাহার্ত্ত হইলে যে চিকিৎসক তাহাকে শীতল জল দ্বারা পরিষিক্ত করে, সে রোগীই বা কেমন করিয়া বাঁচিবে এবং সেই চিকিৎসকই বা কি প্রকারে চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হইবে?

টীকা। সন্নিপাত জ্বরার্ত্ত রোগির দাহে শীতল জল সেক নিষিদ্ধ কিন্তু রুগ্‌দাহ নামক সন্নিপাত ভিন্ন, কারণ—তাহাতে অবগাহনেরও কখন বিধি দেখা যায়॥ ১২৪-১২৬

অন্ন—দুরালভা, গোক্ষুর ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথে সুপথ্য ভোজ্য (যথোপযুক্ত খাদ্য) পাক করিয়া দোষ শান্তির জন্য এবং বল ও অগ্নি বৃদ্ধির নিমিত্ত সন্নিপাত জ্বরাক্রান্ত রোগীকে আহার করিতে দিবে। খৈ-এর ছাতু সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া খাইতে দিবে। ইহা নির্বিঘ্নে পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং জ্বররোগীও তখন সজীব হইয়া উঠে। (ইতি কেচিৎ)। খৈ-এর ছাতু রক্তপিত্তের হিতকর বলিয়া উহা তৃষ্ণা-দাহ-জ্বরে পথ্যরূপে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু খৈএর ছাতু শীতবীর্য্য বলিয়া সন্নিপাত জ্বরে হিতকর নহে। (ইহাই অনেকের মত)। দশমূলাদির ক্বাথে খৈ-এর মণ্ড পাক করিলে তাহা পাচক অগ্নিদীপক ও রোচকারক হয়। অতএব দশমূলাদি-সংসিদ্ধ খৈ-এর মণ্ড সন্নিপাত জ্বরে হিতকর।

যে সন্নিপাত জ্বরী কাঁপে, প্রলাপ বকে এবং কিছুই জানিতে পারে না অর্থাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে, তাহার চিকিৎসা বর্ণন করিব। তদ্‌যথা—পুরাণ ঘৃত দ্বারা অগ্রেই তাহাকে অভ্যক্ত করিবে, বলাদি রাস্নাদি ও গুড়ূচ্যাদি তৈল দ্বারা পরিষেক করিবে এবং বর্ত্তক (বটেরি), বর্ত্তিকা (বটের), লাব, বার্ত্তিক, (বাত চটক, বগেরা ভাষা), তিত্তিরি (তিতির), শশ ও কুলিঙ্গ (গবরৈআ, ফিঙ্গা) এই সকলের মাংসরস দ্বারা রোগিকে যথাগ্নি তর্পিত করিবে। সন্নিপাতজ্বরী ক্ষুধার্ত্ত হইলে যে ভিষক্ তাহাকে মাংস সহ অন্ন ভোজন করায়, সেই মনুজাধম কেমন করিয়া ভিষক্ সংজ্ঞা লাভ করিবে? অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বরাক্রান্ত রোগী ক্ষুধার্ত্ত হইলেও তাহাকে কখন মাংসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তবে বর্ত্তকাদি পক্ষির মাংসের যূষ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে॥ ১২৭-১৩৪

বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা—বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে বৃহৎ পঞ্চমূলের কষায়, দোষবলাবল বুঝিয়া অত্যুষ্ণ বা সুখোষ্ণ অবস্থায় পান করিতে দিবে॥ ১৩৫

পিত্তোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা।

পরূষকাদি ক্বাথ—পরূষক (ফল্‌সা), ত্রিফলা, দেবদারু, কট্‌ফল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া একরাত্রি পর্য্যুষিত (বাসি) করিবে। এবং পরদিন প্রাতঃকালে সেই শীতল ক্বাথ জল-খাইতে দিবে। ইহা পিত্তোল্বণ সন্নিপাতে উৎকৃষ্ট ঔষধ॥ ১৩৬-১৩৭

কিরাতাদি সপ্তক—কিরাততিক্তক (চিরতা), মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আক্‌নাদি, বালা ও মৃণাল এই সাতটির ক্বাথ, পিত্তাধিক সন্নিপাতে রোগী পান করিবে॥ ১৩৮

কফোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা।

বৃহত্যাদি—বৃহতী, কণ্টকারী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বামুনহাটী, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, কুড়চীর বীজ (ইন্দ্রযব), পলতা ও কট্‌কী ইহারা বৃহত্যাদিগণ নামে অভিহিত। বৃহত্যাদিগণ কফোল্বণ সন্নিপাতে প্রশস্ত। ইহা সোপদ্রব-শ্বাসাদি রোগ সকলেও হিতকর॥ ১৩৯।১৪০

বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা।

স্বল্প পঞ্চমূলের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে বাতপিত্তোল্বণ জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা বাতপিত্তহর ও বৃষ্য॥ ১৪১

চাতুর্ভদ্রক ক্বাথ—চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদিগকে চাতুর্ভদ্রক কহা যায়। ইহাদের ক্বাথ বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাতে প্রযোজ্য॥ ১৪২

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা।

পর্পটাদি ক্বাথ—ক্ষেত্‌পাপড়া, কট্‌ফল, কুড়, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা, শুঁঠ, মুতা, শৃঙ্গী ও পিপুল ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ জ্বরে এবং তৃষ্ণা-দাহ ও অগ্নিমান্দ্যে প্রযোজ্য।

টীকা। বাতশ্লেষ্মোল্বণ জ্বরের চিকিৎসা উক্ত হয় নাই। কারণ তাহা অসাধ্য, তদ্দারা অতি শীঘ্রই বিপদ ঘটে, চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না॥ ১৪৩

বাতপিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা।

যোগরাজ ক্বাথ—শুঁঠ, ধনে, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, শর্করা (প্রক্ষেপ্য), কট্‌কী, মুতা, গজপিপ্পলী, সোন্দাল, কিরাত ও তিক্ত (কিরাত অর্থাৎ চিরতা, তিক্ত অর্থাৎ চিরতা, দ্বৈগুণ্য গ্রহণার্থ কিরাত ও তিক্ত পৃথক্ পঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ চিরতা দুই ভাগ গ্রহীতব্য), গুলঞ্চ এবং দশমূলের দশখানি ও কণ্টকারী (দশমূলেও কণ্টকারী আছে, সুতরাং কণ্টকারীও দুই ভাগ লইতে হইবে) এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ যোগরাজ ক্বাথ নামে অভিহিত। ইহা ত্রিদোষোল্বণ সন্নিপাত নাশ করে, সন্নিপাত সমুত্থিত আগত মৃত্যুও ইহা দ্বারা নিবারিত হয়॥ ১৪৪—১৫০

প্রবৃদ্ধ-মধ্য-হীন-বাতাদিজনিত সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা—সন্নিপাতে যে দোষ প্রবৃদ্ধ তাহাকে কর্শিত করিবে, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ দোষকে ক্ষীণতাকারক ঔষধ-অন্ন বিহার দ্বারা কৃশীকৃত করিয়া সমভাবাপন্ন করিবে। এবং যে দোষ ক্ষীণ, তাহাকে সংবর্দ্ধিত করিবে, অর্থাৎ ক্ষীণ দোষকে বৃদ্ধিজনক ঔষধ অন্নবিহার দ্বারা, বর্দ্ধিত করিয়া সমভাবাপন্ন করিবে। বৃদ্ধ ও ক্ষীণ দোষদ্বয়ের এইরূপ চিকিৎসা বিধান করিবে। প্রবৃদ্ধ দোষ শমিত হইলে মধ্যম দোষ স্বয়ংই শান্তি-প্রাপ্ত হয়। যেমন অনুবন্ধ্য দোষ অর্থাৎ প্রধান দোষ প্রশান্ত হ'লে অনুবন্ধ দোষ অর্থাৎ অপ্রধান (তদধীন) দোষ আপনা আপনিই প্রশান্ত হইয়া থাকে, তদ্বৎ।

টীকা। উক্ত বচনের ভাবার্থ এই—যথা বর্ষাকালে বায়ু অনুবন্ধ্য (সেব্য) অর্থাৎ প্রধান হয় এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা তাহার অনুবন্ধ (সেবক) অর্থাৎ অপ্রধান থাকে; শরৎ কালে পিত্ত অনুবন্ধ্য (সেব্য) অর্থাৎ প্রধান হয় এবং কফ তাহার অনুবন্ধ (সেবক) অর্থাৎ অপ্রধান থাকে; বসন্তে কফ অনুবন্ধ্য (সেব্য) অর্থাৎ প্রধান হয় এবং বাত ও পিত্ত তাহার অনুবন্ধ (সেবক) অর্থাৎ অপ্রধান থাকে; এই এই স্থলে-অনুবন্ধ্য দোষ (প্রধান দোষ) প্রশম প্রাপ্ত হইলে অনুবন্ধ দোষ (অপ্রধান দোষ) যেমন স্বয়ংই প্রশমিত হয়, সেরূপই প্রবৃদ্ধ দোষ শমিত হইলে অর্থাৎ তাহাকে হ্রাস করিয়া সমভাবাপন্ন করিলে মধ্যম দোষ নিশ্চয়ই স্বয়ং প্রশমিত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে॥ ১৫১। ১৫২

শীতাঙ্গাদি ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের মধ্যে শীতাঙ্গের চিকিৎসা—আকন্দমূল, জীরা, ত্রিকটু, বামুনহাটী, কণ্টকারী, শুঁঠ ও পুষ্কর (অভাবে কুড়) এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে ক্বথিত করিয়া পান করিলে সদ্যঃ শীতগাত্রার্ত্তি-মোহ শ্বাস-কফোদ্রেক ও কাস বিনষ্ট হয়। শীতাঙ্গ জ্বরে পীত-ঘোষার মূল, কুলথ, পিপ্পলী, বচ, কট্‌ফল, কৃষ্ণজীরা, চিরতা, চিতা, কট্‌ফল, বালা ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন প্রশস্ত। (ইহার পূর্ব্ব বচনে দুইবার শুঁঠের, এবং এই বচনে দুইবার কটফলের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে শুঁঠ দুইভাগ এবং কট্‌ফল দুইভাগ লইতে হইবে)।

রসসিন্দূর ১ ভাগ, বিষ ২ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ ও রুদ্রাক্ষফলভস্ম ৮ ভাগ, ইহাদের চূর্ণ দ্বারা উদ্ধূলন করিলে (নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে ঘর্ষণ করিলে) ঘর্ম্ম ও শৈত্য নিবারিত হয়॥ ১৫৩—১৫৫

তন্দ্রিকের চিকিৎসা—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পুষ্করমূল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথে হরীতকী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এবং শুঁঠ পিপুল ও মরিচ বকপুষ্পের রসে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে প্রবল তন্দ্রা দূরীভূত হয়।

মরিচ, কচ (বালা), পচম্পচা (দারুহরিদ্রা), বচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, হরিদ্রা ও রাখালশসার মূল এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নাসিকাভ্যন্তরে নিহিত করিলে তন্দ্রিক নিবারিত হয়।

অশ্বলালা, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর, মনঃশিলা, পিপুল ও মধু এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া তদ্দারা নেত্রে অঞ্জন দিলে তন্দ্রা ও অতিনিদ্রা দূরীভূত হয়॥ ১৫৬—১৫৮

প্রলাপকের চিকিৎসা—তগরপাদুকা, বরতিক্ত (ক্ষেত্‌পাপড়া), আরেবত (সোন্দালু), মুতা, কট্‌কী, নলদ (লামজ্জক, বেণাসদৃশতৃণ বিশেষ), অশ্বগন্ধা, ভারতী (ব্রাহ্মী), হারহুরা (দ্রাক্ষা), শ্বেতচন্দন, দশমূলী (দশমূলের দশখানি দ্রব্য) ও শঙ্খপুষ্পী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে শীঘ্রই প্রলপন দূর হয়।

টীকা—বরতিক্ত শব্দে মহানিম্ব না বুঝিয়া ক্ষেত্‌-পাপড়াই বুঝিবে, কারণ তন্ত্রান্তরে ক্ষেত্‌পাপড়ারই

উল্লেখ আছে। "নলদ" অর্থাৎ লামজ্জক, তদভাবে বেণামূল গ্রাহ্য। "ভারতী"—ব্রাহ্মী। "হারহূরা"—দ্রাক্ষা।

সান্ত্বনাবচন দ্বারা, তীক্ষ্ণ অঞ্জন ও তীক্ষ্ণ নস্য দ্বারা এবং তিমির সেবন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিকৃত চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিবে॥ ১৫৯। ১৬০

রক্তষ্ঠীবির চিকিৎসা—রোহিষ (সুগন্ধ তৃণ বিশেষ, রোহিসতৃণ), দুরালভা, বাসক, ক্ষেতপাপড়া, গন্ধলতা (প্রিয়ঙ্গু) ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তনিষ্ঠীবন নিবারিত হয়।

পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, জাতী, জীবক, শ্বেতচন্দন, বালা, যষ্টিমধু ও নিম ইহাদের ক্বাথ রক্তনিষ্ঠীবন প্রশমক।

যষ্টিমধু, মৌলফল, ফল্‌সাফল, বালা, চন্দন, তেজপত্র, দেবদারু ও গাম্ভারীফল ইহাদের শীতকষায় চিনিসহ পান করিলে রক্তনিষ্ঠীবন দূর হয়॥ ১৬১—১৬৩

ভুগ্ননেত্রের চিকিৎসা—অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, বচ, মৌলসার, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও লশুন ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে ভুগ্ননেত্র রোগ প্রশমিত হয়॥ ১৬৪

অভিন্যাসের চিকিৎসা।

শৃঙ্গাদি ক্বাথ—কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিরতা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, দুরালভা, কট্‌ফল, শুঁঠ, মুতা, ধনে, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুক, গজপিপ্পলী, অপামার্গ, পিপুলমূল, চিতা, রাখালশসা, সোন্দাল, নিমছাল, শটী, সোমরাজীবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী ও বনযমানী, প্রত্যেক সমভাগ; ইহাদের ক্বাথে হিং ও আদার রস সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ঘোর অভিন্যাসজ্বর ও তন্দ্রা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনে প্রমেহ, কর্ণশূল, ত্রয়োদশ সন্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৬৫—১৬৯

জিহ্বকের চিকিৎসা—কিরাতাদি কবল—চিরতা, আকুলকুৎ (আকরকরভ), কুলিঙ্গ, কর্পূর (কর্চুর) ও পিপুল এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সর্ষপ তৈলে সংযুক্ত ও বীজপূরাদি অম্ল রসে আপ্লুত করিয়া তাহার কবল করিলে জিহ্বা-দোষ সকল সংশমিত হয়॥ ১৭০

শালুরপর্ণ্যাদ্য বলেহ—শালুরপর্ণী (ব্রাহ্মী), মালুর মূল (বিল্বমূল), কুড় ও শঙ্খপুষ্পী ইহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া অবলেহন করিলে বাক্যের বিশুদ্ধি হয়।

কণ্টকারী, শুঁঠ, পুষ্করমূল, গুলঞ্চ, ব্রাহ্মী, বচ, সুব্রতা (গন্ধপলাশী, কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ), বামুনহাটী, বাসক, দুরালভা, বালা ও সুরসা (তুলসী) ইহাদের ক্বাথ পান করিলে জিহ্বক রোগ নাশ হয়।

বিশ্বা, (আতইচ), বর্ম (ক্ষেতপাপড়া), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, বৎসাদনী (গুলঞ্চ), মুতা, কণ্টকারী, নিমছাল, পলতা, পুষ্করমূল, কুড় ও দেবদারু, ইহাদের ক্বাথ জিহ্বক রোগ নাশক॥ ১৭১। ১৭২

সন্ধিকের চিকিৎসা—শটী, দেবদারু, ত্রিফলা, স্থবিরদারু (বীজতাড়ক), রাস্না, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও শতমূলী, মৃদু অগ্নিতে ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সন্ধিগ্রহের ব্যথা বিনষ্ট হয়। ইহাতে বৃথা শৈত্য সেবন কদাচ করিবে না।

বচ, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, পীতঝাঁটী, গুলঞ্চ, আতইচ, দেবদারু, মুতা, শুঁঠ, অতরুণদারু (বৃদ্ধদারু, বীজতাড়ক লতা), রাস্না, গুগ্‌গুলু, বৃষা (বৃহদ্দন্তী ইহার পল্লব এরণ্ডবৎ, ইহার অভাবে দন্তী গ্রাহ্য), তরুণ (এরণ্ড) ও শতমূলী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সন্ধিগ্রহ-ব্যথা, উরুর জড়িমা-ক্লম-ভ্রমণ (বিপরীত বর্ত্তন) পক্ষাঘাত দূরীভূত হয়।

রাস্না, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও গুগ্‌গুলু ইহাদের ক্বাথ সতত সেবন করিলে সন্ধিগত বায়ু প্রশমিত হয়।

মুতা, এরণ্ড, প্রাণদা (হরীতকী), বাণ (নীলঝাঁটী), দেবদারু, গুলঞ্চ, রাস্না, শতমূলী, কর্চূর (কচুর), কট্‌কী, বাসক, আতইচ, বৃহৎ পঞ্চমূল ও অশ্বগন্ধা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে মন্যাস্তম্ভ ও সন্ধিগ্রহ ব্যথা নিবারিত হয়॥ ১৭৩—১৭৬

অন্তকের চিকিৎসা—অন্তক জ্বরে ব্রত (লজ্ঘনাদি নিয়ম), উষ্ণজল, জ্বরনাশক যূষাদি ও রোগাপহারি ঔষধাদি ত্যাগ করিয়া জ্বরচ্ছেদকারক-জীবনদায়ক-মৃত্যুঞ্জয়কে হৃদয়ে সদা চিন্তা কর। যাঁহার শরীর কর্পূরনিকরবৎ শুভ্রবর্ণ, যিনি মহা যোগান্বিত, যিনি ভক্তজন সমূহে সদা ভাবুকসেবিত, যাঁহার ললাটে নেত্র প্রস্ফুরৎ হইতেছে, যিনি অমৃতপূর্ণ কুম্ভ হস্তে ধারণ করিয়া আছেন, যিনি রুদ্রাক্ষমালাধারী, পিঙ্গলবর্ণ উত্তুঙ্গ জটাকলাপে যিনি সুশোভিত, যাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে, সেই মৃত্যুঞ্জয়ের স্তব কর। ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক এই নির্ণীত হইয়াছে অন্তক জ্বরে জাহ্নবীনীরই ঔষধ এবং গোবিন্দই বৈদ্য॥ ১৭৭—১৭৯

রুগ্দাহের চিকিৎসা—(ষড়ঙ্গপানীয়) বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা, দ্রাক্ষা, আমলকী ও ক্ষেতপাপড়া এই ছয়টী দ্রব্যের পরিমাণ ২ তোলা /৪ সের

জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের থাকিতে নামাইয়া সেই জল শীতল হইলে দাহ-তৃষ্ণা ও জ্বর শান্তির জন্য পান করিবে॥ ১৮০

ধান্যককাথ—ধনের চাউল রাত্রিতে ক্কাথ করিয়া পর্য্যুষিত করিবে। পর দিন প্রাতঃকালে তাহা ছাকিয়া চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহাতে অন্তর্দাহ ও পিত্তজ্বর অচিরে প্রশমিত হইবে॥ ১৮১

পথ্যাবলেহ—হরীতকী বাটিয়া তাহা তিল তৈল ঘৃত বা মধুর সহিত লেহন করিলে দাহ বিনষ্ট হয়। কচি কুলপাতা দধিতে বাটিয়া তাহা গাত্রে মাখিলে অচিরে দাহ প্রশমিত হয় অথবা কর্পূর, শ্বেতচন্দন ও কচি নিমপাতা তক্রে পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে শীঘ্র দাহ বিনষ্ট হয়।

দাহজ্বরসন্তপ্ত ব্যক্তিকে উত্তানভাবে শুয়াইয়া তাহার নাভিতে তাম্র-কাংস্যাদি নির্ম্মিত এক খানি গভীর পাত্র স্থাপন করিবে এবং সেই পাত্রে বহুল বারিধারা পাতিত করিবে। কিছুক্ষণ জলধারা পাতিত করিলে দাহ ও জ্বর ত্বরিত প্রশমিত হইবে।

গব্য ঘৃত শীতলজলে শতবার ধৌত করিয়া সেই শত ধৌত ঘৃত দাহজ্বরিকে মাখাইবে এবং সে কমল উৎপলের মাল্য ধারণ করিয়া শীঘ্র জলপূর্ণ কোষ্ঠে কিছু অধিক কাল উপবেশন করিবে। কাঞ্জীতে বস্ত্র ভিজাইয়া সেই বস্ত্র দ্বারা শরীর অবগুণ্ঠিত করিবে। গব্য তক্রে বস্ত্র সংস্বিন্ন এবং তাহা শীতলীকৃত করিয়া সেই বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করিবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়॥ ১৮২—১৮৬

অন্ন—জ্বর রোগী দাহ ও বমি দ্বারা অর্দ্দিত, তৃষ্ণান্বিত এবং ক্ষীণ ও নিরন্ন হইলে তাহাকে চিনি ও মধু মিশ্রিত খৈ-এর ছাতুর তর্পণ পান করাইবে।

প্রফুল্ল পদ্ম শোভিত বাপী (দীর্ঘিকা), জলযন্ত্র গৃহ (ফোয়ারা বিশিষ্ট ঘর), চন্দনদিগ্ধাঙ্গী মনোরমা নারী ইহারা দাহ-দৈন্য নিবারক। মুক্তাবলী চন্দন সুশীতল এবং সুগন্ধ পুষ্পাম্বর বিভূষিত নিতম্বিনীগণের পীনপয়োধরের আলিঙ্গনও আশু দাহ প্রশমক। কিন্তু যখন বুঝিবে রোগির প্রহ্লাদ অর্থাৎ কামকৃত হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সেই কামিনীগণকে তাহার নিকট হইতে অপসৃত করিবে। এবং যদ্দারা রোগী মহৎ সুখ প্রাপ্ত হয়, এরূপ হিতকর অন্ন তাহাকে ভোজন করিতে দিবে॥ ১৮৭—১৯০

চিত্তভ্রমের চিকিৎসা—পিপুল, মরিচ, বচ, সৈন্ধব লবণ, করঞ্জবীজ, ধুতুরা ফল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বেতসর্ষপ, হিঙ ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকার অঞ্জন নয়নে দিলে সংজ্ঞা উপস্থিত হয়। চেতনা প্রদানে ইহা অতি বিখ্যাত ও অদ্বিতীয় ঔষধ, এবং চিত্তভ্রমজনক স্মৃতিভূতদোষ, শিরোরোগ-অক্ষিরোগ ও ভ্রম রোগ নাশের হেতু।

বকফুলের গাছের ছালের রস, গুড়, শুঁঠচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া নাসিকাতে নিহিত করিলে নিশ্চয়ই চিত্তভ্রম বিনষ্ট হয়। একাঙ্গী, কেশ (বালা), মুতা, মৌলফল, শ্বেত চন্দন, দেবদারু, মধু, গুগ্‌গুলু, নখ, ক্ষেতপাপড়া, লৌহ, (অগুরু) লামজ্জক (উশীরবৎ পীতবর্ণ বৃক্ষ বিশেষ, তদভাবে উশীর গ্রাহ্য) ও এলাইচ এই সকল দ্রব্যের ধূপ চিত্তভ্রম নাশক, গ্রহ দোষহারক, শ্রীপ্রদ, সৌভাগ্যজনক ও শুভকর।

দ্রাক্ষা, দেবদারু, মৎস্যশকল (কট্‌কী), মুতা, আমলকী, গুলঞ্চ, হরীতকী, সোন্দাল, রামসেনক (চিরতা), রজঃ (ক্ষেতপাপ্‌ড়া) ও পটোল। দ্বিতীয় যোগ—দন্দূরদলা (মণ্ডুকপর্ণী অর্থাৎ ব্রাহ্মী), আকনাদি, পটোলী (পড়োলী), বালা, হরীতকী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, সোন্দাল, কট্‌কী ও শঙ্খপুষ্পী। এই যোগ দ্বয় ক্কাথ করিয়াপান করিলে চিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

টীকা। মণ্ডুকপর্ণী শব্দে যদিও ব্রাহ্মীকে মঞ্জিষ্ঠাকে ও শ্যোনাকে বুঝায়, তথাপি এস্থলে ব্রাহ্মীই গ্রাহ্য। কারণ দ্রব্যগুণগ্রন্থে উক্ত আছে—ব্রাহ্মী—মতিপ্রদা, মেধ্যা, জ্বরহন্ত্রী ও রসায়নী। অতএব চিত্তরোগে ব্রাহ্মীই গ্রাহ্য॥ ১৯১—১৯৬

কর্ণিকের চিকিৎসা—কর্ণমূলের শোথ অত্যল্প হইলে একমাত্র প্রলেপেই তাহা প্রশমিত হয়। কিন্তু অতি প্রবল হইলে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। শোথ যদি পাকে তাহা হইলে শস্ত্রক্রিয়া করনীয়। কারণ তাহা দ্বারা পূয নির্গত হইয়া যায়। শস্ত্রক্রিয়া করণানন্তর ব্রণভাবাপন্ন শোথে যথাবৎ ব্রণ-চিকিৎসা বিধেয়।

হরিদ্রা, রাখালশসা, কুড়, সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা ও ইঙ্গুদীমূল এইগুলি সমস্ত বা ইহাদের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, ততগুলি বাটিয়া এবং তাহাতে আকন্দ-আটা সংযুক্ত করিয়া কর্ণমূলশোথে প্রলেপ দিলে কর্ণিকা (কর্ণমূলশোথ) বিনষ্ট হয়।

কুলথ, কট্‌ফল, শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা, সমভাগে লইয়া কর্ণমূলে মুহুর্মুহুঃ সুখোষ্ণ প্রলেপ দিবে।

গেরিমাটী, খড়ীমাটী, শুঁঠ কট্‌ফল, ও সোন্দাল সমভাগে লইয়া এবং তাহা কাঁজীতে বাটিয়া ও অগ্নি-সন্তাপে উষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কর্ণমূলশোথ বিনষ্ট হয়।

শজিনাছাল ও শ্বেতসর্ষপ বাটিয়া কর্ণমূলে প্রলেপ দিলে কর্ণমূলভব শোথ প্রশমিত হয়।

মরিচ, পিপুল, জীরা ও সৈন্ধবলবণ উষ্ণজলে

মর্দ্দিত করিয়াই নস্যবিধানে তাহার নস্য লইলে কর্ণমূল শোথ নাশ প্রাপ্ত হয়।

বামুনহাটী (তদলাভে কণ্টকারীমূল), জয়া (গণিয়ারি), পুষ্করমূল (তদলাভে কুড়), কণ্টকারী, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), বচ, মুতা, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌কী ও রসা (রাস্না) ইহাদের ক্বাথ কর্ণমূল শোথ নাশক।

দশমূলের দশখানি দ্রব্য এবং কট্‌কী, পিপ্পলী, ত্রিফলা (হরীতকী বহেড়া আমলকী), শুঁঠ, চিরতা ও মরিচ ইহাদের ক্বাথ সকল প্রকার কর্ণব্যথা বলে নাশ করিয়া থাকে॥ ১৯৭—২০৪

কণ্ঠকুব্জের চিকিৎসা—ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, সিংহানন (বাসক) ও হরিদ্রা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কণ্ঠকুব্জরোগ প্রশমিত হয়। সিংহ যেমন কুঞ্জরকে বিনষ্ট করে, ইহাও তদ্বৎ কণ্ঠকুব্জনাশ করিয়া থাকে।

চিরতা, কট্‌কী, পিপুল, কুড়চী, কণ্টকারী, শটী, বহেড়া, দেবদারু, হরীতকী, কটুক (মরিচ), কট্‌ফল, মুতা, আতইচ, আমলকী, কুড়, চিতামূল, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, বাসক ও মহৌষধসখ (শুঁঠ) ইহাদের ক্বাথ কণ্ঠকুব্জ নাশ করিয়া থাকে।

টীকা। মহৌষধসখ—মহৌষধের সখিগণসহ অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য সকলের সহিত মহৌষধ। অনন্তর উল্বণ বাতাদি প্রবৃদ্ধ-মধ্য-ক্ষীণ-বাতাদি হেতুক কুম্ভীপাকাদি ত্রয়োদশ সন্নিপাত জ্বরেরই ইহাদের ন্যায় বিশেষ চিকিৎসা করিবে॥ ২০৫। ২০৬

অথাগন্তু জ্বরাধিকার।

আগন্তু জ্বরের নিদান—অভিঘাত, অভিষঙ্গ, অভিচার ও অভিশাপ দ্বারা আগন্তু জ্বর উৎপন্ন হয়। যে আগন্তুজ্বরে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষান্বিত বলিয়া জানিবে।

টীকা। অভিঘাত—শস্ত্র-মুষ্টি-লগুড়াদি দ্বারা অভিহনন। অভিষঙ্গ—কাম-শোক-ভয়-ক্রোধ ও ভূতাদির আবেশ। অভিচার—শ্যেনাদি যজ্ঞ দ্বারা নিরপরাধের মারণার্থ কৃত্যাদি (কালানলোপম দেবতা বিশেষ) উৎপাদন। অভিশাপ—ব্রাহ্মণ-গুরু-বৃদ্ধ ও সিদ্ধলোকাদি কৃত শাপ॥ ১

আগন্তুজ্বরের অপর নিদান—ভূতগ্রহ, বিষ, বায়ু, অগ্নি, ক্ষত ও ভঙ্গাদি এবং রাগ, দ্বেষ ও ভয়াদি আগন্তু কারণে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকেও আগন্তু রোগ বলা যায়।

টীকা। "ভঙ্গাদি" এ স্থলে আদি শব্দে রাগাদি হইতে ভঙ্গাদি পর্য্যন্ত সমস্ত হেতু গুলিই আগন্তুসংজ্ঞক বুঝিবে। কার্য্য ও কারণের অভেদ উপচার (প্রতিকার) হেতু আগন্তু শব্দের আগন্তুজ অর্থ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ আগন্তু শব্দ—হেতুবাচীও হয়। ব্যাধিবাচীও হইয়া থাকে। এ স্থলে একটা আপত্তি হইতে পারে যে,—নিজ জ্বরের অর্থাৎ বাতাদি দোষজনিত জ্বরের, মিথ্যাহার বিহার, যেমন বিপ্রকৃষ্ট কারণ, এবং বাতাদিদোষ সন্নিকৃষ্ট কারণ, আগন্তু জ্বরেরও ত তেমনি অভিঘাতাভিষঙ্গাদি বিপ্রকৃষ্ট কারণ এবং বাতাদি দোষ সন্নিকৃষ্ট কারণ, তাহা হইলে আগন্তুজ্বরও ত বাতাদি দোষজ জ্বরেরই অন্তর্ভূত হইল? ইহার অষ্টমত্ব কিরূপে সম্ভবে? উত্তর—বাতাদিদোষ আগন্তু জ্বরের আরম্ভক নহে, আগন্তু জ্বরোৎপত্তির পরে উহারা অনুবন্ধী হয়, অর্থাৎ অভিঘাতাভিষঙ্গাদি জনিত আগন্তু জ্বরের অনুবল হয়। চরকঋষি আগন্তু জ্বরের এই সম্প্রাপ্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তদ্‌যথা—"আগন্তুজ্বর ব্যথা পূর্ব্ব অর্থাৎ উহার উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ব্যথা (অভিঘাতাদি), পশ্চাৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পরে তাহা বাতাদিদোষে সম্বন্ধ হয়" অর্থাৎ বাতাদিদোষ নিজ জ্বরের উৎপত্তির কারণ, আগন্তু জ্বরের উৎপত্তির কারণ নহে। অতএব আগন্তুজ্বরের অষ্টমত্বের বিরোধ ঘটিতেছে না॥ ২

কোন্ আগন্তুর কোন্ দোষ নিজ তাহাই বর্ণিত হইতেছে—কাম-শোক-ভয়জনিত আগন্তু ব্যাধিতে বায়ু প্রকুপিত হয়; ক্রোধজ-আগন্তু ব্যাধিতে পিত্ত প্রকুপিত হয়; এবং ভূতাবেশজ আগন্তু ব্যাধিতে বাতাদি তিন দোষই প্রকুপিত হইয়া থাকে, এবং ভূত সামান্য লক্ষণ সকলও প্রকাশ পায় অর্থাৎ যে ভূতের যে লক্ষণ অর্থাৎ হাস্য রোদন বা কম্পাদি, তাহাও প্রকাশিত হয়॥ ৩

আগন্তু জ্বরের হেতুভেদে লক্ষণ ভেদ—বিষকৃত জ্বরে অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম বিষ ভক্ষণ জনিত জ্বরে মুখের শ্যাববর্ণতা (শুক্ল মিশ্রিত কৃষ্ণ বর্ণতা বা শাক বর্ণতা), অতিসার (এই লক্ষণ স্থাবর বিষ দ্বারাই উৎপন্ন হয়, কারণ স্থাবর বিষই রেচক), অন্নে অরুচি, পিপাসা, তোদ (সূচীবেধবৎ বেদনা) ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ওষধী গন্ধজ জ্বরে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা ও বমি উপস্থিত হয়। কামজ্বরে অর্থাৎ অভিলষিত কামিন্যাদির অপ্রাপ্তি নিমিত্তকজ্বরে চিত্তবিভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য ও অভোজন (ভোজনে অসামর্থ্য), হৃদয়ে বেদনা এবং গাত্রের শোষ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকদিগের কামজ্বরে মূর্চ্ছা, অঙ্গমর্দ্দ, তৃষ্ণা, নয়নের

চাপল্য, স্তনদ্বয়ে ও মুখে ঘর্ম্ম এবং হৃদয়ে দাহ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

টীকা। মূলে "চ" শব্দ প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, বাগ্‌ভটোক্ত লক্ষণ সকলও উপস্থিত হইয়া থাকে। তদ্‌যথা—"কামজ্বরে ভ্রম, অরুচি, দাহ, এবং লজ্জা নিদ্রা বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ক্ষয়" এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বালা, শতদলপদ্ম, শ্বেতচন্দন, বেণামূল, গুড়ত্বক্, ধনে ও জটামাংসী ইহাদের ক্বাথ কামজ্বর নাশক। সন্ধ্যাকালে অতি সুগন্ধি কুসুম দ্বারা সংস্তরকরণ (শয্যাদি রচনা ও তোড়া মাল্যাদি করণ) এবং রাত্রিকালে নিজ কান্ত ও কান্তার সহিত ক্রীড়ন কামজ্বর নাশক।

ভয়জ জ্বরে প্রলাপ হয়, শোকজ জ্বরেও প্রলাপ হয় এবং কোপজ জ্বরে কম্প হইয়া থাকে। ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে অর্থাৎ ভূতগ্রহের (দেবগ্রহাদির) আবেশজনিত জ্বরে উদ্বেগ হাস্য রোদন ও কম্পন হয়। ভূতাভিষঙ্গোত্থ জ্বরকে কেহ কেহ বিষমজ্বর বলিয়া থাকেন। অভিচার ও অভিশাপ দ্বারা যে জ্বর হয়, তাহাতে মোহ ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে এই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে—কম্প,বায়ুর ধর্ম্ম; ক্রোধজজ্বরে কি প্রকারে কম্পন হইবে? শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, "ক্রোধ হেতু পিত্ত প্রকুপিত হয়" পিত্তের ধর্ম্ম ত দাহ। উত্তর—শাস্ত্রীয় বচন আছে—একদোষ প্রকুপিত হইয়া তাহা অন্যান্য দোষ সকলকেও কুপিত করিয়া থাকে" এই বচন বলেই বুঝিতে হইবে যে, ক্রোধজ জ্বরে পিত্ত কর্ত্তৃক বায়ু কোপিত হইয়া কম্প উৎপাদন করে। আর ক্রোধ হেতু বায়ুও কুপিত হয়। বিদেহে উক্ত হইয়াছে—"ক্রোধ ও শোককে বায়ু-পিত্ত ও রক্তের প্রকোপক বলিয়া জানিবে।" ভূতাভিষঙ্গে বিষমজ্বরও উৎপন্ন হয়। সেই জ্বর কদাচিদ্ বেগবান্ কদাচিৎ শান্তবেগ হয় ইত্যর্থ। মূলে "তৃষ্ণা চ" এই চকারের প্রয়োগে হারীতানুবাদি বাগ্‌ভটোক্ত লক্ষণও বোদ্ধব্য। তদ্‌যথা—আভিচারিক মন্ত্র দ্বারা যে ব্যক্তি হন্যমান হয়, প্রথমে তাহার মন, তৎপরে দেহ সন্তপ্ত হয়, তদনন্তর বিস্ফোট-তৃষ্ণা-ভ্রম-দাহ-মূর্চ্ছা হয় এবং জ্বর প্রত্যহ বাড়িতে থাকে॥ ৪—১০

আগন্তুজ্বরসকলের চিকিৎসা—আগন্ত জ্বরে মানব কখনও উপবাস করিবে না।

টীকা। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—"শুদ্ধ বাতজ জ্বরে ধাতুক্ষয়জ জ্বরে, আগন্ত জ্বরে ও জীর্ণজ্বরে লঙ্ঘন বাঞ্ছিত নহে।"

অন্যবচন—কাম-শোক-চিন্তা ও অভিঘাত জনিত-জ্বর এবং ভয়-ভূতাবেশ-শ্রম-ক্রোধ ও উপবাস জন্য জ্বরে লঙ্ঘন হিতকর নহে। কিন্তু যদি অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই সকল জ্বরে মাংসরসের সহিত অন্ন পথ্য দিবে। অভিঘাতজ জ্বরে উষ্ণ বর্জ্জিত ক্রিয়া করিবে। দোষানুসারে কষায় মধুর বা স্নিগ্ধ দ্রব্য-প্রয়োগ করিবে। ঘৃতপান ও ঘৃতাভ্যঙ্গ দ্বারা অভিঘাত জ্বর বিনষ্ট হয়। এবং রক্তমোক্ষণ ও মেধ্য (মেধা-হিত) মাংসরস সহ অন্ন ভোজন দ্বারাও অভিঘাত জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। ব্যধ (তাড়ন বা কর্ণাদিবেধ), বন্ধ, শ্রম, অতি পথপর্য্যটন, ভঙ্গ (ছেদ-ভেদাদি) ও ভ্রংশ (বৃক্ষাদি হইতে পতন) এই সকল কারণে যে জ্বর হয়, সেই সকল জ্বরে প্রথমে ক্ষার ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। পথপর্য্যটন শ্রান্ত ব্যক্তি-দিগের পক্ষে অভ্যঙ্গ ও দিবানিদ্রা হিতকর। বিষনাশক ও পিত্তনাশক কষায় দ্বারা এবং সর্ব্বগন্ধকৃত কষায় দ্বারা ওষধিগন্ধজ ও বিষজ জ্বর প্রশমিত করিবে॥ ১১—১৬

সর্ব্বগন্ধ যথা—চাতুর্জ্জাত (এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি ও নাগেশ্বর), কর্পূর, কক্কোল (কাক্লা), অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ এই গুলিকে সর্ব্বগন্ধ বলিয়া জানিবে।

ক্রোধজ জ্বরে পিত্তপ্রশমক ক্রিয়া করিবে এবং সদ্বাক্য (উপদেশবাক্য) কহিবে। আশ্বাস দ্বারা, ইষ্ট-লাভ দ্বারা, বায়ুর প্রশমন দ্বারা এবং হর্ষোৎপাদন দ্বারা কাম-ক্রোধ-ও ভয়জনিত জ্বর প্রশমিত করিবে। কাম-দ্বারা (কামবিষয় দ্বারা), মনোজ্ঞ বিষয় দ্বারা (ধিক্কা-রাদি দ্বারা ভয়জনক বচন দ্বারা), পিত্তঘ্ন চিকিৎসা দ্বারা ও সদ্বাক্য দ্বারা ক্রোধসমুত্থিত জ্বর প্রশান্ত হয়। কাম উপস্থিত হইলে ক্রোধজ জ্বর বিনষ্ট হয় এবং ক্রোধ উপস্থিত হইলে কামজ্বর বিনষ্ট হয়; আর কাম ও ক্রোধ ঘাতিত হইলে অর্থাৎ মনে নিগৃহীত হইলে কামজ ও ক্রোধজ জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ভূতবিদ্যা সমুদ্দিষ্ট বন্ধ আবেশন ও তাড়ন দ্বারা ভূতাভিষঙ্গজনিত জ্বর প্রশমিত করিবে। (কোনগ্রন্থে তাড়ন স্থলে পূজন পাঠ আছে), মনঃশান্তি দ্বারা মানস জ্বরকে দূরীভূত করিবে। সহদেবার (বেড়েলার) মূল যথাবিধানে কণ্ঠে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলে এক দুই তিন বা চারিদিনে মানবের ভূতজ্বর বিনষ্ট হয়। অভিচারজ জ্বর এবং অভিশাপজ জ্বর হোমাদি দ্বারা জয় করিবে। উৎপাতজ ও গ্রহদুষ্টিজ জ্বর দান স্বস্ত্যয়ন ও আতিথ্য দ্বারা প্রশমিত করিবে॥ ১৭—২৩

ইতি আগন্তুজ্বরাধিকার।

বিষমজ্বরাধিকার।

জ্বরমুক্ত হইয়াই অনুচিত আহার বিহার করিলে সেই জ্বরমুক্ত ব্যক্তির অনতিবল-বাতাদিদোষ লব্ধবল হইয়া রসরক্তাদি কোন ধাতুকে দূষিত করিয়া পুনর্ব্বার বিষমজ্বর আনয়ন করে।

টীকা।—মূলে "বা" শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কখন কখন প্রথম হইতেই বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"প্রথমেই যদি বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে জ্বর অসাধ্য বলিয়া জানিবে"॥ ২৪

রসাদি ধাতুবিশেষদূষণে বিষমজ্বর বিশেষ—জ্বরমুক্ত ব্যক্তির অনতিবল-বাতাদিদোষ অহিত আহার বিহারে লব্ধবল হইয়া রসধাতুকে আশ্রয় করিয়া সন্তত জ্বর, রক্তধাতুকে আশ্রয় করিয়া সতত জ্বর, মাংসধাতুকে আশ্রয় করিয়া অন্যেদ্যুষ্কজ্বর, মেদোধাতুকে আশ্রয় করিয়া তৃতীয়কজ্বর এবং অস্থি ও ও মজ্জা ধাতুকে আশ্রয় করিয়া অতি ভয়ঙ্কর বহূপদ্রব-জনক অর্থাৎ যমস্বরূপ চতুর্থকজ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে॥ ২৫—২৬

বিষমজ্বরের সামান্য লক্ষন—যে জ্বর অনিয়মকালে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যাহার উপস্থিতির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, যে জ্বরে শীত ও উষ্ণ ও একরূপ থাকে না এবং যে জ্বরের বেগও বিষম, তাহা-কেই বিষমজ্বর কহা যায়।

টীকা। যেমন বাতিকজ্বর সপ্তদিন, পৈত্তিকজ্বর দশদিন এবং শ্লৈষ্মিকজ্বর দ্বাদশদিন হয়; আবার দোষদিগের প্রাবল্যে বাতিকজ্বর চতুর্দ্দশ দিন, পৈত্তিক-জ্বর বিংশতি দিন ও শ্লৈষ্মিকজ্বর চতুর্বিংশতিদিনব্যাপক হইয়া থাকে। বিষমজ্বর সেরূপ কোন নিয়মিত কালকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় না। "শীত ও উষ্ণ" এস্থলে গুণবাচক বুঝিবে।" 'বেগ ও বিষম" অর্থাৎ জ্বর কখন বেগবান্, কখন বা শান্তবেগ হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে ইত্যর্থ॥ ২৭

বিষমজ্বরের ভেদ—সাধারণতঃ বিষমজ্বর পাঁচপ্রকার, যথা—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুঃ, তৃতীয়ক ও চতুর্থক।

সন্ততের লক্ষণ—যে বিষমজ্বর সপ্তাহকাল, বা দশাহকাল বা দ্বাদশাহ কাল নিরন্তর ভোগ করে, অর্থাৎ ঐ ঐ কালের মধ্যে একবারও ছাড়ে না, তাহাকে সন্ততজ্বর বলিয়া জানিবে।

টীকা। সপ্তাহাদি কালের যে বিকল্প, তাহা বাতিকাদি ভেদে হইয়া থাকে। "সন্ততি"—নৈরন্তর্য্য। "অবিসর্গী"—অপরিত্যাগী। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মুক্তানুবন্ধিত্বই বিষমত্ব, অর্থাৎ ছেড়ে ছেড়ে হওয়াই বিষমজ্বরের প্রধান লক্ষণ, সন্তত-জ্বরে ত মুক্তানুবন্ধিত্ব ঘটে না, তবে সন্ততজ্বর বিষমজ্বর মধ্যে কি প্রকারে গণ্য হইতে পারে? উত্তর —সন্ততজ্বরেও মুক্তানুবন্ধিত্ব ঘটে। যেহেতু চরক কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—"সন্ততজ্বর দ্বাদশ দিবসে রোগিকে কিঞ্চিৎকাল ত্যাগ করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার ব্যক্ত লক্ষণ হয়। এইজ্বর দীর্ঘকালই অনুবর্ত্তন করে, ইহার উপশম অল্প"। অতএব ইহারও মুক্তানুবন্ধিত্ব আছে বলিতে হইবে। তবে খরনাদ যে বলিয়াছেন— "আমি পূর্ব্বে সন্ততকাদি যে পাঁচটি জ্বরের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে সন্তত ভিন্ন অপর চারিটীকে বিষম জ্বর বলিয়া জানিবে" তাহা দীর্ঘকাল ত্যাগাভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সন্ততজ্বরের ত্যাগ কাল অতি অল্প বলিয়াই খরনাদ সন্ততজ্বরকে বিষম-জ্বর বলিতে ইচ্ছা করেন নাই। বস্তুতঃ উহা বিষম জ্বরই জানিবে॥ ২৮।

সততকাদির লক্ষণ—সততজ্বর অহোরাত্রের মধ্যে দুইকাল অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ দিনরাত্রের মধ্যে দুইবার উপস্থিত হয়। অন্যেদ্যুষ্কজ্বর অহোরাত্রের মধ্যে এক কাল উপস্থিত হয়। তৃতীয়কজ্বর প্রতি তৃতীয় দিবসে এবং চতুর্থকজ্বর প্রতি চতুর্থ দিবসে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

টীকা। দুইকাল অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ দিনে এক-বার ও রাত্রিতে একবার উপস্থিত হয়। কারণ—দোষ-দিগের প্রত্যেকের দিবারাত্রে দুই দুইবার প্রকোপ কাল। যেহেতু বাগ্‌ভটে উক্ত হইয়াছে—"বয়স দিবা রাত্রি ও ভুক্ত, ইহাদের অন্তভাগ, মধ্যভাগ ও আদি ভাগ, যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ কাল," অর্থাৎ বয়সাদির শেষভাগে বায়ু, মধ্যভাগে পিত্ত এবং প্রথম ভাগে কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে। অন্যেদ্যুষ্ক যে অহোরাত্রে এক কাল উপস্থিত হয়, তাহাও দোষকে অপেক্ষা করিয়া বুঝিতে হইবে কারণ প্রথম কালে দোষ হৃদয়েই অবস্থিতি করে। আমাশয়ে উপস্থিত হইতে পারে না; দ্বিতীয় কালে আমাশয়ে আসিয়া জ্বর প্রকাশ করিয়া থাকে। তৃতীয়ক জ্বর, "প্রতি তৃতীয় দিনে উৎপন্ন হয়" এস্থলে জ্বরাগমন দিন ধরিয়া তৃতীয় দিন বুঝিতে হইবে, যেহেতু শাস্ত্রীয় বচন আছে—"একদিন অতিক্রম করিয়া যে জ্বর হয়, তাহা তৃতীয়ক জ্বর, এবং দিনদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া যে জ্বর হয়, তাহা চতুর্থক জ্বর" অর্থাৎ তৃতীয়ক জ্বর একদিন অন্তর এবং চতুর্থক জ্বর দুইদিন অন্তর হইয়া থাকে।

বিষমজ্বর বিষয়ে সুশ্রুত বলিয়াছেন—"বাতাদি দোষ কফস্থান বিভাগানুসারে এক এক অহোরাত্রে এক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে শেষে আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে সতত অন্যেদ্যুঃ-তৃতীয়ক-চতুর্থক ও প্রলেপক জ্বর উৎপাদন করে।

টীকা। আমাশয়-হৃদয়-কণ্ঠ-শিরঃ ও সন্ধি এই পাঁচটি কফস্থান। এই এই স্থানস্থিত দোষ যথাসংখ্য সততাদি বিষমজ্বর করে। তন্মধ্যে আমাশয়ে অবস্থিত দোষ দিবারাত্রে দুইবার সততজ্বর উৎপাদন করে। কারণ প্রত্যেক দোষের দিবারাত্রে দুইবার প্রকোপ হয়। হৃদয়ে অবস্থিত দোষ হৃদয় হইতে আমাশয়ে আসিয়া অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর একবার উৎপাদন করে। কারণ অহোরাত্রে দোষ প্রকোপের দুইটি কাল, তাহার প্রথম কালে দোষ হৃদয়েই অবস্থিতি করে। দ্বিতীয় কালে আমাশয়ে পৌঁছিয়া একবার মাত্র অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর করে। কণ্ঠে অবস্থিত দোষ প্রথম প্রকোপ কালে কণ্ঠেই অবস্থিতি করে, দ্বিতীয় অহোরাত্রে কণ্ঠ হইতে হৃদয়ে পৌঁছে এবং তৃতীয় দিনে আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া নিজ প্রকোপ সময়ে এককাল তৃতীয়ক জ্বর করে। দুই প্রকোপ কালেই যে দুইবার জ্বর উৎপাদন করে না, ইহা তৃতীয়ক জ্বরোৎপাদক দোষেরই স্বভাব জানিবে। এইরূপ শিরঃস্থিত দোষ এক অহোরাত্রে কণ্ঠে, তৎপরের অহোরাত্রে হৃদয়ে পৌঁছে এবং চতুর্থদিনে আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া স্বপ্রকোপ কালে এককাল চতুর্থকজ্বর উৎপাদন করে। দুই প্রকোপ কালেই যে দুইবার জ্বর উৎপাদন করে না, ইহা চতুর্থক জ্বরোৎপাদক দোষেরই স্বভাব জানিবে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে,—দোষের, আমাশয়ে আগমন ক্রমে হয়, আমাশয় হইতে স্বস্থান গমন অক্রমে হয়, তবে কি প্রকারে তৃতীয়-চতুর্থ-দিবসে পুনরাগমন সম্ভবে? উত্তর—দোষ প্রকোপ-সময়ে বেগ পরিত্যাগ করিয়া লাঘব হেতু বেগ দিনেই স্বস্থানে গমন করে। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"দোষ প্রকোপ কালে বেগবর্জনিবন্ধন লাঘব হেতু বেগবাসরেই স্বস্থানে গমন করে"। সন্ধিস্থান স্থিত দোষ প্রলেপক জ্বর উৎপাদন করে। আমাশয়েও সন্ধি সকল আছে, সেই সকল সন্ধিতে অবস্থিত দোষ প্রলেপক জ্বর সর্ব্বদা করিয়া থাকে।

বিষমজ্বর নিবৃত্ত হইয়াও নিয়ত দিনে যে তাহা পুনরায় উপস্থিত হয়, মুনিপুঙ্গবেরা তদ্বিষয়ে স্বভাবকেই কারণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

টীকা। স্বভাবেরই কারণত্বে, কফস্থান বিভাগ নিরপেক্ষ হইয়া চতুর্থকাদি বিপর্য্যয় জ্বর সকলও স্ব স্ব কালে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

বীজ যেমন ভূমিতে পড়িয়া থাকে এবং উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই তাহা অঙ্কুরিত হয়, দোষও তেমনি রসরক্তাদি ধাতুতে অবস্থিত থাকিয়া সময়ে প্রকুপিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে সুশ্রুতও বলিয়াছেন—বিষমজ্বরও শরীরকে যে সম্পূর্ণ কখন ত্যাগ করিয়া যায়, তাহা নহে। কেননা জ্বরবেগ অতিক্রান্ত হইলেও ত রোগী গ্লানি-গুরুতা ও কৃশতা হইতে মুক্ত হয় না। জ্বরই যদি সর্ব্বতোভাবে যাইবে, তাহা হইলে রোগির গ্লানি প্রভৃতি থাকে কেন? জ্বরের বেগ গত হইলে বোধ হয়, বুঝি জ্বর ছাড়িয়া গেল, বস্তুতঃ তাহা নহে। ধাত্বন্তরে লীনত্ব হেতু এবং সূক্ষ্মত্ব হেতুই তাহার উপলব্ধি হয় না মাত্র॥ ২৯—৩৫

দ্বিদোষোল্বণ তৃতীয়কজ্বরের লক্ষণ—কফপিত্তোল্বণ তৃতীয়ক জ্বর উপস্থিত হইবার সময় প্রথমে ত্রিক স্থানে (কটী ও মেরুদণ্ডের সন্ধিতে), বাতশ্লেষ্মোল্বণ তৃতীয়ক জ্বর উপস্থিত হইবার সময় পৃষ্ঠেও বাতপিত্তোল্বণ তৃতীয়ক জ্বর উপস্থিত হইবার সময় মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া থাকে। তৃতীয়ক জ্বর এইরূপ ত্রিবিধ হয়॥ ৩৬

কফোল্বণ ও বাতোল্বণ চতুর্থক জ্বরের লক্ষণ—চতুর্থক জ্বর দ্বিবিধ স্বভাব দর্শাইয়া থাকে। তদ্যথা—শ্লেষ্মোল্বণ চতুর্থক জ্বর উপস্থিত হইবার সময় প্রথমে জঙ্ঘাদ্বয়ে এবং বাতোল্বণ চতুর্থকজ্বর অগ্রে মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া পরে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়।

টীকা। সততাদি জ্বর ত্রিদোষজ। যেহেতু চরকে উক্ত আছে—"প্রায়ঃ সন্নিপাতেই পাঁচ প্রকার বিষম জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে।" জৈজ্জট বলেন—প্রায়ঃ শব্দ-গ্রহণে বুঝিতে হইবে যে, বিষম জ্বর সকল একদোষজ ও দ্বিদোষজও হইয়া থাকে।

পিত্তোল্বণ বিষমজ্বর প্রথমে মধ্যকায়ে বেদনা জন্মাইয়া উপস্থিত হয়। চতুর্থক বিপর্য্যয় নামক অন্য-এক প্রকার জ্বর হয়, বৈদ্য! তাহাও বিষমজ্বর বলিয়াই জানিবে। দোষ অস্থিমজ্জগত হইয়া সেই চতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বর উৎপাদন করে॥ ৩৭—৩৯।

চাতুর্থক বিপর্য্যয়ের লক্ষণ—চাতুর্থকজ্বর যে প্রথম দিন হয়, দ্বিতীয় তৃতীয় দিন হয় না এবং চতুর্থ দিন হয়, চাতুর্থক বিপর্য্যয় ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথম দিন ও শেষ দিন (চতুর্থ দিন) হয় না, মধ্যের দুইদিন হয়।

টীকা। চতুর্থক বিপর্য্যয় উপলক্ষক। চতুর্থক বিপর্য্যয় বলায় সততাদি বিপর্য্যয়ও বুঝিতে হইবে। যথা—সততজ্বর অহোরাত্রে যেমন দুইকাল মাত্র হয়, অবশিষ্ট সময় জ্বরের বিচ্ছেদ থাকে, সততক বিপর্য্যয়ও তেমনি অহোরাত্রে দুই কাল হয় না,

অবশিষ্ট সমস্ত অহোরাত্র বিদ্যমান থাকে। সন্ততক বিপর্য্যয় এইরূপ। অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর যেমন অহোরাত্রে এককাল মাত্র হয়, অবশিষ্ট সময় জ্বরের বিচ্ছেদ থাকে, অন্যেদ্যুষ্ক বিপর্য্যয়ও তেমনি অহোরাত্রে এক- [illegible] সমস্ত অহোরাত্র বিদ্যমান থাকে। ইহাই অন্যেদ্যুষ্ক বিপর্য্যয়। তৃতীয়ক জ্বর যেমন মধ্যে একদিন হয় না, আদি ও অন্ত দিন হয়, তৃতীয়ক বিপর্য্যয় জ্বরও তেমনি মধ্যে একদিন হয়, আদি ও অন্ত দিনে হয় না, ইহাই তৃতীয়ক বিপর্য্যয়, এইগুলি বিষম জ্বরের উপলক্ষক, অতএব এতদ্ভিন্ন অন্য রাত্রিজ্বরাদিও বিষমজ্বর বলিয়া বুঝিবে। যথা—শাস্ত্রে উক্ত আছে—যে ব্যক্তির বায়ু ও কফ সম এবং পিত্ত ক্ষীণ তাহার জ্বর প্রায় রাত্রিতেই হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তির কফহীন, তাহার জ্বর প্রায় দিবাতেই হয়। প্রায়ঃ শব্দের অর্থ বাহুল্য বুঝিতে হইবে॥ ৪০

সন্ততাদিজ্বরের শীতপূর্ব্বত্বে ও দাহপূর্ব্বত্বে হেতু—যদি দুষ্টশ্লেষ্মা ও দুষ্টবায়ু ত্বকস্থ অর্থাৎ ত্বগ্‌গত রসস্থ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রথমে শীতসহ জ্বর উৎপাদন করে, কিছুক্ষণ পরে যখন ঐ শ্লেষ্মানিল প্রশান্ত বেগ হয়, তখন পিত্ত অভ্যন্তরে দাহ উপস্থিত করে। (ইহাকে শীতপূর্ব্ব জ্বর কহে)। তথা দুষ্টপিত্ত যদি ত্বগ্‌গত রসস্থ হয়, তাহা হইলে প্রথমে অত্যন্ত দাহ উৎপাদন করে। ক্রমে ঐ পিত্ত মন্দ বেগ হইলে শ্লেষ্মা ও বায়ু অন্তে (হস্ত পদাদিতে) শীত জন্মাইয়া থাকে॥ ৪১।৪২

শীতপূর্ব্ব ও দাহপূর্ব্বজ্বরের ত্রিদোষজত্ব—উক্ত দাহপূর্ব্ব ও শীতপূর্ব্ব জ্বরদ্বয়কে সংসর্গজ (ত্রিদোষ সংসর্গজ) বলিয়া জানিবে। ঐ দ্বিবিধ জ্বরের মধ্যে দাহপূর্ব্বজ্বর কষ্টসাধ্য এবং অপরটি অর্থাৎ শীতপূর্ব্ব জ্বর সুখসাধ্যতম॥ ৪৩

বিষমজ্বর বিশেষ—যদি আহাররস পরিপাক না হইয়া দুষ্ট হয়, এবং যদি দুষ্ট-কফ ও দুষ্ট-পিত্ত বিভাগানুসারে অর্থাৎ হরগৌরীরূপে কিংবা নরসিংহ আকারে শরীরের অর্দ্ধার্দ্ধভাগে (শরীরের বামার্দ্ধে ও দক্ষিণার্দ্ধে কিংবা কটীদেশের নিম্নে ও কটিদেশের উর্দ্ধে) অবস্থিতি করে, তাহা হইলে যে ভাগে পিত্ত থাকে, দেহের সেই ভাগ উষ্ণ এবং যে ভাগে কফ থাকে সেই ভাগ শীতল হয়। যদি দুষ্টপিত্ত কোষ্ঠে (মধ্য দেহে) এবং দুষ্ট কফ হস্তে ও পদে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে মধ্যদেহ উষ্ণ ও হস্তপদ শীতল হয়, আর যদি দুষ্টকফ মধ্য দেহে এবং দুষ্টপিত্ত হস্ত পদে অবস্থান করে, তাহা হইলে মধ্যদেহ শীতল ও হস্তপদ উষ্ণ হইয়া থাকে॥ ৪৪—৪৬

প্রলেপক নামক বিষমজ্বর বিশেষের লক্ষণ—প্রলেপক জ্বরে রোগির শরীর ঘর্ম্ম ও গৌরব দ্বারা সদা লিপ্তবৎ বোধ হয়, এই জ্বর মন্দবেগে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে ও শীতানুভব হয়। (প্রলেপক জ্বর প্রায় যক্ষ্ম-রোগিদেরই হইয়া থাকে)॥ ৪৭॥

বিষমজ্বরের সামান্যচিকিৎসা।

সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর সন্নিপাত-সম্ভূত। সেই সকল জ্বরে যে দোষের উল্বণত্ব (প্রাবল্য) থাকিবে, তাহারই চিকিৎসা করণীয়। বিষমজ্বরে প্রথমে উর্দ্ধ ও অধঃ শোধন (বমন-বিরেচন) কর্ত্তব্য। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অন্ন পান দ্বারা বিষমজ্বর প্রশমিত করিবে।

ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কী ইহাদের কষায় সন্তত জ্বরে; পল্‌তা, অনন্তমূল, মুতা, আকনাদি ও কট্‌কী ইহাদের কষায় সততজ্বরে; নিমছাল, পল্‌তা, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, মুতা ও কুড়্‌চী ইহাদের কষায় অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে, চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ ইহাদের কষায় তৃতীয়ক জ্বরে এবং গুলঞ্চ, আমলকী ও মুতা ইহাদের কষায় চতুর্থক জ্বরে পান করিতে দিবে, এই পাঁচ প্রকার-কষায় পঞ্চবিধ বিষমজ্বর নাশ করে।

মহাবলা মূল (পীত বেড়েলার মূল) ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ দুই তিন দিন পান করিলে শীত কম্প ও দাহ সমন্বিত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

মুতা, আমলকী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

রসুন বাটিয়া তাহাতে তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে খাইলে বিষমজ্বর এবং অশেষ বাতব্যাধি দূরীভূত হয়।

কালজীরা কিঞ্চিৎ ভাজিয়া তাহার চূর্ণে সমপরিমিত গুড় মিশাইয়া দুই তোলা মাত্রায় খাইলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়। হরীতকী বাটিয়া মধুর সহিত লেহন করিলেও বিষমজ্বর আশু নিবারিত হয়। তুলসীপত্রের রস বা হলহলিয়া পত্রের রস মরিচ চূর্ণ সহ পান করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

কৃষ্ণজীরা চূর্ণ সমপরিমিত গুড় ও অল্প মরিচ চূর্ণ সহ ভক্ষণ করিলে সদ্যঃ একাহিক বিষমজ্বর নিবারিত হয়। শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরার চূর্ণে গুড় মিশাইয়া তাহা উষ্ণ জলের সহিত, পুরাতন মদ্যের সহিত বা তক্রের সহিত পান করিলে তীব্র শীতজ্বর নিবারিত হয়॥ ৫৮—৪৯

সন্ততাদিজ্বরের সামান্যচিকিৎসা।

গুড়ূচী মোদক—গুলঞ্চচূর্ণ বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহা একশত ভাগ এবং পুরাতন গুড় মধু ও ঘৃত প্রত্যেক

ষোল ভাগ, মিলিত করিয়া যে ব্যক্তি অগ্নিবলানুসারে ভক্ষণ করিয়া হিত ও পরিমিত ভোজন করে, তাহার কোন ব্যাধি হয় না, জরা হয় না, পলিত হয় না, বিষমজ্বর হয় না, মেহ হয় না, বাতরক্ত হয় না ও নেত্ররোগ হয় না। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন, মেধাকর ও ত্রিদোষঘ্ন। এই ঔষধ সেবনে মানব দেবতাবৎ সম্পূর্ণ বর্ষশত জীবিত থাকে ॥ ৬০—৬৩

অন্ন—তক্র সমন্বিত মাংস, দুগ্ধসমন্বিত মাংস, দধিসমন্বিত মাংস ও মাষকলায় সমন্বিত মাংস ভোজন করিলে বিষমজ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৬৪

অগ্নিবেশ কর্তৃক উক্ত—বিষমজ্বরে পানার্থ সুরা ও সুরামণ্ড, এবং ভোজনার্থ গৃহকুক্কুট ও বনকুক্কুট, তিত্তির এবং বিষ্কির (বর্ত্তিকা-লাব-বিগির-ও-চকোরাদি) প্রদেয় ॥ ৬৫

সন্ততাদি জ্বরের বিশিষ্ট চিকিৎসা—

বণাডুমুর, কটকী, শ্যামালতা ও অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথ এবং পলতা, মুতা, বৃষা, কটকী ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সন্ততজ্বরে বাতাদির প্রশমার্থ পান করিতে দিবে। (বৃষা বৃহদ্দন্তী, ইহার পত্রপল্লব এরণ্ডবৎ, ইহার অভাবে দন্তী গ্রাহ্য, কারণ দন্তী বৃহদ্দন্তীর তুল্যগুণ)।

পলতা, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, হরীতকী, নিমছাল, গুলঞ্চ ও বালা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সততজ্বর বিনষ্ট হয়।

দ্রাক্ষা, পলতা, নিমছাল, মুতা, ইন্দ্রযব ও ত্রিফলা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শীঘ্র অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর প্রশমিত হয়।

সাধারণ কর্ম্ম (চিকিৎসা), সকল বিষমজ্বরকেই বিশেষতঃ তৃতীয়ক চতুর্থক জ্বরকে নিরাকৃত করিয়া থাকে। অতএব বিশেষোক্ত সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরের প্রতিকার করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। (বিশেষ ব্যাখ্যা—দৈব ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ বলি-মঙ্গল-হোমাদিরূপ দৈবকর্ম্ম এবং যুক্তি-ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ কষায়াদি প্রয়োগরূপ কর্ম্ম, এই উভয়বিধ কর্ম্মই সাধারণ কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যদিও সকল বিষমজ্বরেই সাধারণ কর্ম্ম অর্থাৎ দৈব ব্যপাশ্রয় ও যুক্তি ব্যপাশ্রয় কর্ত্তব্য, তথাপি তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরে প্রায়ই ভূতগ্রহাদির অনুবন্ধ থাকে বলিয়া ঐ উভয় জ্বরে সাধারণ কর্ম্ম অবশ্য করণীয়।

বেণামূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, ধনে ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ সমন্বিত তৃতীয়ক জ্বর প্রশমিত হয়। আপাঙ্গের মূল রবিবারে সাত গাছি লাল সূতা দ্বারা কটিদেশে বান্ধিয়া রাখিলে তৃতীয়ক জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

শালপানি, ভুঁইআমলা, দেবদারু, হরীতকী, বাসক ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চতুর্থকজ্বর বিনষ্ট হয়।

বকপত্রের রসের নস্য লইলে অথবা শিরীষপুষ্প, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কল্কে ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তাহার নস্য লইলে চতুর্থক জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

জ্বরের বেগ ও জ্বরোপস্থিতির সময় চিন্তা করিতে করিতে যে ব্যক্তি জ্বরাক্রান্ত হয়, ইষ্ট বা অদ্ভুত বিষম বিষয়ের স্মরণ দ্বারা তাহার জ্বর নাশ করিবে, অর্থাৎ ইষ্ট বা অদ্ভুত অন্য ব্যাপারের কথা-বার্ত্তা দ্বারা বা কার্য্যাদি দ্বারা তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবে, জ্বরোপস্থিতির সময় চিন্তা করিতে অবসর দিবে না। পথ্য ও মনঃপ্রিয় সুভোজন দ্বারা অতি দীর্ঘকালজাত সন্তত-সততাদি বিষমজ্বরের প্রতিকার করিবে।

সন্ততাদি বিপর্য্যয় বিষমজ্বরের চিকিৎসা, সন্ততাদি জ্বরের ন্যায়ই করিবে। শীতাভিভূত জ্বররোগির সম্বন্ধে শীতহর বিধি এবং দাহাভিভূত জ্বররোগির সম্বন্ধে দাহ নাশক বিধি ব্যবস্থা করিবে। কম্বলাদি-বহুতর-গুরু আচ্ছাদন দ্বারা ও তুলবতী দ্বারা (লেপাদি দ্বারা) শীতপূর্ব্ব জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির মহাশীত দূর করিবে। পীবরোরু নিতম্বিনী যুবতী গাঢ় আলিঙ্গনে স্থূপীন স্তন দ্বারা তাহার শীত নিবারণ করিবে। কান্তার আলিঙ্গনে শীত নিবারিত হইলে যখন বুঝিবে—তাহার প্রহ্লাদ (মনে মৈথুন স্পৃহা) জন্মিয়াছে, তখনই তাহার নিকট হইতে সেই স্ত্রীকে সরাইয়া দিবে। পরে দাহ জন্মিলে শীতল এরণ্ড পত্র দ্বারা তাহার গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া দাহের অপনয়ন করিবে ॥ ৬৬—৮০

ভূতভৈরবচূর্ণ (শীতজ্বরে)—হরিতাল ও শুক্তি-চূর্ণ সমভাগ, উভয়ের নবমাংশ তুঁতে একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে তাহা শুকাইয়া বনঘুঁটের অগ্নিতে গজপুটে পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে উহা চূর্ণ করিবে। এক রতি মাত্রায় সেই চূর্ণ চিনিসংযুক্ত করিয়া প্রাতঃকালে খাইবে। তাহাতে শীতজ্বর, ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে কাহারও কান্তি হয়, কাহারও বা না হয়। ইহা দ্বারা একদিনেই শীতজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। মধ্যাহ্ন সময়ে শিখরিণী (রসালা—খাদ্য বিশেষ) ও অন্ন পথ্য দিবে ॥ ৮১—৮৪

কায়স্থাদি ধূপন লেপন ও তৈল—কায়স্থা (হরীতকী), নাকুলী (রাস্নাভেদ), কটকী, বয়স্থা (গুড়ুচী), গুগ্গুলু, চোরক (সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ নেপাল দেশীয় ভাষা ভটেউর), মহাবেবা (বৃহদ্

বস্রা), বচ ও কুড় এই সকল শীতঘ্ন দ্রব্যের ধূপ দিলে, ইহাদের কল্ক গাত্রে লেপন করিলে এবং ইহাদের কল্কে সৈন্ধব লবণ ও যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া সেই কল্ক ও কাঁজীর সহিত তৈল পাক করত তাহা গাত্রে মাখিলে শীতজ্বর প্রশমিত হয়।

এরণ্ডের কতকগুলি পত্র লিপ্তভূমিতে স্থাপন করিবে। পরে সেই সকল পত্র দ্বারা দাহজ্বরির গাত্র আচ্ছাদিত করিবে। ইহা দ্বারা দাহজ্বরির দাহ নষ্ট হইবে, জ্বরও উপশমিত হইবে। দাহ নষ্ট হইয়া যখন শীত উপস্থিত হইবে, তখন যুক্তি পূর্ব্বক সেই শীত নিবারিত করিবে।

যে অঙ্গনার জঘন চক্রে মণি মেখলা (মণি খচিত চন্দ্রহার) চালিত হইতেছে, যে অঙ্গনার গাত্র সরস চন্দন কর্পূরে বিলেপিত হইয়াছে, বনলতার ন্যায় সেই অঙ্গনা দাহপীড়িত রোগিকে আলিঙ্গন করিবে। তাহার আলিঙ্গনে দাহ নিবারিত এবং শৈত্য সঞ্জাত হইলে যখন বুঝিবে—রোগির প্রহ্লাদ (স্মরত স্পৃহা) জন্মিয়াছে, তখনি সেই অঙ্গনাকে তাহার নিকট হইতে অপসারিত করিবে॥ ৮৫—৯০

ষট্‌তক্র তৈল—সার্জ্জিক্ষার, শুঁঠ, কুড়, মূর্ব্বা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদের কল্ক এবং ছয় গুণ (তৈলের ছয়গুণ) তক্র সহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল দাহজ্বর নাশক॥ ৯১

মহা ষট্‌তক্রতৈল—রাস্না, শুঁঠ, কুড়, শ্বেতচন্দন, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, পিপুল, বেড়েলা, লাক্ষা, সৈন্ধব, অনন্তমূল, মূর্ব্বা, দেবদারু, রোহীতক (রোহিনী), বেণামূল, সমুদ্রফেন, রোহিষতৃণ ও বালা, এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং ছয়গুণ তক্র সহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে দাহপূর্ব্ব ও শীতপূর্ব্ব ঘোরজ্বর প্রশমিত হয়॥ ৯২

পদ্মকাদি তৈল—পদ্ম, নীলোৎপল, কহ্লার, পদ্মের মৃণাল (পদ্মমূল, মোলাম ভাষা) ও বিস ("পদ্মের ডাঁটা), পুষ্কর মূল, কুমুদ, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, গেরিমাটী, কট্‌ফল, সারিবা দ্বয় (শ্যামালতা ও অনন্তমূল), লোধ, ক্ষীরী (দুগ্ধ ফেনিকা ক্ষুপ বিশেষ), খর্জ্জুর মস্তক (খেজুর মাতী), আমলকী ও শতমূলী ইহাদের কল্ক ও ক্বাথ এবং লাক্ষারস, দুগ্ধ, শুক্ত (কাঁজী বিশেষ), দধিজল ও কাঁজী (লাক্ষারসাদি দ্রব পদার্থ সকল তৈল তুল্য) এই সকলের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল দাহজ্বরহর এবং ত্বকের বৈমল্য কারক। প্রলেপকজ্বরে শ্লেষ্মজ্বরহরী ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ৯৩—৯৫

মাহেশ্বরধূপ—রুদ্রজটা (জটাধারী, মুক্তবর্ষী ভাষা), গোশৃঙ্গ, বিড়ালবিষ্ঠা, সাপের খোলস, ময়না ফল, ভূতকেশী (জটামাংসী), বাঁশের ত্বক্, রুদ্রনির্ম্মাল্য (মহাদেবের পুষ্পাদি), ঘৃত, যব, ময়ূরপুচ্ছ, ছাগলোম, সর্ষপ, বচ, হিঙ, গরুর অস্থি ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিবে। ধূপন বিধানে ইহার ধূপ প্রদান করিলে নিশ্চয়ই সকল প্রকার জ্বর এবং ভূতগ্রহ ডাকিনী পিশাচ ও প্রেতের আবেশ জনিত রোগ সকল প্রশমিত হয়।

পবিত্র ও সংযতচিত্ত হইয়া উমার সহিত, নন্দ্যাদি অনুচর বর্গের সহিত এবং মাতৃকাগণের সহিত ঈশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে বিষমজ্বর হইতে শীঘ্র মুক্তি লাভ করা যায়।

চরাচরপতি সহস্রশীর্ষ বিভু বিষ্ণুকে মহাভারতোক্ত সহস্র নামে স্তব করিলে সকল প্রকার জ্বর নিবারিত হয়। (বেদে নারায়ণ সহস্রশীর্ষেত্যাদি বিশেষণে অভিহিত হইয়াছেন)।

দেবতাত্মকত্বহেতু জ্বরেরও পূজা করণীয়। যেহেতু বিদেহ বলিয়াছেন—তীর্থ সেবন, দেবাধিষ্ঠিত স্থানে গমন, দেবতা অগ্নি গুরু ও বৃদ্ধ পূজন এই সকল কার্য্য দ্বারা এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক জ্বরের পূজন দ্বারা সহসা জ্বর প্রশমিত হয়।

টীকা। তীর্থ—ঋষিজুষ্টজল; আয়তন দেবাধিষ্ঠিত স্থান, যেমন পুরুষোত্তমক্ষেত্র শ্রীশৈলাদি স্থান॥ ৯৬—১০১

ইতি বিষমজ্বরাধিকার।

রসাদিধাতুগতজ্বর।

রসগতজ্বর—জ্বর বিশেষরূপে রসধাতুগ হইলে দেহের গুরুতা, বমনভাব, অবসাদ, বমি, অরুচি ও ক্লান্তচিত্তত্ব এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

রসগতজ্বরের চিকিৎসা—রসস্থ জ্বরে বমন ও লঙ্ঘন (উপবাস) করিবে।

টীকা। যদ্যপি রসধাতুকে প্রাপ্ত হইয়া সন্ততজ্বর হয়, তথাপি অনুক্রমধাতুগত কথনার্থই এস্থলে নির্দেশ করা হইল॥ ১। ২

রক্তগতজ্বর—জ্বর রক্তধাতু গত হইলে রক্ত নিষ্ঠীবন (মুখ হইতে অল্প রক্তোদ্গিরণ), দাহ, মোহ (ব্যগ্রচিত্ততা), বমন, বিভ্রম, প্রলাপ, পিড়িকা (ব্রণ বিশেষ) ও তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহার চিকিৎসা—সেক, সংশমন, প্রলেপ ও রক্তমোক্ষণ॥ ৩

মাংসগত জ্বরে—জানুর অধো জঙ্ঘা-মাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডাদিদ্বারা তাড়নবৎ বেদনা তৃষ্ণা, মলমূত্রের অতিপ্রবৃত্তি, বাহিরে তাপ ও অন্তরে

দাহ, হস্ত পদাদি সঞ্চালন ও গ্লানি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার চিকিৎসা—মাংসগত জ্বরে তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রয়োগ করিবে ॥ ৪

মেদোগতজ্বরে—অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার চিকিৎসা, মেদঃস্থ জ্বরে মেদের নাশ করিবে ॥ ৫

অস্থিগতজ্বরে—অস্থিসমূহে ভঙ্গবদ্ বেদনা, কূন্থন, শ্বাস, মলরেচন, বমন ও হস্তপদাদির বিক্ষেপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহার চিকিৎসা—অস্থিগত জ্বরে অস্থি নাশক বিধি, বস্তিকর্ম্ম, অভ্যঙ্গ ও উন্মর্দ্দন প্রযোক্তব্য ॥ ৬। ৭

মজ্জগতজ্বরে—অন্ধকারদর্শন, হিক্কা, কাস, শৈত্য, বমি, অন্তর্দ্দাহ, মহাশ্বাস ও মর্ম্মস্থলে ছেদনবৎ পীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। (মজ্জগতজ্বর অসাধ্য বলিয়া ইহার চিকিৎসা বলা হয় নাই) ॥ ৮

শুক্রগতজ্বরে—পুরুষাঙ্গের জড়বৎ স্তব্ধতা, অথচ তাহা হইতে বিশেষরূপে শুক্র ক্ষরিত হয়। এই জ্বরে রোগির মৃত্যুই হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে—জ্বর শুক্রস্থান গত হইলে মরণ হয়, কিন্তু শুক্রের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, শুক্র ত সর্ব্বদেহগ? উত্তর—স্বাশ্রয়স্থ শুক্রগত জ্বরে অর্থাৎ শুক্ররূপ স্থানগত (অর্থাৎ শুক্রগত) জ্বরে মরণ হইয়া থাকে ॥ ৯

ইতি ধাতুগতজ্বরাধিকার।

জীর্ণজ্বরাধিকার।

জীর্ণজ্বরের সামান্যলক্ষণ—ত্রিদোষ সম্ভূত যে জ্বর দ্বাদশ দিনের পর দ্বিগুণ দ্বাদশ দিনের (২৪ দিনের) অধিক কাল মন্দ মন্দ বেগে মানবদেহে অবস্থিতি করে, ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক তাহাই জীর্ণজ্বর বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১০

জীর্ণজ্বর বিশেষ বাতবলাসক জ্বর—বাতবলাসাখ্যজ্বর নিত্য মন্দ মন্দ বেগে হয়, এই জ্বরে রোগী রুক্ষদেহ, শোথান্বিত, স্তব্ধাঙ্গ ও শ্লেষ্মবহুল হয়। বাতবলাস জ্বর কষ্টসাধ্য ॥ ১১

জীর্ণজ্বরের সামান্যচিকিৎসা—জীর্ণজ্বরী কদাচ উপবাস করিবে না। কারণ উপবাসে রোগী ক্ষীণ এবং জ্বরও বলবান্ হয়। কিন্তু জ্বর পুরাণ হইলেও যদি অপথ্য দ্বারা জ্বরোৎপাদক দোষ সকল পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রবল হয়, তাহা হইলে উপবাস করিবে এবং তৎপরে পূর্ব্ব ক্রিয়াই অর্থাৎ নবজ্বরোক্ত চিকিৎসাই করিবে ॥ ১২। ১৩

ত্রিকণ্টক ক্বাথ—কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত ও পীনস রোগে পান করিবে। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নাশ করে বলিয়া এই ক্বাথ প্রায় সায়ংকালেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে। গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা পঞ্চমূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ পান করিলে জীর্ণ-জ্বর ও কফ বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের ক্বাথ শীতলীকৃত করিয়া তাহাতে চতুর্থাংশ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। গুলঞ্চের স্বরসে পিপুল চূর্ণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিবে, তাহা জীর্ণ-জ্বর-কফ-প্লীহ-কাস ও অরুচি নাশক। জীর্ণজ্বরে ও অগ্নিমান্দ্যে গুড়পিপ্পলী প্রশস্ত। ইহা দ্বারা কাস-অজীর্ণ-অরুচি-শ্বাস-হৃদ্রোগ-পাণ্ডু ও ক্রিমি রোগ বিনষ্ট হয়। গুড়পিপ্পলী সম্বন্ধে ভিষগ্‌গণের এই-মত—পিপুলচূর্ণ যত, গুড় তাহার দ্বিগুণ। পিপুলচূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া খাইলে মেদঃ-কফ-শ্বাস-কাস-জ্বর-পাণ্ডু ও প্লীহোদর প্রশমিত হয় ॥ ১৪—১৯

আমলক্যাদি চূর্ণ—আমলকী, চিতামূল, হরীতকী, পিপুল ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণিত করিয়া খাইবে। এই চূর্ণ সর্ব্বজ্বর নাশক, ভেদকারক, রুচিজনক, শ্লেষ্মাপ্রশমক এবং অগ্নিদীপক ও পাচক ॥ ২০

দ্রাক্ষাদি অষ্টাদশাঙ্গক্বাথ—দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, কটকী, আকনাদি, চিরতা, দুরালভা, বেণামূল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, কণ্টকারী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ও নিমছাল, এই অষ্টাদশটি দ্রব্যকে দ্রাক্ষাদি অষ্টাদশাঙ্গ বলিয়া জানিবে। ইহা জীর্ণজ্বর-অরুচি-শ্বাস-কাস ও শোথ নাশক ॥ ২১। ২২

বর্দ্ধমানপিপ্পলী—প্রতিদিন তিনটি করিয়া বা পাঁচটি করিয়া অথবা সাতটি করিয়া পিপ্পলী বাড়াইয়া এবং তাহা গব্যদুগ্ধে বাটিয়া দশদিন পর্য্যন্ত খাইবে এবং দশ দিনের পর হইতে ঐ নিয়মে আবার পিপ্পলী কমাইয়া দশদিন সেবন করিবে। এইরূপে বিংশতি দিন পিপ্পলী সেবন করিলে জ্বরের শান্তি হয়, এবং ইহাদ্বারা পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়, শ্বাস-কাস-অগ্নিমান্দ্য ও কফাধিক্য বিনষ্ট হয়।

টীকা। ত্র্যাদিবৃদ্ধি যথা—কফবৃদ্ধি ত্র্যবৃদ্ধি যথাগ্নিবৃদ্ধি।

বাতবলাসকজ্বরে বাতশ্লেষ্মজ্বরোক্ত চিকিৎসা করিবে। জীর্ণজ্বরে কফ ক্ষীণ হইলে এবং তাহাতে দাহ ও তৃষ্ণা থাকিলে সে জ্বরে দুগ্ধ অমৃত সদৃশ উপ-

কার করে, কিন্তু নবজ্বরে দুগ্ধ বিষোপম জানিবে। শোথাধিকারোক্ত চন্দনাদ্য তৈল এবং নারায়ণ তৈল জীর্ণজ্বর নাশক ॥ ২৩—২৬

ইতি জীর্ণজ্বরাধিকার।

দূষিতজল সেবনজনিত জ্বরের চিকিৎসা।

হরীতক্যাদি চূর্ণ—দুষ্ট জল সেবন জনিত জ্বরের শান্তি জন্য হরীতকী, নিমপত্র, শুঁঠ, সৈন্ধব ও চিতামূল, ইহাদের চূর্ণ সদা খাইবে ॥ ২৭

শুণ্ঠীক্কাথ—আটপল (অর্দ্ধপোয়া) শুণ্ঠীক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, শ্বাস, কাস, উদর ও উদকদোষাদি অশেষ দোষ আশু বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা দেহের কান্তি এবং চিত্তের ও নেত্রের প্রসন্নতা জন্মে ॥ ২৮

দুর্জ্জলজেতা রস—বিষ দুইভাগ, কড়ীভস্ম পাঁচভাগ, মরিচ পাঁচভাগ, ও শুঁঠ পাঁচভাগ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাকিয়া লইবে, এবং আদার রসে তাহা মাড়িয়া মুদ্গ সমান বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জলের সহিত দুইটি বটী খাইবে। এই রস নবজ্বরে, দুর্জ্জলজ্বরে এবং অজীর্ণ-আধ্মান-বিষ্টম্ভ-শূল-শ্বাস ও কাসে প্রযোজ্য ॥২৯—৩১

পটোলাদিক্কাথ—পলতা, মুতা, গুলঞ্চ, বাসক, শুঁঠ, ধনে ও চিরতা ইহাদের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উল্বণদুর্জ্জল-দোষ নিবারিত হয় ॥ ৩২

কিরাতাদি চূর্ণ—চিরতা, তেউড়ীমূল, বালা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ ও কট্‌কী ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে অতি দুঃসাধ্য দুর্জ্জলদোষজজ্বর সত্বর বিনষ্ট হয়। শুঁঠ কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী বাটিয়া ভোজনাগ্রে নিত্য সেবন করিলে নানাদেশোদ্ভব জলে কোন অপকার হয় না। আদা ও যবক্ষার ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে নানাদেশসম্ভূত জলদোষ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩—৩৫

সাধ্যজ্বরের লক্ষণ—রোগির যদি বল থাকে এবং জ্বরোৎপাদকদোষ যদি অপ্রবল হয়, আর যদি জ্বরে কোন উপদ্রব না থাকে, তাহা হইলে সে জ্বর সাধ্য ॥ ৩৬

জ্বরের উপদ্রব—শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলবদ্ধতা, হিক্কা, কাস ও গাত্রদাহ, জ্বরের এই দশটি উপদ্রব ॥ ৩৭

প্রসঙ্গ হেতু উপদ্রব সকলের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।—

ব্যাধিতে উপদ্রব উপস্থিত হইলে চিকিৎসকের মূল ব্যাধি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ—ব্যাধি প্রশমিত হইলে সকল উপদ্রবই সত্বর প্রনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব অগ্রে যত্নপূর্ব্বক ব্যাধির শান্তি করিবে, পশ্চাৎ উপদ্রব সকল নিবারণ করিবে। যে ভিষক্ চিকিৎসা কুশল, আবশ্যক বোধে তিনি প্রথমে উপদ্রবও নিবারণ করেন। প্রচুর উপদ্রব সমূহের মধ্যে যাহা আশু বিপজ্জনক, অগ্রে তাহারই নাশ করিবে। মূল ব্যাধি প্রথমে জয় করিবে, অথবা মূলব্যাধি ও উপদ্রব ইহার মধ্যে যে বলবান্ তাহারই প্রশম অগ্রে করিবে। যদি মূলব্যাধি ও উভয়েরই চিকিৎসা একত্র করিতে হয়, তাহা হইলে পরস্পরের অবিরোধে চিকিৎসা করিবে, অর্থাৎ একের চিকিৎসা যেন অন্যের বিরোধী না হয় ॥ ৩৮—৪০

জ্বরে শ্বাসোপদ্রবের চিকিৎসা। দশাঙ্গ প্রয়োগ—বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, পলতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পদ্মা (পদ্মচারিণী, স্বনামখ্যাত), পুষ্করমূল, কট্‌কী, শটীশাক ও শৈলমল্লীর বীজ (কোয়েঁআ বীজ) এই দশাঙ্গ প্রয়োগে শ্বাস ও সন্নিপাত বিনষ্ট হয় ॥ ৪১

দ্বাত্রিংশৎ ক্কাথ—বামুনহাটী, নিমছাল, মুতা, হরীতকী, গুলঞ্চ, চিরতা, বাসক, আতইচ, বনডুমুর, কট্‌কী, বচ, ত্রিকটু, শোনা, শক্রদ্রুম (বকুল), রাস্না, দুরালভা, পলতা, পারুল, শটী, দারুহরিদ্রা, রাখালশশা, তেউড়ী, ব্রাহ্মী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, আমলকী, বহেড়া ও দেবদারু এই দ্বাত্রিংশৎ দ্রব্যের ক্কাথ পান করিলে গরুড় যেমন সর্প সমূহকে বিনষ্ট করে, এই ক্কাথও তেমনি স্বতেজে দুর্দ্ধর্ষ সন্নিপাত সমূহ এবং শ্বাস, কফ, কাস, গুহ্যরোগ (অর্শঃ প্রভৃতি), হৃদ্রোগ, হিক্কা, বায়ু, মন্যাস্তম্ভ, গলরোগ, অর্দ্দিত, মলবিষ্টব্ধতা ও ব্রধ্নরোগ নিবারিত করিয়া থাকে ॥ ৪২। ৪৩

পিপুল, কট্‌ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া লেহন করিলে অতি উগ্রশ্বাস প্রশমিত হয়। বনঘুঁটের অগ্নিতে দাত্রের (কাটারির) অগ্রভাগ তাপিত করিয়া তদ্দ্বারা রোগির পঞ্জরে দাহ করিলে নিঃসংশয় শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৪। ৪৫

জ্বরে মূর্চ্ছোপদ্রবের চিকিৎসা—মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে আদার রসের নস্য দিবে। মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ ইহাদের দ্বারা অঞ্জন দিবে। নেত্রে শীতলজলের পরিষেক করিবে। সুগন্ধি দ্রব্যের ধূপ আঘ্রাণ করিবে ও সুগন্ধি পুষ্প ধারণ করিবে। তালবৃন্তদ্বারা মৃদু মৃদু বাতাস করিবে এবং কোমল কদলীপত্র স্পর্শ করিবে ॥ ৪৬। ৪৭

জ্বরে অরুচি উপদ্রবের চিকিৎসা—অরুচি উপদ্রবে সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ আর্দ্রক

রসের কবল করিবে। সৈন্ধবলবণ ও ছোলঙ্গলেবুর কেশর মুখে ধারণ করিবে ॥ ৪৮

জ্বরে বমনোপদ্রব চিকিৎসা—গুলঞ্চের ক্বাথ শীতল হইলে তাহাতে মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে বমন প্রশমিত হয়। মক্ষিকার বিষ্ঠা মধুসহ, চন্দনসহ বা চিনিসহ মর্দ্দিত করিয়া লেহন করিলে বমন নিবারিত হয় ॥ ৪৯

জ্বরে তৃষ্ণা উপদ্রবের চিকিৎসা—দন্তশঠ (কয়েতবেল), টাবালেবু (বা ছোলেঙ্গলেবু), দাড়িম, কুল ও অম্লবেতস এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তদ্দারা মুখাভ্যন্তরে লেপন করিলে অথবা একটা রূপার গুটী মুখাভ্যন্তরে ধারণ করিলে পিপাসা প্রশমিত হয়। মধু মিশ্রিত শীতলজল আকণ্ঠ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলিলে, অথবা মধু বটাঙ্কুর ও খৈ পেষিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে প্রবল পিপাসা প্রশমিত হয় ॥ ৫০। ৫১

জ্বরে অতিসার উপদ্রবের চিকিৎসা—রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে উপবাসের ন্যায়, অতিসার নিবারক অন্য ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। কারণ উপবাস দ্বারা প্রবল দোষ সমূহের পরিপাক এবং তাহাদের প্রশম হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ, কুড়চী, মুতা, চিরতা, নিমছাল, আতইচ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ; শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়চী ও মুতা ইহাদের ক্বাথ এবং আকনাদি, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, আতইচ, চিরতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে দুর্নিবার জ্বরাতিসারও শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৫২। ৫৪

জ্বরে মলবিবদ্ধতা উপদ্রবের চিকিৎসা—জ্বরে মলবিবদ্ধ হইলে বায়ুর প্রশমন ও বায়ুর অনুলোমন ক্রিয়া করিবে। গুহ্যমার্গে তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি প্রণিহিত করিলে আশু মলনিঃসরণ হয়। জীর্ণজ্বরে মলের বিবন্ধ ঘটিলে হরীতকী, সোন্দাল, কট্‌কী, তেউড়ী ও আমলকী ইহাদের ক্বাথ পান করাইলে মলবদ্ধতা প্রশমিত হয় ॥ ৫৫—৫৬

জ্বরে হিক্কার চিকিৎসা—সৈন্ধবলবণ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলের সহিত তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে অথবা শুঁঠ চূর্ণে চিনি সংযুক্ত করিয়া জলের সহিত তাহার নস্য দিলে, কিংবা হিঙ্গের ধূম নাসিকায় গ্রহণ করিলে হিক্কা নষ্ট হয় ॥ ৫৭

জ্বরে কাসের চিকিৎসা—জ্বরে কাস-উপদ্রব উপস্থিত হইলে পিপুল, পিপুলমূল, কুড়চী, বহেড়াফল, রজঃ (ক্ষেতপাপড়া) ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে অথবা বাসকের রস মধুসহ খাইলে কাস প্রশমিত হয়।

পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ত্রিকটু, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া লেহন করিবে। ইহা কাস ও কফরোগ নাশক ॥ ৫৮। ৫৯

জ্বরে দাহোপদ্রব চিকিৎসা—জ্বরে দাহোপদ্রব উপস্থিত হইলে দাহাধিকার-লিখিত-চিকিৎসা করিবে। কিন্তু যাহা জ্বরে বিরুদ্ধ তাহা করা উচিত নহে ॥ ৬০

সুখসাধ্য জ্বরের লক্ষণ—যে জ্বরে বাহিরে অত্যধিক সন্তাপ, কিন্তু তৃষ্ণাদি অল্প, তাহা বহির্বেগ জ্বরের লক্ষণ জানিবে। বহির্বেগ জ্বর সুখসাধ্য।

টীকা। "তৃষ্ণাদি" এস্থলে আদি শব্দে অন্তর্দাহ, সন্ধিব্যথা ও অস্থিব্যথা এবং শ্বাসও বুঝিতে হইবে। ইহাদেরও অল্পতা।

বর্ষা শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে যথাক্রমে বাতাদি দোষত্রয় দ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রাকৃত জ্বর কহে, অর্থাৎ বর্ষাকালে বাতিক জ্বর, শরৎকালে পৈত্তিক জ্বর এবং বসন্তকালে শ্লৈষ্মিক জ্বর প্রাকৃত। ইহার অন্যথা বৈকৃত, যেমন বর্ষা কালে পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বর ইত্যাদি। বসন্তকাল সম্ভূত প্রাকৃত জ্বর অর্থাৎ বসন্তকাল জাত শ্লৈষ্মিকজ্বর সুখসাধ্য। (বর্ষা ঋতুতে বায়ু কুপিত হয়, শরৎ ঋতুতে পিত্ত কুপিত হয় এবং বসন্ত ঋতুতে শ্লেষ্মা কুপিত হয়। এই যথর্ত্তু কুপিত দোষকে প্রকৃতি কহে। সেই প্রকৃতি দোষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ ঐ জ্বরকে প্রাকৃত জ্বর কহে। সকল প্রাকৃত রোগই দুঃসাধ্য এবং বৈকৃত রোগ মাত্রই সুখসাধ্য, কেবল জ্বর রোগেই ব্যাধিমাহাত্ম্যে এই বৈপরীত্য ঘটে, অর্থাৎ বসন্তকাল সম্ভূত প্রাকৃত জ্বর সুখসাধ্য হয়) ॥ ৬১। ৬২

কষ্টসাধ্য জ্বরের লক্ষণ—প্রাকৃত হইতে অন্য অর্থাৎ বৈকৃত জ্বর দুঃসাধ্য, অনিলোদ্ভব প্রাকৃত জ্বরও দুঃসাধ্য।

বর্ষাদি কাল জাত জ্বরের চিকিৎসা বিশেষ ও প্রকার কথিত হইতেছে—বর্ষাকালে বায়ু কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে, পিত্ত ও শ্লেষ্মা তাহার অনুবল হয়। শরৎকালে পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে, কফ তাহার অনুবল হয় এবং বসন্তকালে কফ কুপিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে বায়ু ও পিত্ত তাহার অনুবল হয়। পিত্ত ও শ্লেষ্মার দ্রবত্ব প্রকৃতি হেতু এবং বিসর্গ কাল বলিয়া শরৎকাল জাত পিত্তজ্বরে অনশনে ভয় নাই অর্থাৎ অধিক দিন উপবাস দেওয়ান যাইতে পারে।

টীকা।—শাস্ত্রে উক্ত আছে—"দ্রব ধাতু মহৎ

লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে। পিত্ত ও শ্লেষ্মা দ্রব ধাতু, সুতরাং ঐ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে অনশনে ভয় নাই। আর বিসর্গকাল বলিয়াও উপবাসে ভয় নাই। কাল দ্বিবিধ, যথা বিসর্গকাল ও আদানকাল। যেহেতু উক্ত আছে—বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত এই ঋতুত্রয় বিসর্গকাল, এই কালে চন্দ্রের বলে প্রাণিগণ স্বভাবতই বর্দ্ধিতবল হয়, সেই জন্যই বিসর্গকালে অধিক উপবাস দেওয়ান যাইতে পারে। আর শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই ঋতুত্রয় আদানকাল, এই কালে সূর্য্যবলে প্রাণিসমূহ স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কাজে কাজেই আদানকালে অধিক উপবাস সহ্য হয় না। এই জন্য শরৎকাল জাত পিত্তজ্বরে যেমন নিঃশঙ্ক উপবাস দেওয়ান যাইতে পারে, বসন্তকালজাত কফ জ্বরে সেরূপ নিঃশঙ্ক উপবাস দেওয়ান যাইতে পারে না। কারণ কফ দ্রবধাতু বলিয়া কফজ জ্বরে অনশনে তত ভয় না থাকিলেও বসন্তঋতু আদানকালের অন্তর্ভূত বলিয়া বসন্তকালজাত কফজ্বরে নিঃশঙ্ক উপবাস দেওয়ান কর্ত্তব্য নহে। ইহা দ্বারা এই উক্ত হইল—বর্ষাকালে বায়ু প্রধান, পিত্ত ও শ্লেষ্মা অপ্রধান, শরৎকালে পিত্ত প্রধান, কফ অপ্রধান; বসন্তকালে কফ প্রধান, বায়ু ও পিত্ত অপ্রধান। উক্ত জ্বর সকলে প্রধানের প্রাধান্যে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে—দোষদ্বয়ের সংসর্গে ও ত্রিদোষের সন্নিপাতে যে দোষ প্রধান, অপর দোষের অবিরোধে সেই প্রধান দোষই চিকিৎস্য হইবে।

অন্তর্বেগজ্বর লক্ষণ—অত্যন্ত অন্তর্দাহ, অধিক তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা, ঘর্ম্মাভাব, এবং বাতাদিদোষের ও মলের বিবদ্ধতা এই-গুলি অন্তর্বেগ জ্বরের লক্ষণ। অন্তর্বেগ জ্বর কষ্ট-সাধ্য॥ ৬৩—৬৬

অসাধ্যজ্বরের লক্ষণ—ক্ষীণ ও শোথযুক্ত রোগির গম্ভীর জ্বর (অস্থধাতুস্থ জ্বর), দীর্ঘকালানু-বন্ধী জ্বর, অথবা অতি বলবান্ জ্বর কিংবা কেশে সিঁথী উৎপাদন করে যে জ্বর, তাহা অসাধ্য॥ ৬৭

গম্ভীরজ্বরের লক্ষণ—অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মলের বিবদ্ধতা এবং কাস ও শ্বাস এইগুলি গম্ভীর জ্বরের লক্ষণ॥ ৬৮

সামান্য জ্বরে কর্ণমূল শোথের সুখসাধ্যত্বাদি কথিত হইতেছে—সামান্য জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় মধ্যাবস্থায় ও শেষাবস্থায় কর্ণমূলে শোথ হইলে যথাক্রমে তাহা অসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধ্য ও সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে। (সন্নিপাত জ্বরের শেষাবস্থায় কর্ণমূলে যে শোথ হয়, তাহা কিন্তু অসাধ্য)॥ ৬৯

অরিষ্ট লক্ষণ (মৃত্যু লক্ষণ)—যে লক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে, রোগির মরণ অবশ্যম্ভাবী, তাহাই অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রবল প্রবল বহুহেতু দ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন এবং যাহা বহু লক্ষণ যুক্ত, সে জ্বর প্রাণনাশক, এবং যে জ্বর শীঘ্র শীঘ্র (উৎপন্ন মাত্রই) দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় শক্তি নাশ করে, তাহাও মারাত্মক।

অন্যবচন—যে জ্বরে রোগী জ্ঞানহীন ও মূর্চ্ছিত হয়, একবারে নিপতিত হইয়াই শয়ন করে অর্থাৎ একটি-বারও উঠিয়া বসিতে সমর্থ হয় না, যে জ্বরে রোগী বাহিরে শীতার্ত্ত ও অন্তরে দাহাদ্দিত হয়, সে জ্বরে রোগির মৃত্যু হয়।

অন্যবচন—যে জ্বরে রোগির শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষু রক্তবর্ণ, হৃদয় সাংঘাতিক শূল নিখাতবৎ বেদনা যুক্ত এবং শ্বাস প্রশ্বাস কেবল মুখ দিয়াই নির্গত হয়, সে জ্বরও রোগিকে বিনষ্ট করে।

অন্যবচন—যে জ্বরে রোগী হিক্কা-শ্বাস ও তৃষ্ণা-যুক্ত, বিহ্বল, চলিতনেত্র, অতি ক্ষীণ এবং নিরন্তর মুখ দিয়া শ্বাস ত্যাগ করে, সে জ্বরে রোগী রক্ষা পায় না।

অন্যবচন—যে জ্বরে রোগির দেহদীপ্তি ও ইন্দ্রিয়-শক্তির নাশ, বলমাংসের ক্ষয় ও অরুচি হয়, এবং যাহাতে গম্ভীর জ্বরের লক্ষণ প্রকাশিত ও জ্বর বেগ দুঃসহ হয়, সে জ্বর রোগিকে পরিত্যাগ করিবে।

অন্যবচন—জ্বর শুক্রস্থানগত (শুক্রগত) হইলে রোগির মৃত্যু হয়। শুক্রগত জ্বরে লিঙ্গের স্তব্ধতা কিন্তু শুক্রের বিশেষ ক্ষরণ হয় (এই বচনের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে)॥ ৭০—৭৬

বিষমজ্বরের অরিষ্ট—যাহার জ্বর প্রথম হইতে বিষম, যাহার জ্বর দীর্ঘকালানুবন্ধী, এবং যে ক্ষীণ ও অতিরুক্ষ ব্যক্তির জ্বর গম্ভীর, সে রোগী রক্ষা পায় না॥ ৭৭

ইতি জ্বরাধিকার।

অতিসারাধিকার।

অতিসারের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান-গুরু-অতিস্নিগ্ধ-অতিরুক্ষ-অতিউষ্ণ-অতি-দ্রব-অতিস্থূল ও অতিশীতল দ্রব্য ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন, অজীর্ণ ভোজন, বিষম ভোজন, অতি প্রযুক্ত বা মিথ্যাপ্রযুক্ত স্নেহাদি, বিষ, ভয়, শোক, দুষ্ট জল ও দুষ্ট মদ্যের অতিপান, সাত্ম্যবিপর্য্যয় ও ঋতু বিপর্য্যয়, জলাভিরমণ, বেগবিঘাত ও ক্রিমিদোষ এই সকল কারণে মানবগণের অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে। অতিসারের লক্ষণ বর্ণন করিব।

টীকা। "গুরু" অর্থাৎ পরিমাণে গুরু (অধিক), স্বভাবতঃ গুরু (যেমন মাষাদি), সংস্কারে (পাকাদি দ্বারা) গুরু। 'স্থূল"—অসম্যক্ পিষ্ট গোধূমাদি অথবা সংহতাবয়ব (যেমন লড্ডুক-পিষ্টকাদি), "বিরুদ্ধ"—সংযোগবিরুদ্ধ (যেমন দুগ্ধমৎস্যাদি) "অধ্যশন"—পূর্ব্বাহার অজীর্ণে পুনর্ভোজন। "অজীর্ণ" অপক্ব বা বিদগ্ধ (কতক পক্ব কতক অপক্ব), "বিষম ভোজন"—কখন বহুভোজন, কখন বা অল্প ভোজন কখন বা অসময়ে ভোজন। "স্নেহাদি"—স্নেহপান স্বেদন বমন বিরেচন অনুবাসন ও নিরূহণ। "অতি-যুক্ত"—বারংবার প্রযুক্ত। "মিথ্যাযুক্ত"—অবিধি প্রযুক্ত। "বিষ"—বিষশব্দে এস্থলে স্থাবরবিষই বুঝিবে, কারণ স্থাবরবিষই ভেদক। "শোক"—বন্ধুবান্ধবাদি বিয়োগ জনিত মনঃ-পীড়া। "সাত্ম্যবিপরীত"—অর্থাৎ অসাত্ম্য। "ঋতুবিপরীত"—যে ঋতুতে যে আহার-বিহার উচিত, তদ্বিপরীত। "জলাভিরমণ" জলক্রীড়াদি। "বেগবিঘাত"—মলমূত্রাদির বেগধারণ। "ক্রিমিদোষ"—পক্বাশয়ের দুষ্টি হেতু ক্রিমির উৎপত্তি। এই গুলি যথাসম্ভব বাতাদি দোষের দুষ্টির কারণ বুঝিতে হইবে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—উক্ত কারণ সমূহের মধ্যে যে যে কারণ, বাতাদি যে যে দোষের প্রকোপক, সেই সেই কারণে বাতাদিদোষ দুষ্ট হইয়াই অর্থাৎ স্বহেতু প্রকুপিত হইয়াই যদি অতি-সার উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাবন্মাত্রই বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া গুরু প্রভৃতির অভিধান করা হইল কেন ? উত্তর—উক্ত গুরু প্রভৃতি হেতু দ্বারা দূষিত হইয়াই বাতাদিদোষ বাহুল্যতঃ অতিসার জন্মাইয়া থাকে; লঙ্ঘন—ভুক্তজীর্ণতাদিকাল—লঘু অন্নভোজন-ক্রোধ-তৃষ্ণা ও ক্ষুধার অভিহনন-দধি-কাঞ্জিক-ব্যায়াম এবং বর্ষা-শরৎ ও বসন্তাদি কারণে কুপিত হইয়া বাতাদিদোষ অতিসার উৎপাদন করে না, এই জন্যই গুরু প্রভৃতি কারণ-সমূহই বলা হইল। অন্যত্রও এই যুক্তিই বুঝিবে॥ ১—৩

অতিসারের পূর্ব্বরূপ—হৃদয়ে নাভিস্থলে পার্শ্ব-দেশে উদরে ও কুক্ষিতে সূচীবেধবদ্ বেদনা, শরীরের অবসাদ, বায়ু ও মলের বিবদ্ধতা, উদরাধ্মান ও ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক এই গুলি অতিসারের পূর্ব্বরূপ॥ ৪

অতিসারের সম্প্রাপ্তি—শরীরস্থ প্রবৃদ্ধ (দূষিত) জলীয় ধাতু সকল অর্থাৎ রস-রক্ত-জল-স্বেদ-মেদঃ-মূত্র-কফ-পিত্ত ও রক্তাদি দ্রবধাতুসমূহ অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া পুরীষের সহিত মিশ্রিত এবং বায়ু কর্ত্তৃক অধঃপ্রেরিত হইয়া গুহ্যমার্গ দিয়া অতীব নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাকে অতিসার বলে। অতিসার অতিভয়ানক ব্যাধি। এই ব্যাধি ছয় প্রকার

ষড় বিধত্বের বিবরণ—বাতাদি ত্রিদোষের এক একটি দোষদ্বারা এক এক প্রকার, মিলিত ত্রিদোষ দ্বারা এক প্রকার, শোকদ্বারা একপ্রকার এবং আমদ্বারা একপ্রকার। অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ শোকজ ও আমজ এই ছয় প্রকার অতিসার॥ ৫

সামান্যাতীসারের চিকিৎসা—অতিসারে আমাবস্থা ও পক্বাবস্থার ক্রম ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করা যায় না। অতএব সকল অতিসারে আমলক্ষণ ও পক্বলক্ষণ লক্ষ্য করিবে॥ ৬

আম ও পক্বের লক্ষণ—অতিসারে মল যে পর্য্যন্ত আমদোষে সংসৃষ্ট থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহা জলে ন্যস্ত (নিক্ষিপ্ত) হইলে ডুবিয়া যায়, এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণান্বিত অতিসারই আমাতিসার বলিয়া জানিবে। আর যখন এই সকল লক্ষণই বিপরীত হইবে, অর্থাৎ মল দুর্গন্ধ রহিত, অপিচ্ছিল ও জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাসমান হইবে, বিশেষতঃ কোষ্ঠের ও দেহের লঘুতা জন্মিবে, তখন তাহাকে পক্বাতীসার বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

আমাতিসারীকে প্রথমে ধারক ঔষধ দিবে না। কারণ—অসময়ে অতিসার বন্ধ করিলে তাহা বহুরোগ উৎপাদন করে, অর্থাৎ দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী, অর্শঃ, ভগন্দর, শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, গুল্ম, মেহ, উদর ও জ্বররোগ আনয়ন করিয়া থাকে। শিশুর অতিসার, বৃদ্ধের অতিসার এবং যে অতিসার বাতপিত্তাত্মক, যে অতিসারে ধাতুসমূহের বল ক্ষীণ হইয়াছে, যাহা বহু

দোষ বিশিষ্ট ও অতি নিঃসরণশীল, সে অতিসার অপক্ক হইলেও স্তম্ভনীয়। কারণ—তাদৃশ অতিসারে আমের পরিপাক করিতে গেলে যত সময় লাগে, তত সময় রোগী বাঁচে না, মরিয়া যায়। (অতএব অবস্থা বিশেষে আমাতীসারেও ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়)। রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে লঙ্ঘনই অতিসারের একটি পরম ঔষধ, লঙ্ঘনের ন্যায় গুণকর ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। লঙ্ঘন উদীর্ণবেগ দোষসমূহের পরিপাক এবং তাহাদের প্রশম করিয়া থাকে।

অতিসারে তৃষ্ণা ও দাহ থাকিলে ধনে ও বালা, অথবা বালা ও শুঁঠ, কিংবা মুতা ও ক্ষেতপাপড়া, অথবা মুতা ও বালা /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের থাকিতে নামাইয়া সেই জল একটু একটু করিয়া খাইতে দিবে।

অতিসারের পূর্ব্বরূপাবস্থায় প্রথমে লঙ্ঘনই হিতকর। লঙ্ঘনান্তে দ্রব (তরল) লঘুভোজন কর্ত্তব্য॥ ৭—১৪

পথ্যাদিক্কাথ—আমাতিসার নাশের জন্য হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ ও আতইচ, ইহাদের ক্কাথ পান করিতে দিবে॥ ১৫

পাঠাদি চূর্ণ—আকনাদি, হিঙ, বনযমানী, বচ ও পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ) ইহাদের চূর্ণ সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আম ও উদরের বেদনা নিবারিত হয়॥১৬

হরীতক্যাদি কল্ক—হরীতকী, আতইচ, হিঙ, সচললবণ, বচ ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিবে; এই আমাতিসার যোগ আমের পরিপাক করিয়া অতিসার নিবারিত করে। যদি এই যোগদ্বারা আমাতিসার প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে চিকিৎসক অন্য শতযোগ দ্বারাও সে অতিসারের প্রশম করিতে পারিবে না॥১৭।১৮

বৎসকাদিক্কাথ—বৎসক (কুড়চী), আতইচ, বেলশুঁঠ, মুতা, বালা ও শটী, ইহাদের ক্কাথ দীর্ঘকালজাত অতিসার আম ও রক্তশূল জয় করে।

শুঁঠের পুটপাক ও কল্ক—এরণ্ডপত্রের রসে শুঁঠ বাটিয়া তাহা পুটপক্ব করিয়া অথবা কাঁচাই খাইলে আমাতিসারের বেদনা নিবারিত হয়। ইহা পাচক ও অগ্নিদীপক॥ ১৯। ২০

ধান্যাদি পঞ্চক—ধনে, বালা, বেলশুঁঠ, মুতা ও শুঁঠ ইহাদের ক্কাথ পান করিলে আমশূল ও বিবদ্ধতা নষ্ট হয়। ইহা পাচক ও অগ্নিদীপক॥ ২১

ধান্যাদিচতুষ্ক—আমাতিসারে পিত্তের প্রকোপ থাকিলে ধান্যপঞ্চকের শুঁঠ বাদ দিয়া অপর চারিটির ক্কাথ পান করিতে দিবে। রক্তের প্রকোপ থাকিলেও ধান্যচতুষ্টয়ের ক্কাথ ব্যবস্থা করিবে। কারণ রক্ত পিত্তের সমধর্ম্মী॥ ২২

ইতি আমাতিসারচিকিৎসা।

লোধ্রাদি চূর্ণ—লোধ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মুতা, আমের আঁটীর কেশী ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ মাহিষ তক্রের সহিত পান করিলে পক্বাতীসার নাশ হয়॥২৩

সমঙ্গাদি চূর্ণ—সমঙ্গা (লজ্জালুলতা), ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা ও লোধ। মোচরস, লোধ, দাড়িম গাছের ছাল ও দাড়িমফলের খোসা। আমের আঁটীর শাঁস, লোধ, বেলের শাঁস ও প্রিয়ঙ্গু। যষ্টিমধু, শুঁঠ ও শ্যোনাছাল এই যোগচতুষ্টয় পক্বাতিসারনাশক। ইহাদের চূর্ণ মধু ও তণ্ডুল জল (চেলনী) সহ সেব্য॥ ২৪—২৬

গঙ্গাধরক্কাথ—কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জাম পত্র, পাণিফল পত্র, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা ও শুঁঠ ইহাদের ক্কাথ পান করিলে বেগবাহিনী গঙ্গাও রুদ্ধ হয় অর্থাৎ এই ক্কাথ পানে প্রবল বেগান্বিত পক্বাতীসার প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৭

গঙ্গাধর চূর্ণ—মোচরস, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, শোনাছাল ও ধাইফুল ইহাদের চূর্ণ মথিত সমেত (নির্জল দধি সহ) খাইলে গঙ্গাবৎ প্রবাহ বিশিষ্ট অতিসার সত্বঃ নিবারিত হয়॥ ২৮

দ্বিতীয় গঙ্গাধরচূর্ণ—মুতা, কুড়চী বীজ, মোচরস, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও লোধ ইহাদের চূর্ণ গুড় ও নির্জল দধিসহ সেবন করিলে প্রবল বেগান্বিত অতিসার বন্ধ হয়॥ ২৯

বৃদ্ধগঙ্গাধরচূর্ণ—মুতা, শ্যোনাছাল, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, বালা, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চী, আমের আঁটীর শাঁস, বরাক্রান্তা ও আতইচ ইহাদের চূর্ণ মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে প্রবাহিকা বিনষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী নিবারিত হয়। এই বৃদ্ধ গঙ্গাধর চূর্ণ মন্দাকিনীর ন্যায় বেগ বিশিষ্ট অতিসার রুদ্ধ করিয়া থাকে।

আঁকোড় মূল বাটিয়া তণ্ডুলোদক ও মধুসহ পান করিলে ঝটিতি অতিসার রোধ করে॥৩০—৩৩

কুটজাষ্টকাবলেহ—কাঁচা কুড়চীছাল এক-তুলা (১২৷৷০ সের) একদ্রোণ জলে (৬৪ সের জলে) সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ (১৬ সের) জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহা বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে লজ্জালু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আকনাদি, মোচরস, মুতা ও আতইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল নিক্ষেপ করিয়া পুনঃ পাক করিবে এবং হাতায়া নাড়িবে। যখন সেই ক্কাথ গাঢ় হইয়া হাতায় থাকে

লাগিবে, তখন তাহা নামাইবে। এই অবলেহ জলের সহিত, ছাগদুগ্ধের সহিত বা মণ্ডের সহিত পান করিলে নানা বর্ণ বিশিষ্ট বেদনান্বিত অতি ভয়ানক সর্ব্বপ্রকার অতিসার, সকলপ্রকার প্রদর, অর্শঃ ও প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

আমলকী বাটিয়া তদ্দ্বারা নাভিমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে দৃঢ় আলবাল দিবে এবং তন্মধ্যভাগ আদার রসে পূর্ণ করিবে। ইহাদ্বারা অতি প্রবৃদ্ধ দুর্নিবার দুর্জ্জয় নদীবেগোপম অতি ভয়ানক-অতিসারও সদ্যঃ প্রশমিত হইয়া থাকে। গব্য দধিতে আকনাদি পেষণ করিয়া, তথা আম্রের মধ্যত্বক্ বাটিয়া তদ্দ্বারা নাভিমণ্ডলের চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় আলবালে বদ্ধ ও মধ্যভাগ আদার রসে পূর্ণ করিলেও অতিসার ব্যথা ও দাহ নিঃসংশয় আশু নিবারিত হয়॥ ৩৪—৪০

বাতাতিসারের লক্ষণ—বাতাতিসারে অরুণ বর্ণ (ঈষদ্ রক্তবর্ণ), ফেনযুক্ত ও রুক্ষ অপক্কমল বায়ু কর্ত্তৃক মুহুর্মুহু অল্পপরিমাণে নিঃসারিত হইয়া থাকে এবং মল নির্গম কালে গুহ্যদেশে বেদনা ও শব্দ হয়॥৪১

বাতাতিসারের চিকিৎসা—বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কষায় পান করিলে বাতাতিসার প্রশমিত হয়॥ ৪২

পিত্তাতিসারের লক্ষণ—পিত্তাতিসারে পীত, রক্ত বা হরিত বর্ণ, দুর্গন্ধ ও অতি পাত্‌লা মল নিঃসারিত হয় এবং গুহ্যপাক, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ হইয়া থাকে॥ ৪৩

পিত্তাতিসারের চিকিৎসা। বিল্বাদি ক্বাথ—বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতইচ ইহাদের ক্বাথে আম সমন্বিত-পৈত্তিক-অতিসার বিনষ্ট করে॥ ৪৪

রসাঞ্জনাদি চূর্ণ—রসাঞ্জন, আতইচ, কুড়চীর ফল ও ছাল, ধাইফুল এবং শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ মধু ও তণ্ডুলধৌত জল সহ পান করিলে অতি প্রবল পিত্তাতিসার বিনষ্ট, অগ্নি সন্দীপিত এবং উদরের শূলনি আশু নিবারিত হয়॥ ৪৫। ৪৬

পিত্তাতিসারভেদ রক্তাতিসারের লক্ষণ ও সম্প্রাপ্তি—পৈত্তিক অতিসার উৎপন্ন হইলে অথবা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যদি পিত্তকারক দ্রব্য সকল অধিক পরিমাণে ভোজন করা যায়, তাহা হইলে অতি প্রবল রক্তাতিসার জন্মে। (রক্তাতিসার পিত্তাতিসারেরই অবস্থা বিশেষ)॥ ৪৭

রক্তাতিসারের চিকিৎসা।

কুটজ-দাড়িম ক্বাথ—কুড়চীর ত্বক্ এবং কচি দাড়িম ফলের ত্বক্ [illegible] সমস্ত একপল পরিমাণে লইয়া আটপল জলে পাক করিবে এবং অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে অতি উল্বণ রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়॥ ৪৮। ৪৯

কুটজাদি ক্বাথ—কুড়চীছাল, আতইচ, মুতা, বালা, লোধ, রক্তচন্দন, ধাইফুল, দাড়িম ও আকনাদি ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবারিত হয় এবং অতিসারজনিত দাহ ও বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণতিলের কল্কে তৎপঞ্চমাংশ চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধসহ পান করিলে সদ্যঃ অতিসার নিবারিত হয়।

কুড়চীছাল, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুতা ইহাদের কষায় আম-শূল ও রক্তসমন্বিত এবং দীর্ঘকাল জাত অতিসারে প্রয়োগ করিবে।

কৃষ্ণমৃত্তিকা, যষ্টিমধু, লোধ ও কুড়চীছাল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া মধু ও তণ্ডুলধৌত জলের সহিত পান করিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট রক্তরোধক ঔষধ॥ ৫০—৫৪

গুড়বিল্ব—কাঁচা বেল পোড়াইয়া তাহার শাঁস গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে রক্তাতিসার, আমশূল, বিবদ্ধতা ও কুক্ষিরোগ নিবারিত হয়॥ ৫৫

জম্ব্বাদি স্বরস—জাম আম ও আমলকীর কচিপল্লব কুট্টিত এবং তাহা হইতে রস গালিত করিয়া সেই রসে কিঞ্চিৎ মধু ও ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া পান করিলে রক্তাতিসার নিবারিত হয়॥ ৫৬

কুটজক্ষীর—কুড়চীর পরিষ্কৃত মূল ১৬ তোলা, লইয়া তাহা ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং সেই ক্বাথজলে ১৬ তোলা ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে ও দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে তাহাতে ৮ মাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা রক্তাতিসার নাশক॥ ৫৭। ৫৮

শতাবরীকল্ক—শতমূলীর কল্ক দুগ্ধসহ পান করিয়া দুগ্ধভুক্ হইলে অথবা শতমূলীর কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে রক্তাতিসার নিবারিত হয়॥ ৫৯

নবনীতাবলেহ—গোদুগ্ধ এবং নবনীত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিবে। ইহা রক্তাতিসারে পরম ধারক ঔষধ॥ ৬০

চন্দনকল্ক—ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দন মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া তণ্ডুল ধৌত জলের সহিত খাইলে রক্তাতিসার এবং রক্তপিত্ত তৃষ্ণা দাহ ও মোহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বহুবিরেচনে পিত্তদ্বারা গুহনাড়ীতে দাহ উপস্থিত হইলে বা গুহনাড়ী পাকিলে তাহাতে পরিষেক-প্রক্ষালন

ও প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে। পল্‌তা ও যষ্টিমধুর ক্বাথ শীতলীকৃত করিয়া তদ্দারা গুহ্যমার্গ প্রক্ষালন এবং গুহ্যসেচন করিবে। গুহ্যনাড়ীর দাহে ও পাকে মধু ও চিনিসংযুক্ত ছাগদুগ্ধ হিতকর। গুহ্যনাড়ীর প্রক্ষালনে ও পরিষেকে এবং রোগির পানে ও ভোজনে ছাগদুগ্ধ প্রযোজ্য। অতিসার রোগে মলের অতি প্রবৃত্তি হেতু যদি গুহ্যদেশে প্রবল বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইন্দুরের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্দারা গুহ্যদেশে স্বেদ দিবে। অথবা গোধূমচূর্ণ জলে সিদ্ধ এবং তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া একটি গোলক করিবে। সেই গোলকদ্বারা গুহ্য-দেশে মৃদু মৃদু স্বেদ দিবে। গুদ-নাড়ী-নিঃসরণে চাঙ্গেরী ঘৃত উত্তম ঔষধ।

গুদভ্রংশে—গুদনাড়ী বহির্গত হইলে তাহা তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া দিবে। প্রবিষ্ট হইলে মূষিক মাংস দ্বারা গুহ্যদেশে মন্দ মন্দ স্বেদ দিবে।

টীকা। মূষিকমাংস কাঁজীতে সিদ্ধ করিবে এবং তাহা এরণ্ড পত্রাদিতে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া তদ্দারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

শম্বূকমাংস সুসিদ্ধ এবং তাহা তৈললবণান্বিত ও অল্প ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তদ্দারা গুহ্যদেশে উত্তমরূপে স্বেদ প্রদান করিবে। তাহাতে শীঘ্রই গুদভ্রংশ নিঃশেষ প্রশমিত হইবে। ইন্দুরের বসাদ্বারা গুহ্যমার্গ প্রলিপ্ত করিলে গুদভ্রংশ নামক ব্যাধি নিঃসংশয় প্রনষ্ট হয়॥ ৬১—৬৯

চাঙ্গেরীঘৃত—চাঙ্গেরীর (আমরুলের) স্বরস, কুলের ক্বাথ ও অম্লদধি এই দ্রবত্রয় মিলিত চতুর্গুণ (ঘৃতের চতুর্গুণ) এবং যবক্ষার ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক (ঘৃতের চতুর্থাংশ) এই সকলের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে গুদভ্রংশ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কোমল পদ্মপত্র শর্করা সংযুক্ত করিয়া খাইলে গুদ-নাড়ী নির্গত হয় না।

টীকা। পদ্মপত্র শুষ্ক ও চূর্ণিত করিয়া চিনি সহ খাইবে। গুদভ্রংশ রোগ অতিসার বিনাও উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য গুদভ্রংশ ক্ষুদ্ররোগ মধ্যে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে গুদনাড়ীর দাহ পাক ও ব্যথা প্রসঙ্গে ভ্রংশও লিখিত হইল। চিকিৎসা উভয়েরই তুল্য॥ ৭০। ৭১

শ্লেষ্মাতিসারের লক্ষণ—শ্লেষ্মাতিসারে শ্বেত-বর্ণ, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), ঘন, বদ্ধ (খণ্ড খণ্ড) ও শীতল মল শ্লেষ্মকর্তৃক নিঃসারিত হয়। এই অতিসারে উদরে মন্দ মন্দ বেদনা, গাত্রগুরুতা ও অরুচি হইয়া থাকে॥ ৭২

শ্লেষ্মাতিসারের চিকিৎসা—শ্লেষ্মাতিসারে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচন হিতকর। ইহাতে আমাতিসার নাশক যথোক্ত দীপনগণ প্রযোজ্য॥ ৭৩

চব্যাদি ক্বাথ—চই, আতইচ, মুতা, কচিবেল, শুঁঠ, কুড়চীর ত্বক্‌ ও ফল (ইন্দ্রযব) এবং হরীতকী ইহাদের ক্বাথ বমি ও শ্লেষ্মাতিসার নাশক॥ ৭৪

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ—হিঙ্গু, সচল লবণ, ত্রিকটু, হরী-তকী, আতইচ ও বচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলসহ পান করিবে। ইহা শ্লেষ্মাতিসার প্রশমক।

বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঁঠ, আকনাদি, ধনে ও কট্‌ফল ইহাদের ক্বাথ দ্বিদোষজ অতিসারে প্রয়োগ করিবে। দ্বিদোষজ অতিসারের চিকিৎসা বলাই হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের বিশেষ চিকিৎসা বলিব। (ভাবার্থ এই—কোন অতিসারে দুই দোষের প্রকোপ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তত্তদ্দোষজ পৃথক্‌ পৃথক্‌ অতিসারের পৃথক্‌ পৃথক্‌ যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাই মিলিত করিয়া সেই দ্বিদোষ-লক্ষণান্বিত অতিসারে ব্যবস্থা করিবে। তদ্ভিন্ন তাহাদের বিশেষ যে চিকিৎসা আছে, তাহাই অতঃপর বর্ণন করিব)॥ ৭৫। ৭৬

বাতশ্লেষ্মাতিসারে—কট্‌ফল, যষ্টিমধু, লোধ, ও দাড়িমফলের ত্বক্‌ ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে বাতশ্লেষ্মাতিসার প্রশমিত হয়॥ ৭৭

বাতপিত্তাতিসারে—চিতামূল, আতইচ, মুতা, কচিবেল, শুঁঠ, কুড়চীর ছাল ও ফল এবং হরীতকী ইহাদের ক্বাথ বাতপিত্তাতিসার নাশক॥ ৭৮

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে—মুতা, আতইচ, মূর্ব্বা, বচ ও কুড়চী প্রত্যেক সমভাগ, ইহাদের কষায় মধুসহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার প্রশমিত হয়॥ ৭৯

সন্নিপাতাতিসারের লক্ষণ—ত্রিদোষজ অতিসারে তন্দ্রা, মোহ, অবসাদ, মুখশোষ, তৃষ্ণা ও নানারূপের মলনির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং পূর্ব্বে বাতাদিজ অতিসারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সে সকল লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে। বালক বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের সান্নিপাতিক অতিসার অতিকষ্টে সাধ্য হয়॥ ৮০

সন্নিপাতাতিসারের চিকিৎসা—পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ—পঞ্চমূল, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা, কুড়চীছাল ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ ত্রিদোষজ অতিসার, জ্বর, বমি, শূলোপদ্রব, শ্বাস ও কাস নাশ করে॥ ৮১। ৮২

পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ—পিত্তাধিক্যে স্বল্প পঞ্চমূল এবং বাতে ও কফে বৃহৎ পঞ্চমূল প্রযোজ্য। (ভাবার্থ এই ত্রিদোষজ অতিসার যদি পিত্তোল্বণ হয়, তাহা হইলে স্বল্পপঞ্চমূলের এবং যদি বাত ও শ্লেষ্মোল্বণ হয়, তাহা হইলে বৃহৎপঞ্চমূলের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে)॥ ৮৩

চতুঃসমমোদক—হরীতকী, শুঁঠ, মুতা ও গুড় সমপরিমাণে লইয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই চতুঃসমগুটিকা সর্ব্বদোষ সমুদ্ভূত অতিসার, আমাতিসার, আনাহ, বিবদ্ধতা, বিসূচিকা, কৃমি ও অরুচি নাশ করে এবং অগ্নিকে আশু প্রদীপ্ত করিয়া থাকে॥ ৮৫। ৮৫

কুটজপুটপাক—কুড়চীর ছাল তুলিয়াই তাহা অর্থাৎ টাট্‌কা কুড়চীছাল চারিপল পরিমাণে (বত্রিশ তোলা) লইয়া তণ্ডুলধৌতজলে পেষণ করিবে। পরে সেই পেষিত কল্ক জামপত্রে বেষ্টিত করিয়া সূত্রের দ্বারা বান্ধিবে। এবং গোধূম পেষণ করিয়া তদ্দারা তাহা পরিবেষ্টিত করিবে। তদনন্তর কর্দ্দম দ্বারা তাহা প্রলিপ্ত করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পোড়াইবে। যখন দেখিবে—মৃৎপ্রলেপের বর্ণ অগ্নিসন্তাপে তপ্তাঙ্গারবৎ লাল হইয়াছে, তখনি তাহা অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিবে। তৎপরে তাহা হইতে রস গালিত করিয়া সেই রস শীতলীকৃত ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। এই কৌটজপুটপাক কৃষ্ণাত্রিপুত্রকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা দীর্ঘকাল সম্ভূত সর্ব্বপ্রকার রক্তাতিসার প্রশমিত হয়॥ ৮৬—৮৯

কুটজাবলেহ—কুড়চীছালের ক্বাথ বস্ত্রে ছাঁকিয়া ও তাহা শীতলীকৃত করিয়া তাহাতে আতইচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন করিলে ত্রিদোষাতিসার বিনষ্ট হয়। কেহ কেহ কুড়চীর ক্বাথে অষ্টমাংশ আতইচ চূর্ণ, কেহ বা চতুর্থাংশ আতইচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে উপদেশ দেন॥ ৯০। ৯১

অঙ্কোটবটক—কুড়চী মূলের ছাল, আকনাদি ও দারুহরিদ্রা, প্রত্যেকটি আট আট তোলা পরিমাণে লইয়া তণ্ডুল জলে পেষণ পূর্ব্বক দুইতোলা পরিমিত বটক সকল প্রস্তুত করিবে। পরে তাহা ছায়ায় শুকাইয়া একটি করিয়া বটক তণ্ডুলজলে মাড়িয়া রোগিকে পান করিতে দিবে। এই বটক সেবনে বাতজ পিত্তজ কফজ দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ প্রভৃতি সকল প্রকার অতিসার নিবারিত হয়॥ ৯২—৯৪

আগন্তুজ শোকাতীসারের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—যে ব্যক্তি ধনক্ষয় ও বন্ধুবিয়োগাদি জনিত শোকে কাতর এবং তজ্জন্য অল্পাহারী হয়, তাহার শোকজ বাষ্প (নেত্র-গল নাসাদিগত জল) ও উষ্মা (দেহ তেজঃ) কোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া রক্তকে ক্ষোভিত অর্থাৎ স্বস্থান হইতে চালিত করে। (শোকজাতীসারের ইহাই সম্প্রাপ্তি)। সেই গুঞ্জাফল সদৃশ (কুঁচের ন্যায় লোহিতবর্ণ) রক্ত মল মিশ্রিত অথবা মলরহিত হইয়া গুহ্যমার্গ দিয়া নির্গত হয়। উহা মলমিশ্রিত হইলে দুর্গন্ধ, নতুবা নির্গন্ধ হইয়া থাকে। এই শোকোৎপন্ন অতিসার অতীব দুশ্চিকিৎস্য ও কষ্টপ্রদ। কারণ শোকাপনোদন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ভেষজদ্বারা ব্যাধির প্রতিকার করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ রোগোৎপাদক হেতু পরিত্যাগ ভিন্ন কেবল ঔষধদ্বারা কোন ব্যাধিই প্রশমিত হয় না। (শোকজাতীসারের ইহাই লক্ষণ)॥ ৯৫। ৯৬

আগন্তুজ-ভয়াতীসারের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—ভয়হেতু বাতাদিদোষ সকল ক্ষোভিত অর্থাৎ স্বস্থান হইতে চালিত হইয়া মলকে যখন দূষিত করে, তখনই মানবের উষ্ণ জল-প্লব মল শীঘ্র শীঘ্র অতি নিঃসরণ হইয়া থাকে। ভয়জাতিসারের মল প্রায় বাতপিত্তাতিসারের লক্ষণান্বিত হয়। যে অতিসার অভয় প্রদান দ্বারা উপশম হয় এবং তাহাতে রোগী সচ্ছন্দতা লাভ করে, তাহাকেই ভয়জ-অতিসার বলিয়া মনে করিবে। অর্থাৎ অভয়দ্বারা ভয়জ অতিসারের উপশম হয় এবং রোগীও সচ্ছন্দ হইয়া থাকে।

টীকা। "জলপ্লব" অর্থাৎ জলে প্লবমান। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে—ভয়জাতিসারের আগন্তুজত্ব কিরূপে সম্ভবে ইহা ত দোষজই। যেহেতু ভয়জাতিসারের সম্প্রাপ্তিতে বলা হইয়াছে—ভয়দ্বারা ক্ষোভিত অর্থাৎ দূষিত দোষ সকল মল দূষিত করে, এবং সেই মল অতি নিঃসৃত হয়। অতএব ভয়জাতিসারে ত প্রথম হইতেই দোষসম্বন্ধ থাকে। উত্তর—শাস্ত্রে উক্ত আছে—"রাগ-দ্বেষ-ভয়হেতু যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারা আগন্তু রোগ" এই বচন হেতু ভয়াতিসারকে আগন্তুজই বলিতে হইবে। অপিচ হেতুভূত-ভয়দ্বারাই দোষ অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফ অতিসার উৎপাদন করে। ক্ষোভিত শব্দের অর্থ সঞ্চালিত, দূষিত নহে। কারণ ভয়দ্বারা তিন দোষেরই দূষণ অসম্ভব। বায়ু-পিত্ত-কফ অতি নিঃসৃত হইবার জন্য আপনারা সঞ্চালিত হয় এবং মলকে অতি নিঃসারিত করিবার জন্যই তাহাকে (মলকে) দূষিত করে। তৎপরে সকলেই অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফ ও মল ভয়হেতুই অতিনিঃসৃত হইয়া থাকে। পরে তাহাতে বাতসম্বন্ধ ঘটে। যেহেতু "ভয়হেতু বায়ু কুপিত হয়" শাস্ত্রে এই বচন আছে। অতএব কথিত আছে যে, ভয়াতিসারে বাতহরী ক্রিয়া করিবে, ইহা সাধু॥ ৯৭। ৯৮

শোকাতিসারওভয়াতিসারের চিকিৎসা—ভয়জ ও শোকজ অতিসারকে বাতাতিসারবৎ জ্ঞান করিবে। হর্ষোৎপাদন ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বাতহরকার্য্য (চিকিৎসা) করিবে॥ ৯৯

আমাতিসারের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—ভুক্তান্নের অজীর্ণতা হেতু দোষ সকল প্রদুষ্ট (বিমার্গগামী) হইয়া কোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক রক্তাদি ধাতুসমূহকে এবং পুরীষাদি মল সকলকে চালিত করিয়া নানাবর্ণে

বারংবার নিঃসারিত করে। এই আমাতীসার শূল-মিশ্রিত বেদনাবৎ বেদনান্বিত হইয়া থাকে। ইহাই ষষ্ঠ অতিসার।

টীকা। গুর্ব্বাদি দ্রব্য ভক্ষণাদি দ্বারা যেমন বাতাদিদোষ দূষিত হইয়া অতিসার উৎপাদন করে, আমের দ্বারাও তেমনি দূষিত হইয়া উহারা অতিসার জন্মাইয়া থাকে। বাতাদিদোষিত আমদ্বারা অতিসার উৎপাদন করে না; অতএব আমাতিসার দোষজই, কিজন্য তাহা পৃথক্ উক্ত হইল? উত্তর—ভিন্ন চিকিৎসার্থ আমাতিসারের পৃথক্ উক্তি হইয়াছে। সকল প্রকার অতিসারেই সংগ্রাহক (ধারক) ঔষধ উক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমাতিসারে সংগ্রাহক নিষিদ্ধ। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"আম-অতিসারে কদাচ সংগ্রাহক ঔষধ দিবে না। কারণ ভেষজবলে আম সংগৃহীত (বদ্ধ) হইলে তাহা বহু বিকার (গ্রহনী-আধ্মান-শূল-গুল্ম-শোথ-উদর-জ্বরাদি) উৎপাদন করে" ॥ ১০০

আমাতিসারের চিকিৎসা—কুড়চীছাল, আতইচ, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, হিঙ্, যব, মুতা ও চিতামূল ইহাদের ক্বাথ আমাতিসার নাশক। (হিঙ্ ক্বাথে প্রক্ষেপ্য) ॥ ১০১

শোথাতিসারের চিকিৎসা—পুনর্নবা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঁঠ, আতইচ, ও মুতা ইহাদের ক্বাথে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শোথাতিসার প্রশমিত হয় ॥ ১০২

বমনাতিসারে—আমের আটির শাঁস (আমের কেশী) ও কচিবেল ইহাদের ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমি সমন্বিত প্রবল অতিসার নিবারিত হয়। ভাজা মুগের কষায়ে খৈ-মধু-চিনি সংযুক্ত করিয়া খাইলে বমি সমন্বিত অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর ও ভ্রম বিনষ্ট হয় ॥ ১০৩। ১০৪

নিঃসারকে—নিঃসারক পীড়িত ব্যক্তিকে সসার দধি মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। কিংবা স্বর্ণ বা রৌপ্য অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া তাহা দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিবে। পরে সেই দুগ্ধ শীতল হইলে তাহা মধুযুক্ত করিয়া তৎসহ সুপথ্য ভোজ্য ভোজন করাইবে ॥ ১০৫

পুরীষক্ষয়ে—পুরীষের ক্ষয় হইলে রোগির যদি ফেনযুক্ত পুরীষ অতিনিঃসৃত হয় এবং তাহার অগ্নিবল থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ফাণিত (পাতলা মাতগুড়), শুঁঠচূর্ণ, দধি, তিলতৈল, দুগ্ধ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা দুগ্ধ পাক বিধানে বেড়েলা ও আতইচ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে গুড় ও তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পুরীষক্ষয়ান্বিত দীপ্তাগ্নি রোগিকে প্রাতঃকালে পান করাইবে। এই দুগ্ধ পুরীষক্ষয়ে সুখপ্রদ ॥ ১০৬। ১০৭

বিল্বতৈল—তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—কুচিত কাঁচাবেল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—বেল, ধাইফুল, কুড়, শুঁঠ, রাস্না, পুনর্নবা, দেবদারু, বচ, মুতা, লোধ ও মোচরস, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টি /১ সের। যথা বিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই বিল্বতৈল গ্রহনী-অর্শঃ ও অতিসার নাশক। মহর্ষি আত্রেয় কর্তৃক এই তৈল নির্ম্মিত। গ্রহনী ও অর্শোরোগাধিকারে যে সকল স্নেহ উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তও অতিসারে প্রয়োগ করিবে। কারণ গ্রহনী-অর্শঃ ও অতিসার এই তিনেরই হেতু তুল্য ॥ ১০৮—১১১

অতিসারভেদ প্রবাহিকার (আমাশয় রোগের) সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—অহিতাশন ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি অতিশয় বাতল ভোজ্য ভোজন করে, তাহার বায়ু (অপান বায়ু) কুপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে মলের সহিত অল্প অল্প পরিমাণে বারংবার অধঃপ্রেরণ করে, অর্থাৎ গুহ্যমার্গ দ্বারা নিঃসারিত করিয়া থাকে। এই রোগে প্রবাহণ দ্বারা অর্থাৎ যাবদ্ বলে কুন্থন দ্বারা মলাক্ত কফকে নিঃসারিত করিতে হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রবাহিকা কহিয়া থাকেন ॥ ১১২

বাতজাদি ভেদে প্রবাহিকার রূপ—প্রবাহিকা বাতজ হইলে উদরে অত্যন্ত বেদনা, পিত্তজ হইলে গাত্রে ও গুহ্যদেশে জ্বালা, কফজনিত হইলে অধিক কফান্বিত মলনিঃসরণ এবং রক্তজনিত হইলে সরক্ত মলনির্গম হয়। স্নেহ সেবনে কফজা এবং রুক্ষ সেবনে বাতজা প্রবাহিকা উৎপন্ন হয়। তাহাদের চিকিৎসা এবং আমের পক্ব ও অপক্ব অবস্থা অতীসারবৎ জানিবে। আর মূলে "তু" শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পিত্তজা ও রক্তজা প্রবাহিকা উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সেবনে জন্মিয়া থাকে ॥ ১১৩

প্রবাহিকার চিকিৎসা। বিল্বাদ্যবলেহ—বেলশুঁঠ ও লোধ বাটিয়া তাহাতে গুড় তিলতৈল ও মরিচচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে প্রবাহিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সত্বর আরোগ্যলাভ করে ॥ ১১৪

ধাতক্যাদি—ধাইফুল, কুলপাতা, কয়েতবেল, লাক্ষা, মাক্ষিক ও লোধ ইহাদের প্রত্যেকটি দধিসহ পান করিলে প্রবাহিকা প্রশমিত হয় ॥ ১১৫

অসাধ্য অতিসারের লক্ষণ—অতিসারের মল যদি পাকা জাম ফলের ন্যায় কৃষ্ণ চিক্কণবর্ণ বা যকৃৎখণ্ডবৎ কৃষ্ণ লোহিত বর্ণ, স্বচ্ছ অথবা ঘৃত, তৈল,

বসা, মজ্জা, বেশবার (পিষ্টনিরস্থি মাংসেত্যাদি পরিভাবিত মাংসপ্রকার), দুগ্ধ, দধি বা মাংসধাবন জলনিভ, অথবা কৃষ্ণবর্ণ কিংবা চাসপক্ষিপক্ষপ্রতিম নীলারুণ, বা মেচকবর্ণ (ঈষৎ কৃষ্ণরক্ত বর্ণ) কিংবা স্নিগ্ধ কবর বর্ণ (চিক্কণ নানাবর্ণ), অথবা ময়ূরপিচ্ছ চন্দ্রকবৎ বিচিত্রবর্ণ, অথবা শব, শবদুর্গন্ধি, মস্তুলুঙ্গাভ (মস্তিষ্কবৎ), সুগন্ধ বা পচাগন্ধ অথবা বহু পরিমিত হয়। এবং তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি, শ্বাস, হিক্কা, পার্শ্বশূল, অস্থি-শূল, সংমূর্চ্ছা (ইন্দ্রিয়-মনোমোহ), চিত্তের অস্থিরতা, সংমোহ (ইন্দ্রিয় মোহ), গুদনাড়ীস্থ বলি সকলের পাক এবং প্রলাপ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে অতিসার রোগীকে ভিষক্ পরিত্যাগ করিবেন। আর যে অতিসার রোগী গুহ্যসম্বরণাক্ষম, বলমাংস রহিত, শূল ও আধ্মানে উপদ্রুত এবং যাহার গুদনাড়ী পাকাতেও অর্থাৎ পাকারম্ভক পিত্ত বিদ্যমান থাকাতেও গাত্র শীতল হয় (বা অগ্নি নষ্ট হয়) সে অতিসারিকেও ত্যাগ করিবে। অতিসার রোগে রোগী যদি শ্বাস, শূল, পিপাসা, বলমাংসক্ষয় ও জ্বর এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত হয়, বিশেষতঃ এই সকল উপদ্রবান্বিত রোগী যদি বৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে রোগী রক্ষা পায় না। অতিসার রোগে শোথ, শূল, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা ও হিক্কা উপস্থিত হইতে দেখিলে সে রোগিকে ত্যাগ করিবে। অতিসার রোগির হস্ত পদের অঙ্গুলীসন্ধি যদি পাকে, মূত্র যদি রোধ হয় এবং পুরীষের উষ্ণতা যদি অত্যধিক হয়, তাহা হইলে জানিবে যে, সে রোগির মরণ উপস্থিত হইয়াছে। অতিসার রোগী, যক্ষ্মরোগী ও গ্রহণীরোগী যদি বলমাংস ও অগ্নিহীন হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন দুর্লভ। বালকের ও বৃদ্ধের অতিসার যদি উক্ত উপদ্রব সমূহে উপদ্রুত হয়, তাহা হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে। ধাতু অতি দুষ্ট হইলে যুবকদিগেরও ঐরূপ অতিসার অসাধ্য হইয়া থাকে॥ ১১৬—১২৫

অতিসারমুক্তব্যক্তির লক্ষণ—যখন মলব্যতিরেকে মূত্র ও অধোবায়ু সম্যক্ স্বতন্ত্র নির্গত এবং অগ্নি প্রদীপ্ত ও কোষ্ঠ লঘু হইবে, তখন জানিবে যে, উদরাময় রোগ নিবৃত্তি পাইয়াছে॥ ১২৬

অতিসাররোগের বর্জ্জনীয়—স্নান, (উদ্ধৃত জলে স্নান), অবগাহন (নদ্যাদিতে স্নান), গুরু স্নিগ্ধাদি ভোজন, ব্যায়াম ও অগ্নিসন্তাপ, অতিসার রোগী এই সকল বর্জ্জন করিবে॥ ১২৭

শঙ্খপোটলীরস—শোধিত পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক দশগুণ পরিমাণে লইয়া সেই বিংশতি গদ্যাণ পারদ গন্ধক তিন দিন খলে মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। (কালিঙ্গ মতে ছয় মাষায় অর্থাৎ আটচল্লিশ রতিতে, এবং লীলাবতীর মতে আট মাষায় অর্থাৎ চৌষট্টি রতিতে এক গদ্যাণ হয়)। পরে সেই কজ্জলী আকন্দ আটায় তিন দিন, তদনন্তর মনসার আটায় তিন দিন মর্দ্দন করিবে। পরে আদা ও শ্বেতচিতা উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক তাহা হইতে রস গালিত করিয়া সেই রস দ্বারা তিন দিন মাড়িবে। এবং পীতবর্ণ কড়ী ভস্ম বিংশতি গদ্যাণ ও শঙ্খভস্ম বিংশতি গদ্যাণ এই চত্বারিংশৎ গদ্যাণ ভস্ম মিশ্রিত করিয়া তিন দিন মর্দ্দন করিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত ক্রমে আকন্দ আটায় তিনদিন ও মনসার আটায় তিন দিন খলে মাড়িবে। এবং তন্মধ্যে উক্ত কজ্জলী নিক্ষিপ্ত করিয়া আদা ও চিতার রসে মাড়িয়া তাহাতে বদর প্রমাণ গুটিকা সকল প্রস্তুত করিবে। পরে এক খানি কাঁচা কুল্লরী (কটোরিয়া) চূর্ণ দ্বারা প্রলিপ্ত এবং তাহা অগ্নিতে আশু দগ্ধ করিয়া তন্মধ্যে গুটিকা গুলি স্থাপন করিবে এবং অপর একখানি ঐরূপ চুণলিপ্ত কটোরিয়া তাহার উপর চাপা দিবে। এবং কুট্টিত বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা উভয়ের সন্ধিস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। তৎপরে একহস্ত প্রমাণ একটা গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে সেই কুল্লরী স্থাপন করিয়া বনঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। পাকশেষে উহা শীতল হইলে তন্মধ্য হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চিতার রসে পেষণ করিবে। এবং পূর্ব্বরীতিতে গুটিকা প্রস্তুত করিয়া পুনর্ব্বার পুট দিবে। পরে সেই পুটদগ্ধ গুটিকার চূর্ণ করিয়া একটী কূপীমধ্যে রাখিবে। এইরূপে নিষ্পন্ন রস শঙ্খপোটলী রস নামে অভিহিত। আমাতিসারে, জ্বরাতিসারে, শ্বাসে, কাসে, শ্লেষ্ম-পিত্ত-আম ও বাতে, অগ্নিমান্দ্যে, গ্রহণীরোগে, অষ্টাদশ প্রমেহে, জীর্ণে ও জীর্ণ বলে বত্রিশটি মরিচচূর্ণ ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া পাঁচ বল্ল পরিমাণে এই শঙ্খপোটলীরস প্রদেয়। জ্বর বিনা সকল রোগেই ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ প্রদাতব্য। (কোনমতে দেড় গুঞ্জায়, কোনমতে দুই গুঞ্জায়, কোন মতে ত্রিগুঞ্জায় এক বল্ল হয়)। এই ঔষধ সেবনান্তে শালিতণ্ডুলের অন্ন, দধি এবং দুগ্ধাদি মধুর ভোজন হিতকর। কটু-অম্ল-ক্ষার ও তৈলাদি দূরে বর্জ্জন করিবে। এই বিধানে শঙ্খপোটলী রস প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ক্রমে ক্রমে উক্ত রোগ সকল নিবৃত্ত হইবে তাহাতে সংশয় নাই।

সিদ্ধিপত্র ও জায়ফল প্রত্যেক সমভাগ, ইন্দ্রযব উভয়ের তুল্য এবং উৎকৃষ্ট লৌহ সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ, ইহাদের চূর্ণ সর্ব্বাতিসার নাশক।

বেলশুঁঠ, মোচরস, লোধ, ধাইফুল, আম্রবীজের শাঁস ও আতইচ এই দ্রব্যকৃত সকল অবলেহিকা দুর্নিবার সমুদ্র বেগবৎ অতিসারও নাশ করে॥ ১২৮—১৪৩

ইতি অতিসারাধিকার।

জ্বরাতীসারাধিকার।

জ্বর ও অতিসারের নিদান পৃথক্ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, সেইজন্যই জ্বরাতিসারের নিদান আর পুনর্ব্বার কথিত হইল না॥ ১৪৪

জ্বরাতিসারের চিকিৎসা।—জ্বরের ও অতিসারের পৃথক্ পৃথক্ যে ঔষধ উক্ত হইয়াছে, মিলিত জ্বরাতিসারে সে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহা পরস্পরকে বর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রায় ভেদক, সুতরাং তাহ অতিসারের বর্দ্ধক এবং অতিসারঘ্ন ঔষধ প্রায় ধারক, কাজে কাজেই তাহা জ্বরের বর্দ্ধক হইয়া থাকে। অতএব জ্বরাতিসারে বিশেষ যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই তাহার প্রতিকার করিবে।

জ্বরাতিসারির যদি বল থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে একমাত্র লঙ্ঘনের ন্যায় গুণকর ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। কারণ—লঙ্ঘন দ্বারা প্রবল দোষ সকলের পরিপাক হয় এবং তাহাদের প্রশম হইয়া থাকে। জ্বর ও অতিসার উভয় রোগেই লঙ্ঘন কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, মিলিত জ্বরাতিসারে লঙ্ঘন বিশেষ আবশ্যক। লঙ্ঘনান্তে উৎপলষট্‌কের ক্বাথে লাজমণ্ডাদি পাক করিয়া তাহা পথ্য দিবে।

উৎপলষট্‌ক, যথা—পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, শুঁঠ ও উৎপল ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে, অথবা সেই ক্বাথে লাজ মণ্ডাদি পাক করিয়া এবং তাহা দাড়িম রসাদি দ্বারা অম্লীকৃত করিয়া জ্বরাতিসার রোগিকে পান করাইবে॥ ১৪৫—১৪৮

কণাদিক্বাথ—পিপুল, গজপিপুল ও বেল ইহাদের ক্বাথে মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে জ্বরাতিসারের তৃষ্ণা আশু নিবারিত হয়॥ ১৪৯

নাগরাদিক্বাথ—শুঁঠ, আতইচ, মুতা, গুলঞ্চ, চিরতা ও কুড়চীছাল ইহাদের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও সুদারুণ অতিসার বিনষ্ট করে॥ ১৫০

বৃহদ্ গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ—গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুতা, বালা, আকনাদি, চিরতা, কুড়চীছাল, রক্তচন্দন, বেণামূল ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বরাতিসার, হৃল্লাস (বমনভাব), অরুচি, তৃষ্ণা, দাহ ও বমি প্রশমিত হয়॥ ১৫১। ১৫২

উৎপলাদি চূর্ণ—উৎপল, দাড়িমত্বক্ ও পদ্ম-কেশর ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলজল সহ পান করিলে জ্বরাতিসার নিবৃত্ত হয়॥ ১৫৩

বিল্বাদিক্বাথ—বেলশুঁঠ, বালা, চিরতা, গুলঞ্চ, মুতা ও কুড়চীছাল ইহাদের ক্বাথ দোষের পাচক এবং শোথ ও জ্বরাতিসার নাশক॥ ১৫৪

নাগরাদিক্বাথ—শুঁঠ, আতইচ, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা ও কুড়চীছাল ইহাদের ক্বাথও দোষের পাচক এবং শোথ ও জ্বরাতিসার প্রশমক॥ ১৫৫

দশমূলীক্বাথ—জ্বরে অতিসারে এবং সশোথ গ্রহণীরোগে দুইতোলা আতইচ চূর্ণ দশমূলের ক্বাথ সহ পান করিতে দিবে॥ ১৫৬

ইতি জ্বরাতিসারাধিকার।

গ্রহণীরোগাধিকার।

গ্রহণী রোগের সম্প্রাপ্তি—অতিসার রোগ নিবৃত্তি পাইয়াছে, অথচ অগ্নির বল তত হয় নাই, এরূপ অবস্থায় অহিত ভোজন করিলে জঠরাগ্নি অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে বিশেষ দূষিত করিয়া থাকে।

টীকা।—মূলে "অপি" শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝিতে হইবে যে—অতিসাররোগ বিদ্যমান না থাকিলেও গ্রহণীরোগ জন্মে॥ ১

গ্রহণী স্বরূপ (চরকোক্ত)—গ্রহণী অগ্নির অবস্থিতি স্থান, ভুক্তান্নের গ্রহণ হেতু ইহা গ্রহণী নামে অভিহিত; গ্রহণী অপক্ক অন্নকে ধারণ করে এবং পক্ক অন্নকে অধো নিঃসারণ করিয়া থাকে। (গ্রহণী—অগ্নি-ধরা কলা)। সুশ্রুতও বলিয়াছেন—আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে পিত্তধরা নামে যে ষষ্ঠী কলা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণী নামে অভিহিত। অগ্নি গ্রহণীর বল এবং গ্রহণীও অগ্নির বল। অতএব অগ্নি

প্রদুষ্ট হইলে গ্রহণীও প্রদূষিত হইয়া থাকে। অতএব বিরিক্তবৎ অতিসারেও বর্জ্জনীয় বিষয় সকল বর্জ্জন করিবে। (পিত্তের উষ্মাংশই অগ্নি) ॥ ২—৪

গ্রহণীরোগের সংখ্যা ও সামান্যলক্ষণ—অগ্নিমান্দ্য হেতু অতি কুপিত পৃথক্ পৃথক্ দোষে বা মিলিত ত্রিদোষে সেই গ্রহণী নাড়ী প্রদুষ্ট হইয়া ভুক্ত দ্রব্যকে অপক্ক অবস্থাতেই বারংবার ত্যাগ করে অথবা অতি দুর্গন্ধযুক্ত বেদনান্বিত মুহুর্বদ্ধ ও মুহুর্দ্রব পক্কমল বহুবার নিঃসারিত করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকেই গ্রহণী রোগ কহিয়া থাকেন।

টীকা। অতিসারে দ্রবধাতু নির্গম হয়, গ্রহণী রোগে বদ্ধমল নির্গত হইয়া থাকে, উভয় রোগে এই প্রভেদ ॥ ৫। ৬

বাতজগ্রহণীর নিদান সংপ্রাপ্তি ও রূপ—কটু-তিক্ত-কষায়-অতিরুক্ষ ও শীতল ভোজন, অল্প ভোজন, অনশন, অধিক পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ ও মৈথুন এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করিয়া গ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। বাতজ গ্রহণী রোগে ভুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে এবং অম্লরসে পরিপাক পায়। এই রোগে শরীরের কর্কশতা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্ধকার দর্শন, কর্ণে শব্দ, পার্শ্ব-উরু-বঙ্ক্ষণ ও গ্রীবাদেশে নিরন্তর বেদনা, বিসূচিকা অর্থাৎ ভেদ বমি, হৃৎপীড়া, শরীরের কৃশতা, দৌর্ব্বল্য, মুখের বিরসতা, পরিকর্ত্তিকা, (গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া), মধুরাদি সকল রস ভোজনেই স্পৃহা ও মনের অবসাদ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতগ্রহণী রোগে ভুক্তান্নের পরিপাক হইলে বা পরিপাকের অবস্থায় উদরাধ্মান হয়। কিন্তু কিছু আহার করিলে স্বাস্থ্য বোধ হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী বাতগুল্ম হৃদ্রোগ ও প্লীহা রোগের আশঙ্কা করে। এবং কখন দ্রব, কখন শুষ্ক, কখন অল্প পরিমিত, শব্দ ও ফেনবিশিষ্ট অপক্কমল অতিকষ্টে পুনঃ পুনঃ বা বিলম্বে বিলম্বে ত্যাগ করে। বাতজগ্রহণী রোগী শ্বাস কাসে অর্দ্দিত হইয়া থাকে ॥ ৭—১২

পিত্তজগ্রহণীর নিদান সংপ্রাপ্তি ও লক্ষণ—কটু-তিক্ত-বিদাহি-অম্ল ও ক্ষারাদি (আদি শব্দে লবণ তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য) দ্রব্য ভোজন দ্বারা পিত্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রতপ্ত জলের ন্যায় অগ্নিকে আপ্লাবিত করিয়া নষ্ট করে। তাহাতেই পিত্তগ্রহণী রোগ জন্মে। এই গ্রহণীতে রোগী পীত বা নীলবর্ণ অজীর্ণ দ্রব মল পরিত্যাগ করে, পীতাভ হয় এবং অত্যর্থ অম্লোদ্গার, হৃৎকণ্ঠদাহ-অরুচি ও তৃষ্ণায় অর্দ্দিত হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পিত্ত উষ্ণগুণযুক্ত, তাহা কি প্রকারে অগ্নিকে নষ্ট করিবে, সেই জন্যই দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে যে, প্রতপ্তজল উষ্ণগুণযুক্ত হইয়াও যেমন দ্রবাধিক্যবশতঃ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে, সেইরূপ দ্রববহুলপিত্তও দ্রবাংশ দ্বারা অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া থাকে ॥ ১৩। ১৪

শ্লেষ্মগ্রহণীর নিদানাদি ও লক্ষণ—অতিগুরু, স্নিগ্ধ ও শীতাদি (শীতল পিচ্ছিল মধুরাদি) দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন ও দিবাভোজনান্তেই শয়ন এই সকল কারণে কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করিয়া গ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। এই শ্লৈষ্মিক গ্রহণী রোগে ভুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে পরিপাক হয়,এবং হৃল্লাস, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মদ্বারা মুখের লিপ্তত্ব ও মিষ্টরসত্ব, কাস পীনস ও নিষ্ঠীবন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, রোগী হৃদয়কে স্তব্ধ (ঘনপদার্থ দ্বারা পূরিত) বলিয়া মনে করে, উদর স্তিমিত ও গুরু হয়, উদ্গার দুষ্ট ও মধুর হয়, শরীরের অবসন্নতা, স্ত্রীতে অহর্ষ এবং আম ও শ্লেষ্মসংযুক্ত ভাঙ্গা ভাঙ্গা গুরু মলের নির্গম হয়, রোগী কৃশ না হইয়াও দুর্ব্বল হয় এবং আলস্য উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১৫—১৮

ত্রিদোষজগ্রহণীরোগের নিদান ও সংপ্রাপ্তি—পূর্ব্বোক্ত বাতজাদি গ্রহণী রোগের পৃথক্ পৃথক্ যে হেতু ও লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল হেতু ও লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক গ্রহণী বলা যায়। তাহার ঔষধ বর্ণন করিব ॥ ১৯

সংগ্রহগ্রহণী (গ্রহণী রোগভেদ)—এই রোগে কাহারও পক্ষান্তর, কাহারও মাসান্তর, কাহারও বা দশাহান্তর, কাহারও বা নিত্য নিত্যই দ্রব ঘন শ্বেতবর্ণ স্নিগ্ধ বহুপরিমিত পিচ্ছিল অপক্ক মল দমকা ভেদ হয়। ভেদ হইবার সময় গুহ্যদেশে শব্দ হয়। উদরে ও কটিদেশে মন্দ মন্দ বেদনা, অন্ত্রকূজন (পেটের ডাক), আলস্য, দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ হইয়া থাকে। দিবাভাগে এই রোগের বৃদ্ধি এবং রাত্রিতে হ্রাস হয়। সংগ্রহগ্রহণী দুর্ব্বিজ্ঞেয় দুশ্চিকিৎস্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী। আম ও বায়ুদ্বারা ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২০—২২

ঘটীযন্ত্রাখ্য গ্রহণীরোগবিশেষ—এই রোগে রোগী সর্ব্বদাই শুইয়া থাকে ও পার্শ্বদ্বয়ে শূলনি হয় এবং অধোমুখীকৃত জলঘটীর জল-নিঃসরণে যেমন ধ্বনি হয়, রোগির মল নির্গমন সময়েও তেমনি ধ্বনি হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা ইহাকে ঘটীযন্ত্র গ্রহণী-রোগ বলেন। ইহা অসাধ্য জানিবে। (এই রোগ যখন দেহ ব্যাপ্ত হয়, তখন রোগির প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে ॥ ২৩

সাধারণগ্রহণীরোগের চিকিৎসা—অজী-

র্বের ন্যায় গ্রহণীগত রোগের চিকিৎসা করিবে। অতীসার বিহিত লঙ্ঘন ও দীপন ভেষজ সকল ব্যবস্থা করিবে। এবং অতিসারবৎ ইহাতেও আমদোষ ও পক্বদোষ লক্ষ্য করিবে, অতিসারোক্ত বিধিদ্বারা গ্রহণী রোগের আম পরিপাক করিবে। পঞ্চকোলাদিযুক্ত পেয়াদি পটু (হিতকর) লঘু অন্ন, দীপনীয় কষায়াদি এবং তক্র গ্রহণীতে প্রয়োগ করিবে। কয়েতবেল, বেল, আমরুল, তক্র ও দাড়িম ইহাদের সহিত যবাগূ পাক করিয়া তাহা খাইতে দিবে। এই যবাগূ আমের পরিপাক করে এবং তরল মলকে ঘনীকৃত করিয়া থাকে॥ ২৪—২৭

অথ তক্র—তক্র বর্ণনের পূর্ব্বে দধিগুণ কথিত হইতেছে।

গোদধিগুণ—ইহা শ্রেষ্ঠ, বলকর, পাকে স্বাদু (মধুর বিপাক), রুচিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক ও বাতনাশক। সর্ব্বপ্রকার দধির মধ্যে গব্য দধি গুণাধিক॥ ২৮

মাহিষদধিগুণ—ইহা অতি স্নিগ্ধ (অধিক স্নেহপদার্থযুক্ত), শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক, স্বাদুপাক, অভিষ্যন্দি, বৃষ্য, গুরু ও রক্তদূষক॥ ২৯

ছাগদধিগুণ—ইহা উত্তম গ্রাহি (গ্রহণীতে অতি শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থ), লঘু, ত্রিদোষনাশক, শ্বাস-কাস-অর্শঃ-ক্ষয় ও কার্শ্য রোগে প্রশস্ত। ছাগদধি অগ্নিদীপক॥ ৩০

তক্রের ভেদ—সুশ্রুতাদি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক তক্র চারিপ্রকার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—ঘোল, মথিত, উদশ্বিৎ ও তক্র। সরসমন্বিত নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল, সরবর্জ্জিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে মথিত, চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত করিয়া দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র এবং অর্দ্ধাংশ জল মিশ্রিত করিয়া দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ কহে। ঘোল বাতপিত্তহর, মথিত কফপিত্তহর, উদশ্বিৎ কফপ্রদ, বলকর ও পরম শ্রমঘ্ন॥ ৩১—৩৩

তক্রেরগুণ—তক্র গ্রাহি (মলসংগ্রাহক), কষায়-অম্ল-মধুররস, অগ্নিদীপক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, বৃষ্য, তৃপ্তিজনক ও বাতনাশক। পূর্ব্বে যে আট প্রকার দধিগুণ উক্ত হইয়াছে, তাহাদের তক্রও তত্তদ্-গুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ যে দধির যে গুণ, তত্তদ্দধিজাত তক্রেরও সেই গুণ। লঘুত্ব গুণ থাকায় তক্র গ্রহণ্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সুপথ্য ও মলসংগ্রাহক। অম্লত্ব ও মধুরত্ব হেতু তক্র বাতঘ্ন। মধুর তক্র অবিদাহি ও স্বাদুবিপাক, উহা অপর পিত্তপ্রকোপক। কষায়ত্ব-উষ্ণবীর্য্যত্ব-বিকাশিত্ব এবং রুক্ষত্ব হেতু তক্র কফে হিতকর॥ ৩৪—৩৬

উদ্ধৃতস্নেহাদি তক্রগুণ—মন্থনদ্বারা যে তক্র হইতে ঘৃতাংশ (নবনীত) সম্যক্ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পথ্য, বিশেষতঃ লঘু। যে তক্র হইতে ঘৃতাংশ অল্প উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা গুরু, বৃষ্য ও কফকর। যে তক্র হইতে ঘৃতাংশ কিছুমাত্র উদ্ধৃত হয় নাই, এবং যাহা ঘন, তাহা গুরু পুষ্টিকর ও বলপ্রদ॥ ৩৭

দোষবিশেষে তক্রবিশেষ—বাতে অম্ল-তক্র সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া পান করিবে; পিত্তে চিনি-সংযুক্ত অম্ল মধুর তক্র পান করিবে; কফে যবক্ষার ও ত্রিকটুচূর্ণ সংযুক্ত তক্র পান করিবে। ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্, জীরা ও সৈন্ধবচূর্ণ সংযুক্ত ঘোল—গ্রহণী-অর্শঃ ও অতিসার নাশক, অতিবাতহর, রোচক, পুষ্টিপ্রদ, বলকর ও বস্তিশূল নাশক॥ ৩৮। ৩৯

আমপক্বতক্রগুণ—অপক্বতক্র কোষ্ঠে কফ নষ্ট করে, কণ্ঠে কফ উৎপাদন করে, পক্বতক্র পীনস শ্বাস কাসাদিতে বিশেষ গুণকর হয়॥ ৪০

তক্রের নিষেধ—ক্ষতে তক্র সেবন করিতে দিবে না, উষ্ণকালে তক্র প্রয়োগ করিবে না, দুর্ব্বলে তক্র ব্যবস্থা করিবে না এবং মূর্চ্ছা-ভ্রম-দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে তক্র পান করিবে না॥ ৪১

তক্রের গুণোৎকর্ষ—তক্র সেবনশীল ব্যক্তি কদাচিৎ রোগে ব্যথিত হয় না; তক্র সেবন দ্বারা রোগ বিনষ্ট হইলে তাহার আর পুনরুদ্ভব হয় না। দেবতাদিগের অমৃত যেমন সুখের নিমিত্ত, পৃথিবীতে মানবগণের তক্রও তেমনি সুখের নিমিত্ত জানিবে॥ ৪২

ষড়্যূষণ—মুদ্গযূষ, মাংসরস ও তক্র, ধনে জীরকচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়া পানার্থ প্রদান করিবে। ইহা ষড়্যূষণ নামে অভিহিত॥ ৪৩

লাই চূর্ণ—গন্ধক ২ তোলা ও পারদ ১ তোলা মর্দ্দন করিয়া উত্তমরূপ কজ্জলী করিবে। শুঁঠ ৪ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেকটি তিন তিন তোলা, ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্ ৩ তোলা এবং জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ৩ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া যত হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ সিদ্ধিচূর্ণ লইবে এবং চূর্ণগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। গ্রহণী-অতিসারাদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এই চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রাতে তক্রের সহিত বা বেলশুঁঠের কাথের সহিত পান করিবে॥ ৪৪

জাতিফলাদি চূর্ণ—জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কর্পূর, চন্দন, তিল, বংশলোচন, তগরপাদুকা, আমলকী, তালীশপত্র, পিপুল, হরীতকী, স্থূলজীরক, চিতামূল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং সর্ব্ব চূর্ণের সমষ্টির সম সিদ্ধি চূর্ণ, জায়ফলাদির চূর্ণ ও সিদ্ধিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সব

হইবে, শুভ্র চিনি তত লইবে। পরে সমস্ত চূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। দুই তোলা পরিমিত এইচূর্ণ মধ্বতে আপ্লুত করিয়া খাইবে। ইহাদ্বারা গ্রহণী কাস ক্ষয়কাস ও অরুচি বিনষ্ট হয়॥ ৪৫—৪৮

চিত্রকাদি বটিকা—চিতা, পিপুলমূল, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বনযমানী ও চৈ এই সকল দ্রব্যের সমপরিমিত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া টাবালেবুর রসে বা দাড়িমের রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা আমের পাক এবং আশু অগ্নির দীপ্তি করিয়া থাকে॥ ৪৯। ৫০

বিল্বকল্ক—কচি বেলের শাঁসে শুঁঠচূর্ণ ও দুই ভাগ গুড় মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন খাইলে অত্যুগ্র গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। ইহা সেবনকালে রোগী তক্রভোজী হইবে॥ ৫১

বার্ত্তাকু গুটিকা—মনসার কাণ্ড (ডাল) ৪ পল, লবণত্রয় মিলিত ৩ পল, বার্ত্তাকু ১ কুড়ব (৪ পল), আকন্দমূল ১ পল ও চিতামূল ১ পল এই সকল দ্রব্য পোড়াইয়া ভস্ম করিবে। এবং বার্ত্তাকুর রসে সেই ভস্ম মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বার্ত্তাকু গুটিকা ভোজন মধ্যে খাইবে। ইহা ভুক্ত অন্নকে আশু পাক করে এবং গ্রহণীরোগ, কাস, শ্বাস, অর্শঃ, বিসূচী ও হৃদ্রোগ বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৫২—৫৩

মুস্তকাদি চূর্ণ—মুতা, আতইচ, বেলশুঁঠ ও ইন্দ্রযব ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে সর্ব্বদোষজ গ্রহণী প্রশমিত হয়॥ ৫৪

সর্জ্জরসচূর্ণ—সাদা গ্রহণীই হউক বা রক্তগ্রহণীই হউক তাহা পক্ক হইলে ধুনাচূর্ণ গুড় মিশ্রিত করিয়া খাইবে। তাহাতে আশু গ্রহণী বিনষ্ট হয়।

বেলশুঁঠ, মুতা, ইন্দ্রযব, বালা ও মোচ (মোচরস, শিমুল-আটা) এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া যে ব্যক্তি তিন দিন সেই দুগ্ধ পান করে, তাহার গ্রহণীরোগ অতিপ্রবৃদ্ধই হউক, দীর্ঘকালোৎপন্নই হউক, অপক্কই হউক, সরক্তই হউক বা অসাধ্যই হউক, তাহা নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৫৫। ৫৬

কল্যাণগুড়—পরিষ্কৃত আমলকী রস ১২ সের, গুড় ৬।০ সের, এবং পিপুলমূল, জীরা, চই, ত্রিকটু, পিপুল, হবুষ, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ত্রিফলা, যমানী, আকনাদি, চিতামূল ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল, তেউড়ীচূর্ণ ৮ পল ও তৈল ৮ পল। যথাবৎ পাক করিবে। পাকপ্রণালী এই—আমলকীর রস ও গুড় পাক করিয়া আসন্নপাকে সকল চূর্ণই প্রক্ষেপ দিবে, কেবল তেউড়ীচূর্ণ ৮ পল ও ত্রিফলাচূর্ণ ৩ পল পাকসিদ্ধ হইলে তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। আর তেউড়ীচূর্ণ কাঁচা না দিয়া তাহা তৈলে অল্প ভাজিয়া প্রক্ষেপ দিতে হইবে। এই কল্যাণগুড়ে ত্রিসুগন্ধি চূর্ণ (এলাচ-দারুচিনি-তেজপত্র) এক এক পল পরিমাণে মিশাইবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। ইহাদ্বারা গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ ও শোথ প্রশমিত হয়, চিরবিনষ্ট জঠরাগ্নির ও চিরবিনষ্ট পুংস্ত্বের বৃদ্ধি হয়, এবং স্ত্রীলোকদিগের বন্ধ্যারোগ বিনষ্ট হয়। ইহা কল্যাণক গুড় নামে প্রসিদ্ধ॥ ৫৭—৬১

মহাকল্যাণকগুড়—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, ধনে, বিড়ঙ্গ, যমানী, মরিচ, ত্রিফলা, বনযমানী, নীলিনী (নীলবোনা), জীরা, সৈন্ধবলবণ, রোমক লবণ, সামুদ্রলবণ, রুচকলবণ ও বিট্‌লবণ, সোন্দাল, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট-এলাইচ, কালজীরে, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; কিস্‌মিসের ক্বাথ ৪পল (অর্দ্ধসের), তেউড়ী ক্বাথ ৮ পল (/১ সের), গুড় ৬।০ সের; তিলতৈল ৮ পল, আমলকীর রস ১২ সের; এই সকল দ্রব্য মৃদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে যথাবৎ পাক করিবে। ইহা যজ্ঞডুমুরফল পরিমাণে, আমলকীফল পরিমাণে বা কুল পরিমাণ অথবা যথাবল যথাগ্নি তাবন্মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, বিংশতি প্রকার মেহ, উরোঘাত, প্রতিশ্যায়, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিসংক্ষয়, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডুরোগ, রক্তপিত্ত ও মলবদ্ধতা প্রশমিত হয় এবং কান্তি মতি ও বল বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি ধাতুক্ষীণ, বয়ঃক্ষীণ বা স্ত্রীসঙ্গম-ক্ষীণ, অথবা যে ব্যক্তি ক্ষয়রোগান্বিত তাহাদের পক্ষে এবং বন্ধ্যানারীর পক্ষে মহাকল্যাণ গুড় হিতকর॥ ৬২—৭০

কুষ্মাণ্ডকল্যাণক গুড়—সুপক্ক কুষ্মাণ্ডের ত্বক্-বীজাদি বর্জ্জিত শস্য সিদ্ধ করিয়া তাহার একশত পল (১২॥০ সের) লইবে, গব্যঘৃত /৪ সের লইবে এবং পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, ধনে, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ (পাঠান্তর যমানী), মরিচ, ত্রিফলা, বনযমানী, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধব প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৮ পল, তিলতৈল ৮ পল, গুড় ৫০ পল, আমলকীর রস ১২ সের, এই সমুদায় দ্রব্য মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি তাম্রপাত্রে পাক করিবে। যখন গাঢ় হইয়া হাতার গাত্রে লাগিতে থাকিবে, তখন উহা নামাইবে। ইহা উডুম্বর ফল পরিমাণে, আমলকী পরিমাণে বা কুল পরিমাণে অথবা যথাবল যথাগ্নি তাবন্মাত্রায় সেবন করিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন খাইলে গ্রহণীরোগ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ভগন্দর, জ্বর, আনাহ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, উদর, বিসূচিকা, কামলা, পাণ্ডুরোগ, বিংশতিপ্রকার মেহ, বাতরক্ত, বীসর্প, দদ্রু, যক্ষ্মা ও হলীমক বিনষ্ট হয়। দুষ্টবাত-পিত্ত-কফ দোষমুক্ত হয়। যাহারা

ব্যাধিদ্বারা ক্ষীণ, বা বয়োধর্ম্মে ক্ষীণ, অথবা অধিক স্ত্রীসঙ্গ হেতু ক্ষীণ, তাহাদের পক্ষে এই গুড় হিতকর। ইহা বন্ধ্যাদিগেরও পুত্রপ্রদ। কুষ্মাণ্ডকল্যাণক গুড় —বৃষ্য, বলকর, বৃংহণ ও বয়ঃস্থাপক, (যৌবন-স্থাপক)। অতিসারাধিকারোক্ত বিল্বতৈল ইহাতে হিতকর॥ ৭১—৮০

ইতি গ্রহণীরোগাধিকার।

লটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিতভাবপ্রকাশে মধ্যখণ্ডে প্রথমভাগ সমাপ্ত।

ভাবপ্রকাশ।

মধ্যখণ্ড।



দ্বিতীয় ভাগ।

অর্শোরোগাধিকার।

অর্শোরোগের সন্নিকৃষ্টনিদান—গুদবলিত্রয়ে ছয়প্রকার অর্শ হয়। যথা—পৃথগ্‌দোষে তিন প্রকার (বাতজ পিত্তজ ও কফজ), মিলিত ত্রিদোষে একপ্রকার, রক্তপ্রকোপে একপ্রকার এবং সহজ (জন্মসহজাত) একপ্রকার।

টীকা। সুশ্রুতাদি মহর্ষিগণ বায়ুপিত্ত কফের ন্যায় রক্তেরও দোষত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতই আশ্রয় করিয়া শোণিতজ অর্শের স্বতন্ত্র উল্লেখ হইল। "সহজ"—শরীরের সহ উৎপন্ন। "গুদবলিত্রয়"—বৃহদন্ত্রের শেষ সাড়ে চারি অঙ্গুল পরিমিত অংশকে গুদ কহে। সেই গুদনাড়ী শঙ্খাবর্ত্তসদৃশ তিনটি বলিবিশিষ্ট। সেই তিনটি বলি উপর্য্যুপরি অবস্থিত। বলিত্রয়ের নাম—(অভ্যন্তর হইতে গুহ্যমার্গের দিকে ক্রমান্বয়ে) প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী ও সংবরণী। সর্ব্বনিম্নে (গুহ্যমুখে) অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত অংশকে গুদৌষ্ঠ কহে। সেই গুদৌষ্ঠ হইতে একাঙ্গুল পরিমিত অংশ সংবরণী নামে প্রথমা বলি, তাহার উর্দ্ধে দেড় অঙ্গুল পরিমিত অংশ বিসর্জ্জনী নামে দ্বিতীয়া বলি, তদূর্দ্ধে দেড় অঙ্গুল পরিমিত অংশ প্রবাহণী নামে তৃতীয়া বলি। এই বলিত্রয়েই মাংসাঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, সেই মাংসাঙ্কুরই অর্শঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ১

বাতার্শোরোগের বিপ্রকৃষ্ট কারণ—কষায়-কটু-তিক্ত-রুক্ষ-শীত-ও লঘুভোজন, প্রমিতভোজন (মাত্রাহীন ভোজন), অল্প ভোজন, তীক্ষ্ণ মদ্যপান, মৈথুনসেবন, উপবাস, শীতলদেশ এবং হেমন্তাদি শীতসকাল, ব্যায়াম, শোক, বায়ুপ্রবাহ ও আতপ সেবন, এইগুলি বাতার্শোরোগের হেতু।

টীকা। তীক্ষ্ণশব্দ মদ্যের বিশেষণ। কারণ তীক্ষ্ণমদ্যই বাতপ্রকোপক, পৈষ্টিকাদি মৃদুমদ্য বাত প্রকোপক নহে, অপিচ বাতপ্রশমক। উষ্ণবীর্য্যোদ্ভূত রুক্ষতা হেতুই আতপ বাতপ্রকোপে হেতু হইয়া থাকে। এস্থলে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, সকল অর্শই ত ত্রিদোষজ? শাস্ত্রীয় বচন আছে—"পঞ্চাত্মক বায়ু, পঞ্চাত্মক পিত্ত, পঞ্চাত্মক কফ এবং গুদবলিত্রয় এই সমস্তই অর্শের উৎপত্তি-নিমিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে" তবে ইহা বাতার্শের হেতু, ইহা পিত্তার্শের হেতু, ইহা কফার্শের হেতু, কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? উত্তর—বস্তুতঃ সকল অর্শই ত্রিদোষজ, তবে কেবল তত্তদ্ দোষের আধিক্য হেতুই বাতাদিদোষের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। অতএব তাহাতে কোন দোষ হয় না। যেমন ইহার পরেই বলিব—বাতোল্বণ পিত্তোল্বণ কফোল্বণ ইত্যাদি। তথা চরক বলিয়াছেন—"অসন্নিপতিত ত্রিদোষ কর্ত্তৃক অর্থাৎ বায়ুপিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সম্মিলন ভিন্ন অর্শোরোগ উৎপন্ন হয় না। দোষবিশেষে অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের আধিক্যে অর্শের বিশেষ কথিত হয় অর্থাৎ ইহা বাতোল্বণ, ইহা পিত্তোল্বণ, ইহা কফোল্বণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে"॥ ২।৩

পিত্তার্শের বিপ্রকৃষ্টনিদান—কটু-অম্ল-লবণ-ও উষ্ণভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি ও রৌদ্রের তাপ, উষ্ণদেশ ও উষ্ণকাল, ক্রোধ, মদ্য, অসূয়া, এবং যে সকল অন্ন-পান-ও ঔষধ বিদাহি তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, তৎসমস্তই পিত্তোল্বণ অর্শের উৎপত্তি-হেতু।

টীকা। উষ্ণদ্রব্যের স্পর্শনাদি বুঝিতে হইবে। যেহেতু উষ্ণপানভোজনের উল্লেখ স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। "অগ্ন্যাতপপ্রভা" অগ্নি ও আতপের প্রভা অর্থাৎ দীপ্তি, অথবা অগ্ন্যাতপভিন্ন অন্য তেজস্বিদ্রব্যের প্রভা (দীপ্তি)। "অশিশির দেশ" উষ্ণদেশ,

যেমন মরুদেশ; "অশিশিরকাল"—উষ্ণকাল যথা, শরৎ ও গ্রীষ্মকাল। "ক্রোধ"—কোপ। "অভ্যসূয়ন"—পরসম্পত্তিতে দ্বেষ। "প্রকোপে"—উৎপত্তিতে ॥ ৪। ৫

কফার্শের বিপ্রকৃষ্টকারণ—মধুর-স্নিগ্ধ-শীতল-লবণ-অম্ল ও গুরুদ্রব্য ভোজন, অব্যায়াম (শারীরিক শ্রমরাহিত্য), দিবানিদ্রা, সুখকর শয্যায় ও সুখকর আসনে আসক্তি, প্রাগ্‌বাত (পূর্ব্ববায়ু বা সম্মুখ বায়ু সেবন), শীতলদেশ, শীতলকাল এবং চিন্তা-রাহিত্য এইগুলি শ্লৈষ্মিক অর্শের কারণ ॥ ৬। ৭

দ্বিদোষ ও ত্রিদোষ অর্শের বিপ্রকৃষ্ট কারণ—দোষদ্বয়ের নিদান ও লক্ষণ সংযোগে দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ অর্শঃ নির্দ্দেশ করিবে এবং বাতজাদি প্রত্যেক অর্শের যে সকল হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই সকল হেতুই ত্রিদোষজ অর্শের জানিবে। ত্রিদোষজ অর্শের লক্ষণ, সহজ অর্শের লক্ষণের সমান হইয়া থাকে। (সহজার্শের লক্ষণ এই সংগ্রহে উক্ত হয় নাই, তন্ত্রান্তর স্মরণ করিবে। সুশ্রুতগ্রন্থে সহজ অর্শের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—মাংসাঙ্কুর সকল দারুণ, দুর্দ্দর্শন, কর্কশ, অরুণ বা পাণ্ডুবর্ণ, বিকট ও অন্তর্মুখ বিশিষ্ট হয়। এবং রোগী কৃশ, অল্পাহারী, শিরাব্যাপ্তদেহ, অল্পপ্রভা, ক্ষীণরেতাঃ, ক্ষীণস্বর, ক্রোধালু ও অল্পাগ্নি হয়; চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও শিরোরোগ উপস্থিত হয়; তদ্ভিন্ন অন্ত্রকূজন, আটোপ, হৃদয়লেপ ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

টীকা। অর্শের "ত্রিদোষ" এই বিশেষণটি ব্যর্থ। যেহেতু সকল ব্যাধিই ত্রিদোষজ। শাস্ত্রে উক্ত আছে—"একরস দ্রব্য নাই এবং একদোষজ ব্যাধিও নাই, অর্থাৎ সকল দ্রব্যই বহুরস বিশিষ্ট এবং সকল রোগই ত্রিদোষান্বিত। এক দোষ কুপিত হইয়া সে অপর দোষ সকলকেও কুপিত করিয়া থাকে, সুতরাং সকল রোগেই সকল দোষের প্রকোপ থাকে"। এই শাস্ত্রীয় বচনের যুক্তিও দেখান হইয়াছে, তদ্যথা—স্বকারণে কুপিত বায়ু নিজগুণে কফকে এবং লাঘবগুণে তেজোরূপ পিত্তকে বর্দ্ধিত করে; তথা—পিত্ত নিজ কটুত্ব গুণে বায়ুকে এবং দ্রবত্বগুণে কফকে বর্দ্ধিত করে; কফও নিজ শৈত্যগুণে বায়ুকে এবং দ্রব্যত্বগুণে পিত্তকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে ইতি। উত্তর—যে স্থলে দোষত্রয় স্ব স্ব প্রকোপক কারণে কুপিত হয়, সেই স্থলেই ত্রিদোষের ব্যপদেশ হয়। অতএব অর্শের "ত্রিদোষ" এই বিশেষণ দেওয়ায় কোন দোষ হয় নাই ॥ ৮

অর্শের পূর্ব্বরূপ—ভুক্তান্নের পরিপাক না হওয়ায় উদরের বিষ্টব্ধতা, দৌর্ব্বল্য, কুক্ষিতে সবেদন গুড়গুড় ধ্বনি, শরীরের কৃশতা, উদ্গারবাহুল্য, জঙ্ঘাদ্বয়ের অবসাদ, মলের অল্পতা, এবং গ্রহণী-পাণ্ডু ও উদর রোগোৎপত্তির আশঙ্কা, অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৯। ১০

অর্শের সম্প্রাপ্তি ও সামান্যলক্ষণ—বাতাদি দোষত্রয় ত্বক্ মাংস রক্ত ও মেদকে দূষিত করিয়া গুহ্যদেশাদি স্থানে নানা প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর সকল উৎপাদন করে। পণ্ডিতগণ তাহাকেই অর্শ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

টীকা। ত্বঙ্‌মাংসপদে ত্বঙ্‌মাংসাশ্রিত রক্তকেও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ কিঞ্চিৎ সাধারণ রক্ত স্রাবণেরও উপদেশ আছে। "গুহ্যদেশাদি"‚ এস্থলে আদি শব্দে নাসা নেত্র নাভি ও মেঢ্রাদি স্থানও বুঝিতে হইবে। কারণ ঐসকল স্থানেও মাংসাঙ্কুর হইয়া থাকে ॥ ১১

বাতার্শের লক্ষণ—বহ্বনিল (বাতোল্বণ) মাংসাঙ্কুর সকল—শুষ্ক (স্রাবরহিত), চিমিচিমি বেদনান্বিত (চরচরা ব্যথাযুক্ত), ম্লান (অনুপচিত), ধূম্র বা অরুণবর্ণ, স্তব্ধ (কঠিন), বিশদ (অপিচ্ছিল), পরুষ (গোজিহ্বাবৎ খরস্পর্শ), খর (কাঁকরোলবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকাকীর্ণ), পরস্পর বিভিন্নরূপ, বক্র, তীক্ষ্ণাগ্র ও স্ফুটিতমুখ হইয়া থাকে। ইহাদের কাহারও আকার তেলাকুচাফলের বা খর্জ্জুরের ন্যায়; কাহারও আকার কুলের ন্যায়, কাহারও আকার বনকার্পাসী ফলের ন্যায়, কাহারও আকার কদম্ব পুষ্পের ন্যায় (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঠিন অনেক শিখর বিশিষ্ট), কাহারও আকার বা শ্বেতসর্ষপের ন্যায় (পীতবর্ণ সূক্ষ্ম পিড়কা ব্যাপ্ত) হইয়া থাকে। বাতার্শোরোগির মস্তক-পার্শ্ব-স্কন্ধ-কটী-ঊরু ও বঙ্ক্ষণ প্রভৃতিস্থানে অধিক ব্যথা, হাঁচী, উদ্গার, উদরের বিষ্টব্ধতা, বক্ষোবেদনা, অরুচি, শ্বাস, কাস, অগ্নিবৈষম্য, কর্ণনাদ ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। বাতার্শোরোগী গ্রথিত, (গুটলে) সশব্দ, প্রবাহিকা লক্ষণান্বিত, বেদনাপ্রদ, ফেনিল, পিচ্ছিল ও বিবদ্ধ (সংহত) অল্পমল ত্যাগ করে। তাহার ত্বক্ নখ মল মূত্র নেত্র ও বক্ত্র কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই পীড়া হইতে গুল্ম প্লীহা উদর ও অষ্ঠীলা রোগের উৎপত্তি হইতে পারে ॥ ১২—১৭

পিত্তার্শের লক্ষণ—পিত্তোল্বণ অর্শের মাংসাঙ্কুর সকল নীলমুখ, রক্তপীত বা কৃষ্ণবর্ণ, পাত্‌লা রক্তস্রাবী, আমগন্ধি, অল্পপরিমিত, কোমল, শ্লথ (লম্ববান্), শুকের জিহ্বা, যকৃতের খণ্ড বা জোঁকের মুখের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, উষ্ণস্পর্শ ও যববৎ মধ্য স্থূল হয়। ইহাতে দাহ, গুহ্যপাক, জ্বর, স্বেদ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরতি ও মোহ উপস্থিত হয়। রোগী নীল পীত বা রক্তবর্ণ অপক্ব দ্রব উষ্ণ মলত্যাগ করে। রোগির ত্বক্ নখ

মল মূত্র নেত্র বক্ত্র, হরিত পীত (হরিতালবর্ণ) বা হরিদ্রাবর্ণ হয়॥ ১৮—২০

পিত্তোল্বণঅর্শেরভেদ রক্তার্শের লক্ষণ—রক্তোল্বণ অর্শঃ পিত্তার্শোলক্ষণান্বিত। ইহার মাংসাঙ্কুর সকলের আকৃতি বটাঙ্কুর সদৃশ, বর্ণ-কুঁচ বা প্রবালের ন্যায় লোহিত, কঠিন মল নির্গমে পেষিত হইলে মাংসাঙ্কুর সকল অধিক পরিমাণে দুষ্ট ও উষ্ণ রক্তস্রাব করে, এবং রক্তের অতিস্রাব হেতু ভেকবৎ পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয়জনিত দুঃখে (ত্বক্ পারুষ্য জন্য প্রার্থনা ও শৈত্য কামনাদি দ্বারা) পীড়িত, বিবর্ণ, কৃশ, হীনোৎসাহ, দুর্ব্বল, হতৌজা ও কলুষে-ন্দ্রিয় (ব্যাকুল সর্ব্বেন্দ্রিয়) হইয়া থাকে। ইহাতে মল শ্যাববর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ হয়, এবং অধোবায়ু নির্গত হয় না। (রক্তেরও বাতোল্বণাদি লক্ষণ) রক্তার্শঃ যদি রুক্ষ হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং রক্ত যদি পাত্‌লা অরুণবর্ণ ও ফেনযুক্ত হয়, আর যদি কটী উরু ও গুহ্যদেশে বেদনা, এবং শরীরের দুর্ব্বলতা অধিক থাকে, তাহা হইলে সেই রক্তার্শে বায়ু অনুবন্ধ (উল্বণ) আছে জানিবে। আর রক্তার্শঃ যদি গুরু ও স্নিগ্ধ হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং মল যদি শিথিল, শ্বেত বা পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়, রক্ত যদি ঘন, তন্তুবিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ ও পিচ্ছিল হয়, আর গুহ্যমার্গও যদি পিচ্ছিল ও স্তিমিত হয়, তাহা হইলে সেই রক্তার্শে শ্লেষ্মা অনুবন্ধ (উল্বণ) আছে জানিবে। (পিত্তোল্বণ রক্তার্শের লক্ষণ এস্থলে বলি-বার প্রয়োজন নাই, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রক্তার্শঃ পিত্তার্শোলক্ষণযুক্ত, সেই পিত্তার্শোলক্ষণ দ্বারাই রক্তার্শের পিত্তোল্বণত্ব বুঝিবে)॥ ২১—২৭

কফোল্বণ অর্শের লক্ষণ—শ্লেষ্মোল্বণ অর্শের অঙ্কুর সকল মহামূল (ইহাদের মূল অনেক দূর পর্য্যন্ত অবগাহন করে), ঘন (নিবিড়াবয়ব), অল্প বেদনা বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, উন্নত, স্থূল, স্নিগ্ধ (তৈলাভ্যক্তবৎ), স্তব্ধ (অনম্র), বর্ত্তুলাকার, গুরু (গুরুদ্রব্যাক্রান্তবৎ), স্থির (নিশ্চল), পিচ্ছিল, স্তিমিত (আর্দ্রবস্ত্রাচ্ছাদিত বৎ), শ্লক্ষ্ণ (মসিবৎমসৃণ), অত্যন্ত কণ্ডুবিশিষ্ট ও স্পর্শন প্রিয়। মাংসাঙ্কুর সকলের আকার—বংশাঙ্কুর কাঁঠাল বীজ বা গোস্তন সদৃশ। এই অর্শে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে বন্ধনবৎ পীড়া এবং গুহ্যদেশে বস্তিতে ও নাভি স্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা হয়। কাস, শ্বাস, বমনবেগ, মুখস্রাব বা গুহ্য-স্রাব, অরুচি, পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বরোৎপত্তি, ক্লৈব্য (স্ত্রীতে অনিচ্ছা), অগ্নিমান্দ্য, বমি, অতিসার গ্রহণ্যাদি আর বহল পীড়ার উৎপত্তি, এবং প্রবাহিকা লক্ষণাক্রান্ত-বসা সদৃশ-কফান্বিত-প্রচুর মল নির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা হইতে ক্লেদরক্তাদি স্রাব হয় না এবং মলের কাঠিন্য থাকিলেও মাংসাঙ্কুর সকল বিদীর্ণ হয় না। রোগির ত্বগাদি পাণ্ডু ও স্নিগ্ধ (তৈলাভ্যক্তবৎ চিক্কণ) হইয়া থাকে॥ ২৮—৩২

দ্বন্দ্বজার্শের লক্ষণ—অর্শে দুই দোষের হেতু ও লক্ষণ সংঘটিত হইলে তাহাকে দ্বন্দ্বোল্বণ অর্শ বলিয়া জানিবে॥ ৩৩

ত্রিদোষজ ও সহজ অর্শের লক্ষণ—বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে সান্নিপাতিক অর্শে ও সহজ অর্শে সেই সমস্ত লক্ষণ সংঘটিত থাকে। তন্ত্রান্তরে (সুশ্রুত-গ্রন্থে) সহজার্শের লক্ষণ পৃথক উক্ত হইয়াছে,তদ্‌যথা—সহজার্শের মাংসাঙ্কুর সকল দারুণ,দুর্দর্শন, কর্কশ,পাণ্ডু বা অরুণবর্ণ ও অন্তর্মুখ হইয়া থাকে। রোগী—কৃশ ও ক্ষীণস্বর, অল্পাগ্নি, অল্পরেতাঃ, শিরাব্যাপ্তদেহ, বিবদ্ধ মল, অল্পপ্রজ ও ক্রোধশীল হয়, তাহার স্বর ভাঙ্গা-কাঁসার ধ্বনির ন্যায় হইয়া থাকে, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ ও নাসারোগ উপস্থিত হয়, হৃদয় শ্লেষ্মলিপ্তবৎ অনুভূত হয় এবং মুখাদির প্রসেক হইয়া থাকে॥৩৪—৩৭

সুখসাধ্য অর্শের লক্ষণ—বাহ্যবলিতে (সম্বরনীতে) জাত, একদোষোল্বণ ও অচিরোৎপন্ন অর্থাৎ বর্ষাভ্যন্তরজাত অর্শ সকল সুখসাধ্য। (এই সকল লক্ষণ মিলিত হইয়া সুখসাধ্যত্বের বোধক হইয়া থাকে)॥ ৩৮

কষ্টসাধ্য অর্শের লক্ষণ—যে অর্শঃ দ্বিতীয় বলিতে (বিসর্জ্জনীতে) উৎপন্ন, বা এক বৎসরের অধিককাল জাত, অথবা দ্বিদোষোল্বণ, তাহা কষ্টসাধ্য জানিবে। (এই লক্ষণগুলিও প্রত্যেকে কষ্টসাধ্যত্বের বোধক)॥ ৩৯

অসাধ্য অর্শের লক্ষণ—যে অর্শঃ সহজ, বা ত্রিদোষোল্বণ এবং যাহা অভ্যন্তর বলিতে (প্রবা-হনীতে) উৎপন্ন, তাহা অসাধ্য জানিবে। (এই লক্ষণগুলিও প্রত্যেকে অসাধ্যত্বের বোধক)।

রোগির যদি আয়ুর শেষ থাকে ও কায়াগ্নির (জঠরাগ্নির) বল থাকে, এবং চিকিৎসা যদি চতুষ্পাদ সমন্বিত হয় অর্থাৎ রোগী যদি বৈদ্যবচন প্রতিপালক ধনবান্ উদার ও জিতেন্দ্রিয় (নির্লোভ) হয়; চিকিৎসক যদি শস্ত্রকর্ম্মে কুশল হয়, পরিচারক যদি অনলস বিশ্বস্ত ও প্রিয় হয়; এবং ঔষধ যদি নবরস-বীর্য্যাদিবিশিষ্ট হয়; তাহা হইলে অর্শ যাপ্য, নতুবা অসাধ্য জানিবে॥ ৪০।৪১

অর্শের অরিষ্টলক্ষণ—যে অর্শোরোগির হস্তে পাদে মুখে নাভিতে গুহ্যদেশে ও বৃষণদ্বয়ে (অণ্ডকোষে) শোথ এবং হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে শূলবদ্ বেদনা হয়, সে রোগী অসাধ্য অর্থাৎ তাহার মরণ

নিকটবর্ত্তী। (এই লক্ষণগুলি মিলিত হইলে অরিষ্ট বলিয়া জানিবে, নতুবা প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অরিষ্ট লক্ষণ নহে)। হৃদয় ও পার্শ্বদেশে শূলবদ্ বেদনা, মূর্চ্ছা, বমি, অঙ্গবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা ও গুহ্যপাক এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগিকে গতাসু বলিয়া জানিবে। (হৃৎপার্শ্বশূলাদি লক্ষণগুলি মিলিত হইলে অরিষ্ট বলিয়া জানিবে)। তৃষ্ণা, অরুচি, গুহ্যাদিস্থানে শূলনি, অতিরক্তস্রাব, শোথ ও অতিসার এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগির মৃত্যু হয়। (এই সকল লক্ষণ মিলিত বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রও মারাত্মক হয়)॥ ৪২—৪৪

লিঙ্গার্শের লক্ষণ—লিঙ্গাদি স্থানেও যথাদোষ লক্ষণ-অর্শ উৎপন্ন হয়। নাভিদেশেও অর্শ জন্মিয়া থাকে। এই সকল অর্শ দেখিতে গণ্ডূপদের (কেঁচোর) মুখের ন্যায়, ইহারা পিচ্ছিল ও মৃদু হইয়া থাকে।

টীকা। অর্শের যে নিদান ও সম্প্রাপ্তি লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা এ অর্শে খাটে না। কেবল মাংসাঙ্কুর সাম্য হেতুই ইহাকে অর্শোনামে অভিহিত করা হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ অর্শের যে নিদান, ইহার সে নিদানও নয়, অর্শের যেরূপ সম্প্রাপ্তি, ইহার সেরূপ সম্প্রাপ্তিও নয়॥ ৪৫

মাংসাঙ্কুর সাম্যহেতু এই অর্শোরোগাধিকারে চর্ম্মকীলের সংপ্রাপ্তি ও লক্ষণ—কথিত হইতেছে—ব্যানবায়ু কফকে অবলম্বন করিয়া চর্ম্মের উপরি কীল সদৃশ (গোঁজের ন্যায়) নিশ্চল, খর (কর্কশ), মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে। তাহাকে চর্ম্মকীল কহে॥ ৪৬

বাতাদিভেদে চর্ম্মকীলের লক্ষণ—বায়ুর প্রকোপে চর্ম্মকীল সূচীবেধবৎ বেদনা বিশিষ্ট ও কর্কশ হয়, পিত্তের প্রকোপে কৃষ্ণমুখ হয়, এবং শ্লেষ্মার প্রকোপে স্নিগ্ধ গ্রথিত ও ত্বক্সমবর্ণ হইয়া থাকে॥ ৪৭

সামান্যত অর্শের চিকিৎসা—যে অন্ন-পান ও ঔষধ দ্বারা বায়ুর অনুলোম হয় এবং যদ্দ্বারা অগ্নির বল বৃদ্ধি হয়, সেই অন্ন-পান ও ঔষধ অর্শোরোগী নিত্য সেবন করিবে। শালি যষ্টিক গোধূম ও যবকৃত অন্ন, ঘৃতের সহিত, ছাগদুগ্ধের সহিত, নিম-পটোলের ঝোলের সহিত, ওল-বার্ত্তাকু ও মূলার ব্যঞ্জনের সহিত, মাংসরসের সহিত, জীবন্তী-পুঁই-নটে ও বেতোশাকের সহিত, অথবা মল-মূত্র ও বাত নিঃসারক এবং অগ্নিদীপক অপর কোন ব্যঞ্জনাদির সহিত ভোজন করিবে। অর্শোরোগে পাতলা মলভেদ হইলে বাতাতিসারবৎ চিকিৎসা করিবে। লবণসংযুক্ত তক্র পান করিতে দিবে, লবণান্বিত তক্র মলের অনুলোমকারক। তক্র পান দ্বারা অর্শ বিনষ্ট হইলে তাহার আর পুনরুদ্ভব হয় না। বল বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধির নিমিত্ত অর্শোরোগির তক্রপানাভ্যাস কর্ত্তব্য। রসবহ স্রোতঃসকল তক্র দ্বারা পরিশুদ্ধ হইলে তাহাতে রস সম্যক্ বিচরণ করে। রসের সম্যগ্ বিচরণ হেতু পুষ্টি-তুষ্টি-বল ও বর্ণ জন্মিয়া থাকে। এবং শত শত বাতশ্লেষ্মবিকার বিনিবৃত্ত হয়॥ ৪৮—৫৪

করঞ্জাদি চূর্ণ—করঞ্জ (এস্থলে করঞ্জ ফলের মজ্জা গ্রাহ্য), চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও শোনাছাল ইহাদের চূর্ণ তক্রের সহিত পান করিলে রক্তের সহিত অর্শ বিনষ্ট হয়॥ ৫৫

লেপ—হরিদ্রাচূর্ণ মনসার আটাসংযুক্ত করিয়া মাংসাঙ্কুরে প্রলেপ দিলে অর্শের অঙ্কুর বিনষ্ট হয়। পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষফল, মনসার আটা বা আকন্দের আটা সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অর্শের মাংসাঙ্কুর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হরিদ্রা ও ঘোষা-বীজ চূর্ণ, সর্ষপতৈল সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অর্শ নিবারিত হয়।

একপল (৮ তোলা) কৃষ্ণতিল শীতল জলের সহিত খাইলে অর্শঃ প্রশমিত হয় এবং দন্ত সকল দৃঢ় হইয়া থাকে।

যদি বুঝা যায়—রক্ত সঞ্চিত হওয়ায় শুষ্কার্শ স্ফীত ও কঠিন হইয়াছে, তাহাহইলে শস্ত্র দ্বারা বা জলৌকা দ্বারা পুনঃ পুনঃ রক্ত নির্হরণ করিবে॥ ৫৬—৬০

বৃহৎ কাসীসাদ্যতৈল—কাসীস (হীরাকস), সৈন্ধব, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, পাষাণভেদী (পাথরকুচী), করবীর, দন্তী, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হরীতাল, মনছাল ও স্বর্ণক্ষীরী (চোক) ইহাদের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) আকন্দের আটা ও মনসার আটা যথাসম্ভব এবং গোমূত্র (তৈলের চতুর্গুণ) এই সকলের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। ক্ষারপ্রয়োগে অর্শের মাংসাঙ্কুর সকল যেমন পতিত হয়, এই তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলেও মাংসাঙ্কুর সকল তেমনি পতিত হইয়া থাকে। ইহা ক্ষারকর্ম্ম করে, অথচ বলিকে দূষিত করে না॥ ৬১—৬৩

সমশর্করচূর্ণ—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, ছোট এলাচের দল (পত্র), ছোট এলাচের ত্বক্ এবং ছোট এলাচের বীজ এই সকল দ্রব্য শেষদিক হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে এক এক ভাগ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া লইবে এবং তৎসমুদায় চূর্ণ করিবে। চূর্ণ সমষ্টিতে তৎসমপরিমিত চিনি মিশ্রিত করিবে। অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, অরুচি, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও হৃদ্রোগে এই চূর্ণ খাইবে।

টীকা। এলাশব্দে এখানে ছোট এলাচই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ মদনপাল বলিয়াছেন—ছোট এলাইচ কফ শ্বাস কাস অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

ছোট এলাইচের বীজ ১ ভাগ, ছোট এলাইচের ত্বক্ ২ ভাগ, ছোট এলাইচের দল (পত্র) ৩ ভাগ; নাগ অর্থাৎ নাগকেশর ৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ, শুঁঠ ৭ ভাগ, এবং চিনি সর্ব্বচূর্ণ সমষ্টিসম অর্থাৎ ২৮ ভাগ। উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় খাইবে ॥ ৬৪

বিজয়চূর্ণ—ত্রিকত্রয় অর্থাৎ ত্রিকটু ত্রিফলা ও ত্রিসুগন্ধি, এবং বচ, হিঙ, আকনাদি, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চই, কট্‌কী, কুড়চী, ইন্দ্রযব, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল, বেলশুঁঠ ও বনযমানী এই অষ্টাবিংশতি দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। অথবা এই চূর্ণে এরণ্ডতৈল সংযুক্ত করিয়া লেহন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ শ্বাস, শোষ, ভগন্দর, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, বাতগুল্ম, উদর, হিক্কা, কাস, প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ, কামলা, আমবাত, উদাবর্ত্ত, অন্ত্রবৃদ্ধি ও গুদকৃমি এই সকল রোগ এবং ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক অন্য যে সমস্ত গ্রহণী দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদায় বিনষ্ট হয়। ইহা বিজয় চূর্ণ নামে অভিহিত। যাহারা মহা জ্বরোপসৃষ্ট, যাহারা ভূতোপহতচিত্ত, এবং যে সকল স্ত্রী সন্তানবর্জ্জিত (বন্ধ্যা) তাহাদের পক্ষে ইহা হিতকর ঔষধ ॥ ৬৫—৭১

লঘু শূরণমোদক—মরিচ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল ৮ ভাগ এবং গুড় সর্ব্বসম অর্থাৎ ১৫ ভাগ। যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রসিদ্ধফল ঔষধ। এই মোদক সেবনে জঠর অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, শূল ও গুল্ম উন্মূলিত হয়, শ্লীপদ নিঃশেষিত হয় এবং অর্শঃ আশু বিনষ্ট হয় ॥ ৭২। ৭৩

বৃহৎ শূরণমোদক—ওল ১৬ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, এবং হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, ভেলা (অসহ্য হইলে রক্তচন্দন) ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ ভাগ, তালমূলী ৮ ভাগ বৃদ্ধদারক, (বীজতাড়ক) ১৬ ভাগ, গুড়ত্বক্ ১ ভাগ ও ছোট এলাচবীজ ১ ভাগ, এবং গুড় ১৭৩ ভাগ। ওল প্রভৃতি দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া গুড়সংযোগে, যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ধনশালী ব্যক্তিগণের সেব্য, কারণ ইহা সেবনে অগ্নি অতিবর্দ্ধিত হয়, সুতরাং মোদকসেবির গুরু ও বৃষ্য অর্থাৎ পুষ্টিকারক ভোজন আবশ্যক। ঐরূপ ভোজন না পাইলে বহু উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হয়। এই যোগরাজ সেবন করিয়া পূর্ব্বে অগস্ত্যঋষির ভস্মকাগ্নি (অত্যগ্নি) জন্মে। ইহা সেবনে ভীম ও হনুমান্ মহাশন (প্রচুরভোজী) হয়। এই মহাবীর্য্য শূরণ মোদক কেবল যে অগ্নি বল ও বর্ণের হেতু, তাহা নহে, শস্ত্র ক্ষার ও অগ্নিপ্রয়োগ বিনাও ইহা অর্শের হন্তা। এই মহৌষধ শোথ শ্লীপদ ও বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণী নাশ করে, বলিপলিত নিবারণ করে, মেধা জন্মায়, জরা দূর করে, এবং হিক্কা, কাস, শ্বাস, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ ও উগ্র প্লীহা আশু প্রশমিত করে। ইহা মানবের রসায়ন ॥ ৭৪—৮১

শ্রীবাহুশালগুড়—তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, গোক্ষুর, চিতামূল, শঠী, রাখালশসা, মুতা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেক ১ পল, ভেলা ৮ পল, বিদ্ধড়ক মূল ৮ পল, ওল ১৬ পল, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে তিনগুণ (৯৬ সের) পুরাণ গুড় মিশাইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক দ্বারা ঘন হইয়া যখন তাহা হাতার গাত্রে লাগিবে, তখন নামাইয়া তাহাতে তেউড়ীমূল, চই, ওল ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, এলাইচ, দারুচিনি, মরিচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে দুগ্ধ ও মাংসরস পথ্য করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ, সর্ব্বপ্রকার উদর, গুল্ম, প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ ও হলীমক বিনষ্ট হয়। ইহা মন্দ অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, যক্ষ্মাকে দূরীভূত করে। আঢ্যবাতে প্রতিশ্যায়ে ও পীনসে ইহা হিতকর। ইহা সেবনে মানব নীরোগ হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে। ইহা দীর্ঘায়ুর জনক ও বলিপলিত নাশক। ইহা শ্রীবাহুশাল গুড় নামে অভিহিত, এই ঔষধ শ্রেষ্ঠ রসায়ন। ইহা যে অর্শোনাশক, তাহা শত সহস্রবার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

গুড়পাকের লক্ষণ—গুড় যখন পাক দ্বারা ঘন হইয়া ঘটন-হাতার গাত্রে লাগিবে, অথবা তন্তুবিশিষ্ট হইবে, যখন জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে জলে ভাসিবে না, ডুবিয়া যাইবে এবং স্থিরভাবে থাকিবে ও গলিয়া যাইবে না। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই বুঝিবে যে, পাক সিদ্ধ হইয়াছে। সকল গুড়েরই ইহা পাক লক্ষণ। গুড় ও খণ্ডের শ্রেষ্ঠা মাত্রা ১।০ পল, মধ্যমা মাত্রা ১ পল এবং হীনা মাত্রা ॥০ অর্দ্ধপল, মুনিগণ কর্ত্তৃক এই ত্রিবিধ মাত্রা উক্ত হইয়াছে।

তিল ভেলা হরীতকী ও গুড় সমভাগে খাইলে অর্শঃ শ্বাস কাস প্লীহা পাণ্ডু ও জ্বর বিনষ্ট হয়। গুড়ের সহিত হরীতকী খাইলে পিত্ত শ্লেষ্মা প্রশমিত এবং কণ্ডু ও কুক্ষি রুজা নিবারিত হয়। ইহা সেবনে আশু গুদজ রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮২—৯৩

শঙ্করলোহ—কিসে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকা

যায়, কিসে আরোগ্য লাভ হয়, ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া মহর্ষি নারদ সর্ব্বভূতেশ্বর-মহেশ্বর-দণ্ডপাণি-শঙ্কর-রুদ্র দেবকে প্রণাম করিয়া এই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,—হে নাথ ! শস্ত্র-ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ ব্যতিরেকে অন্য কোন্ সুখোপায় দ্বারা অর্শোরোগের চিকিৎসা হইতে পারে, আপনি মানবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা বলুন। নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শঙ্কর মানবগণের হিতকামনায় অর্শোনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়াছিলেন।—তদ্যথা পাণ্ড্য-বজ্রাদি লৌহসমূহের অন্যতম কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট লৌহ লইয়া তাহা মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা প্রথমে নির্ম্মল (বিশোধিত) করিবে। পরে শালিঞ্চ মূল কল্কে পারদ সংযুক্ত করিয়া তদ্দারা সেই লৌহ প্রলিপ্ত করিবে। অনন্তর কোন সারবান্ কাষ্ঠের অগ্নিতে যথাবিধি পোড়াইয়া ত্রিফলার ক্বাথে তাহা নির্ব্বাপিত করিবে। তদনন্তর লৌহ গলিত হইয়াছে বুঝিয়া তাহা শঙ্কু দ্বারা উর্দ্ধে উত্থিত করিবে। যাহা সম্যগ্ গালিত না হইবে, তাহা উক্ত বিধানেই পুনর্ব্বার পোড়াইবে এবং ত্রিফলার ক্বাথে নির্ব্বাপিত করিবে। তাহাতেও যে লৌহ মৃত না হইবে, তাহা আবার পূর্ব্ববৎ পোড়াইবে। মারণ দ্বারা যে লৌহ মৃত না হয়, তাহা অশোধিত লৌহবৎ পাক করিতে হইবে। পাকানন্তর তাহাকে সংশুষ্ক করিয়া লৌহ খলে লৌহ দণ্ড দ্বারা বিধিবৎ চূর্ণ করিবে। এবং তাহা শিলাতে পেষণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণিত করিবে। অনন্তর সেই চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথে, আদার রসে, ভীমরাজের রসে, কেশুরের রসে, মানকন্দের রসে, ভেলার রসে, চিতার রসে, ওলের রসে, হস্তিকর্ণপলাশের রসে ও কুলিশের (হাড় জোড়ার) রসে পৃথক পৃথক মাড়িয়া পক্কবৎ করিবে এবং প্রত্যেক বার তাহা লৌহময় বা মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া অন্য একখানি আচ্ছাদন পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। এবং প্রতিপুটে তাহা চূর্ণ করিবে। আর ১৭ পল ত্রিফলা আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং সেই ক্বাথে আটপল ঘৃত দিয়া তাহাতে উক্ত লৌহ চূর্ণ ষোলপল মিশাইয়া লৌহ বা তাম্র পাত্রে করিয়া পাক করিবে ও একখান লোহার হাতা দ্বারা বিধিপূর্ব্বক নাড়িতে থাকিবে। পরে ঘৃত স্বচ্ছ হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইলে মৃদু মধ্যাদি ক্রমে পাক সমাপ্ত করিবে। পাকারম্ভে এবং ঔষধ সেবন দিবসে কৌতুক ও মঙ্গলাচরণ কর্ত্তব্য। ঘৃত মধু সংযুক্ত করিয়া ইহা লেহন করিবে। এক রতি হইতে আরম্ভ করিয়া অবিকলাহসারে দ্বাদশ রতি পর্য্যন্ত সেব্য। অনুপান—এরণ্ডমূলের ক্বাথ। পথ্য—গব্যদুগ্ধ, অভাবে ছাগদুগ্ধ এবং স্নিগ্ধ ও বৃষ্যাদি ভোজন। ইহা সদ্য অগ্নি বৃদ্ধি করে, ভস্মকাগ্নি প্রশমিত করে, বায়ু, পিত্ত, কুষ্ঠ, বিষমজ্বর, গুল্ম, নেত্ররোগ, পাণ্ডুরোগ, নিদ্রা, আলস্য, অরুচি, শূল, পরিণামশূল, প্রমেহ, অববাহক, শোথ, রক্তস্রাব, বিশেষতঃ অর্শঃ বিনষ্ট করে। ইহা বলকর, বৃংহণ, কান্তিপ্রদ, স্বরবোধন, শরীর লাঘবকর, আরোগ্যজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, আয়ুর হিতকর, শ্রীকর, বলপ্রদ, তেজস্কর, শুভকর, সস্ত্রীক পুত্রজনক ও বলিপলিত নাশক। ইহার নাম দুর্নামারি, শত সহস্র বার ইহার গুণ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। অগ্নি দ্বারা তুলা যেমন দগ্ধ হয়, ইহা দ্বারা অর্শ সকলও তেমনি দগ্ধ হইয়া থাকে। রোগী যদি মদ্যপায়ী হয় এবং তাহার শরীর যদি সুকোমল ও ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে পুরাতন মদ্যাদি যুক্ত ভোজনের সহিত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। লাব, তিত্তির, বর্ত্তীর (বগেরী, বনচটক), ময়ূর ও শশকাদি এবং চটক, কলবিঙ্ক (গৃহ চটক), বর্ত্তকা (বটেরি), হরিতালক (হরেল), শ্যেন, বৃহংলাব, বনবিষ্কিরক (বর্ত্তকাদি), পারাবত ও মৃগাদির মাংস এবং হিতকর জাঙ্গল মাংস, ভোজন করিতে দিবে। মৎস্যসাত্ম্য হইলে মাগুর, রোহিত, বিশেষতঃ শকুল মৎস্য (শউল মাছ) খাইতে দিবে। এই গুলি মৎস্যের রাজা বলিয়া অভিহিত। শাকসাত্ম্য হইলে বেগুন, পটোল, বৃহতী, প্রলম্বা (লম্বা লাউ), শতমূলী পত্র, বেত্রাগ্র, তাড়ক (দেবদালী আকরকরা ভাষা), নটে শাক, বেতোশাক, ধনে শাক, চিতাশাক, চক্রমর্দ্দক (চাকুন্দে শাক) এই সকল শাক ভোজনার্থ ব্যবস্থা করিবে। ফলের মধ্যে নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম, লবলীফল (নোয়াড়), পানিফল, পক্কআম্র, দ্রাক্ষা ও তালফল, এই সকল বস্তু শঙ্করলৌহ সেবিগণের হিতকর। আর লকুচ (ডেলোমান্দার, ডেঁপোল ইত্যাদি ভাষা) কোল (ক্ষুদ্রকুল), কর্কন্ধু (বড় কুল), বদর (সাধারণ কুল), জামীরলেবু, টাবালেবু, তেঁতুল, করমচা, আনুপমাংস, ক্রকর (করক ও কবার ইত্যাদি ভাষা) পুণ্ড্রক, হংস, সারস, দাত্যূহ (ডাক পক্ষী), চাষ (নীলকণ্ঠ), ক্রৌঞ্চ (কোঁচবক), বক, মানকন্দ, কেশুর, কতক (নির্ম্মলীফল), কালিঙ্গক (তরমুজ), কুষ্মাণ্ড, কর্কোট (কাঁকরোল) বিশেষতঃ গুবাক, কটকী, কালশাক, কুস্তুম্বুরু, কর্কটী (বড় কাঁকুড়) এই সকল দ্রব্য এবং যে সকল দ্রব্যের আদিতে ক অক্ষর আছে সেই সকল দ্রব্য, আর সর্ব্বপ্রকার মাউল, শঙ্করলৌহসেবিগণ পরিত্যাগ করিবে। শঙ্করাদেবের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া এবং জগতের উপকারার্থ ভগবান্ শঙ্করকর্তৃক এই দুর্নামারি

লৌহ সমাখ্যাত হইয়াছে। আমি শঙ্কর লৌহের যে গুণ বর্ণন করিলাম, তাহা যদি, মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মেরু স্বস্থান হইতে চ্যুত হইবে, পৃথিবী বায়ুদ্বারা বিপর্য্যস্ত হইবে এবং চন্দ্র ও তারাগণ পতিত হইবে। যাহারা ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, ক্রূর, অসত্যবাদী ও গুরুনিন্দক, ধার্ম্মিক ভিষক্ তাহাদিগকে বর্জ্জন করিবেন। বক্ পত্রের রসে বিড়ঙ্গ পেষিত করিয়া এবং তাহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রৌদ্রে রাখিয়া বক্ পত্রের রসের সহিত লেহন করিবে। অগ্নি যেমন নবনীত পিণ্ডকে দ্রবীভূত করে, ঐ বিড়ঙ্গও তেমনি লৌহের দোষ সকল দ্রবীভূত করিয়া থাকে অর্থাৎ লৌহ সেবন কারী ঐরূপ বিড়ঙ্গ লেহন করিলে সেবিত লৌহের সমস্ত দোষ বিনষ্ট হয়। ইহার পরিপাকে যথাসময়ে মলের প্রবৃত্তি, উদরের লঘুতা, উদ্গারের বিশুদ্ধি, অঙ্গের ক্লান্তিশূন্যতা ও মনের প্রসন্নতা হয়। বিড়ঙ্গ চূর্ণ বঙ্গসেনের (অগস্তির অর্থাৎ বক্পত্রের) স্বরসের সহিত লেহন করিলে, তাহা লৌহের অপরিপাক জনিত শূল অচিরে নিশ্চয় প্রশমিত করে। লৌহের অপরিপাকে যদি অতিসার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ পান করিবে। দুগ্ধ পানে অতিসারের প্রশম হইবে। এই লৌহের সেবন মাত্রা বার কুঁচের অধিক বাড়াইবে না। কারণ বারকুঁচের অধিক মাত্রা ভয়প্রদ। (শঙ্করপ্রণীত লৌহ) ॥ ৯৭—১৩৬

ইতি সামান্যচিকিৎসা।

রক্তার্শের চিকিৎসা—রক্তার্শের স্রবং রক্তকে ভিষক্ প্রথমে উপেক্ষা করিবেন, অর্থাৎ প্রথমেই সে রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন না। কারণ—দুষ্ট রক্ত নিঃসৃত হইলে শূল-আনাহ-ও রক্তদুষ্টি জনিত রোগ উপস্থিত হয় না ॥ ১৩৭

চন্দনাদিক্বাথ—রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা ও নাগর (মুতা) এই সকলের ক্বাথ, এবং দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক, বেণামূল ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথ রক্তার্শের প্রশমক।

নবনীত ও নিস্তুষ কৃষ্ণতিল অথবা নাগেশ্বরেণু নবনীত ও চিনি, কিংবা দধির সর (দধির উপরিস্থ স্নেহযুক্ত ঘনভাগ) ও মথিত (সররহিত-নির্জ্জল বস্ত্র গালিত দধি) নিত্য নিত্য খাইলে রক্তবহ অর্শঃ প্রশমিত হয়।

পদ্মকেশর, মধু, টাটকা নবনীত, চিনি ও নাগ-কেশর একত্র মিলিত করিয়া খাইলে রক্তার্শঃ নিবারিত হয়।

শৃত দুগ্ধসহ, মটর মুগ অড়হর ও মসুরের যূষসহ, অম্ল সহ (এবং ঈষৎ সুগন্ধ দ্রব্যসহ), শশ হরিণ লাব কপিঞ্জল ও এণ সহ, শালি শ্যামা ও কোদ্ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে ॥ ১৩৮—১৪১

সমঙ্গাদিদুগ্ধ—সমঙ্গা (লজ্জালু), উৎপল, মোচরস, তিরীট (লোধ), নীলোৎপল ও রক্তচন্দন, ইহাদের সহিত যথাবিধানে ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহা শোণিতাত্মক অর্শে পান করিতে দিবে ॥ ১৪২

ক্ষারসূত্র—মনসার আটায় হরিদ্রাচূর্ণ বারংবার ভাবিত করিয়া তদ্দ্বারা একগাছা দৃঢ় সূত্র প্রলিপ্ত করিবে। সেই সূত্রে বন্ধন করিলে অর্শঃ ও ভগন্দর ছিন্ন হইয়া যায়। নাসা নাভি সমুত্থিত, মেঢ্রাদি স্থান—জাত ও পায়ু সম্ভূত এই ত্রিবিধ অর্শে তৎ তৎ স্থানো-চিত প্রতিকার করিবে। চর্ম্মকীল ছেদন করিয়া তৎ-স্থান ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে।

মলমূত্রাদির বেগাবরোধ, স্ত্রীসঙ্গম, পৃষ্ঠযান (অশ্বা-দিতে গমন), উৎকটকাসন (উঁচু হইয়া উপবেশন) এবং যে দোষে অর্শ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দোষ জনক খাদ্য পরিবর্জ্জন করিবে ॥ ১৪৩—১৪৫

ইতি অর্শোরোগাধিকার।

জঠরাগ্নিবিকারাধিকার।

জঠরাগ্নির সন্নিকৃষ্ট নিদান ও বিকার—কফ, পিত্ত ও বায়ুর আধিক্যে, জাঠর অগ্নি যথাক্রমে মন্দ তীক্ষ্ণ ও বিষম হয় এবং উহাদের সাম্যাবস্থায় সমভাবাপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ কফাধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি ও বাতাধিক্যে বিষমাগ্নি এবং বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সাম্যে সমাগ্নি হয় ॥ ১

মন্দ-অগ্নির লক্ষণ—যে ব্যক্তির অগ্নি মন্দ হয়, তাহার অত্যল্প আহারও সম্যক্ পরিপাক হয় না। মন্দাগ্নি ব্যক্তির বমি, অবসাদ, মুখপ্রসেক এবং মস্তক ও উদরের গুরুতা হয় ॥ ২

তীক্ষ্ণ-অগ্নির লক্ষণ—যে ব্যক্তির অগ্নি তীক্ষ্ণ, তাহার পরিমিত ও অপরিমিত আহার অনায়াসেই

পরিপাক হয়। অতএব কাহারও মতে তীক্ষ্ণাগ্নিই উত্তম ॥ ৩

বিষম-অগ্নির লক্ষণ—যাহার অগ্নি বিষম, তাহার পরিমিত আহারও কদাচিৎ সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হয়, কদাচিদ্ বা পরিপাক পায় না। বিষমাগ্নি ব্যক্তির উদরাধ্মান, উদাবর্ত্ত, শূল, উদরগৌরব, প্রবাহণ (কুন্থন), অতিসার ও অন্ত্রকূজন (আঁত ডাকা) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪ । ৫

সম-অগ্নির লক্ষণ—যে ব্যক্তির অগ্নি সম, তাহার সমপরিমিত ভুক্তান্ন সম্যক্ পরিপাক হয়। উক্ত চতুর্বিধ অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিই উত্তম।

কিন্তু তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—পূর্ব্বাহারের অজীর্ণাবস্থাতেও অতিমাত্রায় গুরু অন্ন ভোজন করিলে এবং ভোজনানন্তর দিবসে নিদ্রা গেলেও যে অগ্নিদ্বারা তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সেই অগ্নি উত্তম।

টীকা। এই তন্ত্রান্তরোক্ত বচনদ্বারা তীক্ষ্ণাগ্নিকেই উত্তম বলা হইয়াছে। মধুর স্নিগ্ধ ভোজ্য সম্পত্তিতে তীক্ষ্ণাগ্নি উত্তম, তবে কেন বিকার মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্নির গণনা ? উত্তর—সম অগ্নি ক্ষুধার বিঘাতে শীঘ্রই সেরূপ বিকার উৎপাদন করে না, অল্পকালমাত্রও ক্ষুধার বিঘাতে তীক্ষ্ণ অগ্নি আশুই যেমন পৈত্তিক বিকার সকল উপস্থিত করিয়া থাকে। এই জন্যই সমাগ্নি উত্তম, তীক্ষ্ণাগ্নি উত্তম নহে এবং তীক্ষ্ণাগ্নির বিকারমধ্যে গণনা।

তীক্ষ্ণ-অগ্নি পিত্তজ রোগ সকল, বিষম অগ্নি বাতজ রোগ সকল এবং মন্দ অগ্নি কফজ রোগ সকল উৎপাদন করে ॥ ৬ । ৮

ভস্মক অগ্নির নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—বহুপীড়াগ্রস্ত রুক্ষান্ন-ভোজনশীল ব্যক্তিগণের কফ-ক্ষীণ সুতরাং বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহাদের জঠরাগ্নি বায়ু সমন্বিত এবং অতি প্রবৃদ্ধ হইয়া ক্ষণমধ্যে ভুক্তান্নকে ভস্মীভূত করে। তজ্জন্যই সেই অগ্নি ভস্মকাগ্নি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অগ্নি উপেক্ষিত হইলে অর্থাৎ প্রচুর ভোজন না করিলে তাহা রসরক্তাদি ধাতু সকলকে পাক করিয়া ফেলে ॥ ৯

ভস্মকাগ্নির উপদ্রব ও অরিষ্ট—ভস্মকাগ্নি—তৃষ্ণা-স্বেদ-দাহ ও মূর্চ্ছাদি উপদ্রব সমূহ আনয়ন করে এবং ভুক্তান্নকে আশু পাক করিয়া শীঘ্রই ধাতু প্রভৃতিকে নাশ করিয়া থাকে ॥ ১০

অজীর্ণের বিপ্রকৃষ্টনিদান—অধিক পরিমাণে জলপান, বিষমভোজন (বহুভোজন-অল্পভোজন বা অসময়ে ভোজন), ক্ষুধার ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, নিদ্রা বিপর্য্যয় (দিবসে নিদ্রা, রাত্রিতে জাগরণ) এই সকল কারণে অজীর্ণ উপস্থিত হয়। ইহা উপস্থিত হইলে উপযুক্ত সময়কৃত-সাত্ম্য-লঘু অন্নও ("অপি"শব্দ প্রয়োগে স্নিগ্ধোষ্ণাদি গুণযুক্ত অন্নও) পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

অন্যবচন—তৃষ্ণা ভয় ও ক্রোধ পরিব্যাপ্ত ব্যক্তির, লুব্ধব্যক্তির, রোগক্লেশে নিপীড়িত ব্যক্তির এবং প্রদ্বেষযুক্ত ব্যক্তির সেব্যমান অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

অজীর্ণের উক্ত কারণ সকল ভিন্ন অতিমাত্র অন্ন ভোজন যে, অজীর্ণের বিশেষ কারণ এবং অজীর্ণ যে, বহুব্যাধির কারণ, তাহাই কথিত হইতেছে।

অনাত্মবান্ (নির্ব্বোধ) যে সকল ব্যক্তি পশুবৎ অপরিমিত আহার করে, তাহারাই নানা রোগের (বিসূচিকাদির) মূলীভূত অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হয়।

অন্যবচন—প্রায় আহারের বৈষম্যেই লোকের অজীর্ণ জন্মে। অজীর্ণ, রোগ সমূহের মূল, অজীর্ণের নাশ হইলেই অজীর্ণমূলক রোগসমূহেরও নাশ হইয়া থাকে ॥ ১১—১৪

অজীর্ণের সামান্যলক্ষণ—গ্লানি, শরীরের গুরুতা, উদরের বিষ্টব্ধতা, ভ্রম (গাত্র ঘূর্ণন), বায়ুরোধ, মলের রোধ বা মলের অধিক নির্গম, এইগুলি সাধারণ অজীর্ণের লক্ষণ ॥ ১৫

অজীর্ণের ভেদ এবং তাহাদের সন্নিকৃষ্টকারণ—প্রধানতঃ অজীর্ণ তিন প্রকার, তদ্‌যথা—কফ প্রকোপে আমাজীর্ণ, পিত্তপ্রকোপে বিদগ্ধাজীর্ণ এবং বায়ু প্রকোপে বিষ্টব্ধাজীর্ণ হয়। আর কেহ কেহ (সুশ্রুতাদি) রসশেষ হেতু রসশেষাজীর্ণ নামে একপ্রকার চতুর্থ অজীর্ণ স্বীকার করেন। কেহ কেহ নির্দ্দোষ দিনপাকি নামে পঞ্চম অজীর্ণ স্বীকার করেন। কেহ কেহ প্রাকৃত প্রতিবাসর নামে ষষ্ঠ অজীর্ণ স্বীকার করেন।

টীকা। পরিপাকপ্রাপ্ত ভুক্তদ্রব্যের সারভূত যে দ্রবভাগ, তাহাই রস নামে অভিহিত। সেই রসও পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্তাদিরূপে পরিণত হয়। যদি সেই সারভূত রস পরিপাক না হইয়া অপক্ব থাকে, তাহা হইলে সেই অপক্বসার, রসশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এবং সেই রসশেষ হইতে যে অজীর্ণ জন্মে, তাহাকেই রসশেষাজীর্ণ কহা যায়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আমাজীর্ণ হইতে রসশেষাজীর্ণের কি ভেদ ? উত্তর—মধুরতা প্রাপ্ত অপক্ব অন্নই আম, এবং পরিপক্ব ভুক্তান্নের সারভূত যে দ্রবভাগ, তাহা অপক্ব হইলে তাহাকে রসশেষ কহা যায়। ইহাই উভয়ের ভেদ। "নির্দ্দোষ"—গৌরব-ভ্রম-শূলাদি-দোষের অজনক। "দিনপাকি"—যাহা স্বভাবতঃ অহোরাত্রে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, অথবা যাহা মাত্রা-কাল

ও সাম্যাদি দোষে দিনান্তরে পরিপাক পায়, তাহাই দিনপাকি। এই জন্যই শাস্ত্রীয় বচন আছে যে, "এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে"। এই বচনোদ্দেশেই এস্থলে ষষ্ঠ অজীর্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে। "প্রাকৃত"—অবিকারক। "প্রতিবাসর"—প্রতিদিনস্তাবি, অর্থাৎ প্রতিদিন ভুক্তদ্রব্য যে পর্য্যন্ত না পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সেপর্য্যন্ত তাহাকেও অজীর্ণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অবৈকারিক অর্থাৎ উদরাধ্মানাদি পীড়াকর নহে। যাহা হউক এই শেষোক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ অজীর্ণ রোগ মধ্যে পরিগণিত নহে। তবে বামপার্শ্বশয়নাদি সুখপরিপাকোপযোগি নিয়ম সকল প্রতিপালন জন্যই ঐ অজীর্ণ দ্বয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১৬। ১৭

আমাজীর্ণের লক্ষণ—আমাজীর্ণে উদরের ও শরীরের গুরুতা, উৎক্লেশ (উপস্থিত বমনবৎ), গণ্ডে ও অক্ষিপুটকে শোথ এবং যথাভুক্ত অবিদগ্ধ উদ্গার অর্থাৎ আহারানুরূপ মধুরাদি উদ্গার, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ১৮

বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ—এই অজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্তকৃত বিবিধ পীড়া (ওষ-চোষ-দাহাদি), সধূম (ধূমনির্গমবৎ) অম্ল উদ্গার, ঘর্ম্ম ও দাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় ॥ ১৯

বিষ্টব্ধাজীর্ণের লক্ষণ—এই অজীর্ণে উদরে শূলনি, আধ্মান, বাতকৃত বিবিধবেদনা (তোদ ভেদাদি), মলবাতের অপ্রবৃত্তি, অঙ্গের স্তব্ধতা, মোহ (মূর্চ্ছা) ও অঙ্গপীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ২০

রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ—রসশেষাজীর্ণে আহারে বিদ্বেষ এবং হৃদয়ের অশুদ্ধি ও গুরুতা এই লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ২১

অজীর্ণের উপদ্রব—মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, মুখপ্রসেক, অবসাদ ও ভ্রম, অজীর্ণে এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, অতি প্রবৃদ্ধ হইলে শেষে মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটে ॥ ২২

অজীর্ণের আতিশয্যে বিসূচিকাদি—আম বিদগ্ধ ও বিষ্টব্ধ, এই যে তিন প্রকার অজীর্ণের উল্লেখ করা হইল, এই অজীর্ণত্রয় হইতেই বিসূচিকা অলসক ও বিলম্বিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

টীকা। আমাদি অজীর্ণত্রয় হইতে যে যথাক্রমে বিসূচিকাদি রোগত্রয় জন্মে, তাহা মনে করিও না। যথাক্রমে হইলে বিষ্টব্ধাজীর্ণ হইতে বিলম্বিকা রোগ জন্মিত, কিন্তু তাহা কফবাত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব বুঝিবে যে, প্রত্যেক অজীর্ণ হইতেই বিসূচ্যাদি রোগত্রয় জন্মিতে পারে ॥ ২৩

বিসূচীর নিরুক্তি—অজীর্ণবশতঃ বায়ু অতি কুপিত হইয়া গাত্র সকলকে অন্যান্য বেদনা অপেক্ষা সূচীবেধবদ্ বেদনায় অধিকতর অস্থির করে বলিয়া বৈদ্যগণ ইহাকে বিসূচী নামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। (চলিত ভাষায় ইহাকে ওলাউঠা রোগ কহে) ॥ ২৪

বিসূচীর নিদান—আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পরিমিতাহারশীল ব্যক্তিগণের এই রোগ হয় না। যাহারা ভক্ষ্যাভক্ষ্যানভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, অশনলোলুপ, তাহাদেরই এই রোগ হইয়া থাকে ॥ ২৫

বিসূচীর লক্ষণ—মূর্চ্ছা, ভেদবমি, পিপাসা, শূলবদ্ বেদনা, ভ্রম হস্তপদে উদ্বেষ্টন (মোচড়নবৎপীড়া), জৃম্ভা, গাত্রদাহ, বিবর্ণতা, কম্প, বক্ষোবেদনা ও শিরঃশূল (মাথাধরা) এইগুলি বিসূচী রোগের লক্ষণ ॥ ২৬

বিসূচীর উপদ্রব—নিদ্রানাশ, চিত্তের অস্থিরতা, কম্প, মূত্ররোধ ও সংজ্ঞাহীনতা, এই পাঁচটী সকল রোগেরই বিশেষতঃ বিসূচিকার ভয়ঙ্কর উপদ্রব। বিসূচীকায় যদি এই পাঁচটি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগির জীবনে সংশয় জানিবে ॥ ২৭

অলসকের লক্ষণ—এই রোগে কুক্ষিতে অতি কষ্টপ্রদ আধ্মান হয়, রোগী মূর্চ্ছা যায় (বা আত্মশরীরে তাড়না করে), যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। অজীর্ণ হেতু বায়ু কুক্ষিদেশে নিরুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ অধঃপ্রতিরুদ্ধগতি হইয়া উপরে (হৃদয়-কণ্ঠাদি স্থানে) পরিধাবন করে। অলসক রোগে মল ও মূত্রের অত্যর্থ নিরোধ হয় এবং তৃষ্ণা ও উদ্গার হইয়া থাকে। কাশ্যপ বলিয়াছেন—এই রোগে আহার অধোগতও হয় না, উর্দ্ধগতও হয় না, পরিপাকও পায় না, কোষ্ঠে অলসীভূত হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা অলসক নামে অভিহিত ॥ ২৮—৩০

বিসূচী ও অলসকের অরিষ্ট লক্ষণ—বিসূচী ও অলসক রোগে যে রোগির দন্ত ওষ্ঠ ও নখ শ্যাববর্ণ, সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায়, বমি অত্যধিক, নেত্রদ্বয় কোটরগত, স্বর অতিক্ষীণ এবং সন্ধি সকল শিথিলীভূত হয়, সে রোগী অপুনরাগমনের জন্য যায়, অর্থাৎ মরিয়া যায় ॥ ৩১

বিলম্বিকা লক্ষণ—যে রোগে কুপিত বায়ু ও কফ দ্বারা ভুক্তান্ন দুষ্ট হইয়া উর্দ্ধ বা অধঃ কোন পথ দিয়াই নির্গত হয় না, প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিলম্বিকা রোগ কহিয়া থাকেন। ইহা অতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ॥ ৩২

জীর্ণাহারের লক্ষণ—উদ্গার শুদ্ধি (ধূমাম্লাদি রাহিত্য), উৎসাহ (শরীরের ও মনের বল), মল ও মূত্রের যথোচিত বেগ এবং যথোচিত নির্গম, দেহের বিশেষতঃ কোষ্ঠের লঘুতা, ক্ষুধা ও পিপাসার যথোচিত উদয় এইগুলি জীর্ণাহারের লক্ষণ ॥ ৩৩

জঠরাগ্নিবিকার চিকিৎসা—হরীতকী ও শুণ্ঠী গুড়ের সহিত বা সৈন্ধব লবণের সহিত নিত্য ভক্ষণ করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

আমে অজীর্ণে অর্শোরোগে ও মলবিবদ্ধতায় গুড়ের সহিত শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী বা দাড়িম খাইবে॥ ৩৪। ৩৫

গুড়াষ্টক—ত্রিকটু, দন্তী, তেউড়ীমূল, চিতামূল ও পিপুলমূল, চূর্ণীকৃত করিবে এবং সর্ব্বচূর্ণসম গুড় মিশ্রিত করিয়া তাহা প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবে। ইহার নাম-গুড়াষ্টক। গুড়াষ্টক—বল বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং শোথ উদাবর্ত্ত শূল প্লীহ ও পাণ্ডু নাশক॥ ৩৬।৩৭

চিতামূল, যমানী, সৈন্ধব, শুঁঠ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ অম্ল তক্রের সহিত সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে অগ্নির দীপ্তি এবং পাণ্ডু ও অর্শের নাশ হয়।

আমাজীর্ণে বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধা-জীর্ণে স্বেদ এবং রসশেষাজীর্ণে শয়ন প্রশস্ত।

আমাজীর্ণে বচ ও লবণ সংযুক্ত জলপান দ্বারা বমন করান প্রশস্ত।

টীকা।—বচচূর্ণ ১ তোলা, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ১ তোলা, ১ সের উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে।

আমাজীর্ণে পিপুল সৈন্ধব ও বচ ইহাদের কল্ক শীতল জলসহ পান করিয়া বমন করিবে। অথবা ধনে ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিবে। ইহা আমাজীর্ণ প্রশমক, শূলঘ্ন ও বস্তিশোধক।

প্রাতঃকালে অজীর্ণশঙ্কা হইলে শুঁঠ ও সৈন্ধব চূর্ণের সহিত হরীতকীচূর্ণ, শীতলজল সহ খাইয়া ভোজন কালে নিঃশঙ্ক হইয়া পরিমিত ভোজন করিবে। যাহার ভুক্তমাত্র বিদাহ উপস্থিত হয়, এবং হৃদয় ও গলা জ্বালা করে, তাহাকে চিনি ও মধুর সহিত দ্রাক্ষা অথবা হরীতকী লেহন করিতে দিবে। তাহাতে বিদাহাদি প্রশমিত হইবে এবং রোগী সুখলাভ করিবে॥ ৩৮—৪৩

হিঙ্গ্বষ্টক—ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, শুক্লজীরা ও কৃষ্ণজীরা এবং হিঙ এই আটটি দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। অন্নভোজন কালে সেই চূর্ণ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রথম গ্রাসের সহিত খাইবে। ইহা দ্বারা জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত এবং বাত রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪৪

বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ—যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতা মূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিঙ, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়), শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুতা, বচ, ইন্দ্রযব, বৃক্ষাম্ল (মোহাদা, বিরাম্বিল ইত্যাদি ভাষা), জীরা, আমলকী, শ্রেয়সী, (হরীতকী) উপ-কুঞ্চিকা (কৃষ্ণজীরা), অম্লবেতস, তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, শ্যামা (প্রিয়ঙ্গু), হবুষ, সোন্দালফলের মজ্জা এবং তিলনালের ক্ষার, ঘণ্টাপাকলির ক্ষার, শজিনার ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার ও পলাশের ক্ষার এবং মণ্ডুর অগ্নিতে সন্তপ্ত এবং তাহা গোমূত্রে সিক্ত করিয়া সেই মণ্ডুর, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া এবং তাহা সূক্ষ্মচূর্ণিত করিয়া তিন দিন টাবালেবুর রসে, তিনদিন শুক্তে ও তিন দিন আদার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। যথা বিধানে এই চূর্ণ সেবিত হইলে অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা, অর্শঃ উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি, অষ্ঠীলা ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ সকল অচিরে বিনষ্ট হয়। এই চূর্ণ উল্বণ দোষসমূহকে প্রশমিত করে এবং নষ্টাগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া থাকে। ইহা অত্যগ্নিকারক (এক খানি পরিষ্কৃত ভোজন পাত্রে ব্যঞ্জনাদি সমন্বিত অন্ন রাখিয়া সেই অন্নে ঐ চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিবে)॥ ৪৫—৫২

বৈশ্বানরক্ষার—মনসাসীজ, আকন্দ, চিতা, এরণ্ড, বরুণ, পুনর্নবা, তিল, আপাঙ্গ, কদলী, পলাশ ও তেঁতুল এই সকলের কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ভস্ম করিবে। তাহার দুই সের ভস্ম ষোল সের জলে গুলিয়া পাক করিবে। এবং চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে (চারিসের থাকিতে) নামাইয়া উত্তমরূপে (উপর্য্যুপরি একবিংশতি বার) ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে দুইসের সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া একটী হাঁড়ীতে রাখিবে এবং হাঁড়ীর মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর সেই হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। নির্দ্ধূম কঠিন হইলে তাহা পুনর্ব্বার চূর্ণীকৃত করিবে। এবং যমানী, জীরা, ত্রিকটু, স্থূলজীরা ও হিঙ্গু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর আদার রসে ভাবনা দিয়া তাহা শুষ্ক ও চূর্ণীকৃত করিবে। এই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় শীতল জলসহ প্রাতঃকালে পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঈষদম্লরসান্বিত-সলবণ-সুখোষ্ণ অগ্নিদীপ্তি-কারক যূষ ও জাঙ্গলমাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা অগ্নি বাড়ে এবং বল ও আরোগ্য লাভ হয়। অনুপানে বা ভোজনে তক্র হিতকর। অগ্নিমান্দ্যে, অর্শোরোগে, বাত-শ্লেষ্মরোগে, সর্ব্বাঙ্গ শোথে, শূল-গুল্ম ও জঠর রোগে, অশ্মরী ও শর্করা রোগে এবং মল-মূত্র-বাতবিকারে বৈশ্বানরক্ষার প্রযোজ্য॥ ৫৩—৬০

ভাস্কর লবণ—সমুদ্র লবণ (করকচ লবণ) ষোল তোলা, সচললবণ দশতোলা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব

লবণ, ধনে, পিপুল, পিপুলমূল, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চই ও অম্লবেতস প্রত্যেক চারি তোলা ; মরিচ, শুক্লজীরা ও শুঁঠ প্রত্যেক দুই তোলা, দাড়িমবীজ আটতোলা ; দারুচিনি ও এলাইচ প্রত্যেক একতোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণীকৃত করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহাই ভাস্করলবণ নামে অভিহিত। তক্র, দধিজল বা কাঁজীর সহিত এই চূর্ণ অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে পান করিলে বাতশ্লেষ্মজ গুল্ম, প্লীহা, জঠর, ক্ষয়, অর্শঃ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা, ভগন্দর, শূল, শোথ, কাস, শ্বাস, আমদোষ, হৃদ্রোগ, অশ্মরী, শর্করা, পাণ্ডুরোগ, কৃমি ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক ও আমের পাচক। সর্ব্বলোকের হিতার্থ ভাস্কর কর্তৃক এই ঔষধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই চূর্ণ ভুক্তমাত্র নিঃসংশয় সকল প্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৬১—৬৮

বড়বানলচূর্ণ—সৈন্ধব একভাগ, পিপুলমূল দুইভাগ, পিপুল তিনভাগ, চই চারিভাগ, চিতা পাঁচ ভাগ, শুঁঠ ছয়ভাগ ও হরীতকী সাতভাগ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ইহা বড়বানল চূর্ণ নামে অভিহিত॥ ৬৯

দ্বিতীয় বড়বানলচূর্ণ—হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, করঞ্জ, বিশ্ব ও চিতা প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ; চূর্ণসমষ্টির সমান চিনি, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। বড়বানলের ন্যায় এই চূর্ণ অতি গুরুভোজনও জীর্ণ করিয়া থাকে॥ ৭০

সমশর্করচূর্ণ—এলাচ একভাগ, দারুচিনি দুই ভাগ, নাগেশ্বর তিনভাগ, মরিচ চারিভাগ, পিপুল পাঁচ ভাগ, শুঁঠ ছয় ভাগ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে এবং চূর্ণসমষ্টির সমান শুভ্র চিনি তাহাতে মিশাইবে। এই চূর্ণ সেবনে অগ্নির অতি দীপ্তি হয়॥ ৭১। ৭২

অজীর্ণে রসপ্রয়োগ।

ক্রব্যাদরস—শোধিত গন্ধক দুইপল, শোধিত পারদ একপল, মৃত লৌহ ও তাম্র প্রত্যেক চারিতোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে তাহা অগ্নিসংযোগে গলাইবে। সম্যগ্ গলিত হইলে গোময়োপরি এরণ্ডপত্র রাখিয়া ঐ পত্রে ঢালিবে এবং গোময়পূরিত এরণ্ডপত্র পোট্‌লী দ্বারা তাহা চাপিয়া পর্পটীবৎ করিবে। তদনন্তর তাহা পুনর্ব্বার চূর্ণীকৃত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে। এবং তাহাতে একশত পল জামীর লেবুর রস নিক্ষেপ করিয়া চুল্লীতে বসাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। রস ঘনীভূত হইলে তাহা শুষ্ক করিয়া চূর্ণিত করিবে। তদনন্তর চুক্র সহিত (মহাদ্রার সহিত) পঞ্চকোলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া লইবে। এবং তুল্য পরিমিত সোহাগার খৈ চূর্ণ ও তুল্যপরিমিত মরিচচূর্ণ এবং অৰ্দ্ধ পরিমিত বিট্‌লবণ চূর্ণ তাহাতে মিশাইবে। তৎপরে চণকাম্ল (চণকলবণ) মিশ্রিত জলে সাতবার ভাবনা দিবে। ভাবনান্তর তাহা শুষ্ক ও পেষিত করিয়া কূপীর মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহাই ক্রব্যাদ রস নামে অভিহিত। ভৈরবানন্দযোগী বহুমাংসভোজী সিংহলরাজকে এই ঔষধ বলিয়াছিলেন। ভোজনানন্তর এই ঔষধ দুইমাষা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। ঔষধ ভক্ষণানন্তর সৈন্ধব সংযুক্ত তক্র পান করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণে অতি গুরুদ্রব্য ভোজন ও অতিমাত্র ভোজনও আশু জীর্ণ হইয়া যায়। ইহা দ্বারা শূল, গুল্ম, বিষ্টব্ধতা, প্লীহা ও উদররোগ বিনষ্ট হয়। রসেন্দ্রচিন্তামণি ও রসরত্নপ্রদীপে অজীর্ণাধিকারে এই ক্রব্যাদ রস উক্ত হইয়াছে॥ ৭৩—৮৩

জ্বালানলরস—ক্ষারত্রয় (যবক্ষার, সাচিক্ষার সোহাগার খৈ), পারদ, গন্ধক ও পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ) প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বতুল্য ভর্জ্জিতসিদ্ধি ; এবং সর্ব্বার্দ্ধ শজিনামূল ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মিলিত করিয়া সিদ্ধির রসে, শজিনার রসে ও চিতার রসে তিন দিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে। ভাবনানন্তর লঘুপুটে পাক করিবে। পরে ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া লইবে। তাহা হইলেই জ্বালানল প্রস্তুত হইবে। মাত্রা চারিমাষা পর্য্যন্ত। অনুপান—গুড় ও শুঁঠচূর্ণ। ইহা সেবনে অজীর্ণ, অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, শ্লেষ্মা, হৃল্লাস, বমন, আলস্য ও অরুচি বিনষ্ট হয়। রসরত্নপ্রদীপে অজীর্ণাধিকারে জ্বালানল রস উক্ত হইয়াছে॥ ৮৪—৮৭

অগ্নিকুমাররস—সোহাগার খৈ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক এক একভাগ ; বিষ তিনভাগ, কড়িভস্ম, সাচিক্ষার, যবক্ষার, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেক এককর্ষ (এক একভাগ), মরিচ আটভাগ ; এই সকল দ্রব্য জামীর লেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাই অগ্নিকুমার রস নামে অভিহিত। বিসূচী শূল ও বাতাদিজনিত অগ্নিমান্দ্যে ইহা প্রযোজ্য। রসরত্নপ্রদীপে ও রসেন্দ্র চিন্তামণিতে বিসূচী ও অজীর্ণাধিকারে ইহা উক্ত হইয়াছে॥ ৮৮। ৮৯

রামবাণরস—পারদ, বিষ, লবঙ্গ ও গন্ধক প্রত্যেক এক একভাগ, মরিচ দুইভাগ এবং জায়ফল অৰ্দ্ধভাগ ; এই সকল দ্রব্য কাঁচা তেঁতুলের রসে মাড়িয়া মাষকলায় সমান বটিকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নিমান্দ্যরূপদশাননকে নাশ করে বলিয়া লোকে ইহাকে রামবাণ কহিয়া থাকে। ইহা সংগ্রহগ্রহণীরূপ কুম্ভকর্ণকে এবং আমবাতরূপ খরদূষণকেও ভস্ম করে।

মরিচ চূর্ণ অনুপানের সহিত সেবন করিলে সত্বই জঠরাগ্নির দীপ্তি হয়। ইহা রোচক, কফকুলান্তকারক এবং শ্বাস-কাস-বমি ও কৃমিনাশক। রসেন্দ্রচিন্তামণিতে রামবাণ উক্ত হইয়াছে॥ ৯০—৯২

শঙ্খবটী—তেঁতুলছালের ক্ষার ১ পল ও পঞ্চ লবণ মিলিত ১ পল, এই উভয়কে পাতীলেবুর রসে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পেষিত হইলে তাহাতে শঙ্খভস্ম ১ পল মিশাইয়া ঐ লেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে ত্রিকটু ১ পল, বচ ও হিঙ্ অর্দ্ধপল, বিষ পারদ ও গন্ধক এক পলের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য পাতীলেবুর বা গোঁড়া-লেবুর রসে মাড়িয়া কুলের আঁটীর ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণের শান্তির জন্য ইহা ভক্ষণ করিবে। সর্ব্বপ্রকার উদররোগে, শূলে, বিসূচী রোগে, বিবিধ অগ্নিমান্দ্যে ও গুল্মরোগে শঙ্খ-বটী সদা হিতকর। ইহা রসরত্নপ্রদীপে উক্ত হই-য়াছে॥ ৯৩—৯৬

বৃহচ্ছঙ্খবটী—মনসা, আকন্দ, তেঁতুলছাল, আপাঙ্গ, কদলী, তিলনাল ও পলাশ ইহাদের ক্ষার প্রত্যেক ১ পল; পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, স্বর্জ্জিক্ষার, যবক্ষার ও সোহাগার খৈ মিলিত ১ পল, এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একটি পাত্রে রাখিবে। এবং একপল পরিমিত শঙ্খ খণ্ড অগ্নিতে ক্রমান্বয়ে সাতবার পোড়াইয়া চারি সের লেবুর রসে সাতবার নির্ব্বাপিত করিবে। এইরূপ নির্ব্বাপণ দ্বারা দগ্ধশঙ্খ দ্রবীভূত হইবে। অনন্তর শুঁঠ চূর্ণ ৩ পল, মরিচ চূর্ণ ২ পল, পিপুল ১ পল, ঘৃত ভর্জ্জিত হিঙ্ অর্দ্ধপল, পিপুলমূল, চিতা, যমানী, জীরা, জায়ফল ও লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ কর্ষ, এবং পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ ও মনঃ-শিলা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ লইবে। তদনন্তর উক্ত সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। এবং অর্দ্ধ সের চুক্রে (অম্ল দ্রবে) তাহা মর্দ্দিত করিয়া মাষ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাই বৃহচ্ছঙ্খবটী। ইহা সেবনে সর্ব্বাজীর্ণ প্রশমিত, সর্ব্বশূল নিবারিত এবং বিসূচী-অলসকাদি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৯৭—১০৫

অজীর্ণকণ্টকরস—সোহাগার খৈ, পিপুল, বিষ ও হিঙ্গুল, প্রত্যেক সমভাগ, মরিচ দুই ভাগ, লেবুর রসে মাড়িয়া মটরপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন একটি বা দুইটি করিয়া বটিকা খাইবে। ইহা সেবনে অজীর্ণের শান্তি, অগ্নির দীপ্তি ও কফের ধ্বংস নিশ্চয় হয়॥ ১০৬। ১০৭

আপাঙ্গের মূল জলে বাটিয়া খাইলে বিসূচিকা প্রশমিত হয়। করঞ্জপত্রের রসে তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়। কচিমূলার ক্বাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া খাইবে। ইহা বিসূচীনাশক ও অগ্নিদীপক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বেলশুঁঠ ও শুঁঠের ক্বাথ পান করিলে বমি ও বিসূচিকা নিবারিত হয়। বেল-শুঁঠ, শুঁঠ ও কট্‌ফল ইহাদের ক্বাথ বিসূচী নাশে অধিক গুণকর।

ত্রিকটু, করঞ্জফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও টাবা লেবুর মূল এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং সেই বটিকা ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। নয়নে এই বটিকার অঞ্জন দিলে বিসূচী বিনষ্ট হয়। ইহা দৃষ্টফল ঔষধ। আপাঙ্গের পত্র ও মরিচ সম পরিমাণে লইয়া তাহা অশ্বের লালায় পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়।

বিসূচিকার অতি বৃদ্ধিতে রোগী তৃষ্ণার্দ্দিত হইলে প্রাণ ধারণার্থ তাহাকে তক্র বা সমজল দধি অথবা নারিকেলজল পান করিতে দিবে। দারুচিনি, তেজপত্র, এরণ্ডমূলের ছাল, শজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্‌ফা এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষিত করিয়া তদ্দারা উদ্বর্ত্তন (মর্দ্দন) করিলে বিসূচিকা ও খাইল ধরা নিবারিত হয়। এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিলেও ঐ ফলই পাওয়া যায়। কুড় ও সৈন্ধবের কল্ক এবং চুক্রের সহিত তৈল পাক করিয়া বিসূচিকা রোগে সেই তৈল মর্দ্দন করিলে খালিধরা ও শূল নিবারিত হয়। পিপাসায় এবং উৎক্লেশে (বমন ভাবে) লবঙ্গের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিতে দিবে। জাতীফলের বা ভদ্রমুস্তকের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলও পিপাসা ও উৎক্লেশ নিবারণার্থ পান করাইবে॥ ১০৮—১১৬

উৎক্লেশের লক্ষণ—ভুক্তদ্রব্য বহির্গমনোন্মুখ হয়, অথচ তাহা নির্গত হয় না, মুখ দিয়া জল উঠে ও নিষ্ঠীবন হইতে থাকে এবং হৃদয় পীড়িত হয়, উৎ-ক্লেশের ইহাই লক্ষণ॥ ১১৭

দারুষট্‌ক—দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুল্‌ফা হিঙ্ ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে উদরের বেদনা ও আনাহ নিবা-রিত হয়॥ ১১৮

যবচূর্ণ তক্রে আপ্লুত এবং তাহাতে যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া অগ্নিতে উষ্ণ করত তাহার প্রলেপ দিলে উদরের বেদনা প্রশমিত হয়। একটা ঘটে (বা বোতলে) বাষ্পসমন্বিত অত্যুষ্ণ জল পুরিয়া তদ্দারা স্বেদ দিলে, অথবা অন্য কোন উষ্ণ পিণ্ডদ্বারা স্বেদ দিলে বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে। বিসূচিকা ও অলসকেরও ইহাই চিকিৎসা। অতএব তাহাদের চিকিৎসা আর পৃথক্ উক্ত হইল না।

গুরু-স্নিগ্ধ-সান্দ্র (নিবিড়াবয়ব পিষ্টকাদি)-দ্রব্য

(অসম্যক্ পক্ব), শীতল ও কঠিন অন্ন পান দ্বারা এবং পিত্তঘ্ন বিরেচন দ্বারা ভস্মকাগ্নির প্রশম করিবে। অত্যুদ্ভূতাগ্নি (ভস্মকাগ্নি) শান্তির জন্য মহিষের দধি দুগ্ধ ও ঘৃত সেবন করিবে। দুগ্ধে সম পরিমিত তণ্ডুল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে যবাগূ পাক করিয়া ঘৃতসহ সেই যবাগূ খাইবে। পিত্তনাশক দ্রব্যসংযোগে পায়স প্রস্তুত করিয়া সেই পায়স খাওয়াইয়া বারংবার পিত্ত হরণ করিবে। শ্যামমূলা তেউড়ীর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তৎপান দ্বারা বিরেচন করাইবে। যে কোন ভোজ্য দ্রব্য মধুর মেধ্য শ্লেষ্মজনক ও গুরু তাহা ভোজন করাইয়া দিবসে নিদ্রা যাইতে দিবে। শ্বেতবর্ণ তণ্ডুল ও শ্বেতপদ্ম ছাগদুগ্ধে পাক করিয়া তাহার পায়স প্রস্তুত করিবে। সেই পায়সের সহিত অন্ন ভোজন করিলে দশদিনের মধ্যেই রোগী তুচ্ছভোজন হয় অর্থাৎ তাহার আর আহারে ইচ্ছা থাকে না॥ ১১৯—১২৫

বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের অজীর্ণে বিশেষ বিশেষ পাচনদ্রব্য—ভুক্ত কাঁটাল পরিপাক না হইলে, তাহার পরিপাকার্থ কদলী ভক্ষণ করিবে। কদলীর পরিপাকার্থ ঘৃত হিতকর। ঘৃত পরিপাক করিবার নিমিত্ত জামীর লেবুর রস পাতব্য। নারিকেলফল ও তালশাঁস খাইয়া তণ্ডুল ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ আম্রের পাচক। পিয়াল মজ্জা পরিপাকে হরীতকী হিতকর। মৌলফল, বিল্ব ফল, রাজাদন, ফল্‌সাফল, খর্জ্জুর ও কয়েতবেল ইহাদের পরিপাকার্থ নিম্ববীজ সেব্য, ঘৃতে ও তক্রে নিম্ব বীজই পথ্য। খর্জ্জুর ও শিঙ্গাড়ার পাকার্থ শুঁঠ প্রশস্ত, কখন বা ভদ্রমুস্তও হিতকর। যজ্ঞডুমুর বৃক্ষের ফল, পাকুড় ফল ও তণ্ডুল পরিপাকার্থ পর্য্যুষিত জলপান প্রশস্ত। জলপাকার্থ যমানী ও চিঁড়া পরিপাকার্থ পিপুলসংযুক্ত যমানী হিতকর। দধিজলে যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন পরিপাক হয়। গোধূমে কর্কটী (বড় কাঁকুড়) জীর্ণ হয়। গোধূম, মাষকলায়, চণক, মটর ও মুগ, এই সকল দ্রব্য ধুতুরাফলে ঝটিতি পরিপাক প্রাপ্ত হয়। খর্জ্জুর, মৃণাল, কেশুর, চিনি, পানিফল ও বৈচি পরিপাকের নিমিত্ত নাগরমুথা শ্রেষ্ঠ। কঙ্গু, শ্যামা, নীবার ও কুলথ এই সকল দ্রব্য দধি-জলে অবিলম্বে পরিপাক পায়। কাঁজীতে বৈদল (দাউল), শীতল জলে পিষ্টান্ন, সৈন্ধব লবণে কৃশরা জীর্ণ হয়। কাগ্‌জী লেবুতে মাষেণ্ডরী (খাদ্য বিশেষ), মুগের যূষে পায়স পরিপাক হয়। বেসবারে (বাটনা বিশেষে) বটক (বড়া), লবঙ্গে খাজা, শাজিনা বীজে পর্পট (পাঁপড়), পরিপাক পায়। পিপুল মূলে লড্‌ডুক, অপূপ (পিষ্টক বিশেষ) ও সট্টাদি (সট্টক পান বিশেষ) এবং শষ্কুলী (পুলীপিষ্টক বিশেষ) ও মণ্ডের পাক হয়। বহুমৎস্য-মাংসভোজী কাঁজী পানে সুখী হয়, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে মৎস্য মাংস খাইয়া কাঁজী পান করিলে তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয়। কেবল অগ্নিপক্কমৎস্য মাংস দ্বারা পরিপাক পাইয়া থাকে। কাঁচা আম্রফল মৎস্যকে এবং আম্রকেশী মাংসকে পরিপাক করে। যবক্ষারে কূর্ম্ম-মাংস শীঘ্র জীর্ণ হয়। কপোত (ধবলও পাণ্ডুবর্ণ),পারাবত, নীলকণ্ঠ ও কপিঞ্জল ইহাদের মাংস ভোজন করিয়া কাশমূল বাটিয়া জলের সহিত পান করিলে ভুক্তমাংস জীর্ণ হইয়া যায়। ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। তিলনালের ক্ষারে সকল মাংসই শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। খদিরসারের ক্বাথে চেঁচোশাক সর্ষপশাক ও বেতোশাক জীর্ণ হয়। পালঙ্কশাক, কেঁউশাক, করেলা, বেগুণ, বংশাঙ্কুর (বাঁশের কোঁড়া), মূলা, পুঁইশাক, লাউ ও পটোল এই সকল দ্রব্য শ্বেতসর্ষপে ও মেষরবে (চরবাই শাকে, নটেশাকে) পরিপাক পায়। (পটোল, বংশাঙ্কুর, কারবেল্লী (ক্ষুদ্র উচ্ছে), কেলেকড়া ও লাউ প্রচুর পরিমাণে খাইয়া পলাশক্ষার মিশ্রিত জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিপাক হয় এবং ঐ সকল দ্রব্য পুনর্ব্বার খাইতে ইচ্ছা হয়, ইহা অধিক পাঠ) গুড় দ্বারা ওল, তণ্ডুলপেষিত জল দ্বারা আলু, কোদ্র ধান্যে চুপড়ী আলু এবং শুঁঠে কেশুর পরিপাক হয়। তণ্ডুল জলে লবণ, জম্বীরাদির অম্লরসে ঘৃত পরিপাক পায়, মরিচ দ্বারাও ঘৃত শীঘ্রই পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাঁজীতে তৈল পরিপাক পায়। তক্রদ্বারা দুগ্ধ পরিপাক পায় এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য ঈষদুষ্ণ মণ্ড দ্বারা (মাড়দ্বারা) পরিপাক পাইয়া থাকে। মাহিষ দুগ্ধ সৈন্ধবলবণ দ্বারা এবং মাহিষ দধি শঙ্খচূর্ণ দ্বারা, আম্র ত্রিকটু দ্বারা, খণ্ড (খাঁড়) শুঁঠ দ্বারা, চিনি নাগর মুতা দ্বারা, ইক্ষু আর্দ্রক রসদ্বারা, ইরা (মদিরা) গৈরিক মৃত্তিকা ও রক্তচন্দন দ্বারা শীঘ্র জীর্ণ হয়। উষ্ণদ্বারা শীত এবং শীতদ্বারা উষ্ণ জীর্ণ হয়। অম্লবর্গ দ্বারা ক্ষারবর্গ জীর্ণ হইয়া থাকে। স্বর্ণ বা রৌপ্য অগ্নিতে ক্রমান্বয়ে সাতবার তপ্ত করিয়া সেই তপ্ত তপ্ত স্বর্ণ বা রৌপ্য সাতবার জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জল পরিপাক প্রাপ্ত হয়, বিশেষতঃ মধু ও ভদ্রমুস্ত খাইলে সকল প্রকার জলের দোষ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২৬—১৪৫

ইতি জঠরাগ্নিবিকারাধিকার।

ক্রিমিরোগাধিকার

ক্রিমিসকলের ভেদ—বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে ক্রিমি দুইপ্রকার, অর্থাৎ কতকগুলি বাহ্যক্রিমি, কতকগুলি আভ্যন্তর ক্রিমি। এবং জন্মভেদে তাহারা চতুর্বিধ, অর্থাৎ কতকগুলি ক্রিমি বহির্মল হইতে উৎপন্ন, কতকগুলি ক্রিমি কফ হইতে উৎপন্ন, কতকগুলি ক্রিমি রক্ত হইতে উৎপন্ন এবং কতকগুলি ক্রিমি পুরীষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার নামভেদে ক্রিমিগণ বিংশতি প্রকারে পরিণত হয়। (বিংশতিপ্রকার নাম ক্রমশঃ বর্ণিত হইবে) ক্রিমি সকলের মধ্যে বাহ্যকৃমি গুলি মল-সম্ভূত, অর্থাৎ ত্বগ্‌গত বহির্মল ও স্বেদ হইতে উৎপন্ন॥ ১

বাহ্যক্রিমিগণের রূপ—ইহাদের পরিমাণ আকৃতি ও বর্ণ তিলের ন্যায়। ইহারা যূকা ও লিখ্যা নামে অভিহিত। যূকা সকল বহুপাদ বিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা কেশকে আশ্রয় করিয়া থাকে। লিখ্যাগণ সূক্ষ্ম ও শ্বেতবর্ণ, তাহারা বস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে।

বাহ্যক্রিমিগণের করণীয় রোগ—উক্ত দ্বিবিধ ক্রিমিই কোঠ-পিড়কা-কণ্ডু ও গণ্ড প্রভৃতি রোগ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে॥ ২

আভ্যন্তরক্রিমিগণের বিপ্রকৃষ্টনিদান—অজীর্ণ ভোজন (অপরিপক্ব-দ্রব্য ভোজন), নিত্য মধুর ও অম্লভোজন, দ্রবদ্রব্যের অতিপান, পিষ্টক ও গুড় ভক্ষণ, ব্যায়াম পরিবর্জ্জন, দিবানিদ্রা এবং মিলিত ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন এই সকল কারণে আভ্যন্তর ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৩

সঞ্জাতক্রিমিলক্ষণ—জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসাদ, ভ্রম, অন্নদ্বেষ ও অতিসার ক্রিমি জন্মিলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৪

কফজক্রিমির বিপ্রকৃষ্টনিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—মাংস, মাষ, গুড়, ক্ষীর, দধি ও শুক্ত (কালান্তরে অম্লীভূত-ইক্ষুরস বিকার) এই সকল দ্রব্য ভোজনে কফজক্রিমি জন্মে। ইহারা আমাশয়ে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উদরে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। ইহাদের কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি চর্ম্মলতা-সদৃশ, কতকগুলি কিঞ্চুলুক সদৃশ (কেঁচোর ন্যায়), কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরবৎ আকৃতি বিশিষ্ট, কতকগুলি সূক্ষ্ম ও দীর্ঘাকার, কতকগুলি অতিক্ষুদ্র এই সকল ক্রিমির কতকগুলি শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি তাম্রবর্ণ। ইহারা সাত প্রকার নামে অভিহিত, তদ্‌যথা—অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চুরু, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ। এই সকল ক্রিমি হৃল্লাস (বমনবেগ), মুখস্রাব, (মুখ দিয়া জল নির্গম), অপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, আনাহ (বায়ুকর্ত্তৃক উদর ও মলমূত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকা), কাস, হাঁচী ও পীনস উৎপাদন করে।

রক্তজক্রিমি—(শোণিতজ ক্রিমির বিপ্রকৃষ্ট নিদান—সংযোগ বিরুদ্ধ, অজীর্ণ ও শাকাদি ভোজনে রক্তজ ক্রিমি জন্মিয়া থাকে।) এই সকল ক্রিমি রক্তবাহিশিরায় অবস্থিতি করে। ইহারা অতিসূক্ষ্ম, পাদবিশিষ্ট গোলাকার ও তাম্রবর্ণ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এত সূক্ষ্ম যে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা ছয়প্রকার নামে অভিহিত, তদ্‌যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উড়ুম্বর, সৌরসনামা ও মাতৃনামা। কুষ্ঠোৎপাদন করাই ইহাদের একমাত্র কর্ম্ম॥ ৫—১০

পুরীষজ ক্রিমি—(পুরীষজ ক্রিমির বিপ্রকৃষ্ট নিদান—মাষকলায়, পিষ্টক, অম্ল, লবণ, গুড় ও শাক সেবনে পুরীষজ ক্রিমি উৎপন্ন হয়।) এই সকল ক্রিমি পক্বাশয়ে জন্মে। ইহারা অধোবিসর্পণশীল কিন্তু যখন অতি প্রবৃদ্ধ হইয়া আমাশয়ের দিকে উত্থানোন্মুখ হয় তখন রোগির উদ্গারে ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলি পুচ্ছাকৃতি, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি সূক্ষ্ম ও কতকগুলি স্থূল। ইহাদের কাহারও বর্ণ শ্যাব, কাহারও বর্ণ পীত, কাহারও বর্ণ শ্বেত ও কাহারও বর্ণ কৃষ্ণ হইয়া থাকে। ইহারা পাঁচপ্রকার নামে অভিহিত, তদ্‌যথা—ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্য ও লেলিহ। ইহারা বিমার্গগামী হইয়া মলভেদ, শূল, উদরের স্তব্ধতা, দেহের কৃশতা, পরুষতা, পাণ্ডুবর্ণতা রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যমার্গে কণ্ডু এই সকল উপদ্রব আনয়ন করে॥ ১১—১৪

ক্রিমির চিকিৎসা—ক্রিমি জন্মিলে তন্নাশার্থ ও অগ্নিবর্দ্ধনার্থ বিড়ঙ্গ ও ত্রিকটু চূর্ণ সংযুক্ত অন্নমণ্ড (ভাতের মাড়) পান করিতে দিবে। ইহা ক্রিমি নাশক ও অগ্নিদীপক। প্রতিদিন কটু (ঝাল) তিক্ত ও কফনাশক দ্রব্য ভোজন করিলে ক্রিমির নাশ, আহারে রুচি ও অগ্নির সন্দীপ্তি হয়। বিড়ঙ্গের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে বিড়ঙ্গ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয় এবং ক্রিমিজনিত রোগ সকল প্রশমিত হইয়া থাকে। বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া লেহন করিলে ক্রিমি সকল মরিয়া যায়। পলাশ বীজের ক্বাথ অথবা তাহার কল্ক মধুর সহিত খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়। এক তোলা কমলাগুঁড়ি চূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে নিঃসংশয় উদরস্থ ক্রিমি সকল

পতিত হয়। বিড়ঙ্গ ইন্দ্রযব ও পলাশবীজ চূর্ণ করিয়া খাঁড়ের সহিত খাইলে ক্রিমি সকল মরিয়া যায়। নিম পাতার অথবা ধুতুরাপাতার রস মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্রিমি নাশ হয়। ধুতুরা পত্রের বা পানের রস পারদের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে যুকা বিনষ্ট হয়। ধুতুরাপত্রের কল্ক ও ধুতুরা পত্রের রস সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখিলে যুকা সকল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। পুরীষসম্ভূত ও কফ সঞ্জাত ক্রিমি সকলের এই চিকিৎসা উক্ত হইল। কুষ্ঠ চিকিৎসা দ্বারা রক্তজ ক্রিমি সমূহের সংহার করিবে। যে ব্যক্তি ক্রিমি নাশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার দুগ্ধ, মাংস, ঘৃত, দধি, পত্রশাক, বিশেষতঃ অম্ল ও মিষ্টরস পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য॥ ১৫—২৫

ইতি ক্রিমিরোগাধিকার।

পাণ্ডুকামলাহলীমকাধিকার।

পাণ্ডুরোগের সংখ্যা ও সন্নিকৃষ্ট কারণ—পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও মৃদ্ভক্ষণজ।

টীকা।—এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—মৃত্তিকাও বাতাদিদোষকে দূষিত করিয়া সেই দূষিত দোষ দ্বারাই পাণ্ডুরোগ জন্মাইয়া থাকে। অতএব মৃদ্ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগ দোষজ পাণ্ডুরোগ হইতে অভিন্নই, তবে কি প্রকারে উহা পঞ্চম পাণ্ডুরোগ বলিয়া স্বতন্ত্র পরিগণিত হইল? উত্তর—অপর কারণ কুপিত বাতাদি দোষ পাণ্ডু ভিন্ন অন্যান্য রোগও উৎপাদন করে, কিন্তু তাহারা মৃদ্ভক্ষণে কুপিত হইয়া অন্য কোন রোগ উৎপাদন না করিয়া কেবল মাত্র পাণ্ডুরোগই জন্মাইয়া থাকে, এই বিশেষ হেতু এবং চিকিৎসারও বিশেষ হেতু উহা পঞ্চম পাণ্ডুরোগ বলিয়া চরককর্তৃক স্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অপরকারণ কুপিত-দোষজাত-পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা দ্বারা মৃদ্ভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা হয় বলিয়া সুশ্রুত কর্ত্তৃক মৃত্তিকাজ পাণ্ডুরোগ পৃথক্ পঠিত হয় নাই॥ ১

পাণ্ডুরোগের বিপ্রকৃষ্টনিদান ও সম্প্রাপ্তি—ব্যায়াম, অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃদ্ভক্ষণ, দিবানিদ্রা ও তীক্ষ্ণদ্রব্য (মরিচ-রাইসর্ষপ প্রভৃতি) এই সকল বাহুল্যরূপে সেবন করিলে বাতাদি দোষত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বক্‌কে পাণ্ডুর করিয়া থাকে॥ ২

পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বরূপ—পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ত্বকের স্ফুটন (ফাটা ফাটা), ষ্ঠীবন (মুখ দিয়া থুথু নির্গম), শরীরের অবসাদ, মৃদ্ভক্ষণেচ্ছা, অক্ষিগোলকে শোথ, মলমূত্রের পীতবর্ণতা ও অপরিপাক এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৩

বাতজপাণ্ডুরোগের লক্ষণ—ইহাতে ত্বক্-মূত্র-নয়নাদির রুক্ষতা ও কৃষ্ণারুণবর্ণতা, কম্প, সূচী-বেধবদ্ বেদনা, আনাহ ও ভ্রমাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

টীকা। কৃষ্ণারুণাভতা পাণ্ডুত্বকে অতিক্রম করে না। অতএব সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে—"এই সকলেও পাণ্ডুভাব অধিক হয় বলিয়া ইহা পাণ্ডুরোগ।" "ভ্রমাদি" এস্থলে আদি শব্দে ভেদশূলাদিও বোদ্ধব্য॥ ৪

পৈত্তিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—এই রোগে রোগী অতি পীতাভ এবং তাহার মলমূত্র ত্বক্ ও নখ পীতবর্ণ হয়, দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও সদ্রবমলনির্গম হইয়া থাকে॥ ৫

শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—এই রোগে মুখ ও নাসিকা হইতে কফস্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের গুরুতা এবং ত্বক্ মূত্র নয়ন ও আননের শুক্লবর্ণতা হয়॥ ৬

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—পথ্যাপথ্য জ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বান্নভোজন করিলে অর্থাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপক অন্ন খাইলে বাতাদি তিন দোষই কুপিত হইয়া ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগে উক্ত ত্রিদোষলক্ষণই বিদ্যমান থাকে। ইহা অতি দুঃসহ॥ ৭

মৃদ্ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগের সম্প্রাপ্তি—মৃত্তিকা-ভোজন কারির—বায়ু, পিত্ত ও কফের অন্যতম দোষ কুপিত হয়। কষায়রস বিশিষ্ট মৃত্তিকা বায়ুকে, ঊষর মৃত্তিকা পিত্তকে, মধুররস মৃত্তিকা কফকে এবং রসাদি ধাতুসকলকেও কুপিত করে, রুক্ষতা গুণে ভুক্তদ্রব্যকেও রুক্ষ করিয়া থাকে, অবিপক্ব মৃত্তিকা স্রোতঃসকলকে পূর্ণ ও রুদ্ধ করে। ইন্দ্রিয়ের বল নাশ এবং

তেজ, বীর্য্য, ওজঃ, বল, বর্ণ ও অগ্নিনাশ করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৮—১০

মৃদ্‌ভক্ষণজ পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—মৃদ্‌ভক্ষণে যে পাণ্ডুরোগ জন্মে, তাহাতে তন্দ্রা, আলস্য, কাস, শ্বাস, শূল, সদা অরুচি, অক্ষিকূটে গণ্ডে ও ভ্রূতে শোথ এবং পাদে নাভিতে ও লিঙ্গে শোথ, কোষ্ঠে ক্রিমির উৎপত্তি এবং রক্ত-কফান্বিত মলের অতিনিঃসরণ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ১১। ১২

অসাধ্য পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—জ্বর, অরুচি, হৃল্লাস (বমন বেগ), বমি, তৃষ্ণা ও ক্লম, ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগে এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে এবং রোগী ক্ষীণ ও হতেন্দ্রিয় হইলে তাহা ত্যাজ্য। দীর্ঘকালজাত পাণ্ডুরোগ কালাধিক্যে খরীভূত (রুক্ষিত সর্ব্বধাতু) হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে। কালাধিক্যে যে পাণ্ডুরোগী শোথযুক্ত হয় অথবা সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দেখে, সে রোগীও অসাধ্য। যে পাণ্ডুরোগী বদ্ধ অল্পপরিমিত হরিতবর্ণ ও কফযুক্ত মল ত্যাগ করে, সেও ত্যাজ্য। পাণ্ডুরোগী যদি গ্লানিযুক্ত স্বেদ দ্বারা অতি দিগ্ধাঙ্গ (পাঠান্তর-শ্বেতবর্ণ দ্বারা লিপ্তাঙ্গবৎ) এবং বমি-মূর্চ্ছা ও পিপাসান্বিত হয়, তাহা হইলে সে রোগিকেও ত্যাগ করিবে। যে পাণ্ডুরোগির নখ ও দন্ত পাণ্ডুবর্ণ হয়, নেত্র পাণ্ডুবর্ণ হয়, যে রোগী পাণ্ডুসংঘাতদর্শী হয় (পীতবর্ণের রাশি দর্শন করে) সে রোগির মৃত্যু হয়। যে পাণ্ডুরোগির হাত পা ও মুখ শোথযুক্ত কিন্তু মধ্যদেহ ক্ষীণ, অথবা যাহার মধ্য দেহ শোথযুক্ত কিন্তু হস্ত-পদাদি ক্ষীণ, সে রোগী ত্যাজ্য। যে পাণ্ডুরোগির গুহ্যে মুখে লিঙ্গে ও কোষদ্বয়ে শোথ, যে গ্লানিপ্রাপ্ত ও অসংজ্ঞ-কল্প (মৃত সদৃশ) এবং যে রোগী অতিসার ও জ্বরে আক্রান্ত সে পাণ্ডুরোগিকে যশোলিপ্সু বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৩—১৭

পাণ্ডুরোগভেদ কামলার নিদান ও সম্প্রাপ্তি—যে পাণ্ডুরোগী বাহুল্যরূপে পিত্তকর-দ্রব্য সকল সেবন করে, তাহার কুপিত পিত্ত, রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলারোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

টীকা। অতিশয় পিত্তজনক দ্রব্য সেবন দ্বারা পাণ্ডুরোগিরই যে কামলা হয়, ইহাই নিয়ম নয়, কারণ কামলা স্বতন্ত্রও হইয়া থাকে। যেমন কাস উপেক্ষিত হইলে রাজযক্ষ্মা হয়, ইহা নিয়ম নয়, রাজযক্ষ্মা স্বতন্ত্রও জন্মিয়া থাকে, ইহাও তদ্বৎ জানিবে ॥ ১৮

কামলার লক্ষণ—এই রোগে রোগির নেত্র ত্বক্ নখ ও আনন অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ, মল ও মূত্র পীত বা রক্তবর্ণ, শরীর বর্ষাকালের ভেকের ন্যায় পীতবর্ণ হয়। এবং ইন্দ্রিয়শক্তিনাশ, দাহ, অপরিপাক, দৌর্ব্বল্য, অবসাদ ও অরুচি হইয়া থাকে ॥ ১৯

কামলার ভেদ—(কুম্ভকামলা সঞ্চিত বহুপিত্ত হইতে কামলার উৎপত্তি হয়। ইহা দুইপ্রকার, একপ্রকার কোষ্ঠাশ্রয়া, অন্যপ্রকার রক্তাদিধাত্বাশ্রয়া।

কামলা রোগ দীর্ঘকালে খরীভূত হইয়া কুম্ভকামলারূপে পরিণত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাধি ॥ ২০

কুম্ভকামলার অরিষ্ট লক্ষণ—বমি, অরুচি, বমনবেগ, জ্বর, দোষজগ্লানি, শ্বাস, কাস ও মলভেদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগির মৃত্যু হয় ॥ ২১

উভয়প্রকার কামলার অরিষ্ট লক্ষণ—কামলারোগে রোগির যদি অত্যন্ত শোথ উপস্থিত হয়, মল ও মূত্র কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ হয় অথবা নেত্র মুখ বমি মল ও মূত্র সরক্ত হয়, রোগী যদি মূর্চ্ছা যায়, এবং তাহার যদি দাহ, অরুচি, তৃষ্ণা, আনাহ, তন্দ্রা, মোহ এবং সংজ্ঞা ও অগ্নির নাশ হয়, তাহা হইলে সে রোগির মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে ॥ ২২। ২৩

পাণ্ডুরোগেরই ভেদ হলীমকলক্ষণ—যখন পাণ্ডুরোগির বর্ণ হরিত শ্যাব বা পীত হয় এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, স্ত্রীতে হর্ষাভাব, অঙ্গমর্দ্দন (গাত্র কুট্টন), শ্বাস, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন সেই পাণ্ডুরোগ হলীমক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা বায়ু ও পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ২৪। ২৫

পাণ্ডুরোগচিকিৎসা—লৌহচূর্ণ সাতদিন গোমূত্রে ভাবিত করিয়া তাহা দুগ্ধ সহ পান করিলে পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়। মণ্ডুর চূর্ণ গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া গুড়ের সহিত খাইলে পাণ্ডুরোগ ও দারুণ পংক্তিশূল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মণ্ডুর বারংবার অগ্নিতে সন্তপ্ত ও গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া তাহার চূর্ণ মধু ঘৃত সংযোগে লেহন করিলে পাণ্ডুরোগী সুখী হয় ॥ ২৬—২৮

পুনর্নবাদি মণ্ডুর—শ্বেত পুনর্নবা, তেউড়ী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, দন্তী, চই, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল, মুতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কৃষ্ণজীরা, যমানী ও কট্‌ফল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল ; চূর্ণ সমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর চূর্ণ ; আটগুণ গোমূত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে গুড় মিশাইয়া বটক সকল প্রস্তুত করিবে। এই বটক তক্রে আলোড়িত করিয়া খাইবে। পুনর্নবাদি মণ্ডুর বটক অশ্বিনীদ্বয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা দ্বারা পাণ্ডুরোগ, কামলা, হলীমক, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, জ্বর, শোথ, উদর, শূল, প্লীহা, আধ্মান, অর্শঃ, গ্রহণী, কৃমি, বাতরক্ত ও কুষ্ঠ আশু বিনষ্ট হয় ॥ ২৯—৩৩

নবায়সচূর্ণ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ ও চিতা, প্রত্যেকে সমান ভাগ, লৌহ নয়ভাগ, এই সকল চূর্ণ একীকৃত করিয়া ঘৃত মধুর সহিত, বা

তক্রের সহিত, অথবা গোমূত্রের সহিত পান করিবে। মাত্রা—অষ্টাদশ রতি পর্য্যন্ত। ইহা, সেবনে পাণ্ডু-রোগ, শোথ, হৃদ্রোগ, উদর, কৃমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর, অগ্নি-মান্দ্য, অর্শঃ ও অরুচি বিনষ্ট হয়। কফবহুল রোগী এই ঔষধ আদার রসের সহিতও লেহন করিবে।

টীকা। নবায়সচূর্ণ নয় রতি পরিমিত ভক্ষণীয়। যেহেতু রসপ্রদীপে উক্ত আছে—"এক কুঁচ (রতি) হইতে আরম্ভ করিয়া দোষ ও অগ্নি বলানুসারে নয় রতি পর্য্যন্ত সেবন করিবে।" এই উক্তি থাকায় এস্থলে বুঝিতে হইবে যে—ত্রিকটু চূর্ণাদি সহিত দুই রতি পরিমিত চূর্ণ প্রথম দিনে খাইবে এবং তৎপরে প্রতিদিন দুই দুই রতি করিয়া বাড়াইবে। যত দিন না ত্রিকটু চূর্ণাদি সহিত অষ্টাদশ রতি হয়, ততদিন বাড়াইতে হইবে॥ ৩৪—৩৭

কামলাচিকিৎসা—ত্রিফলার বা গুলঞ্চের বা দারুহরিদ্রার অথবা নিমের ক্বাথ শীতলীকৃত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কামলা বিনষ্ট হয়। ঘলঘসিয়ার অঞ্জন কামলারোগির হিতকর। গুলঞ্চের পত্র বাটিয়া তাহা তক্রের সহিত কামলা রোগিকে খাইতে দিবে। আমলকী চূর্ণ, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটুচূর্ণ ও হরিদ্রাচূর্ণ একত্র ঘৃত মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে উগ্র কামলাও আশু নিবারিত হয়। কামলাবিধি কুম্ভকামলাতেও হিতকর। কুম্ভকামলা রোগী গোমূত্রের সহিত শিলাজতু পান করিবে। মণ্ডুর ক্রমান্বয়ে আটবার বহেড়া কাষ্ঠের অগ্নিতে পোড়াইয়া ও প্রত্যেকবার গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে অচিরে কুম্ভকামলা ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। ঘৃতকুমারীর রসের নস্য লইলে কামলা দূরীভূত হয়॥ ৩৮—৪২

হলীমকচিকিৎসা—মারিতলৌহচূর্ণ মুতা চূর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া খদিরের ক্বাথের সহিত পান করিলে হলীমক নিবারিত হয়। চিনি, তিল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের চূর্ণ ও লৌহ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুসহ লেহন করিলে হলীমক নিবারিত হয়॥ ৪৩। ৪৪

অমৃতলতাদিঘৃত—মাহিষ ঘৃত ৴৪ সের; গুলঞ্চের ক্বাথ ১৬ সের; গুলঞ্চের কল্ক ১ সের; মাহিষদুগ্ধ ১৬ সের; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত হলীমক রোগিকে পান করিতে দিবে। মধুর এবং বাত পিত্তহর অন্নপান দ্বারা হলীমক রোগের প্রশম করিবে। কামলা ও পাণ্ডুরোগোক্ত ক্রিয়া সকল হলীমক রোগে প্রয়োগ করিবে॥ ৪৫। ৪৬

পাণ্ডুরোগ-কামলা ও হলীমক রোগের সামান্যচিকিৎসা—ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, চিরতা ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে হলীমক পাণ্ডু ও কামলা রোগ নিবারিত হয়॥ ৪৭

ত্র্যূষণাদি মণ্ডুরবটিকা—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতা, দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক, স্বর্ণ-মাক্ষিক, পিপুলমূল ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ দুই দুই পল, অঞ্জনসন্নিভ শুদ্ধ মণ্ডুর চূর্ণ(সকল চূর্ণের) দ্বিগুণ; প্রথমে আটগুণ গোমূত্রে মণ্ডুর চূর্ণ পাক করিয়া আসন্নপাকে তাহাতে ত্রিকটু চূর্ণাদি প্রক্ষেপ করিয়া পাক সমাপন করিবে। এবং তাহাতে ডুমুরের সমান বটক সকল প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ঐ বটক তক্রের সহিত সেবন করিতে দিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে সাত্ম্যভোজন ব্যবস্থা করিবে মণ্ডুরবটিকা পাণ্ডুরোগিগণের প্রাণপ্রদ। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, জঠর, শোথ, উরুস্তম্ভ, কফজরোগ, অর্শঃ, কামলা, মেহ ও প্লীহা প্রশমিত হয়॥ ৪৮—৫২

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ—চিরতা, দেবদারু, দারু-হরিদ্রা, মুতা, গুলঞ্চ, কট্‌কী, পল্‌তা, দুরালভা, ক্ষেত-পাপ্‌ড়া, নিমছাল, ত্রিকটু, চিতা, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ ফল এই অষ্টাদশ দ্রব্যের চূর্ণ সমান সমান মাত্রায় লইবে এবং সর্ব্বচূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ লইয়া তাহাতে মিশা-ইবে। সেই মিশ্রিত চূর্ণ, ঘৃত মধুতে মর্দ্দিত করিয়া তাহাতে বটিকা প্রস্তুত করিবে। তক্রের সহিত ইহা সেব্য। এই লৌহ সেবনে পাণ্ডু, হলীমক, শোথ, প্রমেহ, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, বাগ্‌রোধ, আমবাত, ব্রণ, গুল্ম, কফবিদ্রধি, শ্বিত্র ও কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়॥ ৫৩—৫৫

পাণ্ডু কামলা ও হলীমক রোগে যব-গোধূম-শালি-অন্ন, হিতকর-জাঙ্গলমাংসরস, এবং মুগ অড়হর ও মসূর যূষ সহ ভোজন ব্যবস্থা করিবে॥ ৫৬

ইতি পাণ্ডুরোগ-কামলা-হলীমকাধিকার।

রক্তপিত্তাধিকার।

রক্তপিত্তের নিদান সম্প্রাপ্তি ও মার্গ—আতপ, ব্যায়াম, শোক, পথপর্য্যটন, মৈথুন, এবং তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-ক্ষার-লবণ-অম্ল ও কটু এই সমস্ত অতিসেবিত হইলে পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া স্বগুণে (নিজ তীক্ষ্ণোষ্ণ পূতিত্বাদি গুণে) রক্তকে আশু দূষিত করিয়া ফেলে। অনন্তর সেই পিত্তদুষ্ট-রক্ত উর্দ্ধমার্গ দ্বারা অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও মুখ মার্গ দ্বারা অথবা অধোমার্গ দ্বারা অর্থাৎ লিঙ্গ যোনি ও গুহ্য মার্গ দ্বারা কিংবা উর্দ্ধাধঃ উভয় মার্গ দ্বারাই বহির্গত হইয়া থাকে। অতি কুপিত হইলে সমস্ত রোমকূপ দিয়াও নির্গত হয়।

টীকা। "তীক্ষ্ণ" মরিচাদি। "উষ্ণ"—অগ্নি-তাপাদি। "ক্ষার"—যবক্ষারাদি। "বিদগ্ধ"—দূষিত। "স্বগুণে"—স্বকারণ গুণে অর্থাৎ তীক্ষ্ণো-ষ্ণাদি নিজ কারণগুণে। গুণশব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হওয়ায় তীক্ষ্ণ-অম্ল-লবণ-কটু-উষ্ণ ও ঘর্ম্মাদি গ্রাহ্য।" "বিদগ্ধ করে"—দূষিত করে। রক্তপিত্তের সামান্য লক্ষণ—উর্দ্ধাদি মার্গে রক্তের নির্গম। এস্থলে রক্তকে উপলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ কেবল রক্তের নির্গম না বুঝিয়া রক্তসংসৃষ্ট পিত্তেরও নির্গম বুঝিবে। এই জন্যই সুশ্রুতঋষি রক্তপিত্ত পদে দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া-ছেন। কিন্তু চরক ঋষি কর্ত্তৃক কর্ম্মধারয় সমাসে রক্ত পিত্তের নিরুক্তি উক্ত হইয়াছে, যথা রক্ত অর্থাৎ রাগ-পরিপ্রাপ্ত পিত্ত, রক্তপিত্ত ইতি কর্ম্মধারয়। যাহাহউক সংযোগ দূষণ এবং গন্ধ বর্ণের সামান্য এই কারণত্রয়ে উভয়ত্রই দোষ ঘটে নাই। রক্তপিত্ত রোগে রক্তও নির্গত হয় এবং তৎসহচর হইয়া পিত্তও নির্গত হয়, সুতরাং দ্বন্দ্ব সমাসে কোন দোষ হয় নাই। আর পিত্তও রাগ পরিপ্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ রক্তবৎ লোহিত বর্ণ ও গন্ধবিশিষ্ট হইয়া বহির্গত হয়, সুতরাং কর্ম্মধারয় সমাসেও কোন দোষ ঘটে নাই॥ ১—৩

রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপ—এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অবসন্নতা, শীতলাভিলাষ, কণ্ঠধূমায়ন (কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমবৎ প্রত্যয়) বমি ও লৌহগন্ধি নিশ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৪

বিশিষ্টরূপ—রক্তপিত্ত কফান্বিত হইলে ঘন ঈষৎপাণ্ডুবর্ণ, ঈষৎ স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল হয়। রক্তপিত্ত বাতান্বিত হইলে শ্যাব বা অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, পাতলা ও রুক্ষ হয়। পিত্তোল্বণ হইলে কষায়াভ (বটপত্রাদির ক্বাথবৎ বর্ণ), কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রাভ, চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ বা আগারধূমবদ্বর্ণ (ঝুলবৎ) অথবা সৌবীরাঞ্জন সদৃশ-বর্ণ হয়॥ ৫। ৬

সংসর্গবিশেষে মার্গভেদ—শ্লেষ্মাদি দোষ-ভেদে রক্তপিত্তের যে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ উক্ত হইল, তাহাদের দুই প্রকারের লক্ষণ একত্র সংঘটিত হইলে দ্বন্দ্বজ এবং তিন প্রকারেরই লক্ষণ মিলিত হইলে সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত বলিয়া জানিবে। কফসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত উর্দ্ধমার্গগামী, বাতানুগ রক্তপিত্ত অধোমার্গ-নিঃসারী এবং বাতশ্লেষ্মসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত উর্দ্ধাধঃ উভয়মার্গগামী হইয়া থাকে॥ ৭

রক্তপিত্তের উপদ্রব—দৌর্ব্বল্য, কাস, শ্বাস, জ্বর, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তে ঘোর বিদাহ, সদা অধৈর্য্য, হৃদয়ে অতুল্য পীড়া, তৃষ্ণা, মলভেদ, মস্তকে সন্তাপ, দুর্গন্ধ নিষ্ঠীবন (পচা গন্ধের নির্গম), আহারে দ্বেষ ও আহারাপরিপাক, এই গুলি এবং বক্ষ্যমাণ মাংসপ্রক্ষালন জলসদৃশ বর্ণাদি যাবতীয় রক্তবিকৃতি রক্তপিত্তের উপসর্গ জানিবে॥ ৮

সাধ্যত্বাদিক—একদোষানুগ রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষ রক্তপিত্ত যাপ্য, ত্রিদোষ রক্তপিত্ত অসাধ্য। আর মন্দাগ্নি পীড়িত ব্যক্তির, নানা ব্যাধি দ্বারা ক্ষীণ দেহ ব্যক্তির, বৃদ্ধব্যক্তির ও আহারশক্তিহীন ব্যক্তির অতি বেগবান্ রক্তপিত্ত অসাধ্য। উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য, অধোগ রক্তপিত্ত যাপ্য এবং উর্দ্ধাধঃ উভয়মার্গ প্রবৃত্ত রক্তপিত্ত অসাধ্য॥ ৯। ১০

সাধ্য-রক্তপিত্ত—রোগির যদি বল থাকে, এবং রক্তপিত্তরোগ যদি অল্পকালজাত, অল্পবেগ বিশিষ্ট, নিরুপদ্রব (দৌর্ব্বল্যাদি উপদ্রব রহিত) ও একমার্গ অর্থাৎ কেবল উর্দ্ধমার্গগামী হয়, এবং কালও যদি উপযুক্ত অর্থাৎ হিম বা শিশির-ঋতু হয়, তাহা হইলে সে রক্তপিত্ত সাধ্য জানিবে॥ ১১

অসাধ্য রক্তপিত্ত—রক্তপিত্তরোগে রক্ত যদি মাংসপ্রক্ষালন জল সদৃশ বা পচা দুর্গন্ধযুক্ত, কিংবা কর্দ্দমাক্ত জলবৎ অথবা মেদঃ-পূয-রক্ততুল্য বা যকৃৎ খণ্ড সদৃশ, বা পাকা জামের ন্যায় স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ, কিংবা কৃষ্ণ নীল বা ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণ বিশিষ্ট ও শব-দুর্গন্ধি হয়, কিংবা যদি দৌর্ব্বল্য শ্বাস কাসাদি উপদ্রব সমূহ ঘটে, তাহা হইলে রোগ অসাধ্য জানিবে।

যে রক্তপিত্ত দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রোগী ঘটপটাদি দৃশ্য পদার্থ সকলকে অথবা অদৃশ্যপদার্থ আকাশকেও রক্তবর্ণ দর্শন করে, সে রক্তপিত্ত নিশ্চয় অসাধ্য॥১২।১৩

অরিষ্ট লক্ষণ—যে রক্তপিত্তরোগী বারংবার রক্তবমন করে, কিংবা আপন উদ্গারকে লালবর্ণ দেখে ও যাহার চক্ষু লালবর্ণ হয় তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। (ব্যাধি মাহাত্ম্যে রোগী আপন উদ্গারকেও লোহিত বর্ণ দর্শন করে, বাস্তবিক উদ্গার লোহিতবর্ণ নহে)॥ ১৪

রক্তপিত্তের চিকিৎসা—রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে রক্তকে প্রথমেই বন্ধ করিবে না। কারণ—দুষ্টরক্ত বন্ধ হইলে হৃদ্‌গ্রহ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণী-রোগ, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বরাদি উপস্থিত হইতে পারে। রক্তপিত্ত রোগিকে শালি, ষষ্টিক, নীবার (তৃণধান্য), কোদধান্য, প্রসাধিকা, শ্যামাধান্য ও প্রিয়ঙ্গু (কঙ্গুধান্য) ইহাদের অন্ন খাইতে দিবে। মসুর, মুগ, ছোলা, বনমুগ ও অড়হর ইহাদের ডাইল ব্যবস্থা করিবে। অম্লার্থ—দাড়িম, আমলকী খাইতে দিবে। রোগির যদি শাক সাত্ম্য হয়, তাহা হইলে শাকার্থ—পটোল, নিমপত্র, বটপত্র, পাকুড়পত্র, অম্লবেতস পত্র ও নটেশাক প্রভৃতি খাইতে দিবে। মাংসার্থ—পারাবত, কপোত, লাব, রক্তাক্ষ-বর্ত্তক, শশ, কপিঞ্জল, এণ, হরিণ, কালপুচ্ছক, ইহাদের মাংসের রস প্রয়োগ করিবে। কারণ এই সকলের মাংস রক্তপিত্ত নাশক। ঐ মাংসরস দাড়িমাদির রসে ঈষদম্লীকৃত করিয়া অথবা অনম্লই ঘৃতে সন্তলন করিয়া এবং তাহাতে সৈন্ধব মিশাইয়া খাইতে দিবে। কফানুগ রক্তপিত্তে যূষ ও শাক এবং বাতানুগ রক্তপিত্তে মাংসরস পথ্য। মটরের যূষ ও চিনিসংযুক্ত যবের ছাতুও হিতকর॥ ১৫—২১

ধান্যকাদি হিম—ধনে, আমলকী, বাসক, দ্রাক্ষা ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের হিমকষায় পান করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও শোষ নষ্ট হয়।

বালা, উৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণামূল ও তেউড়ী ইহাদের ক্বাথে মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত সদ্যঃ বিনষ্ট হয়।

পদ্ম ও উৎপলের কিঞ্জল্ক (কেশর), চাকুলে ও প্রিয়ঙ্গু, জলে সিদ্ধ করিয়া রক্তপিত্ত রোগিকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা উগ্র রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়।

বাসকপত্রের রসে অথবা তাহার ক্বাথে মধু ও চিনিসংযুক্ত করিয়া পান করিলে সুদারুণ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

বাসকপত্র পেষণ করিয়া তাহা পুটপাক করিবে। পরে তাহা হইতে রস গালিত করিয়া শীতলাবস্থায় সেই রসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাদ্বারা রক্তপিত্ত, কাস, জ্বর ও ক্ষয় বিনষ্ট হয়।

উৎপল, কুমুদ, পদ্ম, কহ্লার, রক্তোৎপল ও যষ্টিমধু ইহারা রক্তপিত্ত তৃষ্ণা ও বমনহরগণ।

রোগির যদি বাঁচিবার আশা থাকে, তাহা হইলে বাসক বিদ্যমান থাকিতে রক্তপিত্তরোগী ক্ষয়রোগী ও কাসরোগী কেন অবসন্ন হইবে?

এই বচনের ভাবার্থ, এই—রক্তপিত্ত ক্ষয় ও কাস রোগনাশে বাসক একটি মহৌষধ।

বাসকছাল মৃদ্বীকা (কিস্‌মিস্) ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকলপ্রকার শ্বাস ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়॥ ২২—৩০

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত—ছাগ ঘৃত চারিসের; কল্কার্থ—দূর্ব্বা, উৎপলকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, গোরক্ষ-চাকুলে, রক্তচন্দন, বেণামূল, মুতা, শ্বেতচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, প্রত্যেক এক কর্ষ (দুইতোলা), তণ্ডুল ধৌত জল ষোলসের এবং ছাগদুগ্ধ ষোলসের; যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃতপান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়; ইহার নস্য লইলে নাসিকার রক্তনির্গম বন্ধ হয়, কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের রক্তস্রাব রোধ হয়, নেত্রে পূরণ করিলে নেত্র দিয়া রক্তপড়া বন্ধ হয়; ইহার বস্তি প্রয়োগ করিলে লিঙ্গের ও গুহ্যমার্গের রক্তনিস্রাব প্রশমিত হয়, এই ঘৃত গাত্রে মর্দ্দন করিলে রোমকূপ প্রবৃত্ত রক্ত রুদ্ধ হয়। সকল প্রকার রক্তপিত্তে এই দূর্ব্বাদ্য ঘৃত শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ৩১—৩৫

কিস্‌মিস, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তাহাতে মধু ও বাসকের রস মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে নাসিকা-মুখ ও গুহ্যদ্বারের রক্ত-স্রাব এবং যোনিমেঢ্রাদি প্রবৃত্ত রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। ইহা সিদ্ধ ঔষধ। শস্ত্রাঘাতের রক্তবন্ধ না হইয়া বেগে নির্গত হইতে থাকিলে এই চূর্ণদ্বারা ক্ষতস্থান অবচূর্ণিত করিলে রক্তবন্ধ হইয়া যায়।

ইক্ষুর মধ্যকাণ্ড, নীলোৎপল ও নীলোৎপলকন্দ, পদ্মকেশর, শিমুলমূল, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বটাঙ্কুর ও বটের ঝুরি, দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুর, প্রত্যেক সমভাগ। ইহাদের কষায় একরাত্রি বাসি করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে রক্তপিত্ত ও প্রমেহ শীঘ্র নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষার সহিত বা প্রিয়ঙ্গুর সহিত বা পিয়াল ফলের সহিত বা যষ্টিমধুর সহিত অথবা গোক্ষুরের সহিত কিংবা শতমূলীর সহিত যথাবিধি দুগ্ধপাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

পক্ব যজ্ঞডুমুর, পাকা গাম্ভারীফল, হরীতকী, খর্জ্জুর ও আঙ্গুর ইহাদের প্রত্যেকটী মধুর সহিত লেহন করিলে রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

অধিক মাত্রায় রক্তনিস্রুত হইলে মধুসংযুক্ত করিয়া ছাগলের টাট্‌কা রক্ত পান করিবে, অথবা ছাগলের যকৃৎ কিংবা পিত্ত সমন্বিত মাংস খাইবে।

ঘৃতভৃষ্ট আমলকী জলে বা কাঁজীতে বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, সেতু যেমন জলবেগ রোধ করে, আমলকীর প্রলেপও সেইরূপ নাসাপ্রবৃত্ত রক্ত বন্ধ করিয়া থাকে। নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে শীতল জলে চিনি মিশাইয়া তাহা মুখদ্বারা বা নাসিকা দ্বারা আশু পান করিবে। অথবা চিনিসংযুক্ত দ্রাক্ষারস বা দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত কিংবা ইক্ষুরস পান করিবে। দাড়িম্ব ফুলের রস, দূর্ব্বার রস, আম্র কেশীর রস বা পলাণ্ডুর রস নস্যার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদের মধ্যে নাসিকাস্রাবি-রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে॥ ৩৬—৪৭

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ—বৃহদাকার পুরাণ পীন-কুষ্মাণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহার বীজাধার, বীজ, ত্বক্ এবং শিরা সকল ফেলিয়া দিয়া শস্য এক তুলা পরিমাণে (১২॥০ সের) লইবে। পরে তাহা দুই তুলা (২৫ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া এক তুলা জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এবং শীতল হইলে কুষ্মাণ্ডখণ্ড সকল একখান দৃঢ়বস্ত্রে নিষ্পীড়িত করিবে। তদনন্তর সেই জল কুষ্মাণ্ড পাকের জন্য যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিবে এবং কুষ্মাণ্ড শস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে একখান তাম্র কটাহে ⁄৪ সের গব্যঘৃত নিক্ষেপ করিয়া সেই ঘৃতে কুষ্মাণ্ডশস্য ভর্জ্জন করিবে। যখন দেখিবে—তাহা মধুবর্ণ হইয়াছে, তখন তাহাতে সেই পূর্ব্বরক্ষিত জল নিক্ষেপ করিবে। এবং ১ তুলা (১২॥০ সের) চিনি দিয়া লেহবৎ পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে পিপুল শুঁঠ ও জীরা প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, এবং ধনে তেজপত্র, এলাচ, দারুচিনি ও মরিচ প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধ পল প্রক্ষেপ করিবে। পাক শেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে ঘৃতের অর্দ্ধ অর্থাৎ ⁄২ সের মধু মিশাইবে। ইহা এক পল পরিমাণে অথবা অগ্নিবল অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। এই খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ সেবনে রক্ত-পিত্ত নাশ হয় এবং পিত্তজ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, প্রদর, কৃশতা, বমি, কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, স্বরভেদ, ক্ষত, ক্ষয় ও বৃদ্ধি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বৃংহণ ও বল-বর্দ্ধক॥ ৪৮—৫৬

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ—দৃঢ়-পীন-পুরাণ-কুষ্মাণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহার বীজাধার বীজ ত্বক ও শিরা সকল ফেলিয়া দিয়া এবং তাহা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া ১ তুলা (১২॥০ সের) পরিমাণে লইবে। পরে এক তুলা গোদুগ্ধে মৃদু অগ্নিতে তাহা ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাককালে তাহাতে চিনি দেড় তুলা, গব্য ঘৃত চারিসের, মধু দুই সের, নারিকেল শস্য এক কুড়ব (অর্দ্ধ সের), পিয়াল ফলের মজ্জা দুই পল এবং তিখুরী এক পল নিক্ষেপ করিয়া, লেহবৎ যথাবিধি পাক করিবে। পাক সম্যক্ সম্পন্ন হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহাতে শুলফা চূর্ণ ২ তোলা এবং ক্ষীরী (দুগ্ধ ফেনিকা ক্ষুপ), যমানী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া, হরীতকী, আলকুশীবীজ ও গুড়-ত্বক্ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি তোলা; ধনে, পিপুল, মুতা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, গোরক্ষ-চাকুলে, বালা, তেজপত্র, শটী, জাতীফল, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, শিঙ্গেড়া (পানিফল) ও ক্ষেতপাপ্‌ড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক পল; রক্ত-চন্দন, শুঁঠ, আমলকী ও কেশুর এই চারিটির প্রত্যেকের চূর্ণ দশ তোলা; বেণামূলের মসণের ও মরিচের চূর্ণ দুই দুই পল নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এই কুষ্মাণ্ডাবলেহ এক পল মাত্রায়, অথবা অগ্নিবলানুরূপ উপযুক্ত মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। ইহা ভক্ষণে রক্তপিত্ত, শীতপিত্ত, অম্লপিত্ত, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, তৃষ্ণা, প্রদর, রক্তার্শঃ, বমি, পাণ্ডু, কামলা, উপদংশ, বীসর্প, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। এই লেহ পরমবৃষ্য, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক। ইহা নূতন মৃন্ময় পাত্রে যত্নপূর্ব্বক রাখিবে॥ ৫৭—৭০

খণ্ডকুষ্মাণ্ড—পুরাণ কুষ্মাণ্ডের স্বরস একশত পল, গোদুগ্ধ এক শত পল, আমলকী চূর্ণ আটপল এই সকল দ্রব্য মৃদুঅগ্নিতে পাক করিয়া পিণ্ডবৎ করিবে। এবং তাহাতে আট পল চিনি নিক্ষেপ করিবে। পাক সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া অর্দ্ধপল পরিমাণে (বা অগ্নি-বলানুরূপ মাত্রায়) লেহন করিবে। এই খণ্ডকুষ্মাণ্ড প্রতিদিন খাইলে রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ও কামলা প্রশমিত হয়॥ ৭১—৭৩

খণ্ডকাদ্য লৌহ—শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসক ছাল, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, বীজ রহিত ত্রিফলা, বামুনহাটী ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) প্রত্যেক দ্রব্য পাঁচপল করিয়া লইয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ (৮ সের) জল থাকিতে নামাইবে। এবং মনঃশিলা বা স্বর্ণমাক্ষিক যোগে রুদ্ধ লৌহ জারিত করিয়া তাহার চূর্ণ ১২ পল, গব্যঘৃত ১৬ পল ও চিনি ১২ পল, সেই ক্বাথে নিক্ষেপ করিয়া একখান তাম্রকটাহে তাহা গুড়পাক বিধানে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে নামাইবে এবং তাহাতে মধু দুই সের, উৎকৃষ্ট শিলাজতু দুই সের, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, শ্বেতজীরা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, ত্রিফলা, ধনে, তেজপত্র, পিপুল, মরিচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল নিক্ষেপ করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহা একটি ঘৃত ভাবিত ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে।

(ঔষধ শীতল হইলে মধু দুইসের মিশাইতে হইবে) ঔষধ সেবনের মাত্রা ২ তোলা পর্য্যন্ত, অনুপান গব্য দুগ্ধ। মাংসরস, দুগ্ধ, গুরু ও বৃষ্য অন্ন পান, স্নিগ্ধ মাংসাদি এবং বৃংহণ ভোজ্য পথ্য। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, পার্শ্বশূল, বাতরক্ত, প্রমেহ, শীত-পিত্ত, বমি, ক্লম, শোথ, পাণ্ডুরোগ কুষ্ঠ, প্লীহোদর, আনাহ, মূত্রসংস্রাব ও অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়। ইহা চক্ষুষ্য, বৃংহণ, বৃষ্য, মঙ্গল, প্রীতিবর্দ্ধন, আরোগ্য-জনক, পুত্রপ্রদ, কামাগ্নিবলবর্দ্ধক, শ্রীকর ও শরীরের লাঘব সাধক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। খণ্ডকাদ্য লৌহ সেবনকারিকে ছাগ, পারাবত, তিত্তিরি, ক্রকর, শশ, কুরঙ্গ ও কৃষ্ণসার, ইহাদের মাংস খাইতে দিবে। নারিকেল জলপান, শুষুণিশাক, বেতোশাক, শুষ্ক মূলা, জীবন্তীশাক, পটোল, বৃহতীফল, বেগুন, পক্ক আম্র, খর্জ্জুর ও মিষ্ট দাড়িম, খণ্ডকাদ্য সেবির হিত-কর পথ্য। যে সকল দ্রব্যের নামের আদিতে "ক" অক্ষর আছে, তৎসমস্ত দ্রব্য এবং আনূপমাংস, খণ্ড-কাদ্যসেবনকারির বিশেষরূপে বর্জ্জনীয়।

অন্যান্য লৌহে যেমন পুটনাদি ক্রিয়া করিতে হয়, এই লৌহেও তাহা করিবে, কেবল স্বর্ণমাক্ষিক ও শিলাজতু দ্বারা ইহার মারণ করিতে হইবে না।

টীকা। ককারপূর্ব্বক নাম, যথা—কটুক, কাল-শাক, কুষ্মাণ্ড, কর্কটী, কর্কোটক, কলিঙ্গ, কর্কন্ধু, করমর্দ্দক, করীর, কতক, কশেরু, কাঞ্জিক ইত্যাদি বর্জ্জনীয়॥ ৭৪—৮৮

শতাবরী পাক—শতমূলীমূলের কল্ক একভাগ, দুগ্ধ চারিভাগ, গব্যঘৃত চারিভাগ, এবং চিনি একভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিবে। এবং ঘৃতাবশেষ থাকিতে নামাইবে। এই শতাবরী পাক অর্দ্ধপল পরিমাণে (বা অগ্নিবলানুরূপ উপযুক্ত মাত্রায়) সেবন করিলে রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, ক্ষয় ও শ্বাস প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৮৯। ৯০

ইতি রক্তপিত্তাধিকার।

অম্লপিত্তাধিকার।

অম্লপিত্তের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—ক্ষীরমৎ-স্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, দুষ্টঅন্ন (ব্যাপন্ন অন্ন) ভোজন, অম্লবিদাহিদ্রব্য ভোজন (যে দ্রব্য অম্লরসে বিপাক হয়) এবং পিত্তপ্রকোপি-পান (তক্রসুরাদি) ও পিত্তপ্রকোপি-অন্ন (মাষাদি) এই সকল কারণে পূর্ব্বের স্বহেতু সঞ্চিত পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া (অম্লরসতা প্রাপ্ত হইয়া) অম্লপিত্তরোগরূপে পরিণত হয়॥ ১

অম্লপিত্তের লক্ষণ—এই রোগে ভুক্তান্নের অপরিপাক, ক্লম, বমনবেগ, তিক্ত ও অম্ল উদ্গার, দেহের গুরুতা, হৃদয় ও কণ্ঠের জ্বালা এবং অরুচি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। অম্লপিত্ত দ্বিবিধ—ঊর্দ্ধগ ও অধোগ॥ ২

ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তের লক্ষণ—ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে হরিৎ পীত নীল কৃষ্ণ আরক্ত বা রক্তবর্ণ এবং অতীব নির্ম্মল বা মৎস্যধাবনজলাভ (অর্থাৎ কৃষ্ণলোহিত), অতিপিচ্ছিল, কফসংসৃষ্ট এবং লবণ কটুতিক্তাদি বিবিধ রসবিশিষ্ট বমন হইয়া থাকে॥ ৩

অধোগ অম্লপিত্তের লক্ষণ—অধোগ অম্ল-পিত্তে হরিৎপীতাদিবিবিধবর্ণবিশিষ্ট দুর্গন্ধ মলভেদ হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা (সর্ব্বথাজ্ঞানশূন্যতা), ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন), মোহ (বিপরীত জ্ঞান), কদাচিৎ বা হৃল্লাস (বমনবেগ), কোঠোৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্মোদ্গম এবং অঙ্গের পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৪

অম্লপিত্তের অবস্থাবিশেষ—অম্লপিত্তরোগে কখন বা ভুক্তান্ন বিদগ্ধ হইলে তিক্তাম্ল বমি হয়, কখন বা অভুক্তাবস্থাতেও তিক্তাম্ল বমি হয়, এইরূপ কখন বা কণ্ঠ হৃদয় ও কুক্ষিদাহ, উদ্গারএবং শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, হাত পায়ের জ্বালা, দেহের উষ্ণতা, অতীব অরুচি ও পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর হয়, তথা কণ্ডূ-মণ্ডল-পিড়কাশতব্যাপ্ত দেহে রোগ নিচয় (অন্নবিপাক ক্লমাদি) জন্মে॥ ৫। ৬

অম্লপিত্তে দোষসংসর্গ—অম্লপিত্ত বাতাত্মক বাতকফাত্মক ও কফাত্মক এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ভিষক্ দোষলক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রোগের

দোষাবধারণ করিবেন। কারণ—অধোগ অম্লপিত্তকে অতিসার এবং ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তকে বমন রোগ বলিয়া চিকিৎসকের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে ॥ ৭

দোষভেদে লক্ষণভেদ—বাতাত্মক অম্লপিত্তে কম্প, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, গাত্রচিমিচিমিকরণ ও গাত্রাবসাদ, শূলবদ্ বেদনা, অন্ধকারদর্শন, ভ্রম (বিপরীত জ্ঞান), প্রমোহ (মনোমোহ) ও রোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ দর্শন করা যায়।

কফাত্মক অম্লপিত্তে—কফনিষ্ঠীবন, দেহের গুরুতা ও জড়তা, অরুচি, শীতানুভব, অবসাদ, বমি, শ্লেষ্মদ্বারা মুখের লিপ্ততা, অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বলতা, কণ্ডূ ও নিদ্রাধিক্য এই লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়।

বাতকফসম্ভূত অম্লপিত্তে—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক এই উভয়বিধ অম্লপিত্তের লক্ষণ সকলই মিলিত প্রকাশ পায় ॥ ৮। ৯

অম্লপিত্তের সাধ্যাসাধ্যাদি—অম্লপিত্তরোগ অচিরোৎপন্ন হইলে বিশেষ যত্নদ্বারা সাধ্য হইতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালজাত হইলে তাহা যাপ্য, তবে হিতাহারাচারশীল-কাহারও বা দীর্ঘকালজাত অম্লপিত্তও কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে ॥ ১০

শ্লেষ্মপিত্তের লক্ষণ—তিক্ত অম্ল ও কটু উদ্গার, হৃদয়-কুক্ষি ও কণ্ঠের দাহ, অন্ধকার দর্শন, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, আলস্য, শিরঃপীড়া, মুখ দিয়া জলস্রাব ও মুখের মধুরতা এইগুলি শ্লেষ্মপিত্তের লক্ষণ ॥ ১১

অম্লপিত্ত ও শ্লেষ্মপিত্তের চিকিৎসা—অম্লপিত্তে পল্‌তা নিমছাল ও বাসকছাল ইহাদের ক্বাথ পান করাইয়া রোগির বমন করাইবে। অথবা ময়নাফল মধু ও সৈন্ধব উপযুক্ত মাত্রায় খাওয়াইয়া বমন করাইবে। মধু ও আমলকীর রসের সহিত তেউড়ীচূর্ণ খাওয়াইয়া রোগির বিরেচন করাইবে। বমনদ্বারা ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তের এবং বিরেচন দ্বারা অধোগ অম্লপিত্তের প্রশম করিবে। অম্লপিত্তরোগে তীক্ষ্ণবীর্য্যদ্রব্যদ্বারা সংস্কার না করিয়া যব ও গোধূমকৃত খাদ্যসকল রোগিকে খাইতে দিবে। অথবা দোষানুসারে চিনি ও মধু সংযুক্ত খৈএর ছাতু পথ্য দিবে।

নিস্তুষ (খোসারহিত) যব, বাসকছাল ও আমলকী, জলে ক্বথিত করিয়া এবং সেই ক্বাথ জলে ত্রিসুগন্ধিচূর্ণ (এলাচ-দারুচিনি-তেজপাতচূর্ণ) ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে অম্লপিত্তজনিত বমি অতিশীঘ্রই নিবারিত হয়।

গুলঞ্চ নিম ও পল্‌তা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বজ্র যেমন বৃক্ষ তালতরুকে বিনষ্ট করে, এই ক্বাথ পীত হইলেও তেমনি নানারূপ সুদারুণ অম্লপিত্তকেও বিনাশ পাওয়াইয়া থাকে।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও পল্‌তা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

আকনাদি, পল্‌তা, যব, রক্তচন্দন, ধনে, আমলকী, বাসকছাল, গুড়ত্বক্, নাগকেশর, পিপুল ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণে ঘৃত চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া যথাবিধানে লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি, জ্বর, দাহ ও শোষ বিনষ্ট হয়। ইহা আমলকীর রসের সহিত খাইলে অম্লপিত্ত, বমন, অরুচি, দাহ, মোহ, খালিত্য, মেহ, শিশর ব্রণ ও শুক্রদোষ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা আমলকীর রসের সহিত সতত সেবন করিলে বৃদ্ধনরও রিরংসু হইয়া থাকে ॥ ১২—১৯

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ—পুরাণ কুষ্মাণ্ডের রস একশত পল (১২॥০ সের), গোদুগ্ধ একশত পল, আমলকীচূর্ণ আট পল (১ সের), চিনি আটপল, গব্যঘৃত দুইপল (এক পোয়া) এই সকল দ্রব্য যথাবিধি মৃদুঅগ্নিতে পাক করিবে। এবং পিণ্ডিতবৎ হইলে তাহা নামাইবে। অগ্নিবলানুসারে এই অবলেহ অর্দ্ধপল বা একপল মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। ইহা খণ্ডকুষ্মাণ্ডক নামে খ্যাত। খণ্ডকুষ্মাণ্ডক অম্লপিত্তনাশের পরম ঔষধ ॥ ২০—২২

নারিকেলখণ্ড—সুপক্ব নারিকেলশস্য শিলায় পেষণ ও বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার এক কুড়ব (অর্দ্ধসের) লইয়া অর্দ্ধপোয়া গব্য ঘৃতে অল্প ভাজিয়া লইবে। পরে চারিসের নারিকেল জলে, তদভাবে চারিসের গব্যদুগ্ধে অর্দ্ধসের চিনি গুলিয়া ঐ নারিকেল শস্য পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে ধনে, পিপুল, মুতা ও চাতুর্জাত (দারুচিনি তেজপত্র-এলাইচ-নাগেশ্বর) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ টঙ্ক পরিমাণে (চারিমাষা মাত্রায়) নিক্ষেপ করিবে। অগ্নিবলানুসারে একপল বা অর্দ্ধপল মাত্রায় প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। এই নারিকেলখণ্ড পুংস্ত্ববর্দ্ধক, নিদ্রাজনক ও বলপ্রদ। ইহাদ্বারা অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, শূল, পরিণামশূল ও ক্ষয় শীঘ্র বিনষ্ট হয়। দাবানল শুষ্কবৃক্ষকে যেমন বিনষ্ট করে, অম্লপিত্তনাশে ইহাও তদ্বৎ জানিবে ॥ ২৪—২৭

বৃহন্নারিকেলখণ্ড—শিলাপেষিত নারিকেল শস্য দুইসের, এবং বস্ত্র নিষ্পীড়িত সুপক্ব পুরাণ-কুষ্মাণ্ড শস্য চারিসের এই দ্রব্যদ্বয় অর্দ্ধসের গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। তদনন্তর তাহাতে গব্যদুগ্ধ ষোলসের ও পরিষ্কৃত চিনি চারিসের নিক্ষেপ করিয়া তৎসমস্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে ছোট এলাইচ, ধনে, আমলকী, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, বালা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, দ্রাক্ষা,

পানিফল, কেশুর, দারুচিনি, তেজপত্র ও কর্পূর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা নিক্ষেপ করিবে এবং উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা একটি নূতন মৃন্ময়পাত্রে রাখিবে। ইহা একপল মাত্রায় বা অগ্নিবলানুরূপ উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে খাইবে। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত, জ্বর, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অরুচি, বাতরক্ত, তৃষ্ণা, দাহ পাণ্ডুরোগ, কামলা, ক্ষয়, শূল ও পরিণাম শূল আশু বিনষ্ট হয়। এই নারিকেলখণ্ড অশ্বিনীকুমার দ্বয় কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ইহা বর্ণপ্রদ, বৃংহণ, বৃষ্য, পুংস্ত্ববর্দ্ধক, নিদ্রাজনক ও বলকারক॥ ১১৭—১২৫

পিত্তশ্লেষ্ম-চিকিৎসা—হরীতকী, পিপুল, দ্রাক্ষা, চিনি, ধনে ও দুরালভা ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কণ্ঠদাহ ও পিত্তশ্লেষ্মার প্রশম হয়।

পলতা, যব, ধনে, পিপুল ও আমলকী ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম বিনষ্ট হয়।

শুঁঠ ও পলতার ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্ম-বমি-কণ্ডু-কোঠ-বিস্ফোট ও দাহনাশক, অগ্নিদীপক ও পাচক। পিপুল ও হরীতকীচূর্ণ এবং খণ্ড (খাঁড়) সমানাংশে লইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক পিত্তশ্লেষ্মহর ও অগ্নিমান্দ্যনাশক॥ ১২৬—১২৯

ইতি অম্লপিত্তাধিকার।

রাজযক্ষ্মাধিকার।

রাজযক্ষ্মার বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান—বেগরোধ ক্ষয় সাহস ও বিষমাশন এই হেতু চতুষ্টয় হইতে যক্ষ্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি।

টীকা। "বেগরোধ"—বাত মূত্র ও পুরীষের বেগধারণ। যেহেতু যক্ষ্মার নিদান কথনে বাত মূত্র ও পুরীষের বেগধারণকে চরক একটি অন্যতম নিদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "ক্ষয়"—যদ্দারা রস রক্তাদি ধাতু ক্ষীণ হয়, তাহাকে ক্ষয় কহা যায়। অতএব ক্ষয়শব্দে এস্থলে অতিমৈথুন-অনশন-ঈর্ষ্যাদি-ধাতুক্ষয় হেতু সকল বুঝিতে হইবে। "সাহস"—বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধাদি। "বিষমাশন"—বহু অন্ন বা অকালভোজন। "ত্রিদোষ"—সান্নিপাতিক। তন্ত্রান্তরে যক্ষ্মারোগের বহুসংখ্যক হেতু উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তৎসমুদায়কেই এই হেতুচতুষ্টয়ের অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে। রাজযক্ষ্মা ক্ষয় ও শোষ এই তিনটি যক্ষ্মার পর্য্যায়॥ ১

যক্ষ্মাদির নিরুক্তি—যে রোগ উপস্থিত হওয়ায় বৈদ্য রোগিকর্ত্তৃক সাদরে যক্ষিত অর্থাৎ পূজিত হন, লোকসমাজে শব্দশাস্ত্রবিশারদগণ কর্ত্তৃক তাহা যক্ষ্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, নক্ষত্রপতি রাজা চন্দ্রমার এই রোগ হইয়াছিল, তজ্জন্য মনীষিগণ ইহাকে রাজযক্ষ্মা কহিয়া থাকেন। ক্রিয়ার ক্ষয়কারক বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহা ক্ষয় নামে এবং রসাদির শোষণ করে বলিয়া শোষ নামে অভিহিত হইয়াছে॥ ২—৪

সম্প্রাপ্তি—কফপ্রধান-বাতাদিদোষত্রয়দ্বারা রসবহ ধমনী সকল রুদ্ধ হইলে অনন্তর ধাতু সকল অর্থাৎ রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা ও শুক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অথবা অতি মৈথুন দ্বারা শুক্রক্ষীণ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতু সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই মানব শুষ্ক হয়।

টীকা। কারণভূত রসের ক্ষয় হওয়ায়, কার্য্যভূত রক্তাদিরও অনুক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। অর্থাৎ রসই সকল ধাতুর পোষক, সেই রসের গতি রুদ্ধ হওয়ায়, পোষকাভাবে কোন ধাতুই পুষ্ট হইতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই যক্ষ্মারোগে মানব শুষ্ক হইতে থাকে। মহর্ষি চরক মার্গাবরোধকে রস ক্ষয়ের অন্যতম হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চরকোক্তি যথা—"মার্গ সকল রুদ্ধ হইলে রস স্বস্থানে (হৃদয়ে) অবস্থিত থাকিয়া বিদগ্ধ হয়, তৎপরে তাহা বহুরূপ হইয়া কাসবেগে ঊর্দ্ধমার্গ দ্বারা (মুখাদি দিয়া) নির্গত হইয়া থাকে। কাস বিনাও রসক্ষয় হয়, কারণ মার্গাবরোধ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া রসকে শোষণ করে সুতরাং তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে। মার্গাবরোধে যে, বায়ুর প্রকোপ হয়, তদ্বিষয়ে এই শাস্ত্রীয় বচন আছে, যথা—"ধাতুক্ষয়ে বায়ুর প্রকোপ হয়, মার্গাবরোধেও বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।" অনুলোম ক্ষয়

উক্ত হইল, অতঃপর প্রতিলোমক্ষয় বর্ণিত হইতেছে।— অতিমৈথুনকারির শুক্র ক্ষীণ হইলে প্রতিলোম ক্রমে রসপর্য্যন্ত সকল ধাতুই ক্ষীণ হইতে থাকে। তদ্‌যথা— শুক্র ক্ষীণ হইলে মজ্জা ক্ষীণ হয়, মজ্জা ক্ষীণ হইলে অস্থি ক্ষীণ হয়, এবম্প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতুগুলি ক্ষীণ হইতে থাকে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—কার্য্য-ভূতশুক্রের ক্ষয়ে কারণভূত মজ্জাদির ক্ষয় কি প্রকারে হইবে? উত্তর—শুক্রক্ষয়ে বায়ু কুপিত হয়, সেই কুপিত বায়ু সান্নিধ্যহেতু ক্রমে ক্রমে মজ্জাদি সকল ধাতুকেই শোষণ করে। অর্থাৎ শুক্রক্ষয়ে বায়ু প্রকোপহেতু তৎসন্নিহিত মজ্জা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং মজ্জাক্ষয়ে বায়ুর আরও প্রকোপহেতু তৎ সন্নিহিত অস্থি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বিলোমক্রমে মেদঃ মাংস রক্ত ও রস ধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে। ধাতুক্ষয়হেতু মানব শুষ্ক হইয়া পড়ে॥ ৫

পূর্ব্বরূপ—যক্ষ্মা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শ্বাস, অঙ্গমর্দ্দ, কফস্রাব, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মদ (মত্তবৎ), পীনস, কাস ও নিদ্রাধিক্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এবং রোগাক্রম্য ব্যক্তি শুক্লনেত্র, মাংসপ্রিয় ও মৈথুনেচ্ছু হইয়া থাকে। আর সে এইরূপ স্বপ্ন দেখে, যেন কাক, শুক, শল্লকী (সজারু), ময়ূর, গৃধ্র (শকুনি), বানর ও কাঁক্‌লাস, ইহারা তাহাকে প্রাপ্ত হইতেছে, অথবা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং নদী সকল যেন জলশূন্য হইয়াছে, শুষ্ক বৃক্ষ সকল যেন ঝড় ধূম ও দাবাগ্নিদ্বারা আকুলিত হইতেছে॥ ৬।৭

যক্ষ্মরোগির লক্ষণ—অংসদ্বয়ে (স্কন্ধদ্বয়ে) ও পার্শ্বদ্বয়ে অভিতাপ (পীড়া), হস্তপদে সন্তাপ এবং সর্ব্বাঙ্গগত জ্বর, এই তিনটি যক্ষ্মরোগির লক্ষণ।

টীকা। "অভিতাপ"—পীড়া, এস্থলে সকল ধাতু-ক্ষয় পূর্ব্বক সকল শরীরশোষ বুঝিতে হইবে। যক্ষ্ম-রোগে এই তিনটি লক্ষণই উক্ত হইয়াছে॥ ৮

সুশ্রুতোক্ত ষট্ লক্ষণ—অন্নবিদ্বেষ, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তনির্গম ও স্বরভেদ, ষড়্‌রূপ যক্ষ্মাতে এই ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৯

একাদশ লক্ষণ—যক্ষ্মারোগে বায়ুর উল্বণতা দ্বারা স্বরভঙ্গ, শূলবদ্ বেদনা এবং স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ; পিত্তের উল্বণতা দ্বারা জ্বর দাহ অতিসার এবং রক্তনির্গম; কফের উল্বণতা দ্বারা মস্তকের পরিপূর্ণতা (মস্তকভার), অরুচি, কাস, কণ্ঠের উদ্ধ্বংস (গলা স্বর স্বর করা, কার্ত্তিকের মতে উৎকাসিকা) এই একাদশটি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

টীকা। দোষদিগের উল্বণতা দ্বারা এই স্বরভেদাদি একাদশটি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"সান্নিপাতাত্মক যক্ষ্মারোগ-একই, দোষ-দিগের উদ্রেক বশতই ইহাতে উক্ত লক্ষণ সকল সংঘটিত হয়"॥ ১০। ১১

অসাধ্য যক্ষ্মা—উক্ত একাদশটি লক্ষণ দ্বারা অথবা তাহাদের মধ্যে কোন ছয়টি লক্ষণ দ্বারা, কিংবা জ্বর কাস ও রক্তনির্গম এই তিনটি লক্ষণ দ্বারা পীড়িত যক্ষ্মরোগিকে, সুবিমল যশোলিপ্সু চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন। যক্ষ্মরোগী যদি সমস্ত লক্ষণ দ্বারা, অর্থাৎ একাদশটি লক্ষণ দ্বারা, কিংবা অর্দ্ধলক্ষণগুলি দ্বারা অর্থাৎ ছয়টি লক্ষণ দ্বারা, অথবা তিনটি লক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ জ্বর কাস ও রক্তবমন দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং যদি তাহার বল ও মাংস ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে। কিন্তু যদি রোগির বলমাংস থাকে, তাহা হইলে সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সে রোগী ত্যাজ্য নহে, অপিচ চিকিৎস্য। যে যক্ষ্মরোগী প্রচুর পরিমাণে আহার করে, অথচ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, এবং যে যক্ষ্মরোগী অতিসারে পীড়িত ও যাহার অণ্ড-কোষ ও উদর শোথান্বিত, সে যক্ষ্মরোগিকে পরিবর্জ্জন করিবে।

টীকা। "মহাশন ও ক্ষীয়মাণ" ইহা একটি অসাধ্য লক্ষণ; "অতিসার পীড়িত"—ইহা দ্বিতীয় অসাধ্য লক্ষণ। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"পুরুষদিগের বল মলায়ত্ত, এবং জীবন শুক্রায়ত্ত, অতএব যক্ষ্মরোগির মল ও শুক্র যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে"। "অণ্ডকোষ ও উদরের শোথ" ইহা তৃতীয় অসাধ্য লক্ষণ॥ ১২—১৪

অরিষ্ট লক্ষণ—যক্ষ্মরোগির নেত্র যদি শুক্লবর্ণ হয়, অন্নে যদি বিদ্বেষ জন্মে, যদি ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয় এবং অতি যাতনার সহিত বহু শুক্র ক্ষরিত হইতে থাকে তাহা হইলে রোগী রক্ষা পায় না। (ইহাদের প্রত্যেক-টিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া জানিবে)॥ ১৫

যক্ষ্মারোগে জীবনের সীমা—যক্ষ্ম-পীড়িত ব্যক্তি যদি তরুণ বয়স্ক হয়, এবং যদি সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় সহস্র দিন যদি বাঁচে, অর্থাৎ যক্ষ্মরোগী যদি যুবা হয় এবং সুচি-কিৎসকে যদি তাহার চিকিৎসা করে, তাহা হইলে প্রথম হাজার দিন বাঁচে, তাহার পরের হাজার দিন বাঁচিতেও পারে, মরিতেও পারে॥ ১৬

চিকিৎসা—রোগী যদি বলবান্, চিকিৎসাদির নিয়ম সহনক্ষম, যত্নবান (বা ধৃতিমান্) দীপ্তাগ্নি ও অকৃশ হয় এবং তাহার যদি জ্বর নিয়ত ভোগ না করে, তাহা হইলে তাহার চিকিৎসা করিবে॥ ১৭

নিদানবিশেষে বিশেষশোষ—মৈথুন, শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ব্রণ (ক্ষত) ও উরঃ-ক্ষত এই সাত কারণে সাত প্রকার শোষ উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ বলিব শুন।

ব্যবায়শোষি লক্ষণ—ব্যবায় দ্বারা (মৈথুন দ্বারা) যে শোষ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্যবায়-শোষ কহে। ব্যবায়শোষী—শুক্রক্ষয়জনিত লক্ষণে উপদ্রুত ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। এবং তাহার ধাতুসকল যথাপূর্ব্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকা। "শুক্রক্ষয়জনিত লক্ষণে" অর্থাৎ সুশ্রুতোক্ত শুক্রক্ষয়লক্ষণে উপদ্রুত হয়, তদ্‌যথা—শুক্র ক্ষয়ে লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে বেদনা, মৈথুনে অসামর্থ্য, বিলম্বে শুক্রের বা রক্তের অল্প ক্ষরণ ইতি। "ধাতু সকল যথাপূর্ব্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়" অর্থাৎ মৈথুন দ্বারা প্রথমে শুক্র ক্ষয় হয়, পশ্চাৎ শুক্রক্ষয়জনিত বায়ুদ্বারা মজ্জাদি ধাতু সকলও যথাপূর্ব্ব ক্ষয় পাইতে থাকে।

শোকশোষিলক্ষণ—শোকজনিত শোষরোগী—প্রধ্যানশীল অর্থাৎ যাহার বিয়োগে শোক উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বদা তচ্চিন্তারত ও শিথিলাঙ্গ হয় এবং শুক্র-ক্ষয় লক্ষণ ভিন্ন ব্যবায়শোষের অপর লক্ষণ সকলে উপলক্ষিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শোকশোষী শুক্রাদি সর্ব্বধাতুক্ষয়যুক্ত হয়, কেবল শুক্রক্ষয়কৃত বিকারে অর্থাৎ লিঙ্গ-বৃষণ বেদনাদি দ্বারা বর্জ্জিত হইয়া থাকে। শুক্রক্ষয়কৃত বিকারে কেন বর্জ্জিত হয়, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে যে, ব্যাধির স্বভাবে।

জরাশোষি-লক্ষণ—জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য হেতু যে শোষ উৎপন্ন হয় তাহাকে জরাশোষ কহে। ইহাতে শরীরের কৃশতা, এবং বীর্য্য-বুদ্ধি-বল ও ইন্দ্রিয় শক্তির অল্পতা, কম্পন, অরুচি, ভগ্নকাংস্যপাত্রের ন্যায় স্বর, শ্লেষ্মরহিত শুষ্ককাস, দেহের গুরুতা, অরতি (চিত্তের অস্থিরতা), মুখনাক-চক্ষুদিয়া জলস্রাব, শুষ্কমল ও রুক্ষদেহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অধ্বশোষি লক্ষণ—অধিক অধ্বপর্য্যটন (পথভ্রমণ) করাতে যে শোষ হয় তাহাতে অধ্বশোষ কহে। ইহাতে অঙ্গ শিথিল এবং দেহের কান্তি সংভৃষ্টবৎ পরুষ অর্থাৎ ভাজা দ্রব্যের ন্যায় রুক্ষ, গাত্রাবয়ব সকল স্পর্শজ্ঞান রহিত এবং ক্লোম (পিপাসা স্থান), গলা ও মুখ শুষ্ক হয়।

ব্যায়ামশোষি লক্ষণ—ব্যায়ামজনিত শোষরোগে রোগী এই সকল লক্ষণেই অর্থাৎ অঙ্গ শৈথিল্যাদি অধ্বশোষ লক্ষণ সমূহেই বাহুল্যভাবে আক্রান্ত হয় এবং ক্ষত বিনা উরঃক্ষতের অপর সমস্ত লক্ষণে সংযুক্ত হইয়া থাকে।

ব্রণশোষ ও তাহার নিদান—কোন বিশেষ ক্ষতনিবন্ধন রক্তস্রাব, বেদনা ও আহার যন্ত্রণাহেতু যে শোষ উপস্থিত হয়, তাহাকে ব্রণশোষ কহে। এই শোষ অসাধ্যতম॥ ১৮—২৫

উরঃক্ষত-নিদান—সতত ধনুকে জ্যারোপণ, ধনুরাকর্ষণ, গুরুভারবহন, বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধ, অতি উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাবমান-বৃষ-অশ্ব বা গজোষ্ট্রাদি কোন দমনার্হ পশুর বলপূর্ব্বক বিধারণ এবং শিলা (দীর্ঘপাষাণ), কাষ্ঠ, অশ্ম (প্রস্তরখণ্ড) বা নির্ঘাতের (অস্ত্রবিশেষের) সবলে নিক্ষেপ, শত্রু তাড়ন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে দূরপথ গমন, সন্তরণদ্বারা বড়বড় নদী উত্তরণ, ধাবমান অশ্বের সহিত ধাবন, সহসা দূর উৎপতন (উল্লম্ফন) ও শীঘ্র শীঘ্র নর্ত্তন, এই সকল কারণে এবং এই প্রকার অন্যান্য কঠোর কর্ম্ম সম্পাদনে বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে এবং অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গম ও রুক্ষাল্পপ্রমিতভোজন হেতু বায়ু কুপিত হইলে উরঃক্ষত সংজ্ঞক এই বলবান্ ব্যাধি উৎপন্ন হয়॥ ২৬—৩০

উরঃক্ষত লক্ষণ—এই রোগে বক্ষঃস্থল যেন ভগ্ন, বিদীর্ণ বা দ্বিধা বিভক্তবৎ বলিয়া অনুমিত হয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপস্থিত হয়, ক্রমে বীর্য্য বল বর্ণ রুচি ও অগ্নি হীন হয়, জ্বর, ব্যথা, মনোদৈন্য, মলভেদ ও অগ্নিলোপ হয়, কাসের সহিত পচা দুর্গন্ধ শ্যাব বা পীতবর্ণ গ্রথিত ও সরক্ত কফ নিরন্তর বহুপরিমাণে নির্গত হয়। উরঃক্ষতরোগী ক্ষতনিবন্ধন, অপিচ স্ত্রীসেবনাদি দ্বারা শুক্র ও ওজঃ পদার্থের ক্ষয় হেতু অত্যর্থ ক্ষীণ হইয়া পড়ে॥ ৩১—৩৩

উরঃক্ষতের বিশিষ্টলক্ষণ—উরঃক্ষত রোগির বক্ষোবেদনা, রক্তবমন, বিশেষতঃ কাসের আধিক্য হইয়া থাকে। আর যদি রক্ত কফ শুক্র ও ওজঃ পদার্থের ক্ষয় হেতু রোগী ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে সরক্ত প্রস্রাব এবং পার্শ্ব পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৩৪

নিদানবিশেষে উরঃক্ষতের লক্ষণ—ব্রণরোধ ধাতুক্ষয় ও প্রতিমলকোষ্ঠ (কোষ্ঠমলের প্রতিলোমতা) এই সকল কারণে উরঃক্ষতরোগির অন্নপাক কালে নিশ্বাস পূতিগন্ধ হইয়া থাকে॥ ৩৫

উরঃক্ষতের সাধ্য যাপ্য ও অসাধ্য লক্ষণ—অল্পলক্ষণাক্রান্ত-দীপ্তাগ্নিসম্পন্ন-বলবান্ ব্যক্তির অল্পকালজাত-উরঃক্ষতরোগ সাধ্য, বর্ষাতীত হইলে যাপ্য, এবং সর্ব্বরূপসম্পন্ন হইলে অসাধ্য জানিবে॥ ৩৬

রাজযক্ষ্ম-চিকিৎসা—যক্ষ্মরোগী যদি বহুদোষাক্রান্ত হয় এবং তাহার যদি বল থাকে, তাহা হইলে বমনবিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম করিবে। কিন্তু রোগী যদি ক্ষীণদেহ হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে পঞ্চকর্ম্ম বিষোপম জানিবে। পুরুষদিগের বল মলায়ত্ত এবং জীবন শুক্রায়ত্ত, অতএব যত্নপূর্ব্বক যক্ষ্মরোগির মল ও

শুক্র রক্ষা করিবে। শালি-ষষ্টিক গোধূম যব ও মুদ্গাদি কৃত খাদ্য, মদ্য এবং জাঙ্গল মৃগপক্ষির মাংস যক্ষ্মরোগির হিতকর ও পথ্য ॥ ৩৭—৩৯

ষড়ঙ্গযূষ—পিপুল, যব, কুলথ, শুঁঠ, দাড়িম ও আমলকী এই ছয়টি দ্রব্যের সহিত ছাগমাংসের রস পাক করিয়া তাহা পান করিলে পীনসাদি ছয় প্রকার বিকার প্রশমিত হয়। পিপুলাদি দ্রব্যপরিমাণ যত, ছাগমাংস তাহার দ্বিগুণ এবং জল আটগুণ যথাবিধি পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে তাহা ঘৃতে সন্তলন করিয়া লইবে। ইহাই ষড়ঙ্গযূষ নামে অভিহিত। পাক-প্রণালী যথা—যব ১পল, কুলথকলাই ১পল, ছাগমাংস ৪পল, জল ৪৮ পল, একত্র পাক করিবে। ১২ পল শেষ থাকিতে ১ পল গব্যঘৃতে সন্তলন করিবে। এবং তাহাতে ২ তোলা সৈন্ধব লবণ, ১ মাষা পিপুলের কল্ক, ১ মাষা শুঁঠের কল্ক ও সৌরভার্থ কিঞ্চিৎ হিঙ্ প্রক্ষেপ করিয়া পাক শেষ করিবে। (অম্লরসার্থ—অম্লদাড়িম ও আমলকীর রস তাহাতে মিশাইবে।)

অর্জ্জুনছাল, গোক্ষুরচাকুলে ও আলকুশীবীজ ইহাদের চূর্ণ দুগ্ধে মিশাইয়া এবং তাহাতে ঘৃত মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে যক্ষ্মাদি-কাস প্রশমিত হয়।

ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত শুঁঠের সহিত খাইলে, এবং সতত ছাগ সেবা করিলে ও ছাগমধ্যে শুইলে যক্ষ্মা বিনষ্ট হয়।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু, লৌহ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্যে মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে এবং পথ্যাশী হইলে অতি উগ্র যক্ষ্মা বিনষ্ট হয়।

শর্করা ও মধুসংযুক্ত করিয়া নবনীত লেহন করিলে, অথবা—অসমপরিমাণে ঘৃত মধু মিলিত করিয়া তাহা খাইলে ও দুগ্ধপায়ী হইলে ক্ষয়রোগী পুষ্টিলাভ করে ॥ ৪০—৪৫

সিতোপলাদি চূর্ণ ও অবলেহ—সিতোপলা (মিছরী) ১৬ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, ছোট এলাইচ ২ ভাগ এবং দারুচিনি ১ ভাগ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধু ঘৃতসংযুক্ত করিয়া যক্ষ্ম-রোগিকে লেহন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কাস শ্বাস জ্বর পার্শ্ব-শূল অগ্নিমান্দ্য সুপ্তজিহ্বা (জিহ্বার রসানভিজ্ঞতা) ও অরুচি বিনষ্ট হয়। হস্ত-পদ ও গাত্রদাহে জ্বরে ও ঊর্দ্ধগ রক্তে এই ঔষধ হিতকর ॥ ৪৬। ৪৭

জাতীফলাদ্যচূর্ণ—জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতা, তগরপাদুকা, তিল, তালীসপত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কালজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন ও চাতুর্জাতক (দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ ও নাগেশ্বর) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল, সর্ব্বসম চিনি। একত্র মিলিত করিয়া সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, শ্বাস, গ্রহণী, অরুচি, প্রতিশ্যায় ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল রোগ বিনষ্ট হয়।

বালরোগাধিকারোক্ত লাক্ষাদিতৈল, যক্ষ্মরোগির অভ্যঙ্গে নিত্য প্রয়োগ করিতে বৃদ্ধবৈদ্যগণ উপদেশ দেন ॥ ৪৮—৫২

বাসাবলেহ—বাসকের রস ।৪ সের, চিনি ।১ সের, পিপুলচূর্ণ ২ পল (এক পোয়া) ও ঘৃত ২পল ধীরে ধীরে যথাবিধি পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে ৮ পল মধু মিশাইবে। এই লেহ লেহন করিলে রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল, রক্তপিত্ত ও জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৫৩—৫৫

ব্যবায়াদিহেতুক শোষ-চিকিৎসা।

ব্যবায়শোষ চিকিৎসা—ক্ষীণ (ক্ষয়প্রাপ্ত) ব্যবায়শোষিকে মাংসরস মাংস ও ঘৃত ভোজন করাইবে এবং হিতজনক হৃদ্য-মধুর-জীবনীয় ঔষধ পথ্যাদিদ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে।

শোকশোষ চিকিৎসা—হর্ষোৎপাদন, আশ্বাসন, দুগ্ধ এবং স্নিগ্ধ-মধুর-শীতল-দীপন ও লঘু অন্ন প্রদান দ্বারা শোকশোষির চিকিৎসা করিবে।

ব্যায়ামশোষচিকিৎসা—ক্ষতক্ষয়হিত-স্নিগ্ধ-শীতল-জীবনীয় ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা এবং শ্লৈষ্মিক বিধানে ব্যায়ামশোষির চিকিৎসা করিবে।

অধ্বশোষচিকিৎসা—সুখজনক শয্যাসনে অবস্থান, দিবানিদ্রা এবং শীতল-মধুর-বৃংহণ অন্ন ও মাংসরস ভোজন দ্বারা অধ্বশোষির চিকিৎসা করিবে।

ব্রণশোষচিকিৎসা—স্নিগ্ধ-দীপন-স্বাদু ও শীতল এবং ঈষদম্ল বা অনম্ল যূষ ও মাংসরসাদি দ্বারা ব্রণশোষের প্রশম করিবে ॥ ৫৬—৬০

উরঃক্ষত চিকিৎসা। বলাদিচূর্ণ—বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, গাম্ভারী, শতমূলী ও পুনর্নবা ইহাদের চূর্ণ প্রতিদিন দুগ্ধের সহিত খাইলে ক্ষতক্ষয় প্রশমিত হয় ॥ ৬১

এলাদিগুটিকা—এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা এবং চিনি যষ্টিমধু, খর্জ্জুর ও কিস্‌মিস্, প্রত্যেক ১ পল; একত্র মিলিত ও মধুসংযুক্ত করিয়া তাহাতে ২ তোলা পরিমিত বটিকা সকল প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রতিদিন এক একটি ভক্ষণ করিলে ক্ষত ক্ষয় জ্বর কাস শ্বাস হিক্কা বমি ভ্রম মূর্চ্ছা মদ তৃষ্ণা শোষ পার্শ্বশূল অরোচক প্লীহা আঢ্যবাত রক্তপিত্ত ও স্বরক্ষয় বিনষ্ট হয়। এই এলাদি গুড়িকা বৃষ্য ও সন্তর্পক ॥ ৬২—৬৪

দ্রাক্ষাদিঘৃত—ঘৃত ।৪সের; ক্বাথার্থ—দ্রাক্ষা ।২ সের ও যষ্টিমধু ৮ পল, জল ১৬ সের, শেষ ।৪; কল্কার্থ—যষ্টিমধু ১ পল, দ্রাক্ষা ১ পল, পিপুল ২ পল

এবং দুগ্ধ ১৬ সের ; যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে চিনি ৮ পল মিশাইবে। এই দ্রাক্ষাঘৃত ক্ষতক্ষীণরোগে বিশেষ হিতকর। ইহাদ্বারা বাত পিত্ত জ্বর শ্বাস বিস্ফোটক হলীমক প্রদর ও রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। ইহা বলমাংস বর্দ্ধক। ৬৬—৬৯

অমৃতপ্রাশ অবলেহ—ঘৃত /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের, মঞ্জিষ্ঠার রস /৪ সের, ক্ষীরিবৃক্ষের কষায় /৪ সের ; কল্কার্থ—মধুরগণ (ঋদ্ধি বৃদ্ধি মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুগানি ও মাষাণি) এবং দ্রাক্ষা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বেণামূল, চিনি, নীলোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, মৌলফুল, অনন্তমূল, গাম্ভারী ও গন্ধতৃণ প্রত্যেক দুইতোলা ; যথাবিধি পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু দুইসের ও চিনি /৬৷৹ সের এবং দারুচিনি এলাইচ ও পদ্মকেশর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা মিশাইবে। নিয়মপূর্ব্বক ইহা প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। এই অমৃতপ্রাশ অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক পরিকীর্ত্তিত। ইহা সেবন করিয়া দুগ্ধ ও মাংস পথ্য করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষতক্ষয়, তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, কাস, বমি, মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর নিবারিত হয়। ইহা বলকর এবং রতিশক্তিবর্দ্ধক ॥ ৭০—৭৪

যে যে অন্নপান শরীরের তর্পক, শীতল, অবিদাহী, হিতকর ও লঘুপাক, আরোগ্যার্থী ক্ষতক্ষীণ-রোগী তৎসমস্তই সেবন করিবে। এবং শোক, স্ত্রীসঙ্গ, ক্রোধ, অসূয়া, ত্যাগ করিবে। ক্ষতক্ষীণ রোগী দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরু সেবাদি উদার বিষয়সকল ভজনা করিবে এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট পুণ্য কথা সকল শুনিবে ॥ ৭৫—৭৬

রাজযক্ষ্মায় রসপ্রয়োগ।

অমৃতেশ্বররস—মারিত পারদ, গুলঞ্চের পালো ও জারিত লৌহ ঘৃত ও মধুতে মাড়িয়া ছয়রতি মাত্রায় সেবন করিবে। রসেন্দ্রচিন্তামণিতে রাজযক্ষ্মাধিকারে অমৃতেশ্বর রস উক্ত হইয়াছে ॥ ৭৭

রাজমৃগাঙ্ক—মারিত পারদ তিনভাগ, স্বর্ণভস্ম একভাগ, মারিত তাম্র একভাগ, শিলাজতু গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেক দুইভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কড়ীর মধ্যে পুরিবে এবং ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কড়ীর মুখ রুদ্ধ করিবে। পরে সেই সকল কড়ী একটা মৃৎভাণ্ডে রাখিয়া যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। পাক সমাপনান্তে শীতল হইলে তাহা হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ইহাই রাজমৃগাঙ্ক রস। উনিশটা মরিচ, দশটা পিপুল এবং ঘৃত ও মধুর সহিত এই ঔষধ চারি রতি মাত্রায় সেবন করিলে ক্ষয় বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা বাতশ্লেষ্মভব ক্ষয় শীঘ্রই নিবারিত হয়। রসেন্দ্রচিন্তামণিতে রাজযক্ষ্মাধিকারে রাজমৃগাঙ্ক রস উক্ত হইয়াছে ॥ ৭৮—৮২

অগ্নিরস—শোধিত পারদ একভাগ, শোধিত গন্ধক দুইভাগ একত্র খলে মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। এবং এই উভয়ের সমান তীক্ষ্ণলৌহ চূর্ণ তাহাতে মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনান্তে গোলাকার করিয়া তাহা একটি তাম্রপাত্রে রাখিবে এবং এরণ্ডপত্র দ্বারা সেই পাত্র আচ্ছাদন করিয়া দুইপ্রহর কাল রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। দুইপ্রহরকাল রৌদ্রে থাকিয়া উষ্ণ হইলে তাহা আটদিন ধান্যরাশির মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। তৎপরে তাহা উদ্ধৃত ও চূর্ণীকৃত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। ইহাতে সেই চূর্ণ বারিতর হইবে, অর্থাৎ তাহা জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসিতে থাকিবে। অনন্তর ত্রিকটু ত্রিফলা এলাইচ জাতীফল লবঙ্গ এই নয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ এক একভাগ, উক্ত চূর্ণের সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাই অগ্নিরস। ইহার মাত্রা দুই নিষ্ক অর্থাৎ আট মাষা পর্য্যন্ত। মধুসহ নিত্য এই অগ্নিরস লেহন করিলে কাস ও ক্ষয় নিবারিত হয়। অগ্নিরস শার্ঙ্গধরে উক্ত হইয়াছে ॥ ৮৩—৮৭

ইতি রাজযক্ষ্মাধিকার।

কাসাধিকার।

কাসের নিদান সম্প্রাপ্তি ও সামান্য লক্ষণ—মুখ-নাসাপথে ধূম বা ধূলিপ্রবেশ, ব্যায়াম, রুক্ষান্ন ভোজন, আহারের বিমার্গ গমন (দ্রুত ভোজনাদিহেতু আহারের শ্বাসপথে প্রবেশ), মলমূত্রাদির ও হাঁচীর বেগরোধ এই সকল কারণে কুপিত প্রাণবায়ু কুপিত উদান বায়ুর অনুগত এবং ভগ্নকাংস্যপাত্রের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট হইয়া সেই বায়ু (তাদৃশ প্রাণ বায়ু) সহসা মুখ দিয়া নির্গত হয়। ইহাকে পণ্ডিতগণ কাসরোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন॥ ১। ২

কাসের সংখ্যা—বায়ু, পিত্ত, কফ, উরঃক্ষত ও ধাতুক্ষয় এই পাঁচ প্রকার কারণে পাঁচপ্রকার কাস উৎপন্ন হয়। সকলপ্রকার কাসই উপেক্ষিত হইলে অর্থাৎ অচিকিৎসিত হইলে উত্তরোত্তর বলবান্ হইয়া শেষে ক্ষয়ে অর্থাৎ রাজযক্ষ্মায় পরিণত হয়॥ ৩

পূর্ব্বরূপ—কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মুখ ও কণ্ঠদেশ যবাদির শুঁয়াদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভূত হয় এবং গলার মধ্যে কণ্ডূ হয় (গলা সুর্ সুর্ করে), এবং ভোজ্যের অবরোধ হয় অর্থাৎ আহার গ্রাস গিলনে কণ্ঠে ব্যথা উপস্থিত হয়॥ ৪

বাতিক কাসের লক্ষণ—এই কাসে হৃদয়ে শঙ্খদেশে (ললাটৈক দেশে) পার্শ্বদ্বয়ে উদরে ও মস্তকে শূলনি, মুখের শুষ্কতা, বল স্বর ও ওজঃ পদার্থের ক্ষীণতা, নিরন্তর কাসবেগ, স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মাদি রহিত শুষ্ক কাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৫

পৈত্তিক কাসের লক্ষণ—এই কাসে হৃদয়ের দাহ, জ্বর, মুখের শোষ ও তিক্ততা, পিপাসা, পীতবর্ণ কটুস্বাদ বমন, পাণ্ডুরোগোৎপত্তি এবং কাসকালে কণ্ঠ দাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৬

শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ—এই কাসে রোগী শ্লেষ্মলিপ্তমুখ, অবসন্ন, শিরোবেদনান্বিত, কফপূর্ণদেহ, আহার বিমুখ, দেহভারাক্রান্ত ও কণ্ডূযুক্ত হয় (কণ্ঠে কণ্ডূ হয়) এবং নিরন্তর বেগে কাসিতে থাকে। কাসের সময় অতি ঘন কফ নির্গত হয়॥ ৭

ক্ষতকাসের নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—অতিমৈথুন, গুরুভারবহন, অধিক পথপর্য্যটন, যুদ্ধ (মল্লযুদ্ধ), অশ্ব ও গজের নিগ্রহ (দমন) এই সকল কারণে শরীর রুক্ষীভূত এবং বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে বায়ু সেই ক্ষতকে আশ্রয় করিয়া কাসরোগ উৎপাদন করে। ইহাতে প্রথমে শ্লেষ্মহীন শুষ্ককাস, পরে কাসাভিঘাতে হৃদয় বিদারণহেতু সরক্ত নিষ্ঠীবন হয়, কণ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভগ্নবৎ ব্যথা, তীক্ষ্ণ সূচীবেধবৎ যাতনা ও শূলনিখাতবৎ অসহ্য ক্লেশ অনুভূত হয়। পার্শ্বাদি স্থানেও দুঃখস্পর্শ ও ভগ্নবৎ পীড়াদায়ক শূল যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তদ্ব্যতীত পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও স্বরভেদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে, কাসিবার কালে কপোতধ্বনিবৎ শব্দ নির্গত হয়॥ ৮—১১

ক্ষয়কাসের নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—বিষমভোজন, অসাত্ম্যভোজন, অতি মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সুচিকিৎসাভাবে আত্মধিক্কার ও শোককরণ এই সকল কারণে অগ্নি ব্যাপন্ন (দুষ্ট) হইলে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া দেহক্ষয়কারক ক্ষয়জ কাস উৎপাদন করে। এই ক্ষয়জনিত কাসে গাত্রশূল, জ্বর, মোহ (মূর্চ্ছা), দাহ বা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক, দুর্ব্বল ও অতিকৃশ হয় এবং কাসের সহিত পূয রক্ত নিষ্ঠীবন করে। চিকিৎসকগণ সর্ব্বদোষলক্ষণাক্রান্ত এই ক্ষয়জকাসকে অতি দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন॥ ১২। ১৩

ক্ষয়কাসের অসাধ্যত্ব সাধ্যত্ব ও যাপ্যত্ব—এই ক্ষয়জ কাস ক্ষীণ ব্যক্তিদের দেহ নাশ করে, কিন্তু রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে ইহা সাধ্য বা যাপ্য হইয়া থাকে। ক্ষতজকাসও এই প্রকার জানিবে অর্থাৎ তাহাও ক্ষীণ ব্যক্তিদের অসাধ্য এবং বলবান্ ব্যক্তিদের সাধ্য বা যাপ্য হইয়া থাকে। এই ক্ষয়জ ও ক্ষতজ কাস যদি অল্পকালজাত হয়, এবং ভাগ্যক্রমে যদি সুচিকিৎসক, উপযুক্ত ঔষধ, উপযুক্ত পরিচারক পাওয়া যায়, আর রোগীও যদি সর্ব্বগুণাদিযুক্ত হয়, তাহা হইলে কখন বা সুফল লাভ অর্থাৎ রোগের শান্তি হইতে পারে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের জরানিবন্ধন যে কাস হয়, তাহাকে জরাকাস কহে। সকল জরাকাসই (বাতজাদিও) যাপ্য। বাতজ পিত্তজ ও কফজ কাস যদি সাধ্যলক্ষণান্বিত হয়, তাহাহইলে সুচিকিৎসাদি দ্বারা তাহাদের প্রশম করিবে। যদি যাপ্য লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসা ও পথ্যাদির সুনিয়মে তাহাদিগকে যাপিত রাখিবে, নতুবা সেই সকল কাস অসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিপজ্জনক হইবে। কাসকে উপেক্ষা করিলে জ্বর, অরুচি, হৃল্লাস, স্বরভেদ ও ক্ষয়াদি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়। অতএব তাহাকে ত্বরায় প্রশমিত করিবে। ভাবার্থ এই—স্বল্পকাসও উপেক্ষণীয় নহে, অপিচ শীঘ্র প্রতিকরণীয়॥ ১৪—১৭

কাস-চিকিৎসা—বাতকাসের চিকিৎসা—বেতোশাক, কাকমাচীশাক, মূলা, শুষুণিশাক, তৈলাদি স্নেহ, ইক্ষুরস, গৌড়িক (মদ্যবিশেষ), দধি, আরনাল (কাঁজী বিশেষ), অম্লফল, প্রসন্না (মদ্য বিশেষ) এবং স্বাদু অম্ল ও লবণরস বাতকাসে প্রশস্ত। গ্রাম্য আনূপ ও ঔদক মাংসরসের সহিত, অথবা মাষকলাই ও আলকুশীবীজের যূষের সহিত শালি-ষষ্টিক-যব ও গোধূমকৃত অন্নভোজন করিতে দিবে। দশমূলের ক্বাথে যবাগূ পাক করিয়া খাইতে দিবে। তাহা অগ্নিদীপক, বৃষ্য, বাতরোগপ্রশমক এবং শ্বাস কাস ও হিক্কারোগ নাশক। কাঁকুড়ার ঝোল বা শিঙ্গীমাছের ঝোল ঘৃতে সন্তলন করিয়া তাহাতে শুঁঠের গুঁড়া প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা বাতকাস নাশক॥ ১৭—২১

পিত্তকাসের চিকিৎসা—কণ্টকারী, বৃহতী, দ্রাক্ষা, বাসক, শটী, বালা, শুঁঠ ও পিপুল ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহা পিত্তকাসপ্রশমক॥ ২২

কফকাসের চিকিৎসা—পিপ্পল্যাদি ক্বাথ—পিপুল, কট্‌ফল, শুঁঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, কণ্টকারী, নিসিন্দা যমানী, চিতামূল ও বাসক ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা কফকাসনাশক॥ ২৩। ২৪

ক্ষতজকাসচিকিৎসা—ইক্ষু, ইক্ষুবালিকা (ইক্ষুভেদ, খাগ্‌ড়া), পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল (পদ্ম বিস), উৎপল (পদ্ম), শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানভাগ, বংশলোচন দুই ভাগ, চিনি সকলের চতুর্গুণ, একত্র মিলিত করিয়া ঘৃত মধুসহ উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিবে। ইহা ক্ষতকাসনিবারক॥ ২৫—২৬

ক্ষয়জকাস চিকিৎসা—অর্জ্জুনছাল চূর্ণ বাসকের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিবে। ইহা ক্ষয়কাসরক্তহর॥ ২৭

কাসের সামান্যচিকিৎসা—কাসপীড়িত ব্যক্তির নাসাস্রাব স্বরভঙ্গ হাঁচী ও ঘ্রাণশক্তি লোপ হইলে ধূম প্রয়োগ করিবে। মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, জটামাংসী, মুতা ও ইঙ্গুদী ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তিন দিন তাহার ধূম পান করিবে, পরে গুড়ের সহিত দুগ্ধ খাইবে। ইহা দ্বারা পৃথগ্‌ দোষজ দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ কাস এবং যাহা শত ঔষধেও প্রশমিত হয় নাই তাহাও নিঃসংশয় প্রশমিত হয়।

মনঃশিলাদ্বারা কুলপত্র প্রলিপ্ত করিয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইবে। সেই কুলপত্রের ধূমপান ও দুগ্ধ অনুপান করিলে মহাকাস নিবারিত হয়। কণ্টকারীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল কাস প্রশমিত হয়। কণ্টকারী ও পিপুলের চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কাস প্রশমিত হয়॥ ২৮—৩২

সমশর্করচূর্ণ—লবঙ্গ জায়ফল ও পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ পল (৩২ তোলা), চিনি সর্ব্বসমষ্টিসম। ইহাদের চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া সেবন করিলে কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী রোগ আশু বিনষ্ট হয়। (সমশর্কর চূর্ণ বা বটিকা)॥ ৩৩। ৩৪

মনছাল, সৈন্ধব লবণ, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড় ও হিং ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে কাস শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়। হরীতকী, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ গুড়ের সহিত লেহন করিলে কাস, শ্লেষ্মনির্গম ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়॥ ৩৫।৩৬

মরিচাদ্যচূর্ণ—মরিচ ২ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, দাড়িমফলের ত্বক্‌ ৮ তোলা, গুড় ১৬ তোলা যবক্ষার ১ তোলা এই সকলের চূর্ণ মিলিত করিয়া সেবন করিবে। সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রয়োগেও যে সকল কাস সাধ্য হয় নাই, এই চূর্ণদ্বারা সে সকল কাসও প্রশমিত হয়; যে সকল কাসে পূযনিষ্ঠীবন হয়, তাহাও এইচূর্ণ সেবনে নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩৭।৩৮

মরিচাদি গুড়িকা—মরিচ ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা ও দাড়িমফলের ত্বক্‌ ৪ তোলা, এই সকলের চূর্ণ ১৬ তোলা গুড়ে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমিত বটিকা করিবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে ইহার প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার কাসই প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩৯—৪০

ভৃগুহরীতকী—মূল ছাল ও পত্র সমেত কণ্টকারী ১২॥০ সের এবং শণপোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০টা ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং হরীতকীগুলির আঁটী ফেলিয়া দিবে। পরে হরীতকী সমন্বিত সেই ক্বাথে ১২॥০ সের গুড় নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার লেহবৎ পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে শুঁঠ পিপুল ও মরিচ এবং দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল ও মধু ছয় পল নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। রোগির বল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া যথাবিধানে এই লেহ প্রয়োগ করিলে বাতাত্মক, পিত্তাত্মক, কফাত্মক, ত্রিদোষাত্মক ও দ্বিদোষাত্মক কাস, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ কাস, শ্বাস, পীনস এবং একাদশ লক্ষণাক্রান্ত উগ্র যক্ষ্মা বিনষ্ট হয়। এই হরীতকী ভৃগুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে॥ ৪১—৪৫

কণ্টকার্য্যবলেহ—১২॥০ সের কণ্টকারী ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া

ছা কিয়া লইবে এবং তাহাতে গুলঞ্চ, চই, চিতা, মুতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা, বামুনহাটী, রাস্না ও শটী প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল, চিনি ২০ পল, ঘৃত ৮ পল ও তৈল ৮ পল নিক্ষেপ করিয়া পুনর্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে মধু ৮ পল, বংশলোচন ২ পল ও পিপুল চূর্ণ ৪ পল প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। এবং তাহা একটি পরিষ্কৃত সুদৃঢ় মৃৎপাত্রে রাখিয়া দিবে। এই লেহ সেবন করিলে হিক্কা ও অশেষপ্রকার কাস শ্বাস প্রশমিত হয়॥ ৪৩—৫০

ইতি কাসাধিকার।

হিক্কাধিকার।

হিক্কার বিপ্রকৃষ্টকারণ—বিদাহি-গুরু-বিষ্ট স্ত-রুক্ষ ও অভিষ্যন্দি ভোজন এবং শীতল পান, শীতল ভোজন, শীতলজলে স্নান (পাঠান্তর-শীতল স্থানে অবস্থান), নাসিকা পথে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, বায়ুপ্রবাহ, ব্যায়াম কর্ম্ম (ধনুরাকর্ষণাদি ব্যাপার), গুরুভারবহন, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, ও অপতর্পণ (অনশনাদি) এই সকল কারণে হিক্কা শ্বাস ও কাস জন্মে॥ ৫১। ৫২

সম্প্রাপ্তি—বায়ু অর্থাৎ প্রাণ ও উদান বায়ু কফানুগত হইয়া অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহতী এই পাঁচপ্রকার হিক্কা উৎপাদন করে॥ ৫৩

সামান্য লক্ষণ—প্রাণ ও উদান বায়ু শব্দবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ হিক্ হিক্ শব্দ করিয়া মুহুর্মুহুঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়। বায়ুর উত্থানকালে বোধ হয় যেন তাহা যকৃৎ প্লীহা ও অন্ত্র সকলকে মুখ দিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। কফানুগত বায়ু আশু প্রাণহিংসা ও হিক্ হিক্ শব্দ করে বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে হিক্কা নামে অভিহিত করিয়াছেন॥ ৫৪

পূর্ব্বরূপ—কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, মুখের কষায়তা এবং কুক্ষির আটোপ অর্থাৎ গুড় গুড় শব্দোৎপত্তি, হিক্কা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৫৫

অন্নজার লক্ষণ—অপরিমিত পান ভোজনদ্বারা বায়ু সহসা পীড়িত ও ঊর্দ্ধগত হইয়া যে হিক্কা উৎপাদন করে, তাহাকে অন্নজা হিক্কা কহে॥ ৫৬

যমলার লক্ষণ—যে হিক্কা মস্তক ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে বিলম্বে যমল বেগে অর্থাৎ জোড়া জোড়া প্রবর্তিত হয়, তাহাকে যমলা হিক্কা কহে॥ ৫৭

ক্ষুদ্রার লক্ষণ—যে হিক্কা জত্রুমূল হইতে (কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধিস্থান হইতে) বিলম্বে বিলম্বে মন্দ মন্দ বেগে উদ্গত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রিকা কহে॥ ৫৮

গম্ভীরার লক্ষণ—যে ভয়ানক হিক্কা নাভিস্থল হইতে উদ্গত হয়, উদ্গম কালে গম্ভীর ধ্বনি উৎপাদন করে এবং তৃষ্ণাজ্বরাদি নানা উপদ্রব ঘটাইয়া থাকে, তাহাকে গম্ভীরা কহে॥ ৫৯

মহতীর লক্ষণ—যে হিক্কার উদ্গমকালে সর্ব্বশরীর কম্পিত হয় এবং বোধ হয় যেন বস্তি-হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি মর্ম্মস্থান সকলে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সেই হিক্কা মহাহিক্কা নামে অভিহিত। এই হিক্কা সতত উদ্গত হইতে থাকে॥ ৬০

অসাধ্যত্ব—যে হিক্কারোগির হিক্কার সময় শরীর কাঁপিয়া উঠে, দৃষ্টি ঊর্দ্ধগত হয়, ও রোগী সর্ব্বদা বিহ্বল হইয়া পড়ে সেই হিক্কা রোগিকে; এবং যে হিক্কা রোগী ক্ষীণ, অন্নদ্বেষ্টা ও যাহারা অতিমাত্র হিক্কা হইতে থাকে, সেই হিক্কা রোগিকে; এবং যে গম্ভীরা বা মহতী হিক্কা দ্বারা আক্রান্ত হয় সেই হিক্কা রোগিদ্বয়কে বর্জ্জন করিবে॥ ৬১

অপরবচন—যাহার বাতাদি দোষ অতিসঞ্চিত হইয়াছে অথবা যে ব্যক্তি অরুচি হেতু আহার করিতে না পারিয়া কৃশ হইয়াছে,কিংবা নানা পীড়ায় ক্ষীণ দেহ হইয়াছে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ হইয়াছে, যে ব্যক্তি অতি মৈথুনশীল, তাহাদের এই পঞ্চবিধ হিক্কার মধ্যে যে কোন হিক্কা উপস্থিত হউক না, তাহাই আশু প্রাণনাশ করে। যমিকা হিক্কায় প্রলাপার্ত্তি-মোহ ও তৃষ্ণা উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহাও প্রাণ নাশক হয়॥ ৬২। ৬৩

যমিকার সাধ্যত্ব—রোগী যদি অক্ষীণ অদীন (প্রসন্নমনাঃ), স্থিরধাতু ও স্থিরেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে যমিকা হিক্কাকেও প্রশমিত করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে প্রাণনাশক বলিয়া জানিবে॥ ৬৪

হিক্কার চিকিৎসা—যে কিছু ঔষধ বা যে কোন অন্ন পান কফবাতঘ্ন, উষ্ণ ও বাতানুলোমক, হিক্কা ও শ্বাস রোগে তাহাই হিতকর জানিবে।

হিক্কা ও শ্বাস রোগিকে প্রথমে তৈলাভ্যক্ত করিয়া স্বেদ দিবে। তাহাদের ঊর্দ্ধাধঃ সংশোধন (বমন বিরেচন) প্রশস্ত, কিন্তু রোগী যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে শমন ঔষধ হিতকর।

নিশ্বাসাবরোধ, তর্জ্জন, বিস্ময়োৎপাদন, শীতলজল-সেক, বিচিত্রকথা প্রয়োগ এবং মনোহভিঘাত (যদ্দারা মনে আঘাত লাগে) এই সকল দ্বারা হিক্কার প্রশম করিবে।

শুঁঠের সহিত ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া হিক্কা রোগিকে পান করিতে দিবে। টাবালেবুর রসে মধু ও সচল লবণ সংযুক্ত করিয়া খাইতে দিবে। যষ্টিমধু চূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া, পিপুল চূর্ণ চিনিসংযুক্ত করিয়া ও শুঁঠ চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে এই নস্যত্রয় হিক্কাঘ্ন।

প্রবাল, শঙ্খ, ত্রিফলা, পিপুল ও গেরিমাটী ইহাদের চূর্ণ ঘৃত মধুতে আপ্লুত করিয়া লেহন করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

মনঃশিলার, গোশৃঙ্গের, কুড়ের, ধুনার বা কুশের ধূমপানে হিক্কার শান্তি হয়। নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে হিঙ্ ও মাষকলায় চূর্ণ নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যে ধূম উদ্ভূত হয়, সেই ধূম পান করিলে নিঃসংশয় পাঁচ প্রকার হিক্কা আশু নিবারিত হয়।

রেণুক ও পিপুলের ক্বাথে হিঙ্ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা হিক্কা প্রশমক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

চন্দ্রশূররস—চন্দ্রশূরের (হালিমের) বীজ আট-গুণ জলে নিক্ষেপ করিবে। বীজ সকল যখন মৃদু হইবে, তখন তাহা গ্রহণ করিবে এবং সেই জল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। হিক্কার্ত্ত ব্যক্তি এই জল পুনঃ পুনঃ পান করিলে অবশ্য হিক্কামুক্ত হয়। মাত্রা ১ পল পর্য্যন্ত॥ ৬৫—৭৫

ইতি হিক্কাধিকার।

শ্বাসাধিকার।

—:*:—

শ্বাসনিদান—যে সকল কারণে মানবের হিক্কা উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণেই অতীব ভয়ঙ্কর শ্বাস ব্যাধি জন্মিয়া থাকে॥ ৭৬

শ্বাসের ভেদ—সেই এক মহাব্যাধি শ্বাস বিশেষ বিশেষ হেতু ও বিশেষ বিশেষ রূপভেদে মহান্ ঊর্দ্ধ ছিন্ন তমক ও ক্ষুদ্র এই পাঁচ প্রকার নামে অভি-হিত হইয়া থাকে॥ ৭৭

পূর্ব্বরূপ—শ্বাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃৎ-পীড়া, শূল, উদরাধ্মান, আনাহ (মলমূত্রের বিবদ্ধতা), মুখবৈরস্য ও শঙ্খদেশে সূচীবেধবৎ পীড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৭৮

সম্প্রাপ্তি—কফপ্রধান বায়ু যখন স্রোতঃসকলকে (প্রাণ ও উদানবহ ধমনী সকলকে) সংরুদ্ধ করিয়া নিজে কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া বিমার্গ সকলে বিচরণ করে, তখনই শ্বাসরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে॥ ৭৯

মহাশ্বাসের লক্ষণ—মত্ত বৃষ সংরুদ্ধ হইলে যেমন আস্ফালন পূর্ব্বক নিরন্তর শব্দ করে, মহাশ্বাসে বায়ু ঊর্দ্ধ-নীয়মান হওয়ায়, রোগীও অতিক্লিষ্ট হইয়া সেইরূপ সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে। মহা-শ্বাসে জ্ঞান বিজ্ঞান নষ্ট (জ্ঞান-শাস্ত্র, বিজ্ঞান-তদর্থ বিনিশ্চয়), লোচনদ্বয় চঞ্চল, নেত্র মুখ বিবৃত, মূত্র ও পুরীষ বিবদ্ধ, বাক্য বিশীর্ণ (স্খলিত বচন) ও মন ক্লান্ত হইয়া থাকে। মহাশ্বাসাক্রান্ত রোগির শ্বাস-শব্দ দূর হইতে স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। এই রোগে শীঘ্রই বিপদ ঘটিয়া থাকে॥ ৮০—৮২

ঊর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ—এই শ্বাসে রোগী যেমন অত্যর্থ ঊর্দ্ধশ্বাস করে, সেরূপ অধঃশ্বাস করিতে পারে না। রোগির মুখ ও স্রোতঃসকল শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত হওয়ায় বায়ু কুপিত হইয়া বিশেষ যাতনা উপস্থিত করে। রোগী ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও বিভ্রান্ত লোচন হইয়া ইতস্ততঃ বিকৃতি দর্শন করিতে থাকে, মূর্চ্ছা যায়, বেদনার্ত্ত হয়, শুষ্ক বদন ও অরতি পীড়িত হয়। এই রোগে ঊর্দ্ধ-শ্বাস প্রকুপিত হওয়ায় অধঃশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে রোগী গ্লানিযুক্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে॥ ৮৩—৮৫

ছিন্নশ্বাস লক্ষণ—এই শ্বাসে রোগী যাবদ্ বলে (সর্ব্ববলে) বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ থামিয়া থামিয়া শ্বাস গ্রহণ করে, কিংবা নিশ্বাস টানিতেই পারে না। তজ্জন্য

অতীব দুঃখার্ত্ত ও মর্ম্মচ্ছেদবদ্ বেদনায় পীড়িত হয়। ইহাতে আনাহ, ঘর্ম্মোদ্গম, মূর্চ্ছা, বস্তিদাহ, অশ্রুপূর্ণ-নেত্রতা, দেহের ক্ষীণতা, কোন একটী নেত্রের রক্ত-বর্ণতা (ব্যাধি প্রভাবেই একনেত্রের লৌহিত্য হইয়া থাকে, দোষ নিবন্ধন হইলে দুই নেত্রেরই লৌহিত্য সম্ভব), উদ্বিগ্ন চিত্ততা, মুখশোষ, বৈবর্ণ্য ও ও প্রলাপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ছিন্ন শ্বাস পীড়িত ব্যক্তি শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে ॥ ৮৬—৮৮

তমকশ্বাস লক্ষণ—বায়ু যখন প্রতিলোমভাবে স্রোতঃসমূহকে প্রাপ্ত হয়, তখন উহা গ্রীবা ও মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া এবং শ্লেষ্মাকে বর্দ্ধিত করিয়া স্বয়ং সেই শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধ হইয়া পীনস (নাসাস্রাব) ও ঘুরঘুরশব্দ বিশিষ্ট-হৃদয়বিদারক-অতীব তীব্রবেগ-শ্বাস উৎপাদন করে। ইহাতে রোগী চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দর্শন করে, তৃষ্ণার্ত্ত ও চেষ্টা রহিত হয়। কাসিতে কাসিতে মুহু-র্মুহুঃ মূর্চ্ছা যায়। শ্লেষ্মা যতক্ষণ না নির্গত হয়, ততক্ষণ রোগী অত্যন্ত ক্লেশানুভব করে, নির্গত হইলে কিছুক্ষণ যেন সুখবোধ করিয়া থাকে। কণ্ঠে কণ্ডুয়ন (গলা সুরসুর), অতিকষ্টে বাক্যকথন, অনিদ্রা, শয়ন করিলে শ্বাস যন্ত্রণা ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা হয়, উপবেশন করিলে কিছু সচ্ছন্দতা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উষ্ণাভিলাষ, নয়নের স্ফীততা, ললাটে ঘর্ম্ম, যন্ত্রণার আতিশয্য, মুখের শুষ্কতা, মুহুর্মুহুঃ শ্বাস ও গজারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্ব শরীরের সঞ্চালন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মেঘ বৃষ্টি শীত ও পূর্ব্ববায়ু এবং শ্লেষ্মজনক দ্রব্য সমূহ দ্বারা তমকশ্বাস বর্দ্ধিত হয়। ইহা যাপ্য রোগ, কিন্তু অল্পকালজাত হইলে কখন কখন বা সাধ্যও হইয়া থাকে ॥ ৮৯—৯৬

প্রতমকশ্বাসের লক্ষণ—(পিত্তানুবন্ধজনিত জ্বরাদি যোগে তমকশ্বাসই প্রতমক নামে অভিহিত হয়) তমক শ্বাসে জ্বর ও মূর্চ্ছা উপদ্রব থাকিলে তাহাকে প্রত-মক শ্বাস কহা যায়। প্রতমকের অপর লক্ষণ—উদাবর্ত্ত (রোগ বিশেষ), নাসিকাদি পথে ধুলি প্রবেশ, অজীর্ণ (আমাদি), ক্লিন্ন (বিদগ্ধ) ও কায়নিরোধ (কায়ে বেগের নিরোধ, অথবা ক্লিন্নকায়—বৃদ্ধনর, নিরোধ-বেগ নিরোধ) এই সকল কারণেও প্রতমক শ্বাস উৎপন্ন হয়। এই শ্বাস তমোময় স্থানে অথবা তমোগুণে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং শীতল ক্রিয়ায় প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী আপনাকে অন্ধকার নিমগ্নবৎ বোধ করে। প্রতমকেরই অপর নাম সন্তমক ॥ ৯৭—৯৮

ক্ষুদ্রশ্বাস লক্ষণ—রুক্ষদ্রব্য সেবন ও পরিশ্রম দ্বারা কোষ্ঠস্থ বায়ু কুপিত ও উর্দ্ধগত হইয়া ক্ষুদ্রশ্বাস উৎপাদন করে। অল্পহেতু ও অল্পলক্ষণ বিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে ক্ষুদ্রশ্বাস কহা যায়। এই ক্ষুদ্রশ্বাস অপর শ্বাসের ন্যায় (মহাশ্বাসাদির ন্যায়) দেহের বিশেষ কষ্ট দায়ক বা প্রবাধক অথবা বিনাশক নহে। ইহা দ্বারা পান ভোজনেরও উচিত গতি রুদ্ধ হয় না এবং ইন্দ্রিয় সকলেরও কোন প্রকার পীড়া বা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় না। রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র শ্বাস সাধ্য এবং মহাশ্বাসাদিও যদি অনভিব্যক্ত লক্ষণ হয়, তাহা হইলে তাহারাও সাধ্য হইয়া থাকে ॥ ৯৯—১০১

শ্বাসের সাধ্যত্বাদি—যে সকল শ্বাসের উল্লেখ হইল, তন্মধ্যে ক্ষুদ্রশ্বাস সাধ্য, তমকশ্বাস কষ্টসাধ্য এবং মহাশ্বাস উর্দ্ধশ্বাস ও ছিন্নশ্বাস অসাধ্য। আর দুর্ব্বল রোগির তমকশ্বাসও অসাধ্য জানিবে।

সন্নিপাতজ্বরাদি এমন অনেক রোগ আছে, যাহারা উপেক্ষিতবা অসম্যক্ চিকিৎসিত হইলে প্রাণনাশ করিতে পারে সত্য, কিন্তু হিক্কা ও শ্বাস এই দুইটি পীড়া উপেক্ষিত বা অসম্যক্ চিকিৎসিত হইলে যেরূপ আশু প্রাণ নাশক হয় তাহারা সেরূপ নহে ॥ ১০২। ১০৩

শ্বাসচিকিৎসা—শ্বাস ও হিক্কা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তৈল লবণসংযুক্ত স্নিগ্ধ স্বেদ প্রদান করিবে। তদ্দ্বারা গ্রথিত কফ ও শ্বাস বিলয় পাইবে এবং বায়ুও প্রশমিত হইবে। স্বেদ দ্বারা রোগী সম্যক্ স্বিন্ন হইয়াছে বুঝিলে তাহাকে মাংসরসের সহিত অন্ন খাইতে দিবে। আদার রসে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় ও কফ বিনষ্ট হয়। আঁটী রহিত দুইসের বহেড়া ছাগমূত্রে সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়। দেবদারু বেড়েলা ও জটামাংসী পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহার ধূমপান করিলে সুদারুণ শ্বাস প্রশমিত হয়।

দশমূলী, শটী, রাস্না, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, কাঁকড়া শৃঙ্গী, ভুঁই আমলা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, মুতা ও চিতা ইহাদের কষায় পান করিলে, অথবা ইহাদের কষায়ে যবাগূ পাক করিয়া সেই যবাগূ খাইলে শ্বাস, হৃৎপীড়া, পার্শ্ববেদনা, হিক্কা ও কাস প্রশমিত হয়।

অথবা দশমূলের ক্বাথে পুষ্করমূল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কাস শ্বাস পার্শ্বশূল নিবারিত হয়।

কদলীপুষ্প, কুন্দপুষ্প, শিরীষপুষ্প ও পিপুল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে শ্বাস বিনষ্ট হয়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মুতা, পুষ্কর, শটী ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ এবং চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া গুলঞ্চ বাসক ও বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথের সহিত পান করিলে তিন দিনে ঘোরতর শ্বাসও প্রশমিত হইয়া থাকে

স্বল্পপঞ্চমূল পিত্তাধিক্যে, বৃহৎ পঞ্চমূল বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্যে প্রযোজ্য।

কুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ করিয়া তাহা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে সুদারুণ শ্বাস-কাস আশু নিবারিত হয়।

হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, পিপুল, রাস্না ও শটী, ইহাদের চূর্ণ গুড় ও সর্ষপ তৈলের সহিত লেহন করিলে প্রাণহর শ্বাসও বিনষ্ট হয়॥ ১০৪—১১৬

ভার্গীগুড়—বামুনহাটী মূল ১০০ পল, দশমূল মিলিত ১০০ পল অর্থাৎ প্রত্যেক ১০ দশ পল ও শিথিল পোট্‌লীবদ্ধ হরীতকী ১০০ টা (ওজনে এক প্রস্থ) চারিগুণ জলে অর্থাৎ ১১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৯ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ঐ জলে উক্ত হরীতকী গুলি এবং ১০০ পল (১২॥০ সের) গুড় দিয়া মৃদু অগ্নিতে পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে মধু ছয়পল, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) ও ত্রিসুগন্ধি (দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একপল, যবক্ষার চূর্ণ চারিতোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে চারিতোলা পর্য্যন্ত লেহ এবং হরীতকী একটা। ইহা ভক্ষণ করিলে সুদারুণ শ্বাস, পঞ্চবিধ কাস, অর্শঃ, অরুচি, গুল্ম, মলভেদ ও ক্ষয় বিনষ্ট হয়। ভার্গীগুড় স্বরবর্ণপ্রদ ও অগ্নিবর্দ্ধক॥ ১১৭—১২২

অষ্টাঙ্গচূর্ণ অর্থাৎ কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ ছাগ দুগ্ধের সহিত পান করিলে ঘোর শ্বাস কাস প্রশমিত হইয়া থাকে। (মহাকট্‌ফলাদি)।

শ্বাসের নির্মূলশান্তির জন্য দশমূলের ক্বাথ পান করিতে দিবে। যে রোগী অবশ্য মরণীয়, সেও দশমূল ক্বাথ পানে শত বৎসর বাঁচে॥ ১২৩। ১২৪

শ্বাসকুঠার রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ ও মনঃশিলা প্রত্যেক দুইতোলা, মরিচ ষোল তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক চারিতোলা; একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই শ্বাসকুঠার রস সর্ব্বশ্বাস নিবারক॥ ১২৫। ১২৬

ইতি শ্বাসাধিকার।

স্বরভেদাধিকার।

স্বরভেদের নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—অতি উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন ও অধ্যয়ন (উচ্চৈঃস্বরে বেদাদি পাঠ), বিষপান ও অভিঘাত (কণ্ঠদেশে লগুড়াদি দ্বারা আঘাত) এই সকল কারণে ও এবম্বিধ অন্য কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া স্বরবহ ধমনীচতুষ্টয়ে অধিষ্ঠান করিয়া স্বর বিনষ্ট করে। স্বরভেদ ছয়প্রকার। যথা—বাতিক, পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ক্ষয়জ ও মেদোজ॥ ১

বাতজাদি স্বরভেদের লক্ষণ—বাতজ স্বরভেদে মল-মূত্র-নয়ন ও আনন কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং রোগী গর্দ্দভের স্বরের ন্যায় কর্কশ ভাঙ্গা স্বরে ধীরে ধীরে কথা কয়, পিত্তজ স্বরভেদে মল-মূত্র-নয়ন ও আনন পীতবর্ণ হয় এবং কথা কহিবার সময় গলদেশে দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। কফজ স্বরভেদে—কণ্ঠদেশ সতত কফদ্বারা রুদ্ধ থাকায় অল্প অল্প বাক্য নিঃসৃত হয়, কিন্তু দিবাভাগে সূর্য্যরশ্মিদ্বারা কফের মন্দীভাব হওয়ায় রোগী অপেক্ষাকৃত ভালরূপ কথা কহিতে পারে। সান্নিপাতিক স্বরভেদে, উক্ত বাতাদি ত্রিদোষেরই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এই স্বরভেদকে ঋষিগণ অসাধ্য বলিয়া বর্ণন করেন। ক্ষয়জ স্বরভেদে অর্থাৎ ধাতুক্ষয় জনিত স্বরভেদে বাক্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং রোগির বোধ হয় যেন ধূমের সহিত বাক্য নির্গত হইতেছে অর্থাৎ কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গম হইলে যেরূপ বেদনা অনুভূত হয়, বাক্য নিঃসরণ সময়েও তদ্বদ্ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। ক্ষয়জনিত স্বরভেদে রোগী হতবাক্ অর্থাৎ বাক্য কথনে অসমর্থ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। মেদোজ স্বরভেদে গলদেশ কফ বা মেদঃ দ্বারা লিপ্ত হয় সুতরাং রোগী কণ্ঠমধ্যে অস্ফুটবাক্য বিলম্বে বিলম্বে উচ্চারণ করে এবং পিপাসায় কাতর হয়॥ ২—৪

অসাধ্যত্ব—ক্ষীণের (ক্ষয়রোগির), বৃদ্ধের ও কৃশের স্বরভেদ, দীর্ঘকালোৎপন্ন স্বরভেদ, জন্মসহজাত স্বরভেদ, মেদস্বি-ব্যক্তির (অতি স্থূল ব্যক্তির) স্বরভেদ এবং সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত সান্নিপাতিক স্বরভেদ অসাধ্য॥ ৫

স্বরভেদ চিকিৎসা—বাতাদিজনিত শ্বাস-কাসনাশক যে সকল যোগ (ঔষধ) কীর্ত্তিত হইয়াছে, বাতাদিজনিত স্বরভেদেও দোষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

বাতজ স্বরভেদে সৈন্ধবলবণসংযুক্ত তৈল, পিত্ত

স্বরভেদে মধুসংযুক্ত ঘৃত এবং কফজ স্বরভেদে যবক্ষার ও ত্রিকটুচূর্ণসংযুক্ত মধু কবল করিবে। তদ্দ্বারা—গল-তালু-জিহ্বা ও দন্তমূলাশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃসারিত এবং স্বর আশু প্রসন্ন হইবে।

বাতজনিত স্বরভেদে ঘৃত মাংসরস ও অন্নভোজন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল অনুপান করিবে। পিত্তজনিত স্বরভেদে অনলস হইয়া ঘৃত দুগ্ধ ও জলপান করিবে। কফজনিত স্বরভেদে—পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে॥ ৬—১০

নিদিগ্ধিকাবলেহ—কণ্টকারী ১০০ পল (১২॥০ সের), পিপুল মূল ৫০ পল, চিতামূল ২৫ পল ও দশমূল ২৫ পল এই সকল দ্রব্য দুই দ্রোণ (১২৮ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে পুরাণ গুড় ৮ সের মিশাইয়া লেহবৎ পুনঃ পাক করিবে। আসন্নপাকে পিপুলচূর্ণ ৮ পল, ত্রিজাতচূর্ণ (দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ চূর্ণ) প্রত্যেক ১ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল নিক্ষেপ করিয়া পাক শেষ করিবে। পাক শেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে অর্দ্ধসের মধু মিশাইবে। ইহাই নিদিগ্ধিকাবলেহ। এই লেহ যথাগ্নি সেব্য। ইহা স্বরভেদ ও প্রতিশ্যায়নাশক মুখ্য ঔষধ। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, মেহ, গলরোগ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১১—১৬

মৃগনাভ্যাদিলেহ—মৃগনাভি, ছোট-এলাইচ, লবঙ্গ, বংশলোচন এই সকল দ্রব্যের চূর্ণে মধু-ঘৃত-সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে উগ্র বাক্স্তম্ভ ও স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়॥ ১৭

ব্রাহ্মীশাক, বচ, হরীতকী, বাদকছাল ও পিপুল ইহাদের চূর্ণে মধুসংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে সপ্তাহের মধ্যে কিন্নরের ন্যায় স্বর হয়॥ ১৮

ইতি স্বরভেদাধিকার

অরোচকাধিকার।

অরোচকের নিদান ও লক্ষণ—অরোচক পাঁচপ্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ অরুচি এবং শোক ভয় অতিলোভ অতি ক্রোধ ও ঘৃণাজনক-আহার-রূপ-গন্ধ এই সকল আগন্তু কারণে উৎপন্ন আগন্তুজ অরুচি। (এই ব্যাধি আহারে রুচি উৎপাদন করে না বলিয়া ইহাকে অরোচক কহা যায়)। বাতজ অরোচকে মুখ—কষায় এবং দন্ত অম্ল-ভোজনের ন্যায় হর্ষযুক্ত হয়। পিত্তজ অরোচকে মুখ—কটু-অম্লরস, বিস্বাদ, দুর্গন্ধ ও উষ্ণ হয়। কফজ অরোচকে মুখ—লবণ মধুর, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ ও দুর্গন্ধ হয়। (বিদগ্ধ শ্লেষ্মা লবণভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া মুখ লবণরস হয় এবং শ্লেষ্মদ্বারা মুখাভ্যন্তর পিচ্ছিল ও মুখের বহির্ভাগ স্নিগ্ধ অর্থাৎ চিক্কণ হইয়া থাকে)।

শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধাদি, অহৃদ্য ও অশুচি গন্ধ (আদিশব্দে অহৃদ্য ভোজন ও রূপও গ্রহণীয়) এই সকল আগন্তুকারণ জাত অরোচকে মুখ স্বাভাবিক রস বিশিষ্টই থাকে অর্থাৎ আস্বাদের কোন-রূপ ব্যতিক্রম ঘটে না কিন্তু আহারে অরুচি জন্মে। ত্রিদোষজ অরোচকে মুখ একরূপ রস বিশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ বাতজাদি-অরোচকোক্ত সকল প্রকার রসই উৎপন্ন হইয়া থাকে

বাতাদি দোষভেদে মুখের রসবিকৃতি বর্ণিত হইল, এক্ষণে অন্য বিকৃতি বর্ণন করিব। তদ্যথা—বাতজ অরোচকে হৃদয়ের শূলনি; পিত্তজ অরোচকে তৃষ্ণা দাহ ও চূষণবৎ পীড়া; কফজ অরোচকে কফ-প্রসেক হয় এবং ত্রিদোষজ অরোচকে বাতজাদি ত্রিবিধ অরোচকেরই লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে। অপর অরোচকে অর্থাৎ শোকাদি আগন্তু কারণজাত অরোচকে চিত্তের ব্যাকুলতা, মোহ ও জড়তা উপস্থিত হইয়া থাকে।

চরক এবং সুশ্রুত ভক্তদ্বেষ ও অভক্তচ্ছন্দনামক অরোচকদ্বয়কে অরোচকের মধ্যেই গণনা করিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাগ্‌ভট্‌ তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। তদ্যথা—যে রোগে মানব মুখপ্রক্ষিপ্ত অন্নের স্বাদ গ্রহণে অসমর্থ হয় অর্থাৎ অন্নের মিষ্টতা পায় না, তাহাকে অরোচক বলিয়া জানিবে। আর যাহাতে ভোজ্যদ্রব্য মনে ভাবিয়া বা দর্শন করিয়া অথবা ভোজ্যের নাম শুনিয়া তাহার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, তাহাকে ভক্তদ্বেষ কহে। এবং ক্রোধ ভয় বা অন্ন নিরোধ হেতু অন্নে শ্রদ্ধা না জন্মিলে তাহাকে অভক্তচ্ছন্দ বলে॥ ১৯—২৫

অরোচকের চিকিৎসা—ভোজনের অগ্রে নিত্য লবণ ও আর্দ্রক ভক্ষণ করিবে। ইহা হিতকর,

রোচক, অগ্নিদীপক এবং জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশোধক। অথবা আদার রস মধুর সহিত খাইবে। ইহাতে অরুচি, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় ও কফ নষ্ট হইবে॥ ২৬। ২৭

অম্লীকাপান—পাকা তেঁতুল শীতল জলে গুলিয়া ছাকিয়া লইবে এবং তাহাতে চিনি এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর ও মরিচের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়িত করিবে। এই পানকের গণ্ডূষ পুনঃ পুনঃ মুখে ধারণ করিলে নিশ্চয়ই অরুচি দূরীভূত এবং পিত্ত প্রশমিত হয়॥ ২৮। ২৯

ভাজা সর্ষপ জীরা হিঙ্ শুঁঠ ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ গব্যদধিতে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রে ছাকিয়া লইবে এবং তাহাতে এমন পরিমাণে গব্যতক্র নিক্ষেপ করিবে, যেন তাহা খাইতে উত্তম রুচিপ্রদ হয়। ইহা সদ্যো-রোচক ও অগ্নিবর্দ্ধক॥ ৩০। ৩১

শিখরিনী—সম্যক্ আবৰ্ত্তিত গব্যদুগ্ধ ও গাঢ় মাহিষ দধি একীকৃত করিয়া এবং তাহাতে শুভ্র চিনি মিশাইয়া একখানি বস্ত্রের উপর উহা ঘর্ষণ করিবে। ঘর্ষণদ্বারা নিম্নে যাহা গালিত হইয়া পড়িবে, তাহাতে এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। ইহারই নাম শিখরিণী। শিখরিনী রুচিজনক এবং সকলের প্রিয় খাদ্য। (প্রস্তুত প্রণালী-নির্জল-অম্ল-মাহিষ দধি ষোল সের ও শুভ্র চিনি চারি সের এবং গব্যদুগ্ধ বত্রিশ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা এক খানি পরিষ্কৃত বস্ত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবে ও হস্তদ্বারা ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। এবং নিম্নে একটি নূতন মৃন্ময় পাত্র স্থাপন করিবে। ঘর্ষণ দ্বারা নিম্ন স্থাপিত পাত্রে যাহা বস্ত্র গালিত হইয়া পড়িবে, তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে লবঙ্গ কর্পূর এলাইচ ও মরিচের চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহাই শিখরিনী নামে প্রসিদ্ধ। ভোজন প্রিয় ভীমসেন কর্ত্তৃক ইহা রচিত)॥ ৩২—৩৩

দাড়িমাদ্য চূর্ণ—অম্লদাড়িম দুইপল, খাঁড়গুড় তিনপল ও ত্রিসুগন্ধি (দারুচিনি এলাচ তেজপত্র) প্রত্যেক এক পল, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। (পাঠান্তর—দাড়িম দুইপল, খাঁড়গুড় আট পল, ত্রিকটু তিনপল এবং ত্রিসুগন্ধি প্রত্যেক এক পল; ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে।) ইহা অরোচকহর, দীপক, পাচক এবং পীনস জ্বর ও কাসনাশক॥ ৩৪। ৩৫

লবঙ্গাদি চূর্ণ—লবঙ্গ, কাঁক্‌লা, বেণামূল, চন্দন, তগর, নীলোৎপল, কৃষ্ণজীরা, বালা, পিপুল, অগুরু, গুড়ত্বক্, নাগেশ্বর, শ্বেতজীরা (সাজীরে, আতইচ, নলদ (উশীর), এলাইচ, কর্পূর, জায়ফল, বংশলোচন, প্রত্যেকের সমান সমানভাগ; সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধভাগ চিনি, একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা সুরোচক, তর্পক, অগ্নিদীপক, বলপ্রদ, বৃষ্যতম ও ত্রিদোষনাশক। ইহাদ্বারা হৃদয়ের বিবদ্ধতা, তমক, গলগ্রহ, কাস, হিক্কা, অরুচি, ক্ষয়, পীনস, গ্রহণী, অতিসার, উরঃক্ষত ও সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়॥ ৩৫—৩৮

যমানীখাণ্ডবচূর্ণ—যমানী, দাড়িম, শুঁঠ, তেঁতুল, অম্লবেতস ও অম্লকুল, প্রত্যেক চারি শাণ (দুইতোলা), মরিচ আড়াই শাণ (১।০ তোলা), পিপুল দশ শাণ (পাঁচ তোলা), গুড়ত্বক্, সচললবণ, ধনে, জীরক, প্রত্যেক দুই শাণ, চিনি ৬৪ শাণ; ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহারই নাম যমানীখাণ্ডব। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, জ্বর, বমি, শোষ, অতিসার, প্লীহা, আনাহ, বিবদ্ধতা, অরুচি, শূল, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, জিহ্বাগত ও গলগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়॥ ৩৯—৪১

ইতি অরোচকাধিকার।

বমনাধিকার।

বমনের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান এবং সংপ্রাপ্তি—অতিদ্রবপান, অতি স্নিগ্ধভোজন, অহৃদ্যভোজন, অধিক লবণ ভক্ষণ, অকালে ভোজন, অতিমাত্র ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, এবং আম (অসম্যক্ পক্করস), ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ (যথাস্থিতভুক্ত), ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা এবং অন্য বীভৎস বিষয় সকল (ঘৃণাকারি-বিষয়সমূহ) এই সকল কারণে ভুক্তবস্তু বলে উৎক্লেশিত (বহির্গমনো-মুখ) হয়। দুষ্ট বায়ু, দুষ্টপিত্ত, দুষ্টকফ, মিলিত দুষ্টদোষত্রয় এবং বীভৎসালোকনাদি (ঘৃণাজনক শ্রবণ-দর্শন-স্পর্শন-ভক্ষণপানাদি) এই পঞ্চ কারণে পঞ্চ প্রকার ছর্দ্দি (বমন) উৎপন্ন হয়। ইহাদের লক্ষণ পরে বলিতেছি॥ ৪২—৪৪

পূর্ব্বরূপ—বমি হইবার পূর্ব্বে হৃল্লাস, উদ্গার-রোধ, মুখ দিয়া জলপ্রসেক, মুখে লবণাস্বাদ এবং অন্ন-পানে অত্যন্ত দ্বেষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৪৫

ছর্দ্দির অর্থাৎ বমনের সামান্য লক্ষণ—বক্ত্র-প্রধাবিত দোষ প্রবল বেগে অঙ্গভেদ দ্বারা মুখকে ছাদন (পূরণ) ও অঙ্গ সকলকে অর্দ্দন (পীড়ন) করে বলিয়া ইহা ছর্দ্দিনামে অভিহিত। (অপবারণার্থ ছদ ও হিংসার্থ অর্দ্দ এই ধাতুদ্বয়ে নিপাতনে ছর্দ্দি পদটি সিদ্ধ হইয়াছে)॥ ৪৬

বাতজছর্দ্দির লক্ষণ—বায়ুজনিত বমনরোগে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তকে ও নাভিদেশে বেদনা, কাস, স্বরভেদ ও তোদ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং রোগী অতি কষ্টে মহাবেগে প্রবল উদ্গার ও প্রবল শব্দসহ সফেন, বিচ্ছিন্ন (মধ্যে মধ্যে বগরহিত), কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা ও কষায়রস বিশিষ্ট অল্পমাত্র বমন করিয়া থাকে॥ ৪৭

পিত্তজছর্দ্দির লক্ষণ—ইহাতে মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক তালু ও চক্ষুতে সন্তাপ, অন্ধকার দর্শন ও ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন) এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এবং রোগী—পীত হরিৎ বা ধূম্রবর্ণ (কৃষ্ণলোহিত বর্ণ) সতিক্ত ও অতি উষ্ণ বমন করে। বমনকালে কণ্ঠাদি স্থানে জ্বালা হয়॥ ৪৮

কফজছর্দ্দির লক্ষণ—ইহাতে তন্দ্রা, মুখমাধুর্য্য, কফপ্রসেক, সন্তোষ (ভোজনে অনিচ্ছা), নিদ্রা, অরুচি ও দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। এবং রোগী স্নিগ্ধ ঘন স্বাদু ও শুক্লবর্ণ বমন করে। বমনকালে রোমাঞ্চ হয় এবং যাতনা অল্প হইয়া থাকে॥ ৪৯

ত্রিদোষজছর্দ্দির লক্ষণ—ইহাতে শূল, অপরিপাক, অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রবলভাবে প্রকাশিত হয় এবং রোগী লবণাম্লরস, নীল ও লোহিতবর্ণ, ঘন ও উষ্ণ বমন করে। ত্রিদোষজ ছর্দ্দি নিয়তই হয়॥ ৫০

আগন্তুজছর্দ্দির লক্ষণ—অসাম্য-ভোজনাদি দ্বারা জনিত, ক্রিমি দ্বারা জনিত, অপক্করসদ্বারা জনিত, বীভৎসালোকনাদি দ্বারা জনিত ও দৌহৃদ দ্বারা জনিত যে ছর্দ্দি, তাহারা সকলেই এক আগন্তুজ ছর্দ্দি বলিয়া গণ্য। আগন্তুজ ছর্দ্দিকে পঞ্চম ছর্দ্দি বলিয়া গণনা করা গিয়া থাকে। আগন্তুজ ছর্দ্দিতে যে দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাকে তদ্দোষাক্রান্ত জানিয়া চিকিৎসা করিবে॥ ৫১

ক্রিমিজছর্দ্দির লক্ষণ—ইহাতে অত্যন্ত শূল ও অধিক হৃল্লাস (বমন বেগ) হয় এবং ক্রিমিজাত হৃদ্রোগের তুল্য লক্ষণ সকল লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ৫২

ছর্দ্দির উপদ্রব—কাস, শ্বাস, জ্বর, তৃষ্ণা, হিক্কা, বৈচিত্ত্য (বিকৃতচিত্তত্ব), হৃদ্রোগ ও তম (অন্ধকার দর্শন) এই গুলি ছর্দ্দির উপদ্রব॥ ৫৩

অসাধ্য ও সাধ্য ছর্দ্দি—রোগী যদি ক্ষীণ হয় এবং নিরন্তর রক্তপূয়যুক্ত বা ময়ূরপিচ্ছের চন্দ্রিকা সদৃশ-আভাবিশিষ্ট বমন করে এবং কাসাদি উপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে। আর উপদ্রব রহিত হইলে সাধ্য জানিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে॥ ৫৪

ছর্দ্দি-চিকিৎসা—আমাশয়ের উৎক্লেশ হইতেই সমস্ত ছর্দ্দি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য ছর্দ্দিরোগে লঙ্ঘন দেওয়া বিধেয়, কিন্তু বায়ুজনিত ছর্দ্দিতে লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। ছর্দ্দিরোগে কফপিত্তহারক সংশোধন হিতকর। ক্ষীরোদক (নাশিত-দুগ্ধের জল) পান করিলে বাতজ ছর্দ্দি বিনষ্ট হয়। অথবা মুগ ও আমলকীর যূষে ঘৃত সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া পান করিলেও বাতজ ছর্দ্দি প্রশমিত হয়।

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, নিমছাল ও পলতা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ ছর্দ্দি নিবারিত হইয়া থাকে।

হরীতকী চূর্ণে মধুসংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে দোষ অধোমার্গগত হয়, সুতরাং ছর্দ্দি শীঘ্রই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা ও আতইচের চূর্ণ, অথবা বিড়ঙ্গ কৈবর্ত্তমুতা ও শুঁঠের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে কফজ ছর্দ্দি প্রশমিত হয়।

পেষিত আমলকী, খৈ ও চিনি এক এক পল, মধু এক পল এবং জল অর্দ্ধসের একত্র আলোড়িত এবং বস্ত্রে গালিত করিয়া পান করিলে ত্রিদোষজ ছর্দ্দি নিবারিত হয়। গুলঞ্চের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া মধুসহ পান করিলে ত্রিদোষজনিত দুর্নিবার ছর্দ্দিও বলে নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৫৫—৬১

এলাদিচূর্ণ—এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলআঁটির শাঁস, খৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, চন্দন ও পিপুল ইহাদের চূর্ণে মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বাত-পিত্ত-কফজ ছর্দ্দি বিনষ্ট হয়।

শুষ্ক অশ্বত্থছাল পোড়াইয়া জলে নির্ব্বাপিত করিবে। সেই জল পান করিবামাত্র দুর্জ্জয় বমিও থামিয়া যায়।

হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরা ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে ত্রিদোষজ ছর্দ্দি ও অরুচি নিবারিত হয়।

বেলছালের ক্বাথ অথবা গুলঞ্চের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে ত্রিদোষজ ছর্দ্দি এবং ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ মধুসহ পান করিলে পিত্তজ ছর্দ্দি প্রশমিত হয়।

আমের কেশী ও বেলশুঁঠের ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমি ও অতিসার নষ্ট হয়।

জাম ও আমের পল্লব জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে খৈ-চূর্ণ মিশাইয়া এবং তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমি অতিসার ও উগ্র পিপাসা নিবারিত হইয়া থাকে।

হৃদ্যতম (মনঃপ্রিয়) পথ্যাদি দ্বারা বীভৎসজ ছর্দ্দির, অভিলষিত ফলপ্রদানদ্বারা দৌহৃদজা ছর্দ্দির, লঙ্ঘন দ্বারা আমজা ছর্দ্দির এবং সাত্ম্য-পথ্যাদি দ্বারা অসাত্ম্যজ ছর্দ্দির প্রশম করিবে। ক্রিমিজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা দ্বারা ক্রিমিসম্ভূত ছর্দ্দির চিকিৎসা করিবে। তদ্ভিন্ন ঐ সকল ছর্দ্দিতে যে যে দোষের সম্বন্ধ থাকিবে, তত্তদ্দোষেরও প্রতিকার করিবে।

বমিতে উদ্গারাধিক্য থাকিলে মূর্ব্বা ধনে ও মুতার চূর্ণ মধুসহ লেহন করিবে। অথবা যষ্টিমধু ও কাঞ্চন-চূর্ণ মধুর সহিত খাইবে। সচললবণ, কৃষ্ণজীরা, শর্করা ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে সদ্যঃ ছর্দ্দি নিবারিত হয়।

ইতি বমনাধিকার।

তৃষ্ণাধিকার

তৃষ্ণার নিদান ও সংপ্রাপ্তি—মানবগণের স্বস্থান সঞ্চিত পিত্ত, পিত্তবিবর্দ্ধক কারণে অর্থাৎ কটু-অম্ল-উষ্ণ ও লবণাদিদ্বারা কুপিত হইয়া এবং বায়ু ভয় ও শ্রমদ্বারা অথবা বলসংক্ষয়দ্বারা অর্থাৎ উপবাসাদি-দ্বারা কুপিত হইয়া, তাহারা উভয়েই ঊর্দ্ধগমনপূর্ব্বক তালু আশ্রয় করিয়া পিপাসা জন্মাইয়া থাকে। কেবল যে তালু দূষিত হইলেই পিপাসা হয় তাহা নহে, বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক জলবাহি-স্রোতঃসকল দূষিত হইলেও পিপাসা জন্মিয়া থাকে। তৃষ্ণা সাত প্রকার যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ ক্ষতজ ক্ষয়জ আমজ ও অন্নজ। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ বর্ণন করিব।

টীকা। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, সুশ্রুত বলিয়াছেন—"জলবহ স্রোতঃ দুইটি," তবে জলবহ স্রোতঃ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে কেন? উত্তর—জলবাহি-স্রোতঃ দ্বয়ের অনেক শাখা প্রশাখা আছে বলিয়াই বহুবচনে প্রয়োগ করা হইয়াছে। জল-বাহি-স্রোতঃ শব্দটি জিহ্বাদিরও উপলক্ষণ। যেহেতু চরক বলিয়াছেন—পিত্ত ও বায়ু জলবাহিনী ধমনী সকলকে এবং জিহ্বা হৃদয় গল তালু ও ক্লোম শোষণ করিয়া মানবের দেহে অতি প্রবল তৃষ্ণা উৎপাদন করে॥ ১।২

তৃষ্ণার সামান্যলক্ষণ—তালু-কণ্ঠ-ওষ্ঠ-ও মুখের শোষ, দাহ, সন্তাপ, মোহ, ভ্রম ও প্রলাপ, এই সকল রূপ তৃষ্ণার উৎপত্তিকালে উপস্থিত হয়॥ ৩

বাতজ তৃষ্ণার লক্ষণ—ইহাতে মুখের শুষ্কতা ও ম্লানতা, শঙ্খদেশে ও মস্তকে তোদ, রস-বাহি ও জলবাহি-স্রোতঃসকলের নিরোধ, মুখের বিরসতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শীতল জল পানে বাতজ তৃষ্ণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৪

পিত্তজ তৃষ্ণার লক্ষণ—এই তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা, অন্নদ্বেষ, প্রলাপ, দাহ, রক্তনেত্রতা, নিয়ত শোষ (অতীব মহতী তৃষ্ণা), শীতলেচ্ছা, মুখতিক্ততা ও পরিধূপন (কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি) এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়॥ ৫

কফজ তৃষ্ণার লক্ষণ—(কফ শীতল ও দ্রব পদার্থ, ইহা হইতে পিপাসার উৎপত্তি অসম্ভব। অতএব যেরূপে কফ হইতে পিপাসা জন্মে, তাহা বর্ণিত হইতেছে) স্বকারণ কুপিত-কফ কর্ত্তৃক জঠরাগ্নি উপরি-ভাগে আচ্ছাদিত হইলে বাষ্পরোধ হেতু অর্থাৎ অগ্নির উষ্মাবরোধ হেতু সেই কফাবরুদ্ধ জাঠরোষ্মা অধোগত হইয়া জলবহ স্রোতকে শোষণ করিতে থাকে, তাহাতেই পিপাসা উপস্থিত হয়। কফজ তৃষ্ণায় নিদ্রা, দেহের গুরুতা, মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই তৃষ্ণায় অর্দ্দিত ব্যক্তি কৃশ হইয়া থাকে॥ ৬

ক্ষতজ তৃষ্ণার লক্ষণ—শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষতাঙ্গ ব্যক্তির ক্ষতযন্ত্রণা ও ক্ষত হইতে রক্ত নির্গম হেতু যে পিপাসা হয়, তাহাই ক্ষতজ তৃষ্ণা নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৭

ক্ষয়জ তৃষ্ণার লক্ষণ—রসক্ষয় হেতু যে তৃষ্ণা হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি দিবারাত্র মুহুর্মুহুঃ জলপান করে, তথাপি তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। কেহ কেহ এই তৃষ্ণাকে সন্নিপাতোদ্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ইহাতে রসক্ষয়োক্ত লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় জানিবে

টীকা। সুশ্রুত কর্তৃক রসক্ষয়ের এই সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যথা—হৃৎপীড়া কম্প, শোষ, শূন্যতা ও তৃষ্ণা ॥ ৮

আমজতৃষ্ণার লক্ষণ—আমজ তৃষ্ণায় হৃচ্ছূল, নিষ্ঠীবন, শরীরের অবসাদ এবং বাতাদি ত্রিদোষজ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। (কারণ—আম হেতু অর্থাৎ অজীর্ণ হেতু তিন দোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে। সুতরাং তিন দোষেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়)।

অন্নজ তৃষ্ণার লক্ষণ—ঘৃত তৈলাদি স্নেহ-যুক্ত খাদ্য, অম্ল, লবণ (মূলে চকারের প্রয়োগ থাকায় কটুও বুঝিতে হইবে) এবং গুরু অন্ন ভোজন করিলে শীঘ্রই পিপাসা উপস্থিত হয়। ইহাকে অন্নজা তৃষ্ণা কহে ॥ ৯

উপসর্গজাততৃষ্ণার লক্ষণ—এই তৃষ্ণায় ক্ষীণস্বরতা, মূর্চ্ছা, মুখ ও হৃদয়ের ক্লান্তত্ব, এবং গল-তালুর শুষ্কত্ব, উপসর্গজ তৃষ্ণায় এই সকল লক্ষণ উপ-স্থিত হয়। এই তৃষ্ণা ধাতুশোষিণী ও কষ্টপ্রদা। (উপসর্গ অর্থাৎ উপদ্রব, উপদ্রব শব্দ রোগমাত্রেই বর্ত্তে। যেমন বলা হয়—নিরূহোপদ্রব চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিব) ॥ ১০

অরিষ্ট লক্ষণ—জ্বর-মূর্চ্ছা-ক্ষয়-কাস ও শ্বাসাদি কর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তিগণের, রোগকৃশ ব্যক্তিগণের ও বমিপ্রসক্ত ব্যক্তিগণের অতিপ্রসক্ত ও ঘোর উপদ্রব যুক্ত (মুখ শোষাদি যুক্ত) সকল তৃষ্ণাই মরণের জন্য উপস্থিত হয় জানিবে ॥ ১১

তৃষ্ণা-চিকিৎসা—বাতজ তৃষ্ণায় বাতনাশক কোমল লঘু ও শীতল অন্নপান ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে সগুড় দধি প্রশস্ত। স্বাদু তিক্ত-দ্রব ও শীতল অন্নপান পিত্তজ তৃষ্ণা নাশক ॥ ১২

ষড়ঙ্গপান—মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বালা, ছত্রা ধনে, কাহারও মতে আমলকী), বেণামূল ও শ্বেতচন্দন, ইহাদের সমষ্টি ২ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /২ সের। ইহা পান করিলে তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়।

খৈএর মণ্ড শীতলাবস্থায় মধু সংযুক্ত করিয়া; অথবা তাহা গুড়ে বিমর্দ্দিত করিয়া, কিংবা তাহাতে গাম্ভারী ফলরস ও চিনি মিশ্রিত করিয়া তৃষ্ণার্দ্দিত ব্যক্তি পান করিবে।

তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির শয্যাদির আস্তরণ আর্দ্রবস্ত্রে এবং প্রাবরণ (গাত্রাচ্ছাদন বস্ত্র) আর্দ্রবস্ত্রে করিবে। তাহাতে পিপাসা প্রশমিত হইবে, উগ্রদাহও নিবা-রিত হইবে।

ইক্ষুরস ও গব্যদুগ্ধ এবং গোস্তনী (কিস্মিস্,) যষ্টিমধু, মৌলফল ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্যে পানীয় প্রস্তুত করিয়া নাসিকা দ্বারা পান করিলে দারুণ তৃষ্ণা নিবারিত হয়, এবং মুখে পান করিলে মুখের বৈশদ্য জন্মে। মধুর গণ্ডুষ ধারণ করিলে তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত হয়।

টাবালেবুর কেশর পেষিত এবং তাহাতে ঘৃত সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে জিহ্বা তালু গল ও ক্লোমের শোষ নিবারিত হয়। দাড়িম, কুল, লোধ, কয়েতবেল ও টাবালেবু পেষণ করিয়া তদ্দারা মস্তক প্রলিপ্ত করিলেও পিপাসা ও দাহ নিবারিত হইয়া থাকে। অথবা মধু মিশ্রিত শীতল জল আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইলেও তাহাতে পিপাসার শান্তি হয়। ধনের ক্কাথ চিনি সংযুক্ত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ নিবারিত হয়। ইহাতে মূত্রাশয়ও বিশোধিত হইয়া থাকে।

আমলকী, পদ্মপুষ্প, কুড়, খৈ ও বটের ঝুরি এই সকল চূর্ণ মধুতে মাড়িয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। সেই গুটিকা মুখে ধারণ করিলেও প্রবল তৃষ্ণা ও দারুণ মুখ শোষ বিনষ্ট হয়।

ক্ষত যন্ত্রণা নিবারণ এবং ছাগাদির মাংসরস ও রুধির পান দ্বারা ক্ষতজ তৃষ্ণার প্রশম করিবে।

সজল দুগ্ধ, মাংসরস বা মধুরগণোক্ত দ্রব্যের ক্কাথ পান দ্বারা ক্ষয়জ তৃষ্ণা নিবারণ করিবে।

বেল, বচ এবং দীপনীয়গণ (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ) ইহাদের কষায় পান করাইয়া আমোদ্ভব তৃষ্ণার জয় করিবে।

লেখনদ্রব্যদ্বারা গুরুভোজন-জনিত তৃষ্ণার শান্তি করিবে। অপিচ ক্ষয় বিনা অন্য সর্ব্বপ্রকার কারণজাত তৃষ্ণারই লেখন দ্রব্য দ্বারা প্রশম করিতে চেষ্টা করিবে। স্নিগ্ধ-অন্ন (ঘৃত তৈলাদি স্নেহ বিশিষ্ট ভোজ্য) ভোজন করিলে যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, গুড় মিশ্রিত জল পানে তাহার প্রশম করিবে। অতিরোগ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণা দুগ্ধ পানে আশু প্রশমিত হয়।

মূর্চ্ছারোগে, বমনরোগে, তৃষ্ণা রোগে, আনাহ রোগে, স্ত্রীসঙ্গমে ও মদ্যপানে যাহারা অতিকর্ষিত হয়, তাহা-দের শীতলজল পান করা কর্ত্তব্য। রক্তপিত্ত রোগে মদাত্যয় রোগে রোগিকে সাম্য অন্ন পান ও ভৈষজ্য সেবন করাইয়া, অগ্রে তাহার পিপাসার শান্তি করিবে। পিপাসা প্রশমিত হইলে তাহার অন্য ব্যাধির, সহজে চিকিৎসা করিতে পারা যাইবে।

পূর্ব্বরোগে ক্ষীণ ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত হইলে যদি জল পান করিতে না পায়, তাহা হইলে সে ত্বরায় মৃত্যু বা দীর্ঘরোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৃষিত ব্যক্তি জল না পাইলে তাহার মোহ (মূর্চ্ছা) উপস্থিত হয়, মোহ হইতে প্রাণও যাইতে পারে। অতএব কোন

অবস্থাতেই কদাচ একবারে জলপান বারণ করিবে না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অন্ন বিনাও অনেকক্ষণ প্রাণ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি জলের অভাবে ক্ষণকালের মধ্যেই মরিয়া যায়॥ ১৩—৩০

ইতি তৃষ্ণাধিকার।

মূর্চ্ছাধিকার।

মূর্চ্ছার নিদান ও সম্প্রাপ্তি—বহুদোষাক্রান্ত-ক্ষীণ ব্যক্তির বিরুদ্ধ ভোজনে, মলমূত্রাদির বেগ-ধারণে, লগুড়াদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তিতে ও সত্ত্বগুণের অল্পতায় অর্থাৎ তমোগুণের আধিক্যে উগ্র বাতাদি দোষ সকল যখন মনোধিষ্ঠান বাহ্যেন্দ্রিয়ে (কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ে) এবং আভ্যন্তরেন্দ্রিয়ে (বুদ্ধীন্দ্রিয়ে) প্রবেশ করে, তখনই মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে।

টীকা। "বহুদোষ" শব্দে এস্থলে বিপুলদোষ বুঝিবে, অনেক দোষ নহে। যদি বহু দোষের অর্থ অনেক দোষ করা যায়, তাহা হইলে মূর্চ্ছা ত্রিদোষজই হইয়া থাকে। কিন্তু মূর্চ্ছা কেবল ত্রিদোষজই হয় না, পৃথগ্ দোষজও হইয়া থাকে। অতএব বহুদোষশব্দে এস্থলে বিপুল দোষ বুঝিবে। সত্ত্বগুণের অল্পতায় তমোগুণের আধিক্য বুঝিতে হইবে কেন? যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে যে "মূর্চ্ছা পিত্ত ও তমোগুণ বহুলা"॥ ১। ২

মূর্চ্ছার সাধারণলক্ষণ—শিরা-ধমনী-স্রোতঃ প্রভৃতি যে সকল নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া মন ইন্দ্রিয়াদি স্থান প্রাপ্ত হয়, সেই সকল সংজ্ঞাবহ নাড়ী বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক আবৃতা হইলে সুখদুঃখনাশক-অজ্ঞানহেতু-তমোগুণ সহসা বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। সুতরাং সুখদুঃখ জ্ঞান নাশহেতু মানব কাষ্ঠবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া থাকে। এই পীড়াকে মোহ বা মূর্চ্ছা কহে। মূর্চ্ছা ছয় প্রকার।

টীকা। মূর্চ্ছায় শব্দও মূর্চ্ছার অপর একটি নাম। যেহেতু উক্ত আছে—সংজ্ঞোপঘাত, মূর্চ্ছায়, মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছন, কশ্মল, প্রলয়, মোহ, সন্ন্যাস ও মৃতোপম এই শব্দগুলি মূর্চ্ছার পর্য্যায়॥ ৪

ষড়্বিধ মূর্চ্ছা বর্ণিত হইতেছে—যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ। মূর্চ্ছা ষড়্বিধ হইলেও সকল প্রকার মূর্চ্ছাতেই পিত্তেরই প্রভুত্ব থাকে জানিবে। (যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মূর্চ্ছা পিত্ত ও তমোগুণ-বহুলা)॥ ৫

পূর্ব্বরূপ—মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃৎপীড়া, জৃম্ভা, গ্লানি, সংজ্ঞানাশ ও বলক্ষয় (পাঠান্তর—সংজ্ঞার অল্পতা) এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মূর্চ্ছারোগের ব্যক্তাবস্থায় (পূর্ব্বরূপাবস্থায় নহে) যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষসম্বন্ধ বলিয়া জানিবে, (ইহা জেজ্জড়ের মত)॥ ৬

বাতিকমূর্চ্ছা—বাতজ মূর্চ্ছায় রোগী নীলবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ বা অরুণবর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় ও শীঘ্রই সংজ্ঞালাভ করে। ইহাতে কম্প, অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রকুট্টন), হৃৎপীড়া, শরীরের কৃশতা এবং শ্যাব বা অরুণবর্ণ কান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৭। ৮

পৈত্তিকমূর্চ্ছা—পৈত্তিক মূর্চ্ছায় রোগী রক্তবর্ণ পীতবর্ণ বা হরিতবর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয়। এবং মূর্চ্ছাপনোদনকালে ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ, নয়নের রক্তবর্ণতা বা পীতবর্ণতা এবং চঞ্চলতা, মলের তরলতা ও শরীরের পীতাভতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৯। ১০

শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছা—শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছার রোগী আকাশকে মেঘসঙ্কাশ বা মেঘাবৃত অথবা নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় এবং বিলম্বে সংজ্ঞা-লাভ করে। সংজ্ঞালাভকালে আপন অঙ্গ সকল আর্দ্র চর্ম্ম বেষ্টিতবৎ গুরু বলিয়া বোধ করে। তাহার মুখ স্রাব ও হৃল্লাস (বমনবেগ) হইতে থাকে।

টীকা। "মেঘসঙ্কাশ" শুভ্র মেঘসঙ্কাশ। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"কফজ মূর্চ্ছায় রোগী রূপ সকল (আকৃতি সকল) শ্বেতাভ্রপ্রতিম দর্শন করে।"

যদিও সুশ্রুত গ্রন্থানুসারে এস্থলে মূর্চ্ছারোগ ছয় প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে; তথাপি চরকগ্রন্থে সান্নিপাতিক মূর্চ্ছার উল্লেখ থাকায় এস্থলে সান্নিপাতিক মূর্চ্ছার লক্ষণও লিখিত হইতেছে। তদ্‌যথা—সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় বাতজাদি ত্রিবিধ মূর্চ্ছারই লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে, এবং রোগী অপস্মারবৎ প্রবলবেগে পতিত হয় ও

দীর্ঘকালে চৈতন্যলাভ করে। তবে অপস্মারে ও সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় প্রভেদ এই—অপস্মারে ফেনবমন, দন্তঘট্টন ও নেত্র বৈকৃত্যাদি-বীভৎস লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়, সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় তাহা হয় না॥ ১১—১৩

রক্তজমূর্চ্ছার নিদান—পৃথিবী ও জল উভয়ই তমোগুণবহুল, রক্তগন্ধও তদন্বয়, পৃথিবী-জলাত্মক, সুতরাং উহাতেও তমোগুণের আধিক্য আছে। এবং মানবও তমোগুণভূয়িষ্ঠ, তজ্জন্যই রক্তগন্ধে তমোবহুল মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন—দ্রব্যের স্বভাবই কারণ। যেহেতু গন্ধ আঘ্রাণ না করিয়াও কেবলমাত্র রক্ত দর্শনেই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। রক্তের এমনি স্বভাব যে, উহার ঘ্রাণে ও দর্শনেও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

টীকা। কেহ কেহ বলেন—রক্তজ মূর্চ্ছা সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহা সমীচীন নহে। ঐ যুক্তিই যদি সম্যক্ যুক্তি হইত, তাহা হইলে ত চম্পকাদির গন্ধেও মূর্চ্ছা হইতে পারিত। কারণ চম্পকাদি গন্ধেরও ত পার্থিবত্ব আছে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে—"কেহ কেহ বলেন—দ্রব্যের স্বভাবই কারণ।" এবিষয়ে ভোজও বলিয়াছেন—"রক্তের দর্শনে ও তজ্জাত গন্ধে মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে"॥ ১৪

রক্তজমূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ—এই মূর্চ্ছায় রোগির অঙ্গ ও দৃষ্টির স্তব্ধতা এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার অস্পষ্টতা হইয়া থাকে।

মদ্যজ ও বিষজ মূর্চ্ছার নিদান—লঘু, রুক্ষ, আশুকারী, বিশদ, ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ, বিকাশী, সূক্ষ্ম, উষ্ণ ও অনির্দ্দেশ্যরস বিষের এই দশটি গুণ। এই গুণ সকল তৈলাদিতেও আছে, কিন্তু সকল গুলি তীব্র ভাবে নাই। বিষ ও মদ্যে এই দশটি গুণই তীব্রতর রূপে বিদ্যমান আছে। তজ্জন্য তৈলাদি দ্বারা মূর্চ্ছা হয় না, বিষ ও মদ্যে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে॥ ১৫

মদ্যজ মূর্চ্ছার লক্ষণ—মদ্যজ মূর্চ্ছায় রোগী নষ্টমানস (স্মৃতিহীন মানস) ও বিভ্রান্তমানস (রজ্জুতে সর্পজ্ঞানযুক্ত মানস) হইয়া ভূমিতে পড়িয়া হস্ত পদাদি সঞ্চালন করে ও প্রলাপ বকিতে বকিতে মূর্চ্ছিত হয়। মদ্য যতক্ষণ জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ মূর্চ্ছাপনোদন হয় না, জীর্ণ হইলেই সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে॥ ১৬

বিষজমূর্চ্ছার লক্ষণ—এই মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকারদর্শন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কন্দ, মূল, ফল, পত্র ও ক্ষীরাদি বিষের যে সকল লক্ষণ, সুশ্রুতের কল্পস্থানে লিখিত আছে, সে সকল লক্ষণও তীব্রতরভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ ১৭

মূর্চ্ছা-ভ্রম-তন্দ্রাদির-ভেদ—পিত্ত ও তমোগুণাধিক্যে মূর্চ্ছা, বায়ু পিত্ত ও রজোগুণাধিক্যে ভ্রম, বায়ু কফ ও তমোগুণাধিক্যে তন্দ্রা, এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণাধিক্যে নিদ্রা হইয়া থাকে।

টীকা। "বায়ু পিত্ত ও রজোগুণে ভ্রম হয়" এই বাক্যে এমন বুঝিবে না যে, বায়ু পিত্ত ও রজঃ এই তিনের মিলনে ভ্রম হইয়া থাকে, ইহাদের প্রত্যেকটি দ্বারাই ভ্রম হইতে পারে। কেন না, কেবল পিত্তজ্বরে ভ্রমের উল্লেখ আছে। ভ্রমের লক্ষণ এই—চক্রস্থিত ব্যক্তির ন্যায় ভ্রমবদ্ বস্তু দর্শন, অথবা স্বদেহ-ভ্রমণ জ্ঞান (গাত্রঘূর্ণন)॥ ১৮

তন্দ্রার লক্ষণ—তন্দ্রায় ইন্দ্রিয় বিষয়ে (রূপরসাদিতে) অসম্যগ্ জ্ঞান ও নিদ্রার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় চেষ্টা এবং দেহের গুরুতা, জৃম্ভা ও ক্লান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

টীকা। নিদ্রা ও তন্দ্রার ভেদ এই—নিদ্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর ক্লম উপস্থিত হয় না, তন্দ্রাতে তন্দ্রাভঙ্গের পর তাহা হয়। আর নিদ্রাতে ইন্দ্রিয় ও মন উভয়েরই মোহ হয়, তন্দ্রাতে কেবল ইন্দ্রিয়েরই মোহ হইয়া থাকে॥ ১৯

ক্লমের লক্ষণ—বিনাশ্রমে শরীরে যে শ্বাসসংযুক্ত প্রবল শ্রম উপস্থিত হয়, তাহাকেই ক্লম বলিয়া জানিবে। ক্লম বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বাধক, অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়কে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে স্ববিষয় গ্রহণে বাধা দেয়॥ ২০

নিদ্রার লক্ষণ—যে কালে মন ক্লান্ত (শ্রান্ত) হইলে কর্ম্মাত্মা সকল অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল ক্লমান্বিত (শ্রান্ত) হইয়া স্ব স্ব বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ মন নিরিন্দ্রিয় প্রদেশে অবস্থান করে, তখনি মানব নিদ্রিত হইয়া থাকে॥ ২১

সন্ন্যাসের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—এই রোগে বাতাদি দোষ সকল অতিকুপিত হইয়া প্রাণ-স্থান হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া বাক্ দেহ ও মনের চেষ্টা বিনাশ পূর্ব্বক দুর্ব্বল মানবকে মূর্চ্ছিত করে। সেই সন্ন্যাস পীড়িত ব্যক্তি কাষ্ঠীভূত (নিষ্ক্রিয়) অতএব মৃতোপম হইয়া সংজ্ঞাহীন হয়। এই রোগ উপস্থিত হইবা মাত্র যদি সূচীবেধ, তীক্ষ্ণ অঞ্জন দান, তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ ও আলকুশী ঘর্ষণাদি সদ্যঃ ফলপ্রদা ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে রোগির শীঘ্রই মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ২২।২৩

মূর্চ্ছাদি হইতে সন্ন্যাসের ভেদ—মদ রোগে (অপ্রবৃদ্ধ উন্মাদে) ও মূর্চ্ছা রোগ সকলে ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও বাতাদি দোষের বেগ প্রশান্ত হইলেই উহারা প্রশমিত হয়, কিন্তু সন্ন্যাস রোগ ঔষধ বিনা কখনই নিবৃত্ত হয় না॥ ২৪

মূর্চ্ছার চিকিৎসা—পরিষেক, অবগাহ, চন্দ্রকান্তাদি মণি, মুক্তাদির হার, শীতল প্রদেহ, ব্যজনানিল

(তাল বৃন্তাদি ব্যজন), শীতল ও সুগন্ধ পান এইগুলি সকল প্রকার মূর্চ্ছাতেই অনিবারিত অর্থাৎ প্রযোজ্য।

টীকা। মণি—চন্দ্রকান্তাদি। হার—মুক্তাদি হার। শীতল প্রদেহ—সকর্পূর-চন্দনানুলেপন। শীতল পান—শর্করা-আমলক্যাদি পানক। সুগন্ধ পান—কর্পূরাদি সুগন্ধযুক্ত পান। "সকল মূর্চ্ছাতেই অনিবারিত"—এই বাক্যের অভিপ্রায় এই—পরিষেকাদি ক্রিয়া সকল এই সমস্ত মূর্চ্ছাতেই হিতকর, কিন্তু বাতজ ও শ্লেষ্মজ মূর্চ্ছাতে ঐ সকল শীতল ক্রিয়া কিরূপে করা যাইতে পারে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থই অভয় দিয়া বলা হইয়াছে যে, পরিষেকাদি ক্রিয়া সকল, সকল মূর্চ্ছাতেই করা যাইতে পারে, অর্থাৎ বাতজ ও শ্লেষ্মজ মূর্চ্ছাতেও তাহার বারণ নাই, যেহেতু উহাতেও পিত্তের প্রাধান্য থাকে, সুতরাং শীতল ক্রিয়া কেননা করা যাইবে। অতএব সকল মূর্চ্ছাতেই পরিষেকাদি ক্রিয়া হিতকর।

মধুর গণোক্ত দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ ও জাঙ্গল মাংসের রস প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে দাড়িমের রস মিশাইয়া সেই মাংসরস, যব ও রক্ত শালি তণ্ডুলকৃত অন্ন, মটর ও মুগের যূষ, মূর্চ্ছারোগে পথ্য।

কুল আঁটীর শাঁস, মরিচ, বেণার মূল ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শীতল জলসহ পান করিলে, অথবা পিপুলচূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

বিস ও মৃণাল (পদ্মের ডাঁটা ও পদ্মের কন্দ) বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিতে দিবে। পিপুল ও হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। মুখ ও নাসিকা রোধ দ্বারা নিশ্বাস বন্ধ করিবে। মানুষীর দুগ্ধ পান করিতে দিবে। এই সকল দ্বারা মূর্চ্ছার অপনোদন হয়।

দ্রাক্ষা, চিনি, দাড়িম ও খৈ ইহাদের এবং কল্হার নীলোৎপল ও পদ্ম ইহাদের শীতল কষায়, আর পিত্তজ্বরে যে সকল কষায় উক্ত হইয়াছে সেই সমস্ত কষায়, মূর্চ্ছারোগে পান করিতে দিবে।

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ এই সকল গোমূত্রে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছাপনোদন হয়। অন্যবচন—মধু সৈন্ধব মনঃশিলা ও মরিচ ইহাদের অঞ্জনেও মূর্চ্ছা দূরীভূত হইয়া থাকে।

মৌলসার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমান সমান ভাগে লইয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক তাহার নস্য লইলে সংজ্ঞালাভ হয়॥ ২৫—৩২

রক্তজাদি মূর্চ্ছার চিকিৎসা—রক্তজ মূর্চ্ছায় শীতল ক্রিয়া হিতকর। মদ্যজ মূর্চ্ছায় মদ্যপান ও সুখে নিদ্রা যাওয়া বিধেয়। বিষজ মূর্চ্ছায় বিষঘ্ন ভেষজ সকল প্রযোজ্য॥ ৩৩

সন্ন্যাস চিকিৎসা—যে ব্যক্তি প্রবৃদ্ধদোষ কর্তৃক আক্রান্ত, সে যদি তমোগুণের আধিক্য হেতু মূর্চ্ছিত হয় এবং সংজ্ঞালাভ না করে, তাহা হইলে তাহাকেই সন্ন্যস্ত (সন্ন্যাসগ্রস্ত) বলা যায়। সেই সন্ন্যস্ত ব্যক্তি দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া ভিষগ্‌গণ কর্তৃক পরিকীর্ত্তিত হয়। তীক্ষ্ণ অঞ্জন, অবপীড়, ধূম, প্রধমন, সূচীবেধ, দাহ, নখান্তরে পীড়ন (সূচীবেধাদি), কেশ ও লোমের লুঞ্চন (উৎপাটন), দন্তদ্বারা দংশন ও আলকুশী ঘর্ষণ এই সকল ক্রিয়া সন্ন্যাসগ্রস্ত রোগির প্রবোধনে হিতকর।

টীকা। "অবপীড়"—কল্কীকৃত ঔষধের রস গালিত করিয়া নাসাপুটে সেই রসের নস্যদান। "প্রধমন"—ঔষধের চূর্ণ নলের মধ্যে পুরিয়া সেই নলের একমুখ নাসারন্ধ্রে প্রবেশিত করিয়া অপর মুখে ফুৎকার দিয়া ঔষধ চূর্ণের নস্য প্রদান করাকে প্রধমন কহা যায়॥ ৩৪—৩৬

মূর্চ্ছায় রসদ্বয়—মারিত পারদে পিপুলচূর্ণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া তাহা মূর্চ্ছারোগিকে লেহন করিতে দিবে। এবং শীতল পরিষেক, শীতল জলে অবগাহন ও সর্ব্বাঙ্গে হঠাৎ পীড়ন প্রভৃতি ক্রিয়া সকল করিবে। মারিত তাম্রচূর্ণ বেণার মূল ও নাগেশ্বর সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক শীতল জলের সহিত পান করিলে, বজ্রদ্বারা, বৃক্ষ যেমন আশু বিনষ্ট হয়, ঐ ঔষধ পানদ্বারাও মূর্চ্ছা সেইরূপ শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৩৭।৩৮

ভ্রমের চিকিৎসা—ভ্রম শান্তির জন্য দুরালভার কাথে ঘৃত প্রক্ষেপ করিয়া পান করিবে। হরীতকীর ক্বাথে বা আমলকীর ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত খাইবে। শুঁঠ, পিপুল, শুল্ফা ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল, গুড় ছয়পল, একত্র মর্দ্দিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা সেবনে ভ্রমরোগ নাশ হয়। মারিত তাম্রচূর্ণ ঘৃতসংযুক্ত করিয়া তাহা দুরালভার ক্বাথের সহিত পান করিলে শীঘ্র ভ্রম নষ্ট হয়। ইহা মহাদেব বাক্য॥ ৩৯—৪১

তন্দ্রার ও অতিনিদ্রার চিকিৎসা—ঘোড়ার লালা, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর, মনঃশিলা, পিপুল চূর্ণ ও মধু এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে তাহার অঞ্জন দিলে তন্দ্রা ও অতিনিদ্রা নিবারিত হয়। সৈন্ধব লবণ, শ্বেতমরিচ (শজিনা বীজ), সর্ষপ ও কুড় এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে তন্দ্রা নিবারিত হয়। শুঁঠ, পিপুল, বচ ও সৈন্ধব লবণ (পাঠান্তর শুঁঠ, পিপুল, বকফুলের রস

ও মরিচ) একত্র পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে তন্দ্রা দূর হয়। কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পুষ্করমূল, শুঁঠ, বামুনহাটী ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে তন্দ্রা বিনষ্ট হয়॥ ৪২—৪৪

ইতি মূর্চ্ছা-ভ্রম-নিদ্রা-তন্দ্রা-সন্ন্যাসাধিকার।

মদাত্যয়াধিকার।

মদ্যের স্বভাব—মানবগণের পক্ষে অন্ন স্বভাবতঃ যেরূপ মদ্যও স্বভাবতঃ সেইরূপ জানিবে। অর্থাৎ ইহা অবিধি পূর্ব্বক সেবিত হইলে রোগকর হয়, যথাবিধি সেবিত হইলে রসায়ন হইয়া থাকে॥ ১

যথাবিধিসেবিত মদ্যের মহিমা—যে অন্ন প্রাণিগণের প্রাণ, সে অন্নও অবৈধ-সেবিত হইলে প্রাণনাশক হয়, আর যে বিষ প্রাণহর, তাহাও যুক্তিপূর্ব্বক প্রযুক্ত হইলে রসায়ন অর্থাৎ জরাব্যাধি নাশক হইয়া থাকে।

যথাবিধি, যথাবল, যথামাত্রায়, যথাকালে প্রহৃষ্ট হইয়া হিতকর অন্নের সহিত যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, তাহার সম্বন্ধে মদ্য অমৃতোপম হইয়া থাকে।

টীকা। মদ্যপান বিধি যথা—শরীর বিশুদ্ধ করিয়া, শুচি হইয়া, চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্যে অনুলিপ্ত হইয়া, উদ্দাম গন্ধি—(দূরগামি-গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যে সুগন্ধীকৃত) শীত কোমল বসনে আবৃত হইয়া, বিচিত্র বিবিধ মাল্য ধারণ করিয়া, রত্নাভরণে বিভূষিত হইয়া, সানন্দ ও সাবধান হইয়া ক্রমে ক্রমে মদ্যপান করিবে। (মদ্যপানোযোগী স্থান)—যে উপবন সুগন্ধি-সুন্দরবর্ণ-কুসুম সমূহ দ্বারা মনোহর, যাহা মধুকরের মনোরম-গুঞ্জনে গুঞ্জিত, যাহা কোকিল-কূজনে কূজিত, যেখানে সুগন্ধি-সুশীতল-মধুর-বায়ু প্রবাহিত, সেই উপবনে এবং সেই উপবনস্থ যে গৃহ সুধা-ধবলিত (চুণযোগে-ধবলীকৃত) ও সুগন্ধি ধূপে ধূপিত সেই গৃহে, এবং যে শয্যাসন সুন্দর উপাধান বিশিষ্ট ও সুন্দর আস্তরণে আস্তৃত, সেই শয্যাসনে উপবিষ্ট হইয়া বা তির্য্যগ্‌ভাবে বসিয়া (বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া) হৃষ্টচিত্তে সুবর্ণপাত্রে রজতপাত্রে বা মণিময় পাত্রে করিয়া সুরা পান করিবে। রূপযৌবনমত্তা মৃগনয়না এবং ঋতুর অনুরূপ বস্ত্র আভরণ ও মাল্যে বিভূষিতা-মনোরমা-কামিনীগণ সেই সুরা পরিবেশন করিতে থাকিবে এবং হর্ষান্বিত হইয়া উপযুক্ত মাত্রায় তাহা খাইবে। তন্ত্রান্তরে মাত্রা কথিত হইয়াছে,—যথা—"শুদ্ধকায় হইয়া অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাহ্নে দুইপল মদ্য, মধ্যাহ্নে চারিপল মদ্য, এবং সায়ংকালে আটপল মদ্য উপদংশের সহিত (চাটনির সহিত) পান করিবে। পানানন্তর স্নিগ্ধ ভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে। মদ্য রসায়নে এই মাত্রা। এই বিধানে অতন্দ্রিত হইয়া অর্থাৎ মাত্রায় সাবধান হইয়া নিত্য মদ্য পান করিবে।" মাত্রা—সম্বন্ধে অন্য কেহ কেহ বলেন—"যে মাত্রায় মদ্য পান করিলে বুদ্ধ্যাদিগুণ সকল উল্লসিত হয় এবং তাহাদের কোন অত্যয় না ঘটে মদ্য পানে সেই মাত্রা বিহিত; অন্য মাত্রা রোগজনক।" (মদ্য পানের কাল)—যে কালে যাদৃশ মদ্য হিতকর, সে কালে তাদৃশ মদ্যপান কর্ত্তব্য। ঋতুসম্বন্ধ যথা—"গ্রীষ্ম ঋতুতে শীতবীর্য্য-স্বাদু-মাধ্বীকাদি সুখপ্রদ মদ্য, এবং শীতঋতুতে তীক্ষ্ণোষ্ণ বীর্য্য গৌড়িক-পৈষ্টিকাদি মদ্য প্রশস্ত।" (মদ্যপানে হিতকর-অন্ন) "মদ্যানুকূল—সুগন্ধ-মনোহরবর্ণ-বিবিধ ফল, লবণ, নানাপ্রকার-হৃদ্য ভাজা মাংস, স্নিগ্ধ অন্ন ও স্নিগ্ধ ভক্ষ্য এই সকলের সহিত মদ্যপান করিবে। (অন্ন—সিদ্ধ তণ্ডুল অর্থাৎ ভাত ও পাঁপর প্রভৃতি। ভক্ষ্য—লড্ডুক-খাজা-গজা প্রভৃতি)।

বাতপ্রকৃতিক ব্যক্তি অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, সুন্দর বস্ত্রপরিধান, ধূপগ্রহণ ও অনুলেপন এই সকল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্নিগ্ধোষ্ণ তাদৃশ (পূর্ব্ববর্ণিত) অন্নের সহিত মদ্যপান করিবে। পিত্তপ্রকৃতিক ব্যক্তি বিবিধ শীতোপচারের সহিত এবং মধুর-স্নিগ্ধ-শীতল ফল ও অন্নের সহিত মদ্য পান করিবে। শ্লেষ্মপ্রকৃতিক ব্যক্তি জাঙ্গল মাংস ও মরিচের সহিত মদিরা পান করিবে। শ্লেষ্মপ্রকৃতিক ব্যক্তি ভোজনের পূর্ব্বে মদ্যপান করিবে। পিত্তপ্রকৃতিক ব্যক্তি ভোজনের পরে মদ্যপান করিবে। বাতপ্রকৃতিক ব্যক্তি ভোজনের মধ্যে মদ্যপান করিবে। আর সমদোষ ব্যক্তি যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই মদ্যপান করিবে। বাতাত্মক ব্যক্তি প্রায় গৌড়িক ও পৈষ্টিক মদ্য পান করিবে কফপিত্তাত্মক ব্যক্তি মাধ্বীক ও মাধব (মৌলফুল

জাত) মদ্যপান করিবে। ধনবান্ লোকেদের সম্বন্ধেই এই বিধি চরকাদি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। অথবা যখন যে মদ্য পাওয়া যাইবে, তখন তাহাই পরিমিত মাত্রায় পান করিবে॥ ২—৮

মদ্যের গুণ—রস-বাতাদিবহ স্রোতঃসকলের, এবং সত্ত্বগুণ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও আত্মার এবং প্রধান পদার্থ ওজের বিশেষ স্থান হৃদয়। মদ্য সেই হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নিজ দশটি গুণদ্বারা ওজঃপদার্থের দশটি গুণকে সংক্ষোভিত (আকুলিত) করত চিত্তকে বিকৃত করিয়া থাকে। মদ্যের দশগুণ, যথা—লঘু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, অম্ল, ব্যবায়ী, আশুকর, রুক্ষ, বিকাশী ও বিশদ। ওজের দশগুণ, যথা—গুরু, শীত, মৃদু, স্নিগ্ধ, সান্দ্র, স্বাদু, স্থির, প্রসন্ন, পিচ্ছিল ও সূক্ষ্ম। মদ্য নিজ লঘুত্বগুণে ওজের গুরুত্বগুণকে, উষ্ণত্বগুণে শৈত্যগুণকে, অম্লগুণে মাধুর্য্যগুণকে, তীক্ষ্ণত্বগুণে মৃদুত্বগুণকে, আশুকরত্বগুণে প্রসাদগুণকে, রুক্ষতাগুণে স্নেহগুণকে, ব্যবায়িত্বগুণে স্থিরত্বগুণকে, বিকাশিত্বগুণে সূক্ষ্মতাগুণকে বৈশদ্যগুণে পৈচ্ছিল্যগুণকে এবং সূক্ষ্মত্বগুণে সান্দ্রত্বগুণকে বিনষ্ট করে। মদ্য এইরূপে নিজ দশবিধগুণ দ্বারা ওজঃপদার্থের দশবিধ গুণকে বিনষ্ট করে এবং ওজঃসমাশ্রিত সত্ত্বগুণকে সংক্ষোভিত করিয়া আশু মত্ততা জন্মাইয়া থাকে। হৃদয় মদ্যগুণাবিষ্ট হইলে হর্ষ, তর্ষ (তৃষ্ণা), রতি, সুখ এবং যথাসত্ত্ব (সত্ত্ব সংক্ষোভানুরূপ) মোহ নিদ্রাপর্য্যন্ত নানাবিধ রাজস ও তামস বিকার জন্মে। ইহাই মদ লক্ষণ। মদ সুখপ্রদ, মদ্য যথাযুক্তি পীত হইলে হর্ষ, ওজঃ, বল, পুষ্টি, আরোগ্য ও পুরুষত্ব, আশু জন্মাইয়া থাকে। যুক্তিসেবিত মদ্য রোচক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য, স্বর ও বর্ণের প্রসন্নতাকারক, প্রীতিজনক, বৃংহণ, বলকর, ভয়-শোক-শ্রমনাশক, নষ্ট—নিদ্রব্যক্তিদের নিদ্রাজনক, বাগ্‌বিশুদ্ধিকারক, অতি নিদ্রার নাশক, মলমূত্রাদির বিবদ্ধতা নিবারক, বধ-বন্ধ-পরিক্লেশ-দুঃখেরও অবোধক (বধাদিজনিত দুঃখবোধ করিতে দেয় না), বৃদ্ধগণের বার্দ্ধক্য দুঃখেরও অবোধক, বহুদুঃখক্ষতব্যক্তির এবং বহু শোকে উপহত ব্যক্তির শোক-দুঃখের বিসর্জ্জনহেতু মদ্য তাহাদেরও হর্ষকারক। অধিক কি যুক্তিসেবিত মদ্য জীবলোকের বিশ্রাম॥ ৯—২২

সাত্ত্বিকমদের (মত্ততার) লক্ষণ—প্রথম মদ অর্থাৎ সাত্ত্বিকমত্ততা—বুদ্ধি স্মৃতি ও প্রীতিকর, সুখজনক, পানে ভোজনে ও নিদ্রায় রতিবর্দ্ধক অর্থাৎ আসক্তিজনক, এবং বেদাদি পাঠ গান ও স্বরশক্তি-বর্দ্ধক। প্রথমমদ অতি রম্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

টীকা। মদ (মত্তত্ব) ত্রিলক্ষণ হয়। যথা—এক মদ অধিক সত্ত্বগুণ ব্যক্তির, দ্বিতীয় মদ অধিক রজোগুণ ব্যক্তির, তৃতীয় মদ অধিক তমোগুণ ব্যক্তির হইয়া থাকে। অতএব চরকে উক্ত হইয়াছে—"অগ্নি যেমন উৎকৃষ্ট স্বর্ণের, অপকৃষ্ট স্বর্ণের ও মধ্য স্বর্ণের পরিচায়ক, মদ্যও সেইরূপ প্রাণিগণের (মানবগণের) প্রকৃতিদর্শক" ইতি। "প্রীতি"—পরের সহিত মৈত্রী। "অতিরম্য" মদ্যের মনোবিকারিত্ব থাকিলেও উহা দুঃখকর নহে। প্রথম গুণবিকারিত্বহেতু অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বিকারজনকত্ব নিবন্ধন প্রথমমদ বা সাত্ত্বিক মদ বলিয়া, দ্বিতীয় গুণ-বিকারিত্ব হেতু অর্থাৎ রজোগুণের বিকারজনক প্রযুক্ত দ্বিতীয় মদ বা রাজস মদ বলিয়া এবং তৃতীয়গুণবিকারিত্ব হেতু অর্থাৎ তমোগুণের বিকারজনকত্ব নিমিত্ত তৃতীয়মদ বা তামসমদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে॥২৩

রাজসমদের লক্ষণ—দ্বিতীয় মদে বা রাজস মদে বুদ্ধি স্মৃতি ও বাক্যের স্ফূর্ত্তি থাকে, বিরুদ্ধচেষ্ট হয় না, মদ্যপায়ী আকারে ও কার্য্যে উন্মত্তের ন্যায় হয়, এবং মুহুর্মুহুঃ আলস্য ও নিদ্রায় অভিভূত হইতে থাকে॥২৪

তামসমদের লক্ষণ—এই তৃতীয় মদে মানব অগম্যায় (গুরুদারাদিতে) গমন করে, গুরুজনদিগকে মানে না, অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, সংজ্ঞাহীন হয়, হৃদয়ের অতি গুহ্য কথা সকলও প্রকাশ করিয়া থাকে। তৃতীয় মদে অর্থাৎ তামস মদে মানব নিজায়ত্ত থাকে না অর্থাৎ নিতান্ত মদপরবশ হয়।

চতুর্থ মদে মানব নিতান্ত জ্ঞানশূন্য ও ভগ্নকাষ্ঠবৎ নিষ্ক্রিয় হয় এবং কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে ফলতঃ চতুর্থ মদমত্ত ব্যক্তি ঠিক মৃতবৎ পড়িয়া থাকে যাহার হিতাহিত জ্ঞান আছে এবং যে স্ববশ ও কৃতী, এবম্বিধ কোন ব্যক্তি হিংস্রপ্রাণিসকুল-দুর্গম পথ সদৃশ বিপজ্জনক ও মূর্ত্তিমান উন্মাদস্বরূপ মদ ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহার কিঞ্চিন্মাত্রও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ আছে, সে কখনও উক্তরূপ নিন্দিত মদ পাইতে চাহে না।

টীকা। যদিও মদ তিন প্রকারই, তথাপি সুশ্রুত-মতানুসারে অতিতামস-মদলক্ষণও বর্ণিত হইল। অতি তামসমদই সুশ্রুতে চতুর্থমদ বলিয়া পঠিত হইয়াছে।

যাহারা বলবান্, যাহারা কৃতাহার (ভোজন করিয়াছে), যাহারা মহাভোজনশীল, যাহারা স্নিগ্ধ, যাহারা সত্ত্বগুণযুক্ত ও যুবা, নিত্য মদ্যপান যাহাদের অভ্যস্ত, যাহারা মদ্যপায়ির বংশজাত, যাহারা মেদ ও কফবহুল, যাহাদের বায়ু ও পিত্ত অল্প, যাহাদের অগ্নি প্রবল, মদ্যপান করিয়া তাহারা অধিক মত্ত হয় না। ইহার বিপরীত ব্যক্তিগণ মদ্যপানে অধিক মত্ত হইয়া থাকে। আর যাহারা বিশ্রব্ধ (উচিত ভ্রষ্ট) ও যাহারা কুপিত, তাহারা মদ্যপানে অধিক মত্ত হয়। অম্ল ও রুক্ষ মদ্যপানে বা বহু মদ্যপানে অধিক মত্ততা

জন্মে, অজীর্ণে মদ্য পান করিলেও অধিক মত্ততা জন্মিয়া থাকে ॥ ২৫—২৯

মদাত্যয়ের নিদান—বিষের, সন্নিপাতপ্রকোপক যে সকল গুণ দৃষ্ট হয়, সেই সকল গুণই মদ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু বিষে তাহাদিগকে বলবত্তর দেখা যায়। মদ্যে সন্নিপাতপ্রকোপক-বিষগুণ সকল থাকে বলিয়া অবিধিপীত মদ্য দ্বারা, অধিক মাত্রায় পীত মদ্য দ্বারা, অহিতকর খাদ্যের সহিত সেবিত মদ্য দ্বারা ও অকালে সেবিত মদ্য দ্বারা মদাত্যয় প্রমুখ রোগ সকল জন্মিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধি অতিক্রম করিয়া নিত্য নিরন্তর অন্নহীন (চাট শূন্য) মদ্য পান করে, তাহার কষ্টতম বিকার সকল (মদাত্যয়াদি রোগ সকল) উৎপন্ন হয়, শেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে ॥ ৩০—৩২

মদাত্যয়াদিরোগের হেত্বন্তর—ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকার্ত্ত বা বুভুক্ষিত হইয়া, অথবা ব্যায়াম ভারবহন বা পথপর্য্যটন দ্বারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, অথবা মলমূত্রাদির বেগ ধারণে নিতান্ত কাতর হইয়া, কিংবা অতি অম্ল ও রুক্ষ ভোজন দ্বারা পূর্ণোদর হইয়া, অথবা উত্তাপে তাপিত হইয়া, অথবা অজীর্ণে ভোজন করিয়া, অথবা দুর্ব্বলাবস্থায় মদ্য পান করিলে সেই পীতমদ্য বিবিধ বিকার অর্থাৎ মদাত্যয়াদি রোগ সকল উৎপাদন করে ॥ ৩৩। ৩৪

মদ্যপানজনিত বিকার, যথা পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও উগ্র পানবিভ্রম, অবিধিপীত মদ্যে এই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণ বর্ণন করিব ॥ ৩৫

মদাত্যয়ের সামান্যলক্ষণ—শরীরের কষ্ট, বলবৎ প্রমোহ (ইন্দ্রিয় মোহ), হৃদয়ে ব্যথা, অরুচি, সতত তৃষ্ণা, শীতোষ্ণলক্ষণ জ্বর (জ্বরে কখন শীত, কখন উষ্ণতা), মস্তক পার্শ্বাস্থি ও সন্ধি সকলে স্ফুরদ্ বেদনা, প্রবল জৃম্ভা, অঙ্গ বিশেষের স্ফুরণ ও কম্পন, বিনাশ্রমে শ্রান্তি, বক্ষঃস্থলের বিবদ্ধতা, কাস, হিক্কা, শ্বাস, অনিদ্রা, সর্ব্বশরীরের কম্প, কর্ণ নেত্র ও মুখরোগ, ত্রিকবেদনা, বমি, মলভেদ ও বাত-পিত্ত-কফাত্মক উৎক্লেশ, ভ্রম, প্রলাপ, এবং বস্তুতঃ যাহার বিদ্যমানতা নাই, সেই অবিদ্যমান বস্তুর দর্শন, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। আর রোগী ভ্রান্তচেতাঃ হইয়া মনে করে, যেন তৃণ-ভস্ম-লতা-পাতা ও পাংশু দ্বারা স্থান সকল পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, বিহঙ্গগণ উৎপাত করিতেছে, সে ব্যাকুলতাজনক অশুভ স্বপ্ন সকল দর্শন করে, মদাত্যয় রোগে এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৪১

বাতিকমদাত্যয় নিদান—স্ত্রীসঙ্গম, শোক, ভয়, ভারবহন ও পথপর্য্যটন এই সকল কর্ম্মদ্বারা অতি কর্ষিত ব্যক্তি, কিংবা রুক্ষ-মাত্রাহীন বা অত্যল্প ভোজনশীল ব্যক্তি রাত্রিতে নিদ্রা বিঘাত করিয়া রুক্ষ ও জীর্ণ মদ্য অতিমাত্রায় পান করিলে তাহার সেই পীতমদ্য শীঘ্রই বাতোল্বণ মদাত্যয়রোগ উৎপাদন করে ॥ ৪২। ৪৩

বাতিকমদাত্যয়ের লক্ষণ—হিক্কা, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল, অনিদ্রা ও বহু প্রলাপ, বাতোল্বণ মদাত্যয়ে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪৪

পৈত্তিকমদাত্যয়ের নিদান—তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-অম্লভোজী ক্রোধালু ও হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত যে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-অম্ল-মদ্য অতিমাত্র পান করে, তাহার তীব্র পিত্তোল্বণ মদাত্যয় রোগ জন্মে ॥ ৪৫

পৈত্তিকমদাত্যয়ের লক্ষণ—তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, স্বেদ, মোহ, অতিসার, বিভ্রম, এবং দেহের হরিত-বর্ণতা, পিত্তোল্বণ মদাত্যয়ে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৪৬

শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ের লক্ষণ—যে ব্যক্তি মধুর স্নিগ্ধ ও গুরু অন্ন ভোজন করে, এবং যে ব্যক্তি অব্যায়াম দিবানিদ্রা ও শয্যাসন জনিত সুখে রত, সে ব্যক্তি অতিমাত্রায় মদ্যপান করিলে তাহার কফোল্বণ মদাত্যয় জন্মে ॥ ৪৭

শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ের লক্ষণ—বমি, অরোচক, হৃল্লাস (বমনবেগ), তন্দ্রা, স্তৈমিত্য (আর্দ্র-বস্ত্রাবৃতবৎ), গাত্র গুরুতা ও শীত এইগুলি কফোল্বণ মদাত্যয়ের লক্ষণ ॥ ৪৮

সান্নিপাতিক মদাত্যয়ের নিদান ও লক্ষণ—উল্লিখিত বাতোল্বণাদি ত্রিবিধ মদাত্যয়ের নিদান ও লক্ষণ সমূহ দ্বারা সান্নিপাতিক মদাত্যয় লক্ষ্য করিবে ॥ ৪৯

পরমদ—শ্লেষ্মাধিক্য (নাসাস্রাবাদির বোদ্ধব্য, দেহের গুরুতা, মুখের বিরসতা, মলমূত্রের রোধ, তন্দ্রা, অরোচক, তৃষ্ণা, মস্তকবেদনা ও সন্ধিস্থানে ভঙ্গবৎ পীড়া, পরমদের এই সকল লক্ষণ ॥ ৫০

পানাজীর্ণ—অতি উগ্র উদরাধ্মান, উদ্গিরণ (বমিবা উদ্গার), উদরে বিদাহ এবং পীতমদ্যের অপরিপাক, এইগুলি পানাজীর্ণ বিকারের লক্ষণ। পিত্ত প্রকোপজনিত লক্ষণ সকল এবং পিত্ত প্রকোপক কারণ সকল ইহাতে দৃষ্ট হয় ॥ ৫১

পানবিভ্রম—সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ হৃদয়ে সূচীবেধবদ্ বেদনা, কফস্রাব, কণ্ঠধূম (কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমবৎ), মূর্চ্ছা, বমি, মদ, শিরঃপীড়া, মুখের কফলিপ্ততা এবং সুরাবিকারে (সুরাজাত খাদ্যে) ও অম্লবিকারে (পিষ্টকসড়ডুকাদিতে) বিদ্বেষ, এই-গুলি পানবিভ্রম রোগের লক্ষণ ॥ ৫২

অসাধ্য মদাত্যয়াদির লক্ষণ—মদাত্যয়াদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উপরিতন ওষ্ঠ যদি ঝুলিয়া পড়ে এবং বাহিরে অতিশীত ও অন্তরে অতিদাহ হয়, মুখ তৈলাভ্যক্তবৎ দেখায়, জিহ্বা দন্ত ও ওষ্ঠ কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ হয়, চক্ষু পীত বা রক্তপ্রভ হয়, তাহা হইলে এবং হিক্কা, জ্বর, বমি, কম্প, পার্শ্বশূল, কাস ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে ॥ ৫৩

মদাত্যয়াদির চিকিৎসা—অগ্নিদগ্ধ-ব্যক্তি-দিগের যেমন দহন ও অগ্নিস্বেদ হিতকর, মদ্যপানজনিত রোগ সমূহেরও তেমনি মদ্যই প্রশস্ত ভেষজ। অনুচিত মদ্যপান, অতি মদ্যপান, হীন মাত্রায় মদ্যপান করাতে যে ব্যাধি জন্মে, যথাবিধি সম্যক্ মদ্যপানে সেই ব্যাধি প্রশমিত হয়।

মদ্যজনিত-বাত-পৈত্তিক ব্যাধির প্রশমার্থ টাবা-লেবু তেঁতুল অম্লকুল ও দাড়িমের রস এবং যোয়ান, হবুষ, কৃষ্ণজীরা ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ ও লবণ মিশ্রিত করিয়া পুরাতন মদ্য, ঘৃতাদি স্নেহসংযুক্ত চাতু-উপ-দংশের (চাটের) সহিত পান করিতে দিবে।

পীত-মদ্য জীর্ণ হইলে সচললবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া এবং কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া সেই মদ্য পান করিতে দিবে। ইহা বাতমদাত্যয় নাশক।

চই, সচললবণ, হিং, টাবালেবু, শুঁঠ ও যমানী ইহাদের চূর্ণ মদ্যের সহিত পান করিবে। ইহা মদাত্যয় রোগ প্রশমক।

লাব, তিত্তিরি, কুক্কুট ও ময়ূর এই সকল পক্ষির এবং আনূপ-মৃগ-মৎস্যের যূষ, ওদন (ভাত) এবং স্নিগ্ধোষ্ণ লবণাম্ল-মুখপ্রিয়-বেশবার, গোধূমকৃত স্নিগ্ধ খাদ্য এই সকলের দ্বারা বাতোল্বণ মদাত্যয় রোগ বিনষ্ট হয়।

যৌবনোন্মাদিত নারীগণের নির্দয় আলিঙ্গন দ্বারা তাহাদের শ্রোণি-উরু ও কুচভারের সুখপ্রদ পেষণদ্বারা উষ্ণ শয্যা ও আচ্ছাদন দ্বারা, সুখজনক অন্তর্গৃহদ্বারা এবং প্রবল বায়ুদ্বারা মদাত্যয় রোগ শীঘ্র প্রশমিত হয়।

পিত্তোল্বণ মদাত্যয়ে সর্ব্বথা শীতল ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। মদ্যে অর্দ্ধেক জল মিশাইয়া এবং তাহাতে চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া রোগিকে পান করিতে দিবে।

খর্জ্জুর, কিস্‌মিস, ফল্‌সা ও দাড়িমের রস সংযুক্ত করিয়া এবং শক্তু চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া শীতবীর্য্য মদ্য পান করাইবে। অথবা চিনি কিংবা অন্য কোন পিত্তনাশক দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া মাধ্বীক মদ্য পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা পৈত্তিক মদাত্যয়ের প্রশম হয়। পৈত্তিক মদাত্যয় প্রশমার্থ-বহুজল-মিশ্রিত মদ্য উপযুক্ত সময়ে পান করিতে দিবে।

শশ, চাতক, এণ (হরিণ বিশেষ), লাবপক্ষী, কৃষ্ণ-পৃষৎ (মৃগ বিশেষ), মধুরাম্লরস শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, পটোল যূষ মিশ্র বা মটর ও মুগের যূষ মিশ্র অথবা দাড়িম ও আমলকীর রসে অম্লীকৃত ছাগমাংসরস, দ্রাক্ষা-আমলকী-খর্জ্জুর ও ফলসার রসে বিবিধ তর্পণ যূষ ও মাংসরস কল্পনা করিয়া সেই তর্পণাদি, শীতল অন্নপান, শীতল শয্যাসন, শীতল জলবায়ু স্পর্শ, শীতল উপবন, চন্দনোদকে শীতলীকৃত-পট্টবস্ত্র-পদ্ম-উৎপল-মণি ও মুক্তাধারণ এবং চন্দ্রাংশু শীতল স্পর্শ, পিত্তোল্বণ মদাত্যয়ে আহার বিহারার্থ এই সমস্ত ব্যবস্থেয়। আর কফমদাত্যয়ে যবগোধূমকৃত খাদ্য রুক্ষতর্পণের সহিত, যমানী ও ত্রিকটু-চূর্ণের সহিত এবং রুক্ষযূষের সহিত ভোজন করিতে দিবে। অথবা যবকৃত খাদ্য, প্রভৃত কটু সংযুক্ত করিয়া কুলত্থ কলায়ের বা শুষ্ক মূলার যূষের সহিত খাইতে দিবে রুক্ষ অর্থাৎ স্নেহবর্জ্জিত ছাগমাংসরস, বা দাড়িমাদির রসে অম্লীকৃত জাঙ্গলমাংসরস, বা ত্রিকটুসংযুক্ত-অম্ল অম্লীকৃত যূষ পান করাইবে। কটু (ঝাল) অম্ল ও লবণসংযুক্ত মাংস হাঁড়ীতে বা খোলায় নীরস করিয়া ভাজিয়া কফ মদাত্যয়ে তাহা খাইতে দিবে। কফজ-মদাত্যয়ে বমনকারক দ্রব্য সংযুক্ত মদ্যপান করাইয়া বমন করান হিতকর, ইহাতে যথাবল লঙ্ঘনও প্রশস্ত। বাতজ পিত্তজ ও কফজ মদাত্যয়ের প্রতি এই যে সকল কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল, ত্রিদোষজ-মদাত্যয়ে চিকিৎসক এই সকল কর্ম্মই প্রয়োগ করিবেন ॥ ৫৩—৭৬

প্রসঙ্গ ক্রমে কোদ্রবাদি মদচিকিৎসা কথিত হইতেছে—কুষ্মাণ্ডরস গুড়ের সহিত পান করিলে কোদ্ ভক্ষণ জনিত মদ (মত্ততা) আশু প্রশমিত হয়। চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে ধুতুরা ভক্ষণ জনিত মত্ততা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। তৎ-ক্ষণাৎ আতৃপ্তি শীতল জলপান করিলে সুপারী ভক্ষণ জনিত মদ এবং তদুপদ্রব বমি, মূর্চ্ছা ও অতিসার প্রশমিত হয়। বন-ঘুঁটের ঘ্রাণ লইলে, জল পান করিলে ও লবণ ভক্ষণ করিলে, অথবা চিনি মিশ্রিত জলের কবল করিলেও সুপারী সম্ভূত মদের ও তদুপ-দ্রব শূলের প্রশম হইয়া থাকে। চূর্ণ মর্দ্দিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার আঘ্রাণ লইলে তাম্বূল ভক্ষণ জনিত মদ নিবারিত হয়। হরীতকী ভক্ষণে, শীতল জলা-বগাহনে এবং সশর্কর দধি ভোজনে জায়ফল ভক্ষণ জনিত মদ দূরীভূত হয়। বহেড়া জনিত মদও ইহাতে প্রশমিত হইয়া থাকে।

মদ্য পান করিয়া মানব যদি তৎক্ষণাৎ ঘৃতসংযুক্ত চিনি অবলেহন করে, তাহা হইলে প্রণিতবীর্য্য মদ্যও অল্পমাত্রও মত্ততা জন্মাইতে পারে না ॥ ৭৭—৮২

ইতি পানাত্যয়-পরমদ-পানাজীর্ণ-পানবিভ্রমাধিকার।

দাহাধিকার।

পিত্তজ দাহের লক্ষণ ও চিকিৎসা—পিত্তজনিত দাহের লক্ষণ ও চিকিৎসা পিত্তজ্বরের সমান জানিবে।

টীকা।—আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে দাহ সপ্তবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দাহ—উষ্মায়ক ব্যাধি, ইহা পিত্তজ্বর লক্ষণযুক্ত। পিত্তজ্বরে আমাশয় দুষ্টি হেতু দাহ ও জ্বর উভয়ই থাকে, দাহরোগে কেবল দাহ কিন্তু জ্বর থাকে না। পিত্তজ্বরে ও দাহে এই প্রভেদ। পিত্তজ্বরে যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, দাহেও সেই চিকিৎসা করিবে॥১

রক্তজ দাহ—সর্ব্বশরীরানুগত রক্ত অতিবৃদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই দাহ উৎপাদন করে। এই দাহকে রক্তজ দাহ কহে। ইহাতে রোগী যেন অগ্নিদ্বারা দহ্যমান অথবা যেন সমীপস্থ বহ্নিদ্বারা তপ্যমান হইতে থাকে। অথবা সে আপনাকে বহ্নিদ্বারা অবকীর্ণ বলিয়া অনুভব করে। রক্তজদাহে রোগী তাম্রাভ ও তাম্রলোচন হয়, তাহার গাত্রে ও বদনে রক্তগন্ধ হইয়া থাকে॥২

রক্তপূর্ণকোষ্ঠজদাহ—শস্ত্রাদিক্ষত নিঃসৃত রক্তদ্বারা কোষ্ঠপূর্ণ হইলে ভয়ঙ্কর দাহ উপস্থিত হয়। এই দাহকে রক্তপূর্ণকোষ্ঠজ দাহ কহা যায়। (পূর্ব্বে যে রক্তজ দাহের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদেহানুগত অতিবৃদ্ধ রক্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, সুতরাং আবার এবম্ভূত রক্তজ দাহের উল্লেখ করায় পৌনরুক্ত্য দোষ ঘটে নাই)॥৩

মদ্যজদাহ—মদ্যপান-কুপিত পিত্তোষ্মা পিত্ত ও রক্তদ্বারা বর্দ্ধিত ও ত্বককে প্রাপ্ত হইয়া ঘোর দাহ উৎপাদন করে। ইহাকে মদ্যজ দাহ কহে। পিত্তবৎ ইহার ভেষজ॥৪

তৃষ্ণানিরোধজ দাহ—অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পিপাসা নিগ্রহ হেতু শরীরস্থ জলধাতু (রসধাতু) ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তেজঃ (পিত্তোষ্মা) বর্দ্ধিত হইয়া দেহের বাহিরে ও ভিতরে দাহ উপস্থিত করে। এই দাহে গল-তালু-ওষ্ঠ শুষ্ক হয় এবং রোগী জিহ্বা নিষ্কাশিত করিয়া কাঁপে॥৫

ধাতুক্ষয়জ দাহ—রসরক্তাদি ধাতুক্ষয়ে যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগী মূর্চ্ছিত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষীণস্বর ও ক্রিয়াহীন হয়। ভৃশ পীড়িত হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে॥৬

মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ—মস্তক-হৃদয়-বস্ত্যাদি মর্ম্ম স্থান সকল দারুণ অভিঘাতে আহত হইলে যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ কহে। ইহা অসাধ্য; এই দাহই সপ্তমদাহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অসাধ্য দাহ—দাহরোগে যদি গাত্র শীতল হয়, তাহা হইলে সেই শীতগাত্ররোগির সর্ব্বপ্রকার দাহই অসাধ্য বলিয়া জানিবে॥৭

দাহচিকিৎসা—দাহরোগিকে শতধৌত ঘৃত মাখাইবে। অথবা কুল ও আমলকীর কল্ক সংযুক্ত যবশক্তু দ্বারা তাহার গাত্র প্রলিপ্ত করিবে। কিংবা তাহার গাত্রে ধান্যাম্ল (কাঁজী বিশেষ) মাখাইবে। কাঞ্জীকসিক্ত বস্ত্র দ্বারা তাহার গাত্র আচ্ছাদিত করিবে। বেণার মূলসংযুক্ত চন্দন দ্বারা অনুলেপন করিবে। চন্দনজলকণা-নিষ্যন্দি-তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিবে (বাতাস করিবে)। দাহার্দ্দিত ব্যক্তি পদ্মপত্রের ও কদলীপত্রের সংস্তরে শয়ন করিবে। পরিষেকে অবগাহে ও ব্যজন সেবনে শীতল জল প্রশস্ত। ইহা দ্বারা দাহ ও তৃষ্ণার প্রশান্তি হয়। প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণামূল, বালা, নাগকেশর পত্র, গুড়ত্বক্, কালীয়ক (কলম্বা) ইহাদের রসযুক্ত প্রলেপন দাহে প্রশস্ত। দাহার্দ্দিত ব্যক্তি বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, শ্বেতচন্দন ও পদ্ম ইহাদের ক্কাথে দ্রোণী (টপ) পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিবে। পদ্মশোভিত বাপী (দীর্ঘিকা) মনোরম জলযন্ত্র গৃহ (যে গৃহে জলের ফোয়ারা থাকে) ও চন্দনদিগ্ধাঙ্গী কামিনী ইহারা দাহদুঃখ প্রশমক। পদ্মবাসিত জল, শর্করা মিশ্রিত জল বা কেবল জল, দুগ্ধ ও ইক্ষুরস পান করাইবে, এবং পিত্তনাশক বিধি সকল পালন করাইবে॥৮—১৫

চন্দনাদিক্কাথ—চন্দন, ক্ষেতপাপ্ড়া, বেণামূল, বালা, মুতা, পদ্ম, মৃণাল, মৌরী, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলকী এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতি উল্বণ দাহ বিনষ্ট হয়॥১৬।১৭

কাঞ্জিক তৈল—/৪ সের তিল তৈল ষোলগুণ (৬৪ সের) কাঁজিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে দাহ ও জ্বর বিনষ্ট হয়॥১৮

ইতি দাহাধিকার।

উন্মাদাধিকার

উন্মাদের নিরুক্তি—প্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষ সকল উন্মার্গগামী হইয়া মদ জন্মায় বলিয়া অর্থাৎ চিত্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করে বলিয়া এই রোগ উন্মাদ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। উন্মাদ মানস ব্যাধি॥ ১

উন্মাদেরই অবস্থাভেদে নামান্তর—অল্পকালজাত অপ্রবৃদ্ধ উন্মাদ মদনামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ২

উন্মাদের বিপ্রকৃষ্টলক্ষণ—বিরুদ্ধ-দুষ্ট ও অশুচি ভোজন, দেবতা গুরু ও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা, অতিভয় বা অতিহর্ষ, মনোবিঘাত ও বিষম চেষ্টা এই গুলি উন্মাদ রোগের হেতু।

টীকা। "দুষ্ট"—ধুস্তূরবীজাদি সহিত। "অশুচি"—রজস্বলা স্পর্শাদি। "প্রধর্ষণ"—অভিভব। "বিষম চেষ্টা"—বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধাদি কার্য্য॥ ৩

উন্মাদের সন্নিকৃষ্টনিদান—অতি প্রবৃদ্ধ বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষ, মিলিত ত্রিদোষ, মানস দুঃখ এবং বিষ ভক্ষণ এই ছয় কারণে ছয়প্রকার উন্মাদ রোগ জন্মিয়া থাকে। মানসদুঃখ ও বিষ সেবনজনিত উন্মাদে যে দোষের অনুবন্ধ থাকিবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে। (বিষজ উন্মাদে বিষঘ্ন ঔষধও অবশ্য প্রযোজ্য)॥ ৪

উন্মাদের সাম্প্রাপ্তি—অল্পসত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির বাতাদি দোষত্রয় পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে দুষ্ট হইয়া বুদ্ধির স্থান হৃদয়কে এবং তদাশ্রিত মনোবহা দশটি ধমনীকে দূষিত করিয়া শীঘ্রই মানবের চিত্তকে বিকৃত করিয়া ফেলে॥ ৫

উন্মাদের সামান্যলক্ষণ—বুদ্ধিবিভ্রম (যেমন শুক্তিকাতে রজত জ্ঞান), সত্ত্বপরিপ্লব (চিত্ত চাঞ্চল্য), পর্য্যাকুল দৃষ্টি, অধীরতা, অসম্বদ্ধ বাক্যকথন ও হৃদয়ের শূন্যতা এই গুলি সর্ব্বপ্রকার উন্মাদের সাধারণ লক্ষণ॥ ৬

বাতিক উন্মাদের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—রুক্ষ-শীতল ও অল্প ভোজন, বিরেচন, ধাতুক্ষয় এবং উপবাস এই সকল কারণে বায়ু অতি কুপিত হইয়া চিন্তাদি দুষ্ট হৃদয়কে দূষিত করিয়া শীঘ্রই মানবের বুদ্ধি ও স্মৃতিকে বিনষ্ট করিয়া উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে॥ ৭

বাতিক উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী অনুপযুক্ত স্থলে হাস্য-ঈষদ্ধাস্য-নৃত্য-গীত-বাক্য-অঙ্গবিক্ষেপ ও রোদন করিয়া থাকে। তাহার দেহ রুক্ষ কৃশ ও অরুণবর্ণ হয়। আহার পরিপাক হওয়ার পর এই উন্মাদের বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়॥ ৮

পৈত্তিকোন্মাদের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—হিতাহিতজ্ঞানরহিত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত, কটু-অম্ল-বিদাহি-উষ্ণ ও অজীর্ণ ভোজন হেতু উদীর্ণ-বেগ হইয়া পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ চিন্তাদিদুষ্ট হৃদয়কে দূষিত এবং স্মৃতিকে বিনষ্ট করিয়া শীঘ্রই অতি উগ্র পৈত্তিক উন্মাদ জন্মাইয়া থাকে॥ ৯

পৈত্তিকোন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে অসহিষ্ণুতা, সংরম্ভ (আড়ম্বর), বিবস্ত্রতা, সন্তর্জ্জন (পরত্রাসন), দ্রুত পলায়ন, গাত্রে উষ্ণতা (দাহ বিশেষ), ক্রোধপ্রকাশ, শীতল ছায়া সেবন ও শীতল পান ভোজনে অভিলাষ, দেহের পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ১০

শ্লৈষ্মিক উন্মাদের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—শারীরশ্রমরহিত ব্যক্তির সপিত্তকফ সম্পূরণ দ্বারা (অতি ভোজনাদি দ্বারা) হৃদয়ে অতিপ্রবৃদ্ধ হইয়া বুদ্ধি স্মৃতি বিনাশ পূর্ব্বক চিত্তের মোহ জন্মাইয়া উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে॥ ১১

শ্লৈষ্মিকোন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে অল্প বাক্যকথন, অরুচি, নারীপ্রিয়তা, বিজনপ্রিয়তা, নিদ্রা, বমি, লালাস্রাব, ত্বক্-মূত্র-নেত্র-নাসাদির শুক্লবর্ণতা ও ভোজনান্তেই ব্যাধির বল এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়॥ ১২

সান্নিপাতিকোন্মাদের নিদান ও লক্ষণ—সর্ব্বসমস্ত হেতুতে অতিভয়ঙ্কর সান্নিপাতিক উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ উন্মাদেরই লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে। তাদৃশ উন্মাদ বিরুদ্ধ ভৈষজ্যবিধি অর্থাৎ অসাধ্য।

টীকা। সন্নিপাত বলাতেই সর্ব্বাত্মকত্ব লব্ধ হয়, তবে পুনর্ব্বার যে সর্ব্বশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা রজঃ ও তমোগুণ প্রাপণার্থ জানিবে। অতএব বাতাদি দোষত্রয় রজস্তমের সহিত মিলিত হইয়া এবং সমস্ত নিদানে প্রকুপিত হইয়া উন্মাদ রোগ জন্মাইয়া থাকে। সমস্ত হেতু দ্বারা অর্থাৎ মিলিত সমস্ত হেতু

দ্বারা বাতাদি কুপিত হয়। যেহেতু মিলিত সমস্ত হেতু দ্বারাই যে অন্য ব্যাধি উৎপন্ন হয়, এমন কিছু নিয়ম নাই, কিন্তু এই ব্যাধি (সান্নিপাতিক উন্মাদ) রোগ-মাহাত্ম্যে মিলিত সর্ব্বহেতু দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। "তাদৃক্ উন্মাদ বিরুদ্ধ ভৈষজ্য বিধি" এই বাক্যের অর্থ কি? (উত্তর)—ত্রিদোষজ ব্যাধিতে প্রত্যেক বাতাদির প্রত্যনীক চিকিৎসা (বিপরীত ক্রিয়া) করনীয়, কিন্তু তাহা পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ এক দোষের শান্তি করিতে অপর দোষের বৃদ্ধি হয়। সুতরাং প্রত্যেক দোষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসায় ব্যাধির শান্তি হয় না। তবে আমলকাদি কতকগুলি মাত্র ত্রিদোষঘ্ন দ্রব্য আছে, যদ্দারা সান্নিপাতিক রোগের প্রশম হইতে পারে, কিন্তু ব্যাধিমাহাত্ম্যে তাহাও সান্নিপাতিক উন্মাদে যৌগিক নহে। অতএব তাদৃক্ প্রভাবান্বিত সান্নিপাতিক উন্মাদ বর্জ্জনীয় অর্থাৎ অচিকিৎস্য ॥ ১৩

মনো দুঃখজ উন্মাদের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—চৌর, রাজপুরুষ, শত্রু বা তদ্বিধ অপর কাহারও দ্বারা বিশেষ ত্রাস জন্মিলে, অথবা ধনক্ষয় বন্ধুনাশ বা অভিলষিত কামিনীর অপ্রাপ্তি হেতু মন প্রগাঢ় আহত হইলে উৎকটতর শোকজ উন্মাদ জন্মিয়া থাকে ॥ ১৪

মনোদুঃখজ উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী অতীব জ্ঞানশূন্য হয়, গোপনীয় বিবিধ মনের কথা সকলও প্রকাশ করিতে থাকে, এবং কখন গান করে, কখন হাসে, কখন বা কান্দিতে থাকে ॥ ১৫

বিষজ উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী রক্তলোচন, শ্যাবানন, দৈন্যভাবাপন্ন বল ইন্দ্রিয় ও কান্তিহীন হয় এবং মরিয়া যায় ॥ ১৬

অরিষ্ট লক্ষণ—উন্মাদ রোগে যে রোগী সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখ বা অধোমুখ হইয়া থাকে, এবং অতিশয় দুর্ব্বল কৃশ ও নিদ্রারহিত হয়, সে রোগী নিঃসংশয় মরিবে ॥ ১৭

দেবাদিকৃত উন্মাদের সামান্য লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগির বাক্য-বিক্রম-শক্তি ও শারীরচেষ্টা সকল অমানুষিক হইয়া থাকে, তাহার বুদ্ধি শিল্পাদি-বিষয়কজ্ঞান ও বল এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, মনুষ্যে সেরূপ কখনই সম্ভবেনা। বাতজাদি উন্মাদের যেমন বৃদ্ধিকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহারও তেমনি বৃদ্ধিকাল নির্দ্দিষ্ট আছে অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ পৌর্ণমাস্যাদি তিথি বিশেষে দেবাদি-কৃত উন্মাদের প্রকোপ হইয়া থাকে।

টীকা। "বিক্রম"—পরাক্রম। "বীর্য্য"—"শৌর্য্য"। জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদি"—জ্ঞান—বুদ্ধি, আদিপদে—মেধা বিচারণা স্মৃত্যাদি গ্রহনীয়। "বিজ্ঞান"—শিল্পাদি বিষয়কজ্ঞান। "বল"—চেষ্টা পাটব। আদিপদে অভিমানাদি গ্রহনীয়।" নিয়ত" বক্ষ্যমাণ তিথ্যাদি। "মানসবিকার" উন্মাদ ॥ ১৮

দেবগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট, শুদ্ধাচার, দিব্যমাল্যের ন্যায় অতি সুগন্ধবিশিষ্ট, নিদ্রারহিত, বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিরনেত্র, বরদাতা ও ব্রাহ্মণানুরক্ত হয় ॥ ১৯

অসুরগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী ঘর্ম্মাক্তকলেবর, ব্রাহ্মণ গুরু ও দেবগণের দোষবক্তা, কুটিলনেত্র, ভয়হীন, বিমার্গদৃষ্টি (কুমার্গ-রত) ও দুষ্টাত্মা (দুষ্টস্বভাব) হয়। এবং প্রচুর পান ভোজনেও সন্তুষ্ট হয় না ॥ ২০

গন্ধর্ব্বগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী হৃষ্টাত্মা, পুলিনসেবী, বনমধ্যবিহারী, অনিন্দিতাচারী, সঙ্গীতপ্রিয় ও গন্ধমাল্যানুরক্ত হয়। গন্ধর্ব্বগ্রহপীড়িত মানব নৃত্য করিতে করিতে মৃদু মধুর হাস্য করিতে থাকে ॥ ২১

যক্ষগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী তাম্রনেত্র, অতিসুন্দর সূক্ষ্ম রক্তবস্ত্রধারী, গম্ভীর প্রকৃতি, দ্রুতগামী, অল্পভাষী, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয়, এবং কাহাকে কি দান করিব, এই কথা বারংবার বলিতে থাকে ॥ ২২

পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী বামোত্তরীয় হইয়া প্রশান্তচিত্তে কুশপত্র রচিত আস্তরণে মৃত-পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড ও জল প্রদান করে। এই পিতৃগ্রহজুষ্ট ব্যক্তি একান্ত পিতৃভক্ত এবং মাংস-তিল-গুড় ও পায়সাভিলাষী হয় ॥ ২৩

নাগগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী কখন কখন সর্পের ন্যায় বুকে ভর দিয়া ভূমিতে পরিসর্পণ করে, জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করে, ভুজঙ্গমজুষ্ট ব্যক্তি ক্রোধালু এবং ঘৃত-মধু-দুগ্ধ-ও পায়সাভিলাষী হইয়া থাকে ॥ ২৪

রাক্ষসজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী মাংস-রক্ত ও সুরাজাত বিবিধ ভোজ্যপ্রিয়, অত্যন্ত নির্লজ্জ, অতিনিষ্ঠুর, অতিশয় শূর, ক্রোধালু, বিপুলবলশালী, নিশাবিহারী ও শৌচদ্বেষী হইয়া থাকে ॥ ২৫

ব্রহ্মরাক্ষসজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী দেবতা ব্রাহ্মণ গুরুদ্বেষী, বেদবেদাঙ্গ-নিন্দক, আত্মপীড়াকারী ও অহিংসাশীল হয় ॥ ২৬

পিশাচগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—এই উন্মাদে রোগী উলঙ্গ (দিগম্বর), কৃশ, পরুষ (রুক্ষাঙ্গ) বিরুদ্ধভাষী, দুর্গন্ধদেহ, অতি অশুচি, অন্নপানাদিতে অতিলোলুপ, বহুভোক্তা, বিজনবনান্তরে ভ্রমণশীল, বিরুদ্ধাচারী, ত্রস্ত ও রোদনশীল হয় ॥ ২৭

হিংসার্থ গৃহীত উন্মাদরোগীর লক্ষণ—গ্রহগণ হিংসার্থ ক্রীড়ার্থ বা পূজাপ্রাপ্তির জন্য মানবগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহাকে হিংসার্থ আক্রমণ করে, সে ব্যক্তি স্থূলাক্ষ, দ্রুতগমনশীল, ফেনবমনকারী ও নিদ্রালু হয় এবং ভূমিতে পতিত হইয়া কাঁপিতে থাকে। এরূপ রোগীকে অর্থাৎ হিংসার্থগৃহীত ব্যক্তিকে অসাধ্য জানিবে। আর যে ব্যক্তি পর্ব্বত বা বৃক্ষাদি উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়াই কোন গ্রহ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তাহাকেও অসাধ্য জানিবে। তথা ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ রোগীকেই চিকিৎসার বহির্ভূত মনে করিবে।

টীকা। গ্রহগণ যে হিংসা ক্রীড়া ও পূজা এই ত্রিবিধ প্রয়োজনার্থ মানবগণকে আক্রমণ করে, শাস্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে, যথা—"ক্ষত বা অক্ষত ব্যক্তি অশুচি বা ভিন্নমর্য্যাদ (ন্যায্য পথ ভ্রষ্ট) হইলে গ্রহগণ হিংসার্থ ক্রীড়ার্থ বা সংকারার্থ হিংসা করিয়া থাকে।" তন্মধ্যে হিংসার্থগৃহীত ব্যক্তিকে অসাধ্য জানিবে। আর পর্ব্বতাদি হইতে পতিত হইয়াই যাহারা গ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহাদিগকেও অসাধ্য জানিবে। তথা ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সকল উন্মাদই অসাধ্য হইয়া থাকে॥ ২৮

দেবগ্রহাদির আবেশ কাল—দেবগ্রহগণ প্রায় পূর্ণমাতিথিতে, অসুরগ্রহগণ সন্ধ্যাদ্বয়ে, গন্ধর্ব্বগ্রহগণ প্রায় অষ্টমীতিথিতে, যক্ষগ্রহগণ প্রতিপদে, পিতৃগণ অমাবস্যায়, নাগগ্রহগণ পঞ্চমীতে, রাক্ষসগ্রহগণ রাত্রিতে, পিশাচেরা চতুর্দ্দশীতে নরদেহে প্রবেশ করে।

টীকা। গ্রহগণের প্রবেশ তিথির নামোল্লেখের প্রয়োজন—লক্ষণার্থ এবং সেই তিথিতে বলিদানার্থ জানিবে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় যদি দেবাদিগ্রহগণ মানবদেহে প্রবেশ করে, তবে প্রবেশ কালে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? উত্তর—যেরূপ প্রতিবিম্ব দর্পণাদিতে, শীতোষ্ণ প্রাণিগণে, সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যকান্তমণিতে এবং জীবাত্মা শরীরে আবেশ করে, অথচ কাহারও দৃশ্য হয় না, সেইরূপ গ্রহগণও মনুষ্যদেহে কখন প্রবেশ করে, দেখা যায় না। তাহারা শরীরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ দুঃসহ পীড়া উৎপাদন করে॥ ২৯। ৩০

উন্মাদ চিকিৎসা—বাতিক উন্মাদে প্রথমে স্নেহপান, (পানীয় কল্যাণাদিঘৃত নারায়ণাদি তৈল প্রভৃতি) পৈত্তিক উন্মাদে বিরেচন, কফজ উন্মাদে বমন প্রশস্ত, পশ্চাৎ বস্ত্যাদি ক্রম হিতকর। অপস্মার রোগে যে চিকিৎসা উপদেশ দিব, দোষদূষ্যের তুল্যতা হেতু উন্মাদ রোগেও সেই চিকিৎসা করিবে। জল অগ্নি বৃক্ষ শৈল ও বিষম স্থান সকল হইতে উন্মাদরোগীকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে। কারণ তজ্জলাদি উন্মাদ রোগীর সদ্যঃ প্রাণহর।

ব্রাহ্মী, কুষ্মাণ্ডবীজ, বচ ও শঙ্খপুষ্পী স্বরস ইহাদের প্রত্যেকের সহিত কুড় ও মধু মিলিত করিয়া পান করিলে উন্মাদ নিবারিত হয়।

টীকা। অর্থ এই—ব্রাহ্মী স্বরস চারিতোলা, কুড়চূর্ণ দুইমাষা ও মধু আট মাষা একত্র পেয়। ইহা একটি যোগ। কুষ্মাণ্ডবীজ চূর্ণ আট মাষা, কুড় চূর্ণ দুইমাষা, ইহা দ্বিতীয় যোগ। বচ আটমাষা, কুড়চূর্ণ দুইমাষা; ইহা তৃতীয় যোগ। শঙ্খপুষ্পী (শাঁকাহুলী) স্বরস একপল, কুড়চূর্ণ দুইমাষা, মধু আট মাষা, ইহা চতুর্থ যোগ॥ ৩১—৩৪

সিদ্ধার্থকাদি ঘৃত—শ্বেতসর্ষপ, হিঙ্, বচ, করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেতাপরাজিতা, লতাকট্‌কী, গুড়ত্বক্, ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেকটি সমান ভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিবে। এই অগদ (ঔষধ) পানে অঞ্জনে নস্যে আলেপনে স্নানে ও উদ্বর্ত্তনে প্রয়োজ্য; ইহা অপস্মার বিষ উন্মাদ কৃত্যা অলক্ষ্মী ও জ্বর নাশক। ইহা ভূতের ভয় নিবারক এবং রাজদ্বারে প্রশস্ত। এই সকল দ্রব্যের কল্ক ও গোমূত্রের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করিলেও উক্ত ফল পাওয়া যায়॥ ৩৫—৩৮

উন্মাদরোগীকে ইষ্ট নাশের কথা শুনাইবে, অদ্ভুত বস্তু সকল দেখাইবে, তাহাকে সর্ষপ তৈলাভ্যক্ত করিয়া উত্তানভাবে রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখিবে, তাহার গাত্রে আলকুশী ঘর্ষণ করিবে, তপ্তলৌহ তপ্ততৈল বা তপ্ত জল ঢালিয়া দিবে, তাহাকে বান্ধিয়া নির্জ্জন গৃহে কশা দ্বারা তাড়না করিবে, সর্পের দন্ত উদ্ধৃত করিয়া সেই সর্পদ্বারা দংশন করাইবে, সিংহ বা গজদ্বারা অথবা শস্ত্রধারিপুরুষদ্বারা বা শত্রুদ্বারা, কিংবা তস্করদ্বারা তাহার ভয় উৎপাদন করিবে, কিংবা রাজপুরুষেরা তাহাকে বান্ধিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া রাজাজ্ঞায় তাহাকে বধ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইবে ও তাড়না করিবে। দেহদুঃখ ভয় হইতে নিশ্চয় যখন প্রাণের ভয় হয়, তখন ঐরূপ ভয় সূচক কার্য্যসমূহ দ্বারা তাহার সর্ব্বতো-বিপ্লুতমন অবশ্যই প্রশান্ত হইবে। কোন ইষ্ট দ্রব্য বিনাশ দ্বারা যাহার মন অভিহত হয়, তৎসদৃশ একটি বস্তু লইয়া, সেই বস্তুই পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আশ্বাস বাক্যদ্বারা তাহার মনকে শান্ত করিবে॥ ৩৯—৪৫

ত্র্যূষণাদি অঞ্জন—ত্রিকটু, হিঙ্, লবণ, বচ, কট্‌কী, শিরীষবীজ, করঞ্জবীজ ও গৌরসর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ঘসিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে উন্মাদ অপস্মার ও চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৪৬। ৪৭

সারস্বতচূর্ণ—কুড়, অশ্বগন্ধা, লবণ, বনযমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি, মাঙ্গল্যপুষ্পী (শঙ্খপুষ্পী, শাঁখাহুলী) প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্ব্ব সমষ্টিসম বচ, ইহাদের চূর্ণ ব্রাহ্মীশাকের রসে তিনবার উত্তমরূপে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। মধু ও ঘৃতসহ এই চূর্ণ দুইতোলা মাত্রায় সাতদিন খাইবে। এই সারস্বতচূর্ণ দুর্মেধা বিচেতা সর্ব্ব লোকের হিতের জন্য পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই চূর্ণের সেবনাভ্যাসে পুরুষের বুদ্ধি মেধা ধৃতি স্মৃতি সম্পত্তি ও কবিতাশক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৪৮—৫১

বিশ্বাদ্য চূর্ণ—শুঁঠ, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব, বচ, যষ্টিমধু, কুড়, পিপুল ও জীরা ইহাদের চূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে বাগ্‌দেবতা স্বয়ং তাহার বক্ত্রে বাস করেন॥ ৫২

মহাচৈতস ঘৃত—ক্বাথ্যদ্রব্য ছেঁচিয়া তাহাতে ষোলগুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহাই ক্বাথ বিধি জানিবে। দশমূলের দশখানি দ্রব্য এবং রাস্না, এরণ্ড, তেউড়ী, বেড়েলা, মূর্ব্বা ও শতমূলী এই সকল ক্বাথ্য দ্রব্যের প্রত্যেক এক কুড়ব (অর্দ্ধসের) করিয়া লইয়া ষোলগুণ জলে (১২৮ সের জলে) সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ শেষ (বত্রিশ সের) থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ বত্রিশ সের এবং পুরাতন গব্যঘৃত আটসের মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এবং কল্কীকৃত রাখালশসার মূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপানি, দূর্ব্বা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, শ্যামালতা ও অনন্তমূল, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী, দাড়িম, নাগকেশর, বিড়ঙ্গ, অগ্নিপত্রী (অগ্নিনৌতি), কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, তালীসপত্র, বৃহতী, নূতন মালতী কুসুম এই আটাইশখানি কল্ক দ্রব্যের প্রত্যেকটি কর্ষ পরিমিত (দুইতোলা করিয়া) লইয়া চতুর্গুণ জলে পেষণ পূর্ব্বক সেই ঘৃতে প্রক্ষেপ করিয়া ঘৃতপাক সম্যক্ শেষ করিবে। ইহারই নাম মহাচৈতস ঘৃত, ইহা সমস্ত মনোবিকার নাশক। অপস্মারে মত্তোন্মাদে অগ্নিমান্দ্যে জ্বরকাসে বাতরক্তে প্রতিশ্যায়ে শোষে কার্শ্যে তৃতীয়কজ্বরে মূত্রকৃচ্ছ্রে কটীশূলে বীসর্পে পাণ্ডুরোগে কণ্ডুরোগে বিষে মেহে ও গরবিষে এই ঘৃত প্রযোজ্য। ইহা দেবগ্রহাদি হতচিত্ত ব্যক্তিদিগের, গদগদদিগের, বিচেতা দিগের ও বন্ধ্যা স্ত্রীদিগের হিতকর। এই ঘৃত ধন্য, আয়ু ও বলপ্রদ, অলক্ষ্মী-পাপ ও রক্ষোনাশক, সর্ব্বগ্রহ নিবারক, ভ্রম-মদ ও মূর্চ্ছা প্রশমক এবং মেধা-স্মৃতি-মতি জনক॥ ৫৩—৬৩

দেবাদিগ্রহ পীড়িতের চিকিৎসা—ভিষক্ শুচি হইয়া যথাবিধি পূজা, বলিপ্রদান, উপহার (উপচার), যজ্ঞ হোম, মন্ত্র ও অঞ্জনাদি দ্বারা আগন্তু উন্মাদের অর্থাৎ গ্রহোন্মাদের প্রশম করিবে॥ ৬৪

কৃষ্ণাদ্যঞ্জন—পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, মধু ও গোরোচনা ইহাদের অঞ্জন দেবাদিকৃত সকল উন্মাদ নাশক॥ ৬৫

ঋক্ষলোমক ধূপ—ভল্লুক ও শৃগালের লোম, শজারুর কাঁটা, রসুন ও হিঙ্, ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া তাহার ধূম প্রয়োগ করিলে বলবান্ গ্রহও শীঘ্র প্রশান্ত হয়॥ ৬৬

কল্যাণঘৃত, মহাচৈতস ঘৃত, নারায়ণ তৈল বা মহানারায়ণ তৈল উন্মাদ রোগে প্রয়োগ করিবে। পিশাচ ভিন্ন অন্য কোন গ্রহে প্রতিকূল আচরণ করিবে না। কারণ তাহারা মহা ওজস্বী। প্রতিকূলাচরণে কুপিত হইয়া রোগির চিকিৎসককে বিনাশ করিতে পারে॥ ৬৭। ৬৮

ইতি উন্মাদাধিকার

অপস্মারাধিকার

অপস্মারের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—চিন্তা শোকাদি দ্বারা বাতাদিদোষ অতি কুপিত এবং হৃদয় স্রোতে অবস্থিত হইয়া স্মৃতির অপধ্বংস (নাশ) করিয়া এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি উৎপাদন করে। **অপস্মারের সংখ্যা**—অপস্মার চারি প্রকার যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ ও ত্রিদোষজ ॥ ১

অপস্মারের সামান্যলক্ষণ—অন্ধকার দর্শন (জ্ঞানাভাব) ও সংরম্ভ (নেত্র বিকৃতি ও হস্তপদাদি বিক্ষেপ) ইহা সকল অপস্মারেরই সাধারণ লক্ষণ। দোষের উদ্রেক হেতু এই রোগে স্মৃতি হত হয় বলিয়া ইহার নাম অপস্মার। অপস্মার অতি ভয়ানক ব্যাধি ॥ ২

পূর্ব্বরূপ—অপস্মার রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃৎকম্প, হৃদয়ের শূন্যতা, ঘর্ম্ম, ধ্যান (বিস্ময়াপন্ন), মূর্চ্ছা (মনোমোহ), প্রমূঢ়তা (ইন্দ্রিয় মোহ) ও নিদ্রানাশ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৩

বাতিক অপস্মারের লক্ষণ—বাতিক অপস্মারে রোগী কাঁপে, দন্তদ্বারা দন্ত দংশন করে ; ফেন বমন করে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে এবং চতুর্দ্দিকে অরুণ বর্ণ রূপ সকল দেখে ॥ ৪

পৈত্তিক অপস্মারের লক্ষণ—এই অপস্মারে রোগির মুখনিঃসৃত ফেন এবং সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মুখ ও নেত্র পীতবর্ণ হয়। সে সমস্ত বস্তু পীত বা রক্ত বর্ণ দর্শন করে, তৃষ্ণার্ত্ত ও উষ্ণ দেহ হয়, এবং সমস্ত জগৎকে অনলব্যাপ্ত বোধ করে ॥ ৫

শ্লৈষ্মিক অপস্মারের লক্ষণ—এই অপস্মারে রোগির ফেন অঙ্গ বিশেষতঃ মুখ ও নেত্র শুক্লবর্ণ হয়, গাত্র শীতল গুরু ও রোমাঞ্চ হয়। সে শুক্লবর্ণরূপ সকল দর্শন করে। এবং অনেক বিলম্বে চেতনালাভ করিয়া থাকে ॥ ৬

সান্নিপাতিক অপস্মারের লক্ষণ—যাহাতে বাতজাদি ত্রিবিধ অপস্মারেরই লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইবে, তাহাকে সান্নিপাতিক অপস্মার বলিয়া জানিবে। সান্নিপাতিক অপস্মার, ক্ষীণব্যক্তির অপস্মার এবং দীর্ঘকালোৎপন্ন অপস্মার অসাধ্য ॥ ৭

অপস্মারের অরিষ্টলক্ষণ—অপস্মারে যদি বারংবার গাত্রস্ফুরণ হয়, রোগী ক্ষীণ হয়, এবং তাহার ভ্রূদ্বয়ের সঞ্চলন ও নেত্রবিকৃতি হইতে থাকে, তাহা হইলে সে রোগী রক্ষা পায় না ॥ ৮

অপস্মারের প্রকোপকাল—কুপিত দোষ সকল পক্ষান্তে দ্বাদশাহান্তে বা মাসান্তে অপস্মার উৎপাদন করে। উক্তকালের অন্তরালেও অপস্মারের কিঞ্চিৎ (স্বল্প) বেগ জন্মাইয়া থাকে।

টীকা। পিত্ত পক্ষান্তে, বায়ু দ্বাদশাহান্তে এবং কফ মাসান্তে অপস্মার উৎপাদন করে। কিঞ্চিৎ অন্তর বেগও জন্মায়, অর্থাৎ উক্তকালের অন্তরালেও কিছু স্বল্পবেগ জন্মাইয়া থাকে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যদি হেতুভূত বাতাদি দোষের নিয়ত বিদ্যমানতা থাকে, তাহা হইলে অপস্মারের বেগ কেন নিরন্তরই থাকে না ? আর যদি দোষ সকল শান্তবেগই হয়, তাহা হইলে অপস্মার একবারে নিবৃত্ত না হইয়া কেনই বা পুনরুদ্ভূত হইয়া থাকে ? উত্তর—"যেমন বর্ষা উপস্থিত থাকিলেও ভূমিপতিত কোন কোন বীজ বর্ষাকালে অঙ্কুরিত না হইয়া শরৎ কালেই অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ রোগারম্ভক দোষ সকলের প্রকোপসত্বেও কতকগুলিরোগ স্বভাবতঃ কালাপেক্ষী হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়েই উদ্ভূত হইয়া থাকে। যেমন উৎপত্তি কারণসামগ্রী থাকিলেও বাস্তুকাদিবীজ সকল স্বভাবতঃ শরৎকালেই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ হেতুভূত দোষ সকল বিদ্যমানেও অপস্মার স্বভাবতঃ দ্বাদশাহাদি দিনেই বেগ করিয়া থাকে ॥ ৯

অপস্মারের চিকিৎসা—তৈলের সহিত রসুন, দুগ্ধের সহিত শতমূলী এবং মধুর সহিত ব্রাহ্মীরস সেবন করিবে। ইহা সকল অপস্মারেরই ঔষধ।

শ্বেতসর্ষপ, শজিনাছাল, শোনাছাল ও আপামার্গ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ভক্ষণ করিলে, অথবা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে, কিংবা এই সকলের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) ও চতুর্গুণ (তৈলের চতুর্গুণ) গোমূত্রসহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে অপস্মার বিনষ্ট হয়।

নিসিন্দা গাছে যে পরগাছা জন্মে, তাহার রসের নস্য লইলে সহসা মহাগদ অপস্মার নাশ প্রাপ্ত হয়।

মনঃশিলা অশ্ববিষ্ঠা ও পারাবত বিষ্ঠা ইহাদের অঞ্জনে অপস্মার বিশেষতঃ উন্মাদ বিনষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি মধুর সহিত বচচূর্ণ ভক্ষণ করে ও

কেবল দুধ ভাত খায়, তাহার দীর্ঘকালোৎপন্ন মহা-ঘোর অপস্মারও নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ডফলের রসে যষ্টিমধু পেষণ করিয়া পান করিলে তিন দিনে অপস্মার বিনষ্ট হয়। (একবার পানে তিনদিনে অপস্মার বিনষ্ট হয়, ইহাই বক্তার অভিপ্রায়) ॥ ১০—১৬

ব্রাহ্মীঘৃত—পুরাণ গব্যঘৃত /৪ সের; ব্রাহ্মী-রস /৪ সের; এবং বচ কুড় ও শাঁকাহুলী মিলিত অর্দ্ধসের; ব্রাহ্মীরসে বচাদি পেষণ করিয়া তৎসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ব্রাহ্মীঘৃত সেবনে অপস্মার উন্মাদ ও গ্রহ প্রশমিত হয়॥ ১৭

কুষ্মাণ্ডকঘৃত—পুরাণ গব্যঘৃত এবং ঘৃতের অষ্টাদশগুণ কুষ্মাণ্ডরস ও ঘৃতের চতুর্থাংশ যষ্টিমধুর কল্ক, একত্র যথাবিধি পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে অপস্মার নিবারিত হয়।

অপস্মার রোগির হৃৎকম্প, নেত্রবেদনা, ঘর্ম্ম ও হস্ত পদাদির শীতলতা হইলে দশমূলের কাথ ও নিম্নলিখিত কল্যাণাখ্য চূর্ণ তাহাকে সেবন করাইবে। পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ) এবং মরিচ, ত্রিফলা, বিট্ ও সৈন্ধব লবণ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, ডহর-করঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরা ইহাদের চূর্ণ (কল্যাণাখ্য-চূর্ণ) উষ্ণজলসহ খাইলে বাতশ্লেষ্ম-রোগ বিনষ্ট হয়। এই কল্যাণক চূর্ণ অপস্মারে উন্মাদে অর্শোরোগে ও গ্রহণী রোগে প্রশস্ত। ইহা নষ্ট অগ্নির দীপক।

"দুইটি কীট মেঢ় রবিবারে বিধিবৎ আনিয়া কণ্ঠে বা হস্তে ধারণ করিলে উগ্র অপস্মার প্রশমিত হয়।" (এই কীট নদীতীরে বালুকামধ্যে অবস্থিতি করে)। এই বচনটি গ্রন্থের বহির্ভূত।

• শজিনা, কুড়, বালা, জীরা, রশুন, ত্রিকটু ও হিং. এই সকল দ্রব্যের সহিত ছাগমূত্রে তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে অপস্মার বিনষ্ট হয়।

উন্মাদে যে পথ্য যে নস্য যে অঞ্জন ও যে ঔষধ উক্ত হইয়াছে, অপস্মারেও ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক তৎসমস্ত প্রযোজ্য হইয়া থাকে॥ ১৮—২৪

ভূতভৈরব রস—মৃত পারদ, অভ্র, লৌহ, মনঃ-শিলা, গন্ধক, হরিতাল ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া নরমূত্রে মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে এবং সেই গোলকে তদ্দ্বিগুণ গন্ধক দিয়া ক্ষণকাল লৌহ পাত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৫ কুঁচ পর্য্যন্ত। ইহা অপস্মার নাশক। এই ভূতভৈরব রস পান করিয়া ত্রিকটু, সচল লবণ ও হিং দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় লইয়া নরমূত্র ও ঘৃতসহ পান করিবে॥ ২৫—২৭

ইতি অপস্মারাধিকার।

বাতব্যাধি অধিকার।

বাতব্যাধির সামান্যতঃ বিপ্রকৃষ্ট নিদান—কষায়-কটু-তিক্তদ্রব্য ভোজন, অত্যল্প ভোজন (অপরিমিত ভোজন), রুক্ষ ও লঘু অন্নভোজন, প্রাগ্‌-বাত সেবন, রাত্রিজাগরণ, সন্তরণ, অভিঘাত, শ্রম, হিম, অনশন, মৈথুন, ধাতুক্ষয়, মলাদির বেগধারণ, এবং কাম শোক চিন্তা ও ভয়, অতিরক্তমোক্ষণ, রোগ-কৃত অতি মাংসক্ষয়, অতীব বমন, অতি বিরেচন, আম (আমরস দ্বারা মার্গরোধ) এই সকল কারণে এবং বর্ষাকালে, দিবা ও রাত্রির তৃতীয়াংশ, ভুক্ত-দ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় ও শীতকালে শরীরে স্রোতঃসকল রিক্ত (অনুকূল পদার্থ শূন্য) হয় এবং বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। সেই কুপিত বায়ু রিক্ত স্রোতঃ সকলকে পূর্ণ করিয়া সার্ব্বাঙ্গিক বা ঐকাঙ্গিক বিবিধরোগ সকল উৎপাদন করে।

টীকা। "প্রমিত"—এখানে প্র উপসর্গ বৈপ-রীত্যে, অর্থাৎ অপরিমিত, কিংবা প্র উপসর্গ প্রকর্ষে, অর্থাৎ অত্যল্প। "লঘ্বন্ন"—অতিপুরাণ শালি প্রভৃতি। কোন কোন অন্ন নূতনও বাতজনক। যেহেতু গুণরত্ন মালায় উক্ত আছে—"নীবার, খেঁসারী, মটর, ছোলা, শ্যামাতণ্ডুল, মুগ, অড়হর, নিষ্পাব (রাজমাষ, বরবটী), বনমুগ, বরটা (কুসুম্ভবীজ), মসূরী ও কোদ্রধান্য এই সকল দ্রব্য বাতকর" "পুরঃ পবন"—প্রাগ্‌বাত।

কুপিত বায়ু রিক্ত স্রোতঃসকল পূর্ণ করিয়া যে যে রোগ উৎপাদন করে, তাহাদের নাম কথিত হইতেছে যথা—শিরোগ্রহ (শিরোরোগ), অঙ্গকুণ্ঠন, অত্যর্থ জৃম্ভা, হনুস্তম্ভ, জিহ্বাস্তম্ভ, গদ্‌গদ বচনতা, মিন্‌মিন্-বচনতা, মূকতা, বাচালতা, প্রলাপ, মধুরাদি রস সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, বধিরতা, কর্ণনাদ, স্পর্শাজ্ঞতা, অর্দ্দিত,

মন্যাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অপবাহুক, বিশ্বাচী, উর্দ্ধবাত, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, বাতাষ্ঠীলা, প্রত্যষ্ঠীলা, তূণী, প্রতিতূণী, অগ্নিবৈষম্য, আটোপ, পার্শ্বশূল, ত্রিকশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, মলগাঢ়তা, মলের অপ্রবর্ত্তন, গৃধ্রসী, কলায়খঞ্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্টুকশীর্ষক, খল্লী, বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, পাদদাহ, আক্ষেপ, দণ্ডক, বাতপিত্তকৃত আক্ষেপ, দণ্ডাপতানক, অভিঘাতকৃত আক্ষেপ, দ্বিবিধ আয়াম অর্থাৎ অন্তরায়াম ও বাহ্যায়াম, ধনুর্বাত, কুব্জক, অপতন্ত্র, অপতান, পক্ষাঘাত, খিল্লাঙ্গক, কম্প, স্তম্ভ, ব্যথা, তোদ, ভেদ, স্ফুরণ, রুক্ষতা, কার্শ্য, কার্ষ্ণ্য, শৈত্য, লোমাঞ্চ, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গবিভ্রংশ, শিরাসঙ্কোচ, অঙ্গশোষ, ভীরুত্ব, মোহ, চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ, স্বেদনাশ, বলনাশ, শুক্রক্ষয়, রজোনাশ, গর্ভনাশ ও পরিভ্রম এই অশীতিসংখ্যক রোগই বাতরোগে বাতব্যাধি বলিয়া প্রসিদ্ধি, মুনিগণ কর্তৃক ইহারাই বাতব্যাধি নামে অভিহিত হইয়াছে, বাতজনিত অন্য ব্যাধিকে বাতব্যাধি বলা যায় না।

টীকা। শিরোগ্রহাদি এই অশীতিসংখ্যক রোগই বাতব্যাধি নামে কীর্ত্তিত। যদি বাতজনিত ব্যাধি এই নিরুক্তিদ্বারা বাতব্যাধি পদটি সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে বাতজনিত জ্বরাদিতেও বাতব্যাধির প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাতজ্বরাদিকেও বাতব্যাধি বলা যাইতে পারে। এই জন্যই বলা হইয়াছে রূঢ়িতঃ অর্থাৎ প্রসিদ্ধিতঃ, অর্থাৎ শিরোগ্রহাদি ঐ অশীতিটি রোগই বাতব্যাধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাতজ্বরাদি বাতব্যাধি নহে॥ ১—১৬

বাতব্যাধির সামান্যচিকিৎসা—মধুর লবণ অম্ল ও স্নিগ্ধ দ্রব্যভোজন, নস্যগ্রহণ, উষ্ণ সেবন, নিদ্রা, গুরুদ্রব্য ভক্ষণ, রৌদ্র সেবন, বস্তিকর্ম্ম, স্বেদ, সন্তর্পণ, অগ্নিক্রিয়া, শরৎকাল, অভ্যঙ্গ ও সংমর্দ্দন এই সকল দ্বারা কুপিত বায়ু প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৭

বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাতব্যাধি সকলের লক্ষণ ও চিকিৎসা।

শিরোগ্রহের লক্ষণ—কুপিত বায়ু শিরোধরা শিরাসমূহকে বিকৃত করিয়া শিরোগ্রহ রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে সেই সকল শিরা রুক্ষ বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা অসাধ্য ব্যাধি॥ ১৮

শিরোগ্রহের চিকিৎসা—শিরোগ্রহ রোগে শিরাগত বাতের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। দশমূলীর কষায় ও ছোলঙ্গ লেবুর রসের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অভ্যঙ্গ ও শিরোবস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ১৯

জৃম্ভার লক্ষণ—আলস্য ও নিদ্রা সমন্বিত বেগবান্ বায়ু একশ্বাস গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই শ্বাস ত্যাগ করিলে তাহাকে জৃম্ভা কহা গিয়া থাকে। (জৃম্ভশব্দ ত্রিলিঙ্গেই বর্ত্তে)॥ ২০

জৃম্ভার চিকিৎসা—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ, বা ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চূর্ণ, অথবা তদ্রূপ কোন দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ ভক্ষণ করিলে জৃম্ভার আরম্ভ বন্ধ হয়। জৃম্ভার বেগ উপস্থিত হইলে রোগিকে শোভন শয্যায় যথানিয়মে নিদ্রা যাইতে দিবে। তাহাতে জৃম্ভা বেগ প্রশমিত হইবে। সর্ষপ তৈল মর্দ্দন দ্বারা, স্বাদুভোজ্য ভোজন দ্বারা এবং তাম্বুল ভক্ষণ দ্বারা জৃম্ভাবেগ নিবারিত হয়॥ ২১—২৩

হনুস্তম্ভের নিদান ও লক্ষণ—জিহ্বার নির্লেখন (জিহ্বাকর্ষণ), শুষ্কদ্রব্য ভক্ষণ (চণকাদি ভক্ষণ) ও আঘাত প্রাপ্তি এবম্বিধ কারণে হনু (চোয়াল) মূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া হনুকে শিথিল অর্থাৎ অধঃকৃত করে। তাহাতে রোগী বিবৃতমুখ বা সংবৃতমুখ হয়, অর্থাৎ রোগী হয় হাঁ করিয়া থাকে, মুখ বুজিতে পারে না, না হয় মুখ বুজিয়াই থাকে, হাঁ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাকেই হনুগ্রহ রোগ কহা যায়। এই রোগে অতিকষ্টে চর্ব্বণ ও ভাষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়॥ ২৪। ২৫

হনুগ্রহের চিকিৎসা—হনুগ্রহ রোগে মুখ সংবৃত বা বিবৃত হইলে ঘৃত তৈলাদি দ্বারা চিবুককে স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। এবং চিবুকের নমনোন্নমনাদি উপযুক্ত ক্রিয়া করিয়া সংবৃতমুখকে বিবৃত ও বিবৃতমুখকে সংবৃত করিয়া দিবে। পিপুল ও আদা চর্ব্বণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ নিষ্ঠীবন করিবে, তপ্তজল দ্বারা মুখাভ্যন্তর শোধন করিবে। রসুনের খোসা ফেলিয়া দিয়া তাহা কুট্টিত করিবে এবং তাহাতে তিলতৈল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া হনুস্তম্ভ রোগিকে খাইতে দিবে। রসুনের কোয়া ও মাষকলাই একত্র পেষণ করিয়া তাহাতে সৈন্ধব আদা ও হিঙ্ মিশ্রিত করিবে। পরে তাহার বটক সকল প্রস্তুত করিয়া তিলতৈলে ধীরে ধীরে পাক করিবে। এই বটক যথাগ্নি ভক্ষণ করিলে হনুস্তম্ভ রোগ হইতে রোগী মুক্তিলাভ করে। বাতঘ্ন কোন পক্ব তৈল দ্বারা (প্রসারণী তৈলাদি দ্বারা) হনুদেশ অভ্যক্ত করিয়া তাহাতে মৃদু অগ্নিদ্বারা স্বেদ দিবে। তৈল পরিপূরিত বস্তি (চর্ম্মপুটক) মস্তকে ধারণ করিবে॥ ২৬—৩১

প্রসারণীতৈল—মূল-পত্র-শাখা সমন্বিত গন্ধভাদুলে সাড়েবার সের লইয়া তাহা ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ষোল সের ক্বাথের সহিত ১২॥০ সের তিলতৈল পাক করিবে। ক্বাথপাক শেষ করিয়া সেই তৈল ১২॥০ সের দধিজল ও ১২॥০ সের

কাঁজীর সহিত পাক করিবে তদনন্তর চতুর্গুণ গব্য দুগ্ধের সহিত (পঞ্চাশ সের দুগ্ধের সহিত) তাহা পাক করিবে। পরে চিতা, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ, শুল্ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী, রক্তচন্দন, এরণ্ডমূল, বেড়েলামূল ও শুঁঠ এই সকল কল্কদ্রব্য তৈলের অষ্টমাংশ পরিমাণে লইয়া তৎসহ ঐ তৈল পাক করিবে। ইহাই প্রসারণী তৈল নামে বিখ্যাত। পানে নস্যে শিরোবস্তিতে মর্দ্দনে ও স্বেদনে এই তৈল প্রযোজিত হইলে সকল প্রকার বাত রোগ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ হনুস্তম্ভ, জিহ্বাস্তম্ভ, অর্দ্দিত, গদ্‌গদবচনত্ব, বিশ্বাচী, মন্যাস্তম্ভ, অববাহুক, ত্রিকশূল, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা, খঞ্জ, স্তম্ভ, সঙ্কোচ, অন্তরায়াম, বাহ্যায়াম, দণ্ডাপতানক, ধনুর্ব্বাত ও কুব্জত্ব নিঃসংশয় প্রশমিত হইয়া থাকে। ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের বৃদ্ধব্যক্তিদিগের ও বাতসঙ্কোচিতায় ব্যক্তিদিগের অঙ্গসকল প্রসারণ করে বলিয়া ইহা প্রসারনী নামে উক্ত ॥ ৩২—৪২

জিহ্বাস্তম্ভের লক্ষণ—কুপিত বায়ু বাগ্‌-বাহিনী শিরায় অবস্থিত হইয়া জিহ্বাস্তম্ভরোগ উৎপাদন করে। এইরোগে রোগী পান ভোজন ও বাক্য কথনে অসমর্থ হয় ॥ ৪৩

জিহ্বাস্তম্ভের চিকিৎসা—এই রোগে অব-স্থানুরূপ বাতব্যাধির চিকিৎসা করিবে। অর্দ্দিত রোগের যে সাধারণ চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাও ইহাতে হিতকর জানিবে ॥ ৪৪

মূক গদ্গদ ও মিম্মিনের লক্ষণ—কফান্বিত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী সকলকে আবৃত করিয়া মানবকে অবচন করে অর্থাৎ হয়, মূক (বাক্যকথনে অসমর্থ বোবা), না হয় মিম্মিন (সানুনাসিক সর্ব্ব-বচন—খনা), না হয় গদ্‌গদভাষী করে (সমানাধি-করণত্ব থাকিলেও হয় দুষ্টির উৎকর্ষাদি দ্বারা, না হয় অদৃষ্ট বশতঃ মূকাদি ভেদ হইয়া থাকে) ॥ ৪৫

মূকাদির চিকিৎসা—সারস্বত ঘৃত। গব্য ঘৃত ⁄৪ সের; কল্কার্থ—সজিনাছাল, বচ, সৈন্ধব, ধাইফুল,লোধ ও আকনাদি প্রত্যেক ১পল (অর্দ্ধপোয়া), ছাগদুগ্ধ ১৬ সের; যথাবিধি পাক করিবে। ইহাই সারস্বত ঘৃত। এই ঘৃত বিধিবৎ সেবিত হইলে বাক্যের জড়তা, গদ্‌গদতা ও মূকতা শীঘ্রই দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা মানব স্মৃতি-মতি-মেধা ও প্রতিভা সম্পন্ন হয় এবং তাহার বাক্য সুস্পষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৬। ৪৭

কল্যাণকাবলেহ—হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী যষ্টিমধু ও সৈন্ধব ইহাদের প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ সমান সমান ভাগে লইয়া প্রত্যহ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে তিন সপ্তাহেই মানব শ্রুতি-ধর হয় এবং তাহার স্বর মেঘদুন্দুভি ও মত্তকোকিল স্বরের ন্যায় হইয়া থাকে ॥ ৪৮—৫০

প্রলাপকের লক্ষণ—স্বহেতু কুপিত বাত নিবন্ধন যে মানব অসংলগ্ন ও নিরর্থক বাক্য কহে, তাহাকে প্রলাপ কহা যায় ॥ ৫১

প্রলাপের চিকিৎসা—তগরপাদিকা, ক্ষেত-পাপড়া, সোন্দাল, মুতা, কট্‌কী, বেণামূল, অশ্বগন্ধা, ব্রাহ্মী, দ্রাক্ষা, চন্দন, দশমূল ও শাঁকাহুলী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে অচিরে প্রলাপ বিনষ্ট হয় ॥ ৫২

রসাজ্ঞানের লক্ষণ—অন্ন ভোজনকারির রসজ্ঞা অর্থাৎ জিহ্বা যদি অন্নগত মধুরাদি রস বোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে রসাজ্ঞান রোগ কহা যায় ॥ ৫৩

রসাজ্ঞানের চিকিৎসা—সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু ও অম্লবেতস, অম্লবেতসের অভাবে চুক্র (চুকা পালঙ) এই সকল দ্রবের চূর্ণ দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা দূরীভূত হয়। চিরতা, কট্‌কী, ইন্দ্র-যব, বচ, ব্রাহ্মী, পলাশফল, সাচিক্ষার, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, শুঁঠ ও মরিচ ইহাদের কল্ক আদার রসে অভ্যক্ত করিয়া তদ্দ্বারা মুহুর্মুহুঃ জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে জিহ্বা সকল রস সম্যক বোধ করিতে সমর্থ হয়। ঐ চিরতা প্রভৃতির কল্ক ঘর্ষণদ্বারা জিহ্বার শূন্যতাও অপগত হইয়া থাকে ॥ ৫৪—৫৭

(বাধির্য্য ও কর্ণনাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা তদধি-কারে বলিব।)

ত্বকশূন্যতার (ত্বক্‌সুপ্ততার) **লক্ষণ**—যে ত্বক্ কোন দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, সেই দ্রব্য শীতল কি উষ্ণ, মৃদু কি কর্কশ তাহা অনুভব করিতে পারে না, পণ্ডিতগণ তাহাকে শূন্যত্বক্ বলিয়া বর্ণন করেন ॥ ৫৮

ত্বকশূন্যতার চিকিৎসা—সুপ্তবাতে (ত্বক্‌-সুপ্ততা বাতরোগে) বহুবার রক্তমোক্ষণ করিবে এবং তৈল লবণ ও অঙ্গারধূম সুপ্তত্বকে লাগাইবে ॥ ৫৯

অর্দ্দিতের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—অতি উচ্চৈঃ-স্বরে বাক্যকথন, কঠিন দ্রব্য (গুবাকফলাদি) চর্ব্বণ, হাস্য, জৃম্ভা, ভারবহন, বিষমভাবে শয়ন ও উপ-বেশন (গ্রীবাদি বিপরীতভাবে স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন ও উপবেশন) এই সকল কারণে বায়ু কুপিত এবং শিরঃ-নাসা-ওষ্ঠ-চিবুক-ললাট ও নেত্রসন্ধিতে অবস্থিত হইয়া মুখকে অর্দ্দিত অর্থাৎ পীড়িত করে, তদনন্তর অর্দ্দিত রোগ জন্মায়। অর্দ্দিত রোগে মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবা বক্রীভূত হয় এবং শিরঃকম্প, বাক্‌সঙ্গ (বাক্যনিরোধ) ও নেত্রাদির (নেত্র-ভ্রূ-গণ্ড-নাসিকাদির) বৈকৃত্য (বেদনা স্ফুরণ বক্রত্বাদি) জন্মে এবং মুখের যে পার্শ্বে অর্দ্দিত হয়, সেই পার্শ্বে গ্রীবা চিবুক ও দন্তের বেদনা

হইয়া থাকে। ব্যাধিবিশারদ ব্যক্তিগণ এই রোগকেই অর্দ্দিত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বাত পিত্ত ও কফ এই তিন দোষে অর্দ্দিত রোগ সংক্ষেপতঃ ত্রিবিধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বাতজ অর্দ্দিতে লালাস্রাব, ব্যথা, কম্প, স্ফুরণ, হনুস্তম্ভ, বাক্যনিরোধ, ওর্ষ্ঠদ্বয়ে শোথ ও শূলনি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পিত্তজ অর্দ্দিতে মুখের পীতবর্ণতা, জ্বর, তৃষ্ণা, মোহ ও ধূপন (ধূম-নির্গমবৎ) এবং কফজ অর্দ্দিতে গণ্ডে মস্তকে ও মন্যায় শোথ ও স্তব্ধতা হইয়া থাকে॥ ৬০—৬৫

অসাধ্য অর্দ্দিতলক্ষণ—অর্দ্দিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি অতিক্ষীণ, নিমেষশূন্য, এবং কণ্ঠলগ্ন অব্যক্ত ভাষণশীল ও কম্পমান হয়, কিংবা রোগটি যদি অতীত বর্ষত্রয় হয় অর্থাৎ তিন বৎসরের অধিক দিনের হয় (অথবা চক্ষু নাসা ও মুখ এই তিনস্থান হইতে বর্ষ "স্রাব" হইতে থাকে) তাহা হইলে অতিশয় অসাধ্য জানিবে॥ ৬৬

অর্দ্দিতের চিকিৎসা—স্নেহপান, নস্য, বাত-নাশক ভোজ্য, উপনাহ, নাবন ও শিরোবস্তি, অর্দ্দিত রোগে প্রশস্ত। বাতজঅর্দ্দিতে দশমূলের ক্বাথের সহিত বা ছোলঙ্গ লেবুর রসের সহিত অথবা বেড়ে-লার কষায়ের সহিত কিংবা পঞ্চমূলের কষায়ের সহিত দুগ্ধ হিতকর। অর্দ্দিত রোগী নবনীতের সহিত পিষ্ট মাংসঘৃত ভক্ষণ করিয়া তৎপরে দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া দশমূলীর কষায় পান করিবে। পিত্তজ অর্দ্দিতে শীতল স্নেহ এবং ঘৃত বস্তি পরিষেক ও দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে। যে অর্দ্দিত রোগী বক্রাস্য মূক ও দাহবান্ হইবে, তাহাকে বাতপিত্তনাশক ঔষধ পথ্যাদি সেবন করিতে দিবে। তদ্দ্বারা শ্লেষ্মা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বৃংহণ ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবে। শোথ সংযুক্ত অর্দ্দিতে বমন প্রশস্ত। যে অর্দ্দিত রোগী রসুনের কল্ক তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া নিত্য ভক্ষণ করে, তাহার অর্দ্দিত শীঘ্রই নাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন বায়ু বেগে মেঘসমূহ অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৭—৭৩

মন্যাস্তম্ভের লক্ষণ—দিবানিদ্রা হেতু, এবং যেরূপ আসনে বা স্থানে মস্তক স্থাপন করিলে গ্রীবাদি অতিশয় বিকৃত হয়, সেইরূপ আসনে বা স্থানে মস্তক স্থাপনহেতু এবং উপরিভাগে নিরীক্ষণ হেতু সেই কুপিত বায়ু শ্লেষ্মাবৃত্ত হইয়া মন্যাস্তম্ভরোগ উৎপাদন করে। (গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে মন্যানামক চতুর্দ্দশটি শিরা আছে। অমর সিংহ কর্তৃক তদ্বিষয় উক্ত হইয়াছে। সামান্যতঃ গ্রীবার পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃহৎ শিরা দুইটিই মন্যা-নামে অভিহিত হইয়া থাকে)॥ ৭৪

মন্যাস্তম্ভের চিকিৎসা—মন্যাস্তম্ভরোগে দশ-মূলের বা পঞ্চমূলের ক্বাথ, রুক্ষস্বেদ ও নস্য প্রয়োজ্য। তৈল বা ঘৃত দ্বারা গ্রীবা অভ্যক্ত এবং আকন্দপত্রদ্বারা বা এরণ্ডপত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি মুহুর্মুহুঃ স্বেদ দিবে। কুক্কুটাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ উষ্ণ করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা গ্রীবা মর্দ্দন করিলে গ্রীবাস্তম্ভ প্রশ-মিত হয়॥ ৭৭

বাহুশোষের লক্ষণ—কুপিত বায়ু অংসদেশে অবস্থিত হইয়া অংসবন্ধনকারক শ্লেষ্মাকে শোষণ করে। অংসবন্ধনকারক শ্লেষ্মার শোষণ হেতু সবেদন বাহুশোষ রোগ উৎপন্ন হয়॥ ৭৮

বাহুশোষের চিকিৎসা—বাহুশোষ রোগে ভোজন করিয়া মহাকল্যাণক ঘৃত পান করিবে। বেড়েলামূলের সহিত জলসিদ্ধ করিয়া তাহাতে সৈন্ধব মিশাইয়া পান করিবে। ইহা বাহুশোষকর বাতে ও মন্যাস্তম্ভে প্রশস্ত॥ ৭৯

অববাহুকের লক্ষণ—বাহুদেশস্থ কুপিত বায়ু তত্রত্য শিরাসকলকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহুক রোগ উৎপাদন করে॥ ৮০

অববাহুকের চিকিৎসা—অববাহুক মন্যাস্তম্ভ এবং ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগের উপশমার্থ শীতল জলের সহিত ঝিঙ্গারসের এবং গুগ্গুলুর নস্য পরমৌষধ। বেড়েলার মূল,তথা পালিধার মূল বাটিয়া পান করিবে, অথবা আল-কুশীর স্বরস খাইবে। ইহাও অববাহুকাদিরোগের মহৌ-ষধ। অববাহুকরোগী মাষকলাইএর ক্বাথের নস্য লইলে তাহার বাহু বজ্রসম দৃঢ় হইয়া থাকে॥ ৮১। ৮২

মাষতৈল—তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—মাষকলাই, মসিনা, যব, ঝাঁটীমূল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শোনামূল ও আলকুশীবীজ, ইহাদের ক্বাথ, কার্পাস-বীজ, শণবীজ, কুলখকলাই ও কুলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ ও ছাগমাংসের ক্বাথ মিলিত ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুল, শুলফা, এরণ্ডমূল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে, রাস্না, বেড়েলা, গুলঞ্চ ও কট্কী, মিলিত /১ সের। এই সকল ক্বাথ ও কল্কের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই মাষাখ্য তৈল মর্দ্দন করিলে নিশ্চয়ই অববাহুক রোগ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৮৩। ৮৪

বিশ্বচীলক্ষণ—বাহুর পশ্চাদ্ভাগ হইতে যে সকল কণ্ডরা (মহতীশিরা) অঙ্গুলীতলকে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ অঙ্গুলীতল পর্য্যন্ত আসি-য়াছে,তাহাদিগকে সংদূষিত করিয়া কুপিত বায়ু বাহুকে অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়া রহিত করে। ইহাই বিশ্বচী নামে অভিহিত। (ইহা এক বাহুতেও হয়, দুই বাহুতেও হইয়া থাকে)॥ ৮৫

বিশ্বচীর চিকিৎসা—দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাই ইহাদের ক্বাথে তৈল ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া

সায়ং ভোজনের পর তাহার নস্য লইলে বিশ্বচী ও অববাহক রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৮৬

মাষাদি তৈল—মাষকলাই, সৈন্ধব, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, হিঙ, বচ, শিবজটা ও শুঁঠ এই সকল কল্কদ্রব্য, মিলিত /১ সের, জল ১৬ সের ও তিলতৈল /৪ সের, যথাবিধি পাক করিবে। অন্নভোজনের পর এই মাষাদি তৈল নস্যে পানে মর্দনে প্রযোজিত হইলে তাহা বাহুশোষ অববাহক, প্রবলবিশ্বচী, পক্ষাঘাত ও অর্দিত রোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৮৭। ৮৮

ঊর্দ্ধবাতের লক্ষণ—শ্লেষ্মা ও অপানবায়ুদ্বারা (স্বহেতুদুষ্ট অপানবায়ু দ্বারা) সমানবায়ু অধঃপ্রতিহত (অধোনিরুদ্ধ) হইয়া উদ্গারাধিক্য সম্পাদন করে। ইহাই ঊর্দ্ধবাত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৮৯

ঊর্দ্ধবাতের চিকিৎসা—শুঁঠ ১০ ভাগ, বিজতাড়ক (অভাবে তেউড়ীমূল) ১০ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ ৪ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ ও চিতামূল ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় জলের সহিত খাইলে অতি প্রবৃদ্ধ ঊর্দ্ধবাত প্রশমিত হয় ॥ ৯০। ৯১

আধ্মানের লক্ষণ—অধোবাত নিরোধ হেতু উদর (পক্বাশয়) বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটকবৎ অত্যন্ত স্ফীত, উগ্র বেদনান্বিত ও গুড়গুড় শব্দবিশিষ্ট হইলে তাহাকে আধ্মান কহা যায়। ইহা অতীব কষ্টদায়ক ব্যাধি ॥ ৯২

আধ্মানের চিকিৎসা—আধ্মানরোগে প্রথমে লঙ্ঘন, তদনন্তর দীপক ও পাচক ঔষধ, ফলবর্ত্তি, বস্তিকর্ম্ম ও শোধন (বমন বিরেচনাদি) প্রযোজ্য ॥ ৯৩

নারায়ণ চূর্ণ—পিপুল ২ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা, খাঁড় (বা চিনি) ৮ তোলা, ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া তাহার ২ তোলা চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহা আধ্মাননাশক ॥ ৯৪

দারুষট্ক লেপ—দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিঙ্ ও সৈন্ধবলবণ এই ছয়টি দ্রব্য কাঁজীতে পেষিত এবং অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া শূল ও আধ্মানযুক্ত উদরে প্রলেপ দিবে ॥ ৯৫

মহানারাচ রস—হরীতকী, সোন্দাল, আমলকী, দন্তী, কট্‌কী, মনসাসীজ, তেউড়ী, মুতা, প্রত্যেক ১ পল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ৩২ সের জলে পাক করিবে এবং ৪ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে খোসারহিত নূতন জয়পালবীজ ১ পল সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে ধীরে ধীরে পাক করিবে। যতক্ষণ না ঘন হয়, ততক্ষণ মৃদু অগ্নির জ্বাল দিবে। ঘন হইলে নামাইয়া তাহা একখানি খলে রাখিবে। পরে সেই জয়পাল ৮ ভাগ, শুঁঠ ৩ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, পারদ ২ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ (অর্থাৎ কজ্জলী ৪ ভাগ) একত্র সেই ক্বাথে এক প্রহরকাল উত্তমরূপ মর্দ্দন করিবে। ইহারই নাম নারাচ রস। ইহা একরতি মাত্রায় শীতল জলের সহিত খাইলে আধ্মান, শূল, আনাহ, প্রত্যাধ্মান, উদাবর্ত্ত, গুল্ম ও উদর বিনষ্ট হয়। নারাচরস সেবনে ভেদ হইয়া থাকে। ভেদ বন্ধ হইলে চিনিসংযুক্ত দধি খাইবে; কিন্তু ক্ষণপরে সৈন্ধবলবণ ও দধিসহ—অন্ন খাইবে ॥ ৯৬—১০৩

প্রত্যাধ্মানের লক্ষণ—উক্ত লক্ষণান্বিত আধ্মানই যদি পক্বাশয় হইতে উত্থিত না হইয়া আমাশয় হইতে উৎপন্ন হয় এবং যদি পার্শ্ব ও হৃদয়ের স্ফীতি না জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহা যায়। বায়ু কফাবৃত হইয়া এই প্রত্যাধ্মান রোগ উৎপাদন করে ॥ ১০৪

প্রত্যাধ্মানের চিকিৎসা—প্রত্যাধ্মান রোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমে বমন লঙ্ঘন করিবে। পরে দীপনাদি ঔষধ ও বস্তিকর্ম্ম পূর্ব্ববৎ প্রয়োগ করিবে ॥ ১০৫

বাতাষ্ঠীলার লক্ষণ—নাভির অধোভাগে সঞ্জাত, ঊর্দ্ধদিকে আয়ত (উপরিদীর্ঘ) ও উন্নত, সঞ্চরণশীল বা অচল অষ্ঠীলাবৎ (বর্ত্তুল-পাষাণখণ্ড সদৃশ) নিবিড়াবয়ব গ্রন্থিবিশেষকে বাতাষ্ঠীলা কহে। ইহা বহির্মার্গাবরোধক অর্থাৎ ইহা দ্বারা বাত মূত্র ও পুরীষের অবরোধ হইয়া থাকে ॥ ১০৬

প্রত্যষ্ঠীলার লক্ষণ—উক্ত লক্ষণান্বিত ও বাতমূত্রপুরীষাবরোধক অষ্ঠীলাই যদি জঠরে তির্য্যগ্‌ভাবে উত্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহা যায় ॥ ১০৭

অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলার চিকিৎসা—গুল্মের ও অন্তর্বিদ্রধির চিকিৎসা, অষ্ঠীলা রোগে অর্থাৎ অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা উভয়রোগে ব্যবস্থা করিবে। রোগিকে হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিতে দিবে।

টীকা। হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ যথা—হিঙ্, পিপুলমূল, ধনে, জীরা, বচ, চই, চিতামূল, আকনাদি, শটী, তিন্তিড়ী, লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল ও বিট্), ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), ক্ষারদ্বয় (যবক্ষার, সাচিক্ষার), দাড়িম, হরীতকী, পুষ্করমূল, অম্লবেতস ও হবুষ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ আদার রসে ও টাবালেবুর রসে যথাবিধি ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে ॥ ১০৮

তূনীর লক্ষণ—মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে যে বেদনা উত্থিত হইয়া গুহ্যদেশকে ও উপস্থকে (লিঙ্গ বা

যোনিকে) বিদারণবৎ পীড়ায় পীড়িত করিয়া অধোগামিনী হয়, তাহাকে তূনী কহে ॥ ১০৯

প্রতিতূনীলক্ষণ—উক্ত তূনীই যদি গুহ্যদেশ ও উপস্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রতিলোমে অর্থাৎ উর্দ্ধাভিমুখে বেদনা বেগে পক্বাশয়ে গমন করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিতূনী কহা যায়। (স্বভাবতঃ মুহুর্মুহু এই বেদনার প্রকোপ ও প্রশম হইতে থাকে) ॥ ১১০

তূনী ও প্রতিতূনীর চিকিৎসা—তূনী ও প্রতিতূনী রোগে স্নেহবস্তি প্রযোজ্য। অথবা লবণসংযুক্ত ঘৃতাদি স্নেহ, কিংবা উষ্ণ জলের সহিত পিপ্পল্যাদি গণের চূর্ণ, কিংবা হিঙ্ ও যবক্ষারপ্রগাঢ় ঘৃত পেয় ॥ ১১১

ত্রিকশূলের লক্ষণ—স্ফিকের (পাছার) অস্থিদ্বয়ের ও মেরুদণ্ডের অস্থিদ্বয়ের যে সন্ধিস্থল, তাহাই ত্রিক নামে অভিহিত। সেই ত্রিক স্থানে বায়ু দ্বারা যে বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকেই ত্রিকশূল কহা গিয়া থাকে ॥ ১১২

ত্রিকশূলের চিকিৎসা—ত্রিকশূলে যত্নপূর্ব্বক বালুকা স্বেদ দিবে। অথবা নিম্নে ঘুঁটের অগ্নি স্থাপন করিয়া ত্রিকস্থানে সতত তাপ লাগাইবে ॥ ১১৩

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু—বাবলা, অশ্বগন্ধা, হবুষ, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, রাস্না, শ্যামালতা, শুল্ফা, শটী, যমানী ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানভাগে লইয়া তাহাতে চূর্ণ সমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু এবং তদর্দ্ধ গব্যঘৃত মিশ্রিত করিবে। প্রভাত সময়ে এই ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু একতোলা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত, যূষের সহিত, মদ্যের সহিত, ঈষদুষ্ণ জলের সহিত, ক্ষারের সহিত, বা মাংসরসের সহিত সেব্য। ত্রিকশূলে, জানুগ্রহে, হনুগ্রহে, বাহুগতবাতে, পাদগত বাতে, সন্ধিগত বাতে, অস্থিগতবাতে, মজ্জাগতবাতে, স্নায়ুগতবাতে, কোষ্ঠগতবাতশ্লেষ্মাত্মকরোগসমূহে, বাতজনিত হৃদ্রোগে ও যোনিদোষে, ভগ্নে, অস্থিবদ্ধে, খঞ্জে, গৃধ্রসীতে ও পক্ষাঘাতে এই ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু মহৌষধ বলিয়া প্রাচীন চিকিৎসকগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৪—১১৮

বস্তিবাতের লক্ষণ—বস্তিতে (মূত্রাশয়ে) বায়ু যদি অবিগুণ অর্থাৎ অনুলোমগ থাকে, তাহা হইলে মূত্র সম্যক্ প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু প্রতিলোমগ থাকিলে অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রাদি বিবিধ বিকার জন্মিয়া থাকে ॥ ১১৯

বস্তিবাতের চিকিৎসা—বেড়েলা ও মুর্ব্বাত্বকের চূর্ণে চিনি মিশ্রিত করিয়া দুইতোলা মাত্রায় অর্দ্ধসের দুগ্ধের সহিত পান করিলে মুহুর্মূত্রণ প্রশমিত হয়। হরীতকী, বহেড়া ও আমলকীর চূর্ণে জারিত লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে মুহুর্মূত্রণ নিবারিত হয়। যবক্ষারের চূর্ণ চিনির সহিত সংযুক্ত করিয়া নিয়ত ভক্ষণ করিলে মূত্ররোধ দূরীভূত হয়। কুমড়ার বীজ ও শসার বীজ বস্তিতে (তলপেটের উপরি) ধারণ করিলে মূত্ররোধ বিনষ্ট হয়। আমলকী বাটিয়া তদ্দ্বারা বস্তিদেশ প্রলিপ্ত করিলে শীঘ্রই মূত্রনিগ্রহ প্রশমিত হয়। লিঙ্গের বা যোনির মুখাভ্যন্তরে কর্পূর সংযুক্ত বর্ত্তি ক্রমে ক্রমে নিহিত করিয়া দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয় ॥ ১২০—১২৫

গৃধ্রসীর লক্ষণ—এই রোগে প্রথমে স্ফিকদেশে (প্রোথ বা নিতম্ব স্থানে) তদনন্তর বৃদ্ধিক্রমে অর্থাৎ রোগের যেমন যেমন বৃদ্ধি হয়, তদনুসারে উরু, কটী, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পাদদেশে স্তব্ধতা, বেদনা ও তোদ (সূচীবেধবৎ পীড়া) উপস্থিত হয় এবং মুহুর্মুহুঃ কম্পন (শিরাকম্প) হইতে থাকে। বাতদ্বারা ও বাতকফদ্বারা গৃধ্রসী দুইপ্রকার হয়। বাতজ গৃধ্রসীতে তোদ, দেহের অতীব বক্রতা, জানু-জঙ্ঘা-উরু ও সন্ধিস্থানের স্ফুরণ এবং অত্যন্ত স্তব্ধতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতশ্লেষ্মোদ্ভব গৃধ্রসীতে শরীরের গুরুতা, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, মুখপ্রসেক ও ভক্তদ্বেষ (অরুচি) হইয়া থাকে ॥ ১২৬—১২৮

গৃধ্রসীচিকিৎসা—গৃধ্রসী রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রথমে বমন বা বিরেচন দ্বারা সংশুদ্ধ করিবে। যখন বুঝিবে—বমন বিরেচন দ্বারা রোগী নিরাম ও দীপ্তাগ্নি হইয়াছে, তখন বস্তি প্রয়োগ করিবে। প্রথমেই বস্তিবিধি অবলম্বন করিবে না। কারণ রোগীকে সংশুদ্ধ না করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিলে ভস্মে আহুতি দেওয়ার ন্যায় বস্তি-স্নেহ নিরর্থক হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে গোমূত্রের সহিত এরণ্ডতৈল একমাসকাল খাইলে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ প্রশমিত হয়। তৈল, ঘৃত, আদার রস, ছোলঙ্গ লেবুর রস ও চুক্র গুড়ের সহিত পান করিলে কটীশূল, উরুশূল, পৃষ্ঠশূল, ত্রিকশূল, গুল্ম, গৃধ্রসী ও উদাবর্ত্ত বিনষ্ট হয়। খোসারহিত এরণ্ডবীজ পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধে পাক করিয়া পান করিবে। ইহা গৃধ্রসী ও কটীশূলের পরম ঔষধ। এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের কষায়ে সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন বঙ্ক্ষণশূল-বস্তিশূল ও গৃধ্রসীজনিত শূল নিবারিত হয়। গোমূত্র ও এরণ্ড তৈলের সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে দীর্ঘকালজাত-কফবাতাত্মক গৃধ্রসী প্রশমিত হয়। বাসকছাল, দন্তী ও সোন্দালের কষায়ে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া যে পান করে, সে গৃধ্রসীরোগে নষ্টগতি ও প্রসুপ্ত হইলেও যে শীঘ্রগামী হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? ঘোড়ানিমের সার জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে শীঘ্র অসাধ্য গৃধ্রসীও প্রশমিত হয়। মৃদু অগ্নিদ্বারা নিসিন্দাপাতার

ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে পানমা দুর্ব্বার গৃধ্রসীরোগ প্রনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২৯—১৩৮

রাস্নাদি গুগ্‌গুলু—রাস্না আটতোলা, গুগ্‌গুলু দশতোলা ঘৃতে মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে গৃধ্রসী বিনষ্ট হয়॥ ১৩৯

রাস্নাসপ্তক ক্বাথ—রাস্না, গুলঞ্চ, সোন্দাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা ইহাদের ক্বাথে শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জঙ্ঘা-উরু-পৃষ্ঠ-ত্রিক ও পার্শ্বাদি শূল বিনষ্ট হয়॥ ১৪০

পথ্যাদি গুগ্‌গুলু—হরীতকী একশত, বহেড়া দুইশত, আমলকী চারিশত, গুগ্‌গুলু দুইসের; এই সমস্ত দ্রব্য একরাত্র ৬৪ সের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধাবশিষ্ট (বত্রিশসের) থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই ক্বাথ পুনর্ব্বার একটা লৌহ-পাত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া তাহাতে বিড়ঙ্গ, দন্তী, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, পিপুল, তেউড়ী, শুঁঠ ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া মানব যথেচ্ছ আহার বিহার করিবে। ইহাদ্বারা গৃধ্রসী, নুতনখঞ্জতা, প্লীহা, উগ্র জঠরাগ্নি, গুল্ম, পাণ্ডু, কণ্ডু, বমি ও বাতরক্ত বিনষ্ট হয়। এই অপ্রমিত প্রভাব ঔষধ জগতে পথ্যাদি গুগ্‌গুলু নামে খ্যাত। এই গুগ্‌গুলু সেবনে মানবের হস্তিতুল্য বল হয়, অশ্ব তুল্য শীঘ্রগতি হয়, আয়ু বর্দ্ধিত হয়, চক্ষু বলিষ্ঠ হয়। ইহা পুষ্টিকর, বিষঘ্ন ও ক্ষত সংযোজক। এই ঔষধ সকল রোগেই বিশেষ প্রশস্ত॥ ১৪১—১৪৬

খঞ্জ ও পঙ্গুর লক্ষণ—কট্যাশ্রিত কুপিত বায়ু এক পায়ের কণ্ডরাকে (স্থূলশিরাকে) আকর্ষণ করিয়া রাখিলে মনুষ্য খঞ্জ (খোঁড়া), আর দুই পায়েরই কণ্ডরাকে টানিয়া রাখিলে পঙ্গু হইয়া থাকে॥ ১৪৭

উহাদের চিকিৎসা—বিরেচন, আস্থাপন, স্বেদ, গুগ্‌গুলু ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ দ্বারা অভিনব খঞ্জের ও পঙ্গুর চিকিৎসা করিবে॥ ১৪৮

কলায়খঞ্জের লক্ষণ—গমনারম্ভে যে ব্যক্তি কাঁপিয়া কাঁপিয়া পরে খঞ্জের ন্যায় গমন করে, তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে। খঞ্জে ও কলায়খঞ্জে এই ভেদ, কলায়খঞ্জে সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া থাকে। (কলায় খঞ্জ এই নামটি রূঢ়, যৌগিক নাম নহে)॥ ১৪৯

কলায়খঞ্জের চিকিৎসা—কলায় খঞ্জের চিকিৎসা, খঞ্জ ও পঙ্গুরই ন্যায়। ইহাতে স্নেহন ক্রিয়া বিশেষ হিতকর॥ ১৫০

ক্রোষ্টুকশীর্ষের লক্ষণ—কুপিত বায়ু ও রক্ত মিলিত হইয়া জানুমধ্যে অতি যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপাদন করে। এই শোথ দেখিতে ক্রোষ্টুকশীর্ষের ন্যায় অর্থাৎ শৃগালের মস্তক সদৃশ হয় বলিয়া ইহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে॥ ১৫১

ক্রোষ্টুকশীর্ষের চিকিৎসা—গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথসহ গুগ্‌গুলু, দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল বা বিদ্ধড়ক চূর্ণ ক্রোষ্টুকশীর্ষ রোগীকে পান করিতে দিবে। তিত্তিরপক্ষির মাংসরসে গুগ্‌গুলু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্রোষ্টুকশীর্ষ প্রশমিত হয়। ক্রোষ্টুকশীর্ষে বাতরক্তের চিকিৎসা সকল করিবে।

টীকা। গুলঞ্চ, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী এই সকল দ্রব্য ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া ।৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথের সহিত ২ তোলা পরিমিত বিশোধিত গুগ্‌গুলু পান করিবে। অর্দ্ধ পোয়া গব্য দুগ্ধের সহিত ২ তোলা পরিমিত এরণ্ড তৈল পান করিবে। অর্দ্ধসের গব্যদুগ্ধের সহিত বিদ্ধড়ক চূর্ণ পান করিবে॥১৫২।১৫৩

খল্লীলক্ষণ—খল্লী নামক বাতব্যাধিতে পাদ, জঙ্ঘা, উরু ও করমূলের অবমোটন (মোচড়ন) হয়। (খল্লী অর্থাৎ খাইল ধরা)।

খল্লী-চিকিৎসা—কুড় ও সৈন্ধবলবণের কল্কে চুক্র ও তিলতৈল মিশাইয়া এবং তাহা সুখোষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে খল্লী বেদনা নিবারিত হয়॥ ১৫৪

বাতকণ্টকের লক্ষণ—উচ্চাবচ স্থানে পাদ-ন্যাস বা অধিক পাদক্রম হেতু কুপিত বায়ু গুল্ফদেশে বেদনা জন্মাইয়া থাকে। ইহাকেই বাতকণ্টক বা খুড়কাবাত কহে॥ ১৫৫

বাতকণ্টকের চিকিৎসা—বাতকণ্টকরোগে মধ্যে মধ্যে রক্তমোক্ষণ করিবে। এরণ্ডতৈল পান করিবে। অথবা সূচী পোড়াইয়া তদ্দ্বারা দহন করিবে॥ ১৫৬

পাদদাহের লক্ষণ—কুপিত বায়ু পিত্ত ও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পাদদ্বয়ের দাহ জন্মাইয়া থাকে। নিয়ত ভ্রমণকারি-ব্যক্তিরই এই পাদদাহ প্রবলতর হয়॥ ১৫৭

পাদদাহের চিকিৎসা—পাদদাহে বাত-রক্তের চিকিৎসা বিশেষরূপে করিবে। সিদ্ধ শীতল জলে মসূরের দাইল বাটিয়া তদ্দ্বারা পাদদ্বয় প্রলিপ্ত করিলে পাদদাহ প্রশমিত হয়। পাদদ্বয়ে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির তাপ দিলে শীঘ্রই দারুণ পাদদাহ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়॥ ১৫৮। ১৫৯

পাদহর্ষের লক্ষণ—যাহার পাদদ্বয় রোমাঞ্চিত ও প্রসুপ্ত (ঝিনিঝিনিবদ্‌বেদনাযুক্ত) হয়, তাহার পাদহর্ষ রোগ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। এই-রোগ কফবাত প্রকোপে জন্মিয়া থাকে॥ ১৬০

পাদহর্ষের চিকিৎসা—পাদহর্ষ রোগে বাত-শ্লেষ্ম নাশক চিকিৎসা করিবে॥ ১৬১

আক্ষেপকের সামান্য লক্ষণ—কুপিত বায়ু যখন উর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যগ্‌গামী ধমনী সকলকে প্রাপ্ত হয়, তখনই আক্ষেপকরোগ উৎপাদন করে। অর্থাৎ বায়ু মুহুর্মুহুঃ সঞ্চরণশীল হইয়া দেহকে মুহুর্মুহুঃ আক্ষিপ্ত অর্থাৎ গজারূঢ় পুরুষের ন্যায় গাত্রকে পরিচালিত করিতে থাকে। মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপণহেতু ইহাকে আক্ষেপক কহা যায়॥ ১৬২

আক্ষেপকের চারিপ্রকার ভেদ—বায়ু পিত্তান্বিত হইয়া একপ্রকার আক্ষেপ উৎপাদন করে, কফান্বিত হইয়া দ্বিতীয় প্রকার আক্ষেপ উৎপাদন করে, কেবল বায়ু তৃতীয় প্রকার আক্ষেপ উৎপাদন করে এবং দণ্ডাদির অভিঘাতে বায়ু কুপিত হইয়া অভিঘাতজ নামক চতুর্থ প্রকার আক্ষেপ উৎপাদন করে॥ ১৬৩

কেবল বাতজ আক্ষেপকের লক্ষণ—কুপিত বায়ু পাণিপাদ শিরঃ পৃষ্ঠ ও শ্রোণী এই সকল স্থানকে স্তব্ধ করিয়া গাত্রকে দণ্ডবৎ করিয়া থাকে। ইহাকে দণ্ডক আক্ষেপক কহে। দণ্ডক আক্ষেপক অসাধ্য। (ইহাতেও মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপণ হয়, বুঝিতে হইবে)॥ ১৬৪

শ্লেষ্মান্বিত আক্ষেপকের লক্ষণ—কফান্বিত বায়ু ধমনী সকলেই অবস্থান করিয়া দেহকে দণ্ডবৎ স্তব্ধ করে। ইহা দণ্ডাপতানক আক্ষেপ বলিয়া অভিহিত; এই আক্ষেপ কষ্টসাধ্য। (ইহাতেও মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপণ হইয়া থাকে, আগন্তুজ আক্ষেপকের লক্ষণ সাধারণই বুঝিবে)॥ ১৬৫

আক্ষেপকের চিকিৎসা—মহাবলাতৈল—তিলতৈল চারিসের। দুগ্ধ বত্রিশ সের, বেড়েলার ক্বাথ বত্রিশ সের; দশমূলের ক্বাথ বত্রিশ সের; যব-কুল ও কুলথ কলায়ের ক্বাথ বত্রিশ সের। কল্কার্থ—মধুরগণ (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু) এবং সৈন্ধব, অগুরু, শ্বেত ধুনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, এলাইচ, পীতচন্দন, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, তগরপাদুকা, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা ও পুনর্নবা, মিলিত একসের। যথাবিধি পাক করিয়া সৌবর্ণ রাজত বা মৃন্ময় কলসে যত্নপূর্ব্বক রাখিবে। এই মহাবলাতৈল মর্দ্দন করিলে আক্ষেপকাদি সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা হিক্কা, শ্বাস, অধিমন্থ, গুল্ম, কাস প্রশমিত হয়। ছয়মাসকাল এই তৈল প্রযুক্ত হইলে অন্ত্রবৃদ্ধি নিবারিত হইয়া থাকে। সূতিকাকে এই তৈল যথাবল প্রদান করিবে। যে স্ত্রী গর্ভার্থিনী, যে পুরুষ ক্ষীণশুক্র, তাহাকে মহাবলাতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। ক্ষীণবাতে, মর্ম্মহতে, অভিঘাত হতে, ভগ্নে, শ্রমাভিপন্নে এই তৈল সর্ব্বথা প্রযোজ্য। রাজার বা রাজপূজিত ব্যক্তিদের সুখি-ব্যক্তিদের, সুকুমার ব্যক্তিদের ও ধনি ব্যক্তিদের এই তৈল করনীয় ও সেব্য॥ ১৬৬—১৭৫

অন্তরায়ামের লক্ষণ—অতিকুপিত বেগবান্ বায়ু যখন অঙ্গুলি, গুলফ, জঠর, বক্ষঃ (বাহুদ্বয়ের অন্তর্গত স্থান), হৃদয় (বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান) ও গলদেশে অবস্থিত হইয়া স্নায়ু সমূহকে (শিরাকণ্ডরা প্রভৃতিকেও) আক্ষেপ করে (কাঁপায়), তখনই মানব অভ্যন্তর দিকে ধনুকের ন্যায় নত হয় (ক্রোড়নত হয়) ইহাকেই অভ্যন্তরায়াম কহে। এই রোগে রোগির নেত্রদ্বয় স্তব্ধ, হনু বিবদ্ধ, পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন এবং কফ উদ্গীর্ণ হয়॥ ১৭৬। ১৭৭

বাহ্যায়ামের লক্ষণ—প্রবল কারণে প্রকুপিত এবং অতি বলবান্ বায়ু যখন মন্যা ও পৃষ্ঠাশ্রিত বাহ্য শিরা-স্নায়ু ও কণ্ডরা সকলকে সংশোষণ করিয়া মানবকে বহির্দ্দিকে নত করে (পৃষ্ঠনত করে), তখন বহিরায়াম কহা যায়। বহিরায়ামে বক্ষঃ কটী ও উরুদেশ—ভঙ্গবদ্ ব্যথায় ব্যথিত হইতে থাকে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি॥ ১৭৮। ১৭৯

অন্তরায়াম ও বহিরায়ামের চিকিৎসা—অন্তরায়ামে ও বহিরায়ামে আর্দ্দিতবৎ চিকিৎসা করিবে॥ ১৮০

ধনুস্তম্ভের লক্ষণ—কুপিত বায়ু মানবকে ধনুকের ন্যায় নত করিলে তাহাকে ধনুস্তম্ভ নামে অভিহিত করা যায়। ইহাতে রোগী বিবর্ণ, বদ্ধ বদন (চিবুকের বন্ধন শিথিল), শিথিলাঙ্গ, নষ্টচেতন ও ঘর্ম্মাক্ত হয়। এই রোগে রোগী দশরাত্র বাঁচে না॥ ১৮১

কুব্জের লক্ষণ—কুপিত বায়ু হৃদয় বা পৃষ্ঠকে যদি বেদনার সহিত ক্রমশঃ উন্নত করে, তাহা হইলে তাহাকে কুব্জ কহা যায়।

টীকা—এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে—যদি অন্তরায়াম ক্রোড়নত ও বহিরায়াম পৃষ্ঠনত হয়, তাহা হইলে অন্তরায়াম ও বহিরায়ামের সহিত কুব্জের ভেদ কি? উত্তর—অন্তরায়ামে অন্তঃশরীরের নমন এবং বহিরায়ামে বহিঃ শরীরের নমন হয়। কিন্তু কুব্জে কেবলমাত্র হৃদয় বা পৃষ্ঠদেশ নত হইয়া থাকে, অর্থাৎ হৃদয় নত হইলে পৃষ্ঠ উন্নত এবং পৃষ্ঠ নত হইলে হৃদয় উন্নত হয়॥ ১৮

কুব্জের চিকিৎসা—বাহ্যায়ামে অন্তরায়ামে ধনুস্তম্ভে ও কুব্জে প্রসারণী তৈল মর্দ্দন করিবে। তদ্দ্বারা ঐ সকল রোগের শান্তি হয়। বাতব্যাধিসমূহে সামান্যতঃ যে সকল ক্রিয়া কথিত হইয়াছে, ঐ সকল রোগেও

সেই সকল ক্রিয়া করিবে। তবে প্রসারণী তৈল কুব্জাদিরোগে বিশেষ উপকারী ॥ ১৮৩। ১৮৪

অপতন্ত্রকের লক্ষণ—এই রোগে স্বহেতু কুপিত বায়ু স্বস্থান হইতে (পক্বাশয় হইতে) উর্দ্ধাভিমুখে হৃদয় মস্তক ও শঙ্খদেশে যাইয়া ও তৎতৎস্থানকে প্রপীড়িত করিয়া দেহকে ধনুকের ন্যায় নত ও আক্ষিপ্ত (চালিত) করে। রোগী মূর্চ্ছিত নিমীলিত নেত্র বা স্তব্ধাক্ষ ও সংজ্ঞাহীন হয় এবং অতি কষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ করে ও কপোতের ন্যায় কূজন করিতে থাকে ॥ ১৮৫। ১৮৬

অপতন্ত্রকের চিকিৎসা—অপতন্ত্রক রোগে অপতর্পণ (উপবাসাদি), নিরূহ বস্তি ও বমন কদাচ ব্যবস্থা করিবে না। এই রোগে কফ ও বায়ু দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসবহ ধমনী সকল রুদ্ধ থাকে; তীক্ষ্ণপ্রধমন নস্য দ্বারা ধমনীর রুদ্ধপথ মুক্ত করিয়া দিবে। ধমনীমার্গ মুক্ত হইলে রোগী সংজ্ঞালাভ করিবে ॥ ১৮৭।১৮৮

মরিচাদি নস্য—মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ফণিজ্জক (তুলসী বিশেষ) ইহাদের চূর্ণের নস্য প্রদান দ্বারা শিরোবিরেচন করিবে।

হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধব ও অম্লবেতস (অভাবে চুক্র) এই সকল দ্রব্য ঘৃত ও আদার রস সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে অপতন্ত্রকরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮৯।১৯০

অপতানকের লক্ষণ—ইহাতে দৃষ্টি (রূপ গ্রহণশক্তি) নাশ ও সংজ্ঞালোপ হয়, এবং কণ্ঠ হইতে এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ বাহির্গত হইতে থাকে। বায়ু যখন হৃদয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন রোগী স্বাস্থ্য অনুভব করে এবং আবার যখন হৃদয়কে আবৃত করে, তখন রোগী মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। এই দারুণব্যাধিকে কোন কোন পণ্ডিত অপতানক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। গর্ভপাত নিমিত্ত যে অপতানক, শোণিতের অতিস্রাব নিমিত্ত যে অপতানক এবং অভিঘাত নিমিত্ত যে অপতানক, তাহা সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ অসাধ্য ॥ ১৯১।১৯২

অপতানকের চিকিৎসা—অপতানকরোগির যদি নেত্রস্রাব ও কম্প না হয় এবং সে একবারে যদি শয্যাশায়ী হইয়া না পড়ে, তাহা হইলে শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ শীঘ্র চিকিৎসা করিলে ঐরূপ রোগীকে রোগ মুক্ত করিতে পারা যায়, বিলম্ব হইলে অসাধ্য হইয়া উঠে।

দশমূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণসংযুক্ত করিয়া অপতানক রোগীকে পান করিতে দিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। অপতানক রোগে তৈলমর্দ্দন, তীক্ষ্ণ বিরেচন এবং স্রোতোবিশোধক ঘৃত পান হিতকর। অস্থিরাবস্থায় মরিচ চূর্ণসংযুক্ত অম্লদধি পান করিলে ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে অপতানক নষ্ট হয় ॥ ১৯৩-১৯৬

পক্ষাঘাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু দেহের অর্দ্ধভাগকে আক্রমণ এবং তদ্‌ভাগস্থ শিরা ও স্নায়ু সমূহকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধ বিশ্লেষপূর্ব্বক বাম বা দক্ষিণ একতর পক্ষকে বিনষ্ট (শক্তিহীন) করে, সুতরাং সেই পক্ষ অকর্ম্মণ্য ও বিচেতন প্রায় (ঈষৎস্পর্শাদিজ্ঞানযুক্ত) হইয়া থাকে। এই ব্যাধিকে কেহ একাঙ্গরোগ, কেহবা পক্ষবধ (পক্ষাঘাত) কহে ॥ ১৯৭।১৯৮

বায়ু পিত্তযুক্ত হইয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপাদন করিলে তাহাতে দাহ (বাহ্য), সন্তাপ (আভ্যন্তর) ও মূর্চ্ছা, এবং কফযুক্ত হইয়া পক্ষাঘাত জন্মাইলে তাহাতে শৈত্য শোথ ও দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

টীকা। এই শ্লোকে সামান্যতঃ বায়ুর উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, অন্যান্য বাতরোগেও এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১৯৯

পক্ষাঘাতের সাধ্যত্বাদি—কেবল বায়ু দ্বারা যে পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা কষ্টসাধ্যতম; কিন্তু বায়ু অন্যের সহিত অর্থাৎ পিত্ত বা কফের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, তাহা সাধ্য; বায়ু ধাতুক্ষয়ে কুপিত হইয়া যে পক্ষাঘাত জন্মায় তাহা অসাধ্য জানিবে ॥ ২০০

অপর অসাধ্যলক্ষণ—গর্ভবতী স্ত্রীর, সূতিকানারীর, বালকের ও বৃদ্ধের পক্ষাঘাত, রক্তক্ষয়ে যে পক্ষাঘাত হয়, সেই পক্ষাঘাত এবং যে পক্ষাঘাত বেদনারহিত তাহা অসাধ্য ॥ ২০১

পক্ষাঘাতের চিকিৎসা—মাষাদি ক্বাথ—মাষকলাই, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল ও বেড়েলামূল ইহাদের ক্বাথে ১ মাষা হিঙ্ ও ১ মাষা সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পক্ষাঘাত বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণজীরকাদির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হইলে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে দেওয়া বিধেয় ॥ ২০২

গ্রন্থিকাদিতৈল—তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুলমূল, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠ, রাস্না ও সৈন্ধব মিলিত /১ সের। মাষকলায়ের ক্বাথ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল পক্ষাঘাতনাশক ॥ ২০৩

মাষাদি তৈল—তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—মাষকলাই, আলকুশী বীজ, আতইচ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শতমূলী ও সৈন্ধব মিলিত /১ সের; মাষকলাই ও বেড়েলার ক্বাথ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে এই তৈল পক্ষাঘাত নাশক ॥ ২০৪

সর্ব্বাঙ্গবাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু সর্ব্বাঙ্গগত হইলে গাত্রস্ফুরণ ও গাত্রে ভঙ্গবদ্ বেদনা হয় এবং সন্ধিসকল বেদনান্বিত হইয়া যেন স্ফুটিত হইতে থাকে॥ ২০৫

সর্ব্বাঙ্গবাতের চিকিৎসা—তৈল পূর্ণ দ্রোণীতে অবগাহন করিলে সর্ব্বাঙ্গগত বা একাঙ্গগত বাত বিনষ্ট হয়॥ ২০৬

স্থাননামানুরূপ বাতব্যাধি—এতদ্ব্যতিরিক্ত অনুক্ত বাতব্যাধি সমূহে স্থানানুরূপ ও নামানুরূপ লক্ষণদ্বয়ের নির্দ্দেশ করিবে। (স্থানানুরূপ যথা কুক্ষিশূল নখভেদ ইত্যাদি। নামানুরূপ যথা কীলনিখাতবদ্ বেদনা স্থলে শূল, সূচীবেধ বদ্ বেদনাস্থলে তোদ ইত্যাদি)।

এই অধিকারে বাতজনিত যতগুলি রোগ বর্ণিত হইল এবং যে গুলি অবর্ণিত রহিল, তৎসমুদায় রোগেই পিত্তাদিরও সংস্রব লক্ষ্য করিবে। অর্থাৎ পিত্ত লক্ষণ দ্বারা পিত্তানুবন্ধ এবং কফলক্ষণ দ্বারা কফানুবন্ধ বাতব্যাধি স্থির করিবে। যথা—

হ্রস্বকেশত্ব, বাচালতা, আটোপ (উদরে গুড়্গুড় শব্দ), পার্শ্বশূল, পুরীষের অতিগাঢ়তা, পুরীষের অপ্রবর্ত্তন, কম্প, স্তম্ভ, রুক্ষতা, কার্শ্য, কার্ষ্ণ্য, শৈত্য, লোমহর্ষ, ব্যথা, তোদ (সূচীবেধবৎ পীড়া), ভেদ (বিদারণবৎ ব্যথা,) শিরাস্ফুরণ (শিরাদপ্দপানি), অঙ্গমর্দ্দ (গাত্র কুট্টন), অঙ্গশুষ্কতা, সঙ্কোচ, অঙ্গভ্রংশ (স্বস্থান হইতে অঙ্গের স্খলন), মোহ, চঞ্চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ (নিদ্রাল্পত্বও), স্বেদনাশ, বলহানি, ভীরুতা, শুক্রক্ষয়, রজোনাশ, গর্ভনাশ (অপক্ক গর্ভপাত) ও পরিশ্রম (বিনাশ্রমে শ্রম বোধ)॥ ২০৭—২১১

চিকিৎসা—সামান্য বাতরোগ সকলের যে চিকিৎসা বলিব, ইহাদেরও সেই চিকিৎসা করিবে। সেই চিকিৎসা দ্বারাই এই সকল রোগের সংক্ষয় হইবে। কুপিত অনিল এবম্বিধরূপ সকল উৎপাদন করে এবং হেতু-বিশেষে ও স্থান বিশেষে, বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মাইয়া থাকে॥

টীকা। "এবম্বিধরূপ সকল" শিরোগ্রহাদি অশীতি-প্রকার বাতব্যাধি সকল। "হেতু বিশেষ"—পিত্ত শ্লেষ্মাদ্যাবৃতত্বাদি, যেমন শ্লেষ্মাবৃত বায়ু মন্যাস্তম্ভ করে। "স্থান বিশেষে"—কোষ্ঠাদি, যেমন কোষ্ঠাশ্রিত কুপিত বায়ু মলমূত্রের রোধ করে ইত্যাদি॥ ২১২। ২১৩

হেতুবিশেষে বাতব্যাধিবিশেষ—উদান বায়ু পিত্তযুক্ত হইয়া দাহ মূর্চ্ছা ভ্রম ও ক্লম; কফাবৃত হইয়া অস্বেদ রোমাঞ্চ অগ্নিমান্দ্য ও শৈত্য উৎপাদন করে। প্রাণবায়ু (হৃদয়াশ্রয় বায়ু) পিত্তাবৃত হইয়া দাহ ও বমি; কফাবৃত হইয়া দৌর্ব্বল্য অবসাদ তন্দ্রা ও মুখবৈরস্য জন্মায়। সমানবায়ু পিত্তসংযুক্ত হইয়া স্বেদ দাহ মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা; কফাবৃত হইয়া মলমূত্ররোধ ও রোমাঞ্চ উৎপাদন করে। অপান বায়ু (গুদাশ্রয় বায়ু) পিত্তসংযুক্ত হইয়া দাহ উষ্ণতা ও রক্তপ্রস্রাব; কফাবৃত হইয়া শরীরের অধোভাগে গুরুত্ব ও শৈত্য জন্মাইয়া থাকে। ব্যানবায়ু পিত্তাবৃত হইয়া দাহ গাত্র-বিক্ষেপ ও ক্লম; কফাবৃত হইয়া দেহের স্তব্ধতা, দণ্ডক (আক্ষেপক ভেদ), শূল ও শোথ উৎপাদন করে॥ ২১৪—২১৮

ইহাদের চিকিৎসা—পিত্তান্বিত বাতে বাত-পিত্তহরী ক্রিয়া এবং কফান্বিত বাতে বাতশ্লেষ্মহরী ক্রিয়া করিবে॥ ২১৯

রসাদিধাতুগতবাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু ত্বগ্গত অর্থাৎ ত্বগ্গত রস প্রাপ্ত হইলে ত্বক্ রুক্ষ, স্ফুটিত, স্পর্শশক্তিহীন, কৃশ (শীর্ণ), কৃষ্ণবর্ণ বা ঈষৎ রক্তবর্ণ, সূচীবেধবদ্ বেদনান্বিত ও বিস্তীর্ণ হয় এবং সপ্তত্বকেই ব্যথা হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্রবেদনা, সন্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে পিড়কোৎপত্তি এবং ভোজন করিলে উদরের স্তব্ধতা এই সকল উপস্থিত হয়।

কুপিতবায়ু মাংসগত হইলে অঙ্গ গুরু, তোদ-বিশিষ্ট, স্তব্ধ, দণ্ড-মুষ্টি তাড়িতবৎ বেদনান্বিত ও অত্যর্থ স্তিমিত (নিশ্চল) হয়।

কুপিত বায়ু মেদোগত হইলে মাংসগতবৎ বাত-লক্ষণ সকল, অপিচ অল্প বেদনান্বিত গ্রন্থি ও ব্রণসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ু অস্থিগত হইলে অস্থি ও পর্ব্বসমূহে বিদারণবৎ পীড়া, সন্ধিশূল, বলমাংসক্ষয়, অনিদ্রা ও নিরন্তর বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কুপিত বায়ু মজ্জাগত হইলে অস্থিগতবৎ বাতলক্ষণ সমস্তই উপস্থিত হয়, অপিচ মজ্জাগত বাত পীড়া কদাচ নিবৃত্ত হয় না।

কুপিত বায়ু শুক্রগত হইলে শুক্রকে অথবা গর্ভ-কেও শীঘ্র মোচন করে, কিংবা অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, অথবা বিকৃত করিয়া থাকে॥ ২২০—২২৪

ইহাদের চিকিৎসা—ত্বগাশ্রিত অর্থাৎ ত্বগ্গত রসাশ্রিত বাতে স্নেহাভ্যঙ্গ ও স্বেদ ব্যবস্থা করিবে। রক্তস্থবাতে শীতল প্রলেপ, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ করিবে। মাংস-মেদোগত বাতে বিরেচন ও নিরূহণ প্রয়োগ করিবে। অস্থি-মজ্জাগত বাতে বহিরন্তঃ স্নেহ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ স্নেহাভ্যঙ্গ ও স্নেহপান করাইবে॥ ২২৫। ২২৬

কেতকাদি তৈল—কেতক পীতবেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে ইহাদের ক্বাথ ও তুষোদক (কাঁজী

বিশেষ) অধিক পরিমাণে লইয়া তৎসহ তিলতৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে অস্থিগতবাত বিনষ্ট হয়। শুক্রগত বাতে হর্ষোৎপাদন এবং বল-শুক্রবর্দ্ধক অন্নপান হিতকর॥ ২২৭। ২২৮

স্থানবিশেষে বাতব্যাধি বিশেষ। কোষ্ঠগতবাত লক্ষণ—দুষ্টবায়ু কোষ্ঠগত হইলে মল ও মূত্রের নিগ্রহ (অপ্রবর্ত্তন), ব্রধ্ন (কুঁচ্‌কী স্থানে শোথ), হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ ও পার্শ্বশূল এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

টীকা। কোষ্ঠলক্ষণ—আমস্থান, অগ্নিস্থান, পক্বস্থান, মূত্রস্থান, রক্তস্থান, হৃদয়, উণ্ডুক (মলাশয়) ও ফুস্‌ফুস্ ইহারা কোষ্ঠ নামে অভিহিত। এই কোষ্ঠশব্দে যদিও সমস্ত আশয়ই উক্ত হইয়াছে, তথাপি বিশেষ কথনার্থ আমাশয়াদি প্রত্যেক আশয়গত বাতলক্ষণ সকলও পৃথক্ পৃথক্ বলিব॥ ২২৯

কোষ্ঠগতবাত চিকিৎসা—কোষ্ঠগত বাতে পাচনীয় কষায় সকল দ্বারা অথবা অন্য কোন ঔষধাদি দ্বারা মল সকলের পরিপাক করিবে। বিশেষতঃ কোষ্ঠগত বাতে দুগ্ধ পান অবশ্য করিতে দিবে॥ ২৩০

আমাশয়গত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু আমাশয়কে আশ্রয় করিলে হৃদয়-পার্শ্ব-উদর ও নাভিদেশে বেদনা, তৃষ্ণা, উদ্‌গার, বিসূচিকা, কাস, কণ্ঠ ও মুখের শোষ এবং শ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

টীকা। চরকে আমাশয়ের এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যথা—নাভি ও স্তনের অন্তর্গত স্থানকে পণ্ডিতগণ আমাশয় কহেন" ॥ ২৩১

আমাশয়গতবাতের চিকিৎসা—আমাশয়গত বাতে প্রথমে লঙ্ঘন, পরে দীপন, পাচন, বমন বা তীক্ষ্ণবিরেচন প্রযোজ্য। ইহাতে পুরাণ শালি তণ্ডুল যব ও মুগ হিতকর। ভূতীক (গন্ধতৃণ, তদ্‌লাভে বেণার মূল), হরীতকী, শটী ও পুষ্করমূল। বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু ও শুঁঠ। বচ, আতইচ, পিপুল ও বিট্‌লবণ। এই তিনটি ক্বাথ আমাশ্বিত বায়ুনাশক॥ ২৩২। ২৩৩

ষড়্‌ধরণ যোগ—চিতা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্‌কী, আতইচ ও হরীতকী, এই ছয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ধরণ (অর্দ্ধতোলা) করিয়া লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে এবং সেই মিশ্রিত ছয় ধরণ চূর্ণ হইতে প্রতিদিন এক এক ধরণ লইয়া সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহা আমাশয়গত বাতনাশক। অথবা আমাশয়গত বাতে রোগীকে প্রথম দিন বামক ঔষধ দ্বারা বমন করাইয়া দ্বিতীয় দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়দিন পর্য্যন্ত উক্ত পাঠক্রমে চিতা-ইন্দ্রযবাদি এক একটি দ্রব্যের এব এক ধরণ পরিমিত চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত এক এক দিন পান করিবে। উক্ত দ্রব্য সকলের চূর্ণ ছয় দিনে ছয় ধরণ প্রয়োগ করা যায় বলিয়া ইহা ছয় ধরণ নামে অভিহিত হয়॥ ২৩৪—২৩৬

পক্বাশয়গত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু পক্বাশয়গত হইলে অন্ত্রকূজন (আঁতডাকা), উদরে শূলনি, আটোপ (বায়ুর ক্ষুব্ধত্ব), মল মূত্রের কৃচ্ছ্রতা, আনাহ ও ত্রিকস্থানে বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ২৩৭

পক্বাশয়গত বাতের চিকিৎসা—পক্বাশয়গত বাত রোগে যাহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, সেই সকল ঔষধাদি সেবন করাইবে। এই রোগে উদাবর্ত্তের চিকিৎসা বিধি অবলম্বন করিবে এবং স্নেহদ্বারা বিরেচন করাইবে। জঠরগত বাতে (কুক্ষিগত বাতে) ক্ষারাদি দীপক ঔষধের চূর্ণ এবং শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে॥ ২৩৮। ২৩৯

গুদগত বাতের (মলাশয়গত বাতের) লক্ষণ—গুদগতবাতে মলমূত্র ও অধোবায়ুর অপ্রবর্ত্তন, শূল, উদরাধ্মান, অশ্মরী, শর্করা এবং জঙ্ঘা-উরু-ত্রিক (মেরুদণ্ডের অধঃপ্রান্ত)-পার্শ্ব-স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে শূলাদি বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ২৪০

গুদগতবাতের চিকিৎসা—দুষ্টবায়ু গুদগত হইলে তাহাতে উদাবর্ত্তের চিকিৎসা হিতকর।

হৃদয়বাতের চিকিৎসা—মরিচের সহিত গুলঞ্চ বাটিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, এবং অশ্বগন্ধা ও বহেড়া বাটিয়া তাহা গুড়সংযুক্ত করিয়া উষ্ণজলসহ পান করিলে হৃদয়গত বায়ুর প্রশম হয়। দেবদারু ও শুঁঠ পেষণ করিয়া সেবন করিলে হৃদয়গত বায়ুর বেদনা নিবৃত্তি পাইয়া থাকে॥ ২৪১—২৪৩

শ্রোত্রাদিগতবাতের লক্ষণ—দুষ্টবায়ু শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয় সকলকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের শক্তি নষ্ট করে॥ ২৪৪

তাহার চিকিৎসা—দুষ্ট বায়ু শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিলে স্নেহাভ্যঙ্গ, অবগাহন, মর্দ্দন ও প্রলেপন এবং বাতহর সমস্ত ক্রিয়া করিবে॥ ২৪৫

শিরাগত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু শিরাগত হইলে শিরাতে শূল, শিরার সঙ্কোচ ও পূরণ (স্থূলত্ব), বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, খল্লী ও কুব্জত্ব এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ২৪৬

তাহার চিকিৎসা—শিরাগতবাতে স্নেহাভ্যঙ্গ, উপনাহ, মর্দ্দন, আলেপন এবং রক্তমোক্ষণ করিবে॥ ২৪৭

স্নায়ুগত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু স্নায়ুগত হইলে স্নায়ুশূল, আক্ষেপ, কম্প ও স্তব্ধতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ২৪৮

তাহার চিকিৎসা—স্নায়ুগতবাতে স্বেদ, উপনাহ, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন ও মর্দ্দন এই সকল চিকিৎসা করিবে॥ ২৪৯

সন্ধিগত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু সন্ধিগত হইয়া সন্ধি সকল নষ্ট করে (বিশ্লেষ করে) এবং সন্ধিস্থলে শূল ও শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে॥ ২৫০

তাহার চিকিৎসা—সন্ধিগত বাতে দাহ, স্নেহ পান ও উপনাহ ব্যবস্থা করিবে। রাখালশসার মূল ও পিপুল বাটিয়া তাহাতে গুড়সংযুক্ত করিয়া দুই তোলা মাত্রায় ভক্ষণ করিলে সন্ধিবাত বিনষ্ট হয়॥ ২৫১

উক্ত বাতব্যাধি সমূহের কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বাদি—হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত ও অপতানক এই সকল রোগ অতিযত্নপূর্ব্বক দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলেও কাহারও বা সিদ্ধ হয়, কাহারও বা সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ কদাচিৎ সিদ্ধ হইতেও পারে, নাও পারে, (শত ব্যক্তির মধ্যে কদাচিৎ কেহ বা ঐ সকল রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে)। কিন্তু রোগ সকল যদি অল্পদিন উৎপন্ন ও নিরুপদ্রব হয় এবং রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে সুচিকিৎসা দ্বারা সাধ্য হইতে পারে। রোগির বলমাংস পরিক্ষীণ হইলে পক্ষাঘাতাদি বাতবিকার সকল, বীসর্প, দাহ, রুক্ (যন্ত্রণা বিশেষ), ভঙ্গ (বিদারণবৎ যন্ত্রণা); মূর্চ্ছা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল উপদ্রব দ্বারা রোগির প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে।

শোথ, স্পর্শশক্তিলোপ, ভ্রান্তি, কম্প, উদরাধ্মান ও রুজা (বেদনা বিশেষ) এই সকল উপদ্রব ঘটিলেও রোগী রক্ষা পায় না॥ ২৫২—২৫৪

পঞ্চবিধ প্রকৃতবায়ুর কার্য্য ও লক্ষণ—যাহার শরীরস্থ পঞ্চবিধ বায়ু স্ব স্ব স্থানস্থিত ও প্রকৃতিস্থ (অক্ষীণ ও অবৃদ্ধ) থাকে, সে ব্যক্তি নীরোগ হইয়া একশত বিংশতি বৎসর পাঁচদিন অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সমস্ত আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে॥ ২৫৫

বাতব্যাধি সকলের সাধারণ ভেষজ সকল কথিত হইতেছে—

মহামাষাদি তৈল—তিলতৈল চারি সের। ক্বাথার্থ—মাষকলাই চারিসের, দশমূল মিলিত সওয়া ছয়সের, নপুংসক ছাগমাংস পৌনে চারিসের, জল ৬৪ সের, শেষ ষোলসের। দুগ্ধ ষোলসের। কল্কার্থ—জীবনীয়গণ (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু) এবং মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামুল, কট্‌ফল, ত্রিকটু, পিপুল মূল, রাস্না, আমলকী, গোক্ষুর, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল ও বিট্), দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী, প্রত্যেক দুইতোলা। মৃদু অগ্নিসন্তাপে যথাবিধি পাক করিবে। পক্ষাঘাতে হনুস্তম্ভে অর্দ্দিতে কর্ণশূলে শিরঃশূলে ত্রিদোষজ-তিমিরে এবং হস্ত-পদ-শিরঃ-গ্রীবার ভ্রমণে মন্দচংক্রমে (গতিশক্তি হীনতায়), কলায়খঞ্জে পঙ্গুরোগে গৃধ্রসীরোগে ও অববাহক রোগে এই তৈলের পান অভ্যঙ্গ, নস্য ও কর্ণাদিপূরণ প্রশস্ত। ইহা সর্ব্ববাতরোগ নাশক। মুনি গণ কর্ত্তৃক ইহা মহামাষাদি নামে কীর্ত্তিত। এই মহামাষাদি তৈল চক্রদত্ত হইতে সংগৃহীত॥ ২৫৬—২৬৩

মাষাদিতৈল—তিলতৈল চারিসের। ক্বাথার্থ—মাষকলাই, যব, মসিনা, কণ্টকারী, আলকুশীবীজ, ঝাঁটী, গোক্ষুর ও শোনাছাল, প্রত্যেক সাতপল, অর্থাৎ মিলিত ৫৬ পল, চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। কার্পাসবীজ, কুল, শণবীজ ও কুলত্থ কলাই প্রত্যেক ১৪পল, অর্থাৎ মিলিত ৫৬ পল, চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। নপুংসক ছাগমাংস দুইসের চতুর্গুণ জলে (৬৪ পল জলে) সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই সকল ক্বাথের সহিত তিলতৈল চারিসের ক্রমান্বয়ে পাক করিবে। এবং কল্কার্থ—গুলঞ্চ, কুড়, সৈন্ধব, রাস্না, পুনর্নবা, এরণ্ডমুল, পিপুল, শুল্‌ফা, বেড়েলা, গন্ধভাদুলে, জটামাংসী ও কট্‌কী, প্রত্যেক দুইতোলা পরিমাণে লইয়া সেই তৈলে প্রক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে তৈলপাক শেষ করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে অশেষ বাতব্যাধি শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, উরুস্তম্ভ, অববাহুক, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বিশ্বাচী ও অর্দ্দিত প্রশমিত হয়। এই দ্বিতীয় মাষাদি তৈল শার্ঙ্গধর হইতে সংগৃহীত॥ ২৬৪—২৭১

মধ্যমনারায়ণ তৈল—তিলতৈল ষোলসের। ক্বাথার্থ-অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, বিল্বমূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গোরক্ষ চাকুলে, নিমছাল, শোনাছাল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে ও গণিয়ারী ইহাদের প্রত্যেক দশপল, জল চারিদ্রোণ (২৫৬ সের), শেষ ৬৪ সের। শতমূলীর রস ষোলসের, গোদুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ-বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শৈলজ, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, রাস্না, শুল্‌ফা, দেবদারু, পর্ণী চতুষ্টয় (শালপানি চাকুলে মুগানি ও মাষাণি) ও তগরপাদুকা ইহাদের প্রত্যেক একপল (পাঠান্তর দুইপল, ইহাই সঙ্গত)। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ভোজনে অভ্যঙ্গে পানে ও

বস্তিতে প্রযোজ্য। ইহাদ্বারা পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, কুব্জত্ব, বধিরত্ব, গতিভঙ্গ, কটীগ্রহ, গাত্রশোষ, ইন্দ্রিয়ধ্বংস, শুক্রনাশ, জ্বর, ক্ষয়, অন্ত্রবৃদ্ধি, কুরণ্ড, দন্তরোগ, শিরঃপীড়া, পার্শ্বশূল, পঙ্গুত্ব, বুদ্ধিনাশ, গৃধ্রসী এবং সর্ব্বাঙ্গাশ্রয় অন্যবিবিধ বাতরোগ প্রশমিত হয়। এই তৈলের প্রভাবে বন্ধ্যানারীও পুত্র সন্তান প্রসব করে। নারায়ণ দেব যেমন দুষ্ট দৈত্যের বিনাশক, এই উত্তম মধ্যমনারায়ণ তৈলও সেইরূপ বাতরোগ সমূহের নাশক॥ ২৭২—২৮১

মহানারায়ণ তৈল—৬৪ সের তিলতৈল, পঞ্চপল্লবের সহিত (আম, জাম, কয়েতবেল, টাবা লেবু ও বেলের পাতার সহিত) পাক করিয়া দোষ শান্তির জন্য প্রথমে শোধন করিয়া লইবে। পরে সেই তৈলের সহিত সমপরিমিত ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পাক করিবে। তদনন্তর তৈল ছাঁকিয়া লইয়া তাহা সমপরিমিত শতমূলী রসের সহিত পাক করিবে। তৎপরে দশমূলী, বেড়েলা, রাস্না, শজিনা, উৎপল, পুনর্নবা, শেফালিকা, গোরক্ষচাকুলে, বলা (বেড়েলা ভেদ), গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, ঝাঁটী, দর্ভমূল, করঞ্জ, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, লোধ, বচ, অসন, পলাশ, বকুল, এরণ্ডমূল, বরুণ, শাল, পীতশাল, কট্‌কী, শিরীষ, অপামার্গ, বাসক, কাসিয়াকড়া, জামছাল, বহেড়া, কাঞ্চনছাল, কয়েতবেল, পালিধা, পিয়াল, পাষাণভেদ, সোন্দাল, তুম্বিকা, দাড়িমফল, যজ্ঞডুমুর, চর্ম্মকষা, ঘৃতকুমারী, মালতী, দারুচিনি, পিপুল, পিপুলমূল, যব, কুল, কুলত্থকলাই, আলকুশীবীজ, আকন্দ, কার্পাসবীজ, গুলঞ্চ, মনসাসীজ, কেতকীমূল, ধুতুরা, ঈশলাঙ্গল', পাকুড়ছাল, চিতামূল, ঘোড়ানিম, পঞ্চবল্কল (আম জাম কয়েতবেল টাবালেবু ও বেলের ছাল), মুণ্ডীরী, টেপারী, তালমূলী, হংসপাদী ও বিশল্যকরণী প্রত্যেকটি দশপল করিয়া লইয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথের সহিত ঐ তৈল পুনর্ব্বার পাক করিবে। তদনন্তর ছাগ, মেষ, হরিণ, এণ, বহুশৃঙ্গ হরিণ, শশ, শজারু, শৃগাল, গোধা, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যবরাহ, গণ্ডার, মহিষ, ঘোটক, বানর, নকুল, বিড়াল, ইন্দুর ও বৃহৎ ভেক এবং বর্ত্তিক পক্ষী, তিত্তিরী, লাব, খঞ্জন, চকোর, পেচক, ময়ূর, বনকুক্কুট, গৃধ্র, গরুড়, হংস, চক্রবাক, কারণ্ডব, কপোত, সারস, বক, ও বন্য পারাবত এবং রোহিত মৎস্য, মাগুর মৎস্য, শিলিন্ধ্র মৎস্য, শিঙ্গীমৎস্য, ইলিশমৎস্য, গাগরমৎস্য, বাইনমৎস্য, কাক ও পিক, মহামৎস্য, কচ্ছপ, শুশুক, সাঙ্কুচি, মকর, ঘণ্টিকাকার (তদলাভে গোধা) ইহাদের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, তাহাদের ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথ তৈলসম লইয়া তৎসহ ঐ তৈল পুনর্ব্বার পাক করিবে। তদনন্তর রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী, দেবদারু, কুড়, পর্ণীচতুষ্টয় (শালপানি চাকুলে মুগানি ও মাষাণি), অগুরু, পুন্নাগপুষ্প (তদলাভে নাগকেশর), সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, পুষ্করমূল, এলাইচ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা (তগরের অভাবে কুড়), মুতা, তেজপত্র, দারুচিনি, অষ্টবর্গ (অষ্টবর্গের অলাভে শতমূলী, বিদারী, অশ্বগন্ধা ও বারাহী দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রাহ্য), বচ, পলাশী (ইহা কাশ্মীরে গন্ধপলাশী নামে প্রসিদ্ধ, ইহার অভাবে কর্চ্চূর দেয়), স্থৌণেয় (গেঁটেলা ভেদ), শ্বেতপুনর্নবা, চোরক (গেঁটেলা ভেদ), মূর্ব্বা, ত্বক্ (গুড়ত্বক ভেদ), কট্‌ফল, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল, জাতীফল (জায়ফল), কেতকীর মূল ও পুষ্প, নাগেশ্বর পুষ্প, সরলকাষ্ঠ, মুরামাংসী, জীবন্তী, বেণামূল, ত্রিফলা, দুরালভা, আলকুশীবীজ, নখী, কৈবর্ত্তমুস্তক, অর্জ্জুন, চিরতা, বাদাম, খর্জ্জুর, তুম্বুর, ধাইফুল, পিপুলমূল, ক্ষেতপাপড়া, পলতা, ধুতুরার ফল মূল ও পত্র, জয়ন্তী, বলাডুমুর, অলম্বুষা (লজ্জালু ভেদ), ইন্দ্রযব, রসাঞ্জন, বাব্‌লাছাল, তেউড়ী, মঞ্জিষ্ঠা, দ্রাক্ষা, পিপুল, দ্রোণপুষ্পী, রক্তপুনর্নবা, রেণুক, বিড়ঙ্গ, করবীর মূল, নীলোৎপল, পদ্ম, কৃষ্ণজীরা, কদলীকন্দ, চিতামূল, গোক্ষুর, কুলেখাড়ার ফল, কাঁক্‌লা, পীতচন্দন, কুসুমফুল, শিলারস, কুঙ্কুম, সিক্থক (মোম), লবঙ্গ, কপূর, রসাল কাণ্ড (সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষ), কস্তূরী, বালা ও অম্বর (স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য বিশেষ) ইহাদের প্রত্যেক চারি তোলা পরিমাণে লইয়া তৎসহ উক্ত তৈল পুনর্ব্বার পাক করিবে। শুভ নক্ষত্র মুহূর্ত্ত ও লগ্নে ব্রাহ্মণ ও ভিষগ্‌গণকে পরিতুষ্ট এবং জগৎপতি নারায়ণ দেব ও ত্রিলোচনকে পূজা করিয়া পাক শেষ করতঃ সেই তৈল স্বর্ণ রজত তাম্র বা লৌহ নির্ম্মিত পাত্রে রাখিবে। অভ্যঙ্গে অঞ্জনে নস্যে নিরূহে অবগাহনে ও পানে এই তৈল যথাব্যাধি প্রয়োগ করিবে। ইহার গুণ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব—ইহা সেবনে অশীতি প্রকার বাতব্যাধিই অবশ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে মানবের জরা উপস্থিত হয় না, শরীরে বলি পড়ে না, কেশ পাকে না, নেত্র গরুড়ের ন্যায় অতি তেজস্বী হয়, উচ্চৈঃশ্রুতি বধিরতা ও কর্ণনাদ জন্মে না, হস্তকম্প শিরঃকম্প ও প্রলাপ জন্মে না, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হয় না, সুতরাং সকল কর্ম্মে পটুতা জন্মে। যেমন জল দ্বারা সিক্ত হইলে বৃক্ষগণের পল্লবাদি বর্দ্ধিত হয়, এই তৈল দ্বারা অভ্যক্ত হইলেও সেইরূপ মানবগণের ধাতু সকল নিত্য নিত্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে স্ত্রী অপক্ব গর্ভ ত্যাগ করে অর্থাৎ যাহার অপক্ব গর্ভ পাত হয়, যে স্ত্রী সূতিকা রোগে আক্রান্ত, যে স্ত্রী

কষ্ট প্রসবা এবং তজ্জন্য অতি ক্ষীণদেহ, তাহাদের পক্ষে এই তৈল পরম হিতকর। ইহা মর্দ্দনে বন্ধ্যানারী পুত্র লাভ করে, গর্ভপাত হয় না, যোনিরোগ নষ্ট হয়, প্রদররোগ প্রশমিত হয়। জগতে এমন উৎকৃষ্ট ভেষজ আর দ্বিতীয় নাই। ইহা বলকর, বৃষ্য, বৃংহণ, ও শ্রেষ্ঠ রসায়ন। পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে দেবতা সকলকে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অভিহত, ভিন্ন, ভগ্নাস্থিক, বিদ্ধ, পিচ্চিত (পেষিত) ও ব্যথার্দ্দিত দেখিয়া নারায়ণ দেব দেবতাগণের ও মানব সমূহের হিতের নিমিত্ত এই মহানারায়ণ সংজ্ঞক তৈল উপদেশ দিয়াছিলেন। ইতি মহানারায়ণ তৈল ॥ ২৮২—৩১৬

মহাযোগরাজ গুগ্‌গুলু—শুঁঠ, পিপুলমূল, চই, মরিচ, চিতামূল, ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্, যমানী, সর্ষপ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রেণুক, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, কট্‌কী, আতইচ, বামুনহাটী, বচ, মূর্ব্বা, তেজপত্র, দেবদারু, পিপুল, কুড়, রাস্না, মুতা, সৈন্ধব, এলাইচ, গোক্ষুর, হরীতকী, ধনে, বহেড়া, আমলকী, গুড়ত্বক্, বেণামূল ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান সমান ভাগে লইবে। চূর্ণ সমষ্টি যত হইবে, তাহাতে তত পরিমিত গুগ্‌গুলু চূর্ণ মিশাইবে। এবং ঘৃত দ্বারা তাহা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে ও সেই পিণ্ড একটা ঘৃত-ভাজনে রাখিবে মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। অর্থাৎ রোগির ও রোগের বলাবল এবং দোষকালাদি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে।

পরিভাষা—প্রথমে এক শাণ মাত্রায় (অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে) গুগ্‌গুলু খাইবে। তৎপরে দেড় শাণ মাত্রায় (পৌনে এক তোলা পরিমাণে) তদনন্তর অর্দ্ধ কর্ষ মাত্রায় (এক তোলা পরিমাণে) তদনন্তর পূর্ণ কর্ষ মাত্রায় (পুরা দুই তোলা পরিমাণে) সেবন করিবে। যোগরাজ গুগ্‌গুলু মহামুখ্য রসায়ন। এই ঔষধ সেবনে মৈথুন ও অন্নপানাদি সেবনের কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ যথেচ্ছ-আহার-বিহার করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা অর্শঃ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম, উদর রোগ, আনাহ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, অরুচি, প্রমেহ, নাভিশূল, ক্রিমি, ক্ষয়, উরোগ্রহ (হৃৎপীড়া), সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, আমবাত, অপস্মার, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, শুক্রদোষ, রজোদোষ, উদাবর্ত্ত ও ভগন্দর, বিনষ্ট হয়। ইহা রাস্নাদি-ক্বাথের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, কাকোল্যাদি ক্বাথের সহিত সেবন করিলে পিত্ত, আরগ্বধাদি ক্বাথের সহিত সেবন করিলে কফ, দার্ব্বী ক্বাথের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ সকল, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ, মধুর সহিত সেবন করিলে মেদোবৃদ্ধি, নিম্বের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ, গুলঞ্চের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে বাতরক্ত, শুষ্ক মূলার ক্বাথের সহিত সেবন করিলে শোথ, পারুলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে ইন্দুরবিষ, ত্রিফলা ক্বাথের সহিত সেবন করিলে দারুণ নেত্র বেদনা এবং পুনর্নবার ক্বাথের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১৭—৩৩১

রাস্নাদি ক্বাথ যথা—রাস্না, পুনর্নবা, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও এরণ্ডমূল, মিলিত দুই তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। ইহা সপ্তধাতুগত বাতে সামবাতে এবং সর্ব্বাঙ্গগতবাতেও সেব্য ॥ ৩৩২

রসোনকল্ক—রসুন বাটিয়া তাহাতে তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়া খাইলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ এবং বিষমজ্বর নিবৃত্ত হয়।

রসোনকল্ক—দুগ্ধের সহিত, তিলতৈলের সহিত, ঘৃতের সহিত, মাংসের সহিত এবং শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্নের সহিতও খাইবে। প্রতিদিন অর্দ্ধপল করিয়া বাড়াইয়া দুগ্ধাদির সহিত সপ্তাহ কাল রসুন খাইলে বাতোত্থ রোগসকল, বিষমজ্বর সকল, শূল সকল, গুল্ম সকল, অগ্নিমান্দ্য, উগ্র প্লীহা, ভুজশূল, পার্শ্বশূল, শিরোব্যথা ও শুক্রদোষ সকল বিনষ্ট হয়।

রসোন কল্ক—বহুবিধ অন্নের সহিত, বহুবিধ মাংসের সহিত, গোধূমকৃত খাদ্য সমূহের সহিত, যবশক্তুর সহিত, দুগ্ধ তৈল ও ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া শীতকালে রসুন খাইবে। সংবর্ত্তক, লাব, কপিঞ্জল, মৃগী, কুক্কুট, বরাহ, বর্ত্তীর বা হরিণ ইহাদের মাংস রসুনে সুসংস্কৃত করিয়া তাহা অগ্নিবলানুসারে ভোজন করিবে॥ ৩৩৩—৩৩৭

রসোনাষ্টক—রসুনের পক্ককন্দের গুলিকা সকল (কোয়াগুলি) বাহির করিয়া তাহার খোসা ছাড়াইয়া ফেলিবে এবং গুলিকাগুলি চিরিয়া তন্মধ্যস্থ অঙ্কুর দূরীকৃত করিবে। উগ্রগন্ধ নাশার্থ সেই গুলিকাগুলি এক রাত্র দধিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন তাহা প্রক্ষালন করিয়া এবং শুকাইয়া শিলায় পেষণ করিবে। তৎপরে সচললবণ, যমানী, ঘৃত ভর্জ্জিত হিঙ, সৈন্ধব লবণ, ত্রিকটু ও জীরা এই সকল দ্রব্য সমান সমান ভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে এবং একত্র মিশাইবে। তদনন্তর সেই পেষিত রসুনকল্কে তৎপঞ্চমাংশ ঐ চূর্ণ এবং চতুর্থাংশ তিলতৈল মিশ্রিত করিবে। ইহা ২ তোলা পরিমাণে কিংবা দোষাদি বিবেচনা করিয়া কোন উপযুক্ত পরিমাণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খাইবে। ঔষধ সেবনান্তে এরণ্ড মূলের ক্বাথ অনুপান করিবে। এই রসোনাষ্টক সেবনে সর্ব্বাঙ্গজ ও একাঙ্গজবাত, আক্ষেপ, অপতন্ত্রক, অপস্মার, উন্মাদ, ঊরুস্তম্ভ, গৃধ্রসী

এবং উরুঃ-পৃষ্ঠ-কটী-পার্শ্ব ও কুক্ষির পীড়া ও ক্রিমি বিনষ্ট হয়। রসোনভোজী মদ্য মাংস ও অম্লরস নিত্য সেবন করিবে। পরিশ্রম, আতপ, ক্রোধ, অধিকজল, গুড় ও স্ত্রীসঙ্গ নিরন্তর বর্জ্জন করিবে। অতিসারী, প্রমেহী, পাণ্ডুরোগী, অরোচক রোগী, গর্ভিণী, মূর্চ্ছা-রোগী, অর্শোরোগী, রক্তপিত্তরোগী, শোষরোগী, যক্ষ্ম-রোগী ও বমনার্দ্দিত রোগী রসোনাষ্টক বর্জ্জন করিবে। পিত্তাধিক্যে রোগী পথ্যভুক্ হইয়া এই ঔষধ প্রয়োগান্তে বিরেচন করিবে। অন্যথা (বিরেচন না করিলে) কুষ্ঠ পাণ্ডুরোগাদি জন্মিবে। বালকদিগের ইচ্ছা না থাকি-লেও এই ঔষধ সেবনান্তে তাহাদিগকে শীঘ্র স্তন্যপান করাইবে। স্তন্যপান দ্বারা তাহারা মহাবীর্য্য রসুন হইতে সিদ্ধি লাভ করিবে॥ ৩৩৮—৩৪৮

বাতব্যাধিতে রসপ্রয়োগ।

বাতারিরস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা চূর্ণ ৩ ভাগ, চিতামূলচূর্ণ ৪ ভাগ এবং গুগ্গুলু ৫ ভাগ; গুগ্গুলু প্রথমে এরণ্ডতৈলে মর্দ্দিত করিয়া তাহাতে ঐ পারদ গন্ধকাদি মিশাইয়া তৎসমস্ত এরণ্ড-তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। এবং তাহাতে ২ তোলা পরিমিত বটিকা করিয়া প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবে। ঔষধ ভক্ষণ করিয়া শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ অনুপান করিবে এবং পৃষ্ঠদেশ এরণ্ডতৈলে অভ্যক্ত করিয়া তাহাতে স্বেদ দিবে। ইহাতে বিরেচন হইবে। বিরে-চন হইবার পর স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অন্নভোজন করিবে। মৈথুন ত্যাগ করিয়া এই বাতারিরস নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে এক মাসের মধ্যে বাতরোগসকল প্রশমিত হইবে॥ ৩৪৯—৩৫৩

ইতি বাতব্যাধি-অধিকার।

উরুস্তম্ভাধিকার।

উরুস্তম্ভের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান এবং সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—শীতল, উষ্ণ, দ্রব, কঠিন, গুরু, (এবং লঘু) স্নিগ্ধ (এবং রুক্ষ) দ্রব্য ভোজন, কতক জীর্ণ কতক অজীর্ণ এরূপ অবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম, সংক্ষোভ (অত্যন্ত শরীর-চালনা) দিবানিদ্রা ও রাত্রি-জাগরণ এই সকল কারণে কুপিত বায়ু দুষ্ট মেদঃ ও দুষ্ট শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া আম-রসসংযুক্ত ও অতি সঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া যখন উরুকে আশ্রয় করে, তখন ঐ বায়ু স্তিমিত (আর্দ্র) শ্লেষ্মদ্বারা উরুর অস্থি পূর্ণ করিয়া তাহাকে স্তব্ধ করিয়া থাকে। সেই স্তব্ধতা দ্বারা উরু শীতল, অচেতন (শূন্য), গুরু (ভারাক্রান্তবৎ) ও অতিশয় বেদনাযুক্ত করে। রোগির বোধ হয় যেন, উরু তাহার নহে, অন্যের। এই রোগে ধ্যান (মূঢ়তা), অঙ্গমর্দ্দন (গাত্রকুট্টন), স্তৈমিত্য (আর্দ্রবস্ত্রাবগুণ্ঠিতবৎ), তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও জ্বর উপস্থিত হয়। এবং পাদের অবসাদ, স্পর্শানভিজ্ঞতা এবং অতিকষ্টে সঞ্চালনাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই রোগকে উরুস্তম্ভ বলে, কেহ কেহ আঢ্যবাত কহিয়া থাকেন॥ ১—৫

পূর্ব্বরূপ—উরুস্তম্ভ জন্মিবার পূর্ব্বে নিদ্রাধিক্য, অত্যন্তচিন্তা (মূঢ়তা), স্তৈমিত্য, জ্বর, রোমাঞ্চ, অরুচি, বমি এবং জঙ্ঘা ও উরুর অবসাদ হইয়া থাকে॥ ৬

উরুস্তম্ভের রূপ—স্তম্ভ-সুপ্তি ও অবসাদাদি বাতলক্ষণ সকল দেখিয়া বাতরোগভ্রমে উরুস্তম্ভে তৈলাদি স্নেহ প্রয়োগ করিলে তাহাতে উপশম না হইয়া পাদের অবসাদ, সুপ্তি (স্পর্শানভিজ্ঞতা) ও উত্তোলন কৃচ্ছ্রতা হয় এবং জঙ্ঘা ও উরুর অত্যর্থ গ্লানি ও নিরন্তর অল্প অল্প দাহের সহিত বেদনা হইয়া থাকে। পাদন্যাসে ব্যথা জন্মে, শীতস্পর্শ বোধ হয় না, পাদকে কোন স্থানে রাখিতে টিপিতে বা চালনা করিতে পারা যায় না। অন্যকর্ত্তৃক চালিত হইলেও বোধ হয় বুঝি পা ও উরু ভাঙ্গিয়া গেল॥ ৭—৯

উরুস্তম্ভের অরিষ্ট লক্ষণ—উরুস্তম্ভরোগে রোগী দাহ বেদনা ও তোদে আর্ত্ত এবং কম্পিত দেহ হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিবে। কিন্তু রোগটি যদি অচিরোৎপন্ন হয় এবং তাহাতে যদি দাহাদি উপ-দ্রব না থাকে, তাহা হইলে চিকিৎসা করিবে॥ ১০

চিকিৎসা—উরুস্তম্ভে স্নেহপ্রয়োগ, রক্তমোক্ষণ, বমন, বস্তিকর্ম্ম ও বিরেচন বর্জ্জন করিবে। কারণ আঢ্য-বাতে ঐ সকল ক্রিয়া করিলে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। অতএব আম মেদঃ ও কফাধিক্য হইতে বায়ুকে পরিরক্ষা করিবার জন্য উরুস্তম্ভে স্বেদ, লঙ্ঘন ও রুক্ষণ কার্য্য সদা কর্ত্তব্য। যাহা কফের প্রশমক কিন্তু বায়ুর প্রকোপক নহে, সেই সকল ভেষজই উরুস্তম্ভে

সদা প্রযোজ্য। ইহাতে অগ্রে কফনাশার্থ রুক্ষক্রম (চিকিৎসা), পশ্চাৎ বাতনাশের নিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়া করিবে। ঘৃতবর্জ্জিত জাঙ্গল মাংসের এবং লবণ-বর্জ্জিত হিতকর শাকের সহিত পুরাণ শ্যামা-কোদ-বন্যকোদ ও শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। জল তৈল ও ঘৃতের সহিত বিনালবণে শাক পাক করিয়া সেই শাকের সহিত অন্ন খাইতে দিবে। জীর্ণ উরুস্তম্ভে শুশুনি, নিমপত্র, আকন্দবৃন্ত, সোন্দালপত্র, কাকমাচী, বেতো ও শাকবিশিষ্ট কচি মূলা এই সকল শাক লবণ-বর্জ্জিত করিয়া তৎসহ শালিতণ্ডুলের অন্ন খাইতে দিবে। অধিক রুক্ষণ ক্রিয়াহেতু যদি নিদ্রানাশ ও বাতপ্রকোপ হয়, তাহা হইলে বাতরোগনাশক স্নেহস্বেদক্রম করণীয়। যে নদীতে কুম্ভীরাদির ভয় নাই, যাহার জল শীতল, সেই নদীতে প্রতিস্রোতে (স্রোতের বিপরীত দিকে) উরুস্তম্ভরোগিকে সাঁতার দেওয়াইবে। নির্ম্মল শীতল-স্থিরজল বিশিষ্ট সরোবরে রোগী পুনঃ পুনঃ সন্তরণ করিবে। যে ক্রিয়া দ্বারা কফ বিশুষ্ক হইলে উরুস্তম্ভের প্রশম হয়, ভিষক্ শরীর-বল ও জঠরাগ্নিকে রক্ষা করিয়া সেই ক্রিয়া করিবেন। উরুস্তম্ভে ক্ষার-সংযুক্ত গোমূত্রের স্বেদ দিবে, রুক্ষ উৎসাদন করিবে। দাহ থাকিলে ডহরকরঞ্জফল ও সর্ষপ, অথবা অশ্বগন্ধার মূল বা আকন্দের মূল অথবা নিমের মূল, কিংবা দেবদারু গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। সবেদন উরুস্তম্ভে সর্ষপ ও বল্মীক মৃত্তিকচূর্ণ করিয়া এবং তাহাতে মধু মিশাইয়া তদ্দারা গাঢ় উৎসাদন করিবে। অথবা দন্তী দ্রবন্তী (ইন্দুর কাণি) নিসিন্দা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার উৎসাদন করিবে। জয়ন্তী, নিসিন্দা, শজিনা, বচ, কুড়্চী ও নিম এই সকল দ্রব্য পত্রমূল ও ফলের সহিত জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ উষ্ণ উষ্ণ পান করিবে। ভেলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উরুস্তম্ভ নষ্ট হয়। পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলাফল বাটিয়া মধুর সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়॥ ১১—২৬

রাস্নাদি ক্বাথ—রাস্না, শ্যামা, হরীতকী, মরিচ, মৌরী, আমলকী, বিড়ঙ্গ, শটী, অশ্বগন্ধা, দুরালভা, গুলঞ্চ, বনযমানী, বাবুই তুলসী, আতইচ, বিদ্ধড়ক, বৃহতী, কণ্টকারী, শুঁঠ, কট্‌কী, যমানী, ঝাঁটী, চই, এরণ্ডমূল, দারুহরিদ্রা ও অসন ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উরুস্তম্ভ, আমবাত, কফ ও বাতজনিত রোগ এবং দণ্ডক নামক বাতরোগ আশু বিনষ্ট হয়॥ ২৭

পিপুল মূল ভেলা ও পিপুল ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা হরীতকী বহেড়া আমলকী ও কট্‌কী ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কিংবা ষড়্ধরণ চূর্ণ সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়। প্রতিদিন যথাবিধি পিপ্পলী সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহার চূর্ণ মধু বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে (ব্যাখ্যান্তর—পিপুল ও এরণ্ডমূল মধু বা গুড়ের সহিত খাইলে) অথবা গণ্ডীরারিষ্ট পান করিলে কিংবা শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, পিপুল বা শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রসহ বা দশমূলের ক্বাথসহ পান করিলে উরুস্তম্ভ প্রশমিত হয়। উরুস্তম্ভ রোগী ত্রিফলা পিপুল মুতা চই ও কট্‌কী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। কফোল্বণ-উরুস্তম্ভে সৌরেশ্বর ঘৃত, শুঠীঘৃত, বৈশ্বানরঘৃত বা সৈন্ধবাদ্য তৈল কিংবা অমৃতাখ্য গুগ্‌গুলু ব্যবস্থা করিবে॥ ২৮—৩৪

কুষ্ঠাদ্য তৈল—সর্ষপ তৈল চারিসের। কল্কার্থ—কুড়, নবনীত খোটী (সরল বৃক্ষ নির্য্যাস), বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগেশ্বর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা মিলিত একসের। পাকার্থ জল ষোলসের। উরুস্তম্ভ রোগিকে এই তৈল মধুসহ পান করিতে দিবে॥ ৩৫

অষ্টকট্বর তৈল—সর্ষপ তৈল চারিসের। কল্কার্থ—পিপুল মূল ও শুঁঠ প্রত্যেক দুই পল অর্থাৎ উভয়ের পরিমাণ সমষ্টি একপোয়া। কট্বর, তৈলের আটগুণ অর্থাৎ বত্রিশ সের। দধি চারিসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই অষ্টকট্বর তৈল গৃধ্রসী ও উরুস্তম্ভ নাশক। সস্নেহদধিজাত তক্রকে কট্বর কহে॥ ৩৬। ৩৭

দ্বিপঞ্চমূল্যাদ্য তৈল—তিলতৈল ষোলসের, ক্বাথার্থ—দ্বিপঞ্চমূলী (দশমূলী), ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, আকনাদি, অপামার্গ, গজপিপ্পলী, কাকমাচী, বংশলোচন, বেড়েলা, বামুনহাটী, চাকুলে, রাস্না, মল্লিকা, রাখালশসা, বেণামূল, গাম্ভারী, চিতামূল, ডহরকরঞ্জ, অশোক, চাকুলে, শালপানি, ক্ষীরকাকোলী, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকটি পাঁচ পাঁচ পল, জল সার্দ্ধদ্রোণ (৪৪৮ সের), শেষ ৫৬ সের। কল্কার্থ—কুড়, শুলফা, ত্রিকটু, চিতামূল, ত্রিফলা, দেবদারু, শ্রেষ্ঠ অগুরু, বিড়ঙ্গ, মুতা, অশ্বগন্ধা, শালপানি, আকনাদি, তালমূলী, শ্যামা, পিপুল, আদা (বা শুঁঠ), দন্তী, হিঙ্ ও অম্লবেতস মিলিত চারিসের। পাকশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে মধু মিশাইবে। এই তৈল পানে নস্যে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালোৎপন্ন উরুস্তম্ভ, আমবাত, শীতবাত ও ক্ষুদ্রবাত প্রশমিত হয়॥ ৩৮—৪৫

মহাসৈন্ধবাদ্য তৈল—তিলতৈল, চারিসের। কল্কার্থ—সৈন্ধবলবণ, কুড়, চিতা, বচ, বামুনহাটী, যষ্টিমধু, শালপানি, জায়ফল, দেবদারু, শুঁঠ, শটী, ধনে,

পিপুল,কট্‌ফল, পুষ্করমূল,যমানী, আতইচ, এরণ্ড, নীল-গাছ ও নীলোৎপল, মিলিত একসের। কাঁজী ষোলসের, যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল পানে অভ্যঙ্গে ও নস্যে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা আমবাত, কৃমি, গুল্ম, প্লীহা, উদর, শিরোরোগ, অগ্নিমান্দ্য, পক্ষাঘাত, সন্ধিবাত, অণ্ডবাত ও উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হয়॥ ৪৬—৪৮

সৈন্ধবাদ্য তৈল—এরণ্ডতৈল চারি সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব দুই পল (ষোল তোলা), শুঁঠ পাঁচ পল, পিপুল মূল দুইপল, চিতামূল দুইপল, ভেলার মুটী ২০টা, কাঁজী ষোল সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল মর্দ্দন করিলে গৃধ্রসী, উরুস্তম্ভ ও সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪৯।৫০

ইতি উরুস্তম্ভাধিকার।

আমবাতাধিকার।

আমবাতের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—ব্যায়াম-বর্জ্জিত-মন্দাগ্নি ব্যক্তি বিরুদ্ধ আহার (যুগপৎ ক্ষীর-মৎস্যাদি ভোজন) ও বিরুদ্ধ চেষ্টা (অজীর্ণে ব্যায়াম-মৈথুন-জলপ্রতরণাদি) করিলে, এবং স্নিগ্ধান্ন ভোজন করিয়া ব্যায়াম করিলে আম অর্থাৎ অপক্ক-অন্নরস বায়ু-কর্ত্তৃক প্রেরিত ও অত্যর্থ বিদগ্ধ (দূষিত) হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শ্লেষ্মস্থানে (আমাশয়-সন্ধ্যাদিতে) উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই অপক্ক-অন্নজরস বায়ু পিত্ত ও কফ দ্বারা অধিকতর দূষিত, অতি-পিচ্ছিল ও নানাবর্ণযুক্ত হইয়া স্রোত সকলকে অভিষ্যন্দিত করে অর্থাৎ রসবহ-শিরা সকলকে অবরোধ করিয়া স্রোত-সমূহকে গুরু ও ক্লেদযুক্ত করে। ইহাতে অগ্নির দৌর্ব্বল্য এবং হৃদয়ের গুরুতা জন্মে। এই আমসংজ্ঞক ব্যাধি অতি ভয়ঙ্কর ও বহু ব্যাধির আশ্রয়॥ ১—৪

আমের লক্ষণ—অজীর্ণভুক্ত দ্রব্য হইতে যে রস জাত এবং ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়, সেই রসই আমসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাকেই আমরস কহা যায়। আমরস মস্তকের ও সর্ব্বাবয়বের পীড়াজনক॥ ৫

আমবাতের সামান্য লক্ষণ—উক্ত প্রকার আম সমন্বিত যুগপৎ কুপিত বায়ু ও কফ ত্রিক ও সন্ধি সমূহে প্রবেশ করে, অর্থাৎ তৎ তৎস্থানে গিয়া বেদনা জন্মায়; অথবা গাত্রকে স্তব্ধ করিয়া ফেলে। ইহারই নাম আমবাত॥ ৬

তন্ত্রান্তরোক্ত লক্ষণ—অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, দেহের গুরুতা, জ্বর, অপরিপাক, অঙ্গ সমূহে শোথ, এই গুলি আমবাতের লক্ষণ॥ ৭

বাতাধিক আমবাতের লক্ষণ—আমবাত যখন অতি প্রকুপিত হয়, তখন ইহা সকল রোগাপেক্ষাই কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। এবং হস্ত, পাদ, মস্তক, গুল্ফ, ত্রিক, জানু, উরু ও সন্ধি সকলে বেদনান্বিত শোথ উৎপাদন করে। দুষ্ট আম যে স্থানকে আশ্রয় করে, সেই স্থানে বৃশ্চিক দংশনবৎ অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হয়। ইহাতে অগ্নিদৌর্ব্বল্য, মুখনাসাদি হইতে জল-স্রাব, অরুচি, দেহের গুরুতা, উৎসাহ-হানি, মুখবৈরস্য, দাহ, বহুমূত্রতা, কুক্ষিদেশে কঠিনতা ও শূলনি, নিদ্রা বিপর্য্যয়, পিপাসা, বমি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে ব্যথা, মল-বদ্ধতা, শরীরের জাড্য (অকর্ম্মণ্যত্ব) অন্ত্রকূজন (আঁতডাকা), আনাহ এবং অন্যান্য উপদ্রব সকল (কলায়খঞ্জতাদি) উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৮—১১

আমবাতের বিশিষ্ট লক্ষণ—পিত্তাধিক আমবাতে দাহ এবং শরীরের রক্তবর্ণতা, বাতাধিক আমবাতে শূলবদ্ বেদনা, কফাধিক আমবাতে স্তৈমিত্য ও বহু কণ্ডু হইয়া থাকে॥ ১২

সাধ্যত্বাদি—এক দোষজ আমবাত সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য, সর্ব্বশরীরব্যাপি-শোথবিশিষ্ট সান্নি-পাতিক আমবাত অসাধ্য॥ ১৩

আমবাতের চিকিৎসা—আমবাতে লঙ্ঘন, স্বেদ, তিক্তকদ্রব্য, দীপনদ্রব্য, কটুদ্রব্য, বিরেচন, স্নেহন ও বস্তিবর্ম্ম হিতকর। ইহাতে বালুকাপোট্‌লী দ্বারা রুক্ষ স্বেদ দিবে। স্নেহবর্জ্জিত উপনাহ দিবে। আমবাতা-ক্রান্ত রোগির পিপাসা হইলে পঞ্চকোলের সহিত (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠের সহিত) জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিতে দিবে। শুষ্ক মূলকের সহিত মুদ্গা-দির যূষ বা পঞ্চমূলের সহিত মুদ্গাদি যূষ প্রস্তুত করিয়া সেই যূষ খাইতে দিবে। রসক (মাংসের ঝোল), শুঁঠচূর্ণ সংযুক্ত কাঁজী, সৌবীর (কাঁজী বিশেষ), সিদ্ধবার্ত্তাকু, তিক্তফলসকল, বেতোশাক, নিমশাক (নিমের কচিপত্র), পুনর্নবা শাক, পটোল, গোক্ষুর, বরুণপত্র, করলা উচ্ছে, যবকৃত অন্ন, কোদ্ তণ্ডুলের অন্ন, পুরাণ শালি ও ষষ্টিকের অন্ন, তক্রসংস্কৃত (তক্র সহ পক্ক) লাবমাংস,

কুলত্থের মটরের ও ছোলার দাইল, এবং যাহা রুচিকর আমবাতহিত ও রোগির সাত্ম্য, তৎসমুদায় আমবাতে প্রযোজ্য।

শুল্ফা, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, পুনর্নবা, দেবদারুকাষ্ঠ, শটী, মুণ্ডিরী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তী ও ময়নাফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শুক্ত ও কাঞ্জীতে পেষিত এবং অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া বেদনা-স্থানে প্রলেপ দিবে।

কুলেখাড়া, কেঁউ-মূল, শজিনাছাল ও বল্মীক মৃত্তিকা (উয়ের মাটী) গোমূত্রে পেষিত করিয়া তদ্দারা উপনাহ ও প্রলেপ দিবে।

চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতইচ, গুলঞ্চ, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্যের কল্ক বা চূর্ণ আমবাতরোগিকে উষ্ণ-জলের সহিত নিত্য পান করিতে দিবে।

শটী, শুঁঠ, হরীতকী, বচ, দেবদারু, আতইচ ও গুলঞ্চ ইহাদের কষায় পান করিয়া রুক্ষভোজন করিবে। ইহা আমের পাচন।

এরণ্ডমূল, বৃহতী, এরণ্ডমূল ও তুলসী ইহাদের ক্বাথ, আমাধিক্যে মূর্ব্বা শজিনা ও সোন্দাল ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে। এরণ্ডমূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তদ্দারা আমবাতে পরিষেক করিবে। হরীতকী ও শুঁঠ বাটিয়া লেহন করিবে। অথবা গুগ্‌-গুলু গোমূত্রের সহিত পান করিবে। শুঁঠ ও মুণ্ডিতি-কার কল্ক, অথবা তিল ও শুঁঠের কল্ক লেহন করিবে।

শুঁঠ, হরীতকী ও গুলঞ্চ ইহাদের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কটী-জঙ্ঘা-উরু ও পৃষ্ঠদেশের বেদনা নিবারিত হয়॥ ১৪—২৯

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ—হিঙ্‌ ১ ভাগ, চই ২ ভাগ, বিট্‌-লবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৬ ভাগ ও পুষ্করমূল ৭ ভাগ ইহাদের চূর্ণ পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়॥ ৩০

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ—পিপুল, পিপুলমূল, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতা, তালীশপত্র ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেক দুইপল, সচল লবণ পাঁচপল ; মরিচ, কৃষ্ণ-জীরা ও শুঁঠ প্রত্যেক এক এক পল ; দাড়িম অর্দ্ধসের, অম্লবেতস দুইপল ; এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। ইহা পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ নামে খ্যাত। এই চূর্ণ নষ্ট অগ্নির দীপক। সুরার সহিত বা উষ্ণজলের সহিত ইহা পান করিলে অর্শঃ, গ্রহনী, গুল্ম, উদর, ভগন্দর, কৃমি, কণ্ডূ ও অরুচি বিনষ্ট হয়। আমবাতের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই॥ ৩১—৩৫

পথ্যাদ্যচূর্ণ—হরীতকী, শুঁঠ ও যমানী তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই চূর্ণ তক্রের সহিত, উষ্ণজলের সহিত বা কাঁজীর সহিত পান করিলে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, কাস, হৃদ্রোগ, স্বরভঙ্গ ও অরুচি বিনষ্ট হয়॥ ৩৬। ৩৭

রসোনাদি কষায়—রসুন, শুঁঠ, নিসিন্দা ইহাদের ক্বাথ আমবাতরোগিকে পান করিতে দিবে। ইহা অপেক্ষা আমবাতের আর উৎকৃষ্ট ঔষধ নাই॥ ৩৮

রাস্না পঞ্চক—সার্ব্বাঙ্গিক আমবাতে এবং সন্ধি-অস্থি ও মজ্জাগত আমবাতে রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ড-মূল, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে॥ ৩৯

পঞ্চকোল ক্বাথ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ আমবাতনাশক। পিপ্প-ল্যাদি এই পাঁচটি দ্রব্য, মিলিত ১ কোল অর্থাৎ ১ তোলা মাত্রায় প্রযোজ্য হয় বলিয়া ইহা পঞ্চকোল নামে অভিহিত॥ ৪০

শঠ্যাদি—শঠী ও শুঁঠ বাটিয়া সেই কল্ক পুনর্নবার ক্বাথের সহিত সপ্তাহকাল পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়॥ ৪১

রাস্না সপ্তক—রাস্না, গুলঞ্চ, সোন্দাল, দেব-দারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা ইহাদের ক্বাথে শুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জঙ্ঘা-উরু-পার্শ-ত্রিক ও পৃষ্ঠদেশের শূল নিবারিত হয়।

দশমূলীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা হরীতকী ও শুঁঠ বা গুলঞ্চ ও শুঁঠ খাইলে আমবাত প্রশমিত হয়। চিতামূল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্‌কী, আতইচ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ সুখোষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমাশয়োত্থবাত বিনষ্ট হয়॥ ৪২—৪৪

পুনর্নবাদি চূর্ণ—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, শুল্ফা, বিদ্ধড়ক, শঠী, মুণ্ডিরী ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া কাঁজীর সহিত পান করিলে আমাশয়োত্থবাত বিনষ্ট হয় ; সুখোষ্ণজলের সহিত পান করিলে আমবাত ও উগ্রগৃধ্রসী আশু নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪৫—৪৬

শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা, কাঁজীর সহিত পান করিবে। ইহা আমবাতনাশক এবং কফবাতহারক। পঞ্চকোলের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, শূল, গুল্ম, আম, কফ ও অরুচি বিনষ্ট হয়। শরীররূপবনে আমবাতরূপ যে গজেন্দ্র বিচরণ করে, একমাত্র এরণ্ড-তৈলরূপ কেশরীই তাহার আশু নিহন্তা। আমবাতা-র্দ্দিত ব্যক্তি এবং গৃধ্রসী ও বৃদ্ধিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি এরণ্ডতৈলযুক্ত হরীতকী যথাবিধি নিয়ত ভক্ষণ করিবে। সোন্দালের কচিপাতা সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া সায়ংকালে তাহা খাইয়া রাত্রিভোজন দ্বারা আবৃত করিবে, অর্থাৎ রাত্রিভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তৈলভর্জ্জিত সোন্দাল

পত্র খাইয়াই তদুপরি রাত্রিভোজন করিবে। এরূপ করিলে আম বিনষ্ট হইবে।

কেবল বায়ু বা আমসমন্বিত বায়ু কটীকে আশ্রয় করিয়া তথায় বেদনা উৎপাদন করে। তাহাই কটী-গ্রহ বলিয়া উক্ত হয়। আর সেই বায়ু যদি সক্থিদ্বয়ের বধ করে, অর্থাৎ পাদদ্বয়ের ক্রিয়া লোপ করে, তাহা হইলে রোগী পঙ্গুনামে অভিহিত হইয়া থাকে। আম-সমন্বিত-বাতজনিত কটীশূলে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শুঁঠ ও গোক্ষুরের ক্বাথ পান করিবে। ইহা আমের পাচক এবং বেদনার নাশক। এই ক্বাথ যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। কটীশূলে দশমূলের ক্বাথের সহিত বা শুঁঠের ক্বাথের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিবে। আমে বেদনান্বিত কোষ্ঠে বিশেষতঃ কটীশূলে শুঁঠ ও গুলঞ্চের ক্বাথ পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিবে। এরণ্ড বীজ সকল বিশোধিত ও পেষিত করিয়া দুগ্ধসহ পাক করিবে। কটীশূলে ও গৃধ্রসীরোগে এই পায়স পরম ঔষধ। ঘৃত-তৈল-গুড়-শুক্ত ও শুঁঠ-চূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্র পান করিলে সদ্যঃ শরীরের তর্পণ এবং কটীশূলের নাশ হয়। নিরাম কটীবাতে ইহার ন্যায় গুণকর ঔষধ আর নাই। শিরীষছাল সপ্তাহকাল গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে হিঙ্, বচ, শুলফা ও সৈন্ধবসংযুক্ত তাহা পুটপক্ব করিবে। তৎসেবনে দারুণ কটীশূল আম ও মেদোবৃদ্ধি জনিত বিকার সকল এবং বাতসম্ভূতরোগ সমূহ বিনষ্ট হয়॥ ৪৭—৫৯

অমৃতাদ্য চূর্ণ—গুলঞ্চ, শুঁঠ, গোক্ষুর, মুণ্ডীরী ও বরুণছাল ইহাদের চূর্ণ দধিজল বা কাঁজীর সহিত পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়॥ ৬০

অলম্বুষাদি চূর্ণ—মুণ্ডীরী ১ ভাগ, গোক্ষুর ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, বহেড়া ৪ ভাগ, আমলকী ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ ও গুলঞ্চ ৭ ভাগ ইহাদের চূর্ণ সমষ্টি যত হইবে, তাহাতে তৎসমপরিমিত শ্যামাচূর্ণ মিশাইবে। এই চূর্ণ দধিজল, সুরা, তক্র, কাঁজী বা উষ্ণজলের সহিত পান করিলে ত্রিকজানুউরুসন্ধিস্থ আমবাত, শোথ, বাতরক্ত এবং অরুচি আশু বিনষ্ট হয়। এই অলম্বুষাদি চূর্ণ রোগসমূহের বিনাশক। হরীতকী বহেড়া ও আমলকী মিলিত এই ফলত্রয়কে ত্রিফলা কহা যায়। যথাক্রমে ইহাদেরও ভাগবৃদ্ধি করিবে॥ ৬১—৬৪

অলম্বুষাদ্য—মুণ্ডীরী, গোক্ষুর, বরুণমূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান সমান ভাগে লইয়া ২ তোলা মাত্রায় কাঁজীর সহিত পান করিবে। প্রবৃদ্ধ আমবাতে ইহা অমৃতোপম॥ ৬৫। ৬৬

অলম্বুষাদ্য চূর্ণ—মুণ্ডীরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বিদ্ধড়ক, পিপুল, তেউড়ী, মুতা, বরুণছাল, পুনর্নবা, ত্রিফলা ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দধি জল, কাঁজী, তক্র, দুগ্ধ বা মাংস রসের সহিত পান করিলে আম-বাত ও সন্ধিগত শোথ আশু বিনষ্ট হয়॥ ৬৭।৬৮

বৈশ্বানর চূর্ণ—সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, যমানী ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ১২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণীকৃত করিয়া তাহা দধিজল, কাঁজী, তক্র, ঘৃত বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমবাত, গুল্ম, হৃদয় ও বস্তিজাত রোগ-সমূহ, প্লীহা, গ্রন্থিশূলাদি রোগসকল, আনাহ, অর্শঃ, মলাদির বিবদ্ধতা, জঠর রোগ এবং কটী ও বস্তি সমুত্থিত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়। এই বৈশ্বানর চূর্ণ বাতের অনুলোমকারক জানিবে॥ ৬৯—৭২

অসীতকাদি চূর্ণ—অসীতক, পিপুল, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, চামারালু, গজকর্ণ (শাল বিশেষ) শুঁঠ, ইহা-দের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান সমান মাত্রায় লইয়া উষ্ণ জলের, মণ্ডের, যূষের, তক্রের, মাংস রসের, মদ্যের বা দধি জলের সহিত পান করিবে। ইহা সেবন করিয়া যথেচ্ছ আহার বিহারাদি করা যায়। ইহা দ্বারা অব-বাহুক, গৃধ্রসী, খঞ্জবাত, বিশ্বাচী, তূনী, প্রতিতূনী, জঙ্ঘাগত আমবাত, অর্দ্দিত, বাতরক্ত, কটীগ্রহ, গুল্ম, গুহ্যরোগ (অর্শঃ ভগন্দরাদি), ক্রোষ্টুকশীর্ষ, পাণ্ডু, গরবিষ, উগ্র শোথ এবং প্রবল উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হয়॥ ৭৩—৭৫

শুণ্ঠীধান্যক ঘৃত—ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ শুঁঠ ছয় পল এবং ধনে ২ পল। জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পানে বাতশ্লেষ্ম-জনিত রোগসমূহ, অর্শঃ, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধিকারক। ইহা দ্বারা বল-বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৭৬। ৭৭

শুণ্ঠীঘৃত—ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ-শুঁঠ ৴১ সের। কাঁজী ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত আমবাত নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং অগ্নিবর্দ্ধক। পুষ্টির জন্য দুগ্ধের সহিত, মলমূত্র সংগ্রহের জন্য দধির সহিত এবং অগ্নিদীপনার্থ দধিজলের সহিত এই ঘৃত পাক করিতে মতিমান্ ভিষক্ উপদেশ দিয়া থাকেন॥ ৭৮। ৭৯

শুণ্ঠীঘৃত—ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ ৴১ সের। শুঁঠের ক্বাথ বা কেবল জল ১৬ সের। যথা-বিধি পাক করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মপ্রশমক, অগ্নি-সন্দীপক এবং কটীশূল ও আম নিবারক॥ ৮০। ৮১

কাঞ্জিকাদ্য ঘৃত—ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ—হিঙ্, ত্রিকটু, চই ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ পল। কাঁজী ১৬ সের। এই ঘৃত সেবনে জঠর, শূল, মলবাতাদির বিবদ্ধতা, আনাহ, আমবাত, কটীগ্রহ ও গ্রহণীদোষ বিনষ্ট হয়। ইহা মন্দাগ্নির দীপক॥ ৮২। ৮৩

শৃঙ্গবেরাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, যবক্ষার, পিপুল মূল ও পিপুল মিলিত /১ সের। কাঁজী ১৬ সের। এই ঘৃত সেবন করিলে শূল, মল-বাতাদির বিবদ্ধতা, আনাহ, আমবাত, কটীগ্রহ ও গ্রহণী দোষ নিবারিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিসন্দীপক। আমবাতে বিন্দু ঘৃত, ধান্বন্তর ঘৃত, বা মহাশুণ্ঠী ঘৃত পুনঃ পুনঃ পান করিবে। আর যে কোন ঘৃত সেখন অগ্নিদীপক ও পাচক, তৎসমস্ত অথবা মস্তুষট্‌পল আমবাতে প্রয়োগ করিবে॥ ৮৪—৮৭

অজমোদাদি—যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, শুল্‌ফা, সৈন্ধব ও পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেক ১ পল অর্থাৎ সমুদায়ে ৯ পল, শুঁঠ ১০ পল, বিদ্ধড়ক ইহাদের সকলের সমান, হরীতকী ৫ পল, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। চূর্ণ সমষ্টি যত হইবে, তাহাতে তৎসমপরিমিত গুড় দিয়া বটক প্রস্তুত করিবে। সেই বটক বা চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা আমবাতজনিত অতি কষ্ট দায়ক সমস্ত পীড়া এবং তূনী, প্রতিতূনী, উগ্র গৃধ্রসী, কটী পৃষ্ঠ ও গুহ্যমার্গের স্ফুটন, জঙ্ঘাদ্বয়ের তীব্র বেদনা, সর্ব্বসন্ধিগত শোথ, অত্যামসম্ভূত অন্য পীড়া সকল, সূর্য্যাংশু-বিধ্বস্ত অন্ধকারের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা সেবনে ক্ষুদ্বোধ, অরোগিত্ব, স্থিরযৌবন, বলী পলিত নাশ এবং অন্যান্য বহুগুণ হইয়া থাকে॥৮৮—৯৩

যোগরাজগুগ্‌গুলু—চিতামূল, পিপুলমূল, যমানী, যৌরী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, দেবদারু, চই, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, দারুচিনি, বেণামূল, যবক্ষার, তালীস পত্র ও তেজপত্র এই সকল দ্রব্যকে সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। চূর্ণ সমষ্টি যত হইবে, তাহাতে তৎসমপরিমিত গুগ্‌গুলু চূর্ণ মিশাইয়া ঘৃতসহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। এই গুগ্‌গুলু সেবন করিয়া যথেচ্ছ আহার বিহার করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগসকল এবং সন্ধিমজ্জগত বাতরোগ সকল বিনষ্ট হয়। যোগরাজ গুগ্‌গুলু সেবনে অগ্নি প্রদীপ্ত এবং তেজ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৯৪—৯৯

প্রসারনী লেহ—গন্ধভাদুলের ১৬ সের ক্বাথে ৪ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। আসন্ন-পাক সিদ্ধিতে পঞ্চোষণচূর্ণ (পিপুল মূল, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ) প্রক্ষেপ দিয়া পাক সিদ্ধি করিবে এই প্রসারনী লেহ আমবাত নাশক॥১০০

খণ্ডশুণ্ঠী—শুঁঠ চূর্ণ ৮ পল (/১ সের), গব্যঘৃত ২০ পল (/২॥০ সের), দুগ্ধ /৮ সের, চিনি ৫০ পল (/৬।০ সের) একত্র পাক করিবে। আসন্ন-পাক সিদ্ধিতে ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) ত্রিজাত (দারুচিনি এলাইচ তেজপত্র) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল প্রক্ষেপ দিয়া পাক সমাপ্ত করিবে। অগ্নিবলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ঔষধ খাইবে। ইহা আমবাত প্রশমক, বলপুষ্টিবিবর্দ্ধক, বল-আয়ুঃ ও ওজঃ পদার্থে হিতকর, বলীপলিত নাশক এবং সৌভাগ্যজনক॥ ১০১—১০৩

রসোনপিণ্ড—রসুন ১২॥০ সের, তিল /॥০ সের, এবং হিঙ্গু, ত্রিকটু, ক্ষারদ্বয় (যবক্ষার, সর্জ্জিক্ষার) পঞ্চলবণ (সচল, সৈন্ধব, বিট্, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদলবণ), শুল্‌ফা, হরিদ্রা, কুড়, পিপুল মূল, চিতামূল, বনযমানী, যমানী ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ এক এক পল, এই সকল দ্রব্য একটি ঘৃত ভাণ্ডে ১৬ দিন রাখিবে। ইহাতে /১ সের তিল তৈল এবং /২ সের কাঁজী প্রক্ষেপ দিবে। ইহা ২ তোলা মাত্রায় সেব্য, সেবনান্তে জল বা মদ্য অনুপান করিবে। এই ঔষধ আমবাতে, বাতরক্তে, সর্ব্বাঙ্গগতবাতে, একাঙ্গগতবাতে, অপস্মারে, অগ্নিমান্দ্যে, শ্বাসে, কাসে, গরে, উন্মাদে, বাতভঙ্গে ও শূলে প্রশস্ত॥ ১০৪—১০৮

প্রসারণী তৈল—গন্ধভাদুলের রসের সহিত এরণ্ড তৈল পাক করিয়া পান করিবে। ইহা সর্ব্বদোষহর ও কফরোগনাশক॥ ১০৯

দ্বিপঞ্চ মূলাদ্য তৈল—দশমূলীর ক্বাথ ত্রিফলা এবং অম্লদধি ও কাঁজী ইহাদের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল কটী শূল, উরুশূল, পার্শ্বশূল, কফবাত রোগ ও গ্রহ নাশ করে। ইহার বস্তিদানে অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয়॥ ১১০

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল—এরণ্ড তৈল /৪ সের। শুল্‌ফার ক্বাথ /৪ সের। কাঁজী /৮ সের। দধিজল /৮ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুল্‌ফা, যমানী, সর্জ্জিক্ষার, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, বচ, বনযমানী, জীরা, পুষ্কর মূল, যষ্টিমধু ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা। মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল আমবাত নাশের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। পান অভ্যঙ্গ ও বস্তিতে এই তৈল প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা অগ্নিবল অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। বঙ্ক্ষণগতবাতে, কটী জানু-উরু ও সন্ধিগতবাতে, হৃৎ-পার্শ্বজ শূলে, প্রবৃদ্ধ কফে, বাহ্যায়ামে, অর্দ্দিতে, আনাহে ও অন্ত্রবৃদ্ধিতে এই তৈল হিতকর। ইহা দ্বারা অন্যান্য বাতরোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১১১—১১৬

আমবাতে স্বল্পপ্রসারণী তৈল বা সৈন্ধবাদি তৈল অথবা দশমূলাদ্য তৈল দ্বারা বস্তিদান প্রশস্ত ॥ ১১৭

তৈল ২ পল, কাঁজী ৪ পল, দশমূল ক্বাথ ও গোমূত্র প্রত্যেক ৫ পল, এবং বচ, ময়না ফল, বেড়েলা, শুল্ফা, বুড়, সৈন্ধব, পিপুল, আতইচ, মুতা, রাস্না, কট্‌ফল, পুষ্করমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুই তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মন্থন করিয়া তদ্দ্বারা নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। প্রথমবার অর্দ্ধপ্রস্থ (/২ সের) দ্রব নিঃশঙ্কে প্রয়োগ করিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে একপোয়া কমাইয়া দিবে। সর্ব্বপ্রকার বাত-রোগে, মেহে, বৃষণরোগে (বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগে) কুক্ষি-হৃদয়-পৃষ্ঠ-পার্শ্বশূলে, জানু-জঙ্ঘা-কটীগ্রহে, মল বাতাদি বিবন্ধে ও আনাহে, শর্করা ও অশ্মরী রোগে ভগ্ন-বিশ্লিষ্ট-পিচ্চিত গাত্রে ও ক্ষতে এই নিরূহ বস্তি মহাগুণকর, ইহাতে কোন ক্লেশ হয় না।

দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, পুঁইশাক, মাষকলাই, পিষ্টক, আনুপমাংস, এবং যে সকল দ্রব্য অভিষ্যন্দি গুরু ও পিচ্ছিল, তৎ সমুদায় আমবাতার্দ্দিত ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১৮—১২৫

মধ্যম রাস্নাদি ক্বাথ—রাস্না, এরণ্ডমূল, শত-মূলী, ঝাঁটী, দুরালভা, বাসক, গুলঞ্চ, দেবদারু, আতইচ, হরীতকী, মুতা, শটী ও শুঁঠ ইহাদের কষায়ে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কটী-উরু-ত্রিক-পৃষ্ঠ-কোষ্ঠ-উদর ও জঠর ক্রোড় (তলপেট) এই সকল স্থানগত সশূল আমবাত বিনষ্ট হয় ॥ ১২৬

মহারাস্নাদি ক্বাথ—রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসক, দুরালভা, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, মুতা, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মৌরী, ধনে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপুল, বিদ্ধড়ক, শতমূলী, বচ, ঝাঁটী, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের প্রত্যেকটি সমভাগে, এবং রাস্না দ্বিগুণভাগে লইয়া ক্বাথ করিবে ও অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। দোষ ও রোগ বিবেচনা করিয়া শুঁঠচূর্ণ, আভাদ্যচূর্ণ, অলম্বুষাদিচূর্ণ অথবা অজমোদাদি চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া এই ক্বাথ পান করিবে। সর্ব্ব বাতরোগে, সন্ধিমজ্জগত বাতে, সকল আনাহে, সর্ব্বগাত্রকম্পনে, কুব্জকে, বামনে, পক্ষাঘাতে, অর্দ্দিতে, জানু-জঙ্ঘা-অস্থি-পীড়া সমূহে, গৃধ্রসী রোগে, হনুগ্রহে, বাতরক্তে, উরুস্তম্ভে, অর্শে, বিশ্বাচী রোগে, গুল্মে, হৃদ্রোগে, বিসূচিকা রোগে, ক্রোষ্টুকশীর্ষে, অন্ত্র বৃদ্ধিতে, শ্লীপদে, যোনিরোগে, শুক্ররোগে, মেঢ্র গত রোগে ও স্ত্রীলোকের বন্ধ্যারোগে এই মহারাস্নাদি ক্বাথ প্রশস্ত। ইহার ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। সকল পাচন অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ পাচন। এই মহা-রাস্নাদি কষায় প্রজাপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ॥ ১২৭—১৩৬

রাস্নাদশমূল—রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, ত্রিফলা এবং দশমূলের দশখানি দ্রব্য ও অনন্তমূল এই সকলের ক্বাথ বাতরোগ নাশক। অর্দ্ধাবভেদকে, আঢ্যবাতে (উরুস্তম্ভে), অর্দ্দিতে, বাতখঞ্জ রোগে, নেত্ররোগে, শিরঃশূলে, জ্বরে, অপস্মারে ও বিবিধ মনোভ্রংশে এই ক্বাথ শুভপ্রদ ॥ ১৩৭—১৩৮

ইতি আমবাতাধিকার।

পিত্তব্যাধ্যধিকার

পিত্তব্যাধির বিপ্রকৃষ্ট নিদান—কটু অম্ল-উষ্ণ বিদাহি-তীক্ষ্ণ ও লবণ দ্রব্য, ক্রোধ, উপ-বাস, আতপ, স্ত্রীসম্ভোগ, তৃষ্ণা ও ক্ষুধার অবরোধ, ব্যায়াম ও মদ্যাদি এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। তদ্ভিন্ন ভোজনের মধ্যসময়ে, ভুক্তাহার জারণের মধ্যসময়ে, মধ্যাহ্নকালে, রাত্রির মধ্যসময়ে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালেও পিত্ত কুপিত হইয়া রোগকর হইয়া থাকে।

টীকা। "মদ্যাদি"—আদিশব্দে দধি, মৎস্য, মাষ-কলাই, তিল, তিসি ও কাঁজী প্রভৃতিও গ্রহণীয়। "তীক্ষ্ণ"—রাইসর্ষপাদি। ভোজনের "মধ্য সময়ে"—যে পরিমিত সময়ে ভোজন করা যায়, সেই পরিমিত সময়ের মধ্যমভাগে। "ভুক্তাহার জরণের মধ্য সময়ে"—ভুক্ত-আহার যে সময়ে জীর্ণ হয়, সেই জরণ সময় মধ্যে। "মধ্যাহ্নকালে"—দিবসকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যভাগে। ঐরূপ রাত্রিকেও তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যভাগে ॥ ১

পিত্তব্যাধি—অকালপলিত (অকালে কেশের পক্কতা), রক্তবর্ণতা, মূত্রের রক্তবর্ণতা, মুখ-নেত্রের নেত্রের পীতবর্ণতা, মূত্রেরও পীতবর্ণতা, মলের পীতবর্ণতা, হস্তপদের পীতবর্ণতা, দন্তসমূহের পীতবর্ণতা, শরীরের পীতবর্ণতা, অন্ধকার দর্শন, সমস্ত পীতদর্শন, নিদ্রাল্পতাদি, মুখে লৌহগন্ধ ও শোষ এবং মুখের তিক্ততা, মুখের অম্লতা, উচ্ছ্বাসের উষ্ণতা, ধূমোদ্গার, ভ্রম, ক্লম, ক্রোধ, দাহ, ভেদ, তেজঃপদার্থে দ্বেষ, শীতেচ্ছাদি, অতৃপ্তি (অন্নাভিলাষ), অরতি (অনবস্থিত চিত্তত্ব), ভুক্তাহারের বিদাহ, জঠরানলের তীক্ষ্ণতা, রক্তস্রাব, মলভেদ, পুরীষের উষ্ণতা, মূত্রের উষ্ণতা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাল্পত্ব, দেহের উষ্ণতা, ঘর্মের দৌর্গন্ধ্য, দেহ প্রাবরণ, শরীরের অবসাদ, দেহে পাক (ক্ষত) এই চল্লিশটি পিত্তব্যাধি। ইহাদের চিকিৎসা স্বপ্রকরণে বোদ্ধব্য ॥ ২—৯

ইতি পিত্তব্যাধ্যধিকার।

শ্লেষ্মব্যাধি অধিকার

শ্লেষ্মব্যাধির সামান্যতঃ বিপ্রকৃষ্ট নিদান—গুরুদ্রব্য, মধুররসাদি দ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, অগ্নিমান্দ্য, দ্রবদ্রব্য, দধি, দিবানিদ্রা, শীত ও নিশ্চেষ্টিত এই সকল কারণে কফ কুপিত হইয়া রোগকর হয়। তদ্ভিন্ন প্রথম দিবসভাগে, ভুক্তমাত্রে, বসন্ত কালে ও প্রথম রাত্রিভাগে কফরোগ হইয়া থাকে।

টীকা। "মধুররসাদি"—আদিশব্দে—অম্ল ও লবণরস গ্রহণীয়। "নিশ্চেষ্টিত"—কায়িক ব্যাপার রাহিত্য। "প্রথম দিবস ভাগে"—দিবসকে তিনভাগ করিয়া তাহার প্রথম ভাগে। এরূপ রাত্রিকেও তিনভাগ করিয়া তাহার প্রথমভাগে। "ভুক্তমাত্রে" ভুক্তের পাককালকে তিনভাগ করিয়া তাহার প্রথম কালে॥ ১

শ্লেষ্মব্যাধি—মুখের মধুরতা, মুখের লিপ্ততা, মুখপ্রসেক, নিদ্রাধিক্য, কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দ, কটুদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, উষ্ণে কামনা, বুদ্ধিমান্দ্য, অচৈতন্য, আলস্য, তৃপ্তি (অনন্নাভিলাষ), অগ্নিমান্দ্য, মলাধিক্য, মলের শুক্লবর্ণতা, মূত্রাধিক্য, মূত্রের শুক্লবর্ণতা, শুক্রাধিক্য, স্তৈমিত্য, গুরুতা ও শৈত্য এই বিংশতিটি শ্লেষ্মব্যাধি। ইহাদের চিকিৎসা স্বপ্রকরণে বোদ্ধব্য ॥ ২—৫

ইতি শ্লেষ্ম ব্যাধ্যধিকার।

বাতরক্তাধিকার

বাতরক্তের বিপ্রকৃষ্ট নিদান ও সম্প্রাপ্তি—লবণ-অম্ল-কটু-ক্ষার (যবক্ষারাদি)-স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, অজীর্ণে ভোজন, পচা মাংস-শুষ্ক মাংস (আতপে শোষিত মাংস) জলদ ও আনূপ মাংস ভোজন, তিলকল্ক, মূলা, কুলত্থকলাই, মাষকলাই, সিম ও শাকাদি দ্রব্য ভোজন, মাংস ভোজন (দোষরহিত মাংসও রাতরক্তপ্রকোপ) ইক্ষু-দধি-কাঁজী-সৌবীর (সন্ধান বিশেষ)-শুক্ত (সন্ধান বিশেষ)-তক্র-(চতুর্থাংশ জলযুক্ত বস্ত্রপূত দধি) সুরা (সন্ধান বিশেষ)-আসব সেবন, বিরুদ্ধ ভোজন (যুগপৎ ক্ষীরমৎস্যাদি ভোজন), অধ্যশন (পূর্ব্বাহার অজীর্ণে পুনর্ভোজন) এবং ক্রোধ, দিবা নিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল কারণে বাতরক্ত কুপিত হয়। সুকুমার (অল্পতর শরীর ব্যাপার)-অযথা আহার-বিহার-শীল-স্থূল দেহ-সুখিব্যক্তিগণেরই প্রায় বাত-রক্ত কুপিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সদা হস্তী-অশ্ব ও উষ্ট্র দ্বারা গমন ও বিদাহজনক অন্নভোজন করে, তাহার সমস্ত রক্ত ঐ ভুক্তান্নের বিদাহহেতু আশু বিদগ্ধ হইয়া থাকে। এবং সেই বিদগ্ধ রক্ত, কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পাদদ্বয়ে সঞ্চিত হয়। যদিও বাত ও রক্ত এই উভয়ই কুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে, তথাপি দোষত্ব বিষয়ে বায়ুরই প্রাবল্য হেতু ইহাকে রক্ত-বাত না বলিয়া বাত-রক্তই কহা গিয়া থাকে। (বিদাহি-অন্নভোজনে রক্ত ও হস্ত্যাদি গমনে বায়ু কুপিত হয় এবং উপরি-উক্ত কারণ সমূহের মধ্যে

কোন কোন কারণে রক্ত, কোন কোন কারণে বায়ু ও কোন কোন কারণে রক্ত ও বায়ু উভয়ই কুপিত হইয়া থাকে। আর পাদদ্বয় ঝুলিয়া থাকায় দুষ্টরক্ত বায়ু-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পাদদ্বয়েই সঞ্চিত হয়) ॥ ১—৪

বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ—এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত ঘর্ম্মাগম, কিংবা একবারেই ঘর্ম্মের অনির্গম, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন, স্পর্শশক্তিলোপ, কোন কারণে কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধি সকলের শিথিলতা, আলস্য, অবসাদ, গাত্রে পিড়কার উৎপত্তি, এবং জানু জঙ্ঘা-উরু-কটী-স্কন্ধ-হস্ত-পদ ও সন্ধি সকলে সূচীবেধবদ্ বেদনা, স্ফুরণ (গাত্রস্পন্দন), স্থানে স্থানে বিদারণবৎ পীড়া, শরীরের গুরুতা, স্পর্শশক্তি লোপ ও কণ্ডু উপস্থিত হয়, এবং সন্ধিস্থলে বারংবার বেদনা হয় ও নিবৃত্তি পায়, দেহের বিবর্ণতা (ত্বক্ কান্তিক্ষয়) এবং দেহে মণ্ডলাকার চিহ্ন সকল উৎপন্ন হয় ॥ ৫—৭

বাতরক্তের লক্ষণ—বাতরক্ত রোগে যদি বায়ুর প্রকোপ অধিকতর হয়, তাহা হইলে পাদদ্বয়ে শূল স্ফুরণ ও তোদ, শোথের রুক্ষতা কৃষ্ণবর্ণতা ও শ্যাববর্ণতা এবং কখন ক্ষয় কখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ধমনী অঙ্গুলি ও সন্ধি সকলের সঙ্কোচ, অঙ্গগ্রহ (অঙ্গবেদনা), অতি যাতনা, শীতে দ্বেষ ও শীতে অনুপশয়, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস হয়। বাতরক্ত রোগে যদি রক্তের আধিক্য হয়, তাহা হইলে শোথ অতি বেদনান্বিত তোদবিশিষ্ট তাম্রবর্ণ, চিমি চিমি বেদনাযুক্ত ও কণ্ডু-ক্লেদ সমন্বিত হয়। স্নিগ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা পীড়ার শান্তি হয় না। বাতরক্তে যদি পিত্ত প্রকোপ অধিক হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত দাহ, মোহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা, (শোথ) মদ (মত্তত্ববৎ) ও তৃষ্ণা হয়। আর শোথ স্পর্শাসহ, দাহযুক্ত, রক্তবর্ণ, পাকবিশিষ্ট ও অতি উষ্ণ হইয়া থাকে। বাতরক্তে কফের প্রকোপ অধিক হইলে, স্তৈমিত্য, গুরুতা, স্পর্শানভিজ্ঞত্ব, চিক্কণতা, শৈত্য, কণ্ডু ও অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে। বাতরক্তে দুই দোষের আধিক্য থাকিলে তদ্দোষদ্বয় কৃত লক্ষণ এবং তিন দোষেরই আধিক্য থাকিলে ত্রিদোষকৃত লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

টীকা। বাতাধিক বাতরক্তে শূল স্ফুরণ ও তোদ, পাদদ্বয়েই হয়, তাহা সুশ্রুতও বলিয়াছেন, তদ্‌যথা—"বাতরক্তে পাদদ্বয় স্পর্শাসহ এবং তোদ-ভেদ-শোথ ও সুপ্তি বিশিষ্ট হয়"। রক্তাধিক বাতরক্তে রক্ত অধিক প্রবল হইবার কারণ রক্তও রক্তান্তরের দূষক হইয়া থাকে। পিত্তাধিক বাতরক্তে পাদদ্বয়েই বিদাহাদি লক্ষণ সকল উপস্থিত হয় বুঝিবে। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"পিত্ত-রক্ত দ্বারা পাদদ্বয় উগ্রদাহান্বিত অতি উষ্ণ ও রক্তবর্ণ শোথ বিশিষ্ট হয়।" "মোহ" আতুরের হয়, "স্বেদ" পাদদ্বয়ে হয়, মূর্চ্ছাও পাদদ্বয়ে হয়, মূর্চ্ছার অর্থ—এস্থলে মোহ নয়, উহার অর্থ সমুচ্ছ্রায় অর্থাৎ শোথ। কারণ পিত্তাধিক বাতরক্তে একবার সংমোহের উল্লেখ হইয়াছে। কফাধিক বাত-রক্তে গুরুত্বাদি লক্ষণ সকলও পাদদ্বয়েই উপস্থিত হয়। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"রক্ত শ্লেষ্মদুষ্ট হইলে পাদদ্বয়—কণ্ডুবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, শীতল, শোথান্বিত পীন ও স্তব্ধ হয়" ॥ ১—১২

পাদদ্বয় ভিন্ন অন্য অঙ্গ হইতেও যে বাতরক্ত আরম্ভ হয়, তাহাই কথিত হইতেছে। পাদমূল হইতে, কখন বা হস্তমূল হইতেও আরম্ভ করিয়া বাতরক্ত মূষিক-বিষের ন্যায় মন্দ মন্দ গতিতে ক্রমশঃ সমস্ত দেহে সঞ্চরিত হইয়া থাকে ॥ ১৩

বাতরক্তের উপদ্রব—নিদ্রানাশ, অরোচক, শ্বাস, মাংস গলন, শিরো-বেদনা, মূর্চ্ছা (তদঙ্গ সমুচ্ছ্রায় অর্থাৎ তৎস্থানে শোথ) অমন্দরুক্ (পীড়াবাহুল্য), তৃষ্ণা, জ্বর, মোহ (মূর্চ্ছা), কম্প, হিক্কা, পঙ্গুতা, বিসর্প, শোথ পাক, তোদ, ভ্রম, ক্লম, অঙ্গুলী বক্রতা, স্ফোট, দাহ, মর্ম্ম-বেদনা ও অর্ব্বুদ এই গুলি বাতরক্তের উপদ্রব ॥ ১৪।১৫

সাধ্যত্বাদি—ঐসকল উপদ্রবযুক্ত অথবা একমাত্র মোহ উপদ্রবযুক্ত হইলে সে বাতরক্তকে অসাধ্য জানিবে। উক্ত সমস্ত উপদ্রবযুক্ত না হইয়া যদি কতক-গুলিমাত্র উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে বাতরক্ত যাপ্য। বাতরক্ত নিরুপদ্রব হইলে তাহা সাধ্য হইয়া থাকে। এক দোষানুগ ও অচিরোৎপন্ন অর্থাৎ বর্ষা-ভ্যন্তরজাত বাতরক্ত সাধ্য। দ্বিদোষজ বাতরক্ত যাপ্য। ত্রিদোষজ বাতরক্ত এবং বহু উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত অসাধ্য। যে বাতরক্ত পাদমূল হইতে জানুপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, দলিতত্বক্, বিদীর্ণত্বক্, পূযরক্তস্রাবী ও বলমাংস ক্ষয়াদি উপদ্রবে উপদ্রুত, তাহা অসাধ্য। সংবৎ-সরোত্থিত বাতরক্ত যাপ্য ॥ ১৬—১৯

বাতরক্ত-চিকিৎসা—বাতরক্তাক্রান্ত রোগিকে স্নেহন ক্রিয়া দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া তাহার দোষ ও বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অল্প অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে। কিন্তু এরূপ পরিমাণে রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে যেন তদ্দারা তাহার বায়ু বর্দ্ধিত না হয়। সন্তাপ অঙ্গদাহ ও তোদ বিশিষ্ট বাতরক্তে জলৌকা দ্বারা রক্ত নিষ্কাশন করিবে। চিমিচিমিবদ্ বেদনা, কণ্ডু, ব্যথা ও কম্প এই সকল উপদ্রব থাকিলে শৃঙ্গ দ্বারা অথবা রক্তমোক্ষণ করিবে। বাতরক্তের রক্ত যদি একস্থান হইতে স্থানান্তরগামী হয়, তাহা হইলে শিরা প্রচ্ছন দ্বারা (অল্প অল্প শিরা চিরিয়া) রক্ত নির্হরণ

করিবে। বাতরক্তে অঙ্গ ম্লান হইলে রক্তস্রাব কর্ত্তব্য নহে। বাতোল্বণ বাতরক্তও স্রাব্য নহে। কারণ— রক্তক্ষয়হেতু বায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া গম্ভীর শোথ, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প, বায়ুজনিত শিরারোগ, গ্লানি, বাতসম্ভূত অন্যান্য বহুবিধরোগ, খঞ্জাদি বাতরোগ পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করে। অতএব রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া যথোপযুক্ত প্রমাণে রক্ত নিষ্কাশন করিবে। রোগিকে প্রথমে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া স্নেহযুক্ত বিরেচন দ্বারা তাহার বিরেচন কর্ত্তব্য, অথবা রুক্ষ-মৃদুবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা বারংবার বস্তিকর্ম্ম প্রশস্ত। বস্তি-কর্ম্মের ন্যায় বাতরক্তের হিতকর চিকিৎসা দ্বিতীয় নাই।

বাতরক্ত দ্বিবিধ, যথা বাহ্য ও গম্ভীর। (ত্বক্-মাংসাশ্রয়ি-বাতরক্তকে বাহ্য বা উত্তান এবং গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ি-বাতরক্তকে গম্ভীর বাতরক্ত কহা যায়) প্রলেপ অভ্যঙ্গ পরিষেক ও উপনাহ দ্বারা বাহ্যবাত-রক্তের, এবং বিরেচন আস্থাপন ও স্নেহপান দ্বারা গম্ভীর বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে।

দিবানিদ্রা, সন্তাপ, ব্যায়াম ও মৈথুন এবং কটু-উষ্ণ-গুরু-অভিষ্যন্দি লবণ ও অম্লদ্রব্য, বাতরক্তরোগী ত্যাগ করিবে।

বাতরক্তরোগে ভোজনার্থে পুরাণ যব-গোধূম-নীবার-শালি ও ষষ্টিকবৃত অন্ন হিতকর। রসার্থে বিষ্কির ও প্রতুদ মাংসরস হিতকর; যূষার্থে—অড়হর-ছোলা-মুগ-মসূর ও কুলখ কলায়ের বহুঘৃতসংস্কৃত যূষ প্রশস্ত। বাতরক্তরোগী শাকসাত্ম্য হইলে শুশুনিশাক, বেত্রাগ্র (বেতের ডগা), কাকমাচী শাক, শতমূলী-শাক, বেতোশাক, পুঁইশাক ও হড়হড়েশাক, ঘৃত ও মাংসরসের সহিত সংস্কৃত করিয়া খাইতে দিবে।

ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা ইহাদের পান অভ্যঙ্গ ও বাস্ত দ্বারা এবং সুখোষ্ণ উপনাহ দ্বারা বাতোল্বণ বাত-রক্তের চিকিৎসা করিবে। ছাগদুগ্ধ ও ঘৃতে গোধূম-চূর্ণ আপ্লুত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। তদ্রূপ ভাজা তিল দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত ও পেষিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। অথবা তিসি দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। কিংবা এরণ্ডফল দুগ্ধে বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। মৌরী, শুলফা, ষষ্টিমধু, বেড়েলা, পিয়াল, কেশুর, ঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও চিনি বাতরক্তে ইহাদের প্রদেহ দিবে। রাস্না, গুলঞ্চ, ষষ্টিমধু, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, জীবক ও ঋষভক এই সকল দ্রব্য দুগ্ধ ও ঘৃত সংযোগে সিদ্ধ এবং মধুশেষ সংযুক্ত করিয়া প্রদেহ (প্রলেপ বিশেষ) দিলে বাতরক্তরোগ বিনষ্ট হয়।

বাসক, গুলঞ্চ ও এরণ্ডমূল ইহাদের কষায় এরণ্ড-তৈলের সহিত পান করিলে সর্ব্বাঙ্গজ বাতরক্ত এবং বাতরক্তসম্ভূত অশেষ বিকার ক্রমে প্রশমিত হইয়া থাকে। দশমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে সদ্যঃ শূলনী নিবারিত হয়। বাতোল্বণ বাতরক্তে ঈষদুষ্ণ ঘৃতের পরিষেক করিবে। পলতা, কটকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে দাহান্বিত বাতরক্ত নিবারিত হয়। তেউড়ী ভূমিকুষ্মাণ্ড ও কুলেখাড়া ইহাদের ক্বাথ বাতরক্তনাশক। গুলঞ্চ কফবাতনাশক, কফমেদোবিশোষক, বাতরক্ত-প্রশমক এবং কণ্ডু বীসর্প নিবারক। গুলঞ্চের স্বরস, কল্ক, চূর্ণ বা ক্বাথ দীর্ঘকাল সেবন করিলে বাতরক্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে তিন কর্ষ পরিমাণে (৬ তোলা মাত্রায়) লইয়া তাহার ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত আমবাত ও নানাবিধ কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের ক্বাথে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। তিনটা বা পাঁচটা হরীতকী গুড়ের সহিত খাইয়া গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে, আজানুস্ফুটিত ও চ্যুত বাতরক্তও অবশ্য প্রশমিত হয়॥ ২০—৪২

গুগ্‌গুলু বটিকা—গুলঞ্চের ক্বাথে অথবা দ্রাক্ষা ও গোময় রসে কিংবা ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্‌গুলু মর্দ্দন করিয়া ১ তোলা পরিমিত গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা মধুতে আলোড়িত করিয়া ভক্ষণ করিলে পাদস্ফোট ও অতিঘোর দলিত সর্ব্বাঙ্গজ বাতরক্তও আশু প্রশমিত হয়॥ ৪৩। ৪৪

মাহিষ নবনীত গন্ধকের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে গোমূত্র দুগ্ধ ও সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া আলোড়ন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে অগ্নিতে পাক করিবে। তদ্দ্বারা গাত্র উদ্বর্ত্তন করিলে গাত্রস্ফুটন বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চের স্বরস ক্বাথ কল্ক বা চূর্ণ ঘৃতসহ খাইলে বাত, গুড়সহ খাইলে মলবাতাদির বিবদ্ধতা, চিনিসহ খাইলে পিত্ত, মধুসহ খাইলে কফ, এরণ্ডতৈলের সহিত খাইলে উগ্রবাতরক্ত এবং শুঁঠের সহিত খাইলে আম-বাত নিবারিত হয়।

বাসক, পঞ্চমূলী, গুলঞ্চ,এরণ্ড ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে এরণ্ডতৈল হিঙ্ ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতরক্ত আমবাত কটীশূল মলমূত্রবিবদ্ধতা ও দুর্নিবার ব্রধ্নরোগ প্রশমিত হয়।

এরণ্ডমূল, বাসক, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বেড়েলা ও কুলেখাড়া ইহাদের মূলের ক্বাথ করিয়া পান করিলে আজানুগ দলিতত্বক্ ঊর্দ্ধগত এবং দীর্ঘকালজাত বাত-রক্তও আশু বিনষ্ট হয়।

গুড়-ঘৃত (গুড়মিশ্রিত ঘৃত) কফপিত্ত প্রশমক, কণ্ডূবীসর্পনাশক ও বাতরক্ত নিবারক। বাতরক্তে প্রতিদিন যথাবিধি পিপ্পলী বাড়াইয়া তাহা গুড়ের সহিত সেব্য (ব্যাখ্যান্তর পিপুল ও এরণ্ডমূল গুড়ের সহিত সেব্য) অথবা হরীতকী গুড়ের সহিত সেবন করিবে।

কুলেখাড়া ও গুলঞ্চের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া যথাবল পান করিলে এবং পথ্যভোজী হইলে ত্রিসপ্তাহ মধ্যে বাতরক্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যষ্টিমধু যত, তৈল তাহার দ্বিগুণ এবং তৈলের দ্বিগুণ ছাগদুগ্ধ একত্র করিয়া যথাগ্নিবল পান করিলে বাতরক্ত বিনষ্ট হয়। বকফুলের চূর্ণ মাহিষ দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দধি পাতিবে। সেই দধি হইতে নবনী তুলিয়া গাত্রে মাখিলে গাত্রস্ফুটন প্রশমিত হয়।

ত্রিফলা, নিম্ব, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কট্‌কী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা এই নয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটি এক এক কর্ষ (দুই দুই তোলা) লইয়া যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। এই নবকার্ষিক ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পামা, রক্তমণ্ডল, কণ্ডূ ও কপালিকা কুষ্ঠ দূরীভূত হয়। নবকার্ষিক কষায়ে, পাঁচরতিতে মাষা ধরিয়া কর্ষ পরিমাণ স্থির করিবে। কিংবা ঐ ক্বাথ সাধনে যোগ্য মাত্রা প্রদান করিবে। ক্বাথকরণে পরিভাষা—দ্রব্যের পরিমাণ কর্ষ হইতে পল পর্য্যন্ত হইলে ষোলগুণ জলে, তদূর্দ্ধ কুড়ব পর্য্যন্ত আটগুণ জলে, তদূর্দ্ধ প্রস্থাদিক পর্য্যন্ত চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিবে।

বিরেচন, ঘৃতপান, দুগ্ধপান, পরিষেক ও বস্তিকর্ম্ম দ্বারা রক্তোল্বণ বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। শিমুলমূলের ছালের কল্কে মেষদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া রক্তোল্বণ বাতরক্তে প্রলেপ দিবে। যষ্টিমধু ও বেণামূলের ক্বাথে দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত সংযুক্ত করিয়া মাখাইবে। রক্তাধিক বাতরক্তে মেষদুগ্ধ পুনঃ পুনঃ সেচন করিবে। সহস্রধৌত বা শতধৌত পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন করিবে। অথবা ঘৃত ও ধুনা মিশ্রিত করিয়া সুশীতল অবস্থায় তাহা লেপন করিবে। দাহ প্রশমক সুশীতল দ্রব্য দ্বারা রক্তপিত্তোল্বণ বাতরক্ত জয় করিবে। রক্তাধিক বাতরক্তে যষ্টিমধু ও বেণামূলের ক্বাথের সহিত দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। রাগ দাহ ও বেদনান্বিত রক্তোল্বণ বাতরক্তে রক্তমোক্ষণ করিয়া, তিল পিয়াল যষ্টিমধু পদ্মমৃণালমূল ও বেতস দুগ্ধে বাটিয়া এবং তাহাতে ঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ দাহরোগ নাশক। পিত্তোত্তর বাতরক্তে গাম্ভারীফল, দ্রাক্ষা, সোন্দালফল, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু ও ক্ষীরকাকোলী ইহাদের সুশীতল ক্বাথ শর্করা ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ গোমূত্রসংযুক্ত করিয়া পান করিলে দোষের অনুলোম হয়। পিত্তরক্তাবৃতবাতে ধারোষ্ণ দুগ্ধসহ তেউড়ীচূর্ণ পান করিবে। বহুদোষাক্রান্ত বাতরক্ত রোগী বিরেচনার্থ দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিবে। তৈল জীর্ণ হইলে দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন করিবে। পিত্তাধিক বাতরক্তে পলতা, ত্রিফলা, শতমূলী, গুলঞ্চ ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথে চিনি মধুসংযুক্ত করিয়া পান করা প্রশস্ত। ইহাতে তিক্তক ঘৃত পান ও বহুবার বিরেচন কর্ত্তব্য। কফোল্বণ বাতরক্তে মৃদু বমন স্নেহসেক, লঙ্ঘন ও ঈষদুষ্ণ পরিষেক প্রশস্ত। ইহাতে তৈল গোমূত্র সুরা ও শুক্ত দ্বারা সদা পরিষেক হিতকর শ্বেতসর্ষপের প্রলেপ বেদনা নাশক। শজিনা ও বরুণছাল কাঁজীতে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই বাতবেদনা প্রশমিত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্লেষ্মাধিক বাতরক্তে, অশ্বগন্ধা ও তিল বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে; ইহাতে সর্ষপ, নিমছাল, আকন্দছাল, কালিয়াকড়া, যবক্ষার ও তিল বাটিয়া তাহার প্রলেপও হিতকর। শ্লেষ্মোল্বণ বাতরক্তে যবশক্তু, ঘৃত, যবক্ষার ও কয়েতবেলের ছাল বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। মসুর এবং শজিনার ছাল ও বীজ কাঁজীতে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ও কাঁজী দ্বারা পরিষেক করিলে বাতকফোল্বণ বাতরক্ত প্রশমিত হয়। মুতা, আমলকী ও হরিদ্রা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রতিদিন পান করিলে বাতরক্ত ও বাতশ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়। কফাধিক বাতরক্তে হরিদ্রা ও গুলঞ্চের ক্বাথ, অথবা ত্রিফলার ক্বাথ মধুসংযোগে মধুরীকৃত করিয়া পান করিবে। হরীতকী বাটিয়া তক্রের সহিত বা জলের সহিত পান করিবে। বাতকফোল্বণ বাতরক্তে গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, শুল্ফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের প্রলেপ দিলে বেদনা প্রশমিত হয়। গুলঞ্চ, কট্‌কী, যষ্টিমধু ও শুঁঠ ইহাদের কল্কে মধু মিশ্রিত করিয়া তাহা গোমূত্র সহ পান করিলে কফান্বিত বাতরক্ত প্রশমিত হয়। আমলকী হরিদ্রা ও মুতার ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও কফান্বিত বাতরক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫—৭৭

লাঙ্গলী গুটিকা—ঈশ লাঙ্গলার মূল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য গুলঞ্চের ক্বাথে, দ্রাক্ষার ক্বাথে, গোময় রসে বা ত্রিফলা ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া এক তোলা পরিমিত গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা মধুতে মাড়িয়া ভক্ষণ করিলে যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি শুন—যে বাতরক্ত পাদস্ফুটিত, দুর্গন্ধ, ও জানু প্রাপ্ত, যাহা সর্ব্বদেহে উদ্‌গত এবং যাহা অসাধ্য বলিয়া প্রকীর্ত্তিত, সেই প্রবল বাতরক্তও এই গুটিকা ভক্ষণে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥৭৮—৮১

দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ বাতরক্তে, তত্তদ্দোষজ পৃথক্ পৃথক্ বাতরক্তের যে চিকিৎসা ও পথ্য উক্ত হইল, তাহাই মিলিত করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

বলাঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, মেদা, আলকুশীবীজ, শতমূলী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রাস্না ও দ্রাক্ষা, মিলিত /১ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে বাতরক্ত এবং হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, বীসর্প, কামলা ও দাহ বিনষ্ট হয়॥ ৮২।৮৩

অপর পিণ্ডতৈল—বেড়েলা, শালপানি, গোরক্ষ চাকুলে, গুড়ূচী ও শতমূলী ইহাদের কল্ক ও ক্বাথসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসনে উৎকট বাতরক্তও প্রশমিত হয়॥ ৮৪

পারুষক ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—বলাডুমুর, আমলকী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতমূলী ও কেশুর ইহাদের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—উভয় পরূষক (নীলঝাঁটী ও ফল্সা), দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল ও দেবদারু; মিলিত /১ সের। ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরস ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা পরূষক ঘৃত নামে কথিত। বাতরক্তে, ক্ষতে, ক্ষীণে, বীসর্পে ও পৈত্তিক জ্বরে ইহা প্রযোজ্য॥ ৮৫—৮৭

শতাবরী ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। শতমূলীর কল্ক /১ সের। শতমূলীর স্বরস ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। এই ঘৃত বাতরক্তনাশক॥ ৮৮

ঋষভ ঘৃত—ঋষভ, ক্ষীরকাকোলী, ক্ষীরুই ও জীবক ইহাদের কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ সহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত বাতরক্তনাশক॥ ৮৯

গুড়ূচী ঘৃত—গুলঞ্চের ক্বাথ ও কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে বাতরক্ত এবং দুস্তর কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। পরিভাষা—যদি দুগ্ধ এবং অন্য চারিপ্রকার দ্রবের সহিত স্নেহ পাক করিতে হয়, তাহা হইলে দুগ্ধের পরিমাণ স্নেহের সমান এবং অপর চারিপ্রকার দ্রবের মিলিত পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হইবে। কিন্তু যদি একটি দুইটি বা তিনটি দ্রবের সহিত স্নেহ পাক করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক দ্রবের পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ করিয়া হইবে। অর্থাৎ স্নেহ পাকে যদি দ্রবের সংখ্যা তিনের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাদের সমষ্টি-পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হইবে। দ্রবের সংখ্যা তিনের মধ্যে হইলে প্রত্যেকটি স্নেহের চারিগুণ করিয়া লইতে হইবে। (দ্রব অর্থাৎ ক্বাথ-স্বরস-জল-দুগ্ধ-দধি-তক্র কাঁজী প্রভৃতি)॥ ৯০।৯১

গুলঞ্চের কষায় এবং শুঁঠের কল্কসহ যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত বাতরক্তনাশক। ইহা দ্বারা আমবাত, আঢ্যবাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও গুল্মাদিরোগ সকল বিনষ্ট হয়॥ ৯২।৯৩

গুড়ূচী ঘৃত—গুলঞ্চের স্বরস ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে উত্তান ও গম্ভীর বাতরক্ত প্রশমিত হয়॥ ৯৪

গুড়ূচী ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ /১ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস ও জ্বর নিবারিত হয়॥ ৯৫।৯৬

অমৃতাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শুঁঠ, বেড়েলা, বাসক, সোন্দাল, শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কট্‌কী, পিপুল, গাম্ভারীফল, রাস্না, কুলেখাড়া, এরণ্ডমূল, বিদ্ধড়ক, মুতা ও নীলোৎপল, মিলিত /১ সের। আমলকীর রস /৪ সের। জল ১২ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা ভোজনে ও পানে প্রযোজ্য। ইহা সেবন দ্বারা বহুদোষান্বিত উত্তান ও গম্ভীর বাতরক্ত, ত্রিক-জঙ্ঘা-উরু ও জানুগত বাতরক্ত, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, মহামূল সুদারুণ আমবাত, দাহরোগার্ত্ত ব্যক্তির সুদুস্তর বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদাবর্ত্ত, প্রমেহ ও বিষমজ্বর এই সমস্ত রোগ এবং বাতপিত্তকফোত্থিত রোগ সকল আশু বিনষ্ট হয়। ইহা নিয়ত সেবন করিলে বর্ণ-আয়ু ও বল বর্দ্ধিত হয়। এই ঘৃত অশ্বিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত॥ ৯৭—১০৩

গুড়ূচী ঘৃত। গুলঞ্চের স্বরস, জীবনীয়গণের কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ সহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত ও বাতরক্ত নাশক॥ ১০৪

মহাগুড়ূচী ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, শতাবরী, ঋদ্ধিকা, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, অশ্বগন্ধার মূল, শালপাণি, কট্‌কী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল, রাস্না ও বাসক, মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পানে অভ্যঙ্গে নস্যে ও পরিষেকে প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা সশোষাঢ্য সদাহ বাতরক্ত, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খঞ্জ, উরুস্তম্ভ বাত, সুদারুণ বাতরক্ত, দীর্ঘকালজাত বাতকৃচ্ছ্র, গৃধ্র ও বাতকণ্টক বিনষ্ট হয়। ইহা ধন্বন্তরির উপদেশ॥ ১০৫—১১১

শতাহ্বাদি তৈল—শুলফা কুড় ও যষ্টিমধু ইহাদের এক একটির ক্বাথসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল বাতরক্তনাশক॥ ১১২

মহাপিণ্ড তৈল—অনন্তমূল, নিমছাল,কুষ্মাণ্ড-নাল ও পুঁইশাক ইহাদের ক্ষার স্রাবিত জল; গুলঞ্চের ক্বাথ; গব্যদুগ্ধ, কামরাঙ্গার রস; এবং কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জীবক, মেদা, মহামেদা, শুলফা, ক্ষীরিণী, মঞ্জিষ্ঠা, মোম, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধুনা, সৈন্ধব ও চন্দন ইহাদের কল্ক; এই সকলের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে স্ফুটিত-গলিত-ঘোর-বাতরক্ত এবং চর্ম্মদল ও পামাদি কুষ্ঠ, ত্বগ্‌দোষ, বিপাদিকা, কুষ্ঠ, অর্শঃ, বীসর্প, ব্রণ শোথ ও ভগন্দর বিনষ্ট হয়। বাতরক্তের এমন প্রবল বিকার নাই, যাহা এই মহাপিণ্ড তৈল দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত না হয়।

পিণ্ডতৈল—অনন্তমূল, ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও মোম এই সকল কল্ক দ্রব্য এবং দুগ্ধসহ তৈল পাক করিয়া বাতরক্তে প্রয়োগ করিবে॥১১৩—১১৮

পিণ্ড তৈল—অনন্তমূল, ধুনা, যষ্টিমধু, মোম ও দুগ্ধ ইহাদের সহিত এরণ্ড তৈল পাক করিবে। এই তৈল না ছাঁকিয়া মন্থন করিয়া লওয়া যায় বলিয়া ইহাকে পিণ্ড তৈল কহা গিয়া থাকে। এই তৈল বাতরক্ত নাশক॥ ১১৯

মহাপদ্মক তৈল—তৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—পদ্মকেশর, যষ্টিমধু, রিটা, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, বেড়েলা, কিংশুক ও রক্তচন্দন প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সৌবীর (কাঁজী বিশেষ) /৪ সের। কল্কার্থ—লোধ, কাকোলী, বেণামূল, জীবক, ঋষভক, নাগকেশর, কাঠমল্লিকার লতা ও পত্র, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ড্রিয়া, পীতচন্দন (সুগন্ধি-কাষ্ঠ বিশেষ), মেদা, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু ও কুঙ্কুম, প্রত্যেক ২ কর্ষ (চারি তোলা), মঞ্জিষ্ঠা ১ পল। যথা নিয়মে পাক করিবে। এই তৈল বাতরক্ত ও জ্বর-নাশক॥ ১২০—১২৩

খুড়্ডাকপদ্মক তৈল—তৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা, মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও চন্দন, মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল খুড়্ডাক পদ্মক নামে অভিহিত। ইহা বাত-রক্ত ও পিত্তনাশক॥১২৪

গুড়ূচী তৈল—তিলতৈল /১৬ সের। ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ ১২।৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্য সকল, এবং কুড়, এলাইচ, অগুরু, কিস্‌-মিস্,জটামাংসী,ব্যাঘ্রনখ(নখী নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ), নখী (ছোটনখী), রেণুক, মুণ্ডরী, ত্রিকটু, শুলফা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্বক্‌পত্রা (তেজপত্র সদৃশ পত্র),অনন্তমূল, অগুরু, হড়হড়ে, শালপানি,ভুঁই আমলা, তগরপাদুকা, নাগ-কেশর, বালা, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক এককর্ষ (২ তোলা)। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল পানে অভ্যঙ্গে ও অনুবাসনে প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা স্রোতঃ ও ধাত্বন্তরগত বাতরক্ত, বাতপিত্ত, স্বেদ, কণ্ডূ, রুজা (বেদনা বিশেষ), আয়াম (ব্যায়াম, অন্তরায়াম), শিরঃকম্প, অর্দ্দিত ও ব্রণকৃত দোষ সকল বিনষ্ট হয়। ইহা ধন্য, পুংসবন ও গর্ভদ॥ ১২৫—১৩০

অমৃতাহ্বয় তৈল—তিলতৈল ১ দ্রোণ (৬৪ সের)। ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, লঘুপঞ্চমূল, পুনর্নবা, রাস্না, এরণ্ডমূল ও জীবনীয়গণ (যথালাভ) ইহাদের প্রত্যেক একশতপল (সাড়ে বার সের করিয়া), বেড়েলা পাঁচশত পল, কুল, বেলশুঁঠ, যব, মাষকলাই ও কুলথ কলাই ইহাদের প্রত্যেক /৮ সের, শুষ্ক গাম্ভারী ফল ৬৪ সের, ক্বাথকরণার্থ জল একশত দ্রোণ, শেষ চারি-দ্রোণ। দুগ্ধ পাঁচ দ্রোণ। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, বেণামূল, নাগেশ্বর, তেজপত্র, এলাইচ, অগুরু, কুড়, তগর পাদুকা ও যষ্টিমধু, ইহাদের প্রত্যেক তিনপল, মঞ্জিষ্ঠা অর্দ্ধপল। এই সকলের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈল পানাভ্যঙ্গাদি সর্ব্ব-বিষয়ে প্রযোজ্য। বাতরক্ত রোগির,ক্ষতক্ষীণ রোগির, ভারার্ত্ত ব্যক্তির, ক্ষীণশুক্র ব্যক্তির, কম্পরোগার্ত্ত ব্যক্তির, টংক্ষিপ্ত ও ভগ্ন ব্যক্তির ও সর্ব্বাঙ্গজ রোগির পক্ষে এই অমৃতাহ্বয় তৈল হিতকর। ইহা দ্বারা যোনি-দোষ, অপস্মার, উন্মাদ ও বিষমজ্বরও প্রশমিত হয়। ইহা পুংসবন॥ ১৩১—১৩৭

মৃণালাদ্য তৈল—তৈল /৪ সের। তৃণ পঞ্চ মূলের ক্বাথ ১৬ সের। দুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—পদ্মমৃণাল, উৎপল, শালুক, অনন্তমূল, বালা, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শ্বেত চন্দন, চিরতা,পদ্মবীজ, কেশুর, পলতা, কটুকী, অনন্ত মূল, ভদ্রমুস্তক, ক্ষেত পাপড়া ও বাসক মিলিত /১ সের। যথা নিয়মে পাক করিবে। এই তৈল বস্তিকর্ম্মে নস্যে পানে ও অভ্যঙ্গে প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা পিত্ত রোগ প্রশমিত হয়। এই মৃণালাদ্য তৈলের ক্বাথ কল্কাদির সহিত ঘৃত পাক করিয়াও এই রূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে॥ ১৩৮—১৪০

ধস্তূরাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪ সের। ধুতুরা আপাঙ্গ ও মান কচুর ক্ষার স্রাবিত জল ১৬ সের।

কল্কার্থ—কুসুম লবণ ও ধুনা চূর্ণ মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এইতৈল ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) ও বাতরক্ত নাশক॥ ১৪১

নাগবলা তৈল—তৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—গোরক্ষ চাকুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—তগর পাদুকা ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ৫ পল। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলের বস্তি প্রদান করিলে সাতদিনের মধ্যে প্রবল বাতরক্ত প্রশমিত হয়; ইহা পান করিলে দশ দিনের মধ্যে বাতরক্ত রোগী আরোগ্য লাভ করে। এই তৈলোত্তম ঋষি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে॥ ১৪২। ১৪৩

জীবকাদ্য মিশ্রক—মিলিত ঘৃত-তৈল /৪ সের। জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, অনন্তমূল, শতমূলী, যষ্টিমধু, গাম্ভারী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, দশমূল, পুনর্নবা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা ও পাষাণভেদী ইহাদের ক্বাথ ১৬ সের এবং ইহাদেরই মিলিত কল্ক /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। আর প্রতুদ ও বিষ্কির পক্ষির বসা মজ্জা ও মাংস যাহা পাওয়া যায়, তাহা চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। ঐ মিশ্রক এবং এই দুগ্ধপক্কবসাদি সেবন করিলে বাতরক্ত এবং সর্ব্বদেহাশ্রিত সুঘোর বাতজ ব্যাধি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৪৪—১৪৭

বলাতৈল শতপাক—তৈল /৪ সের। বেড়েলার কষায় ১৬ সের ও বেড়েলার কল্ক /১ সের, এবং দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার সেই তৈল ঐ বেড়েলার কষায় ও কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধসহ পাক করিবে। এইরূপে একশত বার পাক করিতে হইবে। এই শতপাক বলাতৈল বাতরক্তপিত্তনাশক। ইহা ধন্য, পুংসবন, শুক্রবর্দ্ধক, এবং শুক্ররোগ যোনিরোগ ও বাতরোগ প্রশমক॥ ১৪৮। ১৪৯

মধুকাদ্য তৈল—তৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—যষ্টিমধু ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের সের। কল্কার্থ—শুলফা, শতমূলী, মূর্ব্বা, দুষ্কিকা, অগুরু, রক্তচন্দন, শালপানি, হংসপদী, জটামাংসী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ভুঁইআমলা, ঋদ্ধি, পদ্মকাষ্ঠ, জীবক, ঋষভক, জীবন্তী, দারুচিনি, তেজপত্র, নখী, বালা, পুণ্ডরিকা কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কর্পূর ও ধনে প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল বাতরক্ত-পিত্ত-দাহ ও জ্বরনাশক এবং বল ও বর্ণকারক॥ ১৫০—১৫৩

মধুকতৈল শতপাক—তৈল চারি সের, যষ্টিমধুর কল্ক ১ পল এবং দুগ্ধ ১৬ সের, যথাবিধি পাক করিবে। পাকশেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার সেই তৈল ঐ যষ্টিমধুর কল্ক ও চতুর্গুণ-দুগ্ধ-সহ পাক করিবে। এইরূপে একশতবার পাক করিতে হইবে। এই শতপাক মধুক তৈল ত্রিদোষে প্রদেয়। ইহা বাত-রক্ত-শ্বাস-কাস-কামলা ও দাহনাশক এবং ধন্য ও পুংসবন॥ ১৫৪। ১৫৫

বলাতৈল—বেড়েলার কষায় কল্ক এবং সমপরিমিত দুগ্ধসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈলও শতবার বা সহস্রবার পাক করিলে তদ্দারা বাতরক্ত বাতদুষ্টি রক্তদুষ্টি শুক্রদুষ্টি ও রজোদুষ্টি বিনষ্ট হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন, ইন্দ্রিয়গণের বৈমল্য কারক, জীবনবর্দ্ধক, বৃংহণ ও স্বরহিত॥ ১৫৬।১৫৭

পুনর্নবা গুগ্‌গুলু—পুনর্নবা মূল ১০০ পল (১২॥০ সের), এরণ্ডমূল ১০০ পল, শুঁঠ ১৬ পল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংস (/৮ সের) শেষ থাকিতে নামাইয়া এবং ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে গুগ্‌গুলু ৮ পল প্রক্ষেপ করিয়া পুনঃ পাক করিবে। পাককালে এরণ্ডতৈল অর্দ্ধসের তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। আসন্ন পাকসিদ্ধি সময়ে তেউড়ীচূর্ণ ৫ পল, দন্তীমূল চূর্ণ ১ পল, গুলঞ্চচূর্ণ ২ পল, ত্রিফলা ত্রিকটু ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেক অর্দ্ধপল বা একপল, সৈন্ধব ভেলা ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, এবং পুনর্নবা চূর্ণ একপল, তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে এই পুনর্নবা গুগ্‌গুলু ২ তোলামাত্রায় খাইবে। ইহা সেবনে বাতরক্ত, সাতপ্রকার বৃদ্ধিরোগ, গৃধ্রসী এবং জঙ্ঘা-উরু-পৃষ্ঠ ত্রিক ও বস্তিগত প্রবল আমবাত প্রশমিত হয়॥ ১৫৮—১৬২

শর্করাসমগুগ্‌গুলু—যবক্ষার, দেবদারু, সৈন্ধব, মুতা, ছোট এলাইচ, বচ, যমানী, ত্রিকটু, বনযমানী, হরিদ্রা, ত্রিফলা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুইতোলা, গুগ্‌গুলু পাঁচপল, শর্করা পাঁচপল; এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তপ্ত ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। ইহা ভক্ষণে বাতরক্ত, উদর, ভগন্দর, প্লীহা, যক্ষ্মা, বিষমজ্বর, গরবিষ, শ্বিত্রকুষ্ঠ, সর্ব্বকার ব্রণ, চিত্তবিভ্রম, মত্ততা, গৃধ্রসী, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠজাত উৎকট রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়। ইন্দ্রহস্তচ্যুত বজ্র যেমন দৃঢ়শৈলকুলকে আশু বিনষ্ট করে, এই গুগ্‌গুলুও সেইরূপ কঠিন কঠিন রোগসমূহকে শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া থাকে। ঋষিনির্ম্মিত এই গুগ্‌গুলু সেবন করিয়া অহিতকর অন্ন পান ও বিহার বর্জ্জন করিলে ইহা সর্ব্বকাল সুখপ্রদ নিরত্যয় ও রসায়ন হইয়া থাকে। এই ঔষধের হীন মাত্রা চারি মাষা, মধ্যম মাত্রা আট মাষা এবং শ্রেষ্ঠ মাত্রা বারমাষা। কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া রোগির পক্ষে যে মাত্রা

উপযুক্ত হয়, সেই মাত্রায় ঔষধ সেবন করাইবে। স্রংসনত্বহেতু (উর্দ্ধগত দোষের অধোনয়ন হেতু) অথবা গুরুত্বহেতু গুগ্‌গুলুর করণক্রম নির্দ্দেশ্য॥ ১৬৩—১৬৯

অমৃতা গুগ্‌গুলু—গুলঞ্চ এক প্রস্থ (দুইসের), গুগ্‌গুলু অর্দ্ধপ্রস্থ (আটপল অর্থাৎ একসের), ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক একসের এই সমস্ত দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং পুনর্ব্বার সেই কষায় পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে তাহাতে দন্তী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, দারুচিনি ও ত্রিফলা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধপল (চারিতোলা) এবং তেউড়ীচূর্ণ দুইতোলা প্রক্ষেপ দিবে। পরে অগ্নিবল বুঝিয়া দুই-তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ খাইবে। ইহা ভক্ষণে বাত রক্ত, কুষ্ঠ, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, দুষ্টব্রণ, প্রমেহ, আমবাত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, আঢ্যবাত ও শোথ এই সকল বিনষ্ট হয়॥ ১৭০—১৭৫

অমৃতা গুগ্‌গুলু—গুলঞ্চ তিনপ্রস্থ অর্থাৎ ছয় সের, গুগ্‌গুলু একপ্রস্থ অর্থাৎ দুইসের, হরীতকী বহেড়া, আমলকী ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেক দুইসের। এই সকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে তাহাতে দন্তীমূল, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠ, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুচিনি ও বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধপল (চারিতোলা) ও তেউড়ীচূর্ণ দুইতোলা, নিক্ষেপ করিবে। ইহা দ্বিতীয় অমৃতাগুগ্‌গুলু। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ খাইবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, দুষ্টব্রণ, প্রমেহ, আমবাত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, আঢ্যবাত ও শোথ এই সকল রোগ প্রশমিত হয়। এই অমৃতা গুগ্‌গুলু অগ্নিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

গুড়, হিঙ্, শুঁঠ, মাংস, কুষ্মাণ্ড, গুলঞ্চ ও গুগ্‌গুলু ইহাদের এক প্রস্থের পরিমাণ ষোল পল॥ ১৭৬—১৮২

নবপুরাণ গুগ্‌গুলু লক্ষণ—যে গুগ্‌গুলু স্নিগ্ধ (চিক্কণ) স্বর্ণ সঙ্কাশ, পাকা জামফল প্রতিম, সুগন্ধি ও পিচ্ছিল, তাহাকে নূতন গুগ্‌গুলু বলিয়া জানিবে। আর যাহা শুষ্ক, দুর্গন্ধ ও বিবর্ণ তাহাকে পুরাণ গুগ্‌গুলু বলিয়া স্থির করিবে। পুরাণ গুগ্‌গুলু রোগিকে দিবে না॥ ১৮৩। ১৮৪

চন্দ্রপ্রভা গুটিকা—বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চই, চিরতা, পিপুলমূল, মুতা, শটী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব ও সচল লবণ, যবক্ষার ও সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপ্পলী ও আতইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক কর্ষ, শিলাজতু ৮ পল, নিষ্পত্র বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ২ পল, লৌহচূর্ণ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল, দন্তীমূল তেউড়ীমূল ও ত্রিসুগন্ধি (দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ) প্রত্যেক ১ পল, এই সকল চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। ইহাই চন্দ্রপ্রভা গুটিকা নামে খ্যাত। এই গুটিকা সেবনে জ্বর,অতিসার, গ্রহণী রোগ, ষড়্‌বিধ অর্শঃ, ভগন্দর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, অগ্নিমান্দ্য, পিত্ত-কফ ও বায়ুজনিত-রোগ সকল, নাড়ীব্রণ, মর্ম্মগতব্রণ, ক্ষতক্ষয়, গৃধ্রসী, যক্ষ্মা, প্রবল হস্তিমেহ, শুক্রক্ষয়, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রক্ষরণ, ও উদরাময় এই সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়। মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া এই চন্দ্রসম প্রশস্ত গুটিকা সেবন করিলে তাঁহার প্রসাদে উক্ত সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই মহৌষধ সেবন করিয়া কোন-রূপ পান-আহার পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না, এবং শীতবাত আতপ ও মৈথুন বিষয়েও কোন নিষেধ নাই, অর্থাৎ যথেচ্ছ আহার বিহার করা যাইতে পারে। অন্নভোজনের পূর্ব্বে এই ঔষধ সেব্য এবং ঔষধ সেব-নান্তে তক্র ও দধিজল অনুপান করা কর্ত্তব্য। অথবা ছাগমাংসরস বা জাঙ্গলমাংসরস অথবা দুগ্ধ কিংবা শীতল জল অনুপেয়। এই ঔষধের প্রভাবে আটপ্রকার শুক্রদোষ ও বিংশতিপ্রকার মেহ প্রশমিত হয়। ইহা সেবনে বৃদ্ধও বলীপলিত নির্ম্মুক্ত হইয়া তরুণস্পর্দ্ধী হইয়া থাকে। এই চন্দ্রপ্রভা গুটিকোক্ত দ্রব্যসমূহের মধ্যে শিলাজতু গুগ্‌গুলু ও লৌহচূর্ণ একীকৃত করিয়া অগ্রে তত্তদ্ব্যাধিহর ক্বাথ দ্বারা অর্থাৎ চন্দ্রপ্রভা গুটিকা দ্বারা যে যে ব্যাধি বিনষ্ট হয় বলিয়া উক্ত হইল, সেই সেই ব্যাধিনাশক ক্বাথ দ্বারা বহুবার ভাবনা দিবে। ভাবনা দেওয়ার পর তাহা চূর্ণীকৃত করিয়া বিড়ঙ্গাদি চূর্ণের সহিত মিলিত করিবে। সমপরিমিত ধনে-পল্তার যূষের দ্বারাও প্রথমে শিলাজতুকে ভাবিত করিয়া লইতে হইবে॥ ২৮৫—১৯৩

কৈশোর গুগ্‌গুলু—যুবা মহিষের নয়নোদর-সন্নিভ গুগ্‌গুলু অর্থাৎ মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু /২ সের, ত্রিফলা প্রত্যেক /২ সের, গুলঞ্চ /৪ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে, এবং হাতা দ্বারা মুহুর্মুহুঃ নাড়িতে থাকিবে। অগ্নিসন্তাপে অর্দ্ধেক জল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ ৩২ সের জল শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্বাথ একটা লৌহ পাত্রে পুনর্ব্বার পাক করিবে। গাঢ়ীভূত ও হিমশিলাপ্রখ্য হইলে উহা নামাইয়া ত্রিফলা চূর্ণ প্রত্যেক চারি চারি তোলা, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ১২ তোলা, বিড়ঙ্গচূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ২ তোলা, গুলঞ্চচূর্ণ ৮ তোলা তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলো-

ড়িত করিয়া লইবে। (পাঠান্তর—উহাতে ঘৃত /১ সের মিশ্রিত করিবে)। উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য। অনুপান—চণকাদির যূষ দুগ্ধ বা সুগন্ধি জল। এই ঔষধ সেবন করিয়া সকল সময়েই যথেচ্ছ আহারবিহার করা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা শরীরনাশক একোত্থণ দ্ব্যুত্থণ বা ত্র্যুত্থণ ও দীর্ঘকালোৎপন্ন বাতরক্তও প্রশমিত হয়। ভগ্ন স্রুত বা পরিশুষ্ক দলিতত্বক্ বা বিদীর্ণ যে বাতরক্ত, তাহাও প্রশমিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ব্রণ কাস কুষ্ঠ গুল্ম শোথ গরবিষ পাণ্ডু মেহ অগ্নিমান্দ্য বিবদ্ধ (মলবাতাদির বিবদ্ধতা) ও প্রমেহ পিড়কা সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই গুগ্‌গুলু সতত সেবন করিলে কালক্রমে সকল রোগই বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঔষধসেবির জরাদোষ অপগত হইয়া কৈশোরিকরূপ উৎপন্ন হয়। (ত্রিফলার প্রত্যেকটি এক এক প্রস্থ "দুই দুই সের" এবং জল এক এক আঢ়ক অর্থাৎ ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ করিতে জল পরিমাণ ৬৪ সের লইতে হইবে। আর গুগ্‌গুলুর পাক গুড়পাকবৎ করিতে হইবে)॥ ১৯৪—২০৩

ত্রিফলা গুগ্‌গুলু—ত্রিফলা, আতইচ, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, ফল্‌সা, খদিরকাষ্ঠ, আসন, নক্তাহ্ব (করমচা), গুলঞ্চ, সোন্দাল, চিরতা, নিম, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও পলতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ ক্বাথের অর্দ্ধাংশ গুলঞ্চচূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করিয়া একটা নূতন ভাণ্ডে একরাত্রি রাখিয়া পরদিন ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর শিলাজতু ও গুগ্‌গুলু সমপরিমাণে লইয়া উহাদের ছয়গুণ উক্ত ক্বাথে সপ্তাহকাল ভাবনা দিবে। পরে ৮ পল শুক্র, ১ পল স্বর্ণমাক্ষিক এবং দুইপল ঘৃত ও মধু তাহাতে মিশ্রিত করিবে। ত্রিফলার ক্বাথ, পাত্‌লা মুদ্গযূষ বা জাঙ্গলমাংসরসের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ভুক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে অথবা জীর্ণ না হইতেই ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যথারোগ যথাসাত্ম্য সুসংস্কৃত মাংসরসের সহিত ও যূষের সহিত পুরাণ শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। এই ত্রিফলা গুগ্‌গুলু তিন সপ্তাহ কাল সেবন করিলে সুদারুণ বাতরক্ত বিনষ্ট হয়। ইহার বীর্য্যপ্রভাবে কুষ্ঠরোগ সকল এবং ব্রণ সকল শীঘ্র প্রশমিত হয়, শস্ত্রাদিদ্বারা কোন অঙ্গ ছিন্ন বা ভিন্ন হইলে এই ঔষধ প্রভাবে তাহা সংযোজিত হইয়া থাকে॥ ২০৪-২১২

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু—ত্রিফলার প্রত্যেকের ক্বাথ তিনপল, প্রত্যেকের চূর্ণও তিনপল, গন্ধকচূর্ণ ১ পল, গুগ্‌গুলু ৩ পল, এবং এরণ্ডতৈল অর্দ্ধসের। এই সমস্ত একত্র করিয়া লৌহপাত্রে পাক করিবে। এই গুগ্‌গুলু সেবনে বাত, পিত্ত, কফ, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, দুর্জ্জয়শ্বাস, পঞ্চবিধকাস, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, শূল, উদর ও আমবাত বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ নিয়ত সেবন করিলে বলীপলিত নাশ হয়। ঘৃত তৈল ও মাংসরস সমন্বিত শালীষষ্টিক অন্ন পথ্য করিবে। সিংহনাদনামে খ্যাত এই গুগ্‌গুলু রোগরূপ হস্তির দর্পনাশক। ইহা অগ্নির দীপ্তিকর॥ ২১৩—২১৯

দ্বিতীয় সিংহনাদ গুগ্‌গুলু—কটু তৈল মর্দ্দিত শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু /১ সের, ত্রিফলার প্রত্যেক /২ সের, দুইদ্রোণ জলে অর্থাৎ ১২৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং পোট্টলীস্থ গুগ্‌গুলুগুলি ঐ ক্বাথ জলে গুলিয়া তাহা পুনর্ব্বার পাক করিবে। আসন্ন পাক সিদ্ধিতে দন্তী, তেউড়ী, ত্রিকটু, রাখালশসার মূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, কট্‌কী, বচ, চুবড়ী আলু, মাণকন্দ এবং পারা ও গন্ধক (একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিয়া লইবে।) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা করিয়া লইয়া সেই ক্বাথে প্রক্ষেপ করিবে। এবং পাক প্রায় সুসম্পন্ন হইয়াছে বুঝিয়া তাহাতে পুনর্ব্বার এক সহস্র জয়পাল ফলের চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। ইহার মাত্রা দুই মাষা পর্য্যন্ত, অনুপান—উষ্ণজলাদি। এই গুগ্‌গুলু সেবনে সন্ধিগত শিরোগত ও জানুকটীগত সশূল আমবাত এবং অর্শের অতি রক্তস্রাব, বিষমজ্বর, মেহ, কুষ্ঠ ও ভগন্দর, এবং মেদঃ বায়ু ও শ্লেষ্মজাতরোগসমূহ বিনষ্ট হয়। এই গুগ্‌গুলু সেবন করিয়া যদি দাহ ও অত্যন্ত মলভেদ হয়, অপিচ তৎকৃত অন্য বহুবিকার না জন্মে, তাহা হইলে ঘোলের সহিত অন্নভোজন, উদ্বর্ত্তন, শীতল জলে স্নান ও শীতল শয্যায় শয়ন হিতকর। সিংহনাদ গুগ্‌গুলে অত্যন্ত ভেদ করায়, ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান্ ভিষক্ রোগি-শরীরের বল বিবেচনা করিয়া গুগ্‌গুলু সেবন করাইবেন। রোগির বল না থাকিলে গুগ্‌গুলু ব্যবস্থা করিবে না। জয়পালফলকে যথাক্রমে জলে কাঁজীতে ও গব্যদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া শোধন করিবে, তৎপরে উহা চূর্ণ করিয়া ঔষধে ক্ষেপণ করিবে॥ ২২০—২২৭

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু—আটপল কটুতৈলে মর্দ্দিত এবং শ্লথপোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু /১ সের, ত্রিফলার প্রত্যেক /২ সের, দেড় দ্রোণ (৯৬ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং পোট্টলীস্থ গুগ্‌গুলুগুলি ঐ ক্বাথ জলে গুলিয়া তাহা পুনর্ব্বার পাক করিবে। আসন্নপাকসিদ্ধি সময়ে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, আমলকী, গুলঞ্চ, চিতা, তেউড়ী, দন্তী, বচ, ওল, মাণকন্দ, পারদ ও গন্ধক (পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া লইবে) এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ

করিবে। পাক সিদ্ধ সময়ে সহস্রজয়পালচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহার মাত্রা ২ মাষা পর্য্যন্ত, অনুপান—তপ্ত জলাদি। ইহা সেবনে অগ্নিপ্রদীপ্ত হইয়া বড়বানলসন্নিভ হয় এবং ধাতুবৃদ্ধি বয়োবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয়। ইহা দ্বারা আমবাত, শিরোগতবাত, গ্রন্থিবাত, ভগন্দর, জানুজঙ্ঘাশ্রিতবাত, কটীগ্রহবেদনা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, কাণ্ডভগ্ন ও অস্থিভগ্ন, তিমিররোগ, উদররোগ, অম্লপিত্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুদনাড়ীনির্গম, পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, ক্ষয়, বিষমজ্বর, প্লীহা, শ্লীপদ, গুল্ম, পাণ্ডুরোগ, কামলা, শোথ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শূল ও, অর্শঃ বিনষ্ট হয়। এই সিংহনাদ গুগ্‌গুলু, মেদঃ কফ ও আমসঞ্জাতরোগরূপ হস্তির দর্পহারী। চিকিৎসক-পরিত্যক্ত রোগে এই সিংহনাদাখ্য গুগ্‌গুলু অমৃতোপম॥ ২২৮—২৩৭

যোগসারামৃত—শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বিদ্ধড়ক, শ্বেতকুঁচ, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, পিপুল, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ ১০ পল করিয়া লইয়া তাহাতে ৫ পল চিনি মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করত একটি সুদৃঢ় ভাণ্ডে রাখিবে এবং তাহাতে ৵৮ সের মধু, ৵৪ সের ঘৃত এবং ত্রিসুগন্ধচূর্ণ (দারুচিনি তেজপত্র ও এলাইচ চূর্ণ) ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহা যথাগ্নিবল ভক্ষণ করিয়া অভিলষিত ভক্ষ্য ভোজন করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা বাতরক্ত, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কার্শ্য, এবং পিত্তরক্তসম্ভূত ও বাতপিত্তকফসঞ্জাত রোগ সকল ও তৎকৃত অন্যান্য উপদ্রবসমূহ বিনষ্ট হয়। এই যোগসারামৃত বাতরক্ত রোগকে এবং অন্যান্য রোগ সমূহকে বিনষ্ট করিয়া মানবকে বলীপলিত-নির্ম্মুক্ত, মেধাস্মৃতিবিভূষিত, ধন্য ও পঞ্চবর্ষশতায়ু করে। এবং লক্ষ্মী ও কীর্ত্তি বিবর্দ্ধন করিয়া থাকে॥ ২৩৮—২৪৩

ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ, উষ্ণ, অম্ল ও লবণরস, দিবানিদ্রা, অভিষ্যন্দি ও গুরুদ্রব্য, বাতরক্তরোগী এই সকল পরিত্যাগ করিবে॥ ২৪৪

ইতি বাতরক্তাধিকার।

লটকন তনয় শ্রীমিশ্রভাব বিরচিত ভাবপ্রকাশে মধ্যখণ্ডে দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

ভাবপ্রকাশ

মধ্যখণ্ড।

তৃতীয় ভাগ।

শূলাধিকার

:*:

শূলের সন্নিকৃষ্ট নিদান—শূল আটপ্রকার, যথা পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিন প্রকার (বাতজ পিত্তজ কফজ), দ্বন্দ্ব দোষে তিন প্রকার (বাতপিত্তজ, বাত-শ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ), মিলিত ত্রিদোষে এক প্রকার (সান্নিপাতিক) এবং আমদোষে এক প্রকার॥ ১

বাতিক শূলের বিপ্রকৃষ্ট নিদান, সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—ব্যায়াম, অশ্বাদিযানে ভ্রমণ, অতি মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, শীতল জলের অতিপান, মটর (বা খেঁসারী) মুগ অড়হর ও কোদ ধান্য ভক্ষণ, অত্যর্থ রুক্ষ সেবন, পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতে পুন-র্ভোজন, অভিঘাত, অতি কষায় ও তিক্তরস, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন ও বিরুদ্ধ ভোজন (মিলিত ক্ষীরমৎস্যাদি ভক্ষণ) শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক ভোজন, মল মূত্র বায়ু ও শুক্রের উপস্থিত বেগ ধারণ, শোক, উপবাস, অতি হাস্য ও অতি ভাষণ এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া হৃদয় পৃষ্ঠ পার্শ্ব ত্রিক ও বস্তি দেশে শূল উৎপাদন করে। এই বায়ুজনিত শূল ভুক্ত-অন্ন জীর্ণ হইলে, এবং সায়ংকালে, মেঘাগমে ও বর্ষাকালে এবং শীত ঋতুতে গাঢ় কুপিত হয় অর্থাৎ ঐ ঐ সময়ে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই শূল মুহুর্মুহুঃ উপশম ও মুহুর্মুহুঃ প্রকোপ প্রাপ্ত হয়। ইহাতে মল মূত্র ও অধোবায়ুর স্তম্ভন এবং তোদ ও ভেদবৎ বেদনা উপস্থিত হইয় থাকে। স্বেদক্রিয়া, তৈলাদি মর্দ্দন বা হস্তাদি মর্দ্দন, এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভক্ষণ এই সকল দ্বারা বাতিক শূলের উপশম হয়।

টীকা। পণ্ডিতেরা হৃচ্ছূলের, পার্শ্বশূলের ও বস্তি-শূলের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণও পাঠ করিয়া থাকেন। তদ্-যথা—বায়ু কফপিত্তদ্বারা অবরুদ্ধ, রস দ্বারা বর্দ্ধিত এবং হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া শূল উৎপাদন করে। ইহাই হৃচ্ছূল নামে অভিহিত। এই শূলে শ্বাস প্রশ্বাসের অবরোধ হইয়া থাকে। পার্শ্বশূল—পার্শ্বস্থ কুপিত বায়ু কফকে নিগৃহীত করিয়া পার্শ্বদেশে সূচীবেধবদ্ বেদনা উৎপাদন করত যে শূল আনয়ন করে, তাহাই পার্শ্বশূল বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। এই শূলে উদরাধ্মান হয়, রোগী কেবল মুখ দিয়াই শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, আহার করিতে চাহে না, এবং নিদ্রা যাইতেও পারে না। বস্তিশূল—অধোবায়ুর রোধ করিলে তাহা বস্তিকে (মূত্রাশয়কে) আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। বস্তির পথে নাড়ীসমূহে শূল উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাই বস্তিশূল নামে কথিত। এই শূলে মলমূত্র ও বায়ুর অবরোধ হয়॥ ২—৫

পৈত্তিকশূল—ক্ষার, অতিতীক্ষ্ণবীর্য্য-অতিউষ্ণ-বীর্য্য-অতিবিদাহজনক দ্রব্য ভোজন, তৈলপান, নিষ্পাব (বরবটী বা শিম), তিল কল্ক, কুলত্থকলায়ের যূষ, কটু ও অম্লরস, সৌবীর (সন্ধান বিশেষ) ও সুরাবিকার (সুরাজাত খাদ্য বিশেষ), ক্রোধ, অগ্নি-সন্তাপ, পরিশ্রম, আতপ, অতিমৈথুন ও অতিবিদগ্ধ আহার এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া আশু নাভিপ্রদেশে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও শোষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে, গ্রীষ্মকালে (পাঠান্তর ভুক্তান্নের পরিপাকাবস্থায়) ও শরৎ ঋতুতে পৈত্তিকশূলের অতি প্রকোপ হয়। শীত ঋতুতে ও শীতক্রিয়ায় এবং সুস্বাদু ও সুশীতল আহার দ্বারা পৈত্তিকশূলের উপশম হইয়া থাকে॥ ৬—৮

শ্লৈষ্মিকশূল—আনূপভক্ষ্য অর্থাৎ বহুলজলদেশ জাত খাদ্য, বারিজ অর্থাৎ জলজাত শালুকাদি ভক্ষ্য,

কিলাট, দগ্ধবিকার, মাংস, ইক্ষুরস, পিষ্ট, কৃশরা (খিচুড়ী বিশেষ), তিলতণ্ডুল এবং অন্যান্য যাবতীয় কফজনক হেতু এই সকল কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে বমনবেগ, কাস, শরীরের অবসাদ, অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, কোষ্ঠ প্রদেশের স্তিমিতভাব ও মস্তকের গুরুতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। আহার করিবামাত্র, এবং সূর্য্যোদয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে, শীত ও বসন্ত ঋতুতে শ্লৈষ্মিকশূল অতি মাত্র বৃদ্ধি পায়।

টীকা। দধির সহিত অপরিমিত দুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিলে তাহাতে দধিকূর্চ্চিকা, ও তক্রের সহিত অপরিমিত দুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিলে তাহাকে তক্র-কূর্চ্চিকা কহে। এবং সেই কূর্চ্চিকাদ্বয়ের পিণ্ডকে কিলাটক কহা গিয়া থাকে। "দুগ্ধবিকার" পায়সাদি। "পিষ্ট"—মাষাদি ॥ ৯। ১০

দ্বন্দ্বজশূল—দ্বিদোষ লক্ষণান্বিত শূলকে দ্বিদোষজ শূল বলিয়া জানিবে।

ত্রিদোষজ শূল—বাতাদি ত্রিদোষই মিলিত হইয়া সান্নিপাতিক শূল উৎপাদন করে। সুতরাং ইহাতে ত্রিদোষেরই লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে এবং সকল দেশেই (হৃদয় পৃষ্ঠ পার্শ্ব ত্রিক-বস্তি-নাভি ও আমাশয়) শূল জন্মে। ইহা অতিকষ্টদায়ক এবং বিষ ও বজ্রসদৃশ ভয়াবহ। চিকিৎসকেরা ইহাকে অসাধ্য বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ১১

আমজশূল—এই শূলে আটোপ (উদরে গুড়-গুড় শব্দ), বমনবেগ, বমি, শরীরের গুরুতা, স্তৈমিত্য, আনাহ (মলবাতাদির বিবদ্ধতা), কফস্রাব এবং কফজ-শূলোক্ত লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

টীকা। আম হইতে যে শূল জন্মে, তাহাকে আম-শূল কহে। এই শূল উৎপন্ন হইবার পরে ইহাতে বাতাদিদোষের সম্বন্ধ ঘটে। এই জন্যই এই শূলের অষ্টমত্ব উক্ত হইয়াছে। আমশূল অগ্রে আমাশয়ে জন্মে, পশ্চাৎ তাহাতে যে দোষের সম্বন্ধ ঘটে, সেই দোষের নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে অর্থাৎ বস্তি নাভি হৃদয় পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি দোষোপযোগি স্থান সকলে প্রকাশ পায় ॥ ১২

আমশূলের দোষ বিশেষে দেশ বিশেষ কথিত হইতেছে—আমজশূল বাতাত্মক হইলে বস্তিদেশে, পিত্তাত্মক হইলে নাভি প্রদেশে, কফাত্মক হইলে হৃদয় পার্শ্ব ও কুক্ষিদেশে, ত্রিদোষাত্মক হইলে সর্ব্বদেশে অর্থাৎ হৃদয়-পৃষ্ঠ-পার্শ্ব-ত্রিক-বস্তি-নাভি ও আমাশয়ে ক্রিয়া প্রদর্শন করে। কফবাতিকশূল, বাস্ত হৃদয় কটী ও পার্শ্ব-দেশে (পাঠান্তর—বস্তি হৃদয় পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে); কফপৈত্তিকশূল, কুক্ষি হৃদয় ও নাভি মধ্যে, এবং বাতপৈত্তিকশূল পূর্ব্বোক্ত বাতিক ও শ্লৈষ্মিকশূলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শূলে ভয়ঙ্কর জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয় ॥ ১৩। ১৪

তন্ত্রান্তরোক্ত আমশূল—অগ্নিমান্দ্য সময়ে যদি অতিমাত্র ভোজন করা যায়, তাহা হইলে সেই ভুক্ত-অন্ন সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া কোষ্ঠ মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে এবং বায়ু তাহাকে আবরণ করিয়া অবস্থান করে। যে অন্ন পাক প্রাপ্ত না হয়, তাহা অতিশয় শূল উৎপাদন করে। এই শূলে মূর্চ্ছা, উদরাধ্মান, বিদাহ, বমনবেগ, বিলম্বিকা, কম্প, বমি, অতিসার ও প্রমোহ উপস্থিত হয়। মনীষিগণ এই শূলকে অবিপাকোদ্ভব অর্থাৎ আমোদ্ভব শূল বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ১৫—১৭

শূলের উপদ্রব—বেদনা, অতিতৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, আনাহ, গুরুতা, অরুচি, কাস, শ্বাস, বমি ও হিক্কা, এইগুলি শূলের উপদ্রব ॥ ১৮

সাধ্যত্বাদিক—এক দোষজ শূল সাধ্য, দ্বিদোষজ কষ্টসাধ্য এবং ত্রিদোষজ শূল অসাধ্য; ইহা অতি ভয়ঙ্কর ও বহু উপদ্রবান্বিত হইয়া থাকে ॥ ১৯

অরিষ্ট লক্ষণ—বেদনা, অতিতৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, আনাহ, গুরুতা, জ্বর, ভ্রম, অরুচি, কৃশত্ব ও বলহানি, যে শূলরোগির এই দশটি উপদ্রব উপস্থিত হয়, সে রক্ষা পায় না ॥ ২০

শূলের ভেদ—পরিণাম শূল। বায়ু নিজ প্রকোপণ হেতুতে প্রকুপিত ও বলবান্ হইয়া কফপিত্তের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আবৃত করিয়া পরিণাম শূল উৎপাদন করে। ভুক্তদ্রব্যের পরিণামাবস্থায় অর্থাৎ পরিপাক সময়ে এই শূল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে পরিণামজ শূল কহা যায়। ইহার লক্ষণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।—বাতজ পরিণাম শূলে উদরাধ্মান, আটোপ (উদরে গুড়গুড় শব্দ), মলমূত্রের বিবদ্ধতা, অরতি (অস্বস্থচিত্ততা) ও কম্প এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। স্নিগ্ধোষ্ণ সেবন দ্বারা ইহার উপশম হইয়া থাকে। পৈত্তিক পরিণাম—কটু, অম্ল ও লবণরস সেবনে উৎপন্ন হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, অস্বস্থচিত্ততা ও ঘর্ম্ম এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই শূল শীত ক্রিয়ায় উপশমিত হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক পরিণাম শূলে বমি বমনবেগ ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। ইহাতে বেদনা অল্প কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী। কটু তিক্ত সেবন দ্বারা এই শূলের উপশম হইয়া থাকে। পরিণাম শূলে দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে দ্বিদোষজ এবং তিনদোষের লক্ষণ সংঘটিত হইলে তাহাকে ত্রিদোষজ বলিয়া জানিবে। ত্রিদোষজ পরিণামশূলে যদি রোগির বল মাংস ও অগ্নি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে ॥ ২১—২৬

অন্নদ্রব নামক শূল বিশেষ—ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে বা পরিপাককালে অথবা অপক্কাবস্থাতেই অর্থাৎ সর্ব্ব সময়েই যে শূল উপস্থিত হয়, এবং যাহা পথ্য বা অপথ্য প্রয়োগে, ভোজন বা অভোজনে অথবা কোন নিয়মে উপশম প্রাপ্ত না হয়, তাহাকেই অন্নদ্রব শূল কহা যায়।

টীকা। অন্নদ্রব শূলের যখন চিকিৎসাভিধান আছে, তখন ইহাকে অসাধ্য বলা যায় না, চিকিৎসা দ্বারা ইহার প্রশম হইতে পারে ॥ ২৭

শূলের চিকিৎসা—বমন, লঙ্ঘন, স্বেদ, পাচন, ফলবর্ত্তি, ক্ষার, চূর্ণ ও গুটিকা, শূলশান্তি নিমিত্ত এই গুলি প্রশস্ত। স্নেহস্বেদ দ্বারা বাতশূলের চিকিৎসা করিবে। অন্নশূলগ্রস্ত ব্যক্তির স্বেদই সুখকর ॥ ২৮।২৯

মৃত্তিকাস্বেদ—সজল মৃত্তিকা অর্থাৎ কাদা অগ্নিতে উত্তপ্ত এবং তাহা পোট্টলী বদ্ধ করিয়া শূল রোগিকে স্বেদ দিবে ॥ ৩০

কার্পাসাস্থ্যাদি স্বেদ—কাপাসবীজ, কুলত্থ কলাই, তিল, যব, এরণ্ডমূল, মসিনা (তিসি), পুনর্নবা ও শণবীজ এই সমস্ত দ্রব্য মিলিতই হউক বা ইহাদের এক একটিই হউক, কাঁজীতে পেষিত এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিলে কূর্পর (কনুই), উদর, মস্তক, স্ফিক্ (পাছা), জানু, পাদাঙ্গুলি, গুল্ফ, স্কন্ধ ও কটীদেশের শূল প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা বাতশূল নিঃশেষে নিবারিত হইয়া থাকে।

তিল বাটিয়া পিণ্ডাকার করত সেই পিণ্ড উদরোপরি ভ্রামিত করিলে (বুলাইলে) আশু দুস্তর জঠরশূল নিবারিত হয়। ময়নাফল কাঁজীতে বাটিয়া নাভিতে তাহার প্রলেপ দিলে শূল প্রশমিত হয়। শুঁঠ ও এরণ্ড মূল ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথে হিঙ্ ও সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদ্যঃ শূল নিবারিত হয়।

গুড়, শালিতণ্ডুলের অন্ন, যবক্ষার, ঘৃতপান, বিরেচন ও জাঙ্গল মাংস, পিত্তশূল রোগির এই গুলি ভেষজ। মণিনির্ম্মিত বা রৌপ্যনির্ম্মিত বা তাম্রনির্ম্মিত একটি প্রশস্ত পাত্র জলপূর্ণ করিয়া সেই পাত্র শূলস্থানে ধারণ করিবে। পৈত্তিক শূলে পিত্তহর বিরেচন, শশ ও লাবপক্ষির মাংস রসএবং গুড় ও ঘৃত সংযুক্ত হরীতকী ভক্ষণ অথবা মধুসংযুক্ত আমলকী চূর্ণ প্রশস্ত।

কফজশূলে শালিতণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গল মাংস, অরিষ্ট (মদ্য বিশেষ), কটুরস এবং মধুর সহিত পুরাণ গোধূম ব্যবস্থা করিবে।

লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল বিট্) পঞ্চকোল (পিপুল পিপুলমূল চই চিতামূল ও শুঁঠ) এবং হিঙ্ এই সকলের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে কফশূল নিবারিত হয়।

আমশূলে কফশূল নামক চিকিৎসা করিবে।—আমহর ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য সকল সেবন করিবে। ত্রিফলাচূর্ণে তীক্ষ্ণ লৌহ চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া তাহা ঘৃত ও মধুর সহিত খাইলে সকল শূল প্রশমিত হয়।

দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুল্ফা, হিঙ্ ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষিত এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা শূল যুক্ত উদর প্রলিপ্ত করিবে। বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণে হিঙ্ ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে সদ্যঃশূল নিবারিত হয়। বাতরোগান্তর্গত-আধ্মান-চিকিৎসায় যে নারাচ নামক রস লিখিত হইয়াছে, সেই নারাচ রস এবং অন্য বিরেচন ঔষধ শূলরোগে হিতকর ॥ ৩১—৪৩

কুষ্মাণ্ডক্ষার—কুষ্মাণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। পরে তাহা একটা হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া একখান শরা দ্বারা হাঁড়ীর মুখ আবৃত করিবে। তদনন্তর তাহা চুল্লীতে বসাইয়া নিম্নে অগ্নির জ্বাল দিবে। যখন হাঁড়ীর অভ্যন্তরস্থ কুষ্মাণ্ড দগ্ধ হইয়া কঠিন-অঙ্গারবৎ হইবে, তখন তাহা চুল্লী হইতে নামাইবে এবং শীতল হইলে চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ দুইমাষা পরিমাণে লইয়া তাহাতে শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন জলের সহিত ভক্ষণ করিলে মহাশূলাক্রান্ত রোগীও আরোগ্যলাভ করে, ইহাদ্বারা অসাধ্য শূলও প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৭

পরিণাম শূলের চিকিৎসা—পরিণামশূল শান্তির জন্য প্রথমে লঙ্ঘন, বমন ও বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। বমন বিষয়ে বিধি—ময়নাফলের ক্বাথ মিশ্রিত দুগ্ধ, অথবা বাঙ্গার-ইক্ষুর বা পৌণ্ড্রক-ইক্ষুর বা কোষকার-ইক্ষুর রস, কিংবা নিমের ক্বাথ বা তিতলাউ-এর রস আকণ্ঠ পান করিয়া যথাবিধি বমন করিবে। বিরেচন যথা—তেউড়ী মূল চূর্ণ, দন্তীমূল চূর্ণ বা এরণ্ড তৈল দ্বারা বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে পক্তিশূল (পরিণামশূল) সদ্যঃ নিবারিত হয় ॥ ৪৮—৫১

বিড়ঙ্গাদি মোদক—বিড়ঙ্গ-দানা, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী ও চিতামূল এই সকলের চূর্ণ গুড়ের সহিত পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজাত পরিণামশূল দূরীভূত হয় ॥ ৫২।৫৩

শুঁঠ তিল ও গুড় দুগ্ধে পেষণ করিয়া লেহন করিলে ত্রিরাত্র মধ্যে উগ্র পরিণামশূল নিবারিত হয়। শম্বুকের খোলা ভস্ম উষ্ণজলের সহিত খাইলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। (শম্বুক ভস্ম খাইবার পূর্ব্বে মুখাভ্যন্তর ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত করা কর্ত্তব্য) ॥৫৪।৫৫

পথ্যাদি লৌহ—লৌহভস্ম, হরীতকী, পিপুল ও শুঁঠচূর্ণ, ঘৃত ও মধুতে মাড়িয়া লেহন করিলে পরিণাম শূল অবশ্যই বিনষ্ট হয়॥ ৫৬

নারিকেল ক্ষার—সজল নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পুরিয়া তাহার বহির্ভাগ মৃত্তিকা দ্বারা এক অঙ্গুল পুরু করিয়া প্রলিপ্ত করিবে এবং রৌদ্রে সেই প্রলেপ শুকাইয়া ঘুটের আগুনে পুট পাক করিবে। অগ্নিযোগে প্রলেপের বর্ণ যখন লাল হইবে, তখন বুঝিবে যে, পাক সিদ্ধ হইয়াছে। পাক সিদ্ধ হইলে নারিকেলের অভ্যন্তরস্থ লবণ সমন্বিত শস্য বাহির করিয়া পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্তমাত্রায় পিপুলচূর্ণ সহ ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা বাতিক-পৈত্তিক-শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক পরিণামশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫৭।৫৮

অন্নদ্রব শূলের চিকিৎসা—অন্নদ্রব শূলে যে পর্য্যন্ত না কটু-তিক্ত-অম্ল-অন্ন বমন করে, রোগী সে পর্য্যন্ত কিছুতেই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। পিত্ত জীর্ণতা প্রাপ্ত হইবামাত্র শূল আশু প্রশমিত করিবে। বমন দ্বারা দুষ্ট অন্নাদি বহির্গত হইয়া যখন পিত্ত-বমন আরম্ভ হইবে, এবং বিরেচন দ্বারা দুষ্ট মলাদি নির্গত হইয়া যখন কফ-বিরেচন আরম্ভ হইবে, তখনই বুঝিবে যে, বমন ও বিরেচন সম্যক্ হইয়াছে আর-বমন বা বিরেচন কর্ত্তব্য নহে। জরৎপিত্তে (জীর্ণতা প্রাপ্ত পিত্ত বিষয়ে) যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহা অন্নদ্রব শূলে এবং অন্নদ্রবশূলে যে চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, তাহা জরৎপিত্তে প্রয়োগ করিবে। বমন-বিরেচন দ্বারা আমাশয় ও পক্বাশয় বিশুদ্ধ হইলে অন্নদ্রবশূল প্রশমিত হয়। লবণসংযুক্ত মাষেণ্ডরী (মাষ খণ্ড বিকৃতি, মাষকলাই কৃত খাদ্য বিশেষ) তৈল বা ঘৃতে পাক করিয়া অন্নদ্রবশূল পীড়িত ব্যক্তিকে খাইতে দিবে। অন্নদ্রবশূলে আমলকীচূর্ণ লৌহচূর্ণের বা যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া এবং তাহাতে মধু মিশাইয়া রোগিকে খাইতেদিবে। শ্যামাধান্যের বা কোদ্ ধান্যের অথবা প্রিয়ঙ্গু ধান্যের তণ্ডুল দুগ্ধসহ পাক করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। সেই পায়স অন্নদ্র শূলে হিতকর। গুড় সংস্কৃত পক্কান্ন, শূরণকন্দ (ওল), কুষ্মাণ্ড, কলায়ের ছাতু, যবের ছাতু বা খৈএর ছাতু অথবা কুলত্থ কলায়ের ছাতু কিংবা দধির সহিত দধিসংস্কৃত অন্ন, অথবা ছোলার ছাতু ও কোদ্ধানের অন্ন,অন্নদ্রবশূলে ভোজন করিবে। অথবা ঘৃত, গুড় বা চিনি ও শীতল দুগ্ধ ইহাদের সহিত গোধূমচূর্ণ (ময়দা) মুদিত এবং অগ্নিতে পক্ক করিয়া সেই গোধূম মণ্ডক ভক্ষণ করিবে।

অন্নদ্রব শূল উৎকট ব্যাধি, ইহা দুশ্চিকিৎস্য ও দুর্বিজ্ঞেয়, অতএব ইহার প্রশমনে পরম যত্ন করিবে। অন্নদ্রবশূলে ও জরৎপিত্তে অগ্নি মন্দ হয়, অতএব ইহাতে মাত্রাহীন (অল্পমাত্রায়) পান ভোজন করাইবে।

মটর, যব, গোধূম, শ্যামাধান্য, কোদ্ধান্য, রাজমাষ (বরবটী), মাষকলাই, কুলত্থকলায়, কঙ্গুধান্য, শালিধান্য, দধিলুপ্তরস দুগ্ধ (দধিসংযোগে লুপ্ত হইয়াছে প্রকৃত রস যে দুগ্ধের অর্থাৎ দধিসংযুক্ত দুগ্ধ), গব্যঘৃত, মাহিষঘৃত এবং বেতোশাক, কারবেল্লী (ছোট উচ্ছে), কাঁকরোল এবং ময়ুর, হরিণ, রোহিতাদিমৎস্য ও কপিঞ্জল (চাতকপক্ষী) এই সমস্ত অন্নদ্রবশূলরোগে প্রশস্ত॥ ৫৯—৭২

গুড়মণ্ডূর—গুড় একপল, আমলকীচূর্ণ একপল, হরীতকীচূর্ণ একপল ও মণ্ডুরচূর্ণ তিনপল ; এই সকল দ্রব্য মধুও ঘৃতে আলোড়ন করিয়া ভোজনের আদিতে মধ্যে ও অন্তে দুইতোলা মাত্রায় খাইবে। ইহা সেবন দ্বারা অন্নদ্রবশূল, জরৎপিত্ত, অম্লপিত্ত ও সংবৎসরজাত পরিণামশূল বিনষ্ট হয়॥ ৭৩—৭৫

শূলরোগী ব্যায়াম, মৈথুন, মদ্য, লবণ, কটুরস, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শোক, ক্রোধ ও দাইল ত্যাগ করিবে॥ ৭৬

ইতি শূল পরিণামশূল অন্নদ্রবশূল ও জরৎপিত্তাধিকার।

উদাবর্ত্তানাহাধিকার।

উদাবর্ত্তের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—অপান বায়ু, মল, মূত্র, জৃম্ভা (হাই), অশ্রু, হাঁচী, উদ্গার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উচ্ছ্বাস ও নিদ্রা এই সকলের বেগ ধারণে উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে ॥ ১

উদাবর্ত্তের সামান্য লক্ষণ—যে রোগে বায়ুর আবর্ত্ত (গমন) উর্দ্ধদিকে হয়, তাহাকে চিকিৎসকেরা উদাবর্ত্ত কহেন। উদাবর্ত্ত রোগে বায়ুই প্রধান ॥ ২

বাতনিরোধজ উদাবর্ত্ত—অধোবায়ুর বেগ-ধারণ করিলে মল মূত্র ও বায়ুর অপ্রবর্ত্তন, উদরাধ্মান, ক্লম (বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ), উদরে বেদনা এবং জঠরে বাতজ অন্যান্য রোগ (তোদ-শূল-গুল্মাদি) হইয়া থাকে ॥ ৩

পুরীষ নিরোধজ উদাবর্ত্ত—মলবেগ-রোধ করিলে উদরে সবেদন গুড়গুড় শব্দ, শূলবদ্‌বেদনা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মলের অপ্রবর্ত্তন ও উদ্গার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। কখন কখন বা মুখ দিয়া মলনির্গম পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ॥ ৪

মূত্রনিগ্রহজ উদাবর্ত্ত—মূত্রের বেগধারণ করিলে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে শূলনি, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃপীড়া এবং বেদনাধিক্য হেতু শরীরের নমন (নুইয়া পড়া) ও বঙ্ক্ষণদ্বয়ে আকর্ষণবৎ ব্যথা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয় ॥ ৫

জৃম্ভানিরোধজ উদাবর্ত্ত—জৃম্ভার বেগ ধারণ করিলে বাতাত্মক মন্যাস্তম্ভ, গলস্তম্ভ, শিরোরোগ এবং নেত্র-নাসা-মুখ ও কর্ণগত তীব্র রোগ সকল জন্মিয়া থাকে ॥ ৬

অশ্রুনিরোধজ উদাবর্ত্ত—আনন্দহেতু বা শোকহেতু নেত্রে অশ্রুজল আগত হইলে যদি তাহা ত্যাগ না করা যায়, তাহা হইলে মস্তকের গুরুতা এবং তীব্র নেত্ররোগ ও পীনস উপস্থিত হয় ॥ ৭

ক্ষবথুনিরোধজ উদাবর্ত্ত—ক্ষবথুর অর্থাৎ হাঁচীর বেগ রোধ করিলে মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিত, আধ্‌কপালে এবং ইন্দ্রিয় সকলের দৌর্ব্বল্য হইয়া থাকে ॥ ৮

উদ্গারনিরোধজ উদাবর্ত্ত—উদ্গারের বেগরোধ করিলে কণ্ঠ ও মুখের পরিপূর্ণতা (কবল দ্বারা যেন মুখের ও কণ্ঠের পূর্ণতা), হৃদয়ে ও আমাশয়ে সূচীবেধবদ্ বেদনা, উদরে অব্যক্ত শব্দ (কোন মতে অব্যক্তভাষণ), বায়ুর অপ্রবর্ত্তন (উচ্ছ্বাসাদি নিরোধ), এবং বায়ুজনিত বিবিধপীড়া (হিক্কাদি) উপস্থিত হয় ॥৯

বমন নিরোধজ উদাবর্ত্ত—বমির বেগধারণ করিলে কণ্ডু, কোঠ, অরুচি, ব্যঙ্গ (মেচেতা অর্থাৎ মুখে কাল কাল দাগ হওয়া), শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, বমনবেগ ও বিসর্প এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ১০

শুক্রনিরোধজ উদাবর্ত্ত—শুক্রের বেগধারণ করিলে মূত্রাশয়ে, গুহ্যদেশে ও অণ্ডকোষে শোথ ও বেদনা, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী, শুক্রক্ষরণ এবং বাত-কুণ্ডলিকাদি রোগসমূহ উৎপন্ন হয় ॥ ১১

ক্ষুধাবিঘাতজ উদাবর্ত্ত—ক্ষুধার বেগধারণ করিলে তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তি এবং দৃষ্টির দুর্ব্বলতা জন্মিয়া থাকে।

তৃষ্ণাবিঘাতজ উদাবর্ত্ত—তৃষ্ণানিরোধে কণ্ঠ ও মুখের শোষ, শ্রবণশক্তির অবরোধ এবং হৃদয়ে ব্যথা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ১২

শ্বাসনিরোধজ উদাবর্ত্ত—পরিশ্রান্ত ব্যক্তি শ্বাসরোধ করিলে তাহার হৃদ্রোগ মোহ অথবা গুল্ম-রোগ উপস্থিত হয়।

নিদ্রাবিঘাতজ উদাবর্ত্ত—নিদ্রা রোধে জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রকুট্টন), চক্ষুঃ ও মস্তকের অতি গুরুত্ব অথবা তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয় ॥ ১৩

বেগরোধজ উদাবর্ত্তের লক্ষণ লিখিত হইল, এক্ষণে রুক্ষাদি সেবনহেতু কুপিত বায়ুজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণাদি কথিত হইতেছে।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু রুক্ষ-কষায়-কটু ও তিক্ত ভোজন হেতু কুপিত হইয়া সদ্যঃ উদাবর্ত্ত রোগ উৎপাদন করে ॥ ১৪

সম্প্রাপ্তি—ঐ কুপিত বায়ু বাত-মূত্র-পুরীষ-অশ্রু-কফ ও মেদোবহ স্রোত সকলকে আবরণ এবং পুরীষকে শোষণ করে। তাহাতে রোগী হৃচ্ছূল ও

বস্তিশূলে আর্ত্ত এবং বিবমিষা ও অস্বাস্থ্যে কাতর হয়, অতি কষ্টে তাহার মল মূত্র ও অধোবায়ুর নির্গম হইয়া থাকে। শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মোহ, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, মনোবিভ্রম (যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান), শ্রবণবিভ্রম (অন্যথা শ্রবণ) এবং বাতপ্রকোপজ অন্যান্য বহু পীড়া ক্রমশঃ আসিয়া **উপস্থিত হয়** ॥ ১৫—১৭

অসাধ্যলক্ষণ—উদাবর্ত্ত রোগী তৃষ্ণা ও বমিতে পরিক্লিষ্ট, শূলে উপদ্রুত এবং ক্ষীণ হইলে অথবা পুরীষ বমন করিলে মতিমান্ ভিষক্ তাহাকে ত্যাগ করিবেন ॥ ১৮

আনাহের লক্ষণ—আম (অপক্ব আহার রস) বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত এবং বিগুণ বায়ু কর্ত্তৃক বিবদ্ধ হইয়া যথাযথরূপে প্রবর্ত্তমান না হইলে তাহাকে আনাহ রোগ কহা যায় ॥ ১৯

আমজ আনাহ—আমসম্ভূত আনাহে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, মস্তক জ্বালা, আমাশয়ে শূলনি ও গুরুত্ব, হৃদয়ের স্তব্ধতা এবং উদ্গারের অপ্রবর্ত্তন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ২০

পুরীষসঞ্চয় জনিত আনাহ—পুরীষ সঞ্চয়-জনিত আনাহে কটী ও পৃষ্ঠের স্তব্ধতা, মল ও মূত্রের রোধ, শূল, মূর্চ্ছা, পুরীষ বমন, শ্বাস এবং অলস-রোগোক্ত লক্ষণসমূহ (আধ্মান-বাতনিরোধাদি) উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২১

উদাবর্ত্তের চিকিৎসা—অধোবাত-নিরোধ জনিত উদাবর্ত্তে স্নেহপান, স্বেদ, ফলবর্ত্তি ও বস্তি হিতকর। পুরীষ বিঘাতজনিত উদাবর্ত্তে মলের বিবদ্ধতা ভঙ্গকারক ঔষধ ও পথ্য এবং ফলবর্ত্তি, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, স্বেদ ও বস্তি প্রশস্ত। মূত্রাবরোধজনিত উদাবর্ত্তে সজল দুগ্ধের সহিত বচচূর্ণ পান করিবে। অথবা দুঃস্পর্শার (কণ্টকারীর বা দুরালভার তুল্যগুণ বলিয়া ইহাদের অন্যতরের) স্বরস কিংবা অর্জ্জুনছালের ক্বাথ পান করিবে। কাঁকুড়ের বীজ বাটিয়া তাহা লবণ সংযোগে লবণীকৃত করিয়া জলের সহিত পান করিবে। অথবা চিনি, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, দ্রাক্ষা বা যষ্টি-মধু খাইবে। মূত্রবেগাবরোধজনিত উদাবর্ত্তে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী বিধি সর্ব্বথা প্রয়োগ করিবে। জৃম্ভাভি-ঘাতজ উদাবর্ত্তে স্নেহ, স্বেদ, এবং বাতহর অন্যান্য বিধি সকলও ব্যবস্থা করিবে। অশ্রুধারণজনিত উদাবর্ত্তে নেত্র হইতে জলস্রাব করাইবে এবং সুখে নিদ্রা যাইবে এবং রোগির নিকট প্রিয় কথা সকল কহিবে। হাঁচীর বেগধারণজনিত উদাবর্ত্তে তীক্ষ্ণদ্রব্যের (মরিচ-সর্ষপাদির) ঘ্রাণ ও নস্য এবং সূর্য্যদর্শন দ্বারা অবরুদ্ধ হাঁচীর প্রবর্ত্তন করিবে অর্থাৎ হাঁচিবে। ইহাতে স্নেহ-স্বেদ প্রয়োগ করিবে। উদ্গারের অবরোধ জনিত উদাবর্ত্তে স্নৈহিক ধূম ব্যবস্থা করিবে। বমন নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে বমন, লঙ্ঘন, বিরেচন ও তৈলাভ্যঙ্গ হিতকর। শুক্রবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তে চতুর্গুণ জল মিশ্রিত দুগ্ধ, বস্তি শুদ্ধিকর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিবে। অগ্নিসন্তাপে সমস্তজল নাশ পাইয়া যখন দুগ্ধমাত্র শেষ থাকিবে, তখন নামাইয়া সেই দুগ্ধ রোগিকে পান করাইবে এবং দুগ্ধপানানন্তর তাহাকে প্রিয় কামিনীগণের সহিত রমণ করিতে দিবে। শুক্রোদাবর্ত্ত-রোগির অভ্যঙ্গ, অবগাহ, মদিরা, কুক্কুট-মাংস, শালিতণ্ডুল, দুগ্ধ, নিরূহ ও মৈথুন হিতকর। ক্ষুধা-বিঘাতজনিত উদাবর্ত্তে স্নিগ্ধ-উষ্ণ-লঘু-রুচিজনক ও অল্প পরিমিত ভক্ষ্য এবং সুগন্ধি পুষ্প হিতকর। তৃষ্ণা-বিঘাতজনিত উদাবর্ত্তে সর্ব্বপ্রকার শীতল বিধি প্রশস্ত। এই উদাবর্ত্তে রোগী কর্পূরবাসিত-সুশীতল জল অল্প অল্প করিয়া ধীরে ধীরে পান করিবে। শ্রমজনিত শ্বাস অবরোধ করিলে যে উদাবর্ত্ত জন্মে, তাহাতে বিশ্রাম ও মাংসরস সমন্বিত অন্ন হিতকর। নিদ্রাবেগ ধারণ জনিত উদাবর্ত্তে চিনিসংযুক্ত দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে সংবাহন, সুখজনক শয্যা, নিদ্রা ও প্রিয়কথা হিতকর ॥ ২২—৩৫

রুক্ষাদিজনিত উদাবর্ত্ত চিকিৎসা—ফলবর্ত্তি। হিঙ্, মধু ও সৈন্ধব লবণ পেষণ করিয়া তাহাতে বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এবং সেই বর্ত্তি ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া গুহ্যে নিহিত করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয় ॥ ৩৬

মদনফলাদিবর্ত্তি—ময়নাফল, পিপুল, কুড়, বচ ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ, গুড় ও দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তিও গুহ্যমার্গে প্রণিহিত করিলে উদাবর্ত্ত বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭

নারাচ চূর্ণ—চিনি ১ পল (৮ তোলা) তেউড়ী-মূল চূর্ণ ২ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া আহারের পূর্ব্বে মধুর সহিত ২ তোলা পরিমাণে লেহন করিবে। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ গাঢ়পুরীষ উদাবর্ত্তে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই নারাচ নামক মধুরচূর্ণ নরপতিযোগ্য ঔষধ ॥ ৩৮। ৩৯

গুড়াষ্টক—ত্রিকটু, পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণে গুড় মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবে। এই গুড়াষ্টক নামক ঔষধ বল বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা দ্বারা উদাবর্ত্ত প্লীহা গুল্ম, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪০। ৪১

শুষ্কমূলকাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—শুষ্কমূলা বা কাঁচা মূলা (ব্যাখ্যান্তর আর্দ্রক), পুন-

পুনর্নবা, বৃহৎপঞ্চমূল ও সোন্দালফল, মিলিত ৴৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে শীঘ্রই উদাবর্ত্ত নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪২

আনাহ-চিকিৎসা—উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগের কারণ ও কার্য্য তুল্য বলিয়া আনাহরোগে উদাবর্ত্তনাশক ক্রিয়া সকল করিবে। ইহার বিশেষ চিকিৎসাও বলিতেছি—তেউড়ীমূল, পিপুল ও হরীতকী যথাক্রমে দুইভাগ চারিভাগ ও পাঁচভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে। এই সকল চূর্ণের পরিমাণ যত হইবে, তাহাতে ততপরিমাণে গুড় মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা সেবনে উল্বণ আনাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪৩। ৪৪

ত্রিকটুকাদ্য বর্ত্তি—ত্রিকটু, সৈন্ধব, সর্ষপ, গৃহধূম (ঝুল), কুড় ও ময়নাফল এই সকলের চূর্ণ মধুতে বা গুড়ে পাক করিয়া অঙ্গুষ্ঠবৎ স্থূল বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘৃতাভাক্ত করিয়া গুহ্যমার্গে ধীরে ধীরে প্রণিহিত করিয়া দিবে। ইহা দৃষ্টফল বর্ত্তি। এই বর্ত্তি প্রয়োগে আনাহ, উদরজ রোগ, জঠররোগ ও গুল্ম বিনষ্ট হয়॥ ৪৫। ৪৬

ইতি উদাবর্ত্তানাহাধিকার

গুল্মাধিকার

গুল্মের সন্নিকৃষ্ট-বিপ্রকৃষ্ট নিদান ও সামান্য লক্ষণ।—মিথ্যা (অনুচিত) আহার-বিহার দ্বারা বাতাদিদোষত্রয় অত্যর্থ কুপিত হইয়া কোষ্ঠমধ্যে গ্রন্থিরূপ গুল্ম উৎপাদন করে। গুল্ম পঞ্চবিধ।

টীকা। মিথ্যাবিহার—বলবান্ লোকের সহিত মল্লযুদ্ধ করণাদি। পঞ্চবিধ—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও রক্তজ। দ্বন্দ্বজ গুল্মত্রয় প্রকৃতি সমবেতত্ব হেতু পৃথক্ গণিত হয় নাই, যেমন অর্শঃ পৃথগ্ গণনা করা যায় নাই। কোষ্ঠ মধ্যে—হৃদয় হইতে বস্তিপর্য্যন্ত কোন স্থানে। গ্রন্থিরূপ—গুটিকাকার॥ ১

পঞ্চবিধত্ব-পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিনপ্রকার (বাতজ, পিত্তজ, কফজ), সমস্ত দোষে অর্থাৎ মিলিত ত্রিদোষে এক প্রকার (সান্নিপাতিক) এবং পুরুষদিগের ও স্ত্রীলোকদিগের রক্তজ (ধাতুরূপ রক্ত হইতে জাত) এক প্রকার, সমুদায়ে এই পাঁচ প্রকার গুল্ম স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে॥ ২

আর্ত্তবজ (ঋতু শোণিত জাত) গুল্ম—ঋতু শোণিত হইতেও এক প্রকার গুল্ম হয়, তাহা কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই হইয়া থাকে। কিন্তু ধাতুরূপ রক্তজাত গুল্ম পুরুষদিগের হয়, স্ত্রীদিগেরও হইয়া থাকে॥ ৩

কোষ্ঠ ও স্থান নিয়ম—কথিত হইতেছে। গুল্মের পঞ্চবিধস্থান, যথা পার্শ্বদ্বয় হৃদয় নাভি ও বস্তি (মূত্রাশয়)॥ ৪

গুল্মের সামান্য লক্ষণ—ঊর্দ্ধে হৃদয় এবং অধোদিকে নাভি (বস্তি) ইহার মধ্যে কোন স্থানে সঞ্চরণশীল বা অচল এবং কদাচিৎ পুষ্ট কদাচিদ্ বা অপুষ্ট এরূপ ভাবাপন্ন গোলাকার যে গ্রন্থি জন্মে, তাহাকে গুল্ম কহে।

টীকা। সামীপ্যহেতু এস্থলে নাভিশব্দে বস্তি হইবে। যেমন "গঙ্গাতে ঘোষ বাস করে" একথা বলিলে এই বুঝিতে হয় যে, গঙ্গাতে অর্থাৎ গঙ্গাসমীপে ঘোষ বাস করে। সেইরূপ নাভি বলায় নাভির সমীপস্থ বস্তিই বোদ্ধব্য। কারণ পূর্ব্বে বস্তিকেও গুল্মের আশ্রয় স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপর কোন কোন পণ্ডিত 'হৃদয় ও নাভির মধ্যে" "এপাঠ না পড়িয়া" "হৃদয় ও বস্তির মধ্যে, এরূপ পাঠ পড়েন। অন্য কোন কোন পণ্ডিত বলেন—বস্তিতে গুল্ম জন্মে না, বিদ্রধি জন্মে, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কেন না বস্তিও গুল্মের স্থান। চরকে উক্ত হইয়াছে—"পার্শ্বদ্বয় হৃদয় নাভি ও বস্তি এই পাঁচটি গুল্মস্থান"॥ ৫

পূর্ব্বরূপ—গুল্মরোগ উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে উদ্গার বাহুল্য, মলবদ্ধতা, ভোজনে অনভিলাষ, অক্ষমত্ব, অন্ত্র-কূজন, আটোপ (উদরে সবেদন গুড়্ গুড়্ ধ্বনি) উদরাধ্মান ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অরুচি, মলমূত্র ও অধোবায়ুর কষ্টে প্রবর্ত্তন, অন্ত্র-কূজন, আনাহ এবং ঊর্দ্ধবাত (উদ্গারাদি) সকল গুল্মের এই লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায়॥ ৬।৭

বাতিক গুল্মের নিদান—রুক্ষ অন্নপান, বিষমাশন, অতি ভোজন, বিরুদ্ধ চেষ্টা (বলবদ্‌বিগ্রহাদি), মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, শোকাভিঘাত (শোক দ্বারা মনোধিষ্ঠান হৃদয়ের অভিঘাত), বিরেচনাদি দ্বারা অতি মলক্ষয় এবং উপবাস এইগুলি বাতগুল্মের হেতু ॥ ৮

বাতিক গুল্মের লক্ষণ—বাতিক গুল্মের অবস্থিতির কোন নিয়ম নাই, কখন নাভিতে, কখন পার্শ্বে, কখন বা বস্তিদেশে অবস্থান করে ইহার আকৃতিও সর্ব্বদা একরূপ থাকে না, কখন ক্ষুদ্র, কখন বৃহৎ, কখন গোলাকার, কখন বা দীর্ঘাকার হইয়া থাকে; ইহার বেদনারও স্থিরতা নাই, কখন অল্প বেদনা, কখন অধিক বেদনা, কখন সূচীবেধবদ্ বেদনা, কখন বা নানারূপ বেদনা হইয়া থাকে। ইহাতে মলবাতের বিবদ্ধতা, মুখ ও গলনালীর শোষ, শরীরের শ্যাববর্ণতা বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর, এবং হৃদয়ে কুক্ষিতে পার্শ্বদ্বয়ে গাত্রে (পাঠান্তর স্কন্ধে) ও মস্তকে বেদনা হইয়া থাকে। ভুক্তাহার জীর্ণ হইলে রোগের অধিক প্রকোপ, কিন্তু কিছু আহার করিলে প্রকোপের হ্রাস হয়। রুক্ষ আহার এবং কটু-তিক্ত-কষায়-রস বাতগুল্মে উপশম জনক (সুখকর) নহে ॥ ৯।১০

পৈত্তিক গুল্মের নিদান—কটু-অম্ল-তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-বিদাহ ও রুক্ষ দ্রব্যভোজন, ক্রোধ, অতি মদ্য পান, রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ সেবন, আম, অভিঘাত ও দুষ্ট রক্ত এইগুলি পৈত্তিক গুল্মের হেতু ॥ ১১

পৈত্তিক গুল্মের লক্ষণ—জ্বর, পিপাসা, অবসাদ, দেহের লৌহিত্য, আহারের পরিপাক কালে অত্যন্ত বেদনা, ধর্ম্মাগম ও বিদাহ এইগুলি পৈত্তিক গুল্মের লক্ষণ। পৈত্তিক গুল্ম ব্রণবৎ স্পর্শাসহ হইয়া থাকে ॥ ১২

শ্লৈষ্মিক ও সন্নিপাতিক গুল্মের নিদান—শীতল গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, শারীর চেষ্টা রাহিত্য, সংপূরণ (উদরপূরণ, প্রচুর ভোজন) এবং দিবা নিদ্রা এইগুলি কফজ গুল্মের হেতু। আর বাতজাদি তিন প্রকার গুল্মের যে সকল হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত হেতুই ত্রিদোষ গুল্মের জানিবে ॥ ১৩

শ্লৈষ্মিক গুল্মের লক্ষণ—স্তৈমিত্য, শীতজ্বর, শরীরের অবসাদ, বমনবেগ, কাস, অরুচি, দেহের গুরুতা, এবং কফের লিঙ্গ সমূহ (বেদনাল্পতা অগ্নিমান্দ্যাদি) শ্লৈষ্মিক গুল্মে উপস্থিত হয়। যদিও বাতজাদি পাঁচ প্রকার গুল্মেরই উল্লেখ হইয়াছে, তথাপি যেস্থলে উভয়বিধ দোষের নিদান ও লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইবে, তথায় ঔষধ কল্পনার্থ অর্থাৎ মিলিত চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত অপর আর তিন প্রকার দ্বন্দ্বজ গুল্ম নির্দ্দেশ করিবে ॥ ১৪।১৫

ত্রিদোষজ গুল্ম লক্ষণ—ত্রিদোষজ গুল্ম অত্যন্ত বেদনান্বিত, সর্ব্বদেহে দাহোৎপাদক, প্রস্তরবৎ কঠিন-উন্নত, শীঘ্রবিদাহী (শীঘ্র বিদগ্ধাজীর্ণকারক), দারুণ (মারক) এবং মন শরীর অগ্নি ও বলের অপহারক। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

টীকা। মনের অপহারক অর্থাৎ মনের বৈকৃত্যকারক। শরীরের অপহারক অর্থাৎ শরীরের কৃশতাকারক। অগ্নির অপহারক অর্থাৎ অগ্নির বৈষম্যকারক। বলের অপহারক অর্থাৎ অসামর্থ্য কারক ॥ ১৬

আর্ত্তবরূপ রক্তজ গুল্ম—প্রসবান্তে বা অপক্ব গর্ভপাতান্তে অথবা ঋতু প্রবর্ত্তন সময়ে যে স্ত্রী, অহিত আহার বিহার করে, তাহার অপথ্যাচরণহেতু বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত পরিগ্রহণ পূর্ব্বক গর্ভাশয়ে গুটিকাকার রক্ত গুল্ম উৎপাদন করিয়া থাকে। রক্তগুল্ম বেদনা ও দাহ বিশিষ্ট হয়। ইহাতে পিত্তগুল্মের তাবৎ লক্ষণই বিদ্যমান থাকে। এবং গর্ভ লক্ষণ সকলও প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ঋতুবন্ধ, মুখের পীতবর্ণতা, স্তনাগ্রের কৃষ্ণ বর্ণতা ও দোহদাদি (নানাবিধ আহারাদি স্পৃহা) হইয়া থাকে। গর্ভ হইতে রক্ত গুল্মের যে বিশেষ আছে তাহা বলিতেছি শুন। গর্ভ হস্তপদাদি প্রত্যেক অঙ্গ দ্বারা বিনা বেদনায় নিরন্তর স্পন্দিত হয়, কিন্তু রক্তগুল্ম তাহার বিপরীত, অর্থাৎ রক্তগুল্মে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাভাবে সমস্ত পিণ্ডটিই স্পন্দিত হয়, সর্ব্বদা স্পন্দন না হইয়া দীর্ঘকালান্তে স্পন্দিত হয়, এবং স্পন্দন সময়ে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। উভয়ের এই প্রভেদ। পণ্ডিতেরা দশম মাস ব্যতীত হইলে এই স্ত্রাভব রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (কেহ কেহ বলেন গর্ভাশঙ্কাহেতুই পণ্ডিতগণ দশমাস অতীত হইলে রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অপরে বলেন—যখন গর্ভ ও রক্তগুল্মে উক্তরূপ প্রভেদ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তখন গর্ভাশঙ্কায় নয়, পুরাণত্বাভিপ্রায়েই পণ্ডিতগণ দশ মাসের পর চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে—"যদিও সকল রোগই পুরাণ হইলে কষ্টসাধ্য হয়, কিন্তু রক্তগুল্ম পুরাণ হইলে সুখসাধ্য হইয়া থাকে, ইহা কেবল রক্তগুল্ম ব্যাধিরই মাহাত্ম্য") ॥ ১৭—১৯

অসাধ্য লক্ষণ—গুল্ম ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া সর্ব্বোদরব্যাপী, কৃতমূল (রসরক্তাদিধাত্বাশ্রয়ী), শিরাব্যাপ্ত ও কূর্ম্মবৎ উন্নত হইলে এবং রোগী দৌর্ব্বল্য, অরুচি, বমনবেগ, কাস, বমন, অরতি, জ্বর, তৃষ্ণা, তন্দ্রা ও প্রতিশ্যায় এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত হইলে সে গুল্ম অসাধ্য জানিবে।

অপর অসাধ্য লক্ষণ—গুল্ম রোগে জ্বর, শ্বাস,

বমি ও অতিসার এবং হৃদয় নাভি হস্ত ও পাদে শোথ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগী বাঁচেনা।

অপর অসাধ্য লক্ষণ—শ্বাস, শূল, পিপাসা, অরুচি, অকস্মাৎ গুল্মের বিলয় ও দৌর্ব্বল্য এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে গুল্ম রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ২০—২৩

গুল্মের চিকিৎসা—বায়ুজনিত গুল্মে হরীতকী ও দুগ্ধসমন্বিত এরণ্ড তৈলের বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে স্নেহ স্বেদ প্রশস্ত। স্বর্জ্জিক্ষার কুড়চূর্ণ ও কেতকীক্ষার এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে বাতজ-গুল্ম প্রশমিত হয়। বাতজ গুল্মে তিত্তির ময়ূর কুক্কুট বক ও বর্ত্তক ইহাদের মাংস এবং ঘৃত শালিতণ্ডুলের অন্ন ও প্রসন্না (মদিরা বিশেষ) সেবন করিতে দিবে। পিত্তজ গুল্মে বিরেচনার্থ ত্রিফলার ক্বাথ সহ তেউড়ীচূর্ণ, অথবা চিনি ও মধুসংযুক্ত কমলাগুঁড়ীর চূর্ণ, কিংবা দ্রাক্ষাসহ হরীতকী বা গুড়ের সহিত হরীতকী খাইবে। শ্লেষ্মগুল্মে বাতগুল্মোক্ত যোগ সকল প্রয়োগ করিবে। এবং কফনাশক অপর যোগ সকলও যথাযুক্তি ব্যবস্থা করিবে॥ ২৪—২৮

হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ—হিঙ্, পিপুলমূল, ধনে, জীরা, বচ, চই, চিতা, আকনাদি, শঠী, তিন্তিড়ী, লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল ও বিট্), ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল ও মরিচ), ক্ষারদ্বয় (যবক্ষার ও সাচিক্ষার), দাড়িম ত্বক্, হরীতকী, পুষ্কর মূল, অম্লবেতস, হবুষ ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ আদার রসে ও টাবানেবুর রসে সাতদিন করিয়া ভাবিত করিয়া (ভাবনা দিয়া) প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সহিত পান করিলে গুল্ম, উদরাধ্মান, অর্শঃ, গ্রহণী, উদাবর্ত্ত, প্রত্যাধ্মান, গর (সংযোগজবিষ), উদর, অশ্মরী, তূনী, প্রতিতূনী, অরোচক, উরুস্তম্ভ, মতিভ্রম, মনোবিভ্রম, বাধির্য্য, অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা বিনষ্ট হয়। হৃদয়-কুক্ষি-বঙ্ক্ষণ-কটী-জঠরাভ্যন্তর-বস্তি-স্তন-স্কন্ধ ও পার্শ্ব দেশের বাতশ্লেষ্মজ শূলেও এই অশ্বিনীসংহিতোক্ত হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ সেব্য॥ ২৯—৩১

বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ত্রিদোষজ গুল্মকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ অগ্রে রোগির আত্মীয় স্বজনকে জানাইবে যে, ত্রিদোষজগুল্মে নিষ্কৃতি লাভ করা বড়ই দুঃসাধ্য, তবে কালের কুটিলা গতি, কদাচিৎ কেহ বা আরোগ্য লাভ করিয়াও থাকে, চিকিৎসা না করিলে নিশ্চয়ই বিপদ্, চিকিৎসা করিলে কথঞ্চিৎ আশাও আছে, এই জন্য চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য ত্রিদোষজ গুল্মে ত্রিদোষঘ্ন বিধি হিতকর।

শরপুঙ্খের ক্ষার ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া তাহা ৪ মাষা পরিমাণে খাইলে গুল্ম নাশ হয়। স্বর্জিক্ষার ৪ মাষা (আধ তোলা) ও গুড় ৪ মাষা মিলিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে এই বটিকা খাইলে গুল্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩২—৩৪

ক্ষারাষ্টক—পলাশের ক্ষার, মনসাসীজের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তেঁতুল ছালের ক্ষার, আকন্দের ক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবশুঙ্গার ক্ষার এবং স্বর্জ্জিক্ষার এই আটটি ক্ষারের মিলনকে ক্ষারাষ্টক কহা যায়। এই ক্ষারাষ্টক গুল্মের নাশক এবং অজীর্ণের পাচক॥ ৩৫

বজ্রক্ষার—সামুদ্রলবণ (করকচ লবণ), সৈন্ধব লবণ, কাচলবণ (কালালুণ), যবক্ষার, সচললবণ, সোহাগার খৈ ও স্বর্জ্জিক্ষার এই সকলের চূর্ণ সমান সমান পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে এবং তাহা মনসাসীজের আটায় ও আকন্দের আটায় তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া সূর্য্যতাপে শুকাইবে। পরে তাহা আকন্দপত্র বেষ্টিত করিয়া একটি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া শরাবাদি দ্বারা হাঁড়ীর মুখ রুদ্ধ করিবে। তদনন্তর সেই হাঁড়ী চুল্লীতে বসাইয়া নীচে অগ্নির জ্বাল দিবে। আকন্দপত্র অন্তর্ধূমে দগ্ধ হইলে তাহা নামাইয়া পুনর্ব্বার উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, জীরা ও চিতামূল এই সকল দ্রব্যও সমান সমান পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে উক্ত ক্ষার চূর্ণের সহিত এই সকল চূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত ১ তোলা পরিমাণে পান করিবে। ইহা গুল্মে, শূলে, অজীর্ণে, শোথে, সর্ব্বপ্রকার উদররোগে, অগ্নিমান্দ্যে, উদাবর্ত্তে ও প্লীহারোগে পরম হিতকর। বাতাধিক্যে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত, পিত্তাধিক্যে ঘৃতের সহিত, কফাধিক্যে গোমূত্রের সহিত এবং ত্রিদোষজে কাঞ্জীর সহিত এই ক্ষার সেব্য। ইহা বজ্রক্ষার নামে খ্যাত, ভগবান্ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক ইহা উক্ত। ইহাদ্বারা অজীর্ণ এবং অজীর্ণসম্ভূত রোগসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৬—৪২

সোরা অর্দ্ধতোলা এবং আদা অর্দ্ধতোলা একত্র খাইলে গুল্মনিবৃত্তি হয়। ঝিনুকভস্মের অর্দ্ধতোলা পরিমিত গুটিকা, অর্দ্ধতোলা পরিমিত গুড়ে বেষ্টিত করিয়া তাহা লেহন করিলে গুল্মরোগ প্রশমিত হয়। ঘৃতকুমারীর শাঁস ১ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহাতে গব্যঘৃত এবং ত্রিকটু, হরীতকী ও সৈন্ধবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গুল্মরোগিকে খাইতে দিবে।

শুষ্কমাংস, মূলা, মৎস্য, শুষ্কশাক, বৈদল (দাইল), আলু এবং মধুর ফল সকল গুল্মরোগী পরিত্যাগ করিবে।

টীকা। বৈদলের নিষেধ থাকিলেও মাষকলাই ও কুলত্থ কলাইএর নিষেধ নাই,ইতি সুশ্রুত টীকা॥ ৪৩—৪৬

রক্তগুল্ম-চিকিৎসা—রক্তগুল্মে স্নেহস্বেদ দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ ও খিন্ন করিয়া স্নেহবিরেচন

প্রয়োগ করিবে। গুল্ফা, করঞ্জছাল, দেবদারু, বামুনহাটী ও পিপুল ইহাদের কল্ক তিলের ক্বাথসহ পান করিলে রক্তজ গুল্ম বিনষ্ট হয়। আর্ত্তব শোণিতজ গুল্মে এবং রজোলোপে গুড় ঘৃত ত্রিকটু ও বামুনহাটী চূর্ণের সহিত তিলের ক্বাথ পান করিবে। মরিচ চূর্ণের সহিত আমলকীর রস পান করিলে রক্তগুল্ম বিনষ্ট হয়। মলভেদার্থ রক্তগুল্মিনীকে চিনি ও মধুর সহিত কমলাগুড়ীর চূর্ণ সেবন করিতে দিবে। রক্তগুল্ম রোগিনীদিগের রক্তপ্রভেদন অপর বিশেষ বলিতেছি শুন—পলাশ ক্ষার মিশ্রিত জলের সহিত ঘৃতপাক করিয়া রক্তগুল্মিনী তাহা পান করিলে, অথবা যবক্ষার ও ত্রিকটু চূর্ণসহ ঘৃত খাইলে রক্তস্রাব হয়॥ ৪৭—৫১

ইতি গুল্মাধিকার।

প্লীহযকৃদধিকার।

প্লীহা শরীরের একটী অবয়ব বিশেষ, ইহার স্বরূপ—হৃদয়ের অধোভাগে বামপার্শ্বে প্লীহা অবস্থিতি করে। ইহা শোণিত হইতে উৎপন্ন হয়। মহর্ষিগণকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে,—প্লীহা রক্তবাহি-শিরাসমূহের মূল॥ ১

প্লীহার নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—কুলথকলাই-মাষকলাই ও সর্ষপশাকাদি বিদাহিদ্রব্য এবং মাহিষ দধি প্রভৃতি অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজনশীল ব্যক্তির রক্ত ও কফ প্রদুষ্ট হইয়া প্লীহার অতিবৃদ্ধি করে। সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহাকে প্লীহরোগ কহা গিয়া থাকে। উদরের বামপার্শ্বে প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই রোগে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার মন্দ মন্দ জ্বর হয়, অগ্নি মন্দ হয়, বল কমিয়া যায়, এবং সে অতি পাণ্ডুবর্ণ ও কফপিত্তজনিত উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া থাকে॥ ২।৩

রক্তজপ্লীহা—ক্লম (বিনাশ্রমে শ্রান্তি), ভ্রম (গাত্র-ঘূর্ণন), বিদাহ (গাত্রদাহ), বিবর্ণতা, গাত্রগুরুতা, মোহ ও উদরের রক্তবর্ণতা এইগুলি রক্তজ প্লীহার লক্ষণ॥ ৪

পৈত্তিকপ্লীহা—জ্বর, পিপাসা, দাহ, মোহ, বিশেষতঃ গাত্রের পীতবর্ণতা এই গুলি পৈত্তিক প্লীহার লক্ষণ॥ ৫

শ্লৈষ্মিকপ্লীহা—শ্লেষ্মজনিত প্লীহা অল্প বেদনাযুক্ত, স্থূল, কঠিন ও গুরু (ভারী) হয়। ইহাতে রোগির অত্যন্ত অরুচি হইয়া থাকে॥ ৬

বাতিকপ্লীহা—এই প্লীহায় নিত্য কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, নিত্য উদাবর্ত্ত (বায়ুর ঊর্দ্ধগমন) হয়, এবং প্লীহা বেদনাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৭

অসাধ্য প্লীহা—অসাধ্য প্লীহায় উক্ত ত্রিদোষ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৮

শরীরাবয়ব বিশেষ-যকৃতের স্বরূপ—হৃদয়ের দক্ষিণে অধোভাগে যকৃতের অবস্থান। যকৃৎও রক্ত হইতে জন্মে। উহা রঞ্জকপিত্তের স্থান॥ ৯

যকৃদ্‌রোগ—প্লীহরোগের হেতুলক্ষণাদি যাহা, যকৃদ্ রোগেরও তাহাই জানিবে। উভয়ের বিশেষ এই—প্লীহা উদরের বাম পার্শ্বে, যকৃৎ দক্ষিণ-পার্শ্বে অবস্থিত করে॥ ১০

প্লীহ-চিকিৎসা—প্লীহশান্তির জন্য সমুদ্রজাত ঝিনুকভস্ম, অথবা পিপুলচূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিবে। আকন্দপত্র এবং সৈন্ধব লবণ একটা হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া শরাব দ্বারা হাঁড়ার মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। অন্তর্ধূমে আকন্দ পত্রাদি দগ্ধ হইলে তাহা চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় দধি-জলের সহিত পান করিলে অতি দারুণ প্লীহা বিনষ্ট হয়। হিঙ্গু, ত্রিকটু, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব, টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ভক্ষণ করিলে প্লীহশূল প্রশমিত হয়। পিপুলচূর্ণ পলাশক্ষারজলে ভাবিত করিয়া খাইলে প্লীহা ও গুল্ম প্রশমিত এবং অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়। শঙ্খনাভিচূর্ণ জাম্বীর লেবুর রসের সহিত অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে কূর্ম্মসম বৃহৎ প্লীহাও নিঃশেষে প্রশমিত হইয়া থাকে। শরপুঙ্খার মূল বাটিয়া তক্রে আলোড়ন পূর্ব্বক পান করিলে নিশ্চয়ই প্লীহার শান্তি হয়। ইহাতে যদি প্লীহা শান্তি না হয়, তাহা হইলে পর্ব্বতও জলে ভাসিবে। সুপক্ক আমের রস মধুসহ পান করিলে নিশ্চয়ই প্লীহা প্রশমিত হয়। প্লীহশান্তির জন্য শিমুল ফুল জলে সিদ্ধ করিয়া তাহা একরাত্রি পর্য্যুষিত (বাসি). করিয়া পরদিন প্রাতঃ-কালে রাইসর্ষপ চূর্ণসহ সেবন করিবে। যমানী, চিতা, যবক্ষার, পিপুলমূল, দন্তীমূল ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ

উষ্ণজলের দধিজলের মাংস রসের বা আসবের সহিত পান করিলে প্লীহরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১—১৯

যকৃদ্‌রোগ চিকিৎসা—প্লীহরোগের যে সকল চিকিৎসা উপদিষ্ট হইল, যকৃদ্‌রোগেও সেই সকল চিকিৎসা করিবে। যকৃদ্‌রোগে দক্ষিণ বাহুতে রক্তমোক্ষণ করিবে। করঞ্জের ক্ষার জলে স্রাবিত করিয়া তাহা প্রাতঃকালে বিড়ঙ্গ ও পিপুল চূর্ণ সহ যথাগ্নি পান করিলে যকৃৎ ও প্লীহা প্রশমিত হয় ॥ ২০।২১

ইতি প্লীহযকৃদধিকার।

হৃদ্রোগাধিকার

হৃদ্রোগের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—অতি উষ্ণ গুরু-অম্ল-কষায় ও তিক্তভোজন, শ্রম, অভিঘাত ও পূর্ব্বাহার অজীর্ণে পুনর্ভোজন এই সকলের সতত আচরণে এবং অতিচিন্তন ও মলমূত্রাদি-বেগধারণে হৃদ্রোগ জন্মে। হৃদ্রোগ পঞ্চবিধ, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও ক্রিমিজ ॥ ১

হৃদ্রোগের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—দুষ্ট দোষত্রয় হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ রসকে দূষিত করিয়া হৃদয়ে বাধা (দোষভেদে নানাবিধ পীড়া বা ভঙ্গবৎ পীড়া) উৎপাদন করে। ইহাকেই হৃদ্রোগ বলে ॥ ২

বাতিক হৃদ্রোগ—বাতিক হৃদ্রোগে হৃদয় যেন ব্যথা দ্বারা বিস্তারিত, সূচী দ্বারা যেন বিদ্ধ, মন্থন দণ্ড দ্বারা যেন নির্ম্মথিত, করপত্রদ্বারা যেন দ্বিধাকৃত, শাস্ত্র দ্বারা যেন স্ফুটিত এবং কুঠার দ্বারা যেন পাটিত হইতে থাকে ॥ ৩

পৈত্তিক হৃদ্রোগ—পৈত্তিক হৃদ্রোগে তৃষ্ণা, উষ্মা (কিঞ্চিৎ অন্তরৌষ্ণ্য), দাহ (গাত্রসন্তাপ), চোষ (চুষণবৎ পীড়া), হৃদয়ে ক্লম (হৃদয়াকুলত্ব), ধূমায়ন (কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমবৎপ্রতীতি), মূর্চ্ছা, এবং মুখের ক্লেদ (পচাবৎকিঞ্চিৎদুর্গন্ধ) ও শোষ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪

শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগ—হৃদয় কুপিত-কফ দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে অর্থাৎ কফজ হৃদ্রোগ উপস্থিত হইলে হৃদয়ের গুরুতা, কফস্রাব, অরুচি, স্তম্ভ (জড়তা), অগ্নিমান্দ্য এবং মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৫

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগ—ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে বাতজাদি ত্রিবিধ হৃদ্রোগেরই লক্ষণ সকল সংঘটিত হয় ॥ ৬

ক্রিমিজ হৃদ্রোগের বিপ্রকৃষ্ট নিদান ও সম্প্রাপ্তি—ত্রিদোষহেতু হৃদ্রোগে যে দুর্ব্বুদ্ধি লোভবশতঃ তিল ক্ষীর ও গুড়াদি ভক্ষণ করে, তাহার হৃদয়ের কোন এক স্থানে একটি গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, এবং সেই গ্রন্থির রস পচিয়া সংক্লিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর সেই সংক্লেদ হইতে ক্রিমি সকল জন্মে ॥ ৭।৮

ক্রিমিজ হৃদ্রোগের লক্ষণ—বমনবেগ, মুখস্রাব, তোদ, শূল, হৃল্লাস (হৃদয়স্থরসের বহির্গমনোন্মুখতা), অন্ধকার দর্শন, অরুচি, শ্যাবনেত্রতা ও যক্ষ্মা এই সকল লক্ষণ ক্রিমিজ হৃদ্রোগে উপস্থিত হয় ॥ ৯

হৃদ্রোগের উপদ্রব—ক্লোমের অর্থাৎ পিপাসা স্থানের সাদ (শোষ) ভ্রম ও মুখের শোষ এই সকল উপদ্রব সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগেই দৃষ্ট হয় এবং ক্রিমিজ হৃদ্রোগে এতদ্ব্যতীত শ্লৈষ্মিক ক্রিমিগণের যে যে উপদ্রব তাহাও ঘটিয়া থাকে ॥ ১০

হৃদ্রোগের চিকিৎসা—অর্জ্জুনবৃক্ষের ছালচূর্ণ, ঘৃতের দুগ্ধের বা গুড়মিশ্রিত জলের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয় এবং রোগী দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপুল, শুঁঠ, শটী ও পুষ্করমূল ইহাদের চূর্ণ হৃদ্রোগনাশক। হরিণের শৃঙ্গ পুটপাকে দগ্ধ এবং তাহা পেষিত করিয়া গব্য ঘৃতের সহিত পান করিলে অতি কষ্টপ্রদ হৃচ্ছূল ও পৃষ্ঠশূল শান্তি প্রাপ্ত হয়। তৈল ঘৃত ও গুড়ের সহিত গোধূম ও অর্জ্জুনছালচূর্ণ পাক করিয়া তাহা ভক্ষণ ও দুগ্ধপান করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগের শান্তি হয়। ছাগদুগ্ধ ও গব্যঘৃতসহ গোধূম ও অর্জ্জুনছালচূর্ণ পাক করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি মিশাইয়া খাইলে উৎকট হৃদ্রোগও প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১১—১৫

অর্জ্জুন ঘৃত—অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সকল-হৃদ্রোগেই প্রয়োগ করিবে ॥ ১৬

বলাদ্যঘৃত—বেড়েলা গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছালের ক্বাথ এবং যষ্টিমধুর কল্কসহ যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া সেই ঘৃত খাইলে হৃদ্রোগ এবং বাতরক্ত ক্ষত ও রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয় ॥ ১৭

ইতি হৃদ্রোগাধিকার।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার।

মূত্রকৃচ্ছ্রের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ ঔষধ ও রুক্ষ মদ্য ইহাদের প্রসঙ্গ অর্থাৎ সতত সেবন, নৃত্য, দ্রুত পৃষ্ঠযান (অশ্বাদিতে গমন), আনূপ মৎস্য অর্থাৎ প্রচুর জল দেশজ মাছ, পূর্ব্বাহার অজীর্ণে ভোজন, ও অজীর্ণ এই সকল কারণে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র আটপ্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শল্যজ, পুরীষজ, শুক্রজ ও অশ্মরীজ॥ ১

মূত্রকৃচ্ছ্রের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—পৃথক্ পৃথক্ দোষ বা মিলিত ত্রিদোষ স্ব স্ব প্রকোপণ হেতুতে প্রকুপিত হইয়া বস্তিদেশে গমন পূর্ব্বক মূত্রমার্গকে পরিপীড়িত করিলে মানব অতিকষ্টে মূত্র ত্যাগ করে, ইহাকেই মূত্রকৃচ্ছ্র কহে॥ ২

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র—বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বঙ্ক্ষণ (কুঁচকী স্থান) বস্তি (মূত্রাশয়) ও মেঢ়ে, (লিঙ্গে) তীব্র বেদনা উপস্থিত হয় এবং রোগী অল্প অল্প করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ মূত্রত্যাগ করিয়া থাকে॥ ৩

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র—পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে অত্যন্ত দাহ ও বেদনার সহিত পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র অতি কষ্টে মুহুর্ম্মুহুঃ নির্গত হয়॥ ৪

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র—কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে লিঙ্গ ও বস্তিদেশে গুরুত্ব ও শোথ এবং মূত্র পিচ্ছিল হইয়া থাকে॥ ৫

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র—সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে উল্লিখিত ত্রিবিধ মূত্রকৃচ্ছ্রেরই লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য॥ ৬

শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র—মূত্রবাহি স্রোত, কোন প্রকার শল্য দ্বারা (শলাকা কণ্টকাদিদ্বারা) ক্ষত বা মুষ্ট্যাদি প্রহারে অভিহত হইলে মূত্রমার্গাভিঘাত হেতু অতিদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। ইহার লক্ষণ বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের তুল্য॥ ৭

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র—পুরীষের বেগরোধ করিলে বায়ু বিগুণ হইয়া উদরাধ্মান, বাতশূল, মূত্ররোধ, উৎপাদন করে। ইহাকেই পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র বলে॥ ৮

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র—বাতাদি দোষকর্ত্তৃক শুক্র দূষিত এবং মূত্রমার্গে বিধারিত হইয়া যে মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদন করে, তাহাকে শুক্রজমূত্রকৃচ্ছ্র বলে। ইহাতে বস্তি ও লিঙ্গে শূলনি এবং অতি কষ্টে সশুক্র মূত্র প্রবর্ত্তন হয়॥ ৯

অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র—অশ্মরী হইতে যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহাকে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র বলে। অশ্মরী হইতেও মূত্রকৃচ্ছ্র হয় এবং মূত্রকৃচ্ছ্রও অশ্মরীর পূর্ব্বে হইয়া থাকে। অশ্মরী ও শর্করা উহাদের উৎপত্তির কারণ ও লক্ষণ তুল্য জানিবে। তবে অশ্মরীর সহিত শর্করার যে ভেদ আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শুন। মূত্র শুক্র ও কফ ইহারা প্রথমে পিত্তদ্বারা পক্ব, পশ্চাৎ বায়ু দ্বারা শোষিত এবং কফ দ্বারা আশ্লিষ্ট হইয়া অশ্মরীরূপে পরিণত হয়। আবার সেই অশ্মরীই কারণবিশেষে কফসংশ্লেষ বিমুক্ত এবং শর্করাবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ডে বিভক্ত হইয়া মূত্রমার্গ দিয়া ক্ষরিত হইলে তাহাকেই শর্করা কহা গিয়া থাকে। (সেই শর্করা হইতেও দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে)॥ ১০।১১

শর্করার উপদ্রব—হৃৎপীড়া, কম্প, কুক্ষিদেশে শূলনি, অগ্নিমান্দ্য, মূর্চ্ছা ও সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র এই গুলি শর্করার উপদ্রব॥ ১২

বাতকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে অভ্যঙ্গ, স্নেহবস্তি, নিরূহবস্তি, স্বেদ, উপনাহ, উত্তরবস্তি, পরিষেক এবং শালপানি প্রভৃতি বাতহর দ্রব্যের ক্বাথসহ মাংসপাক করিয়া সেই মাংস রস ব্যবস্থা করিবে। গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ শূলযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগিকে পান করিতে দিবে॥ ১৩।১৪

পুনর্নবাদ্য মিশ্রক—পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, শতমূলী, রক্তচন্দন, শ্বেত পুনর্নবা, বেড়েলা, পাষাণভেদী (পাথর কুচা), দশমূল, কুলত্থকলাই ও যব ইহাদের ক্বাথে এবং এই সকল দ্রব্যেরই কল্ক ও লবণের সহিত তৈল ঘৃত বরাহবসা ও ভল্লুকবসা (মিশ্রিত) যথাবিধি পাক করিবে। এই মিশ্রক উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বেদনা-বিশিষ্ট বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়॥ ১৫।১৬

পিত্তকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে শীতল পরিষেক, শীতল জলে অবগাহন, শীতল প্রলেপ, গ্রীষ্মবিহিত বিধি, বস্তি, দুগ্ধবিকার, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস ও ঘৃত ব্যবস্থা করিবে॥ ১৭

তৃণপঞ্চমূল—কুশ, কাশ, শরমূল, দর্ভমূল (উলুমূল) ও ইক্ষুমূল এই পঞ্চতৃণ মূলের ক্বাথ পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক ও বস্তিবিশোধক॥ ১৮

শতমূলী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালীধান্যমূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর ইহাদের ক্বাথ করিবে। সেই ক্বাথ সুশীতল হইলে তাহাতে মধু ও চিনিসংযুক্ত করিয়া পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র রোগিকে পান করিতে দিবে। পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে কাঁকুড়বীজ যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা বাটিয়া তণ্ডুল জলের সহিত পান করিবে। দারুহরিদ্রা মধুসংযুক্ত করিয়া আমলকীর রসের সহিত খাইতে দিবে। হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, পাষাণভেদী ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহবেদনা ও বিবদ্ধতা বিশিষ্ট মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়॥ ১৯—২১

শতাবরী ঘৃত ও দুগ্ধ—শতমূলী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল ও আমলকী ইহাদের সহিত যথাবিধি ঘৃত বা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া এবং তাহাতে চিনি মিশাইয়া পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রয়োগ করিবে॥ ২২

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত—গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশাদি (কুশ, কাশ, শর, উলু ও ইক্ষু ইহাদের মূল), শতমূলী ও কাঁকুড় ইহাদের স্বরসে (তদভাবে ক্বাথে) যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া এবং তাহাতে অর্দ্ধাংশ গুড়সংযুক্ত করিয়া তাহা মূত্রকৃচ্ছ্রে, অশ্মরীরোগে ও মূত্রাঘাতে প্রয়োগ করিবে। এই মহৌষধ সকল প্রকার অশ্মরীরোগেই প্রযোজ্য, ইহা অশ্মরীরোগ সমূহের অতিপ্রধান ঔষধ॥ ২৩

কফমূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে, ক্ষার, উষ্ণ ও তীব্র ঔষধ এবং অন্নপান, স্বেদ, যবান্ন (যবকৃত খাদ্য), বমন, নিরূহ, তক্র এবং তিক্ত ঔষধের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অভ্যঙ্গ ও পান ব্যবস্থা করিবে। ছোট এলাইচ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহা গোমূত্র, সুরা বা কদলীকন্দের রসের সহিত পান করিবে। ইহা কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক। শাসিঞ্চবীজ (গাববীজ) তক্রের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। কফমূত্রকৃচ্ছ্রে, প্রবালচূর্ণ তণ্ডুলজলের সহিত পান করিবে। ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা ও গুগ্গুলু ইহাদের চূর্ণ মধুতে মাড়িয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা গোক্ষুরের ক্বাথের সহিত পান করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও প্রদর বিনষ্ট হয়॥ ২৪—২৮

ত্রিদোষ জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর স্থানানুসারে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া সকল কার্য্য করিবে। ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে, যদি কফের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথমে বমন, যদি পিত্তের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বিরেচন, যদি বায়ুর প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বস্তি প্রয়োগ করিবে। বৃহতী, কণ্টকারী, আবনাদি, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইচ্ছানুরূপ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র শর্করা ও বাতরোগ প্রশমিত হয়॥ ২৯—৩১

অভিঘাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—অভিঘাতোত্থ মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা সকল করিবে। ইহাতে মদ্য পান করিবে অথবা চিনি ও ঘৃত মিশ্রিত সিদ্ধ দুগ্ধ, কিংবা অর্দ্ধভাগ চিনিসংযুক্ত আমলকী রস, অথবা মধুমিশ্রিত ইক্ষুরস পান করিবে। ইহা সরক্ত মূত্রকৃচ্ছ্রেও পাতব্য॥ ৩২

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—পুরীষজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে স্বেদ, চূর্ণক্রিয়া, অভ্যঙ্গ ও বস্তি প্রয়োগ করিবে। গোক্ষুরবীজের ক্বাথে যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র শীঘ্র বিনষ্ট হয়॥ ৩৩

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা—শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্রে শিলাজতু ও স্বর্ণমাক্ষিক, এলাচ ও হিং সংযুক্ত করিয়া লেহন করিবে। অথবা ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে। ইহা দ্বারা মূত্রদোষের বিশুদ্ধি ও শুক্রদোষের নাশ হইয়া থাকে। বৃষ্য সেবন দ্বারা অতিবর্দ্ধিত হইয়া যাহার শুক্রধাতু মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদন করে, তাহাকে মনোরমা প্রমদার সহিত রমণ করিতে দিবে।

ছাতিমছাল, সোন্দাল, কেঁউমূল, এলাইচ, নিমছাল, করঞ্জ, কুড়চীছাল ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে যবাগূ পাক করিয়া তাহা অথবা সেই ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেই মধুসংযুক্ত ক্বাথ পান করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক। কাঁকুড়বীজ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহা দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় কাঞ্জী ও সৈন্ধবের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। গোক্ষুর, সোন্দাল, কুশ, কাশ, দুরালভা, পাষাণভেদী ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথাদি মধুসহ সেবন করিলে মুমূর্ষু রোগিরও মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়। কণ্টকারীর অর্দ্ধসের স্বরসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রদোষ বিনষ্ট হয় এবং রোগী আরোগ্যলাভ করে। গোরক্ষচাকুলের ক্বাথ অশেষ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমক। তিল, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত শসার বীজ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র দূরীভূত হয়। ত্রিফলা পেষণ করিয়া তাহা লবণসংযোগে লবণীকৃত করিয়া জলের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ প্রশমিত হয়। যব, এরণ্ডমূল, তৃণপঞ্চমূল (কুশ কাশ শর ইক্ষু ও উলুর মূল), পাথরকুচা, শতমূলী, গুগ্গুলু ও

হরীতকী ইহাদের ক্বাথে গুড় মিশ্রিত করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগিকে তাহা পান করিতে দিবে। কুশ, কাশ, ইক্ষু, শর ও উলু এই পঞ্চতৃণের মূল মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে ক্বাথাদিরূপে প্রয়োজ্য। গুড়সংযুক্ত-আমলকী—বৃষ্য, শ্রমঘ্ন, তৃপ্তিপ্রদ, প্রিয় এবং পিত্ত-রক্ত-দাহ-শূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমক। যবক্ষারে সমপরিমাণে চিনি মিশাইয়া খাইলে সকল মূত্রকৃচ্ছ্রই নিবারিত হয়। দ্রাক্ষা ও চিনি পেষিত করিয়া দধি জলের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, অজাশৃঙ্গী, গুলঞ্চ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য এবং বল্লীপঞ্চমূল ইহাদের ক্বাথাদি মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক। এলাইচ, পাষাণভেদী (পাথর কুচা), শিলাজতু, পিপুল, কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধব লবণ ও কুঙ্কুম ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলজলে আলোড়িত করিয়া পান করিলে মৃত্যুমুখপতিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীও আরোগ্যলাভ করে। জারিত লৌহচূর্ণ মধুতে মর্দ্দিত করিয়া তিনবার লেহন করিলে আশু মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই॥ ৩৪—৪৮

পুনর্নবাদি যমকাবলেহ—পুনর্নবামূল একশত পল (সাড়েবার সের), দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণমূল (চিনা খড় মূল), গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, নাগেশ্বর, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, ইহাদের প্রত্যেক দশ দশপল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্বাথে ৮ সের ঘৃত পাক করিবে। পাককালে তাহাতে যষ্টিমধু, আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেক দুই দুই পল, যমানী অর্দ্ধসের, গুড় ত্রিশপল ও এরণ্ডতৈল ত্রিশ পল নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। সেই লেহ, রাজপুত্রদের, রাজাদের বা রাজার তুল্য ব্যক্তিদের এবং যাহাদের বহু স্ত্রী আছে ও যাহাদের পুরীষ অতি কঠিন, তাহাদের উপযুক্ত। এই অনিন্দিত (উৎকৃষ্ট) লেহ আহাদের পূর্ব্বে সেব্য। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রে, কটীগ্রহে, মেঢ্র-বঙ্ক্ষণ শূলে ও যোনিশূলে এবং যথোক্ত গুল্মরোগে ও বাতরক্তে প্রশস্ত। এই ঔষধ বলকর, রসায়ন, শ্রীপ্রদ ও লাবণ্য সম্পাদক। এই এক প্রকার পুনর্নবাদি লেহ উক্ত হইল। আবার কেবল একশত পল পুনর্নবা মূল ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথে উক্তপরিমিত ঘৃত এবং প্রক্ষেপ্য দ্রব্য সকল প্রক্ষেপ করিয়া অপর পুনর্নবাদি লেহ পাক করা গিয়া থাকে। ইতি সুকুমারকযমক পুনর্নবা লেহ। সামান্যবিধি। মূত্রাঘাতাদিবিধান ও মূত্রকৃচ্ছ্রে ব্যবস্থা করিবে॥ ৪৯—৫৫

ইতি মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার।

মূত্রাঘাতাধিকার

শরীরের রুক্ষতা এবং মূত্রাদির বেগধারণ হেতু বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া বাতকুণ্ডলিকাদি ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করে। (মূত্রকৃচ্ছ্রে ও মূত্রাঘাতে প্রভেদ এই—মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রনির্গমকালে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক কিন্তু বিবদ্ধতা অল্প; আর মূত্রাঘাতে বিবদ্ধ অধিক কিন্তু মূত্রনির্গমকালে যাতনা কম)।

বাতকুণ্ডলিকা—দেহের রুক্ষতা ও মূত্রাদির বেগ ধারণ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রকে আবৃত করিয়া বেদনার সহিত বাতাবর্ত্তবৎ কুণ্ডলীকৃত হইয়া মূত্রাশয়েই সঞ্চরণ করিয়া থাকে। ইহাতে মূত্র অল্প অল্প অথবা বেদনার সহিত নির্গত হয়। ইহাকেই বাতকুণ্ডলিকা কহে। ইহা অতি কষ্টদায়ক ব্যাধি॥ ১—৩

অষ্ঠীলা—কুপিত বায়ু মূত্রাশয় ও মলাশয়কে রুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ তদন্তর্গত মূত্র ও মলকে নিরোধ করিয়া এবং তাহাদিগকে (মূত্রাশয় ও মলাশয়কে) আধ্মাপিত করিয়া চলনশীল উন্নত সবেদন এবং মলমূত্রনিরোধক অষ্ঠীলাকৃতি গ্রন্থি উৎপাদন করে। তাহাকেই মূত্রাষ্ঠীলা কহে॥ ৪

বাতবস্তি—যে মূর্খ মূত্রের বেগরোধ করে, তাহার বস্তিগত বায়ু কুপিত হইয়া বস্তির মুখ নিরুদ্ধ করে। বস্তির মুখ নিরুদ্ধ হওয়ায়, কাজে কাজেই মূত্রও নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। এবং বায়ু বস্তি ও কুক্ষিদেশে নিপীড়িত অর্থাৎ পিণ্ডিত হইয়া অবস্থিতি করে। ইহাকেই বাতবস্তি কহে। ইহা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাধি॥ ৫।৬

মূত্রাতীত—দীর্ঘকাল মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া প্রস্রাব করিতে গেলে প্রস্রাব ত্বরায় নির্গত হয় না, অথবা মন্দ মন্দ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই মূত্রাতীত কহে॥ ৭

মূত্রজঠর—মূত্রের বেগ অভিহত হইলে অপান-বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রাভিঘাতজ উদাবর্ত্তের হেতু হয় এবং উদরকে অতিশয় পূরণ করিয়া নাভির অধোভাগে তীব্রবেদনান্বিত আধ্মান উৎপাদন করে। ইহাকেই মূত্রজঠররোগ কহে। এই রোগে বস্তির অধোদেশ বিবদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৮। ৯

মূত্রোৎসঙ্গ—যে মূত্রাঘাতে বহির্গমনোন্মুখ মূত্র বস্তিদেশে বা লিঙ্গে অথবা লিঙ্গগ্রন্থিতে আসিয়া সংসক্ত হইয়া থাকে (আট্‌কাইয়া থাকে) অথবা প্রবাহণ করিলে (অত্যন্ত কুন্থন করিলে) বস্তি প্রভৃতির গাত্র ভেদ হওয়ায় সরক্ত মূত্র বেদনার সহিত বা বিনা বেদনায় শনৈঃ শনৈঃ অল্প অল্প নির্গত হয়, তাহাকেই মূত্রোৎসঙ্গ কহে। ইহা বিগুণ বাতজ ব্যাধি।

টীকা। "প্রবাহণ"—হৃৎকণ্ঠবলে মলমূত্র ও বায়ুর সশব্দ অধঃপ্রেরণ, অর্থাৎ কুন্থন। সেই প্রবাহণ কুপিত বায়ু দ্বারা বস্ত্যাদির গাত্রভেদ হওয়ায় (ফাটিয়া যাওয়ায়) সরক্ত মূত্র নির্গত হইয়া থাকে॥ ১০। ১১

মূত্রক্ষয়—রুক্ষ ও ক্লান্তদেহ ব্যক্তির বস্তিগত পিত্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রক্ষয় করে। মূত্রক্ষয়ে বেদনা ও দাহ বিদ্যমান থাকে। ইহাই মূত্রক্ষয় রোগ নামে অভিহিত॥ ১২

মূত্রগ্রন্থি—বস্তিমুখাভ্যন্তরে সহসা উৎপন্ন-অশ্মরী তুল্য বেদনান্বিত কঠিন গোলাকার যে ক্ষুদ্রগ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে মূত্রগ্রন্থি কহে।

টীকা। অশ্মরী ও মূত্রগ্রন্থিতে প্রভেদ এই—অশ্মরী ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়, মূত্রগ্রন্থি সহসা জন্মে। অপর ভেদ এই—অশ্মরীতে পিত্তের আধিক্য, কিন্তু মূত্রগ্রন্থিতে রক্তেরই আধিক্য থাকে। যেহেতু তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—"বাতকফ দ্বারা রক্ত প্রদুষ্ট হইয়া বস্তিদ্বারে সুদারুণ গ্রন্থি উৎপাদন করে। সেই গ্রন্থি দ্বারা বস্তিদ্বার রুদ্ধ হওয়ায় অতিকষ্টে মূত্র নির্গত হয়॥ ১৩

মূত্রশুক্র—মূত্রবেগাক্রান্ত ব্যক্তি মূত্রত্যাগ না করিয়া স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্র স্বস্থানচ্যুত এবং বায়ু কর্তৃক ঊর্দ্ধনীত হইয়া মূত্রণ সময়ে তাহা ভস্মমিশ্রিত জলের আকৃতিতে প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাতে নির্গত হইয়া থাকে। ইহারই নাম মূত্রশুক্র॥ ১৪

উষ্ণবাত—ব্যায়াম অধিক পথপর্য্যটন ও আতপসেবন এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত এবং বায়ুর দ্বারা আবৃত হইয়া বস্তিতে গমন পূর্ব্বক বস্তি লিঙ্গ ও পায়ুদেশে দাহ উৎপাদন করত পীত বা ঈষল্লোহিত অথবা সম্পূর্ণ লোহিত মূত্র অতি কষ্টের সহিত পুনঃ পুনঃ নিঃস্রাবিত করিয়া থাকে। ইহাকেই উষ্ণবাত কহে॥ ১৫। ১৬

মূত্রসাদ—যদি পিত্ত বা কফ, অথবা পিত্ত ও কফ উভয়ই বায়ুকর্তৃক ঘনীকৃত হয়, তাহা হইলে শ্বেত পীত বা লোহিতবর্ণ কিংবা গোরোচনা বা শঙ্খচূর্ণ বর্ণ অথবা উল্লিখিত সমস্ত বর্ণ বিশিষ্ট শুষ্ক (অল্প পরিমিত) ঘন মূত্র নির্গত হয়। এবং মূত্রণকালে অতিকষ্ট ও দাহ হইয়া থাকে। ইহাকে মূত্রসাদ কহে॥ ১৭। ১৮

বিড়্‌বিঘাত—দেহ অতি রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইলে বায়ু দ্বারা তাহার পুরীষ ঊর্দ্ধগত হইয়া মূত্রস্রোতে উপনীত হয়। তজ্জন্য মলমিশ্রিত বা মলগন্ধযুক্ত মূত্র অতি কষ্টে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পীড়ার নামই বিড়্‌বিঘাত॥ ১৯

বস্তিকুণ্ডল—দ্রুতাধ্বলঙ্ঘন (দ্রুতপথচলন, ব্যাখ্যান্তর—দ্রুতপথপর্য্যটন ও লঙ্ঘন অর্থাৎ উল্লম্ফন), পরিশ্রম, আঘাতপ্রাপ্তি এবং প্রপীড়ন (টেপাটিপী) এই সকল কারণে বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয় স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধগত হইয়া গর্ভবৎ স্থূলাকারে অবস্থিতি করে। ইহাতে শূলনি স্পন্দন (কিঞ্চিৎ চলন) দাহ ও বিন্দু বিন্দু মূত্রনির্গম হয়; বস্তি টিপিয়া ধরিলে উহা হইতে মূত্রের ধারা নির্গত হয়; এবং তৎকালে স্তব্ধতা ও মোচড়নবদ্ বেদনা উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নামই বস্তিকুণ্ডল। বস্তিকুণ্ডল শস্ত্র ও বিষসদৃশ ভয়াবহ অর্থাৎ শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক অবশ্য মারক। ইহা বাতোল্বণ হইলে অবুদ্ধি চিকিৎসকের প্রায়ই দুর্নিবার। পিত্তান্বিত হইলে দাহ শূল মূত্রবিবর্ণতা হয়। কফান্বিত হইলে দেহের গুরুতা ও শোথ হয় এবং মূত্র স্নিগ্ধ ঘন ও শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে॥ ২০। ২১

অসাধ্য লক্ষণ—বস্তির মুখরন্ধ্র কফ দ্বারা রুদ্ধ হইলে এবং পিত্তের আধিক্য থাকিলে পীড়াটি অসাধ্য জানিবে। কিন্তু যদি উহার মুখবিবর কফ দ্বারা আবৃত না হয় বা কুণ্ডলীকৃত না হয়, তাহা হইলে সাধ্য জানিবে। (বস্তিদেশ কুণ্ডলীভূত হইলে তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কুণ্ডলীভূতের এই অর্থ—কফ দ্বারা বস্তিমুখরন্ধ্রাবরোধহেতু বায়ু তথায় কুণ্ডলাকারে অবস্থান করে)॥ ২২

মূত্রাঘাতের চিকিৎসা—সবেদন মূত্রাঘাতে রোগিকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া স্নেহ বিরেচন ও উত্তর বস্তি প্রদান করিবে। নল, কুশ, কাশ, ইক্ষু ও বেড়েলা ইহাদের মূলের ক্বাথ শীতল করিয়া এবং তাহাতে চিনি মিশাইয়া প্রাতঃকালে নিয়ত পান করিলে মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়। গোজী (গোলোমিকা, পশ্চিম দেশীয় ভাষা পাথরী) ইহার মূলের এক পল ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ করিয়া পান করিলে মূত্ররোধ দূরীভূত হয়। গোয়ালিয়া লতার মূলের ক্বাথে ঘৃত তৈল ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান

করিলে অচিরে মূত্রাঘাত দূরীভূত হয়। বীরতর্বাদি গণের ক্বাথে শিলাজতু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে এবং পত্র মূল ও ফল সমন্বিত গোক্ষুরের ক্বাথে মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রের যন্ত্রণা দূর হয়। অর্দ্ধেক ছাগমূত্র ও অর্দ্ধেক মেষমূত্র মিলিত করিয়া তাহাতে কর্পূরচূর্ণ গুলিয়া লিঙ্গে ক্ষেপণ করিলে মূত্ররোধ দূরীভূত হয়। গাম্ভারী ও পাষাণভেদীর মূল, শতমূলী, চিতামূল, কট্‌কী, কুলেখাড়া, বচ, শৈলেয় ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া সুরার সহিত পান করিলে মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয়। দুগ্ধভোজী হইয়া বর্হিশিখার (গন্ধদ্রব্য বিশেষের) মূল তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়। সকল প্রকার মূত্রাঘাতেই বস্তি বা উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে। মূত্রাঘাত রোগে কণ্টকারী স্বরস বস্ত্রে ছাঁকিয়া পান করিবে। অথবা কুঙ্কুমকল্ক জলে গুলিয়া এবং তাহা এক রাত্র পর্য্যুষিত (বাসি) করিয়া মধুসহ পান করিবে। অথবা পারুলছালের ক্ষার পোট্‌লী বদ্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই জল ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। গোক্ষুর এরণ্ডমূল ও শতমূল ইহাদের সহিত কিংবা তৃণপঞ্চমূলের সহি দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। অথবা গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ খাইবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে প্রশস্ত। কাকমাচী ও তৈলকন্দের (কন্দবিশেষের) মূল ও মূলার ক্ষার কোশকার নামক ইক্ষুরসের সহিত পান করিলে বস্তিকুণ্ডল রোগ প্রশমিত হয়। ঘৃষ্টচন্দনে চিনি সংযুক্ত করিয়া তণ্ডুলজলের সহিত পান করিবে এবং শৃতশীতদুগ্ধ ও অন্নপথ্যাশী হইবে। ইহা সশোণিত উষ্ণবাতে শ্রেষ্ঠ ঔষধ॥ ২৩—৩৬

শিলোদ্ভিদাদি তৈল—পাষাণভেদী, এরণ্ডমূল ও শালপানি ইহাদের কল্ক এবং পুনর্নবা ও শতমূলী ইহাদের ক্বাথ সহ তৈল পাক করিয়া তাহা দুগ্ধের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রাদি প্রশমিত হয়॥ ৩৭

ধান্য গোক্ষুরক ঘৃত—ধনে ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত মূত্রকৃচ্ছ্র ও শুক্রদোষ বিনষ্ট হয়॥ ৩৮

ভদ্রাবহ ঘৃত—ঘৃত চারিসের। ক্বাথার্থ—শাকনাদি, পারুলছাল, পুনর্নবা ও শ্বেতপুনর্নবা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাশ, কুশ, ক্ষীরমোরটা, গোক্ষুর, পাষাণভেদ, বারাহী কন্দ (চামার আলু), শালিমূল, শর, ভেলা ও শিরীষমূল, প্রত্যেক সমভাগ, সমুদায়ের পরিমাণ সাড়েবার সের, জল চৌষট্টি সের, শেষ ষোল সের। কল্কার্থ—শিলাজতু, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, কাকোলী, শসাবীজ, কুষ্মাণ্ড ও কাঁকুড়বীজ প্রত্যেক সমভাগ, মিলিত পরিমাণ একসের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা ভদ্রাবহ ঘৃত নামে অভিহিত। এই ঘৃত সেবনে উষ্ণবাত প্রশমিত হয়॥ ৩৯—৪৩

বিদারী ঘৃত—ঘৃত চারিসের। ক্বাথার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, খাসিকচ্ছাল, যূথী, টাবালেবু, ভূস্তৃণ, পাষাণভেদ, কস্তুরী, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতামূল, পুনর্নবা, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, কেশুর, বিস (পদ্মনাল), পানিফল, ভূঁই আমলকী, স্থিরাদি পঞ্চমূল (শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর), শরমূল, ইক্ষুমূল, উলুমূল, কুশমূল ও কাশমূল প্রত্যেকে দুই দুই পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলীর রস চারি সের, আমলকীর রস চারি সের, চিনি ৬ পল। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, ফল্‌সা, এলাইচ, দুরালভা, রেণুক, কুঙ্কুম, নাগেশ্বর, এবং জীবনীয়গণোক্ত আটটি দ্রব্য (যথা জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী) ইহাদের প্রত্যেক দুই দুই তোলা। দুগ্ধ আট সের, যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাতে বিশেষতঃ পিত্তজ মূত্রাঘাতে, শর্করা অশ্মরী ও শূলরোগে, রক্তজ রোগে, হৃদ্রোগে, পিত্তগুল্মে, বাতরক্তে, রক্তপিত্তে, শ্বাস কাস ও উরঃক্ষত রোগে, ধনুরাকর্ষণে স্ত্রীসঙ্গমে বা ভারবহনে কর্ষিত ব্যক্তিতে, তৃষ্ণা বমি মনঃকম্প ও রক্তবমন রোগে, রক্তদুষ্টিতে, যক্ষ্মরোগে, অপস্মারে, উন্মাদে, শিরোরোগে, যোনিদোষে, রজোদোষে, শুক্রদোষে ও স্বরভেদে প্রযোজ্য। ইহা স্মৃতিকর, বৃষ্য, উত্তম বাজীকরণ, পুত্রপ্রদ, বলবর্ণজনক, বিশেষতঃ বাতনাশক। পানে ভোজনে বা নস্যে কোনস্থলেই ইহা প্রতিহত হয় না, অর্থাৎ পানাদি যে কোন রূপে প্রয়োগ করা যায়, এই ঘৃত তাহাতেই সুফল প্রদান করে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট রসায়ন॥ ৪৪—৫৪

ইন্দুরের পুরীষ, তথা হস্তিনীর পুরীষ উষ্ণ কাঁজীতে পেষণ করিয়া বস্তিদেশে লেপন করিলে বদ্ধমূত্র আশু বিনষ্ট হয়। অধিক স্ত্রীসঙ্গম হেতু যাহার রক্ত ক্ষরিত হয়, তাহার মৈথুনে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার পক্ষে বৃংহণীয় বিধি হিতকর এবং কুক্কুটের বসা ও তৈলের উত্তর বস্তিপ্রয়োগও প্রশস্ত। আলকুশী বীজ, কিস্‌মিস্‌, পিপুল, কুলেখাড়া ও চিনি প্রত্যেকের চূর্ণ সমান এক এক ভাগ এবং দুগ্ধ মধু ও ঘৃত প্রত্যেকে অর্দ্ধ অর্দ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমাণে খাইবে এবং খাইয়া দুগ্ধ পান করিবে। ইহা সেবনে শুক্রক্ষয় জনিত দোষ সকল নষ্ট হয়। এই ঔষধ বন্ধ্যার পুত্র জনক॥ ৫৫—৬০

ক্ষৌদ্রার্দ্ধভাগযোগ—মধু অর্দ্ধভাগ, দুগ্ধ অর্দ্ধভাগ ও ঘৃত অর্দ্ধভাগ, এবং চিনির চূর্ণ, দ্রাক্ষাচূর্ণ,

আপাঙ্গকুলীফলচূর্ণ, কুলেখাড়াচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ ইহাদের প্রত্যেক সমান সমান এক এক ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া হাতা দ্বারা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এই ক্ষৌদ্রার্দ্ধভাগ যোগ ২ তোলা মাত্রায় খাইয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহা সেবনে যোনিদোষ দূরীভূত হয়॥ ৬১—৬৩

কর্পূর চূর্ণ বস্ত্রে লেপন করিয়া তাহার বাতী প্রস্তুত করিবে। সেই বাতী ধীরে ধীরে লিঙ্গরন্ধ্রে নিহিত করিয়া রাখিলে মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রে অশ্মরীরোগে যে ঔষধ কীর্ত্তিত হইল, দেশকালবিদ্‌ভিষক্ মূত্রাঘাতে ও মূত্রকৃচ্ছ্রেও সেই ঔষধ প্রয়োগ করিবেন॥ ৬৪। ৬৫

ইতি মূত্রাঘাতাধিকার।

অশ্মরী-অধিকার।

সংখ্যা—অশ্মরী চারিপ্রকার, যথা বাতজ অশ্মরী, পিত্তজ অশ্মরী, কফজ অশ্মরী ও শুক্রজ অশ্মরী। প্রায় সকল অশ্মরীই শ্লেষ্মাশ্রয়া অর্থাৎ শ্লেষ্মা প্রায় সকলেরই সমবায়ি কারণ। এস্থলে "প্রায়" শব্দের প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, কেবল শুক্রাশ্মরী শ্লেষ্মা-শ্রয়ে নহে, উহার সমবায়ি কারণ শুক্র। কাহারও কাহারও মতে শুক্রাশ্মরীরও সমবায়ি কারণ শ্লেষ্মা। অশ্মরী অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, অচিকিৎসিত হইলে উহা নিশ্চয়ই মারাত্মক হইয়া থাকে॥ ১

সম্প্রাপ্তি—কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক বস্তিগত শুক্র ও মূত্র কিংবা পিত্ত ও কফ বিশোষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে অশ্মরীরূপে পরিণত হয়। যেমন গোপিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে গোরচনা রূপে পরিণত হয়, অশ্মরীও সেইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ২

সকল অশ্মরীই ত্রিদোষজ জানিবে। তবে বাতাদিদোষের আধিক্যানুসারে কেহ বাতজ, কেহ পিত্তজ, কেহ বা কফজ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অশ্মরী উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বস্তির আধ্মান ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে অতি বেদনা, মূত্রে ছাগগন্ধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর ও অরুচি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৩

অশ্মরীর সাধারণ লক্ষণ—অশ্মরী উৎপন্ন হইলে নাভিদেশে সেবনীতে (পায়ু হইতে কোষের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত সেলাইয়ের ন্যায় স্থানে) ও বস্তি মূর্দ্ধায় অর্থাৎ নাভির অধোদেশে বেদনা হয়। অশ্মরী দ্বারা মূত্রমার্গ রুদ্ধ হইলে সবিচ্ছেদ ধারে মূত্র নির্গম হয় কিন্তু যদি কখন অশ্মরী বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া মূত্রমার্গ হইতে অন্যত্র সরিয়া যায়, তাহা হইলে বিনা-ক্লেশে গোমেদক মণির ন্যায় ঈষৎ লোহিত বর্ণ স্বচ্ছমূত্র নির্গত হইয়া থাকে। অশ্মরীর সঙ্ঘর্ষহেতু ঘর্ষণ দ্বারা (অথবা অশ্মরীর পীড়ন বশতঃ অর্থাৎ টেপাটিপী করায়) মূত্রবহ স্রোত ক্ষত হইলে সরক্ত মূত্র নির্গত হয়, আর প্রবাহণাদি দ্বারা (কুন্থনাদি দ্বারা) প্রস্রাব করিবার চেষ্টা করিলে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে॥ ৪। ৫

বাতাশ্মরী—বায়ুজনিত অশ্মরী রোগে রোগী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, কম্পিত দেহ হয়, যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সর্ব্বদা লিঙ্গ ও নাভিস্থল মর্দ্দন করিতে থাকে। মূত্র প্রবর্ত্ত-নার্থ কুন্থন করিলে বায়ুর সহিত মল এবং বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গত হয়। বায়ুজ অশ্মরী শ্যাব বা অরুণবর্ণ, এবং কণ্টকবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্কুর সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। বাতজ অশ্মরীর পূর্ব্বরূপাবস্থায় স্নেহাদি প্রয়োগ করিবে॥ ৬। ৭

শুণ্ঠ্যাদি কষায়—শুঁঠ, গণিয়ারি, পাষাণভেদী, শজিনাছাল, বরুণছাল, গোক্ষুর, গাম্ভারী ও সোন্দাল ইহাদের ক্বাথ করিয়া এবং তাহাতে হিঙ্, যবক্ষার ও সৈন্ধবচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক, অগ্নিদীপক ও অতিপাচক। ইহা দ্বারা কোষ্ঠাশ্রিত এবং কটী-উরু-গুদনাড়ী ও মেঢ্রজাত বাত বিনষ্ট হয়॥ ৮। ৯

এলাদিক্বাথ—অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্রে এলাইচ, পিপুল, যষ্টিমধু, পাষাণভেদ, রেণুক, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল ইহাদের ক্বাথ করিয়া তাহাতে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে॥ ১০

বরুণাদি কষায়—বরুণের উৎকৃষ্ট ছাল এবং শুঁঠ ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ করিয়া তাহাতে যবক্ষার ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া শীতল হইলে খাইবে। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালজাত বাতজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়॥ ১১

পাষাণভেদাদ্য ঘৃত—পাষাণভেদ, আকন্দ, গজপিপ্পলী, অম্লকুচা, শতমূলী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, ব্রাহ্মী, নীলঝাঁটী, কাঞ্চনছাল, বেণামূল, শরমূল, পরগাছা, সোনালু, বরুণ, সেগুনফল, যব, কুলথ, কুল ও নির্ম্মলী ফল ইহাদের ক্বাথ এবং উষকাদিগণোক্ত দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই পাষাণভেদাদ্য ঘৃত পান করিলে বাতজ অশ্মরী শীঘ্রই বিনষ্ট হয়॥ ১২—১৪

এই ঘৃতে যে সমস্ত বাতনাশক ঔষধ দ্রব্য উক্ত হইল, তাহাদের যোগে ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজন দ্রব্য পাক করিয়া বাতাশ্মরীগ্রস্ত রোগিকে সেবন করিতে দিবে।

বীরবৃক্ষ (বেণামূল), গণিয়ারি, কাশ, পরগাছা, কুশ, ইক্ষু, শতমূলী, সূর্য্যমুখী, গোক্ষুর, শ্যোনা, আকন্দ, বশির (চই), উলু, নীলঝাঁটী, পাষাণভেদ (পাথরকুচা), শর, নল ও পীতঝাঁটী এইগুলি বীরতরাদিগণ নামে অভিহিত। ইহা অশ্মরী শর্করা মূত্রকৃচ্ছ্র ও বাতপীড়া নাশক। বৃহদাতে বীরতরাদিগণ প্রযোজ্য, বীরতরের অভাবে শরগ্রাহ্য॥ ১৬—১৮

পিত্তাশ্মরী—পিত্তজনিত অশ্মরীরোগে বস্তিতে দাহ উপস্থিত হয় এবং বোধ হয় যেন উহা ক্ষার দ্বারা পচ্যমান হইতেছে। পিত্তাশ্মরী উষ্ণস্পর্শ, দেখিতে ভল্লাতকবীজের ন্যায়, ইহা রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে॥ ১৯

কুশাদ্য ঘৃত—কুশ কাশ শর রক্তেক্ষু ও হোগলা মূল, ধলা আঁকুড়ামূল,পাষাণভেদী,উলুমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চামার আলু, শালিমূল, গোক্ষুর, শ্যোনা, পারুলছাল, আকনাদি, শালিঞ্চ, ঝাঁটী, পুনর্নবা ও শিরীষ ইহাদের ক্বাথে এবং শিলাজতু, যষ্টিমধু, ইন্দীবর বীজ, শসা ও কাঁকুড় প্রভৃতির বীজ এবং পীতশাল এই সকলের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে পিত্তজ অশ্মরী শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। এই পিত্তনাশকবর্গে অর্থাৎ কুশাদ্য ঘৃতোক্ত পিত্তনাশক দ্রব্য সকলের যোগে ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজন দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া পিত্তাশ্মরীগ্রস্ত রোগিকে সেবন করিতে দিবে। এস্থলে অর্থাৎ কুশাদ্য ঘৃতে শিলাহ্ব শব্দে শিলাজতু, পটীর (পত্তূর) শব্দে গুথ (গবেধুক) পত্তূর (গবেধুক বা শরতৃণ) বা শরতৃণ, এবং হ্রস্বত্বহেতু মধুকশব্দে যষ্টিমধু, আর বীজশব্দে বীজক (পীতশাল) উক্ত হইয়াছে। কুশাদি-ঘৃতোক্ত কুশকাশাদি পিত্ত নাশক বর্গের ক্বাথে এবং এই বর্গেরই কল্কসহ ক্ষীরাদি পাক করিবে। বর্গস্থে উক্ত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে যাহা যাহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাদের যোগেই ক্ষীরাদি প্রস্তুত করিবে॥ ২০—২৫

কফাশ্মরী—কফজ অশ্মরী রোগে বস্তিদেশ যেন সূচী দ্বারা বিদ্ধ হইতে থাকে। ইহা শীতল ও গুরু, বৃহদাকার, মসৃণ এবং মধুবর্ণ অর্থাৎ মধুর ন্যায় ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, অথবা শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। দিবানিদ্রা, মিষ্টদ্রব্য ভোজন ও অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন প্রভৃতি যে সকল কারণে অশ্মরী রোগ জন্মে, বালকদিগের প্রায় সর্ব্বদাই সেই সকল কারণ ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য বালকদিগেরই প্রায় এই অশ্মরী বাহুল্যরূপে হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের বস্তিযন্ত্রের এবং অশ্মরীর আকার ক্ষুদ্র বলিয়া অশ্মরীকে অনায়াসেই অঙ্গুল্যাদি দ্বারা ধারণ ও শস্ত্রাদি দ্বারা উৎপাটন করিতে পারা যায়॥ ২৬। ২৭

বরুণাদি ঘৃত—বরুণাদি গণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথে এবং গুগ্‌গুলু, এলাইচ, রেণুক, কুড়, মুতা, মরিচ, চিতা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ, অথবা উষকাদি গণোক্ত দ্রব্যের কল্কসহ ছাগঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে শীঘ্রই কফসম্ভূত অশ্মরী বিনষ্ট হয়। শঠ্যাদি ও শ্যামাদিগণও কফজ অশ্মরীতে হিতকর। তৎসহও ঘৃত পাক করিয়া পণ্ডিতগণ কফজ অশ্মরীরোগে তাহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন॥ ২৮। ২৯

বরুণাদিগণ—বরুণ, ঝাঁটী, শজিনা, জয়ন্তী, করঞ্জ, ইক্ষুমূল (বা ধলা আকড়ার মূল), গনিয়ারি, বিল্ব, বিম্বী (তেলাকুচা), আকন্দ, চিতা, নীলঝাঁটী, গজপিপ্পলী (বা অপামার্গ), রক্তশজিনা, অজশৃঙ্গী, শতমূলী, উলু, বৃহতী ও কণ্টকারী এই গুলি বরুণাদি গণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। বরুণাদিগণ—কফ ও মেদো নিবারক, শিরঃশূল গুল্ম ও অভ্যন্তর বিদ্রধি নাশক। বরুণাদিগণোক্ত এই সকল দ্রব্যের যোগে ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজন দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া কফজ অশ্মরীরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে॥ ৩০—৩৩

শুক্রাশ্মরী—মৈথুনক্ষম পুরুষদিগেরই শুক্রাশ্মরী জন্মে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের ইহা হইবার সম্ভাবনা নাই। (শুক্রাভাব হেতু বালকদিগের যে শুক্রাশ্মরী হয় না, তাহা নহে, উহাদেরও কিঞ্চিৎ শুক্র আছে, কিন্তু বালকেরা মৈথুনক্ষম নহে। তজ্জন্যই তাহাদের শুক্রাশ্মরী জন্মিতে পারে না)। শুক্রবেগ উপস্থিত হইবে যদি মৈথুন করা না যায় তাহা হইলে স্বস্থানচ্যুত শুক্র মৈথুনাভাবে নির্গত হইতে না পারিয়া লিঙ্গ ও কোষদ্বয়ের মধ্যগত বস্তিমুখে বায়ু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও শোষিত হইতে থাকে। তথাভূত শুক্রকে শুক্রাশ্মরী কহে॥ ৩৪। ৩৫

শুক্রাশ্মরীর লক্ষণ—শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইলে বস্তিদেশে শূলনি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অণ্ডকোষে শোথ হয়।

উৎপন্ন হইবামাত্র যদি তাহা কোনরূপে বিলম্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ মূত্রমার্গ দিয়া তথায় শুক্র আসিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। যদি লিঙ্গ ও কোষদ্বয়ের মধ্যগত-অশ্মরীস্থান পীড়ন (টেপাটিপি) করা যায়, তাহা হইলে অশ্মরী বিলয়প্রাপ্ত হয় (অন্তর্লীনা হয়) অর্থাৎ উহা বায়ুদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া শর্করা ও সিকতারূপে পরিণত হয়। শর্করা ও সিকতার প্রভেদ এই—শর্করা কিছু বৃহৎ, সিকতা তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। বায়ু অনুলোম থাকিলে সেই শর্করা ও সিকতা মূত্রের সহিত মূত্রমার্গ দিয়া নির্গত হয় কিন্তু প্রতিলোম থাকিলে উহারা বহির্গত হইতে না পারিয়া মূত্রস্রোতে উপস্থিত হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া থাকে এবং দৌর্ব্বল্যাদি উপদ্রব সকল আনয়ন করে॥৩৬-৩৮

উপদ্রব যথা—দৌর্ব্বল্য, অবসাদ, কৃশতা, কুক্ষি রোগ, অরুচি, পাণ্ডুতা, উষ্ণবাত (মূত্রাঘাতবিশেষ), তৃষ্ণা, হৃৎপীড়া ও বমি এইগুলি শুক্রাশ্মরীর উপদ্রব॥ ৩৯

অশ্মরী-শর্করা ও সিকতার অরিষ্ট লক্ষণ—এই সকল রোগে রোগির যদি নাভি ও অণ্ডকোষে শোথ, মূত্ররোধ এবং শূলবদ্ বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগী রক্ষা পায় না॥ ৪০

অশ্মরীর চিকিৎসা—শুক্রাশ্মরীতেও অশ্মরী নাশক সাধারণ বিধি অবলম্বন করিবে। পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রসে যবক্ষার ও গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্রবিবদ্ধতা শর্করা ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়। তিল, আপাং, কদলীকন্দ, পলাশ, যব ও বেল ইহাদের ক্বাথ মেষমূত্রের সহিত পান করিলে শর্করা ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়। কেঁউ, আঁকোড়, নির্ম্মলী, শেগুন ও ইন্দীবর ইহাদের ফলের ক্বাথে গুড় মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ উষ্ণ পান করিলে মূত্রের সহিত শর্করা পতিত হয়। পাষাণভেদী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও কুলেখাড়ার মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া দধিসহ পান করিলে সিকতা ও অশ্মরী নষ্ট হয়। যে রোগী গুড়মিশ্রিত হরিদ্রা কাঁজীর সহিত সম্যক্ পান করে, তাহার দীর্ঘকাল সমুৎপন্ন মেঢ্র শর্করা নাশ প্রাপ্ত হয়। কুড়চীর ক্বাথ পান করিয়া দধির সহিত নিত্য সুপথ্য অন্ন ভোজন করিলে অচিরে মেঢ্র শর্করা নিপতিত হয়। শসার বীজ বা নারিকেলের ফুল বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিলে, মলমূত্রের কৃচ্ছ্রতাই হউক বা শর্করাই হউক, কতিপয় দিবসেই তাহা প্রশমিত হয়। গোক্ষুর বরুণছাল ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা ও অশ্মরীশূল এবং প্রবল মূত্রকৃচ্ছ্র দূরীভূত হয়। পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রসে হিঙ্ ও যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া পান করিলে বস্তি ও মেঢ্রগতশূল এবং মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। পুনর্নবা, লৌহ, হরিদ্রা, গোক্ষুর, ফলা (ঝিঞ্জিরিটা, ক্ষুপ বিশেষ), প্রবাল ও দর্ভকুসুম (উলু ফুল) এই সকল দ্রব্য দুগ্ধ আম্ররস মদ্য ও ইক্ষুরসে পেষণ করিয়া খাইলে অশ্মরী ও শর্করারোগে অমৃতবৎ গুণকর হইয়া থাকে। বরুণছাল, পাষাণভেদী, শুঁঠ ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা বিনষ্ট হয়॥ ৪১—৫১

তৃণপঞ্চমূলাদ্য ঘৃত—ঘৃত ⁄৪ সের। ক্বাথার্থ—তৃণপঞ্চমূল (কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও উলু ইহাদের মূল) এবং গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—গুড় ও গোক্ষুর বীজ মিলিত ⁄১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত মূত্রদোষে এবং অশ্মরী ও শর্করা রোগে স্নেহন কার্য্যে ও ভোজনে প্রযোজ্য॥ ৫২—৫৪

বরুণ তৈল—বরুণ বৃক্ষের ত্বক্ পত্র ফল ও মূল এবং গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের বস্তি ও আস্থাপন প্রয়োগ করিলে শর্করা অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয়॥ ৫৫

কুশাদ্য তৈল—কুশ, গণিয়ারি, ঝাঁটী, নল, উলু, ইক্ষুমূল, গোক্ষুর, ব্রাহ্মী, আকন্দ, গজপিপ্পলী, শতমূলী, শর, ধাইফুল, শোনা, পরগাছা, শিরীষ ও পাষাণভেদী ইহাদের ক্বাথ ও কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল পানে অভ্যঙ্গে বস্তি ও উত্তর বস্তিতে প্রয়োগ করিলে শর্করা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রদর, যোনিশূল ও শুক্রদোষ প্রশমিত হয়। ইহা ব্যবহারে বন্ধ্যানারী পুত্র লাভ করে॥ ৫৬—৫৯

শুঁঠ, বরুণছাল, গোক্ষুর, পাষাণভেদী ও ব্রাহ্মী ইহাদের কষায়ে গুড় ও যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উগ্র অশ্মরী বিনষ্ট হয়। গোক্ষুরের বীজচূর্ণে মধুমিশ্রিত করিয়া তাহা মেষদুগ্ধসহ সপ্তাহকাল পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়। বরুণমূলের ক্বাথে বরুণমূলের কল্কসংযুক্ত করিয়া পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়। শজিনামূলের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে অশ্মরী নাশ হয়। শুঁঠ, যবক্ষার, হরীতকী ও কালীয়ক (সুগন্ধিকাষ্ঠ বিশেষ) ইহাদের চূর্ণ দধিজলের সহিত পান করিলে উগ্রঅশ্মরী আশু বিনষ্ট হয়। পাষাণভেদী, বরুণছাল, গোক্ষুর ও ব্রাহ্মী ইহাদের ক্বাথে শিলাজতু, গুড়, কাঁকুড়বীজ ও শসাবীজ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ইন্দ্রহস্ত-নির্মুক্ত বজ্র যেমন পর্ব্বতকে ভেদ করে, ইহা দ্বারাও সেইরূপ দুর্ভেদ্য অশ্মরীও ভেদ হইয়া থাকে। শ্রীকরিনী ফলের (পাঠান্তর কট্‌ফলের) বীজ বা পত্র মথিতে (ঘোলবিশেষে) পেষণ করিয়া খাইলে অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়। গোক্ষুর, এরণ্ডবীজ, শুঁঠ ও বরুণছাল ইহাদের ক্বাথ প্রাতঃকালে পান করিলে

অশ্মরী বিনষ্ট হয়। বেণামূল, মৃণাল, তালমূল, কাশ, ইক্ষুবালিকা (ইক্ষুতুল্য তৃণ বিশেষ), ইক্ষুমূল কুশমূল ও বালা ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। এবং ভূমিকুষ্মাণ্ড ইক্ষু ও শশা খাইবে। ইহা দ্বারাও অশ্মরী প্রশমিত হয়॥ ৬০—৬৮

বরুণাদ্য চূর্ণ—বরুণছালের ক্ষার ৮ পল, যবক্ষার ৪ পল এবং গুড় ২ পল একীকৃত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। ইহা দ্বারা অবশ্য মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়। বরুণছালের ক্ষার জলে গুলিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই স্রাবিত জলে বরুণছাল চূর্ণ ও যবক্ষার মিশাইয়া পাক করিবে। যখন সমস্ত জল শোষিত হইয়া চূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহা নামাইবে। এই চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া খাইলে সুদারুণ অশ্মরী এবং প্লীহা, গুল্ম, শ্রোণী ও কুক্ষিদেশের তীব্র বেদনা, আমাশয়,বস্তিপীড়া, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য এবং সুকষ্ট পাষাণবৎ অশ্মরী আশু বিনষ্ট হয়॥ ৬৯—৭৩

বরুণক গুড়—পবিত্রস্থানজাত-কীটকর্তৃক অভক্ষিত-স্নিগ্ধ ও তরুণবয়স্ক একটী বরুণগাছ, পুণ্য তিথি নক্ষত্রাদিযুক্ত দিবসে ছেদন করিয়া তাহার ১২॥০ সের ছাল সংগ্রহ করিবে। পরে সেই ছাল কুট্টিত করিয়া চারিগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর সেই জলে তত্তুল্য গুড় মিশ্রিত করিয়া একটি দৃঢ়পাত্রে তাহা পুনঃ পাক করিবে। যখন দেখিবে উহা ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া গুড়ে পরিণত হইয়াছে, তখন উহাতে শুঁঠ, কাঁকুড়বীজ, গোক্ষুর, পিপুল, পাষাণভেদী, শিউলীছোপ, কুষ্মাণ্ড বীজ, শসাবীজ, বহেড়াবীজ, মনছাল, বেতোশাক, শজিনা, কিসমিস্, এলাইচ, শিলাজতু, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল নিক্ষেপ করিবে। পথ্যাশী হইয়া এই গুড় প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় খাইলে সমস্তদোষজনিত অশ্মরী শীঘ্র পতিত হয়॥ ৭৪—৭৬

কুলত্থাদ্য ঘৃত—কুলথকলাই, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, চিনি, শিউলীছোপ, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ডবীজ ও গোক্ষুর বীজ ইহাদের কল্কসহ বরুণ ক্বাথে যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। বজ্রপাতে প্ররূঢ় বৃক্ষ সকল যেমন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, এই ঘৃত পানেও সেইরূপ দুঃসাধ্য সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাভিঘাত ও মূত্রবিবন্ধ শীঘ্র সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৭৭। ৭৮

শরাদি পঞ্চমূলাদ্য ঘৃত—শরাদিতৃণ পঞ্চমূলের ক্বাথ এবং গোক্ষুরের কল্কসহ /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র এবং শুক্রমার্গপীড়া প্রশমিত হয়॥ ৭৯

বরুণাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—বরুণছাল ১২॥০ সের, জল চৌষট্টি সের, শেষ ষোল সের। কল্কার্থ—বরুণছাল, কদলীকন্দ, বিল্ব, তৃণপঞ্চমূল, গুলঞ্চ, পাষাণভেদী, শতাবরীমূল, শ্বেতদূর্ব্বা, তিলক্ষার, পলাশক্ষার ও যূথিকার মূল ইহাদের প্রত্যেক দুই দুই তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। দেশকালাদি বুঝিয়া এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে এবং পীত ঘৃত জীর্ণ হইলে পুরাতন গুড় ও দধির মাত অগ্রে খাইবে। ইহা দ্বারা অশ্মরী শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়॥ ৮০—৮৩

বীরতরাদ্য তৈল—ঋষিগণকর্তৃক যে সৈন্ধবাদ্য তৈল পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, ভিষগ্‌গণ সেই সৈন্ধবাদ্য তৈল, দ্বিগুণদুগ্ধ ও বীরতরাদিগণের ক্বাথ এবং সেই সৈন্ধবাদ্য তৈল নির্দ্দিষ্ট কল্কসহ পুনর্ব্বার পাক করিয়া থাকেন। এই তৈল অশ্মরী নাশের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মূত্রাঘাতে মূত্রকৃচ্ছ্রে পিচ্ছিতে মথিতে ভগ্নে ও শ্রমাভিপন্নে এই তৈল সর্ব্বথাই প্রশস্ত॥ ৮৪—৮৬

বীরতরাদ্য তৈল—অর্জ্জুনছাল, পাষাণভেদী, গণিয়ারি, শ্যোনা, পারুলছাল, পরগাছা, শ্বেতঝাঁটী, এরণ্ডমূল, ভল্লূক (শ্যোনাভেদ), বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, কুশ-কাশ-শর ও ইক্ষুরমূল, হাপরমালী (বা মল্লিকা) ও কুলেখাড়ার মূল, শতমূলী, গোক্ষুর, সিংহপিপ্পলী (গজপিপ্পলী বিশেষ), বেতস, ব্রাহ্মী, শিমুল ও গাম্ভারীমূল, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। বাতপিত্ত রোগ সমূহে এই তৈলের বস্তি প্রদান করিবে। ইহা শর্করা অশ্মরীশূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশক॥ ৮৭—৯০

পুনর্নবাদ্য তৈল—তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, শতমূলী, যবক্ষার, লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল বিট্), শটী, কুড়, বচ, মুতা, রাস্না, কটফল, পুষ্করমূল, যমানী, হবুষ, হিঙ্, শুলফা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, যষ্টিমধু ও পঞ্চকোল (পিপুল পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ) ইহাদের প্রত্যেক দুইতোলা। গোমূত্র /৮ সের। কাঁজী /৮ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই পুনর্নবাদ্য তৈল পানে ও বস্তিকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা শর্করা, অশ্মরীশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং কটী উরু বস্তি ও মেঢ্রের শূল, কুক্ষি ও বঙ্ক্ষণগতশূল, কফবাত ও আমশূল এবং অন্ত্রবৃদ্ধি বিনষ্ট হয়॥ ৯১—৯৪

অশ্মরীরোগে ব্রহ্মাধিকারোক্ত সৈন্ধবাদ্য তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বীরতরাদিগণ সর্ব্বপ্রকারেই প্রযোজ্য। ঘৃত, শীতচিকিৎসা, কষায়, ঔষধপক্ব দুগ্ধ ও উত্তরবস্তিপ্রয়োগ দ্বারা যে সকল প্রবল অশ্মরী

প্রশমিত না হয়, তাহাদিগকে আজ্য জ্ঞান করিয়া শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিবে। অশ্মরী যদি যদৃচ্ছাক্রমে (দৈববশতঃ) মূত্রমার্গে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথায় আট্‌কাইয়া থাকে, তাহা হইলে অস্ত্রদ্বারা তৎস্থান চিরিয়া বাহির করিবে, অথবা বড়িশ যন্ত্র দ্বারা টানিয়া বাহির করিবে॥ ৯৬—৯৮

ইতি অশ্মরীরোগাধিকার।

প্রমেহাধিকার।

প্রমেহের নিদানাদি—নিশ্চিন্তভাবে কেবল মাত্র উপবেশন জনিত সুখভোগ বা নিদ্রাপ্রিয়তা, সর্ব্বপ্রকার দধি ও দুগ্ধ, গ্রাম্য ঔদক ও আনূপ মাংসের রস, নূতন অন্ন ও পানীয়, গুড়জাত ভক্ষ্য এবং অন্যান্য কফজনক দ্রব্য সমূহ, প্রমেহ রোগের হেতু।

কফজ মেহের আধিক্য এবং সাধ্যত্ব হেতু অগ্রে কফজ মেহের, তৎপরে পিত্তজ মেহের, তৎপরে বাতজ মেহের সম্প্রাপ্তি লিখিত হইতেছে। বস্তিগত কফ, মেদকে মাংসকে এবং শরীরজ ক্লেদ পদার্থকে দূষিত করিয়া মেহরোগ উৎপাদন করে। এইরূপ পিত্তও উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য সেবন দ্বারা কুপিত হইয়া সেই মেদঃ প্রভৃতি পদার্থ সকলে দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ জন্মাইয়া থাকে। এবং ঐ দোষদ্বয় অর্থাৎ কফ ও পিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলে বায়ু ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ধাতু সমূহকে অর্থাৎ বসামজ্জা ওজঃ ও লসীকা নামক ধাতু সকলকে বস্তিমুখে আনয়ন করত বাতিক মেহ উৎপাদন করে।

কফজ মেহ দশ প্রকার—তাহারা সাধ্য, কারণ তাহাদের সমক্রিয়ত্ব আছে। অর্থাৎ কটু তিক্তাদি যে যে ভেষজ দ্বারা কফ দোষের শান্তি হয়, ব্যাধি মাহাত্ম্যে সেই সেই ভেষজ দ্বারা মেদঃ প্রভৃতি দূষ্য পদার্থেরও সমতা হইয়া থাকে। পিত্তজ মেহ ছয়প্রকার, বিষম ক্রিয়ত্ব হেতু তাহারা যাপ্য। অর্থাৎ মধুরাদি যে ভেষজ পিত্তহর, তাহা মেদস্কর এবং কটুকাদি যে ভেষজ মেদোহর, তাহা পিত্তকর, এইরূপ ক্রিয়া বৈষম্য হেতুই পিত্তজ মেহ যাপ্য হইয়া থাকে। বায়ুজনিত মেহ চারিপ্রকার, মহাত্যয়ত্ব হেতু তাহারা অসাধ্য। অর্থাৎ বায়ু মজ্জাদি গম্ভীর ধাতু সমূহের অপকর্ষক, সুতরাং বহু বিপত্তিজনক ও আশু অনিষ্ট কারক, তজ্জন্য কোন প্রকার ভেষজেই তাহার প্রতিকার হয় না।

মেহরোগে কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি দোষ এবং মেদঃ, রক্ত, শুক্র, জল, বসা (মাংসস্নেহ), লসীকা (মাংস ও ত্বকের অন্তরে জলবৎ পদার্থ বিশেষ), মজ্জা, রস, ওজঃ (সর্ব্বধাতুসার) ও মাংস এইগুলি দূষ্য পদার্থ। সমুদায়ে বিংশতিপ্রকার মেহ, অর্থাৎ কফজ দশ প্রকার, পিত্তজ ছয় প্রকার এবং বাতজ চারিপ্রকার। (এস্থলে মেদঃ রক্ত শুক্র জল ও বসাদি বহু দূষ্যের উল্লেখ হইল, পূর্ব্বে কিন্তু কেবল মেদঃ মাংস ও শরীরজ ক্লেদ এই দূষ্য ত্রয়েরই উল্লেখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে মেদঃ রক্ত ও শরীরজ ক্লেদ এই তিনটি সকল মেহেই অবশ্যম্ভাবী দূষ্য)॥ ১—৪

পূর্ব্বরূপ—মেহ রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে দন্ত নেত্র ও কর্ণাদিতে অধিক মল সঞ্চয়, হস্তপদে জ্বালা, দেহের চিক্কণতা, এবং মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৫

মেহসকলের সাধারণ লক্ষণ—মূত্রের আধিক্য ও আবিলতা এই দুইটি লক্ষণ সকল প্রকার মেহেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যদিও বাতজাদি সকল প্রকার মেহেরই দোষ ও দূষ্য পদার্থ সকল সমান, তথাপি মেহরোগ যে একই রূপ না হইয়া বিংশতি প্রকারে বিভিন্ন হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই—যেমন শ্বেত পীত লোহিত কৃষ্ণ ও শ্যাব এই পাঁচটি বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগ বিশেষে কপিলাদি নানাপ্রকার বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মেহ সম্বন্ধে দোষ ও দূষ্য পদার্থ সকলের প্রভেদ না থাকিলেও উহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ ও সংযোগবিশেষে মূত্রের বর্ণাদি ভেদ হয় এবং সেই মূত্রভেদানুসারেই মেহরোগের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মেহের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে॥ ৬

কফজ মেহ, যথা—উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতা মেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ এই দশটি কফজমেহ। ইহাদের মধ্যে উদক মেহে রোগির মূত্র স্বচ্ছ, পরিমাণে বহু, শ্বেতবর্ণ, শীতল, জলসদৃশ, গন্ধহীন এবং কিঞ্চিৎ আবিল ও পিচ্ছিল হয়। ইক্ষুমেহে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় অত্যন্ত মিষ্ট হয়। সান্দ্রমেহে মূত্র পর্য্যুষিত হইলে ঘনীভূত হয়। সুরামেহে মূত্র সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে অচ্ছ ও নিম্নে ঘন হইয়া থাকে। পিষ্টমেহে মূত্রত্যাগকালে রোগী রোমাঞ্চিত হয় এবং বহুপরিমাণে পিটুলিগোলা জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব করে। শুক্রমেহে মূত্র শুক্রাভ বা শুক্রমিশ্র হইয়া থাকে। সিকতা মেহে বালুকা-কণার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঠিন কণাযুক্তমূত্র নিঃসৃত হয়। শীতমেহে মূত্র অতি শীতল, মধুরাস্বাদ ও পরিমাণে বহু হইয়া থাকে। শনৈর্মেহে শনৈঃ শনৈঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়। লালামেহে মূত্র লালাতন্তুযুক্ত ও পিচ্ছিল হয়॥ ৭—১১

পিত্তজমেহ, যথা—ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ এই ছয়টি পিত্তজ মেহ। ইহাদের মধ্যে ক্ষারমেহে মূত্র ক্ষার জলবৎ গন্ধবর্ণ রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট হয়। নীলমেহে মূত্র নীলবর্ণ ও কালমেহে মূত্র মসীনিভ হয়। হারিদ্রমেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটু হয় এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা হইয়া থাকে। মাঞ্জিষ্ঠমেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত (আঁশটে গন্ধ) ও মঞ্জিষ্ঠা জলের ন্যায় লোহিত বর্ণ হয়। রক্তমেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ, লবণাস্বাদ ও রক্তবর্ণ হয়॥ ১২—১৪

বাতজ মেহ যথা—বসামেহ, মজ্জামেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ এই চারিটি বাতজ মেহ। ইহাদের মধ্যে বসামেহে মুহুর্মুহুঃ বসাভ বা বসামিশ্র মূত্র নির্গত হয়। মজ্জমেহে মূত্র মজ্জাভ বা মজ্জমিশ্র হয়। ক্ষৌদ্রমেহে মূত্র কষায়-মধুর ও রুক্ষ হইয়া থাকে। (চরকগ্রন্থে এই ক্ষৌদ্রমেহ মধুমেহ নামে পঠিত)। হস্তিমেহে রোগী মত্ত হস্তির ন্যায় নিরন্তর বেগবর্জ্জিত মূত্র ত্যাগ করে। কখন বা মূত্র রোধ হইয়া যায়। হস্তিমেহের মূত্রে লসীকা নামক জলীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে॥ ১৫।১৬

প্রমেহের উপদ্রব—আহারের অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রা, কাস ও পীনস এইগুলি কফজ মেহের উপদ্রব। বস্তি ও লিঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, পাকবশতঃ অণ্ডকোষের বিদারণ, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ এইগুলি পিত্তজ মেহের উপদ্রব। উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়বেদনা, সর্ব্বপ্রকার আহারে লোলুপতা, শূল, অনিদ্রা, শোষ (যক্ষ্মা), শ্বাস ও কাস এইগুলি বাতজ মেহের উপদ্রব॥ ১৭—১৯

অরিষ্ট লক্ষণ—বাতজাদি উল্লিখিত উপদ্রব ও সুশ্রুতোক্ত অন্যান্য উপদ্রব সকল প্রকাশ পাইলে এবং অধিক পরিমাণে ধাতুর সহিত মূত্রনির্গম ও বক্ষ্যমাণ শরাবিকাদি পিড়কাসমূহের আবির্ভাব হইলে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রমেহ রোগী, মূর্চ্ছা বমি জ্বর শ্বাস কাস বীসর্প ও দেহ গুরুতা এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত হইলে তাহাকে দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া জানিবে॥ ২০।২১

স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহ না জন্মিবার প্রতি কারণ—মাসে মাসে স্ত্রীলোকদিগের রজঃস্রাব হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের শরীর দোষ সকল প্রতি মাসেই বিশোধিত হয়, এইজন্য স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহ উৎপন্ন হইতে পারে না॥ ২২

প্রমেহের অসাধ্যত্ব—পিতা যদি মধুমেহ রোগাক্রান্ত হয় (এস্থলে মধুমেহ শব্দে সাধারণ মেহই বুঝিতে হইবে) এবং সেই মেহারম্ভক দোষে তাঁহার যদি শুক্রও দুষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পিতা হইতে যে পুত্র জন্মে, বীজদোষে সেও মেহ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এবং সে মেহ অসাধ্য হয়। এইরূপ কুলজ যে কোন রোগ অর্থাৎ পিতা পিতামহ মাতামহাদি বংশপরম্পরা ক্রমে আগত কুষ্ঠাদি যে কোন রোগ, তৎসমস্তই অসাধ্য জানিবে।

অচিকিৎসিত হইলে সর্ব্বপ্রকার মেহই শেষে মধুমেহত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। মধুমেহে মূত্র মধুবৎ মিষ্ট হয়। মধুমেহ দুই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্‌যথা—ধাতুক্ষয় হেতু বায়ু কুপিত হইয়া মধুমেহ উৎপাদন করে। আর পিত্তাদি কর্ত্তৃক আবৃত মার্গ হইয়াও মধুমেহ উৎপাদন করিয়া থাকে। ধাতুক্ষয় কুপিত বায়ু দ্বারা যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে কেবল বায়ুরই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। আর বায়ু পিত্তাদি দোষ কর্ত্তৃক আবৃত মার্গ হইয়া যে মধুমেহ আনয়ন করে, তাহাতে বায়ুরও লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং পিত্তাদি যে দোষ কর্ত্তৃক আবৃত মার্গ হয়, সে দোষেরও লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই মেহ অকস্মাৎ ক্ষণ মাত্রে ক্ষীণ হয়, এবং পিত্তাদি আবরণে আবৃত মার্গ হইয়া পুনর্ব্বার ক্ষণকালেই পূর্ণ (প্রবল) হইয়া থাকে। ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে। অচিকিৎসিত হইলে সকল মেহেই মূত্র প্রায় মধুর ন্যায় মধুর এবং দেহ মধুররস ভুয়িষ্ঠ হয়, তজ্জন্য সকল মেহরই মধুমেহ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে॥ ২৩—২৭

প্রমেহ পিড়কা—প্রমেহ রোগ উপেক্ষিত হইলে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি

এই দশ প্রকার পিড়কা জন্মিয়া থাকে। প্রত্যেকের লক্ষণ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।

শরাবিকা—প্রান্তভাগে উন্নত, মধ্যভাগে নিম্ন ও শরাবাকৃতি যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে শরাবিকা কহে। ইহা সন্ধিস্থলে মর্ম্মস্থানে ও মাংসল স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সর্ষপিকা—শ্বেতসর্ষপের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে সর্ষপিকা কহে।

কচ্ছপিকা—কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ও দাহসমন্বিত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে কচ্ছপিকা বলিয়া জানিবে।

জালিনী—তীব্রদাহযুক্ত ও মাংসজাল সমাবৃত যে পিড়কা, তাহা জালিনী নামে অভিহিত।

বিনতা—পৃষ্ঠে বা উদরে উৎপন্ন, প্রগাঢ় বেদনা ও ক্লেদসমন্বিত, বৃহদাকার এবং নীলবর্ণ যে পিড়কা জন্মে, তাহা বিনতা নামে খ্যাত।

পুত্রিণী—অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা ব্যাপ্ত বৃহদাকার যে পিড়কা, তাহা পুত্রিণী নামে কীর্ত্তিত।

মসূরিকা—মসূর কলায়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে মসূরিকা কহে।

অলজী—রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোট ব্যাপ্ত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অলজী কহে।

বিদারিকা—বিদারীকন্দের ন্যায় (ভূমিকুষ্মাণ্ড কন্দবৎ) গোলাকার ও কঠিন যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিদারিকা কহে।

বিদ্রধি—বিদ্রধির লক্ষণান্বিত পিড়কাকে বিদ্রধি কহে। (বিদ্রধির লক্ষণ অন্যত্র লিখিত হইবে)।

যে মেহ যে দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই মেহজাত পিড়কাও তদ্দোষজ বলিয়া জানিবে। প্রমেহ বিনাও দুষ্ট মেদঃ হইতে এই সকল পিড়কা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। দুষ্ট মেদোজ পিড়কা সকল যে পর্য্যন্ত আপন আপন বাস্তু (উদর পৃষ্ঠাদি) পরিগ্রহ না করে, সে পর্য্যন্ত লক্ষ্য হয় না, অর্থাৎ নিজ নিজ লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ করে না ॥ ২৮—৩৬

পিড়কাসমূহের অসাধ্যত্ব—গুহ্যদেশে হৃদয়ে মস্তকে স্কন্ধে পৃষ্ঠে ও মর্ম্মস্থান সকলে পিড়কা জন্মিলে এবং তৃষ্ণাকাসাদি উপদ্রবে উপদ্রুত হইলে ও অগ্নির বল কমিয়া গেলে পিড়কা অসাধ্য জানিবে ॥ ৩৭

পিড়কার উপদ্রব—তৃষ্ণা, শ্বাস, মাংসপচন, মোহ, হিক্কা, মদ, জ্বর, বিসর্প ও মর্ম্মসংরোধ এইগুলি পিড়কার উপদ্রব ॥ ৩৮

প্রমেহির পথ্য—পুরাণ শ্যামাধান্য, কোদ্‌ধান্য, বন্যকোদ্‌ধান্য, গোধূম, চণক, অড়হর ও কুলত্থ কলাই, তিক্তশাক, জাঙ্গল মৃগ ও পক্ষীমাংস, যবকৃত খাদ্য, মুগ, শালি ও ষষ্টিক ধান্য, প্রমেহরোগিগণের হিতকর। সৌবীর, সুরা, তক্র, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, অম্ল, ইক্ষুরস, পিষ্টান্ন ও আনূপমাংস, প্রমেহিগণের ত্যাজ্য ॥ ৩৯—৪১

প্রমেহ-চিকিৎসা—প্রমেহ রোগিকে প্রথমে প্রিয়ঙ্গ্বাদি সিদ্ধ তৈল দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া প্রগাঢ় বমন ও বিরেচন করাইবে। বিরেচনানন্তর সুরসাদিগণের ক্বাথে, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, সৈন্ধব ও মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অথবা নিস্তৈল ন্যগ্রোধাদিগণের কষায় দ্বারা আস্থাপন দিবে। ইহা দ্বারা প্রমেহজনিত দাহ প্রশমিত হয়। বাতোল্বণ মেহে স্নেহপান বিশেষ হিতকর।

পালিধা মান্দারের ক্বাথে উদকমেহ, জয়ন্তীর ক্বাথে ইক্ষুমেহ, নিমের ক্বাথে সুরামেহ, চিতামূলের ক্বাথে সিকতামেহ, খদির কাষ্ঠের ক্বাথে শনৈর্মেহ, আকনাদি ও অগুরুর ক্বাথে লবণ মেহ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার ক্বাথে পিষ্ট মেহ এবং ছাতিমের ক্বাথে সান্দ্রমেহ বিনষ্ট হয়। এই আট প্রকার ক্বাথের সহিতই মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

হরীতকী, কট্‌ফল, মুতা ও লোধ (১)। আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুন ছাল ও ধাম্‌নী (২)। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগর ও বিড়ঙ্গ (৩)। ওল, রাখালশসা (পাঠান্তর-কদম্ব, শাল); অর্জ্জুন ছাল ও যমানী (৪)। দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, খদির ও ধাওয়া (৫)। দেবদারু, কুড়, অগুরু ও রক্তচন্দন (৬)। দারুহরিদ্রা, গণিয়ারি, ত্রিফলা ও বচ (৭)। আকনাদি, মূর্ব্বা ও গোক্ষুর (৮)। বচ, বেণামূল, হরীতকী ও গুলঞ্চ (৯)। বাসক, হরীতকী, চিতা ও ছাতিমছাল (১০)। এই দশটি যোগের কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ মেহ প্রশমিত হয়।

বেণার মূল, লোধ, অর্জ্জুনছাল ও রক্তচন্দন (১১)। বেণার মূল, মুতা, আমলকী ও হরীতকী (২)। পল্‌তা, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ (৩)। মুতা, হরীতকী, ঘণ্টাপারুল ও কুড়্‌চী (৪) লোধ, আম্রছাল, কালীয়ক (কালিয়া, কলম্বা) ও ধাইফুল (৫)। শুঁঠ, অর্জ্জুন ছাল, এলাইচ, শিরীষ ও উৎপল (৬)। শিরীষ, ধনে, অর্জ্জুন ছাল ও নাগেশ্বর (৭)। প্রিয়ঙ্গু, পদ্ম, উৎপল ও কিংশুক (৮)। অশ্বত্থ, আকনাদি, অসন ও বেতস (৯) কণ্টকারী (হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা), উৎপল ও মুতা (১০)। [illegible]

যোগের কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ মেহ প্রশমিত হয়।

কফমেহহর দ্রব্যের ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত কফ মেহে এবং পিত্তমেহহর দ্রব্যের ক্বাথে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পিত্তজ মেহে প্রয়োগ করিবে। কমলাগুঁড়ী, ছাতিমছাল, শাল, বহেড়া, রোহিতছাল, ইন্দ্রযব, পলতা, শীতচন্দন, কুড়, কালিয়া ও অগুরু ইহাদের কল্ক বা চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া কফপিত্তমেহরোগিকে লেহন করিতে দিবে। দূর্ব্বা, কেশুর, করঞ্জ, পানা, কৈবর্ত্ত-মুস্তক (মুতা বিশেষ) ও শৈবাল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শুক্রমেহ বিনষ্ট হয়। ত্রিফলা, সোন্দাল ও দ্রাক্ষা ইহাদের কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ফেনাভ মেহ নিবারিত হয়। অশ্বত্থের ক্বাথ, সোন্দালুর ক্বাথ, ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ এবং রক্তচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার ক্বাথ এই পাঁচটি ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে যথাক্রমে নীলমেহ, হারিদ্রমেহ, ফেনমেহ, ক্ষারমেহ ও মাঞ্জিষ্ঠমেহ প্রশমিত হয়। ত্রিফলাচূর্ণ বা শিলাজতু চূর্ণ বা লৌহ চূর্ণ কিংবা হরীতকী চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে মেহ নিবৃত্ত হয়। দারুহরিদ্রা (বা হরিদ্রা) যষ্টিমধু ত্রিফলা ও চিতা (সমভাগ) ইহাদের কষায় প্রমেহনাশক ॥ ৪২—৫৭

ফলত্রিকাদি—ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখাল শসার মূল ও মুতা ইহাদের কষায়ে হরিদ্রা কল্ক ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

একটা গরুকে অধিক পরিমাণে যব খাওয়াইবে। পরে তাহার গোময়ের সহিত যে সকল যব বহির্গত হইবে, সেই যবকে গোমূত্রে ভাবিত করিয়া, অথবা ভাবিত না করিয়াই তাহাকে ছাতু করিবে। সেই গোভক্ষিত যবের ছাতু, চিত্রকোদশ্বিৎ সহ খাইবে অর্থাৎ একটা হাঁড়ীর অভ্যন্তর ভাগ চিতার কল্কে প্রলিপ্ত করিয়া সেই হাঁড়ীতে দধি পাতিয়া তাহার উদশ্বিৎ (অর্দ্ধজলযুক্ত ঘোল) প্রস্তুত করত সেই উদশ্বিৎ সহ উক্ত ছাতু ভক্ষণ করিবে। কিংবা মুগের যূষের সহিত সেই ছাতু খাইবে। প্রমেহরোগী এক মাস কাল জলের সহিত যবপিষ্টক (যবচূর্ণ) ভক্ষণ করিবে। যব-মেহোনাশক, মূত্ররোধক এবং সকল ধাতুতে সমভাব। অতএব প্রমেহ রোগে যব বিশেষ হিতকর ॥ ৫৮—৬০

ত্রিকণ্টকাদ্য মোদক—ত্রিফলা, ত্রিকটু, আকনাদি, শজিনা মূল, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী, কেঁউ মূল, শালপানি, আতইচ, চিতামূল, সচল লবণ, জীরা, ধনুষ ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুই তোলা, যবের ছাতু বিরানব্বই পল (১১।৷০ সের) এবং ঘৃত তৈল ও মধু, প্রত্যেক ছয় ছয় পল। এই সকল দ্রব্য একীকৃত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক প্রত্যহ দুই তোলা মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। ইহা ভক্ষণে উগ্র ও অতি ভয়ানক প্রমেহ বিনষ্ট হয় ॥ ৬১—৬৫

ন্যগ্রোধাদ্য চূর্ণ—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শ্যোনা, সোন্দাল, অসন, আম্র, কয়েতবেল, জাম, পিয়াল, অর্জ্জুন, ধাওয়া, মৌল, যষ্টিমধু, লোধ, বরুণ, পালিধামান্দার, পলতা, মেড়াশিঙ্গী, দন্তী, চিতা, অড়হর, করঞ্জ, ত্রিফলা, কুড়চী ও ভেলা ফল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় মধুসহ ভক্ষণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ অনুপান করিবে। এই ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ সেবনে মূত্র বিশুদ্ধ হয়। ইহা দ্বারা বিংশতি প্রকার মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র সকল প্রশমিত হয় এবং পিড়কা জন্মে না ॥ ৬৬—৭০

লৌহ ত্রিফলা ও চিনি ইহাদের চূর্ণ মিলিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে অথবা ইহাদের প্রত্যেকটি মধুর সহিত খাইলে, কিংবা গুলঞ্চের স্বরস পান করিলে সমস্ত মেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১

ত্রিকটু গুটিকা—ত্রিকটু ও ত্রিফলা সমভাগ, গুগ্‌গুলু তাহাদের সমান এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া গোক্ষুরের ক্বাথে মাড়িয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষকাল ও বল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় এই গুটিকা সেবন করিবে। ইহা অনুলোমক, এই ঔষধ সেবন করিয়া যথেপ্সিত আহার বিহার করিবে। ইহা দ্বারা প্রমেহ, বাতরোগ, বাতরক্ত, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ ও প্রদর আশু বিনষ্ট হয় ॥ ৭২—৭৪

দাড়িমাদ্য ঘৃত—দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, ত্রিফলা, পিপুল, গোক্ষুরফল, যমানী ও ধনে, ইহাদের ক্বাথ ষোলসের। কল্কার্থ—বৃদ্ধদারু (মহাদারু), চই, লোধ ও সৈন্ধব ইহাদের প্রত্যেক দুই দুই তোলা। ঘৃত চারিসের, যথাবিধি পাক করিবে। সকল ঋতুতেই এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় ভোজ্য ও পানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা বিংশতিপ্রকার মেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মল-বাতাদির বিবদ্ধতা, আনাহ, শূল, কামলা ও জ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত অশ্বিকর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত ॥ ৭৫—৭৯

গোক্ষুরাদি চূর্ণ গুটিকা—গোক্ষুর, পিপুল, মুতা, গুলঞ্চ, কাকডুমুরের পল্লব, কুপাকুর (শাক বিশেষ), গন্ধতৃণপত্র, কেলেকড়া, পুনর্নবা, শ্যামালতা, অনন্তমূল দেবদারু, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকনাদি, কমলাগুঁড়ি, বামুনহাটী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, দন্তীমূল, চিতামূল ও কট্‌কী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। চূর্ণসমষ্টি যত হইবে, তাহাতে তৎসম-পরিমিত লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিবে।

এই চূর্ণ দুইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় মধ্যের সহিত, মদ্যাভাবে উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহা দ্বারা বিংশতিপ্রকার মেহ, শোথ, অর্শঃ, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, উদর, শূল ও প্লীহা বিনষ্ট হয়। উক্ত চূর্ণ গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা গুটিকাও প্রস্তুত করা গিয়া থাকে। এবং সেই গুটিকা উক্তরোগ সমূহেই প্রযোজ্য হয়। গোক্ষুরাদি গুটিকা বলমাংস বিবর্দ্ধক মুখ্য ভেষজ॥ ৮০—৮৬

সিংহামৃত ঘৃত—ঘৃত চারিসের, ক্বাথার্থ—কণ্টকারী সাড়েবার সের ও গুলঞ্চ সাড়েবারসের উদূখলে কুট্টিত করিয়া চারিদ্রোণ (২৫৬ সের) জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চিতামূল গাম্ভারীমূল, করঞ্জছাল ও ইন্দ্রযব ইহাদের সমষ্টি পরিমাণ একসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই সিংহামৃত নামক ঘৃত দুইতোলা মাত্রায় পান করিবে। এবং দুগ্ধসহ হিতজনক শালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য করিবে। এই ঘৃত পানে প্রমেহ, মধুমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ভগন্দর, আনস্থ, অন্ত্রবৃদ্ধি, কুষ্ঠ, বিশেষতঃ কফরোগ প্রশমতা প্রাপ্ত হয়॥ ৮৬—৯১

ধান্বন্তর ঘৃত—ঘৃত চারিসের। দশমূল, ডহরকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, দেবদারু, হরীতকী, রক্তপুনর্নবা, বরুণ, দন্তীমূল, চিতামূল, শ্বেতপুনর্নবা, সাঁজমূল, কেলীকদম্ব, কদম্ব, বিম্ব, ভেলা, শটী, পুষ্করমূল ও পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেক দশ দশ পল, যব কুল ও কুলত্থ প্রত্যেক দুই দুইসের, জল প্রতি শতপলে ৬৪ সের, প্রতি শতপলে শেষ যোলসের। কল্কার্থ—হিঙ্গুল, ত্রিফলা, বামুনহাটী, গন্ধতৃণ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চই ও কমলাগুঁড়ী মিলিত একসের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা ধান্বন্তর ঘৃত নামে খ্যাত। এই ঘৃত যথাবল পান করিবে। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, মেহ, গুল্ম, শোথ, বাতরক্ত, প্লীহোদর, অর্শঃ, বিদ্রধি, পিড়কা, অপস্মার ও উন্মাদ বিনষ্ট হয়। পরিভাষা—প্রতি শত পল দ্রব্য দ্রোণ পরিমিত জলে (৬৪ সের জলে) পাক করিবে। তিনশত পলের অধিক হইলে সাধারণ নিয়মানুসারে জল দিয়া পাক করিতে হইবে॥ ৯২—৯৯

অর্জ্জুনাদ্য তৈল ও ঘৃত—অর্জ্জুন, পলতা, নিম, বচ, যমানী, আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা, ভেলা, অগুরু, মুতা, কুড়, চিতামূল, রক্তচন্দন, বেণামূল, গোক্ষুর, শ্বেতখদির, রক্তপুনর্নবা, পলতা, হরিদ্রা, ত্রিফলা, অশ্মন্তক (অম্লকুচা), অর্জ্জুন, যমানী, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা ও আতইচ ইহাদের কল্ক ও কষায়ের সহিত তৈল বা ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে কফজ বাতজ ও পিত্তজ মেহ প্রশমিত হয়। কফজ ও বাতজ মেহে অর্জ্জুনাদ্য তৈল এবং পিত্তজ মেহে অর্জ্জুনাদ্য ঘৃত ব্যবস্থা করিবে॥ ১০০—১০২

সারলেহ—সারবর্গ (শালসারাদিগণ শাল খদির প্রভৃতি) যথাপরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্বাথ পুনঃ পাক করিবে। আসন্ন পাক সিদ্ধি সময়ে তাহাতে আমলকী, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, দন্তী, কান্তলৌহচূর্ণ ও তাম্রচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া হাতা দ্বারা উত্তমরূপে নাড়িতে থাকিবে, যেন উহা দগ্ধ হইয়া না যায়। যখন উহা লেহীভূত হইবে, তখন নামাইয়া যত্নপূর্ব্বক কোন পাত্রে রাখিবে। এই লেহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ১০৩

গোক্ষুরাদ্যাবলেহ—পত্রমূল ও ফল সমন্বিত গোক্ষুর কুট্টিত করিয়া তাহার একশতপল (১২।০ সের) লইবে। পরে সেই শতপল গোক্ষুর ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া যোলসের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর সেই ক্বাথে পঞ্চাশপল (৬।০ সের) চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগেশ্বর, দারুচিনি, এলাইচ, জায়ফল, অর্জ্জুন ও শসার বীজ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুইপল ও বংশলোচন আট পল প্রক্ষেপ দিবে। এই লেহ একপল মাত্রায় লেহন করিলে মূত্রদাহ, মূত্রবিবদ্ধতা, শুক্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, রক্তমেহ ও মধুমেহ বিনষ্ট হয়॥ ১০৪—১০৬

শিলাজতু ও মাক্ষিকধাতুর প্রয়োগ—

অসন, পিয়াল, শাল ও খদির ইহাদিগকে শালবর্গ বা সারগণ কহে। মধুমেহত্ব প্রাপ্ত এবং চিকিৎসক পরিত্যক্ত মেহরোগী বিচক্ষণ ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক এই শালবর্গের যোগে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়মাসে শৈল সকল সূর্য্যসন্তাপে সন্তপ্ত হইলে তাহা হইতে জতুসন্নিভ স্বরস প্রস্রুত হইয়া থাকে। শিলা হইতে প্রস্রুত এবং জতুসন্নিভ বলিয়া উহা শিলাজতু নামে বিখ্যাত। শিলাজতু মহাব্যাধি সকলের বিনাশক। রঙ্গ সীসকাদি ষড়্‌বিধ লৌহ হইতে শিলাজতু উৎপন্ন হয়। ঐ ষড়্‌বিধ লৌহের যে লৌহ হইতে যে শিলাজতু জন্মে, তাহাতে সেই লৌহের গন্ধ বিদ্যমান থাকে। এবং তাহা সেই লৌহের বীর্য্য ও রস ধারণ করে। রঙ্গ সীসকাদি ষড়্‌বিধ লৌহের যেমন পর পরটি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তৎ তৎ ধাতুজাত শিলাজতুরও যথাক্রমে পরপরটিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। শ্রেষ্ঠপ্রয়োগে শ্রেষ্ঠ গুণ শিলাজতু প্রযোজ্য। সকল শিলাজতুই তিক্ত কটুক-রস কষায়ামুরস, কটুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, শোষণ ও ছেদন। তন্মধ্যে যে শিলাজতু লঘু, কৃষ্ণাভ বা নীলবর্ণ, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), শর্করারহিত ও গোমূত্রগন্ধি তাহাই শ্রেষ্ঠ। সেই শিলাজতুকে উক্ত সাধারণের ক্বাথে ভাবনা দিয়া

হৃতদোষ করিবে। পরে সাধারণের ক্বাথ দ্বারাই পেষণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে তাহা যথাবল পান করিবে। শিলাজতু জীর্ণ হইলে জাঙ্গল মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। এইরূপে একতুলাপর্য্যন্ত (১২॥০ সের পর্য্যন্ত) শিলাজতু সেবিত হইলে বহুরোগজনক মধুমেহরোগ প্রশমিত হয়, দেহকান্তি ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং রোগী রোগমুক্ত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে। শিলাজতুর প্রতিতুলা সেবনে এক শত বৎসর করিয়া এবং প্রতি দশতুলা সেবনে এক সহস্র বৎসর করিয়া আয়ু বর্দ্ধিত হয়। ভল্লাতক সেবনে যে নিষেধ বিধি আছে, শিলাজতু সেবনেও সেই নিষেধ বিধি প্রতিপালন করিবে। ইহা দ্বারা মেহ, কুষ্ঠ, অপস্মার, উন্মাদ, শ্লীপদ, গরবিষ, শোষ, শোথ, অর্শঃ, গুল্ম, পাণ্ডু ও বিষমজ্বর অচিরে দূরীভূত হয়। এমন রোগই নাই, শিলাজতু যাহাকে নষ্ট না করিতে পারে। শিলাজতু চিরসম্ভূত শর্করা ও অশ্মরীকে ভেদ করিয়া থাকে। যে রোগের প্রশমার্থ শিলাজতু প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই রোগনাশক হিতকর ভেষজ দ্বারা শিলাজতুর ভাবনা ও আলোড়ন কর্ত্তব্য। এবম্প্রকারে মাক্ষিক ধাতুকে অর্থাৎ মধুর রস কাঞ্চনাভ স্বর্ণমাক্ষিককে বা অম্লরসান্বিত রজতপ্রভ রৌপ্যমাক্ষিককে শোধন ও আলোড়ন করিয়া ভক্ষণ করিলে জরা, কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু ও ক্ষয় নিবারিত হয়। শিলাজতু ও মাক্ষিক সেবনকারী কুলত্থ-কলাই ও কপোতমাংস পরিত্যাগ করিবে॥ ১০৯ ১২৩

প্রমেহপিড়কা-চিকিৎসা—প্রমেহপিড়কা উৎপন্ন হইলে প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিবে এবং পক্ব পিড়কা সকলকে শস্ত্র দ্বারা চিড়িয়া দিবে। প্রমেহ পিড়কায় বনস্পতির (যাহাদের বিনাপুষ্পে ফল হয়, তাহাদের) ক্বাথ হিতকর। এই রোগে ছাগমূত্র পান, তীক্ষ্ণশোধন, এলাদিগণের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া ব্রণরোপণার্থ সেই তৈল প্রয়োগ, আরগ্বধাদিগণের ক্বাথ উদ্বর্ত্তন, শালসারাদিগণের ক্বাথদ্বারা পরিষেক এবং চণকাদি দ্বারা ভোজ্য প্রশস্ত। প্রমেহরোগির মূত্র যখন অনাবিল, অপিচ্ছিল, বিশদ ও তিক্তকটুক হইবে, তখন জানিবে যে, রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে॥ ১২৪–১২৭

ইতি প্রমেহ-পিড়কাধিকার।

মেদোরোগাধিকার

ব্যায়ামবর্জ্জিত-দিবানিদ্রাপ্রিয় ও শ্লেষ্মজনক আহার-সেবি-ব্যক্তির অন্নরস প্রায় মধুরতর হয়। এবং সেই মধুরতর আমরসের অর্থাৎ অপক্ব অন্নরসের স্নেহ হইতে মেদঃ পদার্থের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মেদোবৃদ্ধি হেতু রসরক্তাদিবাহি-স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হওয়ায় শরীরের অন্যান্য ধাতুও পুষ্ট হইতে পারে না। কেবল মেদোধাতুই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মানবকে সকল কার্য্যে অশক্ত করিয়া ফেলে। মেদস্বিব্যক্তি ক্ষুদ্র শ্বাস, তৃষ্ণা, মোহ, নিদ্রা, অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসাবরোধ, অবসাদ, ক্ষুধা, ঘর্ম্ম ও দৌর্গন্ধ্য এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত হয় এবং তাহার বলের ও মৈথুনশক্তির অল্পতা হইয়া থাকে।

মেদঃ সকল প্রাণির উদরেই বিশেষরূপে অবস্থান করে, সেই জন্য মেদস্বি ব্যক্তির প্রায় উদরেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যেমন কুম্ভকারের পয়ন (পোয়ান) কার্দ্দমাদিদ্বারা আবৃত হওয়ায় তদন্তর্গত বায়ু বহির্গত হইতে না পারিয়া অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, সেইরূপ মেদোধাতুদ্বারা মার্গাবরোধহেতু বায়ু কোষ্ঠ মধ্যেই বিশেষরূপ সঞ্চরণ করিয়া কোষ্ঠাগ্নিকে সন্ধুক্ষিত এবং আহারকে শোষিত করিয়া থাকে। তজ্জন্যই মেদস্বিব্যক্তির আহার শীঘ্রই পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পুনর্ভোজনে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ভোজনকালের ব্যতিক্রম ঘটিলে কতপ্রকার দারুণ রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ অগ্নি ও বায়ু বিশেষ উপদ্রবকর। যেমন দাবাগ্নি ও মারুত বনকে দহন করে, সেইরূপ ঐ কোষ্ঠাগ্নি ও কোষ্ঠচর বায়ুও স্থূল ব্যক্তিকে (মেদস্বিকে) দহন করিয়া থাকে। মেদঃ অতীব সংবর্দ্ধিত হইলে বাতাদিদোষগণ সহসা দারুণ রোগ সকল (প্রমেহ-পিড়কা-জ্বর-ভগন্দরাদি পীড়াসমূহ) উৎপাদন করিয়া আশু মেদোরোগির জীবন নাশ করে।

অতিস্থূলের লক্ষণ—মেদঃ ও মাংসের অতিবৃদ্ধিহেতু যাহার স্ফিক্ (পাছা) উদর ও স্তন বর্দ্ধিত হয় (পাঠান্তর—সঞ্চলনশীল হয়) এবং অযথা উপচয় ও অযথা উৎসাহ জন্মে, তাহাকে অতিস্থূল কহে। অতি স্থূল ব্যক্তির দুস্তর কুষ্ঠ, বিসর্প, ভগন্দর, জ্বর, অতিসার, মেহ, অর্শঃ, শ্লীপদ, অপচী ও কামলারোগ উপস্থিত হয় এবং মেদের স্বেদদৌর্গন্ধ্যে গাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট সকল জন্মিয়া থাকে॥ ১—১০

মেদোরোগ চিকিৎসা—পুরাণ শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ, কুলত্থকলাই, বনকোদ্ ও কোদ, লেখন দ্রব্য ও বস্তি, মেদস্বিব্যক্তির সদা সেব্য। ধূমপান, ক্রোধ, রক্তমোক্ষণ এবং ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইলে যব ও গোধূমকৃত ভোজ্য ভোজন হিতকর। উপবাস, অসুখ শয্যা, সত্ত্বগুণ, ঔদার্য্য ও তমোজয়, মেদস্বিব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত। এই সকল যথাযথ সেবিত হইলে মেদোরোগী সন্তর্পণকৃত দোষ ও স্থৌল্য হইতে বিমুক্ত হয়। শ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথপর্য্যটন, মধু ও রাত্রি-জাগরণ এবং যব ও শ্যামাতণ্ডুলকৃত খাদ্য এই সকল দ্বারা অবশ্য স্থৌল্য নাশ হয়।

চই, জীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সচললবণ ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ এবং যবের ছাতু দধিজলের সহিত পান করিলে মেদোনাশ ও অগ্নিদীপ্তি হয়।

ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ তৈল-লবণ-সংযুক্ত করিয়া ছয়মাসকাল সেবন করিলে কফ-মেদ ও বায়ু বিনষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, কান্তলৌহ, যব ও আমলকী ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত সেবন করিলে অতি স্থৌল্য নিবারিত হয়। প্লক্ষমূলা বা ত্রিফলাচূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে, বা মধু-মিশ্রিত জল পান করিলে, অথবা বিল্বাদি পঞ্চমূলের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে, অথবা অন্ন-মণ্ড (ভাতের মাঁড়) সেবন করিলে অতি স্থৌল্য বিনষ্ট হয়। পলতা, চিতা, বালা, শুলফা ও হিঙ্ এই সকল দ্রব্য পুটপাক করিয়া নিত্য সেবন করিলে সর্ব্বদোষজ মেদোবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। এরণ্ডপত্রের ক্ষার হিঙ্গুযুক্ত করিয়া জলের সহিত পান করিলে, অথবা মণ্ডসমন্বিত ভাত খাইলে মেদোবৃদ্ধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। গবেধুকের (দেধানের) বা যবের ছাতু খাইলে, কিংবা ত্রিফলার ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে মেদ বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথসহ লৌহচূর্ণ সেবন করিলে মেদোনাশ হয়। শিলাজতু বা মহিষাখ্য গুগ্-গুলু যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিবে। ইহা মেদো-নাশক। মাধবীলতাফলের বীজের শাস মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে উদরবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। চিতা-মূল মধুর সহিত লেহন করিয়া হিতভোজন করিলে মেদঃ বিনষ্ট হয়। এরণ্ডমূল মধু দিগ্ধ করিয়া একরাত্রি পর্য্যুষিত করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে তাহার রস গালিত করিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা জঠরের বৃদ্ধি নিবারিত হয়। প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল পান করিলে স্থৌল্য নাশ হয়। প্রতিদিন উষ্ণ অন্নের মণ্ড পান করিলে স্থূলব্যক্তি কৃশদেহ হয়। কুলপত্রের কল্ক-সহ কাঁজীতে পেয়া পাক করিয়া সেই পেয়া পান করিলে অথবা গণিয়ারির রস বা ক্বাথের সহিত শিলা-জতু পান করিলে স্থৌল্য বিনষ্ট হয়। শৈলেয় (গন্ধদ্রব্য বিশেষ), কুড়, অগুরু, দেবদারু, রেণুক, মুতা এবং আম জাম কয়েতবেল টাবালেবু ও বেল ইহাদের পত্র, শ্রীবাস (সরল বৃক্ষ নির্যাস), পিড়িং, বাবুই তুলসী ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য ধুতুরাপত্রের রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তদ্দারা গাঢ়উদ্বর্ত্তন (গাত্র মর্দ্দন) করিলে স্থৌল্য বিনষ্ট হয়॥ ১১—২৮

অমৃতাদি গুগ্‌গুলু—গুলঞ্চ, ছোট এলাইচ, বিড়ঙ্গ, কুড়চী, বহেড়া, হরীতকী, আমলকী ও গুগ্-গুলু এই সকল দ্রব্য যথাক্রমে এক একভাগ বর্দ্ধিত করিয়া তাহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া খাইলে পিড়কা স্থৌল্য ও ভগন্দর বিনষ্ট হয়॥ ২৯

দশাঙ্গ গুগ্‌গুলু—ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), চিতামূল, ত্রিফলা (হরীতকী বহেড়া আমলকী), মুতা, বিড়ঙ্গ ও গুগ্‌গুলু এই দশটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় খাইলে মেদঃ শ্লেষ্মা আম ও বাত-জনিত প্রবল ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়॥ ৩০

ত্রিকটু, চিতামূল, মুতা, বিড়ঙ্গ ও বচ এই সকল চূর্ণ এবং সমভাগ ঘৃত সহ গুগ্‌গুলু সেবন করিলে কফ বায়ু ও মেদোদোষ জন্য বলবান্ বিকারও আশু নিবারিত হয়॥ ৩১

লৌহরসায়ন—গুগ্‌গুলু, তালমূলী, ত্রিফলা, খদির, বাসক, তেউড়ী, মুণ্ডীরী (মুরমুরিয়া), শুঁঠ, নিসিন্দা ও চিতামূল (পাঠান্তর—চিতা ও সীজমূল ইহাদের প্রত্যেক দশ দশ পল লইয়া ৮০ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে ১২ পল কান্ত লৌহচূর্ণ, পুরাণ ঘৃত /৪ সের, চিনি ৮ পল মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে পুনঃ পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু /২ সের, শিলাজতু ২ পল, এলাইচ ও দারুচিনি প্রত্যেক ৪ তোলা, বিড়ঙ্গচূর্ণ ৩ পল (পাঠান্তর—২ পল), মরিচ রসাঞ্জন পিপুল ও ত্রিফলা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুই পল এবং হীরাকস চূর্ণ ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মথিত করিবে। তৎপরে তাহা একটি ঘৃতভাবিত পাত্রে রাখিবে। বিরেচনাদি দ্বারা দেহ সংশুদ্ধ করিয়া এই লৌহরসায়ন ২ তোলা মাত্রায় খাইবে। অনুপান দুগ্ধ এবং জাঙ্গল মাংস রস। লৌহরসায়ন বাতশ্লেষ্মহর শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, মেহ, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, ভগন্দর, মূর্চ্ছা, মোহ, বিষ, উন্মাদ ও বিষম গরবিষ সকল বিনষ্ট হয়। ইহা স্থূল ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ কর্ষণ ঔষধ, মেদোরোগির পরম ঔষধ। ইহা স্থূল উদরকে অতিমাত্র কর্ষণ করিয়া পাতাল সন্নিভ করে। ইহা বলকর, রসায়ন, মেধ্য, উত্তম বাজীকরণ, শ্রীকর, পুত্রজনন ও বলীপলিত নাশক। লৌহরসায়ন

সেবনকারী ব্যক্তি কদলীকন্দ, কাঁজী, করমচা, করীর (বাঁশের কোড়), করলা উচ্ছে এবং অন্যান্য ককারাদি দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিবে ॥ ৩২—৪২

লোহারিষ্ট—যথাপরিমিত জলে সালসারাদিগণ সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল, অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া মধুরীকৃত করিবে। কিছু দিন পরে যখন তাহা ফানিতীভাব প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ মাত গুড়ের ন্যায় হইবে, তখন তাহাতে গুড় ও পিপ্পল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং একটি ঘৃতভাবিত কলসের অভ্যন্তর ভাগ পিপুলচূর্ণ ও মধুতে প্রলিপ্ত করিয়া সেই কলসে উহা রাখিবে। তৎপরে কান্তলৌহের অতি পাতলা পাত খদির কাষ্ঠের অঙ্গরাগ্নিতে এক একবার প্রতপ্ত করিবে ও এক একবার উহাতে প্রক্ষেপ করিবে। এইরূপ বহুবার করিতে হইবে। তদনন্তর সেই কলসের মুখ শরাবাদি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া যবপল্ল মধ্যে (যবের পোয়ালের ভিতর) তিন চারি মাস কাল, অথবা যতদিনে সেই লৌহের পাত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ততদিন নিহিত করিয়া রাখিবে। পরে যখন তাহা উপযুক্ত রসগন্ধাদিসম্পন্ন হইবে, তখন প্রতি দিন প্রাতঃকালে যথাবল পান করিবে এবং যথাযোগ্য অন্নাদি ভোজন করিবে। এই লৌহাসব স্থৌল্য নষ্ট করে, নষ্ট অগ্নি উদ্দীপিত করে এবং শোথ, কুষ্ঠ, মেহ, গুল্ম, পাণ্ডু, প্লীহা, উদর ও বিষমজ্বর শীঘ্র নাশ করে। অভিষ্যন্দাপহরণে লৌহ রসায়ন মহাগুণকর ॥ ৪৩—৫০

ব্যোষাদ্য শক্তু প্রয়োগ—ত্রিকটু, চিতামূল, শজিনামূল, ত্রিফলা, কটুকী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইচ, শালপানি, হিঙ্গু, কেঁউমূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা ও হবুষ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এবং তৈল ঘৃত ও মধু সমান সমান ভাগে লইবে। যবশক্তু ষোলগুণ লইবে। পরে ঐ সমস্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া সন্তর্পণ প্রস্তুত করিবে। এই সন্তর্পণ পান করিলে সন্তর্পণোত্থিত রোগ সকল প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা প্রমেহ, মূঢ়বাত, কুষ্ঠ, অর্শঃ, কামলা, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরোচক, হৃদ্রোগ, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, ক্রিমি, গ্রহণী দোষ, শ্বিত্ররোগ ও অতি স্থৌল্য বিনষ্ট হয়। এই শক্তু সেবনে মানবের অগ্নি প্রদীপ্ত এবং স্মৃতি ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয় ॥ ৫১—৫৬

ত্রিফলাদ্যতৈল—ত্রিফলা, আতইচ, মূর্ব্বা, তেউড়ীমূল, চিতামূল, বাসক, নিম, সোন্দাল, বচ, ছাতিম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, রাইসর্ষপ, পিপুল, কুড়, সর্ষপ ও শুঁঠ এই সকলের কল্ক এবং সুরসাদিগণের ক্বাথসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। পানে অভ্যঙ্গে গণ্ডূষে নস্যে ও বস্তিতে এই তৈল প্রয়োজিত হইলে স্থূলতা আলস্য ও পাণ্ডু প্রভৃতি এবং কফকৃত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

মহাসুগন্ধি তৈল—চন্দন, কুঙ্কুম, বেণামূল, প্রিয়ঙ্গু, ছোট এলাইচ, গোরোচনা, শিলারস, অগুরু, মৃগনাভি, কর্পূর, জৈত্রী, জায়ফল, কাঁকলা, পূগ, লবঙ্গ, নালুকা, জটামাংসী, কুড়, রেণুক, তগর, কৈবর্ত্তমুস্তক, নখী, ব্যাঘ্রনখী (নখীভেদ), পিড়িং, গন্ধরোল, দোনা, গেঁটেলা, চোরক (সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ), শৈলেয়, এলবালুক, সরলকাষ্ঠ, ছাতিম, লাক্ষা, ভূঁইআমলা, লামজ্জক (বীরণ সদৃশ পীতচ্ছবি তৃণ বিশেষ), পদ্মকাষ্ঠ, ধাইফুল, পুণ্ডরিয়া ও শটী ইহাদের প্রত্যেকটি অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে লইয়া তৎসহ ✓৪ সের তৈল পাক করিবে এবং পাক সাধনার্থ ১৬ সের জল দিয়া পাক কার্য্য সুসিদ্ধ করিবে। এই মহাসুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিলে ঘর্ম্ম মল দৌর্গন্ধ্য কণ্ডু ও কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় এবং সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধও যুবা, শুক্রাঢ্য, নারীগণের বল্লভ, সৌভাগ্যবান্, সুদৃশ্য ও শত স্ত্রী গমনে সমর্থ হয়। বন্ধ্যারও গর্ভ হয়, ক্লীবও পুরুষত্ব লাভ করে, অপুত্রা স্ত্রীও পুত্র প্রাপ্ত হয়, এবং তৈলসেবী শতবৎসর জীবিত থাকে ॥ ৬০—৬৭

বাসক পত্রের রসে শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে, অথবা বিল্বপত্রের রস গাত্রে মাখিলে গাত্রদৌর্গন্ধ্য দূরীভূত হয়। কাঁজীর সহিত মুণ্ডীরী চূর্ণ পান করিলে আশু মেদোজনিত দৌর্গন্ধ্য দূর হয়, ইহা দৃষ্টফল ঔষধ। বিল্বমূল ও হরীতকী সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক তাহা বাহুমূলে (বগলে) আলেপন করিলে বগলের দৌর্গন্ধ্য নষ্ট হয়। পূতিকরঞ্জার (নাটাকরঞ্জার) বীজ বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও বগলের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং ক্লেদজন্য তথায় পিড়কা জন্মিলে সেই পিড়কাও বিনষ্ট হইয়া থাকে। তেঁতুল পত্রের স্বরস কক্ষাদি স্থানে (বগলাদিতে) ম্রক্ষণ করিলেও দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়। হরিদ্রার কল্ক (পাঠান্তর দারুহরিদ্রা) গাত্রে মর্দ্দন করিলে চির গাত্র দৌর্গন্ধ্য অচিরে দূর হয়। শিরীষ, বেণামূল, নাগেশ্বর (ব্যাখ্যান্তর—স্বর্ণভস্ম) ও লোধ ইহাদের চূর্ণ গাত্রে ঘর্ষণ করিলে ত্বগ্‌দোষ ও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। তেজপত্র, বালা, লৌহ (অগুরু), হরীতকী ও চন্দন এই সকল দ্রব্য বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে দৌর্গন্ধ্য নাশ হয়। হিঞ্চার রসে সমুদ্রফেনা ঘষিয়া গাত্রে লেপন করিলে আশু উৎকট দেহদৌর্গন্ধ্য বিনষ্ট হয়। গাত্রে হরীতকী মর্দ্দন করিয়া পরে স্নান করিলে দেহস্বেদ প্রশমিত হয়। হরীতকী, লোধ, নিম্বপত্র, আম্রছাল ও দাড়িম্বছাল এই সকল দ্রব্যের কল্ক অঙ্গনাগণের অঙ্গরাগ এবং নরপতিগণের অশ্বাদিগমনজনিত জঙ্ঘাবিবর্ণতা নাশক। হরিতাল গোমূত্রে পেষণ করিয়া, প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ, গোদুগ্ধে পেষণ

[করিয়া মর্দ্দন করিলে কক্ষাদি দৌর্গন্ধ্য বিনষ্ট হয় এবং হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার সহিত দুগ্ধে পেষণ করিয়া ললাটে তিলক ধারণ করিলে বশীকরণ হয়। বাবলাপাতা জলে পেষণ করিয়া অগ্রে তদ্দারা গাত্র মর্দ্দন করিবে। পরে হরীতকী বাটিয়া তদ্দারা গাত্র মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবে, এরূপ করিলে শীঘ্রই স্বেদ নির্গম রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বেল আম জাম টাবালেবু ও কয়েতবেল ইহাদের পত্র দ্বারা এবং পূর্ব্ববৎ কর্ম্মবিধান যোগ দ্বারা বচ বিশোধন করিবে। সেই বিশোধিত বচ দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে গাত্রে সুগন্ধ উৎপন্ন হয়। হরীতকী, নখী, চন্দন, কুড়, ধুনা, অগুরু ও চিনি ইহাদের ধূপ অতি মনোহর; এই ধূপের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হয় এবং তত্রত্য বায়ু মলয়ানিল-সদৃশ সুঘ্রাণ হইয়া থাকে। শঙ্খপুষ্পী, তেজপত্র, তিল, লোধ, শিরীষ, বেণামূল ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গ্রীষ্মকালে গাত্রে মর্দ্দন করিলে ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। হরীতকী ফলচূর্ণ সুরা মিশ্রিত করিয়া মধুসহ তাহা প্রতিদিন প্রত্যূষে লেহন করিলে স্বেদ নিবারিত হয় এবং গাত্রে অতি সুগন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মল্লিকা পুষ্প, বেণামূল ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য বাটিয়া গাত্রে রাখিলে ঘর্ম্ম ও বিচর্চ্চিকা দাহ প্রশমিত হয়। ময়নাপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পাঁকুড়-পত্র ও দূর্ব্বা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে ঘর্ম্ম ও বিচর্চ্চী প্রশমিত হয়। হস্তপদ হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলে পঞ্চতিক্ত গুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিবে। অশক্ত পক্ষে পঞ্চতিক্ত ঘৃত পান করিবে॥ ৬৮—৮৪

ইতি মেদোরোগাধিকার।

কার্শ্যাধিকার।

কার্শ্যের নিদান—বাতপ্রকোপ, রুক্ষ অন্নপান, উপবাস, অতি পরিমিত ভোজন, বমন বিরেচনাদি ক্রিয়ারঅতিবিধান, শোক, মলমূত্রাদির বিশেষতঃ নিদ্রার বেগধারণ, নিত্য রোগভোগ, নিত্য মৈথুন, ব্যায়াম, ভোজনের অল্পতা, ভয় ও ধনাদির চিন্তা এই গুলি কার্শ্যের কারণ॥ ১।২

কৃশের লক্ষণ—কৃশ ব্যক্তির স্ফিক্ (পাছা) উদর ও গ্রীবাদেশ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ শিরাজালে ব্যাপ্ত, চর্ম্ম ও অস্থি শুষ্ক এবং পর্ব্বসন্ধি ও আনন স্থূল হইয়া থাকে॥ ৩

অতি কৃশ ব্যক্তির যে সকল রোগ হইয়া থাকে, তাহা বলা যাইতেছে—প্লীহা, কাস, ক্ষয়, শ্বাস, গুল্ম, অর্শঃ, উদর এবং গ্রহনী প্রভৃতি রোগ সকল অতি কৃশ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কোন কোন কৃশ ব্যক্তিকেও অতি বলবান্ দেখা যায়, তাহার কারণ এই—গর্ভাধান সময়ে যদি জনয়িতার শুক্রের ভাগ অধিক এবং মেদের ভাগ অল্প হয়, তবে সেই গর্ভের সন্তান কৃশ হইয়াও অধিক বলবান্ হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থূল ব্যক্তিকেও যে বলহীন দেখা যায় তাহার কারণ এই—গর্ভাধান সময়ে যদি জনয়িতার শুক্রের ভাগ অল্প এবং মেদের ভাগ অধিক হয়, তাহা হইলে সেই গর্ভোৎপন্ন সন্তান স্নিগ্ধ ও সুপুষ্ট হইয়াও বলহীন হইয়া থাকে॥ ৪—৬

কার্শ্যের চিকিৎসা—রুক্ষান্নাদি ভোজন হেতু যে ব্যক্তি কৃশ হয়, তাহাকে বৃংহণ, বলকারক, বৃষ্য ও বাজীকরণ ঔষধ পথ্যাদি সেবন করিতে দিবে। দুগ্ধের সহিত ঘৃতের সহিত তৈলের সহিত বা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ১৫ দিন অশ্বগন্ধা পান করিলে, জল বর্ষণে যেমন বাল শস্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৃশব্যক্তিও পুষ্টাঙ্গ হইয়া থাকে॥ ৭।৮

অশ্বগন্ধা তৈল—তৈল /৪ সের, অশ্বগন্ধার কল্ক /১ সের, অশ্বগন্ধার ক্বাথ ১৬ সের, এবং দুগ্ধ ১৬ সের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কৃশাঙ্গের পুষ্টি হয়। কৃশ ব্যক্তিকে বালরোগোক্ত পুষ্টি-কর অশ্বগন্ধা ঘৃত এবং বাজীকরণাধিকারোক্ত অশ্বগন্ধা ঘৃতাদি ঔষধ সেবন করাইবে॥ ৯।১০

অসাধ্য কার্শ্য—যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অতিকৃশ স্বভাবতঃ অল্পাগ্নি এবং স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাহার কোন চিকিৎসা নাই॥ ১১

ইতি কার্শ্যাধিকার।

উদরাধিকার।

উদররোগের নিদান—অগ্নিমান্দ্য হেতু সকল রোগই, বিশেষতঃ উদর রোগ জন্মিয়া থাকে। উদর রোগোৎপত্তির অপর হেতু—অজীর্ণ, মলিন অন্ন-ভোজন (অত্যন্ত দোষজনক অন্ন, অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণ সত্ত্বে পুনর্ভোজন ইত্যাদি) এবং মল-সঞ্চয় অর্থাৎ বাতাদি দোষের ও পুরীষের সঞ্চয় এই সকল কারণে উদর রোগ জন্মিয়া থাকে॥ ১

সম্প্রাপ্তি—সঞ্চিত দোষ সকল স্বেদবহ ও অম্বুবহ স্রোত সমূহকে রুদ্ধ এবং প্রাণ বায়ু অপান বায়ু ও অগ্নিকে সংদূষিত করিয়া উদর রোগ উৎপাদন করে॥২

সামান্যরূপ—উদরাধ্মান, গমনে অশক্তি, দৌর্ব্বল্য, অতিশয় অগ্নিমান্দ্য, শোথ, অঙ্গসকলের অব-সাদ, বায়ু ও পুরীষের অপ্রবৃত্তি এবং দাহ ও তন্দ্রা এই গুলি সর্ব্বপ্রকার উদরেরই সাধারণ লক্ষণ॥ ৩

উদররোগের সন্নিকৃষ্ট নিদান ও সংখ্যা—পৃথক্ পৃথক্ দোষ দ্বারা, মিলিত ত্রিদোষ দ্বারা এবং প্লীহা, মলবদ্ধতা, ক্ষত ও জলসঞ্চয় দ্বারা আটপ্রকার উদররোগ জন্মে (তদ্‌যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, প্লীহজ, মলসঞ্চয়জ, ক্ষতজ ও জল-সঞ্চয়জ)। ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিতেছি শুন॥ ৪

বাতোদরের লক্ষণ—বাতোদরে হস্ত পদ নাভি ও কুক্ষিদেশে শোথ, কুক্ষি পার্শ্ব উদর কটী ও পৃষ্ঠ দেশে বেদনা (এস্থলে কুক্ষিশব্দে উদরের বাম ও দক্ষিণ ভাগ), পর্ব্বভেদ, শুষ্ক কাস, অঙ্গমর্দ্দ, গুরুতা, মলবদ্ধতা, ত্বক্-নেত্র-ও মূত্রাদির শ্যাববর্ণতা বা অরুণ বর্ণতা, অক-স্মাৎ উদর স্ফীতির হ্রাস-বৃদ্ধি, উদরে সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা, উদরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরা সমূহের উৎপত্তি এবং উদরে আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় শব্দোৎপত্তি। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বাতোদরে বায়ু শব্দ ও বেদনার সহিত উদরের সকল স্থানে বিচরণ করিয়া থাকে॥ ৫—৭

পিত্তোদর লক্ষণ—পিত্তোদরে জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, মুখের কটুরসতা, ভ্রম, অতিসার ও ত্বগাদির পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তোদরে উদর ধর্ম্মাবিত, অন্তস্তাপ ও বহির্দাহযুক্ত, কোমল-স্পর্শ এবং হরিৎ পীত বা তাম্রবর্ণ শিরা সমূহে ব্যাপ্ত হয়। আর বোধ হয় যেন উদর হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। পৈত্তিকোদর শীঘ্র পাকিয়া জলোদরে পরি-ণত হয়। এবং সর্ব্বদা বেদনা-যুক্ত হইয়া থাকে॥৮—৯

কফোদর লক্ষণ—কফোদরে অঙ্গের অবসাদ, শোথ, গাত্রগুরুতা, তন্দ্রা (নিদ্রাবাহুল্য), হৃল্লাস (বমন বেগ), অরুচি, স্পর্শাজ্ঞতা, কাস ও ত্বগাদির শুক্লবর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এবং উদর স্তিমিত, স্নিগ্ধ (চিক্কণ), শুক্লশিরা ব্যাপ্ত, বৃহৎ, দীর্ঘ কালে বর্দ্ধিত, কঠিন, শীতস্পর্শ, গুরু ও স্থিরভাবাপন্ন হইয়া থাকে॥ ১০—১১

সন্নিপাতোদর লক্ষণ—দুঃশীলা কামিনীগণ নিঃস্নেহ পতিকে বা অন্য কোন অভিলষিত পুরুষকে বশীভূত করিবার জন্য অজ্ঞাত সারে তদীয় অন্নপানে নখ লোম মূত্র বিষ্ঠা (বিড়ালাদির পুরীষ) ও আর্ত্তব (ঋতুশোণিত) প্রদান করিয়া থাকে। সেই মলিন (নানা দোষজনক) অন্নপান খাইলে, কিংবা শত্রুপ্রদত্ত গর (সংযোগজ) বিষ ভোজন করিলে, অথবা দুষ্ট জল (সবিষ মৎস্য তৃণ পত্রাদির ক্বাথ মিশ্রিত জল) পান করিলে, অথবা দূষীবিষ (জীর্ণ বিষ বা বিষঘ্ন ঔষধী দ্বারা হতবীর্য্য বিষ, বা দাবাগ্নি বাতাতপ দ্বারা শোষিত বিষ, অথবা স্বভাবতঃ গুণ বিযুক্ত বিষ) সেবন করিলে রক্ত এবং বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত অতি ভয়ঙ্কর উদর রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাই সান্নিপাতিক বা ত্রিদোষজ উদর রোগ। এবম্ভূত উদররোগ শীতে বাতে ও অতি দুর্দ্দিনে (জল ঝড় মেঘাদি বিশিষ্ট দিবসে) অতিশয় কুপিত ও দাহ-যুক্ত হয়। এই রোগে রোগী পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম দূষ্যোদর। অতঃপর প্লীহোদর বর্ণন করি-তেছি শুন॥ ১২—১৪

প্লীহোদর লক্ষণ—প্লীহার বৃদ্ধিতে উদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে প্লীহোদর কহে। উহা বাম পার্শ্বে বর্দ্ধিত হয়। প্লীহার যে নিদান, প্লীহোদরেরও সেই নিদান এবং ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক প্রবৃদ্ধ প্লীহার যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, প্লীহোদরেও সেই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যকৃদ্দাল্যুদর প্লীহোদরেরই ভেদ। উদরের বামেতর পার্শ্বে অর্থাৎ দক্ষিণ ভাগে যকৃৎ

প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহাকেই যকৃদ্দাল্যুদর কহা গিয়া থাকে॥ ১৫—১৭

বদ্ধগুদোদর লক্ষণ—শাক শালূকাদি পিচ্ছিল ভুক্ত দ্রব্য দ্বারা অথবা বালুকা শর্করাদিযুক্ত ভুক্তান্ন দ্বারা যাহার অন্ত্র বিবদ্ধ হয়, তাহার সদোষ-মল, সম্মার্জ্জনী-ক্ষিপ্ত তৃণধূল্যাদিবৎ ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইতে থাকে। এবং গুহ্যনাড়ীতে মল রুদ্ধ হওয়ায় সেই মল অতি কষ্টে অল্প অল্প নির্গত হয়। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যে উদরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাকেই বদ্ধগুদোদর কহে॥ ১৮। ১৯

ক্ষতোদর লক্ষণ—কণ্টক শর্করাদি শল্যযুক্ত অন্নভোজন করিলে সেই ভুক্ত-অন্ন যদি পাকাশয় হইতে বিলোমভাবে (বক্রভাবে) আগত হয়, তাহা হইলে সেই কণ্টকাদি-শল্যদ্বারা অন্ত্রনাড়ী ভেদ হইয়া যায়। অন্য প্রকারেও অর্থাৎ জৃম্ভা ও অতি ভোজনাদি দ্বারাও অন্ত্রভেদ হইতে পারে। যেরূপেই হউক অন্ত্রভেদ হইলে তাহা হইতে বহুপরিমাণে জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হইয়া নাভির অধোভাগে উদরের বৃদ্ধি করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই ক্ষতোদর বা পরিস্রাব্যুদর কহে। এই উদররোগে সূচীবেধবৎ বা বিদারণবৎ বেদনা হইয়া থাকে। অতঃপর জলোদর কীর্ত্তন করিব শুন॥ ২০। ২১

জলোদর লক্ষণ—স্নেহপান, অনুবাসন, বমন, বিরেচন অথবা নিরূহণ ক্রিয়ার পরেই আশু শীতলজল পান করিলে জলবহ স্রোতসকল সংদূষিত হয়। জলপান দ্বারা স্রোত সংদূষিত হইলে, অথবা স্নেহপদার্থ দ্বারা সেই সকল স্রোত উপলিপ্ত হইলে উপস্নেহন্যায়ে তাহা হইতে জল নিঃসৃত হইয়া (চোয়াইয়া) উদরের বৃদ্ধি করে। ইহাকেই দকোদর বা জলোদর কহে। দকোদরে উদর চিক্কণ ও বৃহৎ হয়, নাভির চতুর্দ্দিকে জলপূর্ণবৎ গম্ভীর হয়। জলপূর্ণ ভস্ত্রা (চর্ম্মপুটক, ভিস্তি) সঞ্চালিত হইলে যেমন ক্ষুব্ধ (অন্তর্জল দোলনে সঙ্কুলিত) কম্পিত ও শব্দান্বিত হয়, দকোদরও তদ্রূপ হইয়া থাকে॥ ২২। ২৩

সাধ্যাসাধ্যত্ব—প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদররোগই উৎপন্ন হইবামাত্রই কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু রোগির যদি বল থাকে, উদরে জলসঞ্চয় না হয় এবং রোগটি অচিরোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যত্ন দ্বারা সাধ্য হয় জানিবে। বদ্ধগুদোদর প্রায় পক্ষান্তেই প্রাণনাশক হয়। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার জাতোদক ও ছিদ্রান্ত্র-উদর প্রায় পক্ষ মধ্যেই মারাত্মক হইয়া থাকে। (তবে শল্যশাস্ত্রোক্ত শস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা ১৫ দিনের পরেও উহাদিগকে কখন কখন সাধ্য হইতে দেখা যায়)॥২৪।২৫

জাতোদকোদরের লক্ষণ—(চরকোক্ত) উদররোগে জল জন্মিলে, উদরের সঞ্চলনে, জলপূর্ণ চর্ম্ম পুটকের ন্যায় মৃদু মৃদু শব্দ হয়, উদর শিরাজালব্যাপ্ত ও বৃহৎ হয়। এবং আলস্য, মুখবৈরস্য, মূত্রবাহুল্য, মলতারল্য, অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুবর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উদর রোগির চক্ষু যদি শোথযুক্ত, লিঙ্গ বক্র, ত্বক্ পাতলা ও ক্লেদযুক্ত এবং বল অগ্নি রক্ত ও মাংস পরিক্ষীণ হয়, তাহা হইলে সে রোগিকে পরিত্যাগ করিবে। এবং যে উদর রোগির পার্শ্বভঙ্গ শোথ অন্নদ্বেষ ও অতিসার হয়,অথবা বিরেচন করাইলেও কোষ্ঠ পূর্য্যমাণ হইয়া থাকে,সে রোগিকেও ত্যাগ করিবে॥২৬—২৯

উদররোগের চিকিৎসা—দশমূলের ক্বাথে এরণ্ডতৈল বা গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া, অথবা ত্রিফলার ক্বাথে গোমূত্র মিশাইয়া পান করিলে বাতোদর শোথ ও শূল বিনষ্ট হয়॥ ৩০

কুষ্ঠাদিচূর্ণ—কুড়, দন্তী, যবক্ষার, ত্রিকটু, ত্রিলবণ (সৈন্ধব সচল ও বিট), বচ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, হিং, সাচিক্ষার, চই, চিতা ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে বাতোদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩১

লশুন তৈল—তৈল ৴৪ সের। ক্বাথার্থ—রশুন ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, হিঙ্গু, সৈন্ধব, চিতা, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্তশজিনামূল, পুনর্নবা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপ্পলী ইহাদের প্রত্যেক এক এক পল এবং তেউড়ী ছয় পল। উক্ত কষায়ে এই কল্ক দ্রব্য সকল পেষণ করিয়া তৎসহ মৃদু অগ্নিতে তৈল পাক করিবে। অগ্নিবলানুরূপমাত্রায় এই তৈল প্রাতঃকালে পান করিলে সকল প্রকার উদর,মূত্রকৃচ্ছ্র,উদাবর্ত্ত, অন্ত্রবৃদ্ধি,কোষ্ঠক্রিমি, পার্শ্বশূল, কুক্ষিশূল, আমশূল, অরুচি, যকৃৎ, অষ্ঠীলা, আনাহ, প্লীহা, অঙ্গবেদনা এবং অশীতি প্রকার বাতরোগ একমাসেই বিনষ্ট হইয়া থাকে॥৩২—৩৭

রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে পিত্তোদর রোগে তেউড়ী ও এরণ্ডমূলের কল্কসহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান দ্বারা প্রথমেই বিরেচন করাইবে। কফোদর নিবৃত্তির জন্য পিপ্পল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া রোগিকে পান করিতে দিবে। এবং প্রতিদিন সুপথ্য ভোজন ব্যবস্থা করিবে॥ ৩৮।৩৯

নাগরাদি তৈল ও ঘৃত—তৈল বা ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ ও ত্রিফলা, মিলিত ৴১ সের। দধির মাত (দধি জল) ১৬ সের। দধির মাতে কল্ক পেষণ করিয়া তৎসহ তৈল বা ঘৃত পাক করিবে। এই তৈল বা ঘৃত সর্ব্বপ্রকার উদররোগেই পান করিতে দিবে।

সকল উদর রোগে শালি ষষ্টিক গোধূম যব ও নীবার কৃত অন্ন ভোজন, নিরূহ ও বিরেচন ক্রিয়ার

এবং আনূপ ও ঔদক মাংস, শাক, পিষ্টক, তিল, ব্যায়াম, পর্য্যটন, দিবা নিদ্রা ও স্নেহ পান অহিতকর। জঠর রোগে উগ্রবীর্য্যদ্রব্য, লবণ, উষ্ণদ্রব্য, গুরু দ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, ভোজন করিবে না এবং জল খাইবে না।

উদর রোগে মলসঞ্চয়ের আধিক্য হেতু তাহাতে পুনঃপুনঃ বিরেচন প্রশস্ত। দুগ্ধের সহিত বা গোমূত্রের সহিত এরণ্ড তৈল বারংবার পান করিতে দিবে। বাতোদরী পিপুল ও সৈন্ধব চূর্ণের সহিত তক্র পান করিবে। পিত্তোদরী শর্করা ও মরিচ চূর্ণের সহিত স্বাদু তক্র পান করিবে। কফোদরী যমানী, হবুষা, কৃষ্ণজীরা ও ত্রিকটু চূর্ণ সংযুক্ত তক্র পান করিবে। এবং সন্নিপাতোদরী ত্রিকটু যবক্ষার ও সৈন্ধব চূর্ণের সহিত তক্র পান করিবে॥ ৪০—৪৬

নারায়ণ চূর্ণ—যমানী, হবুষ, ধনে, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, বৃহজ্জীরক, পিপুলমূল, বনযমানী, শটী, বচ, শুল্‌ফা, জীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরী, চিতামূল, যবক্ষার ও সাচিক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট্‌, সচল, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদলবণ) এবং বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকে এক এক সমান ভাগ, দন্তী তিনভাগ, তেউড়ী দুইভাগ, রাখালশসা দুইভাগ এবং শাতলা (সেহুণ্ড ভেদ) চারি ভাগ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণই নারায়ণ চূর্ণ নামে খ্যাত। ইহা রোগ সমূহের নাশক। অসুরগণ যেমন বিষ্ণুকে দেখিয়া পলায়ন করে, রোগ সকল তেমনি এই চূর্ণকে প্রাপ্ত হইয়া রোগিকে ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। উদর রোগে এই চূর্ণ তক্রের সহিত, গুল্ম রোগে কুলের ক্বাথের সহিত, আনদ্ধ বাতে সুরার সহিত, বাতরোগে প্রসন্নার সহিত, মলভেদে দধি জলের সহিত, অর্শো-রোগে দাড়িমের ক্বাথের সহিত, পরিকর্ত্তিকায় (গুহ্য-মার্গে কর্ত্তনবৎ পীড়ায়) বৃক্ষাম্লের সহিত, অজীর্ণ রোগে উষ্ণ জলের সহিত, এবং ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে শ্বাসে কাসে গলগ্রহে হৃদ্রোগে গ্রহণীরোগে কুষ্ঠে অগ্নিমান্দ্যে জ্বরে দংষ্ট্রাবিষে মূলবিষে গরবিষে ও কৃত্রিম বিষে যথাযোগ্য অনুপানের সহিত এই বিরেচন চূর্ণ পান করিতে দিবে। এস্থলে বক্তব্য—যে যে রোগে রোগির কোষ্ঠকে স্নিগ্ধ করা আবশ্যক, সেই সেই রোগে অগ্রে রোগির কোষ্ঠকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া পরে এই বিরেচন চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে॥৪৭—৫৫

নারাচ ঘৃত—গব্য ঘৃত ৷৷০ অর্দ্ধ সের। কল্কার্থ—মনসার আটা, দন্তী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতামূল প্রত্যেক দুই দুই তোলা; পাকার্থ—জল ৷২ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। উষ্ণ জলের সহিত এই ঘৃত দুই তোলা বা এক তোলা মাত্রায় পান করিবে। বিরেচন হইবার পরে পেয়া বা মাংস-রস পথ্য করিবে। এই নারাচ ঘৃত যথাযুক্তি প্রযুক্ত হইলে জঠর রোগসমূহ প্রশমিত হয়। মনসাসীজের কল্ক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহা দধি প্রভৃতিতে পরিলিপ্ত করিয়া জলের সহিত গিলিয়া খাইবে। ইহা নিত্য সেবন করিলে জঠর রোগ প্রশমিত হয়॥৫৫—৫৭

পুনর্নবাদি ক্বাথ—পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, পল্‌তা, হরীতকী, নিম, মুতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথে গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু সংযুক্ত করিয়া প্রাতঃকালে নিয়ত পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ শোথ, উদর, কাস, শূল, শ্বাস ও পাণ্ডু রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫৮। ৫৯

ইতি উদররোগাধিকার

শোথাধিকার।

-:*:-

শোথের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—বমন বিরেচনাদি শুদ্ধি ক্রিয়া, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ ও অভোজন (বা দ্বিগুণ ভোজন) কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণোষ্ণ বীর্য্য ও গুরু দ্রব্য ভোজন করে, তাহা হইলে সেই সকল ব্যক্তির শোথ উৎপন্ন হয়। আর দধি, আম (অপক্ব অন্নরস), মৃত্তিকা ও শাক ভক্ষণ, বিরুদ্ধ ভোজন, চূর্ণীকৃত সংযোগজ বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন, অর্শঃ, শ্রমরাহিত্য, বমন বিরেচনাদি শোধন যোগ দ্বারা দেহের অশোধন, মর্ম্মাভিঘাত (এস্থলে দোষকৃত মর্ম্মাভিঘাত বুঝিতে হইবে, কারণ বাহ্য হেতুকৃত মর্ম্মাভিঘাত আগন্তুজ শোথের হেতু), বিষম প্রসব (আম গর্ভপতনাদি) এবং বমনাদি পঞ্চ কর্ম্মের মিথ্যা উপচার (অসম্যক্‌করণ) এই গুলি নিজ অর্থাৎ বাতাদিজ শোথের হেতু॥ ১। ২

শোথের সম্প্রাপ্তি ও সামান্য লক্ষণ—দুষ্ট বায়ু, দুষ্ট রক্তপিত্ত ও কফকে বহিঃশিরা সমূহে লইয়া গিয়া এবং স্বয়ং উহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ গতি হইয়া ত্বঙ্‌মাংসাশ্রিত নিবিড়াবয়ব উৎসেধ (উন্নততা)

উৎপাদন করে। এই উৎসেধই শোথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত রক্তপিত্ত কফ ও বায়ু এই সমুদায়ই শোথ পদার্থের উপাদান। শোথের অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ অনিয়তা স্থিতি (চিকিৎসা ব্যতিরেকেও নিবৃত্তি), শোথের গুরুতা ও উৎসেধেরও অনবস্থিতত্ব, শোথের উষ্মা (অন্তস্তাপ) শিরা সমূহের সূক্ষ্মতা, রোমাঞ্চ ও বিবর্ণতা এই গুলি শোথের সামান্য লক্ষণ॥ ৩। ৪

বাতিক শোথ লক্ষণ—বাতিক শোথ সঞ্চরণশীল (একস্থানে স্থির থাকে না), পাতলা চর্ম্ম বিশিষ্ট, পরুষ (খরস্পর্শ), অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তিহীন, ও ঝিনি ঝিনিবৎ পীড়াযুক্ত হয়। বায়ুর চলত্ব হেতু কখন কখন বিনা কারণেও বাতিক শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায় কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনরায় উন্নত হইয়া উঠে। এই শোথ দিবাভাগে বলবান্ এবং রাত্রিতে শুষ্ক প্রায় হয়॥ ৫

পৈত্তিক শোথ লক্ষণ—ইহা কোমল স্পর্শ, সগন্ধ, কৃষ্ণ পীত বা লোহিত বর্ণ, সন্তাপবিশিষ্ট, স্পর্শে, বেদনাপ্রদ, নেত্রের লৌহিত্য জনক এবং অত্যন্ত দাহ ও পাক সমন্বিত হয়। ইহাতে ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও মত্ততা হইয়া থাকে॥ ৬

শ্লৈষ্মিক শোথের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক শোথ গুরু অচল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাতে অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, নিদ্রা, বমি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক শোথ উদ্গত হইতেও অধিক সময় লাগে, প্রশমিত হইতেও অধিক সময় লাগে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায়, ছাড়িয়া দিলে উন্নত না হইয়া নিম্নভাবেই থাকে। কফজ শোথ রাত্রিকালে বলবান্, দিবসে শুষ্কপ্রায় হয়॥ ৭

দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ শোথ—যে শোথে দুই দোষের নিদান ও লক্ষণ সমবেত হয়, তাহাকে দ্বিদোষজ এবং যে শোথে তিন দোষের নিদান ও সমস্ত লক্ষণ মিলিত হয়, তাহাকে ত্রিদোষজ বলিয়া জানিবে॥৮

অভিঘাতজ শোথ—খড়্গাদি দ্বারা ছেদ, পাষাণাদি দ্বারা ভেদ, শরাদি দ্বারা ক্ষত ও লগুড়াদি দ্বারা প্রহার এই সকল কারণে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাই অভিঘাতজ শোথ। এইরূপ হিমবায়ু, সমুদ্রবায়ু, ভেলার রস ও আলকুশীর শুঁয়া স্পর্শেও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল আগন্তুজ শোথ সঞ্চরণশীল উষ্মাবিশিষ্ট লোহিতবর্ণ এবং প্রায় পিত্তজ শোথের লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে॥ ৯। ১০

বিষজ শোথ—সবিষ প্রাণী শরীরোপরি সঞ্চরণ করিলে, অথবা তাহাদের মূত্র গাত্রে লাগিলে, কিংবা নির্বিষ প্রাণিগণেরও দংষ্ট্রা (দাঁড়) দন্ত ও নখ দ্বারা আহত হইলে, অথবা মলমূত্র ও শুক্র-লিপ্ত মলিন বস্ত্রের সংস্পর্শে বা সম্মার্জনী ক্ষিপ্ত ধূল্যাদির সংস্পর্শে, কিংবা বিষবৃক্ষাগত বায়ু স্পর্শে, অথবা সংযোগজ-বিষযুক্ত চূর্ণ সংস্পর্শে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিষজ শোথ কহে। বিষজ শোথ কোমল, সঞ্চারী, অধোগমনশীল শীঘ্রজন্মা এবং দাহ ও বেদনাজনক। (যদিও এই বিষজ শোথ আগন্তুজ, তথাপি সাধারণ আগন্তুজ-শোথ-চিকিৎসা হইতে ইহার বিশিষ্ট চিকিৎসাভিধানহেতু পৃথক্ পঠিত হইয়াছে)॥ ১১। ১২

দোষ সকল শরীরের যে স্থানে অবস্থিত হইয়া যে স্থানে রোগোৎপাদন করে, তাহা কথিত হইতেছে। দোষ সকল আমাশয়ে অবস্থিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্রভৃতি উৰ্দ্ধ দেহে, পিত্তাশয়স্থ হইয়া মধ্যে অর্থাৎ বক্ষঃ হইতে পক্বাশয় পর্য্যন্ত স্থানে, মলাশয়স্থ হইয়া অধোদেহে অর্থাৎ পক্বাশয়ের নিম্নভাগে এবং সর্ব্বদেহগত হইয়া সর্ব্বাবয়বে শোথ উৎপাদন করে॥ ১৩

শোথের উপদ্রব—বমি, শ্বাস, অরুচি, তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার ও দৌর্ব্বল্য এই সাতটি, শোথের উপদ্রব॥ ১৪

শোথের অসাধ্যত্ব—শ্বাস, পিপাসা, বমি, দৌর্ব্বল্য, জ্বর ও অন্নে অরুচি, শোথরোগির এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে॥১৫

কষ্টসাধ্যত্বাদি—মধ্যদেহে ও সর্ব্বাঙ্গে যে শোথ হয়, তাহা কষ্টসাধ্য। অর্দ্ধাঙ্গে যে শোথ হয় অর্থাৎ হরগৌরী (বা নরসিংহ) আকারে যে শোথ জন্মে, তাহা অসাধ্য। যে শোথ নিম্নাঙ্গ হইতে ক্রমশঃ উৰ্দ্ধাঙ্গে প্রসৃত হয়, তাহাও অসাধ্য (ইহা পুরুষ সম্বন্ধে জানিবে)। অপর বচন—যে শোথ অন্যরোগের উপদ্রবকৃত নয় অর্থাৎ যাহা নিজ প্রকোপণহেতু দ্বারা উৎপন্ন, সেই শোথ যদি পুরুষের পাদে উৎপন্ন হইয়া উৰ্দ্ধাঙ্গে প্রসৃত হয় (মুখগামী হয়), তাহা হইলে সেই শোথ পুরুষকে বিনষ্ট করে। আর যদি সেই শোথ (অনন্যোপদ্রবকৃত শোথ) স্ত্রীলোকের মুখে উৎপন্ন হইয়া অধোগমনশীল হয় (পদগামী হয়) তাহা হইলে তাহা স্ত্রীলোককে বিনষ্ট করে। ঐ শোথ বস্তিজাত হইলে তাহা পুরুষ ও নারী উভয়কেই বিনষ্ট করিয়া থাকে॥ ১৬। ১৭

শোথচিকিৎসা—শুঁঠ, পুনর্নবা, এরণ্ড ও পঞ্চমূল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে এবং ইহাদের ক্বাথে আহার্য্য দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া তাহা খাইলে বাতিক শোথে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পলতা, ত্রিফলা, নিম ও দারুহরিদ্রা ইহাদের ক্বাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এবং এই ক্বাথে আহারদ্রব্য পাক করিয়া ভোজন করিলে পিত্তজ এবং শ্লেষ্মজ শোথ বিনষ্ট হয়। দ্বিদোষজ শোথে দ্বিদোষের এবং ত্রিদোষজ শোথে ত্রিদোষের মিলিত চিকিৎসা করিবে। ত্রিদোষসম্ভূত শোথে বিল্বপত্রের রস (মরিচচূর্ণ সহ) পান করিবে। ইহা

শোথের শোষণ করিয়া থাকে। আগন্তুজ শোথে শীতল পরিষেক প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে। তিল ও কৃষ্ণমৃত্তিকার প্রলেপ দিলে, অথবা মহিষীর দুগ্ধে তিল পেষণ করত তাহাতে নবনীত মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে ভল্লাতকজাত শোথ প্রশমিত হয়। তিল ও যষ্টিমধু মহিষীর দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক তাহাতে নবনীত সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, কিংবা শাল পত্রের চূর্ণ মর্দ্দন করিলে ভল্লাতজাত শোথ প্রশমিত হয়। বিষজ শোথের চিকিৎসা বিষচিকিৎসায় দ্রষ্টব্য॥ ১৮—২৩

শোথের সামান্য চিকিৎসা—মহিষীর দুগ্ধে তিল বাটিয়া এবং তাহাতে মহিষীর নবনীত মিশাইয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সকল শোথেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়॥ ২৪

পথ্যাদি ক্বাথ—হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতা, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উদর পাণি পাদ ও মুখ সম্ভূত শোথ অচিরে প্রশমিত হয়॥ ২৫

গোমূত্রে ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্মসম্ভূত শোথ এবং ব্রণজাত শোথ বিনষ্ট হয়। শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের সহিত অথবা দন্তী, ভেউড়ী, ত্রিকটু ও চিতামূলের সহিত যথাবিধি দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে শোথ বিনষ্ট হয়। ইহা শোথের প্রধান ঔষধ। আকন্দ পুনর্নবা ও নিম ইহাদের ক্বাথ দ্বারা, অথবা সুখোষ্ণ গোমূত্র দ্বারা পরিষেক করিলে শোথ প্রশমিত হয়। পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, শজিনা ও শ্বেত সর্ষপ এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষিত এবং অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়। গুড় ও আদা, অথবা গুড় ও শুঁঠ, অথবা গুড় ও হরীতকী, অথবা গুড় ও পিপ্পলী, দুই তোলা মাত্রায় আরম্ভ করিয়া পরে দুই দুই তোলা মাত্রা বাড়াইয়া তিনপল পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা এক পক্ষ বা একমাস কাল সেবন করিলে শোথ, প্রতিশ্যায়, গলরোগ, মুখরোগ, শ্বাস, কাস, অরুচি, পীনস, জীর্ণজ্বর, অর্শঃ ও গ্রহনী রোগ এবং কফ বাতজ অন্য রোগ সকল বিনষ্ট হয়। শুঁঠচূর্ণ ও গুড় সম পরিমাণে সেবন করিয়া পুনর্নবার রস অনুপান করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়। পিপুল ও শুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে শোথ, আমাজীর্ণ ও শূল প্রশমিত হয়। ইহা বস্তিবিশোধন॥ ২৬—৩৩

গুড়াদি চূর্ণ—গুড় ৩ পল, শুঁঠচূর্ণ ৩ পল, পিপুল চূর্ণ ৩ পল, মণ্ডুর চূর্ণ ১ পল ও তিল চূর্ণ ১ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সকল শোথ প্রশমিত হয়॥ ৩৪

মাণক ঘৃত—মাণের ক্বাথ ও কল্ক সহ যথাবিধি /৪ সের ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে একজ দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ শোথ বিনষ্ট হয়॥ ৩৫

শুষ্কমূলক তৈল—তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—শুষ্ক মূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ, মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সশূল শোথ বিনষ্ট হয়॥ ৩৬

ইতি শোথাধিকার।

বৃদ্ধিরোগাধিকার।

(কোষবৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধি।)

বৃদ্ধিরোগের নিদান ও সংখ্যা—বাতাদিদোষত্রয়, রক্ত, মেদঃ, মূত্র ও অন্ত্র এই সাতটি কারণে বৃদ্ধিরোগ সাত প্রকার হয়। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রজ। ইহাদের মধ্যে মূত্রজ ও অন্ত্রজ বৃদ্ধি যদিও বায়ু হইতেই উৎপন্ন, তথাপি ইহাদের উৎপত্তি বিষয়ে হেতুভেদ থাকায় স্বতন্ত্র গণিত হইল। কোষস্থ বায়ু কুসকোষাভিবাহী ও মূত্রবাহী ধমনীদ্বয়কে রুদ্ধ করিয়া এবং নিজে রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধিরোগ (কোষবৃদ্ধিরোগ) উৎপাদন করে॥ ১।২

বাতিক বৃদ্ধি—ইহা অকারণেই বেদনান্বিত, রুক্ষ ও বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটকবৎ স্পর্শ বিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩

পৈত্তিক বৃদ্ধি—ইহা দেখিতে পক্ক উড়ুম্বর সদৃশ এবং দাহ ও উষ্মান্বিত। পৈত্তিকবৃদ্ধি পাকিয়া থাকে॥ ৪

শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধি—ইহা শীতস্পর্শ, গুরু (ভারী), স্নিগ্ধ (চিক্কণ), কণ্ডুযুক্ত, কঠিন ও অল্পবেদনান্বিত হয়॥ ৫

রক্তজ বৃদ্ধি—ইহা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক ব্যাপ্ত ও পৈত্তিক বৃদ্ধি লক্ষণাক্রান্ত হয়॥ ৬

মেদোজ বৃদ্ধি—ইহা কফজবৃদ্ধি লক্ষণান্বিত এবং কোমল ও পক্বতালফল সদৃশ নীল বর্ত্তুল হইয়া থাকে॥ ৭

মূত্রজ বৃদ্ধি—যাহারা নিয়ত মূত্রবেগ ধারণ করে, তাহাদের মূত্রজবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বৃদ্ধি-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কোষ গমন কালে জলপূর্ণ চর্ম্ম পুট-কের ন্যায় ক্ষোভযুক্ত (অন্তশ্চলন বিশিষ্ট) এবং কোমল ও বেদনান্বিত হয়। ইহা সঙ্কলিত হইয়া অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্রবৎ বেদনা হইয়া থাকে॥ ৮

অন্ত্রবৃদ্ধি—বাতপ্রকোপক আহার, শীতল জলে অবগাহন, মলমূত্রের উপস্থিত বেগ ধারণ ও অনুপস্থিত বেগে বেগপ্রদান, ভারবহন, পথপর্য্যটন, বিষমভাবে অঙ্গপ্রবর্ত্তন এবং ক্ষোভজনক অন্যান্য কার্য্য (বলবদ্বি-গ্রহ-ধনুরাকর্ষণাদি) এই সকল কারণে বায়ু ক্ষোভিত (চালিত) হইয়া যখন ক্ষুদ্রান্ত্রের কিয়দংশকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে লইয়া গিয়া বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে উপস্থিত হয়, তখনই ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপাদন করে। উহাকেই অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। অন্ত্র-বৃদ্ধি অচিকিৎসিত হইলে উদরে আধ্মান, প্রবৃদ্ধ মুষ্কদ্বয়ে বেদনা এবং গাত্রের স্তব্ধতা হইয়া থাকে (ব্যাখ্যান্তর—অন্ত্রবৃদ্ধি অচিকিৎসিত হইলে তাহা স্ফীত বেদনাযুক্ত ও স্তম্ভিত হইয়া থাকে); প্রপীড়িত হইলে (টিপিলে) শব্দ বিশিষ্ট হইয়া উদরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় আসিয়া শোথ উৎপাদন করে॥ ৯—১১

অসাধ্য লক্ষণ—মুষ্কদ্বয়ে বাতসঞ্চয় হেতু যাহার ক্ষুদ্রান্ত্রের সেই বিগুণ অংশ আশ্লিষ্ট হয়, তাহার অন্ত্র-বৃদ্ধি অসাধ্য। আর যে অন্ত্রবৃদ্ধি বাতজ বৃদ্ধির লক্ষণা-ক্রান্ত হয়, সে অন্ত্রবৃদ্ধিও অসাধ্য জানিবে॥ ১২

অন্ত্রবৃদ্ধি যে স্থানে হয়, তৎসমীপেই ব্রধ্নরোগ উৎ-পন্ন হয় বলিয়া এই স্থলেই ব্রধ্ন রোগেরও বর্ণন করিব। তদ্‌যথা—অতি অভিষ্যন্দি দ্রব্য, গুরুদ্রব্য এবং শুষ্ক ও পচা আমিষ (মৎস্য-মাংস) ভোজন করিলে বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে (কুঁচকী-স্থানে) গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপাদন করে। এইরূপ শোথ-কেই ব্রধ্ন (কুঁচকী-বাগী) বলিয়া জানিবে। ব্রধ্ন-রোগে জ্বর, শূলনি ও অঙ্গাবসাদ এই সকল লক্ষণ বিদ্য-মান থাকে॥ ১৩

বৃদ্ধি-চিকিৎসা—বৃদ্ধিরোগে অতিভোজন, পথপর্য্যটন, উপবাস, গুরুদ্রব্যভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অশ্বাদিপৃষ্ঠযান, ব্যায়াম ও মৈথুন বর্জ্জন করিবে।

বাতজবৃদ্ধিরোগে—যথাপ্রাপ্ত স্নেহ বিরেচন পান করিবে। এক মাস কাল দুগ্ধসহ এরণ্ডতৈল পান করিবে। গোমূত্রের সহিত গুগ্‌গুলু ও এরণ্ডতৈল পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন বাতবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

পিত্তজ গ্রন্থির চিকিৎসাবিধানে পিত্তজবৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে। পিত্তসম্ভূত বৃদ্ধিতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। চন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল ও নীলোৎপল দুগ্ধে পেষণ করিয়া পিত্তবৃদ্ধিতে প্রলেপ দিলে দাহ শোথ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

কফজবৃদ্ধিতে বিরেচনার্থ ত্রিকটু ও ত্রিফলার ক্বাথে যবক্ষার ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা কফবৃদ্ধিনাশক শ্রেষ্ঠ বিরেচন। কফবৃদ্ধিরোগে কটু-তীক্ষ্ণ-উষ্ণ প্রলেপ, রুক্ষস্বেদ, উষ্ণপরিষেক, উষ্ণ উপনাহ এবং অন্যান্য সমস্তই উষ্ণ ব্যবস্থা করিবে।

রক্তজ বৃদ্ধিতে জলৌকা দ্বারা মুহুর্ম্মুহুঃ রক্ত নির্হরণ করিবে। চিনি ও মধুসংযুক্ত বিরেচন পান করিবে। ইহাতে শীতল প্রলেপ এবং পিত্তহর সমস্ত ক্রিয়া প্রশস্ত। অপক্ব বা পক্ব রক্তজবৃদ্ধিতে পিত্তবৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে।

মেদোজবৃদ্ধিতে স্বেদ দিয়া সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। শিরোবিরেচন দ্রব্য সকল গোমূত্রে বাটিয়া এবং অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে।

মূত্রজ বৃদ্ধিতে স্বেদ দিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জড়াইয়া বান্ধিয়া রাখিবে। এবং সেবনীর পার্শ্বে ব্রীহিশস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিবে।

অন্ত্রবৃদ্ধি যতদিন পর্য্যন্ত মুষ্ককোষকে প্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাহাতে বাতবৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে এবং অগ্নি দ্বারা স্বেদ দিবে। বেড়েলার সহিত এরণ্ডতৈল পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে আধ্মান ও শূলযুক্ত অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। (অন্ত্রবৃদ্ধি যতদিন পর্য্যন্ত না মুষ্ককোষে আইসে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহা সাধ্য থাকে কিন্তু মুষ্ক প্রাপ্ত হইলে তাহা আর সাধ্য হয় না)॥ ১৪—২৬

রাস্নাদি ক্বাথ—রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ড-মূল, বেড়েলা, সোন্দাল, গোক্ষুর, পলতা ও বাসকছাল, যথাবিধি ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এরণ্ড-তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৭

এরণ্ডতৈল ও দুগ্ধসহ যথাবিধি রাখালশসার মূল চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে নিঃসংশয় অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। বচ ও সর্ষপ বাটিয়া প্রলেপ দিলে শোথ বিনষ্ট হয়। শজিনাছাল ও সর্ষপ বাটিয়া প্রলেপ দিলে শোথ শ্লেষ্মা ও অনিল প্রশমিত হয়॥ ২৮। ২৯

বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাঁসা, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, বিজড়কবীজ, শটী,

পিপুলমূল, আকনাদি, হবুষ, বচ, এলাচ, দেবদারু ও পঞ্চলবণ, প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া হরীতকীর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। একটি করিয়া এই বটী জলের সহিত খাইলে অসাধ্য অণ্ডবৃদ্ধিও প্রশমিত হয়॥ ৩০। ৩৪

ব্রধ্ন চিকিৎসা—হরীতকীর কল্ক এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া এবং তাহাতে পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্ন প্রশমিত হয়। কৃষ্ণজীরা, হবুষ, কুড়, তেজপত্র ও কুল এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রধ্ন বিনষ্ট হয়॥৩৫। ৩৬

ইতি বৃদ্ধি-ব্রধ্নরোগাধিকার।

গলগণ্ড-গণ্ডমালা-গ্রন্থি-অর্ব্বুদাধিকার।

গলগণ্ডের সামান্য লক্ষণ—গলদেশে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অণ্ডবৎ যে দৃঢ় শোথ লম্বিত হয়, তাহাকে গলগণ্ড কহে।

টীকা। এস্থলে গলশব্দ হনু ও মন্যায় উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। হনু ও মন্যাতেও গণ্ড উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোজও বলিয়াছেন—হনু মন্যা ও গলদেশে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অণ্ডবৎ যে শোথ লম্ববান্ হয়, তাহাকে গলগণ্ড কহা যায়॥ ১

সম্প্রাপ্তি—প্রদুষ্ট বায়ু কফ ও মেদঃ গলদেশে মন্যা নামক শিরাদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত গণ্ড উৎপাদন করে। ঐ গণ্ডকে পণ্ডিতগণ গলগণ্ড কহেন॥ ২

বাতিক গলগণ্ড—ইহা সূচীবেধবদ্ বেদনাযুক্ত, কৃষ্ণ শিরা ব্যাপ্ত, শ্যাব বা অরুণ বর্ণ ও কর্কশ। এই গলগণ্ড দীর্ঘকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রায় পাকে না, তবে দৈবাৎ কোন কোনটি দীর্ঘকালে পাকিয়াও উঠে। বাতিক গলগণ্ডে রোগির মুখ বিরস এবং তালু ও গলদেশ শুষ্ক হইয়া থাকে॥ ৩

শ্লৈষ্মিক গলগণ্ড—কফজ গলগণ্ড কঠিন, প্রকৃতি সমবর্ণ (কফ প্রকৃতি হেতু শ্বেতাভ) এবং গুরু (ভারী), উগ্রকণ্ডুযুক্ত, শীতল ও বৃহৎ। ইহা দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হয়। কখন কখন বা অল্প অল্প বেদনান্বিত হইয়া পাকিয়াও থাকে। এই রোগে মুখ চিক্কণ মধুর এবং তালু ও গলদেশ শ্লেষ্মলিপ্ত হয়। এই রোগে রোগির গলে এক প্রকার শব্দ হইয়া থাকে॥ ৪। ৫

মেদোজ গলগণ্ড—মেদোজাত গলগণ্ড চিক্কণ, মৃদু, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্গন্ধ, কণ্ডুযুক্ত ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট হয়। ইহা অলাবুর ন্যায় অল্পমূল ও ক্রমে স্থূলাগ্র হইয়া গলদেশে লম্বমান হয়। দেহের বৃদ্ধিতে ইহার বৃদ্ধি এবং দেহের হ্রাসে ইহার হ্রাস হইয়া থাকে। এই রোগে রোগির মুখ তৈলাভ্যক্তবৎ চিক্কণ হয় এবং গলদেশে সর্ব্বদা অনুশব্দ (সো সো অব্যক্ত শব্দ) হইতে থাকে॥ ৬

অসাধ্য লক্ষণ—যে গলগণ্ড রোগির শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, সর্ব্বগাত্র কোমল, দেহ ক্ষীণ, আহারে অরুচি ও স্বরভঙ্গ হয় এবং রোগটি যদি এক বৎসরের অধিক কাল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে॥ ৭

গণ্ডমালার লক্ষণ—দুষ্ট মেদঃ ও কফ দ্বারা বগল, স্কন্ধ, মন্যা, গল ও বঙ্ক্ষণ দেশে শেয়াকুল কুল অথবা আমলকী-প্রমাণ বহুসংখ্যক যে গণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহাকে গণ্ডমালা কহে। ইহা দীর্ঘকালেও সামান্য রূপ পাকে॥ ৮

অপচী (গণ্ডমালার অবস্থা বিশেষ)—উক্ত গণ্ডমালারই গণ্ড সকল যদি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এরূপ ভাবাপন্ন হয় যে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া স্রাবযুক্ত হয়, কতক গুলি বা বিনষ্ট হয়, কতকগুলি বা নূতন উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ভাবাপন্ন গণ্ডমালাকে কোন কোন পণ্ডিত অপচী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন॥ ৯

অপচীর সাধ্যাসাধ্য—নিরুপদ্রব অপচী সাধ্য কিন্তু পীনস, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর ও বমি এই সকল উপদ্রবযুক্ত হইলে অসাধ্য॥ ১০

গ্রন্থির লক্ষণ—প্রদুষ্ট বাতাদি দোষ এবং রক্ত, মাংস মেদঃ ও শিরাকে দূষিত করিয়া বর্ত্তুলাকার উন্নত শোথ উৎপাদন করে, সেই শোথ দেখিতে গ্রন্থির ন্যায় বলিয়া তাহা গ্রন্থি নামে অভিহিত হয়। (গ্রন্থি

পাঁচ প্রকার, যথা বাতজ পিত্তজ কফজ মেদোজ ও শিরাজ)॥ ১১

বাতজ গ্রন্থি লক্ষণ—বাতজ গ্রন্থিতে বোধ হয় যেন তাহা আকৃষ্ট হইয়া দীর্ঘীকৃত হইতেছে, যেন আশ্রয় স্থানকে ছেদন করিতেছে, যেন সূচী দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে, যেন স্খলিত হইতেছে, যেন মথিত হইতেছে, এবং যেন বিদারিত হইতেছে। উহা কৃষ্ণবর্ণ, মৃদু (অত্যন্ত কঠিন নহে) ও বস্তির ন্যায় আয়ত। বাতজ গ্রন্থি ভিন্ন হইলে (ভেদ করিলে) তাহা হইতে স্বচ্ছ রক্ত নির্গত হয়॥ ১২

পিত্তজ গ্রন্থি লক্ষণ—এই গ্রন্থিতে সকল শরীরে অত্যন্ত দাহ, অন্তস্তাপ, চুষণবৎ পীড়া, ক্ষার পাচনবৎ পাক এবং অগ্নিদাহবৎ জ্বালা উপস্থিত হয়। ইহা রক্ত বা পীতাভ হইয়া থাকে। পিত্তজ গ্রন্থি ভিন্ন হইলে তাহা হইতে অতীব দুষ্ট (কৃষ্ণত্বাদিযুক্ত) রক্ত নিঃসৃত হয়॥ ১৩

কফজ গ্রন্থি লক্ষণ—ইহা শীতল, অবিবর্ণ (প্রকৃতি সমবর্ণ, কাহারও মতে ঈষদ্বিবর্ণ), অল্প বেদনা যুক্ত, অতি কণ্ডুবিশিষ্ট ও পাষাণবৎ সংহতাবয়ব (কঠিন)। ইহা দীর্ঘকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ভিন্ন হইলে ইহা হইতে শুক্লবর্ণ ঘন পূয় নির্গত হয়॥ ১৪

মেদোজ গ্রন্থি লক্ষণ—ইহা চিক্কণ, বৃহৎ, কণ্ডুযুক্ত ও অল্প বেদনান্বিত হয়। শরীরের বৃদ্ধিতে ইহার বৃদ্ধি, শরীরের ক্ষয়ে ইহার ক্ষয় হইয়া থাকে। এই গ্রন্থি ভেদ হইলে ইহা হইতে তিলকল্ক বা ঘৃত সদৃশ মেদঃ নির্গত হয়॥ ১৫

শিরাজ গ্রন্থি লক্ষণ—বলবৎ বিগ্রহাদি (মল্লযুদ্ধাদি) ব্যায়াম সমূহ দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া দুর্ব্বল ব্যক্তির শিরা সকলকে আক্ষিপ্ত (চালিত) সঙ্কোচিত সংপিণ্ডিত ও বিশোষিত করিয়া আশু উন্নত গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। ইহাকেই শিরাজ গ্রন্থি বলে। শিরাজ গ্রন্থি যদি সবেদন ও চলনশীল হয়, তাহা হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য। কিন্তু যদি তাহা মর্ম্মোত্থিত ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলে বেদনা না থাকিলেও চলনশীল না হইলেও তাহাকে অসাধ্য জানিবে।

টীকা। মর্ম্মস্থানজাত অন্যান্য গ্রন্থিও অসাধ্য। ভোজ বলিয়াছেন—উক্ত পাঁচপ্রকার গ্রন্থি অবেদন ও অচল হইলেও তাহারা যদি মর্ম্মস্থান জাত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। কপোল গলদেশ মন্যা ও সন্ধিস্থানে উৎপন্ন হইলে তাহাদিগকে দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া জ্ঞান করিবে॥ ১৬। ১৭

অর্ব্বুদের সম্প্রাপ্তি ও সামান্য লক্ষণ—বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া শরীরের কোনস্থানে গোলাকার, অচল, অল্প বেদনাযুক্ত, দূরানুপ্রবিষ্ট, সুতরাং অনল্পমূল, বৃহদাকার (গ্রন্থি অপেক্ষা) যে মাংসোচ্ছ্রয় উৎপাদন করে, তাহাকেই অর্ব্বুদ (আব) কহে। অর্ব্বুদ দীর্ঘকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহা পাকে না॥ ১৮

বিশিষ্ট লক্ষণ—বাত দ্বারা পিত্ত দ্বারা কফ দ্বারা রক্ত দ্বারা মাংস দ্বারা ও মেদো দ্বারা যে অর্ব্বুদ জন্মে, তাহাদের লক্ষণ ঐ বাতাদিজাত গ্রন্থিরই লক্ষণের সমান (তবে রক্তজ ও মাংসজ অর্ব্বুদে কিছু বিশেষত্ব আছে, তজ্জন্য উহাদের বিবরণ পৃথক্ লিখিত হইতেছে)॥ ১৯

রক্তার্ব্বুদ লক্ষণ—প্রদুষ্ট দোষ (দোষ শব্দে এস্থলে পিত্ত বুঝিতে হইবে) রক্ত ও শিরা সকলকে সঙ্কুচিত ও সংপিণ্ডিত করিয়া মাংসাঙ্কুরাবৃত, ঈষৎপাক ও স্রাবান্বিত, মাংসপিণ্ড উৎপাদন করে। ইহা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রক্তার্ব্বুদ অজস্র প্রদুষ্ট রক্ত স্রাব করে। রক্তক্ষয়োপদ্রবে উপদ্রুত হওয়ায় রক্তার্ব্বুদ পীড়িত ব্যক্তি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। রক্তার্ব্বুদ অসাধ্য।

টীকা। মাংস ও রক্ত সকল অর্ব্বুদেরই দূষ্য পদার্থ কিন্তু রক্তজ অর্ব্বুদে রক্তের এবং মাংসজ অর্ব্বুদে মাংসের বিশেষ দুষ্টি থাকে। এইজন্য ঐ দুই প্রকার অর্ব্বুদ অধিক উদ্গত হইয়া থাকে। রক্তক্ষয়জনিত উপদ্রব সুশ্রুতে উক্ত আছে॥ ২০। ২১

মাংসার্ব্বুদের লক্ষণ—মুষ্টি প্রহারাদি দ্বারা কোন অঙ্গ অর্দ্দিত হইলে তথাকার মাংস প্রদুষ্ট হইয়া অবেদন বা ঈষৎ বেদনাযুক্ত, চিক্কণ, অনন্যবর্ণ (দেহসমবর্ণ) পাকরহিত বা ঈষৎ পাক বিশিষ্ট, প্রস্তরোপম ও অপ্রচাল্য (অসঞ্চাল্য) যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকেই মাংসার্ব্বুদ কহে।

টীকা। মুষ্টিপ্রহারাদি দ্বারা যে মাংস প্রদুষ্ট হয়, তাহার কারণ বায়ু, অর্থাৎ মুষ্টিপ্রহারাদি দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া মাংসকে প্রদুষ্ট করিয়া থাকে॥ ২২

নিদান—মাংসভোজনশীল ব্যক্তির মাংসদুষ্টি হেতু ঐ মাংসার্ব্বুদ গাঢ় হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিয়ত মাংসভোজন দ্বারা যাহার মাংস প্রদুষ্ট হয় তাহারই মাংসার্ব্বুদ প্রবলতর হইয়া থাকে॥ ২৩

অসাধ্য অর্ব্বুদ—উক্ত মাংসার্ব্বুদ পণ্ডিতগণ অসাধ্য বলিয়া বর্ণন করেন। আর বাতজাদি সাধ্য অর্ব্বুদ সকলের মধ্যেও এইগুলিকে অসাধ্য জানিয়া পরিবর্জ্জন করিবে। যথা—যে অর্ব্বুদ স্রাবযুক্ত, যাহা মর্ম্মস্থানে বা নাভ্যাদি স্রোত সকলে জাত এবং যাহা অপ্রচাল্য, তাহা অসাধ্য॥ ২৫

অপর অসাধ্য অর্ব্বুদ—পূর্ব্বজাত অর্ব্বুদের উপরি আবার যে অর্ব্বুদ জন্মে, তাহাকে অধ্যর্ব্বুদ কহে। অধ্যর্ব্বুদ অসাধ্য। যে অর্ব্বুদদ্বয় যুগপৎ

(একদা) যা ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়, তাহাকে দ্বিরর্ব্বুদ কহে। দ্বিরর্ব্বুদও অসাধ্য॥ ২৫

অর্ব্বুদ সকল না পাকিবার কারণ—কফের আধিক্য হেতু, মেদের বহুত্ব হেতু, দোষের স্থিরত্ব হেতু, অর্ব্বুদের গ্রথিতরূপত্ব হেতু এবং ব্যাধির স্বভাব হেতু অর্ব্বুদ সকল পাকে না।

টীকা। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, অপচীতে কফ ও মেদের আধিক্য থাকাতেও ত তাহার পাক দেখা যায়, তবে অর্ব্বুদ কেন পাকে না? উত্তর—এইজন্যই ত বলা হইয়াছে—না পাকিবার সম্বন্ধে কফ ও মেদের আধিক্য যেমন কারণ, ব্যাধির স্বভাবও তেমনি একটি বিশেষ কারণ॥ ২৬

গলগণ্ডের চিকিৎসা—সর্ষপ, শজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মূলার বীজ এই সকল দ্রব্য অম্লঘোলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও গ্রন্থি আশু বিলয় প্রাপ্ত হয়। পানাভস্ম সর্ষপ-তৈলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন গলগণ্ডেরও প্রশম হয়। গলগণ্ড প্রশান্তির জন্য শ্বেতাপরাজিতার মূল পেষণ করিয়া প্রভাতে ঘৃতসহ পান করিয়া সুপথ্য ভোজন করিবে। পাকা তিত লাউ এর মধ্যে জল পূরিয়া সপ্তাহকাল রাখিয়া সেই জল পান করিয়া পথ্যান্ন ভোজন করিলে সদ্যঃ গলগণ্ড প্রশমিত হয়॥ ২৭—৩১

অমৃতাদি তৈল—তৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, নিমছাল, কালিয়া কড়া, হরীতকী, বৃক্ষক (কুঁদ), পিপুল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও দেবদারু, মিলিত ৴১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। গলগণ্ড রোগী এই তৈল নিত্য পান করিবে।

যব, মুগ ও পটোলাদি দ্রব্য এবং কটু ও রুক্ষ অন্ন ভোজন, বমন ও রক্তমোক্ষণ গলগণ্ডে প্রয়োগ করিবে। গলগণ্ডে পচ্ছনা দিবে, গণ্ড গোপালিকার প্রলেপ দিবে। (গণ্ড গোপালিকা—গণ্ড গোয়ারী নামে প্রসিদ্ধ, ইহা কীটবিশেষ, আমবাগানে যথেষ্ট পাওয়া যায়)। গণ্ড গোপালিকার প্রলেপ বহুজনকর্তৃক বহুপ্রকারে অনুভূত হইয়াছে। গলগণ্ডশান্তির জন্য সৈন্ধবলবণ পানা ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ মিলিত করিয়া প্রতিদিন প্রভাতে খাইবে॥ ৩৩—৩৫

গণ্ডমালার চিকিৎসা—কাঞ্চন ছালের ক্বাথ শুঁঠচূর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া অথবা বরুণমূলের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া একবার পান করিলে দীর্ঘকালের গণ্ডমালা আশু বিনষ্ট হয়। কাঞ্চন ছাল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া তাহার একপল বা অর্দ্ধপল করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে গণ্ডমালা নাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৩৬। ৩৭

কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু—কাঞ্চনছাল ৫ পল, শুঁঠ পিপুল ও মরিচ এক একপল, হরীতকী বহেড়া ও আমলকী অর্দ্ধ অর্দ্ধ পল, বরুণ ছাল ২ তোলা এবং তেজপত্র এলাইচ ও দারুচিনি চারি চারি মাষা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। চূর্ণ পরিমাণ যত হইবে, তাহাতে তৎসম গুগ্‌গুলু দিয়া সেই সকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করত অর্দ্ধতোলা পরিমিত গুটিকা প্রস্তুত করিবে। সেই গুটিকা প্রাতঃকালে এক একটি ভক্ষণ করিবে এবং অনুপানার্থ মুণ্ডীরীর, খদির সারের, বা হরীতকীর ঈষদুষ্ণ ক্বাথ খাইতে দিবে। ইহা দ্বারা উগ্র গলগণ্ড, অপচী, অর্ব্বুদ, গ্রন্থি, ব্রণ, গুল্ম, কুষ্ঠ ও ভগন্দর প্রশমিত হয়॥ ৩৮—৪৩

চক্রমর্দ্দক তৈল—সর্ষপতৈল ৪ পল (অর্দ্ধসের), চাকুন্দে মূলের কল্ক একপল, কেশরাজের ক্বাথ ষোলপল (দুইসের) মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক শেষে নামাইয়া তাহাতে ৪ পল সিন্দূর প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সুদারুণ গণ্ডমালা আশু বিনষ্ট হয়॥ ৪৪। ৪৫

গুঞ্জাতৈল—তৈল ৪ পল, কল্কার্থ—কুঁচের মূল ও ফল মিলিত একপল; পাকার্থ—জল ৮ পল; যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে ও ইহার নস্য লইলে সুদারুণ গণ্ডমালা বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৪৬

অপচী চিকিৎসা—রক্তচন্দন, হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কট্‌ফী ইহাদের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া পান করিলে অপচী সমূলে বিনষ্ট হয়॥৪৭

ব্যোষাদি তৈল—ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু ইহাদের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে কষ্টসাধ্য অপচীও বিনষ্ট হয়॥ ৪৮

গ্রন্থি ও অর্ব্বুদের চিকিৎসা—স্বর্জ্জিক্ষার, মূলার ক্ষার ও শঙ্খভস্ম একত্র মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ ও গ্রন্থি বিনষ্টহয়। ভেষজ দ্বারা যে গ্রন্থির বিনাশ না হয়, শস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা তাহা নিষ্কাশিত করিয়া জাত্যাদি-পক্ক ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা এবং ব্রণবিহিতঅন্য ঔষধ দ্বারা সেই গ্রন্থিক্ষতের চিকিৎসা করিবে। শিরাগ্রন্থি ভিন্ন অন্য গ্রন্থি শস্ত্র দ্বারা উৎপাটিত করিয়া তাহাতে ব্রণোক্ত চিকিৎসা আচরণ করিবে। এবং শেষে শম প্রয়োগ করিবে। আচার্য্যগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। গ্রন্থির ও অর্ব্বুদের যখন উৎপত্তিস্থানের উৎপাদক হেতুর, আকৃতির এবং দোষ দূষ্যের কোন বিশেষ নাই, তখন বিধানজ্ঞ চিকিৎসক গ্রন্থি চিকিৎসা দ্বারাই অর্ব্বুদের চিকিৎসা করিবেন। হরিদ্রা, লোধ, বকম, ঝুল ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য মর্দ্দিত এবং মধুতে আপ্লুত করিয়া মেদোজ অর্ব্বুদে তাহার প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ মেদোজ অর্ব্বুদ নাশক পরম ঔষধ। মূলার ক্ষার, হরিদ্রার ক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ

বিনষ্ট হয়। বটের আটা, কুড়চূর্ণ ও পাংশুলবণ এই সকল দ্রব্য লেপন করিয়া বটপত্র দ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে সাতদিনের মধ্যে অধাস্থি ও অর্ব্বুদ উপশমিত হয়। শজিনাবীজ, মূলার বীজ, সর্ষপ, তুলসী ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য মাহিষ তক্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়॥ ৪৯—৫৬

ইতি গলগণ্ড-গণ্ডমালা-গ্রন্থি-অপচী-অর্ব্বুদাধিকার।

শ্লীপদাধিকার।

শ্লীপদের বিপ্রকৃষ্ট কারণ—যে সকল দেশে অধিক পরিমাণে পুরাণ জল সঞ্চিত থাকে এবং যে সকল দেশ সকল ঋতুতেই শীতল, সেই সকল দেশেই বাহুল্যরূপে শ্লীপদ উৎপন্ন হয়॥ ১

শ্লীপদের সামান্য লক্ষণ—শ্লীপদ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রথমে বঙ্ক্ষণদেশে (কুঁচ্‌কী স্থানে) জ্বর ও বেদনা সমন্বিত শোথ জন্মে, ক্রমে সেই শোথ পাদগত হয়। সেই পাদগত শোথকেই শ্লীপদ কহা যায়। কেহ কেহ বলেন—হস্তে কর্ণে নেত্রে লিঙ্গে ও ওষ্ঠেতেও শ্লীপদ হইয়া থাকে। (শ্লীপদ ত্রিবিধ যথা—বাতজ পিত্তজ ও কফজ)। বাতজ শ্লীপদ—কৃষ্ণবর্ণ রুক্ষ স্ফুটিত ও তীব্রবেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে অকস্মাৎ বেদনা ও সর্ব্বদা জ্বর হইয়া থাকে। পিত্তজ শ্লীপদ পীতবর্ণ, ইহাতে প্রবল দাহ ও জ্বর উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ চিক্কণ শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ, গুরু ও কঠিন হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ শ্লীপদেই কফের প্রাধান্য থাকে জানিবে। যেহেতু কফ ব্যতিরেকে গুরুত্ব ও মহত্ব হইতে পারে না॥ ২—৫

অসাধ্য লক্ষণ—যে শ্লীপদ প্রবৃদ্ধ হইয়া বল্মীকের ন্যায় বহু শিখর বিশিষ্ট হয়, অথবা যাহা এক বৎসরের অধিককাল জাত, কিংবা যাহা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা অসাধ্য। অপর অসাধ্য লক্ষণ—শ্লেষ্মকর আহার বিহার দ্বারা যে শ্লীপদ উৎপন্ন হয়, শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠ ব্যক্তির যে শ্লীপদ জন্মে, যাহা স্রাবান্বিত, যাহাতে বাতাদি দোষের লক্ষণ সকল প্রবল ভাবে প্রকাশ পায় এবং যাহা অত্যন্ত কণ্ডু বিশিষ্ট, তাহাও বিবর্জ্জনীয়॥ ৬। ৭

শ্লীপদের চিকিৎসা—লঙ্ঘন (উপবাসাদি কর্ষণ ক্রিয়া), প্রলেপ, স্বেদ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, শ্লেষ্মহর উষ্ণ ঔষধাদি দ্বারা শ্লীপদের চিকিৎসা করিবে। শ্বেত সর্ষপ, শজিনাছাল, দেবদারু ও শুঁঠ, গোমূত্রে পেষণ করিয়া তদ্দারা অথবা পুনর্নবা শুঁঠ ও সর্ষপের কল্ক কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহা দ্বারা শ্লীপদে প্রলেপ দিবে। ধুতুরা, এরণ্ড, নিসিন্দা, পুনর্নবা, শজিনা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল জাত দারুণ শ্লীপদও বিনষ্ট হয়। বেড়েলার মূল তালফলের রসে (তাড়ীতে) পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল জাত অসাধ্য শ্লীপদও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সাতটি তাম্বূলপত্র (পান) উষ্ণজলে বাটিয়া এবং তাহাতে সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া খাইলে শ্লীপদ নষ্ট হয়। শেওড়া গাছের ছালের কাথে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্লীপদ ও মেদোদোষ নিবারিত হয়। হরিদ্রা গুড়সংযুক্ত করিয়া তাহা গোমূত্র সহ খাইলে, অথবা পুনর্নবা ত্রিফলাচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বহুকালোৎপন্ন শ্লীপদও প্রশমিত হয়। এরণ্ড তৈলে হরীতকী সিদ্ধ করিয়া তাহা গোমূত্র সহ নিত্য সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে মানব শ্লীপদ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে॥ ৮—১৫

ইতি শ্লীপদাধিকার।

বিদ্রধি (দুষ্ট-ফোড়া) অধিকার।

বিদ্রধির সম্প্রাপ্তি ও সামান্য লক্ষণ—অতি কুপিত বাতাদি দোষ সকল অস্থিকে আশ্রয় করিয়া ত্বক্ রক্ত মাংস ও মেদকে দূষিত করিয়া ক্রমশঃ অত্যবগাঢ় মূল, অতিশয় বেদনাযুক্ত, গোলাকার বা আয়ত (দীর্ঘ) কষ্টদায়ক যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বিদ্রধি কহা যায়। বিদ্রধি ছয় প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, ক্ষতজ ও রক্তজ। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ বর্ণন করিব॥ ১—৩

বাতিক বিদ্রধি লক্ষণ—এই বিদ্রধি কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, কখন ক্ষুদ্র, কখন বা বৃহৎ এবং অত্যর্থ বেদনান্বিত হয়। বায়ুর বিষমক্রিয়ত্ব হেতু ইহার উৎপত্তি ও পাক নানাবিধ হইয়া থাকে॥ ৪

পৈত্তিক বিদ্রধি লক্ষণ—পিত্তজ বিদ্রধি পক্কোডুম্বর সদৃশবর্ণ বা শ্যাববর্ণ হয়। ইহার উৎপত্তি ও পাক শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। ইহাতে জ্বর ও দাহ বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ উৎপত্তিকালেই ইহাতে জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয়, পাকিবার সময় ঐ দাহ জ্বর তীব্রতর হইয়া থাকে॥ ৫

শ্লৈষ্মিক বিদ্রধি লক্ষণ—কফজ বিদ্রধি শরাবের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, চিক্কণ ও অল্প বেদনাযুক্ত; ইহার উত্থান ও পাক বিলম্বে হয়। এই বাতাদি বিদ্রধিত্রয়ের স্রাব যথাক্রমে পাতলা, পীত ও শুক্লবর্ণ হয়, অর্থাৎ বাতজ বিদ্রধির স্রাব পাতলা (ও বাতানুরূপ বর্ণ বিশিষ্ট অর্থাৎ কৃষ্ণাদি) পিত্তজ বিদ্রধির স্রাব পীতবর্ণ এবং শ্লেষ্মজ বিদ্রধির স্রাব শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে॥ ৬

সান্নিপাতিক বিদ্রধি লক্ষণ—এই বিদ্রধি কৃষ্ণ পীতাদি নানা বর্ণ বিশিষ্ট, তোদ দাহাদি নানা বেদনান্বিত এবং শ্বেত পীতাদি নানা স্রাবযুক্ত হয়। ইহা ঘাটাল (অত্যুন্নতাগ্র) বিষমাকৃতি (নিম্নোন্নত) ও বৃহৎ। ইহার পাক বিষম অর্থাৎ কোন সান্নিপাতিক বিদ্রধি শীঘ্র পাকে, কোনটা বা বিলম্বে পাকে, কোনটার পাক খুব ভিতরে, কোনটার পাক বা উপরিভাগে, কোনটার উর্দ্ধাংশ পাকে, কোনটার বা অনূর্দ্ধাংশ পাকে॥ ৭

অভিঘাতজ বিদ্রধির সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—কাষ্ঠ লোষ্ট্র পাষাণাদি দ্বারা অভিহত বা ক্ষত হইয়া অপথ্য সেবন করিলে তাহার ক্ষতোষ্মা বায়ু কর্তৃক বিসৃত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করিয়া বিদ্রধি (ফোড়া) উৎপাদন করে। ইহাকে ক্ষতজ বা আগন্তুজ বিদ্রধি কহে। ইহাতে জ্বর পিপাসা দাহ এবং পিত্তজ বিদ্রধির লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে॥ ৮। ৯

রক্তজ বিদ্রধি লক্ষণ—ইহা কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকাবৃত, শ্যাববর্ণ, তীব্রদাহ ও বেদনাযুক্ত। ইহাতে পিত্তজ বিদ্রধির তাবৎ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে॥ ১০

বাহ্য বিদ্রধির বিষয় লিখিত হইল, অতঃপর অন্তর্বিদ্রধির স্থান ও লক্ষণ—বর্ণিত হইতেছে।—গুরু অসাত্ম্য ও বিরুদ্ধ অন্নভোজন, শুষ্কশাক ও অম্ল ভোজন, অতি মৈথুন, অতি ব্যায়াম, মল মূত্রাদির বেগধারণ ও বিদাহি দ্রব্যাদি সেবন এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত হইয়া দেহের অভ্যন্তরে গুল্মরূপী, বল্মীকবৎ (উচ্চীস্তূপবৎ) সমুন্নত বিদ্রধি উৎপাদন করে। গুহ্যমার্গে বস্তিমুখে নাভিস্থলে কুক্ষিতে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে বৃক্কদ্বয়ে প্লীহায় যকৃতে হৃদয়ে বা ক্লোমে ঐ বিদ্রধি জন্মে। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ বাহ্য বিদ্রধি লক্ষণের ন্যায়, তবে উৎপত্তিস্থানভেদে যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা বলিতেছি শুন।—গুহ্যমার্গে বিদ্রধি হইলে অধোবায়ুর নিরোধ, বস্তিদেশে হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাল্পতা, নাভিতে হইলে হিক্কা ও জৃম্ভা, কুক্ষিতে হইলে বায়ুপ্রকোপ, বঙ্ক্ষণস্থানে হইলে কটি ও পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা, বৃক্কদ্বয়ে (কুক্ষিগোলকদ্বয়ে) হইলে পার্শ্বসঙ্কোচ, প্লীহায় হইলে শ্বাসাবরোধ, হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা ও কাস, যকৃতে হইলে শ্বাস ও হিক্কা, ক্লোম নামক পিপাসাস্থানে জন্মিলে পুনঃ পুনঃ জলপানের ইচ্ছা থাকে॥ ১১—১৭

আভ্যন্তর বিদ্রধির স্রাবমার্গ—নাভির উর্দ্ধে অর্থাৎ বৃক্ক প্লীহাদি স্থানে যে সকল বিদ্রধি জন্মে, তাহারা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে পূয়াদি মুখ দিয়া নির্গত হয় এবং নাভির অধোভাগে জাত (বস্ত্যাদি স্থানে উৎপন্ন) বিদ্রধির পূয়াদি গুহ্যদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া থাকে।

টীকা। নাভিজ বিদ্রধির পূয়াদি উভয়মার্গ দিয়া (মুখ ও গুহ্যমার্গ দিয়া) নির্গত হয়। হারীত বলিয়াছেন—"নাভির উর্দ্ধদেশে জাত বিদ্রধি সকল প্রভিন্ন

হইলে পূযরক্ত মুখ দিয়া, নাভির অধোদেশে জাত বিদ্রধি সকল প্রাভগ্ন হইলে তাহাদের পূযরক্ত গুহ্যমার্গ দিয়া, এবং নাভিজাত বিদ্রধি সকল প্রভিন্ন হইলে পূযরক্ত মুখ ও গুহ্য উভয়মার্গ দিয়া নির্গত হয়"॥ ১৮

সাধ্যত্বাদি—অধঃস্রাবে জীবন রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু উর্দ্ধস্রাবে রোগী রক্ষা পায় না। হৃদয় নাভি ও বস্তিভিন্ন অন্যস্থানের অর্থাৎ প্লীহ-ক্লোমাদি স্থানের বিদ্রধি বাহ্যদেশ হইতে অস্ত্র দ্বারা প্রভিন্ন হইলে রোগী কদাচিৎ রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু ঐ তিন স্থানের বিদ্রধিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে রোগির মৃত্যু নিশ্চয়।

টীকা। হৃদয় নাভি ও বস্তি, ইহারা মর্ম্মস্থান, এই জন্যই ঐ সকল স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে রোগী রক্ষা পায় না। ভোজ বলিয়াছেন—"যে বিদ্রধি মর্ম্ম স্থানে জন্মে, তাহা পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, তাহাকে অসাধ্য জানিবে। সান্নিপাতিক বিদ্রধিও এইরূপ অর্থাৎ পক্কই হউক বা অপক্কই হউক তাহা অসাধ্য। বস্তিজ বিদ্রধি পক্কই অসাধ্য। কুগজ বিদ্রধি, নাভির অধোজ বিদ্রধি বা নাভির সমীপজ বিদ্রধি সাধ্য। নাভির উর্দ্ধদেশে জাত বিদ্রধি পক্কই হউক, বা অপক্কই হউক, তাহা অসাধ্য। উদরাধ্মান, মূত্ররোধ, বমি, হিক্কা, পিপাসা, তীব্রবেদনা ও শ্বাস, যে বিদ্রধিতে এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, সে বিদ্রধিও অসাধ্য"॥ ১৯

বাহ্য বিদ্রধির সাধ্যাসাধ্যত্ব—ছয়প্রকার বিদ্রধির মধ্যে সান্নিপাতিক বিদ্রধি বর্জ্জনীয়, অবশিষ্ট পাঁচপ্রকার বিদ্রধি সাধ্য। বিদ্রধির আমাবস্থা পচ্যমানাবস্থা ও পক্কাবস্থা বক্ষ্যমাণ-ব্রণশোথের ন্যায় জানিবে॥ ২০

বিদ্রধি-চিকিৎসা—সকল বিদ্রধিতেই জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, মৃদু-বিরেচন ও লঙ্ঘন প্রশস্ত। পিত্ত বিদ্রধি বিনা অপর বিদ্রধিতে স্বেদ হিতকর। অপক্ক বিদ্রধিতে ব্রণশোথবৎ ঔষধ প্রযোজ্য।

দশমূলের কল্কে ঘৃত তৈল ও বসা এবং তাহা অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় বাতবিদ্রধিতে তাহার পুরু প্রলেপ দিবে। যব গোধূম ও মুগ পেষিত এবং তাহা ঘৃতাভাক্ত করিয়া ঐরূপে তাহারও প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ দ্বারা শীঘ্রই অপক্ক বিদ্রধি বিলয় প্রাপ্ত হয়।

পয়স্যা (ক্ষীরকাকোলী, অভাবে অশ্বগন্ধা), বেণার মূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া পিত্তবিদ্রধিতে তাহার প্রলেপ দিবে। পঞ্চ বল্কল (বট, উডুম্বর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস ইহাদের ছাল) বাটিয়া তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া পিত্তবিদ্রধিতে তাহারও প্রলেপ দিবে। অথবা ত্রিফলার ক্বাথে দুই তোলা তেউড়ী কল্ক মিশাইয়া তাহা পান করিবে।

ইষ্টকচূর্ণ বালুকা মণ্ডূর গোময় ও গোমূত্র এই সকল দ্রব্য উষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দ্বারা শ্লেষ্মবিদ্রধিতে স্বেদ দিবে। সুখোষ্ণ দশমূল ক্বাথ বা ঘৃতাযিত মাংসরস দ্বারা বেদনান্বিত শোথক্ষত পরিষেক করিবে।

রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিদ্বয়ে পিত্তবিদ্রধিবৎ সমস্ত ক্রিয়া করিবে। রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু ও গোরক্ষাণী এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দারা রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে প্রলেপ দিবে।

এই সকল ক্বাথ পান করিলে কোষ্ঠ সম্ভূত বিদ্রধি আশু বিনষ্ট হয়। তদ্‌যথা—পিপুল, কৃষ্ণজীরা, রাখাল শসার মূল, ঘোষাফল, শ্বেতপুনর্নবার মূল বা বরুণমূল এইসকল দ্রব্য জলে ক্বথিত করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি বিনষ্ট হয়। খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, কটকী ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের সমান সমান এক একভাগ, তেউড়ী ও পটোলমূল প্রত্যেকের চারি চারি ভাগ এবং খোসা রহিত মসুর যথাসম্ভব এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে ব্রণ, বিদ্রধি, গুল্ম, বীসর্প, দাহ, মোহ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমি, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ ও কামলা প্রশমিত হয়। শজিনার মূল জলে ধৌত করিয়া এবং শিলায় ছেঁচিয়া বস্ত্র দ্বারা তাহার রস গালিত করিবে। সেই রস মধুর সহিত পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি বিনষ্ট হয়। শজিনার ক্বাথে হিঙ্গু ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ২১—৩৫

ইতি বিদ্রধি-অধিকার।

ব্রণাধিকার।

ব্রণশোথের সংখ্যা ও সামান্যরূপ—ব্রণ-শোথ ছয় প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও আগন্তুজ। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত শোথ লক্ষণের ন্যায়ই জানিবে। (যে শোথ পাকিয়া ব্রণ (ক্ষত) হয়, তাহাকেই ব্রণশোথ কহা যায়)॥ ১

বিশিষ্ট রূপ—বাতজ ব্রণ-শোথ বিষমভাবে পাকে অর্থাৎ কতকভাগ সম্যক্ পক্ব, কতকভাগ বা অসম্যক্ পক্ব হয়, সর্ব্বাবয়ব সমভাবে পাকে না। পিত্তজ শোথ শীঘ্র পাকে, কফজ শোথ বিলম্বে পাকে, রক্তজ ও আগন্তুজ শোথ পিত্তবৎ শীঘ্রই পাকিয়া থাকে॥ ২

অপক্ব ব্রণশোথের লক্ষণ—অল্প উষ্মা, অল্প শোথ, কঠিনতা, ত্বক্‌সমবর্ণতা ও মন্দ মন্দ বেদনা, এই গুলি আম অর্থাৎ অপক্ব শোথের লক্ষণ॥ ৩

পচ্যমানশোথের লক্ষণ—ব্রণ-শোথ যখন পাকিতে থাকে, তখন উহা যেন অগ্নি দ্বারা দহ্যমান, ক্ষার দ্বারা পচ্যমান, পিপীলিকা দ্বারা দশ্যমান, শস্ত্র দ্বারা ছিদ্যমান ও ভিদ্যমান, দণ্ড দ্বারা তাড্যমান, পাণি দ্বারা পীড্যমান, সূচী দ্বারা তুদ্যমান ও অঙ্গুলি দ্বারা বিঘট্যমান হইতে থাকে। এবং তৎকালে শোথ অত্যন্ত দাহান্বিত ও পার্শ্বস্থ অগ্নিসন্তাপবৎ উত্তাপ বিশিষ্ট এবং বিবর্ণ হইয়া থাকে। রোগী বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় বসিয়া শুইয়া বা কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া শান্তি লাভ করিতে পারে না। শোথ বায়ুপূর্ণ আধ্মাত বস্তির ন্যায় আয়ত হয়। এবং জ্বর তৃষ্ণা ও অরুচি আসিয়া উপস্থিত হয়॥ ৪—৭

পক্বশোথের লক্ষণ—ব্রণ-শোথ পাকিলে দাহাদি বেদনা কমিয়া যায়, শোথ লোহিতবর্ণ অল্পায়ত ও অনুন্নত হয়। শোথ কুঁচ্‌কাইয়া যায়, সূচীবেধবদ্ বেদনা উপস্থিত হয়, এবং সর্ব্বদা চুলকাইতে থাকে। জ্বরাদি উপদ্রব সকলের উপশম হয়, টিপিলে অবনত হইয়া থাকে, স্বভাবতঃও বা অবনতত্ব প্রাপ্ত হয়। শোথের ত্বক্ ফাটা ফাটা হয়। শোথের একপ্রান্ত টিপিলে, চর্ম্মপুটে জলসঞ্চারের ন্যায় অপর প্রান্তে পূযের অভিঘাত হয়। শোথ পাকিলে তখন ভোজনেচ্ছা জন্মে।

শোথ এক দোষে আরব্ধ হইলেও পাককালে তাহাতে যে ত্রিদোষেরই সম্বন্ধ ঘটে, তাহাই বলা হইতেছে—বায়ু ব্যতিরেকে বেদনা হয় না, পিত্ত ব্যতিরেকে পাক সম্ভবে না এবং কফব্যতিরেকে পূযোৎপত্তি হয় না, অতএব পক্বাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার শোথেই ত্রিদোষের সম্বন্ধ ঘটে জানিবে॥ ৮—১১

পাক বিষয়ে মতান্তর—কালান্তরে পিত্ত প্রবল হইয়া বায়ু ও কফকে দুর্ব্বল করিয়া রক্তকে পাক করে (পূযরূপে পরিণত করে) অপর পণ্ডিতদিগের এই দ্বিতীয় মত। (পূর্ব্বমতে কফ হইতে পূয হয়, এই মতে রক্ত হইতে পূয হয় এই প্রভেদ)॥ ১২

গম্ভীর পাক লক্ষণ—কফজ শোথে রক্ত গম্ভীর পাক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কফজ শোথ খুব ভিতরে পাকে। সেইজন্য সমস্ত পক্ব লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পায় না। সমস্ত পক্ব লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ায়, পাছে পক্বকে অপক্ব জ্ঞানে ভিষক্ মোহ প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য গম্ভীর পাকের স্পষ্টলক্ষণ বলা হইতেছে—পচ্যমান অবস্থায় অন্তর্গত রাগদাহাদি বেদনা সমুদায়ের পর যখন শোথের শীতলতা ত্বক্‌সমবর্ণতা, বেদনাল্পতা ও প্রস্তরবৎ ঘনস্পর্শত্ব দৃষ্ট হইবে, তখনই জানিবে, ব্রণশোথ অভ্যন্তরে পাকিয়াছে॥ ১৩

অনির্হৃত পূযের দোষ—বায়ুপ্রেরিত অগ্নি যেমন তৃণবনকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র দগ্ধ করে, সেইরূপ শোথের অবিনিঃসৃত পূযও মাংস শিরা ও স্নায়ু সকলকে বিনাশ করিয়া ফেলে॥ ১৪

শোথের অপক্ব ও পক্ব লক্ষণের জ্ঞানাজ্ঞানে গুণ দোষ কথিত হইতেছে—যে ভিষক্ অপক্ব শোথ পচ্যমান শোথ ও সম্যক্‌পক্বশোথ বুঝিতে পারেন, তিনিই বৈদ্য, যাঁহারা তাহা না বুঝেন তাঁহাদিগকে লোভপরায়ণ তস্করবৃত্তি বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ অর্থলাভমাত্র তাহাদের প্রয়োজন, ধর্ম্ম যশঃ ও মৈত্রীলাভ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে।

যে চিকিৎসক অজ্ঞান হেতু অপক্বশোথে অস্ত্রপ্রয়োগ করে, কিংবা যে চিকিৎসক শোথকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ পক্বশোথ না কাটে, সেই অনিশ্চিতকারী অজ্ঞ চিকিৎসকদ্বয়কে চণ্ডাল সদৃশ পাপাত্মা বলিয়া মনে করিবে॥ ১৫। ১৬

ব্রণশোথের চিকিৎসা—প্রথমে শোথনাশক প্রলেপ, তৎপরে পরিষেক, বিম্লাপন, রক্তমোক্ষণ,

উপনাহ, পাচন, ভেদন, পীড়ন, শোধন, রোপণ ও বর্ণকরণ এই গুলি যথাক্রমে ব্রণশোথের চিকিৎসা। (সুশ্রুতে ব্রণের ষষ্টি প্রকার চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে, বিস্তার ভয়ে এখানে তাহা লিখিত হইল না॥ ১৭। ১৮

শোথহর প্রলেপ—যেমন প্রজ্বলিত গৃহে জল সেচন করিলে শীঘ্রই উহার অগ্নি প্রশমিত হয়, সেইরূপ ব্রণে প্রলেপ দিলে তদ্দারা আশু ব্রণবেদনা নিবারিত হইয়া থাকে। টাবালেবুর মূল, কেলেকড়া, দেবদারু, শুঁঠ, রাস্না ও গণিয়ারি এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়। যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন কাঁজীতে পেষণ করিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশাইয়া বাতজ শোথে প্রলেপ দিবে। দূর্ব্বা, নলমূল, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, বেণামূল, বাসা ও পদ্ম ইহাদের প্রলেপে পিত্ত শোথ বিনষ্ট হয়। বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাঁকুড় ও অম্লবেতস এই সকল দ্রব্যের ছাল বাটিয়া এবং তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া পিত্তসম্ভূত শোথে প্রলেপ দিবে। আগন্তুজ ও রক্তজ শোথেও এই প্রলেপ পূজিত। বনযমানী, গাড়লশৃঙ্গী, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, আকনাদি ও অশ্বগন্ধা ইহাদের প্রলেপে শ্লেষ্মজ শোথ বিনষ্ট হয়। পিপুল, পুরাণ তিলকল্ক (তিলখইল), শজিনাছাল, বালুকা ও হরীতকী এই দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া এবং তাহা উষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে শ্লেষ্মজ শোথ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

রাত্রিকালে প্রলেপ দিবে না, দত্ত প্রলেপ পুনর্ব্বার দিবে না অর্থাৎ যে প্রলেপ শোথে দেওয়া যায়, তাহা শোথস্থান হইতে খসিয়া পড়িলে তদ্দারা আর প্রলেপ দিবে না; কল্কীকৃত প্রলেপ দ্রব্য পর্য্যুষিত (বাসি) হইলে তাহার প্রলেপ দিবে না; প্রদত্ত প্রলেপ শুকাইলে তাহা আর ধারণ করিবে না, অর্থাৎ তুলিয়া ফেলিবে। রাত্রিকালে ব্রণের (ক্ষতের) উষ্মা অন্ধকার কর্ত্তৃক পিহিত (আবৃত) হইয়া লোমকূপ-মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রলেপ না থাকিলে তাহা সহজে বহির্গত হইয়া যায়, সেইজন্য রাত্রিকালে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু অপাকি শোথে, গম্ভীর শোথে এবং রক্তপিত্তসম্ভূত-শোথে বিচক্ষণ ভিষকেরা রাত্রিতেও প্রলেপ দিয়া থাকেন॥ ১৯—২৮

পরিষেক—যেমন অগ্নিতে জল সেচন করিলে তাহা প্রশমতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরিষেক করিলে ব্রণশোথের দোষরূপ অগ্নিও শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে। পরিষেক যথা—বাতঘ্ন ঔষধের উষ্ণ ক্বাথ দ্বারা, উষ্ণ তৈল দ্বারা উষ্ণ মাংসরস দ্বারা ও উষ্ণ ঘৃত দ্বারা অথবা উষ্ণ কাঁজী দ্বারা বাতিক ব্রণশোথে পরিষেক করিবে। পিত্তঘ্ন ঔষধের সুশীতল ক্বাথ দ্বারা, এবং সুশীতল দুগ্ধ-ঘৃত-মধু-খাঁড় মিশ্রিত জল ও ইক্ষুরস দ্বারা রক্তজ পিত্তজ ও অভিঘাতজ শোথ পরিষেক করিবে। কফঘ্ন ঔষধের শীতল ক্বাথ দ্বারা এবং শীতল তৈল ক্ষারজল ও গোমূত্র দ্বারা শ্লেষ্মজ শোথ পরিষেক করিবে॥২৯—৩২

বিম্লাপন—যে শোথ প্রথম হইতেই কঠিন, অঙ্গুষ্ঠাদি দ্বারা ধীরে ধীরে তাহার বিম্লাপন করা (মর্দ্দন করা) কর্ত্তব্য। (কঠিন শোথের বিম্লাপন বিধি সুশ্রুত কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা,—তৈলাদি দ্বারা শোথ অভ্যক্ত করিয়া তাহাতে স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক বাঁশের নল দ্বারা অথবা হস্ততল দ্বারা বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প মর্দ্দন করিবে॥ ৩৩

রক্তমোক্ষণ—বেদনার উপশমার্থ এবং পাকের নিবারণার্থ অচিরোৎপন্ন শোথে রক্তমোক্ষণ করিবে। শোথ সম্বন্ধে অন্যান্য সকল ক্রিয়া এক দিকে এবং রক্তমোক্ষণ একদিকে, অর্থাৎ অপর সমস্ত ক্রিয়ায় যে ফল, এক রক্তমোক্ষণের সেই ফল। কারণ—রক্তই বেদনার মূল, রক্ত যদি না থাকে, তাহাহইলে কোন বেদনাও থাকে না। যে ব্রণ শোথ বিবর্ণ কঠিন শ্যাববর্ণ ও অল্প বেদনান্বিত, শৃঙ্গ দ্বারা জলৌকা দ্বারা বা শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তাহা হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে॥ ৩৪—৩৬

উপনাহ—সাধারণ শোথই হউক বা ব্রণশোথই হউক, তাহা যদি কঠিন বেদনাযুক্ত ও অতি প্রবল হয়, তাহা হইলে তাহার অপক্কাবস্থায় বা পাকোন্মুখাবস্থায় উপনাহ স্বেদ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ—অপক্ক শোথে বা অপক্ক ব্রণশোথে উপনাহ স্বেদ দিলে তাহা প্রশম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বসিয়া যায়, আর পাকোন্মুখশোথে বা পাকোন্মুখ ব্রণশোথে উপনাহ স্বেদ দিলে তাহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে। (উপনাহ স্বেদের বিধি ভেষজসাধনপ্রকরণে কথিত হইতেছে)। উপনাহ, যথা—দশমূলী, বেড়েলা, রাস্না, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, এরণ্ডমূল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিসন্তাপে উষ্ণ করত তদ্দারা স্বেদ দিবে। অথবা শজিনাবীজ, পিপুল, সৈন্ধব, শুঁঠ, শণবীজ, কার্পাসবীজ, মাসনা, কুলথকলাই, তিল, যব, শ্বেতসর্ষপ, কৃষ্ণবাবুই তুলসী, মূলা ও মৌরী, ইহাদের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সেই গুলি কাঁজীতে বাটিয়া এবং তাহা অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া সুখোষ্ণাবস্থায় তদ্দারা শনৈঃ শনৈঃ যথাবিধি স্বেদ দিবে। ইহা দ্বারা বাতশোথ নিঃসংশয় প্রশম প্রাপ্ত হয়। ইতি দশমূল্যাদি উপনাহ। পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, শজিনাবীজ ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষিত ও অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ (উপনাহ) দিলে সকল প্রকার শোথ বিনষ্ট হয়। ইতি পুনর্নবাদি উপনাহ॥ ৩৭—৪৩

পাচন—প্রলেপাদি যেখানে যে শোথ প্রশমিত না হয়, তাহাতে পাচনীয় দ্রব্য সকলের উপনাহ দিবে॥ ৪৪

পাচন দ্রব্য যথা—শণবীজ, মূলার বীজ, শজিনাবীজ, তিল, সর্ষপ, মসিনা, এই সকল দ্রব্যের ছাতু এবং কিণ্ব (সুরাবীজ, যব-গোধূম-ধান্যাদিপ্রকার) তদ্ভিন্ন অন্য উষ্ণদ্রব্য ব্রণশোথের পাচন অর্থাৎ ঐ সকলের উপনাহে (পুল্‌টিশে) ব্রণশোথ পাকিয়া থাকে॥ ৪৫

ভেদন—যে ব্রণের অভ্যন্তরে পূয হইয়াছে, যাহার মুখ হয় নাই, যে ব্রণ কোটর বিশিষ্ট, যাহাতে নালী হইয়াছে, সেই ব্রণে ভেদন প্রযোজ্য, অর্থাৎ শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা বা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহার ভেদ করা কর্ত্তব্য॥ ৪৬

শস্ত্রসাধ্য ভেদন—ব্যধনসাধ্য রোগ উপস্থিত হইলে, শস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে, সেই উপদেশানুসারে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত পরিমাণে শস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া দোষ (পূযাদি) স্রাব করাইবে॥ ৪৭

শস্ত্রনিঃক্ষেপে নিষেধ স্থল—বালক, বৃদ্ধ, অসহ (শস্ত্রাঘাত সহনে অসমর্থ), ক্ষীণ, ভীরু ও স্ত্রীলোকদিগের ব্রণে এবং সকলেরই মর্ম্মস্থানজাত ব্রণে শস্ত্রনিঃক্ষেপ না করিয়া ভেদন দ্রব্যের লেপ দ্বারা ভেদ করিবে॥ ৪৮

ভেদন—করঞ্জ, ভেলা, দন্তী, চিতা, করবী এবং কপোত (পায়রা) কাক ও শকুনি ইহাদের বিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য ব্রণে লেপন করিলে ব্রণ ভেদ হয়॥ ৪৯

দারণ—ক্ষারদ্রব্য (অপামার্গাদি) ও ক্ষার (সাচিক্ষার-যবক্ষারাদি) ব্রণের দারণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। হস্তির দন্ত জলে ঘসিয়া উহার বিন্দুমাত্র প্রলেপ দিলে অতি কঠিন ব্রণশোথও বিদীর্ণ হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ ভেদন বলিয়া কথিত॥ ৫০। ৫১

পীড়ন—পিচ্ছিল দ্রব্যের (শাল্মলী প্রভৃতির) ত্বক্ ও মূল এবং যব গোধূম ও মাষকলায়ের চূর্ণ এই সকল দ্রব্য ব্রণের পীড়ন অর্থাৎ ইহাদের প্রলেপ দ্বারা ব্রণের পূয সর্ব্বাবয়ব হইতে আকৃষ্ট হইয়া নিঃসারিত হয়। পীড়ন দ্রব্যের প্রলেপ শুকাইলেও তাহা তুলিয়া ফেলিবে না। ব্রণমুখে পীড়ন দ্রব্যের প্রলেপ দিবে না। কারণ ব্রণমুখ খোলা থাকিলে, পূযাদি আকৃষ্ট হইয়া ব্রণ-মুখ দিয়া সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে॥ ৫২।৫৩

শোধন—ব্রণের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে ক্কাথই শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধিকর। সকল ব্রণেরই বিশুদ্ধির জন্য পলতা ও নিমপাতার ক্কাথ প্রযোজ্য। বাতিক ব্রণের শোধনে দশমূলের ক্কাথ, পৈত্তিক ব্রণের শোধনে বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্কাথ এবং কফজ ব্রণের শোধনে আরগ্বধাদি-গণোক্ত দ্রব্যের ক্কাথ হিতকর। অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, বট ও অম্লবেতস ইহাদের ক্কাথ দ্বারা প্রক্ষালন করিলে ব্রণশোথ ও উপদংশ বিনষ্ট হয়। তিল, সৈন্ধব, যষ্টিমধু, নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে সকল ব্রণের বিশুদ্ধি হয়। অথবা একমাত্র অনন্তমূল বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিশুদ্ধ হয়। নিমপাতা, তিল, দন্তী, তেউড়ী, সৈন্ধব ও মধু ইহাদের প্রলেপে দুষ্ট ব্রণ প্রশমিত হয়, ইহা শোধনশ্রেষ্ঠ প্রলেপ। নিমপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ বিশুদ্ধ হইয়া পূরিয়া উঠে। নিমপাতার কল্ক ভক্ষণ করিলে বমি, মন্দাগ্নি এবং পিত্ত-শ্লেষ্ম ও ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে। সন্ধি ও মর্ম্মজাত সূক্ষ্ম ব্রণ বর্ত্তি প্রণিধান দ্বারা বিশুদ্ধ করিবে। বর্ত্তি, যথা—হরীতকী, তেউড়ী, দন্তী, ঈশলাঙ্গলা, মধু ও সৈন্ধব ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া; কিংবা নিমপাতা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, ঘৃত ও মধু ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া; অথবা তিল-কল্কের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ বিশুদ্ধ হয় এবং পূরিয়া উঠে॥ ৫৪—৬১

রোপণ—মাংসগত ব্রণের পূতিমাংস সকল দূরীকৃত করিয়া তাহার রোহণার্থ অর্থাৎ প্রকৃত মাংসের পূরণার্থ মধুসংযুক্ত তিলকল্কের প্রলেপ দিবে। অশ্বগন্ধা, কট্‌কী, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা ও ধাইফুল ইহাদের কল্ক ব্রণরোপণের পরম ঔষধ। মধুযুক্ত সুরা লেপন করিলে সকল ব্রণই পূরিয়া উঠে। করলা উচ্ছেপত্র, বৃত্তুরাপত্র (পাঠান্তর-শালিঞ্চপত্র), বলা-মোটা (বেড়েলা ও পীতবেড়েলা) কৃষ্ণ বাবুই তুলসী ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপে গম্ভীর ব্রণ পূরিয়া উঠে। অর্জ্জুন, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, জাম ও লোধ ইহাদের ছালের চূর্ণ দ্বারা ব্রণ ধূলিত করিলে (ব্রণের উপরি প্রক্ষিপ্ত করিলে) ব্রণ সকল (ক্ষত সকল) নিশ্চয়ই শীঘ্র পূরিয়া উঠে। প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও জতু (জৌ, লাক্ষা) এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত অবধূলিত করিলে পূরিয়া উঠে। ব্রণের (ক্ষতের) দাহ ও বেদনার প্রশমনার্থ যব ও যষ্টিমধু চূর্ণ ঘৃত ও তৈলের সহিত সংযুক্ত এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ক্ষতে লেপন করিবে। তদ্দ্বারা দাহ ও বেদনা প্রশমিত হইবে। করঞ্জপত্র নিমপত্র ও নিসিন্দাপত্র বাটিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণের ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়। রসুনের প্রলেপ দিলে কিংবা হিঙ্গু ও নিমপাতার প্রলেপ দিলেও ব্রণক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে। নিমপাতা, বচ, হিঙ্গু, ঘৃত, লবণ ও সর্ষপ ইহাদের ধূপ প্রদান করিলে ব্রণের রুক্ষতা ক্রিমি, কণ্ডু ও বেদনা বিনষ্ট হয়। ত্রিফলার ক্কাথে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্লেদ পাক স্রাব ও দুর্গন্ধযুক্ত ব্রণ এবং দীর্ঘকালজাত প্রভৃত শোথ প্রশান্ত হয়। পলতা, নিমপত্র, আসনসার, আমলকী,

হরীতকী ও বহেড়া ইহাদের ক্বাথে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে বিসর্প বিস্ফোটক ও দুষ্টব্রণ প্রশমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৬২—৭১

সবর্ণতা করণ—ক্ষত সম্পূর্ণ প্রশমিত হইলেও ক্ষত স্থানের ত্বক্‌ বিবর্ণ থাকে। মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য বাটিয়া, তাহাতে ঘৃত মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিক হয়॥ ৭২

ব্রণরোগির ভোজন—ব্রণরোগিকে ঘৃতাদি স্নেহসমন্বিত-অল্প উষ্ণ-পুরাণশালিতণ্ডুলান্ন, জাঙ্গলমাংস-রসের সহিত ভোজন করিতে দিবে। ভোজন সময়ে রোগী মধ্যে মধ্যে হিতকর দ্রবদ্রব্য খাইবে। নটেশাক, জীবন্তীশাক, বেতোশাক, সুষুণিশাক, বাসকশাক (পত্র), মূলাশাক, বেগুন, পটোল ও করলাপত্র এই সকল দ্রব্য, দাড়িমের রস, আমলকীর রস, ঘৃত ও সৈন্ধব সহ পাক করিয়া খাইতে দিবে। অথবা এবংবিধ গুণান্বিত অন্যদ্রব্য বা মুদ্গাদির যূষ ভোজনার্থ ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ ভোজনে ব্রণ শীঘ্রই পূরিয়া উঠে। ব্রণরোগী অম্লদধি, সাধারণ শাক, আনূপ ও ঔদকমাংস, দুগ্ধ ও গুরু অন্ন, বর্জ্জন করিবে। পরিশ্রম করিলে ব্রণে শোথ হয়, রাত্রিজাগরণে শোথ ও লৌহিত্য হয়, দিবানিদ্রায় শোথ লৌহিত্য ও বেদনা হয়; মৈথুন করিলে শোথ, লৌহিত্য, বেদনা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব ব্রণরোগী পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে॥ ৭৩—৭৭

আগন্তুব্রণ-চিকিৎসা—সদ্যোব্রণ কুপিত হইয়া উঠিলে ঊর্দ্ধ ও অধঃ শোধন অর্থাৎ বমন বিরেচন এবং রক্তপিত্ত ও উষ্মনাশক শীতল ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। রোগির বল বুঝিয়া লঙ্ঘন ভোজন ও রক্ত-মোক্ষণ ব্যবস্থা করিবে। ঘৃষ্ট ও দলিত ব্রণে এই বিধি একান্ত প্রতিপাল্য। ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ ও ক্ষত হইলে অধিক রক্তস্রাব হয়। রক্তক্ষয়হেতু বায়ু কুপিত হইয়া ব্রণে অত্যন্ত বেদনা উৎপাদন করে। সেরূপ স্থলে স্নেহপান পরিষেক প্রলেপ উপনাহ স্নেহবস্তি ও বেদনা নাশক ঔষধ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যবস্থা করিবে। খড়্গাদি দ্বারা গাত্রের কোন স্থান ছিন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ গোরক্ষচাকুলের মূলের রস দ্বারা ব্রণ পূরিত করিবে। কারণ ইহা দ্বারা ব্রণের বেদনা ত্বরায় প্রশমিত হইয়া থাকে। সদ্যোব্রণে কষায় মধুর ও সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া করিবে। সপ্তাহ কাল এইরূপে ক্রিয়া করিয়া তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ব্রণ-চিকিৎসা সকল আচরণ করিবে। আগন্তু ব্রণে, রক্ত আমশয়স্থ হইলে বমন, পক্বাশয়স্থ হইলে বিরেচন করাইবে। রক্ত কোষ্ঠস্থ হইলে বাঁশের ত্বক্‌ (বাঁশের নীস), এরণ্ডমূল, গোক্ষুর ও পাষাণভেদী ইহাদের ক্বাথে হিঙ্‌ ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে, ইহা দ্বারা কোষ্ঠস্থ রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। যব কুল ও কুলথ কলায়ের যূষ ঘৃতাদি স্নেহ বর্জ্জিত করিয়া তৎসহ অন্ন ভোজন করিতে দিবে অথবা সৈন্ধব-সংযুক্ত যবাগূ পান করাইবে॥ ৭৮—৮৬

জাত্যাদি ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—জাতীপত্র, নিমপত্র, পল্‌তা, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণার মূল, মোম, তুঁতে, যষ্টিমধু ও ডহর করঞ্জবীজ, প্রত্যেক সমভাগ, মিলিত /১ সের। পাকসাধনার্থ জল ষোল সের। বৃদ্ধ বৈদ্য-গণের পারম্পর্য্যোপদেশে কল্কদ্রব্যের সঙ্গে মোম না দিয়া পাক শেষে মোম প্রক্ষেপ দেওয়া গিয়া থাকে। এই জাত্যাদি ঘৃত দ্বারা সূক্ষ্মমুখ মর্ম্মস্থানজাত পরি-স্রাবী গম্ভীর ও বেদনান্বিত ব্রণ এবং নাড়ীব্রণ সকল (নালী ঘা সকল) বিশুদ্ধ হইয়া পূরিয়া উঠে॥ ৮৭। ৮৮

জাত্যাদি তৈল—তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—জাতীপত্র, নিমপত্র, পল্‌তা, ডহরকরঞ্জার পাতা, মোম, যষ্টিমধু, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, হরীতকী, লোধছাল, নীলোৎপল, অনন্তমূল, তুঁতে ও ডহরকরঞ্জবীজ, প্রত্যেক সমভাগ, মিলিত /১ সের। পাকসাধনার্থ জল, ১৬ সের। যথাবিধি পাচ্য। বিষজাত ব্রণে স্ফোটকে চক্ষুরোগে দদ্রু ও বীসর্প রোগে কীটদষ্টে সদ্যঃশস্ত্র-ক্ষতে দগ্ধে বিদ্ধে নখদন্তক্ষতে ও দুষ্টমাংসের অপ-কর্ষণে এই তৈল ম্রক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা ব্রণের শোধন ও রোপণ হয়। জাত্যাদি নামক এই তৈল ভিষগ্‌গণের আদৃত॥ ৮৯—৯৪

বিপরীত মল্ল তৈল—চিতামূল, রসুন, হিঙ্‌, শরপুঙ্খা, ঈশলাঙ্গলা, সিন্দূর, মিঠাবিষ ও কুড় এই সকল কল্ক দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে সর্ষপ তৈল পাক করিবে। ইহা বিপরীত মল্লতৈল নামে অভিহিত। অপথ্যভোজনশীল ব্যক্তির দুষ্টব্রণ ও নাড়ীব্রণ (নালী ঘা) বহু ভেষজ দ্বারা অসাধ্য হইলেও এই তৈল দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৯৫। ৯৬

অমৃতাদি গুগ্‌গুলু—গুলঞ্চ, পটোলমূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বচূর্ণসম গুগ্‌গুলু; একত্র মর্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা এক একটি করিয়া প্রতিদিন খাইলে ব্রণ, বাতরক্ত, গুল্ম, উদর, শোথ ও বাতরোগ সকল বিনষ্ট হয়॥ ৯৭। ৯৮

অগ্নিদগ্ধ-চিকিৎসা—অগ্নিতে কোন অঙ্গ প্লুষ্ট হইলে (ঝল্‌সিয়া গেলে) সেই অগ্নিপ্লুষ্ট স্থানে অগ্নির উত্তাপ দিবে ও উষ্ণ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শরীর সম্যক্‌ স্নিগ্ধ হইলে তাহাতে স্বেদই শোষণ

(উপশয়জনক)। (যদিও উষ্ণ জনিত রোগে শীতল ক্রিয়া এবং শীতজনিত রোগে উষ্ণক্রিয়া করণীয়, অর্থাৎ হেতু বিপরীত ক্রিয়া কর্ত্তব্য, তথাপি অগ্নিপ্লুষ্ট স্থানে জল প্রযোজ্য নহে।) জল স্বভাবতঃ শীতল পদার্থ, তাহা শৈত্যগুণে রক্তকে গাঢ়ীকৃত করে। অতএব অগ্নিপ্লুষ্ট স্থানে শীতল ক্রিয়া কদাচ বিধেয় নহে। উহাতে উষ্ণই সুখকর। কোনস্থান দুর্দ্দগ্ধ হইলে প্রথমে তাহাতে শীত ও উষ্ণ উভয় ক্রিয়াই বিবেচনা করিয়া করিবে। পরে শীতল ঘৃত লেপ ও শীতল প্রদেহই ব্যবস্থা করিবে। কোন স্থান সম্যক্ দগ্ধ হইলে, বংশলোচন, পাকুড়ছাল, চন্দন, গেরিমাটী ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে। গ্রাম্য ও আনুপমাংস পেষণ করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে। কোন স্থান অতিদগ্ধ হইলে বিশীর্ণ মাংসগুলি নিষ্কাশিত করিয়া প্রথমে তাহাতে শীতল ক্রিয়া করিবে। তৎপরে শালিতণ্ডুলের চূর্ণ অথবা গাবের কষায় ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে লেপন করিবে। সকল প্রকার অগ্নিদগ্ধেরই ইহা উৎকৃষ্ট রোপণ ঔষধ॥ ৯৯—১০৪

সিক্থকাদি ঘৃত—মোম, কর্দ্দম (পঙ্ক পর্পটী), জীরা, মধু ও হরীতকী চূর্ণ এই সকল দ্রব্য গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে লেপন করিলে সদ্যঃ ক্ষত প্রশমিত হয়॥ ১০৫

পটোলাদি তৈল—পল্তার কষায় ও কল্কসহ যথাবিধানে সর্ষপ তৈল পাক করিয়া তাহা ম্রক্ষণ করিলে দগ্ধক্ষত-বেদনা-স্রাব-দাহ-বিস্ফোটক বিনষ্ট হয়। দুষ্ট ও অক্রুদ্ধ বাতরক্ত ব্রণকে (ক্ষতকে) সশোথ গ্রথিত দাহান্বিত ও কণ্ডু বহুল করে। ইহাই ব্রণগ্রন্থি বলিয়া কথিত হয়। কমলাগুঁড়ি, বিড়ঙ্গ ও দারুহরিদ্রার ত্বক্ এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তৎসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল ব্রণগ্রন্থির পরম ঔষধ॥১০৬—১০৮

ইতি ব্রণ-আগন্তব্রণ-অগ্নিদগ্ধব্রণাধিকার।

ভগ্নাধিকার

ভগ্নের ভেদ।—হে হতাশ। (অগ্নিবেশ!) সংক্ষেপতঃ ভগ্ন (ভঙ্গ) দুই প্রকার, যথা—কাণ্ডভগ্ন ও সন্ধিভগ্ন। (সন্ধিসীমা পর্য্যন্ত এক একখানি অস্থির নাম কাণ্ড। কাণ্ড শব্দে—নলক, কপাল, বলয়, তরুণ ও রুচক এই পাঁচ প্রকার অস্থিই বুঝিতে হইবে। এস্থলে সন্ধিবিশ্লেষণের নামও ভগ্ন। অতএব সন্ধিগত-অস্থি বিশ্লেষণকেও সন্ধিভগ্ন বলা যায়)। অস্থি সন্ধিতে অর্থাৎ অস্থিদ্বয়ের সংযোগস্থানে ভগ্ন ছয় প্রকার, যথা উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্য্যগ্‌গত, ক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত॥ ১

সন্ধিভগ্নের সাধারণ লক্ষণ—অঙ্গের প্রসারণে আকুঞ্চনে ও পরিবর্ত্তনে তীব্র বেদনা এবং স্পর্শাসহত্ব এই দুইটি লক্ষণ সকল সন্ধিভগ্নেই বিদ্যমান থাকে।

উৎপিষ্ট-বিশ্লিষ্ট-বিবর্ত্তিত-তির্য্যগ্‌গত-ক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত লক্ষণ—অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থল তদস্থিদ্বয় দ্বারা পিষ্ট (ঘর্ষিত) হইলে তাহাকে উৎপিষ্ট বলা যায়। উৎপিষ্ট ভগ্নের উভয় দিকেই শোথ হয় এবং ইহাতে রাত্রিকালে অত্যন্ত বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সন্ধির বিশ্লেষকে (শিথিলতাকে) বিশ্লিষ্ট কহে। বিশ্লিষ্ট সন্ধিভগ্নে উৎপিষ্ট সন্ধিভগ্নের ন্যায় উভয়দিকে শোথ হয়, তবে তাহাতে রাত্রিকালে বেদনা বাড়ে, ইহাতে সর্ব্বদাই অত্যন্ত বেদনা থাকে। সন্ধির বিবর্ত্তন হইলে অর্থাৎ উল্টাইয়া গেলে তাহাকে বিবর্ত্তিত কহে। বিবর্ত্তিত সন্ধিভগ্নে পার্শ্বভাগে তীব্র বেদনা হয়। সন্ধিস্থলের একখানি অস্থি যদি সন্ধিস্থল হইতে সরিয়া গিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তির্য্যগ্‌গত কহে। তির্য্যগ্‌গত সন্ধিভগ্নে তীব্র বেদনা হইয়া থাকে। সন্ধিস্থলের একখানি অস্থি যদি অপর খানির উপরি ক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষিপ্ত বলা যায়। ক্ষিপ্ত সন্ধিভগ্নে অত্যন্ত শূলনি হয় এবং বেদনা বিষম অর্থাৎ কখন অধিক কখন অল্প অল্প হইয়া থাকে। একখানি অস্থি যদি সন্ধিস্থল হইতে সরিয়া কিঞ্চিৎ অধোগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে অধঃক্ষিপ্ত কহে। অধঃক্ষিপ্ত সন্ধিভগ্নে অত্যন্ত বেদনা ও সন্ধিস্থলের বিঘটন হয়॥ ২। ৩

কাণ্ডভগ্ন এবং তাহার প্রকার—কাণ্ডে বহুপ্রকার ভগ্ন হয়। তাহাদের লক্ষণ নামানুরূপ জানিবে। কাণ্ডভগ্ন সংক্ষেপতঃ দ্বাদশ প্রকারই প্রসিদ্ধ। তদ্‌যথা—কর্কটক, অশ্বকর্ণ, বিচূর্ণিত, পিচ্চিত, অস্থিখল্লিত (বা অস্থিছল্লিত), কাণ্ডভগ্ন, অতিপাতিত, মজ্জাগত, বিস্ফুটিত, বক্র এবং দুই প্রকার ছিন্ন।

টীকা।—কর্কট—অস্থির উভয় পার্শ্ব নিপীড়নে দুইদিক নিম্ন ও মধ্যভাগ গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইয়া কর্কটকের (কাঁকড়ার) আকৃতি হইলে তাহাকে কর্কটক ভগ্ন কহা যায়। অশ্বকর্ণ—বিপুল অস্থি নির্গম হেতু অশ্বকর্ণবৎ আকৃতি উৎপন্ন হইলে তাহাকে অশ্বকর্ণ ভগ্ন কহে। বিচূর্ণিত—অস্থিচূর্ণ হইলে তাহাকে বিচূর্ণিত কহে। শব্দ ও স্পর্শ দ্বারা বিচূর্ণিত-ভগ্নের প্রতীতি হয়। পিচ্চিত—অস্থি নিষ্পীড়িত হইয়া চেপ্টাইয়া গেলে তাহাকে পিচ্চিত বলে। ইহাতে প্রবল শোথ হয়। খল্লিত—অস্থির চটা উঠিলে তাহাকে খল্লিত বা ছল্লিত কহে। অর্থাৎ অস্থির পার্শ্বগত অল্পমাত্র অস্থি ছল্লযুক্ত (চটাযুক্ত) হইলে তাহাই ছল্লিত বা খল্লিত নামে অভিহিত হয়। (ছল্ল শব্দের অর্থ বল্কল)। কাণ্ডভগ্ন—যদিও কর্কটকাদি সকল প্রকার ভগ্নই কাণ্ডভগ্ন নামে অভিহিত, তথাপি কাণ্ডভগ্ন এক প্রকার বিশেষ ভগ্ন। ইহাতে অস্থি সর্ব্বথা ভগ্ন ও পৃথগ্‌ভূত হইয়া ত্বকে সংলগ্ন হইয়া থাকে। অতিপাতিত-অস্থি নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া পাতিত হইলে তাহাকে অতিপাতিত কহে। মজ্জাগত—অস্থির অবয়ব অস্থি-মধ্যে প্রবেশ করিয়া মজ্জা নিঃসারিত করিলে তাহাকে মজ্জাগত কহে। বিস্ফুটিত—অস্থি অল্প অল্প বহুধা বিদীর্ণ হইলে তাহাকে বিস্ফুটিত কহে। ইহাতে শূক-পূর্ণবদ্‌ বেদনা থাকে। বক্র—অস্থি স্থান ত্যাগ করিয়া কুটীভূত হইলে তাহাকে বক্র কহে। দুইপ্রকার ছিন্ন—এক প্রকার ছিন্নে অস্থি সম্পূর্ণ দ্বিধাভূত না হইয়া সংলগ্ন থাকে, অপর প্রকার ছিন্নে অস্থি বিদীর্ণ হইয়া দ্বিধাভূত হয়॥ ৪। ৫

কর্কটাদি কাণ্ডভগ্নের লক্ষণ—অঙ্গের শিথিলতা, শোথ, রুজার (বেদনা বিশেষের) অতিবৃদ্ধি, সদা ব্যথাধিক্য, ভগ্নস্থান টিপিলে শব্দোৎপত্তি, স্পর্শাসহত্ব (ভগ্নস্থানের স্পর্শেও অসহ্য বেদনা), স্পন্দন (নাড়ীর স্ফুরণ অর্থাৎ দপ্‌দপানি), সূচীবেধবদ্‌ বেদনা ও শূলনি, সকল প্রকার ভগ্নেই এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এবং রোগী শয়নোপবেশনাদি কোন অবস্থাতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না। কাণ্ডভগ্নের এই গুলি লক্ষণ॥ ৬

কষ্টসাধ্য—ভগ্নরোগী যদি অল্পভোজী ও বাত-প্রকৃতি হয়, তাহার যদি রোগ প্রতিকারে যত্ন না থাকে এবং জ্বর-উদরাধ্মান ও মলমূত্রাদিরোধ প্রভৃতি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ভগ্ন কষ্টসাধ্য জানিবে॥ ৭

অসাধ্য—কটিদেশে (কটী সমীপদেশে অর্থাৎ নিতম্বে) কপালাস্থি ভিন্ন সন্ধিমুক্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইলে জঘনাস্থি প্রতিপিষ্ট হইলে রোগিকে ত্যাগ করিবে। (জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ, বঙ্ক্ষণ ও শিরোদেশের অস্থি কপালাস্থি)। অপর অসাধ্য; কপালাস্থি সংশ্লেষরহিত, ললাটাস্থি চূর্ণিত এবং স্তনান্তরে (স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে) গুহ্যে পৃষ্ঠে শঙ্খে ও মূর্দ্ধায় (চূড়াস্থানে) অস্থিভগ্ন হইলে সে রোগিকে পরিবর্জ্জন করিবে। অপর অসাধ্য—ভগ্নাস্থি সম্যক্‌ সংহিত (সংযোজিত) হইলেও যদি অস্থির স্থাপন যথাবৎ না হয়, অথবা যথাবৎ স্থাপিত হইলেও যদি বন্ধন যথাবৎ না হয়; কিংবা সুবদ্ধ হইলেও যদি অভিঘাতাদি দ্বারা সঞ্চালন হয় এবং সেই দুঃস্থাপন দুষ্টবন্ধন ও সঞ্চালন দ্বারা ভগ্নাস্থি যদি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা-হইলে সেইভগ্ন বর্জ্জনীয়॥ ৮—১০

অস্থিবিশেষে ভগ্ন বিশেষ—তরুণাস্থি (কোমলাস্থি) বাঁকিয়া যায়। উহার বক্রতাই ভগ্ন। (নাসিকা কর্ণ ও নেত্রগোলকের অস্থি তরুণাস্থি)। নলকাস্থি বিদারিত হয়। (নলবৎ সরন্ধ্র অস্থিপর্ব্বকে নলকাস্থি কহে)। কপালাস্থি বিভক্ত হয়। (জানু, নিতম্ব, গণ্ড, তালু, শঙ্খ, বঙ্ক্ষণ ও মস্তকের অস্থি কপালাস্থি)। রুচক অস্থি অর্থাৎ দন্ত স্ফুটিত হয়। (অস্থি পঞ্চবিধ, যথা—তরুণ, নলক, কপাল, রুচক ও বলয়। মূলে "চ" থাকায় বুঝিতে হইবে যে, বলয়াস্থিও স্ফুটিত হইয়া থাকে)। পাণিদ্বয়ে পার্শ্বদ্বয়ে পৃষ্ঠে বক্ষে জঠরে পায়ুদেশে (গুহ্যে) ও পাদদ্বয়ে বলয়াস্থি থাকে॥ ১১। ১২

ভগ্নের চিকিৎসা—অস্থি ভগ্ন হইয়াছে কিনা, প্রথমে তাহা বুঝিবে। ভগ্ন হইলে তাহাতে শীতল জল সেচন, পঙ্কলেপন ও কুশাদি দ্বারা বন্ধন করিবে। অস্থি অবনত হইলে তাহাকে উন্নত এবং উন্নত হইলে তাহাকে টিপিয়া অবনত করিবে। অস্থি অধিক সরিয়া গেলে তাহাকে টানিয়া সংযোজিত করিয়া দিবে এবং অধঃক্ষিপ্ত হইলে উর্দ্ধক্ষিপ্ত করিয়া যথাবৎ স্থাপন করিবে। যষ্টিমধু, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, কদম্ব, হিজ্জল, বংশ (বাঁশ), সাল ও অর্জ্জুন ইহাদের ত্বক্‌ কুশার্থ সংগ্রহ করিবে (কুশ শব্দের অর্থ ভগ্নবন্ধনার্থ বংশাদি)। ভগ্ন-স্থানে বস্ত্র জড়াইয়া তদুপরি বংশাদি বন্ধন দ্রব্য স্থাপন করিয়া অতি কঠিনও না হয়, অতি শিথিলও না হয় এরূপভাবে বান্ধিবে। শীতকালে সাত সাতদিন অন্তর, গ্রীষ্মকালে তিন তিন দিন অন্তর বন্ধন খুলিয়া পুনর্ব্বার বান্ধিবে। একমাসের পর, পাঁচ পাঁচ দিন অন্তর বন্ধন খুলিয়া পুনর্ব্বার বন্ধন করিবে। অথবা ভগ্নের দোষানুসারে দিন সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ভগ্ন বান্ধিবে। মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু জলে পেষণ করিয়া ভগ্নস্থানে তাহা লেপন করিবে, অথবা শতধৌত ঘৃত মিশ্র শালিতণ্ডুলচূর্ণ লেপন করিবে। ইহা দ্বারা সদ্যঃ

অভিঘাত জনিত আগন্তু শোথ সকল প্রশমিত হয়। শালিতণ্ডুলচূর্ণ ও লবণ লেপন করিলে অথবা তেঁতুল ফল পোড়াইয়া তাহা, বা তেঁতুলের রস লেপন করিলে আগন্তু শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। আমড়ার মূল, তেঁতুলফল, তেঁতুলপাতা, শজিনামূল, পুনর্ণবামূল, এরণ্ডমূল ও কেঁউমূল এই সকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া তাহা ঘোল ও কাঁজীর সহিত পাক করত প্রলেপ দিলে বেদনা ও শোথ বিনষ্ট হয় এবং অস্থি শীঘ্র সংযোজিত হইয়া থাকে। ভগ্নে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে সুশীতল ন্যগ্রোধাদি ক্বাথ বা দুগ্ধ সমন্বিত পঞ্চমূলীক্বাথ পরিষেচন করিবে। অথবা সুখোষ্ণ চক্র-তৈল সেচন করিবে (ঘানি নিষ্পীড়িত তৎক্ষণ নিঃসৃত তৈলকে চক্রতৈল কহে; ঘানির কাষ্ঠকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে সিদ্ধ করিলে তাহাহইতে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাকেও চক্রতৈল কহা যায়)। ভগ্ন রোগিকে অবিদাহি ভোজ্য ও পিষ্টক খাইতে দিবে। উহা দ্বারা সন্ধিবিশ্লেষকারক গ্লানি নষ্ট হয়। মাংস ও মাংসরস, দুগ্ধ, ঘৃত, মটরের যূষ ও বৃংহণ অন্নপান আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে। সকৃৎপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ, কাকোল্যাদি মধুর গণোক্ত দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাতে ঘৃত ও লাক্ষা মিশাইয়া ভগ্ন রোগিকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে ও অস্থি ভগ্ন হইলে অস্থি সংহার (হাড় যোড়া) লাক্ষা গোধূম ও অর্জুনছাল এই সকল দ্রব্য কল্কীকৃত করিয়া সঘৃত দুগ্ধের সহিত বা কেবল দুগ্ধের সহিত পান করিবে। রসুন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি একত্র মর্দ্দিত করিয়া খাইলে ছিন্ন ভিন্ন ও চ্যুত অস্থি অচিরে সংযোজিত হয়। অর্জুন ও লাক্ষার চূর্ণ গুগ্‌গুলুর সহিত সংযুক্ত করিয়া ঘৃতের সহিত লেহন করত দুগ্ধ ও ঘৃত অনুপান করিলে শীঘ্রই ভগ্নের সংযোজন হয়। চাকুন্দের মূল চূর্ণীকৃত করিয়া মাংস-রসের সহিত পান করিলে তিন সপ্তাহে অস্থিভগ্ন প্রশমিত হয়। বাব্‌লার ছাল চূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া অস্থিভগ্ন রোগিকে তিন দিন পান করিতে দিবে। তিন দিন পান করিলে অস্থি বজ্র সারবৎ দৃঢ় হয়। তেঁতুল ফলের কল্কে কাঁজী ও তৈল মিশাইয়া তদ্দারা ভগ্ন শোথে স্বেদ দিবে। অথবা ভগ্নাভিহত বেদনা নাশক দ্রব্যের সহিত উপযুক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহা শোথে ব্যবস্থা করিবে॥ ১৩—৩১

আভা গুগ্‌গুলু—বাব্‌লার ছাল, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, গুগ্‌গুলু সর্ব্বসমষ্টিসম, একত্র চূর্ণীকৃত করিয়া ভগ্নস্থানে প্রয়োগ করিলে ভগ্নের সংযোজন হয়॥ ৩২

লাক্ষাদ্য গুগ্‌গুলু—লাক্ষা, হাড়যোড়া, অর্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক সমভাগ, গুগ্‌গুলু সর্ব্বসম এই সকল দ্রব্য চূর্ণীকৃত করিয়া প্রয়োগ করিলে ভগ্নাস্থির ও চ্যুতাস্থির বেদনা নিবারিত হয় এবং তদঙ্গ বজ্রসম দৃঢ় হইয়া থাকে॥ ৩৩

গন্ধতৈল—কতকগুলি কৃষ্ণ তিল বস্ত্রে বন্ধন করিয়া নদী প্রভৃতির স্রোতোজলে প্রতিদিন নিমগ্ন করিয়া রাখিয়া আসিবে (ভাসিয়া না যায়, এইজন্য একটি খোঁটা পুঁতিয়া তাহাতে বান্ধিয়া রাখিবে) এবং প্রত্যহ দিবাভাগে তুলিয়া আনিয়া শুষ্ক করিয়া গব্য দুগ্ধে ভিজাইবে। এইরূপ দুই সপ্তাহ অতীত হইলে তৃতীয় সপ্তাহে সেই তিল যষ্টিমধুর ক্বাথে ভাবনা দিবে। তৎ-পরে চতুর্থ সপ্তাহে পুনর্ব্বার ঐ তিল গুলি দুগ্ধে ভিজা-ইয়া রাখিবে। পরে তাহা শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য (কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, ও বৃদ্ধি) এবং যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, ধুনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শুল্ফা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই সকল চূর্ণসমষ্টি তিলচূর্ণের সমান হওয়া আবশ্যক। তদনন্তর তিলচূর্ণের সহিত এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে সর্ব্বগন্ধের সহিত অর্থাৎ এলাইচ তেজপাত নাগে-শ্বর দারুচিনি কাঁকলা লবঙ্গ অগুরু শিলারস প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেইজলে উক্ত চূর্ণ সকল পাক করিবে। এবং পাককালে সেই চূর্ণ হইতে যে তৈল নিঃসৃত হইয়া জলের উপর ভাসমান হইবে, তাহা বস্ত্র খণ্ডাদি দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া লইবে। তদনন্তর সেই উদ্ধৃত তৈল /৪ সের ; দুগ্ধ ১৬ সের ; কল্কার্থ—যষ্টিমধু, শালপানি, তেজপত্র, জীবন্তী, অশ্বগন্ধা, লোধ, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, তগরপাদুকা, শৈলজ, শুক্লভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, মূর্ব্বা, পানিফল এবং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল (কাকোল্যাদি প্রভৃতি) মিলিত /১ সের। (কল্ক-পাকার্থ জল ১৬ সের)। মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ভগ্নের সর্ব্ব কর্ম্মে প্রযোজ্য। আক্ষেপরোগে, পক্ষাঘাতে, তালুশোষে, অর্দ্দিতরোগে, মন্যাস্তম্ভে, শিরোরোগে, কর্ণশূলে, হনুগ্রহে, বাধির্য্যে ও তিমিররোগে এবং যাহারা অধিক স্ত্রীসঙ্গমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই তৈল পানে অভ্যঙ্গে নস্যে বস্তিকর্ম্মে ও ভোজনে হিতকর। ইহা দ্বারা গ্রীবা স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের বৃদ্ধি হয়, মুখ পদ্মপ্রতিম এবং মুখবায়ু সুগন্ধি হয়। এই গন্ধতৈল সর্ব্ববাত-বিকারনাশক। এই তৈল রাজাদিগেরই যোগ্য, অত-এব চিকিৎসক রাজাদিগের ব্যবহারার্থই এই তৈল প্রস্তুত করিবেন॥ ৩৪—৪৪

প্রথম বয়সের ভগ্ন, উক্তরূপ ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা সুখসাধ্য হয়। অল্প দোষাক্রান্ত ব্যক্তির ভগ্ন এবং শিশির কালের যে ভগ্ন, তাহাও সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

প্রথম বয়সে উক্তরূপ ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা ভগ্ন একমাসে দৃঢ় হয়। মধ্যম বয়সে দুইমাসে এবং অন্তিমবয়সে তিনমাসে ভগ্নস্থান স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। ভগ্ন যাহাতে না পাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবেন। কারণ— ভগ্নস্থানের মাংস শিরা ও স্নায়ু পাকিলে তাহা নিশ্চয়ই কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

পতন বা অভিঘাত দ্বারা কোন অঙ্গ ক্ষত না হইয়া যদি কেবল ফুলিয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল পরিষেক ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে। ভগ্নস্থানে ক্ষত হইলে ব্রণ-বিশোধক-কষায়ে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা ব্রণে প্রতিসারণ করিবে। তৎপরে ভগ্নবৎ সমস্ত চিকিৎসা করিবে। এবং বাতব্যাধিনির্দ্দিষ্ট স্নেহ সকল প্রয়োগ করিবে।

লবণ কটু ক্ষার ও অম্লদ্রব্য, পরিশ্রম, মৈথুন, ব্যায়াম ও রুক্ষান্ন, ভগ্নরোগী এইগুলি পরিত্যাগ করিবে।

যখন ভগ্নসন্ধি অনাবিদ্ধ (অনাকুল) অহীনাঙ্গ (সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন) ও অনুল্বণ (অনুন্নত) এবং আকুঞ্চন প্রসারণাদি অনায়াসে হইতে থাকিবে, তখন বুঝিবে যে, ভগ্নসন্ধি সম্যক্ সংহিত হইয়াছে॥ ৪৫—৫১

ইতি ভগ্নাধিকার।

ইতি শ্রীলটকনতনয় শ্রীমন্মিশ্রভাবিরচিত ভাবপ্রকাশে মধ্যখণ্ডে তৃতীয় ভাগ

ভাবপ্রকাশ।

মধ্যখণ্ড।

চতুর্থ ভাগ।

নাড়ীব্রণাধিকার।

নাড়ীব্রণের সম্প্রাপ্তি ও নিরুক্তি—যে অহিতাহারাচারী অজ্ঞ ব্যক্তি পক্ক শোথকে কাঁচা বলিয়া উপেক্ষা করে অর্থাৎ শোথের মুখ না করিয়া দেয়, কিংবা যে ব্যক্তি প্রচুর পূযযুক্ত ব্রণকে শোধন পীড়নাদি দ্বারা সংশুদ্ধ না করে, তাহার শোথস্থ পূয ক্রমশঃ ত্বঙ্-মাংস-শিরা-স্নায়ু-সন্ধি-অস্থি-কোষ্ঠ ও মর্ম্ম প্রভৃতি স্থান সকলকে বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেই পূযের অতিমাত্র গমনহেতু (অভ্যন্তরে দূর প্রবেশহেতু) সর্ব্বদা স্রাব হইতে থাকে (নাড়ীব্রণের সম্প্রাপ্তি উক্ত হইল, অতঃপর নিরুক্তি কথিত হইতেছে—) এই ব্রণ সরন্ধ্র নাড়ীর ন্যায় (নলবৎ) বহন করে বলিয়া ইহা নাড়ীব্রণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ১

নাড়ীব্রণের সংখ্যা—নাড়ীব্রণ পাঁচ প্রকার, যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ ত্রিদোষজ ও শল্যনিমিত্তজ॥ ২

বাতজ নাড়ী—বাতজ নাড়ী—কর্কশ, সূক্ষ্ম-মুখ ও বেদনাযুক্ত। দিবসাপেক্ষা রাত্রিতে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে সফেন স্রাব নিঃসৃত হয়।

পিত্তজনাড়ী—পিত্তজনিত নাড়ীব্রণে জ্বর তৃষ্ণা ও অত্যন্ত দাহ বিদ্যমান থাকে। রাত্রি অপেক্ষা দিবসে ইহা হইতে অধিক মাত্রায় উষ্ণ পীতবর্ণস্রাব প্রস্রুত হয়॥৩

কফজনাড়ী—কফজনিত নাড়ীব্রণ শুষ্ক (কঠিন) ও কণ্ডুপ্রধান-বেদনাযুক্ত। রাত্রিকালে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে ঘন-শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে॥ ৪

ত্রিদোষজ নাড়ী—যাহাতে পূর্ব্বোক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ নাড়ীব্রণের লক্ষণ এবং দাহ, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা ও মুখশোষ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে ত্রিদোষজ নাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। ত্রিদোষজ নাড়ীব্রণ অতি ভয়ঙ্কর এবং প্রাণনাশক॥ ৫

শল্যনিমিত্ত নাড়ী—ত্বঙ্মাংসাদিতে প্রবিষ্ট শল্য কখন সূক্ষ্মমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করত অদৃশ্যমান হইয়া নাড়ী উৎপাদন করে। ঐ নাড়ী হইতে ফেনযুক্ত-মথিতবৎ ও রক্তমিশ্রিত উষ্ণস্রাব নিঃসৃত হয়। ইহাতে সর্ব্বদা বেদনা থাকে॥ ৬

অসাধ্য ও কষ্টসাধ্য নাড়ী—সান্নিপাতিক নাড়ী অসাধ্য, অপর চারিপ্রকার যত্নসাধ্য।

নাড়ীব্রণের চিকিৎসা—বাতজনিত নাড়ী-ব্রণে প্রথমে উপনাহ স্বেদ (পুল্‌টিস্‌) দিবে। পরে পূযের গতি যতদূর গিয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিবে। তদনন্তর তিল ও আপাঙ্গের ফল বাটিয়া এবং তাহাতে সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া সেই কল্ক ব্রণমধ্যে পূরিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ব্রণের প্রক্ষালনে বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্কাথ প্রয়োগ করিবে॥ ৭

হিংস্রাদ্য তৈল—কালিয়াকড়া, হরিদ্রা, কট্‌কী, বেড়েলা, গোজিয়া ও বিল্বমূল এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল বাতজ নাড়ী ব্রণে লাগাইবে। ইহা দ্বারা ব্রণের শোধন পূরণ ও রোপণ হইয়া থাকে॥ ৮

পিত্তজ নাড়ী ব্রণে প্রথমে দুগ্ধ ঘৃত সমন্বিত উৎকারিকা দ্বারা উপনাহ স্বেদ প্রদান করিবে। পরে শস্ত্রপাত দ্বারা নালী চিরিয়া দিবে। তদনন্তর তিল, হাতীশুঁড়া ও যষ্টিমধুর কল্ক ব্রণ মধ্যে পূরিয়া বান্ধিয়া রাখিবে,

ব্রণের প্রক্ষালনে হরিদ্রা সোমলতা ও নিম্বের ক্বাথ নিত্য প্রয়োগ করিবে ॥ ৯

শ্যামাঘৃত—অনন্তমূল তেউড়ী ও ত্রিফলার ক্বাথ, হরিদ্রা লোধ ও কুড়চীর কল্ক এবং দুগ্ধ ইহাদের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পিত্তজ নাড়ী ব্রণে প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠগত নাড়ীও বিনষ্ট হয় ॥ ১০

কফজ নাড়ীব্রণে প্রথমে কুলখকলাই শ্বেতসর্ষপ যবশক্তু (বা ময়দা) এবং সুরাবীজ ইহাদের উপনাহ স্বেদ প্রদান দ্বারা নালীকে কোমল করিবে। পরে যত দূর পর্য্যন্ত নাড়ীগতি হইয়াছে, তাহা এষণীশলাকা দ্বারা নির্ণয় করিয়া ততদূর পর্য্যন্ত শস্ত্র দ্বারা চিরিয়া দিবে। তদনন্তর নিমপাতা, তিল, চিতা, দন্তী ও সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ইহাদের কল্কে সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া তাহা ব্রণে দিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ব্রণের প্রক্ষালনে করঞ্জ নিম জাতী আকন্দ ও পীলু ইহাদের স্বরস প্রয়োগ করিবে ॥ ১১। ১২

স্বর্জ্জিকাদ্য তৈল—স্বর্জ্জিক্ষার, সৈন্ধব, দন্তী, চিতা, যূথিকা, শৈবাল ও অপামার্গবীজ ইহাদের কল্ক এবং গোমূত্রসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কফজ নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা দুষ্ট ব্রণের প্রশম এবং কফজ নাড়ীব্রণের বিনাশ হয় ॥ ১৩

সৈন্ধবাদ্য তৈল—সৈন্ধব, আকন্দ, মরিচ, চিতা, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কল্কসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে অচিরে দূরগত কফজ বাতজ নাড়ীও বিনষ্ট হয় ॥ ১৪

শল্যনিমিত্তজ নাড়ী—শস্ত্র দ্বারা বিদারিত করিয়া শল্যনির্হরণ পূর্ব্বক মার্গবিশোধন করিবে। পরে ঘৃতমধুপ্রগাঢ় তিল কল্কের প্রলেপ দ্বারা ব্রণের রোপণ করিবে ॥ ১৫

কুম্ভীকাদ্য তৈল—কুম্ভীক (টোকাপানা), খর্জ্জুর, কয়েতবেল, বেল এবং বনস্পতিগণের কচিফল (বনস্পতি—বিনাপুষ্পে যাহাদের ফল হয়) এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ এবং মুতা, সরলা (তেউড়ী), প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, মোচরস, নাগেশ্বর, লোধ ও ধাইফুল ইহাদের কল্কসহ যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা শল্যসম্ভূত নাড়ী প্ররূঢ় হইয়া আশু প্রশমিত হয় ॥ ১৬। ১৭

দারুহরিদ্রার কল্কে মনসার আটা ও আকন্দের আটা মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি নালী মধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলে সর্ব্বশরীরস্থ নালীও বিনষ্ট হয়। সোন্দাল হরিদ্রা ও নীলমূল (কোন মতে—কেলেকড়া) ইহাদের চূর্ণে ঘৃত মধুসংযুক্ত করিয়া তাহা এক গাছী সূত্রে মাখাইয়া বর্ত্তি (বাতী) প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে নালী শোধিত ও বিনষ্ট হয়। মধু ও সৈন্ধব দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলেও নালী প্রশমিত হয়। দুষ্টব্রণে যে তৈল বিহিত, তৎ প্রয়োগেও আশু নালী বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জাতীপত্র আকন্দপত্র, সোন্দালপত্র, করঞ্জ, দন্তী, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, যবক্ষার ও চিতা এই সকল দ্রব্য মনসার আঠায় পেষণ পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে অচিরে নালী বিনষ্ট হয়। বরাহবিষ্ঠা ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম এবং বহেড়া, আম্রাস্থি (আমের আঁটী), বটাঙ্কুর, রেণুক ও শঙ্খিনী বীজ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সহিত মিশ্রিত করিয়া নালীতে প্রয়োগ করিলে নালী বিনষ্ট হয়। মেষলোমের মসী ও তিতলাউএর সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল তুলাসংযোগে প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন নালীও প্রশমিত হয় ॥ ১৮—২৪

কর্পূর তৈল।—শটীর স্বরস এবং সিন্দূর সহ সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে নালী দুষ্টব্রণ ও বিসর্প বিনষ্ট হয়। শটীর স্বরস এবং গুগ্‌গুলু ও সিন্দূরের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে পামা (খোস চুলকণা) দুষ্টব্রণ ও নালী বিনষ্ট হয়। এই তৈল সর্ব্বব্রণনাশক ॥ ২৫

ভল্লাতকাদ্য তৈল—ভেলা, আকন্দ, মরিচ, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল ইহাদের কল্ক এবং ভীমরাজের স্বরস সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে কফ ও বাতকৃত নাড়ী (নালী) অপচী ও ব্রণ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬

স্বর্জ্জিকাদ্য তৈল—তৈল /১ সের। কল্কার্থ—স্বর্জ্জিক্ষার, সৈন্ধব, দন্তী, নীলমূল ও নীলফল, মিলিত /১০ একপোয়া; এবং গোমূত্র /৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল প্রয়োগে নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হয়।

শোধন-রোপণাদি সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-চিকিৎসা নাড়ী-ব্রণে প্রয়োগ করিবে ॥ ২৭

সপ্তাঙ্গ গুগ্‌গুলু—গুগ্‌গুলু ত্রিফলা ও ত্রিকটু এই সাতটি দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া ঘৃতে মর্দনপূর্ব্বক দুই তোলা পরিমিত গুটিকা করিবে। এই গুটিকা যত্নপূর্ব্বক সেবন করিলে নালী, দুষ্টব্রণ, শূল, উদাবর্ত্ত, ভগন্দর, গুল্ম ও অর্শঃ বিনষ্ট হয়। গরুড়পক্ষী যেমন সর্প সকলকে বিনাশ করে, এই গুটিকাও সেইরূপ উক্ত-রোগ সকলকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ২৮—২৯

দ্বিব্রণীয় চিকিৎসাতে যে সকল বর্ত্তি নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার নাড়ীব্রণে সেই সকল বর্ত্তি বিধান করিবে।

কৃশ দুর্ব্বল ও ভীরুদিগের নালী এবং মর্ম্মাশ্রিত নালী ক্ষারসূত্র দ্বারা ছেদন করিবে। কদাচ তাহা শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে না। (ক্ষারসূত্র দ্বারা ছেদন

করিবার প্রণালী এই-) প্রথমে এষণী দ্বারা নাড়ীর গতি অন্বেষণ করিবে। পরে একগাছী ক্ষারম্রক্ষিত সূত্র সূচীতে পরাইয়া সেই সূচী নাড়ীতে চালাইয়া দিবে,এবং নাড়ীর অপর প্রান্ত ভেদ করিয়া উপর দিকে তুলিবে। তৎপরে ক্ষারসূত্রের উভয় প্রান্ত মিলাইয়া নাড়ীতে দৃঢ় করিয়া বন্ধন দিবে। এবং ক্ষারবল বিবেচনা করিয়া আবশ্যক হইলে ক্ষারাক্ত অন্যসূত্র ঐরূপে প্রবেশিত করিয়া নাড়ী বন্ধন করিবে। যে পর্য্যন্ত না নাড়ী ছেদ হয়, সে পর্য্যন্ত ঐরূপ করিবে। ভগন্দরেও এই প্রণালীতে নাড়ীচ্ছেদ করণীয়। অর্ব্বুদাদি বিশালমূল হইলে যববক্ত্রা সূচী সকলে ক্ষার সূত্র পরাইয়া এক একটি সূচী দ্বারা অর্ব্বুদাদির মূলভাগ কিয়দংশ কিয়দংশ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষারসূত্রে চতুর্দ্দিকে বন্ধন করিবে। অর্ব্বুদাদি ছিন্ন হইলে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে॥৩০-৩৪

ইতি নাড়ীব্রণাধিকার।

ভগন্দরাধিকার।

ভগন্দরের পূর্ব্বরূপ ও স্বরূপ—ভগন্দরোৎপত্তির পূর্ব্বে কটীকপালে তোদ, দাহ, কণ্ডূ ও বেদনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। গুহ্যমার্গের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলী পরিমিত স্থানে বেদনাদায়ক পিড়কা (ব্রণ) উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে তাহা ভগন্দর নামে অভিহিত হয়। ভগন্দর পাঁচ প্রকার যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও শল্যজ॥ ১। ২

ভগন্দরের নিরুক্তি—(ভোজোক্ত) ভগ (লিঙ্গ ও যোনি) গুহ্য এবং বস্তিদেশকে চতুর্দ্দিকে ভাবদ্ (বিদীর্ণ করে বলিয়া ইহা ভগন্দর নামে অভিহিত হইয়াছে॥ ৩

বাতিক শতপোনকসংজ্ঞক ভগন্দর—কষায় ও রুক্ষ সেবনে বায়ু কুপিত হইয়া গুহ্যদেশে যে পিড়কা উৎপাদন করে, তাহা প্রথম হইতেই ভালরূপ চিকিৎসিত না হইলে দারুণ বেদনার সহিত পাকিয়া উঠে। এবং বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে অরুণবর্ণ ফেন নিঃসৃত হয়। পরে এরূপ হয় যে, ক্ষতমুখ দিয়া মূত্র পুরীষ ও শুক্র পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া থাকে। ক্রমে ঐ ব্রণ বহুমুখ হইয়া শতপোনক অর্থাৎ চালনীর আকার ধারণ করিলে উহাকে শতপোনক কহা যায়॥ ৪

পৈত্তিক উষ্ট্রগ্রীবসংজ্ঞক ভগন্দর—পিত্ত প্রকোপক কারণে পিত্ত অতি কুপিত হইয়া গুহ্যদেশে রক্তবর্ণ যে পিড়কা উৎপাদন করে, তাহা শীঘ্র পাকিয়া উষ্ণ দুর্গন্ধ পূযাদি নিঃস্রাব করিয়া থাকে। পিড়কাবস্থায় ইহার আকার উষ্ট্রগ্রীবার ন্যায় বক্র হয় বলিয়া ইহাকে উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দর কহা যায়॥ ৫

শ্লৈষ্মিক-পরিস্রাবিসংজ্ঞক ভগন্দর—এই ভগন্দর কণ্ডুবিশিষ্ট, ঘনস্রাবী, কঠিন (পিড়কাবস্থায়), মন্দবেদন ও শ্বেতবর্ণ। (কফপ্রকোপে এই ভগন্দর জন্মে)॥ ৬

সান্নিপাতিক শম্বুকাবর্ত্তসংজ্ঞক ভগন্দর—এই ভগন্দরে উক্ত বাতজাদিত্রিবিধ ভগন্দরেরই বর্ণ বেদনা ও স্রাব বিদ্যমান থাকে। পিড়কাবস্থায় ইহার আকার গোস্তনের ন্যায়, কিন্তু ভগন্দরাবস্থায় ইহার রূপ পূর্ণনদীর শম্বুকাবর্ত্তের ন্যায় হয় বলিয়া ইহাকে শম্বুকাবর্ত্ত কহা যায়॥ ৭

শল্যজউন্মার্গিসংজ্ঞক ভগন্দর—কণ্টকাদি দ্বারা গুহ্যমার্গ ক্ষত হইলে যদি উহা উপেক্ষিত হয় অর্থাৎ সম্যক্ চিকিৎসিত না হয়, তাহা হইলে উহাতে নালী উৎপন্ন হইয়া ক্রিমি জন্মে। পরে ঐ কৃমি সকল নালী বিদীর্ণ করিয়া বহুমুখবিশিষ্ট ব্রণ উৎপাদন করে। ইহাকেই উন্মার্গিভগন্দর কহে। (এই ভগন্দরের তির্য্যক্কৃতমার্গ দ্বারা পুরীষাদি নির্গম হেতু ইহা উন্মার্গিভগন্দর নামে অভিহিত হইয়া থাকে)॥ ৮

কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য ভগন্দর—সর্ব্বপ্রকার ভগন্দরই অতীব যন্ত্রণাদায়ক ও অতি কষ্টসাধ্য। তাহাদের মধ্যে ত্রিদোষজ বিশেষতঃ ক্ষতজ ভগন্দর অসাধ্য। যে ভগন্দর দিয়া বাত মূত্র পুরীষ ক্রিমি ও শুক্র বহির্গত হয়, তাহা প্রাণনাশক জানিবে॥ ৯। ১০

ভগন্দরের চিকিৎসা—ভগন্দরের পিড়কা উৎপন্ন হইবামাত্র শোধন রক্তমোক্ষণ ও পরিষেকাদি দ্বারা এরূপ যত্নসহকারে চিকিৎসা করিবে, যেন উহা না পাকে। বটপত্র, ইষ্টক, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া পিড়কাবস্থায় প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ ভগন্দরে প্রশস্ত। ভগন্দরের অপক্ক পিড়কায় অপতর্পণ হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত সমস্ত

ক্রিয়া করিবে। পিড়কা পাকিয়া ভিন্ন হইলে যে ক্রিয়া করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি শুন—পিড়কা পাকিলে এষণীশলাকা দ্বারা নালীর গতি নির্ণয়, শস্ত্রপাত দ্বারা বিদারণ, ক্ষার প্রয়োগ ও অগ্নিদাহাদি কর্ম্ম সকল বিধান করিয়া দোষানুসারে ব্রণবৎ চিকিৎসা যথাক্রমে করিবে। ভগন্দরে রক্তদুষ্টি ও বেদনা থাকিলে তিল নিম ও যষ্টিমধু দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেই সুশীতল প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা সরক্ত বেদনান্বিত ভগন্দরে প্রশস্ত। জাতীপত্র, বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য তক্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়। তেউড়ী, তিল, হাতীশুঁড়া ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত মধু ও সৈন্ধব মিশাইয়া তদ্দারা ভগন্দরে উৎসাদন করিবে (ব্রণের মাংস বর্দ্ধন করিবে)। খদিরের ক্বাথ পানে রত হইয়া ত্রিফলার ক্বাথ এবং মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ পান করিবে। ইহা ভগন্দর নাশক। অজীর্ণবর্জ্জী হইয়া অর্থাৎ যাহাতে অজীর্ণ না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হইয়া শম্বূকমাংসের ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিলে একমাসে ভগন্দর হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ন্যগ্রোধাদিগণ, যাহা ব্রণের শোধন ও রোপণ, তৎসহ ঘৃত বা তৈল পাক করিয়া ভগন্দরে প্রয়োগ করিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়। তিল, লতাফট্‌কী, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, শ্বেতাপরাজিতা, শুল্‌ফা, তেউড়ী ও দন্তী ইহারা ভগন্দরে শোধন ঔষধ। তিল, হরীতকী, পট্টিয়া লোধ, নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেড়েলা, সাবরলোধ ও আগারধূম (ঝুল) এই সকল দ্রব্য ভগন্দরে, উপদংশজ ক্ষতে এবং দুষ্টব্রণে শোধন ও রোপণের জন্য প্রযোজ্য। মনসার আটা, আকন্দের আটা ও দারুহরিদ্রার কল্ক এই সকল দ্রব্যে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা ভগন্দরের নালীর মধ্যে যত্নপূর্ব্বক প্রণিহিত করিয়া রাখিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়। এই বর্ত্তি সর্ব্বশরীরস্থ নালী বিনষ্ট করে, তাহাতে সংশয় নাই। বিড়ালের অস্থিচূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে আশু ভগন্দর বিনষ্ট হয়। ইহা দুষ্টব্রণ ব্রণনাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তেউড়ী তেজোবতী (গজপিপ্পলী, তেজবল) ও দন্তী ইহাদের কল্ক নাড়ীব্রণনাশক। লতাফট্‌কী, ঈশলাঙ্গলা (মতান্তরে গণিয়ারি), শ্যামা, মূলাতেউড়ী, দন্তী, তেউড়ী, তিল, কুড়, শুল্‌ফা, শ্বেতদূর্ব্বা, পট্টিয়ালোধ, অপরাজিতা, হীরাকস ও স্বর্ণক্ষীরী যুগল ইহারা শোধন বর্গ অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা দুষ্টক্ষত বিশোধিত হয়। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ছোট এলাইচ ও পিপুল ইহাদের চূর্ণে মধু ও তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কৃমি কুষ্ঠ ভগন্দর প্রমেহ ক্ষয় ও নাড়ী ব্রণের রোপণ হয় ॥১১-২৭

বিষ্যন্দন তৈল—চিতা, আকন্দ, তেউড়ী, আকনাদি, কাকডুমুর, করবীর মূল, মনসাসীজের আটা, বচ, ঈশলাঙ্গলা (মতান্তরে-গণিয়ারি) হরিতাল, সৌবর্চ্চল ও লতাফট্‌কী এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল ভগন্দরে প্রয়োগ করিবে। ইহা ব্রণের শোধন রোপণ ও সবর্ণকরণ ॥ ২৮। ২৯

নিশাদ্য তৈল—হরিদ্রা, আকন্দ আটা, সৈন্ধব লবণ, গুগ্‌গুলু, করবীরমূল ও কুড়্‌চী ইহাদের কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহা ভগন্দরে মাখাইবে। এই তৈল ভগন্দর নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ ॥ ৩০

করবীরাদি তৈল—করবীরমূল, হরিদ্রা, দন্তী, ঈশলাঙ্গলা, সৈন্ধব, চিতা, টাবালেবু ও কুড়্‌চী ইহাদের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া ভগন্দরে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩১

নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু—ত্রিফলা ৩ কর্ষ (৬ তোলা), গুগ্‌গুলু ৫ কর্ষ এবং পিপুল ১ কর্ষ এই ৯ কর্ষ (১৮ তোলা) দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া গুটিকা করিবে। ইহা শোথ গুল্ম অর্শঃ ও ভগন্দরে হিতকর ॥ ৩২

শতপোনক ভগন্দরে বিবেচনা পূর্ব্বক দুই চারিটি করিয়া নালী চিরিয়া দিবে। এবং তাহা পূরিয়া উঠিলে অবশিষ্ট নালী চিরিবে। সেই বহুচ্ছিদ্র বিশিষ্ট শতপোনক ভগন্দরে অর্দ্ধলাঙ্গলকচ্ছেদ বা লাঙ্গলকচ্ছেদ অথবা সর্ব্বতোভদ্রকচ্ছেদ কিংবা গোতীর্থকচ্ছেদ করিবে। উভয় পার্শ্বকে সমানভাগে বিভক্ত করিয়া যে ছেদ করা যায়, তাহাকে লাঙ্গলক, একপার্শ্বে হ্রস্ব করিয়া যে ছেদ করা যায়, তাহাকে অর্দ্ধলাঙ্গলক; সেবনীকে বর্জ্জন করিয়া গুহ্যকে চতুর্দ্ধা বিদারিত করিলে তাহাকে সর্ব্বতোভদ্রক এবং পার্শ্ব হইতে আগত শস্ত্র দ্বারা যে ছেদ করা যায়, তাহাকে গোতীর্থকচ্ছেদ বলিয়া জানিবে। যে সকল মার্গ দিয়া স্রাব নির্গত হয়, তৎসমুদায় অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে।

উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দরে এষনী-শলাকা প্রয়োগ করিয়া নালীর গতি নির্ণয় করিবে। পরে তাহা শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ক্ষার প্রয়োগ করিবে। পূতিমাংস বিনাশার্থ ইহাতে অগ্নি প্রয়োগ প্রশস্ত নহে।

পরিস্রাবি ভগন্দরে স্রাবমার্গ চিরিয়া তাহা ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। পরে এষনী-শলাকা দ্বারা নালী নির্ণয় করিয়া শস্ত্র দ্বারা খর্জ্জুর পত্রাকার বা অর্দ্ধ চন্দ্রাকার অথবা চন্দ্রবৎ চক্রাকার ছেদন করিবে। কিংবা সূচীমুখাকারে অর্থাৎ মূলে সূক্ষ্ম অভ্যন্তরে স্থূল এইরূপ আকারে অধোমুখে ছেদন করিবে। ছেদনান্তর তাহা অগ্নি দ্বারা সম্যগ্ দগ্ধ করিবে। আবশ্যক হইলে পুনশ্চ ক্ষার দ্বারা দগ্ধ

করিয়া দিবে। এই সকল ভগন্দরের যে স্থানে শস্ত্রপাতে বেদনা উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে উষ্ণ অণু-তৈলের পরিষেক করিবে।

আগন্তুজ অর্থাৎ শল্য নিমিত্ত ভগন্দরে, যত্নপূর্ব্বক শস্ত্র দ্বারা নালী বিদারণ করিয়া তাহা অগ্নিসন্তপ্ত জাম্ব-বোষ্ঠ শস্ত্র দ্বারা বা অগ্নিসন্তপ্ত শলাকা দ্বারা যথোক্ত বিধানে দগ্ধ করিয়া দিবে।

ভগন্দর ক্ষত শুষ্ক হইবার পরেও এক বৎসর কাল ব্যায়াম, মৈথুন, যুদ্ধ (পাঠান্তর—ক্রোধ), পৃষ্ঠযান (অশ্বাদি)ও গুরুভোজন পরিত্যাগ করিবে ॥৩৩—৪৪

ইতি ভগন্দরাধিকার।

উপদংশাধিকার

(গরমী রোগ)

উপদংশের নিদান ও লক্ষণ—লিঙ্গে হস্তের অভিঘাত অথবা অত্যন্ত অনুরাগ বা কলহ বশতঃ নখ দন্তের আঘাত, লিঙ্গের অপ্রক্ষালন, অধিক মৈথুন, দুষ্ট যোনি গমন এবং অন্যান্য বিবিধ অপচার (উষ্ণ ক্ষারজলে প্রক্ষালন, ব্রহ্মচারিনীগমনাদি) এই সকল কারণে উপদংশ জন্মে। ইহা পাঁচ প্রকার।

বাতিক উপদংশে স্ফোট সকল কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহাতে সূচীবেধবৎ বা ভেদবৎ যন্ত্রণা ও স্ফূর্ত্তি (দপ্ দপানি) বিদ্যমান থাকে।

পৈত্তিক উপদংশে স্ফোট সকল পীতবর্ণ এবং বহু ক্লেদ ও দাহযুক্ত হয়।

রক্তজনিত উপদংশে স্ফোট সকল মাংসের ন্যায় তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তস্রাব বিশিষ্ট হয়। ইহাতে পৈত্তিক উপদংশের সামান্য লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কফজনিত উপদংশে স্ফোট সকল বৃহদাকার, কণ্ডুবিশিষ্ট, শুক্লবর্ণ, সশোথ ও ঘন স্রাবযুক্ত হয়।

ত্রিদোষজ উপদংশে—নানাবিধ স্রাব ও বেদনা থাকে (বাতাদি প্রত্যেক দোষোক্ত স্রাব ও বেদনা বিদ্যমান থাকে)। ইহা অসাধ্য।

যে উপদংশে কৃমি জন্মিয়া ক্রমে ক্রমে লিঙ্গের সমস্ত মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক কেবল মুষ্কমাত্র অবশিষ্ট করিয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ব্যবায়াদি (মৈথুনাদি) বিষয়ে রত যে মূঢ় সঞ্জাত মাত্র উপদংশের চিকিৎসা না করে, কালক্রমে তাহার সেই উপদংশে শোথ ক্রিমি দাহ ও পাক উপস্থিত হইয়া লিঙ্গকে ক্ষয় করে। এইরূপ উপদংশে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১—৪

উপদংশ চিকিৎসা—উপদংশ যদি সাধ্য লক্ষণান্বিত হয়, তাহা হইলে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া লিঙ্গমধ্যে শিরা-বেধ করিবে, অথবা জলৌকা ধরাইয়া দিবে। অর্থাৎ উপদংশ যদি বহু দোষাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে শিরা-বেধ, এবং অল্প দোষাক্রান্ত হইলে জলৌকা পাতন করিবে।

উপদংশ রোগির দোষ যদি অতি প্রবৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে বমন বিরেচন উভয় ক্রিয়া দ্বারা সেই অতি বর্দ্ধিত দোষ সকলের নির্হরণ করিবে। দোষ নির্হৃত হইলে বেদনা ও শোথ সদ্যঃই প্রশমিত হয়। কিন্তু রোগী যদি দুর্ব্বল হয়, অথবা বিরেচন-ফল যদি না পায়, তাহা হইলে নিরূহণ দ্বারা সেই অত্যর্থ বর্দ্ধিত দোষ সকল নির্হরণ করিবে। উপদংশ যাহাতে না পাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে। কেন না পাক দ্বারা লিঙ্গক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

বাতজ উপদংশে—পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দেবদারু, রাস্না, কুড় ও ছোটএলাচ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ ও পরিষেক প্রদান করিবে। বেতস, এরণ্ডবীজ, এবং যব ও গোধূমের ছাতু এই সকল দ্রব্য ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ও সুখোষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

পিত্তজউপদংশে—গেরিমাটী, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য পেষিত ও স্নেহসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। পদ্ম, নীলোৎপল, পদ্মমৃণাল, শাল, অর্জ্জুন, বেতস ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য পেষিত ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া পৈত্তিক উপদংশে লেপ দিবে। ঘৃত, দুগ্ধ,

শর্করাজল, ইক্ষুরস ও মধু মিশ্রিত জল ইহাদের দ্বারা, অথবা বটাদির সুশীতল কষায় দ্বারা পরিষেক করিবে।

কফজ উপদংশে—শাল, অজকর্ণ (পেয়াশাল), অশ্বকর্ণ (লতাশাল) ও ধব (ধাওয়া) ইহাদের ত্বক্ সুরা-পেষিত, তৈলযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে আরগ্বধাদিগণোক্ত দ্রব্যের কষায় দ্বারা পরিষেক করিবে। নিম, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, কদম্ব, শাল, জাম, বট, যজ্ঞডুমুর ও বেতস এই সকল দ্রব্যের প্রক্ষালন প্রলেপ ও চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া পিত্ত ও রক্তজনিত উপদংশে প্রয়োগ করিবে। দারুহরিদ্রার ত্বক্, শঙ্খনাভি, রসাঞ্জন, লাক্ষা, গোময় রস, তৈল, মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ এই সকল দ্রব্য তুল্যাংশে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক উপদংশে প্রলেপ দিবে। ইহা দ্বারা ব্রণ, শোথ ও দাহ প্রশমিত হয়।

একান্ত সিদ্ধির আশা ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট উপদংশ দ্বয়ে (ত্রিদোষজ ও সঞ্জাত ক্রিমি উপদংশে) এই চিকিৎসাই করিবে। অর্থাৎ দোষের বলাবল বুঝিয়া যে চিকিৎসা ইহাদের যোগ্য তাহাই করিবে। উপদংশে লিঙ্গ পাকিলে, তাহাতে শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এবং পূতি মাংসাদি অপনয়ন করিয়া ঘৃত-মধুসংযুক্ত তিল কল্কের প্রলেপ দিবে। বটাঙ্কুর, অর্জ্জুনছাল, জামছাল, হরীতকী, লোধ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্যের প্রলেপও হিতকর। উপদংশের ক্ষত রোপণার্থ বিশুদ্ধ রসাঞ্জনের চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ক্ষতশান্তির জন্য ত্রিফলার বা ভীমরাজের ক্বাথ দ্বারা ক্ষত প্রক্ষালন করিবে। উপদংশে লিঙ্গ পাকিলে জয়া (জয়ন্তী) জবা (পাঠান্তর—জাতী) করবীর, আকন্দ ও সোন্দাল ইহাদের পত্রের ক্বাথ দ্বারা লিঙ্গ প্রক্ষালন করিবে।

সোন্দাল, নিম, ত্রিফলা ও চিরতা ইহাদের ক্বাথ, অথবা খদির ও অসনের ক্বাথ, কিংবা গুগ্‌গুলু সংযুক্ত ত্রিফলার ক্বাথ পান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার উপদংশ নাশক। নীলোৎপল, কুমুদ, পদ্ম ও কহ্লার ইহাদের চূর্ণ লেপন করিলে উপদংশের শান্তি হয়। বাঁধুলীপত্র চূর্ণ, অথবা দাড়িমের ত্বক্‌চূর্ণ বৃষণক্ষতে প্রয়োগ করিলে কিংবা গুবাকের প্রলেপ দিলে উপদংশ প্রশমিত হয়। সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকা, গৈরিক, তুঁতে, পুষ্পকাসীস (হীরাকস বিশেষ), সৈন্ধব, লোধ, রসাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, রেণুক ও এলাইচ এই সকল দ্রব্যের সমান সমান চূর্ণ লইয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া উপদংশে প্রয়োগ করিবে। হরিতাল ও মনঃশিলা পুটদগ্ধ করিয়া উপদংশে লাগাইবে। ইহা উপদংশ ও বিসর্প নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। একখান কটাহে ত্রিফলা রাখিয়া তাহা অগ্নিসন্তাপে দগ্ধ করিবে। সেই ত্রিফলা ভস্ম মধু ও সৈন্ধবের সহিত যুক্ত করিয়া উপদংশে প্রলেপ দিলে সত্বর উপদংশক্ষত পূরিয়া উঠে। পটিয়া লোধ, রসাঞ্জন, সীজ, বহেড়া, কাঞ্চনছাল ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া উপদংশে প্রলেপ দিলে উপদংশ প্রশমিত হয়। শিরীষছালের সহিত, বা হরীতকীর সহিত রসাঞ্জন পেষণ করিয়া এবং তাহাতে মধু মিশাইয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বাঙ্গগত উপদংশ বিষ বিনষ্ট হয়। বামুনহাটীর মূল, অপামার্গের মূল, শ্বেতচন্দন ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য পেষিত ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অচিরে উপদংশের শান্তি হয়। উপদংশ ক্ষতকে বহু বার ধৌত করিয়া তাহাতে হীরাকস চূর্ণ লেপন করিলে ক্ষত নষ্ট হয়। করবীর মূল জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অসাধ্য উপদংশ রোগও নিবৃত্তি পায়॥ ৫—৩৩

বরাদি গুগ্‌গুলু—ত্রিফলা, নিম, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, খদির, অসন ও বাসক এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান সমান পরিমাণে লইয়া এবং তাহাতে সর্ব্বচূর্ণের সমান গুগ্‌গুলু চূর্ণ মিশাইয়া জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুইতোলা মাত্রায় বটক সকল প্রস্তুত করিবে। এই বটক সেবনে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ, রক্তদোষ ও দুষ্টব্রণ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৩৪। ৩৫

করঞ্জাদ্য ঘৃত—করঞ্জ, নিম, অর্জ্জুন, শাল, জাম ও বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষ ইহাদের কল্ক ও কষায়ের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করিলে দাহ পাক ও স্রাবাদিযুক্ত উপদংশ দোষ বিনষ্ট হয়॥ ৩৬

ভূনিম্বাদি ঘৃত—চিরতা, নিম, ত্রিফলা, পল্‌তা, করঞ্জ, আমলকী, খদির ও অসন এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সর্ব্বোপদংশ নাশক। কুষ্ঠে নাড়ীব্রণে ও ব্রণে যে সকল ঘৃত পরিষেক অভ্যঞ্জন ও ভোজন বর্ণন করিব, তৎ সমুদায়ও উপদংশে প্রয়োগ করিবে॥ ৩৭। ৩৮

আগার ধূমাদ্য তৈল—আগার ধূম (ঝুল) হরিদ্রা ও সুরাকিট্ট (মদের সিটা) এই দ্রব্যত্রয় যথাক্রমে এক একভাগ বর্দ্ধিত করিয়া তৎসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল কণ্ডু শোথ ও বেদনা নাশক, উপদংশহারক এবং ব্রণের শোধন ও রোপণ॥ ৩৯

গোজীতৈল—গোজিয়া বিড়ঙ্গ ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্ক এবং সর্ব্বগন্ধ দ্রব্যসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল উপদংশে প্রয়োগ করিলে উপদংশ ক্ষত পূরিয়া উঠে॥ ৪০

জম্ব্বাদি তৈল—তৈল চারিসের, কল্কার্থ—জাম বেতস, আমলকী, করঞ্জ, পদ্ম ও উৎপল ইহাদের পত্র, এলাইচ, আতইচ, আম্রাস্থি, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, কালীয়ক (পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠ বিশেষ), লোধ, রক্তচন্দন ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই দুই

তোলা, ছাগমূত্র যোলসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল সর্ব্বব্রণহর, ইহা উপদংশ নাশক শ্রেষ্ঠ তৈল॥ ৪১—৪৪

কোশাতকী তৈল—উপদংশরোগে লিঙ্গের মাংস গলিয়া গিয়া মুষ্কমাত্র অবশিষ্ট হইলে তিত্‌ঘোষা ও তিত্‌লাউএর বীজ এবং শুঁঠ ইহাদের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে নানাপ্রকার দুষ্টব্রণ অচিরে বিনষ্ট হয়।

উপদংশ রোগী যবের অন্ন ও কূপের জল নিত্য সেবন করিবে। ছিন্ন ও দগ্ধ অর্শের চিকিৎসাও উপদংশে প্রয়োগ করিবে॥ ৪৫। ৪৬

ইতি উপদংশাধিকার।

লিঙ্গার্শোরোগ।

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে লিঙ্গবর্ত্তি বা লিঙ্গার্শের লক্ষণ কথিত হইতেছে—কোষাভান্তর সন্ধিতে বা লিঙ্গপর্ব্বের সন্ধিতে উপর্য্যুপরি সংস্থিত অঙ্কুরবৎ মাংসপ্রতান উৎপন্ন হইয়া ক্রমে তাম্রচূড় শিখার ন্যায় (কুক্কুট চূড়াবৎ) যে বর্ত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কেহ লিঙ্গবর্ত্তি, কেহ বা লিঙ্গার্শ কহে। লিঙ্গার্শ ত্রিদোষজ, ইহা বেদনারহিত পিচ্ছিল ও দুশ্চিকিৎস্য।

চিকিৎসা—লিঙ্গবর্ত্তি ছেদন করিয়া ক্ষার দ্বারা দগ্ধ করিবে। এবং ব্রণের চিকিৎসা সম্যক্ করিবে। ব্রণে যে চূর্ণ প্রয়োগের বিধান আছে, তাহাও ইহাতে প্রয়োগ করিবে। ব্রণোপদ্রব চিকিৎসাবিধানে ইহারও উপদ্রবের চিকিৎসা করিবে। স্বর্জ্জিক্ষার, তুঁতে, শৈলজ, রসোত, রসাঞ্জন, মনঃশিলা ও হরিতাল ইহাদের চূর্ণ প্রয়োগ করিলে মাংসাঙ্কুর বিনষ্ট হয়। ঘৃতকুমারীর পত্র বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে তৃতীয় দিবসে প্রথম বিধি বিশেষ অর্থাৎ তাম্রচূড় শিখাবৎ গ্রথিত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠ, গুরুতর চর্ম্মকীল (মাংসাঙ্কুর) সকলও বিনষ্ট হয়। বিধি বিপরীত হইয়া যেমন পুরুষের পুরুষকার নষ্ট করে, ঘৃতকুমারী পত্রও সেইরূপ চর্ম্মকীল নষ্ট করিয়া থাকে। শুভদিনে ভূম্যামলকীর মূল বৃষমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আশু চর্ম্মকীল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪৭—৫২

ইতি লিঙ্গার্শোরোগাধিকার

শূকদোষাধিকার।

শূকদোষের নিদান—যে মূঢ়ব্যক্তি অনুচিত বৃদ্ধিক্রমে লিঙ্গ বর্দ্ধক শূকাদিযোগের প্রলেপ দ্বারা লিঙ্গ বর্দ্ধনের বাঞ্ছা করে, তাহার শূকাদি যোগজনিত অষ্টাদশ প্রকার ব্যাধি জন্মে। (শূক একপ্রকার জলজন্তু বিশেষ, ইহা জলের মল হইতে উৎপন্ন হয়)॥ ১

অষ্টাদশ প্রকার শূকজ রোগ, যথা—সর্ষপিকা—শূকাদি যোগ ও দুষ্ট যোনি গমন হেতু সর্ষপিকা নামক রোগ জন্মে। এই পিড়কা দেখিতে শ্বেত সর্ষপের ন্যায়, ইহা বাতশ্লৈষ্মিক পীড়া। অষ্ঠীলিকা—শূকযোগের অবৈধ প্রয়োগ হেতু বায়ু প্রকোপ দ্বারা অষ্ঠীলাবৎ কঠিন যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অষ্ঠীলিকা কহে। গ্রথিত—শূকাদি দ্বারা লিঙ্গ নিরন্তর সম্পূরিত থাকিলে গ্রন্থির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে গ্রথিত কহে। ইহা কফজ ব্যাধি। কুম্ভীকা—জামের আঁটীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পিড়কাকে কুম্ভীকা কহে। (কুম্ভীকল তুল্যত্ব হেতু ইহা কুম্ভীকা নামে অভিহিত)। ইহা রক্তপিত্ত প্রকোপজ ব্যাধি। অলজী—প্রমেহ পিড়কা অলজী যাদৃক্, ইহাও তাদৃক্ জানিবে। এই পিড়কা রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ ও স্ফোটব্যাপ্ত। মৃদিত—শূকদোষে লিঙ্গ মর্দ্দন ও পীড়ন (টেপাটেপী) করিলে যে সশোথ পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে মৃদিত কহে। ইহা বাত প্রকোপজ। সংমূঢ়পিড়কা—শূকপাত হেতু হস্ত দ্বারা লিঙ্গ অত্যন্ত পেষণ করিলে যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে সংমূঢ় পিড়কা কহে। ইহাও বাতজ ব্যাধি। অবমন্থ—শূকদোষ হেতু দীর্ঘ অঙ্কুরাকার যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে অবমন্থ কহে। এই সকল পিড়কা মধ্যভাগে বিদীর্ণ হয়। ইহা বেদনা ও রোমহর্ষজনক। এই পিড়কা কফ ও রক্ত প্রকোপ জন্মে। পুষ্করিকা—চতুষ্পার্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা এবং দেখিতে যাহা পদ্মকর্ণিকার ন্যায়, তাহাকে পুষ্করিকা কহা যায়। ইহা রক্তপিত্তজ ব্যাধি। স্পর্শহানি—শূকদুষ্ট শোণিত স্পর্শশক্তি নাশ করিলে তাহাকে স্পর্শহানি রোগ কহে। উত্তমা—লিঙ্গবর্দ্ধনার্থ পুনঃ পুনঃ শূক-

প্রলেপ প্রয়োগ করিলে উত্তমানামক এক প্রকার পিড়কা জন্মে। তাহার আকৃতি মুগ বা মাষকলায়ের স্থায়। ইহা রক্তপিত্তাত্মক ব্যাধি। শতপোনক—শূকদোষ হেতু শতপোনক নামক এক প্রকার ব্যাধি জন্মে। তাহাতে লিঙ্গ শতপোনকের স্থায় অর্থাৎ চালনীর ন্যায় স্থক্ষ্মমুখ বহু পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ইহা বাতরক্তাত্মক। ত্বক্‌পাক—শূকদুষ্টি হেতু জ্বর ও দাহের সহিত ত্বকের পাক উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্বক্‌পাক কহা যায়। ইহা বাতপিত্তকৃত ব্যাধি। শোণিতার্ব্বুদ—শূক দোষে শোণিতার্ব্বুদ নামক এক প্রকার ব্যাধি জন্মে। তাহাতে লিঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক সমূহ দ্বারা এবং রক্তবর্ণ পিড়কা সকল দ্বারা ব্যাপ্ত হয় এবং ব্রণভূমি অত্যন্ত বেদনা-যুক্ত হইয়া থাকে। মাংসার্ব্বুদ—শূকপাতানন্তর লিঙ্গ প্রহারাদি প্রাপ্ত হইলে লিঙ্গমাংস দুষ্ট হয় এবং সেই মাংসদুষ্টি হেতু মাংসার্ব্বুদ জন্মিয়া থাকে। মাংসপাক—শূকদোষে লিঙ্গের মাংস গলিত হইলে এবং তাহাতে বাতাদি দোষ ত্রয়ের বেদনা বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে মাংসপাক রোগ কহে। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি। বিদ্রধি—সান্নিপাতিক বিদ্রধির যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, শূকদোষজ বিদ্রধিরও সেই লক্ষণ জানিবে। তিলকালক—কৃষ্ণবর্ণ বা শুক্লবর্ণ অথবা বিবিধ বর্ণ অতি বিষাক্ত শূক সকল প্রয়োগ করিলে সমস্ত লিঙ্গ পাকিয়া উঠে এবং মাংস সকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া খসিয়া পড়ে। এই ব্যাধির নাম তিল কালক। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি॥ ২—১৫

শূকদোষজ রোগ সকলের মধ্যে মাংসার্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক অসাধ্য জানিবে॥১৬

শূকদোষ চিকিৎসা—সকল শূকজ রোগেই বিষঘ্নী ক্রিয়া করিবে, জলৌকা দ্বারা রক্ত নির্হরণ করিবে, রোগিকে বিরেচন করাইবে ও লঘু ভোজন দিবে, ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলু পান করাইবে, এবং শীতল দ্রব্যের লেপ ও পরিষেক করিবে॥ ১৭। ১৮

দার্ব্বীতৈল—দারুহরিদ্রা, তুলসী, যষ্টিমধু, গৃহধূম (ঝুল) ও হরিদ্রা ইহাদের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে মেঢ্রুরোগ নিঃসংশয় প্রশমিত হয়।

একমাত্র রসাঞ্জনের প্রলেপ দিলে পূতিপূয়-ব্রণ-শোথ-কণ্ডু ও শূল সমন্বিত অনঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়। রসাঞ্জনের প্রলেপ অতি হিতকর, ইহা দ্বারা অনঙ্গ রোগের নাম পর্য্যন্তও দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ১৯। ২০

ইতি শূকদোষাধিকার

কুষ্ঠাধিকার।

কুষ্ঠ নিদান—বিরুদ্ধ অন্নপান (মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি, দধি দুগ্ধাদি) এবং দ্রব-স্নিগ্ধ ও গুরুদ্রব্য ভোজন, উপস্থিত বমনের ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, অপরিমিত ভোজনানন্তর ব্যায়াম ও সন্তাপের নিষেবণ, অতি শীত উষ্ণ উপবাস ও আহার বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া উহাদের বিপরীত ভাবে সেবন, আতপ-ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বিশ্রাম না করিয়া শীতলজল পান, অপক্ব দ্রব্য ভোজন, অধ্যশন (পূর্ব্বাহারাজীর্ণে পুন-র্ভোজন), বমন বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্মের অহিতাচরণ এবং নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, অম্ল, মাষ-কলাই, মূলা, পিষ্টান্ন, তিল, দুগ্ধ ও গুড়ের অতি সেবন, ভুক্তান্নের অজীর্ণাবস্থায় মৈথুন করণ, দিবানিদ্রা, ব্রাহ্মণ ও গুরুলোকের অপমান বা অন্যবিধ উৎকট পাপাচরণ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় দুষ্ট হইয়া ত্বক্ (ত্বক্‌গতরস) রক্ত মাংস ও অম্বু পদার্থকে (লসীকাকে) দুষিত করিয়া কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে। বাতাদি দোষত্রয় এবং রসাদি দূষ্য চতুষ্টয় এই সাতটি পদার্থ কুষ্ঠ রোগের উপাদান সামগ্রী। পূর্ব্বোক্ত দোষ দূষ্য সমুদায় হইতে সাত প্রকার মহাকুষ্ঠ ও একাদশ প্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ, সমুদায়ে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ জন্মে॥ ১—২

মহাকুষ্ঠ যথা—পূর্ব্ব তিনটি অর্থাৎ কাপাল ওডুম্বর মণ্ডল এবং সিধ্ম, কাকণক, পুণ্ডরীক ও ঋষ্যজিহ্ব এই সাতটি মহাকুষ্ঠ॥ ৮

ক্ষুদ্রকুষ্ঠ—এককুষ্ঠ, গজচর্ম্ম, চর্ম্মদল, বিচর্চ্চিকা, বিপাদিকা, পামা, কচ্ছু, দদ্রু, বিস্ফোট, কিটিম ও অল-সক এই একাদশটি ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ, তবে দোষের আধিক্যানুসারে ইহা সাত প্রকারে পরি-গণিত হইয়া থাকে। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক (দোষভেদে কুষ্ঠ সাত প্রকারে পরিগণিত, আকৃতি ও

লক্ষণভেদে উহা অষ্টাদশ প্রকারে পরিগণিত হইয়া থাকে)।

টীকা। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, —কেমন করিয়া সিধ্মকে মহাকুষ্ঠ মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে, সুশ্রুতে উহা ক্ষুদ্রকুষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে? উত্তর—সকল সিধ্মই মহাকুষ্ঠ নহে, ধাতু-প্রবিষ্ট যে সিধ্ম, তাহাই চরকে মহাকুষ্ঠ মধ্যে দর্শিত হইয়াছে। শীঘ্র উত্তরোত্তর ধাত্ববগাহন হেতু, উল্বণ দোষ জন্যত্ব হেতু এবং চিকিৎসা বাহুল্য হেতুই কুষ্ঠ সকলের মহাকুষ্ঠত্ব সংজ্ঞা হইয়া থাকে। আরও এক কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—দদ্রুই বা কেমন করিয়া ক্ষুদ্রকুষ্ঠ মধ্যে গণনা হইতে পারে, সুশ্রুতে উহা মহাকুষ্ঠ মধ্যে উক্ত হইয়াছে? উত্তর—যে দদ্রু কৃষ্ণ-বর্ণ ও অবগাঢ় মূল, তাহাই সুশ্রুতে মহাকুষ্ঠমধ্যে গণিত হইয়াছে, অতএব যাহা কৃষ্ণেতরবর্ণ ও অনবগাঢ় মূল, তাহা ক্ষুদ্র কুষ্ঠই জানিবে। এবম্বিধ দদ্রুই চরকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ মধ্যে দর্শিত হইয়াছে। সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ, দোষের উল্বণত্ব হেতুই উহারা সাত প্রকারে পরিগণিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন কুষ্ঠ বাতোল্বণ, কোন কুষ্ঠ পিত্তোল্বণ, কোন কুষ্ঠ শ্লেষ্মোল্বণ, কোন কুষ্ঠ বাত-শ্লেষ্মোল্বণ, কোন কুষ্ঠ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ, কোন কুষ্ঠ বাত-পিত্তোল্বণ এবং কোন কুষ্ঠ ত্রিদোষোল্বণ॥ ৯—১১

পূর্ব্বরূপ—কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অঙ্গ-বিশেষের অতিশ্লক্ষ্ণতা (অতি মসৃণতা বা অতি মৃদুতা) অতিখরত্ব, অধিক ঘর্ম্ম নির্গম বা একবারেই ঘর্ম্মরোধ, বিবর্ণতা, দাহ, কণ্ডু (চুলকানি, গুড়্গুড়ানি, গাত্রে পিপী-লিকা সঞ্চরণবৎ প্রতীতি প্রভৃতি), ত্বকের স্পর্শশক্তিহানি, সূচীবেধবদ্ বেদনা, শরীরে বরটী (বোল্‌তাজনিত) দংশন শোথের ন্যায় মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, ক্লান্তিবোধ, কোন কারণে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, ক্ষতের শীঘ্রোৎপত্তি কিন্তু দীর্ঘকাল স্থিতি এবং অল্প কারণেই দোষের প্রকোপ, ক্ষত শুষ্ক হইলেও ব্রণ স্থানের রুক্ষতা, রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে রোগে বাতাদি দোষত্রয় ইত-স্ততঃ নিশ্চলভাবে থাকিয়া শরীরের শিথিলতা জন্মাইয়া ত্বক্‌কে বিবর্ণ করে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা কুষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করেন॥ ১২—১৪

যে উল্বণ দোষে যে কুষ্ঠ উৎপাদন করে, তাহা বর্ণিত হইতেছে—বায়ুর উল্বণতায় কাপাল কুষ্ঠ, পিত্তের উল্বণতায় ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ, কফের উল্বণতায় মণ্ডলাখ্য ও বিচর্চ্চী কুষ্ঠ, বাতপিত্তের উল্বণতায় ঋক্ষজিহ্বাখ্য কুষ্ঠ, বাতশ্লেষ্মের উল্বণতায় চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলসক ও বিপাদিক কুষ্ঠ, পিত্তশ্লেষ্মার উল্বণতায় দদ্রু, শতারুঃ, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল কুষ্ঠ, এবং ত্রিদোষের উল্বণতায় কাকণনামক কুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৫—১৭

সপ্ত মহাকুষ্ঠের মধ্যে কাপাল কুষ্ঠের লক্ষণ—কাপাল কুষ্ঠ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ কিঞ্চিৎ অরুণ বর্ণ কপাল সদৃশ (খাপরা তুল্য) ইহা রুক্ষ, খরস্পর্শ ও সূচীবেধবৎ বেদনান্বিত। ইহাতে ত্বক্ পাত্‌লা হইয়া থাকে। এই কুষ্ঠ দুশ্চিকিৎস্য॥ ১৮

ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ লক্ষণ—ইহা উড়ুম্বর ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ, দাহ, বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত। ঔড়ুম্বর কুষ্ঠে ব্যাধিস্থানের রোম সকল পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে॥ ১৯

মণ্ডলকুষ্ঠ লক্ষণ—ইহা কতক শ্বেতবর্ণ কতক রক্তবর্ণ, চিকিৎসার অভাব হইলে অবিনাশী, আর্দ্র, সস্বেদ, উন্নত, মণ্ডলাকার ও পরস্পর মিলিত। ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি॥ ২০

সিধ্মকুষ্ঠ লক্ষণ—ইহা শ্বেত তাম্রবর্ণ, পাত্‌লা চর্ম্মবিশিষ্ট, দেখিতে লাউফুলের ন্যায়, ব্যাধিস্থান ঘর্ষণ করিলে গুঁড়গুঁড় পদার্থ নির্গত হয়। এই ব্যাধি প্রায় বক্ষঃস্থলেই উৎপন্ন হয়। (সিধ্ম—ছুলীবিশেষ)॥ ২১

কাকন কুষ্ঠ লক্ষণ—যাহা দেখিতে কাকন-ন্তীর (কুঁচের) ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট অর্থাৎ মধ্যে কৃষ্ণ, অন্তে রক্তবর্ণ, অথবা মধ্যে রক্ত, অন্তে কৃষ্ণবর্ণ, তাহা-কেই কাকন কুষ্ঠ কহে। ইহা পাক রহিত, তীব্র বেদনা-ন্বিত এবং প্রবল দোষত্রয়জাত। কাকণকুষ্ঠ অসাধ্য॥ ২২

পুণ্ডরীক—ইহা পুণ্ডরীক দলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহার প্রান্তভাগ সশ্বেতরক্তবর্ণ, মধ্যভাগ সশ্বেত লোহিত বর্ণ, ইহা উন্নতাকার। পুণ্ডরীক কফো-ল্বণ ব্যাধি॥ ২৩

ঋক্ষজিহ্বাখ্য কুষ্ঠ লক্ষণ—ইহা ঋক্ষের (ভল্লুকের) জিহ্বার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, কর্কশ, প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ, মধ্যে শ্যাববর্ণ ও বেদনাযুক্ত॥ ২৪

একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠের মধ্যে এককুষ্ঠ ও গজচর্ম্মের লক্ষণ—যে কুষ্ঠে ঘর্ম্ম হয় না, যাহা মহাবাস্ত অধিকার করিয়া থাকে এবং যাহার আকৃতি মৎস্যের ত্বকের ন্যায় অর্থাৎ চক্রাকার অভ্র-স্তর সদৃশ, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে। (এক শব্দের অর্থ এ স্থলে মুখ্য, ইহা ক্ষুদ্র কুষ্ঠের মধ্যে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ইহাকে এককুষ্ঠ কহে)। যে কুষ্ঠ গজচর্ম্মের ন্যায় রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল, তাহাকে গজচর্ম্ম বলে॥২৫

চর্ম্মদল ক্ষুদ্রকুষ্ঠ লক্ষণ—যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, শূলবদ্ বেদনান্বিত, কণ্ডুযুক্ত, স্ফোটক বিশিষ্ট ও স্পর্শা-সহ এবং যাহা হইতে ছাল খসিয়া পড়ে, তাহাকে চর্ম্মদল কহে॥ ২৬

বিচর্চ্চিকা ও বিপাদিকা কুষ্ঠ লক্ষণ—বিচর্চ্চিকা এক প্রকার ক্ষুদ্র পিড়কা, ইহা কণ্ডূ ও বহুস্রাবান্বিত এবং শ্যাববর্ণ। বিপাদিকা তীব্রবেদনান্বিত। এই রোগদ্বয়ে হস্ত পদ স্ফুটিত হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে,—ক্ষুদ্র কুষ্ঠ একাদশ সংখ্যক কি প্রকারে হইবে? বিপাদিকা সমেত গণনা করিলে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ দ্বাদশ সংখ্যক হইয়া থাকে? উত্তর—বিচর্চ্চিকাই পাদদ্বয়ে উৎপন্ন হইলে তাহা বিপাদিকা নামে অভিহিত হয়। বিচর্চ্চিকা ও বিপাদিকা একই ব্যাধি, অতএব সংখ্যাতিরেক হয় না।

এ সম্বন্ধে ভোজও বলিয়াছেন—"বিচর্চ্চিকা পিড়কায় ত্বক্ দলিত এবং খরস্পর্শ ও রুক্ষ হয়। এই পিড়কা হস্তদ্বয়ে হইলে বিচর্চ্চিকা এবং পদদ্বয়ে হইলে বিপাদিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিচর্চ্চিকাই স্থানভেদে ভিন্ননামে বিপাদিকা নাম প্রাপ্ত হয়॥ ২৭

পামা ও কচ্ছুকুষ্ঠ লক্ষণ—স্রাব দাহ ও কণ্ডুযুক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পিড়কা সমূহকে পামা (চুলকণা) কহে। এই পামাই তীব্রদাহযুক্ত স্ফোটক ব্যাপ্ত হইলে কচ্ছুনামে (খোস্‌পাচ্‌ড়া নামে) অভিহিত হয়। ইহা হস্তে ও পাছাতে বাহুল্যভাবে হইয়া থাকে। (পামা ও কচ্ছু একজাতীয় কুষ্ঠ)॥ ২৮

দদ্রুকুষ্ঠ লক্ষণ—যে উন্নত মণ্ডলাকার কুষ্ঠ, কণ্ডুযুক্ত ও রক্তবর্ণ পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত, তাহাকে দদ্রু কহে।

বিস্ফোট কুষ্ঠ লক্ষণ—শ্যাব বা অরুণবর্ণ পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট স্ফোটসমূহকে বিস্ফোটক কহে॥২৯

কিটিম কুষ্ঠ লক্ষণ—যে কুষ্ঠ শ্যামবর্ণ, যাহা শুষ্ক ক্ষতস্থানবৎ খরস্পর্শ ও রুক্ষ, তাহাকে কিটিম কহে।

অলসক—যাহা কণ্ডুবিশিষ্ট রক্তবর্ণ গণ্ডসমূহ দ্বারা (মহাপিড়কা সকল দ্বারা) ব্যাপ্ত, তাহাকে অলসক কহে॥ ৩০

শতারুঃ কুষ্ঠ লক্ষণ—রক্ত ও শ্যাববর্ণ, দাহ ও বেদনান্বিত বহুব্রণকে শতারুঃ কহে। (অরুস্ শব্দের অর্থ—ব্রণ)॥ ৩১

সপ্তধাতুগত কুষ্ঠ সমূহের লক্ষণ—(রসগতের লক্ষণ—কুষ্ঠ রসগত হইলে অঙ্গের বৈবর্ণ্য ও রুক্ষতা, স্পর্শশক্তি লোপ, রোমাঞ্চ এবং ঘর্ম্মাতিশয্য (স্পর্শশক্তিলোপ, রোমাঞ্চ ও ঘর্ম্মাতিশয্য এই লক্ষণ গুলিকে কেহ কেহ রক্তগতের লক্ষণ বলিয়া থাকেন)।

রক্তগতের লক্ষণ কুষ্ঠ রক্তগত হইলে কণ্ডু ও অধিক পূযসঞ্চয়। মাংসগত হইলে কুষ্ঠের পুষ্টি ও কার্কশ্য, মুখশোষ, পিড়কার (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কার) উৎপত্তি, সূচীবেধবৎ বেদনা, স্ফোটের (বৃহৎ পিড়কার) উদ্ভব ও কুষ্ঠের অসঞ্চারিত্ব। মেদোগত হইলে হস্তক্ষয়, গতিশক্তির নাশ, অঙ্গের বক্রতা এবং ক্ষতের বিস্তার সর্পণ ও এবং পূর্ব্বোক্ত রস-রক্ত-মাংসগত কুষ্ঠ লক্ষণ সমস্তও সংঘটিত হয়। (ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, পরপর ধাতুগত কুষ্ঠে তত্তৎ বর্ণিত লক্ষণ ব্যতীতও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতুগত কুষ্ঠ সকলেরও লক্ষণ বিদ্যমান থাকে)। কুষ্ঠ অস্থি ও মজ্জগত হইলে নাসাভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, ক্ষতে ক্রিমির উৎপত্তি ও স্বরের নাশ হইয়া থাকে। শুক্রগত কুষ্ঠের লক্ষণ—কুষ্ঠ বাহুল্যবশতঃ পিতা ও মাতার শুক্র ও শোণিত দুষ্ট হইলে তাঁহাদের যে সন্তান জন্মে, তাহাকেও কুষ্ঠিত বলিয়াই জানিবে অর্থাৎ তাহারও কুষ্ঠ হইয়া থাকে।

টীকা। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—শুক্র শোণিতশুক্র দম্পতীরই গর্ভ হয়, দুষ্ট শোণিতশুক্র দম্পতীর কি প্রকারে গর্ভোৎপত্তি হইবে? যে হেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—"কামবশে স্ত্রীপুরুষের সংযোগে নারীর গর্ভ উৎপন্ন হয়, সেই গর্ভ (গর্ভস্থ শিশু) ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে বালক কহা যায়।" অন্যবচনও আছে—বাতাদি দুষ্ট রেতাঃ পুরুষ অপত্যোৎপাদনে অসমর্থ। ইহার উত্তর এই—এস্থলে গর্ভ শব্দে শুদ্ধগর্ভ বুঝিতে হইবে। দুষ্টশোণিতশুক্র-দম্পতীরও অশুদ্ধ গর্ভ জন্মে, অর্থাৎ তাহাদেরও গতকর্ণ অন্ধ ও বধিরাদি অপত্য জন্মিয়া থাকে। শোণিত শব্দে—আর্ত্তবশোণিত বুঝিবে। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত দম্পতীর কুষ্ঠিত সন্তান দ্বারাই বুঝা যায় যে, উহাদের কুষ্ঠ শুক্রার্ত্তবগত হইয়াছে॥ ৩২—৩৭

কুষ্ঠে উল্বণ বাতাদিদোষের লক্ষণ—বাতোল্বণ কুষ্ঠ খরস্পর্শ, শ্যাব বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ ও বেদনান্বিত। পিত্তোল্বণ কুষ্ঠ—বহুপূতিক্লেদযুক্ত, রক্তবর্ণ এবং দাহ ও স্রাববিশিষ্ট। কফোল্বণ কুষ্ঠ—ক্লেদযুক্ত, ঘন (নিবিড়াবয়ব, নিরেট), চিক্কণ এবং কণ্ডু শৈত্য ও গৌরববিশিষ্ট। দ্বন্দ্বদোষোল্বণ কুষ্ঠ দ্বিদোষলক্ষণযুক্ত এবং সান্নিপাতিক কুষ্ঠ ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত হয়॥ ৩৮। ৩৯

সাধ্যত্বাদি—রস-রক্ত ও মাংসগত কুষ্ঠ এবং বাতশ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠ সাধ্য। মেদোগত ও দ্বন্দ্বজ কুষ্ঠ যাপ্য। অস্থি-মজ্জগতকুষ্ঠ, দ্বিদোষজ কুষ্ঠ এবং যাহাতে ক্রিমি জন্মে এবং দাহ ও অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়, তাহা অসাধ্য।

টীকা। "বাতশ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠ সাধ্য" ইহা বলায় বুঝিবে যে, সিধ্ম, এককুষ্ঠ, গজচর্ম্ম, বিপাদিকা, কিটিম ও অলসক কুষ্ঠ সাধ্য। কারণ ইহারা বাতশ্লেষ্মোল্বণ। মজ্জাগত ও শুক্রগত কুষ্ঠও অসাধ্য। ক্রিমি শব্দে বাহ্য ক্রিমি বুঝিবে, অতএব যে কুষ্ঠের ক্ষতে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, সেই কুষ্ঠ বর্জ্জনীয়॥ ৪০

অরিষ্ট লক্ষণ—কুষ্ঠরোগির কুষ্ঠ বিদীর্ণ ও স্রাবান্বিত হইলে, নেত্র রক্তবর্ণ হইলে, স্বর ভগ্ন হইলে (ঘর্ঘর স্বর হইলে) এবং বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের কোন গুণ পাওয়া না যাইলে জানিবে যে, সে রোগী বাঁচিবে না॥ ৪১

ত্বগ্‌দুষ্টির তুল্যত্ব হেতু এবং কুষ্ঠেরই ভেদ বলিয়া এই স্থলেই শ্বিত্ররোগেরও বর্ণন করিব। কুষ্ঠ ও শ্বিত্র (ধবল) এই উভয় রোগেরই উৎপত্তির কারণ এক (চিকিৎসাও একবিধ) এজন্য কুষ্ঠাধিকারেই শ্বিত্র-রোগ লিখিত হইয়াছে। শ্বিত্রের প্রকার ভেদ—কিলাস ও অরুণ; শ্বিত্রই রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া কিলাস ও অরুণ হইয়া থাকে। (কিলাস তাম্রবর্ণ, অরুণ ঈষল্লোহিতবর্ণ)। কুষ্ঠের সহিত শ্বিত্রের ভেদ এই—শ্বিত্র অপরিস্রাবী, কুষ্ঠস্রাবী; শ্বিত্র পৃথগ্‌ভূত-ত্রিধাতু হইতে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ বাত পিত্ত ও কফ হইতে, উৎপন্ন হয়, অথবা রক্ত মাংস ও মেদ এই ধাতুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু কুষ্ঠ সান্নিপাতিক ও সর্ব্বধাতুগত॥ ৪২

দোষভেদে লক্ষণ ভেদ—বাতপ্রকোপজ শ্বিত্র রুক্ষ ও অরুণবর্ণ। পিত্তপ্রকোপজ শ্বিত্র তাম্রবর্ণ বা কমলপত্রবদ্‌বর্ণ অর্থাৎ মধ্যে শ্বেত ও অন্তে লোহিত বর্ণ, ইহা দাহান্বিত ও রোমনাশক। কফপ্রকোপজ শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ, ঘন (পুষ্ট), গুরু ও কণ্ডুযুক্ত। এই অরুণাদিবর্ণ ভেদে শ্বিত্ররোগের রক্তাদি অধিষ্ঠানও বুঝিবে অর্থাৎ রক্তাশ্রিত শ্বিত্র অরুণবর্ণ, মাংসাশ্রিত শ্বিত্র তাম্রবর্ণ ও মেদঃসমাশ্রিত শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ হয়। বর্ণ দ্বারা উভয়বিধ শ্বিত্রেরই অর্থাৎ দোষজ ও ব্রণজ এই দুই প্রকার শ্বিত্ররোগেরই রক্তাদি অধিষ্ঠান নির্ণয় করিবে। ইহারা উত্তরোত্তর কৃচ্ছ্রসাধ্য অর্থাৎ রক্তাশ্রিত শ্বিত্র অপেক্ষা মাংসাশ্রিত শ্বিত্র, এবং মাংসাশ্রিত শ্বিত্র অপেক্ষা মেদঃসমাশ্রিতশ্বিত্র কষ্টসাধ্য।

টীকা। বাতাদি দোষভেদে শ্বিত্রের বর্ণ অরুণ তাম্র ও শ্বেত হইয়া থাকে। দ্বিবিধশ্বিত্র—অর্থাৎ দোষজ ও ব্রণজ শ্বিত্র। এসম্বন্ধে ভোজ বলিয়াছেন;—"শ্বিত্র দ্বিবিধ জানিবে, যথা-দোষজ ও ব্রণজ"॥৪৩।৪৪

শ্বিত্রের সাধ্যাসাধ্যত্ব—শ্বিত্রস্থানের রোম যদি শুক্লবর্ণ না হইয়া যায়, এবং শ্বিত্র যদি অঘন, পরস্পর অসংশ্লিষ্ট ও অচিরোৎপন্ন হয়, আর তাহা যদি অগ্নিদগ্ধজ না হয়, তাহা হইলে উহা সাধ্য, ইহার অন্যথা হইলে অসাধ্য জানিবে।

অন্যবচন—গুহ্যদেশে (লিঙ্গে বা ভগে), হস্ততলে পদতলে ও ওষ্ঠে সঞ্জাত শ্বিত্র অচিরোৎপন্ন হইলেও তাহা বিশেষ বর্জ্জনীয় অর্থাৎ তাহার চিকিৎসা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না॥ ৪৫।৪৬

সংসর্গজ রোগ—সংসর্গ (মৈথুন), গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্রভোজন, এক শয্যায় শ[য়]ন এবং রোগির বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার, এই সকল কারণে—কণ্ডু, কুষ্ঠ, উপদংশ, ভূতোন্মাদ, ব্রণ, জ্বর ও ঔপসর্গিক রোগ সকল এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করে অর্থাৎ ইহারা সংক্রামক। যদি কোন ব্যক্তি কুষ্ঠরোগে মরে, তাহা হইলে সে পুনর্ব্বার জন্মিয়াও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। অতএব এই কুষ্ঠরোগ অতি নিন্দিত ও কষ্টপ্রদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। (এতাবতা কুষ্ঠ রোগির কুষ্ঠ সর্ব্বথা প্রতিকরণীয়, কদাচ উপেক্ষণীয় নহে)॥ ৪৭—৪৯

কুষ্ঠ-চিকিৎসা—বাতোল্বণ কুষ্ঠে—ঘৃতপান, শ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠে বমন, পিত্তোল্বণ কুষ্ঠে প্রলেপ পরিষেক ও রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত॥ ৫০

পথ্যাদি লেপ—হরীতকী, ডহরকরঞ্জ, শ্বেত-সর্ষপ, হরিদ্রা, সোমরাজী সৈন্ধবলবণ ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়॥ ৫১

সোমরাজী উদ্বর্ত্তন—সোমরাজী চূর্ণ এবং আদা বা শুঁঠচূর্ণ মিলিত করিয়া কুষ্ঠে ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিলে দৃঢ়মূল উগ্র কুষ্ঠও বিনষ্ট হয়॥ ৫২

পঞ্চনিম্বকাবলেহ—ব্রহ্মার কথিত যে রসায়ন মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই রসায়ন বলিতেছি শুন;—পুষ্পকালে ও ফলকালে নিমের পুষ্প ও ফল এবং নিমের ত্বক্ মূল ও পত্র সমভাগে সংগ্রহ করিয়া চূর্ণ করিবে। এবং ত্রিফলা, ত্রিকটু, ব্রাহ্মী, গোক্ষুর, ভেলা, চিতা, বিড়ঙ্গ, বারাহীকন্দ, লৌহ, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, সোন্দালু, চিনি, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদি এই সকল দ্রব্য সমান সমান ভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। তদনন্তর উক্ত পঞ্চ নিমের মিলিত চূর্ণ দুইভাগ ও ত্রিফলাদির মিলিত চূর্ণ একভাগ লইয়া পঞ্চ নিমের চূর্ণ ভীমরাজের স্বরসে এবং ত্রিফলাদির চূর্ণ, খদির-অসন ও নিমের ঘন ক্বাথে সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। ভাবনা দিয়া উভয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ এবং বমনবিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ করিয়া শুভদিনে ঐ ঔষধ মধুর সহিত বা তিক্তক ঘৃতের সহিত, অথবা খদির ও অসনের ক্বাথের সহিত, কিংবা উষ্ণ জলের সহিত লেহন করিতে দিবে। ঔষধের মাত্রা—প্রথমে একতোলা, পরে এক একতোলা করিয়া বাড়াইয়া একপল পর্য্যন্ত (আটতোলা পর্য্যন্ত) বৃদ্ধি করিবে। পীত ঔষধ জীর্ণ হইলে স্নিগ্ধ লঘু ও হিতকর অন্ন পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিবে। এই রসায়ন-ঔষধ সেবনে বিচর্চ্চিকা, ঔডুম্বর, পুণ্ডরীক, কাপাল,

দদ্রু, কিটিম, অলস, শতারু, বিস্ফোট, বিসর্পমালা, কফপ্রকোপ, ত্রিবিধ কিলাস, ভগন্দর, শ্লীপদ, বাতরক্ত, জড়-অন্ধ-নাড়ীব্রণ ও শীর্ষরোগ সকল, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, সর্ব্বপ্রকার প্রদর, দংষ্ট্রাবিষ ও মূলবিষ বিনষ্ট হয়। ইহা মধুর সহিত সেবন করিলে স্থূলোদর ব্যক্তি (মেদোরোগী) সিংহের ন্যায় কৃশোদর হয় এবং তাহার অস্থি সকল সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল বিষধর সর্পাদি জন্তু দংশন করে, এই ঔষধের সদা প্রয়োগে তাহারাও আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই মহৌষধ সেবনে মানব জরাব্যাধি বিমুক্ত, চন্দ্রসমান কান্তি ও শুভকার্য্যে রত হইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে॥ ৫৩—৬২

স্বায়ম্ভুব গুগ্‌গুলু—সোমরাজী পাঁচ পল, শিলাজতু পাঁচপল, গুগ্‌গুলু দশপল, স্বর্ণমাক্ষিক তিন পল এবং লৌহ ও মুণ্ডী মিলিত দুইপল, ইহাদের সমষ্টি যত নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল সমান সমান পরিমাণে লইয়া তাহাদের মিলিত চূর্ণ সমষ্টিও তত লইয়া মধুতে মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। দ্রব্য যথা—ত্রিফলা, করঞ্জপত্র, খদির, গুলঞ্চ, তেউড়ী, দন্তী, মুতা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, কুড়চীছাল, নিমছাল, চিতা ও সোন্দালু। এই বটিকা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোমূত্র সহ সেবন করিলে কুষ্ঠ ও বাতরক্ত অচিরে বিনষ্ট হয়। এই স্বায়ম্ভুব নামক যোগ দ্বারা শ্বিত্র সকল পাণ্ডুরোগ, বিষম উদর প্রমেহ ও গুল্মরোগ এবং বলীপলিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৬৩—৬৬

একবিংশতিক গুগ্‌গুলু—চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, কৃষ্ণজীরা, মৌরী, বচ, সৈন্ধব, আতইচ, কুড়, চই, এলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, মুতা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য সমান সমান ভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ সমষ্টি যত হইবে, তাহাতে তৎ পরিমিত গুগ্‌গুলু চূর্ণ মিশাইবে। তৎপরে সেই চূর্ণ ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাত-র্ভোজন সময়ে অগ্নিবলানুসারে যথাযোগ্য মাত্রায় ঐ বটী সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, গ্রহণী, অর্শঃ, মুখরোগ, গলরোগ, গৃধ্রসী, ভগ্ন ও গুল্ম এবং কোষ্ঠগত ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হয়। বাতরক্তাধিকারোক্ত কৈশোর নামক গুগ্‌গুলু কুষ্ঠ ও বাতরক্তনাশক পরম ঔষধ॥ ৬৭—৭২

অমৃতভল্লাতকাবলেহ—ভল্লাতক (ভেলা) চারিসের ও গুলঞ্চ চারিসের কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে। এবং চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে সেই ক্কাথে ঘৃত একসের, দুগ্ধ যোলসের, চিনি দুইসের ও মধু দুইসের প্রক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এবং ঘনীভূত হইলে তাহা অগ্নি হইতে নামাইয়া তাহাতে বেলছাল, আতইচ, গুলঞ্চ, সোমরাজী, চাকুন্দে, নিম, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, যমানী, সৈন্ধব, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, ক্ষেতপাপড়া, তেজপত্র, বালা, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, গোক্ষুরবীজ, শটী ও রক্তচন্দন ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা করিয়া নিঃক্ষেপ করিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে জলের সহিত একপল (আটতোলা) পর্য্যন্ত মাত্রায় খাইবে। এবং হিতকর অন্ন পথ্য করিবে। এই অবলেহ সেবনে কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও সকল প্রকার অর্শঃ প্রশমিত হয়। ভল্লাতকসেবনকারী ব্যক্তি ব্যায়াম, আতপ, অগ্নি, অম্ল, মাংস, দধি, স্ত্রীসঙ্গম, তৈলাভ্যঙ্গ ও পথপর্য্যটন ত্যাগ করিবে॥ ৭৩—৮২

মহাভল্লাতক—নিম, শ্যামালতা, আতইচ, কটকী, বলাডুমুর, ত্রিফলা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, সোমরাজী, অনন্তমূল, বচ, খদির, শ্বেতচন্দন, আকনাদি, শুঁঠ, শটী, বামুনহাটী (অভাবে কণ্টকারীমূল), বাসক, চিরতা, কুড়চী, শ্যামমূলা তেউড়ী, রাখালশসা, মূর্ব্বা, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, চিতা, হস্তিকর্ণ পলাশ (হাতিকন্দ, পলাশভেদ), গুলঞ্চ, ঘোড়ানিম, পলতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, সোন্দাল, ছাতিম, তেউড়ীমূল, জলবেতস, শ্বেতকুচ, মঞ্জিষ্ঠা, ঈশলাঙ্গলা, রাস্না, ডহরকরঞ্জ, পুনর্নবা, দন্তী, বীজকসার (অসনসার), ভীমরাজ, পীতঝিণ্টী, আঁকড় ও শেওড়া ইহাদের প্রত্যেকটি দুই দুই পল পরিমাণে লইয়া তৎসমুদায় ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ঐরূপ এক সহস্র ভেলা ছেদন করিয়া ৩ দ্রোণ (১৯২ সের) জলে সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। তদনন্তর ঐ দুই কষায় মিশ্রিত করিয়া তাহাতে এক শত পল (১২॥০ সের) গুড় দিয়া ধীরে ধীরে লেহবৎ পাক করিবে। এবং তাহাতে এক সহস্র ভেলার মজ্জা নিক্ষেপ করিবে। আসন্ন পাকে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতা, সৈন্ধব, চন্দন, কুড় ও যমানী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এবং সৌগন্ধ্যার্থ চাতুর্জাত চূর্ণ এক এক পল নিক্ষেপ করিবে। প্রাণিগণের হিতকামনায় এই মহাভল্লাতক মহাদেব কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে। ইহা নিত্য সেবনে শ্বিত্র, ঔড়ুম্বর, দদ্রু, ঋক্ষজিহ্ব, কাকণ, পুণ্ডরীক, গজচর্ম্ম, বিস্ফোট, রক্তমণ্ডল, কণ্ডু, কাপাল, পামা, বিপাদিকা, বাতরক্ত, ছয় প্রকার অর্শঃ পাণ্ডু, ব্রণ, ক্রিমি, রক্তপিত্ত, উদাবর্ত্ত, কাস, শ্বাস ভগন্দর বলীপলিত ও আমবাত বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা শরীরের কান্তি উজ্জ্বল ও জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। অনুপানার্থ গুলঞ্চের ক্কাথ অথবা দুগ্ধ প্রযোজ্য। এই ঔষধ সেবন করিয়া আহার বিহার ও মৈথুন বিষয়ে

যন্ত্রণাপ্রদ কোন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না। ভোজন বিষয়ে উষ্ণ ও অম্ল বিশেষ ত্যাজ্য ॥ ৮৩—৯৮

লঘুমঞ্জিষ্ঠাদি কাথ—মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, কটকী, বচ, দারুহরিদ্রা, কুড় (পাঠান্তর—হরীতকী) ও নিমছাল ইহাদের কাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা বাতরক্ত, কণ্ডু, পামা, রক্তমণ্ডল, দদ্রু, বিসর্প ও বিস্ফোট বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৯। ১০০

মধ্য মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ—মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুন্দে, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলকী, বাসক, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, পলতা, বেণামূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ কুষ্ঠের পরম ঔষধ, বাতরক্তের সংহর্ত্তা এবং কণ্ডু ও মণ্ডলের বিনাশকর্ত্তা ॥ ১০১—১০৩

বৃহন্মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ—মঞ্জিষ্ঠা, কুড়চী, গুলঞ্চ, মুতা, বচ, শুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, নিমছাল, পলতা, কটকী, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, তিন্তিড়ী, মূর্ব্বামূল, দেবদারু, ইন্দ্রযব, ভীমরাজ, পিপুল, বনডুমুর, আকনাদি, শতমূলী, খদির, ত্রিফলা, চিরতা, ঘোড়ানিম, অসন, সোন্দাল, শ্যামা (প্রিয়ঙ্গু), সোমরাজী, রক্তচন্দন, বরুণ, দন্তী, শেওড়া, বাসকছাল, ক্ষেতপাপড়া, অনন্তমূল, আতইচ, অনন্তা (দুরালভা), রাখালশসা ও রাস্না ইহাদের কষায় পান করিলে ত্বগ্‌দোষ, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত, রক্তদুষ্টজনিত রোগ, বিসর্প, ত্বক্‌শূন্যতা ও নেত্রজ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০৪—১০৬

লঘু মরিচাদি তৈল—সর্ষপ তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—মরিচ, তেউড়ী, মুতা, হরিতাল, মনছাল, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশসার মূল, করবীমূল, আকন্দ আটা ও গোময়রস প্রত্যেক ২ তোলা, বিষ ৪ তোলা। জল ১৬ সের ও গোমূত্র ৮ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ, শ্বিত্র, কণ্ডু, পামা, সিধ্ম, বিচর্চ্চিকা, পুণ্ডরীক, দদ্রু ও ত্বক্‌শূন্যতা বিনষ্ট হয় ॥ ১০৭—১১১

মহামরিচাদি তৈল—সর্ষপ তৈল /১৬ সের। কল্কার্থ—মরিচ, তেউড়ী, দন্তী, আকন্দ আটা, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশসারমূল, করবীমূল, হরিতাল, মনছাল, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলার মূল, মুতা, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে, শিরীষ, কুড়চী, নিমছাল, ছাতিমছাল, গুলঞ্চ, সীজের আটা, শ্যামালতা (পাঠান্তর—সোন্দাল), ডহরকরঞ্জ, খদিরসার, সোমরাজী (পাঠান্তর—পিপুল), বচ ও লতাকটকী প্রত্যেক ৮ তোলা, বিষ ১৬ তোলা। গোমূত্র ৬৪ সের। মৃৎপাত্রে বা লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিসন্তাপে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ ক্ষত, পামা, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু, কণ্ডু, বিস্ফোটক, বলী, পলিত, নীলিকা ও ব্যঙ্গ বিনষ্ট হয়। নিত্য মর্দ্দন করিলে শরীরের সৌকুমার্য্য হয়। প্রথম বয়সে যে স্ত্রী এই তৈলের নস্য গ্রহণ করে, বৃদ্ধ বয়সেও তাহার স্তনদ্বয় জরা প্রাপ্ত হইয়া স্খলিত হইয়া পড়ে না ॥ ১১২—১২০

তালকেশ্বররস—হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, পারদ, সোহাগার খৈ ও সৈন্ধব প্রত্যেক এক এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ (পারার সহিত গন্ধক মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিয়া লইবে), শঙ্খচূর্ণ দুইভাগ, এই সকল দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া তাহাতে সমস্ত দ্রব্যের ত্রিংশৎ অংশ বিষ মিশাইয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাহিষ ঘৃতের সহিত এই ঔষধ ২ মাষা মাত্রায় সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে সোমরাজী বীজ দুই তোলা, ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিবে। তালকেশ্বর নামক এই রস সর্ব্বকুষ্ঠ নাশক ॥ ১২১—১২৩

গলিতকুষ্ঠারিরস—পারদ, গন্ধক, তাম্র ভস্ম, লৌহ ভস্ম, গুগ্‌গুলু, চিতামূল, শিলাজতু, কুচিলা ও ত্রিফলা প্রত্যেকে সমান এক এক ভাগ, অভ্র চারিভাগ ও করঞ্জবীজ চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য মধু ও ঘৃত মর্দ্দন করিয়া একটি ঘৃতভাবিত ভোণ্ডে যত্ন পূর্ব্বক রাখিবে। এই ঔষধ প্রত্যহ ২ তোলা মাত্রায় সেব্য। পথ্য—শালিতণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধ ও মধু। কুষ্ঠ রোগে যাহার কর্ণ অঙ্গুলি ও নাসিকা খসিয়া পড়িয়াছে, এই ঔষধ সেবনে সেও কন্দর্পমূর্ত্তি হয়। ইহাতে স্ত্রীসঙ্গম নিষেধ। কুষ্ঠ বদ্ধমূল হইলে কেবলমাত্র অন্ন ও জল পথ্য ॥ ১২৪—১২৬

সিধ্মচিকিৎসা—কুড়, মূলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, সর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগেশ্বর এই ছয়টি দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল জাত সিধ্মও বিনষ্ট হয়। ইতি কেশর ষট্‌ক। মূলার বীজ আপাঙ্গের রসে মাড়িয়া তাহার প্রলেপ দিলে সিধ্ম বিনষ্ট হয়। কদলীর ক্ষার ও হরিদ্রা মর্দ্দন করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও সিধ্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দারুহরিদ্রা, মূলার বীজ, হরিতাল, দেবদারু ও তাম্বূল পত্র (পান) প্রত্যেক দুই দুই তোলা, শঙ্খ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা সিধ্মনাশক উত্তম ঔষধ ॥১২৭—১৩০

চর্ম্মদল-চিকিৎসা—আম্রপেশী (আমচুর) ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে চর্ম্মদল বিনষ্ট হয়। চর্ম্মদল রোগাক্রান্ত রোগী জলের সহিত শুষ্ক আমলকী কল্ক হস্ত দ্বারা রোগ স্থানে ঘর্ষণ করিলে চর্ম্মদল রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে ॥ ১৩১। ১৩২

পামার চিকিৎসা—জীরকাদ্য তৈল।—পেষিত জীরক ৮ তোলা ও সিন্দূর ৪ তোলা এই দুইটি দ্রব্যের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিবে। এই তৈল সর্ব্বপ্রকার পামানাশক॥ ১৩৩

আদিত্যপাক তৈল—মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, লাক্ষা, ঈশলাঙ্গলা, হরিদ্রা ও গন্ধক এই সকল দ্রব্যের চুর্ণ সর্ষপ তৈলে নিক্ষেপ করিয়া সূর্য্যতাপে পাক করিবে। ইহা পামানাশক উৎকৃষ্ট তৈল॥ ১৩৪

সৈন্ধব, চাকুন্দে, সর্ষপ ও পিপুল কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে পামা ও কণ্ডু বিনষ্ট হয়॥ ১৩৫

কচ্ছূচিকিৎসা—অর্কতৈল।—আকন্দ পত্রের রসে ও হরিদ্রার কল্কে সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে পামা কচ্ছু ও বিচর্চ্চিকা বিনষ্ট হয়॥ ১৩৬

কচ্ছূরাক্ষস তৈল—সর্ষপ তৈল /৮ সের। কল্কার্থ—মনছাল, হরিতাল, হীরাকস, গন্ধক, সৈন্ধব, স্বর্ণক্ষীরী, পাষাণভেদী, শুঁঠ, কুড়, পিপুল, ঈশলাঙ্গলা, করবীমূল, চাকুন্দে, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, দন্তী ও নিম্বপাতা, প্রত্যেক দুই দুই তোলা। আকন্দের আটা ৮ তোলা ও সীজের আটা ৮ তোলা। গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে দুঃসাধ্য কচ্ছু, পামা, কণ্ডু, ত্বগ্ ব্যাধি ও রক্তদুষ্টিজনিত ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়। কচ্ছুরাক্ষস নামক এই তৈল হারিত কর্ত্তৃক ভাষিত॥ ১৩৭—১৪১

সোন্দালপত্র, ডহরকরঞ্জপত্র, দ্রোণপুষ্পীপত্র (ঘলঘসিয়া পাতা), সর্ষপ, রাইসর্ষপ, হরিদ্রা, কুড়চী, যষ্টিমধু, মুতা, শুঁঠ, রক্তচন্দন, আমলকী, যমানী ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া এবং তাহাতে সর্ষপ তৈল মিশাইয়া উদ্বর্ত্তন (ধীরে ধীরে মর্দ্দন) করিলে কণ্ডু, পামা ও শীতপিত্তাদিরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥১৪২-১৪৪

দদ্রু চিকিৎসা—কুড়, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, হরিদ্রা, সৈন্ধব ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রুকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। দূর্ব্বা, মথা (ধান্যতৃণ বিশেষ), সৈন্ধব, চাকুন্দে ও কুঠেরক (বাবুই তুলসী) এই সকল দ্রব্য কাঁজী ও তক্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ তিনবার দিলে বদ্ধমূল দদ্রু ও কুষ্ঠ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। গণ্ডীলক নামক তৃণ শ্বেতসর্ষপ ও সীজপত্র এই দ্রব্যত্রয়ের প্রত্যেকটি সমপরিমাণে এবং চাকুন্দে দ্বিগুণ পরিমাণে লইয়া সেই সকল দ্রব্য প্রকৃত অবস্থায় আটগুণ গোতক্রে ভিজাইয়া রাখিবে। তিন দিনের পর উদ্ধৃত করিয়া সম্যক্ পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিবে। দদ্রু বনঘুঁটে দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে সাত দিন ঐ প্রলেপ দিলেই দদ্রু বিনষ্ট হইবে॥ ১৪৫—১৪৯

শ্বিত্রচিকিৎসা—বহেড়ার ত্বক্ এবং ডুমুরের মূলের ক্বাথ করিয়া এবং তাহাতে গুড় মিশাইয়া সেই ক্বাথের সহিত সোমরাজী বীজ চূর্ণ পান করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা পুণ্ডরীক কুষ্ঠও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সোমরাজী বীজ অর্দ্ধসের, হরিতাল অর্দ্ধপোয়া এবং মনছাল, গুঞ্জাফল (কুঁচ) ও চিতামূল এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্রস্থানের বর্ণ সবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণাপরাজিতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে একপক্ষে বা পক্ষাধিক সময়ে শ্বিত্র নষ্ট হয়। আমলকী ও খদিরসারের ক্বাথে সোমরাজী বীজচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে শঙ্খ চন্দ্র বা কুন্দপুষ্প তুল্য শ্বেতবর্ণ ধবলও বিনষ্ট হয়। মথিতের (নির্জল-বিলোড়িত দধির) সহিত কাকডুমুর ও সোমরাজী বীজচূর্ণ খাইলে কিংবা তৈলাভ্যক্ত হইয়া রৌদ্র সেবন ও তক্র (চতুর্থাংশ জলযুক্ত বস্ত্র গালিত দধি) পান করিলে শ্বিত্র নাশ হইয়া থাকে॥ ১৫০—১৫৪

সোমরাজী ঘৃত—ঘৃত চারিসের, কল্কার্থ—সোমরাজী বীজ অর্দ্ধসের, খদির অর্দ্ধপোয়া, এবং পটোলমূল, ত্রিফলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও কট্‌কী প্রত্যেক দুই দুইতোলা, শোধিত গুগ্‌গুলু একপোয়া যথাবিধি পাক করিবে। অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠের ইহা পরম ঔষধ। এই সোমরাজী ঘৃত শ্বিত্র কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্ত লোকদিগের হিতেচ্ছায় পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়॥ ১৫৫—১৫৮

ইতি কুষ্ঠাধিকার।

শীতপিত্তাধিকার

শীতপিত্তের বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান এবং সম্প্রাপ্তি—শীতল বায়ুর সংস্পর্শে প্রবৃদ্ধ কফ ও বায়ু পিত্তের সহিত (স্বহেতু কুপিত পিত্তের সহিত) সম্যক্ মিলিত হইয়া ত্বকে ও রক্তাদি ধাতুতে পরিসর্পণ করিয়া শীতপিত্ত রোগ উৎপাদন করে॥ ১

পূর্ব্বরূপ—শীতপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে পিপাসা, অরুচি, বমনবেগ, শরীরের অবসাদ ও গুরুতা এবং লোচনের লৌহিত্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ২

শীতপিত্তের লক্ষণ—এই রোগে শরীরের (ত্বকের উপরি) বোল্‌তাদংশন জনিত-শোথের ন্যায় শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাতে অত্যন্ত কণ্ডু ও তোদ, বমি, জ্বর এবং দাহ বিদ্যমান থাকে। শীতপিত্তে বায়ুর আধিক্য থাকে॥ ৩

উদর্দ্দের লক্ষণ—(উদর্দ্দ—শীতপিত্তেরই প্রকার ভেদ) উদর্দ্দশোথ—মধ্যনিম্ন, রক্তবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, ও মণ্ডলাকার। ইহা শৈশির ব্যাধি অর্থাৎ প্রায় শিশির ঋতুতেই উৎপন্ন হয়। উদর্দ্দে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে॥ ৪

কোঠ ও উৎকোঠের লক্ষণ—(ইহাও শীতপিত্তের প্রকার ভেদ)—বমনক্রিয়া দ্বারা সম্যগ্‌রূপে বমন না হইলে, বহির্গমনোন্মুখ পিত্ত শ্লেষ্মা ও ভুক্তান্নের অনির্গমহেতু শরীরে রক্তবর্ণ, কণ্ডুবিশিষ্ট ও মণ্ডলাকার বহুসংখ্যক শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাকেই কোঠ কহে। কোঠ—নিরনুবন্ধ অর্থাৎ উদ্গত হইবার কিছুক্ষণ পরে বিলয় প্রাপ্ত হয়, আর তাহা পুনরুদ্ভূত হয় না। কিন্তু তাহা যদি সানুবন্ধ হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও পুনঃ পুনঃ বিনাশশীল হয়, তাহা হইলে তাহা উৎকোঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৫

শীতপিত্ত-উদর্দ্দ-কোঠ ও উৎকোঠের চিকিৎসা-শীতপিত্ত রোগে—পলতা নিম ও বাসকের যোগে বমন এবং ত্রিফলা গুগ্‌গুলু ও পিপুল যোগে বিরেচন করান প্রশস্ত। ইহাতে সর্ষপতৈল অভ্যঙ্গ ও উষ্ণজলের পরিষেক হিতকর। মধুসংযুক্ত ত্রিফলা ও নবকার্ষিক খাইতে দিবে। নবকার্ষিক যথা—ত্রিফলা তিনকর্ষ, গুগ্‌গুলু ৫ কর্ষ এবং পিপুল এককর্ষ এই নবকর্ষ দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা শীতপিত্ত-অর্শঃ ও ভগন্দর রোগিদিগের হিতকর। ত্রিকটুচূর্ণ চিনির সহিত, আমলকীচূর্ণ গুড়ের সহিত এবং যমানীচূর্ণ ত্রিকটু ও যবক্ষারের সহিত খাইতে দিবে। পুরাণ গুড়ের সহিত আদার রস পান করিবে। ইহা শীত পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্যের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। শ্বেত সর্ষপ, হরিদ্রা, চাকুন্দে ও তিল এই সকল দ্রব্য পেষিত ও সর্ষপতৈলে মিশ্রিত করিয়া শীতপিত্তে উদ্বর্ত্তন (ধীরে ধীরে মর্দ্দন) করিবে। ইহা শীতপিত্তে হিতকর উদ্বর্ত্তন। গুড়ের সহিত যমানী খাইয়া সুপথ্য ভোজী হইলে সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্বদেহজ উদর্দ্দ বিনষ্ট হয়। কোঠ রোগে প্রথমে রোগিকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া বমন বিরেচন দ্বারা সংশুদ্ধ করিবে এবং মহাতিক্ত ঘৃত পান করাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। উৎকোঠ রোগে বমনবিরেচন দ্বারা রোগিকে সংশুদ্ধ দেহ করিয়া কুষ্ঠ নাশক চিকিৎসা করিবে। নিমের পাতা ও আমলকী ঘৃতের সহিত সদা প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বিস্ফোটক, কণ্ডু, ক্রিমি, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ কোঠ ও কফ বিনষ্ট হয়॥ ৬—১৪

আর্দ্রক খণ্ড—আদা একপ্রস্থ (৴৪ সের), গব্যঘৃত ৴১ সের, গব্যদুগ্ধ দুই প্রস্থ (৴৮ সের), চিনি একপ্রস্থ এবং পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, নাগেশ্বর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও শটী, প্রত্যেক ৮ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা—১ পল পর্য্যন্ত। এই আর্দ্রক খণ্ড প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, উৎকোঠ, যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অরোচক, বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত, শোথ, কণ্ডু ও ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনে জঠরানল প্রদীপ্ত, বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত এবং দেহ পুষ্ট হয়। অতএব এই আর্দ্রক খণ্ড সদা সেব্য॥ ১৫—২০

ইতি শীতপিত্ত-উদর্দ্দ-কোঠ ও উৎকোঠাধিকার

বিসর্পাধিকার

বিসর্পের বিপ্রকৃষ্ট নিদান সংখ্যা ও সম্প্রাপ্তি—লবণ অম্ল কটু ও উষ্ণাদির (আদিশব্দে চরকোক্ত হরিত শাক ও শিণ্ডাকী প্রভৃতির) সতত সেবন হেতু বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া বিসর্প রোগ উৎপাদন করে। শরীরের সকল স্থানে বিসর্পণ হেতু ইহা বিসর্প নামে অভিহিত। বিসর্প সাত প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ। বাতপিত্তজ বিসর্পকে আগ্নেয় বিসর্প, বাতশ্লেষ্মজ বিসর্পকে গ্রন্থিবিসর্প এবং পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্পকে কর্দ্দমক বিসর্প কহে, কর্দ্দমক বিসর্প অতি ভয়ানক॥ ১—৩

বিসর্পের দোষ ও দূষ্য—রক্ত, লসীকা, ত্বক্ ও মাংস এই চারিটি দূষ্য এবং বায়ু পিত্ত কফ এই তিনটি দোষ (দূষক) বিসর্পরোগের এই সাতটি উপাদান সামগ্রী। (কুষ্ঠেরও এই সাতটি উপাদান, তবে কুষ্ঠে ও বিসর্পে প্রভেদ এই—কুষ্ঠরোগে দোষ ও দূষ্য সকল গুলিই স্থিরভাবে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কার্য্য করে এবং ইহাতে রক্তপিত্তের প্রাবল্য থাকে না, কিন্তু বিসর্পরোগে দোষ দূষ্য সর্ব্ব শরীরে শীঘ্র শীঘ্র বিসর্পণ ক্রিয়া করে এবং ইহাতে রক্তপিত্ত প্রবল থাকে। তদ্ভিন্ন নিদানগতও বৈষম্য আছে;—ব্রাহ্মণ গুরুলোক প্রভৃতির অপমান ও পর দ্রব্য হরণাদি, কুষ্ঠরোগের নিদান কিন্তু উহা বিসর্পের নিদান নহে। কুষ্ঠরোগ সান্নিপাতিক, কিন্তু কাহার কাহার মতে বিসর্পরোগ পৃথক্ পৃথক্ দোষেও উদ্ভূত হইয়া থাকে)॥ ৪

বাতিক বিসর্পের লক্ষণ—বাতজনিত বিসর্পে বাতজ্বরের ন্যায় ব্যথা হয় অর্থাৎ মস্তকে হৃদয়ে গাত্রে ও উদরে শূলাদি বেদনা হইয়া থাকে। শোথে স্ফুরণ (দপ্ দপানি) সূচীবেধবৎ বা বিদারণবৎ অথবা আকর্ষণবদ্ বেদনা ও রোমাঞ্চ হয়॥ ৫

পৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ—ইহা শীঘ্র বিসর্পণশীল, অতি লোহিতবর্ণ এবং পিত্তজ্বর লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ৭

শ্লৈষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ—শ্লেষ্মজনিত বিসর্প কণ্ডুযুক্ত চিক্কণ এবং কফজ্বর লক্ষণযুক্ত।

সান্নিপাতিকবিসর্পের লক্ষণ—এই বিসর্পে উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ বিসর্পেরই লক্ষণ সকল মিশ্রিত ভাবে উদয় হয়॥ ৭

বাতপৈত্তিক বিসর্প লক্ষণ—বাতপৈত্তিক বিসর্পে (আগ্নেয় বিসর্পে) জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, পিপাসা, ভ্রম, অস্থিতে বিদারণবদ্ ব্যথা, অগ্নিমান্দ্য, তমক ও অরুচি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে সমস্ত অঙ্গ প্রদীপ্ত অঙ্গারব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বিসর্প শরীরের যে যে স্থানে বিসর্পণ করে, সেই সেই স্থান নির্ব্বাণ অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়, কখন কখন নীল বা রক্তবর্ণ হইতেও দেখা যায়। অগ্নিদগ্ধ স্থানবৎ চতুর্দ্দিক স্ফোটকব্যাপ্ত হয়। শীঘ্র গমনশীল বলিয়া ইহা হৃদয়াদি মর্ম্মস্থান সকলকে ত্বরায় আক্রমণ করে। তাহাতে বায়ু অতি প্রবল হইয়া অঙ্গে বেদনা জন্মায়, সংজ্ঞা ও নিদ্রানাশ করে এবং শ্বাস ও হিক্কা আনয়ন করে। রোগী এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে, চেষ্টা করিয়াও ভূমি শয্যা ও আসনাদি কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারে না। যন্ত্রণাভোগে ক্রমে ক্লিষ্ট অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হইয়া শেষে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া থাকে। ইহাই অগ্নিবিসর্প॥ ৮—১৩

বাতশ্লৈষ্মিকগ্রন্থিবিসর্প—দুষ্ট কফ কর্ত্তৃক বায়ু অবরুদ্ধ হইলে সেই অবরুদ্ধ বায়ু অবরোধক কফকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থির শ্রেণী উৎপাদন করে, অথবা ঐ বায়ু রক্তাধিক ব্যক্তির ত্বক্ শিরা স্নায়ু ও মাংসগত রক্তকে দূষিত করিয়া উক্ত প্রকারে গ্রন্থিমালারূপে উদ্ভাবিত করিয়া থাকে। এই গ্রন্থিমালা দীর্ঘ এবং গ্রন্থি সকল বর্ত্তুল স্থূল কঠিন ও রক্তবর্ণ। ইহাতে তীব্র বেদনা, প্রবল জ্বর, শ্বাস, কাস, অতিসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, মোহ (জ্ঞান বৈপরীত্য), বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহারই নাম গ্রন্থিবিসর্প। গ্রন্থিবিসর্প বাতশ্লেষ্মপ্রকোপসম্ভূত॥ ১৪—১৬

পিত্তশ্লৈষ্মিক-কর্দ্দমাখ্য বিসর্প লক্ষণ—ইহাতে জ্বর, জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরোবেদনা, শরীরের অবসাদ, হস্তপদাদি বিক্ষেপ, মুখলিপ্ততা, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থির বিদারণবদ্ বেদনা, পিপাসা, ইন্দ্রিয়-গুরুতা, অপক্কমল নির্গম ও স্রোতঃ সকলের লিপ্ততা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বিসর্প প্রায় আমাশয়েই উদ্ভূত হইয়া একদেশব্যাপী হয়। ইহা অতি পীত লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, চিক্কণ, কৃষ্ণ বা রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ, মলিন,

শোথবিশিষ্ট, গুরু, গম্ভীর পাক (ভিতরে পাকে), স্পর্শে অতি উষ্ণ, ক্লিন্ন, বিদীর্ণ, পঙ্কবর্ণ ত্বগ্‌বিশিষ্ট ও শবগন্ধী। এই রোগে মাংস গলিয়া পড়ে, সুতরাং শিরা ও স্নায়ু সকল স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। ইহাকেই কর্দ্দমাখ্য বিসর্প কহে॥ ১৭—২১

ক্ষতজ বিসর্প লক্ষণ—শস্ত্রাদি প্রহার, অথবা হিংস্রজন্তুর নখদন্তাদির আঘাত প্রভৃতি বাহ্য হেতু দ্বারা ক্ষত হইলে সেই ক্ষতনিবন্ধন বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে বিকৃত করিয়া কুলত্থকলাই সদৃশ আকৃতি-বিশিষ্ট স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত ও কৃষ্ণবর্ণ-রক্তসমন্বিত বিসর্প উৎপাদন করে। ইহাতে শোথ-জ্বর-বেদনা ও দাহ বিদ্যমান থাকে। (এই বিসর্প পিত্তজ-বিসর্পের অন্তর্ভুত জানিবে)॥ ২২।২৩

বিসর্পের উপদ্রব—জ্বর, অতিসার, বমি, ত্বক্ ও মাংসের বিদরণ, ক্লম, অরুচি ও অপরিপাক, বিসর্পে এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়॥ ২৪

সাধ্যাসাধ্য।—বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিসর্প সাধ্য; ত্রিদোষজ ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। পিত্তজবিসর্প যদি কজ্জলবর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই বিসর্প অর্থাৎ অগ্নিবিসর্প অসাধ্য। আর যে সকল বিসর্প মর্ম্মস্থানে জন্মে, তাহাদিগকে কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া জানিবে॥ ২৫

বিসর্প চিকিৎসা—বিসর্প রোগে বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া অবিদাহি-বিরেচন-বমন-প্রলেপ ও পরিষেক এবং রক্তমোক্ষণ করিবে। বাতজ-বিসর্পে রাস্না, নীলোৎপল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টি-মধু ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া এবং তাহাতে দুগ্ধ ও ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ বাতবিসর্পের নাশক। কেশুর, পানিফল, পদ্ম, শরতৃণ, শৈবাল (শেওলা), নীলোৎপল এবং কর্দ্দম এই সকল দ্রব্য পেষিত, ঘৃত সংযুক্ত ও বস্ত্র-খণ্ডের অভ্যন্তরীকৃত করিয়া পিত্তবিসর্পে প্রলেপ দিবে। এই সুশীতল প্রলেপ পিত্ত-বিসর্পের নাশক। ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, সমঙ্গা (লজ্জালু), করবীমূল, নলমূল ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য বাটিয়া শ্লেষ্মবিসর্পে তাহার প্রলেপ দিবে। অগ্নিবিসর্পে বাতপিত্ত প্রশমক, গ্রন্থি-বিসর্পে বাতশ্লেষ্ম প্রশমক, কর্দ্দমসংজ্ঞক বিসর্পে পিত্ত-শ্লেষ্ম-প্রশমক এবং ত্রিদোষজ বিসর্পে ত্রিদোষপ্রশমিকা ক্রিয়া (প্রলেপাদি প্রয়োগ) করিবে॥ ২৬—৩১

দশাঙ্গ লেপ—শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই দশটি দ্রব্য বাটিয়া এবং তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিসর্প, কুষ্ঠ, জ্বর ও শোথ বিনষ্ট হয়॥ ৩২

বিসর্পে পঞ্চবল্কলের, অথবা পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দনের প্রলেপ ও পরিষেক হিতকর। চিরতা, বাসক, কট্‌কী, পল্‌তা, ত্রিফলা, রক্তচন্দন ও নিম ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বিসর্প, দাহ, জ্বর, শোথ, কণ্ডু, বিস্ফোটক, তৃষ্ণা ও বমি প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠে ও বিবিধ ব্রণে যে সকল ঘৃত উক্ত হইয়াছে, বিসর্পরোগে সেই সকল ঘৃত পরিষেকে প্রলেপনে ও ভোজনে প্রয়োগ করিবে॥ ৩৩—৩৫

করঞ্জ তৈল—ডহরকরঞ্জ, ছাতিম, ঈশলাঙ্গলা, সীজের আটা, আকন্দের আটা, চিতা, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও বিষ এই সকল কল্কদ্রব্যের ও গোমূত্রের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে বিসর্প বিস্ফোট ও বিচর্চ্চিকা বিনষ্ট হয়॥ ৩৬

কুষ্ঠ-স্ফোটক ও মসূরিকারোগোক্ত চিকিৎসা দ্বারা বিসর্পরোগের নাশ হয়। বিসর্প সকল পাকিলে তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে॥ ৩৭

ইতি বিসর্পাধিকার।

স্নায়ুরোগাধিকার

স্নায়ুরোগের বিপ্রকৃষ্ট নিদান ও লক্ষণ—শাখাতে অর্থাৎ হস্তে বা পদে দোষ কুপিত হইয়া শোথোৎপাদন পূর্ব্বক সেই শোথকে ভেদ করত ক্ষত-স্থানে উষ্মার সহিত মাংসকে শোষণ করিয়া তন্তুনিভ সূত্র উৎপাদন করে। তক্রে শক্তু মর্দ্দিত করিয়া পিণ্ডাকার করত সেই পিণ্ড ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত হইতে ক্রমে ক্রমে সূত্র সরিয়া যায়। ছেদন করিলে সূত্র প্রকুপিত হয়, কিন্তু সূত্রের পতনে শোথের শান্তি হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার স্থানান্তরে জন্মে। ইহাই স্নায়ু-রোগ বলিয়া বিখ্যাত। ইহার চিকিৎসা বিসর্পবৎ উক্ত হইয়াছে। ভ্রম প্রমাদ বশতঃ বাহুর স্নায়ু কাটা হইলে বাহুর সঙ্কোচ এবং জঙ্ঘার স্নায়ু কাটা হইলে খঞ্জতা হইয়া থাকে॥ ১—৪

স্নায়ুরোগের চিকিৎসা—স্নায়ুরোগে যথোপযুক্ত স্নেহ স্বেদ ও প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে। শীতল জলের সহিত হিঙ্গু পান করিলে স্নায়ুরোগ বিনষ্ট হয়। ভেকমাংস কাঁজীতে সিদ্ধ করিয়া তদ্দারা স্বেদ দিলে, অথবা বাবলার বীজ কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অত্যুগ্র স্নায়ুরোগ নষ্ট হয়। গব্যঘৃত তিনদিন পান করিয়া তিনদিন নিসিন্দার স্বরস পান করিলে অত্যুগ্র স্নায়ুরোগ অবশ্য বিনষ্ট হয়,ইহাতে সংশয় নাই। করেলার মূল শীতল জলে পেষণ করিয়া গন্ধর্ব্বগন্ধ (অশ্বগন্ধা) ঘৃতের সহিত পান করিলে সত্রণ উগ্র তন্তুক রোগ আশু বিনষ্ট হয়। আতইচ, মুতা, বামুনহাটী, শুঁঠ, পিপুল ও বহেড়া ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে তন্তু বিনষ্ট হয়। শজিনার মূল ও পত্র এবং সৈন্ধব কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে স্নায়ুকব্যাধির প্রশম হইয়া থাকে। কলেকাড়ার মূল জলে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ক্ষত হইতে নিঃসংশয় স্নায়ু নিঃসারিত হয় ॥৫-১১

ইতি স্নায়ুরোগাধিকার।

বিস্ফোটকাধিকার

·:*:·

বিস্ফোটকের বিপ্রকৃষ্ট নিদান ও সম্প্রাপ্তি—কটু-অম্ল-তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-বিদাহি রুক্ষ ও ক্ষার দ্রব্য ভোজন, অসম্যক্‌পক্ক দ্রব্যভোজন, অধ্যশন, আতপ সেবন, ঋতুদোষ (ঋতুহেতুজ শীতোষ্ণাদির অতিযোগ), ঋতুবিপর্য্যয় (ঋতুচিত-আহারবিহারের বৈপরীত্য) এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া ত্বক্‌কে আশ্রয় করত রক্ত মাংস ও অস্থিকে দূষিত করিয়া অতি ভয়ঙ্কর বিস্ফোটক সকল উৎপাদন করে। বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর প্রকাশ হয় ॥ ১।২

বিস্ফোটক পূর্ব্বরূপ—দেহের কোন কোন স্থানে অথবা সর্ব্বদেহে অগ্নিদগ্ধনিভ ও জ্বরসমন্বিত যে সকল স্ফোটক জন্মে, তাহাদিগকে বিস্ফোটক কহে। বিস্ফোটক রক্তপিত্তজ ব্যাধি।

টীকা—"রক্তপিত্তজ" বলায় বুঝিতে হইবে যে, সকল বিস্ফোটকেই রক্তপিত্তের প্রধানকারণত্ব থাকে। যেমন সকল শূলেই বায়ুর প্রভুত্ব থাকে, ইহাতেও তদ্বৎ রক্তপিত্তের প্রভুত্ব থাকে, অপিচ বায়ুর অনুগতত্বও থাকে বুঝিবে। এসম্বন্ধে ভোজ বলিয়াছেন—"রক্তপিত্ত বায়ুর অনুগত হইয়া ত্বকে অগ্নিদগ্ধনিভ-সর্ব্বদেহগত বিস্ফোটক উৎপাদন করে" ॥ ৩

বাতিক বিস্ফোটক—শিরোবেদনা, অত্যন্ত শূলনি, জ্বর, তৃষ্ণা, পর্ব্বভেদ ও স্ফোটকের কৃষ্ণবর্ণতা এইগুলি বাতজ বিস্ফোটকের লক্ষণ ॥৪

পৈত্তিক বিস্ফোটক—জ্বর, দাহ, বেদনা, স্রাবনির্গম, পাক, তৃষ্ণা ও স্ফোটকের পীত লোহিত-বর্ণতা এইগুলি পিত্তজ বিস্ফোটকের লক্ষণ ॥ ৫

শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটক—বমি, অরুচি, অঙ্গের জড়তা, স্ফোটকের কণ্ডূতি, কাঠিন্য বেদনাল্পতা ও পাণ্ডুবর্ণতা এইগুলি কফজ বিস্ফোটকের লক্ষণ। কফজ বিস্ফোটক বিলম্বে পাকে ॥ ৬

কফপৈত্তিক বিস্ফোটক—বিস্ফোটকের কণ্ডূতি, দাহ, জ্বর, বমি এইগুলি কফপৈত্তিক বিস্ফোটকের লক্ষণ ॥ ৭

বাতপৈত্তিক বিস্ফোটক—বাতপৈত্তিক বিস্ফোটকে তীব্র বেদনা থাকে।

বাতশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটক—বিস্ফোটকের কণ্ডূতি, স্তৈমিত্য ও গুরুতা এইগুলি বাতশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকের লক্ষণ ॥ ৮

সান্নিপাতিক বিস্ফোটক-ইহা নিম্নমধ্য ও উন্নতপ্রান্ত, কঠিন ও অল্পপাকবিশিষ্ট, ইহাতে দাহ, রক্তবর্ণতা, তৃষ্ণা, মোহ (বিপরীতজ্ঞান), বমি, মূর্চ্ছা (সর্ব্বথা জ্ঞানশূন্যতা), বেদনা, জ্বর, প্রলাপ, কম্প ও তন্দ্রা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। সান্নিপাতিক বিস্ফোটক অসাধ্য ॥ ৯

রক্তজ বিস্ফোটক—পিত্তপ্রকোপক হেতু দ্বারা (কটু-অম্লাদি কারণ দ্বারা) রক্ত দুষ্ট হইয়া বিস্ফোটক উৎপাদন করে। ইহা কুঁচের ন্যায় রক্তবর্ণ। ইহাতে বিদাহ ও রক্তস্রাব হয়। শত শত প্রত্যক্ষফল ঔষধ দ্বারাও ইহার প্রশম হয় না ॥ ১০

এই আট প্রকার বাহ্য-বিস্ফোটক বর্ণিত হইল। অভ্যন্তরেও বিস্ফোটক জন্মে। আভ্যন্তর-বিস্ফোটকে অত্যন্ত ব্যথা ও জ্বর হয়। যাহা বহির্গত হইলে রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে কিন্তু যদিতাহার বহির্গমন না হয়। তাহা হইলে তাহাতে বাতিক বিস্ফোটকের চিকিৎসা করিবে ॥ ১১। ১২

বিস্ফোটকের উপদ্রব। তৃষ্ণা, শ্বাস, মাংস-পচন, দাহ, হিক্কা, মদ (মত্ততবৎ), জ্বর, বিসর্প ও মর্ম্মব্যথা (হৃদয়ব্যথা) এই গুলি বিসর্পের উপদ্রব ॥ ১৩

বিস্ফোটোপদ্রবের লক্ষণান্তর—হিক্কা, শ্বাস, অরুচি, তৃষ্ণা, অঙ্গমর্দ্দ, হৃদয়ে ব্যথা, বিসর্প, জ্বর ও বমনবেগ, কোন কোন পণ্ডিত বিস্ফোটকের এই সকল উপদ্রব লক্ষণ পাঠ করিয়া থাকেন ॥ ১৪

সাধ্যত্বাদি—একদোষজ বিস্ফোটক সাধ্য, দ্বিদোষজ বিস্ফোটক কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং ত্রিদোষজ বিস্ফোটক ও ভূরি উপদ্রবান্বিত বিস্ফোটক অসাধ্য। ত্রিদোষজ বিস্ফোটক অতি ভয়ানক ॥ ১৫

বিস্ফোটক চিকিৎসা—দোষবল বিবেচনা করিয়া বিস্ফোটকে উপবাস, বমন, পথ্যভোজন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। পুরাণ শালিতণ্ডুল, যব, মুগ, মসূর ও অড়হর এই খাদ্যগুলিকে বিস্ফোটকে হিতকর বলিয়া মুনিগণ বর্ণন করিয়াছেন।

বাতজ বিস্ফোটকে দশমূলী, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে। এই ক্বাথ পানে আশু বাতজ বিস্ফোটক সকল বিনষ্ট হয়।

পৈত্তিক বিস্ফোটকে দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, খর্জ্জুর, পলতা, নিমছাল, বাসকছাল, কট্‌কী, খৈ ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথে চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে।

শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে—চিরতা, বচ, বাসকছাল, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, কুড়চী, নিমছাল ও পলতা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

চিরতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, মুতা, বাসকছাল, পলতা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, ত্রিফলা ও ইন্দ্রযব এই দ্বাদশটি দ্রব্যের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোটকের নাশক। ইন্দ্রযব তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বিস্ফোটক বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চ, পলতা, চিরতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, খদির কাষ্ঠ ও মুতা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বিস্ফোটকের জ্বর নিবারিত হয়। চন্দন, নাগেশ্বর পুষ্প, অনন্তমূল, কাঁটানটের মূল, শিরীষছাল ও জাতীপত্র এই সকল দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটকের দাহ বিনষ্ট হয়। নীলোৎপল, রক্তচন্দন, লোধ, বেণামূল অনন্তমূল ও শ্যামালতা এই সকল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটের দাহ ও বেদনা নষ্ট হয়। পুত্রজীবের মজ্জা জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সবেদন কাস স্ফোটক, বিস্ফোটক, কক্ষগ্রন্থি, গলগ্রন্থি, কর্ণগ্রন্থি ও তাম্রস্ফোটক আশু বিনষ্ট হয় ॥ ১৬—২৮

ইতি বিস্ফোটাধিকার

ফিরঙ্গরোগাধিকার।

ফিরঙ্গ দেশে এই রোগ অধিক পরিমাণে হয় বলিয়া ব্যাধিবিশারদগণ ইহাকে ফিরঙ্গ ব্যাধি নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১

বিপ্রকৃষ্ট নিদান—ফিরঙ্গ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্র সংস্পর্শ করিলে কিংবা ফিরঙ্গ রোগান্বিত স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিলে এই ফিরঙ্গ নামক রোগ উৎপন্ন হয়। ইহার নামান্তর গন্ধরোগ। ইহা আগন্তুজ ব্যাধি। এই ব্যাধি উৎপন্ন হওয়ার পর ইহাতে বাতাদিদোষের সংক্রম হয়। অতএব দোষের লক্ষণ দেখিয়া বাতাদিসম্বন্ধ স্থির করিবে ॥ ২। ৩

ফিরঙ্গের রূপ—ফিরঙ্গ ত্রিবিধ, যথা বাহ্য আভ্যন্তর ও বহিরন্তর্ভব। ইহাদের লক্ষণ বলিতেছি শুন,—বাহ্য ফিরঙ্গ দেখিতে বিস্ফোট সদৃশ, অল্প বেদনান্বিত, ইহা স্ফুটিত হইলে (ফাটিয়া গেলে) ব্রণবৎ হয়। বাহ্য ফিরঙ্গ সুখসাধ্য। আভ্যন্তর ফিরঙ্গ সন্ধিস্থানে উৎপন্ন হয়। ইহা আমবাত সদৃশ, ইহাতে ব্যথা ও শোথ জন্মে। আভ্যন্তর ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য ॥ ৪—৬

উপদ্রব—দেহের কৃশতা, বলক্ষয়, নাসাভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিশোষ ও অস্থির বক্রতা এইগুলি ফিরঙ্গের উপদ্রব ॥ ৭

সাধ্যত্বাদি।—নূতন উৎপন্ন উপদ্রব শূন্য বাহ্য ফিরঙ্গ সাধ্য। আভ্যন্তর ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য। ক্ষীণ ব্যক্তির বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গ উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত ও পুরাতন হইলে অসাধ্য হয় ॥ ৮। ৯

ফিরঙ্গ চিকিৎসা—কর্পূর রস—পূর্ব্ব চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে, রসকর্পূর প্রয়োগ করিলে ফিরঙ্গ রোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়। রসকর্পূর যে নিয়মে ভক্ষণ করিতে হয় তাহা বলিতেছি শুন, সেই নিয়মে ভক্ষণ করিলে মুখ ফোলে না। ভক্ষণ নিয়ম যথা—ময়দা জলে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে একটি কুপিকা (ঠুলী)

প্রস্তুত করিবে। সেই কূপিকা মধ্যে ৪ কুঁচ পরিমিত পারদ (রসকর্পূর) নিহিত করিয়া কূপিকাটি এরূপ সাবধানে গুটিকাকার করিবে যেন বহির্ভাগে পারদ দৃষ্ট না হয়। তৎপরে লবঙ্গের সূক্ষ্ম চূর্ণ তাহাতে মাখাইয়া এমন সাবধানে জলের সহিত ঐ গুটিকা গিলিয়া খাইবে যেন তাহা দন্তস্পর্শ না হয়। ঔষধ সেবনানন্তর তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে। শাক অম্ল ও লবণ ত্যাগ করিবে। বিশেষতঃ শ্রম আতপ পর্য্যটন ও স্ত্রীসঙ্গ অবশ্য বর্জ্জন করিবে॥ ১০—১৪

সপ্তসালি বটী—পারদ অর্দ্ধ তোলা, খদির অর্দ্ধ তোলা, আকরকরা এক তোলা ও মধু দেড় তোলা, এই সকল দ্রব্য খলে ফেলিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহাতে সাতটি বটী প্রস্তুত করিবে। ঐ বটী এক একটি করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে জলের সহিত ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গ রোগ বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবন করিয়া অম্ল ও লবণ বর্জ্জন করিবে॥ ১৫—১৭

ধূমপ্রয়োগ—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও বিড়ঙ্গ ২ তোলা এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করণ পূর্ব্বক তাহাতে ৭টি বটী প্রস্তুত করিবে। এক একটি বটী অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম প্রয়োগ করিলে সাতদিনে নিশ্চয় ফিরঙ্গ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৮। ১৯

অর্দ্ধ তোলা পারদ, পীতপুষ্প-বেড়েলা পত্রের রসে হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। যতক্ষণ পারদ অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিতে হইবে। তদনন্তর সেই হস্তকে স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিবে। অম্ল লবণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইরূপ প্রক্রিয়া সাত দিন করিলে ফিরঙ্গ বিনষ্ট হইবে।

নিম্বপত্র একভাগ, হরীতকী ও আমলকী প্রত্যেকে নিম্ব পত্রের অষ্টমাংশ, হরিদ্রা নিম্বপত্রের ষোড়শাংশ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ, জলের সহিত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় খাইলে বাহ্য ও আভ্যন্তর ফিরঙ্গ নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। তোপচিনি চূর্ণ মধুর সহিত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে ফিরঙ্গ ব্যাধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঔষধ সেবন করিয়া লবণ ত্যাগ করিবে। রোগী যদি লবণ ত্যাগ করিতে একান্তই না পারে, তাহা হইলে অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ সেবন করিতে দিবে। সৈন্ধব লবণ মধুর। উহা হিতকর।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও খদির ২ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে হরিদ্রা, নাগেশ্বর, বড়এলাইচ, ছোটএলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শ্বেত-চন্দন, রক্তচন্দন, পিপুল, বংশলোচন, জটামাংসী ও তেজপত্র এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এক এক তোলা লইয়া উক্ত কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর উহা ১৬ তোলা মধু ও ১৬ তোলা ঘৃতের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ১ তোলা মাত্রায় ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গ ক্ষত অবশ্য বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালজাত অন্য মহাব্রণও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সেবনে মুখাভ্যন্তর ফোলে না। ঔষধ-সেবী এক বিংশতি দিন লবণ ত্যাগ করিবে॥ ২০—৩০

ইতি ফিরঙ্গাধিকার

মসূরিকা (বসন্ত)-রোগাধিকার।

—:০***০:—

মসূরিকার বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান এবং সম্প্রাপ্তি—কটু অম্ল লবণ ও ক্ষার দ্রব্য (যবক্ষারাদি) ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন (মিলিত ক্ষীরমৎস্যাদি ভোজন), অধ্যশন (পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন বা অধিক ভোজন), দুষ্ট অন্ন শিম্বি ও শাকাদি ভোজন, সবিষ কুসুম সংস্পর্শ দূষিত বায়ু ও জল সেবন এবং দেশের প্রতি ক্রূর গ্রহের (রাহু-শনৈশ্চরাদির) দৃষ্টি এই সকল কারণে বাতাদিদোষ প্রকুপিত ও দুষ্ট রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূর কলায়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট যে সকল পিড়কা উৎপাদন করে তাহাদিগকে মসূরিকা কহে॥ ১। ২

পূর্ব্বরূপ—জ্বর, কণ্ডু, গাত্রবেদনা, অনবস্থিত চিত্ত, ভ্রম, ত্বকের স্ফীতি ও বিবর্ণতা এবং চক্ষুর লৌহিত্য এই সকল লক্ষণ মসূরিকা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পায়॥ ৩

বাতজ মসূরিকা—ইহাতে ফোট সকল কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ, তীব্র বেদনাযুক্ত ও কঠিন। ইহা বিলম্বে পাকে। বাতজ মসূরিকায় সন্ধি, অস্থি ও পর্ব্বস্থানে বিদারণবৎ বেদনা, কাস, কম্প, অনবস্থিতচিত্ত, ভ্রম, তালু ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ, তৃষ্ণা ও অরুচি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৪। ৫

পিত্তজ মসূরিকা—ইহার স্ফোট সকল রক্ত পীত বা শ্বেতবর্ণ, দাহ ও তীব্র বেদনান্বিত। ইহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে॥ ৬

রক্তজ মসূরিকা—ইহাতে মলভেদ, অঙ্গকুট্টন, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখপাক, নেত্রের লৌহিত্য ও সুদারুণ তীব্রজ্বর এই সকল এবং পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়॥ ৭

কফজ মসূরিকা—ইহার স্ফোট সকল শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অতি স্থূল, কণ্ডুবিশিষ্ট ও অল্প অল্প বেদনাযুক্ত। ইহা বিলম্বে পাকে। কফজ মসূরিকায় কফস্রাব, স্তৈমিত্য, শিরোরোগ, গাত্রগুরুতা, বমনযোগ, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৮। ৯

সান্নিপাতিক মসূরিকা—ত্রিদোষজ মসূরিকা নীলবর্ণ, চিপিটকবৎ চেপ্‌টা, মধ্যভাগে নিম্ন, মহাবেদনান্বিত ও পূতিস্রাব নিঃসারক। ইহা বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও বিলম্বে পাকে॥ ১০

সপ্তধাতুগত মসূরিকার লক্ষণ—রসস্থ—রসগত মসূরিকা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট; ইহাতে দোষের অধিক প্রকোপ থাকে না (চলিত ভাষায় ইহাকে পানি বসন্ত কহে), ইহা বিদীর্ণ হইলে জলবৎ স্রাব বহির্গত হয়॥ ১১

রক্তস্থ—রক্তগত মসূরিকা রক্তবর্ণ ও পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট। ইহা শীঘ্র পাকিয়া থাকে। এই বসন্ত সাধ্য কিন্তু রক্তদুষ্টির আধিক্য থাকিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য। বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে রক্ত নির্গত হয়॥ ১২

মাংসস্থ—মাংসগত মসূরিকা কঠিন, স্নিগ্ধ ও পুরু চর্ম্মবিশিষ্ট। ইহা বিলম্বে পাকে। ইহাতে নিরন্তর গাত্রশূল, কণ্ডু, মূর্চ্ছা, দাহ ও তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে॥ ১৩

মেদোগত—মেদোগত মসূরিকা মণ্ডলাকার, কোমল, কিঞ্চিৎ উন্নত, ঘোর জ্বর কারক, স্থূল, চিক্কণ ও বেদনান্বিত। ইহাতে রোগির মনোবিভ্রম, অরতি (অস্থির চিত্ততা) ও সন্তাপ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। দৈবাৎ কেহ বা এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ১৪

অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকা—অস্থি ও মজ্জগত মসূরিকা ক্ষুদ্রাকৃতি, গাত্রসবর্ণ, রুক্ষ, চিড়ার ন্যায় চেপ্‌টা ও কিঞ্চিৎ উন্নত। ইহাতে অত্যন্ত মোহ, বেদনা ও অরতি উপস্থিত হয়। মর্ম্মস্থান সকল যেন ছিন্ন হইতে থাকে, অস্থি সকল যেন ভ্রমর দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে ঐরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়। ইহা আশু প্রাণনাশক॥ ১৫। ১৬

শুক্রগত মসূরিকা—ইহা দেখিতে পক্বাভ কিন্তু পক্ব নহে, ইহা চিক্কণ, কোমল ও অতি বেদনাযুক্ত। ইহাতে স্তৈমিত্য, অরতি, মূর্চ্ছা, দাহ ও মত্ততা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। শুক্রগত মসূরিকা নিশ্চয় প্রাণনাশক।

উল্লিখিত সপ্তধাতুগত বসন্তে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষজ বলিয়া জানিবে॥ ১৭। ১৮

চর্ম্মজ মসূরিকা—চর্ম্মসংজ্ঞিত এক প্রকার মসূরিকা আছে, তাহা অতি দুশ্চিকিৎস্য, তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, স্তব্ধতা, প্রলাপ ও অরতি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়॥ ১৯

রোমান্তিকা—রোমকূপের ন্যায় উন্নতি বিশিষ্ট রক্তবর্ণ যে সকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে রোমান্তী (হাম) বলে। তাহাতে কাস ও অরুচি এই লক্ষণ দ্বয় বিদ্যমান থাকে। রোমান্তী কফপিত্তজ ব্যাধি। ইহা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর হইয়া থাকে॥ ২০

সাধ্যাস্থ—রসগত, রক্তগত, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও শ্লেষ্মপিত্তজ মসূরিকা সুখসাধ্য। ইহারা বিনা চিকিৎসাতেও প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২১

কষ্টসাধ্যতম—বাতজ, বাতপিত্তজ ও বাতশ্লেষ্মজ মসূরিকা কষ্টসাধ্যতম। অতএব যত্নপূর্ব্বক ইহাদের চিকিৎসা করিবে॥ ২২

অসাধ্য—সান্নিপাতিক মসূরিকা অসাধ্য। ইহাদের লক্ষণ বলিতেছি শুন;—ইহাদের কতকগুলি প্রবালের ন্যায় লোহিতবর্ণ, কতকগুলি বা জামফল তুল্য কৃষ্ণচিক্কণ, কতক গুলি লৌহ গুড়ক সদৃশ রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি বা অতসীফল সন্নিভ (তমালফল তুল্য বর্ণ) তদ্‌ভিন্ন দোষভেদেও ইহাদের বর্ণ বহুবিধ হইয়া থাকে॥ ২৩।২৪

অপর অসাধ্য লক্ষণ—মসূরিকা রোগে কাস, হিক্কা, চিত্তবিভ্রম, সুদারুণ তীব্রজ্বর, প্রলাপ, অরতি, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, অতিঘূর্ণতা (অতি নিদ্রা), মুখ দিয়া, নাসিকা দিয়া ও চক্ষুদিয়া রক্তস্রাব এবং কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দোৎপাদন পূর্ব্বক সুদারুণ শ্বাস নির্গম এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে॥ ২৫—২৭

অরিষ্ট লক্ষণ—মসূরিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি মুখ ব্যতিরেকে কেবল নাসিকা দিয়াই ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করে এবং যদি সে তৃষ্ণার্ত্ত ও বায়ুদূষিত অর্থাৎ অপতানকাদি বাতব্যাধি গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে গতায়ু জানিবে॥ ২৮

মসূরিকাহেতুক শোথ বিশেষ—মসূরিকা নিবৃত্তির পরে কখন কখন কূর্পরে (কণুইয়ে) মণিবন্ধে ও স্কন্ধদেশে শোথ উৎপন্ন হয়। তাহা অতি কষ্টপ্রদ ও দুশ্চিকিৎস্য।

কোন কোন মসূরিকা বিনা যত্নেও প্রশমিত হয়, কোন কোন মসূরিকা অতি কষ্টে নিবারিত হয়, কোন

কোন মসূরিকা প্রশমিত হয় নাও বা হয়, আবার কোন কোন মসূরিকা প্রশমিত হয়ই না। অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক মসূরিকা রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ২৯।৩০

মসূরিকা চিকিৎসা—কুষ্ঠরোগে যে সকল লেপনাদি ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং পিত্তশ্লেষ্মবিসর্পে যে সকল ক্রিয়া কথিত হইয়াছে, মসূরিকা রোগে তৎসমুদায় হিতকর ও প্রশস্ত।

মসূরিকার প্রারম্ভে শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিয়া তাহা হেলেঞ্চা শাকের রসের সহিত, অথবা কেবল হেলেঞ্চা শাকের রস পান করিবে। দ্বিপঞ্চমূলী (দশমূলী), রাস্না, আমলকী, বেণামূল, তুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা ইহাদের ক্কাথ পান করিলে বাতজ মসূরিকা নিবৃত্ত হয়। বাতজ মসূরিকায় মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও যজ্ঞডুমুর ইহাদের ত্বক্ বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা বাতজ মসূরিকার সর্ব্বোতোভাবে হিতকর ॥ ৩১—৩৪

মসূরিকা পাকিবার সময়, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল ও দাড়িম এই সকল দ্রব্য গুড়-সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হয় না, অথচ মসূরিকা সকল পাকিয়া উঠে। মসূরিকা রোগে শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও মসূরের দাইল, মধুররস ও সৈন্ধব লবণ অল্প মাত্রায় পথ্য করিতে দিবে। পিত্তজ মসূরিকার প্রথমেই পটোলমূলের ক্কাথ ওই ক্ষুমূলের স্বরস পান করিতে দিবে। নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পলতা, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, বেণামূল, কট্‌কী, আমলকী, বাসকছাল ও তুরালভা ইহাদের ক্কাথ শীতলীকৃত ও শর্করা সংযুক্ত করিয়া পিত্তজ-মসূরিকায় প্রয়োগ করিবে। এই ক্কাথ, দাহে জ্বরে বিসর্পে ও পিত্তাধিক ব্রণেও প্রযোজ্য। রক্তমোক্ষণ দ্বারা রক্তজ মসূরিকা সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বাসক ছাল, মুতা, চিরতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, তুরালভা, পলতা ও নিমছাল ইহাদের ক্কাথ মধুসহ পান করিলে কফজ মসূরিকা প্রশমিত হয়। শিরীষ-ছাল, যজ্ঞডুমুরছাল, খদির ও নিমপত্র পেষণ করিয়া কফসম্ভূত ও পিত্তসমুত্থিত মসূরিকায় প্রলেপ দিবে। নিম, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পলতা, কট্‌কী, শ্বেত-চন্দন ও রক্তচন্দন, বেণামূল, আমলকী, বাসক ছাল ও তুরালভা ইহাদের ক্কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। এই নিম্বাদি ক্কাথ পান করিলে জ্বর ও বিসর্পসংযুক্ত সর্ব্বদোষজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়। যে মসূরিকা গাত্রে উত্থিত হইয়া বসিয়া যায়, কাঞ্চনছালের ক্কাথে স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সে মসূরিকা পুনর্ব্বার বাহির হইয়া আইসে। মসূরিকায় মুখে ও কণ্ঠে ক্ষত হইলে, আমলকীফল ও যষ্টিমধুর ক্কাথ করিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া গণ্ডূষধারণার্থ তাহা প্রয়োগ করিবে। এবং গবেধু (গড়গড়ে) ও যষ্টিমধুর ক্কাথ দ্বারা নেত্রদ্বয়ে পরিষেক করিবে। যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মূর্ব্বা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নীলোৎপল, বেণামূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা, ইহাদের প্রলেপ ও আশ্চ্যোতন হিতকর। ইহা দ্বারা নেত্রজাত মসূরিকা বিনষ্ট হয় এবং পুনর্ব্বার আর মসূরিকা জন্মে না। বহুবারত্বকের (চালিতা ছালের) প্রলেপ দ্বারাও নেত্রজাত মসূরিকা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পঞ্চ বল্কলের দ্বারা, কাহারও মতে পঞ্চবল্কলের ভস্ম দ্বারা, কাহারও মতে গোময়চূর্ণ দ্বারা, ক্লেদযুক্ত মসূরিকা অবচূর্ণিত করিবে। করলাপত্রের রসে হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে রোমান্তী-জ্বর বিসর্প ও ব্রণের প্রশম হয় ॥ ৩৫—৫১

মসূরিকাবিশেষ শীতলাধিকার।

শীতলাদেবী কর্ত্তৃক আক্রান্ত যে মসূরিকা, তাহাই শীতলানামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভূতাধিষ্ঠিত বিষমজ্বর যেরূপ ইহাও তদ্রূপ জানিবে। শীতলা সপ্তবিধ, তাহাদের প্রভেদ পরে বর্ণন করিব।

অগ্রে জ্বর, পরে বৃহৎ স্ফোট সমূহ দ্বারা শীতলা উৎপন্ন হয়। ইহা এক সপ্তাহে বহির্গত হয়, দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তৃতীয় সপ্তাহে স্বয়ং শুষ্ক ও স্খলিত হইয়া থাকে। শীতলা সমূহের মধ্যে যদি কোন শীতলা পাকিয়া ফাটিয়া যায় ও স্রাব নিঃসারণ করে, তাহা হইলে তাহা বন-গোময় ভস্ম দ্বারা অবধূলিত করিবে অর্থাৎ তাহার উপর বনগোময়ভস্ম ছড়াইয়া দিবে। নিমের শাখা ও পদ্মদল দ্বারা মক্ষিকা অপসারণ করিবে। জ্বর থাকিলেও শীতলায় শীতল জল দিবে, তাহা পাক করিবে না। শীতলা রোগিকে শীতল-মনোরম-পবিত্র-নির্জ্জন স্থানে রাখিবে। অশুচি অবস্থায় তাহাকে স্পর্শ করিবে না এবং তাহার নিকটে যাইবে না। অনেক চিকিৎসক ইহাতে ভেষজ প্রয়োগ করেন না, আবার অনেকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেই অনেকের মত বর্ণন করিতেছি;—তাঁহারা বলেন;—যে সকল শীতলারোগী নিম, বহেড়ার বীজ ও হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া পান করে, শীতলাবিকার সকল তাহাদের দেহে কদাচ পীড়াকর হয় না। শীতলার পূর্ব্বরূপাবস্থায় যে ব্যক্তি মোচার রসের সহিত, শ্বেতচন্দনের সহিত, বাসকের রসের সহিত, অথবা মধুর সহিত, কিংবা জাতীপত্রের রসের সহিত যষ্টিমধু পান করে, তাহার শীতলাবিকার হয় না। শীতলা রোগে রক্ষার সহিত (শীতলার কবচ-ধারণাদির সহিত) শীতল ক্রিয়া করিবে। গৃহাভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকে নিম্বপত্র সকল বান্ধিয়া রাখিবে। রোগির গৃহে উচ্ছিষ্টদ্রব্য কদাচ প্রবেশ করাইবে না। স্ফোটক সকলে দাহ উপস্থিত হইলে শুষ্ক গোময় চূর্ণ

তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। তদ্দারা স্ফোটক সকল শুষ্ক হইবে, পাকিবে না। রক্তচন্দন, বাসকছাল, মুতা, গুলঞ্চ ও দ্রাক্ষা ইহাদের শীতকষায় শীতলা-জ্বরনাশক। জপ, হোম, উপহার (বলি), দান, স্বস্ত্যয়ন, অর্চ্চন, ব্রাহ্মণ-গো-শম্ভু ও গৌরীর পূজন এই সকল কার্য্য দ্বারা শীতলার প্রশম করিবে। শ্রদ্ধান্বিত ব্রাহ্মণ শীতলার নিকট শীতলা দেবীর স্তোত্র পাঠ করিবেন। স্তোত্র পাঠ দ্বারা শীতলা প্রশমিত হইবে॥ ৩৫—৩৬

শীতলা প্রশান্ত্যর্থ কাশীখণ্ডোক্ত শীতলাষ্টক স্তোত্র পাঠ করিবে। যথা—"স্কন্দ উবাচ" হইতে "ভক্তি-শ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ।" পর্য্যন্ত। মন্ত্রের অনুবাদ অনাবশ্যক, এই জন্য অনুবাদ করা গেলনা॥ ৬৭—৭৯

শীতলার ভেদ—বাতশ্লেষ্ম হইতে কোদ্রবা নামে একপ্রকার শীতলা উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিতে কোদ্রবাকৃতি। কেহ তাহাকে বলেন পক্ক কিন্তু তাহা পাকে না। কোদ্রবা জলশূকবৎ অঙ্গ সকলকে বিশেষ রূপে বেধ করে, অর্থাৎ তাহাতে শরীর সূচীবেধবদ্ ব্যথায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু তাহা বিনা ঔষধে সাত দিনে বা দশদিনে শান্তি পাইয়া থাকে। যদিই বা কোদ্রবার শান্তির জন্য ঔষধ দিতে হয়, তাহা হইলে খদিরাষ্টকের ক্বাথ দিবে। উষ্মা দ্বারা উষ্মজারূপা (শ্বেত সর্ষপাকৃতি) অন্য একপ্রকার শীতলা জন্মে, তাহা অত্যন্ত চুল্‌কায় এবং চুল্‌কাইলে সুখবোধ হয়। পানিসহা নামে খ্যাত আর একপ্রকার শীতলা উৎপন্ন হয়, (তাহাকে চলিতভাষায় লোকে অভৌরী কহে)। পানিসহা সাত দিনেই স্বয়ং শুকাইয়া যায়। অন্য একপ্রকার শীতলা উদ্ভূত হয়, তাহার বর্ণ পীতসর্ষপের ন্যায়, দেখিতেও সর্ষপাকৃতি। ইহা সর্ষপিকা নামে খ্যাত। ইহাতে অভ্যঙ্গ বর্জ্জন করিবে। (কিঞ্চিৎ উষ্ম নিমিত্ত শ্বেত সর্ষপাকৃতি আর একপ্রকার শীতলা উৎপন্ন হয়। ইহা প্রায় বালকদিগেরই হইয়া থাকে। এই শীতলা বিনাক্লেশে স্বয়ংই শুষ্ক হয়। (ইহা দুঃখ-কোদ্রবা নামে লোকে প্রসিদ্ধ)। কোঠবৎ (বোলতা দংশনজনিত শোথবৎ) অপর একপ্রকার শীতলা জন্মে, তাহা লোহিত বর্ণ এবং উন্নত-মণ্ডলাকার। তাহা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর হয় এবং সেই জ্বর তিন দিন থাকে। এই শীতলায় শরীরে ব্যথা হয়। (মগধ দেশে ইহা দাম এবং বঙ্গদেশে হাম নামে খ্যাত)। আর এক-প্রকার শীতলা জন্মে, তাহা একস্ফোটে বহুস্ফোটকের মিলন হেতু বহুস্ফোটাও দেখায়। তাহা কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মজা নামে (চমর গোটী নামে) অভিহিত। এই সাত প্রকার শীতলা, শীতলা দেবীর অধিষ্ঠিত জানিবে। এই সকল শীতলায় শীতলোচিত আচরণ আশু অবলম্বন করিবে॥ ৮০—৮৮

সাধ্যত্বাদি।—এই সকল শীতলার মধ্যে কতকগুলি বিনা যত্নে প্রশমিত হয়, কতকগুলি অতি কষ্টে নিবারিত হয়, কতকগুলি শীতলা প্রশমিত হয় বা নাও হয়, এবং কতকগুলি শীতলা যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিলেও প্রশমিত হয় না॥ ৮৯

ইতি মসূরিকা-শীতলাধিকার।

ক্ষুদ্ররোগাধিকার।

ক্ষুদ্ররোগের মধ্যে পলিত রোগের নিদান ও লক্ষণ কথিত হইতেছে—ক্রোধ-শোক ও শ্রমজনিত দেহোষ্মা এবং পিত্ত শিরোগত হইয়া কেশ সকলকে অকালে পক্ক করে। ইহাকেই পলিত বা চুল পাকা কহে।

টীকা। **দেহোষ্মা**—দেহাগ্নি। পিত্ত—ভ্রাজকাখ্য পিত্ত। ক্রোধ হেতু পিত্ত কুপিত ও শিরোগত হইয়া কেশকে পাকায়। শোক ও শ্রমহেতু বায়ুকুপিত হইয়া দেহোষ্মাকে মস্তকে লইয়া যায়। "একদোষ প্রকুপিত হইয়া অন্যদোষদ্বয়কেও কুপিত করে" এই বচন হেতু বাতপিত্ত দ্বারা শ্লেষ্মাও কোপিত হইয়া থাকে। সেই শ্লেষ্মাই কেশের শুক্লত্ব সম্পাদন করে। এই প্রকার তিনটি দোষই পলিতের হেতু হইয়া থাকে। পলিত অর্থাৎ কেশের শুক্লবর্ণতা॥ ১

পলিতের চিকিৎসা—লৌহচূর্ণ ২ তোলা, আমের আটীর শাস ১০ তোলা, আমলকীফল ২ টা, হরীতকী ২টা এবং বহেড়া ১ টা, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া লৌহপাত্রে একরাত্রি রাখিবে। ইহার প্রলেপ দিলে অচিরে পলিত নষ্ট হয়, তাহাতে সংশয় নাই।

তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—গাম্ভারীমূল, ঝাঁটিফুল, কেয়ামূল, লৌহচূর্ণ, ভীমরাজ ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৮ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক এক মাসকাল মৃত্তিকা মধ্যে পুঁতিয়া রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া মস্তকে রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কাশকুসুম সদৃশ শুভ্রবর্ণ কেশও ভ্রমসন্নিভ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ত্রিফলা, নীলপত্র, ভীমরাজ ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য মেষমূত্রে পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে পক্ককেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়॥ ২—৩

ইন্দ্রলুপ্তের (টাকের) নিদান, সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—কুপিত পিত্ত ও বায়ু পরস্পর মিলিত এবং লোমকূপানুগত হইয়া তত্রত্য কেশ সকলকে উঠাইয়া দেয়। দুষ্ট শ্লেষ্মা ও রক্ত ঐ কেশকূপ সকলকে রুদ্ধ করিয়া রাখে। তজ্জন্য ঐ স্থানে অন্য কেশ উঠে না। ইহাকেই ইন্দ্রলুপ্ত, খালিত্য বা রুহ্যা কহে॥ ৬। ৭

ইন্দ্রলুপ্তের চিকিৎসা—তিক্ত পটোলী পত্রের স্বরসে তিন দিন নিয়ত ইন্দ্রলুপ্ত স্থান ঘর্ষণ করিলে দীর্ঘকাল জাত ইন্দ্রলুপ্তও প্রশমিত হয়। গোক্ষুর ও তিল পুষ্প সমপরিমিত মধু ও ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া তদ্বারা মস্তক প্রলেপিত করিলে মস্তক কেশে ব্যাপ্ত হয়। হস্তিদন্ত-ভস্ম ও রসাঞ্জন ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্তে কি, হস্ততলেও কেশ উঠিয়া থাকে। যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও কিস্‌মিস্ ইহাদের কল্কে তৈল ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া তাহা মস্তকে লেপন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত প্রশমিত এবং কেশ সকল ঘন ও দৃঢ় হয়। জাতী, ডহরকরঞ্জ, বরুণ, করবী ও চিতা এই সকলের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে নিঃসংশয় ইন্দ্রলুপ্ত বিনষ্ট হয়॥ ৮—১২

স্নুহীদুগ্ধাদি তৈল—সিজের আটা, আকন্দের আটা, ঈশলাঙ্গলা, ভীমরাজ, বিষ, কুঁচ, রাখালশসা, শ্বেতসর্ষপ ও শ্বেত বচ এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং ছাগমূত্র ও গোমূত্র ইহাদের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত ও খালিত্য বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৩। ১৪

দারুণকের লক্ষণ—এই রোগে কেশভূমি দারুণ (কর্কশ), কণ্ডুযুক্ত, রুক্ষ (ও ফাটা ফাটা) হয়। ইহা বাতশ্লেষ্ম প্রকোপজ ব্যাধি। (চলিত ভাষায় ইহাকে রুসী বা খুস্‌কী কহা গিয়া থাকে)॥ ১৫

দারুণকের চিকিৎসা—পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তাহাতে মধুসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে দারুণক বিনষ্ট হয়। আম্রবীজ (আমের কেশীর শাঁস) ও হরীতকী এই দ্রব্যদ্বয় সমভাগে লইয়া দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও দারুণক রোগ প্রশম প্রাপ্ত হয়। পোস্তদানা দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও দারুণক বিনষ্ট হয়। গুঞ্জাফলের (কুঁচের) কল্ক এবং ভীমরাজের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে কণ্ডু, দারুণক ও কপালকুষ্ঠ দূরীভূত হয়। ইতি গুঞ্জাদি তৈল॥ ১৬—১৮

অরুংষিকা লক্ষণ—কফ রক্ত ও ক্রিমিকোপে মস্তকে যে বহুমুখ ও বহুক্লেদ বিশিষ্ট ব্রণ সমূহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অরুংষিকা কহে॥ ১৯

চিকিৎসা—নীলোৎপলের কেশর, আমলকী ও যষ্টিমধু বাটিয়া প্রলেপ দিলে অরুংষিকা বিনষ্ট হয়॥ ২০

ত্রিফলাদ্য তৈল—ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভীমরাজ, নীলোৎপল, অনন্তমূল ও সৈন্ধব এই সকল কল্ক দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখিলে অরুংষিকা নষ্ট হয়॥ ২১

ইরিবেল্লিকালক্ষণ—উগ্র বেদনা ও জ্বরসমন্বিত বর্ত্তুলাকার যে পিড়কা মস্তকে জন্মে, তাহাকে ইরিবেল্লিকা কহে। ইহা ত্রিদোষজ ও ত্রিদোষলক্ষণান্বিত॥ ২২

চিকিৎসা—পৈত্তিক বিসর্পের যে চিকিৎসা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভিষক্ ইরিবেল্লিকারও সেই চিকিৎসা করিবেন॥ ২৩

পনসিকা লক্ষণ—কর্ণাভ্যন্তরে উগ্র বেদনাযুক্ত স্থির যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে পনসিকা কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি॥ ২৪

চিকিৎসা—প্রথমে পনসিকায় স্বেদ দিবে। পরে মনছাল, কুড়, হরিদ্রা, হরিতাল ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে। পনসিকা পাকিয়াছে বুঝিলে তাহা কাটিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে॥ ২৫

পাষাণগর্দ্দভের লক্ষণ—হনুসন্ধিতে অল্প বেদনান্বিত স্থির ও চিক্কণ যে শোথ জন্মে, তাহাকে পাষাণগর্দ্দভ কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ।

চিকিৎসা—পাষাণ-গর্দ্দভে প্রথমে স্বেদ দিবে। পরে পনসিকা রোগোক্ত দ্রব্য সমূহের কল্ক উষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। বাতশ্লৈষ্মিক শোথনাশক অন্যান্য কল্কেরও প্রলেপ দিবে। পাষাণগর্দ্দভ পাকিয়াছে দেখিলে তাহা কাটিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। জলৌকা দ্বারা রক্ত নির্হরণ করিলে বিনা ঔষধে পাষাণগর্দ্দভ প্রশমিত হয়। ইহা বহুস্থলে পরিদৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া লিখিত হইল॥ ২৭—২৯

মুখদূষিকালক্ষণ—যুবা ব্যক্তিদিগের মুখে শিমুল কাঁটার ন্যায় যে সকল ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে মুখদূষিকা (যৌবনব্রণ) কহে। ইহা কফ মারুত ও রক্তদোষে উদ্ভূত হইয়া থাকে। (যুবা ব্যক্তিদিগেরই মুখে স্বভাবতঃ ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।)॥ ৩০

চিকিৎসা—মুখলেপের মাত্রা—মুখপ্রলেপের হীনমাত্রা—এক অঙ্গুলের চতুর্থাংশ পুরু, মধ্যমমাত্রা—এক অঙ্গুলের তৃতীয়াংশ পুরু এবং শ্রেষ্ঠমাত্রা—অর্দ্ধাঙ্গুল পুরু হইবে। মুখপ্রলেপের স্থিতিকাল—যে পর্য্যন্ত না প্রলেপ শুষ্ক হয়, সে পর্য্যন্ত প্রলেপ থাকিবে। শুষ্ক হইলেই তুলিয়া ফেলিবে। কারণ শুষ্কপ্রলেপ গুণহীন হয় এবং তাহা ত্বক্‌কে দূষিত করিয়া থাকে॥ ৩১। ৩২

মুখলেপ—লোধকাষ্ঠ, ধনে ও বচ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা গোরোচনা ও মরিচের প্রলেপ দিলে, তথা শ্বেত সর্ষপ, বচ, লোধকাষ্ঠ ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে যৌবন-পিড়কার নাশ হয়। বমন করাইলেও যৌবনোদ্ভূত পিড়কা আশু বিনষ্ট হয়। কেবলমাত্র তীক্ষ্ণ শিমূল কাঁটা দুগ্ধে পেষণ করিয়া তিনদিন মুখে প্রলেপ দিলে যৌবনপিড়কা বিনষ্ট হয় এবং মুখ পদ্মোপম হইয়া থাকে॥ ৩৩—৩৫

ব্যঙ্গের লক্ষণ—ক্রোধ ও শ্রমহেতু বায়ু ও পিত্ত প্রকুপিত এবং মুখে সমুপস্থিত হইয়া শ্যাববর্ণ অনুন্নত বেদনাহীন যে মণ্ডল উৎপাদন করে, তাহাকে মুখব্যঙ্গ (মেচেতা) কহে॥ ৩৬

নীলিকা লক্ষণ—মুখে বা গাত্রে উক্ত ব্যঙ্গ-লক্ষণান্বিত অর্থাৎ অনুন্নত ও বেদনাহীন মণ্ডল যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নীলিকা বলে। (ব্যঙ্গ ও নীলিকায় প্রভেদ এই—ব্যঙ্গ শ্যাববর্ণ (কৃষ্ণ-মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ) নীলিকা অতি কৃষ্ণবর্ণ। ভোজ বলেন—ব্যঙ্গ কেবল মুখেই হয়, নীলিকা গাত্রে হইয়া থাকে)॥ ৩৭

ব্যঙ্গ ও নীলিকার চিকিৎসা—শিরাবেধ (রক্তমোক্ষণ) প্রলেপ ও অভ্যঙ্গ দ্বারা ব্যঙ্গ, নীলিকা, ন্যচ্ছ ও তিলকালকের চিকিৎসা করিবে। বটাঙ্কুর ও মসুর কলাই বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ নষ্ট হয়। মধু সংযুক্ত মঞ্জিষ্ঠা প্রলেপ ব্যঙ্গে প্রশস্ত। শশকের রক্ত-লেপনও ব্যঙ্গে হিতকর। বরুণছাল ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ নাশ পায়। জায়ফলের প্রলেপে ব্যঙ্গ ও নীলিকা প্রশমিত হয়। আকন্দের আটা ও হরিদ্রা একত্র মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দীর্ঘকালজাত মুখকৃষ্ণতা দূরীভূত হয়। মসুর-দাউল দুগ্ধে পেষিত এবং ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া সপ্তাহকাল প্রলেপ দিলে মুখ পদ্মোপম হইয়া থাকে। বটের পাণ্ডুবর্ণ পত্র (কচিপাতা), মালতীপুষ্প, রক্ত-চন্দন, কুড়, কালীয়ক (পীতচন্দন) ও লোধকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিলে যৌবনপিড়কা ও ব্যঙ্গ বিনষ্ট হয়। এই প্রলেপ দ্বারা মুখ নীলিকাদি বর্জ্জিত হইয়া থাকে॥ ৩৮—৪৪

কুঙ্কুমাদ্যতৈল—তৈল ✓৮ সের। কল্কার্থ—কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, লোধকাষ্ঠ, বকমকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, কালীয়ক (পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠ), বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্ম, কুড়, গোরোচনা, হরিদ্রা, লাক্ষা, দারুহরিদ্রা, গৈরিক, নাগেশ্বর, পলাশ-কুসুম, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর, মালতীপুষ্প, মোম, শ্বেতসর্ষপ ও মহাভরী বচ ইহাদের প্রত্যেক দুই দুই তোলা, দুগ্ধ ৩২ সের। মৃদু অগ্নিতাপে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মুখে মাখিলে ব্যঙ্গ নীলিকা তিল-কালক, মাষক, ন্যচ্ছ, মুখদূষিকা, পদ্মিনীকণ্টক ও জতুমণি বিনষ্ট হয়। এই তৈল মর্দ্দনে মুখমণ্ডল পূর্ণ-চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ সুন্দর হইয়া থাকে॥ ৪৫—৫০

বল্মীকের লক্ষণ—গ্রীবা, স্কন্ধ, কক্ষ (বাহু-মূল, বগল), হস্ত ও পদদেশে, সন্ধিস্থলে ও গলদেশে বল্মীকবৎ বহুশিখর বিশিষ্ট যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বল্মীক কহা যায়। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। এই ব্যাধি অচিকিৎসিত হইলে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্রাব ও বেদনাযুক্ত উন্নতাগ্র বহুমুখ বিসর্পবৎ বিসর্পিত হয়। ইহা দীর্ঘকাল জন্মিলে চিকিৎসার বিশেষ অযোগ্য হইয়া থাকে॥ ৫১। ৫২

চিকিৎসা—শস্ত্র দ্বারা বল্মীককে কাটিয়া তাহা ক্ষার ও অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে এবং অর্শ্বোক্ত বিধানে শোধন করিয়া ব্রণের রোপণ করিবে। বল্মীক যদি অত্যন্ত বর্দ্ধিত না হয় এবং মর্ম্মস্থানে না জন্মে, তাহা হইলে বমনবিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন করিয়া শোণিত মোক্ষণ করিবে। কুলত্থের মূল, গুলঞ্চ, সৈন্ধব-লবণ, সোন্দালের মূল, দন্তীমূল, শ্যামামূল, তিলচূর্ণ ও যবশক্তু এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে এবং ঐ সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃতাক্ত ও সুখোষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উপনাহ দিবে। বল্মীক পাকিয়াছে বুঝিলে উহার গতি সকল (নালী সকল) বিশেষরূপে অবগত হইয়া শস্ত্র দ্বারা চিরিয়া দিবে এবং তাহাতে ব্রণচিকিৎসোক্ত প্রদেহ (প্রলেপ বিশেষ) প্রয়োগ করিবে। দুষ্ট মাংস সকল ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা অপনয়ন করিবে। ব্রণ বিশুদ্ধ হইয়াছে জানিলে রোপণ ঔষধ দ্বারা ব্রণের রোপণ করিবে॥ ৫৩—৫৮

মনঃশিলাদ্যতৈল—মনঃশিলা, হরিতাল, ভেলা, ছোট এলাইচ, অগুরু, চন্দন ও জাতীপত্র এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং অর্কের সহিত বিষতৈল যথা-বিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বহুচ্ছিদ্র ও বহুব্রণ বল্মীকও বিনষ্ট হয়। হস্তপদের উপরিজাত বহুচ্ছিদ্র দ্বারা আবৃত ও শোথান্বিত যে বল্মীক, তাহা বর্জ্জন করিবে॥ ৫৯। ৬০

কক্ষা ও গন্ধনামার লক্ষণ—বাহু, কক্ষা (বগল), স্কন্ধ ও পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত যে স্ফোটক জন্মে, তাহাকে কক্ষা কহে। কক্ষা পিত্তপ্রকোপজ ব্যাধি। বাহু প্রভৃতি স্থানে কক্ষোক্ত এক একটি স্ফোটকসন্নিভ পিড়কাকে গন্ধনামা কহে। ইহাও পিত্তপ্রকোপজ ব্যাধি॥ ৬১। ৬২

ইহাদের চিকিৎসা—পূর্ব্বোক্ত পৈত্তিক বিসর্পের চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসক কক্ষার ও গন্ধ-নামার চিকিৎসা করিবেন॥ ৬৩

অগ্নিরোহিনী লক্ষণ—কক্ষা ভাগে মাংস-বিদারক, অন্তর্দাহ ও জ্বরকারক, প্রদীপ পাবকসন্নিভ যে সকল বিস্ফোট জন্মে, তাহাদিগকে অগ্নিরোহিনী কহে। ইহা সান্নিপাতিক অসাধ্য ব্যাধি। এই রোগে সাত দিনে দশ দিনে বা পনর দিনে রোগির মৃত্যু হয়।

টীকা। বাতপিত্ত ও কফ প্রকোপেই যথাক্রমে সাত দিনে দশ দিনে রোগির মৃত্যু ঘটে। অগ্নিরোহিনী অচিকিৎসিত হইলে রোগিকে বিনাশ করে কিন্তু চিকিৎসিত হইলে উহা সাধ্য হইয়া থাকে। যেহেতু চরকে অগ্নিরোহিনীর চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে ॥ ৬৪ । ৬৫

চিকিৎসা—পিত্তবিসর্প বিধানে অগ্নিরোহিনীর চিকিৎসা করিবে। ইহাতে লঙ্ঘন দিবে, রক্তমোক্ষণ ও রুক্ষ ক্রিয়া সংশোধন করিবে। অগ্নিরোহিনী প্রবৃদ্ধ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৬৬

বিদারিকা লক্ষণ—কক্ষা (বগল) ও বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে বিদারীকন্দের ন্যায় (ভূমিকুষ্মাণ্ডের মত) সম্বদ্ধ ও রক্তবর্ণ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিদারিকা কহে। ইহা সর্ব্বদোষজ ও সর্ব্বলক্ষণান্বিত ॥ ৬৭

চিকিৎসা—বিদারিকায় প্রথমে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ হিতকর। বিদারিকা পাকিলে তাহা চিরিয়া দিয়া ব্রণবিধানে চিকিৎসা করিবে ॥ ৬৮

চিপ্পের লক্ষণ—বায়ু ও পিত্ত নখের মাংসকে দূষিত করিয়া দাহ ও পাক বিশিষ্ট যে রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে চিপ্প (অঙ্গুলিবেষ্ট, আঙ্গুলহাড়া) কহে ॥ ৬৯

কুনখের লক্ষণ—অভিঘাতে নখ দুষ্ট হইয়া রুক্ষ (চিক্কণতাহীন) শ্বেতবর্ণ ও খরস্পর্শ হইলে তাহাকে কুনখ অথবা কুলীর কহা গিয়া থাকে ॥ ৭০

চিপ্প ও কুনখের চিকিৎসা—রক্ত-মোক্ষণ ও সংশোধন দ্বারা চিপ্পের চিকিৎসা করিবে। পরে তাহার উষ্মা অপগত হইয়াছে বুঝিলে তাহাতে উষ্ণ বারি সেচন করিবে। প্রয়োজন হইলে শস্ত্র দ্বারাও চিপ্প বিদারণ করিয়া তাহা হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে। তৎপরে ব্রণোক্তবিধানে ক্ষতের রোপণ করিবে। লৌহ পাত্রে হরিদ্রার স্বরসে হরীতকী ঘর্ষণ করিলে তাহাতে যে কল্ক উৎপন্ন হইবে, সেই কল্ক দ্বারা পুনঃপুনঃ চিপ্প প্রলিপ্ত করিবে। গাম্ভারীর সাতটি কচি পত্রে চিপ্প পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলে আশু চিপ্প প্রশমিত হয়। শ্লেষ্মবিদ্রধিবিধানে কুনখের চিকিৎসা করিবে। নখ-কোটি মধ্যে সোহাগার খৈ প্রবেশিত করিলে কুনখের শান্তি হয় ॥ ৭১—৭৫

পরিবর্ত্তিকালক্ষণ—লিঙ্গ অতি মর্দ্দিত, অতি প্রপীড়িত বা অভিহত হইলে তদ্দ্বারা ব্যান বায়ু কুপিত হইয়া লিঙ্গ চর্ম্মকে আশ্রয় করিলে ঐ চর্ম্ম দূষিত ও পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাতে বেদনা ও দাহ হইয়া থাকে এবং ইহা কদাচিৎ পাকে। লিঙ্গমণির অধোভাগে ঐ চর্ম্মকোশ গ্রন্থিরূপে লম্বমান হয়। ইহাকেই পরিবর্ত্তিকা কহে। বাতজ পরিবর্ত্তিকা বেদনান্বিত কিন্তু উহাতে শ্লেষ্মা অনুগ হইলে সকণ্ডু ও কঠিন হইয়া থাকে।

টীকা। পরিবর্ত্তিকায় যখন দাহ ও পাক থাকে, তখন উহা বাতজ হইলেও উহাতে পিত্তেরও অনুবন্ধ থাকে বুঝিতে হইবে ॥ ৭৬—৭৮

চিকিৎসা—পরিবর্ত্তিকাকে প্রথমে ঘৃতাভ্যক্ত, তৎপরে স্বেদ দ্বারা সুস্বিন্ন করিয়া ত্রিরাত্র বা পঞ্চরাত্র বাতঘ্ন শাল্বণাদি দ্বারা উপনাহ দিবে। তদনন্তর চর্ম্মকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া শস্ত্র দ্বারা পাটিত করিবে (চিরিয়া দিবে) এবং লিঙ্গমণিকে ধীরে ধীরে টিপিয়া চর্ম্ম মধ্যে প্রবেশিত করিবে। লিঙ্গমণি চর্ম্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে উপনাহ স্বেদ দিবে। পরে বাতহর বস্তি প্রয়োগ করিবে এবং রোগিকে স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করাইবে ॥ ৭৯ । ৮০

অবপাটিকার লক্ষণ—অনার্ত্তবা বালিকার সূক্ষ্মমুখ-যোনিতে হর্ষ বা বলপূর্ব্বক গমন করা প্রযুক্ত, অথবা হস্তাভিঘাত দ্বারা, কিংবা বলপূর্ব্বক মর্দ্দন বা পীড়ন দ্বারা, অথবা শুক্রবেগ দ্বারা লিঙ্গচর্ম্ম উদ্বর্ত্তিত হইলে অর্থাৎ স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে যদি ঐ চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে অব-পাটিকা কহা গিয়া থাকে। বাতপ্রকোপে অবপাটিকা খরস্পর্শ রুক্ষ সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনান্বিত, পিত্তপ্রকোপে পীত বা রক্তবর্ণ এবং দাহ ও তৃষ্ণা সমন্বিত; কফ-প্রকোপে কঠিন স্নিগ্ধ কণ্ডুযুক্ত ও স্বল্প বেদনান্বিত হইয়া থাকে ॥ ৮১—৮৩

চিকিৎসা—স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা অব-পাটিকার চিকিৎসা করিবে।

নিরুদ্ধ প্রকাশের লক্ষণ—লিঙ্গ বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইলে চর্ম্মকোশ যদি লিঙ্গমণিকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করে এবং তজ্জন্য যদি মণি বদ্ধ, সুতরাং মূত্র-স্রোতও রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে নিরুদ্ধ প্রকাশ (নিরুদ্ধ প্রকাশ) কহে। মূত্রস্রোত যদি সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মন্দ মন্দ ধারে অল্প বেদনার সহিত মূত্র অল্প অল্প প্রবর্ত্তিত হয় কিন্তু রুদ্ধ হইলে মূত্র একবারে বন্ধ হইয়া যায়। নিরুদ্ধপ্রকশে মণি বিবৃত হয় না। বাতসম্ভূত নিরুদ্ধপ্রকশ অধিক বেদনান্বিত হইয়া থাকে। (আর্ষত্ব হেতু নিরুদ্ধপ্রকাশের স্থলে নিরুদ্ধ প্রকশ হইয়াছে)।

চিকিৎসা—লৌহ নির্ম্মিত, কাষ্ঠ নির্ম্মিত বা জতু-নির্ম্মিত একটা দ্বিমুখ শলাকা ঘৃতাক্ত করিয়া নিরুদ্ধপ্রকাশ

প্রবেশিত করিয়া দিবে। এবং শুশুকের বা শূকরের বসা দ্বারা,অথবা বাতঘ্ন ঔষধযুক্ত চক্র তৈল দ্বারা নিরুদ্ধপ্রকশ পরিষেক করিবে। তিন তিন দিন অন্তর অপেক্ষাকৃত স্থূলতর শলাকা মূত্রমার্গে প্রবেশিত করিয়া মূত্রস্রোত বিবর্দ্ধিত করিবে। এবং রোগিকে স্নিগ্ধ অন্ন পথ্য দিবে। অথবা সেবনী রক্ষা পূর্ব্বক নিরুদ্ধপ্রকশ ভেদ করিয়া সদ্যঃক্ষতবৎ চিকিৎসা করিবে॥ ৮৬—৮৮

সন্নিরুদ্ধ গুদ লক্ষণ—পুরীষের বেগ ধারণ হেতু অপান বায়ু কুপিত হইয়া মল নির্গম মার্গকে রুদ্ধ ও সূক্ষ্মদ্বার করে। মলমার্গের সূক্ষ্মত্ব হেতু পুরীষ অতি কষ্টে নির্গত হয়। ইহারই নাম—সন্নিরুদ্ধ গুদ। ইহা অতি ভয়ানক॥ ৮৯। ৯০

চিকিৎসা—সন্নিরুদ্ধগুদে বাতহর তৈল সকল দ্বারা পরিষেক করিবে। অথবা নিরুদ্ধপ্রকশের চিকিৎসাও করিবে॥ ৯১

বৃষণকচ্ছূ লক্ষণ—স্নান ও উদ্বর্ত্তন বর্জ্জিত ব্যক্তির অণ্ডকোষের মলা ঘর্ম্ম দ্বারা ক্লিন্ন হইলে তাহাতে কণ্ডু জন্মে। এবং কণ্ডুয়ন হেতু শীঘ্রই স্ফোটক ও স্রাব উৎপন্ন হয়। ইহাকেই বৃষণকচ্ছু কহে। ইহা শ্লেষ্মরক্তপ্রকোপজ ব্যাধি॥ ৯২। ৯৩

চিকিৎসা—ধুনা, কুড়, সৈন্ধব ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া নিয়ত উদ্বর্ত্তন (মর্দ্দন) করিলে বৃষণকণ্ডু প্রশমিত হয়। ইহাতে পামারোগের ও অহিপূতন রোগের নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসাও করিবে॥ ৯৪।৯৫

অহিপূতনের লক্ষণ—শিশুদিগের গুহ্যদেশের মলমূত্র বা ঘর্ম্ম ধুইয়া না দিলে ক্লেদ হেতু ঐ স্থানে, রক্তকফোদ্ভব কণ্ডু জন্মে। এবং কণ্ডুয়ন হেতু শীঘ্রই তথায় স্ফোট (ক্ষত) ও স্রাব উৎপন্ন হয়। পরে ক্ষত সকল একীভূত হইয়া অতি কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। ইহাকেই অহিপূতনক কহে॥ ৯৬। ৯৭

চিকিৎসা—অহিপূতন রোগে প্রথমে সংশোধন দ্বারা ধাত্রীর স্তন্য শোধন করিবে। ত্রিফলা ও খদিরের কাথে ক্ষত সকল ধৌত করিবে। এবং শঙ্খচূর্ণ, সৌবীর (সাদা সুর্ম্মা) ও যষ্টিমধুর প্রলেপ দিবে॥ ৯৮

গুদভ্রংশের লক্ষণ—অতিশয় কুন্থন ও অতি তরল মল প্রবর্ত্তন হেতু রুক্ষ ও দুর্ব্বল দেহ ব্যক্তির গুদনাড়ী বহির্গত হইলে তাহাকে গুদভ্রংশ রোগ কহা যায়॥ ৯৯

চিকিৎসা—গুদভ্রংশে গুদনাড়ীকে ঘৃতাদি স্নেহ দ্বারা অভ্যক্ত এবং স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া দিবে। গুদনাড়ী প্রবিষ্ট হইলে একখান সচ্ছিদ্র গব্যচর্ম্ম দ্বারা যত্নপূর্ব্বক গুহ্যমার্গ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি কোমল পদ্মিনী পত্র চিনি সহ নিত্য খায়, তাহার গুদনাড়ী নির্গত হয় না। মূষিকের বসা দ্বারা গুদভ্রংশে প্রলেপ দিবে। অথবা মূষিকের মাংস দ্বারা গুদভ্রংশে স্বেদ প্রদান করিবে। বৃক্ষাম্ল (মহাদা বা তেঁতুল), চিতামূল, আমরুল, বিল্ব, আকনাদি ও যবক্ষার গুদভ্রংশ রোগী এই সকল দ্রব্য তক্রের সহিত নিত্য সেবন করিবে। ইহা অগ্নির দীপক॥ ১০০—১০৩

মূষক তৈল—মূষিক মাংস ও দশমূল এই উভয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া তাহাদের কাথ ও কল্কসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈলের অভ্যঙ্গে গুদভ্রংশ এবং গুদশূল ও ভগন্দর বিনষ্ট হয়॥ ১০৪।১০৫

শূকর দংষ্ট্রের লক্ষণ—উক্ত গুদভ্রংশে যদি দাহ, তীব্র বেদনা ও কণ্ডু থাকে—এবং তাহাতে যদি ত্বক্ পাকে ও জ্বর হয়, তাহা হইলে তাহাকে শূকরদংষ্ট্র কহা যায়॥ ১০৬

চিকিৎসা—ভীমরাজের মূল ও হরিদ্রা চূর্ণ করিয়া লেপন করিলে শূকরদংষ্ট্র শীঘ্র বিনষ্ট হয়। পদ্মের মূল বাটিয়া ঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে খাইলে শূকর দংষ্ট্র এবং তদুদ্ভব ঘোর জ্বর প্রশমিত হয়। হরিদ্রা ও ভীমরাজের মূল শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিসর্প ও শূকর দংষ্ট্র বিনষ্ট হয়॥১০৭-১০৯

অনুশয়ী লক্ষণ—পাদের উপরিভাগে অল্প শোথ বিশিষ্ট, ত্বকসম বর্ণ, অন্তঃপাকশীল সুতরাং গম্ভীর যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অনুশয়ী কহে॥ ১১০

চিকিৎসা—শ্লেষ্ম বিদ্রধির চিকিৎসা দ্বারা অনুশয়ীর চিকিৎসা করিবে॥ ১১১

অলসের লক্ষণ—দুষ্ট কর্দ্দম সংস্পর্শে পাদাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যভাগ ক্লিন্ন এবং কণ্ডু দাহ (ও বেদনা) বিশিষ্ট হইলে তাহাকে অলস কহে। চলিত ভাষায় ইহাকে পাঁকুই কহা গিয়া থাকে॥ ১১২

চিকিৎসা—কাঁজী দ্বারা পাদদ্বয় (অলস রোগান্বিত পাদ) সিক্ত করিয়া তাহাতে (অলসে) পলতা, মনছাল, নিম্ব, গোরোচনা, মরিচ ও তিল ইহাদের প্রলেপ দিবে। কণ্টকারীর স্বরস সহ সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল অলসে লেপন করিবে। তদনন্তর হীরাকস, মনছাল ও তিল ইহাদের চূর্ণ দ্বারা অলস অবচূর্ণিত করিবে। করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, হীরাকস, পদ্মকাষ্ঠ, মধু, গোরোচনা ও হরিতাল এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ অলসে হিতকর॥ ১১৩—১১৫

দারী লক্ষণ—যে ব্যক্তি পদত্রজে অধিক পরিভ্রমণ করে, তাহার পদতলদ্বয়, রুক্ষ হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক বিদারিত হয় অর্থাৎ ফাটিয়া যায়, ইহাকেই পাদদারী কহে। পাদদারীতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে॥১১৬

চিকিৎসা—পাদদারী রোগে পদতলের শিরাবেধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পাদদ্বয়ে স্নেহ ও

স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এবং মোম বসা মজ্জা ঘৃত ও যবক্ষারের প্রলেপ মুহুর্মুহুঃ দিবে।

টীকা। বিশেষ উল্লেখ না থাকায় এস্থলে ছাগাদিরই বসা ও মজ্জা লইতে হইবে। যেহেতু মদন পালে উক্ত আছে যে, "মেদঃ মজ্জা ও বসা, গ্রাম্য আনূপ ও ঔদক জন্তুদিগেরই লইবে"। শুদ্ধমাংসোদ্ভূত স্নেহ পদার্থকে বসা এবং অস্থির বিশুদ্ধ স্নেহকে মজ্জা কহে। ক্ষার যবক্ষার।

ধুনা ও সৈন্ধবচূর্ণ ঘৃত ও মধুপ্লুত এবং সর্ষপ তৈলে মর্দ্দিত করিয়া তদ্দ্বারা পাদদারী পরিমার্জ্জন করিবে। মোম, গৈরিক (শিলাজতু), ঘৃত, গুড়, মহিষাখ্য গুগ্গুলু, ধুনা ও গৈরিক (গেরিমাটী) এই সকল দ্রব্য মর্দ্দিত করিয়া প্রলেপ দিলে পাদদারী বিনষ্ট হয়। ইহা সিদ্ধ ঔষধ॥ ১১৭—১১৯

উন্মত্ত তৈল—ধুতুরা বীজের কল্ক এবং মাণের ক্ষার মিশ্রিত জল, ইহাদের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল পাদদারীতে মাখাইলে নিঃসংশয় পাদদারী বিনষ্ট হয়॥ ১২০

কদরের লক্ষণ—কাঁকড় দ্বারা পদতল উন্মথিত, অথবা কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত হইলে কুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। ইহাকেই কদর (কুলআঁটী) কহে॥ ১২১

চিকিৎসা—শস্ত্র দ্বারা কদর উদ্ধৃত করিয়া অত্যুষ্ণ তৈল বা অগ্নি দ্বারা তৎস্থান দগ্ধ করিয়া দিবে॥ ১২২

তিলকালক লক্ষণ—ত্বকের উপর অনুন্নত, অবেদন ও কৃষ্ণবর্ণ তিলবৎ যে সকল চিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহাকে তিলকালক (তিল) কহে। ইহা ত্রিদোষজ॥ ১২৩

মশক লক্ষণ—বেদনা রহিত, অচল, কৃষ্ণবর্ণ, উন্নত এবং মাষকলায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যে মাংসাঙ্কুর গাত্রে উৎপন্ন হয়, তাহাকে মশক (আঁচিল) কহে। ইহা বাতজ ব্যাধি॥ ১২৪

জতুমণি লক্ষণ—ত্বকের উপর মসৃণ, কিঞ্চিৎ উন্নত ও অবেদন যে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে জতুমণি (জড়ুল) কহে। ইহা সহজ অর্থাৎ শরীরের সহজাত। জতুমণি কফরক্ত প্রকোপজ ব্যাধি। ইহার অন্যনাম লক্ষ, কোন কোন আচার্য্যের মতে ইহার অপর নাম লক্ষ্ম। (কিন্তু অপর কতকগুলি পণ্ডিত জতুমণি ও লক্ষের ভেদক লক্ষণ পাঠ করেন, যথা) —গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ চিক্কণ ও অবেদন যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহা জতুমণি। জতুমণি শ্লেষ্মোল্বণ ত্রিদোষে উদ্ভূত হইয়া থাকে। আর ঐ মণ্ডল যদি রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে লক্ষ বা লক্ষ্ম নামে অভিহিত করা যায়॥ ১২৫—১২৭

তিলকালক মশক ও জতুমণির চিকিৎসা—চর্ম্মকীল, জতুমণি, মশক ও তিলকালক ইহাদিগকে শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া দিবে॥ ১২৮

ন্যচ্ছ লক্ষণ—গাত্রে বহ্বায়ত বা অল্পায়ত এবং শ্যাব বা কৃষ্ণবর্ণ যে বেদনা রহিত মণ্ডল উদ্ভূত হয়, তাহাকে ন্যচ্ছ (ছোত্র বা ছুলি) কহে॥ ১২৯

চিকিৎসা—শিরাবেধ প্রলেপ ও অভ্যঙ্গ দ্বারা ন্যচ্ছের চিকিৎসা করিবে। বটাদি ক্ষীরি বৃক্ষের ছাল দুগ্ধে পেষণ করিয়া ন্যচ্ছে লেপন করিবে। সিদ্ধিপত্র, বিষ্কুড়কমূল ও শিংশপা (শিশু) এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গ বিনষ্ট হয়॥ ১৩০-১৩১

পদ্মিনীকণ্টক লক্ষণ—ত্বকের উপর পদ্মমৃণালের কণ্টকের ন্যায় কণ্টক দ্বারা ব্যাপ্ত, পাণ্ডুবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, বৃত্তাকার যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে পদ্মিনী কণ্টক (পদ্মকাঁটা) কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি॥ ১৩২

চিকিৎসা—পদ্মিনীকণ্টক রোগে রোগিকে নিমের ক্বাথ খাওয়াইয়া বমন করাইবে। নিমের ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত মধুর সহিত পান করিতে দিবে। ইহাতে নিম ও সোন্দালের কল্ক দ্বারা উদ্বর্ত্তন হিতকর॥ ১৩৩

নিম্বাদি ঘৃত—গব্য ঘৃত যত লইবে, নিমের ক্বাথ তাহার চতুর্গুণ এবং নিম ও সোন্দাল পত্রের কল্ক তাহার চতুর্থাংশ লইয়া তৎসহ ঐ ঘৃত পাক করিবে। সেবন মাত্রা—১ পল পর্য্যন্ত। এই ঘৃত পানে পদ্মিনীকণ্টক রোগ প্রশমিত হয়॥ ১৩৪। ১৩৫

অজগল্লিকা—স্নিগ্ধ, গাত্রসমবর্ণ, গ্রথিত, অবেদন ও মদ্গাকৃতি যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অজগল্লিকা কহে। ইহা প্রায় বালকদিগেরই হইয়া থাকে। এই ব্যাধি কফবাতের প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৩৬

চিকিৎসা—অজগল্লিকার আমাবস্থায় জলৌকা দ্বারা তাহা হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে। শুক্তিচূর্ণ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও যবক্ষার ইহাদের কল্ক দ্বারা মুহুর্মুহুঃ অজগল্লিকায় প্রলেপ দিবে। অজগল্লিকা কঠিন হইলে তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিয়া বিনষ্ট করিবে॥ ১৩৭

যবপ্রখ্যার লক্ষণ—যবাকৃতি অর্থাৎ যবের ন্যায় মধ্যস্থূল ও প্রান্তকৃশ, এবং কঠিন, গ্রথিত ও মাংসাশ্রিত যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে যবপ্রখ্যা কহে। ইহা কফবাতজ ব্যাধি॥ ১৩৮

অন্ত্রালজী লক্ষণ—কঠিন, অবক্র, উন্নত, বর্ত্তুলাকার ও অল্পপূযযুক্ত যে পিড়কা উদ্ভূত হয়, তাহাকে অন্ত্রালজী কহে। ইহা বাতশ্লেষ্ম ব্যাধি॥ ১৩৯

যবপ্রখ্যা ও অন্ত্রালজীর চিকিৎসা—অন্ত্রালজী ও যবপ্রখ্যারোগে প্রথমে স্বেদ প্রয়োগ

করিবে। মনছাল, দেবদারু ও কুড় ইহাদের কল্ক-দ্বারা প্রলেপ দিবে। অন্ত্রালজী ও যবপ্রখ্যা পাকিলে ব্রণোক্ত বিধানে তাহাদের চিকিৎসা করিবে॥ ১৪০

বিবৃতা লক্ষণ—পাকা ডুমুরের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, অত্যন্ত দাহান্বিত, পরিমণ্ডল (সর্ব্বতঃ শোথান্বিত) ও বিবৃতমুখ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিবৃতা কহে। ইহা পিত্তপ্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৪১

ইন্দ্রবৃদ্ধা লক্ষণ—পদ্মবীজকোশের বীজ সকল কোশমধ্যে যেরূপ মণ্ডলাকারে সংস্থিত, ত্বকের উপরি সেইরূপ ভাবে পিড়কা সকল উদ্ভূত হইলে, তাহাকে ইন্দ্রবৃদ্ধা কহা যায়। ইহা বাতপিত্তজ ব্যাধি॥ ১৪২

গর্দ্দভিকা লক্ষণ—মণ্ডলাকারে উৎপন্ন, বর্ত্তুলাকৃতি, উন্নত, রক্তবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও পিড়কা ব্যাপ্ত, যে পিড়কা, তাহাকে গর্দ্দভিকা কহে। ইহা বাতপিত্তজ॥ ১৪৩

জালগর্দ্দভ লক্ষণ—যে শোথ তনু (পাতলা) ও অপাকবান্ (ঈষৎ পাকবান্), যাহা বিসর্পের ন্যায় পরিসর্পণশীল, এবং যাহাতে দাহ ও জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহাকে জালগর্দ্দভ কহে। জালগর্দ্দভ অগ্নিবাত নামে খ্যাত। ইহা পিত্তপ্রকোপে উৎপন্ন হয়॥ ১৪৪

বিবৃতা-ইন্দ্রবৃদ্ধা-গর্দ্দভিকা ও জালগর্দ্দভ চিকিৎসা—পৈত্তিক বিসর্পের ন্যায় বিবৃতা-ইন্দ্রবৃদ্ধা-গর্দ্দভিকা ও জালগর্দ্দভের চিকিৎসা করিবে। এই সকল রোগ পাকিলে মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা উহাদের রোপণ করিবে॥ ১৪৫

কচ্ছপিকা লক্ষণ—কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ মধ্যে উন্নত ও প্রান্তে নত এবং অতি কঠিন ও কষ্টপ্রদ এরূপ পাঁচটি বা ছয়টি পিড়কা একত্র গ্রথিত হইলে তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। কচ্ছপিকা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি॥ ১৪৬

চিকিৎসা—কচ্ছপিকাতে প্রথমে স্বেদ দিবে। পরে হরিদ্রা, কুড়, চিনি, হরিতাল ও দেবদারু ইহাদের কল্ক দ্বারা প্রলেপ দিবে। কচ্ছপিকা পাকিলে ব্রণ-চিকিৎসাবিধানে শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করিবে॥ ১৪৭

শর্করার্ব্বুদের লক্ষণ—কুপিত বায়ু ও শ্লেষ্মা, মাংস-শিরা-স্নায়ু ও মেদকে দূষিত করিয়া গ্রন্থি উৎপাদন করে। ঐ গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে ঘৃত মধু ও বসাসদৃশ স্রাব নির্গত হয়। এবং ধাতুক্ষয়হেতু পূর্ব্ব দুষ্টবায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া মাংস শোষণ-পূর্ব্বক শর্করাতুল্য কঠিন গ্রন্থি জন্মাইয়া থাকে। তৎপরে সেই অর্ব্বুদস্থিত শিরাসকল হইতে দুর্গন্ধ পচা ও নানাবর্ণবিশিষ্ট স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে, কখন বা সহসা সেই সকল শিরা দিয়া রক্ত নির্গত হয়। এই ব্যাধিকেই শর্করার্ব্বুদ কহা গিয়া থাকে॥ ১৪৮—১৫০

চিকিৎসা—মেদোজ অর্ব্বুদের বিধানে শর্করার্ব্বুদের চিকিৎসা করিবে।

হেতু ও লক্ষণের সহিত কতিপয় বিকার বর্ণিত—হইতেছে;

কার্য্যক্ষম ব্যক্তির কার্য্যে যে অনুৎসাহ, তাহাকে আলস্য কহে। অত্যর্থ চিন্তা দ্বারা যে অস্বাস্থ্য (অপ্রকৃতিস্থতা) তাহাকে অরতি কহে। ভুক্ত অন্ন উৎক্লেশিত (বহির্গমনোন্মুখ) হইয়া বহির্গত হইতে না পারিলে এবং মুখ দিয়া জলস্রাব ও কেবল থুথু বাহির হইতে থাকিলে ও তজ্জন্য হৃদয় ব্যথিত হইলে তাহাকে উৎক্লেশ কহা যায়। মুখের মধুরতা, তন্দ্রা, হৃদয়ের উদ্বেষ্টন (পীড়নবদ্ ব্যথা), ভ্রম (গাত্রঘূর্ণন) ও অন্নে অরুচি এই সকল লক্ষণ যাহার উপস্থিত হয়, তাহার গ্লানি হইয়াছে বলা যায়। ওজঃক্ষয়, দুঃখ, অজীর্ণ ও শ্রম এই সকল কারণে গ্লানি হয়। উদান বায়ুর প্রকোপ এবং আহারের স্বস্থিতহেতু বায়ুর যে ঊর্দ্ধগমন হয়, তাহাকে উদ্‌গার কহা যায়। উদরে যে গুড়গুড়া শব্দ হয়, তাহাকে আটোপ কহে। তমঃস্থ (অন্ধকার প্রবিষ্ট) ব্যক্তির ন্যায় যে জ্ঞান অর্থাৎ চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দর্শন, তাহাই তমঃ বলিয়া কথিত হয়॥ ১৫১—১৫৫

ইতি ক্ষুদ্ররোগাধিকার

শিরোরোগাধিকার।

শিরোরোগের নিদান ও সংখ্যা—শিরোরোগ (শিরোগত শূলরূপ পীড়া) একাদশ প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ, ধাতুক্ষয়জ ও ক্রিমিজ এবং সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত, অর্দ্ধাবভেদক ও শঙ্খক। এই একাদশ প্রকার শিরোরোগের লক্ষণ বলিব॥ ১।২

বাতজ শিরোরোগ—বাতজ শিরোরোগে হঠাৎ অর্থাৎ অতর্কিত কারণে মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়। রাত্রিকালে বেদনা অতিমাত্র বৃদ্ধি পায় (রাত্রিকালের শীতলতাহেতু বায়ুর প্রকোপাধিক্য হওয়ায় বাতজ শিরোরোগ রাত্রিকালে বাড়ে), বন্ধাদি দ্ব

শিরোবন্ধন, বা মস্তকে স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করিলে বেদনার প্রশম হইয়া থাকে॥ ৩

পিত্তজশিরোরোগ—ইহাতে বোধ হয় যেন, মস্তক প্রদীপ্ত অঙ্গার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, চক্ষু ও নাসিকা যেন দগ্ধ হইতেছে। শৈত্য ক্রিয়ায় ও রাত্রিকালে ইহার বিশেষ উপশম হয়॥ ৪

কফজ শিরোরোগ—ইহাতে মস্তক (মস্তকাভ্যন্তর) কফলিপ্ত, গুরু, প্রতিষ্টব্ধ (বদ্ধবৎ) ও হিমস্পর্শ হয়। কফজ শিরোরোগে নেত্রে নাসিকায় ও বদনে শোথ হয়। ৫

ত্রিদোষজ শিরোরোগ—সান্নিপাতিক শিরোরোগে উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ শিরোরোগেরই লক্ষণ সকল সংঘটিত হয়।

রক্তজ শিরোরোগ—ইহাতে পিত্তজ শিরোরোগের লক্ষণ সকলই উপস্থিত হয়। পৈত্তিক শিরোরোগ হইতে প্রভেদ এই—রক্তজ শিরোরোগে মস্তক স্পর্শাসহ হইয়া থাকে॥ ৬

ক্ষয়জ শিরোরোগ—শিরোগত বসা কফ ও রক্তের অতি ক্ষয়হেতু ক্ষয়জ শিরোরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা অতি কষ্টদায়ক ও কষ্টসাধ্য। স্বেদ, বমন, ধূম ও নস্য প্রয়োগ এবং রক্তমোক্ষণ করিলে ইহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ক্ষয়জ শিরোরোগে গাত্রঘূর্ণন, গাত্রে সূচীবেধবৎ পীড়া, মস্তকের ও নেত্রের বিভ্রান্ততা, মূর্চ্ছা ও গাত্রাবসাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৭—৯

ক্রিমিজ শিরোরোগ—ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকে অতিমাত্র নিস্তোদ (সূচীবেধবৎ পীড়া), ক্রিমির কামড়ানি, মস্তকাভ্যন্তরে দপ্‌দপানি এবং নাসিকা দিয়া সপূয রক্তনির্গম (ক্রিমিরও নির্গম) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্রিমিজ শিরোরোগ অতীব ভয়ানক॥ ১০

সূর্য্যাবর্ত্ত—সূর্য্যাবর্ত্তনামক শিরোরোগে সূর্য্যোদয় কালে চক্ষুঃ ও ভ্রূতে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয় এবং সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে, বেদনাও তত বৃদ্ধি পায়, এইরূপে মধ্যাহ্নকালে বেদনার অতি প্রাবল্য হইয়া থাকে। এবং সূর্য্য পশ্চিমে যত নামিতে থাকে, বেদনাও ক্রমশঃ তত মন্দীভূত হইয়া সায়ংকালে নিবৃত্তি পায়। ইহাকেই সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোরোগ কহে। ইহা সান্নিপাতিক ও অতি কষ্টসাধ্য॥ ১১। ১২

অনন্তবাত—অনন্ত বাতনাশক শিরোরোগে বাতাদি দোষত্রয় মন্যানামক গ্রীবাদেশস্থ শিরাকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়া নিজ নিজ বেদনা (ব্যথা দাহ গৌরবাদি) তীব্ররূপে উৎপাদন করে। সেই বেদনা শীঘ্রই অক্ষি ভ্রূ ও শঙ্খদেশে বিশেষরূপ অবস্থিতি করিয়া গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হনুগ্রহ এবং বিবিধ নেত্ররোগ জন্মাইয়া থাকে। ইহারই নাম অনন্তবাত। ইহা ত্রিদোষোদ্ভব ব্যাধি॥ ১৩। ১৪

শঙ্খক—শঙ্খক নামক শিরোরোগে পিত্ত রক্ত ও বায়ু (ইহাতে কফেরও অনুবন্ধ থাকে) কুপিত ও পরস্পর মিলিত হইয়া শঙ্খদেশে অতি দারুণ বেদনা ও দাহ সমন্বিত রক্তবর্ণ শোথ উৎপাদন করে। সেই শোথ বিষবদ্ বেগে শীঘ্র মস্তক ও গলদেশকে নিরুদ্ধ করিয়া তিন দিনের মধ্যে রোগির জীবন নাশ করে। কিন্তু যদি কুশল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া রোগী তিন দিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে, তখন তাহার চিকিৎসার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ১৫। ১৬

অর্দ্ধাবভেদক—রুক্ষভোজন, অধ্যশন, পূর্ব্ববায়ু ও হিমসেবন, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, আয়াস (অতি চলন-ভারোদ্বহনাদি), ব্যায়াম (মল্লযুদ্ধাদি) এই সকল কারণে বায়ু কুপিত ও বলবান্ হইয়া স্বয়ং অথবা কফের সহিত মস্তকের অর্দ্ধভাগ আশ্রয় করিয়া সেই ভাগের মন্যা, ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, নেত্র ও ললাটে তীব্র বেদনা উৎপাদন করে। এই রোগকে অর্দ্ধাবভেদক (আধ্‌কপালে) কহে। ইহার বেদনা শস্ত্রাঘাতের ন্যায় বা বজ্রপাতের ন্যায় কষ্টদায়ক। ইহা প্রবৃদ্ধ হইলে চক্ষু অথবা কর্ণকে নষ্ট করে॥১৭—১৯

শিরোরোগের চিকিৎসা—বাতজ শিরোরোগে স্নেহ, স্বেদ, মর্দ্দন এবং বাতরোগনাশক পান আহার ও উপনাহ ব্যবস্থা করিবে। কুড়, এরণ্ডমূল ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য তক্রে পেষিত এবং অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া কপালে তাহার প্রলেপ দিবে। ইহা বাতজ শিরোরোগনাশক। শ্বাসকুঠার রস নামে যে ঔষধ আছে, তাহার নস্য লইলে নিশ্চয়ই শিরঃশূল প্রশমিত হয়॥ ২০

শিরোবস্তিবিধি—মস্তক-প্রমাণ আয়ত এবং ষোড়শাঙ্গুল (পাঠান্তরে আট অঙ্গুল) উন্নত, এমন একটি চর্ম্মবস্তি প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা রোগির মস্তক বেষ্টিত করিবে এবং অধোভাগ মাষকলায়ের কল্ক দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। পরে ঈষদুষ্ণ তৈল দ্বারা ঐ চর্ম্মবস্তি পূর্ণ করিবে। এক প্রহরই হউক বা অর্দ্ধ প্রহরই হউক যে পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত রোগী বস্তি ধারণ করিয়া স্থিরভাবে উপবেশন করিবে। ইহাতে বায়ুজনিত শিরোরোগ, শিরঃকম্প, অর্দ্দিত এবং হনু, মন্যা, নেত্র ও কর্ণের পীড়া বিনষ্ট হয়। বিনা ভোজনে শিরোবস্তি প্রযোজ্য। উক্ত প্রকারে পাঁচ দিন বা সাত দিন বা তাহারও অধিককাল বস্তি প্রয়োগ করিয়া তৎপরে তৈল অপনয়ন ও বস্তিবন্ধন মোচন করিবে। এবং রোগির মস্তক, ললাট, বদন,

গ্রীবা ও স্কন্ধাদি স্থান বিমর্দ্দন করিবে। সুখোষ্ণ জলে রোগির গাত্র প্রক্ষালন করিয়া হিতকর অন্ন খাইতে দিবে। জাঙ্গল মাংস, শাল্যাদি তণ্ডুলের অন্ন, এবং মুগ মাষ ও কুলখকলায়ের দাইল, বাতজ শিরোরোগে সুপথ্য। রাত্রিতে কেবল কটু-উষ্ণ ও ঘৃত সমন্বিত দ্রব্য এবং উষ্ণ দুগ্ধ সেব্য।

পিত্তজ শিরোরোগে চন্দনাক্ত শীতল জল সেচন, কুমুদ উৎপল ও পদ্মের স্পর্শন, শীতল বায়ু সেবন এবং শতধৌত পুরাতন ঘৃত মস্তকে লেপন হিতকর। শ্বাস-কুঠাররস, কিঞ্চিৎ কর্পূর, নূতন কুঙ্কুম ও চিনি এই সকল দ্রব্য রক্তচন্দন কাষ্ঠ দ্বারা ছাগদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে। সকল প্রকার মস্তকশূলেই ইহা হিতকর। শুঁঠের কল্কে গুড় মিশাইয়া তাহার নস্য লইলে শিরঃশূল বিনষ্ট হয়।

রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজ শিরোরোগ-বিহিত ভোজন আলেপন ও পরিষেচনাদি সমস্ত ক্রিয়াই করিবে। শীত ও উষ্ণের বিন্যাস করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সকল ক্রিয়াই করণীয়। ইহাতে রক্তমোক্ষণ বিশেষ হিতকর।

কফজ শিরোরোগে—লঙ্ঘন এবং অগ্ন্যাগ্নিক রুক্ষোষ্ণ স্বেদ প্রশস্ত। সান্নিপাতিক শিরোরোগে সন্নিপাতনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ইহাতে পুরাণ ঘৃত পান বিশেষ হিতকর ॥ ২৩—৩৫

ষড়্‌বিন্দু তৈল—তিল তৈল /৪ সের। ছাগ-দুগ্ধ ১৬ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুল্ফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, ভীমরাজ, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ছয় বিন্দু পরিমাণে এই তৈলের নস্য লইবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চ্যুত ও পলিত কেশ এবং নির্ব্বন্ধ মূল দন্ত সকল দৃঢ় হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৮

ক্ষয়জ শিরোরোগে—ক্ষয়নাশার্থ বৃংহণ বিধি কর্ত্তব্য। বাতঘ্ন মধুরগণোক্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পানে ও নস্যে প্রয়োগ করিবে।

ক্রিমিজ শিরোরোগে—ত্রিকটু, করঞ্জা ও শজিনা-বীজ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে ক্রিমি বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯। ৪০

সূর্য্যাবর্ত্তে নস্য কর্ম্মাদি তাবৎ চিকিৎসাই করিবে।

কুমারী তৈল—তৈল /৪ সের। ঘৃতকুমারীর স্বরস /৪ সের, ধুতুরার স্বরস /৪ সের, ভীমরাজের স্বরস /৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, নাগরমুতা, নখী, কর্পূর, দারুচিনি, এলাইচ, জীবন্তী, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, ভীমরাজ, বাসক, তালীশপত্র, ধুনা, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, শুল্ফা, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, ভল্লাতক ও নারিকেল, প্রত্যেক ২ তোলা যথাবিধি পাক করিয়া এবং বস্ত্রে ছাঁকিয়া সুধূপিত-পবিত্র ভাণ্ডে তাহা যত্নপূর্ব্বক তিন দিন রাখিয়া দিবে। তদনন্তর এই তৈল অভ্যঙ্গে ও শিরোবস্তিতে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অর্দ্দিত, প্রবল মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, এবং তালু নাসা ও নেত্রগত রোগ, শোষ, মূর্চ্ছা, হলী-মক, হনুগ্রহ, বাধির্য্য ও কর্ণবেদনা বিনষ্ট হয় ॥ ৪১-৪৭

গুড়, ঘৃত ও ঘৃতপূর পিষ্টক ভক্ষণ করিতে দিবে। দুগ্ধ ও ঘৃতের নস্য প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ ও ঘৃত পান করাইবে। তিল দুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা এবং জীবনীয় গণোক্ত দ্রব্য দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। ভীমরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত এবং সূর্য্যতাপিত করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে আশু সূর্য্যাবর্ত্ত বিনষ্ট হয়।

অর্দ্ধাবভেদকে প্রথমে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগই উত্তম ঔষধ। ইহাতে বিরেচন, কায়শুদ্ধি, ধূপ ও স্নিগ্ধোষ্ণ ভোজন প্রশস্ত। বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সম-ভাগে লইয়া পেষণ করত তাহার প্রলেপ দিবে, তদ্দ্বারা নস্যও প্রদান করিবে। ইহার প্রলেপে ও নস্যে অর্দ্ধাবভেদক বিনষ্ট হয়। সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক রোগে চিনি মিশ্রিত জল বা ডাবের জল অথবা কেবল সুশীতল জল কিংবা ঘৃত নাসিকা দ্বারা পান করিবে।

অনন্তবাতে সূর্য্যাবর্ত্ত-বিহিত চিকিৎসা করিবে। ইহাতে শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য, বাতপিত্ত নাশক আহার প্রদাতব্য। মধুপ্লুত সংযাব (পক্বান্ন-বিশেষ পেরকিয়া নামে প্রসিদ্ধ) ও ঘৃত-পূপ (পূয়া) বিশেষ হিতকর ॥ ৪৮—৫৪

পথ্যাদি ক্বাথ—হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিম ইহাদের ক্বাথে গুড় মিশ্রিত করিয়া তাহা নাসিকায় নিহিত করিলে ভ্রূ-শঙ্খ-কর্ণ ও নেত্রশূল এবং অর্দ্ধাবভেদক তৎক্ষণাৎ অপগত হয় ॥ ৫৫

শঙ্খক শান্তির নিমিত্ত দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের প্রলেপ দিবে। শীতল জলে অভিষেক, শীতল দুগ্ধ সেবন এবং বটাদি ক্ষীর বৃক্ষের কল্ক দ্বারা প্রলেপ শঙ্খকে হিতকর ॥ ৫৬। ৫৭

সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগে—যষ্টিমধু একমাষা, বিষ উহার চতুর্থাংশ এই উভয়ের সূক্ষ্মচূর্ণ সর্ষপ পরি-মাণে লইয়া নাসিকাভ্যন্তরে ন্যস্ত করিলে সকল প্রকার শিরোব্যথা প্রশমিত হয়। ইহার প্রয়োগ ফল অনু-ভাবি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে, এই জন্যই তাঁহারা ইহার আদর করিয়াছেন। আর্দ্র শুক্তিকা চূর্ণ ও নিশাদল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার গন্ধ ঘ্রাণ করিলে শীর্ষরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫৯। ৬০

ইতি শিরোরোগাধিকার।

নেত্ররোগাধিকার।

নেত্রের প্রমাণ—নয়ন বুদ্‌বুদের অভ্যন্তরভাগ নিজ অঙ্গুষ্ঠোদর পরিমাণে পরিমিত হইলে দুই অঙ্গুল বিস্তৃত হয় এবং বর্ত্ম সমেত সমস্ত নয়নমণ্ডল আড়াই অঙ্গুল হইয়া থাকে ॥ ১

নেত্রের অঙ্গ—পক্ষ্মমণ্ডল, বর্ত্মমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডল (পক্ষ্ম—নেত্র লোম, বর্ত্ম—নেত্রের পাতা)। এই সকল মণ্ডল যথাক্রমে পরপরটির মধ্যবর্ত্তী, তদ্‌যথা—দৃষ্টিমণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী, কৃষ্ণমণ্ডল শ্বেতমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী, শ্বেতমণ্ডল বর্ত্মমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী এবং বর্ত্মমণ্ডল পক্ষ্মমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী ॥ ২

নেত্রমণ্ডলে অষ্টসপ্ততি (৭৮ টি) ব্যাধি হইয়া থাকে। যথা—দৃষ্টিমণ্ডলে দ্বাদশ প্রকার ব্যাধি হয়। চরক-মতে নেত্রমণ্ডলে ৭৮ টি ব্যাধি, কিন্তু সুশ্রুত-মতে ৭৬ টি ব্যাধি জন্মে। চরকোক্ত অধিক ব্যাধি দুইটি এই দৃষ্টিমণ্ডলেই জন্মিয়া থাকে। সুতরাং চরক-মতে দৃষ্টিমণ্ডলে চতুর্দ্দশটি ব্যাধি জন্মে। কৃষ্ণমণ্ডলে চারিটি ব্যাধি, শুক্লমণ্ডলে একাদশটি ব্যাধি, বর্ত্মমণ্ডলে একবিংশতটি ব্যাধি, পক্ষ্মমণ্ডলে দুইটি ব্যাধি, নেত্রসন্ধি সকলে নয়টি ব্যাধি এবং সর্ব্বনেত্রে সপ্তদশটি ব্যাধি হইয়া থাকে। এইরূপে নেত্রে সমুদায়ে ৭৮ টি ব্যাধি জন্মে ॥ ৩। ৪

সুশ্রুতোক্ত ষট্‌সপ্ততি সংখ্যা—যথা—বাতজ ১০, পিত্তজ ১০, কফজ ১৩, রক্তজ ১৬, ত্রিদোষজ ২৫ এবং বাহ্যকারণজাত (আগন্তুজ) ২, সমুদায়ে এই ৭৬ প্রকার নেত্ররোগ ॥ ৫

নেত্ররোগের সামান্যতঃ বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট নিদান—আতপাদি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জলপ্রবেশ, অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরস্থ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ, দিবা নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্বেদ (অগ্ন্যাদি সন্তাপ), চক্ষুতে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, বমির বেগধারণ বা অতিবমন যোগ, শুক্ত-কাঞ্জী-জল-কুলত্থ ও মাষকলাই ভক্ষণ, মল মূত্র ও বায়ুর বেগধারণ, নিরন্তর ক্রন্দন, শোকজনিত সন্তাপ, মস্তকে আঘাত প্রাপ্তি, অতি দ্রুতগামি-যানগমন, ঋতুবিপর্য্যয় (ঋতুচর্য্যার বিপরীত আচরণ), ক্লেশাভিতাপ (কাম ক্রোধাদি দুঃখজনিত পীড়া), অতি মৈথুন, অশ্রু বেগ ধারণ ও সূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া নেত্রে রোগসকল জন্মাইয়া থাকে ॥ ৬—৮

সম্প্রাপ্তি—কুপিত বাতাদি দোষ শিরানুগমন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধগত হইয়া নেত্রভাগে (দৃষ্ট্যাদি অবয়বে) সুদারুণ রোগ সকল জন্মাইয়া থাকে ॥ ৯

প্রথমতঃ দৃষ্টি রোগ বর্ণিত হইতেছে নেত্র-দৃষ্টি লক্ষণ—দৃষ্টির প্রমাণ মসূরদলের ন্যায়। উহা পঞ্চভূতের সার হইতে উৎপন্ন। দৃষ্টি যদিও পঞ্চভূতাত্মক, তথাপি উহাতে তেজঃ পদার্থেরই প্রাধান্য থাকে। উহা চিরস্থায়ি তেজো দ্বারা উৎপন্ন অর্থাৎ দৃষ্টি তেজোময়ী। যেমন খদ্যোত ও অতি সূক্ষ্ম অগ্নিকণা দাহ করে না, সেইরূপ নেত্রতেজও নেত্রে দাহ উৎপাদন করে না। অর্থাৎ উহা নিমেষ দ্বারা কদাচিৎ খদ্যোতাভ (খদ্যোতবৎ) নিমেষাভাবে বিদ্যোতমানত্ব হেতু অতি সূক্ষ্ম অগ্নিকণাভ (অগ্নিকণাবৎ) হইয়া থাকে। বিশেষ উহা রসরক্তাধারভূত (তেজো-জলাধার) বাহ্য পটল দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, এজন্যও নয়নতেজ দাহ উৎপাদন করে না। দৃষ্টি দেখিতে ছিদ্রাকৃতি। নয়নচিন্তক পণ্ডিতগণ বলেন—দৃষ্টি শীতসাত্ম্য ॥ ১০। ১১

পটল চতুষ্টয়—নয়নান্তর্গত পটল চতুষ্টয়ের মধ্যে বাহ্য পটল তেজোজলাশ্রিত (এস্থলে তেজঃ শব্দে আলোক সমাশ্রিত শিরাগত রক্ত এবং জল শব্দে ত্বগ্‌গত রসধাতু বুঝিতে হইবে), দ্বিতীয় পটল মাংসাশ্রিত, তৃতীয় পটল মেদঃ সমাশ্রিত এবং চতুর্থ পটল অস্থি সমাশ্রিত। এই পটল সকলে স্থূলতা দৃষ্টির পঞ্চমাংশ। (পটল-ত্বক্) ॥ ১২

প্রথম পটলগত দোষস্বভাব—কুপিত বাতাদি দোষ যাহার দৃষ্টিমণ্ডলের প্রথম পটলে ব্যবস্থিত হয়, সে ব্যক্তি পদার্থ সকল অব্যক্ত (ঈষদ্ব্যক্ত) দর্শন করে। কদাচিৎ (দোষের অল্পতাহেতু) স্বরূপও (যথাবৎ রূপও) দর্শন করিয়া থাকে।

টীকা। প্রথম পটলে অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যন্তরে; বাহ্য পটলে নহে। যেহেতু বিদেহে উক্ত হইয়াছে—"দৃষ্টির অভ্যন্তরে দোষ সকল পটলে অবস্থিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে এক একটি পটলান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে" ॥ ১৩

দ্বিতীয় পটলগত দোষস্বভাব—দোষ দ্বিতীয় পটলগত হইলে দৃষ্টি অত্যন্ত বিহ্বল হয়, অর্থাৎ পদার্থের রূপ সম্যক্ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। (দৃষ্টির বিহ্বলত্বই বর্ণিত হইতেছে)—মক্ষিকা মশক ও কেশ সকল মাকর্শা রচিত জালবৎ দৃষ্ট হয়; মণ্ডল (বর্তুলরূপ), পতাকা, মরীচি (মৃগতৃষ্ণা বা সূর্য্যরশ্মি), কর্ণকুণ্ডল, নক্ষত্রাদির নানা প্রকার গতি, বৃষ্টি, মেঘ বা অন্ধকার এই সকল বস্তু বিদ্যমান না থাকিলেও প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হয়; দৃষ্টিগোচর বিভ্রমহেতু (ইন্দ্রিয়ার্থ বিভ্রমহেতু) দুরস্থ বস্তুকে নিকটস্থ এবং নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থিত বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। অতি যত্নেও সূচীচ্ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ১৪—১৬

তৃতীয় পটলগত দোষস্বভাব—দোষ তৃতীয় পটলগত হইলে রোগী উর্দ্ধদিকে দেখিতে পায়, কিন্তু অধোদিকে দেখিতে পায় না। বৃহদাকার বস্তু সকলকেও যেন বস্ত্রাবৃত বলিয়া বোধ করে। কর্ণ-নাসা-নেত্র বিশিষ্ট লোককেও বিপরীত দর্শন করে অর্থাৎ কর্ণ-নাসা-নেত্রবিহীন দেখে। দোষ অতি বলবান্ হইলে দোষের বর্ণানুসারে শ্বেতপীতাদি বর্ণ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কফ প্রাবল্যে শ্বেত, পিত্তপ্রাবল্যে পীত ইত্যাদি দর্শন হইয়া থাকে। দোষ দৃষ্টিমণ্ডলের অধোভাগে অবস্থিত হইলে সমীপস্থ, উপরিভাগে অবস্থিত থাকিলে দূরস্থ, পার্শ্বে থাকিলে পার্শ্বস্থ বস্তু দৃষ্ট হয় না। চতুর্দ্দিকে অবস্থিত থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সকল মিলিতবৎ বোধ হয়। দোষ দৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত থাকিলে বৃহৎ বস্তুকে ক্ষুদ্র দর্শন করে। দোষ দৃষ্টিমণ্ডলে তির্য্যগ্‌ভাবে বা দুই ভাগে অবস্থিত থাকিলে একটি বস্তুকে দুইটি দেখায়। দোষ অনবস্থিত থাকিলে অর্থাৎ চঞ্চলভাবে অবস্থান করিলে এক বস্তুকে বহুধা দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৭—২১

চতুর্থ পটলগত দোষ—নেত্রগত উক্তপ্রকার দোষ (দোষশব্দে এস্থলে রোগ) আন্ধ্যোৎপাদকত্ব হেতু তিমির নামে অভিহিত। সেই তিমিরাখ্য দোষ চতুর্থ পটলগত হইয়া যখন সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টিকে রোধ করে, তখন তাহা লিঙ্গনাশ নামে অভিহিত হয়। লিঙ্গশব্দের অর্থ—এস্থলে দৃষ্টি তেজঃ। সেই তমোভূত মহাব্যাধি-লিঙ্গনাশ যে পর্য্যন্ত না গাঢ়তর হয়, সে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুতের নির্ম্মল তেজ ও উজ্জ্বল রত্নাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গনাশই নীলিকা ও কাচ-রোগ নামে কথিত হয়॥ ২২—২৪

দৃষ্টিরোগের নাম ও সংখ্যা—দৃষ্ট্যাশ্রয়-রোগ ছয় ছয় অর্থাৎ বার প্রকার। তন্মধ্যে লিঙ্গনাশ ছয়প্রকার; যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও পরিম্লায়ী। তদ্ভিন্ন পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্ট্যাদি অন্য ছয়প্রকার দৃষ্ট্যাশ্রয়-রোগ আছে, যথা—পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি, কফবিদগ্ধদৃষ্টি, ধূমদৃষ্টি, হ্রস্বজাড্য, নকুলান্ধ্য ও গম্ভীর দৃষ্টি। এই বারপ্রকার দৃষ্ট্যাশ্রয় রোগ॥ ২৫।২৬

বাতজ লিঙ্গনাশ—বাতজ লিঙ্গনাশে বোধ হয় যেন, সকল বস্তু ঘুরিতেছে। এই রোগে বস্তু সকলকে কলুষ, অরুণাভ ও কুটিল বলিয়া বোধ হয়॥ ২৭

পিত্তজ লিঙ্গনাশ—পিত্তজনিত লিঙ্গনাশে বোধ হয় যেন সূর্য্য, খদ্যোত, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইয়াছে, ময়ূরগণ বিচিত্র পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে এবং সমস্ত জগৎ নীলবর্ণ হইয়াছে॥ ২৮

কফজ লিঙ্গনাশ—কফজনিত লিঙ্গনাশে বস্তু সকল গৌরচামরবৎ শ্বেতবর্ণ বা শ্বেতমেঘপ্রতিম ও অত্যর্থ স্থূল দৃষ্ট হয়। মেঘ না থাকিলেও মেঘের ইতস্ততঃ গমন দেখা যায়। বস্তুর রূপ সকল স্নিগ্ধ ও শুভ্র দেখায়। সকল স্থান জলপ্লাবিতবৎ ও সকল বস্তু জালকবৎ (পাঠান্তর—জড়বৎ) দৃষ্ট হয়॥ ২৯।৩০

সন্নিপাতজ লিঙ্গনাশ—সান্নিপাতিক লিঙ্গনাশে বস্তু সকল নানাবর্ণ ও বিপ্লুত (বিপরীত) দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কখন দ্বিধা, কখন বা বহুধা, কখন বা হীনাঙ্গ, কখন বা অধিকাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়, কখন বা চতুর্দ্দিকে জ্যোতিঃ পদার্থ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩১

রক্তজ লিঙ্গনাশ—রক্তজ লিঙ্গনাশে বস্তু সকলকে রক্তবর্ণ, তমোময়, নানাবিধ এবং হরিত কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ দেখায় (পাঠান্তর—হরিত-শ্যাব-কৃষ্ণবর্ণ ও ধূমবেষ্টিত বলিয়া বোধ হয়)॥ ৩২

পরিম্লায়ী লিঙ্গনাশ—পিত্ত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পরিম্লায়ীরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে দিক্ সকল পীতবর্ণ দেখায় এবং বোধ হয় যেন সূর্য্য উদয় হইতেছে, বৃক্ষ সকল যেন খদ্যোত দ্বারা বা হীরকাদি উজ্জ্বল পদার্থ সমূহ দ্বারা আকীর্ণ রহিয়াছে।

বাতাদিজনিত লিঙ্গনাশ রোগে—বস্তু সকল যেরূপ বর্ণে দৃষ্ট হয়, তাহা কথিত হইল, অতঃপর বাতাদিজনিত-নেত্রবর্ণ দ্বারা অন্ধ যে ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ হয়, তাহা বর্ণন করিব। তদ্‌যথা—বাতজ লিঙ্গনাশে দৃষ্টিমণ্ডল অরুণবর্ণ, পিত্তজ লিঙ্গনাশে পরিম্লায়ী (পীত-নীলবর্ণ অথবা) নীলবর্ণ, কফজলিঙ্গনাশে শ্বেতবর্ণ; রক্তজলিঙ্গনাশে রক্তবর্ণ এবং ত্রিদোষজ লিঙ্গনাশে দৃষ্টিমণ্ডল নানাবর্ণ হইয়া থাকে॥ ৩৩—৩৮

বাতাদিজনিত মণ্ডলের রূপবিশেষ—(পরিম্লায়ী নেত্ররোগই কাচাখ্য-তিমিররোগ।) এই কাচাখ্য তিমির রোগে বা লিঙ্গনাশ রোগে, দৃষ্টিমণ্ডল বাতপ্রকোপে অরুণবর্ণ চঞ্চল ও রুক্ষ হয়, পিত্তপ্রকোপে নীলবর্ণ কাংস্যাভ বা পীতবর্ণ হয়; শ্লেষ্মপ্রকোপে স্থূল, স্নিগ্ধ, এবং শঙ্খ কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ,

কিংবা পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল ও শুক্লবর্ণ হয়। নেত্র মর্দ্দন করিলে মণ্ডল ইতস্ততঃ সরিয়া যায়। ত্রিদোষ প্রকোপে দৃষ্টিমণ্ডল উপযুক্ত অরুণ-নীল-পীতাদি সর্ব্বপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট হয়, রক্তপ্রকোপে দৃষ্টিমণ্ডল প্রবালপ্রভ বা রক্তপদ্মদলনিভ হয়। (পরিম্লায়ি-লক্ষণ কথিত হইতেছে)—পরিম্লায়ী নেত্ররোগ রক্ত-তেজ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাতে দৃষ্টিমণ্ডল স্থূল কাচের ন্যায় অরুণবর্ণ অর্থাৎ স্থূল ও অরুণবর্ণ, এবং পরিম্লায়ী (পীত-নীলবর্ণ) বা ঈষন্নীলবর্ণ হইয়া থাকে। পরিম্লায়ি-রোগে কালান্তরে যদি দোষের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে দর্শনশক্তি কদাচিৎ স্বয়ংই প্রত্যাগত হয়। এই সকল রোগে যে দোষের প্রকোপ থাকে, সেই দোষেরই লক্ষণ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৬—৪০

পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টির লক্ষণ—অরুণাদি বর্ণভেদে ষড়্বিধ লিঙ্গনাশ অভিহিত হইল, অতঃপর পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্ট্যাদি অপর ছয়প্রকার দৃষ্টিগত রোগ বর্ণন করিব। তদ্যথা—প্রদুষ্ট পিত্ত দৃষ্টিমণ্ডলকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ দৃষ্টিমণ্ডলের প্রথম ও দ্বিতীয় পটলকে আশ্রয় করিলে দৃষ্টিমণ্ডল পীতবর্ণ হয়; এবং রোগী সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দেখে। ঐ প্রদুষ্ট-পিত্ত তৃতীয় পটলগত হইলে রোগী দিবসে দেখিতে পায় না, রাত্রিতে শৈত্যনিবন্ধন এবং পিত্তাল্পতা হেতু তখন সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়। এই রূপ রোগকে পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি কহে॥ ৪১। ৪২

শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টিলক্ষণ—প্রদুষ্ট কফ প্রথম ও দ্বিতীয় পটলকে আশ্রয় করিলে রোগী পদার্থ সকল শুক্লবর্ণ দেখে। কিন্তু যদি সেই কফ অল্প দুষ্ট হইয়া তৃতীয় পটলকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে রাত্র্যান্ধ্য-রোগ উপস্থিত করে। দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং কফ মন্দীভূত হওয়ায় সকল বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ রোগকে কফবিদগ্ধ দৃষ্টি কহে॥ ৪৩

ধূমদর্শি-লক্ষণ—শোক, জ্বর, পরিশ্রম ও মস্তকে রৌদ্রাদির সন্তাপ এই সকল কারণে দৃষ্টি অভ্যাহত হইলে সকল বস্তুই ধূমব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ রোগকে ধূমদৃষ্টি কহা যায়॥ ৪৪

হ্রস্বজাড্য লক্ষণ—হ্রস্বজাড্য রোগে দিবসে অতিকষ্টে দেখা যায় (অর্থাৎ দিবাভাগে অতি সামান্য-রূপ দর্শন হয়, রাত্রিতে কিছুই দেখা যায় না) এই রোগে বৃহৎবস্তুকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। রাত্রিকালে শৈত্যনিবন্ধন দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও পিত্ত মন্দীভূত হওয়ায় তখন বস্তু সকল সম্যক্ দেখা যায়॥ ৪৫

নকুলান্ধ্য লক্ষণ—বাতাদি দোষ সমস্ত দৃষ্টি-মণ্ডলকে আশ্রয় করিলে দৃষ্টি নকুলদৃষ্টির ন্যায় প্রতি-ভাসিত হয়। রোগী দিবসে বস্তু সকলকে নানাবর্ণ দেখে। এইরূপ রোগকে নকুলান্ধ্য কহে॥ ৪৬

গম্ভীরিকা লক্ষণ—দৃষ্টিমণ্ডল বায়ু কর্ত্তৃক উপ-সৃষ্ট হইলে উহা বিকৃত, অভ্যন্তরগত, সঙ্কুচিত ও প্রগাঢ় বেদনান্বিত হয়। এইরূপ রোগকে গম্ভীরিকা কহে।

এতদ্ভিন্ন সনিমিত্ত ও অনিমিত্তভেদে অপর দুই প্রকার বাহ্য অর্থাৎ আগন্তুজ নেত্ররোগের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সনিমিত্ত লিঙ্গনাশ শিরো-রোগ হইতে উৎপন্ন এবং তাহা রক্তাভিষ্যন্দের লক্ষণা-ন্বিত হয়। আর দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, মহানাগ ও ভাস্বর দ্রব্য সন্দর্শন হেতু দৃষ্টি ব্যাহত হওয়ায় অনি-মিত্ত লিঙ্গনাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (মহর্ষি প্রভৃতির দর্শন প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ইহাকে অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ কহা যায়), ইহাতে চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং দৃষ্টি বৈদূর্য্য মণিবৎ শ্যামবর্ণ ও বিমল হইয়া থাকে। কিন্তু দৃষ্টি বিদীর্ণ অবসন্ন ও হীন হইয়া থাকে। কারণ দেবতাদি মহানুভাবগণ মনুষ্যের অবয়বকে দূষিত না করিয়া তাহার শক্তিকে নষ্ট করেন॥ ৪৯। ৫০

ইতি দৃষ্টিরোগ।

কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগ।

কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগের নাম ও সংখ্যা—নেত্রের কৃষ্ণমণ্ডলে এই চারিটি রোগ উৎপন্ন হয়, যথা—সব্রণ শুক্র, অব্রণ শুক্র, পাকাত্যয় ও অজকা॥ ১

সব্রণ শুক্র লক্ষণ—কৃষ্ণমণ্ডলে সূচীবিদ্ধবৎ গোলাকার-নিমগ্ন শুক্লবর্ণ বেদনান্বিত ও অতীব উষ্ণ স্রাবনিঃসারক যে আকৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে সব্রণ (সক্ষত) শুক্র কহে॥ ২

সব্রণ শুক্রের সাধ্যাসাধ্যত্ব—যে সব্রণ শুক্র দৃষ্টিমণ্ডলের সমীপে উৎপন্ন না হয়, যাহা অবগাঢ় নহে অর্থাৎ একস্থগত, যাহাতে স্রাব ও বেদনা না থাকে এবং যাহা যুগ্ম উৎপন্ন না হয়, অর্থাৎ একক, তাহা কদাচিৎ সাধ্য হইতে পারে, তাহার বিপরীত হইলে অসাধ্য জানিবে॥ ৩

অব্রণ শুক্র লক্ষণ—কৃষ্ণমণ্ডলে স্যন্দাত্মক অর্থাৎ যাহা অভিষ্যন্দ হইতে (চক্ষু উঠা হইতে) উৎ-পন্ন, যাহা শঙ্খ, চন্দ্র ও কুন্দবৎ পাণ্ডুবর্ণ, যাহা আকা-শের মেঘবৎ পাতলা প্রকাশ পায়, তাহা অব্রণ শুক্র। অব্রণ শুক্র সুখসাধ্য॥ ৪

সাধ্যতমেরও অবস্থা ভেদে কষ্টসাধ্যত্ব—যে অব্রণ শুক্র গম্ভীরজাত অর্থাৎ দ্বিত্রিস্তরগত (দ্বিত্রিপটলগত) যাহা পুষ্ট ও যাহা দীর্ঘকালোৎপন্ন, তাহা কষ্টসাধ্য॥ ৫

অব্রণ শুক্রের অসাধ্যতা—অব্রণ শুক্রের মধ্যভাগ যদি বিচ্ছিন্ন বা মাংসাবৃত হয় এবং তাহা যদি

চল, শিরাজাত, দৃষ্টিনাশক, দ্বিংগত (পটলদ্বয়গত), লোহিতপ্রান্ত ও দীর্ঘকালোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে॥ ৬

অপর অসাধ্য লক্ষণ—উষ্ণ অশ্রুপাত, কৃষ্ণভাগে পিড়কা ও মুদ্‌গসম শুক্র উৎপন্ন হইলে তাহাও অসাধ্য জানিবে। কেহ কেহ বলেন—যে শুক্র তিত্তিরিপক্ষ তুল্য, তাহাও অসাধ্য॥ ৮

অক্ষিপাকাত্যয়—দোষপ্রকোপে সমুদায় কৃষ্ণমণ্ডল শ্বেতাবৃত হইলে তাহাকে অক্ষিপাকাত্যয় কহে। ইহা অভিষ্যন্দ হইতে উৎপন্ন হয়। অক্ষিপাকাত্যয় ত্রিদোষাত্মক। ইহা অসাধ্য জানিবে।

অজকাজাত—ছাগের শুষ্ক পুরীষের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, বেদনান্বিত, ঈষল্লোহিতবর্ণ এবং লোহিত-পিচ্ছিল অশ্রুস্রাবী যে মেদঃপ্রচয় (মেদের উচ্ছ্রায়) সমস্ত কৃষ্ণভাগকে গ্রহণ করিয়া পরিব্যাপ্ত হয়, তাহাকে অজকাজাত রোগ কহে॥ ৯

ইতি কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগ।

শুক্লভাগজাত রোগ।

শুক্লভাগজাত রোগের নাম ও সংখ্যা—নেত্রের শুক্লভাগে এই একাদশটি রোগ উৎপন্ন হয়, যথা—প্রস্তার্য্যর্ম্ম, শুক্লার্ম্ম, রক্তার্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম ও স্নায়র্ম্ম এই পাঁচটি অর্ম্মসংজ্ঞক নেত্ররোগ, তদ্ভিন্ন শুক্তিকা, অর্জ্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাপিড়কা এবং বলাসগ্রথিত (কফগ্রন্থি) এই ছয়টি অর্থাৎ সমুদায়ে এগারটি রোগ শুক্লভাগে জন্মিয়া থাকে॥ ১০

প্রস্তারি অর্ম্মের লক্ষণ—শুক্লভাগে পাতলা বিস্তৃত শ্যাব বা শুক্লবর্ণ বা রক্তাভ যে মাংস সঞ্চয় হয় (ছানি পড়ে) তাহাকে প্রস্তারি-অর্ম্ম কহে

শুক্লার্ম্ম লক্ষণ—শুক্লভাগে অতি শুক্ল কোমল যে মাংস সঞ্চয় হয়, তাহাকে শুক্লার্ম্ম কহে। ইহা দীর্ঘকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥ ১১

রক্তার্ম্ম—শুক্লভাগে অরুণ পদ্মনিভ কোমল যে মাংসসঞ্চয় হয়, তাহাকে রক্তার্ম্ম কহে।

অধিমাংসার্ম্ম—শুক্লভাগে বিস্তীর্ণ স্থূল কোমল ও যকৃন্নিভ (ঈষৎ কৃষ্ণলোহিত) যে মাংসসঞ্চয় হয়, তাহাকে অধিমাংসার্ম্ম কহে।

স্নায়্বর্ম্ম—শুক্লভাগে কঠিন, প্রসরণশীল, মাংসবহুল ও শুষ্ক (স্রাবরহিত) যে মাংসসঞ্চয় হয়, তাহাকে স্নায়্বর্ম্ম কহে॥ ১২

শুক্তি লক্ষণ—শুক্লমণ্ডলে শ্যাববর্ণ বা মাংসসদৃশবর্ণ অথবা শুক্লাভ যে সকল বিন্দু উৎপন্ন হয়, তাহাকে শুক্তি কহে।

অর্জ্জুন লক্ষণ—শুক্ল মণ্ডলে শশরক্তনিভ লোহিতবর্ণ একটি মাত্র বিন্দু উৎপন্ন হইলে তাহাকে অর্জ্জুন কহে॥ ১৩

পিষ্টক লক্ষণ—শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপে শুক্ল মণ্ডলে পিষ্টবৎ (পিষ্টতণ্ডুলবৎ) শ্বেতবর্ণ, মলিন দর্পণনিভ ও সমুন্নত যে মাংসসঞ্চয় হয়, তাহাকে পিষ্টক কহে॥ ১৪

শিরাজাল লক্ষণ—শুক্লমণ্ডলে জালবৎ গবাক্ষিত, কঠিন শিরা সমন্বিত ও অরুণ বর্ণ যে শিরা সন্তান (শিরা সমূহের বিস্তার) জন্মে, তাহাকে শিরাজাল কহে॥ ১৫

শিরাজ পিড়কা—কৃষ্ণমণ্ডলের সমীপে শুক্লভাগে শিরাবৃত ও শুক্লবর্ণ যে সকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শিরাজপিড়কা কহে॥ ১৬

বলাস গ্রথিত (কফ গ্রন্থি)—শুক্লমণ্ডলে কাংস্যবৎ শুভ্রবর্ণ, অমৃদু (কঠিন) ও জলবিন্দু সদৃশ (অল্প উন্নত) যে বিন্দু উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলাসগ্রথিত কহে॥ ১৭

ইতি শুক্লভাগজ রোগ।

বর্ত্মজ রোগ।

বর্ত্মজ রোগ সমূহের নাম ও সংখ্যা—যথা, উৎসঙ্গিনী, কুম্ভীকা, পোথকী, বর্ত্মশর্করা, অর্শোবর্ত্ম, শুষ্কার্শঃ, অঞ্জন, বহলবর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, বর্ত্মবন্ধক, ক্লিষ্টবর্ত্ম, কর্দ্দম বর্ত্ম, শ্যাববর্ত্ম, প্রক্লিন্নবর্ত্ম, বাতহতবর্ত্ম, অর্ব্বুদ, নিমেষ, শোণিতার্শঃ, লগণ, বিসবর্ত্ম ও কুঞ্চন (পক্ষ্মকোপ) এই একবিংশতি বর্ত্মাশ্রিত রোগ॥ ১৮—২১

উৎসঙ্গপিড়কা লক্ষণ—বর্ত্মের (চক্ষুর পাতার) বহির্ভাগে অভ্যন্তরমুখী (যাহার মুখ বর্ত্মের অভ্যন্তরে) তাম্রবর্ণা, সোৎসঙ্গা (অন্তঃ পূযা), উৎসঙ্গপিড়কা (যাহার ক্রোড়ে বহু পিড়কা অবস্থিত), স্থূলা ও কণ্ডুসমন্বিতা যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে উৎসঙ্গপিড়কা কহে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি॥ ২২

কুম্ভীকা—বর্ত্মপ্রান্তে কুম্ভীকাবীজ সদৃশ যে সকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, যাহা স্ফীত হইয়া উঠে, বিদীর্ণ হয় ও স্রাব নিঃসারণ করে, তাহাকে কুম্ভীকা কহে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। (কুম্ভীকা লতা কচ্ছদেশে জন্মে, ইহার ফল দেখিতে দাড়িমের ন্যায়। ইহার বীজও দাড়িমবীজবৎ)॥ ২৩

পোথকী—চক্ষুর পাতায় কণ্ডু ও স্রাবান্বিত, গুরু, বেদনাযুক্ত এবং দেখিতে রক্ত সর্ষপাকৃতি যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে পোথকী কহে॥ ২৪

বর্ত্মশর্করা—চক্ষুর পাতায় স্থূল ও খরস্পর্শ যে পিড়কা জন্মে এবং যাহা অন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহুপিড়কা

দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহাকে বর্ত্মশর্করা কহে। (ইহা বর্ত্মদূষক) ॥ ২৫

অর্শোবর্ত্ম—চক্ষুর পাতায় অল্প বেদনান্বিত, চিক্কণ, সূক্ষ্মাগ্র এবং কাঁকুড়ের বীজ সদৃশ যে সকল পিড়কা জন্মে, তাহাদিগকে অর্শোবর্ত্ম কহে ॥ ২৬

শুষ্কার্শঃ—চক্ষুর পাতার অভ্যন্তরে খরস্পর্শ স্তব্ধ ও অতি কষ্টদায়ক যে দীর্ঘ মাংসাঙ্কুর জন্মে, তাহাকে শুষ্কার্শঃ কহে ॥ ২৭

অঞ্জন—চক্ষুর পাতায় দাহ ও তোদবিশিষ্ট, তাম্রবর্ণ, কোমল ও অল্প বেদনান্বিত যে সূক্ষ্ম পিড়কা জন্মে, তাহাকে অঞ্জন কহে ॥ ২৮

বহল বর্ত্ম—ত্বক্‌সমবর্ণ বিশিষ্ট কঠিন পিড়কা সমূহ দ্বারা বর্ত্ম পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাকে বহল বর্ত্ম কহা যায় ॥ ২৯

বর্ত্ম বন্ধক—চক্ষুর পাতায় কণ্ডু বিশিষ্ট ও অল্প তোদান্বিত শোথ হওয়ায় যদি সেই শোথ দ্বারা চক্ষুকে সমভাবে আচ্ছাদিত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তাহাকে বর্ত্মবন্ধক কহা যায় ॥ ৩০

ক্লিষ্ট বর্ত্ম—যদি চক্ষুর পাতা দ্বয় অকস্মাৎ তাম্র বা রক্তবর্ণ, কোমল ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ক্লিষ্টবর্ত্ম কহে। ইহা কফদুষ্ট রক্তজ ব্যাধি ॥ ৩১

বর্ত্মকর্দ্দম—যদি ঐ ক্লিষ্টবর্ত্ম পিত্তযুক্ত হইয়া শোণিতকে বিদগ্ধ করিয়া ক্লিন্নত্ব (আর্দ্রত্ব) প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ ক্লিন্নত্ব প্রাপ্ত বর্ত্মকে বর্ত্মকর্দ্দম কহা যায় ॥ ৩২

শ্যাববর্ত্ম—নেত্র বর্ত্মের বহিরন্তঃ উভয় দিকই যদি শ্যাববর্ণ, শোথযুক্ত, বেদনান্বিত, কণ্ডু ও ক্লেদ-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে শ্যাববর্ত্ম কহে ॥ ৩৩

প্রক্লিন্ন বর্ত্ম—চক্ষুর পাতার বহির্ভাগ যদি অল্প বেদনা ও শোথ বিশিষ্ট এবং অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত ক্লিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রক্লিন্ন বর্ত্ম কহে ॥ ৩৪

অক্লিন্ন বর্ত্ম—চক্ষুর পাতা ধৌতই হউক বা অধৌতই হউক, তাহা যদি পুনঃ পুনঃ সংবদ্ধ হয় (জোড়ালাগে) অথচ না পাকে, তাহা হইলে তাহাকে অক্লিন্ন বর্ত্ম কহে ॥ ৩৫

বাতহত বর্ত্ম—এই রোগে বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের মধ্যগত সন্ধি বিশ্লিষ্ট হওয়ায় বর্ত্ম নিমেষোন্মেষরহিত হইয়া মিলিত হইতে পারে না ॥ ৩৬

বর্ত্মার্ব্বুদ—বর্ত্মের অভ্যন্তরে বিষম (অবর্ত্তুল) গ্রন্থিভূত (কঠিন) অবেদন (ঈষদ্ বেদনান্বিত) ঈষ-ল্লোহিত ও অবলম্বি (অস্রস্ত) যে আকৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ত্মার্ব্বুদ কহে ॥ ৩৭

নিমেষ—এই রোগে কুপিত বায়ু নিমেষিণী শিরা সকলকে আশ্রয় করিয়া চক্ষুর পাতাকে অতি সঞ্চালিত করিতে থাকে ; ইহা অসাধ্য ॥ ৩৮

শোণিতার্শঃ—রক্তের প্রকোপ হেতু চক্ষুর পাতার মধ্যে রক্তবর্ণ কোমল যে মাংসাঙ্কুর জন্মে, তাহাকে রক্তার্শঃ কহে। ইহা ছিন্ন বা বিদীর্ণ হইলেও পুনর্ব্বার উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৯

লগণ—নেত্রবর্ত্মে অপাকী, কঠিন, স্থূল, অল্প বেদনাযুক্ত, সকণ্ডু, পিচ্ছিল ও কুলপ্রমাণ যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে লগণ কহে ॥ ৪০

বিসবর্ত্ম—এই রোগে বাতাদিদোষত্রয় বর্ত্মের বহির্ভাগে শোথ এবং অভ্যন্তরভাগে বহুমুখ ছিদ্রসকল উৎপাদন করে। এই সকল ছিদ্র হইতে জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হয়। বিস অর্থাৎ পদ্মের মৃণাল যেরূপ বহুছিদ্র বিশিষ্ট, ইহাও তদ্বৎ বলিয়া ইহাকে বিসবর্ত্ম কহে ॥ ৪১

কুঞ্চন—বাতাদি দোষসকল চক্ষুর পাতাকে সঙ্কুচিত করিয়া দর্শন ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইলে তাহাকে কুঞ্চন কহা যায় ॥ ৪২

ইতি বর্ত্মরোগ।

পক্ষ্মরোগ।

পক্ষ্মজাত রোগ এবং তাহাদের নাম—তদ্‌যথা—পক্ষ্মকোপ ও পক্ষ্মশাত এই দুইটি পক্ষ্মজাত-রোগ।

পক্ষ্মকোপ—এই রোগে পক্ষ্ম অর্থাৎ বর্ত্মলোম সকল বায়ু দ্বারা প্রচালিত হইয়া নেত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক নেত্রকে মুহুর্মুহুঃ ঘর্ষণ করিতে থাকে, তাহাতে শুক্ল ও কৃষ্ণ মণ্ডলে শোথ উৎপন্ন হয়। এবং ঐ পক্ষ্ম সকল মূলকোষ হইতে পতিত হইয়া থাকে। এই পক্ষ্ম-কোপ ব্যাধি অতি কঠিন ; ইহা ত্রিদোষজ ॥ ৪৩। ৪৪

তন্ত্রান্তরোক্ত পক্ষ্মকোপ লক্ষণ—যে পক্ষ্ম নেত্ররূপ গৃহদ্বারের অধঃ এবং বর্ত্মের অন্তঃ উৎপন্ন হইয়া শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডলকে ঘর্ষণ করে, তাহাকে পক্ষ্ম-কোপ কহে ॥ ৪৫

পক্ষ্মশাত—এই রোগে বর্ত্ম ও পক্ষ্মাশয়গত পিত্ত রোগ সকলকে স্খলিত করে এবং কণ্ডু ও দাহ জন্মায় ॥ ৪৬

ইতি পক্ষ্মরোগ।

সন্ধিজ রোগ।

সন্ধি—নেত্রে ছয়টি সন্ধি আছে, যথা—পক্ষ্ম ও বর্ত্মগত সন্ধি, বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলগত সন্ধি, শুক্ল ও কৃষ্ণ-মণ্ডলগত সন্ধি, কৃষ্ণ ও দৃষ্টিমণ্ডলগত সন্ধি, কনীনকগত সন্ধি ও অপাঙ্গসংশ্রিত সন্ধি ॥ ৪৭

সন্ধিজ রোগের নাম ও সংখ্যা—পূযালস, উপনাহ, চারিপ্রকার স্রাব, পর্ব্বণিকা, অলজী ও জন্তু-গ্রন্থি এই নয় প্রকার রোগ সন্ধিতে জন্মে॥ ৪৮

পূযালস—কনীনক-সন্ধিজাত যে শোথ পাকিয়া গাঢ় পূতি পূযস্রাব করে, তাহাকে পূযালস কহে।

উপনাহ—কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডলের সন্ধিতে ঈষৎপাকশীল, অল্পবেদনাযুক্ত, কণ্ডুবহুল, যে বৃহৎ গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপনাহ কহে॥ ৪৯

স্রাবচতুষ্টয়—স্রাবেরসম্প্রাপ্তি—বাতাদিদোষ অশ্রুমার্গাসম্বন পূর্ব্বক নেত্রান্তর্গত সন্ধি চতুষ্টয়ে গমন পূর্ব্বক স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত স্রাব উৎপাদন করে। তাহাকেই স্রাবরোগ কহে। কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে নেত্রনাড়ীও কহিয়া থাকেন। স্রাব চারি প্রকার, তাহাদের লক্ষণ ক্রমশঃ বর্ণন করিব॥ ৫০

পৈত্তিক স্রাব—সন্ধিমধ্য হইতে হরিদ্রাভ (পীতরক্ত) বা পীতবর্ণ-উষ্ণ ও জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হইলে তাহাকে পিত্তস্রাব কহে।

শ্লেষ্মস্রাব—সন্ধিমধ্য হইতে শ্বেতবর্ণ, গাঢ়, পিচ্ছিল যে স্রাব নির্গত হয়, তাহাকে শ্লেষ্মস্রাব কহে। (বাতিক স্রাব হয় না, কেবল বাত দ্বারা স্রাব অসম্ভব)॥ ৫১

সন্নিপাত স্রাব—সন্ধিজাত শোথ পাকিয়া পূয-স্রাব করিলে তাহাকে পূযস্রাব কহে; পূযস্রাব ত্রিদোষজ।

রক্তস্রাব—সন্ধিজ শোথ বহুল পরিমাণে উষ্ণ রক্তস্রাব করিলে তাহাকে রক্তস্রাব কহে॥ ৫২

পর্ব্বণী ও অলজী—শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডল সন্ধিতে তাম্রবর্ণ, পাতলা, দাহ ও পাকবিশিষ্ট, গোলাকার যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পর্ব্বণী কহে। ইহা রক্তজ (ইহাতে রক্তের প্রাবল্য থাকে বলিয়াই সুশ্রুত ইহাকে রক্তজ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা কফজ ও বাতজও হইয়া থাকে।) ঐ শুক্ল ও কৃষ্ণমণ্ডল সন্ধিতে প্রমেহাধিকারোক্ত অলজী লক্ষণাক্রান্ত শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে অলজী বলা যায়॥ ৫৩

জন্তুগ্রন্থি—বর্ত্ম ও পক্ষ্মমণ্ডলের সন্ধিতে নানা-রূপ ক্রিমি জন্মিয়া ঐ স্থানে কণ্ডু উৎপাদন করে। ক্রমে উহারা বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের অন্তর্গত সন্ধি মধ্যে প্রবেশ করিয়া চক্ষুকে দূষিত করিয়া থাকে॥ ৫৪

ইতি সন্ধিজ রোগ।

সমস্ত নেত্রজ রোগ।

সমস্ত নেত্রজ রোগের নাম ও সংখ্যা—তদ্‌যথা—চারি প্রকার অভিষ্যন্দ (নেত্রপ্রদাহ, চোক উঠা), চারি প্রকার অধিমন্থ, সশোথ অক্ষিপাক, শোথহীন অক্ষিপাক, হতাধিমন্থ, বাতপর্য্যয়, শুষ্কাক্ষিপাক, অন্যতোবাত, অম্লাধ্যুষিত, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ, এই সপ্তদশটি রোগ সমস্ত নেত্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ সকল যথাবৎ বর্ণন করিব॥ ৫৫—৫৭

অভিষ্যন্দ চতুষ্টয়—যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ ও রক্তজ এই চারি প্রকার অভিষ্যন্দ। অভিষ্যন্দ অতি ক্লেশকর। ইহা প্রায় সকল নেত্র রোগেরই উৎপাদক অর্থাৎ ইহা হইতে সকল প্রকার নেত্ররোগই জন্মে॥ ৫৮

বাতিকাভিষ্যন্দ—এই অভিষ্যন্দে সূচীবেধবৎ ব্যথা, স্তব্ধতা, রোমাঞ্চ, কর্করিকা, পুরুষতা, শিরোবেদনা, বিশুষ্কভাব (দূষিকারাহিত্য, নেত্রমলহীনতা, পিঁচুটী না হওয়া) ও শীতলাশ্রুপাত এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়॥ ৫৯

পৈত্তিক অভিষ্যন্দ—ইহাতে নেত্রের প্রদাহ ও পাক, শীতলেচ্ছা, নেত্র হইতে ধূম নির্গমবৎ প্রতীতি, অশ্রুস্রাব, অশ্রুর উষ্ণতা ও নেত্রের পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৬০

শ্লৈষ্মিক অভিষ্যন্দ—এই অভিষ্যন্দে উষ্ণাভিলাষ, নেত্রের গুরুতা, অক্ষিশোথ, কণ্ডু, উপনাহ (মললিপ্ততা), নেত্রের অতি শীতলতা ও মুহুর্মুহুঃ পিচ্ছিল স্রাব এই সকল লক্ষণ জন্মে॥ ৬১

রক্তজ অভিষ্যন্দ—রক্তজ অভিষ্যন্দে তাম্রবর্ণ অশ্রুস্রাব, নেত্রের লৌহিত্য, সমস্ত নেত্রে অতি লোহিত শিরাসমূহের উৎপত্তি, এই সকল লক্ষণ এবং পৈত্তিক অভিষ্যন্দের যে সকল লক্ষণ, তাহাও উপস্থিত হয়॥ ৬২

অভিষ্যন্দ হইতে যে অধিমন্থ জন্মে, তাহাই বর্ণিত হইতেছে;—উপর্য্যুক্ত বাতজাদি চারি প্রকার অভিষ্যন্দই অচিকিৎসিত হইলে তাহারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বাতজাদি চারি প্রকার অধিমন্থরূপে পরিণত হয়। সকল অধিমন্থেরই সাধারণ লক্ষণ—তীব্রবেদনা॥ ৬৩

অধিমন্থের লক্ষণ—অধিমন্থ রোগে চক্ষু যেন উৎপাটিত, মস্তকের অর্দ্ধভাগ যেন মথিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বাতজাদি অভিষ্যন্দের লক্ষণ সমূহও বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ বাতিকাধিমন্থে বাতিকাভিষ্যন্দের, পৈত্তিকাধিমন্থে পৈত্তিকাভিষ্যন্দের, শ্লৈষ্মিকাধিমন্থে শ্লৈষ্মিকাভিষ্যন্দের ও রক্তজাধিমন্থে রক্তজাভিষ্যন্দের লক্ষণ সকল উপস্থিত থাকে।

আহার বিহারের নিয়ম প্রতিপালিত না হইলে শ্লৈষ্মিক অধিমন্থ সাতদিনে, রক্তজ অধিমন্থ পাঁচ দিনে,

বাতজ অধিমন্থ ছয়দিনে এবং পৈত্তিক অধিমন্থ সদ্যঃই দৃষ্টিনাশ করে। (সদ্যঃ শব্দে এস্থলে তিন দিন বুঝিতে হইবে, যেহেতু তন্ত্রান্তরে তিন দিনেরই উল্লেখ আছে)॥ ৬৪। ৬৫

সশোথ পাক—চক্ষু পাকা যজ্ঞডুমুরের ন্যায় লোহিত বর্ণ, কণ্ডুবিশিষ্ট, পিঁচুটীলিপ্ত, অশ্রুযুক্ত ও শোথ সমন্বিত হইয়া থাকিলে তাহাকে সশোথ নেত্র-পাক কহে॥ ৬৬

অশোথ পাক—শোথ ব্যতিরেকে নেত্রপাকের অন্যান্য লক্ষণ থাকিলে তাহাকে অশোথ নেত্রপাক কহা যায়।

হতাধিমন্থ—উপেক্ষিত হইলে বাতাধিক অধি-মন্থ চক্ষুকে শুষ্ক ও উগ্র তোদশূলাদি ব্যথায় ব্যথিত করিয়া শীঘ্রই শোষণ করে অর্থাৎ শোষণ করিয়া ত্বরায় নষ্ট করিয়া থাকে। ইহাকেই হতাধিমন্থ নামে অভি-হিত করা যায়।

টীকা। শোষণ করিয়া চক্ষুকে যে নষ্ট করিয়া থাকে, বিদেহ কর্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে, যথা—"সংশুষ্ক পদ্মবৎ লোচনকে অবসন্ন (বিনষ্ট) করে।" ৬৭

বাতপর্য্যয়—যে রোগে কুপিত বায়ু পর্য্যায় ক্রমে নেত্রদ্বয়ে ও ভ্রূযুগলে নানা প্রকার তীব্রবেদনা উৎপাদন করে, তাহাকে বাতপর্যায় কহে॥ ৬৮

শুষ্কাক্ষি পাক—এই রোগে চক্ষু মুদ্রিত, চক্ষুর পাতা বিকৃত ও রুক্ষ, চক্ষুর জ্বালা, আবিল দর্শন ও নেত্রোন্মীলনে কৃচ্ছ্রতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ৬৯

অন্যতোবাত—এই রোগে বায়ু ঘাড়ে কর্ণে মস্তকে হনুদেশে বা মন্যা নামক গ্রীবা দেশস্থ শিরায়, অথবা অন্য স্থানে (পৃষ্ঠাদিদেশে) অবস্থিত হইয়া নেত্রে ও ভ্রূ যুগলে বেদনা উৎপাদন করে। (বায়ু অন্যত্র স্থিত হইয়া অন্যত্র বেদনা জন্মায় বলিয়া ইহার নাম অন্যতো বাত)॥ ৭০

অম্লাধ্যুষিত—এই রোগে নেত্রের মধ্যভাগ শ্যাব বর্ণ ও প্রান্তভাগ লোহিত বর্ণ হইয়া সমস্ত নেত্র পাকিয়া উঠে। ইহাতে দাহ শোথ ও স্রাব বিদ্যমান থাকে। অধিক অম্লভোজনে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া এই ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে॥ ৭১

শিরোৎপাত—এই রোগে চক্ষুর শিরা সকল অবেদন বা সবেদন হইয়া বারংবার তাম্রবর্ণ বা বিকৃত বর্ণ হয়॥ ৭২

শিরাহর্ষ—অজ্ঞানতা হেতু শিরোৎপাত রোগ উপেক্ষিত হইলে শেষে তাহা শিরাহর্ষ রোগে পরিণত হয়। শিরাহর্ষ রোগে নেত্রের তাম্রবর্ণতা ও প্রগাঢ় অশ্রু-স্রাব হয় (পাঠান্তর--তাম্রবর্ণ অশ্রু প্রগাঢ় নিঃসৃত হয়)। এইরোগে রোগী নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না॥ ৭৩

নেত্রের সামতা লক্ষণ—সাম অর্থাৎ তরুণ নেত্ররোগে অত্যন্ত বেদনা, রক্তবর্ণতা, শোথ, কর্করিকা, সূচীবেধবৎ বেদনা, গুরুতা ও অশ্রুপাত এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

টীকা। লঙ্ঘনাদির বিধানার্থ এবং অঞ্জনাদির নিষেধার্থ নেত্ররোগের এই সামতা লক্ষণ উক্ত হই-য়াছে। যেহেতু তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—"স্বেদাধিকার কথিত চারি প্রকার স্বেদ, লঙ্ঘন, মাংসরস এবং স্বাদু তিক্ত ভোজন, প্রলেপ ও বাষ্পস্বেদ এইগুলি নেত্র রোগের সাধারণ চিকিৎসা। সাম নেত্ররোগে অঞ্জন, ঘৃতপান, কষায় গুরুভোজন ও স্নান এইগুলি পরি-ত্যাজ্য"॥ ৭৪

নেত্রের নিরামতা লক্ষণ—নিরাম অর্থাৎ পক্ক নেত্ররোগে বেদনা, শোথ ও অশ্রুর অল্পতা, কণ্ডু এবং নেত্রের স্বাভাবিক বর্ণতা হইয়া থাকে॥ ৭৫

ইতি সমস্ত নেত্রজ রোগ।

নেত্ররোগের চিকিৎসা—পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দুইটি স্থূল শিরা সন্নিবেশিত আছে। ঐ শিরাদ্বয় বহু শাখা প্রশাখায় নেত্রগত হইয়াছে। এজন্য পাদদ্বয়ে পরিষেক উদ্বর্ত্তন ও প্রলেপাদি প্রয়োগ করিলে সেই শিরা সকল পাদপ্রযুক্ত পরিষেকাদির ক্রিয়া নেত্রে প্রদর্শন করে। পাদস্থ শিরা সকল ধূলি প্রভৃতি মল দ্বারা বা উষ্ম দ্বারা বা সংঘট্টন দ্বারা অথবা পীড়নাদি দ্বারা দুষ্ট হইলে তাহার নেত্রকে দূষিত করিয়া থাকে। অতএব সদা উপানৎ ধারণ (চর্ম্ম-পাদুকা ব্যবহার) পাদাভ্যঙ্গ ও পাদপ্রক্ষালনাদি দৃষ্টিহিত কার্য্য সকল প্রতিপালন করিবে।

শালি তণ্ডুল, মুগ, যব, জাঙ্গলমাংস, পক্ষিমাংস, বেতোশাক, নটেশাক, এবং ঘৃতপাচিত পটোল, কাঁক্-রোল, করেলা, উচ্ছে, কচি বেগুন ও স্বাদু-তিক্ত অন্যান্য ব্যঞ্জন দ্রব্য নেত্রের হিতকর।

কটু অম্ল গুরু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণদ্রব্য, মাষকলাই, শিম, মৈথুন, মদ্য, শুষ্কমাংস, তিলকল্ক, মৎস্য, শাক, অঙ্কু-রিত ধান্যের অন্ন এবং বিদাহজনক সমস্ত অন্নপান, নেত্ররোগির পক্ষে অহিত জনক।

সেক (পরিষেক), আশ্চোতন, পিণ্ডী, বিড়ালক, তর্পণ, পুটপাক ও অঞ্জন এই সকল কল্প দ্বারা নেত্র-রোগের চিকিৎসা করিবে॥ ৭৬—৮১

সেকবিধি—সূক্ষ্মধারায় সমস্ত নেত্রে পরিষেক হিতকর। পরিষেক সময়ে রোগী নেত্রনিমীলিত করিয়া থাকিবে। বাতজ নেত্র রোগে স্নেহনসেক, পিত্তজ ও রক্তজ নেত্ররোগে রোপণ সেক, কফজ নেত্র-রোগে লেখন সেক প্রযোজ্য। সেকের সময় পরিমাণ, ছয়শত বাক্ (গুরু অক্ষর) উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তত সময় পর্য্যন্ত স্নেহন সেক দিবে; চারিশত

বাক্ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তত সময় পর্য্যন্ত রোপণ সেক দিবে এবং তিনশত বাক্ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তত সময় পর্য্যন্ত লেখন সেক দিবে। একবার নিমেষোন্মেষণ করিতে বা অঙ্গুলী দ্বারা ছোটিকা করিতে (তুরীদিতে) অথবা একটি গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই এক বাঙ্‌মাত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেকপ্রয়োগ দিবসে কর্ত্তব্য, তবে আত্যন্তিক পীড়ায় রাত্রিতে প্রযোজ্য। সেক যথা—এরণ্ডের পত্র মূল ও ত্বকের ঈষদুষ্ণ ক্বাথ নেত্রে পরিষেক করিলে বাতাভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও খাখস বল্কল (পোস্তাঢেঁরী) শিলায় পেষিত এবং তাহা সূক্ষ্মবস্ত্রখণ্ডে পোট্টলী বদ্ধ করিয়া সেই পোট্টলী অহিফেন-ভিজার জলে সিক্ত করত নেত্রে স্থাপন করিলে শীঘ্রই সকল প্রকার অভিষ্যন্দ সংক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জগতের উপকারার্থ পরম কারুণিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই যোগ উক্ত হইয়াছে। ভোজন করিয়া আচমনানন্তর সজল পাণিতল ঘর্ষণ পূর্ব্বক যদি নেত্রদ্বয়ে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই জল অচিরেই তিমির রোগ সকল নাশ করে। কৃষ্ণ তিলের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করিবে। ইহা নেত্রহিত ও অনিলাপহ। আমলকীর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করিলে দৃষ্টির বলবৃদ্ধি হয়। ত্রিফলার ক্বাথে নেত্র ধৌত করিলে নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়, কবল করিলে মুখরোগ এবং পান করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৮২—৯১

আশ্চ্যোতন বিধি—দুই অঙ্গুলি দ্বারা নেত্রকে উন্মীলিত করিয়া তাহাতে কোন ক্বাথের, দুগ্ধের, দ্রব পদার্থের বা স্নেহের যে বিন্দুপাত করা যায়, তাহাকেই আশ্চ্যোতন কহা যায়। লেখন আশ্চ্যোতনে আটবিন্দু, রোপণ আশ্চ্যোতনে দশবিন্দু এবং স্নেহন আশ্চ্যোতনে দ্বাদশবিন্দু নিঃক্ষেপ্য। শীতে ঈষদুষ্ণ বিন্দু ও উষ্ণে শীতল বিন্দু প্রযোজ্য। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম জানিবে। বাতে তিক্ত ও স্নিগ্ধ, পিত্তে মধুর ও শীতল, এবং কফে তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও রুক্ষ আশ্চ্যোতন বিধেয়। সকল আশ্চ্যোতনেরই মাত্রা একশত বাক্ অর্থাৎ একশত গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তত সময় পর্য্যন্ত আশ্চ্যোতন কর্ত্তব্য, তাহার অধিক কাল আশ্চ্যোতন করণীয় নহে। রাত্রিতে কদাচ আশ্চ্যোতন করিবে না। বিল্বাদি পঞ্চমূল, বৃহতী, এরণ্ড ও শজিনা ছাল ইহাদের ক্বাথ বাতাভিষ্যন্দ নাশক। ত্রিফলা ক্বাথের আশ্চ্যোতনে সকল প্রকার অভিষ্যন্দ বিনষ্ট হয়॥ ৯২—৯৭

পিণ্ডীবিধি—উক্ত ভেষজ দ্রব্যের কল্ক এক তোলা মাত্রায় লইয়া তাহা বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবদ্ধ করত নেত্রে স্থাপন করিলে অভিষ্যন্দ জনিত ব্রণ (ক্ষত) বিনষ্ট হয়। বাতে স্নিগ্ধ (স্নেহ সমন্বিত) ও উষ্ণ পিণ্ডিকা, পিত্তে শীতল পিণ্ডিকা, এবং কফে রুক্ষ ও উষ্ণ পিণ্ডিকা প্রযোজ্য। এরণ্ডের পত্র, মূল ও ত্বক্ নির্ম্মিত পিণ্ডী বাতনাশক। আমলকী নির্ম্মিত পিণ্ডী পিত্ত নাশক, শজিনাপত্র নির্ম্মিত পিণ্ডী কফনাশক, নিম্বপত্র নির্ম্মিত পিণ্ডী পিত্তশ্লেষ্মনাশক। শুঁঠ ও নিমপাতার কল্কে স্বল্প সৈন্ধব সংযুক্ত এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার পিণ্ডী নেত্রে ধারণ করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক এবং শোথ কণ্ডু ও ব্যথা হারক। ত্রিফলার পিণ্ডী নেত্রে ধারণ করিলে বাতপিত্ত ও কফ বিনষ্ট হয়। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও খাখসবল্কল (পোস্তাঢেঁড়ী) ইহাদের কল্কে অহিফেন-ভিজার জলসংযুক্ত করিয়া পিণ্ডী প্রস্তুত করিবে। এই পিণ্ডী ধারণে সকল প্রকার অভিষ্যন্দ বিনষ্ট হয়॥ ৯৮—১০৩

বিড়ালক বিধি—পক্ষ্মবর্জ্জন করিয়া নেত্রের বহির্ভাগে প্রলেপ দেওয়াকে বিড়ালক কহা যায়। ইহার মাত্রা মুখালেপ বিধানবৎ জানিবে। মুখালেপ যথা—এক অঙ্গুলের চতুর্থাংশ পুরু করিয়া মুখে প্রলেপ দেওয়া মুখলেপের হীনমাত্রা, তৃতীয়াংশ পুরু করিয়া মুখে প্রলেপ দেওয়া মুখলেপের মধ্যম মাত্রা এবং অর্দ্ধাঙ্গুল পুরু করিয়া মুখে প্রলেপ দেওয়া মুখলেপের শ্রেষ্ঠ মাত্রা। প্রলেপ যে পর্য্যন্ত না শুষ্ক হয়, সে পর্য্যন্ত প্রলেপ রাখা, মুখলেপের স্থিতিকাল। শুষ্কপ্রলেপ গুণহীন এবং তাহা ত্বক্‌কে দূষিত করিয়া থাকে। প্রলেপ যথা—যষ্টিমধু, গেরিমাটী, সৈন্ধব লবণ, দারুহরিদ্রা ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য জলে পেষিত এবং তাহাতে মধুসংযুক্ত করিয়া নেত্রের বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। রসাঞ্জনের প্রলেপ, বা হরীতকী ও বিল্বপত্রের প্রলেপ কিংবা বচ হরিদ্রা ও শুঁঠের প্রলেপ অথবা শুঁঠ ও গেরিমাটীর প্রলেপ দিলে নেত্ররোগ সমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ১০৪—১০৮

তর্পণবিধি—বাতাতপধূলিবর্জ্জিত গৃহে রোগী চিত হইয়া শয়ন করিবে। মাষকলায়ের চূর্ণ জলে মর্দ্দন করিয়া রোগির নেত্রকোশদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে আলি দিবার ন্যায় মণ্ডলাকারে তদ্দ্বারা আলি দিবে। আলি যেন সম (নিম্নোন্নতত্ব রহিত) দৃঢ় (নিশ্ছিদ্র) ও অসংবাধ (বাধা বিঘ্ন রহিত) হয়। পরে ঘৃতমণ্ড (ঘৃতের উপরিতন স্বচ্ছভাগ) কোন পাত্রে রাখিয়া তাহা উষ্ণোদকে গলাইয়া তদ্দ্বারা, কিংবা শত ধৌত ঘৃত দ্বারা, অথবা দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা নেত্রের পক্ষ্মাগ্র পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে, তর্পণকালে রোগী নিমীলিত-নেত্রে থাকিবে, তর্পণানন্তর ধীরে ধীরে নেত্র উন্মীলন করিবে। বৃদ্ধ বৈদ্য কর্ত্তৃক এইরূপ তর্পণবিধি উক্ত হইয়াছে।

রুক্ষনেত্র, পারশুষ্কনেত্র, কুটিলনেত্র, আবিলনেত্র, শিরোৎপাত, কৃচ্ছ্রোন্মীলন, তিমির, অর্জ্জুন,

শুক্রাদি, অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, শুষ্কাক্ষিপাক, নেত্রশোথ ও বাতপর্য্যয় এই সকল রোগে নেত্ররোগবিশারদ ভিষক্ নেত্রকে সম্যক্ তর্পণ করিবেন। তর্পণার্থ নেত্রে ঘৃত ধারণের কাল—পক্ষ্ম রোগে একশত বাঙ্মাত্রা; কফ স্বস্থ থাকিলে সন্ধিগত রোগে পাঁচশত বাঙ্মাত্রা; কফদুষ্টিতে ছয়শত বাঙ্মাত্রা; কৃষ্ণগত রোগে সাতশত বাঙ্মাত্রা; দৃষ্টিগত রোগে আট শত বাঙ্মাত্রা; অধিমন্থে সহস্র বাঙ্মাত্রা এবং বাতরোগে সহস্র বাঙ্মাত্রা; তর্পণার্থ নেত্রে ঘৃতধারণ করিবে। তদনন্তর অপাঙ্গ প্রদেশ দিয়া ঘৃত নিঃসারিত করিয়া স্বিন্ন যবপিষ্ট দ্বারা নেত্রের বিশোধন করিবে, অর্থাৎ শলাকা দ্বারা অপাঙ্গ দেশের আসিতে ছিদ্র করিয়া ক্রমে ক্রমে ঘৃত বাহির করিয়া ফেলিবে, এবং যবপিষ্ট দ্বারা ধীরে ধীরে নেত্র মুছিবে। অনন্তর যথাস্ব ধূমপান দ্বারা অর্থাৎ কফনাশক শিরোবিরেচন ধূমপান দ্বারা স্নেহবীর্য্য প্রেরিত কফের নির্হরণ করিবে। কয়দিন তর্পণ প্রয়োগ করিতে হইবে; তাহাই কথিত হইতেছে—একদিন তিনদিন বা পাঁচদিন তর্পণ প্রয়োগের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। (গয়ী বলেন—বাতে একদিন, পিত্তে তিনদিন, কফে পাঁচদিন তর্পণ প্রযোজ্য। জেজ্জটাচার্য্য বলেন—ন্যূনদোষে একদিন, মধ্যদোষে তিনদিন, প্রবল দোষে পাঁচদিন তর্পণ বিধেয়)। সম্যক্ তর্পণের এই লক্ষণ—সুখনিদ্রা, সুখজাগরণ, বৈশদ্য (মলাভাব), দৃষ্টিপটুতা, নির্বৃতি (তাৎকালিক সুখোৎপত্তি), ব্যাধিবিধ্বংস, ক্রিয়া (নিমেষোন্মেষাদি), নেত্র লাঘব, নেত্রের সম্যক্ তর্পণ হইলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতিতর্পণের লক্ষণ—নেত্রের গুরুতা, আবিলতা, অতি স্নিগ্ধতা, অশ্রুপতন, কণ্ডু, মললিপ্তত্ব, ঘর্ষ (কর্করিকা) ও তোদ, নেত্র অতি তর্পিত হইলে এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়। হীন তর্পণের লক্ষণ—অস্রাব, শোথ ও রোগের বৃদ্ধি, রূপ দর্শনে অসামর্থ্য, রুক্ষত্ব, আবিলত্ব ও পারুষ্য এই গুলি হীনতর্পণের লক্ষণ। অতি তর্পণ ও হীন তর্পণে দোষের বাহুল্য হেতু শাস্ত্রবিদ্ বৈদ্য বিবেচনা করিয়া রুক্ষ ও স্নিগ্ধ উপচার দ্বারা (ধূম নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ দ্বারা) এই উভয়ের চিকিৎসায় প্রযত্ন করিবেন। তর্পণের অবিষয়—দুর্দ্দিনে (ঝড়বৃষ্টির দিবসে) অতি উষ্ণ বা অতি শীত সময়ে, চিন্তাকালে, সংভ্রমসময়ে (ভয়ের উপস্থিতিতে) এবং অশান্তোপদ্রবে নেত্রতর্পণ প্রশস্ত নহে॥ ১০৯—১২৪

পুটপাকবিধি—অস্থ্যাদিরহিত স্নিগ্ধ মাংস পেষণ করিয়া বিল্বফল-পরিমিত (বা আটতোলা পরিমিত) দুইটি পিণ্ড করিবে। এবং মধুরৌষধাদি অন্য যে সকল দ্রব্য তাহাতে দিতে হইবে, সেই সকল দ্রব্য আটতোলা পরিমাণে লইবে। আর তাহাতে যে মধু মস্তু প্রভৃতি দ্রব পদার্থ দিতে হইবে, তাহা কুড়ব পরিমাণে (আটপল, কোনমতে চারিপল) লইবে। পরে সেই মাংস-পিণ্ডাদি সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তাহা গাম্ভারীপত্র কুমুদপত্র এরণ্ডপত্র পদ্মপত্র বা কদলীপত্র দ্বারা বেষ্টিত এবং মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া পুটপাকের বিধানে উহা পুটপক্ব করিবে। পুটপাকে স্বিন্ন হইলে উহা উদ্ধৃত করিয়া নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক রস বাহির করিবে। পরে তর্পণোক্ত বিধানে রোগিকে উত্তানভাবে শোয়াইয়া তাহার দৃষ্টিমধ্যে সেই রস নিষেক করিবে। পুটপাক গ্রহণের পর বা তর্পিতনেত্র রোগীকে তেজঃ পদার্থ বায়ু আকাশ ও সূর্য্যের আতপ দর্শন করিতে দিবে না॥ ১২৫—১২৮

অঞ্জনবিধি—নেত্ররোগে রোগোৎপাদক দোষের সম্যক্ পরিপাক হইলে রোগির নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। যে দ্রব্য দ্বারা অঞ্জন দেওয়া যায়, তাহাকেই অঞ্জন কহা যায়। তদ্যথা—বটিকাঞ্জন, রসক্রিয়াঞ্জন ও চূর্ণাঞ্জন, অঞ্জন এই ত্রিবিধ। শলাকা ও অঙ্গুলি দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এই অঞ্জনত্রয়ের পরপরটি যথাক্রমে হীনবল অর্থাৎ গুটিকাঞ্জন অপেক্ষা রসক্রিয়াঞ্জন, রসক্রিয়াঞ্জন অপেক্ষা চূর্ণাঞ্জন হীনবল। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই—মহাবল রোগে গুটিকাঞ্জন, মধ্যবল রোগে রসক্রিয়াঞ্জন এবং হীনবল রোগে চূর্ণাঞ্জন প্রযোজ্য। অঞ্জন সকল আবার প্রত্যেকটি ত্রিবিধ, যথা স্নেহন অঞ্জন, রোপণ অঞ্জন ও লেখন অঞ্জন। মধুর ও স্নেহ দ্রব্যসম্পন্ন অঞ্জন স্নেহন, কষায় ও তিক্ত রসযুক্ত এবং স্নেহপদার্থ বিশিষ্ট অঞ্জন রোপণ এবং ক্ষার-তিক্ত ও অম্লরস কৃত অঞ্জন—লেখন। তীক্ষ্ণাঞ্জনে মটর-পরিমিত, মধ্যমাঞ্জনে দেড় মটর পরিমিত এবং মৃদু অঞ্জনে দুই মটর পরিমিত বর্ত্তি করিবে। (অর্থাৎ লেখনাঞ্জনের বর্ত্তি মটর প্রমাণ, প্রসাদনাঞ্জনের বর্ত্তি দেড়মটর প্রমাণ এবং রোপণাঞ্জনের বর্ত্তি দুই মটর প্রমাণ হইবে)। রসক্রিয়া-অঞ্জনের উচ্চ মাত্রা তিন বিড়ঙ্গ পরিমিত, মধ্যম মাত্রা দুই বিড়ঙ্গ পরিমিত এবং হীন মাত্রা এক বিড়ঙ্গ পরিমিত করিবে। স্নেহন চূর্ণাঞ্জনে চারিশলাকা, রোপণচূর্ণাঞ্জনে তিনশলাকা এবং লেখন চূর্ণাঞ্জনে দুই শলাকা প্রযোজ্য। শলাকার উভয় মুখ কুঞ্চিত মসৃণ ও মটরবৎ গোল (কিন্তু তাহা মুকুলাকার করিতে হইবে); শলাকার দৈর্ঘ্য আট অঙ্গুল। উহা প্রস্তরে (বৈদুর্য্যাদি পাষাণে) বা ধাতুতে নির্ম্মাণ করাইবে। সুবর্ণ ও রজত জাত শলাকা স্নেহাঞ্জনে, তাম্র লৌহ ও পাষাণ নির্ম্মিত শলাকা লেখনাঞ্জনে এবং অঙ্গুলি মৃদুত্ব হেতু রোপণাঞ্জনে প্রশস্ত॥ ১২৯—১৩৭

অঞ্জনে শলাকা বিশেষ—সীসক অগ্নিতে প্রতাপিত করিয়া তাহা ত্রিফলা-ভীমরাজ ও শুঁঠের

ক্বাথে, ঘৃতে এবং গোমূত্র, মধু ও ছাগদুগ্ধে নিষিক্ত করিয়া তাহার শলাকা প্রস্তুত করিবে। অঞ্জনকার্য্যে সেই শলাকা প্রয়োগ করিলে সকল নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। ইতি দৃষ্টিপ্রসাদনী শলাকা॥ ১৩৮

কৃষ্ণমণ্ডলের অধোভাগে নয়নে অঞ্জন দিবে—হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুতে পূর্ব্বাহ্নে বা পরাহ্নে, বর্ষা ঋতুতে মেঘ বর্জ্জিত ও নাত্যুষ্ণ দিবসে এবং বসন্ত ঋতুতে সদাই অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। কিন্তু প্রাতঃ ও সায়ংকালই অঞ্জনের প্রশস্ত সময়, অতএব ঐ সময়েই অঞ্জন প্রদেয়, সর্ব্বদাই প্রযোজ্য নহে। শ্রান্ত, ক্রন্দিত, ভীত ও পীতমদ্য ব্যক্তিকে অঞ্জন দিবে না; নবজ্বরে অজীর্ণে মলমূত্রাদির বেগরোধে অঞ্জন প্রযোজ্য নহে॥১৩৯-১৪২

স্নেহনীবটিকা—হরীতকীর বীজ একভাগ, বহেড়ার বীজ দুইভাগ এবং আমলকীর বীজ তিন ভাগ লইয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক দুইমটর পরিমিত বটী করিবে। ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে নেত্রস্রাব ও বাতরক্তজ নেত্ররোগ আশু বিনষ্ট হয়॥ ১৪৩

রোপনীবটী—রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীপত্র ও নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্য গোময়রসে পেষণ করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে রাত্র্যান্ধ্য বিনষ্ট হয়। অঞ্জনে এই বটীর মাত্রা—দেড় মটর॥ ১৪৪

লেখনী চন্দ্রোদয়া বটী—শঙ্খনাভি, বহেড়ার মজ্জা, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপুল, মরিচ, কুড় ও বচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করত যবপরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। মটর পরিমিত বটী জলে ঘষিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। এই চন্দ্রোদয় বটীর অঞ্জনে তিমির, মাংসবৃদ্ধি, কাচ, পটল, অর্ব্বুদ, রাত্র্যান্ধ্য এবং বৎসরাভ্যন্তরজাত পুষ্প রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৪৫—১৪৭

পুষ্পহরী বর্ত্তি—করঞ্জবীজ পলাশ পুষ্পের স্বরসে বহুবার ভাবিত করিয়া পেষণ পূর্ব্বক তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি জলে ঘষিয়া তাহার অঞ্জন দিলে দৃষ্টিমণ্ডলের পুষ্প বিনষ্ট হয়॥ ১৪৮

স্নেহনী রসক্রিয়া—নির্ম্মলীফল মধুতে ঘসিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশাইয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে নেত্র নির্ম্মল হয়॥ ১৪৯

রোপনী রসক্রিয়া—প্রক্লিন্নবর্ত্মরোগে রসাঞ্জন, ধুনা, জাতীপুষ্প, মনছাল, সমুদ্রফেন, সৈন্ধবলবণ, গেরিমাটী ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুতে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিবে। এই অঞ্জন ক্লেদ-কণ্ডুনাশক ও পক্ষ্মের উৎপাদক। পুনর্নবা দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে কণ্ডু, মধুতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রস্রাব, ঘৃতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রপুষ্প, তৈলে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে তিমির রোগ এবং কাঞ্জীতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নিশান্ধ্যতা আশু বিনষ্ট হয়। বাবলার ক্বাথকে পুনঃপাকে লেহীভূত করিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া তাহার অঞ্জন দিলে নেত্রস্রাব, নিঃসংশয় শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়॥ ১৫০—১৫৩

লেখনী রসক্রিয়া—বটের আটার সহিত কর্পূর চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে দুইমাস জাত পুষ্প শীঘ্রই নষ্ট হয়। মধু, ঘোড়ার লাল ও মরিচ একত্র ঘর্ষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, অতি নিদ্রা প্রশমিত হয়॥ ১৫৪। ১৫৫

স্নেহন চূর্ণ—সৌবীরাঞ্জনকে যথাক্রমে সাতবার অগ্নিতে প্রতপ্ত ও সাতবার ত্রিফলার ক্বাথে নিষিক্ত করিবে, এবং স্ত্রী স্তন্যেও ঐরূপ সিক্ত করিবে। পরে তাহা সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ নেত্রে অঞ্জন দিবে। এই অঞ্জনে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ নিঃসংশয় প্রশমিত হয়॥১৫৬।১৫৭

রোপণ চূর্ণ—রসককে (খাপরকে) শিলায় উত্তমরূপে পেষণ করিয়া জলে গুলিবে। এবং কিছুক্ষণ পরে সেই জলের অধোভাগ গত চূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জল গ্রহণ করিবে। তদনন্তর সেই জল সূর্য্যাতপে শুকাইবে। সমুদায় জল শুষ্ক হইয়া যখন পর্প্পটী সন্নিভ হইবে, তখন তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে তিনবার সম্যক্ ভাবিত করিবে এবং তাহাতে তদ্দশমাংস কর্পূরের চূর্ণ মিশাইবে। নয়নে ইহার অঞ্জন দিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ নষ্ট হয়॥১৫৮-১৬০

লেখন চূর্ণ—কুক্কুটাণ্ডের ত্বক্, মনঃশিলা, কাচলবণ, শঙ্খ, চন্দন ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৬১

সাধারণ অঞ্জন—মুক্তা, কর্পূর, কাচলবণ, অগুরু, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধব, এলবালুক, শুঁঠ, কাকলা (সুগন্ধদ্রব্য বিশেষ, তদভাবে জাতীপুষ্প, জাতীপুষ্পাভাবে লবঙ্গ গ্রাহ্য), মারিত মাংস্য, মারিত রঙ্গ, হরিদ্রা, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, মারিত অভ্র, তুঁতে, কুক্কুটাণ্ডের ত্বক্, বহেড়াফল, কুঙ্কুম, হরীতকী, যষ্টিমধু, রাজবর্ত্ত (রাবটী নামে লোকে প্রসিদ্ধ), জাতীপুষ্প, তুলসীর পুষ্প অর্থাৎ অভিনব মঞ্জরী; উভয় করঞ্জ, নিম্ব, অর্জ্জুন, নাগরমুতা, মারিত তাম্র ও রসাঞ্জন এই সকল প্রত্যেকটি এক এক মাষা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ মধুর সহিত তাহার অঞ্জন দিবে। এই মুক্তাদি মহাঞ্জনের অঞ্জনে নেত্রাশ্রিত অতি প্রবল রোগ সকলও অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইতি মুক্তাদি মহাঞ্জন॥ ১৬২—১৬৪

নয়নশোণাঞ্জন—পিপুল, সৈন্ধব, মরিচ, রসাঞ্জন, অঞ্জন (সূর্ম্মা), সমুদ্রফেন, শ্বেত পুনর্নবাজাত চিনি, হরিদ্রা, রক্তচন্দন, মধু, তুঁতে, হরীতকী, মনঃশিলা, নিম্বপত্র, সাবরলোধ, ফট্‌কিরী, শঙ্খনাভি ও কর্পূর এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণিত এবং নিবিড় বস্ত্রে গালিত করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক তাম্রদণ্ডদ্বারা বিমর্দ্দন করিবে। মুনিগণ কর্তৃক ইহা নয়ন শোণাঞ্জন নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অঞ্জন তিমির রোগের ক্ষয় এবং পটল পুষ্পের নাশ করিয়া থাকে॥ ১৬৫। ১৬৬

চন্দ্রোদয়া বটী—হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গব্যদুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। ইহার অঞ্জনে তিমির, কণ্ডু, পটল, অর্ব্বুদ, ত্রিবর্ষজাত শুক্র, অধিক মাংস এবং নিশান্ধ্যতা একমাসেই বিনষ্ট হয়। এই চন্দ্রোদয়া বটী নূতন পটলে প্রযোজ্য॥ ১৬৭—১৬৯

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তি—হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, নাগর মুতা ও হরীতকী এই সাতটি দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করত তাহার বটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই বটী জলে ঘসিয়া অঞ্জন দিলে তিমির, গোমূত্রে ঘসিয়া অঞ্জন দিলে পিষ্টক, মধুতে ঘসিয়া অঞ্জন দিলে পটল, নারীদুগ্ধে ঘসিয়া অঞ্জন দিলে পুষ্প রোগ বিনষ্ট হয়। এই চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি স্বয়ং রুদ্র কর্তৃক নির্ম্মিত।

ছাগলের যকৃতের মধ্যে পিপুল নিহিত করিয়া করিয়া সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে তাহা হইতে পিপুল বাহির করিয়া সেই যকৃতের রসে মর্দ্দন করিবে। ঐ মর্দ্দিত পিপুলের অঞ্জনে নিশান্ধ্যতা (রাতকাণা) অচিরে দূরীভূত হয়। তদ্বৎ মরিচও ছাগ যকৃতের মধ্যে নিহিত করিয়া উত্তমরূপে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মধুসহ তাহার অঞ্জন দিলে নিশান্ধ্যতা প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৭০—১৭২

ত্রিফলাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের, ত্রিফলার ক্বাথ /৪ সের, ভীমরাজের রস /৪ সের, বাসকের রস /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, গুলঞ্চের ক্বাথ /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের ও ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী (অভাবে অশ্বগন্ধামূল), মধুপর্ণী (গুলঞ্চ, অভাবে যষ্টিমধু) ও কণ্টকারী মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষে এই ঘৃত পবিত্র পাত্রে রাখিবে। ইহা ভোজনের পূর্ব্বে মধ্যে ও অন্তে সেব্য। এই ত্রিফলাদ্য মহাঘৃত স্বরক্তে, রক্তদুষ্টে, বিস্রুত রক্তে, নিশান্ধ্যে, তিমিরে, কাচে, নীলিকায়, পটলে, অর্ব্বুদে, অভিষ্যন্দে, অধিমন্থে, সুদারুণ পক্ষ্মকোপে এবং দোষত্রয় কৃত সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগে প্রশস্ত॥ ১৭৩—১৭৯

দ্বিতীয় ত্রিফলাদ্য ঘৃত-ঘৃত /৪ সের। হরীতকী একশত, বহেড়া দুইশত, আমলকী চারিশত এবং বাসকছাল ও ভীমরাজ সম পরিমিত (সাড়ে বারসের করিয়া গ্রহীতব্য) এই সকল দ্রব্য চতুর্গুণ জলে ১২৮ সের জলে মৃদু অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। কল্কার্থ—শর্করা, মৌলফল, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী (এই কাকোলী যুগলের অভাবে অশ্বগন্ধা মূল দ্বিগুণ গ্রাহ্য), ত্রিফলা, নাগেশ্বর, পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, বনাডুমুর, নীলোৎপল, মিঃ /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পানে তিমির, কাচ, নিশান্ধ্যতা, শুক্র, স্রাব, কণ্ডু, শোথ, নেত্রের লৌহিত্য ও কলুষত্ব, বিন্দু, অর্শ ও পটল বিনষ্ট হয়, অধিক কি বলিব, ইহা দ্বারা সকল নেত্র রোগই বিনষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্য ও অগ্নির তেজোদর্শনে যাহার দৃষ্টি উপহত হইয়াছে, এই ত্রিফলাদ্য ঘৃতই তাহার পরম হিতকর ঔষধ বলিয়া মুনিগণ বর্ণন করিয়াছেন। দর্পণ মার্জ্জিত হইলে যেমন পরম নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, এই ঘৃত পীত হইলে নেত্রও তদ্বৎ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ত্রিফলাদ্য ঘৃতের ক্বাথ্য দ্রব্য দুই দ্রোণ (১২৮ সের) জলে পক্তব্য; বাসক ও ভীমরাজ প্রত্যেকটি তুলা পরিমাণে (/১২॥০ সের করিয়া) গ্রাহ্য॥ ১৮০—১৮৭

বাসকাদ্য ক্বাথ—বাসক ছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দারু হরিদ্রা, রক্ত চন্দন, চিতামূল, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী, পলতা, ত্রিফলা, মুতা, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব ও কুড়চী ইহাদের ক্বাথ সকল নেত্ররোগ নাশক। ইহা পানে স্বর বিকৃতি, পীনস, শ্বাস ও কাস নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ১৮৮। ১৮৯

ইতি নেত্ররোগাধিকার

কর্ণরোগাধিকার।

কর্ণরোগের নাম ও সংখ্যা—তদ্‌যথা—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, ক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডু, কর্ণগূথ, প্রতিনাহ, কৃমিকর্ণ, দ্বিবিধ বিদ্রধি, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, চতুর্ব্বিধ অর্শঃ, সপ্তবিধ অর্ব্বুদ ও চতুর্ব্বিধ শোথ, এই অষ্টাবিংশতিটি রোগ কর্ণে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১—৩

কর্ণশূলের সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—কর্ণগত বায়ু প্রতিলোম ভাবে কর্ণের ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক কর্ণস্রোতে অতীব শূল উৎপাদন করে এবং পিত্ত রক্ত বা কফ ইহাদের মধ্যে যে দোষ দ্বারা আবৃত হয়, তাহারও লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যাধিকে কর্ণশূল কহে। ইহা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি॥ ৪

কর্ণশূলের অসাধ্যত্ব—মূর্চ্ছা, দাহ, জ্বর, কাস, শ্বাস ও বমি, কর্ণশূলে এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগির জীবন সংশয়॥ ৫

কর্ণনাদের লক্ষণ—কুপিত বায়ু কর্ণস্রোতোগত হইলে কর্ণে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খাদির শব্দের ন্যায় বিবিধ শব্দ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাকেই কর্ণনাদ কহা যায়॥ ৬

বাধির্য্য লক্ষণ—কেবল বায়ু বা কফান্বিত বায়ু শব্দবহ স্রোতকে আবরণ করিয়া অবস্থান করিলে বাধির্য্য (কালা) রোগ উপস্থিত হয়॥ ৭

অসাধ্য বাধির্য্য—বাল্যকালে ও বৃদ্ধাবস্থায় যে বাধির্য্য উপস্থিত হয়, সে বাধির্য্য এবং দীর্ঘকাল জাত বাধির্য্য অসাধ্য॥ ৮

ক্ষ্বেড় লক্ষণ—কুপিত বায়ু পিত্তাদির সহিত মিলিত হইয়া কর্ণে ক্ষ্বেড় বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ উৎপাদন করে। ইহাকেই কর্ণক্ষ্বেড় কহে।

টীকা। বংশীধ্বনিবৎ শব্দকেই ক্ষ্বেড় কহে। যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "বেণুঘোষবৎ শব্দ ক্ষ্বেড় বলিয়া অভিহিত হয়"। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, কর্ণনাদ ও ক্ষ্বেড়ে প্রভেদ কি? উত্তর—কর্ণনাদ কেবল বায়ু দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে নানা প্রকার শব্দ অনুভূত হইয়া থাকে। কর্ণক্ষ্বেড় পিত্তাদি যুক্ত বায়ু দ্বারা জন্মে এবং তাহাতে বেণুঘোষবৎশব্দই শ্রুত হয়, উভয়ের এই প্রভেদ॥ ৯

কর্ণস্রাব লক্ষণ—মস্তকে অভিঘাত অথবা জলে নিমজ্জন কিংবা কর্ণবিদ্রধির প্রপাক এই সকল কারণে কর্ণ বাতার্দ্দিত হইয়া পূযস্রাব করে (পূয শব্দ এস্থলে উপলক্ষণ, জল ও রস স্রাবও করিয়া থাকে) ইহাকেই কর্ণ স্রাব রোগ কহা গিয়া থাকে॥ ১০

কর্ণকণ্ডূ লক্ষণ—কর্ণগত বায়ু কফসংযুক্ত হইয়া কর্ণে কণ্ডূ উৎপাদন করিলে তাহাকে কর্ণকণ্ডূ কহে।

কর্ণগূথ লক্ষণ—কর্ণস্থ শ্লেষ্মা পিত্তোষ্ম কর্ত্তৃক শোষিত হইলে তাহাকে কর্ণগূথ কহে॥ ১১

কর্ণপ্রতিনাহ লক্ষণ—ঐ কর্ণগূথ যদি স্নেহ স্বেদাদি দ্বারা দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং দ্রবত্ব (তরলত্ব) প্রাপ্ত হইয়া নাসিকা ও মুখ দিয়া নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে কর্ণপ্রতিনাহ কহে। কর্ণপ্রতিনাহ রোগে অর্দ্ধাবভেদক উপস্থিত হয়॥ ১২

কৃমিকর্ণ লক্ষণ—কর্ণের অভ্যন্তরে মাংস ও রক্তের পচন হেতু কৃমি জন্মিলে অথবা মক্ষিকাগণ ডিম্ব প্রসব করিলে তাহাকে কৃমিকর্ণক রোগ কহে। কর্ণে কৃমি লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া প্রাচীন-ভিষগ্‌গণ কর্ত্তৃক ইহা কৃমিকর্ণক রোগ নামে অভিহিত হইয়াছে॥ ১৩

পতঙ্গাদি কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা কথিত হইতেছে;—পতঙ্গ ও কাণ কোটারিগণ কর্ণে প্রবেশ করিলে অস্থির চিত্ততা, অত্যন্ত ব্যাকুলতা, দারুণ বেদনা ও তোদ উপস্থিত হয়, কাণ ফর্‌ফর করিতে থাকে। কীট যখন চলিয়া বেড়ায়, তখন অত্যন্ত যাতনা বোধ হয় কিন্তু নিষ্পন্দ (নিশ্চল) হইলে বেদনার লাঘব হইয়া থাকে॥ ১৪। ১৫

দ্বিবিধ কর্ণবিদ্রধি—ক্ষত বা অভিঘাত হেতু কর্ণে যে বিদ্রধি উৎপন্ন হয়, তাহা আগন্তজ বিদ্রধি এবং বাতাদি দোষের প্রকোপে যে বিদ্রধি জন্মে, তাহা দোষজ বিদ্রধি, এই দ্বিবিধ বিদ্রধিতেই সূচীবেধবদ্‌ বেদনা, কর্ণ হইতে ধূম নির্গমবৎ পীড়া, এবং দাহ ও চুষণবৎ ব্যথা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহাতে লোহিত পীত বা অরুণবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে॥ ১৬

কর্ণপাক—পিত্তের প্রকোপ হেতু কর্ণ ক্লিন্ন ও পূতিভাবাপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণপাক কহে॥ ১৭

পূতিকর্ণ—কর্ণ বিদ্রধির পাক অথবা কর্ণে জলপ্রবেশ হেতু কর্ণ দিয়া পূতি (পচা, দুর্গন্ধ) পূয নিঃসৃত হইলে তাহাকে পূতিকর্ণক রোগ কহে। (কর্ণস্রাব রোগ

হইতে পূতিকর্ণক রোগের ভেদ এই—ইহাতে কেবল পূতি পূযই নিঃস্রুত হইয়া থাকে) ॥ ১৮

কর্ণগত শোথ-অর্ব্বুদ-ও অর্শের লক্ষণ—কর্ণে যে শোথ, অর্ব্বুদ ও অর্শঃ উৎপন্ন হয়, তাহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত শোথাদির লক্ষণের ন্যায়ই জানিবে। (কর্ণশোথ চারি প্রকার, যথা বাতজ পিত্তজ কফজ ও রক্তজ। এইরূপ অর্শঃও চারি প্রকার অর্থাৎ বাতজ পিত্তজ কফজ ও রক্তজ। এই চারি প্রকার শোথ এবং এই চারি প্রকার অর্শঃ ভিন্ন কর্ণে অন্য প্রকার শোথ ও অর্শঃ জন্মে না, ইহা আধারের প্রভাবেই জানিবে। অর্ব্বুদ সপ্তবিধ, যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদোজ ও শিরাজ) ॥ ১৯

ইতি সুশ্রুতোক্ত কর্ণরোগ।

অতঃপর চরকোক্ত বাত-পিত্ত-কফ-সন্নিপাতকৃত কর্ণনাদ কথিত হইতেছে।—

বাতজ—বাতজনিত কর্ণরোগে কর্ণে শব্দোৎপত্তি, অতি বেদনা, কর্ণমলের শোষ, পাতলা স্রাব এবং শ্রবণশক্তি নাশ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পিত্তজ—পিত্তজনিত কর্ণরোগে কর্ণে শোথ, রক্তবর্ণতা, বিদরণ, বিদাহ এবং পূতি ও পীতবর্ণ স্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ২০

কফজ—কফজনিত কর্ণরোগে শ্রবণবৈকৃত্য, কণ্ডূ, স্থির শোথ, কর্ণের শুক্লবর্ণতা স্নিগ্ধতা ও অল্প বেদনতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

সন্নিপাতজ—সান্নিপাতিক কর্ণরোগে ত্রিদোষের প্রকোপে উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ কর্ণরোগেরই লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়, এবং যে দোষের আধিক্য থাকে, তদ্দোষজ বর্ণ বিশিষ্ট স্রাব হইয়া থাকে ॥ ২১

কর্ণের অবয়ব বলিয়া কর্ণপালীর (কাণের পাতার) রোগও এই স্থলেই বর্ণন করিব। তদ্‌যথা—

পরিপোটকনামককর্ণপালী-জাত রোগের নিদান ও লক্ষণ—সুকোমল কর্ণপালী বর্দ্ধিত করিবার জন্য যদি উহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কর্ণপালিতে কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ, সবেদন ও স্তব্ধ ফাটা ফাটা যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পরিপোটক কহে। পরিপোটক বাতজ ব্যাধি ॥ ২২

উৎপাতরোগের নিদান ও লক্ষণ—কর্ণে ভারবিশিষ্ট-অলঙ্কার ধারণ, তাড়ন ও ঘর্ষণাদি করিলে কর্ণপালীতে শ্যাব বা রক্তবর্ণ এবং দাহ পাক ও বেদনা-যুক্ত যে শোথ জন্মে, তাহাকে উৎপাত কহে। ইহা রক্তপিত্তজ ব্যাধি ॥ ২৩

উন্মন্থক—বলপূর্ব্বক কর্ণকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া ধরিলে বায়ু কুপিত ও কফ সংযুক্ত হইয়া কর্ণপালীতে স্তব্ধ, অল্পবেদন ও কণ্ডুযুক্ত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উন্মন্থক কহে ॥ ২৪

দুঃখবর্দ্ধন—কর্ণ সংবর্দ্ধ্যমান ও দুর্ব্বিদ্ধ হইলে কণ্ডু-দাহ-রুজা-ও পাক বিশিষ্ট যে শোথ হয়, তাহাকে দুঃখবর্দ্ধন কহে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি ॥ ২৫

পরিলেহী—কফ রক্ত প্রকোপে জাত এবং সর্ষপাকৃতি ক্রিমিগণ কর্ণপালীতে বিচরণ করিয়া কণ্ডু ও দাহ যুক্ত পিড়কা উৎপাদন করে। সেই ক্রিমি-সম্ভূত পিড়কাত্মক ব্যাধি ইতস্ততঃ বিসর্পিত হইয়া পালী ও শষ্কুলীকে (কর্ণগহ্বরকে) নির্ম্মাংস বা আচ্ছাদিত করে। এই ব্যাধিকে পরিলেহী কহে ॥ ২৬। ২৭

কর্ণরোগ-চিকিৎসা—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও ক্ষ্বেড় এই চারিটি রোগের সাধারণ ঔষধ এই—আদার রস মধু সৈন্ধব ও তৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে ধারণ করিবে। ইহা বেদনানাশক। রশুন আদা ও শজিনার স্বরস, বরুণমূলের স্বরস এবং কদলী-কন্দের স্বরস, ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিবে, ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আকন্দের অঙ্কুর কাঁজীতে পেষণ করিয়া তাহাতে তৈল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিবে এবং একটা মনসার ডাল চিরিয়া ও তাহার মধ্যভাগ কুরিয়া তন্মধ্যে ঐ পেষিত আকন্দাঙ্কুর নিহিত করিবে। পরে তাহা মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া পুটপাক ক্রমে পাক করিবে। পুটপাক দ্বারা তাহা স্বিন্ন হইলে তাহার রস গালিত করিবে। সেই রস ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণে প্রক্ষেপ করিবে। ইহা দ্বারা কর্ণশূল নিবারিত হয়। আকন্দের পীতবর্ণ পত্রে অর্থাৎ পক্বপত্রে ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে। পরে তাহার রস গালিত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেই রস কর্ণে নিষেক করিবে। ইহা দ্বারা কর্ণের শূল নিবারিত হয়। কর্ণ তীব্রশূলার্ত্ত ও সশব্দ হইলে এবং তাহা হইতে ক্লেদস্রাব হইতে থাকিলে ছাগমূত্র উষ্ণ এবং তাহাতে সৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া কর্ণমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ইহা প্রশংসিত ঔষধ। মৃদু অগ্নিসন্তাপে শ্বেতাকন্দের মূলের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে আশু ত্রিদোষোত্থ কর্ণশূল বিনষ্ট হয়। হিঙ্গু সৈন্ধব ও শুঁঠের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল অবশ্য বিনষ্ট হয়। কর্ণশূলে কর্ণনাদে ব্যাধির্য্য রোগে ও কর্ণক্ষ্বেড়ে বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া তদ্দারা কর্ণ পূরণ হিতকর। আপাঙ্গের ক্ষারমিশ্রিত জল এবং আপাঙ্গের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বাধির্য্য প্রশমিত হয়। গোমূত্রে বিল্ব পেষণ করিয়া সেই বিল্বকল্ক এবং জল ও গব্য দুগ্ধ ইহাদের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিলে বাধির্য্য দূরীভূত হয়। ইতি বিল্বতৈল। কর্ণ-

স্রাবে পূতিকর্ণে ও কৃমিকর্ণক রোগে কর্ণরোগের সাধারণ চিকিৎসা করিবে, বিশেষ চিকিৎসাও করিবে। টাবা লেবুর রসে স্বর্জিক্ষার চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া কর্ণে ক্ষেপণ করিবে। ইহা দ্বারা কর্ণের স্রাব বেদনা ও দাহ নিঃসংশয় দূরীভূত হয়। আমের জামের মৌলের ও বটের পত্র সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণরোগ প্রশমিত হয়। জাতীপত্রের রসের সহিত পক্ক তৈল প্রয়োগ করিলেও পূতিকর্ণ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। নারীর স্তনদুগ্ধে রসাঞ্জন পেষণ করিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালজাত কর্ণস্রাব ও পূতিকর্ণক রোগ নিবারিত হয়॥ ২৮—৪৩

কুষ্ঠাদি তৈল—কুড়, হিঙ, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, শুঁঠ ও সৈন্ধব ইহাদের কল্ক এবং গোমূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে পূতিকর্ণ-রোগ প্রশমিত হয়॥ ৪৪

শম্বুকের মাংসের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের নালী প্রশমিত হইয়া থাকে।

গন্ধক মনঃশিলা ও হরিদ্রা ইহাদের চূর্ণ ১ পল, সর্ষপতৈল ৮ পল এবং ধুতুরা পত্রের রস ৮ পল একত্র পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিলে দীর্ঘ-কালোৎপন্ন কর্ণনালীও প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্রিমিকর্ণক রোগশান্তির জন্য ক্রিমিনাশক চিকিৎসা করিবে। বার্ত্তাকুর ধূম ও সর্ষপ তৈল ইহাতে হিতকর। হরিতাল সংযুক্ত গোমূত্র দ্বারা কর্ণ-পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি নষ্ট হয়। কর্ণদৌর্গন্ধ্য রোগে গুগ্‌গুলুর ধূম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। পূর্ব্বোক্ত শোথ অর্শঃ ও অর্ব্বুদের চিকিৎসা কর্ণশোথে কর্ণার্শে ও কর্ণার্ব্বুদে প্রয়োগ করিবে॥৪৫-৪৯

কর্ণপালিজাত রোগের চিকিৎসা—পালী সংশোষণে বাতজ কর্ণরোগের চিকিৎসা করিবে। পালীতে যত্নপূর্ব্বক স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং ভিন্ন দ্বারা স্বিন্ন পালী বর্দ্ধিত করিবে॥ ৫০

শতাবরী তৈল—শতমূলী, অশ্বগন্ধা, ক্ষীর-কাকোলী, এরণ্ড ও অসন ইহাদের কল্ক এবং দুগ্ধসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল পালীতে প্রয়োগ করিলে পালী সংবর্দ্ধিত হয়॥৫১

জীবনীয়গণের কল্ক এবং দুগ্ধসহ তৈল পাক করিয়া, পরিপোটকের রক্তনির্হরণ পূর্ব্বক তাহাতে ঐ তৈল মর্দ্দন করিবে।

শীতল প্রলেপ ও জলৌকা প্রয়োগ দ্বারা উৎপাত রোগের চিকিৎসা করিবে।

গোসাপ ও হাড়গিলের বসামিশ্রিত তৈল, ঈশ-লাঙ্গলা ও তুলসীর কল্ক সহ পাক করিয়া সেই তৈল মাখিলে উন্মন্থ রোগ নিশ্চয় নিবারিত হয়।

জাম-আম-ও বিল্বপত্রের ক্বাথে দুঃখবর্দ্ধন পরিষিক্ত এবং তৈল দ্বারা তাহা সুস্নিগ্ধ করিয়া তাহাতে ঐ জাম আম-ও বিল্বপত্রের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। ইহা দ্বারা দুঃখবর্দ্ধন বিনষ্ট হয়।

তপ্ত গোময় দ্বারা পরিলেহী বারংবার স্বেদিত করিলে, এবং ছাগমূত্রে কর্পূর মর্দ্দিত করিয়া তদ্দ্বারা পরিলেহী প্রলিপ্ত করিলে উহা প্রশমিত হইয়া থাকে॥৫২—৫৫

ইতি কর্ণরোগাধিকার।

নাসারোগাধিকার।

নাসারোগের নাম ও সংখ্যা—তদ্‌যথা—পীনস, পূতিনস্য, নাসাপাক, পূযশোণিত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্তি, প্রতীনাহ, পরিস্রাব, নাসাশোষ, পাঁচ প্রকার প্রতিশ্যায়, সাতপ্রকার অর্ব্বুদ, চারিপ্রকার অর্শঃ, চারি প্রকার শোথ ও চারিপ্রকার রক্তপিত্ত, এই চতুস্ত্রিংশৎটি রোগ নাসিকায় উৎপন্ন হয়॥ ১—৩

পীনসের লক্ষণ—পীনস রোগে নাসিকা, নিশ্বাসবাতশোষিত শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধ, ধূমনির্গমবৎ পীড়ায় পীড়িত অর্থাৎ সন্তপ্ত এবং কখন শুষ্ক, কখন বা আর্দ্র হয়। ইহাতে ঘ্রাণশক্তি লোপ হয়। কারণ নাসার শ্লেষ্মরুদ্ধত্ব হেতু রোগী সুরভি বা অসুরভি কোন গন্ধই পায় না। স্বাদগ্রহণ শক্তিও নষ্ট হইয়া যায়। কারণ—নাসারোগারম্ভক দোষ দ্বারা রসনারও দুষ্টি হইয়া থাকে, তজ্জন্যই রোগী অম্ল মধুরাদি কোন রস সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না। পীনসরোগ বাত-শ্লেষ্মভব, ইহা বাতশ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের তুল্য লক্ষণান্বিত জানিবে। (অপীনস ও পীনস এই দুইই একার্থবাচক-শব্দ, অপীনসের অকারের লোপ বিকল্পে হওয়ায় অপীনস ও পীনস দুইই হইয়া থাকে)॥ ৪

পূতিনস্য লক্ষণ—দুষ্ট রক্ত-পিত্ত-কফ দ্বারা বায়ু গলদেশ ও তালুমূলে সন্দূষিত অর্থাৎ পূতিভাব প্রাপ্ত হইয়া মুখ ও নাসিকা দ্বারা নির্গত হয়। ইহাকেই পূতিনস্য কহে॥ ৫

নাসাপাক লক্ষণ—যে রোগে নাসাশ্রিত দুষ্ট পিত্ত নাসিকায় পিড়কা সকল উৎপাদন করে এবং প্রবল পাক জন্মায়, অথবা যাহাতে নাসিকা ক্লিন্ন ও পূতি-ভাবাপন্ন হয়, তাহাকে নাসাপাক কহে॥ ৬

পূযরক্ত লক্ষণ—দুষ্টদোষ দ্বারা অথবা ললাট-দেশে কোন কিছুর অভিঘাত প্রযুক্ত নাসিকা হইতে রক্ত মিশ্রিত পূয নির্গত হইতে থাকিলে তাহাকে পূয-রক্তরোগ কহা যায়॥ ৭

দোষজ ক্ষবথু (হাঁচী) লক্ষণ—নাসামর্ম্মে (শৃঙ্গাটক নামক মর্ম্মে) প্রদুষ্ট-বায়ু কফানুগত হইয়া নাসিকা দিয়া প্রবল শব্দের সহিত বারংবার নির্গত হইতে থাকিলে তাহাকে ক্ষবথু রোগ বলা যায়॥ ৮

আগন্তুজ ক্ষবথু—রাইসর্ষপাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভোজন, কটু দ্রব্য ঘ্রাণ, সূর্য্য দর্শন অথবা সূত্রাদি দ্বারা নাসিকার তরুণাস্থির ও মর্ম্মের (নাসাবংশাস্থির ও শৃঙ্গাটকের) ঘর্ষণ এই সকল কারণেও ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচী হইয়া থাকে। ইহাকে আগন্তুজ ক্ষবথু কহে॥৯

ভ্রংশথু লক্ষণ—পিত্তসন্তাপে মস্তক প্রতপ্ত হইলে মস্তকস্থ পূর্ব্বসঞ্চিত ঘন কফ বিদগ্ধ, সুতরাং লবণ রস বিশিষ্ট হইয়া নাসিকা দিয়া নির্গত হইলে তাহাকে ভ্রংশথু রোগ কহে। (কফ বিদগ্ধ হইলে লবণরসান্বিত হইয়া থাকে)॥ ১০

দীপ্তি লক্ষণ—এই রোগে নাসিকা অত্যন্ত দাহ সমন্বিত এবং প্রদীপ্তবৎ (প্রজ্বলিতবৎ) হয় এবং বোধ হয় যেন নাসিকা দিয়া ধূম নিঃসরণ হইতেছে। এইরূপ রোগকে দীপ্তিরোগ কহা যায়॥ ১১

প্রতীনাহ—বাতসমন্বিত কফ নিঃশ্বাসমার্গকে রুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রতীনাহ কহে।

স্রাবলক্ষণ—নাসিকা দিয়া ঘন বা পাতলা, পীত বা শুক্লবর্ণ কফ নির্গত হইলে তাহাকে নাসাস্রাব কহা যায়॥ ১২

নাসাশোষ লক্ষণ—নাসাশ্রিত শ্লেষ্মা, বায়ু ও পিত্ত কর্ত্তৃক গাঢ় পরিশুষ্ক হইলে অতিকষ্টে মানবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হয়। ইহাকেই নাসাশোষ রোগ কহে॥ ১৩

প্রতিশ্যায়ের সদ্যোজনক নিদান ও সম্প্রাপ্তি—মলমূত্রাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধ্রে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, অধিক বাক্য কথন, ক্রোধ, ঋতু-বৈষম্য (ঋতুচর্য্যা বিপরীতাচরণ), মস্তকের অভিতাপ (যদ্দ্বারা মস্তকের অভিতাপ হয়, অর্থাৎ ধূমাদি), রাত্রিজাগরণ ও দিবসে অতিনিদ্রা, শীতল জল ও শৈত্য তুষার, মৈথুন ও রোদন এই সকল কারণে মস্তকস্থ কফ ঘনীভূত হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হইয়া সদ্যঃ প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) উৎপাদন করে।

টীকা। প্রতিশ্যায়ের নিদান দ্বিবিধ, এক নিদান সদ্যঃ প্রতিশ্যায়জনক, প্রাবল্যহেতু তাহা চয়াদিক্রমকে অপেক্ষা না করিয়াই প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"নিদানের বাহুল্য হেতু দোষ সকল চয়কে প্রাপ্ত না হইয়াই সত্বর প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে।" অপর নিদান চয়াদিক্রমকে অপেক্ষা করিয়া প্রতিশ্যায়ের জনক হয়। চয়াদিক্রম, যথা—প্রথমে দোষের চয় (স্বস্থানে সঞ্চয়) পরে চয় হইতে প্রকোপ, প্রকোপ হইতে প্রসর, প্রসর হইতে স্থান প্রাপ্তি, তৎপরে অভিব্যক্তি (রোগরূপে সম্পূর্ণ প্রকাশ)॥ ১৪। ১৫

চয়াদিক্রমজনক নিদান ও সম্প্রাপ্তি—বায়ু-পিত্ত-কফ ও রক্ত ইহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বা পরস্পর মিলিত হইয়া মস্তকে ক্রমশঃ সঞ্চিত হয় এবং বিবিধ প্রকোপণ হেতুতে প্রকুপিত হইয়া পরে প্রতিশ্যায় জন্মায়॥ ১৬

পূর্ব্বরূপ—প্রতিশ্যায়োৎপত্তির পূর্ব্বে হাঁচী, মস্তকের অভিপূর্ণতা (ভার দ্বারা যেন মস্তকের ব্যাপ্ততা), অঙ্গমর্দ্দ, রোমাঞ্চ, এবং অন্যান্য পৃথক্ বিধ উপদ্রব সকল (নাসিকা হইতে ধূম নির্গমবৎ পীড়া, তালুদ্দাল ও নাক-মুখ দিয়া জল স্রাব প্রভৃতি বিবেচোক্ত উপদ্রব সমূহ) প্রকাশ পায়॥ ১৭

বাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ—বাতজনিত প্রতিশ্যায়ে নাসিকা স্তব্ধ ও আচ্ছাদিতবৎ, নাসিকা হইতে পাতলা স্রাব নির্গম, গল-তালু ওষ্ঠের শোষ, শঙ্খদেশে সূচীবেধবদ্ বেদনা, হাঁচীর বাহুল্য, মুখের বিরসতা ও স্বরের বিকৃতি হইয়া থাকে॥ ১৮

পৈত্তিক প্রতিশ্যায়—পিত্তজনিত প্রতিশ্যায়ে ঈষৎ পীতবর্ণ উষ্ণস্রাব নির্গত হয় এবং রোগী কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ, সন্তপ্ত ও উষ্মাভিপীড়িত হয়, তাহার নাক মুখ দিয়া যেন সধূম অগ্নি বাহির হইতে থাকে॥ ১৯

শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়—শ্লেষ্মজনিত প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া বহু পরিমিত পাণ্ডুবর্ণ শীতল কফ নির্গত হয়। রোগির দেহ গুরুত্ব, নেত্র স্ফীত, মস্তক ভারাক্রান্ত এবং গল-তালু-ওষ্ঠ-ও মস্তক কণ্ডুপীড়িত হইয়া থাকে॥ ২০

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়—যে পক্ব বা অপক্ব প্রতিশ্যায় কারণ বিনা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃ পুনঃ তিরোহিত হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায় জানিবে।

টীকা। সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়ে ত্রিদোষ লক্ষণ উক্ত হয় নাই, তথাপি উহাতে ত্রিদোষ লক্ষণ

উপস্থিত হয় বলিয়া জানিবে। ত্রিদোষজ হেতু উহা অসাধ্য বলিয়াও জানিবে। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—"মানবগণের দুষ্ট প্রতিশ্যায় ও সর্ব্বদোষজ প্রতিশ্যায় অসাধ্য" ॥ ২১

দুষ্টপ্রতিশ্যায় লক্ষণ—যে প্রতিশ্যায়ে নাসিকা কখন আর্দ্র, কখন শুষ্ক, কখন বদ্ধ, কখন বা বিবৃত হয় এবং নিশ্বাস দুর্গন্ধ ও ঘ্রাণশক্তি বিনষ্ট হয়, তাহাকে দুষ্ট প্রতিশ্যায় বলিয়া জানিবে। তাহা কষ্ট সাধ্য বা অসাধ্য ॥ ২২। ২৩

রক্তজ প্রতিশ্যায়—রক্তজনিত প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মুখ ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং ঘ্রাণশক্তির বিলোপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদ্ভিন্ন পিত্তজ প্রতিশ্যায়ের সমস্ত লক্ষণ ইহাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এবং বুকে বেদনা হয়।

চিকিৎসিত না হইলে সকল প্রতিশ্যায়েই কালক্রমে দুষ্ট প্রতিশ্যায়ে পরিণত হয় ও তখন তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে ॥ ২৪—২৬

প্রতিশ্যায়ে যে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে;—উক্তরূপ দুষ্টতা-প্রাপ্ত প্রতিশ্যায়ে শ্বেতবর্ণ ও চিক্কণ অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্রিমি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে ক্রিমিজ শিরোরোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়। (প্রতিশ্যায়ে কফজ ক্রিমিগণই শ্বেতবর্ণ ও চিক্কণ হইয়া থাকে) ॥ ২৭

প্রতিশ্যায় প্রবৃদ্ধ হইয়া যে অপর রোগ সকলও উৎপাদন করে, তাহাই কথিত হইতেছে;—প্রতিশ্যায় সকল গাঢ়তর হইলে বাধির্য্য, আন্ধ্য, ঘ্রাণনাশ, উৎকট নেত্ররোগ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও পীনস উৎপাদন করে ॥ ২৮

প্রতিশ্যায়ের চতুস্ত্রিংশৎ সংখ্যার পূরণ;—উক্ত প্রতিশ্যায় ভিন্ন সাত প্রকার অর্ব্বুদ (বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-সন্নিপাত-রক্ত-মাংস-মেদোজ অর্ব্বুদ); চারি প্রকার শোথ (বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-সন্নিপাতজ শোথ); চারি প্রকার অর্শঃ (বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-সন্নিপাতজ অর্শঃ); চারি প্রকার রক্তপিত্ত (বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-সন্নিপাতজ রক্তপিত্ত) এই রোগ গুলিও নাসিকায় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৯

চিকিৎসাভেদ হেতু আম পীনসের লক্ষণ—মাথাভার, অরুচি, নাসিকা দিয়া পাতলা কফস্রাব, স্বরের ক্ষীণতা ও মুহুর্মুহুঃ নিষ্ঠীবন (নাসিকা দিয়া পুনঃ পুনঃ কফ নির্গম) এইগুলি অপক্ক পীনসের লক্ষণ ॥ ৩০

পক্ক পীনসের লক্ষণ—পক্ক পীনসে শিরোগুরুত্বাদি অপক্ক পীনস লক্ষণ সমস্ত বিদ্যমান থাকে, তবে ইহাতে কফ ঘন হইয়া নাসারন্ধ্রে বিলীন হয় এবং স্বর ও বর্ণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩১

নাসারোগের চিকিৎসা—যে কোন কালেই পীনস উৎপন্ন হউক না কেন, উৎপন্ন হইবামাত্রই সকল পীনসেই গুড় ও দধির সহিত মরিচ চূর্ণ খাইবে। তাহাতে পীনসের প্রশম হইবে। কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়া শৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ বা কষায় আদার রসের সহিত খাইবে। ইহা পীনস রোগে স্বরভেদে তামকে হলীমকে সন্নিপাতে কফে কাসে জ্বরে ও শ্বাসে প্রশস্ত। ইন্দ্রযব, হিঙ্গ, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্‌ফল, কুড়, বচ, শজিনামূল ও বিড়ঙ্গ ইহাদের অবপীড় নস্য প্রয়োগ করিবে। ইহাও পীনসাদি রোগে প্রশস্ত ॥ ৩২—৩৫

ব্যোষাদি বটী—ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশ পত্র, তিন্তিড়ী, অম্লবেতস, চৈ ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক সমভাগ; এলাইচ দারুচিনি ও তেজপত্র, চতুর্থাংশ; ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড়ে মর্দ্দিত করিয়া খাইবে। এই ব্যোষাদি বটী, পীনস-শ্বাস-ও কাসনাশক এবং রুচি ও স্বরজনক ॥ ৩৬। ৩৭

ব্যাঘ্রীতৈল—কণ্টকারী, দন্তী, বচ শজিনা, তুলসী, ত্রিকটু ও সৈন্ধব এই সকল কল্ক দ্রব্যের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে পূতি-নাসারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৮

শিগ্রু তৈল—শজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দন্তী-বীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব ইহাদের কল্ক এবং বিল্বপত্রের রসের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈল নাসিকায় প্রয়োগ করিলে পূতিনস্য বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯

ঘৃত গুগ্‌গুলু ও মোম ইহাদের ধূম গ্রহণ করিলে ক্ষবথু ও ভ্রংশথুরোগ বিনষ্ট হয়। শুঁঠ, কুড়, পিপুল, বেলশুঁঠ ও দ্রাক্ষা ইহাদের ক্বাথ ও কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া তাহার নস্য লইলে ক্ষবথু (হাঁচী) প্রশমিত হয়। দীপ্তরোগে নিম্ব ও রসাঞ্জনের নস্য এবং মস্তকে অল্প স্বেদ প্রদান হিতকর। নস্যগ্রহণানন্তর দুগ্ধ মিশ্রিত জলের পরিষেক ও মুদ্গ যুষের সহিত ভোজন প্রশস্ত। নাসা-স্রাব রোগে উপর্য্যুক্ত দ্রব্যের চূর্ণের নস্য দিবে এবং হিতকর অবপীড় নস্য সকল প্রয়োগ করিবে। দেবদারু ও চিতার তীক্ষ্ণ ধূম গ্রহণ এবং ছাগ মাংস ভোজন, নাসাস্রাবে হিতকর। সকল প্রকার প্রতিশ্যায় রোগেই নিবাত গৃহ এবং গুরু বস্ত্র দ্বারা শিরোবেষ্টন প্রশস্ত। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিঙ্গু, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা ও বচ ইহাদের চূর্ণ আঘ্রাণ করিলে প্রতিশ্যায় বিনষ্ট হয়। ঘৃত ও তৈল মিশ্রিত ছাতুর ধূম পান করিলে প্রতিশ্যায় কাস ও হিক্কা প্রশমিত হয়। প্রতিশ্যায়ে সর্ব্বগন্ধের অর্থাৎ দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কর্পূর, কাকোলী, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ প্রভৃতির ধূম পান করিবে

অথবা চাতুর্জাতক চূর্ণের (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর চূর্ণের) কিংবা কালজীরা চূর্ণের ঘ্রাণ লইবে। তৈল ও সৈন্ধব সংযুক্ত সিদ্ধিপত্র পুটপাক করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা সকল প্রতিশ্যায়েই পরম ঔষধ। প্রতিশ্যায় নিবারণে পিপুল, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ ইহাদের অবপীড় নস্য প্রশস্ত। শিরোঽভ্যঙ্গ, স্বেদ, নস্য, অম্ল ও উষ্ণ ভোজন, বমন ও ঘৃত পান, এই সকল যথাদোষ ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমিনাশক যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাই ক্রিমিতে প্রয়োগ করিবে। বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ক্রিমিঘ্ন নস্য ও ভেষজ সকল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

নাসিকাতে যে রক্তপিত্ত, শোথ, অর্শঃ ও অর্ব্বুদ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের স্ব স্ব চিকিৎসা করিবে। গৃহধূম (ঝুল), পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, ডহরকরঞ্জবীজ, সৈন্ধব ও অপামার্গ বীজ ইহাদের কল্কসহ যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল নাসার্শোরোগে হিতকর॥ ৪১—৫৩

ইতি নাসারোগাধিকার।

মুখরোগাধিকার।

মুখের স্বরূপ—ওষ্ঠদ্বয়, দন্তমূল, দন্ত, জিহ্বা, তালু, গল ও মুখাদি এই সপ্তাঙ্গ সকল মুখ বলিয়া অভিহিত॥ ১

মুখরোগের সংখ্যা—ওষ্ঠদ্বয়ে ৮ প্রকার, দন্তমূলে ১৬ প্রকার, দন্তে ৮ প্রকার, জিহ্বায় ৫ প্রকার, তালুতে ৯ প্রকার, কণ্ঠে ১৮ প্রকার, এবং সর্ব্ব মুখব্যাপী, ৩ প্রকার, এই সপ্তষষ্টি সংখ্যক (৬৭টি) মুখরোগ॥ ২। ৩

মুখরোগের নিদান—আনূপমাংস, ক্ষার (পাঠান্তর ক্ষীর) দধি ও মাষাদি সবনে কুপিত দোষ কফ প্রধান হইয়া মুখমধ্যে রোগ সকল উৎপাদন করে॥ ৪

ওষ্ঠরোগের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিন প্রকার, মিলিত ত্রিদোষে এক প্রকার, রক্তজ এক প্রকার, মাংসজ এক প্রকার, মেদোজ এক প্রকার, এবং অভিঘাতজ এক প্রকার সমুদায়ে এই আট প্রকার রোগ ওষ্ঠে উৎপন্ন হয়॥ ৫

বাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—বাতজনিত ওষ্ঠ রোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, রুক্ষ, স্তব্ধ ও তোদাদি বাতবেদনাযুক্ত এবং দলিত (বিদারিত) ও পরিপাটিত (কিঞ্চিদ্ বিদারিত ত্বক্) হয়॥ ৬

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগ—ইহাতে ওষ্ঠদ্বয় পৈত্তিকবেদনান্বিত-পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, দাহ-পাকপিড়কা বিশিষ্ট এবং পীতাভ হইয়া থাকে॥ ৭

শ্লৈষ্মিক ওষ্ঠরোগ—ইহাতে ওষ্ঠদ্বয় ত্বক্সমবর্ণ-পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, অল্প বেদনান্বিত, কণ্ডুযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতলস্পর্শ ও গুরু হয়॥ ৮

সান্নিপাতিক ওষ্ঠরোগ—ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কখন কৃষ্ণ, কখন পীত, কখন বা শ্বেতবর্ণ হয় ; এবং নানাবিধ বেদনান্বিত হইয়া থাকে॥ ৯

রক্তজ ওষ্ঠরোগ—এই রোগে ওষ্ঠদ্বয় পক্ব খর্জ্জুর ফলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট-পিড়কা সমূহ দ্বারা পরিপীড়িত, রক্তোপসৃষ্ট, রক্তস্রাবী ও রক্তপ্রভ হইয়া থাকে॥ ১০

মাংসজ ওষ্ঠরোগ—মাংসদুষ্ট-ওষ্ঠদ্বয়-গুরু, স্থূল ও মাংসপিণ্ডবৎ উদ্গত হয়, এবং ওষ্ঠ-প্রান্তদ্বয়ে (সৃক্কণীতে) ক্রিমি সকল জন্মিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে॥১১

মেদোজ ওষ্ঠরোগ—ইহাতে ওষ্ঠদ্বয়-ঘৃতমণ্ডপ্রভ, কণ্ডুর ও কোমল হয় এবং ওষ্ঠদ্বয় হইতে স্বচ্ছ স্ফটিক সন্নিভ স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। ॥ ১২

অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগ—ইহাতে ওষ্ঠদ্বয়রক্তাভ, বিদীর্ণ, পীড়িত, মথিত ও কণ্ডুসমন্বিত হয়॥১৩

ওষ্ঠরোগের চিকিৎসা—গল দন্তমূল ও দন্তবেষ্টে যে সকল রোগ জন্মে, তাহারা কফ-রক্ত-ভূয়িষ্ঠ হয়, অতএব সেই সকল রোগে উষ্ণ রক্ত মোক্ষণ করিবে। বাতজ ওষ্ঠরোগে মোম মিশ্রিত চতুর্ব্বিধ-স্নেহ দ্বারা (ঘৃত-তৈল-বসামজ্জা দ্বারা) অভ্যঞ্জন করিবে ও নাড়ীস্বেদ দিবে। পিত্তজ-ওষ্ঠরোগে শিরাবেধ, বমন, বিরেচন, তিক্তক ঘৃতপান, মাংসরসভোজন, শীতল প্রলেপপ্রয়োগ ও শীতল পরিষেচন করিবে। কফজ ওষ্ঠরোগে প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিয়া পরে শিরোবিরেচন, ধূম, স্বেদ ও কবল প্রয়োগ করিবে। মেদোজ ওষ্ঠরোগে প্রথমে ওষ্ঠদ্বয়কে স্বেদ দ্বারা স্বেদিত ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা শোধিত করিয়া কবল ধারণ করিবে। পরে প্রিয়ঙ্গু

ত্রিফলা ও লোধ চূর্ণে মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে॥ ১৪—১৮

প্রতিসারণের বিধি—দন্ত জিহ্বা ও মুখে অঙ্গুলি দ্বারা যে চূর্ণ কল্ক বা অবলেহ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করা যায়, তাহাই প্রতিসারণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সকল ওষ্ঠরোগেই বাতাদি দোষ দেখিয়া চিকিৎসা করিবে। ওষ্ঠরোগ সকল ব্রণত্ব (ক্ষতত্ব) প্রাপ্ত হইলে ব্রণচিকিৎসাবৎ তাহাদের চিকিৎসা করিবে॥ ১৯। ২০

দন্তবেষ্টগত (দাঁতের মাড়ীতে জাত) **রোগ সকলের নাম ও সংখ্যা**—শীতাদ, দন্তপুপ্পুটক, দন্তবেষ্ট, সৌষির, মহাসৌষির, পরিদর, উপকুশ, বৈদর্ভ, খল্লীবর্দ্ধন, অধিমাংসক, পাঁচপ্রকার দন্তনাড়ী ও দন্তবিদ্রধি এই ষোল প্রকার রোগ দন্তবেষ্টে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ২১—২৩

শীতাদ লক্ষণ—এই রোগে দন্তবেষ্ট হইতে (দন্ত বেষ্টন মাংস অর্থাৎ দাঁতের মাড়ী হইতে) অকস্মাৎ (আঘাত বিনা) রক্তস্রাব হয় এবং দন্তমাংস সকল ক্রমশঃ পচিয়া দুর্গন্ধ, ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়িতে থাকে। কফ ও রক্তের দুষ্টিতে এই রোগ উৎপন্ন হয়॥ ২৪। ২৫

দন্তপুপ্পুট—দুইটি বা তিনটি দাঁতের গোড়া অত্যন্ত শোথযুক্ত হইলে তাহাকে দন্তপুপ্পুট কহা যায়। ইহাও কফ ও রক্তের প্রকোপে জন্মে॥ ২৬

দন্তবেষ্ট—দন্তবেষ্ট নামক রোগে দন্তমূল হইতে পূয-রক্ত পড়ে ও দন্ত সকল নড়িতে থাকে। ইহা দুষ্ট রক্তজ ব্যাধি॥ ২৭

সৌষির—এই রোগে দন্তমূলে যন্ত্রণাদায়ক শোথ ও কণ্ডূ হয় এবং দন্তমূল হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে। ইহা কফ বাতজ ব্যাধি॥ ২৮

মহাসৌষির—যে রোগে দন্তবেষ্ট হইতে দন্ত সকলের বিচলন হয়, তালু অবদীর্ণ হয় এবং দন্তমাংস ও মুখ প্রক্লিন্ন হয় (পচে), তাহাকে মহাসৌষির বলিয়া জানিবে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি।

টীকা। "তালুচ" এই বাক্যে "চ" থাকায় বুঝিতে হইবে যে, তালু এবং দন্তবেষ্টও অবদীর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগ সপ্তরাত্রেই রোগিকে সংহার করে। যেহেতু ভোজ বলিয়াছেন;—"এই মহাসৌষির নামক ব্যাধি সপ্তরাত্রের মধ্যেই রোগির প্রাণ বিনাশ করে॥ ২৯

পরিদর—এই রোগে দন্তমাংস সকল গলিত ও দন্তবেষ্ট হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়। ইহা রক্ত-পিত্ত-কফজনিত ব্যাধি॥ ৩০

উপকুশ—এই রোগে দন্তবেষ্টে দাহ ও পাক উপস্থিত হয় এবং দাহ ও পাক নিবন্ধন দন্ত সকল নড়িতে ও পড়িতে থাকে; অল্প ঘট্টিত হইলেই রক্ত নির্গত হয়, অল্প অল্প বেদনা থাকে; রক্তমোক্ষণ না করিলে দন্তমাংস সকল ফুলিয়া উঠে ও মুখে দুর্গন্ধ হয়। ইহা পিত্তরক্তসম্ভূত ব্যাধি॥ ৩১। ৩২

বৈদর্ভ—যে রোগে দন্তমূল ঘৃষ্ট হইলে মহান্ শোথ হয়, এবং দন্ত সকল নড়ে, তাহাকে বৈদর্ভ কহে। ইহা অভিঘাতজ ব্যাধি। (মূলে "চ" থাকায় বেদনা দাহ ও পাকও হয়, বুঝিতে হইবে)॥ ৩৩

খল্লীবর্দ্ধন—বায়ুর—প্রকোপে প্রবল যাতনার সহিত যে একটি অতিরিক্ত দন্ত উঠে, তাহাকে খল্লীবর্দ্ধন (আক্কেল দন্ত) কহে। দন্তটি উৎপন্ন হইলে পর আর যাতনা থাকে না॥ ৩৪

অধিমাংসক—হনুপ্রদেশস্থ অন্ত্য দন্তমূলে অতি যন্ত্রণাদায়ক ও লালাস্রাবী মহান্ শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে অধিমাংস রোগ কহে। ইহা কফজ ব্যাধি॥ ৩৫

পঞ্চদন্ত নাড়ী—নাড়ীব্রণাধিকারে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ এই পাঁচপ্রকার নাড়ীব্রণের যে যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, দন্তমূলেও সেই সেই লক্ষণাক্রান্ত পাঁচ প্রকার নাড়ী (নালী) উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৬

দন্তবিদ্রধি—দন্তবেষ্টগত বায়ু পিত্ত কফ ও রক্ত দ্বারা দন্তবেষ্টের বাহ্য ও অন্তর্ভাগে দাহ ও বেদনান্বিত প্রবল শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে দন্তবিদ্রধি রোগ কহে। ইহা ভেদ করিলে পূয়রক্ত নির্গত হইয়া থাকে॥ ৩৭

দন্তবেষ্টগত রোগের চিকিৎসা—শীতাদরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শুঁঠ ও সর্ষপের ক্বাথের এবং ত্রিফলার ক্বাথের গণ্ডূষ ধারণ করিবে। হীরাকস, লোধ, পিপুল, মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু ও তেজবল ইহাদের চূর্ণে মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে দন্তমূল ঘর্ষণ করিলে পূতি মাংস সকল অপনীত হয়। শীতাদরোগে বাতঘ্ন তৈল বা ঘৃত হিতকর। তরুণ দন্তপুপ্পুট রোগে রক্তমোক্ষণ করণীয়। ইহাতে মধুসংযুক্ত পঞ্চলবণ ও যবক্ষারের প্রতিসারণ, শিরোবিরেচন, নস্য ও স্নিগ্ধ ভোজন হিতকর। দন্তবেষ্ট বিস্রাবিত করিয়া লোধকাষ্ঠ, বকমকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদের চূর্ণ মধুপ্লুত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত প্রতিসারণ করিবে (অঙ্গুলি দ্বারা ধীরে ধীরে ঘসিবে)। বটাদি ক্ষীরি বৃক্ষের ক্বাথে মধু ঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া তাহার গণ্ডূষধারণ করিলে ও বকুল চর্ব্বণ করিলে চলদন্ত দৃঢ় হয়॥ ৩৮—৪৩

মুস্তাদি বটিকা—নাগরমুতা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করত তাহার বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইবে।

চলদন্তরোগী এই বটিকা মুখে ধারণ করিয়া নিদ্রা যাইলে তাহার দন্তসকল দৃঢ় হয়। ইহার ন্যায় চলদন্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৪৪। ৪৫

সহচরাদ্য তৈল বা ঘৃত—তৈল বা ঘৃত ⁄৪ সের। ক্বাথার্থ—নীল ঝিণ্টী ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—দুরালভা, খদির, ইরিমেদ (দুর্গন্ধ খদির, গুয়েবাবলা), জামছাল, আমছাল, যষ্টিমধু ও উৎপল, প্রত্যেক অর্দ্ধপল (৪ তোলা)। যথাবিধি ধীরে ধীরে পাক করিবে। এই তৈল বা ঘৃত মুখে ধারণ করিলে চলদন্ত সদ্যঃই দৃঢ় হইয়া থাকে ॥ ৪৬। ৪৭

সৌষির রোগে দন্তবেষ্ট হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহাতে মধুসংযুক্ত লোধ-মুতা ও রসাঞ্জন চূর্ণের প্রলেপ দিবে এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথের গণ্ডুষ ধারণ করিবে।

পরিদর রোগে শীতাদরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে। উপকুশ রোগে বমন দ্বারা উর্দ্ধকায়, বিরেচন দ্বারা অধঃকায় এবং নস্যদ্বারা শিরঃসংশোধন করিয়া ডুমুরের পত্র দ্বারা ক্ষতকে বিস্রাবিত করিবে। ত্রিকটুচূর্ণ সৈন্ধবলবণ ও মধু মিলিত করিয়া তদ্দারা প্রতিসারণ করিবে। শস্ত্র দ্বারা বৈদর্ভকে উদ্ধৃত করিয়া দন্তমূলকে ক্ষতবিশোধক ক্বাথাদি দ্বারা শোধন করিবে। তদনন্তর ক্ষার প্রয়োগ এবং শীতল ক্রিয়া সকল করিবে। খল্লীবর্দ্ধন রোগে অধিক দন্তটি উদ্ধৃত করিয়া তৎস্থান অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া দিবে। এবং কৃমিদন্তক রোগবৎ চিকিৎসা করিবে।

শস্ত্র দ্বারা অধিমাংসকে ছেদন করিয়া তাহাতে বচ, তেজবল, আকনাদি, সর্জ্জিক্ষার ও যবক্ষার, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ প্রয়োগ করিবে। পিপুলের ক্বাথে মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার কবল করিবে। পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা ইহাদের কষায় দ্বারা মুখধাবন করিবে।

দন্তনাড়ীরোগে নাড়ীব্রণনাশক কার্য্য সকল করিবে। যে দন্ত মধ্যে নাড়ী জন্মে, সেই দন্তকে তুলিয়া ফেলিবে এবং শস্ত্র দ্বারা দন্তমাংস সকল ছেদন করিয়া ফেলিয়া দিবে। কিন্তু যদি উপরিপাটীর দন্তে নাড়ীব্রণরোগ না হয় অর্থাৎ নীচের পাটীর দন্তে নাড়ী হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ দন্তোদ্ধরণাদি করিবে। দন্ত উদ্ধৃত করিয়া ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা তৎস্থান দগ্ধ করিবে। দন্তকে যদি উপেক্ষা করা যায়, অর্থাৎ তুলিয়া ফেলা না যায়, তাহা হইলে দন্তনাড়ী নিশ্চয়ই হনুকে ভেদ করিয়া ফেলে। অতএব দন্তকে এবং ভগ্ন অস্থিকে সমূলে উদ্ধৃত করিবে। উপর পাটীর দন্ত উদ্ধৃত হইলে অধিক রক্তস্রাব হয় এবং অধিক রক্তস্রাব হেতু পূর্ব্বোক্ত ঘোর ব্যাধি সকল জন্মে, রোগী কাণা হয় ও অর্দ্দিত রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব উপর পাটীর দন্ত নড়িলেও তাহাকে উদ্ধৃত করিবে না। জাতীপত্র, ধুতুরাপত্র, গোক্ষুর ও খদির ইহাদের কষায় দ্বারা মুখধাবন করিবে ॥ ৪৮—৫৯

জাত্যাদি তৈল—জাতীপত্র, ধুতুরাপত্র, কণ্টকীমূল (বড়ীকটৈয়া মূল বঁইচমূল) ও গোক্ষুরের মূলাদি পঞ্চাঙ্গ এই সকলের ক্বাথ এবং মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, খদির ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্ক সহ যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈল দন্তগতনাড়ীনাশক। ইতি জাত্যাদি তৈল।

দন্তবিদ্রধিরোগে পূর্ব্বোক্ত বিদ্রধি চিকিৎসা করিবে। কুশল ব্যক্তি ইহাতে শস্ত্রকর্ম্ম করাইবে না ॥ ৬০—৬২

দন্তরোগ।

দন্তরোগের নাম ও সংখ্যা—দালন, কৃমিদন্তক, ভঞ্জনক, দন্তহর্ষ, দন্তশর্করা, কপালিকা, শ্যাবদন্তক ও করালদন্তক এই আটটি দন্তরোগ ॥ ৬৩। ৬৪

দালনের লক্ষণ—এই রোগে দন্তে এরূপ যন্ত্রণা হয়, যেন দন্ত বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে বলিয়া রোগির বোধ হয়। ইহা বাতজ ব্যাধি ॥ ৬৫

কৃমিদন্তক লক্ষণ—কৃমিদন্তক রোগে দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র হয়, দন্ত নড়ে, দন্তমূলে অতি বেদনান্বিত শোথ হয়, দন্তমূল শোথ হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে, দন্তমূলে অকস্মাৎ (অবঘটনাদিকারণ বিনাই) মহাবেদনা উপস্থিত হয়। ইহাও বাত প্রকোপজ ব্যাধি ॥ ৬৬

ভঞ্জনক—এই রোগে মুখ বাঁকিয়া যায় ও দন্ত ভগ্ন হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মজনিত ব্যাধি ॥ ৬৭

দন্তহর্ষ—যে রোগে দন্তসকল শীতলতা, রুক্ষতা, বাতপ্রবাহ ও অম্লের স্পর্শ সহ্য করিতে না পারে, তাহাকে দন্তহর্ষ রোগ কহে। ইহা বাতপিত্তপ্রকোপে উৎপন্ন হয় ॥ ৬৮

দন্তশর্করা—দন্তলগ্ন মল এবং কফ বায়ুকর্তৃক শোষিত হইয়া শর্করার ন্যায় (কাঁকড়ের মত) খরস্পর্শ হইলে তাহাকে দন্তশর্করা কহে ॥ ৬৯

কপালিকা—ঐ দন্তশর্করা দন্তাবয়বের সহিত কপালের ন্যায় (খাপরার ন্যায়) বিদীর্ণ হইলে তাহাকে কপালিকা কহে। ইহা দন্তনাশক রোগ ॥ ৭০

শ্যাবদন্ত।—দুষ্টরক্ত ও পিত্ত দ্বারায় কোন দন্ত সর্ব্বাবয়বে দগ্ধবৎ শ্যাববর্ণ বা নীলবর্ণ হইলে তাহাকে শ্যাবদন্তক কহে ॥ ৭১

করাল।—দন্তাশ্রিত কুপিত বায়ু দন্ত সকলকে ক্রমে ক্রমে বিষম ও বিকটাকার করিলে তাহাকে করাল দন্ত রোগ কহে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি ॥ ৭২

দন্তরোগের চিকিৎসা।

লাক্ষাদি তৈল।—তৈল /৪ চারি সের। লাক্ষা-রস ষোল সের। দুগ্ধ ষোল সের। কল্কার্থ—লোধ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু, প্রত্যেক এক এক পল (আট তোলা)। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে দালন, দন্তচাল (দাঁতনড়া), দন্তমোক্ষ (দন্তচ্যুতি), কপালিকা, শীতাদ, পূতিবক্ত্র, অরুচি ও মুখবৈরস্য, এই সকল রোগ বিনষ্ট হয় এবং দন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে। এই লাক্ষাদি-তৈল দন্তরোগ সমূহে সুপূজিত ॥ ৭৩—৭৬

অচল ক্রিমিদন্তে স্বেদ প্রদান করিয়া তাহা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। বাতঘ্ন দ্রব্যের রস দ্বারা অবপীড় নস্য দিবে; স্নেহপদার্থের গণ্ডূষ ধারণ করাইবে; ভদ্রদার্ব্বাদিগণোক্ত দ্রব্য ও পুনর্নবা ইহাদের প্রলেপ দিবে এবং স্নিগ্ধ ভোজন ব্যবস্থা করিবে। দন্তমধ্যে ঈষদুষ্ণ হিঙ্গু নিহিত করিয়া রাখিলে কৃমিদন্তরোগ বিনষ্ট হয়। বৃহতী, ভুঁইকদম, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথে তৈল মিশ্রিত করিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিলে কৃমিদন্তের বেদনা নাশ হয়। নীলমূল, কাকজঙ্ঘা ও তিতলাউ ইহাদের প্রত্যেকটীর মূল চূর্ণ করিয়া দন্তে ধারণ করিলে দাঁতের কৃমি বিনষ্ট হয়। ঈষদুষ্ণ স্নেহের কবল এবং তেউড়ীর সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃতের কবল করিলে দন্তহর্ষরোগ নষ্ট হয়। বাতঘ্ন দ্রব্যের ক্বাথ সকলও দন্তহর্ষনাশক। স্নৈহিক ধূম, স্নৈহিক নস্য, পেয়া, মাংসরস, যবাগূ, দুগ্ধের সর, ঘৃত, শিরোবস্তি এবং বাতনাশক কার্য্য সকল, কৃমি দন্তরোগে হিতকর। দন্ত মূল ছেদন না করিয়া দন্তশর্করা উদ্ধৃত করিবে অর্থাৎ এরূপ সাবধানে দন্ত শর্করা তুলিতে হইবে, যেন দন্তমূল কাটিয়া না যায়। দন্ত শর্করা উদ্ধৃত করিয়া মধুসংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ দ্বারা তৎস্থান প্রতিসারণ করিবে (ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে)। দন্তহর্ষের চিকিৎসা সকলও ইহাতে প্রয়োগ করিবে। কপালিকা রোগ অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলেও তাহাতে দন্তহর্ষের চিকিৎসা করিবে। দন্তরোগী-অম্লফল, শীতল জল, রুক্ষ অন্ন, দন্ত ধাবন ও অতি কঠিন ভক্ষ্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ৭৭—৮৫

জিহ্বারোগ।

জিহ্বারোগের নিদান ও সংখ্যা।—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, অলাস ও উপজিহ্বিকা এই পাঁচ প্রকার রোগ জিহ্বাতে উৎপন্ন হয় ॥ ৮৬

বাতজ লক্ষণ।—বাতদুষ্ট জিহ্বা স্ফুটিত (অল্প অল্প বিদীর্ণ) ও রসাস্বাদনে অসমর্থ এবং শাকবৃক্ষের (সেগুণের) পত্রবৎ কণ্টক ব্যাপ্ত হয় ॥ ৮৭

পিত্তজ লক্ষণ।—পিত্ত দুষ্ট জিহ্বা—দাহান্বিত ও রক্তাভ দীর্ঘ দীর্ঘ কণ্টক সমূহ দ্বারা আকীর্ণ হয় ॥ ৮৮

কফজ লক্ষণ।—কফদুষ্ট জিহ্বা—গুরু, স্থূল এবং শাল্মলী কণ্টকের ন্যায় মাংসাঙ্কুরে ব্যাপ্ত হয় ॥ ৮৯

অলাস লক্ষণ।—প্রদুষ্ট কফ ও রক্ত জিহ্বাতলে যে দারুণ শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে অলাস কহে। ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জিহ্বাস্তম্ভ এবং জিহ্বামূলে অত্যন্ত পাক উপস্থিত হয়।

টীকা।—জিহ্বাস্তম্ভ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে বায়ুরও অনুবন্ধ থাকে এবং অত্যন্ত পাক হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে পিত্তও প্রকুপিত থাকে। অতএব এই অলাসব্যাধি ত্রিদোষজ, এবং অসাধ্য ॥ ৯০

উপজিহ্বিকা লক্ষণ।—প্রদুষ্ট কফ ও রক্ত জিহ্বাকে উন্নমিত করিয়া নিম্নভাগে যে লালাস্রাব কণ্ডূ ও দাহ বিশিষ্ট জিহ্বাগ্রাকৃতি শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উপজিহ্বিকা রোগ কহে ॥ ৯১

জিহ্বারোগের চিকিৎসা।—জিহ্বাগত রোগ সমূহে রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত। গুলঞ্চ পিপুল ও নিম ইহাদের ক্বাথের কবল সুখপ্রদ। বাতজ ওষ্ঠপ্রকোপের যে চিকিৎসা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বাতজনিত জিহ্বাকণ্টকেও সেই সকল চিকিৎসা করিবে। পিত্তজ জিহ্বাকণ্টক রোগে কণ্টকিত জিহ্বাকে পরিঘৃষ্ট ও তাহা হইতে দুষ্ট রক্ত নিঃসারিত করিয়া হিতকর ও মধুর দ্রব্যের প্রতিসারণ গণ্ডূষ ধারণ এবং নস্য গ্রহণ করিবে। কফজ জিহ্বাকণ্টক রোগসমূহে কণ্টকিত জিহ্বাকে লিখিত (অল্প অল্প চিরিয়া) ও তাহা হইতে রক্ত নিঃসারিত করিয়া মধুসংযুক্ত পিপ্পল্যাদি ক্বাথ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। উপজিহ্বাকে লেখন করিয়া (অল্প অল্প চিরিয়া) ক্ষার দ্বারায় প্রতিসারণ করিবে। শিরোবিরেচন গণ্ডূষ ও ধূমপান দ্বারা উপজিহ্বিকা রোগের চিকিৎসা করিবে। ত্রিকটু, যবক্ষার, হরীতকী ও চিতা ইহাদের চূর্ণ দ্বারা উপজিহ্বিকা ঘর্ষণ করিবে। এবং উপজিহ্বিকা শান্তির জন্য এই সকল দ্রব্যেরই সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিবে ॥ ৯২-৯৭

তালুরোগ।

তালুরোগের নাম ও সংখ্যা।—গলশুণ্ডী, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, কচ্ছপ, তাম্বর্ব্বুদ, মাংসসঙ্ঘাত, তালুপুপ্পুট, তালুশোষ ও তালুপাক, এই নয়টি তালু-রোগ ॥ ৯৮।৯৯

গলশুণ্ডী লক্ষণ।—প্রদুষ্ট কফ রক্ত দ্বারা তালুমূলে যে শোথ উৎপন্ন এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয়, তাহাকে গলশুণ্ডী কহে। এই রোগে তৃষ্ণা কাস ও শ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১০০

তুণ্ডিকেরী লক্ষণ।—কফ ও রক্তের প্রকোপে তালুমূলে তুণ্ডিকেরীর অর্থাৎ বনকার্পাসের ফলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং স্থূল যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তুণ্ডিকেরী কহে। ইহাতে তোদ ও দাহ বিদ্যমান থাকে এবং ইহা পাকে।

অধ্রূষ লক্ষণ।—রক্ত দুষ্টি হেতু তালুমূলে স্তব্ধ ও লোহিতবর্ণ যে শোথ জন্মে, তাহাকে অধ্রূষ কহে। ইহাতে জ্বর ও তীব্র বেদনা উপস্থিত হয় ॥ ১০১

কচ্ছপ—শ্লেষ্মপ্রকোপে তালুদেশে অল্প বেদনা-যুক্ত, কূর্ম্মাকৃতি যে শোথ ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়, তাহাকে কচ্ছপ কহে।

অর্ব্বুদ—রক্তদুষ্টিহেতু তালুমধ্যে পদ্মকাণকার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘ দীর্ঘ মাংসাঙ্কুরে বেষ্টিত যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাল্বর্ব্বুদ কহে। ইহা পিত্তার্ব্বুদ লক্ষণাক্রান্ত ॥ ১০২

মাংসসংঘাত—শ্লেষ্মদ্বারা তালুমধ্যে বেদনা-রহিত যে দুষ্ট মাংসোপচয় হয়, তাহাকে মাংসসংঘাত কহে।

তালুপুপ্পুট—দুষ্ট কফ ও মেদঃ তালুদেশে কুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নির্ব্বেদন যে স্থায়ী শোথ উৎপন্ন করে, তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে ॥ ১০৩

তালুশোষ—তালুশোষ রোগে তালুর অত্যন্ত শোষ ও তালু বিদীর্ণ হয় এবং ইহাতে উগ্র শ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে। তালুশোষ বাতপ্রকোপজ ব্যাধি।

তালুপাক—পিত্ত প্রকুপিত হইয়া তালুদেশে অতি দারুণ পাক উৎপাদন করিলে তাহাকে তালুপাক রোগ কহে ॥ ১০৪

তালুরোগের চিকিৎসা—কুড়, মরিচ, বচ, সৈন্ধব, পিপুল, আকনাদি ও কৈবর্ত্ত মুস্তক (কেওট-মুতা) ইহাদের চূর্ণে মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা গলশুণ্ডী ঘর্ষণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা গলশুণ্ডীকে আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলাগ্র শস্ত্র দ্বারা জিহ্বো-পরিস্থিত গলশুণ্ডীকে ছেদন করিবে। অধিক ছেদনে রক্তের অতিস্রাব হেতু রোগির মৃত্যু ঘটিতে পারে, অল্পচ্ছেদনেও শোথ লালাস্রাব ও ভ্রম উপস্থিত হয়, অতএব দৃষ্টকর্ম্মা বিশারদ চিকিৎসক যত্নপূর্ব্বক গলশুণ্ডী ছেদন করিবেন। গলশুণ্ডী ছেদন করিয়া এই সকল কার্য্য করিবে, যথা—পিপুল, আতইচ, কুড়, বচ, মরিচ, শুঁঠ ও লবণ ইহাদের চূর্ণে মধু সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা তৎস্থান প্রতিসারণ করিবে। বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কট্‌কী ও নিম্ব ইহাদের ক্বাথের কবল করাইবে। তুণ্ডিকেরী, অধ্রূষ, কচ্ছপ, মাংসসংঘাত ও তালুপুপ্পুট এই সকল রোগেও এই চিকিৎসা করিবে, তবে শস্ত্রকর্ম্মে বিশেষ আছে। তালুপাক রোগে পিত্তনাশক বিধান কর্ত্তব্য। তালুশোষে স্নেহ-স্বেদ দিবে এবং বায়ুনাশক বিধি অবলম্বন করিবে ॥ ১০৫—১১২

গলরোগ।

গলরোগের নাম ও সংখ্যা—পাঁচ প্রকার রোহিনী, কণ্ঠশালুক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, গিলায়ু, কণ্ঠবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান ও বিদারী এই আঠারটি রোগ কণ্ঠদেশে উৎপন্ন হয় ॥ ১১৩।১১৪

পাঁচপ্রকার রোহিনীরসাধারণ সম্প্রাপ্তি—বায়ু পিত্ত ও কফ এবং রক্ত ইহাদের এক একটি বা সকলেই এক সঙ্গে প্রবৃদ্ধ হইয়া মাংসকে দূষিত করিয়া কণ্ঠদেশে মাংসাঙ্কুর সমূহ উৎপাদন করে। সেই মাংসাঙ্কুর দ্বারা কণ্ঠরোধ হওয়ায় রোগির প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই ব্যাধির নাম রোহিনী ॥ ১১৫

বাতজা রোহিনী—বাতজনিত রোহিনী রোগে অতি কষ্টদায়ক কণ্ঠনিরোধক মাংসাঙ্কুর সকল জিহ্বার চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন হয়। তাহাতে স্তম্ভাদি-বাতাত্মক উপদ্রব সকল প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে ॥ ১১৬

পিত্তজা রোহিনী—পিত্তজা রোহিনী রোগে মাংসাঙ্কুর সকল শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন হয় ও শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া উঠে। ইহাতে তীব্র বিদাহ ও জ্বর উপস্থিত হয়।

শ্লেষ্মজা রোহিনী—ইহা (মাংসাঙ্কুর সকল) কণ্ঠরোধক, অল্পপাকশীল, গুরু ও কঠিন হয় ॥ ১১৭

সন্নিপাতজ রোহিনী—ত্রিদোষজ রোহিনীর মাংসাঙ্কুর সকল গম্ভীরপাকী, দুর্নিবার্য্য ও ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত হয়।

রক্তজা রোহিনী—রক্তজ রোহিনী পিত্তজ-রোহিনীর লক্ষণাক্রান্ত। ইহা স্ফোটক সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত। এই রোহিনী সাধ্য বলিয়া প্রদিষ্ট ॥ ১১৮

রোহিনীরোগের মারাত্মকত্বের সীমা—ত্রিদোষজ রোহিনী সদ্যঃই প্রাণ সংহার করে, কফজ রোহিনী তিনদিনে প্রাণ বিনাশ করে, পিত্তজ রোহিনী পাঁচদিনে প্রাণ বিনষ্ট করে এবং বাতজ রোহিনী এক সপ্তাহে প্রাণ নাশ করিয়া থাকে ॥ ১১৯

কণ্ঠশালুক—কফপ্রকোপে কণ্ঠদেশে কুলআঁটির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, খরস্পর্শ ও কঠিন যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কণ্ঠশালুক কহে। ইহা কণ্টকবৎ ও শূকবৎ বেদনাদায়ক। কণ্ঠশালুক শস্ত্রসাধ্য ব্যাধি ॥ ১২০

অধিজিহ্বক—কফ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া জিহ্বার উপরিভাগে জিহ্বাগ্রভাগের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে অধিজিহ্ব রোগ কহে। ইহা পাকিলে অসাধ্য জানিবে ॥ ১২১

বলয়—প্রদুষ্ট কফ কণ্ঠদেশে বলয়াকৃতি যে উন্নত শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বলয় রোগ কহে। বলয়রোগে অন্নবহ স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহার শক্তি দুর্নিবার্য্য, সুতরাং এই রোগে বিবর্জ্জনীয়॥ ১২২

বলাস—কফ ও বায়ু প্রকুপিত হইয়া গলদেশে শ্বাস ও বেদনান্বিত মর্ম্মচ্ছেদক (হৃদয় মর্ম্মে ছেদনবৎ বেদনাদায়ক) যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বলাস কহে। ইহা দুর্নিবার্য্য ব্যাধি॥ ১২৩

একবৃন্দ—প্রদুষ্ট কফ ও রক্ত কণ্ঠমধ্যে দাহ ও কণ্ডুযুক্ত, ঈষৎ পাকশীল, ঈষৎ মৃদু, গুরু, উন্নত ও গোলাকার যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে একবৃন্দ কহে॥ ১২৪

বৃন্দ—পিত্ত ও রক্তের প্রকোপহেতু কণ্ঠদেশে উন্নত, গোলাকার এবং তীব্র জ্বর ও দাহ বিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৃন্দ কহে। বৃন্দ বাতাত্মক হইলে তোদবিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২৫

শতঘ্নী—বাতাদিদোষত্রয়ের প্রকোপে কণ্ঠনিরোধক, কঠিন এবং শতঘ্নীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, মাংসাঙ্কুর-সমাচ্ছন্ন যে বর্ত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে শতঘ্নী রোগ কহে। ইহাতে বাতাদিত্রিদোষকৃত বিবিধ বেদনা তোদ-দাহ-কণ্ডাদি বিদ্যমান থাকে। এই রোগ প্রাণনাশক। (লৌহকণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ শিলাকে শতঘ্নী বলে। শতঘ্নী যেমন লৌহকণ্ঠকে আচ্ছন্ন, ইহাও তেমনি মাংসাঙ্কুরে ব্যাপ্ত)॥ ১২৬

গিলায়ু—কফ-রক্তের প্রকোপে কণ্ঠদেশে আমলকীর আঁটীর ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট, কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গিলায়ু কহে। ইহাতে বোধ হয় যেন আহার দ্রব্য কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। গিলায়ু শস্ত্রসাধ্য ব্যাধি॥ ১২৮

গলবিদ্রধি—বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপে সমস্ত কণ্ঠদেশে যে শোথ হয়, যাহাতে তোদ দাহ ও কণ্ডূ প্রভৃতি ত্রিদোষজ সর্ব্বপ্রকার বেদনাই বিদ্যমান থাকে এবং যাহা পূর্ব্বোক্ত সান্নিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণাক্রান্ত, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। (স্থানভেদে চিকিৎসাভেদ থাকায় গলবিদ্রধি পৃথগ্‌ভাবে পুনঃপঠিত হইয়াছে)॥ ১২৮

গলৌঘ—এই রোগে গলমধ্যে এরূপ বৃহৎ শোথ হয় যে তাহাতে অন্ন জল ও উদান বায়ুর (নিশ্বাসের) গতি রুদ্ধ হয় এবং প্রবল জ্বর আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা কফ রক্তজনিত ব্যাধি॥ ১২৯

স্বরঘ্ন—এই রোগে শ্বাসমার্গ কফরুদ্ধ হওয়ায় রোগী মূর্চ্ছা যায়, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে, তাহার স্বরভেদ হয় এবং কণ্ঠ শুষ্ক ও অস্বাধীন (অন্ন গিলিতে অসমর্থ) হয়। ইহা বাতজ ব্যাধি॥ ১৩০

মাংসতান—এই রোগে কণ্ঠদেশে বিস্তৃত, অতিকষ্টপ্রদ ও লম্বমান শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কণ্ঠরোধ করিয়া প্রাণ নাশ করে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি॥ ১৩১

বিদারী—এই রোগে কণ্ঠমধ্যে তোদ-দাহবিশিষ্ট তাম্রবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয়। ক্রমে সেই শোথের মাংস পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া খসিয়া পড়ে। যে পার্শ্বে শয়ন করা অভ্যাস, সেই পার্শ্বেই এই রোগ বাহুল্যরূপে জন্মিয়া থাকে। ইহা পিত্তকোপজ ব্যাধি॥ ১৩২

গলরোগের চিকিৎসা—সাধ্য লক্ষণান্বিত রোহিনী রোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষধারণ ও নস্য কর্ম্ম হিতকর। বাতজ রোহিনী রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লবণ দ্বারা রোহিণী প্রতিসারণ করিবে এবং বারংবার ঈষদুষ্ণ স্নেহপদার্থের গণ্ডূষধারণ করাইবে। পিত্তজ রোহিনী রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া চিনি মধু ও প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ দ্বারা রোহিনী ঘর্ষণ করিবে। এবং দ্রাক্ষা ও ফল্‌সার ক্বাথ দ্বারা কবল করাইবে। গৃহধূম (ঝুল), শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ দ্বারা কফজ রোহিনী প্রতিসারণ করিবে। শ্বেতাপরাজিতা বিড়ঙ্গ দন্তী ও সৈন্ধবের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য দিবে এবং কবল করাইবে। পিত্তসম্ভূত (রক্ত সম্ভূত) রোহিনীর পিত্তবৎ চিকিৎসা করিবে। কণ্ঠশালূক হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া তুণ্ডিকেরিবৎ চিকিৎসা করিবে। কণ্ঠশালুক রোগী এক বেলা অল্পপরিমাণে স্নিগ্ধ যবান্ন ভোজন করিবে। উপজিহ্বক রোগবৎ অধিজিহ্বক রোগের চিকিৎসা করিবে। একবৃন্দ রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শোধন বিধি (বমন বিরেচনাদি কর্ম্ম) আচরণ করিবে। একবৃন্দের ন্যায়ই বৃন্দের চিকিৎসা করিবে। শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা গিলায়ুরোগের চিকিৎসা করিবে। অমর্ম্মস্থানজাত-সুপক্ক গলবিদ্রধি ছেদন করিবে॥ ১৩৩—১৪০

সাধারণ কণ্ঠরোগের চিকিৎসা—বিজ্ঞ-চিকিৎসক সকল কণ্ঠরোগেই রক্তমোক্ষণ ও তীক্ষ্নস্যাদি কর্ম্ম দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। (১) দারুহরিদ্রার ত্বক্, নিমছাল, রসাঞ্জন ও কুড়চী ইহাদের কষায়ে বা হরীতকীর কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া কণ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে। (২) কট্‌কী, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুতা ও কুড়চী এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে ক্বথিত করিয়া সেই কষায় পান করিলে কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। (৩) কিস্‌মিস্, কট্‌কী, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রার ত্বক্, ত্রিফলা, মুতা, আকনাদি, রসাঞ্জন, দূর্ব্বা ও গজপিপ্পলী ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া গলরোগে প্রয়োগ করিবে। এই

যোগ তিনটি গলরোগে মহৌষধ। ইহারা যথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও কফজ গলরোগনাশক। যবক্ষার, গজ-পিপ্পলী, আকনাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ মধুতে মর্দ্দিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে সকল গলরোগেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়॥ ১৪১—১৪৬

সমস্ত মুখজাত রোগ।

সমস্ত মুখজাত রোগের নিদান ও সংখ্যা—সমস্ত মুখে পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিন প্রকার সর্ব্বসর মুখরোগ জন্মে, অর্থাৎ বাতজ সর্ব্বসর, পিত্তজ সর্ব্বসর ও কফজ সর্ব্বসর॥ ১৪৭

বাতিক—বাতজনিত সর্ব্বসর রোগে সমস্ত মুখ সূচীবেধবদ্ পীড়াদায়ক স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। পৈত্তিক সর্ব্বসররোগে রক্ত বা পীতবর্ণ, দাহসমন্বিত স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। শ্লৈষ্মিক সর্ব্বসররোগে অল্প বেদনান্বিত, কণ্ডুযুক্ত ও গাত্রসমবর্ণ বিশিষ্ট স্ফোটক সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়॥ ১৪৮।১৪৯

মুখরোগসমূহের মধ্যে অসাধ্য মুখরোগ, তদ্যথা—ওষ্ঠগত রোগের মধ্যে যাহা মাংসগত রক্তগত ও ত্রিদোষজাত, তাহা অসাধ্য। দন্তবেষ্টগতরোগ সকলের মধ্যে ত্রিদোষনাড়ী ও ত্রিদোষজ মহাসৌষির বর্জনীয়। দন্তরোগের মধ্যে শ্যাবদন্ত দালন ও ভঞ্জন ত্যাজ্য। জিহ্বাগতরোগের মধ্যে অলাস অসাধ্য। তালুগত রোগের মধ্যে অর্ব্বুদ অসাধ্য। কণ্ঠগত রোগের মধ্যে স্বরঘ্ন, বলয়, বৃন্দ, বলাস, বিদারিকা, গলৌঘ, মাংসতান, শতঘ্নী ও রোহিনী অসাধ্য। এই ঊনবিংশতিটি মুখরোগ অসাধ্য বলিয়া কীর্ত্তিত, নিশ্চিত ফলের আশা ত্যাগ করিয়াই ইহাদের চিকিৎসা করিবে॥ ১৫০—১৫৩

সমস্ত মুখরোগের চিকিৎসা—বাতিক সর্ব্বসররোগে বাতঘ্ন দ্রব্যের চূর্ণ ও সৈন্ধব চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে, এবং বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের কবল ও নস্য প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক সর্ব্বসর রোগে বিরেচনাদি দ্বারা রোগিকে সংশুদ্ধ করিয়া পিত্তহর ক্রিয়া সকল করিবে। ইহাতে মধুর শীতল বিধি প্রশস্ত। কফাত্মক সর্ব্বসররোগে কফঘ্ন প্রতিসারণ গণ্ডূষধারণ ধূমপান ও সংশোধন এবং কফনাশক চিকিৎসা করিবে।

মুখপাক রোগে শিরাবেধ ও শিরোবিরেচন করিবে। মধু গোমূত্র ঘৃত ও দুগ্ধ ইহাদের শীতল কবল করিবে। জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলা ইহাদের ক্বাথে শীতলাবস্থায় মধু প্রক্ষেপ করিয়া তদ্দারা গণ্ডূষধারণ করিলে মুখপাক বিনষ্ট হয়। মুখপাকে নিত্য বহু বার জাতীপত্র চর্ব্বণ করিবে। কৃষ্ণজীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব তিনদিন চর্ব্বণ করিলে মুখপাক ব্রণ ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ্য দূরীভূত হয়। পলতা, নিম, জাম, আম ও মালতী ইহাদের নবপল্লবের কষায়ে মুখধাবন করিলে মুখপাক প্রশমিত হয়। মুখপাকরোগে পঞ্চবল্কলের (বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাঁকুড় ও বেতস, ইহাদের ত্বকের,) অথবা ক্বাথে ত্রিফলার ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দারা মুখধাবন করিবে। দারুহরিদ্রার স্বরস ঘনীভূত করিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া মুখপাকে প্রয়োগ করিবে। এই রসক্রিয়া দ্বারা মুখরোগ, রক্তদোষ ও নালী-ঘা নিবারিত হয়। ছাতিমছাল, বেণামূল, পলতা, মুতা, হরীতকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, সোন্দালু ও রক্তচন্দন ইহাদের ক্বাথ পান করিলে মুখপাক নিবারিত হয়। তিল, নীলোৎপল, ঘৃত, শর্করা ও দুগ্ধ এই সকলের সহিত কিছু অধিক মাত্রায় মধু মিশাইয়া তাহার গণ্ডূষধারণ করিলে ক্ষারাদি-দগ্ধ মুখের পাক বিনষ্ট হয়। টাবালেবুফলের ত্বক্ একবার মাত্র চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিলে মুখের সকল মুখগন্ধ অপনীত হয় এবং অপাচ্য বায়ু নিবারিত হইয়া থাকে। হরিদ্রা, নিমপাতা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল ইহাদের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে মুখপাক নিবারিত হয়।

তৈল ।৪ সের; দুগ্ধ ।৮ সের; কল্কার্থ—যষ্টিমধু ১ পল ও নীলোৎপল ৩০ পল। যথাবিধি পাক করিয়া রাত্রিকালে সেই তৈলের নস্য লইলে মুখের স্রাব নিবারিত হয়, এবং এই তৈল মর্দ্দন করিলে গাত্রের দোষ সকল ও কেশের ঘর্ষত্ব অবশ্যই ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ১৫৪—১৬৮

ইতি মুখরোগাধিকার।

বিষাধিকার।

বিষের দ্বৈবিধ্য—স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে বিষ দ্বিবিধ। স্থাবর বিষের আশ্রয় দশটি এবং জঙ্গম বিষের আশ্রয় ষোলটি ॥ ১

স্থাবর বিষের আশ্রয় দশটি, যথা—মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক্, ক্ষীর (দুগ্ধবৎ আটা), সার, নির্য্যাস (আটা), ধাতু ও কন্দ।

টীকা। মূলবিষ-করবীরাদি। পত্রবিষ—বিষ-পত্রিকাদি। ফলবিষ—কর্কোটকাদি। পুষ্পবিষ—বেত্রাদি। ত্বক্-সার ও নির্য্যাসবিষ—করম্ভাদি। ক্ষীর-বিষ—সীজ মনসাদি। ধাতুবিষ—হরিতালাদি। কন্দ-বিষ—বৎসনাভ-শক্তুকাদি ॥ ২

জঙ্গম বিষের ষোলটি আশ্রয়, যথা—দৃষ্টি, নিশ্বাস, দংষ্ট্রা (দাঁড়), নখ, মূত্র, মল, শুক্র, লালা, আর্ত্তব, স্পর্শ, মুখসন্দংশ, অবমর্দ্দিত (বিগর্হিত মলদ্বার কৃতকুৎসিত শব্দ) মলদ্বার, অস্থি, পিত্ত ও শূক।

টীকা। দৃষ্টিবিষ ও নিশ্বাস বিষ—দিব্য সর্প সকল অর্থাৎ দিব্য সর্পগণের দৃষ্টিতে ও নিশ্বাসে বিষ অবস্থিতি করে। দংষ্ট্রাবিষ—ভৌম সর্পগণ অর্থাৎ পার্থিব সর্প-গণের দাড়ে বিষ থাকে। দংষ্ট্রা-নখবিষ-ব্যাঘ্রাদি। মূত্র-পুরীষ বিষ—গৃহগোধিকাদি। শুক্রবিষ—মূষি-কাদি। লালা বিষ—উচ্চিঙ্গিকাদি। লালা-স্পর্শ-মূত্র-পুরীষ-আর্ত্তব-শুক্র-মুখসন্দংশ-অবমর্দ্দিত মলদ্বার-পুরীষ বিষ—চিত্র শীর্ষাদি। অস্থিবিষ-সর্পাদি। পিত্ত-বিষ-শকুল-মৎ-স্যাদি। শূকবিষ—ভ্রমরাদি ॥ ৪

স্থাবর বিষের সামান্য কার্য্য—মূল-বিষের কার্য্য—মূল বিষে উদ্বেষ্টন (দণ্ডাদি দ্বারা তাড়নবৎ পীড়া) মোহ ও প্রলাপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পত্রবিষের কার্য্য—পত্রবিষে জৃম্ভা, কম্প, শ্বাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৪

ফলবিষের কার্য্য—ফলবিষে অণ্ডকোষে শোথ, দাহ ও ভোজনে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়।

পুষ্পবিষের লক্ষণ—পুষ্পবিষে বমি, উদরা-ধ্মান ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ৫

ত্বক্-সার-নির্য্যাস বিষের কার্য্য—ত্বগ্-বিষ সারবিষ ও নির্য্যাস বিষ ভোজনে মুখের দৌর্গন্ধ্য, শরীরের কর্কশতা, শিরোবেদনা ও কফস্রাব হইয়া থাকে ॥ ৬

ক্ষীরবিষের কার্য্য—ক্ষীরবিষ ভোজনে মুখ দিয়া ফেন নির্গম, মলভেদ ও জিহ্বার গুরুতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ধাতুবিষের কার্য্য—ধাতুবিষ ভক্ষণে হৃৎ-পীড়ন, মূর্চ্ছা ও তালুদেশে দাহ উপস্থিত হয়। মূল বিষাদি এই নয়টি বিষ কালান্তর মারক ॥ ৭

কন্দবিষের কার্য্য—উগ্রবীর্য্য যে ত্রয়োদশটি কন্দ বিষ (সুশ্রুতে) উক্ত হইয়াছে, তাহাদের দশটি গুণ আছে জানিবে। স্থাবর বিষই হউক বা জঙ্গম বিষই হউক অথবা কৃত্রিম বিষই হউক, যে কোন বিষ সেই দশটি গুণযুক্ত হয়, সেই বিষই সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট করে ॥ ৮।৯

বিষের দশটি গুণ যথা—রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম স্রোতোগামী), আশু (শীঘ্রকার্য্যকারী), ব্যবায়ী (সেবন মাত্রেই যাহা সমস্ত শরীরে নিজগুণ প্রদর্শন করিয়া শেষে পরিপাক প্রাপ্ত হয়), বিকাশী (যাহা সেবিত হইলে সন্ধিবন্ধ সকলকে শিথিল করিয়া দেয়), বিশদ (ক্লেদচ্ছেদকর) লঘু ও অপাকী এই দশটি বিষের গুণ ॥ ১০

সেই সকল গুণ দ্বারা বিষ যে কার্য্য করে, তাহা কথিত হইতেছে।—বিষ রুক্ষতা গুণে বায়ুকে প্রকুপিত করে; উষ্ণতাগুণে পিত্তকে ও রক্তকে প্রকুপিত করে; তীক্ষ্ণতাগুণে মতিকে মোহপ্রাপ্ত (মতিভ্রংশ) ও মর্ম্ম বন্ধকে ছেদন করে; সূক্ষ্মতাগুণে শরীরাবয়ব সকলে প্রবেশ করে এবং তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া ফেলে; আশুত্বগুণে আশু কার্য্য সাধন করে, এই জন্য বিষ আশুগুণ বলিয়া প্রোক্ত; ব্যবায়গুণে প্রকৃতি নাশ করে, বিকাশিত্বগুণে দোষ ধাতু ও মলকে নাশ করে; বৈশদ্যগুণে কোথাও সংযুক্ত হয় না; লঘুতাগুণে বিষ দুশ্চিকিৎস্য হয়, (বিষ লঘুগুণ বলিয়া লাফাইয়া মনে ধাবিত হয় ও স্থির থাকে না এই জন্য সংশমন ভেষজ দ্বারা অপ্রাপ্তি হেতু উহা দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে); এবং অপাকিত্বগুণে দুর্জ্জর হইয়া থাকে। অতএব উহা প্রাণিকে দীর্ঘকাল ক্লেশ দেয় ॥ ১১—১৩

বিষলিপ্ত-শস্ত্রহত ব্যক্তির লক্ষণ—বিষ-দিগ্ধ শস্ত্র দ্বারা ক্ষত হইলে সেই ক্ষত সদ্যই পাকিয়া উঠে, রক্তস্রাব করে, দিন দিন পচিতে থাকে ও ক্ষত হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্লিন্ন পচা মাংস সকল গলিত হইয়া পড়ে এবং শস্ত্র ক্ষত ব্যক্তির তৃষ্ণা, বহিস্তাপ, অভ্যন্তরে দাহ, ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। বিষদিগ্ধ শস্ত্রক্ষত ভিন্ন অন্য ক্ষতেও যদি শত্রুকর্তৃক বিষ প্রদত্ত হয়, তাহা হইলেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১৪। ১৫

বিষদাতার লক্ষণ—শত্রুগণ ইষ্টসিদ্ধির জন্য অতিগোপনভাবে প্রায় রাজাদির অন্নাদিতে বিষ

প্রদান করে, কিন্তু ইঙ্গিতজ্ঞ বুদ্ধিমান্ বৈদ্য সেই বিষদাতার বাক্য চেষ্টা ও মুখ বিকার এবং পরোক্ত লক্ষণ সকল দেখিয়া তাহাকে চিনিয়া লইতে পারেন। বিষদাতাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না, বলিতে উপক্রম করিলেও মোহ প্রাপ্ত হয়, নির্ব্বোধের ন্যায় অর্থহীন অস্ফুট বহু কথা বলিতে থাকে, আঙ্গুল মট্‌কায়, মাটীতে দাগ কাটে, বিনা কারণে হাসে, কাঁপে, ত্রস্ত হইয়া একে ওকে দেখে, বিবর্ণ বদন ও দগ্ধসম বর্ণ হয়, নখ দ্বারা তৃণাদি ছেদন করে, ম্লান হইয়া হস্ত দ্বারা বারংবার কেশস্পর্শ করে এবং অপদ্বার দিয়া পলাইবার ইচ্ছা করে ও এদিক ওদিক পুনঃ পুনঃ তাকাইয়া দেখে। বিষদাতা বিচেতন হইয়া এবম্প্রকার বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৬—২০

সাধারণ জঙ্গম বিষের কার্য্য—নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লম, দাহ, পাক (পচন, পাঠান্তর—অপাক) রোমাঞ্চ, শোথ ও অতিসার এই গুলি জঙ্গম বিষের সাধারণ কার্য্য ॥ ২১

সর্প—ভোগী সর্প বাতপ্রকৃতি, মণ্ডলী সর্প পিত্তপ্রকৃতি, রাজিলসর্প কফপ্রকৃতি, আর যে সকল সর্প ইহাদের পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন হয়, তাহারা দ্বন্দ্বপ্রকৃতি অর্থাৎ যে দুই প্রকার সর্পের সংযোগে তাহাদের উৎপত্তি, সেই দুই প্রকারের প্রকৃতির মিলনই উহাদের প্রকৃতি। ভোগি-সর্পের ফণা আছে, তাহারা বিংশতি প্রকার। মণ্ডলি-সর্পের গাত্র মণ্ডলাকার বিবিধ চিত্রে চিত্রিত; মণ্ডলী সর্প ছয় প্রকার, তাহারা স্থূল ও মন্দগামী, অগ্নি এবং সূর্য্যাতপে তাহাদের বিষোৎপত্তি হয়। রাজিল সর্পের গাত্র স্নিগ্ধ (চিক্কণ) এবং বিবিধবর্ণের তির্য্যগ্‌ রেখাসমূহে চিত্রিত, ইহারাও ছয় প্রকার ॥ ২২—২৪

ভোগিপ্রভৃতিকৃত-দংশ লক্ষণ—ভোগি সর্পে দংশন করিলে দষ্টক্ষত কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং তাহাতে নানাপ্রকার বাতবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। মণ্ডলিসর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থান পীতবর্ণ, সশোথ ও কোমল হয় এবং তাহাতে পিত্তবিকার সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজিল সর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থান কঠিন শোথ বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ ও অতি গাঢ় রক্তান্বিত হয় এবং তাহাতে সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ্ম বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৫।২৬

দেশবিশেষে ও কালবিশেষে দষ্টের অসাধ্যত্ব—অশ্বত্থমূলে দেবালয়ে শ্মশানভূমিতে বল্মীকে সন্ধ্যা সময়ে চতুষ্পথে ভরণী ও মঘা নক্ষত্রে এবং শরীরের মর্ম্মস্থানে সর্পে দংশন করিলে রোগিকে পরিত্যাগ করিবে। দর্ব্বীকর সর্পের অর্থাৎ ফণাধারিসর্প সকলের বিষ আশু মারাত্মক। সকল বিষই মেঘানিল সময়ে ও উষ্ণ সংযোগে দ্বিগুণ বীর্য্যশালী হইয়া উঠে ॥ ২৭।২৮

দর্ব্বীকরলক্ষণ—যে সকল সর্পের গাত্রে রথাঙ্গ (চক্র), লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক ও অঙ্কুশ চিহ্ন থাকে, তাহাদিগকে দর্ব্বীকর সর্প কহে। ইহারা ফণাধারী ও শীঘ্রগামী ॥ ২৯

যে যে ব্যক্তিতে বিষ আশু মারক হয়, তাহা কথিত হইতেছে;—অজীর্ণ-পিত্তদুষ্টি ও আতপ দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি, বালক, বৃদ্ধ, বুভুক্ষিত ব্যক্তি, ক্ষীণ, ক্ষত এবং মেহ ও কুষ্ঠ রোগার্ত্ত ব্যক্তি, রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি, এবং গর্ভবতী স্ত্রী ইহারা বিষার্ত্ত হইলে আশু প্রাণত্যাগ করে।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে যদি ক্ষত হইতে রক্ত নির্গত না হয়, লতা দ্বারা সবলে আঘাত করিলেও যদি দাগ না পড়ে, শীতল জল দ্বারা যদি শরীরে রোমাঞ্চ না হয়, তাহা হইলে সেই সর্পাহত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার মুখ বাঁকিয়া যায়, টানিলে চুল উপড়াইয়া আইসে, নাসিকা নত হয়, ঘাড় লট্‌কাইয়া পড়ে, এবং দংশনজনিত শোথ কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ হয় ও চুয়াল বদ্ধ হইয়া যায়, সেরূপ সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। অপর অসাধ্য লক্ষণ।—যাহার মুখ দিয়া বাতির ন্যায় ঘন লালা নির্গত হয়, ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে, দষ্টস্থানে চারিটি দংষ্ট্রাপাত দৃষ্ট হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি বিষে উন্মত্ত জ্বরাতিসারাদি নানা উপদ্রবে উপদ্রুত, হীনস্বর, বিবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ), নাসাভঙ্গাদি অরিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত এবং বিষবেগরহিত (ব্যাখ্যান্তর—গমনাগমনাদি-বেগরহিত বা মল মূত্রাদির বেগরহিত), হইলে তাহার চিকিৎসা করিবে না ॥ ৩০—৩৪

দূষীবিষ—স্থাবর বা জঙ্গম বিষ যদি অতি পুরাণ, বা বিষঘ্ন ওষধি দ্বারা, হতবীর্য্য, অথবা দাবানল বায়ু ও আতপ দ্বারা বিশোষিত কিংবা স্বভাবতঃই ব্যবায়াদি দশবিধ গুণের কোন কোন গুণে হীন হয়, তাহা হইলে তাহাকে দূষীবিষ কহা যায় ॥ ৩৫

দূষীবিষের কার্য্য—অল্পবীর্য্যত্ব হেতু দূষীবিষ কফাবৃত হওয়ায় প্রাণনাশ করে না কিন্তু অনেক কাল পর্য্যন্ত দেহে অবস্থিতি করে। দূষীবিষাক্রান্ত ব্যক্তির মল তরল, দেহ বিবর্ণ, গাত্র দুর্গন্ধযুক্ত ও মুখ বিরস হয়। এবং পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও বাক্যের গদ্গদতা ও বমি উপস্থিত হয়। বিষযন্ত্রণায় রোগী বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মূর্চ্ছাদি নানা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬

স্থান বিশেষোত্থিত দূষীবিষের লক্ষণ বিশেষ কথিত হইতেছে;—দূষীবিষ আমাশয়গত হইলে

বাতশ্লেষ্মজ রোগ সকল উপস্থিত হয়, পক্বাশয়গত হইলে বাতপিত্তজ পীড়া সকল জন্মে এবং মস্তকের কেশ ও দেহের লোম সকল উঠিয়া যাওয়ায় রোগী দেখিতে যেন পক্ষহীন পক্ষির ন্যায় হইয়া থাকে। দূষীবিষ রসরক্তাদি ধাতুগত হইলে সুশ্রুত-গ্রন্থের ব্যাধি সমুদ্দেশীয় অধ্যায়োক্ত ধাতু সম্ভব রোগ সকল উৎপন্ন হয় ॥৩৭।৩৮

দূষীবিষের প্রকোপ সময়—শীতল বায়ু-প্রবাহ সময়ে ও দুর্দ্দিনে (ঝড়বৃষ্টির দিনে) দূষীবিষ প্রকুপিত হইয়া থাকে। দূষীবিষের পূর্ব্বরূপ বলিতেছি শুন—

দূষীবিষের পূর্ব্বরূপ—নিদ্রা, দেহের গুরুতা, জৃম্ভা, গাত্র-শৈথিল্য, রোমাঞ্চ ও অঙ্গমর্দ্দ এই গুলি দূষীবিষের পূর্ব্বরূপ ॥ ৩৯

দূষীবিষের রূপ—পূর্ব্বরূপ প্রকাশানন্তর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে যথা—অন্নমদ (আহারান্তে অন্নজনিত মত্ততাভাব, পূগফলভক্ষণে যেরূপ মত্ততা জন্মে, তদ্বৎ), অন্নের অপরিপাক, অরুচি, গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্ন ও কোঠের উৎপত্তি, মাংসক্ষয়, হস্তপদে শোথ, মূর্চ্ছা, বমি, অতিসার, শ্বাস, তৃষ্ণা, জ্বর ও উদরের বৃদ্ধি ॥ ৪০

দূষীবিষ বিশেষে রোগ বিশেষ—কোন দূষীবিষ উন্মাদ, কোন দূষীবিষ আনাহ, কোনটি বা শুক্রক্ষয়, কোনটী গদ্গদ ভাষণ কোনটি বা কুষ্ঠ এবং কোনটি বা বিসর্পবিস্ফোটকাদি নানা প্রকার পীড়া উৎপাদন করে ॥ ৪১

দূষীবিষের নিরুক্তি—অনুপাদিদেশ, দুর্দ্দিনাদি কাল, কুলত্থ-তিল-মসুরাদি অন্ন ও দিবানিদ্রা এই সকল কারণ ঘটিলেই কুপিত হইয়া পুনঃ পুনঃ রসাদি ধাতু সকলকে দূষিত করে বলিয়া ঐরূপ বিষকে দূষীবিষ কহে ॥ ৪২

দূষীবিষের সাধ্যত্বাদি—হিতাহিতজ্ঞ নির্লোভ ব্যক্তির অচির সেবিত দূষীবিষ সাধ্য, সংবৎসরোত্থিত যাপ্য, ক্ষীণদেহ ও অহিত-সেবি-ব্যক্তির অসাধ্য।

টীকা—কৃত্রিম বিষ দ্বিবিধ, এক প্রকার সবিষ, তাহাই দূষীবিষ নামে অভিহিত। অন্যপ্রকার অবিষ, তাহাই গরনামে কীর্ত্তিত। কাশ্যপ সংহিতাতে ইহাই উক্ত হইয়াছে ॥ ৪৩

দূষীবিষ কথিত হইল, অতঃপর গর প্রদর্শিত হইতেছে—অসাধ্বরতা স্ত্রীগণ স্বামিকে বা অপর পুরুষকে বশীভূত করিবার জন্য স্বেদ রজঃ ও নানা অঙ্গের বিষোৎপাদক মল পদার্থ গোপন ভাবে খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে দেয়; শত্রুগণও বৈরসাধনার্থ ঐরূপে গর (সংযোগজ বিষ) প্রদান করিয়া থাকে। ঐ প্রকার সংযোগজ বিষই গর বলিয়া অভিহিত ॥ ৪৪

গরকার্য্য—উক্ত স্বেদাদি সংযোগজ বিষে অপরিপাক হেতু মানব পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতে থাকে, এবং তাহার অগ্নিমান্দ্য, মর্ম্মব্যথা, উদরাধ্মান, হস্তদ্বয়ে শোথ, জঠররোগ, গ্রহণীদোষ, যক্ষ্মা, গুল্ম, ক্ষয় ও জ্বর এবং এই প্রকার অন্যান্য পীড়া সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৪৫।৪৬

লূতাবিষ—মহর্ষি বশিষ্ঠ দেবের ঘর্ম্ম বিন্দু সকল লূন (ছিন্ন) তৃণের উপরি পতিত হয়। পরে সেই সকল ঘর্ম্ম-বিন্দু হইতে কীট সকল জন্মে, সেই সকল কীটই লূতানামে খ্যাত। লূতা ষোল প্রকার ॥ ৪৭

লূতাসম্বন্ধে সুশ্রুতোক্তি—এইরূপ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে যে, একদা রাজা বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার কামধেনুটি লইবার বাসনায় বলপ্রয়োগ করায় ঋষিবরের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু সকল নিঃসৃত হইয়া নিকটস্থ লূন (ছিন্ন) তৃণের উপরি নিপতিত হয়, পরে সেই তৃণ-পতিত ঘর্ম্মবিন্দু সকল মহর্ষির দৃষ্টিপাত মাত্র তীব্র বিষধর বিবিধাকৃতি জন্তুরূপে পরিণত হয়। লূন অর্থাৎ ছিন্ন তৃণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহারা লূতা (মাকড়শা) নামে অভিহিত হইয়াছে। লূতা অতি ভয়ানক কীট, ইহাদের মধ্যে ত্রিমণ্ডলাদি আটপ্রকার লূতা কষ্টসাধ্য, এবং সৌবর্ণিক প্রভৃতি আট প্রকার অসাধ্য। লূতা সমুদায়ে ষোড়শ প্রকার ॥ ৪৮—৫০

সাধারণ লূতার দংশ লক্ষণ—লূতায় দংশন করিলে দষ্টস্থান মধ্যে পূতিভাব, এবং রক্তস্রাব, জ্বর, দাহ, অতিসার, নানাবিধ ত্রিদোষজ পীড়া, বিবিধাকৃতি পিড়কা, বৃহৎ বৃহৎ মণ্ডলাকার চিহ্ন, রক্ত বা শ্যাববর্ণ কোমল-বিস্তৃত-সচল শোথ, সকল প্রকার লূতার দংশনেই এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। দষ্টস্থান যদি কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণ জালকাবৃত ও দগ্ধাকৃতি হয় এবং তাহাতে যদি অত্যন্ত পাক ক্লেদ শোথ ও জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে দূষীবিষা লূতায় অর্থাৎ কালান্তর প্রকোপকারি ত্রিমণ্ডলাদি আট প্রকার লূতায় দংশন করিয়াছে জানিবে ॥ ৫১—৫৩

প্রাণহর লক্ষণ—সৌবর্ণিকাদি আট প্রকার লূতায় দংশন করিলে দষ্টস্থানে শোথ এবং শ্বেত কৃষ্ণ রক্ত বা পীতবর্ণ পিড়কা ও জ্বর হয় এবং প্রাণান্তিক দাহ হিক্কা ও শিরোবেদনা উপস্থিত হয় ॥ ৫৪

ইন্দুর বিষ লক্ষণ—ইন্দুরে দংশন করিলে দংশন সময় হইতেই রক্তস্রাব, পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডলোৎপত্তি, জ্বর, অরুচি, লোমাঞ্চ ও দাহ উপস্থিত হয় ॥ ৫৫

প্রাণহর মূষিক বিষকার্য্য—প্রাণহর মূষিকে দংশন করিলে মূর্চ্ছা, গাত্রে মূষিকাকৃতি শোথ, অঙ্গের বিবর্ণতা, ক্লেদ, অল্পশ্রুতি, জ্বর, শিরোগুরুত্ব, লালাস্রাব ও রক্ত নিষ্ঠীবন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ৫৬

কৃকলাস দষ্টের লক্ষণ—কৃকলাস (কাঁকলাস বা গিরগিটী) দংশন করিলে দংশ-শোথের কৃষ্ণ বর্ণতা ও নানা বর্ণতা হয় এবং মোহ ও মলভেদ হইয়া থাকে। ৫৭

বৃশ্চিক-বিষ-লক্ষণ—বৃশ্চিক-বিষ প্রথমে অগ্নির ন্যায় দাহ এবং বিদারণবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে গমন করে। তৎপরে দষ্টস্থানে প্রত্যাগত হইয়া অবস্থিত করিয়া থাকে। ৫৮

অসাধ্যবৃশ্চিক দষ্টের লক্ষণ—অসাধ্য বৃশ্চিকে অর্থাৎ সদ্যঃপ্রাণহর বৃশ্চিকে দংশন করিলে মানবহৃদয়ের নাসিকার ও জিহ্বার কার্য্য রহিত হয়, দষ্টস্থানের মাংস খসিয়া পড়ে, তজ্জন্য অত্যর্থ বেদনার্ত্ত হয় এবং শেষে প্রাণত্যাগ করে। ৫৯

কণভদষ্টের লক্ষণ—কণভ নামক কীটে দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর, বমি ও দষ্টস্থানের অবসাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ৬০

উচ্চিটিঙ্গ দষ্ট লক্ষণ—উচ্চিটিঙ্গে দংশন (করিলে লোমের কৃষ্ণবর্ণতা রোমাঞ্চ) লিঙ্গের স্তব্ধতা ও অতিযাতনা উপস্থিত হয় এবং বোধ হয় যেন অঙ্গ সকল শীতল জলে সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। ৬১

সবিষ মণ্ডূক-দষ্ট লক্ষণ—সবিষ মণ্ডূক, স্বভাবতঃ একটী দংষ্ট্রা দ্বারাই দংশন করিয়া থাকে। ইহারা দংশন করিলে শোথ, বেদনা, পীতবর্ণতা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও বমি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ৬২

মৎস্য বিষের কার্য্য—সবিষ মৎস্যে দংশন করিলে দাহ শোথ ও বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

জলৌকা বিষের কার্য্য—সবিষ জলৌকা দংশন করিলে কণ্ডু, শোথ, জ্বর ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। ৬৩

গৃহগোধিকা বিষ-কার্য্য—গৃহগোধিকা (টিক্‌টিকী) দংশন করিলে দাহ, শোথ, তোদ ও স্বেদ হইয়া থাকে।

শতপদীবিষকার্য্য—শতপদী (কোন্দাই) দংশন করিলে দংশে স্বেদ দাহ ও বেদনা উপস্থিত হয়। ৬৪

মশক বিষের কার্য্য—মশকে দংশন করিলে কণ্ডু অল্প শোথ ও অল্প বেদনা হইয়া থাকে।

অসাধ্য মশক লক্ষণ—অসাধ্য লূতাদি কীট কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, অসাধ্য মশকে দংশন করিলেও সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। (এক প্রকার পার্ব্বতীয় মশক আছে, তাহারা অসাধ্য)। ৬৫

মক্ষিকাদংশলক্ষণ—সুশ্রুতোক্ত ছয় প্রকার মক্ষিকার মধ্যে স্থগিকা নাম্নী মক্ষিকা আশু প্রাণহরা। তাহারা দংশন করিলে দষ্টস্থান হইতে সদ্যঃ স্রাব নির্গত হয়, শ্যাববর্ণ পিড়কা জন্মে এবং দাহ মূর্চ্ছা ও জ্বর এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। ৬৬

ব্যাঘ্রাদি বিষের কার্য্য—ব্যাঘ্রাদি চতুষ্পদ বা বনমানুষাদি দ্বিপদ জন্তুতে সবিষ নখদন্ত দ্বারা দংশন করিলে দষ্টস্থান পাকিয়া ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে পূয সঞ্চার হইয়া স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। ইহাদের দংশনে জ্বর উপস্থিত হয়। ৬৭

বিষমুক্তের লক্ষণ—যখন দোষের প্রশম, ধাতু সকলের প্রকৃতিস্থতা, অন্নে অভিলাষ, মলমূত্রের স্বাভাবিক প্রবর্ত্তন এবং বর্ণ ইন্দ্রিয় চিত্ত ও চেষ্টার প্রসন্নতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তখন জানিবে যে, বিষার্দ্দিত ব্যক্তি নির্বিষ হইয়াছে। ৬৮

বিষের চিকিৎসা।

স্থাবর বিষ চিকিৎসা—যত্নপূর্ব্বক স্থাবর বিষার্ত্ত ব্যক্তির বমন করাইবে। কারণ—বমনের তুল্য বিষের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা আর দ্বিতীয় নাই। বিষ যে অতি উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, অতএব সকল বিষেই শীতল পরিষেক প্রশস্ত। উষ্ণ ও তীক্ষ্ণত্ব গুণে বিষ পিত্তকে বিশেষ প্রকুপিত করে, অতএব বমন করাইবার পরে শীতল জলের পরিষেক করিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত বিষঘ্ন ঔষধ শীঘ্রই খাওয়াইবে। অম্লরস ভোজন করিতে দিবে। গাত্রে মরিচ ঘর্ষণ করিবে। যে যে দোষের ভূরিভূরি লক্ষণ দেখিবে, সেই সেই দোষের বিপরীত গুণশালি-ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ভোজনার্থ শালি যষ্টিক কোদ্রব ও প্রিয়ঙ্গু (কঙ্গু) তণ্ডুলের অন্ন প্রদান করিবে। বমন বিরেচন দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃ শোধন করিবে। শিরীষের মূল, ত্বক্ পত্র পুষ্প ও বীজ গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে, ইহা বিষহর শ্রেষ্ঠ প্রলেপ। দূষীবিষার্ত্ত ব্যক্তিকে স্বস্নিগ্ধ করিয়া বমন বিরেচন দ্বারা তাহার ঊর্দ্ধাধঃ শোধন করিবে। এবং দূষীবিষ নাশক এই মুখ্য অগদ (বিষনাশক ঔষধ) পান করাইবে। তদ্‌যথা—পিপুল, রোহিষতৃণ (তদলাভে বেণামূল), জটামাংসী, লোধকাষ্ঠ, এলাইচ, স্বর্জ্জিকাক্ষার, মরিচ, বালা, ছোট এলাইচ ও স্বর্ণগৈরিক (অত্যন্ত আরক্ত সোণা গেরিমাটী) ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দূষবিষ বিনষ্ট হয়। ৬৯—৭৭

জঙ্গমবিষের চিকিৎসা।

মৃত্যুপাশচ্ছেদি ঘৃত—ঘৃত চারি সের। কল্কার্থ—হরীতকী, গোরোচনা, কুড়, আকন্দপত্র, নীলোৎপল, নলমূল, বেতসমূল, গরল (মিটেবিষ), তুলসী, ইন্দ্রযব, —— শ্যামলতা (বা অনন্তমূল), শতমূলী, পানিফল,

বরাক্রান্তা ও পদ্মকেশর মিলিত একসের, দুগ্ধ ষোলসের, যথাবিধি পাক করিবে। পাকান্তে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে চারিসের মধু মিশাইবে। পরে রক্তাম্বরাদি দ্বারা তাহাকে কৃতরক্ষ করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। এই মৃত্যুপাশচ্ছেদিঘৃত অঞ্জনে পানে অভ্যঙ্গে ও বস্তিতে প্রযোজিত হইলে গরদোষকৃত দুস্তর বিষ সকল বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনে সর্ব্ব বিষ প্রশমিত হয়, গরকর্তৃক উপহতত্বক্ দোষবিমুক্ত হয়, যোগজ, ত্বক, কণ্ডু, মাংসসাদ ও সংজ্ঞাহীনতা দূরীভূত হয়। ইহা সর্প-কীট-মূষিক ও লূতাদিদষ্ট ব্যক্তিদিগের বিষ-নাশক পরম ঔষধ। ইতি মৃত্যুপাশচ্ছেদিঘৃত॥ ৭৮—৮৩

ধুতুরার মূল, আঁকোড়ের মূল বা বাঁশের মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া খাইলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকমকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগেশ্বর এই সকল দ্রব্য শীতল জলে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে লূতার বিষ সদ্যঃ বিনষ্ট হয়।

জীরা বাটিয়া তাহা ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত সংযুক্ত এবং অগ্নিতে সুখোষ্ণ করিয়া মধুর সহিত তাহার প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকের বিষ নষ্ট হয়। হড়হড়ের পাতা মর্দ্দিত করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলে বৃশ্চিক-দষ্ট ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিষ হয়॥ ৮৪—৮৭

ইতি বিষাধিকার

প্রদরাদি রোগাধিকার।

প্রদরের বিপ্রকৃষ্ট নিদান—বিরুদ্ধ ভোজন (যুগপৎ ক্ষীর মৎস্যাদি ভোজন), মদ্যপান, অধ্যশন, অপক্ক ভোজন, গর্ভপাত, অতি মৈথুন, যানাবরোহণ, পথপর্য্যটন, শোক ও উপবাসাদি অতিকর্ষণ কার্য্য এবং ভারবহন, অভিঘাত ও দিবানিদ্রা এই সকল কারণে প্রদর রোগ উৎপন্ন হয়। প্রদর চারিপ্রকার, যথা শ্লেষ্মজ, পিত্তজ, বাতজ ও সন্নিপাতজ।

টীকা।—অতিস্রাব বোধনার্থ প্রথমেই শ্লৈষ্মিক প্রদরের উল্লেখ করা হইয়াছে॥ ১

প্রদরের সাধারণ লক্ষণ—সকল প্রকার প্রদরেই অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত স্রাব নির্গম হইয়া থাকে॥ ২

শ্লৈষ্মিক প্রদরের লক্ষণ—শ্লেষ্মজ প্রদরে অপক্করসযুক্ত শাল্মল্যাদি নির্য্যাসবৎ পিচ্ছিল, ঈষৎ পাণ্ডু-বর্ণ ও গবেধুকধান্যধাবন জলসদৃশ স্রাব নিঃসৃত হয়॥ ৩

পৈত্তিক প্রদরের লক্ষণ—পিত্তজনিত প্রদরে পীত নীল কৃষ্ণ বা লোহিত বর্ণ উষ্ণ স্রাব নির্গত হয়, তাহাতে দাহাদি-পিত্তবেদনা সকল বিদ্যমান থাকে এবং প্রবলবেগে বারংবার স্রাব হয়॥ ৪

বাতিক প্রদরের লক্ষণ—বাতজ প্রদরে রুক্ষ (চিক্কণতাহীন), অরুণবর্ণ, ফেনিল ও মাংসধাবন জলতুল্য স্রাব অল্প অল্প নির্গত হয়। ইহাতে তোদ বিদ্যমান থাকে॥ ৫

সান্নিপাতিক প্রদর লক্ষণ—সান্নিপাতিক প্রদরে মধু ঘৃত বা হরিতালবদ্বর্ণ, মজ্জপ্রতিম এবং শবদুর্গন্ধি স্রাব নিঃসৃত হয়। ইহা অসাধ্য, সুতরাং ইহার চিকিৎসায় ফল লাভ হয় না॥ ৬

রক্তের অতি নির্গমে যে সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা কথিত হইতেছে—রক্তের অতি প্রবর্ত্তনে দৌর্ব্বল্য, বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ (পাঠান্তর—ভ্রম), মূর্চ্ছা, মত্ততা, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, পাণ্ডুতা, তন্দ্রা এবং বাতজ রোগ সকল (আক্ষেপকাদি) উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৭

অসাধ্যপ্রদর ব্যাধিমতী—যে প্রদর রোগিণী ক্ষীণরক্ত ও দুর্ব্বল, যাহার নিরন্তর স্রাব নিঃসৃত হয় এবং তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর উপদ্রব বিদ্যমান থাকে, তাহার আরোগ্য লাভের আশা নাই, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে॥ ৮

চিকিৎসানিবৃত্তির জন্য শুদ্ধ-আর্ত্তবের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে—যে ঋতু শোণিত মাসে মাসে প্রবৃত্ত হইয়া পাঁচদিন পর্য্যন্ত অনুবদ্ধ থাকে, এবং যাহা অপিচ্ছিল, দাহবর্জ্জিত ও শূলনি-বেদনা রহিত, যাহা অতি অধিকও নহে, অতি অল্পও নহে অর্থাৎ সম-পরিমিত, সেই ঋতু-শোণিতকে বিশুদ্ধ জানিবে।

টীকা। "পাঁচদিন পর্য্যন্ত অনুবদ্ধ থাকে" এই বাক্যে বুঝিতে হইবে যে, ঋতুশোণিত তিনদিন প্রভূত পরিমাণে, তৎপরে দুইদিন মধ্যম পরিমাণে নির্গত হয়। কাহারও বা তৎপরেও ষোলদিন পর্য্যন্ত অতি অল্প অল্প মাত্রায় নির্গত হইয়া থাকে, তাহাও শুদ্ধ শোণিতই জানিবে॥ ৯

প্রদর-চিকিৎসা—সৌবর্চ্চল, জীরা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল পুষ্প, প্রত্যেকটি দুই দুই মাষা পরিমাণে লইয়া তৎসমুদায় আটতোলা দধিতে মর্দ্দন করিয়া

তাহাতে আটমাষা মধু মিশাইয়া তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে বাতজপ্রদর প্রশমিত হয়। যষ্টিমধু দুই তোলা ও চিনি দুই তোলা মিলিত করিয়া তণ্ডুল জলে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে রক্তপ্রদর নিবারিত হয়। কঙ্কতিকা নামক বেড়েলার অর্থাৎ গোরক্ষচাকুলের মূল সুচূর্ণিত এবং তাহাতে চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া খাইলে রক্তপ্রদর প্রশমিত হয়। কোন পবিত্র স্থানের উত্তরদিগ্‌ভাগে যে ব্যাঘ্রনখী (নখী) জন্মে, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে তাহার মূল উদ্ধৃত করিয়া কটিদেশে ধারণ করিলে রক্তপ্রদর দূরীভূত হয়। রসাঞ্জন ও কাঁটানটের মূল তণ্ডুলজলে পেষিত এবং তাহাতে মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়। বামুনহাটী ও শুঁঠচূর্ণ মধুসহ খাইলে রক্তপ্রদর ও শ্বাস প্রশমিত হয়। অশোকছাল অর্দ্ধপোয়া, চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া একসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্বাথের সহিত একসের দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। সুশীতল হইলে সেই দুগ্ধ যথাগ্নিবল (অর্দ্ধসের পর্য্যন্ত) পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে তীব্র রক্তপ্রদর প্রশমিত হইয়া থাকে। কুশের মূল তুলিয়া তাহা তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া তিনদিন পান করিলে, নারী প্রদর রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যজ্ঞডুমুর ফলের রস মধুমিশ্রিত করিয়া পান এবং শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিলে অসৃগ্দর বিনষ্ট হয়। ক্ষিতলাউ ফলের চূর্ণ ও চিনি মধুতে মর্দ্দন পূর্ব্বক মোদক করিয়া খাইলে প্রদরের শান্তি হয়॥ ১০—১৮

দার্ব্ব্যাদিক্বাথ—দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, চিরতা, বাসকছাল, মুতা, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন ও আকন্দপুষ্প ইহাদের ক্বাথে মধুপ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বেদনান্বিত রক্তপ্রদর ও শ্বেতপ্রদর নিবারিত হইয়া থাকে। রক্তপিত্তাধিকারোক্ত কুষ্মাণ্ডখণ্ড প্রদররোগে হিতকর॥ ১৯

ইতি প্রদরাধিকার।

সোমরোগাধিকার।

সোমরোগের নিদান ও সম্প্রাপ্তি—অধিক মৈথুন, শোক, অতিরিক্ত শ্রম, আভিচারিক যোগ, (পাঠান্তর—অতিসারক যোগ) অথবা গরযোগ এই সকল কারণে স্ত্রীলোকের সর্ব্বদেহস্থ জল পদার্থ আন্দোলিত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয় এবং মূত্ররূপে পরিণত হইয়া মূত্রমার্গ দিয়া নির্গত হইতে থাকে। (সোমরোগ স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হয়)॥ ১। ২

সোমরোগের লক্ষণ—সোমরোগে স্বচ্ছ, নির্ম্মল (মল পদার্থের সংযোগ রহিত), শীতল, নির্গন্ধ, অবেদন ও শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব অতি মাত্রায় নিঃসৃত হয়। তাহাতে স্ত্রীলোক দুর্ব্বল হইয়া প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে সমর্থা হয় না এবং কিছুতেই সুখ পায় না। তাহার মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শোষ, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, প্রলাপ ও ত্বকের রুক্ষতা হয়। ভক্ষ্য ভোজ্য বা পেয় কিছুতেই সে সুখ লাভ করে না। শরীরের সন্ধারণ হেতু সেই জল পদার্থ সোমনামে অভিহিত এবং স্ত্রীলোকদিগের সেই সোমপদার্থের ক্ষয় হেতু ঐ রোগ সোমরোগ নামে কথিত হইয়াছে॥ ৩—৬

সোমরোগের চিকিৎসা—সুপক্ক কদলীফল, আমলকী ফলের রস, মধু ও চিনি এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া খাইবে। ইহা সোমধারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাষকলাই যষ্টিমধু ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের চূর্ণ এবং মধু ও চিনি এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে খাইলে সোম নিঃসরণ বন্ধ হয়। সেই সোমপদার্থই যদি বেদনান্বিত হইয়া মূত্রের সহিত মুহুর্মুহু নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে এলাইচ ও তেজপত্রের চূর্ণ বারুণী মদ্যের সহিত রোগিণীকে পান করিতে দিবে। আমলকী বীজের কল্কে মধু চিনি মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত পান করিলে তিন দিনেই শ্বেতপ্রদর বিনষ্ট হয়। নাগেশ্বর তক্রে পেষণ করিয়া তাহা তিন দিন পান এবং তক্রের সহিত অন্ন পথ্য করিলে শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৭—১১

এই স্থলেই **মূত্রাতিসারের লক্ষণ** কথিত হইতেছে—সোমরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তাহাতে যখন মূত্রের অতিস্রাব হইতে থাকে, তখন তাহাকে মূত্রাতিসারনামে অভিহিত করা যায়। মূত্রাতিসারে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে॥ ১২

ইতি সোমরোগ-মূত্রাতিসারাধিকার।

যোনিরোগাধিকার।

যোনিরোগের নিদান—অবৈধ আহার বিহার দ্বারা বাতাদিদোষ দূষিত হইয়া ঋতুশোণিতকে দুষ্ট করিলে তদ্দারা অথবা মাতাপিতার বীজদোষে কিংবা দৈবকারণে স্ত্রীলোকের যোনিতে রোগ উপস্থিত হয় ॥১

যোনিরোগের নাম—উদাবর্ত্তা, বন্ধ্যা, বিপ্লুতা, পরিপ্লুতা ও বাতলা এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগ বাত-প্রকোপে উৎপন্ন হয়। লোহিতক্ষরা, প্রস্রংসিনী, বামনী, পুত্রঘ্নী ও পিত্তলা এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগ পিত্তপ্রকোপে জন্মে। অত্যানন্দা, কর্ণিনী, আনন্দচরণা, অতিচারণা ও শ্লেষ্মলা এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগ শ্লেষ্ম-প্রকোপে জন্মে। ষণ্ডী, অণ্ডিনী, মহতী, সূচীবক্ত্রা ও ত্রিদোষিণী এই পাঁচপ্রকার যোনিরোগ ত্রিদোষ প্রকোপে জন্মিয়া থাকে ॥ ২—৫

উক্ত যোনিরোগ সকলের লক্ষণ—উদাবর্ত্তা যোনি হইতে ফেনিল রজঃ অতিকষ্টে নিঃসৃত হয়। বন্ধ্যাযোনি নিরার্ত্তবা অর্থাৎ বন্ধ্যাযোনি রোগে রজঃ নষ্ট হয়। বিপ্লুতাযোনি নিত্য বেদনান্বিত। পরিপ্লুতা যোনিতে মৈথুন করিলে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়। বাতলা যোনি—কর্কশ, স্তব্ধ এবং তাহা শূল ও সূচীবেধবৎ বেদনায় পীড়িত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত চারিপ্রকার যোনিতেও বাতবেদনা অর্থাৎ তোদশূলাদি থাকে, তবে বাতলাযোনিতে তোদশূলাদি অধিক হয় বলিয়া ইহা বাতলাযোনি নামে অভিহিত হইয়াছে।

যে যোনি হইতে দাহের সহিত অধিক পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়, তাহাকে লোহিতক্ষরা যোনি বলে (রক্তের অতিনির্গমে রক্তক্ষয় বলিয়া ইহাকে লোহিত-ক্ষয়াও বলা যায়)। যোনি স্বস্থান হইতে অধঃচ্যুত বিমর্দ্দিত ও দুষ্টপ্রজননশীলা হইলে তাহাকে প্রস্রংসিনী যোনি বলে। বামিনী যোনি বায়ুর সহিত রজো-মিশ্রিত শুক্র নিঃসারণ করে। যে যোনিরোগে রক্তের অতিস্রাবহেতু গর্ভের স্রাব হয়, তাহাকে পুত্রঘ্নীযোনি কহে। (এস্থলে পুত্র শব্দে অপত্য বুঝিতে হইবে)। পিত্তলাযোনি অত্যর্থ দাহ-পাক ও জ্বর সমন্বিত হইয়া থাকে। লোহিতক্ষরাদি প্রথমোক্ত চারিপ্রকার যোনিতেও দাহাদি পিত্তলিঙ্গ বিদ্যমান থাকে, তবে পিত্তযোনিতে দাহাদি প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে বলিয়া উহা পিত্তলাযোনিনামে কথিত হইয়া থাকে।

অত্যানন্দা যোনি মৈথুনে পরিতৃপ্ত হয় না। কফ ও রক্তের দ্বারা যোনিতে কর্ণিকাকৃতি অর্থাৎ মাংস-কন্দাকার গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণিকাযোনি কহে। আনন্দচরণাযোনি মৈথুনকালে অগ্রেই পুরুষ হইতে মৈথুনে বিরত হয় অর্থাৎ রজোনিঃসারণ করে। অতিচরণাযোনি বহু মৈথুনেও পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং চরণা ও অতিচরণা এই উভয়বিধ যোনিতেই বীর্য্য অবস্থিতি করিতে পারে না। শ্লেষ্মলাযোনি পিচ্ছিল কণ্ডুযুক্ত ও অতি শীতল হয়। পূর্ব্বোক্ত অত্যানন্দা প্রভৃতি যোনি চতুষ্টয়েও পিচ্ছিলতা প্রভৃতি শ্লেষ্ম লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে, তবে ইহাতে শ্লেষ্মলক্ষণ সকল অধিকমাত্রায় থাকে বলিয়া ইহা শ্লেষ্মলাযোনি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যে যোনিরোগে ঋতু হয় না, স্তন অতি অল্প উঠে, এবং মৈথুনকালে যোনি খরস্পর্শ হয়, তাহাকে ষণ্ডী যোনি কহে। মহামেঢ্র পুরুষের সহিত সূক্ষ্মযোনিদ্বার-বিশিষ্ট বালা মৈথুন করিলে তাহার যোনি অণ্ডবৎ লম্বমানা হয়। এইরূপ যোনিকেই অণ্ডিনীযোনি কহা যায়।

যে যোনি ত্রিদোষ লক্ষণান্বিত, তাহাকে ত্রিদোষজা যোনি কহে। পূর্ব্বোক্ত ষণ্ডী প্রভৃতি যোনি চতুষ্টয়ও ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত কিন্তু ইহাতে ত্রিদোষের লক্ষণ সকল বাহুল্যরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাকে ত্রিদোষজ কহে ॥ ৬—১৫

বিবৃতা ও সূচীবক্ত্রা—যে যোনি অতি বৃহৎ ও বিবৃত মুখ, তাহাকে বিবৃতা এবং যে যোনি অতি সংবৃত্ত মুখ, তাহাকে সূচীবক্ত্রাযোনি কহে।

অসাধ্য যোনি—ষণ্ডী হইতে ত্রিদোষজা যোনি পর্য্যন্ত এই পাঁচ প্রকার যোনিই অসাধ্য জানিবে ॥ ১৬

যোনিকন্দের নিদান ও লক্ষণ—দিবানিদ্রা, অতিক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতি মৈথুন এবং নখদন্তাদি দ্বারা ক্ষত এই সকল কারণে বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া যোনিতে পূযরক্তসন্নিভ ডেলোমান্দার ফলসদৃশ মাংস-কন্দ উৎপাদন করে। ইহাকে যোনিকন্দ কহে ॥ ১৭।১৮

বাতজাদিভেদে রূপ—বাতজনিত কন্দ—রুক্ষ বিবর্ণ ও স্ফুটিত (কিঞ্চিৎ বিদারণবৎ); পিত্তজ-কন্দ—রক্তবর্ণ এবং দাহ ও জ্বরসমন্বিত; শ্লেষ্মজকন্দ—তিলপুষ্পপ্রতিম (পাঠান্তর নীলপুষ্পসঙ্কাশ অর্থাৎ

অতসীকুসুমাদিবর্ণ) ও কণ্ডুযুক্ত ; সান্নিপাতিক কন্দ—উল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার লক্ষণযুক্ত হয় ॥ ১৯ । ২০

যোনিরোগ চিকিৎসা।

নষ্টার্ত্তব-চিকিৎসা—আর্ত্তব নষ্ট হইলে প্রত্যহ মৎস্য, মাষকলাই, কাঁজী, তিল, উদশ্বিৎ (তক্র-বিশেষ) ও দধি ভোজন করিতে দিবে। তিত-লাউ-এর বীজ, দন্তী, পিপ্পলী, গুড়, ময়নাফল, কিণ্ব (সুরা-বীজ) ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য মনসাসীজের আঠায় মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিতে নিহিত করিয়া রাখিলে নারীর ঋতু হইয়া থাকে। লতাকট্-কীর পত্র, স্বর্জিক্ষার, বচ ও অসনকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য শীতল দুগ্ধে পেষণ করিয়া তিন দিন পান করিলে রজঃ হইয়া থাকে ॥ ২১—২৩

বন্ধ্যা-চিকিৎসা—শ্বেতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যৌস, বটশুঙ্গ ও নাগেশ্বর এই সকল দ্রব্য ঘৃত মধু ও দুগ্ধসহ পান করিলে বন্ধ্যানারী সন্তান প্রসব করে। অশ্বগন্ধার কষায়সহ যথাবিধানে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঋতুস্নাতা স্ত্রী প্রাতঃকালে পান করিলে গর্ভ ধারণ করে। পুষ্যা-নক্ষত্রে লক্ষ্মণার মূল উদ্ধৃত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ঋতুস্নাতা স্ত্রী তাহা পান করিলে নিশ্চয় গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে। পীত ঝাঁটীর মূল, ধাইফুল, বটাঙ্কুর ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে বাটিয়া পান করিলে নিশ্চয় গর্ভোৎপত্তি হয়। পলাশ পিপুল (হিন্দীগজহড়) জীরক এবং শ্বেতপুষ্প শরপুঙ্খা পান করিলে অবশ্যই গর্ভ হইয়া থাকে। একটি পলাশপত্র দুগ্ধে বাটিয়া পান করিলে বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। আলকুশীর মূল ও কয়েতবেলের শাঁস, অথবা ভবলিঙ্গীবীজ (পঞ্চ গুড়িয়ার বীজ) দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে নারী কন্যা প্রসব করে না অর্থাৎ কেবল পুত্র সন্তানই প্রসব করিয়া থাকে। জিয়াপুতার মূল, অপরাজিতা এবং ঈশলিঙ্গী (ভবলিঙ্গী, পঞ্চগুড়িয়া) এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া আট দিন পান করিলে নারী কখনই কন্যা প্রসব করে না। অর্থাৎ তাহার পুত্রই জন্মে ॥৩১

গর্ভের অজনক ঔষধ—ঋতুসময়ে পিপুল বিড়ঙ্গ ও সোহাগার খৈ এই সকল দ্রব্যের সমপরিমিত চূর্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে নারীর কখনই গর্ভ হয় না। ঋতুমতী স্ত্রী জবাফুল কাঁজীতে বাটিয়া তিন দিন পান করত আটতোলা করিয়া পুরাণ গুড় খাইলে নিশ্চয়ই তাহার গর্ভ হয় না॥ ৩২। ৩৩

বাতাদিক্রমে চিকিৎসা—যোনিরোগের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটিতে স্নেহাদি প্রয়োগ, উত্তরবস্তি প্রদান, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ ও পিচুধারণ (যোনি-মধ্যে ঔষধসিক্ত তুলাদি প্রণিধান) ব্যবস্থেয়।

তগরপাদুকা, বৃহতী (বা কণ্টকারী), কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে তুলাসিক্ত করিয়া বিপ্লুতাযোনিতে সর্ব্বদা তাহার পিচুধারণ করিলে ব্যথা প্রশমিত হয়। বাতলা কর্কশা শুষ্কা ও অল্পস্পর্শা যোনিতেও উপযুক্ত পিচুধারণ করিবে। এবং সংবৃত-গৃহমধ্যে কুম্ভীস্বেদ দিবে, অথবা তিল তৈলসিক্ত-পিচু যোনিমধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে।

পিত্তলাযোনি সকলে পরিষেক, অভ্যঙ্গ, পিচুধারণ এবং পিত্তহর শীতল ক্রিয়া সকল করণীয় ও স্নেহনার্থ ঘৃত সকল প্রযোজ্য।

প্রস্রংসিনী যোনিকে ঘৃত দ্বারা অভ্যক্ত এবং উষ্ণ-দুগ্ধ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া দিবে। তদনন্তর বেশবার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। বেশবার যথা—শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, দাড়িম্ব ও পিপুলমূল এই সকল দ্রব্য বাটিয়া যে বাটনা প্রস্তুত করা যায়, তাহাকেই পণ্ডিতগণ বেশ-বার বলিয়া বর্ণন করেন। যোনিতে দাহ থাকিলে আমলকীর রসে চিনি মিশ্রিত করিয়া সদা পান করিবে। অথবা হড়হড়ের মূল তণ্ডুল জলে পেষণ করিয়া তাহা পান করিবে।

যোনি পূযস্রাবিণী হইলে নিম্ব পত্রাদি শোধন দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া এবং তাহাতে সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া তাহার পিণ্ড যোনিদ্বারে প্রবেশিত করিয়া রাখিবে। দুর্গন্ধা বা পিচ্ছিলা যোনিতে পঞ্চকষায় দ্রব্যের (অর্থাৎ বচ বাসক পলতা প্রিয়ঙ্গু ও নিম্বের) চূর্ণ, অথবা সোন্দালুর কাথজল পূরণ করিবে। শ্লেষ্ম-দুষ্ট যোনির বিশোধনার্থ পিপুল মরিচ মাষকলাই শুলফা কুড় ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য দ্বারা তর্জ্জনীর তুল্য দীর্ঘ ও স্থূল বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেই বর্ত্তি শ্লেষ্ম-দুষ্ট যোনিতে প্রবেশিত করিয়া রাখিবে। কর্ণিনী যোনিতে নিম্বপত্রাদি শোধন দ্রব্য নির্ম্মিত বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তীর কাথের ধারা দিলে এবং সেই কাথ দ্বারা যোনি প্রক্ষালন করিলে যোনির কণ্ডু প্রশমিত হয়। খদির, হরীতকী, জায়ফল, নিম ও সুপারী ইহাদের চূর্ণ মুগের যূষে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রে ছাকিয়া যোনিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে যোনি সঙ্কীর্ণ হয় এবং তাহা হইতে জল নিঃসৃত হয় না। আলকুশী মূলের কাথ যোনিমধ্যে প্রয়োগ করিলে তদ্দারা যোনি সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

জীরা, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, কয়লাপত্র, বাবুই তুলসী পত্র, বচ, বাসক, সৈন্ধব, যবক্ষার ও যমানী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতে কিঞ্চিৎ ভাজিয়া খাঁড়গুড় দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া সেই মোদক অগ্নিবলানুসারে ভক্ষণ করিলে যোনিরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা

যায়। ইন্দুর মাংসের ক্বাথসহ তিলতৈল পাক করিয়া সেই তৈল সিক্ত পিচু যোনিতে ধারণ করিলে পূর্ব্বোক্ত যোনিরোগসমূহ নিঃসংশয় বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪—৫১

ত্রিফলা ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, নীলঝাঁটী, পীতঝাঁটী, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, শোনাছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদা ও শতমূলী, মিলিত /১ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করাইলে যোনিরোগিনী রোগমুক্ত হয় ॥ ৫২। ৫৩

ফলঘৃত—জীবদ্‌বৎসা (যাহার বৎস জীবিত অর্থাৎ কোন বৎস মরে নাই) ও একবর্ণা গাভীর দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, শর্করা, বেড়েলা, মেদা ও মহামেদা, ক্ষীরকাকোলী ও কাকোলী, অশ্বগন্ধার মূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, নীলোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী, চন্দন ও রক্তচন্দন এবং লক্ষ্মণামূল প্রত্যেক দুই দুই তোলা। শতমূলীর রস ১৬ সের ও দুগ্ধ ১৬ সের। বনঘুঁটের অগ্নির জ্বালে যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে পুরুষ বৃষবৎ নিত্য স্ত্রীতে গমন করিতে সমর্থ হয় এবং নারী মেধাবী-প্রিয়দর্শন বীরপুত্র সকল প্রসব করে। যে স্ত্রী অস্থিরগর্ভা বা যে স্ত্রী মৃতপুত্র বা অল্পায়ুঃপুত্র প্রসব করে অথবা যে স্ত্রী কেবল কন্যাই প্রসব করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত হিতকর। যোনিরোগে রজোদোষে ও পরিস্রাবে এই ঘৃত প্রশস্ত। ইহা প্রজাবর্দ্ধক আয়ুষ্কর ও সর্ব্বগ্রহ নিবারক। ইহা ফলঘৃত নামে প্রসিদ্ধ, এইঘৃত অশ্বিনী-কুমার কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত। ফলঘৃত সকল যোনিরোগে প্রযোজ্য।

টীকা। মেদা ও মহামেদার অভাবে শতমূলী দ্বিগুণ প্রদেয়। কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে অশ্বগন্ধা দ্বিগুণ প্রদেয়। প্রিয়ঙ্গু স্থলে কেহ কেহ হিঙ্গু পাঠ করিয়া থাকেন। কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর দুইবার উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উহা দ্বিগুণ দ্বিগুণ লইতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে এই ফলঘৃতের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। সেই সকল তন্ত্রে—"হিঙ্গু, বচ, তগরমূল, জীবক ও ঋষভক" এই অধিক পাঠও আছে। জীবক ও ঋষভকের অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রাহ্য ॥ ৫৪—৬১

যোনিকন্দের চিকিৎসা—গেরিমাটী, আমের আঁটীর শস্য, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া যোনিতে পূরণ করিলে এবং ত্রিফলার ক্বাথে মধুমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি সেচন করিলে নারী যোনিকন্দ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে ॥ ৬২। ৬৩

গর্ভিণী-রোগের চিকিৎসা।

হ্রীবেরাদি ক্বাথ—বালা, আতইচ, মুতা, মোচরস ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে চলিত-গর্ভ স্থির হয় এবং প্রদর ও কুক্ষিব্যথা প্রশমিত হইয়া থাকে।

গর্ভিণীস্ত্রীর জ্বর উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণার মূল, অনন্তমূল ও পদ্মপত্র ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে। রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধকাষ্ঠ ও কিস্‌মিস্ ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও গর্ভিণীর জ্বর প্রশমিত হয়। ছাগদুগ্ধের সহিত শুঁঠচূর্ণ পান করিলে গর্ভিণীর বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

আমছাল ও জামছালের ক্বাথের সহিত খৈএর ছাতু খাইলে গর্ভিণীর গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। বালা, শোনাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুতা, বেণার মূল, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও আতইচ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে গর্ভিণীর নানা ব্যাধি-বেদনা, অতি-সার, রক্তস্রাব বা জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা সূতিকারোগে (অতিসারাদিতে) উত্তম যোগ বলিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৬৪—৬৯

গর্ভের স্রাব ও পাতের নিদান—মৈথুন, পথপর্য্যটন, যানে গমনাগমন, পরিশ্রম, গর্ভপীড়ন, জ্বর, উপবাস, উল্লম্ফন, উদরে প্রহার, অজীর্ণ, দ্রুতগমন, বমন, বিরেচন, কুন্থন, গর্ভপাতনশীল দ্রব্য ভক্ষণ এবং তীক্ষ্ণ-বীর্য্য-উষ্ণ-কটু-তিক্ত ও রুক্ষদ্রব্য নিষেবণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বিষমভাবে অবস্থান বা বিষমভাবে শয়ন ও ভয় এই সকল কারণে গর্ভের স্রাব বা গর্ভের পাত হয়। গর্ভের স্রাব ও পাতের পূর্ব্বরূপ—গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইবার পূর্ব্বে শূলবৎ বেদনার সহিত রক্তস্রাব হইয়া থাকে ॥ ৭০—৭২

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাতের অবধি কথিত হইতেছে—চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত গর্ভ শোণিতরূপ থাকে, সেই শোণিতরূপ গর্ভের নির্গমকে গর্ভস্রাব কহা যায়। আর চতুর্থ মাসের পর অর্থাৎ পঞ্চম ষষ্ঠমাসে কঠিন-শরীর-গর্ভের নির্গমকে গর্ভপাত কহা গিয়া থাকে ॥ ৭৩

গর্ভস্রাবের দৃষ্টান্ত—যেমন বৃন্তস্থ পক্বফল অভিঘাত দ্বারা তৎক্ষণাৎ পতিত হয়, সেইরূপ গর্ভও অভিঘাত-বিষমাসন-পীড়নাদি দ্বারা অকালে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৭৪

গর্ভস্রাবের চিকিৎসা—গর্ভিণীর গর্ভ হইতে যদি বারংবার রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে উৎপলাদিগণের ক্বাথসহ দুগ্ধপাক করিয়া সেই দুগ্ধ

তাহাকে খাইতে দিবে। তাহাতে রক্তনিঃসরণ বন্ধ হইয়া যাইবে॥ ৭৫

উৎপলাদিগণ, যথা—নীলোৎপল, আরক্তোৎপল, কহ্লার (শ্বেতোৎপল), কুমুদ (রক্তপদ্ম), শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু এই সমস্তকে উৎপলাদি গণ কহে। ইহা সেবন করিলে দাহ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, বমি ও অরোচক বিনষ্ট হয়॥ ৭৬। ৭৭

গর্ভপাতের উপদ্রব—গর্ভ পতিত হইলে দাহ, পার্শ্বদ্বয়ে শূল, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, প্রদর, আনাহ ও মূত্ররোধ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়॥ ৭৮

গর্ভের স্থানান্তর গমনে উপদ্রব—গর্ভ স্বস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে আমাশয় ও পক্বাশয়ের ক্ষোভ (আন্দোলন) এবং পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব (দাহ পার্শ্বশূলাদি) সকল উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৭৯

গর্ভপাতের চিকিৎসা—গর্ভপাতজনিত দাহাদি উপদ্রব সকলে স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়া করিবে। কুশ, কাশ, এরণ্ড ও গোক্ষুর ইহাদের মূলের সহিত যথাবিধানে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করাইলে গর্ভিণীর শূল বিনষ্ট হয়। ইহা শূলহারক উত্তম ঔষধ। গোক্ষুর, যষ্টিমধু, কণ্টকারী ও বাণপুষ্প এই সকলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে চিনি ও মধু মিশাইয়া পান করিলে গর্ভিণীর বেদনা নষ্ট হয়। কোষ্ঠাগারিকা অর্থাৎ কোষ্ঠাগারকারিকা অর্থাৎ কুমুরিকা পোকা দেওয়ালাদিতে যে মৃন্ময় গৃহ নির্ম্মাণ করে, সেই গৃহের মৃত্তিকা এবং নবমল্লিকা, লজ্জালু, ধাইফুল, গেরিমাটী, রসাঞ্জন ও ধুনা এই সকল দ্রব্যের যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তৎসমস্তকে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে গর্ভপাত নিবারিত হয়। কেশুর, নীলোৎপল ও পানিফল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিলে, অথবা বচ ও রসুনের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে হিঙ্ ও সচল লবণ মিশাইয়া পান করিলে গর্ভিণীর আনাহ বিনষ্ট হয়। পঞ্চতৃণ মূলের কল্কসহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে গর্ভিণী মূত্ররোধ রোগ হইতে মুক্ত হয়। পঞ্চতৃণ যথা—শালী, ইক্ষু, কুশ, কাশ ও শর এই পাঁচ প্রকার তৃণকে পঞ্চতৃণ কহা যায়। ইহাদের মূল তৃষ্ণা-দাহ-পিত্ত-রক্ত ও মূত্ররোধ নাশক॥ ৮০—৮৬

গর্ভিণীর মাসানুমাসিক চিকিৎসা—প্রথম মাসে গর্ভিণীর গর্ভ পাতোন্মুখ হইয়া তাহাতে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু, সেগুণবীজ, ক্ষীরকাকোলী (অভাবে অশ্বগন্ধা) ও দেবদারু। দ্বিতীয় মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে অশ্মন্তক (কাঞ্চন বৃক্ষ সদৃশ বৃক্ষ, অম্লপত্র, অম্লোন নামে লোকে প্রসিদ্ধ) কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী। তৃতীয় মাসে পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, প্রিয়ঙ্গু ও অনন্তমূল। চতুর্থমাসে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, পদ্মচারিণী (কোনমতে বা বামুনহাটী) ও যষ্টিমধু। পঞ্চমমাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারী, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের শুঙ্গা (অবিকাশিত পত্র), শুড়ত্বক্ ও ঘৃত। ষষ্ঠমাসে চাকুলে, বচ, শজিনাবীজ, গোক্ষুর ও গাম্ভারী। সপ্তমমাসে পানিফল, মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি। এই সাতটি যোগের প্রত্যেকটি পরিমাণ দুই দুই তোলা, শীতল জলে পেষণ করিয়া আটতোলা দুগ্ধে আলোড়ন পূর্ব্বক পেয়। ইহা পানে গর্ভ স্থাপিত এবং গর্ভবেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে। অষ্টমমাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে কয়েত বেল, বেল, বৃহতী, পলতা, ইক্ষু ও কণ্টকারী ইহাদের মূল, মিলিত অর্দ্ধপোয়া, দুগ্ধ এক সের ও জল চারিসের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। নবম মাসে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতা, মিলিত দুই তোলা, শীতল জলে পেষণ ও আটতোলা দুগ্ধে আলোড়ন পূর্ব্বক পাতব্য। দশমমাসে বেদনা উপস্থিত হইয়া অতিকষ্টপ্রদ হইলে শুঁঠ ও ক্ষীরকাকোলী, মিলিত অর্দ্ধপোয়া, দুগ্ধ একসের এব জল চারিসের একত্র পাক কারয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। অথবা শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারু শীতল জলে পেষণ ও দুগ্ধে আলোড়ন করিয়া পান করাইবে। ইহাতে গর্ভিণীর শূলনি নিবারিত হইবে। দ্বাদশমাসে চিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী (অভাবে অশ্বগন্ধামূল), ক্ষীরিকা ও মৃণাল এই সকল দ্রব্য পূর্ব্ববৎ পেষণাদি করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা বেদনা নাশক ঔষধ। এই সকল যোগ দ্বারা গর্ভ আপ্যায়িত হয় এবং তীব্রবেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৮৭—৯৬

বাতশুষ্ক গর্ভের চিকিৎসা—বাত প্রকোপে গর্ভ সংশুষ্ক হইয়া যদি গর্ভের পূরণ না করে, তাহা হইলে গর্ভিণী বৃংহণীয় গণোক্ত দ্রব্যের সহিত সংসিদ্ধ দুগ্ধ ও মাংসরস পান করিবে। গর্ভাশয়স্থ শুক্রশোণিত যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন না হইয়া বায়ুকর্ত্তৃক সংশুষ্ক হয়, আর যদি তাহাতে জীবের সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে তাহা কঠিনরূপে অবস্থিতি করে, এবং শুক্রার্ত্তব পীড়ক বায়ু উদরের আধ্মান সম্পাদন করিয়া থাকে। কখন কখন ঐ আধ্মান স্বয়ংই প্রশমিত হয়। এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে লোকে বলে—গর্ভ নৈগমেষ গ্রহকর্ত্তৃক (বালগ্রহকর্ত্তৃক) অপহৃত হইয়াছে। আর যদি সেই গর্ভ অল্প বৃদ্ধি দ্বারা লঘুভাবে অবস্থান করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে নাগোদর নামে অভিহিত করিয়া থাকে। উদূখল দ্বারা ধান্যকুট্টনই (ধানভানাই) ঐ উভয়বিধ গর্ভেরই প্রধান চিকিৎসা॥ ৯৭—১০১

প্রসবমাস—নবম বা দশম মাসে নারী গর্ভ প্রসব করে, একাদশ দ্বাদশমাসেও প্রসব করিয়া থাকে। ইহার অন্যথা হইলেই বুঝিবে যে, গর্ভ রোগগ্রস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসেও যদি প্রসব না করে, তাহা হইলে গর্ভকে বিকার প্রাপ্ত স্থির করিয়া চিকিৎসা করিবে॥ ১০২

প্রসব নির্দ্দিষ্ট মাস অতিক্রম করিয়া গর্ভ অবস্থিতি করিলে তাহার চিকিৎসা—বায়ু দ্বারা গর্ভের সঙ্কোচ হেতু যে স্ত্রী উপস্থিত প্রসব সময়েও প্রসব না করে, তাহাকে উদূখলে মুশল দ্বারা ধান্যকুট্টন করিতে দিবে এবং বিষম পান ভোজন করাইবে॥ ১০৩। ১০৪

প্রসব সময়ে প্রসব করিতে কাল বিলম্ব হইলে তাহার চিকিৎসা—প্রসব কালে প্রসব করিতে বিলম্ব হইলে সাপের খোলস দ্বারা অথবা ময়নাফল দ্বারা যোনির চতুপার্শ্বে ধূপ প্রদান করিবে। তাহার হস্তে পদে ঈশলাঙ্গলার মূল সূতা দ্বারা বান্ধিয়া দিবে। হড়হড়ের বা পারুলের মূল হাতে পায়ে বান্ধিয়া দিলেও নারী শীঘ্র প্রসব করে। অস্থিভূত গোমুণ্ড সূতিকা-গৃহের উপরি স্থাপিত করিলে নারী তৎক্ষণাৎ বিনা ক্লেশে প্রসব করিয়া থাকে। পুঁইগাছের মূল পেষিত এবং তাহাতে তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা যোনির অভ্যন্তর প্রলিপ্ত করিলে নারী বিনা কষ্টে প্রসব করে। পিপুল ও বচ জলে পেষিত এবং তাহাতে এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা নাভিতে প্রলেপ দিলে বহুপ্রমাদ-পীড়িতা নারীও সুখে প্রসব করে। টাবালেবুর মূল ও যষ্টিমধু ঘৃতের সহিত পান করিলে নারী অনায়াসে প্রসব করিয়া থাকে। ইক্ষুর উত্তরদিগ্‌জাত মূল, গর্ভিনীর শরীর প্রমাণ এক গাছা সূত্র দ্বারা তাহার কটিদেশে বান্ধিয়া দিলে সে বিনা ক্লেশে অবিলম্বে প্রসব করিয়া থাকে। তালের উত্তর দিগ্‌ভব মূলও স্বপ্রমাণ সূত্র দ্বারা গর্ভিনীর কটিতে বান্ধিয়া রাখিলে নারী অনায়াসে প্রসব করে॥ ১০৫—১১২

মূঢ় গর্ভের নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—বায়ু স্বহেতু কুপিত ও রুদ্ধগতি হইয়া গর্ভকে মূঢ় অর্থাৎ রুদ্ধগতি করে এবং মূত্ররোধ ও যোনি জঠরাদিতে শূলনি উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই কুপিত ও রুদ্ধগতি বায়ু দ্বারা সেই মূঢ়গর্ভ কুটিলীকৃত হইয়া চারি প্রকারে, কেহ বলেন—আট প্রকারে—যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ মূঢ়গর্ভ উক্ত চারি বা আট সংখ্যাকে অতিক্রম করিয়া বহু প্রকারে যোনিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়॥ ১১৩

প্রথমতঃ চারি প্রকার গতি প্রদর্শিত হইতেছে—সঙ্কীলক, প্রতিখুর, পরিঘ ও বীজ এই চারি প্রকার মূঢ়গর্ভ। যে মূঢ়গর্ভের হাত পা ও মস্তক ঊর্দ্ধ দিকে থাকে, পৃষ্ঠভাগ যোনিদ্বারে কীলবৎ সংসক্ত হয়, তাহাকে সঙ্কীল মূঢ়গর্ভ কহে। যে মূঢ়গর্ভের হস্তদ্বয় পদদ্বয় ও মস্তক বহির্গত হইয়া দেহটা যোনিদ্বারে সংসক্ত হয়, তাহাকে প্রতিখুর মূঢ়গর্ভ কহা যায়। (এস্থলে খুর শব্দে হস্ত পদ বুঝিতে হইবে)। যে মূঢ়গর্ভের হস্তদ্বয় ও মস্তক বহির্গত হয়, কিন্তু অবশিষ্ট অঙ্গ যোনিতে আট্‌কায়, তাহাকে বীজক মূঢ়গর্ভ কহে। যে গর্ভ পরিঘের ন্যায় যোনিতে আসিয়া সংসক্ত হয়, তাহাকে পরিঘ মূঢ়গর্ভ কহে॥ ১১৪

আট প্রকার মূঢ়গর্ভ বর্ণিত হইতেছে—কোন ভ্রূণ বৃহৎ মস্তক দ্বারা, কেহ বা স্ফীত উদর দ্বারা, কেহ কুব্জ দেহ বা কুব্জ পৃষ্ঠ দ্বারা, কেহ এক হস্ত কেহ বা দুই হস্ত যোনি-নিঃসৃত করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থান দ্বারা, কেহ বা গ্রীবাভঙ্গ হেতু অবাঙ্‌মুখ হইয়া, কেহ বা পার্শ্বভঙ্গ হেতু নিরুদ্ধগতি হইয়া যোনিদ্বারে সংসক্ত হয়॥ ১১৫

সুশ্রুতোক্ত অন্যবিধ আটপ্রকার মূঢ়গর্ভ বর্ণিত হইতেছে—কোন মূঢ়গর্ভের দুই পা যোনিদ্বারে আইসে, কোন মূঢ়গর্ভের এক পা বক্র হইয়া থাকে, অপর পা যোনিদ্বারে আইসে, কোন মূঢ়গর্ভের পদদ্বয় ও শরীর বক্র হইয়া থাকে, কেবল পাছাটা তির্য্যগ্‌ভাবে যোনিমুখে উপস্থিত হয়। কোন মূঢ়গর্ভ বক্ষঃ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ ইহাদের অন্যতম দ্বারা যোনিমুখকে আবৃত করিয়া আট্‌কাইয়া থাকে। কোন মূঢ়গর্ভের মস্তক পার্শ্বভাগে বাঁকিয়া পড়ে, কেবল একটা হাত যোনিমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। কাহারও বা মস্তকটা বাঁকিয়া পড়ে, দুইটা হাত যোনি দ্বারে আসিয়া লাগে। কাহারও বা মধ্য দেহটা বক্র হইয়া থাকে, হাত পা ও মস্তক যোনি দ্বারে উপস্থিত হয়। কাহারও বা একটা পা যোনিমুখে উপস্থিত হয়। কাহারও বা পায়ুদেশ (গুহ্যদেশ) যোনিদ্বারে উপস্থিত হয়॥ ১১৬

অসাধ্য-মূঢ়গর্ভিনীর লক্ষণ—যে গর্ভিনীর মস্তক নত হইয়া পড়ে, শরীর শীতল হয়, লজ্জা থাকে না, এবং কুক্ষিতে নীলবর্ণ শিরা সমূহ উদ্গত হয়, সে গর্ভিনী গর্ভকে বিনষ্ট করে এবং গর্ভও তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে অর্থাৎ গর্ভিনী ও গর্ভ উভয়েই মৃত্যু মুখে পতিত হয়॥ ১১৭

মৃতগর্ভের কর্ষণার্থ লক্ষণ—উদর মধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হইলে গর্ভের অস্পন্দন, আবির নাশ অর্থাৎ প্রসব বেদনার বিরাম, অথবা আবিশব্দে মূত্রপ্রসে-

ব্যাধি প্রসব লক্ষণ সকলও বুঝায়, অতএব সেই মূত্র-প্রমেহকাদিরও বিরতি, স্রাব বা পাণ্ডুবর্ণতা, নিঃশ্বাসে পচা গন্ধ এবং অন্তর্মৃত শিশুর স্ফীতি হেতু গর্ভিণীরও উদরাধ্মান এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ১১৮

গর্ভের মরণে হেতু—মাতার ধনজনাদি বিয়োগজনিত মানস দুঃখে ও প্রহারাদি আগন্তু দুঃখে এবং ব্যাধি দ্বারা প্রপীড়িত হইলে কুক্ষিমধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হয়॥ ১১৯

অপর অসাধ্য গর্ভিণী লক্ষণ—যোনি-সংবরণ-রোগ, কুক্ষিতে গর্ভবিবন্ধ, কুপিতরক্ত ও বায়ুজনিত মক্কল্ল নামক বেদনা বিশেষ এবং আক্ষেপ-শ্বাস-কাসাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে গর্ভিণীর মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১২০

মূঢ়গর্ভের চিকিৎসা—গর্ভসঙ্কট কালে যে সকল প্রসাবিতা (ধাই) সম্যক্ যশোলাভ করিয়াছে, সেই সকল যশস্বিনী ধাত্রী এই সকল ক্রিয়া করিবে, যথা—গর্ভ জীবিত থাকিলে ধাত্রী (জনয়িত্রী) হস্তে ঘৃত মাখাইয়া সেই ঘৃতাভ্যক্ত-হস্ত যোনিমধ্যে প্রবেশিত করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক সন্তান বাহির করিবে। গর্ভ মৃত হইলে শস্ত্র-শাস্ত্রার্থ বিদুষী লঘুহস্তা ও নির্ভয়া জনয়িত্রী (ধাই) গর্ভিণীর যোনিমধ্যে শস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া মৃত গর্ভকে কাটিয়া বাহির করিবে। কিন্তু গর্ভ যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কদাচ শস্ত্র দ্বারা ছাটিবে না। কারণ জীবিত গর্ভ বিদারিত হইলে গর্ভও মরে, জননীকেও মারে। কিন্তু মৃতগর্ভকে মুহূর্ত মাত্রও উপেক্ষা করিবে না, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ মৃত গর্ভ বিদারিত করিয়া বাহির করিবে। মৃতগর্ভকে উপেক্ষা করিলে প্রভূত ভুক্তান্ন যেমন পশুকে বিনাশ করে, গর্ভস্থ মৃতগর্ভও সেইরূপ জননীকে বিনাশ করিয়া থাকে॥ ১২১—১২৪

ছেদন প্রকার—গর্ভের যে যে অঙ্গ যোনিতে সংসক্ত থাকে (আট্‌কাইয়া থাকে) সেই সেই অঙ্গ কাটিয়া মৃতগর্ভকে সম্যক্ বাহির করিয়া গর্ভিণীকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। এই প্রকারে গর্ভরূপে শল্য বহিষ্কৃত করিয়া নিহৃতগর্ভা নারীকে উষ্ণ জল দ্বারা পরিষিক্ত করিবে। তৎপরে তাহাকে স্নেহাভ্যক্ত করিয়া যোনিতে স্নেহ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে যোনি মৃদু ও যোনিবেদনা প্রশমিত হইবে॥ ১২৬

প্রসূতার যোনিতে ক্ষতাদি হইলে তাহার চিকিৎসা—লাউপাতা ও লোধ সমপরিমাণে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক যোনিতে তাহার প্রলেপ দিলে যোনিক্ষত শীঘ্রই বিদূরিত হয়। পলাশ ও যজ্ঞডুমুর ফল পেষিত এবং তাহাতে তিল তৈল ও মধু সংযুক্ত করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে শিথিল যোনি দৃঢ় হইয়া থাকে। পিপুলমূল মথিতের (তক্র বিশেষের) সহিত বাটিয়া প্রাতঃকালে তিন সপ্তাহ খাইলে প্রসূতা নারীর প্রবৃদ্ধ উদরের হ্রাস হইয়া থাকে॥ ১২৭—১২৯

প্রসূতার উদরস্থ অপর উপদ্রব—প্রসূতার গর্ভ হইতে যদি অপরা (গর্ভবেষ্টক চর্ম্ম, ফুল) না পড়ে, তাহা হইলে তাহা উদরের শূলনি ও আধ্মান এবং অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত করে॥ ১৩০

অপরা পতিত না হইলে তাহার চিকিৎসা—অপরা পতিত না হইলে অঙ্গুলিতে কেশ জড়াইয়া সেই অঙ্গুলি দ্বারা প্রসূতার কণ্ঠাভ্যন্তর ঘর্ষণ করিবে। সাপের খোলস, কট্‌কী, লাউ, কোশাতকী ও সর্ষপ ইহাদের চূর্ণে সর্ষপ তৈল মিশ্রিত করিয়া যোনির চতুর্দ্দিকে তাহার ধূপ দিবে। ঈশলাঙ্গুলার মূল বাটিয়া তদ্দারা প্রসূতার হস্ত পদতল প্রলিপ্ত করিলে অপরা পতিত হইয়া থাকে। জনয়িত্রী নখ কাটিয়া হস্তে তৈল মাখিয়া সেই হস্ত ধীরে ধীরে যোনির অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া তদ্দারা অপরা নির্হরণ করিবে। এই প্রকারে অপরারূপ শল্য নির্হৃত হইলে সেই নির্হৃতশল্যা প্রসূতাকে উষ্ণ জল দ্বারা পরিষিক্ত করিবে। তৎপরে তাহাকে স্নেহাভ্যক্ত করিয়া যোনিতে স্নেহ প্রয়োগ করিবে॥ ১৩১—১৩৪

মক্কল্লের নিদান সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ—রুক্ষ সেবন দ্বারা বায়ু বর্দ্ধিত এবং তীক্ষ্ণোষ্ণ সেবন দ্বারা রক্ত শোষিত হইলে প্রসূতার সেই বর্দ্ধিত বায়ু, সেই তীক্ষ্ণোষ্ণ শোষিত রক্তকে রুদ্ধ করিয়া নাভির নিম্নপার্শ্বদ্বয়ে বা বস্তিতে অথবা বস্তির মূর্দ্ধায় গ্রন্থিরূপে পরিণমিত করে। সেই রক্তগ্রন্থি হইতে নাভিতে বস্তিতে ও উদরে মক্কল্লনামক শূলবদ্ বেদনা উৎপন্ন হয় এবং পক্কাশয়ে আধ্মান ও মূত্রসঙ্গ (মূত্ররোধ) জন্মে। ইহাই মক্কল্ল রোগের লক্ষণ বলিয়া ভিষগ্‌গণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে॥ ১৩৪—১৩৭

মক্কল্লের চিকিৎসা—মক্কল্ল নিবৃত্তির জন্য প্রসূতা নারীকে উষ্ণ জলের সহিত বা ঘৃতের সহিত যবক্ষার চূর্ণ পান করিতে দিবে। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, চিতা, চৈ, রেণুক, এলাইচ, বনযমানী, সর্ষপ, হিঙ্, বামুনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, জীরা, ঘোড়ানিম, মূর্ব্বা, আতইচ, কট্‌কী ও বিড়ঙ্গ এই গুলিকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে। পিপ্পল্যাদিগণ কফ ও বায়ু নাশক। ইহাদের কাথ সৈন্ধব লবণের সহিত পান করিলে গুল্ম-শূল ও জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক, আমের পাচক, মক্কল্ল শূলের নাশক এবং কফ বায়ু নিবারক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মক্কল্ল নাশার্থ ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), চাতুর্জাতক (দারুচিনি,

এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর) ও ধনে এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ পুরাণ গুড়ের সহিত নিত্য খাইবে॥ ১৩৮—১৪৩

প্রসূতার হিত বিষয়—প্রসূতা নারী উপযুক্ত আহার বিহার করিবে। ব্যায়াম মৈথুন ক্রোধ ও শীতল জল ত্যাগ করিবে। অবৈধ আচরণ হেতু সূতিকার-যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। অতএব পথ্য সেবন করিবে॥ ১৪৪। ১৪৫

সূতিকা রোগের নিদান—অনুচিত আচরণ (প্রবাতাদি সেবন) এবং বাতাদি দোষ সকল যাহাতে উৎক্লিষ্ট হয়, এরূপ কার্য্যকরণ, বিষমাশন ও অপক্ব ভোজন এই সকল কারণে নব প্রসূতার যে সমস্ত রোগ জন্মে, সে সকল রোগ অতি ভয়ানক জানিবে॥ ১৪৬

সূতিকা ব্যাধি—অঙ্গ মর্দ্দন (গাত্রকুটন), জ্বর, কাস, পিপাসা, গাত্রগুরুতা, শোথ, শূল ও অতিসার এই গুলি সূতিকা রোগের লক্ষণ অর্থাৎ সূতিকার এই অঙ্গ মর্দ্দনাদি রোগ প্রায়ই হইয়া থাকে॥ ১৪৭

জ্বরাদি রোগ বিশেষের নিদান বিশেষ—প্রসূতার অবৈধ আহার বিহারে জ্বর, অতিসার, শোথ, শূল, আনাহ, বলক্ষয় এবং তন্দ্রা, অরুচি ও কফ প্রসেকাদি বাতশ্লেষ্মসম্ভূত রোগ জন্মিয়া থাকে। বল মাংসক্ষীণ প্রসূতার এই সকল রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। জ্বরাদি এই সকল রোগ সূতিকাক্ষেত্রোৎপন্ন বলিয়া ইহারা সূতিকারোগ নামে অভিহিত হয়। আবার এই জ্বরাদি সূতিকারোগের উপদ্রবও হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহারা আপনাদের মধ্যে কোনটিকে প্রধানীভূত করিয়া উপদ্রব স্বরূপ হয়॥ ১৪৮। ১৪৯

সূতিকারোগ চিকিৎসা—সূতিকা রোগের প্রশমনার্থ বায়ুনাশক চিকিৎসা করিবে। দশমূলের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝাটী, গজভাদুলে, বিল্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূল ও মুতা ইহাদের ক্বাথ মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে সূতিকারোগ অচিরে প্রশমিত হয়॥ ১৫০। ১৫১

দেবদার্ব্বাদি ক্বাথ—দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, চিরতা, কটফল, মুতা, কট্কী, ধনে, হরীতকী, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দুরালভা, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ জল থাকিতে নামাইবে। সেই ক্বাথে সৈন্ধব ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া প্রসূতাকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা শূল, কাস, জ্বর, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতিসার ও বমি বিনষ্ট হয়। এই দেবদার্ব্বাদি কষায় বাতজ পিত্তজ ও কফজ প্রসূতার পরম ঔষধ॥ ১৫২—১৫৬

পঞ্চজীরক পাক—জীরা, স্থূলজীরা, শুল্‌ফা, মৌরী, যমানী, বনযমানী, ধনে, মেথী, শুঁঠ, পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, হবুষ, কুলফলচূর্ণ, কুড় ও কমলাগুঁড়ী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধপোয়া, গুড় সাড়েবার সের, দুগ্ধ আটসের, ঘৃত অর্দ্ধসের, যথাবিধি পাক করিবে। এই পঞ্চজীরক-পাক খাইলে প্রসূতা নারীর সূতিকা রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সূতিকারোগে, যোনিরোগে, জ্বরে, ক্ষয়রোগে, কাসে, শ্বাসে, পাণ্ডুরোগে, কার্শ্যে ও বাতরোগে প্রযোজ্য॥ ১৫৭—১৬০

সৌভাগ্যশুণ্ঠী—গব্য ঘৃত একপোয়া, গব্য দুগ্ধ আটসের, খাঁড়গুড় (বা চিনি) /৬।০ সের, এই সকল দ্রব্য যথাবিধি গুড়পাকের ন্যায় পাক করিয়া তাহাতে শুঁঠ চূর্ণ আটপল, ধনে চূর্ণ তিনপল, মৌরী চূর্ণ পাঁচপল, এবং বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, ত্রিকটু, মুতা, তেজপত্র, নাগেশ্বরফুল, দারুচিনি ও ছোট এলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক একপল প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে। এই শুঠীখণ্ড সূতিকা রোগ নাশক। ইহা সেবনে তৃষ্ণা, বমি, জ্বর, দাহ, শোষ, শ্বাস, কাস, প্লীহা, ক্রিমি ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়॥ ১৬১। ১৬২

প্রসূতার নিয়মসময়ের সীমা—প্রসূতা নারী সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ থাকিবে, অর্থাৎ নিঃসৃত দুষ্ট রক্তাদি অপনয়ন করিয়া পরিষ্কৃতপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে, স্নিগ্ধ-হিতকর ভোজ্য অল্প পরিমাণে ভোজন করিবে, প্রতিদিন তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। পথ্যাদি সকল বিষয়ে সাবধান হইয়া একমাস কাল থাকিবে। প্রসবের পর দেড়মাস অতীত হইলে অথবা পুনর্ব্বার আর্ত্তব শোণিত দৃষ্ট হইলে প্রসূতা সূতিকা নাম বর্জ্জিত হয় অর্থাৎ প্রসবের পর দেড়মাস পর্য্যন্ত অথবা পুনরার্ত্তব দর্শন পর্য্যন্ত প্রসূতাকে সূতিকা নামে অভিহিত করা যায়; ইহা ধন্বন্তরির মত। প্রসূতাকে উপদ্রব রহিত ও বিশুদ্ধ (নিঃসৃত দুষ্ট রক্তাদি বর্জ্জিত) দেখিয়া চারিমাসের পর পথ্যাদির বিশেষ নিয়ম পরিবর্জ্জন করিবে অর্থাৎ তখন প্রসূতাকে স্বাভাবিক আহার করিতে দিবে॥ ১৬৩—১৬৫

স্তনরোগের সম্প্রাপ্তি—বাতাদি দোষ সদুগ্ধ বা অদুগ্ধ স্তনকে আশ্রয় এবং রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া স্তনরোগ উৎপাদন করে। ("অদুগ্ধ স্তন" বলায় প্রসূতা ও গর্ভিণী উভয়েরই স্তন বুঝিতে হইবে)। সুশ্রুত বলিয়াছেন;—"বালিকাগণের স্তনাশ্রিত ধমনী সমূহের দ্বার সংবৃত্ত থাকায় বাতাদি দোষ তাহাদের স্তনদ্বয়ে সঞ্চরণ করিতে পারে না, এই জন্য বালিকাগণের স্তনরোগ জন্মে না। প্রসূতা ও গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের স্তনাশ্রিত ধমনী সকলের মুখ স্বভাবতঃই বিবৃত থাকে, তজ্জন্য তাহা হইতে দুগ্ধ সংস্রুত হয়॥" ১৬৬—১৬৮

পূর্ব্বে যে ছয় প্রকার বিদ্রধি উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে রক্তজ বিদ্রধি ভিন্ন অপর পাঁচপ্রকার

অর্থাৎ বাতজ পিত্তজ কফজ সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ বিদ্রধি স্তনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত বাহ্য বিদ্রধি সকলের লক্ষণবৎ জানিবে। (অভিঘাত বা শল্য দ্বারা আগন্তুজ স্তনরোগ জন্মে) ॥ ১৬৯

স্তনরোগের চিকিৎসা—বিদ্রধিতে যে সকল চিকিৎসাবিধান উক্ত হইয়াছে, স্তনে শোথ হইলে সেই সকল বিধানেই চিকিৎসা করিবে। বিদ্রধির অপক্কাবস্থায় পচ্যমানাবস্থায় বা পক্কাবস্থায় স্তনদ্বয় দাহান্বিত হইলে তাহাতে পিত্তঘ্ন শীতবীর্য্য ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। জলৌকা দ্বারা রক্তনির্হরণ করিবে, কদাচ উপনাহ স্বেদ (পুল্‌টিশ) দিবে না। রাখাল শসার মূল অথবা হরিদ্রা ও কনক ধুতুরার পত্র বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে স্তনোত্থিত রোগ বিনষ্ট হয়। বন্ধ্যা কর্কোটীর (বাঁঝকাঁকরোলের) মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই স্তন বিদ্রধি বিনষ্ট হয়। তপ্তলৌহ জলে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই জল পান করিলে স্তনবিদ্রধি প্রশমিত হয় ॥ ১৭০—১৭৩

ইতি স্ত্রীরোগাধিকার।

বালরোগাধিকার

অনাচার হেতু বালগ্রহ সকল শিশুকে পীড়া দেয়। অতএব গ্রহোপদ্রব হইতে বালককে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে ॥ ১

বালগ্রহ সকলের নাম—স্কন্দগ্রহ, স্কন্দাপস্মার, শকুনী, রেবতী, পূতনা, অন্ধপূতনা, শীতপূতনা, মুখমণ্ডিকা ও নৈগমেয় এই নয়টি বালগ্রহ ॥ ২। ৩

গ্রহগণের উৎপত্তি—বালকগণের এই যে স্কন্দাদি নয় প্রকার গ্রহ উক্ত হইল, ইহারা শ্রীমান্ দিব্যবপুঃ ও নারী পুরুষ দেহধারী অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে কেহ নারীদেহধারী কেহ বা পুরুষদেহধারী। শরবনস্থ কার্ত্তিকেয় নিজতেজ (স্বশক্তি দ্বারা) রক্ষিত হইলেও স্নেহবশে কৃত্তিকা উমা অগ্নি ও শূলপাণি ইহারা কার্ত্তিকেয়ের রক্ষার্থ এই সকল গ্রহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন (নিযুক্ত করিয়াছিলেন)। ভগবান্ ত্রিপুরারি দেব কর্ত্তৃক স্কন্দগ্রহ সৃষ্ট, ইহার অপর নাম কুমার (কার্ত্তিকেয়েরও অন্য নাম স্কন্দ; অতএব কার্ত্তিকেয় হইতে এই স্কন্দগ্রহ ভিন্ন)। স্কন্দাপস্মারগ্রহ অগ্নি কর্ত্তৃক সৃষ্ট, ইহার দ্যুতি অগ্নিসম। কার্ত্তিকেয়সখ এই স্কন্দাপস্মার গ্রহের অন্য নাম বিশাখ। নারীশরীরধারী নানারূপ যে সকল গ্রহ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা গঙ্গা উমা ও কৃত্তিকার অংশ এবং রজস্তমোগুণময়। নৈগমেয় গ্রহ পার্ব্বতী কর্ত্তৃক সৃষ্ট, ইহা মেষবদন। এই গ্রহ কার্ত্তিকেয় দেবের পালয়িতা এবং আত্মসম সখা। গ্রহগণের সৃষ্টির পর ভগবান্-কার্ত্তিকেয়কে দেবতাগণের সেনাপতি করা হইলে ঐ সকল গ্রহ দীপ্তশক্তিধর-কার্ত্তিকেয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে বলেন—ভগবন্! আপনি আমাদিগের বৃত্তি (জীবনধারণোপায়) বিধান করুন। তাহাদের প্রার্থনায় স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) গ্রহগণের জন্য মহাদেবকে অনুরোধ করেন। ভগবান্ মহাদেব সেই সকল গ্রহকে বলিলেন—তির্য্যগ্‌যোনি মানব ও দেবতা এই তিন লইয়াই জগৎ, উহারা পরস্পর উপকার দ্বারা পরস্পরের বর্ত্তন ও ধারণ করিয়া থাকে। দেবগণ যথাকাল প্রবৃত্ত শীত বর্ষা উষ্ণতা ও মারুত দ্বারা মনুষ্যদিগের এবং তির্য্যগ্‌যোনিদিগের প্রীণন করেন, মনুষ্যগণও সম্যক্ কৃত যাগ কৃতাঞ্জলি নমস্কার জপ হোম ও ব্রতাদি দ্বারা দেবতাগণের প্রীণন করিয়া থাকেন। দেবাদিত্রিতয় বিভাজ্য বিষয়সমস্তই বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, অবশিষ্ট আর কিছুই নাই। যাহাহউক তোমরা যখন বালরক্ষার্থ (বালক কার্ত্তিকেয়ের রক্ষার্থ) সৃষ্ট হইয়াছ, তখন বালক সমূহেই তোমাদের শুভা দৃষ্টি হইবে ॥ ৪—১৫

বালগ্রহদিগের বালগ্রহণ—যে কুলে দেব পূজা ও পিতৃ পূজা হয় না, ব্রাহ্মণ, সাধু, গুরু ও অতিথি সেবা হয় না, যে বংশে লোকেরা আচারভ্রষ্ট, শৌচহীন ও কুৎসিতবৃত্তি, যে বংশে ভিক্ষাদান ও পূজা নিবৃত্ত হইয়াছে, যে সকল লোক ভাঙ্গা কাংস্যপাত্রে ভোজন এবং ভাঙ্গা ঘরে বাস করে, সেই সকল ঘরে যে সমস্ত বালক জন্মে, তাহাদিগকে তোমরা নিঃসংশয়ে আক্রমণ করিবে। সেই সকল বালকে তোমাদের বিপুল বৃত্তি (হিংসারূপ) ও পূজা হইবে। এই জন্যই গ্রহগণ উৎপন্ন বালকদিগকে হিংসা করিয়া থাকে। অতএব গ্রহাক্রান্ত বালকগণ দুশ্চিকিৎস্যতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ॥ ১৬—১৯

সাধারণ গ্রহপীড়িত বালকের লক্ষণ—গ্রহপীড়িত বালক কখন উদ্বিগ্ন হয়, কখন ভয় পায়, কখন ক্রন্দন করে, কখন নখ দন্তাদি দ্বারা ধাত্রীকে বা আপনাকেই কামড়ায়, কখন ঊর্দ্ধদিকে চায়, কখন দাঁত কিড়িমিড়ি করে, কখন কোঁথায়, কখন হাই তোলে, কখন ভ্রূভঙ্গ করে, কখন বা দন্ত-ওষ্ঠ কামড়ায় কখন বা ফেন বমন করে। গ্রহপীড়িত বালক অতি ক্ষীণ হয়, রাত্রিতে ঘুমায় না, তাহার অঙ্গস্ফীত হয় (বা চক্ষুঃ-ফোলে) মল তরল ও স্বর ভগ্ন হয়, গাত্রে মৎস্য বা শোণিতের গন্ধ হয়, পূর্ব্বের ন্যায় আহার করিতে পারে না। সে দুর্ব্বল মলিনাঙ্গ ও সংজ্ঞাহীন হয়, এই গুলি সাধারণ গ্রহজুষ্টের লক্ষণ॥ ২০—২৩

বিশিষ্ট গ্রহজুষ্টের লক্ষণ—বালক স্কন্দ-গ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অঙ্গ শিথিল হয়, গাত্রে রক্তের গন্ধ বাহির হয়, স্তন্য পানে বিদ্বেষ জন্মে, মুখ বাঁকিয়া যায়। এক নেত্রের পক্ষ হত ও চলিত হয়, বালক উদ্বিগ্নচিত্ত হয়, চক্ষুঃ সজল হয়, অল্প রোদন করে, দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকে এবং তাহার মল কঠিন হয়।

বালক স্কন্দাপস্মারগ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞাহীন হয় ও মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞালাভ করে, স্তব্ধ হইয়া থাকে, হাত পা যেন নাচাইতে থাকে, দীর্ঘ-কালান্তে মলমূত্র ত্যাগ করে, হাই তোলে ও ফেন বমন করে।

শকুনিগ্রহপীড়িত শিশু শিথিলাঙ্গ, ভয়চকিত, পক্ষিগন্ধযুক্ত, স্রাবশীল ব্রণে ব্যাপ্তদেহ, এবং দাহপাক বিশিষ্ট স্ফোটকে আকীর্ণদেহ হয়।

শিশু রেবতীগ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে মুখ লালবর্ণ, মল হরিতবর্ণ, দেহ অতিপাণ্ডু বা শ্যাববর্ণ হয়, হস্ত ও মুখপাক বেদনায় পরিপীড়িত হয়, এবং ব্যথিত তনু হইয়া নাক-কাণ অত্যন্ত ঘর্ষণ করে।

বালক পূতনাগ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তরল মল স্রাব করে, দিনে বা রাত্রিতে ঘুমায় না, ভাঙ্গামল ত্যাগ করে (পাঠান্তর—শিথিলাঙ্গ হয়, দিনে বা রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যায় না) তাহার গাত্রে কাকের ন্যায় গন্ধ হয়, সে বমি করিতে থাকে এবং রোমাঞ্চিত ও তৃষ্ণার্দ্দিত হয়।

বালক গন্ধপূতনা (বা অন্ধপূতনা) গ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে স্তন্য পান করিতে চায় না, অতিসার—কাস-হিক্কা-বমি ও জ্বরে অর্দ্দিত হয়, বিবর্ণ হয় এবং তাহার গাত্র দিয়া সতত রক্তগন্ধ নির্গত হয় (পাঠান্তর সতত অধোমুখে শয়ন করে ও তাহার গাত্র হইতে অম্ল-গন্ধ বাহির হইতে থাকে।)

শীত-পূতনাগ্রহপীড়িত বালক ভয়চকিত হইয়া ক্রন্দন করে, অত্যন্ত কাঁপে, চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া থাকে, ব্যথান্বিত হয়, তাহার অন্ত্র কূজন হয় (আঁতডাকে), সে শিথিলাঙ্গ হয় এবং অতিশীর্ণ ও শীতার্ত্ত হইয়া থাকে।

বালক মুখমুণ্ডিকা-গ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহার দেহ ম্লান হয়, কিন্তু হাত পা ও মুখ শোভন হইয়া থাকে, সে বহুভোজন করে, মলিন শিরা সমূহে তাহার উদর ব্যাপ্ত হয়, সে সদা উদ্বিগ্নচিত্ত হয় এবং তাহার গাত্রে মূত্রতুল্য গন্ধ হইয়া থাকে।

নৈগমেয়গ্রহপীড়িত শিশু ফেন বমন করে, মধ্য-দেহে নত হইয়া পড়ে, উদ্বিগ্ন হয়, ঊর্দ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ ও হাস্য করে, সতত কূজন করে, তাহার গাত্রে বসার গন্ধ হয় এবং সে সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকে॥ ২৪—৩২

সাধারণ গ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—মাষাণি, মুণ্ডীরি ও বালা ইহাদের ক্বাথে শিশুকে স্নান করাইলে গ্রহের শান্তি হয়। ছাতিমছাল, কুড়, হরিদ্রা ও চন্দন এই সকল দ্রব্য বাটিয়া শিশুর গাত্রে মাখাইলে বালগ্রহা-বেশ দূরীভূত হয়। সাপের খোলস, রসুন, মূর্ব্বা, সর্ষপ, নিমপাতা, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেড়াশিঙ্গী, বচ ও মধু ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে শিশুর জ্বর ও গ্রহদোষ বিনষ্ট হয়। গ্রহদোষ প্রশমনার্থ বালকের জন্য শান্তি ও ইষ্টকর্ম্ম সকল করিবে॥ ৩৩—৩৫

অষ্টমঙ্গল ঘৃত—বচ, কুড়, ব্রাহ্মীশাক, শ্বেত সর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব ও পিপুল এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃ-কালে উপযুক্ত মাত্রায় শিশুকে খাওয়াইলে শিশু প্রগাঢ় স্মৃতি প্রত্যুৎপন্নমতি ও বুদ্ধিমান্ হয়। এবং পিশাচ রাক্ষস ভূত ও মাতৃকাগ্রহগণ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না॥ ৩৬—৩৮

বিশিষ্টগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা।

স্কন্দগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—স্কন্দগ্রহ পীড়িত শিশুর গ্রহশান্তির জন্য তাহার গাত্রে বাতঘ্ন বৃক্ষপত্রের ক্বাথ (নিম্বাদি পত্রের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল) পরিষেচন করিবে।

ঘৃত চারিসের, কল্কার্থ—দেবদারুর কল্ক এবং রাস্না ও মধুরগণোক্ত দ্রব্য সকলের ক্বাথ ও গব্য দুগ্ধের সহিত যথাবিধানে পাক করিয়া স্কন্দগ্রহ পীড়িত শিশুকে সেই ঘৃত খাওয়াইবে।

সর্ষপ, সাপের খোলস, বচ, শ্বেতকুঁচ, ঘৃত এবং উষ্ট্র-ছাগ-মেষ ও গো ইহাদের লোম এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিলে গ্রহশান্তি হইয়া থাকে।

সোমলতা, অর্জ্জুন, পরগাছা, বেল কাঁটা, শমীপত্র ও রাখালশসার মূল এই সকল দ্রব্য গাঁথিয়া শিশুর

অঙ্গে ধারণ করাইবে। রক্তবর্ণ পুষ্পের মাল্য, রক্তবর্ণ পতাকা, বিবিধ গন্ধদ্রব্য, নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য, ঘণ্টা এবং সকুক্কুট বলি, বালকের মঙ্গলার্থ স্কন্দগ্রহকে নিবেদন করিয়া দিবে। (বৈদ্য স্নানানন্তর শুচি হইয়া শস্ত্রহস্তে রাত্রিতে বলিপ্রদান করিবেন)। রাত্রিকালে চত্বর স্থানে (চতুষ্পথে, মতান্তরে ত্রিপথে) গায়ত্রী মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলে স্নান করিয়া নূতন শালিধান্য ও যবে বিরচিত মণ্ডলাভ্যন্তর স্থলে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। অতঃপর বালকগণের পাপনাশক (আপদ্ বিপদ্ নিবারক) রক্ষা (স্বস্ত্যয়ন) বিধি বলিব, যাহা বৈদ্যগণের অনলসভাবে প্রতিদিন করা কর্তব্য। রক্ষা মন্ত্র যথা—"তপসাং তেজসাঞ্চৈব ইত্যাদি॥" ৩৯—৪৯

স্কন্দাপস্মারের চিকিৎসা—স্কন্দাপস্মার গ্রহের শান্তির জন্য বিল্ব, শিরীষ,শ্বেতদূর্ব্বা ও সুরসাদিগণ ইহাদের ক্বাথ পরিষেকে প্রয়োগ করিবে। সুরসাদিগণ যথা—কৃষ্ণতুলসী, শ্বেত তুলসী, আকনাদি, বামুনহাটী, মরুবক, কর্জ্জুর, সুগন্ধ তৃণ, রাইসর্ষপ, শ্বেত বাবুইতুলসী, কট্‌ফল, বাবুই তুলসী, কালকাসুন্দে, শল্লকীবৃক্ষ, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, কর্ণিকার, যজ্ঞডুমুর, বেড়েলা, কাকমাচী ও কুঁচিলা এই সকল দ্রব্য সুরসাদিগণ নামে অভিহিত। সুরসাদিগণ কফ ক্রিমি নাশক॥ ৫০—৫৩

মূত্রাষ্টক তৈল—গোমূত্রাদি অষ্ট প্রকার মূত্রের সহিত যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া স্কন্দাপস্মার পীড়িত শিশুকে মাখাইবে।

মূত্রাষ্টক যথা—গো, ছাগ, মেষ, মহিষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও হস্তী এই আটটি পশুর মূত্র, সকল অংশেই মূত্রাষ্টক নামে খ্যাত।

ক্ষীরি বৃক্ষের কষায়, কাকোল্যাদি গণের কল্ক এবং দুগ্ধসহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিতে দিবে॥ ৫৪। ৫৫

কাকোল্যাদিগণ যথা—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, মুগানি, মাষানি, পদ্মকাষ্ঠ, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, জীবন্তী, যষ্টিমধু ও কিস্‌মিস এই সকল দ্রব্য কাকোল্যাদিগণ নামে অভিহিত। কাকোল্যাদিগণ—স্তম্ভকারক, বৃংহণ, বৃষ্য এবং পিত্ত-রক্ত-বায়ু নাশক।

স্কন্দাপস্মার গ্রহে বচ ও হিঙ্গুযুক্ত উদ্বর্ত্তন হিতকর। ইহাতে গৃধ্র ও পেচকের বিষ্ঠা, কেশ, হস্তিনখ, ঘৃত ও বৃষের লোম এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। অনন্তা (দুরালভা, মতান্তরে অনন্তমূল), কুক্কুটী (শাল্মলী, মতান্তরে কুক্কুটী শরীরবৎ কুসুম), বিম্বী ও আলকুশী এই গুলি বালককে ধারণ করাইবে।

স্কন্দাপস্মার পীড়িত শিশুর মঙ্গলার্থ পক্বাপক্ব মাংস, ছাগরক্ত, প্রসন্না, গব্যদুগ্ধ এবং মুদ্গান্ন (পাঠান্তরে সোপহারবলি) এই সকল দ্রব্য বটতলায় (পাঠান্তর ভূগর্ত্তে) স্কন্দাপস্মারগ্রহকে নিবেদন করিয়া দিবে। সংযতাত্মা বৈদ্য "স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বালককে চতুষ্পথে স্নান করাইবেন॥ ৫৬—৬৩

শকুনীগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—বেতস আম্র ও কয়েতবেল ইহাদের ক্বাথে শকুনীগ্রহপীড়িত শিশুর পরিষেক করিবে। বালা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, অনন্তমূল, নীলোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা ও গেরিমাটী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শিশুর গাত্রে লেপন করিবে। স্কন্দগ্রহে যে সকল ধূপ উক্ত হইয়াছে, শকুনিগ্রহেও সেই সকল ধূপ প্রয়োগ করিবে। স্কন্দাপস্মার গ্রহ প্রশমক ঘৃত শকুনিগ্রহে হিতকর। শতমূলী, ইন্দ্রবারুণী (রাখাল শসার মূল), নাগদনা, কণ্টকারী, লক্ষ্মণা, পীতপুষ্প বেড়েলা ও বৃহতী এই সকল দ্রব্য শিশুর অঙ্গে ধারণ করাইবে। তিলতণ্ডুল, মাল্য, হরিতাল ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্যাত্মক বলি, করঞ্জমূলে, শকুনিগ্রহকে নিবেদন করিয়া দিবে। নিকুঞ্জে (উপবনে) বালককে যথাবিধি অর্থাৎ স্কন্দগ্রহোক্তবিধানে স্নান করাইবে। শ্বেতা (শ্বেতাপরাজিতা), শিরীষ, অশ্বগন্ধা, ধাওয়া, গুগ্‌গুলু ও সর্ষপ এই সকলের কল্কসহ যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া শিশুকে মাখাইবে। শকুনীগ্রহপ্রশমনার্থ পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত ধারণ, প্রলেপ ও প্রদেহ ব্যবস্থা করিবে। শুভ্র পুষ্প সকল দ্বারা শকুনিগ্রহের বিবিধ পূজা করিবে। নিকুম্ভোক্তবিধানে বালককে স্নান করাইয়া "অন্তরীক্ষচরা দেবী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। (নিকুম্ভ—শিবের গণবিশেষ)॥ ৬৪। ৭৩

রেবতীগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী (মেড়া শৃঙ্গী), অনন্তমূল, পুনর্নবা, সেউতী (পাঠান্তর—মুগানি ও মাষাণি) ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের কষায় দ্বারা রেবতীগ্রহপীড়িত বালকের পরিষেচন করিবে।

কুড়, ধুনা, গুগ্‌গুলু, নলদ (বেণাবৎ পীতচ্ছবি তৃণ) ও গৌরকদম্ব এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল রেবতীগ্রহপীড়িত শিশুকে মাখাইবে। এবং ধাওয়া, লতাশাল, অর্জ্জুন, শল্লকী, খাব এবং কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য সমূহ ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিতে দিবে। কুলথকলাই, শঙ্খচূর্ণ ও অশ্বগন্ধা ইহাদের প্রদেহ দিবে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে গৃধ্র ও পেচকের পুরীষ, যব, বংশাঙ্কুর ও ঘৃত ইহাদের ধূপ দিবে। গোতীর্থে অর্থাৎ গোষ্ঠে শুক্লপুষ্প, খই, দুগ্ধ, শালিতণ্ডুলের অন্ন

এবং দধি, এই সকল দ্রব্য সংযতচিত্ত হইয়া রেবতীকে বলি দিবে। সঙ্গমস্থানে ধাত্রী ও শিশুকে স্নান করাইয়া "নানাশস্ত্রধরা দেবী" ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুতি পাঠ করিবে॥ ৭৮—৮১

পূতনাগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—ব্রাহ্মী, শোনাছাল, বরুণছাল, পলিধামান্দার ও অপরাজিতা ইহাদের ক্বাথ দ্বারা পূতনাগ্রহপীড়িত শিশুর পরিষেচন করিবে। নূতন ক্ষীরকাকোলী ও শ্বেতদূর্ব্বা (পাঠান্তর —বচ ও আমলকী), হরিতাল, মনঃশিলা, কুড় ও ধুনা এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখাইবে। বংশলোচন ও মধুরগণোক্ত দ্রব্য সমূহের সহিত তথা—কুড়, তালীশপত্র, খদির, স্পন্দন (স্বনাম প্রসিদ্ধ) ও অর্জ্জুন (পাঠান্তর—চন্দন ও তিনিস) এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃতপাক করিয়া সেই ঘৃত পান করাইবে। কাঁটাল (কাঁটালের ভূতড়ি) অর্জ্জুনছাল, কুলের মজ্জা, কুক্কুটের অস্থি, সর্ষপ ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। শ্বেতকুঁচ (মতান্তরে মাকড়া গাব) বৃহৎ ইন্দ্রবারুণী, তেলাকুচা ও কুঁচ এই সকল দ্রব্য পূতনাগ্রহপীড়িত শিশুর অঙ্গে ধারণ করাইবে। মৎস্য ও তণ্ডুল কৃত অন্ন, খিচুড়ী ও মাংস এই সকল দ্রব্য দুই খানি শরার মধ্যগত করিয়া শূন্যগৃহে পূতনাগ্রহকে বলি দিবে। উচ্ছিষ্ট (আচমনকৃত) জল দ্বারা শিশুর শিরঃস্নান করাইবে। কুড়, তালীশপত্র, খদিরকাষ্ঠ, চন্দন, স্পন্দন, দেবদারু, বচ, হিঙ্গু, কুড়, গিরিকদম্ব, এলাইচ ও রেণুক এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিবে। বলি ও উপহার দ্বারা পূতনাদেবীর পূজা করিয়া "মলিনাম্বর সম্বীতা" ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুতি পাঠ করিবে॥ ৮২—৮৯

অন্ধপূতনাগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—তিক্তক বৃক্ষসকলের পত্রের ক্বাথ দ্বারা অন্ধপূতনাগ্রহপীড়িত শিশুর পরিষেচন করিবে। তিক্তক বৃক্ষ যথা—নিম, পটোল, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসক। এই পঞ্চতিক্তকগণ বিসর্প ও কুষ্ঠনাশক বলিয়া [illegible]ত। পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, মধুরগণোক্ত দ্রব্যসমূহ ও যষ্টিমধু, শালপানি, বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত শিশুকে খাওয়াইবে। শিশুর গাত্রে সর্ব্বগন্ধ দ্রব্যের (কুঙ্কুম অগুরু কর্পূর কস্তূরী ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের) প্রলেপ দিবে এবং নেত্রদ্বয়ে শীতল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে (চন্দন ও কর্পূরের প্রলেপ দিবে, কস্তূরী কুঙ্কুম ও অগুরুর প্রলেপ দিবে না। কারণ ঐ সকল দ্রব্য উষ্ণবীর্য্য)। কুক্কুটের পুরীষ, কেশ, সাপের খোলস, জীর্ণবস্ত্র (পাঠান্তর—পরিব্রাজকের জীর্ণবস্ত্র) এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিবে। কুক্কুটী (কুক্কুটীশরীরবৎ কুসুমলতা), আলকুশী, বিম্বী ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য বালকের অঙ্গে ধারণ করাইবে। পক্ক ও অপক্ক মাংস এবং শোণিত শিশুর রক্ষার নিমিত্ত চতুষ্পথে ও গৃহের মধ্যে অন্ধপূতনার উদ্দেশে বলি দিবে। শুভ সর্ব্বগন্ধাদিদ্রব্য সমন্বিত জলে শিশুকে (ধাত্রীকেও) স্নান করাইবে। এবং "করালা পিঙ্গলা" ইত্যাদি মন্ত্রে অন্ধপূতনার স্তুতি করিবে॥ ৯০—৯৫

শীতপূতনাগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—মুতা, দেবদারু, কুড় ও চন্দনাদি সর্ব্বগন্ধদ্রব্য ইহাদের কল্ক এবং অশ্বমূত্র ও গোমূত্র এই সকলের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখাইবে। কট্‌কী, নিম, খদির, পলাশ ও অর্জ্জুন এই সকল দ্রব্যের ত্বকের ক্বাথ ও কল্ক এবং দুগ্ধসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত বালককে পান করিতে দিবে। গৃধ্র ও পেচকের পুরীষ এবং বনযমানী, সাপের খোলস ও নিমপাতা এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিবে। কুঁচ, বেড়েলা ও কাকাদনী (মাকড়াগাব) এই সকল দ্রব্য বালকের অঙ্গে ধারণ করাইবে। মুদ্গকৃত অন্ন দ্বারা নদীতে শীত পূতনার তর্পণ করিবে। জলাশয় তটে বালককে স্নান করাইবে এবং পূজোপহার—বারুণী (মদ্যবিশেষ) ও রুধির শীতপূতনাদেবীকে নিবেদন করিয়া দিবে। তদনন্তর "মুদেগাদনাশনা" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর স্তুতি পাঠ করিবে॥ ৯৬—১০১

মুখমণ্ডিকাগ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—কপিত্থ, বিল্ব, গণিয়ারি, বাসকছাল, শ্বেতএরণ্ড ও পারুল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে মুখমণ্ডিকাগ্রহপীড়িত শিশুর পরিষেক করিবে। ভীমরাজ ও অশ্বগন্ধার স্বরস সহ তৈল বা বসা পাক করিয়া শিশুকে মাখাইবে। বচ, ধুনা, কুড় ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিবে। বর্ণক (কমলা গুঁড়ি), চূর্ণক, মাল্য, অঞ্জন, পারদ ও মনঃশিলা, গোষ্ঠ মধ্যে এই সকল দ্রব্যের বলি প্রদান করিবে। বলির জন্য পায়স পিষ্টকও উপহার দিবে। মন্ত্রপূত জল দ্বারা বালককে গোষ্ঠমধ্যে স্নান করাইবে। পরে "অলঙ্কৃতা কামবতী" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর স্তুতি পাঠ করিবে॥ ১০২—১০৬

নৈগমেয়গ্রহজুষ্টের চিকিৎসা—বিল্ব, গণিয়ারি, পূতিকরঞ্জ এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে নৈগমেয়গ্রহপীড়িত শিশুর পরিষেক করিবে। প্রিয়ঙ্গু, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল, শুলফা ও কুটন্নট (বিতুন্নকনামক বৃক্ষের ত্বক্, যাহা গুড়ত্বকী নামে খ্যাত) এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং গোমূত্র দধির মাত ও অম্লকাঁজী ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া

সেই তৈল বালককে মাখাইবে। বচ, আমলকী, শ্বেতবচ, বা জটামাংসী এই সকল দ্রব্য বালকের অঙ্গে ধারণ করাইবে। স্কন্দাপস্মারনাশক উদ্বর্তন ইহাতেও হিতকর। বানর, উলূক ও গৃধ্র ইহাদের পুরীষের ধূপ দিবে। লোকেরা নিদ্রা যাইলে পর এই ধূপ প্রদেয়। তিলতণ্ডুল, মাল্য ও বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য, পাঁকুড়মূলে নৈগমেষগ্রহকে নিবেদন করিয়া দিবে। বটবৃক্ষমূলে শিশুকে স্নান করাইয়া "অজাননশ্চলাক্ষিভ্রূঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুতি পাঠ করিবে॥ ১০৭—১১২

বালরোগের নিদান ও লক্ষণ—গুরু-ভোজন, বিষমাশন ও বাতাদিদোষজনক দ্রব্য সেবন এই সকল কারণে অবৈধ আহার বিহারশীল ধাত্রীর বাতাদিদোষত্রয় কুপিত হইয়া তাহার স্তন্যকে দূষিত করিয়া থাকে। সেই স্তন্য পান করিয়া শিশুর ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়।

শিশু বাতদুষ্ট স্তন্য পান করিলে বাতজনিতরোগে আক্রান্ত ক্ষীণস্বর ও কৃশাঙ্গ হয়। তাহার মল মূত্র ও অধোবায়ু-নির্গমে কৃচ্ছ্রতা হইয়া থাকে। পিত্তদুষ্ট স্তন্য পান করিলে স্বেদ (ঘর্ম্ম), ভিন্ন মল (ছেঁড়াছেঁড়ামল), তৃষ্ণা, গাত্রের সন্তাপ, কামলা ও অন্যান্য পৈত্তিক রোগ সকল জন্মে। শ্লেষ্মদুষ্ট স্তন্য পান করিলে লালাস্রাব, শ্লৈষ্মিক পীড়া, নিদ্রাধিক্য, জড়তা, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, শোথ ও বমন হয়। দ্বিদোষদুষ্ট স্তন্য পানে তদ্দোষ-দ্বয়ের এবং ত্রিদোষদুষ্ট স্তন্য পানে ত্রিদোষের লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জ্বরাদি যে সকল রোগ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বালকদিগেরও সেই সকল রোগ তদ্রূপই হইয়া থাকে জানিবে। তদ্ব্যতীত তালুকণ্টকাদি অন্য যে সকল রোগ কেবল বালকদিগেরই জন্মে, বয়ঃ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হয় না, সেই সকল রোগের বর্ণন করিতেছি শুন॥ ১১৩—১১৯

তালুকণ্টক—শিশুদিগের তালুমাংসে কফ প্রদুষ্ট হইয়া তালুকণ্টক রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে মস্তকের তালুপ্রদেশ বসিয়া যায় এবং অভ্যন্তর-ভাগে তালুর অধঃপতন, স্তন্যপানে দ্বেষ ও অতিকষ্টে স্তন্যপান, তরলমলভেদ, পিপাসা, নেত্রে কণ্ঠে ও মুখে বেদনা, বমি (দুধতোলা) ও ঘাড় নুইয়া পড়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়॥ ১২০। ১২১

মহাপদ্মক—শিশুদিগের মস্তকে ও বস্তিদেশে রক্তপদ্মবর্ণ (লোহিতবর্ণ) মহাপদ্ম নামক এক প্রকার সান্নিপাতিক বিসর্প রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রাণনাশক। মস্তকজাত বিসর্প শঙ্খদেশ দিয়া হৃদয়ে এবং হৃদয় হইতে গুহ্যদেশে আইসে। এইরূপ বস্তিজাত বিসর্পও গুহ্যদেশে, গুহ্যদেশ হইতে হৃদয়ে ও হৃদয় হইতে মস্তকে গমন করে॥ ১২২

কুকূণক—বিকৃত দুগ্ধপান হেতু শিশুগণের চক্ষুর পাতায় কুকূণকনামক (কোথোনামক) রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে নেত্রে বেদনা, কণ্ডু ও নেত্র দিয়া মুহুর্মুহুঃ জলস্রাব হয়। এই রোগে বালক কপাল চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করে, রৌদ্রের দিকে চাহিতে বা চক্ষুর পাতা উন্মীলন করিতে পারে না॥ ১২৩। ১২৪

তুণ্ডী ও গুদপাক—কুপিত বায়ুকর্ত্তৃক বাল-কের নাভি স্ফীত ও বেদনান্বিত হইলে তাহাকে তুণ্ডী রোগ কহে। এবং পিত্তকর্ত্তৃক গুহ্যদেশ পাকিলে তাহাকে গুদপাক রোগ বলে॥ ১২৫

অহিপূতনক—শিশুদিগের গুহ্যদেশের মল মূত্র বা ঘর্ম্ম ধুইয়া না দিলে ক্লেদ হেতু তথায় রক্তকফোদ্ভব কণ্ডু জন্মিয়া থাকে। উহা চুলকাইয়া সহসা ক্ষত হইয়া স্রাব নির্গত হইতে থাকে। পরে ক্ষত সকল মিলিত হইয়া অতি কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। ইহাকে অহিপূতনক রোগ বলে॥ ১২৬। ১২৭

অজগল্লী—মুগের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, চিক্কণ, গাত্র সমবর্ণ, গ্রথিত ও বেদনা রহিত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অজগল্লিকা কহে। এই রোগ প্রায় বালক-গণেরই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কফবাতোত্থিত ব্যাধি॥ ১২৮

পারিগর্ভিক—গর্ভবতী জননীর স্তনদুগ্ধ অধিক পান করিলে কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি, ভ্রম ও উদরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ পীড়ার নামই পারিগর্ভিক বা পরিভব। চলিত ভাষায় ইহাকে এঁড়ে লাগা কহে। এই রোগে অগ্নি-দীপক ঔষধ প্রযোজ্য।

টীকা। "অপি" শব্দের প্রয়োগে বুঝিতে হইবে যে, স্তনদুগ্ধ পান না করিলেও পারিগর্ভিক রোগ উৎপন্ন হয়॥ ১২৯। ১৩০

দন্তোদ্ভেদক রোগ—দন্তোদ্ভেদ (দাঁতউঠা) শিশুর সর্ব্বরোগের কারণ, ইহা জ্বর, মলভেদ, কাস, বমি, শিরোরোগ, অভিষ্যন্দ (চোক্ উঠা), পোথকী ও বিসর্পের বিশেষ কারণ॥ ১৩১

বালরোগসমূহের চিকিৎসা।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের জ্বরাদি রোগের যে সকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, বালকগণেরও সেই সকল রোগে সেই সমস্ত ঔষধই প্রয়োগ করিবে, কেবল মাত্রা তৎসমস্তই প্রযোজ্য নহে।

টীকা। "দাহাদি" অর্থাৎ অগ্নিদাহাদি এবং ক্ষার-প্রয়োগ-বমন-বিরেচন ও শিরামোক্ষণাদি। কিন্তু বিনাশকর কষ্ট উপস্থিত হইলে বমন বিরেচনাদিও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেহেতু সুশ্রুত বলিয়াছেন—যদি বিনাশকর কষ্ট উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ মৃত্যু আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে শিশুদিগকে বমন বিরেচন ও বস্তি প্রয়োগ করিবে না, অর্থাৎ মরণাশঙ্কাস্থলে যদি বমনাদি প্রয়োগ করিলে বিপদ্ নিবারিত হয়, তাহা হইলে বমনাদি অবশ্য প্রয়োগ করিবে।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের যে বাতাদিদোষ, যে রসরক্তাদি দূষ্য এবং যে জ্বরাদি ব্যাধি, বালকগণেরও তাহাই, অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাধিতে যে ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, শিশুগণের ব্যাধিতেও সেই ঔষধই প্রযোজ্য, তবে অল্পমাত্রায়॥ ১৩২। ১৩৩

বালকগণের ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন ;—জাতমাত্র বালকের ঔষধের মাত্রা এক বিড়ঙ্গপ্রমাণ, তৎপরে মাসে মাসে এক এক বিড়ঙ্গ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে।

টীকা। বিড়ঙ্গ পরিমিত ভৈষজ্য চূর্ণীকৃত বা কল্কীকৃত অথবা অবলেহীকৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কিন্তু তন্ত্রান্তরে মাত্রা সম্বন্ধে অন্যরূপ বলা হইয়াছে।

মাত্রাসম্বন্ধে তন্ত্রান্তরের মত—তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—জাতমাত্র-বালককে এক রতি পরিমিত ঔষধ মধু দুগ্ধ চিনি ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করাইবে। তৎপরে প্রতিমাসে এক এক রতি করিয়া ঔষধের মাত্রা বাড়াইবে। এইরূপ বৃদ্ধি এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হইবে। তৎপরে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে এক এক মাত্রা করিয়া বাড়াইবে।

টীকা—এক বৎসরের পর ষোলবৎসর পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর এক এক মাষা করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। এস্থলে মাষার পরিমাণ, পাঁচরতি বুঝিবে। অমরেও উক্ত হইয়াছে—পঞ্চগুঞ্জো মাষক।

তৎপরে অর্থাৎ ষোল বৎসরের পরে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত ঔষধের মাত্রা স্থির (হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য) থাকিবে। সত্তর বৎসরের পর হইতে বালকবৎ ক্রমে ক্রমে মাত্রা হ্রাস করিতে হইবে, অর্থাৎ যে ক্রমে বালকের ঔষধ মাত্রা বাড়াইতে হয়, সেই ক্রমে সত্তর বৎসরের পর ক্রমে ক্রমে ঔষধের মাত্রা কমাইতে হইবে।

চূর্ণ কল্ক ও অবলেহের এইরূপ মাত্রা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু কষায়ের মাত্রা ইহার চতুর্গুণ জানিবে। দুগ্ধপায়ী শিশুকে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ঔষধ খাইতে দিবে। কিন্তু ধাত্রীকে দুগ্ধ বা ঘৃত বিনা কেবল ঔষধ সেবন করাইবে। (দুগ্ধান্নাশি-বালককেও অর্থাৎ যে বালক দুগ্ধ ও অন্নভোজী, তাহাকেও দুগ্ধপায়ী শিশুবৎ দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ঔষধ খাইতে দিবে॥ ১৩৪—১৩৯

প্রকারান্তরে ঔষধ সেবন করাইবার যে উপায় সুশ্রুত বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে কথিত হইতেছে—শিশুগণের রোগসমূহের মধ্যে যে যে রোগ এবং যে যে রোগের যে যে ঔষধ বলিব, সেই সেই রোগে সেই সেই ঔষধের কল্ক ধাত্রীর স্তনদ্বয়ে সংলিপ্ত করিয়া শিশুকে সেই স্তন্য পান করাইবে॥ ১৪০

যে সকল বালক কথা কহিতে পারে না, তাহাদের অভ্যন্তর-ব্যাধি বুঝিবার উপায় বর্ণিত হইতেছে—যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা জন্মে, বালক সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুহুর্মুহুঃ স্পর্শ করে, অন্যে স্পর্শ করিলে কান্দিয়া উঠে। মস্তকে রোগ জন্মিলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে, এবং মস্তক তুলিতে পারে না। বস্তিতে রোগ জন্মিলে মূত্ররোধ হয় এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাও যায়। মলমূত্রের রোধ, বৈকল্য, বমি, আধ্মান ও অন্ত্রকূজন দ্বারা বালকের কোষ্ঠজাত ব্যাধির বোধ হয়। বালক নিরন্তর কান্দিলে বুঝা যায় যে, তাহার সর্ব্বশরীরগত রোগ জন্মিয়াছে॥ ১৪১—১৪৪

বালকের জ্বরচিকিৎসা—বালকের জ্বরে সমস্তই বন্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু স্তন্য কদাচ বন্ধ করা যায় না। জ্বরাক্রান্ত বালকের ধাত্রীকে উপযুক্ত মাত্রায় লঙ্ঘন করাইবে অর্থাৎ লঘু ভোজন করিতে দিবে। ধাত্রীর লঘুভোজনই বালকের লঙ্ঘন জানিবে।

বালকের সকল জ্বরেই ভদ্রমুস্তাদি ক্বাথ প্রযোজ্য। ভদ্রমুস্তাদি ক্বাথ যথা—নাগরমুতা, হরীতকী, নিমছাল, পল্তা ও যষ্টি মধু ইহাদের ক্বাথ ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিলে শিশুর জ্বর নিঃশেষে প্রশমিত হয়।

বালকের জ্বরাতিসার ও চতুর্ভদ্রিকা—মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই চারিটি দ্রব্যের চূর্ণ মধুসহ পান করিলে বালকের জ্বরাতিসার, কাস, শ্বাস ও বমি নিবারিত হয়।

বালকের অতিসারে বিল্বাদির ক্বাথ ও অবলেহ—বালকের অতিসার রোগ হইলে বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও অবলেহ করিয়া তাহা মধুর সহিত খাইতে দিবে॥ ১৪৫—১৪৮

দুর্দ্ধর অতিসারে সমঙ্গাদি ক্বাথ—লজ্জালুমূল, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে বালকের দুর্দ্ধর অতিসারও নিবৃত্ত হয়॥ ১৪৯

অতিসারে বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ—বিড়ঙ্গ, যমানী ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ তপ্তজলে আলোড়িত করিয়া আমাতিসারে শিশুকে পান করাইবে ॥ ১৫০

রক্তাতিসারে মোচরসাদি যবাগূ—মোচরস, লজ্জালুমূল, ধাইফুল ও পদ্মকেশর ইহাদের চূর্ণ সমুদায়ে ১ তোলা, তণ্ডুল চূর্ণ ১ তোলা, জল ১১ তোলা এই সমস্ত একীকৃত করিয়া যবাগূ পাক করিবে ইহা বালকের রক্তাতিসারে প্রযোজ্য ॥ ১৫১

সর্ব্বাতিসারে নাগরাদি কাথ—শুঁঠ, আতইচ, মুতা, বালক ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ প্রাতঃকালে পান করাইলে বালকের সর্ব্বপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হয় ॥ ১৫২

বালকের প্রবাহিকায় লাজাদি চূর্ণ—খৈ চূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ, চিনি ও মধু এই সকল দ্রব্য তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে প্রবাহিকা নিবারিত হয় ॥ ১৫৩

গ্রহণ্যাদি রোগে রজন্যাদি চূর্ণ—হরিদ্রা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, বৃহতী, গজপিপ্পলী, চাকুলে ও শুল্‌ফা এই সকলের চূর্ণ ঘৃত মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে গ্রহণী, বায়ুজনিত রোগ, কামলা, জ্বরাতিসার ও পাণ্ডু বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক এবং বালকদিগের সর্ব্বরোগ নাশক ॥ ১৫৪। ১৫৫

বালকের কাসে মুস্তকাদি স্বরস—মুতা, আতইচ, বাসক, পিপুল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের স্বরসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বালক পঞ্চবিধ কাস হইতে মুক্তিলাভ করে ॥ ১৫৬

কণ্টকারী, মালতী, জাতী ও নাগেশ্বর ইহাদের চূর্ণ মধুসহ অবলেহন করিলে শিশুর দীর্ঘকালজাত কাস বিনষ্ট হয় ॥ ১৫৭

শ্বাস-কাসে ধান্যাদি পান—ধনে চূর্ণ ও চিনি তণ্ডুল জলে আলোড়িত করিয়া পান করিলে শিশুর শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয় ॥ ১৫৮

শ্বাস কাসে দ্রাক্ষাদি চূর্ণ—দ্রাক্ষা, বাসক, হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিলে শিশুর শ্বাস কাস ও তমক (শ্বাসভেদ) আশু নিবারিত হয় ॥ ১৫৯

হিক্কা ও বমনে—কটুকীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শীঘ্রই হিক্কা এবং দীর্ঘকালোৎপন্ন বমনরোগ নিবারিত হয় ॥ ১৬০

দুগ্ধ বমনে—আমের আঁটীর মজ্জা খৈ ও সৈন্ধব মধুসহ সেবন করিলে বমি নিবারিত হয়। বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস তক্রের সহিত বা ঘৃত মধুর সহিত পান করিলে কিংবা পঞ্চকোল শুণ্ঠ্যাদির সহিত লেহন করিলে শিশুর দুগ্ধ বমন প্রশমিত হয়। টীকা। দ্বিবার্ত্তাকী—বৃহতী ও কণ্টকারী। পঞ্চকোল যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ। দুগ্ধবমনে ইহা প্রযোজ্য ॥ ১৬১। ১৬২

আনাহ ও বাতশূলে—সৈন্ধব, শুঁঠ, এলাইচ, হিঙ ও বামুনহাটী ইহাদের চূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে অথবা জলের সহিত পান করিলে শিশুর আনাহ ও বাতিক শূল নিবারিত হয় ॥ ১৬৩

মূত্রাঘাতে—পিপুল, মরিচ, চিনি, ছোট এলাইচ ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে শিশুর মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়। ইহা উত্তম লেহ ॥ ১৬৪

কার্শ্যে—যে বালকের অগ্নিও আছে, আহারও করে, অথচ সে যদি দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভূমিকুষ্মাণ্ড গোধূম ও যবের চূর্ণ ঘৃতে আপ্লুত করিয়া খাইতে দিবে। এবং খাওয়ার পর আবর্ত্তিত দুগ্ধে মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে ॥ ১৬৫

শোথে—মুতা, কুষ্মাণ্ডবীজ, দেবদারু ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে শিশুর শোথ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬৬

ক্ষত বিসর্প বিস্ফোটক ও জ্বররোগে—পলতা, ত্রিফলা, নিম ও হরিদ্রা ইহাদের কাথ পান করাইলে শিশুর ক্ষত বিসর্প বিস্ফোট ও জ্বরের শান্তি হয় ॥ ১৬৭

সিধ্ম-পামা-বিচর্চ্চিকা রোগে—কুল, হরিদ্রা, কুড়, সর্ষপ ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য তক্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে শিশুর সিধ্ম পামা ও বিচর্চ্চিকা আশু প্রশমিত হয় ॥ ১৬৮

মুখস্রাবে—অনন্তমূল, তিল, লোধকাষ্ঠ ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথ দ্বারা নিত্য মুখধাবন করিলে মুখের লালাস্রাব নিবারিত হয়।

মুখপাকে ও রোদনে—অশ্বত্থের ত্বক্ ও পত্র পেষিত এবং তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখের পাক নিবারিত হয়। যে বালক অধিক রোদন করে, তাহাকে, পিপুল ও ত্রিফলা চূর্ণ ঘৃত মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে ॥ ১৬৯। ১৭০

তালুকণ্টক রোগে—হরীতকী বচ ও কুড় বাটিয়া এবং তাহাতে মধুসংযুক্ত করিয়া স্তন দুগ্ধের সহিত শিশুকে খাওয়াইলে তাহার তালুকণ্টক রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৭১

কুকূণক রোগে—শিশুর কুকূণক রোগে ত্রিফলা, লোধ, পুনর্নবা, শুঁঠ, বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য পেষিত এবং অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় নেত্রে লেপন করিলে কুকূণক রোগ দূরীভূত হয়। ইহা কফনাশক ॥ ১৭২

নাভিশোথে—শিশুর নাভিতে শোথ হইলে অর্থাৎ নাভি উঠিলে, মৃৎপিণ্ড অগ্নিতে উত্তপ্ত ও দুগ্ধে সিক্ত করিয়া সেই উষ্মসমন্বিত মৃৎপিণ্ড দ্বারা নাভিতে স্বেদ দিবে। ইহা দ্বারা নাভিশোথ প্রশমিত হয়॥ ১৭৩

নাভিপাকে—শিশুর নাভি পাকিলে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধুর সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল নাভিতে ম্রক্ষণ করিবে। অথবা ঐ হরিদ্রাদির চূর্ণ দ্বারা নাভি অবধূলিত করিবে। ছাগবিষ্ঠা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম নাভিতে ছড়াইয়া দিলে বা বটাদি ক্ষীরবৃক্ষের ত্বক্‌চূর্ণ কিংবা চন্দন-রেণু দ্বারা অবচূর্ণিত করিলে নাভিপাক প্রশমিত হয়॥ ১৭৪। ১৭৫

গুদপাকে—শিশুর গুহ্যদেশ পাকিলে পিত্তনাশক ক্রিয়া সকল করিবে। পানে ও আলেপনে রসাঞ্জন বিশেষ হিতকর। শঙ্খ যষ্টিমধু ও রসাঞ্জন ইহাদের চূর্ণ গুহ্যপাক নাশক॥ ১৭৬

অহিপূতন রোগে অহিপূতন রোগে শঙ্খ সৌবীরাঞ্জন ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে।

পারিগর্ভিক রোগে—পারিগর্ভিক রোগে অগ্নিদীপক ঔষধ ও পথ্য হিতকর॥ ১৭৭

দন্তোদ্ভেদজ রোগে—বালকের দন্তোত্থান-জনিত রোগে ধাইফুল ও পিপুলের চূর্ণ মধুর সহিত বা আমলকীর রসের সহিত পান করাইলে দন্তোত্থান-জনিত রোগ সকল বালককে পীড়াদিতে পারে না। দন্ত উদ্গত হইলেই (দাঁত উঠিলেই) দন্তোত্থান হেতুক রোগ সকল নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়॥ ১৭৮। ১৭৯

সৌবর্ণ চূর্ণ—(১) জারিত স্বর্ণচূর্ণ কুড় ও বচচূর্ণ; (২) জারিত স্বর্ণচূর্ণ মৎস্যাক্ষক চূর্ণ (ব্রাহ্মী, কোন কোন মতে বকম) ও শঙ্খপুষ্পী চূর্ণ, (৩) জারিত স্বর্ণ চূর্ণ, অর্কপুষ্পী (অর্কসদৃশপুষ্পী লতা) ও বচচূর্ণ, (৪) জারিত স্বর্ণ চূর্ণ, কট্‌ফলচূর্ণ ও শ্বেতদূর্ব্বাচূর্ণ, এই চারিটি যোগ, মধু ও ঘৃতের সহিত একবৎসর কাল, কোন কোন মতে বার বৎসর কাল নিয়ত সেবন করাইলে বালকগণের দেহকান্তি মেধা বল ও পুষ্টি হইয়া থাকে॥ ১৮০—১৮২

বালরোগে—লাক্ষাদি তৈল—তৈল ৴৪ সের, লাক্ষারস চারিসের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ —রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, শুল্ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা, কট্‌কী ও রেণুক, মিলিত এক সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই লাক্ষাদি তৈল শিশুর জ্বরনাশক, রক্ষোঘ্ন ও বলবর্দ্ধকর॥ ১৮৩। ১৮৪

ইতি বালরোগাধিকার।

শ্রীলটকনন্দন শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে মধ্যখণ্ডে চতুর্থ ভাগ সম্পূর্ণ।

ভাবপ্রকাশ।

উত্তরখণ্ড।

বাজীকরণাধিকার।

বাজীকরণের লক্ষণ—যে দ্রব্য সেবনে পুরুষ বাজির ন্যায় (অশ্বের ন্যায়) মৈথুন ক্রিয়ায় সমর্থ হয়, তাহাকেই বাজীকরণ বলা যায়॥ ১

প্রসঙ্গক্রমে ক্লৈব্যের লক্ষণ সংখ্যা ও নিদান কথিত হইতেছে—যে ব্যক্তি মৈথুনে অশক্ত, তাহাকে ক্লীব কহে, ক্লীবের ভাবকে ক্লৈব্য কহা যায়। ক্লৈব্য সপ্তবিধ, ক্লৈব্যের নিদান বলিতেছি শুন—ভয়, শোক ও ক্রোধাদি দ্বারা এবং অহৃদ্য বিষয় দ্বারা অর্থাৎ হৃদয়ের অহিত ব্যাপার দ্বারা রমণেচ্ছু ব্যক্তির মন অবসাদিত হইলে তাহার ধ্বজ অর্থাৎ লিঙ্গ উথিত হয় না, তাহাতে মানবের ক্লৈব্য জন্মে। ক্লৈব্যের সপ্তবিধত্ব কথিত হইতেছে—(১) দ্বেষ্য স্ত্রীর সহিত মৈথুনেও ধ্বজের অনুত্থান হয়, তাহাতেও ক্লৈব্য জন্মে, সেই ক্লৈব্যকে মানস ক্লৈব্য কহে। (২) কটু অম্ল-উষ্ণ ও লবণের অতি সেবন দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া শুক্রের ক্ষয় করে অর্থাৎ শুক্রকে বিদগ্ধ করিয়া থাকে। তাহাতেও ক্লৈব্য জন্মে; ইহা পিত্তজ ক্লৈব্য। (৩) যে ব্যক্তি অতিশয় মৈথুনশীল, অথচ বাজীক্রিয়া করে না, তাহারও ধ্বজভঙ্গ উপস্থিত হয়। ইহা শুক্রক্ষয় নিমিত্তক ক্লৈব্য। (৪র্থ) উৎকট লিঙ্গ রোগেও ক্লৈব্য জন্মে। (৫ম) বীর্য্যবাহি শিরাচ্ছেদে লিঙ্গের অনুন্নতি হয় অর্থাৎ ক্লৈব্য জন্মে। (৬ষ্ঠ) বলবান্ ব্যক্তি (পুষ্টব্যক্তি) কামে সঙ্কল্পযুক্ত হইয়াও যদি মৈথুন না করে, তাহা হইলে শুক্রনিরোধ হেতু তাহার ক্লৈব্য জন্মে। ইহা শুক্রনিরোধজ ক্লৈব্য। (৭ম) জন্মাবধি যে ক্লৈব্য জন্মে, তাহাকে সহজ ক্লৈব্য কহা যায়॥ ২—৮

অসাধ্য ক্লৈব্য—সহজ ক্লৈব্য এবং বীর্য্যবাহি শিরাচ্ছেদ হেতু যে ক্লৈব্য জন্মে, তাহা অসাধ্য জানিবে॥ ৯

ক্লৈব্যের চিকিৎসা—সাধ্যক্লৈব্য সকলের হেতু বিপর্য্যয় কার্য্য করিবে, অর্থাৎ যে যে কারণে যে যে ক্লৈব্য জন্মে, সেই সেই ক্লৈব্যে তাহাদের উৎপাদক হেতুর বিপরীত ক্রিয়া করিবে॥ ১০

অতঃপর ক্লৈব্য চিকিৎসায় বাজীকরণ যোগ বলা হইতেছে—বমন-বিরেচনাদি দ্বারা মানব সম্যক্ সংশুদ্ধ ও নিরাময় হইয়া বাজীকরণ যোগ সকল সেবন করিবে। ষোল বৎসর বয়সের পর সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাজীকরণ ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি ষোল বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং সত্তর বৎসর বয়সের পরে কদাচ স্ত্রী সঙ্গম করিবে না। এই নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া স্ত্রীসঙ্গম করিলে দুর্জ্জয় ক্ষয়রোগ বৃদ্ধিরোগ ও উপদংশ রোগ এবং অকালমৃত্যু উপস্থিত হয়।

স্ত্রীসঙ্গের বিধি রাত্রি চর্য্যায় সবিস্তর লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিবে। বিলাসী অর্থবান্ রূপ-যৌবনসম্পন্ন ও বহুভার্য্য ব্যক্তিগণের বাজীকরণ হিতকর। যাহারা স্থবির ও রিরংসু এবং যাহারা স্ত্রীগণের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করে, অধিক স্ত্রীসঙ্গ হেতু যাহারা ক্ষীণ হইয়াছে, যাহারা ক্লীব ও অল্পরেতাঃ, তাহাদের পক্ষে বাজীকরণ যোগ সকল হিতকর প্রীতিজনক ও বলপ্রদ। কিন্তু পুষ্টদেহ ব্যক্তিদিগেরও এতাদৃশ গুণসম্পন্ন বাজীকরণ-যোগ সকলও কালাদি বিবেচনা করিয়া সেব্য॥ ১১—১৬

বাজীকরণ সকল কথিত হইতেছে—নানাবিধ অন্নপান ভোজন ও গীত, শ্রুতিমধুর বাক্য, সুখস্পর্শ তিলকভূষিত নবযৌবনা কামিনী, শ্রুতি সুখকর মনোজ্ঞ গান, তাম্বূল, মদিরা, মাল্য, মনোহর গন্ধ ও রূপ, বিচিত্র উপবন ও মনের অপ্রতীঘাত এই সমস্ত, মানবের বাজীকরণ।

স্বর্ণমাক্ষিক পারদভস্ম ও লৌহচূর্ণ মধুসহ এবং হরীতকী শিলাজতু ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ঘৃতসহ একবিংশতি দিবস লেহন করিলে রোগার্ত্ত ব্যক্তি এবং অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবার ন্যায় স্ত্রীসঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

গুসক্ষের স্বত্ব, অভ্রভস্ম, লোধ, এলাইচ, চিনি ও পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে ষণ্ডব্যক্তিও শতস্ত্রী গমনে সমর্থ হয়।

জীববৎসা গাভীর দুগ্ধে গোধূমচূর্ণের পায়স পাক করিয়া তাহা চিনি মধু ও ঘৃতের সহিত খাইয়া ষণ্ডব্যক্তিও হৃষ্টচিত্তে দশটী স্ত্রীতে গমন করিতে পারে॥ ১৭—২২

রসালা—ঈষৎ অম্লমধুর দধি ৮ সের, চন্দ্রদ্যুতি খণ্ড অর্থাৎ নির্ম্মল শুভ্র চিনি ২ সের, মধু ১ পল, ঘৃত ১ পল, শুঁঠ ৮ মাষা, মরিচ ৪ মাষা এবং লবঙ্গ ২ তোলা এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাহা একখানি শুক্লবস্ত্রে চালিয়া করতল দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ পূর্ব্বক বিস্রাবিত করিবে। এবং একটি মৃদ্ভাণ্ড, মৃগনাভি ও চন্দনরসে সংসৃষ্ট, অগুরু দ্বারা ধূপিত ও কর্পূরে সুগন্ধিত করিয়া ঐ বিস্রাবিত পদার্থ আলোড়ন পূর্ব্বক তাহাতে স্থাপন করিবে। এই রসালা স্বয়ং মকরেশ্বর নিজের জন্য রচনা করেন। ইহা ভোক্তার কামোদ্দীপক সুখকর এবং কান্তার ন্যায় নিত্যপ্রিয়॥ ২৩।২৪

রতিবর্দ্ধন মোদক—গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়ার বীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, আলকুশী বীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষ চাকুলে ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দুগ্ধে সিদ্ধ ও ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া তাহাতে চিনি মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা উৎকৃষ্ট বাজীকর ঔষধ। অগ্নিবলানুসারে এই মোদক সেব্য। ইহার দ্রব্য পরিমাণ যথা চূর্ণ যত, দুগ্ধ তাহার আটগুণ, ঘৃত চূর্ণের সমান এবং চিনি সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ। ভূরি বাজীকর যোগ সকল সংগ্রহ করিয়া, ইহা রচিত হইয়াছে, অতএব বহুবাজীকর যোগের মধ্যে এই রতিবর্দ্ধন মোদক শ্রেষ্ঠ বাজীকর॥ ২৫—২৮

মদনমঞ্জরীবটী—মারিত অভ্র ৪ ভাগ, মারিত বঙ্গ ২ ভাগ, মারিত পারদ ১ ভাগ, কৃষ্ণধুতুরার মূল ১ ভাগ এবং চাতুর্জাত (দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর), জায়ফল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, লবঙ্গ ও জৈত্রী ইহাদের প্রত্যেক দুই দুই ভাগ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যত হইবে, তাহাতে তদ্দ্বিগুণ চিনি মিশাইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া এই বাজীকর যোগ ভক্ষণ করিলে সত্বর অতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন হয়। ভৈরবানন্দ কর্ত্তৃক এই বাজীকর যোগ অভিহিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অশেষ ব্যাধির বিনাশ এবং মদনোন্মত্ত বহু কামিনীর কন্দর্প দর্পের দলন হইয়া থাকে॥ ২৯। ৩০

ছাগের অণ্ড বা কচ্ছপের অণ্ড ঘৃতে ভর্জ্জিত এবং তাহাতে পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা অতিশয় বাজীকর॥ ৩১

রতিবল্লভ পূগপাক—দক্ষিণ দেশজাত গুবাক দশপল পরিমাণে লইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া কর্ত্তনপূর্ব্বক জলে সিদ্ধ করিবে। এবং তাহা কোমল হইলে শুষ্ক ও কুট্টিত করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে সেই চূর্ণ বস্ত্রে ছাঁকিয়া আটসের বিশুদ্ধ গব্যদুগ্ধে পাক করিবে। গাঢ়তর হইলে তাহাতে অর্দ্ধসের ঘৃত ও সওয়া ছয়সের চিনি প্রক্ষেপ করিবে। পাক শেষ হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া তাহাতে এলাইচ, গোরক্ষ চাকুলে, বেড়েলামূল, চপলা (পিপুল, কোনমতে সিদ্ধি), জায়ফল, লিঙ্গকা (লতা বিশেষ পঞ্চগুরিয়া হিন্দীভাষা), জৈত্রী, উৎকৃষ্ট তেজপাত, দারুচিনি, শুঁঠ, বেণামূল, সুগন্ধিবালা, মুতা, ত্রিফলা, বংশলোচন, শতমূলী, আলকুশীবীজ, দ্রাক্ষা, কুলেখাড়ার বীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃহৎ খর্জ্জুর, ক্ষীরী, ধনে, কেশুর, যষ্টিমধু, পানিফল, জীরা, ছোট এলাইচ, যমানী, বরাটিকা (শালুকাদির বীজকোষ), জটামাংসী, মৌরী, মেথী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, অশ্বগন্ধামূল, শটী নাগেশ্বর, মরিচ, পিয়ালবীজ, শিমুলবীজ, গজপিপ্পলী, পদ্মবীজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন ও লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। এবং মারিত পারদ, বঙ্গ, সীসক, লৌহ, অভ্র এবং কস্তূরী ও কর্পূর ইহাদের যাহা পাওয়া যায়, তাহাও ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পরে এক পল প্রমাণে ইহার মোদক সকল প্রস্তুত করিবে। যেমন অগ্নিবল, সেইরূপ মাত্রায় ইহা সেবন করিবে। ঔষধ সেবন করিয়া অম্লরস খাইবে না। পূর্ব্ব আহার পরিপাক প্রাপ্ত হইলে পুনর্ভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ ভক্ষণ করিবে। এই শ্রী রতিবল্লভাখ্য-পূগপাক নিত্য সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে বীর্য্যের বৃদ্ধি, কামের উদ্দীপ্তি, অশ্বের ন্যায় রতিতে-শক্তি, অগ্নির দীপ্তি, বলের বৃদ্ধি, বলীপলিতের নাশ এবং দেহের পুষ্টি হয়। বৃদ্ধও এই বাজীকর ঔষধ সেবন করিলে যুবার ন্যায় রুচির এবং পূর্ণেন্দুবৎ সুন্দর হইয়া থাকে॥ ৩২—৩৮

কামেশ্বর মোদক—এই রতিবল্লভ পূগপাকে যদি শুষ্ক অর্দ্ধতোলা এবং ধুতুরাবীজ, আকন্দ, করভ (গন্ধদ্রব্য-বিশেষ, কোনমতে সুর্য্যাবর্ত্ত), হিজ্জলবীজ, সমুদ্রফেন, মাজুফল, যমফল ও দারুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই দুই তোলা, এবং সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধাংশ সিদ্ধিচূর্ণ নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে ঐ রতিবল্লভ পূগপাকই কামেশ্বর মোদক নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৩৯

রক্তপিত্তাধিকারোক্ত বৃহৎ খণ্ড কুষ্মাণ্ডক রক্তপিত্তাদিরোগনাশক এবং মহা বাজীকর ঔষধ বলিয়া জানিবে॥ ৪০

আম্রপাক—পাকা আমের রস ৬৪ সের, চিনি ৮ আট সের, ঘৃত চারিসের, শুঁঠচূর্ণ একসের, মরিচচূর্ণ অর্দ্ধসের, পিপুলচূর্ণ একপোয়া ও জল ষোলসের, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মৃন্ময় পাত্রে পাক করিবে, পাক কালে কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা দ্বারা আলোড়ন করিবে। পরে উহা ঘনীভূত হইলে নামাইয়া তাহাতে ধনে, জীরা, হরীতকী, চিতা, মুতা, দারুচিনি, বৃহৎজীরা (স্থূল জীরা), পিপুলমূল, নাগেশ্বর, এলাইচ দানা, লবঙ্গ ও জায়ফল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এক এক পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু একসের মিশ্রিত করিবে। আহারের পূর্ব্বে ইহা একপল মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। অথবা মাত্রার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, অগ্নিবলানুসারে খাইবে। এই আম্রপাক সেবনে মানব মৈথুন ক্রিয়ায় অশ্ববৎ সমর্থ হয় এবং বলবান্ পুষ্ট ও নিত্য নিরাময় থাকে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, ক্ষয়, শ্বাস, অরোচক, অম্লপিত্ত, মহাশ্বাস, রক্তপিত্ত ও পাণ্ডুতা বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪১—৪৮

গোক্ষুরচূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া তাহা মধু মিশাইয়া খাইলে, কুপ্রয়োগ হেতু লিঙ্গ-জড়তা প্রশমিত হয়॥ ৪৯

মহা চন্দনাদি তৈল—তৈল চারিসের। কাথার্থ—শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বকম কাষ্ঠ, কালীয়া কড়া, অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, গন্ধতৃণ (কুশ, কাশ, শর, উলু ও ইক্ষু ইহাদের মূল), কর্পূর, মৃগনাভি, লতাকস্তূরিকা (মুষকদানা), শিলারস, নূতন কুঙ্কুম, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, কাঁকলাফল (তদভাবে জায়ফল তদলাভে লবঙ্গ গ্রাহ্য), পিড়িং, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বালা, বেণার মূল, জটামাংসী, দারুচিনি, রত কর্পূর, শৈলজ, নাগরমুতা, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, শ্রীবাস (সরল নির্য্যাস), গুগ্‌গুলু, লাক্ষা, নখী, ধুনা, ধাতকীফুল, গেটেলা, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা ও মোম, প্রত্যেক চারি চারি মাষা। জল ষোলসের। যথাবিধি ধীরে ধীরে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে অশীতি বর্ষের বৃদ্ধও যুবার ন্যায় শুক্রাঢ্য হয় এবং বহুস্ত্রীর বল্লভ হইয়া থাকে। ইহা মর্দ্দনে বন্ধ্যারও গর্ভ হয়, বৃদ্ধও তরুণ হয়, অপুত্রক ব্যক্তি পুত্রলাভ করে, এবং শতবৎসর জীবিত থাকে। এই মহাচন্দনাদি তৈল দ্বারা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, জ্বর, দাহ, স্বেদ, গাত্রদৌর্গন্ধ্য, কুষ্ঠ ও কণ্ডু বিনষ্ট হয়॥ ৫০—৫৮

মধুপক্কহরীতকী—দশমূলী, পিপুল, চিতামূল, কয়েতবেল, বহেড়া, কট্‌ফল, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, সৈন্ধব, রক্তরোহিতক (রক্তপুষ্প বৃক্ষ বিশেষ, বোড়া), দন্তী, দ্রাক্ষা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দেবদারু, পুনর্নবা, ধনে, লবঙ্গ, সোন্দালু, গোক্ষুর, বিদ্ধড়ক, পারুল ও বেণামূল এই সকল ঔষধের প্রত্যেকটি দুই দুইপল, এবং শ্লথ পোট্টলী বদ্ধ হরীতকী আটসের; এই সমস্ত দ্রব্য ৮০ সের জলে পাক করিবে। হরীতকী স্নিগ্ধ হইলে গুরূপদেশানুসারে যথাবিধি তিনদিনে, তৎপরে পাঁচদিনে, তদনন্তর দশদিনে তাহাতে মধু নিক্ষেপ করিবে। পরে একটি পরিস্কৃত সুদৃঢ়-মধু পরিপূর্ণ ঘৃত-ভাবিত পাত্রে সেই সিদ্ধ হরীতকীগুলি যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিবে। তদনন্তর বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সেই হরীতকীগুলি উদ্ধৃত করিয়া অপর একটি ঘৃতভাবিত পাত্রে রাখিবে। এই শুভা হরীতকী ধন্বন্তরি কর্তৃক কৃতা। ইহা নিত্য সেবন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা শ্বাস, কাস, ক্ষয়, পাণ্ডু, হিক্কা, বমি, মদ, ভ্রম, মুখরোগ, তৃষ্ণা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, সুদারুণ বাতরক্ত, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, বদ্ধ গুদোদ্ভবরোগ, দুর্ব্বিকার গ্রহণীরোগ ও ত্রিদোষোদ্ভব শোষ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধুপক্কা-হরীতকী অশেষ রোগ নাশক॥ ৫৯—৬৮

বানরী বটিকা—অর্দ্ধসের পরিমিত আলকুশী-বীজ, চারিসের গোদুগ্ধে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করিবে। দুগ্ধ গাঢ় হইলে ঐ বীজগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের খোসাগুলি ছাড়াইয়া ফেলিবে। তদনন্তর তাহা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া সেই পিষ্টিকায় ছোট ছোট বটী প্রস্তুত করিবে। পরে বটীগুলি গব্য ঘৃতে পাক করিয়া দ্বিগুণ পরিমিত চিনির রসে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর সেই চিনি প্রলিপ্ত বটিকাগুলি মজ্জন-যোগ্য মধুতে বিরলভাবে স্থাপন করিবে, অর্থাৎ বটিকাগুলি যেন পরস্পর জড়াইয়া না যায়। এই বটিকা আড়াই তোলা পরিমাণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভক্ষণ করিবে। যাহার শুক্র শীঘ্র স্খলিত হয় এবং লিঙ্গ শীঘ্র পতিত হয়, সে ব্যক্তি এই বটী সেবনে মৈথুন কার্য্যে অশ্ববৎ সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট বাজীকর অন্য কোন দ্রব্য নাই॥ ৬৯—৭৩

[illegible] কক্কা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জৈত্রী ও চন্দন; ইহাদে[illegible]কের চূর্ণ দুই দুই তোলা এবং অহিফেন আটতোলা, এই সমস্ত [illegible] করিয়া একমাষা মাত্রায় ভক্ষণ করিবে। ইহা পুরুষের শুক্রস্তম্ভকারক আনন্দদায়ক ও স্ত্রীলোকের প্রীতিজনক। কামুক ব্যক্তি এই ঔষধ রাত্রিতে সেবন করিবে॥ ৭৪—৭৬

ইতি বাজীকরণাধিকার।

রসায়নাধিকার।

রসায়নের লক্ষণ—যাহা জরাব্যাধি নাশক, বয়ঃস্তম্ভকারক (যৌবনস্থাপক), চক্ষুষ্য, বৃংহণ ও বৃষ্য, সেই ভেষজকে রসায়ন কহা যায়॥ ১

রসায়নের ফল—রসায়ন সেবনে মানব দীর্ঘ-আয়ুঃ, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তারুণ্য, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বল এবং কান্তিলাভ করে।

বমন-বিরেচনাদি দ্বারা শরীরকে বিশুদ্ধ না করিয়া রসায়ন সেবন কর্ত্তব্য নহে। মলসংশ্লিষ্ট বস্ত্রে যেমন রং শোভা পায় না, সেইরূপ অবিশুদ্ধ শরীরে রসায়ন ফলপ্রদ হয় না॥ ২। ৩

রসায়নের উদাহরণ—শীতলজল, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত ইহাদের এক একটি বা দুই দুইটি অথবা তিন তিনটি কিংবা সমস্ত গুলি প্রাতঃকালে পান করিলে বয়ঃস্থাপন হয় অর্থাৎ যৌবন স্থির থাকে। ব্রাহ্মীর স্বরস (তদভাবে মঞ্জিষ্ঠা), যষ্টিমধুর চূর্ণ, গুলঞ্চের রস, মূলপুষ্পসমন্বিত শঙ্খপুষ্পীর কল্ক এই সকল রসায়ন ঔষধ আয়ুঃপ্রদ, রোগ-নাশক, বল-বর্ণ-অগ্নি ও স্বরবর্দ্ধক এবং মেধ্য, ইহাদের মধ্যে শঙ্খপুষ্পী বিশেষ মেধ্য (মেধাহিত) জানিবে।

বংশলোচন মধুর সহিত, পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবের সহিত এবং ত্রিফলাচূর্ণ চিনির সহিত সংযুক্ত হইলে পরম রসায়ন হয়।

রসায়ন গুণলাভেচ্ছু ব্যক্তি বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তকালে শুঁঠের সহিত, শিশিরকালে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে।

অল্পফল নূতন পুনর্নবা দুগ্ধে পেষণ করিয়া অর্দ্ধমাস একমাস দেড়মাস বা তিনমাস যে ব্যক্তি খায়, সে বৃদ্ধ হইলেও যুবা হইয়া থাকে।

যাহারা ভীমরাজের স্বরস একমাসকাল প্রতিদিন পান করে, এবং দুগ্ধাশী হয়, তাহারা বল-বীর্য্যযুক্ত হইয়া শতবৎসর পরমায়ুলাভ করে।

শতমূলী, মুণ্ডিরী, গুলঞ্চ, হস্তিকর্ণ পলাশ ও তাল-মূলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত করিয়া যে ব্যক্তি ঘৃতের সহিত বা মধুর সহিত লেহন করে, সে ব্যক্তি জরাব্যাধি ও অকাল মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হয়, বল-বীর্য্যাদি সম্পন্ন হয়, দেবপ্রতিম হয়, নিত্য প্রভাময় থাকে, এবং তাহার বুদ্ধি ভূরি বিবৃদ্ধ হয়।

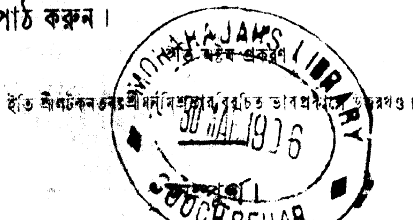
অশ্বগন্ধা দুগ্ধের সহিত, ঘৃতের সহিত, তিলতৈলের অথবা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত অর্দ্ধমাসকাল সেবন করিলে বলবীর্য্যের বৃদ্ধি এবং শরীরের পুষ্টি হয়। জলবর্ষণে যেমন শস্যের পুষ্টি হয়, ইহা দ্বারাও তদ্রূপ হইয়া থাকে॥ ৪—১৩

লৌহগুগ্গুলু—লৌহ আটতোলা, গুগ্গুলু ২৪ তোলা, ত্রিকটু ৪০ তোলা, এবং ত্রিফলা একসের; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মিলিত করিয়া দুইতোলা পরিমাণে লেহন করিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি বিবিধ রসায়ন সেবন করে, সে ব্যক্তি যে কেবল ইহকালে দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে, অন্তে দেবর্ষি-সেবিত শুভ অক্ষর ব্রহ্মপদও লাভ করে॥ ১৪—১৫

ইতি রসায়নাধিকার।

যতকাল আকাশে সূর্য্যচন্দ্রের কিরণ প্রকাশ পাইবে, যতকাল পৃথিবী পৃষ্ঠে গিরির সহিত সপ্ত সমুদ্র অবস্থান করিবে, যতকাল অবনিমণ্ডল ফণিপতির (অনন্তের) ফণামণ্ডলে অবস্থিতি করিবে; ততকাল সদ্বিদ্গণ এই শুভ ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ পাঠ করুন।



ইতি চিকিৎসা প্রকরণ।

ইতি শ্রীলটকনতনয়শ্রীমন্মিশ্রভাববিরচিত ভাবপ্রকাশে উত্তরখণ্ড।

অস্মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী

যথা—আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ, সুশ্রুত-সংহিতা, সুশ্রুতের বঙ্গানুবাদ, চরক-সংহিতা, চরক-সংহিতার বঙ্গানুবাদ, দ্রব্যগুণ, বৈদ্যক-শব্দসিন্ধু, নিদান, পাচন-সংগ্রহ, চক্রদত্ত, আয়ুর্ব্বেদ প্রদীপ, নাড়ীবিজ্ঞান, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, শার্ঙ্গধর, পরিভাষা প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের নিকট ২৯ নং কলুটোলা-ষ্ট্রীট ঠিকানায় পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিতে যত্ন ও অর্থব্যয়ের বিন্দুমাত্র ক্রটী করি নাই। আমাদের চেষ্টা সফল এবং অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে কারণ ভারতবর্ষের প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য আমাদের এই গ্রন্থ গুলিকেই পাঠ্য পুস্তক বলিয়া গ্রাহ্য করেন। এবং তাঁহাদের ছাত্রমণ্ডলীকে এই সকল পুস্তক ক্রয় করিতে আদেশ করেন। পুস্তকগুলি আমাদের বহুবর্ষব্যাপি-শ্রমজাতফল। সাধারণ্যে ইহাদের এরূপ সমাদর দেখিয়া আমরা সমধিক আহ্লাদিত হইয়াছি, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। বুধমণ্ডলী একবাক্যে গ্রন্থসমূহের প্রশংসা করিয়া থাকেন, এতাবৎকাল যত প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, এগুলি যে তন্মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

চরক-সংহিতা।

চরকের গৌরবে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার এত গৌরব দেখিয়া চরকের বিশুদ্ধ সংস্করণ নিতান্ত আবশ্যক হওয়ায়, আমরা চরকসংহিতা মুদ্রিত করিয়াছি। ইহাতে একটী সুবিস্তৃত সূচীপত্র দিয়াছি, এই সূচীর সাহায্যে সকলেই সহজে চরকের মর্ম্ম অবগত হইবেন। দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাঃ মাঃ ।৵৹ আনা।

চরকের বঙ্গানুবাদ।

যাঁহারা ভালরূপ সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বোধ চরক সংহিতা অতি সুখবোধ্য ও মনোরম বলিয়া প্রতীত হইবে।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা, ডাঃ মাঃ ।৵৹ আনা।

পরিভাষা-প্রদীপ।

সুচিকিৎসক বলিয়া অভিহিত হইতে হইলে এবং যথাযথ নির্দুষ্ট ভাবে ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে পরিভাষা প্রদীপ পাঠ করা বিশেষ আবশ্যক।

মূল্য ৷৷৹ আট আনা।

সুশ্রুত-সংহিতা।

নির্ভুল ও মনোমুগ্ধকর সুশ্রুত সংহিতা পাওয়া যাইত না বলিয়া বুধমণ্ডলী আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের অনুরোধে আমরা বহু অর্থব্যয় করিয়া এই মহামূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। অক্ষর, কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণ উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুলাদি ।৵৹ আনা, মূল ও বঙ্গানুবাদ একত্রে ৫৲ পাঁচ টাকা।

সুশ্রুতের বঙ্গানুবাদ।

সুশ্রুতের সরল ও হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠ করিলে জ্ঞানী মহোদয়গণও বিশেষ আনন্দিত হইবেন। ইহা সুশ্রুতের বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও টীকা। মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

শার্ঙ্গধর।

ইহা একখানি অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র গ্রন্থ। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত, ইহাতে নিদান এবং চিকিৎসাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় মূল শ্লোক ও প্রাঞ্জল অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য দেড় টাকা। ডাকমাশুল চারি আনা।

ভাবপ্রকাশের সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

ভাবপ্রকাশের সূচীপত্র সমাপ্ত।

পত্রাদি পাঠাইবার ঠিকানা, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ২৯ নং কলুটোলাষ্ট্রীট—কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ।

আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহের ন্যায় সুবৃহৎ ও প্রয়োজনীয় উপাদেয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ এতাবৎকাল পৃথিবীতে প্রকাশিত হয় নাই। এই পুস্তক নিকটে থাকিলে সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থ ব্যক্তিও বিনা গুরূপদেশে সকল রোগেরই চিকিৎসা করিতে পারিবেন। কোন রোগ শান্তির জন্য বা কোন ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, গুড়িকা, অরিষ্ট ও আসবাদি প্রস্তুত করিবার জন্য, অন্য কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। বাটীতে কোন পীড়া হইলে চিকিৎসকের উপাসনা না করিয়াও অনায়াসে রোগমুক্ত হইতে পারিবেন; এই বৃহৎ পুস্তকে প্রত্যেক রোগের নিদানভেদে চিকিৎসা অর্থাৎ রোগের কিরূপ লক্ষণে কি প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃত, পাচন প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা বিশেষরূপে লিখিত আছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এরূপ কোন ঔষধ; তৈল বা ঘৃত নাই—যাহার যথাযথ প্রস্তুত প্রণালী বিশদ ও প্রাঞ্জলভাবে এই মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত না হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহের চতুর্থ সংস্করণে অনেক নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ হইয়াছে এবং ইহাকে আমূল পরিশোধিত করা হইয়াছে। যিনি আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের নিকট এই পুস্তক থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা রয়েল ৮ পেজী ফর্ম্মায় মুদ্রিত ১৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ও তিন খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মূল্য ৬৷৷০ টাকা।

ডাকমাশুলাদি ৷৷৵০ দশ আনা।

পাচন-সংগ্রহ।

আমাদের এই সর্ব্বজনপ্রিয় পুস্তকখানি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা হইয়াছে। পুস্তকের নাম **পাচন-সংগ্রহই** রাখা গেল কিন্তু বস্তুতঃ ইহাকে এক খানি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ করা হইল। প্রত্যেক অধিকারে রোগের লক্ষণ এবং বায়ু পিত্ত কফভেদে প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা অর্থাৎ পাচন, মুষ্টিযোগ, ঔষধ, তৈল ঘৃত, চূর্ণ, মোদক সমস্তই দেওয়া হইয়াছে এবং কি অনুপানে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। কবিরাজীশাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইলে আমাদের এই উপাদেয় পুস্তক অবশ্য পাঠ করা উচিত। কবিরাজী চিকিৎসার প্রতিপত্তি সংস্থাপন ও বহুল প্রচার জন্যই আমাদের এই পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছে। নতুবা যে মূল্যে আমরা এই বৃহৎ পুস্তক বিক্রয় করিতেছি, পুস্তক প্রণয়নের খরচা ও অন্যান্য খরচার বিষয় ছাড়িয়া দিলেও সেই মূল্যে এই পুস্তক ছাপা হয় না। ইহা স্পর্দ্ধাসহকারে বলা যাইতে পারে যে, সচরাচর ব্যবহারের জন্য এরূপ প্রয়োজনীয় ও উপকারী আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক এতাবৎকাল প্রকাশিত হয় নাই। ফলতঃ সাহসপূর্ব্বক অনায়াসে বলা যায় যে, এরূপ একখানি পুস্তক নিকটে থাকিলে, যে সে রোগের জন্য বিপন্ন হইয়া চিকিৎসকের উপাসনা করিতে অথবা সাধ্যাতীত অর্থব্যয় করিতে হয় না। বাটীর চতুপার্শ্বে যে সমস্ত তরু, লতা, গুল্ম প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা দ্বারাই অনেক কঠিন ও দুরারোগ্য পীড়া হইতে অনায়াসে বিনা অর্থব্যয়ে আরোগ্য হইতে পারা যায়। এরূপ একখানি পুস্তক ক্রয় করিলে পুস্তকের মূল্যের অন্ততঃ সহস্রগুণ উপকার পাওয়া যায়। এই পুস্তকে সংস্কৃত মূল, মূলের সরল ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ এরূপ ভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, যাঁহারা অল্পমাত্র লেখাপড়া জানেন তাঁহারাও অনায়াসে এই পুস্তকের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন। যাঁহারা অল্পমাত্র বাঙ্গালা জানেন, তাঁহাদের সকলেরই এক এক খণ্ড পাচন-সংগ্রহ নিকটে রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পাচন-সংগ্রহ নিকটে রাখিলে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা ও উপকারিতা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন এবং পাচনের ও মুষ্টিযোগের অদ্ভুত রোগনাশকতা-শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইবেন।

পুস্তকের মূল্য ৷৷০ আট আনা।

ডাকমাশুল ৵০ আনা। ভিঃ পিঃ লইলে মোট ৷৷৶০।

নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ

(মূল টীকা অনুবাদ সহ)

নাড়ীজ্ঞান না থাকিলে রোগপরিচয় করা বিশেষ কষ্টকর, আর রোগ পরিচয় না হইলে চিকিৎসা করা অসম্ভব। মহর্ষি কণাদ প্রণীত এই নাড়ীবিজ্ঞান পুস্তক যদিও জটিল কিন্তু বড়ই চমৎকার; নাড়ীপ্রকাশ মহামতি শিবদাস কৃত টীকানুগত ও শ্রেণীবদ্ধ বলিয়া অপেক্ষাকৃত সুগম। তজ্জন্য আমরা উভয় গ্রন্থই একত্রে প্রকাশিত করিলাম। নাড়ীবিজ্ঞান সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যে পৃথিবীস্থ যাবতীয় চিকিৎসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রধান কারণ নাড়ীবিজ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ উপাদেয় পুস্তক আর কোন জাতির চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই। মূল্য অবশ্য সম্ভবতঃ অল্পই ধার্য্য করা গেল। দ্বিতীয় সংস্করণ,-পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুলাদি এক আনা।

রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ।

রসগ্রন্থসমূহের মধ্যে "রসেন্দ্রসারসংগ্রহ" একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মাধবনিদান, চক্রদত্ত প্রভৃতির ন্যায় এই সংগ্রহ গ্রন্থখানিও বহুকাল হইতে অধ্যাপক এবং ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে আদরের সহিত অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থে পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রভৃতি ধাতু সকলের শোধন, জারণ এবং তাহাদের প্রয়োগ বিধি অতি সুন্দর ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে, এতদ্ভিন্ন রোগাধিকারভেদে রসঘটিত ঔষধ সকলের প্রস্তুত ও প্রয়োগবিধিও বলা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বিশুদ্ধ সটীক সানুবাদ রসেন্দ্রসার-সংগ্রহের নিতান্ত অভাব ছিল। তজ্জন্য আমরা বহু যত্ন ও বহু অর্থব্যয় করিয়া সংস্কৃত কলেজ, এসিয়াটিক সোসাইটি, বম্বে, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে পুস্তক সকল সংগ্রহ করিয়া এবং আমাদের হস্তলিখিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া আমূল সংশোধন পূর্ব্বক এই প্রয়োজনীয় পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম। আবশ্যকবোধে গোপালকৃষ্ণ কৃত টিপ্পনী ব্যতীতও স্থানে স্থানে অন্যান্য টীকা, টিপ্পনী, পাঠান্তর ও বিবৃতি সন্নিবেশিত করিয়াছি। তদ্ভিন্ন সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও যাহাতে সহজে মূলের যথাযথ অর্থ বুঝিতে পারেন তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ইহার বঙ্গভাষায় প্রাঞ্জল অনুবাদ করা হইয়াছে! সাহসের সহিত বলিতে পারি, আমাদের অন্যান্য পুস্তক সকল যেমন সর্ব্বত্র আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ও অধ্যয়নার্থির নিকট আদর লাভ করিয়াছি, রসেন্দ্রসারসংগ্রহও সেইরূপ আদরণীয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মূল্য দুই টাকা। ডাঃ মাঃ চারি আনা।

বৈদ্যক-শব্দ সিন্ধু।

এত দিবস পরে আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ অভাব বিদূরিত হইয়াছে। একখানি উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় অভিধানের অভাব প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুশীলনকারী অনুভব করিতেছিলেন। অভিধান না হইলে যে কোন শাস্ত্রের আলোচনা সম্যক্‌রূপে হইতে পারে না ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অসীম ও অতল আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র "বৈদ্যকশব্দসিন্ধু" প্রকাশের পর সহজ ও সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এরূপ কোন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা এই অসাধারণ পুস্তকে নাই। ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক জাতির ও অন্যান্য জাতির সুবিধার জন্য আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রত্যেক শব্দের ল্যাটিন, বাঙ্গালা, হিন্দি, মহারাষ্ট্রী, তেলেগু, কর্ণাটিক প্রভৃতি ভাষায় ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। চরকসংহিতা, সুশ্রুত-সংহিতা, অত্রি-সংহিতা, বাগ্‌ভট, হেমাদ্রি, চক্রদত্ত, সিদ্ধিযোগ, আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ, রসকৌমুদী, রসরত্নসমুচ্চয়, রসরত্নাকর, প্রয়োগচিন্তামণি, যোগচিন্তামণি যোগতরঙ্গিনী চিকিৎসাধাতুসার, বৈদ্যজীবন, বৈদ্যামৃত, রসকৌমুদী, ভৈষজ্য-রত্নাবলী, নাড়ীপ্রকাশ, রসেন্দ্রচিন্তামণি অমরকোষ, ধন্বন্তরিনিঘণ্ট, হেমচন্দ্র, শব্দমালা, শব্দরত্নাবলী, ভাবপ্রকাশ, মাধবনিদান, ব্যাখ্যামধুকোষ, অর্কপ্রকাশ, চিকিৎসাক্রমকল্পবল্লী, শার্ঙ্গধরসংগ্রহ, বীরসিংহাবলোকন, পরিভাষা-প্রদীপ-প্রয়োগামৃত, অমৃতসার, কূটমুদ্গর, অজয়পাল সংগ্রহ, রাজবল্লভ, রত্নমালা, ও অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদীয়, গ্রন্থে যে সকল শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার প্রত্যেকটীর ব্যাখ্যা ও কি অর্থে কোন শব্দ কোথায় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার উল্লেখ সবিস্তার করা হইয়াছে। ফলতঃ "বৈদ্যক-শব্দসিন্ধু" প্রকাশিত হওয়ায় কূট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র নখদর্পণের ন্যায় সহজ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদহিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ইহার এক এক খণ্ড থাকা নিতান্ত আবশ্যক। এই পুস্তক প্রণয়ন করিতে যেরূপ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে তাহার তুলনায় ইহার মূল্য এক শত টাকা লইলেও অধিক হইত না, কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য ইহার

মূল্য দশ টাকা করা হইল।

অসমর্থ ছাত্রগণকে ৭।।০ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবে। ডাঃ ।।৵০ আনা। ভিঃ পিতে লইলে মোট খরচ ১০৸০

বিদেশীয় রোগিগণ আমাদিগের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার অভিলাষে নিজ নিজ রোগবিবরণ সহ পত্র লিখিলে, অতি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা প্রদান করা যায়, পত্র সকল গোপন করিয়া রাখা হয়।

ঔষধ বা পুস্তকের জন্য পত্র ও মণি-অর্ডার পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

[illegible] নং কলুটোলাষ্ট্রীট—কলিকাতা।